

ବେଦପୁରାଣମ୍ ।



ମହର୍ଷି-କୃଷ୍ଣପାୟନ-ବେଦବ୍ୟାସ-

ବିରଚିତମ୍ ।



ମୂଳ-ସଂସ୍କୃତମ୍ ବଙ୍ଗାନୁବାଦ-ସମେତମ୍



ଡାକ୍ତରୀ-ନିବାସି-

ମାଣିକସର ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧ ମହାବଳ ଡାକ୍ତରୀ-
କାଳିତମ୍ ।

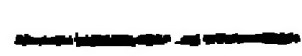


କଲିକାତା,

ବ. ଗ. ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧ ମହାବଳ ଡାକ୍ତରୀ, "ବଜ୍ରବାଣୀ-ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ମେସିନ-ସଞ୍ଜେ"

ଫ୍ରିଣ୍ଟର ଡାକ୍ତରୀ ଦ୍ଵାରା

ପ୍ରଥମ ୭ ପ୍ରକାଶିତ ।



ভূমিকা

ব্রহ্মপুরাণ—সুপ্রসিদ্ধ—মহাপুরাণ; ইহাতে বহুবিষয় সন্নিবেশিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ এই মহাপুরাণের অনুবাদক। অনুবাদের গুণ-দামে তিনিই সুখ্যাতি-নিদার অপিকারী। আমি অশুভ্র; সুতরাং অনুবাদে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমি নামতঃ সম্পাদক। সুতরাং যামাকে এই ভূমিকা লিখিতে হইল। ইতি

শ্রীপদ্মনব তর্করত্ন

ভাটপাড়া।

সুচিপত্রঃ

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অঃ।	নৈমিষারণ্যে সূতাগমন, তৎ- প্রতি মুনিগণের পুরাণশ্রবণ-বিষয়ক প্রশ্ন এবং সৃষ্টি-কথারম্ভ	১	১১ অঃ।	রজি-চরিত্র বর্ণন, ধনুর্বারির উৎপত্তি ও ভরদ্বাজ সকাশে তাহার আয়ুষ্যেদপ্রাপ্তি	৫৮
২ অঃ।	স্বায়ম্ভুব মনুর সহিত শতরূপার বিবাহ, উত্তানপাদের বংশকথন, পৃথুর জন্মবৃত্তান্ত, প্রচেতাগণের সহিত বৃক্ষকন্টার পরিণয়, এবং তাহাতে দক্ষের উৎপত্তি	৫	১২ অঃ।	নহুব হইতে যযাতি প্রভৃতির উৎপত্তি, ও তাহার জরা গ্রহণে অনিচ্ছুক তৎপুত্র যজ্ঞপ্রতি যযাতির শাপ প্রদান	৫২
৩ অঃ।	দেবতাদিগের উৎপত্তি,	১০	১৩ অঃ।	পুরুবংশ বর্ণন, কাণ্ডবীথ্যা- জ্ঞানের বৃত্তান্ত ও তাহার প্রতি আপব মুনির শাপ	৬৬
৪ অঃ।	ব্রহ্মা কর্তৃক দেবতাদিগের রাজ্যাভিষেক ও পৃথচরিত্র	১৯	১৪ অঃ।	বসুদেবের জন্ম বিবরণ ও তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণোৎপত্তি প্রভৃতি বর্ণন	৮০
৫ অঃ।	মহাসুরকথা আরম্ভ ও মহা- প্রলয়াদি কথন	২৭	১৫ অঃ।	জ্যামঘচরিত্র বর্ণন ও কংসোৎপত্তি	৮৪
৬ অঃ।	সূর্য্যবংশ বর্ণন, ছান্দার বড়বা- রূপ ধারণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎ- পত্তি ও যমুনা, শনৈশ্চর প্রভৃতি সূর্য্যতনয়গণের বিবরণ	৩১	১৬ অঃ।	শ্রুতকোপাগ্যান, কৃষ্ণের জাম্ববতীর বিবাহ ও কৃষ্ণ-সত্যবতী- পরিণয় কথন	৮৯
৭ অঃ।	বৈবস্বত মনুর বংশে ইলার উৎপত্তি, বুধের সহিত তাহার সঙ্গম, সুহ্যাদির উৎপত্তি ও কুবলয়াশ- চরিতাদির বর্ণন আরম্ভ	৩৬	১৭ অঃ।	শতবর্ষা কর্তৃক সত্রাজিৎ-বধ ও অক্রুরসমিধানে শ্রুতকৃত আস	৯৩
৮ অঃ।	সত্যব্রতের ত্রিশকু নামপ্রাপ্তির কাহণ, সশরীরে তাহার স্বর্গগম- নাদি, সগরের জন্মবৃত্তান্ত, সগর- পুত্রদিগের প্রতি কপিলের শাপ ও ভগীরথোৎপত্তি বর্ণনাদি	৪৩	১৮ অঃ।	ভূগোল ও সমুদ্রদ্বীপাদি কথন	৯৬
৯ অঃ।	সোমোৎপত্তি, তৎকর্তৃক বৃহ- স্পতির ভাষ্যাহরণ ও বুধোৎপত্তি	৫০	১৯ অঃ।	ভারতবর্ষ বর্ণন প্রসঙ্গে তদ- ন্তর্গত নব ভেদ, নদী ও উপনদীর কথা এবং জম্বুদ্বীপপ্রশংসা	১০০
১০ অঃ।	পুরুবংশের জন্ম, গাধিরাজোৎ- পত্তি, জমদগ্নির জন্ম কথন ও রেণুকার সহিত জমদগ্নির বিবাহাদি	৫৩	২০ অঃ।	প্লক্ষদ্বীপ ও তদ্বাসীলোক- দিগের পরমাযুঃ পরিমাণ এবং অশ্বিনীদ্বীপপুঞ্জবর্ণন	১০৩
			২১ অঃ।	পাতালাদি সমুদ্রলোক ও অনন্তবীথ্যা বর্ণন	১০৯
			২২ অঃ।	পাপ, নরক, পাপবিশেষে নরকবিশেষ, শ্রীহরিশ্মরণের পাপ-	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	নাশকত্ব ও স্বর্গ-নরকের স্বরূপ ব্যাখ্যা	১১১		অক্কে শিশুরূপে শিবের শয়ন ও শিব-পার্বতীর বিবাহ	১৭৪
২৩ অঃ।	আকাশ ও পৃথিবীর পরিমাণ বর্ণনাদি	১১৪	৩৭ অঃ।	দেবগণ কর্তৃক মহেশ্বরের জ্ঞতি ও মহেশ্বরের নিজ স্থানে প্রস্থান	১৮৬
২৪ অঃ।	শিশুমারচক্র বর্ণন ও ঋক- সংস্থিতি নিরূপণ	১১৭	৩৮ অঃ।	মদন-দাহ, মেনকা কর্তৃক পার্বতীর উপহাস ও মহেশ্বরের পার্বতী প্রতি প্রবোধ দান	১৮৭
২৫ অঃ।	শারীর তীর্থবর্ণন ও তীর্থ- মাহাত্ম্য পাঠের ফল কীর্তন	১১৯	৩৯ অঃ।	দক্ষ সহ দেবগণের কথোপ- কথন, বীরভদ্রোৎপত্তি বর্ণন, দক্ষ- যজ্ঞ ধ্বংস ও শিবসমীপে দক্ষের বরপ্রাপ্তি, দক্ষ কর্তৃক শিবের অষ্টোত্তর সহস্র স্তোত্র	১৯১
২৬ অঃ।	ঋক্ষার প্রতি মুনিদিগের মোক্ষ বিষয়ক প্রশ্ন	১২৪	৪০ অঃ।	শিব কর্তৃক সক্ষ বস্তুতে বিভাগানুসারে জ্বর স্থাপন	১৯৮
২৭ অঃ।	ভরত খণ্ড ও তত্রস্থ গিরিনদী প্রভৃতির বর্ণন	১২৭	৪১ অঃ।	একাত্ম ক্ষেত্র বর্ণন	২০৬
২৮ অঃ।	ওড়্রদেশস্থ ব্রাহ্মণপ্রশংসা ও স্বর্গ্যপূজাদি কথন	১৩২	৪২ অঃ।	বিরজা তীর্থ বিরজা দেবী, বৈতরণী নদী, উৎকলতীর্থ ও পুরুষোত্তম বর্ণন	২১২
২৯ অঃ।	স্বর্গ্যপূজার মাহাত্ম্য ও শুক্ল- পক্ষীয় অর্কসংমীতে স্বর্গ্যারাদনার বৈশিষ্ট্য কীর্তন	১৩৬	৪৩ অঃ।	অবন্তীনগর, মহাকাল শিব, ক্ষিপ্রা নদী ও বিন্দুস্বামী নামক বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণন	২১৫
৩০ অঃ।	ভাস্কর হইতে সক্ষ জগদুৎ- পত্ত্যাদি কথন	১৪১	৪৪ অঃ।	ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপ বিবরণ, ইন্দ্রদ্যুম্নের দক্ষিণ সাগরতটে গমন	২২১
৩১ অঃ।	আদিত্যের গুণাবলী ও নাম- ভেদ কীর্তন	১৪৭	৪৫ অঃ।	বিষ্ণু কর্তৃক পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বর্ণন	২২৫
৩২ অঃ।	দৈত্যপীড়িত দেবগণের অদিতিকৃত স্বর্গ্যস্তব পাঠ, দেবাসুর- যুদ্ধ ও যুদ্ধে অসুরদিগের পরাজয়	১৫০	৪৬ অঃ।	ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শনাদি	২৩১
৩৩ অঃ।	অঙ্ককারকৃষ্টি ব্রহ্মাদি কর্তৃক স্বর্গ্যস্তব, তাঁহাদিগের প্রতি স্বর্গ্যের বরপ্রদান ও স্বর্গ্যের অষ্টোত্তর শত নাম কীর্তন	১৫৮	৪৭ অঃ।	ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞবিবরণ	২৩২
৩৪ অঃ।	রুদ্রমহিমা বর্ণন, দক্ষ ও সত্যীর কথোপকথন, সত্যীর স্বদেহ- ত্যাগ ও পার্বতী-আখ্যান আরম্ভ	১৬২	৪৮ অঃ।	প্রতিমা লাভার্থ ইন্দ্রদ্যুম্নের ভোগত্যাগ	২৪১
৩৫ অঃ।	উমা সহ দেবগণের কথোপ- কথন, শিব-পার্বতী সংবাদ, গ্রাহ সহ পার্বতীর আলাপ ও পার্বতীর প্রতি শিবের বরদান	১৬৯	৪৯ অঃ।	ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক ভগবানের স্তব	২৪১
৩৬ অঃ।	পার্বতীর স্বয়ম্বর, পার্বতীর		৫০ অঃ।	ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বপ্নে ভগবদর্শন লাভ, বিশ্বকর্মা কর্তৃক ভগবানের মূর্তিপ্রদান নিম্নাণ	২৪৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫১ অঃ।	পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মূর্তিত্রয়ের স্থাপন, ইন্দ্রহ্যমের বিষ্ণুপদে গমন ও পঞ্চতীর্থ বর্ণন	২৫০	৭৪ অঃ।	গঙ্গার রূপদ্বয় কথন, গৌতম মুনির কৈলাসে গমন	৩৩১
৫২ অঃ।	মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান, ও মার্কণ্ডেয়ের বটবৃক্ষ দর্শনাদি	২৫৫	৭৫ অঃ।	গৌতমের গঙ্গা আনয়ন	৩৩৮
৫৩ অঃ।	মার্কণ্ডেয়ের ভগবদর্শনাদি	২৫৬	৭৬ অঃ।	পঞ্চদশরূপে বিভক্ত হইয়া গঙ্গার স্বর্গাদিলোকে গমন গোদা- বরীমান বিধি	৩৪৩
৫৪ অঃ।	মার্কণ্ডেয়ের ভগবৎ-উদরে প্রবেশাদি	২৬০	৭৭ অঃ।	গৌতমীর শ্রেষ্ঠতা	৩৪৫
৫৫ অঃ।	মার্কণ্ডেয়ের বহির্গমন ও বালমুকুন্দ স্তব	২৬১	৭৮ অঃ।	সগরবংশ বৃত্তান্ত, গঙ্গা লইয়া ভগীরথের পাতালে গমন	৩৪৬
৫৬ অঃ।	বিষ্ণু-মার্কণ্ডেয় সংবাদ	২৬৪	৭৯ অঃ।	বরাহতীর্থ বর্ণন	৩৫২
৫৭ অঃ।	পঞ্চতীর্থবিধি বর্ণনাদি	২৬৯	৮০ অঃ।	লুক্কচরিত বর্ণন	৩৫৩
৫৮ অঃ।	নরসিংপূজা বিধানাদি	২৭২	৮১ অঃ।	স্কন্দচরিত বর্ণন, কুমার তীর্থোৎপত্তি	৩৬০
৫৯ অঃ।	কপালগৌতম ঋষির মৃত পুত্রের জীবনার্শ্ব শ্রেষ্ঠ নৃপতির প্রতিজ্ঞা ও বিষ্ণুসমীপে বর- প্রাপ্তি	২৭৮	৮২ অঃ।	কৃত্তিকা তীর্থোপাখ্যান	৩৬২
৬০ অঃ।	নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্র প্রশংসা, নারায়ণ-কবচ ও সমুদ্র- স্নানবিধি	২৮৪	৮৩ অঃ।	দশাশ্বমেধ তীর্থবিবরণ	৩৬৩
৬১ অঃ।	কায়শোধন বিধি ও আবা- হনাদি মন্ত্রযুক্ত পূজাবিধি	২৮৮	৮৪ অঃ।	পৈশাচ তীর্থোৎপত্তি	৩৬৬
৬২ অঃ।	সমুদ্রস্নান-মাহাত্ম্য	২৯১	৮৫ অঃ।	ক্ষুধা তীর্থ বিবরণ	৩৬৭
৬৩ অঃ।	পঞ্চতীর্থ-মাহাত্ম্য	২৯৪	৮৬ অঃ।	চকতীর্থ ও বিশ্বধর বৈষ্ণোর বিবরণ	৩৬৯
৬৪ অঃ।	মহার্জ্যেষ্ঠী-প্রশংসা	২৯৬	৮৭ অঃ।	ইন্দ্রতীর্থ বর্ণন	৩৭৫
৬৫ অঃ।	ত্রীকৃষ্ণের স্নানবিধানাদি	২৯৭	৮৮ অঃ।	জনস্থানতীর্থ বিবরণ	৩৭৯
৬৬ অঃ।	গুণ্ডিবাযাত্রা-মাহাত্ম্য	৩০৩	৮৯ অঃ।	ভানুতীর্থ ও শেবপুত্র মণি- নাগকৃত শিবস্তুতি	৩৮১
৬৭ অঃ।	প্রতিযাত্রা ফল ও যাত্রাস্থ পূজাবিধানাদি	৩০৫	৯০ অঃ।	গাকুড় তীর্থ এবং নন্দী ও বিষ্ণুর সংবাদ গরুড়ের প্রতি বিষ্ণুর গর্বোক্তি ও বিষ্ণু কর্তৃক গরুড়ের দর্শাপহরণ এবং গৌতমী স্নান মাত্রে গরুড়ের বজ্রদেহস্থ প্রাপ্তি	৩৮৫
৭৮ অঃ।	বিষ্ণুলোক বর্ণনাদি	৩১০	৯১ অঃ।	গোবর্দ্ধন তীর্থোপাখ্যান	৩৮৮
৭৯ অঃ।	পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য	৩১৫	৯২ অঃ।	ধৌতপাপতীর্থ বর্ণন প্রসঙ্গে মহী নানী ব্রাহ্মণপত্নীর উপা- খ্যান	৩৮৯
৮০ অঃ।	ব্রহ্মনারদ সংবাদ, চতুর্বিধ তীর্থ লক্ষণাদি, গৌতমীমাহাত্ম্য আরম্ভ	৩১৭	৯৩ অঃ।	বিষ্ণুমিত্র তীর্থ বিবরণ	৩৯২
৯১ অঃ।	গঙ্গোৎপত্তি কথারম্ভ	৩২০	৯৪ অঃ।	খেততীর্থ ও খেতরাজাসহ যমের যুদ্ধাদি বিবরণ	৩৯৫
৯২ অঃ।	শিব-বিবাহাদি	৩২৩	৯৫ অঃ।	শুকতীর্থ ও শুক্রচার্যের সঞ্জীবনী বিদ্যাল্যভাদি	৩৯৯
৯৩ অঃ।	বনি-বামন চরিত	৩২৬			

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯৬ অঃ।	ইন্দ্রতীর্থ ও ব্রহ্মহত্যাভয়ে ইন্দ্রের পলায়নাদি, মালব দেশের নাম নিকৃতি	৪০১
৯৭ অঃ।	পোলস্ত্যতীর্থ ও রাবণাদির তপস্শ্রাচরণ কুবেরের সহ যুদ্ধ ও কুবেরের তপস্শ্রাদি	৪০৩
৯৮ অঃ।	অগ্নিতীর্থ বিবরণ	৪০৬
৯৯ অঃ।	ঋণমোচনতীর্থ ও কক্ষী- বানের পুত্রদ্বয়ের প্রতি পিতৃগণের দার পরিত্রাহার্থে আদেশাদি	৪০৮
১০০ অঃ।	সুপর্ণাসঙ্গমাদিতীর্থ, কঙ্ক ও সুপর্ণার বিবরণ	৪০৯
১০১ অঃ।	পুরুষবার উর্ধ্বশী লাভ বিব- রণাদি	৪১১
১০২ অঃ।	মৃগব্যাপ্তোপখ্যান	৪১৩
১০৩ অঃ।	শম্যাতি তীর্থবিবরণ	৪১৪
১০৪ অঃ।	হরিশ্চন্দ্রোপখ্যান	৪১৫
১০৫ অঃ।	দেবগণের সোমপ্রাপ্তি ও গঙ্গাসহ মিলিত নদ নদীর বিবরণ	৪২২
১০৬ অঃ।	অমৃতোৎপত্তি বিবরণ	৪২৪
১০৭ অঃ।	বৃদ্ধগৌতম বিবরণ	৪২৯
১০৮ অঃ।	ইলা তীর্থবিবরণ	৪৩৪
১০৯ অঃ।	চক্রতীর্থ বর্ণন প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞ বিবরণ	৪৪৪
১১০ অঃ।	পিপ্পলেশ্বর তীর্থ বিবরণ	৪৪৮
১১১ অঃ।	নাগতীর্থ বিবরণ	৪৬৮
১১২ অঃ।	মাতৃতীর্থ বিবরণ	৪৭৫
১১৩ অঃ।	ব্রহ্মতীর্থ বিবরণ	৪৭৭
১১৪ অঃ।	অবিস্র তীর্থ বিবরণ	৪৭৯
১১৫ অঃ।	শেষ তীর্থ বিবরণ	৪৮১
১১৬ অঃ।	বড়বাদি তীর্থ বিবরণ	৪৮৩
১১৭ অঃ।	আত্মতীর্থ বিবরণ	৪৮৫
১১৮ অঃ।	অশ্বখাদি তীর্থ বিবরণ	৪৮৭
১১৯ অঃ।	সোমতীর্থ বিবরণ	৪৯০
১২০ অঃ।	ধাত্ত তীর্থ বিবরণ	৪৯১
১২১ অঃ।	বিদর্ভ ও রেবতীর গঙ্গাসহ মিলনাদি	৪৯৩

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২২ অঃ।	পূর্ণ তীর্থ বিবরণাদি	৪৯৫
১২৩ অঃ।	রামতীর্থ বিবরণ	৫০৩
১২৪ অঃ।	পুত্র তীর্থ বিবরণ	৫১৯
১২৫ অঃ।	যমতীর্থ বিবরণ	৫৩০
১২৬ অঃ।	তপস্তীর্থ বিবরণ	৫৩৫
১২৭ অঃ।	দেবতীর্থ বিবরণ	৫৩৮
১২৮ অঃ।	তপোবনাদি তীর্থ বিবরণ ও কার্তিকের উপাখ্যান	৫৪৪
১২৯ অঃ।	গঙ্গা ফেণার সঙ্গম বিবরণ ও মহাশনি দৈত্যচরিত	৫৫০
১৩০ অঃ।	আপস্তম্ব তীর্থ বিবরণ	৫৬১
১৩১ অঃ।	যমতীর্থ বিবরণ প্রসঙ্গে সরমা উপাখ্যান	৫৬৪
১৩২ অঃ।	যক্ষীসঙ্গম মাহাত্ম্য	৫৬৯
১৩৩ অঃ।	শুক্রতীর্থ উপাখ্যান	৫৭০
১৩৪ অঃ।	চক্রতীর্থ উপাখ্যান	৫৭২
১৩৫ অঃ।	বাণীসঙ্গম উপাখ্যান	৫৭৩
১৩৬ অঃ।	বিষ্ণুতীর্থ বিবরণ ও মৌদগল্য উপাখ্যান	৫৭৫
১৩৭ অঃ।	লক্ষ্মী তীর্থাদি বিবরণ	৫৭৯
১৩৮ অঃ।	ভানুতীর্থ বিবরণ	৫৮২
১৩৯ অঃ।	খলু তীর্থ বিবরণ	৫৮৫
১৪০ অঃ।	আত্রেয় তীর্থ বিবরণ	৫৮৭
১৪১ অঃ।	কপিলাসঙ্গম তীর্থ বিবরণ	৫৯১
১৪২ অঃ।	দেবস্থান তীর্থ বিবরণ	৫৯৪
১৪৩ অঃ।	সিদ্ধ তীর্থ বিবরণ	৫৯৫
১৪৪ অঃ।	পরুক্ষীসঙ্গম তীর্থ বিবরণ	৫৯৭
১৪৫ অঃ।	মার্কণ্ডেয় তীর্থ বিবরণ	৫৯৯
১৪৬ অঃ।	যাযাত ও কালঞ্জর তীর্থ বিবরণ	৬০০
১৪৭ অঃ।	এন্দ্রোয়ুগ সঙ্গম তীর্থ বিবরণ	৬০৩
১৪৮ অঃ।	কোটিতীর্থ বিবরণ	৬০৬
১৪৯ অঃ।	নারসিংহতীর্থ বিবরণ	৬০৮
১৫০ অঃ।	পৈশাচ তীর্থ বিবরণ প্রসঙ্গে অজীগর্ত উপাখ্যান	৬০৯
১৫১ অঃ।	নিম্নভেদাদি তীর্থ বিবরণ	৬১২

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫২ অঃ।	নন্দিতীর্থ ও চন্দ্রকৃত তারা- হরণ বৃত্তান্ত	৬১৪
১৫৩ অঃ।	ভাব তীর্থাদি বিবরণ	৬১৭
১৫৪ অঃ।	সহস্রকুণ্ডাদি তীর্থ বিবরণ	৬১৮
১৫৫ অঃ।	কপিনাসঙ্গমাদিতীর্থ বিব- রণ	৬২১
১৫৬ অঃ।	শঙ্খ তীর্থাদি বিবরণ	৬২২
১৫৭ অঃ।	কিষ্কিন্দ্র্য তীর্থোপাখ্যান	৬২৩
১৫৮ অঃ।	ব্যাস তীর্থোপাখ্যান	৬২৬
১৫৯ অঃ।	বজ্ররাসঙ্গমাদি তীর্থ বিবরণ	৬২৯
১৬০ অঃ।	দেবাগম তীর্থ বিবরণ	৬৩৩
১৬১ অঃ।	কুশতর্পণ প্রসঙ্গে প্রণীতা- সঙ্গমাদি তীর্থ বিবরণ	৬৩৫
১৬২ অঃ।	মহা তীর্থ উপাখ্যান	৬৪০
১৬৩ অঃ।	পরশু রাকসোপাখ্যান	৬৪৩
১৬৪ অঃ।	পবমান নৃপতিসহ চিচ্চিক পক্ষীর কথোপকথন বৃত্তান্ত	৬৪৭
১৬৫ অঃ।	ভদ্রতীর্থ বিবরণ	৬৫১
১৬৬ অঃ।	পুত্রত্রিতীর্থ বিবরণ	৬৫৪
১৬৭ অঃ।	বিপ্র নারায়ণ তীর্থাদি বিবরণ	৬৫৫
১৬৮ অঃ।	ভানু প্রভৃতি তীর্থ বিবরণ	৬৫৮
১৬৯ অঃ।	ভিন্ন তীর্থ ও বেদ বিজের উপাখ্যান	৬৬১
১৭০ অঃ।	চক্ষু তীর্থ বর্ণন	৬৬৪
১৭১ অঃ।	উর্কশী তীর্থ বিবরণ	৬৭২
১৭২ অঃ।	সামুদ্র তীর্থ বিবরণ	৬৭৬
১৭৩ অঃ।	ভীমেশ্বর তীর্থবিবরণ	৬৭৭
১৭৪ অঃ।	সোমতীর্থ এবং বার্ষিকত্যাগি তীর্থ বিবরণ	৬৮০
১৭৫ অঃ।	তীর্থাদির চতুর্বিধ নিরু- প্পাদি ও গৌতমীমাহাত্ম্য অবধ ও পঠন মাহাত্ম্যাদি	৬৮৩
১৭৬ অঃ।	অনন্ত বাসুদেব মাহাত্ম্য নিরূপণ প্রসঙ্গে রামচরিত বর্ণন	৬৯০
১৭৭ অঃ।	পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্য	৬৯৪
১৭৮ অঃ।	কণ্ঠচরিত	৬৯৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৯ অঃ।	ব্যাসের প্রতি মুনিগণের শ্রীকৃষ্ণাবতার বিষয়ক প্রশ্ন	৭১০
১৮০ অঃ।	বিবিধ অবতার ও চতু- র্বিধ বর্ণন	৭১৫
১৮১ অঃ।	অবতারপ্রয়োজন বর্ণন ও ভারসীড়িতা পৃথিবীর প্রাথমিক- সারে ভগবানের অবতারোদ্‌যোগ	৭১৮
১৮২ অঃ।	ভগবানের বলরাম ও কৃষ্ণ রূপে অবতার গ্রহণাদি	৭২২
১৮৩ অঃ।	বালক বিনাশার্থ কংসের দৈত্য নিম্নোগাদি	৭২৪
১৮৪ অঃ।	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পুতনা বধ, শকট পরিবর্তন, যমলার্জুন পাতন ও বৃন্দাবনে বাসস্থাপনাদি	৭২৫
১৮৫ অঃ।	কালিয় দমন	৭২৯
১৮৬ অঃ।	ধেনুক বধ বৃত্তান্ত	৭৩৪
১৮৭ অঃ।	প্রলঙ্গামুর বধ ও গোবর্দ্ধন উপাখ্যান	৭৩৫
১৮৮ অঃ।	গোবর্দ্ধন ধারণাদি	৭৩৯
১৮৯ অঃ।	রাসকীড়া উপাখ্যান ও অরিষ্টবধ বর্ণন	৭৪৩
১৯০ অঃ।	কেশিবধ বর্ণন	৭৪৭
১৯১ অঃ।	নন্দগোকুলে অকুরের আগমন	৭৫০
১৯২ অঃ।	কৃষ্ণবলরামের মথুরা গমন	৭৫৩
১৯৩ অঃ।	কুজ-সন্তাষণ, কুবলয়াপীড়- সংহার, চাগুর মুষ্টিক বিনাশ এবং কংস ও তদীয় ভ্রাতা সুনামার বধ বর্ণন	৭৫৯
১৯৪ অঃ।	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক ও সান্দীপনৌ মুনির মৃত পুত্র আনয়ন	৭৬৫
১৯৫ অঃ।	অরাসন্ধের মথুরা আক্রমণ	৭৬৮
১৯৬ অঃ।	কালযবন উপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণের হারকা নির্মাণ, দ্রুতকৃষ্ণের দৃষ্টিতে কালযবনের বিনাশাদি	৭৬৯
১৯৭ অঃ।	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দ্রুতকৃষ্ণকে বধ-	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রদান, বলরামের গোকুলে প্রত্যা- গমন	৭৭২
১৯৮ অঃ।	বলদেবের যমুনাকর্ষণাদি	৭৭৪
১৯৯ অঃ।	শ্রীকৃষ্ণের কলিঙ্গী হরণাদি ও প্রহ্লাদোৎপত্তি বিবরণ	৭৭৫
২০০ অঃ।	শব্দ কর্তৃক প্রহ্লাদের হরণ, প্রহ্লাদ কর্তৃক শব্বরের বধ ও দ্বার- কায়া প্রত্যাগমনাদি	৭৭৬
২০১ অঃ।	কলিঙ্গীপুত্রদিগের নাম ও শ্রীকৃষ্ণপুত্রদিগের নাম কীর্তন, অনি- কঙ্কের বিবাহ, বলদেবকৃত কলি- বধ	৭৭৯
২০২ অঃ।	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মুর ও নরকা- সুরের বধ, অদিতিকে কুণ্ডল প্রদান ও স্বর্গগমনাদি	৭৮১
২০৩ অঃ।	পারিজাত-হরণ বিবরণ	৭৮৩
২০৪ অঃ।	পারিজাত লইয়া শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, ষোড়শসহস্র দ্বারা পরিণয়	৭৮৯
২০৫ অঃ।	শ্রীকৃষ্ণের পুত্রপৌত্রাদির নামকীর্তন ও উষাহরণ বৃত্তান্ত	৭৯০
২০৬ অঃ।	চিত্রলেখা কর্তৃক কন্তাস্তঃ- পুরে অনিকঙ্কের আনয়ন, শব্বর সহ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ও বাণপরা- জয়াদি	৭৯২
২০৭ অঃ।	পৌণ্ড্রক বাসুদেব উপাখ্যান, পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজ বধ, পৌণ্ড্রক- পুত্রপ্রেরিত কৃত্য নিবারণাদি	৭৯৫
২০৮ অঃ।	বলদেবপরাগ্রম বর্ণন প্রসঙ্গে শাশ্বকৃত দুর্ঘোষনের কন্তা- হরণাদি	৭৯৯
২০৯ অঃ।	বলদেব কর্তৃক দ্বিবিদ বানর বধ	৮০২
২১০ অঃ।	ভূমিতারাবতরণ প্রসঙ্গে যাদবগণের বিনাশ বর্ণন	৮০৪
২১১ অঃ।	ভগবদ্রূপে ব্যাধের স্বর্গ- গতি	৮০৮

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২১২ অঃ।	কলিঙ্গাদির প্রাণ পরি- ত্যাগ, আভীরগণ কর্তৃক অর্জুনের পরাজয়, অষ্টাবক্র উপাখ্যান, পরি- কিতে রাজ্য বিস্তারপূর্বক যুদ্ধ- স্তিরাদির মহাপ্রস্থান	৮০৯
২১৩ অঃ।	দশাবতার বর্ণন	৮১৬
২১৪ অঃ।	মরণানন্তর যমলোক-পথাদি বিবরণ	৮২৭
২১৫ অঃ।	যমের দক্ষিণ দ্বারের বিশেষ বিবরণ	৮৩৫
২১৬ অঃ।	সুগতিপ্রাপ্তি হেতু কথন	৮৪৪
২১৭ অঃ।	ধর্মের প্রাধান্ত, শরীরোৎ- পত্তি এবং পুণ্য-পাপানুসারে বিবিধ যোনিতে জন্মপ্রাপ্তি বিবরণ	৮৫০
২১৮ অঃ।	অন্নদান-মহিমা	৮৫৮
২১৯ অঃ।	শ্রাদ্ধবিধান	৮৬০
২২০ অঃ।	শ্রাদ্ধকল্প বর্ণন, তিথিভেদে শ্রাদ্ধের ফল, অন্নাদি-শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধবিচারাদি	৮৬৮
২২১ অঃ।	বিবিধ সদাচারাদি কথন অশৌচ বিচার	৮৮২
২২২ অঃ।	বর্ণধর্ম বর্ণন	৮৯৩
২২৩ অঃ।	সঙ্করজাতি বিবরণ	৮৯৭
২২৪ অঃ।	ধর্মনিরূপণ	৯০১
২২৫ অঃ।	পুণ্যাখ্যা ও পাপীদিগের উত্তমাদম গতি বর্ণন	৯০৫
২২৬ অঃ।	বাসুদেবমাধাত্ম্য বর্ণনাদি	৯০৯
২২৭ অঃ।	বিষ্ণুপূজা কথনপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবগতিবর্ণন	৯১৪
২২৮ অঃ।	হরিবাসরে জাগরণগীতি- কার প্রশংসা প্রস্তাবে চণ্ডাল রাক্ষ- সোপাখ্যান	৯১৭
২২৯ অঃ।	বিষ্ণুভক্তি হেতু কথন প্রসঙ্গে কামদমন-উপাখ্যান ও কপালমোচন তীর্থোৎপত্তি বিবরণ	৯২৮
২৩০ অঃ।	মহাপ্রলয়, কলির স্বরূপ, ও ভবিষ্যকাল বিবরণ	৯৩৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৩১ অঃ।	দ্বাপর যুগান্ত ও ভবিষ্য বৃহস্পতি	৯৪২	২৩৯ অঃ।	যোগবিধান বর্ণন	৯৭৮
২৩২ অঃ।	প্রাকৃত নৈমিত্তিক প্রলয়াদি ও কল্মষান বিবরণ	৯৪৮	২৪০ অঃ।	সাংখ্যবিধান বর্ণন	৯৮২
২৩৩ অঃ।	প্রাকৃত প্রলয়স্বরূপ বর্ণন	৯৫১	২৪১ অঃ।	করাব্রহ্ম বিবরণ	৯৮৯
২৩৪ অঃ।	আত্মাত্মিক লয়, আধ্যাত্মিক- কাদি তাপত্রয় ও জীবের বিবিধ- বহাগত ক্রেশ বর্ণনাদি	৯৫৪	২৪২ অঃ।	করাব্রহ্মজ্ঞানাত্মাবে সংসার- প্রাপ্তি বিবরণ	৯৯২
২৩৫ অঃ।	যোগতত্ত্ব বর্ণন	৯৬০	২৪৩ অঃ।	গ্রন্থার্থ জ্ঞান ব্যতীত গ্রন্থ- ভ্যাসের বৈকল্য, করাব্রহ্ম লক্ষণ, যোগলক্ষণ, সাংখ্যজ্ঞান এবং কৈত- কৈতজ্ঞ লক্ষণ বর্ণন	৯৯৬
২৩৬ অঃ।	বিস্তাররূপে যোগনিরূপণ ও সাংখ্য বর্ণন	৯৬২	২৪৪ অঃ।	অবিদ্যা ও বিদ্যার স্বরূপ বর্ণনাদি	১০০২
২৩৭ অঃ।	জ্ঞানিগণের মোক্ষ, কর্ম্ম- গণের স্বর্গাদিপ্রাপ্তি, ও আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের গুণ বিবরণ	৯৬৭	২৪৫ অঃ।	একত্ব ও নানাত্বের লক্ষণ, জ্ঞানবিজ্ঞান-সংক্রমণ মোক্ষবর্ণন, এই জ্ঞান শাস্ত্রের অধিকারী নির্ণয়াদি	১০০৫
২৩৮ অঃ।	জ্ঞানী ও অজ্ঞানের তায়- তম্য, কর্ম্মাদি দ্বারা ক্রোধাদি বিনা- শের উপায়	৯৭৩	২৪৬ অঃ।	এই পুরাণ শ্রবণ ও পাঠের ফল কীর্তন	১০০৯

সুচিপত্র ২য় ভাগ।

— — — — —

ব্রহ্মপুরাণম্

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈকৈব নরো মন ।

দেবীং সরস্বতীতৈকৈব তত জমুদীরয়েৎ

যস্মাৎ সৰ্বমিদং প্রপঞ্চরচিতং

মায়াজগজ্জায়তে,

যস্মিন্স্থিতিষ্ঠতি যাতি চান্তসময়ে

কল্লালুকল্পে পুনঃ ।

যং ধাত্বা মুনয়ঃ প্রপঞ্চরহিতং

বিন্দন্তি মোক্ষং ক্রবঃ,

তং বন্দে পুরুষোত্তমাখ্যমমলং

নিত্যং বিভূং নিশ্চলম্ ॥১

যং ধ্যায়ন্তি বুধাঃ সমাধিসময়ে

শুদ্ধং বিয়ৎসন্নিভং,

নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমমলং

সৰ্বৈশ্বর্যং নির্গুণম্ ।

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবে ।

এই প্রপঞ্চময় নিখিল মায়াজগৎ ঐহ্য হইতে জন্মিয়াছে, ঐহ্যতে অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়ে ঐহ্যতেই আবার বিলয় পাইতেছে, এবং যে প্রপঞ্চবিরহিত পরম তত্ত্বকে ধ্যান করিয়া মুনিগণ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই পুরুষোত্তম নামক নিত্য নিশ্চল নিশ্চল বিভূকে আমি

ব্যক্তাব্যক্তপরঃ প্রপঞ্চরহিতঃ

ধ্যানৈকগম্যঃ বিভূঃ,

তং সংসারবিনাশহেতুমজরং

বন্দে হরিং মুক্তিদম্ ॥ ২

সুপুণ্যে নৈমিষারণ্যে পবিত্রে সুনোহরে ।

নানামুনিজনা কীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে ॥৩

সরলৈঃ কর্ণকটৈশ্চ পনসৈর্ধবখাদিরৈঃ ।

আম্রজম্বুকপিথৈশ্চ ত্র্যগ্ৰোধৈর্দেবদাক্ষিণ্যৈঃ ॥ ৪

অশ্বথৈঃ পারিজাতৈশ্চ চন্দনাং গুরুপাটলৈঃ ।

বকুলৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ পুন্নাগৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ৫

নমস্কার করি । ঐহ্যর আকৃতি নিশ্চল নভোনিভ, যিনি শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়, নিশ্চল, নির্গুণ, পরমেশ, প্রপঞ্চরহিত, ব্যক্তাব্যক্ত ও পরম বিভূ, একমাত্র ধ্যান দ্বারাই ঐহ্যকে অবগত হওয়া যায় সেই সংসার-নাশহেতু, অজর, অমর, মুক্তিপ্রদ হরিকে আমি বন্দনা করি । নৈমিষারণ্য অতি পুণ্যময় মনোহর স্থান; সে স্থান সতত নানা মুনিজনে সমাকীর্ণ ও নানা-জাতীয় কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত; শাল, কর্ণিকার, পনস, খদির, আম্র, জম্বু, কপিথ, ত্র্যগ্ৰোধ, দেবদাক্ষ, অশ্বথ, পারিজাত, চন্দন, অশ্বক, পাটল, বকুল, সপ্তপর্ণ, পুন্নাগ,

শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ নারিকেলৈস্তথার্জুনৈঃ ।
 অষ্টৈশ্চ বহুভির্বৃক্ষৈশ্চম্পকাষ্টৈশ্চ শোভিতে ॥ ৬
 নানাপক্ষিগণাকীর্ণে নানামৃগগণৈরুত্তে ।
 নানাজলাশয়েঃ পুণ্যৈর্দীর্ঘিকাদৈরলঙ্কৃতে ॥ ৭
 ব্রাহ্মণৈঃ কলিত্রৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চাষ্টৈশ্চ জাতিভিঃ
 বানপ্রস্থৈর্গৃহস্থৈশ্চ যতিভির্ব্রাহ্মচারিভিঃ ॥ ৮
 সম্প্রৈর্যোগৈকুলৈশ্চৈব সর্বত্র সমলঙ্কৃতে ।
 যবগোধূমচণকৈর্মায়মুদগতিলৈশ্চুভিঃ ॥ ৯
 চীনকাষ্টৈস্তথা মেথৈঃ শঠৈশ্চাষ্টৈশ্চ শোভিতে
 তত্র দীপ্তে হতবহে হুয়মানে মহামথৈ ॥ ১০
 যজ্ঞতাং নৈমিষেয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ।
 আজগ্যস্তত্র মুনয়স্তথাহপি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১১
 জানাগতান্ দ্বিজাংস্তে তু পূজাং চকুর্ঘথোচিতাম্
 তেষু তজোপবিষ্টেষু ঋত্বিগুভিঃ সহিতেষু চ ॥ ১২
 তত্রাজগাম সূতশ্চমতির্মল্লোমহর্ষণঃ ।

নাগকেশর, শাল, তাল, তমাল, নারিকেল ও
 অর্জুন, এই সকল এবং চম্পকাদি অপরাপর
 বহুতর বৃক্ষ তথায় বিরাজিত। নানা-
 জাতীয় মৃগ পক্ষিগণে সে পুণ্যস্থান
 সমাকুল; কত পুত জলাশয় ও কত কত
 দীর্ঘিকায় সেস্থান সতত সমলঙ্কৃত; ব্রাহ্মণ,
 কলিত্র, বৈশ্য ও শূদ্র এবং অষ্টাশ্রয় বহু
 জাতির তথায় বসতি। কত বানপ্রস্থ,
 গৃহস্থ, কত যতি, কত ব্রাহ্মচারী, সেখানে
 বিরাজমান; তথাকার সর্বত্র সুসমৃদ্ধ
 গোকুল শোভমান; সর্বত্র যব, গোধূম,
 চণক, মাষ, মুদগ, তিল, ইক্ষু, চীনক ও
 অষ্টাশ্রয় প্রচুর পবিত্র শস্তরাশি তথায়
 সুশোভিত; এ হেন পুণ্যময় নৈমিষারণ্যে
 তত্রত্য মহর্ষিগণ একদা দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের
 অনুষ্ঠান করেন। সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ
 হইলে, প্রদীপ্ত হতাশনে আহুতি প্রদত্ত
 হইতে লাগিল। বহু মুনি ও বহু বিপ্র সেই
 যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তাঁহারা
 আসিয়া মাজু, যথাবিধি অন্ত্যর্ধিত ও সং-
 কৃত হইতে লাগিলেন। ঋত্বিগুগণের
 সকলেই যথাযথ স্থানে উপবেশন করিলেন।

তং দৃষ্ট্বা তে মুনিবরাঃ পূজাং চকুর্ঘুদাষিতাঃ ॥ ১৩
 সোহপি তান্ প্রতিপূজ্যেব সংবিবেশ বরাসনে
 কথাং চকুস্তদাশ্রোত্বাং সূতেন সহিতা দ্বিজাঃ
 কথাস্তে ব্যাসশিষ্যং তে পপ্রচ্ছুঃ সংশয়ং মুদা
 ঋত্বিগুভিঃ সহিতাঃ সর্বৈ সদৈশ্চঃ সহ দীক্ষিতাঃ
 মুনয় উচুঃ ।

পুরাণাগমশাস্ত্রাণি সেতিহাসানি সত্তম ।
 জানাসি দেবদৈত্যানাং চরিতং জন্ম কৰ্ম্ম চ ॥ ১৬
 ন তেহস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদেদে শাস্ত্রে চ ভারতে
 পুরাণে মোক্ষশাস্ত্রে চ সর্বজ্ঞোহসি মহামতে ॥
 যথাপূর্বমিদং সর্বমুৎপন্নং সচরাচরম্ ।
 সসুরাসুরগন্ধৰ্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্ ॥ ১৮
 শ্রোতুমিচ্ছামহে সূত ক্রহি সর্বং যথা জগৎ ।
 বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥ ১৯

এই সময় ধীমান্ সূত লোমহর্ষণ তথায়
 আগমন করিলেন। মুনিগণ তাঁহাকে
 সমাগত দেখিয়া আনন্দের সহিত তাঁহার
 অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও মুনিগণকে
 প্রত্যভিবাদনাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া
 পরমাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন দ্বিজগণ
 সেই সূতের সহিত পরস্পর বিবিধ কথার
 প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। অনন্তর কথা-
 বসানে যজ্ঞদীক্ষিত মুনিগণ, সমস্ত ঋত্বিক ও
 সদশ্রুগণের সহিত সেই ব্যাস-শিষ্য সূতকে
 তাঁহাদের সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা
 করিলেন। ১—১৫। মুনিগণ কহিলেন,—
 হে সাধুবর! পুরাণ, আগম, ইতিহাস,
 দেব-দৈত্যগণের চরিত, জন্ম ও কৰ্ম্ম
 প্রভৃতি সকলই তোমার বিদিত। বেদ,
 শাস্ত্র ও ভারতীয় কথা সম্বন্ধে তুমি না জান,
 এমন কিছুই নাই। হে মহামতে! পুরাণে
 এবং মোক্ষশাস্ত্রে তুমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ।
 অতএব এই সুর, অসুর, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ,
 উরগ ও রাক্ষস-সম্বিত চরাচর নিখিল
 জগৎ যেরূপে উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, যেরূপে
 আবির্ভূত হইয়াছিল, যেরূপে আবার
 আবির্ভূত হইবে এবং বাহা হইতে উৎপা-

যতশ্চৈব জগৎ সূত যতশ্চৈব চরাচরম্ ।
লীনমাসীতথা যত্র লয়মেঘ্যতি যত্র চ ॥ ২০

লোমহর্ষণ উবাচ ।

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাশ্রমে ।
সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্বজিহবে ॥ ২১
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ ।
বাসুদেবায় তারায় স্বর্গস্থিত্যন্তকর্মণে ॥ ২২
একানেকস্বরূপায় স্তূলশূন্যায় নমঃ ।
অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে ॥ ২৩
স্বর্গস্থিতিবিমাশায় জগতো যোহজরামরঃ ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাশ্রমে ॥ ২৪
আধারভূতং বিশ্বস্তাপ্যণীয়াঃ সমণীয়সাম্ ।
প্রণম্য সর্বভূতস্বমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৫
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তং নিশ্চলং পরমার্থতঃ ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তির্দর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ ২৬
বিষ্ণুং গ্রাসিষ্ণুং বিশ্বস্ত স্থিতৌ স্বর্গে তথা প্রভুম্ ।
সর্বজ্ঞং জগতামীশমজমক্ষয়মব্যয়ম্ ॥ ২৭

উৎপন্ন, ঋহাতে স্থিত, ও ঋহাতে যেরূপে
ইহা বিলয় পাইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে
বিলীন হইবে, 'হে মহাভাগ! আমরা তৎ-
সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি সে সকল
যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়া বল । ১৬—২০ ।
লোমহর্ষণ কহিলেন,—যিনি বিকার-বিহীন,
নিত্য, শুদ্ধ, পরমাশ্রম, ঋহার রূপ সর্বদাই
একরূপ, সেই সর্বজিহু বিষ্ণুকে আমি নমস্কার
করি। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর ভগবান্
হিরণ্যগর্ভ, বাসুদেব ও শঙ্করকে আমার
নমস্কার । যিনি এক অথচ অনেকস্বরূপ,
স্তূল অথচ শূন্যাকৃতি এবং অব্যক্ত অথচ
ব্যক্তরূপী, আমি সেই মুক্তিহেতু বিষ্ণুকে
নমস্কার করি । যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি
ও বিনাশের মূলভূত, সেই জগন্ময় পরমাশ্রম
বিষ্ণুকে আমার নমস্কার । যিনি মহান্ ও সূক্ষ্ম
স্বরূপ বিশ্বের আধারভূত, সেই সর্বভূত-
বিরাজিত, জ্ঞানময়, নিতান্ত নিশ্চল, অচ্যুত
পুরুষোত্তম, পরমার্থস্বরূপ, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি
ও গ্রাসকর্তা, সর্বজ্ঞ, জগদীশ, অজ, অক্ষয়,

আদ্যঃ সূক্ষ্মঃ বিশেষঃ ব্রহ্মাদীন প্রণিপত্য চ
ইতিহাসপুরাণজ্ঞং বেদবেদান্তপারগম্ ॥ ২৮
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং পরাশরসুতং প্রভুম্ ।
শুরুং প্রণম্য বক্ষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ২৯
কথ্যামি যথাপূর্বং দক্ষ্যাদৈমু নিসন্তমৈঃ ।
পৃষ্ঠঃ প্রোবাচ ভগবানজযোনিঃ পিতামহঃ ॥ ৩০
শৃণুধ্বং সম্প্রবক্ষ্যামি কথ্যং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
কথ্যমানাং ময়া চিত্রাং বহুর্থাং ক্রতিবিস্তরাং
যস্মিমাং ধারয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষুশঃ ।
স্ববংশধারণং কৃৎস্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩১
অব্যক্তং কারণং যত্তন্নিত্যং সদসদাশ্রকম্ ।
প্রধানং পুরুষস্তস্মাৎস্মিমে বিশ্বমীশ্বরঃ ॥ ৩২
তং বুধ্যধ্বং মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ।
অষ্টারং সর্বভূতানাং নারায়ণপরায়ণম্ ॥ ৩৩
অহঙ্কারস্ত মহতস্তস্মাদ্ভূতানি জজ্ঞিরে ।

অব্যয়, আশ্র, সূক্ষ্ম বিশ্বপতি বিষ্ণুকে, ব্রহ্মাদি
সুরবৃন্দকে এবং নিখিল ইতিহাস-পুরাণ-
পরিশীলনকর্তা বেদবেদান্ত-পারদর্শী, সমস্ত
শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ পরাশরনন্দন মদীয় শুরু
শ্রীমান্ বেদব্যাসকে প্রণিপাতপূরঃসর
আমি আধুনা বেদসম্মিত পুরাণবার্তা বিবৃত
করিতেছি । পুরা কালে দক্ষ প্রভৃতি মুনি-
সন্তমগণের প্রশ্ন শুনিয়া ভগবান্ পদ্মযোনি
যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেই সকল
দুরিতহারিণী পবিত্র কথারই অবতারণা
করিব । আমি এক্ষণে এই যে বিচিত্র
বহু অর্থযুক্ত বেদ-বিখ্যাত কথা কহিব, যে
জন উহা নিত্য নিত্য ধারণা করিবে, তা
প্রতিনিয়ত শুনিবে, তাহার বংশবিনোদ
ঘটিবে না, সে ইহলোকে স্বীয় বংশ বিস্তার
করিয়া অন্তে স্বর্গলোকে বাস করিবে ॥
২১-৩২ ॥ যাহা অব্যক্ত কারণ, নিত্য সদসদা-
শ্রক, প্রধান পুরুষ, তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব
বিনির্মিত হয় । ঈশ্বরই এই বিশ্ব বিধানের
কর্তা । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা অমি-
তৌজা নারায়ণ-পরায়ণ ব্রহ্মাকেই সর্বভূতের

ভূতভেদাচ্চ ভূতেভ্য ইতি সর্গঃ সনাতনঃ ॥৩৫॥
 বিস্তরাবয়বঃ চৈব যথাপ্রজ্ঞঃ যথাশ্রুতিঃ।
 কীর্ত্যমানঃ শৃগুধ্বং বঃ সর্কেষাং কীর্তিবর্দ্ধনম্ ॥
 কীর্তিভুং হিরকীন্তীনাং সর্কেষাং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
 ততঃ স্বয়ম্ভূতগবান্ সিন্ধুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥৩৭॥
 অপ এব সসর্জাদৌ তানু বীৰ্য্যমথাসৃজৎ।
 আপো নরা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্বনবঃ
 অয়নং তন্তু তাঃ পূৰ্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
 হিরণ্যবর্ণমভবতদগুদুদকেশধম্ ॥ ৩৯
 তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুরিতি নঃ শ্রুতম্।
 হিরণ্যবর্ণো ভগবানুষ্ণিহা পরিবৎসরম্ ॥ ৪০
 তদগুমকরোদ্ভেদং দিবং ভূমমথাপি চ।
 তয়োঃ শকসমোন্মধ্য আকাশমকরোৎপ্রভুঃ ॥৪১॥

সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জানিবেন। মহান্ হইতে
 মহাকারের উদ্ভব, সেই অহঙ্কার হইতেই
 ভূতসমূহের আবির্ভাব। সেই সকল ভূত-
 বর্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ভূতজাতির
 উৎপত্তি। এইরূপেই সনাতন সৃষ্টিপ্রবাহ
 চলিয়া আসিতেছে। আমি আমার প্রজ্ঞা
 ও শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারে সেই সকল সৃষ্টি-
 বার্তা এবং অক্ষয় কীর্তিশালী পুণ্যকর্ম্মা
 ব্যক্তিবর্গের পুণ্যকথা বিস্তৃতরূপে বর্ণন
 করিব। আপনারা অবাহিত হইয়া শ্রবণ
 করুন। ইহা শ্রবণে আপনাদিগেরও পুণ্য-
 কীর্তি বর্দ্ধিত হইবে। অনন্তর ভগবান্
 স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে সন্ধ্যায়ে
 জল সৃষ্টি করিলেন। পরে সেই জলে তিনি
 বীৰ্য্য নিষ্ক্ষেপ করিলেন। জলই নারা নামে
 অভিহিত, সেই জল পূর্বে তাঁহার অয়ন
 হইয়াছিল বলিয়া তিনি নারায়ণ নামে খ্যাত।
 অনন্তর সেই জন-নির্ভিক্ষু বীৰ্য্য হিরণ্যবর্ণ
 অণ্ডাকারে পার্ণত হয়। তাহাতে স্বয়ং
 ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। আমরা শুনিয়াছি,
 সেই ব্রহ্মাই স্বয়ম্ভু আখ্যায় অভিহিত। ভগ-
 বান্ হিরণ্যবর্ণ হিরণ্যগর্ভ সেই অণ্ডে বৎসরা-
 বধি বাস করিয়া তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত
 করেন। পরে সেই ভাগদ্বয়ে স্বর্গলোক ও

অপ্সু পারিপ্লবাং পৃথ্বীং দিশাশ্চ দশধা দধে।
 তত্র কালং মনো বাচং কামং ক্রোধমথো রতিম্
 সসর্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং সষ্টমিচ্ছনপ্রজাপতীন।
 মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ॥৪৩॥
 বশিষ্ঠং চ মহাতেজাঃ সৌহস্রজৎসপ্ত মানসান্।
 সপ্ত ব্রাহ্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥
 নারায়ণাঙ্কানাং তু সপ্তানাং ব্রহ্মজন্মনাম্।
 ততোহসৃজৎ পুরা ব্রহ্মা রুদ্রং রোষাত্মসম্ভবম্ ॥
 সনৎকুমারং চ বিভুং পূর্বেষামপি পূর্বজম্।
 সপ্তস্বতা অজায়ন্ত প্রজা রুদ্রাশ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥
 স্বন্দঃ সনৎকুমারশ্চ তেজঃ সংক্ষিপ্য তিষ্ঠতঃ।
 তেষাং সপ্ত মহাবংশা দিব্যা দেবগণাশ্রিতাঃ ॥৪৭॥
 ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরলঙ্কতাঃ।
 বিহ্যতোহশনিমেঘাশ্চ রোহিতেন্দ্রধনুষি চ ॥

ভূলোক নির্মিত হয়। ব্রহ্মা সেই ভাগদ্বয়ের
 মধ্যে আকাশ সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে দশ দিক্,
 পৃথ্বী, কাল, মন, বাচ্য, কাম, ক্রোধ ও
 রতি প্রভৃতি তৎকর্তৃক সৃষ্ট হইল। অন-
 তর তিনি প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিতে
 অভিলাষী হইয়া তদনুরূপ সৃষ্টি বিস্তার
 করিলেন। তাহাতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা,
 পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সপ্ত
 মানস পুত্র সেই মহাতেজা ব্রহ্মা হইতে
 আবির্ভূত হইলেন। এই সপ্ত ব্রহ্মপুত্র
 পুরাণে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা নারা-
 যণাঙ্ক। ইহাদের আবির্ভাবের পর ব্রহ্মা
 রোষাত্মক রুদ্রকে এবং বিভু সনৎকুমারকে
 সৃষ্টি করেন। এই সনৎকুমার অতি পূর্ব-
 তনদিগেরও পূর্বজাত। হে দ্বিজগণ!
 পুৰোহিত সপ্ত ব্রহ্মপুত্র হইতে প্রজাগণ ও
 রুদ্রগণ জন্মগ্রহণ করে। ৩৩—৪৬। স্বন্দ এবং
 সনৎকুমার ইহারা উভয়েই স্তুষ্ট তেজঃ স-
 রণ করিয়া অক্কাণ করেন। ব্রহ্মার মরীচি
 প্রভৃতি সপ্ত মানস পুত্রের দিব্য মহাবংশ
 সকল দেবগণে অধিত, ক্রিয়াসম্পন্ন, প্রজা-
 পরিপূর্ণ এবং মহর্ষিগণে সমলঙ্কৃত। প্রথমে

যস্যসি চ সসর্জাদৌ পর্জন্তঞ্চ সসর্জ হ ।
 ঋচো যজুঃষি সামানি নিশ্মমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৪৯
 সাধ্যানজনয়দেবানিত্যেবমনুসঙ্গুণঃ ।
 উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্মৈ জজ্ঞিরে ॥ ৫০
 আপবন্ত প্রজাসর্গং সৃজতো হি প্রজাপতেঃ ।
 সৃজ্যমানাঃ প্রজা নৈব বিবর্কন্তে যদা তদা ॥ ৫১
 দ্বিধা কৃৎস্নাঘ্নো দেহমর্কেন পুরুষোহভবৎ ।
 অর্কেন নারী তস্তাং তু সোহসৃজদ্বিবিধাঃ প্রজাঃ
 দিবঞ্চ পৃথিবীং চৈব মহিমা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ।
 বিরাজমসৃজদ্বিধুঃ সোহসৃজৎ পুরুষং বিরাট্ ॥
 পুরুষং তং মনুং বিজ্ঞাতস্মৈ মনুস্তরং স্মৃতম্ ।
 দ্বিতীয়ং মানসেন্তন্ননোরন্তরমুচ্যতে ॥ ৫৪
 স বৈরাজঃ প্রজাসর্গং সসর্জ পুরুষঃ প্রভুঃ ।
 নারায়ণবিসর্গস্ত প্রজাস্তস্তাপ্যযোনিজাঃ ॥ ৫৫

ভগবান্ ব্রহ্মা বিহ্মাৎ, অশনি, মেঘ, ইন্দ্র-
 ধনু, পক্ষিগণ ও পর্জন্ত, যজ্ঞকার্য্য সমাধা
 করিবার জন্য ঋক্, যজু ও সামবেদসমূহ
 এবং সাধ্য দেবগণ ও অন্যান্য দেবগণকে
 সৃষ্টি করিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য উত্তমা-
 ধম্য ভূতবৃন্দ তদীয় গাত্র হইতে উৎপন্ন
 হইয়াছিল। প্রজাপতি আপব যখন দেখি-
 লেন, তদীয় প্রজাসৃষ্টি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে
 না, তখন তিনি আত্মদেহ দ্বিধা বিভক্ত
 করেন। সেই দেহের একাধিকে পুরুষ এবং
 অপরাধিকে নারী উৎপন্ন হয়। তিনি সেই
 নারীতে নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন এবং
 স্বীয় মহিমায় স্বর্গলোক ও ভূলোক ব্যাপিয়া
 বিরাজ করিতে থাকেন। বিধু বিরাট্
 পুরুষকে সৃজন করেন। বিরাট্ পুরুষ
 হইতে আর এক পুরুষ উৎপন্ন হয়েন।
 এই পুরুষ মনু বলিয়া বিদিত। মনু হই-
 তেই মনুস্তর নাম প্রথিত। এই যে মনু-
 স্তর চলিতেছে, ইহা দ্বিতীয় মানস মনুস্তর
 বলিয়া কথিত। অনন্তর প্রভু বৈরাজ পুরুষ
 মনু প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন।
 তিনি নারায়ণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদীয়
 প্রজাপতি ও অযোমিজাত হয়। এই আদি

আয়ুমান্ কীর্ত্তিমান্ পুণপ্রজাবাঞ্চ ভবেন্নরঃ ।
 আদিসর্গং বিদিত্তেমং যথেষ্টাং চাপ্ন যাদগতিম্ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে আদিসর্গবর্ণনঃ
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

স সৃষ্টা তু প্রজাশ্চেবমাপবো বৈ প্রজাপতিঃ ।
 লেভে বৈ পুরুষঃ পত্নীঃ শতরূপামযোনিজাম্ ॥
 আপবন্ত মহিমা তু দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতঃ ।
 ধর্ম্মেনৈব মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শতরূপা ব্যজায়ত ॥ ২
 সা তু বর্ষায়ুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদৃশ্যম্ ।
 ভর্ত্তারং দীপ্ততপসং পুরুষং প্রত্যপত্তত ॥ ৩
 স বৈ স্বায়ম্ভুবো বিপ্রাঃ পুরুষো মনুকচ্যতে ।
 তশ্চৈকসপ্ততিযুগং মনুস্তরমিহোচ্যতে ॥ ৪
 বৈরাজাৎ পুরুষাধীরং শতরূপা ব্যজায়ত ।
 প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ বীরাত্ কাম্যা ব্যজায়ত ॥

সৃষ্টিকৃতান্ত বিদিত হইয়া লোক আয়ুমান্,
 কীর্ত্তিমান্, ধন্য ও প্রজাবান্ হইয়া থাকে,
 এবং অস্তে বাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হইতে
 পারে ॥ ৪৭—৫৬ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—প্রজাপতি আপব
 এইরূপ প্রজাসৃষ্টি করিলেন। পূর্বোক্ত
 পুরুষ শতরূপা নারী এক অযোনি-
 সম্ভবা পত্নী প্রাপ্ত হইলেন। আপব স্বীয়
 মহিমায় স্বর্গভূমি ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে
 লাগিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শতরূপা
 ধর্ম্ম দ্বারা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অযুত
 বর্ষ পর্য্যন্ত কঠোর তপস্তা করিয়া সেই দীপ্ত-
 তেজা পুরুষকে ভর্ত্তপদে বরণ করিলেন।
 ঐ পুরুষই স্বায়ম্ভুব মনু নামে অভিহিত।
 তাঁহার যে একসপ্ততি যুগ কাল, তাহাই
 মনুস্তর বলিয়া কথিত। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে
 শতরূপার গর্ভে বীর, প্রিয়ব্রত ও উত্তান-

ব্রহ্মপুরাণম্

কাম্য নাম সূতা শ্রেষ্ঠা কৰ্দ্দমস্ত প্রজাপতেঃ ।
 কাম্যাপুত্রোক্ত চত্বারঃ সত্ৰাট্ কুক্ষিবিরাট্ প্রভুঃ ॥
 উত্তানপাদঃ জগ্রাহ পুত্রমত্রিঃ প্রজাপতিঃ ।
 উত্তানপাদাচ্চতুরঃ স্ননুতা সুষুবে সূতান্ ॥ ৭
 ধর্ম্যস্ত কথ্য সূত্রোণী স্ননুতা নাম বিক্রতা ।
 উৎপন্ন বাজিমেধেন ঋবস্ত জননী শুভা ॥ ৮
 ঋবঞ্চ কীর্ত্তিমন্তঞ্চ আয়ুস্বন্তং বসুং তথা ।
 উত্তানপাদোহজনয়ৎ স্ননুতায়াং প্রজাপতিঃ ॥ ৯
 ঋবো বর্ষসহস্রাণি ত্রীণি দিব্যানি ভো দ্বিজাঃ ।
 তপস্তেপে মহাভাগঃ প্রার্থয়ন্ সুমহদ্যশঃ ॥ ১০
 তন্মৈ ব্রহ্মা দদৌ ত্রীতঃ স্থানমাত্মসমং প্রভুঃ ।
 অচলকৈব পুরতঃ সপ্তবীণাঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১১
 তস্তাভিমানমুদ্বিঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য চ ।
 দেবাসুরাণামাচার্যঃ শ্লোকং প্রাপ্তশনা জগৌ ॥
 অহোহস্ত তপসো বীৰ্য্যমহো ঋতমহোহদ্ভুতম্ ।

পাদ জন্ম গ্রহণ করেন। কৰ্দ্দম প্রজাপতির
 জ্যেষ্ঠা কথ্য কাম্যার গর্ভে বীর হইতে চারি
 পুত্র জন্ম লাভ করে। সেই পুত্রচতুষ্টয়ের
 নাম—সত্ৰাট্, কুক্ষি, বিরাট্ ও প্রভু।
 প্রজাপতি অত্র উত্তানপাদকে পুত্ররূপে
 গ্রহণ করেন। উত্তানপাদ হইতে স্ননুতা
 নামী পত্নীর গর্ভে চারি পুত্র উৎপন্ন হয়।
 সূত্রোণী স্ননুতা ধর্মের কথ্য। অশ্বমেধ যজ্ঞে
 ধর্ম্য হইতে তাঁহার জন্ম হয়। সেই শুভা
 স্ননুতা প্রখ্যাতকীর্ত্তি ঋবের জননী।
 প্রজাপতি উত্তানপাদ স্ননুতার গর্ভে ঋব,
 কীর্ত্তিমান, আয়ুস্বান ও বসু নামে চারি পুত্র
 উৎপাদন করেন। হে দ্বিজগণ! মহাভাগ
 ঋব দিব্য তিনসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সুবিপুল
 যশঃপ্রার্থনায় তপস্তা করিয়াছিলেন।
 ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্তায় ত্রীত হইয়া
 তাহাকে সপ্তবীণার সন্মুখে আত্মতুল্য
 অচল স্থান প্রদান করেন। তদীয় সন্মাননা,
 সমৃদ্ধি ও মহিমা দর্শনে সুরাসুরগণের
 আচার্য্য উশনা পূর্বকালে এইরূপ শ্লোক
 গান করিয়াছিলেন যে, অহো! এই ঋবের

যমন্ত পুরতঃ কথ্য ঋবঃ সপ্তবীণাঃ স্থিতাঃ ॥ ১৩
 তস্তাচ্ছি ষ্টিং চ ভব্যং চ ঋবাচ্ছত্বর্জ্যজায়ত ।
 শ্লিষ্টৈরাধন্ত সূচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্ ॥ ১৪
 রিপুং রিপুঞ্জয়ং বীরং বৃকলং বৃকতেজসম্ ।
 রিপোরাধন্ত বৃহতী চক্ষুষং সর্বতেজসম্ ॥ ১৫
 অজীজনং পুষ্করিণ্যাং বৈরিণ্যাং চাক্ষুষং মনুম্ ।
 প্রজাপতেরাশ্রজায়াং বীরণস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৬
 মনোরজায়ন্ত দশ নভ্রলায়াং মহোজসঃ ।
 কথ্যায়ং মুনিশাদূল্য বৈরাজস্ত প্রজাপতেঃ ॥ ১৭
 কুৎসং পুরুং শতদ্রুমস্তপস্বী সত্যবাকবিঃ ।
 অগ্নিষ্টৈদতিরাত্রশ্চ সূদ্রায়শ্চেতি তে নব ॥ ১৮
 অভিমহ্যশ্চ দশমো নভ্রলায়াং মহোজসঃ ।
 পুরোরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়্ভায়েয়ী মহাপ্রভান্ ॥ ১৯
 অঙ্গং সূমনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্ ।
 অঙ্গাং সুনীথাপত্যং বৈ বেণমেকং ব্যজায়ত ॥
 অপচারেণ বেণস্ত প্রকোপঃ সুমহানভুৎ ।

কি অপূর্ব তপোবল! আজ কি না এই
 ঋবকে অগ্রবর্তী করিয়া সপ্তবীণা অবস্থান
 করিতেছেন! ১—১৩। ঋব হইতে শ্লিষ্টি, ভব্য
 ও শত্ৰু নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। শ্লিষ্টির
 সূচ্ছায়া নামী পত্নীর গর্ভে পাঁচটি পবিত্র-
 স্বভাব পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সেই পঞ্চ
 পুত্রের নাম যথা—রিপু, রিপুঞ্জয়, বীর, বৃকল
 ও বৃকতেজো। রিপু হইতে বৃহতীর গর্ভে
 সর্বতেজা চক্ষুষের জন্ম হয়। মহাত্মা প্রজা-
 পতি বীরণের তনয়া পুষ্করিণীর গর্ভে তাঁহা
 হইতে চাক্ষুষ মনু জন্ম গ্রহণ করেন। হে
 মুনিশ্রেষ্ঠ! বৈরাজ প্রজাপতির দ্বিতীয়া নভ্র-
 লার গর্ভে সেই মহাত্মা মনু হইতে দশ পুত্র
 উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণের নাম—কুৎস,
 পুরু, শতদ্রুম, তপস্বী, সত্যবাকু, কবি,
 অগ্নিষ্টৈ, অতিরাত্র, সূদ্রায় ও অভিমহ্য।
 পুরু হইতে আয়েয়ীর গর্ভে ছয়টি মহাতেজা
 পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের নাম—
 অঙ্গ, সূমনস, স্বাতি, ক্রতু, আঙ্গিরস ও গয়।
 অঙ্গ হইতে সুনীথার গর্ভে বেণ নামক
 এক মাত্র পুত্র উৎপন্ন হয়। বেণরাজ্য

বিত্তীয়োহধ্যায়ঃ ।

প্রজাধর্মময়ো যন্ত মমহুর্দক্ষিণং করম্ ॥ ২১
বেণশ্চ মধিতে পার্ণৌ সন্থত্ব মহাম্বপঃ ।
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ প্রাহরেষ বৈ মুদিতাঃ প্রজাঃ ॥
করিষ্যতি মহাতেজা যশশ্চ প্রাপ্যতে মহৎ ।
স ধর্মী কবচী জাতো জলজ্জলনসন্নিতঃ ॥ ২৩
পৃথুবৈর্ন্যস্তথা চেমাং ররক্ষ কত্রপূর্বজঃ ।
রাজস্ব্যভিষিক্তানামাঙঃ স বসুধাধিপঃ ॥ ২৪
তস্মাচ্চৈব সমুৎপন্নো নিপুণো সূতমাগধৌ ।
তেনেয়ং গোমুনিশ্রেষ্ঠা দুক্ষা শস্ত্রানি ভূত্বত ॥ ২৫
প্রজানাং রুত্তিকামেন দেবৈঃ সর্ষিগণৈঃ সহ ।
পিতৃভির্দানবৈশ্চৈব গন্ধর্বৈরপ্সরোগণৈঃ ॥ ২৬
সর্পৈঃ পুণ্যজুনৈশ্চৈব বীকৃষ্টিঃ পর্বতৈস্তথা ।
তেষু তেষু চ পাত্রেষু দুহমানা বসুন্ধরা ॥ ২৭

অত্যাচারী ছিলেন; তাই তাঁহার উপর মহর্ষিগণ প্রবল কোপ প্রকাশ করেন। পরে তাঁহার প্রজার্থে তদীয় দক্ষিণ কর মন্থন করিয়াছিলেন। বেণের মধিত কর হইতে এক প্রখ্যাত নরপতির জন্ম হয়। তাঁহাকে দেখিয়া মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন, হাঁ এই মহাতেজী রাজাই প্রজারঞ্জন করিবেন। ইনি ভূমণ্ডলে মহাকীর্তি অর্জন করিবেন। সেই বেণনন্দন নরপতি পৃথু আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি ধনুর্ধারী ও কবচী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আকৃতি প্রজলিত পাবকবৎ প্রতিভাত হইত। তাঁহার দ্বারাই এই পৃথিবী সুরক্ষিত হইয়াছিল। রাজস্ব্যভিষিক্ত বসুধাধিপতিগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ছিলেন। তাঁহারই শ্রাজ্জ্ব কালে সূত ও মাগধ জাতি উৎপন্ন হয়। হে মুনিবরগণ! তিনিই এই গোকুপিণী পৃথিবীকে প্রজাগণের রুত্তি বিধানের জন্ত দেব ও ঋষিগণ সহ দোহন করিয়া শস্ত্ররাশি উৎপাদন করেন। তাঁহার পর পিতৃগণ, দানবগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরোগণ, সর্পগণ, নরগণ, বীকৃধাবলী ও পর্বতগণ ক্রমাগত স্ব স্ব বিভিন্ন পাত্রে এই বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন। বসুন্ধরাও

প্রাদাদ্যধৈম্পিতং ক্ষীরং তেন প্রাণানধারণন ।
পৃথোক্ত পুত্রৌ ধর্মজৌ জজ্ঞাতেহস্তর্ষিপাতিনৌ
শিখণ্ডিনী হবির্ধানমস্তর্ষিনাং দ্যজায়ত ।
হবির্ধানাং ষড়্ভাগেয়ী ধিমণাজময়ং সূতান্ ॥ ২৯
প্রাচীনবর্হিঃ শুক্রং গয়ং কৃকং ব্রজাজিনৌ ।
প্রাচীনবর্হিঃ গবান্নহানাসীং প্রজাপতিঃ ॥ ৩০
হবির্ধানানুনিশ্রেষ্ঠা যেন সংবর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ।
প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্ত্রস্ত পৃথিব্যাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩১
প্রাচীনবর্হিঃ গবান্ পৃথিবীতলচারিণীঃ ॥ ৩২
সমুদ্রতনয়ায়াং তু কৃতদারোহভবৎ প্রভুঃ ।
মহতস্তপসঃ পারে সর্বাণাং প্রজাপতিঃ ॥ ৩৩
সর্বাধত্ত সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিঃ ।
সর্বান প্রাচেতসো নাম ধনুর্বেদস্ত পারগান ॥

যথেষ্ট ক্ষীর অর্পণ করেন! • তাহাতেই প্রজাগণ প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। নরপতি পৃথুর অন্তর্দ্ধি ও পাতী নামে দুই ধর্মজ পুত্র উৎপন্ন হয়। অন্তর্দ্ধির শিখণ্ডিনী নামী পত্নীর গর্ভে হবির্ধান নামে এক পুত্র জন্মে। অগ্নিনন্দিনী ধিমণার গর্ভে হবির্ধানের প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্র, গয়, কৃক, ব্রজ ও অজিন নামে ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়। ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃ একজন প্রধান প্রজাপতি ছিলেন। ইনি যজ্ঞকার্যে এত অধিক প্রাচীনাগ্র কুশ বিস্তার করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতেই ইঁহার এই নাম প্রথিত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! হবির্ধান হইতে ভগবান্ প্রাচীনবর্হির জন্ম হয়। তাঁহার রাজ্যশাসন-কালে এই পৃথিবী প্রজামণ্ডলী সর্বশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি সমুদ্রতনয়া সর্বার্ণার পাণিগ্রহণ করেন। বহু তপস্তার পর সেই সমুদ্রনন্দিনী সর্বার্ণার গর্ভে মহীপতি প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রাচীন বর্হির সেই দশ পুত্রই প্রচেতা নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

অপৃথক্ চর্যচরণান্তেহতপ্যন্ত মহতপঃ ।
 দশ বর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ৩৪
 তপশ্চরন্তু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীকৃতাঃ ।
 অরক্ষ্যমাণামাবক্রবভূবাত প্রজাক্ষয়ঃ ॥ ৩৫
 নাশকন্যাকতো বাতুং রূতং খমভবদ্ভ্রমৈঃ ।
 দশ বর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ ॥ ৩৬
 তদুপশ্রত্য তপসা যুক্তাঃ সর্বে প্রচেতসঃ ।
 মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিং চ সমুজ্জ্বলিতমশ্রবঃ ॥ ৩৭
 উন্মূলানথ বৃক্ষাংস্ত কৃত্বা বায়ুরশোষয়ৎ ।
 তানগ্নিরদহদঘোর এবমাসীদ্রুমক্ষয়ঃ ॥ ৩৮
 দ্রুমক্ষয়মথো বুদ্ধ্বা কিকিচ্ছিষ্টেষু শাখিষু ।
 উপগম্যাববৌদেতাংস্তদা সৌমঃ প্রজাপতীন্ ॥
 কোপং যচ্ছত রাজানঃ সর্বে প্রাচীনবর্হিষঃ ॥

তাহারা সকলেই ধনুর্কোদে পারদর্শী ও
 অপৃথক্ ধর্ম্মাচারে নিরত হইয়া কঠোর
 তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রচেতাগণ তপ-
 স্ত্যর্থ দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সাগর-সলিলে
 শয়ন করিয়াছিলেন। তাহারা ঐরূপ ভাবে
 তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে পূর্বের আয়
 পৃথিবীরক্ষার সুব্যবস্থা রহিল না, পৃথিবী
 মহীকৃৎগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে
 প্রজাসকল ক্ষয় পাইতে লাগিল। পৃথিবী
 দ্রুমসমূহে এরূপ নিবিড়ভাবে আবৃত হইল
 যে, তখন বায়ুর গতি পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গেল।
 প্রজা সকল দশ সহস্র বর্ষ যাবৎ কোনরূপ
 ক্রিয়াকলাপ করিতে সমর্থ হইল না।
 তপোনিরত প্রচেতাগণ প্রজাগণের তাদৃশ
 অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া সক্রোধে মুখ
 হইতে বায়ু ও অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন।
 তখন বায়ু সেই সকল বৃক্ষদিগকে উন্মূলিত
 করিয়া বিশোধিত করিতে লাগিলেন।
 ভীষণ অগ্নি তাহাদিগকে দহ করিতে প্রবৃত্ত
 হইলেন। ১৪—৩৮। ক্রমে বায়ু ও অগ্নির
 প্রভাবে বৃক্ষসকল প্রায় দহ হইয়া গেল।
 বহু বৃক্ষ দহ হইয়াছে এবং অল্পসংখ্যক মাত্র
 অবশিষ্ট আছে বুঝিতে পারিয়া ভগবান
 সৌম সেই সকল প্রজাপতিদিগের সমীপে

বৃক্ষশূন্তা কৃত্বা পৃথ্বী শাম্যোভামগ্নিমাকরতো ॥৪০
 রত্নভূতা চ কল্লেয়ঃ বৃক্ষাণাং বরবর্হিনী ।
 ভবিষ্যং জানতা তাত ধৃতা গর্ভেণ বৈ মম ॥৪১
 মারিষা নাম নারৈষা বৃক্ষাণামিতি নির্মিতা ।
 ভাৰ্য্যা বোহস্ত মহাভাগাঃ সৌমবংশবিবর্হিনী ॥
 যুগ্মাকং তেজসোহর্কেন মম চার্কেন তেজসঃ ।
 অস্ত্রামুৎপৎস্রতে বিদ্বান দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ
 স ইমাং দক্ষভূয়িষ্ঠাং যুগ্মতেজোময়েন বৈ ।
 অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্হয়িষ্যতি ॥৪৪
 ততঃ সৌমস্ত বচনাজ্জগৃহস্তে প্রচেতসঃ ।
 সংহত্য কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্
 দশভ্যস্ত প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ
 দক্ষো যজ্ঞে মহাতেজাঃ সৌমস্তাংশেন ভে-
 দিজাঃ ॥ ৪৬

গমনপূর্বক কহিলেন, হে প্রচেতাগণ!
 আপনারা সকলেই নরপতি প্রাচীনবর্হির
 পুত্র ও প্রজারঞ্জে নিরত। আমি আপনা-
 দিগকে অহুরোধ করি, আপনারা কোপ সম্ব-
 রণ করুন। এই পৃথিবীকে একরূপ বৃক্ষশূন্তা
 করিয়াছেন। এক্ষণে অগ্নি ও বায়ু প্রশমিত
 হইয়া যাউক। এই রত্ন-স্বরূপিণী বরবর্হিনী
 বৃক্ষদিগের কন্তা। আমি ভবিষ্যৎ রূতান্ত
 বিদিত হইয়া এই কন্তাকে গর্ভে ধারণ
 করিয়াছিলাম। এই কন্তার নাম মারিষা।
 হে মহাভাগগণ! এই কন্তা এক্ষণে আপনা-
 দিগের বংশবর্হিনী ভাৰ্য্যা হউক। আপনা-
 দিগের অর্কতেজে এবং আমার অর্ক
 তেজে এই কন্তার গর্ভে বিদ্বান দক্ষ
 প্রজাপতি উৎপন্ন হইবেন। তিনি আপনা-
 দিগের তেজোময় অগ্নি দ্বারা অগ্নির
 স্ত্রায় তেজস্বী হইয়া পুনরায় এই
 দক্ষভূয়িষ্ঠ পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রজাদিগকে
 সম্বর্হিত করিবেন। অনন্তর ভগবান
 সৌমের অহুরোধক্রমে সেই তপোধনগণ
 বৃক্ষ হইতে কোপ সংহত করিয়া ধর্ম্মানুসারে
 সেই বৃক্ষনন্দিনী মারিষাকে পত্নীরূপে
 পরিগ্রহ করিলেন। ৩৯—৪৫। হে বিজগণ!

অচরাংশ চরাংশেব দ্বিপদোহথ চতুস্পদঃ ।
স হৃষ্টা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদম্বজত স্রিয়ঃ ॥ ৪৭
দদৌ দশ স ধর্মায় কণ্ঠপায় ত্রয়োদশ ।
শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞে চ নক্ষত্রাখ্যা দদৌ প্রভুঃ
তানু দেবাঃ খগা গাবো নাগা দিতিজদানবাঃ ।
গন্ধর্বাঋষসশ্চৈব জাতরৈহতাশ্চ জাতয়ঃ ॥ ৪৯
ততঃ প্রভূত বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ ।
সকলদর্শনাং স্পর্শাং পূর্বেষাং প্রোচ্যতে প্রজা ॥
মুনয় উচুঃ ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বৈরগরক্ষসাম্ ।
সম্ভবন্ত ক্রতোহস্মাভির্দক্ষশ্চ চ মহাত্মনঃ ॥ ৫১
অঙ্গুষ্ঠাদব্রহ্মাণো জজ্ঞে দক্ষঃ কিল শুভব্রতঃ ।
বামাঙ্গুষ্ঠাতথা চৈব তস্মা পত্নী ব্যজায়ত ॥ ৫২

সেই দশ প্রচেতা হইতে মারিষার গর্ভে
ভগবান্ সোমের অংশে মহাতেজা দক্ষ
প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন । প্রজাপতি
দক্ষ মনোদ্বারা স্বাবর, জঙ্গম, স্থিতি ও
চতুস্পদ প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়া পরে
পঞ্চাশৎ কণ্ঠা সন্তান সৃষ্টি করিলেন । তিনি
সেই কণ্ঠাগণের মধ্যে দশটি ধর্মকে,
ত্রয়োদশটি কণ্ঠপকে এবং অবশিষ্ট সপ্ত-
বিংশতিটি নক্ষত্রনামী কণ্ঠা দ্বিজরাজ সোমকে
সমর্পণ করিলেন । সেই সকল দক্ষকণ্ঠার
গর্ভে ক্রমে দেব, দানব, দৈত্য, গো, খগ,
নাগ, গন্ধর্ব্ব, ঋষরা এবং অন্যান্য বিবিধ
জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল । হে বিপ্রেন্দ্র-
গণ ! সেই হইতে প্রজাগণ মৈথুন ধর্ম্মে
সমুৎপন্ন হইতে লাগিল । তৎপূর্বে প্রজা
সকল সঙ্কল্পে, দর্শনে ও স্পর্শনাদি ক্রিয়ায়
জন্মলাভ করিত । মুনীগণ কহিলেন,—
হে সূত ! আমরা দেবদানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ
ও রাক্ষস প্রভৃতির উৎপত্তিবর্ত্তা শ্রবণ
করিয়াছি এবং মহাত্মা দক্ষ প্রজাপতিরও
জন্মবিবরণ আমাদের কর্ণগোচর
হইয়াছে । • আমরা শুনিয়াছি, শুভব্রত
দক্ষকণ্ঠার অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং
ভদ্রীয় পত্নী ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্ম

কথং প্রাচেতসহং স পুনর্নেভে মহাতপাঃ ।
এতং নঃ সংশয়ং সূত ব্যাখ্যাতুঃ তুমিহাংসি ॥
দৌহিত্রশ্চৈব সোমশ্চ কথং স্বশুরতাং গতঃ ॥ ৫৩
লোমহর্ষণ উবাচ ।
উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ নিত্যং ভূতেষু ভো দ্বিজাঃ
ঋষয়োহত্র ন মুহন্তি বিজ্ঞাবস্তশ্চ যে জনাঃ ॥ ৫৪
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে পুনর্দক্ষাদয়ো নৃপাঃ ।
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিদ্বাঃস্তত্র ন মুহতি ॥ ৫৫
জ্যৈষ্ঠ্যং কানিষ্ঠ্যমপ্যেযাং পূর্ব্বং নাসীদ্বিজোত্তমাঃ
তপ এব গরীয়োহভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্ ॥ ৫৬
ইমাং বিসৃষ্টিং দক্ষশ্চ যো বিজ্ঞাং সচরাচরাম্ ।
প্রজাবানায়ুরুত্তীর্ণঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫৭
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিকথনং নাম
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

গ্রহণ করেন । কিন্তু সেই মহাতপা দক্ষ
কিরূপে যে প্রাচেতসহ প্রাপ্ত হইলেন,
এবং কিরূপেই বা তিনি সোমের দৌহিত্র
হইয়া পুনরায় তদীয় স্বশুরত্ব লাভ করিলেন,
এই সমস্তই এক্ষণে আমাদের সংশয়ের
বিষয় হইয়াছে । অতএব হে সূত ! তুমি
অধুনা প্রকৃত তত্ত্ব বিবৃত করিয়া আমাদের
এই সংশয়রাশি অপনোদন কর । লোম-
হর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ ! উৎপত্তি
এবং বিনাশ এই দুইটি ভূতগণের নিত্য
ঘটনা । ঋষিগণ ইহাতে মুগ্ধ হইলেন না ;
আর যাঁহারা বেদিতবেত্তা লোক, তাঁহাদেরও
উহা মোহের বিষয় নয় । যুগে যুগে এ
জগতে দক্ষপ্রভৃতি নৃপতিগণের আবির্ভাব
হইতেছে ; আবার তাঁহাদের তিরোধান
ঘটিতেছে ; সূতরাং বিদ্বান্ ব্যক্তি এ বিষয়ে
কিছু মাত্রই মোহগ্রস্ত হইলেন না । হে দ্বিজ-
বরগণ ! পূর্ব্বতন সৃষ্টি ব্যাপারে জ্যৈষ্ঠ বা
কনিষ্ঠ ভাব ছিল না ; একমাত্র তপস্যা ও
প্রভাবই তখন গৌরবের কারণ বলিয়া
গণ্য হইত । দক্ষ প্রজাপতির এই চরা-
চরাঞ্চক সৃষ্টিবিবরণ যিনি বিদিত হইলেন,

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

দেবানাং দানবানাং চ গন্ধৰ্বোরগরক্ষসাম্ ।
উৎপত্তিঃ বিস্তরেণৈব লোমহর্ষণ কীর্তয় ॥ ১

লোমহর্ষণ উবাচ ।

প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টঃ পূৰ্ব্বং দক্ষঃ স্বয়মুবা ।
যথা সসৃজ ভূতানি তথা শৃণুত ভো দ্বিজাঃ ॥ ২
মানসাস্তেব ভূতানি পূৰ্বমেবাসৃজৎ প্রভুঃ ।
ঋষীন্দেবান্সগন্ধৰ্বান্সুরান্যক্ষরাক্সসান্ ॥ ৩
যদাস্ত মানসী বিপ্রা ন ব্যবৰ্জিত বৈ প্রজা ।
তদা সঞ্চিন্ত্য ধৰ্ম্মায়া প্রজাহেতোঃ প্রজাপতিঃ
স মৈথুনেন ধৰ্ম্মেণ সিন্ধুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।
অসিক্রীমাবহৎ পত্নীং বীরণশ্চ প্রজাপতেঃ ॥ ৫
সুতাং সুতপসা যুক্তাং মহতীং লোকধারিণীম্ ।

তিনি প্রজাবান্, আয়ুজান্ ও স্বর্গে গিয়া
বিবিধ সুখ-ভোগবান্ হইয়া থাকেন ॥৪৬—৫৭॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—লোমহর্ষণ ! তুমি
দেব, দানব, গন্ধৰ্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের
উৎপত্তি-বার্তা বিস্তররূপে কীর্তন কর ।
লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ ! ভগবান্
স্বয়মু পুরাকালে দক্ষকে প্রজা সৃষ্টি করিতে
আদেশ করেন । তিনি তখন যেরূপে
ভূতগণকে সৃজন করিয়াছিলেন, তাহা কহি-
তেছি, শ্রবণ করুন । তৎকালে দক্ষ প্রজা-
পতি দেব, ঋষি, গন্ধৰ্ব, অসুর, যক্ষ ও
রাক্ষসাদি বিবিধ মানস ভূত সৃষ্টি করিলেন ।
কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহার সেই মানসী
প্রজাসৃষ্টি আর বৃদ্ধি পাইল না, তখন সেই
ধৰ্ম্মায়া প্রজাপতি মনে মনে প্রজাবৃদ্ধির
উপায় স্থির করিয়া মৈথুন ধৰ্ম্মে বিবিধ প্রজা
সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন । তিনি
প্রজাপতি বীরণের হৃদিতা অসিক্রীর পাণি-

অথ পুত্রসহস্রাণি বৈরণ্যাং পঞ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৬
অসিক্র্যাং জনয়ামাস দক্ষ এব প্রজাপতিঃ ।
তাংস্তু দৃষ্ট্বা মহাভাগান্সংবিক্রিয়মুন্ প্রজাঃ ॥ ৭
দেবর্ষিঃ প্রিয়সংবাদো নারদঃ প্রাব্রবীদিদম্ ।
নাশায় বচনং তেষাং শাপায়ৈবাত্মনস্তথা ॥ ৮
যং কণ্ঠপঃ সূতবরং পরমেষ্ঠী ব্যজীজনৎ ।
দক্ষশ্চ বৈ হৃদিতরি দক্ষশাপভয়ান্মুনিঃ ॥ ৯
পূৰ্ব্বং স হি সমুৎপন্নো নারদঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
অসিক্র্যামথ বৈরণ্যাং ভূয়ো দেবর্ষিসত্তমঃ ॥ ১০
তং ভূয়ো জনয়ামাস পিতেব মুনিপুঙ্গবম্ ।
তেন দক্ষশ্চ বৈ পুত্রা হর্য্যশা ইতি বিব্রতাঃ ॥ ১১
নির্মথ্য নাশিতাঃ সর্বে বিধিনা চ ন সংশয়ঃ ।
তশ্চোত্ততস্তদা দক্ষো নাশায়ামিতবিক্রমঃ ॥ ১২
ব্রহ্মর্ষীন্ পুরতঃ কৃৎস্না যাচিতঃ পরমেষ্ঠিনা ।

গ্রহণ করিলেন । অসিক্রী তপস্বিনী, মহতী
ও লোকধারিণী ছিলেন । বীৰ্য্যবান্ দক্ষ
প্রজাপতি সেই অসিক্রীর গর্ভে পঞ্চ সহস্র
পুত্র উৎপাদন করেন । এই পুত্রগণ হর্য্যশ
নামে বিখ্যাত ছিলেন । দেবর্ষি নারদ
সেই মহাভাগ দক্ষতয়নগণকে প্রজাবিস্তারে
সমুৎসুক দেখিয়া তাহাদিগের বিনাশার্থ এবং
নিজে অভিশপ্ত হইবার জন্ত অনেক কথা
কহিয়াছিলেন । এই নারদ পূর্বে পরমেষ্ঠী
হইতে জন্মগ্রহণ করেন । পরে প্রজাপতি
কণ্ঠপ এই সূতশ্রেষ্ঠ, পারমেষ্ঠ্য, দক্ষশাপ-
ভয়ে ভীত নারদকে তদীয় হৃদিতার গর্ভে
উৎপাদন করেন । দেবর্ষিপ্রবর নারদের
কূট বাক্য ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া দক্ষপুত্র
হর্য্যশগণ সকলেই অদৃশ হইয়াছিলেন ।
এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়া অমিতবিক্রম দক্ষ
নারদকে নাশ করিতে উত্তত হইলেন । তখন
ভগবান্ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত দক্ষ-
সমীপে আসিয়া তাহাকে ক্রোধে সঙ্করণ
করিতে অনুরোধ করেন । অনন্তর দক্ষ
তাঁহার নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ
করিলেন যে, মদীয় কোন এক হৃদিতার গর্ভে
নারদকে ভবদীয় পুত্র হইয়া অবশ্যই জন্ম

ততোহভিসন্ধিচক্রে বৈ দক্ষশ্চ পরমেষ্ঠিনা ॥১৩
কণ্ঠায়াং নারদো মহাং তব পুত্রো ভবেদिति ।
ততো দক্ষঃ সূতাং প্রাদাৎ প্রিয়াং বৈ পরমেষ্ঠিনে
স তস্তাং নারদো যজ্ঞে ভূয়ঃ শাপভয়াদৃষিঃ ॥১৪
মুনয় উচুঃ ।

কথং প্রণাশিতাঃ পুত্রা নারদেন মহর্ষিণা ।
প্রজাপতেঃ সূতবর্ষ্য শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ ॥১৫
লোমহর্ষণ উবাচ ।

দক্ষশ্চ পুত্রা হর্যাক্ষা বিবর্দ্ধয়িবঃ প্রজাঃ ।
সমাগতা মহাবীৰ্যা নারদস্তানুবাচ হ ॥ ১৬
নারদ উবাচ ।

বালিশা বত যুয়ং বৈ নাস্তা জানীত বৈ ভুবঃ ।
প্রমাণং শ্রষ্টুকামা বৈ প্রজাঃ প্রাচেতসাম্রজাঃ ॥
অন্তরুর্দ্ধমধৈশ্চৈব কথং সৃজ্যথ বৈ প্রজাঃ ।
তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রয়াতাঃ সর্বতো দিশঃ ॥
অত্য়পি ন নিবর্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ।

লইতে হইবে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার
একটি প্রিয়া নামী ছহিতাকে ভগবান পর-
মেষ্ঠীর করে সম্ভাদান করিলেন। অনন্তর
দেবর্ষি নারদ দক্ষের অভিশাপভয়ে তদীয়
ছহিতার গর্ভে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। ১—১৪। মুনিগণ কহিলেন,—হে
ভগবন! মহর্ষি নারদের কিরূপ বাক্য-
ব্যবহারে দক্ষ প্রজাপতির সেই সকল
পুত্রেরা অদৃশ্য হইয়াছিলেন? আমরা ইহা
যথার্থ শুনিতে ইচ্ছা করি। লোমহর্ষণ
কহিলেন,—দ্বিজগণ! সেই দক্ষপুত্র মহা-
বীৰ্য্য হর্যাক্ষগণ প্রজাবৃদ্ধি করিবার কামনায়
সমবেত হইলে, নারদ তাঁহাদিগকে বলিয়া-
ছিলেন, ওহে মূর্খগণ! তোমরা এই পৃথি-
বীর পরিমাণ বিষয়ে কিছুই জান না!
অথচ প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিতে অভিপ্রায়
করিয়াছ! বিশেষতঃ এই ভূমির উর্দ্ধ, মধ্য
ও অধঃপ্রভৃতি বিষয়েও তোমাদের কিছু
মাত্র জ্ঞান নাই। কি করিয়া তোমরা প্রজা
সৃষ্টি করিবে? নারদের এই সকল কথা
শুনিয়া সেই দক্ষতনয়েরা পৃথিবীর নানা

হর্যাক্ষেধ নষ্টেষু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ ॥ ১৯
বৈরণ্যামথ পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎপ্রভুঃ ।
বিবর্দ্ধয়িবন্তে তু শবলাশাস্তথা প্রজাঃ ॥ ২০
পূর্বোক্তং বচনং তে তু নারদেন প্রচোক্তিতাঃ ।
অন্তোন্তমুচুস্তে সর্বে সম্যগাহ মহানৃষিঃ ॥ ২১
ভাতৃণাং পদবীং জাতুং গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ।
জাত্বা প্রমাণং পৃথ্যাস্ত সুখং শক্যামুহে প্রজাঃ
তেহপি তেনৈব মার্গেণ প্রয়াতাঃ সর্বতো দিশম্
অত্য়পি ন নিবর্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ২২
তদা প্রভৃতি বৈ ভাতা ভাতুরবেষণে দ্বিজাঃ ।
প্রয়াতো নশ্চতি ক্ষিপ্ৰং তন্ন কার্য্যং বিপশ্চিতা ॥
তাংশ্চৈব নষ্টান বিজায় পুত্রান দক্ষঃ প্রজাপতিঃ
যষ্টিং ততোহসৃজৎ কণ্ঠা বৈরণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্

দিকে প্রধাবিত হইল। সাগর হইতে
সরিৎসমূহের ত্রায় অত্য়পি তাহারা প্রতি-
নিবৃত্ত হয় নাই। হর্যাক্ষগণের অদর্শনে দক্ষ
প্রজাপতি পত্নী অসিকীর গর্ভে পুনরায়
সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই সকল
পুত্র শবলাশ্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।
যখন তাহারাও প্রজাবৃদ্ধি করিতে মনস্থ
করিলেন, তখন নারদ পুনর্বার পূর্বের ত্রায়
তাঁহাদিগকেও সেই সেই কথা বলিলেন;
তাঁহাতে তাঁহারা সকলেই পরস্পর পরামর্শ
করিয়া কহিলেন, মহর্ষি নারদ যথার্থ কথাই
কহিয়াছেন; অতএব আমরাও অদ্য
হইতে ভাতৃগণের পদবী বিদিত হই-
বার জন্য নিশ্চয়ই গমন করিব। এবং
পৃথিবীর পরিমাণফল জানিয়া আসিয়া
অনায়াসে প্রজাগণকে সৃজন করিতে
থাকিব। এই কথা কহিয়া তাঁহারাও পূর্ব-
ভাতৃগণের পথানুসরণে পৃথিবীর নানা
দিকে প্রস্থান করিলেন। অদ্যপি তাঁহা-
দের প্রত্যাগমন হয় নাই। হে দ্বিজগণ!
সেই হইতে ভাতা ভাতার অবেষণে গমন
করিলে, সেও আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না, অতএব
বিজ্ঞ লোকের পক্ষে সেরূপ করা কর্তব্য
নহে। ১৫—২৪। অন্তর দক্ষ প্রজাপতি

তাস্তদা প্রতিজ্ঞগ্রাহ ভাৰ্য্যার্থং কশ্চপঃ প্রভুঃ ।
 সোমো ধৰ্ম্মশ্চ ভো বিপ্রাস্তধৈবান্তে মহর্ষয়ঃ ॥২৬
 দদৌ স দশ ধৰ্ম্মায় কশ্চপায় ত্রয়োদশ ।
 সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোহরিষ্টনেমিনে ॥২৭
 হে চৈব বহুপুত্রায় হে চৈবাজিরসে তথা ।
 হে কুশাখায় বিহুবে তাসাং নামানি মে শৃণু ॥২৮
 অরুন্ধতী বসুধামী লম্বা ভানুর্মকুতী ।
 সঙ্কল্পা চ মুহূর্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ ভো দ্বিজাঃ ॥
 ধৰ্ম্মপত্ন্যো দশ ত্বেতাস্তান্বপত্যানি বোধত ।
 বিশ্বেদেবাস্ত বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত ॥
 মকুতত্যাং মকুতস্তো বসোস্ত বসবঃ স্মৃতাঃ ।
 ভানোস্ত ভানবঃ পুত্রা মুহূর্তাঃ মুহূর্তজাঃ ॥৩১
 লম্বায়ান্শ্চৈব ঘোষোহথ নাগবীথী চ যামিজা ।
 পৃথিবীবিষয়ঃ সৰ্ব্বমকুতত্যাং ব্যজায়ত ॥৩২
 সঙ্কল্লায়ান্শ্চ বিশ্বান্মা যজ্ঞে সঙ্কল্ল এব হি ।

তঁাহার সেই সকল পুত্রকে না দেখিয়া পত্নী
 বৈরগীর গর্ভে ষষ্টিসংখ্যক কন্তা সন্তান
 উৎপাদন করিলেন । হে দ্বিজগণ ! ভগবান্
 কশ্চপ, সোম, ধৰ্ম্ম এবং অন্তান্ত ঋষিগণ
 তৎকালে সেই দক্ষকন্তাগণের পাণিগ্রহণ
 করেন । দক্ষ প্রজাপতি ধৰ্ম্মকে দশটি,
 কশ্চপকে ত্রয়োদশটি, সোমকে সপ্তবিংশতিটি,
 অরিষ্টনেমিকে চারিটি, বহুপুত্রকে ও আজি-
 রসকে দুই দুইটি এবং বিদ্বান্ কুশাখকে দুইটি
 কন্তা সম্প্রদান করিলেন । এক্ষণে ঐ সকল
 কন্তার নামসমূহ শ্রবণ করুন । অরুন্ধতী,
 বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মকুততী, সঙ্কল্পা,
 মুহূর্তা, সাধ্যা এবং বিশ্বা এই দশ দক্ষকন্তা
 ধৰ্ম্মের পত্নী হইয়াছিলেন । ইহাদিগের
 সন্তান-সন্ততির বিবরণ শ্রবণ করুন । বিশ্বার
 বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যার সাধ্যদেবগণ, মকুত-
 তীর মকুতান্গণ, বসুর বসুগণ, যামীর
 নাগবীথী, লম্বার ঘোষ, ভানুর ভানুসকল,
 এবং মুহূর্তার মুহূর্ত নামে সন্তান-সন্ততি
 সকল উৎপন্ন হয় । অরুন্ধতীর গর্ভে পৃথি-
 বীর যাবতীয় বিষয় জন্ম গ্রহণ করে এবং
 সঙ্কল্লার গর্ভে সৰ্ব্বান্মা সঙ্কল্লের উৎপত্তি হয় ।

নাগবীথ্যাঞ্চ যামিত্যাং বৃষলশ্চ ব্যজায়ত ॥ ৩৩
 পরা যাঃ সোমপত্নীশ্চ দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ ।
 সৰ্ব্বা নক্ষত্রনাম্যস্তা জ্যোতিষে পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥
 যে তুন্তে খ্যাতিমন্তো বৈ দেবা

জ্যোতিষ্পুরোগমাঃ ।

বসবোহষ্টৌ সমাখ্যাতান্তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্
 আপো ঋবশ্চ সোমশ্চ ধবশ্চৈবানিলোহনলঃ ।
 প্রতুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥৩৬
 আপস্ত পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শ্রান্তো মুনিস্তথা ।
 ঋবস্ত পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥
 সোমস্ত ভগবান্ বর্চা বর্চস্বী যেন জায়তে ।
 ধবস্ত পুত্রো দ্রবিণো হতহব্যবহস্তথা ॥ ৩৮
 মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোহথ রমণস্তথা ।
 অনিলস্ত শিবা ভাৰ্য্যা তস্তাঃ পুত্রো মনোজবঃ ।
 অবিজাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্ত চ ॥ ৩৯
 অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্ত শরস্তস্বে শ্রিয়া বৃতঃ ।
 তস্ম শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজঃ ॥৪০

যামী-সন্ততি নাগবীথীর গর্ভে বৃষল নামে
 এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । দক্ষ প্রজাপতি
 ভগবান্ সোমের করে যে সকল কন্তা দান
 করিয়াছিলেন, তঁাহারা সকলেই নক্ষত্র নামে
 পরিচিত । জ্যোতিঃশাস্ত্রে তঁাহাদের বিষয়
 বর্ণিত হইয়াছে । জ্যোতিঃপ্রমুখ যে সকল
 দেবতারা সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন,
 তঁাহারা অষ্টবসু নামে পরিচিত । - তঁাহাদের
 নাম বলিতেছি ;—আপ, ঋব, সোম, ধর,
 সলিল, অনল, প্রতুষ ও প্রভাস । ইহাঁরাই
 অষ্ট বসু । ২৫—৩৬ । আপের পুত্র বৈতণ্ড্য,
 শ্রম ও শ্রান্ত । ঋবের পুত্র নিখিল লোকা-
 ন্তক ভগবান্ কাল । সোমের পুত্র ভগবান্
 বর্চাঃ । এই বর্চা হইতে বর্চস্বীর জন্ম
 হইয়াছিল । ধবের পুত্র দ্রবিণ । অনলের
 মনোহরা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র শিশির, দ্রাণ
 ও রমণ । অনিলের শিবা নামী ভাৰ্য্যার
 গর্ভজাত পুত্র মনোজব ও অবিজাতগতি ।
 অনলের কুমার নামে আর এক পুত্র শর-
 স্তস্বে জন্মিয়াছিল । শাখ, বিশাখ ও নৈগ-

অপত্যং কৃত্তিকানাং তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।
 প্রত্যুষস্ত বিহুঃপুত্রম্বিঃ নাম্নাথ দেবলম্ ॥ ৪১
 হৌ পুত্রৌ দেবলস্তাপি ক্ষমাবস্তৌ মনৌষিণৌ।
 বৃহস্পতেঃ ভগিনী বরহ্মী ব্রহ্মবাদিনী ॥ ৪২
 যোগসিদ্ধা জগৎ কুৎসমসক্তা বিচচার হ।
 প্রভাসস্ত তু সা ভার্যা বহ্ননামষ্টমস্ত তু ॥ ৪৩
 বিশ্বকর্মা মহাভাগো যস্তাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ।
 কর্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ ॥ ৪৪
 ভূষণানাঞ্চ সর্বেষাং কর্তা শিল্পবতা বরঃ।
 ষঃ সর্বেষাং বিমানানি দৈবতানাং চকার হ ॥ ৪৫
 মানুষ্যশ্চোপজীবন্তি যস্তা শিল্পঃ মহাত্মনঃ।
 সুরভী কশ্চপাঃ ক্রাদ্যনেকাদশ বিনির্মমে ॥ ৪৬
 মহাদেবপ্রসাদেন তপসা ভাবিতা সতী।
 অজৈকপাদহিত্রী দ্ব্যষ্টা ক্রদ্রশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৪৭
 হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।

বৃষাকপিশ্চ শঙ্কুশ্চ কপদৌ বৈবতস্তথা ॥ ৪৮
 যুগব্যাদশ্চ শর্কশ্চ কপালী চ দ্বিজোত্তমাঃ।
 একাদশৈতে বিখ্যাতা ক্রদ্রাদ্বিভুবনেশ্বর্য্যঃ ॥ ৪৯
 শতং হেবং সমাখ্যাতং ক্রদ্রাণামমিতৌজসাম্।
 পুরাণে মুনিশার্দূলা যৈব্যাপ্তং সচরাচরম্ ॥ ৫০
 দারান্ শৃগুধ্বং বিপ্রেশ্রাঃ কশ্চপস্ত প্রজাপতেঃ।
 অদিতির্দিতির্দহুশ্চৈব অরিষ্টা সুরসা থসা ॥
 সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা।
 ক্রদ্রমুনিশ্চ ভো বিপ্রান্তানুপত্যানি বোধত ॥ ৫২
 পূর্বমবস্তুরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন সুরোত্তমাঃ।
 ভূষিতা নাম তেহন্তোমুচুর্বৈবস্বতেহন্তরে ॥ ৫৩
 উপস্থিতেহতিযশস্চাক্ষুষ্মন্তাস্তরে মনোঃ।
 হিতার্থং সর্বলোকানাং সমাগম্য পরম্পরম্ ॥ ৫৪
 আগচ্ছত ক্রতং দেবা অদितिঃ সম্প্রবিশ্ব বৈ।
 মবস্তুরে প্রস্থ্যামস্তমঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৫৫

মেয় নামে তাঁহার তিন সহচর ছিল। তিনি
 কৃত্তিকাগণের অপত্য বলিয়া কার্ত্তিকেয় নামে
 পরিচিত ছিলেন। প্রত্যুষের পুত্র দেবল।
 ইমি একজন ঋষি। এই দেবলের ক্ষমা-
 বান্ ও মনৌষী নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়।
 অষ্টম বসু প্রভাস বৃহস্পতিভগিনীর পুণি-
 গ্রহণ করেন। এই বৃহস্পতিভগিনী বর-
 বর্গিনী ব্রহ্মবাদিনী ও যোগসিদ্ধা ছিলেন।
 তিনি যোগবলে সর্ব জগৎ পরিভ্রমণ করি-
 তেন। তাঁহার গর্ভে প্রভাসের বিশ্বকর্মা
 নামে এক মহাভাগ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই
 বিশ্বকর্মা সহস্র সহস্র শিল্পের প্রণয়নকর্তা
 এবং বিবিধ ভূষণসমূহের নির্মাতা ছিলেন।
 তিনি শিল্পীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং
 সমগ্র সুরসমাজের বর্দ্ধকি। দেবগণের
 বিমান, সকল তৎকর্তৃকই নির্মিত হয়। সেই
 মহাত্মার শিল্প-কার্য্যের অনুসরণ করিয়াই
 মনুষ্যেরা জীবিকা নির্বাহ করিয়া
 থাকে। সুরভী তপস্তা করিয়া মহাদেবের
 প্রসন্নতা লাভ করেন। কশ্চপ হইতে ভদ্রীয়
 গর্ভে একাদশ ক্রদ্রের উৎপত্তি হয়। হে

দ্বিজবরগণ! অজৈকপাদহিত্রী দ্ব্যষ্টা, হর,
 বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শঙ্কু কপদৌ,
 বৈবত, যুগব্যাদ, শর্ক ও কপালী, ইহার
 একাদশ ক্রদ্র নামে বিখ্যাত। এই ক্রদ্রগণ
 ত্রিভুবনের আধিপত্যে অধিষ্ঠিত। হে
 মুনিবরগণ! পুরাণে এইরূপ শত শত ক্রদ্রের
 উল্লেখ আছে। সেই অমিততেজা ক্রদ্রগণ
 কর্তৃক এই চরাচর নিখিল বিশ্ব পরিপূর্ণ
 রহিয়াছে। হে বিপ্রবরগণ! প্রজাপতি
 কশ্চপের পত্নীদিগের বিবরণ এক্ষণে শ্রবণ
 করুন। অদিতি, দিতি, দহু, অরিষ্টা, সুরসা,
 থসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা,
 ইরা, ক্রদ্র ও মুনি। এই সকল কশ্চপত্নীর
 গর্ভে যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছিল,
 শ্রবণ করুন। পূর্বতন চাক্ষুষ মন্তরে
 ভূষিত নামে দ্বাদশ জন দেবপ্রধান ছিলেন।
 তাঁহারা সর্বলোকের হিতসাধনার্থ পরস্পর
 সম্মিলিত হইয়া এই কথা কহিয়াছিলেন যে,
 হে দেবগণ! শীঘ্র আসুন, আমরা সকলে
 বৈবস্বত মবস্তুরে অদিতির গর্ভে প্রবেশ-
 পূর্বক জন্ম গ্রহণ করি; তাহাতে আমাদের

লোমহর্ষণ উবাচ ।

এবমুক্তা তু তে সর্বে চাক্ষুষশাস্ত্রে মনোঃ ।
মারীচাৎ কণ্ঠপাজ্জাতাদিত্যা দক্ষকণ্ঠয়া ॥৫৩
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরৈব হি ।
অর্যমা চৈব ধাতা চ অষ্টা পুষা তথৈব চ ॥ ৫৭
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ
চাক্ষুষশাস্ত্রে পূৰ্ব্বমাসংস্তে তুষ্টিতাঃ সুরাঃ ।
বৈবস্বতেহস্ত্রে তে বা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ*
সপ্তবিংশতি যাঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্ন্যো মহাব্রতাঃ
তাসামপত্যাত্তভবন্ দীপ্তাত্তমিততেজসঃ ॥৫৯
অরিষ্টনেমিপত্নীনামপত্যানীহ ষোড়শ ।
বহুপুত্রস্ত বিদুষশ্চতশ্চো বিদ্যাতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬০
চাক্ষুষশাস্ত্রে পূৰ্বে ঋচো ব্রহ্মর্ষিসংকৃতাঃ ।
কৃশাশ্বস্ত চ দেবর্ষেদেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬১

মঙ্গল সাধিত হইবে । ৩৭—৫৫ । লোমহর্ষণ
কহিলেন, তাঁহারা সকলে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে
এই কথা কহিয়া অনন্তর দক্ষকণ্ঠা অদিতির
গর্ভে কণ্ঠপ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন ।
বিষ্ণু, শক্র, অর্যমা, ধাতা, বিধাতা অষ্টা,
পুষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্রাবরুণ, অংশ
ও ভগ এই দ্বাদশ জন দেব অদিতির গর্ভে
উৎপন্ন হইয়া আদিত্যনামে বিখ্যাত হইয়া-
ছিলেন । পূৰ্ব্বতন চাক্ষুষ মন্বন্তরে ইহারা
তুষ্টিত নামে দেবতা ছিলেন । পরে বৈব-
স্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত
হন । ভগবান্ সোমের যে সপ্তবিংশতি
মহাব্রতচারিণী ধর্মপত্নীর কথা উল্লেখ
করিয়াছি, তাঁহাদের যে সকল অপত্য
জন্মিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই অতি তেজস্বী
ছিলেন । অরিষ্টনেমির পত্নীগণ ষোড়শ
পুত্র প্রসব করেন । বহুপুত্রের চারিটি
সন্তান উৎপন্ন হয় । তাঁহারা বিদ্যাআখ্যায়
অভিহিত । ঋক্ সকল অঙ্গিরার অপত্য ।
ইহারা ঋত ও ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক সমাদৃত ।
দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ দেবপ্রহরণ নামে

* কচিদয়ঃ শ্লোকো নাস্তি

এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরৈব হি ।
সর্বে দেবগণাশ্চাত্ত ত্রয়স্বিংশতু কামজাঃ ॥ ৬২
তেষামপি চ ভো বিপ্রা নিরোধোৎপত্তিকৃত্যতে
যথা সূর্য্যশ্চ গগন উদয়াস্তময়াবিহ ॥ ৬৩
এবং দেবনিকায়ান্তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে ।
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কণ্ঠপাদিতি নঃ শ্রুতম্ ॥
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
সিংহিকা চাভবৎ কণ্ঠা বিপ্রচিহ্নেঃ পরিগ্রহঃ ॥৬৫
সৈংহিকেয়া ইতি খ্যাতা যন্তাঃ পুত্রা মহাবলাঃ ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চহারঃ প্রথিতৌজসঃ ॥৬৬
হ্রাদশ্চ অনুহ্রাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বীৰ্য্যবান্ ।
সংহ্রাদশ্চ চতুর্থোহভূদ্ভ্রাদপুত্রো হ্রদস্তথা ॥ ৬৭
হ্রদশ্চ পুত্রো হৌ বীরৌ শিবঃ কালস্তথৈব চ ।
বিরোচনশ্চ প্রাহ্লাদির্বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ ॥ ৬৮
বলেঃ পুত্রশতং হ্রাসীদ্বাগজ্যেষ্ঠঃ তপোধনাঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চন্দ্রতাপনঃ ॥ ৬৯

বিখ্যাত । এই দেব সকল যুগসহস্র অতীত
হইলে পুনরায় জন্ম লইয়া থাকেন । ইহাদের
মধ্যে ত্রয়স্বিংশৎ দেব কামজ । হে বিপ্রগণ !
ঐ দেবগণেরও উৎপত্তি ও বিনাশ নির্দিষ্ট
হইয়াছে । গগনে যেমন দিনমণির উদয়াস্ত,
যুগে যুগে দেবগণের তেমনি আবির্ভাব ও
তিরোভাব । ৫৬-৬৮ । আমরা শুনিয়াছি, কণ্ঠপ
হইতে দিতির গর্ভে দুই পুত্র উৎপন্ন হয় ।
একের নাম হিরণ্যকশিপু, অপর হিরণ্যাক্ষ ।
উভয় ভ্রাতাই অতি বীৰ্য্যবান্ । দিতির
সিংহিকা নামে এক কণ্ঠা ছিল । বিপ্রচিহ্ন
তাহার পাণিগ্রহণ করেন । তদীয় মহাবল
পুত্র সকল সৈংহিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়া-
ছিল । হিরণ্য-কশিপুর চারিটি পুত্র হয় ।
উহারা সকলেই প্রখ্যাতপ্রভাব ছিল । উহা-
দের নাম—হ্রাদ, অনুহ্রাদ, প্রহ্লাদ ও
সংহ্রাদ । হ্রাদের হ্রদ, হ্রদের পুত্র মায়াবী
শিব ও কাল । প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ;
বিরোচন হইতে বলির জন্ম হয় । বলির শত
পুত্র ; তন্মধ্যে বাণাসুর জ্যেষ্ঠ । হে তপো-
ধনগণ ! বাণের কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ—ধৃতরাষ্ট্র,

কুন্তনাভো গদ্ভাক্ষঃ কুঙ্করিত্যেবমাদয়ঃ ।
 বাণস্তেষামতিবলো জ্যেষ্ঠঃ পশুপতেঃ প্রিয়ঃ ॥
 পুরা কল্পে তু বাণেন প্রসাত্যোমাপতিঃ প্রভূম্
 পার্শ্বতো বিহরিষ্যামি ইত্যেবং যাচিতো বরঃ ॥
 হিরণ্যাক্ষসুতশ্চৈব বিদ্বাংসশ্চ মহাবলাঃ ।
 উর্জ্জয়ঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসস্তাপনস্তথা ॥ ৭২
 মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈব চ ।
 অভবন্ দম্বপুত্রাশ্চ শতং তীব্রপরাক্রমাঃ ॥ ৭৩
 তপস্বিনো মহাবীৰ্যাঃ প্রাধান্তেন ত্রবীমি তান্
 দ্বিমূৰ্দ্ধা শঙ্কুকর্ণশ্চ তথা হয়শিরা বিভূঃ ॥ ৭৪
 অয়োমুখঃ শম্বরশ্চ কপিলো বামনস্তথা ।
 মারীচির্মেষবান্শ্চৈব ইন্দ্রলঃ খম্ভমস্তথা ॥ ৭৫
 বিকোভশ্চ কেতুশ্চ কেতুবীৰ্য্যশতহৃদো ।
 ইন্দ্রজিৎসৰ্বজিৎশ্চৈব বজ্রনাভস্তথৈব চ ॥ ৭৬
 একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ ।
 বৈশ্বানরঃ পুলোমা চ বিদ্রাবণমহাশিরাঃ ॥ ৭৭
 স্বৰ্ভানুর্বষপক্ষী চ বিপ্রচিতিশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

সূর্য্য, চন্দ্রমা, চন্দ্রতাপন, কুন্তনাভ গদ্ভাক্ষ ও কুঙ্কি নামে অভিহিত হইত। বাণ তাহাদের সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ ও অতি বলিষ্ঠ। ভগবান্ পশুপতির প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি-নিষ্ঠা ছিল। বাণাসুর পুরাকল্পে ভগবান্ উমাপতিকে প্রসাদিত করিয়া তদীয় পার্শ্বচরহু প্রার্থনা করিয়াছিল। হিরণ্যাক্ষের পাঁচ পুত্র হয়; সকলেই বিদ্বান্ এবং মহাবল। তাহাদের নাম,—উর্জ্জয়, শকুনি, ভূতসস্তাপন, মহানাভ ও কালনাভ। দম্বর একশত তীব্র-পরাক্রম পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহারা সকলেই তপস্বী, এবং সকলেই মহাবীৰ্য্যশালী। তাহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতেছি। দ্বিমূৰ্দ্ধা, শঙ্কুকর্ণ, হয়শিরা, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মারীচি, মেঘবান্, ইন্দ্রল, খম্ভ, বিকোভ, কেতু, কেতুবীৰ্য্য, শতহৃদ, ইন্দ্রজিৎ, সৰ্বজিৎ, বজ্রনাভ, একচক্র, তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাসুর স্বৰ্ভানু, রুষপক্ষী, ও বিপ্র-

সৰ্ব্ব এতে দনোঃ পুত্রাঃ কণ্ঠপাদভিজজিহ্নে ॥
 বিপ্রচিতিপ্রধানান্তে দানবাঃ সুমহাবলঃ ।
 এতেষাং পুত্রপৌত্রস্ত ন তচ্ছক্যঃ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 প্রসংখ্যাতুং বহুহাচ্চ পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ।
 স্বৰ্ভানোহু প্রভা কণ্ঠা পুলোমস্ত শচী সুতা ॥ ৮০
 উপদানবী হয়শিরাঃ শশ্বিষ্ঠা বার্ষপক্ষী ।
 পুলোমা কালিকা চৈব বৈশ্বানরসুতে উভে ।
 বহুপত্যে মহাপত্যে মারীচেহু পরিগ্রহঃ ॥ ৮১
 তয়োঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টির্দানবনন্দনাঃ ।
 চতুর্দশশতানন্তান্ হিরণ্যপুরবাসিনঃ ।
 মারীচির্জনয়ামাস মহতা তপসাষিতঃ ॥ ৮২
 পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ দানবান্তে মহাবলাঃ ।
 অবধ্যা দেবতানাং হি হিরণ্যপুরবাসিনঃ ॥ ৮৩
 পিতামহপ্রসাদেন যে হতাঃ সব্যসাচিনা ।
 ততোহপরে মহাবীৰ্যা দানবাস্তি দাক্ষণাঃ ॥ ৮৪

চিতি। ইহারা সকলেই কণ্ঠপের ঔরসে দম্বর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এই দানবেরা সকলেই মহাবলসম্পন্ন। তন্মধ্যে বীৰ্য্যবান্ বিপ্রচিতিই সৰ্ব্বপ্রধান। হে দ্বিজোত্তমগণ! বহু প্রযুক্ত উহাদের অপত্যাদির সংখ্যা করিবার শক্তি আমার নাই। কলতঃ ঐ দানবদিগের পুত্র পৌত্রাদি এত জন্মিয়াছিল যে, তাহাদের ইয়ত্তা করা অসাধ্য। স্বৰ্ভানুর কণ্ঠা প্রভা, পুলোমার শচী, হয়শিরার উপদানবী, রুষপক্ষীর শশ্বিষ্ঠা, এবং বৈশ্বানরের কণ্ঠা পুলোমা ও কালিকা। এই শেষোক্ত দানব কণ্ঠাষয় বহু পুত্রবতী ও মহাসম্ভ-শালিনী। দানব মারীচি ইহাদিগকে বিবাহ করিয়াছিল। তাহার ঔরসে ঐ কণ্ঠাষয়ের গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। এতদধি মারীচি বহু তপস্তা করিয়া আরও চতুর্দশ শত পুত্র উৎপাদন করে। ঐ পুত্রগণ সকলেই হিরণ্যপুরের অধিবাসী ছিল। এইরূপে মারীচির পুত্রের স্ব স্ব মাতার নামানুসারে পৌলোম ও কালকেয় আখ্যা লাভ করে। পিতামহ-প্রসাদে উহারা দেবতাদিগের অবধ্য হয়। পরে সব্যসাচী উহাদিগকে

সিংহিকায়ামথোৎপন্ন্য বিপ্রচিন্তে: স্মৃতান্তথা ।
 দৈত্যদানবসংযোগাজ্জাতাস্তীত্রপরাক্রমা: ॥ ৮৫
 সৈংহিকেষা ইতি খ্যাতাস্ত্রয়োদশ মহাবলা: ।
 বংশ: শল্যশ্চ বলিনো নলশ্চৈব তথা বল: ॥ ৮৬
 বাতাপিন্মুচিশ্চৈব ইন্ডল: খন্ডমন্তথা ।
 অঞ্জিকো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ ॥ ৮৭
 সরমাণস্তথা চৈব স্বরকল্পশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৮৮
 মুকশ্চৈব তুহুশ্চ হৃদপুত্রো বভূবতু: ।
 মারীচ: সুনন্দপুত্রশ্চ প্রস্তুতায়ান্

ব্যজায়ত ॥ ৮৯ (১)

এতে বৈ দানবা: শ্রেষ্ঠা দনোৰ্কঃশবিবর্দ্ধনা: ।
 তেবাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশ: ॥
 সংহাদস্ত তু দৈত্যস্ত নিবাতকবচা: কুলে ।
 সমুৎপন্ন্য: স্মমহতা তপসা ভাবিতান্মন: ।
 তিস্র: কোটি: স্মৃতান্তেষাং মণিবত্যাং নিবাসিন:

নিহত করেন। এই সকল দানবেরা অতি দারুণপ্রকৃতির ছিল। বিপ্রচিন্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে বহু দানব উৎপন্ন হয়। এই দানবেরা সৈংহিকেষ নামে বিখ্যাত। দৈত্য-দানবের সংযোগে ইহাদের জন্ম হয় বলিয়া ইহারা অতীব তীত্রপরাক্রম ছিল। ইহাদের মধ্যে বংশ, শল্য, নল, বল, বাতাপি, নমুচি, ইন্ডল, খন্ডম, অঞ্জিক, নরক, কালনাভ, সরমান, ও স্বরকল্প নামক ত্রয়োদশ জন দানব অতিশয় বলবীৰ্য্যশালী। হৃদের মুক ও তুহু নামে দুই পুত্র হয়। তাড়কার গর্ভে সুনন্দ হইতে মারীচ জন্মগ্রহণ করে। এই সকল প্রধান প্রধান দানব হইতেই দম্ববংশ বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহাদিগেরও আবার অতি শত সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। দৈত্যবর সংহাদের বংশে নিবাতকবচ নামে বহুসংখ্যক দানব উৎপন্ন হয়। এই দানবেরা সকলেই সুবিপুল তপশ্চারণ করিয়াছিল। কথিত আছে, ইহাদের সংখ্যা

অবধ্যান্তেহপি দেবানামর্জুনেন নিপাতিতা: ।
 ষট্ স্মৃতা: স্মমহাভাগাস্তাত্ৰায়া: পরিকীৰ্ত্তিতা: ॥
 ক্রৌঞ্চী শ্বেনী চ ভাসী চ সূগ্রীবী শুচিগৃধ্রিকা
 ক্রৌঞ্চী তু জনয়ামাস উলুকপ্রত্যলুককান্ ॥ ৯৩
 শ্বেনী শ্বেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্গৃধ্রাংশ্চ গৃধ্যপি
 শুচিরৌদকানপক্ষিগণান্সূগ্রীবী তু দ্বিজোত্তমা:
 অশ্বানুহ্রান্ গর্দভাংশ্চ তাত্ৰাবংশ: প্রকীৰ্ত্তিত: ।
 বিনতায়ান্ত্ব দ্বৌ পুত্রৌ বিখ্যাতৌ গরুড়াক্রণৌ
 গরুড়: পততাং শ্রেষ্ঠৌ দারুণ: শ্বেন কৰ্ম্মণা ।
 সুরসায়: সহস্র: তু সর্পাণামমিতৌজসাম্ ॥ ৯৬
 অনেকশিরসাং বিপ্রা: খচরাণাং মহান্মনাম্ ।
 কাদ্রবেয়াস্ত্ব বলিন: সহস্রমমিতৌজস: ॥ ৯৭
 সুপর্ণবিশগা নাগা জজিরে নৈকমন্তকা: ।
 যেবাং প্রধানা: সততং শেষবাসুকিতঙ্ককা: ॥
 ঐরাবতো মহাপদ্য: কন্দলাশ্বতরাবুভৌ ।

তিন কোটি। উহারা সকলেই মণিমতী পুরীর অধিবাসী ছিল। ৬৫—৯১। দেবগণ ইহাদিগকে বধ করিতে পারেন নাই। অবশেষে অর্জুনহস্তে ইহারা নিহত হইয়াছিল। তাত্ৰার ক্রৌঞ্চী, শ্বেনী, ভাসী, সূগ্রীবী শুচি ও গৃধ্রী নামে ছয়টি কণ্ঠা জন্মে। তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চীর সন্তান উলুক ও প্রত্যলুকগণ, শ্বেনীর শ্বেনগণ, ভাসীর ভাসগণ, গৃধ্রীর গৃধ্রগণ, সূচির জল-পক্ষিগণ এবং সূগ্রীবীর সন্তান অশ্ব, উহু ও গর্দভগণ! হে দ্বিজগণ! ইহারা কণ্ঠপপত্নী তাত্ৰার বংশধর বলিয়া বিখ্যাত। বিনতার দুই পুত্র—অক্রণ ও গরুড়। গরুড় স্বীয় দারুণ কৰ্ম্ম দ্বারা পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। সুরসার সন্তান সহস্র সহস্র সর্প। হে বিপ্রগণ! ঐ সর্প সকল অমিতৌজা, অনেকশিরা ও আকাশচর। কণ্ঠপকাস্তা কদ্রুর সন্তান নাগগণ। ইহারাও সংখ্যায় সহস্র সহস্র। ইহাদিগেরও তেজোবল অপরিমীম। ইহারাও অনেকে মন্তক বিশিষ্ট ও গরুড়ের বশীভূত। ইহাদিগের মধ্যে—অনন্ত, বাসুকি, তঙ্কক, ঐরাবত,

এলাপত্রশ্চ শঙ্খশ্চ কর্কোটকধনঞ্জয়ো ॥ ৯৯
মহানীলমহাকর্ণো ধূতরাষ্ট্রবলাহকৌ ।
কুহরঃ পুষ্পদংষ্ট্রশ্চ দুর্মুখঃ সুমুখস্তথা ॥ ১০০
শঙ্খশ্চ শঙ্খপালশ্চ কপিলো বামনস্তথা ।
নহষঃ শঙ্খরোমা চ মণিরিত্যেবমাদয়ঃ ॥ ১০১
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
চতুর্দশসহস্রাণি ক্রুরাণামনিলাশিনীম্ ॥ ১০২
গণঃ ক্রোধবংশ বিপ্রান্তস্ত সর্ষে চ দংষ্ট্রিণঃ
স্থলজাঃ পক্ষিণোহজাশ্চ ধরায়াঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ
গাশ্চ বৈ জনয়ামাস সুরভিমহিষীস্তথা ।
ইরা বৃক্ষলতা বল্লীস্থূনজাতীশ্চ বর্নশঃ ॥ ১০৪
খসা তু যক্ষরক্ষাংসি মুনিরপ্সরসস্তথা ।
অরিষ্টা তু মহাসিদ্ধা গন্ধর্বাণমিতৌজসঃ ॥ ১০৫
এতে কণ্ঠপদায়াদাঃ কীর্তিতাঃ স্থাগুজঙ্গমাঃ ।
যেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥
এষ মন্বন্তরে বিপ্রাঃ সর্গঃ স্বারোচিষে স্মৃতঃ ।

মহাপঘ, কন্দল, অশ্বতর, এলাপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাকর্ণ, ধূতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহর, পুষ্পদংষ্ট্র, দুর্মুখ, সুমুখ, শঙ্খ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহষ, শঙ্খ-রোমা এবং মণি এই সকল নাগ প্রধান। ইহাদিগের পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা শত শত সহস্র সহস্র। হে বিপ্রগণ! ক্রোধবংশার বংশধর চতুর্দশ সহস্র ক্রুর প্রকৃতি বায়ু-ভোজী নাগ। ঐ নাগগণ সকলেই দংষ্ট্রা-শালী। ধরার সন্তান অসংখ্য অনন্ত জল পক্ষিগণ। সুরভির সন্তান—গো ও মহিষী সকল। ইলার সন্তান—বিবিধ বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও তৃণজাতি। খসার সন্তান—যক্ষ ও রক্ষোগণ; মুনির অপ্সরোগণ এবং অরিষ্টার সন্তান—মহাসিদ্ধসম্পন্ন অমিততেজা গন্ধর্ব-গণ। উল্লিখিত স্থাবর-জঙ্গমায়ক সন্তান সমুত্তি সকল কণ্ঠপের বংশধর বলিয়া কীর্তিত। উহাদিগেরও আবার শত শত সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হয়। ৯২—১০৬। হে বিপ্রগণ! এই সৃষ্টিবিস্তার স্বারোচিষ

বৈবস্বতেহতিমহতি বাকুণে বিততে ক্রতো ॥
জুহ্বানশ্চ ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে ।
পূর্বে যত্র সমুৎপন্নান্ ব্রহ্মযান্ সপ্ত মানসান্ ॥
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ ।
ততো বিরোধে দেবানাং দানবানাং চ ভো
দ্বিজাঃ ॥ ১০৭
দিতির্বিনষ্টপুত্রো বৈ তোষয়ামাস কণ্ঠপম্ ।
কণ্ঠপস্ত প্রসন্নাত্মা সম্যগারাদিতস্তয়া ॥ ১১০
বরেণ চন্দয়ামাস সা চ বরে বরং তদা ।
পুত্রমিন্দ্রবধার্থায় সমর্থমিতৌজসম্ ॥ ১১১
স চ তস্মৈ বরং প্রাদাৎ প্রার্থিতঃ সুমহাতপাঃ ।
দত্ত্বা চ বরমত্যাগো মারীচঃ সমভাষত ॥ ১১২
ইন্দ্রং পুত্রো নিহন্তা তে গর্ভং বৈ শরদাং শতম্
যদি ধারয়সে শৌচতৎপরা ব্রতমাশ্রিতা ॥ ১১৩
তথৈত্যভিহিতো ভর্তা তয়া দেব্যা মহাতপাঃ ।
ধারয়ামাস গর্ভং তু শুচিঃ সা মুনিসত্তমাঃ ॥ ১১৪

মন্বন্তরে হইয়াছিল। বৈবস্বত মন্বন্তরে সুপ্রসিদ্ধ বাকুণ যজ্ঞ আরম্ভ হয়। সেই যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা হোতৃকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তৎকালে যে প্রজা সৃষ্টি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই কহিতেছি। পূর্বে যে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বর্তমান মন্বন্তরেও স্বয়ং পিতামহ তাঁহাদিগকে পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। হে দ্বিজগণ! দেব ও দানবগণের বিষম সঙ্ঘর্ষে দিতির সমস্ত পুত্র বিনষ্ট হইলে, তিনি কণ্ঠপের আরাধনা করেন। তাহার আরাধনায় কণ্ঠপ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর দানে উদ্যত হইলেন। দিতি তাহার নিকট ইন্দ্রবধার্থ এক সমুর্ধ তেজস্বী পুত্র প্রার্থনা করিলেন। কণ্ঠপও দিতিকে তদীয় প্রার্থনানুযায়ী বর প্রদান করিলেন এবং বর-দানান্তে বলিলেন, যদি তুমি শুচিতাবে ব্রতচারিণী হইয়া শত বৎসর গর্ভ ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার সেই গর্ভজাত পুত্র ইন্দ্রকে নিহত করিতে পারিবে। মহাতপা কণ্ঠপ এই কথা কহিলে দেবী দিতি তাহাতে সন্মত হইয়া

ততোহুত্থাপাগমদিত্যাং গর্ভমাধায় কণ্ঠপঃ ।
 রোধয়ন্ বৈ গণং শ্রেষ্ঠং দেবানামমিতৌজসম্ ॥
 তেজঃ সংহত্য দুর্ধর্মবধ্যামমরৈরপি ।
 জগন্ম পর্ষতায়ৈব তপসে সংশিতব্রতা ॥ ১১৬
 তস্মাচ্চৈবাস্তুরপ্রেম্প রভবৎ পাকশাসনঃ ।
 জাতে বর্ষশতে চাস্মা দদর্শাস্তুরমচ্যুতঃ ॥ ১১৭
 অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ ।
 নিদ্রাং চাহারয়ামাস তস্মাৎ কৃষ্ণিং প্রবিশ্য সঃ
 বজ্রপাণিস্ততো গর্ভং সপ্তধা তং অকুণ্ডয়ৎ ।
 স পাট্যমানো গর্ভোহথ বজ্রেণ প্রকরোদ হ ॥
 মা রোদৌরিতি তং শক্রঃ পুনঃপুনরথারবৌৎ ।
 সোহভবৎ সপ্তধা গর্ভস্তমিল্কো কৃষিতঃ পুনঃ ॥
 একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রেণৈবারিকর্ষণঃ ।
 মক্ৰতো নাম তে দেবা বভূবুর্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১২১

ভক্তিপূর্বক সূচিভাবে গর্ভ ধারণ করিলেন।
 হে মুনিসত্তমগণ! অনন্তর শংসিতব্রত কণ্ঠপ
 দিতির গর্ভাধান করিয়া অমিততেজা দেব-
 গণ অপেক্ষা এক শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদন
 করিবার অভিপ্রায়ে সেই গর্ভে অমরগণের
 অজেয় স্বীয় দুর্ধর্ম তেজ নিহিত করত তপ-
 স্তার্থ পর্ষতপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন।
 এই ঘটনায় ইন্দ্র চিন্তিত হইলেন। তিনি সেই
 হইতে দিতির পবিত্র ব্রত-ভঙ্গের ছিদ্রাধেষণ
 করিতে লাগিলেন। এই ভাবে শত বর্ষ
 অতীত হইল। একদা দিতি পাদশৌচ না
 করিয়া শয্যা আশ্রয় করিলেন এবং অবিলম্বে
 নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র শত বর্ষ পরে
 দিতির এই এক ছিদ্র দেখিতে পাইলেন
 এবং তিনি তখন হস্তে বজ্র লইয়া নিদ্রাবস্থায়
 দিতির কৃষ্ণমধ্যে প্রবেশপূর্বক তদীয়
 গর্ভ সপ্তধা ছেদন করিলেন। সেই গর্ভস্থ
 বালক বজ্রপ্রহারে বিদীর্ণ হইয়া রোদন
 করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাকে আশ্বাস
 দিয়া রোদন করিতে নিষেধ করিলেন।
 বালক রোদনে কান্ত হইল না; তখন ইন্দ্র
 ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সপ্তধা ভিন্ন গর্ভকে পুনরায়
 বজ্রপ্রহারে প্রত্যেকতঃ সপ্ত সপ্ত ধণ্ডে বিভক্ত

যথোক্তং বৈ মঘবর্তা তথৈব মক্ৰতোহভবন্ ।
 দেবানৈচ্চকোনপঞ্চাশৎসহায় বজ্রপাণিনঃ ॥ ১২২
 তেষামেবং প্রবৃত্তানাং ভূতানাং দ্বিজসত্তমাঃ ।
 রোচয়ন্ বৈ গণশ্রেষ্ঠান্ দেবানামমিতৌজসাম্ ॥
 নিকায়েষু নিকায়েষু হরিঃ প্রাদাৎ প্রজাপতীন ।
 ক্রমশস্তানি রাজ্যানি পৃথুপূর্বাণি ভো দ্বিজাঃ ॥
 স হরিঃ পুরুষো বীরঃ কৃকো জিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ
 পর্জন্তুস্তপনোহনন্তুস্তস্য সর্ষমিদং জগৎ ॥
 ভূতসর্গমিমং সমাগ্জানতো দ্বিজসত্তমাঃ ।
 নাবৃতিভয়মস্তীহ পরলোকভয়ং কুতঃ ॥ ১২৬
 ইতি ক্রীত্বাক্ষে মহাপুরাণে দেবানুরাণামুৎ-
 পতিকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

করিলেন। সেই ভিবক্ত গর্ভ শেষে মক্ৰৎ
 নামক দেবগণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।
 হে দ্বিজবরগণ! ইন্দ্র যেরূপ বলিলেন,
 সেই মক্ৰদগণ সেইরূপভাবেই রহিলেন।
 তাঁহারা একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যায় বিভক্ত
 হইয়া সেই বজ্রপাণি ইন্দ্রেরই অদ্বিতীয়
 সহায়রূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে ভূতজাতি প্রবৃত্ত
 হইলে অমিতৌজা দেবগণের গরিষ্ঠ ভগবান্
 হরি প্রত্যেক রাজ্যভাগের সুব্যবস্থা করি-
 বার অভিপ্রায়ে এক এক জন প্রজাপতি
 নিয়োগ করিলেন। ক্রমে সেই সকল রাজ্য
 প্রথমতঃ পৃথুরাজেরই আধিপত্যকাল হইতে
 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ! সেই
 হরিই পুরুষপ্রবর, কৃক, বিষ্ণু, প্রজাপতি,
 পর্জন্তু ও তপনরূপধর। তিনিই এই
 নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান। হে দ্বিজ-
 সত্তমগণ! এই যে ভূতসৃষ্টি ব্যাপার বর্ণন
 করিলাম, ইহা যিনি সম্যকরূপে বিদিত করেন,
 তাঁহার আর সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণের ভয়
 নাই; পরলোকের ভয় তাঁহার থাকে
 না ॥ ১০৭—১২৬ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

অভিষিচ্যাদিরাজেন্দ্রং পৃথুং বৈণ্যং পিতামহঃ ।
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১
দ্বিজানাং বীরুধাং চৈব নক্ষত্রগ্রহয়োস্তথা ।
যজ্ঞানাং তপসাং চৈব সোমং রাজ্যেহভ্যষেচয়ৎ
অপাং তু বরুণংরাজ্যে রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং পতিম্
আদিত্যানাং তথা বিষ্ণুং বসুনাংমথ পাবকম্ ॥ ৩
প্রজাপতীনাং দক্ষং তু মরুতামথ বাসবম্ ।
দৈত্যানাং দানবানাং বৈ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্
বৈবস্বতং পিতৃণাঞ্চ যমং রাজ্যেহভ্যষেচয়ৎ ।
যক্ষাণাং রাক্ষসাণাঞ্চ পার্থিবানাং তথৈব চ ॥ ৫
সর্বভূতপিণ্ডানাং গিরীশং শূলপাণিনম্ ।
শৈলানাং হিমবন্তঞ্চ নদীনামথ সাগরম্ ॥ ৬
গন্ধর্বাণামধিপতিং চক্রে চিত্ররথং প্রভূম্ ।
নাগানাং বাসুকিং চক্রে সর্পাণামথ তক্ষকম্ ॥ ৭
বারণানাং তু রাজানমৈরাবতমথা দিশং ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—দ্বিজগণ! ভগবান্ পিতামহ বেণনন্দন পৃথুকে রাজাধিরাজরূপে অভিষিক্ত করিয়া অনন্তর ক্রমে ক্রমে রাজ্য সকল বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দ্বিজ, বীরুধ, নক্ষত্র, গ্রহ, যজ্ঞ এবং তপস্শার আধিপত্যে সোমকে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে বরুণ জলরাশির, কুবের রাজাগণের, বিষ্ণু আদিত্যগণের, পাবক বসুগণের, দক্ষ প্রজাপতিগণের, বাসব মরুদগণের, অমিত-তেজা প্রহ্লাদ দৈত্য ও দানবগণের, বৈবস্বত যম পিতৃগণের, শূলপাণি শঙ্কু যক্ষ, রাক্ষস, পার্থিব, সর্বভূত ও সর্ব পিণ্ডগণের এবং হিমবান্ শৈলগণের আধিপত্যে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সাগরকে নদী-নিচয়ের, চিত্ররথকে গন্ধর্বগণের, বাসুকিকে নাগগণের, তক্ষককে সর্পগণের, ঐরাবতকে গজগণের, উচ্চৈশ্বর্যকে অশ্বগণের,

উচ্চৈশ্বর্যসমস্থানাং গরুড়কৈব পক্ষিণাম্ ॥ ৮
মৃগাণামথ শার্দূলং গোরুশব্দং গবাং পতিম্ ।
বনস্পতীনাং রাজানং প্রজ্ঞমেবাত্যষেচয়ৎ ॥ ৯
এবং বিভজ্য রাজ্যানি ক্রমেণৈব পিতামহঃ ।
দিশাং পালানথ ততঃ স্থাপয়ামাস স প্রভুঃ ॥ ১০
পূর্বস্থাং দিশি পুত্রং তু বৈরাজস্ত প্রজাপতেঃ ।
দিশঃ পালং সুধন্বানং রাজানং সোহভ্যষেচয়ৎ
দক্ষিণস্থাং দিশি তথা কর্দ্দমস্ত প্রজাপতেঃ ।
পুত্রং শঙ্খপদং নাম রাজানং সোহভ্যষেচয়ৎ ॥
পশ্চিমস্থাং দিশি তথা রজসং পুত্রমচ্যুতম্ ।
কেতুমন্তং মহাঘ্নানং রাজানং সোহভ্যষেচয়ৎ ॥
তথা হিরণ্যরোমাণং পর্জন্তস্ত প্রজাপতেঃ ।
উদীচ্যাং দিশি দুর্ধ্বং রাজানং সোহভ্যষেচয়ৎ
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ।
যথাপ্রদেশমত্মাপি ধর্ম্মেণ প্রতিপাল্যতে ॥ ১৫
রাজস্বয়াভিষিক্তস্ত পৃথুরেতৈর্নরাধিপৈঃ ।
বেদদৃষ্টেন বিধিনা রাজা রাজ্যে নরাধিপঃ ॥ ১৬
ততো মনস্তরেহতীতে চানুবেহমিততেজসি ।

গরুড়কে পক্ষিগণের, শার্দূলকে মৃগগণের, গোরুশব্দকে গোগণের এবং প্রজ্ঞকে বনস্পতি-গণের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। পিতা-মহ ব্রহ্মা এইরূপে রাজ্য সকল বিভাগ করিয়া ক্রমে দিকপালদিগকে স্থাপন করিলেন। তিনি প্রথমে পূর্বদিকে প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র রাজা সুধন্বাকে, পরে দক্ষিণ-দিকে কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র রাজা শঙ্খ-পদকে, পশ্চিম দিকে রজের পুত্র রাজা কেতুমানকে এবং উত্তরদিকে প্রজাপতি পর্জন্তের পুত্র রাজা হিরণ্যরোমাকে দিকু-পালহে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ অভিষিক্ত দিকপালগণ সকলেই মহাত্মা ও দুর্ধ্ব ছিলেন। তাঁহারাই এই সমস্ত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে স্ব স্ব বিভাগক্রমে অত্মাপি প্রতিপালন করিতেছেন। ১—১৫। উল্লিখিত সমস্ত নরপতি সম্মিলিত হইয়া বেদ-বোধিত বিধি অনুসারে রাজাধিরাজ-চক্রবর্তী পৃথুকে রাজস্বয়ে অভিষিক্ত করেন। অনন্তর

বৈবস্বতায় মনবে পৃথিব্যাং রাজ্যাদিশৎ ॥১৭

তস্মা বিস্তরমাখ্যাস্তে মনোর্বৈবস্বতস্ম হ ।

ভবতাং চানুকূল্যায় যদি শ্রোতুমিহেচ্ছথ ।

মহদেতদধিষ্ঠানং পুরাণে তদধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮

মুনয় উচুঃ ।

বিস্তরেণ পৃথোৰ্জন্ম লোমহর্ষণ কীর্তয় ।

যথা মহাশ্বনা তেন হৃদ্ধা-বেয়ং বসুন্ধরা ॥ ১৯

যথা বাপি নৃভির্হৃদ্ধা যথা দেবৈর্বর্হর্ষিভিঃ ।

যথা দৈত্যৈশ্চ নাগৈশ্চ যথা যক্ষৈশ্চ যথৈবৈশ্চ ॥ ২০

যথা শৈলৈঃ পিশাচৈশ্চ গন্ধর্বৈশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ

রাক্ষসৈশ্চ মহাসত্ত্বৈশ্চ যথাহৃদ্ধা বসুন্ধরা ॥ ২১

তেষাং পাত্রবিশেষাশ্চ বক্তুর্মহসি সুরত ।

বৎসকীরবিশেষাশ্চ দোন্ধারং চানুপূর্বশঃ ॥ ২২

যস্মাচ্চ কারণাং পানির্বৈবস্বত মথিতঃ পুরা ।

জুদ্বৈর্বর্হর্ষিভিস্তাত কারণং তচ্চ কীর্তয় ॥ ২৩

চাক্ষুষ মনস্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মনুর হস্তে পৃথিবীরক্ষার ভার সমর্পিত হয়। হে দ্বিজগণ! আপনারা যদি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনাদিগের তৃপ্তির জন্ত আমি সেই বৈবস্বত মনুর বিস্তৃত বিবরণ ব্যক্ত করিতে পারি। পুরাণ প্রস্তাবে এইমনুর অধিষ্ঠান বৃত্তান্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ১—১৮। মুনিগণ কহিলেন,—হে লোমহর্ষণ! তুমি পৃথুর জন্ম-বিবরণ বিস্তৃতরূপে কীর্তন কর। সেই মহাশ্বা পৃথু যেরূপে এই বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন, এবং যেরূপে পিতৃগণ, ঋষিগণ, দৈত্যগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, দ্রুমগণ, শৈলগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্বগণ, দ্বিজোত্তমগণ, এবং মহাসত্ত্বসম্পন্ন রাক্ষসগণ কর্তৃক এই বসুন্ধার দোহন ক্রিয়া সমাহিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে যে যে, যেরূপ পাত্র-বিশেষ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কে কে বৎস, কে কে দোন্ধা ও কি কি কীরবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং কি কারণে কিরূপেই বা পুরাকালে জুদ্বৈর্বর্হর্ষিগণ কর্তৃক বেণ-রাজের পানি মথিত হইয়াছিল? হে সুরত! এই সকল বিবরণ তুমি আমাদের

লোমহর্ষণ উবাচ ।

শৃণুধ্বং কীর্তয়িষ্যামি পৃথোর্বৈবস্বত বিস্তরম্ ।

একাগ্রাঃ প্রযতাস্চৈব পুণ্যার্থং বৈ দ্বিজর্ষভাঃ ॥

নাশুচেঃ ক্ষুদ্রমনসো নাশিষ্যস্তাব্রতস্ম চ ।

কীর্তয়েয়মিদং বিপ্রাঃ কৃতঘ্নায়াহিতায় চ ॥ ২৫

স্বর্গ্যং যশস্ত্রয়ায়ুয্যং ধন্যং বেদৈশ্চ সন্মিতম্ ।

রহস্তম্বিভিঃ প্রোক্তং শৃণুধ্বং বৈ যথাতথম্ ॥ ২৬

যশ্চেমং কীর্তয়েন্নিত্যং পৃথোর্বৈবস্বত বিস্তরম্ ।

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ন স শোচেৎ কৃতাকৃতম্

তাসীদ্ধর্ম্যস্ত সংগোপ্তা পূর্বমত্রিসমঃ প্রভুঃ ।

অত্রিবংশে সমুৎপন্নস্বজ্ঞে নাম প্রজাপতিঃ ॥ ২৯

তস্মা পুত্রোহভবদ্বৈণো নাত্যর্থঃ ধর্ম্যকোবিদঃ ।

জাতো মৃত্যুসুতায়্যং বৈ সুনীথায়্যং প্রজাপতিঃ

সুমাতামহদোষেণ তেন কালাঅজাঅজঃ ।

নিকট আনুপূর্বিক ব্যক্ত কর। লোমহর্ষণ কহিলেন, হে দ্বিজবরগণ! আপনারা একাগ্রতা সহকারে বেণনন্দন পৃথুর বিস্তৃত বার্তা শ্রবণ করুন, আমি তাহা কীর্তন করিতেছি। হে বিপ্রগণ! এই পবিত্র বৃত্তান্ত অশুচি, ক্ষুদ্র-চেতা, অব্রতচারী বা অশিষ্য জনের নিকট কীর্তন করিতে নাই। যাহা হউক, আপনাদের শ্রায় গুণবান শ্রোতার নিকট ইহা বলিব। এই বৃত্তান্ত স্বর্গ্য, যশস্ত্র, আয়ুয্য ও ধন্য। পূর্বতন ঋষিগণ পূর্বে এই রহস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। আপনারা ইহা যথাযথ শ্রবণ করুন। বেণনন্দন পৃথুরাজের এই বিস্তৃতবার্তা—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া কীর্তন করেন, তাঁহাকে আর কৃতাকৃত কর্মের জন্ত শোক করিতে হয় না। ১৬—২৭। পুরাকালে অত্রিবংশে অত্রিতুল্য প্রভাবশালী অঙ্গনামে এক প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্মের রক্ষক ছিলেন; বেণ নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বেণের ধর্ম-জ্ঞান কিছুই ছিল না। মৃত্যুতনয়া সুনীথার গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি কালা-অজার আশ্রয় ছিলেন; সুতরাং মাতামহ-দোষে তাঁহাকে ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত হইতে

অধর্ম্যং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামলোভেষবর্তত ॥ ৩০
 মর্যাদাং ভেদয়ামাস ধর্মোপেতাং স পার্থিবঃ ।
 বেদধর্ম্মানতিক্রম্য সৌধর্ম্মনিরতোহভবৎ ॥ ৩১
 নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ প্রজাস্তম্ভিন্ প্রজাপতো
 প্রবৃত্তঃ ন পপুঃ সোমং হুতং যজ্ঞেষু দেবতাঃ ॥
 ন যষ্টব্যং ন হোতব্যমিতি তস্মৈ প্রজাপতেঃ ।
 আসীৎ প্রতিজ্ঞা ক্রুরেয়ং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে
 অহমিধ্যাশ্চ যষ্টা চ যজ্ঞশ্চেতি ভৃগুর্দ্বহ ।
 ময়ি যজ্ঞো বিধাতব্যো ময়ি হোতব্যমিত্যপি ॥
 তমতিক্রান্তমর্যাদমাদদানমসাম্প্রতম্ ।
 উচুর্মহর্ষয়ঃ সর্বৈ মরীচিপ্রমুখাস্তদা ॥ ৩৫
 বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্ষ্যামঃ সংবৎসরগগান্ বহুন্ ।
 অধর্ম্মং কুরু মা বেণ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬
 নিধনেহজ্ঞেঃ প্রসূতস্বঃ প্রজাপতিরসংশয়ম্ ।
 প্রজাশ্চ পালয়িষ্যেহহমিতীহ সময়ঃ কৃতঃ ॥ ৩৭

হয় । তিনি অধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া লোভ ও কামচর্চায় নিরত হইলেন । বেণ, রাজা হইয়া ধার্ম্মিকদিগের মর্যাদা নষ্ট করিতে লাগিলেন । বেদাচিহ্নিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি অধর্ম্মসেবায় নিরত হইলেন । তাঁহার রাজ্য-শাসনকালে প্রজাসাধারণ মধ্যে স্বাধ্যায় এবং বষট্কার একেবারেই লোপ পাইল । দেবগণ আর যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ করিতে পারিলেন না । অধর্ম্ম-চর্চায় বেণের কাল, ক্রমেই আসন্ন হইয়া আসিল । ক্রমে বেণ এইরূপ এক ক্রুরতর ঘোষণা দ্বারা প্রজাসাধারণকে জানাইলেন যে, আমার রাজ্যে কেহই যজ্ঞ হোমাদি করিতে পারিবে না । আমিই একমাত্র যজ্ঞ, যষ্টা ও ইজ্য । হোম যজ্ঞাদি যে কিছু ব্যাপার, তাহা আমাতেই করিতে হইবে । তখন মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিগণ আসিয়া সেই অধর্ম্মসেবী সাধুজনগর্হিত-কর্ম্মকারী বেণকে বলিলেন,—রাজন্ ! আমরা বহু সংবৎসরের জন্ত যজ্ঞদীক্ষিত হইব ; অতএব তোমাকে বলিতেছি, তুমি আর অধর্ম্মাচরণ করিও না । সনাতন ধর্ম্মের অনুবর্তী হও । তুমি মহর্ষি অত্রির বংশধর । তোমাকে স্মরণ

তাংস্তথা ব্রুবতঃ সর্বাগ্ন্যহর্ষীনব্রবীতদা ।
 বেণঃ প্রহস্তু দুর্বুদ্ধির্মমমর্থমনর্থবিৎ ॥ ৩৮
 বেণ উবাচ ।
 অষ্টা ধর্ম্মস্তু কশ্চাচ্চ শ্রোতব্যং কস্তু বা মম্মা ।
 ঋতবীৰ্য্যতপঃসত্যৈর্ময়া বা কঃ সমো ভুবি ॥ ৩৯
 প্রভবং সর্বভূতানাং ধর্ম্মাণাং চ বিশেষতঃ ।
 সন্মুতা ন বিহুন্নাং ভবন্তো মাং বিচেতসঃ ॥ ৪০
 ইচ্ছন্ দহেয়ঃ পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং জলৈস্তথা ।
 দ্যাং বৈ ভুবং চ ক্রুদ্ধেয়ং নাত্র কার্য্য বিচারণা
 যদা ন শক্যতে মোহাদবলেপাচ্চ পার্থিবঃ ।
 অপনেতুং তদা বেণস্ততঃ ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ৪২
 তং নিগৃহ্য মহাত্মানো বিস্মুরন্তঃ মহাবলম্ ।
 ততোহস্তু সব্যমুরুং তে মমস্তু জাতমশ্রবঃ ॥ ৪৩
 তস্মিন্মির্নখ্যামানে বৈ রাজ্ঞ উরৌ তু জজ্জিবান্

করাইয়া দিতেছি, তুমি প্রজাপতিপদে বরিত হইবার কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, প্রজাদিগকে সম্যকরূপে পালন করিবে । মহর্ষিগণ এই কথা कहিলে অনর্থক দুর্বুদ্ধি বেণরাজ হাস্ত করিয়া নিম্নোক্ত অনর্থ-কর বাক্য বলিতে লাগিল । ২৮-৩৮ । বেণ বলিল, ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্তা কে আর আছে ? আমি আবার কাহার কথা শুনিব ? ঋত, বীৰ্য্য, তপস্শ্রা ও সত্য বলে ভূমণ্ডলে আমার সমান কে আছে ? আমি সর্বভূতের—বিশেষতঃ ধর্ম্মের প্রভবভূমি ; তোমরা একান্তই মুঢ়, তাই আমার তত্ত্ব জানিতে পারিতেছ না । আমি ইচ্ছা করিলে এই পৃথিবীকে দগ্ধ অথবা জলপ্লাবিত করিতে পারি । এমন কি সমগ্র জ্বাপৃথিবী এইক্ষণেই আমি অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ ; এ বিষয়ে তোমরা কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না । বেণরাজ এইরূপ कहিলে, মহর্ষিগণ যখন কিছুতেই তাহাকে গর্হ ও মোহ হইতে বিযুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বলগর্হিত বেণকে নিগৃহীত করিয়া তদীয় দক্ষিণ উরু মন্থন করিতে লাগিলেন । তখন সেই

ব্রহ্মোহতিমাত্রঃ পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চেতি বভূব হ ॥ ৪৪
 স ভীতঃ প্রাজ্জলির্ভূতা তস্থিবান্ দ্বিজসত্তমাঃ ।
 ভ্রমত্রিবিহ্বলঃ দৃষ্টো নিষীদেত্যববীতদা ॥ ৪৫
 নিষাদবংশকর্তাসৌ বভূব বদতাং বরাঃ ।
 ধীবরানসৃজচ্চাপি বেণকল্মষসন্তবান্ ॥ ৪৬
 যে চাত্তে বিক্ষ্যানিলয়াস্তথা পৰ্বতসংশ্রয়াঃ ।
 অধর্মরূঢ়য়ো বিপ্রাস্তে তু বৈ বেণকল্মষাঃ ॥ ৪৭
 ততঃ পুনর্নহাত্মানঃ পাণিং বেণশ্চ দক্ষিণম্ ।
 অরণীমিব সংরদ্ধা মমস্তু জাতমশ্রবঃ ॥ ৪৮
 পৃথুস্তম্মাৎ সমুৎপন্নঃ করাজ্জলনসন্নিভঃ ।
 দীপ্যমানঃ স্ববপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জলন্ ॥ ৪৯
 অথ সোহজগবঃ নাম ধর্মগৃহ মহারবম্ ।
 শরাংশ্চ দিব্যান্ রক্ষার্থং কবচং চ মহাপ্রভম্ ॥
 তস্মিন্ জাতেহথ ভূতানি সম্প্রহৃষ্টানি সর্ষশঃ ।
 সমাপেতুর্মহাভাগা বেণশ্চ ত্রিদিবং যযৌ ॥ ৫১

মধ্যমান উরু হইতে এক পুরুষ প্রাচুর্ভূত
 হইল। ঐ পুরুষের আকৃতি অতি হ্রস্ব এবং
 বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। ৩৯—৪৪। হে দ্বিজবরগণ!
 সেই পুরুষ ভীতভাবে করঘোড়ে অবস্থান
 করিল। মহর্ষি অত্র তাহাকে বিহ্বল দেখিয়া
 বলিলেন,—নিষীদ অর্থাৎ উপবেশন কর।
 ঐ পুরুষই পশ্চাৎ নিষাদবংশের সৃষ্টিকর্তা
 হইয়াছিল। বেণের পাপ হইতে ক্রমে
 ধীবরগণের উৎপত্তি হয়। হে বিপ্রগণ!
 এতদ্ভিন্ন বিক্ষ্যাচলের অধিবাসী তুষার ও
 তুন্দুর প্রভৃতি অধর্মসেবী অসভ্য জাতিরাও
 বেণরাজেরই কল্মষ হইতে উৎপন্ন হইয়া-
 ছিল। অনন্তর মহর্ষিরা ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায়
 বেণরাজের দক্ষিণ বাহু অরণীর স্তায় মন্থন
 করেন। সেই মথিত বাহু হইতেই পাবক
 প্রথম পৃথু নরপতির জন্ম হইল। পৃথু
 জন্মিবামাত্র স্বীয় দেহপ্রকর্ষে সাক্ষাৎ পাব-
 কের স্তায় প্রজ্জলিত হইতে লাগিলেন।
 তাঁহার হস্তে আদি আজগব ধনু, দিব্য দিব্য
 শর এবং দেহে তাঁহার দেহরক্ষী মহোজল
 কবচ। তিনি জন্মিবামাত্র ভূতবৃন্দ সর্বরূপে
 আনন্দিত হইয়া উপস্থিত হইল। বেণ স্বর্গ-

সমুৎপন্নেন ভো বিপ্রাঃ সৎপুত্রেণ মহাত্মনা ।
 ত্রাতঃ স পুরুষব্যাত্রঃ পুন্নায়ে নরকাত্তদা ॥ ৫২
 তং সমুদ্রাশ্চ নদ্যাশ্চ রত্নাত্মাদায় সর্ষশঃ ।
 তোয়ানি চাভিষেকার্থং সৰ্ব্ব এবোপতস্থিরে ॥
 পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈরাজিরসৈঃ সহ ।
 স্বাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ সর্ষশঃ ॥ ৫৪
 সমাগম্য তদা বৈণামভ্যাবিষ্কররাধিপম্ ।
 মহতা রাজরাজেন প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ॥ ৫৫
 সোহতিষিক্তো মহাতেজা বিধিবন্ধর্মকোবিদৈঃ
 আধিরাজ্যে তদা রাজ্ঞাং পৃথুর্বেণ্যঃ প্রতাপবান্
 পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্মৈ প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ।
 অনুরাগাত্ততস্তস্মৈ নাম রাজাত্যজায়ত ॥ ৫৭
 আপস্তস্তস্তিরে তস্মৈ সমুদ্রমভিযাস্ততঃ ।
 পৰ্বতাশ্চ দহ্মর্গাং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ ॥ ৫৮

ধামে গমন করিলেন। হে বিপ্রগণ! পৃথু।
 স্তায় মহাত্মা সৎপুত্রের উৎপত্তিতে সেই
 পুরুষশ্রেষ্ঠ বেণ পুন্নামক নরক হইতে পরিভ্রাণ
 পাইলেন। ৪৫—৫২। তখন সমুদ্রগণ ও নদী-
 গণ সকলেই বিবিধ রত্ন ও জল আনয়ন
 করিয়া সেই পৃথুকে অভিষেক করিবার জন্ত
 আগমন করিলেন। সমস্ত সুর ও অঙ্গিরা
 প্রভৃতি মহর্ষিগণের সহিত স্বয়ং ভগবান্
 পিতামহ চরাচর নিখিল ভূতজাতি সম-
 ভিষাহারে তথায় আগমন করিয়া বেণ-
 নন্দন পৃথুকে অভিষেক করিলেন। সেই
 রাজাধিরাজ মহাতেজা পৃথু অভিষিক্ত হইয়া
 ধর্মজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্বক সুশা-
 সনে প্রজারঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
 প্রতাপবান্ পৃথু—তদীয় পিতার শাসনে যে
 সকল প্রজা বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে
 অল্পকাল মধ্যেই সুশাসনে অনুরক্ত
 করিয়া তুলিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরঞ্জে
 তাঁহার ‘রাজা’ নাম সার্থক হইল। তিনি
 সমুদ্রপথে যাত্রা করিলে, জলরাশি আপনা
 হইতে স্তম্ভিত হইত এবং ‘পর্বতপথে
 প্রস্থান করিলে পর্বতগণ তাঁহাকে সুগম
 পথ প্রদান করিত। তাঁহার ধ্বজভঙ্গ কখন

অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যস্ত্যন্নানি চিস্তনাৎ ।
 সৰ্বকামহুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু ॥ ৫৯
 এতন্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞে পৈতামহে শুভে ।
 সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেহহনি মহামতিঃ
 তন্মিন্নেব মহাযজ্ঞে যজ্ঞে প্রাজোহথ মাগধঃ ।
 পৃথোঃ স্তবার্থঃ তো তত্র সমাহুতো মহর্ষিভিঃ ॥
 তাবুচুৰ্ঋষয়ঃ সৰ্বে সূয়তামেষ পার্থিবঃ ।
 কৰ্ম্মৈতদনুরূপং বাঃ পাত্রং চায়ং নরাধিপঃ ॥ ৬২
 তাবুচুস্তদা সৰ্বাঃস্তানুষীন সূতমাগধো ।
 আবাং দেবানুষীংশ্চৈব প্রীগয়াবঃ স্বকৰ্ম্মাভিঃ ॥
 ন চাস্ত বিদ্যো বৈ কৰ্ম্ম নাম বা লক্ষণং যশঃ ।
 স্তোত্রং যেনাস্ত কুৰ্য্যাব রাজস্তেজস্বিনো দ্বিজাঃ
 ঋষিভিস্তৌ নিযুক্তৌ তু ভাবিষ্যেঃ সূয়তামিতি
 যানি কৰ্ম্মাণি কৃতবান্ পৃথুঃ পশ্চান্নহাবলঃ ॥ ৬৫

হইত না ; পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা ছিল ; তাহাতে
 চিস্তামাত্রেই প্রচুর শস্ত উৎপন্ন হইত ।
 গো সকল সৰ্বকাম দোহন করিত, প্রত্যেক
 পত্রপুটেই মধু পাওয়া যাইত । ৫৩—৫৯ । এই
 সময় শুভ পৈতামহ যজ্ঞ প্রারম্ভ হইলে মহা-
 মতি 'সূতের' জন্ম হয় । সূতজন্মের পর
 সেই মহাযজ্ঞেই মাগধ-জাতি জন্মগ্রহণ
 করে । পৃথুরাজের স্তুতি কার্য্য সমাধার
 জন্য মহর্ষিগণ তখন ঐ দুই সূত ও মাগধ-
 জাতিকেই আহ্বান করেন । মহর্ষিরা তাহা-
 দিগকে বলেন, তোমরা সকলে এই পার্থ-
 বকে স্তব করিবে ; তোমাদের অনুরূপ
 এই কৰ্ম্মই নির্দিষ্ট রহিল । আর এই নরা-
 ধিপই তোমাদের স্তবের যোগ্যপাত্র রহি-
 লেন । সূত ও মাগধেরা প্রত্যুত্তরে জানা-
 ইল,—আমরা স্ব স্ব কৰ্ম্ম দ্বারা দেব ও ঋষি-
 গণকেই পরিতুষ্ট করিব ; কেননা, আমরা
 এখনও এই নরপতির এমন কোন কৰ্ম্ম,
 লক্ষণ বা কীর্ত্তিকথা জানিতে পারি নাই,
 যাহাতে এই তেজস্বী রাজার স্তব করিতে
 পারি । হে দ্বিজগণ ! ঋষিগণ তখন তাহা-
 দিগকে পৃথুরাজের ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীর
 উল্লেখে স্তব করিতে আদেশ করিলেন ;

ততঃ প্রভৃতি বে লোকে স্তবেষু মুনিসত্তমাঃ ।
 আশীর্বাদাঃ প্রযজ্যন্তে সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ৬৬
 তয়োঃ স্তবান্তে সূপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎপ্রজেষ্টুরঃ
 অনুপদেশঃ সূতায় মগধং মাগধায় চ ॥ ৬৭
 তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ প্রজাঃ প্রোচুৰ্ননীষিণঃ ।
 বৃন্তীনামেষ বো দাতা ভবিষ্যতি নরাধিপঃ ॥ ৬৮
 ততো বৈণ্যঃ মহাআন্নং প্রজাঃ সমভিহৃদ্রবুঃ ।
 তং নো বৃত্তিং বিধৎস্বেতি মহর্ষিবচনান্তিদা ॥ ৬৯
 সৌহভিহৃতঃ প্রজাভিহৃতঃ প্রজাহিতচকীৰ্ষয়া ।
 ধনুর্গৃহ্য পৃষৎকাংশ্চ পৃথিবীমাদ্রবদ্বলী ॥ ৭০
 ততো বৈণ্যভয়ত্রস্তা গোভূত্বা প্রাদ্রবন্নহী ।
 তাং পৃথুর্ধনুরাদায় দ্রবস্তীমধধাবত ॥ ৭১
 সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন গতা বৈণ্যভয়াত্তদা
 প্রদদর্শাগ্রতো বৈণ্যং প্রগৃহীতশরাসনম্ ॥ ৭২

সুতরাং মহাবল পৃথুরাজ পশ্চাৎ যে সকল
 কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, সূত ও মাগধগণের স্তবে
 তখন হইতেই সে সকল কৰ্ম্ম-কথা ত্রৈলোক্য-
 মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়ে । তৎকালে সূত ও
 মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণ রাজার প্রতি বিবিধ
 আশীর্বাদ বাক্য প্রয়োগ করিল । প্রজানাথ
 পৃথুরাজ তাহাতে অতি প্রীত হইয়া সূতকে
 অনুপদেশ এবং মগধকে মগধ দেশ প্রদান
 করিলেন । ৫৩—৬৭ । তৎকালে সেই সূত
 ও মাগধদিগকে দেখিয়া পরম পুলকিত প্রজা-
 গণ পরস্পর বলিতে লাগিল ; আর চিস্তা
 নাই, এই নরপতি আমাদেরও বৃত্তি-বিধাতা
 হইবেন । এই বলিয়া তাহারা তখন মহাআ-
 পৃথুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং
 বলিল,—আপনি আমাদের বৃত্তি বিধান
 করুন । পৃথুরাজ মহর্ষিগণের বচনানুসারে
 এইরূপে তখন প্রজাগণ কর্তৃক আহৃত হইয়া
 তাহাদের হিতসাধনেচ্ছায় ধনু ও শর গ্রহণ-
 পূর্বক পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হই-
 লেন । পৃথিবী তখন ত্রস্ত হইয়া গোরূপ
 ধারণ করত পলায়ন করিলেন । পৃথু ধনুঃ-
 শর লইয়া সেই পলায়নপরায়ণা পৃথিবীর
 পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন । পৃথুর ভয়ে পৃথিবী

অলভিনিশিতৈবানৈদৌপ্ততেজসমন্ততঃ।
 মহাযোগং মহাশ্রমং তুর্দ্ধর্মমরৈরপি ॥ ৭৩
 অলভন্তী তু সা ত্রাণং বৈণ্যমেবাবপত্তত।
 কৃতংগুলিপুটা ভূত্যা পূজ্যা লোকৈস্তিভিস্তদা ॥
 উবাচ বৈণ্যং নাধর্ম্যং স্ত্রীবধে পরিপশ্যসি।
 কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজন্ বিনা ময়া ॥ ৭৫
 ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজনয়েদং ধার্যতে জগৎ
 মহিনার্শে বিনশ্বেযুঃ প্রজাঃ পার্থিব বিদ্ধি তৎ ॥
 ন মামহঁসি হস্তং বৈ শ্রেয়শ্চৈব চিকীর্ষসি।
 প্রজানাং পৃথিবীপাল শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৭৭
 উপায়তঃ সমারদ্ধাঃ সর্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ।
 উপায়ং পশু যেন ত্বং ধারয়েথাঃ প্রজামিমাম্ ॥
 হত্বাপি মাং ন শক্তস্ত্বং প্রজানাং পোষণে নৃপ।

ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোকে গমন করিয়াও
 সম্মুখে সশর-শরাসন-হস্তে সেই পৃথুকেই
 অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, পৃথুরাজ
 প্রজলিত নিশিত বাণসমূহে সমুদীপ্ত হইতে-
 ছেন। অমরগণও তাঁহাকে পরাজয় করিতে
 অক্ষম। পৃথিবী তখন পরিত্রাণের আর
 উপায় না দেখিয়া সেই মহাত্মা মহারাজেরই
 শরণাপন্ন হইলেন। সেই ত্রিলোকপূজ্য
 পৃথ্বী তৎকালে কৃতাজলিপুটে বেণনন্দন
 পৃথুকে বলিলেন, রাজন্! স্ত্রীলোক বধে যে
 অধর্ম্য হইবে, তাহা কি আপনি দেখিতেছেন
 না? আমি ব্যতীত রাজা আপনি—কিরূপে
 প্রজা ধারণ করিবেন? রাজন্! লোক সকল
 আমাতেই স্থিত এবং আমিই এই জগৎ
 ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমাকে বিনাশ
 করিলে, হে পার্থিব! জানিবেন—আপনার
 প্রজাপুঞ্জও বিনষ্ট হইবে। তাই বলি,
 আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন; যদি প্রজা-
 গণের মঙ্গল চাহেন, তাহা হইলে, আমাকে
 আপনি বিনাশ করিবেন না। উৎকৃষ্ট উপায়
 ক্রমে যদি কার্য্যারম্ভ করা যায়, তাহা হইলে
 কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হয়; সুতরাং আপনি
 এমন উপায় উদ্ভাবন করুন, যাহাতে আপ-
 নার এই প্রজাপুঞ্জ প্রতিপালিত হইতে

অনুকূলা ভবিষ্যামি যচ্ছ কোপং মহামতে ॥ ৭৯
 অবধ্যাং চ স্ত্রিঃ প্রাহস্তির্ধ্যগৃযোনিগতেষপি।
 যদ্যেবং পৃথিবীপাল ন ধর্ম্যং ত্যক্তুমহঁসি ॥ ৮০
 এবং বহুবিধং বাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ।
 কোপং নিগৃহ্য ধর্ম্মাত্মা বসুধামিদমববীৎ ॥ ৮১
 পৃথুরবাচ।

একস্তার্থে তু যো হত্যা দাত্বানো বা পরস্ত বা।
 বহুন্ বা প্রাণিনোহনন্তঃ ভবেত্তস্তেহ পাতকম্॥
 সুখমেধস্তি বহবো যস্মিন্ধ নিহতেহশুভে।
 তস্মিন্ হতে নাস্তি ভদ্রে পাতকং চোপপাতকম্
 সোহহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং হনিষ্যামি বসুন্ধরে
 যদি মে বচনান্নাদ্য করিষ্যসি জগদ্ধিতম্ ॥ ৮৪
 ত্বাং নিহত্যা দ্য বাণেন মচ্ছাসনপরাস্থখীম্।

পারে। বলা বাহুল্য, আমাকে বিনাশ
 করিয়া, কিছুতেই আপনি প্রজা পোষণ
 করিতে পারিবেন না। হে মহীপতে!
 আপনি ক্রোধ সহরণ করুন। আমিই আপ-
 নার অনুকূলচারিণী হইব। সাধুগণ বলিয়া-
 ছেন, স্ত্রীজাতি কদাচ বধ্য নহে। অধিক
 কি, তির্ধ্যগৃজাতিরাও এই নিয়ম মানিয়া
 চলে। অতএব হে পৃথিবীপাল! আপনি
 ইহা জানিয়া শুনিয়া এই অধর্ম্ম কার্য্য পরি-
 ত্যাগ করুন। ৬০—৮১। উদারচেতা ধর্ম্মাত্মা
 রাজা, পৃথিবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 কোপ সহরণ করত তাহাকে বলিলেন,—
 শুন, পৃথ্বি! যদি কেহ নিজের বা পরের—
 এক জনের জন্ত বহু ব্যক্তির জীবন বিনাশ
 করে, তাহা হইলে তাহার পাতক হইয়া
 থাকে; পরন্তু হে শুভে! যেখানে এক
 জনকে বিনষ্ট করিলে বহু ব্যক্তির জীবন-
 যাত্রা সুখে স্বচ্ছন্দে নির্বাহ হইতে পারে,
 সে ক্ষেত্রে তাহাকে বিনাশ করিলে পাতক
 বা উপপাতক কিছুই হয় না; সুতরাং
 হে বসুন্ধরে! আমি তোমাকে প্রজা
 নিমিত্ত নিহত করিব। আমার কথা মত
 যদি তুমি জগতের হিত-সাধন না কর,
 তাহা হইলে, মদীয় শাসনোদ্ভাবনী তোমাকে

আজ্ঞানং প্রথমিহাং প্রজা ধারয়িতা স্বয়ম্ ॥
সাহুঃ শাসনমাহ্বায় মম ধর্মভূতাং বরে ।
সঞ্জীবয় প্রজাঃ সর্বাঃ সমর্থ্য হসি ধারণে ॥ ৮৬
হুহিত্বং চ মে গচ্ছ তত এনমহং শরম্ ।
নিযচ্ছেয়ঃ স্বধর্মমুদ্যস্তঃ ঘোরদর্শনম্ ॥ ৮৭

বসুধোবাচ ।

সর্বমেতদহং বীর বিধান্তামি ন সংশয়ঃ ।
বৎসং তু মম সম্প্রপ্ত করেয়ং যেন বৎসলা ॥ ৮৮
সমাধু কুরু সর্বত্র মাং ত্বং ধর্মভূতাং বর ।
যথা বিম্বন্দমানঃ মে কীরঃ সর্বত্র ভাবয়েৎ ॥ ৮৯

লোমহর্ষণ উবাচ ।

তত উৎসারয়ামাস শৈলান্ শতসহস্রশঃ ।
ধনুকোট্যা তদা বৈণ্যস্তেন শৈলা বিবন্ধিতাঃ ॥
ন হি পূর্ববিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে ।

শরপ্রহারে বিনষ্ট করিয়া আমার এই
আত্মদেহ বিস্তার করত নিজেই আমি সমস্ত
প্রজা ধারণ করিব। তাই তোমায় এখনও
বলিতেছি, অগ্নি ধার্মিকবরে! তুমি আমার
শাসনাতিপাতিনী হইও না; মদীয় শাসন
মান্ত করিয়া তুমি এই নিখিল প্রজাপুঞ্জকে
সঞ্জীবিত কর। কেন না, তুমিই প্রজাধারণে
সমর্থ। তুমি আমার কন্টারূপে অবস্থান
কর। তাহা হইলেই আমি তোমার বধার্থ
বহিরানীত এই ঘোরদর্শন মহা শর
সংহত করিয়া লইব। বসুধা কহিলেন,
হে বীর! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সমস্তই
করিব। আপনি আমাকে একটী বৎস
সংগ্রহ করিয়া দিউন। আমি সেই বৎস
সহযোগে কীর করণ করিব। আর এক
কথা, আমাকে আপনি একরূপভাবে সর্বত্র
সমীকৃত করিয়া দিউন, যাহাতে মদীয় ঋত
কীর সর্বত্র সম্যকরূপে প্রবাহিত হইতে
পারে। ৮২—৮৯। লোমহর্ষণ কহিলেন,—
অনন্তর বেণনন্দন পৃথিবীর কথায় ধনুকোটি
দ্বারা শত সহস্র শৈলদিগকে উৎসারিত
করিয়া স্থানে স্থানে ভূপীকৃত করায় এই সকল
পর্বত সমধিক ঔন্নত্য লাভ করিল। পূর্ব

সংবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বাভবন্তদা ॥
ন শস্ত্রানি ন গোরক্ষ্যং ন কৃষির্ন বনিকুপথঃ ।
নৈব সত্যানৃতং চাসীন্ন লোভো ন চ মৎসরঃ
বৈবস্বতেহস্তরে তস্মিন্ সাপ্রতঃ সমুপস্থিতে ।
বৈণ্যাপ্রভৃতি বৈ বিপ্রাঃ সর্বশ্চৈতস্ত সন্তবঃ ॥
যত্র যত্র সমং ত্বস্তা ভূমেরাসীতদা দ্বিজাঃ ।
তত্র তত্র প্রজাঃ সর্বা নিবাসং সমরোচয়ন্ ॥ ৯৪
আহারঃ ফলমূলানি প্রজানামভবন্তদা ।
কচ্ছেরা মহতা যুক্ত ইত্যেবমবুভুক্ষম ॥ ৯৫
স কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুঃ স্বয়াম্ভুবং প্রভূম্ ।
স্বপাণৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ হৃহোহ পৃথিবীং ততঃ ॥ ৯৬
শস্ত্রজাতানি সর্বাণি পৃথুর্কৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ।
তেনান্নেন প্রজাঃ সর্বা বর্জন্তেহদ্যাপি সর্বশঃ ॥
ঋষয়শ্চ তদা দেবাঃ পিতরোহথ সরীসৃপাঃ ।
দৈত্য যক্ষাঃ পুণ্যজনা গন্ধর্বাঃ পর্বতা নগাঃ

সৃষ্টিতে পৃথিবীর সমতা কুত্রাপি ছিল না;
পৃথিবী সর্বত্রই বিষম বা নতোন্নত ছিল;
সুতরাং পুর ও গ্রামসমূহের সন্নিভাগ তখন
কিছুই ছিল না এবং শস্ত্রোৎপত্তি, গোরক্ষা,
কৃষি, বনিকুপথ, সত্যানৃত, লোভ ও
মৎসর, এ সমুদায়েরও কোন কিছুই
ছিল না। সম্প্রতি এই বৈবস্বত মন্বন্তর
উপস্থিত হইয়াছে। হে দ্বিজগণ! এই
মন্বন্তরে পৃথুর রাজ্যকাল হইতেই পুরোক্ত
ঐ সমস্তের প্রাদুর্ভাব হয়। হে বিপ্রগণ!
তৎকালে এই ভূমি যে যেখানে সমতল
হইয়াছিল, সেই সেইখানে প্রজাগণ বাস-
ভূমি মনোনীত করিয়াছিল। আমরা
ওনিয়াছি, প্রথমে প্রজাগণের আহার ছিল—
ফলমূলাদি; সে আহারও অতি কষ্টে সংগ্রহ
করিতে হইত। যখন পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথুরাজ
স্বয়াম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বীয়
হস্তে পৃথিবী হইতে বিবিধ শস্ত্র দোহন
করিয়া লইলেন, তখন হইতে অস্ত্র পর্যাঙ্ক
সেই শস্ত্র দ্বারাই প্রজাগণের বৃত্তিবিধান
হইতেছে। পৃথু ব্যতীত তখন ঋষিগণ, দেব-
গণ, পিতৃগণ, সরীসৃপগণ, দৈত্যগণ, যক্ষ-

এতে পুরা বিজ্ঞেষ্ঠা বৃহত্বর্ধরীঃ কিল ।
 কীরঃ বৎসঃ পাত্রঃ চ তেষাং দোক্ষা পৃথক্ পৃথক্
 ঋষমীণামভবৎসোমো বৎসো দোক্ষা বৃহস্পতিঃ ।
 কীরঃ তেষাং তপো ব্রহ্ম পাত্রঃ ছন্দাংসি

ভো দ্বিজাঃ ॥ ১০০

দেবানাং কাঞ্চনং পাত্রঃ বৃৎসন্তেষাং শতক্রতুঃ
 কীরমোজঙ্করঃ চৈব দোক্ষা চ ভগবান্ রবিঃ ॥
 পিতৃণাং রাজতং পাত্রঃ যমো বৎসঃ প্রতাপবান
 অন্তকশ্চাভবদোক্ষা কীরঃ তেষাং সুধা স্মৃতা ।
 নাগানাং তক্ষকো বৎসঃ পাত্রঃ চালাবুসঃ ক্রকম্
 দোক্ষা হৈরাবতো নাগস্তেষাং কীরঃ বিষঃ

স্মৃতম্ ॥ ১০৩

অশুরাণাং মধুর্দোক্ষা কীরঃ মায়াময়ঃ স্মৃতম্ ।
 বিরোচনস্ত বৎসোহভূদায়সং পাত্রমেব চ ॥ ১০৪
 যক্ষাণামাপাত্রঃ তু বৎসো বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ ।
 দোক্ষা রজতনাভস্ত কীরান্তর্ধানমেব চ ॥ ১০৫
 সুমালী রাক্ষসেন্দ্রাণাং বৎসঃ কীরঞ্চ শোণিতম্

গণ, গন্ধর্বগণ, কিন্নরগণ, ও বৃক্ষগণও পর
 পর পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। ইহাঁ-
 দিগের বৎস, পাত্র, কীর এবং দোক্ষা পৃথক্
 পৃথক্ কর্ত্তিত হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ! ঋষিগণ
 যখন পৃথিবী দোহন করেন, তখন সোম
 বৎস, বৃহস্পতি দোক্ষা, তপস্যা ও ব্রহ্ম কীর
 এবং ছন্দ সকল পাত্র হইয়াছিল। দেবগণের
 দোহনকালে পাত্র কাঞ্চন, শতক্রতু বৎস,
 কীর উর্জঙ্কর এবং ভগবান্ রবি দোক্ষা
 হইয়াছিলেন। পিতৃগণের দোহনকালে
 পাত্র রাজত, যম বৎস, দোক্ষা অন্তক এবং
 কীর সুধা; নাগগণের দোহনকালে তক্ষক
 বৎস, অলাবু পাত্র, ঐরাবত নাগ দোক্ষা
 এবং কীর বিষ; অশুরগণের দোহন
 কালে মধুর্দৈত্য দোক্ষা, কীর মায়াময়,
 বিরোচন বৎস এবং পাত্র অয়োনির্মিত;
 যক্ষগণের সময়ে আম পাত্র, বৈশ্রবণ বৎস,
 দোক্ষা রজতনাভ এবং কীর অন্তর্ধান;
 রাক্ষসদিগের দোহন কালে সুমালী বৎস,

দোক্ষা রজতনাভস্ত কপালং পাত্রমেব চ ॥ ১০৬
 গন্ধর্বগাং চিত্ররথো বৎসঃ পাত্রঃ চ পঙ্কজম্ ।
 দোক্ষা চ অরুচিঃ কীরঃ তেষাং গন্ধঃ শুচিঃ স্মৃতঃ
 শৈলং পাত্রঃ পর্বতানাং কীরঃ রত্নৌষধীস্তুথা ।
 বৎসস্ত হিমবানাসীদোক্ষা মেরুর্নহাগিরিঃ ॥ ১০৮
 প্লক্ষো বৎসস্ত বৃক্ষাণাং দোক্ষা শালস্ত পুষ্পতঃ
 পালাশপাত্রঃ কীরঞ্চ চিহ্নদক্ষপ্ররোহণম্ ॥
 সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ পাবনী চ বসুন্ধরা ।
 চরাচরস্ত সর্বস্ত প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ ॥ ১১০
 সর্বকামত্বা দোক্ষী সর্বশস্তপ্ররোহণী ।
 আসীদিয়ং সমুদ্রাস্তা মেদিনী পরিবিশ্রতা ॥
 মধুকৈটভয়োঃ কুৎস্না মেদসা সমভিপ্লুতা ।
 তেনেয়ং মেদিনী দেবী উচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
 ততোহভ্যুপগমাদ্রাজঃ পৃথোর্বৈগ্যস্ত ভো দ্বিজা
 ত্বহিত্বম্নম্নপ্রাপ্তা দেবী পৃথ্বীতি চোচ্যতে ॥
 পৃথুনা প্রবিভক্তা চ শোধিতা চ বসুন্ধরা ।

কীর প্রভূত রক্ত, দোক্ষা রজতনাভ এবং
 কপাল পাত্র; গন্ধর্বগণের দোহন ব্যাপারে
 চিত্ররথ বৎস, পঙ্কজ পাত্র, বসুন্ধর চ দোক্ষা
 এবং কীর পবিত্র গন্ধ; পর্বতদিগের দোহন
 কালে শৈল পাত্র, রত্নৌষধি কীর, হিমবান্
 বৎস ও মহাগিরি মেরু দোক্ষা এবং বৃক্ষদিগের
 পৃথ্বী দোহনকালে প্লক্ষ বৃক্ষ বৎস, শালবৃক্ষ
 দোক্ষা, পালাশপাত্র পাত্র এবং চিহ্ন ও দক্ষ
 বৃক্ষের পুনঃপ্ররোহণই কীর হইয়াছিল।
 সেই এই বসুন্ধরা ধাত্রী, বিধাত্রী এবং
 পাবয়িত্রী। ইনি সমস্ত চরাচরের প্রতিষ্ঠা
 ও যোনি। ৮২—১১০। এই পৃথ্বী সর্বকামনা
 দোহন করেন। ইনিই সর্ববিধ শস্ত-
 সস্তারের জননী। পুরাকালে এই সাগরাস্তা
 পৃথিবী নিহত মধুকৈটভদৈত্যের মেদো-
 দ্বারা পরিপ্লুত বা পরিপুষ্ট হইয়া মেদিনী
 নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদীরা
 সেই হইতেই ইহাঁকে মেদিনী নামে অভিহিত
 করেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর এই মেদিনী
 পৃথুরাজের শাসনাধীন হইয়া তদীয় ত্বহিত্ব
 প্রাপ্ত হইলেন। পৃথুরাজ ইহাঁকে শোধিত ও

শশ্বাকরবতী ক্ষীতা পুরপত্তনশালিনী ॥১১৪
 এবম্ভাবো বৈণ্যঃ স রাজাসীদাজসত্তমঃ ।
 নমস্তশ্চৈব পূজ্যশ্চ ভূতগ্রামৈর্ন সংশয়ঃ ॥১১৫
 ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ।
 পৃথুরেব নমস্কার্যো ব্রহ্মযোনিঃ সনাতনঃ ॥১১৬
 পার্থিবৈশ্চ মহাভাগৈঃ পার্থিবভূমিহেচ্ছুভিঃ ।
 আদিরাজো নমস্কার্যঃ পৃথুর্কৈণ্যঃ প্রতাপবান্
 যোঐধৈরপি চ বিক্রান্তৈঃ প্রাপ্তকর্মৈর্জয়ঃ যুধি ।
 আদিরাজো নমস্কার্যো যোধানাং প্রথমো নৃপঃ
 যো হি যোদ্ধা রণং যাতি কীর্তয়িত্বা পৃথুং নৃপম্
 স ঘোররূপাংসংগ্রামাংক্ষেমী ভবতি কীর্তিমান্
 বৈশ্ঠৈরপি চ বিত্তাট্যৈর্বৈশ্ঠবৃত্তিবিধায়িত্বিঃ ।
 পৃথুরেব নমস্কার্যো বৃত্তিদাতা মহাযশাঃ ॥১২০
 তথৈব শূদ্রেঃ শুচিভিঃস্ববর্ণপরিচারিত্বিঃ ।
 পৃথুরেব নমস্কার্যঃ শ্রেয়ঃ পরমিহৈম্পু ভিঃ ॥১২১

প্রবিভক্ত করেন, সেই জন্ত ইনি পৃথ্বী দেবী
 নামে নিরূপিত হন। সেই হইতেই পৃথ্বী
 শশ্ববতী ও সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া বিবিধ পুর-
 পত্তন প্রভৃতিতে পরিশোভিত হইতেছেন।
 সেই বৈণনন্দন পৃথু ঈদৃশ প্রভাবসম্পন্ন
 রাজা ছিলেন। রাজা বলিয়া রাজা!—
 তিনি সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাজগণেরও শীর্ষস্থানীয়
 ছিলেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভূতবৃন্দের
 তিনি নমস্ত এবং পূজ্য। এমন কি, বেদ-
 বেদাঙ্গ-পারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণেরও তিনি
 নমস্কার্য। কেননা, তিনি সাক্ষাৎ সনাতন
 ব্রহ্মযোনি। মহাভাগ্যশালী রাজন্তগণ
 পার্থিবত্বপ্রাপ্তি কামনায় সেই আদিরাজ
 পৃথুকে নমস্কার করিবেন। জিগীষু যোধ-
 গণেরও সেই বৃত্তিদাতা মহাযশা আদিরাজ
 পৃথুকে নমস্কার করা কর্তব্য। যে যোদ্ধা
 ব্যক্তি পৃথুরাজের নাম কীর্তন করিয়া যুদ্ধ-
 ক্ষেত্রে যাত্রা করেন, তিনি ঘোর সংগ্রাম
 হইতে অক্ষত সহিত সমুদ্রীর্ণ হইয়া
 থাকেন। পৃথুরাজ বৈশ্ঠদিগের ও শূদ্রদিগের
 বৃত্তিবিধান করিয়াছিলেন; সূতরাং বিত্তার্থী
 বৈশ্ঠ ও পরম মঙ্গলাভিলাষী শূদ্রগণেরও

এতে বৎসবিশেষাশ্চ দোদ্ধারঃ ক্ষীরমেব চ ।
 পাত্ৰাণি চ ময়োক্তানি কিং ভূয়ো বর্ণয়ামি বঃ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পৃথোজ্জন্মমাহাত্ম্য-
 কথনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

মহন্তরাণি সর্বাণি বিস্তরেণ মহামতে ।
 তেষাং পূর্ববিসৃষ্টিং চ লোমহর্ষণ কীর্তয় ॥ ১
 যাবন্তো মনবশ্চৈব যাবন্তং কালমেব চ ।
 মহন্তরাণি ভোঃ স্মৃত শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ ॥ ২
 লোমহর্ষণ উবাচ ।
 ন শক্যো বিস্তরো বিপ্রা বক্তুং বর্ষণতৈরপি ।
 মহন্তরাণাং সর্বেষাং সংক্ষেপাচ্ছুত দ্বিজাঃ ॥
 স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা ।

শুচিভাবে পৃথুরাজকে নমস্কার করা কর্তব্য।
 দ্বিজগণ! পৃথিবীর দোহন ব্যাপারে পূর্বে
 যাহারা যাহারা বৎস, পাত্র, দোদ্ধা ও ক্ষীর
 হইয়াছিল, এই আমি তাহাদের সকলেরই
 নাম কীর্তন করিলাম। অধুনা পুনরায়
 আর কি বর্ণন করিব। ১১১—১২২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামতে! সমস্ত
 মহন্তর, সেই সেই মহন্তরের পূর্ব সৃষ্টি এবং
 সমগ্র মনু ও মনুগণের নির্দিষ্টকাল, এই
 সকল তুমি এক্ষণে কীর্তন কর। হে স্মৃত!
 মহন্তরগুলি শুনিবার জন্ত আমরা বিশেষ-
 রূপেই সমুৎসুক হইয়াছি। লোমহর্ষণ কহি-
 লেন,—বিপ্রগণ! সমস্ত মহন্তরের বৃত্তান্ত
 বর্ণন করিতে শত বর্ষও পারা যায় না।
 যাহা হউক, আমি সে বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলি-
 তেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ববর্তী মনুগণের

উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্থথা ॥ ৪
 বৈবস্বতশ্চ ভো বিপ্রাঃ সাম্প্রতং মনুৰুচ্যতে ।
 সার্বর্গিণশ্চ মনুস্তদ্বৈভ্যো রৌচ্যস্তথৈব চ ॥ ৫
 তথৈব মেরুসার্বর্গিণশ্চহারা মনবঃ স্মৃতাঃ ।
 অতীতা বর্তমানাস্চ তথৈবানাগতা দ্বিজাঃ ॥ ৬
 কীর্তিতা মনবস্তভ্যঃ মর্যৈবৈতে যথাক্রতাঃ ।
 ঋষীঃশ্রেষ্ঠাঃ প্রবক্ষ্যামি পুত্রান্দেবগণাংস্তথা ॥
 মরীচিরত্রিভূগবানঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
 পুলস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ সপ্তপুত্রে ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮
 উত্তরস্থাঃ দিশি তথা দ্বিজাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা ।
 আগ্নিধ্বংগ্নিবাহশ্চ মেধ্যো মেধাতিথির্বসুঃ ॥ ৯
 জ্যোতিষ্মান্হ্যতিমান্হব্যঃ সবলঃ পুত্রসংক্রকঃ
 মনোঃ স্বায়ত্ত্ববশ্চৈতে দশ পুত্রা মহোজসঃ ॥ ১০
 এতদ্বৈ প্রথমং বিপ্রা মনস্তরমুদাহৃতম্ ।
 ঔর্যো বসিষ্ঠপুত্রশ্চ স্তম্বঃ কশ্যপ এব চ ॥ ১১
 প্রাণো বৃহস্পতিশ্চৈব দত্তোহত্রিচ্যবনস্তথা ।
 এতে মহর্ষয়ো বিপ্রা বায়ুপ্রোক্তা মহাব্রতাঃ ॥ ১২

নাম স্বায়ত্ত্বব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ । বর্তমানে যে মনুর অধিকার কাল চলিতেছে, ইনি বৈবস্বত মনু নামে কথিত । এতদ্ভিন্ন বৈবস্বত, সার্বর্গি, রৈভ্য, রৌচ্য, ও চারিজন মেরুসার্বর্গি মনুর উল্লেখ আছে । হে দ্বিজগণ ! এক্ষণে অতীত, বর্তমান ও ভাবী মনুগণের বিষয় আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিলাম । এতদ্ভিন্ন পরে দেব ও ঋষিগণেরও বংশ বিবরণ বলিব । মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ, এই সপ্ত ঋষি ব্রহ্মার তনয় । ইহারা উত্তর দিকে অবস্থিত । অগ্নিধ্ব, অগ্নিবাহ, মেধ্য, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, হ্যতিমান্ ও হব্য প্রভৃতি স্বায়ত্ত্বব মনুর দশ পুত্র উৎপন্ন হয় । হে বিপ্রগণ ! ইহাই প্রথম মনস্তর বলিয়া কথিত । বায়ু বলিয়াছেন,—ঔর্য, বসিষ্ঠপুত্র, স্তম্ব, কশ্যপ, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত, অত্রি ও চ্যবন এই সকল মহর্ষি মহাব্রত

দেবাশ্চ তুষ্টিতা নাম স্মৃতাঃ স্বারোচিষেহস্তরে ।
 হবিষ্যঃ স্মৃতির্জ্যোতিরাপোমূর্তিরপি স্মৃতঃ ॥
 প্রতীতশ্চ নভশ্চ নভ উর্জস্তথৈব চ ।
 স্বারোচিষশ্চ পুত্রান্তে মনোবিপ্রা মহাত্মনঃ ॥ ১৪
 কীর্তিতাঃ পৃথিবীপালা মহাবীৰ্য্যপরাক্রমাঃ ।
 দ্বিতীয়মেতৎকথিতং বিপ্রা মনস্তরং ময়া ॥ ১৫
 ইদং তৃতীয়ং বক্ষ্যামি তদ্বাধ্যক্ষঃ দ্বিজোত্তমাঃ
 বসিষ্ঠপুত্রাঃ সপ্তাসন্ বসিষ্ঠা ইতি বিক্রতাঃ ॥ ১৬
 হিরণ্যগর্ভশ্চ স্মৃতা উর্জা জাতাঃ স্মৃতেজসঃ ।
 ঋষয়োহত্র ময়া প্রোক্তাঃ কীর্ত্যমানানিবোধত ॥
 ঔত্তমেয়ানুনিশ্রেষ্ঠা দশ পুত্রান্মনোরিমান্ ।
 ইষ উর্জস্তনূর্জস্ত মধুর্মাধব এব চ ॥ ১৮
 শুচিঃ শুক্রঃ সহশ্চৈব নভশ্চো নভ এব চ ।
 ভানবস্তত্র দেবাশ্চ মনস্তরমুদাহৃতম্ ॥ ১৯
 মনস্তরং চতুর্থং বঃ কথয়িষ্যামি সাম্প্রতম্ ।
 কাব্যঃ পৃথুস্তথৈবাগ্নির্জহুর্ধাতা দ্বিজোত্তমাঃ ॥

বলিয়া নির্দিষ্ট । স্বারোচিষ মনস্তরে তুষ্টিতা নামে দেবগণ হয়েন । হে বিপ্রগণ ! হবিষ্য, স্মৃতি, জ্যোতি, আপোমূর্তি, প্রতীত, নভশ্চ, নভ ও উর্জ, ইহারা মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র । এই পুত্রগণ সকলেই মহাবীৰ্য্য ও মহাপরাক্রম-সম্পন্ন পৃথিবীপাল ছিলেন । ইহাই আমি দ্বিতীয় মনস্তররূপে বর্ণন করিলাম । ১২—১৫ । হে দ্বিজগণ ! এক্ষণে তৃতীয় মনস্তর কহিতেছি, আপনারা হৃদয়ক্রম করুন । বসিষ্ঠের সপ্ত পুত্র হয় । এই পুত্রগণ সকলেই বসিষ্ঠ নামে বিখ্যাত ছিল । উর্জা নামে হিরণ্যগর্ভেরও কতিপয় মহাতেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । তাঁহারা সকলেই ঋষি ছিলেন । অধুনা উত্তম মনুর পুত্রের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ইষ, উর্জ, তনূর্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভশ্চ ও নভ, ইহারা উত্তম মনুর পুত্র । এই মনস্তরে ভানুগণ দেবতা ছিলেন । এই তৃতীয় মনস্তর কথিত হইল । সাম্প্রতি চতুর্থ মনস্তরের কথা কহিতেছি ; এই মনস্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহু, ধাতা,

কপীবানকপীবাংশ তত্র সপ্তর্ষয়ো দ্বিজাঃ ।
 পুরাণে কীর্তিতাবিপ্ৰাঃপুত্রাঃপৌত্রাশ্চভোদ্বিজাঃ
 তথা দেবগণাশ্চৈব তামসস্তান্তরে মনোঃ ।
 ত্র্যতীতপশুঃ স্মৃতপাস্তপোভূতঃ সনাতনঃ ॥ ২২
 তপোরতিরকশ্মাষস্তদ্বী ধবী পরস্তপঃ ।
 তামসস্ত মনোরেতে দশ পুত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
 বায়ুপ্রোক্তা মুনিশ্রেষ্ঠাশ্চতুর্থং চৈতদন্তরম্ ।
 দেববাহুর্যজ্ঞশ্চ মুনির্দেবশিরাস্তথা ॥ ২৪
 হিরণ্যরোমা পর্জন্ত উর্দ্ধবাহুশ্চ সোমজঃ ।
 সত্যনেত্রস্তথা ত্রেয় এতে সপ্তর্ষয়োহপরে ॥ ২৫
 দেবাশ্চাত্তরজসস্তথা প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 বারিপ্রবশ্চ রৈভ্যশ্চ মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ২৬
 অথ পুত্র নিমাংস্তস্ত বুধ্যধ্বং গদতো মম ।
 ধৃতিমান্যয়ো যুক্তস্তদ্বদশী নিরুৎসুকঃ ॥ ২৭
 আরণ্যশ্চ প্রকাশশ্চ নির্মোহঃ সত্যবাক্তৃতী ।
 রৈবতশ্চ মনোঃ পুত্রাঃ পঞ্চমং চৈতদন্তরম্ ॥ ২৮
 যষ্ঠং তু সম্প্রবক্ষ্যামি তদ্বুধ্যধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ।

কপীবান ও অকপীবান, ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। হে দ্বিজবরগণ! পুরাণ গ্রন্থে এই সকল সপ্তর্ষির পুত্র ও পৌত্রগণের বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই উল্লিখিত তামস মনস্তরে সত্য নামে দেবগণ ছিলেন। তামস মনুর ত্র্যতী, তপশ্চ, স্মৃতপা, তপোমূল, সনাতন, তপোরতি, কশ্মাষ, তদ্বী, ধবী ও পরস্তপ নামে দশ পুত্র ছিলেন। হে বিপ্রগণ! এই চতুর্থ মনস্তর বায়ু কর্তৃক কথিত হইয়াছে। পরবর্তী মনস্তরে দেববাহু, যজ্ঞ, দেবশিরা, হিরণ্য-রোমা, পর্জন্ত, উর্দ্ধবাহু ও সত্যনেত্র, ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। এই মনস্তরে দেবগণ ও প্রকৃতিপুত্র অত্মতরজা নামে কথিত। ইহাই রৈবত মনস্তর নামে নির্দিষ্ট। অনন্তর এই মনুর পুত্রগণের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ধৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, তদ্বদশী, নিরুৎসুক, আরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক্তৃ, ও রুতী নামে রৈবত মনুর দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাই

ভৃগুর্নতো বিবশ্বাংশ সুধামা বিরজাস্তথা ॥ ২৯
 অতিনামা সহিসুশ্চ সপ্তৈতে চ মন্বর্ষয়ঃ ।
 চাক্ষুষস্তান্তরে বিপ্রা মনোর্দেবাস্বিমে স্মৃতাঃ ॥
 অপ্রসূতাশ্চ ঋষয়ঃ * পৃথক্হেন দিবৌকসঃ ॥
 লেখাশ্চ নামতো বিপ্রাঃ পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ
 ঋষেরঙ্গিরসঃ পুত্রা মহাত্মানো মহোজসঃ ।
 নাদ্রলেয়া মুনিশ্রেষ্ঠা দশ পুত্রাশ্চ বিশ্বতাঃ ॥ ৩২
 কুরু প্রভৃতয়ো বিপ্রাশ্চাক্ষুষস্তান্তরে মনোঃ ।
 যষ্ঠং মন্বন্তরং প্রোক্তং সপ্তমং তু নিবোধত ॥ ৩৩
 অত্রির্বসিষ্ঠো ভগবান্ কশ্চপশ্চ মহানৃষিঃ ।
 গৌতমোহথ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ॥ ৩৪
 তথৈব পুত্রো ভগবানুচীকশ্চ মহাত্মনঃ ।
 সপ্তমো জমদগ্নিশ্চ ঋষয়ঃ সাম্প্রতং দিবি ॥ ৩৫
 সাধ্যা রুদ্রাশ্চ বিশ্বে চ বসবো মরুতস্তথা ।
 আদিত্যাশ্চাশ্বিনৌ চাপি দেবৌ বৈবস্বতোস্মৃতে

পঞ্চম মনস্তর বলিয়া বিদিত। এক্ষণে যষ্ঠ মনস্তরের কথা আপনাদিগকে বলিতেছি। আপনারা ইহা অবধারণ করুন। এই মনস্তর চাক্ষুষ নামে নিরূপিত। চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে ভৃগু, নভ, বিবশ্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিসু নামে সপ্তর্ষি ছিলেন। হে বিপ্রগণ! এই মনস্তরের ঋষিগণ অপ্রসূত ও দেবগণ লেখ নামে অভিহিত। ঐ দেবগণ পঞ্চগণে বিখ্যাত। ১৬—৩১। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই মনস্তরে মহর্ষি অঙ্গিরার নন্দ্রলা নামী পত্নীর গর্ভে কুরু প্রভৃতি দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রগণ সকলেই মহাত্মা ও মহাতেজস্বী ছিলেন। এই যষ্ঠ মনস্তর কথিত হইল। এক্ষণে সপ্তম বৈবস্বত মনস্তর শ্রবণ করুন। এই মনস্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্চপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র এবং মহাত্মা ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি, এই সপ্তর্ষি। ইহারা সাম্প্রতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। এই বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেবগণ,

* 'আবালপ্রাথিতাস্তে বৈ' কল্পিদেবঃ পাঠঃ।

মনোর্ধ্ববস্তুতন্তে বর্তন্তে সাম্প্রতেহন্তরে।
 ইক্ষাকুপ্রমুখাশ্চৈব দশ পুত্রা মহাত্মনঃ ॥ ৩৭
 এতেষাং কীর্তিতানাং মহর্ষীনাং মহোজসাম্।
 তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ দিক্ষু সর্বাশ্চো দ্বিজাঃ
 মনস্তরেষু সর্বেষু প্রাগাসন্ সপ্ত সপ্তকাঃ।
 লোকে ধর্মব্যবস্থার্থং লোকসংরক্ষণায় চ ॥ ৩৯
 মনস্তরে ব্যতিক্রান্তে চত্বারঃ সপ্তকা গণাঃ।
 কৃতা কর্ম দিবং যাস্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ ৪০
 ততোহন্তে তপসা যুক্তাঃ স্থানং তৎপুরয়ন্ত্যত।
 অতীতা বর্তমানাস্চ ক্রমেণৈতেন ভো দ্বিজাঃ ॥
 অনাগতাশ্চ সপ্তেতে স্মৃতা দিবি মহর্ষয়ঃ।
 মনোরন্তরমাসাচ্চ সাবর্ণস্তেহ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৪২
 রামো ব্যাসস্তথা ত্রেয়ো দীপ্তিমন্তো বহুশ্রতাঃ।
 ভারদ্বাজস্তথা দ্রোণিরশ্বথামা মহাত্মতিঃ ॥ ৪৩
 গৌতমশ্চাজরশ্চৈব শরদ্বান্নাম গৌতমঃ।
 কৌশিকো গালবশ্চৈব ঔর্কঃ কাশ্চপ এব চ ॥ ৪৪
 এতে সপ্ত মহাত্মানো ভবিষ্যা মুনিসত্তমাঃ।

বসুগণ, মরুদগণ, আদিত্যগণ ও বৈবস্বত
 অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয় বিরাজ করিতেছেন।
 বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু প্রভৃতি দশ পুত্র
 উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রগণ সকলেই কীর্তিমান
 ও মহাতেজস্বী ছিলেন। ইহাদিগের পুত্র
 ও পৌত্রগণে সর্বদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছে।
 সমস্ত মনস্তরেই লোক ধর্মের সুব্যবস্থা ও
 লোকরক্ষার জন্য সপ্ত সপ্ত ঋষি প্রসিদ্ধি
 লাভ করেন। অনন্তর মনস্তর অতীত
 হইলে ঐ সপ্তগণের মধ্য হইতে চারি চারি-
 জন সংকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া অনাময় ব্রহ্ম-
 লোকে গমন করিয়া থাকেন। অতঃসকলে
 তপোঅনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের স্থান পূরণ
 করেন। হে দ্বিজগণ! অতীত ও বর্তমান
 ঋষিগণ সম্বন্ধে ঐরূপ ক্রমই কথিত। ভবি-
 শ্যৎ মনস্তরের ভবিষ্যৎ সপ্তঋষিরা এক্ষণে
 স্বর্গে বিরাজিত। পরশুরাম, ব্যাস, আত্রেয়,
 দ্রোণি, অশ্বথামা, গৌতমাস্বজ, শরদ্বান,
 কৌশিক গালব, ঔর্ক্য কাশ্চপ, এই সপ্ত
 মহাত্মা ভবিষ্যতে মুনিশ্রেষ্ঠ হইবেন। বৈরী,
 অধ্বরীবাণ, শমন ধৃতিমান, বসু আরিষ্ট,

বৈরী চৈব অধ্বরীবাণশ্চ শমনো ধৃতিমান বসুঃ ॥
 আরিষ্টশ্চাপ্যধ্বরীশ্চ বাজী স্মৃতিরেব চ।
 সাবর্ণশ্চ মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যা মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪৬
 এতেষাং কল্যমুখায় কীর্তনাং সুখমেধতে।
 যশশ্চাপ্নোতি সুমহদাযুশ্চ ভবেন্নরঃ ॥ ৪৭
 এতান্ন্যক্তানি ভো বিপ্রাঃ সপ্তসপ্ত চ ততঃ।
 মনস্তরাণি সংক্ষেপাঙ্কুতানাগতাত্মপি ॥ ৪৮
 সাবর্ণা মনবো বিপ্রাঃ পঞ্চ তাংশ্চ নিবোধত।
 একো বৈবস্বতস্তেষাং চত্বরস্ত প্রজাপতেঃ ॥ ৪৯
 পরমেষ্ঠীস্মৃতা বিপ্রা মেরুসাবর্ণ্যতাং গতাঃ।
 দক্ষশ্চৈতে হি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়ান্তময়া নৃপাঃ ॥
 মহতঃ তপসা যুক্তা মেরুপৃষ্ঠে মহোজসঃ
 ক্রচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো রৌচ্যো নাম মনুঃস্মৃতঃ
 ভূত্যাং চোৎপাদিতো দেব্যাং ভৌত্যো নাম
 ক্রচেঃ স্মৃতঃ।

অনাগতাশ্চ সপ্তেতে কল্পেহস্মিন্মনবঃ স্মৃতাঃ ॥
 জৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
 পূর্ণং যুগমহশ্চ পুরিপাল্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫০

অধ্বরী বাসজী ও স্মৃতি ইহারা সাবর্ণ মনুর
 পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবেন। প্রভৃতি
 এই সকল অতীত ও অনাগত মহর্ষি-
 গণের নাম কীর্তন করিয়া গাত্রোখন করিলে,
 মনুষ্যের সুখ সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৩২
 —৪৭। হে বিপ্রগণ! সংক্ষেপতঃ এই সকল
 মনস্তর বিবরণ কথিত হইল। এক্ষণে
 অনাগত মনস্তর-বার্তা শ্রবণ করুন। সাবর্ণ
 মনু পাঁচ জন। তন্মধ্যে চারিজন পরমেষ্ঠীর
 পুত্র। ইহারা মেরুসাবর্ণি নামে বিখ্যাত।
 দক্ষ কন্যা প্রিয়ার গর্ভে ইহাদের জন্ম হয়।
 স্মৃতাঃ ইহারা দক্ষ প্রজাপতির দৌহিত্র।
 এই দক্ষ দৌহিত্রগণ সকলেই মহাত্মা, রাজা,
 মহোজা ও মেরুপৃষ্ঠে থাকিয়া মহাতপস্বী
 নিরত। প্রজাপতি কচির পুত্র রৌচ্য মনু
 নামে বিখ্যাত। কচির ভূতিদেবীর গর্ভে
 উৎপাদিত পুত্র ভৌত্য মনু নামে নির্দিষ্ট।
 এই কল্পের ভবিষ্যতে উল্লিখিত সপ্ত মনু
 হইবেন। তাহাদের দ্বারা এই দ্বীপপত্তন-



প্রজাপতি(ভে)শ্চ তপসা সংহারং তেষু নিত্যশঃ
যুগানি সপ্ততিস্তানি সাগ্ৰাণি কথিতানি চ ॥ ৫৪
কৃতত্রেতাদিযুগানি মনোরন্তরমুচ্যতে ।
চতুর্দশৈতে মনবঃ কথিতাঃ কীর্তিবর্ধনাঃ ॥ ৫৫
বেদেষু সপুরাণেষু সর্কেষু প্রভবিকবঃ ।
প্রজানাং পতয়ো বিপ্রা ধত্তমেষাং প্রকীর্তনম্
মবন্তরেষু সংহারাঃ সংহারান্তেষু সম্ভবাঃ ।
ন শক্যতেহন্তস্তেষাং বৈ বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥
বিসর্গস্ত প্রজানাং বৈ সংহারস্ত চ ভো দ্বিজাঃ ।
মবন্তরেষু সংহারাঃ শ্রয়ন্তে দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৫৬
সশেষান্তত্র তিষ্ঠন্তি দেবাঃ সপ্তর্ষিভিঃ সহ ।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন চ সমধিতাঃ ॥ ৫৭
পূর্ণে যুগসহস্রে তু কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে ।
তত্র ভূতানি সর্বাণি দক্ষাত্মাদিত্যরশ্মিভিঃ ॥ ৬০

ময়ী সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইবে। হে
দ্বিজগণ! ঐ মনুগণ সহস্র সহস্র যুগ পর্য্যন্ত
পৃথিবী পালন করিবেন। প্রতি যুগান্তেই
প্রজাপতি তপস্শাচরণ করেন। সত্য ত্রেতা
প্রভৃতি যুগ-যুগান্তরের বার্তা কথিত হইল।
এই যুগসপ্ততিব্যাপী কালই এক এক মনু-
স্তর বলিয়া নির্দিষ্ট। অগ্রে যে চতুর্দশ মনুর
কথা করিলাম, ইহারা সকলেই সমগ্র বেদ ও
পুরাণ গ্রন্থে কীর্তিশালী বলিয়া উল্লিখিত এবং
ইহারা সকলেই প্রভু ও প্রজাপতি পদ-বাচ্য।
হে বিপ্রগণ! ইহাদের নাম কীর্তনেও ধত্ত
হওয়া যায়। মনুস্তরের পর সংহার হয় এবং
সংহারের পর পুনরায় সৃষ্টি হয়; এইরূপে
পুনঃপুনঃ চলিয়া আসিতেছে। এই সৃষ্টি ও
সংহার ব্যাপারের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া বলা
শত বর্ষেরও কম নয়। অনিতে পাই, মনু-
স্তরের অবসানে যখন সংহার-ব্যাপার আরম্ভ
হয়, তখন তপস্শা, ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান-
বলে একমাত্র দেব ও সপ্ত ঋষিগণই অবস্থান
করেন; অন্য সকলই বিলয় পাইয়া যায়।
যখন যুগসহস্রপূর্ণ হয়, তখন এক কল্প
নিঃশেষ হইয়া থাকে। এই কল্পান্ত কালে
সমগ্র ভূতপরাশর রবি-রশ্মিতে দগ্ধ হইয়া

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃতা সহাদিত্যগণৈর্বিজাঃ ।
প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠঃ হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৬১
অষ্টারং সর্কভূতানাং কল্পান্তেষু পুনঃপুনঃ ।
অব্যক্তঃ শাস্তো দেবস্তস্য সর্কমিদং জগৎ ॥
অত্র বঃ কীর্তয়িষ্যামি মনোবৈবস্বতস্য বৈ ।
বিসর্গং মুনিশার্দ্দলাঃ সাম্প্রতস্ত মহাত্মতেঃ ॥ ৬৩
অত্র বংশপ্রসঙ্গেন কথ্যমানং পুরাতনম্ ।
যত্রোৎপন্নো মহাত্মা স হরির্বিষ্ণুকূলে প্রভুঃ ॥ ৬৪
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে মনুস্তরকীর্তনঃ
নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

বিবস্বান কশ্চপাজ্জজ্ঞে দাক্ষায়ণ্যাং দ্বিজোত্তমাঃ
তস্য ভার্য্যাভবৎসংজ্ঞা স্বাস্ত্রী দেবী বিবস্বতঃ ॥ ১
সুরেণুরিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু ভাবিনী ।

ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করত আদিত্যগণ সহ
সর্কভূতঅষ্টা সুরশ্রেষ্ঠ প্রভু হরি নারায়ণের
শরীরে প্রবেশ করে। প্রত্যেক কল্পাবসানে
বারম্বার এইরূপই ঘটনা হইয়া থাকে।
যিনি অব্যক্ত, শাস্ত, দেবদেব, তাঁহারই
লীলায় এ জগতের আবির্ভাব হয়। যাহা
হউক, হে মুনিবরগণ! যে বংশে বিষ্ণুকুলা-
বতংস মহাত্মা হরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন,
অধুনা আমি এই বংশবর্ণন প্রসঙ্গে আপনা-
দিগের নিকট সেই বৈবস্বত মনুর সৃষ্টি-
বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। ৪৮—৬৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ!
কশ্চপ হইতে দাক্ষায়ণীর গর্ভে বিবস্বান জন্ম-
গ্রহণ করেন। বিবস্বানের ভার্য্যার নাম
সংজ্ঞা। সংজ্ঞা বিষ্ণুকুলার দ্বিতীয়া। ভাবিনী

স। বৈ ভাৰ্য্যা ভগবতো মার্ত্তণ্ড মহামনঃ ॥ ২
 ভৰ্ত্তৃরূপেণ নাতুৰ্য্যজপৰ্যৌবনশালিনী ।
 সংজ্ঞা নাম স্মৃতপসা স্মৃদীপ্তেন সমৰিতা ॥ ৩
 আদিত্যশ্চ হি তদ্রূপং মণ্ডলশ্চ স্মৃতেজসা ।
 গাত্রেষু পরিদগ্ধং বৈ নাতিকান্তমিবাভবৎ ॥ ৪
 ন খৰ্ঘ্যং যুতোহগুহ্ব ইতি স্নেহাদভাষত ।
 অজানন্ কণ্ঠপস্তম্মান্মার্ত্তণ্ড ইতি চোচ্যতে ॥ ৫
 তেজস্বভ্যধিকং তস্মা নিত্যমেব বিবস্বতঃ ।
 যেনাতিতাপয়ামাস ত্রীল্লোকান্ কণ্ঠপায়জঃ ॥ ৬
 ত্রীণ্যপত্যানি ভো বিপ্রাঃ সংজ্ঞায়াং তপতাং বরঃ
 আদিত্যো জনয়ামাস কণ্ঠাঃ স্বৌ চ প্রজাপতী
 মনুর্বেবস্বতঃ পূৰ্ব্বং আক্ৰদেবঃ প্রজাপতিঃ ।
 যমশ্চ যমুনা চৈব যমজৌ সস্বভূবতুঃ ॥ ৮
 শ্চামবৰ্ণস্ত তদ্রূপং সংজ্ঞা দৃষ্টৌ বিবস্বতঃ ।
 অসহন্তী তু স্মাং ছায়াং সৰ্বণাং নিৰ্ম্মমে ততঃ ॥

সংজ্ঞা ত্রিভুবনে সুরেণু নামেও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ভগবান্ মার্ত্তণ্ডের ভাৰ্য্যা হইবার পর হইতে ভৰ্ত্তার প্রথম রূপে কিছুতেই পরিভূপ্ত হইতে পারেন নাই। সূৰ্য্যভাৰ্য্যা সংজ্ঞা রূপে যৌবনে পরিপূর্ণা ও স্মৃদীপ্ত তপস্শায় সমৰিতা ছিলেন। প্রচণ্ড-তেজা মার্ত্তণ্ডের সেই স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ রূপের জ্যোতি গাত্রে লাগিলে গাত্র দগ্ধ হইয়া যাইত; স্মৃতরাং সংজ্ঞার নিকট তাহা একান্তই অপ্রিয় ছিল। পুরাকালে কণ্ঠপ না জানিয়া স্নেহভরে বলিয়াছিলেন, এ অণু মরে নাই; তাঁহার ঐ কথা হইতেই সূর্য্যের নাম মার্ত্তণ্ড হইয়াছিল। বস্বতঃ দিবস্বানের তেজ তখন অত্যন্ত অধিক ছিল, তিনি সেই তেজে ত্রিভুবন তাপিত করিতেছিলেন। ১—৬। সংজ্ঞার গর্ভে দিবস্বানের তিনটি অপত্য উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে একটি কণ্ঠা এবং দুইটি পুত্র। তাঁহার দুই পুত্রই প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহাদের একের নাম বৈবস্বত মনু এবং অপর আক্ৰদেব। কণ্ঠার নাম যমুনা। যমুনা ও যম যজ্ঞ হইয়াছিলেন। সংজ্ঞা

মায়াময়ী তু সা সংজ্ঞা তস্মাং ছায়াসমুখিতাম্ ।
 প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা ভূত্বা ছায়া সংজ্ঞাং দ্বিজোত্তমা
 উবাচ কিং ময়া কার্য্যং কথয়ন্ত শুচিস্মিতে ।
 স্থিতাস্মি তব নির্দেশে শাধি মাং বরবর্ণিনি ॥ ১১
 সংজ্ঞোবাচ ।
 অহং যাস্মামি ভদ্রং তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ ।
 স্বয়ৈব ভবনে মহ্যং বস্তুব্যং নিবিশঙ্কয়া ॥ ১২
 ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কণ্ঠা চেযং সুমধ্যমা ।
 সম্ভাব্যাস্তে ন চাখ্যেয়মিদং ভগবতে কৃচিৎ ॥
 সৰ্বণোবাচ ।
 অ। কচগ্রহণাদেবি অ। শাপান্নৈব কহিচিৎ ।
 আখ্যাস্মামি নমস্তুভ্যং গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥
 লোমহর্ষণ উবাচ ।
 সমাদিশ্য সৰ্বণস্ত তথৈতু্যক্তা তয়া চ সা ।

দেখিলেন, দিবস্বানের শ্চামবর্ণ রূপ কিছুতেই আর সহ করা যায় না; তখন তিনি নিজের এক সমানবর্ণা ছায়া নিৰ্ম্মাণ করিলেন। সংজ্ঞা মায়াময়ী ছিলেন; তাই মায়াবশে তাঁহা হইতে মায়ার উৎপত্তি হইল। হে দ্বিজগণ! ছায়া প্রাঞ্জলি হইয়া প্রণতভাবে সংজ্ঞাকে কহিল,—হে শুচিস্মিতে! আমাকে দিয়া আপনার কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে, আজ্ঞা করুন। হে বরবর্ণিনি! আমি আপনার আদেশ প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছি, আপনি আমায় আদেশ করুন। সংজ্ঞা কহিলেন,—আমি আমার পিতৃভবনে যাইব, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার এই ভবনে নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করিতে থাক। আমার এই দুইটি বালক, এবং এই একটি সুন্দরী কণ্ঠা; তুমি ইহাদিগকে লালন পালন করিবে। আমি যে চলিয়া গেলাম, এ কথা তুমি ভাস্করকে বলিও না। সৰ্বণা বলিল, যে পর্য্যন্ত আমার কেশ-গ্রহণ না হইবে এবং কোনরূপ অতিশাপ ব্যাপার না ঘটিবে, তত কাল আমি তোমার অভিপ্রায় কাহারও কাছে ব্যক্ত করিব না। তুমি যথাসুখে গমন কর। ১৭—১৪। লোমহর্ষণ

হইঃ সমীপমগমন্বীড়িতৈব তপস্বিনী ॥ ১৫
 পিতুঃ সমীপগা সা তু পিত্রা নির্ভৎসিতা শুভা
 ভর্তুঃ সমীপং গচ্ছেতি নিযুক্তা চ পুনঃপুনঃ ॥
 আগচ্ছদ্বা ভূহাচ্ছাণ্ড রূপমনিন্দিতা ।
 কুরুনখোত্তরান্ গহ্বা তৃণাচ্ছ চচার হ ॥ ১৭
 দ্বিতীয়ায়াস্তু সংজ্ঞায়াং সংজ্ঞেয়মিতি চিস্তয়ন্ ।
 আদিত্যো জনয়ামাস পুত্রমাত্মসমং তদা ॥ ১৮
 পূর্বজস্ত মনোবিপ্রাঃ সদৃশোহয়মিতি প্রভুঃ ।
 মনুরেবাভবন্নাসা সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে ॥ ১৯
 দ্বিতীয়ে যঃ সূতস্তম্ভাঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শনৈশ্চরঃ ।
 সংজ্ঞা তু পার্থিবী বিপ্রাঃ স্তম্ভ পুত্রস্ত বৈ তদা
 চকারাভ্যধিকং স্নেহং ন তথা পূর্বজেষু বৈ ।
 মনুস্তম্ভা অক্ষম যমস্তম্ভা ন চক্ষমে ॥ ২১
 স বৈ রোষাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোহর্থস্ত বানঘ

কহিলেন,—তপস্বিনী সংজ্ঞা সবার্ণকে রাখিয়া
 তাহার সম্মতি ক্রমে পিতা বিশ্বকর্মার সমীপে
 কিঞ্চিৎ লজ্জিতার স্তায় সমাগতা হইলেন ।
 পিতার নিকট উপস্থিত হইলে পিতা বিশ্ব-
 কর্মা তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন ।
 তিনি বারম্বার সংজ্ঞাকে ভর্তৃসমীপে যাইতে
 আদেশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি
 ভর্তৃপাশে গেলেন না । তিনি এক বড়বা-
 রূপে স্থায় বপুঃ আচ্ছাদিত করিয়া উত্তর
 কুরুদেশে গমনপূর্বক তৃণসমূহোপরি বিচরণ
 করিতে লাগিলেন । এদিকে আদিত্য সেই
 দ্বিতীয় ছায়া-সংজ্ঞাকেই প্রকৃত সংজ্ঞাজ্ঞানে
 তাহার সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
 ছায়ার গর্ভে আদিত্যের আত্মতুল্য এক পুত্র
 উৎপন্ন হইল । এই পুত্র সর্বরূপে পূর্বজাত
 বৈবস্বত মনুর অনুরূপ হইলেন । ইনি
 পশ্চাৎ সাবর্ণ মনু নামে বিখ্যাত হইয়া-
 ছিলেন । অনন্তর ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের
 আর এক পুত্র হয় । এই পুত্র শনৈশ্চর
 নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । অনন্তর
 ছায়াসংজ্ঞা নিজের পুত্রকে যেরূপ অধিক
 স্নেহ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সপত্নী-
 সন্তানদিগকে আর সেরূপ করিলেন না ।

পদা সম্ভবজয়ামাস সংজ্ঞাঃ বৈবস্বতো যমঃ ॥২২
 তং শশাপ ততঃ ক্রোধাৎ সাবর্ণজননী তদা ।
 চরণঃ পততামেব তবেতি ভূশম্ভুঃখিতা ॥ ২৩
 যমস্ত তৎ পিতুঃ সর্বং প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ ।
 ভূশং শাপভয়োহিগ্নঃ সংজ্ঞাবাক্যৈর্বিশঙ্কিতঃ ॥
 শাপোহয়ং বিনিবর্তেত প্রোবাচ পিতরং বিজ্ঞাঃ
 মাত্রা স্নেহেন সর্বেষু বর্তিতব্যং সূতেষু বৈ ॥২৫
 সেয়মস্মানপাস্ত্রেহ বিবস্বন্ সনুভূষতি ।
 তস্তাং ময়োক্ততঃ পাদো ন তু মেহে নিপাতিতঃ
 বাল্যায়া যদি বা লৌল্যায়োহাস্তৎকৃতমহসি ।
 শপ্তোহহমস্মি লোকেশ জনস্তা তপতাংবর ।
 তব প্রসাদাচ্চরণো ন পতেন্মম গোপতে ॥২৭

ছায়ার এরূপ পক্ষপাত ব্যবহারে মনু ক্রমা
 করিলেন, কিন্তু রোষ, বালম্ভাব, ও ভাবী
 বিষয়ের অবশুস্তাবিতা, এই সকল কারণে
 যম তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না । তিনি
 সেই ছায়া-সংজ্ঞাকে ভৎসনা করিয়া তৎপ্রতি
 পাদ উত্তোলন করিলেন । সাবর্ণ-জননী
 ছায়া তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া যমকে অভিশাপ
 দিলেন । বলিলেন, তোমার ঐ চরণ
 পতিত হউক । যম তাহাতে বিশেষ দুঃখিত
 হইয়া কৃতাজ্ঞলিকরে পিতার নিকট গিয়া
 সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন । ছায়া-
 সংজ্ঞার শাপে সমধিক সমুদ্বিগ্ন যম পিতাকে
 বলিলেন,—পিতঃ ! জননী আমার প্রতি
 শাপ দিয়াছেন; সেই শাপ নিবর্তিত হউক ।
 মাতার নিকট সকল সন্তানই সমান স্নেহের
 ভাজন । তুল্যভাবে সকলের প্রতি স্নেহ
 প্রকাশ করাই জননীর কর্তব্য । কিন্তু
 তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ-
 দিগের প্রতি সমধিক বাৎসল্য প্রকাশ
 করেন; এইজন্য আমি তাঁহার প্রতি চরণ
 উত্তোলন করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার মেহে
 পাতিত করি নাই । আমার এই কর্ম বাল্য-
 প্রযুক্তই হউক অথবা মোহ বশতই হউক,
 আপনি ক্রমা করুন । হে লোকেশ ! আমি
 জননী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি । আপনার

বিবস্বত্ত্বাচ ।

অসংশয়ং পুত্র মহন্তবিষ্যত্যত্র কারণম্ ।
 যেন আমাবিশং ক্রোধো ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাদিনম্
 ন শক্যমেতন্নিখ্যা তু কর্তুং মাতৃবচস্তব ।
 কুমারো মাংসমাদায় যাস্তন্ত্যবনিমেব চ ॥ ২৯
 কৃতমেবং বচস্তথ্যং মাতৃস্তব ভবিষ্যতি ।
 শাপস্তপরিহারেণ ত্বং চ জাতো ভবিষ্যসি ॥ ৩০
 আদিত্যশত্রবীং সংজ্ঞাং কিমর্থং তনয়েষু বৈ
 তুল্যেষভ্যাধিকঃ স্নেহ একস্মিন্ ক্রিয়তে অয়া ॥
 সা তং পরিহরন্তী তু নাচচক্ষে বিবস্বতে ।
 স চান্মানং সমাধায় যোগান্ত্যমপশ্যত ॥ ৩১
 তাং শপ্তুকামো ভগবান্নাশপনুনিমন্তমাঃ ।
 মূর্খজেষু নিজগ্রাহ স তু তাং মুনিমন্তমাঃ ॥ ৩২

প্রসাদে আমার চরণ যেন ভূপতিত না হয় । ২৭ । বিবস্বান্ কহিলেন,—হে পুত্র! নিশ্চয়ই এ বিষয়ে একটা নিগূঢ় কারণ আছে । সেইজন্য তোমার স্তায় ধর্মজ্ঞ ও সত্যবাদী পুত্রকেও তোমার মাতা ক্রোধে শাপ প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু তোমার মাতার এই বাক্য ব্যর্থ করিবার শক্তি আমার নাই ; সুতরাং আমি তোমার এই শাপ-প্রশমনের পক্ষে এই মাত্র বলিতে পারি যে, কুমিগণ তোমার চরণমাংস লইয়া ভূতলে গমন করিবে । এইরূপ হইলে, তোমার মাতার প্রদত্ত শাপও ব্যর্থ হইবে না ; এদিকে চরণ হইতে মাংসনিকাশনে তুমিও শাপ হইতে মুক্ত হইবে । আদিত্য তখন ছায়া-সংজ্ঞাকে কহিলেন,—সন্তান সকল তুল্য হইলেও কিজন্য তুমি একের প্রতি অধিক স্নেহ করিতেছ? আদিত্যের এই কথায় ছায়া-সংজ্ঞা কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর দানে অক্ষম হইয়া তুষ্ণীভাবে রহিলেন ; আদিত্যকে কোনই উত্তর দিলেন না । হে মুনিবরগণ! আদিত্য তখন যোগাবলম্বনে সমস্ত তথ্যই অবগত হইলেন ! তিনি ছায়া-সংজ্ঞাকে অভিশাপ দিবার ইচ্ছা করিলেন ।

ততঃ সর্বং যথাবৃন্তমাচচক্ষে বিবস্বতে ।

বিবস্বানথ তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধবৃষ্টারমভ্যাগাৎ ॥ ৩৪
 দৃষ্ট্বা তু তং যথাত্মায়মর্চয়িত্বা বিভাবনুম্ ।
 নির্দম্ব কামং রোষেণ সাস্তয়ামাস বৈ তদা ॥ ৩৫
 ত্বষ্টোবাচ ।

তবাতিতেজসাবিষ্টমিদং রূপং ন শোভতে ।
 অসহন্তী চ সংজ্ঞা সা বনে চরতি শাশ্বলে ॥ ৩৬
 দ্রষ্টা হি তাং ভবানদ্য স্মাং ভার্য্যাং শুভচারিণীম্
 শ্লাঘ্যাং যোগবলোপেতাং যোগমাস্থায় গোপতে
 অনুকূলং তু তে দেব যদি স্তান্মম সন্মতম্ ।
 রূপং নির্বর্তয়াম্যত্র তব কাস্তমরিন্দম ॥ ৩৭
 ততোহভ্যুপগম্যদৃষ্টা মার্ত্তগুস্ত বিবস্বতঃ ।
 ভ্রমিমারোপ্য তত্তেজঃ শাতয়ামাস ভো দ্বিজাঃ
 ততো নির্ভাসিতং রূপং তেজসা সংহতেন বৈ ।
 কাস্তাং কাস্ততরং দ্রষ্টুমধিকং শুশুভে তদা ॥ ৩৮
 দদর্শ যোগমাস্থায় স্মাং ভার্য্যাং বড়বাং ততঃ ।

এবং তাহার কেশ গ্রহণ করিলেন । তাহাতে ছায়াসংজ্ঞা তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্তই ব্যক্ত করিলেন । বিবস্বান্ তৎপ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বকর্মার গৃহে গমন করিলেন । বিশ্বকর্মা তাঁহাকে যথাবিধি অর্চনা করিলেন ; এবং পরে সেই রোষভরে দহনোজ্জ্বল দিবাকরকে সাস্তনা করিয়া কহিলেন—হে দেব ! আপনার এইরূপের তেজ অতীব প্রখর । এই অতি তেজস্বী রূপ আপনার শোভা পায় না ; অতএব আপনার যদি মত হয়, তাহা হইলে আমি আপনার যথাযোগ্য রূপ করিয়া দিতে পারি । হে অরিন্দম ! আমি এই তীক্ষ্ণ রূপের পরিবর্তে আপনার কমনীয় রূপ করিয়া দিব । অনন্তর মার্ত্তগু বিশ্বকর্মার প্রস্তাবে সন্মত হইলেন । বিশ্বকর্মা সূর্য্যকে ভ্রমি যন্ত্রে অর্থাৎ কুঁদে চড়াইয়া তদীয় তেজ শাতিত করিলেন । অনন্তর সূর্য্যের সংহত তেজে রূপ অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । সে রূপ কাস্ত হইতেও কাস্ততর হইয়া সমধিক সুশোভিত হইল । তখন সূর্য্যদেব যোগাবলম্বনে দেখিলেন, তদীয় ভার্য্যা সংজ্ঞা

অধ্বাঃ সৰ্বভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ ॥৪১
বড়বাবপুষা বিপ্রাশ্চরন্তীমকুতোভয়াম্ ।
সৌহৃদ্রপেণ ভগবাংস্তাং মুখে সমভাবয়ৎ ॥৪২
মৈথুনায় বিচেষ্টন্তীঃ পরপুংসৌহবশঙ্কয়া ।
সা তগ্নিরবমচ্ছুক্রং নাসিকাভ্যাং বিবস্বতঃ ॥৪৩
দেবো তস্তামজায়েতামগ্নিনো ভিষজাং বরো ।
নাসত্যৈশ্চব দশশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবগ্নিনাবিতি ॥৪৪
মার্ত্তগুস্তাভ্যজাবেতাবষ্টমশ্চ প্রজাপতেঃ ।
তাং তু রূপেণ কাস্তেন দর্শয়ামাস ভাস্করঃ ॥৪৫
সা তু দৃষ্টেব ভর্তারং তুতোষ মুনিসত্তমাঃ ।
যমস্ত কৰ্ম্মণা তেন ভূশং পীড়িতমানসঃ ॥৪৬
ধৰ্ম্মেণ রঞ্জয়ামাস ধৰ্ম্মরাজ ইমাঃ প্রজাঃ ।
স লেভে কৰ্ম্মণা তেন শুভেন পরমহুতিঃ ॥৪৭
পিতৃণামাধিপত্যং চ লোকপালহমেব চ ।
মহুঃ প্রজাপতিস্তাসীৎসাবৰ্ণিঃ স তপোধনাঃ ॥৪৮

তেজ ও নিয়মবলে সৰ্বপ্রাণীর অধ্বা হইয়া
বড়বারূপে বিরাজ করিতেছেন । হে বিপ্র-
গণ ! সংজ্ঞা বড়বা দেহধারণ করিয়া অকুতো-
ভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন । ভগবান্ বিব-
স্বানু অশ্বরূপ-ধারণ করিয়া মৈথুন্য তদীয়
মুখে মুখ দিয়া শুক্রপাত করিলেন । বড়বা
পর-পুরুষশঙ্কায় স্বর্ঘ্যের সেই শুক্র নাসিকা-
রজ্জ দিয়া তৎক্ষণাৎ উদ্বিগ্ন করিয়া কেলি-
লেন । সেই শুক্র হইতে দুই অগ্নিনীকুমার
জন্মিলেন । তাঁহারা দেব ও দেবভিষক
হইয়াছিলেন । তাঁহাদের নাম নাসত্য ও
দশ । অষ্টম প্রজাপতি মার্ত্তগু হইতে এই-
রূপে অগ্নিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।
অনন্তর, ভাস্কর, ভাৰ্য্যাকে আপনার কমনীয়
রূপ প্রদর্শন করিলেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
সংজ্ঞা ভর্তার তাত্‌কালিক সেই রূপ দেখিয়া
হইলেন । যম আত্মকৃত কৰ্ম্মে
অত্যধিক পীড়িতাচ্যুত হইয়া ধৰ্ম্মানুসারে ধৰ্ম্ম-
রাজরূপে প্রজীরঞ্জন করিতে লাগিলেন ।
তিনি সেই যজ্ঞলম্ব কৰ্ম্ম দ্বারা পরম দীপ্তি
প্রাপ্ত হইয়া পিতৃগণের আধিপত্য ও লোক-
পালত্ব প্রাপ্ত হইলেন । হে তপোধনগণ !

ভাব্যঃ সমাগতে তস্মিন্মহুঃ সাবৰ্ণিকেহন্তরে ।
মেরুপৃষ্ঠে তপো নিত্যমত্মাপি স চরত্যাভ ॥৪৯
ভ্রাতা শনৈশ্চরন্তস্ত গ্রহত্বং স তু লব্ধবান্ ।
হষ্টা তু তেজসা তেন বিকোশ্চক্রমকরয়ৎ ॥৫০
তদপ্রতিহতং যুদ্ধে দানবাস্তচিকীৰ্ষয়া ।
যবীয়সী তু সাপ্যাসৌদ্যামৌ কস্তা যশস্বিনী ॥৫১
অভবচ্চ সরিচ্ছেষ্টা যমুনা লোকপাবনী ।
মহুরিত্যচ্যতে লোকে সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে ।
দ্বিতীয়ো যঃ স্মৃতস্তস্ত মনোভ্রাতা শনৈশ্চরঃ ।
গ্রহত্বং স চ লেভে বৈ সৰ্বলোকাভিপূজিতঃ ॥
য ইদং জন্ম দেবানাং শৃণুয়ান্নরসত্তমঃ ।
আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত প্রাপ্নুয়াচ্চ মহযদুশঃ ॥৫৪
ইতি ত্রীত্রাক্ষে মহাপুরাণে আদিত্যোৎপত্তি-
কথনং নাম ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

যমের সেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সাবর্ণও একজন্ম
প্রজাপতি মনু হইয়াছিলেন । অদূরভাব
সাবর্ণিক মন্বন্তরে তিনিই মনুপদে অধিষ্ঠিত
হইবেন । সেই সাবর্ণ অত্মাপি মেরুপৃষ্ঠে
থাকিয়া তপস্তা করিতেছেন । তাঁহার ভ্রাতা
শনৈশ্চর গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । বিষ্ণু-
কৰ্ম্ম শান্তিত স্বর্ঘ্যতেজ দ্বারা দানব-দলনের
অভিপ্রায়ে যুদ্ধে অপ্রতিহত বিকুচক্র নির্মাণ
করেন । স্বর্ঘ্যের যমৌ নামে যে এক যশ-
স্বিনী যবীয়সী কস্তা ছিলেন, তিনি লোক-
পাবনী যমুনা নামী সরিষা হইয়াছিলেন ।
বৈবস্বত ও সাবর্ণ মনুর উৎপত্তি জগতে এই-
রূপই কীর্তিত । স্বর্ঘ্যের ছায়াশায়ী পত্নীর
গর্ভজাত সাবর্ণ-মনুর ভ্রাতা শনৈশ্চর সৰ্ব-
লোকপূজ্য গ্রহত্ব লাভ করিয়াছিলেন । যে
ব্যক্তি দেবগণের এই উৎপত্তিবাহী অবগ
বা ইহা ধারণা করিবে, সে নিরাপদ হইয়া
মহৎ যশ প্রাপ্ত হইবে । ২৮—৫৪ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

মনোবৈবস্বতস্তাসন্ পুত্রা বৈ নব তৎসমাঃ ।
ইক্ষাকুশ্চৈব নাতাগো ধৃষ্টঃ শর্ঘ্যতিরেব চ ॥ ১
নরিস্যস্তশ্চ যষ্ঠো বৈ প্রাংশু রিষ্টশ্চ সপ্তমঃ ।
করুষশ্চ পৃষঙ্গশ্চ নবৈতে মুনিসত্তমাঃ ॥ ২
অকরোৎ পুত্রকামস্ত মনুরিষ্টিং প্রজাপতিঃ ।
মিত্রাবরুণয়োর্বিপ্ৰাঃ পূর্বমেব মহামতিঃ ॥ ৩
অনুৎপন্নেষু বহুশু পুত্রেষু তেষু ভো দ্বিজাঃ ।
তস্তাং চ বর্তমানায়ামিষ্ট্যাং চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪
মিত্রাবরুণয়োঃশে মনুরাহুতিমাবহৎ ।
তত্র দিব্যাস্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা ॥ ৫
দিব্যসংহননা চৈব ইলা জজ্ঞ ইতি ক্রতিঃ ।
তামিলেত্যেব হোবাচ মনুর্দণ্ডধরস্তদা ॥ ৬
অনুগচ্ছস্ব মাং ভদ্রে তমিলা প্রত্যুবাচ হ ।
ধর্মযুক্তমিদং বাক্যং পুত্রকামং প্রজাপতিম্ ॥ ৭
ইলোবাচ ।
মিত্রাবরুণয়োঃশে জাতাম্মি বদতাং বর ।

সপ্তম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিবরগণ !
বৈবস্বত মনুর আশ্রম নয়টী পুত্র উৎপন্ন
হয় । তাহাদের নাম—ইক্ষাকু, নাতাগ,
ধৃষ্ট, শর্ঘ্যতি, নরিস্যস্ত, প্রাংশু, রিষ্ট, করুষ,
ও পৃষঙ্গ । মহামতি প্রজাপতি মনু, পুত্র-
কামনার পূর্বে এক যজ্ঞ করেন । সেই
যজ্ঞের কালে তাঁহার ঐ সকল পুত্র উৎপন্ন
হয় । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! ঐ যজ্ঞক্রিয়া
যখন অনুষ্ঠিত হইতেছিল, প্রজাপতি মনু
যখন মিত্রাবরুণের অংশে সেই যজ্ঞ
একটী আহুতি প্রদান করেন । তাহাতে
দিব্যাস্বরধারিণী দিব্যাভরণশালিনী ইলা
নারী এক রমণী উৎপন্ন হন । মনুই
তাহাকে ইলা নামে অভিহিত করেন এবং
বলেন,—হে ভদ্রে ! তুমি আমার অনু-
গামিনী হও । ইলা পুত্রেষু প্রজাপতিকে
প্রত্যুত্তরে ধর্মযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগি-

তয়োঃ সকাশং যাস্তামি ন মাং ধর্মহতাং কুরু ॥
সৈবমুক্তা মনুং দেহং মিত্রাবরুণয়োরিলা ।
গত্যন্তিকং বরারোহা প্রাঞ্জলির্বা ক্যমব্রকীৎ ॥ ৯
ইলোবাচ ।
অংশেহস্মি যুবয়োজাতা দেবৌ কিং করবাণি
বাম্ ।
মনুনা চাহমুক্তা বা অনুগচ্ছস্ব মামিতি ॥ ১০
তো তথাবাদিনৌ সাধবীমিলাং ধর্মপরায়ণাম্ ।
মিত্রশ্চ বরুণশ্চোভাবুচতুস্তাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১
মিত্রাবরুণাবুচতুঃ ।
অনেন তব ধর্মোণ প্রশ্রয়েণ দমেন চ ।
সত্যেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতো স্যে বরবর্ণিনি ॥
আবয়োস্বং মহাভাগে খ্যাতিং কন্তেতি যাস্তসি
মনোর্বংশকরঃ পুত্রস্তুমেব চ ভবিষ্যসি ।
সুহৃদ্ব ইতি বিখ্যাতস্তিষু লোকেষু শোভনে ॥
জগৎপ্রিয়ো ধর্মশীলো মনোর্বংশবিবর্দ্ধনঃ ।
নিরুতা সা তু তচ্ছ্রুত্বা গচ্ছন্তী পিতুরন্তিকাৎ ॥
বুধেনাস্তরমাসাতা মৈথুনা যোপমম্বিতা ।

লেন । ইলা বলিলেন,—হে বাগ্ধবর ! আমি
মিত্রাবরুণের অংশে জন্মিয়াছি । অধুনা অগ্রে
আমি তাঁহাদের নিকটই যাই । আমাকে
অধর্ম-নিরতা করিবে না । ইলা মনুকে
এইরূপ বলিয়া মিত্রাবরুণের নিকট গমন-
পূর্বক তাঁহাদিগকে কৃতাজলিপুটে বলিলেন,
হে দেবদয় ! আমি আপনাদিগের উভয়ের
অংশে উৎপন্ন হইয়াছি ; আমি এক্ষণে
আপনাদের কি কার্য্য করিব, বলুন । প্রজা-
পতি মনু আমাকে তাঁহারই অনুগামিনী
হইতে বলিতেছেন । ১—১০ । সেই ধর্ম-
পরায়ণা সাধবী ইলা এই কথা কহিলে, মিত্র ও
বরুণদেব তাঁহাকে বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি !
তোমার এই ধর্ম, বিনয়, সত্য ও দম দ্বারা
আমরা প্রীত হইয়াছি । হে মহাভাগে !
তুমি আমাদিগের কণ্ঠ্য নামে প্রখ্যাত
হইবে এবং তুমিই মনুর বংশধর বিশ্বজন-
প্রিয় ধর্মশীল তনয় হইবে । ত্রিজগতে তুমি
সুহৃদ্ব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে । ইলা

সোমপুত্রাদবুধাধিপ্ৰাস্তাঃ জজ্ঞে পুরুষবাঃ ॥১৬
জনমিত্তা ততঃ সা তমিলা সুহৃদ্ব্যতাং গতা ।
সুহৃদ্ব্যস্ত তু দায়াদাস্তয়ঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ১৭
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্চ তো দ্বিজাঃ ।
উৎকলশ্চোৎকলা বিপ্রা বিনতাশ্চ পশ্চিমা ॥১৮
দিক্ পূর্বা মুনিশাৰ্দীলা গয়শ্চ তু গয়া স্মৃতা ।
প্রবিষ্টেষু তু মনো বিপ্রা দিবাকরমরিন্দমম্ ॥১৯
দশধা তৎপুনঃ ক্রতমকরোৎপৃথিবৌমিমাম্ ।
ইক্ষাকুর্জ্যেষ্ঠদায়াদো মধ্যদেশমবাণ্ডবান্ ॥২০
কণ্ঠাভাবাত্তু সুহৃদ্ব্যো নৈতদ্রাজ্যমবাণ্ডবান্ ।
বশিষ্ঠবচনাসীৎ প্রতিষ্ঠানে মহাত্মনঃ ॥ ২১
প্রতিষ্ঠা ধর্মরাজস্য সুহৃদ্ব্যস্ত দ্বিজোত্তমাঃ ।
তৎপুরুষবসে প্রাদাদ্রাজ্যং প্রাপ্য মহাযশাঃ ॥
মানবেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ স্ত্রীপুংসোল কণৈর্ধৃতঃ ।
ধৃতবাংস্তামিলেত্যেবং সুহৃদ্ব্যেতি চ বিজ্ঞতঃ ॥

তৎশ্রবণে সে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া
পিতার নিকটে যাইতে লাগিলেন । পথি-
মধ্যে সোমনন্দন বুধ তাঁহাকে মৈথুনার্ধ
আহ্বান করিলেন । তাহাতে রাজা পুরু-
ষবা উৎপন্ন হইলেন । ইলা পুত্র প্রসব
করিবার পর সুহৃদ্ব্যস্ত লাভ করিলেন ।
সুহৃদ্ব্যয়ের তিন পুত্র হইল । হে দ্বিজ-
গণ ! সেই পুত্রত্রয়ের নাম—উৎকল, গয়
ও বিনতাশ । উৎকলের উৎকল দেশ,
বিনতাশের পশ্চিম দেশ এবং গয়ের
পূর্বদিকস্থিত গয়া প্রদেশ অধিকৃত হয় ।
মহু সুরপুরে উপনীত হইলে, এই পৃথিবী
দশভাগে বিভক্ত হইয়াছিল । তন্মধ্যে
জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষাকু মধ্য দেশ লাভ করি-
লেন । কণ্ঠাভাব নিবন্ধন সুহৃদ্ব্য রাজ্য-
ভাগ প্রাপ্ত হইলেন না । বশিষ্ঠের বচনানু-
সারে তিনি প্রতিষ্ঠান নগরে বাস করিলেন ।
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সুহৃদ্ব্য ধার্মিক ও মহাত্মা
ছিলেন । তিনি প্রতিষ্ঠান রাজ্য লাভ
করিয়া তাহা পুরুষবাকে দান করিলেন ।
মহুপুত্র মহাযশা সুহৃদ্ব্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়
লকণেই আক্রান্ত ছিলেন । তিনি ইলা ও

নারিষ্যস্তাঃ শকাঃ পুত্রা নাতাগস্ত তু ভোঁ দ্বিজাঃ
অম্বরীমোহতবৎ পুত্রঃ পার্শ্ববর্ষভসন্তমঃ ॥ ২৪
ধৃষ্টস্ত ধাষ্টকং কত্রঃ রণদৃপ্তং বভূব হ ।
করুষস্ত চ কারুবাঃ কত্রিয়া যুদ্ধহর্মদাঃ ॥ ২৫
নাতাগধৃষ্টপুত্রাশ্চ কত্রিয়া বৈশ্বতাং গতাঃ ।
প্রাংশোরেকোহতবৎপুত্রঃ প্রজাপতিরিতি স্মৃতঃ
নারিষ্যস্তস্য দায়াদো রাজা দণ্ডধরো যমঃ
শর্ঘাতের্ষিথুনং তাসীদানর্ভো নাম বিজ্ঞতঃ ॥২৭
পুত্রঃ কণ্ঠা সুকণ্ঠা চ যা পত্নী চ্যবনস্ত হ ।
আনর্ভস্ত তু দায়াদো রৈবো নাম মহাত্মাতিঃ ॥
আনর্ভবিষয়শ্চৈব পুরী চাস্ত কুশস্থলী ।
রৈবস্ত রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্রী নাম ধার্মিকঃ ॥ ২৯
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ স তস্তাসীদ্রাজ্যং প্রাপ্য কুশস্থলীম্
স কণ্ঠাসহিতঃ ক্রত্বা গান্ধর্বং ব্রহ্মণোহন্তিকে ॥

সুহৃদ্ব্য উভয় নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।
হে দ্বিজগণ ! নারিষ্যস্তের পুত্র শক এবং
নাতাগের অম্বরীষ নামে এক প্রখ্যাত পুত্র
হয় । ধৃষ্টির পুত্র কত্র । কত্র ধার্মিক ও রণ-
হর্মদ ছিলেন । করুষের পুত্র কারুযনামক
কত্রিয়গণ অত্যন্ত যুদ্ধহর্মদ হয় । ১১—২৫ ।
নাতাগ ও ধৃষ্টের বংশধর কত্রিয় সন্তানেরা
বৈশ্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল । প্রাংশুর একমাত্র
পুত্র, ইনি প্রজাপতি নামে খ্যাতি লাভ
করেন । নারিষ্যস্তের বংশধর দণ্ডধর যম
রাজা হইয়াছিলেন । শর্ঘাতির এক পুত্র
ও এক কণ্ঠা উৎপন্ন হয় । পুত্রের নাম
আনর্ভ এবং কণ্ঠার নাম সুকণ্ঠা । সুকণ্ঠা
চ্যবন ঋষির ভাৰ্য্যা ছিলেন । রৈব নামে
আনর্ভের এক মহাপ্রভাব পুত্র হয় । আন-
র্ভের রাজধানী প্রসিদ্ধ কুশস্থলী পুরীতেই
ইনি বাস করেন । রৈবের রৈবত নামে
এক ধার্মিক পুত্র উৎপন্ন হয় । ইহার অপর
নাম ককুদ্রী । রৈবের শত পুত্রের মধ্যে
এই পুত্রই জ্যেষ্ঠ এবং ইনিই কুশস্থলী
রাজ্য লাভ করেন । রাজা রৈবত স্ত্রী
কণ্ঠা রৈবতীর সহিত ব্রহ্মলোকে গিয়া সঙ্গী-

মুহূর্তকৃতঃ দেবস্ত তসৌ বহুগং দ্বিজাঃ ।
 আজগাম স চৈবাত স্বাং পুরীং যাদবৈবর্তাম্ ॥
 কৃত্যং দ্বারবতীং নাম বহুদ্বারাং মনোরমাম্ ।
 ভোজকৃত্যককৈর্ভুগুং বসুদেবপুরোগমৈঃ ॥ ৩২
 তত্রৈব রৈবতো জাতা যথাততঃ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 কৃত্যং তাং বলদেবায় সুভদ্রাং নাম রেবতীম্ ॥
 দধা জগাম শিখরং মেরোস্তুপসি সংস্থিতঃ ।
 রেমে রামোহপি ধর্ম্মাত্মা রেবত্যা সহিতঃ সুখী
 মুনয় উচুঃ ।

কথং বহুগে কালে সমতীতে মহামতে ।
 ন জরা রেবতীং প্রাপ্তা রৈবতং চ ককুদ্দিনম্ ॥
 মেরুং গতস্ত বা তস্ত পর্যাতেঃ সন্ততিঃ কথম্ ।
 হিতা পৃথিব্যামতাপি শ্রোতুমিচ্ছাম ততঃ ॥ ৩৬

তাদি শ্রবণ করেন। হে দ্বিজগণ! তিনি তথায় ব্রহ্মার এক মুহূর্ত স্বরূপ মানুষ্যমানের বহু যুগ অবস্থান করিলেন। অনন্তর সে স্থান হইতে যাদবগণ-পরিবৃত বহু দ্বার-শালিনী দ্বারাবতী পুরীতে আগমন করেন। ঐ পুরী বসুদেবপ্রমুখ ভোজ, রুক্ষ ও অন্ধকগণ কর্তৃক সুরক্ষিত এবং উহা দেখিতে অতি মনোরম। হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর রাজা রৈবত তদীয় জাতব্য সমস্ত বিষয় যথাযথরূপে বিদিত হইয়া স্বীয় কন্যা সুভদ্রাচারিণী রেবতীকে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। কন্যাদানের পর তিনি তপস্কার্থ মেরুশিখরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে ধর্ম্মরত বলরাম বেবতী সহ মহাসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ২৬—৩৪। মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামতে সূত! রাজা রৈবত এবং তৎকন্যা রেবতী বহু কাল ব্রহ্মলোকে ছিলেন। সেই অতি দীর্ঘ কাল পরেও তাঁহারা জরাগ্রস্ত হইলেন না কেন? আর এক কথা, বৈবতই শর্ষাতির বংশধর ছিলেন। তিনি তপস্কার্থ মেরুশিখরে গমন করিলেন অথচ রাজা শর্ষাতির বংশধরেরা অতাপি ভূমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন, ইহাই বা কিরূপ? আমরা এ

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ন জরা ক্ষুৎপিপাসা বা ন মৃত্যুর্নিসন্তমাঃ ।
 ঋতুচক্রং প্রভবতি ব্রহ্মলোকে সদানঘাঃ ।
 ককুদ্দিনঃ স্বর্গলোকং তু রৈবতস্ত গতস্ত হ ॥ ৩৭
 কৃত্য পুণ্যজনৈর্বিপ্রা রাক্ষসৈঃ সা কুশস্থলী ।
 তস্ত ভাতৃশতং ঙ্গাসীদ্ধার্শ্বিকস্ত মহাশ্রমঃ ॥ ৩৮
 তদধ্যমানিং রক্ষোভির্দিশঃ প্রাক্রামদচ্যুতাঃ ।
 বিক্রতস্ত চ বিপ্রেন্দ্রাস্তস্ত ভাতৃশতস্ত বৈ ॥ ৩৯
 অববায়ন্ত সুমহাংস্তত্র তত্র দ্বিজোত্তমাঃ ।
 তেষাং হেতে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শর্ষাতা ইতি বিক্রতাঃ
 ক্ষত্রিয়া গুণসম্পন্না দিগ্ধু সর্বাশু বিক্রতাঃ ।
 সর্ষগঃ সর্ষগহনং প্রবিষ্টান্তে মহৌজসঃ ॥ ৪১
 নাভাগরিষ্ঠপুত্রো হৌ বৈশ্ণো ব্রাহ্মণতাং গতৌ
 ককুদস্ত তু কারুবাঃ ক্ষত্রিয়া বুদ্ধদৃশ্যদাঃ ॥ ৪২
 পৃষঙ্গো হিংসায়িত্বা তু গুরোর্গাং দ্বিজসন্তমাঃ ।

সকল যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি। লোম-হর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিবরগণ! ব্রহ্মলোকে জরা নাই, মৃত্যু নাই, বা ক্ষুৎপিপাসাদি কোনই ক্লেশ নাই। ঋতুগণ সেখানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। রাজা রৈবত ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দুষ্কৃতি-পরায়ণ বহু রাক্ষস কর্তৃক তদীয় কুশস্থলীপুরী বিধ্বস্ত হয়। মহাত্মা রৈবতের শত ভাতা সবেও রাক্ষসেরা সেই পুরী নষ্ট করে। ভাতৃগণ নিক্রপায় হইয়া নানা দিকে পলায়ন করেন। হে বিপ্রগণ! তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে যেখানে পলাইয়া গিয়া বাস স্থাপন করিলেন, সেই সেই ধানেই তাঁহার বংশবিস্তার হইতে লাগিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সেই মহা-প্রভাবসম্পন্ন সন্তান-সন্ততিগণ সকলেই অরণ্যভূমি আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারাশি শর্ষাতির বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নাভাগ এবং ধৃষ্টের দুই পুত্র প্রথমে বৈশ্ণ হইয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি। কারুষের পুত্র ক্ষত্রিয়গণ রণ-দৃশ্য হইলেন। পৃষঙ্গ, গুরুর গাতী হিংসা

শাপাচ্ছৃৎস্বাপন্নো নবৈভে পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥৪৩
বৈবস্বতস্ত তনয়া যুনের্কৈ যুনিসত্তমাঃ ।
কুবতস্ত মনোবিপ্রা ইক্ষাকুরভবৎ সূতঃ ॥ ৪৪
তস্ত পুত্রশতং ত্রাসীদিক্ষাকোভূরিদক্ষিণম্ ।
তেষাং বিকুক্ষির্জ্যেষ্ঠস্ত বিকুক্ষিতাদযোধতাম্ ॥৪৫
প্রাপ্তঃ পরমধর্ম্যজ্ঞ সোহযোধ্যাধিপতিঃ প্রভুঃ ।
শকুনিপ্রমুখাস্তস্ত পুত্রাঃ পঞ্চশতং সূতাঃ ॥ ৪৬
উত্তরাপথদেশস্ত রক্ষিতারো মহাবলাঃ ।
চত্বারিংশদশাষ্টৌ চ দক্ষিণশ্চাং তথা দিশি ॥৪৭
বশাতিপ্রমুখাশ্চাত্তে রক্ষিতারো দ্বিজোত্তমাঃ ।
ইক্ষাকুস্ত বিকুক্ষিঃ বা অষ্টকায়ামথা দিশং ॥৪৮
মাংসমানয় আন্ধার্থং যুগান্ হত্বা মহাবল ।
আন্ধকর্ম্মণি চোদ্দিষ্টে অকৃতে আন্ধকর্ম্মণি ॥ ৪৯

করিয়া তদীয় শাপে শৃঙ্গ প্রাপ্ত হন । হে
যুনিবরগণ ! বৈবস্বত মনুর নয়টী পুত্রের কথা
ব্যক্ত করিলাম । হে বিপ্রগণ ! মনু যখন
ক্ষুবণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ইক্ষাকু-
নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । ইক্ষাকুর এক
শত পুত্র হইয়াছিল । তাঁহারা সকলেই
প্রচুর দক্ষিণা দানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।
তাঁহাদের মধ্যে বিকুক্ষি সর্বজ্যেষ্ঠ ও
বিক্রান্ত ছিলেন । সেই ধর্ম্যজ্ঞ বিকুক্ষি
অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয়
আধিপত্য বিস্তার করেন । তাঁহার
শকুনি প্রমুখ পঞ্চ শত পুত্র উৎপন্ন
হয় । সেই পুত্রগণ সকলেই মহাবল-
পরাক্রান্ত ছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে
অষ্টপঞ্চাশৎ জন উত্তরাপথের রক্ষা কার্যে
নিযুক্ত হইলেন । শশাদ প্রমুখ অপরাপর
ভ্রাতৃগণ দক্ষিণদিক্ রক্ষার ভার গ্রহণ
করেন । হে দ্বিজগণ ! একদা ইক্ষাকু
অষ্টকাত্তা উপলক্ষে পুত্র বিকুক্ষিকে বলি-
লেন,—হে মহাবল ! আমি আন্ধ করিব,
তুমি শশদিগকে নিহত করিয়া আন্ধার্থ মাংস
আনয়ন কর । পুত্র বিকুক্ষি উদ্দিষ্ট আন্ধ-
কার্য্য সম্পন্ন না হইতেই শশমাংস ভক্ষণ
করিয়া যুগয়ার গমন করেন তখন হইতে

ভক্ষয়িত্ব শশং বিপ্রা শশাদো যুগয়াঃ গতঃ ।
ইক্ষাকুণা পরিত্যক্তো বসিষ্ঠবচনাৎ প্রভুঃ ॥৫০
ইক্ষাকৌ সংহিতে বিপ্রাঃ শশাদস্ত নৃপোহভূৎ
শশাদস্ত তু দায়াদঃ ককুৎস্থো নাম বীর্ঘবান্ ॥
অনেনাস্ত ককুৎস্থস্ত পৃথুশ্চানেনসঃ সূতঃ ।
বিস্টরাশ্বঃ পৃথোঃ পুত্রস্তস্মাদার্কস্বজায়ত ॥ ৫২
আর্কস্ত যুবনাশ্বস্ত আবস্তস্তৎসূতো দ্বিজাঃ ।
জজ্ঞে আবস্তকো রাজা আবস্তী যেন নির্মিতা ।
আবস্তস্ত তু দায়াদো বৃহদশ্বো মহীপতিঃ ।
কুবলাশ্বঃ সূতস্তস্ত রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৪
যঃ স ধুকুবধাজাজা ধুকুমারত্বমাগতঃ ।
মুনয় উচুঃ ।

ধুকোর্বধং মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ ।
যদ্বধাৎকুবলাশ্বোহসৌ ধুকুমারত্বমাগতঃ ॥ ৫৬
লোমহর্ষণ উবাচ ।
কুবলাশ্বস্ত পুত্রাণাং শতমুত্তমধর্ম্মিনীম্ ।
সর্কৈ বিদ্যাস্ত নিবাতা বলবন্তো হ্রাসদাঃ ॥৫৭

তাঁহার নাম হয় শশাদ । শশাদের ব্যব-
হারে ইক্ষাকু বিরক্ত হইয়া বসিষ্ঠের আদেশ
মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন । হে বিপ্র-
গণ ! ইক্ষাকুর পরলোক গমনের পর পুন-
রায় শশাদ আসিয়া অযোধ্যায় বাস করেন ।
শশাদের পুত্র বীর্ঘবান্ ককুৎস্থ । ককুৎ-
স্থের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু,
পৃথুর পুত্র বিষ্টরাশ্ব, তৎপুত্র আর্ক, আর্কের
যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্বের পুত্র আবস্ত । এই
আবস্ত হইতেই আবস্তি পুরী নির্মিত হইয়া-
ছিল । রাজা আবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র
কুবলাশ্ব, এই কুবলাশ্ব পরম ধার্ম্মিক
ছিলেন । ইনি ধুকু নামক দৈত্যকে বিনাশ
করিয়া ধুকুমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।
৩৫—৫৬ । যুনিগণ কহিলেন,—হে সূত !
আমরা ধুকুর বধ এবং কুবলাশ্বের ধুকুমার
নামপ্রাপ্তির বিবরণ যথার্থ শুনিতে ইচ্ছা
করি । লোমহর্ষণ কহিলেন,—কুবলাশ্বের
এক শত পুত্র ছিল । ঐ পুত্রগণ সকলেই

বহুবুধাধিকাঃ সৰ্বে যজ্ঞানো ভূরিদক্ষিণাঃ ।
 কুবলাখং পিতা রাজো বৃহদশো স্তযোজয়ৎ ॥
 পুত্রসংক্রামিতশ্চ বনং রাজা বিবেশ হ ।
 তমুত্তকোহথ বিপ্রাঃ প্রয়াস্তং প্রত্যবারয়ৎ ॥
 উত্তক উবাচ ।

ভবতা রক্ষণং কাৰ্য্যং তচ্চ কর্তুং ত্বমহঁসি ।
 নিকৃদ্বিগন্তপশ্চৰ্ত্তুং ন হি শক্ৰোমি পার্থিব ॥ ৬০
 যমাশ্রমসমীপে বৈ সমেষু মরুধবসু ।
 সমুদ্রো বালুকাপূর্ণ উদালক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬১
 দেবতানামবধ্যশ্চ মহাকাযো মহাবলঃ ।
 অক্লভমিগতস্তত্র বালুকাস্তহিতো মহান্ ॥ ৬২
 রাক্ষসশ্চ মধোঃ পুত্রো ধুকুর্নাম মহাসুরঃ ।
 শেতে লোকবিনাশায় তপ আস্থায় দাক্ষণম্ ॥
 সংবৎসরশ্চ পর্য্যন্তে স নিশ্বাসং বিমুঞ্চতি ।
 যদা তদা মহী তত্র চলতি স্ম নরাধিপ ॥ ৬৪
 তশ্চ নিঃশ্বাসবাতেন রজ উক্লয়তে মহৎ ।

বিশিষ্ট ধৰ্ম্মী, বিদ্বান্, বলবান্, দুৰ্দ্ধৰ্ষ, ধাৰ্ম্মিক,
 যজ্ঞা ও ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। বৃহদশ পুত্র
 কুবলাখকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।
 পুত্র রাজশ্রী লাভ করিলে তিনি বনগমনে
 উচ্ছত হয়েন। বিপ্রাঃ উত্তক তাঁহাকে বন-
 গমনে নিষেধ করিয়া বলেন, হে পার্থিব!
 তুমি নিজ হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার গ্রহণ
 কর, নতুবা আমি নিকৃদ্বিগে তপস্শাচরণ
 করিতে পারিতেছি না। আমার আশ্রমের
 নিকটবর্তী সমতল প্রদেশে সমুদ্র-বালুকাময়
 এক ভূমিভাগ আছে। মধু নামক রাক্ষসের
 পুত্র ধুকু নামে এক মহাসুর সেই ভূমির
 অভ্যন্তরে বালুকাস্তপে অস্তহিত হইয়া
 রহিয়াছে। ঐ মহাকায মহাসুর অত্যন্ত
 বলবান্। দেবগণও তাহাকে বধ করিতে
 অক্ষম। সে দাক্ষণ তপস্শা অবলম্বনপূর্বক
 লোক-বিনাশের জন্তই তথায় শয়ান রহি-
 য়াছে। ঐ মহাসুর সম্বৎসর পরে এক
 একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। বলিতে কি,
 হে রাজান্! তাহার সেই এক একটা নিশ্বা-
 সেই সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠে।

আদিত্যপথমাবৃত্য সপ্তাহং ভূমিকম্পনম্ ॥ ৬৫
 সবিন্দুলিঙ্গং সাক্ষারং সধুমমতিদাক্ষণম্ ।
 তেন তাত ন শক্ৰোমি তস্মিন্ স্বাতুঃ
 স্ব আশ্রমে ॥ ৬৬ ॥
 তং মারয় মহাকাযং লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 লোকাঃ স্বস্থা ভবন্ত্যত্র তস্মিন্ বিনিহতে ত্বয়া ॥
 ত্বং হি তন্ত বধায়ৈকঃ সমর্থঃ পৃথিবীপতে ।
 বিষ্ণুনা চ বরো দত্তো মহৎ পূৰ্ব্বযুগে নৃপ ॥ ৬৭
 যন্তং মহাসুরং রৌদ্রং হনিষ্যতি মহাবলম্ ।
 তশ্চ ত্বং বরদানেন তেজশ্চাখ্যাপয়িষ্যসি ॥ ৬৮
 ন হি ধুকুর্নহাতেজাস্তেজসান্নেন শক্যতে ।
 নির্দগ্ধুঃ পৃথিবীপাল চিরং যুগশ্চৈতরপি ॥ ৭০
 বীৰ্য্যঞ্চ স্তুমহত্তশ্চ দেবৈরপি ত্বয়াসদম্ ।
 স এবমুক্তো রাজর্ষিকৃতক্লেণ মহাত্মনা ।
 কুবলাখং সূতং প্রাদাস্তস্মৈ ধুকুনিবর্হণে ॥ ৭১

তাহার নিশ্বাস-বায়ুতে প্রবল ধূলিরাশি
 সমুখিত হইয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত আদিত্য-পথ
 আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; সপ্তাহ যাবৎ ভূমি-
 কম্প হইতে থাকে। তখন সধুম জনিত
 অন্ধারসকল অতি দাক্ষণ্যকারে নিপতিত
 হয়। হে তাত! সেই কারণে আমি আমার
 আশ্রমে তিষ্ঠিতে পারি না। অতএব জগ-
 তের হিতের জন্ত তুমি সেই মহাকায
 মহাসুরকে বিনাশ কর। সেই অসুর
 তোমার হস্তে নিহত হইলে, সমস্ত লোক
 স্বাস্থ্য লাভ করুক। হে পৃথিবীপতে! তাহাকে
 বধ করিতে তুমিই একমাত্র সমর্থ। পুরা-
 কালে বিষ্ণু আমাকে বরদান প্রসঙ্গে বলিয়া-
 ছিলেন যে, যে ব্যক্তি সেই প্রচণ্ডমহাসুরকে
 বধ করিবে, তুমি বর প্রদান করিয়া তাহার
 তেজ বর্দ্ধিত করিয়া দিবে। হে নৃপ! সেই
 মহাতেজা ধুকু প্রকৃতই দুৰ্দ্ধৰ্ষ; অগ্ন তেজ
 দ্বারা শতযুগেও তাহাকে দগ্ধ করা যাইবে
 না। ৫৭—৭০। তাহার বিপুল বীৰ্য্য; দেব-
 গণও তাহার সে বীৰ্য্য দমন করিতে অক্ষম।
 মহাত্মা উত্তক এই কথা কহিলে সেই রাজর্ষি
 স্বীয় পুত্র কুবলাখকে সেই ধুকুবধের জন্ত

বৃহদংশ উবাচ ।

ভগবন্ত্যস্তশস্ত্রোহময়ং তু তনয়ো মম ।

ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধুকুমারো ন সংশয়ঃ ॥ ৭২

লোমহর্ষণ উবাচ ।

স তং ব্যাদিশু তনয়ং রাজর্ষিধুকুমারণে ।

জগাম পূর্বতায়ৈব নৃপতিঃ সংশতব্রতঃ ॥ ৭৩

কুবলাশ্ব পুত্রাণাং শতেন সহ ভো দ্বিজাঃ ।

প্রায়াত্তত্ক্ষসহিতো ধুকুমাস্তম্ নিবর্হণে ॥ ৭৪

তমাবিশতদা বিষ্ণুস্তেজসা ভগবান্ প্রভুঃ ।

উত্তমস্তু নিয়োগাট্টে লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥

তস্মিন্ প্রয়াতে তুর্কর্ষে দিবি শব্দো মহানভুৎ ।

এষ ক্রীমানবধ্যোহু ধুকুমারো ভবিষ্যতি ॥ ৭৬

দিব্যৈর্গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ তং দেবাঃ সমবাকিরন

দেবহৃদুভয়শ্চৈব প্রণেহুদ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৭৭

স গহ্বা জয়তাং শ্রেষ্ঠস্তনয়েঃ সহ বীৰ্য্যবান্ ।

প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন, হে ভগবন্ !

আমি শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি । এই আমার

পুত্র কুবলাশ্বকে প্রেরণ করিলাম । ইহারই

হস্তে ধুকু বিনষ্ট হইবে । লোমহর্ষণ কহিলেন,

—নরধর্তি বৃহদংশ এই বলিয়া স্বীয় তনয়কে

ধুকু-বধে আদেশপূর্বক ব্রতাবলম্বন করত

পূর্বতায়ৈব প্রস্থান করিলেন । কুবলাশ্ব-

পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বীয়

শতপুত্র সমভিব্যাহারে সেই উত্তমের সহিত

ধুকু-বধের জন্ত যাত্রা করিলেন । উত্তম ঋষির

অম্বলোকে এবং লোকসমূহের হিতৈষণায়

ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তেজ দ্বারা কুবলাশ্ব

দেহে আবিষ্ট হইলেন । মহর্ষি উত্তমের

নিয়োগে লোক-হিত-কামনায় কুবলাশ্ব যখন

অসুর-বিনাশনার্থ যাত্রা করিলেন ; তখন

আকাশে একটা মহাশব্দ আবির্ভূত হইল ।

সেই শব্দের মর্ম্ম এই যে, এই ক্রীমান্

কুবলাশ্ব অদ্য অক্ষতদেহে ধুকু অসুরকে

বিনাশ করিবেন । এই বলিয়া বিমানচারি-

গণ কুবলাশ্বের চারিদিকে দিব্য দিব্য গন্ধ

ও মাল্যাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।

তখন হিতপ্রদ দেবহৃদুভি সকল নিনাদিত

সমুদ্রঃ খানখানাম বালুকাস্তরমব্যয়ম্ ॥ ৭৮

তস্ম পুত্রৈঃ খনন্তিচ বালুকাস্তহিতস্তদা ।

ধুকুরাসাদিতো বিপ্রা দিশমাবৃত্য পশ্চিমাম্ ॥ ৭৯

মুখজেনাগ্নিনা ক্রোধাল্লোকানুদ্বর্তয়ন্নিব ।

বারি স্তম্ভাব বেগেন মহোদধিরিবোদয়ে ॥ ৮০

সোমশ্চ মুনিশার্দ্দূলা বরোশ্মিকলিলো মহান্ ।

তস্ম পুত্রশতং দক্ষঃ ত্রিভিরুনস্ত রক্ষসা ॥ ৮১

ততঃ স রাজা হ্যতিমান্ রাক্ষসং তং মহাবলম্

আসসাদ মহাতেজা ধুকুং ধুকুবিনাশনঃ ॥ ৮২

তস্ম বারিময়ং বেগমাপীয় স নরাধিপঃ ।

যোগী যোগেন বহ্নিক শময়ামাস বারিণা ॥ ৮৩

নিহত্য তং মহাকায়ং বলেনোদকরাক্ষসম্ ।

উত্তমঃ দর্শয়ামাস কৃতকর্ম্মা নরাধিপঃ ॥ ৮৪

উত্তমস্ত বরং প্রাদাত্তৈশ্চ রাজ্ঞে মহাত্মনে ।

•হইতে লাগিল । বিজয়িপ্রবর• বীৰ্য্যবান্

কুবলাশ্ব ধুকু-বধার্থ যাত্রা করিয়া সর্বাগ্রে

বালুকাপূর্ণ সমুদ্র-খননে প্রবৃত্ত হইলেন ।

কুবলাশ্বের পুত্রগণ সমুদ্র খনন করিতে

করিতে সেই বালুকাস্তূপের মধ্যগত ধুকু

অসুরকে প্রাপ্ত হইলেন । হে বিপ্রগণ !

সেই অসুর ক্রোধভরে তদীয় মুখজাত অগ্নি

দ্বারা সমস্ত পশ্চিম দিক্ আপূরিত করিয়া

লোক সকল উদ্বেজিত করিতেছিল ।

চন্দ্রোদয়ে মহোশ্মি-কল্লোলময় মহাসাগরের

বারি যেমন সবেগে প্রবাহিত হয়, সেই

অসুর তখন সেইরূপ বেগে জলাকারে

আপতিত হইল । অবিলম্বে সেই ধুকু

রাক্ষসের হস্তে কুবলাশ্বের শত পুত্রের মধ্যে

তিনটা ব্যতীত আর সমস্তই নিহত হইল । ৭১-

৮১। অনন্তর সেই প্রভাবশালী রাজা কুবলাশ্ব

মহাবল ধুকু অসুরের নিকটবর্তী হইলেন ।

তিনি ধুকুর জলময় বেগ পান করিয়া তদীয়

মুখজাত অগ্নি যোগময় বারিদ্বারা প্রশমিত

করিয়া ফেলিলেন । পরে তাহাকে বলপূর্বক

নিহত করিয়া নরপতি কৃতকৃত্য হইলেন ।

এবং সেই মহাসুরের বিপুল শব্দেহ

মহর্ষি উত্তমকে দেখাইলেন ! মহর্ষি উত্তমও

দদৌ তস্তাক্ষয়ং বিত্তং শত্রুভিষ্চাপরাজিতম্ ॥
 ধর্ম্যে রতিঞ্চ সততং স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্ ।
 পুত্রাণাং চাক্ষয়াল্লোকান্ স্বর্গে যে রক্ষস হতাঃ
 তুস্ত পুত্রাঙ্কয়ঃ শিষ্টা দৃঢ়াশো জ্যেষ্ঠ উচ্যতে ।
 চক্রাশ্বকপিলাশো তু কনৌয়াংসৌ কুমারকৌ ॥৮৭
 ধৌকুমারেদৃঢ়াশ্বস্ত হর্যশ্চাশ্বজঃ স্মৃতঃ ।
 হর্যশ্বস্ত নিকুন্তোহভূৎ কলধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৮৮
 সংহতাশো নিকুন্তস্ত স্মৃতো রণবিশারদঃ ।
 অকুশাশ্বকুশাশ্বো তু সংহতাশ্বস্মৃতো দ্বিজাঃ ॥৮৯
 তস্ত হৈমবতী কন্যা সতাং মতা দৃষদতী ।
 বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পুত্রচাস্তাঃ প্রসেনজিৎ
 লেভে প্রসেনজিভ্যার্য্যং গৌরীং নাম
 পতিব্রতাম্ ।
 অভিষক্তা তু সা ভদ্রা নদী বৈ বাহুদাভবৎ ॥
 তস্ত পুত্রো মহানাসীদযুবনাশো নরাধিপঃ ।
 মাঙ্কাতা যুবনাশস্ত ত্রিলোকবিজয়ী স্মৃতঃ ॥৯২

তখন সেই মহাত্মা রাজাকে অনেকরূপ বর
 প্রদান করিলেন । ঋষির বরে রাজার
 অক্ষয় বিত্ত, শত্রু কর্তৃক অপরাজয়, সতত
 ধর্ম্যে রতি, অক্ষয় স্বর্গবাস এবং রাক্ষস
 কর্তৃক নিহত পুত্রগণের স্বর্গপ্রাপ্তি
 ঘটিল । কুবলাশ্বের যে তিন পুত্র ছিল,
 তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দৃঢ়াশ্ব এবং কনিষ্ঠ
 চক্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব । কুবলাশ্বের জ্যেষ্ঠপুত্র
 দৃঢ়াশ্বের হর্যশ্ব নামে এক পুত্র হয় । হর্য-
 শ্বের পুত্র কলধর্ম্ম-রত নিকুন্ত । নিকুন্তের
 পুত্র রণদক্ষ সংহতাশ্ব । সংহতাশ্বের দুই
 পুত্র উৎপন্ন হয় । তাহাদের নাম অকু-
 শাশ্ব ও কুশাশ্ব । তাহাঁর একটি কন্যা
 ছিল ; সেই কন্যার নাম হৈমবতী । হৈমবতী
 ত্রিলোকমধ্যে দৃষদতী নামেও বিখ্যাতা
 ছিলেন । হৈমবতীর প্রসেনজিৎ নামে এক
 পুত্র উৎপন্ন হয় । প্রসেনজিৎ গৌরী নামে
 এক ভাৰ্য্যা লাভ করেন । গৌরী স্বামি-
 কর্তৃক অভিষক্ত হইয়া বাহুদা নামী নদী
 হইয়াছিলেন । রাজাধিরাজ যুবনাশ প্রসেন-
 জিৎের পুত্র ছিলেন । যুবনাশের মাঙ্কাতা

তস্ত চৈত্ররথী ভাৰ্য্যা শশবিন্দোঃ স্মৃতান্তবৎ
 সাধ্বী বিন্দুমতী নাম রূপেণাসদৃশী ভুবি ॥ ৯৩
 পতিব্রতা চ জ্যেষ্ঠা চ ভাতৃণামস্মৃতস্ত বৈ ।
 তস্তামুৎপাদয়ামাস মাঙ্কাতা ধৌ স্মৃতো দ্বিজাঃ
 পুরুকুৎসঞ্চ ধর্ম্মজং মুচুকুন্দঞ্চ পার্থিবম্ ।
 পুরুকুৎসস্ত স্ত্রীসৌভ্রসদস্যুর্মহীপতিঃ ॥ ৯৫
 নর্ম্মদায়ামথোৎপন্নঃ সম্ভূতস্তস্ত চাশ্বজঃ ।
 সম্ভূতস্ত তু দায়াদগ্নিধ্বা রিপুমর্দনঃ ॥ ৯৬
 রাজাস্থধ্বনস্তাসৌদ্বিধাঃস্ত্রীয়াক্রণঃ প্রভুঃ ।
 তস্ত সত্যব্রতো নাম কুমারোহভূন্নহাবলঃ ॥৯৭
 পরিগ্রহণমস্তাণাং বিদ্বৎ চক্রে স্মৃৎস্মৃতিঃ
 যেন ভাৰ্য্যা কতোদ্বাহা হতা চৈব পরস্ত হ ॥ ৯৮
 বাল্যাং কামাচ্চ মোহাচ্চ সাহসচ্চাপলেন চ ।
 জহার কন্যাং কামার্তঃ কস্তচিৎ পুরবাসিনঃ ॥৯৯
 অধর্ম্মশঙ্কনা তেন তং স ত্রয়াক্রণোহত্যজৎ ।

নামে এক ত্রিলোকবিজয়ী পুত্র হয় । ৮২-৯৩ ।
 মাঙ্কাতা শশবিন্দু-স্মৃতা চৈত্ররথীর পাণিগ্রহণ
 করেন । চৈত্ররথীর অপর নাম বিন্দুমতী ।
 বিন্দুমতী সাধ্বী এবং অলোকসামান্য
 রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন । তাহাঁর দশ
 সহস্র ভাতা ছিল । তিনি তাহাদের
 জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন । হে দ্বিজগণ !
 মাঙ্কাতা বিন্দুমতীর গর্ভে দুই পুত্র
 উৎপাদন করেন । সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে
 একজনের নাম পুরুকুৎস এবং অপর
 রের নাম মুচুকুন্দ । উক্ত দুই পুত্রই ধর্ম্মজ
 রাজা ছিলেন । পুরুকুৎসের পুত্র মহীপতি
 ত্রসদস্যু । ত্রসদস্যুর নর্ম্মদা নামী পত্নীর
 গর্ভে সম্ভূত নামে এক পুত্র হয় । সম্ভূতের
 পুত্র রিপুমর্দন ত্রিধ্বা । তাহাঁর পুত্র বিজ্ঞা
 ও প্রভাব-সম্পন্ন ত্রয়াক্রণ । ত্রয়াক্রণের
 সত্যব্রত নামে এক পুত্র হয় । সত্যব্রত
 কোমারকাল হইতেই মহাবলসম্পন্ন । তিনি
 দুর্বুদ্ধি বশতঃ স্বীয় বিবাহ-ব্যাপারে মস্তপাঠে
 বিদ্বৎ উৎপাদন করেন, এবং তৎপূর্বে তৎ-
 কর্তৃক এক পরস্ট্রী অপহৃত হইয়াছিল ।
 পরে তিনি বাল্যচাপল্য, কাম, মোহ ও

অপধ্বংসেতি বহুশো বদন ক্রোধসমমিতঃ ॥
সোহব্রবীৎ পিতরং ত্যক্তঃ ক গচ্ছামীতি বৈ
মুহঃ ।

পিতা চ তমথোবাচ ঋপাকৈঃ সহ বর্তয় ॥ ১০১
নাহং পুত্রেণ পুত্রার্থী ত্র্যাদ্য কুলপাংসন ।
ইত্যুক্তঃ স নিরাক্রামন্নগরাদ্ভচনাৎ পিতুঃ ॥
ন চ তং বারয়ামাস বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।
স তু সত্যব্রতো বিপ্রাঃ ঋপাকাবসথাস্তিকে ॥
পিত্রা ত্যক্তোহবসদীরঃ পিতাপ্যস্ত বনং যযৌ
ততস্তন্নিঃসৃত্য বিষয়ে নাবৰ্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ১০৪
সমা দ্বাদশ ভো বিপ্রান্তেনাধর্ম্যেণ বৈ তদা ।
দারাস্ত তস্ত বিষয়ে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥
সংহ্রস্ত সাগরাস্তে তু চকার বিপুলং তপঃ ।
তস্ত পত্নী গলে বদ্ধ্বা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্ ॥

সাহস বশতঃ জনৈক পুরবাসীর কন্যা অপ-
হরণ করেন। এই অপরাধে রাজা ত্র্য-
কুণি অধর্ম্ম-শঙ্কায় সেই পুত্রকে পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন। পরিত্যাগকালে ক্রোধের
সহিত বারবার ‘অপধ্বংস অপধ্বংস’ এইরূপ
বাক্য প্রয়োগ করেন। পুত্র ত্যক্ত হইয়া
তখন পিতাকে বলিল,—আমি কোথায়
যাইব? পিতা তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,
—তুই চণ্ডালগণের সহিত বাস কর। রে
কুলপাংসন! আমি তোমার ন্যায় পুত্র দ্বারা
পুত্রবান্ হইতে চাই না। পিতা এই কথা
কহিলে, সত্যব্রত নগর হইতে নির্গত হই-
লেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিও তাহাকে বারণ
করিলেন না। হে বিপ্রগণ! সত্যব্রত
পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চণ্ডালদিগের
আবাসপ্রাপ্তে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।
সত্যব্রতের পিতা ত্র্যাকুণিও বনে গমন
করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর অধ-
র্ম্মের প্রকোপে ঈশ্বর দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত সেই
রাজ্যে বর্ষণ করিলেন না; মহাতপা বিশ্বা-
মিত্র সেই রাজ্যেরই কোন এক আশ্রমে
নিজের পত্নী ও পুত্রাদি রাখিয়া সাগরতীরে
গমনপূর্ব্বক বিপুল তপস্বী করিতেছিলেন।

শেষস্ত ভরণার্থায় ব্যক্তীগাদগোশতেন বৈ ।
তং চ বদ্ধং গলে দৃষ্ট্বা বিক্রয়ার্থং নৃপাশ্রজঃ ॥
মহর্ষিপুত্রং ধর্ম্মাত্মা মোক্ষয়ামাস ভো বিজাঃ ।
সত্যব্রতো মহাবাহুভরণং তস্ত চাকরোৎ ॥ ১০৫
বিশ্বামিত্রস্ত তুষ্টির্থমমুকম্পার্থমেব চ ।
সোহভবদগালবো নাম গলে বদ্ধায়হাতপাঃ ॥
মহর্ষিঃ কৌশিকো ধীমান্ভুস্তেন বীরেণ মোক্ষিতঃ
ইতি শ্রীভ্রাক্ষে মহাপুরাণে স্বর্ঘ্যবংশনিক্রপণং
নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

সত্যব্রতস্ত ভক্ত্যা চ কৃপয়া চ প্রতিজ্ঞয়া ।
বিশ্বামিকলত্রং তু বভার বিনয়ে স্থিতঃ ॥ ১
হত্বা যুগান্ বরাহাংশ্চ মহিষাংশ্চ বনেচরান্ ।

রাজ্যমধ্যে দারুণ অনাভাব উপস্থিত হওয়ায়
বিশ্বামিত্রের পত্নী তাঁহার মধ্যম পুত্রটীর
গলে রজ্জু বাঁধিয়া, অন্যান্য সম্ভানদিগকে
বাঁচাইবার জন্য তাহাকে গোশত-বিনিময়ে
বিক্রয় করিলেন। ধর্ম্মাত্মা নৃপনন্দন সত্য-
ব্রত সেই মহর্ষিপুত্রের গলদেশ রজ্জু দ্বারা
আবদ্ধ দেখিয়া বিশ্বামিত্রের তুষ্টির জন্য
তাহাকে মোচন করেন। গলদেশ বন্ধন-
গ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া সেই মহাতপা গালব
নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। বীর্য-
শালী রাজপুত্র সত্যব্রত উক্ত কার্য
দ্বারা মহর্ষি কৌশিককে মোচন করিয়া-
ছিলেন। ১০—১০৮ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭

অষ্টম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন, মহাত্মা সত্যব্রত
ঈশ্বর স্বাভাবিক কৃপা, ভক্তি ও প্রতিজ্ঞা
বশে বিনীতভাবে বিশ্বামিত্রের পরিবারবর্গ

বিখ্যামিত্রাশ্রমাত্যাসে মাংসং বৃক্ষে বৃক্ষ চ ॥২
 উপাংগুত্রতমাহায় দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ।
 পিতুর্নিয়োগাদবসন্তস্মিন্ বনগতে নৃপে ॥ ৩
 অযোধ্যাং চৈব রাজ্যং চ তথৈবাস্তঃপুরং মুনিঃ
 যাজ্ঞোপাধ্যায়সংযোগাদ্বসিষ্ঠঃ পর্য্যরক্ষত ॥ ৪
 সত্যব্রতস্ত বাল্যাক্ত ভাবিনোহর্থস্ত বৈ বলাৎ
 বসিষ্ঠেহভ্যধিকং মনুষ্যঃ ধারয়ামাস নিত্যশঃ ॥৫
 পিত্রা হি তং তদা রাষ্ট্রান্ত্যজ্যমানং প্রিয়ং
 স্মৃতম্ ।

নিবারয়ামাস মুনির্বহ্না কারণেন ন ॥ ৬
 পাণিগ্রহণমজ্ঞাণাং নিষ্ঠা স্তাৎ সপ্তমে পদে ।
 ন চ সত্যব্রতস্তম্মাদ্ভবান্ সপ্তমে পদে ॥ ৭
 জানন্ ধর্ম্মংবসিষ্ঠস্ত ন মাং ত্রাতীতি ভো দ্বিজাঃ
 সত্যব্রতস্তদা রোষং বসিষ্ঠে মনসাকরোৎ ॥ ৮

প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি বনেচর যুগ, বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি নিহত করিয়া বিখ্যামিত্রের আশ্রমসমীপস্থ এক মহীকূহে বন্ধন করিয়া রাখিয়া দিতেন। পিতার নিয়োগক্রমে তিনি বনে আসিয়া দীক্ষাগ্রহণান্তে উপাংগুত্রত অবলম্বন করেন। দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত সেই নিয়মে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হয়। সত্যব্রতের পিতা বনগমন করিলে, পৌরোহিত্য ও অধ্যাপকতা সম্পর্কে মুনিবর বশিষ্ঠই অযোধ্যাপুরী, রাজকীয় অন্তঃপুর ও সমস্ত রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। সত্যব্রত বাল্যকাল হইতেই ভবিতব্যতা-বশে বশিষ্ঠের প্রতি অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধ হইবার প্রবল কারণ এই যে, তাঁহার পিতা যখন তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করেন, তাহাতে বশিষ্ঠ তখন কোন বাধা প্রদান করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ সপ্তপদ গমন হইলেই বিবাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সত্যব্রত তাহা করেন নাই; কিন্তু বশিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও তাঁহাকে সেই অধর্ম্ম হইতে পরিজ্ঞান করেন নাই। এই দুই কারণেই বশিষ্ঠের প্রতি সত্যব্রত মনে

গুণবুদ্ধ্য তু ভগবান্ বসিষ্ঠঃ কৃতবীঃস্তথা ।
 ন চ সত্যব্রতস্তস্ত তমুপাংগুমমুধ্যত ॥ ৯
 তস্মিন্নপরিতোষণে পিতুরাসীন্নহাত্মনঃ ।
 তেন দ্বাদশ বর্ষাণি নাবর্ষং পাকশাসনঃ ॥ ১০
 তেন দ্বিদানীং বিহিতাং দীক্ষাং তাং হর্ব্বহাঃ
 ভুবি ।
 কুলস্ত নিষ্কৃতিবিপ্রাঃ কৃতা সা বৈ ভবেদিত ॥১১
 ন তং বসিষ্ঠো ভগবান্ পিত্রা ত্যক্তং স্তবারয়ৎ
 অভিষেক্যাম্যহং পুত্রমশ্বেত্যেবংমতিশ্রুনিঃ ॥
 স তু দ্বাদশ বর্ষাণি তাং দাক্ষ্যামবহ্নলৌ ।
 অবিক্রমানে মাংসে তু বসিষ্ঠস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৩
 সর্ব্বকামহৃদ্যাং দোগ্ধীং স দদর্শ নৃপাত্মজঃ ।
 তাং বৈ ক্রোধাক্ত মোহাক্ত শ্রমাক্তেব ক্ষুধাবিতঃ
 দেশধর্ম্মগতো রাজা জঘান মুনিমন্তমাঃ ।

মনে জাত-ক্রোধ হইয়াছিলেন। এদিকে ভগবান্ বশিষ্ঠ কিন্তু মঙ্গলবুদ্ধিতেই তৎসমস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু সত্যব্রত সে রহস্ত বুঝিতে পারেন নাই, না বুঝিয়াই বশিষ্ঠের প্রতি তাঁহার কোপ হয়। ১—৯। এদিকে সত্যব্রতের প্রতি তৎপিতা মহাত্মা ত্র্যম্বাকৃণির দারুণ ক্রোধ জন্মে। এই সকল কারণে পাকশাসন রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ বর্ষণ করেন না। এই দৈব কোপ প্রশমিত করিয়া নিজ কুলের নিষ্কৃতি করিবার জন্তই সত্যব্রত কঠোর দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত দীক্ষিতভাবে অবস্থান করিতেছেন; একদা তাঁহার মাংসাত্মক হইল। তিনি তখন বশিষ্ঠমুনির একটি সর্ব্বকামপ্রদা হৃদবতী গাভী দেখিতে পাইলেন। তদর্শনে ভাবিলেন, বশিষ্ঠ আমার অনিষ্ট করিয়াছেন, আমার বন-নির্বাসন-ব্যাপারে তিনি কোন আপত্তি করেন নাই অথবা আমাকে যে আর কখন আমার পৈতৃকরাজ্যে অভিষেক করিবেন, সে বিষয়েও কোন মত প্রকাশ করিতেছেন না। হে মুনিবরগণ! সেই রাজপুত্র সত্যব্রত এই সকল ভাবিয়া ক্ষুধিতভাবে ক্রোধে,

তন্মাংসং স স্বয়ং চৈব বিশ্বামিত্রস্ত চান্ধজান্ ॥১৫
ভোজয়ামাস তক্ষুহা বসিষ্ঠোহপ্যস্ত চূড়ুধে ॥১৬
বসিষ্ঠ উবাচ ।

পাতয়েয়মহং ক্রুর তব শঙ্কুমসংশয়ম্ ।
যদি তে দ্বাবিমৌ শঙ্কু ন স্মাতাং বৈ কৃতৌ পুনঃ
পিতৃশ্চাপরিতোষণে গুরুদোষদ্বীবধেন চ ।
অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ
এবং ত্রীণ্যস্ত শঙ্কুনি তানি দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ ।
ত্রিশঙ্কুরিত্যহোবাচ ত্রিশঙ্কুস্তেন স স্মৃতঃ ॥১৯
বিশ্বামিত্রস্ত দারাণামনেন ভরণং কৃতম্ ।
তেন তস্মৈ বরং প্রাদানুনিঃ প্রীতস্ত্রিশঙ্কবে ।
ছন্দ্যমানো বরেণাথ ংরং বস্ত্রে নৃপাত্মজঃ ।
সশরীরো ব্রজে স্বর্গমিত্যেবং ষাচিতো বরঃ ॥
অনারুষ্টিভয়ে তস্মিন্ গতে দ্বাদশবার্ষিকে ।
পিত্রো রাজোহভিষিচ্যাথ যাজয়ামাস পার্থিবম্

মোহে, ও শ্রমে অভিভূত হইয়া বশিষ্ঠ
মুনির সেই দুগ্ধবতী গাভীকে হত্যা করি-
লেন। পরে নিজে তাহার মাংস খাইলেন
এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রগণকেও সেই মাংস
খাওয়াইলেন। মুনিবর বশিষ্ঠ এই গোহত্যা
ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
হইলেন। তিনি বলিলেন,—রে ক্রুর! আমার
শাপে অবশ্যই তুই অধঃপতিত হইবি।
পিতার অপরিতোষ আর এই গুরুর গো-
হত্যা, তোর যে কেবল এই দ্বিবিধ শঙ্কু
হইয়াছে, তাহা নয়, অপ্রোক্ষিতের উপযোগ
হেতু তোর এক্ষণে এই ত্রিবিধ শঙ্কু উপ-
স্থিত। মহাতপা বশিষ্ঠ এইরূপে তাহার
ত্রিবিধ শঙ্কু দেখিয়া তাহাকে ত্রিশঙ্কুর নামে
অভিহিত করিলেন। সেই হইতে সত্যব্রত
ত্রিশঙ্কু আখ্যায় বিখ্যাত হইলেন। তিনি
বিশ্বামিত্রের পরিবারবর্গ পালন করিয়া-
ছিলেন। তখন বিশ্বামিত্র আগমনপূর্বক
প্রীত হইয়া ত্রিশঙ্কুকে বর প্রদান করেন।
ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গগমন প্রার্থনা করিয়া-
ছিলেন। বিশ্বামিত্র তাহাকে সেই বরই
দান করিলেন। অনন্তর দ্বাদশবর্ষব্যাপী

মিষতাং দেবতানাং চ বসিষ্ঠস্ত চ কৌশিকঃ ।
দিবমারোপয়ামাস সশরীরং মহাতপাঃ ॥ ২৩
তস্ত সত্যরথা নাম পত্নী কৈকেয়বংশজা ।
কুমারং জনয়ামাস হরিশ্চন্দ্রমকম্ববম্ ॥ ২৪
স বৈ রাজা হরিশ্চন্দ্রশৈব ইতি স্মৃতঃ ।
আহর্তা রাজস্বয়স্ত সত্যাভিতি ই বিজ্ঞতঃ ॥ ২৫
হরিশ্চন্দ্রস্ত পুত্রোহভূদ্রোহিতো নাম পার্থিবঃ ।
হরিতো রোহিতস্তাথ চকুর্হারিত উচ্যতে ॥২৬
বিজয়শ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাশ্চকুপুত্রো বভূব হ ।
জেতা স সর্বপৃথিবীং বিজয়স্তেন স স্মৃতঃ ॥২৭
কুরুকন্তনয়স্তস্ত রাজা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ ।
কুরুকস্ত বৃকঃ পুত্রোবৃকাহাছ জজ্জিবান্ ॥২৮
হৈহয়ান্তালজজ্যাশ্চ নিরশ্চুস্তি স্ম তং নৃপম্ ।
তৎপত্নী গর্ভমাদায় ঔর্ধ্বস্থাশ্রমমাবিশৎ ॥ ২৯

অনারুষ্টিভয় অপগত হইলে বিশ্বামিত্র মুনি
ত্রিশঙ্কুকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া
স্বয়ং তাঁহার পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন।
পরে দেবগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠকে অবজ্ঞা
করিয়া ত্রিশঙ্কু রাজাকে মহাতপা বিশ্বামিত্র
সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। কেকয়-
রাজ-নন্দিনী সত্যরথা নামী পত্নীর গর্ভে
ত্রিশঙ্কুর হরিশ্চন্দ্র নামে এক নিম্পাপ পুত্র
জন্মিয়াছিল। সেই হরিশ্চন্দ্রই পরে রাজ-
পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি
রাজস্বয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ
সত্যাভি উপাধি লাভ করেন। ১০—২৫।
হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে এক পুত্র হয়।
রোহিতের হরিত, চকু ও হারীত নামে তিন
পুত্র জন্মে। তাহাদের মধ্যে চকুর এক পুত্র
হয়। সেই পুত্রের নাম বিজয়। ইনি
সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন বলিয়া
বিজয় নাম প্রাপ্ত হন। বিজয়ের পুত্র
কুরুক। কুরুক নিখিল রাজধর্ম্মে বিচক্ষণ
ছিলেন। কুরুকের পুত্র বৃক। বৃকের পুত্র
বাহ। হৈহয় ও তালজজ্য রাজগণ বৃকে
বাহকে বিনাশ করেন। বাহর গর্ভবতী
পত্নী পলায়নপূর্বক, ঔর্ধ্বের আশ্রমে গিয়া

নাভ্যেৰ্ধঃ ধাৰ্মিকৈশ্চৈব স হ ধৰ্মযুগেহভবৎ ।
 সগরস্ত সূতো বাহোৰ্ষস্তে সহ গরেনৈব ॥ ৩০
 ঔৰ্বশ্চাশ্রমমাসক্ত ভার্গবোভিরক্ষিতঃ ।
 আগ্নেয়ব্রতঃ লব্ধা চ ভার্গবাঃ সগরো নৃপঃ ॥ ৩১
 জিগায় পৃথিবীঃ হত্বা তালজজ্ঞান্ সহৈহয়ান্ ।
 শকানাং পহ্লবানাং চ ধৰ্ম্যঃ নিরসদচ্যুতঃ ।
 কত্ৰিয়াণাং মুনিশ্ৰেষ্ঠাঃ পরিদনাং চ ধৰ্ম্যবিৎ ॥ ৩২
 মুনয় উচুঃ ।

কথং স সগরো জাতো গরেনৈব সহচ্যুতঃ ।
 কিমর্থঃ চ শকাদীনাং কত্ৰিয়াণাং মর্হোজসাম্ ॥
 ধৰ্ম্মানুকুলোচিতান্ রাজা ক্রুদ্ধো নিরসদচ্যুতঃ ।
 এতন্নঃ সৰ্ব্বমাচক্ৰ বিস্তরেণ মহামতে ॥ ৩৪
 লোমহর্ষণ উবাচ ।

বাহোৰ্যাসনিনঃ পূৰ্ব্বং হতং রাজ্যমভূৎ কিল ।
 হৈহয়েস্তালজজ্ঞৈশ্চ শকৈঃ সার্কৈঃ দ্বিজোত্তমাঃ

আশ্রয়কা করেন। বাহুরাজ সেই ধৰ্ম্মযুগে
 তদীয় পূৰ্ব্বপুরুষগণের স্থায় অত্যধিক ধৰ্ম্ম-
 পায়ণ ছিলেন না। গরের সহিত সগর
 নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই
 পুত্র ঔৰ্ব মুনির আশ্রমে জন্ম গ্রহণ করে।
 বহুবি ভার্গব ঔৰ্ব তাহাকে রক্ষা করেন।
 সগর ভার্গবের নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ
 করিয়া তৎপ্রভাবে হৈহয়গণ সহ সমস্ত
 তালজজ্ঞাদিগকে নিহত করেন। হে মুনি-
 শ্ৰেষ্ঠগণ! এইরূপে সমস্ত পৃথিবী সগরের
 বশীভূত হয়। তিনি শক, পহ্লব ও পারদ
 কত্ৰিয়দিগকে ধৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া
 দেন। ২৬—৩২। মুনিগণ কহিলেন,—কিরূপে
 সগর রাজা বনমধ্যে গর সহ উৎপন্ন
 হইলেন? এবং কি জন্তই বা তিনি ক্রুদ্ধ
 হইয়া, মহাপ্রভাব-সম্পন্ন শক প্রভৃতি
 কত্ৰিয়রাজগণের স্ব স্ব কুলোচিত ধৰ্ম্ম
 দূরীকৃত করিলেন? হে মহামতে! এই
 সকল আমাদিগের নিকট বিস্তৃতরূপে
 ব্যক্ত করুন। লোমহর্ষণ কহিলেন,—
 বাহুরাজ অত্যন্ত ব্যসনাসক্ত হইয়া
 পড়িলে, তদীয় সমস্ত রাষ্ট্র বিপক্ষগণ-

যবনাঃ পারদাশ্চৈব কাছোজাঃ পহ্লবাস্থথা ।
 এতে হপি গণাঃ পঞ্চ হৈহয়ার্থে পরাক্রমন্ ॥ ৩৬
 হতরাজ্যস্তদা রাজা স বৈ বাহুবনং যযৌ ।
 পত্ন্যা চানুগতো দুঃখী তত্র প্রাণানবাস্থজৎ ॥
 পত্নী তু যাদবী তস্ত সগর্ভা পৃষ্ঠতোহস্থগাৎ ।
 সপত্ন্যা চ গরস্তশ্চৈব দন্তঃ পূৰ্ব্বং কিলানঘাঃ ॥ ৩৮
 সা তু ভৰ্ত্তৃশ্চিতাঃ কৃত্বা বনে তামভ্যরোহত ।
 ঔৰ্বশ্চাঃ ভার্গবো বিপ্রাঃ কারুণ্যাৎ সমবারয়ৎ
 তস্তাশ্রমে চ গর্ভঃ স গরেনৈব সহচ্যুতঃ ।
 ব্যজায়ত মহাবাহুঃ সগরো নাম পার্থিবঃ ॥ ৪০
 ঔৰ্বশ্চ জাতকর্মাদীঃস্তস্ত কৃত্বা মহাত্মনঃ ।
 অধ্যাপ্য বেদশাস্ত্রাণি ততোহস্তঃ প্রত্যপাদয়ৎ
 আগ্নেয়ং তু মহাতাগা অমরৈরপি দুঃসহম্ ।
 স তেনাস্তবলেনাজৌ বলেন চ সমধিতঃ ॥ ৪২
 হৈহয়ান্ বিজঘানান্ত ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশূনিব ।

কর্তৃক অপহৃত হয়। হৈহয় ও তালজজ্ঞগণ
 এই রাজ্যহরণ ব্যাপারে প্রধানতঃ লিপ্ত
 হইয়াছিল। শক, যবন, পারদ, কাছোজ,
 ও পহ্লবগণ এই কার্যে হৈহয়গণের সহায়তা
 করিয়াছিল। বাহুরাজের রাজ্য অপহৃত
 হইলে তিনি পত্নীর সহিত দুঃখিতভাবে বন-
 গমন করেন এবং সেইখানেই তাঁহার
 প্রাণবিয়োগ হয়। তৎপত্নী যাদবী গর্ভবতী
 ছিলেন। তিনি সেই অশ্রুতেই পতির
 অনুগমন করেন। তাঁহার সপত্নী পূৰ্বে
 তাঁহাকে গর অর্থাৎ বিষ প্রদান করিয়াছিল।
 তিনি পতির চিতাসজ্জা করিয়া নিজেও
 তাহাতে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন।
 কিন্তু ভার্গব ঔৰ্ব কারুণ্যবশতঃ তাঁহাকে সে
 কার্য হইতে বিরত করেন। পরে তিনি সেই
 ঔৰ্বাশ্রমেই গরসহ এক পুত্র প্রসব করেন।
 এই পুত্র শেষে সগর নামে বিখ্যাত রাজা
 হন। ঔৰ্ব সেই মহাত্মার জাত-কর্মাদি সম্পা-
 দন করিয়া তাঁহাকে যথারীতি বেদাদি শাস্ত্র
 অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। অনন্তর সগরকে
 তিনি আগ্নেয়াদি অস্ত্রে শিক্ষিত করেন।
 ৩৩—৪১। হে মহাতাগগণ! এই আগ্নেয়া-

আজহার চ লোকেষু কীৰ্ত্তিঃ কীৰ্ত্তিমতাং বরঃ ॥
ততঃ শকাংশ্চ যবনান্ কাষোজান্ পারদাংস্তথা
পহুবান্শ্চৈব নিঃশেষান্ কর্ত্তুং ব্যবসিতো নৃপঃ
তে বধ্যমানা বীরেণ সগরেণ মহাত্মনা ।
বসিষ্ঠঃ শরণং গহা প্রণিপেতুৰ্মনীষিণম্ ॥ ৪৫
বসিষ্ঠস্তথ তান দৃষ্ট্বা সময়েন মহাত্ম্যতিঃ ।
সগরং বারয়ামাস তেযাং দম্বাভয়ং তদা ॥ ৪৬
সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং তু গুরোৰ্বাক্যং নিশম্য চ
ধৰ্ম্মং জঘান তেযাং বৈ বেশানন্তাংশ্চকার হ ॥
অৰ্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসজ্জয়ৎ ।
যবনানাং শিরঃ সৰ্ব্বং কাষোজানাং তথৈব চ ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহুবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ ।
নিঃস্বাধ্যায়বঘট্কারাঃ কৃতান্তেন মহাত্মনা ॥ ৪৭
শকা যবনকাষোজাঃ পারদাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।

স্তের প্রতাপ অমরগণেরও দুঃসহ। বলবান
সগর ক্রুদ্ধ হইয়া সেই প্রধান অস্ত্রের
প্রভাবে সংগ্রামে হৈহয়গণকে সংহার করেন।
তাহার সেই সংহারকাৰ্য্য ক্রুদ্ধ রুদ্রকৃত
পশুগণের সংহারের স্থায় হইয়াছিল। সেই
কীৰ্ত্তিশালীদিগের অগ্রণী সগর ত্রিলোক-
মধ্যে অতুল কীৰ্ত্তি অর্জন করিয়াছিলেন।
হৈহয়গণের নিধন সাধনের পর তিনি শক,
যবন, কাষোজ, পারদ ও পহুবদিগকে
নিপুল করিতে উদ্যত হইলেন। মহাত্মা
সগর কর্তৃক তাহারা হস্তমান হইয়া মনুষ্য
বশিষ্ঠের শরণ লইল এবং তাঁহাকে প্রণিপাত
করিল। মহাত্ম্যতি বশিষ্ঠ তাহাদিগকে
শরণাগত দেখিয়া অভয় দানপূর্বক সগরকে
তাহাদিগের নিধন ব্যাপার হইতে নিবারণিত
করিলেন। সগর গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া
তাহাদিগের ধৰ্ম্মনাশ ও বেশবিন্যাস-ব্যত্যয়
করিয়া দিলেন। তিনি শকদিগের মস্তক
এবং কাষোজ ও যবনদিগের সমস্ত মস্তক
মুণ্ডন করিয়া বিতর্জিত করিলেন। তাহার
প্রভাবে পারদগণ মুক্তকেশ ও পহুবগণ
শ্মশ্রুধারী হইল। শক, যবন, কাষোজ
ও পারদগণের স্বাধ্যায় ও বঘট্কার প্রভৃতি

কোনিসর্পা মাহিষকা দৰ্কাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ ।
সর্কে তে কত্রিয়া বিপ্রা ধৰ্ম্মন্তেযাঃ নিবাসিতাঃ
বসিষ্ঠবচনাদ্রাজা সগরেণ মহাত্মনা ॥ ৪৮
স ধৰ্ম্মবিজয়ী রাজা বিজিত্যেমাং বশুধরাম্ ।
অশ্বং প্রচারয়ামাস বাজিমেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ৪৯
তস্তা চারয়তঃ সোহশ্বঃ সমুদ্রে পূর্বদক্ষিণে ।
বেলাসমীপেহপহতো ভূমিঃ চৈব প্রবেশিতঃ ॥
স তং দেশং তদা পুত্রৈঃ খানয়ামাস পার্শ্বিণঃ ।
আসেহুস্তে তদা তত্র খন্ত্যমানে মহার্ষবে ॥ ৫০
তমাদিপুরুষং দেবং হরিং কৃকং প্রজাপতিম্ ।
বিষ্ণুং কপিলরূপেণ স্বপন্তং পুরুষং তদা ॥ ৫১
তস্তা চক্ষুঃসমুত্থেন তেজসা প্রতিবুধ্যতঃ ।
দম্বাঃ সর্কে মুনিশ্রেষ্ঠাশ্চত্বারস্ববশেষিতাঃ ॥ ৫২
বহ্নিকৈতুঃ সূকেতুশ্চ তথা ধৰ্ম্মরথো নৃপঃ ।
শূরঃ পঞ্চনদশ্চৈব তস্তা বংশকরা নৃপাঃ ॥ ৫৩

কিছুই রহিল না। সগর সে সকল রহিত
করিয়া দিলেন। এতদ্বির বশিষ্ঠের আদেশ
অনুসারে কোণসর্প, মাহিষক, দর্ক, চোল ও
কেরল প্রভৃতি আরও কতিপয় কত্রিবংশ
তৎকালে অশ্বধারী মহাত্মা সাগর কর্তৃক
স্বধৰ্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই
ধৰ্ম্মবিজয়ী রাজা সগর এইরূপে সমস্ত
পৃথিবী জয় করিয়া অশ্বমেধে দীক্ষিত হই-
লেন, তৎকণাৎ যজ্ঞীয় অশ্ব নিপুণ হইল।
অশ্ব বাইতে যাইতে পূর্বদক্ষিণ দিকে সমুদ্র-
বেলার সমীপে উপস্থিত হইলে, সেখান
হইতে সে অপহৃত ও ভূগর্ভে প্রবেশিত
হইল। তখন সগরের পুত্রগণ পিতার
আদেশে সেই দেশ খনন করিলেন। মহা-
সাগর খনিত হইলে তাহারা সেখানে আদি-
দেব কৃক বিষ্ণু প্রজাপতি কপিলরূপী স্বপ্ন
ধ্যাননিষ্ঠ পুরুষ হরিকে প্রাপ্ত হইলেন। সেই
পরম পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি নেত্র-
তেজে সগরসন্তানদিগকে দম্ব করিয়া ধ্বংস-
লেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সগরের সন্তানগণের
মধ্যে চারিজন মাত্র দম্বাবশিষ্ট ছিলেন।
৪২—৫৬। সেই চারিজনের নাম,—বহ্নি-

প্রাদাক্ষ তনৈঃ ভগবান্ হরিনারায়ণো বরম্ ।
 অক্ষয়ং বংশমিচ্ছাকোঃ কীর্ত্তিং চাপ্যনিবর্তিনীম্
 পুত্রং সমুদ্রং চ বিভূঃ স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্ ।
 সমুদ্রচার্য্যমাদায় ববন্দে তং মহীপতিম্ ॥ ৫৯
 সাগরম্বং চ লেভে স কৰ্ম্মণা তেন তস্মৈ হ ।
 স্বৰ্গাশ্বমেধিকং সোহম্বং সমুদ্রাদ্ধপলকবান্ ॥ ৬০
 আজহারাম্বমেধানাং শতং স সুমহাতপাঃ ।
 পুত্রাণাং চ সহস্রাণি যষ্টিস্তুশ্চেতি নঃ শ্রুতম্ ॥

মুনয়ঃ উচুঃ ।

সগরাস্ত্রাজা বীরাঃ কথং জাতা মহাবলাঃ ।
 বিক্রান্তাঃ যষ্টিসাহস্রা বিধিনা কেন সত্তম ॥ ৬২

লোমহর্ষণ উবাচ ।

হে ভার্য্যে সগরাস্ত্রাজাঃ তপসা দক্ষকিঞ্চিধে ।
 জ্যেষ্ঠা বিদর্ভহুহিতা কেশিনী নাম নামতঃ ॥

কেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন । এই
 চারি পুত্র হইতে সগরবংশ বিস্তৃত হইয়া-
 ছিল । ভগবান্ নারায়ণ সগরকে বর দিয়া
 বলিয়াছিলেন, ইচ্ছাকুবংশ অক্ষয় হইবে ।
 তাঁহার কীর্ত্তি কখন বিলুপ্ত হইবে না ।
 তুমি সমুদ্রকে পুত্ররূপে লাভ করিবে এবং
 অস্ত্রে তোমার অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে ।
 নারায়ণের বর প্রদানের পর সমুদ্র অর্ঘ্য
 লইয়া সেই মহীপতি সগরকে বন্দনা করেন ।
 এই কৰ্ম্মহেতু তিনি সাগরম্ব প্রাপ্ত হইলেন ।
 সগর সেই আশ্বমেধিক অশ্ব সমুদ্রের নিকট
 হইতেই লাভ করেন । পরে সেই মহাযশা
 এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-
 ছিলেন । আমরা শুনিয়াছি, সগররাজের
 যষ্টিসহস্র পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । ৫৭—৬১ ।
 মুনিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন ! আপনি
 বলুন, সগররাজের পুত্রগণ এরূপ বীৰ্য্যশালী,
 বলবান্ ও বিক্রান্ত হইয়াছিলেন কিরূপে ?
 এবং সগররাজই বা কোন্ বিধিবলে যষ্টি
 সহস্র পুত্র লাভ করেন ? লোমহর্ষণ কহি-
 লেন,—সগররাজের দুই ভার্য্যা । উভয়েই
 তপঃপুত্র । ভগ্নাধ্য জ্যেষ্ঠা বিদর্ভরাজের

কনীয়সী তু মহতী পত্নী পরমধর্ম্মিণী ।
 অরিষ্টনেমিহুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভূবি ॥ ৬৪
 ঔর্ধ্বস্তাভ্যাং বরং প্রাদাত্তদবুধ্যধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ
 যষ্টিং পুত্রসহস্রাণি গৃহ্নাত্ত্বেকা নিভম্বিনী ॥ ৬৫
 একং বংশধরং হ্রেকা যথেষ্টং বরয়তিতি ।
 তত্রৈকা জগৃহে পুত্রান্ যষ্টিসাহস্রসম্মিতান্ ॥ ৬৬
 একং বংশধরং হ্রেকা তথেষ্ট্যাহ ততো মুনিঃ
 রাজা পঞ্চজনো নাম বভূব স মহাত্ম্যতিঃ ॥ ৬৭
 ইতরা সুষূবে তুহীং বীজপূর্ণামিতি শ্রুতিঃ ।
 তত্র যষ্টিসহস্রাণি গর্ভান্তে তিলসম্মিতাঃ ॥ ৬৮
 সন্দভূবুর্যথাকালং ববুধুচ যথাসুখম্ ।
 স্বতপূর্ণেষু কুন্তেষু তান্ গর্ভান্নিদধে ততঃ ॥ ৬৯
 ধাত্রীশৈবৈকশঃ প্রাদাত্তাবতীঃ পোষণে নৃপঃ ।

হুহিতা । তাঁহার নাম কৌশিকী । কনিষ্ঠা
 ভার্য্যা অরিষ্টনেমির কন্যা । তিনি পরম
 ধর্ম্মচারিণী ছিলেন । রূপে গুণে তাঁহার
 স্ত্রায় রমণী ভূতলে প্রায় ছিল না । হে দ্বিজ-
 গণ ! মহর্ষি ঔর্ধ্ব সগরের সেই দুই পত্নীকে
 বরদানে উত্তম হইয়া বলেন, 'তোমাদের
 উভয়ের মধ্যে একজনে যষ্টিসহস্র পুত্র
 এবং অপর জন একটা মাত্র বংশকর পুত্র
 লাভ করিতে পারিবে । এক্ষণে তোমাদের
 যাহার যেরূপ অভিলাষ, প্রার্থনা কর । তখন
 মুনির আদেশ অনুসারে একজনে যষ্টিসহস্র
 পুত্র ও অপর জনে একটা মাত্র পুত্র প্রাপ্তির
 প্রার্থনা জানাইলেন । ঔর্ধ্ব ঋষি বলিলেন—
 'তথাস্ত' । অনন্তর কেশিনী সগর হইতে
 পঞ্চজন নামে এক পুত্র প্রসব করেন ।
 সগরের অপর পত্নী এক তুহী প্রসব
 করেন । শুনিয়াছি, সেই তুহী বীজে
 পরিপূর্ণ ছিল । তাহাতে তিলের আকারে
 যষ্টি সহস্র গর্ভ অবস্থিত ছিল । ঐ
 সকল গর্ভ যথাকালে উৎপন্ন এবং বর্ধিত
 হয় । স্বত-পরিপূর্ণ কুন্তসমূহে ঐ গর্ভ সকল
 রক্ষিত হইয়াছিল । অনন্তর যথাকালে
 যথাক্রমে এক একটা কুমার আবির্ভূত হইতে

• ততো দশসু মাসেষু সমুত্তমুর্ধ্বধাক্রমম্ ॥ ৭০
কুমারান্তে যথাকালং সগরজীতিবর্দ্ধনাঃ ।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি তন্ত্ৰৈবমভবন্ দ্বিজাঃ ॥ ৭১
গর্ভাদলাবুমধ্যাহ্নে জাতানি পৃথিবীপতেঃ ।
তেষাং নারায়ণং তেজঃ প্রবিষ্টানাং মহাত্মনাম্
একঃ পঞ্চজনো নাম পুত্রো রাজা বভূব হ ।
শূরঃ পঞ্চজনস্তাসীদংশুমান্নাম বীৰ্য্যবান্ ॥ ৭৩
দিলীপস্তস্ত তনয়ঃ খট্ৱাঙ্গ ইতি বিশ্রুতঃ ।
যেন স্বর্গাদিহাগত্য মুহূর্তং প্রাপ্য জীবিতম্ ॥
ত্রয়োহভিসন্ধিতা লোকা বুদ্ধা সত্যেন চানঘাঃ
দিলীপস্ত তু দায়াদো মহারাজো ভগীরথঃ ॥ ৭৫
যঃ স গঙ্গাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠামবাতারয়ত প্রভুঃ ।
সমুদ্ভূতানয়চ্চৈনাং হুহিতুহেহপ্যকল্পয়ৎ ॥ ৭৬
তস্মাদ্ভাগীরথী গঙ্গা কথ্যতে বংশচিন্তকৈঃ ।
ভগীরথসুতো রাজা ঋত ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ৭৭

লাগিল। তাহাদের প্রত্যেকের রক্ষণা-
বেক্ষণের জন্য এক একটা ধাত্রী নিযুক্ত
হইল। সেই সকল পুত্র দর্শনে সগরের
আর আনন্দের অবধি রহিল না। হে
দ্বিজগণ! অলাবুমধ্যাহ্ন গর্ভ হইতে এই-
রূপে সগররাজের ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন
হইয়াছিল। কপিলরূপী নারায়ণের তেজে
সেই সকল মহাত্মা সগর-সন্তান বিলীন
হইলে, কেশিনীর একমাত্র পুত্র পঞ্চজনই
রাজা হইয়াছিলেন। পঞ্চজনের পুত্র বীৰ্য্য-
বান্ অংশুমান্। তৎপুত্র দিলীপ। ইনি
খট্ৱাঙ্গ নামে বিশ্রুত ছিলেন। এই খট্ৱাঙ্গই
স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমনপূর্বক মুহূর্তমাত্র
জীবন পাইয়া সত্যবলে লোকত্রয় অভি-
সন্ধিত করিয়াছিলেন। দিলীপ হইতে মহা-
রাজ ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন। এই ভগী-
রথই সরিষরা গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে ভূপৃষ্ঠে
অবতারণ করেন এবং সমুদ্রের সহিত
সম্মিলিত করিয়া তাঁহাকে হুহিতুহে কল্পনা
করিয়া লয়েন। এই কারণে গঙ্গা ভাগীরথী
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ভগীরথের
পুত্র ঋত। ইনি একজন বিখ্যাত রাজা

নাভাগস্ত ঋতস্তাসীৎ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ।
অম্বরীষস্ত নাভাগিঃ সিন্ধুদ্বীপপিতাভবৎ ॥ ৭৮
অযুতাজিত দায়াদঃ সিন্ধুদ্বীপস্ত বীৰ্য্যবান্ ।
অযুতাজিৎসুতস্তাসীদতুপর্ণো মহাযশাঃ ॥ ৭৯
দিব্যাক্ষহৃদয়জ্ঞো বৈ রাজা নলসখো বলী ।
ঋতুপর্ণসুতস্তাসীদার্তপর্ণির্নহাযশাঃ ॥ ৮০
সুদাসস্তস্ত তনয়ো রাজা ইন্দ্রসখোহভবৎ ।
সুদাসস্ত সূতঃ প্রোক্তঃ সৌদাসো নাম পার্থিবঃ
খাতঃ কল্যাণপাদো বৈ রাজা মিত্রসহোহভবৎ
কল্যাণপাদস্ত সূতঃ সর্বকর্ম্মোতি বিশ্রুতঃ ॥ ৮২
অনরণ্যস্ত পুত্রোহভূদ্বিশ্রুতঃ সর্বকর্ম্মণঃ ।
অনরণ্যসুতো নিম্নো নিম্নোতো দ্বৌ বভূবতুঃ
অনমিত্রো রঘুশ্চৈব পার্থিববর্ষভসন্তমৌ ।
অনমিত্রসুতো রাজা বিদ্বান্ হুনিহুহোহভবৎ ॥
দিলীপস্তনয়স্তস্ত রামস্ত প্রপিতামহঃ ।
দীর্ঘবাহুর্দিলীপস্ত রঘুর্নামা সূতোহভবৎ ॥ ৮৫
অযোধ্যায়াং মহারাজো যঃ পুরাসীমহাবলঃ ।
অজস্ত রাববো জজ্ঞে তথা দশরথোহপ্যজাৎ ॥
রামো দশরথাজ্জজ্ঞে ধর্ম্মাত্মা সুমহাযশাঃ ।

ছিলেন। ঋতের পুত্র পরম ধার্মিক
নাভাগ। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ।
অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। তৎপুত্র বীৰ্য্য-
বান্ অযুতাজিৎ। তৎপুত্র মহাযশা ঋতু-
পর্ণ। ঋতুপর্ণ দিব্য অক্ষ-হৃদয়জ্ঞ ও নল-
রাজের সখা ছিলেন। ঋতুপর্ণের পুত্র
যশস্বী আর্তিপর্ণি। তৎপুত্র সুদাস। ইনি
ইন্দ্রের সখা ছিলেন। সুদাসের পুত্র রাজা
সৌদাস। ইনি কল্যাণপাদ নামে বিখ্যাত
হইয়াছিলেন। কল্যাণপাদের পুত্র সর্বকর্ম্মা।
তৎপুত্র বিখ্যাত অনরণ্য। তৎপুত্র নিম্ন
নিম্নের দুই পুত্র অনমিত্র ও রঘু। ইহারা
দুইজনেই মহীপতিদিগের অগ্রণী ছিলেন।
অনমিত্রের পুত্র বিদ্বান্ হুনিহুহ। ৬২—৮৪।
তৎপুত্র দিলীপ। ইনি রামচন্দ্রের প্রপিতামহ
ছিলেন। দিলীপের পুত্র মহাবাহু রঘু।
মহাবল রঘু অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন।
তাঁহার পুত্র অজ। অজের পুত্র দশরথ।

রামস্ত তনয়ো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিসংক্রিতঃ ॥
 অতিথিঃ কুশাজ্জজ্ঞে ধর্ম্মাত্মা সুমহার্যশাঃ ।
 অতিথেষ্টভবৎপুত্রো নিষধো নাম বীৰ্য্যবান্ ॥
 নির্ধনস্ত নলঃ পুত্রো নভঃ পুত্রো নলস্ত তু ।
 নভস্ত পুণ্ডরীকস্ত ক্ষেমধবা ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৮১
 ক্ষেমধবস্তুতস্তাসীদেবানীকঃ প্রতাপবান্ ।
 আসীদহীনগুণাম দেবানীকায়জঃ প্রভুঃ ॥ ৮২
 অহীনগোস্ত দায়াদঃ সুধবা নাম পার্থিবঃ ।
 সুধবনঃ সূতশ্চাপি ততো জজ্ঞে শলো নৃপঃ ॥
 উক্যো নাম স ধর্ম্মাত্মা শলপুত্রো বভূব হ ।
 বজ্রনাভঃ সূতস্তস্ত নলস্তস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৮৩
 নলো দ্বাবেব বিখ্যাতো পুরাণে মুনিসত্তমাঃ ।
 বীরসেনাযজ্ঞৈশ্চ যশেচক্ষাকুকুলোদ্বহঃ ॥ ৮৪
 ইক্ষাকুবংশপ্রভবাঃ প্রাধাত্যেন প্রকীর্তিতাঃ ।
 এতে বিবস্বতো বংশে রাজানো ভূরিতেজসঃ
 পঠন্ সম্যগিমাং সৃষ্টিমাদিত্যস্ত বিবস্বতঃ ।
 আন্ধদেবস্ত দেবস্ত প্রজানাং পুষ্টিদস্ত চ ।
 প্রজাবানেতি সাযুজ্যমাদিত্যস্ত বিবস্বতঃ ॥ ৮৫
 ইতি শ্রীভ্রাক্ষে মহাপুরাণে আদিত্যবংশানু-
 কীৰ্ত্তনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা কীর্ত্তিমান্ রাম । রামের
 পুত্র বিখ্যাত কুশ । তৎপুত্র অতিথি ।
 অতিথির পুত্র নিষধ । তৎপুত্র নল ।
 তৎপুত্র নভ । নভের পুত্র পুণ্ডরীক ।
 পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধবা । তৎপুত্র দেবা-
 নীক । তৎপুত্র অহীনগু । তৎপুত্র রাজা
 সুধবা । তৎপুত্র নরপতি শল । শলপুত্র
 ধর্ম্মাত্মা উক্য । তৎপুত্র বজ্রনাভ । মহাত্মা
 বজ্রনাভের পুত্র নল । পুরাণপ্রস্তাবে নল
 নামে দুইজন রাজা বিখ্যাত ছিলেন ।
 যিনি এক্ষণে ইক্ষাকুকুলের বংশধর, তিনি
 এবং অপর জন বীরসেনের পুত্র । এই
 আমি প্রধানতঃ ইক্ষাকুবংশীয়দিগের বিবরণ
 ব্যক্ত করিলাম । এই সকল ভূরিতেজা
 রাজা সূর্য্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।
 যে ব্যক্তি বিবস্বান্ আদিত্য ও প্রজাপতি
 আন্ধদেব প্রভৃতির এই সৃষ্টিবার্ত্তা পাঠ

নবমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

পিতা সোমস্ত ভো বিপ্রা জজ্ঞেহত্ৰির্ভগবানৃষিঃ
 ব্রহ্মণো মানসাৎপূর্ব্বং প্রজাসর্গং বিধিৎসতঃ ॥
 অনুত্তরং নাম তপো যেন তপ্তং হি তৎপুরা ।
 ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি দিব্যানীতি হি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১
 উর্দ্ধমাচক্রে তস্ত রেতঃ সোমহমীষিবৎ ।
 নেত্রাভ্যাং বারি সূত্রাব দশধা ছোতয়ন্ দিশঃ
 তং গর্ভং বিধিনাদিষ্টো দশ দেব্যো দধুস্ততঃ ।
 সমেত্য ধারয়ামাসুর্ন চ তাঃ সমশকু বন ॥ ২
 যদা ন ধারণে শক্তাস্তস্ত গর্ভস্ত তা দিশঃ ।
 ততস্তাভিঃ স ত্যক্তস্ত নিপপাত বসুন্ধরাম্ ॥ ৩
 পতিতং সোমমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 রথমারোপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪

করে, সে প্রজাবান্ হয় এবং সূর্য্যালোক
 লাভ করিয়া থাকে । ৮৫—৯৫ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ !
 ভগবান্ অত্র ঋষি সোমের পিতা ছিলেন ।
 পূর্বে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিতে সমুৎসুক হইলে
 তদীয় মানস হইতে অত্রির উৎপত্তি হয় ।
 পুরাকালে অত্রি অতি মহৎ তপস্তা করেন ।
 তদীয় রেতঃ উর্দ্ধ প্রসর্পিত হয় ; সেই
 রেতই সোমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল । অত্রির
 নেত্রযুগল হইতে দশদিক্ বিদ্যোভিত
 করিয়া তেজ বিনির্গত হয় । বিধিবিহিত দশ
 দিক্ দেবতা সেই তেজ গর্ভে ধারণ
 করেন । তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া
 ধরিলেন, তথাচ সে তেজ অধিক কাল ধারণ
 করিয়া রাখিতে সক্ষম হইলেন না । দশ
 দিক্ যখন একান্তই গর্ভ ধারণে অক্ষম হইয়া
 পড়িলেন, তখন তাঁহারা সেই গর্ভ পরিত্যাগ
 করিলে তাহা ভূপতিত হইল । এই গর্ভ সূর্য্য

তন্নিরিপতিতে দেবাঃ পুত্রেহত্রেঃ পরমান্ননি ।
 তুষ্ণবুত্রক্ষণঃ পুত্রান্তধাত্তে মুনিসন্তমাঃ ॥ ৭
 তস্মাৎ সংস্কৃয়মানস্ম তেজঃ সোমস্ম ভাস্বতঃ ।
 আপ্যায়নায় লোকানাং ভাবয়ামাস সর্বতঃ ॥ ৮
 স তেন রথমুখ্যেন সাগরাস্তাং বসুন্ধরাম্ ।
 ত্রিঃসপ্তকুহোহতিযশাশ্চকারাতিপ্রদক্ষিণাম্ ॥
 তস্মাৎ যচ্চরিতং তেজঃ পৃথিবীমবপদ্যত ।
 ওষধ্যস্তাঃ সমুদ্ভূতা যতিঃ সন্ধার্যতে জগৎ ॥
 স লক্শতেজা ভগবান্ সংস্কৃৎস্বৈশ্চ স্বকর্মভিঃ ।
 তপস্তুপে মহাভাগঃ পদ্মানাং দর্শনায় সঃ ॥ ১১
 ততস্তস্মৈ দদৌ রাজ্যং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।
 বৌজৌষধীনাং বিপ্রাণামপাং চ মুনিসন্তমাঃ ॥ ১২
 স তৎপ্রাপ্য মহারাজ্যং সোমঃ সৌম্যবতাংবরঃ

সোমরূপে আবির্ভূত; তদর্শনে লোকপিতামহ
 ব্রহ্মা জগতের হিতকামনায় স্বীয় রথে সোমকে
 আরোপিত করিলেন। অতিনন্দন সোম-
 দেব ভূপতিত হইলে সুমহাত্মা দেবগণ,
 ব্রহ্মপুত্রগণ এবং মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাকে স্তব
 করিতে প্ররুত হইলেন। দীপ্তিশালী
 সোমদেব সংস্কৃত হইতে লাগিলে লোক-
 সকলের আপ্যায়নের জন্য তদীয় তেজ
 সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সোমদেব যশস্বী
 ব্রহ্মার রথে আরোহণ করিয়া সাগরাবধি
 বসুন্ধাকে ত্রিঃসপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলেন।
 তাঁহার যে সকল তেজঃ করিত হইয়া
 পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত
 ওষধিরূপে সমুদ্ভূত হইল। সেই ওষধি-
 সমূহ দ্বারা এই জগৎস্থিতি সমাহিত
 হইতেছে। হে মহাভাগগণ! ভগবান্
 সোম, দেব ও ঋষিবর্গের স্তবে ও স্বীয় লোক-
 হিতকর কর্মে তেজোলাভ করিয়া শত পদ
 বৎসর যাবৎ তপস্তা করেন। অনন্তর
 ব্রহ্মজবর ব্রহ্মা তাঁহাকে রাজ্য দান করেন।
 তখন হইতে তিনি যাবতীয় বীজ, ওষধি,
 বিপ্র ও জলরাশির আধিপত্যে অধিষ্ঠিত
 হইলেন। হে মুনিবরগণ! সর্বাপেক্ষা
 সুন্দরাকৃতি সোম, সেই মহারাজ্য প্রাপ্ত

সমাজহে রাজস্বয়ং সহস্রশতদক্ষিণম্ ॥ ১৩
 দক্ষিণামদদাৎ সোমস্বীর্নোকানিতি নঃ শ্রুতম্ ।
 তেভ্যো ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ সদন্তোভ্যশ্চ ভো
 দ্বিজাঃ ॥ ২৪
 হিরণ্যগর্ভে। ব্রহ্মাতিভৃঃশ্চ ঋত্বিজোহভবৎ ।
 সদন্তোহভূকরিস্তত্র মুনিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ২৫
 তং সিনীশ্চ কুহুশ্চৈবহুত্যাতিঃ পুষ্টিঃপ্রভা বসুঃ ।
 কীর্তিধ্বতিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নব দেব্যাঃ সিবৈবিরে ॥ ১৬
 প্রাপ্যাবভূথমপ্যাগ্ৰ্যঃ সর্বদেবর্ষিপূজিতঃ ।
 বিররাজাধিরাজেন্দ্রো দশধা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ১৭
 তস্মাৎ তৎপ্রাপ্য দুস্ত্রাপ্যামৈশ্বর্যমৃষিসংকৃতম্ ।
 বিব্রাম মতিস্তাতাবিনয়াদনয়ান্নত ॥ ১৮
 বৃহস্পতেঃ স বৈ ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমদমোহিতঃ ।
 জহার তরসা সোমো বিমত্যাঙ্গিরসঃ সূতম্ ॥

হইয়া শত সহস্র দক্ষিণাবিত রাজস্বয় যজ্ঞের
 অনুষ্ঠান করেন। শুনিয়াছি, সেই যজ্ঞে
 বহু ব্রহ্মর্ষি সদন্ত ছিলেন। সোমদেব
 তাঁহাদিগকে এই ত্রিভুবনই দক্ষিণারূপে দান
 করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! স্বয়ং হিরণ্য-
 গর্ভ ব্রহ্মা, অত্রি ও ভৃগু ইহারা সেই যজ্ঞে
 ঋত্বিক ছিলেন এবং সাক্ষাৎ হরি উহার
 সদন্তকর্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। সোম-
 দেব বহু মুনিগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিত
 ছিলেন। সিনী, কুহু, হুত্যা, পুষ্টি, প্রভা,
 বসু, কীর্তি, ধৃতি ও লক্ষ্মী এই নব
 দেবী তাঁহাকে সেবা করিতেছিলেন।
 যজ্ঞ সুসম্পূর্ণ হইলে, তিনি নিখিল
 দেবর্ষিগণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া দশ দিকে
 স্বীয় প্রভাব বিস্তারিত করত রাজাধিরাজ-
 রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ১১-১৭। তিনি
 অসাধারণ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেন।
 ঋষিসমাজ তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগি-
 লেন। কাজেই অতি ঐশ্বর্য্যে তাঁহার মতি-
 ভ্রম ঘটিল। তিনি বিনয়-ব্যবহার হইতে
 বিচ্যুত হইলেন। ঐশ্বর্য্যমদে বিমোহিত
 হইয়া সোম তখন বৃহস্পতি-বনিতা তাঁহাকে
 হরণ করিলেন। সোমের এই কার্য্যে বৃহ-

স যাচ্যমানো দেবৈশ্চ তথা দেবর্ষিভির্মুহঃ ।
 নৈব ব্যসজ্জয়ন্তারাং তস্মা আঙ্গিরসে তদা ॥২০॥
 উশনা তস্ত জগ্ৰাহ পার্শ্বিমাঙ্গিরসস্তথা ।
 রুদ্রশ্চ পার্শ্বিঃ জগ্ৰাহ গৃহীত্বাজগবং ধনুঃ ॥ ২১ ॥
 তেন ব্রহ্মশিরো নাম পরমাস্তং মহাত্মনা ।
 উদ্ভিষ্ট দেবানুৎসৃষ্টং যেনৈষাং নাশিতং যশঃ ॥
 তত্র তদ্যুক্ৰমভবৎ প্রখ্যাতং তারকাময়ম্ ।
 দেবানাং দানবানাঞ্চ লোকক্ষয়করং মহৎ ॥ ৩১ ॥
 তত্র শিষ্টাশ্চ যে দেবাস্ত্বষিতাশ্চৈব যে দ্বিজাঃ ।
 ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুরাদিদেবং সনাতনম্ ॥ ২৪ ॥
 তদা নিবার্যোশনসং তং বৈ রুদ্রঞ্চ শঙ্করম্ ।
 দদাবাঙ্গিরসে তারাং স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ২৫ ॥
 তামস্তঃপ্রসবাং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ প্রাহ বৃহস্পতিঃ ।
 মদীয়ায়াং ন তে যোনৌ গর্ভো ধার্য্যঃ কথঞ্চন ॥
 ইষীকাস্তদ্বমাসাত গর্ভং সা চোৎসসজ্জ হ ।

স্পতি অবমানিত হইলেন । দেব ও ঋষি-
 সমাজ তারাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ত
 সোমদেবকে যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন ।
 কিন্তু বৃহস্পতির হস্তে তখন তারাকে আর
 তিনি কিছুতেই প্রত্যর্পণ করিলেন না ।
 তখন উশনা বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করিলেন
 এবং স্বয়ং রুদ্রদেবও আজগব ধনু গ্রহণ
 করিয়া বৃহস্পতির সাহায্য করিতে সমাগত
 হইলেন । তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মহাত্মা
 শুক্র, দেবগণের প্রতি ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ
 করিলেন । সেই অস্ত্রের তাপে দেবগণের
 যশোরশি বিলুপ্ত হইল । সেই দেব-দানব-
 গণের লোকক্ষয়-কর ভীষণ যুদ্ধ তারকাময়
 নামে বিখ্যাত হইয়াছিল । তখন বিশিষ্ট
 দেব ও ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন ।
 ব্রহ্মা আসিয়া উশনা ও শঙ্কর রুদ্রকে নিবা-
 রিত করিয়া নিজেই চন্দ্রের নিকট হইতে
 তারাকে আনয়নপূর্বক বৃহস্পতিহস্তে সমর্পণ
 করিলেন । ১৮—২৫। বৃহস্পতি তারাকে অস্তঃ-
 সন্ধা দেখিয়া সক্রোধে বলিলেন, মদীয়
 জায়ার যোনিতে অস্ত্রের বীর্ঘ্য কিছুতেই ধার্য্য
 হইতে পারে না । তৎপ্রবণে তারা এক

জাতমাত্রঃ স ভগবান্ দেবানামাঙ্গিপদপুঃ ॥২৭॥
 ততঃ সংশয়মাপন্নাস্তারামুচুঃ সুরোত্তমাঃ ।
 সত্যং ক্রহি সূতঃ কস্ত সোমস্তাথ বৃহস্পতেঃ ॥
 পৃচ্ছ্যমানা যদা দেবৈর্নাহ সা বিবুধান্ কিল ।
 তদা তাং শপ্তুমারকঃ কুমারো দক্ষ্যহস্তমঃ ॥২৯॥
 তং নিবার্য্য ততো ব্রহ্মা তারাং পপ্রচ্ছ সংশয়ম্
 যদত্র তথ্যং তদক্রহি তারে কস্ত সূতস্তয়ম্ ॥৩০॥
 উবাচ প্রাজলিঃ সা তংসোমস্মেতি পিতামহম্ ।
 তদা তং মূর্দ্ধিচাত্রায় সোমো রাজা সূতংপ্রতি ॥
 বুধ ইত্যকরোন্নাম তস্ত বালস্ত ধীমতঃ ।
 প্রতিকূলঞ্চ গগনে সমভ্যুত্তিষ্ঠতে বুধঃ ॥ ৩২ ॥
 উৎপাবয়ামাস তদা পুত্রং বৈ রাজপুত্রিকম্ ।
 তস্তাপত্যং মহাতেজা বভূবৈলঃ পুরুরবাঃ ॥৩৩॥
 উর্ধ্বশ্রাং জজিরে যস্ত পুত্রাঃ সপ্ত মহাত্মনঃ ।

ইষীকাস্তদ্বসমীপে গমন করিয়া তদুপরি
 স্বীয় গর্ভ মোচন করিলেন । তাহাতে এক
 মহাপ্রভাব-সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইল । সেই
 পুত্র জন্মিবা মাত্র স্বীয় রূপে দেবগণের রূপ-
 রাশি তিরস্কৃত করিল । তখন সুরশ্রেষ্ঠগণ
 সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে কহিলেন,—তারা !
 সত্য বল, এই পুত্র সোমের না—বৃহস্পতির ?
 বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেও তারা যখন
 কোনই উত্তর দিলেন না, তখন সেই নব-
 জাত পুত্র নিজেই তাঁহাকে অভিসম্পাত
 করিতে উদ্যত হইল । ব্রহ্মা কুমারকে
 নিবৃত্ত করিয়া নিজেই একবার তারাকে
 জিজ্ঞাসিলেন । ব্রহ্মা বলিলেন, বল তারা !
 সত্য করিয়া বল—এই পুত্র কাহার ? তারা
 তখন কৃতাজলি হইয়া পিতামহকে বলিলেন,—
 ‘এই পুত্র সোমের ।’ তৎপ্রবণে প্রজাপতি
 সোম সেই বালকের মস্তক আত্মাণ করিয়া
 তাহাকে বুধ নামে অভিহিত করিলেন ।
 সেই বুধই প্রতিকূলভাবে গগনে সমুদ্ভিত
 হইয়া থাকেন । রাজপুত্রী ইলা সেই বুধের
 ঔরসে এক পুত্র প্রসব করেন । সেই
 পুত্র মহাপ্রভাবশালী পুরুরবা নামে
 বিখ্যাত । পুরুরবা উর্ধ্বশীর গর্ভে সপ্ত পুত্র

এতৎ সোমশ্চ বো জন্ম কীর্তিতং কীর্তিবর্দ্ধনম্ ॥
বংশমশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কীর্ত্যমানং নিবোধত ।
ধন্তমায়ুষ্যমারোগ্যং পুণ্যং সঙ্কল্পসাধনম্ ॥ ৩৫
সোমশ্চ জন্ম শ্রুত্বৈব পাপেভ্যো বিপ্রমুচ্যতে ॥
ইতি শ্রীভাষ্কে মহাপুরাণে সোমোৎপত্তিকথনং
• নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

বুধশ্চ তু মুনিশ্রেষ্ঠা বিদ্বান্ পুত্রঃ পুরুষবাঃ ।
তেজস্বী দানশীলশ্চ যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণঃ ॥ ১
ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্তঃ শক্রভিযুধি দুর্দমঃ ।
আহৰ্তা চাগ্নিহোত্রশ্চ যজ্ঞানাক্ষ মহীপতিঃ ॥ ২
সত্যবাদী পুণ্যমতিঃ সম্যক্ সংবৃতমৈথুনঃ ।
অতীব ত্রিষু লোকেষু যশসাপ্রতিমঃ সদা ॥ ৩
তং ব্রহ্মবাদিনং শান্তং ধর্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্ ।

উৎপাদন করেন। সেই পুত্রগণ সকলেই
মহাশু ছিলেন। এই আমি আপনাদিগের
নিকট কীর্তিবর্দ্ধন সোমজন্ম কীর্তন করিলাম।
হে মুনিবরগণ! অধুনা সোমের বংশ পর-
ম্পরা বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই
সোমজন্ম বিবরণ শ্রবণ করিলে, ধন,
আরোগ্য, আয়ু, পুণ্য ও সঙ্কল্পসিদ্ধি হয়,
এবং সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ২৬-৩৬।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯ ।

দশম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
বুধের পুত্র বিদ্বান্ পুরুষবা তেজস্বী, দানশীল,
ব্রহ্মবাদী, যজ্ঞ ও প্রচুর দক্ষিণাদাতা ছিলেন।
তাঁহার এত পরাক্রম ছিল যে, শক্রগণ যুদ্ধে
তাঁহাকে কিছুতেই পরাভূত করিতে পারিত
না। তিনি অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞসমূহের আহৰ্তা,
সত্যবাদী, পুণ্যচেতা ও গৃহ মৈথুনাচারী
ছিলেন। ত্রিভুবনে তাঁহার স্যায় যশস্বী

উর্ধ্বশী বরুয়ামাস হিহা মানং যশস্বিনী ॥ ৪
তয়া সহাবসদ্রাজা দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ ।
ষট্‌পঞ্চ সপ্ত চাষ্টৌ চ দশ চাষ্টৌ চ ভো দ্বিজাঃ
বনে চৈত্ররথে রম্যে তথা মন্দাকিনীতটে ।
অলকায়াং বিশালায়াং নন্দনে চ বনোত্তমে ॥ ৬
উত্তরান্ স কুরুন্ প্রাপ্য মনোরমকলক্রমান্ ।
গঙ্গমাদনপাদেষু মেরুশ্রেণে তথোত্তরে ॥ ৭
এতেষু বনমুখ্যেষু সুরৈরাচরিতেষু চ ।
উর্ধ্বশা সহিতো রাজা রেমে পরময়া যুদা ॥ ৮
দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টুতে ।
রাজ্যং স কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ ॥ ৯
এবম্‌প্রভাবো রাজাসীদৈনন্ত নরসত্তমঃ ১০ ॥*

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ঐলপুত্রা বভূবুস্তে সপ্ত দেবসুতোত্তমাঃ ।
গঙ্গকর্ষলোকে বিদিতা আয়ুর্ধীমানমাবসুঃ ॥ ১১

ব্যক্তি কেহই ছিলনা। যশস্বিনী আপনার
স্বর্গীয় সম্মান বিসর্জন দিয়া সেই সত্যবাদী
শান্ত ধর্মজ্ঞ রাজাকে বরণ করিয়াছিল।
রাজা পুরুষবা উর্ধ্বশীর সহিত ক্রমান্বয়ে
পঞ্চদশ পঞ্চষট্ ও সপ্তাষ্টবর্ষ বাস
করেন। হে দ্বিজগণ! কখন চৈত্ররথ
বনে, কখন মন্দাকিনীতটে, কখন অল-
কায়, কখন বিশালায়, কখন বনশ্রেষ্ঠ
নন্দনে, কখন উত্তর কুরুদেশে, কখন
কলক্রমতলে, কখন গঙ্গমাদন শৈলের পাদ-
মূলে এবং কখন বা উত্তর মেরুপৃষ্ঠে গমন
পূর্বক পরম প্রীতিসহকারে রাজা উর্ধ্বশীর
সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ-
প্রশংসিত পুণ্যতম প্রয়াগ-ভূমি তাঁহার
রাজধানী ছিল। সেই পৃথিবীপতি পুরুষবা
সেইখানে থাকিয়া রাজ্য শাসন করি-
তেন। ১১-২১। লোমহর্ষণ কহিলেন, হে বিপ্রগণ!
ইলানন্দন রাজা পুরুষবার প্রভাব প্রতিপত্তি
এইরূপই ছিল। উর্ধ্বশীর গর্ভে তাঁহার

* অংপরঃ ‘উত্তরে জাহ্নবীতীরে প্রতি-
ষ্ঠানে মহাবিশাঃ ॥’ ইতি পঞ্চাঙ্কঃ কচিদধিকং
লক্ষ্যতে ।

বিশ্বায়ুশ্চৈব ধর্ম্মায়া ঋতায়ুশ্চ তথাপরঃ ।
 দৃঢ়ায়ুশ্চ বনায়ুশ্চ বহ্নায়ুশ্চোর্ব্বণীমুতাঃ ॥ ১২
 অমাবসৌস্ত দায়াদো ভীমো রাজাথ রাজরাট্
 ক্রীমান্ ভীমশ্চ দায়াদো রাজাসীংকাঞ্চনপ্রভঃ ॥
 বিদ্বাংস্ত কাঞ্চনশ্চাপি সুহোত্রোহভূমহাবলঃ ।
 সুহোত্রস্তাভবজ্জহুঃ কেশিন্তা গর্ভসন্তবঃ ॥ ১৪
 আজহু যো মহৎ সত্রং সর্পমেধং মহামথম্ ।
 পতিলোভেন যং গঙ্গা পতিত্বেন সসার হ ॥ ২৫
 মেচ্ছতঃ প্রাবয়ামাস তস্ত গঙ্গা তদা সদঃ ।
 স তয়া প্রাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমস্ততঃ ॥ ১৬
 সৌহোত্রিরশপদগঙ্গাং ক্রুদ্ধো রাজা দ্বিজোত্তমঃ
 এষ তে বিকলং যত্নং পিবন্নন্তঃ করোম্যহম্ ॥ ১৭
 অস্ত গঙ্গেহবলেপশ্চ সন্তঃ কলমবাপু হি ।
 জহু রাজর্ষিণা পীতাং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৮
 উপনিষ্যন্নর্হাভাগাং হুহিত্বেন জাহুবীম্ ।
 যুবনাশ্বশ্চ পুত্রীং তু কাবেরীং জহু রাবহৎ ॥ ১৯

দেবকুমার তুল্য সাতটি পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণের নাম যথাক্রমে, আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, ঋতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, ও বহ্নায়ু। তন্মধ্যে অমাবসুর পুত্র ভীম। ইনি রাজাধিরাজ ছিলেন। ভীমের পুত্র রাজা ক্রীমান্ কাঞ্চনপ্রভ। তৎপুত্র মহাবলশালী বিদ্বান্ সুহোত্র। সুহোত্রের কেশিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে জহু নামে একপুত্র হয়। জহু সর্পমেধ নামে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। গঙ্গাদেবী তাঁহাকে পতিত্ব বরণ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু জহু তাহাতে অসম্মত হইলে, তিনি তদীয় যজ্ঞভূমি জল দ্বারা প্রাবিত করেন। হে দ্বিজগণ! জহু যজ্ঞভূমি জলপ্রাবিত দেখিয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন, গঙ্গে! আমি সমস্ত জল পান করিয়া, তোমার সর্ব চেষ্টা বিকল করিব। অতঃপর তোমার এই উদ্ধত স্বভাবের ফল তুমি প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া সেই রাজর্ষি গঙ্গাকে পান করিলেন। তদর্শনে মহর্ষিগণ গঙ্গাকে জহুর হুহিতারূপে উপনীত করিলেন। তখন হইতে গঙ্গার নাম হইল

যুবনাশ্বশ্চ শাপেন গঙ্গার্কেন বিনির্গতা ।
 কাবেরীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং জহোভার্য্যামনিন্দি-
 তাম্ ॥ ২০
 জহুস্ত দয়িতং পুত্রং সুনন্তং নাম ধার্ম্মিকম্ ।
 কাবের্যাং জনয়ামাস অজকস্তশ্চ চাত্বজঃ ॥ ২১
 অজকশ্চ তু দায়াদো বলাকাশ্চো মহৌপতিঃ ।
 বভূব যুগয়াশীলঃ কুশস্তশ্চাজোহভবৎ ॥ ২২
 কুশপুত্রা বভূবুর্হি চাহারো দেববর্চ্চসঃ ।
 কুশিকঃ কুশনাভশ্চ কুশাশ্চো মূর্ত্তিমাংস্তথা ॥ ২৩
 বল্লবৈঃ সহ সংবৃদ্ধো রাজা বনচরঃ সদা ।
 কুশিকশ্চ তপস্তপে পুত্রমিল্লসমং প্রভুঃ ॥ ২৪
 লভেয়মিতি তং শক্রস্তাসাদভ্যোত্য জজ্জিবান্ ।
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে বৈ ততঃ শক্রো হপশ্চত ॥ ২৫
 অত্যাগ্রতপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাঙ্কঃ পুরন্দরঃ ।

জাহুবী। জহু যুবনাশ্বনন্দিনী কাবেরীর পাণিগ্রহণ করেন। এই কাবেরী যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গার অর্দ্ধভাগ দ্বারা নিশ্চিত হয়। এই অনিন্দিতা জহুভার্য্য কাবেরী সরিৎ-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। কাবেরীর গর্ভে জহুরাজা সুনন্দ নামে এক প্রিয়তম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সুনন্দের পুত্র অজক; তৎপুত্র মহৌপতি বলাকাশ; ইনি যুগয়া ব্যাপারে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কুশনামে ইহার এক পুত্র হয়। ১০—২২। কুশের দেবপ্রতিম চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম—কুশিক, কুশনাভ, কুশাশ্চ ও মূর্ত্তিমান্। কুশিক রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সর্বদা বনবাসী হইয়া বল্লবগণ সহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং একটা ইন্দ্রতুল্য অমিতপ্রভাবশালী পুত্রলাভ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তপস্বী করিতে থাকেন। তাঁহার তপস্বায় ইন্দ্রের ত্রাস জন্মিল। অনন্তর কুশিকের তপস্বী কাল সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে ইন্দ্র দেখিলেন, কুশিক অতি ভীত তপস্বায় নিমগ্ন এবং তাঁহার সঙ্কল্পানুরূপ পুত্র উৎপাদনেও তিনি বিলক্ষণ সমর্থ। তদর্শনে সহস্রাঙ্ক পুরন্দর

সমর্থঃ পুত্রজননে স্বয়মেবাস্ত শাশ্বতঃ ॥ ২৬
পুত্রার্থং কল্পয়ামাস দেবেন্দ্রঃ সুরসন্তমঃ ।
স গাধিরভবদ্রাজা মঘবান্ কৌশিকঃ স্বয়ম্ ॥ ২৭
পৌরকুৎসাবদ্যার্থা গাধিস্তামজায়ত ।
গাধেঃ কণ্ঠা মহাভাগা নান্না সত্যবতী শুভা ।
তাং গাধিঃ কাব্যপুত্রায় ঋচীকায় দদৌ প্রভুঃ ।
তস্তাঃ প্রীতঃ স বৈ ভর্তা ভার্গবো ভৃগুনন্দনঃ
পুত্রার্থং সাধয়ামাস চক্রং গাধেষ্টথৈব চ ।
উবাচাহুয় তাং ভাৰ্য্যামৃচীকো ভার্গবস্তদা ॥ ৩০
উপযোজ্যচক্ররয়ং তুয়া মাত্ৰা স্বয়ং শুভে ।
তস্তাং জনিস্যতে পুত্রো দীপ্তিমান্ কত্রিয়র্ষভঃ ॥
অজেয়ঃ কত্রিয়ৈর্লৌকে কত্রিয়র্ষভসুদনঃ ।
তবাপি পুত্রঃ কল্যাণি ধৃতিমন্তঃ তপোধনম্ ॥
শমাত্মকং দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ চক্রেয়ষ বিধাশ্রতি ।
এবমুক্তা তু তাং ভাৰ্য্যামৃচীকো ভৃগুনন্দনঃ ॥ ৩৩

তপশ্চভিরতো নিত্যমরণ্যং প্রবিবেশ হ ।
গাধিঃ সন্দারস্ত তদা ঋচীকাত্মমভ্যাগাৎ ॥ ৩৪
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সূতাং দ্রষ্টুং নরেশ্বরঃ ।
চক্রদ্বয়ং গৃহীত্বা সা ঋষেঃ সত্যবতী তদা ।
চক্রমাদায় যত্নেন সা তু মাত্রে স্তবেদয়ৎ ।
মাতা তু তস্তা দৈবেন হৃহিত্রে স্বং চক্রং দদৌ
তস্তাচক্রমখাজানাদ্যুতসংস্থং চকার হ ॥
অথ সত্যবতী সৎ কত্রিয়াস্তকরং তদা ॥ ৩৭
ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনা ।
তামৃচীকস্ততো দৃষ্ট্বা যোগেনাভ্যুপসৃত্য চ ॥ ৩৮
ততোহববৌদ্ধিজশ্রেষ্ঠঃ স্বাং ভাৰ্য্যাং বরবর্ণিনীম্
মাত্ৰাসি বঞ্চিতা ভদ্রে চক্রব্যত্যাসহেতুনা ॥ ৩৯
জনিস্যতি হি পুত্রস্তে ক্রুরকর্মাতিদারুণঃ ।
ভাতা জনিস্যতে চাপি ব্রহ্মভূতস্তপোধনঃ ॥ ৪০
বিশ্বং হি ব্রহ্ম তপসা ময়া তস্মিন্ সমর্পিতম্ ।

নিজেই আসিয়া তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত
হইলেন । স্বয়ং কৌশিক কুশিকরাজের
পুত্র হইয়া গাধি নামে রাজা হইয়াছিলেন ।
কুশিকের ভাৰ্য্যার নাম পৌরকুৎসা । সেই
পৌরকুৎসার গর্ভেই গাধি জন্মগ্রহণ করেন ।
গাধির কণ্ঠার নাম সত্যবতী । তিনি মহা-
ভাগ্যবতী ছিলেন । গাধিরাজ সত্যবতীকে
কাব্য-নন্দন ঋচীকের করে সম্প্রদান করেন ।
ভৃগুনন্দন পত্নী সত্যবতীর প্রতি অতি
প্রীতিমান ছিলেন । তিনি আপনার এবং
পুত্রের গাধির পুত্রোৎপত্তির জন্ত চক্র প্রস্তুত
করেন । অনন্তর ভার্গব ঋচীক তাঁহার
পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—তুমি এবং
তোমার মাতা, তোমরা এই চক্র ভক্ষণ কর ।
এই চক্র ভক্ষণে তোমার মাতার গর্ভে এক
কত্রিয়শ্রেষ্ঠ দীপ্তিমান পুত্র উৎপন্ন হইবে ।
ঐ পুত্র বিপক্ষ কত্রিয় রাজন্তগণকে নিহত
করিতে পারিবে এবং জগতে অজেয় হইবে ।
আর, হে কল্যাণি ! তুমি যে চক্র খাইবে,
উহার প্রভাবে তোমার এক ধৃতিমান তপো-
ধন শমশ্রুগপ্রধান পুত্র উৎপন্ন হইবে ।
ঐ পুত্র দ্বিজগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে ।

ভৃগুনন্দন ঋচীক ভাৰ্য্যাকে এই বলিয়া
তপশ্চরণার্থ অরণ্য আশ্রয় করিলেন ।
কিয়দিন পরে গাধিরাজ সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা
প্রসঙ্গে কণ্ঠাকে দেখিবার জন্য ঋচীকাত্মমে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তখন ঋষি-
প্রদত্ত চক্র গ্রহণ করিয়া গাধিনন্দিনী সত্য-
বতী সযত্নে মাতাকে সমর্পণ করিলেন ।
ঘটনাক্রমে মাতা সেই চক্রদ্বয় অতিশয় বোধে
স্বীয় চক্র কণ্ঠাকে দিলেন এবং না জানিয়া
কণ্ঠার চক্রভাগ নিজে উদরস্থ করিলেন ।
কালক্রমে সত্যবতী কত্রিয়াস্তক গর্ভ ধারণ
করিলেন । তাঁহার দেহপ্রভা প্রদীপ্ত
হইল । তিনি ভীষণ আকারে পরিণত
হইলেন । অনন্তর ঋচীক তাঁহাকে দেখিয়া
যোগবলে সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন ।
তখন দ্বিজবর তাঁহার বরবর্ণিনী ভাৰ্য্যাকে
বলিলেন,—ভদ্রে ! তুমি তোমার মাতা
কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছ । চক্রব্যত্যয় ঘটি-
য়াছে । এই চক্রবিনিময়ের ফলে তোমার
এক ক্রুরকর্মা অতি ভয়ঙ্কর পুত্র উৎপন্ন
হইবে । আর যিনি তোমার ভাতা
জন্মিবেন, তিনি এক তপোধন ব্রাহ্মণ

এবমুক্তা মহাভাগা ভর্তা সত্যবতী তদা ॥ ৪১

প্রসাদয়ামাস পতিং পুত্রো মে নেদৃশো ভবেৎ

ব্রাহ্মণাপসদন্ত ইত্যুক্তো মুনিরব্রবীৎ ॥ ৪২

ঋচীক উবাচ ।

নৈব সঙ্কলিতঃ কামো ময়া ভদ্রে তথাস্থিতি ।

উগ্রকর্মা ভবেৎ পুত্রঃ পিতৃশ্রাতুশ্চ কারণাৎ ॥

পুনঃ সত্যবতী বাক্যমেবমুক্তাব্রবীদিদম্ ।

ইচ্ছন্তোঁকানপি মূনে সৃজেষাঃ কিং পুনঃ সূতম্

শমাত্মকমজুং তং মে পুত্রং দাতুমিহাসি ।

কামমেবংবিধঃ পৌত্রো মম স্মাত্তব চ প্রভো ॥

যত্নস্তথা ন শক্যং বৈ কর্তুমেতদ্বিজোত্তম ।

ততঃ প্রসাদমকরোৎ স তস্মাস্তপসো বলাৎ ॥

পুত্রে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রে বা বরবর্ণিনি

ত্বয়া যথোক্তং বচনং তথা ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥ ৪৭

হইবেন । তাঁহার তপস্যায় বিশ্বের হিতসাধন হইবে । আমি তাঁহাতেই ব্রহ্মার্পণ করিয়াছি । ভর্তা এই কথা কহিলে, মহা ভাগ্যবতী সত্যবতী স্বামীকে প্রসাদিত করিয়া কহিলেন,—প্রভো ! ব্রাহ্মণ আপনি; আপনা হইতে আমার যেন ঈদৃশ ব্রাহ্মণাধম দাক্ষণ পুত্র উৎপন্ন হয় না । তৎশ্রবণে ভর্তা ঋচীক বলিলেন,—ভদ্রে ! উক্ত সঙ্কলিত বিষয় আমি অন্তথা করিতে পারি না ; অতএব উহা ঐরূপই হইবে । দেখ, পিতামাতার কারণেই সন্তান কুরকর্মা হয় । ভর্তার কথায় সত্যবতী পুনরায় কহিলেন—হে মূনে ! আপনি ইচ্ছা করিলে, এই সমস্ত জগৎ সৃজন করিতে পারেন ; এ অবস্থায় কি একটি পুত্র সন্তান সৃষ্টি করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হইবে ? অতএব আপনি আমাকে একটি সরলস্বভাব শমশ্রুণাবলদ্বী পুত্র প্রদান করুন । যদি দাক্ষণপ্রকৃতির পুত্র হওয়া একান্তই অনিবার্য হয়, তাহা হইলে হে প্রভো ! আমার প্রার্থনা, সেই পুত্র যেন আমাদের পৌত্র হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে । অনন্তর ঋষি প্রসন্ন হইলেন এবং তপোবলে পত্নীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন বলিলেন—ভদ্রে ! যদিও পুত্রে আর পৌত্রে

ততঃ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস ভার্গবম্ ।

তপশ্চতিরতং দান্তং জমদগ্নিঃ শমাত্মকম্ ॥ ৪৮

ভৃগোর্জগত্যাং বংশেহস্মিঞ্জমদগ্নিরজায়ত ।

সা হি সত্যবতী পুণ্যা সত্যধর্মপরায়ণা ॥ ৪৯

কৌশিকীতি সমাখ্যাতা প্রবৃত্তেয়ং মহানদী ।

ইক্ষাকুবংশপ্রভবো রেণুর্নাম নরাধিপঃ ॥ ৫০

তস্ম কস্তা মহাভাগা কামলী নাম রেণুকা ।

রেণুকায়াং তু কামল্যাং তপোবিদ্যাসমবিতঃ ॥

আর্চীকো জনয়ামাস জামদগ্ন্যং সূদাক্ষণম্ ।

সর্ববিজ্ঞাস্তগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্বেদস্ত পারগম্ ॥ ৫২

রামং ক্ষত্রিয়হস্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ।

ঔর্বশ্চৈবমুচীকস্ত সত্যবত্যাং মহাযশাঃ ॥ ৫৩

জমদগ্নিস্তপোবীৰ্য্যাজ্জজ্ঞে ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।

মধ্যমশ্চ শুনঃশেকঃ শুনঃপুচ্ছঃ কনিষ্ঠকঃ ॥ ৫৪

বিশ্বামিত্রং তু দায়াদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ ।

জনয়ামাস পুত্রং তু তপোবিজ্ঞাশমাত্মকম্ ॥ ৫৫

পার্থক্য কিছুই নাই ; তথাপি প্রিয়ে ! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই হইবে । ২৩—৪৭। অনন্তর সত্যবতী পুত্র প্রসব করিলেন । এই পুত্র শমদমশ্রুণাবলদ্বী তপস্বী হইলেন । ইহার নাম হইল ভার্গব জমদগ্নি । সেই সত্যবতী অতি পুণ্যবতী ও সত্যধর্মে নিরতা ছিলেন । তিনি মহানদী কৌশিকী নামে বিখ্যাত হইয়া এক্ষণে প্রবাহিত হইতেছেন । রেণু নামে ইক্ষাকুবংশীয় এক নরপতি ছিলেন । রেণুকা নামে তাঁহার এক মহাভাগ্যবতী কন্যা ছিল । তপোবিজ্ঞাসম্পন্ন ঋচীকনন্দন জমদগ্নি তাহার পাণিগ্রহণ করেন । সেই পত্নীর গর্ভে জমদগ্নির এক দাক্ষণ পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্র সর্ববিজ্ঞা ও ধনুর্বেদে পারদর্শী ছিলেন । ইনি নিখিল ক্ষত্রিয়কুলের সংহারক । ইহার নাম পরশুরাম । ইনি প্রদীপ্ত পাবকবৎ দেদীপ্যমান ছিলেন । ঔর্ববংশধর ঋচীকের পত্নী সত্যবতীর গর্ভে মহাযশা জমদগ্নি জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি তপোবীৰ্য্যে ব্রহ্মবিদগণের বরেণ্য হইয়াছিলেন । তাঁহার মধ্যম শুনঃশেক ও কনিষ্ঠ শুনঃপুচ্ছ । কুশিক-

প্রাপ্য ব্রহ্মবিসমতাং যোহয়ং ব্রহ্মবিতাং গতঃ ।
 বিশ্বামিত্রস্ত ধর্মাত্মা নান্য বিশ্বরথঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৬
 জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কৌশিকাস্তবর্ধনঃ ।
 বিশ্বামিত্রস্ত চ স্মৃতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৭
 প্রখ্যাতানিষু লোকেষু তেষাং নামান্ততঃ পরম্
 দেবরাতঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ
 শালবত্যাং হিরণ্যাক্ষো রেণুর্জজ্ঞেহথ রেণুকঃ
 সঙ্কৃতির্গালবশ্চৈব মুদগলশ্চৈব বিষ্ণুতঃ ॥ ৫৯
 মধুচ্ছন্দো জয়শ্চৈব দেবলশ্চ তথাষ্টকঃ ।
 কচ্ছপো হারিতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্ত তে স্মৃতাঃ ॥
 তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং

মহাত্মনাম্ ।

পাণিনো বভ্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈব চ ॥ ৬১
 পার্শ্বিবা দেবরাতাশ্চ শালঙ্কায়নবাকলাঃ ।
 লোহিতা যমদূতাশ্চ তথা কারুষকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬২
 পৌরবস্ত মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মর্ষেঃ কৌশিকস্ত চ ।*

নন্দন গাধি বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র
 উৎপাদন করেন। এই পুত্র তপস্বী
 বিদ্যা ও শান্তির আধার ছিলেন। ইনি
 ব্রহ্মর্ষিগণের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া পরে
 ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র
 বিশ্বরথ নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ভৃগুর
 প্রসাদে তিনি কুশিকনন্দন গাধির বংশধর
 রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্রের
 দেবরাত প্রমুখ কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হয়।
 ঐ পুত্রগণ সকলেই ত্রিভুবনে প্রখ্যাতকীর্তি
 ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম প্রথমতঃ দেব-
 রাত, ও কতি, এই কতি হইতেই কাত্যায়ন-
 গণের উৎপত্তি। এতদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের
 শালবতী পত্নীর গর্ভজাত অন্যান্য পুত্রের
 নাম হিরণ্যাক্ষ, রেণু, রেণুক, সঙ্কৃতি, গালব,
 মুদগল, মধুচ্ছন্দ, জয়, অষ্টক, কচ্ছপ, দেবল
 ও হারিত। মহাত্মা কৌশিকের অপত্যবর্গের
 মধ্যে পাণি, বভ্র, ধ্যানজপ্য, পার্শ্বি, দেব-
 রাত, শালঙ্কায়ন, বাকলা, লোহিত, যমদূত, ও
 কারুষক, প্রভৃতি সবিশেষ প্রখ্যাত হইয়া-
 ছিলেন; হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই বংশে পৌরব

সদ্বক্ষোহপ্যস্ত বংশেহস্মিন ব্রহ্মক্ষত্রস্ত বিশ্বর
 বিশ্বামিত্রাজানাং তু শুনঃশেকোহগ্রজঃ
 স্মৃতঃ ।

ভার্গবঃ কৌশিকঃ হি প্রাপ্তঃ স মুনিসত্তমঃ ॥
 বিশ্বামিত্রস্ত পুত্রস্ত শুনঃশেকোহভবৎ কিল ।
 হরিদশস্ত যজ্ঞে তু পশুভ্যে বিনিয়োজিতঃ ॥ ৬৫
 দেবৈর্দত্তঃ শুনঃশেকো বিশ্বামিত্রস্ত বৈ পুনঃ ।
 দেবৈর্দত্তঃ স বৈ যস্মাদেবরাতস্ততোহভবৎ ॥
 দেবরাতাদয়ঃ সপ্ত বিশ্বামিত্রস্ত বৈ স্মৃতাঃ ।
 দৃষদ্বতীস্মৃতশ্চাপি বিশ্বামিত্রাস্তথাষ্টকঃ ॥ ৬৭
 অষ্টকস্ত স্মৃতো লৌহিঃ প্রোক্তো জহুগণো
 ময়া ।

অত উক্লং প্রবক্ষ্যামি বংশমায়োর্মহাত্মনঃ ॥ ৭৮
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সোমবংশো-
 হমাবসুবংশানুকীর্তনঃ নাম
 দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ও ব্রহ্মর্ষি কৌশিকের ঘনিষ্ঠ সখ্য ছিল; তাই
 উহা ব্রহ্মক্ষত্র নামে বিখ্যাত। বিশ্বামিত্রের
 সন্তানসমূহের মধ্যে শুনঃশেকই জ্যেষ্ঠ।
 হে মুনিগণ! শুনঃশেক ভৃগু ও কৌশিক
 এই উভয়ের ধর্ম্যই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
 সেই বিশ্বামিত্র-পুত্র শুনঃশেকই হরিদশস্ত্রের
 যজ্ঞে পশুভ্যে কল্পিত হন। পরে দেবগণ
 তাঁহাকে পুনরায় বিশ্বামিত্রসমীপে প্রেরণ
 করেন। দেবতারা দিয়াছিলেন এইজন্ত
 শুনঃশেক দেবরাত নামে অভিহিত হন।
 বিশ্বামিত্রের দেবরাতপ্রমুখ সপ্ত পুত্র ও
 দৃষদ্বতী নামী আর এক পত্নী ছিলেন। এই
 পত্নীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের অষ্টক নামে যে পুত্র
 ছিলেন তাঁহার লৌহি নামে এক পুত্র হয়।
 এই আমি জহুবংশ বিবৃত করিলাম।
 অতঃপর মহাত্মা আয়ুর বংশ বর্ণন
 করিব। ৪৮—৬৮।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

আরোঃ পুত্রাশ্চ তে পঞ্চ সর্কে বীরা মহারথাঃ
স্বর্ভানুতনয়ায়াং চ প্রভায়াং জজিরে নৃপাঃ ॥ ১
নহস্যঃ প্রথমং জজ্ঞে বৃদ্ধশর্মা ততঃ পরম্ ।
রন্তো রজিরনেনাশ্চ ত্রিযুলোকেষু বিক্রতাঃ ।
রজিঃ পুত্রশতানীহ জনয়ামাস পঞ্চ বৈ ।
রাজৈরমিতি বিখ্যাতঃ ক্ষত্রমিত্রভয়াবহম্ ॥ ৩
যত্র দৈবানুরে যুদ্ধে সমুৎপন্নে সুদারুণে ।
দেবানৈবানুরাশ্চৈব পিতামহমথাক্রু ন ॥ ৪

দেবানুরা উচুঃ ।

আবয়োর্তগবন্ যুদ্ধে কো বিজেতা ভবিষ্যতি ।
ক্রহি নঃ সর্বভূতেশ শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ ॥ ৫
ব্রহ্মোবাচ ।

যেষামর্থায় সংগ্রামে রজিরাত্মাযুধঃ প্রভুঃ ।
যোৎস্রতে তে বিজেয্যন্তি ত্রীল্লোকানাত্র
সংশয়ঃ ॥ ৬

একাদশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—আয়ুর পাঁচ পুত্র ।
পাঁচ জনই মহারথ, বীর নরপতি ছিলেন ।
স্বর্ভানুন্দিনী প্রভার গর্ভে তাহারা জন্ম
গ্রহণ করেন । তন্মধ্যে সর্বাগ্রে নহষের,
পরে বৃদ্ধশর্মার, অনন্তর রন্ত, রজি ও
অনেনার জন্ম হয় । ইহারা সকলেই
ত্রিলোক-বিখ্যাত ছিলেন । রাজা রজির
একশত পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হয় । এই বিশাল
ক্ষত্রিয়বংশ রাজৈয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়া-
ছিল । অন্তের কথা কি, স্বয়ং ইন্দ্র ও ইহা-
দিগকে ভয় করিতেন । পুরাকালে দারুণ
দেবানুরসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, দেব ও
অনুর উভয় পক্ষই পিতামহের নিকটে গিয়া
জিজ্ঞাসা করেন যে, হে ভগবন্ ! আমাদের
উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ বিজয়ী হইবে,
আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন । হে
ভূতপতে ! আমরা আপনার নিকট তাহা
যথায়থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি । ব্রহ্মা বলি-

যতো রজির্ধৃতিস্তত্র ত্রীশ্চ তত্র যতো ধৃতিঃ ।
যতো ধৃতিশ্চ ত্রীশ্চৈব ধর্ম্যস্তত্র জয় স্তথা ॥ ৭
তে দেবা দানবাঃ ত্রীশ্চ দেবেনোক্তা রজিঃতদ
অভ্যযুর্জয়মিচ্ছন্তো বৃধানাস্তং নরবভম্ ॥ ৮
স হি স্বর্ভানুদৌহিত্রঃ প্রভায়াং সমপত্তত ।
রাজা পরমতেজস্বী সোমবংশবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৯
তে হৃষ্টমনসঃ সর্কে রজিঃ বৈ দেবদানবাঃ ।
উচুরশ্মজ্জয়ায় ত্বং গৃহাণ বরকার্ষুকম্ ॥ ১০
অথোবাচ রজিস্তত্র তয়োর্বৈ দেবদৈত্যয়োঃ ।
অর্থজ্ঞঃ স্বার্থমুদিশ্য যশঃ স্বং চ প্রকাশয়ন্ ॥ ১১
রজিক্রবাচ ।

যদি দৈত্যগণান্ সর্কান্ জিত্বা বীৰ্য্যেণ বাসবঃ ।
ইন্দ্রো ভবামি ধর্ম্যেণ ততো যোৎস্রামি সংযুগে
দেবাঃ প্রথমতো বিপ্রাঃ প্রতীয়ুর্হৃষ্টমানসাঃ ।

লেন,—যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা রজি যাহাদিগের
পক্ষে থাকিয়া ধর্ম্মদ্বারা পূর্বক যুদ্ধ করিবেন,
তাহারাই নিশ্চয় ত্রিলোকবিজয়ী হইবে ।
যেখানে রাজা রজি, সেইখানে ধৃতি, এবং
যেখানে ধৃতি, সেইখানে লক্ষ্মী । এইরূপে
ধৃতি ও লক্ষ্মী যেখানে বিরাজমানা, সেইখানে
ধর্ম্ম এবং সেইখানেই জয় । ব্রহ্মা এই
কথা কহিলে, সেই দেব ও অনুরগণ সক-
লেই জয়াভিলাষে রজিকে বরণ করিবার
জন্ত গমন করিলেন । রজি স্বর্ভানুর
দৌহিত্র ; প্রভার গর্ভে তাহার জন্ম । তিনি
একজন সুধাংশুবংশের ধুরন্ধর নরপতি
ছিলেন । দেব ও দৈত্যপক্ষ হৃষ্টমনে রজির
নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—রাজন্ !
আমাদের জয়ের নিমিত্ত আপনি আমাদের
পক্ষে অস্ত্রধারণ করুন । ১—১০ । রাজা
রজি উভয়পক্ষের কথা শুনিয়া স্বার্থ সাধনের
উদ্দেশে এবং আপনার যশঃপ্রকাশের অভি-
প্রায়ে প্রথমে দেবপক্ষকে কহিলেন,— হে
বাসব ! আমি যদি বীৰ্য্যবলে দৈত্যগণকে
পরাস্ত করিয়া ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মের ইন্দ্র
হইতে পারি, তাহা হইলেই আমি যুদ্ধ করিব ।
রাজা রজি এই কথা কহিবামাত্র দেবগণ

এবং যথেষ্টং নৃপতে কামঃ সম্পত্ততাং তব ॥ ১৩
 অহা অরুণগণানাস্ত বাক্যং রাজা রজিস্তদা ।
 পপ্রচ্ছাসুরমুখ্যাংস্ত যথা দেবানপৃচ্ছত ॥ ১৪
 দানবা দর্পসম্পূর্ণাঃ স্বার্থমেবাবগম্য হ ।
 প্রত্যাচুস্তং নৃপবরং সাতিমানমিদং বচঃ ॥ ২৫
 দানবা উচুঃ ।

অস্মাকমিস্রঃ প্রহ্লাদো যস্তার্থে বিজয়ামহে ।
 অস্মিংশ্চ সমরে রাজঃস্তিষ্ঠ ত্বং রাজসত্তম ॥ ১৬
 স তথেন্তি ক্রবন্নেব দেবৈরপ্যতিচোদিতঃ ।
 ভবিষ্যসীল্লো জিত্বৈনং দেবৈরুক্রান্ত পার্থিবঃ ॥
 জঘান দানবান্ সর্কান্ যেহবধ্যা বজ্রপাণিনঃ ।
 স বিপ্রনষ্টাং দেবানাং পরমশ্রীঃ শ্রিয়ং বশী ॥ ১৮
 নিহত্য দানবান্ সর্কানাজহার রজিঃ প্রভুঃ ।
 ততো রজিঃ মহাবীৰ্য্যং দেবৈঃ সহ শক্রতুঃ ॥
 রজিপুত্রোহহমিত্যুক্তা পুনরেবাববীৰ্যচঃ ।

হৃষ্টচিত্তে সন্মত হইলেন ;—বলিলেন,—নর-
 নাথ! আপনি যাহা কামনা করিয়াছেন,
 তাহা যথেষ্ট সম্পাদিত হইবে, আমাদের
 ভাষাতে কোন আপত্তি নাই। রাজা রজি
 দেবপক্ষের উত্তর শুনিয়া দেবগণকে যাহা
 জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, অসুরদিগকেও পরে
 তাহাই জিজ্ঞাসিলেন। কিন্তু দর্পিত দান-
 বেরা তাঁহার স্বার্থসাধনের অভিপ্রায় বুঝিয়া
 প্রত্যুত্তরে সাতিমান বাক্যে তাঁহাকে এই
 কথা বলিল যে, আপনার প্রস্তাব আমরা
 গ্রাহ্য করি না; আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ;
 আমরা তাঁহারই জন্ত বিজয় বাসনা করি।
 হে রাজন্! যদি ইচ্ছা হয়, আপনি এই
 সময়ে আমাদের প্রতিকূলেই অবস্থান
 করুন। রাজা বলিলেন,—তাহাই হউক।
 এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধ জয়ের পর
 দেবগণের নিকট হইতে ভাবী ইন্দ্র হইবার
 আদেশ পাইবামাত্র রাজা রজি ইন্দ্রের
 অবধ্য সেই দানবদিগকে নিহত করিতে
 লাগিলেন। তিনি দানবদিগকে সমূলে
 নিখুল করিয়া দেবগণের প্রনষ্ট জয়শ্রীকে
 পুনরায় উদ্ধার করিলেন। অনন্তর অসুর-

ইন্দ্রোহসি তাত দেবানাং সর্কেষাং নাত্র সংশয়
 যস্তাহমিস্রঃ পুত্রস্তে খ্যাতিং যাস্তামি কস্মভিঃ ।
 স তু শক্রবচঃ অহা বঞ্চিতস্তেন মায়া ॥ ২১
 তথৈবেত্যববীজাজা প্রীয়মাণঃ শতক্রতুঃ ।
 তস্মিংশ্চ দেবৈঃ সদৃশে দিবং প্রাপ্তে মহীপতো
 দায়াত্তমিস্রাদাজহু রাজ্যং ততনয়া রজৈঃ ।
 পঞ্চ পুত্রশতাত্তশ্চ তদৈ স্থানং শতক্রতোঃ ॥ ২৩
 সমাক্রামস্ত বহুধা স্বর্গলোকং ত্রিবিষ্টপম্ ।
 তে যদা তু হসন্মুতা রাগোন্মত্তা বিধর্ম্মিণঃ ॥ ২৪
 ব্রহ্মদ্বিষশ্চ সংবৃতা হতবীৰ্য্যপরাক্রমাঃ ।
 ততো লেভে স্বমৈশ্বর্য্যমিস্রঃ স্থানং তথোত্তমম্ ।
 হহা রজিসুতান্ সর্কান্ কামক্রোধপরায়ণান্ ।

গণসমভিব্যাহারী স্বয়ং, শতক্রতু বলি-
 লেন,—আমি রজির পুত্র হইলাম। এই
 কথা কহিয়া পুনরায় রজিকে বলিলেন,—
 হে তাত! আপনি এক্ষণে নিঃসন্দেহ দেব-
 গণের ইন্দ্র হইলেন। আমি দেবেন্দ্র
 ছিলাম। আমি আপনার পুত্র হইলাম।
 আপন কস্ম দ্বারা আমি খ্যাতি লাভ করিব।
 দেবমায়ায় বঞ্চিত হইয়া রাজা রজি প্রীত-
 চিত্তে; ইন্দ্রের কথায় সন্মত হইলেন।
 অনন্তর কিয়ৎকাল পরে রাজর্ষি রজি দেহ-
 ত্যাগান্তে স্বর্গগতি লাভ করিলেন। ১১-২২।
 তখন রজি-রাজার পুত্রগণ ইন্দ্র পদ অধিকার
 করিতে উদ্যত হইলেন। রজির পঞ্চশত পুত্র
 এক যোগে ইন্দ্রাধিকৃত স্বর্গ স্থান আক্রমণ
 করিলেন। কেবল স্বর্গ নয়—তাঁহারা স্বর্গ
 ও মর্ত্য এই উভয় ভূমিই অধিকার করিয়া
 রাখিলেন। ক্রমে রজি-রাজার তনয়গণ
 মোহাচ্ছন্ন ও বিষয়সেবায় উন্মত্ত হইয়া
 উঠিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান বিলুপ্ত
 হইল। তাঁহারা দেব-ব্রাহ্মণে ঘেব করিতে
 লাগিলেন। এই সকল দ্রুতই তাঁহাদের
 বীৰ্য্য ও পরাক্রম একেবারেই নষ্ট হইল।
 তাঁহাদের রাজ্যার্থ্য কিছুই রহিল না।
 ইন্দ্র পুনরায় নিজ স্বর্গ স্থান ও অরুণগণের
 আধিপত্য লাভ করিলেন। কাম-ক্রোধ-

য ইদং চ্যাবনং স্থানাৎপ্রতিষ্ঠানং শতক্রতোঃ
শৃগুয়াঙ্কারয়েদ্যপি ন স দৌর্গত্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬
লোমহর্ষণ উবাচ ।
রস্তোহনপত্যস্তাসীচ্চ বংশং বক্ষ্যাম্যনেনসঃ ।
অনেনসঃ সূতো রাজা প্রতিক্রতো মহাযশাঃ ॥
প্রতিক্রতসুতশাসীৎ সঞ্জয়ো নাম বিক্রতঃ ।
সঞ্জয়স্ত জয়ঃ পুত্রো বিজয়স্তস্ত চাত্মজঃ ॥ ২৮
বিজয়স্ত কৃতিঃ পুত্রস্তস্ত হর্যাত্ততঃ সূতঃ ।
হর্যাত্ততসূতো রাজা সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৯
সহদেবস্ত ধর্ম্মাত্মা নদীন ইতি বিক্রতঃ ।
নদীনস্ত জয়ৎসেনো জয়ৎসেনস্ত সঙ্কতিঃ ॥ ৩০
সঙ্কতেরপি ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রবৃদ্ধো মহাযশাঃ ।
অনেনসঃ সমাগ্যাতাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্ত চাপরঃ ॥ ৩১
ক্ষত্রবৃদ্ধাত্মজস্তত্র সুনহোত্রো মহাযশাঃ ।
সুনহোত্রস্ত দায়াদাস্তয়ঃ পরধার্ম্মিকঃ ॥ ৩২
কাশঃ শলশ্চঃ দ্বাবেতো তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ ।
পুত্রো গৃৎসমদস্তাপি শুনকো যস্ত শৌনকঃ ॥ ৩৩

পরায়ণ রজি-নন্দনগণ সকলেই ইন্দ্রের
হস্তে নিহত হইল । শতক্রতুর এই রাজ্য-
চ্যুতি ও পুনর্বার রাজ্যপ্রতিষ্ঠা-বিবরণ যে
ব্যক্তি শ্রবণ ও ধারণা করে, তাহার কখনও
দুর্গতিপ্রাপ্তি হয় না । ২৩—২৬। লোমহর্ষণ কহি-
লেন,—রস্ত অনপত্য ছিলেন ; সূতরাং
একগণে অনেনার বংশবৃত্তান্ত বলিতেছি । অনে-
নার পুত্র প্রতিক্রত রাজা হইয়াছিলেন । তিনি
মহাযশস্বী পুরুষ ছিলেন । তাঁহার পুত্র
বিখ্যাত সঞ্জয় । সঞ্জয়ের পুত্র জয়, তৎপুত্র
বিজয় ; তৎপুত্র কৃতি ; তৎপুত্র রাজা
হর্যাত্তত ; তাঁহার পুত্র প্রতাপবান্ সহদেব ;
তৎপুত্র নদীন । ইনি অতি ধার্ম্মিক রাজা
ছিলেন । ইহার পুত্র জয়ৎসেন ; তৎপুত্র
সঙ্কতি ; তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রবৃদ্ধ । ইনি
ইহার উর্দ্ধতন পুরুষ অনেনার স্ত্রায় খ্যাতি-
সম্পন্ন ছিলেন । ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র মহাযশা
সুনহোত্র । সুনহোত্রের তিন জন পরম
ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হয় । তাঁহাদের নাম—
কাশ, শল ও গৃৎসমদ । গৃৎসমদের পুত্র

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ ।
শলাত্মজ আষ্টিসেনস্তনয়স্তস্ত কাশ্চপঃ ॥ ৩৪
কাশস্ত কাশিপো রাজা পুত্রো দীর্ঘতপাস্তথা ।
ধনুঃ দীর্ঘতপসো বিদ্বান্ ধনুস্তরিস্ততঃ ॥ ৩৫
তপসোহস্তে সুনহতো জাতো বৃদ্ধস্ত ধীমতঃ ।
পুনর্ধনুস্তরির্দেবো মানুষেষিহ জন্মনি ॥ ৩৬
তস্ত গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধনুস্তরিস্তদা ।
কাশিরাজো মহারাজঃ সর্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ ৩৭
আয়ুর্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ স ভিষক্ক্রিয়ঃ
তমষ্টধা পুনর্ব্যস্ত শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥
ধনুস্তরেস্ত তনয়ঃ কেতুমানিতি বিক্রতঃ ।
অথ কেতুমতঃ পুত্রো বীরো ভীমরথঃ স্মৃতঃ ॥
পুত্রো ভীমরথস্তাপি দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ ।
দিবোদাসস্ত ধর্ম্মাত্মা বারানস্তধিপোহভবৎ ॥ ৪০
এতস্মিনেব কালে তু পুরীং বারানসীং দ্বিজাঃ
শৃতাং নিবেশয়ামাস ক্ষেমকো নাম রাক্ষসঃ ॥

শুনক । শুনকের পুত্র শৌনক । শুনক
হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি
বর্ণের পুত্রই উৎপন্ন হইয়াছিল । শলের
পুত্র আষ্টিষেণ, তৎপুত্র কাশ্চপ ; কাশের পুত্র
রাজা কাশিপ ; তৎপুত্র দীর্ঘতপা ; তৎপুত্র
ধনুঃ, ইনি ধনুস্তরি নামে বিখ্যাত হন । দীর্ঘ-
তপা বিপুল তপস্তা করিয়াছিলেন । সেই
তপস্তার ফলেই তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে ধনুস্তরি
দেব মনুষ্যলোকে আসিয়া তদীয় পুত্ররূপে
জন্ম গ্রহণ করেন । সর্বরোগনাশক
ধনুস্তরি মহারাজ কাশিরাজ নামে বিখ্যাত
হইয়াছিলেন । তিনি ভরদ্বাজের নিকট
হইতে আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষা
করিয়া পরে তাহা অষ্টধা বিভাগপূর্বক
শিষ্যসম্প্রদায় মধ্যে প্রচার করেন ।
ধনুস্তরির পুত্র কেতুমান্ নামে বিখ্যাত ।
তৎপুত্র বীৰ্য্যশালী ভীমরথ । তৎপুত্র
দিবোদাস ; ইনি একজন বিশিষ্ট প্রজা-
পালক রাজা ছিলেন । পবিত্র বারানসীপুরী
ইহার রাজধানী ছিল । হে দ্বিজগণ !
একদা ক্ষেমক নামক একটা রাক্ষস আসিয়া

শপ্তা হি সা মতিমতা নিকুন্তেন মহাত্মনা ।
শূন্য বর্ষসহস্রং বৈ ভবিত্বী তু ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
তস্তাং হি শপ্তমাত্রায়াং দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ
বিষয়াস্তে পুরীং রম্যাং গোমত্যাং সংযবেশয়ৎ
ভদ্রশ্রেণ্যস্ত পূর্বং তু পুরী বারানসী অভূৎ ।
ভদ্রশ্রেণ্যস্ত পুত্রাণাং শতমুত্তমধর্ষিনাম্ ॥ ৪৪
হহা নিবেশয়ামাস দিবোদাসো নরাধিপঃ ।
ভদ্রশ্রেণ্যস্ত তদ্রাজ্যং হৃতং যেন বলীয়সা ॥ ৪৫
ভদ্রশ্রেণ্যস্ত পুত্রস্ত দুর্দমো নাম বিক্রতঃ ।
দিবোদাসেন বালেতি স্বর্ণয়া স বিসর্জিতঃ ॥ ৪৬
হৈহয়স্ত তু দায়াত্বং হৃতবান্ বৈ মহীপতিঃ ।
আজহে পিতৃদায়াত্বং দিবোদাসহৃতং বলাৎ ॥
ভদ্রশ্রেণ্যস্ত পুত্রেণ দুর্দমেন মহাত্মনা ।

সমগ্র বারানসীপুরী জনশূন্য করিয়া ফেলে ।
মহাত্মা মতিমান্ নিকুন্ত এক সময় বারানসী-
পুরীর প্রতি এইরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন
যে, এই পুরী সহস্র বর্ষ পর্যন্ত জনশূন্য
হইয়া থাকিবে। বারানসীর প্রতি ঐরূপ
অভিশাপ প্রদত্ত হইবামাত্র প্রজাপালক
দিবোদাস অবিলম্বে তাঁহার রাজধানী
স্থানান্তরিত করেন। গোমতী নদীর
তীরবর্তী প্রদেশে দিবোদাস রাজার নব-
নির্মিত রম্য রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।
রাজা দিবোদাস পূর্বে বারানসীধামে যে
রাজধানী নির্মাণ করেন, ঐ প্রদেশ ভদ্রশ্রেণ্য
নামক জনৈক রাজার অধিকারভুক্ত ছিল।
দিবোদাস নরপতি ভদ্রশ্রেণ্য রাজার এক
শত প্রকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা পুত্র নিহত করিয়া
তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ভদ্রশ্রেণ্য
রাজার সমস্ত রাজ্যই প্রবল দিবোদাস নৃপতি
অধিকার করিয়া লয়েন। দুর্দম নামে ভদ্র-
ভদ্রশ্রেণ্যরাজের অপর এক বিখ্যাত পুত্র
ছিল। দিবোদাস রাজা তাহাকে বালক
জ্ঞানে স্বর্ণার সহিত পরিত্যাগ করেন।
কালক্রমে সেই দুর্দম হৈহয়রাজ্য অধিকার
করিয়া রাজা হইলেন এবং দিবোদাস
নরপতির নিকট হইতে বলপূর্বক স্বীয় পৈতৃক

বৈরশ্রান্তো মহাভাগাঃ কৃতশ্চাশ্রীযতেজসা ৪৮
দিবোদাসাদৃষদত্যাং বীরো জজ্ঞে প্রতর্দনঃ ।
তেন বালেন পুত্রেণ প্রহৃতং তু পুনর্বলম্ ৪৯
প্রতর্দনস্ত পুত্রো হৌ বৎসভর্গে স্ত্রীবিপ্রভৌ ।
বৎসপুত্রো হনকর্কস্ত সন্নতিস্তস্ত চাশ্রজঃ ॥ ৫০
অলকর্কস্ত পুত্রস্ত ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
অলকং প্রতি রাজর্ষিঃ শ্লোকো গীতঃ পুরাতনৈঃ
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ ।
যুবা রূপেণ সম্পন্নঃ প্রাগাসীচ্চ কুলোদ্বহঃ ॥ ৫২
লোপমুদ্রাপ্রসাদেন পরমায়ুরবাণ্ডবান্ ।
তস্তাসীৎ সুমহদ্রাজ্যং রূপর্যোবনশালিনঃ ॥ ৫৩
শাপশ্রান্তে মহাবাহুর্হহা ক্ষেমকরাক্ষসম্ ।
রম্যাং নিবেশয়ামাস পুরীং বারানসীং পুনঃ ॥ ৫৪
সন্নতেরপি দায়াদঃ সুনীথো নাম ধার্মিকঃ ।

রাজা উদ্ধার করিলেন। হে মুনিবরগণ!
ভদ্রশ্রেণ্য-তনয় মহাত্মা দুর্দম আপনার
অসাধারণ প্রভাবে এইরূপে বৈর নির্যাতন
করিয়াছিলেন! ২৭—৪৮। দিবোদাসরাজের
দৃষদতী নারী পত্নীর গর্ভে প্রতর্দন নামে
এক বীর পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রতর্দন বালক
বয়সেই পিতার নষ্ট রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার
করেন। প্রতর্দনের বৎস ও ভর্গ নামে দুই
বিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয়। বৎস হইতে
অলক ; তৎপুত্র সন্নতি ; তৎপুত্র অলক
সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।
প্রাচীনগণ রাজর্ষি অলকের উদ্দেশে এইরূপ
একটি শ্লোক গান করিয়া থাকেন যে, রাজা
অলক যৌবন অবস্থাতেই ষষ্টি সহস্র ষষ্টি
শত বর্ষ পর্যন্ত কাশিপকুলের ধুরন্ধর রূপে
বিরাজ করিয়াছিলেন। তিনি লোপামুদ্রার
অনুগ্রহে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেন। অলক
অতিবড় রূপ-যৌবনশালী ছিলেন। তাঁহার
রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল। বারানসী
নগরীর অভিশাপ কালের অবসান হইলে
তিনি ক্ষেমক রাক্ষসকে নিহত করিয়া পুনরায়
বারানসী পুরীতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন
করেন। ৪৯—৫৪। ভূপতি সন্নতির আর এক

সুনীথশ্চ তু দায়াদঃ কেমো নাম মহাযশাঃ ॥৫৫
 কেমশ্চ কেতুমান্ পুত্রঃ সূকেতুস্তশ্চ চান্দ্রজঃ ।
 সূকেতোস্তনয়শ্চাপি ধর্মকেতুরিতি স্মৃতঃ ॥৫৬
 'ধর্মকেতো' দায়াদঃ সত্যকেতুর্নহারথঃ ।
 সত্যকেতুস্তশ্চাপি বিভূর্নাম প্রজেশ্বরঃ ॥৩৭
 আনর্তশ্চ বিভোঃ পুত্রঃ সূকুমারশ্চ তৎসুতঃ ।
 সূকুমারশ্চ পুত্রশ্চ ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্মিকঃ ॥ ৫৮
 ধৃষ্টকেতো দায়াদো বেণুহোত্রঃ প্রজেশ্বরঃ ।
 বেণুহোত্রস্তশ্চাপি ভার্গো নাম প্রজেশ্বরঃ ॥৫৯
 বৎসশ্চ বৎসভূমিশ্চ ভার্গভূমিশ্চ ভার্গজঃ ।
 এতে অঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেহথ ভার্গব ॥
 ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্বাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সহস্রশঃ ।
 ইত্যেতে কাশ্ঠপাঃ প্রোক্তা নহুষশ্চ নিবোধত ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সোমবংশে
 বৃদ্ধকত্রপ্রস্থতিনিরূপণং নামৈকং
 দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পুত্র সুনীথ; তৎপুত্র কেম; তৎপুত্র
 কেতুমান; তৎপুত্র সূকেতু; তৎপুত্র
 ধর্মকেতু; তৎপুত্র মহারথ সত্যকেতু;
 তৎপুত্র বিভূ; তৎপুত্র আনর্ত; তৎপুত্র
 সূকুমার; তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু; তৎপুত্র
 বেণুহোত্র; তৎপুত্র ভার্গ; ইহারা সকলেই
 ধর্মনিষ্ঠ প্রজাপালক রাজা ছিলেন। বৎসের
 বৎসভূমি এবং ভার্গ ইহাতে ভার্গভূমির উৎ-
 পত্তি হইয়াছিল। এই আমি অঙ্গিরা, ভার্গব
 ও কাশ্ঠপবংশীয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও
 বৈশ্বাগণের বহু বিস্তৃত বংশবিবরণ ব্যক্ত
 করিলাম; অতঃপর নাহুষ বংশ বৃত্তান্ত
 শ্রবণ করুন। ৫৫—৬১।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

উৎপন্নঃ পিতৃকন্তায়াং বিরজায়াং মহোজসঃ ।
 নহুষশ্চ তু দায়াদাঃ যড়িশ্রোপমতেজসঃ ॥ ১
 যতির্যযাতিঃ সংযাতিরাযাতির্যাতিরেব চ ।
 সূযাতিঃ যষ্টস্তেষাং বৈ যযাতিঃ পার্শ্বিবোহভবৎ
 ককুৎস্থকন্তাং গাং নাম লেভে পরমধার্মিকঃ ।
 যতিশ্চ মোক্ষমাস্থায় ব্রহ্মভূতোহভবনমুনিঃ ॥ ৩
 তেষাং যযাতিঃ পঞ্চানাং বিজিত্য বসুধামিমাম্
 দেবযানীমুশনসঃ সূতাং ভার্য্যামবাপ সং ॥ ৪
 শশ্বিষ্ঠামাসুরীং চৈব তনয়াং বৃষপর্কণঃ ।
 যজ্ঞশ্চ তুর্কসুর্কৈব দেবযানী ব্যজায়ত ॥ ৫
 দ্রহ্মং চানুং চ পুরুং চ শশ্বিষ্ঠা বার্ষপর্কণী ।
 তস্মৈ শক্রো দদৌ প্রীতো রথং পরমভাস্বরম্
 অঙ্গদং কাঞ্চনং দিব্যং দিব্যৈঃ পরমবাজিভিঃ
 যুক্তং মনোজবৈঃ শুভ্রৈর্ঘেন কার্য্যং সমুদ্রহন ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—পিতৃনন্দিনী বির-
 জার গর্ভে মহাপ্রভাব নহুষের ঈশ্র ও
 উপেন্দ্র তুল্য তেজস্বী ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়,
 তাহাদিগের নাম,—যতি, যযাতি, সংযাতি,
 অযাতি, যাতি ও সূযাতি এই ছয় পুত্রের
 মধ্যে যতি জ্যেষ্ঠ হইলেও তৎকনিষ্ঠ যযাতিই
 রাজা হইয়াছিলেন! পরধার্মিক যযাতি
 ককুৎস্থকন্তার পাণিগ্রহণ করেন। যতি
 মোক্ষধর্ম আশ্রয়পূর্বক মুনি হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপে
 অবস্থান করিলেন। অন্যান্য পঞ্চভ্রাতার
 মধ্যে যযাতিই এই বসুধামণ্ডল জয় করিয়া
 লইলেন। তিনি শুক্রচার্য্য-নন্দিনী দেব-
 যানীকে এবং বৃষপর্ক-নন্দিনী শশ্বিষ্ঠাকে
 পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যযাতি
 দেবযানীর গর্ভে যজ্ঞ ও তুর্কসু নামক দুই
 পুত্র উৎপাদন করেন এবং শশ্বিষ্ঠার গর্ভে
 তাঁহার দ্রহ্ম, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র
 জন্ম গ্রহণ করে। শুক্রচার্য্য প্রীত হইয়া
 যযাতিকে এক পক্ষম দীপ্তিশালী কাঞ্চনময়

স তেন রথমুখ্যেন বড়াঞোজয়মহীম্ ।
যযাতিশ্চি তুর্কবস্তথা দেবান্ সদানবান্ ॥ ৮
স ৩৪ঃ কৌরবাণাং তু সর্বেষামভবত্তদা ।
সংবর্তবসুনায়াস্ত কৌরবাজ্জনমেজয়াৎ ॥ ৯
কুরোঃ পুত্রস্ত রাজেন্দ্ররাজ্যঃ পারীক্ষিতস্ত হ ॥
জগাম স রথো নাশং শাপাদগর্গস্ত ধীমতঃ ॥
গর্গস্ত হি স্মৃতং বালং স রাজা জনমেজয়ঃ ।
কালেন হিংসয়ামাস ব্রহ্মহত্যামবাপ সঃ ॥ ১১
স লোহগন্ধো রাজর্ষিঃ পরিধাবন্নিতস্ততঃ ।
পৌরজানপদৈস্ত্যক্তো ন লেভে শম্য কহিচিৎ
ততঃ স দুঃখসন্তপ্তো নালভৎসংবিদং কচিৎ ।
বিপ্রেন্দ্রঃ শৌনকং রাজা শরণং প্রত্যপদ্যত ॥
যাজ্ঞামাস চ জ্ঞানী শৌনকো জনমেজয়ম্ ।
অশ্বমেধেন রাজানং পাবনার্থং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৪

দিব্য রথ প্রদান করেন। ঐ রথে মনো-
বেগগামী শুভ্রবর্ণ স্বর্গীয় উত্তম অশ্ব সকল
যোজিত ছিল; সেই রথ দ্বারা সহজেই
কার্য্য সিদ্ধ হইত। যযাতি সেই রথবরে
আরোহণ করিয়া ছয় রাত্র মধ্যে এই মহী-
মণ্ডল জয় করিয়াছিলেন এবং বহু বর্ষ যাবৎ
দেব ও দানবগণের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে
নিরত ছিলেন। ক্রমে সেই রথ পুরু-
বংশীয় সমস্ত রাজারই ব্যবহার্য্য হইয়াছিল।
কুরুবংশধর পরীক্ষিত-নন্দন জনমেজয়ের
পরবর্তী কালেই সেই রথ ধীমান্ গর্গের
শাপে বিনষ্ট হইয়া যায়। একদা রাজা
জনমেজয় গর্গের একটা শিশু পুত্রকে
হিংসা করেন। তাহাতে তিনি ব্রহ্ম-
হত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন। সেই রাজর্ষির
সর্বগাত্ৰ হইতে লোহগন্ধ নির্গত হইতে
থাকে। তিনি ইতস্তত ধাবিত হইয়াও
কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারেন
না। পুরবাসী এবং জনপদবাসীরাও
তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তিনি
দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া কোথাও শান্তি লাভে সমর্থ
হইলেন না। অনন্তর তিনি শৌনকের
শরণাপন্ন হইলেন। হে দ্বিজগণ! জ্ঞানী শৌনক,

স লোহগন্ধো ব্যনশস্ত্রাবতৃধমেত্য হ ।
স চ দিব্যরথো রাজ্ঞো বশাশ্চেদিপতেস্তদা ॥ ১৫
দত্তঃ শক্রেণ তুষ্টেন লেভে তন্মাদবুহজ্জথঃ ।
বুহজ্জথাৎক্রমেণৈব গতৌ বাহুজ্জথঃ নৃপম্ ॥ ১৬
ততো হুহা জরাসন্ধঃ ভীমন্তঃ রথমুত্তমম্ ।
প্রদদৌ বাসুদেবায় প্রীত্যা কৌরবনন্দনঃ ॥ ১৭
সপ্তদ্বীপাং যযাতিশ্চ জিত্বা পৃথ্বীং সসামরাম্ ।
বিভজ্য পঞ্চধা রাজ্যং পুত্রাণাং নাহবস্তদা ॥ ১৮
যযাতির্দিশি পূর্বস্থাং যত্নং জ্যেষ্ঠং ত্র্যবোজয়ৎ ।
মধ্যে পুরুং চ রাজানমভ্যবিক্রং স নাহয়ঃ ॥ ১৯
দিশি দক্ষিণপূর্বস্থাং তুর্কসুঃ মতিমান্নপঃ ।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ॥ ২০
যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্ম্মেণ প্রতিপাল্যতে ।
প্রজান্তেষাং পুরস্তাত্ত বক্ষ্যামি মুনিসত্তমাঃ ॥

রাজার পবিত্রতার জন্ত তাঁহা দ্বারা এক
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই
যজ্ঞান্তে রাজার গাত্র হইতে লোহগন্ধ
অপনীত হয়। সেই পূর্বোন্নিখিত দিব্য
রথ পরবর্তী কালে চেদিপতির বশীভূত
হইয়াছিল। ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া সেই রথ
দান করেন। ভূপতি বুহজ্জথ ইন্দ্রের নিকট
হইতে তাহা প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে বুহজ্জথ
হইতে বাহুজ্জথ জরাসন্ধ রাজার আয়ত্ত হয়।
কৌরবনন্দন ভীমসেন জরাসন্ধকে নিহত
করিয়া সেই উত্তম রথ বাসুদেবকে প্রীতি-
উপহার প্রদান করেন। ১-১৭। ধীমান্ রাজা
যযাতি সসামরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয়
করিয়া পরে স্বীয় রাজ্য পুত্রগণকে পঞ্চধা
বিভাগ করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে দক্ষিণ
ও পূর্বদিক্ জ্যেষ্ঠ যত্নকে, মধ্য ভাগ পুরুকে,
দক্ষিণ ও পূর্বদিক্ তুর্কসুকে এবং
উত্তর ও পশ্চিম দিক্ ক্রতু ও অহুকে
অর্পণ করিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি
সেই বিভাগ ক্রমে দ্বীপ-পত্তন-শালিনী
সমগ্র মেদিনী ধর্ম্মানুসারে পালন করিতে-
ছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ঐ সকল ভূপতির
প্রজাদিগের কৃতাঙ্ক আমি পরে বর্ণন

ধনুর্ন্যস্ত পৃথ্বীং চ পঞ্চভিঃ পুরুষবর্ষভৈঃ ।
জরাবানভবদ্রাজা ভারমাবেশ্ত বন্ধুযু ॥ ২২
নিকিণ্তুশস্ত্রঃ পৃথিবীং চচার পৃথিবীপতিঃ ।
ঐতিমানভবদ্রাজা যযাতিরপরাজিতঃ ॥ ২৩
এবং বিভজ্য পৃথিবীং যযাতির্দ্বমব্রবীৎ ।
জরাং মে প্রতিগৃহীষ পুত্র কৃত্যাস্তরেণ বৈ ॥
তক্ৰণস্তব রূপেণ চরেয়ং পৃথিবীমিমাম্ ।
জরাং হসি সমাধায় তং যত্নঃ প্রতু্যবাচ হ ॥ ২৪
যত্নরুবাচ ।

অনির্দিষ্টা ময়া ভিক্ষা ব্রাহ্মণস্ত প্রতিশ্রুতা ।
অনপাকৃত্য তাং রাজস্ব গ্রহীষ্যামি তে জরাম্
জরায়াং বহবো দোষাঃ পানভোজনকারিতাঃ ।
তস্মাজ্জরাং ন তে রাজস্ব গ্রহীতুমহমুৎসাহে ॥ ২৫

করিব। কালক্রমে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলেন। তিনি আপনার ধনুর্বাণাদি পরিত্যাগ করিলেন। পাঁচটা পুরুষপ্রবর পুত্র তাঁহার যোগ্য হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগের উপর রাজ্যভার স্তম্ভ করিলেন। তিনি সমুদায় শস্ত্রব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া ঐতিমান হইলেন; পৃথিবীর সর্বত্র তিনি বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জরাগ্রস্ত হইয়া, শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেও তাঁহাকে পরাজয় করিবার অবকাশ কাহারও রহিল না। এইরূপে যযাতি রাজা সমস্ত পুত্রকে পৃথিবী ভাগ করিয়া দিয়া একদা জ্যেষ্ঠ পুত্র যত্নকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি আমার এই জরাগ্রহণ কর; আমি কোন বিশেষ কার্যের জন্ত তোমাকে আমার জরা অর্পণ করিয়া তোমার এই যৌবন দ্বারা যুবক হইয়া এই পৃথিবী ভ্রমণ করিব। তৎশ্রবণে যত্ন বলিলেন,—হে রাজন্! আমি কোন ব্রাহ্মণকে কোন একটা অনির্দিষ্ট ভিক্ষা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, এই যৌবন দ্বারা আমি সে কার্য সম্পাদন না করিয়া আপনার জরা গ্রহণ করিতে পারি না। জরায় বহু দোষ আছে। পান-ভোজনাди ব্যাপার জরাব-

সত্তি তে বহবঃ পুত্রা মন্তঃ প্রিয়তরা নৃপ ।
প্রতিগ্রহীতুং ধর্মজ্ঞ পুত্রমন্তঃ কুণীষ বৈ ॥ ২৬
স এবমুক্তো যত্নো রাজা কোপসমম্বিতঃ ।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো যযাতির্গর্হয়ন্ শ্রুতম্ ॥ ২৭
যযাতিরুবাচ ।

ক আশ্রমস্তবাত্তোহস্তুি কো বা ধর্মো বিধীয়তে
মামনাদৃত্য ত্বর্কসুদে যদহং তব দেশিকঃ ॥ ৩০
এবমুক্তা যত্নঃ বিপ্রাঃ শশাপৈনং স মনুষ্যমান্ ।
অরাজ্যা তে প্রজা মুচ ভবিত্বীতি ন সংশয়ঃ ॥
দ্রহ্মং চ তুর্কসুং চৈবাপ্যহুং চ দ্বিজসন্তমাঃ ।
এবমেবাব্রবীদ্রাজা প্রত্যাখ্যাতশ্চ তৈরপি ॥ ৩২
শশাপ তানতিক্রুদ্ধো যযাতিরপরাজিতঃ ।
যথাবৎ কথিতং সর্বং ময়াশ্চ দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৩৩

স্থায় সূচাক্রূপে হয় না। অতএব হে রাজন্! আপনার জরা গ্রহণে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। হে নৃপ! আমি অপেক্ষা আপনার আরও অনেক প্রিয় পুত্র আছে; হে ধর্মজ্ঞ! তাহাদিগের মধ্যে কোন এক জনকে আপনি এই জরাগ্রহণে নিয়োগ করুন। যত্ন এই কথা কহিলে, যযাতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তখন পুত্র যত্নকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ওরে ত্বর্কসুদে! আমি তোমার গুরু, তুমি আমায় যখন অবজ্ঞাত করিলে, তখন তোমার আশ্রমই বা কি আর ধর্মই বা কি? এই বলিয়া যযাতি সক্রোধে শ্রুতের প্রতি এইরূপে অভিশাপ দিলেন যে, রে মুচ! তোমার সন্তান-সন্ততিগণ কখন রাজ্যলাভ করিতে পারিবে না। যত্নকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া রাজা যযাতি অতঃপর দ্রহ্ম, তুর্কসু ও অহুকে যথাক্রমে তদীয় জরাগ্রহণ করিতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারাও ঐরূপ কথা কহিয়া পিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন যযাতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাদিগকেও পূর্বের ন্যায় অভিসম্পাত করেন। হে দ্বিজগণ! এই আমি যযাতি-প্রদত্ত শাপ-বিবরণ যথাযথ বলিলাম। যযাতি এইরূপে পুত্রের অগ্রজাত সমস্ত পুত্রকেই শাপ-

এবং শত্ৰু। স্ততান্ সৰ্বাঃশত্ৰুঃ পুরুপুরুজান
তদেব বচনং রাজা পুরুমপ্যাহ ভো দ্বিজাঃ ॥
তরুণস্তব রূপেণ চরেয়ঃ পৃথিবীমিমাম্ ।
জরাঃ হৃদি সমাধায় হং পুরো যদি মন্তসে ॥৩৫
স জরাঃ প্রতিজগ্ৰাহ পিতুঃ পুরুঃ প্রতাপবান্ ।
যযাতিরপি রূপেণ পুরোঃ পর্য্যচরন্ মহীম্ ॥৩৬
স মার্গমাণঃ কামানামন্তঃ নৃপতিসত্তমঃ ।
বিশ্বাচ্যাহ সহিতো রেমে বনে চৈত্ররথে প্রভুঃ ॥
যদা স তপ্তঃ কামেষু ভোগেষু চ নরাধিপঃ ।
তদা পুরোঃ সকাশাদৈ স্বাঃ জরাঃ প্রত্যপদ্যত
যত্র গাথা মুনিশ্রেষ্ঠা গীতাঃ কিল যযাতিনা ।
যাভঃ প্রত্যাহরেৎ কামান্ সৰ্বাঃ হৃদ্যানি
কুন্তবৎ ॥ ৩৯
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রেণ ভূয় এবাভিবর্জিতে ॥ ৪০

গ্রন্থ করিয়া অবশেষে পুরুকে তাঁহার
জরাগ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনি পুরুকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরো!
তোমার যদি অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে
তোমাতে আমার জরা স্তম্ভ করিয়া
তোমার তরুণ রূপে আমি তরুণ হইয়া
এই সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করি। পিতার
কথায় প্রতাপবান্ পুরু যযাতির জরা গ্রহণ
করিলেন। তখন যযাতি পুরুর তরুণ রূপ
গ্রহণ করিয়া কামোপভোগের চরম সীমা
পাইবার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র পর্য্যটন করিতে
লাগিলেন। তিনি বিশ্বাচীর সহিত বহুকাল
চৈত্ররথ বনে বিহার করিলেন। কিন্তু যখন
কামোপভোগে কিছুতেই তৃপ্তি শেষ হইল
না, তখন তিনি পুরুর নিকটে আসিয়া স্বীয়
জরা গ্রহণ করিলেন। হে মুনিগণ! যিনি
কুর্মাঙ্গের দ্বায় সর্বপ্রকারে সকল কামনা
প্রত্যাহৃত করিয়াছিলেন সেই রাজা যযাতি
কর্তৃক তৎকালে এইরূপ গাথা গীত হইয়াছিল
যে, কাম্য বিষয়ের উপভোগ দ্বারা কাম
কখন উপশম প্রাপ্ত হয় না; বস্তুতঃ স্তম্ভ-
হৃতি দ্বারা অগ্নির দ্বায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত

যৎপৃথিব্যাং ব্রীহিযবঃ হিরণ্যঃ পশবঃ শ্রিয়ঃ ।
নালমেকস্ত তৎসৰ্বমিতি কুত্বা ন মুক্ততি ॥ ৪১
যদা ভাবঃ ন কুরুতে সৰ্বভূতেষু পাপকম্ ।
কৰ্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৪২
যদা তেভ্যো ন বিভেতি যদা চান্মদা বিত্যাতি
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৪৩
যা হস্ত্যজা হৃদ্যাভির্ধা ন জীৰ্য্যতি জীৰ্য্যতঃ ।
যোহসৌ প্রাণাস্তিকো রোগস্তাঃ তৃষ্ণাঃ

ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৪৪

জীৰ্য্যন্তি জীৰ্য্যতঃ কেশা দন্তা জীৰ্য্যন্তি জীৰ্য্যতঃ
ধনাশা জীবিতাশা চ জীৰ্য্যতোহপি ন জীৰ্য্যতি
যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্ ।
তৃষ্ণাকমসুখশ্চৈতে নারীন্ত যোড়শীঃ কলাম্ ॥
এবমুক্তা স রাজর্ষিঃ সদারঃ প্রাবিশদ্বনম্ ।

হইয়া থাকে। ১৮—৪০। পৃথিবীতে যত কিছু
ব্রীহি, যব, হিরণ্য, ও শ্রী আছে সে সকল
একজনেরও পর্য্যাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয় না।
এইরূপ মনে করিয়া সে সকলের জন্য
মোহিত হওয়া উচিত নহে। যখন কৰ্ম্ম,
মন ও বাক্য দ্বারাও সর্বভূতের প্রতি
কোনরূপ পাপজ্ঞ ভাব পোষণ করা হয় না,
তখনই ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি
অন্তের নিকট হইতে ভীত হইবেন না;
অন্তেও যখন তাঁহার নিকট হইতে ভীত হয়
না, যখন ইচ্ছা বা দ্বেষ কিছুই থাকে না,
তখনই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। হৃদয়গণ
যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, স্বীয়
আধার জীর্ণ হইলেও যাহা যখন জীর্ণ হয়
না, যাহা মানুষের প্রাণাস্তিক রোগরূপ,
সেই তৃষ্ণা যিনি ত্যাগ করিতে পারেন;
প্রকৃত সুখ তাঁহারই হইয়া থাকে। জরাগ্রন্থ
ব্যক্তির কেশরাশি জীর্ণ হয়, দন্ত জীর্ণ হয়,
কিন্তু ধনাশা আর যে জীবিতাশা, এইটী
কিছুতেই জীর্ণ হইবার নয়। জগতে যাহা
কিছু কামসুখ আর যাহা কিছু স্বর্গীয়সুখ,
তাহা একমাত্র তৃষ্ণাকরূপ সুখের বোড়শ
ভাগের একভাগেরও সমান নয়। সেই

কালেন মহতা চায়ং চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৪৭
 ভৃগুতুঙ্গে গতিং প্রাপ তপসোহস্তে মহাযশাঃ ।
 অনশনং দেহমুৎসৃজ্য সদারঃ স্বর্গমাশ্ববান্ ॥ ৪৮
 তন্ত বংশে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পঞ্চ রাজর্ষিসত্তমাঃ ।
 বৈব্যাগ্ণা পৃথিবী সর্বা সূর্যাস্তেব গভস্তিভিঃ ॥
 যদোক্ত বংশং বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং রাজসংকৃতম্ ।
 যত্র নারায়ণো জজ্ঞে হরির্বিষ্ণুকুলোদ্ভবঃ ॥ ৫০
 সূর্যঃ প্রজাবানায়ুমান্ কীর্তিমাংশ্চ ভবেন্নরঃ ।
 যযাতিচরিতং নিত্যমিদং শৃণু দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সোমবংশ
 যযাতিচরিতনিরূপণং নাম
 দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

রাজর্ষি যযাতি এই কথা বলিতে বলিতে
 সঙ্গীক বনে গমন করেন। তিনি বহুকাল
 বনে থাকিয়া বিপুল তপস্বী করিয়াছিলেন।
 পরে ভৃগুতুঙ্গে তপস্বী করিয়া সেই
 তপস্বীর পর অনশনে দেহ পরিত্যাগ-
 পূর্বক সঙ্গীক স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার
 বংশধর পাঁচ রাজর্ষি ছিলেন। সূর্যের
 কিরণপটলের স্থায় তাঁহাদের দ্বারাই এই
 সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। হে
 মুনিগণ! যে বংশে, বিষ্ণুকুলধুরন্ধর সূর্যঃ
 হরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই
 যদুবংশবিবরণ ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ
 করুন। যে নর নিত্য এই যযাতি-চরিত
 শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তিনি আয়ুমান্ ও
 কীর্তিমান্ হইয়া থাকেন। ৪১—৫১।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

পুরোবংশং বয়ং স্মৃত শ্রোতুমিচ্ছাম তদ্বতঃ ।
 জহন্তানোর্যদোষ্টৈশ্চ তুর্বসোশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥১
 লোমহর্ষণ উবাচ ।
 শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দীলাঃ পুরোবংশং মহাশুনঃ ।
 বিস্তরেণানুপূর্য্য চ প্রথমং বদতো মম ॥ ২
 পুরোঃ পুত্রঃ সুবীরোহুভয়ানসু্যস্তস্ত চাত্মজঃ ।
 রাজা চাভয়দো নাম মনস্কোরভবৎ সূতঃ ॥ ৩
 তথৈবাভয়দস্তাসীৎ সুধবা নাম পার্থিবঃ ।
 সুধবনঃ সুবাহুশ্চ রৌদ্রাশ্চ তস্য চাত্মজঃ ॥ ৪
 রৌদ্রাশ্চ দশার্ণেয়ুঃ কুকণেয়ুস্তথৈব চ ।
 কক্ষেয়ুশ্চ ঙ্গিলেয়ুশ্চ সন্নতেয়ুস্তথৈব চ ॥ ৫
 ঞ্চেয়ুশ্চ জলেয়ুশ্চ স্থলেয়ুশ্চ মহাবলঃ ।
 ধনেয়ুশ্চ বনেয়ুশ্চ পুত্রকাশ্চ দশ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৬
 ভদ্রা শূদ্রা চ মদ্রা চ শলদা মলদা তথা ।
 খলদা চ ততো বিপ্রা নলদা সুরসাপি চ ॥ ৭
 তথা গোচপলা চ স্ত্রীরত্নকূটা চ তা দশ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে স্মৃত! আমরা
 পুরু, জহন্ত, অহু, যহ ও তুর্কসুর বংশ-
 বিবরণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শুনিতে ইচ্ছা
 করি। লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 আমি প্রথমে মহাত্মা পুরুর বংশ বিস্তৃতরূপে
 আনুপূর্ব্বিক কীর্তন করিতেছি, আপনারা
 শ্রবণ করুন। পুরুর পুত্র সুবীর; তৎপুত্র
 মনসু্য; মনসু্যর পুত্র রাজা অভয়দ। তাঁহার
 পুত্র মহীপতি সুধবা; তৎপুত্র সুবাহু;
 তৎপুত্র রৌদ্রাশ; এই রৌদ্রাশ রাজার
 দশজন পুত্র ও দশ কন্যা সন্তান উৎপন্ন
 হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রগণের নাম যথা—
 দশার্ণেয়ু, কুকণেয়ু, কক্ষেয়ু, ঙ্গিলেয়ু,
 সন্নতেয়ু, ঞ্চেয়ু, স্থলেয়ু, জলেয়ু, ধনেয়ু, ও
 বনেয়ু। তদীয় কন্যাগণের নাম যথা—ভদ্রা,
 শূদ্রা, মদ্রা, শলদা, মলদা, খলদা, নলদা,
 সুরসা, গোচপলা ও রত্নকূটা। অত্রিবংশে

ঋষির্জাতোহত্রিবংশে চ তাসাং তর্জা প্রভাকরঃ
ভদ্রায়াঃ জনয়ামাস সূতং সোমং যশস্বিনম্ ।
স্বর্ভানুনা হতে সূর্যো পতমানে দিবো মহীম্ ॥১০
তমোভিভূতে লোকে চ প্রভা যেন প্রবর্তিতা ।
স্বস্তি তেহস্মিতি চোক্ত্বা বৈ পতমানো দিবাকরঃ
বচনাত্তস্য বিপ্রর্ষেণ পপাত দিবো মহীম্ ।
অত্রিশ্রেষ্ঠানি-গোত্রাণি যশ্চকার মহাতপাঃ ॥১১
যজ্ঞেধ্বত্রেবলকৈব দেবৈর্যস্য প্রতিষ্ঠিতম্ ।
স তাসু জনয়ামাস পুত্রিকাস্থায়কামজান্ ॥ ১২
দশ পুত্রান্ মহাসত্ত্বাস্তপস্যাগ্রে রতাঃস্তথা ।
তে তু গোত্রকরা বিপ্রা ঋষয়ো বেদপারগাঃ ॥
স্বস্ত্যাগ্রেয়া ইতি খ্যাতাঃ কিঞ্চ ত্রিধনবর্জিতাঃ
কক্ষেয়োস্তুনয়ান্তাসংস্রয় এব মহারথাঃ ॥ ১৪
সভানরশ্চাক্ষুষ্যচ পরমহু্যস্তথৈব চ ।
সভানরশ্চ পুত্রস্ত বিদ্বান্ কালানলো নৃপঃ ॥১৫

প্রভাকর নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি
ঐ ভদ্রা প্রভৃতি দশ কন্তার পাণি গ্রহণ
করেন। তন্মধ্যে ভদ্রা নামী স্ত্রীর গর্ভে
যশস্বী সোম তাঁহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন।
রাহু কর্তৃক আহত হইয়া সূর্য্য স্বর্গ হইতে
মহীপৃষ্ঠে পতনোন্মুখ হইলে, অন্ধকারে
সমস্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে, তখন ঐ প্রভাকর
ঋষি কর্তৃক প্রভা প্রবর্তিত হয়। দিবাকর
পতিত হইতে থাকিলে তিনিই তাঁহাকে
'তোমার স্বস্তি হউক' বলিয়া সমাশ্বস্ত করিয়া-
ছিলেন; তখন সেই বিপ্রর্ষির কথানুসারেই
'দিবাকরকে আর মহীপৃষ্ঠে পতিত হইতে
হয় নাই। তাঁহা হইতেই অত্রিশ্রেষ্ঠ গোত্র
সকল প্রবর্তিত হইয়াছিল। যজ্ঞসমূহে দেব-
গণকর্তৃক অত্রির বল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি
তাঁহার দশ স্ত্রীর গর্ভেই ক্রমাগত দশপুত্র
উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রগণ সকলেই
মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন ও উগ্র তপশ্চায় নিরত
ছিলেন। সেই সকল পুত্রই গোত্রকর,
ঋষি, বেদপারগ ও আত্রেয়, আখ্যায় অতি-
হিত। কক্ষেয়ুর তিন পুত্র সভানর, চাক্ষুষ
ও পরমহু্য। হে মুনিপ্রবরগণ! সভানরের

কালানলশ্চ ধর্ম্মজঃ সৃঞ্জয়ো নাম বৈ সূতঃ ।
সৃঞ্জয়স্তাতবৎ পুত্রো বীরো রাজা পুরঞ্জয়ঃ ॥১৬
জনমেজয়ো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পুরঞ্জয়সুতোহতবৎ ।
জনমেজয়শ্চ রাজর্ষেমহাশালোহতবৎ সূতঃ ।
দেবেষু স পরিজাতঃ প্রতিষ্ঠিতযশা ভূবি ।
মহামনা নাম সূতো মহাশালশ্চ বিজ্ঞতঃ ॥ ১৮
জজ্ঞে বীরঃ সুরগণৈঃ পূজিতঃ সুমহামনাঃ ।
মহামনাস্ত পুত্রো দ্বৌ জনয়ামাস ভৌ দ্বিজাঃ ॥১৯
উশীনরঞ্চ ধর্ম্মজঃ তিতিক্ষুঞ্চ মহাবলম্ ।
উশীনরশ্চ পুত্র্যস্ত পঞ্চ রাজর্ষিবংশজাঃ ॥ ২০
নৃগা কুমিনবা দর্বা পঞ্চমী চ দৃষদ্বতী ।
উশীনরশ্চ পুত্র্যস্ত পঞ্চ তাসু কুলোদ্বহাঃ ॥ ২১
তপসা চৈব মহতা জাতা বৃদ্ধশ্চ চান্দ্রজাঃ ।
নৃগায়াস্ত নৃগাঃ পুত্রাঃ কুম্যাং কুমিরজায়ত ॥ ২২
নবায়াস্ত নবঃ পুত্রো দর্বায়াঃ সূত্রতোহতবৎ ।
দৃষদ্বত্যাস্ত সঞ্জজ্ঞে শিবিরৌশীনরো নৃপঃ ॥২৩
শিবেস্ত শিবয়ো বিপ্রা যৌধেয়াস্ত নৃগশ্চ হ ।
নবশ্চ নবরাষ্ট্রস্ত কুমেষ্ট কুমিলা পুরী ॥ ২৪

পুত্র বিদ্বান্ কালানল। তৎপুত্র ধর্ম্মজ সৃঞ্জয়;
তৎপুত্র রাজা পুরঞ্জয়; তৎপুত্র জনমেজয়।
রাজর্ষি জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল। ইনি
দেব সমাজে সবিশেষ পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত-
যশা ছিলেন। ইহার পুত্র ধার্ম্মিক মহামনা।
ইনিও সুরসমাজে বিলক্ষণ সম্মানিত
ছিলেন। হে দ্বিজগণ! মহামনার ধর্ম্মজ
উশীনর ও মহাবল তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র
জন্ম গ্রহণ করে। উশীনরের রাজর্ষিবংশ-
সমুৎপন্ন পাঁচটি পত্নী ছিল। তাহাদের নাম—
নৃগা, কুমি, নরা, দর্বা ও দৃষদ্বতী। উশীনর
বহু তপশ্চা করিয়াছিলেন। তাঁহার কুমার
বয়সে ঐ পাঁচটি পত্নীর গর্ভে পাঁচটি সন্তান
জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে নৃগার পুত্র নৃগ, কুমির
পুত্র কুমি, নবার পুত্র নব এবং দর্বার পুত্র
সূত্রত। পঞ্চমী পত্নী দৃষদ্বতীর গর্ভে উশীনর
শিবি রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। ১—২৩।
হে বিপ্রগণ! শিবির শিবিগণ, নৃগের,
যৌধেয়গণ, নবের নবরাষ্ট্র, সূত্রতের অষ্টা

সুতস্ত তথাযথাঃ শিবিপুত্রানিবোধত ।
 শিবেষ শিবঃ পুত্রাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥২৫॥
 বৃষদৰ্ভঃ সুবীরশ্চ কৈকেয়ো মদ্রকস্তথা ।
 তেষাং জনপদাঃ স্ফীতা কৈকেয় মদ্রকাস্তথা ॥২৬॥
 বৃষদৰ্ভাঃ সুবীরশ্চ তিতিক্ষুশ্চ প্রজাভিমাঃ ।
 তিতিক্ষুরভবদ্রাজা পূৰ্ব্বশ্চাঃ দিশি ভো দ্বিজাঃ ॥
 উষদ্রথো মহাবীৰ্য্যঃ কেনসুতস্ত সূতোহভবৎ ।
 কেন—সুতপা যজ্ঞে তৰ্ভঃ সূতপসো বলিঃ ॥২৮॥
 জাতো মানুস্বয়োনৌ তু স রাজা কাকনেমুধিঃ ।
 মহাযোগী স তু বলিবৰ্ভু ব নৃপতিঃ পুরা ॥ ২৯ ॥
 পুত্রাঙ্কুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্ ভুবি ।
 অঙ্গঃ প্রথমতো যজ্ঞে বঙ্গঃ সূক্ষ্মস্তথৈব চ ॥ ৩০ ॥
 পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালৈয়ঃ ক্ষত্রমুচ্যতে ।
 বালৈয়া ভ্রাক্ষণাশ্চৈব তস্ত বংশকরা ভুবি ॥৩১॥
 বলেশ্চ ব্রহ্মণা দত্তো বরঃ প্রীতেন ভো দ্বিজাঃ ।

এবং কুমির কুমিলা পুরী প্রসিদ্ধ । এক্ষণে
 শিবির - পুত্রগণের কথা শ্রবণ করুন ।
 শিবির লোক-বিশ্রুত চারি পুত্র ছিল ।
 সেই পুত্রচতুষ্টয়ের নাম—বৃষদৰ্ভ, সুবীর,
 কৈকেয় ও মদ্রক । এই চারি পুত্রেরই
 কৈকেয়, মদ্রক বৃষদৰ্ভ ও সুবীর নামে
 চারিটা সুসমৃদ্ধ জনপদ ছিল । হে দ্বিজ-
 গণ! এক্ষণে তিতিক্ষুর সন্তান সন্ততিগণের
 কথা শ্রবণ করুন । তিতিক্ষু পূৰ্ব্বদিকে রাজত্ব
 করিতেন । তিতিক্ষুর পুত্র মহাবীৰ্য্য উষদ্রথ ;
 ইহার কেন নামে এক পুত্র হয় । তাঁহার
 পুত্র সূতপা ; তৎপুত্র বলি ; বলিরাজা
 মানুস্ব যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, মহাযোগী
 পুরুষ হয়েন । ইনি পাঁচটি বংশকর পুত্র
 উৎপাদন করেন । তাহাদের মধ্যে অঙ্গ জ্যেষ্ঠ
 পুত্র ছিলেন । তাঁহার কনিষ্ঠ বঙ্গ ; এইরূপে
 সূক্ষ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে বলির পঞ্চ
 পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । বলির এই পঞ্চ
 পুত্রই বালৈয় নামে বিখ্যাত ছিলেন । বালৈয়
 নামক ভ্রাক্ষণগণ ও বলিরাজের বংশধর বলিয়া
 ভূতলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । পুরাকালে
 ব্রহ্মা বলির প্রতি প্রীত হইয়া এইরূপ বর

মহাযোগিদ্রুমায়ুশ্চ কল্পস্ত পরিমাণতঃ ॥ ৩২ ॥
 বলে চাপ্রতিমহং বৈ ধৰ্ম্মতত্ত্বার্থদর্শনম্ ।
 সংগ্রামে চাপ্যজ্যেয়ত্বং ধৰ্ম্মে চৈব প্রধানতাম্ ॥
 ত্রৈলোক্যদর্শনঞ্চাপি প্রাধান্যং প্রসবে তথা ।
 চতুরো নিয়তান্ বর্ণাংস্বঞ্চ স্থাপয়িতেন চ ॥৩৪॥
 ইত্যুক্তো বিভূনা রাজা বলিঃ শান্তিং পরাং
 যযৌ ।
 কালেন মহতা বিপ্রাঃ স্বঞ্চ স্থানমুপাগমৎ ॥ ৩৫ ॥
 তেষাং জনপদাঃ পঞ্চ অঙ্গা বঙ্গাঃ সসূক্ষ্মকাঃ ।
 কলিঙ্গাঃ পুণ্ড্রকান্ধৈব প্রজাভিজ্ঞস্ত সাস্ত্রতম্ ॥
 অঙ্গপুত্রো মহানাসীদ্রাজেন্দ্রো দধিবাহনঃ ।
 দধিবাহনপুত্রস্ত রাজা দিবিরথোহভবৎ ॥ ৩৭ ॥
 পুত্রো দিবিরথস্তাসীচ্ছত্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
 বিদ্বান্ ধৰ্ম্মরথো নাম তস্ত চিত্ররথঃ সূতঃ ॥ ৩৮ ॥
 তেন ধৰ্ম্মরথেনাথ তদা কালঞ্জরে গিরৌ ।
 যজতা সহ শক্রেণ সোমঃ পীতো মহাত্মনা ॥৩৯॥

প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে বলে !
 তুমি মহাযোগী হইবে, কল্প কাল পর্য্যন্ত
 তোমার পরমায়ু, ধৰ্ম্ম সহস্রকে অসাধারণ
 তত্ত্বার্থ দৃষ্টি, সংগ্রামে অজ্যেয়ত্ব, ধৰ্ম্মে প্রাধান্য,
 ত্রৈলোক্য দর্শনের ক্ষমতা এবং পুত্র জন্মের
 প্রাধান্য হইবে । তুমি চতুর্বিধবর্ণাশ্রমধৰ্ম্মের
 প্রতিষ্ঠা করিবে । প্রভু ব্রহ্মা এইরূপ বর
 দান করিলে, বলিরাজা সংসারে শান্তিলাভ
 করিলেন । হে বিপ্রগণ! অনন্তর বহুকাল
 অতীত হইলে, তিনি স্বর্গস্থানে উপনীত
 হইলেন । তদীয় পঞ্চপুত্রের পাঁচটি জনগদই
 অঙ্গ, বঙ্গ, সূক্ষ্ম, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রক নামে
 প্রসিদ্ধি লাভ করে । সম্প্রতি অঙ্গরাজের
 বংশবিবরণ বলিতেছি । দধিবাহন নামে
 অঙ্গরাজের এক প্রধান পুত্র ছিলেন । ইনি
 রাজেন্দ্র বিশেষণে অভিহিত হইতেন । ইহার
 পুত্র রাজা দিবিরথ ; তৎপুত্র ধৰ্ম্মরথ ।
 ইনি ইন্দ্রপ্রতিম পরাক্রমশালী ছিলেন ।
 ইহার পুত্রের নাম চিত্ররথ । ২৪—৩৮ । ইনি
 ধৰ্ম্মানুষ্ঠানকামনায় কালঞ্জরগিরিতে এক
 যজ্ঞানুষ্ঠান করেন । মহাত্মা ইন্দ্র সেই যজ্ঞে

অথ চিত্ররথশ্চাপি পুত্রো দশরথোহভবৎ ।
 লোমপাদ ইতি ধাতো যন্ত শাস্তা সূতাভবৎ
 তন্ত দাশবিবীরচতুরজো মহাযশাঃ ।
 ঋষ্যশৃঙ্গ প্রসাদেন জজ্ঞে বংশবিবর্জনঃ ॥ ৪১
 চতুরঙ্গশ্চ পুত্রশ্চ পৃথুলাক ইতি স্মৃতঃ ।
 পৃথুলাকসুতো রাজা চম্পা নাম মহাযশাঃ ॥ ৪২
 চম্পান্ত তু পুরী চম্পা যা মালিন্যভবৎ পু ।
 পূর্ণভদ্র প্রসাদেন হর্যাক্ষোহন্ত সূতোহভবৎ ॥ ৪৩
 ততো বৈভাণ্ডিকস্ত বারণঃ শত্রুবারণম্ ।
 অবতারয়ামাস মহীঃ মত্ৰৈবাহনমুত্তমম্ ॥ ৪৪
 হর্যাক্ষশ্চ সূতস্তত্র রাজা ভদ্ররথঃ স্মৃতঃ ।
 পুত্রো ভদ্ররথস্তাসীদবৃহৎকর্মা প্রজেশ্বরঃ ॥ ৪৫
 বৃহদর্ভঃ সূতস্তত্র যশ্মাজ্জজ্ঞে বৃহন্ননাঃ ।
 বৃহন্ননাস্ত রাজেন্দ্রে জনয়ামাস বৈ সূতম্ ॥ ৪৬
 নারী জয়দ্রথঃ নাম যশ্মাদুচরথো নৃপঃ ।
 আসীদুচরথশ্চাপি বিশ্বজিজ্ঞনমেজয়ী ॥ ৪৭

সোমপান করিয়াছিলেন। রাজা চিত্ররথের
 পুত্রদশরথ। ইনি লোমপাদ নামে অভিহিত
 হইতেন। শাস্তা নামে ইহার একটি কন্যা
 সন্তান ছিল। দশরথের পুত্র মহাযশা
 চতুরঙ্গ। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির অমুগ্রহে এই
 পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই চতুরঙ্গরাজের
 পুত্র পৃথুলাক নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইহার
 পুত্র মহাযশা চম্প। ইনিও একজন রাজা
 হইয়াছিলেন। চম্পরাজের চম্পা নামে
 রাজধানী ছিল, এই রাজপুরীর পুষ্ক-নাম
 ছিল মালিনী। পূর্ণভদ্রের প্রসাদে চম্প-
 রাজের হর্যাক্ষ নামে এক পুত্র হয়। ইনি
 মন্ত্রবলে ঐরাবতপ্রতিম বৈভাণ্ডিক নামক এক
 হস্তীকে মহীপৃষ্ঠে অবতারিত করেন। এই
 হস্তী তাঁহার ষ্ঠে বাহন ছিল। ভদ্ররথ
 বিখ্যাত রাজা হর্যাক্ষের পুত্র। ভদ্ররথের
 পুত্র প্রজানাত বৃহৎকর্মা। তৎপুত্র বৃহদর্ভ,
 রাজাধিরাজ তৎপুত্র বৃহন্ননা; ইনি এক পুত্র
 উৎপাদন করেন। তাহার নাম জয়দ্রথ।
 জয়দ্রথের পুত্র দূচরথ; তৎপুত্র বিশ্বজিৎ

দায়াদন্তস্ত বৈকর্ণো বিকর্ণস্ত চাশ্বজঃ ।
 তন্ত পুত্রশতং ত্রাসীদজানাং কুলবর্জনম্ ॥ ৪৮
 এতেহজবংশজাঃ সর্বে রাজানঃ কীর্তিতা মহা ।
 সত্যব্রতা মহাত্মানঃ প্রজাবন্তো মহারথাঃ ॥ ৪৯
 ঋচেয়োস্ত মুনিশ্রেষ্ঠা রোদ্ভাবতনয়শ্চ বৈ ।
 শৃগুধ্বঃ সম্প্রবক্ষ্যামি বংশং রাজন্ত ভো বিজাঃ
 ঋচেয়োস্তুনয়ো রাজা মতিনারো মহীপতিঃ ।
 মতিনারসুতাস্তাসংস্রয়ঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ৫১
 বসুরোধঃ প্রতিরথঃ সুবাহুশ্চৈব ধার্মিকঃ ।
 সর্বে বেদবিদশ্চৈব ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৫২
 ইলা নাম তু যশ্মাসীৎ কস্তা বৈ মুনিসত্তমাঃ ।
 ব্রহ্মবাদিন্তধিহী সা তংসুস্তামভ্যাগচ্ছত ॥ ৫৩
 তংসোঃ সূতোহথ রাজর্ষিধর্ম্মনেজঃ প্রতাপবান্
 ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্তস্তস্ত ভার্য্যোপদানবী ॥ ৫৪
 উপদানবী ততঃ পুত্রাশ্চতুরোহজনমক্ষুতান্ ।
 হুমন্তমথ সূমন্তং প্রবীরমনঘং তথা ॥ ৫৫

জনমেজয়; তৎপুত্র বৈকর্ণ; তৎপুত্র বিকর্ণ।
 বিকর্ণের একশত বংশধর পুত্র উৎপন্ন হয়।
 এই আমি অজবংশীয় নৃপতিগণের বিবরণ
 কীর্তন করিলাম, ইহারা সকলেই সত্যব্রত,
 মহাত্মা, পুত্রশালী ও মহারথ ছিলেন। হে
 মুনিবরগণ! এক্ষণে রোদ্ভাবনন্দন ঋচেয়
 রাজার বংশাববরণ বলিতোছি, শ্রবণ করুন।
 ঋচেয় রাজার পুত্র মহীপতি মতিনার।
 মতিনার নরপতির তিনটি ধার্মিক পুত্র উৎ-
 পন্ন হয়। তাহাদের নাম যথাক্রমে বসুরোধ
 প্রতিরথ ও সুবাহ। এই পুত্রগণ সকলেই
 সত্যবাদী, ধর্ম্মজ্ঞ, বেদবিৎ ও ব্রহ্ম-
 পরায়ণ ছিলেন। ৩৯—৫২। হে মুনিগণ!
 পূর্বে যে ইলা নারী কস্তার উৎপত্তি-
 কথা কহিয়াছি, তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন।
 রাজা তৎসু তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন।
 তৎসুর তনয় প্রতাপবান্ রাজর্ষি ধর্ম্মনেজ।
 ইনি ব্রহ্মবাদী ও পরাক্রমশালী ছিলেন।
 ইহার ভাষ্যার নাম ছিল উপদানবী।
 উপদানবীর গর্ভে ধর্ম্মনেজের দুইজন, সুমন্ত,
 প্রবীর ও অনঘ নামে চারিটি পুত্র উৎপন্ন

হুমন্তস্ত তু দায়াদো ভরতো নাম বীৰ্য্যবান্ ।
 স সৰ্বদমনো নাম নাগায়ুতবলো মহান ॥ ৫৬
 চক্রবর্তী সূতো জজ্ঞে হুমন্তস্ত মহাত্মনঃ ।
 শকুন্তলায়াং ভরতো যস্ত নাম্না তু ভারতাঃ ॥
 ভরতস্ত বিনষ্টেষু তনয়েষু মহীপতেঃ ।
 মাতৃগাং তু প্রকোপেণ ময়া তৎকথিতং পুরা ॥
 বৃহস্পতেরঙ্গিরসঃ পুত্রো বিপ্রো মহামুনিঃ ।
 অযাজয়ন্তরদ্বাজো মহন্তিঃ ক্রতুভিবিভুঃ ॥ ৫৯
 পূৰ্ব্বং তু বিতথো তস্ত কৃতে বৈ পুত্রজন্মনি ।
 ততোহথ বিতথো নাম ভরদ্বাজাঃ সূতোহভবৎ
 ততোহথ বিতথো জাতে ভরতস্ত দিবঃ যযৌ ॥
 বিতথঃ চাভিষিচ্যথ ভরদ্বাজো বনঃ যযৌ ॥ ৬১
 স চাপি বিতথঃ পুত্রান্ জনয়ামাস পঞ্চ বৈ ।
 সুহোত্রঞ্চ সুহোতারং গয়ং গৰ্গং তথৈব চ ॥ ৬২
 কপিলঞ্চ মহাত্মনং সুহোত্রস্ত সূতদ্বয়ম্ ।
 কাশিকঞ্চ মহাসত্যং তথা গৃৎসমতিং নৃপম্ ॥ ৬৩
 তথা গৃৎসমতেঃ পুত্রা ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বিশাঃ ।

হয়। হুমন্তের ভরত নামে এক বীৰ্য্যবান
 পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই ভরত অমৃত
 নাগ তুল্য বলশালী ছিলেন; ইহার অপর
 নাম সৰ্বদমন। ইনি মহাত্মা হুমন্তের পুত্ররূপে
 উৎপন্ন হইয়া চক্রবর্তিত্ব প্রাপ্ত হন। শকুন্তলা
 ভরতের জননী ছিলেন। ভরতের নামানু-
 সারেই ভারত নাম প্রসিদ্ধ। মাতৃগণের
 প্রকোপে ভরতনন্দনগণ প্রনষ্ট হইয়াছিল।
 একথা পূর্বেই আমি বলিয়াছি। হে বিপ্রগণ!
 বৃহস্পত্য আঙ্গিরস ভরদ্বাজ ভরত দ্বারা
 এক পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। পূর্বে
 পুত্র জন্ম বিতথ অর্থাৎ বিফল হয়; সেই জন্ত
 ভরদ্বাজ বিতথ নামে এক পুত্র উৎপাদন
 করেন, বিতথ জন্মবার পর ভরত স্বর্গ-
 গমন করেন। এ দিকে বিতথের রাজ্যাভি-
 ষেক হইবার পর ভরদ্বাজও বনে প্রস্থান
 করেন। যথাকালে বিতথের সুহোত্র,
 সুহোতা, গয়, গৰ্গ ও মহাত্মা কপিল নামে
 পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে সুহোত্রের
 মহাসত্ত্ব কাশিক ও গৃৎসমতি নামে দুইপুত্র

কাশিকস্ত তু কাশেয়ঃ পুত্রো দীৰ্ঘতপাস্থথা ॥ ৬৪
 বভূব দীৰ্ঘতপসো বিদ্বান্ ধনন্তরিঃ স্মৃতঃ ।
 ধনন্তরেস্ত তনয়ঃ কেতুমানিতি বিজ্ঞতঃ ॥ ৬৫
 তথা কেতুমতঃ পুত্রো বিদ্বান্ ভীমরথঃ স্মৃতঃ ।
 পুত্রো ভীমরথস্তাপি বারানস্তধিপোহভবৎ ॥ ৬৬
 দিবোদাস ইতি খ্যাতঃ সৰ্বকল্পপ্রণাশনঃ ।
 দিবোদাসস্ত পুত্রস্ত বীরো রাজা প্রতর্দনঃ ॥ ৬৭
 প্রতর্দনস্ত পুত্রো দ্বৌ বৎসো ভার্গব এব চ ।
 অলকো রাজপুত্রস্ত রাজা সন্মতিমান্ ভুবি ॥ ৬৮
 হৈহয়স্ত তু দায়াক্তং হতবান্ বৈ মহীপতিঃ ।
 আজহে পিতৃদায়াক্তং দিবোদাসহতং বলাৎ ॥
 ভদ্রশ্রেণ্যস্ত পুত্রেন হৃদমেন মহাত্মনা ।
 দিবোদাসেন বালেতি স্মরণ্যাসৌ বিসর্জিতঃ ॥
 অষ্টারথো নাম নৃপঃ সূতো ভীমরথস্ত বৈ ।
 তেন পুত্রেন লস্তু প্রহৃতং তস্ত ভো দ্বিজাঃ ॥
 বৈরস্তান্তং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কত্রিয়েণ বিধিৎসতা ।
 অলকঃ কাশিরাজস্ত ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৭২

জন্মগ্রহণ করে। গৃৎসমতির যে সকল পুত্র
 উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ" কেহ
 ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ কত্রিয় এবং কেহ কেহ
 বৈশ্য হইয়াছিল। কাশিকের পুত্র কাশেয়
 দীৰ্ঘতপা। তৎপুত্র বিদ্বান্ ধনন্তরি, তৎপুত্র
 বিখ্যাত কেতুমান্। তৎপুত্র বিজ্ঞ ভীমরথ,
 তৎপুত্র বারানসীপতি সৰ্বকল্পজয়ী দিবো-
 দাস। তৎপুত্রঃ রাজা প্রতর্দন। তাহার
 ৎস ও ভার্গব নামে দুই পুত্র হয়। রাজপুত্র
 অলক এবং রাজা সন্মতিমান্, ইহারা হৈহয়
 নরপতির রাজ্য হরণ করেন। ভদ্রশ্রেণ্যের
 পুত্র মহাত্মা হৃদমদ, রাজা দিবোদাস কর্তৃক
 হত তদীয় পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।
 এই হৃদমদ রাজাকে পূর্বে দিবোদাস বালক
 জ্ঞানে স্মরণ্য উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ৫৩-৭০।
 ভীমরথের অষ্টারথ নামে আর এক পুত্র
 ছিল। এই পুত্র বৈর-প্রতিযাতনর্থ পুৰোক্ত
 বালকের রাজ্য অপহরণ করে। কাশিরাজ
 অলক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।

যষ্টিং বর্ষসহস্রাণি যষ্টিং বর্ষশতানি চ ।
 যুবা রূপেণ সম্পন্ন আসীৎকাশিকুলোদ্ভবঃ ॥৭৩
 গোপামুদ্রাপ্রসাদেন পরমায়ুর্নবাপ সঃ ।
 বয়সোহন্তে মুনিশ্রেষ্ঠা ইহা ক্ষেমকরাক্ষসম্ ॥ ৭৪
 রম্যাং নিবেশয়ামাস পুরীং বারাগসীং নৃপঃ ।
 অলকন্তু তু দায়াদঃ ক্ষেমকো নাম পার্থিবঃ ॥৭৫
 ক্ষেমকস্ত তু পুত্রো বৈ বর্ষকেতুস্ততোহভবৎ ।
 বর্ষকেতোশ্চ দায়াদো বিভূর্নাম প্রজেশ্বরঃ ॥৭৬
 আনর্ভস্ত বিভোঃ পুত্রঃ সুকুমারস্ততোহভবৎ ।
 সুকুমারস্ত পুত্রস্ত সত্যকেতুর্মহারথঃ ॥ ৭৭
 স্ততোহভবন্নহাতেজা রাজা পরমধার্মিকঃ ।
 বৎসস্ত বৎসভূমিস্ত ভর্গভূমিস্ত ভার্গবাৎ ॥ ৭৮
 এতে হৃদ্রিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেহথ ভার্গবে ।
 ব্রাহ্মণাঃ কলিত্রা বৈশ্ণাঃ শূদ্রাশ্চ মুনিসন্তমাঃ ॥৭৯
 আজমীঢ়োহপরো বংশঃ ক্রয়তাং দ্বিজসন্তমাঃ
 স্তুহোত্রস্ত বৃহৎপুত্রো বৃহতস্তনয়ান্নয়ঃ ॥ ৮০
 অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ বীর্ঘাবান্ ।
 অজমীঢ়স্ত পত্ন্যস্ত তিস্রো বৈ যশসাবিতাঃ ॥৮১
 নীলী চ কেশিনী চৈব ধূমিনী চ বরাদ্রনাঃ ।

ইনি ষষ্টিসহস্র বর্ষ ও ষষ্টি শত বর্ষ যাবৎ
 যুবকরূপেই কাশিকুলের ধূরন্ধর ছিলেন ।
 লোপামুদ্রাপ্রসাদে ইহার দীর্ঘায়ু লাভ হয় ;
 অনেক বয়সে ইনি ক্ষেমক রাক্ষসীকে নিহত
 করিয়া রম্য বারাগসী পুরীর পুনঃ স্থাপন
 করেন । ইহার পুত্র ক্ষেমক, তৎপুত্র বর্ষ-
 কেতু, বর্ষকেতুর পুত্র প্রজাপতি বিভু, তৎ-
 পুত্র আনর্ভ, তৎপুত্র সুকুমার, তৎপুত্র সত্য-
 কেতু, তৎপুত্র মহারথ । ইনি মহাতেজা
 রাজা ছিলেন । বৎস হইতে বৎসভূমি ও
 ভর্গ হইতে ভর্গভূমির উৎপত্তি । হে মুনি-
 গণ ! এই সকল পুত্র অঙ্গিরার বংশে
 উৎপন্ন । ইহারা ব্রাহ্মণ, কলিত্র, বৈশ্ণ ও
 শূদ্র হইয়াছিলেন । এক্ষণে অপর আজমীঢ়
 বংশ প্রবণ করুন । স্তুহোত্র হইতে বৃহৎ
 নামে পুত্র হয় । তাহার তিন পুত্র—অজমীঢ়
 দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় ; অজমীঢ়ের তিন
 পুত্র—নীলী, কেশিনী ও ধূমিনী । কেশি-

অজমীঢ়স্ত কেশিনীঃ জজে জহুঃ প্রতাপবান্
 আজহে যো মহাসত্ত্বঃ সর্বমেধমথং বিভূম্ ।
 পতিলোভেন যং গঙ্গা বিনীতেব সমার হ ॥৮৩
 নেচ্ছতঃ প্রাবয়ামাস তন্ত গঙ্গা চ তৎসদঃ ।
 তন্তয়া প্রাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমস্ততঃ ॥ ৮৪
 জহুরপ্যত্রবীদগঙ্গাং ত্রুদ্ধো বিপ্রান্তদা নৃপঃ ।
 এষ তে ত্রিষু লোকেষু সংকিপ্যাপঃ পিত্রাম্যহম্ ।
 অস্ত গঙ্গেহবলেপস্ত সদ্যঃ কলমবাপু হি ॥ ৮৫
 ততঃ পীতাং মহাত্মানো দৃষ্ট্বা গঙ্গাং মহর্ষয়ঃ ।
 উপনিহ্যর্মহাভাগা হৃহিত্বেন জাহুবীম্ ॥ ৮৬
 যুবনাশ্বস্ত পুত্রীং তু কাবেরীং জহুরাবহৎ ।
 গঙ্গাশাপেন দেহার্কং যন্তাঃ পশ্চান্নদীকৃতম্ ॥
 জহোস্ত দয়িতঃ পুত্রো অজকো নাম বীর্ঘাবান্
 অজকস্ত তু দায়াদো বলাকাশো মহীপতিঃ ॥৮৮
 বভূব যুগয়াশীলঃ কুশিকস্তস্ত চান্নজঃ ।
 পত্নবৈঃ সহ সংবুদ্ধো রাজা বনচরৈঃ সহ ॥৮৯
 কুশিকস্ত তপস্তেপে পুত্রামন্ত্রসমং বিভূম্ ।
 লভেয়ামিতি তং শক্রস্ত্রাসাদভ্যেত্য জজিহ্বান্ ॥

নীর গর্ভে জহুর জন্ম হয় । ইনি সর্ব-
 মেধ নামে এক মহাযজ্ঞ আহরণ করেন ।
 গঙ্গাদেবী ইহাকে পতিত্বে বরণ করিবার
 জন্ত বিনীতভাবে আগমন করেন । জহু
 অসম্মত হইলেন । তখন গঙ্গা তাঁহার যজ্ঞ-
 ভূমি প্রাবিত করিয়া দেন । হে বিপ্রগণ !
 জহু তদর্শনে ত্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে বলেন,
 আমি ত্রিলোকমধ্যে তোমার প্রসার সঙ্কোচ
 করিবার জন্ত তোমার জলরাশি পান করিব ।
 হে গঙ্গে ! তোমার এই দুর্ব্যবহারের কল
 সত্তাই পাইবে । তখন মহর্ষিগণ গঙ্গাকে
 পীত হইতে দেখিয়া তাহাকে জহুর হৃহিত্ব-
 রূপে উপনীত করিলেন । জহু যুবনাশ্বের
 কাবেরী নামী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন ।
 জহুর প্রিয়পুত্র অজক, তৎপুত্র বলাকাশ,
 তৎপুত্র কুশিক ; ইনি যুগয়াশীল ছিলেন ।
 বনচর পত্নবগণের সহিত ইনি সম্বন্ধিত
 হইলেন । পরে ইনি ইন্দ্রতন্য পুত্র কামরূপ
 করিয়া তপস্তা করেন, ইন্দ্র বয়ঃ প্রাপ্ত

স গাধিরভবজাজা মম্ববা কোশিকঃ স্মরম্ ।
 বিখ্যামিত্ত গাধেরো বিখ্যামিত্তাধাষ্টকঃ ॥ ১১
 অষ্টকস্ত স্মৃতো লোহিঃপ্রোক্তোজহু গণো ময়া
 আজমীঢ়োহপরো বংশঃ জয়তাঃ মুনিসত্তমাঃ ।
 অজমীঢ়াস্তু নীল্যাং বৈ সুশান্তিকদপদ্যত ।
 পুরুজাতিঃ সুশান্তেষ বাহ্যঃ পুরুজাতিভঃ ॥
 বাহ্যজনয়াঃ পঞ্চ ফীতা জনপদাবুতাঃ ।
 মুদগলঃ স্ফয়শ্চৈব রাজা বৃহদিবুস্তথা ॥ ১৪
 যবীনয়শ্চ বিক্রান্তঃ কুমিল্যশ্চ পঞ্চমঃ ।
 পঞ্চৈতে রক্ষণায়ানং দেশানামিতি বিজ্ঞতাঃ ॥
 পঞ্চানাং তে তু পঞ্চালাঃ ফীতা জনপদাবুতাঃ
 জনং সংরক্ষণে তেষাং পঞ্চালা ইতি বিজ্ঞতাঃ
 মুদগলস্ত তু দায়াদো মৌদগল্যঃ সুমহাযশাঃ ।
 ইন্দ্রসেনা যতো গর্ভঃ ত্রধ্বং চ প্রত্যপজ্ঞত ॥ ১৭
 আসীৎ পঞ্চজনঃ পুত্রঃ স্ফয়শ্চ মহাশ্বনঃ ।
 স্মৃতঃ পঞ্চজনস্তাপি সোমদত্তো মহীপতিঃ ॥ ১৮

পুত্র হইয়া জন্ম লয়েন । এই কোশিক পুত্র
 গাধি নামে রাজা হইয়াছিলেন । গাধির
 পুত্র বিখ্যামিত্ত । বখামিত্তের পুত্র অষ্টক,
 তৎপুত্র লোহি । এই জহুবংশ আমি পূর্বেই
 বলিয়াছি । মুনিসত্তমগণ ! অধুনা আজমীঢ়
 বংশের বিবরণ শ্রবণ করুন । আজমীঢ়
 হইতে নীলার গর্ভে সু-শান্তি, সুশান্তি
 হইতে পুরুজাতি এবং পুরুজাতি হইতে
 বাহ্যবের জন্ম হয় । বাহ্যবের পাঁচ
 পুত্র । পাঁচ জনই পাঁচটী দেবকুমারের
 জন্ম ছিলেন । তাঁহাদের নাম মুদগল,
 স্ফয়, বৃহদিবু, যবীনর ও কুমিল্য । দেশ
 রক্ষা বিষয়ে ইহারা পাঁচজন বিলক্ষণ
 বিখ্যাত হইয়াছিলেন । এই পঞ্চ রাজ-
 কুমারের অধিকৃত জনপদ পঞ্চালাধ্যায়
 অভিহিত, এই জনপদ অতি সুসমৃদ্ধ
 ছিল । ১১—১৬ । মুদগলের মৌদগল্য নামে
 এক মহাযশা পুত্র উৎপন্ন হয় । মৌদগল্য
 ইন্দ্রসেনা নামী পত্নীর গর্ভে ত্রধ্ব নামে এক
 পুত্র উৎপাদন করেন । মহাশ্বা স্ফয়ের
 পুত্র পঞ্চজন । তৎপুত্র মহীপতি সোমদত্ত ।

সোমদত্তস্ত দায়াদঃ সহদেবো মহাযশাঃ ।
 সহদেবস্তুতস্তাপি সোমকো নাম বিজ্ঞতঃ ॥ ১৯
 অজমীঢ়স্ততো জাতঃ কীণে বংশে তু সোমকঃ
 সোমকস্ত স্মৃতো জন্তর্যস্ত পুত্রশতং বর্তো ॥
 তেষাং যবীয়ান পৃষতো জনপদস্ত পিতা প্রকুঃ ।
 আজমীঢ়াঃ স্মৃতশ্চৈতে মহাশ্বানস্ত সোমকাঃ ॥
 মহিষী ত্রজমীঢ়স্ত ধূমিনী পুত্রগন্ধিনী ।
 পতিবতা মহাভাগা কুলজা মুনিসত্তমাঃ ॥ ১০২
 সা চ পুত্রার্থিনী দেবী ত্রতচর্যাসমর্ষিতা ।
 ততো বর্ষাযুতং তপ্তা তপঃ পরমহুশ্চরম্ ॥ ১০৩
 হুহায়াং বিধিবৎ সা তু পবিত্রা মিত্ততোজনা ।
 অগ্নিহোত্রকুশেষেব সুষাপ মুনিসত্তমাঃ ॥ ১০৪
 ধূমিত্তা স তয়া দেব্যা ত্রজমীঢ়ঃ সমীযিবান্ ।
 ঋক্ষং সঞ্জয়ামাস ধূমবর্ণং সুদর্শনম্ ॥ ১০৫
 ঋক্ষাৎ সস্বরগো জজ্ঞে কুরুঃ সস্বরগাস্তথা ।
 যঃ প্রয়াগাদতিক্রম্য কুরুক্ষেত্রং চকার হ ॥ ১০৬

তৎপুত্র মহাযশা সহদেব । সোমক নামে
 সহদেবের এক বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ
 করেন । অজমীঢ় বংশ বিলুপ্ত হইবার
 উপক্রম হইলে তখন তদীয় বংশে সোমকের
 জন্ম হয় । সোমকের পুত্রের নাম জন্ত ।
 জন্তর একশত পুত্র । তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৃষত ।
 পৃষত জনপদের পিতা । এই আজমীঢ় বংশ-
 ধর রাজগণ সকলেই মহাশ্বা ছিলেন ।
 রাজা অজমীঢ়ের ধূমিনী নামী এক মহিষী
 পুত্রার্থিনী হইয়া অযুত বর্ষ যাবৎ কঠোর
 তপস্তা করেন । ধূমিনী সাধ্বী, সৌভাগ্য-
 বতী ও সংকুলসম্ভবা ছিলেন । পুত্রকামনার
 ইনি অনেক ত্রতচর্যা করেন । হে মুনিগণ !
 ধূমিনী একদা বিধিযত অগ্নিতে আহুতি দিয়া
 অগ্নিহোত্রশালায় কুশলযায় শয়ন করিয়া
 আছেন, এই সময় অজমীঢ় আসিয়া তাঁহার
 সহিত সঙ্গত হইলেন । এই সঙ্গতের ফলে
 ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ নামে এক ধূমবর্ণ সুন্দর
 পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । ঋক্ষের পুত্র সস্বরগ,
 তৎপুত্র কুরু ! এই কুরু রাজা প্রয়াগ

পুণ্যং চ রমণীয়ং চ পুণ্যকৃতির্নিবেদিতম্ ।
তস্তাবদ্যঃ সূমহান্ বন্ত আরাধ কৌরবাঃ ॥১০৭॥
কুরোশ্চ পুত্রাশ্চহারঃ সূধবা সূধমুতথা ॥
পরীক্ষিত মহাবাহুঃ প্রবরচারিমেজয়ঃ ॥ ১০৮ ॥
পরীক্ষিত দায়াদো ধার্মিকো জনমেজয়ঃ । *

অতিক্রম করিয়া কুরুক্ষেত্র নামে এক পুণ্য স্থান আবিষ্কার করেন। কুরুক্ষেত্র পবিত্র, পুণ্যকারীদিগের সেব্য এবং দেখিতে অতি রমণীয়। কুরুর বিশাল বংশ তাঁহারই নামানুসারে কৌরব আখ্যায় অভিহিত। কুরুর চারি পুত্র, সূধবা, সূধমু, পরীক্ষিত ও অরিমেজয়।

* অতঃপরমেতে কচিদধিকাঃ শ্লোকা দৃষ্টান্তে ন চৈতে বহুপুস্তকসম্মতা ইতি নিম্নে সন্নিবেশিতাঃ ।

“সূধবনস্ত দায়াদঃ সূহোত্রো মতিমান্ স্মৃতঃ ।
চ্যবনস্তস্ত পুত্রস্ত রাজা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ ॥
চ্যবনাং কৃতযজ্ঞস্ত ইষ্টুবা যজ্ঞেস্ত ধর্ম্মবিৎ ।
বিক্রতঃ জনয়ামাস পুত্রমিস্রসখং নৃপম্ ॥
চৈত্রোপরিচরং বীরং বসুং নারাস্তরিকগম্ ।
চৈত্রোপরিচরাজ্ঞে গিরিকা সপ্ত মানবান্ ॥
মহারথো মগধ ইতি বিক্রতো যো বৃহদ্রথঃ ।
প্রত্যাগ্রথঃ ক্রথশ্চৈব যমাহর্নণিবাহনম্ ॥
শাকলশ্চ চতুশ্চৈব মৎস্য কালী চ সপ্তমঃ ।
বৃহদ্রথস্ত দায়াদঃ কুশাশ্রো নাম বিক্রতঃ ॥
কুশাশ্রোস্তাশ্রো বিদ্বানুষভো নাম বৌধ্যবান্ ।
জহোস্ত কথয়িষ্যামি বংশঃ সর্গগুণাধিতম্ ॥
জহুঃ জনয়ৎ পুত্রং সুরধোনাম ভূমিপম্ ।

এই অংশের অনুবাদ যথা—

সূধবার পুত্র মতিমান্ সূহোত্র। তৎপুত্র ধর্ম্মার্থকোবিদ চ্যবন। চ্যবনের পুত্র ধার্মিক কৃতযজ্ঞ। ইনি পুত্রোষ্টি যজ্ঞ করিয়া উপরিচরবসু নামে এক আকাশ-চর পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র ইন্দ্রের সখা হইয়াছিলেন। এই উপরিচর হইতে গিরিকার গর্ভে সপ্ত মানব পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহারথ বৃহদ্রথ। ইনি বিখ্যাত মগধাধিপতি ছিলেন। ইহার

ঋতসেনোহগ্রসেনশ্চ ভীমসেনশ্চ নামতঃ ॥১০৯॥
এতে সর্বে মহাভাগা বিক্রান্তা বলশালিনাঃ ।
জনমেজয়স্ত পুত্রস্ত সুরথো মতিমান্ স্মৃতঃ ॥১১০॥
সুরথস্ত তু বিক্রান্তঃ পুত্রো জজ্ঞে বিদ্রথঃ ।
বিদ্রথস্ত দায়াদ ঋক্ষ এব মহারথঃ ॥ ১১১ ॥
দ্বিতীয়স্ত ভরতাজান্না তেনৈব বিক্রতঃ ।
দ্বারকো সোমবংশেহজিন্ দ্বাবেব চ পরী-
কিতো ।

ভীমসেনোহগ্রো বিপ্রা দ্বৌ চাপি জনমেজয়ো ।
ঋক্ষস্ত তু দ্বিতীয়স্ত ভীমসেনোহভবৎস্মৃতঃ ॥
প্রতীপো ভীমসেনাস্তু প্রতীপস্ত তু শান্তনুঃ ।
দেবাপির্বাহ্লিকশ্চৈব ত্রয় এব মহারথাঃ ॥১১৪॥
শান্তনোহভবদ্বিতীয়স্তম্ভিন্ বংশে দ্বিজোত্তমাঃ ।
বাহ্লিকস্ত তু রাজর্ষেঋশং শৃণুত ভো দ্বিজাঃ

পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, ঋতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। ইহার সকলেই মহাভাগ্যধর এবং বিক্রম ও বলশালী ছিলেন। জনমেজয়ের দুই পুত্র সুরথ ও মতিমান্। সুরথের পুত্র বিক্রান্ত বিদ্রথ। তৎপুত্র মহাবল ঋক্ষ। সোমবংশে ঋক্ষ ও পরীক্ষিত নামে দুই দুইজন রাজা হইয়াছিলেন, এতদ্বিধ ভীমসেন নামে তিনজন, এবং জনমেজয় নামে দুইজন রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় ঋক্ষরাজের ভীমসেন নামে এক পুত্র হয়। ভীমসেনের পুত্র প্রতীপ, তৎপুত্র শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক। এই তিন পুত্রই মহারথ ছিলেন। ১০৭—১১৪। ইহাদিগের মধ্যে শান্তনুই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত ভীম। বাহ্লিকের পুত্রের নাম

জন্মের পর প্রত্যাগ্রথ, ক্রথ ও মণিবাহন, শাকল, যহু, মৎস্য ও কালী নামে গিরিকার আরও ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। বৃহদ্রথের পুত্র বিখ্যাত কুশাশ্র এবং তৎপুত্র ঋষভ। এক্ষণে রাজা জহুর সর্গগুণাধিত বংশ বৃত্তান্ত বলিতেছি, জহুর পুত্র ভূপতি সুরথ।

বাহ্লিকস্তু সূতশ্চৈব সোমদত্তো মহাযশাঃ ।
জজিরে সোমদত্তাত্তু ভুরিভূরিব্রবাঃ শলঃ ॥
উপাধ্যায়স্ত দেবানাং দেবাণিরভবন্মুনিঃ ।
চ্যবনপুত্রঃ কৃতক ইষ্ট আসীন্নহাশ্বনঃ ॥ ১১৭
শান্তনুস্তবদ্রাজা কোরবাণাং ধুরন্ধরঃ ।
শান্তনোঃ সম্প্রবক্ষ্যামি বংশং ত্রৈলোক্য-
বিস্কৃতম্ ॥ ১১৮

গাঙ্গঃ দেবব্রতঃ নাম পুত্রঃ সোহজনয়ৎ প্রভুঃ
স তু ভীষ্ম ইতি খ্যাতঃ পাণ্ডবানাং পিতামহঃ
কালী বিচিত্রবীৰ্য্যঃ তু জনয়ামাস ভো দ্বিজাঃ ।
শান্তনোর্দয়িতঃ পুত্রঃ ধৰ্ম্মাত্মানমকন্য়বম্ ॥ ১২০
কৃষ্ণদৈপায়নাক্ষেব ক্ষেত্রে বৈচিত্রবীৰ্য্যকে ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ চ পাণ্ডুঃ চ বিহরঃ চাপ্যজাজনৎ ॥ ১২১
ধৃতরাষ্ট্রস্ত গাঙ্গারীয়াং পুত্রানুৎপাদয়চ্ছতম্ ।
তেষাং হৃষ্যোধনঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্কেষামপি স প্রভুঃ ॥
পাণ্ডোৰ্ধনঞ্জয়ঃ পুত্রঃ সৌভদ্রস্তস্ত চাত্বজঃ ।

মহাযশা সোমদত্ত । সোমদত্ত হইতে ভুরি,
ভুরিব্রবা ও শল নামে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ
করে । দেবাণি দেবগণের উপাধ্যায়
ছিলেন । মহাত্মা চ্যবনের কৃতক নামে
এক পুত্র হয় । এই পুত্রই তাঁহার একান্ত
প্রিয় ছিল । কোরব-ধুরন্ধর শান্তনু রাজা
হইয়াছিলেন । এক্ষণে তাঁহার ত্রিলোক-
বিস্কৃত বংশবর্ত্তা বর্ণন করিতেছি । গাঙ্গার
গর্ভে শান্তনুর দেবব্রত নামে এক পুত্র
উৎপন্ন হয় । দেবব্রত পাণ্ডবদিগের
পিতামহ এবং ভীষ্ম আখ্যায় অভিহিত ।
কালী নামী পত্নীর গর্ভে শান্তনুর আর এক
পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তাহার নাম বিচিত্র-
বীৰ্য্য । এই ধৰ্ম্মাত্মা নিম্পাপ পুত্র বিচিত্রবীৰ্য্য,
শান্তনুর অতি প্রিয়তম ছিলেন । মহর্ষি
কৃষ্ণদৈপায়ন বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র,
পাণ্ডু ও বিহর নামে তিন পুত্র উৎপাদন
করেন । ধৃতরাষ্ট্র হইতে গাঙ্গারীর গর্ভে
শত পুত্র উৎপন্ন হয় । সেই পুত্রগণের মধ্যে
হৃষ্যোধন জ্যেষ্ঠ ও সর্কপ্রভু । পাণ্ডুর পুত্র
ধনঞ্জয় । তৎপুত্র সৌভদ্র অভিমত্য় ।

অভিমত্য়োঃ পরীক্ষিতু পিতা পারীক্ষিতস্ত হ ॥
পারীক্ষিতস্ত কাণ্ডায়াঃ ঘো পুত্রো সখভূবতুঃ ।
চন্দ্রাপীড়স্ত নৃপতিঃ সূর্য্যাপীড়স্ত মোক্ষবিৎ ॥
চন্দ্রাপীড়স্ত পুত্রাণাং শতমুত্তমধৰ্ম্মিনাম্ ।
জানমেজয়মিত্যেবং কাত্রঃ ভুবি পরিকৃতম্ ॥
তেষাং জ্যেষ্ঠস্ত তত্রাসীৎ পুরে বারণসাহস্রয়ে ।
সত্যকর্ণো মহাবাহুব্রজা বিপুলদক্ষিণঃ ॥ ১২৬
সত্যকর্ণস্ত দায়াদঃ শ্বেতকর্ণঃ প্রতাপবান্ ।
অপুত্রঃ স তু ধৰ্ম্মাত্মা প্রবিশেষতপোবনম্ ॥
তস্মাদ্বনগতা গর্ভং যাদবী প্রত্যপণত ।
সুচারোহুহিতা সুকর্মাণী গ্রাহমালিনী ॥ ১২৮
সন্তুতে স চ গর্ভে চ শ্বেতকর্ণঃ প্রজেশ্বরঃ ।
অবগচ্ছৎ কৃতং পূৰ্ব্বং মহাপ্রস্থানমচ্যুতম্ ॥ ১২৯
স তু দৃষ্ট্বা প্রিয়ং তং চ মালিনী পৃষ্ঠতোহবগাৎ
সুচারোহুহিতা সাধবী বনে রাজীবলোচনা ॥
পথি সা সুষুবে বালা সুকুমারঃ কুমারকম্ ।
তমপাস্থাথ তত্রৈব রাজানং সাবগচ্ছত ॥ ১৩১
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রোপদীব পুরা সতী ।

তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, কাণ্ডানারী পত্নীর গর্ভে
পরীক্ষিতের চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড় নামে
দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । তন্মধ্যে চন্দ্র-
পীড়ের একশত ধনুর্ধর পুত্র উৎপন্ন
হয় । পরীক্ষিৎ-নন্দন জানমেজয়ের বংশ
ভূতলে প্রখ্যাত ! চন্দ্রাপীড়ের শতপুত্র
মধ্যে জ্যেষ্ঠ সত্যকর্ণ, ইনি হস্তিনাপুরে
এক বহু-দক্ষিণায়িত যজ্ঞ করেন । তৎ-
পুত্র প্রতাপবান্ শ্বেতকর্ণ । ইনি অতি
ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন ; পরন্তু ইহার
পুত্র সন্তান কিছুই ছিল না । ইনি
রাজ্য ছাড়িয়া বনে গমন করেন । ইহার
পত্নী সাধবী সুবাহনন্দিনী যাদবী মালিনী
স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন । বনবাস-
যাত্রায় পথে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয় । পথি-
মধ্যে তিনি এক সুকুমারাকৃতি কুমার প্রসব
করেন এবং এই নবজাত কুমারকে পরি-
ত্যাগ করিয়াই রাজার পশ্চাদ্ধসরণ করেন ।
মহিষী দ্রোপদীর স্বাম্য পতিব্রতা ও মহা-

কুমারঃ সূকুমারোহসৌ গিরিপৃষ্ঠে রুরোদ হ ॥
দয়ার্থঃ তস্মা মেঘাশ্চ প্রাহুর্নাসমহাস্থনঃ ।
অবিষ্ঠায়াম্ পুত্রো হৌ পৈঙ্গলাদিশ্চ কৌশিকঃ ॥
দৃষ্ট্বা কৃপাধিতৌ গৃহ্য তৌ প্রাক্কালয়তাং জলে ।
নিম্বকৌ তস্মা পার্শ্বৌ তু শিলায়াং কুধিরপ্লুতৌ
অজগ্ৰামঃ স পার্শ্বাভ্যাং ঘৃষ্টাভ্যাং সুসমাহিতঃ
অজগ্ৰামৌ তু তৎপার্শ্বৌ দেবেন সদভূবতুঃ ॥
অথাজপার্শ্ব ইতি বৈ চক্রাতে নাম তস্মা তৌ ।
স তু রেমকশালায়াং দ্বিজাভ্যামভিবর্জিতঃ ॥
রেমকস্ম তু ভার্য্যা তমুদ্রহৎ পুত্রকারণাৎ ।
রেমত্যাঃ স তুপুত্রোহুদ্রদ্বাক্ষণৌসচিবৌতুতৌ
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যুগপত্তুল্যজীবিনঃ ।
স এষ পৌরবো বংশঃ পাণ্ডবানাং মহাস্থনাম ॥

ভাগ্যবতী ছিলেন। সূকুমারাকৃতি কুমার
জন্মিবা মাত্র গিরিকুঞ্জমধ্যে রোদন করিতে
লাগিল। তখন তৎপ্রতি দয়া প্রকাশে মেঘ
সকল প্রাহুর্ভূত হইল। পৈঙ্গলাদি ও কৌশিক
নামক অবিষ্ঠার পুত্রদ্বয় সেই বালকের প্রতি
দয়া-পন্নবশ হইলেন। তাঁহারা কৃপাকুল-
চিত্তে বালকটিকে গ্রহণ করিয়া অগ্রে জলে
প্রক্ষালন করিলেন এবং পরে উহার পার্শ্ব-
ভাগ শিলাতলে পেষণ করিতে লাগিলেন।
শিলাতল কুধিরপ্লুত হইয়া গেল। পার্শ্বদ্বয়
বর্ষণে বালকের আকৃতি অজার শ্যায় শ্রামবর্ণ
হইল। দৈবক্রমে তাহার পার্শ্বদ্বয় পূর্ব
হইতেই অজার শ্যায় শ্রামবর্ণ হয়। এই
कारणे ঐ বালককে তাঁহারা অজপার্শ্ব
নামে অভিহিত করেন। ঘটনাক্রমে তিনি
রেমকগৃহে দ্বিজদ্বয় কর্তৃক প্রতিপালিত
হইতে থাকেন। রেমক-পত্নী তাঁহাকে
আপনার পুত্র করিবার জন্যই লালন পালন
করেন। তিনিও রোমকীর পুত্ররূপেই
কালান্তিপাত করেন। কালক্রমে প্রতিপালক
সেই দুই ব্রাহ্মণ তদীয় সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত
হন। তাহাদের পুত্র ও পৌত্রগণে পুরু-
বংশ ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে। পাণ্ডব-
গণই এই পৌরববংশের প্রতিষ্ঠা। নহব-

শ্লোকোহপি চাত্ত গীতোহয়ং নাহবেণ যযাতিনা
জরাসংক্রমণে পূর্বঃ তদা প্রীতেন ধীমতা ॥১৩৯
অচন্দ্রার্কগ্রহা ভূমির্ভবেদিয়মসংশয়ম্ ।
অপোরবা মহী নৈব ভবিষ্যতি কদাচন ॥১৪০
এষ বঃ পৌরবো বংশো বিখ্যাতঃ কথিতো যযা
তুর্কসোশ্চ প্রবক্ষ্যামি দ্রুহোশ্চানোর্যদোন্তথা ॥
তুর্কসোশ্চ সূতো বহির্গোভানুস্তস্ম চানুজঃ ।
গোভানোশ্চ সূতো রাজা ঐশানুরপরাজিতঃ
করঙ্কমশ্চ ঐশানেন্নেকন্তস্তস্ম চানুজঃ ।
অনুজাবিক্রিতো রাজা মরুতঃ কথিতো যযা ॥
অনপত্যোহভবদ্রাজা যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণঃ ।
দুহিতা সন্যতা নাম তস্মাসীৎ পৃথিবীপতেঃ ॥
দক্ষিণার্থং তু সা দত্তা সংবর্তায় মহাস্থনে ।
দুশ্শস্তং পৌরবং চাপি নেভে পুত্রমকশ্যবম্ ॥
এবং যযাতিশাপেন জরাসংক্রমণে তদা ।
পৌরবঃ তুর্কসোর্বংশঃ প্রবিবেশ দ্বিজোন্তমাঃ ॥
দুশ্শস্তস্ম তু দায়াদঃ করুরোমঃ প্রজেশ্বরঃ ।

নন্দন ধীমান্ যযাতি পূর্বে জরাক্রান্ত ও
প্রীত হইয়া এ সম্বন্ধে একটি শ্লোক গান
করিয়াছিলেন, যে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, ও ভূমি
যতদিন থাকিবে, এ মহীমণ্ডল ততকালের
মধ্যে কদাচ পৌরবশূন্য হইবে না ॥১১৫-১৪০॥
এই আমি আপনাদিগের নিকট বিখ্যাত
পৌরব বংশের বিবরণ कहিলাম, এক্ষণে
তুর্কসু, অনু ও যজ্ঞ বংশ কীর্তন করিতেছি।
তুর্কসুর পুত্র বহি, তৎপুত্র গোভানু, তৎ-
পুত্র অপরাজিত ঐশানু, তৎপুত্র করঙ্কম,
তৎপুত্র মরুত। এই মরুতের অপর নাম
অবিক্রিত। ইহার পুত্র সন্তান কিছুই
ছিল না। ইনি যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণাধিত
যজ্ঞ-ভর্তা ছিলেন। মহীপতি মরুতের
সংযতা নামী এক দুহিতা ছিল। তিনি
মহাত্মা সংবর্তকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ সেই
কন্যা সম্প্রদান করেন এবং পৌরব
দুশ্শস্তকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। এইরূপে
যযাতিকর্তৃক শাপদানপূর্বক জরাসংক্রমিত
হইবার পর নৃপশ্রেষ্ঠ পৌরব দুশ্শস্ত তুর্কসুর

করুরোমাদখাদীদন্তহারস্ত চাশ্বজাঃ ॥ ১৪৭
 পাণ্ড্যচ কেরলশ্চৈব কোলশ্চোলশ্চ পার্শ্বিকঃ ॥
 কল্যাণশ্চ তনয়ো রাজন্ বক্রসেতুশ্চ পার্শ্বিকঃ ॥
 অঙ্গারসেতুস্তৎপুত্রো মক্ৰতাঃ পতিক্রচ্যতে ।
 যৌবনাশ্চেন সমরে কৃষ্ণেণ নিহতো বলী ॥ ১৪৯
 যুদ্ধঃ স্তুমহদপ্যাসীন্নাসান্ পরি চতুর্দশ ।
 অঙ্গারসেতোদীয়াদো গাঙ্কারো নাম পার্শ্বিকঃ ।
 খ্যাত্যতে যন্ত নামা বৈ গাঙ্কারবিষয়ো মহান্ ।
 গাঙ্কারদেশজাশ্চৈব তুরগা বাজিনাঃ বরাঃ ॥
 অনোন্তপুত্রো ধর্ম্মোহুদ্যুতস্তস্তাশ্বজোহভবৎ
 দ্যুতাদনহুহো জজ্ঞে প্রচেতাস্তস্ত চাশ্বজাঃ ॥
 প্রচেতসঃ সূচেতাশ্চ কীর্তিতাশ্চনবো ময়া ।
 বহুবুধ যদোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ দেবসূতোপমাঃ ॥
 সহস্রাদঃ পয়োদশ ক্রোষ্ঠী নীলোহস্তিকস্তথা ।
 সহস্রাদস্ত দায়াদাস্তয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ॥ ১৫৪
 হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব রাজা বেণুহয়স্তথা ।
 হৈহয়স্তাভবৎ পুত্রো ধর্ম্মনেত্র ইতি ঋতঃ ॥

বংশে প্রবেশ করেন । হুমন্তের পুত্র কর-
 রোম । করুরোমের পুত্র অহুদ ; তাহা
 হইতে পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে
 চারি পুত্র উৎপন্ন হয় । হে বিপ্রগণ !
 কল্যাণ তনয় বক্র ও সেতু । সেতুর পুত্র
 অঙ্গার-সেতু । ইনি মক্ৰপতি নামে
 অভিহিত ছিলেন । রাজা যৌবনাশ্চ চতুর্দশ
 বর্ষ ও চতুর্দশ মাস পর্য্যন্ত ঘোর যুদ্ধ
 করিয়া অবশেষে বহুকষ্টে অঙ্গারসেতুকে
 নিহত করেন । ঐ অঙ্গারসেতুর গাঙ্কার নামে
 এক পুত্র ছিল । এই পুত্রের নামানুসারে
 গাঙ্কাররাজ্যের নামকরণ হয় । এই গাঙ্কার-
 দেশজাত অশ্ব অতি প্রসিদ্ধ । অঙ্গুর পুত্র
 ধর্ম্ম, তৎপুত্র দ্যুত, তৎপুত্র অনহুহ তৎপুত্র
 প্রচেতা এবং তৎপুত্র সূচেতা । এই
 অঙ্গুবংশ কীর্তিত হইল । যত্ন সহস্রদ, পয়োদ,
 ক্রোষ্ঠী, অনিল ও অস্তিক নামে পাঁচটি দেব-
 কুমার ভূল্য পুত্র হয় । তন্মধ্যে সহস্রদের
 হৈহয় ও বেণুহয় নামে তিনটি পরম
 পার্শ্বিক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । হৈহয়ের

ধর্ম্মনেত্রস্ত কার্ত্তব্য সাহস্রস্ত চাশ্বজাঃ ।
 সাহস্রনৌ নাম পুরী তেন রাজ্য নিবেশিতা ॥
 আসীন্নহিমতঃ পুত্রো ভদ্রশ্রেণ্যঃ প্রতাপবান্ ।
 ভদ্রশ্রেণ্যস্ত দায়াদো হৃদমো নাম বিজ্ঞতঃ ॥
 হৃদমস্ত সূতো ধীমান্ কনকো মাম নামতঃ ।
 কনকস্ত তু দায়াদাশ্চত্বারো লোকবিজ্ঞতাঃ ॥
 কৃতবীৰ্য্যঃ কৃতৌজাশ্চ কৃতধর্ম্মা তথৈব চ ।
 কৃত্যগ্নিঃ চতুর্থোহুদুঃ কৃতবীৰ্য্যাদখার্জুনঃ ॥
 যোহসৌ বাহসহশ্রেন সপ্তদ্বীপেশ্বরোহভবৎ ।
 জিগায় পৃথিবীমেকো রথেনাদিত্যবর্চসা ॥ ১৬০
 স হি বর্ধায়ুতং তপ্তা তপঃ পরমহুশ্চরম্ ।
 দন্তমারাধয়ামাস কার্ত্তবীৰ্য্যোহজিসত্তবম্ ॥ ১৬১
 তন্মৈ দত্তো বরান্ প্রাদাচ্চতুরো কুরিতেজসঃ
 পূর্ব্বং বাহসহশ্রং তু প্রার্থিতং স্তুমহম্বরম্ ॥ ১৬২
 অধর্ম্মোহধীযমানস্ত সন্তিস্তত্র নিবারণম্ ।

ধর্ম্মনেত্র নামে একটি বিখ্যাত পুত্র
 হয় । ১৪১—১৫৫ । ধর্ম্মনেত্রের তনয়
 কার্ত্তব্য, তৎপুত্র সাহস্র । এই সাহস্র
 রাজার নামানুসারে সাহস্রনৌপুরী প্রতিষ্ঠিত
 হয় । পূর্বে যে ভদ্রশ্রেণ্য রাজার নামোন্মেষ
 করিয়াছি, তিনি মহিমান্ব রাজের পুত্র
 ছিলেন । হৃদম নামে তাহার এক বিখ্যাত
 পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । হৃদমের কনক
 নামে ধীমান্ পুত্র উৎপন্ন হয় । কনক হইতে
 কৃতবীৰ্য্য, কৃতৌজা, কৃতকর্ম্মা ও কৃত্যগ্নি
 নামে চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । তন্মধ্যে
 কৃতবীৰ্য্যের এক পুত্র হয়, ঐ পুত্র সহস্রবাহ
 অর্জুন নামে খ্যাতি লাভ করেন । সমগ্র
 সপ্ত দ্বীপে তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ।
 তিনি একাকীই এক সূর্য্যকরবৎ প্রতাপালী
 রথে আরোহণ করিয়া এই সপ্ত দ্বীপা পৃথিবী
 জয় করেন । কার্ত্তবীৰ্য্য অগুত বর্ষ পর্য্যন্ত অতি
 হুশ্চর তপস্তা করিয়া দন্তাজেয়ের আরাধনা
 করিয়াছিলেন । তাহাতে দন্তাজেয়ের তৎপ্রতি
 ভূষ্ট হইয়া চারিটি বর প্রদান করেন । যথা—
 রাজ্য মধ্যে কেহ অধর্ম্ম বিবরণ চিন্তা করিলে
 কার্ত্তবীৰ্য্য হুপতির নাম স্মরণেই তাহার

উগ্ৰেণ পৃথিবীং জিত্বা ধর্ম্যৈণেবাহুরঞ্জনম্ ॥১৬৩
সংগ্রামান্ সুবহুন্ জিত্বা হস্তা চারীন্ সহস্রশঃ ।
সংগ্রামে বর্তমানস্ত বধং চাত্যধিকাজ্ঞে ॥ ১৬৪
তস্ত বাহুসহস্রং তু যুধ্যতঃ কিল ভো দ্বিজাঃ ।
যোগাদযোগীশ্বরস্তেব প্রাহুর্ভবতি মায়া ॥ ১৬৫
তেনৈয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ।
সসমুদ্রা সনগরা উগ্ৰেণ বিধিনা জিতা ॥ ১৬৬
তেন সপ্তসু দ্বীপেষু সপ্ত যজ্ঞশতানি বৈ ।
প্রাপ্তানি বিধিনা রাজা ক্রয়ন্তে মুনিসত্তমাঃ ।
সর্কে যজ্ঞা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সহস্রশতদক্ষিণাঃ ।
সর্কে কাঞ্চনযুপাশ্চ সর্কে কাঞ্চনবেদয়ঃ ॥ ১৬৮
সর্কে দেবৈশ্চুনিশ্রেষ্ঠা বিমানৈশ্চরলকৃতৈঃ ।
গন্ধর্কৈরপ্যরোতিশ্চ নিত্যমেবোপশোভিতাঃ ॥
যন্ত যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্কো নারদস্তথা ।
বরীদাসাত্মজো বিদ্বান্মহিমা তস্ত বিস্মিতঃ ॥১৭০

অধর্ম্য কার্য্য হইতে নিবৃত্তি ঘটিবে । দ্বিতীয়তঃ
অত্যধিক ধর্ম্যবলে পৃথিবী জয় করিয়া পরে
প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জে তিনি সমর্থ হইবেন ।
তৃতীয়তঃ সংগ্রাম স্থলে সহস্র সহস্র শত্রু
সৈন্ত তৎকর্তৃক নিপাতিত হইবে । চতুর্থতঃ
অর্জুন যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখনই
ঊঁহার সহস্র বাহু উৎপন্ন হইবে । যোগেশ্বর
দস্তাজেয় যে যে বর দান করিয়াছিলেন, যেন
যোগের প্রভাবেই অর্জুনের পক্ষে তৎসমস্ত
প্রাপ্ত হইয়াছিল । ১৫৬—১৬৫ । বর
প্রাপ্তির পরই অর্জুন এই সপ্তদ্বীপবতী
পৃথিবী জয় করেন । সরিৎ, সমুদ্র, শৈল
ও নগর প্রভৃতির কিছুই ঊঁহার অজেয়
হয় নাই । সমস্তই তিনি দণ্ড প্রভাবে
জয় করিয়াছিলেন । হে মুনিবরগণ ! শুনি-
য়াছি, কার্ত্তবীর্ষ্যার্জুন বিধিপূর্ব্বক সপ্তদ্বীপে
শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন । এই যজ্ঞে
ব্রাহ্মণগণকে শত-সহস্রসংখ্যক দক্ষিণা দান
করিয়াছিলেন । ঐ সকল যজ্ঞের যুগ ও
বেদিসমূহ কাঞ্চনময় হইয়াছিল । বিমানস
দেবগণ, গন্ধর্কগণ ও অপরোগণ কর্তৃক ঐ

নারদ উবাচ ।

ন নুনং কার্ত্তবীর্ষ্যস্ত গতিং যান্তস্তি পার্থিবঃ ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিচ্চ বিক্রমেণ ক্রতেন চ ॥১৭১
সহি সপ্তসু দ্বীপেষু চন্দ্ৰা খড়্গী শরাসনী ।
রথী দ্বীপানহুচরন্ যোগী সন্দৃষ্টতে নৃভিঃ ॥
অনষ্ট্রব্যাতা চৈব ন শোকো ন চ বিভ্রমঃ ।
প্রভাবেণ মহারাজঃ প্রজা ধর্ম্যেণ রক্ষতঃ ॥১৭৩
স সর্ষপত্বতাকু সম্রাট্চক্রবর্তী বভূব হ ।
স এব পশুপালোৎকৃৎ ক্বেত্রপালঃ স এব চ ॥
স এব বৃষ্ট্যা পর্জন্তো যোগিত্বাদর্জুনোহভবৎ ।
স বৈ বাহুসহস্রেণ জ্যাঘাতকঠিনহৃতা ॥ ১৭৫
ভাতি রশ্মিসহস্রেণ শরদৌব চ ভাস্করঃ ।
স হি নাগান্নরুষ্যেযু মাহিম্যত্যাং মহাহৃতিঃ ॥

সকল যজ্ঞবেদি অলঙ্কৃত হইয়াছিল । কার্ত্ত-
বীর্ষ্যার্জুনের মাহাত্ম্যো বিস্ময়াপন্ন হইয়া
বিদ্বান্ নারদ তদীয় যজ্ঞস্থলে এইরূপ এক
গাথা গান করিয়াছিলেন যে, যজ্ঞে, দানে,
তপস্যায়, বিক্রমে বা শাস্ত্রজ্ঞানে কার্ত্তবীর্ষ্য-
ার্জুনের তুল্য পদবী কোন রাজাই প্রাপ্ত
হইবেন না । বস্তুতঃ সপ্তদ্বীপের সর্ব্বত্রই
লোকে ঊঁহাকে বাগ্মী, খড়্গী, শরাসনধারী,
রথী এবং কখন বা যোগী বেশে অবলোকন
করিত । সেই মহামহিমাযুক্ত রাজার
প্রভাবে কাহারও দ্রব্য নষ্ট হইত না, এবং
শোক বা বিভ্রম কাহারও কিছুই ছিল না ;
তিনি প্রজাগণকে ধর্ম্মানুসারে রক্ষা করি-
তেন । ঊঁহার কোন প্রকার ধনরত্নের
অভাব ছিল না ; তিনি সর্ব্ব-সুখভোগে
সমর্থিত চক্রবর্তী রাজা হইয়াছিলেন ।
নিজেই তিনি পশুপাল, ক্বেত্রপাল ও বর্ষপাৰ্শ
পর্য্যন্তরূপে বিরাজ করিতেন । তদীয়
বাহুসহস্রের চর্ম্ম জ্যাঘাতে কঠিন হইয়া-
ছিল । তিনি যখন সেই সহস্র বাহু ধারণ-
পূর্ব্বক বিরাজ করিতেন, তখন শাস্ত্রীয়
সহস্ররাশ্মিশালী ভাস্করের স্যায় প্রতীয়মান
হইতেন । সেই মহাপ্রভাব বরীপতি কর্ত্ত-
টকনন্দন নাগদিগকে জয় করিয়া মাহিম্যতী-

ককোটকসুতান্ জিহ্বা পুর্যাং তস্মাং শ্রবেশয়ৎ
 স বৈ বেগং সমুদ্রস্ত প্রারূঢ়কালেহম্বুজেক্ষণঃ ॥
 ক্রৌড়মিব ভূজোভিন্নঃ প্রতিশ্রোতশ্চকার হ ।
 লুপ্তিতা ক্রৌড়তা তেন নদী তদগ্রামমালিনী ॥
 চলদৃশ্বিসহশ্রেণ শঙ্কিতাভ্যোতি নর্মদা ।
 তস্ম বাহুসহশ্রেণ ক্ষিপ্যমাণে মহোদধৌ ॥১৭৯
 ভয়ানিলীনা নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্থা মহাসুরাঃ ।
 চূর্ণীকৃতমহাবীচিং চলন্নীনমহাতিমিম্ ॥ ১৮০
 মাক্রতাবিক্রকেনোঘমাবৰ্ত্তকোভসঙ্কুলম্ ॥
 প্রাবৰ্ত্তয়ন্তদা রাজা সহশ্রেণ চ বাহুনা ॥ ১৮১
 দেবাসুরসমাক্ষিপ্তঃ ক্ষীরোদমিব মন্দরঃ ।
 মন্দরকোভচকিতা অমৃতোৎপাদশঙ্কিতাঃ ॥
 সহসোৎপতিতা ভীতা ভীমং দৃষ্ট্বা নৃপৌত্তমম্
 নতা নিশ্চলমূৰ্দ্ধানো বভূবুস্তে মহোরগাঃ ॥১৮৩

পুরীতে সন্নিবেশিত করেন । তিনি বর্ষাকালে
 সমুদ্রের শ্রোতোবেগ নিরোধ করিয়া যেন
 ক্রৌড়া সহকারেই হস্ত দ্বারা ফিরাইয়া দিতেন,
 রাজা কার্ত্তবীৰ্য্য যখন জলকেলি করিবার
 জন্ত নর্মদায় অবতীর্ণ হইতেন, তখন সহস্র
 সহস্র চঞ্চলোশ্মিশালিনী নর্মদা নদী বিবিধ
 মালাদামে বিভূষিত হইয়া যেন শঙ্কিতভাবে
 প্রবাহিত হইত । তদীয় বাহুসহশ্রেণ
 আঘাতে মহোদধি ক্ষিপ্ত হইলে পাতালস্থ
 মহাসুরগণ ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া লুকায়িত
 হইত । তিনি যখন বাহুসহস্র দ্বারা সমুদ্র-
 জল আলোড়ন করিতেন, তখন সমুদ্রের
 মহোশ্মি সকল চূর্ণীকৃত হইত, তিনি প্রভৃতি
 মহামীনগণ আকুল হইয়া পড়িত, বায়ু কর্তৃক
 কেনরাজি পুঞ্জীভূত হইত এবং আবৰ্ত্ত-
 কোভে সলিলরাশি সঙ্কুল হইয়া উঠিত । মনে
 হইত, দেব ও অসুরগণ কর্তৃক ক্ষীরোদ
 সাগরে বুঝি মন্দরাচল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ।
 সমুদ্রস্থ মহোরগগণ সেই জল-কোভে চকিত
 হইত, এবং মন্দর-কোভে আবার বুঝি
 সুধার জন্ত সমুদ্রমন্ধান হয়, এইরূপ আশঙ্কায়
 সহসা ভীতচিত্তে উৎপতিত হইয়া যেমন ভীতি-
 জনক রাজাকে দেগিত, অমনি নত ও

সায়ারে কদলীখণ্ডাঃ কম্পিতা ইব বায়ুনা ।
 স বৈ বদ্ধা ধনুর্জ্যাভিকুৎসিতাঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ
 লঙ্কেশং মোহয়িত্বা তু সবলং রাবণং বলাৎ ।
 নির্জিত্য বশমানীয় মাহিম্যত্যাং ববন্ধ তম্ ॥
 শ্রুত্বা তু বন্ধং পৌলস্ত্যং রাবণং তুর্জ্জুনেন চ ।
 ততো গত্বা পুলস্ত্যস্তমর্জ্জুনং দদৃশে শ্রমম্ ॥
 মুমোচ রক্ষঃ পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনাভিযাচিতঃ ।
 যস্ম বাহুসহস্রস্ত বভূব জ্যাতলশ্বনঃ ॥ ১৮৭
 যুগান্তে তোয়দন্তেব ফুটতো হ্রশনেরিব ।
 অহো বত মৃধে বীৰ্য্যং ভার্গবস্ত যদচ্ছিনৎ ॥
 রাজো বাহুসহস্রস্ত হৈমং তালবনং যথা ।
 তৃষিতেন কদাচিৎ স ভিক্ষিতশ্চিত্রভানুনা ॥১৮৯
 স ভিক্ষামদদাদ্বীরঃ সপ্ত দ্বীপান্ বিভাবসোঃ ।
 পুরাণি গ্রামঘোষাংশ্চ বিষয়াংশ্চৈব সর্বশঃ ॥

নিশ্চলশিরে অবস্থান করিত । তাহাদিগকে
 দেখিয়া বোধ হইত, যেন বায়ুভরে সাংকালে
 কদলীখণ্ড সকল কম্পিত হইতেছে । তিনি
 ধনুর্দ্ধারণপূর্বক জ্যাক্ষণে পাঁচটি মাত্র শর
 লঙ্কাপতি রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া-
 ছিলেন, রাবণ তাহাতেই নিগৃহীত ও বশীভূত
 হইয়া সসৈন্তে মাহিম্যতী পুরীতে বন্দী হইয়া-
 ছিল । ১৬৫—১৮৫ । মহর্ষি পুলস্ত্য যখন
 শুনিলেন, স্বীয় পৌত্র রাবণ অর্জুনের
 শরে বন্ধনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই
 তিনি অর্জুনের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন,
 এবং তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া রাবণকে বন্ধন
 হইতে মুক্ত করাইয়া দেন । সেই সহস্রবাহু
 অর্জুনের জ্যানির্ঘোষ যুগান্তকালীন জলদ-
 নাদ বা বিস্ফারিত বজ্রধ্বনির স্থায় প্রতীত
 হইত । কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ভার্গব ঋষির
 বীৰ্য্য এমনই অসাধারণ যে, সেই অর্জুন
 রাজার বাহুসহস্র তিনি হেমময় তালবনের
 স্থায় ছেদন করিয়া ছিলেন । একদা অগ্নিদেব
 তৃষিত হইয়া রাজা অর্জুনের নিকট ভিক্ষা
 প্রার্থনা করেন । তাহাতে সেই বীৰবর অর্জুন
 তাঁহাকে এইসপ্তদ্বীপা পৃথিবীই ভিক্ষাধরূপে
 দান করিলেন । তখন অগ্নি সমস্ত নগর, গ্রাম

জজ্ঞাল তস্ম সর্বাণি চিত্রভানুর্দিদৃক্ষয়া ।
স তস্ম পুরুষেন্দ্রস্ম প্রভাবেণ মহান্ননঃ ॥ ১৯১
দদাহ কার্তবীৰ্য্যস্ম শৈলাংশৈশ্চ বনানি চ ।
সশূন্তমাশ্রমং রম্যং বরুণস্তাত্মজস্ম বৈ ॥ ১৯২
দদাহ বলবন্তীতশ্চিত্রভানুঃ সর্হৈহয়ঃ ।
যং লেভে বরুণঃ পুত্রং পুরা ভাস্তমুত্তমম্ ॥
বশিষ্ঠং নাম স মুনিঃ খ্যাত আপব ইতু্যত ।
তত্রাপবন্ত তং ক্রোধাচ্ছপ্তবানর্জুনং বিভুঃ ॥
যস্মান্ন বর্জিতমিদং বনং তে মম হৈহয় ।
তস্মাস্তে হৃদরং কস্ম কৃতমন্তো হনিষ্যতি ॥ ১৯৫
রামো নাম মহাবাহুজামদগ্ন্যাঃ প্রতাপবান্ ।
ছিদ্ভা বাহুসহস্রস্তে প্রমথ্য তরসা বলৌ ॥ ১৯৬
তপস্বী ব্রাহ্মণস্তাং তু হনিষ্যতি স ভার্গবঃ ।

এমন কি সমস্ত রাজ্যই দক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্নির প্রভাবে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের যাবতীয় রাজ্যই প্রজলিত হইতে লাগিল। অগ্নিদেব কার্তবীৰ্য্যের ক্রীড়া-শৈল ও ক্রীড়া কানন প্রভৃতি সকলই দক্ষ করিলেন। বরুণনন্দন বশিষ্ঠের এক রমণীয় শূন্ত আশ্রম ছিল, চিত্রভানু হৈহয়-গণের সহিত ভীতভীতভাবে সেই আশ্রমও দক্ষ করিয়া ফেলিলেন। যে মহাপ্রভাব মুনির আশ্রম দক্ষ হইল, বরুণদেব পুরাকালে সেই তেজস্বী মুনিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই পুত্র বশিষ্ঠ ও আপব নামে বিখ্যাতি লাভ করেন। আশ্রম দক্ষ হইলে আপব মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তখন অর্জুনকে এই-রূপ অভিসম্পাত করেন যে, হে হৈহয়! যেহেতু তুমি আমার এই আশ্রম পরিত্যাগ করিলে না, ইহাকে অগ্নি দ্বারা দক্ষ করাইলে, এই যে তোমার হৃদাৰ্থ্য অল্পাঙ্কিত হইল, ইহার জন্ত মদীয় শাপে তুমি জমদগ্নিনন্দন মহাবাহু পরশুরামের হস্তে নিহত হইবে। সেই ভৃগুবংশীয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ তোমার বাহুসহস্র ছেদন করিবে, তোমাকে সবলে মথিত করিবে এবং অবশেষে তোমার বধ সাধন করিবে। হে

অনষ্ট্রজব্যতা যস্ম বভূবামিভ্রকর্ষিণঃ ॥ ১৯৭
প্রতাপেন নরেন্দ্রস্ম প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ ।
প্রাপ্তস্ততোহস্ম মৃত্যুর্বে তস্ম শাপান্নহামুন্নে ॥
বরন্তথৈব ভো বিপ্রাঃ স্বয়মেব বৃতঃ পুরা ।
তস্ম পুত্রশতং ত্রাসীৎ পঞ্চ শেষা মহান্ননঃ ॥ ১৯৮
কৃতান্না বলিনঃ শূরা ধর্ম্মান্নানো যশস্বিনঃ ।
শূরসেনশ্চ শূরশ্চ বৃষণৌ মধুপঞ্চজঃ ॥ ২০০
জয়ধ্বজশ্চ নান্নাসীদাবস্ত্যো নৃপতির্নহান্ ।
কার্তবীৰ্য্যস্ম তনয়া বীৰ্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥ ২০১
জয়ধ্বজস্ম পুত্রস্ত তালজজ্যো মহাবলঃ ।
তস্ম পুত্রশতং খ্যাতান্তালজজ্য ইতি স্মৃতাঃ ॥
তেষাং কুলে মুনিশ্রেষ্ঠা হৈহয়ানাং মহান্ননাম্ ।
বীতিহোত্রাঃ সুব্রতশ্চভোজাশ্চাবস্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
তৌণ্ডিকেবাশ্চ বিখ্যাতান্তালজজ্যাস্তথৈব চ ।
ভরতাশ্চ সুজাতাশ্চ বহুহান্নানুকীর্তিতাঃ ॥ ২০৪
বৃষপ্রভৃতয়ো বিপ্রা যাদবাঃ পুণ্যকর্ষিণঃ ।

দ্বিজগণ ! ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনকর্তা সেই অরিন্দমা রাজেন্দ্রের রাজ্য শাসন কালে কাহারও কোন দ্রব্য নষ্ট হইত না। তাঁহার প্রতাপে হৃদ্বন্ত দল দমিত থাকিত। কালক্রমে এ হেন রাজাও মহামুনি বশিষ্ঠের শাপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সেই রাজা পূর্বে একটি বর লাভ করিয়াছিলেন। সেই বরের প্রভাবে তাঁহার শত পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই শত পুত্র মধ্যে শূরসেন, শূর, বৃষণ, মধুপঞ্চজ ও জয়ধ্বজ নামে পঞ্চ পুত্র জীবিত ছিল। ঐ পুত্রগণ সকলেই মহান্না, কৃতান্ন, বলবান্ ও যশস্বী ছিলেন। মহাপতি জয়ধ্বজ অবন্তীদেশে রাজত্ব করেন। তালজজ্য নামে তাঁহার এক মহাবলসম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয়। তালজজ্যের শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। উহারাও তালজজ্য নামে বিখ্যাত। মহান্না হৈহয়-দিগের মহাবীৰ্য্যশালী বংশধরগণই ক্রমে বীতিহোত্র, সুব্রত, ভোজ, অবন্তি তৌণ্ডিকের, তালজজ্য, ভারত ও সুজাত প্রভৃতি বহু বংশে বিভক্ত ও বিখ্যাত হইলেন। বহু

কুষো বংশধরস্তত্র তন্ত পুত্রোহভবনামুঃ ॥ ২০৫
 মধোঃ পুত্রশতং ত্বাসীদ্রুগন্তস্ত বংশকুৎ ।
 কুষাদ্রুগন্তঃ সর্ষে মধোন্ত মাধবাঃ স্মৃতাঃ ॥
 যাদবা যদুনরা তে নিরুচ্যন্তে চ হৈহয়াঃ ।
 ন তন্ত বিস্তনাশঃ স্মারষ্টেঃ প্রতিলভেচ্চ সঃ ॥
 কার্তবীৰ্য্যস্ত যো জন্ম কথয়েদিহ নিত্যশঃ ।
 এতে যযাতিপুত্রাণাং পঞ্চ বংশা দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 কীর্তিতা লোকবীরাণাং যে লোকান ধারয়ন্তি বৈ
 ভূতানীব মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পঞ্চ স্থাবরজঙ্গমান্ ॥ ২০৬
 ঋহা পঞ্চ বিসর্গাঃ রাজা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ ।
 বশী ভবতি পঞ্চানামাজ্ঞানাং তথেশ্বরঃ ॥ ২১০
 লভেৎ পঞ্চ বরাংশৈশ্চ বহ্নীভানিহ লৌকিকান্ ।
 আয়ুঃ কীর্তিঃ তথা পুত্রানৈশ্চর্যাং ভূমিমৈব চ ॥
 ধারণাক্ষুবর্ণাচ্চৈব পঞ্চবর্গস্ত ভো দ্বিজাঃ ।

প্রযুক্ত তাঁহাদের যথাযথ বংশবিবরণ কীর্তিত
 হইল না। হে বিপ্রগণ! যুষ প্রভৃতি যজ্ঞ-
 বংশীয় রাজগণ সকলেই পুণ্যকর্ম্মা ছিলেন।
 কুষই একমাত্র বংশধর পুত্র হইলেন। তৎ-
 পুত্র মধু, মধুর শত পুত্র; তন্মধ্যে কুষণ নামক
 পুত্র বংশধর ছিলেন। কুষণ হইতে কৃকি,
 মধু হইতে মাধব এবং যজ্ঞ হইতে যাদব-
 গণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বলা বাহুল্য,
 ইহারা সকলেই হৈহয় বংশের শাখা বলিয়া
 নির্দিষ্ট। রাজা কার্তবীৰ্য্যের জন্মবিবরণ
 যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য কীর্তন করে, তাহার
 বিস্তনাশ হয় না; সে নষ্ট দ্রব্য পুনরায়
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজবরগণ!
 ঋহাদের বীরত্ব লোক-বিখ্যাত, ঋহারা
 স্থাবর-জঙ্গমানক সমস্ত লোক ধারণ করেন,
 এই আমি সেই যযাতিপুত্রগণের পঞ্চ বংশ-
 বিবরণ কীর্তন করিলাম। এই পঞ্চ জন্ম
 বার্তাদি শ্রবণ করিলে ভূপতিগণ অর্থ ও
 ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন।
 এমন কি উহা শ্রবণ ও ধারণা করিলে ঈশ্বরও
 বশ হইয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট
 হইতে পাঁচটি ভুলভ বর প্রাপ্ত হওয়া যায়।
 চতুর্দশোহধ্যায়ঃ, কীর্তি, পুত্র, বিবিধ ধন ও

ক্রোড়োর্বংশঃ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শৃণুধ্বং গদতো মম ॥
 যদোর্বংশধরস্তাথ যজিনঃ পুণ্যকর্ম্মিণঃ ।
 ক্রোড়োর্বংশঃ হি ঋতৈব সর্ষপাপৈঃ প্রমচ্যতে
 যস্তাশ্ববায়জো বিষ্ণুর্হরির্বৃকিকুলোদ্ভবঃ ॥ ২১৩
 ইতি ত্রীত্বাক্ষে মহাপুরাণে যযাতিবংশাচ্চ
 কীর্তনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায় ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ ক্রোড়োর্ব্যাধো বভূবতুঃ ।
 গান্ধারী জনয়ামাস অনমিত্রং মহাবলম্ ॥ ১
 মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং ততোহন্তঃ দেবমীড়ুষম্
 তেষাং বংশস্থিধা ভূতো বৃকীনাং কুলবর্ধনঃ ॥ ২
 মাদ্র্যাঃ পুত্রো তু জজ্ঞাতে ঋতৌবৃক্যঙ্ককাবুভে

ঈশ্বর্য লাভ ঘটে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 এক্ষণে আমি ক্রোড়ের বংশ বর্ণন করিতেছি,
 ইনি যজ্ঞর বংশধর, যজ্ঞ ও পুণ্যকর্ম্মা
 ছিলেন, ইহার বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।
 এই ক্রোড়বংশ শ্রবণ করিলে, সর্ষপাপ হইতে
 মুক্ত হওয়া যায়। এই ক্রোড়রাজেরই অশ্বয়ে
 বৃকিকুল-ধুরন্ধর ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত
 হইয়াছিলেন। ১৮৬—২১৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩

চতুর্দশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—ক্রোড়ের গান্ধারী
 ও মাদ্রী নামে দুই ভাৰ্য্যা ছিলেন। তন্মধ্যে
 গান্ধারীর গর্ভে মহাবল অনমিত্র নামে এক
 পুত্র এবং মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ ও দেব-
 মীড়ুষ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।
 এই পুত্রদ্বয়ের বংশ দ্বারাই বৃকিগণের
 কুলোদ্ভব হইয়াছিল। বৃকি ও অঙ্কক
 নামে মাদ্রীর গর্ভে আরও দুইটি পুত্র-
 সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বৃকির

জজ্ঞাতে উনয়ৌ যুগেঃ শক্ভক্চিক্ভক্ভুখা ॥ ৩
 শক্ভক্ভ মুনিশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মাশ্চা যজ্ঞ বর্ভতে ।
 নাস্তি ব্যাধিতয়ঃ তজ্জ নাবর্ভস্তাপমেব চ ॥ ৪
 কদাচিৎ কাশিরাজস্ত বিষয়ে মুনিসন্তমাঃ ।
 জীণি বর্ভাণি পূর্ণানি নাবর্ভৎ পাকশাসনঃ ॥ ৫
 স তজ্জ চানয়ামাস শক্ভক্ভঃ পরমার্চিতম্ ।
 শক্ভক্ভপরিবর্তেন ববর্ভ হরিবাহনঃ ॥ ৬
 শক্ভক্ভঃ কাশিরাজস্ত সূতাঃ ভার্য্যামবিদত ।
 গান্ধিনীঃ নাম গাং সা চ দদৌ বিপ্রায় নিত্যশঃ
 দাতা যজ্ঞা চ বীরশ্চ ঞ্জতবান্ভতিথিপ্রিয়ঃ ।
 অক্রুরঃ সুষুবে তন্মাজ্জক্ভক্ভক্ভুরিদক্ষিণঃ ॥ ৮
 উপমদগ্ভ স্তুখা মদগ্ভর্গেহুর্গারিমেজয়ঃ ।
 অবিকিতস্তুখাক্ভেপঃ শক্রয়্গ্গারির্মদনঃ ॥ ৯
 ধর্ম্মধৃগ্ভ যতিধর্ম্মা চ ধর্ম্মো ক্ভাক্ভক্ভক্ভুখা ।
 আবাহপ্রতিবাহৌ চ সূন্দরৌ চ বরাজনা ॥ ১০

শক্ভক্ভ ও চিক্ভক্ভ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ধর্ম্মাশ্চা শক্ভক্ভ যেখানে অবস্থান করিতেন, সেখানে ব্যাধি বা অনাবৃষ্টি-ভয় থাকিত না। একদা কাশিরাজের রাজ্যমধ্যে—তিন বর্ষ পর্যন্ত অনাবৃষ্টি হইল। পাকশাসন সে রাজ্যে বর্ভণ করিলেন না। এই জন্ত কাশিরাজ শক্ভক্ভকে সসন্মানে স্বীয় রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। শক্ভক্ভের অবস্থান হেতু ইন্দ্র-কাশিরাজের রাজ্যমধ্যে বারি বর্ভণ করেন। শক্ভক্ভ কাশিরাজনন্দিনী গান্ধিনীর পাণিগ্রহণ করেন। গান্ধিনী নিত্য নিত্য বিপ্রগণকে এক একটা গোদান করিতেন। শক্ভক্ভ হইতে গান্ধিনীর গর্ভে অক্রুর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অক্রুর দাতা, যজ্ঞা, বীর, ঞ্জতবান্, অতিথিপ্রিয় ও ভুরি-দক্ষিণ ছিলেন। অক্রুরের উপমদগ্ভ, মদগ্ভ, মেহুর্গ, অরিমেজয়, অবিকিত, আক্ভেপ, শক্রয়, অরির্মদন, ধর্ম্মধৃক্ভ, যতিধর্ম্মা, ধর্ম্মো ক্ভা, অক্রুর, আবাহ ও প্রতিবাহ প্রভৃতি পুত্র ও সূন্দরী নামে একটা কন্যা উৎপন্ন হয়।

অক্রুরেণোগ্রসেনায়াঃ সূগাভ্যাং বিজসন্তমাঃ ।
 প্রসেনশোপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেববর্ভসৌ ॥ ১১
 চিক্ভক্ভস্তাবন পুত্রাঃ পৃথুর্ভিপৃথুরেব চ ।
 অশ্বগ্রীবোহশ্ববাহশ্চ স্বপার্কগবেষণৌ ॥ ১২
 অরিষ্টনেমিরশ্চ সুষুখা ধর্ম্মভুখা ।
 সূবাহর্ভবাহশ্চ শ্রবিষ্ঠাশ্রবণে স্থিয়ৌ ॥ ১৩
 অসিক্ভ্যাং জনয়ামাস শূরাঃ বৈ দেবমীড়ুষম্ ।
 মহিষ্যাং জজ্ঞিরে শূরা ভোজ্যায়াঃ পুর্ভিষা দশ ॥
 বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্ভমানকহৃদ্বৃতিঃ ।
 জজ্ঞে যস্ত প্রসূতস্ত হৃদ্বৃতাঃ প্রাণদন দিবি ॥
 আনকানাং চ সংহাদঃ সূমহানভবদ্বিবি ।
 পপাত পুন্পবর্ভশ্চ শূরস্ত জননে মহান ॥ ১৬
 মহুষ্যালোকে কৃৎস্নেহপি রূপে নাস্তি সমো ভুবি
 যস্তাসৌপুরুষাগ্র্যস্ত কাস্তিচ্চন্দ্রমসৌ যথা ।
 দেবভাগস্ততো জজ্ঞে তথা দেবশ্রবাঃ পুনঃ ।
 অনাধৃষ্টিঃ কনবকো বৎসবানথ গৃজমঃ ॥ ১৮

অক্রুর হইতে উগ্রসেনা নামী শোভনাদী ভার্য্যার গর্ভে প্রসেন ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। চিক্ভক্ভের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহ, স্বপার্ক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্ব, সুষুখা, ধর্ম্মভু, সূবাহ ও বহবাহ প্রভৃতি পুত্রগণ এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দেবমীড়ুষ অসিক্ভী নামী ভার্য্যার গর্ভে শূর নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। শূর হইতে তদীয় মহিষী ভোজনন্দিনীর গর্ভে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বসুদেব নামে এক মহাবাহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার অপর নাম আনকহৃদ্বৃতি। তিনি ভূমি হইবামাত্র দেবহৃদ্বৃতি সকল নিনাদিত হইল। আনকাদি বাস্ত বস্ত্র হইতে স্বর্গে সূমহান্ ধনি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শূরভবনে অজস্র পুন্পবৃষ্টি সকল নিপতিত হইল। ১—১৬। সমগ্র মহুষ্যালোকেও তৎ-সদৃশ রূপবান্ কেহই রহিল না। সেই পুরুষ-প্রবরের কাস্তি চন্দ্রতুল্য আকাশকর হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ অনা-

শ্রামঃ শমীকো গণ্ডুষঃ পঞ্চ চান্দ্র বরাজনাঃ ।
 পৃথুকীৰ্ত্তিঃ পৃথা চৈব ঋতদেবা ঋতশ্রবাঃ ॥ ১৯
 রাজাধিদেবী চ তথা পঞ্চৈতা বীরমাতরঃ ।
 ঋতশ্রবায়াঃ চৈক্যন্ত শিশুপালোহভবমুপঃ ॥ ২০
 হিরণ্যকশিপুর্ঘোহসৌ দৈত্যরাজোহভবৎপুরা ।
 পৃথুকীৰ্ত্ত্যাং তু সঞ্জজ্ঞে তনয়ো বৃদ্ধশর্মণঃ ॥ ২১
 করুণাধিপতিবীরো দন্তবক্রো মহাবলঃ ।
 পৃথাং হুহিতরং চক্রে কুন্তীস্তাং পাণ্ডুরাবহৎ ॥ ২২
 যশ্চাং স ধর্ম্যবিদ্রাজা ধর্মো জজ্ঞে যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ভীমসেনস্তথা বাতাদিত্রাচৈব ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৩
 লোকেহপ্রতিরথো বীরঃ শক্রতুলাপরাক্রমঃ ।
 অনমিত্রাচ্ছিনির্জজ্ঞে কনিষ্ঠাদ্রুঝিনন্দনাৎ ॥ ২৪
 শৈনেয়ঃ সত্যকন্তস্মাদ্যুধানশ্চ সাত্যকিঃ ।
 উদ্ধবো দেবভাগশ্চ মহাভাগঃ সূতোহভবৎ ॥
 পণ্ডিতানাং পরং প্রাহর্দেবশ্রবসমুত্তমম্ ।

ধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান, গৃঞ্জম, শ্রাম, শমীক,
 ও গণ্ডুষ নামে নয় পুত্র এবং পৃথুকীৰ্ত্তি, পৃথা,
 ঋতদেবা, ঋতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে
 পঞ্চ বীরজননী কন্তা উৎপন্ন হইলেন। ঋত-
 শ্রবার গর্ভে চেন্দ্ররাজ শিশুপাল জন্ম
 গ্রহণ করে। পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে
 যে দৈত্যরাজের প্রাহর্ভাব হইয়াছিল, তিনি
 বৃদ্ধশর্মার ঔরসে পৃথুকীৰ্ত্তির গর্ভে জন্ম
 লাভ করেন। করুণাধিপতি মহাবল দন্ত-
 বক্রের পৃথা ও কুন্তী এই উভয় নামে এক
 হুহিতা ছিল; রাজা পাণ্ডু তাহার পাণি গ্রহণ
 করেন। সেই পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্য
 হইতে ধর্ম্যজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে
 ভীমসেন এবং ইন্দ্র হইতে ধনঞ্জয় জন্ম গ্রহণ
 করেন। জগতে ধনঞ্জয়ের স্তায় বীর যোদ্ধা
 কেহই ছিল না। তিনি ইন্দ্রতুলা পরাক্রম-
 শালী ছিলেন। কনিষ্ঠ দ্রুঝিনন্দন অনমিত্র
 হইতে শিনির জন্ম হয়। শিনি হইতে
 সত্যক এবং তাঁহা হইতে সাত্যকি যুধুধান
 জন্ম গ্রহণ করেন। দেবভাগ হইতে মহা-
 ভাগ্যশালী উদ্ধব উৎপন্ন হইলেন। এই উদ্ধব
 একজন পরম পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

অশ্বক্যঃ প্রাপ্তবান্ পুত্রমনাধৃষ্টিধর্ম্মনিমম্ ॥ ২৫
 নিবৃত্তশক্রং শক্রয়ং ঋতদেবা ভজায়ত ।
 ঋতদেবায়জাস্তে তু নৈষাদিযঃ পরিঋতঃ ॥ ২৬
 একলব্যো মুনিশ্রেষ্ঠা নিষাদৈঃ পরিবর্দ্ধিতঃ ।
 বৎসবতে ত্বপুত্রায় বান্দুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
 অস্তির্দদৌ সূতং বীরং শৌরিঃকৌশিকমোরমম্
 গণ্ডুষায় হপুত্রায় বিশ্বকুসেনো দদৌ সূতান্ ।
 চাক্রদেবঃ সূদেবঃ পঞ্চালং কৃতলক্ষণম্ ॥ ২৭
 অসংগ্রামেণ যো বীরো নাবর্ত্তত কদাচন ।
 রৌক্মিণেয়ো মহাবাহুঃ কনীয়ান্ দ্বিজসন্তমাঃ ॥
 বায়সানাং সহস্রাণি যং যাস্তং পৃষ্ঠতোহবহুঃ ।
 চাক্রনগোপভোজ্যামচাক্রদেবহতানিতি ॥ ৩১
 তদ্বিজস্তদ্বিজপালশ্চ সূতো কনবকশ্চ তো ।
 বীরুশ্চান্বহনুশ্চৈব বীরো তাবথ গৃঞ্জিমো ॥ ৩২
 শ্রামপুত্রঃ শমীকস্ত শমীকো রাজ্যমাবহৎ ।
 জুগুপ্সমানো ভোজহাদ্রাজস্যমবাপ সঃ ॥ ৩৩
 অজাতশত্রুঃ শক্রণাং জজ্ঞে তস্মাৎ বিনাশনঃ ।

অনাধৃষ্টির অশ্বক্য নামে এক যশস্বী পুত্র
 উৎপন্ন হয়। ঋতদেবা শক্রয় নামে এক শক্র
 জয়ী পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্র নৈষাদি
 একলব্য আখ্যায় অভিহিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 ঐ একলব্য নিষাদগণ কর্তৃক প্রতিপালিত ও
 পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। প্রতাপবান্ বাসুদেব
 অপুত্রক বৎসবৎ রাজাকে কৌশিক নামক
 স্ত্রীয় ঔরসজাত পুত্র জল প্রোক্ষণপূর্বক
 সমর্পণ করেন। বিশ্বকুসেন, অপুত্রক গণ্ডুষকে
 চাক্রদেব, সূদেব, ও পঞ্চাল প্রভৃতি পুত্র
 দান করেন। হে দ্বিজগণ! যিনি কখন যুদ্ধ
 না করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতেন না,
 যিনি গমন করিতে থাকিলে সহস্র সহস্র বায়স
 তাঁহার অনুগমন করিত, সেই মহাবাহু
 রৌক্মিণেয় সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। কনবকের
 দুই পুত্রের নাম তদ্বিজিৎ ও তদ্বিজপাল।
 শ্রামের পুত্র শমীক; শমীক রাজা হইয়া-
 ছিলেন। তিনি ভোজবংশীয় বলিয়া নির্দিষ্ট
 ছিলেন, তাই গোঁরবার্ধ রাজস্বয় যজ্ঞের অঙ্ক-
 ঠান করেন। ১৭-৩৩। তাঁহার এক শক্রহৃদন

বসুদেবসুতান্ বীরান্ কীর্তয়িষ্যাম্যতঃপরম্ ॥
 বৃকোদ্রিবিধমেবম্ বহুশাখং মহোজসম্ ।
 ধারয়ন্ বিপুলং বংশং নানর্থৈরিহ যুজ্যতে ॥৩৫
 যাঃ পত্ন্যা বসুদেবস্ত চতুর্দশ বরাদ্রনাঃ ।
 পৌরবী রোহিণী নাম মত্তিরাদিস্তথাপর্য ॥৩৬
 বৈশাখী চ তথা ভদ্রা সুনামী চৈব পঞ্চমী ।
 সহদেবা শান্তিদেবা স্রীদেবী দেবরক্ষিতা ॥৩৭
 বৃকদেব্যুপদেবী চ দেবকী চৈব সপ্তমী
 সুতনুর্ভদ্রা চৈব দ্বৈ এতে পরিচারিকৌ ॥ ৩৮
 পৌরবী রোহিণী নাম বাহ্লিকস্তাত্মজাভবৎ ।
 জ্যেষ্ঠা পত্নী মুনিশ্রেষ্ঠা দয়িতানকহৃদুভেঃ ॥৩৯
 লেভে জ্যেষ্ঠং সুতং রামং শরণ্যং শঠমে৷ চ ।
 হৃদমং দমনং শুভ্রং পিণ্ডারকমুশীনরম্ ॥ ৪০
 পিত্রা নাম কুমারী চ রোহিণীতনয়া নব ।
 চিত্রা সুভদ্রেতি পুনর্বিখ্যাতা মুনিসত্তমাঃ ॥৪১
 বসুদেবাচ্চ দেবক্যাং জজ্ঞে শৌরির্মহাযশাঃ ।
 রামাচ্চ নিশঠৌ জজ্ঞে রেবত্যাং দয়িতঃ সুতঃ

পুত্র উৎপন্ন হয়, এই পুত্রের নাম অজাত-
 শত্রু । অতঃপর আমি বসুদেবের সুতগণের
 বিবরণ কীর্তন করিতেছি । বৃকোর তিনটি
 বংশেরই শাখা প্রথাখা বহু বিস্তৃত । ঐ
 ত্রিবিধ বংশই মহাপরাক্রান্ত ছিল ; কদাচ
 উহারা অনর্থে লিপ্ত হয় নাই । বসুদেবের
 পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, বৈশাখী, ভদ্রা,
 সহদেবা, শান্তিদেবা, স্রীদেবী, দেবরক্ষিতা,
 বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী প্রভৃতি চতু-
 র্দশটি প্রধান পত্নী ছিলেন । সুতনু ও ভদ্রা
 নামে ইহাদের দুই পরিচারিকা ছিল । বসু-
 দেবের পত্নীগণের মধ্যে দেবকী সপ্তম-
 স্থানীয়া এবং বাহ্লিকনন্দিনী রোহিণী জ্যেষ্ঠা
 পত্নী ছিলেন । রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের
 রাম, শরণ্য, শঠ, হৃদম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডা-
 রক ও উশীনর প্রভৃতি পুত্র ও চিত্রা নামে
 এক কন্যা উৎপন্ন হয় । হে মুনিবরগণ !
 এই চিত্রা নামী কন্যা পশ্চাৎ সুভদ্রা নামে
 বিখ্যাত হয় । বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে
 মহাযশা শৌরি জন্মগ্রহণ করেন । রাম

সুভদ্রায়াঃ রথী পার্থাদভিমন্যুরজায়ত ।
 অক্রুরাংকাশিকন্তায়াঃ সত্যকেতুরজায়ত ॥৪২
 বসুদেবস্ত ভাৰ্য্যাসু মহাভাগাসু সপ্তমু ।
 যে পুত্রো জজ্ঞিরে শূরাঃ সমস্তাঃস্তান্নিবোধত ॥
 ভোজশ্চ বিজয়শ্চৈব শান্তিদেবাসুতাবুভৌ ।
 বৃকদেবঃ সুনামায়াঃ গদশাস্তাঃ সুতাবুভৌ ॥
 অগাবহং মহাত্মানং বৃকদেবী ব্যজায়ত ।
 কন্তা ত্রিগর্ত্তরাজস্ত ভাৰ্য্যা বৈ শিশিরায়ণেঃ ॥
 জিজ্ঞাসাং পৌকুষ চক্রে ন চক্ৰন্দে চ পৌকুষম্
 কৃষ্ণায়সসমপ্রথ্যা বর্ষে দ্বাদশমে তথা ॥ ৪৭
 মিথ্যাভিশস্তো গার্গ্যস্ত মন্যুনাতিসমীরিতঃ ।
 ঘোষকন্তামুপাদায় মৈথুনাযোপচক্রমে ॥ ৪৮
 গোপালী চাপসরাস্তস্ত গোপদ্বীবেশধারিণী ।

হইতে রেবতীর গর্ভে নিশঠ নামে এক প্রিয়
 পুত্র উৎপন্ন হয় । পার্থ হইতে সুভদ্রার
 গর্ভে মহারথ অভিমন্যু জন্ম গ্রহণ করেন ।
 অক্রুর হইতে কাশিকন্তার গর্ভে সত্যকেতুর
 জন্ম হয় । বসুদেবের সপ্ত পত্নী মহাভাগ্য-
 বতী ছিলেন । তাঁহাদের গর্ভে যে সকল
 শৌর্যশালী পুত্র উৎপন্ন হইলেন, তাঁহাদের
 সমস্তেরই বিবরণ ব্যক্ত করিতেছি, অবগ
 করুন ॥ ৩৪—৪৪ ॥ বসুদেবের শান্তিদেবী
 নামী পত্নীর গর্ভে ভোজ ও বিজয় নামে
 দুই পুত্র ; সুনামার গর্ভে বৃকদেব ও গদ
 নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে । বৃকদেবীর
 গর্ভে মহাত্মা অবগাহ উৎপন্ন হইলেন ।
 ত্রিগর্ত্তরাজের কন্যা জিজ্ঞাসা, রাজা শিশি-
 রায়ণের ভাৰ্য্যা ছিলেন । রাজার পুত্র
 সমস্তান ছিল না, তিনি তাঁহার পত্নীর গর্ভে
 সমস্তান উৎপাদনার্থ গর্গমুনিকে নিযুক্ত করেন ।
 কৃষ্ণায়সপ্রতিম গার্গ্য দ্বাদশবর্ষ পধ্যস্ত
 তাহাতে সঙ্গত ছিলেন ; কিন্তু দীর্ঘকালেও
 বৈধ্যপাত হইল না । তিনি মিথ্যাপৌকুষ
 হইয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত হইলেন এবং তখন এক
 ঘোষকন্তাকে গ্রহণ করিয়া মৈথুন আয়ত্ত
 করিলেন । ঐ গোপকন্যা গোপদ্বীবেশধারিণী
 কোন এক অপরা ছিল । ভগবান্ পুণ-

ধারমাস গার্গ্যস্ত গৰ্ভঃ চুর্করমচ্যুতম্ ॥ ৪৯
 মাহুয়াঃ গৰ্গভাৰ্য্যায়াঃ নিয়োগাঙ্কুলপানিনঃ ।
 স কালযবনো নাম যজ্ঞে রাজা মহাবলঃ ॥ ৫০
 বৃদ্ধপূৰ্ব্বাৰ্দ্ধকায়স্ত সিংহসংহননো যুবা ।
 অপুত্রস্ত স রাজস্ত ববুধেহস্তঃপুৰে শিশুঃ ॥ ৫১
 যবনস্ত মূনিশ্ৰেষ্ঠাঃ স কালযবনোহভবৎ ।
 আযুধ্যমানো নৃপতিঃ পৰ্যাপৃচ্ছদ্বিজোক্তমম্ ॥ ৫২
 বৃক্যঙ্ককুলং তস্ত নারদোহকথয়দ্বিতুঃ ।
 অকৌহিন্যা তু সৈশ্চ মথুরামভ্যাস্তদা ॥ ৫৩
 দূতং সশ্ৰেয্যামাস বৃক্যঙ্ককনিবেশনম্ ।
 ততো বৃক্যঙ্ককাঃ কৃকঃ পুরস্কৃত্য মহামতিম্ ॥
 সমেতা মন্ত্রয়ামাসুৰ্যবনস্ত ভয়াস্তদা ।
 কৃক্কা বিনিশ্চয়ং সৰ্ষে পলায়নমরোচয়ন্ ॥ ৫৫
 বিহায় মথুরাং রম্যাং মানসস্তঃ পিনাকিনম্ ।

পানির নিয়োগে ঐ অপরা মাহুধী-বেশে
 গৰ্গ মূনির ভাৰ্য্যা হয় এবং সেই অবস্থায়
 গৰ্গমূনির সংসর্গে এক চুর্কর গৰ্ভ ধারণ করে ।
 সেই গৰ্ভ হইতেই মহাবল কালযবন রাজা
 জন্মগ্রহণ করেন । ইহার দেহের পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধ
 সুবৃদ্ধ ছিল । ইনি সিংহ-সদৃশ পরাক্রান্ত
 যুবাশ্রুত ছিলেন । হে মূনিবরগণ ! কাল-
 যবন জন্মগ্রহণান্তে শিশুরূপে সেই অপুত্রক
 রাজার অন্তঃপুরে পরিবর্দ্ধিত হইলেন । কাল
 ক্রমে তিনি কালযবন নামে রাজা হইলেন
 এবং বুদ্ধোক্ত হইয়া দ্বিজবর নারদকে প্রতি-
 যোদ্ধাদিগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন ।
 নারদ তাঁহাকে বৃকি ও অঙ্ককবংশীয়দিগের
 বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন । তখন কালযবন
 অকৌহিনী-সেনা-পরিবৃত্ত হইয়া মথুরাভিমুখে
 যাত্রা করিলেন এবং বৃকি ও অঙ্ককদিগের
 আবাসে এক দূত প্রেরণ করিলেন । তখন
 বৃকি ও অঙ্ককগণ একযোগে মহামতি
 কৃককে অগ্রবর্তী করিয়া কালযবন-ভয়ে
 মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । তাঁহারা মন্ত্রণা
 করিয়া স্থির করিলেন, এক্ষণে আমাদের
 সকলেরই পলায়ন করা কর্তব্য । কার্য্যেও
 তাহাই হইল, তাঁহারা কালযবনভয়ে সুরমা

কুশহলীঃ দ্বারবতীঃ নিবেশয়িতুমাপবঃ ॥ ৫৬
 ইতি কৃকস্ত জন্মোদং যঃ শুচিনিয়তেজস্বিঃ ।
 পৰ্ব্বসু আবয়েষিদ্ধাননুগঃ স সুখী ভবেৎ ॥ ৫৭
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে কৃকজন্মাকৌৰ্ত্তনঃ
 নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ক্রোষ্টোরথাভবৎ পুত্রো বৃজিনীবান্নহাযশাঃ ।
 বার্জিনীবতমিচ্ছন্তি স্বাহিঃ স্বাহাকৃতাঃ বরম্ ॥
 স্বাহিপুত্রোহভবজাজা উষদৃগুর্দতাঃ বরঃ ।
 মহাকৃত্তিরীজে যো বিবৈধৈর্ভূরিদাক্ষিণৈঃ ॥২
 ততঃ প্রসূতিমিচ্ছন্ বৈ উষদৃগুঃসোহগ্র্যামাঙ্কজম্
 জজ্ঞে চিত্ররথস্তস্ত পুত্রঃ কৰ্ম্মভিরবিতঃ ৩

মথুরানগরী পরিত্যাগ করিয়া পিনাকপানি
 মহাদেবের অর্চনাপুরঃসর কুশহলী দ্বার-
 বতী পুরীতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপনে মনস্থ
 করিলেন । যিনি পবিত্র ও সংযতোজ্বর
 হইয়া এই কৃকজন্ম-বিবরণ প্রতি পর্বে
 শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তিনি বিধান
 ও অশ্বী হইয়া সুখী হইবেন । ৪৫—৫৭ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—বৃজিনীবান্ নামে
 ক্রোষ্টুর অপর এক মহাযশা পুত্র ছিলেন ।
 তাঁহার পুত্র যজ্ঞাভূতাতিগের অগ্রণী
 বর্জিনীবান্ স্বাহি । স্বাহির পুত্র বায়িবর
 উষদৃগু ; ইনি রাজা হইয়া পুত্রকামনার
 ভূরি-দক্ষিণাষিত্ত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান
 করেন । চিত্ররথ নামে তাঁহার এক শ্রেষ্ঠ
 পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্র দ্বারা নানাবিধ
 সংকল্প অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । চিত্ররথের
 শশবিন্দু নামে এক পুত্র হয় । ইনি রাজর্ষি-

আসীচ্ছৈরধিবীরো যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণঃ ।
 শশবিন্দুঃ পরঃ কৃত্ত্বঃ রাজযৌগামমুষ্টিতঃ ॥ ৪
 পৃথুশ্রবাঃ পৃথুশ্রবঃ । রাজাসীচ্ছাশবিন্দবঃ ।
 শংসন্তি চ পুরাণজ্ঞাঃ পার্থশ্রবসমস্তরম্ ॥ ৫
 অন্তরম্ সুযজ্ঞম্ সুযজ্ঞতনয়োহভবৎ ।
 উষতো যজ্ঞমখিলং স্বধর্ম্মে চ কৃতাদরঃ ॥ ৬
 শিনেয়ুরভবৎ পুত্র উষতঃ শক্রতাপনঃ ।
 মরুতস্তম্ তনয়ো রাজর্ষিরভবমুপঃ ॥ ৭
 মরুতোহলভত জ্যেষ্ঠঃ সূতঃ কন্বলবর্হিষম্ ।
 চচার বিপুলঃ ধর্ম্মমমর্ষাৎ প্রেত্যভাগপি ॥ ৮
 স সৎপ্রসূতিমিচ্ছন্ বৈ সূতঃ কন্বলবর্হিষঃ ।
 বভূব কন্বকবচঃ শতপ্রসবতঃ সূতঃ ॥ ৯
 নিহত্য কন্বকবচঃ শতং কবচিনাং রণে ।
 ধ্বিনাং নিশিতৈর্বাণৈরবাপ শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥ ১০
 জজ্ঞে চ রক্ককবচাৎ পরাজিৎপরবীরহা ।
 জজ্ঞিরে পঞ্চ পুত্রাশ্চ মহাবীৰ্যাঃ পরাজিতঃ ॥
 কন্বেষুঃ পৃথুকন্ব চ জ্যামঘঃ পালিতো হরিঃ ।

গণের পদানুবর্তী, বিপুলদক্ষিণাধিত যজ্ঞা-
 মুষ্ঠাতা ছিলেন। ইহার পুত্র পৃথুকীর্তি-
 শালী পৃথুশ্রবাঃ। পুরাণজ্ঞগণ বলিয়াছেন,
 ঐ পৃথুশ্রবা হইতে অন্তর নামে এক পুত্র
 জন্মগ্রহণ করে। অন্তরের পুত্র সুযজ্ঞ, তৎ-
 পুত্র উষত। ইনি সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা
 ও স্বধর্ম্মে সমধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন। উষত
 হইতে শিনেয়ু নামে এক অরিন্দম পুত্র উৎ-
 পন্ন হয়। তাঁহার পুত্র মারুত। ইনি
 রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি মারুত কন্বল-
 বর্হিষ নামে এক শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করেন।
 রাজা কন্বলবর্হিষ একটা সংপুত্র-কামনায়
 প্রসূত ধর্ম্মাচরণ করেন। তাহার কলে
 তাঁহার কন্বকবচ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ
 করে। এই পুত্র সমরক্ষেত্রে নিশিত শর-
 নিকর বর্ষণে শত শত কবচী ও ধনুর্ধারী
 যোদ্ধাদিগকে নিহত করিয়া উত্তম জয়লক্ষী
 লাভ করিয়াছিলেন। কন্বকবচের পুত্র
 শক্রতাপন পরাজিৎ। পরজিতের পাঁচ পুত্র—
 কন্বেষু, পৃথুকন্ব, জ্যামঘ, পালিত ও হরি।

পালিতঃ চ হরিঃ চৈব বিদেহেভ্যঃ পিতা বনো
 কন্বেষুরভবজাজা পৃথুকন্বস্ত সংপ্রয়াৎ ।
 তাভ্যাং প্রব্রাজিতো রাজাজ্যামঘোহবসদাম্রমে
 প্রশান্তঃ তদা রাজা ব্রাহ্মণৈশ্চাববোধিতঃ ।
 জগাম ধনুরাদায় দেশমন্তঃ ধ্বজৌ রথী ॥ ১৪
 নর্ম্মদাকুলমেকাকী মেকলাং যুক্তিকাবতীম্ ।
 ঋকবন্তং গিরিং জিত্বা শুক্তিমত্যাম্বাস সঃ ॥
 জ্যামঘস্তাভবদ্যার্যা শৈব্যা বলবতী সতী ।
 অপুত্রোহপি স রাজা বৈ নাত্যাং ভার্য্যামবিনত
 তস্তাসীদ্বিজয়ো যুদ্ধে তত্র কন্তামবাপ সঃ ।
 ভার্য্যামুবাচ সজ্জন্তঃ স্মৃষেতি স জনেশ্বরঃ ॥ ১৭
 এতচ্ছূহাত্রবৌদেবৌ কন্ত দেব স্মৃষেতি বৈ ।
 অত্রবৌতুপজ্ঞাত্য জ্যামঘো রাজসত্তমঃ ॥ ১৮

এইপুত্রগণ সকলেই মহাবীৰ্য্যশালী ছিলেন।
 ইহাদিগের মধ্যে পালিত ও হরিকে বিদেহ
 দেশের আধিপত্য প্রদত্ত হয়। কন্বেষু, ভাতা
 পৃথুকন্বের সহিত স্বরাজ্যে আধিপত্য করেন।
 এই ভাতৃদ্বয় একযোগে অপর ভাতা
 জ্যামঘকে নির্বাসিত করিলে, তিনি এক
 আশ্রমে গিয়া বাস করেন। ১—১৩।
 প্রশান্ত-চিত্ত জ্যামঘ তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ
 কর্তৃক অববোধিত হইয়া ধনুর্ধারী গ্রহণ-
 পূর্বক রথ ধ্বজাদি সমভিযাহারে দেশান্তরে
 প্রয়াণ করিলেন। তিনি একাকীই নর্ম্মদা-
 কুলবতী মেকলা ও যুক্তিকাবতী পুরী এবং
 ঋকবান্ গিরি জয় করিয়া শুক্তিমতী নগ-
 রীতে রাজধানী স্থাপনপূর্বক বাস করিতে
 থাকেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম ছিল শৈব্যা।
 শৈব্যা বলিষ্ঠা ও পতিব্রতা ছিলেন। সেই
 পত্নীর গর্ভে রাজার কোনই পুত্র সন্তান জন্মে
 না; তথাপি রাজা জ্যামঘ দারাস্তর পরি-
 গ্রহ করেন নাই। তিনি একদা কোন যুদ্ধে
 বিজয়লাভ করিয়া একটা কন্তা লাভ করেন।
 নরপতি সেই কন্তা
 পত্নীকে বলেন যে,
 বধু হইবে। রা-
 রাজাকে কহি-

রাজোবাচ ।

যন্তে জনিষ্যতে পুত্রস্তস্মৈ ভাৰ্য্যোপপাদিতা ॥১৯

লোমহর্ষণ উবাচ ।

উগ্ৰেণ তপসা তপ্তাঃ কন্যায়াঃ সা ব্যজায়ত ।

পুত্রং বিদর্ভঃ স্ত্রুভগা শৈব্যা পরিণতা সতী ॥২০

রাজপুত্র্যাংতুবিদ্বাংসৌ স্ত্রুয়ায়াঃ ক্রথকৈশিকৌ

পশ্চাদ্বিদর্ভোহজনয়চ্ছুরৌ রণবিশারদৌ ॥ ২১

ভীমো বিদর্ভস্ত সূতঃ কুন্তিস্তস্মৈরাজোহভবৎ

কুন্তেধৃষ্টঃ সূতো জজ্ঞে রণধৃষ্টঃ প্রতাপবান ॥২২

ধৃষ্টস্ত জজ্ঞিরে শূরাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ।

আবস্তচ দশার্হচ বলৌ বিষহরচ সং ॥ ২৩

দশার্হস্ত সূতো ব্যোমা ব্যোমো জীমূত উচ্যতে

জীমূতপুত্রো বিকৃতিস্তস্মৈ ভীমরথঃ সূতঃ ॥ ২৪

অথ ভীমরথস্তাসীৎ পুত্রো নবরথস্তথা ।

তস্মৈ চাসীদশরথঃ শকুনিস্তস্মৈ চাবুজঃ ॥ ২৫

তস্মাৎকরন্তঃ কারন্তির্দেবরাতোহভবন্নপঃ ।

পুত্রবধু হইবে? পত্নীর কথায় রাজশ্রেষ্ঠ জ্যামঘ উত্তর করিলেন,—তোমার যে পুত্র হইবে, এই কন্যা তাহারই ভাৰ্য্যা হইবে । ১৪—১৯ । লোমহর্ষণ কহিলেন,—রাজা জ্যামঘ যুদ্ধ জয় করিয়া যে কন্যাটিকে আনিয়াছিলেন, সেই কন্যা উগ্র তপস্তা আচরণ করেন; সেই তপস্তার ফলে শৈব্যা যুদ্ধ বয়সে একটি পুত্র প্রসব করিলেন । এই পুত্র বিদর্ভ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । বিদর্ভ হইতে সেই বিজয়লক কন্যার গর্ভে ক্রথ ও কৌশিক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে । এই পুত্রদ্বয় বিদ্বান্, শূর ও রণবিশারদ ছিলেন । বিদর্ভের ভীম নামে অপর এক পুত্র হয় । ভীমের কুন্তি নামে এক পুত্র জন্মে । কুন্তির নাম ধৃষ্ট । ধৃষ্ট রণধৃষ্ট ও প্রতাপবান ছিলেন । ধৃষ্টের পরম ধার্ম্মিক তিন কন্যার সহিত বিবাহ করেন । তাহাদের নাম,—আবস্ত, মন্থরী ও বিষহর; তন্মধ্যে দশার্হের ব্যোমা, দশার্হের কন্যা, জীমূতের বিকৃতি, বিকৃতির কন্যা, নবরথের কন্যা, নবরথের দশ-
আবাস্ত হইল, তাঁহা

দেবক্সত্রোহভবন্তস্ত বুদ্ধক্সত্রো মহাযশাঃ ॥২৬

দেবগর্ভসমো জজ্ঞে দেবক্সত্রস্ত নন্দনঃ ।

মধুনাং বংশক্সত্রাজা মধুর্নধুরবাগপি ॥ ২৭

মধোর্জজ্ঞেহথ বৈদর্ভ্যাং পুরুদ্বান্‌পুরুষোত্তমঃ

ঐক্ষাকী চাভবদ্বাৰ্য্যা মধোস্তস্মাং ব্যজায়ত ॥২৮

সদ্বান্‌ সৰ্ব্বগুণোপেতঃ সাত্বতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ।

ইমাং বিসৃষ্টিং বিজায় জ্যামঘস্ত মহাত্মনঃ ॥

যুজ্যতে পরমপ্ৰীত্যা প্রজাবাংশ ভবেৎ সদা ॥

লোমহর্ষণ উবাচ ।

সদ্বতঃ সদ্বসম্পন্নান্‌ কোশল্যা সুষুবে সূতান্‌ ।

ভাগিনঃ ভজমানঃ চ দিব্যঃ দেবারুধঃ নৃপন্‌ ॥

অক্ষকঃ চ মহাবাহুঃ বৃষ্ণিঃ চ যহ্ননন্দনম্‌ ।

তেষাং বিসর্গাশ্চ দ্বারো বিস্তরেণেহ কীর্ত্তিতাঃ ॥

ভজমানস্ত সৃঞ্জয়ৌ বাহুকাথোপবাহকা ।

আস্তাং ভাৰ্য্যে তয়োস্তস্মৈজজ্ঞিরেবহবঃসূতাঃ

রথ, দশরথের শকুনি, শকুনির করন্ত, কর-
ন্তের দেবরাত, দেবরাতের দেবক্সত্র,
এবং দেবক্সত্রের বুদ্ধক্সত্র নামে পুত্র হইয়া-
ছিল । বুদ্ধক্সত্র রাজার দেবকুমারপ্রতিম
একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে । এই পুত্রের
নাম মধু; মধু অতি মিষ্টভাষী ছিলেন ।
এই মধু রাজাই মধুদিগের বংশধর ।
মধু হইতে বৈদর্ভীর গর্ভে পুরুষবর
পুরুদ্বান্‌ জন্মগ্রহণ করেন । মধুর অপর
ভাৰ্য্যার নাম ঐক্ষাকী । ঐক্ষাকীর গর্ভে
সদ্বান্‌ নামে এক সৰ্ব্বগুণ-সম্পন্ন পুত্র উৎ-
পন্ন হয় । এই সদ্বান্‌ হইতেই কীর্ত্তিবর্দ্ধন
সাত্বতগণের আবির্ভাব হইয়াছিল । মহাত্মা
জ্যামঘ রাজার এই বংশবিস্তৃতির বিবরণ
বিদিত হইলে মানব মাতেই পরম প্রীতিমান
ও প্রজাবান্‌ হইতে পারে । ২০—২৯ লোম-
হর্ষণ কহিলেন,—মধুনন্দন সদ্বান্‌ হইতে
কোশল্যা নামী পত্নীর গর্ভে কতিপয় সন্ত-
সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্রগণের
নাম—ভাগিন, ভজমান, দিব্য, দেবারুধ,
অক্ষক ও বৃষ্ণি । ইহাদিগের মধ্যে চারিজন
বংশবিবরণ এই পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে ।

ক্রিমিঞ্চ ক্রমণশ্চৈব ধৃষ্টঃ শূরঃ পুরঞ্জয়ঃ ।
 এতে বাহুকস্জয়াং ভজমানাভিজজিরে ॥ ৩৩
 অযুতাজিৎ সহস্রাজিচ্ছতাজিষ্থ দাসকঃ ।
 উপবাহুকস্জয়াং ভজমানাভিজজিরে ॥ ৩৪
 যজ্ঞা দেবারুধো রাজা চচার বিপুলং তপঃ ।
 পুত্রঃ সৰ্বগুণোপেতো মম স্মাদিতি নিশ্চিতঃ ॥
 সংযজ্যমানস্তপসা পর্ণাশয়া জলং স্পৃশন্ ।
 সদোপস্পৃশতস্তস্মৈ চকার প্রিয়মাপগা ॥ ৩৬
 চিন্তয়াভিপরীতা সা ন জগামৈব নিশ্চয়ম্ ।
 কল্যাণহাররপতেস্তস্মৈ সা নিয়গোক্তমা ॥ ৩৭
 নাধ্যগচ্ছতু তাং নারী যশ্চামেবং বিধঃ স্মৃতঃ ।
 ভবেত্তস্মাৎ স্বয়ং গহা ভবাম্যস্মৈ সহানুগা ॥ ৩৮
 অথ ভূত্বা কুমারী সা বিভ্রতী পরমং বপুঃ ।
 বরয়ামাস নৃপতিং তামিয়েষ চ স প্রভুঃ ॥ ৩৯
 তস্মামাধত্ত গৰ্ভং স তেজস্বিনমুদারধীঃ ।

ভজমানের দুই ভাৰ্য্যা ছিলেন। তাঁহাদের একের নাম স্জয়ী বাহকা ও অপরার নাম স্জয়ী উপবাহকা। এই দুই ভাৰ্য্যার গৰ্ভে ভজমানের বহু পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ভজমান হইতে স্জয়ী বাহকার গৰ্ভে ক্রিমি, ক্রমণ, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় এবং স্জয়ী উপবাহকার গৰ্ভে অযুতাজিৎ, সহস্রজিৎ, শতাজিৎ ও দাসক নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। রাজা দেবারুধ একটা সৰ্বগুণযুক্ত পুত্র-লাভ-কামনায় বিপুল যাগ যজ্ঞ ও তপশ্চর্যা করেন। তিনি পর্ণাশা নদীর জল স্পর্শ করিয়া তপস্যা করিতেন। সেই নদীও সৰ্বদা উপস্পৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিত। একদা সরিষরা পর্ণাশা নরপতির কল্যাণার্থ অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না এবং যে নারীর গৰ্ভে নরপতির সৰ্বগুণ-ভূষিত পুত্র-রত্ন উৎপন্ন হইবে, এমন নারী কে আছে? তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না; তখন তিনি স্থির করিলেন, আমি নিজেই গিয়া নরপতির ভাৰ্য্যা হই। এইরূপ স্থির করিয়া সেই সরিষরা এক পরম সুন্দর কুমারীরূপ ধারণপূর্বক সেই

অথ সা দশমে মাসি সুষুবে সরিতাং বরা ॥৪০
 পুত্রং সৰ্বগুণোপেতং বক্রং দেবারুধঃ বিজ্ঞাঃ ।
 অত্র বংশে পুরাণজ্ঞা গায়ন্তীতি পরিব্রতম্ ॥৪১
 গুণান্ দেবারুধস্তাপি কীর্তয়ন্তো মহাত্মনঃ ।
 যথৈবাগ্রে তথা দূরাং পশ্চামস্তাবদন্তিকাং ॥৪২
 বক্রঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবারুধঃ সমঃ ।
 যষ্টিঞ্চ যট্ চ পুরুষাঃ সহস্রাণি চ সপ্ত চ ॥৪৩
 এতেহমৃতং প্রাপ্তা বৈ বভ্রোর্দেবারুধাদপি ।
 যজ্ঞা দানপতিধীমান্ ব্রহ্মণ্যঃ সুদৃঢ়ায়ুধঃ ॥ ৪৪
 তস্মাৎস্বায়ঃ সুমহান্ভোজা যে মার্তিকাবতাঃ
 অন্ধকাংকাশ্চহুহিতা চতুরোহনভতান্জান্ ॥
 কুকুরং ভজমানং চ সসকং বলবহিষম্ ।
 কুকুরস্ত স্মৃতো বৃষ্টিবৃষ্টেষ্ট তনয়স্তথা ॥ ৪৬
 কপোতরোমা তস্মাৎ তিলিরিস্তনয়োহভবৎ ।
 জজ্ঞে পুনর্কসুস্তস্মাদভিজিচ্ছ পুনর্কসোঃ ॥৪৭
 তথা বৈ পুত্রমিথুনং বভূবাভিজিতঃ কিল ।

নরপতিকে পতিত্বে বরণ করিলেন। উদারচেতা রাজা দেবারুধও তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই সরিষরা দশম মাসে এক সৰ্বগুণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র বক্র নামে বিখ্যাত হইল। পুরাণজ্ঞগণ এই বক্রবংশের ও মহাত্মা দেবারুধের গুণগাথা গান করিয়া থাকেন। তাঁহার বলেন, নরশ্রেষ্ঠ দেবারুধ ও তৎপুত্র বক্রর গুণকীর্তি আমরা দূর হইতেও যেমন শুনিয়া থাকি, নিকটে আসিয়াও সেইরূপ পরিচয়ই পাই। ইহাদের বংশ যটসপ্তযষ্টি সহস্র পুরুষ পর্যন্ত অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বংশীয় নৃপগণ ই বুদ্ধিতে ধনুর্বিজ্ঞায় দানে যজ্ঞে ও প্রধান স্থান অধিকার করেন। অতঃপরে কাশ্চহুহিতা চারিপুত্র লাভ করেন। এই পুত্রগণের নাম—কুকুর, ভজমান, সসক ও বলবহিষ। কুকুরের পুত্র বৃষ্টি, তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র তিলিরি, তৎপুত্র পুনর্কসু, তৎপুত্র অভিজিৎ, আভিজিতের দুইটা যমজ পুত্র

আহকঃ আহকৈশ্চৈব ধ্যাতি ধ্যাতিমতাঃ বরো
ইমাং চোদাহরন্ত্যত্র গাথাঃ প্রতি তমাহকম্ ।
যেতেন পরিবারেণ কিশোর প্রতিমো মহান ॥
অশীতিবর্ষাণা যুক্ত আহকঃ প্রথমঃ ব্রজেৎ ।
নাপুত্রবান্নাশতদো নাসহস্রশতাযুধঃ ॥ ৫০
নাশুককর্ষা নাযজ্ঞা যো ভোজমতিতো ব্রজেৎ ।
পূর্বস্তাং দিশি নাগানাং ভোজস্ত প্রযুঃ কিল
সোমাংসঙ্গানুকর্ষণাং ধ্বজানাং সবরুধিনাম্ ।
রথানাং মেঘঘোষণাং সহস্রাণি দর্শেব তু ॥ ৫১
রৌপ্যাকাঞ্চনকঙ্কাণাং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ।
তাবতোব সহস্রাণি উত্তরস্তাং তথা দিশি ॥ ৫২
আভূমিপানা ভোজান্ত সন্তি জ্যাকিকিণীকিনঃ ।
আহঃ কিং চাপ্যবস্তিত্যঃ স্বসারং দহরদ্ধকাঃ ॥
আহকস্ত তু কাশ্চায়াঃ দ্বৌ পুত্রৌ সহভূবতুঃ ।
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ দেবগর্ভসমাবুভৌ ॥ ৫৫
দেবকস্তাতবন পুত্রাশ্চ হারস্তিদশোপমাঃ ।

হয়; তাহার আহক ও আহক নামে বিখ্যাত ।
অভিজ্ঞগণ আহকের প্রতি এইরূপ গাথা
কৌতূহল করিয়া থাকেন যে, এই আহক
অশীতিবর্ষে সমাবৃত হইয়া যুদ্ধাভিযান করি-
বেন । ইহার কংশে এমন কেহই জন্মিবে না,
যিনি ভুরিদাতা না হইবেন, শত সহস্র বর্ষ
পরমা যু লভ না করিবেন, শুদ্ধকর্ষা বা যজ্ঞ
না হইবেন এবং ভোজাতিমুখে না প্রয়াণ
করিবেন; বস্তুতঃ সকলেই পূর্বদিকস্থিত
ভোজরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন ।
অনেকে দশ সহস্র ধ্বজাধারী রথী ও
পদাতি সৈন্ত লইয়া রৌপ্য-কাঞ্চন-কঙ্কময়
একাবংশতি সহস্র মেঘনির্ঘোষী রথ সমভি-
বাহারে উত্তর দিকে অভিযান করিয়া
ছিলেন । আহকবংশীয়দিগের আক্রমণে
ভোজগণ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন ।
কথিত আছে, অন্ধকগণ স্বীয় ভগিনীকে
অস্তীরাজের করে সমর্পণ করেন । কাশ্চা
নারী পত্নীর গর্ভে আহকের দেবতুল্য দুই
পুত্র জন্ম গ্রহণ করে । তাহাদের নাম—
দেবক ও উগ্রসেন । দেবকের দেবপ্রতিম

দেববাহুপদেবশ্চ সন্দেবো দেবরক্ষিতঃ ॥ ৫৬
কুমার্যঃ সপ্ত চান্দ্রাথ বনুদেবায় তা দদৌ ।
দেবকী শান্তিদেবা চ সূদেবা দেবরক্ষিতা ॥
বৃকদেব্যাপদেবী চ সুনায়ী চৈব সপ্তমী ।
নবোগ্রসেনস্ত সূতান্তেষাং কংসস্ত পূর্বজঃ ॥ ৫৮
অগ্রোধশ্চ সুনামা চ তথা কঙ্কঃ সূভূষণঃ ।
রাষ্ট্রপালোহথ সূতহুরনাবৃষ্টিশ্চ পুষ্টিমান্ ॥ ৫৯
তেষাং স্বসারং পঞ্চাসন্ কংসা কংসবতী তথা ।
সুতন্ রাষ্ট্রপালী চ কঙ্কা চৈব বরাদনা ॥ ৬০
উগ্রসেনঃ সহাপত্যো ব্যাধ্যাতঃ কুকুরোত্তবঃ ।
কুকুরাণামিমং বংশং ধারয়ন্নমিতৌজসাম্ ॥ ৬১
আত্মনো বিপুলং বংশং প্রজাবানান্নুযায়রঃ ॥ ৬২

ইতি ত্রীত্রাকে মহাপুরাণে বৃক্ষিবংশ-
নিরূপণং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

চারি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহদের নাম দেববান,
উপদেব সংদেব ও দেবরক্ষিত । এতদ্বিতর
তাঁহার সাতটি কন্যা সন্তানও জন্মিয়াছিল;
ঐ সপ্ত কন্যাই বনুদেব-করে সমর্পিত হয় ।
সেই কন্যাগণের নাম—দেবকী, শান্তিদেবা,
সূদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও
সুনায়ী । উগ্রসেনের নয় পুত্র; তন্মধ্যে
কংস জ্যেষ্ঠ । অপরাপর পুত্রগণের নাম—
অগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, সূভূষণ, রাষ্ট্রপাল,
সুতহু, অনাবৃষ্টি ও পুষ্টিমান । এই সকল
পুত্র বাতীত উগ্রসেনের পাঁচ কন্যা ছিল ।
তাহাদিগের নাম—কংসা, কংসবতী, সুতহু,
রাষ্ট্রপালী ও বরাদনা কঙ্কা । সন্তান সন্ততি
গণের সহিত উগ্রসেন কুকুরবংশীয় বলিয়া
বিখ্যাত ছিলেন । অমিততেজা কুকুরগণের
এইবংশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে লোক প্রজা-
বান হইয়া বিপুল বংশ বিস্তার করিতে
পারে । ৩০—৬২ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ভজমানস্ত পুত্রোহথ রথমুখ্যো বিদূরথঃ ।
রাজাধিদেবঃ শূরস্ত বিদূরথস্তুতোহভবৎ ॥ ১
রাজাধিদেবস্ত সূতা জজ্ঞিরে বীৰ্য্যবন্তরাঃ ।
দত্তাতিদত্তৌ বলিনৌ শোণাধঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ২
শমী চ দণ্ডশর্মা চ দন্তশক্রশ্চ শক্রজিৎ ।
ব্রবণা চ ব্রবিষ্ঠা চ স্বসারৌ সম্ভবতুঃ ॥ ৩
শমিপুত্রঃ প্রতিক্রতঃ প্রতিক্রতস্ত চাক্রজঃ ।
স্বয়ন্তোজঃ স্বয়ন্তোজাদ্ভূদিকঃ সম্ভব হ ॥ ৪
তস্ত পুত্রা বভূবুহি সর্কে ভীমপরাক্রমাঃ ।
কৃতবর্মাগ্রজন্তেযাঃ শতধ্বা তু মধ্যমঃ ॥ ৫
দেবাস্তশ্চ নরাস্তশ্চ ভিষকৈতরগশ্চ যঃ ।
সুদাস্তশ্চাতিদাস্তশ্চ নিকাশ্চ কামদন্তকঃ ॥ ৬
দেবাস্তস্তাভবৎ পুত্রো বিদ্বান্ কন্বলবর্হিষঃ ।
অসমৌজাঃ সূতস্তস্ত নাসমৌজাশ্চ তাবুভৌ ॥
অজাতপুত্রায় সূতান্ প্রদদাবসমৌজসে ।
সুদংষ্ট্রশ্চ সূচাকশ্চ কৃক ইত্যাক্রকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮

ষোড়শ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—ভজমানের এক-
পুত্র রথশ্রেষ্ঠ বিদূরথ, তৎপুত্র বলবান রাজা-
ধিদেব ; তাঁহার অনেকগুলি বীৰ্য্যশালী পুত্র
সন্তান ও দুইটা কন্যা ছিল। পুত্রগণের
নাম—দন্ত, অতিদন্ত, শোণাধ, শ্বেতবাহন,
শমী, দণ্ডশর্মা, দন্তশক্র ও শক্রজিৎ ।
কন্যাঘরের নাম—ব্রবণা ও ব্রবিষ্ঠা । শমীর
পুত্র প্রতিক্রত, তৎপুত্র স্বয়ন্তোজ, তৎ-
পুত্র ভদিক ; ভদিকের বহুপুত্র ছিল।
সেই পুত্রেরা সকলেই বিপুল পরাক্রম-
সম্পন্ন। তাহাদের নাম—কৃতবর্মা, শত-
ধ্বা, দেবাস্ত, নরাস্ত, ভিষক, বৈতরণ,
সুদাস্ত, অতিদাস্ত, নিকাশ ও কামদন্ত ।
তদ্ব্যযো দেবাস্তের পুত্র বিদ্বান্ কন্বলবর্হিষ ।
তৎপুত্র অসমৌজা ও তামসৌজাঃ । অস-
মৌজা অপুত্রক ছিলেন। সুদংষ্ট্র, সূচাক
ও কৃক নামে তিন পুত্র তাঁহাকে প্রবত

গাকারী চৈব মাদ্রী চ ক্রোড়ীভাৰ্য্যে বভূবতুঃ ।
গাকারী জনয়ামাস অনমিত্রং মহাবলম্ ॥ ১
মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং ততো বৈ দেবমীঢ়ম্ ।
অনমিত্রমমিত্রাণাং জেতারমপরাজিতম্ ॥ ১০
অনমিত্রস্তুতো নিরো নিরতো হৌ বভূবতুঃ ।
প্রসেনশ্চাথ সত্রাজিচ্ছক্রসেনাজিতাবুভৌ ॥ ১১
প্রসেনো দ্বারবত্যাং তু নিবসন্ যে মুহামণিম্ ।
দিব্যঃ স্তমস্তকঃ নাম স সূর্য্যাঙ্গপলকবান্ ॥ ১২
তস্ত সত্রাজিতঃ সূর্য্যঃ সখা প্রাণসমোহভবৎ ।
স কদাচিগ্নিশাপায়ে রথেন রথিনাং বরঃ ॥ ১৩
তোয়কূলমপঃপ্রষ্টুমুপস্থাতুঃ যযৌ রবিম্ ।
তন্তোপতিষ্ঠতঃ সূর্য্যঃ বিবস্বানত্রতঃ স্থিতঃ ॥ ১৪
বিস্পষ্টমূর্তিভগবাংস্তেজোমণ্ডলবান বিভুঃ ।
অথ রাজা বিবস্বন্তমুবাচ স্থিতমত্রতঃ ॥ ১৫
যথৈব ব্যোমি পশ্যামি সদা ত্বাং জ্যোতিবাং
পতে ।

তেজোমণ্ডলিনঃ দেবঃ তথৈব পুরতঃ স্থিতম্ ।
কো বিশেষোহস্তি মে দ্বন্তঃ সখ্যেনোপগতস্ত
বৈ ।

হয়। এই সমস্তই অন্ধক-বংশীয় বলিয়া
বিখ্যাত । ১—৮ । পূর্বেই বলিয়াছি, ক্রোড়ী
দুই ভাৰ্য্যা গাকারী ও মাদ্রী । তদ্ব্যযো
গাকারীর গর্ভে অনমিত্র নামে এক মহাবল
পুত্র উৎপন্ন হয়। মাদ্রী যুধাজিৎ নামে এক
পুত্র প্রসব করেন। যুধাজিতের পুত্র দেব-
মীঢ় য। অনমিত্র অমিত্রজয়ী ছিলেন।
তাঁহার পুত্র নির ; নিরের দুই পুত্র,
প্রসেন ও সত্রাজিৎ । তাঁহারা উভয়েই
শক্রজয়ী ছিলেন। প্রসেন দ্বারকাপুরে
বাস করিতেন। তিনি সূর্য্যের নিকট
হইতে স্তমস্তক নামে এক দিব্যমণি
লাভ করেন। সূর্য্যদেব সত্রাজিতের প্রাণ-
সম সখা ছিলেন। রথশ্রেষ্ঠ সত্রাজিৎ
একদা নিশাবসানে রথারোহণপূর্ব্বক তোয়-
কূল নদীর জল স্পর্শ করত সূর্য্যোপাসনা
করিতে গমন করেন। তিনি সূর্য্যোপাসনা
করিতে প্রবৃত্ত হইলে তদগবান্ তেজোমণ্ডল-

এতচ্ছব্দা তু ভগবান্নিরত্বঃ শ্রমন্তকম্ ॥ ১৭
 স্বকণ্ঠাদবমুচ্যাথ একান্তে স্তম্বান্ বিভূঃ ।
 ততো বিগ্রহবস্তুং তং দদর্শ নৃপতিস্তদা ॥ ১৮
 ক্রীতিমানথ তং দৃষ্ট্বা মুহূর্ত্তং কৃতবান্ কথাম্ ।
 তমভিপ্রস্থিতং ভূয়ো বিবস্বজ্ঞঃ স সত্রাজিৎ ॥ ১৯
 লোকান ভাসয়সে সৰ্বান যেন ত্বং সততং প্রভো
 তদেতন্মণিরত্বং মে ভগবন্ দাতুমর্হসি ॥ ২০
 ততঃ শ্রমন্তকমণিঃ দত্তবান্ ভাস্করস্তদা ।
 স তমাবধ্য নগরীং প্রবিবেশ মহীপতিঃ ॥ ২১
 তং জনাঃ পর্য্যধাবন্ত স্বর্ঘ্যোহয়ং গচ্ছতীতি হ
 শ্বাং পুরীং স বিসম্ভায় রাজা হস্তঃপুরং তথা ।
 তং প্রসেনজিতং দিব্যং মণিরত্বং শ্রমন্তকম্ ।

বান্ বিবস্বান্ স্বীয় মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া
 তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন ।
 অনন্তর রাজা সম্মুখবর্ত্তী স্বর্ঘ্যাকে সম্বোধন
 করিয়া কহিলেন,—হে জ্যোতিঃপতে ! আমি
 গগনমণ্ডলে আপনাকে যেমন তেজোমণ্ডল-
 শালী অবলোকন করি, এই আমার
 সম্মুখেও ত আপনাকে সেইরূপই দেখি-
 তেছি । আপনি সখিভাবে আমার নিকট
 আসিলেন অথচ আপনার মূর্ত্তির বিশেষত্ব
 কৈ কিছুই ত নাই ? ভগবান্ স্বর্ঘ্যদেব
 তৎপ্রবণে নিজের কণ্ঠ হইতে শ্রমন্তক নামক
 মণিরত্ব উন্মোচন করিয়া একান্তে রাখিয়া-
 দিলেন ; তখন নৃপতি তাঁহাকে সৌম্যমূর্ত্তি-
 সম্পন্ন অবলোকন করিয়া ক্রীত হইলেন
 এবং মুহূর্ত্তমাত্র তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
 রহিলেন । অনন্তর স্বর্ঘ্য গমনোদ্যত
 হইলে রাজা সত্রাজিৎ উঁহাকে কহিলেন,—
 হে প্রভো ! আপনি যাহার প্রভাবে সৰ্বদা
 সমস্ত লোক সমুদ্ভাসিত করিয়া থাকেন,
 হে ভগবন্ ! এই সেই মণিরত্বটী আমাকে
 সমর্পণ করিয়া যাউন । সত্রাজিতের প্রার্থনায়
 ভাস্কর তাঁহাকে সেই শ্রমন্তক মণি দান করি-
 লেন । সত্রাজিৎ মণি লইয়া স্বনগরে
 আগমন করিলেন । তাঁহার নগর প্রবেশ-
 করিলে লোক সকল ‘এই স্বর্ঘ্য যাইতেছেন,

দদৌ ভ্রাত্রে নরপতিঃ প্রেমণা সত্রাজিৎসমম্ ॥
 স মণিঃ শ্রুদতে কৃষ্ণং বৃক্ষ্যককনিবেশনে ।
 কালবয়ী চ পর্জন্তো ন চ ব্যাধিতয়ঃ হৃভুঃ ॥ ২৪
 লিপ্সাং চক্রে প্রসেনশ্চ মণিরত্নে শ্রমন্তকে ।
 গোবিন্দো ন চ তং লেভে শক্তোহপি ন
 জহার সঃ ॥ ২৫
 কদাচিন্মগয়াং যাতঃ প্রসেনস্তেন ভূষিতঃ ।
 শ্রমন্তককরুতে সিংহাঙ্ঘ্রং প্রাপ বনেচরাৎ ॥ ২৬
 অথ সিংহং প্রধাবন্তমুক্ষরাজো মহাবলঃ ।
 নিহত্য মণিরত্নং তদাদায় প্রাবিশদৃগুহাম্ ॥ ২৭
 ততো বৃক্ষ্যককাঃ কৃষ্ণং প্রসেনবধকারণাৎ ।
 প্রার্থনাং তাং মণেৰ্বুজ্জা সৰ্ব্ব এব শশঙ্কিরে ॥ ২৮

এই স্বর্ঘ্য যাইতেছেন’ বলিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 ধাবিত হইল । বস্তুতঃ সেই মণির প্রভাবে
 সত্রাজিৎ সমস্ত রাজপুরী এবং স্বীয় অন্তঃপুর
 সৰ্ব্বত্রই বিস্ময় উৎপাদন করিলেন । কিয়দিন
 পরে নরপতি সত্রাজিৎ সেই দিব্য শ্রমন্তক
 মণিরত্বটী স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে প্রেমভরে
 সমর্পণ করেন । সেই মণি বৃক্ষ ও অঙ্কক-
 দিগের আবাসে শ্রুদিত হইতে লাগিল ।
 তাহার প্রভাবে পর্জন্ত দেব যথাকালে বর্ষণ
 করিতে লাগিলেন ; কোথাও কোন ব্যাধি-
 ভয় রহিল না সৰ্ব্বত্র সুখ শান্তি বিরাজ
 করিল । ক্রমে সেই মণির প্রতি গোবিন্দের
 লালসা জন্মিল; কিন্তু তিনি তাহা লাভ করিতে
 পারিলেন না, অথচ ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা
 কাড়িয়া লইলেন না । ২—২৫ । একদা প্রসেন
 সেই মণি দ্বারা মণ্ডিত হইয়া যুগয়া করিতে
 গমন করিলেন । এক বনেচর সিংহ সেই
 শ্রমন্তক মণির লোভে তাঁহাকে বধ করিল ।
 সিংহ মণি লইয়া যাইতেছিল, মহাবল ঋক্ষ-
 রাজ তাহাকে হত্যা করিয়া সেই মণিরত্ব
 গ্রহণপূর্ব্বক গিরিগুহামধ্যে প্রবেশ করিল ।
 অনন্তর প্রসেনের বধবার্ত্তা প্রচারিত হইলে,
 বৃক্ষ এবং অঙ্ককগণ সকলেই সেই মণির
 প্রতি কৃষ্ণের পূর্ব্ব লালসার বিষয় মনে করিয়া
 তাঁহাকে প্রসেনের হত্যাকারী বলিয়া সম্বোধন

স শঙ্ক্যমানো ধর্ম্মাত্মা অকারী তস্য কর্ম্মণঃ ।
আহরিষ্যে মণিমিতি প্রতিজ্ঞায় বনং যযৌ ॥২৯
যত্র প্রসেনো যুগয়াং ব্যচরন্তত্ৰ চাপ্যথ ।
প্রসেনস্ত পদং গৃহ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥ ৩০
ঋক্ষবন্তঃ গিরিবরং বিজ্ঞাং চ গিরিমুত্তমম্ ।
অশ্বেষয়ন্ পরিশ্রান্তঃ স দদর্শ মহামনাঃ ॥ ৩১
সাধুং হতং প্রসেনং তু নাবিন্দত চ তন্মণিম্ ।
অথ সিংহঃ প্রসেনস্ত শরীরস্থা বিদূরতঃ ॥ ৩২
ঋক্ষেণ নিহতো দৃষ্টঃ পদৈঋক্ষস্ত স্মৃতিতঃ ।
পদৈস্তৈরষিয়ায়াথ গুহামৃক্ষস্ত মাধবঃ ॥ ৩৩
স হি ঋক্ষবিলে বাণীং গুশ্রাব প্রমদে রিতাম্ ।
ধাত্ৰ্য কুমারমাদায় সূতং জাহ্নবতো দ্বিজাঃ ॥
ক্রীড়য়ন্ত্য চ মণিনা মা রোদোরত্যথৈরিতাম্

করিতে লাগিল; বস্ততঃ ধর্ম্মাত্মা ঋক্ষ এই
হত্যাব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না, তথাপি জন-
সাধারণ তাঁহার প্রতি এইরূপ অমূলক সন্দেহ
করিতে লাগিলে, তিনি মণি আহরণার্থ
প্রতিজ্ঞা করিয়া বনগমন করিলেন। প্রসেন
যেখানে যুগয়া করিতে গিয়াছিলেন, তাহার
পদানুসরণ করিয়া বিস্মৃত অনুচরগণ সমভি-
ব্যাহারে মহামনা ঋক্ষ সেইদিকে চলিলেন।
ক্রমে গিরিবর ঋক্ষবান্ ও বিজ্ঞাচলের
নানা স্থান অন্বেষণ করত পরিশ্রান্ত
হইয়া পড়িলেন এবং দেখিলেন, এক
স্থানে অশ্বসহ প্রসেন নিহত অবস্থায় পড়িয়া
আছেন। কিন্তু তাঁহার লেই মণি তথায়
দেখিতে পাইলেন না। একটু পরেই দেখি-
লেন—প্রসেনের মৃত দেহের অদূরে ঋক্ষ-
নিহত এক সিংহ সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে।
পদচিহ্নে সিংহহস্তকে শ্রীকৃষ্ণ ঋক্ষ বলিয়া
বুঝিতে পারিলেন। মাধব সেই সকল পদ-
চিহ্নের অনুসরণ করিয়াই ঋক্ষরাজের গুহার
পার্শ্বে গিয়া উপনীত হইলেন। তিনি সেই
ঋক্ষনিবাস গহ্বরের মধ্য হইতে বামা-
কণ্ঠোখিত শব্দ শুনিতে পাইলেন। হে
দ্বিজগণ! জাহ্নবানের পুত্রকে লইয়া তদীয়
ধাত্রী সেই মণি দ্বারা ক্রীড়া করিতে করিতে

ধাক্কাবাচ ।

সিংহঃ প্রসেনমবধীং সিংহো জাহ্নবতা হতঃ ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্রেষ স্যামন্তকঃ ॥ ৩৬
ব্যক্তিতস্তস্ত শব্দস্ত তূর্ণমেব বিলং যযৌ ।
প্রবিণ্ড তত্র ভগবাংস্তদৃক্ষবিলমঞ্জসা ॥ ৩৭
স্থাপয়িত্বা বিলদ্বারে যদুর্ল্লাঙ্গলিনা সহ ।
শার্ঙ্গধন্য বিলন্তঃ তু জাহ্নবন্তঃ দদর্শ সঃ ॥ ৩৮
যুযুধে বাসুদেবস্ত বিলে জাহ্নবতা সহ ।
বাহুভ্যামেব গোবিন্দো দিবসানেকবিংশতিম্
প্রবিষ্টেহথ বিলে কৃষ্ণে বলদেবপুরঃসরাঃ ।
পুরীং দ্বারবতীমেত্য হতং কৃষ্ণং শ্রবেদয়ন্ ॥
বাসুদেবোহপি নির্জিত্য জাহ্নবন্তঃ মহাবলম্ ।
লেভে জাহ্নবতীং কন্ত্যামৃক্ষরাজস্ত সম্যতাম্ ॥৪১
মণিঃ স্তমন্তকং চৈব জগ্ৰাহায়াবিশুদ্ধয়ে ।

বলিতেছিল, “বৎস! তুমি রোদন করও না।”
ধাত্রী আরও বলিতেছিল, “হে সুকুমারক!
সিংহ প্রসনকে বধ করিয়াছিল; তোমার
পিতা জাহ্নবান্ সেই সিংহকে নিহত করিয়া
এই মণি আনিয়াছেন, অতএব তুমি
রোদন করও না; এই স্তমন্তক মণি
তোমারই।” ২৬-৩৬। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
এইরূপ উক্তি শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই
ঋক্ষগহ্বরে প্রবেশ করিলেন। গহ্বর-
দ্বারে বলরামসহ কতিপয় যত্নন্দনকে রাখিয়া
গেলেন। শার্ঙ্গপাণ বিলমধ্যে প্রবেশ
করিয়াই তথায় জাহ্নবান্কে দেখিতে পাই-
লেন। তখন জাহ্নবানের সহিত বাসু-
দেবের ঘোর বাহ্যুদ্ধ বাধিল। ক্রমাগত
একুশ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল। এদিকে
বলদেব প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি বিলদ্বা-
রক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের
বিলপ্রবেশের পরই দ্বারকায় আসিয়া তদীয়
নিধনবার্তা প্রচার করিলেন। অনন্তর
কয়েকদিন পরেই শ্রীকৃষ্ণ জাহ্নবান্কে পরা-
জিত করিয়া তদীয় সুন্দরী কন্তা জাহ্নবতীকে
গ্রহণ করিলেন এবং আত্মবিশুদ্ধির জন্ত
স্তমন্তক মণি গ্রহণপূর্বক ঋক্ষরাজকে অতুল

অল্পনীলক রাজঃ তু নির্ঘয়ো চ ততো বিলাং ।
 উপাযাদ্ভারকাঃ কৃষ্ণঃ স বিনীতৈঃ পুরঃসরৈঃ ।
 এবং স মনিমাত্ত্য বিশোধ্যাত্মানমচ্যুতঃ ॥ ৪৩
 দদৌ সত্রাজিতে তং বৈ, সৰ্বসাহসংসংগি ।
 এবং মিথ্যাভিশস্তেন কৃষ্ণেনামিত্রঘাতিনা ॥ ৪৪
 আত্মা বিশোধিতঃ পাপাঘনিজিত্য শ্রমস্তুকম্ ।
 সত্রাজিতে দশ ধাসন্ ভাৰ্য্যাস্তাসাং

শতং সূতাঃ ॥ ৪৫

খ্যাতিমন্তুয়ন্তেষাং ভঙ্গকারস্ত পূৰ্বজঃ ।
 বীরো বাতপাতশ্চৈব বসুমেষস্তথৈব চ ॥ ৪৬
 কুমার্যাশ্চাপি তিশো বৈ দিশু খ্যাতা

দ্বিজোত্তমাঃ ।

সত্যভামোত্তমা তাসাং ত্রিভির্ভাতা ॥ ৪৭
 তথা প্রমোদিনী চৈব ভাৰ্য্যাঃ কৃষ্ণায় তা দদৌ
 সতর্কো ভঙ্গকারিস্ত নাবেয়শ্চ নরোত্তমো ॥ ৪৮
 জজ্ঞাতে গুণসম্পন্নো বিজ্ঞাতৌ রূপসম্পদা ।
 মাত্ৰ্যাঃ পুত্রোহিহ জজ্ঞেহথ বৃষ্ণিপুত্রো যুধাজিতঃ

করত বিল হইতে বিনির্গত হইলেন। পরে
 কৃষ্ণ বিনীত সহচরগণসহ দ্বারকায় আসি-
 লেন। এইরূপে অচ্যুত মণি আহরণ-
 পূর্বক আত্মশোধন করিলেন এবং সমস্ত
 সাহসগণের সম্মুখে সেই মণি সত্রাজিৎকে
 সমর্পণ করিলেন। অরিন্দম ত্রীকৃষ্ণ এই-
 রূপে মিথ্যা প্রবাদ-গ্রস্ত হইয়া শ্রমস্তুক মণির
 আহরণে আত্মাকে পাপ প্রবাদ হইতে মুক্ত
 করিয়াছিলেন। সত্রাজিৎের দশটি ভাৰ্য্যা
 এবং একশত পুত্র ছিল। শত পুত্রের
 মধ্যে তিন জন সর্বশেষ খ্যাতিসম্পন্ন।
 তাঁহাদের নাম—ভঙ্গকার, বাতপাত ও বসু-
 মেধ। হে দ্বিজগণ! সত্রাজিৎের ঐ সকল
 পুত্র ব্যতীত তিনটি দিগন্তবিখ্যাত কন্তা
 ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সত্যভামাই
 শ্রেষ্ঠা, ত্রতধারিণী ও দৃঢ়ব্রতা। সত্রাজিৎের
 সেই তিন কন্তাই কৃষ্ণের করে সমর্পিত হয়।
 সত্রাজিৎ নন্দন ভঙ্গকারের হই পুত্র সতর্ক,
 নাবেয়; এই পুত্রদ্বয় রূপে গুণে জনসমাজে
 শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বিখ্যাত। মাত্ৰ্যের গর্ভে যুধা-

জজ্ঞাতে তনয়ৌ বৃষ্ণেঃ স্বকক্শিত্রকস্তথা ।
 স্বককঃ কাশিরাজস্ত সূতাঃ ভাৰ্য্যামবিন্দত ॥ ৪৬
 গান্ধিনীং নাম তস্তাশ্চ গাঃ সদা প্রদদৌ পিতা
 তস্তাং জজ্ঞে মহাবাহুঃ ত্রতবানতিথিপ্রিয়ঃ ॥ ৪৭
 অক্রুরোহথ মহাভাগো জজ্ঞে বিপুলদাক্ষণঃ ।
 উপমদৃগুস্তথা মদৃগুদরশ্চারিমর্দনঃ ॥ ৪৮
 আরিক্ষেপস্তথোপেক্ষঃ শক্রহা চারিমেজয়ঃ ।
 ধর্মভূতাপি ধর্মো চ গৃধ্রভোজাঙ্ককস্তথা ॥ ৪৯
 আবাহপ্রতিবাহৌ চ সূন্দরৌ চ বরাদনা ।
 বিজ্ঞাতাশ্চ মহিষী কন্তা চাস্ত বসুন্ধরা ॥ ৫০
 রূপযৌবনসম্পদা সর্বসম্বনোহরা ।
 অক্রুরেণোগ্রসেনায়াং সূতো বৈ কুলনন্দনো ॥
 বসুদেবশ্চোপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেববর্চসৌ ।
 চিত্রকস্তাভবন্ পুত্রাঃ পৃথুর্কিপৃথুরেব চ ॥ ৫১
 অশ্বতীবোহশ্ববাহুশ্চ সুপার্ষকগবেষণৌ ।
 অরিষ্টনেমিশ্চ সূতা ধর্মো ধর্মভূদেব চ ॥ ৫২

জিতের বৃষ্ণি নামে এক পুত্র জন্মে। স্বকক
 ও চিত্রক নামে বৃষ্ণির দুই পুত্র হয়। স্বকক
 কাশিরাজ-হুহিতা গান্ধিনীর পাণি গ্রহণ
 করেন। গান্ধিনী-পিতা সর্বদা গোদান করি-
 তেন। গান্ধিনীর গর্ভে শাস্ত্রজ্ঞ অতিথি-প্রিয়,
 ভূরিদাতা, মহাবাহু মহাভাগ্যধর অক্রুর
 জন্ম গ্রহণ করেন। এতদ্বার গান্ধিনীর
 গর্ভে উপমদৃগু, মদৃগু, অরিমর্দন, আরিক্ষেপ,
 উপেক্ষ, শক্রহা, অরিমেজয়, ধর্মভূৎ, ধর্মো,
 গৃধ্রভোজাঙ্কক, আবাহ ও প্রতিবাহ নামে
 কাতপয় পুত্র ও সূন্দরী নামী এক শ্রেষ্ঠ কন্তা
 জন্মগ্রহণ করে। কন্তা সূন্দরী বিজ্ঞাতাশ্বের
 মাহিষী ছিলেন। ইহার গর্ভে বিজ্ঞাতাশ্বের
 বসুন্ধরা নামে এক কন্তা উৎপন্ন হয়। এই
 কন্তা রূপে, যৌবনে ও সর্ববিধ দৈহিক ও
 মানসিক বলে সকলেরই মনোহারিণী
 ছিলেন। উগ্রসেনা নামী পত্নীর গর্ভে
 অক্রুরের বসুদেব ও উপদেব নামে দুইটি
 দেবতুল্য তেজস্বী কুলনন্দন পুত্র উৎপন্ন হয়।
 চিত্রকের দুই ছাত্র—অবিষ্টা ও অবিণা। তাহা-
 দের গর্ভে চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বতীব,

সুবাহুবাহুচ অবিষ্ঠাবণে দ্বিমৌ ।
ইমাং মিথ্যাভিশক্তিং যঃ কুরুস্ত সমুদাহৃতম্ ॥
বেদ মিথ্যাভিশাপান্তং ন স্পৃশন্তি কদাচন ॥৫৯

ইতি স্তম্ভক প্রত্যানয়ননিক্রপণং নাম
শোড়শোধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

যত্নু সত্রাজিতে কৃষ্ণে মণিরত্নং স্তম্ভকম্ ।
দদাবহারয়দ্বজ্রভৌজেন শতধ্বনা ॥ ১
সদা হি প্রার্থয়ামাস সত্যভামামনিদিতাম্ ।
অক্রুরোহস্তরমধিব্যন্ননিং চৈব স্তম্ভকম্ ॥ ২
সত্রাজিতং ততো হুয়া শতধ্বা মহাবলঃ ।
রাত্রৌ তং মণিাদায় ততোহক্রুরায় দত্তবান্ ॥

অস্বাহু, সুপার্ক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি ;
ধর্ম, ধর্মভূৎ, সুবাহু ও বহুবাহু নামে একা-
দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি
শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত মিথ্যা প্রবাদ অবগত হয়,
মিথ্যাভিশাপ কদাচ তাহাকে স্পর্শ করিতে
কোনরূপ পারে না। ৩৭—৫৯।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬

সপ্তদশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—অক্রুর সত্রাজিৎ-
নন্দিনী সত্যভামাকে বহুদিন হইতে প্রার্থনা
করিয়াছিলেন। তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হয়
নাই। পরে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে যে স্তম্ভক
মণি আনিয়া দিয়াছিলেন, ভোজবংশীয় শত-
ধ্বার সাহায্যে সেই মণি তিনি অপহরণ
করিয়া লয়েন। অক্রুর সত্রাজিৎকে নিকট
হইতে মণি লইবার জন্ত পূর্ব হইতেই
ছিদ্রাঙ্গসন্ধানে তৎপর ছিলেন। মহাবল
শতধ্বা একদা নিশাকালে সত্রাজিৎকে হত্যা
করিয়া সেই মণি আনিয়া অক্রুরকে অর্পণ

অক্রুরস্ত তদা বিপ্রা রত্নমাদায় চৌস্তমম্ ।
সময়ং কারয়াক্ষক্রে নাবেচ্ছোহহং তুরেভ্যাত ॥
বয়মভ্যুৎপ্রপৎস্তামঃ কৃষ্ণেন হুয়া প্রধবিতম্ ।
মমাত্ত দ্বারকা সর্বা বসে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥ ৫
হতে পিতরি হুঃখার্ভা সত্যভামা মনস্বিনী ।
প্রযযৌ রথমাক্রহ নগরং বারণাবতম্ ॥ ৬
সত্যভামা তু তদ্বৃত্তং ভোজস্ত শতধ্বনঃ ।
ভর্তুর্নিবেদ্য হুঃখার্ভা পার্শ্বহাঙ্গন্যবর্তয়ৎ ॥ ৭
পাণ্ডবানাং চ দক্ষানাং হরিঃ কুরোধকক্রিয়াম্ ।
কুল্যার্থে চাপি পাণ্ডুনাং স্তমোজয়ত সাত্যকিম্ ॥
ততঃস্মরিতমাগম্য দ্বারকাং মধুসূদনঃ ।
পূর্বজং হলিনং শ্রীমানিদং বচনমব্রবৌৎ ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

হতঃ প্রসেনঃ সিংহেন সত্রাজিচ্ছতধ্বনা ।

করে। হে বিপ্রগণ! অক্রুর সেই মণিরত্ন
গ্রহণ করিয়া শতধ্বাকে শপথ করাইয়া লই-
লেন যে, তিনি যেন এই ঘটনা আর কাহারও
নিকট প্রকাশ না করেন। আর এক কথা,
এই মণির প্রভাবে অজ্ঞ হইতে দ্বারকাপুরী
আমারই বশীভূত হইবে। সুতরাং কৃষ্ণ
যদি তোমাকে নিগ্রহ করিতে উদ্ভত
হয়েন, তাহা হইলে আমরা তোমার পক্ষ
অবলম্বন করিব। ১—৫। এদিকে মনস্বিনী
সত্যভামা পিতার মৃত্যুতে হুঃখিত হইয়া
রথারোহণে বারণাবত নগরে প্রস্থান
করিলেন। কৃষ্ণ বারণাবতে ছিলেন।
সত্যভামা ভর্তার নিকট গিয়া শতধ্বা
কর্তৃক পিতার বধবার্তা বিজ্ঞাপন করিলেন
এবং তদীয় পার্শ্বভাগে থাকিয়া হুঃখার্ভ
ভাবে অশ্রুবর্ণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমান-
হরি তখন তৎপ্রবণে নিহত পাণ্ডব-
নন্দনগণের উদকক্রিয়া সমাধা করিয়া
পাণ্ডবগণের অস্ত্রাস্ত্র কার্য নিক্ষেপের জন্ত
সাত্যকিকে নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে
সদয় দ্বারকা পুরীতে আগমন করিয়া
জ্যেষ্ঠ হলধরকে এই কথা কহিলেন।
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে বিত্তো! সিংহ প্রসেনকে

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

শ্রমন্তকঃ মদগামী তন্ত প্রভুরহং বিতো ॥ ১০
তদারোহ রথঃ শীঘ্রং ভোজং হস্তা মর্হারথম্ ।
শ্রমন্তকো মহাবাহো অশ্বাকং স ভবিষ্যতি ॥

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ততঃ প্রব্রুতে যুদ্ধং তুমুলং ভোজকৃষ্ণয়োঃ ।
শতধ্বা ততোহক্রুরং সর্বতোদিশমৈক্ষত ॥ ১২
সংরকৌ তাবুভৌ তত্র দৃষ্টৌ ভোজজনাদিনৌ ।
শক্তৌহপি শাপাঙ্কাদিক্যমক্রুরো নাবপত্তত ॥
অপযানে ততো বুদ্ধিং ভোজশক্রে ভয়াদিতঃ ।
যোজনানাং শতং সাগ্রং হৃদয়া প্রত্যপত্তত ॥ ১৪
বিখ্যাতা হৃদয়া নাম শতযোজনগামিনী ॥
ভোজশ্চ বড়বা বিপ্রা যয়া কৃষ্ণমযোধয়ৎ ॥ ১৫
কৌণাং জবেন হৃদয়ামধ্বনঃ শতযোজনে ।
দৃষ্টৌ রথশ্চ স্বাং বুদ্ধিং শতধ্বানমর্দয়ৎ ॥ ১৬

এবং শতধ্বা সত্রাজিৎকে নিহত করিয়াছে ।
শ্রমন্তক এখন আমারই প্রাপ্য, আমিই
উহার প্রভু । অতএব শীঘ্র রথারোহণ
করুন । হে মহাবাহো ! মহারথ ভোজ-
নন্দনকে নিহত করিয়া আমারই এক্ষণে
শ্রমন্তক মণির অধিকারী হইব । লোমহর্ষণ
কহিলেন, তখন ভোজ ও কৃষ্ণ উভয়ে ঘোর
যুদ্ধ আরম্ভ হইল । শতধ্বা অক্রুরের
সহায় লাভার্ঘ্য চারি দিকে দৃষ্টিপাত করি-
লেন । অক্রুর ভোজ ও জনার্দন উভয়কেই
অত্যন্ত সংরক দেখিয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও শত-
ধ্বার পক্ষাবলম্বন করিতে পারিলেন না ।
অক্রুরের অপযানে ভোজ শতধ্বা ভয়াদিত
হইয়া এক বুদ্ধি করিলেন । তাঁহার শত-
যোজনগামিনী হৃদয়া নামী এক বিখ্যাত বড়বা
ছিল । হে বিপ্রগণ ! তিনি সেই বড়বার
সাহায্যে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগি-
লেন । যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ দেখি-
লেন, শত্রুর বড়বা হৃদয়া বেগে শত যোজন
পথ অতিক্রম করিয়া কৌণ হইয়া পড়িয়াছে
এবং আত্মপক্ষীয় রথাদি বিলক্ষণ স্তূড়
রহিয়াছে । তদ্বর্ণনে শতধ্বাকে তিনি তখন
মর্দিত করিতে লাগিলেন । হে বিজগণ !

ততস্তশ্চ হতায়ান্ধ শ্রমাৎ খেদাচ্চ ভো বিজাঃ
ধমুৎপেতুরথ প্রাণাঃ কৃষ্ণো রামমথাত্রবীৎ ॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

তিষ্ঠেহ স্বং মহাবাহো দৃষ্টদোষা হস্তা ময়া ।
পদ্ম্যাং গতা হরিষ্যামি মণিরত্নং শ্রমন্তকম্ ॥ ১৮
পদ্ম্যামেব ততো গতা শতধ্বানমচ্যুতঃ ।
মিথিলামভিতো বিপ্রা জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ১৯
শ্রমন্তকং চ নাপশুদ্বতা ভোজং মহাবলম্ ।
নিবৃত্তং চাত্রবীৎ কৃষ্ণং মণিং দেহীতি লাঙ্গলী
নাস্তীতি কৃষ্ণশ্চোবাচ ততো রামো কৃষাণিতঃ
ধিকৃশকপূর্বমসকৃৎ প্রত্যাচ জনার্দনম্ ॥ ২১

বলরাম উবাচ ।

ভ্রাতৃহান্যর্ঘ্যাম্যেষ স্বস্তি তেহস্ত ব্রজাম্যহম্ ।
কৃত্যং ন মে দ্বারকায়া ন স্তয়া ন চ বুদ্ধিভঃ ॥
প্রবিবেশ ততো রামো মিথিলামরিমর্দনঃ ।
সূর্যকামৈরুপহৃতৈর্মিথিলেনাভিপূজিতঃ ॥ ২৩

ইতিমধ্যে অত্যধিক শ্রমে ও খেদে বড়বা
হৃদয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইল । তাহার প্রাণবায়ু
আকাশে উড়িয়া গেল । তখন শ্রীকৃষ্ণ
বলরামকে বলিলেন,—হে মহাবাহো !
আপনি এইখানে অবস্থান করুন । আমি
দেখিতেছি, আমাদের অশ্বদল দুর্বৃত্ত
হইয়া পড়িয়াছে । অতএব আমি পদ
দ্বারাই গমন করিয়া মণি-রত্ন শ্রমন্তক হরণ
করিয়া আনি । এই বলিয়া পরমাস্ত্রজ্ঞ
অচ্যুত পদব্রজেই মিথিলাভিমুখে গমন
করিয়া শতধ্বাকে নিহত করিলেন ।
মহাবল ভোজরাজকে নিহত করিলেন বটে,
কিন্তু শ্রমন্তক মণি প্রাপ্ত হইলেন না । শ্রীকৃষ্ণ
কিরিয়া আসিলেন । হলধর তাঁহার নিকট
মণি চাহিলেন । কৃষ্ণ কহিলেন—মণি নাই ।
তখন বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ
ধিকার দিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—
তুমি ভ্রাতা বলিয়া তোমায় আমি কমা
করিলাম । তোমার মঙ্গল হউক ; আমি
চলিলাম । তুমি, বুদ্ধিগণ কিম্বা দ্বারকা নগরী
কাহারও দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই ।

এতন্মিমেব কালে তু বক্রমতিমতাং বরঃ ।
 নানারূপান্ ক্রতুন্ সৰ্বানাজহার নিরগলান্ ॥২৪
 দীক্ষাময়ং স কবচং রক্ষার্থং প্রবিবেশ হ ।
 শ্রমস্তকরূতে প্রাপ্তো গান্ধীপুত্রো মহাযশাঃ ॥
 অথ রত্নানি চাত্তানি ধনানি বিবিধানি চ ।
 যষ্টিং বর্ষণি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞেষেব ত্রয়োজয়ৎ ॥ ২৫
 অক্রুরযজ্ঞা ইতি ত্তে খ্যাতাস্তস্ম মহাত্মনঃ ।
 বহুব্রহ্মদক্ষিণাঃ সর্বে সর্বকামপ্রদায়িনঃ ॥ ২৬
 অথ হৃষ্যোধনো রাজা গতা স মিথিলাং প্রভুঃ ।
 গদাশিক্ষাং ততো দিব্যাং বলদেবাদবাপ্তবান্
 সম্প্রসাত্ত ততো রামো বৃক্ষ্যঙ্ককমহারথৈঃ ।
 আনীতো দ্বারকামেব কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা ॥ ২৭
 অক্রুরশাক্ষকৈঃ সার্কিমায়াতঃ পুরুষবভঃ ।
 হতা সত্রাজিতং সুপুং সহবন্ধুং মহাবলঃ ॥ ৩০

এই কথা কহিয়া অরিন্দম বলরাম মিথিলা-
 পুরে প্রবেশ করিলেন । মিথিলেশ্বর বিবিধ
 উপহার দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া
 লইলেন । ১৬—২৩ । এদিকে এই সময় মহাবুদ্ধি
 অক্রুর নিরন্তর নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে
 লাগিলেন । মশম্বী গান্ধীনন্দন বিজ্ঞ
 অক্রুর শ্রমস্তক মণির জন্ত পাছে জীবন
 হারাইতে হয়, এই ভয়ে আত্ম-রক্ষার্থ
 দীক্ষাময় দিব্য কবচ ধারণ করিয়া
 যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিলেন । ধর্ম্মাত্মা
 অক্রুর ক্রমাগত যষ্টি বর্ষ পর্য্যন্ত প্রভূত ধন
 রত্ন যজ্ঞকার্য্যে নিয়োগ করিলেন । সেই
 মহাত্মার অনুষ্ঠিত সেই সকল যজ্ঞ তখন
 হইতে ‘অক্রুরযজ্ঞ’ নামে বিখ্যাত হয় । ঐ
 সকল যজ্ঞে প্রচুর অন্ন ও প্রভূত দক্ষিণা
 প্রদত্ত হইয়াছিল এবং অর্থীদিগের কোন
 কামনাই অপূর্ণ ছিল না । ২৪—২৭ । রাজা
 হৃষ্যোধন ঐ সময় মিথিলায় গিয়া বলদেবের
 নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন । অনন্তর
 মহাত্মা কৃষ্ণ এবং বৃষ্ণি ও অঙ্ককবংশীয় প্রধান
 প্রধান ব্যক্তিগণ বলরামকে প্রসাদিত করিয়া
 মিথিলা হইতে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন ।
 দিকে প্রসুপ্ত সত্রাজিতের হত্যা সাধনকারী

জ্ঞাতিভেদভয়াংকৃষ্ণস্তমুপেক্ষিতবাংস্তদা ।
 অপযাতে তদাক্রুরে নাবর্ষ্যপাকশাসনঃ ॥ ৩১
 অনাবৃষ্ট্যা তদা রাষ্ট্রমভবদ্বহধা কুশম্ ।
 ততঃ প্রসাদয়ামাসুর্অক্রুরং কুকুরাক্ষকঃ ॥ ৩২
 পুনর্দ্বারবতীং প্রাপ্তে তন্মিন্ দানপতো ততঃ
 প্রববর্ষ সহস্রাক্ষঃ কক্ষে জলনিধেষ্টদা ॥ ৩৩
 কন্তাং চ বাসুদেব্যায় স্বসারং শীলসম্মতাম্ ।
 অক্রুরঃ প্রদদৌ ধীমান্ প্রীত্যর্থং মুনিসম্মতম্ ॥
 অথ বিজ্ঞায় যোগেন কৃষ্ণো বক্রগতং মণিম্ ।
 সতামধ্যগতঃ প্রাহ তমক্রুরং জনার্দিনঃ ॥ ৩৫
 শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যজ্ঞভূতং মণিবরং তব হস্তগতং বিভো ।
 তৎপ্রযচ্ছ চ মানাই ময়ি মানার্থ্যকং কৃথাঃ ॥ ৩৬
 যষ্টিবর্ষগতে কালে যো রোষোহভূন্নমানষ ।

মহাবল অক্রুরও অঙ্ককগণের সহিত দ্বারকা-
 পুরী পরিত্যাগ করিলেন । কৃষ্ণ এই ঘটনা
 দেখিলেন, কিন্তু দেখিয়াও জ্ঞাতিভেদ-
 ভয়ে তাঁহাকে তখন উপেক্ষা করিলেন ।
 অক্রুর চলিয়া গেলে ইন্দ্র আর বর্ষণ
 করিলেন না ; অনাবৃষ্টিনিবন্ধন রাজ্যের
 নানাপ্রকার ক্ষতি উপস্থিত হইল ।
 তখন কুকুর ও অঙ্ককগণ অক্রুরকে
 প্রসাদিত করিয়া দ্বারকায় আনিলেন । দান-
 পতি অক্রুরের পুনরাগমনে দ্বারবতী নগরী
 আবার পূর্বসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল । সহস্রাক্ষ
 বার বর্ষণ করিলেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 ধীমান্ অক্রুর কিয়দিন পরে বাসুদেবের
 প্রীতির মিমিত্ত স্বীয় শীলসম্মতা কন্তা ও
 ভগিনীকে তদীয় করে সমর্পণ করিলেন ।
 অনন্তর কৃষ্ণ যোগবলে জানিলেন ;—শ্রমস্তক
 মণি অক্রুরের হস্তগত হইয়াছে । ইহা
 জানিয়া একদা সতামধ্যে জনার্দিন অক্রুরকে
 কহিলেন—হে বিভো ! আমি জানিতে
 পারিয়াছি, সেই মণিপ্রবর শ্রমস্তক আপ-
 নারই হস্তগত হইয়াছে ; অতএব হে মানাই !
 আপনি আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিবেন
 না ; মণি আমাকে অর্পণ করুন । হে অন

স সংকটোহসকলং প্রাপ্তস্ততঃ কালাত্যয়ো মহান
 স ততঃ কৃষ্ণবচনাং সর্বসাম্বতসংসদি ।
 প্রদদৌ তং মণিঃ বজ্ররক্তেশেন মহামতিঃ ॥৩৮
 ততস্তমার্জবাং প্রাপ্তং বভ্রোহস্তাদরিন্দমঃ ।
 দদৌ হৃষ্টমনাঃ কৃষ্ণস্তং মণিঃ বভ্রবে পুনঃ ॥ ৩৯
 স কৃষ্ণহস্তাং সম্প্রাপ্তং মণিরত্নং স্তম্ভকম্ ।
 আবধ্য গান্ধিনীপুত্রো বিররাজাঃ শুমানিব ॥৪০
 ইতি শ্রীভাষ্ক্রে মহাপুরাণে সোমবংশধনঃ
 নাম সপ্তদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অহো সুমহদাখ্যানং ভবতা পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 ভারতানাং চ সর্বেষাং পার্শ্ববান্ তথৈব চ ॥

এই মণির জন্ত গভ্র যষ্টিবর্ষ পর্যন্ত আমার
 যে ক্রোধোজ্জেক হয়, তাহা এক্ষণে
 অত্যন্ত রূদ্ধি পাইয়া নানাকারে ব্যক্ত
 হইবার উপক্রম করিতেছে। অনেক
 কাল গিয়াছে আর অপেক্ষার সময় নাই।
 কৃষ্ণ এই পর্যন্ত বলিবার পরই মহামতি
 অকুর সমস্ত সাম্বতদিগের সমক্ষে সেই
 মণি অনায়াসে সমর্পণ করিলেন। অরিন্দম
 সহজেই সেই মণি প্রাপ্ত হইয়া
 হইলেন এবং পুনরায় অকুরকেই
 তাহা কিরাইয়া দিলেন। সেই মণিপ্রাপ্ত
 স্তম্ভক জীকৃষ্ণের হস্ত হইতে পুনঃ প্রাপ্ত
 হইয়া গান্ধিনীনন্দন অকুর তৎপ্রভাবে
 অংশুমালীর স্থায় বিরাজ করিতে লাগি-
 লেন ॥ ২৮—৪০ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

মুনিগণ করিলেন,—অহো! তুমি অত
 সুমহৎ আখ্যান কীর্তন করিলে। হে মহা-

দেবানাং দানবানাং চ গচ্ছকৌরবগরাক্ষসাম্ ।
 দৈত্যানামথ সিদ্ধানাং গুহ্যকানাং তথৈব চ ॥২
 অত্যদ্ভুতানি কৰ্ম্মাণি বিক্রমা ধৰ্ম্মনিষ্ঠয়াঃ ।
 বিবিধাশ্চ কথা দিব্যা জন্ম চাত্ৰ্যমহুস্তমম্ ॥ ৩
 সৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ সম্যক্ৰয়া প্রোক্তা মহামতে ।
 প্রজাপতীনাং সর্বেষাং গুহ্যকাশ্রয়সাং তথা ॥
 স্বাবরঃ জঙ্ঘমঃ সর্বমুৎপন্নঃ বিবিধং জগৎ ।
 তুয়া প্রোক্তং মহাভাগ শ্রুতং চৈতন্মনোহরম্ ॥৫
 কথিতং পুণ্যকলদং পুরাণং শ্রুত্বা গিরা ।
 মনঃকর্ণশ্রুতং সম্যক্ ত্রীণাত্মমতসাম্মিতম্ ॥ ৬
 ইদানীং ত্রোতুমিচ্ছামঃ সকলং মণ্ডলং ভুবঃ ।
 বক্তুমর্হসি সর্বজ্ঞ পরং কোতুহলং হি নঃ ॥ ৭
 যাবন্তঃ সাগরা দ্বীপান্তথা বর্ষাণি পর্বতাঃ ।
 বনানি সরিতঃ পুণ্যদেবাদীনাং মহামতে ॥ ৮

মতে! ভারতবংশীয় সমস্ত রাজা, দেব, দানব,
 গচ্ছক, উরগ, রাক্ষস, দৈত্য, সিদ্ধ ও গুহ্যক
 ইহাদিগের অত্যদ্ভুত কৰ্ম্ম সকল, বিক্রম,
 ধৰ্ম্মনিষ্ঠ্য, বিবিধ দিব্য দিব্য কথা ও অপূৰ্ব
 জন্মবৃত্তান্ত, এবং প্রজাপতির সৃষ্টিবার্তা,
 এ সকলই তুমি যথাযথ বর্ণন করিয়াছ।
 হে মহাভাগ! এতদ্বিধ অস্তান্ত প্রজা-
 পতিগণ এবং গুহ্যক ও অপরোদিগের
 সৃষ্টিবৃত্তান্ত এবং স্বাবর-জঙ্ঘমাদি
 বিবিধ জগত্তের উৎপত্তিবিবরণ তুমি
 ব্যক্ত করিয়াছ। আমরা ভবদ্বর্ণিত এই
 সকল মনোহর কথা শ্রবণ করিয়াছি।
 তুমি অতি প্রাজ্ঞলভাষায় পুণ্যকলপ্রদ
 পৌরাণিক কথা বিবৃত করিয়াছ; মন ও শ্রবণ-
 সুখদ পুরাণ-কথা সুধার স্থায় সম্যক্ৰূপে
 আমাদের ত্রীতি বিধান করিতেছে। হে
 সর্বজ্ঞ! এক্ষণে আমরা সমগ্র ভূমণ্ডলের
 বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছি,
 তুমি তাহা বর্ণন কর। উহা শুনিবার জন্ত
 আমাদের একান্তই কোতুহল হইয়াছে। হে
 মহামতে! এই ভূমণ্ডলে যে সকল সাগর,
 দ্বীপ, বর্ষ, পর্বত, বন, উপবন ও পৃথচরিত্র
 দেবতাদিগের সরোবর আছে এবং এই

যৎপ্রমাণমিদং সৰ্বং যদাধারঃ যদাশ্রকম্ ।

সংস্থানমন্ত জগতো যথাবদন্ত মর্হসি ॥ ১

লোমহর্ষণ উবাচ ।

মুনয়ঃ শ্রীয়তামেতৎ সংক্ষেপাদ্বদতো মম ।

নাস্ত বর্ষশতেনাপি বক্তুং শক্যোহতিবিস্তরঃ

জম্বুদ্বীপস্যো দ্বীপো শাল্ললশ্চাপরো দ্বিজাঃ ।

কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ১১

এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রেস্ত সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ ।

লবণেশ্বরাসর্পির্দধিহুজলৈঃ সমম্ ॥ ১২

জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ ।

ভস্তাপি মধ্যে বিপ্রেক্ষ্য মেরুঃ কনকপর্বতঃ ॥

চতুরশীতিসাহস্রৈর্ঘোজনৈস্তস্ত চোচ্ছয়ঃ ।

প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্বাত্রিংশদ্বি বিস্তৃতঃ ॥ ১৪

মূলে ষোড়শসাহস্রৈর্বিস্তারস্তস্ত সর্বতঃ ।

ভূপদ্যস্তান্ত শৈলোহসৌ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥

হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধস্তস্ত দক্ষিণে ।

জগতের সংস্থান যত-পরিমাণ, যদাধার ও যদাশ্রক, এ সকল যথাযথ কীর্তন কর । ১—২ ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিগণ! শ্রবণ

করুন; আমি ইহা সংক্ষেপেই বর্ণন করি-

তেছি। কেননা, এই সকল বিস্তৃতরূপে

বলিতে হইলে শতবর্ষও বলিয়া শেষ করা

যায় না। হে দ্বিজগণ! এই ভূমণ্ডলে

সাতটি দ্বীপ আছে, তাহাদের নাম—জম্বু,

প্লক্ষ, শাল্লল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শুক ও পুষ্কর।

এই সপ্ত দ্বীপ—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি,

হুঙ্ক ও জলাভিষেয় সপ্ত সাগরে পরিবৃত।

জম্বুদ্বীপ সমস্ত দ্বীপের মধ্যভাগে বিরাজিত।

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! ঐ জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে

কনকচল মেরু বিরাজমান। উহার উচ্ছায়

চতুরশীতি সহস্র যোজন। উহা অধোদিকে

ষোড়শ যোজন প্রবিষ্ট এবং উহার শিরো-

ভাগ দ্বাত্রিংশ যোজন বিস্তৃত। মেরুর

মূলভাগের বিস্তার চারিদিকে ষোড়শ সহস্র

যোজন। মেরুপর্বত ভূ-পদ্যের কর্ণিকা-

কারে বিরাজ করিতেছে। উহার দক্ষিণ

দিকে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তর

নীলঃ খেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্বতাঃ ॥ ১৬

লক্ষপ্রমাণো হৌ মধ্যে দশহীনান্তথাপরে ।

সহস্রবিতয়োচ্ছায়ান্তাবিস্তারিণশ্চ তে ॥ ১৭

ভারতঃ প্রথমঃ বর্ষঃ ততঃ কিংপুরুষঃ স্মৃতম্ ।

হরিবর্ষঃ তথৈবান্তমেরোদক্ষিণতো দ্বিজাঃ ॥ ১৮

রম্যকং চোত্তরং বর্ষঃ তস্মৈব তু হিরণ্ময়ম্ ।

উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতঃ তথা ॥ ১৯

নবসাহস্রমেকৈকমেতেষাং দ্বিজসন্তমাঃ ।

ইলারূতঃ চ তন্মধ্যে সৌবর্ণো মেরুকৃষ্ণিতঃ ॥ ২০

মেরোচ্ছতুর্দিশং তত্র নবসাহস্রবিস্তৃতম্ ।

ইলারূতঃ মহাভাগাশ্চত্বারশ্চাত্র পর্বতাঃ ॥ ২১

বিকস্তা বিততা মেরোর্ঘোজনায়ুতবিস্তৃতাঃ ।

পূর্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ॥ ২২

বিপুলঃ পশ্চিমে পাশ্বে সুপার্শ্বেচোত্তরে স্থিতঃ ।

কদম্বস্তেষু জম্বুশ্চ পিঙ্গলো বট এব চ ॥ ২৩

দিকে নীল, খেত ও শৃঙ্গী নামক বর্ষ পর্বত

সকল বিরাজমান। ঐ সকল পর্বতের মধ্য-

বর্তী দুইটি পর্বতের প্রমাণ লক্ষ যোজন;

এতদ্বিত্ব অত্যাশ্চ পর্বত সকলের প্রমাণ উহা

অপেক্ষা দশ যোজন হীন। ঐ সমস্ত বর্ষ

পর্বতেরই উচ্ছায় দুই সহস্র যোজন এবং

বিস্তারও তৎপরিমাণ। বর্ষসমূহের মধ্যে

প্রথম বর্ষ ভারত, দ্বিতীয় কিম্পুরুষ ও তৃতীয়

হরিবর্ষ। হে দ্বিজগণ! হরিবর্ষ মেরুর দক্ষিণ-

দিকে অবস্থিত। রম্যকবর্ষ মেরুর উত্তর-

দিকে। তৎপরে হিরণ্ময়; তদনন্তর উত্তর

কুরু। এই উত্তর কুরু ভারতবর্ষের স্থায়

বিরাজমান। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! উল্লিখিত সমস্ত

বর্ষই প্রত্যেকে নব সহস্র যোজন বিস্তৃত।

ইহার পর ইলারূত বর্ষ। এই বর্ষমধ্যে

কনকচল মেরু সমুন্নত। ১০—২০। এই মেরু-

পর্বতের চারিদিক নব সহস্র যোজন বিস্তৃত।

হে মহাভাগগণ! ইলারূত বর্ষে চারিটি

পর্বত আছে। মেরু-গিরির বিস্তৃত বিকস্তের

পরিমাণ—অযুত-যোজন। ইলারূতের

পূর্বে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে

বিপুল এবং উত্তরদিকে সুপার্শ্ব পর্বত

একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকেতবঃ ।
 জম্বুদ্বীপস্ত সা জম্বুর্নামহেতুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৪
 মহাগজপ্রমাণানি জম্বুস্তম্ভাঃ ফলানি বৈ ।
 পতন্তি ভূভূতঃ পৃষ্ঠে শীর্ষমাণানি সর্বতঃ ॥ ২৫
 রসেন তেষাং বিখ্যাতা তত্র জম্বুনদীতি বৈ ।
 সরিৎ প্রবর্ততে সা চ পীয়তে তন্নিবাসিভিঃ ॥
 ন খেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ ।
 তৎপানস্বস্থমনসাং জনানাং তত্র জায়তে ॥ ২৬
 তীরমুত্তমসং প্রাপ্য সুখবায়ুবিশোষিতা ।
 জাম্বুনদাখ্যঃ ভবতি সুবর্ণঃ সিদ্ধভূষণম্ ॥ ২৮
 ভদ্রাখং পূর্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে
 বর্ষে হে তু মুনিশ্রেষ্ঠাস্তয়োর্মধ্যে তিলাবৃতম্ ॥

বিরাজমান। এই চারি পর্বতে কদম্ব, জম্বু, পিঙ্গল ও বট নামে চারিটা বিশিষ্ট বৃক্ষ আছে। এই সকল বৃক্ষের আয়াম একাদশ শত যোজন। ইহারা যেন উক্ত গিরিচতুষ্টয়ের কেতনরূপে বিদ্যমান। হে দ্বিজগণ! জম্বুবৃক্ষের নামানুসারেই জম্বুদ্বীপ বিখ্যাত। এই জম্বুবৃক্ষের এক একটা ফলের প্রমাণ এক একটা মহাগজের অনুরূপ। এই ফল সকল পর্বত পৃষ্ঠে পড়িয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়; উহাদের রস প্রবাহে জম্বুনদী নামে এক নদীর উৎপত্তি হয়। তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ সেই নদীর জল পান করে। জল-পানে তথাকার লোকদিগের মন প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্য উত্তম হয় এবং জলপান-নিবন্ধন কদাচ তাহাদিগের খেদ, দৌর্গন্ধ্য, জরা বা ইন্দ্রিয়-বৈকল্য ঘটে না। ঐ নদীতীরের যুতিকান্তালি সেই রস-সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সুখ-সমীরণে বিশোষিত হয়, তাহাতে জাম্বুনদ নামে এক প্রকার বিশুদ্ধ সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। সিদ্ধ-সম্প্রদায় সেই সুবর্ণ ভূষণার্থ ব্যবহার করেন। মেরুর পূর্বদিগ্-বর্তী বর্ষের নাম—ভদ্রাখ এবং পশ্চিমদিগ্-বর্তী বর্ষ কেতুমান আখ্যায় অভিহিত। হে মুনিবর্গ! ঐ দুই বর্ষের মধ্যবর্তী স্থান

বনং চৈত্ররথং পূর্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনম্ ।
 বৈভাজং পশ্চিমে তদ্বত্তরে নন্দনং স্মৃতম্ ॥ ৩০
 অক্রণোদং মহাভদ্রমসিতোদং সমানসম্ ।
 সরাস্তোতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্বদা ॥ ৩১
 শান্তবান্চক্রকুঞ্জশ্চ কুররী মাণ্যবাস্তথা ।
 বৈকঙ্কপ্রমুখা মেরোঃ পূর্বতঃ কেসরাচলাঃ ॥ ৩৩
 ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা ।
 নিষধাদয়ো দক্ষিণতন্তস্ত কেসরপর্বতাঃ ॥ ৩৩
 শিথিবাসঃ সর্বৈদূর্য্যঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ ।
 জাক্রধিপ্রমুখাস্তদ্বৎ পশ্চিমে কেসরাচলাঃ ॥ ৩৪
 মেরোরনন্তরাস্তে চ জঠরাদিষবস্থিতাঃ ।
 শঙ্খকূটোহথ ঋষভো হংসো নাগস্তথাপরঃ ॥
 কালঞ্জরাজাশ্চ তথা উত্তরে কেসরাচলাঃ ।
 চতুর্দশ সহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী ॥ ৩৬
 মেরোরুপরি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মণঃ কথিতা দিবি ।
 তস্তাং সমন্ততশ্চাষ্টৌ দিশাসু বিদিশাসু চ ॥ ৩৭
 ইন্দ্রাদিলোকপালানাং প্রখ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ

ইলাবৃত বর্ষ নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বদিকে চৈত্র-রথ, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈভাজ এবং উত্তরে নন্দনবন বিখ্যাত। ২১—৩০। সরোবর চারিটা প্রসিদ্ধ; তাহাদের নাম—অক্রণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ, ও মানস। এই সকল সরোবর সর্বদাই সুরজন-ভোগ্য। শান্ত-বান, চক্রকুঞ্জ, কুররী, রুচক ও বৈকঙ্ক প্রমুখ পর্বত মেরুর পূর্বদিকের কেসরাচল; ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক ও নিষধ প্রভৃতি মেরুর দক্ষিণদিকের; শিথিবাস, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন ও জাক্রধি প্রভৃতি পশ্চিম-দিকের এবং শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস, নাগ ও কালঞ্জর, প্রভৃতি মেরুর উত্তরদিকের কেসরাচলরূপে বিরাজিত। হে বিপ্রেন্দ্র-গণ! মেরুর উপরি স্বর্গভূমে ব্রহ্মার এক মহা-পুরী বিদ্যমান। ঐ মহাপুরী চতুর্দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত। সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দিকস্থ দিক ও বিদিক ব্যাপিয়া ইন্দ্রাদি অষ্টদিক-পালের আটটা প্রখ্যাত পুরী বিরাজমান।

বিষ্ণুপাদবিনিষ্ক্রান্তা প্রাবয়ন্তীন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ৩৮
সমস্তাদ্রক্ষণঃ পূর্যাং গঙ্গা পতিতি বৈ দিবি ।
স। তত্র পতিতা দিষ্ণু চতুর্থা প্রত্যাপকৃত ॥ ৩৯
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ বৈ ক্রমাৎ ।
পূর্বেণ সীতা শৈলাচ্চ শৈলং যান্ত্যন্তরিক্ষগা ॥
ততশ্চ পূর্ববর্ষণে ভদ্রাধ্বেনেতি সার্ণবম্ ।
তথৈবালকনন্দা চ দক্ষিণেনৈত্য ভারতম্ ॥ ৪১
প্রযাতি সাগরং ভূহা সপ্তভেদা দ্বিজোত্তমাঃ ।
চক্ষুশ্চ পশ্চিমগিরীনতীত্য সকলাংস্ততঃ ॥ ৪২
পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষমধ্বেনিতি সার্ণবম্ ।
ভদ্রা তথোত্তরগিরীন্তরাংশ্চ তথা কুরুন ॥ ৪৩
অতীত্যোত্তরমস্তোধিঃ সমতোতি দ্বিজোত্তমাঃ
আনীননিষধায়ামৌ মাল্যবদগন্ধমাদনৌ ॥ ৪৪
তয়োর্নধ্যগতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ।
ভারতাঃ কেতুমালাশ্চ ভদ্রাখ্যঃ কুরবস্তথা ॥ ৪৫

বিষ্ণু-পাদ-বিনিষ্ক্রান্তা ভগবতী গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল
প্রাবিত করত ব্রহ্মপুরীর চারিদিক দিয়া স্বর্গ-
ভূমে পতিত হইয়াছেন । তিনি তথায় পতিত
হইয়া চারিদিকে চতুর্কো প্রবিভক্ত হইতেছেন ।
গঙ্গার সেই চারিধারার নাম—যথাক্রমে
সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা । প্রথম ধারা
সীতা পূর্বদিক দিয়া শৈল হইতে শৈলাস্তরে
উপনীত হইয়া অন্তরীক্ষ-পথে পতিত ও
ভদ্রা নামক পূর্ব বর্ষের মধ্য দিয়া সাগরে
মিলিত হইতেছে । হে দ্বিজগণ ! অলক-
নন্দা দক্ষিণদিক দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া
সপ্ত ধারায় সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে ।
চক্ষু নামী তৃতীয় ধারা পশ্চিম দিগ্বর্তী সমস্ত
পর্বত অতিক্রম করত কেতুমালা নামক পশ্চিম
বর্ষের মধ্য দিয়া সাগরে গিয়া মিলিত হই-
তেছে । ভদ্রা নামী চতুর্থ ধারা উত্তরদিগ্-
বর্তী পর্বত সকল ও উত্তর কুরুবর্ষ অতিক্রম
করত সাগরে আসিয়া মিলিত হইতেছে ।
মাল্যবান এবং গন্ধমাদন এই দুই পর্বত
ও নিষধাচলের স্থায় আয়ত । এই
উত্তর পর্বতের মধ্যভাগে মেরুপর্বত কর্ণিকা-
কারে বিরাজিত । ভারত, কেতুমালা,

পত্রাণি লোকশৈলাখ্য-মর্যাদাশৈলবাহতঃ ।
জঠরো দেবকূটশ্চ মর্যাদাপর্বতাবুভৌ ॥ ৪৬
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীননিষধায়তো ।
গন্ধমাদনকৈলাসৌ পূর্বপশ্চাত্তু তাবুভৌ ॥ ৪৭
অনীতিযোজনায়ামাবর্ণবাস্তব্যবস্থিতৌ ।
নিষধঃ পারিষাত্রশ্চ মর্যাদাপর্বতাবুভৌ ॥ ৪৮
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীননিষধায়তো ।
মেরোঃ পশ্চিমদিগ্ভাগে যথাপূর্বোক্তা স্থিতৌ
ত্রিশৃঙ্গো জাকৃধিশ্চৈব উত্তরৌ বর্ষপর্বতৌ ।
পূর্বপশ্চাত্তাবেতাবর্ণবাস্তব্যবস্থিতৌ ॥ ৫০
ইত্যেতে হি ময়া প্রোক্তা মর্যাদাপর্বতাদ্বিজাঃ
জঠরাবস্থিতা মেরোর্যেষাং দ্বৌ দ্বৌ চতুর্দিশম্
মেরোশ্চতুর্দিশং যে তু প্রোক্তাঃ কেসরপর্বতাঃ
শীতান্তাতা দ্বিজাস্তেষামতীব হি মনোহরাঃ ॥ ৫২

ভদ্রাশ্চ ও কুরুবর্ষ লোকশৈলনামক
মর্যাদা শৈলের বহির্দিকে পত্রস্বরূপে
শোভমান । জঠর ও দেবকূট এই
দুইটা পর্বতও মর্যাদা পর্বত । উহারা
দক্ষিণোত্তর দিকে আয়ত এবং উহাদিগের
আয়াম পরিমাণ নীল ও নিষধাচলের
আয় । গন্ধমাদন ও কৈলাস শৈল মেরুর
পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত । উহাদের
প্রত্যেকের পরিমাণ অনীতি যোজন ।
উহারা সাগরাস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত । নিষধ ও
পারিষাত্র মর্যাদা পর্বত । নীল ও নিষধা-
চলের আয়াম-পরিমাণে উহারা দক্ষিণ ও
উত্তর দিকে আয়ত এবং পূর্বোক্ত পর্বত-
দ্বয়ের স্থায় পশ্চিমদিগ্ভাবে অবস্থিত ।
ত্রিশৃঙ্গ এবং জাকৃধি উত্তর বর্ষপর্বত নামে
অভিহিত । উহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে
আয়ত এবং সাগরাস্ত পর্যন্ত ব্যবস্থিত ॥ ৩১—
৫০ ॥ হে দ্বিজগণ ! এই আমি মর্যাদা পর্বত-
গুলির উল্লেখ করিলাম । উহাদের মধ্যে
দুই দুইটা করিয়া মেরুর চারিদিকে বিরা-
জিত । মেরুর চতুর্দিশবর্তী অস্ত্রাঙ্ক যে
সকল কেসরাচলের উল্লেখ করিয়াছি, হে
দ্বিজগণ ! সেই সকল শৈলের লোক-চার-

শৈলানামন্তরদ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ।
 সুরম্যাণি তথা তানু কাননানি পুরাণি চ ॥৫৩
 লক্ষ্মীবিষ্ণুগ্নিস্থ্যেন্দ্রদেবানাং মুনিসন্তমাঃ ।
 তান্মায়তনবর্ষাণি জুষ্টানি নরকিন্নরৈঃ ॥ ৫৪
 গন্ধর্ব্বক্ষরক্ষাংসি তথাঃ দৈত্যেয়দানবাঃ ।
 ক্রীড়ন্তি তানু রম্যানু শৈলদ্রোণীষহর্নিশম্ ॥
 ভোমা হেতে স্মৃতাঃ স্তূর্গা ধর্ম্মিণ্যমালয়া দ্বিজাঃ
 নৈতেষু পাপকর্ত্তারো যান্তি জন্মশতৈরপি ॥৫৬
 ভদ্রাশ্বে ভগবান্ বিষ্ণুরাস্তে হয়শিরা দ্বিজাঃ ।
 বারাহঃ কেতুমালে তু ভারতে কূর্ম্মরূপধৃক্ ॥৫৭
 মৎস্বরূপশ্চ গোবিন্দঃ কুরুষাস্তে সনাতনঃ ।
 বিশ্বরূপেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ৫৮
 সর্ব্বস্থানধারণত্বতোহসৌদ্বিজাআস্তেহখিলাত্মকঃ
 যানি কিম্পুরুষাত্মানি বর্ষাণ্যষ্টৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 ন তেষু শোকোনাযাসোনোদ্বৈগঃসুভয়াদিকম্ ।

সেবিত শীতান্তপ্রমুখ অন্তরদ্রোণী সকল
 অতীব মনোহর। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ঐ
 সকল অন্তরদ্রোণী মধ্যে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি,
 সূর্য্য ও ইন্দ্রাদি দেবগণের রম্য রম্য পুর
 ও কানন বিরাজমান। ঐ সকল দ্রোণী-
 স্থিত অনেক উত্তম উত্তম আয়তন নর ও
 কিন্নরগণের অধিকৃত। ঐ সকল রম্য
 রম্য দ্রোণী-সমূহের অভ্যন্তরে কত যক্ষ,
 কত গন্ধর্ব্ব, কত রাক্ষস, কত দৈত্য-
 দানব ক্রীড়া করিতেছে। হে দ্বিজগণ!
 ঐ সকল শৈল-দ্রোণীই ধার্ম্মিকদিগের ভোম
 স্তূর্গ-নিবাস। পাপকারীরা শত শত জন্মেও
 ঐ সকল স্থানে যাইতে পারে না। হে
 দ্বিজগণ! ভদ্রাশ্ব বর্ষে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং
 হয়গ্রীবরূপে বিরাজমান। তিনি কেতুমাল
 বর্ষে বরাহ, ভারতবর্ষে কূর্ম্ম, কুরুবর্ষে মৎস্র
 এবং অন্যান্য সর্ব্বস্থানে বিশ্বরূপে বিরাজ
 করিতেছেন। সেই সনাতন গোবিন্দ হরিই
 সকলের অধীশ্বর এবং তিনিই সর্ব্বরূপে
 সর্ব্বত্র সকলের আধার হইয়া অধিষ্ঠিত।
 হে দ্বিজোত্তমগণ! কিম্পুরুষাদি অষ্টবর্ষে
 শৌকি, ক্রেশ, উদ্বৈগ, সুখ বা ভয়াদির লেশ

সুখাঃ প্রজা নিরাতঙ্কাঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জিতাঃ ॥৬৮
 দশদ্বাদশবর্ষাণাং সহস্রাণি স্থিরায়ুষঃ ।
 নৈতেষু ভৌমান্তস্তানি ক্ষুৎপিপাসাদিনি দ্বিজাঃ ॥
 কৃতত্রেতাাদিকা নৈব তেষু স্থানেষু কল্পনা ।
 সর্ব্বেষ্বৈতেষু বর্ষেষু সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ ॥
 নগ্নশ্চ শতশস্তেভ্যঃ প্রসূতা যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 ইতি ত্রীত্রাক্ষে মহাপুরাণে ভুবনকোশদ্বীপ-
 বর্ণনং নামাষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনিবিংশোধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

উত্তরেণ সমুদ্রশ্চ হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণে ।
 বর্ষং তদ্বারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥ ১
 নবযোজনসাহস্রো বিস্তারশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।

মাত্র নাই। সেখানকার সমস্ত প্রজা সুস্থ,
 নিরাতঙ্ক ও সর্ব্বদুঃখ হইতে পরিস্কৃত।
 তত্রত্য প্রজাগণের আয়ুঃপরিমাণ কক্ষ্মারু-
 সারে দশ ও দ্বাদশ সহস্র বর্ষ নিশ্চিত। হে
 দ্বিজগণ! ঐ সকল প্রজা ক্ষুৎপিপাসাদি
 ভোম দুঃখ বা অন্ত কোনও রূপ দুঃখে লিপ্ত
 হয় না। সত্য ত্রেতা প্রভৃতি কোন যুগ-
 কল্পনা ঐ ঐ সকল বর্ষে নাই। উল্লিখিত
 সপ্ত বর্ষেই সপ্ত সপ্ত কুলাচল বিরাজমান।
 হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ সকল কুলাচল হইতে
 শত শত নদী প্রাণ্ডূর্ত হইয়াছে ॥ ৫১—৬২ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—সমুদ্রের উত্তরে
 এবং হিমাচলের দক্ষিণে যে বর্ষ বিরাজমান,
 তাহার নাম ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষই
 ভারতী প্রজার বাসভূমি। হে দ্বিজগণ!
 এই ভারতবর্ষের বিস্তার পরিমাণ নবসহস্র

কৰ্মভূমিরিয়ং স্বৰ্গমপবৰ্গঞ্চ ইচ্ছতাম্ ॥ ২
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুক্ৰিমানৃক্ষপৰ্বতঃ ।
বিষ্ণুশ্চ পারিষাত্ৰশ্চ সপ্তাত্ৰ কুলপৰ্বতাঃ ॥ ৩
অতঃ সস্তাপ্যতে স্বৰ্গো মুক্তিমস্মাৎ প্রয়াতি বৈ
তিৰ্য্যক্ৰুৎ মরকং চাপি যাস্ত্যতঃ পুরুষা দ্বিজাঃ
ইতঃ স্বৰ্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যং চান্তে চ গচ্ছতি ।
ন ধ্বংসত্ৰ মৰ্ত্যানাং কৰ্মভূমৌ বিধীয়তে ॥ ৫
ভারতশাস্ত্র বৰ্ষশ্চ নব ভেদান্নিশাময় ।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেক্রমাংস্তাত্রপর্ণো গভস্তিমান্ ॥ ৬
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধৰ্ব্বস্থথ বাক্ৰণঃ ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥ ৭
যোজনানাং সহস্রং চ দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ
পূৰ্বে কিরাতাস্তিষ্ঠন্তি পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ কলিত্রা বৈশ্ণা মধ্যো শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ।
ইজ্যাবুদ্ধবনিজ্যাত্তরুতিমন্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৯

যোজন । ষাঁহারা স্বৰ্গ এবং অপবৰ্গ ইচ্ছা করেন, এই ভারতবর্ষই তাঁহাদের কৰ্মভূমি । এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুক্ৰিমান, ঋক্ষ, বিষ্ণু এবং পারিষাত্র নামে সাতটি কুলাচল বিস্তারিত । এখান হইতেই স্বৰ্গ এবং এখান হইতেই মুক্তি প্রাপ্তি হয় । আবার এইখান হইতেই পুরুষেরা কৰ্ম্মানুসারে তিৰ্য্যগ যোনি অথবা নিরয়গতি লাভ করিয়া থাকে ! মৰ্ত্য-বাসীদিগের স্বৰ্গ, মোক্ষ কিম্বা মধ্যম ও অন্ত্যগতি এই ভারতবর্ষ হইতেই হয় ; অন্য কোন কৰ্মভূমিতে ঐ সকল ইহঁদের সম্ভাবনা নাই । এই ভারতবর্ষে নয়টি বিভিন্ন দ্বীপ বিস্তারিত ; তাহাদের নাম সকল শ্রবণ করুন । ইন্দ্রদ্বীপ, কসেক্রমান, তাত্রপর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধৰ্ব ও বাক্ৰণ ; এতদ্বিত্ত নবম দ্বীপ সাগর-সংবৃত । এই দ্বীপের পরিমাণ দক্ষিণ ও উত্তরদিক ক্রমে সহস্র যোজন । ভারতবর্ষের পূৰ্বদিকে কিরাত এবং পশ্চিমে যবনগণের বাস ; এই বর্ষ মধ্যে ব্রাহ্মণ, কলিত্র, বৈশ্ণা ও শূদ্রগণ যথাযথ ভাগক্রমে অবস্থিত । ইজ্যা, বুদ্ধ ও অনিহা প্রভৃতি—উক্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতু-

শতক্রচন্দ্রভাগা হিমবৎপাদনিঃসৃত্যঃ ।
বেদস্মৃতিমুখাশ্চাত্মাঃ পারিষাত্রোদ্ভবা মুনে ॥ ১০
নৰ্ম্মদাপুরমাদ্যাশ্চ নদ্যো বিষ্ণুবিনিঃসৃত্যঃ ।
তাপীপায়াকীনির্বিষ্ণুকাবেরীপ্রমুখা নদীঃ ॥
ঋক্ষপাদোদ্ভবা হেতাঃ ক্রতাঃ পাপং হরন্তি য়াঃ
গোদাবরীভীমরথীকৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্থথা ॥ ১২
সহপাদোদ্ভবা নম্রাঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ ।
কৃতমালাতাত্রপর্ণীপ্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ ॥ ১৩
ত্রিসাক্ষাঋষিকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ।
ঋষিকুল্যাকুমারাদ্যাঃ শুক্ৰিমৎপাদসম্ভবাঃ ॥ ১৪
আসাং নত্ৰ্যপনদ্যাশ্চ সন্ত্যক্তাশ্চ সহস্রশঃ ।
তান্বিমে কুরুপঞ্চালমধ্যদেশাদয়ো জনাঃ ॥ ১৫
পূৰ্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ ।
পৌণ্ড্রাঃ কলিত্রা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সৰ্বশঃ ॥
তথাপরাস্ত্যাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূদ্রাভীরাস্তথাঋক্ষদ্বাঃ

ষ্টয়ের বৃত্তি । ১-৯। শতক্র ও চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে, বেদস্মৃতি প্রভৃতি নদীনিচয় পারিষাত্র হইতে, নৰ্ম্মদা ও পুরমাপ্রমুখ সরিৎগণ বিষ্ণুচল হইতে এবং তাপী, পয়োকী, নির্বিষ্ণু ও কাবেরী প্রভৃতি নদীগণ ঋক্ষপৰ্বতের পাদদেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে । এই সকল নদীর নাম শ্রবণেও পাপ নষ্ট হয় । এতদ্বিত্ত গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণ্যা প্রভৃতি যে সকল নদী সহ্যাদ্রির পাদ-দেশ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহারাও পাপ-ভয় হইতে পরিভ্রাণ করিয়া থাকে । মলয়াদি হইতে কৃতমালা ও তাত্রপর্ণী প্রভৃতি, মহেন্দ্রাচল হইতে ত্রিসাক্ষ্য নদ ও ঋষিকুল্যাদ নদী এবং শুক্ৰিমান শৈলের পাদদেশ হইতে ঋষিকুল্যা ও কুমারাদি নানা নদ নদী বিনির্গত হইয়াছে । ইহা ভিন্ন আরও সহস্র সহস্র নদী এবং উপনদী আছে । সেই সকল নদীর তীরভাগে কুরু, পাঞ্চাল ও মধ্য দেশাদি জনপদ বিরাজমান । কামরূপনিবাসী পূৰ্বদেশীয়গণ পৌণ্ড্র, কলিত্র, মগধ, দাক্ষিণাত্য, অনার্য্য,

মাক্কা মালবাসৈব পারিষাত্তনিবাসিনঃ ॥ ১৭
 সৌবীরাঃ সৈন্ধবাপরাঃ শাঙ্গাঃ শাকলবাসিনঃ ।
 মজ্জারামান্তথাহুষ্ঠাঃ পারসীকাদয়ন্তথা ॥ ১৮
 আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা ।
 সমোপেতা মহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাঙ্কলাঃ ॥ ১৯
 বসন্তি ভারতে বর্ষে যুগান্তত্র মহামুনে ।
 কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিচ্ছপাত্র ন কচিৎ ॥
 তপস্তপ্যন্তি যতয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্ঞিনঃ ।
 দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ ॥ ২১
 পুরুষৈর্ষজ্জপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে ।
 যজ্ঞৈর্ষজ্জময়ো বিষ্ণুরত্নদ্বীপেষু চাত্তথা ॥ ২৩
 অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে ।
 যতো হি কৰ্ম্মভূরেষা যতোহন্তা ভোগভূময়ঃ ॥
 অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম ।

সৌরাষ্ট্র, শূদ্র, আভীর, অর্বুদ, মাক্কা ও
 পারিষাত্তনিবাসী মালবগণ, এতদ্ভিন্ন সৌবীর,
 সৈন্ধব, শাঙ্গ, শাকলবাসী মদ্র, আরাম,
 অহুষ্ঠ ও পারসীকাদি নানাদেশবাসী নানা
 জাতীয় জনগণ উল্লিখিত নদীনিচয়ের জল
 পান করে এবং ঐ সকল নদীতীরে বসবাস
 করিয়া থাকে। হে মহাভাগগণ! ভারত-
 বর্ষের অধিবাসীরা শান্তিপ্রিয় এবং এখান-
 কার জনপদসকল হৃষ্টপুষ্ট জনে পরিবৃত।
 হে মহামুনিগণ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং
 কলি এই চারিযুগ এখানে বিদ্যমান। অন্য
 কোথাও এই যুগচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব নাই।
 এই ভারতবর্ষেই তাপসেরা তপশ্চর্যা এবং
 যজ্ঞ সকল আত্মত্যাগ করেন। পার-
 লৌকিক মঙ্গলের জন্য পুরুষেরা এখানে
 শ্রদ্ধার সহিত ধনদান করে। জম্বুদ্বীপান্তর্গত
 ভারতে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু সর্বদাই পূজিত
 হইয়া থাকেন এবং অন্যান্য দ্বীপেও যজ্ঞানু-
 ষ্ঠানপূর্বক বিষ্ণুর অর্চনা করা হয়। হে
 দ্বিজগণ! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই
 শ্রেষ্ঠ। কেননা, ইহাই হইল কৰ্ম্মভূমি।
 অন্তঃসকল বর্ষ ভোগভূমি নামে অভি-
 হিত। এখানে সহস্র সহস্র জন্মের পর কদাচিৎ

কদাচিন্নভতে জন্ম্নানুযাঃ পুণ্যসংস্রাৎ ॥ ২৪

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
 ধত্তান্ত যে ভারতভূমিভাগে ।
 স্বর্গাপবর্গাশ্পদহেতুভূতে
 ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষা মনুষ্যাঃ ॥ ২৫
 কৰ্ম্মাণ্যাসংকল্পিততৎকলানি
 সংশ্রুত বিবোধে পরমাত্মরূপে ।
 অবাপ্য তাং কৰ্ম্মমহীমনস্তে
 তস্মিন্ময়ং যে হুমলাঃ প্রযান্তি ॥ ২৬
 জানীম নো তত্তুবয়ং বিলীনে
 স্বর্গপ্রদে কৰ্ম্মণি দেহবন্ধম্ ।
 প্রাপ্যন্তি ধত্তাঃ খলু তে মনুষ্যা
 যে ভারতেনেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ ॥ ২৭

এবং ভো বিপ্রা জম্বুদ্বীপমিদং ময়া ।
 লক্ষ্যো জনাবস্তারং সংক্ষেপাৎ কথিতং দ্বিজাঃ
 জম্বুদ্বীপং সমাবৃত্য লক্ষ্যযোজনবিস্তরঃ ।
 ভো দ্বিজা বলঘাকারঃ স্থিতঃ ক্ষীরোদধিবর্হিঃ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে জম্বুদ্বীপনিকূপণং
 নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯

কোন জীব পুণ্যার্জনকলে মানুষ হইয়া জন্ম-
 গ্রহণ করে। দেবগণ এইরূপ গান করিয়া
 থাকেন যে, যাহারা স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের
 হেতুভূত ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করেন,
 জগতে সেই সকল মনুষ্যই ধত্তা। যাহারা
 কৰ্ম্ম সকল ও সংকল্পিত কৰ্ম্মের ফলসমূহ
 পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে সমর্পণ করেন, তাঁহা-
 রাই কৰ্ম্মভূমি ভারতে আসিয়া পুনরায়
 তাহাতে বিলীন হইয়া থাকেন। যে সকল
 ইন্দ্রিয়জয়ী লোক স্বর্গপ্রদ কৰ্ম্মসমূহ
 বিষ্ণুতে বিলীন হইলে পুনরায় ভারতে
 আসিয়া দেহবন্ধ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারাও ধত্তা
 পুরুষ। আমরা তাঁহাদের তত্ত্ব জানি না।
 হে বিপ্রগণ! এই জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত
 এবং ইহা লক্ষ যোজন বিস্তৃত। আমি
 এই দ্বীপের বিবরণ সংক্ষেপতঃ কীৰ্ত্তন

বিংশোধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

কারোদেন যথা দ্বীপো জম্বুসংজ্ঞোহতিবেষ্টিতঃ
সংবেষ্ট্য কারমুদধিঃ প্রক্ষদ্বীপস্তথা স্থিতঃ ॥ ১
জম্বুদ্বীপস্ত বিস্তারঃ শতসাহস্রসম্বিতঃ ।
স এব দ্বিগুণো বিপ্রাঃ প্রক্ষদ্বীপেহপ্যদাহতঃ ॥
সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্রক্ষদ্বীপেশ্বরস্ত বৈ ।
শ্রেষ্ঠঃ শান্তময়ো নাম শিশিরস্তদনস্তরম্ ॥ ৩
সুখোদয়স্তধানন্দঃ শিবঃ ক্ষেমক এব চ ।
ক্রবচ্চ সপ্তমস্তেষাং প্রক্ষদ্বীপেশ্বরো হি তে ॥ ৪
পূর্বঃ শান্তময়ঃ বর্ষঃ শিশিরঃ সুখদঃ তথা ।
আনন্দঞ্চ শিবঞ্চৈব ক্ষেমকঃ ক্রবমেব চ ।
মর্যাদাকারকান্তেষাং তথান্তে বর্ষপর্বতাঃ ।
সপ্তৈব তেষাং নামানি শৃণুধ্বঃ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৬
গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদো হৃন্দুতিস্তথা ।*

করিলাম । ইহার বহির্ভাগে লবণাক্তি বল-
য়াকারে বিজ্ঞমান ॥ ২০—২৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন, লবণাক্তি যেমন
জম্বুদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে, প্রক্ষ দ্বীপ
তেমনি ঐ লবণাক্তিকে বেষ্টনপূর্বক অবস্থান
করিতেছে । জম্বুদ্বীপের বিস্তার এক লক্ষ
যাজন । প্রক্ষদ্বীপের বিস্তার তদপেক্ষা
দ্বিগুণ । প্রক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথি ।
সেহার সাত পুত্র—শান্তভয়, শিশির, সুখো-
দয়, অনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ক্রব । পিতা
মেধাতিথির অবসানে ইহারাই প্রক্ষদ্বীপের
শাসক হইয়াছিলেন । প্রক্ষ দ্বীপে মেধা-
তিথির উল্লিখিত সপ্ত পুত্রের নামানুসারেই
সপ্ত বর্ষ বিজ্ঞমান । ঐ সপ্ত বর্ষের সীমা-
সাতটা বর্ষ পর্বত অবস্থিত । তাহা-
র নাম—গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, হৃন্দুতি,

সোমকঃ সুমনাঃ শৈলো বৈভ্রাজশ্চৈব সপ্তমঃ ॥
বর্ষাচলেষু রম্যেষু বর্ষোদ্ধেতেষু চামবাঃ ।
বসন্তি দেবগন্ধর্বসহিতাঃ সহিতং প্রজাঃ ॥ ৮
তেষু পুণ্যা জনপদা বীরা ন ত্রিয়তে জনঃ ।
নাধয়ো ব্যাধয়ো বাপি সর্বকালসুখং হি তৎ ॥ ১০
তেষাং ন্যচ সপ্তৈব বর্ষাণাম্ সমুদ্রগাঃ ।
নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি শ্রুতাঃ পাপং হরন্তি যাঃ
অনুতপ্তা শিখা চৈব বিপ্রাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ ।
অনুতা সুরুতা চৈব সপ্তৈতাস্তুত্র নিরগাঃ ॥ ১১
এতে শৈলান্তথা ন্যাঃ প্রধানাঃ কথিতা দ্বিজাঃ
ক্ষুদ্রন্যস্তথা শৈলস্তত্র সন্তি সহস্রশঃ ॥ ১২
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্ত তে ।
অবসর্গিনী নদী তেষাং ন চৈবোৎসর্গিনী দ্বিজাঃ
ন তেষন্তি যুগাবস্থা তেষু স্থানেষু সপ্তসু ।
ত্রৈতায়ুগসমঃ কালঃ সর্বদৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৪

সোমক, সুমনা, শৈল ও বৈভ্রাজ । এই
সকল বর্ষ ও বর্ষপর্বতে প্রজাগণ—দেব ও
গন্ধর্বগণ সহ মহাসুখে বাস করিতেছে ।
অত্রতা জনপদগুলি পুণ্যময় ও বীরজনের
আশ্রয় । এখানে লোকের মৃত্যু নাই ; এবং
আধি ব্যাধি প্রভৃতি কোন উপদ্রব নাই ।
এখানকার লোকের সর্বদাই সুখ । ১—৯ ।
উক্ত সপ্তবর্ষে সাতটা সমুদ্রগামিনী নদী
আছে । তাহাদের নাম সকল বলিতেছি,
বিপ্রাশা, শ্রবণে পাপক্ষয় হইবে । অনুতপ্তা,
শিখা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অনুতা ও সুরুতা ; এই
সপ্ত নদী উক্ত সপ্ত বর্ষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত
হইতেছে । হে দ্বিজগণ ! প্রক্ষদ্বীপস্থ
প্রধান প্রধান গিরি ও নদী সকলের কথা
কহিলাম, এতদ্বির সেখানে আরও বহু সহস্র
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অচল ও নদ নদী বিদ্যমান ।
তত্রতা জনপদবাসীরা সর্বদা হৃষ্টচিত্তে ঐ
সকল নদীর জল পান করে । সমস্ত নদীই
অবসর্গিনী ; কোন নদীই উৎসর্গিনী নহে ।
সেই সপ্ত বর্ষের কুড়াপি যুগাবস্থা নাই ।
হে দ্বিজোত্তমগণ ! সেখানে ত্রৈতায়ুগের
কাল সর্বদাই বিরাজমান । প্রক্ষদ্বীপ ও

প্রকদ্বীপাদিকে বিপ্রাঃ শাকদ্বীপান্তিকেবু বৈ ।
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি জনা জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥ ১৫
 ধর্মশততুর্কিধন্তেষু বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ ।
 বর্ণাশ্চ তত্র চত্বারস্তান বুধাঃ প্রবদামি বঃ ॥ ১৬
 আৰ্য্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিধা ভাবিনশ্চ যে ।
 বিপ্রকক্সিয়বৈশ্ণাভে শূদ্রাশ্চ মুনিসন্তমাঃ ॥ ১৭
 জম্বুবৃক্ষপ্রমাণস্ত তন্মধ্যে স্তুমহাতরুঃ ।
 প্রকস্তম্নামসংজ্ঞোহয়ং প্রকদ্বীপো দ্বিজোক্তমাঃ ॥
 ইজ্যতে তত্র ভগবাংস্তৈর্কর্ণৈরাৰ্য্যকাদিভিঃ ।
 সোমরূপী জগৎশ্রষ্টা সর্বঃ সর্বৈশ্বরো হরিঃ ॥ ১৯
 প্রকদ্বীপপ্রমাণেন প্রকদ্বীপঃ সমাবৃতঃ ।
 তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেষানুকারণা ॥ ২০
 ইত্যেতদ্ বো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রকদ্বীপ উদাহৃতঃ ।
 সংক্ষেপেণ ময়া ভূয়ঃ শাশ্বলং তং নিবোধত ॥ ২১
 শাশ্বলশ্চৈব বীরো বপুশ্চাংস্তৎসুতা দ্বিজাঃ
 তেষাস্তু নাম সংজ্ঞানি সপ্ত বর্ষাণি তানি বৈ ॥

শাকদ্বীপের অধিবাসী জনগণ পঞ্চ সহস্র
 বর্ষ পর্যন্ত নিরাময় হইয়া জীবন ধারণ করে ।
 তাহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের বিভাগক্রমে
 চতুর্কিধ ধর্মই বিরাজিত । সেখানে চারি
 বর্ণেরই বাস আছে । হে বুধগণ ! আপনা-
 দের নিকট অধুনা তাহাদের বিবরণ
 ব্যক্ত করিতেছি । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ঐ
 প্রকদ্বীপে আৰ্য্যক, কুরু, বিবিধ ও ভাবী
 এই চারি প্রকার নামে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ,
 কক্সিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়
 বাস করিতেছে । পূর্বোক্ত জম্বুবৃক্ষ
 জম্বুবৃক্ষের পরিমাণে ঐ দ্বীপ মধ্যে এক
 প্রক বৃক্ষ আছে । সেই বৃক্ষের নামানু-
 সারেই এই দ্বীপ প্রকদ্বীপ হইয়াছে ।
 এখানে উক্ত আৰ্য্যকাদি বর্ণচতুষ্টয় কর্তৃক
 ভগবান্ সোমরূপী সর্বৈশ্বর হরি পূজিত
 হইয়া থাকেন । এই প্রকদ্বীপ তৎপ্রমাণ-
 পরিধি ইক্ষুসাগরজলে পরিবেষ্টিত । হে
 মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এই ত সংক্ষেপতঃ প্রক-
 দ্বীপের কথা কহিলাম ; এক্ষণে শাশ্বলদ্বীপের
 বিবরণ শ্রবণ করুন । ১০—২১ । শাশ্বল

শেতোহথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা ।
 বৈহ্যতো মানসশ্চৈব সুপ্রভশ্চ দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ২৩
 শাশ্বলশ্চ সমুজ্জোহসৌ দ্বীপেনেক্সুরসোদকঃ ।
 বিস্তারাদ্বিগুণেনাথ সর্বতঃ সংবৃতঃ স্থিতঃ ॥ ২৪
 তত্রাপি পর্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নধোনয়ঃ ।
 বর্ষাভিব্যঞ্জকান্তে তু তথা সপ্তৈব নিয়গাঃ ॥ ২৫
 কুমুদশ্চোন্নতশ্চৈব তৃতীয়স্ত বলাহকঃ ।
 দ্রোণো যত্র মহৌষধ্যঃ স চতুর্থো মহৌধরঃ ॥ ২৬
 কক্সস্ত পঞ্চমঃ ষষ্ঠো মহিষঃ সপ্তমস্তথা ।
 ককুদ্যান্ পর্বতবরঃ সরিঙ্গামাশ্রতো দ্বিজাঃ ॥ ২৭
 শ্রোণী তোয়া বিতুকা চ চন্দ্রা শুক্রা বিমোচনী ।
 নিরুতিঃ সপ্তমী তাসাং স্মৃতাস্তাঃ পাপশাস্তিদাঃ
 শেতঞ্চ লোহিতশ্চৈব জীমূতং হরিতং তথা ।
 বৈহ্যতং মানসশ্চৈব সুপ্রভং নাম সপ্তমম্ ॥ ২৮
 সপ্তৈতানি তু বর্ষানি চাতুর্কর্ণ্যযুতানি চ ।
 বর্ণাশ্চ শাশ্বলে যে চ বসন্ত্যেযু দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৩০
 কপিলাশ্চাকুণাঃ পীতাঃ কুকাশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্
 ব্রাহ্মণাঃ কক্সিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজ্ঞস্তি তম্
 ভগবন্তং সমস্তম্ বিষ্ণুমান্মানমব্যয়ম্ ।

দ্বীপের অধিপতির নাম বপুশ্চান্ । তাহার
 সাত পুত্র ; তাহাদের নাম—শেত, হরিত ;
 জীমূত, রোহিত, বৈহ্যত, মানস ও সুপ্রভ ।
 এই সাত পুত্রের নামানুসারেই তথায়
 সপ্তবর্ষ বিভক্ত । দ্বিগুণ-বিস্তার ইক্ষুরসোদ
 সাগরে এই শাশ্বল দ্বীপ সর্বতঃ সংবৃত ।
 এই দ্বীপেও সাতটা রত্নাকর বর্ষপর্বত
 আছে এবং পূর্বের স্থায় এখান হইতেও
 সাতটা নদী প্রবাহিত হইতেছে । সপ্ত বর্ষ-
 পর্বতের নাম—কুমুদ, উন্নত, বলাহক, মহৌ-
 ষধিময় দ্রোণ, কক্স, মহিষ ও ককুদ্যান্ । সপ্ত
 নদী যথা—শ্রোণী, তোয়া, বিতুকা, চন্দ্রা,
 শুক্রা, বিমোচনী ও নিরুতি । এই সপ্ত
 নদীর নাম শ্রবণে পাপ শাস্তি হয় ।
 পূর্বোক্ত শেত হরিত প্রভৃতি সপ্ত বর্ষে চারি
 বর্ণেরই বসবাস আছে । শাশ্বলদ্বীপের
 অধিবাসী ব্রাহ্মণ, কক্সিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই
 চারি জাতি—কপিল, অকুণ, পীত ও কৃষ্ণ এই

বায়ুভূতঃ মধ্যস্থৈষ্ঠৈর্জানো যজ্ঞসংস্থিতম্ ॥ ৩২
 দেবানামত্র সান্নিধ্যমতীব স্মনোহরে ।
 শান্মলিষ্ঠ মহাবৃক্ষো নামনিবৃত্তিকারকঃ ॥ ৩৩
 ঐষ দ্বীপঃ সমুদ্রেণ সুরোদেন সমাবৃতঃ ।
 বিস্তারচ্ছান্নৈশ্চব সমেন তু সমস্ততঃ ॥ ৩৪
 সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্বতঃ ।
 শান্মলস্ত তু বিস্তারাদ্বিগুণেন সমস্ততঃ ॥ ৩৫
 জ্যোতিষতঃ কুশদ্বীপে শৃগুধ্বং তস্ত পুত্রকান্ ।
 উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চব সৈরথো রক্ষনো ধৃতিঃ ॥
 প্রভাকরোহথ কপিলস্তন্মায়্য বর্ষপদ্ধতিঃ ।
 তস্তাং বসন্তি মনুজৈঃ সহ দৈতেয়দানবাঃ ॥ ৩৬
 তথৈব দেবগন্ধর্বা যক্ষকিম্পুরুষাদয়ঃ ।
 বর্ণান্ত্রাপি চহারা নিজানুষ্ঠানতৎপর্যঃ ॥ ৩৭
 দমিনঃ শুশ্রিণঃ স্নেহা মান্দ্যহাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্ভাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ॥
 যথোক্তকর্মকর্তৃহাং স্বাধিকারক্ষয়া তে ।

চতুর্বিধ বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে
 বিরাজমান । তাঁহারা সকলেই সর্বেশ্বর,
 সর্বাঙ্গী, বায়ুভূত, যজ্ঞপতি ভগবান্ বিষ্ণুকে
 মহাযজ্ঞে অর্চনা করিয়া থাকেন । এই
 মনোহর দ্বীপে দেবগণ সর্বদাই সমিহিত ।
 এখানে শান্মলি নামে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ
 বিদ্যমান । সেই বৃক্ষের নামানুসারেই
 এই শান্মলদ্বীপের নাম । এই দ্বীপ সুরোদ
 সমুদ্রে বেষ্টিত । এই সমুদ্রের বিস্তার চারি
 দিকে শান্মলদ্বীপের সমান । কুশদ্বীপের
 অধিপতি জ্যোতিষ্মান্ । তাঁহার পুত্রগণের
 নাম শ্রবণ করুন ; উদ্ভিদ, বেণুমান, সৈরথ,
 রক্ষন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল । এই সপ্ত
 পুত্রের নামানুসারেই তথায় সপ্ত বর্ষ ও বর্ষ-
 পর্বত বিরাজিত । মানবগণের সহিত দৈত্য
 ও দানবগণ তথায় বাস করিতেছে । এত-
 দ্ভিন্ন দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষাদিও
 সেখানে বাস করিয়া থাকেন । এখানেও
 চারি বর্ণ স্বস্ব-কর্মস্থানে নিরত । এখান-
 ের ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা
 নিজস্ব কর্মে দমী, শুশ্রী, স্নেহ ও মন্দ্যহ নামে

তত্র তে তু কুশদ্বীপে ব্রহ্মরূপং জনাৰ্দ্দিনম্ ॥ ৪০
 যজন্তঃ কপয়ন্ত্যগ্রমধিকারকলপ্রদম্ ।
 বিক্রমো হেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্টিমাংশ্চবা ॥
 কুশেশয়ো হরিশ্চৈব সপ্তমো মন্দরাচলঃ ।
 বর্ষাচলাস্ত সপ্তৈতে দ্বীপে তত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 নগশ্চ সপ্ত তাসাং তু বক্ষ্যে নামানুক্রমাৎ ।
 ধূতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সন্মতিস্তথা ॥ ৪৩
 বিদ্যাদন্তো মহী চাত্তা সর্বপাপহারাস্ত্রিয়াঃ ।
 অত্ভাঃ সহস্রশস্ত্রা ক্ষুদ্রনদ্যস্তথাচলাঃ ॥ ৪৪
 কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ সংজয়া তস্ত তৎস্বতম্ ।
 তৎপ্রমাণেন স দ্বীপো দ্ব্যতোদেন সমাবৃতঃ ॥ ৪৫
 দ্ব্যতোদশ্চ সমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রয়তাং চাপরো মহান্
 কুশদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্বিগুণো যস্ত বিস্তরঃ ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহান্বনঃ ॥
 তন্ময়ানি চ বর্ষাণি তেষাং চক্রে মহামনাঃ ।

পরিচিত । কুশদ্বীপস্থ সকলেই স্ব স্ব কর্তব্য
 কর্মের অনুষ্ঠানে নিরত ও আপন আপন
 অধিকার ক্ষয়ের নিমিত্ত অধিকার-কলদাতা
 ব্রহ্মরূপী ভগবান্ জনাৰ্দ্দিনের অর্চনাপুরঃসর
 কঠোর কাল কর্তন করিতেছেন । হে দ্বিজ-
 গণ ! এই কুশদ্বীপে বিক্রম, হেম, দ্যুতি-
 মান, পুষ্টিমান, কুশেশয়, হরি ও মন্দরাচল
 নামে সাতটি প্রধান পর্বত বিরাজিত । এত-
 দ্ভিন্ন তত্রত্য সপ্ত নদীর সপ্ত নাম বলিতেছি,
 —ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সন্মতি, বিদ্যাৎ,
 অন্তঃ ও মহী, এইসকল নদী সর্বপাপহারিণী ।
 ইহা ভিন্ন আরও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও
 নগ বিদ্যমান । কুশদ্বীপে কুশস্তম্ব আছে ;
 তাহারই নামানুসারে এই দ্বীপ কুশদ্বীপ
 হইয়াছে । এই দ্বীপ তৎপরিমাণ দ্ব্যতোদ
 সাগরে বেষ্টিত । এই দ্ব্যতোদ সাগর আবায়
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে পরিবৃত । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 এই ক্রৌঞ্চদ্বীপ অস্ত্রতম মহাদ্বীপ । ইহার
 বিবরণ শ্রবণ করুন । ২২—৪৬ । এই দ্বীপের
 বিস্তার পূর্বোক্ত কুশদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ ।
 ইহার অধিপতি রাজা দ্যুতিমান্ । তাঁহার সপ্ত

কুশগো মন্দগশ্চৈকঃ পীবরোহ্মাকারকঃ ॥
 মুনিশ্চ হুন্মুতিশ্চৈব সপ্তৈতে তৎসুতা দ্বিজাঃ ।
 তত্রাপি দেবগন্ধর্বসেবিতাঃ স্তুমনোরমাঃ ॥ ৪৯
 বর্ষাচলা মুনিশ্চেষ্টাশ্চেষ্টাঃ নামানি তো দ্বিজাঃ ।
 ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চাকারকঃ ॥ ৫০
 দেবব্রতো ধর্মশ্চৈব তথাত্মাঃ পুণ্ডরীকবান্ ।
 হুন্মুতিশ্চ মহাশৈলো দ্বিগুণান্তে পরস্পরম্ ॥
 দ্বীপাদ্বীপেষু যে শৈলাস্তথা দ্বীপানি তে তথা
 বর্ষেষুতেষু রম্যেষু বর্ষশৈলবরেষু চ ॥ ৫১
 নিবসন্তি নিরাতঙ্কাঃ সহ দেবগণৈঃ প্রজাঃ ।
 পুঙ্কলা পুঙ্করা ধাতান্তে খ্যাতাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ
 তত্র নদ্যো মুনিশ্চেষ্টা যাঃ পিবন্তি তু তে সদা ॥
 সপ্ত প্রধানাঃ শতশস্তথাত্মাঃ ক্ষুদ্রনিয়গাঃ ।
 গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সক্ষ্যা রাত্রির্মনোজবা ॥ ৫৫

পুত্র । সেই পুত্রগণের নামানুসারেই এই
 দ্বীপ সপ্তবর্ষে বিভক্ত । মহামনা দ্যুতিমান
 স্বীয় পুত্রগণকে কুশগ, মন্দগ, উৎ, পীবর,
 অক্ষকারক, মুনি ও হুন্মুতিনামে অভিহিত
 করিয়াছিলেন । এই দ্বীপেও দেব গন্ধর্ব-
 সেবিত সাতটি সুরমা বর্ষ পর্বত বিজমান ।
 হে মুনিগণ ! তাহাদিগের নাম যথা—
 ক্রৌঞ্চ, বামন, অক্ষকারক, দেবব্রত, ধর্ম,
 পুণ্ডরীকবান্ ও মহাশৈল হুন্মুতি । এই সকল
 পর্বত পরস্পর অপেক্ষা পরস্পর দ্বিগুণ ।
 দ্বীপ দ্বীপান্তরে যে সকল শৈল ও দ্বীপ
 আছে, তৎসমস্ত উল্লিখিত রমা রমা বর্ষ ও
 বর্ষশৈলের অন্তর্ভুক্ত । হে দ্বিজগণ ! ঐ
 সকল বর্ষে প্রজাগণ ও দেবগণ সদা নিরাতঙ্ক
 হইয়া বাস করেন । এই দ্বীপনিবাসী
 সমস্ত প্রজাই হুষ্টপুষ্ট, ধন্য ও খ্যাতিমন্ত ।
 এখানকার বর্ণগণ পুঙ্করাখ্যায় অভিহিত ।
 ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এখানে যথাক্রমে বাস
 করিয়া থাকে । মুনিশ্চেষ্টগণ ! এই দ্বীপে
 পরিধি ইক্ষুসাগর । হে, প্রজাগণ সর্বদা তৎ
 মুনিশ্চেষ্টগণ ! এই করে । ঐ সকল নদীর
 দ্বীপের কথা কহিলাম । তত্ত্বের অপরাপর
 বিবরণ আরও ককর

খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকা চ সপ্তৈতা বর্ষনিয়গাঃ ।
 তত্রাপি বর্ণৈর্ভগবান্ পুঙ্করাদৈর্জনার্দিনঃ ॥ ৫৬
 ধ্যানযোগে ক্রদ্রূপ ইজ্যতে যজ্ঞসন্নিধৌ ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন তু ॥ ৫৭
 আবৃতঃ সর্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপতুল্যেন মানতঃ ।
 দধিমণ্ডোদকশ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ ॥ ৫৮
 ক্রৌঞ্চদ্বীপস্ত বিস্তার-দ্বিগুণেন দ্বিজোত্তমাঃ ।
 শাকদ্বীপেষ্বরস্তাপি ভবান্ত স্তুমহাত্মনঃ ॥ ৫৯
 সপ্তৈব তনয়াশ্চেষ্টাঃ দদৌ বর্ষানি সপ্ত সঃ ।
 জলদশ্চ কুমারশ্চ স্কুমারো মনীরকঃ ॥ ৬০
 কুসমোদশ্চ মোদাকিঃ সপ্তমশ্চ মহাদ্রুমঃ ।
 তৎসংজ্ঞাতোহেব তত্রাপি সপ্ত বর্ষাণ্যনুক্রমাৎ ॥
 তত্রাপি পর্বতাঃ সপ্ত বর্ষবিচ্ছেদকারকাঃ ।
 পূর্বস্তত্রোদয়গিরির্জলধারস্তথাপরঃ ॥ ৬১
 তথা রৈবতকঃ শ্রামস্তথৈবান্তোগিরির্দ্বিজাঃ ।
 আন্তিকেয়স্তথা রম্যঃ কেসরী পর্বতোত্তমঃ ॥ ৬৫

নদীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র । গৌরী, কুমুদ্বতী সক্ষ্যা,
 রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি, ও পুণ্ডরীকা, এই
 সাতটি প্রধান নদী পূর্বোক্ত সপ্তবর্ষের মধ্য
 দিয়া প্রবাহিত । বর্ণগণ এখানে ধ্যানযোগে
 যজ্ঞ করিয়া পুঙ্করাদি দ্বারা ক্রদ্রূপী ভগবান্
 জনার্দনের অর্চনা করিয়া থাকে । এই
 ক্রৌঞ্চ দ্বীপ তৎপরিমাণ দধিমণ্ডোদ-সাগরে
 চারিদিকে পরিবৃত । ঐ দধিমণ্ডোদ-সাগর
 আবার পরবর্তী শাক দ্বীপে সমাবৃত ।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! এই শাকদ্বীপ ক্রৌঞ্চ
 দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তার । শাক দ্বীপের
 অধীশ্বর স্তুমহাত্মা ভবা । তাহার সপ্ত
 পুত্র । সেই সপ্ত পুত্রকে তিনি সপ্তবর্ষের
 আধিপত্যে নিযুক্ত করেন । সেই পুত্রগণের
 নাম—জলদ, কুমার, স্কুমার, মনীরক,
 কুসমোদ, মোদাকি ও মহাদ্রুম । ইহা-
 দিগের অধিকৃত সপ্ত বর্ষ ইহাদিগেরই নামে
 প্রসিদ্ধ । ৪৭—৬১। ঐ সপ্তবর্ষের সীমা নিরূপণে
 সাতটি বর্ষ পর্বত বিরাজমান । তাহাদিগের
 নাম যথাক্রমে উদয়াচল, জলধর, রৈবতক,
 শ্রাম, অন্তোগিরি, আন্তিকেয় ও পর্বতোত্তম

শাক্ষাৎ মহাবৃক্ষঃ সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতঃ ।
 যৎপত্রবাতসংস্পর্শাদাহ্লাদো জায়তে পরঃ ॥ ৬৪
 তত্র পুণ্য জনপদাচ্চতুর্বার্যসমবিতাঃ ।
 নিবসন্তি মহাত্মানো নিরাতঙ্ক নিরাময়াঃ ॥ ৬৫
 নদ্যাচ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ সর্বপাপভয়াপহাঃ ।
 সুকুমারী কুমারী চ নলিনী রেণুকা চ বা ॥ ৬৬
 ইক্ষু চ ধেনুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা ।
 অশ্বাত্থযুতশস্ত্র ক্ষুদ্রনদ্যো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৭
 মহৌধরাস্তথা সন্তি শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 তাঃ পিবন্তি মুদা যুক্তা জলদাদিষু যে স্থিতাঃ ॥
 বর্ষেষু যে জনপদাচ্চতুর্বার্যসমবিতাঃ ।
 নদ্যাচ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ স্বর্গাদভ্যোতা মেদিনীম্ ॥
 ধর্মহানির্ন তেষু ন সংহর্ষো ন শুক্ তথা ।
 মর্যাদাব্যতিক্রমশ্চাপি তেষু দেশেষু সপ্তমু ॥

রমণীয় কেশরী । এই দ্বীপে শাক নামে
 এক সিদ্ধ গন্ধর্ব-সেবিত মহাবৃক্ষ বিজ্ঞমান ।
 ঐ মহাবৃক্ষের পত্রবায়ুর সংস্পর্শে এক অপূর্ব
 আমোদ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এখানে
 চতুর্বার্যবিশিষ্ট পুণ্য জনপদ সকল রহিয়াছে ।
 সেই সেই জনপদবাসী প্রজাগণের চিত্ত
 মহাভাবে অনুপ্রাণিত ; তাহারা সর্বদা
 নিরাতঙ্ক ও নিরাময় । এই দ্বীপে নিখিল
 হরিত-ভয়-দারিণী মহাপুণ্যজননী সপ্ত নদী
 প্রবাহিত হইতেছে । তাহাদিগের নাম
 সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, রেণুকা, ইক্ষু,
 ধেনুকা ও গভস্তী । হে দ্বিজগণ ! ইহা
 ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অযুত অযুত নদী
 শাক্ষীপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত । পুরোক্ত
 সপ্ত বর্ষাচল ব্যতীত আরও শত শত সহস্র
 সহস্র ভূধর এই দ্বীপে বিরাজমান ।
 শাক্ষীপস্থ বর্ষসমূহের অধিবাসীরা
 পুরোক্ত নদীনিচয়ের জলপান করিয়া থাকে ।
 এখানকার নদী সকল মহাপুণ্যজনক । উহারা
 হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছে ।
 শাক্ষীপবাসীদিগের অধর্ম নাই, সজ্জব নাই
 কোন শোক নাই । তাহারা পরস্পর
 হই স্ব স্ব মর্যাদা অতিক্রম করে না ।

মগাচ্চ মাগধাচ্চৈব মানসা মন্দগান্তথা ।
 মগা ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠা মাগধাঃ কত্রিয়াস্ত তে ॥ ৭১
 বৈশ্বাস্ত মানসান্তেষাং শূদ্রা জ্ঞেয়াস্ত মন্দগা ।
 শাক্ষীপে স্থিতৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো হরিঃ ॥
 যথোৎকরিজ্যতে সম্যক্শ্রুতিনিয়তায়তিঃ ।
 শাক্ষীপস্ততো বিপ্রাঃ ক্ষীরোদেন সমন্ততঃ ॥
 শাক্ষীপপ্রমাণেন বলয়েনৈব বেষ্টিতঃ ।
 ক্ষীরাক্ষিঃ সর্বতো বিপ্রাঃ পুষ্করাথ্যেন বেষ্টিতঃ
 দ্বীপেন শাক্ষীপাত্তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ।
 পুষ্করে সর্বনশ্চাপি মহাবীতোহভবৎ সূতঃ ॥ ৭৫
 ধাতকিচ্চ তয়োস্তদ্বদে বর্ষে নামসংজ্ঞিতে ।
 মহাবীতঃ তথৈবাত্মকাতকীখণ্ডসংজ্ঞিতম্ ॥ ৭৬
 একচ্চাত্র মহাভাগাঃ প্রখ্যাতো বর্ষপর্বতঃ ।
 মানসোত্তরসংজ্ঞো বৈ মধ্যাতো বলয়াক্রতিঃ ॥ ৭৭
 যোজনানাং সহস্রাণি উক্তা পঞ্চাশতচ্ছিতাঃ ।
 তাবদেব চ বিস্তীর্ণাঃ সর্বতঃ পরিমণ্ডলাঃ ॥ ৭৮

এই দ্বীপবাসী ব্রাহ্মণাদি চতুর্বার্য যথাক্রমে
 মগ, মাগধ, মানস ও মন্দগ নামে অভিহিত ।
 ভগবান বিষ্ণু সূর্য্যরূপ ধারণ করিয়া শাক-
 দ্বীপে বিরাজমান । উল্লিখিত বর্ষচতুষ্টয়
 নিয়ত-চিত্তে সর্বদাই তাঁহার পূজা-পরায়ণ ।
 হে বিপ্রগণ ! এই শাক্ষীপের চারিদিক
 তৎপরিমাণ ক্ষীরোদ সাগর দ্বারা বলয়া-
 কারে বেষ্টিত । এই ক্ষীরাক্ষি আবার
 চতুর্দিকস্থ পুষ্করদ্বীপে পরিবৃত । এই পুষ্কর-
 দ্বীপ পুরোক্ত শাক্ষীপ অপেক্ষা পরিমাণে
 দ্বিগুণ । এই দ্বীপের অধিপতি সর্বনের
 দুই পুত্র মহাবীত ও ধাতকি । উক্ত পুত্র-
 দ্বয়ের নামানুসারে এখানে দুইটি বর্ষ বিদ্য-
 মান । ঐ বর্ষ দ্বয়ের নাম মহাবীত ও
 ধাতকীখণ্ড । হে মহাভাগগণ ! এই
 দ্বীপে একটি মাত্র বর্ষ পর্বত বিরাজমান,
 তাহার নাম মানসোত্তর । এই বর্ষগিরি
 দ্বীপ মধ্যে বলয়াকারে বিরাজিত । ইহা
 সহস্র যোজন বিস্তৃত এবং উক্ত পঞ্চাশ
 যোজন উচ্ছিত । উহার পরিমণ্ডল সর্ব-
 দিকে ঐ পরিমাণ বিস্তীর্ণ ; এই বর্ষগিরি

পুষ্করদ্বীপবলয়ঃ মধ্যেন বিভজ্যিব ।
 হিতোহসৌ তেন বিচ্ছিন্নঃ জাতঃ বর্ষদ্বয়ঃ হিতঃ
 বলয়াকারমেকৈকং তয়োর্মধ্যে মহাগিরিঃ ।
 দশবর্ষমহত্যাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ॥ ৮০
 নিরাময়া বিশোকাস্চ রাগদ্বেষবিবর্জিতাঃ ।
 অধমোস্তমো ন তেষাস্তাঃ ন বধ্যবধকৌ দ্বিজাঃ
 নৈর্ঘ্যাস্থয়া ভয়ং রোষোদোকোলোভাদিকং ন চ
 মহাবীতঃ বহির্কর্ষঃ ধাতকীখণ্ডমন্ততঃ ॥ ৮২
 মানসোত্তরশৈলস্ত দেবদৈত্যাদিসেবিতম্ ।
 সত্যানুতে ন তত্রাস্তাঃ দ্বীপে পুষ্করসংজ্ঞিতে ॥
 ন তত্র নদ্যঃ শৈলা বা দ্বীপে বর্ষদ্বয়াধিতে ।
 তুল্যবেশাস্ত মনুজা দেবৈস্ত্রৈকরূপিণঃ ॥ ৮৪
 বর্ণাশ্রমাচারহীনঃ ধর্মাহরণবর্জিতম্ ।
 জয়ীবার্তাদগুণীতিশুশ্রুযারহিতঃ চ তৎ ॥ ৮৫
 বর্ষদ্বয়ং ততো বিপ্রা ভৌমস্বর্গোহয়মুত্তমঃ ।

পুষ্করদ্বীপকে যেন মধ্যভাগে বিভাগ করিয়াই
 বিরাজমান। উহা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া
 পুষ্কর দ্বীপ দুইটা বর্ষে বিভক্ত হইয়াছে।
 উহার এক একটা বর্ষ বলয়াকারে বিরাজিত।
 সেই বর্ষদ্বয়ের মধ্যভাগে মহাগিরি দণ্ডায়-
 মান। ঐ দ্বীপবাসী মাবনগণ দশ সহস্র
 বর্ষ জীবন ধারণ করে। তাহারা নিরাময়,
 শোকশূন্য ও রাগ-দ্বেষাদি হইতে পরিমুক্ত।
 হে দ্বিজগণ! তাহাদিগের মধ্যে অধ-
 মোত্তম বা বধ্য-বধক নাই। ঈর্ষ্যা,
 অস্থয়া, রোষ, ভয়, বা লোভাদি দোষও
 তাহাদের নাই। অত্রত্য মানসোত্তর
 শৈলের অন্ত ও বহিঃস্থ বর্ষদ্বয় মহাবীত ও
 ধাতকীখণ্ড। এই দুই বর্ষই দেব ও দৈত্য-
 গণে অধ্যুষিত। এই দ্বীপের কুত্রাপি সত্য-
 নুত নাই। এখানকার দুই বর্ষেরই অভ্য-
 স্তরে কোথাও অন্ত কোন নদী বা শৈলাদির
 সংস্থান নাই। এই দ্বীপে দেব ও মানুষ
 উভয়ই তুল্যাকার ও তুল্যবেশ। এখানে
 বর্ণাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার, ধর্ম সঙ্গত
 সঙ্গঠান এবং জয়ীবার্তা, দগুণীতি বা
 শুশ্রূষাদি কিছুই নাই; তথাপি এই বর্ষ-

সর্বশুখদঃ কালো জরারোগবিবর্জিতঃ ॥ ৮৬
 পুষ্করে ধাতকীখণ্ডে মহাবীতে চ বৈ দ্বিজাঃ ।
 ন্যাগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্ ॥ ৮৭
 তন্নিবিসতি ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ।
 স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৮৮
 সমেন পুষ্করৈশ্চ বিন্দুসারামণ্ডলাতথা ।
 এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রে সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ ॥ ৮৯
 দ্বীপশ্চৈব সমুদ্রে সমানৌ দ্বিগুণৌ পরৌ ।
 পয়াংসি সর্বদা সর্বসমুদ্রে সমানি বৈ ॥ ৯০
 ন্যূনাতিরিক্ততা তেষাং কদাচিত্তৈব জায়তে ।
 স্থালীশ্চ ময়িসংযোগাদুদ্রেকি সলিলং যথা ॥ ৯১
 তথেন্দুরুদ্ধৌ সলিলমন্তোধৌ মুনিসত্তমাঃ ।
 অন্যানানতিরিক্তাস্চ বর্জস্ত্যাপো হসন্তি চ ॥ ৯২
 উদয়াস্তমনে হিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ।
 দশোত্তরাণি পাকৈব অঙ্গুলানাং শতানি চ ॥ ৯৩
 অগ্নাঃ বুদ্ধিক্ষয়ো দৃষ্টৌ সামুদ্রীণাং দ্বিজোত্তমাঃ

দ্বয় উত্তম ভৌম স্বর্গ নামে পরিচিত।
 এখানকার কাল সর্বশুখপ্রদ এবং জরারোগ-
 বিবর্জিত। ৮২—৮৬। হে দ্বিজগণ! ধাতকী-
 খণ্ড ও মহাবীত নামক বর্ষদ্বয়-বিশিষ্ট উক্ত
 পুষ্করদ্বীপে এক ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ বিজ্ঞমান। এই
 বৃক্ষ ব্রহ্মার অত্যাংকুষ্ঠ নিবাসস্থান।
 ব্রহ্মা সুরাসুরগণ কর্তৃক পরিপূজিত হইয়া
 ঐ বৃক্ষে বাস করিয়া থাকেন। পুষ্করদ্বীপ
 স্বসম-পরিমাণ স্বাদূদক সাগরে পরিবৃত।
 এইরূপে সপ্তদ্বীপই পর পর সপ্ত সাগরে
 পরিবেষ্টিত। দ্বীপ এবং সাগর পরস্পরা-
 পেক্ষা পরস্পর দ্বিগুণ। ঐ সপ্তসাগরের
 জলরাশি সর্বদাই সমান। উহাদিগের
 ন্যূনাতিরিক্ততা কদাচ হয় না। অগ্নিতাপে
 স্থালীশ্চ সমুদ্রিক সলিলের জ্বায় চন্দ্রকলার
 উপচয়ে সেই সকল সাগরজল উজ্জ্বলিত
 হয় বটে; কিন্তু হ্রাস বৃদ্ধি নাই। জলরাশি
 উপচিত হইয়া সদাই হস্ত করিতে থাকে।
 হে দ্বিজোত্তমগণ! শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষ
 চন্দ্রের উদয় ও অস্তমনে সমুদ্রের একশত
 পঞ্চদশ অঙ্গুলি পরিমাণ জলের বৃদ্ধি ও

ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্র স্বয়মুপস্থিতম্ ॥ ১৪
ভৃঞ্জন্তি যদ্রুসং বিপ্রাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সর্দৈব হি ।
স্বাদুদকস্ত পরিতো দৃশ্যতে লোকসংস্থিতিঃ ॥ ১৫
দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্বজন্তুবিবর্জিতা ।
লোকালোকস্ততঃ শৈলো যোজনায়ুতবিস্তৃতঃ ॥
উচ্ছ্রুয়েণাপি তাবন্তি সহস্রাণ্যাবলোহি সঃ ।
ততস্তমঃ সমাবৃত্য তং শৈলং সর্বতঃ স্থিতম্ ॥
তমশ্চাণ্ডকটাহেন সমস্তাং পরিবেষ্টিতম্ ।
পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারা সেয়মুস্বী দ্বিজোত্তমাঃ ॥
সহৈবাণ্ডকটাহেন সদীপা সমহীধরা ।
সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ সর্বভূতগুণাধিকা ।
আধারভূতা জগতাং সর্বেষাং সা দ্বিজোত্তমাঃ ॥
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে মহাপুরাণে সমুদ্রদ্বীপপরিমাণ-
বর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

কয় দৃষ্ট হয়। পুষ্কর দ্বীপে ভোজ্য বস্তু
নিজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। হে বিপ্রগণ!
এই দ্বীপের সকল প্রজাই সর্বদা যদ্রুসময়
পান ভোজন করে। স্বাদুদকের পরপারেও
লোকসংস্থান দৃষ্ট হয়। সেখানকার ভূমি
কাঞ্চনময়ী। উহার বিস্তার পুষ্কর অপেক্ষা
দ্বিগুণ। সেখানে কোন জীবজন্তুর বস-
বাস নাই। অনন্তর অযুত যোজন-
বিস্তৃত লোকালোক পর্বত বিরাজমান।
এই পর্বতের উচ্ছ্রায় উহার বিস্তার-
পরিমাণের সমান। ঘোর তমস্তোম ঐ
পর্বতকে আবৃত করিয়া সর্বদিকে অব-
স্থিত। ঐ তমস্তোম চারিদিকের অণ্ড-
কটাহে পরিবৃত। হে দ্বিজোত্তম সকল!
এইরূপে সেই এই পৃথিবী—দ্বীপ, মহীধর
ও অণ্ডকটাহাকি সহ পঞ্চাশৎ কোটিযোজন
বিস্তৃত। ইনিই ধাত্রী, বিধাত্রী; সর্বভূত-গুণা-
ধিকা ও সর্বজগতের আধারভূতা ॥ ১—২০ ॥

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

বিস্তারঃ এষ কথিতঃ পৃথিব্যা মুনিসত্তমাঃ ।
সপ্ততিস্ব সহস্রাণি তদুচ্ছ্রায়োহপি কথ্যতে ॥ ১
দশসাহস্রমেকৈকং পাতালং মুনিসত্তমাঃ ॥
অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলং সূতলং তথা ॥ ২
তলাতলং রসাতলং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্ ।
কৃষ্ণা শুক্রাণী পীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনী ॥ ৩
ভূময়ো যত্র বিপ্রেন্দ্রা বরপ্রাসাদশোভিতাঃ ।
তেষু দানবদৈতেয়-জাতয়ঃ শতশঃ স্থিতাঃ ॥ ৪
নাগানাঞ্চ মহাজানাং জাতয়শ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ ॥ ৫
প্রাহ স্বর্গসদোমধ্যে পাতালেভ্যো গতৌ দিবম্
আহ্লাদকারিণঃ শুভ্রা মণয়ো যত্র সুপ্রভাঃ ॥ ৬
নাগাভরণভূষাশ্চ পাতালং কেন তৎসমম্ ।
দৈত্যদানবকন্যাভিরিতশ্চেতশ্চ শোভিতে ॥ ৭

একবিংশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
এই আমি পৃথিবীর বিস্তার-পরিমাণ বলি-
লাম। উহার উচ্ছ্রায়—সপ্ততি সহস্র-যোজন
বলিয়া অভিহিত। হে মুনিবরগণ! অতল
বিতল, নিতল, সূতল, তলাতল, রসাতল
ও পাতাল নামে পঞ্চ পাতাল বিদ্যমান।
এই সকল পাতালে কৃষ্ণা, শুক্রা, অরুণা,
পীতা, শর্করা ও শৈলকাঞ্চনী ভূমি বিরাজিত।
এই সমস্ত ভূমিই উচ্চ উচ্চ প্রাসাদে পরি-
শোভিত। এই প্রাসাদসমূহে শত শত
দৈত্য, দানব ও বিপুলাজ নাগপরিবার
অবস্থিত। হে দ্বিজবরগণ! একদা য
নারদ পাতাল পরিভ্রমণান্তে স্বর্গের সভা
গিয়া বলিলেন, আমি পাতাল দেখিয়া আশ্চ-
র্য্যছি, তাহা স্বর্গ লোক হইতেও রমণীয়।
সেখানে চিত্তাহ্লাদকর শুভ্র সুপ্রভ অনন্ত
মণি বিরাজমান। ঐ সকল মণি নাগগণের
দেহভূষণ; সূতরাং পাতাল কাহার সম্বন্ধে
ভুলিত? বাহার নামাঙ্কনে দৈত্য ও দানব-

পাতালে কন্ত ন প্রীতিবিমুক্তস্তাপি জায়তে ।
 দিবাকরশয্যে যত্র প্রভাস্তবন্তি নাতপম্ ॥ ৮
 শূশিনশ্চ ন শীতায় নিশি গৌতায় কেবলম্ ।
 ভক্ষ্যভোজ্যামহাপানমদমন্তৈশ্চ ভোগিভিঃ ॥ ৯
 যত্র ন জায়তে কালো গতোহপি দম্বজাদিভিঃ
 বনানি নগো রম্যাণি সরাংসি কমলাকরাঃ ॥ ১০
 পুংক্ষোকিলাদিলাপাশ্চ মনোজ্ঞান্তরানি চ ।
 ভূষণান্তিরম্যানি গঙ্গাকঙ্কালুলেপনম্ ॥ ১১
 বীণাবেণয়দঙ্গানাং নিঃস্বনাশ্চ সদা হিজাঃ ।
 এতান্তানি রম্যাণি ভাগ্যভোগ্যানি দানবৈঃ
 দৈত্যৈরগৈশ্চ ভূজান্তে পাতালান্তরগোচরৈঃ
 পাতালানামধশাস্তে বিবেশ্য তাবসী তনুঃ ॥
 শেষাখ্যা যদুগ্ধানবভুংন শক্তা দৈত্যদানবাঃ

কন্তাগণ বিচরণ করিতেছে, নাদৃশ পাতালে
 কোন মুক্ত পুরুষেরও না প্রীতি হইয়া থাকে ?
 যেখানে দৈনন্দিন সূর্য্যরশ্মি সকল প্রকাশিত
 হয় ; কিন্তু আতপতাপ বিতরণ করে না,
 যথায় প্রতিরাত্র শশধর কেবল শোভার
 জন্তই সমুদিত হইয়েন ; পরন্তু সমধিক শৈত্য
 বিস্তার করেন না, যেখানে সুখভোগ-পরা-
 য়ণ দম্বনন্দনগণ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও উত্তম
 উত্তম পানীয় পান নিবন্ধন মদমত্ত হইয়া
 কালের গতি কিছুই অনুভব করিতে পারে
 না, যেখানে রমা রমা বন, রমা রমা নদী
 ও কমলকুল সমুদ্রাসিত সরোবর সকল
 বিরাজমান, যেখানে পুংক্ষোকিলাদি বিহঙ্গম-
 গণের কলকলাপ পরিষ্কৃত হইতেছে,
 যেখানকার অদ্বয়-তল মনোজ্ঞ, ভূষণ সকল
 রমণীয় এবং অনুলেপন সকল সৌরভময়,
 যথায় বীণা, বেণু ও যুদঙ্গাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনি
 সদা সমুখিত, সেই পাতালতল কাহার না
 প্রিয়তম ? হে দ্বিজগণ ! পাতাল-তলাধি-
 বাসী দানব, দৈত্য ও উরগগণ এই সকল
 এবং এতদ্ব্যতীত অন্তান্ত রম্যতম ভাগ্যোপ-
 চিত ভোগ্য সকল সর্বদা ভোগ করিতেছে ।
 পাতালে অধোদেশে বিষ্ণুর যে শেবনাসী
 তামসী তনু আছে, দৈত্যদানবেরা যাহার

যোহনন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবদেববিপুজিতঃ ॥ ১৪
 সহস্রশিরসা ব্যক্তঃ স্তম্বিকামলভূষণঃ ।
 কণামণিসহশ্রেণ যঃ স বিদ্যোভয়ন দিশঃ ॥ ১৫
 সর্বান করোতি নিবীৰ্য্যান হিতায়জগতোহমুরান
 মদাবর্ণিতনেত্রোহসৌ যঃ সর্দৈবৈককুণ্ডলঃ ॥ ১৬
 কিরীটী শঙ্করো ভাতি সাগ্নিধেত ইবাচলঃ ।
 নীলবাসা মদোৎসিক্তঃ শ্বেতহারোপশোভিতঃ
 সাল্লগঙ্গাপ্রপাতোহসৌ কৈলাসাদ্রিরিবোত্তমঃ ।
 লাক্ষ্যলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রমুখলমুত্তমম্ ॥ ১৮
 উপাস্তে স্ময়ং কান্তা যো বাকুণ্য চ মূর্তয়া ।
 কল্লাণ্ডে যন্ত বক্ত্রেভ্যো বিমানলশিখোজ্জলঃ ॥
 সংকর্ষণাখ্যকো রুদ্রো নিষ্কম্যন্তি জগল্লয়ম্ ।
 স বিভ্রচ্ছিখরীভূতমশেষং ক্রীতমণ্ডলম্ ॥ ২০
 আন্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোহশেষসুরার্চিতঃ
 তন্ত্র বীৰ্য্যং প্রভাবশ্চ স্বরূপং রূপমেব চ ॥ ২১

গুণরাশি বর্ণন করিতে সক্ষম নহে, যিনি
 অনন্ত আখ্যায় অভিহিত, ঋগ্নাকে সিদ্ধ,
 দেব ও দেববিসম্প্রদায় পূজা করিয়া থাকেন,
 যিনি সহস্রশিরা, ব্যক্তমূর্তি, নানা মাঙ্গল্য
 ভূষণে ভূষিত হইয়া সহস্র কণামণি দ্বারা
 দিগ্গুণল সমুদ্ভাসিত করিতেছেন, জগতের
 হিতের নিমিত্ত যিনি অমুরদিগকে বীৰ্য্য-
 বিহীন করিতেছেন, যাহার নেত্র মদাবেশে
 বর্ণিত, যিনি সর্বদা এককুণ্ডলে অবস্থিত,
 যিনি শঙ্করী ও কিরীটী হইয়া বহিযুত শ্বেতা-
 চলের আয় প্রাতিভাত, যাহার পরিধান নীল
 বসন, যিনি মদভরে উৎসিক্ত, শ্বেতহারে
 শোভিত ও সুর-শৈবলিনীর প্রপাতযুত
 কৈলাসশৈলের আয় বিরাজিত, যাহার
 হস্তাগ্র লাক্ষ্যলে সমাসক্ত, যিনি ভীষণ মুসল
 ধারণ করিতেছেন, মূর্তিমতী কান্তি ও বাকুণী
 ঋগ্নাকে উপাসনা করিতেছেন, কল্লাবসানে
 যদীয় বক্ত্রসমূহ হইতে বিমানল-সমুজল
 সংকর্ষণাখ্য রুদ্রদেব নিষ্কাস্ত হইয়া দ্বিজগণ
 গ্রাস করিয়া থাকেন, সেই অশেষ সুরসমূহ-
 পূজিত শেষদেব শিখরীভূত অশেষ
 ভূমণ্ডল ধারণ করত পাতালমূলে অবস্থান

ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং জ্ঞাতুং বা ত্রিদশৈরপি ।
যস্যৈষা সকলা পৃথ্বী কণামণিশিখারুণা ॥ ২২
আন্তে কুসুমমালেব কস্তদ্বীৰ্য্যং বদিষ্যতি ।
যদা বিজৃম্বতেহনন্তো মদাবর্ণিতলোচনঃ ॥ ২৩
তদা চ গতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াধিকাননা ।
গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরোরগবারুণাঃ ॥ ২৪
নাস্তং গুণানাং গচ্ছন্তি ততোহনন্তোহয়মব্যয়ঃ ।
যন্ত নাগবধূহস্তৈর্লাপিতং হরিচন্দনম্ ॥ ২৫
মুহঃ শ্বাসানিলায়ন্তং যাতি দিকৃপটবাসতাম্ ।
যমারাধ্য পুরাণাবিগর্গো জ্যোতীংষি তত্ত্বতঃ ॥
জ্ঞাতবান্ সকলং চৈব নিমিত্তপঠিতং ফলম্ ।
তেনেয়ং নাগবধোণ শিরসা বিধূতা মহী ।
বিভর্তি সকলান্লোকান্ স দেবাসুরমানুষান্ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পাতালপ্রমাণ-
কৌর্টনং নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

করিতেছেন । ১—২১। তাঁহার বীৰ্য্য, প্রভাব,
স্বরূপ বা রূপ বিদিত হইতে বা বর্ণন করিতে
ত্রিদশগণও অক্ষম । এই সমগ্র পৃথ্বী
তাঁহারই কণামণি-শিখায় অরুণিত কুসুম-
মালার আয়। বিরাজিত, কে তাঁহার
বীৰ্য্যবস্তা বর্ণন করিতে সমর্থ ? সেই অনন্ত
যখন মদাবর্ণিতনেত্রে বিজৃম্বণ করেন,
তখনই এই সশৈল-জল-কাননা বরিত্রী
বিচলিত হইয়া থাকেন । গন্ধৰ্ব্ব, সিদ্ধ, অপ্সর
কিন্নর ও উরগগণ তাঁহার গুণগণের অন্ত
করিতে পারেন না, তাই সেই অব্যয় পুরুষ
অনন্ত আখ্যায় অভিহিত । নাগবধুগণ
ঐহার গাত্রে হস্তে করিয়া হরি চন্দন লেপিয়া
দিলে শ্বাসানিলে বারবার তাহা দূর-নীত
হইয়া দিকৃপট-বাসতা প্রাপ্ত হয়, পুরাণ ঋষি
গর্গ ঐহাকে আরাধনা করিয়া জ্যোতিস্তত্ত্ব
সকল জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সেই নাগশ্রেষ্ঠ
মন্তক দ্বারা এই মহী ধারণ করিতেছেন
এবং তিনিই এই সুরাসুরনর-পরিবৃত লোক-
সকল পালন করিতেছেন ॥ ২২—২৭ ॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ততশ্চানন্তরং বিপ্রা নরকা রোরবাদয়ঃ ।
পাপিনো যেষু পাতান্তে তাঙ্কগুণ্ণংহিজোক্তমাঃ ॥
রোরবঃ শৌকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা ।
মহাজালস্তপ্তকুড়ো মহালোভো বিমোহনঃ ॥
রুধিরাক্ষো বসাতপ্তঃ কুমৌশঃ কুমিভোজনঃ ।
অসিপত্রবনঃ কৃষ্ণো লালভক্ষ চ দারুণঃ ॥ ৩
তথা পুষ্পবহঃ পাপো বহুজালো অধঃশিরাঃ ।
সদংশঃ কৃষ্ণসূত্রশ্চ তমশ্চাবৌচিরেব চ ॥ ৪
শ্বভোজনোহথা প্রতিষ্ঠোমাবৌচিশ্চ তথাপরঃ ।
ইত্যেবমাদদশ্চাত্তে নরকা ভূশদারুণাঃ ॥ ৫
যমশ্চ বিষয়ে ঘোরাঃ শস্ত্রাগ্নিবিষদর্শিনঃ ।
পতন্তি যেষু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মরতাশ্চ যে ॥ ৬
কুটসাক্ষী তথা সম্যক্ পক্ষপাতেন যো বদেৎ ।
যশ্চাত্তদনৃতং বক্তি স নরো যাতি রোরবম্ ॥ ৭
ক্রগহা পুরহস্তা চ গোয়শ্চ মুনিসত্তমাঃ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ !
পাপিগণ যে সকল নরকে নিপতিত হইয়া
থাকে, অতঃপর আমি সেই রোরবাদি
নরক-বিবরণ বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ
করুন । রোরব, শৌকর, রোধ, তাল,
বিশসন, মহাজাল, তপ্তকুড়, মহালোভ,
বিমোহন, রুধিরাক্ষ, বসাতপ্ত, কুমৌশ, কুমি-
ভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ,
দারুণ, পুষ্পবহ, পাপ, বহুজাল, অধঃশিরাঃ,
সদংশ, কৃষ্ণসূত্র, তম, অবৌচি, শ্বভোজন,
অপ্রতিষ্ঠ ও মারৌচি এই সকল এবং অন্যান্য
আরও অতি দারুণ নরক-নিকর যমরাজের
অধিকারে বর্তমান রহিয়াছে । ঐ সকল
ঘোর নরক শস্ত্র, অগ্নি ও বিষময়াকারে
লঙ্কিত । পাপরত পুরুষেরা উল্লিখিত নরক-
নিচয়ে নিপতিত হইয়া থাকে । ১—৬। ঐহারা
কুট সাক্ষ্যদাতা, কোন পক্ষাশ্রয় করিয়া অসত্য
বক্তা, সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী, ক্রগহত্যাকারী,

যান্তি তে রোরবঃ ঘোরঃ যশোজ্ঞাননিরোধক
 সুরাপো ব্রহ্মহা হতা সুরবংশ চ শূকরে ।
 প্রযাতি নরকে যশ্চ তৈঃ সংসর্গমুপৈতি বৈ ॥ ১
 রাজ্ঞ্যবৈশ্বহা চৈব তথৈব গুরুতল্লগঃ ।
 তপ্তকুন্তে স্বয়ংগামী হস্তি রাজভটক যঃ ॥ ১০
 মাধ্বীবিক্রয়কুন্ত্যপালঃ কেসরবিক্রয়ী ।
 তপ্তলোহে পতন্ত্যেতে যশ্চ ভক্তঃ পরিত্যজেৎ
 সূতাঃ সুর্য্যাপি গতা মহাজালে নিপাত্যতে
 অবমন্তা গুরুনাং যো যশ্চাক্রোষ্টা নরাধমঃ ॥ ১২
 বেদদুষয়িতা যশ্চ বেদবিক্রয়কশ্চ যঃ ।
 অগম্যগামী যশ্চ শ্রাৎ তেযান্তি শবলং দ্বিজাঃ
 চৌরো বিমোহে পততি মর্যাদাদুষকস্তথা ।
 দেবদ্বিজপিতৃদেষ্টা রত্নদুষয়িতা চ যঃ ॥ ১৪
 স যান্তি কুমিতক্যে বৈ কুমীশে তু হুরিষ্টকঃ ।
 পিতৃদেবাতিথীন্ যশ্চ পর্যাশ্রাতি নরাধমঃ ॥ ১৫
 লালাতক্কে স যাতুগ্রে শরকর্তা চ বেধকে ।
 কয়োতি কর্ণিনো যশ্চ যশ্চ খড়্গাদিকুন্নরঃ ॥ ১৬
 প্রযান্ত্যেতে বিশসনে নরকে ভূশদাক্ষণে ।

পুর-বিধ্বংসী অথবা গোবধকারী, হে দ্বিজ-
 গণ! তাহারাই ঘোর রোরব 'নরকে
 নিপতিত হইয়া থাকে। তাহার সুরাপায়ী,
 ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরবংশেয়ী, অথবা ঐ
 সকল পাপীর সংসর্গকারী, তাহার শূকর
 নরকে; তাহার রাজ্ঞ্য বা বৈশ্ব-হত্যা-
 কারী, গুরুতল্লগামী, স্বয়ং-গামী অথবা রাজ-
 সৈন্তঘাতী, তাহার তপ্ত কুন্তে; তাহার
 মধ্ববিক্রয়ী, বধ্য পশু-পরিপালক, কেসর-
 বিক্রয়ী অথবা ভক্ত জন-পরিত্যাগী, তাহার
 তপ্তলোহে; তাহার সূতা বা পুত্রবধূগামী,
 তাহার মহাজালে; গুরুজনের অবমাননা
 বা আক্রোশকারী, বেদদুষক, বেদবিক্রয়ী বা
 অগম্যগামী বিবিধ মিশ্রনরকে; চোর বা
 মর্যাদা-লঙ্ঘনকারী বিমোহে; দেব, দ্বিজ ও
 পিতৃদেষ্টা, রত্নদুষক ব্যক্তি কুমিতক্যে;
 কুযজ্জকারী কুমীশে; পিতৃদেব-অতিথি-পরি-
 ভাবক ব্যক্তি লালাতক্যে; শর-নির্মাণ কর্তা
 উৎকট বেধকে; খড়্গাদি অস্ত্রকর্তা প্রভৃতি

অসৎপ্রতিগ্রহীতা চ নরকে যাত্যধোমুখে ॥ ১৭
 অযাজ্যযাজকস্তত্র তথা নকত্রস্থচকঃ ।
 কুমিপুয়ে নরশৈক্যে যান্তি মিষ্টান্নভুক্ সদা ॥ ১৮
 লাক্ষ্যমাংসরসানাঞ্চ তিলানাং লবণশ্চ চ ।
 বিক্রেতা ব্রাহ্মণো যান্তি তমেব নরকং দ্বিজাঃ ॥
 মার্জ্জারকুকুটচ্ছাগবরাহবিহঙ্গমান্ ।
 পোষয়ন্নরকং যান্তি তমেব দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ২০
 রঙ্গোপজীবী কৈবর্তঃ কুণ্ডলী গরদস্তথা ।
 সূচী মাহিষিকশ্চৈব পর্কগামী চ যো দ্বিজঃ ॥ ২২
 অগারদাহী মিত্রঘ্নঃ শকুনিগ্রামযাজকঃ ।
 কুধিরাক্ষে পতন্ত্যেতে সোমং বিক্রীণতে চ যে
 মধুহা গ্রামহন্তা চ যান্তি বৈতরণীং নরঃ ।
 রেতঃপানাদিকর্তারো মর্যাদাতেদিনশ্চ যে ॥ ২৪
 তে কুন্তে যান্ত্যশৌচাশ্চ কুহকাজীবিনশ্চ যে !
 অসিপত্রবনং যান্তি বনচ্ছেদী বৃথৈব যঃ ॥ ২৪
 ঔরভ্রিকা যুগব্যাধা বহির্জালে পতন্তি বৈ ।
 যান্তি তত্রৈব তে বিপ্রা যশ্চাপাকেষু বহিঃ ॥
 ব্রতোপলোপকো যশ্চ স্বাশ্রমাধিচ্যুতশ্চ যঃ ।
 সন্দংশয়াতনামধ্যে পততস্তাবুভাবপি ॥ ২৬
 দিবা স্বপ্নেষ্ণু স্তন্দন্তে যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ ।

অতিভীষণ বিশসনে; অসৎ-প্রতিগ্রহকর্তা
 অধোমুখে; আযাজ্য-যাজক নকত্রবস্ত্রা
 বা একাকী মিষ্টান্নভোক্তা, ইহার কুমিপুয়ে;
 লাক্ষা, মাংস, রস, তিল বা লবণ-বিক্রেতা
 এবং মার্জ্জার, কুকুট, ছাগ, কুকুর, বরাহ বা
 বিহঙ্গ-পোষণকর্তা ব্রাহ্মণ ও পূর্বোক্ত নরকে;
 রঙ্গোপজীবী, কৈবর্ত-ব্যবসায়ী, কুণ্ডলী, বিষ-
 প্রাযোক্তা, সূচক, মাহিষক, পর্কদিনে স্ত্রী-
 সঙ্গমকারী, গৃহদাহী, মিত্রঘাতী, গ্রামযাজী
 বা সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ কুধিরাক্ষ নরকে;
 মধুহা বা গ্রামহন্তা ব্যক্তি বৈতরণী নদীতে;
 রেতঃপানকর্তা, মর্যাদাতেক্তা বা অশুচি,
 কুহক জীবীগণ কুন্তু নরকে, বৃথা বনচ্ছেদী
 অসি-পত্র বনে; ঔরভ্রিক বা যুগব্যাধগণ
 বহির্জালে; অপাকে বহির্দানকর্তা ব্রাহ্মণ ও
 পূর্বোক্ত নরকে; ব্রতলোপী বা স্বীয় আশ্রম-
 ভ্রষ্ট ব্যক্তি সন্দংশয়াতনায় এবং দিবা স্বপ্নে

পুত্রৈরধ্যাপিতা যে তু তে পতন্তি স্বভোজনে ।
এতে চাশ্তে চ নরকাঃ শতশোহং সহস্রশঃ ।
যেষু দৃষ্টতকর্মাণঃ পচ্যন্তে যাতনাগতাঃ ॥ ২৮
তথৈব পাপান্তেতানি তথান্তানি সহস্রশঃ ।
ভূজ্যন্তে জাতিপুরুষৈর্নরকাস্তরগোচরৈঃ ॥ ২৯
বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধক কৰ্ম কুৰ্বন্তি যে নরাঃ ।
কৰ্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তি তে ॥ ৩০
অধঃশিরোভির্দৃশ্যন্তে নারকৈর্দেবী দেবতাঃ ।
দেবাশ্চধোমুখান্ সর্বানধঃ পশ্যন্তি নারকান্ ॥
স্বাবরাঃ কুময়োহজ্ঞাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ
ধার্মিকাস্ত্রিদশান্তদ্বয়োক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৩২
সহস্রভাগঃ প্রথমাদ্বিতীয়োহনুক্রমাতথা ।
সর্বৈ হেতে মহাভাগা যাবন্মুক্তিসমাপ্রয়াঃ ॥ ৩৩
যাবন্তো জন্তবঃ স্বর্গে তাবন্তো নরকে কিসঃ ।
পাপকুদ্যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাধুখঃ ॥ ৩৪
পাপানামনুরূপানি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্যথা ।

রেতঃপাতয়িতা ব্রহ্মচারী ও পুত্রের নিকট
অধ্যয়নকারী পিতা, এই উভয়েই স্বভোজন
নরকে; নিপাতিত হইয়া থাকে। ১—২৭।
এইরূপে এবং অন্তরূপ আরও অনেক ভীষণ
নরক আছে; দৃষ্টতকারীরা সেই সকল
নরকে গিয়া বিষম যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
পূর্বে যত প্রকার পাপ উক্ত হইল, ঐরূপ
আরও সহস্র সহস্র পাপ আছে। নরক-নিমগ্ন
স্ত্রী-পুরুষেরা সেই সকল পাপের কলভোগ
করিয়া থাকে। যাহারা কৰ্ম্ম মন ও বাক্য
দ্বারা বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই
সকল লোক নিরয়-নিমগ্ন হয়। নারকী
লোকেরা অধঃশিরা হইয়া স্বর্গীয় পুণ্যাঙ্গা
দেবতাদিগকে অবলোকন করে এবং স্বর্গ-
বাসীরা নারকীদিগকে অধোমুখস্থিত অব-
লোকন করেন। হে মহাভাগগণ! স্বাবর,
জঙ্গম, কুমি, জলজ, স্থলজ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য,
ইহারা সকলেই কৰ্ম্মানুসারে ধার্মিক হইতে
পারে, এমন কি, দেবত্বও মুক্তি পর্য্যন্তও উঠা-
দের কৰ্ম্মানুসৃত হইয়া থাকে। যত জীব
স্বর্গে আছে, নরকেও তত সংখ্যক জীব

তথা তথৈব সংসৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ ॥
পাপে গুরুণি গুরুণি স্বরাস্ত্রে চ তথিহঃ ।
প্রায়শ্চিত্তানি বিপ্রেন্দ্রা জ্ঞাঃ স্বায়ত্ত্ববাদয়ঃ ॥ ৩৬
প্রায়শ্চিত্তান্তশেষানি তপঃকৰ্ম্মাঙ্ককানি বৈ ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥ ৩৭
কৃতে পাপেহনুতাপো বৈ যন্ত পুংসঃ প্রজায়তে
প্রায়শ্চিত্তন্ত তন্তৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥ ৩৮
প্রার্ভনশি তথা সঙ্কামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন ।
নারায়ণমবাপ্নোতি সত্তাঃ পাপকয়ামরঃ ॥ ৩৯
বিষ্ণুসংস্মরণাৎ কীণসমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ ।

মুক্তিঃ প্রয়াতি ভো বিপ্রা

বিষ্ণোস্তস্মানুকীৰ্ত্তনাৎ ॥ ৪০

বাসুদেবে মনো যন্ত জপহোমার্চনাদিষু ।
তস্মান্তরাযো বিপ্রেন্দ্রা দেবেন্দ্রাদিকং কলম্

বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সকল পাপকর্তা
প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে পরাধুখ, তাহারাই নরক
ভোগ করে। পরমর্ষিগণ অনেক চিন্তা
করিয়া পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যব-
স্থাও করিয়াছেন। গুরুতর পাপে গুরুতর
এবং স্বল্প পাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত বিহিত
হইয়াছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! স্বায়ত্ত্ব-
প্রভৃতির তপস্যা ও কৰ্ম্মাঙ্কক অশেষ প্রকার
প্রায়শ্চিত্ত বিধি নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ
সকল প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে কৃষ্ণানুস্মরণই
প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। পাপ করিয়া যে ব্যক্তির
অনুতাপ জন্মে, প্রায়শ্চিত্তও তাহারই
পক্ষে বিহিত। সেই প্রায়শ্চিত্ত এক মাত্র
হরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ। পাপী নর প্রাতে,
মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও নিশাযোগে নারায়ণ
নাম স্মরণ করিলে সদ্য সত্তা তাঁহাকেই প্রাপ্ত
হইয়া থাকে। এমন কি, বিষ্ণুস্মরণে
তাহার সর্বপাপ ও পাপজনিত ক্লেশরাশি
ক্ষয় হইয়া গেলে বিষ্ণুনাম-কীৰ্ত্তনে সে
মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে, হে
বিপ্রেন্দ্রগণ! জপ, হোম ও অর্চনাদি
ব্যাপারে বাসুদেবে বাহ্যর মন, মুক্তিলাভের
প্রতি দেবেন্দ্রাদি কল লাভ তাঁহার বির

ক নাকপৃষ্ঠগমনঃ পুনরাবুত্তিলক্ষণম্ ।
 ক জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবিজয়মুত্তমম্ ॥ ৪২
 তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন পুরুষো দ্বিজঃ ।
 ন যাতি নরকং শুদ্ধঃ সংকীর্ণাখিলপাতকঃ ॥ ৪৩
 মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্ধ্যয়ঃ ।
 নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৪
 বহুৈকমেব হৃদ্যায় সুখায়ৈর্ব্যোদয়ায় চ ।
 কোপায় চ যতস্তস্মাদ্ভুক্ত হৃদ্যায়কং কৃতঃ ॥ ৪৫
 তদেব প্রীত্যে ভূত্বা পুনঃ হৃদ্যায় জায়তে ।
 তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে ॥ ৪৬
 তস্মাদ্ভুক্তায়কং নাস্তি ন চ কিকিৎসুখায়কম্ ।
 মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখহৃদ্যাদিলক্ষণঃ ॥ ৪৭
 জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্মজ্ঞানং বন্ধায় চেষাতে ।
 জ্ঞানাত্মকমিদং বিষ্ণুং ন জ্ঞানাদ্বিজতে পরম্ ॥
 বিদ্যাবিদ্যো হি ভো বিপ্রা জ্ঞানমেবাবধারণাত্মা
 এবমেতন্ময়াখ্যাতং ভবতাং মণ্ডলং ভূবঃ ॥ ৪৯
 পাতালানি চ সর্বাণি তথৈব নরকা দ্বিজাঃ ।

স্বরূপে উপস্থিত হওয়া থাকে । ২৮-৪১। কেথায়
 পুনরায় সংসার-পতন-লক্ষণ নাক-পৃষ্ঠগমন
 আর কোথায়ই বা মুক্তিনিদান বাসুদেব-মন্ত্র
 জপ ? ফলতঃ ঐ উভয়ের পার্থক্য বিস্তর ।
 অতএব ব্রাহ্মণ রাত্রিদিন বিষ্ণুস্মরণ করিবে,
 বিষ্ণুস্মরণে বিভুদ্ধ ও নিষ্পাপ হইলে কাহারও
 নরক প্রাপ্তি ঘটে না । হে দ্বিজগণ ! স্বর্গ
 যাত্নের মনঃপ্রীতিকর, নরক তাহার
 বিপরীত, পাপ ও পুণ্য এই দুইটাকেই নরক
 ও স্বর্গ আখ্যায় অভিহিত করা হয় । একই
 বস্তু একবার সুখ, একবার দুঃখ, এইরূপে
 কোপ, দৈবা, দয়া, প্রীতি ও প্রসন্নতার নিমিত্ত
 হইয়া থাকে ; সুতরাং কিছুই হৃদ্যায়ক বা
 কিছুই সুখায়ক নয় । সুখ-দুঃখ প্রভৃতি
 কেবল মনেরই পরিণতি মাত্র । জ্ঞানই পরম
 ব্রহ্ম, আর অজ্ঞানই বন্ধের কারণ । এই
 বিষ্ণু জ্ঞানাত্মক, জ্ঞান হইতে পরম বন্ধু আর
 কিছুই নাই । হে বিপ্রগণ ! জ্ঞানকেই
 বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া অবধারণিত করুন ।
 হে দ্বিজগণ ! এই আমি আপনাদের নিকট

সমুদ্রাঃ পর্বতাশ্চৈব দ্বীপা বর্ষাণি নিম্নগাঃ ॥
 সংক্ষেপাঃ সর্বমাখ্যাতাঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পাতালনরককৌর্ভনং
 নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কথিতং ভবতা সর্বমস্মাকং সকলং তথা ।
 ভুবলোকাদিকাল্লোকান শ্রোতুমিচ্ছামহে বরম্
 তথৈব গ্রহসংস্থানং প্রমাণানি যথা তথা ।
 সমাচক্ষু মহাভাগ যথাবল্লোমহর্ষণ ॥ ২
 লোমহর্ষণ উবাচ ।
 রবিচন্দ্রমসৌর্যাবনুযুথৈরবভাস্ততে ।
 সসমুদ্রসরিচ্ছল। তাবতৌ পৃথিবী স্মৃতা ॥ ৩
 যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তারপরিমণ্ডলা ।
 নভস্তাবৎপ্রমাণং হি বিস্তারপরিমণ্ডলম্ ॥ ৪

সমস্ত পাতাল ভূমণ্ডল, সমস্ত নরক,
 যাবতীয় সাগর, শৈল, দ্বীপ, বর্ষ ও নরিক
 প্রভৃতির বিষয় বর্ণন করিলাম ; এই সকলই
 সংক্ষেপে কথিত হইল ; আর কি আপনারা
 শুনিতে ইচ্ছা করেন ? ৪২-৫০ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ, লোম-
 হর্ষণ ! আপনি আমাদিগের নিকট সকলই
 কহিয়াছেন ; এক্ষণে ভুবলোকাদি লোকসমু-
 হের বিবরণ, গ্রহ-সংস্থান ও প্রমাণাদি যথাযথ
 বলুন, শুনিতে ইচ্ছা করি । লোমহর্ষণ
 কহিলেন,—রবি ও চন্দ্রের মনুষ্যমালায় যাবৎ
 পর্যন্ত অবভাসিত হয়, এই সরিৎ-সমুদ্র-
 শৈল-সমষ্টি পৃথিবী তাবৎ পর্যন্তই নির্ণীত ।
 পৃথিবীর বিস্তার প্রমাণ যত, ঐ আকাশও
 তত পরিমাপই বিস্তৃত । হে বিপ্রগণ !

ভূমেষোজনলক্ষে তু সৌরং বিপ্রাশ্চ মণ্ডলম্ ।
লক্ষে দিবাকরাচ্চাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্ ॥
পূর্বে শতসহস্রে তু যোজনানাং নিশাকরাৎ ।
নক্ষত্রমণ্ডলং কুৎস্মুগপরিষ্টাৎ প্রকাশতে ॥ ৬
দ্বিলক্ষে চোত্তরে বিপ্রা বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ ।
তাবৎ প্রমাণভাগে তু বুধস্তাপুশনা স্থিতঃ ॥ ৭
অঙ্গারকোহপি শুক্রস্তা তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ
লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্তা স্থিতো দেবপুরোহিতঃ ॥ ৮
সৌরিরহস্পতেরুর্দ্ধং দ্বিলক্ষে সমবস্থিতঃ ।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাল্লক্ষমেকং দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৯
ঋষিত্যস্ত সহস্রাণাং শতাদুর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ ।
মেটীভূতঃ সমস্তস্তা জ্যোতিশ্চক্রস্তা বৈ ঋবঃ ॥
ত্রৈলোক্যমেতৎ কথিতং সংক্ষেপেণ দ্বিজোক্তমাঃ
ইজ্যাকলস্তা ভূরেষা ইজ্যা চাত্র প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১১
ঋবাদুর্দ্ধং মহলৌকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ ।
একযোজনকোটী তু মহলৌকো বিধীয়তে ॥ ১২

পৃথিবীর লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সৌরমণ্ডল অধি-
ষ্ঠিত। চন্দ্রমণ্ডল দিবাকর হইতেও লক্ষ
যোজন অন্তরে বিরাজিত। নিশাকর হইতে
পূর্ণ শত সহস্র যোজন উপরিভাগে সমগ্র
নক্ষত্র মণ্ডল প্রকাশিত। নক্ষত্র মণ্ডলের
তাই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বুধগ্রহ বিরাজিত ;
আবার বুধ গ্রহ হইতেও তত পরিমাণ উর্দ্ধে
শুক্র, শুক্রের তত প্রমাণে মঙ্গল, মঙ্গলের
তাই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বৃহস্পতি এবং বৃহ-
স্পতির তাই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনৈশ্চর। হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ শনৈশ্চরের এক লক্ষ
যোজন উর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল বিরাজমান। সপ্তর্ষি
মণ্ডল হইতে শত সহস্র যোজন উর্দ্ধে সমস্ত
জ্যোতিশ্চক্রের কেন্দ্রীভূত ঋব মণ্ডল অব-
স্থিত। হে দ্বিজোক্তমগণ! এই আমি
সংক্ষেপতঃ ত্রৈলোক্যবার্ত্তা বিবৃত করিলাম।
এই ভূমি ইজ্যাকলের আধার, ইজ্যা
এখানে অধিষ্ঠিত। ঋবস্থানের উর্দ্ধে মহলৌক,
এই লোকে কল্পবাসিগণের বাস। ঐ মহ-
লৌকের পরিমাণ এক কোটি যোজন। ১—১২।

যে কোটী তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ
সনন্দনাচ্চাঃ কথিতা বিপ্রাশ্চামলচেতসঃ ॥ ১৩
চতুর্গুণোত্তরং চোর্দ্ধং জনলোকোত্তমং স্মৃতম্ ।
বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতাঃ দেহবিবর্জিতাঃ ॥
ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে
অপুনর্মারকং যত্র সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্ ॥ ১৪
পাদগমাং তু যৎ কিকিৎস্বস্তি পৃথিবীময়ম্ ।
স ভূলোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোহস্ত ময়োদিত
ভূমিস্থর্যাস্তরং যত্নে সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্ ।
ভুবলোকস্ত সোহপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তমাঃ
ঋবস্থর্যাস্তরং যত্নে নিযুতানি চতুর্দশ ।
স্বর্লোকঃ সোহপি কথিতো লোকসংস্থানচিস্তকৈঃ
ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং বিপ্রৈশ্চ পরিপঠাতে
জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্ ॥ ১৯
কৃতকাকৃতকো মধ্য মহলৌক ইতি স্মৃতঃ ।
শূন্যো ভবতি কল্পান্তে যোহন্তঃ ন চ বিনশ্চতি

জনলোক তই কোটি যোজন ; এই লোক
সনন্দনাদি বিমলচিত্ত ব্রহ্মনন্দনগণের বাস
ভূমি বলিয়া নিগীত। জনলোক হইতে
চারিগুণ উর্দ্ধে তপোলোক অবস্থিত। এই
লোকে বৈরাজ নামক দেহ-বিহীন দেবগণ
বিরাজমান। তপোলোক হইতে ছয়গুণ
উর্দ্ধে সত্যলোক বিরাজিত। এই লোকে
সিদ্ধ মুনীগণের বাস। এখানে আসিলে
পুনরায় আর মৃত্যুযজ্ঞণা ভোগ করিতে
হয় না। যে কিছু পাদগম্য পার্শ্বব বস্তু
আছে, তাহা ভূলোক আখ্যায় অভিহিত।
এই ভূলৌকের বিস্তার আমি পূর্বেই
বলিয়াছি। হে দ্বিজগণ! ভূমি ও স্বর্ষ্যের
মধ্যভাগে যে সিদ্ধ মুনিসেবিত স্থান, তাহার
নাম ভুবলোক ; ঋব ও স্বর্ষ্যের অন্তরালে
যে চতুর্দশ নিযুত-যোজন স্থান, লোকহিতজ্ঞ
ব্যক্তিগণের মতে তাহার নাম স্বর্লোক।
বিপ্রগণ এই ত্রৈলোক্যকে কৃতক এবং জন,
তপ ও সত্য এই লোকত্রয়কে অকৃতক
আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। ঐ ত্রৈলোক্য

এতে সপ্ত মহালোকা ময়া বঃ কথিতা দ্বিজাঃ ।
 পাতালানি চ সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডৈশ্চৈব বিস্তরঃ ॥২১
 এতদণ্ডকটাহেন তিৰ্য্যগৃদ্ধমধস্তথা ।
 কপিখম্ যথা বীজং সৰ্বতো বৈ সমাবৃতম্ ॥২২
 দশোত্তরেণ পয়সা দ্বিজাশ্চাণ্ডঞ্চ তদ্বৃতম্ ।
 স চান্দ্রপরিবারোহসৌ বহির্না বেষ্টিতো বহিঃ ॥
 বহিঃ বায়ুনা বায়ুবিপ্রাশ্চ নভসাবৃতঃ ।
 আকাশোহপি মুনিশ্রেষ্ঠা মহতা পরিবেষ্টিতঃ ॥২৪
 দশোত্তরাণ্যশেষাণি বিপ্রাশ্চৈতানি সপ্ত বৈ ।
 মহান্তঞ্চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতম্ ॥ ২৫
 অনন্তম্ ন তন্ত্রান্তং সংখ্যানং চাপি বিদ্যতে ।
 তদনন্তমসংখ্যাতং প্রমাণেনাপি বৈ যতঃ ॥ ২৬
 হেতুভূতমশেষম্ প্রকৃতিঃ সা পরা দ্বিজাঃ ।
 অণুনাঙ্ক সহস্রাণাং সহস্রাণ্যমুতানি চ ॥ ২৭
 ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটিশতানি চ ।
 দাক্ষণ্যগ্নির্যথু তৈলং তিলে তদ্বৎ পুমানিহ ॥২৮

ও জন-তপঃপ্রভৃতি লোকজয়, ইহার মধ্য-
 ভাগে মহালোক কৃতকাকৃতক নামে কথিত ।
 এই লোক শূন্যময়, কিন্তু কল্পান্তে ইহার নাশ
 নাই । হে দ্বিজগণ ! এই সপ্ত মহালোক, সপ্ত
 পাতাল ও ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার আপনাদের নিকট
 কীর্তন করিলাম । এই ব্রহ্মাণ্ড তিৰ্য্যক্ ও
 অধোভাবে কপিখবীজের আয় অণ্ডকটাহ
 দ্বারা সৰ্বতঃ সমাবৃত ১৩—২২। এই অণ্ড-
 কটাহ আবার দশ গুণাধিক জল দ্বারা, সেই
 জলবেষ্টন আবার তদপেক্ষা দশগুণাধিক বহিঃ
 দ্বারা, সেই বহিঃ আবার তদপেক্ষা দশগুণা-
 ধিক বায়ু দ্বারা, সেই বায়ু আবার তদপেক্ষা
 দশগুণাধিক আকাশ দ্বারা এবং সেই
 আকাশ আবার তদপেক্ষা দশগুণাধিক মহ-
 ত্ত্ব দ্বারা আবৃত । এই মহত্ত্ব বেষ্টনপূৰ্ব্বক
 প্রধান বা প্রকৃতি অবস্থিত । এই প্রকৃতি
 অনন্ত ; ইহার অন্ত কিছা সংখ্যা হয় না ।
 কেন না প্রমাণ দ্বারা উহা অসংখ্য । হে
 দ্বিজগণ ! ঐ পরম প্রকৃতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের
 হেতুভূত । উল্লিখিত রূপ সহস্র সহস্র শত
 শত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঐ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত ।

প্রধানেহবস্থিতো ব্যাপী চেতনান্ননিবেদনঃ ।
 প্রধানঞ্চ পুমান্শ্চৈব সৰ্বভূতানুভূতয়া ॥ ২৯
 বিকৃশক্ত্যা দ্বিজশ্রেষ্ঠা ধৃতৌ সংশ্রয়মগ্নির্গৌ ।
 তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাবে কারণং সংশ্রয়স্ত চ ॥৩০
 ক্ষোভকারণভূতা চ সৰ্গকালে দ্বিজোত্তমাঃ ।
 যথা শৈত্যং জলে বাতো বিভর্তি কণিকাগতম্
 জগচ্ছক্তিস্তথা বিকোঃ প্রধানপুরুষাত্মকম্ ।
 যথা চ পাদপো মূলকঙ্কশাখাদিসংযুতঃ ॥ ৬২
 আত্মবীজাৎ প্রভবতি বীজাত্মতানি বৈ ততঃ ।
 প্রভবন্তি ততস্তেভ্যো ভবন্ত্যন্তে পরে জন্মাঃ
 তেহপি তল্লক্ষণদ্রব্যাকারণানুগতা দ্বিজাঃ ।
 এবমব্যাকৃতাৎ পূৰ্ব্বং জায়ন্তে মহাদায়ঃ ॥৩৪
 বিশেষান্তান্ততস্তেভ্যঃ সম্ভবন্তি সুরাদয়ঃ ।
 তেভ্যশ্চ পুত্রান্তেষাং তু পুত্রাণাং পরমে সূতা

দাক্ষতে অগ্নির আয় এবং তিলে তৈলের
 আয় চৈতন্যাত্মা সৰ্বব্যাপী পুরুষ এই প্রকৃ-
 তিতে সম্মিলিতভাবে অবস্থিত । এইরূপে
 পরস্পর সংশ্রয়ধর্মী প্রধান এবং পুরুষ সৰ্ব-
 ভূতানুভূত বিকৃশক্তি দ্বারা বিধৃত । উক্ত
 প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতি
 পুরুষ হইতে পৃথক্ ভাবে সকলের কারণ
 হইয়া থাকে । হে দ্বিজোত্তমগণ ! সৃষ্টির
 প্রারম্ভে ঐ প্রকৃতিই ক্ষোভ-কারণভূত হয় ।
 বায়ু যেমন জল কণিকাগত শৈত্যগুণ ধারণ
 করে, উল্লিখিত বিকৃশক্তি তেমনি প্রকৃতি
 পুরুষাত্মক জগৎকে ধারণ করিয়া থাকেন ।
 যেমন মূল, কঙ্ক ও শাখাদিসম্বিত পাদপ
 আত্ম বীজ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, ঐ পাদপ
 হইতে অন্তান্ত বীজসমষ্টি উৎপন্ন হইয়া
 থাকে, সেই সকল বীজ হইতে আবার
 অন্তান্ত জন্মরাজি প্রাদুর্ভূত হয়, এবং এই
 জন্মরাজি আবার ততৎ লক্ষণসম্পন্ন দ্রব্য ও
 কারণের অনুগত হইয়া থাকে ; এইরূপে
 অবিকৃত মূলপ্রকৃতি হইতেই মহাদাদি বিশে-
 ষান্ত প্রাদুর্ভূত হয় এবং সেই সকল হইতেই
 সুরাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকেন । সেই
 সুরাদি হইতেই পরপর ঈহাদের পুত্র-

বীজান্বকপ্ররোহেণ যথা নাপচয়াস্তরোঃ ।
 ভূতানাং ভূতসর্গেণ নৈবাস্ত্যপচয়স্তথা ॥ ৩৬
 সন্নিধানাদ্যথাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ ।
 তথৈবাপরিণামেন বিশ্বস্ত ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩৭
 ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাকুরৌ তথা ।
 কাণ্ডকোষান্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলঃ ॥
 তুষাঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমান্বনঃ ।
 প্ররোহহেতুসামগ্র্যমাসাদ্য মুনিসন্তমাঃ ॥ ৩৯
 তথা কৰ্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাস্তনবঃ স্থিতাঃ ।
 বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ ॥ ৪০
 স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ ।
 জগচ্চ যো যত্র চেদং যস্মিন্ বিলয়মেষ্যতি ॥ ৪১
 তদব্রহ্ম পরমং ধাম সদসং পরমং পদম্ ।
 যন্ত সৰ্ব্বমভেদেন জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৪২
 স এব মূলপ্রকৃতিব্যক্তরূপী জগচ্চ সঃ ।

পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করে। বৃক্ষের বীজ
 হইতে বৃক্ষপ্ররোহ প্রার্ভূত হইলে যেমন
 ঐ বীজজনক বৃক্ষের বিনাশ হয় না, তেমনি
 ভূত হইতে ভূতসৃষ্টিতে ভূতাপচয় ঘটে না।
 যেমন সন্নিধানবশতঃ আকাশ ও কালাদি
 তরুর কারণ হয়, তেমনি ভগবান্ হরিই
 অপরিণামক্রমে এই দৃশ্য বিশ্বের কারণ।
 যেমন একমাত্র ব্রীহিবীজ হইতে মূল, নাল,
 পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোশ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল,
 তুষ ও কণা সকল সমুৎপন্ন, তেমনি আত্মা
 হইতেই এই সমস্ত দৃশ্য বিশ্ব আবির্ভূত।
 হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! প্ররোহহেতু সমষ্টি প্রাপ্ত
 হইয়া দেবাদি দেহ সকল বিবিধ কৰ্ম্ম-
 পরম্পরাতেই বিরাজিত। উহারা বিষ্ণু-
 শক্তি প্রাপ্ত হইয়াই প্ররোহ প্রাপ্ত হয়। সেই
 বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই সৰ্ব্ব-
 জগৎ সমুদ্ভূত। তিনিই জগন্ময়, তাঁহাতেই
 জগৎ অবস্থিত এবং তাঁহাতেই আবার লয়
 প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রহ্মই সৎ ও অসৎস্বরূপ
 পরম বস্তু। এই চরাচর সমগ্র জগৎ
 তাঁহা হইতে অভিন্নাকারে বিরাজমান।
 তিনিই মূল প্রকৃতি, এই জগৎ তাঁহারই

তস্মিন্নেব লক্ষ্য সৰ্ব্বং যাতি তত্র চ ভিত্তিঃ ॥ ৪৩
 কর্তা ক্রিয়াণাং স চ ইজ্যতে ক্রতুঃ
 স এব তৎ কৰ্ম্মকলঞ্চ তন্ত যৎ ।
 যুগাদি যস্মাচ্চ ভবেদশেষতো
 হরেন্ কিঞ্চিদ্যতিরিক্তমস্তি তৎ ॥ ৪৪
 ইতি শ্রীভাস্ক্রে মহাপুরাণে ভূর্ভুবঃস্বরাদি-
 কীৰ্ত্তনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ॥

তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ ।
 দিবি রূপং হরৈর্যত্নে তন্ত পুচ্ছে স্থিতো ঋবঃ ॥
 তৈস ভ্রমন্ ভ্রাময়তি চন্দ্রাদিত্যাদিকান্ গ্রহান্ ।
 ভ্রমন্তমহু তং যান্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ ॥
 সূর্যাচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ।
 বাতানীকময়ৈর্বৈষ্ণবৈ বন্ধানি তানি বৈ ॥ ৩

ব্যক্তাকৃতি। তাঁহাতে সমস্ত লয় পয় এবং
 তাঁহাতেই সকল অবস্থান করে। তিনি
 সৰ্ব্বক্রিয়ার কর্তা; তিনিই ক্রতুরূপে পূজ্য,
 ক্রতুর যাহা কৰ্ম্মকল, তাহাও তিনিই, যুগাদি
 যাহা কিছু, সকলই সেই অনন্ত হরি হইতে
 আবির্ভূত। তাঁহা হইতে কিছুই ব্যতিরিক্ত
 নয়। ২৩—৪৪।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু
 হরির যে তারকাময় স্বর্গীয় শিশুমারাকৃতি
 রূপ, তাহার পুচ্ছেদে ঋব অবস্থিত। তিনি
 ভ্রমণ করিতে থাকিলে রবি চন্দ্র প্রভৃতি
 গ্রহগণও ভ্রমিত হইয়া থাকে। তদীয় ভ্রমণ-
 কালীন নক্ষত্রপুঞ্জ চক্রের স্তায় তাহার অহু-
 সরণ করে। সূর্য, চন্দ্র, তারা ও নক্ষত্র-
 নিকর, অন্তান্ত গ্রহগণ সহ বাতানীকময়

শিশুমারাকৃতি প্রোক্তঃ বজ্রপংজ্যোতিষাঃ
দিবি ।

নারায়ণঃ পরঃ ধাম তত্ত্বাধারঃ স্বয়ং হৃদি ॥ ৪
উত্তানপাদতনয়স্তমারাব্য প্রজাপতিম্ ।
স তারাশিশুমারস্ত ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫
আধারঃ শিশুমারস্ত সর্বাধ্যক্ষো জনাধিনঃ ।
ধ্রুবস্ত শিশুমারস্ত ধ্রুবো ভানুর্দ্যাবস্থিতঃ ॥ ৬
তদাধারঃ জগচ্চেদং স দেবাস্থরমানুষম্ ।
যেন বিপ্রা বিধানেন তন্মে শরত সাম্প্রতম ॥ ৭
বিবস্থানষ্টভির্হাসৈগ্রসত্যাপো রসায়িকাঃ ।
বর্ষতাস্থ ততশ্চান্নমন্নাদম্মাখিল জগৎ ॥ ৮
বিবস্থানঃ শুভিস্তৌক্কুরাদায় জগতো জনম্ ।
সোমঃ পুষাত্যথেন্দুশ্চ বায়ুনাভীমবৈদিব ॥ ৯
জলৈর্বিষ্কিপ্যতেহভ্রেব ধূমাগ্নানিলমর্তিষ ।
ন ভ্রষ্টান্তি যতস্তেভ্যো জলান্ভ্রাণি তান যতঃ
অভ্রহাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়না সমুদীরিতাঃ ।

পাশ বন্ধনে ধ্রুবের সহিত আবদ্ধ । স্বর্গে
যে শিশুমারাকৃতি জ্যোতিষ্ক রূপ বর্ণিত
আছে, পরম ধাম স্বয়ং নারায়ণই তাহার
আধার । উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুব সেই প্রজা-
পতিকে আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহারই
কলে তিনি সেই তারাময় শিশুমারের পুচ্ছ-
দেশে স্থান প্রাপ্ত হইলেন । সর্বাধ্যক্ষ জনাধিন
শিশুমারের আধার । ধ্রুবের আধার শিশুমার
এবং ভানুর আধার ধ্রুব । ধ্রুবই ভানুর
অবস্থান । হে বিপ্রগণ ! বেকপ ক্রমে এই
সুরাস্থর-নর-পরিবৃত জগৎ ঐ ভানুতে
বিরাজমান, তাহা এক্ষণে আমার নিকট
হইতে শ্রবণ করুন । বিবস্থান ক্রমাগত
আটমাস যাবৎ রস গ্রহণপূর্বক অনন্তর সেই
রসায়ক জল বর্ষণ করেন । সেই জল
হইতে স্নান হয় এবং সেই স্নান দ্বারাই নিখিল
জগৎ পরিপালিত হইয়া থাকে । বিবস্থান
আপনার তীক্ষ্ণ করনিকর দ্বারা জগৎ হইতে
জল গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা চন্দ্রকে পরি-
পুষ্ট করেন । সেই চন্দ্র, বায়ুনাভীমর জল
দ্বারা ধূম, জ্যোতি ও বায়ুযুক্তিময় অভ্রবৃন্দে

সংস্কার কালজনিতঃ বিপ্রাশ্চাসাঙ্গ নিখলাঃ ॥
সরিৎসমুদ্রা ভৌমান্ত তথাপঃ প্রাণিসম্ভবাঃ ।
চতুষ্প্রকারা ভগবানাদন্তে সবিতা দ্বিজাঃ ॥ ১২
আকাশগঙ্গাসলিলং তথাহৃত্য গভস্তিমান্ ।
অনভ্রগতমেবোক্ষ্যাং সজাঃ ক্ষিপতি রশ্মিভিঃ ॥
ভস্ম সংস্পর্শনিধিতপাপপঙ্কো দ্বিজোত্তমাঃ ।
ন যাতি নরকং মর্ত্যো দিব্যং জ্ঞানং হি
তৎস্মৃতম্ ॥ ১৪

দৃষ্টমুখ্যং হি তদ্বারি পতত্যভ্রৈবিনা দিবঃ ।
আকাশগঙ্গাসলিলং তদগোভিঃ ক্ষিপ্যতে রবেঃ
কৃত্তিকাদিষ ঋক্ষৈব বিষমেষু যদিবঃ ।
দৃষ্ট্যর্কঃ পতিতঃ ভ্রেষ্টঃ তদগাঙ্গঃ
দিগ্গুগে জ্যোদ্ধতম্ ॥ ১৬
বগ্ন্যর্কেষু তু যদোষঃ পতত্যর্কোদ্ধতং দিবঃ ।

নিষ্কিপ্ত হইয়া থাকেন । ঐ অভ্রবৃন্দ হইতে
জলরাশি ভ্রষ্ট হয় না বলিয়া তাহার নাম
অভ্র । অভ্রবৃন্দে যে সকল জল অবস্থিত,
উহার কালজনিত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া
নিখল হয় এবং বায়ুকর্তৃক পরিচালিত হইয়া
পতিত হইয়া থাকে । হে দ্বিজগণ ! জল
চতুষ্প্রকার : সরিৎসংস্থিত, সামুদ্রিক, ভৌম ও
প্রাণিসম্ভব । ভগবান সবিতা এই চারি
প্রকার জলই গ্রহণ করিয়া থাকেন । ১—১২ ।
এতদ্ভিন্ন দিনকর আকাশগঙ্গার জল আহরণ
করত স্বীয় রশ্মি সহযোগে সদ্যই ভূতলে
নিষ্কেপ করেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সেই
জল সংস্পর্শে কোন কোন মানবের পাপপঙ্ক
প্রক্ষালিত হইয়া যায় এবং তাহাতেই তাহা-
দের স্বর্গীয় জ্ঞান সম্পন্ন হয় ; এইজন্য তাহা-
দিগকে আর নরকনিমগ্ন হইতে হয় না ।
ঐ আকাশগঙ্গার জল সূর্য্যসংস্পৃষ্ট হইয়া
বিনা মেঘেই স্বর্গ হইতে পতিত হয় ।
কলতঃ সৌরকর সাহায্যেই ভূতলে উহা
নিষ্কিপ্ত হইয়া থাকে । কৃত্তিকাদি বিষম নক্ষত্রে
আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহা
দিগ্গুগে জ্যোৎস্না সূর্য্যসংস্পৃষ্ট স্বর্গগঙ্গার জল
বলিয়াই জানিবেন । সূর্য্য নক্ষত্রে আকাশ

তৎস্ব্যর্থশ্চিতিঃ সদ্যঃ সমাদায় নিরন্তরে ॥১৭
উভয়ং পুণ্যমত্যর্থং নৃণাং পাপহরং দ্বিজাঃ ।
আকাশগঙ্গাসলিলং দিব্যং জ্ঞানং দ্বিজোত্তমাঃ
যন্তু মেঘৈঃ সমুৎসৃষ্টং বারি তৎ প্রাণিনাং
দ্বিজাঃ ।

পুণ্যতোষধয়ঃ সৰ্বা জীবনায়ামৃতং হি তৎ ॥
তেন বুদ্ধিঃ পরাং নীতঃ সকলশ্চৌষধীগণঃ ।
সাধকঃ কলপাকান্তঃ প্রজানান্ত প্রজায়তে ॥২০
তেন যজ্ঞান্ যথাপ্রোক্তান্মানবাঃ শাস্ত্রচক্ষুষঃ ।
কুর্ষতেহহরহশ্চৈব দেবানাং পায়য়ন্তি তে ॥ ২১
এবং যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বর্ণাশ্চ দ্বিজপূৰ্ব্বকাঃ ।
সৰ্বদেবনিকায়াস্চ পশুভূতগণাশ্চ যে ॥ ২২
বৃষ্ট্যা ধৃতমিদং সৰ্বং জগৎস্বাবরজঙ্গমম্ ।
সাপি নিস্পাদ্যতে বৃষ্টিঃ সবিত্রা মুনিসত্তমাঃ ॥২৩
আধারভূতঃ সবিতুৰ্দ্ধবো মুনিবরোত্তমাঃ ।

হইতে যে সূর্য্যোদ্ধৃত জল পতিত হয়,
জানিতে হইবে, তাহা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সগাই
নিষ্কিপ্ত হইয়াছে। হে দ্বিজবরগণ!
আকাশগঙ্গার উল্লিখিত উভয়বিধ জলই
অতীব পবিত্র ও পাপহর এবং ঐ জল
স্পর্শই দিব্য জ্ঞান। এতদ্বিন্ন যে জল মেঘ
দ্বারা সমুৎসৃষ্ট হয়, তাহাতে ওষধি সকল
পরিপুষ্ট হইয়া থাকে এবং প্রাণীদিগের
জীবনধারণ বিষয়ে তাহা অমৃতস্বরূপ হয়।
সমস্ত ওষধিই তাহা দ্বারা সবিশেষ বৃদ্ধি
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলপাকালেই ওষ-
ধির অবসান হয়; ওষধিই প্রজাগণের
জীবনধারণের প্রধান উপায়। শাস্ত্রদশী
মানবগণ ওষধি দ্বারাই যথাবিধি যজ্ঞ-কার্য্য
নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং অহরহ দেব-
গণের তৃপ্তিবিধান করেন। এইরূপ কি
যজ্ঞ, কি বেদ, কি দ্বিজাদি বর্ণচতুষ্টয়, কি
দেবগণ, কি পশু ও ভূত প্রভৃতি সকলেই
সেই ওষধি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।
অতএব এই চরাচর সমগ্র জগৎ একমাত্র
বৃষ্টি দ্বারাই ধৃত এবং সেই বৃষ্টি সূর্য্য হই-
তেই নিস্পন্ন। হে মুনিবরগণ! সেই সূর্য্য

ঋবন্ত শিশুমারোহসৌ সৌহপি নারায়ণায়মঃ
হৃদি নারায়ণস্তস্য শিশুমারস্ত সংস্থিতঃ ।
বিভর্তা সৰ্বভূতানামাদিভূতঃ সনাতনঃ ॥ ২৫
এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাণ্ডং সমুদাহৃতম্ ।
ভূসমুদাদিত্যুক্তং কিমত্র ছোতুমিচ্ছধ ॥ ২৬

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ঋবসংস্থিতি-
নিক্রপণং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্ভায়তনানি চ ।
বক্তুমহসি ধর্ম্মজ্ঞ শ্রোতুং নো বর্ততে মনঃ ॥ ১
লোমহর্ষণ উবাচ ।
যশ্চ হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুষংযতম্ ।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থকলমশ্রুতে ॥ ২

ঋবাধারে অধিষ্ঠিত। ঋবের আধার শিশু-
মার এবং তাহার আধার নারায়ণ। নারা-
য়ণ শিশুমারের হৃদয়ে অবস্থান করিতে-
ছেন। তিনিই সৰ্বভূতের বিধাতা, এবং
তিনিই আদিভূত সনাতন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ-
গণ! এই আমি ভূ-সাগরাদি-সমষ্টিত ব্রহ্মা-
ণ্ডের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম; বলুন,—
আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করিতে-
ছেন? ১৩—২৬।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! পৃথি-
বীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে,
তাহা শুনিবার জন্য আমাদের মন ব্যগ্র হই-
য়াছে, তুমি এক্ষণে সে সমস্ত প্রকাশ করিয়া
বল। লোমহর্ষণ কহিলেন,—যাহার বিজ্ঞা,
কীর্ত্তি ও তপশ্চর্যা আছে, এবং যাহার যজ্ঞ,
পদ ও মন সুষংযত হইয়া রহিয়াছে, তিনিই

যনো বিমুক্তঃ পুরুষস্ত তীর্থঃ

বাচাঃ তথা চেন্দ্রিয়নিগ্রহশ্চ ।

এতানি তীর্থানি শরীরজানি

স্বর্গস্ত মার্গঃ প্রতিবোধয়ন্তি ॥ ৩

চিন্তমস্তর্গতঃ হৃষ্টঃ তীর্থস্থানৈর্ন শুধ্যতি ।

শতশোহপি জনৈর্ধৌতঃ সুরাভাণ্ডমিবাণ্ডি ॥

ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ ।

হৃষ্টাশয়ঃ দস্তক্কাচং পুনস্তি ব্যুখিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫

ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃহা যত্র যত্র বসেন্নরঃ ।

তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা ॥ ৬

তস্মাক্ষুণ্ধঃ বক্ষ্যামি তীর্থান্ভায়তনানি চ ।

সংক্ষেপেণ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পৃথিব্যাং যানিকানি বৈ

বিস্তরেণ ন শক্যন্তে বক্তুঃ বর্ষশতৈরপি ।

প্রথমং পুষ্করং তীর্থং নৈমিষারণ্যমেব চ ।

প্রয়াগঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মারণ্যং দ্বিজোত্তমাঃ ।

ধেমুকং চম্পকারণ্যং সৈন্ধবারণ্যমেব চ ॥ ৯

তীর্থকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । বিমুক্ত মন, বাক্যসংযম এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই কয়টিই পুরুষের শরীর-সম্বৃত্ত তীর্থ; এই সকল তীর্থই স্বর্গমার্গ নির্দেশ করিয়া থাকে । যাহার চিন্তা অবিমুক্ত বা হৃষ্ট, জল দ্বারা শত ধৌত অণ্ডি সুরাভাণ্ডের ন্যায় তীর্থস্থানে তাহার শুদ্ধিলাভ কখনই হয় না । তীর্থ, দান, ব্রত বা আশ্রম, ইহার কিছু দ্বারাই ইন্দ্রিয়াসক্ত দান্তিক লোকের বিমুক্তি ঘটে না । ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করিয়া নর যেখানেই কেন বাস করুক না, সেই সেই স্থানই তাহার পক্ষে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুষ্কর তীর্থরূপ হয় । যাহা হউক, হে মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ! অতঃপর আপনারা পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে, তৎসমস্তের নাম প্রবণ করুন । পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থের বিবরণ বিস্তৃতরূপে বলা, শতবর্ষেরও কর্ম্ম নয়; অতএব সংক্ষেপতঃই ব্যক্ত করিতেছি । প্রথমে পুষ্কর তীর্থ, অনন্তর নৈমিষারণ্য; এইরূপে প্রয়াগ, ধর্ম্মারণ্য, ধেমুক,

পুণ্যঞ্চ মগধারণ্যং দণ্ডকারণ্যমেব চ ।

গয়া প্রভাসং ত্রীতীর্থং দিব্যং কনখলং তথা ॥

ভৃগুতৃঙ্গং হিরণ্যাক্ষং ভীমারণ্যং কুশস্থলীম্ ।

লোহাকুলং সকেদারং মন্দরারণ্যমেব চ ॥ ১১

মহাবলং কোটিতীর্থং সর্বপাপহরং তথা ।

রূপতীর্থং শূকরবং চক্রতীর্থং মহাকলম্ ॥ ১২

যোগতীর্থং সোমতীর্থং তীর্থং সাহোটকং তথা ।

তীর্থং কোকামুখং পুণ্যং বদরীশৈলমেব চ ॥

সোমতীর্থং তুঙ্গকূটং তীর্থং স্বন্দাশ্রমং তথা ।

কোটিতীর্থকাগ্নিপদং তীর্থং পঞ্চশিখং তথা ॥ ২৪

ধর্ম্মোদ্ভবং কোটিতীর্থং তীর্থং বাধপ্রমোচনম্ ।

গঙ্গাদ্বারং পঞ্চকূটং মধ্যকেশরমেব চ ॥ ১৫

চক্রপ্রভং মতঙ্গঞ্চ ক্রুশদণ্ডঞ্চ বিষ্ণুতম্ ।

দংষ্ট্রাকুণ্ডং বিষ্ণুতীর্থং সার্বকামিকমেব চ ॥ ১৬

তীর্থং মৎস্ততিলকৈব বদরী সুপ্রভং তথা ।

ব্রহ্মকুণ্ডং বহুকুণ্ডং তীর্থং সত্যপদং তথা ॥ ১৭

চতুঃশ্রোতশ্চতুঃশৃঙ্গং শৈলং দ্বাদশধারকম্ ।

মানসং স্থলশৃঙ্গঞ্চ স্থলদণ্ডং তথোৎকলী ॥ ১৮

লোকপালং মনুবরং সোমাহরশৈলমেব চ ।

সদাপ্রভং মেরুকুণ্ডং তীর্থং সোমভিষেচনম্ ॥

চম্পকারণ্য, সৈন্ধবারণ্য, পবিত্র মগধারণ্য, দণ্ডকারণ্য, গয়া, প্রভাস, ত্রীতীর্থ, দিব্য কনখল, ভৃগুতৃঙ্গ, হিরণ্যাক্ষ, ভীমারণ্য, কুশস্থলী, লোহাকুল, কেদার, মন্দরারণ্য, মহাবল, সর্বপাপহর, কোটিতীর্থ, রূপ-তীর্থ, শূকরব, মহাকল চক্রতীর্থ, যোগতীর্থ, সোমতীর্থ, সাহোটক, কোকামুখ, পবিত্র বদরীশৈল, সোমতীর্থ, তুঙ্গকূট, স্বন্দাশ্রম, কোটিতীর্থ অগ্নিপদ, পঞ্চশিখ তীর্থ, কোটিতীর্থ ধর্ম্মোদ্ভব, বাধপ্রমোচন, গঙ্গাদ্বার, পঞ্চকূট, পঞ্চশিখ, মধ্যকেশর । ১—১৫ । চক্রপ্রভ, মতঙ্গ, ক্রুশদণ্ড, দংষ্ট্রাকুণ্ড, সার্বকামপ্রদ বিষ্ণুতীর্থ, মৎস্ততিল, সুপ্রভ, ব্রহ্মকুণ্ড, বহুকুণ্ড, সত্যপদ, চতুঃশ্রোতঃ, চতুঃশৃঙ্গ, দ্বাদশধারক, মানস, স্থলশৃঙ্গ, স্থলদণ্ড, উৎকলী তীর্থ, লোকপাল, মনুবর, সোমাহর শৈল,

মহাশ্রোতঃ কোটরকঃ পঞ্চধারঃ ত্রিধারকম্ ।
 সপ্তধারৈকধারকঃ তীর্থঃ চামরকণ্টকম্ ॥ ২০
 শালগ্রামঃ চক্রতীর্থঃ কোটিজন্মমহুত্তমম্ ।
 বিশ্বপ্রভঃ দেবহৃদঃ তীর্থঃ বিষ্ণুহৃদঃ তথা ॥ ২১
 শঙ্খপ্রভঃ দেবকুণ্ডঃ তীর্থঃ বজ্রায়ুধঃ তথা ।
 অগ্নিপ্রভকঃ পুন্নাগঃ দেবপ্রভমহুত্তমম্ ॥ ২২
 বিজ্ঞাধরঃ সগাঙ্করঃ স্ত্রীতীর্থঃ ব্রহ্মণো হৃদম্ ।
 সাতীর্থঃ লোকপালাখ্যঃ মণিপূরগিরিঃ তথা ॥
 তীর্থঃ পঞ্চহৃদকৈব পুণ্যঃ পিণ্ডারকঃ তথা ।
 মলব্যঃ গোপ্রভাবকঃ গোবরঃ বটমূলকম্ ॥ ২৪
 স্নানদণ্ডঃ প্রয়াগকঃ শুভঃ বিষ্ণুপদঃ তথা ।
 কণ্ঠাশ্রমঃ বায়ুকুণ্ডঃ জম্বুমাগঃ তথোত্তমম্ ॥ ২৫
 গভস্তিতীর্থকঃ তথা যযাতিপতনঃ শুচি ।
 কোটীতীর্থঃ ভদ্রবটঃ মহাকালবনঃ তথা ॥ ২৬
 নৰ্মদাতীর্থমপরঃ তীর্থবজ্রঃ তথার্ক দম্ ।
 পিজ্জুতীর্থঃ সবাসিষ্ঠঃ তীর্থকঃ পৃথুসঙ্গমম্ ॥ ২৭
 তীর্থঃ দৌৰ্দ্ধাসিকঃ নাম তথা পিঞ্জরকঃ শুভম্ ।
 ঋষিতীর্থঃ ব্রহ্মতুঙ্গঃ বসুতীর্থঃ কুমারিকম্ ॥ ২৮
 শক্রতীর্থঃ পঞ্চনদঃ রেণুকাতীর্থমেব চ ।
 পৈতামহকঃ বিমলঃ রুদ্রপাদঃ তথোত্তমম্ ॥ ২৯
 মণিমন্তকঃ কামাখ্যঃ কৃষ্ণতীর্থঃ কুশাবিলম্ ।

সদাপ্রভ মেরুকুণ্ড, সোমাভিষেক, মহাশ্রোত,
 কোটরক, পঞ্চধার, ত্রিধারক, সপ্তধার,
 একধার, অমরকণ্টক, শালগ্রাম চক্রতীর্থ,
 কোটিজন্ম, বিশ্বপ্রভ, দেবহৃদ, বিষ্ণুহৃদ,
 শঙ্খপ্রভ, দেবকুণ্ড, বজ্রায়ুধ, অগ্নিপ্রভ,
 পুন্নাগ, দেবপ্রভ, বিজ্ঞাধর, গাঙ্কর, স্ত্রীতীর্থ,
 ব্রহ্মহৃদ, লোকপাল তীর্থ, মণিপূরগিরি,
 পঞ্চহৃদ, পবিত্র পিণ্ডারক, মালব্য, গোপ্রভাব,
 গোবর, বটমূলক, স্নানদণ্ড, প্রয়াগ, শুভ বিষ্ণু-
 পদ, কণ্ঠাশ্রম, বায়ুকুণ্ড, জম্বুমাগ, গভস্তি
 তীর্থ, যযাতি-পতন, কোটিতীর্থ ভদ্রবট,
 মহাকালবন, নৰ্মদাতীর্থ, বজ্রতীর্থ, অৰ্কহৃদ,
 পিজ্জু, বাশিষ্ঠ, পৃথু সঙ্গম, দৌৰ্দ্ধাসিক, পিঞ্জ-
 রক, ঋষিতীর্থ, ব্রহ্মতুঙ্গ, বসুতীর্থ, কুমারিক,
 শক্রতীর্থ, পঞ্চনদ, রেণুকাতীর্থ, বিমল
 পৈতামহ, উত্তম রুদ্রপাদ, মণিমন্ত, কামাখ্য

যজনঃ যাজনকৈব তথৈব ব্রহ্মবালুকম্ ॥ ৩০
 পুন্পশ্রাসঃ পুণ্ডরীকঃ মণিপূরঃ তথোত্তমম্ ।
 দীর্ঘসত্রঃ হয়পদঃ তীর্থঃ চানশনঃ তথা ॥ ৩১
 গঙ্গোদ্ভেদঃ শিবোদ্ভেদঃ নৰ্মদোদ্ভেদমেব চ ।
 বস্ত্রাপদঃ দারুবলঃ ছায়াবোহনমেব চ ॥ ৩২
 সিদ্ধেশ্বরঃ মিত্রবলঃ কালিকাশ্রমমেব চ ।
 বটাবটঃ ভদ্রবটঃ কৌশাঙ্গী চ দিবাকরম্ ॥ ৩৩
 দ্বীপঃ সারস্বতকৈব বিজয়ঃ কামদঃ তথা ।
 রুদ্রকোটিঃ সূমনসঃ তীর্থঃ সজ্জাবনামিতম্ ॥ ৩৪
 শ্রমন্তপঞ্চকঃ তীর্থঃ ব্রহ্মতীর্থঃ সুদর্শনম্ ।
 সততঃ পৃথিবীসর্গঃ পারিপ্লবপৃথুদকো ॥ ৩৫
 দশাশ্বমেধিকঃ তীর্থঃ সর্পিজঃ বিষয়াস্তিকম্ ।
 কোটিতীর্থঃ পঞ্চনদঃ বরাহঃ যক্ষিণীহৃদম্ ॥ ৩৬
 পুণ্ডরীকঃ সোমতীর্থঃ মুঞ্জবটঃ তথোত্তমম্ ।
 বদরীবনমাসীনঃ রত্নমূলকমেব চ ॥ ৩৭
 লোকদ্বারঃ পঞ্চতীর্থঃ কপিলাতীর্থমেব চ ।
 সূর্য্যতীর্থঃ শঙ্খিনী চ গবাঃ ভবনমেব চ ॥ ৩৮
 তীর্থকঃ যক্ষরাজশ্চ ব্রহ্মাবর্তঃ সূতীর্থকম্ ।
 কামেশ্বরঃ মাতৃতীর্থঃ তীর্থঃ শীতবনঃ তথা ॥ ৩৯
 স্নানলোমাপহকৈব মাসসংসরকঃ তথা ।
 দশাশ্বমেধঃ কেশারঃ ব্রহ্মোদ্বহরমেব চ ॥ ৪০

কৃষ্ণতীর্থ, কুশাবিল, যজন, যাজন, ব্রহ্মবালুক ।
 পুন্পশ্রাস, পুণ্ডরীক, মণিপূর, উত্তর দীর্ঘসত্র,
 হয়পদ, অনশন, গঙ্গোদ্ভব, শিবোদ্ভেদ,
 নৰ্মদোদ্ভেদ, বস্ত্রাপদ, দারুবল, ছায়াবোহন,
 সিদ্ধেশ্বর, মিত্রবল, কালিকাশ্রম, বটাবট,
 ভদ্রবট, কৌশাঙ্গী, দিবাকর, সারস্বত দ্বীপ,
 বিজয়, কামদ, রুদ্রকোটি, সূমনস, সজ্জাব-
 নামিত, শ্রমন্তপঞ্চক, ব্রহ্মতীর্থ, সুদর্শন,
 পৃথিবীসর্গ, পারিপ্লব, পৃথুদক, দশাশ্বমেধিক,
 সর্পিজ, বিষয়াস্তিক, কোটিতীর্থ পঞ্চনদ,
 বরাহ, যাক্ষিণীহৃদ, পুণ্ডরীক, সোমতীর্থ মুঞ্জ-
 বট, বদরীবন, রত্নমূলক, লোকদ্বার, পঞ্চ-
 তীর্থ, কপিলাতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ, শঙ্খিনীতীর্থ,
 গোভবনতীর্থ, যক্ষরাজ তীর্থ, সূতীর্থ, ব্রহ্ম-
 বর্ত, কামেশ্বর মাতৃতীর্থ, শীতবন, স্নান-
 লোমাপহ, মাসসংসরক, দশাশ্বমেধ, কেশার,

সপ্তবিধুগু তথা তীর্থং দেব্যাঃ সূজমুকম্ ।
 ঈশান্পদং কোটিকূটং কিন্দানং কিঞ্জপং তথা ॥ ৪১ ॥
 কারুণ্ডং চাবেধ্যাঞ্চ ত্রিবিষ্টপমথাপরম ।
 পাণিগাতং মিশ্রকঞ্চ মধুবটমনোজবো ॥ ৪২ ॥
 কৌশিকী দেবতীর্থঞ্চ তীর্থঞ্চ ঋণমোচনম্ ।
 দিব্যঞ্চ নৃগধুমাগ্যং তীর্থং বিষ্ণুপদং তথা ॥ ৪৩ ॥
 অমরাণাং হৃদং পুণ্যং কোটিতীর্থং তথাপরম্ ।
 ত্রীকুঞ্জং শালিতীর্থঞ্চ নৈমিষেয়কং বিশ্রুতম্ ॥ ৪৪ ॥
 ব্রহ্মস্থানং সোমতীর্থং কন্তাতীর্থং তথৈব চ ।
 ব্রহ্মতীর্থং মনস্তীর্থং তীর্থং বৈ কারুপাবনম্ ॥ ৪৫ ॥
 সৌগন্ধিকবনঞ্চৈব মণিতীর্থং সবস্বতী ।
 ঈশানতীর্থং প্রবরং পাবনং পাক্ষ্যাজিকম্ ॥ ৪৬ ॥
 ত্রিশূলধারং মাহেন্দ্রং দেবস্থানং রুতালয়ম্ ।
 শাকন্তরী দেবতীর্থং সুবর্ণাঞ্চ কলিং হৃদম্ ॥ ৪৭ ॥
 ক্ষীরস্রবং বিরূপাঞ্চ ভৃগুতীর্থং কুশোদ্ভবম্ ।
 ব্রহ্মতীর্থং ব্রহ্মযোনিং নীলপর্শ্বতমেব চ ॥ ৪৮ ॥
 কুজাম্রকং ভদ্রবটং বাশিষ্ঠপদমেব চ ।
 স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং কালিকাশ্রমমেব চ ॥ ৪৯ ॥
 কদ্রাবর্তং সুগন্ধাঞ্চ কপিলাবনমেব চ ।
 ভদ্রকর্ণহৃদঞ্চৈব শঙ্কুকর্ণহৃদং তথা ॥ ৫০ ॥
 সপ্তসারস্বতঞ্চৈব তীর্থমৌশনসং তথা ।

ব্রহ্মোহুদ্র, সপ্তবিধুগু, দেবীতীর্থ, সূজমুক, ঈশান্পদ, কোটিকূট, কিন্দান, কিঞ্জপ, কারুণ্ড, অবৈধ্য, ত্রিবিষ্টপ, পাণিগাত, মিশ্রক, মধুবট, মনোজব, কৌশিকী, দেব-তীর্থ, ঋণমোচন, নৃগধুম, বিষ্ণুপদ, কোটি-তীর্থ অমরাহৃদ, ত্রীকুঞ্জ, শালিতীর্থ, নৈমিষেয়, ব্রহ্মস্থান, সোমতীর্থ, কন্তাতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ, মনস্তীর্থ, কারুপাবন, সৌগন্ধিকবন, মণি-তীর্থ, সরস্বতীতীর্থ, ঈশানতীর্থ, পাক্ষ্যাজিক, ত্রিশূলধার, মাহেন্দ্র, দেবস্থান, রুতালয়, দেবতীর্থ, শাকন্তরী, সুবর্ণতীর্থ, কলীহৃদ, ক্ষীরস্রব, বিরূপাঞ্চ, ভৃগুতীর্থ, কুশোদ্ভব, ব্রহ্মতীর্থ, ব্রহ্মযোনি, নীলাচল, কুজাম্রক, ভদ্রবট, বাশিষ্ঠপদ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, কালিকাশ্রম, কদ্রাবর্ত, সুগন্ধাঞ্চ, কপিলাবন, ভদ্রকর্ণহৃদ, শঙ্কুকর্ণহৃদ ১১৬-৫০। সপ্তসারস্বত,

কপালমোচনঞ্চৈব অবকীর্ণঞ্চ কাম্যকম্ ॥ ৫১ ॥
 চতুঃসামুদ্রিকঞ্চৈব শতিকঞ্চ সহস্রিকম্ ।
 রেণুকং পঞ্চবটকং বিমোচনমর্থোজসম্ ॥ ৫২ ॥
 স্থানুতীর্থং কুরোস্তীর্থং স্বর্গদ্বারং কুশধ্বজম্ ।
 বিশেষ্বরং মানবকং কূপং নারায়ণাশ্রয়ম্ ॥ ৫৩ ॥
 গঙ্গাহৃদং বটঞ্চৈব বদরীপাটনং তথা ।
 ইন্দ্রমার্গমেকরাত্রং ক্ষীরকাবাসমেব চ ॥ ৫৪ ॥
 সোমতীর্থং দধীচঞ্চ শ্রুততীর্থঞ্চ ভো দ্বিজাঃ ।
 কোটিতীর্থস্থলীঞ্চৈব ভদ্রকালীহৃদং তথা ॥ ৫৫ ॥
 অরুন্ধতীবনঞ্চৈব ব্রহ্মাবর্তং তথোত্তমম্ ।
 অশ্ববেদী কুজাবনং যমুনাপ্রভবং তথা ॥ ৫৬ ॥
 বীরং প্রমোক্ষং সিন্ধুখম্মধিকুল্যা সক্রান্তিকম্ ।
 উর্ব্বাসংক্রমণঞ্চৈব মায়াবিদ্যোদ্ভবং তথা ॥ ৫৭ ॥
 মহাশ্রমো বৈতসিকারূপং সুন্দরিকাশ্রমম্ ।
 বাহুতীর্থং চাক্রনদীং বিমলাশোকমেব চ ॥ ৫৮ ॥
 তীর্থং পঞ্চনদঞ্চৈব মার্কণ্ডেয়শ্চ ধীমতঃ ।
 সোমতীর্থং সিতোদঞ্চ তীর্থং মৎস্তোদরী তথা ।
 সূর্য্যপ্রভং সূর্য্যাতীর্থমশোকবনমেব চ ।
 অরুণাঙ্গপদং কামদঞ্চ শুক্রতীর্থং সবালুকম্ ॥ ৬০ ॥
 পিশাচমোচনঞ্চৈব সুভদ্রাহৃদমেব চ ।
 কুণ্ডং বিমলদণ্ডশ্চ তীর্থং চণ্ডেশ্বরশ্চ চ ॥ ৬১ ॥

ঐশানস, কপালমোচন, অবকীর্ণ, কাম্যক, চতুঃসামুদ্রিক, শতিক, সহস্রিক, রেণুক, পঞ্চ-বটক, বিমোচন, ঔজস, স্থানুতীর্থ, কুরুতীর্থ, স্বর্গদ্বার, কুশধ্বজ, বিশেষ্বর, মানবক, কূপ, নারায়ণাশ্রম, গঙ্গাহৃদ, বট, বদরীপাটন, ইন্দ্রমার্গ, একরাত্র, ক্ষীরকাবাস, সোমতীর্থ, দধীচতীর্থ, শ্রুততীর্থ, কোটিতীর্থস্থলী, ভদ্র-কালীহৃদ, অরুন্ধতীবন, ব্রহ্মাবর্ত, অশ্ববেদী, কুজাবন, যমুনাপ্রভব, বীরপ্রমোক্ষ, সিন্ধুখ, ঋষিকুল্যা, ক্রান্তিকা, উর্ব্বাসংক্রমণ, মায়া-বিদ্যোদ্ভব, মহাশ্রম বৈতসিকারূপ, সুন্দরিকা-শ্রম, বাহুতীর্থ, চাক্রনদী, বিমলাশোক, পঞ্চ-নদ, ধীমান্ মার্কণ্ডেয়ের সোমতীর্থ, সিতোদ, মৎস্তোদরী, সূর্য্যপ্রভ, সূর্য্যাতীর্থ, অশোক-বন, অরুণাঙ্গপদ, কামদ, শুক্রতীর্থ, বালুক, পিশাচমোচন, সুভদ্রাহৃদ, বিমলদণ্ড-কুণ্ড,

জ্যেষ্ঠস্থানহৃদকৈব পুণ্যং ব্রহ্মসরং তথা ।
 জৈগীষব্যগুহ্য চৈব হরিকেশবনং তথা ॥ ৬২
 অজামুখসরকৈব ঘণ্টাকর্ণহৃদং তথা ।
 পুণ্ডরীকহৃদকৈব বাপী কর্কোটকম্ ৮ ॥ ৬৩
 সুবর্ণাশ্রোদপানকং শ্বেততীর্থহৃদং তথা ।
 কুণ্ডং ঘর্ষরিকায়ান্চ শ্রামাকূপকং চল্লিকা ॥ ৬৪
 শ্মশানস্তম্ভকূপকং বিনায়কহৃদং তথা ।
 কূপং সিন্ধুদ্বকৈব পুণ্যং ব্রহ্মসরং তথা ॥ ৪৫
 রুদ্রাবাসং তথা তীর্থং নাগতীর্থং পুলোমকম্ ।
 ভক্তহৃদং ক্ষীরসরং প্রেতাধারং কুমারকম্ ॥ ৬৬
 ব্রহ্মাবর্তং কুশাবর্তং দধিকর্ণোদপানকম্ ।
 শৃঙ্গতীর্থং মহাতীর্থং তীর্থশ্রেষ্ঠা মহানদী ॥ ৬৭
 দিব্যাং ব্রহ্মসরং পুণ্যং গয়ানীর্ষাক্ষয়ং বটম্ ।
 দক্ষিণং চোত্তরকৈব গোময়ং রূপশীতিকম্ ॥ ৬৮
 কপিলাহৃদং গৃধ্রবটং সাবিদ্রীহৃদমেব চ ।
 প্রভাসনং সীতবনং যোনিদ্বারকং বেলুকম্ ॥ ৬৯
 ধন্তকং কোকিলাগাঞ্চ মতঙ্গহৃদমেব চ ।
 পতুকূপং রুদ্রতীর্থং শক্রতীর্থং সুমালিনম্ ॥ ৭০
 ব্রহ্মস্থানং সপ্তকুণ্ডং মণিরত্নহৃদং তথা ॥
 কোশিক্যং ভরতকৈব তীর্থং জ্যেষ্ঠালিকা তথা
 বশেষরং কল্পসরং কন্তাসংবেদ্যমেব চ ।

১৫শ্বরতীর্থ, জ্যেষ্ঠস্থানহৃদ, পুণ্য ব্রহ্মসর,
 জগীষব্যগুহ্য, ঘণ্টাকর্ণহৃদ, পুণ্ডরীকহৃদ,
 কর্কোটকবাপী, সুবর্ণোদপান, শ্বেততীর্থহৃদ,
 ঘর্ষরিকাকুণ্ড, শ্রামাকূপ, চল্লিকাতীর্থ, শ্মশান-
 স্তম্ভকূপ, বিনায়ক হৃদ, সিন্ধুদ্ব কুল,
 রুদ্রবাস, নাগতীর্থ, পুলোমক, ভক্তহৃদ,
 ক্ষীরসরং, প্রেতাধার, কুমারক, ব্রহ্মাবর্ত,
 কুশাবর্ত, দধিকর্ণোদপানক, শৃঙ্গতীর্থ,
 মহাতীর্থ, তীর্থশ্রেষ্ঠ মহানদী, দিব্যপুণ্য
 ব্রহ্মসরং, গয়ানীর্ষ, অক্ষয়বট, দক্ষিণ ও
 উত্তরগোময়, রূপশীতিক, কপিলাহৃদ, গৃধ্রবট,
 সাবিদ্রীহৃদ, প্রভাসন, সীতবন, যোনিদ্বার,
 বেলুক, ধন্তক, কোকিলা, মতঙ্গহৃদ, পিতৃ-
 কূপ, রুদ্রতীর্থ, শক্রতীর্থ, সুমালী, ব্রহ্ম-
 স্থান, সপ্তকুণ্ড, মণিরত্নহৃদ, কোশিক্য,
 জ্যেষ্ঠালিকা, বিশেষর, কল্পসরং, কন্তাসংবেদ,

নিষ্ঠীবাশ্রমবৈশ্বেব বসিষ্ঠাশ্রমমেব চ ॥ ৭২
 দেবকূটক কূপকং বসিষ্ঠাশ্রমমেব চ ।
 বীরাশ্রমং ব্রহ্মসরো ব্রহ্মবীরাবকাপিনী ॥ ৭৩
 কুমারধারা শ্রীধারা গৌরীশিখরমেব চ ।
 শুনঃ কুণ্ডোহথ তীর্থকং নন্দিতীর্থং তথৈব চ ॥ ৭৪
 কুমারবাসং শ্রীবাসমোবীণীতীর্থমেব চ ।
 কুন্তকর্ণহৃদকৈব কোশিকীহৃদমেব চ ॥ ৭৫
 ধর্ম্যতীর্থং কামতীর্থং তীর্থমুদালকং তথা ।
 সঙ্ক্যাতীর্থং কারতোয়ং কপিলং লোহিতার্ণবম্
 শোণোদ্রবং বংশগুণ্মম্বভং কলতীর্থকম্ ।
 পুণ্যাবতীহৃদং তীর্থং তীর্থং বদরিকাশ্রমম্ ॥ ৭৬
 রামতীর্থং পিতৃবনং বিরজাতীর্থমেব চ ।
 মার্কণ্ডেয়বনকৈব কৃষ্ণতীর্থং তথা বটম্ ॥ ৭৮
 রোহিণীকূপপ্রবরমিন্দ্রহাস্যসরকং যৎ ।
 সান্নগর্তং সমাহেল্লং শ্রীতীর্থং শ্রীনদং তথা ॥ ৭৯
 ইবুতীর্থং বাসভকং কাবেরীহৃদমেব চ ।
 কন্তাতীর্থকং গোকর্ণং গায়ত্রীস্থানমেব চ ॥ ৮০
 বদরীহৃদমন্ত্রচ্চ মধ্যস্থানং বিকর্ণকম্ ।
 জাতীহৃদং দেবকূপং কুশপ্রবণমেব চ ॥ ৮১
 সর্বদেবব্রতকৈব কন্তাশ্রমহৃদং তথা ।
 তথান্ধালখিল্যানাং সপূর্বাণাং তথাপরম্ ॥ ৮২
 তথান্ধচ্চ মহর্ষীণামখণ্ডিতহৃদং তথা ।

নিষ্ঠীবাশ্রম, বসিষ্ঠাশ্রম, দেবকূট, বসিষ্ঠা-
 শ্রমকূপ, বীরাশ্রম, ব্রহ্মবীরাবকাপিনী, কুমার-
 ধারা, শ্রীধারা, গৌরীশিখর, শকুণ্ড, নন্দি-
 তীর্থ, কুমারবাস, শ্রীবাস, কুন্তকর্ণহৃদ,
 কোশিকীহৃদ, ধর্ম্যতীর্থ, কামতীর্থ, উদালক
 তীর্থ, সঙ্ক্যাতীর্থ, কারতোয়, কপিল, লোহিতা-
 র্ণব, শোণোদ্রব, বংশগুণ্ম, মম্বভ, কলতীর্থ,
 পুণ্যাবতীহৃদ, বদরিকাশ্রম, রামতীর্থ,
 পিতৃবন, বিরজাতীর্থ, মার্কণ্ডেয় বন, কৃষ্ণতীর্থ,
 রোহিণীকূপ প্রবর, ইন্দ্রহাস্য সর, সান্নগর্ত,
 মাহেল্ল, শ্রীতীর্থ, শ্রীনদ, ইবুতীর্থ, বাসভতীর্থ,
 কাবেরীহৃদ, কন্তাতীর্থ, গোকর্ণ, গায়ত্রীস্থান,
 বদরীহৃদ, মধ্যস্থান, বিকর্ণ, জাতীহৃদ,
 দেবকূপ, কুশপ্রবণ, সর্বদেবব্রত, কন্তাশ্রম-
 হৃদ, আলখিল্যহৃদ, মহর্ষীহৃদ ও অখণ্ডিতহৃদ ।

তীর্থেষু তেষু বিধিবৎ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমবিতঃ ॥৮৩

নানং কৰোতি যো মৰ্ত্যঃ সোপবাসো

জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

দেবানুবীক্ষয়ন্ত্যাংচ পিতৃন সন্তপ্য চ ক্রমাৎ ॥

অভ্যর্চ্য দেবতাস্তত্র স্থিত্ব চ রজনীত্ৰয়ম্ ।

পৃথক্ পৃথক্ কলং তেষু প্রতিতীর্থেষু ভো

• দ্বিজাঃ ॥৮৫

প্রাপ্নোতি হয়মেধস্ত নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।

যদ্বিদং শৃণুয়ামিত্যং তীর্থমাহা ত্র্যামুত্তমম্ ॥

পঠেচ্চ শ্রাবয়েদ্যপি সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮৬

ইতি ত্রীত্বাক্ষে মহাপুরাণে তীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং

নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্ বিংশোহধ্যায়ঃ ।

• মুনয় উচুঃ ।

পৃথিব্যামুত্তমাঃ ভূমিঃ ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্ ।

তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ক্রহি নো বদতাং বর ॥১

যে সকল জিতেন্দ্রিয় মানব উপবাস করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সকল তীর্থে জ্ঞান, দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে ক্রমশঃ তর্পণ ও দেবতাদিগকে অর্চনা করিয়া প্রতি তীর্থে তিন তিন রাত্রি অতিবাহিত করে, হে দ্বিজগণ! সেই তীর্থ-সেবী ব্যক্তিগণের প্রতিতীর্থে পৃথক্ পৃথক্ অখমেধ যজ্ঞের কল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই উত্তম তীর্থ মহাত্ম্য শ্রবণ করে, পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করায়, তাহার সৰ্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটে। ৭১—৮৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষড়্ বিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে বাগ্ধিবর! পৃথিবী মধ্যে যাহা ধর্ম, কাম ও মোক্ষপ্রদ উত্তম ভূমি এবং যাহা তীর্থস্থান সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান, ভূমি এক্ষণে তাহাই আমাদের

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ইমং প্রথমঃ মম গুরুঃ পপ্রচ্ছূনয়ঃ পুরা ।

তমহং সম্প্রক্যামি যৎপৃচ্ছধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥১

শ্রাশ্রমে স্মমহাপুণ্যে নানাপুষ্পোপশোভিতে ।

নানাক্রমলতাকীর্ণে নানামৃগগণৈর্যুতে ॥ ৩

পুন্নাগৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ সরলৈর্দেবদাক্ৰতিঃ ।

শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ পনসৈর্ধবখাদিরৈঃ ॥ ৪

পাটলাশোকবকুলৈঃ করবীরৈঃ চম্পকৈঃ ।

অন্তান্তৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈর্নানাপুষ্পোপশোভিতৈঃ

কুরুক্ষেত্রে সমাসীনং ব্যাসং মতিমতাং বরম্ ।

মহাভারতকর্তারং সৰ্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ৬

অধ্যাত্মনিষ্ঠং সৰ্বজ্ঞং সৰ্বভূতহিতে রতম্ ।

পুরাণাগমবক্তারং বেদবেদাঙ্গপারগম্ ॥ ৭

পরাশরস্মৃতং শাস্ত্রং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।

দ্রষ্টুমভ্যাযয়ুঃ ত্রীত্যা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৮

নিকট প্রকাশ করিয়া বল। লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যে প্রথম করিলেন, অতি পূর্বকালে মুনিগণ মিলিত হইয়া মদীয় গুরুদেবের নিকট এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। 'যাহা হউক, আমি ইহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা মহর্ষি বেদব্যাস কুরুক্ষেত্রে স্থায়ী আশ্রমে সমাসীন ছিলেন। তদীয় মহাপুণ্যজনক আশ্রম নানা তরুলতায় সমাকীর্ণ ও নানা জাতীয় কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত; নানা জাতীয় মৃগ তথায় বিচরণশীল এবং পুন্নাগ, কর্ণিকার, সরল, দেবদাক্, শাল, তাল, তামাল, পনস, ধব, খদির, পাটল, অশোক, বকুল, করবীর, চম্পক ও অন্তান্ত বিবিধ বৃক্ষে সে আশ্রম পরিশোভিত ছিল। মদীয় গুরু বেদব্যাস মতিমানগণের বরণ্য, মহাভারতের প্রণেতা, সৰ্বশাস্ত্রে বিশারদ, অধ্যাত্মজ্ঞানে তৎপর, সৰ্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, সৰ্বভূত-হিতেনিরত, পুরাণ ও আগমের প্রবক্তা এবং বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী ছিলেন। সেই সমস্তশাবলী পদ্মপলাশ-লোচন পরাশরনন্দনকে ক্রীড়ি

কশ্যপো জমদগ্নিঃ ভরদ্বাজোহথ গৌতমঃ ।

বশিষ্ঠো জৈমিনির্ধোম্যো মার্কণ্ডেয়োহথ

বাণিকিঃ ॥ ৯

বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো বাৎস্তো গার্গ্যোহথ

আশুরিঃ ।

সুমন্তুর্ভার্গবো নাম কথো মেধাতিথির্ভৃকঃ ॥ ১০

মাণ্ডব্যশ্চ্যবনো ধুম্রো হসিতো দেবলস্তথা ।

মৌদগল্যস্তৃণযজ্ঞশ্চ পিপ্ললাদোহকৃতব্রণঃ ॥ ১১

সম্বর্ত্তঃ কৌশিকো রৈভ্যো মৈত্রেয়ো হরিতস্তথা

শাণ্ডিল্যশ্চ বিভাণ্ডশ্চ তুর্কাসা লোমশস্তথা ॥ ১২

নারদঃ পর্বতশ্চৈব বৈশম্পায়নগালবো ।

ভাস্করিঃ পুরণঃ শ্রুতঃ পুলস্ত্যঃ কপিলস্তথা ॥ ১৩

উলুকঃ পুলহো বায়ুর্দেবস্থানশ্চতুর্ভুজঃ ।

সনৎকুমারঃ পৈলশ্চ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণানুভৌতিকঃ ॥ ১৪

এতৈশ্চুনিবরৈশ্চাত্তৈর্বৃতঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।

ররাজ স মুনিঃ শ্রীমান্ নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ ॥ ১৫

তানাগতান্মুনীন সর্বান পূজয়ামাস বেদবিৎ ।

তেহপি তং প্রতিপূজ্যেব কথাং চক্ৰুঃ পরস্পরম্

সহকারে দেখিবার জন্ত একদা সংশিত-
ব্রত মুনিগণ আগমন করেন । সেই সমাগত
মুনিগণের মধ্যে কশ্যপ, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ,
গৌতম, বশিষ্ঠ, জৈমিনি, ধোম্য, মার্কণ্ডেয়,
বাণীকি, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, বাৎস্ত, গার্গ্য,
আশুরি, সুমন্তু, ভার্গব, কথ, মেধাতিথি,
মাণ্ডব্য, চ্যবন, ধুম্র, অসিত, দেবল,
মৌদগল্য, তৃণযজ্ঞ, পিপ্ললাদ, অকৃতব্রণ,
সম্বর্ত্ত, কৌশিক, রৈভ্য, মৈত্রেয়, হরিত,
শাণ্ডিল্য, বিভাণ্ড, তুর্কাসা, লোমশ, নারদ,
পর্বত, বৈশম্পায়ন, গালব, ভাস্করি, পুরণ,
শ্রুত, পুলস্ত্য, কপিল, উলুক, পুলহ, বায়ু,
দেবস্থান, চতুর্ভুজ, সনৎকুমার, পৈল, কৃষ্ণ
ও কৃষ্ণানুভৌতিক এই সকল মুনির নাম
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সমস্ত এবং
অস্তান্ত মুনিশ্রেষ্ঠগণে পরিবৃত্ত হইয়া পরা-
শর-শ্রুত ব্যাসদেব নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রমার
স্তার বিম্বাজ করিতে লাগিলেন । ১—১৫ ।
বেদব্যাসদেব সেই সমাগত মুনিগণকে

কথান্তে তে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।

পপ্রচ্ছুঃ সংশয়ং সর্বো তপোবননিবাসিনঃ ॥ ১৬

মুনয় উচুঃ ।

মুনে বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি পুরাণাগমভারতম্ ।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ সর্বং জানাসি বাহুয়ম্ ॥

কষ্টেহস্মিন্ দুঃখবহুলে নিঃসারে ভবসাগরে ।

রাগগ্রাহকুলে রোদ্রে বিষয়োদকসংপ্লবে ॥ ১৭

ইন্দ্রিযাবর্ত্তকলিলে দৃষ্টোর্মিশতসঙ্কুলে ।

মোহপঙ্কাবেলে হর্গে লোভগন্তীরহস্তয়ে ॥ ২০

নিমজ্জজ্জগদালোক্য নিরালম্বমচেতনম্ ।

পৃচ্ছামস্ত্যং মহান্তাগং ক্রহি নো মুনিসত্তম ॥ ২১

শ্রেয়ঃ কিমত্র সংসারে ভৈরবে লোমহর্ষণে ।

উপদেশপ্রদানেন লোকানুদ্বর্ত্তুমহঁসি ॥ ২২

তুল্লভং পরমং ক্ষেত্রং কর্ত্তুমহঁসি মোক্ষদম্ ।

পৃথিব্যাং কন্মভূমিক্ষ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ২৩

যথাযোগ্য সংকার করিলেন এবং মুনি-
গণও তাঁহাকে প্রতিপূজিত করিয়া পরস্পর
কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন । কথাবসানে
সেই সকল তপোবনবাসী মুনিশ্রেষ্ঠগণ
সত্যবতীনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে আপনাদের
সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ।
মুনিগণ কহিলেন, হে মুনে! আপনি
নিখিল বেদশাস্ত্র, পুরাণ, আগম ও
যাবতীয় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান
বিষয়ে অভিজ্ঞ । এই সংসার দুঃখময় ।
এ ভব-সাগরে সার কিছুই নাই । ইহা
বিষয়সলিলে পরিপূর্ণ, রাগরূপ গ্রাহগণে
সমাকুল, ইহাতে ইন্দ্রিয়রূপ আবর্ত্ত, যাবতীয়
দৃশ্য প্রপঞ্চ ইহার উন্নিমালা, মোহরূপ পঙ্কে
ইহা কলুষিত এবং লোভরূপ গাভীর্ঘ্য বশতঃ
হরবগাহ । আমরা এ হেন ভীষণ ভব-
সাগরে এই নিরাশ্রয় জড় জগৎকে নিম্ন
দেখিয়া, হে মুনিসত্তম! ভবাদৃশ মহা-
পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতোছ যে, এই ভীষণ
লোমহর্ষণ সংসারে প্রকৃত মঙ্গল কি ? আপনি
সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া লোকদিগকে
উদ্ধার করুন । পৃথিবী মধ্যে মোক্ষপ্রদ অর্থচ-

কৃত্বা কিল নরঃ সম্যক্ কৰ্ম্ম ভূমৌ ধ্বোদিতম্ ।
প্রাপ্নোতি পরমাং সিদ্ধিং নরকঞ্চ বিকৰ্ম্মতঃ ॥
মোক্ষক্ষেত্রে তথা মোক্ষং প্রাপ্নোতি

পুরুষঃ সুধীঃ ।

তস্মাদ্ভ্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ যৎপৃষ্টোহসি দ্বিজোত্তম
ঋত্বা তু বচনং তেষাং মুনীনাং ভাবিতান্ননাম্
ব্যাসঃ প্রোবাচ ভগবান্ভূতভব্যভবিষ্যবিৎ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সৰ্ব্বৈ বক্ষ্যামি যদি পৃচ্ছথ ।
যঃ সংবাদোহভবৎ পূৰ্ব্বমুখীণাং ব্রহ্মণা সহ ॥২৭
মেকপৃষ্টে তু বিস্তীর্ণে নানারত্নবিভূষিতে ।
নানাক্রমলতাকীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে ॥
নানাপক্ষিক্রতে রম্যে নানাপ্রসবনাকুলে ।
নানাসৰসমাকীর্ণে নানান্দ্যাসমম্বিতে ॥ ২৯
নানাবর্ণশিলাকীর্ণে নানাধাতুবিভূষিতে ।
নানামুনিজনাকীর্ণে নানাশ্রমসমম্বিতে ॥ ৩০

কৰ্ম্মভূমি ঈদৃশ দুৰ্লভ ক্ষেত্র কি, তাহা
আপনি ব্যক্ত করুন। আমরা শুনিবার
জন্ত সমুৎসুক হইয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ!
লোক সকল যে ক্ষেত্রে বিহিত কৰ্ম্মের অনু-
ষ্ঠান করিয়া পরম সিদ্ধি ও অনুষ্ঠান না করিয়া
নরকপ্রাপ্ত হয় এবং সুধী পুরুষেরা যাদৃশ
মোক্ষক্ষেত্রে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন,
আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। হে
দ্বিজোত্তম! আপনাকে আমরা সেই সন্থক্ষেই
প্রশ্ন করিয়াছি। ১৬—২৫। ভূত, ভব্য ও
ভবিষ্যবিৎ ভগবান্ বেদব্যাস সেই সকল
ভাবিতা আ মুনিদিগের কথা শ্রবণ করিয়া
কহিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা যাহা
জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সে বিষয়ে আপনা-
দের নিকট ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণের যে
কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই কহিতেছি
শ্রবণ করুন। যে স্থান নানারত্নে ভূষিত,
নানা ক্রমলতায় সমাকীর্ণ, নানা পুষ্প উপ-
শোভিত, বিবিধ বিহঙ্গগণে অলুনাড়িত,
অসংখ্য সৰসসমূহে পরিব্যাপ্ত, নানা আশ্রয়
ব্যাপারে পরিপূর্ণ, নানাবিধ শিলাখণ্ডে সম-

ভ্রাসীনঃ জগন্নাথঃ জগদ্যোনিঃ চতুর্দিশম্ ।
জগৎপতিঃ জগদ্বন্দ্যঃ জগদাধারমৌলয়ম্ ॥ ৩১
দেবদানবগন্ধর্বৈয়ক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ ।
মুনিসিদ্ধাপ্সরোভিশ্চ বৃতমন্তৈর্দিবালয়ৈঃ ॥ ৩২
কেচিৎ স্তবন্তি তং দেবং কেচিৎগায়ন্তি চাগ্রতঃ
কেচিৎ দ্যানি বাজন্তে কেচিৎনৃত্যন্তিচাপরে ॥৩৩
এবং প্রমুদিতৈ কালে সৰ্বভূতসমাগমে ।
নানাকুসুমগন্ধাটো দক্ষিণানিলসেবিতৈ ॥ ৩৪
ভৃগুভাস্তং তদা দেবং প্রণিপত্য পিতামহম্ ।
ইমমর্থমুষিবরাঃ পপ্রচ্চুঃ পিতরং দ্বিজাঃ ॥ ৩৫
ঋষয় উচুঃ ।
ভগবনশ্রোতুমিচ্ছামঃ কৰ্ম্মভূমিঃ মহাবলে ।
বভুমহসি দেবেশ মোক্ষক্ষেত্রঞ্চ দুৰ্লভম্ ॥ ৩৬
ব্যাস উবাচ ।
তেষাং বচনমাকর্ণ্য প্রাহ ব্রহ্মা সুরেশ্বরঃ ।

লঙ্কত ও নানা মুনি ও নানা আশ্রমে পরি-
বৃত, তথাবিধ সুবিস্তীর্ণ রমণীয় মেকপৃষ্টে
জগন্নাথ জগদ্যোনি চতুর্দিক্ ব্রহ্মা একদা
সমাসীন ছিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব,
যক্ষ, বিজ্ঞাধর, উরুগ, মুনি, সিদ্ধ ও অপর
এবং অন্তান্ত স্বর্গবাসীরা সেই জগৎপতি
জগদ্বন্দ্য জগদাধার প্রভুর চতুর্দিকে
দণ্ডায়মান থাকিয়া কেহ কেহ স্তব ও কেহ
হে তাঁহার গুণগান করিতেছিলেন। কেহ
কেহ বা ভাবভরে বিবিধ বাজ বাজাইতে-
ছিলেন এবং কেহ কেহ বা নৃত্য করিতে-
ছিলেন। এইরূপে সেই রমণীয় সময়ে সে
স্থানে সৰ্বপ্রাণীর সমাগম ঘটিলে এবং বিবিধ
কুসুম গন্ধ লইয়া দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইতে
থাকিলে, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিরা সেই পিতামহ
দেবকে প্রণামপূরঃসর এই বিষয় জিজ্ঞাসা
করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগ-
বন, হে দেবেশ! মহীতল মধ্যে যাহা
কৰ্ম্মভূমি অথচ দুৰ্লভ মোক্ষক্ষেত্র বলিয়া
বিখ্যাত, আমরা তাহা শুনিবার জন্ত সমুৎ-
সুক হইয়াছি। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনি-
শ্রেষ্ঠগণ! সুরেশ্বর ব্রহ্মা তাঁহাদের সেই

প্রচ্ছন্তে যথা প্রশ্নঃ তৎসৰ্বং মুনিসত্তমাঃ ॥৩৭॥
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে মহাপুরাণে স্বয়ম্ভুবক্ষ্যবিসংবাদে
প্রশ্ননিরূপণং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সৰ্ব্বে যদ্বো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ ।
পুরাণং বেদসহস্রং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥১॥
পৃথিব্যাং ভারতং বর্ষং কৰ্মভূমিকদাহতা ।
কৰ্মণঃ ফলভূমিষ্ঠ স্বৰ্গঞ্চ নরকং তথা ॥ ২ ॥
তস্মিন্ বর্ষে নরঃ পাপং কৃত্বা ধৰ্ম্মঞ্চ ভো দ্বিজাঃ
অবশ্যং ফলমাপ্নোতি অশুভস্য শুভস্য চ ॥ ৩ ॥
ব্রাহ্মণাদ্যাঃ স্বকং কৰ্ম কৃত্বা সম্যক্ সুসংযতাঃ ।
পাপুবান্তি পরাং সিদ্ধিং তস্মিন্ বর্ষে ন সংশয়ঃ ॥৪॥
ধৰ্ম্মার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ দ্বিজসত্তমাঃ ।
প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সৰ্বং তস্মিন্ বর্ষে সুসংযতঃ

কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা যেরূপ প্রশ্ন
করিয়াছিলেন, . তৎসমস্তের সমুচিত উত্তর
প্রদান করিলেন । ২৬—৩৭ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মুনিগণ! শ্রবণ করুন,
আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি
অধুনা সেই ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ বেদমতানুগত
মঙ্গলাবহ পুরাণপ্রস্তাব কীর্তন করিতেছি ।
পৃথিবী মধ্যে ভারতবর্ষই কৰ্মভূমি বলিয়া
বিখ্যাত । কেবল কৰ্মভূমি নয়, ভারতে
কৰ্মজন্ত স্বৰ্গ নরকাদি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়
বলিয়া উহা কৰ্মফলভূমি নামেও কীর্তিত ।
হে দ্বিজগণ! ঐ বর্ষে নরগণ পাপ বা পুণ্য
করিয়া অবশ্যই তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ
করে । ভারতবর্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ
আছেন, তাঁহারা সুসংযত হইয়া স্ব স্ব বিহিত

ইন্দ্রাদ্যাশ্চ সুরাঃ সৰ্ব্বে তস্মিন্ বর্ষে দিব্যে-
সত্তমাঃ ।

কৃত্বা সুশোভনং কৰ্ম দেবহঃ প্রতিপেদিরে ॥৬॥
অন্তেহপি লেভিরে মোক্ষং পুরুষাঃ

সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।

তস্মিন্ বর্ষে বুধাঃ শান্তা বীতরাগা বিমৎসরাঃ
যে চাপি স্বর্গে ভিষ্ঠন্তি বিমানেন গতজরাঃ ।

তেহপি কৃত্বা শতং কৰ্ম তস্মিন্ বর্ষে দিবঃ

গতাঃ ॥ ৮ ॥

নিবাসং ভারতে বর্ষে আকাজক্ষন্তি সদা সুরাঃ ।
স্বর্গাপবৰ্গফলদে তৎপশ্যামঃ কদা বয়ম্ ॥ ৯ ॥

মুনয় উচুঃ ।

যদেতদ্ববতা প্রোক্তং কৰ্ম নান্যত্র পুণ্যদম্ ।
পাপায় বা সুরশ্রেষ্ঠ বর্জয়িত্বা চ ভারতম্ ॥ ১০ ॥
ততঃ স্বৰ্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যমং তচ্চ গম্যতে ।
ন খলু ন্যত্র মর্ত্যানাং ভূমৌ কৰ্ম বিধীয়তে ॥১১॥

কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধি
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ
বর্ষবাসী সুসংযত পুরুষ ধর্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফল লাভ করেন,
অধিক কি, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও ঐ ভারত-
বর্ষেই শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া দেবহ
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এতদ্বিন্ন অন্য আরও
কত যে জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, বীতরাগ, বিমৎস-
র বুধজন ঐ ভারতবর্ষে মোক্ষলাভ করিয়া-
ছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । স্বর্গভূমে যে
সকল বিগতজর বিমানচারী বিহার করেন ।
তাঁহারাও ভারবর্ষে শুভকর্ম করিয়াই স্বর্গগত
হইয়াছেন । সুরগণ সর্বদাই স্বর্গ ও অপবর্গ-
ফল-জনক ভারতবর্ষে বাস করিবার
আকাজক্ষা করেন এবং তাঁহারা মনে মনে
এইরূপ কামনা করিয়া থাকেন যে, কবে
আমরা ভারতবর্ষ অবলোকন করিব ?
মুনিগণ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি যে
বলিলেন, ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোথাও
পাপ বা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান নাই, এবং
ভারতেই স্বর্গ, মোক্ষ ও মধ্যগতি প্রাপ্ত

তন্মাবিস্তরতো ব্রহ্মরক্ষাকঃ ভারতঃ বন ।
 যদি তেহস্তি দয়ামানু বধাবহিতিয়েব চ ॥ ১২
 তন্মাববমিদং নাথ যে বাস্বিন্ বর্ষপর্বতাঃ ।
 ভেদাচ্চ তন্ত বর্ষন্ত ক্রহি সর্দানশেষতঃ ॥ ১৩
 ব্রহ্মোবাচ ।

পৃথুধ্বং ভারতঃ বর্ষং নবভেদেন ভো দ্বিজাঃ ।
 সমুদ্রান্তুরিতা জেয়াস্তে সমাশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৪
 ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেকৃচ্চ তাত্রপর্ণো গভস্তিমান্ ।
 নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গাঙ্করো বাকৃণস্তথা ॥
 অয়ন্ত নবমস্তেমাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ।
 যোজনানান্ সহস্রং বৈদ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরঃ
 পূর্বে কিরাতা যন্তানন্ পশ্চিমে যবনাস্তথা ।
 ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চান্তে স্থিতা
 দ্বিজাঃ ॥ ১৭
 ইজ্যাবুধবাণিজ্যাদৈঃ কৰ্ম্মভিঃ কৃতপাবনাঃ ।

হওয়া যায় ; অতঃ কোন ভূমিতে মর্ত্যবাসী-
 দিগের শুভাশুভ কৰ্ম্ম বিহিত বলিয়া নির্ণীত
 হয় নাই । ১—১১ । অতএব ব্রহ্ম ! আপনি
 আমাদের নিকট বিস্তৃতরূপে ভারত-কথাই
 কীৰ্ত্তন করুন । যদি আমাদের প্রতি
 আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, হে
 নাথ ! ভারতবর্ষের অবস্থান, তদ্রূপ বর্ষ
 পর্বত সকল এবং ঐ বর্ষের যত প্রকার
 ভেদ, তৎসমস্ত নিঃশেষরূপে কীৰ্ত্তন
 করুন । ১—১৩ । ব্রহ্মা কহিলেন,—হে
 দ্বিজগণ ! নবধা ভিন্ন ভারতবর্ষের বিবরণ
 প্রবণ করুন । ভারতবর্ষে নয়টি দ্বীপ আছে ।
 ঐ সকল দ্বীপ সাগরে সমাবৃত ও পরস্পর
 সমভাবে বিরাজিত । ঐ দ্বীপগুলির নাম—
 ইন্দ্রদ্বীপ, কশেক, তাত্রপর্ণ, গভস্তিমান,
 নাগদ্বীপ, সৌম্য, গাঙ্কর, বাকৃণ ও সাগর-
 সংবৃত । এই শেষোক্ত দ্বীপ দক্ষিণোত্তর
 দিকে অবস্থিত এবং সহস্র যোজন বিস্তৃত ।
 ভারতবর্ষের পূর্বদিকে কিরাত ও পশ্চিমে
 যবনগণের বাস । উহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ,
 কত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র এই চতুর্ভুজের অবস্থান ।
 ইজ্যা, বুধ ও বাণিজ্যাদি কৰ্ম্ম দ্বারা সর্বিদাই

তেষাং সংব্যবহারশ্চ এতিঃ কৰ্ম্মভিরিহ্যতে ॥
 স্বর্গাপবর্গহেতুশ্চ পুণ্যং পাপঞ্চ বৈ তথা ।
 মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুক্তিমানুকপর্বতঃ ॥ ১৯
 বিদ্যশ্চ পারিয়াত্রশ্চ সপ্তৈবাত্র কুলাচলাঃ ।
 তেষাং সহস্রশ্চাত্তে ভূধরা যে সমীপগাঃ ॥ ২০
 বিস্তারোচ্ছ্রিণো রম্যা বিপুলান্চিহ্নসানবঃ ।
 কোলাহলঃ স বৈভ্রাজো মন্দরো দর্দ্রাচলঃ ॥ ২১
 বাতকরো বৈদ্র্যতশ্চ মৈনাকঃ সুরসস্তথা ।
 তুঙ্গপ্রস্থো নাগগিরির্গোধনঃ পাণ্ডুরাচলঃ ॥ ২২
 পুষ্পগিরির্বৈজয়ন্তী রৈবতোহর্কবুদ এব চ ।
 ঋষ্যমুকঃ স গোমস্থঃ কৃতশৈলঃ কৃতচলঃ ॥ ২৩
 ত্রীপার্বতশ্চকোরশ্চ শতশোহন্তে চ পর্বতাঃ ।
 তৈর্বিমিশ্রা জনপদা শ্লেচ্ছাদ্যাশ্চৈব ভাগশঃ ॥ ২৪
 তৈঃ পীয়ন্তে সরিচ্ছ্রেষ্টান্তা বুধ্যধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ
 গঙ্গা সরস্বতী সিদ্ধুশ্চক্রভাগা তথাপরা ॥ ২৫

ঐ বর্গচতুষ্টয় পবিত্র এবং ঐ সকল কৰ্ম্মেই
 তাহাদিগের ব্যবহার-পরম্পরা বিহিত ।
 ভারতবর্ষ স্বর্গ ও অপবর্গের হেতু এবং পুণ্য
 অথবা পাপ ফলের উৎপত্তি স্থান । মহেন্দ্র,
 মলয়, সহ, শুক্তিমান, ঋক, বিদ্য ও
 পারিয়াত্র এই সকল ভারতবর্ষীয় কুলাচল ।
 এই কুলাচলগণের সমীপে অন্যান্য আরও
 সহস্র সহস্র ভূধর বিদ্যমান । সেই সকল
 ভূধরও বিস্তৃত, উচ্ছ্রিত, রম্য, বিপুল ও
 বিচিত্র সানুসমূহে সমধিত । কোলাহল,
 মন্দর, দর্দ্র, বাতকর, বৈদ্র্যত, মৈনাক,
 সুরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, গোবর্ধন, পাণ্ডর,
 পুষ্পগিরি, বৈজয়ন্ত, রৈবত, অর্কবুদ, ঋষ্যমুক,
 গোমস্থ, কৃতশৈল, কৃতচল, ত্রীপার্বত, চকোর,
 ইত্যাদি শত শত পর্বত ভারতবর্ষে বিরাজ-
 মান । এই সকল পর্বতের পার্শ্বে, অন্তে
 এবং কোথাও বা মধ্য মধ্য অসংখ্য জন-
 পদ অবস্থিত । এই সমস্ত জনপদে শ্লেচ্ছাদি
 জাতি পৃথক পৃথক রূপে বাস করিয়া
 থাকে । ১২—২৪ । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! ঐ সকল
 জনপদবাসীরা যে সমস্ত নদীর জল পান
 করে, তাহাদের নাম প্রবণ করুন । গঙ্গা,

যমুনা শতজবিপাশা বিতস্তৈরাবতী কুহুঃ ।
 গোমতী ধূতপাশা চ বাহুদা চ দৃষতী ॥ ২৬
 বিপাশা দেবিকা চক্ষুর্নিষ্ঠীবা গণ্ডকী তথা ।
 কোশিকী চাপগা চৈব হিমবৎপাদনিঃসৃত্যঃ ॥ ২৭
 দেবস্মৃতির্দেববতী বাতগ্রী সিন্ধুরেব চ ।
 বেণ্যা তু চন্দনা চৈব সদানীরা মহী তথা ॥ ২৮
 চর্ম্মধতী বৃষী চৈব বিদিশা বেদবত্যাপি ।
 সিপ্রা হবন্তী চ তথা পারিষাত্রাণুগাঃ স্মৃতাঃ ॥
 শোণা মহানদী চৈব নর্ম্মদা সুরথা ক্রিয়া ।
 মন্দাকিনী দশাৰ্ণা চ চিত্রকূটা তথাপরা ॥ ৩০
 চিত্রোৎপলা বেত্রবতী করমোদা পিশাটিকা ।
 তথাত্তাতিলঘুশ্রোণী বিপাপ্যা শৈবলা নদী ॥ ৩১
 সধেকুজা শুভ্রমতী শকুনী ত্রিদিবা ক্রমুঃ ।
 ঋকপাদপ্রসূতা বৈ তথাত্তা বেগবাহিনী ॥ ৩২
 সিপ্রা পয়োদ্ধী নির্ঝিক্যা তাপী চৈব সরিষরা ।
 বেণা বৈতরণী চৈব সিনীবালী কুমুদতী ॥ ৩৩
 তোয়া চৈব মহাগৌরী তুর্গা চান্তঃশিলা তথা ।
 বিজয়াপাদপ্রসূতাস্তা নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ ॥

সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতজ, বিপাশা, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহু, গোমতী, ধূতপাশা, বাহুদা, দৃষতী, দেবিকা, চক্ষু, নিষ্ঠীবা, গণ্ডকী ও কোশিকী, এই সকল নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নিঃসৃত । দেবস্মৃতি, দেববতী, বাতগ্রী, সিন্ধু, বেণ্যা, চন্দনা, সদানীরা, মহী, চর্ম্মধতী, বৃষী, বিদিশা, বেদবতী, সিপ্রা ও হবন্তী এই সকল নদী পারিষাত্র পর্বত হইতে উৎপন্ন । শোণা, মহানদী নর্ম্মদা, সুরথা, ক্রিয়া, মন্দাকিনী, দশাৰ্ণা, চিত্রকূটা, চিত্রোৎপলা, বেত্রবতী, করমোদা, পিশাটিকা, অতিলঘুশ্রোণী, বিপাপ্যা, শৈবলা, সধেকুজা, শুভ্রমতী, শকুনী, ত্রিদিবা, ক্রমু ও বেগবাহিনী এই সমস্ত নদী ঋকপাদ হইতে উদ্ভূত । সিপ্রা, পয়োদ্ধী, নির্ঝিক্যা, তাপী, বেণা, বৈতরণী, সিনীবালী, কুমুদতী, তোয়া, মহাগৌরী, তুর্গা, অন্তঃশিলা এই সকল নদী বিজয়াপাদ পাদদেশ হইতে নিঃসৃত ।

গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণা তথাপগা
 তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা তথাত্তা পাপনাশিনী ॥ ৩৪
 সহস্রাদবিনিষ্কাশা ইত্যেতাঃ সরিতাঃ বহাঃ ।
 কৃতমালা তাম্রপনী পুষ্যাঙ্গা প্রত্যাবতী ॥ ৩৫
 মলয়াদিসমুদ্ভূতাঃ পুণ্যাঃ শীতজলাধিমাঃ ।
 পিতৃসোমধিকুল্যা চ বঙ্কলা ত্রিদিবা চ যা ॥ ৩৬
 লাক্সলিনী বংশকরা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ।
 সুবিকলা কুমারী চ মনুগা মন্দগামিনী ॥ ৩৭
 কন্যাপলাসিনী চৈব শুভ্রমৎপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ।
 সর্বাঃ পুণ্যাঃ সরস্বত্যাঃ সর্বা গঙ্গাঃ সমুদ্রগাঃ ॥
 বিশ্বস্ত মাতরঃ সর্বাঃ সর্বাঃ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ ।
 অস্তাঃ সহস্রশঃ প্রোক্তাঃ ক্ষুদ্রনজো বিজোক্তমাঃ
 প্রাবৃট্কালবহাঃ সন্তি সদাকালবহাশ্চ যাঃ ।
 মৎস্তা মুকুটকুল্যাশ্চ কুন্তলা কাশিকোশলাঃ ॥ ৪১
 অজ্ঞকাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ শমকাশ্চ বৃকৈঃ সহ ।

এই নদীনিচয়ের জল হিত ও পুণ্যপ্রদ । গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা ও পাপনাশিনী, এই সকল খেট নদী সহস্রাদির পাদদেশ হইতে নিষ্কাশিত । কৃতমালা, তাম্রপনী, পুষ্যাঙ্গা ও প্রত্যাবতী, এই নদীগুলি পবিত্র ও শীতল জলে পরিপূর্ণ । ইহারা মলয়াদি হইতে উদ্ভূত । পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, ঋষিকুল্যা, বঙ্কলা, ত্রিদিবা, লাক্সলিনী ও বংশকরা, এই সকল নদী মহেন্দ্রাচল হইতে নির্গত । সুবিকলা, কুমারী, মনুগা, মন্দগামিনী ও কন্যাপলাসিনী এইসকল নদী শুভ্রমান শৈল হইতে সঞ্চিত । উল্লিখিত সমস্ত নদীই পুণ্যজনক, সকলেই সরস্বতী ও গঙ্গার সমকক্ষ এবং সকলেই সমুদ্রগামিনী । ২৫—৩৮ । এই সকল নদীই জগতের মাতৃরূপিনী, এবং সকলেই পাপহারিণী । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! এই সকল নদী ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র সহস্র নদী বিজ্ঞমান । এই নদীনিচয়ের মধ্যে কতকগুলি নদী বর্ষাকালে প্রবাহিত হয় এবং কতকগুলি সর্বদাই প্রবাহিত হইয়া থাকে । মৎস্তা, মুকুটকুল্যা, কুন্তলা, কাশী, থাকে ।

মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শোহমী প্রকীৰ্তিতাঃ
 সমস্ত চোস্তরে যন্ত যত্র গোদাবরী নদী ।
 পৃথিব্যামপি কুৎসার্যাং স প্রদেশো মনোরমঃ ॥
 গোবর্দ্ধনপুরঃ রম্যঃ ভার্গবস্ত মহান্বনঃ ।
 বাহীকা বাটধানাশ্চ স্মৃতীরাঃ কালতোয়দাঃ ॥৪৪
 অপরাস্তাশ্চ শূদ্রাশ্চ বাহ্লিকাশ্চ সকেরলাঃ ।
 গাঙ্কারা যবনাশ্চৈব সিদ্ধসৌবীরমজ্জকাঃ ॥ ৪৫
 শতক্রতাঃ কলিঙ্গাশ্চ পারদা হারমুখিকাঃ ।
 মাঠরাশ্চৈব কনকাঃ কৈকেয়া দন্তমালিকাঃ ॥৪৬
 কজ্জিয়োপমদেশাশ্চ বৈশ্বশূদ্রকুলানি চ ।
 কাষোজাশ্চৈব বিপ্রজা বর্ষরাশ্চ সলৌকিকাঃ
 বীরাশ্চৈব তুযারাশ্চ পল্লবধায়তা নরাঃ ।
 আজ্জিয়াশ্চ ভরষাজাঃ পুঙ্কলাশ্চ দশেরকাঃ ॥৪৭
 লম্পকাঃ শুনশোকাশ্চ কুলিকা জাঙ্গলৈঃ সহ ।
 ঔষধ্যশ্চলচন্দ্রা চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ ॥ ৪৮
 তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরীয়াঃ করুণাস্থধা ।
 শূলিকাঃ কুহকাশ্চৈব মাগধাশ্চ তথৈব চ ॥ ৫০
 এতে দেশা উদীচ্যাশ্চ প্রাচ্যান্ দেশানিবোধত
 অহা বামজুরীকাশ্চ বল্লকাশ্চ মথাস্থকাঃ ॥ ৫১

কোশল, অজ্ঞক, কলিঙ্গ, শমক ও বৃক
 প্রভৃতি ভারতবর্ষের মধ্যদেশীয় জনপদ
 বলিয়া কীৰ্তিত। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে
 সেই প্রদেশ অতি মনোরম। ঐ স্থানে
 মহাত্মা ভার্গবের রমণীয় গোবর্দ্ধনপুর
 বিরাজমান। বাহীকর, বাটধান, স্মৃতীর,
 কালতোয়দ, অপরাস্ত, শূদ্র, বাহ্লিক, কেরল,
 গাঙ্কার, যবন, সিদ্ধ, সৌবীর, মজ্জক, শতক্রহ,
 কলিঙ্গ, পারদ, হারমুখিক, মাঠর, কনক,
 কৈকেয়, দন্তমালিক, কজ্জিয়োপম দেশ, বৈশ্ব
 ও শূদ্রকুল, কাষোজ, বর্ষর, লৌকিক, বীর,
 তুযার, পল্লব, আজ্জের, ভরষাজ, পুঙ্কল,
 দশেরক, লম্পক, শুনশোক, কুলিক, জাঙ্গল,
 ঔষধ্য, চলচন্দ্র, কিরাতজাতি, তোমর,
 হংসমার্গ, কাশ্মীর, করুণ, শূলিক, কুহক, ও
 মাগধ, এই সকল উদীচ্য দেশ। এক্ষণে

তথাপরেহহা বজাশ্চ মলদা মালবর্তিকাঃ ।
 ভদ্রতুঙ্গাঃ প্রতিজয়া ভাৰ্য্যাদাশ্চাপমর্দকাঃ ॥৫২
 প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ মজাশ্চ বিদেহাস্তালিঙ্গকাঃ
 মল্লা মগধকা নন্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাস্থধা ॥ ৫৩
 তথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ।
 পূর্ণাশ্চ কেরলাশ্চৈব গোলাঙ্গুলাস্তথৈব চ ॥ ৫৪
 ঋষিকা মুষিকাশ্চৈব কুমারা রামঠাঃ শকাঃ ।
 মহারাষ্ট্রা মাহিষকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ষশঃ ॥৫৫
 আভীরাঃ সহ বৈশিক্যা অটব্যাঃ সরবাশ্চ যে
 পুলিন্দাশ্চৈব মোলেয়া বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ ॥৫৬
 পোলিকা মোলিকাশ্চৈব অশ্বকা ভোজবর্দ্ধনাঃ
 কোলিকাঃ কুস্তলাশ্চৈব দন্তকা নীলকালকাঃ ॥
 দাক্ষিণাত্যাস্থ যৌ দেশা অপরাস্তানিবোধত ।
 শূর্পারকাঃ কালিধনা লোলান্তালকটৈঃ সহ ॥৫৭
 ইত্যেতে হপরাস্তাশ্চ শূণ্ধ্যঃ বিদ্যাবাসিনঃ ।
 মলজাঃ কর্কশাশ্চৈব মেলকাশ্চোলকৈঃ সহ ॥৫৮
 উত্তমার্গা দশার্গাশ্চ ভোজাঃ কিকিঙ্ক্যকৈঃ সহ ।
 তোষলাঃ কোশলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশাস্থধা

প্রাচ্য দেশের নাম শ্রবণ করুন। অহ, বামজুরীক, বল্লক, মথাস্থক, অহ, বজ, মলদ, মালবর্তিক, ভদ্রতুঙ্গ, প্রতিজয়, ভাৰ্য্যাদ, চাপমর্দক, প্রাগ্জ্যোতিষ, মজ, বিদেহ, তাম-
 লিঙ্গক, মল্লা, মাগধক, ও নন্দ, এই সকল প্রাচ্য
 জনপদ। ৩৯—৫৩। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণাপথবর্তী
 অনেক জনপদ আছে। তাহাদের নাম—
 পূর্ণ, কেরল, গোলাঙ্গুল, ঋষিক, মুষিক,
 কুমার, রামঠ, শক, মহারাষ্ট্র মাহিষক, কলিঙ্গ,
 আভীর, বৈশিক্য, অটব্য, সরব, পুলিন্দ,
 মোলেয়, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পোলিক, মোলিক,
 অশ্বক, ভোজবর্দ্ধন, কোলিক, কুস্তল, দণ্ডক,
 নীলকালক, এই সকল দাক্ষিণাত্য দেশ।
 অপরাস্ত দেশ সকল শ্রবণ কর। শূর্পারক,
 কালিধন, লোল ও তালকট এই সমস্ত
 অপরাস্ত দেশ। এক্ষণে বিদ্যাচলস্থ দেশ-
 সমূহের নাম শ্রবণ কর। মলজ, কর্কশ,
 মেলক, চোলক, উত্তমার্গ, দশার্গ, ভোজ,
 কিকিঙ্ক্য, তোষল, কোশল, ত্রৈপুর,

তুহুরাশ্চ চরাশ্চৈব যবনাঃ পবনৈঃ সহ ।
অভয়া কৃণ্ডিকেরাশ্চ চর্চরা হোত্রধর্ময়ঃ ॥ ৬১
এতে জনপদাঃ সর্বে তত্র বিদ্যানিবাসিনঃ ।
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পর্বতাশ্রয়িণশ্চ যে ॥
নীহারান্ত্রযমার্গাশ্চ কুরবস্তঙ্গনাঃ খসাঃ ।
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব উর্ণা দর্ঘাঃ সকুস্তকাঃ ॥ ৬৩
চিহ্নমার্গা মাণবাশ্চ কিরাতান্তোমরৈঃ সহ ।
কৃতত্রেতাদিকশ্চাত্ত চতুর্য়ুগকৃতো বিধিঃ ॥ ৬৪
এবং তু ভারতং বর্ষং নবসংস্থানসংস্থিতম্ ।
দক্ষিণে পরতো যন্ত পূর্বে চৈব মহোদধিঃ ॥ ৬৫
হিমবান্নতুরেণাস্ত কাশ্মুকস্ত যথা গুণঃ ।
তদেতদ্ভারতং বর্ষং সর্ববীজং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৬
ব্রহ্মহমমরেশত্বং দেবত্বং মরুতাং তথা ।
মৃগযক্ষাপ্সরোযোনিঃ তদ্বৎ সর্পসরীসৃপাঃ ॥ ৬৭
হাবরাণাঞ্চ সর্বেষামিতো বিপ্রাঃ শুভাশুভৈঃ
প্রয়াস্তি কশ্মভূবিপ্রা নাশ্চা লোকেষু বিজতে ॥
দেবানামপি ভো বিপ্রাঃ সর্দৈবৈষ মনোরথঃ ।

বৈদিশ, তুহুর, চর, যবন, পবন, অভয়, কৃণ্ডিকের, চর্চর, হোত্রধর্ম, এই সকল বিদ্যুৎচলন জনপদ । অনন্তর পর্বতাশ্রিত দেশগুলির কথা কহিতেছি ; নীহার, ত্রযমার্গ, কুরব, তঙ্গণ, খস, কর্ণপ্রাবরণ, উর্ণ, দর্ঘ, কুস্তক, চিহ্নমার্গ, মাণব, কিরাত ও তোমর, এইগুলি পর্বতাশ্রিত দেশ । এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের বিধিব্যবস্থা প্রচলিত । এইরূপে এই ভারতবর্ষ নবসংস্থানে সংস্থিত । ইহার দক্ষিণ ও পূর্বদিকে মহোদধি বিরাজিত এবং উত্তরদিকে ধনুর্গুণাকারে হিমবান্ বিস্তারিত । হে দ্বিজোত্তমগণ ! সর্বোচ্চ-পদের নিদানভূত এই সেই ভারতবর্ষ । ব্রহ্ম, অমরেশত্ব ও দেবত্ব প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেই ঘটে । এইখানেই শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীবদিগের মৃগ, যক্ষ, অগ্নরা, সর্পীসৃপ ও হাবর প্রভৃতি যোনি-প্রাপ্তি হয় । হে বিপ্রবর্গ ! জগতে ইহা ভিন্ন অন্য কোম কর্ম্মভূমিই নাই । হে

অপি মানুস্যামাপ্যামো দেবত্বাৎ প্রচ্যুতাঃ
কিতো ॥ ৬৯
মনুষ্যাঃ কুরুতে যত্ন তন্ন শক্যাঃ সুরাসুরৈঃ ।
তৎকশ্মনিগড়গ্রস্তৈস্তৎকশ্মকপণোন্মুখৈঃ ॥ ৭০
ন ভারতসমং বর্ষং পৃথিব্যামস্তি ভো বিজাঃ ।
যত্র বিপ্রাদয়ো বর্ণাঃ প্রাপ্ত বস্ত্যভিবাঙ্কিতম্ ॥ ৭১
যত্নান্তে ভারতে বর্ষে জায়ন্তে যে নরোত্তমাঃ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্ত বস্তি মহাকলম্ ॥ ৭২
প্রাপ্যতে যত্র তপসঃ ফলং পরমতুল্যম্ ।
সর্বদানফলকৈব সর্বযজ্ঞফলং তথা ॥ ৭৩
তীর্থযাত্রাফলকৈব গুরুসেবাফলং তথা ।
দেবতারাদানফলং স্বাধ্যায়স্ত ফলং বিজাঃ ॥ ৭৪
যত্র দেবাঃ সদা হৃষ্টা জন্ম বাঙ্কন্তি শোভনম্ ।
নানাত্রতফলকৈব নানাশাস্ত্রফলং তথা ॥ ৭৫
অহিংসাদিকলং সম্যকফলং সর্বাভিবাঙ্কিতম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যফলকৈব গার্হস্থ্যেন চ যৎফলম্ ॥ ৭৬
যৎ ফলং বনবাসেন সন্ন্যাসেন চ যৎফলম্ ।
ইষ্টাপূর্ত্তফলকৈব তথাত্মছুভকশ্মণাম্ ॥ ৭৭

বিপ্রগণ ! দেবগণও চিরকাল এইরূপ অতি-লাষ করিয়া থাকেন যে, আমরা যখন দেবত্ব হইতে প্রচ্যুত হইব, তখন ভারতভূমিতে গিয়াই মনুষ্যত্ব লাভ করিব । ভারতীয় মনুষ্যগণ যাহা করিতে পারে, কর্ম্মশূন্যতা-বন্ধ ও কর্ম্মকয়ে পতনোন্মুখ সুরাসুরগণ তাহা করিতে পারেন না । হে বিজগণ ! পৃথিবীতে যত বর্ষ আছে, তন্মধ্যে ভার-তের স্থায় কোন বর্ষই নয় । এই ভারত-বর্ষেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যে সকল নরশ্রেষ্ঠ ভারত-বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাঁরাই ধর্ম্ম এবং তাঁহাঁরাই ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন । ভারতবর্ষেই পরম তুল্য তপস্তা, সর্বদান, সর্বযজ্ঞ, তীর্থযাত্রা, গুরুসেবা, দেবারাদনা ও স্বাধ্যায়ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেবগণ হৃষ্ট হইয়া সর্বদা ভারত-বর্ষেই শুভ জন্ম কামনা করেন । হে দ্বিজো-ত্তমগণ ! বিবিধ ব্রত, নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন,

প্রাপ্যতে ভারতে বর্ষে ন চান্ত্রাঃ সিজোত্তমাঃ
কঃ শকোতি গুণান বক্তুঃ ভারতশ্রাধিলান্বিজাঃ
এবং সম্যগ্ভাষ্য প্রোক্তং ভারতং বর্ষযুগমম্ ।
সর্বপাপহরং পুণ্যং ধন্তং বুদ্ধিবিবর্জনম্ ॥ ৭৯
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেৎ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্বপাপৈবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকঃ স গচ্ছতি ॥ ৮০
ইতি শ্রীভাষ্ক মহাপুরাণে ভারতবর্ষাকীর্ণনঃ
নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবাচ ।

ভ্রাতৃত্বেন ভারতে বর্ষে দক্ষিণোদধিসংস্থিতঃ ।
ওড়দেশ ইতি খ্যাতঃ স্বর্গমোকপ্রদায়কঃ ॥ ১
সমুদ্রোত্তরঃ ভাবদ্যাবাধিরজমণ্ডলম্ ।

অহিংসা, সর্বাভীষ্ট, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্যসেবা,
বনবাস, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত ও অন্ত্যস্ত শুভকর্ম
সমস্তেরই এখানে ফললাভ করা যায় ।
ভারতের অন্ত্র কোন বর্ষে এ সকল ফল
প্রাপ্ত হওয়া যায় না । হে বিজগৎ ! ভারত-
বর্ষের যত গুণ তাহা বর্ণন করিবার ক্ষমতা
কাহারও নাই । আমি সম্যকরূপে ভারত-
বর্ষের বিষয় বর্ণন করিলাম । এই ভারত-
খ্যাত সর্বপাপহর, পবিত্র, ধন্ত ও বুদ্ধি-
বিবর্জন । যে ব্যক্তি নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া
নিত্য ইহা জপন করে, সে সর্বপাপ হইতে
মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া
থাকে । ৫৫—৮০ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

ভাষ্ক কহিলেন,—সেই ভারতবর্ষে
দক্ষিণাভিমুখে সমীপে ওড় নামে এক প্রসিদ্ধ
দেশ আছে । এই দেশ স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ ।
সমুদ্রের উত্তর ভাগে বিরজমণ্ডল পর্যন্ত

দেশোহসৌ পুণ্যশীলানাং গুণৈঃ সর্বৈরনুকৃতঃ
তত্র দেশপ্রসূতা যে ব্রাহ্মণাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।
তপঃস্বাধ্যায়নিরতা বন্দ্যাঃ পূজ্যাস্ত তে সদা ॥
ব্রাহ্মে দানে বিবাহে চ যজ্ঞে বাচাধ্যকার্যণি ।
প্রশস্তাঃ সর্বকার্যেষু তত্রদেশোদ্ভবা বিজাঃ ॥ ৪
যট্কর্মনিরতাস্তত্র ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
ইতিহাসবিদশ্চৈব পুরাণার্থবিশারদাঃ ॥ ৫
সর্বশাস্ত্রার্থকুশলা যজ্ঞানো বীতমৎসরাঃ ।
অগ্নিহোত্ররতাঃ কেচিৎ কেচিৎ স্মার্ত্তাগ্নিতৎপর্যঃ
পুত্রদারধনৈর্যুক্তা দাতারঃ সত্যবাদিনঃ ।
নিবসন্ত্যৎকলে পুণ্যে যজ্ঞোৎসববিভূষিতে ॥ ৭
ইতরেহপি ত্রয়ো বর্ণাঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ সুসংযতাঃ
স্বকর্মনিরতাঃ শাস্তাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৮
কোণাদিত্য ইতি খ্যাতস্তন্মিন্ দেশে ব্যাবস্থিত
যং দৃষ্ট্বা ভাস্করং মর্ত্যঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯
মুনয় উচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছাম তদ্ব্রাহ্মি ক্ষেত্রং সূর্য্যস্ত সান্ত্রতম্

যে ভূভাগ বিস্তৃত, তাহা পুণ্যচারী জনগণের
অধ্যুষিত সর্বগুণালঙ্কৃত দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ
সেই দেশে যে সকল জিতেন্দ্রিয় ও তপঃ-
স্বাধ্যায়-নিরত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করেন,
তাঁহারা সর্বদাই সর্বসাধারণের বন্দ্য ও
পূজ্য এবং ব্রাহ্ম, দান, বিবাহ, যজ্ঞ ও
আচার্য্যকার্য্যে তাঁহারা সবিশেষ প্রশস্ত ।
তদ্রত্য ব্রাহ্মণগণ যট্কর্মে নিরত, বেদজ্ঞ,
ইতিহাসবেত্তা, পুরাণমন্ত্রাভিজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রার্থ-
পারদর্শী, যাগশীল ও মাৎস্যবিহীন । তাঁহা-
দের মধ্যে অনেকে অগ্নিহোত্র-রত এবং
অনেকে স্মার্ত্তাগ্নি-তৎপর । ব্রাহ্মণগণ দাতা,
সত্যবাদী ও স্ত্রী-পুত্র-বিস্ত-সম্পন্ন হইয়া
যজ্ঞোৎসবময় উৎকল দেশে বাস করেন ।
ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত্যস্ত বর্ণজরও ক্ষম কর্ম ও
ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া তথায় বাস করিয়া
থাকেন । সেই দেশে কোণাদিত্য নামে এক
ভাস্করমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । সূর্য্যবাসীরা
তদর্শনে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ।
১—৯ । মুনিগণ কহিলেন, হে সুর্য্যোদয় । সেই

তদ্বিন দেশে সুর্য্যেষ্ঠ যজ্ঞান্তে স দিবাকরঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

লবণশোদধেস্তীরে পবিত্রে সূমনোহরে ।

সর্বত্র বালুকাকীর্ণে দেশে সর্বগুণাধিতে ॥ ১১

চম্পকাশোকবকুলৈঃ করবীরৈঃ সপাটলৈঃ ।

পুষ্পাগৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ বকুলৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ১২

ভগরৈর্ধববাণৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ স্কুজকৈঃ ।

মালতীকুন্দপুষ্পৈশ্চ তথাশৈবলিকাভিঃ ॥ ১৩

কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ সর্বকুসুমোজ্জলৈঃ ।

কন্দম্বলকুচৈঃ শালৈঃ পনসৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ১৪

সরলৈর্মুচুকুন্দৈশ্চ চন্দনৈশ্চ সিতৈতরৈঃ ।

অশ্বথৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ আশ্রয়াজাতকৈস্তথা ॥ ১৫

তালৈঃ পূগকলৈশ্চৈব নারিকেরৈঃ কপিথকৈঃ

অশ্বেশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ সর্বতঃ সমলকৃতম্ ॥ ১৬

ক্ষেত্রং তত্র রবেঃ পুণ্যমাস্তে জগতি বিষ্ণুতম্

সমস্তাদ্বৈবোজনং সাগ্রং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ১৭

দেশের যেখানে ভাস্করদেব অবস্থান করিতে-

ছেন, সে কোন ক্ষেত্র? তাহা আমরা

গুনিতে ইচ্ছা করি, বলুন। ব্রহ্মা কহি-

লেন,—লবণোদধির পবিত্র তীরদেশে দিবা-

করের সূমনোহর ক্ষেত্র বিরাজিত। ঐ ক্ষেত্রের

সর্বদিক্ সৈকতরূপে সমাকীর্ণ, ও সর্বগুণে

অধিত। চম্পক, অশোক, বকুল, করবীর,

পাটল, পুষ্পাগ, কর্ণিকার, বকুল, নাগকেশর,

ভগর, ধববাণ, অতিমুক্ত, স্কুজক, মালতী,

কুন্দ ও মল্লিকা প্রভৃতি এবং সর্বঋতু-সমুৎপন্ন

কুসুমসমূহে সমুজ্জল; কেতকীবনখণ্ড, কন্দম্ব,

লকুচ, শাল, পনস, দেবদারু, সরল, মুচুকুন্দ,

চন্দন, অশ্বথ, সপ্তপর্ণ, আশ্রয়, আশ্রয়াজাতক,

তাল, পূগকল, নারিকেল, কপিথক ও

অশ্বশ্চ [নানাজাতীয় বৃক্ষসমূহে উহার

সর্বদিক্ সমলকৃত। দিবাকরের তত্ত্বত্যা

পুণ্য ক্ষেত্র সর্বজগতে প্রসিদ্ধ। উহার

চতুর্দিকের বিস্তৃতি-পরিমাণ এক যোজন।

উহা ভোগ ও মোক্ষের প্রদায়ক। সূর্য্য

সহস্ররাশি দিবাকর ঐ ক্ষেত্রে কোণাদিত্য

নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

আন্তে তত্র রবঃ দেবঃ সহস্রাংগুদিবাকরঃ ।

কোণাদিত্য ইতি খ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ।

মাঘে মাসি সিতৈ পক্ষে সপ্তম্যাং সংযতেষ্টিমঃ

কৃতোপবাসো যজ্ঞৈত্যা ন্নাহা তু মকরানগরে ॥ ১৯

কৃতশৌচো বিভুদ্ধাশ্বা সুরন দেবঃ দিবাকরম্

সাগরে বিধিবৎ ন্নাহা শর্কর্যাস্তে সমাহিতঃ ॥ ২০

দেবানুবীক্ষয়ব্যাস্শ পিতৃন সন্তর্প্য চ দ্বিজাঃ ।

উত্তীর্ষ্য বাসসী ধৌতে পরিধায় সূনির্ম্মলে ॥ ২১

আচম্য প্রযতো ভূত্বা তীরে তন্ত মহোদধেঃ ।

উপবিশ্চোদয়ে কালে প্রাঙ্ঘুখঃ সবিতুস্তদা ॥ ২২

বিলিখ্য পদ্মং মেধাবী রক্তচন্দনবারিণা ।

অষ্টপত্রং কেশরাত্যং বর্জুলং চোর্দ্ধকর্ণিকম্ ॥ ২৩

তিলতণ্ডুলতোয়ক রক্তচন্দনসংযুতম্ ।

রক্তপুষ্পং সদর্ভক প্রক্ষিপেস্তাত্ত্রাজনে ॥ ২৪

তাত্ত্রাজ্যাবেহকপত্রস্ত পুটে কৃত্বা তিলাদিকম্ ।

পিধায় তন্মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পাত্রং পাত্রেণ বিস্তসেৎ ॥

তিনি সাধকদিগকে ভোগ ও মোক্ষফল প্রদান

করিয়া থাকেন। ১০—১৮। মাঘ মাসের শুক্ল

সপ্তমীতে উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি সমুদ্রে

জ্ঞানপূর্ব্বক শৌচাচারে বিভুদ্ধ হইয়া সেই

দিন দিবাকরকে স্মরণ করিতে হয়। পর

দিন রাজপ্রভাতে সমাহিত হইয়া পুনরায়

সাগরজলে বিধিমত জ্ঞান এবং দেব, পিতৃ,

ঋষি ও মনুষ্যদিগকে তর্পণান্তে জল হইতে

তীরে উত্থিত হইয়া বিভুদ্ধ নির্ম্মল বস্ত্রধর

পরিধানপূর্ব্বক কৃতোপবাস ও প্রযত হইয়া সেই

মহোদধিতীরে উপবেশন করিবে এবং

সূর্য্যোদয়কালে প্রাঙ্ঘু হইয়া রক্তচন্দন-

দ্রব দ্বারা এক সৌর পদ্ম লিখিবে। ঐ পদ্ম

অষ্ট পত্র ও কেশর-সম্বিত হইবে। উহার

কর্ণিকাগুলি উর্দ্ধদিকে থাকিবে। ঐ পদ্মো-

পরি একটি তাত্ত্রাজ্য রাখিয়া তাহাতে

তিল, তণ্ডুল, জল, রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প ও

কুশ প্রক্ষেপ করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!

তাত্ত্রাজ্যের অভ্যাস হইলে অকপত্রপুটে

তিলাদি রাখিয়া পাত্রান্তর দ্বারা আচ্ছাদন-

করুণাসাদবিশ্বাসঃ কৃত্বানৈবদ্রব্যাতিভিঃ ।
 আত্মানং ভাস্করং ধ্যানা সম্যক্ শ্রদ্ধাসমবিতঃ
 মধ্যে চাগ্নিদলে ধীমান্নৈখতে বাসনে দলে ।
 কীমারিগোচরে চৈব পুনর্মধ্যে চ পূজয়েৎ ॥২৭
 প্রভুতং বিমলং সারমারাধ্যং পরমং সুখম্ ।
 সম্পূজ্য পদ্মাবাহু গগনাত্তত্র ভাস্করম্ ॥ ২৮
 কর্ণিকোপরি সংস্থাপ্য ততো মূদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ।
 কৃত্বা স্ত্রীনাদিকং সর্বং ধ্যানত্বে তং সুসমাহিতঃ ॥
 সিতপদ্মোপরি রবিং তেজোবিশ্বে ব্যবস্থিতম্ ।
 পিঙ্গাকং দ্বিভুজং রক্তং পদ্মপত্রাকৃণাশ্রমম্ ॥৩০
 সর্বলক্ষণসংযুক্তং সর্বাভরণভূষিতম্ ।
 সুরূপং বরদং শান্তং প্রভামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৩১
 উদ্যতং ভাস্করং দৃষ্ট্বা সান্ত্রসিন্দূরসন্নিভম্ ।
 ততস্তৎপাদমালায় জাহ্নুভ্যাং ধরণীং গতঃ ॥৩২
 কৃত্বা শিরসি তৎপাদমেকচিত্তম্ বাগ্‌যতঃ ।
 ত্র্যক্ষরেণ তু মন্ত্রেণ সূর্য্যার্থ্যার্থ্যং নিবেদয়েৎ ॥

পূর্বক এক স্থানে রাখিয়া দিবে। অন-
 স্তর বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত অঙ্গভাস ও
 করুণাসাদি করিয়া পরে আত্মাকে ভাস্কর-
 মূর্তিরূপে ধ্যানপূর্বক ধীমান্ সাধক অগ্নি,
 নৈখতি, বায়ু ও ঈশানকোণে এবং মধ্য-
 ভাগে ভাস্করকে পূজা করিবেন। পরম
 সুখরূপ পরমারাধ্য বিমল ভাস্করকে
 গগন হইতে পদ্মোপরি আবাহনপূর্বক
 পূজা করিয়া পরে কর্ণিকার উপর স্থাপ-
 নাতে মূদ্রা প্রদর্শন করাইবে। অনস্তর
 স্ত্রীনাদি সর্বকাৰ্য্য সমাধানান্তে সমাহিত
 হইয়া রবিকে এইরূপে ধ্যান করিবে;
 যথা—তেজোবিশ্বরূপ শুক্লপদ্মোপরি রবি
 অবস্থিত আছেন। তিনি পিঙ্গাক, দ্বিভুজ,
 রক্তবর্ণ; পদ্মপত্রের স্তায়, অরুণবর্ণ অশ্র
 তাঁহার পরিধান। তিনি সর্বলক্ষণে সমবিত,
 সর্বাভরণে ভূষিত, সুরূপ, বরদ, শান্ত
 ও প্রভামণ্ডলে মণ্ডিত। অনস্তর সান্ত্র
 সিন্দূর-সদৃশ ভাস্করকে সমুত্তম দেখিয়া
 সেই পূর্বকল্পিত অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণপূর্বক
 নীলাব হইয়া আপন মস্তকোপরি ঐ পাত্র

অদীকিত তন্তৈব নারৈবার্ধ্যং প্রবচ্ছতি ।
 শ্রদ্ধয়া ভাবযুক্তেন ভক্তিগ্রাহো রবির্ধতঃ ॥ ৩৪
 অগ্নিনিখতিবায়ুশমধ্যপূর্বাদিদিদৃ চ ।
 হৃচ্ছিরশ্চ শিখাবর্শ্বনেত্রোপ্যঙ্গক পূজয়েৎ ॥৩৫
 দত্তার্থ্যং গন্ধধূপক দীপং নৈবেদ্যমেব চ ।
 জপ্ত্বা শ্রদ্ধা নমস্কৃত্বা মূদ্রাং বদ্ধা বিসর্জয়েৎ ॥৩৬
 যে বার্ধ্যং সম্প্রবচ্ছতি সূর্য্যায় নিয়তেজ্রিয়াঃ ।
 ত্র্যাক্ষণাঃ কত্রিয়া বৈশ্ণাঃ ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ সংঘতাঃ
 ভক্তিভাবেন সততং বিভক্তেনাস্তরাশ্রনা ।
 তে ভুক্তাভিমতান্ কামান্ প্রাপ্ত বস্তি পরাং
 গতিম্ ॥ ৩৮

ত্রৈলোক্যদীপকং দেবং ভাস্করং গগনেচরম্ ।
 যে সংশ্রয়ন্তি মনুজান্তে সূর্য্যঃ সুখস্ত ভাজনম্ ॥
 যাবন্ন দীয়তে চার্ধ্যং ভাস্করায় যথোদিতম্ ।
 তাবন্ন পূজয়েদ্বিকুং শঙ্করং বা সুরেশ্বরম্ ॥৪০

ধারণান্তে একচিত্তে মৌনভাবে ত্র্যক্ষর মন্ত্রে
 সূর্য্যার্থ্য প্রদান করিবে। অর্ঘ্যদাতা যদি
 অদীকিত থাকেন, তাহা হইলে শ্রদ্ধাপূর্বক
 ভাবযুক্ত হইয়া মাত্র সূর্য্যদেবের নামোচ্চারণ
 করিয়াই অর্ঘ্যদান করিবেন; তাহাতেই
 অর্চনা সুসম্পন্ন হইবে। কেননা, সূর্য্যদেব
 ভক্তিযোগেই লভ্য হইয়া থাকেন। তৎপরে
 অগ্নি, নৈখতি, বায়ু ও ঈশানকোণে এবং
 মধ্য ও পূর্বাদিদিগুদলে তত্বদিগধিপতি-
 দিগকে এবং হৃদয়, শির, শিখা, বর্শ ও
 নেত্রাদি অঙ্গের পূজা করিবে। পরে গন্ধ,
 ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য নিবেদনান্তে জপ,
 স্তব, নমস্কার ও মূদ্রা প্রদর্শনপূর্বক বিসর্জন
 করিতে হইবে। ১২—৩৬। এইরূপে ত্র্যাক্ষণ,
 কত্রিয়, বৈশ্ণ, শূদ্র, বা স্ত্রী যেই কেন হউক
 না, যদি ভক্তিভাবে বিভক্তিতে নিয়তে-
 জ্রিয় হইয়া সূর্য্যার্থ্য প্রদান করে, তাহা
 হইলে ইহলোকে পরম সুখভোগ করিয়া
 অন্তে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি
 ত্রৈলোক্যের প্রদীপস্বরূপ গগনচারী ভাস্কর,
 যে সকল মানুষ্যেরা তাঁহাকে আশ্রয় করে,
 তাহারা পরম সুখের ভাজন হইয়া থাকে।

তস্মাৎ প্রযত্নমাহার দদ্যাদর্ঘ্যঃ দিনে দিনে ।
আদিত্যায় শুচির্ভূত্বা পুষ্পৈর্গন্ধৈর্বনোরমৈঃ ॥৪১॥
এবং দদ্যতি যশ্চার্ঘ্যঃ সপ্তম্যাং সুসমাহিতঃ ।
আদিত্যায় শুচিঃ স্নাতঃ স লভেদীপ্সিতং কলম্ ।
রোগাধিমুচ্যতে রোগী বিত্তার্থী লভতে ধনম্ ।
বিদ্যাং প্রাপ্নোতি বিদ্যার্থী সূতার্থী পুত্রবান্
ভবেৎ ॥ ৪২

যঃ যঃ কামমভিধ্যায়ন্ সূর্য্যার্ঘ্যং প্রযচ্ছতি ।
তস্ত তস্ত কলং সম্যক্ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সুধীঃ
স্নাত্বা বৈ সাগরে দত্ত্বা সূর্য্যার্ঘ্যং প্রণম্য চ ।
নরো বা যদি বা নারী সর্বকামকলং লভেৎ ॥
ততঃ সূর্যালয়ং গচ্ছেৎ পুষ্পমাদায় বাগ্‌যতঃ ।
প্রবিশ্ত পূজয়েদ্ধাতুং কৃৎস্না তু ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্ ॥
পূজয়েৎ পরম্না ভক্ত্যা কোণার্কং মুনিসত্তমাঃ ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা দীপৈর্দ্রুপৈর্নৈবেদ্যকৈরপি ॥

যাবৎ না ভাস্করকে যথাবিধি অর্ঘ্যদান করা হয়, তাবৎকালের মধ্যে বিষ্ণু, শঙ্কর বা সুরেশ্বর কাহারই পূজা করা বিধেয় নহে । অতএব প্রযত্ন পূর্বক প্রতিদিন পবিত্র হইয়া মনোহর পুষ্প ও গন্ধ দ্বারা আদিত্যকে অর্ঘ্য দান করিবে । যে ব্যক্তি সপ্তমীতিথিতে সুসমাহিত হইয়া এইরূপে স্নানান্তে শুচিভাবে আদিত্যকে অর্ঘ্যদান করে, তাহার অসীম ফল লাভ হয় । এই সূর্য্যার্ঘ্যদানের ফলে রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, বিত্তার্থী বিত্ত লাভ করে, বিদ্যার্থী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়, এবং পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে । সুধী পুরুষ যে যে কামনা করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করেন, তিনি সেই সেই কাম্য কল সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । নর কিম্বা নারী সাগরে স্নান করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানপূর্বক প্রণাম করিলে সর্বকাম-কল প্রাপ্ত হয় ১৩৭—৪৪। হে মুনিসত্তমগণ ! স্নাত্বান্নর বাক্যসংযমপূর্বক হস্তে পুষ্প লইয়া সূর্যালয়ে গমন করিবেন এবং তথায় প্রবেশপূর্বক ত্রিবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহারদেহকে স্পর্শ করিবেন । গন্ধ,

দ্রুপং প্রণিপাতিচ্চ জয়শব্দৈস্তথা ভবেৎ ।
এবং সম্পূজ্য তং দেবং সহস্রাণ্ডং জনংপতিম্
দশানামবমেধানাং কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো যুবা দিব্যবপুর্নরঃ ॥ ৪৩
সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান্ বংশাহুত্বা তো দ্বিজাঃ
বিমানেনার্কবর্ণেন কামগেন সুবর্চসা ॥ ৪৪
উপগীয়মানো গন্ধর্বৈঃ সূর্যালোকং স গচ্ছতি
ভূক্তা তত্র বরান্ ভোগান্ যাবদাহুতসংগ্রহম্ ।
পুণ্যকরাদিহায়াতঃ প্রবরে যোগিনাং কুলে ।
চতুর্বেদো ভবেদ্বিপ্রঃ স্বধর্মনিরতঃ শুচিঃ ॥৪৫॥
যোগং বিবস্বতঃ প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাগ্নুদ্বাং
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে যাত্রাং দমনভজিকাম্ ॥
যঃ করোতি নরস্তত্র পূর্বোক্তং স কলং লভেৎ
শয়নোথাপনে ভানোঃ সংক্রান্ত্যাং বিষুবায়নে
বারে রবোস্তথো চৈব পর্বকালেহথবা দ্বিজাঃ ।

পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দিয়া দ্রুপং প্রণিপাত, জয়শব্দ উচ্চারণ ও স্তব দ্বারা জগৎপতি সহস্ররশ্মিকে অর্চনা করিলে মানব সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য যুব-দেহ ধারণ করে এবং দশাবমেধ-জনিত কললাভ করিয়া থাকে । হে দ্বিজগণ ! মানব কোণাদিত্যের অর্চনার ফলে উর্দ্ধ ও অধঃসপ্ত পুরুষ উদ্ধার করিয়া অর্কপ্রতিম কামগামী উজ্জল বিমানারোহণে গন্ধর্বগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া সূর্যালোকে উপনীত হইয়া থাকেন এবং সেখানে গিয়া প্রলয়কাল পর্যন্ত বিবিধ দিব্য ভোগ্য বস্তু উপভোগ করেন এবং পশ্চাৎ পুণ্যকর হইলে মর্ত্যে আসিয়া যোগীদিগের উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ-পূর্বক চতুর্বেদবিৎ, স্বধর্মনিরত, পবিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন ; পরে সূর্য্য সহ মিলিত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন । চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে যে দমনভজিকা নামে যাত্রা আছে । যে নর ঐ যাত্রার অহুষ্ঠান করে, পূর্বোক্ত সর্বক কলই তাহার হস্তগত হইয়া থাকে । তাহার শয়ন, উথান, বিষুব সংক্রান্তি, রবিবার সপ্তমী তিথিতে অথবা কোরু পূর্ণিমায় যে সকল

যে তত্র যাত্রাং কুর্ষতি ব্রহ্মা সংবর্তিত্রিযাঃ ।
 বিমানেনার্কবর্ণেন সূর্যালোকঃ ব্রজন্তি তে ।
 আন্তে তত্র মহাদেবতীরে নদনদীপতেঃ ॥৫৬
 রামেশ্বর ইতি খ্যাতঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ।
 যে তং পশ্যন্তি কামারিঃ স্রাস্তা সম্যগ্ৰহোদধৌ
 গচ্ছৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈর্নৈবেদ্যকৈর্করৈঃ ।
 প্রণিপাতৈস্তথা স্তোত্রৈর্গীতৈর্বাচৈর্মনোহরৈঃ ॥
 রাজস্বয়কলং সম্যগাজিমেষকলং তথা ।
 প্রাপ্নুবন্তি মহাশানঃ সংসিদ্ধিঃ পরমাং তথা ॥৫৭
 কামগেন বিমানেন কিঙ্কণীজালমালিনা ।
 উপগীয়মানা গচ্ছকৈঃ শিবলোকঃ ব্রজন্তি তে ॥
 আহুতসংগ্রহং যাবত্ৰুকা ভোগান্ননোরমান্ ।
 পুণ্যকরাদিহাগত্য চাতুর্বেদা ভবন্তি তে ॥৬১
 শাকরং যোগমাহ্বয় ততো মোক্ষং ব্রজন্তি তে
 যন্তত্র সবিতুঃ কেত্রে প্রাণান্ত্যজ্যতি মানবঃ ॥

লোক জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মাসহকারে ঐ
 যাত্রাহুতান করে, তাহার আর্কবর্ণ বিমানে
 আরোহণ করিয়া সূর্যালোকে উপনীত হয় ।
 সেই সমুদ্রতীরে মহাদেব আছেন, ইনি
 সর্বকামপ্রদ রামেশ্বর শিব নামে বিখ্যাত ।
 যে সকল লোক যথাবিধি মহোদধিতে স্নান
 করিয়া সেই কামারিকে দর্শন করেন এবং
 গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, প্রণিপাত,
 স্তোত্র, গীত ও মনোহর বাদ্য দ্বারা তাঁহার
 অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই সকল মহা-
 শ্রদ্ধা ব্রাজিমেষ ও রাজস্বয় যন্ত্রের কল-
 লাভ করেন; এমন কি, তাঁহারা পরম
 সিদ্ধি পর্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারেন । তাঁহারা
 কিঙ্কণীজাল-মালিত কামগামী বিমানে
 আরোহণপূর্বক গচ্ছকগণ কর্তৃক সূর্যমান
 হইয়া শিবলোকে উপনীত হইয়া থাকেন
 এবং প্রায়কাল পর্যন্ত মনোরম ভোগ্য
 বস্তু সকল উপভোগ করিয়া পশ্চাৎ পুণ্য-
 কয়ে মর্ত্যধামে আগমনপূর্বক চতুর্বেদান্তিষ্ঠ
 পণ্ডিত হইয়া জ্ঞান গ্রহণ করেন । পরে
 শৈব যোগ অবলম্বনে তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তি
 ঘটে । যে মানব সেই সূর্যলোক প্রাপ্ত

স সূর্যালোকমাহ্বয় দেববয়োদতে দিবি ।
 পুনর্মাহুতাতঃ প্রাপ্য রাজা ভবতি ধার্মিকঃ ॥৬৩
 যোগঃ রবেঃ সমাসাদ্য ততো মোক্ষমবাপুয়াৎ
 এবং ময়া মুনিষেষ্ঠাঃ প্রোক্তাঃ কেত্রে সূর্যলোকতম্
 কোণার্কস্তোদধেতীরে ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥
 ইতি শ্রীভ্রাত্রে মহাপুরাণে স্বয়ম্ভু-ঋষিসংবাদে
 কোণাদিত্যমাহ্বয়াকীর্তনং নামাষ্টা-
 বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুন্য় উচুঃ ।

ক্রতোহস্মাভিঃ সুরশ্রেষ্ঠ ভবত। যত্নদাহতম্ ।
 ভাকরস্ত পরং কেত্রে ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥১
 ন তপ্তিমধিগচ্ছামঃ শৃঙ্খলঃ সুখদাং কথাম্ ।
 তব বক্রোদ্ধবাং পুণ্যাদিত্যস্মাঘনাশিনীম্ ॥২
 অতঃ পরং সুরশ্রেষ্ঠ ক্রহি নো বদতাং বর ।
 দেবপূজাফলং যচ্চ যচ্চ দানফলং প্রভো ॥ ৩

পরিভ্যাগ করে, সে সূর্যালোক প্রাপ্ত হইয়া
 স্বর্গ-ভূমিতে দেববৎ বিহার করিতে থাকে;
 অনন্তর মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা
 হয় এবং অস্ত্রে রবির সহিত মিলিত হইয়া
 মোক্ষ লাভ করে । হে মুনিষেষ্ঠগণ! এই
 আমি উদধিতীরস্থিত ভুক্তি-মুক্তি-ফল-
 প্রদাতা কোণার্কের সূর্যলোক কেত্রের বিষয়
 বর্ণন করিলাম ॥৪৫—৬৫ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৮॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ!
 আপনি যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ভাকর-কেত্রের
 কথা কহিলেন, সেই সুখদায়িনী পাপনাশিনী
 ভবমুখ নিঃসৃত পবিত্র কথা সত্যই
 শুনি, কিছুতেই আমাদের মায় ভক্তি
 প্রেম হ্রাস; ও সুরময়। সুরময়। সুরময়।

প্রণিপাতে নমস্কারে তথা চৈব প্রদক্ষিণে ।
দীপধূপপ্রদানে চ সম্যার্জনবিধৌ চ যৎ ॥ ৪
উপবাসে চ যৎ পুণ্যং যৎ পুণ্যং নক্তভোজনে
অর্ঘ্যচ কৌদৃশঃ প্রোক্তঃ কৃত্ব বা সংপ্রদীয়তে ॥
কথঞ্চ ক্রিয়তে ভক্তিঃ কথং দেবঃ প্রসাদতি ।
এতৎ সৰ্বং সুরশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ৬
ব্রহ্মোবাচ ।

অর্ঘ্যং পূজাদিকং সৰ্বং ভাক্তরন্ত দ্বিজোত্তমাঃ ।
ভক্তিঃ ব্রহ্মাঃ সমাধিক কথ্যমানঃ নিবোধত ॥ ৭
মনসা ভাবনা ভক্তিরিষ্টা ব্রহ্ম চ কীর্ত্যতে ।
ধ্যানং সমাধিরিত্যুক্তং শৃণুধ্বং স্নুসমাহিতাঃ ॥ ৮
তৎকথাং শ্রাবয়েদ্যন্ত তত্তক্তান্ পূজয়ীত বা ।
অগ্নিশ্রবণকশ্চৈব স বৈ ভক্তঃ সনাতনঃ ॥ ৯
ভক্তিস্তত্ত্বয়নশ্চৈব দেবপূজারতঃ সদা ।
তৎকৰ্ম্মকৃৎবেদ্যন্ত স বৈ ভক্তঃ সনাতনঃ ॥ ১০

পূজাকল, দানকল, এবং প্রণিপাত, নম-
স্কার, প্রদক্ষিণ, ধূপ-দীপ-প্রদান, সম্যার্জন-
প্রণালী, উপবাস ও নক্ত ভোজন, এই
সকল ব্যাপারে যে যেসকল পুণ্য, এতস্তির
কিরূপ অর্ঘ্য কোথায় কিরূপে দিতে হয়;
কিরূপে ভক্তি করা হয় এবং কিরূপে ভাক্তদেব
প্রসন্ন হইবেন? আমরা এই সকল বিষয়
শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি প্রকাশ করিয়া
বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম-
গণ! ভগবান্ ভাক্তরের অর্ঘ্য ও পূজাদি
বিধি এবং ভক্তি, ব্রহ্মা ও সমাধির বিষয় বলি-
তৌছি, শ্রবণ করুন। মন দ্বারা ভগব-
দ্বিষয়ে যে ভাবনা, তাহা ভক্তি এবং তদ্বিষয়ে
যে মানসিক ইচ্ছা, তাহা ব্রহ্মা আখ্যায়
অভিহিত! এতস্তির যাহা ধ্যান, তাহার
নাম সমাধি। হে মুনিগণ! আপনারা সমা-
হিত হইয়া ভক্তিবিশয়ের বিস্তৃত বিবরণ
শ্রবণ করুন। যিনি ভগবৎকথা শ্রবণ
করেন ও করান, ভগবদ্ভক্তিদিগকে পূজা
করেন, অথবা অগ্নি পরিচর্যা করেন, তিনিই
প্রকৃত ভক্ত নর। যাহার চিত্ত ও মন
ভগবানে নিবিষ্ট, এবং যিনি সৰ্বদা দেব-

দেবার্থে ক্রিয়মাণানি যঃ কৰ্ম্মাণ্যমুযততে ।
কীর্তনাদ্বা পরো বিপ্রাঃ স বৈ ভক্ততরো নরঃ ॥
নাভ্যাহুয়েত তত্তক্তান্ নিন্দ্যাচ্ছান্দেবতান্ ।
আদিত্যততচারী চ স বৈ ভক্ততরো নরঃ ॥ ১২
গচ্ছন্তিষ্ঠন স্বপঞ্জিঘর শ্মিষরিমিষন্নপি ।
যঃ যরেস্তাক্ষরং নিত্যং স বৈ ভক্ততরো নরঃ ॥
এবংবিধা হ্রিয়ঃ ভক্তিঃ সদা কার্যা বিজানতা ।
ভক্ত্যা সমাধিনা চৈব স্তবেন মনসা তথা ॥ ১৪
ক্রিয়তে নিয়মো যন্ত দানং বিপ্রায় দীয়তে ।
প্রতিগৃহস্তি তং দেবা যমুখ্যাঃ পিতরস্তথা ॥ ১৫
পত্রং পুষ্পং কলং তোয়ং যন্তক্ত্যা সমুপাহৃতম্ ॥
প্রতিগৃহস্তি তদেবা নাস্তিকান্ বর্জয়ন্তি চ ॥ ১৬
ভাবশক্তিঃ প্রয়োক্তব্য নিয়মাচারসংযুতা ।
ভাবশক্ত্যা ক্রিয়তে যন্তৎ সৰ্বং সকলং ভবেৎ ॥

পূজা ও দেবকৰ্ম্মে নিরত, তিনিই প্রকৃত
ভক্ত। যিনি দেবোদ্দেশে অমুষ্ঠিত কৰ্ম্ম-
সমূহের অমুমোদন করে—ক্রিয়া সত্তত
ভগবৎনাম কীর্তন করে—ইহা, ই নরই
ভক্ততর। যিনি ভগবদ্ভক্তি। র প্রতি
অমুখ্যা প্রকাশ করেন ইয়া থাকিবে অন্ত
দেবতার নিন্দা না করেন, এবং যিনি
আদিত্যততের অমুষ্ঠান করেন, তিনিই
প্রকৃত ভক্ত নর। যিনি গমন, অবস্থান,
নিদ্রা, ভ্রাণ, উন্মেষ ও নিমেষ এই সকল
ব্যাপারে সৰ্বদাই ভাক্তরকে শ্রবণ করেন,
তিনিই প্রকৃত ভক্ততর। ১—১৩। অভিজ্ঞ
ব্যক্তি ভগবানে এইরূপ ভক্তিই প্রকাশ করি-
বেন। ভক্তি, ধ্যান ও স্তব দ্বারা নিয়মামুষ্ঠান-
পূর্বক দেব ও পিতৃ প্রীতির জন্ত যাহারা
ব্রাহ্মণদিগকে দান করে, দেব ও পিতৃগণ
তাহা প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। ভক্তির সহিত
পত্র, পুষ্প, কল বা জল, যা কিছু দেবো-
দ্দেশে উপহার দেওয়া যায়, দেবগণ তাহা
প্রতিগ্রহ করেন; পরন্তু নাস্তিকগণের দেয়
কিছুই তাহারা গ্রহণ করেন না। নিয়ম
ও আচার সহকারে ভাবশক্তি প্রয়োগ করা
কর্তব্য; যাহা ভাবশক্তি দ্বারা করা হয়,

ভক্তিযোগোপহারেণ পূজয়াপি বিবর্ততঃ ।

উপবাসেন ভক্ত্যা বৈ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৮

প্রদিকীকৃত্য শিরো ভূম্যাং নমস্কারং করোতি যঃ ।

তৎকণাৎ সৰ্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥

ভক্তিযুক্তো নরো যোহসৌ রবেঃ

কুৰ্যাৎ প্রদক্ষিণাম্ ।

প্রদক্ষিণীকৃত্য ভেন সপ্তদ্বীপা বনুধরা ॥ ২০

সূৰ্য্যঃ মনসি যঃ কৃত্বা কুৰ্যাৎ দ্যোমপ্রদক্ষিণাম্ ।

প্রদক্ষিণীকৃত্য ভেন সৰ্বৈ দেবা ভবন্তি হি ॥ ২১

একাহারো নরো ভূহা ষষ্ঠ্যাং যোহর্চয়তে

রবিম্ ।

নিয়মব্রতচারী চ ভবৈভক্তিসমবিতঃ ॥ ২২

সপ্তম্যাং বা মহাভাগাঃ সোহবমেধকলং লভেৎ

অহোরাত্রোপবাসেন পূজয়েদ্যন্ত ভাস্করম্ ॥২৩

সপ্তম্যামধবা ষষ্ঠ্যাং স যাতি পরমাং গতিম্ ।

কৃষ্ণপক্ষস্ত সপ্তম্যাং সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

তাহাই করে হইয়া থাকে । ভক্তিপূর্বক উপবাস করিয়া ভক্তি, জপ ও পূজোপহার দ্বারা ভক্তিতে আরাধনা করিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, যে ব্যক্তি ভূতলে যন্তক নত করিয়া সূর্য্যোদ্দেশে নমস্কার করে, সে তৎকণাৎ সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয় । যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া রবিকে প্রদক্ষিণ করে, এই সপ্তদ্বীপা বনুধাই তাহার প্রদক্ষিণীকৃত হয় । মনে মনে সূর্যকে ধ্যান করিয়া যে নর দ্যোমমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, তৎকর্তৃক সৰ্বদেবতাই প্রদক্ষিণীকৃত হইবেন । যে নর ভক্তিসহকারে একাহারী হইয়া ষষ্ঠী তিথিতে সূর্যকে অর্চনা করে ও নিয়ত ব্রতাহুষ্ঠানে তৎপর হয়, অথবা যে ব্যক্তি অষ্টমীতিথিতে অহোরাত্র উপবাস করিয়া ভাস্করকে পূজা করে, হে মহাভাগগণ ! তাহার সকলেই অবমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে । সপ্তমীতে হটক, কিম্বা ষষ্ঠীতেই হটক, সূর্য্যের অর্চনায় পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে জিভেন্দ্রিয় ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতিথিতে উপবাসী

সৰ্বরত্নোপহারেণ পূজয়েদ্যন্ত ভাস্করম্ ।

পদ্মপ্রভেণ যানেন সূর্যালোকঃ স গচ্ছতি ॥ ২৫

শুক্লপক্ষস্ত সপ্তম্যামুপবাসপরো নরঃ ।

সৰ্বরত্নোপহারেণ পূজয়েদ্যন্ত ভাস্করম্ ॥ ২৬

সৰ্বপাপবিনিষ্টকৃতঃ সূর্যালোকঃ স গচ্ছতি ।

অর্কসম্পূটসংযুক্তমুদকং প্রসূতং পিবেৎ ॥ ২৭

ক্রমবৃত্ত্যা চতুর্দশঃশমেতৈককং ক্ষপয়েৎ পুনঃ ।

ষাভ্যাং সংবৎসরাভ্যাং সমাপ্তনিয়মো ভবেৎ

সৰ্বকামপ্রদা হোবা প্রশস্তা হর্কসপ্তমী ।

শুক্লপক্ষস্ত সপ্তম্যাং যদাদিত্যাদিনং ভবেৎ ॥

সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দত্তং মহৎ ফলম্ ।

জ্ঞানং দানং তপো হোম উপবাসস্তথৈব চ ॥

সৰ্বং বিজয়সপ্তম্যাং মহাপাতকনাশনম্ ।

যে চাদিত্যাদিনে প্রাপ্তে শ্রীকৃষ্ণ কুর্কন্তি মানবাঃ

যজন্তি চ মহাশেতং তে লভন্তে যথেষ্পিতম্ ।

যেষাং ধর্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ সৰ্বাঃ সর্দৈবোদ্ভিদা

ভাস্করম্ ॥ ৩২

হইয়া সর্ববিধ রত্নোপহার দ্বারা ভাস্করকে পূজা করেন, তিনি পদ্মপত্রপ্রভ যানারোহণে সূর্যালোকে উপনীত হইয়া থাকেন ॥১৪--২৫॥ যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে উপবাস তৎপর হইয়া সর্ববিধ শুক্ল উপহার দ্বারা ভাস্করকে অর্চনা করেন, তিনি সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সূর্যালোকে প্রস্থান করিয়া থাকেন । অর্ক-পত্রের সম্পূটকে করিয়া প্রতি সপ্তমী তিথিতে ক্রমশঃ একৈককৃদ্ধি ক্রমে চতুর্দশ প্রসূত উদকপানে দুই বৎসর যাবৎ নিয়ম পালন করিতে হয়, ইহার নাম অর্কসপ্তমী ব্রত ; এই সপ্তমী প্রশস্ত ও সর্বকামপ্রদ । রবিবার যদি শুক্ল সপ্তমী হয়, তাহা হইলে সেই সপ্তমী বিজয়া নামে খ্যাত । এই বিজয়া সপ্তমীতে জ্ঞান, দান, তপ, হোম ও উপবাসাদি যাহা কিছু করা যায়, তাহাতে মহাফল উৎপন্ন হয় । এমন কি, মহাপাতক পর্যন্ত বিহ্বলিত হইয়া যায় । যে সকল মানব রবিবারে আত্মাহুষ্ঠান বা দেবার্চনা করে, তাহার যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত

ন কুলে জায়তে তেবাং দরিদ্রো

ব্যাধিতোহপি বা।

যেতয়া রক্তয়া বাপি পীতমৃত্তিকয়াপি বা ॥ ৩৩

উপলেনপনকর্তা তু চিন্তিতঃ লভতে ফলম্।

চিত্তভাঙ্গঃ বিচিত্রৈশ্চ কুসুমৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৩৪

পূজয়েৎ সোপবাসো যঃ স কামানীপিতার্নভেৎ

যুতেন দীপং প্রজ্জাল্য তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥

আদিত্যঃ পূজয়েদ্যন্ত চক্ষুষা ন স হীয়তে।

দীপদাতা নরো নিত্যঃ জ্ঞানদীপেন দীপ্যতে

তিলাঃ পবিজঃ তৈলঃ বা তিলগোদানমুত্তমম্।

অগ্নিকার্ষ্যে চ দীপে চ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৩৭

দীপং দদাতি যো নিত্যঃ দেবতায়তনেষু চ।

চতুষ্পথেষু রথ্যাসু রূপবান্ সুভগো ভবেৎ ॥

হবির্ভিঃ প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্চৌষধীরসৈঃ।

বসামেদোহ্নিনির্ঘ্যাসৈর্ন তু দেয়ং কথঞ্চন ॥ ৩৯

হয়। যাহাদের যে কিছু ধর্ম কর্ম, সকলই আদিত্যোদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত হয়, তাহাদের কুলে কেহই দরিদ্র বা ব্যাধিত হয় না। যেত, রক্ত বা পীত মৃত্তিকা দ্বারা যাহারা সূর্য্যস্থান উপলেনপন করে, তাহারাও অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া বিচিত্র পুষ্প ও গন্ধ দ্বারা চিত্তভাঙ্গকে পূজা করে, সে ঈপ্সিত কামনা লাভ করিয়া থাকে। যে জন যুত কিম্বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ জালিয়া আদিত্যকে অর্চনা করে, তাহার কখনও চক্ষু নষ্ট হয় না। দীপদাতা নর সর্বদাই জ্ঞান-দীপে উদ্ভাসিত হইবেন। তিলরাশি, পবিজ তৈল এবং তিলধেয় এই তিনটি দান প্রশস্ত; তিলদ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিলে এবং তিল তৈলে দীপ জালিয়া দেবগৃহে অর্পণ করিলে, মহাপাতকও বিনষ্ট হয়। মানব চতুষ্পথ ও দেবায়তন প্রভৃতিতে নিত্য দীপ দান করিলে রূপবান্ ও সুভগ হইয়া থাকে। যুত দ্বারা দীপদানই প্রথম কর; ওষধি-রসে দীপদান দ্বিতীয় কর; পরন্তু বসামেদ ও অহ্নি প্রভৃতি দ্বারা কদাচ দীপ দান

ভবেদুর্গতিদীপো ন কদাচিদধোগতিঃ।

দাতা দীপ্যতি চাপ্যেবঃ ন তির্ধ্যগুগতিমাশ্রুয়াৎ

জলমানঃ সদা দীপং ন হরেন্নাপি নাশয়েৎ।

দীপহর্তা নরো বন্ধঃ নাশঃ ক্রোধঃ তমো ব্রজ্যেৎ

দীপদাতা স্বর্গলোকে দীপমালেন ব রাজতে।

যঃ সমালভতে নিত্যং কুঙ্কমাঙ্কচন্দনৈঃ ॥ ৪১

সম্পদ্যতে নরঃ প্রৈত্য ধনেন যশসা শ্রিয়া।

রক্তচন্দনসংমিশ্রৈ রক্তপুষ্পৈঃ শুচির্নরঃ ॥ ৪৩

উদয়েচ্ছ্যঃ সদা দধা সিদ্ধিঃ সংবৎসরানন্তেৎ।

উদয়াৎ পরিবর্তেত যাবদন্তমনে স্থিতঃ ॥ ৪৫

জপমতিমুখঃ কিঞ্চিন্নম্রঃ স্তোত্রমথাপি বা।

আদিত্যব্রতমেতত্ত্ব মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪৭

অর্ঘ্যেণ সহিতকৈব সর্বং সাক্ষং প্রদাপয়েৎ।

উদয়ে শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৯

সুবর্ণধেনুদু হবসুধাবস্তুসংযুতম্।

অর্ঘ্যপ্রদাতা লভতে সপ্তজন্মানুগং ফলম্ ॥ ৫১

বিধেয় নহে। দীপ উর্গতি হইবে, কদাচ উহা অধোগতি হওয়া উচিত নহে। দীপদাতা দীপের জ্বায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন; কদাচ তিনি তির্ধ্যগুগতি প্রাপ্ত হইবেন না। দীপ জ্বলিতে থাকিলে, কখন তাহা হরণ বা নাশন করিবে না। দীপহর্তা ব্যক্তি বধ, বন্ধন, ক্রোধ ও তমোভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৬—৪০। দীপদাতা নর স্বর্গে গিয়া দীপমালার জ্বায় বিরাজ করেন। যে ব্যক্তি নিয়ত কুঙ্কম ও অঙ্কুর চন্দন লেপন করে, তাদৃশ নর পরজন্মে যশস্বী ও ধনী হইয়া থাকে। যে নর শুচি হইয়া সূর্য্যোদয় কালে রক্ত চন্দন-মিশ্রিত রক্ত পুষ্প দ্বারা সর্বদা অর্ঘ্য দান করে, সে সংবৎসরান্তে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। সূর্য্যের উদয় হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যাস্তমুখে থাকিয়া যে কোন মন্ত্র জপ বা স্তোত্র পাঠ করা কর্তব্য। এইরূপ অমুষ্ঠানের নাম আদিত্যব্রত, এই ব্রতচরণে মহাপাতকরাশি বিনষ্ট হয়। সূর্য্যের উদয়কালে শ্রদ্ধার সহিত অর্ঘ্যদান করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সূর্য্যাস্ত

অগ্নৌ ভোয়েতুরিকে চ তুচৌ কুম্যাঃ

তথৈব চ

প্রতিমায়াঃ তথা পিতৃয়াং দেয়মর্ঘ্যঃ প্রযত্নতঃ ।

নাপসব্যঃ ন সব্যঞ্চ দদ্যাৎ দভিস্থঃ সদা ।

সমুত্তঃ শুগুণলং বাপি যবেভক্তিসমম্বিতঃ ॥ ৪০

তৎক্ষণাৎ সর্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ

শ্রীবাসঃ চতুরশ্বঞ্চ দেবদাক্ষঃ তথৈব চ ॥ ৫০

কর্ণুরাণ্ডকধূপানি দধা বৈ স্বর্গগামিনঃ ।

অয়নে তুস্তরে সূর্য্যমথবা দক্ষিণায়নে ॥ ৫১

পূজয়িত্বা বিশেষেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

বিষুবেষুপরাগেষু ষড়্ শ্রীতিমুখেষু চ ॥ ৫২

পূজয়িত্বা বিশেষেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

এবং বেলাসু সর্বাসু সর্বকালঞ্চ মানবঃ ॥ ৫৩

তত্কা পূজয়তে বোহর্কঃ সোহর্কলোকে

মহীয়তে ।

কুমারৈঃ পায়সৈঃ পুষ্পৈঃ কলমূলস্বতোদনৈঃ ॥ ৫৪

বলিং কুহা তু সূর্য্যায় সর্বান কামানবাগ্নুয়াৎ ।

দানকর্তা সপুত্রস্য পর্য্যন্ত সুবর্ণ, ধেনু, বলদ, বসুধা ও বিবিধ বস্তু লাভ করিয়া থাকেন। অগ্নি, জল, অন্তরীক্ষ, পুণ্যভূমি ও প্রতিমা প্রভৃতিতে যত্নের সহিত সূর্য্যার্ঘ্য দান করা কর্তব্য। সব্য বা অপসব্য ক্রমে না দিয়া ভক্তির সহিত ঠিক সূর্য্যার্ঘ্যই যত শুগুণলাদি সহ সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে। এইরূপ অর্ঘ্য দানে তৎক্ষণাৎ সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সূর্য্যকে শ্রীবাস, দেবদাক্ষ, কর্ণুর, অণ্ডক ও ধূপ প্রভৃতি দান করিলে স্বর্গলাভ হয়। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অয়নেই সূর্য্য পূজা করিলে সর্বপাপ প্রশ্নষ্ট হইয়া যায়। বিষুব সংক্রান্তি ও উপরাগাদি উপলক্ষে বিশিষ্টরূপে সূর্য্য পূজা দ্বারা সর্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটে। যে মানব সর্ববেলায় সর্বকালে ভক্তিপূর্ব্বক অর্ক পূজা করে, তাহার অর্কলোকে গতি হয়। কুমার, পায়স, পুষ্প, কল, মূল ও স্বতোদন দ্বারা সূর্য্যকে উপহার প্রদানে সর্বকাম

স্বতেন তর্পণং কুহা সর্বসিদ্ধৌ ভবেন্নরঃ ॥ ৫৫

কীরেণ তর্পণং কুহা মনস্তাপৈর্ন মুচ্যতে ।

দধা তু তর্পণং কুহা কার্য্যসিদ্ধিঃ লভেন্নরঃ ॥ ৫৬

শ্রানার্ঘ্যমাহরেদ্যন্ত জনঃ ভানোঃ সমাহিতঃ ।

তীর্থেষু শুচিতাপন্নঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৭

ছত্রং ধ্বজং বিতানং বা পতাকাং চামরাণি চ ।

অন্ধয়া ভানবে দধা গতিমিষ্টামবাগ্নুয়াৎ ॥ ৫৮

যদ্যদ্রব্যং নরো ভক্ত্যা আদিত্যায় প্রযচ্ছতি

তত্তন্ত শতসাহস্রমুৎপাদয়তি ভাস্করঃ ॥ ৫৯

মানসং বাচিকং বাপি কার্য্যজং যচ্চ হৃদয়ম্ ।

সর্বং সূর্য্যপ্রসাদেন তদশেষং ব্যপোহতি ॥ ৬০

একাহেনাপি যত্নানোঃ পূজায়াঃ প্রাপ্যতে ফলম্

যথোক্তদক্ষিণৈর্বিপ্রৈর্ন তৎ ক্রতুশতৈরপি ॥ ৬১

ইতি শ্রীরাধা সূর্য্যপূজাদি নার্মেকোন-

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

প্রাপ্ত হওয়া যায়। সূর্য্যকে যত দ্বারা তর্পণ করিয়া মানব সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। কীর দ্বারা তর্পণ করিলে কদাচ মনস্তাপ ভোগ করে না। দধি দ্বারা তর্পণে কার্য্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া সূর্য্যকে শ্রান করাইবার জন্য জন অহরণ করে, সে সর্ব-তীর্থে শুচি হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ছত্র, ধ্বজ, বিতান, পতাকা বা চামর এই সকল বস্তু অন্ধায় সহিত সূর্য্যকে সমর্পণ করিলে ইষ্ট-গতি লাভ করা যায়। মনুষ্য ভক্তির সহিত ভাস্করকে যে যে দ্রব্য দান করে, ভাস্কর তাহার সেই সেই দ্রব্য শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। মানসিক, বাচিক, বা কার্য্যিক যে কোন হৃদয়ই হউক, সূর্য্যের প্রসাদে তৎসমস্ত আয়ুস্কলতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। একটী মাত্র দিনে ভাস্কর পূজা করিলে যে কললাভ করা যায়, যথায়োগ্য দক্ষিণাসম্পন্ন শত শত ক্রতু দ্বারাও সে কল সমধিগত হওয়া যায় না। ৪১—৬১।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অহো দেবস্ত মাহাশ্মাঃ স্তম্ভমেবং জগৎপতে ।
ভাস্করস্ত সুরশ্রেষ্ঠ বদতন্তেষু ত্বলভম্ ॥ ১
কুয়ঃ প্রজাহি দেবেশ যৎ পৃচ্ছামো জগৎপতে
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ পরং কোতুহলং হি নঃ
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোহথ ভিক্ষুকঃ ।
য ইচ্ছেন্মোক্শমাস্মাতুং দেবতাংকাং যজ্ঞেত সঃ
কুতো হস্তাক্ষয়ঃ স্বর্গঃ কুতো নিঃশ্রেয়সং পরম্ ।
স্বর্গতশ্চৈব কিং কুৰ্যাদযেন ন চ্যবতে পুনঃ ॥ ৪
দেবানাং চাত্ত কো দেবঃ পিতৃণাঞ্চৈব কঃ পিতা
যস্মাৎ পরতরং নাস্তি তন্মে ব্রহ্মি সুরেশ্বর ॥ ৫
কুতঃ সৃষ্টমিদং বিশ্বং সর্বং স্বাবরজজন্মম্ ।
প্রলয়ে চ কমভ্যোতি তদ্বান বক্রুমহতি ॥ ৬

ত্রিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে জগৎপতে ! হে
সুরশ্রেষ্ঠ ! আপনি ভাস্করদেবের ত্বলভ
মাহাশ্মা কীৰ্ত্তন করিলেন, আপনার মুখে
আমরা তাহা শ্রবণ করিলাম ; কিন্তু হে
ব্রহ্মন্ ! আমাদের প্রবল শ্রবণ-কৌতুহল
এখনও নিবৃত্ত হয় নাই ; অতএব আমরা
যাহা জিজ্ঞাসা করি, আপনি পুনরায় তাহা
প্রকাশ করিয়া বলুন । আমাদের জিজ্ঞাসা
এই যে, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ অথবা ভিক্ষু,
ইহাদের মধ্যে কেহ যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন,
তবে তিনি কোন্ দেবতার আরাধনা করি-
বেন ? কিরূপে তাহার অক্ষয় স্বর্গ হয়, কি
করিলেই বা সে পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে
পারে এবং স্বর্গগত ব্যক্তিই বা এমন কি কার্য্য
করিবেন, যাহাতে পুনরায় আর তাঁহাকে
তথা হইতে ভ্রষ্ট হইতে না হয় ? যিনি দেব-
গণের দেব ও পিতৃগণের পিতা, যাহা হইতে
পরতর আর কেহই নাই, হে সুরেশ্বর !
তিনি কে ? তাহা আমাদের কাছে বলুন । অপিচ,
এই স্বাবরজজন্মাক বিশ্ব যাহা হইতে
সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালেও আবার

ব্রহ্মোবাচ ।

উদ্যমৈবেষ কুরুতে জগদ্বিত্তিমিরং কটোরঃ ।
নাতঃ পরতরো দেবঃ কশ্চিদন্তো বিজোক্তমাঃ
অনাদিনিধনো হ্যেষ পুরুষঃ শাবিতোহম্বরঃ ।
তাপয়তোষ ত্রীর্ণোকান্ ভবনরশ্মিভিরুদয়ঃ ॥ ৮
সর্বদেবময়ো হ্যেষ তপতাং তপনো বরঃ ।
সর্বস্ত জগতো নাথঃ সর্বসাকী জগৎপতিঃ ॥ ৯
সংক্ষিপত্যোষ ভূতানি তথা বিন্ধজতে পুনঃ ।
এষ ভাতি তপত্যোষ বর্ষত্যোষ গভস্তিভিঃ ॥
এষ ধাতা বিধাতা চ ভূতাদির্ভূতভাবনঃ ।
ন হ্যেষ ক্ষয়মায়াতি নিত্যমক্ষয়মণ্ডলঃ ॥ ১১
পিতৃণাং চ পিতা হ্যেষ দেবতানাং হি দেবতা ।
ঋবঃ স্থানং স্মৃতং হ্যেতদ্যস্মিন্ন চ্যবতে পুনঃ ॥
সর্গকালে জগৎ কৃৎস্নমাদিত্যাং সম্ভ্রময়তে ।
প্রলয়ে চ তমভ্যোতি ভাস্করং দীপ্ততেজসম্ ॥

যাহাকে আশ্রয় করিবে, ইহাও আপনি কীৰ্ত্তন
করুন । ১—৬ । ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিজ-
গণ ! এই যে দেব উদ্ভিত হইয়া স্বীয় কর-
নিকরে জগদঙ্ককার অপনীত করেন, ইহা
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেব অস্ত কেহই নাই । কারণ
ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, ইনিই শাবিত
অব্যয় পুরুষ । ইনিই প্রথম রূপ ধারণ করিয়া
রশ্মিনিচয় দ্বারা এই ত্রিভুবন তাপিত করি-
তেছেন । ইনি সর্বদেবময়, সর্বশ্রেষ্ঠ তাপ-
দাতা, সর্ব জগতের নাথ, সর্বলোকের সাকী
এবং সর্ব জগতের পতি । ইনিই ভূতবর্গ
সৃজন করেন এবং পুনরায় সংহার করিয়া
ধাকেন । ইনি কিরণরাজি বিস্তার করিয়া
প্রতিভাত হন এবং তাপন ও বর্ষণ করিয়া
ধাকেন । ইনি ধাতা, বিধাতা ভূতাদি ও
ভূতভাবন । ইনি কখন ক্ষয়প্রাপ্ত হইবেন
না ; ইহার মণ্ডল নিয়তই অক্ষয় । ইনিই
পিতৃগণের পিতা এবং ইনিই দেব-
গণের দেবতা । ইনিই সেই ঐগিক
ঋবস্থান । ইহা হইতে আর বিচ্যুত হইতে
হয় না । সৃষ্টিকালে সমস্ত জগৎ আদিত্য
হইতে প্রসূত হয় এবং প্রলয়ে আবার

যোগিনশ্চাপ্যসংখ্যাতাস্ত্যকুণ গৃহকলেবরম্ ।
বায়ুর্ভূবা বিশস্ত্যশ্মিংস্তেজোরার্শৌ দিবাকরে
অস্ত রশ্মিসহস্রাণি শাখা ইব বিহঙ্গমাঃ ।

বসন্ত্যশ্রিত্য মুনয়ঃ সংসিদ্ধা দৈবতৈঃ সহ ॥ ১৫

গৃহস্থা জনকাদ্যাশ্চ রাজানো যোগধর্ম্মিণঃ ।

বালখিল্যাদয়শ্চৈব ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৬

বানপ্রস্থাস্থ্যে চাশ্চে ব্যাসাদ্যা ভিক্ষবস্তথা ।

যোগমাহার্য সর্কে তে প্রবিষ্টাঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥

ভকো ব্যাসশ্রুতঃ শ্রীমানযোগধর্ম্মমবাপ্য সং ।

আদিত্যকিরণান গহ্বা হৃপুনর্ভাবমান্বিতঃ ॥ ১৮

শকমাজ্জকতিমুখা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।

প্রত্যকোহয়ং পরো দেবঃ সূর্য্যস্তিমিরনাশনঃ

তন্মাদন্তত্র ভক্তির্হি ন কার্য্যা শুভমিচ্ছতা ।

বস্মাকৃষ্টৈরগম্যাস্তে দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ ॥ ২০

অতো ভবতিঃ সততমভার্চেয়া ভগবান্ রবিঃ

দীপ্ততেজা ভাস্করেই উহা বিলীন হইয়া

বায়ু । অসংখ্য যোগী পুরুষ, স্ব স্ব দেহ

পরিভ্যাগপূর্ব্বক বায়ু হইয়া এই তেজোরার্শি

দিবাকরেই প্রবেশ করিয়াছেন । আকাশ-

প্রসারিত তরুশাখার স্থায় ইহাঁরই সহস্র

সহস্র রশ্মি আশ্রয় করিয়া দেবগণ সহ সিদ্ধ-

মুনিগণ বাস করিতেছেন । গৃহস্থ অথচ

যোগমার্গাবলম্বী জনকাদি রাজগণ, বাল-

খিল্যাদি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ, অন্তান্ত বান-

প্রস্থাবলম্বী মুনিগণ, এবং ব্যাসপ্রমুখ সর্ক-

ভ্যাপী সাধুপুরুষগণ, ইহাঁরা সকলেই যোগ-

পথ অবলম্বন করিয়া সৌর মণ্ডলে প্রবেশ

করিয়াছেন । ১। ব্যাসনন্দন শ্রীমান্ শুকও

যোগ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আদিত্য কিরণ লাভ

করত পুনর্জন্ম জয় করিয়াছেন । ৭—১৮ ।

বেদমুর্তি ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ

সকলেই এই প্রত্যক পরম দেব তিমিরধ্বংসী

সূর্য্য বৈ আর কেহই নহেন । অতএব

ভক্তাকাজী ব্যক্তির অন্তত্ৰ ভক্তি করা বিধেয়

নহে ; কেননা, বিষ্ণু প্রভৃতি অন্তান্ত যে

সকল দেব, তাঁহারা কেহই দৃষ্টিগম্য নহেন ;

এই কারণে আপনারা সর্বদা ভগবান্

স হি মাতা পিতা চৈব কৃৎসন্ত জগতো গুরুঃ
অনাদ্যো লোকনাথোহসৌ রশ্মিমালী

জগৎপতিঃ ।

মিত্রহে চ স্থিতো যস্মাত্তপস্তপে বিজোক্তমাঃ
অনাদিনিধনো ব্রহ্মা নিত্যশ্চাক্ষর এব চ ।

সৃষ্টা সসাগরান্ দ্বীপান ভুবনানি চতুর্দশ ॥ ২০

লোকানাং স হিতার্থায় স্থিতশ্চন্দ্রসরিত্তটে ।

সৃষ্টা প্রজাপতীন্ সর্কান্ সৃষ্টা চ বিবিধাঃ প্রজাঃ

ততঃ শতসহস্রাং শুরব্যাক্তশ্চ পুনঃ সৃয়ম্ ।

কৃষ্টা দ্বাদশধা স্মানমাদিত্যমুপপদ্যতে ॥ ২৫

ইন্দ্রো ধাতাথ পর্জন্তুতৃষ্টা পুষ্যার্থমা ভগঃ ।

বিবস্বান্ বিষ্ণুরংশশ্চ বরুণো মিত্র এব চ ॥ ২৬

আভির্ষাদিশভিস্তেন সূর্য্যেণ পরমাস্মন ।

কৃৎস্নঃ জগদিদং ব্যাপ্তং মূর্ত্তিভিষ্চ বিজোক্তমাঃ

তস্ম যা প্রথমা মূর্ত্তিরাদিত্যশ্চেন্দ্রসংজ্ঞিতা ।

স্থিতা সা দেবরাজহে দেবানাং রিপুনাশিনী ॥

ভাস্করকেই অর্চনা করিবেন ! সেই ভাস্করই

মাতা, পিতা এবং কৃৎস্ন জগতের গুরু ।

তিনিই অনাদি, লোকনাথ, রশ্মিমালী ও

জগৎপতি । তিনিই সকলের মিত্ররূপে

বিরাজিত । যিনি অনাদি-নিধন, নিত্য

অব্যয় ব্রহ্মা, তিনিও সেই সূর্য্য বৈ আর

কেহই নহেন । সূর্য্যদেবই সাগর ও দ্বীপাদি

সহ চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করিয়া লোকনিবহের

হিতের নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন এবং

সেই অব্যক্তমূর্ত্তি ভগবান্ সহস্ররশ্মিই

পুনরায় সমস্ত প্রজাপতি ও বিবিধ প্রজা-

মণ্ডলীকে সৃষ্টি করিয়া আত্মাকে দ্বাদশধা

বিভক্ত করত আদিত্যরূপে প্রতিভাত

হইতেছেন । হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ ! ইন্দ্র, ধাতা,

পর্জন্তু, তৃষ্টা, পুষা, অর্য্যমা, ভগ, বিবস্বান্,

বিষ্ণু, অংশ, বরুণ ও মিত্র, এই দ্বাদশ মূর্ত্তি

দ্বারা পরমাত্মা, সূর্য্যদেবই এই কৃৎস্ন জগৎ

ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন । সেই

আদিত্যের যে ইন্দ্রনামক প্রথম মূর্ত্তি, তিনিই

দেবগণের শত্রু-সংহার করত দেবরাজহে

দ্বিতীয়া তন্ত্ৰা য়া মূর্তিনায়া ধাত্তেতি কীৰ্ত্তিতা ।
 হিতা প্রজাপতিহেন বিবিধাঃ সৃজতে প্রজাঃ
 তৃতীয়ার্কন্ত্ৰ য়া মূর্তিঃ পৰ্জন্ত ইতি বিক্ৰতা ।
 মেঘেষেব হিতা সা তু বৰ্ষতে চ গভস্থিভিঃ ॥
 চতুর্থী তন্ত্ৰা য়া মূর্তিনায়া তৃষ্টেতি বিক্ৰতা ।
 হিতা বনস্পতৌ সা তু ওষধীষু চ সৰ্বতঃ ॥৩১
 পঞ্চমী তন্ত্ৰা য়া মূর্তিনায়া পুষেতি বিক্ৰতা ।
 অগ্নে ব্যবহিতা সা তু প্রজাঃ পুষ্ণতি নিত্যশ্চ
 মূর্তিঃ যষ্টী রবেধা তু অৰ্য্যমা ইতি বিক্ৰতা ।
 বায়োঃ সংসরণা সা তু দেবেষেব সমাশ্রিতা ॥৩৩
 ষাণ্মীয়া সপ্তমী মূর্তিনায়া ভগেতি বিক্ৰতা ।
 ভূত্বিষবহিতা সা তু শরীরেষু চ দেহিনাম্ ॥৩৪
 মূর্তির্থা অষ্টমী তন্ত্ৰা বিবস্বানিতি বিক্ৰতা ।
 অগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতা সা তু পচত্যগ্নঃ শরীরিণাম্ ॥
 নবমী চিত্রভানোৰ্থা মূর্তির্বিষ্ণুশ্চ নামতঃ ।
 প্রাক্তর্ভবতি সা নিত্যং দেবানামগ্নিস্থদনী ॥
 দশমী তন্ত্ৰা য়া মূর্তিরংগমানিতি বিক্ৰতা ।
 বায়ৌ প্রতিষ্ঠিতা সা তু প্রহ্লাদয়তি বৈ প্রজাঃ
 মূর্তির্হেবাদশী ভানোৰ্থা বরুণসংজিতা ।

বিরাজমান । তাঁহার দ্বিতীয় মূর্তি ধাতা
 প্রজাপতিহেন অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ প্রজা
 সৃষ্টি করিতেছেন । পৰ্জন্ত নামক প্রসিদ্ধ
 তদীয় তৃতীয় মূর্তি, মেঘরূপে অবস্থিত হইয়া
 বারিধারা বর্ষণ করিতেছেন । তাঁহার তৃষ্ট
 নামক চতুর্থী মূর্তি বনস্পতি ও ওষধি-সমূহে
 বিরাজিত রহিয়াছে । পুষাখ্য পঞ্চমী মূর্তি
 অগ্নে অবস্থিত হইয়া প্রতিনিয়ত প্রজাপুঞ্জকে
 পোষণ করিতেছেন । অৰ্য্যমা নামী যষ্টী মূর্তি
 বায়ুর আকারে সংসরণশীল হইয়া দেবদেহ
 আশ্রয় করিয়াছে । ভানুর ভগ নামী সপ্তমী
 মূর্তি ভূতলে এবং দেহিগণের দেহ মধ্যে
 বিরাজ করিতেছে । বিবস্বান নামে অষ্টমী
 মূর্তি অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া শরীরিগণের
 ভুজ্ঞার পরিপাক করিতেছে । বিষ্ণু নামী
 নবমী মূর্তি দেবগণের রিপু সংহারের জন্ত
 নিত্য প্রাক্তর্ভূত হইতেছে । তাঁহার অংগমান
 নামে দশমী মূর্তি বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া

জলেষবহিতা সা তু প্রজাঃ পুষ্ণতি নিত্যশ্চ ॥
 মূর্তির্থা ষাদশী ভানোৰ্থা মিজেতি সংজিতা ।
 লোকানাং সা হিতার্থায় হিতা চন্দ্রসরিষ্বটে ॥
 বায়ুতক্ষপস্তপে হিতা মৈত্রেণ চক্ষুবা ।
 অমৃগহ্ন সদা ভক্তান বরৈর্নানাবিধৈশ্চ সঃ ॥৪০
 এবং সা জগতাঃ মূর্তিহিতায় বিহিতা পুরা ।
 তত্র মিত্রা হিতৌ যস্মাত্তস্মান্মিত্রাঃ পরঃ স্মৃতম্ ॥
 আভিষাদশতিস্তেন সবিত্রা পরমাস্থনা ।
 কৃৎস্নঃ জগদিদং ব্যাপ্তঃ মূর্তিভিষ্ঠ দ্বিজোক্তমাঃ
 তস্মাদ্ধ্যোয়ো নমস্ত্যশ্চ ষাদশহাসু মূর্তিষু ।
 ভক্তিমান্তর্ন রৈনিত্যং তদগতেনান্তরাশ্বনা ॥৪৩
 ইত্যেবং ষাদশাদিত্যগ্নমক্ষু তু মানবঃ ।
 নিত্যং ক্তা পঠিত্বা চ সূর্যালোকে মহীরতে ॥
 মুনয় উচুঃ ।

যদি তাবদগ্নঃ সূর্য্যাদিদেবঃ সনাতনঃ ।
 ততঃ কস্মাত্তপস্তপে বরেপ্সুঃ প্রাক্ততো যথা

প্রজাপুঞ্জকে আশ্রয়িত করিতেছে ! তাহার
 বরুণ নামী একাদশ মূর্তি জলে অবস্থান
 করিয়া নিয়ত প্রজা পোষণ করিতেছে ।
 ভানুর মিত্র নামে যে ষাদশ মূর্তি, তাহা
 লোকদিগের হিতের নিমিত্ত চন্দ্রসরিষ্বটে
 অবস্থান করিতেছে । মিত্র বায়ু-অশনে
 কালাতিপাত করত তপস্বী করিতেছেন এবং
 মৈত্র-নেত্রে অবলোকন করিয়া ভক্তবৃন্দকে
 বিবিধ বরে অমৃগহীত করিতেছেন ।
 ১১—৪০ । এইরূপে সেই মিত্রমূর্তি জগতের
 হিতার্থে বিহিত রহিয়াছে । তিনি মিত্র নামে
 অবস্থিত, তাই তিনিই সকলের পরম মিত্র ।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! পরমাত্মা সবিত্রা এই
 ষাদশবিধ মূর্তি দ্বারাই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া
 বিরাজমান । এই জন্ত নিত্যই ভক্তিমান
 নরগণ তদগতমনে তাঁহাকে ষাদশ মূর্তিরূপে
 ধ্যান ও নমস্কার করিবেন । মানব এইরূপে
 ষাদশাদিত্যকে নমস্কারপূর্ব্বক তদীয় ষাদশ
 নাম শ্রবণ ও পাঠ করিলে অল্পে সূর্যালোকে
 পুজিত হইয়া থাকে । মুনীগণ কহিলেন
 ব্রহ্মন ! এই সূর্য্যই যদি আদিদেব সনাতন

ব্রহ্মোবাচ ।

এতৎ সঃ প্রবক্ষ্যামি পরঃ শুভঃ বিভাবসোঃ ।
পৃষ্ঠৈঃ মিত্রেণ যৎ পূৰ্ব্বঃ নারদায় মহাত্মনে ॥৪৬
প্রান্নয়োক্তান্ত যুযভাঃ রবেদাদিশ মূর্তয়ঃ ।
মিত্রশ্চ বরুণশ্চোভৌ তাসাং তপসি সংস্থিতৌ
অব্ভকো বরুণস্তাসাং তস্থৌ পশ্চিমসাগরে ।
মিত্রো মিত্রবনে চান্নিন্ বায়ুভকোহভবত্তদা ॥৪৭
অথ মেকগিরেঃ শৃঙ্গাং প্রচ্যুতো গন্ধমাদনাৎ ।
নারদস্ত মহাযোগী সৰ্বলোকাংশ্চরন্ বনী ॥৪৮
আজগামাথ তত্রৈব যত্র মিত্রোহচরতপঃ ।
তঃ দৃষ্ট্বা তু তপন্তস্তঃ তস্ত কোতুহলঃ হৃভুৎ ॥
যৌঃকশ্চাব্যয়শ্চৈব ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ ।
বৃত্তমেকাঙ্ককঃ যেন ত্রৈলোক্যঃ স্তুমহাত্মনা ॥৪৯
যঃ পিতা সৰ্বদেবানাং পরাণামপি যঃ পরঃ ।
অযজদেবতাঃ কাস্ত পিতৃন্ বা কানসৌ যজেৎ ॥

পুরুষ, তবে কি জন্ত বর-প্রার্থী হইয়া প্রকৃত-
জনের স্থায় তপস্তা করিলেন? ব্রহ্মা কহি-
লেন,—বিভাবসু সন্ধক্ষে পূর্বে মিত্রদেব
মহাত্মা নারদকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
আমি এক্ষণে সেই গুঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছি ।
রবির দ্বাদশ মূর্তির কথা পূর্বেই আমি
উল্লেখ করিয়াছি; সেই মূর্তিসমূহের মধ্যে
মিত্র ও বরুণ এই দুই জন তপস্তায়
নিরত হইলেন। তন্মধ্যে বরুণ মাত্র
জলাহার করত পশ্চিম সাগরে আর
মিত্র অজ্রত্য মিত্রবনে মাত্র বায়ুভক
হইয়া বিরাজ করেন। একদা মহাযোগী
নারদ মেকগিরির শৃঙ্গ গন্ধমাদন হইতে
অবতীর্ণ হইয়া সৰ্বলোকে বিচরণ করিতে
করিতে, মিত্র যথায় তপস্তা করিতেছিলেন,
সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ
মিত্রকে তপস্তা করিতে দেখিয়া একান্ত কোতু-
হলাক্রান্ত-মনে ভাবিতে লাগিলেন,
যিনি অকল্প, অব্যয়, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সনাতন
পুরুষ, যে মহাত্মা একাকী এই ত্রৈলোক্য
ব্যবহা করিয়াছেন, যিনি সৰ্বদেবের পিতা ও
পরাংপর ঈশ্বর, তিনি আমার কোন কোন

ইতি সঙ্কিত্য মনসা তঃ দেবং নারদোহব্রবীৎ
নারদ উবাচ ।

বেদেষু স পুরাণেষু সাক্ষোপাদেষু গীয়সে ।
হমজঃ শাশ্বতো ধাতা হং নিধানমহুত্তমম্ ॥৫০
ভূতঃ ভব্যঃ ভবক্লেব হৃষি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
চত্বারশ্চাশ্রমা দেব গৃহস্থাদ্যাস্তথৈব হি ॥৫১
যজন্তি হামহরহস্তাঃ মূর্তিহং সমাশ্রিতম্ ।
পিতা মাতা চ সৰ্বশ্চ দৈবতঃ হং হি শাশ্বতম্ ॥
যজসে পিতরং কং হং দেবং বাপি ন বিদ্যাহে
মিত্র উবাচ ।

অবাচ্যমেতদ্ব্যক্তব্যঃ পরঃ শুভঃ সনাতনম্ ।
হৃষি ভক্তিমতি ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি যথাতথম্ ॥
যন্তৎ সূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়মব্যাক্তমচলং ক্রবম্ ।
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ সৰ্বভূতৈর্বিবৰ্জিতম্ ॥৫২
স হস্তরাশ্মা ভূতানাং কেন্দ্রজশ্চৈব কথ্যতে ।
ত্রিগুণাদ্যতিরিক্তোহসৌ পুরুষশ্চৈব কল্পিতঃ ॥
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ সৈব বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ ।

দেব ও পিতৃগণকে অর্চনা করিতেছেন?
নারদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, হে দেব! আপনি অঙ্গো-
পাঙ্গ সহ বেদ ও পুরাণ সর্বশাস্ত্রেই অজ,
শাশ্বত, ধাতা ও উত্তম নিধান বলিয়া
কীৰ্ত্তিত ॥৪১—৫০। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান,
সকলই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত। গার্হস্থ্যাদি
চতুরাশ্রমবাসীরা আপনাকেই অহরহ অর্চনা
করিয়া থাকেন। আপনি সকলের পিতা, মাতা,
ও শাশ্বত দৈবত। জানি না, আপনি আমার
কোন দেব বা পিতৃপুরুষকে পূজা করিতে-
ছেন? মিত্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি
এরূপ কথা বলিবেন না; পরন্তু যাহা সনাতন
শুভ পরমপদ, তাহা আমি ভবাদৃশ শুভ
জনের নিকট যথাযথ বর্ণন করিতেছি।
যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অচল ও ক্রব
বস্তু; ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ বা সর্বভূতের যিনি
অগোচর, সেই কেন্দ্রজ পুরুষ সর্বভূতের
অন্তরাশ্মা বলিয়া অভিহিত, তিনি ত্রিগুণাতীত
ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, তিনিই বুদ্ধি নামে

মহানিতি চ বোগেৰু প্রধানমিতি কথ্যতে ৷৬০
সাংখ্যে চ কথ্যতে যোগে নামভির্বহধাঙ্করঃ ।
স চ ত্রিক্রপো বিশ্বাত্মা শৰ্বেষাঙ্কর ইতি স্মৃতঃ
ধৃতমেকাঙ্করঃ তেন ত্রৈলোক্যমিদমাশ্রনা ।
অশরীরঃ শরীরেষু সৰ্বেষু নিবসত্যসৌ ॥ ৬২
বসন্নপি শরীরেষু ন স নিপ্যেত কৰ্ম্মভিঃ ।
মমাস্তরাত্মা তব চ যে চাত্তে দেহসংস্থিতাঃ ॥৬৩
সৰ্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহঃ
কেনচিৎ কচিৎ ।
সত্ত্বগো নির্ভগো বিগো জ্ঞানগম্যো হসৌ স্মৃতঃ
সৰ্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সৰ্বতোহক্ষিশিরোমুখঃ ।
সৰ্বতঃ স্রুতিমাত্রোকে সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৬৫
বিশ্বমূৰ্দ্ধা বিশ্বভূজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ ।
একচরতি বৈ ক্ষেত্রে দ্বৈরচারী যথাসুখম্ ॥৬৬
ক্ষেত্রাণীহ শরীরানি তেষাকৈব যথাসুখম্ ।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ উচ্যতে

নির্নীত । তিনি মহান্ এবং তিনিই প্রধান
বলিয়া কথিত । সাংখ্যমতবাদীরা যোগ-
শাস্ত্রে তাঁহার বাহ নাম কীর্তন করিয়াছেন ।
তিনি ত্রিক্রপী, বিশ্বাত্মা, শৰ্ব ও অঙ্কর নামে
নির্দিষ্ট । এই একাঙ্কর ত্রৈলোক্যকে তিনি
আত্মা দ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ।
তিনি নিজে অশরীরী হইয়াও সৰ্ব
শরীরে বাস করেন । শরীর মধ্যে
বাস করিয়াও কৰ্ম্মসমূহে তিনি লিপ্ত হয়েন
না । তুমি আমি ও অন্যান্য দেহধারী
সকলেরই তিনি সাক্ষীভূত অস্তরাত্মা ।
তাঁহাকে কেহই কখন গ্রহণ করিতে পারে
না । তিনি সত্ত্ব অথচ নির্ভব ; একমাত্র
জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায় ।
তাঁহার সৰ্বদিকে পাণি, পাদ, সৰ্বত্র নেত্র,
মস্তক, মুখ, এবং সৰ্বদিকে তিনি স্রুতিসম্পন্ন ;
জগতের সমুদায় আচ্ছাদন করিয়া তিনি
অবস্থান করিতেছেন । তিনি বিশ্বমূৰ্দ্ধা, বিশ্ব-
ভূজ, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক ।
তিনি একাকীই বেচ্ছার এই শরীর মধ্যে
যথাসুখে বিচরণ করিতেছেন । শরীরসমূহই

অব্যক্তে চ পুরে শেতে পুরুষন্তেন চোচ্যতে
বিশ্বং বহুবিধং জ্ঞেয়ং স চ সৰ্বত্র উচ্যতে ॥৬৭
তস্মাৎ স বহুরূপহাষিধরূপ ইতি স্মৃতঃ ।
তন্ত্ৰৈকন্ত মহত্বং হি স চৈকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥৬৮
মহাপুরুষশব্দং হি বিভর্ত্যেকঃ সনাতনঃ ।
স তু বিধিক্রিয়ায়ন্তঃ সৃজত্যাত্মানমাশ্রনা ॥ ৭০
শতধা সহস্রধা চৈব তথা শতসহস্রধা ।
কোটিশচ করোত্যেব প্রত্যগাত্মানমাশ্রনা ॥ ৭১
আকাশাৎ পতিতঃ তোয়ং যাতি স্বাধস্তরং যথা
ভূমে রসবিশেষেণ তথা গুণরসাত্তু সঃ ॥ ৭২
এক এব যথা বায়ুর্দেহেষেব হি পঞ্চধা ।
একদ্বক পৃথক্‌দ্বক তথা তন্ত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৭৩
স্থানান্তরবিশেষাচ্চ যথাগ্নির্লভতে পরাম্ ।
সংজ্ঞাং তথা মূনে সোহয়ং ব্রহ্মাদিষু তথাপুয়াং
যথা দীপসহস্রাণি দীপ একঃ প্রস্বয়তে ।

ক্ষেত্র আখ্যায় অভিহিত । ঐ যোগাত্মা
পুরুষের সেই সমস্ত শরীর বিদিত, তাই
তিনি ক্ষেত্রজ নামে অভিহিত । ক্ষেত্রজ
পুরুষ সতত অব্যক্ত পুরে শয়ান রহিয়াছেন ;
বিশ্ব বহুবিধ বলিয়া বিদিত । সেই বিশ্বের
সৰ্বত্রই তিনি বিরাজিত, এই জন্ত বহু-
রূপত্ব হেতু তিনি বিশ্বরূপ নামে কথিত ।
তাঁহাতেই মহত্ব প্রতিষ্ঠিত, তিনিই একমাত্র
পুরুষ বিজ্ঞত । সেই একমাত্র সনাতন পুরু-
ষই মহাপুরুষ নামে অভিহিত । তিনিই
বিধাতৃকৰ্ম্মে সচেষ্ট হইয়া আত্মা দ্বারা
আত্মাকে শতধা, সহস্রধা, শতসহস্রধা ও কোটি
কোটরূপে সৃজন করিতেছেন । ৫৪—৭১ ।
আকাশ হইতে পতিত জল যেমন যুতিকার
রস ভেদে পৃথক্‌ স্বাদবিশিষ্ট হয়, সেই পুরুষ
তেমনি গুণভেদে বিভিন্নাকারে প্রতীত হইয়া
থাকেন । যেমন একই বায়ু দেহসমূহে পঞ্চ
প্রকারে বিভক্ত, তেমনি একদ্ব ও পৃথক্‌
উভয়ই তাঁহাতে বিরাজিত । স্থানভেদে
অগ্নি যেমন নানা সংজ্ঞা লাভ করেন, হে
মূনে ! ঐ সনাতন পুরুষও তেমনি হবি
প্রভৃতি বিবিধ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন । যেমন

তদা রূপসহস্রাণি স একঃ সপ্রস্থিতঃ ॥ ৭৫
 যদা স বুধ্যত্যাশ্বানং তদা ভবতি কেবলঃ ।
 একত্বপ্রলয়ে চান্ত বহুত্বং প্রবর্ততে ॥ ৭৬
 নিত্যং হি নান্তি জগতি ত্বুতং স্বাবরজজন্মম্ ।
 অক্ষয়চাপ্রমেয়শ্চ সৰ্বগশ্চ স উচ্যতে ॥ ৭৭
 তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং ত্রিজসত্তমাঃ ।
 অব্যক্তাব্যক্তভাবহা যা সা প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৭৮
 তাং যোনিং ব্রহ্মণো বিদ্ধি যোহসৌ

সদসদাশ্রকঃ ।

লোকে চ পূজ্যতে যোহসৌ দৈবে পিত্রে

চ কর্মণি ॥ ৭৯

নান্তি তস্মাৎ পরো হুত্বং পিতা দেবোহপি

বা ত্রিজাঃ ।

আশ্বনা স তু বিজ্ঞেয়স্ততস্তং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৮০

স্বর্গেষুপি হি যে কেচিত্তং নমস্তস্তি দেহিনঃ ।

ভেন গচ্ছন্তি দেবর্ষে তেনোদিষ্টফলাঃ গতিম্

একই দীপ হইতে সহস্র সহস্র দীপ প্রবর্তিত হয়, তেমনি সেই একই সনাতন পুরুষ হইতে সহস্র সহস্র সৃষ্টি বিস্তৃত হইতেছে। তিনি যখন আশ্বজ্ঞান লাভ করেন, তখন কৈবল্যভাবে উপগত হইলেন। একত্বের বিনাশে তাঁহার আবার বহুত্ব প্রবর্তিত হয়। এ জগতে চরাচর কোন বস্তুই নিত্য নয়, সেই একমাত্র অক্ষয় অপ্রমেয় সৰ্বব্যাপী সনাতন পুরুষই নিত্য বলিয়া নিরূপিত। হে ত্রিজগৎগণ! তাঁহা হইতেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমুৎপন্ন। যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিত, তিনিই প্রকৃতি নামে কথিত জানিবে, সেই প্রকৃতিই ব্রহ্মযোনি। যিনি সৎ ও অসৎ স্বরূপে বিজ্ঞমান; দৈব ও পিতৃ কর্ত্তব্য জগতে যিনি পূজ্যমান, হে ত্রিজগৎগণ! তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেব বা পিতা অস্ত্র কেহই নাই। মাত্র আশ্বা দ্বারাই তিনি বিজ্ঞের; স্মৃত্যঃ তাঁহাকেই আমি পূজা করিতেছি। হে দেবর্ষে! স্বর্গবাসী শরীরীগণের মধ্যেও যে কেহ তাঁহার অর্চনা করেন, তাঁহারাই তৎক্ষণিই গতি প্রাপ্ত

তং দেবাঃ স্বাশ্রমহাশ্চ নানামূর্ত্তিসমাস্থিতাঃ ।

ভক্ত্যা সম্পূজয়ন্ত্যা দ্যাং গতিশ্চৈবাং দদাতি সঃ

স হি সৰ্বগতশ্চৈব নির্গুণশ্চৈব কথ্যতে ।

এবং মহা যথাজ্ঞানং পূজয়ামি দিবাকরম্ ॥ ৮১

যে চ ভক্তাবিতা লোক একত্বঃ সমাস্থিতাঃ ।

এতদপ্যধিকং তেষাং যদেকং প্রবিশন্ত্যত ॥ ৮২

ইতি শুভ্রসমুদ্দেশস্তব নারদ কীর্ত্তিতঃ ।

অশ্বভক্ত্যাপি দেবর্ষে ত্রয়াপি পরমং স্মৃতম্ ।

স্মৃতিরক্ষা মুনিভির্ক্সাপি পুরাণৈর্ক্সরদং স্মৃতম্ ।

সর্বে চ পরমাশ্বানং পূজয়ন্তি দিবাকরম্ ॥ ৮৬

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমেতৎ পুরাখ্যাতং নারদায় তু ভাষুনা ।

ময়াপি চ সমাখ্যাতা তথা ভানোহিজ্যোত্তমাঃ ॥

ইদমাখ্যানমাখ্যেয়ং ময়াখ্যাতং ত্রিজ্যোত্তমাঃ ।

ন হুনাদিত্যভক্তায় ইদং দেয়ং কদাচন ॥ ৮৮

হইয়া থাকেন। নানা মূর্ত্তিধারী দেবগণ স্ব স্ব আশ্রমে থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই আশ্ব আদিত্য দেবের পূজা করেন, তিনিও তাহা দিগকে ইষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্যদেবই সৰ্ব্বগামী ও নির্গুণ বলিয়া কথিত। আমি দিবাকরকে এইরূপ মনে করিয়া জ্ঞানতঃ তাঁহার অর্চনা করিতেছি। স্বাশ্রম তত্ত্বাবনায় ভাবিত হইয়া এক ত্ব আশ্রয় করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাই অধিক যে, তাঁহারা একই পদে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। হে নারদ! তোমার নিকট এই আমি গুঢ় বিষয় বর্ণন করিলাম। হে দেবর্ষে! আমাদিগের ভক্তি অনুসারে আপনিও তাঁহাকে পরম পদ বলিয়াই বিদিত আছেন। সুরগণ ও প্রাচীন মুনিগণ সকলেই তাঁহাকে বরপ্রদ পরম পুরুষ বলিয়া জানেন এবং সকলেই সেই পরমাত্মদেব দিবাকরকে অর্চনা করিয়া থাকেন ৷৭২—৮৮। ব্রহ্মা কহিলেন, হে ত্রিজগৎগণ! পূর্বে ভাষুদেব নিজেই নারদকে যে সকল রহস্য কথা কহিয়াছিলেন, আমিও আপনাদিগকে সেই সকল কথাই কহিলাম। যৎকথিত এই আখ্যান আদিত্য

বৈশ্বতর্য্যবৈশ্বতর্য্যঃ বৈশ্বতর্য্য শৃণুয়াত্তর্য্যঃ ।
 স সৰ্ব্বাচিৰং দেবঃ প্রবিশেত্তর্য্য সংশয়ঃ ॥ ৮১
 মুচ্যেতাৰ্জ্জুতথা রোগাচ্ছূহেমামাদিতঃ কথাম্ ।
 জিজ্ঞাসুৰ্গভতে জ্ঞানং গতিমিষ্টাং তথৈব চ ॥
 কণেন লভতেহধ্বানমিদং যঃ পঠতে মুনৈ ।
 যো যঃ কাময়তে কামং স তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্
 তস্মাদ্ভবতিঃ সততং স্মৰ্তব্যো ভগবান্ রবিঃ ।
 স চ ধাতা বিধাতা চ সৰ্ব্বশ্চ জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৮২
 ইতি জীৱাক্ষে মহাপুরাণে আদিত্যমাহাৰ্য্য-
 বৰ্ণনং নাম ত্ৰিংশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

আদিত্যমূলমখিলং ত্রৈলোক্যং মুনিসত্তমাঃ ।
 ভবত্যস্মাজ্জগৎ সৰ্বং স দেবাসু রমামুশম ॥ ১

ভক্তি-বিহীন ব্যক্তিদিগের নিকট কদাপি
 আখ্যেয় বা প্রদেয় নহে । যে নর এই
 এই আখ্যান শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, সে
 নিশ্চয় ভগবান্ সহস্রশ্রমির দেহে বিলীন
 হইয়া থাকে । এই আদিত্য কথা আত্ম
 শ্রবণ করিয়া আৰ্জ্জু ব্যক্তি রোগ হইতে
 মুক্ত হয় এবং জিজ্ঞাসু জন জ্ঞান ও ইষ্ট-
 গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে মুনৈ !
 যে ব্যক্তি এই আদিত্যখ্যান পাঠ করে,
 অন্নকাল মধ্যেই তাহার সদৃগতি লাভ হয় ।
 অধিক কি, স্তবপাঠকর্তা যে ব্যক্তিই যাহা
 প্রার্থনা করুক, তাহার সে কামনা নিশ্চয়ই
 পূর্ণ হয় । অতএব আপনারা সৰ্বদা
 ভগবান্ রবিকে স্মরণ করিবেন । সেই
 রবিই সৰ্ব জগতের ধাতা, বিধাতা ও
 প্রভু । ৩০—২২ ।

ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিস্বেষ্টগণ ! আদি-
 ত্যই নিখিল ত্রৈলোক্যের মূল । সুরাসুর-

কজ্যোপেত্ৰমহেজ্জাণাং বিপ্রেন্দ্র ত্রিদিবৌকসাম্
 মহাত্ম্যতিমতাকৈব তেজোহয়ং সার্বলৌকিকম্
 সৰ্ব্বায়া সৰ্বলোকেশো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ
 সূর্য্য এব ত্রিলোকশ্চ মূলং পরমদৈবতম্ ॥ ৩
 অগ্নৌ প্রান্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে ।
 আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টৈরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥ ৪
 সূর্য্যাৎ প্রসূর্য্যতে সৰ্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে ।
 ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যান্নিঃসৃতৌ পুরা
 এতদু ধ্যানিনাং ধ্যানং মোক্ষশাপ্যোষ

মোক্ষণাম্ ।

তত্র গচ্ছন্তি নির্বাণং জায়ন্তেহস্মাৎ পুনঃ পুনঃ
 কণা মুহূৰ্ত্তা দিবসা নিশা পক্ষাশ্চ নত্যশঃ ।
 মাসাঃ সম্বৎসরাশ্চৈব ঋতবশ্চ যুগানি চ ॥ ৭
 অখাদিত্যাদৃতে হেমাৎ কালসংখ্যা ন বিদ্যতে
 কালাদৃতে ন নিয়মো নাগ্নৌ বিহরণক্রিয়া ॥ ৮

নর-পরিবৃত সমস্ত জগৎ আদিত্য হইতেই
 উৎপন্ন । হে বিপ্রেন্দ্র ! এই সূর্য্যই ব্রহ্ম,
 উপেন্দ্র ও মহেন্দ্র প্রভৃতি মহাত্ম্যতিশালী
 ত্রিদিববাসীদিগের সার্বলৌকিক তেজ ।
 সূর্য্যই সৰ্ব্বায়া, সৰ্বলোকেশ, দেবদেব ও
 প্রজাপতি । তিনিই একমাত্র পরম দৈবত
 ও ত্রিলোকের মূলীভূত । অগ্নিতে সম্যক
 প্রদত্ত আহুতি দ্বারা আদিত্য তৃপ্ত হইয়া;
 আদিত্য হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে
 অন্ন এবং অন্ন দ্বারা প্রজাগণ প্রতিপালিত
 হইয়া থাকে । সূর্য্য হইতেই সমস্ত প্রসূত
 এবং সূর্য্যই সকল প্রলীন হয় । লোক-
 দিগের ভাবাভাব যে কিছু, সকলই
 পুরাকালে আদিত্য হইতে নিঃসৃত হইয়া-
 ছিল । একমাত্র সূর্য্যই ধ্যানীদিগের ধ্যান
 ও মুমুকুদিগের মোক্ষ । নির্বাণ-পদ-প্রাপ্ত
 ব্যক্তিগণ তাঁহাতেই নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া এবং
 পুনঃপুনঃ তাঁহা হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া
 থাকেন । আদিত্য ব্যতীত কণ, মুহূৰ্ত্ত,
 দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, সম্বৎসর, ঋতু ও
 যুগ, ইহাদের কালসংখ্যা নাই । কাল
 ব্যতীত নিয়ম নির্দেশ কিছুরই থাকে না

ঋতুনাং বিভাগস্ত ততঃ পুংসকলঃ কৃতঃ ।
 কৃতো বৈ শস্ত্রনিষ্পত্তিকৃণৌষধিগণঃ কৃতঃ ॥ ১০
 অভাবো ব্যবহারানাং ঋতুনাং দিব্যি চেহ চ ।
 জগৎপ্রভাবাধিশতে ভাস্করাদ্বারিতস্করাৎ ॥ ১১
 নাবৃষ্ট্যা তপতে সূর্যো নাবৃষ্ট্যা পরিণম্যতি ।
 নাবৃষ্ট্যা পরিধিঃ ধত্তে বারিণা দীপ্যতে রবিঃ ॥
 বসন্তে কপিলঃ সূর্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসন্নিভঃ ।
 শ্রুতো বর্ষাসু বর্ণেন পাণ্ডুঃ শরদি ভাস্করঃ ॥ ১২
 হেমন্তে তাম্রবর্ণাভঃ শিশিরে লোহিতো রবিঃ
 ইতি বর্ণাঃ সমাখ্যাতাঃ সূর্যাস্ত ঋতুসম্ভবাঃ ॥ ১৩
 ঋতুসম্ভাববর্ণৈশ্চ সূর্য্যঃ ক্ষেমসুভিক্করঃ ।
 অখাদিত্যস্ত নামানি সামান্তানি দ্বিজোক্তমাঃ ॥
 দ্বাদশৈব পৃথক্ফেন তানি বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
 আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যো মিহিরোহর্কঃ প্রভাকর
 মার্কণ্ডে ভাস্করো ভানুশ্চিত্রভানুর্দিবাকরঃ ।
 রবির্দ্বাদশভিত্তেষাং জ্ঞেয়ঃ সামান্ত্যনামভিঃ ॥ ১৬

এমন কি ; অগ্নিরও বিহরণক্রিয়া লুপ্ত হয়,
 ঋতুসমূহের বিভাগক্রম থাকে না ; সূতরাং
 পুংস-কলের উৎপত্তি, শস্ত্র-সমূহের নিষ্পত্তি
 অথবা তৃণৌষধিবর্গের স্থিতি কেমন করিয়া
 হইবে ? কালভাবে স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়
 দেশস্থ দেহধারীদিগেরই ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়
 না । জগৎকারণ জলতস্কর ভাস্কর হইতেই
 তাঁহাদের সে অভাব পূরণ হয় । ১—১০ ।
 সূর্য্য বর্ষণ না করিয়া উত্তাপ দান, শোষণ বা
 পরিধি ধারণ করেন না ; ফলে বারি বর্ষণ
 দ্বারাই রবিদেব প্রদীপ্ত হইয়া থাকেন ।
 সূর্য্যদেব বসন্তে কপিল, গ্রীষ্মে কাঞ্চন,
 বর্ষায় শ্বেত, শরতে পাণ্ডু, হেমন্তে তাম্র এবং
 শিশিরে লোহিত-বর্ণ-প্রভা ধারণ করেন ।
 সূর্য্যের ঋতুকালজাত বিশেষ বর্ণের কথা
 উল্লিখিত হইল । সূর্য্য ঋতুসম্ভাবের অল্পরূপ
 বর্ণাবশিষ্ট হইয়া মঙ্গল ও সুভিক সম্পাদন
 করেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সামান্ত্যঃ আদি-
 ত্যের দ্বাদশটি বিভিন্ন নাম আছে, তৎসমস্ত
 বর্ণাবশিষ্ট বলিতেছি ; যথা—আদিত্য, সবিতা
 সূর্য্য, মিহির, অর্ক, প্রভাকর, মার্কণ্ড, ভাস্কর,

বিষ্ণুর্ধাতা ভগঃ পুষা মিত্রেত্রো বরুণোহর্য্যমা ।
 বিবস্বানঃসুমাংসুষ্ঠা পর্জন্তো দ্বাদশঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭
 ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃথক্ফেন ব্যবহিতাঃ
 উক্তিষ্ঠান্ত সদা হেতে মাসৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ
 বিষ্ণুস্তপতি চৈত্রে তু বৈশাখে চার্য্যমা তথা ।
 বিবস্বান জ্যৈষ্ঠমাসে তু আষাঢ়ে চাংগুমান
 স্মৃতঃ ॥ ১৯
 পর্জন্তঃ শ্রাবণে মাসি বরুণঃ প্রৌঠসংজ্ঞকে ।
 ইন্দ্র আশ্বযুজে মাসি ধাতা তপতি কার্ত্তিকে ॥ ২০
 মার্গশীর্ষে তথা মিত্রঃ পৌষে পুষা দিবাকরঃ ।
 মাঘে ভগন্ত বিজ্রেয়সুষ্ঠা তপতি ফাল্গুনে ॥ ২১
 শতৈর্দ্বাদশভির্বিষ্ণু রশ্মিভিদীপ্যতে সদা ।
 দীপ্যতে গোসহস্রেন শতৈশ্চ ত্রিভিরর্য্যমা ॥ ২২
 দ্বিঃসপ্তকৈবিবস্বাংসু অংগুমান পঞ্চভিঃসুভিঃ ।
 বিবস্বানিব পর্জন্তো বরুণশ্চার্য্যমা তথা ॥ ২৩
 মিত্রবভ্রগবাংসুষ্ঠা সহস্রেন শতেন চ ।
 ইন্দ্রশ্চ দ্বিগুণৈঃ ষড়্ভির্ধাতৈকাদশভিঃ শতৈঃ
 সহস্রেন তু মিত্রো বৈ পুষা তু নবভিঃ শতৈঃ ॥

ভানু, চিত্রভানু, দিবাকর ও রবি, এই দ্বাদ-
 শটি সাধারণ নামে সূর্য্য সবিশেষ পরিচিত ।
 এতদ্ভিন্ন সূর্য্যের আরও দ্বাদশটি নাম আছে
 যথা—বিষ্ণু, ধাতা, ভগ, পুষা, মিত্র, ইন্দ্র,
 বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান, অংগুমান, সুষ্ঠা ও
 পর্জন্ত । এই দ্বাদশ আদিত্য পৃথক্ পৃথক্
 রূপে অবস্থিত । দ্বাদশ মাসে ক্রমশঃ ঐ
 দ্বাদশ সূর্য্যের অভ্যুদয় ঘটে ; তন্মধ্যে
 বিষ্ণু চৈত্রে, অর্য্যমা বৈশাখে, বিবস্বান জ্যৈষ্ঠে,
 অংগুমান আষাঢ়ে, পর্জন্ত শ্রাবণে, বরুণ
 ভাদ্রে, ইন্দ্র আশ্বিনে, ধাতা কার্ত্তিকে, মিত্র
 মার্গশীর্ষে, পুষা পৌষে, ভগ মাঘে এবং সুষ্ঠা
 ফাল্গুন মাসে তাপ দান করেন । বিষ্ণু দ্বাদশ
 শত, অর্য্যমা একসহস্র তিন শত, বিবস্বান
 দ্বিসপ্ত, অংগুমান পঞ্চদশ, পর্জন্ত দ্বিসপ্ত,
 বরুণ এক সহস্র তিন শত, সুষ্ঠা মিত্রবৎ
 একসহস্র একশত, ইন্দ্র তাদার দ্বিগুণ, ধাতা
 একাদশ শত, মিত্র একসহস্র এবং পুষা নয়
 শত রশ্মি দ্বারা দীপ্ত পাইয়া থাকেন । সূর্য্য-

উত্তরোপক্রমেহর্কস্ত বর্জ্যন্তে ব্রহ্মরত্নাঃ ॥ ২৫
দক্ষিণোপক্রমে ত্বয়ো হ্রসন্তে সূর্য্যরশ্ময়ঃ ।
এবং রশ্মিসহস্রস্ত সূর্যালোকাদমুগ্রহম্ ॥ ২৬
এবং নাম্নাং চতুর্বিংশদেক এষাং প্রকীর্তিতঃ ।
বিস্তরেণ সহস্রস্ত পুনরন্তং প্রকীর্তিতম্ ॥ ২৭
মুনয় উচুঃ ।

যে তন্মাসহস্রেণ স্তবস্ত্যর্কঃ প্রজাপতে ।
তেষাং ভবতি কিং পুণ্যং গতিশ্চ পরমেশ্বর ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দুলাঃ সারভূতং সনাতনম্ ।
অনং নামসহস্রেণ পঠন্তেবং স্তবঃ শুভম্ ॥ ২৯
যানি নামানি শুভানি পবিত্রাণি শুভানি চ ।
তানি বঃ কীর্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং ভাস্করস্ত বৈ ॥
বিকর্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ
লোকপ্রকাশকঃ জীমান্নো কচক্ষুর্গহেষ্বরঃ ॥ ৩১
লোকসাকী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্তা তমিশ্রহা ।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥ ৩২
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্বদেবনমস্কৃতঃ ।

রশ্মিসমূহ সকল উত্তরাংশে বর্জিত হয় এবং
পুনরায় দক্ষিণাংশে হ্রাস পাইতে থাকে ।
এইরূপে সূর্যালোক হইতে সহস্র সহস্র রশ্মি-
পাত হয় । উল্লিখিতরূপে চতুর্বিংশতিটি নাম
কীর্তিত হইল । এতদ্বিত্ত সূর্য্যের অন্ত এক
সহস্র নাম বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত আছে । মুনি-
গণ কহিলেন, হে প্রজাপতে ! উক্ত সহস্র
নাম দ্বারা সূর্য্যকে যাহারা স্তব করে, তাহা-
দের কি পুণ্য বা কিরূপ গতি হয়, বলুন ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এই
সারভূত সনাতন স্তব শ্রবণ করুন ; এই শুভ
স্তব শ্রবণ করিলে অন্ত নাম সহস্রের আর
প্রয়োজন হয় না । ভাস্কর যে সকল নাম,
শুভ, পবিত্র ও শুভ, তৎসমস্ত কীর্তন করি-
তেছি, আপনারা শ্রবণ করুন । বিকর্তন,
বিবস্বান, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোক-
প্রকাশক, জীমান, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর,
লোকসাকী, ত্রিলোকেশ, কর্তা, হর্তা,
তমিশ্রহা, তপন, তপন, শুচি, সপ্তাশ্ব-

একবিংশতিরিত্যেব স্তব ইষ্টঃ সদা রবে ॥ ৩৩
শরীরারোগ্যদশ্চৈব ধনবুদ্ধিমশ্বরঃ ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতিম্ভিষু লোকেষু বিজ্ঞাতঃ ॥ ৩৪
য এতেন দ্বিজশ্রেষ্ঠা দ্বিসঙ্কোহস্তমনোদরে ।
স্তোতি সূর্য্যঃ শুচির্ভূত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
মানসঃ বাচিকঃ বাপি দেহজঃ কর্মজঃ স্তবা ।
একজপোন তৎসর্বং নশ্ত্যত্যর্কস্ত স্মরিত্বো ॥ ৩৬
একজপাশ্চ হোমশ্চ সঙ্কোপাসনমেব চ ।
ধূপমজ্জার্য্যমজ্জশ্চ বলিমজ্জস্তথৈব চ ॥ ৩৭
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে ।
পূজিতোহয়ং মহামন্ত্রঃ সর্বপাপহরঃ শুভঃ ॥ ৩৮
তন্মাদ্যুয়ং প্রযত্নেন স্তবেনানেন বৈ দ্বিজাঃ ।
স্তবীধ্বং বরদং দেবং সর্বকামকলপ্রদম্ ॥ ৩৯

ইতি জীভ্রাক্ষে মহাপুরাণে মার্ত্তণ্ডৈক-
বিংশতিনামাস্তবকীর্তনং নাম এক-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বাহন, গভস্তিহস্ত, ব্রহ্মা ও সর্বদেবনমস্কৃত,
এই একবিংশতিনামাস্তব স্তব রবির সদা-
প্রিয় । এই স্তবরাজ লোকজন্মে বিজ্ঞাত ।
ইহা দৈহিক আরোগ্য, ধনবুদ্ধি ও যশস্বর,
যে ব্যক্তি ইহা দ্বারা তুই সঙ্ক্যা—উদয় ও
অস্তকালে শুচি হইয়া সূর্য্যকে স্তব করে,
তাহার সর্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটে । এই
স্তব সূর্য্যসমীপে একবার মাত্র পাঠ করিলেই
কার্যিক, বাচিক, মানসিক বা কর্ম জন্ত যে
কিছু পাপ, তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায় ।
এই স্তবই এক মাত্র জপ্য, হোম, সঙ্কো-
পাসনা, ধূপমজ্জ, অর্য্যমজ্জ ও বলিমজ্জরূপ ।
অন্নদান, ধনদান, প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ
ব্যাপারে এই সর্বপাপহর শুভ মহামন্ত্রই
প্রশস্ত । হে দ্বিজগণ ! এই স্তবই বলি-
তেছি, এই স্তব পাঠ করিয়া আপনারা
সর্বকামকলপ্রদ বরদ সূর্য্যদেবকে স্তব
করুন ॥ ১১—৩৯ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ষাট্রিংশোহধ্যায়ঃ

মুনয় উচুঃ ॥

নির্গুণঃ শাস্তো দেবতয়া প্রোক্তো দিবাকরঃ ।
পুনর্দশধা জাতঃ শ্রুতোহস্মাভিস্বয়োদিতঃ
স কথং তেজসো রশ্মিঃ স্রিয়া গর্ভে মহাত্ম্যতিঃ
সমুতো ভাস্করো জাতস্তত্র নঃ সংশয়ো মহান্
ব্রহ্মোবাচ ।

দক্ষস্ত হি সূতাঃ শ্রেষ্ঠা বহুবুঃ ষষ্টি শোভনাঃ ।
অদিতির্দিতির্দম্বুশ্চৈব বিনতাদ্যাস্তথৈব চ ॥ ৩
দক্ষস্তাঃ প্রদদৌ কন্তাঃ কন্তপায় ত্রয়োদশ ।
অদিতির্জনয়ামাস দেবাঃ স্ত্রিভুবনেশ্বরান ॥ ৪
দৈত্যাদিতির্দম্বুশ্চোগ্রান্দানবান্ বলদর্পিতান্ ।
বিনতাদ্যাস্তথা চাত্মাঃ সুষুবুঃ স্বাগুজঙ্গমান ॥ ৫
তস্তাধ পুত্রদৌহিত্রৈঃ পৌত্রদৌহিত্রকাদিতিঃ ।
ব্যাণ্ডমেতজ্জগৎ সর্বং তেষাং তাসাং চ বৈ মুনৈ
তেষাং কন্তপপুত্রাণাং প্রধানা দেবতাগণাঃ ।

ষাট্রিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! আপনি দিবাকরকে নির্গুণ শাস্ত দেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুনরায় ভগৎকথিত তদীয় দশম যুগের বিষয়ও শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের এই এক গুরুতর সংশয় আছে যে, সেই তেজোরশ্মি মহাত্ম্যতি ভাস্কর কিরূপে রমণীগর্ভে উৎপন্ন হইলেন? ব্রহ্মা কহিলেন, দক্ষ প্রজাপতির অদিতি, দিতি, দম্বু ও বিনতা প্রভৃতি ষষ্টিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কন্তাগণ সকলেই সুন্দরী ছিলেন। দক্ষ তন্মধ্যে ত্রয়োদশটি কন্তা কন্তপকে দান করেন। অদিতি কন্তপের ঔরসে স্ত্রী গর্ভে তিনটি ত্রিভুবনেশ্বর পুত্র প্রসব করেন। এইরূপে কন্তপ হইতে দিতি দৈত্যগণ, দম্বু বলদর্পিত দানবগণ এবং বিনতাদি অস্ত্রান্ত পত্নীগণ স্বাবর অস্ত্রাদি বিবিধ পুত্র প্রসব করেন। সেই কন্তপেরই পুত্র দৌহিত্র প্রভৃতি দ্বারা এই সর্ব জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কন্তা

সাবিকা রাজসাম্রাজ্যে তামসাস্ত গণাঃ সূতাঃ
দেবান্যস্ত্রভুজশ্চক্রে তথা ত্রিভুবনেশ্বরান্ ।
অষ্টা ব্রহ্মবিদাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ॥
তানবাধস্ত সহিতাঃ সাপত্ন্যা দৈত্যদানবাঃ ।
ততো নিরাকৃতান্ পুত্রাদৈতে যৈর্দানবৈস্তথা ॥
হতং ত্রিভুবনং দৃষ্ট্বা অদিতির্মুনিসত্তমাঃ ।
আচ্ছিন্দ্যস্ত্রভাগাংস্ত ক্রুধাসম্পীড়িতান্ ভূশব্
আরাধনায় সবিভূঃ পরং যত্নং প্রচক্রে মে ।
একাগ্রা নিয়তাহারা পরং নিয়মমাস্থিতা ॥ ১১
তুষ্টাব তেজসাং রাশিং গগনস্থং দিবাকরম্ ।
অদিতিক্রবাচ ।

নমস্তভ্যং পরং সূক্ষ্মং সুপুণ্যং বিভতেহতুলম্
ধাম ধামবতামৌশং ধামাধারং চ শাস্ততম্ ॥ ১২
জগতামুপকারায় হামহং স্তোমি গোপতে ।

পুত্রগণের মধ্যে সর্বগুণবহুল দেবগণই প্রধান। এতদ্ভিন্ন তদীয় রজঃ ও তমোগুণ-বহুল আরও অনেক পুত্র হয়। দেবগণ যজ্ঞভাগী ও ত্রিভুবনের প্রভুত্বপদে উন্নীত হইলেন, তন্মধ্যে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মবিদ-গণের শ্রেষ্ঠ ও সর্বভূতের অষ্টা ১—৮। দৈত্য ও দানবগণ শত্রুতাবশতঃ দেবগণকে সর্বদাই উৎপীড়িত করিত। অদিতি দেখিলেন, দৈত্য ও দানবেরা তাঁহার পুত্রদিগকে সর্ব-স্থান হইতে বিতাড়িত করিতেছে। সমস্ত ত্রিভুবনই দৈত্যগণের অধিকৃত হইয়াছে। নিজের পুত্র দেবগণ ক্রুধায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তদর্শনে তিনি স্ত্রী পুত্রগণের জন্ত যজ্ঞভাগ আহরণ করিলেন এবং সবিভূ দেবের আরাধনার্থ সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। অদিতি একাগ্রমনে সংযতাহারে পরম নিয়ম অবলম্বন করিয়া গগনস্থ তেজোরশ্মি দিবাকরকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অদিতি বলি-লেন,—হে গোপতে! তুমি পরম সূক্ষ্ম পদার্থ হইয়াও পবিত্র অতুল তেজঃধারণ করিতেছ। তুমি তেজস্বীদিগের দেব ও সর্বতেজের আধার নিত্য পুরুষ, তোমাকে

আদানানশ্চ যজ্ঞঃ তীব্রঃ তন্মৈ নমাম্যহম্ ॥১৩
 গ্রীতুমষ্টমাসেন কালেনাশ্রমঃ রসম্ ।
 বিভ্রতস্তব যজ্ঞপমতিতীব্রঃ নতাম্মি তৎ ॥ ১৪
 সমেতমগ্নিষোমাত্যাং নমস্তমৈ গুণাশ্রমে ।
 যজ্ঞপমৃগ্যজুঃ সায়ামৈকেন তপতে তব ॥১৫
 বিশ্বমেতদ্র্যসংজ্ঞঃ নমস্তমৈ বিতাবসো ।
 যজু তন্মাৎপরং রূপমোমিত্যুক্তাভিসংহিতম্ ॥
 অশূলং শূলমমলং নমস্তমৈ সনাতন ॥ ১৬
 ব্রহ্মোবাচ ।

এবং সা নিয়তা দেী চক্রে স্তোত্রমহর্নিশম্ ।
 নিরাহার্য বিবস্তুমারিরাধয়িষুর্বিজাঃ ॥ ১৩
 ততঃ কালেন মমতা ভগবাংস্তপনো বিজাঃ ।
 প্রত্যক্ষতামগাস্তস্তা দাক্ষণ্যা বিজোক্তমাঃ ॥১৮
 সা দদর্শ মহাকূটং তেজসোহধরসংবৃতম্ ।

নমস্কার । আমি জগতের উপকারের জন্ত
 তোমার স্তব করিতেছি । তুমি তীব্ররূপ
 ধারী, আমি তোমার সেই রূপ উদ্দেশে-
 সেই নমস্কার করিতেছি । অষ্টমাসকাল
 অশ্রুয় রসগ্রহণকালে তোমার যে অতি
 তীব্ররূপ হয়, আমি সেই রূপের সমীপে
 প্রণত হইতেছি ; তোমার যে অগ্নীষোম-
 সমভিব্যাহারী গুণাশ্রম রূপ, যাহা যজু
 ও সামসংহের একত্রে প্রতিভাত, তাহাকে
 আমার নমস্কার । হে বিভাবসো । তোমার
 যে এই ত্র্যসংজ্ঞক বিশ্বরূপ, তাহাকে
 আমার নমস্কার । তোমার যে তৎপরবর্তী
 ঔকার সংজ্ঞক রূপ, তাহাকেও আমার নম-
 স্কার । হে সনাতন ! তোমার যে রূপ অশূল,
 শূল ও অমল, তাহাকে আমি নমস্কার
 করি ১২—১৬। ব্রহ্মা কহিলেন, এইরূপে সেই
 অদिति দেবী বিবস্বান্কে আরাধনা করি-
 বার জন্ত নিয়ত ও নিরাহার হইয়া
 অহর্নিশ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ।
 হে বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অনন্তর বহুকাল অতীত
 হইলে ভগবান্ তপনদেব সেই দক্ষ-হৃহিতা
 অদিতির দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন ।
 অদिति দেখিলেন, তাঁহার সমুখবর্তী হুতাগে

ভূমো চ সংহিতঃ ভাষজ্জালাভিরতিহৃদ্যব ।
 তৎ দৃষ্ট্বা চ ততো দেবী সাধবসং পরমং গতা ॥
 অদিতিকুবাচ ।
 জগদাদ্য প্রসীদেতি ন দ্বাং পশ্যামি গোপভে ।
 প্রসাদং কুরু পশ্চেষ্টঃ যজ্ঞপং তে দিবাকর ॥২১
 ভক্তানুকম্পক বিভো হস্তভান্ পাহি মে সূতান্
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততঃ স তেজসস্তন্মাদাবির্ভূতো বিভাবনুঃ ।
 অদৃশ্বত তদাদিত্যস্তপতাম্রোপমঃ প্রভুঃ ॥ ২২
 ততস্তাং প্রণতাং দেবীং তস্তাসন্দর্শনে বিজাঃ
 প্রাহ ভাষান্ বৃণুঐকং বরং মন্তো যমিচ্ছসি ॥২৩
 প্রণতা শিরসা সা তু জাহ্নুপীড়িতমোদনী ।
 প্রত্যাচাচ বিবস্তুং বরদং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৪
 অদিতিকুবাচ ।

দেব প্রসীদ পুত্রাণাং হুতং ত্রিভুবনং মম ।
 যজ্ঞভাগাশ্চ দৈতেয়ৈর্দানবৈশ্চ বজাধিকৈঃ ॥২৫

অশ্রুত করিয়া যেন বিপুল শৈল-
 শৃঙ্গাকার তেজোরাশি আবির্ভূত হইল ।
 তাহার জ্বালামালা এত উজ্জ্বল যে, তাহার
 প্রতি দৃষ্টিপাত করা কষ্টকর ! দেবী অদिति
 সেই তেজোরাশি দেখিয়া অত্যন্ত স্তম্ভভাবে
 বলিলেন, হে জগদাদি ! তুমি আমার
 প্রতি প্রসন্ন হও । আমি তোমাকে দোষেতে
 পাইতেছি না । হে দিবাকর ! তুমি প্রসন্ন
 হও, আমি তোমার প্রকৃত রূপ অবলোকন
 করি । হে ভক্তানুকম্পিন ! হে বিভো !
 তোমার ভক্ত মদীয় পুত্রগণকে রক্ষা
 কর । ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর সেই
 তেজোরাশি হইতে বিভাবনু আবির্ভূত
 হইলেন । তখন তাঁহাকে তপ্ত তাম্রের
 স্তায় দেখা যাইতে লাগিল । হে বিজগণ !
 ঐ সময় ভাস্কর সেই প্রণত অদিতিকে
 বলিলেন,—দেবি ! তুমি আমার নিকট হইতে
 অভীষ্ট বর গ্রহণ কর । অদिति তখন নত-
 জাহ্নু হইয়া ভূতলে মস্তক অবনত করত
 বরদাতা বিবস্বান্কে বলিলেন,—হে দেবি !

ভয়িত্ত্বং প্রসাদঃ স্বঃ কৃষ্ণ মম গোপতে ।
অংশেন তেভ্যঃ ভ্রাতৃত্বং গতা তান্নাশয়ে রিপুন
যথা মে তনয়া ভূয়ো যজ্ঞভাগভূজঃ প্রভো ।
তবেষু রূপাষ্টৈব ত্রৈলোক্যন্ত দিবাকর ॥ ২৭
তথাহ কল্পঃ পুত্রাণাং সুপ্রসন্নো যবে মম ।
কৃষ্ণ প্রসন্নান্তিহর কার্য্যং কৰ্ত্তা ভূচ্যতে ॥ ২৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তামাহ ভগবান্ ভাস্করো বারিতকরঃ ।
প্রণতামদितिঃ বিপ্রাঃ প্রসাদমুখো বিহুঃ ॥ ২৯
স্বর্ঘ্য উবাচ ।

সহস্রাংশেন তে গৰ্ভঃ সন্তুগাহমশেষতঃ ।
স্বপুত্রশক্রন দক্ষোহহং নাশয়াম্যাস্ত নিবৃত্তঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুक्ता ভগবান্ ভাস্বানন্তর্ধনমুপাগতঃ ।
নিবৃত্তা সাপি তপসঃ সম্প্রাপ্তা লিলবাহিতা ৩১

আপনি প্রসন্ন হউন । প্রবল দৈত্যগণ
আমার পুত্রদিগের জিভুবনরাজ্য হরণ
করিয়াছে এবং তাহাদিগকে যজ্ঞ ভাগ হইতে
বঞ্চিত করিয়াছে । হে গোপতি ! এই
জন্ত আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।
আপনি অংশক্রমে মদীয় পুত্রগণের ভ্রাতৃত্ব
গ্রহণপূর্ব্বক সেই সকল রিপুকে বিনাশ
করুন । হে প্রভো ! আমার তনয়গণ যাহাতে
পুনর্বার যজ্ঞভাগভোজী ও ত্রৈলোক্যাধিপতি
হয়, প্রতিকল্পে আপনি তাহাদিগের প্রতি
প্রসন্ন হইয়া—হে প্রপন্নান্তিহর দিবাকর !
সেইরূপ কার্য্যই করুন ; কেননা, আপনিই
ত সকলের কৰ্ত্তা বলিয়া নির্দিষ্ট । ১৭—
২৯ । ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! অন-
ন্তর ভগবান্ বারিতকর ভাস্কর প্রসাদ-
মুখ হইয়া সেই প্রণতা অদিতিকে কহিলেন,
আমি সহস্রাংশে তোমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া
নিরাকুলচিত্তে ভবদীয় পুত্রগণের শত্রুদিগকে
সংহার করিব । ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবান্ ভাস্কর
এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন । এদিকে
অদিতিও স্বর্ঘ্য হইতে নিখিল বাহিত
হইয়া তপস্বী হইতে নিবৃত্ত হইলেন ।

ততো রশ্মিসহস্রাভু সুব্রাহ্মণ্যো যবেঃ কল্পঃ ।
ততঃ সহস্রসরস্তান্তে তৎকামপুরণায় সঃ ॥ ৩০
নিবাসং বসিতা চক্রে দেবমাতৃস্তদৌদরে ।
কঙ্কচান্নায়ণাদৌঃশ্চ সা চক্রে সুসমাহিতা ॥ ৩১
তুচিনা ধারয়াম্যেনং দিব্যং গৰ্ভমিতি বিজ্ঞাঃ ।
ততস্তাঃ কশ্চপঃ প্রাহ কিঞ্চিকোপন্ন তাকরম
কশ্চপ উবাচ ।

কিং মারয়সি গৰ্ভাণ্ডমিতি নিত্যোপবাসিনী ।
ব্রহ্মোবাচ ।

সা চ তং প্রাহ গৰ্ভাণ্ডমেতৎপশ্চেতি কোপনা ।
ন মারিতং বিপক্ষাণাং মৃত্যুরেব ভবিষ্যতি ॥ ৩২
ইত্যুক্তা তং তদা গৰ্ভমুৎসসজ্জ সুসারণিঃ ।
জাজল্যমানং তেজোভিঃ পতু্যর্বচনকোপিতা ॥
তং দৃষ্ট্বা কশ্চপো গৰ্ভমুদ্যন্তাকরবর্চসম্ ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা বাগ্ভিরাদ্যাভিরাদিয়াং

অনন্তর সহস্রসর অতীত হইলে রবির
সহস্র করের মধ্য হইতে সুব্রহ্মা নামক
একটী কর অদিতির কামনা পূরণে প্রবৃত্ত
হইল । স্বর্ঘ্য সেই কররূপে সুরমাতার গর্ভে
বাস করিতে লাগিলেন । “তখন অদিতি
‘আমি তুচিভাবে গর্ভধারণ করিব’
এই মনে করিয়া সুসমাহিতভাবে কঙ্ক
চান্নায়ণাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
তাহাতে কশ্চপ একদা কিঞ্চিক জুহুস্বরে
অদিতিকে কহিলেন,—তুমি এইরূপে নিত্য
নিত্য উপবাস করিয়া তোমার গর্ভাণ্ড
কি বিনাশ করিবে ? ব্রহ্মা কহিলেন,—
তখন অদিতিও জুহু হইয়া উত্তর করি-
লেন,—স্বামিন্ ! এই গর্ভাণ্ড অবলোকন
করুন, আমি ইহা বিনাশ করি নাই । এই
গর্ভাণ্ড হইতে শত্রুকুলই বিনষ্ট হইবে ।
পতিবচন-কুপিতা সুরমাতা এই বলিয়া
তৎক্ষণাৎ তেজঃপ্রদীপ্ত স্বীয় গর্ভ মোচন
করিলেন । কশ্চপ তখন উদীয়মান দিবা-
করের স্তায় সেই তেজঃপুঙ্খময় গর্ভ
দেখিয়া প্রণতভাবে ব্রহ্মার সহিত উদার
বাক্যাবলী দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ।

সংক্ৰমণঃ স তদা গর্তীতাৎ প্রকটোহভবৎ ।
পদ্মপদ্মবর্ণাভভেজসা ব্যাণ্ডিযুধঃ ॥ ৩৮
অধাভ্রিকাদাভাব্য কণ্ঠপং মুনিসত্তমম্ ।
সতোমমেঘগন্তীরা বাণবাচাশরীরী ॥ ৩৯
বাণবাচ ।

মারিতমিত্যৎ প্রোক্তমেতদণ্ডং হুয়াদিতৈঃ ।
তন্মানমুনে স্মৃতস্তেহয়ং মার্ত্তণ্ডাখ্যো ভবিষ্যতি
হনিষ্যত্যশুরাঃশচায়ং যজ্ঞভাগহরানরীন্ ।
দেবা নিশম্যোতি ২চো গগনাৎ সমুপাগতম্ ॥
প্রহর্বমতুলং যাতা দানবাশ্চ হতৌজসঃ ।
ততো যুদ্ধায় দৈতেয়ানাঙ্কুহাব শতক্রতুঃ ॥ ৪২
সহ দেবৈর্মুদা যুক্তো দানবাশ্চ তমত্যয়ুঃ ।
তেষাং যুদ্ধমভূদ্দ্বোরং দেবানামসুরৈঃ সহ ॥ ৪৩
শত্রাস্ত্রবৃষ্টিসন্দীপ্তসমস্তভুবনাস্তরম্ ।
তন্মিন্ যুদ্ধে ভগবতা মার্ত্তণ্ডেন নিরীকৃতাঃ ॥

কণ্ঠপ কর্তৃক সংক্ৰমণ হইয়া তৎকালে
সেই গর্তীও হইতে এক পুত্র প্রাপ্ত হইল,
ঐ পুত্র পদ্মপদ্মের স্ত্রায় বর্ণসম্পন্ন
এবং উহার তেজে দিগ্ভূত পরিব্যাপ্ত ।
ঐ পুত্র জন্মিবার পরমুহূর্ত্তেই মুনিবর
কণ্ঠপকে সন্মোদন করিয়া এক সজল জলদ-
গন্তীরা অশরীরীণী বাণী প্রাপ্ত হইল ।
ঐ বাণী বলিল,—হে মুনে! যেহেতু
আপনি কুপিতভাবে অদিতির প্রতি গর্তীও
মারিবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই
হেতু আপনার এই পুত্র মার্ত্তণ্ড নামে
বিখ্যাত হইবেন; ইনি যজ্ঞভাগহর অশুর-
দিগকে বিনাশ করিবেন । দেবগণ এই
গগনাগত বাণী শ্রবণে অতুল আনন্দ প্রাপ্ত
হইলেন এবং অশুরগণ তেজোহীন হইয়া
পড়িল । অনন্তর দেবগণ-পরিবৃত্ত আন-
ন্দিত ইন্দ্র যুদ্ধার্থ দৈত্যদিগকে আহ্বান
করিলেন, দৈত্যগণও রণাঙ্গনে অবতীর্ণ
হইল । তখন অশুরগণসহ দেবগণের ঘোর
যুদ্ধ বাধিল । শত্রাস্ত্রবর্ষণে সমস্ত ভুব-
নভয়ঙ্কর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । সেই
যুদ্ধকালে বিপদ দলের প্রতি ভগবান্

ভেজসা দহমানান্তে তদ্বীকৃত্য মহাসুরাঃ ।
ততঃ প্রহর্বমতুলং প্রাপ্তাঃ সর্বে দিবৌকসঃ ॥
তুর্হিবুস্তেজসাং যোনিং মার্ত্তণ্ডমদিতং তথা ।
স্বাধিকারাস্ততঃ প্রাপ্তা যজ্ঞভাগাশ্চ পূর্ববৎ ॥
ভগবানপি মার্ত্তণ্ডঃ স্বাধিকারমথাকরোৎ ।
কদম্বপুষ্পবস্ত্রাস্তানধশ্চোর্জক রশ্মিভিঃ ।
যুতোহগ্নিপিওসদৃশো দধ্রে নাতিফুটং বপুঃ ॥
মুনয় উচুঃ ।
কথং কাস্ততরং পশ্চাচ্চপং সংলব্ধবান্ রবিঃ ।
কদম্বগোলকাকারং তন্মে ক্রহি জগৎপতে ॥ ৪৮
ব্রহ্মোবাচ ।

বৃষ্টা তন্মৈ দদৌ কন্তাং সংজ্ঞাং নাম
বিবস্বতে ।
প্রসাত্ত প্রণতো ভূবা বিশ্বকর্মা প্রজাপতিঃ ॥ ৪৯
ত্ৰীণ্যপত্যান্তমৌ তন্তাং জনয়ামাস গোপতিঃ
দ্বৌ পুত্রৌ সুমহাতাগৌ কন্তাঞ্চ যমুনাং তথা ॥

মার্ত্তণ্ড দৃষ্টিপাত করিলেন ।
তদীয় তেজে মহাসুর সকল তদ্বীকৃত
হইল । তখন দেবগণ পরম হর্ষ প্রাপ্ত
হইলেন এবং তেজোরশ্মি মার্ত্তণ্ডও অদি-
তিকে স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর
দেবগণ পূর্ববৎ স্ব স্ব অধিকৃত স্থান প্রাপ্ত
হইলেন । ভগবান্ মার্ত্তণ্ডও আপন অধি-
কার স্থাপন করিলেন । ভাস্কর স্বীয় রশ্মিনিচয়
দ্বারা কদম্বপুষ্পের স্ত্রায় অধ ও উর্দ্ধ দেশ
আবৃত করিয়া অগ্নিপিওসদৃশ নাতিফুট
বপু ধারণ করিলেন । ৩০—৪৭ । মুনিগণ
কহিলেন, হে জগৎপতে! ভগবান্ রবির সেই
কদম্ব-গোলাকাররূপ পশ্চাৎ কিরূপে কাস্ততর
হইয়াছিল, তাহা আমাদিগকে বলুন ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—প্রজাপতি বিশ্বকর্মা প্রসাত্ত
হইয়া বিবস্বতকে প্রসাদিত করত স্বীয়
সংজ্ঞানারী কন্তাকে তদীয় করে সম্ভাষণ
করেন । বিবস্বত সংজ্ঞার গর্ভে তিনজন
অপত্য উৎপাদন করেন; উন্মথ্য হইয়া
পুত্র এবং একজন কন্তা । কন্তার নাম যমুনা ।

যন্তেজোহত্যধিকং তন্ত মার্জ্ঞস্ত বিবস্বতঃ ।
 তেনাতি তাপয়ামাস জীর্জ্বোকান্ সচরাচরান্
 তজ্জপং গোলকাকারং দৃষ্টা সংজ্ঞাং বিবস্বতঃ ।
 অসহন্তী মহন্তেজঃ স্বাঃ ছায়াঃ বাক্যমববীৎ ॥
 সংজ্ঞোবাচ ।

অহং যান্তামি ভদ্রং তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ ।
 নির্ঝিকারং ত্বয়াত্রৈব স্তেয়ং মাচ্ছাসনাচ্ছুভে ॥৫
 ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্তা চ বরবর্ণিনৌ ।
 সন্তাব্যা নৈব চাখ্যেয়মিদং ভগবতে স্বয়া ॥৫৪
 ছায়োবাচ ।

আ কচগ্রহণাদেবি আ শাপারৈব কহিচিৎ ।
 আখ্যান্তামি মতং তুভ্যং গম্যতাং যত্র
 বাঙ্কিতম্ ॥ ৫৫
 ইত্যুক্তা ব্রীড়িতা সংজ্ঞা জগাম পিতৃমন্দিরম্ ।
 বৎসরাণাং সহস্রং বসমানা পিতৃগৃহে ॥ ৫৬
 পং যাহীতি পিত্রোক্তা সা পুনঃ পুনঃ

মার্জ্ঞস্তেজ তেজ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তিনি সেই তেজ দ্বারা চরাচর ত্রৈলোক্য তাপিত করেন। সূর্যের সেই গোলাকার রূপ দর্শনে তদীয় তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞা আপনার ছায়াকে বলিলেন,— হে শুভে! তোমার মঙ্গল হউক। আমি নিজ পিতৃভবনে গমন করিব; তুমি আমার শাসন অঙ্গুসারে এইখানে নির্ঝিকারচিত্তে অবস্থান কর। আমার এই দুইটা বালক ও একটা কন্তা রহিল, ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবে; আমার এই গমনবৃত্তান্ত ভগবান্ সূর্যকে কখন বলিবে না। ছায়া কহিলেন, দেবি! যতক্ষণ আমার কেশ গ্রহণ বা মৎপ্রতি অভিষাপ দেওয়া না হইবে, তাবৎ আমি এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব না; আপনি যথেষ্ট গমন করিতে পারেন। ৩১—৫৫। ছায়া এই কথা কহিলে সংজ্ঞা হ্রাড়িত হইয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। এক সহস্রবৎসর পিতৃগৃহে বাস করিবার পর তদীয় পিতা বারবার তাঁহাকে স্বামী গৃহে যাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন। হে

আগচ্ছত্ব বা ত্বয়া কুরুনখোস্তরাংস্ততঃ ॥ ৫৭
 তত্র তেপে তপঃ সাধ্বী নিরাধারা বিজ্যোত্তমাঃ
 পিতুঃ সমীপং যাতারাং সংজ্ঞায়াং বাক্যতৎপর্যা ॥
 তজ্জপধারিণী ছায়া ভাস্করং সমুপস্থিতা ।
 তস্তাকং ভগবান্ সূর্য্যঃ সংজ্ঞেয়মিতি চিন্তয়ন্ ॥
 তথৈব জনয়ামাস দ্বৌ পুত্রৌ কন্তকাং তথা ।
 সংজ্ঞা তু পার্ধিবী তেষামাস্বজানাং

তথাকরোৎ ॥ ৫০

স্নেহং ন পূর্ষজাতানাং তথা কৃতবতী তু সা ।
 মনুস্তৎকান্তবাংস্তস্তা যমস্তস্তা ন চক্ষমে ॥ ৬১
 বহুধা পীড়্যমানস্ত পিতুঃ পত্যা সূহৃৎখিতঃ ।
 স বৈ কোপাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোহর্থস্ত
 বৈ বলাৎ ॥

পদা সন্তর্জয়ামাস ন তু দেহে স্থপাতয়ৎ ॥ ৬২
 ছায়োবাচ ।

পদা তর্জয়সে যস্মাৎপিতৃভার্যাং গরীয়সীম্ ।
 তস্মাক্তবৈষ চরণঃ পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সাধ্বী সংজ্ঞা বড় বা হইয়া উত্তর কুরুদেশে গমনপূর্ব্বক অনশনে তপশ্রণে প্রবৃত্ত হইলেন। সংজ্ঞা পিতৃগৃহে প্রস্থান করিবার পর বাক্যাভিজ্ঞা ছায়া সংজ্ঞার রূপ ধারণপূর্ব্বক ভাস্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকেই সংজ্ঞা বলিয়া ভাবিলেন এবং তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্তা উৎপাদন করিলেন। সংজ্ঞা স্বীয় সন্তানগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ করিতেন, ছায়া কিন্তু তাঁহাদিগকে সেরূপ স্নেহ করিতে লাগিলেন না। মনু ছায়ার এই অস্নেহ ব্যবহার সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি বহু প্রকারে ছায়া কর্তৃক পীড়িত হইয়া অত্যন্ত হুঃখিত হইলেন। তখন যম বাল্য চাপল্য, ক্রোধ ও ভাবী অর্থের গৌরব বশতঃ পদ উত্তোলন করিয়া ছায়াকে তর্জিত করিলেন; পরন্তু তাহার দেহে পদাঘাত করিলেন না। যমের এই ব্যবহারে ছায়া কহিলেন, যেহেতু গরীয়সী পিতৃভার্যাকে তুমি পদ উত্তোলনপূর্ব্বক তর্জিত

ব্রহ্মোবাচ ।

যমস্ত তেন শাপেন ভূশঃ পীড়িতমানসঃ ।
মমুনা সহ ধর্মাত্মা পিত্রে সর্বং স্তবেদয়ৎ ॥৬৪

যম উবাচ ।

নেহেন তুল্যমস্মানু মাতা দেব ন বর্ততে ।
বিসৃজ্য জ্যায়সং ভক্ত্যা কনীয়াঃসং বৃদ্ধযতি ॥
তস্মাং ময়োক্ততঃ পাদো ন তু দেহে নিপাতিতঃ
বাগ্যায়া যদি বা মোহান্তত্ত্বান্ কস্তমহঁসি ॥ ৬৬
শপ্তোহহং তাত কোপেন জনন্তা তনয়ো যতঃ
ততো মন্ত্রে ন জননীমিমাং বৈ তপতাং বর ॥
তব প্রসাদাচ্চরণো ভগবন্ ন পতেদ্যথা ।
মাতৃশাপাদয়ং মেহদ্য তথা চিস্তয় গোপতে ॥

রবিক্রবাচ ।

অসংশয়ং মহৎপুত্র ভবিষ্যত্যত্র কারণম্ ।
যেন হ্রামাবিশংক্রোধো ধর্মজ্ঞঃ ধর্মশালিনম্ ॥

করিলে, এই অপরাধে নিশ্চয়ই তোমার
চরণ পতিত হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন,
ছায়ায় শাপে যমের মন বড়ই দুঃখিত হইল,
তিনি ভ্রাতা মমুর সহিত পিতার নিকট
গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিলেন। যম
কহিলেন, হে দেব! মাতা আমাদের প্রতি
তুল্য স্নেহ করেন না; তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান-
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ সন্তান-
দিগকেই অধিক স্নেহ করেন; এইজন্য
আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পদ উত্তোলন
করিয়াছি, কিন্তু তাহার দেহে পাতিত
করি নাই। আমার এই ব্যবহার বাল্যে
বা মোহক্রমেই হউক, আপনি ইহা ক্ষমা
করিবেন। হে তাত! জননী আমায়
সকোপে শাপ প্রদান করিয়াছেন, হে
তপনবর! এই ঘটনায় আমার মনে হয়,
তিনি আমাদের জননী নহেন। হে ভগবন্
গোপতে! মাতৃশাপে আমার চারণ যাহাতে
পতিত না হয়, আপনি প্রসন্ন হইয়া অধুনা
সেই বিষয়ই চিন্তা করুন। রবি কহিলেন,—
হে পুত্র! তোমার স্তায় ধর্মজ্ঞ ও ধর্মশীল
জনেরও যখন ক্রোধোজেক হইয়াছে,

সর্বেষামেব শাপানাং প্রতিঘাতো হি বিদ্যতে
ন তু মাত্ৰাভিশপ্তানাং কচিচ্ছাপনিবর্তনম্ ॥ ৭০
ন শক্যমেতন্নিখ্যা তু কর্তুং মাতুর্বচস্তব ।
কিঞ্চিৎস্নেহং বিধাস্মামি পুত্রস্নেহাদমুগ্রহম্ ॥ ৭১
কুময়ো মাংসমাদায় প্রযাস্তস্তি মহীতলম্ ।
কৃতং তস্মা বচঃ সত্যং ত্বক জাতা ভবিষ্যসি ॥

• ব্রহ্মোবাচ ।

আদিত্যস্তব্রবীচ্ছায়াং কিমর্থং তনয়েষু বৈ ।
তুল্যেষুপ্যাধিকঃ স্নেহ একঃ প্রতি কৃতস্তয়া ॥৭৩
নূনং নৈষাং ত্বং জননী সংজ্ঞা কাপি হ্রমাগতা ।
নির্গুণেষুপ্যপত্যেষু মাতা শাপং ন দাস্ত্যতি ॥৭৪
স তৎপরিহরন্তী চ শাপান্তীতা তদা যবেঃ ।
কথ্যামাস বৃত্তান্তং স শ্রদ্ধা শ্রবণং যযৌ ॥ ৭৫
স চাপি তং যথাত্মায়মর্চয়িত্বা তদা রবিম্ ।
নির্দগ্ধ কামং রোষণে সা স্ত্রয়ানন্তমব্রবীৎ ॥ ৭৬

তখন নিশ্চয়ই এ বিষয়ের কোন একটা গুঢ়
কারণ আছে। সমস্ত শাপেরই প্রতীকার
হইতে পারে, কিন্তু মাতৃশাপের প্রত্যাহার
কখনও হইবার নয়। তোমার এই মাতৃশাপ
অন্তথা করিবার ক্ষমতা আমার নাই; তথাপি
আমি তোমার প্রতি কিঞ্চৎ অমুগ্রহ প্রকাশ
করিব। কুমিগণ তোমার মাংস লইয়া
মহীতলে যাইবে; ইহাতে তোমার মাতার
কথাও সত্য হইবে এবং তুমিও পরিজ্ঞান
পাইবে। ব্রহ্মা কহিলেন, তখন আদিত্য
ছায়ায় জিজ্ঞাসিলেন, সন্তানগণ সমস্তই
তুল্য, অথচ তুমি একের প্রতি অধিক স্নেহ
করিতেছ কেন? নিশ্চয়ই তুমি ইন্দ্রাদিগের
জননী সংজ্ঞা নহ। নিশ্চয়ই তুমি অস্ত্র কেহ
আসিয়াছ, কেননা, মাতা কখনই অপত্য
নির্গুণ হইলেও তাহাকে শাপ দিতে পারে
না। ছায়া তখন স্বামী রবির নিকট অভিপ্রায়
হইবার ভয়ে স্বীয় দোষ পরিহারপূর্বক সমস্ত
আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রবি তৎ-
ব্রবণে শ্রবণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ৭৬-৭৫
শ্রবণে বিশ্বকর্মা তাঁহাকে যথাযোগ্য আর্চনা
করিলেন; রবি কিন্তু রোষভরে তাঁহাকে

বিশ্বকর্মাচ ।

উবাতিভেজসা ব্যাপ্তমিদং রূপং সূর্যঃসহস্রং ।
অসংখ্যং তু তৎসংজ্ঞা বনে চরতি বৈ তপঃ ॥ ৭৭
ব্রহ্মতে তাং তবানদ্য স্বাঃ ভাষ্যাঃ

শুভচারিণীম্ ।

রূপাং ভবতোহরণ্যে চরন্তীঃ সূর্যসহস্রপঃ ॥ ৭৮
জ্ঞাতং মে ব্রহ্মণো বাক্যং তব তেজোহবরোধনে
রূপং নিবর্তয়ামদ্য তব কাস্তং দিবস্পতে ॥ ৭৯

ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তথৈতি তং প্রাহ তুষ্টিরং ভগবান্ রবিঃ ।
ততো বিবস্বতো রূপং প্রাগাসীৎপরিমণ্ডলম্ ॥
বিশ্বকর্মা স্নহুজাতঃ শাকদ্বীপে বিবস্বতা ।
ভ্রমিমারোপ্য তন্তেজঃশাতনাযোপচক্রমে ॥ ৮১
ভ্রমতামেষজগতাং নাভিভূতেন ভাস্বতা ।
সমুদ্রাদিবনোপেতা তাকুরোহ মহী নভঃ ॥ ৮২

দৃষ্ট করিতে উদ্বীত হইলেন । তখন বিশ্বকর্মা
তাঁহাকে সাধনা দানপূর্বক কহিলেন,—দেব !
আপনার অতি তেজে এ জগৎ পরিব্যাপ্ত,
মৎকল্পা সংজ্ঞা ভবদীয় দুঃসহ রূপ সহ
করিতে না পারিয়াই বনে গিয়া তপস্তা
করিতেছে, আপনি অশ্রুই তাহাকে দেখিতে
পাইবেন, দেখিবেন—সেই শুভচারিণী সংজ্ঞা
আপনারই সুরূপই সাধনের জন্ত কঠোর
তপস্তায় নিরত রহিয়াছে । আপনার
তেজের তীব্রতা হ্রাস করাইবার জন্তই যে
তাহার এই তপস্তা, এ কথা আমি ব্রহ্মার
নিকট শ্রবণ করিয়াছি । হে দিবস্পতে !
আপনি বলেন ত, আমিই আপনার রূপ কম-
নীয় করিয়া দেই । ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবান্
রবি বিশ্বকর্মার কথায় সন্তত হইয়া তাঁহাকে
সেইরূপ করিতে অহুমতি দিলেন । পূর্বে
সূর্যের রূপ ছিল পরিমণ্ডলাকার ; বিশ্বকর্মা
সূর্য্য কষ্টক অহুজাত হইয়া তাঁহাকে শাক-
দ্বীপে লইয়া গেলেন এবং ভ্রমিষক্কে সমারোপিত
করিয়া তদীয় তেজ কীর্ণ করিয়া দিলেন ।
অন্যে জগতের নাভিরূপ ভগবান্ ভাস্কর
ভ্রমণ করিতে থাকিলে, শৈল-সাগর-কানন-

গগনকাঞ্চিলঃ বিপ্রাঃ সচলগ্রহতারকম্ ।

অধো গতঃ মহাতাগা বভূবাক্ষিপ্তমাকুলম্ ॥ ৮৩
বিক্ষিপ্তসলিলাঃ সর্কে বভূবুচ্চ তথার্ণবাঃ ।
ব্যতিদ্যস্ত মহাশৈলাঃ শীর্ণগাহুনিবন্ধনাঃ ॥ ৮৪
ঋবাধারান্যশেবাণি ঐক্যানি মুনিসত্তমাঃ ।
কট্যজগ্নিনিবন্ধানি বন্ধনানি অধো যুগুঃ ॥ ৮৫
বেগভ্রমণসম্পাতবায়ুক্ক্ষিপ্তাঃ সহস্রশঃ ।
ব্যশীৰ্য্যস্ত মহামেষা ঘোরারাববিরাবিণঃ ॥ ৮৬
ভাস্বদ্ভ্রমণবিভ্রান্তভূম্যাকাশরসাতলম্ ।
জগদাকুলমত্যর্থং তদাসীন্মুনিসত্তমাঃ ॥ ৮৭
ত্রৈলোক্যমাকুলং বীক্য ভ্রমমাণং সুরবরঃ ।
দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সার্কং ভাস্বস্তমভিতুষ্টিবুঃ ॥ ৮৮
আদিদেবোহসি দেবানাং জাতক্বংভূতয়ে ভুবঃ
স্বর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধা ভেদেন তিষ্ঠসি ॥ ৮৯
স্বস্তি তেহস্ত জগন্নাথ ঘর্ম্মবর্ষ দিবাকর ।

পরিবৃত সমগ্র মহীমণ্ডল নভঃপ্রদেশে
সমাক্রান্ত হইল । হে বিপ্রগণ ! চল গ্রহ ও
তারকাস্তবক সহ নিখিল গগন তখন
অধোগত হইয়া আক্ষিপ্ত ও আকুল হইয়া
উঠিল । সাগর-সমূহের সলিলরাশি চতুর্দিকে
বিক্ষিপ্ত হইল । মহা-শৈলকুল বিভিন্ন
হইল, তাহাদের সাহুবন্ধন সকল বিনীর্ণ হইয়া
গেল । যাবতীয় ঋবাধার স্থান সকলের
রশ্মিবন্ধননিচম ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তৎ-
সমস্ত অধোদিকে নিপতিত হইল । গর্জন-
কারী সহস্র সহস্র মহামেষবৃন্দ বেগ-ভ্রমণ-
পতিত পবন সংকোচে ইতস্ততঃ চূর্ণ বিচূর্ণ
হইতে লাগিল । ভাস্করের ভ্রমণে ভূমি,
আকাশ ও রসাতল সকলই বিভ্রান্ত হইয়া
পড়িল । হে মুনিস্রেষ্ঠগণ ! এইরূপে জগৎ
তখন একান্তই আকুল হইয়া উঠিল । সুরর্ষি
ও দেবগণ ত্রৈলোক্যকে আকুল ও ভ্রমণশীল
দেখিয়া ব্রহ্মার সহিত ভাস্করকে স্তব করিতে
লাগিলেন । তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব !
তুমি সকলের আদিদেব, পৃথিবীর মঙ্গলের
জন্তই তোমার আবির্ভাব । সৃষ্টি, স্থিতি ও
প্রলয় এই কালত্রেয়ে তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর

ইন্দ্রাদয়স্তদা দেবা লিখ্যমানমথাস্তবন্ ॥ ৯০
জয় দেব জগৎস্বামিন্ জগৎপতে ।
ঋষয়শ্চ ততঃ সপ্ত বসিষ্ঠাঙ্গিপুরোগমাঃ ॥ ৯১
তুষ্টিবুবুধৈঃ স্তোত্রৈঃ স্বস্তি স্বস্তীতিবাদিনঃ ।
বেদোক্তিরিথাগ্র্যাত্তিৰ্বালখিল্যশ্চ তুষ্টিবুঃ ॥
অগ্নিরাধ্যাশ্চ ভাস্করঃ লিখ্যমানঃ মুদা যুতাঃ ।
স্বঃ নাথ মোক্ষিণাং মোক্ষো ধ্যেয়ঃ ধ্যানিনাং
পরঃ ॥ ৯৩
স্বঃ গতিঃ সর্বভূতানাং কৰ্মকাণ্ডবিবর্তিনাম্ ।
সম্পূজ্যস্বঃ তু দেবেশ শং নোহন্ত জগতাং
পতে ॥ ৯৪
শং নোহন্ত দ্বিপদে নিত্যং শং নশ্চান্ত চতুষ্পদে
ততো বিদ্যাধরগণা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ॥ ৯৫
কৃতাজ্জলিপুটাঃ সর্কে শিরোভিঃ প্রণতা রবিম্
উচুস্তে বিবিধা বাচো মনঃশ্রোত্রসুখাবহাঃ ॥ ৯৬
সহঃ ভবতু তেজস্তু ভূতানাং ভূতভাবন ।

এই ত্রিবিধরূপে বিরাজ কর । হে ধর্মবর্ষ,
জগন্নাথ দিবাকর ! তোমার স্বস্তি হউক ।
ইন্দ্রাদি দেবগণও তৎকালে স্তব করিয়া
বলিলেন, হে দেব, জগৎস্বামিন্ ! তোমার
জয় হউক । হে অশেষ জগৎপতে ! তোমার
জয় হউক । বসিষ্ঠ অত্র প্রমুখ সপ্তঋষিরাও
তখন বিবিধ স্তবে 'স্বস্তি স্বস্তি' বলিয়া তাঁহার
স্তব করিলেন । বালখিল্য ঋষিগণ বিবিধ
বেদোক্ত স্তবে স্তব করিতে লাগিলেন ।
অগ্নিপ্রমুখ দেবগণও তখন হৃষ্টচিত্তে স্বর্গ্য-
দেবের স্তব করিলেন । তাঁহারা বলিলেন,
হে নাথ ! তুমি মোক্ষমার্গাবলম্বীদিগের
মোক্ষ, ধ্যানপরায়ণ যোগিগণের পরম ধ্যেয়
এবং কৰ্মকাণ্ড-নিরত সর্বভূতের গতি ।
হে দেবেশ ! হে জগৎপতে ! তুমি সকলেরই
পূজ্য । তোমার কৃপায় আমাদের মঙ্গল
হউক । আমাদের দ্বিপদে তথা চতুষ্পদে
নিত্যই মঙ্গল হউক । এই সময় বিদ্যাধর
যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ সকলেই কৃতাজ্জলি-
পুটে প্রণত-কর্তরে মন ও কৰ্মসুখাবহ
বিবিধ বাক্যে বলিলেন, হে ভূতভাবন

ততো হাহাহুঃশ্চৈব নারদতুষ্টিবুধাঃ ॥
উপগায়িতুমারুণা গান্ধর্বকুশলা রবিম্ ।
ষড়্জমধ্যমগান্ধারগানত্রয়বিশারদাঃ ॥ ৯৮
মুর্চ্ছনাভিশ্চ তালৈশ্চ সম্প্রয়োগৈঃ সুধপ্রদম্ ।
বিখাচী চ যুতাচী চ উর্ধ্বশ্রুত তিলোত্তমাঃ ॥ ৯৯
মেনকা সহজন্তা চ রম্যা চাপ্পরসাং বরা ।
ননৃতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ ॥ ১০০
ভাবহাববিলাসাত্মান্ কুর্ষতোহভিনয়ান্বহন ।
প্রাবান্তস্ত ততস্তত্র বীণা বেণাদিকবরাঃ ॥ ১০১
পণবাঃ পুঙ্করাশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পটহানকাঃ ।
দেবত্বনৃত্যঃ শঙ্খাঃ শতশৌহতঃ সহস্রশঃ ॥ ১০২
গায়ন্তিশ্চৈব নৃত্যন্তির্গন্ধর্বেষরঙ্গরোগণৈঃ ।
তুর্ধ্যবাদিত্রয়োবৈশ্চ সর্বং কোলাহলীকৃতম্ ॥
ততঃ কৃতাজ্জলিপুটা ভক্তিনম্রাঃ সমুত্তয়ঃ ।
লিখ্যমানঃ সহস্রাংগুঃ প্রণেয়ুঃ সর্বদেবতাঃ ॥
ততঃ কোলাহলে তস্মিন্ সর্বদেবসমাগমে ।

তোমার তেজ ভূতগণের সহ্য হউক ।
অনন্তর ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধারাদি ত্রিবিধ
গানতত্ত্বজ্ঞ হাহা, হুহু, নারদ ও তুষ্টি
গান্ধর্ববিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ মুর্চ্ছনা,
তাল ও সুন্দর স্বর-সম্প্রয়োগে মধুরভাবে
রবি-কৌর্তি গান করিতে লাগিলেন । জগৎ-
পতি দিবাকর শান্তিত হইবার সময় বিখাচী,
যুতাচী, মেনকা, সহজন্তা ও রম্যা প্রভৃতি
প্রধান প্রধান অঙ্গরা সকল হাব, ভাব ও
বিলাসাদির সহিত বহুবিধ অভিনয় করিয়া
নৃত্য করিতে লাগিল । তখন শত শত
সহস্র সহস্র বেণু, বীণা, ঝর্ঝর, পণব, পুঙ্কর,
মৃদঙ্গ, পটহ, আনক, দেবত্বনৃত্তি ও শঙ্খ
প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল ।
তৎকালে নৃত্য-গীত-পরায়ণ গন্ধর্ব ও
অঙ্গরোগণে এবং তুর্ধ্যাদি বাদিত্র-নির্বোধে
সর্বস্থান কোলাহলময় হইয়া উঠিল । অনন্তর
সমগ্র দেবসমাজ ভক্তিভরে নৃত্ত হইয়া কৃতাজ্জলি-
পুটে সহস্রাংগকে স্তব করিতে লাগি-
লেন । অর্থাৎ দেবগণের সমাগম-জনিত সেই
ভীষণ কোলাহলের মধ্যে বিশ্বকর্মা স্বর্গ্যকে

তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্মা শনৈঃ শনৈঃ
আজানুনিধিতচ্চাসৌ নিপুণঃ বিশ্বকর্মাণা ।

নাভ্যানন্দন্তু লিখনং ততস্তেনাবতারিতঃ ॥ ১০৬
ন তু নির্ভৎসিতঃ রূপং তেজসো হননেন তু ।
কান্তাৎবাস্ততরং রূপমধিকং শুভে ততঃ ॥ ১০৭

ইতি হিমজলঘর্ষকালহেতো-

ইরকমলাসনবিষ্ণুসংস্কর্তৃশ্চ ।

তদুপরি লিখনং নিশম্য তানো-

ব্রজতি দিবাকরলোকমাযুষোহন্তে ॥ ১০৮

এবং জন্ম রবেঃ পূর্বং বভূব মুনিসত্তমাঃ ।

রূপঞ্চ পরমং তন্তু ময়া সম্পরিকীর্জিতম্ ॥ ১০৯

ইতি জীত্রাদ্যে মার্জগুজয়শরীরলিখনং

নাম ষাট্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ধীরে ধীরে শাতিত করিতে লাগিলেন ।
তিনি বিশেষ নিপুণভাবে সূর্য্যের জাহ্নু
পর্যন্ত উল্লেখন করিলেন, কিন্তু তাহা
মনোমত হইল না, তখন তিনি সর্বাবয়বের
তেজঃ কীর্ণ করিয়া দিলেন । তেজঃশাতনে
তাঁহার রূপের অন্নতা কিছুই হইল না, বরং
তাঁহার রূপ কমনীয় হইতেও কমনীয়তর
হইয়া সমধিক শোভা ধারণ করিল । হরি,
হর ও বিরিকি ষাঁহার স্তব করেন, যিনি শীত,
গ্রীষ্মাদি সর্বকালের হেতু, সেই ভানুদেবের
এই তেজঃশাতনের বিষয় । যিনি শ্রবণ
করেন, দেহান্তে তাঁহার দিবাকর-লোকে
গতি হইয়া থাকে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
পূর্বে রবির জন্ম ও পরম রূপ প্রাপ্তি এই-
রূপই বর্ণিতাছিল, আমি ইহা কীর্জন
করিলাম । ১০৯ ।

ষাট্ৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

ভূয়োহপি কথয়ান্মাকং কথ্যঃ সূর্য্যসমাব্রিভাষ ।
ন ভূপ্তিমধিগচ্ছামঃ শৃণুস্তস্তাঃ কথ্যঃ শুভাম্ ॥
যোহয়ং দীপ্তো মহাতেজা বহিরাশিসমপ্রভঃ ।
এতদ্বেদিভুমিচ্ছামঃ প্রভাবোহন্ত কুতঃ প্রভো
ব্রহ্মোবাচ ।

তমোভূতেষু লোকেষু নষ্টে স্বাবরজঙ্গমে ।
প্রকৃতের্গুণহেতুস্ত পূর্বং বুদ্ধিরজায়ত- ॥ ৩
অহঙ্কারস্ততো জাতো মহাত্ততপ্রবর্তকঃ ।
বায়ুগিরাপঃ খং ভূমিস্ততস্তত্তমাজায়ত ॥ ৪
তন্নিরগে হিমে লোকাঃ সপ্ত চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ
পৃথিবী সপ্তভির্দ্বীপৈঃ সমুদ্রৈশ্চৈব সপ্তভিঃ ॥ ৫
তত্রৈবাবস্থিতো হাসীদহঃ বিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ ।
বিমুঢ়াস্তামসাঃ সর্বৈ প্রধায়াস্তি তমৌধরম্ ॥ ৬
ততো বৈ সুমহাতেজাঃ প্রাহুর্ভূতস্তমোহুদঃ ।

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন ! আপনি
পুনরায় আমাদের নিকট সূর্য্যবিষয়ী
কথা প্রকাশ করুন । আমরা ঐ শুভ
কথা শুনিয়া শুনিয়া কিছুতেই তাঁহার শেষ
সীমা প্রাপ্ত হইতেছি না । ঐ যিনি পাবক-
পুঞ্জপ্রতিম মহাতেজা দীপ্তি পাইতেছেন,
হে প্রভো ! তাঁহার প্রভাব কি প্রকার, তাহা
আমরা জানিতে ইচ্ছা করি । ব্রহ্মা কহি-
লেন, যখন সমস্ত লোক তমঃপুঞ্জে পরিবৃত্ত ও
স্বাবর জঙ্গম বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তখন প্রকৃতি
হইতে সর্বাণ্যে গুণহেতু বুদ্ধি উৎপন্ন হয় । বুদ্ধি
হইতে মহাত্ততপ্রবর্তক অহঙ্কার, পরে বায়ু,
অগ্নি, জল, আকাশ ও ভূমি, তৎপশ্চাৎ অণু
আবির্ভূত হয় । ঐ অণুই সপ্তলোক প্রতি-
ষ্ঠিত এবং সপ্ত দ্বীপ ও সপ্তসাগর-পরিবৃত্ত
পৃথিবী বিরাজিত । আমি বিষ্ণু এবং
মহেশ্বর, আমরা তিনজনে „সেই অণুই
অবস্থিত ছিলাম । তমঃপরিবৃত্ত বিমুঢ় লোক
সকল তখন জীবরান্নাধনার নিবৃত্ত হয় ।

ধ্যানযোগেন চান্মাভিবিজ্ঞাতঃ সবিভা তদা ॥ ৭
জাহ্না চ পরমাত্মানং সৰ্ব্বং এব পৃথক্ পৃথক্ ।
দিব্যাভিভূতির্ভিদেবঃ স্ততোহান্মাভিস্তদেবঃ
আদিত্যেবোহসি দেবানামৈশ্বর্যাক্ত স্বমীশ্বরঃ ।
আদিকর্তাসি ভূতানাং দেবদেবো দিবাকরঃ ॥ ৯
জীবনঃ সৰ্বভূতানাং দেবগন্ধৰ্বরক্ষসাম্ ।
মুনিকিন্নরসিদ্ধানাং তথৈবোরগপক্ষিণাম্ ॥ ১০
ঈশ্বঃ ব্রহ্মা হং মহাদেবঃ বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ ।
বায়ুরিত্তম্ সোমশ্চ বিবস্বানবরুণস্তথা ॥ ১১
হং কালঃ সৃষ্টিকর্তা চ হর্তা ভর্তা তথা প্রভুঃ ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা বিদ্যাদিত্তধনুষি চ ॥ ১২
প্রলয়ঃ প্রভবশ্চৈব ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ ।
ঈশ্বরঃ পরতো বিদ্যা বিদ্যায়াঃ পরতঃ শিবঃ ॥
শিবাঃ পরতরো দেবস্বমেব পরমেশ্বরঃ ।
সৰ্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সৰ্বতোক্ষিণিরোমুখঃ ॥ ১৪
সহস্রাংগঃ সহস্রাশ্রয়ঃ সহস্রচরণেষ্কণঃ ।

অনন্তর মহাতেজা তিমিবারি প্রাহুর্ভূত হয়েন,
আমরা তখন ধ্যানযোগে তাঁহাকে সবিভা
বলিয়া বিদিত হইলাম এবং সকলেই তাঁহাকে
পরমাত্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া বিভিন্ন দিব্য
দিব্য স্তবে তাঁহার স্তব করিলাম। বলি-
লাম,—হে দেব! তুমি দেবগণের আদি
দেব, ঐশ্বর্য বশতঃ তুমি ঈশ্বর, তুমি ভূত-
বৃন্দের আদিকর্তা, দেবদেব ও দিবাকর,
তুমি সৰ্বভূত, দেব, গন্ধৰ্ব, রাক্ষস, মুনি,
কিন্নর, সিদ্ধ, উরগ ও পক্ষীদিগের জীবন।
ব্রহ্মা, মহাদেব, প্রজাপতি, বিষ্ণু, বায়ু,
ইন্দ্র, সোম, বিবস্বান, বরুণ, কাল, সৃষ্টিকর্তা,
হর্তা, ভর্তা, প্রভু, সরিৎ, সাগর, শৈল,
বিদ্যা, ইন্দ্রধনু, প্রলয়, প্রভব, ব্যক্ত,
অব্যক্ত, সনাতন প্রভৃতি তোমারই নাম,
তুমিই ঐ সকল রূপে প্রতিভাত। ঈশ্বর
হইতে বিদ্যা, বিদ্যা হইতে শিব এবং শিব
হইতে পরতর পরমেশ্বর দেব তুমিই।
তোমার সৰ্বদিকেই পাণিপাদ এবং সৰ্ব
দিকেই অক্ষিণী ও মুখ। তুমি সহস্রাংগ,
সহস্রাশ্রয়, সহস্রচরণ ও সহস্রদর্শন। তুমি

ভূতাদিভূতঃ স্বচ্ছ মহঃ সত্যঃ তপো জনঃ ॥ ১৫
প্রদীপ্তঃ দীপনঃ দিব্যঃ সৰ্বলোকপ্রকাশকঃ ।
হর্নিরীক্যঃ সুরেন্দ্রাণাং যজ্ঞপঃ তস্ত তে নমঃ ।
সুরসিদ্ধগণৈর্ভূতঃ ভূতত্রিপুলহাদিভিঃ ।
স্ততঃ পরমমব্যক্তঃ যজ্ঞপঃ তস্ত তে নমঃ ॥ ১৭
বেদ্যঃ বেদবিদ্যাঃ নিত্যঃ সৰ্বজ্ঞানসমবিতম্ ।
সৰ্বদেবাতিদেবস্তু যজ্ঞপঃ তস্ত তে নমঃ ॥ ১৮
বিশ্বকৃষ্ণভূতঃ চ বৈশ্বানরসুরার্চিতম্ ।
বিশ্বস্তিতমচিন্ত্যঃ চ যজ্ঞপঃ তস্ত তে নমঃ ॥ ১৯
পরং যজ্ঞাৎ পরং দেবাৎ পরং লোকাৎ পরং
দিবঃ ।

পরমাত্মাত্যভিখ্যাতঃ যজ্ঞপঃ তস্ত তে নমঃ ॥
অবিজ্ঞেয়মনালক্যমধ্যানগতমব্যয়ম্ ।
অনাদিনিধনং চৈব যজ্ঞপঃ তস্ত তে নমঃ ॥ ২০
নমো নমঃ কারণকারণায়
নমো নমঃ পাপবিমোচনায় ।
নমো নমস্তে দিতিজার্দনায়
নমো নমো রোগবিমোচনায় ॥ ২২
নমো নমঃ সৰ্ববরপ্রদায়
নমো নমঃ সৰ্বসুখপ্রদায় ।

ভূতের আদি এবং ভূ, ভুব, স্ব, মহ, সত্য,
তপ ও জন এ সকলও তুমি ১১—১৫ তোমার
যে সৰ্বলোকপ্রকাশক দিব্য দীপ্ত রূপ যাহা
সুরেন্দ্রগণেরও হর্নিরীক্য, সেই রূপকে
আমরা নমস্কার করি। সুর ও সিদ্ধগণ
যাহার সেবা করেন, এবং ভূত, অত্রি ও
পুলহ প্রভৃতি যাহাকে স্তব করিয়া থাকেন,
তোমার সেই অব্যক্ত রূপকে নমস্কার।
যাহা বেদ-বিদ্যাগণের নিত্য বেদ্য ও সৰ্ব-
জ্ঞানময়; সেই রূপকে নমস্কার। যাহা বিশ্বকৃৎ,
বিশ্বভূত, বৈশ্বানরার্চিত, বিশ্বস্তিত ও অচিন্ত্য,
যাহা যজ্ঞ হইতে, বেদ হইতে, লোক
হইতে ও স্বর্গ হইতেও পরাংপর, যাহা
পরমাত্মা নামে অভিহিত, অবিজ্ঞেয়
অনালক্য, অবধ্য ও অব্যয়, যাহার আদি
অন্ত নাই, ভবদীর্ঘ তথাবিধ রূপকে আমরা
নমস্কার করি। তুমি সৰ্ব কারণের কারণ,

নমো নমঃ সৰ্বধনপ্রদায়

নমো নমঃ সৰ্বমতিপ্রদায় ॥ ২৩

ভূতঃ স ভগবানেবং তৈজসং রূপমাহিতঃ ।

উবাচ বাচা কল্যাণ্য কো বরো বঃ প্রদীয়তাম্
দেবা উচুঃ ।

ভবাতিতৈজসং রূপং ন কশ্চিৎসোচ্চ বৃৎসহেৎ ।

সহনীয়ঃ তদ্বতু হিতায় জগতঃ প্রভো ॥ ২৫

এবমহিতি সোহপ্যুত্থা ভগবানাদিকৃৎ প্রভুঃ ।

লোকানাং কার্যাসিদ্ধ্যর্থং ঘর্ষবর্ষহিমপ্রদঃ ॥ ২৬

ভূতঃ সাংখ্যান্চ যোগাশ্চ যে চাত্তে

মোককাক্ষিকণঃ ।

ধ্যায়ন্তি ধ্যায়িনো দেবঃ হৃদয়স্থং দিবাকরম্ ॥

সৰ্বলক্ষণহনোহপি যুক্তো বা সৰ্বপাতকৈঃ ।

সৰ্বঞ্চ তরতে পাপং দেবমৰ্কং সমাশ্রিতঃ ॥ ২৮

অগ্নিহোত্রঞ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ ।

তানোৰ্ত্তিক্তনমস্কারকলাং নাইন্তি ষোড়শীম্ ॥

সৰ্বপাপবিমোচন, 'দৈত্যনাশন, রোগ-
বিমোচন এবং সৰ্ব-বর, সৰ্বসুখ, সৰ্বধন ও
সৰ্ব-মতি-প্রদায়ক, তোমাকে আমাদের
বারম্বার নমস্কার ১৬—২৩। ভগবান্ এইরূপে
দেবগণ কর্তৃক ভূত হইয়া তৈজস রূপ
অবলম্বনপূর্বক কল্যাণ-কর বাক্যে বলিলেন,
তোমাদিগকে কোন্ বর প্রদান করিব?
দেবগণ কহিলেন, হে প্রভো! তোমার
অতুল্য রূপ কেহই সহ্য করিতে পারে না,
সুতরাং জগতের হিতের নিমিত্ত ভবদীয় রূপ
সকলের সহনীয় হউক। আদিকর্তা ভগবান্
তখন 'তথাস্থ' বলিয়া লোকদিগের কার্য-
সিদ্ধির নিমিত্ত সে কথায় সন্মত হইলেন।
এইরূপে বাহারা সাংখ্যমতবাদী, যোগমার্গাব-
লম্বী বা ধ্যান-নিষ্ঠ, তাঁহারা এবং অন্যান্য
যুগ্ম ব্যক্তিরা সকলেই দিবাকর দেবকে
হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন। লোক সৰ্ব-
লক্ষণে হীন ও সৰ্বপাতকে অধিত হইলেও
দিবাকরের শরণ লইয়া সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত
হয়। অগ্নিহোত্র বল, বেদাভ্যাস বল বা
বহু দক্ষিণাধিত যজ্ঞই বল, তাহুতত্ত্ব ও

তীর্থানাং পরমং তীর্থং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।

পবিত্রঞ্চ পবিত্রাণাং প্রপদ্যন্তে দিবাকরম্ ॥ ৩০

শক্রাণ্যৈঃ সংভূতং দেবং যে নমস্তুস্তি তাস্করম্

সৰ্বকিঞ্চিৎকৃত্যঃ সূর্যালোকং ব্রজন্তি তে ॥

মুনয় উচুঃ ।

চিরাৎপ্রভৃতি নো ব্রহ্মনশ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ত্ততে

নাম্মামষ্টশতং ব্রাহ্ম যদ্বয়োক্তং পুরা রবেঃ ॥ ৩২

ব্রহ্মোবাচ ।

অষ্টোত্তরশতং নাম্মাং শৃণুধ্বং গদতো মম ।

তাস্করম্চ পরং শুভং স্বর্গমোক্শপ্রদং দ্বিজাঃ ॥ ৩৩

ওঁ সূর্য্যোহর্য্যমা ভগবন্তৃষ্টা পৃথাক্ সবিতা রবিঃ

গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুর্ধাতা প্রভাকরঃ ॥ ৩৪

পৃথিব্যাপশ্চ তৈজশ্চ খং বায়ুশ্চ পরায়ণম্ ।

সোমো বৃহস্পতিঃ শুক্রো বুধোহজ্ঞারক এব চ

ইন্দ্রো বিবস্বান্দীপ্তাঃ ৩ঃ শুচিঃ শৌরিঃ শনৈশ্চরঃ

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্বন্দো বৈশ্রবণো যমঃ ॥ ৩৬

তাহাকে নমস্কার করিলে যে ফল হয়, ঐ
সকল দ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশ
ফলও পাওয়া যায় না। যাহারা ইন্দ্রাদি
সুৰবন্দিত সূর্য্যদেবের শরণ লয় বা
তাঁহাকে নমস্কার করে, তাহাদের পরম তীর্থ
সেবা, পরম মঙ্গল সেবা ও পরম পবিত্রতা
লাভ হয় এবং তাহারা সৰ্বপাপ হইতে
মুক্ত হইয়া সৌরলোকে গমন করে। ২৪—
৩১। মুনিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন! বহুদিন
হইতে আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি,
আপনি পূর্বে যে রবির অষ্টোত্তর শত
নাম বলিয়াছিলেন, তাহা আবার বলুন।
ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি রবির
অষ্টোত্তর শত নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন।
এই সকল নাম পরম শুভ এবং স্বর্গ ও মোক্ষ-
প্রদ। সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগবান্, ষ্ট্রা, পৃথ্বী,
অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজঃ, কাল,
মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তৈজ,
আকাশ, বায়ু, পরায়ণ, সোম, বৃহস্পতি,
শুক্র, বুধ, অজ্ঞারক, ইন্দ্র, বিবস্বান, দীপ্তাঃ
৩, শুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র

বৈহ্যতো জাঠরশ্চাগ্নিরৈকনস্তেজসাং পতিঃ ।
 ধর্মধ্বজো বেদকর্তা বেদাঙ্গো বেদবাহনঃ ॥ ৩৭
 কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিঃ সর্বামরাশ্রয়ঃ ।
 কলাকাষ্ঠামূর্তীশ্চ ক্ষপা যামাস্তথা ক্ষণাঃ ॥ ৩৮
 সঙ্ঘৎসরকরোহংখঃ কালচক্রো বিভাবসুঃ ।
 পুরুষঃ শাশ্বতো যোগী ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ
 কালাধ্যক্ষঃ প্রজাধ্যক্ষো বিশ্বকর্মা তমোহুদঃ ।
 বরুণঃ সাগরোহংশশ্চ জীমূতোজীবনোহারহা
 ভূতাশ্রয়ো ভূতপতিঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ।
 অষ্টা সঙ্ঘর্ষকো বাহুঃ সর্বস্বাদিরলোলুপঃ ॥ ৩৯
 অনন্তঃ কপিলো ভানুঃ কামদঃ সর্বতোমুখঃ ।
 জয়ো বিশালো বরদঃ সর্বভূতনিষেবিতঃ ॥ ৪০
 মনঃ সুপর্ণো ভূতাদিঃ শীঘ্রগঃ প্রাণধারণঃ ।
 ধ্বস্তরিধুমকেতুবাতিদেবোহদিতিঃ সূতঃ ॥ ৪১
 দ্বাদশাত্মা রবির্দক্ষঃ পিতা মাতা পিতামহঃ ।
 স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং মোক্ষদ্বারং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৪২
 দেহকর্তা প্রশান্তাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ ।
 চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা মৈত্রেয়ঃ করুণাশিতঃ ॥ ৪৩

স্কন্দ, বৈশ্রবণ, যম, বৈহ্যত, জাঠর,
 ঐকন, অগ্নি, তেজঃপতি, ধর্মধ্বজ, বেদকর্তা,
 বেদাঙ্গ, বেদবাহন, কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,
 সর্বসুরাশ্রয়, কলা, কাষ্ঠা, মূর্ত্ত, ক্ষপা,
 যাম ও ক্ষণ, সঙ্ঘৎসর, অংখ, কালচক্র,
 বিভাবসু, শাশ্বত পুরুষ ও যোগী, ব্যক্তা-
 ব্যক্ত, সনাতন, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্ব-
 কর্মা, তমোহুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত,
 জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, সর্ব-
 লোক-নমস্কৃত, অষ্টা, সঙ্ঘর্ষক বাহু, সর্বাদি,
 অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ,
 সর্বতোমুখ, জয়, বিশাল, বরদ, সর্বভূত-
 সেবিত, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, প্রাণ-
 ধারণ, ধ্বস্তরি, ধুমকেতু, আদিদেব, আদিতি-
 নন্দন, দ্বাদশাত্মা, রবি, দক্ষ, পিতা, মাতা,
 পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার,
 ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা,
 বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, মৈত্রেয়

এতদৈ কীর্তনায়স্মা সূর্য্যস্মামিততেজসঃ ।
 নাম্নামষ্টশতং রমাং ময়া প্রোক্তং দ্বিজোক্তমাং ॥
 সুরগণপিতৃযক্ষসেবিতঃ
 হসুরনিশাকরসিদ্ধবন্দিতম্ ।
 বরকনকহতাশনপ্রভঃ
 প্রণিপতিতোহস্মি হিতায় ভাস্করম্ ॥ ৪৭
 সূর্য্যোদয়ে যঃ সুসমাহিতঃ পঠেৎ,
 সপুত্রদারান্ ধনরত্নসঞ্চয়ান্ ।
 লভেত জাতিশ্রুতাং নরঃ স তু
 স্মৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ স বিন্দতে পরাম্ ॥ ৪৮
 ইমং স্তবং দেববরস্ম যো নরঃ
 প্রকীর্ত্তয়েচ্ছুকমনাঃ সমাহিতঃ ।
 বিমুচ্যতে শোকদবাগ্নিসাগরা-
 লভেত কামান্ননসা যথেষ্পিতান্ ॥ ৪৯
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে মহাপুরাণে সূর্য্যনামাষ্টোত্তর-
 শতং নাম ত্রয়সিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

এবং করুণাশিত । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অমিত-
 তেজা সূর্য্যের এই অষ্টশত রমণীয় নাম
 আমি কীর্তন করিলাম । যিনি সুর, পিতৃ
 ও যক্ষগণ কর্তৃক সেবিত, অসুর, নিশাচর
 ও সিদ্ধগণ কর্তৃক বন্দনা করেন, সেই
 প্রবর কনক ও হতাশনপ্রভ ভাস্করকে
 আমি জগতের হিতের নিমিত্ত প্রণিপাত
 করিতেছি । যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া
 সূর্য্যোদয়ে এই অষ্টশত নাম পাঠ করেন,
 তিনি পুত্র, দার, ধন, রত্ন, জাতিশ্রুতা,
 স্মৃতি ও পরম মেধা লাভ করিয়া থাকেন ।
 দেববর দিবাকরের এই স্তব যে ব্যক্তি
 শুদ্ধচিত্তে সমাহিত হইয়া পাঠ করে, শোকরূপ
 দাবাগ্নিময় সাগর হইতে তাহার মুক্তি ঘটে
 এবং সে মনঃপ্রার্থিত সর্বকামনা প্রাপ্ত
 হয় ॥ ৩২—৪৯ ॥

ত্রয়সিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যোহসৌ সৰ্ব্ভূতৌ দেবস্ত্রিপুরারিস্ত্রিলোচনঃ ।
 উমাপ্রিয়করো রুদ্রশ্চন্দ্রাৰ্ককৃতশেখরঃ ॥ ১
 বিদ্যাব্য বিবুধান্ সৰ্বান সিদ্ধবিদ্যাধরানৃষীন্ ।
 গন্ধৰ্বযক্ষনাগাংশ্চ তথাত্মাংশ্চ সমাগতান্ ॥ ২
 জঘান পূৰ্ব্বং দক্ষশ্চ যজতো ধরণীতলে ।
 যজ্ঞঃ সমৃদ্ধঃ রত্নাঢ্যঃ সৰ্বসম্ভারসংভূতম্ ॥ ৩
 যশ্চ প্রতাপসম্বস্তাঃ শক্রাদ্যাস্তিদিবৌকসঃ ।
 শান্তিঃ ন লেভিরে বিপ্রাঃ কৈলাসং শরণংগতাঃ
 স আস্তে তত্র বরদঃ শূলপাণিৰ্বৃষধ্বজঃ ।
 পিনাকপাণিৰ্ভগবান দক্ষযজ্ঞবিনাশনঃ ॥ ৫
 মহাদেবোৎকলে দেশে কুন্তিবাসা বৃষধ্বজঃ ।
 একাত্মকে মুনিশ্ৰেষ্ঠাঃ সৰ্বকামপ্রদো হরঃ ॥ ৬

• মুনয় উচুঃ ।

কিমর্থং স ভবো দেবঃ সৰ্ব্ভূতহিতে রতঃ ।
 জঘান যজ্ঞং দক্ষশ্চ দেবৈঃ সৰ্বৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৭

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্ৰেষ্ঠগণ ! যিনি
 সৰ্বব্যাপী, দেবদেব, ত্রিপুরারি, ত্রিলোচন,
 উমাপতি, চন্দ্রমৌলি, রুদ্র, ঋগার ভয়ে দক্ষ-
 যজ্ঞে সমাগত বিবুধ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ঋষি,
 গন্ধৰ্ব, যক্ষ ও নাগ প্রভৃতি পুরাকালে
 পলায়ন করিয়াছিলেন, যিনি সৰ্বসম্ভার-
 পরিপূর্ণ সৰ্বরত্ন-সমৃদ্ধ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন,
 ঋগার প্রতাপে সন্তপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ
 কুত্রাপি শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই
 এবং কৈলাসশৈলে গিয়া ঋগার শরণ গ্রহণ
 করেন, সেই বরপ্রদাতা পিনাকপাণি, শূল-
 পাণি, দক্ষযজ্ঞধ্বংসী ভগবান বৃষধ্বজ, সেই
 উৎকলদেশস্থ একাত্মকাননে সৰ্বকামনা
 প্রদান করত অবস্থান করিতেছেন । ১—৬ ।
 মুনীগণ কহিলেন,—হে দেব ! কি কারণে
 সেই সৰ্ব্ভূতহিতৈষী ভবদেব সেই সৰ্ব-
 দেবময় সুসমৃদ্ধ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন ?

ন হৃদ্রঃ কারণং তত্র প্রভো যন্তামহে বয়ম্ ।
 শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রাহ্মি পরং কোতুহলং হি নঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দক্ষশাসনষ্ট কন্তা যাতৈচবং পতিসঙ্গতাঃ ।
 স্বেভ্যো গৃহেভ্যশ্চানীয় তাঃ
 পিতাভ্যর্চয়দ্গৃহে ॥ ৯
 ততস্ত্যর্চিতা বিপ্রা শ্রবসংস্তাঃ পিতৃগৃহে ।
 তাসাং জ্যেষ্ঠা সতী নাম পত্নী যা ত্র্যম্বকশ্চ বৈ
 নাজুহাবান্নজাং তাং বৈ দক্ষো রুদ্রমভিধ্বিন্ ।
 অকরোৎসন্নতিং দক্ষে ন চ কাঞ্চিমহেশ্বরঃ ॥ ১১
 জামাতা ঋগুরে তস্মিন্ স্বভাবাত্তেজসি স্থিতঃ ।
 ততো জাহ্না সতী সৰ্বাস্তান্ধ প্রাপ্তাঃ
 পিতৃগৃহম্ ॥ ১২
 জগাম সাপ্যনাহুতা সতী তু স্বপিতৃগৃহম্ ।
 তাভ্যো হীনাং পিতা চক্রে সত্যাঃ
 পূজামসম্মতাম্ ॥ ১৩

হে প্রভো ! আমরা মনে করি, এইরূপ
 কার্য কখনই অলঙ্কারে হয় নাই ; অতএব
 আমাদের শনিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে,
 আপনি বিস্তৃতরূপে উহা বর্ণন করুন । ব্রহ্মা
 কহিলেন, দক্ষ প্রজাপতির আটটি কন্তা
 পতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন ।
 একদা যজ্ঞোপলক্ষে দক্ষ সেই সকল কন্তাকে
 পিতৃগৃহ হইতে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া
 বিশেষরূপে পান, ভোজন ও আচ্ছাদনাদি-
 দ্বারা সম্মানিত করেন । কন্তাগণ আপ্যায়িত
 হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে থাকেন ।
 তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্তার নাম সতী ;
 সতী ত্র্যম্বকের পত্নী । দক্ষ রুদ্রের প্রতি
 ঘেঁষ করিয়া সেই জ্যেষ্ঠা কন্তাকে আহ্বান
 করিলেন না ; কিন্তু স্বভাব-তেজস্বী জামাতা
 মহেশ্বরও ঋগুর দক্ষের প্রতি কোন-
 রূপ বিনয় প্রকাশ করেন নাই । অনন্তর
 সতী জানিতে পারিলেন, তাঁহার অন্তান্ত
 ভগ্নীগণ সকলেই পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়া-
 ছেন । সতী এই সংবাদ পাইয়া বিনা
 আহ্বানেই পিতৃগৃহে প্রস্থান করিলেন ।

তোহব্রবীৎস পিতরং দেবী ক্রোধসমাকুল
সত্যবাচ ।

বীষসীভ্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ কিং ন পূজসি মাং প্রভো
মসংকৃতামবস্থাং যঃ কৃতবানসি গর্হিতাম্ ॥১৪
অহং জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ মাং হুং সংকর্তুমর্হসি ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তোহব্রবীদেনাং দক্ষঃ সংরক্তলোচনঃ ॥
দক্ষ উবাচ ।

স্বস্তঃ শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠাশ্চ পূজ্যা বালাঃ সূতা মম ।
তাসাং যে চৈব ভর্তারস্তে মে বহুমতাঃ সতি ॥
ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চ ব্রতস্থাশ্চ মহাযোগাঃ সুধার্মিকাঃ ।
গুণৈশ্চৈবাবিকাঃ শ্লাঘ্যাঃ সর্বৈ তে

ত্র্যম্বকাং সতি ॥ ১৭

বসিষ্ঠোহত্রিঃ পুলস্ত্যশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ
ভৃগুর্মরীচিশ্চ তথা শ্রেষ্ঠা জামাতরো মম ॥ ১৮

সতী আসিলেন ; কিন্তু দক্ষ তাঁহাকে অত্যাচার
কথা অপেক্ষা হীনভাবে অশ্রদ্ধার সহিত
সংকার করিলেন । সতী এই ব্যাপারে
ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে বলিলেন,—হে প্রভো !
আমি আমার অত্যাচার ভগ্নীগণ অপেক্ষা
বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, আমাকে আপনি যথা-
যোগ্য সমাদর করিতেছেন না কেন ?
প্রত্যুত আপনার নিকট অতি গর্হিতভাবে
অদ্য আমি অসংকৃতই হইলাম । আমি আবার
বলি, আমি জ্যেষ্ঠা এবং বরিষ্ঠা, আমাকে
আপনি সংকার করুন । ৭—১৪ । ব্রহ্মা
কহিলেন, সতী এই কথা কহিলে, ক্রোধে
দক্ষের নেত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । দক্ষ
কহিলেন, আমার অত্যাচার কথারা তোমা
অপেক্ষা সকলেই শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ এবং পূজ্য ।
হে সতি ! যাহারা আমার ঐ কথাগণের
পানিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও আমার
নিকট বহুমানাস্পদ । তাঁহারা সকলেই
আমার পতি ত্র্যম্বক অপেক্ষা ব্রহ্মনিষ্ঠ,
শ্রেষ্ঠ, মহাযোগরত, ধর্মপরায়ণ, গুণশ্রেষ্ঠ, ও
সত্যবাচ । বশিষ্ঠ, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা,
পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও মরীচি, ইহারা আমার

তৈশ্চাপি স্পর্ধতে শর্ব্বঃ সর্বৈ তে চৈব তংপ্রতি
তেন হাং ন বুভুষামি প্রতিকূলো হি মে ভবঃ ॥
ইত্যুক্তবাংস্তদা দক্ষঃ সম্প্রমুঢ়েন চেতসা ।
শাপার্থমাত্মনশ্চৈব যেনোক্তা বৈ মহর্ষয়ঃ ।
তথোক্তা পিতরং সা বৈ ক্রুদ্ধা দেবী তমব্রবীৎ
সত্যবাচ ।

বাত্মনঃকর্ম্মভির্ষম্মাদতুষ্ঠাং মাং বিগর্হসি ।
তস্মাত্যজামাহং দেহমিমং তাত তবায়জম্ ॥২১
ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তেনাপমানেন সতী দুঃখাদমর্ষিতা ।
অব্রবীদ্বচনং দেবী নমস্কৃত্য স্বয়মুত্তবে ॥ ২২
সত্যবাচ ।

যেনাহমপদেহা বৈ পুনর্দেহেন ভাস্বতা ।
তত্রাপ্যাহমসম্মতা সন্তুতা ধার্মিকী পুনঃ ।
গচ্ছেয়ং ধর্ম্মপত্নীহুং ত্র্যম্বকশ্চৈব ধীমতঃ ॥ ২৩
ব্রহ্মোবাচ ।

তত্রৈবাত্ম সমাসীনা কৃষ্টাত্মানং সমাদদে ।

জামাতা । তোমার পতি শর্ব্ব সর্বদা তাঁহা-
দের সহিত স্পর্ধা করে এবং তাঁহারা শর্ব্বের
সহিত স্পর্ধা করিয়া থাকেন । সেইজন্য
তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি না, আর তোমার
পতি ভব,—সে ত আমার শত্রু । দক্ষ
এইরূপে মুচিচিত্তে আত্মাকে অভিশপ্ত করি-
বার জন্যই । তৎকালে সতীর প্রতি ঐ
সকল কথা কহিলেন । সতী দেবী পিতার
কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে
তাত ! আমি বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা অতুষ্ট
হইলেও তুমি আমাকে এইরূপ কটুক্তি
করিলে ; অতএব আমি তোমাকে হইতে
উৎপন্ন মদীয় এই দেহ পরিত্যাগ করিব ।
ব্রহ্মা কহিলেন, সতী তখন পিতৃ-কৃত অপ-
মানে দুঃখভরে অমর্ষিত হইয়া স্বয়মুত্তবে
নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, আমি এই দেহ
পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার উজ্জল দেহ
ধারণপূর্ব্বক ধার্মিক ও অসম্মত হইয়া জন্ম
গ্রহণ করিব এবং আবার আমি ধীমান
ত্র্যম্বকের ধর্ম্মপত্নী প্রাপ্ত হইব । ব্রহ্মা

ধারয়ামাস চাগ্নেয়ীং ধারণামান্মনাঅনি । ২৪
 ততঃ স্বান্মানমুখাপ্য বায়ুনা সমুদীরিতঃ ।
 সৰ্ব্বাঙ্গেভ্যো বিনিঃসৃত্য বহির্ভস্ম চকার তাম্
 তুহপশ্রত্য নিধনং সত্য্য দেব্যাঃ স শূলধৃক্ ॥
 সংবাদঞ্চ তয়োবুদ্ধা যথাতথ্যেন শঙ্করঃ ।
 দক্ষশ্চ চ বিনাশায় চুকোপ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ২৬
 শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

যস্মাদবমতা দক্ষ সহসৈবাগতা সতী ।
 প্রশস্তাশ্চেতরাঃ সৰ্ব্বাস্তংসুতা ভর্তৃভিঃ সহ ॥ ২৭
 তস্মাদ্ভবন্ততে প্রাপ্তে পুনরেতে মহর্ষয়ঃ ।
 উৎপৎস্তুস্তি দ্বিতীয়ে বৈ তবযজ্ঞে অযোনিজাঃ
 হতে বৈ ব্রহ্মণঃ সত্রে চান্মুষষ্ঠান্তরে মনোঃ ।
 অভিব্যাহত্যা সপ্তর্ষীন্ দক্ষঃ সোহত্যশপৎ
 পুনঃ ॥ ২৯
 ভবিতা মানুষ্যো রাজা চান্মুষষ্ঠান্তরে মনোঃ ।

বলিলেন, সতী এই কথার পর রোষভরে
 সেইখানে সমাসীন হইয়া আত্মাকে সমাধি-
 ণ করিলেন এবং আত্মা দ্বারা আত্মাতে
 আগ্নেয়ী ধারণা অবলম্বন করিলেন ।
 অনন্তর বায়ু-সমুদীপ্ত বহিঃ সৰ্ব্বাঙ্গ হইতে
 বিনিঃসৃত হইয়া আত্ম প্রকাশ করত
 সেই সতীকে ভস্মাভূত করিয়া ফেলিলেন ।
 এদিকে শূলপাণি সতীর এই নিদারুণ নিধন-
 বার্তা শ্রবণ করিলেন । পিতা ও কন্যার
 সমস্ত সংবাদই যথায়থ তাঁহার কর্ণগোচর
 হইল । তখন ভগবান্ শঙ্কর দক্ষবিনাশার্থ
 কুপিত হইলেন । ১৫—২৬। শঙ্কর কহিলেন,
 হে দক্ষ ! সতী আপনা হইতে এখানে আসিয়া
 তোমাকর্তৃক অবমানিত হইলেন ; আর
 তোমার অন্ত্যস্ত কন্যারা স্ব স্ব ভর্তার সহিত
 এখানে সম্মানিত হইলেন । এই কার্যের
 জন্ত তোমার এই জামাতা মহর্ষিগণ চান্মুষ
 মনুর অন্তরে বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে
 ভবদমুষ্ঠিত দ্বিতীয় যজ্ঞে অযোনিজ হইয়া
 উৎপন্ন হইবেন । শঙ্কর সপ্তর্ষিদিগকে
 এইরূপ বলিয়া পুনরায় দক্ষকে অভিশাপ
 দিয়া কহিলেন, চান্মুষ মনুর অধিকার কালে

প্রাচীনবর্ষিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসঃ ॥ ৩০
 দক্ষ ইত্যেব নাম্না ত্বং মারিষায়াং জনিষ্যসি ।
 কন্যায়াং শাখিনাকৈব প্রাপ্তে বৈ চান্মুষান্তরে ॥
 অহং তত্রাপি তে বিদ্বমাচরিষ্যামি ত্বর্ষতে ।
 ধর্ম্যকামার্থযুক্তেষু কর্ম্মস্বিহ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩২
 ততো বৈ ব্যাহতো দক্ষো রুদ্রঃ সোহত্যশপৎ
 পুনঃ ॥ ৩৩

দক্ষ উবাচ ।

যস্মাদ্ভুং মৎকৃতে ত্বুর ঋষীন্ ব্যাহতবান্‌সি ।
 তস্মাৎ সার্কং সুরৈর্যজ্ঞে ন ত্বাং যক্ষ্যন্তি বৈ
 দ্বিজাঃ ॥ ৩৪
 কৃহাহতিং তব ত্বুর অপঃ স্পৃশন্তি কর্ম্মসু ।
 ইহৈব বৎস্রসে লোকে দিবং হিহা যুগক্ষয়াৎ ॥
 ততো দেবৈস্ত তে সার্কং ন তু পূজা ভবিষ্যতি
 রুদ্র উবাচ ।

চাতুর্ধর্ষ্যন্ত দেবানাং তে চাপ্যেকত্র ভুঞ্জতে ।
 ন ভোক্ষ্যে সাহিত্যৈস্তন্ত ততো ভোক্ষ্যাম্যহং
 পৃথক্ ৩৬

তুমি মনুষ্যরাজা হইয়া জনগ্রহণ করিবে
 এবং প্রাচীন বর্ষীর পৌত্র এবং প্রচেতার
 পুত্র হইয়া বৃক্ষনন্দিনী মারিষার গর্ভে
 উৎপন্ন হইবে । তখনও তুমি দক্ষ নাম
 ধারণ করিবে । হে ত্বর্ষতে ! তখনও তুমি
 ধর্ম্য-কামার্থ যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান
 করিবে, আমি সেই সমুদায়ে পুনঃ পুনঃ
 তোমার বিদ্ব উৎপাদন করিব । অনন্তর দক্ষ
 প্রজাপতিও রুদ্রকে অভিশাপ দিলেন । দক্ষ
 বালিলেন,—হে ত্বুর ! যে হেতু তুমি আমার
 কৃত কর্ম্মের জন্ত ঋষিদিগকে ঐ কথা কহিলে,
 এই কারণে দ্বিজগণ সুরগণের সহিত যজ্ঞে
 তোমার অর্চনা করিবেন না । হে ত্বুর !
 যজ্ঞ কর্ম্মে তোমায় আহুতি দিয়া হোতৃগণ
 জল স্পর্শ করিবেন । যুগক্ষয়ে স্বর্গ-ত্যাগ
 করিয়া তুমি এই লোকেই বাস করিবে ।
 দেবগণের সহিত কখনই তোমার পূজা
 হইবে না । রুদ্র কহিলেন,—দেবগণের
 মধ্যে চতুর্ধর্ষ সংস্থান আছে, তাঁহার এক

সর্বৈষাঈব লোকানামাদিভূলোক উচ্যতে ।
তমহং ধারয়াম্যেকঃ স্বেচ্ছয়া ন তবাক্ষয়া ॥৩৭
তস্মিন্ ধূতে সর্বলোকাঃ সর্বৈ তিষ্ঠন্তি শাশ্বতাঃ
তস্মাদহং বসামীহ সততং ন তবাক্ষয়া ॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ততোহভিব্যাহতো দক্ষো রুদ্রেণামিততেজসা
স্বায়ম্ভুবীং তনুং ত্যক্তা উৎপন্নো মানুষেষুহি ॥
যদা গৃহপতির্দক্ষো যজ্ঞানামীশ্বরঃ প্রভূঃ ।
সমস্তেনেহ যজ্ঞেন সোহযজদৈবতৈঃ সহ ॥ ৪০
অথ দেবী সতী জজ্ঞে প্রাপ্তে বৈবস্বতেহস্তরে
মেনায়াং তামুমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্ ॥
সাত্ত্ব দেবী সতী পূর্বমাসীৎ পশ্চাত্মভাবৎ ।
সহব্রতা ভবশ্ৰেয়া নৈতয়া মুচ্যতে ভবঃ ॥ ৪২
সাবদিচ্ছতি সংস্থানং প্রভূর্নবস্তরেষুহি ।

ভোজন করিয়া থাকেন । আমি তাঁহাদিগের
সহিত ভোজন করিব না, পৃথকভাবেই
করিব । সর্বলোকের মধ্যে ভূলোকই
আদি লোক । আমি একাকীই স্বেচ্ছা-
ক্রমে সেই লোক ধারণ করিতেছি ;
তোমার আজ্ঞায় নহে । আমি এই লোক
ধারণ করিলে, সর্বলোকই ইহাতে অবস্থান
করে ; সুতরাং আমি সর্বদা এই লোকেই
বাস করি ; তোমার আজ্ঞায় করি না । ব্রহ্মা
কহিলেন,—অনন্তর অমৃততেজা রুদ্রের
কথানুসারে দক্ষ স্বায়ম্ভুব দেহ পরিত্যাগ
করিয়া মানুষ-যোনিতে উৎপন্ন হইলেন ।
গৃহপতি দক্ষ যখন সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিয়া দেবগণ সহ যজ্ঞেশ্বর প্রভুকে অর্চনা
করেন, সেই সময় বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত
হইলে সতী দেবী শৈলরাজ হিমালয় হইতে
মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হইলেন । পূর্বে তিনি
সতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন, এই পতিত
তিনি উমানামে পরিচিতা হইলেন করিয়া
ভবের সহিত সদাই সম্মিলিত, তাহা
সতী হইতে চির অবিরুদ্ধ মুক্ত হইতে
কাল ইচ্ছা, সর্বমন্বন্তরোত্তর, অস্ত কোন

মারীচং কশ্যপঃ দেবী যথাদিতিরনুব্রতা ॥ ৪৩
সার্কং নারায়ণং শ্রীম্ভ মঘবস্তং শচী যথা ।
বিষ্ণুং কীর্তিকায়া সূর্য্যং বশিষ্ঠং চাপ্যরুদ্রতী ॥
নৈতাংস্ত বিজহত্যোতা ভর্তৃ ন দেব্যাঃ কথঞ্চন ।
এবং প্রাচেতসো দক্ষো জজ্ঞে বৈ চাক্ষুষেহস্তরে
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসাম্ ।
দশভ্যস্ত প্রচেতোভ্যো মারিষায়াঃ পুননৃপ ॥
জজ্ঞে রুদ্রাভিশাপেন দ্বিতীয়মিতি নঃ শ্রুতম্ ।
ভৃগাদয়স্ত তে সর্বৈ জজ্ঞিরে বৈ মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৭
আগ্রে ত্রেতাযুগে পূর্বং মনোবৈবস্বতস্ত হ ।
দেবস্ত মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্ ॥ ৪৮
ইত্যেযোহনুশয়ো হাসীতয়োজাত্যস্তরে গতঃ
প্রজাপতেশ্চ দক্ষস্ত্র্যাম্বকস্ত চ ধীমতঃ ॥ ৪৯
তস্মান্নানুশয়ঃ কার্যো বরেষুহি কদাচন ।
জাত্যস্তরগতস্তাপি ভাবিতস্ত শুভাশুভৈঃ ।
জন্তোর্ন ভূতয়ে খ্যাতিস্তন্ন কার্যং বিজানতা ॥

বিরাজিত । পতিব্রতা অদिति দেবী পতি
কশ্যপকে, শ্রীদেবী নারায়ণকে, শচী দেবী
মঘবাকে, কীর্তিকা বিষ্ণুকে, উষী দেবী সূর্য্যকে
এবং দেবী অরুদ্রতী যেমন বশিষ্ঠকে কদাচ
পরিত্যাগ করেন না, সতী দেবী তেমনি
কস্মিন্কালেও শিবের সঙ্গ হইতে বিযুক্ত
নহেন । আমরা শুনিয়াছি, রুদ্রের অভি-
শাপে এইরূপে দক্ষ প্রজাপতি চাক্ষুষ
মন্বন্তরে প্রাচীন রহীর পৌত্র ও দশ প্রচেতা-
গণের পুত্র হইয়া মারিষার গর্ভে দ্বিতীয়
বার জন্ম গ্রহণ করেন এবং ভৃগু প্রভৃতি
মহর্ষিরাও সেইরূপে উৎপন্ন হইলেন । এ
দিকে বৈবস্বত মন্বন্তরের পূর্বে ত্রেতাযুগের
আদিতে যজ্ঞস্থলে মহাদেব বারুণী তনু
ধারণ করেন । এইরূপে প্রজাপতি দক্ষ ও
ধীমান্ ত্র্যম্বক উভয়েই বিভিন্ন জাতিতে
হে স্তু অমৃতপ্ত হইয়াছিলেন । অতএব
যাছি ; অপ্রাপ্ত ও শুভাশুভে ভাবিত হইয়া
বল, তোমার ও অমৃতাপ করা কর্তব্য নহে ।
লেন,—সুগবন্ । অভিজ্ঞ জন কখন সেরূপ

মুনয় উচুঃ ।

কথং রোষণে সা পূর্বং দক্ষত্বং হুহিতা সতী ।
তাত্কা দেহং পুনর্জাতা গিরিরাজগৃহে প্রভো ॥
দেহান্তরে কথং তন্ত্ৰাঃ পূর্বদেহো বভূব হ ।
ভবেন সহ সংযোগঃ সংবাদশ্চ তয়োঃ কথম্ ॥
স্বয়ম্বরঃ কথং বৃত্তস্তম্বিন্ মহতি জন্মনি ।
বিবাহশ্চ জগন্নাথ সর্বাশ্চর্য্যসমবিতঃ ॥ ৫৩
তৎসর্বং বিস্তরাদব্রহ্মন্ বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে পুণ্যং কথ্যং চাতিমমোহরাম্
ব্রহ্মোবাচ ।
পুণ্ড্রং মুনিশার্দ্দূলাঃ কথ্যং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
উমাশঙ্করয়োঃ পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদাম্ ॥ ৫৫
কদাচিৎ স্বগৃহাৎ প্রাপ্তং কণ্ঠপং দ্বিপদাং বরম্
অপৃচ্ছন্ধিমবান্ বৃত্তং লোকে খ্যাতিকরং হিতম্
কেনাক্ষয়াশ্চ লোকাঃ স্মৃতাঃ খ্যাতিশ্চ পরমা
মুনে ।

করিবেন না । ২৭—৫০ । মুনিগণ কহিলেন,
—হে প্রভো ! পূর্বকালে দক্ষত্বং হুহিতা সতী
কিরূপে রোষভরে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ
করিয়া পুনরায় গিরিরাজ-গৃহে জন্ম গ্রহণ
করেন ? কিরূপে দেহান্তরেও তাঁহার
পূর্বদেহ উপস্থিত হইয়াছিল ? ভবের সহিত
কিরূপে তাঁহার সংযোগ ঘটে ? তাঁহাদের
পরস্পরের সংবাদ কিরূপ ? কিরূপে সেই
মহাজন্মে তাঁহাদের স্বয়ম্বর সংঘটিত হয় এবং
কি প্রকারেই বা তাঁহাদের সেই আশ্চর্য্য-
জনক বিবাহ ব্যাপার নির্বাহ হয় ? হে জগ-
ন্নাথ ! হে ব্রহ্মন্ ! সম্প্রতি সে সকল বিস্তৃত-
রূপে প্রকাশ করিয়া বলুন, আমরা সেই
মনোহারিণী পুণ্য কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
করিতেছি । ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ-
গণ ! আপনারা উমা-শঙ্করের সেই সর্ব-
কাম-ফলদায়িনী পাপনাশিনী পাবনী কথা
শ্রবণ করুন । একদা সর্ব-জন-শ্রেষ্ঠ কণ্ঠপ-
স্বীয় গৃহ হইতে হিমালয়ে আগমন করি হইয়া
হিমবান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ত্রিদিগকে
জগতে হিত ও খ্যাতিকর কাকে অভিষাপ
অধিকার কালে

তথৈব চার্চনীয়ত্বং সংস্মৃ তৎকথয়স্ব মে ॥ ৫৭
কণ্ঠপ উবাচ ।

অপত্যেন মহাবাহো সর্বমেতদবাপ্যতে ।
ময়াখ্যাতিরপত্যেন ব্রহ্মণা ঋষিভিঃ সহ ॥ ৫৮
কিং ন পশ্যসি শৈলেন্দ্র যতো মাং পরিপৃচ্ছসি
বর্ত্তয়িষ্যামি যচ্চাপি যথাদৃষ্টং পুরাচল ॥ ৫৯
বারাণসীমহং গচ্ছন্নপশুং সংস্থিতং দিবি ।
বিমানং সুনবং দিব্যমনোপম্যং মহর্দ্ধিমং ॥ ৬০
তন্ত্ৰাধস্তাদার্ত্তনাদং গর্ত্তস্থানে শৃণোম্যহম্ ।
তমহং তপসা জাহ্ন্বা তত্রৈবাস্তহিতঃ স্থিতঃ ॥ ৬১
অথাগাত্তত্র শৈলেন্দ্র বিপ্রো নিয়মবান্ শুচিঃ ।
তীর্থাভিষেকপূতাত্মা পরে তপসি সংস্থিতঃ ॥ ৬২
অথ স ব্রজমানস্ত ব্যাঘ্রেনাভীষিতো দ্বিজঃ ।

কার্য্য করিলে অক্ষয় লোক, পরম কীর্ত্তি ও
সাধুসামাজে পূজ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায় ?
আপনি তাহা আমায় বলুন । কণ্ঠপ কহি-
লেন, হে মহাবাহো ! আপনি যে সকল
বিষয়ের উল্লেখ করিলেন, একমাত্র অপত্য
দ্বারাই তৎসমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় । হে
শৈলেন্দ্র ! আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করি-
লেন, কিন্তু আপনি কি দেখিতেছেন না যে,
আমাকে এবং অপরাপর ঋষিগণকে
অপত্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা কিরূপ খ্যাতি
প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ? হে অচল !
এ সম্বন্ধে পূর্বকালে আমি যাহা প্রত্যক্ষ
করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি-
তেছি । আমি এক সময় বারাণসী ধামে
গিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম,—অন্তরীক্ষে
এক সুন্দর বিমান রহিয়াছে ; উহা দিব্য,
অনুপম ও মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন । তাহার
নিম্নে এক গর্ত্ত ছিল । সেই গর্ত্ত মধ্যে
একটা আর্ন্তনাদ শুনিতে পাইলাম । আমি
যত্নে তাহার বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া
জল মধ্যে রহিলাম । হে শৈলেন্দ্র ! তখন
করিয়া ত্রৈলোক্যপুত্র পরম তপস্বী নিয়ম-
দেবগণের স্থানে আগমন করিলেন ।
হইবে না । তখন ভীত হইয়াছিলেন
মধ্যে চতুর্দশ সং

বিবেশ তং তদা দেশঃ স গন্তো যত্র ভূধরঃ ॥

গর্তায়াঃ বীরগন্তস্বৈ লক্ষ্যমানাস্তদা মুনীন।

অপস্তদার্তোদুঃখার্তাঃস্তানপৃচ্ছত স দ্বিজঃ ॥৬৪

দ্বিজ উবাচ।

কে যুয়ং বীরগন্তস্বৈ লক্ষ্যমানা হৃদোমুখাঃ।

দুঃখিতাঃ কেন মোক্ষশ্চ যুগ্মাকং ভবিতানঘাঃ ॥

পিতর উচুঃ।

বয়ং তে কৃতপুণ্যস্ত পিতরঃ সপিতামহাঃ।

প্রপিতামহাশ্চ ক্রিষ্টামস্তব হৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ॥৬৬

নরকোহয়ং মহাভাগ গর্তরূপেণ সংস্থিতঃ।

অং চাপি বীরগন্তস্বৈ লক্ষ্যমহে বয়ম্ ॥ ৬৭

যাবন্তঃ জীবসে বিপ্র তাবদেব বয়ং স্থিতাঃ।

মৃত্যুয়ি গমিষ্যামো নরকং পাপচেতসঃ ॥ ৬৮

যদি তুং দারসংযোগং কৃত্যপত্যং গুণোত্তরম্।

উৎপাদয়সি তেনাস্মান মুচ্যেয় বয়মেনসঃ ॥৬৯

নাশ্তেন তপসা পুত্র তীর্থানাঞ্চ ফলেন চ।

এতৎ কুরু মহাবুদ্ধে তারয়ন্ত পিতৃন ভয়াৎ ॥ ৭০

কণ্ঠপ উবাচ।

স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় আরাধ্য বৃষভধ্বজম্।

পিতৃন গর্তাৎসমুদ্রত্যা গণপান প্রচকার হ ॥৭১

স্বয়ং ক্রদন্ত দয়িতঃ সুবেশো নাম নামতঃ।

সম্মতো বলব্যংশৈব ক্রদন্ত গণপোহভবৎ ॥৭২

তস্মাৎ কৃত্য তপো যোরমপত্যং গুণবদ্ভূষম্

উৎপাদয়ন্ত শৈলেন্দ্র সূতাং স্বং বরবর্ণিনীম্ ॥৭৩

ব্রহ্মোবাচ।

স এবমুক্ত ঋষিণা শৈলেন্দ্রো নিয়মস্থিতঃ।

তপশ্চকারাপ্যতুলং যেন তুষ্টিরভূগম ॥ ৭৪

তদা তমুৎপপাতাহং বরদোহস্মীতি চাব্রবম্।

ক্রহি তুষ্টোহস্মি শৈলেন্দ্র তপসানেন সূত্রত ॥

হিমবানুবাচ।

ভগবন্ পুত্রমিচ্ছামি গুণৈঃ সৰ্বৈরলঙ্কৃতম্।

এবং বরং প্রযচ্ছন্ত যদি তুষ্টোহসি মে প্রভো

বলিয়া তখন সেই গর্ত মধ্যে প্রবেশ করেন। অনন্তর সেই দ্বিজ দেখিলেন, সেই গর্তস্থিত বীরগন্তস্বৈ অনেক দুঃখার্ত মুনী লক্ষ্যমান রহিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে সেই অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনারা দুঃখিত হইয়া অধোমুখে লক্ষ্যমান রহিয়াছেন? হে অনন্তগণ! কি কার্য করিলে আপনারা দুঃখ মোচন হয়? পিতৃগণ কহিলেন, আমরা তোমার স্তায় কৃতপুণ্য ব্যক্তির পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ তোমারই হৃষ্ট কর্ম্মে কষ্ট পাইতেছি। হে মহাভাগ! এই গর্তরূপ নরক অবস্থিত আছে। তুমিই এই বীরগন্তস্বৈ; তোমাকে ধরিয়াই আমরা লক্ষ্যমান রহিয়াছি। বিপ্র! তুমি যতদিন আছ, আমরাও ততদিনই জীবিত থাকিব। তুমি মরিলে, আমরাও পাপচিত্তে নরকে নিপতিত হইব। যদি তুমি দার সংগ্রহ করিয়া একটি গুণশালী পুত্র উৎপাদন কর, তাহা হইলে আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি। হে পুত্র! ইহা তির্য্যক কোন

তপস্তা বা তীর্থ ফল দ্বারা আমাদের উদ্ধারের উপায় নাই। হে মহাবুদ্ধে! আমাদের আদিষ্ট কার্য কর এবং আমাদের গকে ভয় হইতে ত্রাণ করিয়া দাও। ৫১—৭০। কণ্ঠপ কহিলেন, সেই বিপ্র পিতৃপুরুষগণের কথায় সম্মত হইয়া বৃষভধ্বজের আরাধনা-পূর্বক পিতৃগণকে সেই গর্ত হইতে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহাদিগকে গণাধিপতি করিয়া দিলেন। নিজে সুরেশ নামে ক্রদের প্রিয়তম গণাধিপতি হইলেন। হে শৈলেন্দ্র! এই জন্তই বলিতেছি, তুমি যোরতর তপস্তা করিয়া গুণবান পুত্র ও বরবর্ণিনী কৃত্য উৎপাদন কর। ব্রহ্মা কহিলেন, কণ্ঠপ ঋষি এই কথা কহিলে শৈলরাজ নিয়ম অবলম্বনপূর্বক অতুল তপস্তা করিলেন। তাহাতে আমি পরিতুষ্ট হইলাম। তখন তাঁহাকে গিয়া বলিলাম,— হে সূত্রত! আমি বরদান করিতে আসিয়াছি; আমি এই তপস্তায় তুষ্ট হইয়াছি, বল, তোমার প্রার্থনা কি? হিমবান কহিলেন,—ভগবন্! আমি একটি সর্বগুণালঙ্কৃত

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা গিরিরাজস্তু ভো দ্বিজাঃ ।
তদা তস্মৈ বরং চাহং দত্তবান্মনসেপি তম্ ॥
কন্তা ভবিত্বী শৈলেন্দ্র তপসানেন সুব্রত ।
যন্তাঃ প্রভাবাৎসর্ষজ কীর্তিমাঙ্গ্যসি শোভনাম্
অর্চিতঃ সর্ষদেবানাং তীর্থকোটিসমাবৃতঃ ।
পাবনশৈব পুণ্যেন দেবানামপি সর্ষতঃ ॥ ৭৯
জ্যেষ্ঠা চ সা ভবিত্বী তে অন্তে চাত্ৰ ততঃ শুভে
সৌহৃদি কালেন শৈলেন্দ্রে মেনায়ামৃদপাদয়ৎ
অপর্ণামেকপর্ণাঞ্চ তথা চৈবৈকপাটলান্ ॥ ৮১
অগ্রোধমেকপর্ণস্ত পাটলঞ্চৈকপাটলান্ ।
অশিত্বা হেকপর্ণাস্ত অনিকেতস্তপোহচরৎ ॥ ৮২
শতং বর্ষসহস্রাণং হৃশ্চরং দেবদানবৈঃ ।
আহারমেকপর্ণস্ত একপর্ণা সমাচরৎ ॥ ৮৩
পাটলেন তথৈকেন বিদধে চৈকপাটলা ।

পুত্র প্রার্থনা করি ; যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন,
তবে আমায় সেই বরই দান করুন। হে
দ্বিজগণ! গিরিরাজের সেই কথা শুনিয়া
আমি তাঁহাকে সেইরূপ বরই দান করি-
লাম। বলিলাম,—হে সুব্রত! শৈলেন্দ্র!
এই তপস্যার ফলে তোমার একটি কন্তা
সন্তান হইবে। সেই কন্তার প্রভাবে তুমি
সর্ষজ বিমলকীর্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।
তুমি কোটি কোটি তীর্থে পরিব্রত হইয়া
সর্ষদেবের অর্চিত ও সর্ষথা সর্ষপুণ্যে
পবিত্র হইবে। তোমার তিনটি শুভ কন্তা
জন্মিবে, তন্মধ্যে এই তপোলক কন্তাটাই
জ্যেষ্ঠা হইবে। কালক্রমে শৈলরাজ তাঁহার
মেনা নাম্নী পত্নীর গর্ভে অপর্ণা, একপর্ণা ও
একপাটলা নামে তিনটি কন্তা উৎপাদন
করেন। তন্মধ্যে কন্তা একপর্ণা একটি
অগ্রোধপত্র ও একটি পাটলপর্ণ মাত্র আহার
করিয়া শত সহস্র বর্ষ যাবৎ যাহা দেব-
দানবেরও হৃশ্চর, এরূপ তপস্যা আচরণ
করেন। কন্তা একপাটলা একটি মাত্র পাটল
পত্র আহার করিয়া পূর্ণ সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত

পূর্ণ বর্ষসহস্রং তু আহারং তে প্রচক্ৰতুঃ ॥ ৮৪
অপর্ণা তু নিরাহারা তাং মাতা প্রত্যভাষত ।
নিষেধয়ন্তী চোমেতি মাতৃস্নেহেন দুঃখিতা ॥ ৮৫
সা তথোক্তা তয়া মাত্ৰা দেবী হৃশ্চরচারিণী ।
তেনৈব নাম্না লোকেষু বিখ্যাতা সুরপূজিতা ॥
এতত্তু ত্রিকুমারীকং জগৎস্বাবরজঙ্গমম্ ।
এতাসাং তপসাং বৃত্তং যাবদ্ধুমির্ধারিষ্যতি ॥ ৮৭
তপঃশরীরাস্তাঃ সর্ষাস্তিস্রো যোগং সমাশ্রিতাঃ
সর্ষশৈব মহাভাগাস্তথা চ স্থিরযৌবনাঃ ॥ ৮৮
তা লোকমাতরশৈব ব্রহ্মচারিণ্য এব চ ।
অনুগৃহ্ণন্তি লোকাংশ্চ তপসা স্নেন সর্ষদা ॥ ৮৯
উমা তাসাং বরিষ্ঠা চ জ্যেষ্ঠা চ বরবর্ণিনী ।
মহাযোগবলোপেতা মহাদেবমুপস্থিতা ॥ ৯০
দত্তকশ্চোশনা তস্ম পুত্রঃ স ভৃগুনন্দনঃ ।
আসীত্তস্মৈকপর্ণা তু দেবলং সুষুবে সূতম্ ॥ ৯১
যা তু তাসাং কুমারীণাং তৃতীয়া হেকপাটলা ।

তপোরতা হয়েন; পরন্তু কন্তা অপর্ণা
নিরাহারে থাকিয়াই কঠোর তপস্যা করেন।
মাতা মেনা স্নেহভরে ‘উমা’ বলিয়া তাঁহাকে
তপস্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন;
মাতার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি কঠোর তপস্যা
করেন; এই জন্ত উত্তরকালে তিনি উমা
নামেই প্রখিতা হয়েন। এই চরাচর জগতে
ঐ কুমারীত্রয়ের নাম বিঘোষিত হয়। উহা-
দিগের তপস্যা-দৃত্তান্ত যতদিন পৃথিবী আছে,
থাকিবে। ৭১—৮৭। সেই তিন তপস্চারিণী
হিমালয়-দুহিতা যোগাবলম্বন করেন। তাঁহারা
সকলেই মহাভাগ্যবতী ও সকলেই স্থির
যৌবনশালিনী ছিলেন। তাঁহারা সর্ষ-
লোকজননী ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া স্বয়ং
তপস্যা দ্বারা সর্ষদা এই সমস্ত লোকের
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের
মধ্যে বরবর্ণিনী উমাদেবী সর্ষজ্যেষ্ঠা
ছিলেন। উমা মহাযোগপ্রভাবে মহাদেবের
আরাধনা করেন। ভৃগুনন্দন উশনা তাঁহার
দত্তক পুত্র ছিলেন। তাঁহা হইতে এক-
পর্ণার গর্ভে দেবল নামে এক পুত্র উৎপন্ন

পুত্রং সা তমলকশ্চ জৈগীষব্যমুপস্থিতা ॥ ৯২
তস্মাচ্চ শঙ্খালিখিতৌ স্মৃতে পুত্রাবযোনিজৌ
উমা তু যা ময়া তুভ্যং কৌর্জিতা বরবর্গিনী ॥ ৯৩
অথ তস্মাস্তপোযোগালৈলোক্যমখিলং তদা ।
প্রধূপিতমিহালক্ষ্য বচস্তামহমব্রবম্ ॥ ৯৪
দেবি কিং তপসা লোকাংস্তাপয়িষ্যসি শোভনে
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্বং মা কৃহা তদ্বিনাশয় ॥ ৯৫
ত্বং হি ধারয়সে লোকানিমান্ সর্বান্ স্বতেজসা
ক্রুহি কিং তে জগন্মাতঃ প্রার্থিতং সম্প্রতীহ নঃ
দেবুবাচ ।

যদর্থং তপসো হস্ত চরণং মে পিতামহ ।
ত্বমেব তদ্বিজানীষে ততঃ পৃচ্ছসি কিং পুনঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তামব্রবং চাহং যদর্থং তপ্যসে শুভে ।
স ত্বাং স্বয়মুপাগম্য ইহৈব বরয়িষ্যতি ॥ ৯৮

হয় । তৃতীয় এক পাটলা অলকনন্দন জৈগী-
ষব্যের নিকট উপস্থিতা হইলেন । তাঁহার
শঙ্খ ও লিখিত নামে দুইটি অযোনিজ পুত্র
জন্ম গ্রহণ করে । পূর্বে যে উমা নামী
জ্যেষ্ঠা কন্যার কথা कहিয়াছি, তাঁহার তপঃ-
প্রভাবে মিথিল জগৎ পরিতপ্ত হইয়াছিল;
আমি তদর্শনে তাঁহাকে গিয়া বলিলাম,—হে
দেবি! হে শোভনে! কি কারণে তুমি
লোক সকল পরিতপ্ত করিতেছ? এ জগৎ
তোমারই সৃষ্টি; তুমি ইহাকে বিনাশ করিও
না। আমি জানি, তুমিই স্বীয় তেজে এই
সকল লোক ধারণ করিতেছ; হে জগন্মাতঃ!
সম্প্রতি তোমার প্রার্থনা কি, তাহা আমার
নিকট প্রকাশ কর । দেবী कहিলেন,—হে
পিতামহ! আমি যে জন্ত এই তপস্শাচরণ
করিতেছি, তাহা ত আপনার অবিদিত
নাই, তথাপি আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন
কেন? ব্রহ্মা कहিলেন,—অনন্তর আমি
কহিলাম,—হে শুভে! যাহার জন্ত তুমি
তপস্শা করিতেছ, তিনি নিজেই এখানে
আসিয়া তোমায় বরণ করবেন । হে শুভে!

শর্ক এব পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ ।
বয়ং সর্দৈব যশ্চোমে বশ্চা বৈ কিস্করাঃ শুভে ॥
স দেবদেবঃ পরমেশ্বরঃ স্বয়ং
স্বয়ম্ভুরায়ান্ততি দেবি তেহস্তিকম্ ।
উদাররূপো বিকৃতাধিরূপঃ
সমানরূপোহসি ন যশ্চ কশ্চচিৎ ॥ ১০০
মহেশ্বরঃ পূর্বতলোকবাসী
চরাচরেশঃ প্রথমোহপ্রমেয়ঃ ।
বিনেন্দুনা হীন্দ্রসমানবর্চসা
বিভীষণং রূপমিবাশ্রিতো যঃ ॥ ১০১
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে স্বয়ম্ভু-ঋষি-
সংবাদে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তামব্রবন্ দেবাস্তদা গতা তু সুন্দরীম্ ।
দেবি শীঘ্রেন কালেন ধূজ্জটিনীললোহিতঃ ॥ ১

শম্ভুই সর্বলোকের ঈশ্বর; তিনিই শ্রেষ্ঠ-
পতি । আমরা সর্বদা তাঁহারই বশীভূত
কিস্কর । হে দেবি! সেই দেবদেব পর-
মেশ্বর স্বয়ম্ভু স্বয়ংই তোমার নিকটে আগমন
করিবেন । তিনি উদারমূর্তি, বিরূপাক্ষ,
আদিদেব । তাঁহার তুল্য রূপ কাহারও
নাই । তিনি মহেশ; পূর্বতলোকে তাঁহার
বাস ! তিনি চরাচরের ঈশ্বর, তিনিই আদি
ও অপ্রমেয় । ইন্দ্র-সমানভ্যুতি চন্দ্র ব্যতীত
তিনিই যেন ভীষণরূপ ধারণ করিয়া
থাকেন । ৯৮—১০১ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা कहিলেন,—অনন্তর সুরগণ
আসিয়া তৎকালে সেই শোভনাদী দেবীকে
বলিলেন, দেবি! অচিরকাল মধ্যেই নীল-

স ভর্তা তব দেবেশো ভবিতা মা তপঃ কৃথাঃ
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য দেবা বিপ্রা গিরেঃ সূতাম্
জগ্মুচ্চাদর্শনং তস্তাঃ স চাপি বিররাম হ ।
স দেবী সূক্তমিত্যেবমুক্তা স্বস্তাশ্রমে শুভে ॥ ৩
দ্বারি জাতমশোকঞ্চ সমুপাশ্রিত্য চাহ্বিতা ।
অথাগচ্ছতিলকস্নিগ্ধশার্ভিহরো হরঃ ॥ ৪
বিকৃতং রূপমাস্থায় হৃষ্মো বাহুক এব চ ।
বিভয়নাসিকো ভূহা কুজঃ কেশান্তপিঙ্গলঃ ॥ ৫
উবাচ বিকৃতান্তশ্চ দেবি ত্বাং বরয়াম্যহম্ ।
অখোমা যোগসংসিদ্ধা জাহ্নবা শঙ্করমাগতম্ ॥ ৬
অন্তর্ভাববিগুহ্যাকা রূপানুষ্ঠানলিপ্সয়া ।
তমুবাচার্য্যপাদ্যাভ্যাং মধুপর্কেণ চৈব হ ॥ ৭
সম্পূজ্য সূমনোভিস্তং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণপ্রিয়া ॥ ৮
দেবুবাচ ।

ভগবন্ন স্বতজ্জাহং পিতা মে ত্বগ্রণীগৃহে ।
স প্রভুর্মম দানে বৈ কন্তাহং দ্বিজপুঙ্গব ॥ ৯

লোহিত ধূজুটি আপনার ভর্তা হইবেন ;
অতএব আপনি আর তপস্যা করিবেন না ।
হে বিপ্রগণ ! অনন্তর দেবগণ গিরিনন্দিনীকে
প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন । ‘দেব-
গণ উত্তম কথা বলিলেন’ এই বলিয়া দেবী
তখন তপস্যা হইতে বিরতা হইলেন ।
তাহার আশ্রমদ্বারে একটি অশোক তরু
ছিল ; তিনি সেই তরুর তলদেশ আশ্রয়
করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । অন-
ন্তর ত্রিদশগণের আর্তিহর চন্দ্রমৌলি হর
বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া সেইখানে আসি-
লেন । তাহার বাহু হৃষ্ম, নাসিকা ভগ্ন ।
তিনি পিঙ্গলাভ কেশাণ্ড ধারণ করত কুজ-
ভাবে বিকৃতমুখে বলিলেন, দেবি ! তোমাকে
আমি বরণ করিতেছি । যোগসিদ্ধা ব্রাহ্মণ-
প্রিয়া উমা তখন শঙ্কর আসিয়াছেন, বুঝিতে
পারিয়া, ভাববিগুহ্য অন্তরে তদীয় রূপা-
লাভ-লালসায় অর্ঘ্য, পাদ্য, মধুপর্ক ও পুষ্প-
সমূহ দ্বারা সেই সমাগত ব্রাহ্মণকে অর্চনা
করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমি স্বাধীন
নহি । আমার শ্রেষ্ঠ নেতা পিতা গৃহে

গত্বা যাচক্ষ পিতরং মম শৈলেন্দ্রমব্যয়ম্ ।
স চেন্দদাতি মাং বিপ্র তুভ্যাং তদুচিতং মম ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ স ভগবান্ দেবস্তথৈব বিকৃতঃ প্রভুঃ ।
উবাচ শৈলরাজানং সূতাং মে যচ্ছ শৈলরাট্
স তং বিকৃতরূপেণ জাহ্নবা রুদ্রমথাব্যয়ম্ ।
ভীতঃ শাপাক্ত বিমনা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২
শৈলেন্দ্র উবাচ ।

ভগবন্মাবমন্তেহহং ব্রাহ্মণান্ ভুবি দেবতাঃ ।
মনীষিতস্ত যৎ পূর্বং তচ্ছৃণুষ মহামতে ॥ ১৩
স্বয়ংহরো মে ত্বহিতুর্ভবিতা বিপ্রপূজিতঃ ।
বরয়েদ্যং স্বয়ং তত্র স ভর্তাস্তা ভবিষ্যতি ॥ ১৪
তচ্ছৃণুহা শৈলবচনং ভগবান্ রুষভধ্বজঃ ।
দেব্য সমীপমাগত্য ইদমাহ মহামনাঃ ॥ ১৫
শিব উবাচ ।

দেবি পিত্রা ত্বনুজাতঃ স্বয়ংহর ইতি শ্রুতিঃ ।

আছেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কন্তা আমি,
মদীয় দান ব্যাপারের তিনিই একমাত্র
কর্তা । হে বিপ্র ! আমার পিতা শৈলরাজ !
তাহাকে গিয়া আপনি প্রার্থনা করুন ; তিনি
যদি আপনাকে আমার দান করেন ; তাহা
হইলে তাহাই আমার পক্ষে সঙ্গত কার্য্য
হইবে । ১২-১৫। ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর সেই
দেবদেব ভগবান্ বিরূপাকৃতি ব্রাহ্মণবেশে
শৈলরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলি-
লেন, আমাকে আপনি কন্তা দান করুন ।
শৈলরাজ তখন বিকৃতরূপে সমাগত অব্যয়
রুদ্রকেই জানিতে পারিয়া শাপভয়ে ভীত
হইলেন এবং বিমনা হইয়া উত্তর করিলেন,
ভগবন্ ! ভূদেব ব্রাহ্মণদিগকে আমি অব-
মাননা করি না ; তবে এ বিষয়ে পূর্বে
আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছি, হে মহামতে !
তাহা আপনি শ্রবণ করুন । মদীয় কন্তার
পাণিগ্রহণ ব্যাপারে এক স্বয়ংহর সভা
আহূত হইবে ; সে সভায় ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত
থাকিবেন । সেই স্বয়ংহর ক্ষেত্রে মদীয় কন্তা
স্বয়ং বাহাকে বরণ করিবে, তিনিই তাহার

তত্র হং বরয়িত্বী যং স তে ভর্তা ভবেদিতি ॥
তদাপৃচ্ছ্য গমিষ্যামি ত্বর্লভাং ত্বাং বরাননে ।
রূপবস্তুং সমুৎসৃজ্য বৃণোম্যাসদৃশং কথম্ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

তেনোক্তা সা তদা তত্র ভাবয়ন্তী তদীরিতম্ ।
ভাবঞ্চ ক্রুদ্ধনিহিতং প্রসাদং মনসস্তথা ॥ ১৮
সম্প্রাপ্যোবাচ দেবেশ মা তেহভূদ্বুদ্ধিরন্তথা
অহং ত্বাং বরয়িষ্যামি নাস্তুতস্ত কথঞ্চন ॥ ১৯
অথবা তেহস্তু সন্দেহো ময়ি বিপ্র কথঞ্চন ।
ইহৈব ত্বাং মহাভাগ বরয়ামি মনোগতম্ ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ ।

গৃহীত্বা স্তবকং সা তু হস্তাভ্যাং তত্র সংস্থিতা ।
স্বক্ষে শস্তোঃ সমাধায় দেবী প্রাহ বৃতোহসি মে

ভর্তা হইবেন । ভগবান্ বৃষভধ্বজ শৈল-
রাজের ঐদৃশ কথা শ্রবণপূর্বক দেবীর
নিকট আসিয়া কহিলেন,—হে দেবি ! শূনি-
লাম, পিতা তোমার স্বয়ম্বর করিতে ইচ্ছা
করিয়াছেন, সেই স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে আসিয়া
যাইঁকে তুমি বরণ করিবে, তিনিই তোমার
ভর্তা হইবেন । হে বরাননে ! এই জন্ত
তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছি,
তুমি তখন রূপবান বর পরিত্যাগ করিয়া
অযোগ্য বরকে বরণ করিবে কি ?
ব্রহ্মা কহিলেন, ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে,
তিনি তখন তদীয় কথা ভাবিতে ভাবিতে
ক্রুদ্ধাপিত স্বায় মনোভাবের বিষয় আলো-
চনা করত তৎপ্রতি আপন মনঃপ্রসন্নতা
প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, হে দেবেশ ! তোমার
বুদ্ধি যেন অন্তথা না হয় ; আমি তোমাকেই
বরণ করিব । ইহার কখনই ব্যত্যয় হইবে
না । অথবা হে বিপ্র ! এ বিষয়ে তোমার
যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে হে
মহাভাগ ! এখানেই আমি তোমায় বরণ করি ।
১১—২০ । ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন উমা দেবী
হস্ত দ্বারা অশোকস্তবক গ্রহণ করিয়া শস্তুর
স্বক্ষে অর্পণপূর্বক কহিলেন, আমি তোমায়
বরণ করিলাম ! এইরূপে উমা দেবী কর্তৃক

ততঃ স ভগবান্ দেবত্বয়া দেব্যা বৃতস্তদা ।
উবাচ তমশোকং বৈ বাচা সঞ্জীবয়স্বি ॥ ২২
শিব উবাচ ।

যস্মাত্তব সুপুণ্যেন স্তবকেন বৃতোহস্ম্যহম্ ।
তস্মাৎ জরয়া ত্যক্তস্বমরঃ সম্ভবিষ্যসি ॥ ২৩
কামরূপী কামপুষ্পঃ কামদো দয়িতো মম ।
সর্বাভরণপুষ্পাঢ্যঃ সর্বপুষ্পফলোপগঃ ॥ ২৪
সর্বান্নভক্ষকশ্চৈব অমৃতস্বাদ এব চ ।
সর্বগন্ধশ্চ দেবানাং ভবিষ্যসি দৃঢ়প্রিয়ঃ ॥ ২৫
নির্ভয়ঃ সর্বলোকেষু ভবিষ্যসি সুনির্বৃতঃ ।
আশ্রমং বেদমত্যাগং চিত্রকূটেতি বিজ্ঞতম্ ॥ ২৬
যো হি যাস্ত্যতি পুণ্যাতী সোহশ্বমেধমবাপ্যতি ।
যন্ত তত্র যতশ্চাপি ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৭
যশ্চাত্র নিয়মৈর্যুক্তঃ প্রাণান্ সম্যক্ পরিত্যজেৎ
স দেব্যাস্তপসা যুক্তো মহাগণপতির্ভবেৎ ॥ ২৮
ব্রহ্মোবাচ ।

এব যুক্তা তদা দেব আপৃচ্ছ্য হিমবৎসুতাম্ ।

বৃত হইলে দেবদেব ভগবান্ তখন বাক্য
দ্বারা সেই অশোকতরুকে যেন সঞ্জীবিত
করিয়াই কহিলেন, হে অশোক ! যে হেতু
তোমার সুপবিত্র স্তবক দ্বারা আমি বৃত হই-
লাম, এই জন্ত তুমি জরাবর্জিত ও অমর
হইবে । তুমি কামরূপী, কামপুষ্প, আমার
সদাপ্রিয় হইলে । দেবগণের নিকট তুমি
সর্বাভরণ পুষ্প ও সর্ব পুষ্পফলে উপগত,
সর্বান্নভক্ষ, অমৃতাস্বাদ এবং সর্বগন্ধবহরূপে
প্রতিভাত হইবে । দেবগণ তোমায় একা-
ন্তই শ্রদ্ধা করিবেন । তুমি সর্বলোকে নির্ভীক
ও নিবৃত্ত হইয়া রহিবে । এই আশ্রম চিত্র-
কূট আখ্যায় অভিহিত হইবে । যে ব্যক্তি
পুনসঞ্চয়ার্থ এখানে আগমন করিবে, তাহার
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইবে এবং
এখানে মরিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে ।
যে ব্যক্তি এই আশ্রমস্থানে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া
প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে, উমাদেবীর তপ-
স্বায় অধিত হইয়া মহাগণপতি-পদে অধিকৃত
হয় । ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর জগদ্বিধাতা

অন্তর্দধে জগৎস্রষ্টা সর্বভূতপ ঈশ্বরঃ ॥ ২৯
 সাপি দেবী গতে তস্মিন্ ভগবত্যমিতানি ।
 তত এবোন্মুখী ভূত্বা শিলায়াং সমভূব হ ॥ ৩০
 উন্মুখী সা ভবে তস্মিন্ মহেশে জগতাং প্রভে-
 নিশেব চন্দ্ররহিতা ন বভৌ বিমনাস্তদা ॥ ৩১
 অথ শুশ্রাব শব্দঞ্চ বালস্মার্ত্তস্ত শৈলজা ।
 সরস্বাদকসম্পূর্ণে সমীপে চাশ্রমস্ত চ ॥ ৩২
 স কুত্বা বালরূপস্ত দেবদেবঃ স্বয়ং শিবঃ ।
 ক্রীড়াহেতোঃ সরোমধ্যে গ্রাহগ্রস্তোহভবত্তদা
 যোগমায়াং সমাস্থায় প্রপঞ্চোদ্ভবকারণম্ ।
 তদ্রূপং সরসৌ মধ্যে কুট্টেহবৎ সমভাষত ॥ ৩৪
 বাল উবাচ ।

আতু মাং কশ্চিদিত্যাহ গ্রাহেণ হতচেতসম্ ।
 ধিক্কষ্টং বাল এবাহমপ্রাপ্তার্থমনোরথঃ ॥ ৩৫
 প্রয়ামি নিধনং বন্ধে গ্রাহস্মাস্তা দুঃখান্ননঃ ।
 শোচামি ন স্বকং দেহং গ্রাহগ্রস্তঃ সুহৃৎখিতঃ ॥
 যথা শোচামি পিতরং মাতরঞ্চ তপস্বিনীম্ ।

ভূতপতি দেবদেব গিরিনন্দিনীকে সম্ভাষণ-
 পূর্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্দান করিলেন ।
 অমিতান্না দেবদেব প্রশ্নান করিলে,
 গিরিজা তখন সেই জগৎপতির উদ্দেশে
 উন্মুখী হইয়া শিলা খণ্ডোপরি বসিয়া
 রহিলেন । তিনি বিমনা হইয়া নিশাকর-
 হীনা নিশার ছায় পরিম্লান হইয়া পড়িলেন ।
 এই সময় শৈলনন্দিনী আশ্রমের অদূরে
 সরোবর মধ্যে একটি আর্ত বালকের ক্রন্দন-
 ধ্বনি শ্রবণ করিলেন । দেবদেব শিব
 নিজেই ক্রীড়াহেতু বালকরূপ ধারণ করিয়া
 সরোবরমধ্যে গ্রাহগ্রস্ত হইয়াছিলেন ।
 তিনি যোগমায়া অবলম্বনপূর্বক নিখিল প্রপ-
 ঞ্চের উদ্ভবহেতু সেই বালকবপু আশ্রয়
 করিয়া কহিলেন, আমি গ্রাহকর্তৃক গ্রস্ত হই-
 যাছি, আমায় কেহ পরিত্রাণ কর । অহো
 কি কষ্ট ! আমি বালক, এখনও কোন
 মনোরথই পূর্ণ হয় নাই । আমি এই দুঃখা
 গ্রাহের মুখে পতিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হই-
 লাম । গ্রাহ আমায় গ্রাস করিয়াছে ; আমি

গ্রাহগৃহীতং মাং কুত্বা প্রাপ্তং নিধনমুৎসুকো ॥
 প্রিয়পুত্রাবেকপুত্রো প্রাণান্ ন্যানং ত্যজিষ্যতঃ
 অহো বত সুকষ্টং বৈ যোহহংবালোহকৃতাশ্রমঃ
 অন্তগ্রাহেণ গ্রস্তস্ত যাস্তামি নিধনং কিল ॥ ৩৬
 ব্রহ্মোবাচ ।

কুত্বা তু দেবী তং নাদং বিপ্রস্মার্ত্তস্ত শোভনা
 উত্থায় প্রস্থিতা তত্র যত্র তিষ্ঠত্যসৌ দ্বিজঃ ॥ ৩৯
 সাপশুদিন্দুবদনা বালকং চারুরুপিণম্ ।
 গ্রাহস্ত মুখমাপন্নং বেপমানমবস্থিতম্ ॥ ৪০
 সোহপি গ্রাহবরঃ শ্রীমান্ দৃষ্ট্বা দেবীমুপাগতাম্,
 তং গৃহীত্বা ক্রতং যাতো মধ্যং সরস এব হি ॥
 স কুষ্মমাণস্তেজস্বী নাদমার্ত্তং তদাকরোৎ ।
 অথাহ দেবি দুঃখার্ত্তা বালং দৃষ্ট্বা গ্রাহাবৃতম্ ॥ ৪২
 পার্কৃত্যবাচ ।

গ্রাহরাজ মহাসত্ত্ব বালকং হোকপুত্রকম্ ।

একান্তই দুঃখিত হইয়াছি ; আমার দীন পিতা
 ও দুঃখিনী মাতার জন্ত যতদূর শোক হই-
 তেছে, আমি আমার নিজের জন্ত তত শোক
 করি না । হায় ! আমার পিতামাতার আমিই
 একমাত্র পুত্র ; আমার প্রতি তাঁহারা একা-
 ন্তই প্রেমশীল ; মদীয় এহেন নিধনবার্ত্তা
 শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহারা মৃত্যুমুখে
 পতিত হইবেন । অহো, কি দারুণ কষ্ট !
 আমি বালক, কোন আশ্রমচর্যা না করিয়াই
 আমি গ্রাহগ্রস্ত হইয়া মরিতে বসিলাম ।
 ২১—৩৮ । ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী শৈলমুত
 বিপ্রবালকের ঈদৃশ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া
 গাত্রোত্থানপূর্বক ক্রতপদে সেই বালকের
 নিকট গমন করিলেন । ইন্দুবদনা গিরিজা
 তথায় গিয়া দেখিলেন, বালকের আকৃতি
 বড়ই সুন্দর; বালক গ্রাহগ্রস্ত হইয়া কম্পিত
 হইতেছে । তখন উমা দেবী আসিয়াছেন
 দেখিয়া, শ্রীমান্ গ্রাহবর সেই বালককে
 লইয়া ক্রতবেগে একেবারে সরোবরের
 মধ্যভাগে উপনীত হইল । বালক তেজস্বী
 হইলেও প্রবল গ্রাহের আকর্ষণে আর্ত-
 নাদ করিতে লাগিল । গিরিজা দেবী

বিমুক্তমঃ মহাদঃষ্ট্র কিপ্রঃ ভীমপরাক্রম ॥ ৪৩

গ্রাহ উবাচ ।

যো দেবি দিবসে ষষ্ঠে প্রথমঃ সমুপৈতি মান্ ।
স আহারো মম পুরা বিহিতো লোক চতুর্ভিঃ ॥
সোহয়ং মম মহাভাগে ষষ্ঠেহহনি গিরীন্দ্রজে ।
ব্রহ্মণা প্রেরিতো নুনং নৈনং মোক্ষ্যে কথঞ্চন ॥

দেবুবাচ ।

যন্ময়া হিমবচ্ছ্রে চরিতঃ তপ উত্তমম্ ।
তেন বালমিমং মুঞ্চ গ্রাহরাজ ননোহস্তু তে ॥ ৪৪ ॥
গ্রাহ উবাচ ।

মা ব্যয়স্তপসো দেবি ভূশং বালে শুভাননে ।
যদ্ববীমি কুরু শ্রেষ্ঠে তথা মোক্ষমবাপ্যতি ॥
দেবুবাচ ।

গ্রাহাধিপ বদস্বাশু যৎ সত্যমবিগাহিতম্ ।
তৎ কৃতংনাত্র সন্দেহো যতো মে ব্রাহ্মণাঃপ্রিয়া ॥

তদর্শনে ছঃখিত হইয়া বলিলেন, হে মহাসত্ত্ব
গ্রাহরাজ ! এই বালককে পরিত্যাগ কর ।
হে মহাদঃষ্ট্র ! হে ভীমবিক্রম ! ইহাকে
শীঘ্র তুমি ছাড়িয়া দাও । গ্রাহ কহিল,
দেবি ! যে ষষ্ঠ বেলার আমার নিকট
আসিবে, তাহাকেই আমি আহার করিব ।
পূর্বকালে লোককর্তারা আমার সদ্বক্ষে এই-
রূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন । হে শৈলসুতে !
হে মহাভাগে ! এই ব্যক্তি অদ্য ষষ্ঠ বেলার
আমার নিকট আসিয়াছে, নিশ্চয়ই ব্রহ্মা
ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন ; অতএব ইহাকে
আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি
না । দেবী কহিলেন, হে গ্রাহরাজ ! আমি
তোমায় নমস্কার করি । আমি হিমালয়ের
শৃঙ্গে থাকিয়া যে উত্তম তপস্বী করিয়াছি,
তাহারই বলে তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর ।
গ্রাহ কহিল, হে দেবি ! হে শুভে ! তুমি
তপোব্যয় করিও না, যাহা বলি, তাহা কর,
তাহাতেই এই বালক মুক্ত হইবে । দেবী
কহিলেন, হে গ্রাহপতে ! ব্রাহ্মণগণ আমার
প্রিয় ; সুতরাং সাধুজন-সম্মত যে কার্য্যই
হউক, তুমি বল, আমি ব্রাহ্মণবালকের

গ্রাহ উবাচ ।

যৎ কৃতং বৈ তপঃ কিঞ্চিদ্ভবত্যা স্বল্পমুত্তমম্ ।
তৎ সর্বং মে প্রযচ্ছাশু ততো মোক্ষমবাপ্যতি
দেবুবাচ ।

জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং মহাগ্রাহ কৃতং ময়া ।
তত্তে সর্বং ময়া দত্তং বালং মুঞ্চ মহাগ্রাহ ॥ ৪৫ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

প্রজজ্ঞান ততো গ্রাহস্তপসা তেন ভূষিতঃ ।
আদিত্য ইব মধ্যাহ্নে তুনিরীক্ষ্যস্তদাভবৎ ॥
উবাচ চৈবং তুষ্টান্মা দেবীং লোকস্ত ধারিণীম্ ॥
গ্রাহ উবাচ ।

দেবি কিং কৃত্যমেতত্তে সুনিশ্চিত্য মহাব্রতে ।
তপসোহপ্যর্জনেং ছঃখং তস্ম ত্যাগো ন শস্ততে
গৃহাণ তপ এব স্বং বালকেমং সুমধ্যমে ।
তুষ্টোহস্মি তে বিপ্রভক্ত্যা বরং তস্মাদদামি তে
সা ত্বেবমুক্তা গ্রাহেণ উবাচেদং মহাব্রতা ॥ ৪৬ ॥

দেবুবাচ ।

দেহেনাপি ময়া গ্রাহ রক্ষ্যো বিপ্রঃ প্রযত্নতঃ ।

রক্ষার নিমিত্ত নিশ্চয়ই তাহা করিব । গ্রাহ
কহিল, তুমি যে কিছু উত্তম তপস্বী করি-
য়াছ, তাহা আমায় অর্পণ কর ; আমি বাল-
ককে মোচন করিতেছি । দেবী বলিলেন,
হে মহাগ্রাহ ! আমি আজন্ম যে কিছু পুণ্য-
সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা তোমায় অর্পণ করি-
লাম, তুমি বালককে ছাড়িয়া দাও । ব্রহ্মা
কহিলেন, শৈলসুতা এই কথা বলিবামাত্র
সেই গ্রাহ তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া
উঠিল । মধ্যাহ্ন-মার্ভণ্ডের ন্যায় তদীয়
আকৃতি একান্তই তুর্লক্ষ্য হইল । সে, তুষ্ট
হইয়া লোকধারিত্রী শৈলপুত্রাকে কহিল,
দেবি ! তুমি ইহা কি করিলে ? ভাবিয়া
দেখ, তপস্বীসঞ্চয় বহু ছঃখে হয় ; সুতরাং
তাহা পরিত্যাগ করা কখনই সম্ভব হয় নাই !
অতএব আমি তোমার এই বিপ্রভক্তিতে
তুষ্ট হইয়াছি, তোমায় বরদান করিতেছি,
তুমি তোমার তপস্বী এবং এই বালক
উভয়ই গ্রহণ কর । তখন মহাব্রতা উমা কহি-

উপঃ পুনরায় প্রাপ্যঃ ন প্রাপ্যো ব্রাহ্মণঃ পুনঃ ॥
 স্তুনিশ্চিত্য মহাগ্রাহ কৃতং বালস্ত মোক্ষণম্ ।
 ন বিপ্রৈস্ত্যস্তপঃ শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠা মে ব্রাহ্মণা মতাঃ
 দয়া চাহং ন গৃহ্যামি গ্রাহেন্দ্র বিহিতং হি তে ।
 ন হি কশ্চিন্নরো গ্রাহ প্রদত্তং পুনরাহরেৎ ॥৫৬
 দত্তমেতন্ময়া তুভ্যং নাদদানি হি তৎ পুনঃ ।
 ভূযোব রমতামেতদ্বালশ্চায়ং বিমুচ্যতাম্ ॥ ৫৭

ব্রহ্মোবাচ।

তথোক্তস্তাং প্রশস্তাথ মুক্তা বালং নমস্ত চ ।
 দেবীমাদিত্যাবভাসস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৫৮
 বালোহপি সরসস্তীরে মুক্তো গ্রাহেণ বৈ তদা
 স্বপ্নলক ইবার্থে ঘস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৫৯
 তপসোহপচয়ং মত্বা দেবী হিমগিরীলজা ।
 ভূয় এব তপঃ কর্তুমারেভে নিয়মস্থিতা ॥ ৬০
 কর্তুকামাং তপো ভূয়ো জ্ঞাত্বা তাং শঙ্করঃ স্বয়ম্

লেন,—হে গ্রাহ! দেহপাত করিয়াও ব্রাহ্মণ
 রক্ষা করা আমার কর্তব্য। যত্ন করিলে,
 তপঃসঞ্চয় আবার করা যাইবে; কিন্তু এই
 বিপ্রবালককে ত আর পাইতাম না। আমি
 এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বালকেরই মুক্তি
 করিয়াছি। কেননা, বিপ্র হইতে তপস্শ্রা
 কখনই শ্রেষ্ঠ নয়; আমার মতে ব্রাহ্মণই
 শ্রেষ্ঠ। হে গ্রহরাজ! আমি তপস্শ্রা দান
 করিয়াছি; দিয়া আর তাহা গ্রহণ করিব
 না। দেখ, কোন লোকই দত্ত বস্তু পুনরায়
 গ্রহণ করে না। আমি তোমায় ইহা দিয়াছি;
 স্মৃতরাং আর ফিরাইয়া লইব না; এই
 তপস্শ্রা তোমাতেই প্রতিভাত হউক; আমি
 চাই,—বালককে তুমি ছাড়িয়া দাও। ব্রহ্মা
 কহিলেন, গিরিবালা এই কথা কহিলে
 আদিত্যবৎ উজ্জ্বলাভ গ্রাহ তাহাকে প্রশংসা
 করিয়া বালককে মোচনপূর্বক অন্তর্দান
 করিল। গ্রাহমুক্ত বালকও সেই সরোবর-
 তীরে স্বপ্নলক ঔষধের শ্রায় অন্তর্হিত হইল।
 এদিকে শৈলসুতা আপনার তপঃক্ষয় হই-
 য়াছে মনে করিয়া পুনরায় তপস্চরণার্থ নিয়ম
 অবলম্বন করিলেন। তখন শঙ্কর তাঁহাকে

প্রোবাচ বচনং বিপ্রা মা কথাস্তপ ইত্যুত ॥ ৬
 মহ্যমেতস্তপো দেবি ত্বয়া দত্তং মহাব্রতে ।
 তন্তেনৈবাক্ষয়ং তুভ্যং ভবিষ্যতি সহস্রধা ॥ ৬
 ইতি লক্সা বরং দেবী তপসোহক্ষয়মুত্তমম্ ।
 স্বয়ম্বরমুদীক্ষন্তী তন্বো প্রীতা মুদা যুতা ॥ ৬৩
 ইদং পঠেদৃযো হি নরঃ সতৈব
 বালানুভাবাচরণং হি শস্তোঃ ।
 স দেহভেদং সমবাপ্য পূতো
 ভবেদগণেশস্ত কুমারতুল্যঃ ॥ ৬৪
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে স্বয়ম্বর-
 সংবাদে পার্শ্বত্যাঃ সত্ত্বদর্শনং নাম
 পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিস্তৃতে হিমবৎপৃষ্ঠে বিমানশতসঙ্কুলে ।
 অভবৎ স তু কালেন শৈলপুত্র্যাঃ স্বয়ম্বরঃ ॥১

তপস্চরণে উদ্যতা দেখিয়া বলিলেন,—
 প্রিয়ে! তোমাকে আর তপস্শ্রা করিতে
 হইবে না; হে মহাব্রতে! আমাকেই তুমি
 তোমার সেই তপোরশি দান করিয়াছ
 দানের ফলে সেই তপস্শ্রা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত
 হইয়া তোমারই অক্ষয় হইয়া রহিল
 গিরিজাদেবী এইরূপে তপস্শ্রার অক্ষয়
 লাভ করিয়া স্বীয় স্বয়ম্বর-ব্যাপার দেখিবার
 জন্য প্রীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন
 যে ব্যক্তি শঙ্কর এই বালভাব আচরণ পা-
 করে, দেহান্তে সে, কুমারপ্রতিম গণাধিপতি
 হয়। ৩৯—৬৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, কালক্রমে শৈলসুতা
 স্বয়ম্বর দিন উপস্থিত হইল। বিস্তৃত

অথ পৰ্বতরাজোহসৌ হিমবান্ ধ্যানকোবিদঃ ।
 হুহিতুর্দেবদেবেন জ্ঞাত্বা তদভিমুখিতম্ ॥ ২
 জানন্নপি মহাশৈলঃ সময়রক্ষণেপ্সয়া ।
 স্বয়ম্বরং ততো দেব্যাঃ সৰ্বলোকেষ্বঘোষণং ॥
 দেবদানবসিদ্ধানাং সৰ্বলোকনিবাসিনাম্ ।
 বৃণুয়াৎ পরমেশানং সমক্ষে যদি মে স্মৃতা ॥ ৪
 তদেব স্মৃকৃতং শ্লাঘ্যং মমাত্ম্যদয়সম্মতম্ ।
 ইতি সঞ্চিন্ত্য শৈলেন্দ্রঃ কৃত্বা হৃদি মহেশ্বরম্ ॥ ৫
 আত্রক্ষকেষু দেবেষু দেব্যাঃ শৈলেন্দ্রসন্তমঃ ।
 কৃত্বা রত্নাকুলং দেশং স্বয়ম্বরমচীকরৎ ॥ ৬
 অথৈবমাঘোষিতমাত্র এব
 স্বয়ম্বরে তত্র নগেন্দ্রপুত্র্যাঃ ।
 দেবাদয়ঃ সৰ্বজগন্নিবাসাঃ
 সমাযুস্তত্র গৃহীতবেশাঃ ॥ ৭
 প্রফুল্লপদ্মাসনসন্নিবিষ্টাঃ
 সিন্ধৈর্ভূতো যোগিভিরপ্রমৈয়েঃ ।

হিমাচল-পৃষ্ঠে শত শত বিমানে সমাকুল
 হইল। শৈলরাজ হিমাচল ধ্যান-যোগে
 দেবদেবের সহিত স্বীয় হুহিতার বিবাহ-
 ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছে, জানিয়াও আপন
 প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সৰ্বলোকমধ্যে
 দেবী পার্বতীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন।
 তিনি মনে করিলেন, সৰ্বলোকনিবাসী দেব,
 দানব ও সিদ্ধগণের সমক্ষে যদি আমার
 কৃত্য দেবদেব ঈশানকে বন্নিয়া লয়, তাহা
 হইলেই আমি তাহা শ্লাঘ্য স্মৃকৃত বলিয়া
 মনে করিব এবং তাহাই আমার অভ্যুদয়-
 সম্মত হইবে। শৈলেন্দ্র মনে মনে এইরূপ
 চিন্তা করিয়া হৃদয়ে মহেশ্বরকে ভাবনা করত
 স্বীয় অধিকৃত সমস্ত দেশ রত্নসম্ভারে পরি-
 পূর্ণ করিয়া ব্রহ্মাদি সমগ্র সুর-সমাজে স্বীয়
 হুহিতার স্বয়ম্বরবার্তা প্রচার করিলেন। অন-
 ন্তর শৈলস্মৃতার স্বয়ম্বরসংবাদ ঘোষিত হইবা-
 মাত্র সৰ্বজগতের নিবাসভূত দেবগণ বিবিধ
 বেশভূষা ধারণপূর্বক হিমালয়গৃহে আগমন
 করিলেন। শৈলরাজের নিমন্ত্রণ পাইয়া

বিজ্ঞাপিতস্তেন মহীধররাজা-
 গতস্তদাহং ত্রিদিবৈরুপেতঃ ॥ ৮
 অক্ষাং সহস্রং সুররাট্ স বিভ্রদ্-
 দিব্যাঙ্গহারশৃঙ্গদাররূপঃ ।
 ঐরাবতং সৰ্বগজেন্দ্রমুখ্যং
 শবমদাসারকৃতপ্রবাহম্ ॥ ৯
 আকৃহ সৰ্বামুররাট্ স বজ্রং
 বিভ্রৎ সমাগাৎ পুরতঃ সুরাণাম্ ।
 তেজঃপ্রভাবাধিকতুল্যরূপী
 প্রোদ্ধাসয়ন্ সৰ্বদিশো বিবস্বান্ ॥ ১০
 হৈমং বিমানং স বলংপতাক-
 মাকৃঢ় আগাদ্বরিতং জবেন ।
 মণিপ্রদীপ্তোজ্জলকুণ্ডলশ্চ
 বহ্ন্যর্কতেজঃপ্রতিমে বিমানে ॥ ১১
 সমভ্যাগাৎ কণ্ঠপশুন্নুরেক
 আদিত্যমধ্যাঙ্গনামধারী ।
 পীনাঙ্গযষ্টিঃ স্মৃকৃতান্ধহার-
 তেজোবলারাজ্যসদৃশপ্রভাবঃ ॥ ১২
 দণ্ডং সমাগৃহ কৃতান্ত আগাদা-
 কৃহ ভীমং মহিবং জবেন ।

আমি আনার প্রফুল্ল পদ্মাসনে উপবেশন-
 পূর্বক সিদ্ধগণ, যোগিগণ ও দেবগণসহ
 সেইখানে আগমন করিলাম। ১—৮।
 মহনীয়মূর্ত্তি সহস্রনেত্র ইন্দ্র অপূর্ব হার-
 মালাদি ধারণপূর্বক মদজল-ধারাবয়ী
 গজরাজ ঐরাবতে আরোহণ করত
 বজ্রহস্তে সুরগণের অগ্রে অগ্রে আগমন
 করিলেন। ইন্দ্রের তেজঃপ্রভাব অপেক্ষা
 অধিক তেজস্বী বিবস্বান্ সৰ্বদিক্ উদ্ভাসিত
 করিয়া পতাকালম্বিত হৈমবিমানে আরোহণ-
 পূর্বক অতিবেগে আগমন করিলেন। মণি-
 ময় উজ্জল কুণ্ডলধারী ভগনামধেয় কণ্ঠপ-
 নন্দন আদিত্য একাকী মধ্যাহ্ন মার্গেণ
 প্রভার জ্বল প্রদীপ্ত বিমানে আরোহণ
 করিয়া স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইলেন।
 ষাঁহার প্রভাব—তেজ, বল ও আজ্ঞার অমূ-
 রূপ, সেই পীবরদেহ দণ্ডপাণি যম ভীষণ

মহামহীধোচ্ছয়পীনগাত্রঃ
 স্বর্ণাদিরত্নাক্রিতচাক্রবেশঃ ॥ ১৩
 সমীরণঃ সর্বজগদ্বিভর্তা
 বিমানমাক্রহ সমভ্যাগাচ্চ ।
 সস্তাপয়ন্ সর্বসুরাসুরেশাং-
 স্তেজোদিকস্তেজসি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ১৪
 বহিঃ সমভ্যেত্য সুরেন্দ্রমধ্যে
 জলন্ প্রতস্থৌ বরবেশধারী ।
 নানামণিপ্রজ্জলিতাঙ্গযষ্টি-
 র্জগদ্বরং দিব্যবিমানমগ্র্যাম্ ॥ ১৫
 আক্রহ সর্বদ্রবিণাবিপেশঃ
 স রাজরাজসুরিতোহভ্যাগাচ্চ ।
 আপ্যায়য়ন্ সর্বসুরাসুরেশান্
 কাস্ত্যা চ বেশেন চ চাক্ররূপঃ ॥ ১৬
 জলমহারত্নবিচিত্ররূপঃ
 বিমানমাক্রহ শশী সমায়াং ।
 শ্রামাঙ্গযষ্টিঃ সুবিচিত্রবেশঃ
 সর্বাঙ্গ আবদ্ধসুগন্ধিমাল্যঃ ॥ ১৭
 তাক্ষ্যং সমাক্রহ মহীধকল্পঃ
 গদাধরোহসৌ ত্বরিতঃ সমেতঃ ।

মহিষ আরোহণে সবেগে আগমন করিলেন ।
 মহামহীধরের ঔরত্যের ঞ্চায় পীনগাত্র
 সর্বজগতের বিভর্তা সমীরণ স্বর্ণাদি রত্ন দ্বারা
 স্বীয় সুন্দরবেশ আরও সুসজ্জিত করিয়া
 বিমানারোহণে উপস্থিত হইলেন । তেজঃ-
 প্রধান তেজঃসন্নিবিষ্ট হতাশন সুন্দর বেশ
 ধারণপূর্বক সমস্ত সুরাসুরদিগকে সস্তাপিত
 করত সুরেন্দ্রগণ মধ্যে সমাগত হইয়া
 প্রদ্যোতিত হইতে লাগিলেন । ষাঁহার
 অঙ্গযষ্টি নানা মণি দ্বারা প্রজ্জলিত, সেই
 সর্বধনাধিপতি রাজরাজ দিব্য বিমানবরে
 আরোহণ করিয়া সহর সমাগত হইলেন ।
 সুন্দরবপু শশধর স্বীয় মনোজ্ঞ কাস্তি ও
 বেশ দ্বারা সমস্ত সুরাসুরদিগকে আপ্যা-
 য়িত করত প্রদীপ্ত মহারত্নখচিত বিমানা-
 রোহণে আগমন করিলেন । সুবিচিত্র
 বেশধারী শ্রামাঙ্গ গদাধর সর্বাঙ্গে সুগন্ধি

অথান্বিনো চাপি ভিষগুরৌ দ্বা-
 বেকং বিমানং ত্বরয়াধিক্রহ ॥ ১৮
 মনোহরৌ প্রজ্জলচাক্রবেশৌ
 আজগাতুর্দে বরৌ সুবীরৌ ।
 সহস্রনাগঃ ক্ষুরদগ্নিবর্ণঃ
 বিভ্রতদানীং জলনাকর্তেজাঃ ॥ ১৯
 সাক্ষং স নাগৈরপরৈর্মহাত্মা
 বিমানমাক্রহ সমভ্যাগাচ্চ ।
 দিতেঃ স্তুতানাক্ষ মহাসুরাণাং
 বহ্যাক্ষশক্রানিলতুল্যভাসাম্ ॥ ২০
 বরানুরূপং প্রবিধায় বেশং
 বৃন্দং সমাগাং পুরতঃ সুরাণাম্ ।
 গন্ধর্করাজঃ স চ চাক্ররূপী
 দিব্যাঙ্গদো দিব্যবিমানচারী ॥ ২১
 গন্ধর্কসমৈভ্যঃ সহিতোহপ্সরোভিঃ
 শক্রাজ্জয়া তত্র সমাজগাম ।
 অন্ত্রে চ দেবান্দিবাত্তদানীং
 পৃথক্ পৃথক্ চাক্রগৃহীতবেশাঃ ॥ ২২
 আজগুরাক্রহ বিমানপৃষ্ঠং
 গন্ধর্কযক্ষোরগকিন্নরাশ্চ ।

মাল্য ধারণ করিয়া শৈলসন্নিভ গরুড়বাহনে
 সহর আসিয়া উপস্থিত হইলেন । উজ্জল
 চাক্র বেশধর ভিষগুর দেবপ্রবর মনো-
 হর অশ্বিনীকুমারদ্বয় একই বিমানবরে
 আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন । অগ্নি
 ও অর্কের ঞ্চায় তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা সহস্র-
 নাগ অপরাপর নাগগণ সমভিব্যাহারে
 বিমান আরোহণ করিয়া স্বয়ংস্বরে সমাগত
 হইলেন । অনন্তর বহিঃ, সূর্য্য, শক্র ও
 অনিলের ঞ্চায় দীপ্তিশালী দিতিনন্দন
 মহাসুরগণ বরানুরূপ বেশ ধারণ করিয়া
 সুরগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন ।
 তখন সূচাক্র রূপধর গন্ধর্করাজ দিব্যাঙ্গে
 বিভূষিত হইয়া দিব্য বিমান আরোহণ-
 পূর্বক ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে অন্তান্ত গন্ধর্ক
 ও অপ্সরাগণের সহিত সেইখানে আসিয়া
 উপনীত হইলেন । অন্তান্ত দেবগণ এবং

শচীপতিস্তত্র সুরেন্দ্রমধ্যে
ররাজ রাজাধিকলক্ষ্যমূর্তিঃ ॥ ২৩
আজ্ঞাবলৈশ্বর্যকৃতপ্রমোদঃ
স্বয়ম্বরং তং সমলক্ষকার ।
হেতুত্রিলোকস্য জগৎপ্রসূতে-
র্নাতা চ তেষাং স সুরাসুরাণাম্ ॥ ২৪
পত্নী চ শস্তোঃ পুরুষস্য ধীমতো
গীতা পুরাণে প্রকৃতিঃ পরা য়া ।
দক্ষস্য কোপাদ্বিমবদগৃহং সা
কার্যার্থমায়াত্রিদিবৌকসাং হি ॥ ২৫
বিমানপৃষ্ঠে মণিহেমজুষ্ঠে
স্থিতা বলচ্চামরবীজিতাঙ্গী ।
সর্বভূপুঙ্গাং সুসুগন্ধমালাং
প্রগৃহ দেবী প্রসভং প্রতস্থে ॥ ২৬
ব্রজোবাচ ।

মালাং প্রগৃহ দেব্যাস্তু স্থিতায়াং দেবসংসদি ।
শক্রাণ্যৈরাগতৈর্দেবৈঃ স্বয়ম্বর উপাগতে ॥ ২৭

গন্ধর্ব, যক্ষ, উরগ, ও কিন্নরগণ বিভিন্ন
মনোজ্ঞ বেশ ধারণ করত ত্রিদিব হইতে
বিমানারোহণে হিমালয়ে আগমন করিলেন ।
সমস্ত সুরশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে সুররাজ শচী-
পতি সমাধিক উজ্জলরূপে লক্ষিত হইয়া
বিরাজমান হইলেন এবং আজ্ঞা, বল ও
ঐশ্বর্যে সকলকে প্রমোদিত করিয়া সেই
স্বয়ম্বরস্থল অলঙ্কৃত করিলেন । যিনি
ত্রিলোকের হেতু, জগতের প্রসূতি, সুরাসুর-
গণের মাতা, পুরুষপ্রধান শম্বুর পত্নী ও
পুরাণকীর্তিত পরাপ্রকৃতি, সেই ভগবতী
সতী দেবী দক্ষের কোপে ত্রিদিববাসী-
দিগের কার্য সাধনের জন্ত হিমালয় গৃহে
জন্মগ্রহণ করেন । সেই গিরিবালা
তখন মণিহেমময় বিমানপৃষ্ঠে আরোহণ-
পূর্বক চামর দ্বারা বীজিত হইয়া সর্বঋতু-
সমুত্ত পুষ্পময়ী সুগন্ধমালা গ্রহণ করত
স্বয়ম্বর স্থানে আগমন করিলেন । ৯—২৬ ।
ব্রজা কহিলেন, দেবী গিরিবালা মালা গ্রহণ
করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ-পরিবৃত স্বয়ম্বর-

দেব্যা জিজ্ঞাসয়া শম্বুর্ভূতা শকশিখা শিশুঃ ।
উৎসঙ্গতলসংস্পৃষ্টো বভূব সহসা বিভুঃ ॥ ২৮
ততো দদর্শ তং দেবী শিশুঃ পঞ্চশিখাঃ স্থিতম্
জ্ঞাহা তং সমবধ্যানাজ্জগৃহে ত্রীতিসংযুতা ॥ ২৯
অথ সা শুদ্ধসঙ্কল্পা কাঙ্ক্ষিতং প্রাপ্য সংপতিম্ ।
নিবৃত্তা চ তদা তস্থৌ কৃত্বা সা হৃদি তং বিভূম্
ততো দৃষ্ট্বা শিশুং দেবা দেব্যা উৎসঙ্গবর্তিনম্
কোহয়মত্রেতি সংমন্ত্য চুক্রুঃ শমোহিতাঃ ॥ ৩১
বজ্রমাহারয়ন্তস্য বাহুমুৎক্ষিপ্য বৃত্রহা ।
স বাহুরুখিতস্তস্য তথৈব সমাতিষ্ঠত ॥ ৩২
স্তম্ভিতঃ শিশুরূপেণ দেবদেবেন শম্বুনা ।
বজ্রং ক্ষেপ্তুং ন শশাক বৃত্রহা চলিতুং ন চ ॥ ৩৩
ভগো নাম ততো দেব আদিত্যঃ কাশ্চপো বলী
উৎক্ষিপ্য আয়ুধং দীপ্তং ছেতুমিচ্ছন্ বিমোহিতঃ
তস্মাপি ভগবান্ বাহুং তথৈবাস্তম্ভয়ন্তদা ।

সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, শম্বু তাঁহার
মনোভিপ্রায় বুঝিবার নিমিত্ত একটি পঞ্চ-
শিখা শিশু হইয়া দেবীর ক্রোড়দেশে স্পৃ-
ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । দেবী
সেই পঞ্চশিখা শিশুকে দেখিলেন এবং ধ্যান-
বলে তাঁহাকে জানিতে পারিয়া প্রীতচিত্তে
গ্রহণ করিলেন । অনন্তর সেই শুদ্ধসঙ্কল্পা
গিরিবালা স্বীয় কাঙ্ক্ষিত পতিকে প্রাপ্ত
হইয়া হৃদয়ে ধারণপূর্বক তথা হইতে নিবৃত্ত
হইলেন । অনন্তর দেবগণ সেই শিশুকে
দেবীর ক্রোড়স্থিত দেখিয়া ‘এ কে ?’ বলিয়া
মোহবশে বিষম আক্রোশ প্রকাশ করিতে
লাগিলেন । শিশুকে আহত করিবার জন্ত
বজ্রপাণি হস্তে ধরিয়া তাঁহার বজ্র উত্তোলন
করিলেন । তাঁহার সেই উখিত হস্ত সেই
ভাবেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল । শিশুরূপী
শম্বুর প্রভাবেই ইন্দ্রের ঐক্লপ হস্তস্তম্বন
ঘটিল । বৃত্রহা বজ্রক্ষেপ করিতে পারিলেন
না ; অধিকন্তু তাঁহার গতিশক্তিও রোধ
হইল । তখন ভগনামক বলবান্ আদিত্য
দীপ্ত আয়ুধ উত্তোলন করিয়া মোহক্রমে
সেই শিশুকে ছেদন করিতে উদ্যত

বলং তেজশ্চ যোগশ্চ তথৈবাস্তস্তয়দ্বিভূঃ ॥৩৫
 শিরঃ প্রকম্পয়ন্ বিষ্ণুঃ শঙ্করং সমবৈকৃত ।
 অথ তেষু স্থিতেষেবং মনুষ্যমৎসু সুরেষু চ ॥৩৬
 অহং পরমসংবিগ্নো ধ্যানমাস্থায় সাদরম্ ।
 বুদ্ধবান্ দেবদেবেশমুমোৎসঙ্গে সমাস্থিতম্ ॥৩৭
 জ্ঞাত্বাহং পরমেশানং শীঘ্রমুখায় সাদরম্ ।
 ববন্দে চরণং শস্তোঃ স্তববাংস্তমহং দ্বিজাঃ ॥৩৮
 পুরাণৈঃ সার্মসঙ্গীতৈঃ পুণ্যাখ্যৈর্গুহ্যনামভিঃ ।
 অজস্রমজরো দেবঃ স্রষ্টা বিভূঃ পরাপরম্ ॥৩৯
 প্রধানং পুরুষো যন্তুং ব্রহ্ম ধ্যেয়ং তদঙ্করম্ ।
 অমৃতং পরমাত্মা চ ঈশ্বরঃ কারণং মহৎ ॥ ৭০
 ব্রহ্মস্বকু প্রকৃতেঃ স্রষ্টা সর্বকৃৎ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
 ইয়ঞ্চ প্রকৃতির্দেবী সদা তে সৃষ্টিকারণম্ ॥ ৪১
 পত্নীরূপং সমাস্থায় জগৎকারণমাগতা ।
 নমস্তভ্যং মহাদেব দেব্যা বৈ সহিতায় চ ॥ ৪২

হইলেন। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাকে এবং
 তদীয় বল, তেজ ও যোগপ্রভাবকেও
 স্তুতিত করিলেন। বিষ্ণু তখন শিরঃকম্পন
 করত শঙ্করকে দেখিতে লাগিলেন। এই-
 রূপে সমস্ত সুরসমাজই একরূপ ক্রুদ্ধভাবে
 অবস্থান করিলে, আমি পরমোদ্বিগ্ন হইয়া
 ধ্যানাবলম্বনে বুঝিলাম, দেবদেব শঙ্করই
 শৈলজার ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছেন।
 আমি তাঁহাকে জানিতে পারিয়া শীঘ্র গাত্রো-
 খানপূর্বক সাদরে শঙ্কর চরণ বন্দনা
 করিলাম। হে দ্বিজগণ! অবশেষে আমি
 বহু প্রাচীন সামসঙ্গীত এবং বিবিধ পুণ্যা-
 খ্যান ও অতি গুহ্য নামসমূহ দ্বারা তাঁহার
 স্তব করিতে লাগিলাম। বলিলাম,—হে
 দেব! আপনি অজ, অজর, স্রষ্টা, বিভূ,
 পরাপর, প্রধান, পুরুষ এবং ধ্যেয় অঙ্কর
 পরব্রহ্ম। আপনার মরণ কখন নাই।
 আপনি পরমাত্মা, পরম কারণ ঈশ্বর।
 ব্রহ্মারও আপনি সৃষ্টিকর্তা। আপনি প্রকৃ-
 তির পরবর্তী সর্বকৃৎ, সর্বস্রষ্টা। এই
 প্রকৃতি দেবী সৃষ্টিহেতু আপনারই পত্নীত্ব
 গ্রহণ করিয়া সমগ্র জগতের কারণরূপে

প্রসাদাত্তব দেবেশ নিয়োগাক্ষ ময়া প্রজাঃ ।
 দেবাদ্যাশ্চ ইমাঃ স্রষ্টা মুঢ়াস্তদ্যোগমায়য়া ॥৪৩
 কুরু প্রসাদমেতেষাং যথাপূর্বং ভবন্তিমৈ ।
 তত এবমহং বিপ্রা বিজ্ঞাপ্য পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৪
 স্তুতিতান্ সর্বদেবাংস্তান্নিদিং চাহং তদোক্তবান্
 মুঢ়াশ্চ দেবতাঃ সর্বা নৈনং বুধ্যত শঙ্করম্ ॥৪৫
 গচ্ছধ্বং শরণং শীঘ্রমেনমেব মহেশ্বরম্ ।
 সার্কং ময়ৈব দেবেশং পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪৬
 ততস্তে স্তুতিতাঃ সর্বে তথৈব ত্রিদিবৌকসঃ ।
 প্রণেমূর্ষনসা সর্বা ভাবশুদ্ধেন চেতসা ॥ ৪৭
 অথ তেষাং প্রসন্নোহিভূদেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
 যথাপূর্বং চকারাশ্চ দেবতানাং তনুস্তদা ॥ ৪৮
 তত এবং প্রবৃতে তু সর্বদেবনিবারণে ।
 বপুশ্চকার দেবেশস্ত্যাক্ষং পরমমদ্বুতম্ ॥ ৪৯

উপস্থিত হইয়াছেন। হে মহাদেব! দেবীর
 সহিত আপনাকে নমস্কার করি। হে
 দেবেশ! আপনার নিয়োগক্রমে, আপনারই
 অনুগ্রহে আমি এই দেবাদি নিখিল প্রজা
 সৃষ্টি করিয়াছি। আপনারই যোগমায়ায়
 এই প্রজাপুঞ্জ বিমূঢ়। অতএব হে দেব!
 আপনি প্রসন্ন হউন। ইহারা আবার পূর্ব-
 বৎ প্রকৃতিস্থ হউন। হে বিপ্রগণ! আমি
 তখন মহেশ্বরসমীপে এইরূপ নিবেদন
 করিয়া সেই সমস্ত স্তুতিতাকৃতি দেবগণকে
 কহিলাম,—ওহে দেবগণ! তোমরা সকলেই
 মূঢ় হইয়াছ। ইনি দেবদেব শঙ্কর; ইহাকে
 তোমরা জানিতে পার নাই। অতএব
 আমার সহিত সকলে আসিয়া সত্বর এই
 দেবদেব পরমাত্মা অব্যয় মহেশ্বরের
 শরণা-
 পন্ন হও। অনন্তর সেই সমস্ত স্তুতিত
 ত্রিদিববাসী সম্মিলিত হইয়া ভাবশুদ্ধ-চিত্তে
 মনঃসংযোগের সহিত সেই ভগবান্ শঙ্করকে
 প্রণাম করিলেন। তখন দেবদেব মহেশ্বর
 তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি দেব-
 গণের দেহসংস্থান পূর্বের স্থায় করিয়া দিলেন।
 ২৭-৪৮। এইরূপে দেবগণ মধ্যে শান্তিস্থাপিত
 হইলে, দেবদেব পরম অদ্বুত ত্রিলোচনরূপ

তেজসা তস্ম তে ধবস্তাশ্চক্ষুঃ সর্কে স্তমীলয়ন ।
 তেভ্যঃ স পরমং চক্ষুঃ স্ববপুর্দৃষ্টিশক্তিমং ॥ ৫০
 প্রাদাৎ পরমদেবেশমপশ্যন্তে তদা বিভূম্ ।
 তে দৃষ্টা পরমেশানং তৃতীয়েক্ষণধারিণম্ ॥ ৫১
 শক্রাদ্যা মেনিরে দেবাঃ সর্ক এব সুরেশ্বরাঃ ।
 তস্ম দেবী তদা হৃষ্টা সমক্ষং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥
 পাদয়োঃ স্থাপয়ামাস স্তম্বানামমিতদ্যুতিঃ ।
 সাধু সাধ্বিতি তে হোচুঃ সর্কে দেবাঃ পুনবিভূম্
 সহ দেব্যা নমশ্চক্ষুঃ শিরোভির্ভূতলাশ্রিতৈঃ ।
 অথান্মিন্নন্তরে বিপ্রাস্তমহং দৈবতৈঃ সহ ॥ ৫৪
 হিমবন্তং মহাশৈলমুক্তবাংশচ মহাহ্যতিম্ ।
 শ্লাঘ্যঃ পূজ্যশ্চ বন্দ্যশ্চ সর্কেষাং ত্বং মহানসি ॥
 শর্কেণ সহ সম্বন্ধো যস্ম তেহভ্যুদয়ো মহান ।
 ক্রিয়তাং চাকুরুদ্বাহঃ কিমর্থং স্থীয়তে পরম্ ॥
 ততঃ প্রণম্য হিমবাংস্তদা মাং প্রত্যভাষত ॥ ৫৬

ধারণ করিলেন। তাঁহার তেজে সর্ক চক্ষু
 প্রতিহত হইল। সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করি-
 লেন। মহেশ্বর—যাহাতে তাঁহার স্বীয় বপু
 প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সেই সভাস্থ
 দেবগণকে তাদৃশ পরম চক্ষু দান করিলেন।
 তখন সকলেই সেই বিভূকে দেখিতে লাগি-
 লেন। শক্রাদি সুরেশ্বরগণ সকলেই সেই
 পরমেশ্বরকে দেখিয়া ত্রিলোচন বলিয়া মনে
 করিলেন। তখন ভবপত্নী গিরিজাদেবী
 দেবগণ সমক্ষে পরম হৃষ্ট হইয়া দেবদেবের
 পাদপদ্মে বরমালা স্থাপন করিলে তাহাতে
 সমস্ত দেবসমাজই এককালে সাধু সাধু
 করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভূতল-চূড়িত
 মস্তক দ্বারা দেবীসহ সেই দেবদেবকে নম-
 স্কার করিলেন। হে বিপ্রগণ! এই সময়
 আমি দেবগণের সহিত সন্মিলিত হইয়া
 মহাহ্যতি মহাশৈল হিমাচলকে বলিলাম,—
 শৈলরাজ! ভগবান্ শর্কের সহিত জামাতৃ-
 সঙ্ঘস্থাপিত হইল; ইহাতে আপনার মহান
 অভ্যুদয় ঘটিল। আপনি সকলেরই শ্লাঘ্য,
 পূজ্য, ও বন্দনীয় হইলেন। আপনি প্রকৃ-
 তই মহাশয় ব্যক্তি। এখন আর কালক্ষেপ

হিমবান্‌বাচ ।

ত্বমেব কারণং দেব যস্ম সর্কোদয়ে মম ।
 প্রসাদঃ সহসোৎপন্নো হেতুশ্চাপি ত্বমেব হি ॥
 উদ্বাহস্ত যদা যাদৃক্ তদ্বিধং পিতামহ ॥ ৫৭
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তত এবং বচঃ শ্রদ্ধা গিরিরাজস্ম ভো দ্বিজাঃ
 উদ্বাহঃ ক্রিয়তাং দেব ইত্যহং চোক্তবান্ বিভূম্
 মামাহ শঙ্করো দেবো যথেষ্টমিতি লোকপঃ ।
 তৎক্ষণাচ্চ ততো বিপ্রা অস্মাভিনির্মিতং পুরম্
 উদ্বাহার্থং মহেশস্ম নানারত্নোপশোভিতম্ ।
 রত্নানি মণয়শ্চিত্রা হেমমৌক্তিকমেব চ ॥ ৬০
 মূর্ত্তিমন্ত উপাগম্য অনলক্ষকুঃ পুরোত্তমম্ ।
 চিত্রা মারকতী ভূমিঃ সুবর্ণস্তম্ভশোভিতা ॥ ৬১
 ভাস্বৎস্ফটিকভিত্তিশ্চ মুক্তাহারপ্রলম্বিতা ॥
 তস্মিন্ দ্বারি পুরে রম্য উদ্বাহার্থং বিনির্মিতা ॥

করিতেছেন কেন? শুভ বিবাহ সমাধা
 করুন। অনন্তর হিমবান্ আমাকে প্রণাম
 করিয়া বলিলেন,—হে দেব! আপনি আমার
 সমস্ত অভ্যুদয়ের কারণ। আমার এই যে
 এক্ষণে আশ্র-প্রসাদ জন্মিল, ইহার হেতু
 আপনিই। অতএব যেরূপ সময়ে যে প্রকারে
 উদ্বাহ বিধি সমাধা করিতে হইবে, হে পিতা-
 মহ! আপনিই তাহা করুন। ব্রহ্মা কহি-
 লেন, হে দ্বিজগণ! অনন্তর আমি গিরি-
 রাজের ঐরূপ কথা শুনিয়া দেবদেবকে বলি-
 লাম, উদ্বাহবিধি অনুষ্ঠান করুন। লোক-
 পতি দেবদেব শঙ্কর তদ্ব্তরে আমাকে বলি-
 লেন,—“যথেষ্ট।” হে বিপ্রগণ! মহেশের
 বিবাহার্থ তৎক্ষণাৎ আমরা এক নানারত্নময়-
 পুর নির্মাণ করিলাম। সমস্ত রত্ন, সমস্ত
 বিচিত্র মণি, এবং সমস্ত হেমমুক্তা যেন মূর্ত্তি-
 মন্ত হইয়া আগমন করত সেই শ্রেষ্ঠ পুরকে
 অনলুত করিল। বিচিত্র মরকতভূমি
 সুবর্ণস্তম্ভে সুশোভিত হইল। সে পুরের
 স্ফটিকময় উজ্জলভিত্তি সকল মুক্তাহারে
 লম্বিত হইল। দেবদেব মহাশয় মহেশের
 উদ্বাহার্থ সেই পুরী নির্মিত হইয়া সমধিক

শুভতে দেবদেবস্ত মহেশস্ত মহাশ্বনঃ ।
 সোমাদিত্যৌ সমং তত্র তাপয়ন্তৌ মহামণী ॥
 সৌরভেয়ং মনোরম্যং গন্ধমাদায় মারুতঃ ।
 প্রববৌ সুখসংস্পর্শৌ ভবভক্তিং প্রদর্শয়ন্ ॥৬৪
 সমুদ্রাস্তত্র চন্দ্রারঃ শক্রাদ্যাশ্চ সুরোত্তমাঃ ।
 দেবনন্দ্যো মহানদ্যঃ সিদ্ধা মুনয় এব চ ॥ ৬৫
 গন্ধর্বাঙ্গরসঃ সর্কো নাগা যক্ষাঃ সরাক্ষসঃ ।
 ঔদকাঃ খেচরাশ্চাত্তে কিন্নরা দেবচারণাঃ ॥ ৬৬
 তুষ্ণুর্নারদো হাহা হুহুশ্চৈব তু সামগাঃ ।
 রম্যাণ্যাদায় বাদ্যানি তত্রাজগ্মুস্তদা পুরম্ ॥৬৭
 ঋষয়স্ত কথাস্তত্র বেদগীতাস্তপোধনাঃ ।
 পুণ্যান্ বৈবাহিকান্নজ্ঞাপুঃ সংহৃষ্টমানসাঃ ॥
 জগতো মাতরঃ সর্বা দেবকন্তাশ্চ কুৎসশঃ ।
 গায়ন্তি হর্ষিতাঃ সর্বা উদ্বাহে পরমেষ্ঠিনঃ ॥৬৯
 ঋতবঃ ষট্ সমং তত্র নানাগন্ধসুখাবহাঃ ।
 উদ্বাহঃ শঙ্করশ্চেতি মূর্তিমন্ত উপস্থিতাঃ ॥ ৭০

শোভিত হইতে লাগিল। সেই রমণীয়
 পুরদ্বারে দুইটী মহামণি চন্দ্র ও সূর্য্যের
 আয় বিরাজিত হইয়া যথাক্রমে শেত ও তাপ
 বিতরণ করিতে লাগিল। তখন সুখস্পর্শ
 সমীরণ যেন ভবভক্তি প্রদর্শন করত মনো-
 মদ গন্ধ আহরণ করিয়া প্রবাহিত হইল। ৪৯
 —৬৪। সাগরচতুষ্টয়, শক্রাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ,
 সমস্ত দেবনদী, মহানদী, সিদ্ধ ও মুনিগণ,
 গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, নাগ, যক্ষ, ও রাক্ষসগণ,
 জলচর, খেচর, কিন্নর ও দেবচারণগণ, এবং
 নারদ, তুষ্ণু, হাহা ও হু হু প্রভৃতি সামগায়ী
 গন্ধর্ব্ববিজ্ঞাবিদগণ বিবিধ মধুর বাজ গ্রহণ-
 পূর্ব্বক তৎকালে সেই পুরে আগমন করি-
 লেন। তপোধন ঋষিগণ বেদ-সম্বত নানা
 কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন, এবং
 অনেক ঋষি হৃষ্টচিত্তে পবিত্র বৈবাহিক মন্ত্র
 সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই
 পরমেষ্ঠীর উদ্বাহদিনে জগন্মাতা দেবকন্তারা
 হর্ষভরে বিবিধ মাস্তুলিক সঙ্গীত আরম্ভ
 করিলেন। শঙ্করের উদ্বাহ হইবে বলিয়া
 একই সময়ে ছয় ঋতু মূর্তিমান হইয়া উপস্থিত

নীলজীমূতসঙ্কটৈর্মন্ত্রধ্বনিপ্রহর্ষিতাঃ ।
 কেকায়মানৈঃ শিখিভিনৃত্যমানৈশ্চ সর্কশঃ ॥৭১
 বিলোলপিঙ্গলস্পষ্টবিদ্যালেখাবিহাসিতা ।
 কুমুদাপীড়শুক্লাভির্বলাকাভিশ্চ শোভিতা ॥ ৭২
 প্রতাগ্রসজ্জাতশিলীজ্জকন্দলী-
 লতাক্রমাদ্যদ্যতপল্লবা শুভা ।
 শুভাসুধারাপ্রণয়প্রবোধিতৈ-
 র্মহালসৈর্ভেকগণৈশ্চ নাদিতা ॥ ৭৩
 প্রিয়েষু মানোদ্ধতমানসানাং
 মনস্বিনীনামপি কামিনীনাম্ ।
 ময়ুরকেকাভিরুতৈঃ ক্ষণেন
 মনোহরৈর্ম্মানবিভঙ্গহেতুভিঃ ॥ ৭৪
 তথা বিবর্ণোজ্জলচারুমুত্তিনা
 শশাঙ্কলেখাকুটিলেন সর্কতঃ ।
 পয়োদসজ্জাতসমীপবর্ত্তিনা
 মহেন্দ্রচাপেন ভূষণং বিরাজিতা ॥ ৭৫

হইল এবং স্ব-স্ব-বালোচিত বিবিধ গন্ধ-
 সুগ বহন করিতে লাগিল। তখন
 নীল-নীল-নিভ শিখিকুল মন্ত্রধ্বনি শ্রবণে
 প্রহর্ষ হইয়া চারিদিকে কেকারব তুলিয়া
 নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময় বর্ষা
 আসিয়া বিলোল, পিঙ্গলবর্ণ, সুস্পষ্ট বিদ্য-
 লেখার আয় বিভাসিত হইয়া উঠিল।
 কুমুদ-কুমুদ-রচিত শুক্লবর্ণ শিরোভূষণের
 আয় শুক্লবর্ণ বলাকাশ্রেণী গগনতলে ভ্রমণ
 করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে শিলীজ্জ,
 কন্দলী প্রভৃতি নানাজাতীয় তরু-লতাদির
 নবোদ্ভিন্ন পল্লবসকল সুশোভিত হইতে
 লাগিল। কোথাও নিতাস্ত অলস ভেকগণ,
 নবাসুধারার প্রণয়ে প্রবোধিত হইয়া নিনাদ
 করিতে লাগিল। কোথাও ময়ুরগণ, মনো-
 হর কেকারব করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাতে
 প্রিয়তমের প্রতি মানময়চিত্তা মনস্বিনী কামিনী-
 গণের মান ক্ষণকাল মধ্যোই ভঙ্গ হইতে
 লাগিল। তখন শশাঙ্ক-লেখার আয় কুটীলা-
 কৃতি বিবিধবর্ণোজ্জল চারুদর্শন ইন্দ্রধনু
 জীমূতবৃন্দের সমীপে সমধিক শোভিত হইল।

বিচিত্রপুষ্পাস্থভবৈঃ সুগন্ধিভি-

ধনাস্থসম্পর্কতয়া সুশীতলৈঃ ।

বিকম্পয়ন্তী পবনৈর্মনোহরৈঃ

সুরাঙ্গনানামলকাবলীঃ শুভাঃ ॥ ৭৬

গর্জৎপয়োদহগিতেন্দুবিদ্বা

নবাস্থসিত্তোদকচাকুর্দুর্বা ।

নিরীক্ষিতা সাদরমুৎসুকাভি-

নিষ্ঠাসধূমঃ পথিকাঙ্গনাভিঃ ॥ ৭৭

হংসনূপুরশকাঢ্যা সমুন্নতপয়োধরা ।

চলদ্বিহ্বলতাহারা স্পষ্টপদ্যবিলোচনা ॥ ৭৮

অসিতজলদধীরধ্বানবিত্রস্তহংসা

বিমলসলিলধারোৎপাতনম্রোৎপলাগ্রা ।

সুরভিকুসুমরেণুকুপ্তসর্বাঙ্গশোভা

গিরিহুহিতবিবাহে প্রারুড়াবিবধুব ॥ ৭৯

মেঘকঙ্কনির্মুক্তা পদ্যকোশোদ্ভবস্তনী ।

বিচিত্র পুষ্পাস্থভূত সুগন্ধি সমীরণ, ঘনাস্থ-
সম্পর্কে সুশীতল হইয়া অতি মধুরভাবে
প্রবাহিত হইল। সুরাঙ্গনাগণের সুন্দর
অলকাবলী কম্পিত হইতে লাগিল।
শব্দায়মান পয়োদবৃন্দে ইন্দুবিদ্ব চাকিয়া
গেল। তত্রত্য শুভ জল ও দুর্বাদল
সকল নবাস্থপাতে সিক্ত হইল। পথিকা-
ঙ্গনারা উৎকর্ষিত হইয়া নিষ্ঠাসপাত সহকারে
সাদরে সেই বর্ষাসমাগম নিরীক্ষণ করিতে
লাগিল। বর্ষা যেন রমণীর আয় শোভিত
হইল। হংসনিদাদ,—নূপুরধ্বনি, সমুন্নত
পয়োধর—পয়োধর; চঞ্চল বিদ্বাদবল্লী—
হার; এবং স্পষ্ট পদ্য উহার লোচনের আয়
বিরাজিত হইল। নীল নীরদবৃন্দের ধীর-
ধ্বনি শুনিয়া হংসগণ, বিত্রস্ত হইল। নিরন্তর
বিমল বারিধারা পতনে উৎপলের অগ্রভাগ
সকল নম্র হইয়া পড়িল। সুরভি কুসুম-
রেণুসমূহে সর্বাঙ্গ লিপ্ত হইয়া গেল। গিরি-
নন্দিনীর বিবাহ দিনে এমনি ভাবে বর্ষাসমা-
গম ঘটিল। ৬৫—৭৯। বর্ষা চলিয়া গেল, পুন-
রায় অনুরাগিণী মনোহারিণী কামিনীর আয়
শরৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। মেঘ-কঙ্ক

হংসনূপুরনিহাদা সর্বাঙ্গশ্রুদিগন্তরা ॥ ৮০

বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণী কৃজৎসারসমেথলা ।

প্রফুল্লেন্দীবরশ্রামবিলোচনমনোহরা ॥ ৮১

পকবিদ্বাধরপুটা কুন্দদন্তপ্রহাসিনী ।

নবশ্রামলতাশ্রাম-রোমরাজিপূরস্কতা ॥ ৮২

চন্দ্রাংসুহারবর্ণেণ কঠোরস্থলগামিনা ।

প্রফ্লাদয়ন্তী চেতঃসি সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্

সমদালিকুলোদগীত-মধুরস্বরভাষিণী ।*

চলৎকুম্ভদসংঘাতচাকুর্কুণ্ডলশোভিনী ॥ ৮৪

রক্তাশোকপ্রশাণোথ-পল্লবাজুলিধারিণী ।

তৎপুষ্পসঞ্চয়ময়ৈর্বাসোভিঃ সমলস্কৃতা ॥ ৮৫

রক্তোৎপলাগ্রচরণা জাতীপুষ্পনথাবলী ।

কদলীস্তম্ভবামোরুঃ শশাঙ্কবদনা তথা ॥ ৮৬

সর্বলক্ষণসম্পন্ন সর্বলক্ষারভূষিতা ।

উন্মুক্ত হইল। স্তনের আয়, কমলকোষ
ফুটিয়া উঠিল। নূপুর-ধ্বনির আয় হংসনাদ
শ্রুত হইতে লাগিল। পুলিনরূপ শ্রোণিদেহ
বিস্তীর্ণ হইল। শব্দায়মান সারস-মালা মেথ-
লার আয় শোভিত হইল। প্রফুল্ল ইন্দী-
বররূপ নীলনয়নে শরৎ-বধু মনোহর শোভা
ধারণ করিল। পক বিদ্বফল অধরশ্রীর অনু-
করণ করিল। কুন্দবৃন্দ, দন্ত-শোভা ধারণ
করিল। নবোদ্ভিন্ন শ্রামলতা সকল তদীয়
শ্রামায়মান রোম-রাজির আয় প্রতিভাত
হইল। চন্দ্রাংসু সকল, গলবিলম্বী হারগুচ্ছের
অনুকরণ করিল। শরৎবধুর সন্দর্শনে সমস্ত
স্বর্গবাসীরই চিত্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল।
মদমত্ত অলিকুলের গীতঝঙ্কার, যেন শরৎ-
কামিনীর সুমধুর সস্তাষণ হইল। চঞ্চল
কুম্ভদশ্রেণী যেন চাকু কুণ্ডল, রক্তাশোকের
শাখাসমুখিত পল্লব সকল যেন অঙ্গুলাদল,
অশোকের সুপ্রসারিত পুষ্পপুঞ্জ যেন বসন-
রাশি, রক্তোৎপল যেন চরণাগ্র, জাতি-
পুষ্পশ্রেণী যেন নথাবলী, কদলীস্তম্ভ যেন
সুন্দর উরু এবং সমুদিত শশাঙ্ক যেন
ঐ শরৎ-কামিনীর সৌম্য বদনের আয়
সমুদ্ভাসিত হইতে লাগিল; সত্য সত্যই

প্রেমা স্পৃশতি কাস্তেব সাধুরাগা মনোরমা ॥৮৭॥
নিখুন্ডাসিতমেঘকঙ্কপটা পূর্ণেন্দুবিদ্যননা
নীলাস্তোজবিলোচনা রবিকরপ্রোত্তিরপদ্যন্তনী
নানাপুষ্পরজঃসুগন্ধিপবনপ্রফ্লাদনী চেতসাং
তত্রাসীৎ কলহঃসনুপুররবা দেব্যা বিবাহে

শরৎ ॥ ৮৮

অত্যর্থনীতলাস্তোভিঃ প্রাবয়ন্তৌ দিশঃ সদা ।
ঋতু হেমন্তশিশিরো আজগ্মতুরতিদ্যতী ॥ ৮৯ ॥
তাভ্যামৃতভ্যাং সম্প্রাপ্তৌ হিমবান্ স নগোত্তমঃ
প্রালেয়চূর্ণবর্ষিত্যাং ক্ষিপ্রং রৌপ্যহরো বভৌ ॥
তেন প্রালেয়বর্ষণে ঘনেনৈব হিমালয়ঃ ।
অগাধেন তদা রেজে ক্ষীরোদ ইব সাগরঃ ॥
ঋতুপর্যায়সম্প্রাপ্তৌ বভূব স মহাগিরিঃ ।
সাধুপচার্য্য সহসা কৃতার্থ ইব দুর্জয়ঃ ॥ ৯০ ॥
প্রালেয়পটলচ্ছত্রৈঃ শৃঙ্গৈস্ত শুভতে নগঃ ।
ছত্রৈরিব মহাতাগৈঃ পাণ্ডুরৈঃ পৃথিবীপতিঃ ॥

মনোভবোদ্রেককরাঃ সুরাণাং

সুরাঙ্গনানাঞ্চ মুহুঃ সমীরাঃ ।

শরৎ যেন সর্বলক্ষণমুতা সর্বভূষণ-ভূষিতা
প্রেমিকা কামিনীর ত্রায় সকলের মন
আকর্ষণ করিল। দেবীর বিবাহ দিনে
মেঘাবরণহীনা পূর্ণেন্দুবদনা, নীলপদ্য-
নয়না রবিকরোল্লিখিত কমলস্তনী, পুষ্প-
সুগন্ধিনী, চিত্তপ্রসাদনী শরৎকামিনী,
হংসনাদরূপ নুপুররবে সর্বদিক মুখরিত
করিয়া অবতীর্ণ হইল। অনন্তর অতিপ্রথর
হেমন্ত ও শিশির ঋতু একান্ত নীতজলে দশ-
দিক্ প্রাবিত করিয়া আগমন করিল। তখন
অতি সহর সর্বত্র তুষার চূর্ণ সকল বর্ষিত
হইতে লাগিল। সেই অতিঘন তুষার-
বর্ষণে হিমাচল, ক্ষীরসাগরের ত্রায়
বিরাজিত হইল। এইরূপে সেই মহাগিরি
সাধু জনের উপচার বশত কৃতার্থমন্য
দুর্জনের ত্রায় সহসা ঋতুবিপর্যায় প্রাপ্ত
হইল। সে গিরির শৃঙ্গশ্রেণী তুষারপটলে
আচ্ছিন্ন হইল। দেখিয়া মনে হইল,—নর-
পতি যেন পাণ্ডুরবণ বিপুল ছত্রসমূহে

স্বচ্ছানুপূর্ণাশ্চ তথা নলিন্যঃ

পদ্মোৎপলানাং কুসুমৈরুপেতাঃ ॥ ৯১ ॥

বিবাহে গুরুকন্যায় বসন্তঃ সমগাদৃতুঃ ॥ ৯২ ॥

ঈষৎসমুদ্ভিন্নপয়োধরাগ্ৰা

নার্যো যথা রম্যতরা বভূবুঃ ।

নাভ্যক্ষশীতানি পয়ঃসরাংসি

কিঞ্চকচূর্ণৈঃ কপিলীকৃতানি ॥

চক্রোহুঃসুগন্ধৈরুপনাদিতানি

যযুঃ প্রহৃষ্টাঃ সুরদন্তিমুখ্যাঃ ॥ ৯৩ ॥

প্রিয়ঙ্গুঃচুততরবচুতাংচাপি প্রিয়ঙ্গবঃ ।

তর্জয়ন্ত ইবান্যোন্তঃ মঞ্জরীভিশ্চকাশিরে ॥ ৯৪ ॥

হিমশৃঙ্গেষু শুক্রেষু তিলকাঃ কুসুমোৎকরাঃ ।

শুভভুঃ কার্য্যমুদ্दिष्ट বুদ্ধা ইব সমাগতাঃ ॥ ৯৫ ॥

ফুল্লাশোকলতাস্তত্র রেজিরে শালসংশ্রিতাঃ ।

কামিন্য ইব কান্তানাং কণ্ঠালদিতবাহবঃ ॥ ৯৬ ॥

সমাচ্ছাদিত হইয়া সুরশোভিত হইলেন ॥ ৮০-৯৬ ॥

এই সময় সুর ও সুরকামিনীগণের মদনো-

দীপক সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল

এবং সরসী সকল স্বয়ং সলিলে পরিপূর্ণ,

ও পদ্মোৎপলাদি কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত

হইল। শৈলসুতার বিবাহে এবার বসন্ত

ঋতুর সমাগম হইল। তখন রমণীগণের

পয়োধরের অগ্রভাগ সকল ঈষৎ উদ্ভিন্ন

হইয়া উঠিল। সকল রমণীই রম্য শোভা

ধারণ করিল। সরোবরসমূহের সলিল-

রাশি নাতিশীতোষ্ণ হইয়া কমল-কিঞ্চকের

চূর্ণপুঞ্জে কপিলবর্ণ হইয়া উঠিল। জলাশয়

সকলে চক্রবাকদম্পতীরা নিনাদ করিতে

লাগিল। সুরগণের গজেন্দ্র সকল হৃষ্ট

হইয়া চলিতে লাগিল। প্রিয়ঙ্গু এবং চুত-

তরু সকল স্ব স্ব মঞ্জরী দ্বারা পরস্পর

পরস্পরকে তিরস্কার করিয়া বিকসিত হইল।

শুভবর্ণ হিমশৃঙ্গসমূহে কুসুমবর্ষী তিলকতরু

সকল, কার্য্যোপলক্ষে সমাগত বুদ্ধজনগণের

ত্রায় শোভিত হইল। শালবৃক্ষাশ্রয়িনী

প্রফুল্ল অশোকবল্লী সকল কান্ত-কণ্ঠাবলম্বিনী

তন্মিহুতো শুভ্রকদম্বনীপা-
 স্তালাঃ স্তমালাঃ সরলাঃ কপিথাঃ ॥ ১০০
 অশোকসর্জার্জুনকোবিদারাঃ
 পুমাগনাগেশ্বরকর্ণিকারাঃ ।
 লবঙ্গতালগুরুসপ্তপর্ণা
 শ্ৰোগোধশোভাঞ্জননারিকেলাঃ ॥ ১০১
 বৃক্ষান্তথান্তে ফলপুষ্পবন্তো
 দৃশ্বা বভূবুঃ সুমনোহরাদ্ভাঃ ।
 জলাশয়াশ্চৈব সুবর্ণতোয়া-
 শ্চক্রাক্ষকারগুবহংসজুষ্টাঃ ॥ ১০২
 কোষষ্টিদাত্যুহবলাকযুক্তা
 দৃশ্বাশ্চ পদ্মোৎপলমীনপূর্ণাঃ ।
 খগাশ্চ নানাবিধভূষিতাদ্ভা
 দৃশ্বাশ্চ বৃক্ষেষু সূচিত্রপক্ষাঃ ॥ ১০৩
 ক্রীড়াসু যুক্তানথ তর্জয়ন্তঃ
 কুর্ক্বন্তি শব্দং মদনেরিতাদ্ভাঃ ।
 তন্মিন্ গিরাবদ্রিশুতাবিবাহে
 ববুশ্চ বাতাঃ সুখশীতলাদ্ভাঃ ॥ ১০৪

কামিনীগণের আয় বিরাজ করিতে লাগিল ।
 বসন্ত-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে কদম্ব, নীপ,
 তাল, তমাল, সরল, অশোক, সর্জ, অর্জুন,
 কোবিদার, পুমাগ, নাগেশ্বর, কর্ণিকার,
 লবঙ্গ, অগুরু, সপ্তপর্ণ, শ্ৰোগোধ, শোভাঞ্জন
 ও নারিকেল প্রভৃতি পাদপ সকল ফলে ফুলে
 সমুদ্রাসিত হইয়া মনোজ্ঞরূপে লক্ষিত হইতে
 লাগিল । জলাশয়সমূহের জলরাশি স্বচ্ছ
 শোভা ধারণ করিল । চক্রপাক, কারগুব,
 হংস, কোষষ্টি দাত্যুহ ও বলাকশ্রেণী ঐ সকল
 জলাশয় মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ।
 সকল জলাধারই পদ্ম, উৎপল ও মীনগণে
 পরিপূর্ণ হইল । বিচিত্রপক্ষ বিহঙ্গমগণের
 অঙ্গ সকল যেন নানা ভূষণে ভূষিত বলিয়া
 লক্ষিত হইতে লাগিল । তাহারা মদনাবেশে
 ব্যাকুল হইয়া ক্রীড়াসক্ত অন্তান্ত বিহঙ্গম-
 দিগকে যেন অসহিষ্ণুভাবে তর্জন করত
 কুজন করিতে লাগিল । শৈলসুতার
 বিবাহোৎসবে সুখশীতল মলয়ানিল নগ-

পুষ্পাণি শুভ্রাণ্যপি পাতয়ন্তঃ
 শনৈর্নগেভ্যো মলয়াদ্রিজাতাঃ ।
 তথৈব সর্ষে ঋতবশ্চ পুণ্য-
 শ্চকাশিরেহন্তোত্তবিমিশ্রিতাদ্ভাঃ ॥ ১০৫
 যেমাং সুলিঙ্গানি চ কীর্তিতানি
 তে তত্র আসন্ সুমনোজ্ঞরূপাঃ ॥ ১০৬
 সমদালিকুলোদগীতশিলাকুসুমসঞ্চয়ৈঃ ।
 পরস্পরং হি মালতো ভাবয়ন্ত্যো বিরোজয়ে
 নীলানি নীলাম্বুরূহৈঃ পয়াংসি
 গৌরানি গৌরৈশ্চ মৃণালদণ্ডৈঃ ।
 রক্তৈশ্চ রক্তানি ভূষং কৃতানি
 মত্তদ্বিরেকাবলিজুষ্টপত্রৈঃ ॥ ১০৮
 হৈমানি বিস্তীর্ণজলেষু কেষুচি-
 ন্নিরন্তরং চাক্রতরাণি কেষুচিৎ ।
 বৈদূর্য্যনালানি সরঃসু কেষুচিৎ-
 প্রজজিরে পদ্মবনানি সর্বতঃ ॥ ১০৯
 বাপ্যস্তত্রাভবনরম্যাঃ কমলোৎপলপুষ্পিতাঃ ।
 নানাবিহঙ্গসংজুষ্টা হৈমসোপানপঙ্ক্তয়ঃ ॥ ১১০

নিচয় হইতে শুভ্র শুভ্র কুসুমরাশি
 পাতিত করত মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে
 লাগিল । এইরূপে সমস্ত ঋতুই পরস্পর
 সম্মিশ্রিত হইয়া অতি পবিত্রভাবে প্রবর্তিত
 হইল । পূর্বে যে সকল ঋতুর লক্ষণ
 বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই তখন
 মনোজ্ঞরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল ।
 তখন মালতী লতা সকল মদমত্ত অলিকুল-
 গুঞ্জরিত শিলাতলে সঞ্চিত কুসুমরাশি দ্বারা
 যেন পরস্পর পরস্পরের শোভার বিষয় চিন্তা
 করত বিরাজ করিতে লাগিল । জলাশয়ের
 জলরাশি কোথাও মত্ত মধুকর-বেষ্টিত নীল
 পদ্মে নীলবর্ণ, কোথাও গৌরবর্ণ মৃণালদণ্ডে
 গৌরবর্ণ এবং কোথাও বা রক্তোৎপলে রক্ত-
 বর্ণ হইয়া সুশোভিত হইল । প্রভূতজল
 জলাশয় মধ্যে পদ্মবনশ্রেণী কোথাও কনকবর্ণ,
 কোথাও চাক্রতর এবং কোথাও বা বৈদূর্য্য
 মণিময় নালযুক্ত হইয়া সমুদ্ভূত হইল । তখন
 বাপী সকল নানাবিধ কমলোৎপলে মণ্ডিত

শৃঙ্গাণি তস্ম তু গিরেঃ কর্ণিকারৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ
 সমুচ্ছিতান্তবিরলৈর্হেমানীব বভূব্বিজাঃ ॥১১১
 ঈষদ্বিকশিতকুসুমৈঃ পাটলৈশ্চাপি পাটলাঃ ।
 সংবভূবুর্দিশঃ সর্বাঃ পবনাকম্পিমূর্তিভিঃ ॥১১২
 কৃষ্ণার্জুনা দশগুণা নীলাশোকমহীকুহাঃ ।
 গিরৌ ববুধিরে ফুল্লাঃ স্পর্শয়ন্তুঃ পরস্পরম্ ॥
 চাকুরাববিজুষ্ঠানি কিংকানানাং বনানি চ ।
 পর্বতস্ত নিতম্বেষু সর্কেষু চ বিরজিরে ॥১১৪
 তমালগুণ্ঠৈস্তম্রাসীচ্ছোভা হিমবতস্তদা ।
 নীলজীমূতসজ্জাতৈর্নিলীনৈরিব সন্ধিব ॥ ১১৫
 নিকামপুষ্পৈঃ সুবিশালশাখৈঃ
 সমুচ্ছিতৈশ্চন্দনচম্পকৈশ্চ ।
 প্রমত্তপুংক্ষোকিলসম্প্রলাপৈ-
 হিমাচলোহতীব তদা ররাজ ॥ ১১৬
 শ্রদ্ধা শব্দং মৃদুমদকলং সর্কতঃ কোকিলানাং

নানা বিহঙ্গগণে পরিবৃত এবং সুন্দর হেম-
 সোপান-পঙ্কজিতে সমলঙ্কৃত হইল । হে
 দ্বিজগণ! হিমালয়ের হেমশৃঙ্গ সকল ঘন
 পুষ্পিত কর্ণিকারসমূহে সমুচ্ছিত হইয়া প্রতি-
 ভাত হইল, পবন-সঞ্চিত ঈষদ্বিকশিত
 পাটলের প্রভায় দিক সকল পাটলবর্ণ হইয়া
 উঠিল । কৃষ্ণবর্ণ অর্জুন বৃক্ষ ও নীলবর্ণ
 অশোকতরু সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পরস্পর
 স্পর্শা সহকারে যেন দশ দশ গুণ বর্দ্ধিত
 হইতে লাগিল । বিহঙ্গমগণের চাকুরবে
 মুখরিত হইয়া অশোকবনশ্রেণী পর্বতের
 প্রত্যেক নিতম্বে বিরাজ করিতে লাগিল ।
 তৎকালে রাশি রাশি তমালগুণ্ঠে হিমা-
 লয়ের এমনই শোভা হইল, মনে হইতে
 লাগিল উহার যেন প্রত্যেক সন্ধি-
 স্থলে নীল নীরদবৃন্দ নিলীন হইয়া
 রহিয়াছে । ৯৪-১১৫ । তখন হিমালয়স্থ চন্দন
 ও চম্পক তরু সকল প্রচুর পুষ্পময় বিশাল
 শাখায় সমুচ্ছিত হইয়া উঠিল । স্থানে স্থানে
 প্রমত্ত পুংক্ষোকিলের কল কাকলী শ্রুত
 হইতে লাগিল । তাহাতে হিমাচল অতীব
 শোভা ধারণ করিল । তথায় ইতস্ততঃ

চঞ্চলপক্ষাঃ সুমধুরতরং নীলকণ্ঠা বিনেহুঃ ।
 তেষাং শব্দৈরুপচিতবলঃ পুষ্পচাপেষুহস্তঃ
 সজ্জীভূতদ্বিদেশবনিতা বেকুন্মদেঘনঙ্গঃ ॥ ১১৭
 পটুঃ সূর্য্যাতপশ্চাপি প্রায়শোহল্লজলাশয়ঃ ।
 দেবীবিবাহসময়ে গ্রীষ্ম আগাদ্বিমাচলম্ ॥১১৮
 স চাপি তরুভিস্তত্র বহুভিঃ কুসুমোৎকরৈঃ ।
 শোভয়ামাস শৃঙ্গাণি প্রালেয়াভ্য়েঃ সমন্ততঃ ॥
 তথাপি চ গিরৌ তত্র বায়বঃ সুমনোহরাঃ ।
 ববুঃ পাটলবিস্তীর্ণকদম্বার্জুনগন্ধিনঃ ॥ ১২০
 বাপ্যঃ প্রফুল্লপদ্মোঘকেশরাক্রণমূর্তয়ঃ ।
 অভবংস্তটসংঘুর্জকলহংসকদম্বকাঃ ॥ ১২১
 তথা কুরবকাশ্চাপি কুসুমাপাণ্ডুমূর্তয়ঃ ।
 সন্ধেষু নগশৃঙ্গেষু ভ্রমরাবলিসেবিতাঃ ॥ ১২২
 বকুলাশ্চ নিতম্বেষু বিশালেষু মহীভূতঃ ।
 উৎসসর্জ মনোজ্ঞানি কুসুমানি সমন্ততঃ ॥১২৩

কোকিলগণের মৃদু মদকল ধ্বনি শুনিয়
 চঞ্চলপক্ষ নীলকণ্ঠগণ সুমধুর কেকারব
 করিতে লাগিল । তাহাদের সেই শব্দে বল
 সঞ্চয় করিয়া অনঙ্গদেব স্বীয় কুসুমচাপ ধারণ
 করত দেবাজ্ঞাদিগকে বিদ্ধ করিতে বদ্ধ-
 পরিকর হইলেন । ক্রমে সূর্য্যাতপ প্রথর
 হইল । জলাশয় শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিল ।
 দেবীর বিবাহকালে হিমাচলে গ্রীষ্ম আসিয়া
 উপস্থিত হইল । এই গ্রীষ্মের দিনেও
 হিমাদ্রির শৃঙ্গসকল বিবিধ কুসুম-সমুজ্জাসিত
 তরুনিকরে সুশোভিত হইল । 'পাটল-
 কদম্ব ও অর্জুনাদি বিবিধ তরুর সঙ্গগুণে
 সুগন্ধি হইয়া মনোহর মন্দ মারুত পূর্ব্ববৎ
 হিমাচলে প্রবাহিত হইতে লাগিল । বাপী
 সকল প্রফুল্ল পদ্মসমূহের কেশরপাতে অক্ল-
 গিত হইয়া উঠিল । উহাদের তটদেশে
 কলহংসাদি জলচরপক্ষী নিনাদ করিতে
 লাগিল । কুরবক সকল কুসুমশোভায়
 পাণ্ডুবর্ণ ও ভ্রমরনিকরে নিষেবিত হইয়া
 সমস্ত নগশৃঙ্গে বিরাজিত হইল । বকুল
 সকল মহীধরের বিশাল নিতম্বেদেশে ইতস্ততঃ

তি কুসুমবিচিত্রসৰ্ববৃক্ষা

বিবিধবিহঙ্গমনাদরম্যদেশাঃ ।

হিমগিরিতনয়াবিবাহভূতৈ

ষড়ুপযযু তবো মুনিপ্রবীরাঃ ॥ ১২৪

তত এবং প্রবৃত্তে তু সৰ্বভূতসমাগমে ।

নানাবাদ্যসমাকীর্ণে অহং তত্র দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১২৫

শৈলপুত্রীমলকৃত্য যোগ্যাভরণসম্পদা ।

পুরং প্রবেশিতবাংস্তাং স্বয়মাদায় ভো দ্বিজাঃ ॥

ততস্ত পুনরবেশমহং চৈবোক্তবান্ বিভূম্ ।

হবির্জুহোমি বহ্নৌ তে উপাধ্যায়পদে স্থিতঃ ॥

দদাসি মহং যদ্যজ্ঞাং কর্তব্যোহয়ং ক্রিয়াবিধিঃ

মামাহ শঙ্করশ্চৈবং দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥ ১২৮

শিব উবাচ ।

যদ্বিষ্ণুঃ সুরেশান তৎকুরুষ যথেষ্পিতম্ ।

কর্তাস্মি বচনং সৰ্বং ব্রহ্মস্তুব জগদ্বিত্তো ॥ ১২৯

মনোজ্ঞ কুসুমরাশি ঢালিতে লাগিল । সৰ্ব-
জাতীয় বৃক্ষ তখন কুসুমসমূহে বিচিত্র শোভা
ধারণ করিল, নানাজাতীয় বিহঙ্গমের মধুর
নাড়ে প্রত্যেক প্রদেশ রমণীয় হইয়া উঠিল ।
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এইরূপে, শ্রীকর্তার সেই
বিবাহ মহোৎসবে ছয় ঋণোগদ সমাবেশ
হইল । ক্রমে সৰ্ব প্রাণীর সমাগম হইল ।
নানা বাজোদ্যমে বিবাহ বাটিকা পূর্ণ হইল ।
হে দ্বিজগণ ! আমি তখন শৈলসুতাকে
যথায়োগ্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া নিজেই
তাঁহাকে আনয়নপূর্বক সেই বিবাহ বাটিকায়
প্রবেশ করাইলাম । তৎকালে সেই বিভূকে
আমি পুনরায় বলিলাম,—হে দেব । আপ-
নার উপাধ্যায়পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনলে
আমি যুতাহতি প্রদান করি । যদি আমায়
আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি এই
ক্রিয়াবিধি সমস্তই নির্বাহ করিতে পারি ।
দেবদেব জগৎপতি শঙ্কর আমাকে বলি-
লেন, হে সুরেশ্বর ! আপনি যাহা যাহা উল্লেখ
করিলেন, তৎসমস্ত যথেষ্ট সমাধা করুন ।
হে ব্রহ্মন্ ! হে জগদ্বিত্তাঃ ! আমি আপ-

ব্রহ্মোবাচ ।

ততচ্চাহং প্রহৃষ্টাত্মা কুশানাদায় সহরম্ ।

হস্তং দেবস্ত দেব্যাশ্চ যোগবন্ধেন যুক্তবান্ ॥

জলনশ্চ স্বয়ং তত্র কৃতাজ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ।

শ্রুতিগীতৈর্মহামতৈর্মুত্তিমস্তিকুপাশ্বিতৈঃ ॥ ১৩১

যথোক্তবিধিনা হুত্বা সর্গিস্তদমৃতং হবিঃ ।

ততস্তং জলনং সৰ্বং কারয়িত্বা প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৩২

যুক্তা হস্তসমায়োগং সহিতঃ সৰ্বদৈবতৈঃ ।

পুত্রৈশ্চ মানসৈঃ সিন্ধৈঃ প্রকৃষ্টেনাস্তরাশ্রনা ॥

বৃত্ত উদ্বাহকালে তু প্রণম্য চ বৃষধ্বজম্ ।

যোগেনৈব তয়োবিপ্রাস্তদুমাপরমেশয়োঃ ॥ ১৩৪

উদ্বাহঃ স পরো বৃত্তো যং দেবা ন বিদুঃ কচিৎ

ইতি বঃ সৰ্বমাখ্যাতং স্বয়ম্বরমিদং শুভম্ ॥

উদ্বাহশ্চৈব দেবস্ত শৃণুধ্বং পরমাদুতম্ ॥ ১৩৫

ইতি শ্রীব্রাহ্ম উমামহেশ্বরয়োবিবাহনিকু-

পণং নাম ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

নার কথামত সমস্ত কার্যই করিব । ব্রহ্মা
কহিলেন,—তখন আমি হৃষ্ট হইয়া সহর
কুশমুষ্টি আনয়নপূর্বক দেব ও দেবীর হস্তদ্বয়
যোগবন্ধনে আবদ্ধ করিলাম । হতাশন
নিজেই তথায় কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত
ছিলেন । শ্রুতিগীতি ও মহামন্ত্র সকল মুত্তিমুক্ত
হইয়া উপাসনা করিতেছিল । আমি যথাবিধি
হোমকার্য নির্বাহ করিয়া তাঁহাদিগকে সেই
বৈবাহিক বাহু প্রদক্ষিণ করাইলাম এবং
দেবগণের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদের
হস্তবন্ধন মোচন করিয়া দিলাম । অনন্তর
বিবাহবিধি সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বৃষধ্বজকে
প্রণাম করিলাম । এইরূপে যোগবলেই
সেই উমা-মহেশ্বরের উদ্বাহব্যাপার সমা-
প্ত হইল ; কিন্তু দেবগণ এ তত্ত্ব বুঝিতে
পারিলেন না । এই আমি আপনাদিগের
নিকট সতীর স্বয়ম্বরবার্তা কৌতুহল করিলাম ;
দেবদেবের বিবাহসম্বন্ধে আরও অতি অপূর্ব
কথা আছে, শ্রবণ করুন । — ১৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অথ যুগ্মে বিবাহে তু ভবশ্রামিতভেজসঃ ।
প্রহর্ষমতুলং গতা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥
তুষ্ণুর্কৃষ্ণাণ্ডিরাদ্যাভিঃ প্রণেমুস্তে মহেশ্বরম্ ।
দেবা উচুঃ ।

নমঃ পর্বতলিঙ্গায় পর্বতেশায় বৈ নমঃ ।
নমঃ পবনবেগায় বিরূপায়াজিতায় চ ॥ ২
নমঃ ক্রেশবিনাশায় দাত্রে চ শুভসম্পদায় ॥
নমো নীলশিখণ্ডায় অম্বিকাপতয়ে নমঃ ।
নমঃ পবনরূপায় শতরূপায় বৈ নমঃ ॥ ৩
নমো ভৈরবরূপায় বিরূপনয়নায় চ ।
নমঃ সহস্রনেত্রায় সহস্রচরণায় চ ॥ ৪
নমো দেববয়শ্রায় বেদাঙ্গায় নমো নমঃ ।
বিষ্টম্ভনায় শক্রশ্র বাহোর্বোদাকুরায় চ ॥ ৫
চরাচরাধিপত্যে শমনায় নমো নমঃ ।
সলিলাশয়লিঙ্গায় যুগান্তায় নমো নমঃ ॥ ৬
নমঃ কপালমালায় কপালসুত্রধারিণে ।
নমঃ কপালহস্তায় দণ্ডিনে গদিনে নমঃ ॥ ৭
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় পশুলোকরতায় চ ।
নমঃ খট্ভাঙ্গহস্তায় প্রমথার্ভিহরায় চ ॥ ৮

সপ্তত্রিংশ সর্গ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, এইরূপে অমিতভেজা ভবের বিবাহ নির্বাহ হইলে, ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ পরম প্রহৃষ্ট হইয়া অতি প্রাচীন বাগ্ বিস্তর দ্বারা মহেশ্বরকে স্তব ও প্রণাম করিলেন । দেবগণ কহিলেন, পর্বতলিঙ্গ, পর্বতেশ, পবনবেগ, বিরূপ, অজিত, ক্রেশ-নাশন, শুভসম্পত্তি-দাতা, নীলশিখণ্ড, অম্বিকাপতিকের আমরা নমস্কার করি । যিনি পবনরূপ, শতরূপ, সহস্রনেত্র, সহস্র-চরণ, দেববয়শ্র, ভৈরবরূপ, বিরূপনয়ন বেদাঙ্গ, ইন্দ্রবাহুস্তম্ভন, বেদাকুর, চরা-চরাধিপতি, শমন, সলিলাশয়লিঙ্গ, যুগান্ত, কপালমাল, কপালসুত্রধারী, কপালহস্ত, দণ্ডী, গদী, ত্রৈলোক্যনাথ, পশুলোকরত,

নমো যজ্ঞশিরহস্তে কৃষ্ণকেশাপহারিণে ।
ভগনেত্রনিপাতায় পূর্বেণ দন্তহরায় চ ॥ ১
নমঃ পিনাকশূলাসিখডুগমুদারধারিণে ।
নমোহস্ত কালকালায় তৃতীয়নয়নায় চ ॥ ১০
অস্তকাস্তকৃতে চৈব নমঃ পর্বতবাসিনে ।
সুবর্ণরেতসে চৈব নমঃ কুণ্ডলধারিণে ॥ ১১
দৈত্যানাং যোগনাশায় যোগিনাং গুরবে নমঃ
শশাঙ্কাদিত্যনেত্রায় ললাটনয়নায় চ ॥ ১২
নমঃ শ্মশানরতয়ে শ্মশানবরদায় চ ।
নমো দৈবতনাথায় ত্র্যম্বকায় নমো নমঃ ॥ ১৩
গৃহস্থসাধবে নিত্যং জটিলে ব্রহ্মচারিণে !
নমো যুগাক্ষিযুগায় পশুনাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৪
সলিলে তপ্যমানায় যোগৈশ্বর্যপ্রদায় চ ।
নমঃ শান্তায় দান্তায় প্রলয়োৎপত্তিকারিণে ॥ ১৫
নমোহনুগ্রহকর্ত্রে চ স্থিতিকর্ত্রে নমো নমঃ ।
নমো ক্রদ্রায় বসব আদিত্যায়াম্বিনে নমঃ ॥ ১৬
নমঃ পিত্রেহথ সাংখ্যায় বিশ্বদেবায় বৈ নমঃ ।
নমঃ শর্কায় উগ্রায় শিবায় বরদায় চ ॥ ১৭
নমো ভীমায় সেনাশ্রে পশুনাং পতয়ে নমঃ ।
শুচয়ে বৈরিহানায় সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ॥ ১৮
মহাদেবায় চিত্রায় বিচিত্রায় চ বৈ নমঃ ।
প্রধানায় প্রমোদায় কার্যায় কারণায় চ ॥ ১৯

হলে-

খট্ভাঙ্গহস্ত, ৩ প্রমথার্ভিহর, তাঁহাকে আমাদের বারবার নমস্কার । যিনি যজ্ঞ-শিরোহস্তা, কৃষ্ণকেশাপহারী, ভগনেত্র-নিপাত, পুষার দন্তহর, পিনাক, শূল, অসি, খড়্গ, ও মুদারধারী, কালকাল, তৃতীয়নয়ন, অস্তকাস্তকৃৎ, পর্বতবাসী, সুবর্ণরেতা, কুণ্ডলধারী, দৈত্যগণের যোগনাশন, যোগিগুরু ; শশাঙ্ক ও আদিত্যনেত্র, ললাট-নেত্র, গৃহস্থসাধু, শ্মশানরত, শ্মশানবরদ, দৈবতনাথ, ত্র্যম্বক, জটিল, ব্রহ্মচারী, যুগাক্ষি-যুগ, পশুপতি, সলিলে তপ্যমান, যোগৈশ্বর্য-প্রদ, শান্ত, দান্ত, ক্রদ্র, বসু, আদিত্য, পিতৃ, সাংখ্য, বিশ্বদেব, শর্ক, উগ্র, শিব, বরদ, ভীম, সেনানী, প্রধান, অপ্রমেয়, শুচি, বৈরিহান, সদ্যোজাত, কার্য, কারণ, মহাদেব,

শিব সৌম্যমুখো দ্রষ্টুং ভব সৌম্যো হি
নঃ প্রভো ॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং স ভগবান্ দেবো জগৎপতিক্রমাপতিঃ ।
সুখমানঃ সুরৈঃ সর্বেষরমরানিদমব্রবাৎ ॥ ২৪

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

দ্রষ্টুং সুখশ্চ সৌম্যশ্চ দেবানামগ্নি ভোঃ সুরাঃ
বরং বরয়ত ক্ষিপ্ৰং দাতাম্মি তমসংশয়ম্ ॥ ২৫

ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তে প্রণতাঃ সর্বে সুরা উচুঃস্রিলোচনম্ ॥
দেবা উচুঃ ।

তবৈব ভগবন্ হস্তে বর এষোহবতিষ্ঠতাম্ ।

চিত্র, বিচিত্র, পুরুষ, পুরুষেচ্ছাকর, পুরুষ-
সংযোগ প্রধান গুণকর্তা, প্রকৃতির প্রবর্তক,
কৃতাকৃতের সংকর্তা, ফলসংযোগদাতা,
কালজ্ঞ, সর্বনিয়মকারী, বৈষম্যকর্তা, ও গুণ-
বুদ্ধিদাতা, তাঁহাকে আমরা বারম্বার নমস্কার
করি। হে দেবেশ ! হে ভূতভাবন ! হে
সৌম্যমুখ ! হে প্রভো ! আমাদের
দৃষ্টিতে তুমি সৌম্যভাবে অবস্থান কর ।
১—২৩। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবান্ জগৎ-
পতি উমাপতি এইরূপে দেবগণকর্তৃক সুখমান
হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে সুরগণ !
দেবগণের দর্শনে সর্বদাই আমি সৌম্য ও
সুখম্ । তোমরা বর গ্রহণ কর ; নিশ্চয়ই
আমি তাহা দান করিব । ব্রহ্মা কহিলেন,—
সুরগণ তখন প্রণত হইয়া ত্রিলোচনকে
বলিলেন, হে ভগবন্ ! এই বর এক্ষণে
আপনারই হস্তে থাকুক, আমাদের যখন

যদা কার্য্যং তদা নস্তং দাস্ত্যসে বরমীপ্সিতম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্থিতি তানুক্রা বিস্মজ্য চ সুরান্ হরঃ ।
লোকাংশ্চ প্রমথৈঃ সার্কৈঃ বিবেশ ভবনং স্বকম্
যন্ত হরোৎসবমদ্ভুতমেনঃ
গায়তি দৈবতবিপ্রসমক্ষম্ ।
সৌহপ্রতিরূপগণেশসমানো
দেহবিপর্য্যয়মেত্য সুখী স্তাৎ ॥ ২৬

ব্রহ্মোবাচ ।

বিপ্রবর্ধ্যাঃ স্তবং হীমং শৃণুয়াদ্ভা পঠেচ্চ যঃ ।
স সর্বলোকগো দেবৈঃ পূজ্যতেহমররাড়িব ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে শিবস্ততিনিরূপণং
নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টাভিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রবিষ্টে ভবনং দেবে স্থপবিষ্টে বরাসনে ।
স বক্রো মন্থথঃ ক্রুরো দেবঃ বেদুমনা ভবৎ ॥

বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখনই আমরা
ঐ ঈপ্সিত বর আপনার নিকট হইতে চাহিয়া
লইব । ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবান্ হর
তাঁহাদিগকে ‘এবমস্ত’ এই বলিয়া বিদায়
দিলেন এবং প্রমথগণ সমভিব্যাহারে স্বীয়
ভবনে প্রবেশ করিলেন । যে ব্যক্তি এই
অপূর্ব হর-বিবাহোৎসব দেবগণ-সমক্ষে গান
করে, সে দেহবিপর্য্যয়ে গণেশতুল্য হইয়া
সুখী হয় । ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ !
যে জন এই স্তব শ্রবণ বা পাঠ করে, দেবগণ
কর্তৃক অমরপতির স্থায় সর্বত্রই সে স্তত
হইয়া থাকে । ২২—৩০ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৭

অষ্টাভিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবদেব স্ব-ভবনে প্রবেশ-
পূর্বক বরাসনে উপবিষ্ট হইলে, সেই ক্রুর-
মনা মন্থথ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে মনস্থ

ভমনাচারসংযুক্তং দুরাত্মানং কুলাধমম্ ।
 লোকান্ সৰ্বান্ পীড়য়ন্তঃ সৰ্বাঙ্গাবরণাঙ্কম্ ॥২
 ঋষীণাং বিশ্বকর্তারং নিয়মানাং ব্রতৈঃ সহ ।
 চক্রাঙ্ঘ্রয়ন্তু রূপেণ রত্যা সহ সমাগতম্ ॥ ৩
 অখাততায়িনং বিপ্রা বেঙ্কুকামং সুরেশ্বরঃ ।
 নয়নেন তৃতীয়েন সাবজ্ঞং সমবৈষ্কৃত ॥ ৪
 ততোহস্ত নেত্রজো বহ্নিজ্বালামালাসহস্রবান্ ।
 সহসা রতিভর্তারমদহং সপরিচ্ছদম্ ॥ ৫
 স দহমানঃ করুণমার্ভোহক্ৰোশত বিশ্বরম্ ।
 প্রসাদয়ন্ত তং দেবং পপাত ধরণীতলে ॥ ৬
 অথ সোহগ্নিপরীতাক্ষো মন্থথো লোকতাপনঃ ।
 পপাত সহসা মূৰ্ছাং ক্রণেন সমপদ্যত ॥ ৭
 পত্নী তু করুণং তন্তু বিললাপ স্নুহুঃখিতা ।
 দেবীং দেবঞ্চ হুঃখার্ভা অযাচং করুণাবতী ॥৮
 তন্তাশ্চ করুণং জ্ঞাহ্বা দেবো তো করুণাঙ্ককো
 াং সমালোক্য সমাশ্বাস্ত চ হুঃখিতাম্ ॥

করিল। ঐ মন্থথ দুরাচার, দুরাত্মা ও
 কুলাধম; সৰ্বলোককে পীড়ন করাই উহার
 স্বভাব; উহা ঋষিগণের ব্রত ও নিয়মের
 ঈষিকর। মন্থথ তখন চক্রবাকদম্পতির রূপ
 ধরিয়া রতির সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত
 হইল। হে বিপ্রগণ! সুরেশ্বর সেই আত-
 তায়ীকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া
 অবজ্ঞার সহিত তৃতীয় নয়ন দ্বারা তাহার
 প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর তাঁহার
 নেত্রজাত হতাশন সহস্র সহস্র জালামালায়
 প্রদীপ্ত হইয়া সহসা সেই রতিপতিকে সপরি-
 চ্ছদে ভস্মীভূত করিল। মদন তখন দহ-
 মান হইয়া করুণকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল
 এবং দেবদেবকে প্রসাদিত করিতে করিতে
 ভূপৃষ্ঠে বিলুপ্তিত হইয়া পড়িল। অনন্তর
 সেই অগ্নিব্যাগুদেহ, লোকতাপন মন্থথ
 ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মূৰ্ছিত হইল।
 মদনপত্নী রতি তখন অতি হুঃখে, বিলাপ
 করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ ও ভগ-
 বতীর নিকট পতির প্রাণ ভিক্ষা করিলেন।
 তাঁহাকে হুঃখার্ভা দেখিয়া দেব ও দেবী দয়া-

উমামহেশ্বরবৃচতুঃ ।

দধ্ব এব ক্রবং ভদ্রে নাস্তোৎপত্তিরিহেতুত ।
 অশরীরোহপি তে ভদ্রে কার্য্যং সৰ্বং করিষ্যতি
 যদা তু বিষ্ণুর্ভগবান্ বসুদেবসুতঃ শুভে ।
 তদা তন্তু সূতো যশ্চ পতিস্তে সন্তবিষ্যতি ॥১০
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততঃ সা তু বরং লব্ধ্বা কামপত্নী শুভাননা ।
 জগামেষ্টং তদা দেশং প্রীতিযুক্তা গতক্রমা ॥১২
 দধ্বা কামং ততো বিপ্রাঃ স তু দেবো বৃষধ্বজঃ
 রেমে তত্রোময়া সার্কিং প্রহৃষ্টস্ত হিমাচলে ॥১৩
 কন্দরেষু চ রম্যেষু পদ্মিনীষু গুহাসু চ ।
 নিবাসেষু চ রম্যেষু কর্ণিকারবনেষু চ ॥ ১৪
 নদীতীরেষু কান্তেষু কিন্নরাচরিতেষু চ ।
 শৃঙ্গেষু শৈলরাজ্যে তড়াগেষু সরঃসু চ ॥ ১৫
 বনরাজিষু রম্যাসু নানাপক্ষিক্রতেষু চ ।
 তীর্থেষু পুণ্যতোয়েষু মুনীনামাশ্রমেষু চ ১৬
 এতেষু পুণ্যেষু মনোহরেষু
 দেশেষু বিজ্ঞাধরভূষিতেষু ।

পরবশ হইয়া আশ্বাসদানপূর্বক কহিলেন,—
 হে ভদ্রে! তোমার পতি দধ্ব হইয়া
 গিয়াছে। ইহার আর উৎপত্তির সম্ভাবনা
 নাই। কিন্তু শরীরবিহীন হইয়াও তোমার
 পতি সমস্ত কার্য্য করিবে। হে শুভে!
 যখন ভগবান্ বিষ্ণু বসুদেব-সুত হইয়া
 জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন তাঁহার পুত্র তোমার
 পতি হইবেন। ১—১০। ব্রহ্মা কহিলেন; অনন্তর
 শুভাননা কামপত্নী বর লাভ করিয়া মুদিত
 ও বিগতক্রম হইয়া অভীষ্ট দিকে প্রস্থান
 করিলেন। হে বিপ্রগণ! এদিকে বৃষধ্বজ
 কামকে দধ্ব করিয়া হৃষ্টচিত্তে উমার সহিত
 হিমাচলে রমণ করিতে লাগিলেন। রম্য
 রম্য কন্দর, জলাশয়, গুহা, নির্ঝর, রমণীয়
 কর্ণিকার বন, কমণীয় নদীতীর, কিন্নরসেবিত
 রম্য দেশ, শৈলরাজ্যের শৃঙ্গসমূহ, তড়াগ,
 সরোবর সকল, রমণীয় বনরাজি, নানাপক্ষি-
 নাদিত পুণ্য জলময় তীর্থসকল ও পবিত্র
 মুনিজনাশ্রম, এই সকল পুণ্যময় মনোহর

বিস্মৃষ্টা চ তদা মাত্ৰা গম্মা দেবমুবাচ হ ॥ ২৮
পার্ক্যুবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ নেহ বৎস্লামি ভূধরে ।
অন্তঃ কুরু মমাবাসং ভুবনেষু মহাত্মতে ॥ ২৯
দেব উবাচ ।

সদা স্মৃচ্যমানা বৈ ময়া বাসার্থমীশ্বর ।
অন্তঃ ন রোচিতবতী বাসং বৈ দেবি কহিচিৎ
ইদানীং স্বয়মেব ত্বং বাসমন্তত্র শোভনে ।
কস্মান্মুগয়সে দেবি ক্রহি তন্মে শুচিস্মিতে ॥
দেব্যুবাচ ।

গৃহং গতাস্মি দেবেশপিতুরদ্য মহাত্মনঃ ।
দৃষ্ট্বা চ তত্র মে মাতা বিজনে লোকভাবনে ॥ ৩০
আসনাদিভিরভ্যর্চ্য সা মামেবমভাষত ।
উমে তব সদা ভর্তা দরিদ্রঃ ক্রীড়নৈঃ শুভে ॥ ৩১
ক্রীড়তে ন হি দেবানাং ক্রীড়া ভবতি তাদৃশী

কহিলে, সতী নীতিরূপমানে মহতী কুমার
সহিত কোনই উত্তর করিলেন না; তিনি
মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্ব-ভবনে
গমনপূর্বক পতিদেবের সমীপে গিয়া সকল
কথা প্রকাশ করিলেন। পার্ক্যু কহিলেন,
হে ভগবন্ দেবদেব! আমি এ ভূধরে
আর বাস করিব না; হে মহাত্মতে!
ভুবন মধ্যে আরও কত স্থান আছে, আমার
অনুরোধে আপনি তাহারই কোন এক স্থানে
গিয়া বাস করুন। দেবদেব বলিলেন, হে
ঈশ্বর! , অন্তত্ৰ বাস করিবার জন্য আমি
তোমায় সর্বদাই বলিতাম; কিন্তু তোমার
তখন অন্তত্ৰ বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।
এখন তুমি নিজেই আবার অন্ত স্থানে
গিয়া বাস করিতে চাহিতেছ; বল দেবি!
কেন সহসা তোমার এরূপ রূচিপরিবর্তন
হইল? দেবী কহিলেন,—হে দেবেশ!
আমি অত্ৰ মহাত্মা পিতার গৃহে গিয়াছিলাম।
মাতা আমাকে নির্জন স্থানে দেখিতে পাইয়া
আসনাদি-দানে সমাদরপূর্বক কহিলেন, হে
শুভে! তোমার ভর্তা চির দরিদ্র হইয়াও
ক্রীড়া করেন, কিন্তু দেবসমাজের মধ্যে

যৎ কিল ত্বং মহাদেব গণৈশ্চ বিবিধৈস্তথা ॥
রমসে তদনিষ্টং হি মম মাতুর্বধ্বজ ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো দেবঃ প্রহস্মাহ দেবীং হাসয়িতুং প্রভুঃ ॥
দেব উবাচ ।

এবমেব ন সন্দেহঃ কস্মান্মন্যরভূতব ।
কৃতিবাসা হবাসাশ্চ শশাননিলয়শ্চ হ ॥ ৩৬
অনিকেতো হরণ্যেযু পর্বতানাং গুহাসু চ ।
বিচরামি গণৈর্নগ্নৈর্বতোহন্তোজবিলোচনে ॥ ৩৭
মা ক্রোধো দেবি মাত্রে ত্বং তথ্যং মাতাবদন্তব ।
ন হি মাতৃসমো বন্ধুর্জন্তুনাংস্তি ভূতলে ॥ ৩৮
দেব্যুবাচ ।

ন মেহস্তি বন্ধুভিঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যং সুরবরেশ্বর ।
তথা কুরু মহাদেব যথাহং সুখমাশ্ৰুয়াম্ ॥ ৩৯
ব্রহ্মোবাচ ।

শ্রুত্বা স দেব্যা বচনং সুরেশ-

স্তম্ভাঃ প্রিয়ার্থে স্বগিরিঃ বিহার ।

তাদৃশ ক্রীড়া কেহই করেন না। হে বৃষভ-
ধ্বজ! আপনি গণসমূহ দ্বারা যে ক্রীড়া
করিয়া থাকেন, আমার মাতার তাহা একা-
ন্তই অনভিপ্রেত। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগ-
বান্ মহাদেব তখন হাস্য করিয়া দেবীকে
হাসাইবার নিমিত্ত বলিলেন, তোমার মাতা
যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, সন্দেহ নাই।
কিন্তু তোমার ইচ্ছাতে দৈন্ত বা ক্রোধ হয়
কেন? আমি ত চিরদিনই কৃতিবাস, দিগম্বর
ও শশানবাসী, আমার কোথাও গৃহ নাই।
আমি চিরকালই বনে বনে পর্বতের কন্দরে
কন্দরে উলঙ্গ ভূতগণ লইয়া বিচরণ করি।
অতএব হে নলিননেত্রে! তুমি মাতার উপর
ক্রোধ করিও না; তিনি ও সত্য; কথাই
বলিয়াছেন। জানিবে—ভূতসে মাতার সমান
বন্ধু নাই। দেবী কহিলেন, হে সুরবর-
পতে! আমার বন্ধুবান্ধবে প্রয়োজন নাই;
যাহাতে আমি সুখে বাস করিতে পারি,
হে মহাদেব! তাহাই আপনি করুন। ব্রহ্মা
কহিলেন, দেবীর কথা শুনিয়া মহাদেব তাহার

জগাম মেরুং সুরসিদ্ধসেবিতঃ

ভাৰ্যাসহায়ঃ স্বগণৈশ্চ যুক্তঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে উমা-মহেশ্বরয়োহিমবৎ-

পরিত্যাগো নামাষ্ট্রত্রিংশো-

ধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

উনচত্রারিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

প্রাচেতসশ্চ দক্ষশ্চ কথং বৈবস্বতেহস্তরে ।

বিনাশমগমদ্ ব্রহ্মন্ হযমেধঃ প্রজাপতেঃ ॥ ১

দেব্যা মন্যাকৃতং বুদ্ধা ক্রুদ্ধঃ সর্বাশ্বকঃ প্রভুঃ ।

কথং বিনাশিতো যজ্ঞো দক্ষশ্চামিততেজসঃ ॥ ২

মহাদেবেন রোষাঈ তন্নঃ প্রক্ৰহি বিস্তরাৎ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বর্ণয়িষ্যামি বো বিপ্রা মহাদেবেন বৈ যথা ।

ক্রোধাদ্বিধ্বংসিতো যজ্ঞোদেবোঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া

পুরা মেরোর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শৃঙ্গং ত্রৈলোক্যপূজিতম্

জ্যোতিঃস্থলং নাম চিত্রং সর্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৪

প্রিয়কামনায় স্বীয় গিরি পরিত্যাগপূর্বক প্রিয়া-

ও-প্রিয়পরিজন গণবৃন্দ সহ সুরসিদ্ধ-সেবিত

সুমেরু শৈলে প্রস্থান করিলেন । ২১--৪০ ।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ।

উনচত্রারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! বৈবস্বত মন্বন্তরে দক্ষপ্রজাপতির অশ্বমেধ যজ্ঞ কিরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল ? সর্বাশ্বা দেবদেব, দেবীর দৈত্য ও ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিয়া ক্রোধভরে কিরূপে অমিততেজা দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন ? ভগবন্ ! তাহা আমাদিগকে বিস্তৃতরূপে বলুন । ব্রহ্মা কহিলেন হে বিপ্র-গণ ! দেবীর প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া যে প্রকারে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া-ছিলেন, তাহা বলিতেছি । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-গণ ! সুমেরুগিরির জ্যোতিঃস্থল নামে

অপ্রমেয়মনাধুষ্যঃ সর্বলোকনমস্কৃতম্ ।

তত্র দেবো গিরিতটে সর্বধাতুবিচিত্রিতে ॥ ৫

পর্যঙ্ক ইব বিস্তীর্ণ উপবিষ্টো বভূব হ ।

শৈলরাজশূতা চান্দ্র নিত্যং পার্শ্বস্থিতাভবৎ ॥ ৬

আদিত্যাশ্চ মহাত্মানো বসবশ্চ মহোজসঃ ।

তথৈব চ মহাত্মানাবশ্বিনো ভিষজাং বরো ॥ ৭

তথা বৈশ্রবণো রাজা গৃহকৈঃ পরিবারিতঃ ।

যক্ষাণামৌশ্বরঃ শ্রীমান্ কৈলাসনিলয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৮

উপাসতে মহাত্মানমুশনা চ মহামুনিঃ ।

সনৎকুমারপ্রমুখাস্তথৈব পরমর্ষয়ঃ ॥ ৯

অঙ্গিরঃপ্রমুখাশ্চৈব তথা দেবর্ষয়োহপি চ ।

বিশ্বাবশুশ্চ গন্ধর্ব্বস্তথা নারদপর্ব্বতো ॥ ১০

অপ্সরোগণসজ্জাশ্চ সমাজগুরনেকশঃ ।

ববো সুখশিবো বায়ুর্নানাগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥ ১১

সর্ব্বভুকুসুমোপেতঃ পুষ্পবন্তোহভবন্ জমাঃ ।

তথা বিদ্যাধরাঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধাশ্চৈব তপোধনাঃ

মহাদেবং পশুপতিং পর্য্যাপাসত তত্র বৈ ।

ভূতানি চ তথাত্মানি নানারূপধরাণ্যথ ॥ ১৩

এক সর্ব্বরত্নমণ্ডিত বিচিত্র শৃঙ্গ আছে । ঐ শৃঙ্গ ত্রিলোকপূজ্য, অপ্রমেয়, অনাধুষ্য ও সর্ব্বজনের নমস্কৃত । পুরাকালে দেবদেব শঙ্কর ঐ সর্ব্বধাতুচিত্রিত পর্য্যঙ্কবৎ সুবিস্তীর্ণ গিরিতটে একদা একাকী উপবিষ্ট আছেন । নিয়তসন্নিহিতা গিরিনন্দিনীও তাঁহার পার্শ্বভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন । মহাত্মা আদিত্যগণ, মহোজা বসুগণ, ভিষগ্বর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং গৃহক-পরিবৃত যক্ষ-পতি কৈলাসবাসী রাজা বৈশ্রবণ তাঁহা-দিগকে উপাসনা করিতেছেন । এই সময় মহামুনি উশনা, সনৎকুমারপ্রমুখ মহর্ষিগণ, অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণ এবং গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বত, ও অপ্সরোগণ, সেখানে সমাগত হইলেন । নানাগন্ধবহ পবিত্র সুখ-স্পর্শ শুভ বায়ু মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল । জমরাজ সর্ব্ব ঋতুর কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত হইয়া বিরাজ করিল । বিদ্যাধর, সিদ্ধ, সাধ্য, তপোধন এবং নানারূপধারী অস্তান্ত ভূতগণ,

ব্রাহ্মসংশ মহারৌদ্রাঃ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ ।
 বহুরূপধরা ধৃষ্টা নানাপ্রহরণায়ুধাঃ ॥ ১৪
 দেবস্তানুচরাস্তত্র তস্মুর্কৈশ্বানরোপমাঃ ।
 নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্ দেবস্তানুমতে স্থিতঃ ॥ ১৫
 প্রগৃহ্য জলিতং শূলং দীপ্যমানং স্ততেজসা ।
 গঙ্গা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্বতীর্গজলোদ্ভবা ॥ ১৬
 পর্যাপাসন্ত তং দেবং রূপিণী দ্বিজসন্তমাঃ ।
 এবং স ভগবাংস্তত্র পূজ্যমানঃ সুরষিভিঃ ॥ ১৭
 দেবৈশ্চ সুমহাভাগৈর্মহাদেবো ব্যতিষ্ঠত ।
 কশ্চিৎকথ কালস্ত দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ১৮
 পূর্বোক্তেন বিধানেন যজ্ঞমাণোহভ্যপদাত ।
 ততস্তস্মৈ মখে দেবাঃ সর্বৈ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ১৯
 স্বর্গস্থানাদথাগম্য দক্ষমাপেদিরে তথা ।
 তে বিমানৈর্মহাত্মানো জলদ্বিজলনপ্রভাঃ ॥ ২০
 দেবস্তানুমতেহগচ্ছন্ গঙ্গাদ্বারমিতি শ্রুতিঃ ।
 গঙ্গারূপসাকীর্ণং নানাজলমলতাবৃতম্ ॥ ২১
 ঋষির্দৈকঃ পরিবৃতং দক্ষং ধর্মভূতাং বরম্ ।
 পৃথিব্যামস্ত রিক্ষে চ যে চ স্বর্লোকবাসিনঃ ॥ ২২

মহারৌদ্র ব্রাহ্মসগণ, মহাবল পিশাচগণ,
 নানাপ্রহরণধারী নানাকার বৈশ্বানরপ্রতিম
 দেবানুচরগণ, প্রজ্জলিত শূলধারী মহাদেবের
 আক্তানুবর্তী ভগবান্ নন্দীশ্বর ও সর্বতীর্থ-
 জলময়ী মূর্তিমতী সরিদেরা গঙ্গা, ইত্যাদি
 সকলেই পশুপতি মহাদেবের উপাসনা
 করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই-
 রূপে ভগবান্ দেবদেব সুরষি ও দেবগণ
 কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া অবস্থান করিতে-
 ছিলেন। এই কালে দক্ষ প্রজাপতি পূর্বোক্ত
 বিধানে যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন।
 ইত্যাদি সমস্ত দেবতারা স্বর্গ স্থান হইতে
 আগমনপূর্বক দক্ষালয়ে উপস্থিত হইলেন।
 অনিয়াছি, সেই সকল জলনোপম মহাত্মগণ
 বিমানসমূহে আরোহণ করিয়া নানা জল-
 মলতাকীর্ণ, গঙ্গারূপ ও অপরোধিষ্ঠিত গঙ্গা-
 দ্বারে আগমন করেন। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ দক্ষ
 তখন ঋষি ও সিদ্ধগণে পরিবৃত হইলেন।

সর্বৈ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা উপতস্থুঃ প্রজাপতিম্ ।
 আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাঃ সর্বৈ মরুদগাণাঃ
 বিষ্ণুনা সহিতাঃ সর্ব আগতা যজ্ঞভাগিনঃ ।
 উষ্মপা ধুমপাশ্চৈব আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা ॥ ২৪
 অশ্বিনৌ মরুতশ্চৈব নানাদেবগণৈঃ সহ ।
 এতে চান্তে চ বহবো ভূতগ্রামাস্তথৈব চ ॥ ২৫
 জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব তথৈব হেদজোদ্ভিদাঃ ।
 আগতাঃ সত্রিণঃ সর্বৈ দেবাঃস্বীভাঃ সহষিভিঃ
 বিরাজন্তে বিমানস্থা দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ।
 তান্ দৃষ্ট্বা মন্থ্যনাবিষ্টো দধীচিক্রাক্যমববীৎ ॥ ২৭
 দধীচিক্রবাচ ।

অপূজ্যপূজনে চৈব পূজ্যানাং চাপ্যপূজনে ।
 নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবমুক্ত্বা তু বিপ্রষিঃ পুনর্দক্ষমভাষত ॥ ২৯
 দধীচিক্রবাচ ।

পূজ্যঞ্চ পশুভর্তারং কস্মানার্চয়সে প্রভুম্ ॥ ৩০

ভূতলে, আকাশে ও স্বর্গলোকে যে সকল
 লোক বাস করেন, তাঁহারা সকলেই প্রাঞ্জলি
 হইয়া দক্ষ প্রজাপতির উপাসনা করিতে
 লাগিলেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য ও
 মরুৎ প্রভৃতি যে সকল যজ্ঞভাগী দেবগণ,
 তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর সহিত আগমন করি-
 লেন। উষ্মপা, ধুমপা, আজ্যপা সোমপা,
 অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদগণ, এবং জরায়ুজ,
 অণ্ডজ, হেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি অন্যান্য
 বহু ভূতগ্রাম দেবগণ সহ সমাগত হইলেন।
 যজ্ঞকর্ত্তা ঋষিগণ এবং সস্ত্রীক বহুদেবতা
 আসিলেন; তাঁহারা বিমানস্থ হইয়া প্রদীপ্ত
 অগ্নির ত্রায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।
 সেই সমাগত যজ্ঞদর্শকদিগকে দেখিয়া
 দধীচি মুনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—
 অপূজ্যের পূজা এবং পূজ্য জনের পূজা না
 করিলে লোকে মহাপাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে,
 সন্দেহ নাই। ১৯-২৮ ব্রহ্মা কহিলেন, বিপ্রর্ষি এই
 কথা কহিয়া পুনরায় দক্ষকে বলিলেন,—
 পশুপতি সর্বপূজ্য; তাঁহার পূজা করিতেছ

দক্ষ উবাচ ।

সন্তি মে বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দিনঃ ।
একাদশস্থানগতা নাত্যং বিদ্যা মহেশ্বরম্ ॥ ৩১

দধীচিক্রবাচ ।

সর্বেষামেকমজ্জোহয়ং মমেশো ন নিমজ্জিতঃ ।
যথাহং শঙ্করাদৃষ্টং নাত্যং পশ্যামি দৈবতম্ ।
তথা দক্ষস্ত বিপুলো যজ্ঞোহয়ং ন ভবিষ্যতি ॥

দক্ষ উবাচ ।

বিশেষাঃ ভাগা বিবিধাঃ প্রদত্তা-
স্তথা চ রুদ্রেভ্য উত প্রদত্তাঃ ।
অন্তোহপি দেবা নিজভাগযুক্তা
দদামি ভাগং ন তু শঙ্করায় ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ ।

গতাঃ দেবতা জ্ঞাত্বা শৈলরাজসুতা তদা ।
উবাচ বচনং শব্দং দেবং পশুপতিং পতিম্ ॥ ৩৪

উমোবাচ ।

ভগবন্ কুত্র যান্ত্যেতে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ
ক্রহি তব্ধেন তত্ত্বজ্ঞ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ॥ ৩৫

না কেন? দক্ষ কহিল, আমার এখানে
বহু রুদ্র আছেন, তাঁহারাও সকলেই শূলী
ও কপর্দী, তাঁহাদের সংখ্যা একাদশ, তাঁহা-
দিগকেই জানি, তাঁহাদের মহেশ্বরকে আমি
জানি না। দধীচি কহিলেন, সকলেরই
পরমারাধ্য মদীয় ঈশ্বর শঙ্কর নিমজ্জিত হন
নাই, আমি যদি শঙ্কর ভিন্ন অন্য দেবতাকে
না জানিয়া থাকি তাহা হইলে আমার
সেই সত্যবলে দক্ষের এই বিপুল যজ্ঞ স্থায়ী
হইবে না। দক্ষ কহিলেন, বিষ্ণুর বিবিধ
ভাগ প্রদত্ত হইয়াছে এবং রুদ্রদিগকে যজ্ঞ-
ভাগ দান করিয়াছি, অত্যাচ্ছ দেবগণও স্ব স্ব
ভাগ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করকে
আমি তদীয় ভাগ দান করিব না। ব্রহ্মা
কহিলেন,—এদিকে পিতৃযজ্ঞে সকল দেবতাই
গিয়াছেন, শৈলসুতা এ কথা জানিতে পারিয়া
স্বীয় পতি পশুপতিকে বলিলেন, ভগবন্!
এই ইন্দ্রাদি সুরগণ কোথায় যাইতেছেন। হে
ভগবন্! আপনি তাহা যথাযথ বলুন, আমার

মহেশ্বর উবাচ ।

দক্ষো নাম মহাভাগো প্রজানাং পতিকৃত্তমঃ ।
হয়মেধেন যজতে তত্র যান্তি দিবৌকসঃ ॥ ৩৬

দেবুবাচ ।

যজ্ঞমেতং মহাভাগ কিমর্থং নানুগচ্ছসি ।
কেন বা প্রতিষেধেন গমনং তে ন বিদ্যতে ॥

মহেশ্বর উবাচ ।

সুরৈরেব মহাভাগে সর্বমেতদনুষ্ঠিতম্ ।
যজ্ঞেষু মম সর্বেষু ন ভাগ উপকল্পিতঃ ॥ ৩৮
পূর্বাগতেন গন্তব্যং মার্গেণ বরবর্গিনি ।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্তা ধর্মতঃ ॥ ৩৯

উমোবাচ ।

ভগবন্ সর্বদেবেষু প্রভাবাত্যধিকো গুণৈঃ ।
অজেষ্টাধ্যায়শ্চ তেজসা যশসা জিহ্বা ॥ ৪০
অনেন তু মহাভাগ প্রতিষেধেন ভাগতঃ ।
অতীব হৃৎখমাপন্নো বেপথুশ্চ মহানয়ম্ ॥ ৪১

কিং নাম দানং নিয়মং তপো বা
কুর্য্যামহং যেন পতির্মমাত্ত ।

এ বিষয়ে মহাসংশয় উপস্থিত। মহেশ্বর
কহিলেন, হে মহাভাগে! প্রজাপতি দক্ষ
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। দেবগণ
সেই যজ্ঞক্ষেত্রে যাইতেছেন। দেবী কহি-
লেন, হে মহাভাগ! এ যজ্ঞে আপনি যাইতে-
ছেন না কেন? আপনার গমনে কোন্ বিষয়
উপস্থিত? মহেশ্বর কহিলেন, সুরগণ
সকলে মিলিয়াই এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া-
ছেন, সম্বন্ধেই আমরা ভাগ কল্পনা রহিত
হইয়াছি। হে বরবর্গিনি! পূর্বাগত পথেই
আমাকে চলিতে হইবে। সুরগণ আমায়
যজ্ঞভাগ দান করবেন না। উমা কহিলেন,
ভগবন্! গুণে এবং প্রভাবে সর্বদেব মধ্যে
আপনিই প্রধান। তেজ, যশ ও জী দ্বারা
সকলেরই আশ্রয়, অজেষ্ট এবং অধ্যায়। হে
মহাভাগ! আপনার পুন্যে এই যজ্ঞভাগ হইতে
বঞ্চিত। আমি অতি হৃৎখ প্রাপ্ত হইলাম
এবং আমার দেহে মহাকম্প উপস্থিত হইল।
আমি এমন কি দান, নিয়ম বা তপস্বী করিব

নভেত ভাগং ভগবানচিন্ত্যে

যজ্ঞস্ত চেত্বাণ্ডমরৈবিত্তম্ ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং ক্রবাণাং ভগবান্ বিচিন্ত্য

পত্নীং প্রহৃষ্টঃ স্তুভিতামুবাচ ।

মহেশ্বর উবাচ ।

ন বেৎসি মাং দেবি কৃশোদরাজি

কিং নাম যুক্তং বচনং তবেদম্ ॥ ৪৩

অহং বিজানামি বিশালনেত্রে

ধ্যানেন সর্বে চ বিদন্তি সন্তঃ ।

মমাত্ম মোহেন সহেন্দ্রদেবা

লোকত্রয়ঃ সর্বমথো বিনষ্টম্ ॥ ৪৪

মামধ্বরেশং নিতরাং শুবন্তি

রথন্তরং সাম গায়ন্তি মহম্ ।

মাং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মমৈত্র্যজন্তি

মমাম্বর্ষ্যবঃ কল্পয়ন্তে চ ভাগম্ ॥ ৪৫

দেবুবাচ ।

বিকথমে প্রাকৃতবৎ শৰ্ক স্বীজনসংসদি ।

স্তৌষি গর্ভায়সে চাপি স্বমাত্মানং ন সংশয়ঃ ॥

যাহাতে আমার অচিন্ত্যমূর্তি ভগবান্ ভূতপতি
ইন্দ্রাদি দেবগণসহ যজ্ঞভাগ লাভ করিতে
পারেন। ব্রহ্মা কহিলেন, পত্নী এইরূপ
কহিয়া স্তুভিত-হৃদয়ে অবস্থান করিলে ভগ-
বান্ হর কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, অয়ি
দেবি, কৃশোদরি! তুমি আমার তত্ত্ব জান
না। তোমার এরূপ কথা বলা কি যুক্তিযুক্ত
হইল? হে বিশালনয়নে! আমি বিলক্ষণ
জানি, ইন্দ্রাদি দেবগণসহ সমস্ত সাধু পুরু-
ষেরাই ধ্যান দ্বারা মদীয় তত্ত্ব বিদিত হইয়া
থাকেন। আমার কোপে সমস্ত ত্রিলোকই
বিনষ্ট হয়। ব্রাহ্মগণ আমাকেই যজ্ঞেশ্বররূপে
স্তুত করেন। আমারই উদ্দেশে রথন্তর সাম
গীত হয় এবং অধ্বৰ্যুগণ ব্রহ্মমন্ত্রে আমার
অর্চনা করেন ও আমার জন্ত যজ্ঞভাগ
কল্পনা করিয়া থাকেন। দেবী কহিলেন,—
হে শৰ্ক! তুমি স্ত্রী-সমাজে প্রাকৃত জনের
জ্ঞান আশ্রয় করিতেছ এবং নিজেই

ভগবান্‌উবাচ ।

নাশ্বানং স্তৌমি দেবেশি যথা ত্বমহুগচ্ছসি ।

সংস্ক্যামি বরারোহে ভাগার্ণে বরবর্ণিনি ॥ ৪৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাঙ্ক ভগবান্ পত্নীযুমাং প্রাণৈরপি প্রিয়াম্ ।

সোহস্বজন্তগবান্ ক্রোদ্ধুতং ক্রোধাগ্নিসম্ভবম্ ॥

তমুবাচ মথং গচ্ছ দক্ষস্ত হং মহেশ্বর ।

নাশয়াণু ক্রতুং তস্ত দক্ষস্ত মদহুজয়া ॥ ৪৯

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো রুদ্রপ্রযুক্তেন সিংহবেষণে লীলয়া ।

দেব্যা মন্যুক্রতং জাহ্না হতো দক্ষস্ত স ক্রতুঃ ॥

মন্যুনা চ মহাভীমা ভদ্রকালী মহেশ্বরী ।

আত্মনঃ কৰ্ম্মসাক্ষিহে তেন সাক্ষিঃ সহানুগা ॥৫১

স এষ ভগবান্ ক্রোধঃ প্রেতাভাসকৃতালয়ঃ ।

বীরভদ্রেতি বিখ্যাতো দেব্যা মন্যুপ্রমার্জকঃ

সোহস্বজদ্রোমকূপেভ্য আত্মনৈব গণেশ্বরান্ ।

রুদ্রানুগান্‌গগান্‌রৌদ্রান্‌রুদ্রবীৰ্য্যপরাক্রমান্ ॥

রুদ্রস্তানুচরাঃ সর্বে সবে রুদ্রপরাক্রমাঃ ।

নিজকে স্তুত করিতেছ, ও গর্ভ করিতেছ ।

২৯-৪৬। ভগবান্ কহিলেন, হে দেবেশি! আমি
আত্ম-জ্ঞতি করিতেছি না, হে বরারোহে!
তুমি দেখ, এখনি আমি মদীয় ভাগ ব্রহ্মার্থ
এক প্রাণী সৃষ্টি করিতেছি। ব্রহ্মা কহিলেন,
—ভগবান্ মহেশ্বর প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে এই
কথা কহিয়া বক্র হইতে স্বীয় ক্রোধাগ্নি-সম্ভূত
এক ভূত সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাকে বলি-
লেন,—তুমি আমার আজ্ঞায় দক্ষযজ্ঞে যাও,
যাইয়া সহর সেই যজ্ঞ ধ্বংস কর। ব্রহ্মা
কহিলেন, অনন্তর রুদ্রপ্রযুক্ত সিংহবেশধারী
সেই ভূত গমনোদাত হইলে, মনে হইল—
দক্ষের যজ্ঞ যেন তখনি বিধ্বস্ত হইয়া গেল।
মহাভীমা মহেশ্বরী ভদ্রকালী স্বীয় কৰ্ম্মসাক্ষি-
রূপে তাহার সহচারিণী হইলেন। সেই
শ্মশানবাস-নিরত মূর্খমান ভগবান্ ক্রোধ
বীরভদ্র আখ্যায় অভিহিত হইলেন। বীর-
ভদ্র, নিজেই নিজের রোমকূপ হইতে বহু
সংখ্যক রুদ্রানুচর রুদ্র প্রকৃতি রুদ্রবীৰ্য্যপরা

তে নিপেতুস্ততঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৬৪
ততঃ কিলকিলাশব্দ আকাশঃ পূরয়ন্নিব ।
সমভূৎ সুমহান্ বিপ্রাঃ সৰ্ব্বকুদ্রগণৈঃ কৃতঃ ॥
তেন শব্দেন মহতা ত্রস্তাঃ সৰ্ব্বে দিবৌকসঃ ।
পৰ্বতাশ্চ ব্যাণীৰ্য্যন্ত চকম্পে চ বসুন্ধরা ॥৬৫
মক্ৰতশ্চ ববুঃ কুরাশ্চক্ষুভে বক্ৰগালয়ঃ ।
অগ্নয়ো বৈ ন দীপ্যন্তে ন চাদীপ্যত ভাস্করঃ ॥
গ্রহা নৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি ন তারকাঃ ।
ঋষয়ো ন প্রভাসন্তে ন দেবা ন চ দানবাঃ ॥৬৬
এবং হি তিমিরীভূতে নির্দহন্তি গণেশ্বরঃ ।
প্রভঙ্কন্ত্যপরে যুপান্ ষোড়শপাটয়ন্তি চ ॥৬৭
প্রণদন্তি তথা চান্তে বিকূৰ্ণন্তি তথা পরে ।
হরিতং বৈ প্রধাবন্তি বায়ুবেগা মনোজবাঃ ॥৬৮
চূর্ণ্যন্তে যজ্ঞপাত্রাণি যজ্ঞশ্রায়তনানি চ ।

গণেশ্বরকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ গণেশ্বরগণ
সকলেই ক্রডানুচর, এবং সকলেই ক্রডতুল্য
পরাক্রম-সম্পন্ন। তাহারা শত শত সহস্র
সহস্র সংখ্যায় কিলকিলা শব্দে আকাশদেশ
পূর্ণ করিয়া অতি সত্তর ধাবিত হইল। সমগ্র
ক্রডগণের তখন এক ভীষণ অভিযান
ঘটিল। তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর শব্দে সমস্ত
স্বর্গবাসী বিত্রস্ত হইলেন। শৈলকূল, বিশীর্ণ
হইল। বসুন্ধরা, কাঁপিতে লাগিল। বায়ু,
কুরভাবে বহিতে লাগিল। অশুরাশি ক্ষুদ্র
হইয়া উঠিল। অগ্নিগণ, দীপ্তিশীন হইল।
ভাস্করের প্রভা পরিম্লান হইয়া পড়িল। গ্রহ,
নক্ষত্র কিম্বা তারকাপুঞ্জ ইহাদের কেহই
তখন প্রকাশিত হইল না এবং ঋষি, দেব বা
দানব সকলেই নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন।
এইরূপে সৰ্বত্র নিবিড় তিমিরে পরিবৃত্ত
হইলে, গণেশ্বরগণ যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ
করিল। তাহারা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া
যজ্ঞীয় যুপ সকল উৎপাটিত করিয়া ফেলিল।
একদল সিংহনাদ করিতে লাগিল। অপর
দল, ভীষণ অক্লান্ত করিয়া বায়ুবেগে
প্রধাবিত হইল। তাহারা যজ্ঞপাত্র সকল
চূর্ণ করিল। যজ্ঞায়তন সকল ভাঙ্গিয়া

শীর্ণমাণান্দৃশ্যন্ত। তারা ইব নভস্তলাৎ ॥ ৬১
দিব্যারপানভক্ষ্যাণাং রাশয়ঃ পৰ্বতোপমাঃ ।
ক্ষীরনদ্যন্তথা চান্তা যুতপায়সকর্দমাঃ ॥ ৬২
মধুমণ্ডোদকা দিব্যাঃ খণ্ডশর্করবালুকাঃ ।
যড় রসান্নিবহন্ত্যন্তা গুড়কুল্যা মনোরমাঃ ॥৬৩
উচ্চাবচানি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ।
যানি কানি চ দিব্যানি লেহচোষ্যাণি যানি চ
ভুঞ্জন্তি বিবিধৈর্বৈক্রেবিনুস্পন্তি ক্ষিপন্তি চ ।
কুদ্রকোপা মহাকোপাঃ কালাগ্নিসদৃশোপমাঃ ॥
ভক্ষয়ন্তোহথ শৈলাভা ভীষয়ন্তশ্চ সৰ্বতঃ ।
ক্রীড়ন্তি বিবিধাকারশিচ্ছিপুঃ সুরযোষিতঃ ॥
এবং গণাশ্চ তৈর্যুক্তো বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্ ।
কুদ্রকোপপ্রযুক্তশ্চ সৰ্বদেবৈঃ সুরক্ষিতম্ ॥ ৬৭
তং যজ্ঞমদহচ্ছীঘ্রং ভদ্রকাল্যাঃ সমীপতঃ ।
চক্রুরন্তে তথা নাদান্ সৰ্বভূতভয়ঙ্করান্ ॥৬৮

ফেলিল। পৰ্বতোপম দিব্য অন্ন, পান ও
ভক্ষ্যরাশি, কত ক্ষীরনদী, কত যুত পায়-
সের পঙ্করাশি, কত মধুমণ্ডোদক, কত খণ্ড
শর্করচূর্ণ, কত মনোহর গুড়কুল্যা, কত যড়-
রসবাহিনী নদী, কত উচ্চাবচ মাংসচূপ,
কত দিব্য দিব্য চর্ক্য, চোষ্য, লেহ, পের,
বিবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী, সে যজ্ঞে সংগৃহীত
ছিল, ঐ ক্রডানুচর গণেশ্বরগণ, তৎসমস্তই
ভক্ষণ করিল, অপবিত্র করিল এবং ইতঃ-
স্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিল। সেই কুদ্রকোপ-
জাত গণগণ মহাকোপশালী ও কালাগ্নির
শ্রায় দেদীপ্যমান। তাহাদের মধ্যে কেহ
কেহ ভয়ঙ্কর শৈলাকর, কেহ কেহ ভক্ষণপটু,
এবং কেহ কেহ ভয়প্রদ। কেহ কেহ খাইতে
লাগিল; কেহ কেহ সকলকে ভয় দেখাইতে
লাগিল; কেহ কেহ বিবিধ ক্রীড়া করিতে
লাগিল এবং কেহ কেহ সুরসুন্দরীদিগকে
ধরিয়া ধরিয়া নানাদিকে নিক্ষেপ করিতে
লাগিল। ৬৭-৬৮। কুদ্রকোপ-প্রেরিত প্রতাপবান্
বীরভদ্র, এইরূপে সেই সকল দুর্কর্ম ক্রডানু-
চরে পরিবৃত্ত হইয়া সৰ্বদেব-সুরক্ষিত সেই
দক্ষযজ্ঞ ভদ্রকালীর সাক্ষাতেই দহ করিয়া

হিহা শিরোহস্তে যজ্ঞস্ত বানদন্ত ভয়ঙ্করম্ ।
ততঃ শক্রাদয়ো দেবা দক্ষশ্চৈব প্রজাপতিঃ ।
উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ো ভূহা কথ্যতাং কো ভবানিতি
বীরভদ্র উবাচ ।

নাহং দেবো ন দৈত্যো বা ন চ ভোক্তুমিহাগতঃ
নৈব ভ্রষ্টঞ্চ দেবেন্দ্রো ন চ কৌতূহলাধিতঃ ॥
দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থঃ সম্প্রাপ্তোহহং সুরোত্তমাঃ ।
বীরভদ্রেতি বিখ্যাতো রুদ্রকোপাদ্বিনিঃসৃতঃ
ভদ্রকালী চ বিখ্যাতা দেব্যাঃ ক্রোধাদ্বিনির্গতা
প্রেষিতা দেবদেবেন যজ্ঞান্তিকমুপাগতা ॥ ৭২
শরণং গচ্ছ রাজেন্দ্র দেবদেবমুপাতিম্ ।
বরং ক্রোধোহপি দেবস্ত ন বরঃ পরিচারকৈঃ
ব্রহ্মোবাচ ।
নিখাতোৎপাটিতৈর্ঘূপৈরপবিক্লেস্ততস্ততঃ ।

কেলিলেন : রুদ্রানুচরগণ সর্বভূতভয়ঙ্কর
সিংহনাদ করিয়া উঠিল । দক্ষের মুণ্ড ছিন্ন
হইল । রুদ্রানুচরেরা জয়োল্লাসে গভীর
গর্জন করিয়া উঠিল । অনন্তর শক্রাদি
দেবগণ এবং স্বয়ং দক্ষ প্রজাপতি মস্তকে
অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক বীরভদ্রকে বলিলেন,
'বলুন—আপনি কে ?' বীরভদ্র বলিলেন,—
আমি দেব নহি, দৈত্য নহি, বা কোন কিছু
ভোগ করিতেও এখানে আসি নাই; আমার
কিছুই দ্রষ্টব্য নাই, আমি দেবেন্দ্র নহি,
কিহা কোন কৌতূহল বশতঃ আমি এখানে
আগমন করি নাই; দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করাই
আমার উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্যই এখানে
আমি উপস্থিত হইয়াছি । হে সুরশ্রেষ্ঠগণ !
আমার নাম বীরভদ্র; রুদ্রকোপ হইতে
আমার জন্ম, আর ইনি দেবীর ক্রোধ হইতে
নির্গত—ভদ্রকালী নামে বিখ্যাত । এই
ভদ্রকালী দেবদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া
এক্ষণে এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত । অতএব
হে রাজেন্দ্র ! তুমি সমস্ত দেবদেব উমা-
পতির শরণাপন্ন হও । কেন না, উমাপতির
ক্রোধও বরং ভাল; পরন্তু তদীয় অনুচর-
গণের অনুরোধও ইষ্ট নহে । ৬৭—৭৩ । ব্রহ্মা

উৎপত্তিঃ পতন্তি চ গৃধৈরামিষগৃধুভিঃ ॥ ৭৪
পক্ষবাতবিন্দুতৈঃ শিবাক্রুতবিনাদিতৈঃ ।
স তস্ত যজ্ঞো নৃপতের্বাধ্যমানস্তদা গঠৈঃ ॥ ৭৫
আস্থায় মৃগরূপং বৈ খমেবাতাপতন্তদা ।
তন্তু যজ্ঞং তথারূপং গচ্ছন্তমুপলভ্য সঃ ॥ ৭৬
ধনুর্বাদায় বাণঞ্চ তদর্থমগমৎ প্রভুঃ ।
ততস্তস্ত গণেশস্ত ক্রোধাদমিততেজসঃ ॥ ৭৭
ললাটায় প্রস্থতো ঘোরঃ শ্বেদবিন্দুর্ভূব হ ।
তস্মিন্ পতিতমাত্রে চ শ্বেদবিন্দো তদা ভূবি ॥
প্রাহুর্ভূতো মহানগ্নিজ্জলংকালানলোপমঃ ।
তত্রোদপদ্যত তদা পুরুষো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭৮
ব্রহ্মোহতিমাত্রো রক্তাক্ষো হরিশ্চমক্ষবিভীষণঃ
উর্দ্ধকেশোহতিরোমানসঃ শোণকর্ণস্তথৈব চ ॥
করালকৃকবর্ণশ্চ রক্তবাসাস্তথৈব চ ।

কহিলেন,—দক্ষের যজ্ঞ তখন একেবারেই
বিধ্বস্ত হইল । যজ্ঞীয় যুগ সকল উৎপাটিত ও
ভগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল । আমিষ-
লোলুপ গৃধগণ, চতুর্দিকে উৎপতিত ও
পতিত হইতে লাগিল । শিবগণ নানাস্থানে
অশিব রব করিতে লাগিল । দক্ষ প্রজা-
পতির যজ্ঞ এইরূপেই প্রমথগণ কর্তৃক
তৎকালে বিধ্বস্ত হইল । তখন যজ্ঞ
মৃগরূপ ধরিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিলে
গণেশ্বর, তাহা বুঝিতে পারিয়া ধনুর্বাণ
ধারণপূর্বক তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে উদ্যত
হইলেন । তখন অমিততেজা গণপতির
ক্রোধ বশতঃ ললাট হইতে এক শ্বেদবিন্দু
পতিত হইল । সেই শ্বেদবিন্দু ভূপৃষ্ঠে
পতিত হইবামাত্র প্রজ্বলিত কালানলনিভ
মহান অগ্নি প্রাহুর্ভূত হইল । হে দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠগণ ! সেই অগ্নিমধ্য হইতে তখন এক
পুরুষ উৎপন্ন হইলেন । তাঁহার আকৃতি
অতিশয় হৃস্ব; অক্ষি রক্তবর্ণ, শাশ্বরূপি
হরিদাত, কেশপাশ উর্দ্ধদিকে প্রসারিত,
এবং তিনি দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর ।
সেই পুরুষের সর্বাঙ্গ রোমরাজিতে পরি-
ব্যাপ্ত, কর্ণদ্বয় রক্তবর্ণ, গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ,

ভুং যজ্ঞঃ স মহাসম্বোধনঃ কক্ষমিবানলঃ ॥৮১
দেবাস্ত প্রজ্ঞতাঃ সর্বে গতা ভীতা দিশো দশ
তেন তস্মিন্ বিচরতা বিক্রমেণ তদা তু বৈ ॥
পৃথিবী ব্যচলৎ সর্বা সপ্তদ্বীপা সমস্ততঃ ।
মহাভূতে প্রবৃত্তে তু দেবানাকভয়ঙ্করে ॥৮৩
তদা চাহঃ মহাদেবমব্রবঃ প্রতিপূজয়ন্ ।
ভবতেহপি সুরাঃ সর্বে ভাগং দাস্তুস্তি বৈ

প্রভো ॥৮৪

ক্রিয়তাং প্রতिसংহারঃ সর্বদেবেশ্বর ত্বয়া ।
ইমাশ্চ দেবতাঃ সর্বা ঋষয়শ্চ সহস্রশঃ ॥৮৫
তব ক্রোধান্নমহাদেব ন শাস্তিমুপলভিরে ।
যশৈশ্ব পুরুষো জাতঃ স্বেদজন্তে সুরবর্ষত ॥৮৬
জরো নান্মৈষ ধর্মজ্ঞ লোকেষু প্রচরিষ্যতি ।
একীভূতশ্চ ন হ্যশ্ব ধারণে তেজসঃ প্রভো ॥৮৭
সমর্থা সকলা পৃথ্বী বহুধা সৃজ্যতাময়ম্ ।
ইতু্যক্তঃ স ময়া দেবো ভাগে চাপি প্রকল্পিতে

এবং পরিধানে রক্ত বসন। সেই মহাসম্ব-
শালী পুরুষ, অগ্নির স্তায় ঐ পলায়মান
যজ্ঞকে দগ্ধ করিলেন। তখন দেবগণ ভীত
হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।
সেই পুরুষ সেইখানে বিক্রমের সহিত
বিচরণ করিতে থাকিলে সপ্তদ্বীপবতী
পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। দেব-
লোকের ভয়াবহ মহাভূতসকল চতুর্দিকে
ছুটাছুটি করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন
আমি মহাদেবকে পূজা করিয়া বলিলাম,—
প্রভো! সমস্ত দেবই আপনাকে যজ্ঞভাগ
দান করিবেন। হে দেব দেবপতে!
আপনি ক্রোধ প্রত্যাহার করুন। এই
সকল দেব ও সহস্র সহস্র ঋষি আপনার
ক্রোধবশতঃ শান্তিলাভ করিতে পারিতে-
ছেন না। হে সুরবর! এই যে পুরুষ
ভবদীয় স্বেদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,
ইহা জর নামে লোকসমাজে প্রচলিত
হইবে। আপনার এই তেজ-অংশ একী-
ভূত থাকিলে সকল পৃথ্বী একত্র হইলেও
উহা ধারণ করিতে সক্ষম হইবে না; অতএব

ভগবান্ মাং তথেষ্ট্যাহ দেবদেবঃ পিনাকধৃক্ ।
পরাক্র জীতিমগমৎ স স্বয়ং পিনাকধৃক্ ॥৮৯
দক্ষোহপি মনসা দেবঃ ভবঃ শরণমবগাৎ ।
প্রাণাপাণৌ সমাক্রধ্য চক্ষুঃস্থানে প্রযত্নতঃ ॥৯০
বিধার্য সর্বতো দৃষ্টিং বহুদৃষ্টির্মিত্রজিৎ ।
স্মিতঃ কৃৎনাববীধাক্যঃ ক্রহি কিং করবানি তে
আবিতে চ মহাখ্যানে দেবানাং পিতৃভিঃ সহ ।
তমুবাচাঞ্জলিঃ কৃৎন দক্ষো দেবঃ প্রজাপতিঃ ॥
ভীতঃ শঙ্কিতচিত্তস্ত সবাঙ্গপদনেক্ষণঃ ॥৯২
দক্ষ উবাচ ।

যদি প্রসন্নো ভগবান্ যদি বাহঃ তব প্রিয়ঃ ।
যদি চাহমন্নগ্রাহো যদি দেয়ো বরো মম ॥৯৩
যন্তক্যং ভঙ্কিতং পীতং ত্রাসিতং যচ্চ নাশিতম্
চূণীকৃতাপবিদ্রবং যজ্ঞসম্ভারমীদৃশম্ ॥৯৪
দীর্ঘকালেন মহতা প্রযত্নেন চ সঙ্কিতম্ ।
ন চ মিথ্যা ভবেন্নহং ত্বৎপ্রসাদান্নহেশ্বর ॥৯৫

উহাকে বহুধা বিভক্ত করুন। আমি এই
কথা কহিলে, দেবদেব পিনাকপাণি তখন
পরম প্রীত হইয়া আমার কথায় সন্তুষ্ট হই-
লেন। সেই ক্রোধজ জর বহু ভাগে বিভক্ত
হইল। দেবদেবের যজ্ঞভাগও নির্দারিত
হইল। দক্ষ মনে মনে প্রাণাপান বায়ু সকল
নিরোধ করিয়া ভগবান্ ভবের শরণাপন্ন
হইলেন। ৭৮—৯০। শক্রজিৎ ভব সর্বতঃ
দৃষ্টিপাতপূর্বক সহাস্তমুখে বলিলেন, বল,
তোমার কি কার্য্য করিব? দক্ষ প্রজাপতি
তখন অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক ভীত-ভীত-ভাবে
সবাঙ্গনেত্রে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি
যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমি যদি আপ-
নার অন্নগ্রহের যোগ্য পাত্র হই, তাহা
হইলে, এই যজ্ঞোপলক্ষে আমি যে দীর্ঘ-
কাল ধরিয়া অতি যত্নে রাশি রাশি অন্ন-
পানাদি ও বিবিধ ভক্ষ্য, ভোগ্য, দ্রব্য-
সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলাম, যাহা আপনার
অন্নচরেরা চূর্ণ করিয়াছে, কেলিয়া দিয়াছে,
ভক্ষণ করিয়াছে, পান করিয়াছে ও নষ্ট
করিয়াছে, তাহা যেন আমার ভবৎপ্রসাদে

ব্রহ্মোবাচ ।

তথাস্থিত্যাহ ভগবান্ ভগনেত্রহরো হরঃ ।
ধর্মাধ্যক্ষঃ মহাদেবঃ ত্র্যম্বকঃ প্রজাপতিঃ ॥১৬
জাহ্নুভ্যামবনীঃ গাহ্না দক্ষো লক্ষা ভবান্বরম্ ।
নায়াং চাষ্টসহস্রেন স্তবান্ বৃষভধ্বজম্ ॥ ১৭

ইতি ত্রীত্রাক্ষে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসনং নামৈ-
কোনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং দৃষ্ট্বা তদা দক্ষঃ শস্ত্রোবাধ্যঃ দ্বিজোত্তমাঃ
প্রাজ্ঞানিঃ প্রণতো ভূত্বা সংস্তোতুমুপচক্রমে ॥১
দক্ষ উবাচ ।

নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তেহক্ষকসুদন ।
দেবেন্দ্র ত্বং বলশ্রেষ্ঠ দেবদানবপূজিত ॥ ২
সহস্রাক্ষ বিক্রপাক্ষ ত্র্যক্ষ যক্ষাধিপপ্রিয় ।
সর্বতঃপানিপাদস্ত্বং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখঃ ॥
সর্বতঃ ক্রতিমাল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠসি ।
শঙ্কুকর্ণো মহাকর্ণঃ কুন্তকর্ণোহণবালয়ঃ ॥ ৪

ব্যর্থ হয় না । ব্রহ্মা কহিলেন, ভগনেত্রহর হর
তখন দক্ষের কথায় ‘তথাস্থ’ বলিলেন । দক্ষ
প্রজাপতি বর প্রাপ্ত হইয়া তৎকালে সেই
ত্র্যম্বক ধর্মাধ্যক্ষ, মহাদেব বৃষভধ্বজকে
ভূতলে নতজাহ্নু হইয়া অষ্টোত্তর সহস্র
নামোচ্চারণে স্তব করিতে লাগিলেন ॥১-১৭॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! দক্ষ
প্রজাপতি শঙ্কুর ঈদৃশ বীৰ্য্য অবলোকন-
পূর্বক প্রাজ্ঞানি ও প্রণত হইয়া তাঁহাকে স্তব
করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন, হে
সহস্রাক্ষ, বিক্রপাক্ষ, ত্র্যক্ষ, যক্ষাধিপপ্রিয় !
তোমার সর্বদিকে পানিপাদ, সর্বদিকে
অক্ষি, মস্তক, মুখ, এবং সর্বদিকেই তুমি
ক্রতিমান । এ জগতে তুমি সর্ব ব্যাপিয়া

গজেন্দ্রকর্ণো গোকর্ণঃ শতকর্ণো নমোহস্ত তে
শতোদরঃ শতাবর্তঃ শতজিহ্বঃ সনাতনঃ ॥ ৫
গায়ন্তি ত্বাং গায়ত্রিণো অর্চ্যন্ত্যর্কমর্কিণঃ ।
দেবদানবগোপ্তা চ ব্রহ্মা চ ত্বং শতক্রতুঃ ॥ ৬
মূর্তিমাংস্ত্বং মহামূর্তিঃ সমুদ্রঃ সরসাং নিধিঃ ।
ত্বয়ি সর্বা দেবতা হি গাবো গোষ্ঠে ইবাসতে ॥
ত্বত্ত্বঃ শরীরে পশ্যামি সোমমগ্নিজলেশ্বরম্ ।
আদিত্যমথ বিষ্ণুঞ্চ ব্রহ্মাণং সবৃহস্পতিম্ ॥ ৮
ক্রিয়া করণকার্যো চ কর্তা কারণমেব চ ।
অসচ্চ সদসচ্চৈব তথৈব প্রভবাব্যয়ো ॥ ৯
নমো ভবায় শর্কায় ক্রদায় বরদায় চ ।
পশূনাং পতয়ে চৈব নমোহস্তকক্ষাতিনে ॥ ১০
ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলবরধারিণে ।
ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় ত্রিপুংস্রায় বৈ নমঃ ॥ ১১
নমশ্চণ্ডায় মুণ্ডায় বিশ্বচণ্ডধরায় চ ।
দণ্ডিনে শঙ্কুকর্ণায় দণ্ডিদণ্ডায় বৈ নমঃ ॥ ১২
নমোহর্কদণ্ডিকেশায় শুক্লায় বিকৃতায় চ ।
বিলোহিতায় ধূম্রায় নীলগ্রীবায় বৈ নমঃ ॥ ১৩

বিরাজমান । তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুন্ত-
কর্ণ, অণবালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ, শতকর্ণ,
তোমায় নমস্কার । তুমি শতোদর, শতা-
বর্ত, শতজিহ্বা ও সনাতন । বেদগাতৃগণ
তোমারই গান করেন, সূর্য্যোপাসকগণ
তোমাকেই অর্চনা করিয়া থাকেন । তুমি
দেব-দানবগণের রক্ষক, তুমি ব্রহ্মা ; তুমি
শতক্রতু । তুমি মূর্তিমান, মহামূর্তি ও জল-
নিধি । গোগণ যেমন গোষ্ঠে বাস করে,
তেমনি তোমাতেই সর্বদেব অধিষ্ঠিত ।
সোম, অগ্নি, বক্রণ, আদিত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা,
বৃহস্পতি, ক্রিয়া, করণ, কার্য, কর্তা, কারণ,
অসৎ, সৎ, সদসৎ, প্রভব ও অব্যয়, সকলই
আপনার দেহে অবলোকন করিতেছি । তুমি
ভব, শর্ক, ক্রদ, বরদ, পশুপতি, অক্ষকনাশন,
ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলী, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র,
ত্রিপুংস্র, তোমায় আমি বারবার নমস্কার
করি । ১—১১ । তুমি চণ্ড, মুণ্ড, বিশ্বচণ্ডধর,
দণ্ডী, শঙ্কুকর্ণ, দণ্ডিদণ্ড, অর্কদণ্ডিকেশ, শুক্ল,
বিকৃত, বিলোহিত, ধূম্র, নীলগ্রীব, অশ্রুতি-

নমোহুৎপ্রতিরূপায় বিরূপায় শিবায় চ ।
 সূর্যায় সূর্য্যপত্যে সূর্য্যধ্বজপতাকিনে ॥ ১৪
 নমঃ প্রমথনাশায় বৃষস্কন্ধায় বৈ নমঃ ।
 নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ ॥ ১৫
 হিরণ্যকুতচূড়ায় হিরণ্যপত্যে নমঃ ।
 শক্রঘাতায় চণ্ডায় পর্ণসজ্জায় চ ॥ ১৬
 নম তয়ায় স্তত্যে সূর্য্যমানায় বৈ নমঃ ।
 সর্বায়া সর্বভক্ষায় সর্বভূতান্তরাগ্নানে ॥ ১৭
 নমো হোমায় মজ্জায় গুরুধ্বজপতাকিনে ।
 নমোহনম্যায় নম্যায় নমঃ কিলকিলায় চ ॥ ১৮
 নমস্তাং শয়মানায় শায়িতাযোথিতায় চ ।
 স্থিতায় ধাবমানায় কুজায় কুটিলায় চ ॥ ১৯
 নমো নর্ত্তনশীলায় মুখবাদিত্রকারিণে ।
 বাধাপহায় লুকায়া গীতবাদিত্রকারিণে ॥ ২০
 নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বলপ্রমথনায় চ ।
 উগ্রায় চ নমো নিত্যং নমস্চ দশবাহবে ॥ ২১
 নমঃ কপালহস্তায় দিতভস্মপ্রিয়ায় চ ।
 বিভীষণায় ভীমায় ভীষ্মব্রতধরায় চ ॥ ২২
 নানাবিকৃতবক্ত্রায় খড়্গাজিহ্বোদগ্ধং ব্রুণে ।
 পক্ষ্যমাসলবার্দ্ধায় তুন্দ্রীবীণাপ্রিয়ায় চ ॥ ২৩
 অঘোরঘোররূপায় ঘোরাঘোরতরায় চ ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শান্ততমায় চ ॥ ২৪

রূপ, বিরূপ, শিব, সূর্য্য, সূর্য্যপতি, সূর্য্য-
 ধ্বজপতাকী, প্রমথনাশন, বৃষস্কন্ধ, হিরণ্যগর্ভ,
 হিরণ্যকবচ, হিরণ্যকুত-চূড়, হিরণ্যপতি,
 শক্রঘাত, চণ্ড, পর্ণসজ্জায়, স্তত্য, স্ততি, সূর্য্য-
 মান, সর্ব, সর্বভক্ষ, সর্বভূতান্তরাগ্না, হোম,
 মজ্জ, গুরু ধ্বজপতাকী, অনম্য, নম্য ও কিল-
 কিলা, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ।
 তুমি শয়মান, শয়িত, উথিত, স্থিত, ধাব-
 মান, কুজ, কুটিল, নর্ত্তনশীল, মুখবাণকারী,
 বাধাপহ, লুক, গীতবাণকারী, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ,
 বলপ্রমথন, উগ্র ও দশবাহ, তোমাকে বার-
 বার নমস্কার । তুমি কপালহস্ত, গুভ্রভস্ম-
 প্রিয়, বিভীষণ, ভীম, ভীষ্ম, ব্রতধর, নানা
 বিকৃতবক্ত্র, খড়্গাজিহ্ব, উগ্রদগ্ধী, পক্ষ, মাস,
 লব, তুন্দ্রীবীণাপ্রিয়, অঘোর, ঘোররূপ,

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় সংবিভাগপ্রিয়ায় চ ।
 পবনায় পতঙ্গায় নমঃ সাংখ্যপরায় চ ॥ ২৫
 নমস্চৈকঘণ্টায় ঘণ্টাজল্লায় ঘণ্টিনে ।
 সহস্রশতঘণ্টায় ঘণ্টামালাপ্রিয়ায় চ ॥ ২৬
 প্রাণদণ্ডায় নিত্যায় নমস্তে লোহিতায় চ ॥
 হুহুঙ্কারায় রুদ্রায় ভগাকারপ্রিয়ায় চ ॥ ২৭
 নমোহপারবতে নিত্যং গিরিবৃক্ষপ্রিয়ায় চ ।
 নমো যজ্ঞাধিপত্যে ভূতায় ব্রহ্মতায় চ ॥ ২৮
 যজ্ঞবাহায় দান্তায় তপ্যায় চ ভগায় চ ।
 নমস্তটায় তট্যায় তটিনীপত্যে নমঃ ॥ ২৯
 অন্নদায়ান্নপত্যে নমস্তন্নভুজায় চ ।
 নমঃ সহস্রশীর্ষায় সহস্রচরণায় চ ॥ ৩০
 সহস্রোদ্ধতশূলায় সহস্রনয়নায় চ ।
 নমো বালার্কবর্ণায় বালরূপধরায় চ ॥ ৩১
 নমো বালার্করূপায় কালক্রীড়নকায় চ ।
 নমঃ শুদ্ধায় বুদ্ধায় ক্ষোভণায় ক্ষুদ্রায় চ ॥ ৩২
 তরঙ্গাঙ্কিতকেশায় মুক্তকেশায় বৈ নমঃ ।
 নমঃ ষট্‌কর্্মনিষ্ঠায় ত্রিকর্্মনিয়তায় চ ॥ ৩৩
 বর্ণাশ্রমাণাং বিধিবৎ পৃথক্কর্্মপ্রবর্ত্তিনে ।
 নমঃ শ্রেষ্ঠায় জ্যেষ্ঠায় নমঃ কলকলায় চ ॥ ৩৪
 যেতপিঙ্গলনেত্রায় কক্করক্লেঞ্চণায় চ ।
 ধর্ম্মকামার্গমোক্ষায় ক্রথায় ক্রথনায় চ ॥ ৩৫

ঘোরাঘোরতর, শিব, শান্ত, শান্ততম, বুদ্ধ,
 শুদ্ধ, সংবিভাগপ্রিয়, পবন, পতঙ্গ, সাংখ্যপর,
 চৈকঘণ্ট, ঘণ্টাজল্ল, ঘণ্টী, সহস্রশতঘণ্ট,
 ঘণ্টামালাপ্রিয়, বাণদণ্ড, নিত্য, লোহিত,
 হুহুঙ্কার, রুদ্র, ভগাকারপ্রিয়, অপারবান,
 গিরিবৃক্ষপ্রিয়, যজ্ঞাধিপতি, ভূত, ব্রহ্মত,
 যজ্ঞবাদ, দান্ত, তপ্য, ভগ, তট, তট্য,
 তটিনীপতি, অন্নদ, অন্নপতি, অন্নভুজ, সহস্র-
 শীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রোদ্ধতশূল, সহস্রনয়ন,
 বালার্কবর্ণ, বালরূপধর, বালার্করূপ, বালক্রীড়-
 নক, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ক্ষোভণ, ক্ষয়, তরঙ্গাঙ্কিত-
 কেশ, মুক্তকেশ, ষট্‌কর্্মনিষ্ঠ, ত্রিকর্্মনিয়ত,
 বর্ণাশ্রমসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক,
 শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, কলকল, যেতপিঙ্গলনেত্র, কক-
 রক্লেঞ্চণ, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ, ক্রথ,

সাম্যায় সাম্যমুখ্যায় যোগাধিপত্যে নমঃ ।
 নমো রথ্যাধিরথ্যায় চতুস্পথপথায় চ ॥ ৩৬
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে ।
 ঈশান রুদ্রসজ্জাত হরিকেশ নমোহস্ত তে ॥ ৩৭
 ত্র্যম্বকায় স্বিকানাথ ব্যক্তাব্যক্ত নমোহস্ত তে ।
 কাল কামদ কামস্ব দুষ্টোদ্রুতনিষুদন ॥ ৩৮
 সর্বগর্হিত সর্বস্ব সদ্যোজাত নমোহস্ত তে ।
 উন্মাদনশতাবর্ত গঙ্গাতোয়ার্দ্ধ মূর্দ্ধজ ॥ ৩৯
 চন্দ্রার্দ্ধসংযুগাবর্ত মেঘাবর্ত নমোহস্ত তে ।
 নমোহস্তদানকর্ত্রে চ অন্নদপ্রভবে নমঃ ॥ ৪০
 অন্নভোক্ত্রে চ গোপ্ত্রে চ ত্বমেব প্রলয়ানল ।
 জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব শ্বেদজোদ্ভিজ্জ এব চ ॥ ৪১
 ত্বমেব দেবদেবেশ ভূতগ্রামশ্চতুর্বিধঃ ।
 চরাচরশ্চ অষ্টা ত্বং প্রতিহর্তা ত্বমেব চ ॥ ৪২
 ত্বমেব ব্রহ্মা বিশেষ অঙ্গ ব্রহ্ম বদন্তি তে ।
 সর্বশ্চ পরমাখ্যোনিঃ সুখাংশো জ্যোতিষাঃ ॥
 নিধিঃ ॥ ৪৩

ঋকসামানি তথোক্তারমাহুস্তাং ব্রহ্মবাদিনঃ ।
 হায়ি হায়ি হরে হায়ি হ্রবাহাবেতি বাসকৃৎ ॥
 গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠাঃ সামগা ব্রহ্মবাদিনঃ ।

কখন, সাংখ্য, সাংখ্যমুখ্য, যোগাধিপতি,
 রথ্য, অধিরথ্য চতুস্পথ, পথ, কৃষ্ণাজিনো-
 ত্তরীয়, ব্যালযজ্ঞোপবীতী, ঈশান, রুদ্র,
 সজ্জাত, হরিকেশ, ত্র্যম্বক, অধিকানাথ,
 ব্যক্ত, অব্যক্ত, কাল, কামদ, কামস্ব, দুষ্ট-
 নিষুদন, সর্ব, সর্বগর্হিতস্ব, ও সদ্যোজাত,
 তোমায় বারবার নমস্কার করি। তুমি
 উপা, শতাবর্ত, গঙ্গাজলে আর্দ্ধমূর্দ্ধজ,
 চন্দ্রার্দ্ধসংযুগাবর্ত, মেঘাবর্ত, অন্নদানকর্তা,
 অন্নদানপ্রভু, অন্নভোক্তা, গোপ্তা, প্রলয়া-
 নল, জরায়ুজ, অণ্ডজ, শ্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ,
 তোমায় অশেষরূপে নমস্কার করি। হে
 দেবদেবেশ! তুমিই চতুর্বিধ ভূতগ্রাম,
 চরাচরের অষ্টা ও প্রতিহর্তা। তুমিই ব্রহ্মা,
 বিশেষ, ব্রহ্ম, সকলের পরমখোনি, সুখাংশ
 ও জ্যোতির্নিধি। ব্রহ্মবাদীগণ তোমাকেই ঋক
 সাম ও ওক্তারনামে অভিহিত করেন, সুর-

যজুর্ময় ঋক্ময়শ্চ সামাথর্কমযুতস্তথা ॥ ৪৫
 পঠ্যসে ব্রহ্মবিদ্বিস্ত্বং কল্লোপনিষদাং গণৈঃ ।
 ব্রাহ্মণাঃ কলিত্রিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রা বর্ণাশ্রমাশ্চ যে ॥
 ত্বমেবাশ্রমসজ্জাশ্চ বিদ্যাংস্তনিতমেব চ ।
 সংবৎসরস্বমৃতবো মাসা মাসার্দ্ধমেব চ ॥ ৪৭
 কলা কাষ্ঠা নিমেষাশ্চ নক্ষত্রানি যুগানি চ ।
 বৃষাণাং ককুদং ত্বং হি গিরীনাং শিখরানি চ ॥
 সিংহো মৃগাণাং পত্যস্তক্ষকানস্তভোগিনাম্ ।
 ক্ষীরোদো হৃদধীনাঞ্চ মন্ত্রাণাং প্রণবস্তথা ॥ ৪৮
 বজ্রং প্রহরণানাঞ্চ ব্রতানাং সত্যমেব চ ।
 ত্বমেবেচ্ছা চ দ্বেষশ্চ রাগো মোহঃ শমঃ ক্ষমা
 ব্যবসায়ো ধৃতির্লোভঃ কামক্ৰোধো জয়াজয়ো
 ত্বং গদী ত্বং শরী চাপী খট্বাকী মুদগরী তথা
 ছেতা তেতা প্রহর্তা চ নেতা মন্তাসি নো মতঃ
 দশলক্ষণসংযুক্তো ধর্মোহর্থঃ কাম এব চ ॥ ৫২
 ইন্দ্রঃ সমুদ্রঃ সরিতঃ পল্লবানি সরাসি চ ।
 লতাবল্যস্তর্গোষধ্যঃ পশবো মৃগপাক্ষণঃ ॥ ৫৩

শ্রেষ্ঠগণ ও সামগায়ী ব্রহ্মবেদিগণ হায়ি, হায়ি,
 হরে হায়ি, হ্রব, হ্রাব, ইত্যাদি মন্ত্রে তোমা-
 রই নাম বারবার গান করিয়া থাকেন। তুমি
 কল ও উপনিষৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞগণ কর্তৃক
 যজুর্ময়, ঋক্ময়, সাম ও অথর্কময় নামে
 কীর্তিত। ব্রাহ্মণ, কলিত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র
 চারি আশ্রমের তুমিই আশ্রমী। তুমি
 বিদ্যাং, তুমি স্তনিত, এবং তুমিই সংবৎসর।
 ঋতু, মাস, মাসার্দ্ধ, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ,
 নক্ষত্র, ও যুগ তুমিই। তুমিই বৃষসমূহের
 ককুদ, গিরিগণের শিখর, মৃগবৃন্দের সিংহ,
 তক্ষক, ও অনন্ত প্রভৃতি ভোগীদিগের পতি,
 উদধিসমূহের ক্ষীরোদ, মন্ত্রগণের প্রণব। ২২
 —৪৮। তুমি প্রহরণসমূহের বজ্র ও ব্রত-
 নিচয়ের মধ্যে সত্য। ইচ্ছা, দ্বেষ, রাগ,
 মোহ, শম, ক্ষমা, ব্যবসায়, ধৃতি, লোভ, কাম,
 ক্রোধ, জয় ও অজয় এ সকল তুমিই এবং
 তুমিই গদী, শরী, চাপী, খট্বাকী, মুদগরী,
 ছেতা, তেতা, প্রহর্তা, নেতা ও মন্তা। তুমি
 দশ লক্ষণাবিত্ত ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং তুমিই

দ্রব্যকর্মণারম্ভঃ কালপুষ্পকলপ্রদঃ ।
 আদিচাস্ত্যশ্চ মধ্যশ্চ গায়ত্র্যোক্তার এব চ ॥ ৫৪
 হরিতো লোহিতঃ কৃষ্ণো নীলঃ পীতস্তম্বকৃষ্ণঃ ।
 কঙ্কশ্চ কপিলো বক্রঃ কপোতো মৎস্যকস্তথা
 সুবর্ণরেতা বিখ্যাতঃ সুবর্ণচাপ্যথো মতঃ ।
 সুবর্ণনামা চ তথা সুবর্ণপ্রিয় এব চ ॥ ৫৬
 হমিল্লশ্চ যমশ্চৈব বক্রণো ধনদোহনলঃ ।
 উৎফুল্লশ্চিত্রভানুশ্চ স্বর্ভানুভানুরেব চ ॥ ৫৭
 হোত্রঃ হোতা চ হোম্যঞ্চ হতকৈব তথা প্রভুঃ
 ত্রিসৌপর্ণস্তথা ব্রহ্মন্ যজুর্ধ্বাং শতকুদ্রিয়ম্ ॥ ৫৮
 পবিত্রঞ্চ পবিত্রাণাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।
 প্রাণশ্চ হং রজশ্চ হং তমঃ সর্বযুতস্তথা ॥ ৫৯
 প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ ।
 উন্মেষশ্চ নিমেষশ্চ ক্ষুর্ভুজুস্তা তথৈব চ ॥ ৬০
 লোহিতাঙ্গশ্চ দংষ্ট্রী চ মহাবক্রো মহোদরঃ ।
 শুচিরোমা হরিশ্চক্ৰকেশশ্চলাচলঃ ॥ ৬১
 গীতবাদিত্রনৃত্যাস্তো গীতবাদনকপ্রিয়ঃ ।
 মৎস্যো জালো জলোহজযো জলব্যালঃ
 কুটীচরঃ ॥ ৬২

ইন্দ্র, সমুদ্র, সরিৎ, পদ্মল, সরোবর, লতা-
 বল্লী, তৃণ, ওষধি, পশু, মৃগ, পক্ষী এবং
 দ্রব্য কর্ম ও গুণের আরম্ভ, এবং কালানু-
 সারে ফলপুষ্পপ্রদ । তুমি আদি, অন্ত,
 মধ্য গায়ত্রী, ওক্তার, হরিত, লোহিত,
 কৃষ্ণ, নীল, পীত, অকৃষ্ণ, কঙ্ক, কপিল, বক্র,
 কপোত, মৎস্যক, সুবর্ণরেতা, সুবর্ণ,
 সুবর্ণনামা, সুবর্ণপ্রিয়, ইন্দ্র, যম, বক্রণ, ধনদ,
 অনল, উৎফুল্ল, চিত্রভানু, স্বর্ভানু, ভানু,
 হোত্র, হোতা, হোম্য, হত, প্রভু, ত্রিসৌপর্ণ,
 যজুর্কৈবের শতকুদ্রিয়, এবং পবিত্রসমূহের
 পবিত্র ও মঙ্গলনিবহের মঙ্গল । তুমি প্রাণ,
 রজ, তম ও সর্বযুত, প্রাণ, অপান, সমান,
 উদান, ব্যান, উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও
 জুস্তা । তুমি লোহিতাঙ্গ, দংষ্ট্রী, মহাবক্র,
 মহোদর, শুচিরোমা, হরিশ্চক্ৰ, উর্ধ্ব কেশ,
 চলাচল, গীত-বাদিত্র-নর্তনাদি, গীতবাদনক-
 প্রিয়, মৎস্য, জাল, জল, অজযা, জলব্যাল,

বিকালশ্চ সুকালশ্চ দুকালঃ কালনাশনঃ ।
 মৃত্যুশ্চৈবাকরোহস্তশ্চ ক্রমামাকরোৎকরঃ ॥
 সম্বর্তো বর্তকশ্চৈব সম্বর্তকবল্লাহকো ।
 ষণ্টাকৌ ষণ্টকৌ ষণ্টী চূড়ালো লবণোদধিঃ ॥ ৬৪
 ব্রহ্মা কালাগ্নিবক্রশ্চ দণ্ডী মুণ্ডস্ত্রিদণ্ডধুক্ ।
 চতুর্য়ুগশ্চতুর্কৈদশ্চতুর্হোত্রশ্চতুর্স্পথঃ ॥ ৬৫
 চাতুরাশ্রম্যনেতা চ চাতুর্কর্ণ্যকরশ্চ হ ।
 ক্ষরাক্ষরঃ প্রিয়ো ধূর্তো গণৈর্গণ্যো গণাধিপঃ ॥
 রক্তমালাস্বরধরো গিরীশো গিরিপ্রিয়ঃ ।
 শিল্পীশঃ শিল্পিনঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বাশিল্পিপ্রবর্তকঃ ॥ ৬৭
 ভগনেত্রাস্তকশ্চণ্ডঃ পুষ্পো দন্তবিনাশনঃ ।
 স্বাহা স্বধা বষট্কারো নমস্কার নমোহস্ত তে ॥
 গুটব্রতশ্চ গুটশ্চ গুটব্রতনিষেবিতঃ ।
 তরণস্তারণশ্চৈব সর্বাভূতেষু তারণঃ ॥ ৬৮
 ধাতা বিধাতা সন্ধাতা নিধাতা ধারণো ধরঃ ।
 তপো ব্রহ্ম চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যং তথার্জবম্ ।
 ভূতান্না ভূতকৃত্তো ভূতভব্যভবোদ্ভবঃ ।
 ভূর্ভুবঃ স্বরিতশ্চৈব ভূতো হৃগ্নিমর্মহেশ্বরঃ ॥ ৬৯
 ব্রহ্মাবর্তঃ সুরাবর্তঃ কামাবর্ত নমোহস্ত তে ।
 কামাবিসর্গবিনিহস্তা কর্ণিকারস্রজপ্রিয়ঃ ॥ ৭০

কুটীচর, বিকাল, সুকাল, দুকাল, কালনাশন,
 মৃত্যু, অক্ষয়, অন্ত, ক্রমাকর, মামাকর,
 সম্বর্ত, বর্তক, সম্বর্তক, বল্লাহক, ষণ্টাকৌ,
 ষণ্টকৌ, ষণ্টী, চূড়াল, লবণোদধি, ব্রহ্মা,
 কালাগ্নিবক্র, মৃণ্ড, ত্রিদণ্ডধুক্, চতুর্য়ুগ, চতু-
 কৈদ, চতুর্হোত্র, চতুর্স্পথ, চতুরাশ্রমের নেতা,
 চতুর্কর্ণ্যকর, ক্ষর, অক্ষর, প্রিয়, ধূর্ত, গণ,
 গণ্য, গণাধিপ, রক্তমালাস্বরধর, গিরীশ,
 গিরিপ্রিয়, শিল্পীশ, শিল্পিশ্রেষ্ঠ, সর্বাশিল্পি-
 প্রবর্তক, ভগনেত্রাস্তক, চণ্ড, পুষ্পার দন্তবিনা-
 শন, স্বাহা, স্বধা, বষট্কার, নমস্কার, গুটব্রত,
 গুট, গুটব্রতনিষেবিত, তরুণ, তারণ । ৬২-৬৮ ।
 তুমি ধাতা, বিধাতা, সংধাতা, নিধাতা, ধারণ, ধর,
 তপস্যা, ব্রহ্ম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অকৌটিল্য, ভূতান্না,
 ভূতকৃৎ, ভূত, ভব্য, ভব, উদ্ভব, ভূঃ, ভুবঃ,
 স্বঃ, স্বরিত, ভূত, অগ্নি, মহেশ্বর, ব্রহ্মাবর্ত,
 সুরাবর্ত, কামাবর্ত, কামবিসর্গ-বিনিহস্তা, কর্ণি-

গোনেতা গোপ্রচারশ্চ গোবৃষেশ্বরবাহনঃ ।

ত্রৈলোক্যগোপ্তা গোবিন্দো গোপ্তা গোগর্গ

এব চ ॥ ৭৩

অখণ্ডচন্দ্রাভিমুখঃ সূর্যুখো হুর্মুখোহমুখঃ ।

চতুর্মুখো বহুমুখো রণেশভিমুখঃ সদা ॥ ৭৪

হিরণ্যগর্ভঃ শকুনির্ধনদোহর্থপতিবিরাহি ।

অধর্মহা মহাদক্ষো দণ্ডধারো ঋণপ্রিয়ঃ ॥ ৭৫

তিষ্ঠন্ স্থিরশ্চ স্থাশ্চ নিষ্কম্পশ্চ সূনিশ্চলঃ ।

হুর্ম্মারণো হুর্ম্মিষহো হুঃসহো হুরাতক্রমঃ ॥ ৭৬

হুর্ম্মরো হুর্ম্মশো নিত্যো হুর্ম্মর্পো বিজয়ো জয়ঃ

শশঃ শশাঙ্কনয়নঃ শীতোক্তঃ ক্ষুর্ভূষা জরা ॥ ৭৭

আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব ব্যাধিহা ব্যাধিপশ্চ যঃ ।

সহো যজ্ঞমৃগব্যাধো ব্যাধিনামাকরোহকরঃ ॥ ৭৮

শিখণ্ডী পুণ্ডরীকশ্চ পুণ্ডরীকাবলোকনঃ ।

দণ্ডধুক চক্রদণ্ডশ্চ রৌদ্রভাগবিনাশনঃ ॥ ৭৯

বিষপোহমৃতপশ্চৈব সুরাপঃ ক্ষীরসোমপঃ ।

মধুপশ্চাপপশ্চৈব সর্ষপশ্চ বলাবলঃ ॥ ৮০

বৃষাঙ্গরাস্তো বৃষভস্তথা বৃষভলোচনঃ ।

বৃষভশ্চৈব বিখ্যাতো লোকানাং লোকসংস্কৃতঃ

চন্দ্রাদিত্যো চক্ষুষী তে হৃদয়ক পিতামহঃ ।

কারমালাপ্রিয়, গোনেতা, গোপ্রচার, গো-
বৃষেশ্বরবাহন, ত্রৈলোক্যগোপ্তা, গোবিন্দ,
গোপ্তা, গোগর্গ, অখণ্ডচন্দ্রাভিমুখ, সূর্যুখ,
হুর্ম্মুখ, অমুখ, চতুর্মুখ, বহুমুখ, সদারণাভিমুখ,
হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, ধনদ, অর্থপতি, বিরাহি,
অধর্মহা, মহাদক্ষ, দণ্ডধর, ঋণপ্রিয়, স্থিত,
স্থির, স্থাশ্চ, নিষ্কম্প, সূনিশ্চল, হুর্ম্মারণ,
হুর্ম্মিষহ, হুঃসহ, হুরতিক্রম, হুর্ম্মর, হুর্ম্মশ,
নিত্য, হুর্ম্মর্প, বিজয়, জয়, শশ, শশাঙ্কনয়ন,
শীতোক্ত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা আধি, ব্যাধি,
ব্যাধিহা, ব্যাধিপ, সহ, যজ্ঞমৃগব্যাধ, ব্যাধি-
নাম, কারোহকর, শিখণ্ডী, পুণ্ডরীক, পুণ্ড-
রীকাবলোকন, দণ্ডধুক, চক্রদণ্ড, রৌদ্রভাগ-
বিনাশন, বিষপ, অমৃতপ, সুরাপ, ক্ষীর-
সোমপ, মধুপ, আপপ, সর্ষপ, বলাবল,
বৃষাঙ্গরাস্ত, বৃষভ, বৃষভলোচন, বৃষভ, লোক-
বিখ্যাত ও লোকনমস্কৃত । চন্দ্রাদিত্য

অগ্নিষ্টোমস্তথা দেহো ধর্ম্মকর্ম্মপ্রসাধিতঃ ॥ ৮২

ন ব্রহ্মা ন চ গোবিন্দঃ পুরাণঋষয়ো ন চ ।

মাহাত্ম্যং বেদিতুং শক্তা যাতাতথ্যেন তে শিব

শিবা যা মূর্ত্তয়ঃ সূক্ষ্মান্তে মহ্যং যাস্তু দর্শনম্ ।

তাভিষ্ঠাং সর্ষতো রক্ষ পিতাপুত্রমিবৌরসম্ ॥

রক্ষ মাং রক্ষণীয়োহহং তবানঘ নমোহস্ত তে

ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভক্তশ্চাহং সদা হুয়ি ॥ ৮৫

যঃ সহস্রাণ্যনেকানি পুংসামাদৃত্য হৃদ্র্শাম্ ।

তিষ্ঠত্যেকঃ সমুদ্রান্তে স মে গোপ্তাস্ত নিত্যশঃ

যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সমদর্শিনঃ ।

জ্যোতিঃ পশুন্তি যুগ্মানান্তমৈ যোগাত্মনে নমঃ

সংভক্ষ্য সর্ষভূতানি যুগান্তে সমুপস্থিতে ।

যঃ শেতে জলমধ্যস্থস্তং প্রপদ্যেহমুশায়িনম্ ॥

প্রদিশু বদনং রাহোর্থঃ সোমং পিবতে নিশি ।

তোমার চক্ষুদ্বয়, পিতামহ হৃদয়, ধর্ম্মকর্ম্ম-
প্রসাধিত আগ্নিষ্টোম তোমার দেহ । ব্রহ্মা,
গোবিন্দ এবং পুরাণ ঋষিগণ কেহই তোমার
মাহাত্ম্য যথাযথরূপে জানেন না । হে
শিব ! তোমার যে সকল সূক্ষ্ম শিবমূর্ত্তি,
তাহা আমার দৃষ্টিগোচর হউক । পিতা যেমন
ঔরস পুত্রকে রক্ষা করেন, তুমি তেমনি
ঐ সকল মূর্ত্তিদ্বারা আমাকে রক্ষা কর ।
হে অনঘ ! আমি তোমার রক্ষণীয় ; তুমি
রক্ষা কর ; তোমায় নমস্কার করি । তুমি
ভগবান্ ভক্তানুকম্পী, আমি সদাই তোমার
ভক্ত । যিনি অনেক সহস্র হৃদ্র্শ পুরুষ-
দিগকে আবৃত করিয়া একাকী সমুদ্রান্তে
অবস্থান করেন, তিনি নিত্য আমার রক্ষক
হউন । জিতনিদ্র জিতশ্বাস সমদর্শী সন্তু-
ষ্টাণাবলদ্বী সাধুগণ যোগরত হইয়া যে
জ্যোতিঃপদার্থ অবলোকন করেন, সেই
যোগাত্মাকে নমস্কার করি । যিনি যুগান্ত-
কালে সর্ষভূত ভক্ষণ করিয়া জলমধ্যে শয়ন
করেন, সেই জলশায়ী পুরুষের শরণাপন্ন
হইলাম । ৬৯—৮৮ । যিনি পূর্ণিমাতিথিতে
রাহুর বদনে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রকে এবং

প্রসত্যকং চ স্বর্ভানুর্ভূত্বা সোমায়িরেব চ ॥ ৮৯
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাঃ পুরুষা দেহস্থাঃ সর্বদেহিনাম্ ।
রক্ষন্ত তে চ মাং নিত্যং নিত্যং চাপ্যায়য়ন্ত মাং
যেনাপ্যুৎপাদিতা গর্ভা তপো ভাগগতাশ্চ যে
তেষাং স্বাহা স্বধা চৈব আধুবন্তি স্বদন্তি চ ॥ ৯১
যেন রোহন্তি দেহস্থাঃ প্রাণিনো রোদয়ন্তি চ ।
হর্ষয়ন্তি ন কুষ্যন্তি নমস্তেভ্যস্ত নিত্যশঃ ॥ ৯২
যে সমুদ্রে নদীতুর্গে পর্ষতেষু শুহাসু চ ।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারগহনেষু চ ॥ ৯৩
চতুস্পথেষু রথ্যাসু চহরেষু সভাসু চ ।
হস্ত্যশ্বরথশালাসু জীর্ণোদ্যানালয়েষু চ ॥ ৯৪
যেষু পঞ্চসু ভূতেষু দিশাসু বিদিশাসু চ ।
ইন্দ্রার্কয়োর্নধ্যগতা যে চ চন্দ্রার্করশ্মিষু ॥ ৯৫
রসাতলগতা যে চ যে চ তস্মাৎপরং গতাঃ ।
নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যস্ত সর্বশঃ ॥
সর্বস্ত্বঃ সর্বগো দেবঃ সর্বভূতপতির্ভবঃ ।
সর্বভূতান্তরাষ্ট্রা চ তেন হং ন নিমজ্জিতঃ ॥ ৯৭

অমাবস্থায় স্বর্ভানু হইয়া ভানুকে গ্রাস করেন, এবং যিনি সর্বদেহীর দেহস্থ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষরূপে বিরাজমান, তাহারা আমায় প্রতিনিয়ত রক্ষা করুন এবং আপ্যায়িত করুন। যৎকর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন গর্ভ সকল স্বাহা ও স্বধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং প্রাণিগণ উদ্ভূত হইয়া রোদন, হর্ষ ও বিষাদ ভোগ করে, তাহাদিগকে নিত্য নমস্কার করি। সমুদ্র, নদীতুর্গ, পর্ষত, পর্ষতশুহা, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, গহন-কান্তার, চতুস্পথ; রথ্য, চহর, সভা, হস্তী, অশ্ব ও রথশালা, জীর্ণ উদ্যানালয়, পঞ্চভূত, দিক, বিদিক, ইন্দ্র ও অর্কমধ্য, চন্দ্র ও অর্ক-রশ্মি এবং রসাতল প্রদেশ, এই সকল স্থানে ভবদীয় যে যে অংশ বিরাজিত, এবং যে যে অংশ সেই সেই স্থানেরও উর্দ্ধে প্রসর্পিত, আমি সর্বপ্রকারে বারম্বার তাহাদিগকে নমস্কার করি। হে দেব ! তুমি সর্ব, সর্বগ, সর্বভূতপতি, তব ও সর্বভূতেরই অন্তরাষ্ট্রা; এইজন্য তোমায় আমি

তুমিই চেজ্যসে দেব যজ্ঞবিবিধদক্ষিণেঃ ।
তুমিই কর্তা সর্বস্ত তেন হং ন নিমজ্জিতঃ ॥ ৯৮
অথবা মায়ায় দেব মোহিতঃ স্তম্ভয়া তব ।
তস্মাত্তু কারণাদ্যপি হং ময়া ন নিমজ্জিতঃ ॥ ৯৯
প্রদীদ মম দেবেশ তুমিই শরণং মম ।
হং গতিস্ত্বং প্রতিষ্ঠা চ ন চাত্তোহস্তীতি মে
মুতিঃ ॥ ১০০

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বৈবং স মহাদেবঃ বিররাম প্রজাপতিঃ ।
ভগবানপি স্মৃত্তীতঃ পুনর্দক্ষমভাবত ॥ ১০১

শ্রীভগবানুবাচ ।

পরিতুষ্টোহস্মি তে দক্ষ স্তবেনানেন সূত্রত ।
বহুনা তু কিমুক্তেন মৎসমীপং গমিষ্যসি ॥ ১০২

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈবমব্রবীদ্বাক্যং ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভবঃ ।
কৃহাশাসকরং বাক্যং সর্বজ্ঞো বাক্যসংহিতম্ ॥

শ্রীশিব উবাচ ।

দক্ষ হুঃখং ন কর্তব্যং যজ্ঞবিধ্বংসনং প্রতি ।

পৃথক্ নিমজ্জন করি নাই। দেব ! তুমিই ত বিবিধ দক্ষিণাধিত যজ্ঞ দ্বারা অর্চিত হইয়া থাক। তুমিই সকলের কর্তা; সূতরাং তোমায় পৃথক্ নিমজ্জন করি নাই। অথবা হে দেব ! তোমারই স্তম্ভ মায়ায় আমি মোহিত হইয়াছিলাম, তাই তোমায় আমি নিমজ্জন করি নাই। হে দেবেশ ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তুমিই আমার শরণ্য। তুমি গতি এবং তুমিই প্রতিষ্ঠা; আমি জানি, তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই। ৮৯—১০০। ব্রহ্মা কহিলেন, দক্ষ প্রজাপতি মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিয়া বিরত হইলেন এবং ভগবান্ ভব স্মৃত্তীত হইয়া দক্ষকে বলিলেন, হে দক্ষ ! হে সূত্রত ! এই স্তব দ্বারা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইলাম। অধিক আর কি বলিব, তুমি আমার সালোক্য লাভ করিবে। ব্রহ্মা কহিলেন,— ত্রৈলোক্যাধিপতি সর্বজ্ঞ তব এইরূপ আশাসকর বাক্য বলিয়া পুনরায় কহিলেন,

অহং যজ্ঞহনস্তভ্যং দৃষ্টমেতৎ পুরানম্ ॥ ১০৪
 ভূয়শ্চ ত্বং বরমিমং মত্তো গৃহীষ্য সুব্রত ।
 প্রসন্নমুখো ভূহা মমৈকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ১০৫
 অশ্বমেধসহস্রশ্চ বাজপেয়শতশ্চ বৈ ।
 প্রজাপতে মৎপ্রসাদাৎফলভাগী ভবিষ্যসি ॥
 বেদান্ ষড়ঙ্গান্ বুধ্যস্ব সাংখ্যযোগাংশ্চ কৃৎসনশঃ
 তপশ্চ বিপুলং তপ্ত্বা হৃশ্চরং দেবদানবৈঃ ॥ ১০৭
 অকৈর্দ্বাদশভির্যুক্তং গৃঢ়মপ্রজ্ঞনিন্দিতম্ ।
 বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধর্মৈর্বিবিনীতং ন কচিৎকচিৎ ॥ ১০৮
 সমাগতং ব্যবসিতং পশুপাশবিমোক্ষণম্ ।
 সর্বেষামাশ্রমাণাং চ ময়া পাশুপতং ব্রতম্ ॥ ১০৯
 উৎপাদিতং দক্ষ শুভং সর্বপাপবিমোচনম্ ।
 অশ্চ চীর্ণশ্চ যৎসম্যক্ফলং ভবতি পুঙ্কলম্ ।
 তচ্চাস্তু সুমহাভাগ মানসস্ত্যজ্যতাং জরঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তু দেবেশঃ সপত্নীকঃ সহানুগঃ ।
 অদর্শনমন্নু প্রাপ্তো দক্ষশ্চামিততেজসঃ ॥ ১১১

দক্ষ ! তোমার যজ্ঞ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া
 তুমি হুঃখিত হইও না । হে সুব্রত ! তুমি
 পুনরায় আমার নিকট হইতে এই বর
 গ্রহণ কর এবং প্রসন্নতায় প্রফুল্লমুখ হইয়া
 একাগ্রমনে শ্রবণ কর । হে প্রজাপতে !
 তুমি মৎপ্রসাদে সহস্র অশ্বমেধ ও শত
 বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে । তুমি
 ষড়ঙ্গ বেদ ও সাংখ্যযোগ অধ্যয়ন কর ।
 আমি দ্বাদশ বৎসর যাবৎ দেব ও
 দানবগণের হৃদয় বিপুল তপশ্চা করিয়া
 যে গৃঢ় অনিন্দিত বর্ণাশ্রমের অবিরোধী
 পশুপাশ-বিমোক্ষণ, সর্বাশ্রম-সম্মত, সর্ব-
 পাপহর, শুভ, পাশুপত ব্রত আবিষ্কার
 করিয়াছি, এই ব্রত যথাযথ অনুষ্ঠান করিলে
 যে বিপুল ফল হয়, হে সুমহাভাগ ! তোমার
 সেই ফল লাভ হউক এবং তুমি মানস জর
 পরিত্যাগ কর । ব্রহ্মা কহিলেন, দেবদেব
 এই কথা কহিয়া স্বীয় পত্নী ও অনুচরগণসহ
 অমিততেজা দক্ষের সমক্ষেই অন্তর্ধান
 করিলেন । হে দ্বিজগণ ! তৎকালে

অবাপ্য চ তথা ভাগং যথোক্তং চোময়া ভবঃ ।
 জরং চ সর্বধর্মজ্ঞো বহুধা ব্যভজত্তদা ॥ ১১২
 শাস্ত্যর্থং সর্বভূতানাং শৃণুধ্বমথ বৈ দ্বিজাঃ ।
 শিখাভিতাপো নাগানাং পর্বতানাং শিলাজতু
 অপাং তু নীলিকাং বিদ্যার্নিশ্রোকো ভূজগেষু চ
 খোরকঃ সৌরভেয়াণামুখরঃ পৃথিবীতলে ॥ ১১৪
 শুনামপি চ ধর্মজ্ঞা দৃষ্টিপ্রত্যবরোধনম্ ।
 রজ্জাগতমথাখানাং শিখোদ্ভেদশ্চ বর্হিণাম্ ॥ ১১৫
 নেত্রাগঃ কোকিলানাং দ্বেষঃ প্রোক্তোমহাশ্বনাম্
 জনানামপি ভেদশ্চ সর্বেষামিতি নঃ শ্রুতম্ ।
 শুকানামপি সর্বেষাং হিকিকা প্রোচ্যতে জরঃ ।
 শার্দূলেষথ বৈ বিপ্রাঃ শ্রমো জর ইহোচ্যতে
 মানুষেষু চ সর্বজ্ঞা জরো নামৈষ কীর্তিতঃ ।
 মরণে জন্মনি তথা মধ্যো চাপি নিবেশিতঃ ॥
 এতন্মাহেশ্বরঃ তেজো জরো নাম সুদারুণঃ ।
 নমস্তশ্চৈব মান্তশ্চ সর্বপ্রাণিভিরীশ্বরঃ ॥ ১১৯
 ইমাং জরোৎপত্তিমদীনমানসঃ
 পঠেৎ সদা যঃ সুসমাহিতো নরঃ ।
 বিমুক্তরোগঃ স নরো মুদা যুতো
 লভেত কামাংশ্চ যথামনৌষিতান্ ॥ ১২০

যথায়োগ্য যজ্ঞভাগ পাইয়া সর্বধর্মজ্ঞ শিব
 সর্বভূতের শাস্তির নিমিত্ত শৈব জরকে বহুধা
 বিভক্ত করেন । তন্মধ্যে নাগগণের জর
 শিখাভিতাপ, পর্বতের শিলাজতু, জলের
 নীলিকা, ভূজগের নিশ্রোক, সুরভির
 খোরক, পৃথিবীতলে উখর, কুকুরের দৃষ্টি-
 প্রতিরোধ, অশ্বদিগের রজ্জগত, বর্হিগণের
 শিখোদ্ভেদ, কোকিলগণের নেত্রাগ,
 মহাশ্বাদিগের দ্বেষ, শুকদিগের হিকিকা,
 এবং শার্দূলদিগের শ্রমই জর বলিয়া
 বিখ্যাত । ১০১—১১৭ । মানুষ্যদিগের মধ্যে
 উহা জর নামেই কীর্তিত । জন্ম, স্থিতি, ও
 মরণ সর্বসময়েই ঐ জর মানুষ্যদেহে নিবিষ্ট ।
 এই সুদারুণ জরনামক মাহেশ্বর তেজ
 সর্বপ্রাণীর মান্ত এবং নমস্ত । যে নর
 অদীনমনে সুসমাহিত হইয়া এই জরোৎ-
 পত্তি-বার্তা সর্বদা পাঠ করে, সে বিমুক্ত-

দক্ষপ্রোক্তং স্তবং নাপি কীর্তয়েদ্যঃ

শৃণোতি বা ।

নাশুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদীর্ঘমায়ুরবাণুয়াৎ ॥

যথা সর্কেষু দেবেষু বরিষ্ঠো ভগবান্ ভবঃ ।

তথা স্তবো বরিষ্ঠোহয়ং স্তবানাং দক্ষনির্মিতঃ ॥

যশঃস্বর্গসুরৈশ্বর্য্যবিত্তাদিজয়কাক্ষিভিঃ ।

তথা স্তোতবো ভক্তিমাস্বায় বিদ্যাকামৈশ্চ

যত্নতঃ ॥ ১২৩

ব্যাদিতো হুংখিতো দীনো নরো গ্রাস্তা

ভয়াদিভিঃ ।

রাজকার্য্যনিযুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ ॥

অনেনৈব চ দেহেন গণানাঞ্চ মহেশ্বরাৎ ।

ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য গণরাডুপজায়তে ॥

ন যক্ষঃ ন পিশাচা বা ন নাগা ন বিনায়কাঃ ।

কুর্য্যাবিশ্নুং গৃহে তস্মা যত্র সংস্কৃত্য ভবঃ ॥ ১২৬

শৃণুয়াদ্ভা ইদং নারী ভক্ত্যাথ ভবভাবিত্য ।

পিতৃপক্ষে ভর্তৃপক্ষে পূজ্যা ভবতি চৈব হ ॥

শৃণুয়াদ্ভা ইদং সর্কঃ কীর্তয়েদ্বাপ্যভীক্ষশঃ ।

রোগ হইয়া সহর্ষে সর্ককামনা লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি দক্ষ-প্রোক্ত শিবস্তব কীর্তন বা শ্রবণ করে, তাহার কিছুই অশুভ হয় না, সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করে । যেমন সমস্ত দেবমধ্যে ভগবান্ ভবই বরিষ্ঠ, তেমনি সর্কস্তবমধ্যে এই দক্ষ-কথিত স্তোত্রই শ্রেষ্ঠ । যশঃ, স্বর্গ, দেবৈশ্বর্য্য, বিত্ত ও বিজ্ঞাভিলাষী জনসমূহে ও ভক্তির সহিত এই স্তোত্র পাঠ করিবে । ব্যাদিত, হুংখিত, ভয়াদিগ্রস্ত বা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইউ, লোক এই স্তবপাঠে মহাভয় হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে । এই স্তবপাঠক ব্যক্তি গণেশ্বর মহাদেব হইতে সুখলাভ করিয়া গাণপত্য লাভ করিতে পারে । যে গৃহে এই ভবস্তব পঠিত হয়, যক্ষ, পিশাচ, নাগ বা বিনায়ক সেখানে কোনই বিঘ্ন আচরণ করিতে সক্ষম হয় না । যে রমণী অপরপক্ষে ভবের প্রতি ভক্তিমতী হইয়া এই স্তব শ্রবণ করে, সে ভর্তার নিকট সমাদৃত

তস্মা সর্কাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিঃ গচ্ছন্ত্যবিরতঃ ॥

মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচাপ্যদাক্রতম্ ।

সর্কঃ সম্পদ্যতে তস্মা স্তবস্তাস্মাক্কীর্তনাৎ ॥

দেবস্তা সগুহস্তাথ দেব্যা নন্দীশ্বরস্ত চ ।

বলিং বিভাগতঃ কুহ দমেন নিয়মেন চ ।

ততঃ প্রযুক্তো গৃহীয়ান্নামান্তাত যথাক্রমম্ ।

ঈপ্সিতান্ ভতেহপার্গান্ কামান্ ভোগাংশ্চ

মানবঃ ॥ ১৩১

যতশ্চ স্বর্গমাপ্নোতি স্ত্রীসহস্রসমাবৃতঃ ।

সর্ককামসুযুক্তো বা যুক্তো বা সর্কপাতকৈঃ ॥

পঠন্ দক্ষকৃতং স্তোত্রং সর্কপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।

যতশ্চ গণসায়ুজ্যং পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১৩৩

বৃষেণ বিনিযুক্তেন বিমানেন বিরাজতে ।

আভূতসংপ্রবস্থায়ী কুদ্রস্তানুচরো ভবেৎ ॥ ১৩৪

ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ পরাশরসূতঃ প্রভুঃ ।

নৈতদ্বৈদয়তে কশ্চিৎকৈতজ্জ্বাব্যকু কশ্চিৎ ॥ ১৩৫

হইয়া থাকে । এই স্তব যিনি আমূলতঃ শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয় । এই স্তবানু-কীর্তনের ফলে যিনি যাহা মনে মনে চিন্তা করেন বা বাক্য দ্বারা উচ্চারণ করেন, তাঁহার তাহা সুসম্পন্ন হয় । দাস্ত ও নিয়ম-যুক্ত হইয়া গুহ ও নন্দীশ্বরের সহিত দেবদেব মহেশ্বরকে বলি প্রদানপূর্ব্বক পশ্চাৎ যথাক্রমে এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্তন করিতে হয় । মানব এইরূপ করিলে সমস্ত অতীষ্ট ভোগই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং মরণান্তে স্ত্রীসহস্রে সমাবৃত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয় । মানুষ সর্কবিধ পাতকগ্রস্ত হইলেও এই দক্ষ-স্তোত্র পাঠে তাহার সর্কপাপ হইতেই মুক্তি ঘটে এবং মরণের পর সুরাসুরগণে পূজ্যমান হইয়া গণসায়ুজ্য প্রাপ্ত হয় । এই স্তব-পাঠকর্তা বৃষযুক্ত বিমানে বিরাজ করত কল্লাস্ত পর্য্যন্ত কুন্দের অনুচর হইয়া থাকে । ভগবান্ পরাশরনন্দন ব্যাস মুনিদিগকে এই সকল বিষয় বলিলেন । তিনি ভিন্ন আর কেহই ইহা জানিত না এবং আর

ক্ৰমেনং পরমং শুভং যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ
বৈশ্ণাঃ স্মিষ্ট শূদ্রাশ্চ ক্রদ্রলোকমবাপুয়ুঃ ॥ ১৩৬
আবয়েদ্যশ্চ বিপ্রৈভ্যঃ সদা পৰ্বসু পৰ্বসু ।
ক্রদ্রলোকমবাপ্নোতি দ্বিজো বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি জীৱাক্ষে মহাপুৰাণে স্বয়ম্ভুখ্য-
সংবাদে দক্ষস্তুবনিকুপণং নাম
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ঋত্বেবং বৈ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্
ক্রদ্রকোপোদ্ভবাং পুণ্যাং ব্যাসস্ত বদতো দ্বিজাঃ
পার্বত্যাশ্চ তথা রোষং ক্রোধং শস্তোশ্চ
হুঃসহম্ ।

উৎপত্তিঃ বীরভদ্রস্ত ভদ্রকাল্যাশ্চ সম্ভবম্ ॥ ১
দক্ষযজ্ঞবিনাশকং বীৰ্য্যং শস্তোহুখাদুতম্ ।
পুনঃ প্রসাদং দেবস্ত দক্ষস্ত স্তুমহাত্মনঃ ॥ ৩
যজ্ঞভাগকং ক্রদ্রস্ত দক্ষস্ত চ ফলং ক্রতোঃ ।

কাহার নিকট ইহা শুনাও যায় নাই! এই
পরম শুভ কথার অবশেষে বৈশ্ণ, শূদ্র, স্ত্রী বা
অপর যে কোন পাপযোনিই হউক, ক্রদ্রলোক
প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ প্রতিপর্কে এই স্তোত্র
অস্তোত্ৰ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে শ্রবণ করান,
তাঁহার ক্রদ্রলোক প্রাপ্তি নিশ্চিতই ঘটয়া
থাকে। ১১৮—১১৭।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ১৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—এই ব্যাসপ্রোক্ত
ক্রদ্রকোপ-সম্ভূত পাপপ্রণাশিনী পবিত্র কথার
পার্বতীর রোষ, শত্রুর হুঃসহ ক্রোধ, বীর-
ভদ্রের উৎপত্তি, ভদ্রকালীর উদ্ভব, দক্ষযজ্ঞ-
বিনাশ, শত্রুর অদুত বীৰ্য্যবৈভব, স্তুম-
হাত্মা দেবদেবের পুনঃপ্রসন্নতা, ক্রদ্রের
যজ্ঞভাগ ও দক্ষের ক্রদ্রের ফল, এই সকল

হৃষ্টা বভূবুঃ সম্প্রীতা বিস্মিতাশ্চ পুনঃপুনঃ ॥
পপ্রচ্ছুশ্চ পুনর্ব্যাসঃ কথ্যশেষং তথা দ্বিজাঃ ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ তান্ ব্যাসঃ ক্ষেত্রমেকাত্মকং পুনঃ
ব্যাস উবাচ ।

ব্রহ্মপ্রোক্তাং কথাং পুণ্যাং শ্রুত্বা তু ঋষিপুঙ্গবাঃ
প্রশংসাস্তদা হৃষ্টা রোমাঞ্চিততনুরুহাঃ ॥ ৬
ঋষয় উচুঃ ।

অহো দেবস্ত মহাত্ম্যং স্বয়া শস্তোঃ প্রকীর্তিতম্
দক্ষস্ত চ সুরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞবিধ্বংসনং তথা ॥ ৭
একাত্মকং ক্ষেত্রবরং বভুমর্হসি সাম্প্রতম্ ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ পরং কোতুহলং হি নঃ
ব্যাস উবাচ ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা লোকনাথশ্চতুর্মুখঃ ।
প্রোবাচ শস্তোস্তুং ক্ষেত্রং ভূতলে দৃষ্ট তচ্ছদম্
ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দূলাঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।
সর্বপাপহরং পুণ্যাং ক্ষেত্রং পরমতুল্যতমম্ ॥ ১০

শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠগণ প্রীত, প্রহৃষ্ট ও
বিস্মিত হইয়া ব্যাসদেবকে পুনঃপুনঃ কথার
শেষ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্যাস
—মুনিগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া পুনরায় একাত্ম-
ক্ষেত্রের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। ১—৫।
ব্যাস কহিলেন, সেই ঋষিপুঙ্গবেরা ব্রহ্ম-
প্রোক্ত পুণ্য কথার শুনিয়া তৎকালে হৃষ্ট ও
রোমাঞ্চিত-দেহে প্রশংসা করিতে লাগি-
লেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্।
অহো, আপনি দেবদেব শত্রুর মহাত্ম্য
কীর্তন করিলেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! দক্ষের
যজ্ঞ-ধ্বংসের কথাও কীর্তিত হইয়াছে।
সম্প্রতি একাত্মক্ষেত্রের বিবরণ বাক্ত করুন,
তাহা শ্রবণ করিতে আমাদের একান্তই ইচ্ছা
হইয়াছে। ব্যাস কহিলেন, লোকনাথ চতু-
র্মুখ ব্রহ্মা তাঁহাদের সেই কথা শ্রবণ করিয়া
বলিলেন, শত্রুর সেই ক্ষেত্র ভূতলে দৃষ্টি-
হর। এই বলিয়া ব্রহ্মা আবার বলিলেন,—
হে মুনিশার্দূলগণ! সেই সর্বপাপহর পরম
তুল্য পুণ্যক্ষেত্রের কথা সংক্ষেপতঃ

লিঙ্গকোটিসমায়ুক্তং বারাগসীসমং শুভম্ ।
 একাঙ্গকেতি বিখ্যাতং তীর্থটিকসমবিতম্ ॥ ১১
 একাঙ্গবৃক্ষস্ত্রাসীং পুরা কল্পে দ্বিজোত্তমাঃ ।
 নাম্না তন্ত্ৰৈব তৎ ক্ষেত্রমেকাঙ্গকমিতি শ্রুতম্ ॥
 হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং নরনারীসমবিতম্ ।
 বিজ্ঞাবদগগভূষিষ্ঠং ধনধাত্তাদিসংযুতম্ ॥ ১৩
 গৃহগোপুরসম্বাধং ত্রিকচাদ্বারভূষিতম্ ।
 নানাবনিকুমারকীর্ণং নানারত্নোপশোভিতম্ ॥
 পুরাটোলকসংযুক্তং রথিভিঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
 রাজহংসনিভৈঃ শুভ্রৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্
 মার্গগদ্বারসংযুক্তং সিতপ্রাকারশোভিতম্ ।
 রক্ষিতং শস্যসজ্জৈশ্চ পরিখাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৬
 সিতরক্তৈস্তথা পীতৈঃ কৃষ্ণশ্যামৈশ্চ বর্ণকৈঃ ।
 সমীরণোদ্ধতাভিশ্চ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৭
 নিত্যোৎসবপ্রমুদিতং নানাবাদিত্রিনিব্বনৈঃ ।

কহিতেছি,—শ্রবণ করুন। একাঙ্গ নামক
 বিখ্যাত ক্ষেত্র অষ্টতীর্থে সমবিত।
 উহা কোটিলিঙ্গযুত বারাগসীর স্থায় পবিত্র।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ ক্ষেত্রে পূর্বে এক
 আঙ্গবৃক্ষ ছিল। সেই আঙ্গ বৃক্ষের নামানু-
 সারেই উহার নাম একাঙ্গ আখ্যায় বিখ্যাত।
 ঐ ক্ষেত্র হৃষ্ট পুষ্ট জনে সমাকীর্ণ, নানা
 নরনারীগণে অধিষ্ঠিত, বিদ্বান জনে
 পরিপূর্ণ, ধন-ধাত্তাদিতে সমৃদ্ধ, গৃহ গোপুরে
 পরিবৃত, নানা মণিগণে সমলঙ্কৃত, নানা-
 রত্নে উপশোভিত, পুর ও অটোলকে
 অধিত, রথিগণে বিভূষিত, রাজহংসনিভ
 শুভ্র প্রাসাদমালায় পরিশোভিত, বিবিধ
 পথদ্বারে পরিবৃত, শুভ্র শুভ্র প্রাকারে পরি-
 বেষ্টিত, নানা শস্যসজ্জৈ সুরক্ষিত এবং
 নানা পরিখায় পরিগত। সিত, রক্ত,
 পীত, ও কৃষ্ণবর্ণ পতাকা সকল পবনবেগে
 পরিচালিত হইয়া ঐ ক্ষেত্রের শোভা
 সম্পাদন করিতেছে। ঐ ক্ষেত্র সর্বদাই
 উৎসব ও আনন্দময়; উহার স্থানে স্থানে
 নানাবিধ বাত্মধ্বনি এবং কোথায় বা বীণা-
 :বেণু ও মৃদঙ্গময় পরিচ্ছন্ন হয়। ঐ স্থানে

বীণাবেণুমৃদঙ্গৈশ্চ কেপণীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৮
 দেবতায়তনৈর্দৈবৈঃ প্রাকারোদ্যানমণ্ডিতৈঃ ।
 পূজাবিচিত্ররচিতৈঃ সর্বত্র সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১৯
 স্থিয়ঃ প্রমুদিতাস্তত্র দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমাঃ ।
 হারৈরলঙ্কৃতগ্রীবাঃ পদ্মপদ্মায়তেজসাঃ ॥ ২০
 পীনোন্নতকূচাঃ শ্যামাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ।
 স্থিরালকাঃ সুকপোলাঃ কাঞ্চীনুপূরুনাদিতাঃ ॥
 সুকেশশ্চাক্রজঘনাঃ কর্ণাস্তায়তলোচনাঃ ।
 সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ২২
 দিব্যবস্ত্রধরাঃ শুভ্রাঃ কাঞ্চিৎ কাঞ্চনসম্মিতাঃ ।
 হংসবারণগামিনীঃ কুচভারাবনামিতাঃ ॥ ২৩
 দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গাঃ কর্ণাভরণভূষিতাঃ ।
 মদালসাশ্চ সুশ্রোণ্যো নিত্যং প্রহসিতাননাঃ ॥
 ঈষদ্বিম্পষ্টদশনা বিদ্বোষ্ঠা মধুরম্বরাঃ ।
 তাম্বুলরঞ্জিতমুখা বিদগ্ধাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ২৫

প্রাকার ও উদ্যানে মণ্ডিত দিব্য দিব্য
 দেবভবন বিরাজমান। ১৬—১৯। তথায় কীর্ণ-
 কটি তনুমধ্যা রমণীগণ প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ
 করিতেছে; ঐ রমণীগণের গ্রীবাদেশ হার-
 গুচ্ছে অলঙ্কৃত; উহাদের নয়ন পদ্মপত্রের
 স্থায় আয়ত; উহারা পীনোন্নতস্তনী,
 নবর্যোবনবতী, পূর্ণাচন্দ্রাননা, স্থিরালক-
 শোভিনী, সুকপোলা, কাঞ্চী ও নুপূর-
 ধনিকারিণী, সুকেশী, চাক্রজঘনা, কর্ণাস্ত
 পর্যন্ত বিস্তৃত নয়না, সর্বসুলক্ষণা, সর্বা-
 ভরণ-ভূষিতা, ও দিব্য বসনধারিণী।
 উহাদের মধ্যে কতিপয় রমণী গৌরাক্ষী,
 কতিপয়ের বর্ণ স্বর্ণসম্মিত, কেহ কেহ রাজ-
 হংসের স্থায় গতিশীলা ও কেহ কেহ স্তন-
 ভরে নম্রা; ঐ রমণীগণের সর্বত্র দিব্য
 গন্ধে অনুলিপ্ত; উহারা স্বর্ণাভরণে ভূষিতা,
 মদভরে অলসা, সুচাক্র জঘনে অধিতা
 এবং নিয়ত সহাস্তবদনা। উহাদের মধ্যে
 কাহারও কাহারও দশন ঈষৎ বিকশিত,
 কণ্ঠস্বর মধুর, ওষ্ঠ বিম্বসম্মিত ও মদম
 তাম্বুলরাগে রঞ্জিত; উহারা সকলেই পণ্ডিতা,

সুভগাঃ প্রিয়বাদিন্তো নিত্যং যৌবনগৰ্জিতা
 দিব্যবস্ত্রধরাঃ সৰ্বাঃ সদা চারিত্রমণ্ডিতাঃ ॥ ২৬
 ক্রীড়ন্তি তাঃ সদা তত্র স্থিয়শ্চাম্পরসোপমাঃ ।
 স্বে স্বে গৃহে প্রমুদিতা দিবা রাত্ৰৌ বরাননাঃ ॥
 পুরুষান্তত্র দৃশ্বন্তে রূপযৌবনগৰ্জিতাঃ ।
 সৰ্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সুষুমণিকুণ্ডলাঃ ॥ ২৮
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রাশ্চ মুনিসন্তমাঃ ।
 স্বধৰ্ম্মনিরতাস্তত্র নিবসন্তি সুধার্ম্মিকাঃ ॥ ২৯
 অস্তাশ্চ তত্র তিষ্ঠন্তি বারমুখ্যাঃ সুলোচনাঃ ।
 দ্ব্যুতাটীমেনকাতুল্যাস্তথা সমতিলোস্তুমাঃ ॥ ৩০
 উৰ্ব্বশীসদৃশাশ্চৈব বিপ্রচিহ্নিনিভাস্তথা ।
 বিখাটীসহজন্তাভাঃ প্রম্লোচাসদৃশাস্তথা ॥ ৩১
 সৰ্বাস্তাঃ প্রিয়বাদন্তঃ সৰ্বা বিহসিতাননাঃ ।
 কলাকৌশলসংযুক্তাঃ সৰ্বাস্তা গুণসংযুতাঃ ॥ ৩২
 এবং পণ্যস্থিয়স্তত্র নৃত্যগীতবিশারদাঃ ।
 নিবসন্তি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সৰ্বস্বী গুণগৰ্জিতাঃ ॥ ৩৩
 প্রেক্ষণালাপকুশলাঃ সূন্দর্যাঃ প্রিয়দৰ্শনাঃ ।
 ন রূপহীনা দুৰ্ব্বস্তা ন পরদ্রোহকারিকাঃ ॥ ৩৪

সকলেই প্রিয়দৰ্শনা, সকলেই সুভগা, সকলেই
 প্রিয়বাদিনী সকলেই স্থিরযৌবনগৰ্জিতা ।
 সকলেই সুচরিত্রা এবং সকলেই দিব্য দিব্য
 মাল্যদামে মণ্ডিতা । ঐ অম্পরোনিভা বর-
 বদনা, বরাক্রমাগণ দিবারাত্র সৰ্বদাই
 সেখানে স্ব স্ব গৃহে ক্রীড়া করিতেছে । রমণী
 ভিন্ন সেখানে রূপ-যৌবন-গৰ্জিত, সুলক্ষণা-
 বিত উজ্জল মণিকুণ্ডলধারী বহুপুরুষ দেখিতে
 পাওয়া যায় । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও
 শূদ্রগণ সকলে সেখানে স্ব স্ব ধৰ্ম্মে নিরত
 হইয়া বাস করিতেছে । এতদ্ভিন্ন দ্ব্যুতাটী
 প্রম্লোচা ও মেনকাতুল্য বহু বারবনিতারাও
 তথায় বাস করে । উহারা সকলেই প্রিয়-
 বাদিনী, সহাস্তমুখী, কলাকৌশলশালিনী,
 ও সৰ্বগুণবতী । হে মুনিগণ ! এইরূপে
 নৃত্যগীত-নিপুণা গুণগণমণ্ডিতা পণ্যস্বী
 সকল সেখানে বাস করিতেছে । ঐ সকল
 পণ্যস্বী দৰ্শন ও আলাপনে কুশলা, প্রিয়-
 দৰ্শনা ও শোভনা । উহাদের মধ্যে কেহই

যাসাং কটাক্ষপাতেন মোহঃ গচ্ছন্তি মানবাঃ ।
 ন তত্র নির্জনাঃ স্তম্ভি ন মূৰ্খা ন পরদ্বিষাঃ ॥ ৩৫
 ন রোগিণো ন মলিনা ন কদর্যা ন মায়িনাঃ ।
 ন রূপহীনা দুৰ্ব্বস্তা ন পরদ্রোহকারিণাঃ ॥ ৩৬
 তিষ্ঠন্তি মানবাস্তত্র ক্ষেত্রে জগতি বিষ্ণুতে ।
 সৰ্বত্র সুখসঞ্চারং সৰ্বসত্ত্বসুখাবহম্ ॥ ৩৭
 নানা জনসমাকীর্ণং সৰ্বশাস্ত্রসমম্বিতম্ ।
 কৰ্ণিকারৈশ্চ পনসৈশ্চাম্পকৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ৩৮
 পাটলাশোকবকুলৈঃ কপিথৈর্কল্লৈর্ধবৈঃ ।
 চূতনিম্বকদম্বৈশ্চ তথাতৈঃ পুষ্পজাতিভিঃ ॥ ৩৯
 নীপকৈর্ধবখাদিরৈর্লতাভিঃ বিরাজিতম্ ।
 শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ নারিকেলৈঃ শুভাঙ্গনৈঃ
 অর্জুনৈঃ সমপর্ণৈশ্চ কোবিদারৈঃ পিপ্পলৈঃ ।
 লকুচৈঃ সরলৈর্লৌহিষ্ঠালৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ৪০
 পলাশৈর্মুচুকুন্দৈশ্চ পারিজাতৈঃ স্কুজ্জৈঃ ।
 কদলীবনখৈশ্চ জম্বুপুগফলৈস্তথা ॥ ৪১
 কেতকৌকরবীরৈশ্চ অতিমুক্তৈশ্চ কিংকরৈঃ ।

রূপবিহীনা দুৰ্ব্বস্তা বা পরদ্রোহকারিণী নয় ।
 মানবগণ উহাদের কটাক্ষমাত্রেই মোহ প্রাপ্ত
 হয় । সেই ক্ষেত্রে রূপবিহীন দুৰ্ব্বস্ত বা পর-
 দ্রোহকারিণী কোন রমণী ছিল না । তত্রত্য
 রমণীগণের কটাক্ষপাতে মানবেরা মোহ-
 প্রাপ্ত হয় । এতদ্ভিন্ন সেই বিশ্ববিশ্রুত
 ক্ষেত্রে কোন পুরুষই নির্ধন, মূৰ্খ, পরদ্বিষী,
 রোগী, মলিন, মায়াবী, রূপহীন, দুৰ্ব্বস্ত বা
 পরদ্রোহকারী নাই । ২০—৩৬ । সেখানকার
 অধিবাসীরা সৰ্বদাই সুখমগ্ন; সেখানে নানা-
 জাতীয় জনগণের বাস, এবং সৰ্বস্থান সৰ্ব
 শাস্ত্রে পরিপূর্ণ । সে ক্ষেত্রের নানা স্থানে
 কৰ্ণিকার, পনস, চম্পক, নাগকেশর, পাটল,
 অশোক, বকুল, কপিথ, বিবিধ ধব, চূত,
 নিম্ব, কদম্ব, নীপক, খদির, ও বিবিধ পুষ্প-
 ময়ী লতা বিরাজমান । এতদ্ভিন্ন শাল,
 তাল, তমাল, নারিকেল, শোভাঙ্গন, অর্জুন,
 সম্পর্ণ, কোবিদার, পিপ্পল, লকুচ, সরল,
 লৌহ, হিষ্টাল, দেবদারু, পলাশ, মুচুকুন্দ,
 পারিজাত, স্কুজক, কদলী, জম্বু, পুগ,

মন্দারকুন্দপুষ্পৈশ্চ তথ্যৈঃ পুষ্পজাতিভিঃ ।
নানাপক্ষিক্রতেঃ সেব্যৈরুদ্যানৈর্নন্দনোপমৈঃ ।
কলভারানতৈর্বৃক্ষৈঃ সর্বভুকুসুমোৎকরৈঃ ॥৪৪
চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈশ্চ কোকিলৈঃ
কলবিকৈর্ময়ুরৈশ্চ প্রিয়পুত্রৈঃ শুকৈস্তথা ॥ ৪৫
জীবজীবকহারীতৈশ্চাতকৈর্জনবেষ্টিতৈঃ ।
নানাপক্ষিগণৈশ্চাতৈঃ কুজভির্মধুরস্বরৈঃ ॥ ৪৬
দীর্ঘিকাভিস্তড়াগৈশ্চ পুষ্করিণীভিশ্চ বাপিভিঃ ।
নানাজলাশয়ৈশ্চাতৈঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ॥৪৭
কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথ্য নীলোৎপলৈঃ শুভৈঃ
কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কটৈঃ ॥ ৪৮
কারণ্ডবৈঃ প্রবেহংসৈস্তথ্যৈর্জলচারিভিঃ ।
এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্বরৈঃ ॥
নানাজলাশয়েঃ পুণ্যৈঃ শোভিতং তৎসমস্ততঃ
আন্তে তত্র স্বয়ং দেবঃ কৃতিবাসা বৃষধ্বজঃ ॥
হিতায় সর্বলোকস্য ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ শিবঃ ।

কেতকী, করবীর, অতিযুক্ত, কিংক, মন্দার, কুন্দ, এবং অন্যান্য পুষ্প প্রধান তরুলতায় সে ক্ষেত্র অলঙ্কৃত। সেখানে নানা পক্ষী কুজন করিতেছে, নন্দনবনের ত্রায় কত উদ্যান শোভমান রহিয়াছে। বৃক্ষগণ, সম-
স্তজাত কুসুমে সুশোভিত ও ফলভরে আনত রহিয়াছে। চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গ-
রাজ, কোকিল, কলবিক, ময়ুর, প্রিয়পুত্র, শুক, জীবজীবক, হারীত, চাতক, প্রভৃতি
বিবিধ পক্ষী মধুর স্বরে কুজন করিতেছে। কত দীর্ঘিকা, কত তড়াগ, কত পুষ্করিণী
প্রভৃতি জলাশয় পদ্মিনীখণ্ডে মণ্ডিত হইয়া সুশোভিত হইতেছে। ঐ সকল জলাশয়ে
কত কুমুদ, পুণ্ডরীক ও সুন্দর সুন্দর নীলোৎ-
পল ফুটিয়া আছে এবং কাদম্ব, চক্রবাক, জল-
কুক্কট, কারণ্ডব, ও হংস প্রভৃতি নানা জল-
চর বিহঙ্গম বিচরণ করিতেছে। এইরূপে
সেই একাক্ষেত্রের সর্বস্থান নানাবিধ বৃক্ষ,
নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পুষ্প ও নানাবিধ
পুণ্য জলাশয়ে পরিশোভিত। সেখানে স্বয়ং
ভুক্তি ও মুক্তিদাতা, কৃতিবাস বৃষধ্বজ শিব,

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥
পুষ্করিণ্যস্তড়াগানি বাপ্যঃ কূপাশ্চ সাগরাঃ ।
তেভ্যঃ পূর্বং সমাহৃত্য জলবিন্দুন্ পৃথক্ পৃথক্
সর্বলোকহিতার্থায় কুজঃ সর্বসুরৈঃ সহ ।
তীর্থং বিন্দুসরো নামতস্মিন্ ক্ষেত্রেদ্বিজোত্তমাঃ
চকার ঋষিভিঃ সার্কং তেন বিন্দুসরঃ স্মৃতম্ ।
অষ্টম্যাং বহ্নে পক্ষে মার্গশীর্ষে দ্বিজোত্তমাঃ ॥
যন্তত্র যাত্রাং কুরুতে বিষুবে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বিধিবিন্দুসরসি স্নাত্বা শ্রদ্ধাসমর্পিতঃ ॥ ৫৫
দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৃন্ সন্তর্প্য বাগ্ধৃতঃ
তিলোদকেন বিধিনা নামগোত্রবিধানবিৎ ॥৫৬
স্নাত্বৈবং বিধিবত্তত্র সোহম্মমেধফলং লভেৎ ।
গ্রহোপরাগে বিষুবে সংক্রান্ত্যময়নে তথা ॥৫৭
যুগাদিষু ষড়শীত্যাং তথ্যন্তত্র শুভে তিথৌ ।
যে তত্র দানং প্রেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি ধনাদিকম্ ॥
অন্যতীর্থাচ্ছতগুণং ফলং তে প্রাপ্নুবন্তি বৈ ।

সর্বলোকের হিতের জন্য অবস্থান করিতে-
ছেন। পৃথিবীতে যে সকল পুণ্যতীর্থ আছে
এবং যত কিছু নদ, নদী, সরোবর, পুষ্করিণী,
তড়াগ, বাপী, কূপ ও সাগর আছে, কুজদেব
তৎসমুদায় হইতে পূর্বে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
বিন্দু বিন্দু জল আহরণ করিয়া লোকসমু-
হের হিতের জন্য সেই ক্ষেত্রে ঋষিগণের
সহিত একযোগে একটি তীর্থ নির্মাণ করি-
য়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! কুজ-নির্মিত
সেই তীর্থের নাম বিন্দুসর। অগ্রহায়ণ
মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে বা বিষুব
সংক্রান্তিতে যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া
যথাবিধি বিন্দুসর তীর্থে যাত্রা করে এবং
শ্রদ্ধার সহিত তথায় স্নান, এবং দেব, ঋষি,
পিতৃগণ ও মনুষ্যাদিগকে তিলোদক দ্বারা
নাম, গোত্র উল্লেখ করিয়া তর্পণ করে,
তাহার অম্মমেধজন্য ফললাভ হয়। চন্দ্র-
সূর্যাদির গ্রহণ, ষড়শীতিসংক্রান্তি, যুগাদ্য,
কোন যাগ যজ্ঞ অথবা অন্য কোন পুণ্যতিথি
উপলক্ষে তথায় ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি দান
করিলে অন্যান্য তীর্থপেক্ষা শতগুণ অধিক

পিণ্ডং যে সম্প্রযচ্ছন্তি পিতৃভ্যাঃ সরসস্তটে ॥৫১॥
 পিতৃণামক্ষয়াং তপ্তিং তে কুর্বন্তি ন সংশয়ঃ ।
 ততঃ শস্তোগৃহং গয়া বাগ্‌যতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
 প্রবিণ্ড পূজয়েৎ সৰ্বং কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্
 স্নতক্ষীরাদিভিঃ স্নানং কারয়িত্বা ভবং ওচঃ ॥
 চন্দনেন সুগন্ধেন বিলিপ্য কুঙ্কুমেণ চ ।
 ততঃ সম্পূজয়েদেবং চন্দ্রমৌলিমুমাপতিম্ ॥৫২॥
 পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্দেবৈবৈশ্বার্ককমলাদিভিঃ ।
 আগমোক্তেন মন্ত্রেণ বেদোক্তেন চ শঙ্করম্ ॥
 অদীক্ষিতস্ত নারৈব মূলমন্ত্রেণ চার্চয়েৎ ।
 এবং সম্পূজ্য তং দেবং গন্ধপুষ্পানুরাগিভিঃ ॥
 ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈরুপহারৈস্তথা স্তবৈঃ ।
 দণ্ডবৎ প্রণিপাতিতশ্চ গীতৈর্বাদৈর্মনোহরৈঃ ॥
 নৃত্যজপানমস্কারৈর্জয়শব্দৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ ।
 এবং সম্পূজ্য বিধিবদেবদেবমুমাপতিম্ ॥৫৬॥
 সৰ্বপাপবিনির্মুক্তো রূপযৌবনগর্ভিতঃ ।
 কুলৈকবিংশমুদ্রিত্য দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥৫৭॥

কলল্লাভ হয়। এই বিন্দুসরের তীরে
 যাহারা পিতৃলোককে পিণ্ড দান করে,
 তাহাদের পিতৃগণের অক্ষয় তপ্তি
 হয়, সংশয় নাই। অনন্তর জিতেন্দ্রিয়
 ও মৌনী হইয়া শত্ৰুমান্দরে প্রবেশ-
 পূর্বক শত্ৰুকে তিন বার প্রদক্ষিণান্তে স্নত
 ও ক্ষীরাদি দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা
 করিবে। চন্দন ও কুঙ্কুমাди সুগন্ধ অনু-
 লেপন, বিবিধ পুষ্প, প্রচুর বিদ্য ও অর্কপত্র ও
 আমলকফল দ্বারা আগমোক্ত মন্ত্রে চন্দ্র-
 মৌলি উমাপতির অর্চনা করিতে হয়।
 অদীক্ষিত ব্যক্তি কেবল নাম মাত্র
 উচ্চারণপূর্বক পূজা করিবে। এইরূপে
 গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাदि উপহার
 দ্বারা পূজা করিয়া, পরে দণ্ডবৎ প্রণিপাত,
 গীত, বাণ, নৃত্য, নানাস্তব, জয়শব্দ
 উচ্চারণ ও প্রদক্ষিণ করিবে। এইরূপে
 দেবদেব উমাপতিকে বিবিধ পূজা করিলে
 সৰ্ব পাপ হইতে বিমুক্ত ও রূপ-যৌবনে
 গর্ভিত এবং সৰ্বাভরণে ভূষিত হইয়া

সৌবর্ণেন বিমানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ॥
 উপগীয়মানো গন্ধর্বৈরপ্সরোভিরলঙ্কৃতঃ ॥৫৮॥
 উদ্যোতয়ন দিশঃ সৰ্বাঃ শিবলোকং স গচ্ছতি
 ভূক্কা তত্র সুখং বিপ্রা মনসঃ প্রীতিদায়কম্ ॥
 তল্লোকবাসিভিঃ সার্কিং যাবদাভূতসংপ্রবম্ ।
 ততস্তস্মাদিহায়াতঃ পৃথিব্যাং পুণ্যসংক্ষেপে ॥
 জায়তে যোগিনাং গোহে চতুর্বেদী দ্বিজোত্তমাঃ
 যোগং পাশুপতং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাগ্নয়াৎ
 শয়নোথাপনে চৈব সংক্রান্ত্যাময়নে তথা ।
 অশোকাষ্টম্যং তথাষ্টম্যং পাবত্রারোপণেতথা
 যে চ পশ্চাৎ তং দেবং কৃতিবাসসমুত্তমম্ ।
 বিমানেনার্কবর্ণেন শিবলোকং ব্রজন্তি তে ॥৬০॥
 সৰ্বকালেহপি তং দেবং যে পশ্যন্তি সুমেধসঃ ।
 তেহপি পাপবিনির্মুক্তাঃ শিবলোকং ব্রজন্তি বৈ
 দেবশ্চ পশ্চিমে পূর্বে দক্ষিণে চোত্তরে তথা ।
 যোজনদ্বিতয়ং সার্কিং ক্ষেত্রং তদুজ্জির্মুক্তিদম্ ॥
 তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে লিঙ্গং ভাস্করেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ।

কিঙ্কিণীজালমালী সুবর্ণবিমানে আরোহণ-
 পূর্বক গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ কর্তৃক উপগীয়-
 মান হইয়া দিক্ সকল বিজোতিত করত
 শিবলোকে উপনীত হইয়া থাকে। হে
 বিপ্রগণ! তথায় মনঃপ্রীতিকর সুখ সকল
 উপভোগ করিয়া শিবলোকবাসীদিগের
 সহিত আকল্পকাল বাস করে। অনন্তর
 পুণ্যক্ষেপে পৃথিবীতে আসিয়া চতুর্বেদবিৎ
 যোগীদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, তৎপরে
 পাশুপত যোগ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।
 যাহারা শয়ন, উত্থান, সংক্রান্তি, অয়ন,
 অশোকাষ্টমী ও পাবত্রারোপণ দিনে কৃতি-
 বাসকে দর্শন করে, অর্কবর্ণ বিমান-রোহণে
 তাহারা শিবলোকে উপনীত হয়। ৬৭—৭৪।
 যে সকল সুধী ব্যক্তি সৰ্বদাই সেই দেব-
 দেবকে দর্শন করেন, তাহাদেরও শিবলোকে
 গতি হয়। দেবদেবের পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ
 ও উত্তর দিকে সার্কি দুই যোজন পরিমিত
 ক্ষেত্র ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক। সেই ক্ষেত্রে
 ভাস্করেশ্বর নামে এক লিঙ্গ আছে পুরা-

পশ্চত্তি যে তু তং দেবং স্নাত্বা কুণ্ডে মহেশ্বরম্
আদিত্যোনার্চিতং পূৰ্বং দেবদেবং ত্রিলোচনম্
সৰ্বপাপগবিনিৰ্মুক্তা বিমানবরমাস্থিতাঃ ॥ ৭৭
উপগীয়মানা গন্ধৰ্বৈঃ শিবলোকং ব্রজন্তি তে
তিষ্ঠন্তি তত্র মুদিতাঃ কল্পমেকং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
তুচ্ছা তু বিপুলান্ ভোগান্ শিবলোকে

মনোরমান ।

পুণ্যকরাদিহায়াতা জায়ন্ত প্রবরে কুলে ॥ ৭৯
অথবা যোগিনাং গেহে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ।
উৎপদ্যন্তে দ্বিজবরাঃ সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৮০
মোক্ষশাস্ত্রার্থকুশলাঃ সৰ্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
যোগং শস্তোৰ্জয়ং প্রাপ্য ততো মোক্ষং

ব্রজন্তি তে ॥ ৮১

তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে লিঙ্গং যদ্ব্যন্তে দ্বিজাঃ
পূজ্যাপূজ্যং চ সৰ্বত্র বনে রথ্যাস্তরেহপি বা
চতুস্পথে শ্মশানে বা যত্র কুত্র চ তিষ্ঠতি ।
দৃষ্ট্বা তল্লিঙ্গমবাগং শ্রদ্ধয়া স্মসমাহিতঃ ॥ ৮৩

কালে আদিত্যদেব উহার অর্চনা করিয়া
ছিলেন। মানবেরা তত্রতা কুণ্ডে স্নান
করিয়া দেবদেব মহেশ্বরকে দর্শন করিলে
সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং উত্তম বিমানে
আরোহণ করিয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপ-
ভোগান্তে গন্ধৰ্বগণ কর্তৃক উপগীয়মান
হইয়া শিবলোকে আগমন করে ও তথায়
এক কল্পকাল যাবৎ মুদিতচিত্তে অবস্থিত
হয়। পরে শিবলোকে থাকিয়া বিবিধ
মনোরম ভোগ উপভোগ করিবার পর পুণ্য-
ক্ষেত্রে পুনরায় ইহলোকে উত্তমকূলে জন্ম
গ্রহণ করে অথবা যোগীদিগের কূলে জন্মিয়া
বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী সৰ্বভূতহিতৈষী মোক্ষ-
শাস্ত্রদর্শী সমবুদ্ধি-সম্পন্ন দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়া
শান্তবযোগ লাভান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।
সেই পবিত্র ক্ষেত্রের সৰ্বত্র বনে, রথ্যামধ্যে,
চতুস্পথে বা শ্মশানাদিতে যে কোন স্থানে
যত কিছু পূজ্য কিংবা অপূজ্য শিবলিঙ্গ
আছে, মানব তদর্শনে অব্যগ্রচিত্তে
স্মসমাহিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাহাকে

স্নাপয়িত্বা তু তং ভক্ত্যা গঠৈঃ পুষ্পৈর্মনোহুৈঃ
ধূপৈর্দীপৈঃ সনৈবেদ্যৈর্নমস্কারৈরুত্থা স্তবৈঃ ॥ ৮৫
দণ্ডবৎ প্রণিপাতৈশ্চ নৃত্যগীতাদিভিস্তথা ।
সম্পূজ্যৈবং বিধানেন শিবলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥
নারী বা দ্বিজশাদ্রীনাঃ সম্পূজ্য শ্রদ্ধয়াষিতা ।
পূর্বোক্তং ফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্য বিচারণা
কঃ শক্নোতি গুণকন বক্তুং সমগ্রানুনিস্তুতমাঃ ।
তস্মা ক্ষেত্রবরস্তাথ ঋতে দেবান্নমহেশ্বরায় ॥ ৮৭
তস্মিন্ ক্ষেত্রোত্তমে গতা শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়াপি বা ।
মাধবাদিষু মাসেষু নরো বা যদিবাঙ্গনা ॥ ৮৮
যস্মিন্ যস্মিন্স্থিতথো বিপ্রাঃ স্নাত্বা বিন্দুসরোস্তসি
পশ্চাদ্বেবং বিরূপাক্ষং দেবীং চ বরদাং শিবাম্
গণং চণ্ডং কার্ত্তিকেয়ং গণেশং বৃষভং তথা ।
কল্পজমং চ সাবিত্রীং শিবলোকং চ গচ্ছতি ॥
স্নাত্বা চ কাপিলং তীর্থং বিধিবৎ পাপনাশনম্ ।
প্রাপ্নোত্যাভিমতান্ কামান্ শিবলোক স গচ্ছতি
যঃ স্তম্ভঃ তত্র বিধিবৎ কৰোতি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ

স্নান করাইবে এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ,
নৈবেদ্য, নমস্কার, স্তব, ও দণ্ডবৎ প্রণিপাত
দ্বারা নৃত্যগীতাদি বাদ্যোদয় সহকারে
যথাবিধি তদীয় পূজা করিবে। এইরূপ
পূজা করিলেও শিবলোকপ্রাপ্তি হয়।
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! স্থীলোকেরাও শ্রদ্ধা-
সহকারে শিবপূজা করিলে পূর্বোক্ত
ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে
মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! একমাত্র দেব মহেশ্বর
ব্যতীত কোন ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রবরের নিখিল
গুণ বর্ণন করিতে পারে? শ্রদ্ধায় হউক,
আর অশ্রদ্ধায়ই হউক, নর কিংবা নারী যদি
বৈশাখাদি মাসে সেই উত্তমক্ষেত্রে গিয়া
যে কোন তিথিতে বিন্দুসরের জলে স্নান
করিয়া তত্রত্য দেবদেব বিরূপাক্ষ, দেবী
বরদা, শিবা, চণ্ডাখ্য গণ, কার্ত্তিকেয়,
গণেশ, বৃষভ, কল্পজম, ও সাবিত্রীকে সন্দ-
র্শন করে, তাহার শিবলোক-প্রাপ্তি হয়।
তথাকার পাপ-হর কাপিলতীর্থে বিধিপূর্বক
স্নান করিয়া অভিমত কামলাভ করত শিব

কুলৈকবিংশমুদ্রত্য শিবলোকং স গচ্ছতি ॥৯২
 একাত্মকে শিবক্ষেত্রে বারানসীসমে শুভে ।
 স্নানং কৰোতি যস্তত্র মোক্ষং স লভতে ধ্রুবম্
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভু ঋষিসংবাদ একাত্মক্ষেত্র-
 মাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোদধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিরজে বিরজা মাতা লক্ষ্মণী সম্প্রতিষ্ঠিতা ।
 যন্তাঃ সন্দর্শনামৃত্যুঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥
 সৰুদৃষ্টা তু তাং দেবীংভক্ত্যা পূজ্য প্রণম্য চ
 নরঃ স্ববংশমুদ্রত্য মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ২
 অত্যাশ্চ তত্র তিষ্ঠন্তি বিরজে লোকমাতরঃ ।
 সৰ্বপাপহরা দেব্যা বরদা ভক্তিবৎসলাঃ ॥ ৩

লোক লাভ হয় । যে জন জিতেন্দ্রিয় ভাবে
 তথায় স্তম্ভারোপণ করে, সে একবিংশতিকুল
 উদ্ধার করিয়া শিবলোকে উপনীত হইয়া
 থাকে । একাত্মক শিবক্ষেত্র বারানসীতুল্য
 পবিত্র । যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, তাহার
 মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই । ৭৫—৯৩ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন, বিরজক্ষেত্রে বিরজা
 নাম্নী জগন্মাতা ব্রহ্মাণী প্রতিষ্ঠিতা আছেন ।
 তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্রই মানব স্বীয় সপ্ত
 কুল পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকে । নরগণ
 একবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন, ভক্তিপূর্বক
 পূজন ও প্রণাম করিলেও স্বীয় বংশের
 উদ্ধার সাধন করিয়া মদীয় লোকে উপনীত
 হইতে পারে । ঐ বিরজাক্ষেত্রে আরও
 অনেক লোকমাতা বিরাজ করিতেছেন ।
 তাঁহারা সকলেই সৰ্বপাপহারিণী, বর-

আন্তে বৈতরণী তত্র সৰ্বপাপহরা নদী
 যন্তাঃ স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠঃ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
 আন্তে স্বয়ম্ভুস্তত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিঃ স্বয়ম্ ।
 দৃষ্ট্বা প্রণম্য তং ভক্ত্যা পরং বিষ্ণুং ব্রজন্তি তে
 কাপিলে গোগ্রহে সোমে তীর্থে চানাবুসংজ্ঞিতে
 মৃত্যুঞ্জয়ে ক্রোড়তীর্থে বাসুকৈ সিদ্ধকেশবৈঃ ॥
 তীর্থেষেতেষু মতিমান্ বিরজে সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
 গহ্যষ্টতীর্থং বিধিবৎস্নাত্বা দেবান্ প্রণম্য চ ॥ ৭
 সৰ্বপাপবিনিমুক্তো বিমানবরমাস্থিতঃ ।
 উপগীয়মানো গন্ধর্বেৰ্মম লোকে মহীয়তে ॥ ৮
 বিরজে যো মম ক্ষেত্রে পিণ্ডদানং কৰোতি বৈ
 স কৰোতাক্ষয়াং ভৃগুং পিতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ
 মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠা বিরজে যে কলেবরম্ ।
 পরিত্যজন্তি পুরুষান্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ ॥
 স্নাত্বা যঃ সাগরে মর্ত্যো দৃষ্ট্বা চ কপিলং হরিম্

দায়িনী ও ভক্তবৎসলা । তথায় বৈতরণী
 নামে এক সৰ্বপাপহারিণী নদী আছে, ঐ
 নদীতে স্নান করিলে মানব সৰ্বপাপ হইতে
 মুক্ত হইয়া থাকে । সেখানে স্বয়ম্ভু বরাহ-
 মূর্তি হরি স্বয়ং বিরাজমান ; ভক্তিভরে
 তাঁহাকে প্রণাম ও দর্শন করিলে বিষ্ণুর
 পরম ধামে উপনীত হওয়া যায় । বিরজা-
 ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে কাপিল, গোগ্রহ, সোম,
 অনাবু, মৃত্যুঞ্জয়, ক্রোড়, বাসুক ও সিদ্ধেশ্বর
 তীর্থ নামে আরও অষ্টতীর্থ বিদ্যমান ।
 জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ঐ অষ্টতীর্থে গমন, বিধি-
 বৎ স্নান ও তত্রত্য দেবগণকে প্রণাম
 করিয়া সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অন্তে
 বিমানবরে আরোহণপূর্বক গন্ধর্বগণ কর্তৃক
 উপগীয়মান হইয়া মদীয় লোকে বিহার করিয়া
 থাকে । বিরজাখ্য মদীয় ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি
 পিণ্ড দান করে, সে নিশ্চয়ই পিতৃগণের
 অক্ষয়া ভৃগু উৎপাদন করিয়া থাকে । মদীয়
 বিরজাক্ষেত্রে যাহারা কলেবর পরিত্যাগ
 করে, নিশ্চয়ই তাহাদের মোক্ষলাভ ঘটে ।
 ১—১০ । যে ব্যক্তি সাগরে স্নানপূর্বক
 কপিল দেবকে সন্দর্শন করিয়া বাসাহী

পশ্চোদেবীং চ বারাহীং স যাতি ত্রিংশালয়ম্ ॥
সন্তি চাত্তানি তীর্থানি পুণ্যান্তয়তনানি চ ।
তৎকালে তু মুনিশ্রেষ্ঠা বেদিতব্যানি তানি বৈ
সমুদ্রশোভিত্তরে তীরে তস্মিন্দেশে দ্বিজোত্তমাঃ
আন্তে গুহ্যং পরং ক্ষেত্রং মুক্তিদং পাপনাশনম্
সর্বত্র বালুকাকীর্ণং পবিত্রং সর্বকামদম্ ।
দশযোজনবিস্তীর্ণং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥ ১৪
অশোকার্জুনপুন্নাগৈর্বকুলৈঃ সরলজ্রমৈঃ ।
পনসৈর্নারিকৈলৈশ্চ শালৈস্তালৈঃ কপিথকৈঃ ॥
চম্পকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ চূতবিশ্বৈঃ সপাটলৈঃ ।
কদম্বৈঃ কোবিদারৈশ্চ লকুচৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ১৫
প্রাচীনামলকৈলৌধৈর্নারকৈর্ধবখাদিরৈঃ ।
সর্জভূজ্জাম্বকৈশ্চ তমালৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ১৬
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ অগ্ৰোধাঙ্কুরচন্দনৈঃ ।
খর্জুরাত্রাতকৈঃ সিদ্ধৈর্মুচুকুন্দৈঃ সকিংকরৈঃ ॥
অশ্বথৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ মধুধারশোভাজনৈঃ ।
শিশ্যপামলকৈর্নৌপনিষত্তিন্দুবিভীতকৈঃ ॥ ১৭

দেবীকে দর্শন করে, তাহার স্বর্গগতি হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মদীয় ক্ষেত্রে আরও বহুতর পুণ্য তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে, সে সকল সকলেরই বেদিতব্য। হে দ্বিজগণ! সমুদ্রের উত্তর তীরে এক পরম গুহ্য পাপহর মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র আছে, তাহার সমস্ত স্থানই বালুকাময়; ঐ ক্ষেত্র পবিত্র ও সর্ব-কামপ্রদ। উহার বিস্তার দশ যোজন-পরিমিত; উহা মনুষ্যালোকে পরম দুর্লভ। ঐ ক্ষেত্রের চতুর্দিকে অশোক, অর্জুন, পুন্নাগ, বকুল, সরল, পনস, নারিকেল, শাল, তাল, কপিথ, চম্পক, কর্ণিকার, চূত, বিশ্ব, পাটল, কদম্ব, কোবিদার, লকুচ, নাগকেশর, প্রাচীনা-মলাক, লোধ, নারঙ্গ, ধব, খদির, সর্জ, ভূজ, অশ্বকর্ণ, তমাল, দেবদারু, মন্দার, পারিজাত, অগ্ৰোধ, অঙ্কুর, চন্দন, খর্জুর, আত্মাতক, সিদ্ধ, মুচুকুন্দ, কিংকর, অশ্বথ, সপ্তপর্ণ, মধুধার শোভাজন, শিশ্যপা, আমলক, নৌপ, নিষ, তিন্দু ও বিভীতক প্রভৃতি সর্ব

সর্বভুকলগন্ধাট্যে সর্বভুকুশুমোজ্জলৈঃ ।
মনোহ্লাদকরৈঃ শুভ্রৈর্নানাবিহগনাদিতৈঃ ॥ ২০
শ্রোত্ররম্যৈঃ সমধুরৈর্বলনির্ম্মদনৈরিতৈঃ ।
মনসঃ প্রীতিজনকৈঃ শব্দৈঃ খগমুখৈরিতৈঃ ॥ ২১
চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈস্তথা শুকৈঃ ।
কোকিলৈঃ কলবিশ্বৈশ্চ হারীতৈর্জীবজীবকৈঃ ॥
প্রিয়পুত্রৈশ্চাতকৈশ্চ তথ্যৈর্মধুরস্বরৈঃ ।
শ্রোত্ররম্যৈঃ প্রিয়করৈঃ কুজভিঃচার্শ্বধিষ্ঠিতৈঃ ॥
কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ স্কুজকৈঃ ।
মালতীকুন্দবাণৈশ্চ করবীরৈঃ সিতৈতরৈঃ ॥ ২৪
জম্বীরকরণাক্ষৌলৈর্দাড়িমবীজপূরকৈঃ ।
মাতুলুঙ্গৈঃ পুগফলৈর্হিস্তালৈঃ কদলীবনৈঃ ॥ ২৫
অশ্বৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পৈশ্চাত্তৈর্মনোহরৈঃ
লতাবিতানগুলৈশ্চ বিবিধৈশ্চ জলাশয়ৈঃ ॥ ২৬
দীর্ঘিকাভিস্তড়াগৈশ্চ পুষ্করিণীভিঃ বাপিভিঃ ।
নানাজলাশয়ৈঃ পুণ্যৈঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ॥ ২৭
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি প্রসন্নসলিলানি চ ।
কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃ শুভৈঃ
কল্লারৈঃ কমলৈশ্চাপি আচিতানি সমস্ততঃ ।

ঋতুজাত ফল-কুশুম-গন্ধাবিত, মনঃপ্রীতি-কর, নানা বিহগ-নাদিত, পাদপরাজি বিরাজমান। ঐ সকল পাদপোপরি চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, কলবিশ্ব, হারীত, জীব-জীবক, প্রিয়পুত্র, চাতক, ও অন্যান্য মধুরকণ্ঠ শ্রবণ-মনোহর কুজন-পরায়ণ পক্ষিকুল উপবষ্ট। সেখানে কত কেতকী বনখণ্ড, কত অতিমুক্ত, কুজক, মালতী, কুন্দ, করবীর, জম্বীর, করণ, অক্ষৌল, দাড়িম, বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, পুগ, হিস্তাল ও কদলীবন এবং এতদ্ভিন্ন কত বিবিধ মনোজ্ঞ কুশুম-সমুদ্ভাসিত বৃক্ষ ও লতা-গুল্যাদি বিরাজমান; পদ্মিনী খণ্ডমণ্ডিত কত পুণ্য জলাশয়, কত পুষ্করিণী, কত দীর্ঘিকা ও কত তড়াগাদি বিস্তৃত। ১১—২৭। ঐ সকল জলাশয়ই মনোজ্ঞ ও প্রসন্নসলিলে পরিপূর্ণ। কুমুদ, পুণ্ডরীক, নীলোৎপল, কল্লার ও কমল সকল ঐ জলাশয়সমূহের

কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুকুটে: ॥ ২৯
 কারণ্ডবৈঃ প্লবৈহংসৈঃ কুশ্মৈর্নমঃশ্চ মদগুভিঃ
 দাত্যুহসারসাকীর্ণৈঃ কোষষ্টিকশোভিতৈঃ ॥ ৩০
 এতৈশ্চাত্মৈশ্চ কুজাঃ সমস্তাজ্জলচারিভিঃ ।
 ঋগৈর্জলচরৈশ্চাত্মৈঃ কুসুমৈশ্চ জলোদ্ভবৈঃ ॥
 এবং নানাবিধৈর্ধর্মৈঃ পুষ্পৈঃ স্থলজলোদ্ভবৈঃ
 ব্রহ্মচারিগৃহৈশ্চানপ্রৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ ॥ ৩১
 স্বধর্মনিরতৈর্বর্ণৈস্তথাত্মৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
 হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং নরনারীসমাকুলম্ ॥ ৩২
 অশেষবিদ্যানিলয়ং সর্বধর্মশুণাকরম্ ।
 এবং সর্বশুণোপেতং ক্ষেত্রং পরমহর্লভম্ ॥ ৩৩
 আস্তে তত্র মুনিশ্রেষ্ঠা বিখ্যাতাঃ পুরুষোত্তমাঃ ।
 যাবহুৎকলমর্যাদা দিকৃক্রমেণ প্রকীর্তিতা ॥ ৩৪
 তাবৎ কৃষ্ণপ্রসাদেন দেশঃ পুণ্যতমো হি সঃ ।
 যত্র তিষ্ঠতি বিশ্বাত্মা দেশে স পুরুষোত্তমঃ ॥
 জগদ্ব্যাপী জগন্নাথস্তত্র সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 অহং ক্রদ্রশ্চ শক্রশ্চ দেবাশ্চাগ্নিপুরোগমাঃ ॥ ৩৫

সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । কাদম্ব, চক্রবাক, জলকুকুট, কারণ্ডব, প্লব, হংস, কুশ্ম, মৎস্য, দাত্যুহ, সারস ও কোষষ্টিক প্রভৃতি এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কুজন-পরায়ণ জলচর বিহঙ্গম ও অন্যান্য জলজাত কুসুমরাশি ঐ সকল জলাশয়ে বিরাজিত । ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু প্রভৃতি স্বধর্ম-নিরত চতুর্ধি আশ্রমী লোক সেই ক্ষেত্রে অবস্থিত । উহা হৃষ্টপুষ্ট জনে আকীর্ণ, নরনারীগণে পরিপূর্ণ, সর্ববিধ বিজ্ঞাচর্চার আধারস্থান ও সর্ব-ধর্ম ও সর্ব-শুণের আকর । এইরূপে সেই সর্বশুণযুত ক্ষেত্র জগতে পরম হর্লভ । ২৮—৩৪ । হে মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ ! সেই ক্ষেত্রে বিখ্যাত পুরুষোত্তম বিরাজমান । দিগ্‌বিভাগ অনুসারে যত-দূর পর্য্যন্ত উৎকল দেশের সীমা নির্দিষ্ট আছে, যথায় বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তম বিরাজ-মান, ভগবান্ কৃষ্ণের প্রসাদে সেই দেশই পরম পুণ্যতম । জগদ্ব্যাপী জগন্নাথ সেই-খানেই অবস্থিত । আমি, ক্রদ্র, ইন্দ্র ও অগ্নি-

নিবসামো মুনিশ্রেষ্ঠাস্তস্মিন দেশে সদা বয়ম্ ।
 গন্ধর্বাংপরসঃ সর্বাঃ পিতরো দেবমানুষাঃ ॥ ৩৬
 যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
 ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ কশ্চপাদ্যাঃ প্রজেশ্বর্যঃ
 সুপর্ণাঃ কিন্নরা নাগান্তথাশ্চ স্বর্গবাসিনঃ ।
 সাক্ষাশ্চ চতুরো বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥
 ইতিহাসপুরাণানি যজ্ঞাশ্চ বরদক্ষিণাঃ ।
 নদ্যাশ্চ বিবিধাঃ পুণ্যাস্তীর্থাত্মায়তনানি চ ॥ ৪১
 সাগরাশ্চ তথা শৈলাস্তস্মিন দেশে ব্যবস্থিতাঃ
 এবং পুণ্যতমে দেশে দেবর্ষিপিতৃসেবিতৈঃ ॥ ৪২
 সর্বোপভোগসহিতে বাসঃ কশ্চ ন রোচতে ।
 শ্রেষ্ঠত্বং কশ্চ দেশস্ত কিং চাত্তদধিকং ততঃ ॥ ৪৩
 আস্তে যত্র স্বয়ং দেবো মুক্তিদঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 ধন্যাস্তে বিবুধপ্রথ্যা যে বসন্ত্যৎকলে নরাঃ ॥
 তীর্থরাজজলে স্নাত্বা পশুন্তি পুরুষোত্তমম্ ।
 স্বর্গে বসন্তি তে মর্ত্যা ন তে যান্তি যমানয়ে ॥ ৪৫
 যে বসন্ত্যৎকলে ক্ষেত্রে পুণ্যে ত্রীপুরুষোত্তমে

প্রমুখ অন্যান্য দেবগণ, আমরা সকলেই তথায় সর্বদা বাস করি । গন্ধর্ব, অপর, পিতৃ, দেব ও মানুষগণ, যক্ষগণ, বিজ্ঞাধর-গণ, সিদ্ধগণ, সংশিতব্রত মুনিগণ, বাল-খিল্যাদি ঋষিগণ, কশ্চপাদি প্রজাপতিগণ, সুপর্ণ ও কিন্নরগণ, নাগগণ অন্যান্য স্বর্গ-বাসিগণ, সাক্ষ চতুর্বেদ, বিবিধ শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ বহুদক্ষিণাধিত যজ্ঞসকল, বিবিধ পুণ্য নদীগণ, নানা তীর্থ ও আয়তন সকল, সাগরসমূহ এবং শৈলবৃন্দ, ইহারা সকলেই তথায় বিদ্যমান । কলতঃ দেবর্ষি-পিতৃ-সেবিত সর্বোপভোগ-ময় পবিত্র দেশে কাহার না বাস করিতে ইচ্ছা হয় ? এই দেশ হইতে অন্য কোন দেশের শ্রেষ্ঠত্ব হইতে পারে ? এই পুণ্য দেশে স্বয়ং মুক্তিপ্রদাতা পুরুষোত্তম দেব অবস্থিত । যে সকল নর উৎকল দেশে বাস করে, সেই বিবুধপ্রতিম নরগণই জগতে ধন্য । এখানকার প্রধান তীর্থ-জলে স্নান করিয়া যাহারা পুরুষোত্তমকে

সকলং জীবিতং তেষামুৎকলানাং সুমেধসাম্ ॥
যে পশুস্তি সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নায়তলোচনম্ ।
চাক্রকেশমুকুটং চাক্রকর্ণাবতংসকম্ ॥ ৪৭
চাক্রম্মিতং চাক্রদন্তং চাক্রকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
সুনাংসং সুকপোলঞ্চ সুললাটং সুলক্ষণম্ ॥ ৪৮
ত্রৈলোক্যানন্দজননং কৃষ্ণশ্চ মুখপঙ্কজম্ ॥ ৪৯

ইতি ত্রিচত্রিংশে উৎকলক্ষেত্র বর্ণনং নাম
ত্রিচত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্রিংশোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পুরা কৃতযুগে বিপ্রাঃ শত্রুতুলাপরাক্রমঃ ।
বভূব নৃপতিঃ স্রীমানিন্দ্রহুয় ইতি শ্রুতঃ ॥ ১
সত্যবাদী শুচির্দক্ষঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।

দর্শন করে, সেই মর্ত্যগণ কখন যমালয়ে
যায় না, তাহার স্বর্গধামেই গমন করিয়া
থাকে। যাহার পবিত্র উৎকল দেশস্থ
পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করে, সেই
সকল সুমেধা উৎকলবাসীদিগের জীবনই
সফল। যাহার লোচন প্রসন্ন ও আয়ত,
যাহা চাক্র ক্র, কেশ ও মুকুটে সুশোভিত,
যাহার চাক্র হস্ত, ও চাক্র দন্ত, যাহা চাক্র
কুণ্ডলে মণ্ডিত, যাহার সুনাঙ্গ, সুকপোল
ও সুললাট, স্রীকৃষ্ণের সেই সুলক্ষণাবিত
ত্রৈলোক্যানন্দজনক মুখপঙ্কজ যাহারা অব-
লোকন করে, জগতে তাহারাই ধন্য
পুরুষ। ৩৫—৪৯।

ত্রিচত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪২ ।

ত্রিচত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ! সত্যযুগে
ইন্দ্রতুলা পরাক্রমশালী ইন্দ্রহুয় নামে এক
স্রীমান নরপতি ছিলেন। তিনি সত্যবাদী,
সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, যষ্টি, শুচি, দক্ষ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্য-

রূপবান্ সুভগঃ শূরো দাতা ভোক্তা প্রিয়বদঃ
যষ্টি সমস্তযজ্ঞানাং ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ শাস্ত্রে চ নিপুণঃ কৃতী ॥ ৩।
বল্লভো নরনারীগাং পৌর্ণমাস্তাং যথা শশী ।
আদিত্য ইব হৃশ্বেক্যঃ শত্রুসম্মতয়ঙ্করঃ ॥ ৪
বৈকবঃ সত্ত্বসম্পন্নো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
অধ্যোতা যোগসাংখ্যানাং মুমুকুর্ধর্ম্যতৎপরঃ ॥ ৫
এবং স পালয়ন্ পৃথ্বীং রাজা সর্বগুণাকরঃ ।
তস্তা বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না হরেরারাদনং প্রতি ॥ ৬
কথমাধায়িষ্যামি দেবদেবঃ জনাঙ্গনম্ ।
কস্মিন্ক্ষেত্রেহথবা তীর্থে নদীতীরে তথাশ্রমে
এবং চিন্তাপরঃ সোহথ নিরীক্ষ্য মনসা মহীম্
আলোক্য সর্বতীর্থানি ক্ষেত্রাণ্যথ পুরাণ্যপি ॥
তানি সর্বাণি সন্তাজা জগামায়তনং পুনঃ ।
বিখ্যাতং পরমং ক্ষেত্রং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্
স গহ্বা তৎক্ষেত্রবরং সমৃদ্ধবলবাহনঃ ।
অমজচ্চাশ্রমেধেন বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১০

প্রতিজ্ঞ, রূপবান, সৌভাগ্যশালী, শূর,
দাতা, ভোক্তা, প্রিয়বদ, ধনুর্বেদ ও অস্ত্রাস্ত্র
সর্ববেদে পারদর্শী, পূর্ণচন্দ্রবৎ নর-নারী-
গণের বল্লভ, আদিত্যের স্থায় হৃশ্বেক্য,
শত্রুসম্মতয়ঙ্কর, বিষ্ণু-ভক্ত, সত্ত্বসম্পন্ন,
জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, সাংখ্যযোগের
অধ্যোতা, ধর্ম্যতৎপর, ও মুমুকু, বলিয়া
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই সর্বগুণাকর
রাজা পৃথিবীপালনে নিরত হইবার পর
একদা হরির আরাধনার্থ তাঁহার বুদ্ধি-
বৃদ্ধি উন্মেষিত হইল। তিনি ভাবিলেন,
আমি কিরূপে কোন্ ক্ষেত্রে, তীর্থে অথবা
কোন্ নদীর তীরে বা আশ্রমে দেবদেব
জনাঙ্গনকে আরাধনা করিব? এইরূপে
তিনি চিন্তাক্রান্ত হইয়া মনে মনে সমস্ত মহী
ও মহীস্থ সর্ব তীর্থক্ষেত্র ও পুরনগরাদি
অবলোকন করিলেন। ১—৮। পরিদর্শনান্তে
তিনি সে সকল স্থানই পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি-
প্রদ বিখ্যাত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করি-
লেন। নরপতি ইন্দ্রহুয় বলবাহনাদি সমস্তি-

কারয়িত্বা মহোৎসেধং প্রাসাদকৈব বিকৃতম্
তত্র সঙ্কৰ্ষণং কৃষ্ণং সুভদ্রাং স্থাপ্য বীৰ্য্যবান্ ॥
পঞ্চতীর্থঞ্চ বিধিবৎ কৃৎস্না তত্র মহীপতিঃ ।
জ্ঞানং দানং তপো হোমং দেবতাপ্রেক্ষণং তথা
ভক্ত্যা চারাধ্য বিধিবৎ প্রত্যহং পুরুষোত্তমম্
প্রসাদাদেবদেবশ্চ ততো মোক্ষমবাণুবান্ ॥১৩
মার্কণ্ডেয়ঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ দৃষ্ট্বা রামঞ্চ তো দ্বিজাঃ ।
সাগরে চৈন্দ্রহ্যাত্ম্যে স্নানমোক্ষং লভেদ্বৈবম্
মুনয় উচুঃ ।

কস্মাৎ স নৃপতিঃ পূৰ্ব্বমিল্লহ্যায়ো জগৎপতিঃ ।
জগাম পরমং ক্ষেত্রং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্ ॥
গত্বা তত্র সুরশ্রেষ্ঠ কথং স নৃপসত্তমঃ ।
বাজিমৈধেন বিধিবিদিত্ত্বান্ পুরুষোত্তমম্ ॥১৬
কথং স সৰ্বফলদে ক্ষেত্রে পরমদুর্লভে ।
প্রাসাদং কারয়ামাস চেষ্টং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥
কথং স কৃষ্ণং রামঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ প্রজাপতে ।

ব্যাহারে সেই প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া
প্রভূত দক্ষিণা প্রদানপূর্বক যথাবিধি অশ্বমেধ
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। পরে সেখানে
এক মহোচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে
সঙ্কৰ্ষণ, কৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে স্থাপন করত
পরে যথাবিধি পঞ্চতীর্থ প্রতিষ্ঠা করিয়া
জ্ঞান, দান, তপস্যা, হোম ও দেবদর্শনাদি
করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ যথা-
বিধি পুরুষোত্তমের আরাধনা করিয়া দেব
দেবের অনুগ্রহে অস্তে মোক্ষলাভ করেন।
হে দ্বিজগণ! সেখানে মার্কণ্ডেয়, কৃষ্ণ ও
বলরাম আছেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইন্দ্র
হ্যাত্ম্য সাগরে স্নান করিলে, নিশ্চয়ই মোক্ষ
লাভ হয়। ৯—১৪। মুনিগণ কহিলেন, পৃথিবী-
পতি ইন্দ্রহ্য কি নিমিত্ত সেই মুক্তিপ্রদ
পরম ক্ষেত্র পুরুষোত্তমধামে গমন করিয়া-
ছিলেন? হে সুরশ্রেষ্ঠ! তিনি সেখানে
গিয়া কিরূপে বাজিমৈধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান,
যথাবিধি পুরুষোত্তম দেবের অর্চনা, কিরূপে
সৰ্বফলপ্রদ পুরম দুর্লভ ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্য-
বিশ্রুত প্রাসাদ নির্মাণ, কি প্রকারে কৃষ্ণ-

নিৰ্মমে রাজশার্দূলঃ ক্ষেত্রং রক্ষিতবান্ কথম্
কথং তত্র মহীপালঃ প্রাসাদে ভুবনোত্তমে ।
স্থাপয়ামাস মতিমান্ কৃষ্ণাদীঃ স্ত্রিদশার্চিতান্ ॥
এতৎ সৰ্বং সুরশ্রেষ্ঠ বিস্তরেণ যথাতথম্ ।
বক্তুমহিস্রশেষেণ চরিতং তস্য ধীমতঃ ॥ ২০
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামহব বাক্যামৃতেন বৈ ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ পরং কোতুহলং হি নঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

সাধু সাধু দ্বিজশ্রেষ্ঠা যৎপৃচ্ছধ্বং পুরাতনম্ ।
সৰ্বপাপহরং পুণ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥২২
বক্ষ্যামি তস্য চরিতং যথা বৃত্তং কৃতে যুগে ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দূলাঃ প্রযতাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥
অবন্তী নাম নগরী মালবে ভুবি বিশ্রুতা ।
বভূব তস্য নৃপতেঃ পৃথিবী ককুদোপমা ॥ ২৪
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা দৃঢ়প্রাকারতোবণা ।

বলরাম ও সুভদ্রামূর্তি বিধান, কি করিয়া
ক্ষেত্র রক্ষা এবং কি প্রকারেই বা সেই
সর্বোত্তম প্রাসাদমধ্যে সুরগণ-পূজিত কৃষ্ণ
প্রভৃতিকে স্থাপন করেন? হে সুরবর!
এতৎসমস্ত এবং সেই ধীমান্ নরপতির
কার্যকলাপ যথায়থ স্মৃতিরূপে কীৰ্ত্তন করুন।
হে ব্রহ্মন্! আমরা আপনার বাক্যামৃত-
পানে কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছি না; আপনার
কথা শ্রবণে একান্তই কোতুহলাক্রান্ত হই-
য়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-
গণ! আপনারা যে সৰ্বপাপহর ভোগমোক্ষ-
প্রদ পৌরাণিক পুণ্য বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা
করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদিগকে আমি
বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করি। হে মুনিবরগণ!
আপনারা শ্রবত হইয়া একাগ্রমনে শ্রবণ
করুন। আমি সেই সত্যযুগের যথাবৎ
বৃত্তান্ত বর্ণন করিতোছ। মালবদেশে অবন্তী
নামে এক ভুবনবিশ্রুত নগরী আছে।
সেই নগরী রাজা ইন্দ্রহ্যয়ের রাজধানী ছিল।
রাজা ইন্দ্রহ্য সমস্ত পৃথিবীরই অধীশ্বর
ছিলেন। তাঁহার রাজধানী অবন্তীনগরী
হৃষ্টপুষ্ট জনে আকীর্ণ, সুদৃঢ় প্রাকার, তোরণ,

দৃঢ়মঙ্গলদ্বারা পরিখাভিরলঙ্কতা ॥ ২৫
নানাবর্ণিকসমাকীর্ণা নানাভাণ্ডসুবিক্রিয়া ।
রথ্যাপণবতী রম্যা সুবিভক্তচতুষ্পথা ॥ ২৬
গৃহগোপুরসম্বাধা বীথীভিঃ সমলঙ্কতা ।
রাজহংসনিভৈঃ শুভ্রৈশ্চিত্রগ্রীবৈর্বনোহরৈঃ ॥ ২৭
অনেকশতসাহস্রৈঃ প্রাসাদৈঃ সমলঙ্কতা ।
যজ্ঞোৎসব প্রযুক্তিতা গীতবাদিত্রিনিবন্ধা ॥ ২৮
নানাবর্ণপতাকাভিধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কতা ।
হস্ত্যশ্বরথসঙ্কীর্ণা পদাতিগণসঙ্কলা ॥ ২৯
নানাযোধসমাকীর্ণা নানা জনপদৈর্যুতা ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চৈব দ্বিজাতিভিঃ
সমৃদ্ধা সা মুনিশ্রেষ্ঠা বিদ্বন্নিঃ সমলঙ্কতা ।
ন তত্র মলিনাঃ সন্তি ন মূৰ্খা নাপি নির্দমাঃ ॥ ৩১
ন রোগিণো ন হীনাঙ্গা ন দ্যুতব্যসনাধিতাঃ ।
সদা হৃষ্টাঃ সুমনসো দৃশ্যন্তে পুরুষাঃ স্থিয়ঃ ॥ ৩২
ক্রীড়ন্তি স্ম দিবা রাত্রে হৃষ্টাস্তত্র পৃথক্ পৃথক্

যজ্ঞ, অর্গল, দ্বার ও পরিখাসমূহে সুশোভিত
ও সুরক্ষিত । সেখানে নানাদেশীয় বর্ণিক-
সম্প্রদায়, নানাবিধ রাশি রাশি দ্রব্যাসস্তার,
নানা রথ্যা ও নানা আপণ বিদ্যমান ।
তথায় কত চতুষ্পথ, কত গৃহ, গোপুর ও বীথী
বিরাজমান । রাজহংসের স্তায় শুভ্রবর্ণ,
চিত্র বিচিত্র মনোহর শত শত সহস্র সহস্র
প্রাসাদের দ্বারা ঐ নগরী অলঙ্কৃত ।
সেখানে যে কত হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি,
এবং নানাবর্ণ ধ্বজ, পতাকা, নানাবিধ যোদ্ধা
ও নানাদেশীয় জনতাপরিপূর্ণ, তাহার ইয়ত্তা
নাই । ঐ নগরী সর্বদাই যজ্ঞোৎসবে
আমোদিত এবং গীত ও বাদিত্ররবে
মুখরিত । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রাদি নানাজাতির তথায়
বাস । এইজন্য ঐ নগরী সদাই সমৃদ্ধ ।
বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি তথায় বিরাজমান ।
সেখানে মলিন, মূৰ্খ, নির্দম, রোগী, হীনাঙ্গ,
ও দ্যুতাদি ব্যসমসম্পন্ন লোক কেহই নাই,
সেখানকার স্ত্রী পুরুষ সকলেই সর্বদা হৃষ্ট-
চিত্তে দিব্যরাজ্য ক্রীড়া-নিরত । পুরুষগণ

সুবেশাঃ পুরুষাস্তত্র দৃশ্যন্তে মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ॥ ৩৩
সুরূপাঃ সুগণাশ্চৈব দিব্যালঙ্কারভূষিতাঃ ।
কামদেবপ্রতীকাশাঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতাঃ ॥ ৩৪
সুকেশাঃ সুকপোলাশ্চ সুমুখাঃ শৃঙ্গধারিণাঃ ।
জাতারঃ সর্বশাস্ত্রাণাং ভোক্তারঃ শত্রুবাহিনীম্
দাতারঃ সর্বরত্নানাং ভোক্তারঃ সর্বসম্পদাম্ ।
স্থিয়স্তত্র মুনিশ্রেষ্ঠা দৃশ্যন্তে সুমনোহরাঃ ॥ ৩৬
হংসবারণগামিণ্যঃ প্রফুল্লাস্তোজলোচনাঃ ।
সুমধ্যমাঃ সুজঘনাঃ পীনোরতপয়োধরাঃ ॥ ৩৭
সুকেশাশ্চাক্রবদনাঃ সুকপোলাঃ স্থিরালকাঃ ।
হাবভাবানন্তগ্রীবাঃ কর্ণভরণভূষিতাঃ ॥ ৩৮
বিশ্বোষ্ঠ্যা রঞ্জিতমুখাস্তাস্থুলেন বিরাজিতাঃ ।
সুবর্ণভরণোপেতাঃ সর্বলঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৩৯
শ্রামাবদাতাঃ সুশ্রোণ্যঃ কাঞ্চীনুপুরনাদিতাঃ ।
দিব্যমালাস্বরধরা দিব্যগন্ধাভুলেপনাঃ ॥ ৪০
বিদম্বাঃ সুভগাঃ কান্তাশ্চার্বঙ্গ্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ ।
রূপলাবণ্যসংযুক্তাঃ সর্বাঃ প্রহসিতাননাঃ ॥ ৪১
ক্রীড়ন্ত্যশ্চ মদোনমতাঃ সভাসু চহরেষু চ ।

সকলেই সুবেশ, সুকুণ্ডলধর, সুরূপ, শোভন-
শূণ, দিব্যভরণ-ভূষিত, কন্দর্পকান্তি,
সুলক্ষণ, সুকেশ, সুকপোল, সুমুখ, শৃঙ্গ-
ধারী, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, শত্রুসৈন্যভেদী, সর্বধন-
দাতা, ও সর্বসম্পদ-ভোক্তা । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ
তত্রত্য স্ত্রীগণ বড়ই মনোহর । ১৫—৩৬ ।
তাহারা হংস ও বারণের স্তায় গমনশীলা ;
তাহাদের নয়ন প্রফুল্ল অম্বুজবৎ, কটি ও
জঘন সুন্দর, পয়োধর পীনোরত ; তাহারা
সুকেশ, চাক্রবদন, সুকপোল, ও স্থিরালক ;
হাবভাব-ভরে তাহাদের গ্রীবাদেশ আনত-
ও কর্ণভরণে ভূষিত ; তাহারা বিশ্বোষ্ঠী,
তাহাদের মুখ তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত, সর্বগাঢ়
সর্ববিধ সুবর্ণলঙ্কারে অলঙ্কৃত ; কাঞ্চী ও
নুপুররবে শব্দিত, দিব্য মালা ও দিব্য
অঙ্করে ভূষিত, এবং দিব্য গন্ধে অম্বুলে-
পিত, তাহারা সকলেই চতুরা, সকলেই
সুভগা, সকলেই কান্তা, সকলেই প্রিয়-
দর্শনা, সকলেই রূপলাবণ্যবতী, স্মেরাননা,

গীতবাদ্যকথালোপে রময়ন্ত্যশ্চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪২
 বারমুখ্যশ্চ দৃশ্যন্তে নৃত্যগীতবিশারদাঃ ।
 প্রেক্ষণালাপকুশলাঃ সৰ্বযোষিদ্গুণাধিতাঃ ॥
 অন্ত্যশ্চ তত্র দৃশ্যন্তে গুণাচার্যাঃ কুলস্রিয়ঃ ।
 পতিব্রতাশ্চ সুভগা গুণৈঃ সৰ্বৈরলঙ্কিতাঃ ॥ ৪৪
 বনৈশ্চোপবনৈঃ পুণ্যৈরুদ্যানৈশ্চ মনোরমৈঃ ।
 দেবতায়নৈর্দিব্যানানাকুসুমশোভিতৈঃ ॥৪৫
 শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ বকুলৈর্নাগকেশরৈঃ ।
 পিঙ্গলৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ চন্দনাঙ্কুরচম্পকৈঃ ॥৪৬
 পুরাগৈর্নাগিকৈশ্চ পনসৈঃ সরলক্রমৈঃ ।
 নারঙ্গৈর্লকুচৈর্লোধৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ শুভাঙ্কনৈঃ ॥
 চূতবিষকদম্বৈশ্চ শিংশপৈর্ধবখাদিতৈঃ ।
 পাটলাশোকতগরৈঃ করবীরৈঃ সিতৈতরৈঃ ॥
 পীতার্জুনকভদ্রাতৈঃ সিদ্ধৈরাশ্রাতকৈস্তথা ।
 স্ত্রোগোধাশ্বখকাশ্মর্যৈঃ পলাশৈর্দেবদারুভিঃ ॥
 মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ তিস্তিভীকবিভীতকৈঃ

ক্রীড়ানিরতা, ও মদোন্মত্তা । তাহারা
 সভা বা প্রাক্ষণ ক্ষেত্রে গীত, বাদ্য ও মধুর
 আলাপে সকলের প্রতি উৎপাদন করে ।
 তত্রত্য বারবিলাসিনীরা নৃত্য, গীত, ও বাদ্য
 বিদ্যায় দক্ষ, দর্শন ও সম্ভাষণে সুনিপুণ,
 ও সর্ববিধ স্ত্রীগুণে সমধিত । এতস্তিন্ন
 সর্বগুণশালিনী পতিব্রতা সুভগা অন্ত্যন্ত
 বহু কুলকামিনী তথায় দৃশ্যমান । সেখানে
 কত যে নানা কুসুম-শোভিত দিব্য দিবা
 দেবায়তন, পবিত্র বন ও উপবন এবং
 মনোরম উদ্যান বিদ্যমান, তাহার ইয়ত্তা
 নাই । শাল, তাল, তমাল, বকুল,
 নাগকেশর, পিঙ্গল, কর্ণিকার, চন্দন,
 অঙ্কুর, চম্পক, পুরাগ, নাগকেশর, পনস,
 সরলক্রম, নারঙ্গ, লকুচ, লোধ, সপ্তপর্ণ,
 শুভাঙ্কন, চূত, বিষ, কদম্ব, শিংশপ, ধব,
 খদির, পাটল, অশোক, তগর, সিতৈতর,
 করবীর, পীত, অর্জুন, ভদ্রাতক, সিদ্ধ
 আশ্রাতক, স্ত্রোগোধ, অশ্বখ, অশ্বর্ঘ্য, পলাশ,
 দেবদারু, মন্দার, পারিজাত, তিস্তিভীক,

প্রাচীনামলকৈঃ প্রকৈর্জম্বুশিরীষপাদপৈঃ ॥৫০
 কালৈয়ৈঃ কাঞ্চনৈশ্চ মধুজহীরতিন্দুকৈঃ ।
 খর্জুরাগস্ত্যবকুলৈঃ শাখোটকহরীতকৈঃ ॥৫১
 কঙ্কোলৈর্মুচুকুন্দৈশ্চ হিষ্টালৈর্বীজপূরকৈঃ ।
 কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ স্কুলকৈঃ ॥৫২
 মল্লিকাকু / বাণৈশ্চ কদলীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ।
 মাতুল জঃ পুগকলৈঃ কক্লণৈঃ সিদ্ধুবারকৈঃ ॥
 বহুবাহুঃ কোবিদারৈর্বদরৈঃ স্করঞ্জকৈঃ ।
 অশ্লৈশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পবৃক্ষৈশ্চাত্তৈর্মনোহরৈঃ ॥
 লতাশ্লৈবিতানৈশ্চ উদ্যানৈর্নন্দনোপমৈঃ ।
 সদা কুসুমগন্ধাঢ্যৈঃ সদা ফলভরানহৈঃ ॥ ৫৫
 নানাপক্ষিক্রতে রম্যৈর্নানামৃগগণাবৃতৈঃ ।
 চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গারৈঃ প্রিয়পুত্রকৈঃ ॥
 কলবিকৈর্ময়ুরৈশ্চ শুকৈঃ কোকিলকৈস্তথা ।
 কপোটৈঃ খঞ্জরীটৈশ্চ শ্বেনৈঃ পারাবতৈস্তথা
 খণ্ডৈশ্চাত্তৈর্বহুবাহুভৈঃ শ্রোত্ররম্যৈর্মনোরমৈঃ ।
 সরিতঃ পুষ্করিণ্যশ্চ সরাংসি সুবহুনি চ ॥ ৫৮
 অশ্লৈর্জলাশয়ৈঃ পুণ্যৈঃ কুমুদোৎপলমণ্ডিতৈঃ
 পদ্মৈঃ সিতৈতরৈঃশুভ্রৈঃ কল্লারৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ

বিভীতক, প্রাচীন আমলক, প্রক্ষ, জম্বু,
 শিরীষ, কালৈয়, কাঞ্চনার, মধুজহীর,
 তিন্দুক, খর্জুর, অগস্ত্য, বকুল, শাখোটক,
 হারীতক, কঙ্কোল, মুচুকুন্দ, হিষ্টাল, বীজ-
 পূর, কেতকীবন, অতিমুক্ত, স্কুলক, মল্লিকা,
 কুন্দ, বাণ, কদলীখণ্ড, মাতুলজ, পুগকল,
 কক্লণ, সিদ্ধুবার, বহুবার, কোবিদার, বদর,
 করঞ্জ, এবং অন্ত্যন্ত বিবিধ বনজাত পুষ্প-
 বৃক্ষ ও নানা জাতীয় লতা, গুল্ম, ও নন্দন-
 বননিভ অনেক উদ্যানসমূহে সে নগরী
 সমলঙ্কৃত । পূর্ব-বর্ণিত বৃক্ষ সকল সর্বদা
 কুসুমগন্ধে অধিত ও ফলভরে আনত এবং
 চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গার, প্রিয়পুত্র, কলবিষ্ক,
 ময়ুর, শুক, কোকিল, কপোত, খঞ্জরীট,
 শ্বেন, ও পারাবত প্রভৃতি নানাজাতীয়
 শ্রবণ মনোরম-নিবাসী বহু বিহঙ্গমরবে
 মুখরিত ও নানা মৃগগণে পরিবৃত । এতস্তিন্ন
 কুমুদ, উৎপল, শুভ্র পদ্ম, সুগন্ধি কল্লার,

অষ্টৈবহবিধৈঃ পুষ্পৈর্জলজৈঃ স্তম্ভনোহরৈঃ ।
 গন্ধামোদকৈর্দিবোঃ সর্বভুক্ষুসুমোজ্জলৈঃ ॥৬০॥
 হংসকারণবাকীর্গৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈঃ ।
 সারসৈশ্চ বলাকৈশ্চ কূর্ম্মৈর্ষংস্তৈঃ সনক্রকৈঃ ॥
 জালপাদৈঃ কদম্বৈশ্চ প্লবৈশ্চ জলকুকুটৈঃ ।
 খট্টগৈর্জলচরৈশ্চানানারববিভূষিতৈঃ ॥ ৬২ ॥
 নানাবর্ণৈঃ সদা হৃষ্টৈরক্ষিতানি সমন্ততঃ ।
 এবং নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্বিবিধৈশ্চ জলাশয়ৈঃ ॥
 বিবিধৈঃ পাদপৈঃ পুষ্পৈরুদ্যানৈর্বিবিধৈস্তথা ।
 জলস্থলচরৈশ্চৈব বিহগৈশ্চার্কধিষ্ঠিতৈঃ ॥ ৬৪ ॥
 দেবতায়তনৈর্দিবোঃ শোভিতা সা মহাপুরী ।
 তজ্জাস্তে ভগবান্ দেবস্ত্রিপুরারিস্তিলোচনঃ ॥৬৫॥
 মহাকালেতি বিখ্যাতঃ সর্বকামপ্রদঃ শিবঃ ।
 শিবকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা বিধিবৎ পাপনাশনে ॥৬৬॥
 দেবান্ পিতৃনৃষীংশ্চৈব সন্তপ্য বিধিবদ্বুধঃ ।
 গম্মা শিবালয়ং পশ্চাৎকৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্
 প্রবিষ্টা সংযতো ভূত্বা ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 স্নানৈঃ পুষ্পৈস্তথা গন্ধৈর্ধূপৈদাপৈশ্চ ভক্তিতঃ

ও অন্যান্য গন্ধামোদবর্ষী জলজাত নানা
 মনোজ্ঞ পুষ্পসমূহে সমলকৃত কত শত
 পবিত্র সরিৎ, সরোবর প্রভৃতি জলাধার
 তথায় বিরাজমান । ঐ সকল জলাশয়ের
 সর্বদিক্ হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস,
 বলাক, কূর্ম্ম, মংস্ত, নক্র, জালপাদ, কাদম্ব,
 প্লব, জলকুকুট প্রভৃতি বিবিধ ধ্বনিকারী,
 বিবিধ বর্ণ-বিশিষ্ট, সদাহৃষ্ট নানা জলচর
 জীবগণে সমাকীর্ণ । এইরূপে বহুবিধ প্রিয়-
 দর্শন পাদপ, নানা পুষ্পময় জলাশয়, বিবিধ
 উদ্যান, স্থল ও জলচর বিহঙ্গম ও নানাবিধ
 দিব্য দিব্য দেবায়তনে সেই পুরী শোভ-
 মান । তথায় মহাকাল নামে ত্রিপুরারি
 ত্রিলোচন ভগবান্ সর্বকামপ্রদ শিব বিরাজ-
 মান । তত্রত্য পাপহর শিবকুণ্ডে যথাবিধি
 স্নান করিয়া বিজ্ঞ নর দেব, ঋষি ও পিতৃ-
 গণের তর্পণ করত সাক্ষাৎ শিবালয়ে গিয়া
 তিমবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ধৌতবাসা, ও
 জিতেন্দ্রিয় হইয়া শিবমন্দিরে প্রবেশান্তে স্নান

নৈবেদ্যরূপহারৈশ্চ গীতবাদ্যৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ ।
 দণ্ডবৎপ্রণিপাতৈশ্চ নৃত্যৈঃ স্তোত্রৈশ্চ শঙ্করম্
 সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা মহাকালং সর্কচ্ছিবম্ ।
 অশ্বমেধসহস্রম্ ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৭০ ॥
 পাটপেঃ সর্বৈর্বিনির্মুক্তো বিমানৈঃ সার্ককামিকৈঃ
 আকুহ্য ত্রিদিবং যাতি যত্র শস্তো নিকেতনম্ ॥
 দিব্যরূপধরঃ স্রীমান্ দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ ।
 ভূজেক্ত তত্র বরান্তোগান্ যাবদাভূতসংপ্রবম্
 শিবলোকে মুনিশ্রেষ্ঠা জরামরণবর্জিতঃ ।
 পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতঃ প্রবরে ব্রাহ্মণে কুলে ॥৭৩॥
 চতুর্কোদী ভবেদ্বিপ্রঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
 যোগং পাণ্ডপতং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাগ্নুয়াৎ
 আস্তে তত্র নদী পুণ্যা শিপ্রা নামেতি বিজ্ঞতা
 তস্তাং স্নাত্ব বিধিবৎসন্তপ্য পিতৃদেবতাঃ ॥
 সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিমানবরমাস্থিতঃ ।

জল, পুষ্পসম্ভার, গন্ধ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য,
 উপহার, গীত, বাদ্য, প্রদক্ষিণ, দণ্ডবৎ প্রণি-
 পাত, নৃত্য ও স্তব দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি
 মহাকালখ্য শঙ্করকে একবার মাত্র অর্চনা
 করিলেও সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ
 করিয়া থাকে । ৫৭—৭০ । তাহার সর্বপাপ
 বিদূরিত হইয়া যায় । সে সর্বকামপ্রদ বিমানে
 আরোহণ করিয়া শিবালয়ে গমন করিয়া
 থাকে । সেখানে গিয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক
 দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত
 উত্তম ভোগ সকল উপভোগ করে । হে
 মুনিবরগণ ! শিবলোকে উপনীত ব্যক্তির
 জরামরণ থাকে না, পুণ্য ক্ষয় হইলে তাহাকে
 এই মর্ত্যধামে আসিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম
 লইতে হয় । তখন সে চতুর্কোদবিৎ ও সর্ব
 শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া পাণ্ডপত যোগ অবলম্বন
 করত মোক্ষ লাভ করে । সেই পুরের
 সন্নিকট দিয়া শিপ্রা নামী বিশ্ববিজ্ঞতা পুত-
 তোয়া নদী প্রবাহিত । নরবরগণ সেই
 নদীতে স্নান করিয়া যথাবিধি পিতৃ ও দেব-
 গণকে সন্তপিত করিলে সর্বপাপ হইতে
 মুক্ত হইয়া বিমানারোহণে স্মর্গে গমনপূর্ব্বক

ভূজেক্ত বহুবিধানভোগান্ধর্গলোকে নরোত্তমঃ
 আন্তে তত্রৈব ভগবান্দেবদেবো জনার্দনঃ ।
 গোবিন্দস্বামিনামাসৌ ভুক্তিমুক্তিপ্রদো हरिः ॥
 তং দৃষ্ট্বা ভুক্তিমাশ্নোতি ত্রিসপ্তখুলসংযুতঃ ।
 বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ॥ ৭৮
 সর্বকামসমৃদ্ধেন কামগেনাস্থিরেণ চ ।
 উপগীয়মানো গন্ধর্কৈর্বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৭৯
 ভূজেক্ত চ বিবিধানকামান্নিরাতক্কে গতজ্বরঃ ।
 আভূতসংপ্রবং যাবৎ সুরূপঃ সুভগঃ সুখী ॥ ৮০
 কালেনাগত্য মতিমান্ ব্রাহ্মণঃ শ্রামহীতনে ।
 প্রবরে যোগিনাং গোহে বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ৮১
 বৈকবং যোগমাস্থায় ততো মোক্ষমবাশুয়াৎ ।
 বিক্রমস্বামিনামানং বিষ্ণুং তত্রৈব ভো দ্বিজাঃ ॥
 দৃষ্ট্বা নরো বা নারী বা কলং পূর্বোদিতং লভেৎ
 অন্তেহপি তত্র তিষ্ঠন্তি দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ
 মাতরশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সর্বকামকলপ্রদাঃ ।
 দৃষ্ট্বা তান্ বিধিবজ্জ্য সস্পৃজ্য প্রণিপত্য চ ॥

বহুবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন ।
 তথায় গোবিন্দস্বামী নামে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ
 দেবদেব ভগবান্ জনার্দন হরি বিরাজমান ।
 তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্রই লোক এক-
 বিংশতি পুরুষের সহিত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়
 এবং সর্বকাম-সমৃদ্ধ কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত
 অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণপূর্বক গন্ধর্কগণ
 কর্তৃক উপগীয়মান হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত
 হইয়া থাকে এবং তথায় গিয়া নিরাতক্কে, গত-
 জ্বর, সুভগ, সুরূপ ও সুখী হইয়া প্রলয়
 পর্যান্ত বিবিধ কাম ভোগ করে । অনন্তর
 কালক্রমে মহীমণ্ডলে আগমনপূর্বক উত্তম
 যোগি-গৃহে বেদশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম-
 গ্রহণ করত বৈকব যোগ অবলম্বনে মোক্ষ
 প্রাপ্ত হয় । হে দ্বিজগণ! তথায় বিক্রম-
 স্বামী নামে বিষ্ণু বিরাজমান । মর কিম্বা
 নারী তাঁহাকে দর্শন করিলেও পূর্বোক্ত
 কল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 সেখানে ইন্দ্রপ্রমুখ অন্যান্য দেবগণ ও সর্ব-
 কাম-কলপ্রদ মাতৃগণ অবস্থিত । তাঁহা-

সর্বপাপবিনিমুক্তো নরো যাতি ত্রিবিষ্টপম্ ।
 এবং সা নগরী রম্যা রাজসিংহেন পালিতা ॥ ৮৫
 নিত্যোৎসবপ্রমুদিতা যথেন্দ্রশ্রামরাবতী ।
 পুরাষ্টাদশসংযুক্তা সুবিস্তীর্ণচতুষ্পথা ॥ ৮৬
 ধনুর্জ্যাঘোষনিদা সিদ্ধসঙ্গমভূষিতা ।
 বিদ্যাবদগণভূষিষ্ঠা বেদনির্ঘোষনাদিতা ॥ ৮৭
 ইতিহাসপুরাণানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
 কাব্যানাং পঞ্চাশৈব শ্রয়ন্তেহহর্নিশং দ্বিজাঃ ॥
 এবং ময়া গুণাঢ্যা সোজ্জয়িনী সুমুদাহতা ।
 যশ্চাং রাজাভবৎপূর্বমিল্লভ্যায়ো মহামতিঃ ॥ ৮৯
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভুখ্যবিসংবাদেহবস্তিকা-
 বর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

দিগকে বিধিবৎ দর্শন, পূজন ও প্রাণপাত
 করিলে লোক সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া
 স্বর্গে গমন করে । এইরূপে উৎসবে প্রমু-
 দিত ও অষ্টাদশ পুরে পরিবৃত সেই রম্য
 নগরী, সেই রাজশ্রেষ্ঠ কর্তৃক পালিত হইয়া
 ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় নিত্য বিরাজিত ।
 তথায় দীর্ঘ দীর্ঘ চতুষ্পথ সুবিস্তীর্ণ, এবং
 ধনুঃ ও জ্যা-নিদাদ পরিশ্রুত । ঐ নগরী
 সিদ্ধ সম্প্রদায়ের সমাগমে সমলঙ্কৃত, বহু
 বিদ্বান্ ও গুণিগণে বিভূষিত, ও বেদধ্বনিতে
 নিনাদিত । হে দ্বিজগণ! তথায় নিয়ত
 ইতিহাস, পুরাণ ও কাব্যানাং কথা পরিশ্রুত
 হয় । আমি সেই উজ্জয়িনী পুরীকে এইরূপ
 গুণশালিনী বলিয়াই অভিহিত করিলাম,
 মহামতি ইন্দ্রভূম্য সেই পুরেই পূর্বে রাজা
 হইয়াছিলেন । ৭১—৮৯ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩ ।

১. তুশ্চত্রারিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্তাং স নৃপতিঃ পূৰ্ব্বং কুৰ্বন্ রাজ্যমনুত্তমম্ ।
পালয়ামাস মতিমান প্রজাঃ পুত্রানিবোরসান্ ॥
সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞঃ শূরঃ সৰ্বগুণাকরঃ ।
মতিমান্ ধৰ্ম্মসম্পন্নঃ সৰ্বশস্ত্রভূতাং বরঃ ॥ ২
সত্যবান্ শীলবান্ দান্তঃ ক্রীমান্ পরপূরজয়ঃ ।
আদিত্য ইব তেজোভৌ রূপৈরশ্বিনয়োরিব ॥
বর্দ্ধমানসুরাচার্য্যঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
শারদেন্দুরিবাভাতি লক্ষণৈঃ সমলকৃতঃ ॥ ৪
আহৰ্ত্তা সৰ্বযজ্ঞানাং হযমেধাদিকৃতথা ।
দানৈর্ঘজ্জৈস্তপোভিচ্চ তত্তুল্যো নাস্তি ভূপতিঃ
সুংঘমণিমুক্তানাং গজাশ্বানাঞ্চ ভূপতিঃ ।
প্রদদৌ বিপ্রমুখ্যভ্যো যাগে যাগে মহাধনম্ ॥
হস্ত্যশ্বরথমুখ্যানাং কন্দলাজিনবাসসাম্ ।
রত্নানাং ধনধান্তানামস্তস্তস্ত ন বিদ্যতে ॥ ৭

চতুশ্চত্রারিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, মতিমান্ নরপতি ইন্দ্রহ্যম
পূৰ্বে সেই পুরে থাকিয়া অত্যুত্তম রাজ্য-
শাসন করত ঔরসপুত্রের স্থায় প্রজা পালন
করেন । তিনি সত্যবাদী, মহাপ্রাজ্ঞ, শূর,
সৰ্বগুণাকর, ধাৰ্ম্মিক, প্রশস্তবুদ্ধি, সৰ্বশস্ত্র-
ধারীদিগের শ্রেষ্ঠ, সত্য ও শীলসম্পন্ন,
দান্ত, ক্রীমান্ ও পরপূরজয় ছিলেন ।
তিনি তেজে আদিত্য, রূপে অশ্বিনীকুমার,
প্রজায় সুরাচার্য্য, পরাক্রমে শক্র এবং
শুলক্ষণে শারদ সুধাকরের স্থায় বিরাজ
করিতেন । তিনি অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞের
আহরণকর্ত্তা ছিলেন । কি দান, কি যজ্ঞ,
কি তপস্তা, কোন বিষয়েই তাঁহার স্থায়
আর কোন ভূপতিই ছিলেন না । তিনি প্রাত
যজ্ঞেই বিপ্রবর্ষ্যাদিগকে সুবর্ণ, মণি, মুক্তা,
গজ ও অশ্ব প্রভৃতি মহাধন দান করিতেন ।
হস্তী, অশ্ব, রথবর, কন্দল, অজিন, বস্ত্র,
রত্নরাশি, ধন ও ধান্ধাদি যে তাঁহার কত

এবং সৰ্বধনৈর্গুণৈঃ সৰ্বৈরলকৃতঃ ।
সৰ্বকামসমৃদ্ধা কুৰ্বন্ রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৮
তস্তেয়ং মতিক্রুৎপন্ন সৰ্বযোগেশ্বরঃ হরিম্ ।
কথমাৰাধয়িষ্যামি ভুক্তিমুক্তিপ্রদং প্রভুম্ ॥ ৯
বিচ্যৰ্য্য সৰ্বশাস্ত্রাণি তজ্জাণ্যগমবিস্তরম্ ।
ইতিহাসপুরাণাদি বেদাঙ্গানি চ সৰ্বশঃ ॥ ১০
ধৰ্ম্মশাস্ত্রাণি সৰ্বাণি নিয়মানুষ্ঠিতানি ॥
বেদাঙ্গানি চ শাস্ত্রাণি বিদ্যাশ্রানানি যানি চ ॥
গুরুং সংসেব্য যত্নেন ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ।
আধায় পরমাং কাষ্ঠাং কৃতকৃত্যোহভবত্তদা ॥
সম্প্রাপ্য পরমং তত্ত্বং বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্ ।
ভ্রান্তিজ্ঞানাদতীতস্ত মুমুক্শুঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৩
কথমাৰাধয়িষ্যামি দেবদেবং সনাতনম্ ।
পীতবস্ত্রং চতুর্ভাং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৪
বনমালাবৃত্তোরঙ্গং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।
শ্রীবৎসোরঃসমায়ুক্তং মুকুটাদ্ভূষণোভতম্ ॥ ১৫
স্বপুৰাং স তু নিষ্ক্রান্ত উজ্জয়িত্বাঃ প্রজাপতিঃ ।
বলেন মহতা যুক্তঃ সভূত্যঃ সপুরোহিতঃ ॥ ১৬

ছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না । এইরূপে সেই
সৰ্বকামসমৃদ্ধ ভূপতি সৰ্বগুণে ও সৰ্বধনে
সমৰিত হইয়া নিষ্কলঙ্কভাবে রাজ্য পালন
করেন । তাঁহার একদা এই প্রকার মতি
জন্মিল যে, আমি কিরূপে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ
সৰ্বযোগেশ্বর হরিকে আরাধনা করিব ?
এইরূপ ভাবিয়া তিনি সৰ্বশাস্ত্র, নিখিল তত্ত্ব,
সমস্ত আগম-বিস্তর, ইতিহাস, পুরাণ,
বেদাঙ্গ, সমগ্র ধৰ্ম্মশাস্ত্র, ঋষি-ভাষিত নিয়ম-
নিচয় ও নানা বিদ্যাশ্রান আলোচনা করত
সযত্নে গুরু ও বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে যৎ-
পরনাস্তি উপাসনা করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন ।
১—১২ । তিনি বাসুদেবাখ্য পরম অব্যয়
তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভ্রান্তিজ্ঞান হইতে অতীত,
জিতেন্দ্রিয়, ও মুমুক্শু হইলেন এবং কিরূপে
আমি পীতবাসা, চতুর্ভাং, শঙ্খ-চক্র-গদাধর,
বনমালা-মণ্ডিত, পদ্ম-পলাশলোচন, শ্রীবৎস-
লাঙ্ঘন, মুকুটাদ্ভূষণ সনাতন দেবদেবকে
আরাধনা করিব ? এইরূপ চিন্তা করিয়া

অনুজগ্মুস্ত তং সৰ্বে রথিনঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।
 রথেবিমানসঙ্ঘাটৈঃ পতাকাধ্বজসেবিতৈঃ ॥১৭
 সাদিনশ্চ তথা সৰ্বে প্রাসতোমরপাণয়ঃ ।
 অটৈঃ পবনসঙ্ঘাটৈশনুজগ্মুস্ত তং নৃপম্ ॥ ১৮
 হিমবৎসন্তবৈর্মর্ত্তৈর্বারণৈঃ পৰ্বতোপমৈঃ ।
 ঈষাদন্তৈঃ সদামন্তৈঃ প্রচট্টৈঃ ষষ্টিহান্দনৈঃ ॥১৯
 হেমকক্ষৈঃ সপতাকৈর্ঘণ্টারবাবভূষিতৈঃ ।
 অনুজগ্মুস্ত তং সৰ্বে গজযুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ২০
 অসংখ্যেয়াশ্চ পাদাতা ধনুস্ত্রাসাসিপাণয়ঃ ।
 দিব্যমাল্যাহরধরা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ ॥ ২১
 অনুজগ্মুস্ত তং সৰ্বে যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ।
 সর্কাসুকুশলাঃ শূরাঃ সদা সংগ্রামলালসাঃ ॥ ২২
 অস্তঃপুরনিবাসিন্তঃ স্থিয়ঃ সর্বা স্বলঙ্ঘতাঃ ।
 বিদ্যোষ্ঠচাক্রদশনাঃ সর্বাভরণভূষিতা ॥ ২৩
 দিব্যবস্ত্রধরাঃ সর্বা দিব্যমাল্যাবভূষিতা ।
 দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গাঃ শরচ্ছন্দনিভাননাঃ ॥২৪
 সূমধ্যমাশ্চাক্রবেশাশ্চাক্রকর্ণালকাঙ্কতাঃ ।
 তাম্বুলরঞ্জিতমুখা রক্ষিতিশ্চ সুরক্ষিতাঃ ॥ ২৫

তিনি, প্রচুর বল বাহন, 'ভূত্য ও পুরোহিত
 সমভিব্যাহারে' শ্রীয পুরী উজ্জয়িনী হইতে
 বহির্গত হইলেন। শস্ত্রপাণ রথিবৃন্দ
 পতাকা ও ধ্বজ দ্বারা বিভূষিত হইয়া বিমান-
 প্রতিম রথারোহণে তাঁহার অনুগামী হইল।
 প্রাস ও তোমর-হস্তে সাদিগণ পবনোপম
 অশ্ব-সমূহে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রভ্রাম্র নর-
 পতির অনুগমন করিল। গজযুদ্ধনিপুণ
 যোধগণ, হিমাশ্রয়-জাত সদাপ্রমত্ত প্রচণ্ড
 ষষ্টিবর্ষীয় হেমকক্ষ সপতাক ঘণ্টাববকারী
 পৰ্বত-প্রতিম বারণসমূহ সমভিব্যাহারে
 তাঁহার অনুগামী হইল। ধনু, প্রাস ও
 অসিহস্ত, দিব্য-মাল্যাহরধারী, দিব্যগন্ধা-
 নুলেপিত অসংখ্য পদাতি সৈন্য, মৃষ্ট কুণ্ডল-
 ধারী সর্কাসুনিপুণ সতত রণাভিলাষী শৌর্য-
 শালা যুবকদল, বিদ্যোষ্ঠী চাক্রদশনা সর্বাভরণ-
 ভূষিতা দিব্য বসনা, দিব্য গন্ধানুলিপ্তা,
 শরচ্ছন্দ-নিভাননা, সূমধ্যমা, সুবেশা, চাক্র
 কর্ণালক-শোভিতা তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত-বদনা

যানৈরুচ্চাবটৈঃ শুভ্রৈর্মণিকাকনভূষিতৈঃ ।
 উপগীয়মানাস্তাঃ সর্বা গায়নৈঃ স্ততিপাঠকৈঃ ॥
 বেষ্টিতাঃ শস্ত্রহস্তৈশ্চ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ।
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা অনুজগ্মুস্ত তং নৃপম্ ॥
 বণিগগ্রামগণাঃ সৰ্বে নানাপুরানবাসিনঃ ।
 ধনৈ রত্নৈঃ সুবর্ণৈশ্চ সদারাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ২৬
 অস্ত্রবিক্রয়কাটৈশ্চ তাম্বুলপণ্যজীবিনঃ ।
 তুণবিক্রয়কাটৈশ্চ কাষ্ঠবিক্রয়কারকাঃ ॥ ২৭
 রঙ্গোপজীবিনঃ সৰ্বে মাংসবিক্রয়িণস্তথা ।
 তৈলবিক্রয়কাটৈশ্চ বস্ত্রবিক্রয়কাস্তথা ॥ ২৮
 ফলবিক্রয়িণৈশ্চ পত্রবিক্রয়িণস্তথা ।
 তথা যবসহারাশ্চ রজকাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ২৯
 গোপালা নাপিতাশ্চ তথাত্তে বস্ত্রসূচকাঃ ।
 মেঘপালাশ্চাজপালা মৃগপালাশ্চ হংসকাঃ ॥ ৩০
 ধাত্তবিক্রয়িণৈশ্চ সত্ত্ববিক্রয়িণৈশ্চ যে ।
 শুভ্রবিক্রয়িকাটৈশ্চ তথা লবণজীবিনঃ ॥ ৩১
 গায়না নর্ত্তকাশ্চ তথা মঙ্গলপাঠকাঃ ।
 শৈলুযাঃ কথকাটৈশ্চ পুরাণার্থবিশারদাঃ ॥ ৩২
 কবয়ঃ কাব্যকর্ত্তারো নানাকাব্যবিশারদাঃ ।

রক্ষিগণ-সুরক্ষিতা, মণিকাকন-ভূষিত শুভ্র
 শুভ্র উত্তম মধ্যম যানাদিহরতা, স্ততিপাঠক
 গায়কগণ কর্তৃক উপগীয়মানা, পদ্মপলাশ-
 লোচনা, বেত্রপাণি পুরুষগণে পরিবেষ্টিত
 অস্তঃপুরবাসিনী ললনাগণ এবং ব্রাহ্মণ,
 ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সেই নরপতির অনুগমন
 করিলেন। এতদ্ভিন্ন নানা নগরবাসী নানা
 ধন-রত্ন-সুবর্ণ সমভিব্যাহারী সস্ত্রীক সপরি-
 চ্ছদ বণিক্‌সমূহ, সহস্র সহস্র অস্ত্রবিক্রয়ী,
 তাম্বুলপণ্যজীবী, তুণবিক্রয়ী, কাষ্ঠবিক্রয়ী,
 রঙ্গোপজীবী, মাংসবিক্রয়ী, তৈল ও বস্ত্র-
 বিক্রয়ী, ফলবিক্রয়ী, পত্রবিক্রয়ী, রজক,
 গোপাল, নাপিত, বস্ত্রসূচক, মেঘপাল, অজ-
 পাল, মৃগপাল, হংসপাল, ধাত্তবিক্রয়ী স্ত্র-
 বিক্রয়ী, শুভ্রবিক্রয়ী, লবণজীবী, গায়ক,
 নর্ত্তক, মঙ্গলপাঠক, শৈলুয, 'পুরাণপণ্ডিত,
 কথক, কবি, কাব্যকর্ত্তা ও নানা কাব্য-

গাকড়াশ্চৈব নানারত্নপরীক্ষকাঃ ॥ ৩৫
 বোকারান্ত্রাকারান্ত্র কাংস্কারান্ত্র রুঠকাঃ ।
 ষকারান্ত্রিকারান্ত্র কুন্দকারান্ত্র পাবকাঃ ॥
 ঠকারান্ত্রিকারান্ত্র সুরাধুতোপজীবিনঃ ।
 দূতাশ্চ কায়স্থ যো চাত্রে কৰ্ম্মচারিণঃ ॥ ৩৬
 ত্ত্বায়া রূপকারা বার্তিকান্ত্রৈলপাঠকাঃ ।
 ব্রহ্মবৈজ্ঞানিকৈরিত্য যুগপ জ্যোপজীবিনঃ ॥ ৩৮
 জৈবৈজ্ঞানিকৈরিত্য নরবৈজ্ঞানিকৈরিত্য যো নরাঃ ।
 বৃক্ষবৈজ্ঞানিকৈরিত্য গোবৈজ্ঞানিকৈরিত্য যো চাত্রে ছেদদাহকাঃ
 এতে নাগরকাঃ সৰ্ব্বৈ যো চাত্রে নানুকীৰ্ত্তিতাঃ
 অনুরজগুপ্ত রাজানাং সমস্তপুরবাসিনঃ ॥ ৪০
 যথা ব্রজগুপ্ত পিতরং গ্রামান্তরং সমুৎসুকাঃ ।
 অমুযান্তি যথা পুত্রান্তথা তং তেহপি নাগরাঃ ॥
 এবং স নৃপতিঃ শ্রীমান্ বৃত্তঃ সৰ্বৈবর্ষহাজনৈঃ ।
 হস্ত্যশ্বরথপাদাতৈর্জগাম চ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৪২
 এবং গহ্বা স নৃপতির্দক্ষিণশ্চোদধেস্তুটম্ ।
 সৰ্বৈস্তৈর্দীর্ঘকালেন বনৈরনুগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩
 দদর্শ সাগরং রম্যং নৃত্যগুণিব চ স্থিতম্ ।

কোবিদগণ, গাকড় বিষয়গণ, নানা রত্ন-
 পরীক্ষক, তাম্রকার, কাংস্কার, রুঠক,
 কৌষকার, চিত্রকার, কুন্দকার, দণ্ড-
 কার, অসিকার, সুরাধুতোপজীবী ও মল্ল-
 গণ, কায়স্থগণ, অন্তান্ত কৰ্ম্মচারিগণ, তত্ত্ব-
 বায়গণ, রূপকার, বার্তিক, তৈলপাঠক,
 লাবজীবী, তৈত্তিরিক, যুগ ও বিহগোপজীবী,
 গজবৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক, নরবৈজ্ঞানিক, বৃক্ষবৈজ্ঞানিক গোবৈজ্ঞানিক
 এবং ছেদক ও দাহক এই সকল ও আরও
 অনেক অনিদিষ্ট নাগরিকগণ রাজা ইন্দ্র-
 জ্যয়ের অনুসরণ করিল। যেমন পিতা
 গ্রামান্তর গমনে সমুদ্রাত হইলে পুত্রগণ
 সমুৎসুক হইয়া তাঁহার অনুগমন করে,
 তেমনি সেই নাগরিকেরা নরপতিব অনু-
 গামী হইল। ১৩—৪১। এইরূপে সেই শ্রীমান্
 নরপতি সৰ্ব্বমহাধনে পারবৃত্ত হইয়া হস্তী,
 অশ্ব, রথ ও পদাতি সমভিব্যাহারে ধীরে
 ধীরে গমন করিলেন এবং বহু দিনের পর
 দক্ষিণাঙ্কুর তীরে গিয়া সাগর সন্দর্শন

অনেকশতসাহসৈর্কুশ্মিভিঃ সমাকুলম্ ৪৪
 নানারত্নালয়ং পুণ্যং নানাপ্রাণিসমাকুলম্ ।
 বীচীতরঙ্গবহুলং মহাশ্রীসমম্বিতম্ ৪৫
 তীর্থরাজং মহাশব্দমপারং সুভয়ঙ্করম্ ।
 মেঘবৃন্দপ্রতীকাশমগাধং মকরালয়ম্ ॥ ৩৬
 মৎস্যৈঃ কুর্শ্মৈঃ শব্দৈঃ শুক্লিকানকশঙ্কুভিঃ
 শিশুমারৈঃ কৰ্কটৈঃ বৃত্তং সৰ্পৈর্গহাবিষৈঃ ॥
 লবণোদং হরৈঃ স্থানং শয়নশ্চ নদীপতিম্ ।
 সৰ্ব্বপাপহরং পুণ্যং সৰ্ব্ববাঞ্ছাকলপ্রদম্ ॥ ৪৮
 অনেকাবর্জগন্তারং দানবানাং সমাশ্রয়ম্ ।
 অমৃতশ্চারণং দিব্যং দেবযোনিমপাং পতিম্ ॥
 বিশিষ্টং সৰ্বভূতানাং প্রাণিনাং জীবধারণম্ ।
 সুপবিত্রং পবিত্রাণাং মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্ ॥ ৫০
 তীর্থানামুত্তমং তীর্থমব্যয়ং যাদসাং পতিম্ ।
 চন্দ্রবুদ্ধিক্ষয়শ্চৈব যস্য মানং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫১
 অভেদ্যং সৰ্বভূতানাং দেবানামমৃতালয়ম্ ।
 উৎপত্তিস্থিতিসংহারহেতুভূতং সনাতনম্ ॥ ৫২

করিলেন। দেখিলেন সাগর স্বীয় বহু শত
 সহস্র উর্ষি দ্বারা সমাকুল হইয়া যেন নৃত্য
 করিতেছে। উহা নানা রত্নের আকর,
 অগাধ জলে পরিপূর্ণ, নানা প্রাণিগণে সমা-
 কুল, বহুল বীচী-তরঙ্গযুক্ত, মহাশ্রীময়,
 তীর্থ-প্রধান, মহাশব্দকারী, অপার, ভয়ঙ্কর,
 মেঘবৃন্দ-প্রতিম, অগাধ ও মকরাবাস।
 অসংখ্য মৎস্য, কুর্শ্ম, শব্দ, শুক্লিক, নক্স,
 শঙ্কু, শিশুমার, কৰ্কট ও মহাবিষ সৰ্পসমূহে
 ঐ সাগর পরিবৃত্ত। ঐ নদীপতি লবণাক্ত
 হরির শয়ন-স্থান, সৰ্ব্বপাপহর, পবিত্র,
 সৰ্ব্ববাঞ্ছাকলপ্রদ, অনেকাবর্জযুক্ত, গন্তার,
 দানবনিবাস, অমৃতের অরণি, দেবযোনি,
 জনপতি, নিখিল ভূতবৃন্দের প্রাণধারণক,
 সৰ্ব পবিত্রের পবিত্র, সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল,
 তীর্থসমূহের উত্তম তীর্থ, অব্যয় ও যাদ-
 পতি। চন্দ্রের বুদ্ধি ও হ্রাস অনুসারে
 উহার পরিমাণ প্রতিষ্ঠিত। সাগর সৰ্ব-
 ভূতের অভেদ্য, দেবগণের অমৃতালয়,

উপজীব্যং সর্বেষাং পুণ্যং নদনদীপতিম্ ।
 দৃষ্ট্বা তং নৃপতিশ্রেষ্ঠো বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৫৩
 নিবাসমকরোত্তম বেলামাসাদ্য সাগরীম্ ।
 পুণ্যে মনোহরে দেশে সর্বভূমিগুণৈর্যুতে ॥ ৫৪
 বৃত্তং শালৈঃ কদম্বৈশ্চ পুন্নাগৈঃ সরলক্রমৈঃ ।
 পনসৈর্নারিকৈলৈশ্চ বকুলৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ৫৫
 তালৈঃ পিপ্পলৈঃ খর্জুরৈর্নারকৈর্বৌজপূরকৈঃ ।
 শালৈরাভ্রাতকৈলৌধৈর্বকুলৈর্বহুবীরকৈঃ ॥ ৫৬
 কপিথৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ ।
 দাড়িমৈশ্চ তমালৈশ্চ পারিজাতৈস্তথাঙ্জুনৈঃ ॥
 প্রাচীনামলকৈবিল্বৈঃ প্রিয়ঙ্গুবটখাদিরৈঃ ।
 ইক্ষুদৌসপ্তপর্ণৈশ্চ অশ্বখাগস্ত্যজশুকৈঃ ॥ ৫৮
 মধুকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ বহুবীরৈঃ সতিন্দুকৈঃ ।
 পলাশবদরৈর্নৌপৈঃ সিদ্ধনিম্বশুভাঙ্গনৈঃ ॥ ৫৯
 বারকৈঃ কোবিদারৈশ্চ ভল্লাতামলকৈস্তথা ।
 ইতি হিষ্টালকাকোলৈঃ করঞ্জৈঃ সবিভীতকৈঃ ॥
 সসর্জমধুকাক্ষাধৈঃ শাল্মলীদেবদাক্রতিঃ ।

সকলের উপজীব্য, উৎপত্তি, স্থিতি ও সং-
 হারের হেতুভূত, সনাতন, পবিত্র এবং
 নদ ও নদীগণের পতি । নরপতিপ্রবর
 ইক্ষুহায় এবদ্বিধ লবণাক্তি দেখিয়া পরম
 বিস্ময়াধিত হইলেন এবং তাহার বেল-
 ভূমিতে উপস্থিত হইয়া তথায় বাস স্থাপন
 করিলেন । পরে তথাকার এক সম্ভাব্য
 ভূমি-গুণসম্পন্ন পবিত্র মনোহর দেশে একটি
 অপূর্ব ত্রিলোক-বন্দিত স্থান দেখিয়া লই-
 লেন । দেখিলেন, ঐ স্থান শাল, কদম্ব,
 পুন্নাগ, সরলক্রম, পনস, নারিকেল, বকুল,
 নাগকেশর, তাল, পিপ্পল, খর্জুর, নারঙ্গ,
 বৌজপূরক, শাল, আভ্রাতক, লৌধ, বকুল,
 বহুবীরক, কপিথ, কর্ণিকার, পাটল,
 অশোক, চম্পক, দাড়িম, তমাল, পারি-
 জাত, অঙ্জুন, প্রাচীনামলক, বিল্ব, প্রিয়ঙ্গু,
 বট, খদির, ইক্ষুদৌ, সপ্তপর্ণ, অশ্বখ, অগস্ত্য,
 জম্বুক, মধুক, কর্ণিকার, বহুধার, তিন্দুক,
 পলাশ, বদর, নীপ, সিদ্ধনিম্ব, শুভাঙ্গন,
 বারক, কোবিদার, ভল্লাতক, আমলক, হিষ্টা-

শাখোটকৈর্নিম্ববটৈঃ কুন্তীকোষ্ঠহরীতকৈঃ ॥ ৬১
 গুগ্গুলৈশ্চন্দনৈর্বৃক্ষৈস্তথৈবাণ্ডকপাটলৈঃ ।
 জম্বীরককর্ণৈর্বৃক্ষৈস্তিস্তিভীরক্তচন্দনৈঃ ॥ ৬২
 এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈস্তথাত্তৈর্বহুপাদপৈঃ ।
 কল্লজমৈর্নিত্যকলৈঃ সর্বভূকুসুমোৎকরৈঃ ॥ ৬৩
 নানাপক্ষিকটৈর্দিবৈর্যম্বতকোকিলনাদিতৈঃ ।
 ময়ূরবরসংযুট্টৈঃ শুকসারিকসঙ্কুলৈঃ ॥ ৬৪
 হারীতৈভৃঙ্গরাজৈশ্চ চাতকৈর্বহুপুত্রকৈঃ ।
 জীবঞ্জীবককাকোলৈঃ কলবিষ্কৈঃ কপোতকৈঃ
 খগৈর্নানাবিধৈশ্চাত্তৈঃ শ্রোত্ররম্যৈর্মনোহরৈঃ ।
 পুষ্পিতাগ্রেষু বৃক্ষেষু কুজাঙ্গুচাবিধিতৈঃ ॥ ৬৬
 কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ সদা পুষ্পধরৈঃ সিতৈঃ ।
 মল্লিকাকুন্দকুসুমৈর্ময়ীথিকাতগরৈস্তথা ॥ ৬৭
 কুটজৈর্বাণপুষ্পৈশ্চ অতিমূর্জৈঃ সঙ্কুলকৈঃ ।
 মালতীকরবীরৈশ্চ তথা কদলকাঞ্চনৈঃ ॥ ৬৮
 অশ্রুর্নানাবিধৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চাক্রদর্শনৈঃ ।
 বনোদ্যানোপবনজৈর্নানাবর্ণৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৬৯

লক, অঙ্কোল, করঞ্জ, বিভীতক, সর্জ, মধুক,
 আশ্র্য, শাল্মলী, দেবদাক্র, শাখোটক,
 নিম্ব, বট, কুন্তী, কোষ্ঠ, হরীতক, গুগ্গুল,
 চন্দন, অণ্ডক, পাটল, জম্বীর, ককর্ণ,
 তিস্তিভী, ও রক্তচন্দন, ইত্যাদি বহু পাদপ
 এবং সর্বঋতুজাত কুসুমাকীর্ণ সদা ফল-
 ধর্মিত কল্লজমসমূহে পারবৃত ১৪২—৬৩। ঐ
 সকল বৃক্ষের উপর মত্ত কোকিলাদি নানা
 পক্ষী রব করিতেছে ; ময়ূরগণের কেকারব
 উথিত হইতেছে ; শুক, সারিকা, হারীত,
 ভৃঙ্গরাজ, চাতক, বহুপুত্রক, জীবঞ্জীবক,
 কাকোল, কলবিষ্ক, কপোত এবং শ্রবণমনোহর
 ধ্বনিকারী অন্যান্য আরও বহু পক্ষী তত্রত্য
 পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষসমূহে বসিয়া কুজন করি-
 তেছে ; কত সদা পুষ্পশালী শুভ কেতকী-
 বনখণ্ড, কত মল্লিকা ও কুন্দকুসুম এবং
 কত যুথিকা, তগর, কুটজ, বাণপুষ্প, অতি-
 মূর্জ, কুজক, মালতী, করবীর, কদল ও
 কাঞ্চন প্রভৃতি নানা উপবনজাত নানাবর্ণ
 সুগন্ধি সুন্দরদর্শন বহুবিধ পুষ্পসমূহে

বিদ্যাধরগণাকৌণেঃ সিদ্ধচারণসেবিতৈঃ ।
 গন্ধর্বোরগরক্ষোভিভূতাপ্রসকিন্নরৈঃ ॥ ৭০
 মুনিযক্ষগণাকৌণের্নানাসম্মানিষেবিতৈঃ ।
 মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ সিংহৈর্বরাহমহিষাকুলৈঃ ॥ ৭১
 তথাত্তৈঃ কৃষ্ণসারাদৈর্মৃগৈঃ সর্বত্র শোভিতৈঃ
 শাদূলৈর্দীপ্তমাতঙ্গৈস্তথাত্তৈর্বনচারিভিঃ ॥ ৭২
 এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈরুদ্যানৈর্নন্দনোপমৈঃ ।
 লতাশৃঙ্গাবিতানৈশ্চ বিবিধৈশ্চ জলাশয়ৈঃ ॥ ৭৩
 হংসকারণবাকৌণেঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ।
 কাদম্বৈশ্চ প্রবৈহংসৈশ্চক্রগাকোপশোভিতৈঃ ॥
 কমলৈঃ শতপত্রৈশ্চ কল্লারৈঃ কুমুদোৎপলৈঃ ।
 খণ্ডৈর্জলচরৈশ্চাত্তৈঃ পুষ্পৈর্জলসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৭৫
 পর্বতৈর্দীপ্তশিখরৈশ্চারুণকন্দরমণ্ডিতৈঃ ।
 নানাবৃক্ষসমাকৌণের্নানাদাতুবিভূষিতৈঃ ॥ ৭৬
 সর্বাশ্চর্য্যময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ সর্বভূতালয়ৈঃ শুভৈঃ ।
 সর্বৌষধিসমায়ুক্তৈবিপুলৈশ্চিত্রসামুভিঃ ॥ ৭৭
 এবং সর্বৈঃ সমুদ্ভিতৈঃ শোভিতঃ সুমনোহরৈঃ
 দদর্শ স মহীপালঃ স্থানং ত্রৈলোক্যপূজিতম্ ॥
 দশযোজনবিস্তীর্ণং পঞ্চযোজনমায়তম্ ।

সেই স্থান সমলঙ্কৃত । তথায় বিদ্যাধর, সিদ্ধ,
 চারণ, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, ভূত, অপরী,
 কিন্নর, মুনি ও যক্ষগণ বিচরণ করিতে-
 ছেন ; নানাবিধ প্রাণী, মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ,
 বরাহ, মহিষ, কৃষ্ণসার, শাদূল, প্রচণ্ড
 মাতঙ্গ এবং অন্তান্ত বনচারী জন্তুগণে
 সে স্থান সমাকীর্ণ রহিয়াছে ; এইরূপ নানা-
 বিধ বৃক্ষ, নন্দনোপম উদ্যান, নানা লতা
 ও শৃঙ্গাবিতান, বিবিধ হংস-কারণবাকীর্ণ
 পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিত, কাদম্ব-প্রব-হংস ও চক্র-
 বাক-পরিশোভিত, কমল, শতপত্র, কল্লার,
 কুমুদোৎপল প্রভৃতি নানা জল-জাত পুষ্প-
 বিরাজিত নানাবিধ জলাশয়, এবং দীপ্ত-
 শিখরসম্পন্ন চারুকন্দর-শালী নানা বৃক্ষ-
 সমাকীর্ণ নানা দাতু-বিভূষিত, সর্বাশ্চর্য্যময়,
 সর্বভূতানিলয় সর্বৌষধিময়, চিত্র সামুভিঃ
 বহুতর পর্বত তথায় বিরাজমান । রাজা
 ইন্দ্রহ্য এইরূপে সর্বগুণসম্পন্ন সর্বমো-

নানাশ্চর্য্যসমায়ুক্তঃ ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥ ৭৯

ইতি ত্রীত্রাক্ষে ক্ষেত্রদর্শনং নাম চতু-
 শ্চছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনিয় উচুঃ ।

তস্মিন ক্ষেত্রবরে পুণ্যে বৈকবে পুরুষোত্তমে
 কিং তত্র প্রতিমা পুংসঃ ন স্থিতা বৈকবৌ প্রভো
 যেনাসৌ নৃপতিস্তত্র গম্মা সবলবাহনঃ ।
 স্থাপয়ামাস কৃষ্ণক রামঃ ভদ্রাঃ শুভপ্রদাম্ ॥ ২
 সংশয়ো নো মহানত্র বিস্ময়শ্চ জগৎপতে ।
 শ্রোতুমিচ্ছামহে সর্বং ক্রহি তৎকারণঞ্চ নঃ ॥ ৩
 ব্রহ্মোবাচ ।

শুশ্রুধ্বঃ পূর্বসংবৃত্তাঃ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
 প্রবক্ষ্যামি সমাসেন শ্রিয়া পৃষ্ঠঃ পুরা হরিঃ ॥ ৪

হর দশ যোজনবিস্তীর্ণ পঞ্চ যোজন-আয়ত
 নানা আশ্চর্য্যময়, পরম দুর্লভ ক্ষেত্র অব-
 লোকন করিলেন । ৬৪—৭৯ ।

চতুশ্চছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চচছারিংশ অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে প্রভো ! নরপতি
 ইন্দ্রহ্য বল-বাহন-সমভিব্যাহারে তথায়
 উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ, বলরাম ও শুভদ্রামূর্তি
 প্রতিষ্ঠা করেন, সেই পবিত্র বৈকব ক্ষেত্র
 পুরুষোত্তমে কি কোন বৈকবী প্রতিমা ছিল
 না ? এখন আমাদের জিজ্ঞাস্ত এই যে,
 হে জগৎপতে ! এ সম্বন্ধে আমাদের মহান
 সংশয় ও বিস্ময় জন্মিয়াছে ; আমরা ইহার
 প্রকৃত তত্ত্ব শুনিতে সমুৎসুক হইয়াছি,
 আপনি আমাদের নিকট সমস্ত প্রকাশ
 করিয়া বলুন । ব্রহ্ম কহিলেন, হে মুনি-
 গণ ! আপনারা পাপপ্রণাশিনী প্রাচীন
 কথা শ্রবণ করুন । পুরাকালে লক্ষ্মীদেবী

সুমেয়োঃ কাঞ্চনে শৃঙ্গে সর্বাশ্চর্য্যসমধিতে ।
 সিদ্ধবিদ্যাধরৈর্ঘটকৈঃ কিম্বরৈরুপশোভিতে ॥৫
 দেবদানবগন্ধর্বৈর্নাগৈরপ্সরসাং গণৈঃ ।
 মুনিভির্গুহ্যকৈঃ সিদ্ধৈঃ সৌপর্ণৈঃ সমরুদ্রগণৈঃ ।
 অষ্টৈর্দেবালয়ৈঃ সাধৈঃ কশ্চপাণৈঃ প্রজেশ্বরৈঃ
 বালখিল্যাদিভিঃশ্চ শোভিতে সুমনোহরে ॥
 কর্ণিকারবনৈর্দিব্যৈঃ সর্বভূকুসুমোৎকরৈঃ ।
 জাতরূপপ্রতীকশৈর্ভূষিতে সূর্য্যসন্নিভৈঃ ॥ ৮
 অষ্টৈশ্চ বহুভির্ঘটকৈঃ শালতালাদিভিঃকরৈঃ ।
 পুন্নাগাশোকসরলশ্চগ্ৰোধাত্মকার্জুনৈঃ ॥ ৯
 পারিজাতাত্মখাদিরনীপবিন্ধকদম্বকৈঃ ।
 ধবখাদিরপালাশশীর্ষামলকতিন্দুকৈঃ ॥ ১০
 নারিকেলবকুললোধদাড়িমদারুকৈঃ ।
 সর্জ্জৈশ্চ কর্ণৈস্তগরৈঃ শিশিভূজ্জকনিম্বকৈঃ ॥ ১১
 অষ্টৈশ্চ কাঞ্চনৈশ্চব ফলভারৈশ্চ নামিভৈঃ ।
 নানাকুসুমগন্ধাট্যৈর্ভূষিতে পুষ্পপাদপৈঃ ॥ ১২
 মালতীযুথিকামল্লীকুন্দবাণকুরুণ্টকৈঃ ।

ভগবান্ হরিকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,
 তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি । সুমেরু-
 শৈলের সর্বৈশ্বর্য্যময় কাঞ্চনশৃঙ্গে বিশ্ববিদিত
 কহু সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, কিম্বর, দেব, দানব,
 গন্ধর্ব, অপ্সরা, মুনি, গুহ্যক, সিদ্ধ, সৌপর্ণ
 ও মরুদগণ এবং অন্যান্য দেবভূমিবাসী
 সাধ্যগণ কশ্চপাদি প্রজাপতিগণ ও বাল-
 খিল্যাদি মুনিগণ, সেই সুমেরু শৃঙ্গের
 শোভা সম্পাদন করিতেছেন । সর্বঋতু-
 জাত কুসুমসমূহবর্ষা স্বর্ণকান্তি সূর্য্যপ্রভা,
 দিব্য কর্ণিকার বন, অন্যান্য বহুবধ
 বৃক্ষশ্রেণী, কত শাল ও তালবন, পুন্নাগ,
 অশোক, সরল, শ্চগ্ৰোধ, অত্রাতক, অর্জুন,
 পারিজাত, আশ্র, খাদির, নীপ, বিন্ধ,
 কদম্ব, ধব, খাদির, পলাশ, শীর্ষ, আমলক,
 তিন্দুক, নারিকেল, বকুল, লোধ, দারুক,
 সর্জ্জ, কর্ণ, টগর, শিশি, ভূজ্জ, নিম্বক,
 ও অন্যান্য ফলভার-নত নানা কুসুমগন্ধযুক্ত
 পুষ্পপাদপ এবং মালতী, যুথিকা, মল্লী, কুন্দ,

পাটলাগস্ত্যকুটজমন্দারকুসুমাদিভিঃ ॥ ১৩
 অষ্টৈশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্জনসং স্ত্রীতিদায়কৈঃ ।
 নানাবিহগসঙ্ঘৈশ্চ কুজভির্ঘূরুশ্বরৈঃ ॥ ১৪
 পুংস্কোকিলকরৈর্ভৌর্দৈব্যশ্রুতবহিগনা দিভৈঃ ।
 এবং নানাবিধৈর্ঘটকৈঃ পুষ্পৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥ ১৫
 খগৈর্নানাবিধৈশ্চৈব শোভিতে সুরসেবিতৈঃ ।
 তত্র স্থিতং জগন্নাথং জগৎস্রষ্টারমব্যয়ম্ ॥ ১৬
 সর্বলোকবিধাতারং বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্ ।
 প্রণম্য শিরসা দেবী লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 পপ্রচ্ছেমং মহাপ্রশ্নং পদ্মজা তমহুত্তমম্ ॥ ১৭

শ্রীকৃবাচ ।

ব্রহ্মি ত্বং সর্বলোকেশ সংশয়ং মে হৃদি স্থিতম্
 মর্ত্যলোকে মহাশ্চর্য্যে কস্মিন্ভূমৌ সুহৃৎসে ॥ ১৮
 লোভমোহগ্রহগ্রস্তে কামক্রোধমহার্ণবে ।
 যেন মুচ্যেত দেবেশ অস্মাৎ সংসারসাগরাৎ ॥

বাণ, কুটক, পাটল, অগস্ত্য, কুটজ, কন্দরা-
 দির কুসুমসমূহদ্বারা সেই শৃঙ্গ সমলঙ্কৃত ।
 এতদ্বিন্ন আরও কত যে মনঃস্রীতিকর
 কুসুমরাশি তথায় প্রস্ফুটিত, তাহার ইয়ত্তা হয়
 না । সেখানে নানা মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমেরা
 কুজন করিতেছে । পুংস্কোকিলগণের কল-
 কলালাপে এবং মত্ত মঘুরগণের কেকারবে
 সেইস্থান মুখরিত হইতেছে । এইরূপে
 নানাবৃক্ষ, নানা পুষ্প ও নানা বিহঙ্গবৃন্দে
 সুশোভিত । সেই সুর-সেবিত সুমেরু
 শৃঙ্গে একদা জগদ্বিধাতা জগন্নাথ অব্যয়
 পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব অবস্থিত ছিলেন ।
 তখন ভগবতী কমলালয়া মস্তক দ্বারা
 প্রণিপাতপূর্ব্বক সর্বলোকের হিতকামনায়
 তাঁহার নিকট এই এক উত্তম মহাপ্রশ্ন
 জিজ্ঞাসা করিলেন । শ্রীদেবী কহিলেন,
 হে সর্বলোকপতি ! আমার হৃদয়ে একটি
 সংশয় আছে, আপনি তাহা অপনোদন
 করুন । এই মহাশ্চর্য্যময় সুহৃৎসে কস্মিন্ভূমি
 মর্ত্যলোক লোভ, মোহ, ও কাম, ক্রোধাদি
 জলজস্তগণে পারিপূর্ণ হইয়া মহাসাগরের
 স্থায় প্রতিভাত হইতেছে । হে দেবেশ

আচক্ষু সর্বদেবেশ প্রণতাং যদি মন্তসে ।
ভূদতে নাস্তি লোকেহস্মিন্ বক্তা সংশয়নির্ণয়ে ॥
ব্রহ্মোবাচ ।
ঋত্বৈবং বচনং তস্মা দেবদেবো জনার্দনঃ ।
প্রোবাচ পরয়া প্রীত্যা পরং সারামৃতোপমম্ ॥২১
শ্রীভগবানুবাচ ।
সুখোপাশ্রুঃ সুসাধ্যশ্চাভিরামশ্চ সুসংফলঃ ।
আন্তে তীর্থবরে দেবি বিখ্যাতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
ন তেন সদৃশঃ কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ।
কীৰ্ত্তনাদ্যন্ত দেবেশি মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥২৩
ন বিজ্ঞাতোহমরৈঃ সৰ্বৈর্ন দৈত্যৈর্ন চ দানবৈঃ
মরীচ্যাঽদৈর্ঘ্যনিবরৈর্গোপিতং মে বরাননে ॥ ২৪
তন্ত্বেহং সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থরাজঞ্চ সাম্প্রতম্
ভাবেনৈকেন সুশ্রোণি শৃণু বরবর্ণিন ॥ ২৫
আসীৎ কল্পে সমুৎপন্নে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।

এই সংসারসাগর হইতে কিরূপে লোক
সকল মুক্ত হইবে ? হে সর্বদেবাধিপ !
যদি আমাকে বিনীত বলিয়া মনে করেন,
তবে উহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন ।
এ জগতে আপনি ব্যতীত সংশয় নির্ণয়ে
বক্তা কেহই নাই । ১—২০ । ব্রহ্মা
কহিলেন, দেবদেব জনার্দন শ্রীদেবীর তাদৃশ
বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিসহকারে
অমৃতোপম পরম সার কথা প্রকাশ
করিলেন । ভগবান কহিলেন, হে দেবি !
যত শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে, তন্মধ্যে পুরুষোত্তমই
মুখ্যোপাশ্রু, সুসাধ্য, মনোরম ও সংফল-
জনক বলিয়া বিখ্যাত । সেই পুরুষোত্তমের
তুল্য তীর্থ ত্রিভুবনে আর নাই । হে
দেবোশ ! সেই তীর্থের নাম কীৰ্ত্তনেও সর্ব-
পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । সমস্ত দেব
দৈত্য, দানব ও মরীচি প্রভৃতি মহাবীরাও
এই তীর্থের বিষয় বিদিত নহেন । হে বরা-
ননে ! ইহা আমার অতি গোপনীয় তীর্থ ।
সম্প্রতি আমি সেই তীর্থশ্রেষ্ঠের বিবরণ
তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি, হে
সুশ্রোণি ! তুমি একাগ্রতার সহিত শ্রবণ

প্রলীনা দেবগন্ধর্বদৈত্যবিদ্যাধরোরগাঃ ॥২৬
তমোভূতমিদং সৰ্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ।
তস্মিন্ জাগর্তি ভূতান্মা পরমাত্মা জগদ্ভুরুঃ ॥২৭
শ্রীমাংস্রিমুক্তিরুদেবো জগৎকর্তা মহেশ্বরঃ ।
বাসুদেবোতি বিখ্যাতো যোগাত্মা হাররৌশ্বরঃ
সৌহৃদ্যজদ্যোগানন্দ্রান্তে নাভ্যন্তোকহৃদ্যগম্
পদ্মকেশরসঙ্কাশং ব্রহ্মাণং ভূতমব্যয়ম্ ॥ ২৯
তাদৃগ্ ভূতস্ততো ব্রহ্মা সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ।
পঞ্চভূতসমায়ুক্তং সৃজতে চ শনৈঃ শনৈঃ ॥৩০
মাত্রায়োনীনি ভূতানি স্থলসূক্ষ্মাণি যানি চ ।
চতুর্বিধানি সৰ্বাণি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৩১
ততঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মা চক্রে সৰ্বং চরাচরম্ ।
সকিস্ত্য মনসাত্মানং সমর্জ্য বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৩২
মরীচ্যাঽদীন্মুনীন সৰ্বান্ দেবাসুরপিতৃনপি ।
যক্ষবিদ্যাধরাংশ্চাত্তান্ গন্ধাদ্যাঃ সরিতস্তথা ॥
নরবানরসিংহাংশ্চ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্ ।
জরায়ুন্ওজান্ দেবি শ্বেদজোভ্বেদজাংশ্চতথা ॥৩৪

কর । পুরাকালে কল্পকাল উপস্থিত হইলে,
চরাচর সকলই বিনষ্ট হইল । দেব, গন্ধর্ব,
দৈত্য, বিদ্যাধর ও উরগগণ সকলেই বিলীন
হইলেন । সমগ্র বিশ্ব তমোময় হইল । কিছুই
জ্ঞানগম্য হইতে লাগিল না । তখন এক-
মাত্র ভূতাত্মা পরমাত্মা জগদ্ভুরু, জগৎকর্তা,
ত্রিমুখধর বাসুদেবাখা মহেশ্বর যোগাত্মা
হারই জাগ্রত ছিলেন । তিনি যোগান্দ্রায়
অবসানে নাভিপদ্ম-মধ্যগত পদ্মকেশর-
সঙ্কাশ অব্যয় ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন । সর্ব-
লোকমহেশ্বর ব্রহ্মা তথাবিধ ভাবে সমুৎপন্ন
হইয়া ধীরে ধীরে পঞ্চভূতাত্মক চরাচর সমস্ত
সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । স্থল, সূক্ষ্ম,
স্থাবর, জঙ্গম চতুর্বিধ ভূতবৃন্দ তন্মাত্র হইতে
সমুৎপন্ন হইল । ক্রমে প্রজাপতি ব্রহ্মা
সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিয়া মনে মনে আশ্চ-
চিন্তা করত বিবিধ প্রজাপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া
মরীচি প্রভৃতি নুনিবৃন্দ, সমস্ত দেব, অসুর,
পিতৃ, যক্ষ, বিদ্যাধর, গন্ধাদি সরিৎসকল,
নর, বানর, সিংহ, বিবিধ বিহঙ্গম, জরায়ুজ,

ব্রহ্মকৃত্যং তথা বৈশ্বাং শূদ্রং চৈব চতুষ্টয়ম্ ।
 অন্ত্যজাতাংশ্চ শ্লেচ্ছাংশ্চ সসর্জং বিবিধান্ পৃথক্
 যৎকিঞ্চিজীবসংজ্ঞং তু তৃণশূলপিপীলিকম্ ।
 ব্রহ্মা ভূত্বা জগৎ সর্বং নিশ্চ্যমে সচরাচরম্ ॥ ৩৬
 দক্ষিণাঙ্গে তথা স্থানং সঞ্চিন্ত্য পুরুষং স্বয়ম্ ।
 বামে চৈব তু নারীং স দ্বিধা ভূতমকল্পয়ৎ ॥ ৩৭
 ততঃ প্রভৃতি লোকেহস্মিন্ প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ
 অধমোত্তমমধ্যাংশ্চ মম ক্ষেত্রাণি যানি চ ॥ ৩৮
 এবং সঞ্চিন্ত্য দেবোহসৌ পুরা সলিলযোনিজঃ
 জগাম ধ্যানমাস্থায় বাসুদেবাত্মিকাং তনুম্ ॥ ৩৯
 ধ্যানমাত্রেণ দেবেন স্বয়মেব জনার্দনঃ ।
 তস্মিন্ কণে সমুৎপন্নঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥
 সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ ।
 সলিলধাস্তমেঘাভঃ শ্রীমান্ শ্রীবৎসলক্ষণঃ ॥ ৪১
 অপশুৎ সহসা তং তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 আসনৈরর্ঘ্যপাট্যৈশ্চ অক্ষতৈরভিনন্দ্য চ ॥ ৪২
 ভূষ্টাব পরমৈঃ স্তোত্রৈবিরিঞ্চিঃ সুসমাহিতঃ ।

ভূতোহহমুক্তবান্ দেবঃ ব্রহ্মাণং কমলোত্তমম্ ॥
 কারণং বদ মাং তাত মম ধ্যানশ্চ সাম্প্রতম্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

জগদ্ধিতায় দেবেশ মর্ত্যালোকৈশ্চ ত্বলভম্ ।
 স্বর্গদ্বারশ্চ মার্গাণি যজ্ঞদানব্রতানি চ ॥ ৪৪
 যোগঃ সত্যং তপঃ শ্রদ্ধা তীর্থানি বিবিধানি চ ।
 বিহায় সর্বমেতেষাং সুখং তৎসাধনং বদ ॥ ৪৫
 স্থানং জগৎপতে মহামুৎকৃষ্টং চ যদুচ্যতে ।
 সর্বেষামুত্তমং স্থানং ব্রহ্মি মে পুরুষোত্তম ॥ ৪৬
 বিধাতুর্বচনং শ্রদ্ধা ততোহহং প্রোক্তবান্ প্রিয়ে
 শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি নিশ্চলং ভুবি ত্বলভম্ ॥ ৪
 উত্তমং সর্বক্ষেত্রাণাং ধন্যং সংসারতারণম্ ।
 গোব্রাহ্মণহিতং পুণ্যং চাতুর্বর্ণ্যসুখোদয়ম্ ॥ ৪৮
 ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং ক্ষেত্রং পরমত্বলভম্ ।
 মহাপুণ্যং তু সর্বেষাং সিদ্ধিদং বৈ পিতামহ ॥ ৪৯
 তস্মাদাসীৎ সমুৎপন্নঃ তীর্থরাজঃ সনাতনম্ ।
 বিখ্যাতং পরমং ক্ষেত্রং চতুর্য়ুগনিষেবিতম্ ॥ ৫০

অগুজ, স্নেহজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণিবৃন্দ, ব্রাহ্মণ,
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র এবং শ্লেচ্ছাদি অন্যান্য
 বিবিধ অন্ত্যজ জাতি পৃথক্ পৃথক্ভাবে সৃষ্টি
 করিলেন। এইরূপে তৃণ ও শূল এবং
 পিপীলিবা পর্যন্ত যাবতীর জীবপুঞ্জময়
 সমগ্র চরাচর জগৎ ব্রহ্মরূপী মহেশ্বর হইতে
 সৃষ্টি হইল। পরে ব্রহ্মা স্বয়ং আত্মাকে
 চিন্তা করিয়া দক্ষিণাঙ্গে পুরুষ ও বামে নারী
 এই দ্বিবিধ ভূত কল্পনা করিলেন। সেই
 হইতে উত্তম মধ্যম ও অধমশ্রেণীর প্রজা-
 পণ জগতে মৈথুন-সমুত হইতে লাগিল।
 দেবদেব ব্রহ্মা পুরাকালে এইরূপে সৃষ্টি চিন্তা
 কাব্যে ধ্যানাবলম্বনে বাসুদেব মূর্তির চিত্রা
 করিতে লাগিলেন। ইহান ধ্যান করিবা-
 মাত্র তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ
 সহস্রশীর্ষা পুণ্ডরীকাক্ষ সজল-জলদ-প্রাথম
 শ্রীবৎসলক্ষণ শ্রীমান্ জনার্দন আবির্ভূত হই-
 লেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে
 দেখিবামাত্র পাদ্য, অর্ঘ্য, ও আসনাদি দানে
 অভিনন্দিত করিয়া সুসমাহিত-চিত্তে উত্তম

স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আমি
 কমলযোনি ব্রহ্মাকে বলিলাম, হে তাত!
 সম্প্রতি আমাকে ধ্যান করিবার কারণ কি,
 তাহা আমার নিকট বলুন, ব্রহ্মা কহিলেন,
 হে দেবেশ! স্বর্গদ্বারের পথস্বরূপ যে
 সকল যজ্ঞ, দান, ব্রত, যোগ, সত্য, তপস্যা,
 শ্রদ্ধা ও বিবিধ তীর্থ আছে, তৎসমস্ত পরি-
 ত্যাগ করিয়াও যেখানে অনায়াসে ঐ সক-
 লের ফললাভ করা যায়, এবং যাহা জগতে
 অতুৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত, হে পুরুষোত্তম!
 জগতের হিতের নিমিত্ত মর্ত্য-লোকত্বলভ
 স্থান কোন্টী, তাহা আমার নিকট প্রকাশ
 করিয়া বলুন ৷২৮—৪৬। বিধাতার কথা শুনিয়া
 —হে প্রিয়ে! আমি তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে
 বলিলাম, হে ব্রহ্মন! যাহা জগতে ত্বলভ ও
 নিশ্চল, যাহা সর্বক্ষেত্র মধ্যে উত্তম, সংসার-
 তারক, ধন্য, পুণ্য, গোব্রাহ্মণের হিতকর,
 চতুর্য়ুগের সুখবর্ধক, নরগণের পরমত্বলভ-
 ভাগ-মোক্ষপ্রদ সিদ্ধিপ্রদ ও মহাপুণ্যজনক—
 হে পিতামহ! সেই ক্ষেত্রের কথা কহিতেছি,

সর্বেষামেব দেবানামৃষীণাং ব্রহ্মচারিণাম্ ।
 দৈত্যদানবসিদ্ধানাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ ॥৫১
 নাগবিদ্যাধরাণাং চ স্থাবরশ্চ চরশ্চ চ ।
 উত্তমঃ পুরুষো যস্মাক্তম্মাৎ স পুরুষোত্তমঃ ॥৫২
 দক্ষিণশ্চোদধেষ্টীরে শুগ্রোধো যত্র তিষ্ঠতি ।
 দশযোজনবিস্তীর্ণঃ ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥ ৫৩
 যন্ত কল্পে সমুৎপন্নে মহদুদ্যানিবহ্নে ।
 বিনাশং নৈবমভ্যতি স্বয়ং তত্রৈবমাস্থিতঃ ॥৫৪
 দৃষ্টমাত্রে বটে তস্মিন্চ্ছায়ামাক্রম্য চাসকুৎ ।
 ব্রহ্মহত্যাং প্রমুচ্যেত পাপেষু কথং ॥৫৫
 প্রদক্ষিণা কৃত্য যৈন্ত নমস্কারশ্চ জন্তুভিঃ ।
 সর্বে বিধূতপাপ্যানস্তে গতাঃ কেশবালয়ম্ ॥৫৬
 শুগ্রোধশ্চোত্তরে কিঞ্চিদক্ষিণে কেশবশ্চ তু ।
 প্রাসাদস্তত্র তিষ্ঠেতু পদং ধর্মময়ং হি তৎ ॥ ৫৭
 প্রতিমাং তত্র বৈ দৃষ্ট্বা স্বয়ং দেবেন নিশ্চিতাম্

শ্রবণ করুন । পূর্বে সর্বলোক-বিখ্যাত চতু-
 র্যুগ-নিষেবিত এক সনাতন তীর্থ-প্রধান পরম
 ক্ষেত্র আবির্ভূত হইয়াছিল । ঐ ক্ষেত্র সমস্ত
 দেব, ঋষি, ব্রহ্মচারী, দৈত্য, দানব, সিদ্ধ,
 গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, নাগ, বিজ্ঞাধর, ও
 নিখিল চরাচর মধ্যে উত্তম পুরুষবৎ প্রতি-
 ভাত ; এইজন্য তাহা পুরুষোত্তম নামে
 প্রখ্যাত । দক্ষিণসাগরের তীরে যথায়
 নগ্ৰোধ বৃক্ষ বিরাজমান, তথায় সেই দশ
 যোজনবিস্তৃত পরম দুর্লভ পুরুষোত্তমক্ষেত্র
 অবস্থিত । ঐ ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ কল্পকালের
 মহতীউদ্ভ-পাতেও বিনষ্ট হয় না ।
 আমি স্বয়ংই তথায় অবস্থান করিয়া থাকি ।
 সেই বটবৃক্ষ দর্শন ও তদীয় ছায়া অসকুৎ
 অক্রমণ করিলে অশ্রান্ত পাপের কথা কি,
 ব্রহ্মহত্যা হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করা
 যায় । যে সকল জীব ঐ বৃক্ষকে প্রদ-
 ক্ষিণ ও নমস্কার করে ; তাহারা
 সকলেই পাপ পরিমুক্ত হইয়া কেশবালয়ে
 উপনীত হইয়া থাকে । ঐ শুগ্রোধবৃক্ষের
 উত্তরে ও কেশবালয়ের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে
 পুরুষোত্তম প্রাসাদ বিরাজমান । সেই

অনায়াসেন বৈ যাতি ভুবনং মে ততো নরাঃ ॥
 গচ্ছমানাঃস্ত তান্ প্রেক্ষ্য একদা ধর্মরাজপ্রিয়ে
 মদন্তিকমনুপ্রাপ্য প্রণম্য শিরসাত্রবীৎ ॥ ৫৯
 যম উবাচ
 নমস্তে ভগবন্ দেব লোকনাথ জগৎপতে ।
 ক্ষীরোদবাসিনঃ দেবঃ শেষতোগানুশায়িনম্ ॥
 বরং বরেণ্যং বরদং কর্তারমকৃতং প্রভুম্ ।
 বিশ্বেশ্বরমজং বিষ্ণুং সর্বজ্ঞমপরাজিতম্ ॥ ৬১
 নীলোৎপলদলশ্রামং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ।
 সর্বজ্ঞং নির্গুণং শান্তং জগদ্রক্ষারমব্যয়ম্ ॥ ৬২
 সর্বলোকবিধাতারং সর্বলোকসুখাবহম্ ।
 পুরাণং পুরুষং বেদ্যং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্
 পরাবরাণাং শ্রষ্টারং লোকনাথং জগদ্গুরুম্ ।
 শ্রীবৎসোরক্ষসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৬৪
 শীতবস্ত্রং চতুর্ভাঙ্গং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
 হারকেয়ুরসংযুক্তং মুকুটাদ্ধারিণম্ ॥ ৬৫
 সর্বলক্ষণসম্পূর্ণং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
 কূটস্থম্ভ্রমচলং স্বয়ং জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ॥৬৬

প্রাসাদই ধর্মময় পদ । তন্মধ্যে স্বয়ং দেব-
 নিশ্চিত প্রতিমা আছে, তদর্দনে লোক সকল
 অনায়াসেই মদীয় ভবনে উপনীত হয় । হে
 প্রিয়ে ! একদা ধর্মরাজ যম লোকদিগকে মদীয়
 ভবনে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া আমার নিকট
 আগমনপূর্বক মস্তকদ্বারা প্রণামান্তে
 আমাকে বলিলেন,—হে ভগবন্, লোকনাথ,
 জগৎপতে ! আপনাকে নমস্কার করি ।
 আপনি ক্ষীরোদবাসী, শেষতোগশায়ী,
 বর, বরেণ্য, বরদ, কর্তা অকৃত, প্রভু,
 বিশ্বেশ্বর, অজ, বিষ্ণু, সর্বজ্ঞ, অপরাজিত,
 নীলোৎপলনিভ শ্রামবর্ণ, পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্বজ্ঞ,
 নির্গুণ, শান্ত, জগদ্রক্ষাতা, অব্যয়, সর্বলোক-
 বিধাতা, সর্বলোক-সুখাবহ, পুরাণ পুরুষ,
 ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, পরাপর শ্রষ্টা, লোক-
 নাথ, জগদ্গুরু, শ্রীবৎসার্কিতবক্ষা, বনমালা-
 যুক্ত, শীতবস্ত্র, চতুর্ভাঙ্গ, শঙ্খ-চক্র-গদাধর,
 হারকেয়ুর, ভূষিত, মুকুটাদ্ধারিণ, সর্ব
 লক্ষণসম্পন্ন, সর্বেন্দ্রিয়-বিরহিত, কূটস্থ,

ভাবাভাবনির্মুক্তং ব্যাপিনং প্রকৃতেঃ পরম্ ।

নমস্কামি জগন্নাথমীশ্বরং সুখদং প্রভুম্ ॥ ৬৭

ইত্যেবং ধর্ম্মরাজস্ত পুরা ত্ত্রোগ্রোধসন্নিধৌ ।

শ্রদ্ধা নানাবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণামমকরোত্তদা ॥

তং দৃষ্ট্বা তু মহাভাগে প্রণতঃ প্রাজ্ঞানিস্থিতম্ ।

স্তোত্রস্ত কারণং দেবি পৃষ্ট্বানহমন্তকম্ ॥ ৬৯

বৈবস্বত মহাবাহো সর্বদেবোত্তমো হ্যসি ।

কিমর্থং স্তবান্মাং ত্বং সঙ্ক্ষেপাতদব্রবীহি মে ॥

ধর্ম্মরাজ উবাচ ।

অস্মিন্নায়তনে পুণ্যে বিখ্যাতে পুরুষোত্তমে ।

ইন্দ্রনীলময়ী শ্রেষ্ঠা প্রতিমা সার্বকামিকৌ ॥ ৭১

তাং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক ভাবেনৈকেন শ্রদ্ধয়া ।

বেতাখ্যং ভবনং যাস্তি নিকামাশ্চৈব মানবাঃ ॥

অতঃ কৰ্ত্তুং ন শক্যমি ব্যাপারমরিস্থদন ।

প্রসীদ স্মমহাদেব সংহর প্রতিমাং বিভো ॥ ৭৩

অচল, জ্যোতীরূপ, সনাতন, ভাবাভাব, পরি-
মুক্ত, সর্বব্যাপী, প্রকৃতির পরবর্তী, সুখদ,
ঈশ্বর, জগন্নাথ ও প্রভু, আপনাকে প্রণাম করি ।
ধর্ম্মরাজ পুরাকালে এইরূপে সেই ত্ত্রোগ্রোধ-
তৃসমীপে আমাকে নানাবিধ স্তোত্রে স্তব
করিয়া প্রণিপাত করিলেন । হে মহাভাগে !
আমি তখন ধর্ম্মরাজকে যুক্তকরে প্রণত
দেখিয়া স্তব করিবার কারণ কি, তাহা
জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিলাম—হে মহা-
বাহো ! সর্বোত্তম বৈবস্বত ! আপনি
সর্বদেবের উত্তম । কি জন্ত আমাকে
আপনি স্তব করিলেন, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ
করিয়া বলুন । ৪৭—৭০ । ধর্ম্মরাজ কহিলেন,—
হে পুণ্ডরীকাক ! এই বিখ্যাত পবিত্র পুরু-
ষোত্তম ক্ষেত্রে যে সর্বকামপ্রদায়িনী ইন্দ্র-
নীলময়ী শ্রেষ্ঠপ্রতিমা আছে, শ্রদ্ধা ও
একাগ্রভাব সহিত তাঁহাকে দর্শন করিলে
মানবগণ নিকাম হইয়া বেতাখ্য ভবনে
গমন করিয়া থাকে । অতএব হে মধু-
স্থদন ! আমি আমার পদোচ্চিত কার্য
করিতে পারিতেছি না ;—হে মহাদেব, হে
প্রভো ! আপনি প্রসন্ন হউন এবং এই

শ্রদ্ধা বৈবস্বতশ্চৈতদ্বাক্যমেতদ্বাচ হ ।

যম তাং গোপয়িষ্যামি সিকতাভিঃ সমস্ততঃ ॥ ৭৪

ততঃ সা প্রতিমা দেবি বল্লিভির্গোপিতা ময়া ।

যথা তথা ন পশ্যন্তি মনুষ্যাঃ স্বর্গকাজ্জিগঃ ॥ ৭৫

প্রচ্ছাদ্য বল্লিকৈর্দেবি জাতরূপপরিচ্ছদৈঃ ।

যমং প্রস্থাপয়ামাস স্বাং পুরীং দক্ষিণাং দিশম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

লুপ্তায়াঃ প্রতিমায়াং তু ইন্দ্রনীলশ্চ ভো দ্বিজাঃ

তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে বিখ্যাতে পুরুষোত্তমে

যো ভূতস্তত্র বৃত্তান্তো দেবদেবো জনার্দনঃ ।

তং সর্বং কথয়ামাস স তস্মৈ ভগবান্ পুরা ॥ ৭৮

ইন্দ্রদ্রুমশ্চ গমনং ক্ষেত্রদসন্দর্শনং তথা ।

ক্ষেত্রশ্চ বর্ণনং চৈব প্রাসাদকরণং তথা ॥ ৭৯

হয়মেধশ্চ যজনং স্বপ্নদর্শনমেব চ ।

লবণশ্চোদধেষ্টীরে কাষ্ঠশ্চ দর্শনং তথা ॥ ৮০

দর্শনং বাসুদেবশ্চ শিল্লিরাজশ্চ চ দ্বিজাঃ ।

প্রতিমাখানি এস্থান হইতে অপসারিত
করুন । যমের এই কথা শুনিয়া আমি
বলিলাম, হে যম ! আমি ঐ প্রতিমা
বালুকারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া
রাখিব । হে দেবি ! অনন্তর আমি সেই
প্রতিমাকে যাহাতে স্বর্গকাজ্জী লোকেয়া
দেখিতে না পারে, সেইরূপভাবে গোপন
করিয়া রাখিলাম । হে দেবি ! আমি
তখন স্বর্গকান্তি বালুকাপ্রভৃতি দ্বারা সেই
প্রতিমা আচ্ছাদিত করিয়া যমকে তাঁহার
দক্ষিণদিকস্থিত • স্বীয় পুরীতে প্রেরণ
করিলাম । ৭১—৭৬ । ব্রহ্মা কহিলেন, হে
দ্বিজগণ ! সেই ইন্দ্রনীল-প্রতিমা বিলুপ্ত
হইলে, সেই প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র পুরুষোত্তমে
যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, দেবদেব ভগবান্
জনার্দন তৎসমস্ত পূর্বকালে ত্রীদেবীর নিকট
বলিয়াছিলেন । তাঁহার বর্ণিত ঘটনাবলী
যথা,—ইন্দ্রদ্রুমের গমন, ক্ষেত্রদর্শন, ক্ষেত্র-
বর্ণন, প্রাসাদ-নির্মাণ, অয়মেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান,
স্বপ্ন সন্দর্শন, লবণসাগরতীরে কাষ্ঠদর্শন,
শিল্লিরাজ বাসুদেবের দর্শন, প্রতিমানির্মাণ

নিৰ্মাণং প্রতিমায়াস্ত যথাবর্ণং বিশেষতঃ ॥ ৮১
স্থাপনং চৈব সৰ্বেষাং প্রাসাদে ভুবনোত্তমে ।
যাত্রাকালে চ বিপ্রেক্ষাঃ কল্পসঙ্কীৰ্ত্তনং তথা ॥ ৮২
মার্কণ্ডেয়স্ত চরিতং স্থাপনং শঙ্করস্ত চ !
পঞ্চতীর্থস্ত মাহাত্ম্যং দৰ্শনং শূলপাণিনঃ ॥ ৮৩
বটস্ত দৰ্শনং চৈব ব্যাষ্টিং তস্ত চ ভো দ্বিজাঃ ।
দৰ্শনং বলদেবস্ত কৃষ্ণস্ত চ বিশেষতঃ ॥ ৮৪
সুভদ্রায়াশ্চ তত্রৈব মাহাত্ম্যং চৈব সৰ্বশঃ ।
দৰ্শনং নরসিংহস্ত ব্যাষ্টিসঙ্কীৰ্ত্তনং তথা ॥ ৮৫
অনন্তবাসুদেবস্ত দৰ্শনং গুণকীৰ্ত্তনম্ ।
শ্বেতমাধবমাহাত্ম্যং স্বৰ্গদ্বারস্ত দৰ্শনম্ ॥ ৮৬
উদধিদৰ্শনং চৈব জ্ঞানং তৰ্পণমেব চ ।
সমুদ্রজ্ঞানমাহাত্ম্যমিন্দ্রহ্যস্ত চ দ্বিজাঃ ॥ ৮৭
পঞ্চতীর্থকলং চৈব মহাজ্যোষ্ঠ্যং তথৈব চ ।
জ্ঞানং কৃষ্ণস্ত হলিনঃ পৰ্ব্বযাত্রাকলং তথা ॥ ৮৮
বর্ণনং বিষ্ণুলোকস্ত ক্ষেত্রস্ত চ পুনঃপুনঃ ।
পূৰ্ব্বং কথিতবান্ সৰ্বং তস্মৈ স পুরুষোত্তমঃ ॥

ইতি শ্রীভাক্তে পূৰ্ব্ববৃত্তান্তবর্ণনং নাম

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ভুবনোত্তম প্রাসাদে সমস্ত প্রতিমাস্থাপন,
যাত্রাকালে কল্প সঙ্কীৰ্ত্তন, মার্কণ্ডেয়-চরিত,
শঙ্করপ্রতিষ্ঠা, বলদেব ও কৃষ্ণ দৰ্শন,
সুভদ্রার মাহাত্ম্য, নরসিংহ দৰ্শন, ব্যাষ্টি
সংকীৰ্ত্তন, অনন্ত বাসুদেব দৰ্শন, ও
গুণকীৰ্ত্তন, শ্বেতমাধবীয় মাহাত্ম্য, স্বৰ্গদ্বার-
দৰ্শন, উদধিদৰ্শন, তাহাতে জ্ঞান, তৰ্পণ,
সমুদ্র জ্ঞানের ও ইন্দ্রহ্যের মাহাত্ম্য, পঞ্চ-
তীর্থ কল, মহাজ্যোষ্ঠস্থান, কৃষ্ণ ও বলরামের
পৰ্ব্বযাত্রাকল, বিষ্ণুলোক বর্ণন, এবং
বারম্বার ক্ষেত্রের কথা কীৰ্ত্তন, এই সকল
ঘটনা পূৰ্বে শ্রীদেবীকে স্বয়ং পুরুষোত্তম
কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ১৪৫

ষট্ চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে দেব কথাশেষঃ মহীপতেঃ ।
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে গতা কিং চকার নরাধিপঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দীলাঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।
ক্ষেত্রসন্দৰ্শনং চৈব কৃত্যং তস্ত চ ভূপতেঃ ॥ ১
গতা তত্র মহীপালঃ ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যবিশ্রুতে
দদৰ্শ রমণীয়ানি স্থানানি সরিতস্তথা ॥ ৩
নদী তত্র মহাপুণ্যা বিষ্ণুপাদবিনির্গতা ।
চিত্রোপলোতি বিখ্যাতা সৰ্বপাপহরা শিবা ॥ ৪
গঙ্গাতুল্যা মহাশ্রোতা দক্ষিণাবগামিনী ।
মহানদীতি নামা সা পুণ্যতোয়া সরিষরা ॥ ৫
দক্ষিণশ্রোদধেৰ্গর্ভঃ গতাবর্তীতিশোভিতা ।
উভয়োস্তটয়োৰ্ধ্বস্থা গ্রামাশ্চ নগরীণি চ ॥ ৬
দৃশুস্তে মুনিশার্দীলাঃ স্মৃশুস্তাঃ স্মমনোহরাঃ ।

ষট্ চত্বারিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে দেব ! আমরা
মহীপতি ইন্দ্রহ্যের কথা-শেষ শুনিতে
ইচ্ছা করি । সেই নরপতি সেই উত্তম
ক্ষেত্রে গিয়া কি করিয়াছিলেন ? ব্রহ্মা
কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আমি সেই
ভূপতির ক্ষেত্রদৰ্শন কার্য সংক্ষেপে বর্ণন
করিতেছি, শ্রবণ করুন । সেই মহীপাল
সেই ত্রিলোক-বিশ্রুত ক্ষেত্রে উপস্থিত
হইয়া রমণীয় স্থান ও নদীনিচয় দৰ্শন
করিলেন । দেখিলেন, তথায় বিষ্ণুপাদ
হইতে বিনির্গতা মহাপুণ্যা সৰ্বপাপহরা,
শিবজলা গঙ্গার স্তায় মহাশ্রোতা, মহানদী
নাম্নী দক্ষিণ সাগরগামিনী সরিষরা
প্রবাহিত হইতেছে । ঐ সরিষরা চিত্রো-
পলা নামেও বিখ্যাতা । উহা দক্ষিণাঙ্কিত
গর্ভে পতিত হইয়া সাতিশয় শোভিতা
হইতেছে । হে মুনিবরগণ ! ঐ মহা-
নদীর উভয় তীরে কত গ্রাম ও কত নগর
দেখিতে প্রাপ্ত হইয়া যায় । ঐ সকল গ্রাম-

হৃষ্টপুষ্টিজনাকীর্ণা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৭
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাস্তত্র পৃথক্ পৃথক্ ।
 স্বধর্ম্মনিরতাঃ শাস্তা দৃষ্টান্তে শুভলক্ষণাঃ ॥ ৮
 তাহুলপূর্ণবদনা মালাদামবিভূষিতাঃ ।
 বেদপূর্ণমুখা বিপ্রাঃ সযড়ঙ্গপদক্রমাঃ ॥ ৯
 অগ্নিহোত্ররতাঃ কেচিৎ কেচিদোপাসনক্রিয়াঃ ।
 সর্বশাস্ত্রার্থকুশলা যজ্ঞানো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ১০
 চত্বরে রাজমার্গেষু বনেষুপবনেষু চ ।
 সভামণ্ডলহর্ম্ম্যেযু দেবতায়তনেষু চ ॥ ১১
 ইতিহাসপুরাণানি বেদাঃ সাক্ষাঃ সুলক্ষণাঃ ।
 কাব্যশাস্ত্রকথাস্তত্র শ্রায়ন্তে চ মহাজনৈঃ ॥ ১২
 স্ত্রিয়স্তদেবশাসিত্রো রূপযৌবনগর্কিতাঃ ।
 সম্পূর্ণলক্ষণোপেতা বিস্তীর্ণশ্রোণিমণ্ডলাঃ ॥ ১৩
 সরোরুহমুখাঃ শ্রীমাঃ শরচ্চন্দ্রনিভাননাঃ ।
 পীনোরতস্তনাঃ সর্বাঃ সমৃদ্ধ্যা চাক্রদর্শনাঃ ॥ ১৪
 সৌবর্ণবলয়াক্রমস্তা দিব্যৌষধৈরলঙ্কিতাঃ ।

নগর সুশস্ত্রে পরিপূর্ণ, মনোহর এবং হৃষ্ট-
 পুষ্টি জনে আকীর্ণ। ঐ গ্রাম ও নগর-
 সমূহে স্ব স্ব ধর্ম্মে-নিরত, শাস্ত, বস্ত্রালঙ্কার-
 ভূষিত, সুলক্ষণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
 বৈশ্ব, ও শূদ্রগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান
 করিতেছে। তত্রত্য অধিবাসীদিগের
 বদন তাহুলপূর্ণ, গলদেশ মালাদামে
 মণ্ডিত। ব্রাহ্মণগণের বাণী বেদময়ী।
 তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অগ্নিহোত্র-রত,
 কেহ কেহ সর্বশাস্ত্রার্থ-নিপুণ, কেহ কেহ
 ষাগশীল, ও কেহ কেহ ভূরিদক্ষিণ। ১—
 ১০। তথাকার যে সকল চত্বর, রাজপথ,
 বন, উপবন, সভামণ্ডপ, হর্ম্ম্যশ্রেণী ও
 দেবায়তন তাহার সর্বত্রই মহাজনগণ
 মিলিত হইয়া পরস্পর ইতিহাস, পুরাণ, সাক্ষ
 বেদ ও বিবিধ কাব্য-শাস্ত্রের কথা শ্রবণ
 করেন। তদেবশাসিনী রমণীগণ রূপ ও
 যৌবনে গর্কিত, সর্বসুলক্ষণে সম্পন্ন, ও
 বিশূল জঘনমণ্ডলে মণ্ডিত। তাহাদের
 বদনমণ্ডল শরচ্চন্দ্র ও সরোরুহের স্থায়
 । মনোহর, স্তনযুগ পীনোরত, আকৃতি চাক্র-

কদলীগর্ভসঙ্ঘাশাঃ পদ্মকিঙ্করসপ্রভাঃ ॥ ১৫
 বিদ্বাধরপুটাঃ কান্তাঃ কর্ণান্তায়তলোচনাঃ ।
 সুমুখাশ্চাক্রকেশাশ্চ হাবভাবাবনামিতাঃ ॥ ১৬
 কাশ্চিৎ পদ্মপলাশাক্যঃ কাশ্চিদ্দিন্দীবরেক্ষণাঃ
 বিদ্যাদ্বিপ্পষ্টদশনাস্তবক্ষ্যশ্চ তথাপরাঃ ১৭
 কুটিলালকসংযুক্তাঃ সীমন্তেন বিরাজিতাঃ ।
 গ্রীবাভরণসংযুক্তা মালাদামবিভূষিতাঃ ॥ ১৮
 কুণ্ডলে রত্নসংযুক্তৈঃ কর্ণপূর্নৈর্ম্মনোহরৈঃ ।
 দেবযৌষিৎপ্রতীকাশা দৃষ্টান্তে শুভলক্ষণাঃ ॥
 দিব্যগীতবরৈর্ধনৈঃ ক্রীড়মানা বরাজ্জনাঃ ।
 বীণাবেণুমুদঙ্গৈশ্চ পণবৈশ্চৈব গোমুখৈঃ ॥ ২০
 শঙ্খহৃন্দাভনির্ঘোষৈর্নানাবাদ্যমনোহরৈঃ ।
 ক্রীড়ন্ত্যস্তাঃ সদা হৃষ্টা বিলাসিন্তাঃ পরস্পরম্ ॥
 এবমাদি তথানেকগীতবাদ্যবিশারদাঃ ।
 দিবা রাত্রে সমাযুক্তাঃ কামোন্মত্তা বরাজ্জনাঃ ॥
 ভিক্ষুবৈখানসৈঃ সিদ্ধৈঃ স্নাতকৈর্ব্বক্ষচারিভিঃ ।
 মন্ত্রসিদ্ধৈস্তপঃসিদ্ধৈর্ধনৈঃসিদ্ধৈর্নিষেবিতম্ ॥ ২৩

দর্শন, হস্ত সুবর্ণবলয়ে অলঙ্কৃত, দেহ দিব্য-
 বসনে ভূষিত, বর্ণপ্রভা পদ্ম-কিঙ্কর-ব্রিত,
 বিদ্বাধরপুট কমণীয়, ও লোচন কর্ণান্ত-
 বিশ্রান্ত। তাহারা সকলেই সুমুখী, সুকেশী,
 ও হাবভাবে বিনম্র। তাহাদের মধ্যে কেহ
 কেহ পদ্মপলাশনয়না, কেহ কেহ ইন্দীবর-
 নেত্রা, কেহ কেহ বিদ্যাতের স্থায় বিপ্পষ্ট-
 দর্শনা, কেহ তবুঙ্গী, কেহ কুটিলালকধারিণী,
 এবং কেহ কেহ গ্রীবাভরণশালিনী। তাহারা
 মালাদামে অলঙ্কৃত, মনোহর রত্নকুণ্ডলে মণ্ডিত,
 সর্বশুভলক্ষণে অরিত এবং সুরকামিনীবৎ
 প্রতিভাত। সেই সকল বিলাসিনী বরাজ্জনা-
 গণ দিব্য দিব্য গীতধ্বনি, এবং বেণু, বীণা,
 মুদঙ্গ, পণব, গোমুখ ও শঙ্খ প্রভৃতি নানা
 বিবিধ মনোহর বাদ্যনির্ঘোষে সর্বদা হৃষ্ট
 হইয়া পরস্পর ক্রীড়া-নিরত। এইরূপে
 তথায় গীতবাদ্য-নিপুণা বহু বরাজ্জনা কামো-
 ন্মত্তা হইয়া দিবারাত্র নানা সন্তোগসুখে
 নিমগ্ন। এতদ্ভিন্ন তথায় বহু ভিক্ষু, বৈখা-
 নস, সিদ্ধ, স্নাতক, ব্রহ্মচারী ও মন্ত্রসিদ্ধ,

ইত্যেবং দদৃশে রাজা ক্ষেত্রং পরমশোভনম্ ।
অত্রৈবারাধয়িষ্যামি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥
জগদ্গুরুং পরং দেবং পরং পারং পরং পদম্ ।
সর্বেশ্বরেশ্বরং বিষ্ণুমনন্তমপরাজিতম্ ॥ ২৫
ইদং তন্মানসং তীর্থং জ্ঞাতং মে পুরুষোত্তমম্
কল্পবৃক্ষো মহাকাশো ন্যগ্ৰোধো যত্র তিষ্ঠতি ॥
প্রতিমা চেন্দ্রনীলাখ্যা স্বয়ং দেবেন গোপিতা ।
ন চাত্র দৃশ্যতে চান্ধা প্রতিমা বৈষ্ণবী শুভা ॥ ২৭
তথা যত্নং করিষ্যামি যথা দেবো জগৎপতিঃ ।
প্রত্যক্ষং মম চাত্যেতি বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিচ্চ হোমৈর্ধ্যানৈস্তথার্চনৈঃ
উপবাসৈশ্চ বিধিবচ্চরেয়ং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ২৯
অনন্তমনসা চৈব তন্মনা নান্তমানসঃ ।
বিষ্ণুয়তনবিস্ত্রাসে প্রারম্ভং চ করোম্যহম্ ॥ ৩০
ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভূত্ব্যবিসংবাদে ক্ষেত্রবর্ণনং
নাম ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

তপঃসিদ্ধ, যজ্ঞসিদ্ধ, অসংখ্য সাধুপুরুষ বিরাজ-
মান । রাজা ইন্দ্রদ্রুম্য এবদ্বিধ পরমশোভন
ক্ষেত্র দেখিয়া স্থির করিলেন, এইখানেই
আমি ভগবান, সনাতন, জগদ্গুরু, পরম-
দেব পরমপদ সর্বেশ্বর অপরাজিত অনন্ত
বিষ্ণুকে আরাধনা করিব । এই সেই মানস-
তীর্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আমি জানিতে পারি-
লাম । ঐ বিপুল বিশাল কল্পবৃক্ষ ন্যগ্ৰোধ
যথায় বিরাজিত, ঐখানেই স্বয়ং দেবদেব
ইন্দ্রনীল-প্রতিমা গোপনে রাখিয়াছেন ।
এইস্থানে আর কোন শুভ বৈষ্ণবী প্রতিমা
পরিদৃষ্ট হয় না । অতএব আমি এরূপ
যত্ন করিব যাহাতে দেবদেব জগৎপতি
সত্যপরাক্রম বিষ্ণু আমার প্রত্যক্ষ হই-
বেন । আমি এক্ষণে যজ্ঞ, দান, তপস্যা,
হোম, অধ্যয়ন, অর্চন, উপবাস ও বিধিবৎ-
উত্তম ব্রতানুষ্ঠানাদি দ্বারা অনন্তমনে ভগবৎ
পরায়ণ হইয়া এক বিষ্ণুভবন নির্মাণ করিতে
প্রযত্ন প্রকাশ করিব । ১১—৩০ ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং স পৃথিবীপালশ্চিস্তয়িত্বা দ্বিজোত্তমাঃ ।
প্রাসাদার্থং হরেন্তত্র প্রারম্ভমকরোত্তমা ॥ ১
আনায়া গণকান্সর্ধানাচার্য্যঃ শাস্ত্রপারগান্ ।
ভূমিং সংশোধ্য যত্নেন রাজা তু পরয়া মুদা ॥
ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞানসম্পন্নৈর্বেদশাস্ত্রার্থপারগৈঃ ।
অমাত্যৈর্মন্ত্রিভিঃশ্চৈব বাস্তবিদ্যাভিশারদৈঃ ॥ ৩
তৈঃ সাক্ষিঃ স সমালোচ্য স্মৃহুর্ভে শুভে দিনে
সুচন্দ্রতারসংযোগে গ্রহানুকূল্যসংযুতে ॥ ৪
জয়মঙ্গলশব্দৈশ্চ নানাবাদৈর্দ্যনোহরৈঃ ।
বেদাধ্যয়নার্হোষৈর্গৌতৈঃ স্মধুরস্বরৈঃ ॥ ৫
পুষ্পলাজাক্ষতৈর্গন্ধৈঃ পূর্ণকুন্তৈঃ সদীপকৈঃ ।
দদাবর্ঘ্যঃ ততো রাজা শ্রদ্ধয়া সূসমাহিতঃ ॥ ৬
দৈত্ববর্ম্যঃ বিধিবদানায্য স মহীপতিঃ ।
কলিঙ্গাধিপতিং শূরমুৎকলাধিপতিং তথা ।
কোশলাধিপতিঞ্চৈব তানুবাচ তদা নৃপঃ ॥ ৭

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ !
সেই পৃথিবীপাল ইন্দ্রদ্রুম্য এইরূপ চিন্তা
করিয়া হরির প্রাসাদ-নির্মাণে সমুদ্যত
হইলেন । তিনি পরম প্রীতিসহকারে বহু
শাস্ত্রজ্ঞ গণক আচার্য্যদিগকে আনয়নপূর্বক
সযত্নে ভূমি শোধন করিয়া বেদজ্ঞ জ্ঞান-
সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, অমাত্য, মন্ত্রী ও বাস্তবিদ্যা-
বিশারদ অস্ত্রাস্ত্র অভিজ্ঞ লোকের সহিত
স্থানের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করত
চন্দ্র-তারা-শুদ্ধ সূত্রের আনুকূল্যযুত
শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে জয়মঙ্গলধ্বনি, মনো-
হর বাদ্যোদ্যম, বেদনির্ঘোষ ও মধুর স্বর
সঙ্গীত সহকারে পূর্ণকুন্ত ও প্রদীপ স্থাপনান্তে
পুষ্প, লাজ, অক্ষত ও গন্ধাদি দ্বারা পরম
শ্রদ্ধার সহিত সূসমাহিত হইয়া অর্ঘ্য দান
করিলেন । ১—৬ । মহীপতি যথাবিধি অর্ঘ্য
দানান্তে কলিঙ্গ, উৎকল ও কোশলাধিপতিকৈ

রাজোবাচ ।

গচ্ছধ্বং সহিতাঃ সৰ্বে শিলার্থে সুসমাহিতাঃ
গৃহীত্বা শিল্লিমুখ্যাংশ শিলাকৰ্ম্মবিশারদান্ ॥৮
বিক্র্যাচলং সুবিস্তীর্ণং বহুকন্দরশোভিতম্ ।
নিরুপ্য সৰ্বসান্নি ছেদয়িত্বা শিলাঃ শুভাঃ ।
সংবাহন্ত্যঞ্চ শকটৈর্নৌকাভির্বা বিলম্বথ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং গন্তুঃ সমাদিগু তান্ নৃপান্ স মহীপতিঃ ।
পুনরেবাববোধক্যং সামাত্যান্ স পুরোহিতান্
রাজোবাচ ।

গচ্ছত্ব দূতাঃ সৰ্বত্র মমাক্ষাঃ প্রবদন্তু বৈ ।
যত্র তিষ্ঠন্তি রাজানঃ পৃথিব্যাং তান্ সুশীত্রগাঃ
হস্ত্যশ্বরথপাদাতৈঃ সামাত্যৈঃ সপুরোহিতৈঃ ।
গচ্ছত সহিতাঃ সৰ্ব ইন্দ্রহ্যশ্বশা সনাত ॥ ১২
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং দূতাঃ সমাক্ষাতা রাজ্ঞা তেন মহাত্মনা ।
গত্বা তদা নৃপান্চূৰ্ভচনং তস্ম ভূপতেঃ ॥ ১৩

আনয়নপূর্বক বলিলেন,—রাজগণ ! আপ-
নারা তৎপরতার সহিত অনুচরগণ সহ
শীঘ্র শিলাসংগ্রহার্থ গমন করুন । শিলা-
কৰ্ম্মনিপুণ শিল্পিশ্রেষ্ঠদিগকে সঙ্গে লইয়া
বহু কন্দর-মাণ্ডিত সুবিস্তীর্ণ বিক্র্যাচলে
গিয়া তদীয় সমস্ত সান্নদেহ বিশেষরূপে
দেখিয়া উত্তম উত্তম শিলা সকল ছেদনান্তে
শকট ও নৌকা যোগে প্রেরণ করিতে
থাকুন, বিলম্ব করিবেন না । ব্রহ্মা কহিলেন,
মহীপতি এইরূপে তাঁহাদিগকে প্রস্থান
করিতে আদেশ করিয়া পুনরায় অমাত্য ও
পুরোহিতদিগকে বলিলেন—পৃথিবীর যে
যেখানে রাজন্তগণ আছেন, দূতগণ সর্বত্র
গমনপূর্বক মদীয় আজ্ঞা ঘোষণা করুক এবং
আপনারা সকলেই মদীয় শাসন অনুসারে
হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমভিব্যাহারে
শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের সহিত গমন করুন ।
ব্রহ্মা কহিলেন, মহীপতি মহাত্মা ইন্দ্রহ্যশ্ব
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া দূতগণ অন্তান্ত নরপতি-
গণের নিকট, গমনপূর্বক তদীয় আজ্ঞা

ব্রহ্মা তু তে তথা সৰ্বে দূতানাং বচনং নৃপাঃ ।
আজগ্মুঃস্বরিতাঃ সৰ্বে স্বসৈন্তৈঃ পরিবারিতাঃ
যে নৃপাঃ সৰ্বদিগুভাগে যে চ দক্ষিণতঃ স্থিতাঃ
পশ্চিমায়াং স্থিতা যে চ উত্তরাপথসংস্থিতাঃ ॥
প্রত্যস্তবাসিনো যেহপি যে চ সন্নিধিবাসিনঃ ।
পার্বতীয়াশ্চ যে কেচিৎ তথা দ্বীপনিবাসিনঃ ॥
রথৈর্নগৈঃ পদাতৈশ্চ বার্জিভর্ধনবিস্তরৈঃ ।
সম্প্রাপ্তা বহুশো বিপ্রাঃ শ্রুতেন্দ্রহ্যশ্বশাসনম্ ॥
তানাগতান্ নৃপান্ দৃষ্ট্বা সামাত্যান্ সপুরোহিতান্
প্রোবাচ রাজা হৃষ্টাশ্চ কার্যমুদ্दिष्ट সাদরম্ ॥
রাজোবাচ ।

শৃণুধ্বং নৃপশার্দূলা যথা কিঞ্চিদব্রবীম্যহম্ ।
অস্মিন ক্ষেত্রবরে পুণ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শিবে
হয়মেধং মহাযজ্ঞং প্রাসাদকৈব বৈকবম্ ।
কথং শক্ৰোম্যহং কর্তুমিতি চিন্তাকুলং মনঃ ॥২০
ভবন্তিঃ সুসহায়ৈস্ত সৰ্বমেতৎ কৰোম্যহম্ ।
যদি যুয়ং সহায় মে ভবধ্বং নৃপসত্তমাঃ ॥ ২১

বিজ্ঞাপিত করিল । রাজন্তগণ সকলেই
দূতমুখে ইন্দ্রহ্যশ্ব-ভূপতির আদেশ শ্রবণ
করিয়া স্ব স্ব সেনাদল সমভিব্যাহারে সত্বর
আগমন করিলেন । পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর
ও দক্ষিণ দিগ্-নিবাসী নরপতিগণ, প্রত্যস্ত-
বাসী রাজগণ, নিকটবর্তী নৃপগণ এবং
পর্বত ও দ্বীপাধিপতি ভূপতিগণ সকলেই
রথ, অশ্ব, গজ, পদাতি ও অন্তান্ত বহু ধন-
রত্ন লইয়া মহীপতি ইন্দ্রহ্যশ্বের আদেশ
শ্রবণ মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পুরোহিত ও অমাত্যাদিসহ
সমাগত দেখিয়া রাজা ইন্দ্রহ্যশ্ব হৃষ্টচিত্তে
স্বীয় কার্যের উদ্দেশে সাদরে বলিলেন,
হে নৃপশ্রেষ্ঠগণ ! আমি যাহা বলি, শ্রবণ
করুন, আমি এই ভোগ-মোক্ষ-প্রদ মঙ্গলময়
ক্ষেত্রে অশ্বমেধাখ্য মহাযজ্ঞ ও এক বৈকব
প্রাসাদ কিরূপে নিৰ্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইব,
এই ভাবিয়া আমার চিন্তা চিন্তাকুল হইয়াছে ।
হে নৃপশ্রেষ্ঠগণ ! আমি আশা করি,
আপনারা যদি আমার সাহায্য করেন, তাহা

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেবং বদমানস্ত রাজরাজস্ত ধীমতঃ ।
সর্বৈ প্রমুদিতা হৃষ্টা ভূপাস্তে তস্ত শাসনাং ॥
বহুবর্ধনরত্নৈশ্চ সুবর্ণমণিমৌক্তিকৈঃ ।
কঙ্কলাজিনরত্নৈশ্চ রাক্ষবাস্তরণৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৩
বজ্রবৈদূর্য্যমণিকৈঃ পদ্মরাগেন্দ্রনীলকৈঃ ।
গর্জরশৈবর্ধনৈশ্চাত্তৈশ্চ রথৈশ্চৈব করেণুভিঃ ॥ ২৪
অসংখ্যৈর্বর্ধৈর্বৈধৈর্ভব্যৈরুচ্চাবচৈস্তথা ।
শালিব্রীহিযবৈশ্চৈব মাষমুদগাতিলৈস্তথা ॥ ২৫
সিদ্ধার্থচণকৈশ্চৈব গোধূমৈর্মসুরাদিভিঃ ।
শ্রামাকৈর্মধুকৈশ্চৈব নীবারৈঃ সকুলথকৈঃ ॥ ২৬
অন্তৈশ্চ বিবিধৈর্ধাত্তৈর্গ্রাম্যারণ্যৈঃ সহস্রশঃ ।
বহুধাত্তসহস্রাণাং তণ্ডুলানাঞ্চ রাশিভিঃ ॥ ২৭
গব্যস্ত হবিষঃ কুন্তৈঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
তথাত্তৈর্বিবিধৈর্ভব্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যাহ্নলেপনৈঃ
রাজানঃ পুরয়ামাসুর্ধ্বং কিঞ্চিদ্রব্যাসমুত্তমৈঃ ।
তান্ দৃষ্ট্বা যজ্ঞসম্ভারান্ সর্বসম্পৎসমম্বিতান্ ॥

হইলে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের সুসহায়-
তায় এ সকল কার্য্য সমাধা করিতে
পারিব। ৭—২১। ব্রহ্মা কহিলেন, রাজাধি-
রাজ ধীমান্ ইন্দ্রহ্য এই কথা কহিলে সকল
নরপতিই প্রমুদিত ও হৃষ্ট হইলেন এবং
অসংখ্য ধন রত্ন, সুবর্ণ ও মণি-মুক্তা সকল
কুটি করিতে লাগিলেন। তাহার উত্তম
উত্তম কঙ্কল, অজিন, রত্ন, রাক্ষব অন্তরণ,
হীরক, বৈদূর্য্য, মণিক্য, পদ্মরাগ ও ইন্দ্র-
নীলমণি এবং গজ, অশ্ব, ধন, ধাত্ত, রথ,
করেণু, অন্তান্ত বহু বিধ উত্তম উত্তম দ্রব্য-
সম্ভার, শালি, ব্রীহি, যব, মাষ, মুদগা, তিল,
সিদ্ধার্থ, চণক, গোধূম, মসুর, শ্রামাক, মধুক,
নীবার, কুলথ, অপরাপর গ্রাম্যারণ্য সহস্র
সহস্র বিবিধ খাত্ত সামগ্রী, সহস্র সহস্র রাশি
রাশি তণ্ডুলত্বপ, শত শত সহস্র সহস্র
মহিষ ও গব্য হস্ত, এবং অন্তান্ত বহুবিধ
শত শত সহস্র সহস্র ভক্ষ্য, ভোজ্য ও
অহ্নলেপন দ্বারা সমস্ত সেই যজ্ঞস্থান পূর্ণ
করিলেন। তখন জীমান নরপতি সেই

যজ্ঞকর্ম্মবিদো বিপ্রান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ।
শাস্ত্রেষু নিপুণান্ দক্ষান্ কুশলান্ সর্বকর্ম্মসু ॥ ৩০
ঋষীংশ্চৈব মহর্ষীংশ্চ দেবর্ষীংশ্চৈব তাপসান্ ।
ব্রহ্মচারিগৃহস্থাংশ্চ বানপ্রস্থান্ যতীংশ্চথা ॥ ৩১
স্নাতকান্ ব্রাহ্মণাংশ্চান্তানগ্নিহোত্রে সদা স্থিতান্
আচার্য্যোপাধ্যায়বরান্ স্বাধ্যায়তপসাবিতান্ ॥
সদন্তান্ শাস্ত্রকুশলাংশ্চান্তান্ পাবকান্ বহুন্ ।
দৃষ্ট্বা তান নৃপতিঃ জীমান্ববাচ স্বং পুরোহিতম্ ॥
রাজোবাচ ।

ততঃ প্রযাত্ত্ব বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
বাজিমেধার্থসিদ্ধার্থং দেশং পশ্যন্ত যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৩৪
ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স তথা চক্রে বচনং তস্ত ভূপতেঃ ।
হৃষ্টঃ স মজ্জিতিঃ সার্কঃ তদা রাজপুরোহিতঃ ॥
ভতো যযৌ পুরোধাস্চ প্রাজঃ হৃপতিভিঃ সহ
ব্রাহ্মণানগ্রতঃ কৃত্বা কুশলান্ যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৩৬
তং দেশং ধীবরগ্রামং সপ্রতোলিবিটকিনম্ ।
কারয়ামাস বিপ্রোহসৌ যজ্ঞবাটং যথাবিধি ॥

সকল সর্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞসম্ভার এবং যজ্ঞ
কর্ম্মজ্ঞ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, শাস্ত্রসেবী,
সর্বকর্ম্মক্ষম বিপ্র, ঋষি, মহর্ষি, তাপস,
ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি, স্নাতক,
দ্বিজ, অন্তান্ত অগ্নিহোত্রী, তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন
আচার্য্য, উপাধ্যায়, শাস্ত্রজ্ঞ, সদন্ত ও
বহুবিধ পাবকগণকে অবলোকন করিয়া
স্বীয় পুরোহিতকে কহিলেন, স্থিতান্
বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা
করিবার জন্য গমন করুন এবং যজ্ঞীয়
দেশ পরিদর্শন করিয়া লউন। ২২—৩৪।
ব্রহ্মা কহিলেন, নরপতি এই কথা কহিলে,
রাজ-পুরোহিত হৃষ্ট হইয়া মজ্জিগণ সহ তদীয়
আদেশ পালন করিলেন। প্রাজ পুরোধা
যজ্ঞকর্ম্মদক্ষ ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রবর্তী করিয়া
মহীপতিগণসহ যজ্ঞস্থানে গিয়া উপনীত হই-
লেন এবং তথায় প্রতোলী ও বিটকাদি নিষ্কাপ-
পূর্ব্বক যথাবিধি যজ্ঞবাট প্রস্তুত করিলেন।
সেখানে ইন্দ্রমন্দির-প্রতিম নানা হেমরত্ন ও

প্রাসাদশতসংখ্যং মণিপ্রবরশোভিতম্ ।
 ইন্দ্রসদ্বনিতং রম্যং হেমরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৩৮
 স্তম্ভান্ কনকচিত্রাংশ্চ তোরণানি বৃহন্তি চ ।
 যজ্ঞায়তনদেশেষু দ্বা গুহ্যং কাঞ্চনম্ ॥ ৩৯
 অস্তঃপুরাণি রাজ্যাক্ষ নানাদেশনিবাসিনাম্ ।
 কারয়ামাস ধর্ম্মাচ্ছা তত্র তত্র যথাবিধি ॥ ৪০
 ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৈশ্যানাং নানাদেশসমীক্ষ্যাম্ ।
 কারয়ামাস বিধিবচ্ছালাস্তত্রাপ্যনেকশঃ ॥ ৪১
 প্রিয়ার্থং তস্ত নৃপতেরাযযুর্নৃপসন্তমাঃ ।
 রত্নাশ্চনেকান্তাদায় দ্বিগুণচাযুর্নৃপসবে ॥ ৪২
 তেষাং নির্বিশতাং শ্বেষু শিবিরেষু মহাত্মনাম্
 নদতঃ সাগরশ্চৈব দিবিস্পৃগভবদধ্বনিঃ ॥ ৪৩
 তেষামভ্যাগতানাঞ্চ স রাজা মুনিসন্তমাঃ ।
 ব্যাদিদেশায়তনানি শয্যাশ্চাপ্যপচারতঃ ॥ ৪৪
 ভোজনানি বিচিত্রাণি শালীক্ষ্যবগোরসৈঃ ।
 উপৈত্য নৃপতিশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ স্বয়ং তদা ॥ ৪৫
 তথা তস্মিন্ মহাযজ্ঞে বহবো ব্রহ্মবাদিনঃ ।

মণিপ্রবর শোভিত শত শত প্রাসাদ, কনক-
 চিত্রিত অসংখ্য স্তম্ভ ও বৃহৎ বৃহৎ তোরণ
 সকল নির্মিত হইল। ধর্ম্মাচ্ছা পুরোহিত
 সমস্ত যজ্ঞায়তন বিশুদ্ধ কাঞ্চন দ্বারা প্রস্তুত
 করিয়া নানা দেশীয় রাজন্তগণের অস্তঃপুর
 সকল ও নানা দেশাসী ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য-
 দিগের বহুসংখ্যক নিকেতন সেই সেই
 স্থানে যথাবিধি নির্মাণ করাইলেন। ৩৫—৪১।
 নরপতি ইন্দ্রজ্যেষ্ঠের প্রিয়সাধনার্থ দেশ
 বিদেশ হইতে কত প্রধান প্রধান রাজা ও
 রমণীগণ বিবিধ রত্ন লইয়া সেই উৎসবে
 আসিয়া যোগদান করিলেন। সেই মহাত্ম-
 গণ স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিতে থাকিলে,
 গর্জনশীল সাগরের আয় এক ব্যোমস্পর্শী
 ধ্বনি উত্থিত হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 রাজা ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ স্বয়ংই অভ্যাগতদিগকে
 যথাযোগ্য স্থান, আসন ও শয্যা এবং শালি,
 ইক্ষু, যব ও গোরস-প্রস্তুত উত্তম উত্তম পান
 ভোজন প্রদান করিবার আদেশ করিলেন।

যে চ দ্বিজাতিপ্রবরাস্ত্রজাসন্ দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৪৬
 সমাজগ্নুঃ সশিষ্যাস্তান্ প্রতিজগ্ৰাহ পার্থিবঃ ।
 সর্বাংশ্চ তাননুযযৌ যাবদাবসথানিতি ॥ ৪৭
 স্বয়মেব মহাতেজো দত্তং ত্যক্তা নৃপোত্তমঃ ।
 ততঃ কুত্ৰা স্বশিল্পক শিল্পিনোহন্তে চ যে তদা ॥
 কুৎসং যজ্ঞবিধিং রাজ্ঞে তদা তস্মৈ শ্রবেদয়ন্ ।
 ততঃ শ্রুত্বা নৃপশ্রেষ্ঠঃ কৃতং সর্বমতপ্তিতঃ ।
 হৃষ্টরোমাভবজাজা সহ মজ্জিভিরচ্যুতঃ ॥ ৪৯
 ব্রহ্মোবাচ ।

তস্মিন যজ্ঞে প্রবৃত্তে তু বাগ্মিনো হেতুবাদিভিঃ
 হেতুবাদান্ বহুনাহুঃ পরস্পরজিগীষবঃ ॥ ৫০
 দেবেন্দ্রেণৈব বিহিতং রাজসিংহেন ভো দ্বিজাঃ
 দদৃশুস্তোরণান্তত্র শতকুস্তময়ানি চ ॥ ৫১
 শয্যাসন্ কাঁচারংশ্চ সুবহূন্ রত্নসংখ্যান্ ।
 ঘটপাত্রীকটাহানি কলশান্ বর্জমানকান্ ॥ ৫২
 ন হি কশ্চিদসৌবর্ণমপংখ্যদ্বসুধাধিপঃ ।

সেই মহাযজ্ঞে বহু ব্রহ্মবাদী দ্বিজাতিপ্রবরগণ
 স্ব স্ব শিষ্যসম্প্রদায় সহ সমাগত হইলেন।
 মহাতেজা মহীপতি ঐচ্ছাদিগকে সসম্মানে
 গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের আবাস
 স্থান পর্য্যন্ত দত্ত পরিহার করিয়া নিজেই
 অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর
 শিল্পিগণ তৎকালে স্ব স্ব শিল্পকার্য্য সমাধা
 করিয়া রাজাকে যাবতীয় যজ্ঞবিধি বিজ্ঞাপন
 করিল। ভূপতিশ্রেষ্ঠ কার্য্যসকল সম্পা-
 দিত তহইয়াছে শ্রবণ করিয়া মজ্জিগণসহ
 নিশ্চিন্ত ও হৃষ্ট হইলেন। ৪২—৪৯। ব্রহ্মা
 কহিলেন, সেই যজ্ঞ কার্য্য আরম্ভ হইলে,
 হেতুবাদী বাগ্মিগণ পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র
 হইয়া বিবিধ হেতুবাদ উত্থাপন করত বিচার
 কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। হে দ্বিজগণ!
 সেই রাজসিংহের কার্য্যকলাপ সমস্তই তখন
 দেবেন্দ্রের আয় লক্ষিত হইতে লাগিল।
 নরপতিগণ তথায় শতকুস্তময় তোরণশ্রেণী,
 প্রচুর শয্যা, আসন, কঙ্কল, রাশি রাশি রত্ন-
 ঘট, পাত্রী, কটাহ ও বহুসংখ্যক মঙ্গল-
 কলস সকলই স্নান করিয়া অবলোকন করিতে

যুপাংশ শাস্ত্রপঠিতান দারবান হেমভূষিতান ॥
উপকিণ্তান যথাকালং বিধিবদ্ধুরিবর্চসঃ ।
শূলজা জলজা যে চ পশবঃ কেচন দ্বিজাঃ ॥৫৪
সর্বানৈব সমানীতানপশুংস্তত্র তে নৃপাঃ ।
গাঈশ্চ মহিষীশ্চৈব তথা বৃক্স্বিয়োহপি চ ॥ ৫৫
ঔদকানি চ সস্থানি খাপদানি বয়াংসি চ ।
জরায়ুজাওজাতানি শ্বেদজান্দ্ভাদানি চ ॥ ৫৬
পৰ্বতান্যপখাত্তানি ভূতানি দদৃশুঃ তে ।
এবং প্রমুদিতঃ সৰ্বঃ পশুভো ধনধান্যতঃ ॥ ৫৭
যজ্ঞবাটং নৃপা দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ।
ব্রাহ্মণানাং বিশাষ্টৈব বহুমিষ্টান্নমৃদ্ধিমৎ ॥ ৫৮
পূর্ণে শতসহস্রে তু বিপ্রাণাং তত্র ভুঞ্জতাম্ ।
হৃন্দুভির্নৈঘনির্দোষান্ মুহূৰ্মুহুরথাকরোৎ ॥৫৯
বিননাদাসকৃচ্চাপি দিবসে দিবসে গতে ।
এবং স বরুধে যজ্ঞস্তস্ত রাজস্ব ধীমতঃ ॥ ৬০
অন্নস্ত সুবহুন্ বিপ্রা উৎসর্গান্নির্গতোপমান্ ।

লাগিলেন । সেই যজ্ঞের কোন বস্তুই
কোন রাজা সুবর্ণহীন দেখিতে পাইলেন
না দেখা গেল, তথায় হেমভূষিত যজ্ঞীয়
যুপসকল মন্ত্রপাঠপূর্বক প্রোথিত হইতেছে ।
শূল ও জলজাত যাবতীয় পশুপাল তথায়
সমানীত হইয়াছে । তাঁহারা দেখিলেন,
গো, মহিষ, বৃক্স, বৃক্সা, জল ও শূল-জাত
প্রাণিপুঞ্জ, নানা খাপদ, বিহঙ্গম, জরায়ুজ,
অণ্ডজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, প্রভৃতি অবস্থিত
রহিয়াছে । রাজগণ এইরূপে সমস্ত যজ্ঞ-
শূল পশু, ও ধন-ধান্যাদির দ্বারা সুসমৃদ্ধ
দেখিয়া পশ্চিম বিস্ময়াপন্ন হইলেন । ব্রাহ্মণ
ও বৈশ্যগণ বহুমূল্য প্রচুর মিষ্টান্ন ভোজন
করিতে লাগিলেন । এক এক লক্ষ
ব্রাহ্মণের ভোজন-ব্যাপার সমাধা হইবামাত্র
মুহূৰ্মুহু মেঘবৎ গভীর হৃন্দুভিধ্বনি হইতে
লাগিল । প্রত্যেক দিবসই হৃন্দুভ বারম্বার
নিমাদ করিতে লাগিল । এইরূপে সেই
ধীমান্ নরপতির যজ্ঞ কার্য্য সুসম্পাদিত
হইল । ৫০-৬০ । হে বিপ্রগণ! সেই যজ্ঞে
সমাগত রাজগণ পৰ্ব্বতপ্রমাণ প্রচুর অন্ন

দধিকূল্যাশ্চ দদৃশুঃ পয়সশ্চ হৃদাংস্তথা ॥ ৬১
জম্বুদ্বীপো হি সকলো নানা জনপদৈর্ঘূতঃ ।
দ্বিজাশ্চ তত্র দৃশ্যস্তে রাজ্যস্তস্ত মহামথৈ ॥ ৬২
তত্র যানি সহস্রাণি পুরুষাণাং ততস্ততঃ ।
গৃহীত্ব ভাজনং জম্বুর্ভূনি দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৬৩
ব্রাবিণশ্চাপি তে সৰ্বে স্মৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ।
পর্যবেষয়ন্ দ্বিজাতীন্ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥
বিবিধান্নুপানানি পুরুষা যেহনুপায়িনঃ ।
তে বৈ নৃপোপভোজ্যানি ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ

সহ ॥ ৬৫

সমাগতান্ বেদবিদো রাজস্ব পৃথিবীধরান্ ।
পূজাধিক্রে তদা তেষাং বিধিবদ্ধুরিদক্ষিণঃ ॥৬৬
দিগ্দেশাদাগতান্ রাজো মহাসংগ্রামশালিনঃ ।
নটনর্তককাদীংশ্চ গীতস্ততিবিশারদান্ ॥ ৬৭
পত্ন্যো মনোরমাস্তস্ত পীনোরতপয়োধরাঃ ।
ইন্দীবরপলাশাক্যঃ শরচ্চন্দ্রনিভাননাঃ ॥ ৬৮

এবং বহুসংখ্যক দধিকূল্যা ও হৃদকূল্যা
প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন । সমগ্র জম্বুদ্বীপ
নানা জনপদে পরিবৃত্ত; দেখা গেল, সেই
সকল জনপদের সমস্ত ব্রাহ্মণই সেই
রাজকীয় মহাযজ্ঞে আগমন করিয়াছেন ।
সেখানে ইতস্ততঃ সহস্র সহস্র পুরুষ পরিদৃষ্ট
হইল । দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বহু ভাজন গ্রহণ
করিয়া যজ্ঞশূল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ।
সুমার্জিত মণিকুণ্ডলধারী শত শত সহস্র
সহস্র পরিবেশক পুরুষ দ্বিজাতিদিগকে
ভোজ্যসামগ্রী পরিবেশন করিতে লাগিল ।
তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের অনুগমনপূর্বক রাজ-
ভোগ্য বহুবিধ অন্নপান তাঁহাদিগকে অর্পণ
করিতে লাগিল । যথাবিধি ভূরিদক্ষিণাধিত
রাজা অত্যাগত বেদবিদ ব্রাহ্মণদিগকে
এবং নানাদিগ্দেশাগত মহাযুদ্ধনিপুণ
সমস্ত পৃথিবীপতি ও গীতস্ততি-বিশারদ
নট নর্তক প্রভৃতিকে যথাযোগ্য সৎকার
করিলেন । সেই নরপতির এক সহস্র এক
শত পত্নী ছিলেন । তাঁহাদের পয়োধর
পীনোরত, নয়ন ইন্দীবর-পলাশোপম, ও

কুলশীলগুণোপেতাঃ সহস্রৈকং শতাধিকম্ ।
 এবং তদুপপন্নপত্নীগণসমবিতম্ ॥ ৬৯
 রত্নমালাকুলং দিব্যং পতাকাধ্বজসেবিতম্ ।
 রত্নহারযুতং রম্যং চন্দ্রকান্তিসমপ্রভম্ ॥ ৭০
 করিণঃ পর্ষতাকারান্ মদসিক্তান্ মহাবলান্ ।
 শতশঃ কোটিসংঘাটৈর্দন্তিভির্দন্তভূষণৈঃ ॥ ৭১
 বাতবেগজবৈরশ্চৈঃ সিন্ধুজাতিঃ সুশোভনৈঃ ।
 শ্বেতাশ্চৈঃ শ্চামকর্ণৈশ্চ কোট্যনৈকৈর্জবাঘ্রিতৈঃ
 সন্নকবন্ধকৈশ্চ নানা প্রহরণোজ্জ্বলিতৈঃ ।
 অসংখ্যৈঃ পদাতিশ্চ দেবপুত্রোপমৈস্তথা ॥ ৭৩
 ইত্যেবং দদৃশে রাজা যজ্ঞসস্তারবিস্তরম্ ।
 মুদং লেভে তদা রাজা সংহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ ॥

রাজোবাচ ।

আনয়ধ্বং হযশ্রেষ্ঠং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্ ।
 চারয়ধ্বং পৃথিব্যাং বৈ রাজপুত্রাঃ সুসংযতাঃ ॥

বদনমণ্ডল শরচ্চন্দ্রসদৃশ । তাঁহার। সকলেই
 মনোরম এবং সকলেই কুলশীল ও
 গুণশালিনী । রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন তাঁহার
 সেই সমস্ত পত্নীগণে পরিবৃত ; তাঁহার কণ্ঠে
 রত্নমালা ও রত্নহার দোহলায়মান । তিনি
 স্বর্গীয় বেশে শোভমান হইয়া চন্দ্র-সমান
 কাশ্মিন্য ; তাঁহার বাস-নিকেতনের চতুর্দিকে
 ধ্বজপতাকা সমুচ্ছিত । তিনি দেখিলেন,
 মদস্রাবী মহাবল শৈলাকার শত শত গজ
 দণ্ডায়মান । তাহাদিগের দীর্ঘ দীর্ঘ দন্তগুলি
 ভূষণবৎ লহমান । কত শত শত বাত-
 বেগগামী সিন্ধুদেশীয় সুন্দর সুন্দর অশ্ব ;
 তাহাদের মধ্যে কেহ শ্বেত ও কেহ কেহ
 শ্চাম বর্ণ, মহাবেগশালী । কত অসংখ্য
 দেবকুমার শতম পদাতিসৈন্য সন্নক ও
 বন্ধক হইয়া নানা প্রহরণ ধারণপূর্বক
 বিরাজমান । নরপতি এইরূপে অস্ত্রাস্ত্র
 বিস্তর যজ্ঞ সস্তার দেখিয়া পরম প্রীত হই-
 লেন এবং হৃষ্টচিত্তে কর্মচারীদিগকে
 বলিলেন, তোমরা শীঘ্র সর্ব লক্ষণাধিত
 উত্তম অশ্ব অধনয়ন কর এবং তাহাকে
 পর্যটনাগ্নি ছাড়িয়া দাও । তাহার রক্ষার্থ

বিদ্বিষ্টকর্ম্মবিদ্বিষ্ট অস্ত্র গোমো বিধীয়তাম্ ।

কৃষ্ণচ্ছাগঞ্চ মহিষং কৃষ্ণসারমৃগং দ্বিজান্ ॥ ৭৬
 অনড়াহঞ্চ গাশ্চৈব সর্বাংশ্চ পশুপালকান্ ।
 ইষ্টয়শ্চ প্রবর্ত্ততাং প্রাসাদং বৈকবং ততঃ ॥ ৭৭
 সর্বমেতচ্চ বিপ্রেভ্যো দীয়তাং মনসেঙ্গিতম্ ।
 স্ত্রিয়শ্চ রত্নকোট্যশ্চ গ্রামাশ্চ নগরাণি চ ॥ ৭৮
 সম্যক্ সমুদ্রভূম্যশ্চ বিষয়াশ্চুবমর্থিনাম্ ।
 অস্ত্রানি দ্রব্যজাতানি মনোজ্ঞানি বহুনি চ ॥ ৭৯
 সর্বেষাং যাচমানানাং নাস্তি হেতর ভাষয়েৎ ।
 তাবৎ প্রবর্ত্ততাং যজ্ঞো যাবদেবঃ পুরা স্থিহ ॥
 প্রত্যক্ষং মম চাত্যেতি যজ্ঞস্তাস্মৈ সমীপতঃ ॥ ৮০
 ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তদা বিপ্রা রাজসিংহো মহাভূজঃ ।
 দদৌ সুবর্ণসজ্জাতং কোটীনাশ্চৈব ভূষণম্ ॥ ৮১
 করেণ শতসাহস্রং বাজিনো নিযুতানি চ ।
 অর্কবৃন্দৈশ্চৈব বৃষভং স্বর্ণশৃঙ্গীশ্চ ধেনুকাঃ ॥ ৮২
 সুরূপাঃ সুরভীশ্চৈব কাংস্তদোহাঃ পয়স্বিনীঃ ।

জিতেন্দ্রিয় রাজপুত্রগণ গমন করুন । বিদ্বান
 ধর্ম্মজ্ঞগণ এক্ষণে হোমকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন ।
 দ্বিজগণ, কৃষ্ণচ্ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসার, এবং
 বলদ, গাভী ও আর আর সমস্ত পশু সংগ-
 হীত হউক । যজ্ঞকার্য্য প্রবর্ত্তিত ও বৈকব
 প্রাসাদ সুনির্ম্মিত হউক । স্ত্রী, রত্ন, গ্রাম,
 নগর, ও অস্ত্রাস্ত্র অতীষ্ট দ্রব্য সকল
 ব্রাহ্মণদিগকে দান কর । এতদ্ভিন্ন অস্ত্রাস্ত্র
 অর্থাদিগের মধ্যে যে, যে কোন অতীষ্ট প্রচুর
 দ্রব্য প্রার্থনা করুক, তাহাদের কাহাকেও
 ‘নাই’ এ কথা বলিবে না । যতক্ষণ না
 দেবতা আমার প্রত্যক্ষ হইতেছেন বা এই
 যজ্ঞসমীপে উপস্থিত হইতেছেন, তাবৎকাল
 যজ্ঞ কার্য্য চলিতে থাকুক । ৬১—৮৬ ।
 ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! মহাবাহু রাজ-
 সিংহ এই কথা কহিয়া তৎকালে কোটি কোটি
 সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন । তিনি বেদ-
 বিদ ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র করেণু, নিযুত-
 সংখ্যক বাজী, অর্কবৃন্দ বৃষভ ও বহু সহস্র
 স্বর্ণশৃঙ্গী ধেনু, সুরূপা সুরভি প্রচুর

প্রাচ্যচ্ছৎ স তু বিপ্রৈভ্যো বেদবিভ্যো মুদা যুতঃ ।
 বাসাংসি চ মহার্হাণি রাঙ্কবাস্তুরগানি চ ।
 সুভ্রানি চ শুভ্রাণি প্রবালমণিমুক্তমম্ ॥ ৮৪
 অদদাৎ স মহাযজ্ঞে রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৮৫
 বজ্রবৈদূর্যমাণিক্যমুক্তকাক্তানি যানি চ ।
 অলঙ্কারবতীঃ শুভ্রাঃ কক্কা রাজীবলোচনাঃ ॥
 শতানি পঞ্চ বিপ্রৈভ্যো রা । হৃষ্টঃ প্রদত্তবান্
 দ্বিগুণঃ পীনপয়োভারাঃ কঙ্কুকৈঃ স্বস্তনারুতাঃ ॥
 মধ্যহীনান্চ সুশ্রোণ্যঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ।
 হাবভাবাধিতগ্রীবা বহ্নেয়া বলয়ভূষিতাঃ ॥ ৮৬
 পাদনুপূরসংযুক্তাঃ পট্টকুলবাসসঃ ।
 একৈকশোহদদাত্তস্মিন্ কাম্যাশ্চ কামিনীবৃত্তঃ ॥
 অর্থিভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যো হয়মেধে দ্বিজোত্তমাঃ
 ভক্ষ্যঃ ভোজ্যঞ্চ সম্পূর্ণঃ নানাসস্তারসংযুতম্ ॥
 খণ্ডকাষ্ঠান্তনেকানি শ্মশ্রুপক্কান্চ পিষ্টকান ।
 অন্নান্তনানি মেধ্যাশ্চ স্নতপূরাশ্চ খাণ্ডবান্ ॥
 মধুরাংস্তজিতান্ পূপানন্নং মৃষ্টং সুপাকিকম্ ।
 প্রীত্যর্থং সর্বসত্ত্বানাং দীয়তেহন্নং পুনঃপুনঃ ॥

পরশ্বিনী দান করিলেন । এতদ্বিধ বহুমূল্য
 বসন সকল, শুভ্র শুভ্র রাঙ্কবাস্তুরণ, উত্তম
 উত্তম প্রবাল মণি, নানাবিধ রত্নরাজি, হীরক,
 বৈদূর্য, মাণিক্য ও অলঙ্কৃত পদ্মপলাশ-
 নয়না পঞ্চ শত কক্কা, ব্রাহ্মণাদিগকে প্রহৃষ্ট-
 চিত্তে প্রদান করিলেন । সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ
 প্রত্যেকে যে সকল কামিনীকে প্রাপ্ত হই-
 লেন, ঐ কামিনীগণ সকলেই পীনপয়োধর-
 ভারে অবনত, উহাদের স্তনমণ্ডল কঙ্কুকে
 আবৃত, মধ্যভাগ ক্ষীণ ও সুন্দর, নয়ন পদ্ম-
 পলাশবৎ আয়ত, পাদদ্বয় নূপুরে রণিত ও
 সর্বাঙ্গ পটবস্ত্রে সংবৃত; উহারা হাব-ভাব-
 বিলাসে অধিত ও বলয়াদি অলঙ্কারে
 অলঙ্কৃত । হে বিপ্রগণ ! রাজা সেই হয়মেধ
 যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদি যাবতীয় অর্থবৃন্দকেই নানা
 রসযুত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য, খণ্ডকাদি
 বহুবিধ প্রচুর মিষ্ট দ্রব্য, শ্মশ্রুপক্ক প্রচুর
 পিষ্টক, বহু অন্ন, স্নতপক্ক নানাবিধ পবিত্র
 খাণ্ডব ও মধুররসময় পিষ্টকপ্রায় অশ্বাশ্ব

দত্তশ্চ দীয়মানশ্চ ধনস্বাস্তো ন বিদ্যতে
 এবং দৃষ্টী মহাযজ্ঞং দেবদৈত্যাঃ সচারণাঃ ॥ ৯৩
 গন্ধর্বাঅপরসঃ সিদ্ধা ঋষয়শ্চ প্রজেশ্বরঃ ।
 বিশ্বয়ঃ পরমং যাতা দৃষ্টী ক্রতুবরং শুভম্ ॥ ৯৪
 পুরোধা মাত্ৰিণো রাজা হৃষ্টোত্তমৈব সঞ্চরঃ ।
 ন তত্র মণিনঃ কশ্চিন্ন দীনো ন ক্ষুধাষতঃ ॥ ৯৫
 ন বোপসর্গো ন গ্লানির্নাশয়ো ব্যাধয়স্তথা ।
 নাকালমরণং তত্র ন দংশো ন গ্রহা বিষম্ ॥ ৯৬
 হৃষ্টপুষ্টজনাঃ সর্ষে তস্মিন্ রাজ্ঞো মহোৎসবে ।
 যে চ তত্র তপঃসিদ্ধা মুনয়শ্চিরজীবিনঃ ॥ ৯৭
 ন জাতং তাদৃশং যজ্ঞং ধনধান্যসমর্ষিতম্ ।
 এবং স রাজা বিধিবদ্বাজিমেধং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 ক্রতুং সমাপয়ামাস প্রাসাদং বৈকবং তথা ॥ ৯৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভুত্বাধিসংবাদে প্রাসাদ-
 করণং সপ্তচরিত্রাংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

দ্রব্য দান করিলেন । সর্বপ্রাণীর প্রীতির
 জন্য বারম্বার প্রচুর সুপক্ক মিষ্টান্ন প্রদত্ত
 হইতে লাগিল ! যত ধন প্রদত্ত হইল ও
 যত অর্থ দীয়মান হইতে লাগিল, তাহার
 আর সীমা রহিল না । দেব, দৈত্যা, চারণ,
 গন্ধর্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, ঋষি ও প্রজাপতিগণ
 তাদৃশ মহাযজ্ঞ দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন
 হইলেন, সেই ক্রতুশ্রেষ্ঠ সুসম্পন্ন হইতেছে
 দেখিয়া পুরোহিত, মন্ত্রী এবং স্বয়ং
 রাজাও সর্বাঙ্গবরণে হৃষ্ট হইলেন
 সেখানে, কাহাকেও মণিন দীন বা
 ক্ষুধাষত দৃষ্ট হইল না; কোন উপসর্গ,
 গ্লানি, আধি ব্যাধি, অকালমৃত্যু, দংশ,
 গ্রহ অথবা বিমের প্রবোপ রহিল
 না । রাজা ইন্দ্রদ্রুমের সেই যজ্ঞ-মহোৎস-
 বে যে সকল তপঃসিদ্ধ মুনি বা অন্ত লোক
 ছিলেন তাঁহারা সকলেই হৃষ্টপুষ্ট দৃষ্ট হইতে
 লাগিলেন । তাদৃশ ধনধান্য সমর্ষিত যজ্ঞ
 আর কখন হয় নাই । হে দ্বিজোত্তমগণ !
 এইরূপে সেই রাজা বিধিপূর্বক বাজি-

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

ক্রহি মো দেবদেবেশ যৎপৃচ্ছামঃ পুরাতনম্ ।
যথা তাঃ প্রতিমাঃ পূৰ্বমিস্ত্রহ্মেন নিৰ্মিতাঃ ॥ ১
কেন চৈব প্রকারেণ তুষ্টস্তস্মৈ স মাধবঃ ।
তৎ সৰ্বং বদ চাম্মাকং পরং কৌতুহলং হি নঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দুলাঃ পুরাণং দেবসম্মিতম্ ।
কথয়ামি পুরা বৃত্তং প্রতিমানাঞ্চ সম্ভবম্ ॥ ৩
প্রবৃন্তে চ মহাযজ্ঞে প্রাসাদে চৈব নিৰ্মিতে ।
চিত্তা তস্মৈ বভূবাত প্রতিমার্থমহর্নিশম্ ॥ ৪
ন বোদ্ধি কেন দেবেশং সৰ্বেশং লোকপাবনম্ ।
সর্গস্থিত্যন্তকর্তারং পশ্যামি পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫
চিত্তাবিষ্টস্তভূদ্রাজা শেতে রাত্রে দিবাপি ন ।

মেধ যজ্ঞ ও বৈষ্ণব প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ সমা-
পন করেন । ৮৭—৯৮ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে দেবদেবেশ !
মহারাজ ইন্দ্রহাস্য যেরূপে সেই সকল
প্রতিমা পূর্বে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আমরা
জানিতে ইচ্ছা করিতেছি । আপনি সেই
পুরাতনবার্ত্তা আমাদিগের নিকট প্রকাশ
করিয়া বলুন । ব্রহ্মা কহিলেন, হে মুনি-
শ্রেষ্ঠগণ ! যেরূপে সেই পূর্বতন প্রতিমা
নিৰ্ম্মাণ হইয়াছিল, আমি সেই প্রাচীন
ঘটনা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন ।
যখন সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল এবং
বিষ্ণুর সেই প্রাসাদ-নিৰ্ম্মাণ-কার্য্য শেষ
হইয়া গেল, তখন মহীপতি দিবারাত্র
প্রতিমা নিৰ্ম্মাণার্থ এইরূপ চিন্তা করিতে
লাগিলেন,—আমি জানি না, কিরূপে সেই
দেবেশ সৰ্ব্বেশ লোকপাবন সৃষ্টি-স্থিতি-
সংহার-কারণ পুরুষোত্তমকে অবলোকন

ন ভুঙ্কে বিবিধান ভোগান চ জ্ঞানং প্রসাধনম্
নৈব বাদ্যৈন গন্ধেন গায়নৈবর্ণকৈরপি ।

ন গজৈর্নদযুক্তৈশ্চ ন চানৈকৈর্হয়াদিতৈঃ ॥ ৭

নেন্দ্রনীলৈর্নহানীলৈঃ পদ্মরাগময়ৈর্ন চ ।

সুবর্ণরজতাদ্যৈশ্চ বজ্রফটিকসংযুতৈঃ ॥ ৮

বহুরাগার্থকামৈর্কা ন বন্তৈরন্তরিক্ষকৈঃ ।

বভূব তস্মৈ নৃপতেষ্মনসম্ভৃতিবর্দ্ধনম্ ॥ ৯

শৈলমৃদারুজাতেষু প্রশস্তং কিং মহীতলে ।

বিষ্ণুপ্রতিমাযোগ্যঞ্চ সর্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ১০

এতৈরেব ত্রয়াণাস্তু দয়িতং স্মৃৎ সুরার্চিতম্

স্থাপিতে ত্রীতিমভ্যুতি ইতি চিন্তাপরোহভবৎ

পঞ্চরাত্রবিধানেন সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্ ।

চিত্তাবিষ্টো মহীপালঃ সংস্তোতুমুপচক্রমে ॥ ১২

ইতি শ্রীব্রহ্মে প্রতিমানিৰ্ম্মাণবিধানঃ

নামাষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

করিব ? রাজা এইরূপে চিন্তাবিষ্ট হইয়া
দিবারাত্রি মধ্যে এক সময়েও নিদ্রা যাইতে
পারিলেন না ; তাঁহার আহার পরিত্যক্ত
হইল ; কোনরূপ ভোগ্য বস্তু তিনি ভোগ
করিতে লাগিলেন না, এমন কি জ্ঞান ভূষণা-
দিও তিনি পরিত্যাগ করিলেন । বাজ,
গান, গন্ধদ্রব্য, বর্ণক, মদাশ্বিত মাতঙ্গ, বহু
অশ্ব, পদ্মরাগময়, মহানীল, ইন্দ্রনীলমণি,
সুবর্ণ, রজতাদি বা হীরক ফটিক প্রভৃতি
কোন দ্রব্য কিছা অস্তরীক্ষগামী বা বন-
চারী কোন বিহঙ্গমাদি দ্বারাও তাঁহার
মনের তৃষ্টি হইতে লাগিল না । তিনি
কেবল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন
যে, শৈল, মৃত্তিকা ও দারুময় প্রতিমার
মধ্যে কোনটী প্রশস্ত এবং কোনটীই বা
সর্বলক্ষণাশ্বিত বিষ্ণুর প্রতিমাযোগ্য ?
উক্ত ত্রিবিধ প্রতিমার মধ্যে কোন প্রতিমা
সুরার্চিত ও দয়িত এবং কাহার স্থাপনা
করিলেই বা ভগবান্ বিষ্ণু প্রীত হইবেন ?
এইরূপ চিন্তা করিয়া পঞ্চরাত্র-বিধানে
বিষ্ণুর অর্চনান্তে মহীপাল কিছু কাল

একোনপঞ্চাশোধ্যায়ঃ ।

বাসুদেব নমস্তেহস্ত নমস্তে মোক্ষকারণ ।
 ত্রাহি মাং সৰ্বলোকেশ জন্মসংসারসাগরাৎ ॥১
 নিৰ্মলাঙ্গরসঙ্কাশ নমস্তে পুরুষোত্তম ।
 সঙ্কৰ্ষণ নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং ধরণীধর ॥ ২
 নমস্তে হেমগর্ভাভ নমস্তে মকরধ্বজ ।
 রতিকান্ত নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং সম্ভরাস্তক ॥ ৩
 নমস্তেহঙ্গনসঙ্কাশ নমস্তে ভক্তবৎসল ।
 অনিরুদ্ধ নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং বরদো ভব ॥৪
 নমস্তে বিবুধাবাস নমস্তে বিবুধপ্রিয় ।
 নারায়ণ নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৫
 নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে লাক্ষ্ণায়ুধ ।
 চতুৰ্মুখ জগদ্ধাম ত্রাহি মাং প্রপিতামহ ॥ ৬
 নমস্তে নীলমেঘায় নমস্তে ত্রিদশার্চিত ।

চিন্তায় পর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হই-
 লেন। ১—১২ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ইন্দ্রহ্য কহিলেন,—হে বাসুদেব ! হে
 মোক্ষকারণ ! তোমাকে নমস্কার করি । হে
 সৰ্বলোকেশ ! তুমি ভবসংসার-সাগর
 হইতে আমায় পরিভ্রাণ কর । হে নিৰ্মল
 নভোনিভ, পুরুষোত্তম, সঙ্কৰ্ষণ, ধরণীধর !
 তোমায় নমস্কার, আমায় পরিভ্রাণ কর ।
 হে হেমগর্ভাভ, মকরধ্বজ, রতিকান্ত, সম্ভর-
 স্তক ! তোমাকে বারম্বার নমস্কার ;
 আমায় তুমি পরিভ্রাণ কর । হে অঙ্গন-
 সঙ্কাশ, ভক্তবৎসল, অনিরুদ্ধ ! তোমায়
 নমস্কার, আমায় ভ্রাণ কর, আমার প্রতি
 বরদ হও । হে বিবুধাবাস, বিবুধপ্রিয়,
 নারায়ণ ! তোমায় বারম্বার নমস্কার ; আমি
 শরণাগত—আমায় ভ্রাণ কর । হে বলি-
 শ্রেষ্ঠ, লাক্ষ্ণায়ুধ, চতুৰ্মুখ, জগদ্ধাম,
 প্রপিতামহ ! তোমায় নমস্কার ; আমায় ভ্রাণ

ত্রাহি বিষ্ণে জগন্নাথ মগ্নঃ মাং ভবসাগরে ॥ ৭
 প্রলয়ানলসঙ্কাশ নমস্তে দিতিজান্তক ।
 নরসিংহ মহাবীৰ্য্য ত্রাহি মাং দীপ্তলোচন ॥ ৮
 যথা রসাতলাতুর্কী ত্বয়া দংষ্ট্রোদ্ধতা পুরা ।
 তথা মহাবরাহস্তঃ ত্রাহি মাং দুঃখসাগরাৎ ॥ ৯
 তবৈতা মূর্তয়ঃ কৃষ্ণ বরদাঃ সংস্রতা ময়া ।
 তবেমে বলদেবাত্মাঃ পৃথগ্ৰূপেণ সংস্থিতাঃ ॥১০
 অঙ্গানি তব দেবেশ গুরুত্মাত্মাস্থা প্রভো ।
 দিকৃপালাঃ সাযুধাশ্চৈব কেশবাত্মাস্থাচ্যুত ॥
 যে চান্তে তব দেবেশ ভেদাঃ প্রোক্তা

মনীষিভিঃ ।

তেহপি সৰ্বে জগন্নাথ প্রসন্নায়তলোচন ॥ ১২
 ময়ার্চিতাঃ স্ততাঃ সৰ্বে তথা যুয়ং নমস্কৃতাঃ ।
 প্রযচ্ছত বরং মহং ধৰ্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ॥ ১৩
 ভেদান্তে কীর্তিতা যে তু হরে সঙ্কৰ্ণাদয়ঃ ।

কর । হে নীলমেঘাভ, ত্রিদশার্চিত, জগ-
 ন্নাথ, বিষ্ণে ! আমি ভবসাগরে মগ্ন ;
 আমায় ভ্রাণ কর । হে প্রলয়ানল-সঙ্কাশ,
 দিতিজান্তক নরসিংহ, মহাবীৰ্য্য, দীপ্ত-
 লোচন ! তোমায় নমস্কার ; আমায় ভ্রাণ
 কর । পুরাকালে রসাতল হইতে তুমিই
 মহাবরাহরূপে উল্লীকে উদ্ধার করিয়াছ ;
 আমাকে দুঃখসাগর হইতে ভ্রাণ কর ।
 হে কৃষ্ণ ! তোমার এই সকল বরপ্রদ
 মূর্তিকে আমি স্তব করিলাম । বলদেবাদি
 যে কিছু দেব, সকলই তুমি ; তুমিই
 ঐ সকল রূপে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত ।
 হে প্রভো, দেবেশ ! গুরুত্মাদি তোমার
 অঙ্গ, এবং কেশবাদি দিকৃপাল তোমার
 আয়ুধসকল । হে অচ্যুত ! হে দেবেশ !
 মনীষিগণ কর্তৃক তোমার যে সকল
 বিভিন্ন মূর্তি নির্মিত হইয়াছে, হে জগ-
 ন্নাথ ! হে প্রসন্ন সৌম্যদর্শন ! আমি
 তোমার সেই সমস্ত দেবমূর্তিরই অর্চনা,
 স্তব ও নমস্কার করিয়াছি । আপনি সেই
 সকল রূপে আমাকে ধৰ্ম্ম, কাম, ও মোক্ষ-
 প্রদ বর প্রদান করুন । হে হরে !

তব পূজার্থসমুদায়তত্ত্বমি সমাশ্রিতাঃ ॥ ১৪
 ন ভেদস্তব দেবেশ বিদ্যাতে পরমার্থতঃ ।
 বিবিধঃ তব যদ্রূপমুক্তং তদুপচারতঃ ॥ ১৫
 অদ্বৈতং তাং কথং দ্বৈতং বক্তুং শক্যোতি মানবঃ
 একম্ হি হরে ব্যাপী চিৎস্বভাবো নিরঞ্জনঃ ॥
 পরমং তব যদ্রূপং ভাবাভাববিবর্জিতম্ ।
 নির্লেপং নির্গুণং শ্রেষ্ঠং কূটস্থমচলং ক্রবম্ ॥ ১৭
 সর্বোপাধিনির্মুক্তং সত্ত্বাত্মাব্যবস্থিতম্ ।
 তদেবাশ্চ ন জানন্তি কথং জানাম্যহং প্রভো ॥
 অপরং তব যদ্রূপং পীতবস্ত্রং চতুর্ভুজম্ ।
 শঙ্খচক্রগদাপাণিমুকুটাদ্ধারিণম্ ॥ ১৯
 শ্রীবৎসোরক্ষসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্ ।
 তদর্চয়ন্তি বিবুধা যে চাত্তে তব সংশ্রয়াঃ ॥ ২০
 দেবদেব সুরশ্রেষ্ঠ ভক্তানাং ভয়প্রদ ।

তোমার অর্চনার নিমিত্ত তবদায় সঙ্কর্ষ-
 গাদি যে সকল ভিন্ন মূর্তি কীর্তিত হই-
 য়াছে, তৎসমস্ত তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত ।
 হে দেবেশ! পরমার্থদৃষ্টিতে তোমায়
 কোন ভেদই নাই। তবে যে তোমায়
 বিবিধ রূপ—তাহা কেবল উপচারতই
 কর্তৃত হইয়াছে! তুমি প্রকৃতপক্ষে
 অদ্বৈত। মানবেরা কিরূপে তোমার
 দ্বৈত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারে? হে
 হরে! তুমি একাধ্বয়, সর্বব্যাপী, চিৎ-
 স্বভাব, নিরঞ্জন, তোমার পরম রূপ—ভাবা-
 ভাব-বিরহিত, নির্লেপ, নির্গুণ, শ্রেষ্ঠ, কূটস্থ,
 অচল, ক্রব, সর্বোপাধি হইতে নিম্মুক্ত
 এবং সত্ত্বাত্মে বিরাজিত। দেবগণও
 তোমার সে রূপের তত্ত্ব জানেন না।
 আমি মানব, প্রভো! কিরূপে তাহা বিদিত
 হইব? তোমার যে আর এক রূপ, তাহা
 পীতবসনধারী, ভুজচতুষ্টয়শালী, শঙ্খ-
 চক্র-গদাপাণি, মুকুটাদ্ধারী, শ্রীবৎস-
 বন্ধ ও বনমালা-মণ্ডিত। বিবুধগণ এবং
 তোমার আশ্রিত জনগণ তোমার সেই
 রূপেরই অর্চনা করেন। ১—২০। হে দেব-
 দেব! হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে ভক্তজনের ভয়-

দ্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষ ময়ং বিষয়সাগরে ॥ ২১
 নান্দ্রং পশ্যামি লোকেশ যন্তাহং শরণং ব্রজে ।
 হামতে কমলাকান্ত প্রসাদ মধুসূদন ॥ ২২
 জরাব্যাদিশৈতৈর্যুক্তো নানাদুঃখৈর্নিপীড়িতঃ ।
 হর্ষশোকান্বিতো মূঢ়ঃ কৰ্ম্মপাশৈঃ সূযজ্জিতঃ ॥ ২৩
 পতিতোহহং মহারৌদ্রে ঘোরে সংসারসাগরে
 বিষমোদকদুপ্পারে রাগদ্বেষষাকুলে ॥ ২৪
 ইন্দ্রিয়বর্তগন্তীরে তৃষ্ণাশোকোর্ম্মিসঙ্কুলে ।
 নিরাশ্রে নিরালম্বে নিঃসারেহত্যন্তচঞ্চলে ॥ ২৫
 মায়া মোহিতস্তত্র ভ্রমামি সূচিরং প্রভো ।
 নানাজাতিসহশ্রেণু জায়মানঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২৬
 ময়া জন্মান্তনেকানি সহস্রাণ্যযুতানি চ ।
 বিবিধান্নুভূতানি সংসারেহস্মিন্ জনার্দন ॥ ২৭

প্রদ! হে পদ্মপত্রাক্ষ! আমি বিষয়সাগরে
 মগ্ন হইয়া রহিয়াছি, আমার পরিত্রাণ কর।
 হে লোকেশ! আমি শরণ লইতে পারি,
 তোমা ভিন্ন এমন আর কাহাকেও দেখি-
 তেছি না; অতএব হে কমলাকান্ত! হে
 মধুসূদন! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি
 শত শত আধি ব্যাদি ও জরাজালে
 জড়িত হইয়াছি, নানা দুঃখে নিপীড়িত হই-
 তেছি, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ-শোকে
 আমি বিমূঢ়; অসংখ্য কৰ্ম্মপাশ আমার
 বাধিয়া রাখিয়াছে। আমি অতি ভীষণ
 সাংসার-সাগরে পতিত হইয়াছি। এই
 সংসারসাগর বিবিধ বিষম দুঃখজালে
 দুপ্পার, রাগদ্বেষাদি নানা মীনে সমাকুল,
 ইন্দ্রিয়বর্তে সুগন্তীর এবং তৃষ্ণা ও
 শোকরূপ শত শত উর্ম্মিজলে সমাকুল।
 ইহাতে কোন আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই,
 বা সার নাই। ইহা অত্যন্তই চঞ্চল।
 হে প্রভো! আপনার মায়ায় মোহিত হই-
 য়াই এই সংসার-সাগরে দীর্ঘ দিন আমি
 ভ্রমণ করিতেছি; সহস্র সহস্র বিভিন্ন
 যোনিতে বারবার জন্মিতেছি। কত যে
 সহস্র সহস্র অযুত অযুত ভিন্ন ভিন্ন জন্ম
 আমি এ সংসারে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার

বেদাঃ সাক্ষাৎ ময়াধীতাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
ইতিহাসপুরাণানি তথা শিল্পান্ত্রনেকশঃ ॥ ২৮
অসন্তোষাশ্চ সন্তোষাঃ সঞ্চয়াপচয়া ব্যায়াঃ ।
ময়া প্রাপ্তা জগন্নাথ কয়বুদ্ধ্যক্কেতরাঃ ॥ ২৯
ভার্য্যারিমিত্রবন্ধুনাং বিয়োগাঃ সঙ্গমাস্তথা ।
পিতরো বিবিধা দৃষ্টা মাতরশ্চ তথা ময়া ॥ ৩০
দুঃখানি চান্নভুতানি যানি সৌখ্যান্ত্রনেকশঃ ।
প্রাপ্তাশ্চ বান্ধবাঃ পুত্রা ভ্রাতরো জাতয়স্তথা ।
ময়োষিতং তথা স্ত্রীণাং কোষ্ঠে বিগূতপিচ্ছলে
গর্ভবাসে মহাদুঃখমন্ভুতং তথা প্রভো ॥ ৩২
দুঃখানি যান্ত্রনেকানি বাল্যযৌবনগোচরে ।
বার্ধক্যে চ হৃষীকেশ তানি প্রাপ্তানি বৈ ময়া ॥
মরণে যানি দুঃখানি যমমার্গে যমানয়ে ।
ময়া তান্নভুতানি নরকে যাতনাস্তথা ॥ ৩৪

ইয়ত্তা নাই। হে জনার্দন! আমি সমস্ত
সাক্ষ বেদ, বিবিধ শাস্ত্র, নানা ইতিহাস,
পুরাণ এবং বহুবিধ শিল্পশাস্ত্র অধ্যয়ন
করিয়াছি। হে জগন্নাথ! কত ক্রয়, বুদ্ধি,
ও স্থিতিশীল, সন্তোষ, অসন্তোষ, সঞ্চয়,
অপচয়, ও ব্যয় প্রাপ্ত হইয়াছি। কত
ভার্য্যা, শত্রু, মিত্র ও বন্ধুবর্গের বিয়োগ-
সঙ্গম অনুভব করিয়াছি। কতবার কত
বিবিধ পিতামাতা আমার দৃষ্টিপথে পড়ি-
য়াছে। আমি দুঃখ অনেক অনুভব
করিয়াছি এবং সুখও আমি প্রচুর পাইয়াছি।
ভ্রাতা, পুত্র বান্ধব, জাতি এ সকল আমার
অনেক লক্ষ হইয়াছে। আমি বহুবার বহু
স্ত্রীলোকের বিষ্ঠা-মূত্র-পিচ্ছল গর্ভকোষে
বাস করিয়াছি। হে প্রভো! সেই সেই
গর্ভবাস কালে আমি মহাদুঃখ ভোগ
করিয়াছি। হে প্রভো! আমি বাল্য
এবং যৌবনকালে যে যে দুঃখ ভোগ করি-
য়াছি, হে হৃষীকেশ! বার্কক্যেও আমার
সেই সেই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। মরণের
পর যমানয়ে যমমার্গে যে যে দুঃখ ভোগ
হইয়া থাকে, সেই সকল দুঃখই আমার
অনুভূত হইয়াছে এবং নরকে যে কি ভীষণ

কৃমিকীটজমাণাঞ্চ হস্ত্যশ্বমৃগপক্ষিণাম্ ।
মহিষোষ্ট্রগবার্ধকৈব তথ্যন্তেষাং বনৌকসাম্ ॥ ৩৫
দ্বিজাতীনাঞ্চ সর্পেষাং শূদ্রাণ্যকৈব যোনিষু ।
ধনিনাং কক্ৰিয়াণাঞ্চ দরিদ্রাণাং তপস্বিনাম্ ॥ ৩৬
নৃপাণাং নৃপভৃত্যানাং তথ্যন্তেষাঞ্চ দেহিনাম্ ।
গৃহেষু তেষাং নৃপন্নো দেব চাহং পুনঃপুনঃ ॥ ৩৭
গতোহস্মি দাসতাং নাথ ভৃত্যানাং বহুশো
নৃণাম্ ।
দরিদ্রস্বং চেশ্বরস্বং স্বামিত্বঞ্চ তথা গতঃ ॥ ৩৮
হতো ময়া হতাশ্চান্তে ঘাতিতো ঘাতিতাস্তথা
দন্তং মমাত্তৈরন্তেভ্যো ময়া দন্তমনেকশঃ ॥ ৩৯
পিতৃমাতৃশুশ্রুদ্ভাতৃকনজাণাং কৃতেন চ ।
ধনিনাং শ্রোত্রিয়াণাঞ্চ দরিদ্রাণাং তপস্বিনাম্ ॥ ৪০
উক্লং দৈন্তঞ্চ বিবিধং ত্যক্তা লজ্জাং জনার্দন ।
দেবতিথ্যশ্রম্ভস্যোব্ স্থাবরেষু চরেষু চ ॥ ৪১

যজ্ঞাণা ভোগ করিতে হয়, তাহাও আমার
অবিদিত নাই। কৃমি, কীট, জ্রম, হস্তী, অশ্ব,
মৃগ, পক্ষী, মহিষ, উষ্ট্র, গো, ও অন্যান্য বহু
জন্তুগণের যোনিতে এবং সমস্ত দ্বিজাতি,
সমস্ত শূদ্র, ধনাঢ্য, কক্ৰিয় ও দীন দরিদ্র
গৃহস্থ এবং বহু নৃপ, নৃপভৃত্য ও অন্যান্য
প্রাণিগণের গৃহে আমি বারম্বার জন্ম গ্রহণ
করিয়াছি; হে দেব! আমি অনেকবার
অনেক ভৃত্যজাতীয় লোকেরও দাসত্ব
করিয়াছি। কখন দরিদ্র, কখন ঈশ্বর এবং
কখন প্রভুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। আমি
কখনও এক ব্যক্তিকে এবং কখন বা বহু
ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছি আবার কখন
একজনকে এবং কখন বহুজনকে নিহত
করাইয়াছি। অনেকে আমায় দান করি-
য়াছে এবং আমিও অনেককে অনেকবার
দান করিয়াছি। হে জনার্দন! আমি যুগা
লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা, শ্রুত,
ভ্রাতা ও কন্যাবর্গের নিমিত্ত অনেকবার
অনেক ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বিবিধ
কাতরোক্তি করিয়াছি। হে প্রভো! দেব,
তিথ্যক, মনুষ্য ও চরাচরমধ্যে এমন স্থান নাই,

ন বিজ্ঞতে তথা স্থানং যত্রাহং ন গতঃ প্রভো।
কদা মে নরকে বাসঃ কদা স্বর্গে জগৎপতে ॥৪২
কদা মনুষ্যালোকেষু কদা তিৰ্য্যগ্গতেষু চ।
জলযন্ত্রে যথা চক্রে ঘটা রজ্জুনিবন্ধনা ॥ ৪৩
যাতি চোৰ্দ্ধমধশ্চৈব কদা মধ্যো চ তিষ্ঠতি।
তথা চাহং সুরশ্রেষ্ঠ কৰ্ম্মরজ্জুসমাবৃতঃ ॥ ৪৪
অধশ্চোৰ্দ্ধং তথা মধ্যো ভ্রমন্ গচ্ছামি যোগতঃ
এবং সংসারচক্রেহস্মিন্ তৈরবে রোমহর্ষণে ॥
ভ্রমামি সূচিরং কালং নাস্তং পশ্যামি কৰ্হিচিৎ।
ন জানে কিং করোম্যক্ত হরে ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ
শোকতৃষ্ণাভিভূতোহহং কান্দিশীকো বিচেতনঃ
ইদানীং ত্বামহং দেব বিহ্বলঃ শরণং গতঃ ॥৪৭
ত্বাহি মাং হুঃখিতং ক্লবঃ মগ্নং সংসারসাগরে।
কৃপাং কুরু জগন্নাথ ভক্তং মাং যদি মনুসে ॥
স্বদৃতে নাস্তি মে বন্ধুর্যোহসৌ চিন্তাং করিষ্যতি

যেখানে আমি যাই নাই। জগৎপতে! এই-
রূপে কখন আমি নরকে এবং কখন স্বর্গে বাস
করিয়াছি। কখন মনুষ্যালোকে, কখন
তিৰ্য্যগ্গ্যোনিতে আমি ভ্রমণ করিয়াছি।
জলযন্ত্রে রজ্জুনিবন্ধ ঘটা যেমন কখন উর্দ্ধে
কখন মধ্যো এবং কখন কখন নিম্নদিকে গমন
করে, হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমিও তেমনি কৰ্ম্ম-
রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া অধঃ উর্দ্ধ ও মধ্য
ভাগে ভ্রমণ করত যাতায়াত করিতেছি।
এইরূপে আমি এই ভীষণ লোমহর্ষণ সংসার-
চক্রে সূচিরকাল ভ্রমণ করত ইহার অন্ত
কোথাও দেখিতেছি না। হে হরে! আমি
ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি, আমার এখন
কর্তব্য কি, তাহা আমি জানি না। শোকে
ও তৃষ্ণায় আমি অভিভূত; আমার চৈতন্য
বিলুপ্ত। আমি কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। হে
দেব! অধুনা আমি বিহ্বল হইয়া তোমারই
শরণাপন্ন হইলাম। হে ক্লব! আমি
হুঃখিত ও সংসারসাগরে মগ্ন; আমায় যদি
আপনি ভক্ত বলিয়া মনে করেন, তাহা
হইলে হে জগন্নাথ! আমার প্রতি কৃপা
প্রকাশ করুন। ২১—৪৮। আপনি ভিন্ন আমার

দেব ত্বাং নাথমাসাদ্য ন ভয়ং মেহস্তু কুত্রচিৎ।
জীবিতে মরণে চৈব যোগক্ষেমেহথ বা প্রভো
যে তু ত্বাং বিধিবদেব নার্কয়ন্তি নরাধমাঃ ॥ ৫০
সুগতিস্ত কথং তেষাং ভবেৎ সংসারবন্ধনাং।
কিং তেষাং কুলশীলেন বিদ্যায়া জীবিতেন চ ॥
যেষাং ন জায়তে ভক্তির্জগদ্ধাতরি কেশবে।
প্রকৃতিং ত্বানুরীং প্রাপ্য যে ত্বাং নিন্দন্তি

মোহিতাঃ।

পতন্তি নরকে ঘোরে জায়মানাঃ পুনঃপুনঃ।
ন তেষাং নিকৃতিস্তস্মাদ্বিদ্যাতে নরকারবাৎ ॥
যে দুষয়ন্তি দুর্কৃত্তাস্তাং দেব পুরুষাধমাঃ।
যত্র যত্র ভবেজ্জন্ম মম কৰ্ম্মনিবন্ধনাৎ ॥ ৫৪
তত্র তত্র হরে ভক্তিস্থয়ি চাস্ত দৃঢ়া সদা।
আরাধ্য ত্বাং সুরা দৈত্যা নরাশ্চাত্তেহপি
সংযতাঃ।

আর এমন বন্ধু নাই, যিনি আমার বিষয়
চিন্তা করিবেন। হে দেব! আপনার ত্বায়
পরিভ্রাণকর্তাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; এখন
আর আমার জীবন মরণ বা যোগক্ষেম,
কোথাও কোন ভয় নাই। হে প্রভো। হে
দেব! যে সকল নরাধমেরা তোমার যথাবিধি
অর্চনা করে না, এই সংসারবন্ধন হইতে
তাহাদিগের মুক্তিপ্রাপ্তি কেমন করিয়া
ঘটিবে? জগদ্ধারণকর্তা কেশবে তাহাদিগের
ভক্তি উৎপন্ন হয় না, তাহাদিগের কুল, শীল,
বিদ্যা ও জীবন ধারণে ফল কি? তাহারা
আনুরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া মূঢ়ভাবে
আপনার নিন্দাবাদ করে, তাহারা বারবার
জন্ম লইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হয়।
হে দেব! যে সকল দুর্কৃত্ত নরাধমেরা
আপনার প্রতি দোষারোপ করে, সেই
নরকারব হইতে তাহাদের আর নিকৃতি-
লাভ ঘটে না। হে হরে! আমি প্রার্থনা
করি, আমার কৰ্ম্মানুসারে যে যেখানেই
জন্ম লাভ হউক, আমি যেন সেই সেইখানেই
সর্বদা আপনার প্রতি স্নদৃঢ় ভক্তিমান হইতে
পারি। দেব, দৈত্যা ও নরগণ সকলেই

অবাণুঃ পরমাং সিদ্ধিং কস্তাং দেব ন পূজয়েৎ
ন শকু বস্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তোতুং ত্বাং ত্রিদশা হরে
কথং মানুষবুদ্ধ্যাহং স্তোমি ত্বাং প্রকৃতেঃ পরম
তথা চাক্তানভাবেন সংসৃতোহসি ময়া প্রভো ॥
তৎ ক্ষমস্তাপরাধং মে যদি তেহস্তি দয়া ময়ি ।
কৃতাপরাধেহপি হরে ক্ষমাং কুর্কস্তি সাধবঃ ॥
তস্মাৎ প্রসীদ দেবেশ ভক্তস্নেহং সমাশ্রিতঃ ।
স্তুতোহসি যন্ময়া দেব ভক্তিভাবেন চেতসা ।
সাক্ষং ভবতু তৎ সৰ্বং বাসুদেব নমোহস্ত তে
ব্রহ্মোবাচ ।

ইথাঃ স্তুতস্তদা তেন প্রসন্নো গরুড়ধ্বজঃ ।
দদৌ তস্মৈ যুনিশ্রেষ্ঠাঃ সকলং মনসেপ্সিতম্ ॥
যঃ সম্পূজ্য জগন্নাথং প্রত্যহং স্তোতি মানবঃ
স্তোত্রেণানেন মতিমান্ স মোক্ষং লভতে ক্রবম্

সুসংযতভাবে আপনার আরাধনা করিয়া
পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব
দেব! কে না আপনাকে অর্চনা করিবে?
হে হরে! ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমাকে স্তব
করিতে সমর্থ নহেন। আমি মানুষ;
আমার বুদ্ধি দিয়া প্রকৃতির পরবর্তী তোমাকে
আমি কিরূপে স্তব করিব? হে প্রভো!
তথাপি আমি অদ্ভুত সহকারে তোমার যে
স্তব করিয়াছি, তাহাতে আমার যে অপরাধ
হইয়াছে, তুমি দয়া করিয়া সে অপ-
রাধ ক্ষমা কর। হে হরে। সাধুগণ
কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমাই করিয়া
থাকেন। অতএব হে দেবেশ! তুমি
ভক্তবৎসল হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও।
হে দেব! আমি ভক্তযুক্ত-চিত্তে তোমার যে
স্তব করিয়াছি, ভবৎপ্রসাদে তাহা আমার
সাক্ষ হউক। হে বাসুদেব! তোমায়
আমার নমস্কার। ব্রহ্মা কহিলেন, হে
যুনিবরগণ! গরুড়ধ্বজ এইরূপে স্তুত
হইয়া তৎকালে প্রসন্ন হইলেন। তিনি
রাজাকে সর্বমনোভীষ্ট প্রদান করিলেন।
৪২—৬০। যে মানব প্রত্যহ জগন্নাথকে পূজা
করিয়া এই স্তব পাঠ করে, নিশ্চয়ই তাহার

ত্রিসংখ্যং যো জপেদ্বিহানিদং স্তোত্রবরং শুচিঃ
ধর্মার্থকামমোক্ষলভতে নরঃ ॥৬২॥
যঃ পঠেচ্ছৃংগুয়াদ্যপি শ্রাবয়েদ্বা সমাহিতঃ ।
স লোকঃ শাস্তং বিবেশ্যতি নিধুক্তকলমঃ
ধন্যঃ পাপহরকেদং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শিবম্ ।
শুভং সুদূর্লভম্ পুণ্যং ন দেয়ং যন্ত কস্তচিৎ ॥
ন নাস্তিকায় মুখ্যায় ন কৃতব্রায় মানিনে ।
ন দুষ্টমতয়ে দদ্যাৎপ্রভক্তায় কদাচন ॥ ৬৫
দাতব্যং ভক্তিযুক্তায় গুণশীলাবিতায় চ ।
বিষ্ণুভক্তায় শাস্তায় শ্রদ্ধানুষ্ঠানশালিনে ॥ ৬৬
ইদং সমস্তাঘবিনাশহেতুঃ
কারুণ্যসংক্রমঃ সুখমোক্ষদকঃ ।
অশেষবাঞ্ছাকলদং বরিষ্ঠং
স্তোত্রং ময়োক্তং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৬৭
যে তং সুস্বপ্নং বিমলা মুরারিঃ
ধ্যায়ন্তি নিত্যং পুরুষং পুরাণম্ ।
তে মুক্তিভাজঃ প্রবিশন্তি বিষ্ণুং
মর্ত্ত্যৈর্যথাজ্যং ভূতমধ্বরায়ো ॥ ৬৮

মোক্ষ লাভ হয়। যে অভিজ্ঞ জন পবিত্র
হইয়া সঙ্ক্যাভয়ে এই স্তোত্রবর পাঠ করে,
তাহার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।
যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ
কিন্তু শ্রবণ করে অথবা করায়, সে নিষ্পাপ
হইয়া বিষ্ণুর নিত্যধামে উপনীত হয়। এই
ধন্য, পাপহর, ভক্তিমুক্তিপ্রদ, মঙ্গলময়, গোপ-
নীয়, সুদূর্লভ, পুণ্যস্তোত্র, যাহাকে তাহাকে
অর্পণ করিতে নাই। নাস্তিক, মুর্থ,
কৃতব্র, অভিমানী, দুষ্টবুদ্ধি কিন্ত অভক্ত
ব্যক্তিকে এই স্তব কদাচ প্রদান করিবে না।
যে জন ভক্তিযুক্ত, গুণশীলশালী, বিষ্ণুভক্ত,
শাস্ত ও শ্রদ্ধানুষ্ঠান-নিরত তাদৃশ ব্যক্তিকেই
এই স্তোত্র প্রদান করা কর্তব্য। ৬১—৬৬।
এই সর্বপাপহর পুরুষোত্তম স্তোত্র আমি
কীর্তন করিলাম। ইহা কারুণ্যাত্মক, সুখ-
মোক্ষপ্রদ, অশেষ ইষ্টকলদ ও বরিষ্ঠ।
যে সকল নির্মলচিত্ত মানবেরা সেই অতি-
সুন্দর নিত্য পুরাণ পুরুষ মুরারিকে ধ্যান

একঃ স দেবো ভবতুঃখহন্তা
 পরঃ পরেষাং ন ততোহস্তি চান্ত্রং ।
 দ্রষ্টা স পাতা স তু নাশকর্তা
 বিষ্ণুঃ সমস্তাখিলসারভূতঃ ॥ ৬৯
 কিং বিদ্যায়া কিং শৃঙগৈশ্চ তেষাং
 যজ্ঞৈশ্চ দানৈশ্চ তপোভিক্রমৈঃ ।
 যেষাং ন ভক্তিৰ্ভবতীহ কৃষ্ণে
 জগদ্গুরো মোক্ষমুখপ্রদে চ ॥ ৭০
 লোকে স ধন্তঃ স শুচিঃ স বিদ্বান্
 মথৈস্তপোভিঃ স শৃঙগৈর্বরিষ্ঠঃ ।
 জ্ঞাতা স দাতা স তু সত্যবক্তা
 যশাস্তি ভক্তিঃ পুরুষোত্তমাখ্যে ॥ ৭১

ইতি ত্রীত্রাঙ্কে কারুণ্যস্তববর্ণনং নার্মৈকোন
 পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

করেন, তাঁহার মুক্তিভাগী হইয়া যজ্ঞাগ্নিতে
 মজ্জাহিত স্বতের ঋণ বিষ্ণুতেই প্রবেশ
 করিয়া থাকেন। সেই একমাত্র পরাংপর
 পরম দেবই ভবতুঃখের হন্তা। তিনি ভিন্ন
 আর কর্তৃপুরুষ কেহই নাই। তিনিই
 দ্রষ্টা, পাতা ও নাশকর্তা এবং তিনিই
 নিখিল সংসারের সারভূত বিষ্ণু। মোক্ষমুখ-
 প্রদ জগদ্গুরু কৃষ্ণে যাহাদের ভক্তি নাই,
 তাহাদের বিদ্যা, গুণ, যজ্ঞ, দান ও তীব্র
 তপশ্চায় কি কল হইবে? পরন্তু পুরুষোত্ত-
 মাখ্য পরম পুরুষে ঈশ্বার ভক্তি আছে,
 এক্ষণে তিনিই ধন্ত, শুচি, বিদ্বান্, এবং
 যজ্ঞ, তপশ্চা ও শৃঙগণে গরিষ্ঠ এবং তিনিই
 প্রকৃত জ্ঞাতা, দাতা ও সত্যবক্তা। ৭৭—৭১।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শ্রুত্বৈবঃ মনিশাদীলাঃ প্রণম্য চ সনাতনম্ ।
 বাসুদেবং জগন্নাথং সৰ্বকামকলপ্রদম্ ॥ ১
 চিন্তাবিষ্টো মহীপালঃ কুশানান্তীৰ্য্য ভূতলে ।
 বসন্ত তন্মনা ভূত্বা সুষাপ ধরনীতলে ॥ ২
 কথং প্রত্যক্ষমভ্যেতি দেবদেবো জনার্দিনঃ ।
 মম চার্তিহরো দেবস্তদাসাবিতি চিন্তয়ন্ ॥ ৩
 সুপ্তস্ত তস্তা নৃপতেৰ্বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ।
 আত্মনং দর্শয়ামাস শঙ্খচক্রগদাভূতম্ ॥ ৪
 স দদর্শ তু সপ্রেম দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ।
 শঙ্খচক্রধরং দেবং গদাচক্রোগ্রপাণিনম্ ॥ ৫
 শার্ঙ্গবাণধরং দেবং জলন্তেজোহতিমণ্ডলম্ ।
 যুগান্তাদিত্যবর্ণাভং নীলবৈদূর্য্যসন্নিভম্ ॥ ৬
 সুপর্ণাংসে তমাসীনং ষোড়শাঙ্গভূজং শুভম্ ।
 স চাষ্টম প্রাববীক্ষীরাঃ সাধু রাজন্ মহামতে ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সৰ্ব-
 কামকলপ্রদ সনাতন বাসুদেব জগন্নাথকে
 এইরূপে শ্রুতি ও প্রণতি করিয়া চিন্তাবিষ্ট
 মহীপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূতলে কুশ ও বসন আন্ত-
 রণপূর্ব্বক তন্মনা হইয়া শয়ন করিলেন।
 তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কিরূপে সেই
 দেবদেব জনার্দিন আমার প্রত্যক্ষ হইবেন?
 তিনি ব্যতীত আমার ত আর আর্তিহর দেব
 কেহই নাই। নৃপতি সুপ্ত হইয়া এইরূপে চিন্তা
 করিতেছেন; ঐ সময় জগদ্গুরু বাসুদেব
 শঙ্খ-চক্র-গদাধররূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার
 প্রত্যক্ষ হইলেন। নরপতি প্রেমভরে
 সেই শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-ধর জগদ্গুরু দেব-
 দেবকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তিনি
 গরুড়পৃষ্ঠে সমাসীন; তাঁহার বর্ণপ্রভা যুগান্ত-
 কালীন আদিত্যের ঋণ প্রতিভাত; তিনি
 নীলবর্ণ বৈদূর্য্যমণির সমান কাস্তি ধারণ
 করিতেছেন। তিনি অষ্টভূজ ও শার্ঙ্গবাণ-
 ধর; তাঁহার আকৃতি যেন প্রদীপ্ত জ্যোতি-

কৃতুনানেন দিব্যেন তথা ভক্ত্যা চ শ্রদ্ধয়া ।
তুষ্টোহস্মি তে মহীপাল বৃথা কিমমুশোচসি ॥৮
যদত্র প্রতিমা রাজন্ জগৎপূজ্যা সনাতনৌ ।
যথা সা প্রাপ্যতে ভূপ তত্পায়ঃ ত্রবীমি তে ॥৯
গতায়ামত শর্কর্যাং নির্মলে ভাস্করোদি তে ।
সাগরস্ত জলশ্রান্তে নানাক্রমবিভূষিতে ॥ ১০
জলং তথৈব বেলায়াং দৃশ্যতে তত্র বৈ মহৎ ।
লবণশ্চোদধে রাজঃস্তরঙ্গৈঃ সমভিপ্লুতম্ ॥ ১১
কূলাস্তে হি মহাবৃক্ষঃ স্থিতঃ স্থলজলেষু চ ।
বেলাভির্হন্তমানশ্চ ন চাসৌ কম্পতে ক্রমঃ ॥১২
পরশুমাদায় হস্তেন উর্ষোরন্তস্ততো ব্রজ ।
একাকী বিহরন্ রাজন্ স ত্বং পশুসি পাদপম্
ঈদৃক্ চিহ্নঃ সমালোক্য ছেদয় ত্বমশঙ্কিতঃ ।
ছেদ্যমানস্ত তং বৃক্ষং প্রাতরদ্রুতদর্শনম্ ॥ ১৪
দৃষ্ট্বা তেনৈব সাক্ষ্যন্ত্য ততো ভূপাল দর্শনাৎ ।

শ্রীমণ্ডল ! হে বীরগণ ! সেই বাসুদেব
রাজাকে বলিলেন,—হে মহামতে রাজন্ !
তোমায় ধন্যবাদ । তোমার এই দিব্য
যজ্ঞ এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া আমি তুষ্ট
হইয়াছি । হে মহীপাল ! তুমি বৃথা কেন
অমুশোচনা করিতেছ । হে রাজন্ ! এই
স্থানে যে জগৎপূজ্যা সনাতনৌ প্রতিমা
আছে, তাহা তুমি যে উপায়ে প্রাপ্ত হইবে,
বলিতেছি । হে ভূপ ! অদ্য নিশাবসানে
নির্মল রবিমণ্ডল সমুদিত হইলে লবণাক্তির
তটসন্নিকটে নানাক্রম-বিভূষিত জলপ্রান্তে
এক তরঙ্গ-পরিপ্লুত মহাজলরাশি দৃষ্ট
হইবে । সেই জলের কূলসমীপে কিয়দংশ
স্থলে ও কিয়দংশ জলে এক মহাপাদপ
অবস্থান করিতেছে । ঐ পাদপ সাগর-
তরঙ্গে আহত হইয়াও কম্পিত হয় না ।
তুমি কুঠারহস্তে একাকী সেই তরঙ্গমধ্যে
গমন কর, তাহা হইলেই সেই বৃক্ষ তোমার
প্রত্যক্ষ হইবে । পূর্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা
সেই বৃক্ষকে তুমি চিনিয়া লইয়া নিঃশঙ্ক-
চিত্তে তাহাকে ছেদন করিবে ; দেখিবে,
প্রত্যুত হইবা মাত্র সেই ছিন্ন বৃক্ষ এক

কৃক তাঃ প্রতিমাঃ দিব্যাঃ জহি চিন্তাঃ
বিমোহিনীম্ ॥ ১৫
ব্রহ্মোবাচ ।
এবমুক্তা মহাভাগো জগামাদর্শনং হরিঃ ।
স চাপি স্বপ্নমালোক্য পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥ ১৬
তাং নিশাং স সমুদীক্ষ্য স্থিতস্তদগতমানসঃ ।
ব্যাহরন্ বৈষ্ণবান্ মজ্জান্ সূক্তকৈব তদাত্মকম্
প্রগতায়ান্ রজন্তীন্ত উৎখতো নান্তমানসঃ ।
স স্নাত্বা সাগরে সমাগূষখাদদ্বিধিনা ততঃ ॥১৮
দত্ত্বা দানঞ্চ বিপ্রৈস্ত্যো গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ ।
কৃত্বা পৌর্বাহ্নিকং কৰ্ম্ম জগাম স নৃপোত্তমঃ ॥১৯
ন চাশৌ ন পদাতিশ্চ ন গজো ন চ সারথিঃ ।
একাকী স মহাবেলাং প্রবিবেশ মহীপতিঃ ॥ ২০
তং দদর্শ মহাবৃক্ষং তেজস্বন্তং মহাক্রমম্ ।
মহাতিগমহারোহং পুণ্যং বিপুলমেব চ ॥ ২১

অদ্রুত আকারে পরিণত হইবে । হে
ভূপাল ! তদর্শনে চিন্তাসহকারে সেই বৃক্ষ
দ্বারা তুমি দিব্য প্রতিমা নির্মাণ করিবে ।
সুতরাং এই বর্তমান বিমোহিনী চিন্তা
এক্ষণে পরিত্যাগ কর । ১—১৫ । ব্রহ্মা
কহিলেন, মহাভাগ হরি রাজাকে এই কথা
কহিয়া অন্তহিত হইলেন, এদিকে রাজাও
স্বপ্ন দেখিয়া পরম বিস্ময় বোধ করিলেন ।
পরে তিনি তখনও নিশা শেষ হয় নাই
দেখিয়া তদগতমনে বৈষ্ণব মন্ত্র ও বৈষ্ণবসূক্ত
উচ্চারণপূর্বক সে রাত্রি অতিপাতিত করি-
লেন । অনন্তর যখন নিশাবসান হইল,
তখন গাত্ৰোত্থানপূর্বক অনন্তমনে সাগর-
সলিলে গিয়া যথাবিধি স্নান ও ব্রাহ্মণদিগকে
ধন, গ্রাম ও নগরাদি দান করিয়া পৌর্বা-
হ্নিক কৰ্ম্ম সমাপনান্তে তথা হইতে প্রস্থান
করিলেন । তাঁহার সমভিব্যাহারে গজ, অশ্ব,
সারথি বা পদাতি কেহই গেল না ।
তিনি একাকীই সেই সাগরের মহাবেলায়
প্রবেশ করিলেন । ১৬—২০ । তখন সেই
তেজস্বী মহাবৃক্ষ তাঁহার দৃষ্টিপথে
পতিত হইল । দেখিলেন,—ঐ বৃক্ষ

মহোৎসেধং মহাকায়ং প্রসুপ্তং জলাস্তিকে
 সাল্লমাজ্জিষ্ঠবর্ণাভং নামজাতিবিবৰ্জিতম্ ॥ ২২
 নরনাথস্তদা বিপ্রা ক্রমং দৃষ্ট্বা মুদাষিতঃ ।
 পরন্তুনা শাতয়ামাস নিশিতেন দৃঢ়েন চ ॥ ২৩
 বৈধৌকর্তুমনাস্তত্র বভূবেন্দ্রসখঃ স চ ।
 নিরীক্ষ্যমাণে কাঠে তু বভূবাত্তুতদর্শনম্ ॥ ২৪
 বিশ্বকর্মা চ বিষ্ণুশ্চ বিপ্ররূপধরাবুভৌ ।
 আজগাতুর্মহাভাগৌ তদা তুল্যাগ্রজন্মনৌ ॥ ২৫
 জলমানৌ স্বতেজোভির্দীব্যশ্রগনুলেপনৌ ।
 অথ তৌ তং সমাগম্য নৃপমিত্রসখং তদা ॥ ২৬
 তাবুচতুর্মহারাজ কিমত্র স্বং করিষ্যসি ।
 কিমর্থঞ্চ মহাবাহো শান্তিতশ্চ বনস্পতিঃ ॥ ২৭
 অসহায়ো মহাহুর্গে নির্জনে গহনে বনে ।
 মহাসিন্ধুতটে চৈব কথং বৈ শান্তিতো ক্রমঃ ॥ ২৮

মহোৎসেধ, মহারোহ, পবিত্র, সুবিশাল,
 মহাকায়, নাম-জাতি-বিরহিত ও গাঢ় অঙ্ক-
 নের স্তায় কাণ্ডিবিশিষ্ট উহা যেন জল-
 মধ্যে প্রসুপ্ত হইয়াই রহিয়াছে। হে
 বিপ্রগণ! নরনাথ তৎকালে সেই ক্রম
 দেখিয়া হুটু হইলেন এবং নিশিত পরন্তু
 দ্বারা উহাকে কর্তন করিলেন। পরে
 ইন্দ্রসখা রাজা যখন ঐ বৃক্ষকে দ্বিধা করিতে
 মনস্থ করিয়া কাঠের দিকে দৃষ্টিপাত
 করিলেন, তখনকার দৃশ্য বড়ই অপূর্ব
 হইল। সহসা বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া
 মহাভাগ বিশ্বকর্মা ও বিষ্ণু সেই স্থানে
 আগমন করিলেন। তাঁহারা যেন স্বীয়
 তেজে প্রজলিত হইতেছিলেন, তাহাদের
 গলে দিব্য মালা ও গাত্রে দিব্য অল-
 লেপন বিভূষিত হইতেছিল। তাঁহারা
 সেই ইন্দ্রসখা রাজার মিকট আসিয়া
 তাঁহাকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনি
 এখানে কি করিবেন? আর হে মহাবাহো!
 কি জন্তুই বা আপনি এই বনস্পতিকে
 ছেদন করিলেন? এই মহাসিন্ধু-তট-
 স্থিত মহাহুর্গম্ নিবিড় নির্জন কাননে
 এই একটা মার্জ বনস্পতি ছিল, ইহাকে

ব্রহ্মোবাচ ।

তয়োঃ ব্রহ্মা বচো বিপ্রাঃ স তু রাজা মুদাষিতঃ
 বভাষে বচনং তাভ্যাং মূহলং মধুরং তথা ॥ ২৯
 দৃষ্ট্বা তৌ ব্রাহ্মণৌ তত্র চন্দ্রসূর্য্যাবিবাগতো ।
 নমস্কৃত্য জগন্নাথাববাসুখমবস্থিতঃ ॥ ৩০

ব্রাজোবাচ ।

দেবদেবমনাদ্যন্তমনস্তং জগতাং পতিম্ ।
 আরাধ্যতুং প্রতিমাং করোমীতি মতির্মম ॥ ৩১
 অহং স দেবদেবেন পরমেণ মহাত্মনা ।
 স্বপ্নাস্তে চ সমুদ্রিষ্টৌ ভবদ্ভ্যাং শ্রাবিতং ময়া ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

রাজস্ব বচনং ব্রহ্মা দেবেন্দ্রপ্রতিমস্ত চ ।
 প্রহস্ত তন্মৈ বিশ্বেশস্তষ্টৌ বচনমববীৎ ॥ ৩৩

বিষ্ণুরূবাচ ।

সাধু সাধু মহীপাল যদেতন্মতমুত্তমম্ ।
 সংসারসাগরে ঘোরে কদলীদলসন্নিভে ॥ ৩৪
 নিঃসারে হুঃখবহুলে কামক্রোধসমাকুলে ।
 ইন্দ্রিয়াবর্তকলিলে হুঃরে রোমহর্ষণে ॥ ৩৫

আপনি কি কারণে শান্তিত করিলেন?
 ২১—২৮। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ!
 তাঁহাদের সেই কথা শ্রবণে রাজা মুদাষিত
 হইয়া সেই দুই চন্দ্র-সূর্য-সদৃশ সমাগত
 ব্রাহ্মণদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করত নত-
 মস্তকে নমস্কারপূর্বক তাঁহাদিগকে মূহল
 মধুর বচনে বলিলেন, আমি দেবদেব
 অনাদি অনন্ত জগৎপতিকে আরাধনা
 করিবার জন্ত একখানি প্রতিমা নির্মাণ
 করিব, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমি
 দেবদেব পরমাত্মা কর্তৃক স্বপ্ন সময়ে এই-
 রূপই আদিষ্ট হইয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,
 সেই দেবেন্দ্রপ্রতিম রাজেন্দ্রের কথা
 শ্রবণ করিয়া সেই বিশ্ববিধাতা হস্তপূর্বক
 তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহীপাল! তোমার
 যে এই মতি জন্মিয়াছে, ইহাতে তোমায়
 শত শত সাধুবাদ প্রদান করি। এই
 কদলীদল-সন্নিভ চঞ্চল সংসার-সাগর
 অতীব ভয়াবহ। ইহাতে কোনই

নানাব্যাধিশতাবর্তে জনবুদ্দসন্নিভে ।
যতন্তে মতিকংপন্ন বিষ্ণোরাদানায় বৈ ॥ ৩৬
ধনুঃ নৃপশাদূল গুণৈঃ সর্বেশ্বরলঙ্কৃতঃ ।
সপ্রজা পৃথিবী ধন্য সশৈলবনকাননা ॥ ৩৭
সপুরগ্রামনগরা চতুর্দৈর্ঘ্যলঙ্কৃত ।
যত্র হং নৃপশাদূল প্রজাঃ পালয়িতা প্রভুঃ ॥ ৩৮
এহেহি সুমহাভাগ ক্রমেহস্মিন সুখশীতলে ।
আবাত্যাঃ সহ তিষ্ঠ হং কথাভির্ধর্মসংশ্রিতঃ ॥
অয়ং মম সহায়স্ত আগতঃ শিল্পিনাং বরঃ ।
বিশ্বকর্্মসমঃ সাক্ষারিপুণঃ সর্বকর্্মশু ।
ময়াদিষ্টোক্ত প্রতিমাং করোত্যেষ তটং ত্যজ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বিকঃ বচনং তস্ম তদা রাজা দ্বিজম্ননঃ ।
সাগরস্ত তটং ত্যজ্য গম্বা তস্ম সমীপতঃ ॥ ৪১
তস্মৈ স নৃপতিশ্রেষ্ঠে বৃক্ষচ্ছায়ে সুশীতলে ।

সার নাই; ইহা কাম, ক্রোধ ও দুঃখ-
পরম্পরায় সমাকুল,—ইন্দ্রিয়রূপ আবর্তে
পরিপূর্ণ, হস্তর রোমহর্ষণ, জনবুদ্দপ্রায়
অস্থির ও শত শত বিবিধ ব্যাধিনিচয়ে
পরিপূর্ণ। এ হেন সংসারে থাকিয়া বিষ্ণুর
আরাধনার জন্ত তোমার যে এই মতি
উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে তুমি প্রকৃতই
ধন্যবাদী। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব-
গুণে অলঙ্কৃত, তোমার স্থায় প্রজাপালক
পাইয়া এই প্রজাপরিপূর্ণ সশৈলকাননা
সপুরপত্তনা চতুর্দৈর্ঘ্যলঙ্কিতা পৃথ্বীও ধন্য
হইয়াছে। হে মহাভাগ! এস, এস, আমা-
দের সহিত নানা কথালাপে এই সুখ-
শীতল পাদপে তুমি উপবেশন কর। এই
যিনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, ইনি
সাক্ষাৎ বিশ্বকর্্মার স্থায় প্রধান শিল্পী
এবং সর্বকর্্মে সুদক্ষ। আমার আদেশে
ইনিই প্রতিমা নির্মাণ করিবেন। অতএব
তুমি এই তট পরিত্যাগ কর। ২৯-৪০। ব্রহ্মা
কহিলেন, তৎকালে রাজা সেই দ্বিজম্নার
কথা শ্রবণ করিয়া সাগরতট পরিত্যাগ-
পূর্বক তদীয় সমীপে সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায়

ততস্তস্মৈ স বিখ্যাত্য দদাবাজ্ঞাং দ্বিজাকৃতিঃ
শিল্পিমুখ্যায় বিপ্রেক্ষাঃ কুরু ব প্রতিমা ইতি ।
কুরুরূপং পরং শাস্তং পদ্ম প্রায়তেক্ষণম্ ॥ ৪৩
শ্রীবৎসকোমলভরং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
গৌরাদং ক্ষীরবর্ণাভং দ্বিতীয়ং স্থিতিকাক্ষিতম্
লাঙ্গলাধরং দেবমনস্তাখ্যং মহাবলম্ ।
দেবদানবগন্ধর্ষক্ষ্যবদ্যাদরোরগৈঃ ॥ ৪৫
ন বিজ্ঞাতো হি তস্মাৎস্তেনানন্ত ইতি স্মৃতঃ ।
ভগিনীং বাসুদেবস্ত কুরুবর্ণাং সুশোভনাম্ ॥
তৃতীয়াং বৈ সুভদ্রাক্ষ সর্বলক্ষণলক্ষিতাম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বিকতদ্বচনং তস্ম বিশ্বকর্্মা সুকর্্মকৃৎ ।
তৎক্ষণাৎ কারয়ামান প্রতিমাঃ শুভলক্ষণাঃ ॥ ৪৮
প্রথমং শুক্লবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্ ।
আরক্তাক্ষং মহাকাযং ক্ষটাবকটমস্তকম্ ॥ ৪৯
নীলাম্বরধরং চোত্রং বলং বলমহাদাক্ষতম্ ।
কুণ্ডলৈকধরং দিবাং গদামুঘলধারণম্ ॥ ৫০

উপস্থিত হইলেন। হে দ্বিজগণ! তখন
দ্বিজাকৃতি বিখ্যাত্য সেই শিল্পিশ্রেষ্ঠকে
আদেশ করিলেন যে, তুমি প্রতিমা
নির্মাণ কর। প্রথম প্রতিমা—কুরু-মূর্তি,
ইহা পরম শাস্ত, পদ্মপ্রায়ত-নেত্র ও
শ্রীবৎস-কোমলভ-শঙ্খ-চক্র-গদাধর হইবে।
দ্বিতীয় প্রতিমা,—অনন্তমূর্তি, ইহা গৌরাদং,
ক্ষীরবর্ণাভ, স্থিতিকাক্ষিত ও লাঙ্গল-
ধর হইবে; দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ,
বিষ্ণুধর ও উরগগণ ইহার অন্ত
অবগত হইতে পারেন না, তাই ইনি
অনন্ত আখ্যায় অভিহিত। অতঃপর
তৃতীয় প্রতিমা—সুভদ্রামূর্তি; ইহা কুরুবর্ণ,
সুশোভন ও সর্বলক্ষণে লক্ষিত হইবে।
এই সুভদ্রা বাসুদেবের ভগিনী। ৪১—৪৭।
ব্রহ্মা কহিলেন, সুকর্্ম-কর্তা বিশ্বকর্্মা ঐ কথা
শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শুভলক্ষণা প্রতিমা-
সকল নির্মাণ করিলেন। প্রথমে শুক্লবর্ণ,
শরচ্ছত্র-সমহৃতি, আরক্তনেত্র, মহাকায,
কণিকাকুল-মস্তক, নীলাম্বর-ধর বলমদ-

দ্বিতীয়ঃ পুণ্ডরীকাকং নীলজীমূতসন্নিভম্ ।
 অতসীপুপ্পসঙ্কাশং পদ্মপদ্মায়তেক্ষণম্ ॥ ৫১
 শীতবাসসমত্যাগ্ৰঃ শুভঃ শ্রীবৎসলক্ষণম্ ।
 চক্রপূর্ণকরং দিব্যং সৰ্বপাপহরং হরিম্ ॥ ৫২
 তৃতীয়াঃ স্বর্ণবর্ণাভাঃ পদ্মপদ্মায়তেক্ষণম্ ।
 বিচিত্রবস্ত্রসঙ্ঘনাং হারকেয়ূরভূষিতাম্ ॥ ৫৩
 বিচিত্রাতরুণোপেতাং রত্নহারাবলদ্বিতাম্ ।
 শীনোরতকুচাং রম্যাং বিশ্বকর্মা বিনির্ম্মমে ॥ ৫৪
 স তু রাজাভুতং দৃষ্ট্বা কণ্ঠেনৈকেন নিশ্চিতাঃ ।
 দিব্যবস্ত্রযুগচ্ছিন্না নানারত্নৈলক্ষিতাঃ ॥ ৫৫
 সৰ্বলক্ষণসম্পন্নাঃ প্রতিমাঃ স্তূমনোহরাঃ ।
 বিশ্বয়ং পরমং গচ্ছা ইদং বচনমববৌ ॥ ৫৬

ইন্দ্রহ্যম্ উবাচ ।

কিং দেবো সমন্তপ্রাপ্তৌ দ্বিজরূপধরাবুভৌ ।
 উভৌ চাভুতকর্মাণৌ দেববৃত্তাবমানুষৌ ॥ ৫৭
 দেবো বা মানুষ্যৌ বাপি যক্ষবিদ্যাধরৌ যুবাম্
 কিং ন ব্রহ্মহবীকেশৌ কিংবহু কিমুতানিনৌ ॥

গর্ভিত, এককুণ্ডলধারী, গদামুঘলপানি
 বলদেব ; দ্বিতীয়—নীল-জীমূত-সন্নিভ
 পুণ্ডরীক-নয়ন, অতসীপুপ্পসঙ্কাশ, পদ্ম-
 পদ্মায়ত-নেত্র, শীতবাসা, শ্রীবৎসবক্ষা, সৌম্য-
 বপু, চক্রধারী, সৰ্বপাপহারী হরি ; এবং
 তৃতীয়—স্বর্ণবর্ণাভ, পদ্মপলাশনেত্র, বিচিত্র-
 বস্ত্র-পরিহিত, হার-কেয়ূর-ভূষিত, বিচিত্রা-
 তরুণযুত, রত্নহারধারিণী, শীনোরত-স্তনৌ,
 মনোহারিণী স্তূভজাকে বিশ্বকর্মা নিৰ্ম্মাণ
 করিলেন । রাজা দেখিলেন, দিব্য বস্ত্রযুগে
 আচ্ছন্ন, নানা রত্নে সমলক্ষিত, সৰ্বলক্ষণ-
 সম্পন্ন, মনোরম প্রতিমাত্মক কণকাল মধ্যেই
 নিশ্চিত হইল । তিনি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া
 পরম বিশ্বাসাপন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—
 আপনারা কি দ্বিজরূপী দেব ? অথবা অদ্ভুত-
 কর্মা দেবচরিত্র মনুষ্য ? 'কলতঃ আপনারা
 দেব, মানুষ্য, যক্ষ, বিদ্যাধর, ব্রহ্মষি, কিম্বা
 অধিনীকুমার, বাহাই কেন হউন না,
 আপনাদের উত্তর আমি কিছুই জানি না ।

ন বেদ্যি সত্যসত্তাবৌ মায়াৰূপেণ সংস্থিতৌ ।
 যুবাং গতে হস্মি শরণমাশ্রা তু মে প্রকাশ্যতাম্
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভু-ঋষিসংবাদে প্রতিমোৎ-
 পত্তিকথনং নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোহধ্যায় ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

নাহং দেবো ন যক্ষো বা ন দৈত্যো ন চ দেবরাষ্ট্র
 ন ব্রহ্মা ন চ ক্রডোহহং বিদ্ধি মাং পুরুষোত্তমম্
 অর্তিহা সৰ্বলোকানামনন্তবলপৌরুষঃ ।
 আরাধনীয়ো ভূতানামস্তো যন্ত ন বিদ্যতে ॥২
 পঠ্যতে সৰ্বশাস্ত্রেষু বেদান্তেষু নিগদ্যতে ।
 যমার্জ্জুনগম্যেতি বাসুদেবেতি যোগিনঃ ॥ ৩
 অহমেব স্বয়ং ব্রহ্মা অহং বিষ্ণুঃ শিবোহপ্যহম্
 ইন্দ্রোহহং দেবরাজশ্চ জগৎসংযমনো যমঃ ॥৪
 পৃথিব্যাদীনি ভূতানি ত্রেতাগ্নিহুতভুঙনুপ ।

আপনারা মায়াৰূপে অবস্থিত ; আপনা-
 দেব আমি শরণাপন্ন হইলাম । আপনারা
 আশ্রয়প্রার্থন করুন ॥ ৪৮—৫০ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ভগবান্ কহিলেন,—আমি দেব, যক্ষ,
 দৈত্য, দেবরাজ, ব্রহ্মা বা ক্রড, কেহই নহি ।
 আমাকে তুমি পুরুষোত্তম বলিয়াই জানিবে ।
 আমি পুরুষোত্তম,—সকলেরই আর্তিহারী ;
 আমার বল ও পৌরুষ অনন্ত । আমি সৰ্ব-
 ভূতের আরাধনীয় ; আমার অন্ত নাই ।
 আমি সৰ্বশাস্ত্রে কীর্তিত ; বেদান্ত প্রভৃতি
 গ্রন্থের আমিই প্রতিপাদ্য । যোগিগণ
 আমাকেই জ্ঞানগম্য ও বাসুদেব নামে
 নির্দেশ করেন । আমিই স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু
 ও শিব এবং আমিই দেবরাজ ইন্দ্র ও
 জগৎ-সংযময়িতা যম । হে নৃপ ! পৃথিব্যাদি

বরুণোহপাং পতিশ্চাহং ধরিজী চ মহীধরঃ ॥৫॥
যৎ কিকিষাঘয়ং লোকে জগৎস্বাবরজঙ্গমম্ ।
চরাচরঞ্চ যদ্বিষং মদন্তুন্নাস্তি কিঞ্চন ॥ ৬
শ্রীতোহহং তে নৃপশ্রেষ্ঠ বরং বরয় সুব্রত ।
যদিষ্টং তৎ প্রযচ্ছামি হৃদি যত্তে ব্যবহিতম্ ॥৭॥
মদর্শনমপুণ্যানাং স্বপ্নান্তেহপি ন জায়তে ।
অং পুনর্দৃষ্টভক্তিত্বাৎ প্রত্যক্ষং দৃষ্টবানসি ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বৈবং বাসুদেবস্ত বচনং তস্ত ভো দ্বিজাঃ ।
রোমাঞ্চিততনুভূত্বা ইদং স্তোত্রং জগৌ নৃপঃ ॥৯॥
রাজোবাচ ।

শ্রিয়ঃ কাস্ত নমস্তেহস্ত্রীপতে পীতবাসসে ।
শ্রীদ শ্রীশ শ্রীনিবাস নমস্তে শ্রীনিকেতন ॥ ১০
আদ্যং পুরুষমীশানং সর্বেশং সর্বতোমুখম্ ।
নিকলং পরমং দেবং প্রণতোহস্মি সনাতনম্ ॥

সর্বভূত, ত্রেতাগ্নি, হতভুক, জলপতি বরুণ,
ধরিজী ও মহীধর প্রভৃতি সমস্তই আমি ।
ত্রিভুবনে যে কিছু বায়ুয়, যে কিছু স্বাবর-
জঙ্গম জগৎ এবং যে কিছু চরাচর বিষ, সে
সকল আমিই ; আমি ভিন্ন অন্য কিছুই
অস্তিত্ব নাই । • হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! হে সুব্রত !
আমি শ্রীত হইয়াছি ; তুমি বর প্রার্থনা
কর ; তোমার যাহা অভীষ্ট, তুমি যাহা হৃদয়ে
ধারণা করিয়াছ, তাহা তোমায় প্রদান
করিতেছি । অকৃতপুণ্য ব্যক্তির স্বপ্নান্তেও
আমায় দর্শন লাভ করিতে পারে না । তুমি
দৃষ্টভক্তি-সম্পন্ন ; তাই • তুমি আমায়
প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছ । ১—৮ । ব্রহ্মা
কহিলেন, হে দ্বিজগণ ! বাসুদেবের
এই কথা শুনিয়া নরপতি রোমাঞ্চিত-কলে-
বরে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন ।
রাজা কহিলেন, হে শ্রীকান্ত, শ্রীপতে ! তুমি
পীতবাসা, তোমায় আমার নমস্কার । হে
শ্রীদ, শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিকেতন !
তোমাকে নমস্কার করি । তুমি আত্ম, ঈশান,
পুরুষ, সর্বেশ, সর্বতোমুখ, নিকল, সনাতন,
পরমদেব ; তোমায় আমি প্রণাম করি ।

শদাতীতং গুণাতীতং ভাবাতাবিবর্জিতম্ ।
নির্লেপং নির্ভুগং সূক্ষ্মং সর্বজ্ঞং সর্বভাবনম্ ॥১১॥
প্রাবৃণ্ণেষপ্রতীকাশং গোব্রাহ্মণহিতে রতম্ ।
সর্বেষামেব গোপ্তারং ব্যাপিনং সর্বভাবিনম্ ॥
শঙ্খচক্রধরং দেবং গদামুসলধারিণম্ ।
নমস্তে বরদং দেবং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ॥১৩॥
নাগপর্যাক্ষশয়নং কীরোদার্ণবশায়িনম্ ।
নমস্তেহহং হৃষীকেশং সর্বপাপহরং হরিম্ ॥ ১৪
পুনস্কাং দেবদেবেশং নমস্তে বরদং বিভুম্ ।
সর্বলোকেশ্বরং বিষ্ণুং মোক্ষকারণমব্যয়ম্ ॥১৬॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং স্তব্ধা তু তং দেবং প্রণিপত্য কৃতাজলিঃ ।
উবাচ প্রণতো ভূত্বা নিপত্য ধরণীতলে ॥ ১৭
রাজোবাচ ।

শ্রীতোহসি যদি মে নাথ বৃণোমি বরমুত্তমম্ ।
দেবাসুরাঃ সগন্ধর্বা যক্ষরক্ষোমহোরগাঃ ॥১৮॥
সিদ্ধবিভাধরাঃ সাধ্যাঃ কিন্নরা গৃহকান্তথা ।
ঋষয়ো যে মহাভাগা নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥১৯॥

তুমি শদাতীত, গুণাতীত, ভাবাতাব-বিরহিত,
নির্লেপ, নির্ভুগ, সূক্ষ্ম, সর্বজ্ঞ, সর্বভাবন,
প্রাবৃট্-পয়োধরসঙ্কাশ, গো-ব্রাহ্মণ-হিতে রত,
সর্বগোপ্তা, সর্বব্যাপী, সর্বভাবন, শঙ্খচক্র-
ধর, গদামুসলধারী, নীলোৎপল-দলকান্তি,
বরদ ও দেবদেব, তোমায় আমি নমস্কার
করি । তুমি কীরোদার্ণবে, ভূজঙ্গ-পর্যাক্ষ-
শায়ী হৃষীকেশ, সর্বপাপহর হরি, তোমায়
নমস্কার করি । হে দেবদেবেশ ! তুমি বরদ,
বিভু, সর্বলোকেশ, মোক্ষকারণ, অব্যয় বিষ্ণু,
তোমাকে আমার পুনঃপুনঃ নমস্কার । ৯—১৬ ।
ব্রহ্মা কহিলেন, রাজা এইরূপে স্তব করিয়া
প্রণিপাতপূর্বক কৃতাজলি-করে সর্বিনয়ে
ভূপতিত হইয়া বলিলেন, হে নাথ ! আমি
যদি শ্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি
প্রার্থনা করি যে, দেব, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ,
রাক্ষস, মহোরগ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, সাধ্য,
কিন্নর, গৃহক, মহাভাগ ঋষি এবং নানা
শাস্ত্রজ্ঞ সাধুগণ, পরিব্রাজক, যোগিগণ, ও

পরিব্রাজ্যোগয়ুজ্যাস্ত বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ ।
মোক্ষমার্গবিদো যেহস্তে ধ্যায়ন্তি পরমং পদম্ ॥
নির্ভুগং নির্মলং শান্তং যৎ পশুন্তি মনীষিণঃ ।
তৎপদং গন্তুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুদূরভম্ ॥
শ্রীভগবানুবাচ ।

সৰ্বং ভবতু তদ্রং তে যথেষ্টং সৰ্বমাপ্নুহি ।
ভবিষ্যতি যথাকামং মৎপ্রসাদাৎ ন সংশয়ঃ ॥
দশ বর্ষসহস্রাণি তথা নব শতানি চ ।
অবিচ্ছিন্নং মহারাজ্যং কুরু ত্বং নৃপসত্তম ॥ ২৩
প্রযাস্তসি পদং দিব্যং তুষ্ণভং যৎ সুরাসুরৈঃ ।
পূর্ণমনোরথং শান্তং শুভমব্যক্তমব্যয়ম্ ॥ ২৪
পরাম্পরতরং সূক্ষ্মং নির্লেপং নিষ্কলং ক্রবম্ ।
চিন্তাশোকবিনির্মুক্তং ক্রিয়াকারণবর্জিতম্ ॥ ২৫
তদহং দর্শয়িষ্যামি জ্ঞেয়াখ্যং পরমং পদম্ ।
যং প্রাপ্য পরমানন্দং প্রাপ্যসে পরমাং গতিম্
কার্ত্তিঞ্চ তব রাজেন্দ্র ভবত্যত্র মহীতলে ।
যাবদ্বনা নভো যাবদ্যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥ ২৭
যাবৎ সমুদ্রাঃ সপ্তৈব যাবন্মেকাদিপৰ্বতাঃ ।

অস্তান্ত বেদতত্ত্বার্থ-চিন্তক মোক্ষমার্গদর্শী
মনীষিগণ যে নির্ভুগ নির্মল শান্ত পরমপদকে
ধ্যান ও দর্শন করিয়া থাকেন, আমি ভবৎ-
প্রসাদে সেই সুদূরভ পরমপদই প্রাপ্ত
হইতে ইচ্ছা করিতেছি। ভগবান্ কহি-
লেন, তোমার সকল মঙ্গল হউক। তুমি
সকল ইষ্ট বস্তুই প্রাপ্ত হও। আমার
প্রসাদে নিশ্চয়ই তোমার সৰ্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ
হইবে। তুমি দশসহস্র নবশত বর্ষ পর্যন্ত
নিরবচ্ছিন্নভাবে মহারাজ্য ভোগ কর। পরে
তুমি সুরাসুরগণের সুদূরভ দিব্য পদ
প্রাপ্ত হইবে। যাহা পূর্ণ, শান্ত, শুভ, বক্তা
ব্যক্ত, পরাম্পর, সূক্ষ্ম, নির্লেপ, নিষ্কল, ক্রব,
চিন্তাশোক-বিরহিত ও ক্রিয়া-কারণবর্জিত
এবং যাহা পাইলে তুমি পরমানন্দময় পরম
গতি লাভ করিতে পারিবে, সেই জ্ঞেয়াখ্য
পরমপদ তোমায় প্রদর্শন করিব। ১৭—২৬।
হে রাজেন্দ্র! যতদিন পর্যন্ত আকাশ, মেঘ,
চন্দ্র, অর্ক, তারকা, সপ্তসমুদ্র ও মেরু প্রভৃতি

তিষ্ঠন্তি দিবি দেবাস্ত তাবৎ সৰ্বত্র চাব্যয়াঃ ॥ ২৮
ইন্দ্রহ্যসরো নাম তীর্থং যজ্ঞাঙ্গসম্ভবম্ ।
যত্র স্নাত্বা সৰুল্লোকঃ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯
দাপয়িষ্যতি যঃ পিণ্ডাংস্তটেহস্মিন্ সরসঃ শুভে
কুলৈকবিশমুদ্রত্য শক্রলোকং গমিষ্যতি ॥ ৩০
পূজ্যমানোহম্পরোভিষ্য গন্ধর্বৈর্গীতনিব্বনৈঃ ।
বিমানেন বসেত্তত্র যাবদিত্যশ্চতুর্দশ ॥ ৩১
সরসো দক্ষিণে ভাগে নৈঋত্যাঙ্ক সমাশ্রিতে
শ্রোগোধস্তিষ্ঠতে তত্র তৎসমীপে তু মণ্ডপঃ ॥ ৩২
কেতকীবনসঙ্করো নানাপাদপসঙ্কুলঃ ।
নারিকেলৈরসংখ্যৈশ্চম্পকৈর্বকুলাবৃতৈঃ ॥ ৩৩
অশোকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পুরাগৈর্নাগকেশরৈঃ ।
পাটলাত্মাসরলৈশ্চন্দনৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ৩৪
শ্রোগোধাশ্বখাদিরৈঃ পারিজাতৈঃ সহার্জুনৈঃ ।
হিস্তালৈশ্চব তালৈশ্চ শিংশপৈর্বদরৈস্তথা ॥ ৩৫
করঞ্জৈর্লকুচৈঃ প্লক্ষৈঃ পনসৈর্বিষধাতুকৈঃ ।
অশ্বৈর্বহুবিধৈর্বৃক্ষৈঃ শোভিতঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৩৬

শৈলবৃন্দ থাকিবে এবং স্বর্গে দেবগণ যতদিন
অবস্থান করিবেন, তাবৎকাল এই মহী-
মণ্ডলের সৰ্বত্র তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি
ঘোষিত হইবে। ইন্দ্রহ্যসরোবর নামে
এক যজ্ঞাঙ্গ-সম্ভূত তীর্থ প্রখ্যাত হইবে,
তাহাতে একবার মাত্র স্নান করিয়াই মানবেরা
ইন্দ্রলোকে উপনীত হইতে পারিবে এবং
চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্যন্ত
অম্পরোগণ কর্ত্তব্য। পূজিত ও গন্ধর্বগণের
গীতন্বনে আপ্যায়িত হইয়া বিমানবিহারে
ঐ লোকে বাস করিবে। ঐ সরোবরের
দক্ষিণভাগে নৈঋত কোণে যে এক শ্রোগোধ
বৃক্ষ আছে, তাহার সমীপস্থ মণ্ডপ কেতকী-
বনে সমাচ্ছন্ন ও নানা পাদপে সমাকুল;
অসংখ্য নারিকেল, চম্পক, বকুল, অশোক,
কর্ণিকার, পুরাগ, নাগকেশর, পাটল, আত্মাত,
সরল, চন্দন, দেবদারু, শ্রোগোধ, অশ্বখ,
খদির, পারিজাত, অর্জুন, হিস্তাল, তাল,
শিংশপ, বদর, করঞ্জ, লকুচ, প্লক্ষ, পনস,
বিষ, ধাতুক, এবং অস্তান্ত বহু বৃক্ষে

আষাঢ়শ্চ সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং পিতৃদৈবতে ।
 ঋকে নেয্যন্তি নস্তত্র নীত্বা সপ্ত দিনানি বৈ ॥
 যগুপে স্থাপয়িষ্যন্তি সুবেশ্যভিঃ সুশোভনৈঃ
 ক্রীড়াবিশেষবহ্নৈনৃত্যগীতমনোহরৈঃ ॥ ৩৮
 চামরৈঃ স্বর্ণদণ্ডৈশ্চ ব্যাজনৈ রত্নভূষণৈঃ ।
 বীজয়ন্তস্তথাস্থভ্যাং স্থাপয়িষ্যন্তি মঙ্গলাঃ ॥ ৩৯
 ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব স্নাতকাস্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 বানপ্রস্থ্য গৃহস্থাস্চ সিদ্ধাস্চাত্তে চ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৪০
 নানাবর্ণপদৈঃ স্তোত্রৈশ্চ যজ্ঞৈঃ সামনিষ্বনৈঃ ।
 করিষ্যন্তি স্তুতিং রাজন্ রামকেশবয়োঃ পুনঃ ॥
 ততঃ স্তব্ধা চ দৃষ্টা চ সম্প্রণম্য চ ভক্তিতঃ ।
 নরো বর্ষায়ুতং দিব্যং শ্রীমহাপুরে বসেৎ ॥
 পূজ্যমানোহপ্সরোভিষ্চ গন্ধর্বৈগীতনিষ্বনৈঃ ।
 হরৈরম্ভচরস্তত্র ক্রীড়তে কেশবেন বৈ ॥ ৪৩
 বিমানেনার্কবর্ণেন রত্নহারেণ ভাজতা ।
 সর্বকামৈর্বহাভোগেস্তিষ্ঠতে ভুবনোত্তমে ॥ ৪৪

ঐ মণ্ডপ শোভিত ও সমলকৃত । আষাঢ়-
 মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে মঘা
 নক্ষত্রে ঐ মণ্ডপে আমাদিগকে লইয়া গিয়া
 সপ্তদিন যাবৎ তথায় স্থাপনা করিবে এবং
 যজ্ঞলভাজন মনুষ্যেরা বিবিধ সুন্দর বেশ-
 ভূষায় আমাদিগকে ভূষিত, মনোহর ক্রীড়া,
 নৃত্য ও গীতবিশেষ দ্বারা আপ্যায়িত এবং
 স্বর্ণদণ্ড রত্নভূষণ চামর দ্বারা বীজিত করিয়া
 স্থাপনা করিবে । তৎকালে ব্রহ্মচারী, যতি,
 স্নাতক, দ্বিজবর, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, সিদ্ধ ও
 অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা নানাবর্ণ-পদময় স্তোত্রে ও
 ঋক্ যজুঃ ও সাম-নিষৌষ আমাদিগকে
 স্তব করিবেন । অনন্তর হে রাজন্ ! নরগণ
 রাম ও কেশবকে দর্শন, প্রণাম ও ভক্তি-
 ভরে স্তব করিলে দিব্য অযুত বর্ষ যাবৎ
 হরিপুরে বাস করিবে এবং হরির অনুচর-
 রূপে অপ্সরোগণ কর্তৃক পূজিত ও গন্ধর্ব-
 গণের গীত-নিষ্বনে আপ্যায়িত হইয়া তাহার
 কেশব সহ সেখানে ক্রীড়া করিতে থাকিবে ।
 সেই ভুবনোত্তমে অর্কবর্ণ বিমান, উজ্জল
 রত্নহার, ও সর্ববিধ ইষ্ট মহাভোগ উপ-

তপঃকরাদিহাগত্য মনুষ্যো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।
 কোটীধনপতিঃ শ্রীমাংসচতুর্বেদবিৎ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা কৃত্বা চ সময়ং হরিঃ ।
 জগামাদর্শনং বিপ্রাঃ সহিতো বিশ্বকর্মাণা ॥ ৪৬
 স তু রাজা তদা হৃষ্টো রোমাকিততনুর্কহঃ ।
 কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে সন্দর্শনাক্ষরেঃ ॥ ৪৭
 ততঃ কৃষ্ণক রামক শ্রুভদ্রাক বরপ্রদাম্ ।
 রথৈবিমানসঙ্কশৈশ্চানিকাক্ষনচিজিতৈঃ ॥ ৪৮
 সহস্র তাস্তদা রাজা মহামঙ্গলনিঃস্বনৈঃ ।
 আনয়ামাস মতিমান্ সামাত্যঃ সপুত্রোহিতঃ ॥
 নানাবাদিত্রনির্ঘোষৈর্নানাবেদস্বনৈঃ শুভৈঃ ।
 সংস্থাপ্য চ শুভে দেশে পবিত্রে স্তমনোহরে ॥
 ততঃ শুভতিথৌ কালে নক্ষত্রে শুভলক্ষণে ।
 প্রতিষ্ঠাং কারয়ামাস স্তুমুহুর্ভে দ্বিজৈঃ সহ ॥ ৫১

ভোগের পর তপঃকরে মানব এই মর্ত্যে
 আসিয়া কোটি ধনপতি শ্রীমান চতুর্বেদবিৎ
 ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে । ২৭—৪৫। ব্রহ্মা
 কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! ভগবান্ হরি এই-
 রূপে তাঁহাকে বর দান করিয়া বিশ্বকর্মার
 সহিত অন্তর্দান করিলেন । তখন রাজা
 ইন্দ্রহ্যম্ হরির দর্শন-লাভে হৃষ্ট ও রোমা-
 কিত হইয়া আত্মাকে যেন কৃতকৃত্য বলিয়া
 মনে করিলেন । অনন্তর অমাত্য ও
 পুত্রোহিত সহ মতিমান্ নরপতি কৃষ্ণ, রাম ও
 শ্রুভদ্রাকে মণিকাক্ষন-চিজিত বিমানপ্রতিম
 রথসমূহে বাহিত করিয়া মহা যজ্ঞলক্ষনি
 করিতে করিতে আনয়ন করিলেন । পরে
 নানাবাদিত্র নির্ঘোষে ও বেদস্বনি সহকারে
 শুভ পবিত্র দেশে স্থাপনপূর্বক দ্বিজগণ সহ
 শুভ তিথি, শুভ নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্তে
 যথাবোধ সেই সকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি-
 লেন । মহাপতি আচার্য্যগণের মতামুসারে
 সমস্ত ক... নির্বাহ করিয়া বিধিপূর্বক তাহা-
 দিগকে ও আচার্য্যদিগকে দক্ষিণা দান
 করিলেন । এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অন্যান্য
 বহু অর্থীকেও ধন প্রদত্ত হইল । বিধিযত

যথোক্তেন বিধানেন বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ।

আচার্য্যাহমভেনৈব সৰ্ব্বং কৃত্বা মহাপতিঃ ॥৫২

আচার্য্যায় তদা দত্ত্বা দক্ষিণাং বিধিবৎ প্রভুঃ ।

ঋত্বিগৃভ্যশ্চ বিধানেন তথাস্তোভ্যো ধনং দদৌ

কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং বিধিবৎ প্রাসাদে ভবনোত্তমম্ ।

স্থাপয়ামাস তান্ সৰ্ব্বান্ বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ॥ ৫৪

ততঃ সম্পূজ্য বিধিনা নানাপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ

সুবর্ণমণিমুক্তাদৈর্নানাবস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ৫৫

রত্নৈশ্চ বিবিধৈর্দৈবৈরাসনৈর্গ্ৰামপত্ননৈঃ ।

দদৌ চান্তান্ স বিষয়ান্ পুরাণি নগরাণি চ ॥৫৬

এবং বহুবিধং দত্ত্বা রাজ্যং কৃত্বা যথোচিতম্ ।

ইষ্ট্বা চ বিবিধৈর্ষজৈর্দত্ত্বা দানান্তনেকশঃ ॥ ৫৭

কৃতকৃত্যন্ততো রাজা ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ ।

জগাম পরমং স্থানং তদ্বিক্রোঃ পরমং পদম্ ॥

এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কথিতো বো নৃপোত্তমঃ ।

ক্ষেত্রশ্চ চৈব মাহাত্ম্যং কিমন্তুচ্ছোভুমিচ্ছথ ॥ ৫৯

বিষ্ণুকবাচ ।

ঋত্বৈবং বচনং তন্তু ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ।

আশ্চর্য্যং মেনিরে বিপ্রাঃ পপ্রচ্ছুশ্চ পুনরুদা ॥৬০

প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধিদৃষ্ট কৰ্ম্মানুসারে সেই

প্রতিমা সকল উত্তম প্রাসাদে স্থাপনপূর্বক

নানা সুগন্ধি পুষ্প, সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, নানা

সুশোভন বস্ত্র, নানা রত্ন, দিব্য আসন, গ্রাম

ও পত্নন এবং অন্যান্য নানা বিষয়, পুর ও

নগরাদি বহুবিধ বস্তু দানান্তে রাজত্ব করিতে

লাগিলেন । এইরূপে তিনি বিবিধ যাগ

যজ্ঞের অনুষ্ঠানান্তে অনেক প্রকার দান

কার্য্য করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন । অনন্তর

তিনি কালে সৰ্বপরিগ্রহ পরিহারপূর্বক

বিষ্ণু পরম পদলাভ করিলেন ৪৬—৫৮। হে

মুনিবরগণ ! এই আমি নৃপশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদ্যয়ের

বিবরণ শু ক্ষেত্রমাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিলাম ।

আপনারা আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা

করেন ? বিষ্ণু বলিলেন, অব্যক্তজন্মা

ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বিপ্রগণ আশ্চর্য্য

বোধ করিলেন এবং ক্রীতিভরে পুনরায়

মুনয় উচুঃ ।

কস্মিন্ কালে সুরশ্রেষ্ঠ গন্তব্যং পুরুষোত্তমম্ ।

বিধিনা কেন কৰ্ত্তব্যং পঞ্চতীর্থমিতি প্রভো ॥৬১

একৈকশ্চ চ তীর্থশ্চ জ্ঞানদানশ্চ যৎকলম্ ।

দেবতাপ্রেক্ষণে চৈব ক্রহি সৰ্ব্বং পৃথক্ পৃথক্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নিরহারঃ কুরুক্ষেত্রে পাদেনৈকেন যন্তপেৎ ।

জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধঃ সপ্তসংবৎসরায়ুতম্ ॥

দৃষ্ট্বা সদা জ্যেষ্ঠশুক্রদ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমম্ ।

কৃতোপবাসঃ প্রাপ্নোতি ততোহধিকতরং কলম্

তস্মাজ্যেষ্ঠে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রযত্নেন সুসংযতৈঃ ।

স্বর্গলোকেষু বিপ্রাদৈর্দ্রষ্টব্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

পঞ্চতীর্থন্তু বিধিবৎ কৃত্বা জ্যেষ্ঠে নরোত্তমঃ ।

শুক্রপক্ষশ্চ দ্বাদশ্যাং পশ্চেত্তং পুরুষোত্তমম্ ॥

যে পশ্চন্ত্যাব্যং দেবং দ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমম্ ।

তে বিষ্ণুলোকমাসাদ্য ন চ্যবন্তে কদাচন ॥৬৭

জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ ! কোন্

কালে পুরুষোত্তমে গমন করিতে হয় এবং

হে প্রভো ! কোন্ বিধি অনুসারেই বা

পঞ্চতীর্থকৃত্য করিতে হয় ? উহাদের

এক একটা তীর্থে জ্ঞান, দান ও দেবতা

দর্শন করিলে যে যে কল হয়, তৎ-

সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কীৰ্ত্তন করুন ।

৫৯—৬২ । ব্রহ্মা কহিলেন, যে ব্যক্তি জিতে-

ন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া সপ্ত অযুত বৎসর

কুরুক্ষেত্রে তপশ্চরণ এবং জ্যেষ্ঠে শুক্র-

দ্বাদশী দিনে উপবাসী থাকিয়া পুরুষোত্তম

দর্শন করে, তাহার সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিককল

প্রাপ্তি হয় । অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! স্বর্গ-

লোকলিপ্সু ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ যত্নপূর্বক

সুসংযত হইয়া জ্যেষ্ঠ দ্বাদশীদিনে পুরুষো-

ত্তম দর্শন করিবেন । তীর্থ-সেবী নরবর

বিধিপূর্বক পঞ্চতীর্থের সেবা করিবেন ।

এবং শুক্রদ্বাদশীতে পুরুষোত্তম দর্শন

করিবেন । যাহারা দ্বাদশীতে অব্যয় দেব

পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, তাহার বিষ্ণু-

লোকে গমন করিয়া কদাচ তথা হইতে ভ্রষ্ট

তস্মাজ্জেষ্টে প্রযত্নেন গন্তব্যঃ ভো দ্বিজোত্তমাঃ
কৃত্বা তস্মিন্ পঞ্চতীর্থং দ্রষ্টব্যং পুরুষোত্তমঃ ॥
সুদূরস্থোহপি যো ভক্ত্য কীর্তয়েৎ পুরুষোত্তমম্
অহম্ভহনি শুদ্ধাত্মা সোহপি বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ
যাত্রাং কৰোতি কৃষ্ণশ্চ শ্রদ্ধয়া যঃ সমাহিতঃ ।
সৰ্বপাপবিনিৰ্মুক্তো বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥ ৭০
চক্রং দৃষ্ট্বা হরেদ্রুং প্রাসাদোপরি সংস্থিতম্ ।
সহসা মুচ্যতে পাপাররো ভক্ত্যা প্রণম্য তৎ ॥ ৭১

ইতি শ্রীরাধে পুরুষোত্তমবর্ণনং নামৈক-
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

বিপক্ষাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

আসীৎকালশ্চোগ্রতরঃ * সম্প্রবৃত্তে মহাক্ষয়ে ।
নষ্টেহর্কচন্দ্রে পবনে নষ্টে স্বাবরজঙ্গমে ॥ ১

হয় না। হে দ্বিজগণ! মহা জ্যেষ্ঠকালে
যত্নের সহিত পুরুষোত্তমে গমন করা কর্তব্য
এবং গিয়া পঞ্চতীর্থ-কৃত্য অনুষ্ঠানের পর
পুরুষোত্তম দর্শন করা বিধেয়। যে ব্যক্তি
দূরে থাকিয়াও প্রতিদিন শুদ্ধচিত্তে ভক্তি-
ভরে পুরুষোত্তম নাম কীর্তন করে, যে ব্যক্তি
শ্রদ্ধা সহকারে বিষ্ণুযাত্রা বিধান করে,
তাহারও বিষ্ণুপ্রাপ্তি হয় এবং সর্বপাপ
বিদূরিত হয়। পুরুষোত্তমের প্রাসাদোপরি
যে চক্র আছে, মানব দূর হইতে
উহা দর্শনপূর্বক ভক্তিভরে প্রণাম
করিলে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
থাকে। ৬০—৭১।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিপক্ষাশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—পুরাকালে মহাপ্রলয়
উপস্থিত হইলে, কাল অতি ভীষণ হইয়া-

* “আসীৎ কয়ে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ” ইতি
কচিং পাঠঃ

উদিত প্রলয়াদিত্যে প্রচণ্ডে ঘনগর্জিতে ।
বিহ্বলপাতসজ্জাতৈঃ সন্তপ্তৈ তরুপক্কতে ॥ ২
লোকে চ সংহতে সর্বৈ মহদুদ্ভানিবহ্নিণে ।
শুষ্কেষু সর্বতোয়েষু সরঃসু চ সরিৎসু চ ॥ ৩
ততঃ সংবর্তকো বহির্কায়ুনা সহ ভো দ্বিজাঃ ।
লোকং তু প্রাবিশৎ সর্বমাদিত্যৈরুপশোভিতম্
পশ্চাৎ স পৃথিবীং ভিষ্মা প্রবিষ্ট চ রসালতম্ ।
দেবদানবযক্ষাণাং ভয়ং জনয়তে মহৎ ॥ ৫
নির্দহরাগলোকং যচ্চ কিঞ্চিৎকিতাবিহ ।
অধঃস্তানুনিশাদূনাঃ সর্বং নাশয়তে কণাৎ ॥
ততো যোজনবিশালাঃ সহস্রাণি শতানি চ ।
নির্দহত্যাশুগো বায়ুঃ স চ সংবর্তকোহনলঃ ।
সদেবাসুরগন্ধর্বঃ সম্যকোরগরাক্ষসম্ ।
ততো দহতি সন্দীপ্তঃ সর্বমেব জগৎপ্রভুঃ ॥ ৮

ছিল। চন্দ্র, সূর্য, স্বাবর জঙ্গম কিছুই
ছিল না; তখন প্রলয়াদিত্য সমুদিত হইল।
প্রচণ্ড ঘন-গর্জন শ্রুত হইতে লাগিল।
বৈহ্বাতাগ্নিপাতে তরু-পক্কত সকলই চূর্ণ
বিচূর্ণ হইল। লোক সকল বিনষ্ট হইয়া
গেল। বৃহৎ বৃহৎ উদ্ভাপাত হইতে লাগিল।
সরিৎসরোবরাদি সমস্ত জলাশয় শুষ্ক
হইয়া গেল। হে দ্বিজগণ! ঐ সময় পবন
ও প্রভাকর-সহযোগে ভীষণ সম্বর্তক বহি
সর্বত্র আবির্ভূত হইল। ঐ বহি পরে
পৃথিবী ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ-
পূর্বক দেব, দানব ও যক্ষদিগের মহা ভয়
উৎপাদন করিল। তাহার প্রভাবে নাগ-
লোক দগ্ধ হইল এবং এই ক্রিতিতে যাহা
কিছু ছিল, তৎসমস্তও ভস্মীভূত হইয়া
গেল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অধঃ উর্দ্ধ যেখানে
যাহা ছিল, সকলই সেই বহির প্রকোপে
ক্ষণমধ্যে নষ্ট হইয়া গেল। তখন কিপ্র-
গামৌ বায়ু ও সেই সম্বর্তক অনল, অল্পকাল
মধ্যেই শত শত সহস্র সহস্র যোজন স্থান
দগ্ধ করিয়া ফেলিল। দেব, অসুর, গন্ধর্ব,
যক্ষ, রাক্ষস, উরগ, সমস্ত জগৎপ্রাণীই সেই
প্রদীপ্ত সম্বর্তক-পাবকে দগ্ধ হইয়া গেল।

প্রদীপ্তোহসৌ মনুরোদ্রঃ কল্মাশিরিতিসংখ্যতঃ
মহাজ্ঞানো মহার্চিমান সম্প্রদীপ্তমহান্বনঃ ॥ ৯
সূর্য্যকোটীপ্রতীকাশো জলনিব স তেজসা ।
জৈলোক্যঃ চাদহর্ষণঃ সসুরাসুরমাহুষম্ ॥ ১০
এবংবিধে মহাঘোরে মহাপ্রলয়দাক্ষণে ।
ঋষিঃ পরমধর্ম্মা ধ্যানযোগপরোহভবৎ ॥
একঃ সন্তীর্ণতে বিপ্রা মার্কণ্ডেয়েতি বিখ্যতঃ ।
মোহরাশৈর্নিবন্ধোহসৌ ক্ষুৎতৃষ্ণাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ
স দৃষ্টা তং মহাবহ্নিঃ শুককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ ।
তৃষ্ণার্তঃ প্রস্থলন্ বিপ্রাস্তদাসৌ ভয়বিহ্বলঃ ॥ ১৩
বভ্রাম পৃথিবীং সর্বাং কান্দিশীকো বিচেতনঃ ।
জাতারং নাধিগচ্ছন্ বৈ ইতশ্চেতশ্চ ধাবতি ॥ ১৪
ন লেভে চ তদা শর্ম্ম যত্র বিশ্রাম্যতা দ্বিজাঃ ।
করোমি কিং ন জানামি যস্তাহং শরণং ব্রজে

আমরা শুনিয়াছি, ঐ কল্মাশি অতি রোদ্রা-
কারে প্রদীপ্ত হইতেছিল। উহা মহাজ্ঞান,
মহার্চিমান প্রদীপ্ত, ঘোরনিদ্রা, কোটি সূর্য্য-
সঙ্কাশ, ও তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া সুরাসুর-নর-
পরিবৃত সমগ্রজৈলোক্য সহসা দগ্ধ করিয়া
কলিল। হে বিপ্রগণ! আমরা শুনিয়াছি, ঈদৃশ
মহাঘোর মহা-প্রলয়-সঙ্কটে এক মাত্র
পরমধর্ম্মা মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া
অবস্থিত ছিলেন। কিন্তু তখন নিঃশেষ
মোহপাশে আবদ্ধ ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকু-
লেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। সেই মহাবহ্নি
দর্শনে তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুক
হইয়া গেল। তিনি তৃষ্ণার্ত ও ভয়বিহ্বল
হইয়া তপস্তা হইতে বিচ্যুত হইলেন
এবং বিচেতনপ্রায় ও কিংকর্তব্য-বিমুঢ়
হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে
লাগিলেন। তখন তিনি কোথাও কোন
আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত
হইতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! তৎ-
কালে মার্কণ্ডেয় ঋষি যেখানেই বিশ্রাম
করেন, কোথাও সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন
না; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এখন
আমি কি করিব? কোথায় গিয়া কাহার

কথং পশ্যামি তং দেবং পুরুষেশং সনাতনম্ ॥
ইতি সঙ্কিতয়ন্ দেবমেকাগ্রেণ সনাতনম্ ॥ ১৬
প্রাপ্তবাংস্তৎপদং দিব্যং মহাপ্রলয়কারণম্ ।
পুরুষেশমিতি খ্যাতং বটরাজং সনাতনম্ ॥
ত্বরাযুক্তো মুনিশ্চাসৌ ত্তগ্ৰোধস্তান্তিকং যযৌ ।
আসাদ্য তং মুনিশ্চেষ্টাস্তস্ত মূলে সমাবিশৎ ॥
ন কালাগ্নিভয়ং তত্র ন চাক্ষারপ্রবর্ষণম্ ।
ন সংবর্তাগমস্তত্র ন চ বজ্রাশনিস্তথা ॥ ১৯
ইতি ত্রীত্রাক্ষে স্বয়মুখ্যবিসংবাদে মার্কণ্ডেয়েন
বটদর্শনং নাম দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো গজকুলপ্রখ্যাস্তভিমানাবিভূষিতাঃ ।
সমুত্তম্বর্ষহামেঘা নভস্তদুতদর্শনাঃ ॥ ১

শরণাপন্ন হইব? কিছুই জানিতে পারি-
তেছি না; কিরূপেই বা সেই সনাতন
পুরুষোত্তম দেবকে অবলোকন করিব?
এইরূপে একাগ্রতার সহিত মহাপ্রলয়-
কারণ সনাতন পরম পদ চিন্তা করত
অদরে পুরুষেশনামক এক শ্রেষ্ঠ বটবৃক্ষ
দোখতে পাইলেন। তদর্শনে তিনি ত্বরা-
বিত হইয়া সেই ত্তগ্ৰোধ তরুর
সমীপে গমন করিলেন এবং তাহাকে
প্রাপ্ত হইয়া তদীয় মূল দেশে উপবিষ্ট
হইলেন। দেখিলেন, সেখানে কালাগ্নি-
ভয়, অক্ষার বর্ষণ, সম্বর্তসমাগম বা বজ্রা-
শনিপাত কিছুই নাই। ১—১৯।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর তড়িমানা-
মণ্ডিত গজেন্দ্রপ্রাথম অদ্ভুতাকার মহা-
মেঘ সকল আকাশে সঙ্কীর্ণ হইল।

কেচির্নীলোৎপলশ্চামাঃ কেচিং কুমুদসন্নিভাঃ ।
 কেচিংকিঞ্জকসঙ্কশাঃ কেচিং পীতাঃ পরোধরাঃ
 কেচিকিরিতসঙ্কশাঃ কাকাণ্ডসন্নিভাস্থথা ।
 কেচিং কমলপত্রাভাঃ কেচিকিঙ্গুলসন্নিভাঃ ॥ ৩
 কেচিংপুরবরাকারাঃ কেচিঙ্গিরিবরোপমাঃ ।
 কেচিদগুনসঙ্কশাঃ কেচিন্নরকতপ্রভাঃ ॥ ৪
 বিদ্যুন্মাল্যাপিনদ্ধাঙ্গাঃ সমুত্তমুর্মহাঘনাঃ ।
 ঘোররূপা মহাভাগা ঘোরস্বননিদািতাঃ ॥ ৫
 ততো জলধরাঃ সর্ষে সমাবৃথন্নভস্তলম্ ।
 তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ষা স্পর্ষতবনাকরা ॥ ৬
 আপুরিতা দিশঃ সর্ষাঃ সলিলৌঘপরিপ্লুতাঃ ।
 ততস্তে জলদা ঘোরা বারিণা মুনিসত্তমাঃ ॥ ৭
 সর্ষতঃ প্রাবয়ামাসুশ্চোদিতাঃ পরমেষ্ঠিনা ।
 বর্ষমাণা মহাতোয়ং পুরয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ৮
 সুঘোরমশিবং রৌদ্রং নাশয়ন্তি স্ম পাবকম্ ॥
 ততো দ্বাদশ বর্ষাণি পয়োদাঃ সমুপপ্লবে ॥ ৯
 ধারাভিঃ পুরয়ন্তো বৈ চোদামানা মহাত্মনা ।

ঐ সকল মেঘের মধ্যে কতকগুলি নীলোৎ-
 পলবৎ শ্চামবর্ণ, কতকগুলি কুমুদপ্রতিম,
 কতকগুলি কিঞ্জকতুলা, কতকগুলি পীত-
 বর্ণ, কতকগুলি হরিতাকার, কতকগুলি
 কাকাণ্ডনিভ, কতকগুলি পদ্মপলাশ-সঙ্কশ,
 কতকগুলি হিঙ্গুলকান্তি, কতকগুলি পুরবরা-
 কৃতি, কতকগুলি গিরিকল্প, কতকগুলি মর-
 কতপ্রভ এবং কতকগুলির অঙ্গ বিদ্যুন্মাল্য
 মণ্ডিত । হে মহাভাগগণ ! ঐ সকল মহামেঘ
 গভীর গজ্জন করিতে করিতে ঘোরাকারে
 সমুৎখত হইল । তখন জলধরবৃন্দ একযোগে
 নভস্তল আবৃত করিল । এই সশৈল-কাননা
 সমস্ত ধরা ঐ সকল জলদজালে আপুরিত
 হইল । জলপ্রবাহে সর্ষদিক্ পরিপ্লুত হইয়া
 গেল । হে মুনিবরগণ ! ঐ ঘোরাকৃতি জলদ-
 জাল বারিবধনে সর্ষস্থান প্রাবিত করিয়া
 ফেলিল । পরমেষ্ঠী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া
 তাহার মহাজলবর্ষণে বসুন্ধরাকে পরিপূরিত
 করত অশিবজনক ভীষণ পাবক প্রশমিত
 করিয়া দিল । ঐ জলদবৃন্দ দ্বাদশবর্ষ যাবৎ

ততঃ সমুদ্রাঃ স্বাঃ বেলামতিক্রামন্তি ভো দ্বিজাঃ
 পর্ষতাশ্চ ব্যশীৰ্য্যন্ত মহী চাপর্ষী নিমজ্জতি ।
 সর্ষতঃ সুমহাত্রাস্তান্তে পয়োদা নভস্তলম্ ॥ ১১
 সংবেষ্টরিত্বা নশ্চন্তি বায়ুবেগসমাহতাঃ ।
 ততস্তং মারুতং ঘোরং স বিষ্ণুর্মুনিসত্তমাঃ ॥ ১২
 আদিপদ্মালয়ো দেবঃ পীত্বা স্বপতি ভো দ্বিজাঃ
 তস্মিন্নেকাৰ্ণবে ঘোরে নষ্টে শ্বাবরজঙ্গমে ॥ ১৩
 নষ্টে দেবাসুরনরে যক্ষরাক্ষসবর্জিতে ।
 ততো মুনিঃ স বিশ্রান্তো ধাত্বা চ পুরুষোত্তমম্
 দদর্শ চক্ষুরুন্মীল্য জলপূর্ণাং বসুন্ধরাম্ ।
 নাপশ্যন্তঃ বটং নোবীং ন দিগাদি ন ভাস্করম্
 ন চন্দ্রাৰ্কাগ্নিপবনং ন দেবাসুরপন্নগম্ ।
 তস্মিন্নেকাৰ্ণবে ঘোরে তমোভূতে নিরাশ্রয়ে ॥
 নিমজ্জন স তদা বিপ্রাঃ সন্তর্ভুমুপচক্রমে ।

বারিবধণ করত অজস্র ধারাপাতনে মহীমণ্ডল
 প্রাবিত করিল । হে দ্বিজগণ ! অনন্তর
 সমুদ্র সকল স্বীয় বেলা অতিক্রম করিল ।
 পর্ষত সকল বিশীর্ণ হইল । মহী মহাজল-
 রাশিমধ্যে মগ্ন হইয়া গেল । পয়োদমণ্ডল
 নভস্তলের সর্ষস্থান পরিবেষ্টনপূর্বক
 মুহূৰ্হু ভ্রমণ করিতে লাগিল । অবশেষে
 প্রবল বাগবেগে সমাহত হইয়া তাহার
 বিনষ্ট হইয়া গেল । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আদি
 পদ্মালয় দেবদেব বিষ্ণু তখন ঐ সকল ভীষণ
 মারুত পান করিয়া সেই ভয়াবহ একাৰ্ণবে
 শয়ন করিলেন । শ্বাবর জঙ্গম তখন নষ্ট
 হইয়া গেল । দেব-অসুর, যক্ষ-রাক্ষস,
 কাহারই অস্তিত্ব রহিল না । তৎকালে
 সেই মার্কণ্ডেয় মুনি বিশ্রামলাভান্তে পুরুষো-
 ত্তমকে ধ্যান করিয়া নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্বক
 দেখিলেন, বসুন্ধরা জলে জলাকার হইয়া
 গিয়াছে । তিনি তাহার সেই আশ্রিত
 বটবৃক্ষ, উল্লী, দিক্ প্রভৃতি, ভাস্কর, চন্দ্র,
 অগ্নি, পবনদেব, অসুর কিম্বা পন্নগ
 কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না । সেই
 ঘোর একাৰ্ণবে কোনই আশ্রয় নাই ; সর্ষাই
 তমোরাশি পরিব্যাপ্ত । বিপ্রগণ ! তৎকালে

বভ্রামাসৌ মুনিশ্চাৰ্ত্ত ইতশ্চেতশ্চ সংপ্রবন ॥১৭
নিমগ্নস্ত তদা বিপ্রাস্তাতারং নাধিগচ্ছতি ।
এবং তং বিহ্বলং দৃষ্ট্বা কৃপয়া পুরুষোত্তমঃ ।
প্রোবাচ মুনিশাৰ্দ্রলাস্তদা ধ্যানেন তোষিতঃ ॥১৮
শ্রীভগবানুবাচ ।

বৎস শ্রাস্তোহসি বালন্তং ভক্তন্তং মম স্মৃতত ।
আগচ্ছাগচ্ছ শীঘ্রং ত্বং মার্কণ্ডেয় মমাস্তিকম্ ॥
মা ত্বয়েব চ ভেতব্যং সম্প্রাপ্তোহসি মমাগতঃ
মার্কণ্ডেয় মুনে ধীর বালন্তং শ্রমপীড়িতঃ ॥২০
ব্রহ্মোবাচ ।

তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনিঃ পরমকোপিতঃ ।
উবাচ স তদা বিপ্রা বিস্মিতশ্চাভবনমুহঃ ॥ ২১
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

কোহয়ং নাম্না কৌতুহলিত তপঃ পরিভবন্নিব ।
বহুবর্ষসহস্রাখ্যং ধর্ময়ানিব মে বপুঃ ॥ ২২

সেই মুনিশ্রেষ্ঠ একাধবজলে মগ্ন হইয়া
তাঁহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতে
লাগিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী
হইল না। তিনি আৰ্ত্তভাবে জলোপরি
ভাসিতে ভাসিতে বহুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ
করিলেন। তখন তিনি কোন আশ্রয়কেই
প্রাপ্ত না হইয়া জলধিজলে নিমগ্ন হইয়া
গেলেন। তাঁহাকে তথাবিধ বিহ্বল দেখিয়া
ধ্যানতোষিত পুরুষোত্তম কৃপাপূৰ্ব্বক বলিলেন,
হে বৎস, স্মৃতত ! বালক তুমি—শ্রান্ত হইয়াছ ;
তুমি আমার ভক্ত। এস—মার্কণ্ডেয় ! শীঘ্র
তুমি মৎসমীপে আগমন কর। হে ধীর,
মার্কণ্ডেয় মুনে ! বালক তুমি ; শ্রম-পীড়িত
হইয়াছ ; তোমার কোন ভয় নাই, তুমি
আমারই নিকটে আসিয়াছ। ১—২০। ব্রহ্মা
কহিলেন,—হে বিপ্রগণ ! তাঁহার সেই বাক্য
শ্রুতিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি অত্যন্ত কোপিত
হইলেন এবং বিস্ময়ের সহিত বারম্বার
বলিলেন,—কে অস্ত্র মদীয় তপোবলের প্রতি
অলঙ্ঘ্য প্রকাশ করিয়া আমার নাম ধরিয়া
ডাকিল ? এই ব্যক্তি আমার বহুসহস্র
বর্ষব্যাপী জীবিতকালের প্রতি স্বর্ণ প্রকাশ

ন হ্যেষ সমুদাচারো দেবেষপি সমাহিতঃ ।
মাং ব্রহ্মা স চ দেবেশো দীর্ঘায়ুরিতি ভাষতে
কস্তপো ঘোরশিরসো মমাদ্য ত্যক্তজীবিতঃ ।
মার্কণ্ডেয়েতি চোক্ত্বা মনমুত্যাং গন্তুমিহেচ্ছতি
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তদা বিপ্রাশ্চিন্তাবিষ্টোহভবনুনিঃ ।
কিং স্বপ্নোহয়ং ময়া দৃষ্টঃ কিং বা মোহোহয়-
মাগতঃ ॥২৫

ইথং চিন্তয়তস্তস্ম উৎপন্ন্য হৃৎখহা মতিঃ ।
ব্রজামি শরণং দেবং ভক্ত্যাহং পুরুষোত্তমম্ ॥
স গত্বা শরণং দেবং মুনিস্তদাতমানসঃ ।
দদর্শ তং বটং ভূয়ো বিশালং সলিলোপরি ॥২৭
শাখায়াং তস্ম সৌবর্ণং বিস্তীর্ণায়াং মহাভূতম্ ।
কর্চিরং দিব্যপর্ধ্যাক্ষং রচিতং বিশ্বকর্মাণা ॥ ২৮
বজ্রবৈদ্যরচিতং মণিবিজ্রমশোভিতম্ ।
পদ্মরাগাদিভিজুষ্টিং রত্নৈরুত্তৈরলঙ্কিতম্ ॥ ২৯

করিল। এ প্রকার নৈতিক ব্যবহার কৈ
দেবসমাজেও ত দেখিতে পাওয়া যায় না।
দেবদেব ব্রহ্মা আমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া অভি-
হিত করিয়াছেন। কোন বিগতজীবন ব্যক্তি
অগ্ন আমায় মার্কণ্ডেয় নামে ডাকিয়া নিজের
মৃত্যু কামনা করিল ? ব্রহ্মা কহিলেন,—হে
বিপ্রগণ ! মার্কণ্ডেয় এই কথা কহিয়া চিন্তা-
বিষ্ট হইলেন, ভাবিলেন,—ইহা কি আমি
স্বপ্ন দেখিলাম ? কিম্বা আমার মোহ
উপস্থিত হইল ? এইরূপ চিন্তা করিতে
করিতে তাঁহার তখন হৃৎখহাংসিনী মতি
প্রাহুর্ভূত হইল। তিনি স্থির করিলেন,
আমি ভক্তিপূৰ্ব্বক পুরুষোত্তম দেবের শরণ
গ্রহণ করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই
মুনিবর তদগতমনে পুরুষোত্তম দেবের
শরণ লইলেন ; দেখিলেন, সেই বটবৃক্ষ
পুনর্বার সলিলোপরি ভাসমান রহিয়াছে।
তাঁহার বিশাল শাখায় পরমাভূত দিব্য
সৌবর্ণ পর্ধ্যাক্ষ বিশ্বকর্মা কর্তৃক রচিত আছে।
ঐ পর্ধ্যাক্ষ হীরক, প্রবাল, মণি, মুক্তা, পদ্মরাগ
ও অন্যান্য বিবিধ রত্নে সন্মিলিত, নানা

নানাস্তরঙ্গসংবীতঃ নানারত্নোপশোভিতম্ ।
নানাশ্চর্য্যসমায়ুক্তঃ প্রভামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৩০
তন্ত্রোপরি স্থিতঃ দেবঃ কৃষ্ণঃ বালবপুর্জরম্ ।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশঃ দীপ্যমানঃ সুবর্চসম্ ॥
চতুর্ভুজঃ সুন্দরাক্ষঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসঃ দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৩১
বনমালাবৃত্তোরক্ষঃ দিব্যকুণ্ডলধারণম্ ।
হারভারার্ণিতগ্রীবঃ দিব্যরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৩২
দৃষ্ট্বা তদা মুনির্দেবঃ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ।
রোমাক্ষিততনুর্দেবঃ প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অহো চৈকাগ্বে ঘোরে বিনষ্টে সচরাচরে ।
কথমেকো হুয়ঃ বালস্তিষ্ঠত্যত্র সুনির্ভয়ঃ ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ভূতঃ ভব্যঃ ভবিষ্যৎ জানন্নপি মহামুনিঃ ।
ন বুবোধ তদা দৈবঃ মায়ায়া তন্ত্র মোহিতঃ ।

আন্তরঙ্গে আচ্ছন্ন, নানা আশ্চর্য্য দৃশ্যে
পরিপূর্ণ ও প্রভামণ্ডলে মণ্ডিত । সেই
পর্য্যকোপরি বালকবপুঃ শ্রীকৃষ্ণ দেব
অবস্থান করিতেছেন । তদীয় দেহপ্রভা
কোটি সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল : তিনি সুবর্চস,
চতুর্ভুজ, সুন্দরাক্ষ, পদ্মপত্রবৎ আয়ত-
নেত্র ও শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর ; তাঁহার বক্ষ
শ্রীবৎস ও বনমালায় মণ্ডিত ; তিনি
দিব্য কুণ্ডলধারী ; তদীয় গ্রীবাদেশ
হারোজ্জ্বল ; তিনি নানাবিধ দিব্য রত্নে
রাজিত । মুনিবর মার্কণ্ডেয় সেই দেব-
দেবকে দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে রোমা-
ক্ষিতগাত্রে প্রণিপাতপুরঃসর বলিলেন,
অহো ! এই ঘোর একাগ্বেজলে চরাচর
সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । এই বালক
একাকী এখানে কিরূপে নির্ভয়ে রহিল ?
ব্রহ্মা কহিলেন, মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভূত,
ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ব্যাপারে অভিজ্ঞ
হইয়াও দৈবী মায়ায় মোহিত হইয়া কিছুই
তখন বুঝিতে পারিলেন না । যখন তিনি
একান্তই সেই বালককে উদ্ভিলেন না,

যদা ন বুবুধে চৈনং তদা খেদাহুবাচ হ ॥ ৩৬
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

বৃথা মে তপসো বীৰ্য্যং বৃথা জ্ঞানং বৃথা ক্রিয়া ।
বৃথা মে জীবিতং দীর্ঘং বৃথা মানুস্যমেব চ ॥ ৩৭
যোহহং সুপুং ন জানামি পর্য্যঙ্কে দিব্যবালকম্
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং সঙ্কিস্তয়ন্ বিপ্রঃ প্রবমানো বিচেতনঃ ।
ত্রাণার্থং বিহ্বলশচাসৌ নির্বেদঃ গতবাংস্তদা ॥
ততো বালার্কসঙ্কাশং স্মহিয়া ব্যবহৃতম্ ।
সর্ব্বতেজোময়ং বিপ্রা ন শশাকাভিবীক্ষিতম্ ॥
দৃষ্ট্বা তং মুনিমায়াস্তং স বালঃ প্রহসন্নিব ।
প্রোবাচ মুনিশাঙ্গীলাস্তদা মেঘৌষনিবনঃ ॥ ৪১

শ্রীভগবানুবাচ ।

বৎস জানামি শ্রান্তঃ হ্যং ত্রাণার্থং মানুপহিতম্
শরীরং বিশ মে ক্ষিপ্ৰং বিশ্রামন্তে ময়োদিতঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বা স বচনং তন্ত্র কিঞ্চিন্নোবাচ মোহিতঃ ।

তখন খেদের সহিত বলিতে লাগিলেন,
আমার তপোবল, জ্ঞান, ক্রিয়া, দীর্ঘ জীবন
ও মানুস্যত্ব সকলই বৃথা । কেননা, আমার
ঐ সকল সত্ত্বেও আমি অজ্ঞ এই পর্য্যঙ্ক-
শায়ী দিব্য বালককে বিদিত হইতে
পারিলাম না । ২১—৩৮ । ব্রহ্মা কহিলেন, মুনি
মার্কণ্ডেয় অচেতনপ্রায় হইয়া ঐরূপ চিন্তা
করিতে করিতে সেই মহার্ণবজলে ভাসিতে
লাগিলেন । তিনি ত্রাণলাভের জন্য
ব্যাকুল হইলেন । তাঁহার তখন নির্বেদ উপ-
স্থিত হইল । হে বিপ্রগণ ! সেই বালক
স্বীয় মহিষায় অধিষ্ঠিত, বালার্কপ্রতিম ও সর্ব্ব-
তেজোময় । মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহার প্রতি
দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলেন না । তখন
সেই বালক মুনিকে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া
সহাস্ত-আশ্চে মেঘগন্তীরস্বরে বলিলেন,
বৎস ! আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি শ্রান্ত
হইয়া পরিভ্রাণ পাইবার জন্য আমার
শরণাগত হইয়াছ ; শীঘ্র মদীয় শরীরে
প্রবেশ কর ; তাহাতে তোমার বিশ্রাম লাভ

বিবেশ বদনং তন্তু বিবৃতং চাবশো মুনিঃ ॥৪৩

ইতি শ্রীভাষ্কে মহাপুরাণে মার্কণ্ডেয়প্রলয়-
দর্শনং নাম ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

স প্রবিষ্টোদরে তন্তু বালন্ত মুনিসত্তমঃ ।
দদর্শ পৃথিবীং কুৎসিতাং নানা জনপদৈর্বৃতাম্ ॥১
লবণেশু সুরাসর্পির্দধিহুঙ্কজলোদধীন ।
দদর্শ তান্ সমুদ্রাংশ্চ জম্বুং প্লক্ষঞ্চ শাল্মলম্ ॥২
কুশং ক্রৌঞ্চঞ্চ শাকঞ্চ পুষ্করঞ্চ দদর্শ সঃ ।
ভারতাদীনি বর্ষাণি তথা সর্করাংশ্চ পর্বতান্ ॥৩
মেক্ষঞ্চ সর্করভ্রাত্যমপশুং কনকাচলম্ ।
নানারত্নাধিতৈঃ শৃঙ্গৈর্ভূষিতং বহুকন্দরম্ ॥৪
নানামুনিজনাকীর্ণং নানারক্ষবনাকুলম্ ।
মানাসমুদ্রসমায়ুক্তং নানাশর্ঘ্যসমবিতম্ ॥৫
ব্যাত্রৈঃ সিংহৈর্বরাহৈশ্চ চামরৈর্মহিষৈর্গজৈঃ ।

ঘটিবে । ব্রহ্মা কহিলেন, মুনিবর তাঁহার কথা
শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, মোহবশে
বিবশ হইয়া তদীয় বিবৃত বদনে প্রবেশ
করিলেন ॥ ৩৯—৪৩ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৩ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয়
সেই বালকের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে
নানা জনপদ-পরিবৃত সমগ্র মেদিনী, লবণ-
ইক্ষু-সুরা-সর্পি-দাধ ও হুঙ্ক প্রভৃতি সপ্ত
জলাধি, জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মল-কুশ ক্রৌঞ্চ-শাক
ও পুষ্কর প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ, ভারতাদি
নানা বর্ষ, নিখিল পর্বত এবং যাহা—সর্করভ্র-
ময় কনকমণ্ডিত, বহু কন্দরযুত, নানা
মুনিজনাকীর্ণ, নানা তরুপরিপূর্ণ, নানা
সর্বসম্পন্ন, নানাশর্ঘ্যময়, ব্যাত্র-সিংহ-

মৃগৈঃ শাখামৃগৈশ্চাত্তৈর্ভূষিতং সূমনোহরম্ ॥৬
শক্রাদৈর্বিবিধৈর্দেবৈঃ সিদ্ধচারণপন্নগৈঃ ।
মুনিযক্ষাপ্সরোভিশ্চ বৃতৈশ্চাত্তৈঃ সুরালয়েঃ ॥৭
এবং সূমেক্ষং শ্রীমন্তমপশুন্মুনিসত্তমঃ ।
পর্যটন স তদা বিপ্রস্তন্তু বালন্ত চোদরে ॥ ৮
হিমবন্তং হেমকূটং নিষধং গন্ধমাদনম্ ।
শ্বেতঞ্চ দুর্ধরং নীলং কৈলাসং মন্দরং গিরিম্ ॥
মহেন্দ্রং মলয়ং বিষ্ণ্যং পারিষাত্রং তথার্বুদম্ ।
সহস্রং শুক্রিমন্তুঞ্চ মৈনাকং বক্রপর্বতম্ ॥ ১০
এতাশ্চাত্তাশ্চ বহবো যাবন্তঃ পৃথিবীধরাঃ ।
ততস্তাঃস্ত মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সোহপশুতন্তু চোদরে ॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ পাঞ্চালান্ মৎস্তান্ মদ্রান স
কেকয়ান্ ।

বাহ্লীকান্ শূরসেনাংশ্চ কাশ্মীরাস্তজ্ঞান্ খসান্
পার্বতীয়ান্ কিরাতাংশ্চ কর্ণপ্রাবরণান্ মরু-
অন্ত্যজানন্ত্যজাতীংশ্চ সোহপশুতন্তু চোদরে ॥
মৃগান্ শাখামৃগান্ সিংহান্ বরাহান্
স্মরান্ শশান্ ।

গজাংশ্চাত্তাঃস্তথা সত্ত্বান্ সোহপশুতন্তু চোদরে
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি গ্রামাশ্চ নগরাণি চ ।

বরাহ-মহিষ-গজ ও শাখামৃগগণে পরিবৃত,
শক্রাদি সুরবৃন্দ ও সিদ্ধ চারণ-পন্নগ-
মুনি-যক্ষ ও অপর্যাগণে অধিষ্ঠিত,
এবং অন্যান্য সুরালয়ে সমলঙ্কৃত, তথা-
বিধ সূমনোহর সূমেক্ষগিরি সন্দর্শন
করিলেন । এইরূপে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বালকের
উদরে বিচরণ করিতে করিতে সূমেক্ষ,
হিমবান্, হেমকূট, গন্ধমাদন, শ্বেত, দুর্ধর,
নীল, কৈলাস, মন্দর, মহেন্দ্র, মলয়, বিষ্ণ্য,
পারিষাত্র অর্বুদ, শুক্রিমান্, মৈনাক ও
বক্র প্রভৃতি পর্বত এবং অন্যান্য যাবতীয়
মহীধর দর্শন করিলেন । হে মুনিবরগণ !
এতদ্ভিন্ন কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মৎস্ত, মদ্র,
কেকয়, বাহ্লীক, শূরসেন, কাশ্মীর, তজ্ঞান,
খস, পার্বত্য, কিরাত, কর্ণপ্রাবরণ ও মরু-
দেশ এবং অন্ত্যজ, অনন্ত্যজ, প্রভৃতি জাতি,
মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ, স্মর, শশ, গজ ও

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়ণং তথা ॥ ১৫
শক্রাদীন বিবুধান্ শ্রেষ্ঠাঃস্তথাত্মাঃচ দিবৌকসঃ
গন্ধর্বাঅপ্সরসো যক্ষানৃষীঃশ্চব সনাতনান্ ॥১৬
দৈত্যদানবসজ্যাঃচ নাগাঃচ মুনিসন্তমাঃ ।
সিংহিকাতনয়াঃশ্চযে চাত্তে সুরশত্রবঃ ॥১৭
যৎকিকিভেন লোকেহস্মিন্ দৃষ্টপূর্বং চরাচরম্
অপশুৎ স তদা সর্বং তস্ম কুক্ষৌ দ্বিজোত্তমাঃ
অথবা কিং বহুভেন কীর্তিতেন পুনঃপুনঃ ।
ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং যৎকিকিৎ স চরাচরম্ ॥১৯
ভূলোকঞ্চ ভুবলোকং স্বলোকঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যমতলং বিতলং তথা ॥ ২০
পাতালং সূতলঞ্চৈব তলাতলং রসাতলম্ ।
মহাতলঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডমপশুতস্ম চোদরে ॥ ২১
অব্যাহতা গতিস্তস্ম তদাভূদ্বিজসন্তমাঃ ।
প্রসাদাতস্ম দেবস্ম স্মৃতিলোপশ্চ নাভবৎ ॥২২
ভ্রমমাণস্তদা কুক্ষৌ কুৎসং জগাদিদং দ্বিজাঃ ।

অন্তান্ত সৰ্ব, এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ, গ্রাম, নগর, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, ক্রয়, বিক্রয়, ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠদেব, অন্তান্ত দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, ঋষি, দৈত্য, দানব, নাগ, এবং সিংহিকানন্দনগণ, ও অন্তান্ত সুরশত্রুগণ সমস্তই সেই বালকের উদরে তিনি দেখিতে পাইলেন। অধিক কি, জগতে যে কিছু চরাচর পদার্থ পূর্বে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, সে সকলই তিনি সেই বালকের কুক্ষিমধ্যে দেখিলেন। ১—১৮। অথবা পুনঃ পুনঃ অধিক বলিয়া কি হইবে? ব্রহ্মাদি ভূপৰ্য্যন্ত যে কিছু চরাচর, সকলই সে উদরে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ভূলোক, ভুবলোক, মহলোক, জন তপ ও সত্যলোক, অতল, বিতল, পাতাল, সূতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল এবং ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই তদীয় উদরে তিনি দেখিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তৎকালে তাঁহার গতি অব্যাহত হইল এবং সেই দেবদেবের প্রসাদে স্মরণ শক্তি লোপ পাইল না। হে দ্বিজগণ! মুনিবর তদীয় উদরস্থ

নাস্তং জগাম দেহস্ম তস্ম বিকোঃ কদাচন ॥ ২৩
যদাসৌ নাগতশ্চাস্তং তস্ম দেহস্ম ভো দ্বিজাঃ
তদা তং বরদং দেবং শরণং গতবান্ মুনিঃ ॥২৪
ততোহসৌ সহসা বিপ্রা বায়ুবেগেন নিঃসৃতঃ
মহাভ্রনো মুখাতস্ম বিবৃতাৎ পুরুষস্ম সঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে মার্কণ্ডেয়স্ম ভগ-
বৎকুক্ষিপরিবর্তনং নাম চতুঃপঞ্চা-
শোধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

স নিষ্ক্রমেয়াদরাস্তস্ম বালস্ম মুনিসন্তমাঃ ।
পুনশ্চকার্ণবামুর্কীয়মপশুজ্জনবর্জিতাম্ ॥ ১
পূর্বদৃষ্টঞ্চ তং দেবং দদশ শিশুরূপিণম্ ।
শাখায়াং বটবৃক্ষস্ম পর্য্যঙ্কোপরি সংস্থিতম্ ॥ ২
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং পীতবস্ত্রং চতুর্ভুজম্ ।

সকল জগতে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু সেই বিষ্ণুদেহের অন্ত তিনি কোন কালেই পাইলেন না। হে দ্বিজগণ! যখন তিনি কোনরূপেই তাহার অন্ত পাইতে পারিলেন না, তখন সেই বরদ দেবদেবের শরণাপন্ন হইলেন। শরণ লইবার পর-মুহূর্ত্তেই সেই মহাপুরুষের বিবৃত মুখবিবর হইতে সহসা মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডের বহির্গত হইয়া পড়িলেন। ১৯—২৫।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ

ব্রহ্মা করিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মুনিপ্রবর মার্কণ্ডেয় সেই বালকের উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় জনপ্রাণি-হীন একাণবীকৃত উরুকে অবলোকন করিলেন এবং সেই বটবৃক্ষ শাখায়াং পর্য্যঙ্কোপরি সেই পূর্বদৃষ্ট শিশুরূপী দেবদেবকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—সেই

জগদাদায় তিষ্ঠন্তং পদ্মপত্রায় তেজস্বিনম্ ॥ ৩

সোহপি তং মুনিমায়ান্তং প্রবমানমচেতনম্ ।

দৃষ্ট্বা মুখাধিনিহ্রাস্তং প্রোবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

কচ্চিৎশোষিতং বৎস বিশ্রান্তকং মমোদরে ।

ভ্রমমাণশ্চ কিং তত্র আশ্চর্য্যং দৃষ্টবানসি ॥ ৫

ভক্তোহসি মে মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রান্তোহসি চ মমাশ্রিতঃ

তেন ত্বামুপকারায় সন্তোষে পশ্য মাংমহ ॥ ৬

ব্রহ্মোবাচ ।

ঈশ্বর্য্যং স বচনং তস্মৈ সম্প্রদৃষ্টতনুক্রমঃ ।

দদর্শ তং সূহৃৎপ্রেক্ষ্য রত্নৈর্দৈবৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৭

প্রসন্নানির্মলা দৃষ্টির্মুহূর্ত্তাত্তত্বে ভো দ্বিজাঃ ।

প্রসাদাত্তত্ত্বং দেবং প্রাহুর্ভূতা পুনর্ববা ॥ ৮

রক্তাঙ্গুলিতলৌ পাদৌ ততস্তস্মৈ সুরার্চিতৌ ।

প্রণম্য শিরসা বিপ্রো হর্ষগদগদয়া গিরা ॥ ৯

পুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রী বৎসবক্ষ, পীতবাসা, চতুর্ভুজ দেব, জগৎ কবলিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এ দিকে সেই বালকবপু শ্রীকৃষ্ণও মুনিকে স্বীয় মুখবিবর হইতে নিহ্রাস্ত হইয়া ভাসিয়া আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া হস্ত সহকারে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার উদরে বাস করিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছ কি? এবং তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে কোন আশ্চর্য্য তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে কি? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার ভক্ত; শ্রান্ত হইয়া আমায় তুমি আশ্রয় করিয়াছ; তাই তোমার উপকারে। নিমিত্ত তোমায় বলি, তুমি এখন আমার অবলোকন কর। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া মুনিবর প্রহর্ষে পুলকিত হইলেন এবং সেই রক্তাঙ্গুল-মণ্ডিত দুর্লভ্য পুরুষকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। হে দ্বিজগণ! মুহূর্ত্ত মধ্যে তদীয় দৃষ্টি বিমল ও প্রসন্ন হইল। সেই দেবদেবের প্রসাদে তাঁহার দৃষ্টি যেন পুনরায় নবোজ্বল হইয়া প্রকাশ পাইল। হে বিপ্রগণ! মুনিবর মার্কণ্ডেয় ভগবানের

কৃতাজলিস্তদা হৃষ্টো বিস্মিতশ্চ পুনঃপুনঃ ।

দৃষ্ট্বা তং পরমাত্মানং সংস্তোতুমুপচক্রমে ॥ ১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

দেবদেব জগন্নাথ মায়াবালবপুর্কর ।

ত্ৰাহি মাং চাক্রপদ্মাক্ষ হৃৎখিতং শরণাগতম্ ॥ ১১

সন্তপ্তোহস্মি সুরশ্রেষ্ঠ সংবর্ত্তাখ্যেন বহুনা ।

অঙ্গারবর্ষভীতক ত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ১২

শোষিতশ্চ প্রচণ্ডেন বায়ুনা জগদায়ুনা ।

বিহ্বলোহহং তথা শ্রান্তত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥

তাপিতশ্চ তথা দিত্যৈঃ প্রলয়াবর্ত্তকাদিভিঃ ।

ন শান্তিমধিগচ্ছামি ত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ১৩

ভূষিতশ্চ ক্ষুধাবিষ্টো হৃৎখিতশ্চ জগৎপতে ।

ত্ৰাতারং নাত্ৰ পশ্যামি ত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥

অগ্নিরেকাণবে ঘোরে বিনষ্টে সচরাচরে ।

ন চাস্তমধিগচ্ছামি ত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ১৬

তবোদরে চ দেবেশ ময়া দৃষ্টং চরাচরম্ ।

বিস্মিতোহহং বিষন্নশ্চ ত্ৰাহি মাং পুরুষোত্তম ॥

রক্তাঙ্গুলিদল-মণ্ডিত সুরসেবিত পাদদ্বয়ে প্রণিপাতপূর্ব্বক যুক্তকরে বারম্বার বিস্ময়-সহকারে হর্ষগদগদ-বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১০। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে জগন্নাথ, মায়া-বালকবপুঃ, চাক্রপদ্মাক্ষ, দেবদেব! আমি শরণাগত, হৃৎখিত, আমায় তুমি ত্রাণ কর। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি সম্বর্ত্ত-নামক বহুর প্রভাবে সন্তপ্ত হইয়াছি। অঙ্গারবর্ষে ভীত হইয়াছি, হে পুরুষোত্তম! আমায় তুমি পরিত্রাণ কর। আমি অতি প্রচণ্ড জগদায়ু বায়ু কর্তৃক শোষিত হইয়া বিহ্বল ও শ্রান্ত হইয়াছি, প্রলয়ের আদিত্য ও আবর্ত্তকাদি দ্বারা তাপিত হইয়া কোথাও কিঞ্চিৎ শান্তি পাইতেছি না, হে পুরুষোত্তম! আমায় ত্রাণ কর। হে জগৎপতে! আমি ভূষিত, ক্ষুধাবিষ্ট ও হৃৎখিত হইয়া কাহাকেও আর ত্রাণকর্ত্তা দেখিতেছি না; পুরুষোত্তম! তুমি আমায় ত্রাণ কর। হে দেবেশ! তোমার উদরে এই চরাচর সমস্ত বস্তু আমি দেখি-
য়াছি, দেখিয়া বিস্মিত ও বিষন্ন হইয়াছি;

সংসারেহ্মিরিরানন্দে প্রসীদ পুরুষোত্তম ।
 প্রসীদ বিবুধশ্রেষ্ঠ প্রসীদ বিবুধপ্রিয় ॥ ১৮
 প্রসীদ বিবুধাং নাথ প্রসীদ বিবুধানয় ।
 প্রসীদ সর্বলোকেশ জগৎকারণকারণ ॥ ১৯
 প্রসীদ সর্বকৃদেব প্রসীদ মম ভূধর ।
 প্রসীদ সলিলাবাস প্রসীদ মধুসূদন ॥ ২০
 প্রসীদ কমলাকান্ত প্রসীদ ত্রিদশেশ্বর ।
 প্রসীদ কংসকেশির প্রসীদারিষ্টনাশন ॥ ২১
 প্রসীদ কৃষ্ণ দৈত্যায় প্রসীদ দনুজান্তক ।
 প্রসীদ মথুরাবাস প্রসীদ যদুনন্দন ॥ ২২
 প্রসীদ শক্রাবরজ প্রসীদ বরদাব্যয় ।
 ত্বং মহী ত্বং জনং দেব হৃদয়স্থং সমীরণঃ ॥ ২৩
 ত্বং নভস্থং মনশ্চৈব ত্বমহঙ্কার এব চ ।
 ত্বং বুদ্ধিঃ প্রকৃতিশ্চৈব সত্ত্বাত্মস্থং জগৎপতে ॥
 পুরুষস্থং জগদ্ব্যাপী পুরুষাদপি চোত্তমঃ ।
 হুমিল্লিয়াণি সর্বাণি শব্দাত্মা বিষয়া প্রভো ॥ ২৫
 ত্বং দিকৃপালাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ বেদা যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ
 হুমিল্লস্থং শিবো দেবস্থং হবিস্থং হতাশনঃ ॥
 ত্বং যমঃ পিতৃরাডদেব ত্বং রক্ষোহধিপতিঃ স্বয়ম্
 কুরুণস্বমপাং নাথ ত্বং বায়ুস্থং ধনেশ্বরঃ ॥ ২৭

হে পুরুষোত্তম ! আমায় তুমি ত্রাণ কর ।
 এই আশ্রয়বিহীন সংসারে আমার প্রতি
 তুমি প্রসন্ন হও । হে বিবুধশ্রেষ্ঠ, বিবুধপ্রিয়,
 বিবুধনাথ, বিবুধানয়, সর্বলোকেশ, জগৎ-
 কারণ কারণ ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।
 হে সর্বকৃৎ, ভূধর, সলিলাবাস, মধুসূদন, কমলা-
 কান্ত, ত্রিদশেশ্বর, কংসকেশির, অরিষ্টনাশন,
 দৈত্যায়, দনুজান্তক, কৃষ্ণ ! তুমি প্রসন্ন হও ।
 হে মথুরাবাস, যদুনন্দন, ইন্দ্রাবরজ, বরদ,
 অব্যয় ! প্রসন্ন হও । হে দেব ! তুমি মহী,
 জন, অগ্নি, সমীরণ, আকাশ ও নভস্তল এবং
 মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, সত্ত্বাদিগুণ,
 জগদ্ব্যাপী পুরুষ, পুরুষ হইতে উত্তম
 পুরুষ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, শব্দাদি বিষয়, দিকৃ,
 কাল, ধর্ম্ম, বেদ, সদক্ষিণ যজ্ঞ, ইন্দ্র, শিব,
 হবি, হতাশন, পিতৃরাট, যম, রাক্ষসাদি-

হুমীশানস্তমনস্তত্ত্বং গণেশশ্চ ষণ্মুখঃ ।
 বসবস্থং তথা রুদ্রাস্তমাদিত্যাশ্চ খেচরাঃ ॥ ২৮
 দানবাস্ত্বং তথা যক্ষাস্ত্বং দৈত্যাঃ সমরুদগণাঃ ।
 সিদ্ধাশ্চাপ্সরসো নাগা গন্ধর্বাশ্চ সচারাণাঃ ॥
 পিতরো বালখিল্যাশ্চ প্রজানাং পতয়োহচ্যুত
 মুনয়স্তৃষিগণাস্তৃষিনো নিশাচরাঃ ॥ ৩০
 অস্ত্রাশ্চ জাতয়স্ত্বং হি যৎকিঞ্চিজীবসংজ্ঞিতম্ ।
 কিঞ্চাত্র বহ্ননোক্তেন ব্রহ্মাদিস্তদ্বগোচরম্ ॥ ৩১
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ ত্বং জগৎ সচরাচরম্ ।
 যত্তে রূপং পরং দেব কূটস্থমচলং ক্রবম্ ॥ ৩২
 ব্রহ্মাত্মান্তর জানন্তি কথমন্তোহল্লমেধসঃ ।
 দেব শুদ্ধস্বভাবোহসি নিত্যস্থং প্রকৃতেঃ পরঃ
 অব্যক্তঃ শাস্তোহনন্তঃ সর্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ।
 ত্বমাকাশঃ পরঃ শান্তো অজস্রঃ বিভূরব্যয়ঃ ॥ ৩৪
 এবং ত্বাং নির্গুণং স্তোতুং কঃ শক্নোতি
 • নিরঞ্জনম্ ।

পতি, জনপতি বরুণ, বায়ু, ধনেশ্বর, ঈশান,
 অনন্ত, গণেশ, ষণ্মুখ, বসু, রুদ্র, আদিত্য,
 খেচর, দানব, যক্ষ, দৈত্য, মরুদগণ, সিদ্ধ,
 অপর, নাগ, গন্ধর্ব্ব, চারণ, পিতৃগণ,
 বালখিল্যগণ, প্রজাপতিগণ, মুনিগণ, ঋষি-
 গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নিশাচরগণ, এবং
 অস্ত্রাত্ম যে কিছু জাতি ও জীবসংজ্ঞক
 সকলই তুমি । অধিক কি ব্রহ্মাদি তুণ
 পর্যন্ত যে কিছু আছে, সকলই তুমি ভিন্ন
 আর কিছুই নহে । ভূত, ভবিষ্যৎ ও
 বর্তমান, সমস্ত কাল ও কালিক ব্যবহার
 সকলই তুমি । হে দেব ! তোমার যে
 কূটস্থ অচল ক্রব পরম রূপ, ব্রহ্মাদি দেব-
 গণই তাহা জানেন না ; সুতরাং মাদৃশ
 অল্লমেধা জন, কি করিয়া তাহ বিদিত
 হইবে ? হে দেব ! তুমি শুদ্ধস্বভাব নিত্য,
 প্রকৃতির অতীত, অব্যক্ত, শাস্ত, অনন্ত,
 সর্বব্যাপী, মহেশ্বর, পরম শান্ত, আকাশ,
 অজ, অব্যয়, বিভূ ; তুমি নির্গুণ ও নিরঞ্জন
 পুরুষ ; কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ ? হে

। যন্ময়া দেব বিকলেনাশ্রুচেতসা
তৎ সৰ্বং দেবদেবেশ। ক্ষন্তুমর্হসি চাব্যয় ॥ ৩৫
ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভুবাধিসংবাদে ভগবৎস্ব-
নিরূপণং নাম পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইথাঃ স্ততস্তদা তেন মার্কণ্ডেয়েন ভো দ্বিজাঃ ।
শ্রীতঃ প্রোবাচ ভগবান্নেঘগন্তায় গিরা ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ক্রহি কামং মুনিশ্রেষ্ঠ যন্তে মনসি বর্ততে ।
হৃদামি সৰ্বং বিপ্রর্ষে মন্তো যদভিবাঙ্কসি ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ ।

ক্ষত্বা স বচনং বিপ্রাঃ শিশোস্তস্ত মহাত্মনঃ ।
উবাচ পরমশ্রীতো মুনিস্তদাতমানসঃ ॥ ৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

জাতুমিচ্ছামি দেব ত্বাং মায়াং বৈ তব চোত্তমাম্

দেব ! আমি অশ্রুচেতা হইয়া তোমার এই যে
কিঞ্চিৎ স্তব করিলাম, ইহার যে কিছু ক্রটি-
বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তৎসমস্ত—হে দেব-
দেবেশ ! তুমি ক্ষমা কর । ১১—৩৫ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৫ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ ! তৎকালে
মার্কণ্ডেয় মুনি কর্তৃক এইরূপে স্তব হইয়া
ভগবান্ শ্রীত হইলেন এবং মেঘ-গন্তায়-
ন্বরে তাঁহাকে বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ !
তোমার মনোভীষ্ট কি, তাহা প্রকাশ কর,
আমি তোমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব ।
ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! সেই মহাত্মা
শিশুর কথা শ্রবণ করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি
পরম শ্রীত হইয়া তদগতমনে বলিলেন,
হে দেব ! ভবদীয় উত্তম মায়া আমি

অৎপ্রসাদাচ্চ দেবেশ স্মৃতির্ন পরিহীয়তে ॥ ৪
ক্রতমন্তঃ শরীরেণ সততং পর্য্যবর্তিতম্ ।
ইচ্ছামি পুণ্ডরীকাক্ষ জাতুং স্বামহমব্যয়ম্ ॥ ৫
ইহ ভূত্বা শিশুঃ সাক্ষাৎ কিং ভবানবতিষ্ঠতে ।
পীত্বা জগদিদং সৰ্বমেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬
কিমর্থক জগৎ সৰ্বং শরীরস্থং তবানঘ ।
কিয়ন্তক স্বয়া কালমিহ স্থেয়মরিন্দম ॥ ৭
জাতুমিচ্ছামি দেবেশ ক্রহি সৰ্বমশেষতঃ ।
ত্বতঃ কমলপত্রাক্ষ বিস্তরেণ যথা তথম্ ।
মহদেতদচিন্ত্যক যদহং দৃষ্টবান্ প্রভো ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতু্যক্তঃ স তদা তেন দেবদেবো মহাত্ম্যতিঃ ।
সান্ত্বয়ন্ স তদা বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ ।

কামং দেবাশ্চ মাং বিপ্র নহি জানন্তি তত্ত্বতঃ ।
তব শ্রীত্যা প্রবক্ষ্যামি যথৈদং বিম্বজাম্যহম্ ॥

জানিতে ইচ্ছা করি । হে দেব ! তোমার
প্রসাদে আমার স্মৃতিশক্তি যেন বিনুপ্ত
হয় না । আমি তোমার অন্তরে অতি
ক্রত ভ্রমণ করিয়াছি । হে পুণ্ডরী-
কাক্ষ ! তুমি কে ? তাহা জানিতে ইচ্ছা
করি ! তুমি এখানে শিশুরূপে এই সকল
জগৎ পান করিয়া কেন অবস্থান করিতেছ,
তাহা আমায় বল । হে অনঘ ! এই নিখিল
জগৎ ভবদীয় দেহে কেন রহিয়াছে, আর
কত কালই বা তুমি এখানে এইরূপে
অবস্থান করিবে ? হে অরিন্দম, দেবদেব !
এ সকল আমি তোমার নিকট হইতে
বিস্তৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা করি । হে কমল-
পত্রাক্ষ ! আমি যাহা দেখিলাম, তাহা মহৎ
এবং অচিন্তনীয় । ১—৮ । ব্রহ্মা কহিলেন,
মার্কণ্ডেয় এই কথা কহিলে, মহাবক্তা মহা-
ত্ম্যতি দেবদেব তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দান-
পূর্বক বলিলেন, হে বিপ্র ! দেবগণও আমায়
সম্যকরূপে জানেন না ; আমি তোমার
প্রতি শ্রীত হইয়া—যেভাবে আমি এ সকলের
স্বষ্টিকর্তা, তাহা তোমার বলিচ্ছি । হে

পিতৃভক্তোহসি বিপ্রর্ষে মামেব শরণং গতঃ ।
ততো দৃষ্টোহস্মি তে সাক্ষাদ্ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তে
মহৎ ॥ ১১

আপো নারা ইতি পুরা সংজ্ঞাকর্ম্ম কৃতং ময়া ।
তেন নারায়ণোহস্ম্যুক্তো মম তাস্ময়নং সদা ॥
অহং নারায়ণো নাম প্রভবঃ শাস্বতোহব্যয়ঃ ।
বিধাতা সর্ব্বভূতানাং সংহর্ত্তা চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৩
অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শক্রশ্চাপি সুরাধিপঃ ।
অহং বৈশ্রবণো রাজা যমঃ প্রেতাধিপস্তথা ॥ ১৪
অহং শিবশ্চ সোমশ্চ কশ্চপশ্চ প্রজাপতিঃ ।
অহং ধাতা বিধাতা চ যজ্ঞশ্চাহং দ্বিজোত্তমঃ ॥
অগ্নিরাস্তং ক্রিতিঃপাদো চন্দ্রাদিত্যো চ লোচনে
দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং দিশঃ শ্রোত্রে তথাপঃ স্বেদসম্ভবাঃ
সদিশঞ্চ নভঃ কায়ো বায়ুর্ম্মনসি মে স্থিতঃ ।
ময়া ক্রতুশ্চৈতরিত্তং বহুভিষ্চাপ্তদাক্ষিণ্যে ॥ ১৭
যজন্তে বেদবিহুষো মাং দেবযজনে শ্রুতম্ ।
পৃথিব্যাং ক্ষত্রিয়েন্দ্রাশ্চ পার্থিবাঃ স্বর্গকাক্ষিণ্যঃ
যজন্তে মাং তথা বৈশ্ণাঃ স্বর্গলোকজিগীষবঃ ।

বিপ্রর্ষে ! তুমি পিতৃভক্ত, বিশেষতঃ আমার
শরণাগত ; তাই তোমার প্রতি আমি
তুষ্ট। তোমার যে অসাধারণ ব্রহ্মচর্য্য,
তাহাও আমার বিদিত। পুরাকালে আমি
জলের 'নার' এই সংজ্ঞা নির্দেশ করি ;
সেই জন্তু আমার নাম নারায়ণ। সেই
নারসকল সদাই আমার অয়ন ; আমি
নারায়ণ নামে সকলেরই প্রভব। আমি
অব্যয় শাস্বত, সর্ব্বভূতের বিধাতা ও সৃষ্টি-
কর্ত্তা। আমিই বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বৈশ্রবণ,
প্রেতপতি যমরাজ, শিব, সোম, প্রজাপতি
কশ্চপ, ধাতা, বিধাতা, ও যজ্ঞ। অগ্নি
আমার মুখ ; ক্রিতি আমার পাদদ্বয় ;
চন্দ্রার্ক লোচন ; উর্দ্ধভূমি মস্তক ; আকাশ
ও দিক্ শ্রোত্র ; জলরাশি স্বেদসঞ্চয় ;
দিক্ ও নভঃ কায় ; বায়ু আমার চিত্তস্থ ;
আমি শত শত দক্ষিণাবিত ক্রতুসমূহ দ্বারা
অর্চনা করিয়াছি, বেদবিদগণ আমাকেই
অর্চনা করেন ; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজগণ স্বর্গ-

চতুঃসমুদ্রপর্য্যস্তাং মেকুমন্দরভূষণাম্ ॥ ২২
শেষো ভূত্বাহমেকো হি ধারয়ামি বনুধরাম্
বারাহং রূপমাস্থায় মমেয়ং জগতী পুরা ॥ ২০
মজ্জমানা জলে বিপ্র বীৰ্য্যোণাস্মি সমুদ্রতা ।
অগ্নিশ্চ বাড়বো বিপ্র ভূত্বাহং দ্বিজসত্তম ॥ ২১
পিবাম্যপঃ সমাবিষ্টস্তাশ্চৈব বিসৃজাম্যহম্ ।
ব্রহ্ম বক্রং ভূজো ক্ষত্রমুরু মে সংশ্রিতা বিশঃ ॥
পাদৌ শূদ্রা ভবন্তীমে বিক্রমেণ ক্রমেণ চ ।
ঋগ্বেদং সামবেদশ্চ যজুর্বেদস্তথর্কণঃ ॥ ২৩
মন্তঃ প্রাহুর্ভবন্ত্যেতে মামেব প্রবিশান্তি চ ।
যতয়ঃ শান্তিপরমা যতাত্মানো বুভুৎসবঃ ॥ ২৪
কামক্রোধদ্বেষমুক্তা নিঃসঙ্গা বীতকল্মষাঃ ।
সত্ত্বস্থা নিরহঙ্কারা নিত্যমধ্যাত্মকোবিদাঃ ॥ ২৫
মামেব সততং বিপ্রাশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে ।
অহং সংবর্ত্তকো জ্যোতিরহং সংবর্ত্তকোহনলঃ
অহং সংবর্ত্তকঃ সূর্য্যাস্তহং সংবর্ত্তকোহনিলঃ ।

কামনায় এবং জিগীষু বৈশ্ণবগণ স্বর্গলোক-
জিগীষায় আমাকে পূজা করিয়া থাকেন।
এই মেকুমন্দরভূষণা চতুর্দধি-পর্য্যস্তা
বনুধরাকে আমিই শেষমূর্ত্তি হইয়া ধারণ
করি ; পুরাকালে এই জলমগ্না বনুধাকে
আমিই বরাহরূপ ধরিয়া বীৰ্য্যবলে উদ্ধার
করিয়াছিলাম। হে বিপ্র ! বাড়বাখ্য অগ্নি
হইয়া আমি জলরাশি পান করি, আবায়
তাহাতে সমাবিষ্ট হইয়া তৎসমস্ত সৃষ্টি করিয়া
থাকি। ব্রাহ্মণ আমার সুখ, ক্ষত্রিয় ও
বৈশ্য আমার ভূজ ও উরু এবং শূদ্র আমার
পদ। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, ও
অথর্ববেদ এই চতুর্বেদ আমা হইতেই প্রাহু-
র্ভূত হইয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হয়। ঋতায়
সমগ্ণাবলম্বী, যতাত্মা, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কাম-
ক্রোধ-দ্বেষ-বিরহিত, সঙ্গহীন, নিষ্পাপ, সধ-
স্থিত, নিরহঙ্কার, ও নিয়ত অধ্যাত্ম-কোবিদ,
তথাবিধ বিপ্রবর্গ তন্ময় ভাবনায় আমারই
উপাসনা করেন। আমিই সর্ব্বর্ত্তকাত্ম্য
জ্যোতি, আমিই সর্ব্বর্ত্তকনামক অনল ॥—২৬
আমিই সর্ব্বর্ত্তক সূর্য্য এবং সর্ব্বর্ত্তক অনিল।

তারূপাণি দৃষ্টান্তে যান্তেতানি নভস্তলে ॥২৭
 মম বৈ রোমকূপাণি বিদ্ধি ত্বং দ্বিজসন্তম ।
 রত্নাকরাঃ সমুদ্রাশ্চ সৰ্ব্ব এব চতুর্দিশঃ ॥ ২৮
 বসনং শয়নকৈব নিলয়কৈব বিদ্ধি মে ।
 কামঃ ক্রোধশ্চ হর্ষশ্চ ভয়ং মোহস্তথৈব চ ॥ ২৯
 মমৈব বিদ্ধি রূপাণি সৰ্ব্বাণ্যেতানি সন্তম ।
 প্রাপ্নুবন্তি নরা বিপ্র যৎকৃত্বা কৰ্ম্ম শোভনম্ ॥
 সত্যং দানং তপশ্চোগ্রমহিংসাং সৰ্ব্বজন্তুযু ।
 মদ্বিধানেন বিহিতা মম দেহবিচারিণঃ ॥ ৩১
 ময়াভিভূতবিজ্ঞানাশ্চেষ্টয়ন্তি ন কামতঃ ।
 সম্যগ্বেদমধীয়ান্য যজন্তো বিবিধৈর্ধর্মৈঃ ॥ ৩২
 শাস্তাশ্বানো জিতক্রোধাঃ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজাতয়ঃ
 প্রাপ্তুং শক্যো ন চৈবাহং নরৈর্হৃদ্রুতকৰ্ম্মভির্ম্ ॥
 লোভাভিভূতৈঃ কৃপণৈরনাথৈরকৃতান্নভিঃ ।
 তন্মাং মহাকলং বিদ্ধি নরাণাং ভাবিতান্ননাম্
 সুহৃৎপাপং বিমূঢ়ানাং মাং কুযোগনিষেবিনাম্ ।
 যদা যদা হি ধর্ম্মশ্চ গ্লানির্ভবতি সন্তম ॥ ৩৫

ঐ যে নভস্তলে তারকা সকল দৃষ্ট হইতেছে, হে দ্বিজসন্তম! উহাদিগকে মদীয় রোমকূপ বলিয়াই জানিবে। রত্নাকর সাগর, দিক্-চতুষ্টয়, বসন; শয়ন, নিলয়, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয়, ও মোহ—হে সন্তম! এ সকল আমারই রূপ বলিয়া জানিবে। নরগণ যে সত্য, দান, উগ্র তপস্বী ও সর্বভূতে অহিংসা প্রভৃতি কৰ্ম্মাচরণে মঙ্গল লাভ করে, আমিই তাহার মূল। দেহধারী সকল আমারই বিধানে বিহিত; আমারই মাধ্যম তাহাদের তত্ত্ববিজ্ঞান তিরোহিত এবং আমারই ইচ্ছায় তাহার চালিত। যাহারা সম্যগ্রূপে বেদাধ্যয়ন, ও বিবিধ যজ্ঞের অর্চনা করেন, সেই সকল শাস্তচিত্ত জিতক্রোধ দ্বিজাতিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হৃদ্রুতকারী নরগণ আমায় কদাচ লাভ করিতে পারে না এবং যাহারা লোভাভিভূত, কৃপণ, অনাথ্য ও অকৃতাত্মা, তাহারাও আমায় পায় না। ভাবিতান্না নরগণের যে মহাকল প্রাপ্য হইয়া থাকে, তাহা আমিই। পরন্তু কুযোগি-সেবী

অভ্যুত্থানমধর্ম্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।
 দৈত্য্য হিংসানুরক্তাশ্চ অবধ্যাঃ সুরসন্তমৈঃ ॥
 রাক্ষসাশ্চাপি লোকেহস্মিন্ যদোৎপৎস্কন্তি
 দারুণাঃ ।
 তদাহং সম্প্রসৃজামি গৃহেষু পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৩৭
 প্রবিষ্টো মানুষং দেহং সৰ্ব্বং প্রশময়াম্যহম্ ।
 সৃষ্টা দেবমন্মুখ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বৌরগরাক্ষসান্ ॥ ৩৮
 স্থাবরাণি চ ভূতানি সংহরাম্যাত্মমায়য়া ।
 কৰ্ম্মকালে পুনর্দেহমন্মুচিন্ত্য সৃজাম্যহম্ ॥ ৩৯
 আবিষ্টো মানুষং দেহং মর্যাদাবন্ধকারণাৎ ।
 শ্বेतঃ কৃতযুগে ধর্ম্মঃ শ্রামশ্বেতায়ুগে মম ॥ ৪০
 রক্তো দ্বাপরমাসাদ্য ক্লবঃ কলিযুগে তথা ।
 ত্রয়ো ভাগা হর্ষশ্চ তস্মিন্কালে ভবন্তি চ ॥
 অন্তকালে চ সম্প্রাপ্তে কালো ভূতাত্তি-
 দারুণঃ ।
 ত্রৈলোক্যং নাশয়াম্যেকঃ সৰ্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥

বিমূঢ়গণের আমি হৃদ্রুপা। হে সন্তম! যে যে কালে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবে, সেই সেই সময়েই আমি আবির্ভূত হইব। যৎকালে দৈত্যগণ হিংসাপরায়ণ হইয়া দেবগণের অবধ্য হইয়া উঠিবে এবং দারুণপ্রকৃতি রাক্ষসেরা উৎপন্ন হইবে, তখন আমি পুণ্যকৰ্ম্মদিগের গৃহে মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিব এবং সর্ববাধা প্রশমিত করিয়া দিব। আমি দেব, মন্মুখ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ও চরাচর নিখিল বস্তু সৃষ্টি করিয়া পুনরায় আত্মমায়ায় তৎতাবৎ সংহার করিয়া থাকি। কৰ্ম্মকালে আবার দেহানুচিন্তায় ঐ সকল সৃষ্টি করি। ধর্ম্মমর্যাদা স্থাপনের জন্য আমিই মানুষদেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকি। সত্যযুগে মদীয় ধর্ম্মমূর্তি শ্বेत, ত্রেতাযুগে শ্রাম, দ্বাপরে রক্ত এবং কলিযুগে ক্লব। এই শেষোক্ত যুগে তিন ভাগই অধর্ম্ম। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে আমিই অতি দারুণ কাল হইয়া একাকী সমস্ত চরাচর ত্রৈলোক্য সংহার

অহং ত্রিধন্যা বিখ্যায়া সৰ্বলোকসুখানহঃ ।
অভিন্নঃ সৰ্বগোহনন্তো হৃষীকেশ উরুক্রমঃ ॥
কালচক্রং নয়াম্যেকো ব্রহ্মরূপঃ মমৈব তৎ ।
শমনং সৰ্বভূতানাং সৰ্বভূতকৃতোদ্যমম্ ॥ ৪
এবং প্রণিহিতঃ সমাশ্রমায়া মুনিসত্তম ।
সৰ্বভূতেষু বিপ্রেন্দ্র ন চ মাং বেত্তি কশ্চন ॥ ৪৫
সৰ্বলোকে চ মাং ভক্তাঃ পূজয়ন্তি চ সৰ্বশঃ ।
যচ্চ কিঞ্চিদয়া প্রাপ্তং ময়ি ক্লেশান্নকং দ্বিজঃ ॥
সুখোদয়ায় তৎসৰ্বং শ্রেয়সে চ তবানঘ ।
যচ্চ কিঞ্চিদয়া লোকে দৃষ্টং স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ৪৭
বিহিতঃ সৰ্ব এবাসৌ ময়ায়া ভূতভাবনঃ ।
অহং নারায়ণো নাম শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৪৮
যাবদ্বিগুণানাং বিপ্রর্ষে সহস্রং পরিবর্ততে ।
তাবৎস্বপ্নমি বিখ্যায়া সৰ্ববিধানি মোহয়ন্ ॥ ৪৯
এবং সৰ্বমহং কালমিহাসে মুনিসত্তম ।
অশিষ্টঃ শিষ্টকপেণ যাবদব্রহ্মা ন বুধ্যতে ॥ ৫০

করি। আমিই ত্রিধন্যা, বিখ্যায়া, সৰ্বলোক-
সুখাবহ, অভিন্ন, সৰ্বগ, অনন্ত, হৃষীকেশ ও
উরুক্রম ১৭—৪৭। আমিই কালচক্র প্রবর্তিত
করিয়া থাকি; আমিই ব্রহ্মরূপ। আমিই
সৰ্বভূতের শময়িতা। হে মুনিসত্তম!
মদীয় আয়া সৰ্বভূতে এইরূপেই প্রণিহিত।
অথচ হে বিপ্রেন্দ্র! আমায় কেহ জানিতে
পারে না। ভক্তগণ সৰ্বপ্রকারে আমার
পূজা করে। হে দ্বিজ! তুমি আমাতে
যে কিছু ক্লেশ পাইয়াছ, হে অনঘ! সে
সকলই তোমার সুখোদয় ও মঙ্গলের নিমিত্ত
হইয়াছে। জগতে স্বাবর-জঙ্গম যাহা
কিছু তুমি দেখিয়াছ, ভূতভাবন আমি—
তাহার সৰ্বত্রই বিরাজিত এবং সে সকল
আমারই বিহিত। হে বিপ্রর্ষে! আমিই
শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণ। যাবৎ না যুগ-
সহস্রের পরিবর্তন হয়, তাবৎকাল বিখ্যায়া
আমিই সমস্ত বিশ্ব বিমোহিত করিয়া শয়ন
করিয়া থাকি। হে মুনিসত্তম! যাবৎ
ব্রহ্ম, না বিবোধিত হইবেন, তাবৎ আমি
অশিষ্ট হইয়াও শিষ্টরূপে এইভাবে

ময়া চ দত্তো বি। 'প্রদ বরন্তে ব্রহ্মরূপিণা ।
অসকৃৎ পরিতুষ্টে' বিপ্রর্ষিগণপূজিত ॥ ৫১
সৰ্বমেকাৰ্ণবং কৃত্বা ন ষ্টে স্বাবরজঙ্গমে ।
নির্গতোহসি ময়াজাতং বতন্তে দর্শিতং জগৎ ॥
অভ্যন্তরং শরীরন্ত প্রবি ষ্টোহসি যদা মম ।
দৃষ্টা লোকং সমস্তং হি বিন্দি 'তো নাববুধ্যসে ॥
ততোহসি বক্তাদ্বিপ্রর্ষে কৃতং নিঃসারিতো ময়া ।
আখ্যাতন্তে ময়া চায়া হৃজ্ঞেয়ো 'হি সুরাসুরৈঃ
যাবৎ স ভগবান ব্রহ্মা ন বুধ্যত মৎ 'তপাঃ ।
তাবৎমিহ বিপ্রর্ষে বিশ্বকশ্চর বৈ সুখম্ ॥ ৫৫
ততো বিবুদ্ধে তন্নিঃসর্য সৰ্বলোকপিতামহে ।
একো ভূতানি শ্রক্যামি শরীরানি দ্বিজোত্তম ॥
আকাশং পৃথিবীং জ্যোতির্বাযুং সলিলমেব চ ।
লোকে যচ্চ ভবেৎ কিঞ্চিদিহ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তদা বিপ্রাঃ পুনস্তং প্রাহ মাধবঃ ।

সৰ্বকাল অবস্থান করি। হে বিপ্রর্ষিগণের
পূজিত! ব্রহ্মরূপী আমি—তোমার প্রতি
পরিতুষ্ট হইয়া তোমায় বরদান করিতেছি।
একাৰ্ণবজলে স্বাবর জঙ্গম সমস্ত নষ্ট হইলে,
মদীয় প্রেরণায় তুমি নির্গত হইয়া সমস্ত জগৎ
দেখিয়াছ, পরে যখন তুমি মদীয় উদরে
প্রবেশ করিলে, তখন সমস্ত জগৎ
প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলে;
কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব তখনও তোমার
অবিদিত ছিল। এইজন্য হে বিপ্রর্ষে!
আমি সহর তোমায় আমার মুখবিবর দিয়া
নিঃসারিত করিয়া দেই। আমার এই
আত্মতত্ত্ব সুরাসুরগণের হৃজ্ঞেয় হইলেও
তোমার নিকট আমি প্রকাশ করিলাম।
সেই মহাতপা ব্রহ্মা যাবৎ না প্রবুদ্ধ হইবেন,
তাবৎ তুমি এখানে বিশ্বস্তভাবে সুখে
বিচরণ কর। তারপর যখন সেই লোক-
পিতামহ প্রবুদ্ধ হইবেন, তখন আমি
একাকীই সৰ্বভূতের এবং আকাশ, পৃথ্বী,
জ্যোতি, বায়ু ও সলিল, ইত্যাদি যে
কিছু স্বাবর জঙ্গম বস্তু, সকলেরই পুনরায়

পূর্ণে যুগসহস্রে তু মেঘগন্তীশ্বনিম্বনঃ ॥ ৫৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

মুনে ক্রহি যদর্থং মাং শ্রুত্বান্ পরমার্থতঃ ।

বরং বৃণীষ যচ্ছ্রেষ্ঠং দদামি নচিরাদহম্ ॥ ৫৯

আয়ুশ্চানসি দেবানাং মন্ত্রকোহসি দৃঢ়ব্রতঃ ।

তেন ত্বমসি বিপ্রেন্দ্র পুনর্দীর্ঘায়ুপ্রাপু হি ॥ ৬০

ব্রহ্মোবাচ ।

শ্রুত্বা বাণীঃ শুভাং তস্মা বিলোক্য স তদা পুনঃ

মুক্তা নিপত্য সহসা প্রণম্য পুনরববীৎ ॥ ৬১

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

দৃষ্টং পরং হি দেবেশ তব রূপং দ্বিজোত্তম ।

মোহোহয়ং বিগতঃ সত্যং ত্বয়ি দৃষ্টে তু মে হরে

এবমেবমহং নাথ ইচ্ছয়ং ত্বং প্রসাদতঃ ।

লোকানাঞ্চ হিতার্থায় নানাভাবপ্রশান্তয়ে ॥ ৬৩

শৈবভাগবতানাঞ্চ বাদার্থপ্রতিষেধকম্ ।

অস্মিন্ক্ষেত্রবরে পুণো নিম্নলে পুরুষোত্তমে ॥

শিবস্তায়তনং দেব কেরামি পরমং মহৎ ।

সৃষ্টি বিস্তার করিব । ৪৪—৫৭ । ব্রহ্মা

কহিলেন, হে বিপ্রগণ! ভগবান মাধব

এই কথা কহিয়া যুগসহস্র পূর্ণ হইলে

পুনরায় মেঘ-গন্তীর স্বরে বলিলেন,—হে

মুনে! তুমি যে জন্তু আমায় স্তব

করিয়াছ, এবং যাহা তোমার প্রধান

অভীপ্সিত, তাহা তুমি প্রকাশ কর, আমি

সহর তোমায় সেই বর প্রদান করিতেছি ।

তুমি আয়ুশ্চান্ এবং মদীয় ভক্ত, তাই

তোমায় পুনরায় বলি, তুমি আরও দীর্ঘায়ু

প্রাপ্ত হও । ব্রহ্মা কহিলেন, মার্কণ্ডেয়

ভগবানের সেই শুভবাণী শ্রবণ করিয়া

তৎকালে তাঁহাকে মস্তক দ্বারা প্রণতিপাত-

পুরঃসর পুনরায় বলিলেন,—হে দেবেশ!

তোমার পরম রূপ আমি প্রত্যক্ষ করিলাম ।

হে হরে! তোমার দর্শনে আমার মোহ

বিগত হইল । হে নাথ! তোমার প্রসাদে

লোকের হিত ও নানাভাব প্রশমনের

জন্তু এই পুণ্য নিম্নলি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে

শৈব ও ভাগবতাদিগের বিবাদপ্রতিষেধক

প্রতিষ্ঠেয় তথা তত্র তব স্থানে চ শঙ্করম্ ॥ ৬৫

ততো জ্ঞানান্তি লোকেহস্মিন্নেকমুত্তী হরীশ্বরো

প্রত্যুবাচ জগন্নাথঃ স পুনস্তং মহামুনিম্ ॥ ৬৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

যদেতৎপরমং দেবং কারণং ভুবনেশ্বরম্ ।

লিঙ্গমারাধনার্থায় নানাভাবপ্রশান্তয়ে ॥ ৬৭

মমাদিষ্টেন বিপ্রেন্দ্র কুরু শীঘ্রং শিবালয়ম্ ।

তৎপ্রভাবাচ্ছিবলোকে তিষ্ঠ ত্বঞ্চ তথাক্ষয়ম্ ॥

শিবে সংস্থাপিতে বিপ্র মম সংস্থাপনং ভবেৎ

নাবয়োঃস্তরং কিঞ্চিদেকভাবো দ্বিধা কৃতো ॥

যো ক্রদ্রঃ স স্বয়ং বিষ্ণুর্যো বিষ্ণু স মহেশ্বরঃ ।

উভয়োঃস্তরং নাস্তি পরনাকাশয়োরিব ॥ ৭০

মোহিতো নাভিজানাতি য এব গরুড়ধ্বজঃ ।

বৃষধ্বজঃ স এবৈতি ত্রিপুরস্বয়ং ত্রিলোচনম্ ॥ ৭১

তব নামাঙ্কিতং তস্মাৎকুরু বিপ্র শিবালয়ম্ ।

উত্তরে দেবদেবস্ত কুরু তীর্থং সুশোভনম্ ॥

একটা শিবায়তন নির্মাণ করিতে ইচ্ছা

করিয়াছি । এই ভবদীয় ক্ষেত্রে শঙ্কর-

মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলে, লোক সকল তখন

জানিতে পারিবে যে, হরিহর ভিন্ন নহেন,

উহার উভয়েই একমূর্তি । তখন জগন্নাথ

মুনি মার্কণ্ডেয়কে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, হে

বিপ্রেন্দ্র! আমার আদেশক্রমে নানাভাব

প্রশমন ও আরাধনার জন্তু পরম কারণ

ভুবনেশ্বর দেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া

সহর শিবালয় নির্মাণ কর । হে বিপ্র!

শিবকে সংস্থাপন করিলে আমাকেও

স্থাপন করা হইবে । হরি ও হর উভ-

য়ের কোনই পার্থক্য নাই । আমরা একই

মূর্তি দ্বিধাকৃত হইয়াছি । যিনি ক্রদ্র, তিনিই

স্বয়ং বিষ্ণু; আর যিনি বিষ্ণু, তিনিই মহে-

শ্বর । পবন ও আকাশের স্তায় উভ-

য়ের কোনই ভেদ নাই । যুট ব্যক্তি

জানে না যে, যিনি গরুড়ধ্বজ, তিনিই

বৃষধ্বজ এবং তিনিই ত্রিপুরহস্তা ত্রিলোচন ।

অতএব হে বিপ্র! তোমারই নামাঙ্কিত

এক শিবালয় নির্মাণপূর্বক দেবদেবের

মার্কণ্ডেয়ত্বেদো নাম নরলোকেষু বিখ্যতঃ ।
 ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ সৰ্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ৭৩
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ইত্যুক্তা স তদা দেবস্তত্শ্রেবান্তরধীয়ত ।
 মার্কণ্ডেয়ঃ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সৰ্বব্যাপী জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ৭৪
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মার্কণ্ডেয়স্তা শ্রীভগবদর্শনং
 নাম ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পঞ্চতীর্থবিধিং দ্বিজাঃ ।
 যৎফলং জ্ঞানদানেন দেবতাপ্রেক্ষণেন চ ॥ ১
 মার্কণ্ডেয়ত্বেদং গতা নরশেচদম্মখঃ শুচিঃ ।
 নিমজ্জেতুত্র বারাংস্ত্রানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২
 সংসারসাগরে মগ্নঃ পাপগ্রস্তমচেতনম্ ।
 ত্রাহি মা ভগনেত্রয় ত্রিপুরারে নমোহস্ত তে ॥
 নমঃ শিবায় শান্তায় সৰ্বপাপহরায় চ ।

উত্তর দিকে মার্কণ্ডেয় ইদ নামে এক তীর্থ
 স্থাপন কর। এই তীর্থ নরলোকে
 প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ঐ
 তীর্থসেবায় সৰ্বপাপ প্রণষ্ট হইয়া যাইবে।
 ব্রহ্মা কহিলেন, হে মুনিগণ! সেই ভগবানু
 সৰ্বব্যাপী জনাৰ্দ্দিন মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই
 কথা কহিয়া তখনই অন্তর্ধান করি-
 লেন । ৫৮—৭৫ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অতঃপর
 পঞ্চতীর্থবিধি এবং ঐ সকল তীর্থে গিয়া
 জ্ঞান দান ও দেবতা দর্শনে যে ফল হয়,
 তাহা বলিতেছি। তীর্থসেবী নর প্রথ-
 মতঃ মার্কণ্ডেয়ত্বেদে গমনপূর্বক উদম্মখ ও
 শুচিভাবে তিন বার তাহাতে নিমগ্ন হইবে
 এবং “সংসারসাগরে মগ্নঃ” ইত্যাদি

জ্ঞানঃ করোমি দেবেশ মম নশ্তুত পাতকম্ ॥ ৪
 নাভিমাতে জলে জ্ঞাতা বিধিবদেবতা ঋষীন ।
 তিলোদকেন মতিমান্‌পিতৃশ্চাত্মাশ্চ তর্পয়েৎ
 নাত্মা তথৈব চাচম্য ততো গচ্ছেচ্ছিবালয়ম্ ।
 প্রবিষ্ট দেবতাগারং কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্ ॥
 মূলমন্ত্রেণ সম্পূজ্য মার্কণ্ডেয়স্তা চেশ্বরম্ ।
 অম্বোরেণ চ ভো বিপ্রাঃ প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ
 ত্রিলোচন নমস্তেহস্ত নমস্তে শশিভূষণ ।
 ত্রাহি মাঃ কঃ বিকপাক্ষ মহাদেব নমোহস্ত তে
 মার্কণ্ডেয়ত্বেদে দেবঃ নাত্মা দৃষ্ট্বা চ শঙ্করম্ ।
 দশানামশ্বমেধানা কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৯
 পাপৈঃ সৰ্বৈবিনির্মুক্তঃ শিবলোকং স গচ্ছতি ।
 তত্র ভূক্তা বরান্‌ ভোগান্‌ যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥
 ইহলোকং সমানাত্ত ভবেদ্বিপ্রো বহুজতঃ ।
 শঙ্করং যোগমাসাদ্য ততো মোক্ষমবাগ্মুয়াৎ ॥
 কল্পবক্ষঃ ততো গতা কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্

(মূলোক্ত) মন্ত্র পাঠ করিবে। জ্ঞানান্তে
 জ্ঞানাভি জলে মগ্ন হইয়া বিধিপূর্বক
 দেবতা ও ঋষিদিগের তর্পণ এবং তিলো-
 দক দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিয়া
 পুনঃজ্ঞানান্তে আচমনপূর্বক সে স্থান
 হইতে শিবালয় যাত্রা করিবে। সেখানে
 গিয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ ও তিনবার
 প্রদক্ষিণপূর্বক মূলমন্ত্রে মার্কণ্ডেয়শ্বরকে
 পূজা করিয়া প্রণিপাত করত “ত্রিলোচন
 নমস্তেহস্ত” ইত্যাদি (মূলোক্ত) মন্ত্রে তাঁহাকে
 প্রসাদিত করিবে। এইরূপে মার্কণ্ডেয়ত্বেদে
 জ্ঞান করিয়া শঙ্করকে দর্শন করিলে মানব
 দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া
 থাকে এবং সৰ্বপাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া
 শিবলোকে উপনীত হয়: সেখানে আগ্রলয়
 কাল, বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ সকল উপ-
 ভোগের পর ইহলোকে আসিয়া বহুজত
 ব্রাহ্মণরূপে জন্ম লাভ করত শৈব যোগ
 অবলম্বনে মোক্ষ লাভ করে। ১—১১ ।
 অনন্তর কল্পতরুসমীপে উপনীত হইয়া

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মজ্জেনেন তং বটম্ ।
 ওঁ নমো ব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়কারিণে ।
 মহাস্রোপবিষ্টায় স্ত্রোগ্রোধায় নমোহস্ত তে ॥ ১৩
 অমরত্বং সদা কল্পে হরেশ্চায়তনং বট ।
 স্ত্রোগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোহস্ত তে ॥
 ভক্ত্যা প্রদক্ষিণং কৃত্বা নহা কল্পবটং নরঃ ।
 সহসা মুচ্যতে পাপাজ্জীর্ণস্ত ইবোরগঃ ॥ ১৫
 ছায়াং তস্য সমাক্রম্য কল্পবৃক্ষস্ত ভো দ্বিজাঃ ।
 ব্রহ্মহত্যাং নরো জহাৎ পাপেষ্বশ্রেষ্ঠে কা কথা
 দৃষ্টা কৃষ্ণাঙ্গসমুতং ব্রহ্মতেজোময়ং পরম্ ।
 স্ত্রোগ্রোধাকৃতিকং বিষ্ণুং প্রণিপত্য চ ভো দ্বিজাঃ
 রাজস্বয়ামেধাত্যাং ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্
 তথা শ্ববংশমুদ্ভূত্যা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৮
 বৈনতেয়ং নমস্কৃত্য কৃষ্ণস্ত পুরতঃ স্থিতম্ ।
 সৰ্বপাপবিনির্মুক্তস্ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥ ১৯
 দৃষ্টা বটং বৈনতেয়ং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্ ।
 সৰ্বধনং সুভদ্রাক্ষ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ২০

তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করত পরম ভক্তি সহকারে 'ওঁ নমো ব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়-কারিণে' ইত্যাদি (মূলোক্ত) মন্ত্রে পূজ করিবে। নর, কল্পবট-বৃক্ষকে ভক্তির সহিত প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিলেই জীর্ণত্ব হইতে উরগের স্থায়ী সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। হে দ্বিজগণ! নর, কল্পবৃক্ষের ছায়া সংশ্রয় করিলেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, তাহাতে অন্য পাপের কথা আর কি বলিব? দ্বিজগণ! কৃষ্ণাঙ্গ হইতে সমুত, ব্রহ্মতেজোময়, স্ত্রোগ্রোধাকৃতি বিষ্ণুকে প্রণিপাত করিলে, মানব রাজস্বয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয় এবং নিজের বংশ উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোক লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তী বৈনতেয়কে নমস্কার করিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-পুরে প্রস্থান করে। বটবৃক্ষ ও বৈনতেয়কে দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি পুরুষোত্তম, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তাহার পরম

প্রবিষ্টায়তনং বিকোঃ কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্
 সৰ্বধনং স্বমন্ত্রেণ ভক্ত্যাপূজ্য প্রসাদয়েৎ ॥ ২১
 নমস্তে হলধরায় নমস্তে মুষলায়ুধ ।
 নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল ॥ ২২
 নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরনীধর ।
 প্রলম্বারে নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূৰ্বজ ॥ ২৩
 এবং প্রসাদ্য চানন্তমজ্জয়েৎ ত্রিদশার্চিতম্ ।
 কৈলাসশিখরাকারং চন্দ্রাৎ কান্ততরাননম্ ॥ ২৪
 নীলবস্ত্রধরং দেবং ফণাবিকটমস্তকম্ ।
 মহাবলং হলধরং কুণ্ডলৈকবিন্দুযুগলম্ ॥ ২৫
 রৌহিণেয়ং নরো ভক্ত্যা লভেদতিমতং ফলম্
 সৰ্বপাপৈবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৬
 আভূতসংগ্রবং যাবদ্ ভুক্তা তত্র সুখং নরঃ ।
 পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য প্রবরে যোগিনাং কূলে ॥ ২৭
 ব্রাহ্মণপ্রবরো ভূত্বা সৰ্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ।
 জ্ঞানং তত্র সমাসাদ্য মুক্তিং প্রাপ্নোতি চর্য্যতাম্
 এবমভ্যর্চ্য হরিনং ততঃ কৃষ্ণং বিচক্ষণঃ ।
 দ্বাদশাঙ্করমন্ত্রেণ পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ ২৯

গতি লাভ হইয়া থাকে। বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশপূর্বক তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া যথোক্ত মন্ত্রে ভক্তির সহিত হলধরের পূজা করিয়া 'নমস্তে হলধরায় নমস্তে মুষলায়ুধ' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রসাদিত করিবে। এইরূপে, অনন্ত, অজয়ে, সুরার্চিত, কৈলাসশিখরাকার, চন্দ্র হইতেও মনোজন্ম, নীলবস্ত্রধারী, ফণাচ্ছন্ন-শিরা, কুণ্ডল-মণ্ডিত মহাবল, রৌহিণেয় হলধরকে ভক্তিভরে প্রসন্ন করিয়া মানব অভিমত ফল লাভ করে এবং সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া থাকে। অনন্তর আপ্রলয় যাবৎ তথায় সুখভোগ করিয়া নর পুণ্যক্ষেয়ে পুনরায় ইহলোকে আগমনপূর্বক যোগী-দিগের উত্তম কূলে সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্ম লাভ করত জ্ঞান লাভান্তে সুহৃৎভ্যুমুক্তি প্রাপ্ত হয়। ১২—২৮। এইরূপে হলধরকে অর্চনা করিবার পর বিচক্ষণতায় সুসমাহিত হইয়া দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্রে পুরুষোত্তম

দ্বিষট্ঠকবর্ণমন্ত্রেণ ভক্ত্যা যে পুরুষোত্তমঃ ।
পূজয়ন্তি সদা ধীরাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ ॥
ন তাং গতিং সুরা যান্তি যোগিনো নৈব

সোমপাঃ ।

যাং গতিং যান্তি ভো বিপ্রা দ্বাদশাকরতৎপরঃ
তন্মাং তেনৈব মন্ত্রেণ ভক্ত্যা কৃষ্ণং জগদ্গুরুম্
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্বাঘনাশন ।
জয় চাগুরকেশিয় জয় কংসনিষূদন ॥ ৩৩
জয় পদ্মপলাশাক জয় চক্র গদাধর ।
জয় নীলাম্বুদন্তাম জয় সর্বশুধপ্রদ ॥ ৩৪
জয় দেব জগৎপূজ্য জয় সংসারনাশন ।
জয় লোকপতে নাথ জয় বাহুকলপ্রদ ॥ ৩৫
সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে হুঃখফেনিলে ।
ক্রোধগ্রাহকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংপ্লেবে ॥ ৩৬
নানারোগোন্মিকলিলে মোহাবর্তসুদন্তরে ।
নিমগ্নোহহং সুরশ্রেষ্ঠ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥
এবং প্রসাদ্য দেবেশং বরদং ভক্তবৎসলম্ ।
সর্বপাপহরং দেবং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩৮
পীনাসং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেকণম্ ।
মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্ ॥ ৩৯
শঙ্খচক্রগদাপাণং মুকুটাদ্ভূষণম্ ।

দেবকে অর্চনা করিবে। যে সকল ধীর
ব্যক্তি ভক্তিভরে উক্ত মন্ত্রে পুরুষোত্তমকে
অর্চনা করেন, তাঁহারা 'মোক্ষলাভ' করিয়া
থাকেন। তাঁহারা যে গতি লাভ করেন, সুর-
গণ, যোগিগণ, বা সোমপায়িগণ সে গতি
কখন লাভ করিতে পারেন না। অতএব
শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশাকর মন্ত্রে ভক্তির সহিত
গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা ও প্রণিপাত করিয়া
'জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ' 'জয় সর্বাঘনাশন' ইত্যাদি
(মূলোক্ত) মন্ত্রে তাঁহাকে প্রসাদিত করিবে।
এইরূপে প্রসাদিত করিয়া সেই দেবেশ, বরদ,
ভক্তবৎসল, সর্বপাপহর, সর্বকামফলপ্রদ,
পীনাক দ্বিভুজ, পদ্মপলাশনয়ন, মহোরস,
মহাবাহু, পীতবস্ত্র, শুভানন, শঙ্খ-চক্র-গদা-

সর্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৪০
দৃষ্ট্বা নরোহঞ্জলিং কৃৎস্না দণ্ডবৎপ্রণিপত্য চ ।
অশ্বমেধসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি বৈ দ্বিজাঃ
যৎফলং সর্বতীর্থেষু স্নানে দানে প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪২
যৎফলং সর্বরত্নাদৈর্যিষ্টে বহুশুবর্ণকে ।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৩
যৎফলং সর্ববেদেষু সর্বযজ্ঞেষু যৎফলম্ ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি নরঃ কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৪
যৎফলং সর্বদানেন ত্রতেন নিয়মেন চ ।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৫
তপোভিবিবিধৈরুগ্রৈর্ঘৎফলং সমুদাহৃতম্ ।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৬
যৎফলং ব্রহ্মচর্য্যেণ সম্যক্চীর্ণেন তৎকৃতম্ ।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৭
যৎফলং গৃহস্থস্ত যথোক্তাচারবর্তিনঃ ।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৮
যৎফলং বনবাসেন বানপ্রস্থস্ত কীৰ্ত্তিতম্ ।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৪৯
সন্ন্যাসেন যথোক্তেন যৎফলং সমুদাহৃতম্ ।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৫০

ধর, মুকুটাদ্ভূষণ-যুক্ত, সর্বশূলক্ষণ, বনমালী
শ্রীকৃষ্ণকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক দর্শন ও দণ্ড-
বৎ প্রণিপাত করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের
ফললাভ করা যায়। হে দ্বিজগণ! সর্বতীর্থে
স্নান ও সর্ব দ্রব্য দান করিলে, যে ফল লাভ
করা যায়, এক মাত্র কৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম
করিলেই নর সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
২৯—৪২। বিবিধ রত্ন ও বহু শুবর্ণ দক্ষিণা
দিয়া যজ্ঞ করিলে, সর্ব-বেদ অধ্যয়নে ও সর্ব
যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, সর্বপ্রকার দান, ত্রত ও
নিয়মাচরণে বিবিধ কঠোর তপস্যার অনু-
ষ্ঠানে, সম্যক্ অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যে, গৃহস্থ-শাস্ত্র-
নির্দিষ্ট আচার অনুশীলনে, যথাবিধি বাণ-
প্রস্থ ধর্ম্ম-প্রতিপালনে, এবং যথাবিধি সন্ন্যাস
ধর্ম্ম অবলম্বনে, যে যে ফল হইয়া থাকে,
তৎসমস্ত ফলই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম

কিঞ্চাত্ বহুনোক্তেন মাহাত্ম্যে তস্ম ভো দ্বিজা
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং নরো ভক্ত্যা মোক্ষং প্রাপ্নোতি

তুর্লভম্ ॥ ৫১

পাঠৈবিস্মৃতঃ শুদ্ধাত্মা কল্পকোটিসমুদ্ভবৈঃ ।
ত্রিষা পরময়া যুক্তঃ সৰ্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ ॥ ৫২

সৰ্বকামসমৃদ্ধেন বিমানেন সুবৰ্চ্চসা ।

ত্রিসপ্তকুলমুচ্ছ্রুত্যা নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥ ৫৩

তত্র কল্পশতং যাবদ্ ভুক্তা ভোগান্ মনোরমান্

গন্ধৰ্বাপসরসৈঃ সার্কং যথা বিষ্ণুশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৪

চ্যুতস্তম্বাদিহায়াতো বিপ্রাণাং প্রবরে কুলে ।

সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববেদী চ জায়তে গতিমৎসরঃ ॥ ৫৫

স্বধৰ্ম্মনিরতঃ শান্তো দাতা ভূতহিতে রতঃ ।

আসাদ্য বৈষ্ণবং জ্ঞানং ততো মুক্তিমবাগ্নুয়াৎ

ততঃ সম্পূজ্য মন্ত্ৰেণ সুভদ্রাং ভক্তবৎসলাম্ ।

প্রসাদয়েত্ততো বিপ্রাঃ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥

নমস্তে সৰ্বগে দেবি নমস্তে শুভসৌখ্যাদে ।

করিয়া মানবেরা প্রাপ্ত হয় । হে দ্বিজগণ !

মহত্ববিষয়ে অধিক বলিয়া কি
হইবে ? ভক্তিভরে তাঁহার দর্শন করিলেই
মানবের সুতুর্লভ মোক্ষলাভও সুনিশ্চিত ।
শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মাত্রেই মানব কল্পকোটী-
সমুদ্ভূত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং
শুদ্ধচিত্তে পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সৰ্বগুণে
বিভূষিত হইয়া স্বীয় ত্রিসপ্ত কুল উদ্ধারপূর্বক
সৰ্বকামসমৃদ্ধ উজ্জ্বল বিমান আরোহণে
বিষ্ণুপুরে উপনীত হইয়া থাকে । সেখানে
গিয়া গন্ধৰ্ব ও অপ্সরোগণসহ চতুর্ভুজ বিষ্ণু-
রূপে শতকল্পকাল পর্যন্ত মনোরম ভোগ
সকল উপভোগ করিবার পর পুণ্যক্ষেত্রে সে
স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া উত্তম বিপ্রকুলে
সৰ্বজ্ঞ, সৰ্ববেদী, স্বধৰ্ম্মনিরত, মাৎসৰ্য্যহীন,
শান্ত, সৰ্বভূতহিতৈষী, ভূরিদাতা ব্রাহ্মণ
হইয়া জন্মগ্রহণপূর্বক পশ্চাৎ বৈষ্ণব
জ্ঞান লাভ করত মুক্তি প্রাপ্ত হয় ।
অনন্তর যথোক্ত মন্ত্ৰে ভক্তবৎসলা সুভদ্রা
দেবীকে পূজা করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর
কৃতাঞ্জলিকরে “নমস্তে সৰ্বগে দেবি”

ব্রাহ্মি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোহস্ত তে

এবং প্রসাদ্য তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং জগদ্ধিতাম্

বলদেবস্ত ভগিনীং সুভদ্রাং বরদাং শিবাম্ ॥

কামগেন বিমানেন নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ।

আভূতসংপ্রবং যাবৎ ক্রৌড়িহা তত্র দেববৎ ॥

ইহ মানুষতাং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণো বেদবিদুবেৎ ।

প্রাপ্য যোগং হরেন্তত্র মোক্ষঞ্চ লভতে ধ্রুবম্

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কৃষ্ণদর্শনমাহাত্ম্যং নাম সপ্ত-

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এব দৃষ্ট্বা বলং কৃষ্ণং সুভদ্রাং প্রণিপত্য চ ।

ধৰ্ম্মং চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১

নিজ্জন্মং দেবতাগারায় কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ।

প্রণম্যায়তনং পশ্চাদ্ ব্রজেৎ তত্র সমাহিতঃ ॥ ২

ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্ৰে তাঁহাকে প্রসাদিত
করিবে । এইরূপে সেই , বলদেবভগ্নী
জগদ্ধাত্রী, ভদ্রদায়িনী সুভদ্রা দেবীকে
প্রসাদিত করিলে, মানব কামগামী বিমানে
আরোহণ করিয়া অস্ত্রে বিষ্ণুপুরে উপনীত
হয় এবং সেখানে গিয়া আপ্রলয়কাল দেব-
বৎ ক্রৌড়া করত পশ্চাৎ মর্ত্যলোকে বেদবিৎ
ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণপূর্বক বৈষ্ণবযোগ আশ্রয়
করিয়া নিশ্চয়ই মোক্ষপ্রাপ্ত হয় । ৪৩—৬১ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ !

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—এইরূপে বলরাম, কৃষ্ণ
ও সুভদ্রাকে দর্শন ও প্রণিপাত করিয়া
লোক, ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্কর্গ ফল
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অনন্তর দেব-মন্দির
হইতে নিজ্রাস্ত হইয়া কৃতকৃত্য নর পুনর্বার
মন্দিরে নমস্কারপূর্বক সুসমাহিত হইয়া

ইন্দ্রনীলময়ো বিষ্ণুর্জ্ঞানস্তে বালুকাবৃতঃ ।

নিগতং নহা ততে। বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥
সর্বদেবময়ো যোহসৌ হতবানসুরোত্তমম্ ।
স আস্তে তত্র তো বিপ্রাঃ সিংহার্করুতবিগ্রহঃ
ভক্ত্যা দৃষ্ট্বা তু তং দেবং প্রণম্য নরকেশরীম্
মুচ্যতে পাতকৈর্মর্ত্যঃ সমন্তৈর্নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৫
নরসিংহস্ত যো ভক্তা ভবন্তি ভুবি মানবাঃ ।
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ ফলং শ্যাদ
দৌষ্পিতম্ ॥ ৬

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন নরসিংহং সমাশ্রয়েৎ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং ফলং যস্মাৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৭
মুনয় উচুঃ ।
মাহাত্ম্যং নরসিংহস্ত সুখদং ভুবি দুর্লভম্ ।
যথা কথয়সে দেব তেন নো বিস্ময়ো মহান্ ॥ ৮
প্রভাবঃ তস্ত দেবস্ত বিস্তরেণ জগৎপতে ।

গমন করিবে। যেখানে ইন্দ্রনীলময় বিষ্ণু
বালুকাস্তূপে আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে-
ছেন, তথায় নমস্কার করিলে, নর বিষ্ণুপুরে
উপনীত হয়। যিনি অশুরপ্রবর হিরণ্য-
কশিপুকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই সর্ব-
দেবময় নরসিংহমূর্তি ভগবান তথায় অব-
স্থান করিতেছেন। হে বিপ্রগণ! সেই নর-
কেশরী দেবদেবকে ভক্তির সহিত প্রণাম
করিলে, মর্ত্যবাসী মানব, সর্বপাপ হইতে
নিশ্চয় মুক্ত হয়। ভূতলে যে সকল মানব,
নরসিংহদেবের প্রতি ভক্তিমান হয়, তাহা-
দের কোনই দুষ্কৃতি থাকে না; পরন্তু
তাহারা যে যে কামনা করে, তদনুরূপ ফল
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সর্বযত্নে নর-
সিংহ দেবের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। কেন
না, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষফলের তিনিই
একমাত্র প্রদাতা। মুনিগণ কহিলেন,—
ভগবন্! নরসিংহ দেবের মর্ত্য-দুর্লভ সুখদ
মাহাত্ম্য কথা এই যাহা আপনি কহিলেন;
ইহা শুনিয়াই আমার অত্যধিক বিস্ময়
জনিয়াছে; অতএব হে জগৎপতে! আমরা
সেই দেবপ্রবরের মাহাত্ম্য এক্ষণে বিস্তৃতরূপে

শ্রোতুমিচ্ছামহে ক্রহি পরং কোতুহলং হি নঃ ॥
যথা প্রসীদেদেবোহসৌ নরসিংহো মহাবলঃ ।
ভক্তানামুপকারায় ক্রহি দেব নমোহস্ত তে ॥
প্রসাদান্নরসিংহস্ত যা ভবন্ত্যত্র সিদ্ধয়ঃ ।
ক্রহি তাঃ কুরু চান্মাকং প্রসাদং প্রপিতামহ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।
শৃণুধ্বং তস্ত তো বিপ্রাঃ প্রভাবং গদতো মম ।
অজিতস্তাপ্রমেয়স্ত ভুক্তিমুক্তিপ্রদস্ত চ ॥ ১২
কঃ শকোতি গুণান্ বক্তুং সমস্তাংস্তস্ত তো
দ্বিজাঃ ।

সিংহার্করুতদেহস্ত প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ॥ ১৩
যাঃ কাশ্চিৎ সিদ্ধয়শ্চাত্ত্র শ্রয়ন্তে দৈবমাত্মনাঃ ।
প্রসাদাৎ তস্ত তাঃ সর্বাঃ সিদ্ধ্যন্তি নাত্ৰ সংশয়ঃ
স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে দিক্ষু তোয়ে পুরে নগে
প্রসাদাৎ তস্ত দেবস্ত ভবত্যব্যাহতা গতিঃ ॥
অসাধ্যং তস্ত দেবস্ত নাস্ত্যত্র সচরাচরে ।

শুনিতে ইচ্ছা করি। আমাদের একান্ত
কোতুহল হইয়াছে, আপনি তাহা প্রকাশ
করিয়া বলুন। হে প্রপিতামহ! সেই মহা-
বল নৃসিংহ দেব যে প্রকারে প্রসন্ন হইয়া
ভক্তজনের উপকার করেন এবং তাঁহার
প্রসাদে যেক্রমে সিদ্ধি সকল ঘটিয়া থাকে,
আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া
তৎসমস্ত ব্যক্ত করুন। হে দেব! আপ-
নাকে আমরা নমস্কার করি। ১—১১।
ব্রহ্মা কহিলেন,—বিপ্রগণ! আমার নিকট
সেই দেবদেবের মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ
করুন। তিনি অজিত, অপ্রমেয়, ও ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদ; তাঁহার সমস্ত গুণ বর্ণন করিতে
পারে, এমন ক্ষমতা কাহার আছে? তথাপি
হে দ্বিজগণ! সেই নরসিংহমূর্তি ভগবানের
মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। যে
কিছু দৈবী ও মানুষী সিদ্ধির কথা শুনিতে
পাওয়া যায়, সেই নরসিংহদেবের প্রসাদে
সেই সকল নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। সেই
দেবদেবের প্রসাদেই স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে,
দিক্‌সকলে, জলে, পুরে ও পর্বতে অব্যাহত

নরসিংহস্ত ভো বিপ্রাঃ সদা ভক্তানুকম্পিনঃ ॥
 বিধানং তস্মৈ বক্ষ্যামি ভক্তানামুপকারকম্ ।
 যেন প্রসীদেচ্চৈবাসৌ সিংহাৰ্দ্ধকৃতবিগ্রহঃ ॥১৭
 শৃগুধ্বং মুনিশার্দ্দুলাঃ কল্পরাজং সনাতনম্ ।
 নরসিংহস্ত তত্ত্বঞ্চ যন্ন জ্ঞাতং সুরাসুরৈঃ ॥ ১৮
 শাকযাবকমূলৈশ্চ ফলপিণ্যাকশত্ৰুকৈঃ ।
 ঋয়োভক্ষ্যেণ বিপ্রৈশ্চ বর্তয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥
 কোশকৌশীনবাসাশ্চ ধ্যানযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ
 অরণ্যে বিজনে দেশে পৰ্বতে সিদ্ধসঙ্গমে ॥
 উষরে সিদ্ধক্ষেত্রে চ নরসিংহাশ্রমে তথা ।
 প্রতিষ্ঠাপ্য স্নানং বাপি পূজাং কৃৎস্না বিধানতঃ ॥
 দ্বাদশাং শুক্লপঙ্কজ উপোষ্য মুনিপূজবাঃ ।
 জপেন্নক্ষত্রাণি বৈ বিংশম্ননসা সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥২২
 উপপাতকযুক্তশ্চ মহাপাতকসংযুতঃ ।

যুক্তো ভবেত্ততো বিপ্রাঃ সাধকো নাত্র সংশয়
 কৃৎস্না প্রদক্ষিণং তত্র নরসিংহং প্রপূজয়েৎ ।
 পুণ্যগঙ্গাদিভিধুপৈঃ প্রণম্য শিরসা প্রভুম্ ॥২৪

গতি হইয়া থাকে । এই চরাচরে সেই সতত-
 ভক্তানুকম্পী নরসিংহ দেবের কিছুই অসাধ্য
 নাই। সেই সিংহাৰ্দ্ধবপুঃ দেব যেরূপে
 ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই
 মঙ্গলকর বিধান বলিতেছি, হে মুনিশ্রেষ্ঠ-
 গণ! সুরাসুরগণ যাহা জানেন না, নর-
 সিংহদেবের তথাবিধ সনাতন তত্ত্বকথা
 আপনারা শ্রবণ করুন। হে বিপ্রবরগণ!
 সাধকবর কোশীনধারী, ধ্যাননিষ্ঠ ও জিতে-
 ন্দ্রিয় হইয়া জনমাত্র আহার করিয়া শাক,
 জাবক, মূল, ফল, পিণ্যাক ও শত্ৰু
 দ্বারা অরণ্যে, বিজন দেশে, পৰ্বতে নিষ্কু-
 সঙ্গমে উষরে, সিদ্ধক্ষেত্রে কিবা প্রসিদ্ধ
 নরসিংহাশ্রমে সেই দেবদেবের মূর্তি
 প্রতিষ্ঠাপূর্বক যথাবিধি পূজা করিয়া
 শুক্ল পঙ্কজ দ্বাদশীতিথিতে উপবাস করত
 যতচিত্তে এক লক্ষ নৃসিংহমন্ত্র জপ করিবে।
 এইরূপ করিলে, সেই সাধক উপপাতক বা
 মহাপাতকযুক্তই হউক, নিশ্চয় সে পাপ
 হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। তৎকালে

কপূরচন্দনাক্তানি জাতীপুষ্পাণি মস্তকে ।
 প্রদদ্যান্নরসিংহস্ত ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥২৫
 ভগবান্ সৰ্বকার্যেষু ন কচিৎ প্রতিহন্ততে ।
 তেজঃ সোঢ়ং ন শক্তাঃ সূর্য্যকক্ৰাদয়ঃ সুরাঃ
 কিং পুনর্দানবা লোকে সিদ্ধগন্ধর্ষমামুষাঃ ।
 বিদ্যাধরা যক্ষগণাঃ স কিন্নরমহোরগাঃ ॥ ২৭
 মন্ত্রং যানাসুরান্ হন্তঃ জপন্ত্যেকেন্ত্রসাধকাঃ
 তে সৰ্ব্বে প্রলয়ং যাতি দৃষ্টাদিত্যগ্নিবর্চসঃ ॥২৮
 সঙ্কজ্জপ্তং তু কবচং রক্ষ্যেৎ সৰ্ব্বমুপদ্রবম্ ।
 দ্বিজপ্তং কবচং দিব্যং রক্ষতে দেবদানবাৎ ॥
 গন্ধর্ষাঃ কিন্নরা যক্ষা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ।
 ভূতাঃ পিশাচা রক্ষাংসি যে চান্তে পরিপহ্নিনঃ ॥
 ত্রিজপ্তং কবচং দিব্যমভেদ্যঞ্চ সুরাসুরৈঃ ।

নরসিংহকে প্রদক্ষিণ, পুণ্য গন্ধ ও ধূপ
 দীপাদি দ্বারা পূজা এবং মস্তক দ্বারা
 প্রণাম করিবে। সাধক ব্যক্তি নরসিংহ
 দেবের মস্তকে কপূর ও চন্দনাক্ত জাতী
 পুষ্প প্রদান করিলে, সিদ্ধি লাভ করিতে
 পারেন। ভগবান নরসিংহ সৰ্ব্বকর্ম্ম সুসাধনে
 সুদক্ষ, তিনি কোথাও প্রতিহত হয়েন
 না। ব্রহ্মা ক্রুদ্র প্রভৃতি সুরগণ তদীয় তেজ
 সহ্য করিতে সক্ষম নহেন; সূতরাং দানব,
 সিদ্ধ, গন্ধর্ষ, মনুষ্য, বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর বা
 মহোরগণ যে একেবারেই তাহাতে অক্ষম,
 তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ১২—২৭। অসুর-
 দিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য যে সকল
 সাধকেরা এই নৃসিংহমন্ত্র জপ করেন,
 আদিত্য ও অগ্নির ঋণ প্রভাবশালী সেই
 সাধকদিগকে দর্শনমাত্রেই অসুরদল বিনষ্ট
 হইয়া যায়। একবার মাত্র নৃসিংহকবচ
 জপ করিলেই সৰ্ব্ব উপদ্রব প্রশমিত হয়।
 দুইবার জপে দেব ও দানবের উপদ্রব
 নিবারিত হইয়া থাকে। গন্ধর্ষ, কিন্নর,
 যক্ষ, বিদ্যাধর, মহারোগ, ভূত, পিশাচ ও
 রাক্ষস, এবং অন্যান্য যে কেহই পরিপহ্নী
 হউক, তিনবার নৃসিংহকবচ জপ করিলে
 ঐ সকল হইতে অনিষ্টাশঙ্কা, বিদূরিত হইয়া

ষাদশাত্যন্তরে চৈব যোজনানাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
রক্ষতে ভগবান্ দেবো নরসিংহো মহাবলঃ ।
ততো গচ্ছা বিলদ্বারমুপোষ্য রজনীজয়ম্ ॥ ৩২
পলাশকাঠৈঃ প্রজ্জাল্য ভগবন্তং হতাশনম্ ।
পলাশসমিধস্তত্র জুহুয়ান্নিমধুপুতাঃ ॥ ৩৩
দ্বৈশতে দ্বিজশার্দ্দূলা বষট্কারেণ সাধকঃ ।
ততো বিবরদ্বারং তু প্রকটং জায়তে ক্ষণাৎ
ততো বিশেষতু নিঃশব্দং কবচী বিবরং বুধঃ ।
গচ্ছতঃ সঙ্কটং তন্ত তমোমোহশ্চ নশ্রুতি ॥ ৩৪
রাজমার্গঃ সুবিস্তীর্ণো দৃশ্যতে ভ্রমরাঙ্কিতঃ ।
নরসিংহঃ স্মরন্তত্র পাতালং বিশতে দ্বিজাঃ ॥
গচ্ছা তত্র জপেস্তবঃ নরসিংহাখ্যমব্যয়ম্ ।
ততঃ স্ত্রীণাং সহস্রাণি বীণাবাদনকর্মণাম্ ॥ ৩৫
নির্গচ্ছন্তি পুরো বিপ্রাঃ স্বাগতং তা বদন্তি চ ।
প্রবেশয়ন্তি তা হস্তে গৃহীত্ব সাধকেশ্বরম্ ॥ ৩৬

যায়। এমম।ক ষাদশ যোজনের অন্তান্ত-
রেও সুর বা অসুরগণের কোনই উপদ্রব
থাকিতে পারে না। মহাবল ভগবান নরসিংহ
দেব স্বয়ং সে সকল স্থান রক্ষা করিয়া
থাকেন। অনন্তর নর বিলদ্বারে যাইবে,
সেখানে গিয়া তিন রাত্র উপবাস করিয়া
পলাশ কাঠ দ্বারা ভগবান্ হতাশনকে
প্রজ্জালিত করত ত্রিমধু দ্বারা পরিপ্লুত দুইশত
পলাশ সমিধ্ বষট্কার মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক
প্রজ্জালিত হতাশনে আলতি দিবে। এইরূপ
করিলে তৎক্ষণাৎ বিলদ্বার বিবৃত হইবে;
অনন্তর কবচধারী বিচক্ষণ সাধক নিঃশব্দচিত্তে
তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। প্রবেশপথে
তাঁহার কোন বাধা বিঘ্ন থাকিবে না; তদীয়
তমোমোহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন
এক সুবিস্তীর্ণ রাজপথ দৃষ্ট হইবে। হে
দ্বিজগণ! তৎকালে নরসিংহদেবকে স্মরণ
করিয়া সেই পথে পাতালে প্রবেশ
করিবে এবং সেখানে গিয়া অবায় নরসিংহ-
মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর বীণাবাদিনী
সহস্র সহস্র রমণী সেই সাধকের সম্মুখে
নির্গত হইয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবে

ততো রসায়নং দিব্যং পায়য়ন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥
পীতমাংসে দিব্যদেহো জায়তে সুমহাবলঃ ॥ ৩৭
ক্রীড়তে সহ কন্তাভির্ধাবদাকুতসংগ্রবম্ ।
ভিন্নদেহো বাসুদেবে লীয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
যদা ন রোচতে বাসন্ত্যঙ্গির্গচ্ছতে পুনঃ ।
পটুং শূলঞ্চ খড্গঞ্চ রোচনাঞ্চ মণিঃ তথা ॥ ৪১
রসং রসায়নং চৈব পাতৃকাঙ্কনমেব চ ।
কৃষ্ণাজিনং মুনিশ্রেষ্ঠা গুটিকাং চ মনোহরাম্ ॥
কমণ্ডলুং চাক্ষুশ্চ যষ্টিং সঞ্জীবনীং তথা ।
সিদ্ধবিদ্যাঞ্চ শাস্ত্রাণি গৃহীত্ব সাধকেশ্বরঃ ॥ ৪৩
জলদ্বিস্কুলিন্দোষ্মিবেষ্টিতং ত্রিশিখং হৃদি ।
সকলান্তং দহেৎ সর্বং যুজিনং জন্মকোটিকম্ ॥
বিষে স্তম্ভং বিষং হস্তাৎ কুষ্ঠং হস্তান্তনোহিতম্
স্বদেহে ক্রণহত্যাং কুত্বা দিব্যেন শুধ্যতি ॥ ৪৫
মহাগ্রহগৃহীতেষু জলমানং বিচিস্তয়েৎ ।
হৃদস্তে বৈ ততঃ শীঘ্রং নশ্বেদ্যুদারুণা গ্রহাঃ ॥ ৪৬

এবং তদীয় হস্ত ধারণপূর্বক প্রবেশ
করাইবে। পরে তাহার দিব্য রসায়ন পান
করাইলে সাধকবর সেইক্ষণে মহাবলশালী
ও দিব্যদেহধারী হইয়া আপ্রাণ কাল রমণী-
জন সহ ক্রীড়া করিবেন এবং পরে দেহান্তে
বাসুদেবে বিলীন হইবেন। ২৮—৪০।
যখন সেই সাধকের তথায় বাস করিবাব
অভিলাষ হয় না, তখন তিনি তথা হইতে
পুনরায় নির্গত হইবেন এবং পটু, শূল, খড্গ,
রোচনা, মণি, রস, রসায়ন, পাতৃকা, অঙ্কন,
কৃষ্ণাজিন, মনোহর গুটিকা, কমণ্ডলু, অক্ষ-
শূত্র, সঞ্জীবনী যষ্টি, সিদ্ধবিদ্যা ও শাস্ত্র
সকল গ্রহণ করিয়া স্কুরদগ্নিস্কুলিঙ্গ-বেষ্টিত
ত্রিশূলাকার নৃসিংহমন্ত্র একবার মাত্র
জপ করিলেই শতকোটি জন্ম-
জ্জিত সমস্ত পাপ দগ্ধ করিতে পারিবেন।
উহা বিষে স্তম্ভ করিলে বিষ বিনষ্ট এবং
দেহে স্তম্ভ করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। স্বীয়
শরীরে ঐ মন্ত্র স্তম্ভ করিলে ক্রণহত্যাং
পাপ করিয়াও বিগুদ্ধি লাভ করা যায়।
মহাগ্রহ কর্তৃক গৃহীত হইলে ঐ মন্ত্র জপ-

বালানাং কণ্ঠকে বন্ধং রক্ষা ভবতি নিত্যশঃ ।
 গণ্ডপিকলুতানাং নাশনং কুরুতে ঋবম্ ॥ ৪
 ব্যাধিজাতে সমিষ্টিশ্চ স্মৃতক্ষীরেণ হোময়েৎ ।
 ত্রিসঙ্ক্যং মাসমেকং তু সৰ্বরোগান্ বিনাশয়েৎ
 অসাধ্যং তু ন পশ্যামি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
 যাং যাং কাময়তে সিদ্ধিং তাং তাং প্রাপ্নোতি
 স ঋবম্ ॥ ৪৯

অষ্টোত্তরশতং ত্রৈলোক্যে পূজয়িত্বা মৃগাধিপম্ ।
 মৃত্তিকাঃ সপ্ত বঙ্গীকে শ্মশানে চ চতুস্পথে ॥ ৫০
 রক্তচন্দনসম্মিশ্রা গবাং ক্ষীরেণ লোড়য়েৎ ।
 সিংহস্ত প্রতিমাং কৃত্বা প্রমাণেন ষড়ঙ্গলান্ ॥ ৫১
 লিম্পেতথা ভূজপত্রে রোচনয়া সমালিখেৎ ।
 নরসিংহস্ত কণ্ঠে তু বন্ধা চৈব হি মন্ত্রবিৎ ॥ ৫২
 জপেৎ সংখ্যাবিহীনস্ত পূজয়িত্বা জলাশয়ে ।
 যাবৎ সপ্তাহমাত্রং তু জপেৎ সংখ্যমিতেন্নিয়ঃ ।

মধ্যে উজ্জ্বলাকার চিত্তা করিবে। এইরূপ
 করিলে শীঘ্রই সেই দারুণ গ্রহ বিনষ্ট
 হইয়া যাইবে। বালকদিগের কণ্ঠে উহা
 বন্ধন করিলে তাহাদের রক্ষা বিধান হয়
 এবং গণ্ডপিক প্রভৃতি যাবতীয় শিশু-
 রোগ সত্ত্বর বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্যাধি
 উৎপন্ন হইলে একমাস যাবৎ ত্রিসঙ্ক্য স্মৃত
 ও ক্ষীর সহযোগে সমিৎসমূহ দ্বারা হোম
 করিবে। ইহাতেই সৰ্বরোগ বিনষ্ট
 হইবে। এই মন্ত্রের প্রভাবে সচরাচর
 ত্রৈলোক্যে অসাধ্য কিছুই দেগি না।
 কলে সাধক যে যে সিদ্ধি কামনা করেন,
 নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধক
 ব্যক্তি বঙ্গীক, শ্মশান এবং চতুস্পথে সপ্ত
 মুষ্টি মৃত্তিকা গ্রহণপূর্বক উহা রক্তচন্দনে
 সংমিশ্রিত করত গো-ক্ষীর দ্বারা মর্দিত
 করিয়া নরসিংহ দেবের ষড়ঙ্গল প্রমাণ
 প্রতিমা নির্মাণপূর্বক অষ্টোত্তর শতবার
 সেই দেবদেবকে পূজা করিবেন এবং ভূজ-
 পত্রে রোচনা দ্বারা নরসিংহমন্ত্র লিখিয়া
 কবচাকারে কণ্ঠে ধারণপূর্বক মন্ত্রজ্ঞ সাধক
 জলাশয়মধ্যে নরসিংহের পূজা করিয়া

জলাকীর্ণা মুহূর্তেন জায়তে সৰ্বমেদিনী ।
 অথবা শুষ্ক বৃক্ষাগ্রে নরসিংহস্ত পূজয়েৎ ॥ ৫৪
 জপ্তা চাষ্টশতং তস্বং বর্ষস্তং বিনিবারয়েৎ ।
 তমেবং পিঞ্জকে বন্ধা ভ্রাময়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৫৫
 মহাবাতো মুহূর্তেন আগচ্ছন্নাত্ত সংশয়ঃ ।
 পুনশ্চ ধারয়েৎ ক্ষিপ্ৰং সপ্তসপ্তেন বারিণা ॥ ৫৬
 অথ তাং প্রতিমাং দ্বারি নিখনেদ্যস্ত সাধকঃ ।
 গোত্রোৎসাদো ভবেত্তস্ত উদ্ধতে চৈব শান্তিধঃ
 তস্মাত্তং মুনিশার্দ্দীনা ভক্ত্যা সম্পূজয়েৎ সদা ।
 মৃগরাজঃ মহাবীৰ্য্যঃ সৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৫৮
 বিমুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ।
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্ণাঃ স্থিয়াঃ শূদ্রান্ত্যজাতয়ঃ
 সম্পূজ্য তং সুরশ্রেষ্ঠং ভক্ত্যা সিংহবপুর্ধরম্ ।
 মুচ্যন্তে চাশুভৈর্দুঃখৈর্জন্মকোটসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৬০

সপ্তাহ যাবৎ জিতেন্দ্রিয়ভাবে বিনা সং-
 খ্যায় তদীয় মন্ত্র জপ করিবেন। এইরূপ
 করিলে, মুহূর্তমধ্যে সমগ্র মেদিনী জল-
 প্লাবিত হইতে পারে। অথবা শুষ্ক বৃক্ষের
 অগ্রভাগে যদি নরসিংহ দেবকে পূজা এবং
 অষ্টোত্তরশত বার তদীয় মন্ত্র জপ করা
 যায়, তাহা হইলে সাধক বারিবর্ষণ নিবা-
 রিত করিতে পারেন। সাধকশ্রেষ্ঠ ঐ মন্ত্র
 পিঞ্জকে আবদ্ধ করিয়া ভ্রমণ করাইলে
 মুহূর্তমধ্যে নিশ্চয় প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়।
 পুনর্বার ঐ মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া কণ্ঠে
 ধারণপূর্বক সাধক ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রতিমা
 বারিসহযোগে যাহার গৃহদ্বারে নিখাত করি-
 বেন, অচিরে তাহার বংশ বিলোপ ঘটিবে
 এবং পুনরুত্থাপিত হইলে শান্তি স্থাপন
 হইবে। ৪১—৫৭। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 ঈদৃশ প্রভাবসম্পন্ন, মহাবীৰ্য্য, সৰ্বকামফল-
 দাতা, নরসিংহ দেবকে ভক্তিভরে সৰ্বদাই
 পূজা করা কর্তব্য। তাঁহাকে পূজা করিলে
 লোক সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-
 লোকে উপনীত হয়। কি ব্রাহ্মণ, কি
 ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি শূদ্রাদি অন্ত্য
 জাতি, ভক্তিপূর্বক সেই সুরশ্রেষ্ঠ নরসিংহ

সম্পূজ্য তং সুরশ্রেষ্ঠং প্রাপ্নুবন্ত্যভিবাঞ্ছিতম্ ।
 দেবত্বমমরেশত্বং গন্ধৰ্বত্বং চ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৬১
 যক্ষবিজ্ঞাধরত্বং চ তথাত্তচ্চাভিবাঞ্ছিতম্ ।
 দৃষ্ট্বা স্বহা নমস্কৃৎ সম্পূজ্য নরকেশরীম্ ॥ ৬২
 প্রাপ্নুবন্তি নরা রাজ্যং স্বৰ্গং মোক্ষং চ তুল্লভম্
 নরসিংহং নরো দৃষ্ট্বা লভেদভিমতং কলম্ ॥ ৬৩
 নির্মুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
 সৰুদৃষ্ট্বা তু তং দেবং ভক্ত্যা সিংহবপুর্ধরম্ ॥ ৬৪
 মুচ্যতে চাণ্ডভৈহুঃখৈর্জন্মকোটিসমুদ্ভবৈঃ ।
 সংগ্রামে সঙ্কটে হুর্গে চোরব্যাভ্রাদিপীড়িতে ॥ ৬৫
 কান্তারে প্রাণসন্দেহে বিষবহ্নিজলেষু চ ।
 রাজাদিভ্যঃ সমুদ্রেভ্যো গ্রহরোগাদিপীড়িতে
 শ্মুহা তং পুরুষঃ সৰ্বৈ রাজগ্রামৈর্বিমুচ্যতে ।
 সূর্য্যোদয়ে যথা নাশং তমোহভ্যোতি মহত্তরম্
 তথা সন্দর্শনে তন্তু বিনাশং যাস্ত্যপদ্রবাঃ ।

দেবকে পূজা করিলে, সকলেই কোটি-
 জন্মার্জিত হরিত-হুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া
 থাকে। হে দ্বিজগণ! সেই সুরশ্রেষ্ঠকে
 পূজা করিলে অভীষ্ট কল প্রাপ্ত হওয়া
 যায়; এমন কি, গন্ধৰ্বত্ব, দেবত্ব বা দেবে-
 ত্ব লাভও তখন তুল্লভ হয় না। নর-
 কেশরীকে দর্শন, স্তবন, পূজন, এবং প্রণি-
 পাত করিলে যক্ষত্ব, বিদ্যাধরত্বাদি অস্তান্ত
 বাঞ্ছিত পদও প্রাপ্ত হওয়া যায়। নরগণ,
 নরসিংহার্চনে রাজ্য, স্বৰ্গ এবং মোক্ষ
 পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হইতে পারে। একবারমাত্র
 তাঁহাকে দর্শন করিলেই নর সৰ্বপাপ হইতে
 মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়।
 নরসিংহ দর্শনে নরগণের জন্মকোটি-
 সমুদ্ভূত অশুভরাশি বিদূরিত হইয়া যায়।
 সংগ্রাম, সঙ্কট, হুর্গম প্রদেশ, চোর ও
 ব্যাভ্রাদির উৎপীড়ন, প্রাণসংশয়, বিষ,
 বহ্নি, জল, রাজাদি ও সমুদ্র হইতে ভয়
 সঙ্ঘটন, গ্রহ রোগাদির পীড়া ইত্যাদি
 সৰ্বত্র সৰ্ববিধ সঙ্কটেই নরসিংহ দেবকে
 স্মরণ করিলে লোক মুক্ত হইয়া থাকে।
 সূর্য্যোদয়ে যেমন তমোরাশি নষ্ট হয়, তেমনি

শুটিকাঞ্জনপাতালপাতকে চ রসায়নম্ ॥ ৬৮
 নরসিংহে প্রসন্নো তু প্রাপ্নোত্যস্তাং চ বাঞ্ছিতান
 যান্ যান্ কামানভিধ্যায়ন্ ভজতে নরকেশরীম্
 তাংস্তান্ কামানবাপ্নোতি নরো নান্ত্যত্র সংশয়ঃ
 দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং ভক্ত্যাপূজ্য প্রণম্য চ ॥
 দশানামখমেধানাং কলং দশগুণং লভেৎ ।
 পাটৈঃ সৰ্বৈর্বির্নির্মুক্তো গুণৈঃ সৰ্বৈরলঙ্কৃতঃ ॥
 সৰ্বকামসমৃদ্ধা স্বা জরামরণবর্জিতঃ ।
 সৌবর্ণেন বিমানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ॥ ৭২
 সৰ্বকামসমৃদ্ধেন কামগেন সুবর্চসা ।
 তরুণাদিত্যবর্ণেন মুক্তাহারাবলম্বিনা ॥ ৭৩
 দিব্যস্রীশতযুক্তেন দিব্যগন্ধৰ্বনাদিনা ।
 কুলৈকবিশংসমুদ্ভূত্যা দেববন্দিতঃ সুখী ॥ ৭৪
 সূর্যমানোহপ্সরোভিচ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজেররঃ ।
 ভূক্তা তত্র বরান ভোগান্ বিষ্ণুলোকে

দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭৫

গন্ধৰ্বৈরপ্সরৈর্যুক্তঃ কৃৎস্না রূপং চতুর্ভুজম্ ।

নরসিংহ দর্শনে সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া
 যায়। শুটিকা, অঞ্জন, পাতাল ও রসায়ন
 প্রভৃতি যাবতীয় বাঞ্ছিত বস্তু নরসিংহ-
 দেবের প্রসাদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নর,
 নরকেশরীকে ভজনা করিলে অস্তান্ত
 যাবতীয় কাম্য বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে,
 সন্দেহ নাই। সেই দেবদেবকে দেখিয়া
 ভক্তিভরে পূজা ও প্রণাম করিলে শতাব-
 মেধের কললাভ করিতে পারে। তাঁহার
 সৰ্বপাপবিনষ্ট হয়। সে সৰ্ব গুণের আধার
 হইয়া থাকে। ৫৮—৭১। তাহার জরা-মরণ
 কিছুই থাকে না। সে সৰ্বকামসমৃদ্ধ হয়
 এবং অস্ত্রে কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত সৰ্বকাম-
 সমৃদ্ধ তরুণাদিত্য-সঙ্কাশ মুক্তাহার-মণ্ডিত
 কামগামী সমুজ্জল শত সুর-সুন্দরীযুত
 দিব্যগন্ধৰ্বনাদিত সুবর্ণবিমানে আরোহণ
 করিয়া একবিশতিকূলের উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক
 অমরবৎ মুদিতচিত্তে অপ্সরোগণ কর্তৃক
 সূর্যমান হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া
 থাকে। সেখানে গিয়া গন্ধৰ্ব-অপ্সরোগণের

মনোহ্লাদকরং সৌখ্যং যাবদাকৃতসংলব্ধম্ ॥ ৭৬
 পুণ্যকরাদিহায়াতঃ প্রবরে যোগিনাং কুলে ।
 চতুর্বেদী ভবেদ্বিপ্ৰো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৭৭
 বৈষ্ণবঃ যোগমাহ্মায় ভতো মোক্ষমাবাপুয়াৎ ॥
 ইতি ব্রাহ্মে নরসিংহমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
 পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোদশষ্টিতমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অনন্তাখ্যঃ বাসুদেবঃ দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা প্রণম্য চ ।
 সর্বপাপবিনির্মুক্তো নরো যতি পরং পদম্ ॥ ১
 ময়া চারাধিতশ্চানৌ শক্রেণ তদনন্তরম্ ।
 বিভীষণেন রামেণ কস্তং নারাধয়েৎপুমান্ ॥ ২
 শ্বেতগঙ্গাং নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেৎ শ্বেতমাধবম্ ।
 মৎস্রাখ্যং মাধবং চৈব শ্বেতদ্বীপং স গচ্ছতি ॥ ৩

সহিত চতুর্ভুজরূপে উত্তম উত্তম ভোগ
 সকল উপভোগ করত আপ্রাণ কাল
 মনঃপ্রীতিকর পরম সৌখ্য প্রাপ্ত হয় ।
 অনন্তর পুণ্যকর হইলে এই মর্ত্যলোকে
 আসিয়া যোগীদিগের উত্তম কুলে বেদ-
 বেদাঙ্গ-পারগ চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ হইয়া
 জন্মলাভ করত বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনে
 পরে মোক্ষলাভ করে ॥ ৭২—৭৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৮ ।

উনষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, মানবমাত্রেই অনন্তাখ্য
 বাসুদেবকে দর্শন ও ভক্তিতরে প্রণাম
 করিলে, সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম-
 পদ প্রাপ্ত হয় । প্রথমে আমি উঁহাকে
 আরাধনা করি ; পশ্চাৎ ইন্দ্র, তদনন্তর
 বিভীষণ ও পরে রামচন্দ্র উঁহার আরাধনা
 করেন । যে নর শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিয়া
 পশ্চাৎ শ্বেতমাধব ও মৎস্রাখ্য মাধবকে

মুদয় উচুঃ ।

শ্বেতমাধবমাহাত্ম্যং বক্তুমর্হন্তশেষতঃ ।
 বিস্তরেণ জগন্নাথ প্রতিমাং তস্মৈ বৈ হরেঃ ॥ ৪
 তস্মিন্ ক্ষেত্রেবরে পুণ্যে বিখ্যাতে জগতীতলে
 শ্বেতাখ্যং মাধবং দেবং কস্তং স্থাপিতবান্ পুরা
 ব্রহ্মোবাচ ।

অত্ৰুৎ কৃতযুগে বিপ্রাঃ শ্বেতো নাম নৃপো বলী
 মতিমান্ ধর্মবিচ্যুরঃ সত্যসঙ্কো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৬
 যস্মৈ রাজ্যে তু বর্ষাণাং সহস্রং দশ মানবাঃ ।
 ভবন্ত্যয়ুমন্তো লোকা বালস্তস্মিন্ন সাদতি ॥ ৭
 বর্তমানে তদা রাজ্যে কিঞ্চিৎকালেগতেদ্বিজাঃ
 কপালগৌতমো নাম ঋষিঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ৮
 স্মৃতোহস্মাজাতদন্তশ্চ মৃতঃ কালবশাদ্বিজাঃ ।
 তমাদায় ঋষিধীমান্ নৃপস্রাস্তিকমানয়ৎ ॥ ৯
 দৃষ্ট্বৈবং নৃপতিঃ সুপ্তঃ কুমারঃ গতচেতসম্ ।
 প্রতিজ্ঞামকরোদ্বিপ্ৰা জীবনার্থং শিশোসুন্দা ॥ ১০

দর্শন করে, তাহার শ্বেতদ্বীপে গতি হইয়া
 থাকে । মুনিগণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি
 শ্বেতমাধবের মাহাত্ম্য ও ভদ্রীয় প্রতিমা-
 বিবরণ বিস্তৃতরূপে কীর্তন করুন । আমরা
 আরও জানিতে ইচ্ছা করি যে, সেই
 জগদ্বিখ্যাত পবিত্র ক্ষেত্রে শ্বেতমাধব-
 দেবকে কে পুরাকালে স্থাপন করিয়া-
 ছিলেন? ব্রহ্মা কহিলেন, পূর্বে সত্যযুগে
 শ্বেত নামে এক প্রবল রাজা ছিলেন ।
 তিনি বুদ্ধিমান, ধর্মজ্ঞ, শূর, সত্যপ্রতিজ্ঞ
 ও দৃঢ়ব্রত ছিলেন । তাঁহার রাজত্বকালে
 মানবগণের দশসহস্র বৎসর পরমায়ু ছিল ।
 বাল্যকালে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হইত
 না । এইরূপে তাঁহার রাজত্বকাল চলিতে
 লাগিল । হে দ্বিজগণ! কিয়ৎকাল অতীত
 হইলে কপালগৌতম নামক জনৈক পরম
 ধার্মিক ঋষির একটি পুত্র দস্তোদগমেয়
 পূর্বেই কালবশে মৃত্যুমুখে পতিত হইল ।
 ধীমান ঋষি তখন সেই মৃত পুত্র লইয়া
 শ্বেত নরপতির নিকটে গমন করিলেন ।
 নরপতি সেই সুপ্ত ঋষিনন্দনকে চৈতন্তহীন

রাজোবাচ ।

যাবদ্বালমহং ত্বেনং যমস্ত সদনে গতম্ ।
নানয়ে সপ্তরাজেন চিতাং দীপ্তাং সমাক্ৰহে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুচ্চাশিতৈঃ পশ্চৈঃ শতৈর্দশশতাদিকৈঃ ।
সম্পূজ্য চ মহাদেবং রাজা বিজাং পুনর্জপেৎ ॥
অতিভক্তিং তু সঞ্চিন্ত্য নৃপস্ত জগদীশ্বরঃ ।
সান্নিধ্যমগমন্তুষ্ণোহস্মীতু্যবাচ সহোময়া ॥ ১৩
ঋতৈবং গিরমীশস্ত বিজোব্য সহসা হরম্ ।
ভস্মদিক্তং বিরূপাক্ষং শরৎকুন্দেন্দুবর্চসম্ ॥ ১৪
শার্দূলচর্মবসনং শশাঙ্কাক্তিতমূর্কজম্ ।
মহীং নিপত্য সহসা প্রণম্য স তদাববীৎ ॥ ১৫

শ্বেত উবাচ ।

কাক্ৰণ্যং যদি মে দৃষ্টো প্রসন্নোহসি প্রভো যদি
কালস্ত বশমাপনো বালকো দ্বিজপুত্রকঃ ॥ ১৬

দেখিয়া তাহার জীবন রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞা
করিলেন । ১—১০ । রাজা কহিলেন,—
এই শমনসদনগত বালককে আমি যদি সপ্ত-
রাজ মধ্যে আনয়ন করিতে না পারি, তাহা
হইলে নিশ্চয়ই তখন দীপ্ত চিতায় আরোহণ
করিব । ব্রহ্মা কহিলেন, রাজা এই কথা
কহিয়া একসহস্র একশত নীলপদ্ম দ্বারা
মহাদেবের অর্চনা করিয়া তদীয় মস্ত্র জপ
করিতে লাগিলেন । জগদীশ্বর শম্ভু রাজার
অতিভক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া ‘আমি তুষ্ট
হইয়াছি’ এই বলিয়া উমা সহ তদীয়
সমীপে আগমন করিলেন । রাজা এই
আশাসবাক্য শুনিয়া সহসা দৃষ্টিপাতপূর্বক
দেখিলেন, বিভূতিভূষিত, বিরূপাক্ষ, শারদ-
কুন্দেন্দু-কান্তি, শার্দূলচর্মধারী, শশাঙ্কাক্তি-
শিরা ভগবান্ হর সাক্ষাৎ সমুপস্থিত ।
তাঁহাকে দেখিয়া রাজা সহসা ভুলুপ্তিত ভাবে
প্রণিপাতপুরঃসর বলিলেন,—হে প্রভো!
আমাকে দেখিয়া আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া
থাকেন, আপনার যদি কক্ৰণার উদ্ভেক
থাকে, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা—এই
যে, দ্বিজবালক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে,

জীবত্বেষ পুনর্ব্যল ইত্যেবং ব্রতমাহিতম্ ।

অকস্মাচ্চ মৃতং বালং নিয়ম্য ভগবনুশ্রয়ম্ ।

যথোক্তায়ুষ্যসংযুক্তং ক্ষেমং কুরু মহেশ্বর ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

শ্বেতশ্চৈতদ্বচঃ ব্রহ্মা মুদং প্রাপ হরস্তদা ।

কালমাজ্ঞাপয়ামাস সর্বভূতভয়ঙ্করম্ ॥ ১৮

নিয়ম্য কালং তুর্ক্ষম্ যমস্তাজ্ঞাকরং দ্বিজাঃ ।

বালং সঞ্জীবয়ামাস মৃত্যোর্মুখগতং পুনঃ ॥ ১৯

কুত্বা ক্ষেমং জগৎসকলং মূনেঃ পুত্রং স তংদ্বিজাঃ

দেব্যা সহোময়া দেবস্তত্ৰৈবাস্তুরধীযত ॥ ২০

এবং সঞ্জীবয়ামাস মূনেঃ পুত্রং নৃপোক্তমঃ ॥ ২১

মুনয় উচুঃ ।

দেবদেব জগন্নাথ ত্রৈলোক্যপ্রভাবাব্যয় ।

ব্রহ্মি নঃ পরমং তথ্যং শ্বেতাখ্যস্ত চ সাম্প্রতম্

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দূলাঃ সর্বসম্বহিতানহম্ ।

প্রবক্ষ্যামি যথাতথ্যং যৎপৃচ্ছথ মমানষাঃ ॥ ২৩

এই বালক পুনরায় জীবিত হউক । হে
মহেশ্বর । বালক সহসা মৃত্যুমুখে পতিত
হইয়াছে, ইহাকে আপনি জীবিত ও
যথাযোগ্য আয়ু্যকালে যোজিত করিয়া ইহার
মঙ্গল বিধান করুন । ব্রহ্মা কহিলেন,—শ্বেত
নরপতির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্
হর হর্ষাবিষ্ট হইলেন । তখন সর্বভূত-
ক্ষয়ঙ্কর যমকঙ্কর তুর্ক্ষ কালকে তিনি আজ্ঞা
করিলেন এবং মৃত্যুমুখ-গত সেই শিশুকে
পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিলেন । হে দ্বিজ-
গণ! তৎকালে হরের প্রসাদে সর্ব জগৎ
মঙ্গলময় হইল, ব্রাহ্মণের পুত্র জীবন
পাইল । অনন্তর উমা সহ তিনি তথা হইতে
অন্তর্হিত হইলেন । শ্বেত রাজা এইরূপে
মুনিকুমারকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন ।
১১—২১ । মুনিগণ কহিলেন, হে ত্রিভুবনের
ভাবাভাবনিধান দেবদেব জগন্নাথ!
আপনি সস্ত্রুতি শ্বেতমাধবের পরম তথ্য
প্রকাশ করিয়া বলুন । ব্রহ্মা কহিলেন,
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শ্রবণ করুন;

মাধবস্ত চ মহাশ্রুতঃ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 যক্ষুঃস্বাভিমতান্ কামান্ ক্রবঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ
 শ্রুতবানুবিভিঃ পূৰ্ব্বঃ মাধবাখ্যস্ত ভো দ্বিজাঃ ।
 শৃণুধ্বং তাং কথাম্ দিব্যাং ভয়শোকাকর্ষিতাশিনীম্
 স কৃত্বা রাজ্যমেকাগ্র্যং বর্ষণাং স সহস্রশঃ ।
 বিচার্য লৌকিকান্ ধৰ্ম্মান্ বৈদিকান্নিয়মাংস্তথা ॥
 কেশবান্নাধনে বিপ্রাঃ নিশ্চিতং ব্রতমাশ্রিতঃ ।
 স গাহ্য পরমং ক্ষেত্রং সাগরং দক্ষিণাশ্রয়ম্ ॥ ২৭
 তটে তন্মিন্ শুভে রম্যে দেশে কৃষ্ণস্ত চান্তিকে
 শ্বেতোহথ কারয়ামাস প্রাসাদং শুভলক্ষণম্ ॥
 ধ্বজস্তরশতং চৈকং দেবদেবস্ত দক্ষিণে ।
 ততঃ শ্বেতেন বিপ্রৈস্তাঃ শ্বেতশৈলময়েন চ ॥
 কৃতঃ স ভগবান্ শ্বেতো মাধবচন্দ্রসন্নিভঃ ।
 প্রতিষ্ঠাং বিধিবচ্চক্রে যথোদ্দিষ্টাং স্বয়ং তু সঃ
 দত্ত্বা দানং দ্বিজাতিভ্যো দীনানাথতপস্বিনাম্ ।

হে নিম্পাপগণ! আমি আপনাদের প্রশ্নানু-
 সারে সৰ্বভূতহিতজনক মাধব-মহাশ্রুত
 বর্ণন করিতেছি। এই মহাশ্রুত-কথা সৰ্ব
 পাপের প্রণাশক; ইহা শ্রবণে মানবেরা
 অভিমত কামনা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
 দ্বিজগণ! পূৰ্বে ঋষিগণ শ্বেতমাধবের যে
 মহাশ্রুত কথা শ্রবণ করিয়াছেন, আপনারা
 সেই ভয়-শোকাকর্ষিত-হারিণী দিব্য কথা শ্রবণ
 করুন। সেই শ্বেত রাজা সহস্র বৎসর
 রাজত্ব করিয়া বিবিধ লৌকিক ও বৈদিক
 ধৰ্ম্ম এবং নানা নিয়মাদি আলোচনা
 করত কেশবের আরাধনায় ব্রতাবলম্বনে
 অবস্থান করিলেন এবং দক্ষিণ সাগরের
 তীরস্থ পরমক্ষেত্র পুরুষোত্তমে আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় শুভ
 রম্যদেশে কৃষ্ণসমীপে এক শুভলক্ষণাধিত
 শতধনু-বিকৃত প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করিলেন।
 দেবদেবের দক্ষিণদিকে এ প্রাসাদ
 শ্বেতশৈলে নিৰ্ম্মিত হইল। রাজা শ্বেত
 চন্দ্রপ্রতিম শুভ মাধবমূর্তি প্রস্তুত করাইয়া
 সেই প্রাসাদ-মধ্যে যথাবিধি তাহার
 প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও

অধানস্তরতো রাজা মাধবস্ত চ সন্নিধৌ ॥ ৩১
 মহীং নিপত্য সহস্রা ওঙ্কারং দ্বাদশাক্ষরম্ ।
 জপন্ স মৌনমাস্ত্রায় মাসমেকং সমাধিনা ॥ ৩২
 নিরাহারো মহাভাগঃ সম্যগ্বিকৃপদে স্থিতঃ ।
 জপান্তে স তু দেবেশং সংস্তোতুমুপচক্রে ॥
 শ্বেত উবাচ ।

ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
 প্রহ্মায়ানিরুদ্ধায় নমো নারায়ণায় চ ॥ ৩৪
 নমোহস্ত বহুরূপায় বিশ্বরূপায় বেধসে ।
 নির্ভুগায়াপ্রতর্ক্যায় শুচয়ে শুক্লকর্ষণে ॥ ৩৫
 ওঁ নমঃ পদ্মনাভায় পদ্মগর্ভোদ্ভবায় চ ।
 নমোহস্ত পদ্মবর্ণায় পদ্মহস্তায় তে নমঃ ॥ ৩৬
 ওঁ নমঃ পুঙ্করাক্ষায় সহস্রাক্ষায় মীড়ুষে ।
 নমঃ সহস্রপাদায় সহস্রভুজমন্তবে ॥ ৩৭
 ওঁ নমোহস্ত বরাহায় বরদায় স্রুমেধসে ।
 বরিষ্ঠায় বরেণ্যায় শরণ্যায়্যচ্যুতায় চ ॥ ৩৮
 ওঁ নমো বালরূপায় বালপদ্মপ্রভায় চ ।
 বালার্কসোমনেত্রায় মুগ্ধকেশায় ধীমতে ॥ ৩৯

অন্তান্ত তপস্বীদিগকে বহু ধন দান করি-
 লেন। অনন্তর রাজা শ্বেত মাধবসন্নিহিত
 মহীতলে প্রণিপাতপূর্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র
 জপ করিতে লাগিলেন এবং সমাধিযোগে
 মৌনী হইয়া একমাস যাবৎ অনাহারে বিকৃ-
 পদ-ধ্যানে অবস্থান করিলেন। অনন্তর
 জপাবসানে তিনি সেই দেবদেবকে স্তব
 করিতে লাগিলেন ২২—৩৩। শ্বেত কহিলেন,
 —বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্মা, অনিরুদ্ধ ও
 নারায়ণকে আমি প্রত্যেকতঃ নমস্কার করি।
 যিনি বহুরূপ, বিশ্বরূপ, বেধা নির্ভুগ, অপ্র-
 তর্ক্য, শুচি ও শুক্লকর্ষা, তাঁহাকে নমস্কার।
 যিনি পদ্মনাভ, পদ্মগর্ভোদ্ভব, পদ্মবর্ণ, ও
 পদ্মহস্ত, তাঁহাকে আমার বারম্বার নমস্কার।
 পুঙ্করাক্ষ, সহস্রাক্ষ, মীড়ুষ, সহস্রপাদ, সহস্র-
 ভুজ, ও মন্যকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার
 করি। বরাহ, বরদ, স্রুমেধা, বরিষ্ঠ,
 বরেণ্য, শরণ্য, অচ্যুত, বালরূপ, বালপদ্ম-
 প্রভ, বালহৃদ্য-সো মৌনে, মুগ্ধকেশ, ধীমান্

কেশবায় নমো নিত্যং নমো নারায়ণায় চ ।
 মাধবায় বরিষ্ঠায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪০
 ওঁ নমো বিষ্ণুবে নিত্যং দেবায় বসুরেতসে ।
 মধুসূদনায় নমঃ শুদ্ধায়াঃ শুধরায় চ ॥ ৪১
 নমোহনন্তায় সূক্ষ্মায় নমঃ শ্রীবৎসধারিণে ।
 ত্রিবিক্রমায় চ নমো দিব্যপীতাম্বরায় চ ॥ ৪২
 সৃষ্টিকর্ত্রে নমস্তভ্যং গোপ্ত্রে ধাত্রে নমো নমঃ ।
 নমোহন্ত গুণভূতায় নির্গুণায় নমো নমঃ ॥ ৪৩
 নমো বামনরূপায় নমো বামনকর্ম্মণে ।
 নমো বামননেত্রায় নমো বামনবাহিনে ॥ ৪৪
 নমো রম্যায় পূজ্যায় নমোহস্তব্যাক্তরূপিণে ।
 অপ্রতর্ক্যায় শুদ্ধায় নমো ভয়হরায় চ ॥ ৪৫
 সংসারার্ণবপোতায় প্রশান্তায় স্বরূপিণে ।
 শিবায় সৌম্যরূপায় ক্রদায়োত্তরায় চ ॥ ৪৬
 ভবভঙ্গকর্ত্রে চৈব ভবভোগপ্রদায় চ ।
 ভবসম্ভাতরূপায় ভবসৃষ্টিকর্ত্রে নমঃ ॥ ৪৭
 ওঁ নমো দিব্যরূপায় সোমাগ্নিস্থিতায় চ ।
 সোমসূর্য্যাং শুকেশায় গোত্রাঙ্গণহিতায় চ ॥ ৪৮
 ওঁ নম ঋকৃস্বরূপায় পদক্রমস্বরূপিণে ।
 ঋকৃস্তুতায় নমস্তভ্যং নম ঋকৃসাধনায় চ ॥ ৪৯
 ওঁ নমো যজুর্ষাং ধাত্রে যজুরূপধরায় চ ।
 যজুর্ধাজ্যায় জুষ্টায় যজুর্ষাং পতয়ে নমঃ ॥ ৫০
 ওঁ নমঃ শ্রীপতে দেব শ্রীধরায় বরায় চ ।

কেশব, নারায়ণ, মাধব, বরিষ্ঠ ও গোবিন্দকে
 আমি ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। যিনি
 বিষ্ণু, বসুরেতাঃ, মধুসূদন, শুদ্ধ, অংশুধর,
 অনন্ত, সূক্ষ্ম, শ্রীবৎসধারী, ত্রিবিক্রম, দিব্য-
 পীতাম্বরধর, সৃষ্টিকর্তা, গোপ্তা, ধাতা, গুণ-
 ভূত, নির্গুণ, বামনরূপ, বামনকর্ম্মা, বামন-
 নেত্র, বামনবাহী, রম্য, পূজ্য, অব্যাক্তরূপী,
 অপ্রতর্ক্য, শুদ্ধ, ভয়হর, সংসার-সাগর-পোত,
 প্রশান্ত, স্বরূপী, শিব, সৌম্যরূপ, ক্রদ, উত্তা-
 রণ, ভবভঙ্গকর্তা, ভবভোগপ্রদ, ভবসম্ভাত-
 রূপ, ভবসৃষ্টিকর্তা, দিব্যরূপ, সোমাগ্নিস্থিত,
 সোমসূর্য্যাংশুদেশ, গোত্রাঙ্গণহিত, ঋকৃস্বরূপ,
 পদক্রমস্বরূপী, ঋকৃস্তুত, ঋকৃসাধন, যজুর্ধাজ্য-
 কর্তা, যজুঃস্বরূপধর, যজুর্ধাজ্য, জুষ্ট, যজুঃ-

শ্রিয়ঃ কান্তায় দান্তায় যোগিচিন্ত্যায় যোগিনে ॥
 ওঁ নমঃ সামরূপায় সামধ্বনিবরায় চ ।
 ওঁ নমঃ সামসৌম্যায় সামযোগবিদে নমঃ ॥ ৫২
 সায়ৈ চ সামগীতায় ওঁ নমঃ সামধারিণে ।
 সামযজ্ঞবিদে চৈব নমঃ সামকরায় চ ॥ ৫৩
 নমহস্তথ শিরসে নমোহথর্ষস্বরূপিণে ।
 নমোহথর্ষপাদায় নমোহথর্ষকরায় চ ॥ ৫৪
 ওঁ নমো বজ্রশীর্ষায় মধুকৈটভঘাতিনে ।
 মহোদধিজলশায় বেদাহরণকারিণে ॥ ৫৫
 নমো দৌণ্ডস্বরূপায় হৃষীকেশায় বৈ নমঃ ।
 নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় তে নমঃ ॥
 নারায়ণ নমস্তভ্যং নমো লোকহিতায় চ ।
 ওঁ নমো মোহনাশায় ভবভঙ্গকরায় চ ॥ ৫৭
 গতিপ্রদায় চ নমো নমো বন্ধহরায় চ ।
 ত্রৈলোক্যতেজসাং কর্ত্রে নমস্তেজঃস্বরূপিণে ॥
 যোগীশ্বরায় শুদ্ধায় রামায়োত্তরায় চ ।
 সুখায় সুখনেত্রায় নমঃ সুরুতধারিণে ॥ ৫৯
 বাসুদেবায় বন্দ্যায় বামদেবায় বৈ নমঃ ।
 দেহিনাং দেহকর্ত্রে চ ভেদভঙ্গকরায় চ ॥ ৬০
 দেবৈবন্দিতদেহায় নমস্তে দিব্যমৌলিনে ।
 নমো বাসনিবাসায় বাসব্যবহরায় চ ॥ ৬১
 ওঁ নমো বসুকর্ত্রে চ বসুবাসপ্রদায় চ ।

পতি, শ্রীপতি, শ্রীধর, বরেন্দ্র, শ্রীকান্ত, দান্ত,
 যোগিজন-চিন্ত্য, যোগী, সামরূপ, সামধ্বনি-
 বর, সামসৌম্য, সামযোগ-বিৎ, সাম, সাম-
 গীত, সামধারী, সামযজ্ঞ-বিজ্ঞ, সামকর, অথর্ষ-
 শিরা, অথর্ষ-স্বরূপ, অথর্ষপাদ, অথর্ষকর,
 বজ্রশীর্ষ, মধুকৈটভঘাতী, মহোদধি জলশায়ী,
 বেদাহরণকারী, দৌণ্ডস্বরূপ, ওঁ হৃষীকেশকে
 আমি বারম্বার নমস্কার করি। হে নারায়ণ!
 তুমি বাসুদেব, লোকহিতৈষী, মোহহর, ভব-
 ভঙ্গকর, গতিপ্রদ, বন্ধহর, ত্রৈলোক্য-তেজঃ-
 কর্তা, তেজঃস্বরূপী, যোগীশ্বর, শুদ্ধ, রাম, উত্তা-
 রণ, সুখ, সুখনেত্র, সুরুতধারী, বাসুদেব,
 বন্দ্য, বামদেব, দেহীদিগের দেহকর্তা, ও
 ভেদভঙ্গকারী, তোমায় আমি নমস্কার করি।
 ৩৩—৬১। তুমি দেবগণ কর্তৃক বন্দিত, দিব্য-

নমো যজ্ঞস্বরূপায় যজ্ঞেশায় চ যোগিনে ॥ ৬২
 যতিযোগকরেশায় নমো যজ্ঞাঙ্গধারিণে ।
 সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ প্রলম্বমথনায় চ ॥ ৬৩
 মেঘঘোষম্বনোত্তীর্ণবেগলাঙ্গলধারিণে ।
 নমোহস্ত জ্ঞানিনাং জ্ঞান নারায়ণপরায়ণ ॥ ৬৪
 ন মেহস্তি ত্বায়ুতে বন্ধূর্নরকোত্তারণ প্রভো ।
 অতস্ত্বাং সর্বভাবেন প্রণতো নতবৎসল ॥
 যলং যৎকায়জং বাপি মানসকৈব কেশব ।
 ন তস্ত্বাত্তোহস্তি দেবেশ কালকঙ্কামতেহচ্যুত
 সংসর্গাণি সমস্তানি বিহায় ত্বামুপস্থিতঃ ।
 সঙ্গো মেহস্ত ত্বয়া সার্ক্সমাশ্রিত্য ভায় কেশব ॥ ৬৭
 কষ্টমাপং স্নুহ্পারং সংসারং বেদ্যি কেশব ।
 তাপজয়পরিক্রিষ্টস্তেন ত্বাং শরণং গতঃ ॥ ৬৮

মৌলী, বাসনিবাস, বাসব্যবহার, বসুকর্তা, বসুবাসপ্রদ, যজ্ঞস্বরূপ, যজ্ঞেশ, যোগী, যতি, যোগকরেশ, যজ্ঞাঙ্গধারী, সঙ্কর্ষণ, প্রলম্বমথন, মেঘগন্তীর্ণ-নিবাদ, বেগে লাঙ্গলধারী ও জ্ঞানীদিগের জ্ঞান; তোমায় আমি ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি ব্যতীত নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে, এমন বন্ধু কেহই নাই। অতএব হে প্রণত-বৎসল! তোমার চরণে আমি সর্বভাবে প্রণত হইলাম। হে কেশব! অচ্যুত! দেবেশ! তুমি ভিন্ন কার্যিক ও মানসিক পাপ কালন করিবার আর কেহই নাই। আমি সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তোমারই আশ্রয় লইয়াছি। হে কেশব! আশ্র-লাভের জন্য তোমারই সহিত আমার সঙ্গ হউক। হে কেশব! এই স্নুহ্পার সংসারকে আমি আপদ ও দুঃখবহুল বাল্যাই মনে করি। সংসারে থাকিয়া ত্রিবিধ তাপে সর্বদাই আমি পরিক্রিষ্ট হইতেছি; তাই তোমার শরণ লইয়াছি। তোমারই মায়ায় এই সকল জগৎ বিমোহিত রহিয়াছে। লোভপ্রভৃতির সর্দাই ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে, তাই আমি তোমার শরণ লইয়াছি। হে বিবেক! সংসারী লোকের কোনই সুখ

এষণাভিজগৎ সর্বং মোহিতং মায়ায়া তব ।
 আকর্ষিতঞ্চ লোভাদৈর্যতস্তামহমাস্থিতঃ ॥ ৬৯
 নাস্তি কিঞ্চিৎ সুখং বিবেকং সংসারস্থস্ত দেহিনঃ
 যথা যথা হি যজ্ঞেশ ত্বয়ি চেতঃ প্রবর্ততে ॥ ৭০
 তথা কলবিহীনং তু সুখমাত্যস্তিকং লভেৎ ।
 নষ্টো বিবেকশূন্যোহস্মি দৃশ্যতে জগদাতুরম্ ॥
 গোবিন্দ ত্রাহি সংসারান্নামুকর্তুং স্বমর্হসি ।
 যগ্নস্ত মোহসলিলে নিকৃত্যে ভবান্নবে ।
 উদ্ধর্তা পুণ্ডরীকাক্ষ ত্বামতেহন্তো ন বিদ্যতে ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইখং স্ততস্ততস্তেন রাজা শ্বেতেন ভো দ্বিজাঃ
 তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে দিব্যে বিখ্যাতে পুরুষোত্তমে
 ভক্তিং তস্য তু সাক্ষিস্ত্য দেবদেবো জগদ্গুরুঃ
 আজগাম নৃপশ্রেষ্ঠে সর্বৈর্দেবৈর্বৃতো हरिः ॥
 নীলজীমূতসঙ্কাশঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ ।
 দধৎ সুদর্শনং ধীমান্ করাগ্রে দীপ্তমণ্ডলম্ ॥ ৭৫
 ক্ষীরোদজলসঙ্কাশো বিমলচন্দ্রসন্নিভঃ ।

নাই, হে যজ্ঞেশ! যে রূপ যে রূপ করিলে তোমাতে চিত্ত নিবিষ্ট হয় এবং কলহীন আত্যস্তিক সুখলাভ করা যায়, আমার এখন তাহাই অভিলাষ। আমার বিবেক নষ্ট হইয়াছে; আমি নিজেও নষ্ট হইয়াছি; এই সকল জগৎই আমি অবসাদ-গ্রস্ত দেখিতেছি। হে গোবিন্দ! আমায় সংসার হইতে ত্রাণ কর; আমাকে উদ্ধার কর। "আমি স্নুহ্পার ভবান্নবের মোহজলে মগ্ন রহিয়াছি,—হে পুণ্ডরী-কাক্ষ! তুমি ব্যতীত আমার আর উদ্ধারকর্তা কেহই নাই। ৬২—৭২। ব্রহ্মা বলিলেন, হে দ্বিজগণ! শ্বেত নরপতি এইরূপে সেই বিখ্যাত ক্ষেত্র পুরুষোত্তমে গিয়া স্তব করিলে জগদ্গুরু দেবদেব তদীয় ভক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া সমস্ত দেবগণ সহ সেই ত্র্যগোধতরুর সমীপে আগমন করিলেন। তাঁহার তাত্‌কালিক আকৃতি নীল জীমূত-নিভ শ্যাম; নয়ন পদ্মপত্রবৎ আয়ত; হস্তে সুদর্শনচক্র সুশোভিত; অথচ তাহাকে

রাজ্য বামহস্তেহস্ত পাঞ্চজন্তো মহাত্ম্যতিঃ ॥ ৭৬
পঞ্চরাজধ্বজঃ শ্রীমান্ গদাশার্কাসিধুক্ প্রভুঃ ।
উবাচ সাধু ভো রাজন্ যন্ত তে মতিক্রম্য ।
যদিষ্টং বরং ভদ্রস্তে প্রসন্নোহস্মি তবানঘ ॥ ৭৭
ব্রহ্মোবাচ ।

ঈশ্বরং দেবদেবন্ত বাক্যং তৎপরমামৃতম্ ।
প্রণম্য শিরসোবাচ ষেতস্তদগতমানসঃ ॥ ৭৮
ষেত উবাচ ।

যদ্যহং ভগবন্ ভক্তঃ প্রযচ্ছ বরমুত্তমম্ ।
আব্রহ্মভবনাদৃষ্টং বৈকবং পদমব্যয়ম্ ॥ ৭৯
বিমলং বিরজং শুদ্ধং সংসারাসঙ্গবর্জিতম্ ।
তৎপদং গচ্ছমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে ॥
শ্রীভগবানুবাচ ।

যৎপদং বিবুধাঃ সর্বে মুনয়ঃ সিদ্ধযোগিনঃ ।
নাভিগচ্ছন্তি যদ্রম্যং পরং পদমনাময়ম্ ॥ ৮০
বাস্তসি পরমং স্থানং রাজ্যামৃতমুপাশ্র ৮ ।

দেখিতে কীরোদজলের স্রায় শুভ্র ; চন্দের
স্রায় বিমল এবং তদীয় বামহস্তে পাঞ্চজন্ত ;
তিনি মহাত্ম্যতিশালী গরুড়ধ্বজ, শ্রীমান্ ও
শার্ক-গদা এবং অসিধারী । তিনি উপ-
স্থিত হইয়া বলিলেন, সাধু রাজন্ ! তোমার
উত্তম মতি জন্মিয়াছে । আমি প্রসন্ন
হইয়াছি ; তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা
কর । ব্রহ্মা কহিলেন, ষেত নরপতি
দেবদেবের সেই অমৃতায়মান বাণী শুনিয়া
মস্তক দ্বারা প্রণিপাতপুরঃসর তদগত মনে
বলিলেন—ভগবন্ ! আমি যদি ভবদীয়
ভক্তমধ্যে গণ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে
আমায় উত্তম বর দান করন । হে জগৎ-
পতে ! যে বৈকবপদ ব্রহ্মভবনের উর্দ্ধে
বিরাজিত, যাহা অব্যয়, বিরজ, শুদ্ধ ও
সংসারসঙ্গ-বর্জিত ; আপনায় প্রসাদে আমি
সেই পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ।
ভগবান্ কহিলেন, বিবুধগণ, মুনীগণ ও
সিদ্ধ যোগিগণ যে পদলাভে সমর্থ নহেন,
সেই অনাময় পরম মনোরম পদ তুমি প্রাপ্ত
হইবে । এক্ষণে তুমি রাজ্যস্থ ভোগ

সর্বলোকে কানতিক্রম্য মম লোকং গমিষ্যসি ॥ ৮২
কীর্তিস্তবাত্ রাজেন্দ্র ত্রিলোকে কাংশ্চ গমিষ্যতি
সান্নিধ্যং মম চৈবাত্ সর্বদৈব ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
ষেতগজেন্দি গান্ধারি সর্বে তে দেবদানবঃ ।
কুশাগ্রেনাপি রাজেন্দ্র ষেতগাজেন্দিমম্ ৮ ॥ ৮৪
স্পৃষ্ট্বা স্বর্গং গমিষ্যন্তি মন্ত্রজা যে সমাহিতাঃ ।
যন্তিমাং প্রতিমাং গচ্ছেন্মাধবাখ্যাং শশিপ্রভাহ
শঙ্খগোক্ষীরসঙ্কাশামশেষাবিনাশিনীম্ ।
তাং প্রণম্য সৰুদ ভক্ত্যা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণাম্
বিহায় সর্বলোকান বৈ মম লোকে মহীয়তে ।
মহন্তরানি তত্রৈব দেবকন্তাভিরাবৃতঃ ॥ ৮৭
গীয়মানশ্চ মধুরং সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতঃ ।
ভুনক্তি বিপুলান্ ভোগান্ যথেষ্টং মামকৈঃ সম্
চ্যুতস্তন্মাদিহাগত্য মনুষ্যো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।
বেদবেদাঙ্গবিদ্ধোমান্ ভোগবাংশিরজীবিতঃ ॥
গজাশ্বরথযানাঢ্যো ধনধান্তাবৃতঃ শুচিঃ ।

কর ; পরে সর্বলোক অতিক্রম করিয়া
মদীয় লোকে গমন করিবে । ৭৩—৮২ ।
হে রাজেন্দ্র ! ত্রিলোকে তোমার কীর্তি
বিস্তৃত হইবে এবং এখানে আমি সর্বদাই
সান্নিহিত থাকিব । দেব ও দানবগণ ষেত-
গজার নাম গান করিবেন । হে রাজেন্দ্র !
এই ষেতগজার কুশাগ্রীয় জলও যে সকল
ব্যক্তি স্পর্শ করিবে, তাহারা আমার ভক্ত ;
তাহাদের স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত । যে ব্যক্তি
এই শশি-সমান-কান্তি অশেষ ছুরিতহারিণী
পুণ্ডরীকনয়না মাধবাখ্যা প্রতিমাকে এক
বারও ভক্তিভরে প্রণাম করিবে, তাহারা
সর্বলোক পরিত্যাগপূর্বক আমারই লোকে
পূজিত হইবে । সেখানে মহন্তর কাল বাবৎ
দেবকন্তগণে পরিবৃত ও সিদ্ধগন্ধর্বগণে
সেবিত হইয়া মদীয় পার্শ্চর্যগণ সহ বিপুল
ভোগ সকল উপভোগ করিবে । অনন্তর
সে স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া মর্ত্যলোকে
আগমনপূর্বক বেদবেদাঙ্গবিৎ
ভগবান্ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ।
এই জন্মে তাহার গৃহ—গজাশ্বাদি বিবিধ

রূপবান্ বহুভাগ্যশ্চ পুত্রপৌত্রসমবিতঃ ॥ ২০ ॥
 পুরুষোত্তমঃ পুনঃ প্রাপ্য বটমূলেহং সাগরে ।
 ত্যক্তা দেহং হরিং স্মৃতা ততঃ শান্তপদং ব্রজেৎ
 ইতি শ্রীভাক্তে শ্বেতমাধবমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-
 কোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শ্বেতমাধবমালোক্য সমীপে মৎস্তমাধবম্ ।
 একাৰ্ণবজলে পূৰ্ব্বং রোহিতঃ রূপমাস্থিতম্ ॥ ১ ॥
 বেদানাং হরণার্থায় রসাতলতলে স্থিতম্ ।
 চিন্তয়িত্বা ক্রিতিং সম্যক্ তস্মিন্স্থানে প্রতিষ্ঠিতম্
 আদ্যাবতরণং রূপং মাধবং মৎস্যরূপিণম্ ।
 প্রণম্য প্রণতো ভূত্বা সৰ্ব্বদুঃখাধিমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
 প্রযাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্মরম্ ।

বাহন ও অগণিত ধনধাত্তে পরিপূর্ণ হইবে ।
 তিনি রূপবান্, ভাগ্যবান্ ও পুত্রপৌত্রাদি-
 পরিবেষ্টিত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করি-
 যেন । পরে পুরুষোত্তমে আসিয়া বটমূলে
 বা সাগরসলিলে হরিধ্যানে দেহ পরিত্যাগ,
 পূৰ্ব্বক শান্ত পদ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৮৩—৯১ ॥

উনষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৫২ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, পূৰ্বে একাৰ্ণবজলে
 যিনি রোহিতমৎস্তের রূপ ধারণ করিয়া-
 ছিলেন, এবং বেদ উদ্ধারের জন্ত যিনি
 রসাতলে বাস করেন, সেই আত্মাবতার
 মৎস্তরূপী মাধব ঐ শ্বেতমাধবের সমীপস্থ
 স্থানবিশেষে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন । শ্বেত
 মাধবকে সন্দর্শন করিয়া তদীয় প্রতিষ্ঠা-
 স্থান সম্যকরূপে চিন্তা করত তাঁহাকে
 প্রণিপাত করিলে মানব সৰ্ব্ব দুঃখ হইতে
 মুক্ত হয় এবং যেখানে স্মরং হরি বিদ্যাজমান,

কালে পুনরিহায়াতো রাজা স্মাৎ পৃথিবীতলে
 বৎসমাধবমাসাদ্য তুরাধর্ষো ভবেন্নরঃ ।
 দাতা ভোক্তা ভবেদ্যজ্ঞা বৈকবঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥
 যোগং প্রাপ্য হরেঃ পশ্চাৎ ততো মোক্ষ-

মবাপ্নুয়াৎ ।

মৎস্তমাধবমাহাত্ম্যং ময়া সম্পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥
 যং দৃষ্ট্বা মুনিশার্দূলাঃ সৰ্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬ ॥
 মুনয় উচুঃ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামো মার্জ্জনং বরুণালয়ে ।
 ক্রিয়তে জ্ঞানদানাদি তস্মাংশেষকলং বদ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দূলা মার্জ্জনস্ত যথাবিধি ।
 ভক্ত্যা তু তন্মনা ভূত্বা সম্প্রাপ্য পুণ্যমুত্তমম্ ॥
 মার্কণ্ডেয়ভূদে জ্ঞানং পূৰ্ব্বকালে প্রশস্ততে ।
 চতুর্দশাং বিশেষেণ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২ ॥
 তদ্বৎ জ্ঞানং সমুদ্রস্ত সৰ্বকালং প্রশস্ততে ।

অস্তে তথায় উপনীত হইয়া থাকে ; পশ্চাৎ
 এখানে আসিয়া ঐ মানব পৃথিবীরাজ্য
 লাভ করে । ঐ মৎস্ত-মাধবকে প্রাপ্ত হইয়া,
 লোক তুরাধর্ষ হয় এবং দাতা, ভোক্তা,
 যজ্ঞা, বৈকব ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে ;
 পরে বৈকব যোগ অবলম্বনপূৰ্ব্বক মোক্ষ-
 লাভ করে । এই আমি মৎস্ত-মাধবমাহাত্ম্য
 কীর্ত্তন করিলাম ; হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এই
 মৎস্ত-মাধবকে দর্শন যাত্রেই মানব সৰ্ব্ব
 কামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১—৬ । মুনি-
 গণ কহিলেন, হে ভগবান্ ! এক্ষণে মার্জ্জন-
 বিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ; সাগর-
 সলিলে জ্ঞান করিয়া দানাদি করিলে যে
 অশেষ কল হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া
 বলুন । ব্রহ্মা কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 শ্রবণ করুন, যথাশাস্ত্র মার্জ্জনবিধি বলি-
 তেছি । পুণ্যশালী মানবের পক্ষে সৰ্ব্ব
 প্রথম ভক্তিভাবে তন্মনা হইয়া মার্কণ্ডেয়ভূদে
 জ্ঞান করা কর্তব্য । বিশেষতঃ চতুর্দশীতে
 ঐ ভূদে জ্ঞান করিলে সৰ্ব্ব পাপ প্রনষ্ট
 হইয়া যায় । সমুদ্রজ্ঞান সৰ্বকালেই প্রশস্ত ।

পৌর্ণমাস্যঃ বিশেষেণ হয়মেধকলং লভেৎ ॥ ১০ ॥
মার্কণ্ডেয়ঃ বটং কৃষ্ণং রৌহিণেয়ং মহোদধিम् ।
ইন্দ্রহ্যসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥
পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠমাসস্ত জ্যেষ্ঠা ঋক্ষঃ যদা ভবেৎ ।
তদা গচ্ছেদ্বিশেষেণ তীর্থরাজং পরং শুভম্ ॥
কায়বাহ্যানসৈঃ শুদ্ধস্তম্ভাবো নান্দমানসঃ ।
সর্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্তো বীতরাগো বিমৎসরঃ ॥ ১২ ॥
কল্পবৃক্ষবটং রম্যং তত্র স্নাত্বা জনার্দনম্ ।
প্রদক্ষিণং প্রকুব্বীত ত্রিবারং সুসমাহিতঃ ॥ ১৪ ॥
যং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপাৎ সপ্তজন্মসমুদ্ভবাৎ ।
পুণ্যং চাপ্নোতি বিপুলং গতিমিষ্টাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥
তন্তু নামানি বক্ষ্যামি প্রমাণঞ্চ যুগে যুগে ।
যথাসংখ্যঞ্চ ভো বিপ্রাঃ কৃতাঙ্গিষু যথাক্রমম্ ॥
বটং বটেশ্বরং কৃষ্ণং পুরাণপুরুষং দ্বিজাঃ ।
বটশ্চেতানি নামানি কীর্তিতানি কৃতাঙ্গিষু ॥ ১৭ ॥
যোজনং পাদহীনঞ্চ যোজনান্নং তদর্দ্ধকম্ ।

বিশেষতঃ পৌর্ণমাসী তিথিতে সমুদ্রে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের কল লাভ হয়। মার্কণ্ডেয়ব্রহ্ম, অক্ষয়বট, কৃষ্ণ-বলরাম, মহোদধি, ও ইন্দ্রহ্যসরোবর, এই পাঁচটির নাম পঞ্চতীর্থ। জ্যেষ্ঠ মাসের জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযোগে পূর্ণিমা তিথিতে তীর্থ-শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমে গমন করিবে। এই সময়ে তীর্থযাত্রায় বাক্য, মন ও কায় শুদ্ধ হয়, মনের একাগ্রতা জন্মে এবং তীর্থসেবী নর সর্বদ্বন্দ্ব-বিনির্মুক্ত, বীতরাগ ও বিমৎসর হইবেন। রমণীয় কল্পবৃক্ষসমীপে গমন করিয়া স্নানান্তে বট-রূপী জনার্দনকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। এই কল্পবটবৃক্ষ দর্শনে সপ্ত জন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত এবং বিপুল পুণ্য ও ইষ্ট গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে দ্বিজগণ! সেই কল্পবটের প্রতিষূণীয় নাম, প্রমাণ ও সংখ্যা যথাক্রমে বলিতেছি। বট, বটেশ্বর, কৃষ্ণ ও পুরাণ পুরুষ,—কৃতাঙ্গি চারিযুগে সৃষ্টির এই চারিটি নাম কীর্তিত হয়। কৃতাঙ্গি যুগচতুষ্টয়ে কল্পবৃক্ষের প্রমাণ সংখ্যাক্রমে এক যোজন, পাদহীন যোজন,

প্রমাণং কল্পবৃক্ষস্ত কৃতাঙ্গো পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৮ ॥
যথোক্তেন তু মন্ত্রেণ নমস্কৃত্য তু তং বটম্ ।
দক্ষিণাভিমুখো গচ্ছেদ্বনন্তরশতত্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥
যত্রাসৌ দৃশ্যতে বিষ্ণুঃ স্বর্গদ্বারং মনোরমম্ ।
সাগরান্তঃ সমাকৃষ্টং কাষ্ঠং সর্বগুণাবিতম্ ॥ ২০ ॥
প্রণিপত্য ততস্তং ভোঃ পরিপূজ্য ততঃ পুনঃ ।
মুচ্যতে সর্বরোগাদৈশ্চল্যস্তথা পাপৈর্গ্ৰহাদিভিঃ ॥
উগ্রসেনং পুরা দৃষ্ট্বা স্বর্গদ্বারেণ সাগরম্ ।
গত্বাচম্য শুচিত্ত্বা ধ্যান্তা নারায়ণং পরম্ ॥ ২২ ॥
স্তম্ভেদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং পশ্চাদ্ধস্তশরীরয়োঃ ।
ওঁ নমো নারায়ণায়ৈতি যং বদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৩ ॥
কিং কার্য্যং বহুভির্নৈবৈব নোবিভ্রমকারকৈঃ ।
ওঁ নমো নারায়ণায়ৈতি মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ ॥ ২৪ ॥
আপো নরশ্চ স্নাত্বান্নায়া ইতৌহ কীর্তিতাঃ
বিশেষস্তাস্তদ্বনং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

যোজনান্নং ও যোজনান্নের অর্দ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট। যথাবিহিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সেই কল্পবটকে নমস্কার করিয়া দক্ষিণাভিমুখে তিনশত ধনু ব্যবধানে গমন করিতে হয়। সেখানে ভগবান্ বিষ্ণু, মনোরম স্বর্গদ্বার ও সাগরজল-সমাকৃষ্ট সেই সর্বগুণাবিত কাষ্ঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! অনন্তর বিষ্ণুকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করিলে সর্ব পাপ ও সর্বপাপ গ্রহের দৃষ্টি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ১—২১। পরে উগ্রসেনকে দর্শন করিয়া স্বর্গদ্বারপথে সাগরে গিয়া আচমনপূর্বক শুচিতাবে পরম পুরুষ নারায়ণকে ধ্যানান্তে তদীয় অষ্টাক্ষর মন্ত্র হস্ত ও সমস্ত শরীরে স্তম্ভ করিবে। মনীষিগণের মতে নারায়ণের ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র—“ওঁ নমো নারায়ণায়।” মনোভাস্তিকর অশ্রুত বহুতর মন্ত্র আছে, তাহা দ্বারা কি হইবে? একমাত্র “ওঁ নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্রই সর্বার্থসাধক। আপ সকল নরের স্নাত্ব বলিয়া নারা নামে কীর্তিত। পূর্বে বিষ্ণুর সে সকল অবন ছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে—

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরা দ্বিজাঃ ।
 নারায়ণপরা যজ্ঞা নারায়ণপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৬
 নারায়ণপরা পৃথ্বী নারায়ণপরাং জনম্ ।
 নারায়ণপরা বহির্নারায়ণপরাং নভঃ ॥ ২৭
 নারায়ণপরা বায়ুর্নারায়ণপরাং মনঃ ।
 অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ উভে নারায়ণাত্মকে ॥ ২৮
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ যৎকিঞ্চিজীবসংজ্ঞিতম্
 স্থূলং সূক্ষ্মং পরং চৈব সর্বং নারায়ণাত্মকম্ ॥ ২৯
 শব্দাদ্যা বিষয়াঃ সর্বৈ শ্রোত্রাদীনীলিয়াণি চ ।
 প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব সর্বৈ নারায়ণাত্মকাঃ ॥ ৩০
 জলে স্থলে চ পাতালে স্বর্গলোকেহহরে নগে ।
 অবষ্টভ্য ইদং সর্বমাস্তে নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৩১
 কিং চাত্ত বহুনোক্তেন জগদেতচ্চরাচরম্ ।
 ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যস্তং সর্বং নারায়ণাত্মকম্ ॥ ৩২
 নারায়ণাংপরং কিঞ্চিন্নৈহ পশ্যামি ভো দ্বিজাঃ
 তেন ব্যাপ্তমিদং সর্বং দৃশ্যাদৃশ্যং চরাচরম্ ॥ ৩৩
 আপো হায়তনং বিকোঃ স চ এবাস্তসাং পতিঃ
 ভাস্মাদপ্সু অরেন্নিত্যং নারায়ণমঘাপহম্ ॥ ৩৪
 নানকালে বিশেষেণ চোপস্থায় জলে শুচিঃ ।

নারায়ণ । বেদগণ, দ্বিজগণ, যজ্ঞসকল, ক্রিয়াসমূহে, পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ, অনিল ও মন, সকলই নারায়ণ-পরায়ণ । অহঙ্কার ও বুদ্ধি এ উভয়ও নারায়ণাত্মক ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যে কিছু জীব-সংজ্ঞিত স্থূল সূক্ষ্ম ও পরম বস্তু সমস্তই নারায়ণাত্মক ; জল, স্থল, পাতাল, স্বর্গ-লোক, অহর ও পর্বত—সমস্ত ব্যাপিয়াই নারায়ণ বিরাজমান । এ সম্বন্ধে আর অধিক কি কহিব ? ব্রহ্মাদি তূণ পর্য্যন্ত এই চরাচর সমুদায় জগৎই নারায়ণাত্মক । হে দ্বিজগণ ! নারায়ণ হইতে এ জগতে শ্রেষ্ঠ কিছুই দেখি না । এই দৃশ্যাদৃশ্য চরাচর সমস্তই তিনি ব্যাপিয়া রহিয়াছেন । জল এবং জলপতি উভয়ই সেই নারায়ণের আয়তন । অতএব পাপহর নারায়ণকে জলমধ্যে নিযত অরণ করিবে । বিশেষতঃ শিশু নর নানকালে নারায়ণকে পূজা করিয়া

অরেন্নারায়ণং ধ্যায়েক্ষন্তে কায়ে চ বিস্তসেৎ ॥
 ওঙ্কারঞ্চ নকারঞ্চ অঙ্গুষ্ঠে হস্তয়োর্ন্যসেৎ ।
 শেঁষৈহস্ততলং যাবত্তর্জ্ঞাদিষু বিস্তসেৎ ॥ ৩৬
 ওঙ্কারং বামপাদে তু নকারং দক্ষিণে স্তসেৎ ।
 মোকারং বামকট্যাস্ত নাকারং দক্ষিণে স্তসেৎ
 বাকারং নাভিদেহে তু যকারং বামবাহুকে ।
 ণাকারং দক্ষিণে স্তস্তু যকারং মূর্ধ্নি বিস্তসেৎ ॥
 অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ হৃদয়ে পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোহগ্রতঃ ।
 ধ্যাহ্বা নারায়ণং পশ্চাদারভেৎ কবচং বৃধঃ ॥ ৩৭
 পূর্বে মাং পাতু গোবিন্দো দক্ষিণে মধুসূদনঃ ।
 পশ্চিমে শ্রীধরো দেবঃ কেশবস্ত তথোত্তরে ॥
 পাতু বিষ্ণুস্তথাগ্নেয়ে নৈঋতে মাধবোহব্যয়ঃ ।
 বায়ব্যে তু হৃষীকেশস্তথেশানে চ বামনঃ ॥ ৪১
 ভূতলে পাতু বারাহস্তথোর্ধ্বঞ্চ ত্রিবিক্রমঃ ।
 কুত্বেবং কবচং পশ্চাদাত্মানং চিস্তয়েত্ততঃ ॥ ৪২
 অহং নারায়ণো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
 এবং ধ্যাহ্বা তদাত্মানমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৪৩
 ত্রয়মগ্নির্দ্বিপদাং নাথ রেতোধাঃ কামদীপনঃ ।

অরণ ও ধ্যানপূর্বক হস্তে ও কায়ে বিস্তাস করিবে । যথা—অঙ্গুষ্ঠে, হস্তদ্বয়ে, ওঙ্কার ও নকার, এবং তর্জনী হইতে অপরাপর অঙ্গুলিদলে অষ্টাষ্ট বর্ণ বিস্তাস করিতে হইবে । বামপদে ওঙ্কার, দক্ষিণপদে নকার, বামকটিতে মোকার, দক্ষিণ কটিতে নাকার, নাভিদেহে বাকার, বামবাহুতে যকার, দক্ষিণ বাহুতে ণাকার এবং মস্তকে যকার বিস্তাস করিবে । অনন্তর অধঃ, উর্ধ্ব, হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও অগ্রভাগে নারায়ণকে ধ্যান-পূর্বক অভিজ্ঞ ব্যক্তি কবচ পাঠ করিবেন । যথা—গোবিন্দ আমার পূর্বদিকে, মধুসূদন দক্ষিণে, শ্রীধর পশ্চিমে, কেশব উত্তরে, বিষ্ণু অগ্নিকোণে, মাধব নৈঋত, হৃষীকেশ বায়ব্যে, বামন ঈশানকোণে, বারাহ ভূতলে, এবং ত্রিবিক্রম উর্ধ্বদিকে রক্ষা করুন । এইরূপে কবচ পাঠ করিয়া পরে ‘আমিই শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণ দেব’ এইরূপে আত্মনাকে চিন্তা করিবে । এই প্রকার

প্রধানঃ সৰ্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥৪৪
অমৃতস্তারণিস্তং হি দেবযোনিরপাং পতে ।
বুজিনং হর মে সৰ্বং তীর্থরাজ নমোহস্ত তে ॥
এবমুচ্চাৰ্য্য বিধিবত্ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ।
অন্তথা ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্নানং তত্র ন শস্ততে
কুত্বা তু বৈদিকৈর্মন্ত্রৈরভিষেকঞ্চ মার্জ্জনম্ ।
অন্তর্জলে জপেৎপশ্চাৎপ্রিয়ারূত্যাঘমৰ্ষণম্ ॥ ৪৭
হয়মেধো যথা বিপ্রাঃ সৰ্বপাপহরঃ ক্রতুঃ ।
তথাঘমৰ্ষণঞ্চাত্ৰ স্কন্ধং সৰ্বাঘনাশনম্ ॥ ৪৮
উত্তীৰ্য্য বাসসী ধৌতে নিশ্বলে পরিধায় বৈ ।
প্রাণানায়ম্য চাচম্য সঙ্ক্যাং চোপাস্ত ভাস্করম্ ॥
উপতিষ্ঠেত্ততশ্চোক্তং কিপ্ত্বা পুষ্পজলাঞ্জলিম্ ।
উপস্থায়োৰ্দ্ধ্ববাহুশ্চ তল্লিঙ্গৈর্ভাস্করং ততঃ ॥ ৫০
গায়ত্রীং পাবনীং দেবীং জপেদষ্টোত্তরং শতম্
অন্তাংশ্চ সৌরমন্ত্রাংশ্চ জপ্ত্বা তিষ্ঠন সমাহিতঃ ॥
কুত্বা প্রদক্ষিণং সূৰ্য্যং নমস্কৃত্যোপবিষ্ট চ ।

ধ্যানানন্তর এইমন্ত্র উচ্চারণ করিবে । ২২—৪৩
যথা,—হে নাথ ! তুমি দ্বিপদগণের অগ্নি,
ত্রেতোধাঃ, কামদীপন, সৰ্বভূতের প্রধান ও
জীবগণের অব্যয় প্রভু । তুমিই অমৃতের
স্বরূপ, দেবযোনি ও জনপতি, হে তীর্থ-
রাজ ! আমার পাপ হরণ কর ; আমি
তোমায় নমস্কার করি । এই মন্ত্র উচ্চা-
রণান্তে বিধিযুক্ত স্নানোচরণ করিবে । হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সাগরে অস্ত্র প্রকার স্নান
করা প্রশস্ত নহে । বৈদিক মন্ত্রে অভিষেক
ও মার্জ্জন করিয়া জলমধ্যে থাকিয়া তিনবার
অঘমৰ্ষণ মন্ত্র জপ করিবে । হে বিপ্রগণ !
অঘমেধ যজ্ঞ যেমন সৰ্বপাপহর, অঘমৰ্ষণ-
স্কন্ধ তেমনি সৰ্বাঘনাশন । অনন্তর জল
হইতে উঠিয়া বিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বয় পরিধান-
পূর্বক প্রাণায়াম, আচমন, ও সঙ্ক্যা-উপাসনা
সমাপনান্তে, ভাস্করের আরাধনা করিবে ।
পরে উর্দ্ধদিকে ভাস্কর উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি
নিষ্ক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া ভাস্করের
আরাধনার্থ অষ্টোত্তর শতবার পবিত্র গায়ত্রী
ও অন্তাশ্চ শৌর মন্ত্র জপান্তে সুসমাহিত

স্বাধ্যায়ঃ প্রাশুখঃ কুত্বা তর্পয়েদেবতান্ ঋষীন
মনুষ্যাংশ্চ পিতৃশ্চাত্মানামগোত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।
তোয়েন তিলমিশ্রেন বিধিবৎ সুসমাহিতঃ ॥৫৩
তর্পণং দেবতানাক পূর্বং কুত্বা সমাহিতঃ ।
অধিকারী ভবেৎ পশ্চাৎপিতৃণাং তর্পণে দ্বিজঃ
শ্রাদ্ধে হবনকালে চ পানিনৈকেন নির্ব্বপেৎ ।
তর্পণে তুভয়ং কুর্যাদেব এব বিধিঃ সদা ॥ ৫৫
অথারকেন সর্বোদ্যান পানিনা দক্ষিণেন তু ।
তৃপাতামিতি সিঞ্চেত্তু নামগোত্রেণ বাগ্‌যতঃ ॥
কাযশ্চৈর্যন্তিনৈর্মোহাৎ কুরোতি পিতৃতর্পণম্ ।
তর্পিতান্তেন পিতরশ্চাত্মাঃ সক্রধিরাস্থিতিঃ ॥ ৫৭
অঙ্গশ্চৈন তিলৈঃ কুর্যাদেবতাপিতৃতর্পণম্ ।
ক্রধিরং তন্তবেতোয়ং প্রদাতা কিম্বিধী ভবেৎ
ভূম্যাং যদীয়তে তোয়ং দাতা চৈব জলে স্থিতঃ
বুধা তন্মনিশাদ্‌দীনা নোপতিষ্ঠতি কন্তচিৎ ॥ ৫৯

হইয়া অবস্থান করিবে । সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ
ও নমস্কারপূর্বক উপবেশনান্তে প্রাশুখ
হইয়া স্বাধ্যায় পাঠ এবং দেব, মনুষ্য, পিতৃ
ও অস্ত্রাত্ম প্রাণীদিগকে নাম-গোত্র উল্লেখ
করিয়া তিলমিশ্র তোয় দ্বারা যথাবিধি তর্পণ
করিবে । ব্রাহ্মণ, প্রথমে সুসমাহিতভাবে
দেবতর্পণ করিলে, পশ্চাৎ পিতৃতর্পণে অধি-
কারী হইয়া থাকে । শ্রাদ্ধ এবং হোমাদি
ব্যাপার একহস্তেই নিবাহ করিবে । কিন্তু
তর্পণ ব্যাপার উভয় হস্তেই করিতে হইবে ।
ইহাই সর্বকালিক বিধি । নাম-গোত্র
উল্লেখ করিয়া বাগ্‌যতভাবে বাম ও দক্ষিণ
পাণি দ্বারা “তৃপাতাম্” এই মন্ত্রে জলসিকন
করিবে । যে ব্যক্তি মোহক্রমে স্বীয় অঙ্গ-
বিশেষে তিল বাগিয়া পিতৃতর্পণ করে,
তাহার পিতৃগণ তৃক্, মাংস, ক্রধির ও
অস্থি দ্বারাই তর্পিত হইয়া থাকে ; অত-
এব অঙ্গস্থিত তিলদ্বারা কদাপি দেব ও
পিতৃতর্পণ করিবে না । কেননা, তাদৃশ
তিলমিশ্র জল ক্রধিরবৎ হয় এবং তর্পণ-
কর্ত্তাও পাপী হইয়া থাকে । হে মুনি-
শ্রেষ্ঠগণ ! দাতা ব্যক্তি জলে থাকিয়া

স্থলে স্থিত্ব জলে যন্ত প্রযচ্ছেহৃদকং নরঃ ।
 পিতৃণাং নোপতিষ্ঠেত সলিলং তন্নিরর্থকম্ ॥৬০॥
 উদকে নোদকং কুৰ্য্যাৎ পিতৃভ্যশ্চ কদাচন ।
 উত্তীৰ্য্য তু শুচৌ দেশে কুৰ্য্যাৎসদকতৰ্পণম্ ॥৬১॥
 নোদকেষু ন পাশ্বেষু ন ক্রুদ্ধো নৈকপাণিনা ।
 নোপতিষ্ঠতি তন্তোয়ং যন্তুম্যং ন প্রদীয়তে ॥
 পিতৃণামক্ষয়ং স্থানং মহী দত্তা ময়া দ্বিজাঃ ।
 তন্মাস্ত্রৈব দাতব্যং পিতৃণাং প্রীতিমিচ্ছতা ॥
 ভূমিপৃষ্ঠে সমুৎপন্ন ভূম্যাকৈব চ সংস্থিতাঃ ।
 ভূম্যাকৈব লয়ং যাতা ভূমৌ দত্তাত্ততো জলম্
 আস্তীৰ্য্য চ কুশান্ সাগ্ৰাংস্তানাবাহ স্বমস্ততঃ ।
 প্রাচীনাগ্রেষু বৈ দেবান্ যাম্যাগ্রেষু তথা পিতৃন
 ইতি ত্রীত্বাক্ষে মহাপুরাণে সমুদ্ভূতানবিধি-
 নিরূপণং নাম ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬০॥

ভূতলে যে জলদান করেন, তাহা বৃথা
 হইয়া যায়; তাহাতে কাহারও তৃপ্তি হয়
 না। যে নর স্থলে থাকিয়া জলে জল-
 দান করে, সে জলও নিরর্থক হইয়া যায়;
 তাহা দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি হয় না।
 জলে থাকিয়া পিতৃগণকে কখন জলদান
 করিবে না; পরন্তু পবিত্র তীর দেশে উপস্থিত
 হইয়া জলতৰ্পণ করিবে। জলে, পাশ্বে
 এবং ভূতলে তৰ্পণ করা নিষিদ্ধ। এবং
 ক্রুদ্ধ হইয়া অথবা এক হস্ত দ্বারা তৰ্পণ
 করাও অবৈধ। এরূপ তৰ্পণে পিতৃগণ
 পরিতুষ্ট হন না। হে দ্বিজগণ! মহীকেই
 আমি পিতৃগণের অক্ষয় স্থানরূপে দান
 করিয়াছি। অতএব পিতৃগণের প্রীতি-
 কামনায় সেইখানেই তৰ্পণজল দান করিবে।
 ভূমিপৃষ্ঠে অন্য হইয়াছে, ভূমিতেই অব-
 স্থান করিতে হয়, ভূমিতেই লয় পাইতে
 হয়, অতএব ভূমিতেই জলদান করা কর্তব্য।
 তৰ্পণকালে সাগ্ৰ কুশসমষ্টি আস্তৃত করিয়া
 স্ব স্ব মস্ত্রে দেব ও পিতৃগণকে আবাহনপূর্ব্বক

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবান্ পিতৃংস্তথা চাত্মান্ সন্তপ্যাত্মা বাগ্‌যতঃ
 হস্তমাত্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারং সুশোভনম্ ॥ ১
 পুরং বিলিখ্য ভো বিপ্রাস্তীরে তন্ত মহোদধেঃ
 মধ্যে তত্র লিখেৎ পদ্মমষ্টপত্রং সর্গণিকম্ ॥ ২
 এবং মণ্ডলমালিখ্য পূজয়েত্তত্র ভো দ্বিজাঃ ।
 অষ্টাক্ষরবিধানেন নারায়ণমজং বিভূম্ ॥ ৩
 অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কায়শোধনমুত্তমম্ ।
 অকারং হৃদয়ে ধ্যানত্বে চক্ররেখাসমষ্টিতম্ ॥ ৪
 জ্বলন্তং ত্রিশিখং চৈব দহন্তং পাপনাশনম্ ।
 চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থং রাকারং মুদ্রি চিত্তয়েৎ ॥ ৫
 শুক্রবর্ণং প্রবর্ষন্তমমৃতং প্লাবয়ন মহীম্ ।
 এবং নিধুঁতপাপস্ত দিব্যদেহস্ততো ভবেৎ ॥ ৬

প্রাচীনাগ্র কুশে দেবগণকে ও যাম্যাগ্র কুশে
 পিতৃগণকে তৰ্পণ করিবে। ৪৪—৬৫।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! দেব,
 পিতৃ, ও অত্যাচার প্রাণীদিগকে তৰ্পণ
 করিয়া আচমনান্তে বাগ্‌যতভাবে মহোদধির
 তীরে একটি মণ্ডল অঙ্কন করিবে। এই
 মণ্ডল হস্তমাত্র, চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার ও
 সুশোভন হইবে। তন্মধ্যে একটি সর্গণিক
 অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। এইরূপে
 মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রে অজ,
 বিভূ, নারায়ণকে তাহাতে পূজা করিবে। হে
 দ্বিজগণ! অতঃপর উত্তম কায়শুদ্ধি-বিধি
 বলিতেছি। হৃদয়ে চক্ররেখাঙ্কিত ওঙ্কার
 ধ্যান করিয়া উজ্জ্বল ত্রিশিখাঙ্কিত দাহকারী
 পাপহর চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যস্থিত রাকার মন্ত্রে
 চিন্তা করিবে এবং আরও ভাবিবে যে,
 উহা যেন শুক্রবর্ণ সুধাবর্ষণে মহীমণ্ডল
 প্লাবিত করিতেছে। এইরূপে নিষাপ

অষ্টাকরং ততো মন্ত্রং ত্র্যসেদেবাশ্বানো বুধঃ ।
বামপাদং সমারভ্য ক্রমশঃ চৈব বিস্ত্রসেৎ ॥ ৭
পঞ্চাঙ্গং বৈষ্ণবং চৈব চতুর্ভূহং তথৈব চ ।
করওদ্ধিঃ প্রকুর্ক্বীত মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ ॥ ৮
একৈকং চৈব বর্ণং তু অঙ্গুলীষু পৃথক্ পৃথক্ ।
ওঁকারঃ পৃথিবীঃ শুক্রাঃ বামপাদে তু বিস্ত্রসেৎ
নকারঃ শান্তবঃ শ্রামো দক্ষিণে তু ব্যবস্থিতঃ ।
মোকারঃ কালমেবাহুর্কামকট্যাং নিধাপয়েৎ ॥
নাকারঃ সর্ববীজং তু দক্ষিণশ্রাং ব্যবস্থিতঃ ।
রাকারন্তেজ ইত্যাহুর্নাভিদেহে ব্যবস্থিতঃ ।
বায়ব্যাং যকারন্ত বামস্তক্ষে সমাশ্রিতঃ ।
গাকারঃ সর্বগো জ্ঞেয়ো দক্ষিণাংসে ব্যবস্থিতঃ
যকারোহয়ং শিরঃস্থঃ যত্র লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

ওঁ বিষ্ণবে নমঃ শিরঃ ।

ওঁ জলনায় নমঃ শিখা ।

ওঁ বিষ্ণবে নমঃ কবচম্ ।

ওঁ বিষ্ণবে নমঃ সুরণং দিশো বজ্রায় ।

ওঁ ইক্‌ডম্ ।

ওঁ শিরসি শুক্রে বাসুদেব ইতি ।

ওঁ আং ললাটে রক্তঃ সর্ষপং

গুরুত্বান বহিস্তেজ আদিত্য ইতি ।

হইয়া দিব্য দেহ ধারণ করিবে। অনন্তর
সাধক বামপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া
ক্রমশঃ সর্ষাপে অষ্টাকর মন্ত্র ত্র্যস
করত পঞ্চাঙ্গ বৈষ্ণব চতুর্ভূহ সমাধানান্তে মূল মন্ত্র
ছায়া করওদ্ধি করিবে। প্রত্যেক অঙ্গুলি-
দলে ওঙ্কারের এক একটা বর্ণ বিস্ত্রাস
করত শুক্রবর্ণ পৃথিবীবীজ বামপাদে বিস্ত্রাস
করিতে হইবে। শ্রামবর্ণ শান্তব বীজ নকার
দক্ষিণে, কালবীজ মোকার বামকটিতে, সর্ব
বীজ নাকার দক্ষিণদিকে, তৈজসাখ্য রাকার
নাভিদেহে, বায়ব্যবীজ যকার বামস্তক্ষে,
সর্বগ গাকার দক্ষিণ স্তক্ষে এবং সর্বলোক-
প্রতিষ্ঠ যাকার শিরোদেশে বিস্ত্রাস
করিবে ১—১২। অনন্তর “ওঁ বিষ্ণবে
নমঃ শিরঃ” ইত্যাদি মন্ত্র সকল যথার্থ

ওঁ আং প্রৌবায়াং পীতঃ

প্রহয়ো বায়ুমেব ইতি ।

ওঁ আং হৃদয়ে কুণ্ডোহনিকঙ্কঃ

সর্বশক্তিসমবিত ইতি ।

এবং চতুর্ভূহমাত্মনং কৃত্বা

ততঃ কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ১৩

গমাগ্রেহবস্ত্রিতো বিষ্ণুঃ পৃষ্ঠতশ্চাপি কেশবঃ ।
গোবিন্দো দক্ষিণে পাশ্বে বামে তু মধুসূদনঃ ॥
উপরিষ্ঠাভু বৈকুণ্ঠো বারাহঃ পৃথিবীতলে ।
অবাস্তরদিশো যান্ত তানু সর্ষাপু মাধবঃ ॥ ১৫
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা ।
নরসিংহকৃতা শুশ্রীষাসুদেবময়ো হৃদম্ ॥ ১৬
এবং বিষ্ণুময়ো ভূত্বা ততঃ কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ।
যথা দেহে তথা দেবে সর্বতত্ত্বানি যোজয়েৎ ॥
ততশ্চৈব প্রকুর্ক্বীত প্রোক্ষণং প্রণবেন তু ।
ফট্‌কারান্তং সমুদ্বিষ্টে সর্ববিঘ্নহরং শুভম্ ॥ ১৮
তত্রাক্‌চলবহুনাং মণ্ডলানি বিচিন্তয়েৎ ।
পদ্যমধ্যে ত্র্যসেদ্বিষ্ণুং পবনশ্রাদ্ধরম্ চ ॥ ১৯
ততো বিচিন্ত্য হৃদয় ওঁকারং জ্যোতীরূপিণম্ ।

স্থলে বিস্ত্রাস করত আমার অগ্রে
বিষ্ণু, পৃষ্ঠে কেশব, দক্ষিণপার্শ্বে গোবিন্দ,
বামে মধুসূদন, উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ,
পৃথিবীতলে বারাহ, এবং অবাস্তর
দিকে মাধব অব-
স্থিত। আমার গমন, অবস্থান, জাগ্রৎ,
স্বপ্ন অবস্থায় নৃসিংহ আমার রক্ষক।
আমি বাসুদেবময়। এই প্রকারে বিষ্ণুময়
হইয়া কৰ্ম্ম আরম্ভ করিবে। যেমন নিজ
দেহে, তেমনি দেবদেহে সর্বতত্ত্ব যোজনা
করা কর্তব্য। অনন্তর প্রণব মন্ত্রে প্রোক্ষণ
করিয়া সর্ববিঘ্নহর শুভ ফট্‌কারান্ত মন্ত্র
উচ্চারণান্তে তৎকালে সূর্য্য, চন্দ্র, ও ব্রহ্ম-
মণ্ডল চিন্তা করিবে। পদ্যমধ্যে বিষ্ণুকে
ত্র্যস করিয়া পরে হৃদয়ে জ্যোতীরূপ ওঙ্কার
চিন্তা করত কণিকাস্থ সনাতন জ্যোতীরূপ
অষ্টাকর মন্ত্র যথাক্রমে বিস্ত্রাস করিবে।
পরে ঐ মন্ত্র দ্বারা ব্যক্তসমস্ত ভাবে

কর্ণিকায়াঃ সমাসীনঃ জ্যোতীরূপঃ সনাতনম্ ॥

অষ্টাঙ্গরং ততো মন্ত্রং বিস্তসেচ্চ যথাক্রমম্ ।

তেন ব্যস্তসমন্তেন পূজনং পরমং স্মৃতম্ ॥ ২১

দ্বাদশাঙ্গরমন্ত্রেণ যজ্ঞেদেবং সনাতনম্ ।

ততোহবধাৰ্য্য হৃদয়ে কৰ্ণিকায়াঃ বহিৰ্য্যসেৎ ॥

চতুৰ্ভুজঃ মহাসম্বঃ সূর্য্যকোটীসমপ্রভম্ ।

চিন্তয়িত্বা মহাযোগং জ্যোতীরূপঃ সনাতনম্ ॥

ততশ্চাবাহয়েন্নমস্তু ক্রমেণাচিন্ত্য মানসে ॥ ২৩

আবাহনমন্ত্রঃ —

মীনরূপো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ ।

আয়াতু দেবো বরদো মম নারায়ণোহগ্রতঃ ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৪

স্থাপনমন্ত্রঃ—

কর্ণিকায়াঃ সুপীঠেহত্র পদ্মকল্পিতমাসনম্ ।

সৰ্ব্বসম্বহিতার্থায় তিষ্ঠ ত্বং মধুসূদন ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৫

অৰ্ঘ্যমন্ত্রঃ—

ওঁ ত্রৈলোক্যপতীনাং পতয়ে

দেবদেবায় হৃষীকেশায় বিষ্ণবে নমঃ ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৬

পাণ্ডামন্ত্রঃ—

ওঁ পাদাং পাদয়োর্দেব পদ্মনাত সনাতন ।

বিষ্ণো কমলপত্রাঙ্ক গৃহাণ মধুসূদন ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৭

বিশেষ পূজা কর্তব্য এবং দ্বাদশাঙ্গর মন্ত্র দ্বারা সনাতন দেবের পূজা করিবে। অনন্তর হৃদয়ে তাঁহাকে অবধারণান্তে কৰ্ণিকায়াঃ বহির্ভাগে বিস্তাস করিবে। তৎপরে চতুৰ্ভুজ মহাসম্ব কোটিসূর্য্য-সমপ্রভ জ্যোতীরূপ সনাতন দেবকে চিন্তা করিয়া আবাহন করিবে। আবাহনমন্ত্র যথা,— “মীনরূপো বরাহশ্চ” ইত্যাদি। তৎপরে স্থাপনমন্ত্র যথা,— “কর্ণিকায়াঃ সুপীঠেহত্র” ইত্যাদি। অনন্তর অৰ্ঘ্যদানমন্ত্র যথা— “ওঁ ত্রৈলোক্যপতীনাং পতয়ে” ইত্যাদি। পরে পাণ্ডাদান-মন্ত্র যথা— “ওঁ পাদাং

মধুপৰ্কমন্ত্রঃ—

মধুপৰ্কং মহাদেব ব্রহ্মাণ্যৈঃ কল্পিতং তব ।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পুরুষোত্তম ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৮

আচমনীয়মন্ত্রঃ—

মন্দাকিনীয়াঃ সিতং বারি সৰ্ব্বপাপহরং শিবম্ ।

গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৯

জ্ঞানমন্ত্রঃ—

ত্বমাপঃ পৃথিবী চৈব জ্যোতিষ্কঃ বায়ুরেব চ ।

লোকেশ বৃত্তিমাশ্রয়েণ বারিণা স্নাপয়াম্যহম্ ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩০

বস্ত্রমন্ত্রঃ—

দেব তব্বসমাযুক্ত যস্তবর্ণসমম্বিত ।

স্বর্ণবর্ণপ্রভে দেব বাসসী তব কেশব ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩১

বিলেপনমন্ত্রঃ—

শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং চৈব চ কেশব ।

ময়া নিবেদিতো গন্ধঃ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্ ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩২

উপবীতমন্ত্রঃ—

ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রেণ ত্রিবৃতং পদ্মযোনিম্ ।

সাবিত্রীগ্রন্থিসংযুক্তমুপবীতং তবার্পয়ে ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৩

অলঙ্কারমন্ত্রঃ—

দিব্যরত্নসমাযুক্ত বহিতান্নসমপ্রভ ।

গাত্রাণি তব শোভন্ত সালঙ্কারাণি মাধব ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৪

পাদয়োর্দেব” ইত্যাদি। তৎপরে মধুপৰ্ক ; মন্ত্র যথা— “মধুপৰ্কং মহাদেব” ইত্যাদি। অনন্তর আচমনীয়মন্ত্র যথা— “মন্দাকিনীয়াঃ সিতং বারি” ইত্যাদি। তদনন্তর জ্ঞান ; মন্ত্র যথা— “ত্বমাপঃ পৃথিবী চৈব” ইত্যাদি। অনন্তর বস্ত্রদান ; মন্ত্র যথা— “দেবতব্বসমা-যুক্ত” ইত্যাদি। পরে বিলেপন ; মন্ত্র যথা— “শরীরং তে ন জানামি” ইত্যাদি। তৎপরে উপবীতদান ; মন্ত্র যথা— “ঋগ্‌

ওঁ নম ইতি প্রত্যকরং সমস্তেন মূলমন্ত্রেণ
বা পূজয়েৎ ।

ধূপমন্ত্রঃ—

বনম্পতিরসো দিব্যো গন্ধাত্যঃ সুরভিচ্চ তে ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৬

দীপমন্ত্রঃ—

সূর্য্যচন্দ্রসমো জ্যোতির্জিহ্বাদগ্ন্যেস্তথৈব চ ।
অমেব জ্যোতিষাঃ দেব দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ।

নৈবেদ্যমন্ত্রঃ—

অন্নং চতুর্দিকৈকৈব রসৈঃ ষড়্ভিঃ সমধিতম্ ।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং তব কেশব ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৮

পূর্বে দলে বাসুদেবঃ যাম্যে সঙ্কর্ষণঃ স্তম্ভেৎ ।
প্রহ্মায়ঃ পশ্চিমে কুর্ধ্যাদনিকৃৎকঃ তথোত্তরে ॥ ৩৯
বারাহক্য তথাগ্নয়ে নরসিংহক্য নৈঋতে ।
বায়বে্যে মাধবকৈব তথৈশানে ত্রিবিক্রমম্ ॥
উখাষ্টাকরদেবস্ত গরুড়ং পুরতো স্তম্ভেৎ ।
বামপার্শ্বে তথা চক্রং শঙ্খাঃ দক্ষিণতো স্তম্ভেৎ
স্তথা মহাগদাধিকৈব স্তম্ভেদেবস্ত দক্ষিণে ।
ততঃ শার্ঙ্গং ধনুর্বিদ্বান্যাসেদেবস্ত বামতঃ ॥ ৪২
দক্ষিণেনেষুধী দিব্যে খজাং বামে চ বিস্তম্ভেৎ

বজ্রঃ সামমন্ত্রেণ” ইত্যাদি । অতঃপর
অলঙ্কারমন্ত্র যথা—“দিব্যরত্নসমায়ুক্ত
ইত্যাদি । তদনন্তর ধূপদানঃ, মন্ত্র যথা—
“বনম্পতিরসো দিব্য” ইত্যাদি । তৎপশ্চাৎ
দীপদানঃ, মন্ত্র যথা—“সূর্য্যচন্দ্রসমো-
জ্যোতিঃ” ইত্যাদি । সর্বশেষে নৈবেদ্য-
নিবেদনঃ, মন্ত্র যথা—“অন্নং চতুর্দিকৈঃ”
ইত্যাদি । ৩৮ । অনন্তর পূর্বদলে বাসুদেব,
দক্ষিণে সঙ্কর্ষণ, পশ্চিমে প্রহ্মা, উত্তরে
অনিকৃৎকঃ, অগ্নিকোণে বরাহ, নৈঋতে
নরসিংহ, বায়বে্যে মাধব, এবং ঈশানে
ত্রিবিক্রমকে বিস্তাস করিবে । এইরূপে
বাসুদেবের সম্মুখে গরুড়, বামপার্শ্বে চক্র,
দক্ষিণে শঙ্খ, ও, মহাগদা, বামে শার্ঙ্গ

শ্রিয়ঃ দক্ষিণতঃ স্থাপ্য পুষ্টিমুত্তরতো স্তম্ভেৎ ॥ ৪৩
বনমালাঞ্চ পুরতন্ততঃ জীবৎসকৌশভৌ ।
বিস্তসেদ্ধনয়াদীনি পূর্বাদিষু চতুর্দিশম্ ॥ ৪৪
ততোহস্তং দেবদেবস্ত কোণে চৈব তু বিস্তসেৎ
ইন্দ্রমগ্নিঃ যমকৈব নৈঋতং বরুণং তথা ॥ ৪৫
বায়ুং ধনদয়াশানমনস্তঃ ব্রহ্মণা সহ ।
পূজয়েত্তাস্ত্রিকৈর্মন্ত্রৈরধশ্চোক্ষঃ তথৈব চ ॥ ৪৬
এবং সম্পূজ্য দেবেশং মণ্ডলস্থং জনাৰ্দ্দিনম্ ।
লভেদভিমতান্ কামান্নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৭
অনেনৈব বিধানেন মণ্ডলস্থং জনাৰ্দ্দিনম্ ।
পূজিতং যঃ সম্পশ্চেত স বিশেষদ্বিধুমব্যয়ম্ ॥ ৪৮
সকৃদপ্যর্চিত্তে যেন বিধানেনৈব কেশবঃ ।
জন্মমৃত্যুজরাং তীৰ্ণা স বিকোঃ পদমাশ্রুয়াৎ ॥
যঃ স্মরেৎ সততং ভক্ত্যা নারায়ণমতন্মিতঃ ।
অবহং তস্ত বাসায় শ্বেতদ্বীপঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৫০
ওঙ্কারাদিসমায়ুক্তং নমঃকারাস্তদীপিতম্ ।
তন্নাম সর্বতত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যতিধীয়তে ॥ ৫১

ধনু, দক্ষিণ পার্শ্বে দিব্য ইষুধীষয়, বামে
খজা, দক্ষিণে জীবৎস, এবং উত্তরে পুষ্টিকে
বিস্তাস করিবে । এতদ্ভিন্ন সম্মুখে বনমালা,
জীবৎস, কৌশভ, এবং পূর্বাদি চতুর্দিকে
ও কোণে দেবদেবের অস্ত্র বিস্তাস
করিবে । অনন্তর উর্দ্ধ ও অধোদিকে
তাস্ত্রিক মন্ত্রে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, নৈঋত, বরুণ,
বায়ু, ধনদ, ঈশান ও অনন্তকে পূজা
করিবে । এইরূপে মণ্ডলস্থ দেবদেব জনা-
র্দ্দিনকে পূজা করিয়া নিশ্চয়ই অতিমত
কাম্য বস্তু সকল পাওয়া যায় । যিনি
এইরূপ বিধানক্রমে মণ্ডলস্থ জনাৰ্দ্দিনকে
পূজিত হইতে দেখেন, তিনি অব্যয় বিষ্ণু-
দেহে বিনীত হইয়া থাকেন । যিনি এইরূপ
বিধি অনুসারে একবারমাত্র কেশবের
অর্চনা করেন, তিনি জন্ম, জরা, মৃত্যু জয়
করিয়া বিষ্ণুপদে উপনীত হইয়া থাকেন ।
যে ব্যক্তি ভক্তিতে নিরলসভাবে প্রতি-
দিন নারায়ণ স্মরণ করে, শ্বেতদ্বীপে
তাহার বসতি হইয়া থাকে । প্রণবাদি

অনেনৈব বিধানেন গন্ধপুষ্পং নিবেদয়েৎ ।
 একৈকশ্চ প্রকুব্বীত যথোদ্দিষ্টং ক্রমেণ তু ॥৫২
 মুদ্রাস্ততো নিবপ্নীয়াদ্যথোক্তক্রমচোদিতাঃ ।
 জপকৈব প্রকুব্বীত মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ৫৩
 অষ্টাবিংশতিমষ্টৌ বা শতমষ্টোত্তরং তথা ।
 কামেষু চ যথাপ্রোক্তং যথাশক্তি সমাহিতঃ ॥
 পদ্মং শঙ্খাশ্চ জীবৎসো গদা গরুড় এব চ ।
 চক্রং খড়্গাশ্চ শাঙ্গঞ্চ অষ্টৌ মুদ্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ
 বিসর্জনমন্ত্রঃ—

গচ্ছ গচ্ছ পরংস্থানং পুরাণ পুরুষোত্তম ।
 যত্র ব্রহ্মাণয়ো দেবা বিন্দন্তি পরমং
 পদম্ ॥ ৫৬
 অর্চনং যে ন জানন্তি হরেন্নৈজৈর্থথোদিতম্ ।
 তে তত্র মূলমন্ত্রেণ পূজয়ন্ত্যুচ্যুতং সদা ॥ ৫৭
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভুত্বমিসংবাদে পূজাবিধি-
 কথনং মার্কণ্ডেয়শ্রীমদমোহন্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

মমোহন্যায় সর্বতত্ত্বময় বাসুদেব নামই তদীয়
 মন্ত্র বলিয়া নির্দিষ্ট । উল্লিখিত মন্ত্র দ্বারাই
 যথাক্রমে গন্ধ-পুষ্পাদি নিবেদন করিবে ।
 অনন্তর যথাবিহিত ক্রমানুসারে নির্দিষ্ট
 মুদ্রা সকল প্রদর্শনপূর্বক মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি
 অষ্ট, অষ্টাবিংশতি, অষ্টোত্তরশত অথবা
 যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে । পদ্ম, শঙ্খ,
 জীবৎস, গদা, গরুড়, চক্র, শাঙ্গ এই
 আটটা মুদ্রা কীর্তিত হইয়াছে । এই সকল
 মুদ্রাই প্রদর্শন করিতে হয় । তৎপরে
 বিসর্জন ; তন্মন্ত্র যথা—“গচ্ছ গচ্ছ পরং-
 স্থানং “ইত্যাদি ।” যাহারা যথাযথ হরির
 অর্চনা জানে না, তাহাদের পক্ষে মাত্র
 মূল মন্ত্র দ্বারা অর্চনা করাই সর্বথা
 কর্তব্য ॥ ৩৯—৫৭ ॥

কষাট্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬১ ।

দ্বিষষ্টিতমোহন্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং সম্পূজ্য বিধিবন্তক্য তং পুরুষোত্তমম্ ।
 প্রণম্য শিরসা পশ্চাৎ সাগরঞ্চ প্রসাদয়েৎ ॥১
 প্রাণস্বঃ সর্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতে
 তীর্থরাজ নমন্তেহস্ত ত্রাহি মামচ্যুতপ্রিয় ॥ ২
 স্নাত্ত্বৈব সাগরে সম্যক্ তস্মিন্কেতবরে দ্বিজাঃ
 তীরে চাত্যর্চ্য বিধিবন্নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৩
 রামং কৃষ্ণং স্নাত্ত্বাঞ্চ প্রণিপত্য চ সাগরম্ ।
 শতানামশ্রমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৪
 সর্বপাপবিনিষ্টকৃৎ সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ ।
 বৃন্দারক ইব শ্রীমান্ রূপর্যোবনগর্ভিতঃ ॥ ৫
 বিমানেনার্কবর্ণেন দিব্যগন্ধর্ব্বনাদিনা ।
 কুলৈকবিংশমুদ্রাত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৬
 ভূক্তা তত্র বরান্ ভোগান্ ক্রীড়িত্ব চাম্পরৈঃ
 সহ ।
 মনন্তরশতং সাগ্রং জরামৃত্যুবিবর্জিতঃ ॥ ৭

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—এইরূপে ভক্তিতাবে
 পুরুষোত্তম দেবকে বিধিমত পূজা করিয়া
 মন্তক দ্বারা প্রণিপাতপুরঃসর পশ্চাৎ
 জনধিকে প্রসন্ন করিবে ; বলিবে,—হে
 সরিৎপতে ! তুমি সর্বভূতের প্রাণ ও
 যোনি । হে তীর্থরাজ ! হে অচ্যুতপ্রিয় !
 তোমায় নমস্কার করি ; আমার পরিজ্ঞান
 কর । হে দ্বিজগণ ! এই বলিয়া সাগরে
 স্নান করত তীরদেশে যথাবিধি অনাময়
 নারায়ণ, বলরাম, স্নাত্ত্বা ও সাগরকে অর্চ-
 নাস্তে প্রণিপাত করিলে, মানব শতশ্রমেধের
 ফল লাভ করিয়া থাকে । তাহার সর্ব পাপ ও
 সর্ব দুঃখ বিদূরিত হয় । সে দেববৎ শ্রীমান্ ও
 র্যোবনগর্ভিত হইয়া গন্ধর্ব্বগণের দিব্য
 সঙ্গীত-নাদিত অর্কবর্ণ বিমানারোহণে এক-
 বিংশতি কুলের উদ্ধার সাধনপূর্বক বিষ্ণু-
 লোকে উপনীত হয় । সেখানে গিয়া ষড়
 মনন্তর পর্যন্ত জরামৃত্যু হইতে অব্যাহতি

পুণ্যকরাদিহায়াতঃ কুলে সর্বগুণাধিতে ।
রূপবান্ সুভগঃ স্রীমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
দেবশাস্ত্রার্থবিদ্বিপ্ৰো ভবেদ্বজ্ঞা তু বৈকবঃ ।
যোগক বৈকবঃ প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাপুয়াৎ
গ্রহোপরাগে সংক্রান্ত্যাময়নে বিষুবে তথা ।
যুগাদিষু ষড়্ভীত্যাং ব্যতীপাতে দিনকয়ে ॥ ১০
আষাঢ়্যাকৈব কার্তিক্যাং মাঘ্যাং বাস্তে

শুভে তিথৌ ।

যে তত্র দানং বিপ্রেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি সুমেধসঃ
কলং সহস্রগুণিতমন্ততীর্থালভন্তি তে ।
পিতৃণাং যে প্রযচ্ছন্তি পিণ্ডং তত্র বিধানতঃ ॥
অক্ষয়াং পিতরস্তেভ্যং তৃপ্তিং সম্প্রাপ্নুবন্তি বৈ
এবং স্নানকলং সম্যক্ সাগরস্থ ময়োদিতম্ ॥
দানস্ত চ কলং বিপ্রাঃ পিণ্ডদানস্ত চৈব হি ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষকলদমাযুকীর্তিযশস্করম্ ॥ ১৪

লাভ করিয়া বিবিধ দিব্য ভোগ উপভোগ,
ও অপ্সরোগণ সহ ক্রীড়া করিয়া পশ্চাৎ
পুণ্যকয়ে মর্ত্যে আসিয়া কোন এক সর্ব-
গুণাধিত কুলে রূপবান্, সৌভাগ্যশালী,
স্রীমান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বেদ-
শাস্ত্রার্থজ্ঞ, যোগীন্, বৈকব ব্রাহ্মণ হইয়া
জন্মগ্রহণ করিবেন এবং বৈকব যোগ
অবলম্বনপূর্বক অন্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন ।
গ্রহণ, সংক্রান্তি, অয়ন, বিষুব, যুগাদ্যা,
ষড়্ভীতি, ব্যতীপাত এবং আষাঢ়, কার্তিক,
ও মাঘ মাসের শুভ দিন ও শুভ তিথিতে
যে সকল সুধী ব্যক্তি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে
ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি দান করেন, তাঁহারা
অন্ত তীর্থ অপেক্ষা সহস্র গুণ কল প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন । তাঁহারা বিধিপূর্বক তথায়
পিতৃপিণ্ড দান করেন, তাঁহাদের পিতৃগণ
অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন । হে
বিপ্রগণ ! এইরূপে যথাবিধি সাগরস্নানে,
ধনদানে ও পিণ্ডদানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া
যায়, তাহা আমি আপনাদিগকে যথাযথ
বলিলাম । এই পৌরাণিক প্রস্তাব ধর্ম্ম,
অর্থ ও মোক্ষকলপ্রদ ; আয়ু, কীর্তি ও

ভুক্তিমুক্তিফলঃ নৃণাং ধন্যঃ হৃঃস্বপ্ননাশনম্ ।
সর্বপাপহরঃ পুণ্যঃ সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৫
নাস্তিকায় ন বক্তব্যং পুরাণকং দ্বিজোত্তমঃ ।
তাবদগর্জন্তি তীর্থানিমাহাষ্ট্রৈঃ সৈঃ পৃথক্ পৃথক্
যাবন্ন তীর্থরাজস্ত মাহাষ্ট্র্যঃ বর্ণ্যতে দ্বিজাঃ ।
পুঙ্করাদীন তীর্থানি প্রযচ্ছন্তি স্বকং কলম্ ॥ ১৭
তীর্থরাজস্ত স পুনঃ সর্বতীর্থফলপ্রদঃ ।
ভূতলে যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাসি চ ॥ ১৮
বিশন্তি সাগরে তানি তেনাসৌ শ্রেষ্ঠতাং গতাঃ
রাজা সমস্ততীর্থানাং সাগরঃ সরিতাং পতিঃ ॥
তস্মাৎ সমস্ততীর্থৈভ্যঃ শ্রেষ্ঠোহসৌ সর্বকামদঃ
তমো নাশং যথাভ্যতি ভাস্করেহভ্যদিত্তে
দ্বিজাঃ ॥ ২০
স্নানে তীর্থরাজস্ত তথা পাপস্ত সঙ্কয়ঃ ।
তীর্থরাজস্য তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ২১

যশস্কর এবং ভুক্তি ও মুক্তি-ফলজনক । ইহা
ধন্য, পুণ্য সর্বকামফলপ্রদ, সর্বপাপহর,
ও হৃঃস্বপ্ননাশন । ১—১৫। হে দ্বিজোত্তমগণ !
এই পুণ্য প্রস্তাব নাস্তিকের নিকট কদাচ
বক্তব্য নহে । হে দ্বিজগণ ! যাবৎ না এই
তীর্থরাজের মাহাষ্ট্র প্রচারিত হয়, অন্তান্ত
তীর্থ সকল তত কালই স্ব স্ব মাহাষ্ট্রে স্ব স্ব
প্রতিপত্তি ঘোষণা করিয়া থাকেন । পুঙ্করাদি
অন্তান্ত যে সকল তীর্থ আছে, তাহারা
নিজ নিজ তীর্থসেবা জন্ত ফলই বিতরণ
করে, কিন্তু এই তীর্থরাজ পুরুষোত্তম
একাধারে সর্বতীর্থের ফল প্রদান করিয়া
থাকেন । ভূতলে যত কিছু সরিৎ সরো-
বরাদি তীর্থ আছে, তাহারা সকলেই সাগরে
প্রবেশ করে ; তাই সরিৎপতি সাগর,
সর্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ রাজা । অতএব সর্বকাম-
প্রদ সাগরই সমস্ত তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ !
হে দ্বিজগণ ! যেমন ভাস্করের অভ্যুদয়ে
তমোরাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি এই তীর্থ-
রাজের স্নানে সর্বপাপ ক্ষয় হয় । এই
তীর্থরাজের সমান তীর্থ কখন ছিল না

অধিষ্ঠানং যদা যত্র প্রভোর্নারায়ণস্ত বৈ ।
কঃ শক্লোতিগুণান্ বক্তুং তীর্থরাজস্তুভো দ্বিজাঃ
কোট্যো নবনবত্যস্ত যত্র তীর্থানি সন্তি বৈ ।
তস্মাৎ স্নানঞ্চ দানঞ্চ হোমং জপ্যং সুরার্চনম্
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তত্র চাক্ষয়ং ক্রিয়তে দ্বিজাঃ

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সমুদ্রস্নানমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো গচ্ছেদ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তীর্থং যজ্ঞাঙ্গসম্ভবম্ ।
ইন্দ্রহৃদয়সরো নাম যত্রাস্তে পাবনং শুভম্ ॥ ১
গত্বা তত্র শুচির্ধীমানাচম্য মনসা হরিম্ ।
ধ্যাত্বোপস্থায় চ জলমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২
অশ্বমেধাঙ্গসমুত্ত তীর্থ সর্বাঘনাশন ।
স্নানং ক্বয়ি করোম্যদ্য পাপং হর নমোহস্ত তে

এবং কখন হইবেও না । যেখানে সর্বদা
প্রভু নারায়ণের অধিষ্ঠান, হে দ্বিজগণ !
সেই তীর্থরাজের গুণ বর্ণন করিতে কে
সক্ষম ? এই তীর্থশ্রেষ্ঠ সাগরে নবনবতি
কোটি তীর্থ বিরাজমান ; সুতরাং হে
দ্বিজগণ ! এখানে স্নান, দান, হোম, জপ,
ও দেবার্চনাদি যাহা কিছু করা যায়, সমস্তই
অক্ষয় হয় ॥ ১৬—২৩ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অন-
ন্তর যজ্ঞাঙ্গসম্ভব তীর্থে গমন করিবে ।
ঐ তীর্থে পরমপাবন ইন্দ্রহৃদয় সরোবর
বিরাজিত । সেখানে গিয়া ধীমান্ মানব,
শুচিভাবে আচমনপূর্বক মনে মনে হরিকে
ধ্যান ও জলস্পর্শ করত এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিবে ; যথা—“অশ্বমেধাঙ্গসমুত্ত” ইত্যাদি ।

এবমুচ্চার্য্য বিধিবৎ স্নাত্বা দেবানুযীন্ পিতৃন ।
তিলোদকেন চান্তাংস্ত সন্তর্প্যাচম্য বাগ্ভুষতঃ ॥
দত্বা পিতৃণাং পিণ্ডাংস্ত সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্
দশাশ্বমেধিকং সম্যক্ কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান্ বংশানুধৃত্য দেববৎ ।
কামগেন বিমানেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৬
ভুক্ত্বা তত্র সুখান্ ভোগান্ যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্
চ্যুতস্তস্মাদিহায়াতো মোক্ষঞ্চ লভতে কবম্ ॥
এবং কুত্বা পঞ্চতীর্থীমেকাদশ্রামুপোষিতঃ ।

জ্যেষ্ঠশুক্লপঞ্চদশ্যাং যঃ পশ্চোৎ পুরুষোত্তমম্ ॥
স পূর্বোক্তং কলং প্রাপ্য ক্রীড়িত্বা বাচ্যতালয়ে
প্রয়াতি পরমং স্থানং যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥ ৯
মুনয় উচুঃ ।

মাসানন্তান্ পরিত্যজ্য মাঘাদীন্ প্রপিতামহ ।
প্রশংসসি কথং জ্যেষ্ঠং ক্রহি তৎকারণং প্রভো

ঐ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিধিমত স্নান করিয়া
দেব, ঋষি ও পিতৃপুরুষগণকে তিলোদকে
তর্পণ করিবে । পিতৃগণকে পিণ্ডদান, ও
পুরুষোত্তমকে পূজা করিয়া মানব, শতাশ্ব-
মেধজনিত কললাভ করিয়া থাকে এবং
উর্দ্ধ ও অধস্তন সপ্ত সপ্ত পুরুষ উদ্ধার করিয়া
দেবতার স্তায় কামগামী বিমানারোহণে
বিষ্ণুলোকে উপনীত হয় । সেখানে গিয়া
যাবচ্চন্দ্রদিবাকর সুখভোগ করত পুণ্য-
ক্ষয়ে তথা হইতে বিচ্যুত হইয়া এই মর্ত্য-
ধামে আগমনপূর্বক নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ
করে । এইরূপে একাদশীদিনে উপবাসী
থাকিয়া যে নর পঞ্চতীর্থরূত্য সম্পাদনাতে
জ্যেষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুরুষোত্তম
দর্শন করে, পূর্বোক্ত সমস্ত কল সে
প্রাপ্ত হয় এবং অচ্যুতালয়ে বিহার
করিয়া এমন এক পরম স্থানে উপনীত হয়
যে, সে স্থান হইতে আর পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত
হয় না । মুনীগণ কহিলেন,—হে প্রপিতামহ !
মাঘাদি অন্ত্যস্ত সমস্ত মাস পরিত্যাগ
করিয়া একমাত্র জ্যেষ্ঠ মাসের প্রশংসা
করিলেন কেন ? হে প্রভো ! ইহার

ব্রহ্মোবাচ ।

শুশ্রূষঃ শ্রুনিশাদূলাঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।
জ্যৈষ্ঠং মাসং যথা তেভ্যঃ প্রশংসামি পুনঃপুনঃ
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাসি চ ।
পুষ্করিণ্যস্তভাগানি বাপ্যঃ কূপাস্থথা হ্রদাঃ ॥১২
নানা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ সপ্তাহং পুরুষোত্তমৈ ।
জ্যৈষ্ঠশুক্রদশম্যাং প্রত্যক্ষং যাস্তি সর্বদা ॥ ১৩
স্নানদানাদিকং তস্মাদেবতাপ্রেক্ষণং দ্বিজাঃ ।
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তত্র তস্মিন্ কালেহক্ষয়ঃ
ভবেৎ ॥১৪

শুক্রপক্ষস্ত দশমী জ্যৈষ্ঠে মাসি দ্বিজোত্তমাঃ ।
হরতে দশ পাপানি তস্মাদশহরা স্মৃতা ॥ ১৫
যন্তস্তাং হনিনং কৃষ্ণং পশ্চোক্তদ্রাং সূসংযতঃ ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥ ১৬
উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রাস্তয়নে পুরুষোত্তমম্ ।

কারণ কি ? তাহা বলুন । ১—১০ । ব্রহ্মা
বলিলেন,—শ্রুনিশ্চেষ্টগণ ! শ্রবণ করুন ;
আমি এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতেছি ;
অন্তান্ত মাস অপেক্ষা জ্যৈষ্ঠ মাসেরই আমি
পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিলাম কেন ? তাহার
কারণ এই যে, পৃথিবীতে যত কিছু
সরিৎ সরোবর, পুষ্করিণী, তভাগ, বাপী,
কূপ, হ্রদ, নানা নদী ও সমুদ্রাদি তীর্থ
আছে, তাহার জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্র-
পক্ষীয় দশমী হইতে আরম্ভ করিয়া এক
সপ্তাহ পর্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সর্বদাই
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এই জন্ত হে
দ্বিজগণ ! স্নান দান ও দেবতা-দর্শনাদি
যে কিছু পুণ্যকার্য তৎকালে করা যায়,
সকলই তখন তথায় অক্ষয় হইয়া থাকে ।
জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্রপক্ষীয় দশমী দশসংখ্যক
পাপ হরণ করে ; এইজন্ত উহা দশহরা
আখ্যায় অভিহিত । যে ব্যক্তি সূসংযত
হইয়া সেই দশমী তিথিতে বলরাম, কৃষ্ণ
ও শ্রুভদ্রাকে দর্শন করে তাহার সর্বপাপ
বিহীন হইয়া ; সে বিষ্ণুলোকে গমন করে ।
হে বিপ্রগণ ! উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে

দৃষ্টা রামঃ শ্রুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥
নরো দোলাগতঃ দৃষ্টা গোবিন্দঃ পুরুষোত্তমম্
ফাল্গুনাং প্রযতো ভূত্বা গোবিন্দস্ত পুরং ব্রজেৎ
বিষুবদিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থীং বিধানতঃ ।
কৃত্বা সঙ্কর্ষণং কৃষ্ণং দৃষ্টা ভদ্রাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥
নরঃ সমস্তযজ্ঞানাং কলং প্রাপ্নোতি হর্লভম্ ।
বিমুক্তঃ সর্বপাপৈভ্যো বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
যঃ পশুতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনচর্চিতম্ ।
বৈশাখস্তাসিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরম্ ॥২১
জ্যৈষ্ঠ্যাং জ্যৈষ্ঠর্কযুক্তায়াং যঃ পশ্যেৎ
পুরুষোত্তমম্ ।
কুলৈকবিশমুদ্রুত্যা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২২
ইতি শ্রীভাস্মে পঞ্চতীর্থীমাহাত্ম্যানিরূপণং নাম
ত্রিষষ্টিতমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

পুরুষোত্তম, রাম ও শ্রুভদ্রা দর্শনে বিষ্ণু-
লোক প্রাপ্তি ঘটে । যে ব্যক্তি ফাল্গুন
মাসে প্রযত হইয়া পুরুষোত্তম গোবিন্দকে
দোলায় দর্শন করে, তাহার গোবিন্দ-
পুরে গতি হয় । হে দ্বিজগণ ! বিষুব-
দিনে যথাবিধি পঞ্চতীর্থকৃত্য অনুষ্ঠান
করিয়া সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণ ও শ্রুভদ্রা দর্শন করিলে
সমস্ত যজ্ঞের সূহর্লভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়
এবং সর্ব পাপ হইতে মুক্তি ও অস্ত্রে
বিষ্ণুলোকে গতি হয় । যে ব্যক্তি বৈশাখ
মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে কৃষ্ণকে
চন্দনচর্চিত অবলোকন করে, সে অচ্যুত-
মন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে । জ্যৈষ্ঠমাসের
জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত দিবসে যে ব্যক্তি পুরুষো-
ত্তম দর্শন করে, তাহার একবিংশতি কুলের
সদগতি হয় ; সে স্বয়ং বিষ্ণুলোকে গমন
করে । ১১—২২ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৩ ।

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

যদা ভবেন্মহাজ্যৈষ্ঠী রাশিনক্ষত্রযোগতঃ ।
প্রযত্নেন তদা মর্ত্যৈর্গন্তব্যং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১
কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং রামং ভদ্রাঞ্চ

ভো দ্বিজাঃ ।

নরো দ্বাদশযাত্রায়াঃ ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্
প্রয়াগে চ কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে পুষ্করে গয়ে ।
গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্তে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৩
কোকামুখে শূকরে চ মথুরায়াং মক্ৰস্থলে ।
শালগ্রামে বায়ুতীর্থে মন্দরে সিন্ধুসাগরে ॥ ৪
পিণ্ডারকে চিত্রকূটে প্রভাসে কনথলে দ্বিজাঃ
শম্বোদ্ধারে দ্বারকায়াং তথা বদরিকাশ্রমে ॥ ৫
লোহকুণ্ডে চান্বতীর্থে সর্বপাপপ্রমোচনে ।
কামালয়ে ক্বেটিতীর্থে তথা চামরকণ্টকে ॥ ৬
লোহার্গলে জম্বুমাগে সোমতীর্থে পৃথুদকে ।
উৎপলাবর্তকে চৈব পৃথুতুঙ্গে শূকুজকে ॥ ৭
একাত্মকে চ কেরারে কাশ্মীরাং বিরজে দ্বিজাঃ

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যৎকালে রাশি-নক্ষ-
ত্রের যোগানুসারে মহাজ্যৈষ্ঠী হইবে,
তখন সমস্ত মর্ত্যবাসীরই যত্নের সহিত
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করা কর্তব্য ।
হে দ্বিজগণ ! মহাজ্যৈষ্ঠী দিনে যে নর - রাম,
কৃষ্ণ ও শ্ৰীভদ্রাকে দর্শন করে, তাহার
দ্বাদশ যাত্রা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ
ঘটে । প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য,
পুষ্কর, গয়া, গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত, গঙ্গাসাগর-
সঙ্গম, কোকামুখ, শূকর, মথুরা, মক্ৰস্থান,
শালগ্রাম, বায়ুতীর্থ, মন্দর, সিন্ধুসাগর,
পিণ্ডারক, চিত্রকূট, প্রভাস, কনথল,
শম্বোদ্ধার, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, লোহকুণ্ড,
অন্বতীর্থ, সর্বপাপপ্রমোচন, কমলালয়,
কোটিতীর্থ, অমরকণ্টক, লোহার্গল, জম্বুমাগ,
সোমতীর্থ, পৃথুদক, উৎপলাবর্তক, পৃথুতুঙ্গ,

কালঞ্জরে চ গোকর্ণে ত্রীশৈলে গঙ্কমাদনে ॥ ৮
মহেন্দ্রে মলয়ে বিক্ষ্যে পারিষাত্রে হিমালয়ে ।
সহ্যে চ শুক্তিমন্ত্রে চ গোমন্ত্রে চার্কবুদে তথা ॥ ৯
গঙ্গায়াং সর্বতীর্থেষু যামুনেষু চ ভো দ্বিজাঃ ।
সারস্বতেষু গোমত্যাং বাক্য্যেষু সপ্তসু ॥ ১০
গোদাবরী ভীমরথী তুঙ্গভদ্রা চ নর্মদা ।
তাপী পয়োকী কাবেরী শিপ্রা চর্ম্মধতী দ্বিজাঃ
বিতস্তা চন্দ্রভাগা চ শতদ্রুর্কাহদা তথা ।
ঋষিকুল্যা কুমারী চ বিপাশা চ দৃষদ্বতী ॥ ১২
সরযূর্নাকগঙ্গা চ গণ্ডকী চ মহানদী ।
কৌশিকী করতোয়া চ ত্রিশোতা মধুবাহিনী ॥
মহানদী বৈতরণী যাম্বোতী নানুকীর্তিতাঃ ।
অথবা কিং বহুতেন ভাষিতেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥
পৃথিব্যাং সর্বতীর্থেষু সর্বেষামায়তনেষু চ ।
সাগরেষু চ শৈলেষু নদীষু চ সরঃসু চ ॥ ১৫
যৎ ফলং জ্ঞানদানেন রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ।
তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং লভেত্তরঃ
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গন্তব্যং পুরুষোত্তমে ।
মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠা সর্বকামকলেপসু ভিঃ ॥

কুজক, একাত্মক, কেরার, কানী, বিরজ,
কালঞ্জর, গোকর্ণ, ত্রীশৈল, গঙ্কমাদন,
মহেন্দ্র, মলয়, বিক্ষা, পারিষাত্র, হিমালয়,
সহ্য, শুক্তিমান, গোমান, অর্কবুদ, গঙ্গা,
যমুনা, সরস্বতী, গোমতী, ব্রহ্মপুত্র,
গোদাবরী, ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, নর্মদা,
তাপী, পয়োকী, কাবেরী, শিপ্রা, চর্ম্মধতী,
বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, বুহুহা, ঋষিকুল্যা,
কুমারী, বিপাশা, দৃষদ্বতী, সরযু, নাকগঙ্গা,
গণ্ডকী, মহানদী, কৌশিকী, করতোয়া,
ত্রিশোতা, মধুবাহিনী এবং মহানদী বৈতরণী,
এই সকল এবং অন্যান্য যে সমস্ত তীর্থ
আছে,—অথবা আর অধিক বলিয়া কি
হইবে, পৃথিবীস্থ সর্বতীর্থ, সর্ব আয়তন, সর্ব
সাগর, সর্ব শৈল, সর্ব নদী ও সর্ব সরো-
বরে এবং সূর্য্যগ্রহণে জ্ঞান দানাদি করিলে
যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মহা-জ্যৈষ্ঠীতে
কৃষ্ণ সঙ্গর্গনে সেই ফললাভ হয় । ১—১৭ ।

দৃষ্ট্বা রামং মহাজ্যে ২ কৃষ্ণং সুভদ্রয়া সহ ।
বিষ্ণুলোকং নরো যাতি সমুদ্রত্যা সমং কুলম্ ॥
ভূক্কা তত্র বরান্ ভোগান্ যাবদাভূতসংপ্রবম্
পুণ্যকরাদিভাগত্য চতুর্বেদী দ্বিজো ভবেৎ ॥
শ্বধর্মনিরতঃ শাস্তঃ কৃষ্ণভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বৈকবং যোগমাস্থায় ততো মোক্ষমবাণুয়াৎ ॥

ইতি শ্রীভাষ্ক্রে মহাজ্যৈষ্ঠীপ্রশংসাবর্ণনং নাম
চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কস্মিন্ কালে ভবেৎ জ্ঞানং কৃষ্ণস্ত কমলোদ্ভব
বিধিনা কেন তদ্ব্রূহি ততো বিধিবিদাং বর ১১
ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ জ্ঞানং কৃষ্ণস্ত বদতো মম ।
রামস্ত চ সুভদ্রায়াঃ পুণ্যং সর্বাঘনাশনম্ ॥ ২

এই জন্তই হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মহাজ্যৈষ্ঠী
দিনে সর্ব প্রযত্নে পুরুষোত্তমে গমন করা
কর্তব্য। ঐ দিনে রাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রা
সন্দর্শনে মানব, বিষ্ণুলোকে যায় এবং
তাহার কুলের সদগতি হয়। তথায় গিয়া
আপ্রলয়কাল বিবিধ উত্তম উত্তম ভোগ
উপভোগান্তে পশ্চাৎ পুণ্যক্ষেয়ে মর্ত্যে
আসিয়া চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ
করে; এই জন্মে সে শ্বধর্মনিরত, শাস্ত,
কৃষ্ণভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হয়। অন্তে বৈকব-
যোগ অবলম্বনে তাহার মোক্ষলাভ
ঘটে ॥ ১৮—২০ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে কমলযোনে!
হে বিধিজগণের অগ্রণী! আপনি বলুন,
কোন বিধি অনুসারে কোন কালে কৃষ্ণের
জ্ঞান প্রাপ্ত? ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনি-

মাসি জ্যেষ্ঠে চ সম্প্রাপ্তে নক্ষত্রে চন্দ্রদৈবতে
পৌর্ণমাস্তাং তদা জ্ঞানং সর্বকালং হরেদ্বিজাঃ ॥
সর্বতীর্থময়ঃ কুপস্তজ্ঞাস্তে নির্মলঃ শুচিঃ ।
তদা ভোগবতী তত্র প্রত্যক্ষা ভবতি দ্বিজাঃ ॥৪
তস্মাজ্যৈষ্ঠ্যাং সমুদ্রত্যা হৈমাট্যেঃ কলসৈর্জলম্
কৃষ্ণরামাভিষেকার্থং সুভদ্রায়াশ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥৫
কুশা সুশোভনঃ মঞ্চঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ।
সুদৃঢ়ং সুখসঞ্চারং বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৬
বিস্তীর্ণং ধূপিতং ধূপৈঃ স্নানার্থং রামকৃষ্ণয়োঃ ।
সিতবস্ত্রপরিচ্ছন্নং যুক্তাহারাবলম্বিতম্ ॥৭
তত্র নানাবিধৈর্কাদ্যৈঃ কৃষ্ণং নীলাদ্বরং দ্বিজাঃ
মধ্যে সুভদ্রাং চাশ্রাপ্য জয়মঙ্গলনিব্বনৈঃ ॥ ৮
ব্রাহ্মণৈঃ কত্রিযৈর্বৈশ্ণবৈঃ শূদ্রৈশ্চাত্তৈশ্চ
জাতিভিঃ ।

অনেক শতসাহস্রৈর্বৃতঃ স্ত্রীপুরুষৈর্দ্বিজাঃ ॥ ৯
গৃহস্থাঃ স্নাতকাস্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ ।
স্নাপয়ন্তি তদা কৃষ্ণং মঞ্চস্থং সইলায়ুধম্ ॥ ১০

গণ শ্রবণ করুন। আমি কৃষ্ণ, বলরাম ও
সুভদ্রার সর্বপাপহর পুণ্য জ্ঞানবৃত্তান্ত বলি-
তেছি! হে দ্বিজগণ। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণি-
মায় চন্দ্রদৈবত নক্ষত্রে হরির জ্ঞান প্রাপ্ত।
তৎকালে তত্রত্য কুপ, সর্বতীর্থময়, নির্মল ও
শুচি হয়। সেখানে ভোগবতী তখন প্রত্যক্ষ
হইয়া থাকেন। অতএব রাম-কৃষ্ণ ও সুভ-
দ্রার জ্ঞানের নিমিত্ত হেমকলসে করিয়া সেই
কুপ হইতে জল তুলিয়া লইবে; পরে কৃষ্ণ-
দির স্নানার্থ এক মঞ্চ প্রস্তুত করিবে। ঐ
মঞ্চ পতাকারাজিত, সুশোভিত, সুদৃঢ়,
সুখ-সঞ্চার, বস্ত্র ও পুষ্পালঙ্কৃত, বিস্তীর্ণ,
ধূপ-ধূপিত-সিত-বসনপরিবৃত ও যুক্তাহারে
মণ্ডিত হইবে। অনন্তর সেই মঞ্চোপরি
রাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রার মধ্যে সুভদ্রাকে
সংস্থাপনপূর্বক বিবিধ জয়মঙ্গল-ধ্বনি ও
নানা বাজ্যোত্তম সহকারে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়,
বৈশ্য, শূদ্রাদি শত শত সহস্র সহস্র গৃহস্থ
স্নাতক, যতি ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সর্ব সাম্প্র-
দায়িক নরনারী মিলিত হইয়া মঞ্চস্থ কৃষ্ণ ও

তথা সমস্ততীর্থানি পূর্বোক্তানি দ্বিজোক্তয়াঃ ।
 হোদকৈঃ পুষ্পমিশ্রৈশ্চ আপয়ন্তি পৃথক্ পৃথক্ ॥
 পশ্চাৎ পটহশঙ্খাঠৈর্ভেরীমুরজনিস্বনৈঃ ।
 কাহলৈস্তালশঙ্কৈশ্চ মৃদঙ্গৈর্ঝংঝং রৈস্তথা ॥ ১২
 অষ্টৈশ্চ বিবিধৈর্ঝাঠৈর্ঘণ্টাস্বনবিভূষিতৈঃ ।
 স্ত্রীণাং মঙ্গলশঙ্কৈশ্চ স্ততিশঙ্কৈর্মনোহরৈঃ ॥ ১৩
 জয়শঙ্কৈস্তথা স্তোত্রৈর্বীণাবেগুনিবাদিতৈঃ ।
 শ্রুয়তে সুমহান্ শব্দঃ সাগরশ্বেব গর্জতঃ ॥ ১৪
 মুনীনাং বেদশব্দেন মন্ত্রশঙ্কৈস্তথাপটৈঃ ।
 নানাস্তোত্ররৈবৈঃ পুণ্যৈঃ সামশব্দোপবৃংহিতৈঃ
 যতিভিঃ স্নাতকৈশ্চৈব গৃহস্থৈর্ব্রহ্মচারিভিঃ ।
 স্নানকালে সুরশ্রেষ্ঠ স্তবন্তি পশ্যা মুদা ॥ ১৬
 স্তোমৈর্বেদ্যাজনৈশ্চৈব কুচভারাবনামিভিঃ ।
 পীতরক্তাঙ্গরাভিষ্ণ মাল্যদামাবনামিভিঃ ॥ ১৭
 সরস্বতকুণ্ডলৈর্দিব্যৈঃ সুবর্ণস্তবকাষিতৈঃ ।
 চামরৈ রত্নদণ্ডৈশ্চ বীজ্যতে রামকেশবো ॥
 যক্ষবিজ্ঞাধরৈঃ সিদ্ধৈঃ কিম্বরৈশ্চাপ্সরোগণৈঃ ।

বলরামকে স্নান করাইবে। এই সময় সমস্ত তীর্থই হু হু পুষ্পময় পবিত্র উদক দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া থাকেন। অনন্তর পটহ, শঙ্খ, ভেরী, মুরজ, কাহল, করতাল, মৃদঙ্গ, ঝংঝং অস্ত্রাস্ত্র বিবিধ বাদ্য, ও ঘণ্টা প্রভৃতির মনোহরধ্বনি এবং স্ত্রী-কণ্ঠোখিত মঙ্গলশব্দ, স্ততিগীতি, জয়শব্দ, স্তোত্র এবং বেগুবীণার নিবাদ, গর্জনশীল সাগরের গভীর নির্যো-
 যের শ্রাব্য পরিষ্কৃত হয়। মুনিগণের উচ্চা-
 রিত বেদধ্বনি, মন্ত্রশব্দ, নানাবিধ স্তোত্র, ও পবিত্র সামগানে সেস্থান মুখারিত হইয়া উঠে। কত যতি, স্নাতক, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী সেই রামকৃষ্ণাদির স্নানকালে স্তব পাঠ করিতে থাকেন। কুচভারনম্রা নবযৌবন-
 বতী বারবনিতাগণ পীত ও রক্তবর্ণ অঙ্গর, নানাবিধ মাল্যদামে ও সুবর্ণ স্তবকযুত দিব্য দিব্য কুণ্ডলদলে সমলঙ্কৃত হইয়া রত্ন-
 দণ্ডযুত চামর দ্বারা রাম ও কেশবকে বীজন করে। তৎকালে যক্ষ, বিজ্ঞাধর, সিদ্ধ,

পরিবার্যাস্বরগতের্দেবগন্ধর্বচারণৈঃ ॥ ১৯
 আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিবে মরুদগণাঃ
 লোকপালান্তথা চান্তে স্তবন্তি পুরুষোত্তম ॥
 নমস্তে দেবদেবেশ পুরাণ পুরুষোত্তম ।
 সর্গস্থিত্যন্তরুদেব লোকনাথ জগৎপতে ॥ ২১
 ত্রৈলোক্যধারণং দেবং ব্রহ্মণ্যং মোক্ষকারণম্
 তং নমস্তামহে ভক্ত্যা সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ২২
 স্তত্বেবং বিবুধাঃ কৃষ্ণাঃ রামকৈব মহাবলম্ ।
 সুভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাস্তদাকাশে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৩
 গায়ন্ত দেবগন্ধর্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসস্তথা ।
 দেবতুর্ধ্যান্যবাস্ত বাতা বাস্তি সুনীতনাঃ ॥ ২৪
 পুষ্পমিশ্রং তদা মেঘা বর্ষন্ত্যাকাশগোচরাঃ ।
 জয়শব্দঞ্চ কুর্বান্তি মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ২৫
 শক্রাদ্যা বিবুধাঃ সর্ব ঋষয়ঃ পিতরস্তথা ।
 প্রজানাং পতয়ো নাগা য়ে চান্তে স্বর্গবাসিনঃ ।
 ততো মঙ্গলসস্তারৈবিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্ ।
 আভিষেচনিকং দ্রব্যং গৃহীত্বা দেবতাগণাঃ ॥ ২৭

কিম্বর, অপ্সরা, দেব, গন্ধর্ব, চারণ, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিবেদেবগণ, মরুদগণ ও লোকপাল সকল অঙ্গরে থাকিয়া পুরুষোত্তম দেবকে স্তব করিতে থাকেন। তাঁহারা বলেন, হে পুরাণপুরুষ, দেবদেব! তোমায় নমস্কার; তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা; হে লোকনাথ, জগৎপতে! তুমি ত্রৈলোক্য-
 ধারী, সর্বকামপ্রদ, মোক্ষনিদান, ব্রহ্মণ্যদেব, তোমাকে ভক্তিভরে নমস্কার করি। বিবুধগণ কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে এইরূপে স্তব করিয়া অকাশে অবস্থান করেন। ১৯—২৩। তখন দেব ও গন্ধর্বগণ গান করিতে থাকেন। অপ্সরা সকল নৃত্য করে, দেবতুর্ভি সকল বাদিত হয় এবং সুনীতল বায়ু বহিতে থাকে। তৎকালে মেঘগণ আকাশে থাকিয়া পুষ্পময় জল বর্ষণ করে এবং মুনি ও সিদ্ধচারগণ জয়শব্দ উচ্চারণ করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ, সমস্ত ঋষিগণ, পিতৃগণ, প্রজাপতিগণ, নাগগণ, ও অস্ত্রাস্ত্র স্বর্গবাসী দেবগণ সক-
 লেই মঙ্গলসস্তার সহযোগে বিধিমন্ত্র পুর-

ইন্দ্রো বিষ্ণুর্হাবীর্ঘ্যঃ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তথা ।
 ধাতা চৈব বিধাতা চ তথা চৈবানিলানলৌ ॥
 পুষা ভগেহর্ঘ্যমা তৃষ্টা অংশুর্নৈব বিবস্বতা ।
 পত্নীভ্যাং সহিতো ধীমান্ মিত্রেন বরুণেন চ ॥
 কর্দেবশুভিরাদিত্যৈরশ্বিত্যাক্ষ বৃতঃ প্রভুঃ ।
 বিধেদেবৈর্নরকৃষ্ণিচ সাধ্যৈশ্চ পিতৃভিঃ সহ ॥৩০॥
 গন্ধর্বৈরপ্সরোভিচ যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ ।
 দেবর্ষিভিরসম্ব্যেযৈস্তথা ব্রহ্মর্ষিভির্বরৈঃ ॥ ৩১ ॥
 বৈখানসৈর্বালখিল্যৈর্বায়াহারৈর্নরীচিপৈঃ ।
 ভৃগুভিশ্চাক্ষিরোভিচ সর্ষবিদ্যাশুনিষ্ঠিতৈঃ ॥৩২॥
 সর্ষবিদ্যাধরৈঃ পুণ্যৈর্যোগসিদ্ধিভিরাবৃতঃ ।
 পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৩৩ ॥
 অঙ্গিরাস্তপোহত্মিচ মরীচিভৃগুরেব চ ।
 ক্রতুর্হরঃ প্রচেতাশ্চ মনুর্দক্ষস্তথৈব চ ॥ ৩৪ ॥
 ঋতবশ্চ গ্রহাশ্চৈব জ্যোতীঃষি চ দ্বিজোত্তমাঃ
 যুষ্টিমত্যশ্চ সরিতো দেবাতৈশ্চৈব সনাতন্যৈঃ ॥ ৩৫ ॥
 সমুদ্রাশ্চ হুদাশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ ।
 পৃথিবী দ্যৌর্দিশশ্চৈব পাদপাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
 অদিতির্দেবনাতা চ হ্রীঃ স্রীঃ স্বাহা সরস্বতী ।

কৃত আভিষেচনিক দ্রব্য সকল লইয়া উপ-
 স্থিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, অনল, অনিল, পুষা, ভগ, অর্ঘ্যমা, তৃষ্টা, অংশু, বিবস্বান, সপত্নীক ধীমান্ মিত্রাবরুণ, ও ক্রদগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং বিশ্বে-
 দেবগণ, মরুদগণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব-
 গণ, অপ্সরোগণ, যক্ষ, রাক্ষস, ও পন্নগগণ, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ, বৈখানস বালখিলাগণ, বায়াহারী ও মরীচিপ তাপসগণ, ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতি সর্ষবিদ্যাবিৎ মহর্ষিগণ, পবিত্র বিদ্যাধরগণ ও যোগসিদ্ধিসমূহে সমাবৃত পিতামহ ব্রহ্মা, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ঋতু, গ্রহ, জ্যোতিষ্ক-
 গণ, যুষ্টিমতী সরিৎগণ, সনাতন সুরগণ, সমুদ্র, হুদ, ও সর্ষভীর্ষগণ, পৃথিবী, দিকু ও তরুগণ, দেবমাতা অদिति, হ্রী, স্রী, স্বাহা,

উমা শচী সিনীবালী তথা চানুমতিঃ কুহুঃ ॥ ৩৭ ॥
 রাক্ষা চ ধিষণা চৈব পত্ন্যশ্চাত্তা দিবৌকসাম্ ।
 হিমবাতৈশ্চৈব বিদ্ব্যশ্চ মেরুশ্চানেকশৃঙ্গবান্ ॥ ৩৮ ॥
 ঐরাবতঃ সানুচরঃ কলাকাষ্ঠান্তথৈব চ ।
 মাসার্ধং মাসঋতবস্তথা রাজ্যাহনী সমাঃ ॥ ৩৯ ॥
 উচ্চৈঃশ্রবা হযশ্বেষ্ঠো নাগরাজশ্চ বামনঃ ।
 অকুণো গরুড়শ্চৈব বৃক্ষাশ্চৌষধিভিঃ সহ ॥ ৪০ ॥
 ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ দেবঃ সমাজগুহি সঙ্গতাঃ ।
 কালো যমশ্চ মৃত্যুশ্চ যমশ্চানুচরাশ্চ য়ে ॥ ৪১ ॥
 বহ্নলহাচ্চ নোক্তা য়ে বিবিধা দেবতাগণাঃ ।
 তে দেবশ্চাভিষেকার্থং সমায়ান্তি ততস্ততঃ ॥ ৪২ ॥
 গৃহীত্বা তে তদা বিপ্রাঃ সর্কে দেবা দিবৌকসঃ
 আভিষেচনিকং দ্রব্যং মঙ্গলানি চ সর্ষশঃ ॥ ৪৩ ॥
 দিব্যসম্ভারসংযুক্তৈঃ কলশৈঃ কাঞ্চনৈর্দ্বিজাঃ ।
 সারস্বতীভিঃ পুণ্যাভির্দিব্যতোয়াভিরেব চ ॥ ৪৪ ॥
 তে'য়েনাকাশগঙ্গায়াঃ কৃকং রামৈণ সঙ্গতম্ ।
 সপুংস্পঃ কাঞ্চনৈঃ কুন্তৈঃ আপয়ন্ত্যবনিস্থিতাঃ ॥
 সঞ্চরন্তি বিমানানি দেবানামদরে তথা ।

সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, কুহু, রাক্ষা, ধিষণা প্রভৃতি দেবপত্নীগণ, হিমবান, বিদ্ব্য, মেরু, সানুচর ঐরাবত, কলা, কাষ্ঠা, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, দিন, সঙ্গৎসর, হযশ্বেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ, বামন, অকুণ, গরুড়, বৃক্ষ, ওষধি, ভগবান্ ধর্ম্মদেব. এবং কাল, যম, মৃত্যু ও যমের অন্তান্ত অনুচরগণ সকলেই তৎকালে পুরুষোত্তম দেবের আভিষেকার্থ আগমন করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদের নাম সকল বলিলাম, এতদ্ভিন্ন আরও যে কত বিবিধ দেব, সেই দেবতাভিষেকে চতুর্দিক হইতে আগমন করেন, বহুপ্রযুক্ত ঐরাবতের নাম-
 নিকৃষ্টি করা হইল না। ঐ সকল সমাগত দেব ব্রাহ্মণগণ মাস্তুলিক আভিষেচনিক দ্রব্য সকল গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন, ঐরাবত সকলেই ভূতলস্থ হইয়া সপুংস কাঞ্চনকলসে পবিত্র সরস্বতীজল ও আকাশগঙ্গার দিব্য জল লইয়া রাম-কৃষ্ণকে অভিষেক

উচ্চাবচানি দিব্যানি কামগানি স্থিরাণি চ ॥ ৪৬

দিব্যরত্নবিচিত্রাণি সেবিতান্ অঙ্গরোগণৈঃ ।

গীতৈর্বাঈশ্যৈঃ পতাকাভিঃ শোভিতানি সমস্ততঃ

এবং তদা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণং রামেণ সঙ্গতম্ ।

স্নাপয়িত্বা স্নুভদ্রাঞ্চ সংস্কারান্তি যুদাষিতাঃ ॥ ৪৮

জয় জয় লোকপাল ভক্তরক্ষক জয় জয়
প্রণতবৎসল জয় জয় ভূতচরণ জয় জয়াদি-
দেব বহুকারণ জয় জয় বাসুদেব জয়
জয়াসুরসংহরণ জয় জয় দিব্যমীন জয় জয়
ত্রিদেশবর জয় জয় জলবিশয়ন জয় জয়
যোগিবর জয় জয় সূর্য্যানেত্র জয় জয় দেব-
রাজ জয় জয় কৈটভারে জয় জয় বেদবর
জয় জয় কুর্মরূপ জয় জয় যজ্ঞবর জয় জয়
কমলনাভ জয় জয় শৈলচর জয় জয় যোগ-
শায়িন্ জয় জয় দেগধর জয় জয় বিশ্বমূর্ত্তে
জয় জয় চক্রধর জয় জয় ভূতনাথ জয় জয়
ধরণীধর জয় জয় শেষশায়িন্ জয় জয় গীত-
বাসো জয় জয় সোমকান্ত জয় জয় যোগবাস
জয় জয় দহনবক্র জয় জয় ধর্ম্মবাস জয় জয়
গুণনিধান জয় জয় ত্রিনিবাস জয় জয় গরুড়-
গমন জয় জয় সুখনিবাস জয় জয় ধর্ম্মকেতো
জয় জয় মহীনিবাস জয় জয় গহনচরিত্র জয়
জয় যোগিগম্য জয় জয় মথনিবাস জয় জয়

করিয়া থাকেন । তৎকালে উত্তম, মধ্যম,
নানাবিধ দিব্য দিব্য দেববিমানশ্রেণী
আকাশপথে সঞ্চরণ করিতে থাকে । ঐ সকল
বিমানে থাকিয়া অঙ্গরোগণ গীত ও বাদ্য-
ধ্বনি করে এবং উহার দিব্য রত্নখচিত
বিচিত্র পতাকাশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত হইতে
থাকে । ২৪—৪৭ । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এইরূপে
তখন কৃষ্ণ, রাম ও স্নুভদ্রাকে স্নান করাইয়া
স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেব ও সিদ্ধসম্প্রদায়
প্রহর্ষভরে পুরুষোত্তমের স্তব করেন ।
যথা—জয় জয় লোকপাল ! ইত্যাদি । *

* মূলান্ধ অতি স্পষ্ট ; অনুবাদ অপ্রয়োজন ।

বেদবেত্ত জয় জয় শাস্তিকর জয় জয় যোগি-

চিন্ত্য জয় জয় পুষ্টিকর জয় জয় জ্ঞানমূর্ত্তে

জয় জয় কমলাকর জয় জয় ভববেদ্য জয়

জয় মুক্তিকর জয় জয় বিমলদেহ জয় জয়

সর্বনিলয় জয় জয় গুণসমৃদ্ধ জয় জয় যজ্ঞকর

জয় জয় গুণবিহীন জয় জয় মোক্ষকর জয়

জয় ভূশরণ্য জয় জয় কাঙ্ক্ষিযুত জয় জয়

লোকশরণ জয় জয় লক্ষ্মীযুত জয় জয়

পঙ্কজাঙ্ক জয় জয় সৃষ্টিকর জয় জয় যোগযুত

জয় জয়াতসীকুসুমশ্রামদেহ জয় জয় সমুদ্র-

বিষ্টদেহ জয় জয় লক্ষ্মীপঙ্কজযট্চরণ জয় জয়

ভক্তবশ জয় জয় লোককান্ত জয় জয় পরম-

শাস্ত জয় জয় পরমসার জয় জয় চক্রধর জয়

জয় ভোগিযুত জয় জয় নীলাদর জয় জয়

শান্তিকর জয় জয় মোক্ষকর জয় জয় কলুষ-

হর ॥ ৪৯

জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সঙ্কর্ষণানুজ ।

জয় পদ্মপলাশাঙ্ক জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ ॥ ৫০

জয় মালাবৃত্তোরক্ষ জয় চক্রগাধর ।

জয় পদ্মালয়াকান্ত জয় বিষ্ণো নমোহস্ত তে ॥ ৫১

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং স্ত্বা তদা দেবাঃ শক্রাদ্যা হৃষ্টমানসাঃ ।

সিদ্ধচারণসজ্জাশ্চ যে চান্তে স্বর্গবাসিনঃ ॥ ৫২

মুনয়ো বালখিল্যাশ্চ কৃষ্ণং রামেণ সঙ্গতম্ ।

স্নুভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রণিপত্যাস্বরে স্থিতাঃ ।

দৃষ্ট্বা স্ত্বা নমস্কৃত্বা তদা তে ত্রিদিবৌকসঃ ।

কৃষ্ণং রামং স্নুভদ্রাঞ্চ যান্তি স্বং স্বং নিবেশনম্

সঞ্চরন্তি বিমানানি দেবানামহরে তদা ।

উচ্চাবচানি দিব্যানি কামগানি স্থিরাণি চ ॥ ৫৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !

তৎকালে শক্রাদি সুরগণ, সিদ্ধ, ও

চারণগণ, অন্তান্ত স্বর্গবাসিগণ এবং বাল-

খিল্যাদি মুনিগণ এই প্রকারে প্রফুল্ল-

মনে কৃষ্ণ, বলরাম ও স্নুভদ্রাকে স্তব ও

প্রণিপাত করিয়া অহরে অবস্থান করেন ।

অনন্তর দেবগণ, কৃষ্ণ, রাম ও স্নুভদ্রাকে

দর্শন, স্তবন ও নমস্কার করিয়া স্ব স্ব স্থানে

দ্বিয্যরত্নবিচিত্রাণি সেবিতান্ত্রপ্সরোগণৈঃ ।
 গীতৈর্বাঈদ্যৈঃ পতাকাভিঃ শোভিতানি সমস্ততঃ
 ভস্মিন্ কালে তু যে মর্ত্যাস্তাঃ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমম্
 বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৭
 সুভদ্রারামসহিতঃ মঞ্চস্থঃ পুরুষোত্তমম্ ।
 দৃষ্ট্বা নিরাময়ং স্থানং যান্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
 কল্পিলাশতদানেন যৎ ফলং পুঙ্করে স্মৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ সহলায়ুধম্ ॥ ৫৯
 সুভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাপ্নোতি শুভকুররঃ ।
 কল্পাশতপ্রদানেন যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥
 সুবর্ণশতনিকাণাং দানেন যৎ ফলং স্মৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥
 গোসহস্রপ্রদানেন যৎ ফলং পরিকীর্তিতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ
 ভূমিদানেন বিধিবৎ যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥
 যৎ ফলং চান্দ্রদানেন অর্ঘ্যাতিথোন কীর্তিতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৬৪

প্রস্থান করেন। দেবগণের প্রস্থানকালেও
 অক্ষরে নানাবিধ কামগামী দ্বিয্য রত্নখচিত
 পতাকাভূষিত সুরসুন্দরীগণের গীতবাদ্য-
 মুখরিত বিমানশ্রেণী চতুর্দিকে সঞ্চরণ করে ।
 ঐ সময় যে সকল মর্ত্যবাসী, পুরুষোত্তম,
 বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তাহারা
 অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয় । রাম ও সুভদ্রাসহ
 মঞ্চস্থ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে মানবগণ
 নিরাময় স্থান প্রাপ্ত হয়; এ বিষয়ে সন্দেহ
 মাত্র নাই । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! পুঙ্কর-
 ক্ষেত্রে শত শত কপিলা ধেনু দান করিলে
 যে ফল হয়, পুণ্যকারী মানব, সুভদ্রা ও
 বলদেবসহ কৃষ্ণ সন্দর্শনে সেই ফল প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে । শত কল্পাসম্প্রদানে যেরূপ
 ফলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, মঞ্চস্থ কৃষ্ণ
 দর্শনে মানব, সেই ফল লাভ করে । শত
 নিকপরিমিত সুবর্ণ দানে, সহস্র গো প্রদানে
 বিধিমত ভূমি দান করিলে, অতিথিদিগকে

বৃষোৎসর্গেণ বিধিবৎ যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৬৫
 যৎ ফলং তোয়দানেন গ্রীষ্মে বাস্ত্রত্ৰ কীর্তিতম্
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৬৬
 তিলাধেনুপ্রদানেন যৎ ফলং সম্প্রকীর্তিতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥
 গজাশ্বরথদানেন যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৬৮
 সুবর্ণশতদানেন যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৬৯
 জলধেনুপ্রদানেন যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৭০
 দানেন যতধেনুশ্চ ফলং যৎ সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৭১
 চান্দ্রায়ণেন চৌর্ণেন যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥
 মাসোপবাসৈঃ বিধিবৎ যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ লভতে নরঃ ॥ ৭৩
 অথ কিং বহুনোক্তেন ভাষিতেন পুনঃপুনঃ ।
 তস্মৈ দেবস্ত মাহাত্ম্যং মঞ্চস্থস্ত দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 যৎ ফলং সর্বতীর্থেষু ব্রতৈর্দানৈশ্চ কীর্তিতম্ ।
 তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থঃ সহলায়ুধম্ ।
 সুভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাপ্নোতি শুভকুররঃ ।
 তস্মান্নরোহথবা নারী পশ্যন্তঃ পুরুষোত্তমম্ ॥

অর্ঘ্য ও অন্নদানে, বৃষোৎসর্গ করিলে,
 গ্রীষ্মকালে জলদান করিলে, তিলাধেনু দানে,
 গজাশ্বরথ-দানে, জলধেনু দানে, চান্দ্রায়ণ
 ব্রতের অনুষ্ঠানে, এবং বিধিমত একমাস
 উপবাসে যেরূপ যেরূপ ফল প্রাপ্তির কথা
 উল্লিখিত হইয়াছে, মানব একমাত্র মঞ্চস্থ
 কৃষ্ণ সন্দর্শনেই সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে । হে দ্বিজোত্তমগণ ! সেই মঞ্চস্থ
 পুরুষোত্তম দেবের মাহাত্ম্য বিষয়ে বারংবার
 অধিক কি আর বলিব, সমস্ত তীর্থ, সমস্ত
 ব্রত, ও সমস্ত দান কার্যে যে ফল হয়,
 মঞ্চস্থ রাম, কৃষ্ণ, ও সুভদ্রা সন্দর্শনে
 পুণ্যবান লোক তাহাই পাইয়া থাকে !

ততঃ সমস্ততীর্থানাং লভেৎ স্নানাদিকং কলম্
স্নানশেষেণ কৃষ্ণস্ত তোয়েনাত্মাভিষেচ্যতে ॥৭৭
বক্ষ্যা মৃতপ্রজা বা তু হৃৎগা গ্রহপীড়িতা ।
রাক্ষসাত্মৈর্গৃহীতা বা তথা রোগৈশ্চ সংহতাঃ ॥
সমস্তাঃ স্নানশেষেণ উদকেনাভিষেচিতাঃ ।
প্রাপ্নুবন্তীপিতান্ কামান্ যান্ যান্ বাহুন্তি

• চেপ্সিতান্ ॥৭৯

পুত্রার্থিনী লভেৎ পুত্রান্ সৌভাগ্যঞ্চ সুখার্থিনী
রোগার্তা মুচ্যতে রোগাক্রমঞ্চ ধনকার্ষিণী ॥৮০
পুণ্যানি যানি তোয়ানি তিষ্ঠন্তি ধরনীতলে ।
তানি স্নানাবশেষস্ত কলাং নাইন্তি ষোড়শীম্ ॥
তস্মাৎ স্নানাবশেষঃ যৎকু কৃষ্ণ সলিলং দ্বিজঃ
তোন্যভিষিক্তেদগাত্রাণি সর্বকামপ্রদং হি তৎ ॥
স্নাতং পশুন্তি যে কৃষ্ণং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্ ।
ব্রহ্মহত্যাভিভিঃ পাটৈর্পূর্য্যন্তে তে ন সংশয়ঃ ॥৮৩
শাস্ত্রেষু যৎকলং প্রোক্তং পৃথিব্যাগ্নিপ্রদক্ষিণৈঃ
দৃষ্টা নরো লভেৎ কৃষ্ণং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্ ॥

স্মৃতরাং নর কিংবা নারী তখন পুরুষোত্তমকে
সন্দর্শন করিবে। এই দর্শনে তাহাদিগের
সমস্ত তীর্থের ফল লাভ হইবে। কৃষ্ণের
স্নান হইবার পর সেই জলে দেহ অভি-
ষিক্ত করিবে। বক্ষ্যা, মৃতবৎসা,
হৃৎগা, গ্রহপীড়িতা, রাক্ষসাবিষ্টা, অথবা
রোগাক্রান্তা রমণীরা সেই স্নানশেষ জলে
অভিষিক্ত হইয়া সদা সদাই বাঞ্ছিত ফল
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে পুত্রার্থিনী
পুত্র, সুখার্থিনী সৌভাগ্য, রোগার্তা রোগ-
মুক্তি এবং ধনার্থিনী ধন প্রাপ্ত হয়।
অধিক কি, ধরনীতলে যে সকল পুণ্যজল
আছে, তাহারা ঐ স্নানশেষ জলের ষোড়-
শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। অতএব
হে দ্বিজগণ! ত্রীকৃষ্ণের স্নানাবশিষ্ট জল
দ্বারা সর্বদাই অভিষিক্ত করিবে; কেননা
উহা সর্বকামপ্রদ। স্নানের পর কৃষ্ণকে
বাহারা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে দেখে,
ব্রহ্মহত্যাগ্নি সর্ব পাপ হইতে তাহাদের নিশ্চয়
মুক্তি ঘটে। পৃথিবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ

তীর্থযাত্রাকলং যন্তু পৃথিব্যাং সমুদাহৃতম্ ।
দৃষ্টা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুখম্ ॥
বদর্যাং যৎকলং প্রোক্তং দৃষ্টা নারায়ণং নরম্
দৃষ্টা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণাভিমুখম্
গঙ্গাদ্বারে কুরুক্ষেত্রে স্নানদানেন যৎকলম্ ।
দৃষ্টা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুখম্
প্রয়াগে চ মহামাঘ্যাং যৎকলং সমুদাহৃতম্ ।
দৃষ্টা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুখম্
শালগ্রামে মহাচৈত্র্যাং স্নানদানেন যৎকলম্ ।
দৃষ্টা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুখম্
মহাভিধানকার্ত্তিক্যাং পুষ্করে যৎকলং স্মৃতম্ ।
দৃষ্টা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুখম্
যৎকলং স্নানদানেন গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ।
দৃষ্টা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুখম্
গ্রাস্তে সূর্য্যে কুরুক্ষেত্রে স্নানদানেন যৎকলম্
দৃষ্টা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুখম্
গঙ্গায়াং সর্বতীর্থেষু যামুনেষু চ ভো দ্বিজাঃ ।
সারস্বতেষু তীর্থেষু তথাশ্বেষু সরঃসু চ ॥ ৯৩
যৎকলং স্নানদানেন বিধিবৎ সমুদাহৃতম্ ।
দৃষ্টা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুখম্
পুষ্করে চাপ্য তীর্থেষু গয়ে চামরকণ্টকে ।
নৈমিষাদিষু তীর্থেষু ক্ষেত্রেষ্বায়তনেষু চ ॥ ৯৫
যৎকলং স্নানদানেন ব্রাহ্মগ্রাস্তে দিবাকরে ।
দৃষ্টা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং দক্ষিণামুখম্

করিলে শাস্ত্রে যে ফল উল্লিখিত হইয়াছে,
মানব, ত্রীকৃষ্ণকে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে
দেখিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনে, বদরিকাশ্রমে
গিয়া নারায়ণ সন্দর্শনে, কুরুক্ষেত্রে ও গঙ্গা-
দ্বারে স্নান দান করিলে, মহাভিধান কার্ত্তিকে
পুষ্করগমনে, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান-দান
করিলে, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ও অস্তান্ত
পুণ্য সরোবরে স্নান-দান করিলে, এবং
পুষ্কর, গয়া, অমরকণ্টক, নৈমিষাদি তীর্থ-
ক্ষেত্রাদিতে যথাবিধি স্নান দানে যে যে ফল
সমুদ্ভিষ্ট হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মগ্রাস্ত দিবাকরে
স্নান-দান করিলে, যে ফল প্রাপ্ত হওয়া

অ কিং পুনরুজ্জ্বলিতমিতেন পুনঃপুনঃ ।
যাকিঞ্চিৎ কথিতং চাত্ৰ কলং পুণ্যশ্চ কৰ্ম্মণঃ ॥
বেদশাস্ত্রে পুরাণে চ ভারতে চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
ধৰ্ম্মশাস্ত্রেষু সৰ্ব্বেষু তথাত্ত্ব মনীষিভিঃ ॥ ১৮
হুতা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎকলং সহস্রাযুধম্ ।
সকলং ভদ্রয়া সার্কং ব্রজন্তং দক্ষিণায়ুধম্ ॥ ১৯
ইতি শ্রীভাষ্ক্রে মহাপুরাণে কৃষ্ণানামাহাভ্যাসঃ
নাম পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শুভিঃ*বামগুপং যাস্তং যে পশ্যন্তি রথে স্থিতম্
কৃষ্ণং বলং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি ভবনং হরেঃ ॥ ১
যে পশ্যন্তি তদা কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্থিতম্ ।
হলিনঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্র জন্তি-তে ॥ ২

যায়, কৃষ্ণকে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিতে
দেখিলে মানব, সেই সেই কল লাভ করে ।
অথবা এ সম্বন্ধে বারংবার আর অধিক
বলিয়া কি হইবে, বেদ-শাস্ত্রে, পুরাণে, ভারতে
এবং অন্যান্য ধৰ্ম্মশাস্ত্রে মনীষিগণ পুণ্যকৰ্ম্মা-
নুষ্ঠানের যে কিছু কল নির্দিষ্ট করিয়াছেন,
মানব—বলরাম ও সুভদ্রা সহ শ্রীকৃষ্ণকে
দক্ষিণাভিমুখে যাইতে দেখিলে, সেই
সকল কলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৪৮-১৯ ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৬০ ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—শুভিবামগুপে কৃষ্ণ,
বলরাম ও সুভদ্রাকে রথারোহণে যাহারা
যাইতে দেখে, তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন
করে । যাহারা সেই মণ্ডপস্থ কৃষ্ণ, বলরাম
ও সুভদ্রাকে তখন সপ্তাহ পর্য্যন্ত সন্দর্শন
করে, তাহারা বিষ্ণুলোকে উপনীত হয় ।

* শুভিঃচেতি উৎকলখণ্ডসম্মতঃ পাঠঃ

মুনয় উচুঃ ।

কেন সা নির্মিতা যাত্রা দক্ষিণস্থাঃ জগৎপতে
যাত্রাকলঞ্চ কিং তত্র প্রাপ্যতে ব্রহ্ম মানবৈঃ ॥
কিমর্থং সরসস্তীরে রাজস্তুশ্চ জগৎপতে ।
পবিত্রে বিজনে দেশে গতা তত্র চ মণ্ডপে ॥ ৪
কৃষ্ণং সঙ্কর্ষণশ্চৈব সুভদ্রা চ রথেন তে ।
স্বস্থানং সম্পরিত্যজ্য সপ্তরাত্রং বসন্তি বৈ ॥ ৫
ব্রহ্মোবাচ ।

ইন্দ্রহ্যয়েন ভো বিপ্রাঃ পুরা বৈ প্রার্থিতো হরিঃ
সপ্তাহং সরসস্তীরে মম যাত্রা ভবতি ॥ ৬
শুভিবা নাম দেবেশ ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদা ।
তস্মৈ কিল বরঞ্চাসৌ দদৌ স পুরুষোত্তমঃ ॥
শ্রীভগবানুবাচ ।

সপ্তাহং সরসস্তীরে তব রাজন্ ভবিষ্যতি ।
শুভিবা নাম যাত্রা মে সৰ্ব্বকামকলপ্রদা ॥ ৮
যে মাং তত্রার্চয়িষ্যন্তি ব্রহ্ময়া মণ্ডপে স্থিতম্
সঙ্কর্ষণং সুভদ্রাঞ্চ বিধিবৎ সুসমাহিতাঃ ॥ ৯
ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ বৈ নৃপ

মুনিগণ কহিলেন,—হে জগৎপতে! কে
সেই দক্ষিণ দিকের যাত্রা নির্মাণ করিয়া
ছেন? সেখানে গিয়া মানবেরা কিরূপ যাত্রা-
ফলই বা প্রাপ্ত হয়? কি জন্য সেই রাজকীয়
সরোবরতীরে পবিত্র বিজন দেশস্থ মণ্ডপে
গিয়া কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা স্বস্থান পরি-
ত্যাগপূর্ব্বক সপ্তরাত্র রথোপরি বাস
করেন, তাহা আমাদের কাছে বলুন । ব্রহ্মা
কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! পুরাকালে ইন্দ্র-
হ্যয় হরির নিকট এরূপ প্রার্থনা জানাইয়া-
ছিলেন যে, হে দেবেশ! মদীয় সরো-
বরতীরে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভবদীয় যাত্রা
হউক, ঐ যাত্রা ভুক্তিমুক্তিকল প্রদানপূর্ব্বক
শুভিনামায়ে বিখ্যাত হউক । তৎপ্রবণে
পুরুষোত্তম তাঁহাকে সেইরূপ বর প্রদান
করিয়া বলিলেন,—রাজন্! তোমার সরো-
বরতীরে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত আমার শুভিবা-
নামী সৰ্ব্বকামকলদায়িনী যাত্রা হইবে । ১০০
তথায় মণ্ডপস্থিত আমাকে, বলরামকে এবং

পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈর্নৈবেদ্যকৈর্বৈঃ ॥ ১০ ॥

উপহারৈর্বহবিধৈঃ প্রণিপাতৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ ।

জয়শব্দৈস্তথা স্তোত্রৈর্গীতৈর্বাদ্যোন্নোহরৈঃ ॥

ন তেষাং দুর্লভঃ কিঞ্চিৎকলং যন্ত যদীপিতম্
তবিষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তু তং দেবস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।

স তু রাজবরঃ শ্রীমানকৃতকৃত্যোহভবত্তদা ॥ ১৩ ॥

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শুণ্ডিবাখ্যাং দ্বিজোত্তমাঃ ।

সর্বকামপ্রদং দেবং পশ্যন্তঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৪ ॥

অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্ধনো লভতে ধনম্ ।

রোগাচ্চ মুচ্যতে রোগী কণ্ঠা প্রাপ্নোতি

সংপতিম্ ॥ ১৫ ॥

আয়ুঃ কীর্ত্তিঃ যশো মেধাঃ বলং বিদ্যাঃ

ধৃতিং পশুন্ ।

নরঃ সন্ততির্মাপ্নোতি রূপযৌবনসম্পদম্ ॥ ১৬ ॥

যান্ যান্সমীহতে ভোগান্দৃষ্টাতং পুরুষোত্তমম্

নরো বাপ্যাথবা নারী ভাংস্তান্ প্রাপ্নোত্য-

সংশয়ম্ ॥ ১৭ ॥

যাত্রাং কৃত্বা শুণ্ডিবাখ্যাং বিধিবৎ সুসমাহিতা ।

আষাঢ়শ্রু সিতে পক্ষে নরো যোষিদথাপি বা ॥

দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং রামঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।

দশপঞ্চাশ মেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্ ॥

সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান্বংশান্নকৃত্য চান্ননঃ ।

কামগেন বিমানেন সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ২০ ॥

গন্ধর্বৈরপ্সরোভিচ্চ সেব্যমানো যথোত্তরৈঃ ।

রূপবান্ সুভগঃ শূরো নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ

তত্র ভূক্তা বরান্ ভোগান্ যাবদাভূতসংগ্রহম্

সর্বকামসমৃদ্ধা জরামরণবর্জিতঃ ॥ ২২ ॥

পুণ্যকরাদিহাগত্য চতুর্দেদী দ্বিজো ভবেৎ ।

বৈষ্ণবং যোগমাস্ত্রায় ততো মোক্ষমবাশুয়াৎ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শুণ্ডিবাখ্যাত্রামাহাখ্যকথনং নাম

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সুভদ্রাকে ষাঁহারা সুসমাহিত হইয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নানাবিধ উপহার, প্রণিপাত, প্রদক্ষিণ, জয়শব্দ, স্তোত্র, গীত, ও মনোহর বাদ্যোদ্যম সহকারে যথাবিধি পূজা করিবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী কিম্বা শূদ্র যে জাতিই হউন, তাঁহাদের পক্ষে কোন ফলপ্রাপ্তি দুর্লভ হইবে না । তাঁহারা স্ব স্ব অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবেন । হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! মৎপ্রসাদে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইবে । ব্রহ্মা কহিলেন,—হরি এই কথা কহিয়া তখনই অন্তর্ধান করিলেন । রাজশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ ইন্দ্রচ্যবও তৎকালে বর পাইয়া কৃতকৃত্য হইলেন । অতএব সর্বযত্নের সহিত শুণ্ডিবাখ্য গিয়া সর্বকামদাতা পুরুষোত্তমকে দর্শন করিবে । হে দ্বিজগণ ! তৎকালে পুরুষোত্তম দর্শনে অপুত্রক পুত্র, নির্ধন ধন, রোগী আরোগ্য, এবং কুমারী সংপতি প্রাপ্ত হয় । এতদ্বিধ আয়, কীর্ত্তি, যশ, মেধা, বল, বিদ্যা, ধৃতি, পশু, রূপ, যৌবন, সম্পদ, ও অন্তান্ত

যে কিছু অভীষ্ট ভোগ্য বস্তু, সকলই পুরুষোত্তম দর্শনে নর ও নারীগণ নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে । আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষে নর কিম্বা নারী সুসমাহিত ভাবে যথাবিধি শুণ্ডিবাখ্যা যাত্রা করিয়া কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে সন্দর্শন করিলে পঞ্চদশ অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয় । ঐ সময় বিষ্ণুদর্শনকারী উদ্ধ, অধ, সপ্ত সপ্তলোক উদ্ধার করিয়া কামগামী বিমানারোহণে সর্বরত্নে বিভূষিত এবং গন্ধর্ব-অপ্সরোগণে সেব্যমান হইয়া অস্ত্রে বিষ্ণুপুরে গমন করে । সেখানে গিয়া অ-প্রলয়কাল উত্তম উত্তম ভোগ সকল উপভোগ করত সর্বকামসমৃদ্ধ ও জরামরণবর্জিত হইয়া পুণ্যকর্যে মর্ত্যে আসিয়া চতুর্দেদী ব্রাহ্মণ হয় এবং বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনপূর্বক অস্ত্রে মোক্ষলাভ করে । ১—২৩ ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৬ ।

সপ্তমষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

একৈকশ্চ যাত্রায়াঃ ফলং ক্রহি পৃথক্ পৃথক্ ।
যৎ প্রাপ্নোতি নরঃ কৃতা নারী বা তত্র সংযতা
ব্রহ্মোবাচ ।

প্রতিযাত্রাকলং বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং গদতো মম ।

যৎ প্রাপ্নোতি নরঃ কৃতা তস্মিন্ ক্ষেত্রে

সুসংযতঃ ॥ ২

ঔগুবায়াঃ তথোথানে ফাঙ্কুতাং বিষুবে তথা ।

যাত্রাং কৃতা বিধানেন দৃষ্টা কৃষ্ণং প্রণম্য চ ॥ ৩

সৰ্ব্বগং সুভদ্রাক্ষ লভেৎ সৰ্বত্র বৈ ফলম্ ।

নরো গচ্ছেদ্বিষ্ণুলোকে যাবদিত্রাশ্চতুর্দশ ॥ ৪

যাবদযাত্রাং জ্যৈষ্ঠমাসে করোতি বিধিবন্নরঃ ।

তাবৎ কল্পং বিষ্ণুলোকে সুখং ভুঙ্ক্তে ন সংশয়ঃ

তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে রম্যে ত্রীপুরুষোত্তমে

ভুক্তিমুক্তিপ্রদে নৃণাং সৰ্বসম্মুখাবহে ॥ ৬

জ্যৈষ্ঠে যাত্রাং নরঃ কৃতা নারী বা সংযতেক্রিয়ঃ

যথোক্তেন বিধানেন দশ হে চ সমাহিতঃ ॥ ৭

প্রতিষ্ঠাং কুরুতে যন্ত শাঠ্যদন্তবিবর্জিতঃ ।

স ভূকা বিবিধান্ ভোগায়োক্ষং চাস্তে

লভেৎকবম্ ॥ ৮

মুনয় উচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে দেব প্রাতিষ্ঠাং বদতন্তব ।

বিধানং চার্চনং দানং কলং তত্র জগৎপতেঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দূলাঃ প্রতিষ্ঠাং বিধিচৌদিতাম্

যাং কৃতা তু নরোভক্ত্যা নারী বা লভতে কলম্

যাত্রা দ্বাদশ সম্পূর্ণা যদা স্মাতু দ্বিজোত্তমাঃ ।

তদা কুস্বীত বিধিবৎ প্রাতিষ্ঠাং পাপনাশিনীম্

জ্যৈষ্ঠে মাসিসিতেপক্ষে ত্বেকাদশাং সমাহিতঃ

গহ্বা জলাশয়ং পুণ্যমাচম্য প্রযতঃ তুচিঃ ॥ ১২

আবাহ সৰ্বতীর্থানি ধ্যান্য নারায়ণং তথা ।

ততঃ স্নানং প্রকুবীত বিধিবৎ সুসমাহিতঃ ॥ ১৩

যন্ত যো বিধিকৃদ্বিষ্ট ঋষিভিঃ স্নানকর্ম্মণি ।

তেনৈব তু বিধানেন স্নানং তন্ত বিধীয়তে ॥ ১৪

স্নাত্বা সম্যবিধানেন ততো দেবানুযীন্ পিতৃন্

সপ্তমষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! নর
কিহা নারী সুসংযত হইয়া যাত্রা অনুষ্ঠান
করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, আপনি সেই
এক একটি যাত্রার পৃথক্ পৃথক্ ফল বর্ণন
করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—মানবগণ সেই
ক্ষেত্রে সুসংযতভাবে যাত্রানুষ্ঠানে যে ফল
প্রাপ্ত হয়, আমি সেই প্রত্যেক যাত্রাফলই
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। উথানে, ফাঙ্কুনে,
ও বিষুবে ঔগুবায়া যাত্রা করিয়া বিধিমত
কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন ও প্রণাম
করিলে নরগণ সৰ্বফল লাভ করে এবং
চতুর্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতি পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে
বাস করিয়া থাকে। মানব যতকাল যাবৎ
জ্যৈষ্ঠমাসে যথাবিধি যাত্রা করে, তত কল্প-
কাল বিষ্ণুলোকে তাহার সুখভোগ হয়।
সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, সৰ্বজনসুখাবহ, পবিত্র
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে নারী বা নর,

জ্যৈষ্ঠমাসে যথাবিধি যাত্রা করে এবং শাঠ্য
ও দন্ত-বর্জিত হইয়া প্রতিষ্ঠা করে বিবিধ
ভোগ উপভোগের পর নিশ্চয়ই তাহার
মোক্ষ লাভ হয়। মুনিগণ কহিলেন,—হে
দেব! জগৎপতির প্রতিষ্ঠা, পূজাবিধি ও তৎ-
স্মিতিকর দানকল শুনিতে ইচ্ছা করি,
বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
মানবগণ যাহার অনুষ্ঠান করিলে বিশিষ্ট
ফল প্রাপ্ত হয়, সেই বিধি-নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠার
কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ!
যখন দ্বাদশ যাত্রা সম্পূর্ণ হইবে, তখন বিধি-
পূর্বক পাপনাশিনী প্রতিষ্ঠা করিবে। জ্যৈষ্ঠ
মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর দিন সুসমাহিত
হইয়া পবিত্র জলাশয়ে গমন ও তুচিভাবে
আচমনপূর্বক সৰ্বতীর্থ আবাহন করিয়া
নারায়ণকে ধ্যান করত বিধিমত স্নান করিবে।
ঋষিগণ স্নানসম্বন্ধে যাহার যেমন বিধি নির্দেশ
করিয়াছেন, সেই বিধি অনুসারেই তাহার
স্নান করা কর্তব্য। ১—১৪। সম্যবিধি

সম্পূর্ণৈস্তথাশ্চ নামগোত্রবিধানবিৎ ॥ ১৫
 উত্তীৰ্ণ্য বাসসী ধৌতে নিশ্চলে পরিধায় বৈ ।
 উপস্পৃশ্ব বিধানেন ভাস্করাভিমুখস্ততঃ ॥ ২৬-
 গায়ত্রীঃ পাবনীঃ দেবীঃ মনসা বেদমাতরম্ ।
 সৰ্বপাপহরাঃ পুণ্যাঃ জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥
 পুণ্যাংচ সৌরমজ্জাংচ ব্রহ্মণা সুসমাহিতঃ ।
 ত্রিঃপ্রদক্ষিণমাবৃত্য ভাস্করং প্রণমেস্ততঃ ॥ ১৮
 বেদোক্তং ত্রিষু বর্ণেষু স্নানং জাপামুদাহৃতম্ ॥
 ত্রীশূদ্রয়োঃ স্নানজাপাং বেদোক্তবিধিবর্জিতম্ ॥
 ততো গচ্ছেদগৃহং মোনী পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্
 প্রকাল্য হস্তৌ পাদৌ চ উপস্পৃশ্ব যথাবিধি ॥
 স্মৃতেন স্নাপয়েদেবং কীরেণ তদনন্তরম্ ।
 মধুগন্ধোদকেনৈব তীর্থচন্দনবারিণা ॥ ২১
 ততো বস্ময়ুগং শ্রেষ্ঠং ভক্ত্যা তং পরিধাপয়েৎ
 চন্দনাঙ্কুরকপূরৈঃ কুঙ্কুমেণ বিলেপয়েৎ ॥ ২২
 পূজয়েৎপরয়া ভক্ত্যা পদৈশ্চ পুরুষোত্তমম্ ।

অল্পসারে স্নান করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃ-
 গণকে, এবং নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া
 অন্তান্ত প্রাণীদিগকে তর্পণ করিবে। পরে
 তথা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধৌত বসন পরি-
 ধানান্তে সূর্য্যভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক মনে
 মনে নিখিল পাপহারিণী পাবনী বেদমাতা
 গায়ত্রী দেবীকে অষ্টোত্তর শতবার জপ
 করিবে। অনন্তর সুসমাহিত হইয়া ব্রহ্মার
 সহিত পুণ্য সৌর মজ্জ সকল জপ ও ভাস্ক-
 রকে তিনবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নমস্কার
 করিবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের স্নান ও জপ-
 ক্রম বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ত্রী-শূদ্র-
 দির স্নান-জপাদি বেদোক্ত বিধির বর্হীভূত।
 যাহা হউক অতঃপর মোনী হইয়া পুরুষোত্তম-
 ভবনে গমনপূর্ব্বক হস্তপাদ প্রকালন ও
 আচমনান্তে যথাবিধি স্মৃত, কীর, মধু,
 গন্ধোদক, ও পবিত্র চন্দনবারি দ্বারা সেই
 পুরুষোত্তম দেবকে স্নান ও ভক্তিভরে
 উত্তম বস্ময়ুগ পরিধান এবং চন্দন, অঙ্কুর,
 কপূর, ও কুঙ্কম দ্বারা তদীয় গাত্রে লেপন

অন্তেষ্ট বৈকটৈঃ পুষ্পৈরর্চয়েন্মলিকাদিভিঃ ।
 সম্পূজ্যেবং জগন্নাথঃ ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ হারম্ ।
 ধূপকাঙ্করসংযুক্তং দহেদেবস্ত চাগ্রতঃ ॥ ২৪
 গুগ্গূলঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠা দহেদগন্ধসমযুক্তম্
 দীপং প্রজালয়েদ্ভক্ত্যা যথাশক্ত্যা স্মৃতেন বৈ ॥
 অন্ত্যাংচ দীপকান্ দদ্যাদ্দাদশৈব সমাহিতঃ ।
 স্মৃতেন চ মুনিশ্রেষ্ঠাস্তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥ ২৬
 নৈবেদ্যে পায়সাপুপশক্ লীবটকং তথা ।
 মোদকং ফণিতং বাল্লং ফলানি চ নিবেদয়েৎ
 এবং পঞ্চোপচারেণ সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্ ।
 নমঃ পুরুষোত্তমায়ৈতি জপেদষ্টোত্তরং শতম্
 ততঃ প্রসাদয়েদেবং ভক্ত্যা তং পুরুষোত্তমম্
 নমস্তে সর্বলোকেশ ভক্তানাংভয়প্রদ ॥ ২৯
 সংসারসাগরে মগ্নং ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ।
 যাস্তে ময়া কৃতা যাত্রা দ্বাদশৈব জগৎপতে ॥
 প্রসাদান্তব গোবিন্দ সম্পূর্ণাস্তা ভবন্তু মে ।

করাইবে। এইরূপে ভক্তিভরে কমল ও
 মল্লিকাদি অন্তান্ত বিকৃপ্রিয় পুষ্প দ্বারা
 পুরুষোত্তমকে অর্চনা করিবে। এইরূপ
 অর্চনার পর সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ জগদীশ
 হরিকে অঙ্করযুক্ত ধূপ ও গুগ্গূল এবং
 সুপ্রদীপ্ত স্মৃতপ্রদীপ নিবেদন করিবে।
 স্মৃত ভিন্ন তিলতৈলাদি অন্তান্ত স্নেহ পদার্থ
 দ্বারাও দ্বাদশটি দীপদান কর্তব্য। অন-
 ত্তর নৈবেদ্য, পায়স, অপুপ, শকলী, মোদক
 ফণিত প্রভৃতি এবং উত্তম ফল সকল
 দেবদেবকে নিবেদন করিবে। এইরূপে
 পঞ্চোপচারে পুরুষোত্তমকে পূজা করিয়া
 “নমঃ পুরুষোত্তমায়” এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত
 বার জপ করিতে হইবে। অনন্তর ভক্তিভরে
 সেই পুরুষোত্তম দেবকে এই বলিয়া
 প্রসাদিত করিবে যে, হে সর্বলোকেশ ! হে
 ভক্তজনের অভয়প্রদ ! তোমায় আমার
 নমস্কার। হে পুরুষোত্তম ! আমি সংসার-
 সাগরে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে পরিজ্ঞান
 করুন। হে জগৎপতে ! আমি যে আপনার
 দ্বাদশ যাত্রার অন্বেষণ করিয়াছি, হে

এবং প্রসাদ্য তং দেবং দণ্ডবৎপ্রণিপত্য চ ॥৩১
ততোহর্চয়েৎ গুরুং ভক্ত্যা পুষ্পবস্ত্রানুলেপনৈঃ
নান্যোরন্তরং যন্মাদ্বিত্যে যুনিসন্তমাঃ ॥ ৩২
দেবস্তোপরি কুবীত শ্রদ্ধয়া স্নানসমাহিতঃ ।
নানাপুষ্পৈর্মুনিশ্রেষ্ঠা বিচিত্রাঃ পুষ্পমণ্ডপম্ ॥৩৩
কুশাবধারণং পশ্চাজ্জাগরং কারয়েন্নিশি ।
কথাঞ্চ বাসুদেবস্ত গীতিকাং চাপি কারয়েৎ ॥
ধ্যায়ন্ পঠন্ শ্রবন্ দেবং প্রণয়েজ্জনীনীং বুধঃ ।
ততঃ প্রভাতে বিমনে দ্বাদশাং দ্বাদশৈব তু ॥
নিমন্ত্রয়েদব্রতস্নাতান্ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ।
ইতিহাসপুরাণজ্ঞান্ শ্রোত্রিয়ান্ সংযতেন্দ্রিয়ান্ ॥
সম্যগ্বিধানেন ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
স্নাপয়েৎ পুষ্পবস্ত্রত পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৩৭
গন্ধৈঃ পুষ্পৈরুপহারৈর্নৈবেদ্যৈর্দীপকৈস্তথা ।
উপচারৈর্বহুবিধৈঃ প্রণিপাতৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ ॥৩৮
জপৈঃ শতিনমস্কারৈর্গৌতবার্জৈর্মনোহরৈঃ ।
সম্পূজ্যৈব জগন্নাথং ব্রাহ্মণান পূজয়েত্ততঃ ॥

গোবিন্দ ! ভবৎপ্রসাদে তাহা আমার সম্পূর্ণ
হোক । হে যুনিগণ ! এইরূপে দেবদেবকে
প্রসাদিত করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিবে ।
অনন্তর পুষ্প, বস্ত্র, ও অনুলেপন দ্বারা
গুরুকে অর্চনা করিবে । কেননা গুরু ও
পুরুষোত্তম এ উভয়ের ভেদ কিছুই নাই ।
১৫—৩২ । তারপর শ্রদ্ধার সহিত স্নানসমাহিত-
ভাবে সেই দেবদেবের উপরিভাগে বিবিধ
পুষ্প দ্বারা এক বিচিত্র পুষ্পমণ্ডপ প্রস্তুত
করিবে । পশ্চাৎ বাসুদেবসম্বন্ধিনী নানা
কথা ও গীতিকা দ্বারা রাত্রি জাগরণ, দেব-
দেবের ধ্যান ও শ্রব পাঠে সমস্ত রাত্রি
যাপন করিবে । অনন্তর নির্মল প্রভাতে
দ্বাদশ দিনে দ্বাদশটি বেদপারগ, ব্রত-
স্নাত, ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ, সংযতেন্দ্রিয়-
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে এবং
পূর্ব দিনের স্নান সম্যক্ বিধানে স্নান
করিয়া গুরুবসনে গুরুমনে পুরুষোত্তমদেবকে
স্নান করাইয়া পূজা করিবে । গন্ধ, পুষ্প,
নৈবেদ্য, দীপ ও নানাবিধ উপহার, উপহার,

দ্বাদশৈব তু গান্তেভ্যো দক্ষা কনকমেব চ ।
ছত্রোপানদ্যুগঠৈব শ্রদ্ধাভক্তিসমবিতঃ ॥৩৪
ভক্ত্যা তু সধনং তেভ্যো দদ্যাদ্বহ্নাদিকং
বিজাঃ ।
সভাবেন তু গোবিন্দস্তোত্রাতে পূজিতো যতঃ
আচার্য্যায় ততো দত্তাদ্যোগোবস্তঃ কনকং তথা ।
ছত্রোপানদ্যুগং চীন্তৎ কাংস্তপাত্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
ততস্তান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান ভোজ্যঃ পায়স-
পূর্বকম্ ।
পকারং ভক্ত্যভোজ্যঞ্চ শুভসর্পিঃসমবিতম্ ॥
ততস্তানন্নতৃপ্তাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ স্বহমানসান্ ।
দ্বাদশৈবোদকুস্তাংশ্চ দদ্যাত্তেভ্যঃ সমোদকান্
দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্ত্যা দদ্যাত্তেভ্যো বিমৎসরঃ
কুস্তঞ্চ দক্ষিণাঞ্চৈব আচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥৩৫
এবং সম্পূজ্য তান্ বিপ্রান গুরুং জ্ঞান-
প্রদায়কম্ ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা বিষ্ণুতুলাং দ্বিজোত্তমাঃ

প্রণিপাত, প্রদক্ষিণ, জপ, শ্রুতি, গীতি এবং
মনোজ্ঞ বাদ্যোদয় সহকারে জগন্নাথ দেবের
পূজা করাইয়া পরে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা
করিবে । শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত দ্বাদশটি
গাভী, স্বর্ণ, ছত্র, চর্মপাত্রকা প্রভৃতি ধন ও
বস্ত্র ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে । হে দ্বিজগণ !
ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণদিগকে ধন ও বস্ত্র
দান করিবে, ব্রাহ্মণগণের সন্তোষে গোবিন্দ-
দেব তুষ্ট হইয়া থাকেন । অনন্তর আচার্য্যকে
ভক্তিপূর্বক গো, বস্ত্র, স্বর্ণ, ছত্র, চর্মপাত্রকা,
ও কাংস্তপাত্র অর্পণ করা কর্তব্য । তৎপরে
নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে পায়স, পকার, শুভ,
ও যুতমিশ্রিত বিবিধ ভক্ত্য ভোজ্য ও
অন্নাদি ভোজনার্থ প্রদান করিবে । তাঁহা-
দের ভোজনাবশেষে তাঁহারা তুষ্ট ও সুখ-
চিত্ত হইলে, তাঁহাদিগকে দ্বাদশটি জনপূ-
কুস্ত ও যথাশক্তি দক্ষিণাদানপূর্বক আচার্য্য-
কেও জনকুস্ত ও দক্ষিণাদান করিবে ।
এইরূপে বিপ্রবর্গকে পূজা করিয়া বিষ্ণুতুলা

সুবর্ণবস্ত্রগোধানৈর্জ্যৈশ্চাত্তৈর্বৈরবুধঃ ।
 সম্পূজ্য তং নমস্কৃত্য ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৪৭
 সর্বব্যাপী জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
 অনাদিনিধনো দেবঃ প্রীয়তাং পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৮
 ইত্যুচ্চাৰ্য্য ততো বিপ্রাঃস্তুঃ কুহা চ প্রদক্ষিণাম্
 প্রণম্য শিরসা তক্ত্যা আচার্য্যঃ তু বিসর্জয়েৎ
 ততস্তান্ ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা চাসীমান্তমমুভ্রজেৎ
 অমুভ্রজ্য তু তান্ সর্বারমস্কৃত্য নিবর্তয়েৎ ॥ ৫০
 বাহুবৈঃ স্বজনৈর্যুকস্ততো ভূজীত বাগ্‌যতঃ ।
 অষ্টৈশ্চোপাসকৈর্দীনৈর্ভিক্ষুকৈশ্চান্নকাক্ষিভিঃ ॥
 এবং কুহা নরঃ সম্যক্ত নারী বা লভতে ফলম্
 অশ্বমেধসহস্রাণাং রাজস্বয়শতশ্চ চ ॥ ৫২
 অতীতঃ শতমাদায় পুরুষাণাং নরোত্তমাঃ ।
 ভবিষ্যৎ শতং বিপ্রাঃ স্বর্গত্যা দিব্যরূপধৃক্ ॥
 সর্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্বালাঙ্কারভূষিতঃ ।
 সর্বকামসমৃদ্ধায়া দেববহ্নিগতজ্বরঃ ॥ ৫৪
 রূপর্যোবনসম্পন্নো গুণৈঃ সর্বৈরলঙ্কৃতঃ ।

জ্ঞানপ্রদ গুরুকে সুবর্ণ, বস্ত্র, গো, ধাতু ও
 অস্ত্রাশ্রয় দ্বারা অর্চনাপূর্বক এই মন্ত্র
 উচ্চারণ করিবে; যথা—“সর্বব্যাপী শঙ্খচক্র-
 গদাধর অনাদি অনন্ত পুরুষোত্তম জগন্নাথ
 দেব প্রীত হউন ।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে
 তিনবার প্রদক্ষিণ ও মস্তক দ্বারা প্রণাম
 করিবে; পরে ভক্তিতরে আচার্য্য ও সেই
 সেই ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিবে । তাঁহাদের
 গমনকালীন সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে
 সঙ্গে যাইবে এবং তাঁহাদিগকে নমস্কার
 করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে ।
 অনন্তর বন্ধু, স্বজন, অস্ত্রাশ্রয় সাধক, দীন,
 ভিক্ষুক ও অন্নপ্রার্থীদিগকে ভোজন করাইয়া
 স্বয়ং ভোজন করিবে । নর কিম্বা নারী
 এইরূপ অর্চনাদি করিয়া সহস্র অশ্বমেধ ও
 শত রাজস্বয় যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে
 এবং তাহাদের অতীত ও অনাগত শতপুরুষ
 উচ্চায় পাইয়া স্বর্গ গমন করে । ঐরূপে
 অর্চনাকারী নর সর্বলক্ষণ, সর্বভূষণ ও
 সর্বকামসমৃদ্ধ এবং দেববৎ দিব্য দেহ, রূপ-

সুয়মানোহপ্সরোভিষ্ণ গন্ধর্ভৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৫৫
 বিমানেনার্কবর্ণেন কামগেন হিরেণ চ ।
 পতাকাধ্বজযুক্তেন সর্বৈরভৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৫৬
 উজ্জ্বলয়ন্ দিশঃ সর্বা আকাশে বিগতক্রমঃ ।
 যুবা মহাবলো ধীমান্ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
 তত্র কল্পশতং যাবদুভ্ভে ভোগানযথেষ্পিতান্
 সিদ্ধাপ্সরোভির্গন্ধর্ভৈঃ সুরবিদ্যাধরোরগৈঃ ॥
 সুয়মানো মুনিবরৈস্তিষ্ঠতে বিগতজ্বরঃ ।
 যথা দেবো জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৫৯
 তথাসৌ মুদিতো বিপ্রাঃ কুহা রূপং চতুর্ভুজম্ ।
 ভূক্তা তত্র বরান্ ভোগান্ ক্রীড়াং কুহা
 সুরৈঃ সহ ॥ ৬০

তদন্তে ব্রহ্মসদনমায়াতি সর্বকামদম্ ।
 সিদ্ধবিদ্যাধরৈশ্চাপি শোভিতঃ সুরকিন্নরৈঃ ॥
 কালং নবতিকল্পস্ত তত্র ভূক্তা সুখং নরঃ ।
 তন্মাদায়াতি বিপ্রেশ্চাঃ সর্বকামফলপ্রদম্ ৬২
 কল্পলোকং সুরগণৈঃ সেবিতং সুখমোক্ষদম্ ।
 অনেকশতসাহস্রৈর্বিমানৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৬৩

যোবন ও নানা সদৃশে সমলঙ্কৃত ও গন্ধর্ব
 ও অপ্সরোগণে সুয়মান হইয়া পতাকা-
 যুক্ত অর্কবর্ণ কামগবিমানে আরোহণপূর্বক
 সর্বদিক্ উদ্ভাসিত করত বিনাক্রেশে যুবক-
 বেশে আকাশপথে যাইতে যাইতে বিষ্ণু-
 লোকে উপনীত হয়; সেখানে গিয়া শত কল্প-
 কাল যাবৎ বিবিধ ঐশ্পিত ভোগ উপভোগ
 করত সিদ্ধ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সুর, উরগ
 ও মুনিগণ কর্তৃক নিত্য নিত্য সুয়মান হইয়া
 পরমসুখে বাস করিতে থাকে । ঐ ব্যক্তি
 তথায় বিষ্ণুর আয় শঙ্খ-চক্র-গদাধর চতু-
 র্ভুজ মূর্তি ধারণ করিয়া প্রমুদিতমনে সুরগণ
 সহ বহু ভোগ উপভোগ ও নানা ক্রীড়া
 করিবার পর অবশেষে সিদ্ধ-বিদ্যাধর-সুর-
 কিন্নর-শোভিত সর্বকামপ্রদ ব্রহ্মসদনে গমন
 করে । সেখানে নবতিকল্পকাল বিবিধ
 ভোগসুখ করিবার পর সর্বকামফলপ্রদ,
 সুখমোক্ষদায়ী শত শত সহস্র সহস্র বিমান-

সিদ্ধবিদ্যাধরৈর্ধৈর্ভূষিতং দৈত্যদানবৈঃ ।
 অশীতিকল্পকালন্ত তত্র ভুক্তা সুখং নরঃ ॥ ৬৪
 তদন্তে যাতি গোলোকং সর্বভোগসমম্বিতম্ ।
 সুরসিদ্ধাপরোভিষ্চ শোভিতং সূমনোহরম্ ॥
 তত্র সপ্ততিকল্পাংশু ভুক্তা ভোগমমুত্তমম্ ।
 ত্রীশু লোকেষু স্বস্থিত্তো যথামরঃ ॥ ৬৬
 তস্মাদাগচ্ছতে লোকং প্রাজাপত্যমমুত্তমম্ ।
 গন্ধর্বাপর্যসৈঃ সিন্ধৈর্মুনিবিদ্যাধরৈর্বৃতঃ ॥ ৬৭
 ষষ্টিকল্পান সুখং তত্র ভুক্তা নানাবিধং মুদা ।
 তদন্তে শক্রভবনং নানাশ্রব্যসমম্বিতম্ ॥ ৬৮
 গন্ধর্ভৈঃ কিন্নরৈঃ সিন্ধৈঃ সুরবিদ্যাধরোরগৈঃ
 গুহ্যকাপর্যসৈঃ সার্বৈর্দ্যুতৈশ্চাতৈঃ সুরোত্তমৈঃ
 আগত্য তত্র পঞ্চাশৎকল্পান ভুক্তা সুখং নরঃ ।
 সুরলোকং ততো গতা বিমানৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৭০
 চত্বারিংশতু কল্পাংশু ভুক্তা ভোগান সুত্বলভান
 আগচ্ছতে ততো লোকং নক্ষত্রাগ্যঃ সুত্বলভম্
 ততো ভোগান বরান ভুঙ্ক্রে ত্রিংশৎ কল্পান
 যথেষ্পিতান ।

সঙ্কুল, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, দৈত্য ও দানব-
 গণের অধ্যুষিত, সুরজন-সেবিত রুদ্রলোকে
 উপনীত হয়। সেখানে অশীতিকল্পকাল
 নানাবিধ সুখভোগের পর সর্বভোগসমম্বিত
 সুরসিদ্ধ-শোভিত সূমনোহর গোলোকে
 গমন করে। সেখানে সপ্ততি কল্পকাল
 ত্রিলোক-ত্বলভ উত্তম ভোগ্য-ভোগের পর
 সুস্থচিত্ত হইয়া গন্ধর্ব-সিদ্ধ-সুর-মুনি-বিদ্যা-
 ধর-সেবিত প্রাজাপত্য লোকে উপনীত হয়।
 সেখানে ষষ্টিকল্পকাল বিবিধ ভোগসুখের
 পর নানাশ্রব্যময় ইন্দ্রভবনে গমন করে ;
 সেই ইন্দ্রপুরে কত কত গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ,
 বিদ্যাধর, উরগ, গুহ্যক, অপ্সরা, সাধ্য ও
 সুরশ্রেষ্ঠগণ বিচরণ করেন। সেখানে
 আসিয়া পঞ্চাশৎ কল্পকাল নানা সুখভোগের
 পর বিমানসঙ্কুল সুরলোকে গমন করে।
 সেখানে গিয়া চত্বারিংশৎ কল্পকাল নানা
 সুত্বলভ ভোগ-সুখ অনুভব করিবার পর
 নক্ষত্রলোকে উপনীত হয়। সেখানে

তস্মাদাগচ্ছতে লোকং শশাঙ্কস্ত বিজোক্তমঃ
 যত্রাসৌ তিষ্ঠতে সোমঃ সর্বৈর্দেবৈরলঙ্কৃতঃ ।
 তত্র বিংশতিকল্পাংশু ভুক্তা ভোগঃ সুত্বলভম্
 আদিত্যস্ত ততো লোকমায়াতি সুরপুজিতম্ ।
 নানাশ্রব্যময়ং পুণ্যং গন্ধর্বাপর্যসেবিতম্ ॥ ৭৪
 তত্র ভুক্তা শুভান্ ভোগান্দশকল্পান্দিজোক্তমঃ
 তস্মাদায়াতি ভুবনং গন্ধর্বাণাং সুত্বলভম্ ॥ ৭৫
 তত্র ভোগান সমস্তাংশ্চ কল্পমেকং যথাসুখম্ ।
 ভুক্তা চায়াতি মেদিষ্ঠাঃ রাজা ভবতি ধার্মিকঃ
 চক্রবর্তী মহাবীৰ্য্যো গুণৈঃ সর্বৈরলঙ্কৃতঃ ।
 কৃত্বা রাজ্যং স্বধর্ম্মেণ যজ্ঞৈরিষ্টা সুদক্ষিণৈঃ ॥ ৭৭
 তদন্তে যোগিনাং লোকংগতা মোক্ষপ্রদংশিবম্
 তত্র ভুক্তা বরান ভোগান যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥
 তস্মাদাগচ্ছতে চাত্র জায়তে যোগিনাং কুলে
 প্রবরে বৈকবে বিপ্রা ত্বলভে সাধুসম্মতে ॥ ৭৯
 চতুর্দেবী বিপ্রবরো যজ্ঞৈরিষ্টা গুদাক্ষিণৈঃ ।

ত্রিংশৎকল্পকাল নানা ইষ্ট ভোগ্য বস্তু উপ-
 ভোগ করিবার পর শশাঙ্কলোকে গমন করে।
 ৩৩-৭২। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐলোকে সর্বদেব-
 সমলঙ্কৃত সোমদেব বিরাজ করেন। সেখানে
 গিয়া বিংশতি কল্পকাল সুত্বলভ ভোগ-সুখ
 অনুভব করিবার পর সুরপুজিত আদিত্য-
 লোকে উপনীত হয়। ঐ লোক নানাশ্রব্যময়
 এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণে সেবিত।
 সেখানে দশ কল্পকাল বিবিধ সুখভোগ
 করিবার পর সেখান হইতে ত্বলভ গন্ধর্ব-
 পুরে গমন করে এবং তথায় এককল্প কাল
 যথাসুখে নানা ভোগ উপভোগ করিবার
 পর ধরণীতলে ধার্মিক, চক্রবর্তী, মহাবীৰ্য্য
 ও সর্বগুণালঙ্কৃত রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে।
 এই জন্মে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিয়া
 বহুদক্ষিণাধিত বিপুল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন।
 তৎপশ্চাৎ মোক্ষপ্রদ শিবময় যোগিলোকে
 গমন করিয়া আশ্রয়কাল তথায় নানা উত্তম
 ভোগ উপভোগ করিবার পর বৈকব
 যোগীদিগের সাধুসম্মত উত্তম গৃহে আসিয়া
 জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে চতুর্দেবী

বৈকবঃ যোগমায়ায় ততো মোক্ষমবাণুয়াৎ ॥
 এবং যাত্ৰাকলং বিপ্রা ময়া সম্যগুদাহৃতম্ ।
 ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং কিমন্তুচ্ছোতুমিচ্ছথ ॥৮১
 ইতি ত্রীত্রাঙ্গে স্বাদশযাত্ৰাকলমাহাধ্যাকথনং
 নাম সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

ছোতুমিচ্ছামহে দেব বিষ্ণুলোকমনাময়ম্ ।
 লোকানন্দকরং কাস্তং সৰ্বাশ্চর্য্যসমধিতম্ ॥ ১
 প্রমাণং তন্ত লোকস্ত ভোগং কাস্তিঃ বলং
 প্রভো ।

কৰ্ম্মণা কেন গচ্ছন্তি তত্র ধৰ্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ২
 দৰ্শনাৎ স্পৰ্শনাদ্যপি তীর্থস্নানাদিন্যপি বা ।
 বিস্তরাৎকহি তন্মেন পরং কোতুহলং হি নঃ ॥৩

বিপ্রশ্রেষ্ঠ হইয়া বহুদক্ষিণাধিত প্রচুর যজ্ঞের
 অল্পটানপূর্বক অস্ত্রে বৈকব যোগ অবলম্বনে
 মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন । হে বিপ্রগণ ! এই
 আমি সম্যকরূপে যাত্ৰাকল কীর্তন করিলাম ।
 ইহা নরগণের ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ । আপনারা
 আর কি অনিতে ইচ্ছা করেন ? ৭৩—৮১

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে দেব ! সৰ্বাশ্চর্য্য-
 ময় লোকানন্দজনক কমনীয় অনাময় বিষ্ণু-
 লোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে অনিতে
 ইচ্ছা করি । হে প্রভো ! ঐ লোকের প্রমাণ
 কত ? সেখানকার ভোগ, কাস্তি ও প্রভাবই
 বা কিরূপ ? কিরূপ কৰ্ম্ম করিলে ধার্মিক নর-
 গণ তথায় গমন করেন, কোনরূপ তীর্থ
 দৰ্শন স্পৰ্শন ও স্নানা দ্বারা তথায় গমন
 করা যায় ? আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন,
 অনিতে আমাদের একান্তই কোতুহল হই-

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সৰ্ব্বে যৎপরং পরমং পদম্ ।
 ভক্তানামীহিতং ধন্যং পুণ্যং সংসারনাশনম্ ॥৪
 প্রবরং সৰ্বলোকানাং বিষ্ণুখ্যং বদতো মম ।
 সৰ্বাশ্চর্য্যময়ং পুণ্যং স্থানং ত্রৈলোক্যপুজিতম্
 অশোকৈঃ পারিজাতৈশ্চ মন্দারৈশ্চম্পকক্রমৈঃ
 মালতীমল্লিকাকুন্দৈর্বকুলৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ৬
 পুন্নাগৈরতিমুক্তৈশ্চ প্রিয়ঙ্গুতগরাজ্জুনৈঃ ।
 পাটলাচুতখদিরৈঃ কর্ণিকারবনোজ্জলৈঃ ॥ ৭
 নারঙ্গৈঃ পনসৈর্লোদৈর্নিম্বদাডিমসর্জকৈঃ ।
 ডাকালকুচখর্জুরৈর্বধুকৈশ্চকলৈশ্চৈমৈঃ ॥ ৮
 কপিথৈর্নাগিকৈলৈশ্চ তালৈঃ ত্রীকলসম্ভবৈঃ ।
 কল্পবৃক্ষৈরসংখ্যৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সুশোভনৈঃ ॥
 সরলৈশ্চন্দনৈর্নীপৈর্দেবদারকুণ্ডভাঙ্গনৈঃ ।
 জাতীলবঙ্গকঙ্কোলৈঃ কর্পূরামোদবাসিভিঃ ॥১০
 তাষুলপত্রনিচয়ৈস্তথা পুগীকলক্রমৈঃ ।
 অষ্টৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ সৰ্ব্বভূকলশোভিতৈঃ
 পুষ্পৈর্নানাবিধৈশ্চৈব লতাশ্চ সমুদ্ভবৈঃ ।
 নানাজলাশয়ৈঃ পুষ্পৈর্নানাপাক্ষিক্রৈর্বৈবৈঃ ॥১২

যাছে । ব্রহ্মা বলিলেন, মুনিগণ ! যাহা
 ভক্তগণের অভিপ্সিত, ধন্য, পুণ্য ও সংসার-
 হর, সেই পরাৎপর পরমপদ কি, তাহা
 আপনারা শ্রবণ করুন । ঐ বিষ্ণুলোক সৰ্ব-
 লোকমধ্যে শ্রেষ্ঠ, সৰ্বাশ্চর্য্যময়, ত্রৈলোক্য-
 পুজিত, পুণ্য স্থান । সেখানে সৰ্বদা অশোক,
 পারিজাত, মন্দার, চম্পক, মালতী, মল্লিকা,
 কুন্দ, বকুল, নাগকেশর, পুন্নাগ, অতিমুক্ত,
 প্রিয়ঙ্গু, তগর, অর্জুন, পাটল, চুত, খদির,
 কর্ণিকার, নারঙ্গ, পনস, লোধ, নিম্ব,
 দাডিম, সর্জ, ডাকাল, লকুচ, খর্জুর মধুক,
 ইন্দ্রফল, কপিল, নারিকেল, তাল, ত্রীকল,
 কল্পবৃক্ষ, সরল, চন্দন, নীপ, দেবদার,
 শুভাঙ্গন, জাতী, লবঙ্গ, কঙ্কোল, কর্পূর-
 মোদমুগন্ধী তাষুলপত্রসমূহ, পুগীকল
 ক্রম এবং অষ্টাশ্চ সৰ্ব্বভূকল-শোভিত
 বিবিধ বৃক্ষ ও বন্যী বিরাজমান । এতদ্বিধ
 লতাশ্চ-সমুদ্ভূত নানাবিধ পুষ্প, নানা জলা-

দীর্ঘিকাশতসজ্জাভৈস্তায়পূর্ণৈর্বনোহরৈঃ ।
 কুমুদৈঃ শতপত্রৈশ্চ পুষ্পৈঃ কোকনদৈর্বরৈঃ ॥
 রক্তনোলোৎপলৈঃ কাষ্ঠৈঃ কহ্লাইরৈশ্চ
 সুগন্ধিভিঃ ।
 অষ্টৈশ্চ জলজৈঃ পুষ্পৈর্নানাবর্ণৈঃ সুশোভনৈঃ
 হংসকারণবাকীর্ণৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈঃ ।
 কোষটিকৈশ্চ দাত্যাহৈঃ কারণবরবাকুলৈঃ ॥ ১৫
 চাতকৈঃ প্রিয়পুত্রৈশ্চ জীবঞ্জীবকজাতিভিঃ ।
 অষ্টৈর্দৈবৈর্জলচরৈর্বিহারমধুরস্বনৈঃ ॥ ১৬
 এবং নানাবিধৈর্দৈবৈর্নানাস্থ্যাসমধিতৈঃ ।
 বৃক্ষৈর্জলাশ্রয়ৈঃ পুণ্যৈর্ভূষিতঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ১৭
 তত্র দৈবৈর্বিমানৈশ্চ নানারত্নবিভূষিতৈঃ ।
 কামগৈঃ কাঞ্চনৈঃ শুভ্রৈর্দিব্যাগন্ধর্ষনাদিতৈঃ ॥
 তরুণাদিত্যসঙ্কটৈশ্চরপ্সরোভিরলঙ্কৃতৈঃ ।
 হেমশয্যাসনবুতৈর্নানাভোগসমধিতৈঃ ॥ ১৮
 খেচরৈঃ সপতাকৈশ্চ মুক্তাহারাবলম্বিতৈঃ ।
 নানাবর্ণৈরসংখ্যাতৈর্জাতরূপপরিচ্ছদৈঃ ॥ ২০
 নানাকুমুদগন্ধাটোচ্চন্দনাঙ্কুভূষিতৈঃ ।
 সুখপ্রচারবহ্নৈর্নানাবাদিত্রিনিঃস্বনৈঃ ॥ ২১

শয়, নানাবিধ পবিত্র পক্ষিরব, শত শত
 জলপুণ মনোজ্ঞ দীর্ঘিকা, কুমুদ, শতপত্র,
 কোকনদ, রক্ত ও নীলোৎপল, কমলীয়
 সুগন্ধ কহ্লার, অশ্রুজলজাত নানাবর্ণ
 পুষ্প, হংস, কারণব, চক্রবাক, কোষটিক,
 দাত্যাহ, চাতক, প্রিয়পুত্র, জীবঞ্জীবক, এবং
 অশ্রুজল দিব্য দিব্য বিহার-মধুরস্বর জলচর
 তথায় সুশোভিত। এইরূপে নানাবিধ দিব্য
 দিব্য আশ্রয়ময় কত মনোহর বৃক্ষ ও কত
 পুণ্য ললাশয় তথায় বিরাজমান। ইহা
 ভিন্ন কাঞ্চনময় দিব্য বিমানশ্রেণী তথায়
 বিদ্যমান। ঐ সকল বিমান গন্ধর্ষগণে
 নাদিত, নানারত্নে ভূষিত, অপ্সরোগণে
 অলঙ্কৃত, তরুণাদিত্যবৎ শোভিত, হেমময়
 শয্যা ও আসনে সমধিত ও নানাভোগে
 মগ্নিত। ঐ বিমানসমূহে পতাকাসকল
 সমুচ্ছিত ও মুক্তাহারশ্রেণী লম্বিত। উহার
 বিবিধ সুবর্ণ পরিচ্ছদে পরিভূষিত, নানা-

মনোমাকততুল্যৈশ্চ কিঞ্চিনীস্তবকাকুলৈঃ ।
 বিহরন্তি পুরে তন্মিন্ বৈকবে লোকপুজিতে ॥
 নানাক্রমাভিঃ সততং গন্ধর্ষাপ্সরসাদিতৈঃ ।
 চন্দ্রাননাভিঃ কাস্তাভির্ঘোষিতৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥
 পীনোরতকুচাগ্রাভিঃ সুমধ্যাভিঃ সমস্ততঃ ।
 শ্রামাবদাতবর্ণাভির্ষষ্ঠ্যামাতঙ্গগামিতৈঃ ॥ ২৪
 পরিবার্য নরশ্রেষ্ঠং বীজয়ন্তি স্য তাঃ স্থিয়ঃ ।
 চামরৈ রুদ্রদণ্ডৈশ্চ নানারত্নবিভূষিতৈঃ ॥ ২৫
 গীতনৃত্যৈস্তথা বাটৈর্দ্যোদমানৈর্মদালসৈঃ ।
 যক্ষবিদ্যাধরৈঃ সিদ্ধৈর্গন্ধর্ষৈরাপ্সরোগণৈঃ ।
 সুরসজ্জৈশ্চ ঋষিভিঃ শুভ্রভৈ ভুবনোত্তমম্ ।
 তত্র প্রাপ্য মহাভোগান্ প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ॥
 বটরাজসমীপে তু দক্ষিণশ্চোদধেনুতে ।
 দৃষ্টৌ যৈর্ভগবান্ কৃষ্ণঃ পুরুষাক্ষো জগৎপতিঃ
 ক্রৌড়ন্ত্যপ্সরসৈঃ সার্কং যাবদ্যোচ্চক্রতারকম্
 প্রতপ্তহেমসঙ্কশা জরামরণবর্জিতাঃ ॥ ২৯

কুমুদগন্ধে আয়োদিত, চন্দন ও অশ্রু-
 সমূহে উদ্ভাসিত, নানা বাদিত্ররবে মুখরিত,
 বেগে মন ও মাকত তুল্য এবং কিঞ্চিনীজালে
 মালিত। ঐ বিমানশ্রেণীতে আরোহণ
 করিয়া লোকপুজিত বিষ্ণুলোকে সতত সুর ও
 সুরসুন্দরীগণ বিহার করিয়া থাকেন। ১—২২।
 গন্ধর্ষ, কামিনী ও অপ্সরা প্রভৃতি নানাবিধ
 অঙ্গনা এবং অশ্রুজল পীনোরতস্তনৌ সুমধ্যমা,
 চন্দ্রবদনা, মন্ত্যামাতঙ্গগামিনী কামিনীরা সেই
 পুরে পুরুষোত্তমকে বেষ্টন করিয়া, নানা
 রত্নমণ্ডিত রুদ্রদণ্ড চামর দ্বারা বীজন করি-
 তেছে। যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, গন্ধর্ষ, অপ্সরা,
 সুরসজ্জ, ও মহর্ষিগণের মনোহর গীত, নৃত্য,
 বাজোচ্চম ও সদালাপে সেই ভুবনোত্তম
 সতত সুশোভিত হইতেছে। মনীষিগণ
 তথায় উপনীত হইয়া মহাভোগ সকল প্রাপ্ত
 হইয়া থাকেন। দক্ষিণোদধির তটে বটবৃক-
 নিকটে যাহারা ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু-
 বিধাতা কৃষ্ণকে দর্শন করেন, চন্দ্রসুহৃদ
 অবস্থিতি কাল পর্যন্ত তাঁহারা অপ্সরোগণ সহ
 ক্রৌড়া করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দেহপ্রভা

সর্বদুঃখবিহীনাং তুষ্ণানিবিবৰ্জিতাঃ ।
 চতুর্ভুজা মহাবীৰ্যা বনমালাবিভূষিতাঃ ॥ ৩০
 শ্রীবৎসলাহনৈর্ঘুতাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ।
 কেচিরীলোৎপলশ্রুমাঃ কেচিৎ কাঞ্চনসন্নিভাঃ
 কেচিন্নরকতপ্রধাঃ কেচিদ্বেদ্যাসন্নিভাঃ ।
 শ্রামবর্ণাঃ কুণ্ডলিনস্তথাস্তে বজ্রসন্নিভাঃ ॥ ৩১
 ন তাদৃক্ সর্বদেবানাং ভাস্তি লোকা দ্বিজোত্তম
 যাদৃগ্ভাস্তি হরেলোকঃ সর্বাশ্চর্য্যসমবিতঃ ॥ ৩২
 ন তত্র পুনরাবুত্তির্গমনাজ্জায়তে দ্বিজাঃ ।
 প্রভাবান্তস্ত দেবস্ত যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ৩৩
 বিচরন্তি পুরে দিব্যে রূপযৌবনগন্নিভাঃ ।
 কৃষ্ণাঃ রামাঃ সুভদ্রাঞ্চ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমে ॥ ৩৪
 প্রতপ্তহেমসঙ্কাশাঃ তরুণাদিত্যসন্নিভম্ ।
 পুরমধ্যে হরেভাস্তি মন্দিরং রত্নভূষিতম্ ॥ ৩৫
 অনেকশতসাহস্রৈঃ পতাকৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
 যোজনায়ুতবিস্তীর্ণং হেমপ্রাকারবেষ্টিতম্ ॥ ৩৬

প্রতপ্ত হেমসন্নিভ হয়। তাঁহারা জরা-মরণ
 হইতে নির্মুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের
 সর্বদুঃখ ও সমস্ত তুষ্ণ-গ্লানি বিদূরিত হইয়া
 যায়। তাঁহারা চতুর্ভুজধারী, মহাবীৰ্য্যশালী,
 বনমালী, শ্রীবৎসলাহিত, ও শঙ্খচক্র গদাধর
 হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ
 কেহ নীলোৎপলবৎ শ্রামবর্ণ, কেহ কেহ
 কাঞ্চনকান্তি, কেহ কেহ মরুটভ, কেহ কেহ
 বৈদ্যাসন্নিভ, কেহ কেহ কুণ্ডলী, এবং কেহ
 কেহ বজ্রাকৃতি। হে দ্বিজগণ! সেই সর্বাশ্চর্য্য-
 ময় বিষ্ণুলোক যাদৃশরূপে প্রতিভাত, মনে
 হয়—সমস্ত দেবলোকও তাহার সমকক্ষ
 নহে। সে পুরে গেলে পুনরাবুত্তি হয় না;
 সেই দেবদেবের প্রভাবে লোকসকল তদীয়
 দিব্য পুরে রূপযৌবনে গর্জিত হইয়া আ-
 শ্রয়কাল বিচরণ করে এবং কৃষ্ণ, রাম ও
 সুভদ্রাকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সন্দর্শন করিতে
 পারে। পুরমধ্যে হরির এক রত্নমণ্ডিত
 মন্দির আছে, উহা প্রতপ্ত হেম ও তরুণ
 প্রভাকরসন্নিভ, অনেক শতসহস্র পতাকায়
 সমলঙ্কৃত, অযুত যোজন বিস্তীর্ণ, এবং

নানাবর্ণৈর্ধ্বজৈশ্চিহ্নৈঃ কল্পিতৈঃ স্তম্ভনোহরৈঃ
 বিভাস্তি শারদো যদ্বনকৈঃ সহ চন্দ্রমাঃ ॥ ৩৭
 চতুর্দারঃ সুবিস্তীর্ণঃ কঙ্কুকীভিঃ সুরক্ষিতম্ ।
 পুরসপ্তকসংযুক্তং মহোৎসেকং মনোহরম্ ॥ ৩৮
 প্রথমং কাঞ্চনং তত্র দ্বিতীয়ং মরুটভম্ ।
 ইন্দ্রনীলং তৃতীয়ং তু মহানীলং ততঃ পরম্ ॥
 পুরং তু পঞ্চমং দীপ্তং পদ্মরাগময়ং পুরম্ ।
 ষষ্ঠং বজ্রময়ং বিপ্রা বৈদ্যাসং সপ্তমং পুরম্ ॥ ৪১
 নানারত্নময়ৈর্হেমপ্রবালাঙ্কুরভূষিতৈঃ ।
 স্তম্ভৈরদ্ভুতসঙ্কাশৈর্ভাস্তি তদ্ভবনং মহৎ ॥ ৪২
 দৃশ্বন্তে তত্র সিদ্ধাশ্চ ভাসয়ন্তি দিশো দশ ।
 পৌর্ণমাশ্চাঃ সনকস্তো যথা ভাস্তি নিশাকরঃ ॥
 স্মারুতস্তত্র ভগবান্ সলঙ্ঘ্যকো জনার্দনঃ ।
 পীতাহরধরঃ শ্রামঃ শ্রীবৎসলঙ্ঘ্যসংযুতঃ ॥ ৪৪
 জলৎসুদর্শনং চক্রং ঘোরং সর্বাঙ্গনাট্যকম্ ।
 দধার দক্ষিণে হস্তে সর্বতেজোময়ং হরিঃ ॥ ৪৫

হেমপ্রাকারে বেষ্টিত। ঐ মন্দির নানা
 বর্ণ মনোজ্ঞ বিচিত্র ধ্বজপতাকায় মণ্ডিত
 হইয়া নক্ষত্রপরিবৃত শারদ সুধাকরের স্যায়
 প্রতিভাত হইতেছে। উহার চতুর্দার,—
 সুবিস্তীর্ণ, কঙ্কুকিগণে সুরক্ষিত, সপ্তপুরে
 সমায়ুক্ত, মহোচ্চ ও মনোহর। তন্মধ্যে
 প্রথমদ্বার কাঞ্চনময়, দ্বিতীয় মরুটময়,
 তৃতীয় ইন্দ্রনীলময়, এবং চতুর্থ মহানীলময়।
 দ্বারসংলগ্ন সপ্তপুরের পঞ্চম পুর দীপ্ত পদ্ম-
 রাগময়, ষষ্ঠ হিরণ্যময় এবং সপ্তম পুর বৈদ্য-
 ময়। ২৩—৪১। বিষ্ণুভবনের উচ্চ উচ্চ
 স্তম্ভগুলি নানা রত্নময় এবং হেমপ্রবালাঙ্কুরে
 বিভূষিত হইয়া অদ্ভুতাকারে সুশোভন।
 সেই সকল স্তম্ভ দ্বারা বিষ্ণুর সেই মহাভবন
 সমধিক সুশোভিত। সেখানে সিদ্ধগণকে
 দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিচরণ করিতে
 দেখা যায়, পুর্ণিমাদিনে সনকস্ত্র নিশাকর
 যেমন সুশোভিত হইয়া থাকেন, সেই ভবন-
 মধ্যস্থ ভগবান্ জনার্দন তেমনি লঙ্ঘ্যসহ
 শোভা ধারণ করেন। তিনি পীতাহর, শ্রাম,
 শ্রীবৎসলাহন ও সর্বাঙ্গনেতা ঘোর সুদর্শন

কুন্দেন্দুরজতপ্রখ্যঃ হারগোক্ষীরসম্নিভম্ ।
 আদায় তং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সব্যহস্তেন কেশবঃ ॥৪৬
 যন্ত শব্দেন সকলং সজ্জাভং জায়তে জগৎ ।
 বিজ্ঞাতং পাক্জন্তোতি সহস্রাবর্ভূষিতম্ ॥ ৪৭
 হৃষ্ট তান্তকরোঃ রোদ্রাঃ দৈত্যদানবনাশিনীম্ ।
 জলদ্বিহিথাকারাং দুঃসহাং ত্রিদৈশরপি ॥৪৮
 কোমোদকীঃ গদাঃ চাসৌ ধৃতবান্ দক্ষিণে করে
 বামে বিষ্ফুরতি হস্ত শার্ঙ্গঃ সূর্য্যসমপ্রভম্ ॥৪৯
 শরৈরাদিত্যসঙ্কটৈশ্চ জালামালাকুলৈর্বরৈঃ ।
 যোহসৌ সংহরতে দেবৈস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
 সর্বানন্দকরঃ স্রীমান্ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
 সর্বলোকগুরুদেবঃ সর্বদৈবৈর্নমস্কৃতঃ ॥ ৫১
 সহস্রমূর্ধা দেবেশঃ সহস্রচরণেক্ষণঃ ।
 সহস্রাখ্যঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রভূজবান্ প্রভুঃ ॥ ৫২
 সিংহাসনগতো দেবঃ পদ্মপত্রায়ভেক্ষণঃ ।
 বিদ্যাদ্বিস্পষ্টসঙ্কাশো জগন্নাথো জগদগুরুঃ ॥৫৩
 পরীতঃ সুরসিন্ধৈশ্চ গন্ধবাপ্পরসাং গণৈঃ ।
 যক্ষবিদ্যাধরৈর্নাগৈর্মুনিসিন্ধৈঃ সচারণৈঃ ॥ ৫৪

চক্রধারী । তিনি সর্বতোজোময়, কুন্দেন্দু-
 রজতাভ, হারগোক্ষীরসদৃশ উজ্জল অন্ত
 দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিতেছেন । হে মুনি-
 গণ! যাহার শব্দে সমস্ত জগৎ সংস্কৃত হইয়া
 উঠে, সেই সহস্রাবর্ভূষ বিখ্যাত পাক্জন্ত
 শব্দ তাঁহার সব্য হস্তে শোভমান । যাহা
 হৃষ্টতরাশির বিনাশক ও যাহার প্রভাবে
 দৈত্য দানব বিনষ্ট হয়, সেই জলদ্বিহিথাক-
 ারী দেবদুঃসহ কোমোদকী গদা এবং সূর্য্য-
 সঙ্কাস শার্ঙ্গবস্ত্র তদীয় দক্ষিণ ও বাম করে
 বিরাজিত । যিনি সূর্য্যসদৃশ জালামালাকুল
 শরানকর দ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্যের সংহার
 সাধন করেন, যিনি সর্বানন্দকর, স্রীমান্,
 সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব জগদগুরু, সর্বদেবনামস্ত,
 সহস্রমূর্ধা, সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রাভিধান,
 সহস্রাক্ষ, সহস্রবাহু, সিংহাসনগত, পদ্মপত্রায়ভ-
 নয়ন, এবং বিদ্যাতের স্তার বিম্ব
 সেই সুরসিন্ধু-সেবিত, চরাচরগুরু জগন্নাথ,-

সুপর্ণেদানবদৈত্যৈঃ রাক্ষসৈর্ভূকিম্বরৈঃ ।
 অস্ত্রেদেবগণৈর্দৈব্যৈঃ স্তূয়মানো বিরাজতে ॥
 তত্রহা সততং কীর্ত্তিঃ প্রজ্ঞা মেঘা সরস্বতী ।
 বুদ্ধির্মতিস্তথা কাস্তিঃ সিদ্ধির্মূর্ত্তিস্তথা হ্যতিঃ ॥৫৫
 গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী মঙ্গলা সক্ষমঙ্গলা ।
 প্রভা মতিস্তথা বাস্তিস্তত্র নারায়ণী স্থিতা ॥৫৬
 শ্রদ্ধা চ কোশিকী দেবী বিদ্যা সৌদামিনী তথ
 নিদ্রা রাত্রিস্তথা মায়া তথাত্মারযোষিতঃ ।
 বাসুদেবস্ত সর্বাত্মা ভবনে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 অথ কিং বহুনোক্তেন সর্বং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫৭
 স্বতাচী মেনকা রক্তা সহজন্তা তিলোত্তমা ।
 উর্ধ্বনী চৈব নিম্নোচা তথাত্মা বামনা পরা ॥৬০
 মন্দোদরী চ সুভগা বিম্বাচী বিপুলাননা ।
 ভদ্রাক্ষী চিত্রসেনা চ প্রমোচা সূমনোহরা ॥৬১
 মুনিসম্মোহনী রামা চন্দ্রমধ্যা শুভাননা ।
 সূকেনী নীলকেশা চ তথা মন্থধদীপিনী ॥ ৬২
 অননুবা মিশ্রকেনী তথাত্মা মুঞ্জিকঙ্কলা ।
 ক্রতুহলা বরাঙ্গী চ পূর্ব্বচিস্তিস্তথা পরা ॥ ৬৩
 পরাবতী মহারূপা শশিলেখা শুভাননা ।

যক্ষ, বিদ্যাধর, নাগ, মুনি, সিদ্ধ, চারণ, সুপর্ণ,
 দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গুহক, কিম্বর ও অন্যান্য
 দেবগণ কর্তৃক দিব্য স্তবে স্তূয়মান হইয়া
 তথায় বিরাজমান । কীর্ত্তি, প্রজ্ঞা, মেঘা,
 সরস্বতী, মতি, বুদ্ধি, সিদ্ধি, কাস্তি, মূর্ত্তি, হ্যতি,
 গায়ত্রী, সাবিত্রী, মঙ্গলা, সক্ষমঙ্গলা, প্রভা,
 কাস্তি, নারায়ণী, শ্রদ্ধা, কোশিকী, বিদ্যা,
 সৌদামিনী, নিদ্রা, রাত্রি, মায়া, এবং অস্ত্রান্ত
 অমরকামিনীরা সেই বাসুদেবভবনে প্রতি-
 ঠিত । অথবা আর অধিক বলিব কি ? সকলই
 সেখানে বিরাজিত । স্বতাচী, মেনকা, রক্তা,
 সহজন্তা, তিলোত্তমা, নিম্নোচা, বামনা, মন্দো-
 দরী, সুভগা, বিম্বাচী, বিপুলাননা, ভদ্রাক্ষী,
 চিত্রসেনা, প্রমোচা, মনোহরা, মুনিমনোমোহনী
 রামা, চন্দ্রমধ্যা, শুভাননা, সূকেনী, নীলকেশা,
 মন্থোখোদীপিনী, অননুবা, মিশ্রকেনী, মুঞ্জি-
 কঙ্কলা, ক্রতুহলা, বরাঙ্গী, পূর্ব্বচিস্তি, পরা-
 বতী, মহারূপা ও শশিলেখা এই সকল

হংসলীলালুগামিনী মন্তবারণগামিনী ॥ ৬৪
 বিদ্যোজী নবগর্তী চ বিখ্যাতাঃ সুরযোষিতঃ ।
 এতান্চাত্মা অপসরসো রূপযৌবনগর্জিতাঃ ॥ ৬৫
 সুমধ্যাশাকবদনাঃ সর্বলঙ্কারভূষিতাঃ ।
 গীতমাধুর্য্যসংযুক্তাঃ সর্বলক্ষণসংযুতাঃ ॥ ৬৬
 গীতবাদ্যে চ কুশলাঃ সুরগন্ধর্বযোষিতঃ ।
 নৃত্যান্ত্যহুদিনঃ তত্র যত্রাসৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬৭
 ন তত্র রোগো নো গ্লানির্ন মৃত্যুর্ন হিমাতপো ।
 ন ক্ষুৎপিপাসা ন জরা ন বৈরূপ্যং ন চানুখম্ ॥
 পরমানন্দজননং সর্বকামফলপ্রদম্ ।

বিষ্ণুলোকাৎ পরং লোকং নাত্র পশ্যামি ভো
 দ্বিজাঃ ॥ ৬৯

যে লোকাঃ স্বর্গলোকে তু জয়ন্তে পুণ্যকর্মণাম্
 বিষ্ণুলোকস্ত তে বিপ্রাঃ কলাঃ নাইস্তি যোড়লীম
 এবং হরেঃ পুরস্থানং সর্বভোগগুণাধিতম্ ।
 সর্বসৌখ্যকরং পুণ্যং সর্বাশ্চর্য্যময়ং দ্বিজাঃ ॥ ৭২
 ন তত্র নাস্তিকা যান্তি পুরুষা বিষয়াশ্রয়কাঃ ।
 ন কৃতঘ্না ন পিতৃনা নো স্তেনা নাজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥

হংসলীলালুগামিনী, মন্তবারণগতি বিদ্যোজী
 বিখ্যাত সুরকামিনীরা এবং রূপ-যৌবন-
 গর্জিত অপসরারা সর্বলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া
 সেই পুরুষোত্তমাধিষ্ঠিত স্থানে প্রত্যহ নৃত্য-
 গীত ও মধুর বাদ্যধ্বনি করে। ঐ
 সকল চাক্রবদনা সুমধ্যমা, সুলক্ষণা
 সুর ও গন্ধর্ব সুন্দরীরা প্রত্যেকেই গীত
 বাদ্যে সুদক্ষ। সেই পুরুষোত্তমের বাস
 স্থানে রোগ, গ্লানি, মৃত্যু, হিম, আতপ, ক্ষুধা,
 পিপাসা, জরা, বৈরূপ্য বা অন্য কোনরূপ
 অশান্তি ও উপদ্রব নাই। বস্তুতঃ সেই
 লোক পরমানন্দজনক ও সর্ববিধ কাম্যফলের
 প্রদায়ক। হে দ্বিজগণ! আমি বিষ্ণুলোক
 হইতে আর কোন লোকই শ্রেষ্ঠ দেখি নাই।
 স্বর্গলোকে পুণ্যকর্ম্মদিগের যে সকল
 লোকের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারা
 বিষ্ণুলোকের যৌলভাগের এক ভাগের
 তুল্য নয়। হে দ্বিজগণ! সেই সর্ব-গুণাধিত,
 সর্বসৌখ্যজনক, পবিত্র, সর্বাশ্চর্য্যময়, হরি-

যেহর্চযন্তি সদা ভক্ত্যা বাসুদেবং জগদুত্তম-
 তে তত্র বৈষ্ণবা যান্তি বিষ্ণুলোকং ন সংশয়ঃ ॥
 দক্ষিণাত্যোদধেন্তীরে ক্ষেত্রে পরমহর্ষভে ।
 দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং রামঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭৪
 কল্পবৃক্ষসমীপে তু যে ত্যজন্তি কলেবরম্ ।
 তে তত্র মনুজা যান্তি মৃত্যু য়ে পুরুষোত্তমে ॥
 বটসাগরয়োর্নধ্যে যঃ স্মরেৎ পুরুষোত্তমম্ ।
 তেহপি তত্র নরা যান্তি যে মৃত্যুঃ পুরুষোত্তমে
 তেহপি তত্র পরং স্থানং যান্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
 এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠা বিষ্ণুলোকঃ সনাতনঃ ।
 সর্বানন্দকরঃ প্রোক্তো ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদঃ ॥ ৭৭
 ইতি শ্রীভ্রাম্মে বিষ্ণুলোকানুকীর্তনং নামাষ্ট্র-
 যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

পুর এইরূপই। নাস্তিক, বৈষ্ণবিক, কৃতঘ্ন,
 পিতৃনা, চোর, বা ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিরা
 তথায় গমন করিতে পারে না। যাহারা
 সতত ভক্তিভরে চরাচরগুরু বাসু-
 দেবকে অর্চনা করে, সেই বৈষ্ণবগণই
 নিশ্চয় বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। হে দ্বিজ-
 গণ! দক্ষিণাক্ষির তীরে পরম হর্ষভ
 পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে
 সন্দর্শন করিয়া কল্পবৃক্ষনিকটে যাহারা
 কলেবর পরিহার করে, সেই পুরুষোত্তমে
 ত্যক্ত-জীবন পুরুষগণ বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ
 করিয়া থাকে। বটবৃক্ষ ও সমুদ্রের মধ্য-
 বর্তী স্থানে থাকিয়া যে ব্যক্তি পুরুষোত্তমকে
 স্মরণ করে এবং যাহারা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে
 মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহারা সকলেই বিষ্ণুলোকে
 উপনীত হয়। তাহাদের যে তখন পরম
 স্থানপ্রাপ্তি ঘটে, এ বিষয়ে কোনই সংশয়
 নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি সনা-
 তন বিষ্ণুলোকের কথা कहিলাম; ঐ লোক
 সর্বানন্দজনক এবং সর্ববিধ ভোগ ও মোক্ষ
 ফলের প্রদায়ক।

অষ্টযষ্টিতম অধ্যায়।

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায় ।

মুনয় উচুঃ ।

বহুশ্রুত্যা প্রোক্তো বিষ্ণুলোকো জগৎপতে
নিত্যানন্দকরঃ শ্রীমান্ ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদঃ ॥ ১
ক্ষেত্রঞ্চ হ্রদভং লোকে কীর্তিতং পুরুষোত্তমম্
ত্যাগা যত্র নরো দেহং যাতি সালোক্যতাংহরেঃ
সম্যক্ ক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যং ত্বয়া সম্যক্ প্রকীর্তিতম্
যত্র দেহসন্ত্যাগা বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥ ৩
অহো মোক্ষস্ত মার্গোহয়ং দেহত্যাগস্যযোদিতঃ
নরাণামুপকারায় পুরুষাখ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ৪
অনায়াসেন দেবেশ দেহং ত্যাগ্য নরোত্তমাঃ ।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে পুং বিকোঃ পদং যাস্তি
নিরাময়ম্ ॥ ৫
ক্ষেত্রা ক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যং বিস্ময়ো নো মহানভূতঃ
প্রয়াগপুষ্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যায়তনানি চ ॥ ৬
পৃথিব্যাং সর্বতীর্থানি সরিতশ্চ সরাসি চ ।
ন তথা তানি সর্বাণি প্রশংসসি সুরোত্তম ॥ ৭

উনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

• মুনীগণ কহিলেন,—হে জগৎপতে !
আপনি বহু আশ্রয়ময় নিত্যানন্দজনক,
ভুক্তি-মুক্তিকলপ্রদায়ক, শ্রীমান্, বিষ্ণু-
লোকের বিষয় বর্ণন করিলেন এবং যথায়
দেহত্যাগ করিয়া লোক হরিসালোক্য প্রাপ্ত
হয়, সেই হ্রদ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিষয়ও
কীর্তন করিলেন, এতদ্বিষয় ঐ ক্ষেত্রের
মাহাত্ম্য যে কি অপূৰ্ণ, তাহাও আপনি
কীর্তন করিয়াছেন ; এ ক্ষেত্রে দেহত্যাগ
করিলে নরগণ বিষ্ণুলোকে উপমীত হয় ।
অহো ! নিশ্চয়ই আপনি নরগণের উপ-
কারের জন্য পুরুষোত্তম তীর্থে দেহ-
ত্যাগরূপ মোক্ষমার্গ নির্দেশ করিলেন ।
হে দেবেশ ! সে ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে
নরগণ অনায়াসেই নিরাময় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত
হয় । আমরা এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শুনিয়া
বিশেষ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি । হে সুরোত্তম !
প্রয়াগ, পুষ্কর প্রভৃতি কত পুণ্য আয়তন

যথা প্রশংসসি ক্ষেত্রং পুরুষাখ্যং পুনঃপুনঃ ।
জাতোহস্মাভিরতিপ্রায়স্তবেদানীং পিতামহ !
যেন প্রশংসসি ক্ষেত্রং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্ ।
পুরুষাখ্যসমং নুনং ক্ষেত্রং নাস্তি মহীতলে ।
তেন হুং বিবুধশ্চেষ্ঠ প্রশংসসি পুনঃপুনঃ ॥ ২
ব্রহ্মোবাচ ।

সত্যং সত্যং মুনিশ্চেষ্ঠা ভবন্তিঃ সমুদাহৃতম্ ।
পুরুষাখ্যসমং ক্ষেত্রং নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥ ১০
সন্তি যানি তু তীর্থানি পুণ্যাত্মায়তনানি চ ।
তানি শ্রীপুরুষাখ্যস্ত কলাং নাইস্তি বোভসীম্ ।
যথা সর্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্বলোকোত্তমোত্তমঃ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১২
আদিত্যানাং যথা বিষ্ণুঃ শ্চেষ্ঠঃ সমুদাহৃতঃ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৩
নক্ষত্রাণাং যথা সোমঃ সরসাং সাগরো যথা ।

তীর্থক্ষেত্র পৃথীতলে বর্তমান রহিয়াছে,
এতদ্বিষয় কত পুণ্যস রিৎ সুরোত্তম রহি-
য়াছে, আপনি বারংবার এই পুরুষোত্তম
ক্ষেত্রের যেরূপ প্রশংসা করিলেন, কৈ ঐ
সকল পুণ্য তীর্থের ত সেরূপ প্রশংসা এক-
বারও করিলেন না । হে পিতামহ ! আপনি
যে জন্ত মুক্তিপ্রদ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের
প্রশংসা করিয়াছেন, আমরা এক্ষণে আপ-
নার সে অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি ।
প্রকৃতই পুরুষোত্তমের স্থায় ক্ষেত্র পৃথীতলে
নাই । সেই জন্তই হে বিবুধশ্চেষ্ঠ ! আপনি
বারংবার তাহার প্রশংসা করিতেছেন ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনীগণ ! আপনারা সত্য
কথাই কহিয়াছেন, পুরুষোত্তমের স্থায়
তীর্থ পৃথীতলে নাই । পৃথিবীতে যে কিছু
পুণ্যায়তন তীর্থ আছে, তাহার পুরুষোত্তম
ক্ষেত্রের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য
নয় । ১—১১ । সর্বেশ্বর বিষ্ণু যেমন সর্ব-
লোকে পরম শ্রেষ্ঠ, তেমনি এই পুরুষোত্তম
সর্বতীর্থের বরিত । আদিত্যগণের বিষ্ণু,
নক্ষত্রগণের চন্দ্রমা, অমুরাশির সাগর, বনু-
সমূহের পাবক, রজ্জগণের শঙ্কর, বর্ণসমূহের

তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৪
বহুনাং পাবকো যদ্বজ্রাণাং শক্তরো যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৫
বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যদ্বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৬
শিখরিণাং যথা মেরুঃ পর্বতানাং হিমালয়ঃ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৭
প্রমদানাং যথা লক্ষ্মীঃ সরিতাং জাহ্নবী যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৮
ঐরাবতো গজেন্দ্রাণাং মহর্ষীণাং ভৃগুর্যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৯
সেনানীনাং যথা হৃন্দঃ সিদ্ধানাং কপিলো যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২০
উট্টৈঃশ্রবা যথাস্থানাং কবীনাশুশনা কবিঃ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২১
মুনীনাঞ্চ যথা ব্যাসঃ কুবেরো যক্ষরক্ষসাম্ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২২
ইন্দ্রিয়াণাং মনো যদ্বজ্রতানামবনী যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৩
অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং পবনঃ প্লবতাং যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৪
ভূষণানাম্ সর্বেষাং যথা চূড়ামণির্দ্বিজাঃ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৫
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ শস্ত্রাণাং কুলিশো যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৬
অকারঃ সর্ববর্ণাণাং গায়ত্রী ছন্দসাং যথা ।

ব্রাহ্মণ, বিহঙ্গমদিগের বৈনতেয়, শিখরী-
দিগের শুমেরু, পর্বতগণের হিমালয়, প্রমদা-
বৃন্দের লক্ষ্মী, সরিৎসমূহের জাহ্নবী, গজেন্দ্র-
গণের ঐরাবত, মহর্ষিগণের ভৃগু, সেনানী-
সমূহের হৃন্দ, সিদ্ধসমূহের কপিল, অশ্ব-
গণের উট্টৈঃশ্রবা, কবিদিগের শুশনা,
মুনিগণের ব্যাস, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের
কুবের, ইন্দ্রিয়গণের মন, ভূতবৃন্দের অবনী,
বৃক্ষসমূহের অশ্বখ, প্রবহমানদিগের পবন,
সর্বভূষণের চূড়ামণি, গন্ধর্ব্বগণের চিত্ররথ,
শস্ত্রসমূহের বজ্র, সর্ববর্ণের আকার, ছন্দো-

তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৭
সর্বাঙ্গেভ্যো যথা শ্রেষ্ঠমুত্তমাজং দ্বিজোত্তমাঃ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৮
অরুন্ধতী যথা স্ত্রীণাং সতীনাং শ্রেষ্ঠতাং গতা
তথা সমস্ততীর্থানাং শ্রেষ্ঠং তৎপুরুষোত্তমম্ ॥ ২৯
যথা সমস্তবিজ্ঞানাং মোক্ষবিদ্যা পরা স্মৃতা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং শ্রেষ্ঠং তৎ পুরুষোত্তমম্ ॥
মহুয্যাণাং যথা রাজা ধেনুনামপি কামধুকু ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩১
সুবর্ণং সর্বরত্নানাং সর্পাণাং বাসুকির্যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩২
প্রহ্লাদঃ সর্বদৈত্যানাং রামঃ শত্রুভৃতাং যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৩
বহাণাং মকরো যদ্বনুগাণাং মৃগরাজ যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৪
সমুদ্রাণাং যথা শ্রেষ্ঠঃ কীরোদঃ সরিতাং পতিঃ
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৫
বরুণো যাদসাং যদ্বদ্যমঃ সংযমিনাং যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৬
দেবর্ষীণাং যথা শ্রেষ্ঠো নারদো মুনিসত্তমাঃ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৭
ধাতুনাং কাঞ্চনং যদ্বৎ পাবিত্রাণাঞ্চ দক্ষিণা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৮
প্রজাপতির্যথা দক্ষ ঋষীণাং কণ্ডুপো যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৯
গ্রহাণাং ভাস্করো যদ্বনুজাণাং প্রণবো যথা ।

রাশির গায়ত্রী, অঙ্গসমূহের উত্তমাজ, স্ত্রী-
গণের সতীশিরোমণি অরুন্ধতী, সমস্ত
বিদ্যার মোক্ষবিদ্যা, মহুয্যগণের রাজা,
ধেনুগণের কামধেনু, রত্নসমূহের সুবর্ণ,
সর্পসভ্যের বাসুকি, দৈত্যসম্প্রদায়ের প্রহ্লাদ,
শত্রুধারীদিগের রাম, মীনগণের মকর, মৃগ-
বৃন্দের মৃগরাজ, সমুদ্রসমূহের কীরোদ-
সাগর, যাদোগণের বরুণ, সংযমীদিগের
যম, দেবর্ষিগণের নারদ, ধাতুনিচয়ের কাঞ্চন,
পবিত্রসমূহের দক্ষিণা, প্রজাপতিগণের দক্ষ,
ঋষিসমাজের কণ্ডুপ, গ্রহগণের ভাস্কর, মহ-

তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪০ ॥
অর্থমেধস্ত যজ্ঞানাং যথা শ্রেষ্ঠঃ প্রকীর্তিতঃ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং ক্ষেত্রঞ্চ তদ্বিজোত্তমাঃ ॥
ওষধীনাং যথা ধাতুং তৃণেষু তৃণরাজ্যথা ।
তথা সমস্ততীর্থানামুত্তমং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪২ ॥
যথা সমস্ততীর্থানাং ধর্ম্যঃ সংসারতারকঃ ।
তথা সমস্ততীর্থানাং শ্রেষ্ঠং তৎ পুরুষোত্তমম্ ॥
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যকীর্তনঃ
নামৈকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সর্বৈষাঠৈকব তীর্থানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
জপহোমব্রতানাঞ্চ তপোদানফলানি চ ॥ ১ ॥
ন তৎ পশ্যামি ভো বিপ্রা যন্তেন সদৃশং নুবি ।
কিঞ্চাত্ৰ বহুনোক্তেন ভাষিতেন পুনঃপুনঃ ॥ ২ ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ক্ষেত্রং তৎ পরমং মহৎ

সমূহের প্রণব, যজ্ঞসমূহের অর্থমেধ, ওষধি-
গণের ধাতু, তৃণপুঞ্জের তৃণরাজ, এবং যেমন
সমস্ত তীর্থমধ্যে সংসারহর ধর্ম্যই সর্বশ্রেষ্ঠ,
তেমনি ত্রিভুবনে যতকিছু তীর্থ আছে, তৎ-
সমস্তের মধ্যে পুরুষোত্তমই সর্বশ্রেষ্ঠ ও
সর্ব বরিষ্ঠ । ১২—৪৩ ।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৯ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! সমস্ত
তীর্থে ও সমস্ত পুণ্যক্ষেত্রে জপ, হোম, ব্রত,
ও দান করিলে যাদৃশ ফল হয়, পুরুষোত্তম
ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা অধিক ফল হইয়া
থাকে । হে বিপ্রগণ! পুরুষোত্তমের স্তায়
পুণ্যফলজনক হোম আমি ভূতলে কুজাপি
দেখি নাই । এ সম্বন্ধে বারংবার অধিক
বলিয়া আর কি হইবে? সেই পুরুষোত্তম

পুরুষাধ্যঃ সঙ্কট্টা সাগরান্তঃসমাপ্তম্ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মবিদ্যাঃ সঙ্কজ্জাতা গর্তবাসো ন বিদ্যাতে
হরেঃ সন্নিহিতে স্থান উত্তমং পুরুষোত্তমং ॥ ৪ ॥
সংবৎসরমুপাসীত মাসমাত্রমথাপি বা ।
তেন জপ্তং হতং তেন তেন তপ্তং তপো মহৎ
স যাতি পরমং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ ।
ভুক্তা ভোগান্নিচিহ্নাশ্চ দেবযোবিৎসমবিতঃ
কল্পান্তে পুনরাগত্য মর্ত্যালোকে নরোত্তমঃ ।
জায়তে যোগিনাং বিপ্রা জ্ঞানজ্যোদ্যতো গৃহে
সম্প্রাপ্য বৈষ্ণবং যোগং হরেঃ স্বচ্ছন্দতাং ব্রজেৎ
কল্পবৃক্ষশ্চ রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ ভক্তয়া সহ ॥ ৬ ॥
মার্কণ্ডেয়ৈল্লহ্যশ্চ মাহাত্ম্যং মাধবশ্চ চ ।
স্বর্গদ্বারশ্চ মাহাত্ম্যং সাগরশ্চ বিধিঃ ক্রমাৎ ॥ ৭ ॥
মার্জনশ্চ যথাকালে ভাগীরথ্যাঃ সমাগমম্ ।
সর্বমেতন্মহাত্ম্যাতং যৎপরং শ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ১০ ॥
ইল্লহ্যশ্চ মাহাত্ম্যমেতচ্চ কথিতং ময়া ।

ক্ষেত্র যে মহৎ, একথা সত্য, সত্য, সত্য ।
সাগরজলপ্লাবিত পুরুষোত্তমকে একবার
দর্শন করিলে এবং একবার ব্রহ্মবিদ্যা বিদিত
হইলে, মাতৃশ্বের আর গর্তবাস হয় না ।
হরির সন্নিহিত উত্তম পুরুষোত্তম স্থানে
থাকিয়া সংবৎসর অথবা একমাস মাত্র উপা-
সনা করিলে, তাদৃশ উপাসক জন স্থান-
মাহাত্ম্যে জপ, হোম, ও তপস্তার মহৎফল
প্রাপ্ত হইবে । যথায় যোগেশ্বর হরি বিরাজ
করেন, তাহার সেই পরম স্থানে গতি হয় ।
সেখানে গিয়া সে বিচিত্র ভোগরাশি উপ-
ভোগ ও দেবাকনাসহ বিহার করত কল্পান্তে
মর্ত্যে আসিয়া পুনরায় যোগিজনের জ্ঞানো-
জ্জল গৃহে জন্মগ্রহণ করে । অনন্তর বৈষ্ণব
যোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই নরশ্রেষ্ঠ হরির স্তায়
যুক্ত পুরুষ হয় । কল্পবৃক্ষ, বলরাম, কৃষ্ণ,
সুভজা, মার্কণ্ডেয়, ইল্লহ্য, মাধব, ও স্বর্গ-
দ্বারের মাহাত্ম্য এবং সাগরস্থান ও মার্জম-
বিধি এবং যথাকালে ভাগীরথীর সমাগম এ
সকলই আমি তোমাদের নিকট কীর্তন করি-
লাম; তোমরা আর কি ভ্রমিতে ইচ্ছা

সৰ্বাশ্চৰ্য্যঃ সমাখ্যাতঃ বহুতঃ পুৰুষোত্তমঃ ॥
পুৰাণঃ পৰমঃ শুভঃ ধন্যঃ সংসারমোচনঃ ॥১১

মুনয় উচুঃ ।

নহি নৃশ্চিৰন্তীহ পৃথতাঃ তীৰ্থবিস্তরম্ ।
পুনৰেব পরমঃ শুভঃ বহুতঃ পুৰুষোত্তমঃ ॥
পৰমঃ তীৰ্থন্ত মাহাশ্চৰ্য্যঃ সৰ্বতীৰ্থোত্তমোত্তমঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইমমেব পুরা প্রথং পৃষ্ঠোহস্মি দ্বিজসন্তমাঃ ।
মারদেন প্রথেন তদা তং প্রোক্তবানহম্ ॥১৩

নারদ উবাচ ।

তপসো যজ্ঞদানানাং তীৰ্থানাং পবনং স্মৃতম্ ।
সৰ্বং কৃতং যয়া তুস্তো জগদ্যোনে জগৎপতে
কিয়ন্তি সন্তি তীৰ্থানি স্বৰ্গমৰ্ত্যরসাতলে ।
সৰ্বেষামেব তীৰ্থানাং সৰ্বদা কিং বিশিষ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

চতুৰ্দ্ধানি তীৰ্থানি স্বৰ্গে মৰ্ত্যে রসাতলে ।
দৈবানি মুনীশাঙ্গুল আশ্রয়ণ্যরযাণি চ ॥ ১৬

কর ? আমি ইন্দ্রহুম্নের মাহাশ্চর্য্যকথা বিস্তৃত-
রূপেই বলিয়াছি । এই প্রসিদ্ধ পুৰুষোত্তম
কৃত্রের সৰ্বাশ্চর্য্যময় বহুত-কথাও ব্যক্ত
করিয়াছি ; ইহা—ধন্য, পৰম শুভ, পুৰাণ, ও
সংসারমোচন । ১—১১ । মুনীগণ কহি-
লেন,—এই তীৰ্থবিবরণ শ্রবণে এখন আমা-
দের তৃপ্তি মাই, পুনৰ্বার পরম শুভতীৰ্থ-
মাহাশ্চর্য্য অশেষরূপে বর্ণন করুন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—হে দ্বিজগণ ! পুরাকালে নারদ
আমাকে এই প্রথমেই কহিয়াছিলেন ; তাঁহাকে
আমি যত্নের সহিত তখন ইহার উত্তর দিয়া-
ছিলাম । নারদ বলিলেন,—হে জগৎকারণ !
জগৎপতে ! তপস্বী, যজ্ঞ, দান এবং তীৰ্থ-
সমূহের মধ্যে যাহা পবিত্র তীৰ্থ, সে বিষয়
সকলই আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি ;
কিছু সময়ান্ত স্বৰ্গ, মৰ্ত্য, রসাতলে কতগুলি
তীৰ্থ আছে, এবং সেই সকল তীৰ্থের মধ্যে
কোন তীৰ্থই বা সৰ্বদা বিশিষ্ট, তাহা
এখন বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—স্বৰ্গে,
মৰ্ত্যে, রসাতলে, চতুৰ্দ্ধানি তীৰ্থ বিদ্যমান ;

যাহাষাণি ত্রিলোকেষু বিখ্যাতানি স্মৃদ্যদিত্তিঃ ।
যাহুবেভ্যশ্চ তীৰ্থেভ্য আশ্রয়ঃ বহুপুণ্যদম্ ।
আশ্রয়েভ্যস্তথা পুণ্যং দৈবং তৎসার্বকামিকম্
ব্রহ্মবিশ্বশিবৈশ্চৈব নিশ্চিতং দৈবমুচ্যতে ।
ত্রিভোযদেকং জায়েত তস্মান্নাতঃ পরমঃ বিহুঃ
জয়াণামপি লোকানাং তীৰ্থং মেধ্যমুদাহৃতম্ ।
তত্রাপি জাহবং দ্বীপং তীৰ্থং বহুশুণোদয়ম্ ॥২০
জাহবে ভারতঃ বৰ্ষং তীৰ্থং ত্রৈলোক্যবিশ্ৰুতম্
কৰ্ম্মভূমিষতঃ পুত্র তস্মান্নাতীৰ্থং তদুচ্যতে ॥ ২১
তত্রৈব যানি তীৰ্থানি যাহুস্তানি ময়া তব ।
হিমবদ্বিক্র্যয়োৰ্দ্ধে যজ্ঞো দেবসন্তবাঃ ॥২২
তথৈব দেবজা ব্রহ্মন দক্ষিণার্ণববিক্র্যয়োঃ ।
এতা দ্বাদশ নগ্ৰস্ত প্রাধান্তেন প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥২৩
অতিসম্পূজিতং যস্মান্ভারতঃ বহুপুণ্যদম্ ।
কৰ্ম্মভূমিরতো দেবৈর্বৰ্ষং তস্মাৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥
আৰ্ধাণি চৈব তীৰ্থানি দেবজানি কচিৎ কচিৎ ।

যথা,—দৈব, আশ্রয়, আৰ্ধ, এবং যাহুয ।
তন্মধ্যে যাহুয তীৰ্থ হইতে আৰ্ধতীৰ্থ
শ্রেষ্ঠ, আৰ্ধ হইতে আশ্রয় বহু পুণ্যপ্রদ
এবং আশ্রয় হইতে দৈব তীৰ্থ সার্ব-
কামিক ও পবিত্র । ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব
কর্তৃক দৈব তীৰ্থ নিশ্চিত হইয়াছে । স্মৃতরাং
সেই দেবতায় হইতে যাহার জন্ম, তাহা
অপেক্ষা অন্য কিছু প্রধান বলিয়া অভিহিত
হইতে পারে না । সেই দেবতায়-নিশ্চিত
তীৰ্থই ত্রৈলোক্যে পবিত্রতীৰ্থ বলিয়া নির্দিষ্ট ।
ঐ তীৰ্থ অপেক্ষা সমগ্র জম্বুদ্বীপ বহুশুণবর্জক
শ্রেষ্ঠ তীৰ্থ । জম্বুদ্বীপে যে ভারতবর্ষ, তাহা
ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত প্রধান তীৰ্থ ; কেননা,
হে পুত্র ! ভারতবর্ষ কৰ্ম্মভূমি বলিয়া উহাকে
তীৰ্থ আখ্যায় অভিহিত করা হয় । ভারত-
বর্ষই যে সকল তীৰ্থের কথা আমি বলিয়াছি,
তন্মধ্যে হিমবান্ ও বিক্র্যাচলের মধ্যবর্তী
ছয়টি দেবনদী এবং দক্ষিণার্ণব ও বিক্র্যাচলের
মধ্যস্থ অপর ছয়টি দেবসন্তবা নদী, সমষ্টিতে
এই দ্বাদশটি নদীই প্রধান বলিয়া প্রকীৰ্ত্তিত ।

আনুরৈরাবৃত্তাসংস্কৃতদেবানুরমুচ্যতে ॥ ২৫
দৈবেষেব প্রদেশেষু তপস্তপ্তা মহর্ষয়ঃ ।
দৈবপ্রভাবাতপস আৰ্য্যাপি চ তান্তপি ॥ ২৬
আত্মনঃ শ্রেয়সে মূৰ্ত্ত্যে পূজ্যৈ ভূতয়েহথবা ।
আত্মনঃ ফলভূত্যর্থঃ যশসোহবাণ্ডয়ে পুনঃ ॥ ২৭
মানুষ্যৈঃ কারিতান্তাহর্নামুমাণীতি নারদ ।
এবং চতুর্বিধো ভেদস্তীর্থানাং মুনিসন্তম ॥ ২৮
ভেদং ন কশ্চিজানাতি শ্রোতুং যুক্তোহসি নারদ
বহবঃ পণ্ডিতশ্রুতাঃ শৃণুস্তি কথয়ন্তি চ ।
সুকৃতী কোহপি জানাতি বক্তুং শ্রোতুং
নিজৈর্গুণৈঃ ॥ ২৯

নারদ উবাচ ।

ভেষাং স্বরূপং ভেদঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তবতঃ ।
যচ্ছৃণ্ব্য সর্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

দেবগণ বহু পুণ্যপ্রদ ভারতবর্ষকে যে হেতু
বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন ;
এজন্য উহা দেবতীর্থ আখ্যায় অভিহিত ।
কোথাও কোথাও আৰ্য ও দৈবতীর্থগুলি
আনুরতীর্থে আবৃত হইয়াছিল ; এই জন্য সে
সকল আনুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।
মহর্ষিগণ অনেক দৈবপ্রদেশে তপস্থা করিয়া
দৈববলে ও তপঃসাহায্যে আৰ্য্য তীর্থ সকল
নিৰ্ম্মাণ করেন । হে নারদ ! আন্নার
মঙ্গল, মুক্তি, ও ভূতি অথবা দেবার্চনা
এবং ফল কামনা ও স্বীয় যশোলিপ্যায়
মানুষ্যেরা যে সকল তীর্থ নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছে, ঐ সকল তীর্থই মানুষ
তীর্থ নামে নিরূপিত । হে মুনিবর ! এই ত
তীর্থসমূহের চতুর্ক ভেদ ব্যাখ্যা করিলাম ;
এই ভেদবার্তা অপর কেহই জানে না ।
তুমিই ইহা শুনিবার যোগ্য পাত্র । নারদ !
বহু পণ্ডিতশ্রুত লোকই শ্রবণ করে এবং
বলিয়া থাকে, কিন্তু নিজগুণে বলিতে এবং
শুনিতে জানে এমন সুকৃতী লোকের সংখ্যা
অতি অল্পই আছে । নারদ বলিলেন,—
আমি তীর্থসমূহের স্বরূপ ও ভেদ যথাযথ
শুনিতে ইচ্ছা করি ; আমার বিশ্বাস—

ব্রহ্মন্ কৃতযুগাদো তু উপায়োহস্তো ন বিজ্ঞতে
তীর্থসেবাং বিনা শ্রদ্ধায়াসেনাতীষ্টদায়িনীম্ ॥ ৩১
ন হুয়া সদৃশো ধাতব্জা জাতাথবা কচিৎ ।
ত্বং নাভিকমলেন বিকোঃ সজ্জাতোহখিলপূর্ব্বজঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

গোদাবরী ভীমরথী তুঙ্গভদ্রা চ বেণিকা ।
তাপী পয়োকী বিদ্যাশ্র দক্ষিণে তু প্রকীর্ত্তিতা
ভাগীরথী নর্ম্মদা তু যমুনা চ সরস্বতী ।
বিশোকী চ বিতস্তা চ হিমবৎপর্ব্বতাস্থিতাঃ ॥ ৩৪
এতা নদ্যঃ পুণ্যতমা দেবতীর্থানুদাহৃত্যঃ ।
গয়ঃ কোলানুরো বৃদ্ধাপুরো হৃদকস্তথা ॥ ৩৫
হয়মূর্ধ্বা চ লবণো নমুচিঃ শৃঙ্গকস্তথা ।
যমঃ পাতালকেতুশ্চ ময়ঃ পুষ্কর এব চ ॥ ৩৬
এতৈরাবৃত্ততীর্থানি আনুরানি শুভানি চ ।
প্রভাসো ভার্গবোহগস্তির্নরনারায়ণো তথা ॥
বসিষ্ঠশ্চ ভরদ্বাজো গোতমঃ কশ্যপো মনুঃ ।
ইত্যাদিমহাজুষ্ঠানি ঋষিতীর্থানি নারদ ॥ ৩৮

ইহা শ্রবণে সর্ব পাপ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত
হওয়া যায় । ১২—৩০ । হে ব্রহ্মন্ ! সত্য-
যুগাদিতে অল্পায়াসে অতীষ্টদায়িনী তীর্থ-
সেবা ব্যতীত অন্য উপায় নাই । হে
বিধাতা ! আপনার তুল্য বক্তা এবং
জাতা কুত্রাপি নাই । আপনি বিষ্ণুর নাভি-
কমলে জন্মিয়াছেন এবং আপনি সকলেরই
পূর্ব্বজাত । ব্রহ্মা বলিলেন,—গোদাবরী,
ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, বেণিকা, তাপী ও
পয়োকী এই নদীগুলি বিদ্যাচলের দক্ষিণ-
দিক দিয়া প্রবাহিত । ভাগীরথী, নর্ম্মদা, যমুনা,
সরস্বতী, বিশোকী ও বিতস্তা এই নদীগুলি
হিমালয় হইতে নির্গত । এই সকল নদী
পুণ্যতম । ইহারা দেবতীর্থ নামে নিরূপিত ।
গয়, কোলানুর, বৃদ্ধ, ত্রিপুর, হৃদক, হয়গ্রীব,
লবণ, নমুচি, শৃঙ্গক, যম, পাতালকেতু, ময়,
ও পুষ্কর এই সকল আনুরগণ কতক যে সকল
তীর্থ আবৃত হইয়াছিল, তাহারা শুভ আনুর
তীর্থ । প্রভাস, ভার্গব, অগস্তি, নর ও
নারায়ণ, বসিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গোতম, কশ্যপ,

অমরীষো হরিশ্চন্দ্রো মাঙ্কাতা মনুরেব চ ।
কুরুঃ কনখলশ্চৈব ভদ্রাশ্বঃ সগরস্তথা ॥ ৩৯
অশ্বযুপো নাটিকেতা বুধাকপিরিন্দমঃ ।
ইত্যাদিমানুষৈর্বিপ্র নিৰ্ম্মিতানি শুভানি চ ॥ ৪০
যশসঃ কলভূত্যর্থং নিৰ্ম্মিতানীহ নারদ ।
যতোদ্ধুতানি দৈবানি যত্র কাপি জগন্ময়ে ।
পুণ্যতীর্থানি তান্তাহস্তীর্থভেদো ময়োদিতঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থভেদ-বর্ণনং নাম
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ত্রিদৈবত্যাং তু যস্তীর্থং সর্কোভ্যো হ্যজমুদ্রমম্
তন্ত স্বরূপভেদক বিস্তরেণ ব্রবীতু মে ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ ।

তাবদন্তানি তীর্থানি তাবস্তাঃ পুণ্যভূময়ঃ ।

ও মনু প্রভৃতি মুনিগণের সেবিত স্থানগুলি
ঋষিতীর্থ বা আৰ্ষ তীর্থ নামে নির্দিষ্ট। অম-
রীষ, হরিশ্চন্দ্র, মাঙ্কাতা, মনু, কুরু, কনখল,
ভদ্রাশ্ব, সগর, অশ্বযুপ, নাটিকেতা, ও বুধাকপি
প্রভৃতি মানুষ রাজগণ যে সকল তীর্থ নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছেন, তৎসমস্ত শুভ মানুষ লীর্ণ।
হে নারদ! মানুষগণ যশোলাভের জন্য
তীর্থনিৰ্ম্মাণ করেন; কিন্তু ত্রিজগতে দৈব-
তীর্থগুলি আপনা হইতেই উদ্ভূত। ঐ সকল
তীর্থ পুণ্যজনক বলিয়া নির্দিষ্ট; এই আমি
তীর্থ ভেদ বলিলাম। ৩১—৪১।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

নারদ বলিলেন,—ব্রহ্মন! আপনি যে
ত্রিদৈব-নিৰ্ম্মিত তীর্থকে সর্কাপেক্ষা উত্তম
বলিলেন। অধুনা তাহার স্বরূপভেদ বিস্ত-
রিত বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অস্তান্ত তীর্থ,

তাবদ্যজ্ঞাদয়ো যাবন্তিদৈবত্যাং ন দৃষ্টতে ॥ ২
গন্ধেয়ং সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ককামপ্রদায়িনী ।
ত্রিদৈবত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্ৎপত্তিমতঃ শৃণু ॥ ৩
বর্ষণামযুতাং পূর্বং দেবকার্যা উপস্থিতে ।
তারকো বলবানাসীন্মদ্বাদতিগর্ভিতঃ ॥ ৪
দেবানাং পরমৈশ্বর্যং হৃতং তেন বলীযসা ।
ততস্তে শরণং জঘ্মুর্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৫
ক্ষীরোদশায়িনং দেবং জগতাং প্রপিতামহম্ ।
কৃতাজ্জলিপুটো দেবো বিষ্ণুর্মুচুরনন্তগাঃ ॥ ৬
দেবা উচুঃ ।

ত্বং ত্রাতা জগতাং নাথ দেবানাং কীর্তিবর্দ্ধন ॥
সর্কেশ্বর জগদ্যোনে ত্রয়ীমূর্ত্তে নমোহস্ত তে ॥
লোকশ্রষ্টানুরান হস্ত! ত্বমেব জগতাং পতিঃ ।
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশানাং কারণং ত্বং জগন্ময় ॥ ৮
ত্রাতা ন কোহপ্যস্তি জগন্ময়েহপি
শরীরিণাং সর্কাবিপদাতানাম্ ।

অস্তান্ত পুণ্যভূমি ও যজ্ঞপ্রভৃতি তাবৎকালেই
প্রশস্ত, যাবৎ না ত্রিদৈবত্যা তীর্থ দৃষ্টিগোচর
হয়। এই যে নিখিল কামপ্রদায়িনী সরিষরা
গঙ্গা দেবী, ইনি ত্রিদৈবত্যা নামে নিরূপিতা।
হে মুনিবর! অধুনা ইহার উৎপত্তি-বার্তা
শ্রবণ করুন। অযুত বর্ষ পূর্বে একদা
দেবকার্যা উপস্থিত হইয়াছিল; তখন
তারক নামে এক বলবান অশুর আমার
বরে দর্পিত হইয়া দেবগণের সমস্ত ঐশ্বর্য
লুণ্ঠন করে। ইন্দ্রাদি দেবগণ নিরূপার
হইয়া ক্ষীরোদশায়ী জগৎপ্রপিতামহ বিষ্ণুর
শরণ গ্রহণ করেন এবং কৃতাজ্জলিকরে
অনন্তমনে আমাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত
হন। দেবগণ বলেন,—হে দেবগণের
নাথ, কীর্তিবর্দ্ধন, জগৎকারণ, বেদযুতি,
দেব! আপনি জগতের পরিজ্ঞানকর্তা।
আপনাকে আমরা নমস্কার করি। হে
জগন্ময়! আপনি লোকশ্রষ্টা, অশুরহস্তা,
জগৎপাতা, এবং স্থিতি, উৎপত্তি, ও
বিনাশকর্তা। এই ত্রিভুবনে আপনি

স্বা বিনা বারিজননে
তাপজ্ঞানাং শরণং ন চাস্ত ৷ ১
পিতা চ মাতা জগতোহখিলন্ত
স্বমেব সেবাস্থলতোহসি বিকো ।
প্রসীদ পাহীশ মহাভয়েভ্যো-
হৃদ্যদর্শিত্বা বদ কথদন্তঃ ৷ ১০

আদিকর্তা বরাহঃ মৎস্তঃ কূর্মন্তথৈব চ ।
ইত্যাদিরূপভেদৈর্নো রক্ষসে ভয় আগতে ৷ ১১
হৃতশ্যামান পুরগণান হৃতদারান্ গতাপদঃ ।
কস্মিন্ন রক্ষসে দেব অনন্তশরণান হরে ৷ ১২
ব্রহ্মোবাচ ।
ভতঃ প্রোবাচ ভগবান্ শেষশায়ী জগৎপতিঃ
কস্মাচ্চ ভয়মাপন্নঃ তদ্রুবন্ত গতজরাঃ ।
ভতঃ ত্রিষ্মঃ পতিঃ প্রাহন্তঃ তারকবধঃ প্রতি ৷ ১৩
দেবা উচুঃ ।
তারকাস্তম্যমাপন্নঃ ভীষণঃ রোমহর্ষণম্ ।

ব্যতীত বিপন্ন জনগণের জ্ঞানকর্তা আর কেহই নাই। হে পুণ্ডরীকাক ! তাপজ্ঞয়ের স্মৃতিই প্রশমনকর্তা; তুমি ব্যতীত রক্ষাকর্তা আর কেহই নাই। হে কূর্ম ! তুমি অখিল জগতের পিতা মাতা; একমাত্র সেবা দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ঈশ ! প্রসন্ন হও, আমাদের মহাভয় হইতে রক্ষা কর। তুমি ব্যতীত কে আর আর্জিহারী আছে বল? তুমি আদিকর্তা; বরাহ, মৎস্ত, ও কূর্ম প্রভৃতি বিভিন্নরূপে তুমি আমাদের ভয়কালে রক্ষা করিয়া থাক। এক্ষণে সুরগণের প্রভু, এমন কি ত্রীপুঞ্জাদিও অপদ্রুত হইয়াছে। তোমার সেই দেবগণ অধুনা সম্পূর্ণরূপে বিপন্ন। হে হরে ! সেই অনন্তাশ্রয় দেবগণকে কেন তুমি রক্ষা করিতেছ না? ব্রহ্মা বলিলেন,—শেষশায়ী ভগবান্ জগৎপতি তদন্তরে বলিলেন, ভয় কাহা হইতে তোমাদের উৎপন্ন হইয়াছে? স্থিরচিত্তে তাহা প্রকাশ কর। তখন দেবগণ ত্রীপতিকৈ তারক-বধের জন্ত সঙ্কল্পবোধ করিলেন। তাহারা

ন যুট্টেস্তপসা শাটৈর্হন্তঃ নৈব কস্মা বদন্ত ৷ ১৪
অর্কাদশাহাদৃষো বালন্তাননমৃত্যুমবাপ্যতি ।
তস্মাদেব ন চাস্তেভ্যস্তত্র নীতির্বিধীয়াত ৷ ১৫
ব্রহ্মোবাচ ।
পুনর্নারায়ণঃ প্রাহ নাহং বলোৎকটঃ সুরাঃ ।
ন মন্তো মদপত্যাক্ষ ন দেবেভ্যো বধো ভবেৎ
ঈশ্বরাদ্যদি জায়েত অপত্যঃ বহুশক্তিময়ঃ ।
তস্মাদধমবাপ্যোতি তারকো লোকদারকঃ ৷ ১৬
তপস্ছামঃ সুরাঃ সর্বে যতিতুম্যযতিঃ সহ ।
ভাষ্যার্থঃ প্রথমো যত্নঃ কর্তব্যঃ প্রতর্জিতঃ ।
তথেষ্ট্যুজ্ঞা সুরগণা জঘৃন্তে চ নগোস্তমম্ ।
হিমবন্তঃ রত্নময়ঃ যেনাং চ হিমবৎপ্রদ্বায ৷ ১৭
ইদমুচুঃ সর্ব এব সভাষ্যং তুহিনঃ গিরিষ ৷ ১৮
দেবা উচুঃ ।
দাক্ষায়ণী লোকমাতা যা শক্তিঃ সংহিতা গিরে

বলিলেন, তারকাসুর হইতে আমরাই
ভীষণ রোমহর্ষণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে।
তাহাকে যুদ্ধ, তপোবল, বা অতিশাপ প্রদান
দ্বারা বিনাশ করিতে আমরা সমর্থ নহি।
দশ দিবসের ন্যূনবয়স্ক বালক হইতেই
তাহার মৃত্যু হইবে। অতএব দেব! অস্ত
কিছু হইতেই তাহার মৃত্যুসম্ভাবনা নাই।
এ সম্বন্ধে যেরূপ নীতি প্রয়োগ কর্তব্য হয়,
করুন। ১—১৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—
দেবগণের কথায় নারায়ণ উত্তর করিলেন,
হে সুরগণ ! আমি বলোৎকট নহি।
আমি, আমার সন্তান বা অন্য কোন দেব
হইতেই সেই অসুরের বধ সাধন হইবে
না। যদি ঈশ্বর হইতে প্রভূত শক্তিক্রম
অপত্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই
অপত্য হইতেই লোকভয়ঙ্কর তারক নিহন
প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে সুরগণ ! চমৎ
—আমরা ঋষিগণ সহ মিলিত হইয়া তদীয়
ভাষ্যপরিগ্রহার্থ যত্ন প্রকাশ করি। সুরগণ
‘তথাস্থ’ বলিয়া রত্নময় হিমালয়ে গমন
করিলেন এবং হিমালয়প্রিয়া যেনাকে
তৎপতি হিমগিরিবরকে সকলেই একবাক্যে

বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞা ধৃতির্বেদা লজ্জা পুষ্টিঃ সরস্বতী ॥ ২১

এবং অনেকখা নোকে বা হিতা লোকপাবনী

জীবানাং কার্যসিদ্ধার্থঃ সুবযোগ্যতমাবিশং ॥ ২২

সমুৎপন্ন জগন্মাতা শস্তোঃ পত্নী ভবিষ্যতি ।

অম্বাকং ভবতাং চাপি পালনী চ ভবিষ্যতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

হিমবানপি তথাক্যঃ সুরাগামভিনন্দ্য চ ।

যেনা চাপি মহোৎসাহা অস্তিত্যেবং বচোহব্রবীৎ

তদোৎপন্ন জগদ্ধাতী গৌরী হিমবতো গৃহে ।

শিবধ্যানরতা নিত্যং তস্মিষ্ঠা তন্মনোগতা ॥ ২৫

তাং বৈ প্রোচুঃ সুরগণা ঈশার্থে তপ আবিশ

তথা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গৌরী তেপে তপো মহৎ

পুনঃ সমুৎপন্নাসুরীশো ধ্যায়তি তাং শিবাম্ ।

আত্মানং বা তথাস্থা ন জানীমঃ কথং ভবঃ ॥

হলিলেন, যে দক্ষনন্দিনী জগজ্জননী শক্তি শঙ্কর প্রণয়িনী ছিলেন, এবং যিনি বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, ধৃতি, মেধা, লজ্জা, পুষ্টি, ও সরস্বতী ইত্যাদি বহুধাক্রমে জগৎ পবিত্র করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি দেবগণের কার্যাদির জন্ত আপনাদের অপত্যরূপে উৎপন্ন হইবেন। সেই জগন্মাতা উৎপন্ন হইয়া পুনর্বার শঙ্কর প্রণয়িনী হইবেন এবং আপনাদিগের ও আমাদিগের পালনকর্ত্রী হইবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হিমবান্ সুরগণের সেই বাক্য অভিনন্দিত করিলেন এবং তদীয় পত্নী যেনাও মহোৎসাহে ‘অস্ত’ এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অনন্তর জগদ্ধাতী গৌরী হিমালয়গৃহে জন্ম লইলেন। তিনি শিব-ধ্যানে নিরতা, নিয়ত তদেকান্তপরায়ণা ও তপস্বী হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। সুরগণ তাঁহাকে ঈশ্বার্থে তপস্তাচরণে অরুণোধ করিলেন। গৌরী তদনুসারে হিমালয়পৃষ্ঠে গিয়া মহাতপস্তায় নিযুক্ত হইলেন। এদিকে দেবগণ আবার এইরূপ মন্তব্য করিলেন যে, গৌরী ত শিব-লাভার্থে তপস্বিনী হইলেন, কিন্তু সেই শিব-লাভের পিছাকে ধ্যান করেন, তাহার

মেনকারাঃ সূতাস্ত চিত্তং দধ্যাৎ সুরেশ্বরঃ ।

তত্র নীতিবিধাতব্য ততঃ ঐষ্ঠ্যমবাপ্যথ ।

ততঃ প্রাহ মহাবুদ্ধির্বাচস্পতিকৃদারধীঃ ॥ ২৮

বৃহস্পতিকৃবাচ ।

যত্নয়ং মদনো ধীমান্ কন্দর্পঃ পুষ্পচাপধুঃ ।

স বিধ্যতু শিবং শাস্তং বাণৈঃ পুষ্পময়ৈঃ শুভৈ

তেন বিদ্ধস্ত্রিনেত্রোহপি ঈশায়াঃ বুদ্ধিমানদধেৎ

পরিণেষ্যত্যসৌ নুনং তদা তাং গিরিজাং হরঃ

জয়িনঃ পঞ্চবাণশ্চ ন বাণাঃ কাপি কুর্ ঈষ্ঠ্যঃ ।

তথোচায়াং জগদ্ধাত্যাং শস্তোঃপুত্রোভবিষ্যতি

জাতঃ পুত্রস্ত্রিনেত্রশ্চ তারকং স হনিষ্যতি ।

বসন্তক সহায়ার্থং শোভিষ্ঠং কুসুমাকরম্ ॥ ৩২

আহ্লাদনঞ্চ মনসা কামায়েনং প্রবচ্ছথ ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যুত্থা সুরগণা মদনং কুসুমাকরম্ ।

প্রেষয়ামাসুরব্যগ্রাঃ শিবাস্তিকমরিন্দমাঃ ॥ ৩৪

উপায় কি? আমরা তাহা জানিতেছি না।

সেই ভগবান্ ভব কিরূপে মেনকানন্দিনী

গৌরীতে চিত্ত-সমাবেশ করিবেন। অত-

এব সে পক্ষে আমাদিগের নীতিপ্রয়োগ

কর্ত্তব্য এবং তাহা চইলেই আমাদের

মঙ্গল লাভ নিশ্চিত। তখন মহাবুদ্ধি,

উদারচেতা বৃহস্পতি প্রস্তাব করিলেন,

এই যে পুষ্পচাপধারী, ধীশক্তিশালী,

মনুখ কন্দর্প, ইনি পুষ্পময় বাণ দ্বারা সেই

শাস্ত শিবকে বিদ্ধ করুন। মদনবাণে বিদ্ধ

হইয়া ত্রিলোচন নিশ্চিতই ঈশানীর প্রতি

মনঃসংযোগ করিবেন এবং তখন গিরি-

বালার পাণিগ্রহণও করিবেন। বিজয়ী

পঞ্চবাণের বাণ কুত্রাপি কুণ্ঠিত হয় না।

শঙ্কু জগদ্ধাতীর পাণিগ্রহণ করিলে তদীয়

গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে; সেই ত্রিনেত্র-

পুত্রই তারকাসুরের নিধনসাধন করিবে।

অতএব এই মদনের সাহায্যার্থ কুসুমাকর

বসন্তকে প্রেরণ কর। ১৬—৩৩। ব্রহ্মা বলি-

লেন,—সুরগণ সেই প্রস্তাবের সম্মত হইয়া

স জগাম স্বরা কামো বৃত্তচাপো সমাধবঃ ।
 রত্যা চ সহিতঃ কামঃ কর্তুঃ কৰ্ম্ম সুহৃৎকরম্ ॥ ৩৫
 গৃহীত্বা সশরঃ চাপমিদং তন্ত মনোহতবৎ ।
 যয়া বেধ্যত্বেবেধ্যো বৈ শত্ৰুলোকগুরুঃ প্রভুঃ ॥ ৩৬
 ত্রৈলোক্যজয়িনো বাণাঃ শস্ত্রো মে কিং
 দৃঢ়া ন বা ।
 তেনাসৌ চাপিনেত্রেণ তন্মশেষস্তদা কৃতঃ ॥ ৩৭
 তদেব কৰ্ম্ম সুদৃঢ়মীকিতুং সুরসন্তমাঃ ।
 আজমুভ্যত যদবৃত্তং শৃণু বিশ্বয়কারকম্ ॥ ৩৮
 শত্ৰুং দৃষ্ট্বা সুরগণা যাবৎ পশুন্তি মন্থধম্ ।
 তাবচ্চ তন্মসাদৃতঃ কামঃ দৃষ্ট্বা ভয়াতুরাঃ ॥
 তুহুর্হুহিদেশশানঃ কৃতাজলিপুটাঃ সুরাঃ ॥ ৩৯
 দেবা উচুঃ ।
 তারকাস্তমাপন্নঃ কুরু পত্নীং গিরেঃ সূতাম্ ॥

মদন ও বসন্তকে শিবাঙ্গিকে প্রেরণ
 করিলেন। মদন তখন রতি ও মাধবসহ
 ধনুর্ধারহস্তে অরিতপদে দ্রুতর কৰ্ম্ম সাধনার্থ
 যাত্রা করিলেন। মদন সশর শরাসন
 গ্রহণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—
 চরাচরগুরু শত্ৰু অবৈধ্য হইলেও আমি
 তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিব। আমার
 ত্রিলোকবিজয়ী বাণ সকল কি শত্ৰুর দেহে
 স্বীয় কাঠিন্য প্রকাশ করবে না? মদন এই-
 রূপ স্থির করিলেন, বটে, কিন্তু শত্ৰুর ভীষণ
 নেত্রানলে তৎক্ষণাৎ তন্মীভূত হইয়া
 গেলেন। সেই কঠোর কৰ্ম্ম দেখিবার জন্য
 সুরশ্রেষ্ঠগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তখন
 যে বিশ্বয়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ
 কর। সুরগণ শত্ৰুকে দেখিয়া যেমন
 মন্থধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; অমনি
 দেখিলেন কাম তন্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।
 তৎক্ষণে দেবগণ ভয়াতুর হইয়া কৃতাজলি-
 পুটে ত্রিদশপতিকে স্তব করিলেন। দেব-
 গণ বলিলেন,—হে দেব! তারকাসুর
 হইতে আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে;
 আমরা গিরিসূতার পাশীভূত করুন।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিদ্ধচিত্তো হরোহপ্যাণ্ড যেনে বাক্যঃ
 সুরোদিতম্ ।
 অরুহতীঃ বসিষ্ঠক মাং তু চক্রধরং তথা ॥ ৪১
 প্রেযয়ামাসুরমরা বিবাহায় পরম্পরম্ ।
 সহকোহপি তথাপ্যাসীদ্ধিমব্রজোকনাথয়োঃ ॥ ৪২
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে শত্ৰুবিবাহসম্ভবো নার্মৈক-
 সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বিস্তৃতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

হিমবৎপর্বতে শ্রেষ্ঠে নানারত্নবিচিত্রিতে ।
 নানারত্নলতাকীর্ণে নানাদ্বিজনিবেষিতে ॥ ২
 নদীনদসরঃকূপতড়াগাদিভিরাবৃতে ।
 দেবগন্ধর্বযক্ষাদিসিদ্ধচারণসেবিতৈঃ ॥ ২

ব্রহ্মা বলিলেন—হর মদনবাণে বিদ্ধ হইয়া-
 ছিলেন; সূতরাং তৎক্ষণাৎ সুরগণের
 বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন দেবগণ
 অরুহতী, বসিষ্ঠ, আমি এবং চক্রপাণি বিষ্ণু,
 আমাদের এই কয়েকজনকে শিবের বিবাহ
 সম্পাদনার্থ প্রেরণ করিলেন। অবিলম্বে
 শৈলপতি হিমবান্ ও লোকপতি ইশান এই
 উভয়ের মধ্যে পরস্পর সহক সংস্থানিত
 হইল ॥ ৩৬—৪২ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হিমালয় পর্বতগণের
 শ্রেষ্ঠ; উহা মানারত্নে চিত্রিত, নানা রত্ন-
 লতায় আকীর্ণ, ও নানা দ্বিজগণে নিবেষিত ।
 উহার নানা স্থান কত নদী, নদ, সরোবর,
 কূপ ও তড়াগাদি দ্বারা পরিবৃত্ত। উহার
 দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ, ও চারণগণ বিচরণ

সমুদ্রাঃ সরিতো নাগাঃ ওষধিঃ লোকমাতৃগণঃ ।
 সৰ্বনাম্পতিবীজাশ্চ সৰ্বৈঃ তত্র সমাযুজঃ ।
 ভুবঃ কৰ্ম ইলা চক্রে ওষধ্যম্ৰকৰ্ম চ ৷ ১১ ৷
 বরুণঃ পানকৰ্ম্মাণি দানকৰ্ম্ম ধনাধিপঃ ।
 অগ্নিচকার তজ্জাগঃ যচ্চেষ্ঠঃ লোকনাথহোঃ ।
 তত্র তত্র পৃথক্ পৃথক্ পূজাঃ চক্রে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।
 বেদাশ্চ সরহস্তা বৈ গায়ন্তি চ হসন্তি চ ৷ ১৩ ৷
 নৃত্যন্ত্যুপসঃ সৰ্বাঃ গুণগন্ধৰ্বকিন্নরাঃ ।
 লাজাধুকৃচাপি মৈনাকো বভূব যুনিমন্তম ৷ ১৪ ৷
 পুণ্যাহবাচনং বৃন্তমন্তর্বেশ্বনি নারদ ।
 বেদিকামুপাবিষ্টৌ দম্পতৌ সুরসন্তমৌ ৷ ১৫ ৷
 প্রতিষ্ঠাপ্যগ্নিং বিধিবদশ্বানকাপি পুজক ।
 হত্বা লাজাশ্চ বিধিবৎ প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ৷ ১৬ ৷
 অশ্বানঃ স্পর্শহেতোশ্চ দেব্যজুষ্ঠং করেহস্মদৃশৎ
 বিষ্ণুনা প্রেরিতঃ শীতুর্দক্ষিণশ্চ পদশ্চ চ ৷ ১৭ ৷
 তামদর্শমহং তত্র হোমং কুর্বন্ হরাস্তিকে ।

করিতে লাগিল। হর্ষোৎকর্ষের প্রধান
 কারণ সুখসমোরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল।
 মেক, মন্দর কৈলাশ, মৈনাকাদি নগনিচয়ে
 হিমবান্ পরিবৃত হইল। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য,
 গৌলস্ত্য ও লোমশাদি ঋষিবর্গ সমাগত
 হইলেন। এইরূপে তখন হিমালয়ে হর-
 পার্বতীর বিবাহ-মহোৎসব আরম্ভ হইল।
 সেখানে এক রত্নময়ী বিবাহবেদী নির্মিত
 হইল। ঐ বেদীর স্তম্ভগুলি হীরক, মাণিক্য
 ও বৈদূর্যাদি মণি-রত্নে খচিত হইল। জয়া,
 লক্ষ্মী, শুভা, কান্তি, কীৰ্ত্তি ও তুষ্টি প্রভৃতি
 দেবীগণ সেই বেদীতে বিরাজ করিতে
 লাগিলেন। মেক, মন্দর, কৈলাশ, ও
 রৈবত প্রভৃতি পর্বত ও ন্যূন লোকপতি প্রভ-
 বিষ্ণু বিষ্ণু কর্তৃক সম্মানিত হইয়া পর্বতরাজ
 হেমময় মৈনাক সান্তিগয় শোভা ধারণ
 করিলেন। ঋষিগণ, লোকপালগণ, আদিত্য-
 গণ ও মরুগণ দেবদেব শূলপাণির
 যিহা-বেদিকা প্রস্তুত করিলেন। নিজে
 বিধবর্ষা-এক তোরণময়ী বেদী নির্মাণ
 করিলেন। ইন্দ্রানীর বিবাহোৎসবে সুরতি,
 নন্দী, নন্দা, কামদেহিনী,

সমুদ্র, সরিৎ, নগ, ওষধি ও লোকমাতৃগণ
 বনাম্পতি ও বীজাদিসহ সকলেই আসিয়া
 যোগদান করিলেন। ইলা ভূমিকর্ষ,
 ওষধিগণ অন্নক্রিয়া, বরুণ পানকর্ষ, ও
 ধনাধিপ, দানকর্ষ করিবার ভার লইলেন।
 অগ্নি স্বয়ং সেই লোকনাথহরের অতীষ্ট
 অন্ন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সনাতন
 বিষ্ণু পৃথক্ পৃথক্ পূজাকার্যে নিযুক্ত
 হইলেন। সরহস্ত বেদগণ গান আরম্ভ
 করিল। অপ্সরা, গন্ধর্ব, ও কিন্নরগণও
 হস্ত, নৃত্য, ও সঙ্গীতধ্বনি করিতে
 লাগিল। মৈনাক লাজবর্ষে নিযুক্ত
 হইলেন। হে নারদ! তখন গৃহাত্যক্তরে
 পুণ্যাহবাচন হইতে লাগিল। সুরদাম্পতি
 বিবাহবেদিকায় উপবেশন করিলেন।
 হে পুত্রক! তৎকালে যথাবিধি অগ্নি ও
 প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করিয়া লাজহোম সমা-
 পনান্তে বিধিমত অগ্নি প্রদক্ষিণ
 করিলেন। ১—১৬। তৎপরে বিষ্ণু প্রেরণার
 শব্দ প্রস্তুতস্পর্শ সমাধানান্তে করিয়া
 দেবার অজুষ্ঠ স্পর্শ করিলেন। অগ্নি

দৃষ্টেহৃষ্টে হৃষ্টবুদ্ধা বীৰ্য্যং পুমান্ মে তদা ।
লজ্জয়া কলুবীভূতঃ স্বরং বীৰ্য্যমচূর্ণয়ম্ ।
মহাবীৰ্য্যাকুর্গিতাং স্মৃদ্ধাভালখিল্যাত্ত জজিরে ।
ততো মহানকুন্তজ হাহাকার পুরোদিতঃ ।
লজ্জয়া পরিভূতোহহং নির্গতস্ত তদাসনাং ॥২০॥
পতৎসু দেবসম্যেযু তুষ্ণীভূতেষু নারদ ।
গচ্ছন্তঃ মাং মহাদেবো দৃষ্ট্বা নন্দিনমব্রবীৎ ॥২১॥
শিব উবাচ ।

অজ্ঞাপমাহ্বয়স্বেহ গতপাপং করোম্যহম্ ।
কৃতাপরাধেহপি জনে সন্তঃ সৰূপমানসাঃ ।
মোহমন্ত্যপি বিদ্যাংসং বিষয়ানামিয়ং স্থিতিঃ ॥২২॥
অক্লোবাচ ।
এবমুক্তা স ভগবান্ উময়া সহিতঃ শিবঃ ।
মমাহুকম্পয়া চৈব লোকানাং হিতকামায়া ॥২৩॥
এতচ্চকার লোকেশঃ শৃণু নারদ যত্নতঃ ।

তখন হোম করিতে করিতে হরাস্তিকে
তাঁহাকে দর্শন করিলাম । হৃষ্ট বুদ্ধিক্রমে
ভদ্রীয় অঙ্গ দৃষ্ট হইবামাত্র আমার বীৰ্য্য
করিত হইল । আমি লজ্জায় কলুবীভূত
হইয়া আমার সেই করিত বীৰ্য্য নিক্ষেপ
করিলাম ; সেই নিক্ষিপ্ত স্মৃদ্ধ স্মৃদ্ধ বীৰ্য্য
হইতে বালখিল্য মুনিগণ উৎপন্ন হইলেন ;
তৎকালে পুরগণমধ্যে একটা মহা হাহাকার
পড়িয়া গেল । আমি লজ্জায় আক্রান্ত
হইলাম এবং সেই আসন হইতে সত্ত্বর
নির্গত হইলাম । দেবসমাজ অবাক হইয়া
আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ।
হে নারদ ! মহাদেব আমাকে যাইতে
দেখিয়া নন্দীকে বলিলেন,—নন্দিন ! তুমি
অজ্ঞাকে ডাক ; আমি উহাকে নিষ্পাপ
করিয়া দিই । লোকে অপরাধ করিলেও
সাধুগণ কৃপাপরবশ হইয়া থাকেন । বিষয়
সকল বিষয়গণেরও মোহ উৎপাদন করে ;
ইহাই তাহাদিগের স্বভাব । অজ্ঞা কহিলেন,
ভগবান্ উবাচ শিব আমার প্রতি অহু-
কম্পা বশতঃ এই কথা কহিয়া লোকনিচয়ের
হিতজনকর্য্যে মে ব্যবস্থা করিলেন, হে

পাপিনাং পাপমোক্ষায় ভূমিরাসো ভবিষ্যতি ।
তয়োচ্চ সারসর্কস্বাহরিব্যামি পাবনম্ ।
এবং নিশ্চিত্য ভগবাঃস্তরোঃ সারং পমাহরিষ্যম্ ।
ভূমিঃ কমণ্ডলুঃ কৃদ্ধা ভদ্রাপঃ সন্নিবেদ্য চ ।
পাবমাত্তাদিভিঃ সৃষ্টৈরভিমন্ত্য চ যত্নতঃ ॥২৪॥
ত্রিজগৎপাবনীং শক্তিং তত্র কুন্তার পাপনা ।
মামুবাচ স লোকেশো গৃহাণেমং কমণ্ডলুঃ ॥২৫॥
আপো বৈ মাতরো দেবেযা ভূমির্ভাতা ভবাপরা
স্থিত্যৎপত্তিবিনাশানাং হেতুঃসুতরোঃ স্থিতম্
অত্র প্রতিষ্ঠিতো ধর্মোহত্র যজ্ঞঃ সনাতনঃ ।
অত্র ভুক্তিচ্চ মূক্তিচ্চ স্বাবরং জজন্ম তথা ॥২৬॥
স্বরগান্মানসং পাপং বচনাচ্চাচিকং তথা ।
স্নানপানান্তিষেকাচ্চ প্রণশ্চত্যপি কারিকম্ ॥২৭॥
এতদেবামৃতং লোকে নৈতন্মাং পাবনং পশুযু
ময়াতিমদ্বিতং ব্রহ্মন্ গৃহাণেমং কমণ্ডলুঃ ॥২৮॥

নারদ ! তাহা যত্নপূর্বক শ্রবণ কর । তিনি
বলিলেন,—ভূমি ও জল পাপিগণের পাপ-
মোচনকর হইবে । আমি তাহাদিগের
পবিত্র সারসর্কস্ব আহরণ করিতেছি । ভগ-
বান্ ভব মৎসম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া
জল ও মৃত্তিকার সার আহরণ করিলেন ।
তৎপরে ভূমিকে কমণ্ডলু করিয়া তাহাতে
জল স্থাপনান্তে পাবমানী সৃষ্ট হারা সবচে
অভিমদ্বিত করত তাহাতে ত্রিলোকপাবনী
শক্তি ধ্যান করিয়া সেই লোকপতি আমাকে
বলিলেন,—তুমি এই কমণ্ডলু গ্রহণ কর ।
আপদেবী এবং ভূমি দেবী ইহারা উভয়েই
জগন্মাতা ; স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশের
হেতুঃ ঐ উভয়েই প্রতিষ্ঠিত । এই আশ
ও ভূমিময় কমণ্ডলু মধ্যে সনাতন ধর্ম, যজ্ঞ,
ভুক্তি, মূক্তি, স্বাবর ও জজন্ম অবস্থিত । এই
কমণ্ডলুজল স্রবণে মানস পাপ, কাম
বাচিক পাপ এবং স্নান পান ও অতি-
বেকে কারিক পাপ প্রমত্ত হয় । অতঃ
এই জলই পরম পাবন অমৃতরূপ ; হে
ব্রহ্মন্ ! আমি ইহা অতিমদ্বিত কর-
রাছি, ভূমি এই কমণ্ডলু গ্রহণ কর ।

অজ্ঞাত্যং বারি যঃ কশ্চিৎস্মরেন্দপি পঠেন্দপি ।
 স সৰ্বকামানাপ্নোতি গৃহাণেমঃ কমণ্ডলুয় ॥৩২
 ভূতৈস্ত্যক্ত্যপি পঞ্চভ্য আপো ভূতঃ মহোদিতম্
 ভাসায়ৎকৃষ্টমেতন্মাদ্ গৃহাণেমঃ কমণ্ডলুয় ॥ ৩৩
 অজ্ঞ যদ্বারি শোভিষ্ঠঃ পুণ্যঃ পাবনমেব চ ।
 স্পৃষ্টা স্মৃতা চ স্পৃষ্টা চ ব্রহ্মন্ পাপাষ্মিমোক্যসে ॥
 এবমুক্তা মহাদেবঃ প্রাদানময় কমণ্ডলুয় ।
 ভূতঃ সুরগণাঃ সৰ্বৈ ভক্ত্যা প্রোচুঃ সুরেশ্বরম্
 আহ্বাদন্ত মহান্তজ জয়শকো ব্যবৰ্ত্তত ॥৩৫
 দেবোৎসবে মাতুরজঃ পদাগ্রং
 সমীক্য পাপাৎ পতিতভূমাপ ।
 প্রাদাৎ কৃপালুঃ সুরগাঃ পবিত্রাঃ
 গঙ্গাং পিতা পুণ্যকমণ্ডলুহাম্ ॥ ৩৬

ইতি ত্রিভাষ্যে গঙ্গোৎপত্তৌ ব্রহ্মকমণ্ডলুদানং
 নাম ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

এই কমণ্ডলুস্থিত সলিলের স্মরণ ও নাম
 কীৰ্ত্তন করিলেও নর সৰ্বকাম প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে । অতএব ইহা তুমি গ্রহণ কর ।
 পঞ্চভূতমধ্যে জলই মহোদয়শালী ও জল-
 রাশি মধ্যে এই কমণ্ডলুর জলই উৎকৃষ্ট ।
 অতএব এই কমণ্ডলু গ্রহণ কর । হে ব্রহ্মন্ !
 এই কমণ্ডলু মধ্যে যে শুভ পুণ্য বারি আছে,
 তাহা স্পর্শন, স্মরণ ও দর্শন করিলেই পাপ
 হইতে মুক্ত হইতে পারিবে । মহাদেব
 এই কথা কহিয়া আমার হস্তে কমণ্ডলু অর্পণ
 করিলেন । তখন সুরগণের মহা আহ্বাদ
 হইল । তাঁহারা জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে
 লাগিলেন এবং ভক্তিভরে সেই সুরেশ্বরকে
 উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—দেবদেবের বিবা-
 হোৎসবে পদ্মযোনি জগন্মাতার পাদাগ্র
 দেখিয়া পাপাশয়ে পতিত্য প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন, জগৎপিতা কৃপা করিয়া তাঁহার
 পরিজতা জন্ত স্মরণেও পুণ্যজননী পুণ্য-
 কমণ্ডলুবারিনী গঙ্গাকে প্রদান করি-
 লেন । ১৭-৩৬ ।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭২ ।

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কমণ্ডলুস্থিতা দেবী ভব পুণ্যবিবর্জিনী ।
 যথা মর্ত্যঃ গতা নাথ তস্মৈ বিস্তরতো বদ ॥১
 ব্রহ্মোবাচ ।
 বলিন্মম মহাদৈত্যো দেবারিরপরাজিতঃ ।
 ধর্ম্মেণ যশসা চৈব প্রজাসংরক্ষণেন চ ॥ ২
 গুরুভক্ত্যা চ সত্যেন বীৰ্য্যেণ চ বলেন চ ।
 ত্যাগেন কময়া চৈব ত্রৈলোক্যে নোপমীয়তে ॥
 তস্মাক্ষিমুরতাঃ সৃষ্টা দেবাশ্চিহ্নাপরাযণাঃ ।
 মিথঃ সমুচুরমরা জেয্যামো বৈ কথং বলিন্ ॥৪
 তস্মিন্ শাসতি রাজ্যন্ত ত্রৈলোক্যঃ হতকণ্টকম্
 নারয়ো ব্যাধয়ো বাপি নাধয়ো বা কথঞ্চন ॥ ৬
 অনাবৃষ্টিরধর্ম্মো বা নাস্তিশকো ন দুর্জনঃ ।
 স্বপ্নেহপি নৈব দৃশ্যেত বলো রাজ্যঃ প্রশাসতি
 তস্মোরতিশরৈর্ভগ্নাঃ কীর্তিখণ্ডগাধিকৃতাঃ ।
 তস্মাজ্জাশক্তিভিন্নাক্ষা দেবাঃ শর্ম্ম ন লোভিরে

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু-
 মধ্যে থাকিয়া আপনার পুণ্যবর্জিনী হইয়া-
 ছেন । তিনি যেভাবে মর্ত্যধামে উপনীত
 হইলেন ; তাহা আমার নিকট বিস্তরভাবে
 বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—বলি নামে এক
 দেবশত্রু মহাদৈত্য ছিল ; কৃত্যপি তাহার
 পরাজয় ঘটিল না । ধর্ম্ম, যশ, প্রজাপালন,
 গুরুভক্তি, সত্য, বীৰ্য্য, বল, ত্যাগ, ও কম্যা
 গুণে ত্রৈলোক্যে কেহই তাহার উপমাহীন
 ছিল না । দেবগণ তাহার সমুদ্রত সমুদ্র
 দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং পরস্পর সম্বি-
 লিত হইয়া কিরূপে বলিকে জয় করিবেন,
 সে সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । এদিকে
 বলির রাজ্যশাসন কালে ত্রৈলোক্য নিক-
 ঠক হইল । আধি, ব্যাধি, শত্রুভয়, অনা-
 বৃষ্টি, অধর্ম্ম, অভাবজনিত আর্তবাদ বা দুর্কি-
 মের উপদ্রব, স্বপ্নেও কাহারও সমুদ্রত
 হইল না । দেবগণ বলির সমুদ্রত

ভক্তঃ সর্বস্বানামুঃ কৃপা মাংসর্ঘ্যমগ্রতঃ ।
তদ্বশোহগ্নিপ্রদীপ্তাঙ্গা বিষ্ণুঃ জঘ্নুঃ সুবিস্মনাঃ
দেবা উচুঃ ।

আর্তাঃ স্ব গতস্বাঃ স্ব শঙ্খচক্রগদাধর ।
অশ্রদর্শে ভবান্ নিত্যমায়ুধানি বিভর্তি চ ॥ ১০
কুয়ি নাথে জগন্নাথ অশ্রাকং হুঃখমীদৃশম্ ।
হাঃ তু প্রণমতী বাণী কথং দৈত্যং নমস্তুতি ॥
মনসা কর্ণণা বাচা জামেব শরণং গতাঃ ।
অদর্শি শরণং সন্তঃ কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১১
যজামহ্যঃ মহায়জ্ঞৈর্বদামো বাগ্ ভিরচ্যুত ।
অদেকশরণাঃ সন্তঃ কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১২
স্বর্ঘ্যমায়ুধিতা নিত্যং দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ ।
অয়া দন্তঃ গদং প্রাপ্য কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১৩
অষ্টা হুঃ অশ্রমূর্ত্যা তু বিকূর্ভুয়া তু রক্ষসি ।

চিত্ত, কীর্তি-খন্ডে বিধাকৃত, ও আত্ম-
প্রভাবে ভিন্নগাত্ৰ হইয়া কুত্রাপি শান্তিনাভ
করিতে পারিলেন না । তখন তদীয় যশঃ-
পাবকে প্রদীপ্তগাত্ৰ ও বিহ্বল হইয়া মাং-
সর্ঘ্যবশে পরম্পর মন্ত্রণাপূর্বক বিষ্ণুর শরণা-
গর হইলেন । দেবগণ বলিলেন, হে শঙ্খ-
চক্র-গদাধর ! আমরা আর্তা ও গতস্ব হই-
য়াছি ; আমাদের রক্ষার নিমিত্তই আপনি
আয়ুধ সকল ধারণ করেন । আপনার জ্ঞায়
রক্ষক সবেও—হে জগন্নাথ ! আমাদের ঈদৃশ
হুঃখ উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের যে বাণী
আপনার প্রণামকারী, সে অধুনা দৈত্যকে
নমস্কার করিবে কেমন করিয়া ? আমরা
কাধ-মনোবাক্যে আপনাকেই শরণ লই-
য়াছি ; আপনার চরণাশ্রিত আমরা দৈত্যকে
নমস্কার করিব কেমন করিয়া ? হে অচ্যুত !
আমরা মহাযজ্ঞ করিয়া আপনাকেই অর্চনা
করি এবং উদার-বাক্যে আপনাকেই স্তুত
করি ; সেই ভবদাশ্রিত আমরা কি করিয়া
দৈত্যকে নমস্কার করিব ? ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ
নিত্য তোমারই বীর্ষের আশ্রিত । আমরা
তোমার দন্ত উচ্চপদ পাইয়া এক্ষণে দৈত্যকে
নমস্কার করিব কিরূপে ? তুমি অশ্রুপূর্ণে অষ্টা,

সংহর্তা ক্রতশক্ত্যা হুঃ কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১৪
ঐশ্বর্য্যং কারণং লোকে বিনৈশ্বর্য্যম্ কিং কলম্
হতৈশ্বর্য্যঃ সুরেশান কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১৫
অনাদিত্বং জগদ্ধাতরনন্তত্বং জগদুত্তরং ।
অন্তবস্তুমমুঃ শক্রং কথং দৈত্যং নমেমহি ॥ ১৬
তবৈশ্বর্য্যেণ পুষ্টাঙ্গা জিহ্বা ত্রৈলোক্যমোজসা ।
হিরাঃ স্তামঃ সুরেশান কথং দৈত্যং নমেমহি
অক্লোবাচ ।

ইত্যেতদেব বচনং শ্রুত্বা দৈতেষুহৃদনঃ ।
উবাচ সর্বানমরান্ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ১৮
শ্রীভগবানুবাচ ।

মন্ত্রজোহসৌ বলিদৈতেয়া হুবধ্যোহসৌ
সুরাসুরৈঃ ।
যথা ভবন্তো মৎপোষ্যাস্তথা গোষ্যো বলির্ব্য
বিনা তু সঙ্গরং দেবা হতা রাজ্যং জিবিষ্টপে ।
বলিং নিবধ্য মন্ত্রোক্ত্যা রাজ্যং বঃ প্রদদাম্যহম্

বিকূর্ণপে রক্ষাকর্তা, এবং ক্রতরূপে সংহার-
কর্তা । আমরা তোমাকে ভিন্ন দৈত্যকে
নমস্কার করি কিরূপে ? জগতে ঐশ্ব-
র্য্যলাভই প্রয়োজন ; বিনা ঐশ্বর্য্যে কল কি ?
হে সুরেশ ! আমরা হতৈশ্বর্য্য হইয়া
কিরূপে দৈত্যকে নমস্কার করি ? হে জগ-
দ্ধাতা ! তুমি অনাদি, অনন্ত, চরাচরগুরু ;
তুমি থাকিতে এই বিনশ্বর শক্র দৈত্যকে
আমরা কিরূপে নমস্কার করিব ? আমরা
তোমার ঐশ্বর্য্যে পুষ্টাঙ্গ হইয়া সবলে
ত্রৈলোক্য জয় করিয়া ভবিষ্যতে আনন্দলাভ
করিব । সূতরাং হে সুরেশান ! কেমনে
দৈত্যকে নমস্কার করি ? ১—১৭ । অতঃ
বলিলেন,—দৈত্যহৃদন ভগবান্ দেবগণের ঐ
কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির
নিমিত্ত বলিলেন,—দেবগণ ! বলি আমার
ভক্ত ; সূতরাং সুরাসুরগণের অবধ্য । বলি
যেমন আমার প্রতিপাল্য, আপনারাও
তেমনি আমার পরিপোষ্য ; সূতরাং বৃ-
ষাভীত বলির রাজ্য লইয়া মন্ত্রণাপূর্বক
তাহাকে বধন করত তেজস্বিনীকে রাজ্য

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যাশ্রিত্য সুরগণাঃ সঙ্কল্পদ্বিমমেব হি ।
ভগবানপি দেবেশো হৃদিত্যা গর্ভমাবিশৎ ॥
তন্নিরুৎপত্তমানে তু উৎসবাশ্চ বভূবিরে ।
জাতোহসৌ বামনো ব্রহ্মন্ যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ
এতান্ময় স্তরে ব্রহ্মন্ হযমেধায় দীক্ষিতঃ ।
বলির্বলবতাঃ শ্রেষ্ঠ ঋষিমুখ্যৈঃ সমাহিতঃ ॥ ২৩
পুরোধসা চ শুক্রেণ বেদবেদাঙ্গবেদিনা ।
মখে তন্নিব বর্তমানে যজ্ঞমানে বলৌ তথা ॥
আর্ষিক্য ঋষিমুখ্যে তু শুক্রে তত্র পুরোধসি ।
হবির্ভাগার্থমাসন্নদেবগন্ধর্বপন্নগে ॥ ২৪
দীযতাং ভূজ্যতাং পূজা ক্রিয়তাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্
পরিপূর্ণঃ পুনঃ পূর্ণমেবং বাক্যে প্রবর্ততি ॥ ২৬
শনৈস্তদেবমভ্যাগাদ্বামনঃ সামগায়নঃ ।
যজ্ঞবাটমহুপ্রাপ্তো বামনশ্চিত্রকুণ্ডলঃ ॥ ২৭
প্রশংসমানস্তং মন্তঃ বামনং প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ ।

অর্পণ করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণ
'ভখা' বলিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করি-
লেন। এদিকে ভগবান্ দেবেশও অদিতির
গর্ভে প্রবেশ করিলেন। পরে যখন তিনি
উৎপন্ন হইলেন, তখন সুরসমাজে একটা
মহোৎসব পড়িয়া গেল। হে ব্রহ্মন্! ভগ-
বান্ তখন যজ্ঞেশ, যজ্ঞপুরুষ, বামন হইয়া
জন্মগ্রহণ করিলেন। এদিকে ঐ সময় বলি-
শ্রেষ্ঠ বলি অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইল।
বহু ঋষি আগমন করিলেন। বেদবেদাঙ্গ-
বেদী শুক্রাচার্য্য পুরোহিত হইলেন।
এইরূপে সেই বলির যজ্ঞ আরম্ভ হইল।
ঋষিশ্রেষ্ঠ পুরোহিত শুক্রাচার্য্য ঋষিকুর্কর্ষে
নিরুত হইলে, হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার জন্ত
দেব, গন্ধর্ব ও পন্নগান্চয় উপস্থিত হইলেন।
তখন দীযতাম্, ভূজ্যতাম্ প্রভৃতি বিভিন্ন ধনি
উপস্থিত হইল। যজ্ঞক্রিয়া প্রায় সমাপ্ত হইল।
যজ্ঞে 'পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ' এই বাক্য কেবল
উচ্চারিত হইতেছিল। এই সময় বামনদেব
চিত্রকুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া সামগান করিতে
করিতে সেই যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত

ব্রহ্মরূপধরং দেবং বামনং দৈত্যান্দনন্ ॥ ২৮
দাতারং যজ্ঞতপসাং ফলং হস্তারং রক্ষসাম্ ।
জাতা ত্বরন্থোবাচ রাজানং তুরিতেজসম্ ॥
জ্ঞেতারং কতধর্ম্মেণ দাতারং ভক্তিতো ধনম্ ।
বলিং বলবতাং শ্রেষ্ঠং সত্যার্থ্যঃ দীক্ষিতঃ মখে
ধ্যায়ন্তঃ যজ্ঞপুরুষমুৎসজন্তঃ হবিঃ পৃথক্ ।
তমাহ ভৃগুশার্দূলঃ শুক্রঃ পরমবুদ্ধিমান্ ॥ ৩১
শুক্রে উবাচ ।

যোহসৌ তব মখংপ্রাপ্তো ব্রাহ্মণো বামনাকৃতিঃ
নাসৌ বিপ্রো বলে সত্যং যজ্ঞেশো যজ্ঞবাহনঃ
শিশুস্তাং যাচিতুং প্রাপ্তো নুনং দেবহিতায় হি
ময়া চ সহ সম্রাট্য পশ্চাদ্বেয়ঃ কুয়া প্রতো ॥ ৩৩
ব্রহ্মোবাচ ।

বলিঃ ভার্গবঃ প্রাহ পুরোধসমব্রিন্দমঃ ॥ ৩৪
বলিকুবাচ ।
ধন্তোহহং মম যজ্ঞেশো গৃহমায়াতি মুর্তিমান্ ।
আগত্য যাচতে কিঞ্চিৎ কিং মম্যমবশিষ্যতে

হইলেন। তিনি যজ্ঞের যথেষ্ট প্রশংসা
করিলেন। ভৃগুনন্দন শুক্র সেই দৈত্য-
নিষুদন ব্রহ্মরূপধর বামনদেবকে দেখিয়া
ভীতাকৈই যজ্ঞ ও তপস্তার ফলদাতা ও রক্ষস
কুলের নিহন্তা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।
অনন্তর ত্বরান্বিত হইয়া বিজয়ী, বলিশ্রেষ্ঠ,
দানশীল, সত্বীক, যজ্ঞদীক্ষিত, তুরিতেজা
রাজাকে বলিলেন, হে বলে! এই যে
বামনাকৃতি বিপ্র তোমার যজ্ঞে আসিয়াছেন,
ইনি বিপ্র নহেন। নিশ্চয়ই ইনি যজ্ঞবাহন
যজ্ঞেশ্বর শিশুরূপে দেবগণের হিতার্থ তোমার
নিকট যাজ্ঞা করিতে আসিয়াছেন; অতএব
হে প্রতো! আমার সহিত মন্ত্রণা করিয়া
পরে ইহাকে যাহা দিতে হয় দান করিবেন।
ব্রহ্মা কহিলেন, অব্রিন্দম বলিরাজ তৎপ্রবণে
পুরোহিত ভার্গবকে বলিলেন, মুর্তিমান্
যজ্ঞেশ্বর আমার গৃহে আসিয়াছেন, ইহাতে
আমি ধন্ত হইলাম। ইনি কিহু প্রার্থনা
করবেন, ইহাকে আমি সন্তোষিত করিব।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা সভার্যোহসৌ শুক্রেণ চ পুরোধসা ।
জগাম যত্র বিপ্রেষ্টো বামনোহৃদিতিনন্দনঃ ॥
কৃতাজলিপুটো ভূত্বা কেনাৰ্থিহঃ তদ্যতাম্ ।
বামনোহপি তদা প্রাহ পদত্রয়মিতাং ভুবম্ ॥
দেহি রাজেন্দ্র নাশ্তেন কার্যমাস্ত ধনেন কিম্ ।
তথৈতু্যক্তা তু কলশানানারত্ববিভূষিতাং ॥২৮
বারিধারাঃ পুরস্কৃত্য বামনায় ভুবং দদৌ ।
পশুৎসু ঋষিযুথেষু শুক্রে চৈব পুরোধসি ॥ ৩১
পশুৎসু লোকনাথেষু বামনায় ভুবং দদৌ ।
পশুৎসু দৈত্যসভ্যেষু জয়শব্দে প্রবর্ততি ॥ ৪০
শনৈস্ত বামনঃ প্রাহ শস্তি রাজন্ সুখী ভব ।
দেহি মে সন্নিতাঃ ভূমিঃ ত্রিপদামাশু গম্যতে ॥
তথৈতু্যবাচ দৈত্যেশো যাবৎ পশুতি বামনম্
যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষচন্দ্রাদিত্যো স্তনাস্তরে ॥

যজ্ঞা অবশিষ্ট আছে? ব্রহ্মা কহিলেন, বলি ঐ কথা কহিয়া যেখানে অদিতিনন্দন বামন অবস্থান করিতেছিলেন, তথ্য ও পুরোধিতের সহিত তথায় গিয়া কৃতাজলি হইয়া কহিলেন,—আপনার প্রার্থনা কি? তৎক্ষণে বামন কহিলেন,—রাজেন্দ্র! পদ-ত্রয়-পরিমিত ভূমি আমায় দান করুন; এত-তির অস্তধনে আমার প্রয়োজন নাই। বলি “তথাস্ত” বলিয়া নানারত্বখচিত কলস হইতে বারিধারা অভ্যুৎপন্ন করত বামনদেবকে ভূমি দান করিলেন। সমস্ত ঋষি ঋয়ং পুরো-হিত, প্রধান প্রধান দৈত্য ও লোকপ্রবর-দিগের সমক্ষেই বলি কর্তৃক বামনকে ভূমি দান হইল। বামন তখন অমুচ্চ স্বরে ‘শস্তি’ বাক্য উচ্চারণ করিলেন এবং বলিলেন, রাজন্! আপনি সুখী হউন। আমাকে ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি দান করুন; আমি এখনই যাইব। দৈত্যপতি ‘তথাস্ত’ বলিয়া যেমন তাঁহার দিকে তাকাই-লেন, অর্মান দেখিলেন,—সেই বামন দেব বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়াছেন; চন্দ্র ও অর্ধাঙ্গী তাঁহার স্তনের অন্তরালে এবং

যথা স্তাতাং পুরা মূর্তি বহুধে বিক্রমাকৃতিঃ ।
অনন্তচাচ্যতো দেবো বিক্রান্তো বিক্রমাকৃতিঃ
তং দৃষ্ট্বা দৈত্যরাষ্ট্র প্রাহ সভার্যো বিনম্যধিতঃ
বলিক্রবাচ ।

ক্রমস্ব বিক্ষেপ লোকেশ যাবচ্ছত্যা জগন্ময় ।
জিতং ময়া সুরেশান সর্বভাবেণ বিশ্বকৃৎ ॥৪৪

• ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বাক্যসমকালস্ত বিষ্ণুঃ প্রাহ মহাক্রতুঃ ॥ ৪৫
বিষ্ণুক্রবাচ ।

দৈত্যেশ্বর মহাবাহো ক্রমিষ্যে পশু দৈত্যরাষ্ট্র
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বদন্তঃ স প্রাহ ক্রম বিক্ষেপ পুনঃপুনঃ ॥৪৭
ব্রহ্মোবাচ ।

কূর্ম্মপৃষ্ঠে পদং স্তম্ভ বলিয়ন্তে পদং স্তম্ভন ।
দ্বিতীয়স্ত পদং প্রাপ ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥
তৃতীয়স্ত পদস্তাত্ত স্থানং নাস্ত্যসুরেশ্বর ।
ক ক্রমিষ্যে ভুবং দেহি বলিঃ তং হরিরম্ববীৎ

সুরগণ তাঁহার মস্তকে অবস্থিত; তিনি এতদূর বর্জিত হইয়াছেন যে, তাঁহার আকৃতির অন্ত হয় না; তিনি বিক্রান্ত, অচ্যুত, যজ্ঞপুরুষ ও বিক্রমাকৃতি। দৈত্য-রাজ তাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রী সমভিব্যাহারে সবিনয়ে বলিলেন, হে জগন্ময়! বিক্ষেপ! আপনি শক্তি অনুসারে যতদূর ইচ্ছা পাদ দ্বারা আক্রমণ করুন। হে সুরেশ্বর! আমি সর্বভাবেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি। ১৮—৪৪ ব্রহ্মা কহিলেন, বলি সেই বাক্য বলিবামাত্র মহাক্রতু বিষ্ণু বিলেন—হে দৈত্যেশ্বর! তুমি দেখ, আমি আক্রমণ করিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন, বিষ্ণু এই কথা কহিলে, বলি পুনঃপুনঃ বলিলেন,—হে বিক্ষেপ! আপনি আক্রমণ করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণু কূর্ম্মপৃষ্ঠে পদস্তাসপূর্ব্বক বলিয়ন্তে পদস্তাস করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পাদ সনাতন ব্রহ্মলোকে উপনীত হইল। তখন হরি কহিলেন,—হে অসুরেশ্বর! আপনি তৃতীয় পদস্তাসের স্থান কৈ? বামন

বিহস্ত বলিরপ্যাহ সত্য্যঃ স কৃতাজলিঃ ॥৪৯

বলিকবাচ ।

কুমা নৃষ্টঃ জগৎ সৰ্বঃ ন সৃষ্টাঃ সুরেশ্বর ।

অদোষাদন্নমভবৎ কিং করোমি জগন্ময় ॥ ৫০

তথাপি নানুতঃ পূৰ্ব্বঃ কদাচিচ্চমি কেশব ।

সত্যবাক্যঞ্চ মাং কুৰ্ব্বন্ মৎপৃষ্ঠে হি পদং ত্বস

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ হৃদয়মুৰ্তিঃ সুরার্চিতঃ ॥

ভগবান্নবাচ ।

বরঃ বরীয় ভদ্রঃ তে ভক্ত্যা প্রীতোহস্মি

দৈত্যরাট্ ॥ ৫৩

ব্রহ্মোবাচ ।

স তু প্রাহ জগন্নাথঃ ন যাচে ত্বাং ত্রিবিক্রমম্ ।

স তু প্রাদাৎ স্বয়ং বিষ্ণুঃ প্রীতঃ সন্ননসেন্সিতম্

রসাতলপতিত্বঞ্চ ভাবি চেন্দ্রপদং পুনঃ ।

আত্মাধিপত্যঞ্চ হরিরবিনাশি যশো বিভুঃ ॥৫৫

হে ব্রহ্মন্ ! আমি কোথায় ইহা রক্ষা করিব ?
তুমি ইহার স্থান দান কর। বলি তখন
সদ্রীক কৃতাজলিকরে হস্তপূৰ্ব্বক বলিল—
হে সুরেশ্বর ! আমি এ জগতের সৃষ্টা
নহি। আপনিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি
করিয়াছেন; আপনার দৃষ্টিদোষেই ইহা ক্ষুদ্র
হইয়াছে। হে জগন্ময় ! আমার উহাতে
করিবার কি আছে ? হে কেশব ! তথাপি
আমি অসত্য বাক্য কদাচ কহি না।
আমার প্রতিজ্ঞাবাক্য সত্য হউক। আপনি
আমার পৃষ্ঠে পদস্থাস করুন। ব্রহ্মা
কহিলেন,—বেদমুৰ্তি ভগবান্ তখন প্রসন্ন
হইয়া বলিকে বলিলেন,—দৈত্যরাজ ! আমি
তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি; আমার
নিকট বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—
বলি বলিল,—আমি ত্রিবিক্রম জগন্নাথের
নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না। তখন বিষ্ণু
স্বীকৃত হইয়া নিজেই তদীয় মনোভীষ্ট দান
করিলেন। তিনি বলিকে রসাতলের আধি-
পত্য, ভাবী কালে ইন্দ্রপদ, আত্মার উপর
আধিপত্য এবং অবিনশ্বর যশ অর্পণ

এবং দ্বা। বলিঃ সৰ্বঃ সন্তুতঃ ভাব্যমাবিতম্ ।

রসাতলে হরিঃ স্থাপ্য বলিঃ স্বয়মবৈরিণম্ ॥৫৬

শতক্রতোস্তথা প্রাদাৎ সুররাজ্যঃ বধাতবম্

এতন্মিন্নন্তরে তত্র পদং প্রাপাৎসুরার্চিতম্ ॥

দ্বিতীয়ং তৎ পদং বিকোঃ পিতুর্ময় মহামতে ।

যৎ পদং সমনুপ্রাপ্তং গৃহং দৃষ্টাপ্যচিন্তয়ম্ ॥৫৮

কিং কৃত্যং যচ্ছুভং মে স্মাৎ পদে বিকোঃ

সমাগতে ।

সৰ্বস্বঞ্চ সমালোক্য শ্রেষ্ঠো মে স্মাৎ কমণ্ডলুঃ ॥

তদ্বারি যৎ পুণ্যতমং দত্তঞ্চ ত্রিপুরারিণা ।

বরঃ বরেন্যৎ বরদং বরঃ শাস্তিকরং পরম্ ॥

শুভঞ্চ শুভদং নিত্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ।

মাতৃস্বরূপং লোকানামমৃতং ভেষজং শুচি ॥ ৬১

পবিত্রং পাবনং পূজ্যং জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং গুণাবিতম্

স্বরূপাদেব লোকানাং পাবনং কিং হু দর্শনাৎ

তাদৃশারি শুচিভূত্বা কল্পয়েৎস্বর্ঘ্যায় মে পিতুঃ ।

করিলেন। এইরূপে সদ্রীক বলিকে বর
দিয়া “তাহাকে রসাতলে স্থাপনপূৰ্ব্বক
ইন্দ্রকে যথাপূৰ্ব্ব সুররাজ্য অর্পণ করিলেন।
ইত্যবসরে মদীয় কারণ বিষ্ণুর সেই সুরা-
র্চিত দ্বিতীয় পদ আমার গৃহে আসিয়া
উপস্থিত হইল। হে মহামতে ! তদর্শনে
আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম,
—বিষ্ণুপদ উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে
আমার কিরূপ সংকার করা কর্তব্য” ?
এই ভাবিয়া আমি আমার যথাসর্বস্বের দিকে
তাকাইলাম। দেখিলাম, মদীয় কমণ্ডলুই
একমাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু; তাহার জল পবিত্রতম;
স্বয়ং ত্রিপুরারি তাহাতে বারি অর্পণ করিয়া-
ছেন। সুতরাং আমি তখন সেই বর,
বরণীয়, বরদ, শাস্তিকর, পরম শুভ, শুভম,
নিত্য, ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ, মাতৃস্বরূপ, লোক-
সমূহের ভবব্যাদির অমৃতৌষধি, পবিত্র,
পাবন, পূজ্য, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, গুণাবিত,
এবং স্বরূপমাত্রের পবিত্র কমণ্ডলুকুল
দ্বারা নিজে আমি পবিত্র হইয়া সেই মদীয়
কারণ বিষ্ণুর অর্ঘ্য কল্পনা করিলাম।

ইতি সন্ধিত্য তদ্বারি গৃহীত্বাধ্যায় করিতম্ ॥
 বিকোঃ পাদে তু পতিতমর্ধবারি স্মৃত্তিতম্ ।
 তদ্বারি পতিতঃ মেরৌ চতুর্কা ব্যগমদুবম্ ॥ ৬৪
 পূর্বে তু দক্ষিণে চৈব পশ্চিমে চোত্তরে তথা ।
 দক্ষিণে যতু পতিতঃ জটাতিঃ শঙ্করো মূনে ॥
 জটাহ পশ্চিমে যতু পুনঃ প্রায়াকমণ্ডলুম্ ।
 উত্তরে পতিতঃ যতু বিকুর্জ ইহ তজ্জলম্ ॥ ৬৫
 পূর্বাশ্বিন ঋষয়ো দেবা পিতরো লোকপালকাঃ
 জগৃহঃ শুভদং বারি তস্মাক্ষেপং তদ্যচ্যতে ॥ ৬৬
 যা দক্ষিণাঃ দিশঃ প্রাপ্তা আপো বৈ

লোকমাতরঃ ।

বিকুপাদপ্রস্থতাস্তা ব্রহ্মণ্য লোকমাতরঃ ॥ ৬৮
 মহেশ্বরজটাসংস্থাঃ পর্বজাতশুভোদয়াঃ ।
 তাসাং প্রভাবশ্রবণাৎসর্বকামানবাণুয়াৎ ॥ ৬৯
 ইতি ত্রীব্রাহ্মে গঙ্গায়ামহেশ্বরজটাগমনান্নি-
 পণং নাম ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

আমি কমণ্ডলুজলের পবিত্রতার বিষয় চিন্তা
 করিয়া অর্ধাকল্পনা করিলে সেই স্মৃত্তিত
 অর্ধা-বারি বিকুপদে পতিত হইল এবং
 তাহা পাদ-বিচ্যুত হইয়া মেরুপর্বতোপরি
 পতিত ও চতুর্কা বিভক্ত হইয়া ভূতলে
 গমন করিল। সেই জল পূর্ব, দক্ষিণ ও
 উত্তর, পশ্চিম, সকল দিকেই পতিত হইল।
 হে মূনে! দক্ষিণে যাহা পড়িল, শঙ্কর
 তাহা জটা দ্বারা ধারণ করিলেন। পশ্চিম
 দিকের জল পুনরায় কমণ্ডলুতে আসিল।
 উত্তরে যাহা পড়িয়াছিল, বিকু তাহা
 গ্রহণ করিলেন এবং পূর্বাশ্বিনের জল দেব,
 ঋষি, পিতৃ ও লোকপালেরা সুখপ্রদ বলিয়া
 সাদরে গ্রহণ করিলেন; সুতরাং সেই
 বারিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। বিকুপদ
 হইতে বিগলিত হইয়া যে সকল জল
 দক্ষিণদিকে পতিত হইয়াছিল, তাহারা
 জগতের মাতৃস্বরূপ। এবং যাহারা মহেশ্বর-
 জটায় সংস্থিত, তাহাদিগের প্রভাবশ্রবণে
 সর্বকাম্য বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪৫—৬৯।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭০।

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কমণ্ডলুস্থিতা দেবী মহেশ্বরজটাগতা ।
 জ্ঞাতা দেব যথা মর্ত্যমাগতা তদববীতু মে ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ ।

মহেশ্বরজটাস্থা যা আপো দেবেয্য মহামতে ।
 তাসাঞ্চ দ্বিবিধো ভেদ আহর্জুর্ধরকারণাৎ ॥ ২
 একাংশো ব্রাহ্মণেনাত্র ব্রতদানসমাধিনা ।
 গৌতমেন শিবঃ পূজ্য আহুতো লোকবিক্রমঃ
 অপরস্ত মহাপ্রাজ্ঞ কল্লিয়েণ বলীয়সা ।
 আরাধ্য শঙ্করঃ দেবঃ তপোভিনিয়মৈস্তথা ॥ ৪
 ভগীরথেন ভূপেন আশুতোহংশোহপরস্তথা ।
 এবং দৈরূপ্যমভবদগঙ্গায়ামুনিসত্তম ॥ ৫

নারদ উবাচ ।

মহেশ্বরজটাস্থা যা হেতুনা কেন গৌতমঃ ।
 আহর্জা কল্লিয়েণাপি আহুতা কেন তদ্বদ ॥ ৬

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে দেব! তুমিই
 ভবদীয় কমণ্ডলু ও মহেশ্বরের জটামধ্যে
 গঙ্গা দেবী অবস্থিত। কিন্তু তিনি মর্ত্যে
 আসিলেন কিরূপে? তাহা বিষয় বর্ণন করুন।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহামতে! যে সকল
 পুত্র গঙ্গাজল মহেশ্বরজটায় অবস্থিত ছিল,
 তুইজন আহরণকর্তার জন্ত তাহাদেরও
 ভাগদ্বয় হয়। উহার একভাগ গৌতম-
 নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ব্রত, দান ও সমাধি
 অবলম্বনে শিবারাধনা করিয়া ভূতলে
 আনয়ন করেন। উহা লোকমধ্যে সর্বিশেষ
 প্রসিদ্ধি লাভ করে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! অপর
 ভাগ প্রবল কল্লিয়ার রাজা ভগীরথ তপস্যা ও
 নিয়ম দ্বারা শঙ্করের আরাধনাপূর্বক ভূতলে
 আহরণ করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এইরূপে
 গঙ্গার দ্বিবিধরূপ কল্পিত হইয়াছিল। নারদ
 বলিলেন,—দেব! গঙ্গাদেবী মহেশ্বরজটায়
 অবস্থিত ছিলেন, গৌতম তাহাকে কি নিমিত্ত
 ভূতলে আনিলেন? এবং কল্লিয়ার রাজা

অমর্যবেণ।

যথানীতা পুরা বৎস ব্রাহ্মণেনেতরেন বা ।
তৎসৰ্বং বিস্তরেণাহং বদিষ্যে প্রীতয়ে তব ॥ ৭
যস্মিনকালে সুরেশস্ত উমা পত্ন্যভবৎ প্রিয়া ।
তস্মিন্নেবাতবদগঙ্গা প্রিয়া শস্তোৰ্ভহামতে ॥ ৮
মম দোষাপনোদায় চিন্তয়ানঃ শিবস্তদা ।
উময়া সহিতঃ জীমান্ দেবীং প্রেক্ষ্য বিশেষতঃ
রসমুত্তো হিতো যস্মান্নির্মমে রসমুত্তমম্ ।
রসিকত্বাৎপ্রিয়ত্বাচ্চ জ্ঞেয়ত্বাৎপাবনত্বতঃ ॥ ১০
সৰ্ব্বাভ্যো হৃদিকপ্রীতির্গঙ্গাভূদ্ভিজসত্তম ।
তামেব চিন্তয়ানোহসৌ সৰ্বদাস্তে মহেশ্বরঃ ॥
সৈবোদ্ধুতা জটামার্গাৎকস্মিংশ্চিৎকারণাস্তরে ।
স তু সঙ্গোপয়ামাস গঙ্গাং শত্ৰুজটাগতাম্ ॥ ১৩
শিরসা চ ধুতাং জাহা ন শশাক উমা তদা ।
সোঢুঃ ব্রহ্মনজুটাজুটে স্থিতাং দৃষ্ট্বা পুনঃপুনঃ ॥

ভগীরথেরই বা গঙ্গা আনিবার কারণ কি ?
তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস !
পুরাকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কর্তৃক গঙ্গাদেবী
যে জন্ত ছুতলে আনীত হইয়াছিলেন,
তোমার প্রীতির নিমিত্ত তাহা বিস্তররূপে
বলিতেছি। হে মহামতে ! যে কালে উমা
দেবী মহেশ্বরের প্রণয়িনী হইয়াছিলেন;
গঙ্গাদেবীও সেই সময় তাঁহার প্রণয় লাভ
করেন। জীমান্ শিব যখন উমার সহিত
মদীয় দোষাপনোদনের জন্ত চিন্তা করিতে-
ছিলেন, তখন দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া বিশেষরূপে রসবৃষ্টি অবলম্বন
করেন। সেই অবস্থায় তৎকর্তৃক উত্তম
রস নির্মিত হয়। হে বিজবর ! রসিকত্ব,
প্রিয়ত্ব, জ্ঞেয়ত্ব, ও পাবনত্ব হেতুক সেই
রসরূপিনী গঙ্গাদেবীই তাঁহার সৰ্ব্বাপেক্ষা
অধিক প্রণয়পাত্রী হয়েন। মহেশ্বর
তাঁহাকে চিন্তা করিয়াই সৰ্বদা অবস্থান
করেন। তিনি তাঁহার জটাপথ হইতে
কোন এক কারণে উৎপন্ন হয়েন। শত্ৰু
তাঁহাকে জটামধ্যে গোপন করেন।
হে ব্রহ্মন ! উমাদেবী তখন সেই গঙ্গাকে

অমর্যবেণ ভবং গৌরী প্রেমমন্তেত্যাকারতঃ ।
নৈবাসৌ প্রৈরমচ্ছবুঃ রসিকো রসমুত্তমম্ ॥
জটাম্বেব তদা দেবীং গোপায়ন্তঃ বিমুগ্ধ সা ।
বিনায়কং জয়াং স্বন্দং রহো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪
নৈবায়ং ত্রিদশেশানো গঙ্গাং ত্যজতি কারুকঃ
সাপি প্রিয়া শিবস্তাত্ত কথং ত্যজতি তাং প্রিয়ায়
এবং বিমুগ্ধ বহুশো গৌরী চাহ বিনায়কম্ ॥

পার্কত্বাচ।

ন দেবৈর্নাসুরৈর্ঘটৈর্ন সিদ্ধৈর্ভবতাপি চ ।
ন রাজভিরথাত্তৈর্বা ন গঙ্গাং ত্যজতি প্রভুঃ ॥
পুনস্তপ্ স্মামি বা গতা হিমবন্তং নগোত্তমম্ ।
অথবা ব্রাহ্মণৈঃ পুণ্যোস্তপোভির্হিতকস্মরৈঃ ॥ ১২
তৈর্বা জটাস্থিতা গঙ্গা প্রার্থিতা ভুবমাপ্নুয়াৎ ।

শত্ৰুর মস্তকেই জটাজুটে সৰ্বদা অবস্থান
করিতে দেখিয়া কিছুতেই সহ্য করিতে
পারিলেন না। গৌরী অমর্যবেণতঃ
শত্ৰুরকে বারবার গঙ্গা-পরিত্যাগে অহু-
রোধ করিলেন। কিন্তু রসিকবর শত্ৰু
কিছুতেই সে রস পরিত্যাগ করিলেন
না। তিনি তাঁহাকে জটামধ্যেই গোপন
করিয়া রাখিলেন। ভবানী তাহার সন্ধান
পাইয়া একদা নির্জনে গঙ্গানন, স্বন্দ ও
জয়াকে বলিলেন,—দেখ, এই কারুক
ত্রিদশপতি কিছুতেই গঙ্গাকে পরিত্যাগ
করিবেন না। গঙ্গা শিবের একান্তই
প্রিয়া। সুতরাং কি করিয়াই বা তাঁহাকে
পরিত্যাগ করিবেন ? এইরূপ বহু অলো-
চনার পর গৌরী বিনায়ককে সন্বোধন
করিয়া বলিলেন,—বিনায়ক ! আমি আমার
কিছুতেই গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলেন
না। দেব, অসুর, যক্ষ, সিদ্ধ, অস্ত্রান্ত
রাজগণ, এমন কি তুমি পর্যন্ত অহুরোধ
করিলেও তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করেন
বলিয়া বোধ হয় না। অতএব আমি পুন-
রায় হিমালয়ে গিয়া তপস্তা করিব। অথবা
যদি কোন পুণ্যবান ব্রাহ্মণ কঠোর তপস্তা
করিয়া শত্ৰুরের জটাজুটগত গঙ্গাকে প্রার্থনা

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা মাতৃবাক্যং মাতরং প্রাহ বিস্মরাই ।
ব্রাহ্মা স্বপ্নেন জয়য়া সম্ব্রোহ চ মুজ্যতে ॥২১
তৎকুর্ম্মো মন্তকাদাকাং যথা ত্যজতি মে পিতা
এতন্নিমন্তরে ব্রহ্মন্নানাবৃষ্টিরজায়ত ॥ ২২
বিদ্বাদশসমা মর্ত্যে সর্বপ্রাণিতয়াবহা ।
ততো বিনষ্টমভবজ্জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্ ॥ ২৩
বিনা তু গোতমঃ পুণ্যমাশ্রমঃ সর্বকামদম্ ।
অষ্টকামঃ পুরা পুত্র স্বাবরঃ জন্মমঃ তথা ॥ ২৪
কতো যন্তো ময়া পূৰ্ব্বং স দেবযজনো গিরিঃ ।
ময়ামা তত্র বিখ্যাতস্ততো ব্রহ্মগিরিঃ সদা ॥২৫
তমাস্রিত্য নগশ্রেষ্ঠঃ সর্বদাস্তে স গোতমঃ ।
তস্তাশ্রমে মহাপুণ্যে শ্রেষ্ঠে ব্রহ্মগিরৌ শুভে ॥
আধয়ো ব্যাধয়ো বাপি ভূভিকং বাপ্যবৰ্ণম্ ।
তদশোকৌ চ দারিদ্র্যং ন শ্রয়ন্তে কদাচন ॥২৭

করিয়া ভূতলে অবতারিত করেন, তবেই
আমার শাস্তি । ১—২০ । ব্রহ্মা কহিলেন,—
বিস্মরাজ মাতার ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন,
—এ সবছাড়া ভ্রাতা স্বপ্ন, ও জয়ার
সহিত মন্ত্রণা করিয়া যেরূপ সঙ্গত হয় এবং
পিতা বাহাতে মন্তক হইতে গন্ধাকে পরি-
ত্যাগ করেন, তাহা আমরা করিব । হে
ব্রহ্মন্ ! এই সময় চতুর্দশবর্ষব্যাপিনী
ঘোর অনাবৃষ্টি মর্ত্যে উপস্থিত হইল ।
তাহাতে স্বাবর, জন্ম সমস্ত জগৎ বিনষ্ট
হইয়া গেল । কিন্তু সেই বিপৎপাতেও
গৌতমের সর্বকামপ্রাণ পুণ্যমাশ্রম এবং
গৌতম নিজে বিনষ্ট হইলেন না । তখন
সেই প্রাচীন কালে পুনরায় আমি স্বাবর,
জন্ম সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে দেবগিরিতে
এক যজ্ঞাঙ্কুশান করিলাম । সেই হেতু ঐ
গিরি আমার নামানুসারে তৎকাল হইতে
ব্রহ্মগিরি নামে বিখ্যাত হইল । গৌতম
সেই গিরিশ্রেষ্ঠ আশ্রয় করিয়া সর্বদা বাস
করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মগিরিস্থিত তদীয়
মহাপুণ্য আশ্রমবরে আধি, ব্যাধি,
ভূভিক, অনাবৃষ্টি, ভয়, শোক বা দারিদ্র্য

তদাশ্রমং বিনাশিত্ব হব্যং বা কব্যমেব বা ।
নাস্তি পুত্র তথা দাতা হোতা যষ্টা তদৈব চ ॥
যদৈব গোতমো বিপ্রো দদাতি চ ভূহোতি চ ।
তদৈবাপ্যায়নং স্বর্গে সুরাণামপি নাস্ততঃ ॥২২
দেবলোকেহপি মর্ত্যে বা শ্রয়তে
গৌতমো মুনিঃ ।
হোতা দাতা চ ভোক্তা চ স এবৈতি জনা বিপ্রা
তচ্ছ্রদ্ধা মুনয়ঃ সর্বৈ নানাশ্রমনিবাসিনঃ ।
গৌতমাশ্রমমাপৃচ্ছন্নাগচ্ছন্তস্তপোধনাঃ ॥ ৩১
তেষাং মুনীনাং সর্বেষামাগতানাং স গোতমঃ
শিষ্যবৎ পুত্রবদ্ভক্ত্যা পিতৃবৎ পোষকোহুতবৎ ।
যন্ত যথেষ্পিতং কামং যথাযোগ্যং যথাক্রমম্ ।
যথানুরূপং সর্বেষাং শুশ্রুযামকরোমুনিঃ ॥ ৩৩
আজ্ঞয়া গোতমস্তাসন্নোষধ্যা লোকমাতরঃ ।

প্রভৃতির অস্তিত্ববার্তা কদাপি শ্রুত হয়
নাই । তাঁহার আশ্রম ব্যতীত অন্তর হব্য
কব্য ছিল না ; গৌতম ব্রাহ্মণ যেমন দাতা,
হোতা ও যষ্টা ছিলেন, সেরূপ আর কেহই
কোথাও তখন ছিল না । তৎকালে গৌতমের
কার্যে স্বর্গীয় সুরগণের যেরূপ আশ্রয়
হইত, অন্তর কুত্রাপি সেরূপ হইত না ।
কি দেবলোক, কি মর্ত্যালোক, সর্বত্রই গৌতম
মুনির নাম পরিজ্ঞাত হইত । তৎকালিক
জনসাধারণ তাঁহাকেই হোতা, দাতা ও
ভোক্তা বলিয়া জানিত । ক্রমে নানা আশ্রম-
বাসী মুনিগণ গৌতমের প্রভাবকথা শুনিতে
পাইলেন । তাঁহারা তৎপ্রবণে গৌতমাশ্রম
কোথায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আশ্রম
উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । অনন্তর সেই
সকল মুনি গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইলে,
গৌতম কাহাকে শিষ্যবৎ, কাহাকে পুত্রবৎ
এবং কাহাকে বা পিতৃবৎ পরিপোষণ করি-
লেন । বাহার বাহা অভীষ্ট, বাহার বাহা
যোগ এবং বাহার বাহা অমুরূপ, গৌতম
তাহাকে তদনুরূপ ভোগ্য বস্তু দানে পরি-
চর্যা করিতে লাগিলেন । গৌতমের আশ্রম

আরাধিতাঃ পুনস্তেন ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ
 জায়ন্তে চ তদৌষধ্যো লুপন্তে চ তদৈব হি ।
 সৰ্বাঃ সমুজ্জয়ন্তস্ত সংসিধ্যন্তে মনোগতাঃ ।
 প্রত্যহং বক্তি বিনয়াদগৌতমস্তাগতানুন্নীন ॥
 পুত্রবচ্ছিব্যবচ্চৈব প্রেষ্যবৎ করবাণি কিম্ ।
 শিক্তবৎ পোষয়ামাস সংবৎসুরগণান্ বহু ॥৩৭
 এবং বসৎসু মুনিষু ত্রৈলোক্যে খ্যাতিরাশ্রয়াৎ
 ভূতো বিনায়কঃ প্রাহ মাতরং ভ্রাতরং জয়াম্ ॥
 বিনায়ক উবাচ ।

দেবানাং সদনে মাতর্গায়তে গৌতমো দ্বিজঃ ।
 যন্ন সাধ্যাৎ সুরগণৈর্গৌতমঃ কৃতবানিতি ॥ ৩৯
 এবং ঋতং ময়া দেবি ব্রাহ্মণস্ত তপোবলম্ ।
 স বিপ্রশ্চালয়েদেনাং মাতর্গন্ধাং জটাগতাম্ ॥
 তপসা বাহুতো বাপি পূজয়িত্বা ত্রিলোচনম্ ।

ওষধি সকল জননীর স্থায় জনগণের হিতৈ-
 ষীণী হইল। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর
 এই দেবতায়কে আরাধিত করিয়াছিলেন।
 গৌতমের তপঃপ্রভাবে ওষধি সকল এক
 কালেই জন্মিত, ক্ষিয় হইত, এবং ভাবী
 কালের জন্ত রোপিত হইত। তদীয় মনো-
 ভীষ্ট সমস্ত সমৃদ্ধি সিদ্ধ হইত। গৌতম সেই
 সমাগত মুনিগণকে প্রত্যহই বিনয়ের সহিত
 পুত্রবৎ, শিষ্যবৎ ও প্রেষ্যবৎ জিজ্ঞাসা
 করিতেন, আমি আপনাদের কি করিব?
 এইরূপে গৌতম তাঁহাদিগকে বহু বৎসর
 পালন করিলেন, মুনিগণ তাঁহার আশ্রমে যে
 সময়ে বাস করিতে থাকেন, তখন গৌতম-
 খ্যাতি ত্রিলোকের সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে।
 ঐ সময় বিনায়ক তাঁহার মাতা, ভ্রাতা ও
 জয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনায়ক
 বলিলেন, মাতঃ! দেবতাবনে সর্বদা গৌতম-
 আশ্রমের মাহাত্ম্য গীত হইতেছে, আমি
 জানিয়াছি, সুরগণও যাহা করিতে পারেন
 তাহা, গৌতম তাহাও করিতে সক্ষম। হে
 দেবি! আমি ব্রাহ্মণের তপোবলের কথা
 জায়াও এইরূপ শুনিয়াছি যে, তিনি

স এব চ্যাবয়েদেনাং জটাগাং মে পিতুঃপ্রিয়াম্
 তত্র নীতিবিধাতব্য্য তাং বিপ্রো যাচয়েৎস্বধা ।
 তৎপ্রভাবাৎসারিক্ছেষ্ঠা শিরসোহবতরতাপি ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তা মাতরং ভ্রাতা জয়য়া সহ বিস্মরাট্ ।
 জগাম গৌতমো যত্র ব্রহ্মহৃদধরঃ কশঃ ॥ ৪৩
 বসন্ কতিপয়াহঃসু গৌতমাশ্রমমণ্ডলে ।
 উবাচ ব্রাহ্মণান্ সৰ্বাঃস্তত্র তত্র চ বিস্মরাট্ ॥৪৪
 গচ্ছামঃ সমধিষ্ঠানমাশ্রমাণি শুচীনি চ ।
 পুষ্টাঃ স্ম গৌতমাত্মেন পৃচ্ছামো গৌতমঃ মুনিম্
 ইতি সস্তুপ্ত্য পৃচ্ছন্তি মুনয়ো মুনিসত্তমাঃ ।
 স তান্ নিবারয়ামাস স্নেহবুদ্ধ্যা মুনীন্ পৃথক্

তপস্তা বা অস্ত কোনরূপ অর্চনা দ্বারা
 ত্রিলোচনকে তুষ্ট করিবার তদীয় জটাজুট-
 বিহারিণী গন্ধাকে ছুতলে অবতারণিত
 করিবেন। আমার বিশ্বাস, গৌতম হই-
 তেই নিশ্চয় আমার পিতৃপ্রিয়া গন্ধা ছুতল-
 গামিনী হইবেন। অতএব তিনি যাহাতে
 গন্ধাকে প্রার্থনা করেন, সে রূপ নীতি অব-
 লম্বন করা আমাদের এক্ষণে কর্তব্য। সেই
 গৌতমমুনির প্রভাবে গন্ধাকে ছুতলে
 অবতরণ করিতেই হইবে। ২১—৪২। ব্রহ্মা
 কহিলেন, বিস্মরাজ জয়ার সহিত মাতাকে
 এই কথা কহিয়া যথায় ব্রহ্মহৃদধারী কশকায়
 গৌতম মুনি অবস্থান করিতেছিলেন, সেই-
 খানে যাত্রা করিলেন। বিস্মরাজ সেই
 গৌতমাশ্রমে গিয়া কতিপয় দিবস বাস
 করিলেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মণমণ্ডলকে
 বলিলেন,—আমরা এক্ষণে স্ব স্ব স্থানে
 প্রস্থান করিব। আমাদের গমনকাল
 উপস্থিত হইয়াছে; অতএব গৌতমাত্মে
 যখন আমরা পরিপুষ্ট হইয়াছি, তখন
 তাঁহাকে জানাইয়া যাওয়াই কর্তব্য। মুনি-
 গণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া গৌতমকে
 জানাইলেন; কিন্তু গৌতম স্নেহ সঙ্কারে
 তাঁহাদিগকে বাইতে নিষেধ করিলেন।

গৌতম উবাচ ।

কৃতাজ্জলিঃ সবিম্বমাসধ্বমিহ চৈব হি ।
 যুগ্মচরণশৃঙ্গাং করোমি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৪৭
 শৃঙ্গাযৌ পুত্রবন্নিত্যং ময়ি তিষ্ঠতি নোচিতম্ ।
 ভবতাঃ ভূমিদেবানামাশ্রমাস্তরসেবনম্ ॥ ৪৮
 ইদমেবাশ্রমঃ পুণ্যঃ সর্বেষামিতি মে মতিঃ ।
 অলমন্তেন মুনয় আশ্রমেণ গতেন বা ॥ ৪৯
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শৃঙ্গা যুনের্বাধ্যঃ বিস্কৃত্যমমুস্মরন্ ।
 উবাচ প্রাজ্ঞনির্ভূতা ব্রাহ্মণান্ স গণাধিপঃ ॥ ৫০
 গণাধিপ উবাচ ।

অন্নক্রীতা বয়ং কিং নো নিবারণত গোতমঃ ।
 যাহা নৈব বয়ং শক্তা গচ্ছং স্বং স্বং নিবেশনম্ ॥
 নায়মহীতি দণ্ডং বা উপকারৌ দ্বিজোত্তমঃ ।
 তস্মাদবুধ্যা ব্যবস্থামি তৎসর্বেষরনুমত্ততাম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সর্বে দ্বিজর্জেষ্ঠাঃ ক্রিয়তামিত্যমমুক্রবন্ ।

তিনি বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি কৃতাজ্জলিকরে বিনীতভাবে আপনাদের চরণশৃঙ্গা করিব; আমার স্থায় পুত্রতুল্য শৃঙ্গাকারী বর্তমান থাকিতে ভবাদৃশ ভূমিদেবগণের আশ্রমাস্তরে গমন করা উচিত হয় না। আমার এই যে পুণ্যাশ্রম—ইহা ত আপনাদেরই বলিয়া আমি মনে করি। অতএব হে মুনিগণ! আশ্রমাস্তরে যাইবার আর প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, গণাধিপ গোতমের সেই কথা শুনিয়া শ্রীয ইষ্ট কার্যের বিষয় ঘটিল বলিয়া মনে করিলেন এবং প্রাজ্ঞনির্ভূতা ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, আমরা অন্নদাস হইয়া রহিয়াছি; গোতম কেন আমাদেরকে নিবারণ করিতেছেন? আমরা সামপূর্বক কেহই স্ব স্ব বাসস্থানে যাইতে পারিব না। এদিকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গোতম আমাদের উপকারী, ইনি দণ্ডাইও নহেন। অতএব এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, আমি করি; আপনারা আমার কার্যে অনুমোদন করুন।

এতন্ত তুপকারায় লোকানাং হিতকায়া ॥ ৫৩
 ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্বেষাং ত্রেয়ো যৎ স্তাশ্রমা কুরু
 ব্রাহ্মণানাং বচঃ শৃঙ্গা মেনে বাক্যং গণাধিপঃ ॥
 বিনায়ক উবাচ ।

ক্রিয়তে গুণরূপং যদগৌতমস্ত বিশেষতঃ ॥ ৫৪
 ব্রহ্মোবাচ ।

অনুমাত্ত দ্বিজানু সর্বান পুনঃপুনরুদারবীঃ ।
 স্বয়ং ব্রাহ্মণো ভূতা প্রণম্য ব্রাহ্মণান্ পুনঃ ।
 মাতৃর্ভতে হিতো বিদ্বান্ জয়াং প্রাহ গণেশ্বরঃ ॥
 বিনায়ক উবাচ ।

যথা নাশ্তো বিজানীতে তথা কুরু শুভাননে ।
 গৌরূপধারিণী গচ্ছ গোতমো যজ তিষ্ঠতি ॥ ৫৭
 শালীন খাদ বিনাশ্রাথ বিকারঃ কুরু তামিহি ।
 কৃতে প্রহারে হৃদ্যারে প্রেক্ষিতে চাপি কিঞ্চন ।
 পত দীনং স্বনং কৃহা ন ত্রিয়স্ব ন জীব চ ॥ ৫৮

ব্রহ্মা বলিলেন, তখন সমস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠই এক বাক্যে তাঁহার কার্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অধিকন্তু বলিয়া দিলেন, যাহাতে মহাত্মা গোতমের এবং সমস্ত লোকের উপকার হয় এবং সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী যাহা যাহা শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন, সেইরূপ কার্যই যেন তোমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিয়া গণাধিপ বলিলেন, যাহাতে গোতমের বিশেষরূপ উপকার হয়, তাহা আমি অবশ্যই করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—উদারবী গণাধিপ ব্রাহ্মণদিগের নিকট বারম্বার অনুমতি লইলেন। নিজে ব্রাহ্মণ হইলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া মাতার অভিশ্রাম্যত কার্য করিতে স্থির নিশ্চয়পূর্বক জয়াকে বলিলেন,—হে শুভাননে! যাহাতে অন্ত কেহ জানিতে না পারে, এমন একটা কার্য তোমায় করিতে হইবে। তুমি গো-রূপ ধারণ করিয়া গোতমের নিকট গমন কর; সেখানে গিয়া বিকৃতরূপে ভদ্রভ্য শালি-কেন্দ্রের শালি ভক্ষণ ও শালিকংস করিতে থাকে। সেই সময় তোমার যদি কেহ বিদ্বি-য়াও প্রহার বা হৃদ্যার দ্বারা আঘাত

ব্রহ্মোবাচ ।

তথা চকার বিজয়া বিয়েশ্বরমতে স্থিতা ।
বজ্রানীলগৌতমো বিপ্রো জয়া গৌরুপধারিণী ।
জগাম শালীন খাদন্তী তাং দদর্শ স গৌতমঃ ।
গাং দৃষ্ট্বা বিকৃতাং বিপ্রস্তাং তুণেন স্তবায়ৎ ॥ ৬০ ॥
নিবার্যমাণা সা তেন স্বনং কৃত্বা পপাত গোঃ ।
তস্তান্ত পতিতায়াক হাহাকারো মহানভূৎ ॥ ৬১ ॥
স্বনং শ্রুত্বা চ দৃষ্ট্বা চ গৌতমস্ত বিচেষ্টিতম্ ।
ব্যথিতা ব্রাহ্মণাঃ প্রাহুঃ বিশ্বরাজপুরুষতঃ ॥ ৬২ ॥
ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

ইতো গচ্ছামহে সৰ্কে ন স্থাতব্যং তবাত্মমে ।
পুত্রবৎ পোষিতাঃ সৰ্কে পৃষ্ঠোহসি মুনিপুঙ্গব ।
ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা মুনিবাক্যং বিপ্রাণাং গচ্ছতাং তদা ।

তাহা হইলে, তুমি তখন এক আর্দ্রস্থরে
চীৎকার করিয়া না-মৃত ও না-জীবিত-
ভাবে পড়িয়া রহিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—
বিয়েশ্বরের মতানুবর্তী হইয়া জয়া তাহাই
করিলেন। যেখানে ব্রাহ্মণ গৌতম অব-
স্থান করিতেছিলেন, গো-রূপ ধরিয়া জয়া
তাহারই নিকটস্থ শালিক্ষেত্রের শালি
সকল ভক্ষণ করত বিচরণ করিতে লাগি-
লেন। বিপ্রবর গৌতম সেই বিকৃতাকার
গাভী দেখিয়া তাহাকে তৃণ দ্বারা তাড়িত
করিলেন। সেই গাভী তখন গৌতম
কর্তৃক নিবারিত হইয়া চীৎকার করত
ভূপতিত হইল। গাভী পতিত হইবা মাত্র
ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটা মহা হাহাকার
পড়িয়া গেল। গণেশ-পুরুষত ব্রাহ্মণগণ
গৌতমের চেষ্টা দেখিয়া এবং গাভীর
চীৎকার শুনিয়া ব্যথিতভাবে বলি-
লেন,—হে মুনিপুঙ্গব! আমরা আর আপ-
নার আশ্রমে থাকিব না। এ স্থান
হইতে প্রস্থান করিব। আপনি আমাদের
পুত্রের স্তায় পালন করিয়াছেন, তাই
আপনাকে জিজ্ঞাসিয়া চলিলাম। ৪৩—৬৩।
ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম মুনি গমনোন্মুখ

বজ্রাহত ইবাসীং স বিপ্রাণাং পুরতোহপতৎ ॥

তমুচুর্ব্রহ্মণাঃ সৰ্কে পশ্চৈমাং পতিতাং ভূবি ।
কুজাণাং মাতরং দেবীং জগতাং পাবনীং শ্রিমাং
তীর্থদেবস্বরূপিণ্যামস্তাং গবি বিধেৰ্বনাং ।
পতিতায়াম্ মুনিশ্রেষ্ঠ গন্তব্যমবশিষ্যতে ॥ ৬৬ ॥
চীর্ণং ব্রতং ক্ষয়ং যাতি যথা বাসদাদাত্মমে ।
বয়ং নাত্তধনা ব্রহ্মন্ কেবলন্ত তপোধনাঃ ॥ ৬৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বিপ্রাণাং পুরতঃ স্থিত্বা বিনীতঃ প্রাহ গৌতমঃ
গৌতম উবাচ

ভবন্ত এব শরণং পুতং মাং বৎ ॥ ৬৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বিশ্বরাজব্রাহ্মণৈর্হৃতঃ ।
বিশ্বরাজ উবাচ

নৈবেয়ং ত্রিয়তে তত্র নৈব জীবতি তত্র কিম্বা-
বদামোহস্মিন্ অসন্দিগ্ধে নিকৃতিং গতিমেব বা

ব্রাহ্মণদিগের ঐ কথা শুনিয়া বজ্রাহত
বৃক্ষের স্তায় তাঁহাদের সম্মুখে পতিত
হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ গৌতম
মুনির কাছে বলিলেন, এই দেখুন—কুজজননী
জগৎপাবনী গো-দেবী ভূপতিত হইয়া-
ছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দৈববলে এই দেব
ও তীর্থরূপিণী গো-মাতা পতিত হওয়ায়
আমাদের এখন গমন করাই কর্তব্য।
কেননা, আপনার এ আশ্রমে থাকিলে,
আমাদের অন্তর্গত ব্রত ক্ষয় হইয়া যাইবে।
হে ব্রহ্মন্! আমরা অন্তধনে ধনবান্ নহি;
আমরা কেবল তপোধন—তপস্তাই আমা-
দের ধন। ব্রহ্মা বলিলেন, গৌতম তখন বিপ্র-
বর্গের অগ্রে থাকিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,
একণে আপনারাই আমার সহায় হইয়া
আমাকে পবিত্র করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,
তখন ব্রাহ্মণপরিবৃত ভগবান্ বিশ্বরাজ
বলিলেন, এই গাভী মৃত বা জীবিত, তাহা
কিছুই বুঝা যাইতেছে না; সুতরাং এরূপ
সন্দিগ্ধ স্থলে নিকৃতি বা গতির বিষয় কিরূপে
আমরা বলিতে পারি? গৌতম কহিলেন,

চতুঃসপ্ততিতমোহিধ্যায়ঃ ।

গৌতম উবাচ ।

কথংখ্যাত্তীর্থং গৌরথ চান্মিচ্চ নিকৃতিম্ ।
বহুমর্হথ তৎসকং করিষ্যেহহমসংশয়ম্ ॥ ৭২

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

সর্বেষাঞ্চ মতেনাং বদিষ্যতি চ বুদ্ধিমান্ ।
এতদ্বাক্যমথান্মাকং প্রমাণং তব গৌতম ॥ ৭৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ব্রাহ্মণৈঃ প্রেথ্যমাণোহসৌ গৌতমেন বলীয়সা
বিষ্মকদ্বন্দ্ববপুষা প্রাহ সর্কানিদং বচঃ ॥ ৭৪

বিষ্মরাজ উবাচ ।

সর্বেষাঞ্চ মতেনাং বদিষ্যামি যথার্থবৎ ।
অনুমন্তস্ত মুনয়ো মদ্বাক্যং গৌতমোহপি চ ॥ ৭৫
মহেশ্বরজটাজুটে ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ।
কমণ্ডলুস্থিতং বারি তিষ্ঠতীতি হি শুক্রম্ ॥ ৭৬
তদানয়ন্ত তরসা তপসা নিয়মেন চ ।
তেনাভিষিঞ্চ গামেতাং ভগবান্ ভুবনান্নিতাম্

এই গাভী কিরূপে উখিত বা কিরূপে
নিকৃতি পাইতে পারে, এ কথা অবশ্য
আপনারা বলিতে সক্ষম! এবং আমিও
আপনাদের নির্দিষ্ট সমস্ত কার্য্য করিতে
প্রস্তুত। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, আমাদের
সকলের মতানুসারে এই বুদ্ধিমান ব্যক্তিই
যে রূপ বলিতে হয় বলিবেন; ইহার কথাই
আমাদের প্রমাণ। ব্রহ্মা কহিলেন, তৎ-
কালে ব্রাহ্মণগণ ও প্রভাবশালী গৌতম
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রাহ্মণরূপী বিষ্মরাজ
তখন বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,
সকলের মতানুসারে আমি এ সম্বন্ধে বলিব,
সুতরাং সমস্ত মুনি এবং স্বয়ং গৌতম
আমার কথার অনুমোদন করুন। আমার
কথা এই আমরা শুনিয়াছি, অব্যক্তজন্মা
ব্রহ্মার কমণ্ডলু-মধ্যস্থ পবিত্র জল মহেশ্বরের
জটাজুটে অবস্থান করিতেছে। মুনিবর
গৌতম তপস্শা ও নিয়মাবলম্বনে সেই জল
এখানে আনয়ন করুন এবং তদ্বারা এই
গোমাতীকে অভিষিক্ত করুন।

ততো বৎস্তামহে সর্কে পূর্ববস্তব বেপ্সনি ॥ ৭৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তবতি বিপ্রেষ্টে ব্রাহ্মণানাক সংসি
তত্ৰাপতৎ পুষ্পবৃষ্টির্জয়শকো ব্যবর্তত ।

ততঃ কৃতাজলিন্রজো গৌতমো বাক্যমব্রবীৎ ॥

গৌতম উবাচ ।

তপসায়িপ্রসাদেন দেবব্রহ্মপ্রসাদতঃ ।

ভবতাক প্রসাদেন মৎসক্লম্লোহমুসিধ্যতাম্ ॥ ৭৯

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্থিতি তং বিপ্রা আপৃচ্ছন্ মুনিপুঙ্গবম্ ।
স্থানি স্থানানি তে জগুঃ সম্যকান্তরবারিতিঃ ॥ ৮০
যাতেষু তেষু বিপ্রেষু ভাত্ৰা সহ গণেশ্বরঃ ।
জয়য়া সহ স্প্রীতঃ কৃতকৃত্যো ভবর্তত ॥ ৮১
গতেষু ব্রহ্মবৃন্দেষু গণেশে চ গতে তথা ।
গৌতমোহপি মুনিশ্রেষ্ঠস্তপসা হতকন্মবঃ ॥ ৮২
ধ্যায়ঃস্তদর্থং স মুনিঃ কিমিদং মম সংহিতম্ ।
ইত্যেবং বহুশো ধ্যায়নজ্ঞানেনজ্ঞাতবান্ বিজঃ

এইরূপ করিলে, হে ভগবন্ গৌতম!
আমরা পূর্ববৎ আপনার আশ্রমে বাস
করিব। ৬৪—৭৭। ব্রহ্মা বলিলেন, সেই
বিপ্রশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজে এইরূপ মত ব্যক্ত
করিলে, তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত
হইল এবং জয় শব্দ উখিত হইতে
লাগিল। তখন গৌতম কৃতাজলিকরে
কহিলেন, মদীয় তপোবলে, অগ্নির অমু-
গ্রহে, ব্রহ্মণ্য দেবের কৃপায় এবং আপনা-
দের প্রসাদে আমার এ সকল অবশ্যই সিদ্ধ
হইবে! ব্রহ্মা বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ সকলেই
'তথাস্থ' বলিয়া গৌতমের সম্মতি লইয়া
অন্নজল-সমৃদ্ধ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।
ব্রাহ্মণগণ প্রস্থান করিলে গণপতি ক্রীত-
চিত্তে স্বীয় ভাতা ও জয়ার সহিত কৃতকৃত্য
হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ
ও গণপতি প্রস্থান করিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ
গৌতমও তপোবলে নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞ-
মানে সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া 'আমরা
এ কি হইল?' এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

নিশ্চিত্য দেবকার্যার্থমাশ্রয়ঃ কিমিবাং গতিম্ ।
লাকানামুপকারঞ্চ শতোঃ শ্রীণনমেষ চ ॥৮৪
টীয়াঃ শ্রীণনঞ্চাপি গজানয়নমেষ চ ।
কিং শ্রেয়স্করং যন্তে যস্মি নৈব চ কিমিবাং ॥৮৫
ইত্যেবং মনসা ধ্যায়ন্ সুশ্রীতোহভূদ্বিজোত্তমঃ
সারাদ্য জগতামীশং ত্রিনেত্রং বৃষভধ্বজম্ ॥৮৬
আনয়িষ্যে সরিছেষ্ঠাঃ শ্রীতাস্তে গিরিজা যম ।
সপত্নী জগদম্বায়া মহেশ্বরজটাস্থিতা ॥ ৮৭

এবং হি সঙ্কল্প্য মুনিপ্রবীরঃ

স গৌতমো ব্রহ্মগিরেজগাম ।

• কৈলাসমাধিষ্ঠিতমুগ্রধ্বনা

সুরার্চিতং প্রিয়য়া ব্রহ্মবৃন্দৈঃ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীভাষ্যে মহাপুরাণে বিনায়কগৌতম-

ব্যাপারনিকপণং নাম চতুঃসপ্ততি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্ঞানদ্বারা সমস্তই বুদ্ধিতে
পারিলেন। তখন নিজের পাপগতির প্রতি
দেবকার্য, মহেশ্বর ও উমার শ্রীতি এবং সর্ব-
সাধারণের উপকার সম্ভাবনা মনে করিয়া
গজানয়নই শ্রেয়স্কর বলিয়া ধারণা করিলেন
এবং ভাবিলেন, আমি প্রকৃতই পাপকার্য
করি নাই। বিজ্ঞপ্তি গৌতম মনে মনে
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীত হইলেন এবং
আমি জগৎপতি ত্রিলোচন বৃষবাহনকে
আরাধনা করিয়া সরিষরা গজাকে আনয়ন
করি; গিরিজাও ইহাতে আমার প্রতি
শ্রীত হইবেন। কেন না, সেই হরজটাবিহ-
রিনী গজা সেই জগদধিকার সপত্নী। এই-
রূপ সঙ্কল্প করিয়া মুনিপ্রবর গৌতম তখন
ব্রহ্মগিরি হইতে সেই ব্রহ্মবৃন্দপরিপূজিত
উমামহেশ্বর-শোভিত কৈলাসশৈলে প্রয়াণ
করিলেন। ৭৮—৮৮।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কৈলাসশিখরং গহ্বা গৌতমো ভগবান্ ঋষিঃ ।
কিং চকার তপো বাপি কাং চক্রে ভতিমুত্তমান্
ব্রহ্মোবাচ ।

গিরিং গহ্বা ততো বৎস বাচং সংযম্য গৌতমঃ
আন্তরীযা স কুশান্ প্রাপ্তঃ কৈলাসে

পৰ্বতোত্তমৈঃ ॥ ২

উপবিশ্য শুচিভূত্বা স্তোত্রধ্বজং ততো জগৌ ।

অপতৎপুষ্পবৃষ্টিশ্চ সূর্যমানে মহেশ্বরে ॥ ৩

গৌতম উবাচ ।

ভোগার্খিনাং ভোগমভীপ্সিতঞ্চ

দাতুং মহাস্ত্যষ্টবপুঃষ ধন্তে ।

সোমো জনানাং গুণবাস্ত নিত্যং

দেবঃ মহাদেবমিতি ভবন্তি ॥ ৪

কর্তুং স্বকীয়ৈর্বিষয়েঃ সুখানি

ভর্তুং সমস্তং সচরাচরঞ্চ ।

সম্পদয়ে হস্তা বিবৃদ্ধয়ে চ

মহীময়ঃ রূপমিতীশ্বরশ্চ ॥ ৫

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, ভগবান্ গৌতম ঋষি
কৈলাসশিখরে গমন করিয়া কিরূপ তপস্তা
বা কিরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলেন?
ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! প্রকৃষ্ট জ্ঞান-
বান্ গৌতম কৈলাসশৈলে গমন করিয়া
বাক্ সংযমপূর্বক কুশরাশি আকৃত করত
শুচিভাবে উপবেশন করিলেন এবং তিনি
এই বাক্যমাণ স্তব পাঠ করিতে লাগি-
লেন। তদীয় স্তব পাঠকালে পুষ্পবৃষ্টি
পতিত হইতে লাগিল। স্তব যথা—গৌতম
বলিলেন,—হে ঈশ! আপনি ভোগার্থী
জনগণকে অতীষ্ট ভোগ দান করিবার
জন্ত গুণশালিনী মহতী অষ্টমূর্ত্তি ধারণ
করেন। আপনি সৌম্যমূর্ত্তি, আপনাকে
সকলে সর্বদা মহাদেব নামে স্তব করিয়া
 থাকে। স্বীয় বিষয়ে সকলের সুখ-সুবি-

পঞ্চমপ্ৰতিভামোহন্যায়ঃ ।

সৃষ্টিঃ স্থিতিঃ সংহরণায় ত্বমে-
 রাধারমাধাতুমপাং স্বরূপম্ ।
 তেজো শিবঃ শাস্ততমুর্জনানাং
 সুখায় ধৰ্ম্মায় জগৎপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৬
 কালব্যবস্থামমৃতশ্রবণ
 জীবস্থিতিঃ সৃষ্টিমথো বিনাশনম্ ।
 মূদং প্রজানাং সুখমুন্নতিঞ্চ
 চক্রেহর্কচক্ৰাগ্নিময়ঃ শরীরম্ ॥ ৭
 বুদ্ধিঃ গতিঃ শক্তিমথঃকরাণি
 জীবব্যবস্থাঃ মূদমপ্যনেকাম্ ।
 অষ্টং কৃতং বায়ুরিতীশরূপং
 হং বেৎসি নুনং ভগবন্ ভবন্তম্ ॥ ৮
 ভেদৈর্বিদ্যমানৈব কৃতির্ন ধৰ্ম্মো
 নাস্তীযমন্তর দিশোহন্তরিকম্ ।
 জ্ঞাপৃথিব্যৌ ন চ ভুক্তিমুক্তৌ
 তন্মাদিদং ব্যোমবপুস্তবেশ ॥ ৯
 ধৰ্ম্মং ব্যবস্থাপয়িতুং ব্যবস্থ
 ঋকৃসামশাস্ত্রাণি যজুশ্চ শাখাঃ ।

ধান, সমস্ত চরাচর ভরণ এবং তাহার
 সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বর তুমি—তোমার
 এই মহীময় রূপ বিরাজিত। তুমি সৃষ্টি
 স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত এবং ভূমির
 আধার আধানার্থ জলস্বরূপ ভজনা কর।
 নিজে তুমি শিব ও শাস্তস্বরূপ। জনগণের
 শৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্ম নিমিত্তই তোমা কর্তৃক এই
 জগৎ প্রতিষ্ঠিত। তোমারই চন্দ্রার্কময়
 বপুঃ কালব্যবস্থা, অমৃতবর্ষণ, জীবগণের
 সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ এবং প্রজাগণের
 প্রহর, সৌখ্য ও উন্নতি বিধান করে।
 হে ভগবন্! তুমি বুদ্ধি, গতি, শক্তি,
 জীবব্যবস্থা ও প্রচুর প্রমোদ বিতরণের
 নিমিত্ত বায়ুদেহ ধারণ কর; বসন্তঃ
 তুমি নিজেই নিজেকে জান। তোমার
 তব আর কেহই জানে না। ভেদ
 ব্যতীত কোন কৃতি, ধৰ্ম্ম, দিক্, অন্তরীক,
 জ্ঞাপৃথ্বী, ভুক্তি-মুক্তি ও আত্মীয় অন্ত
 কিছুই হয় না; তাই তোমার এই ব্যোম-

লোকে চ গাথাঃ স্মৃতয়ঃ পুরাণ-
 মিত্যাदिशदाश्चकतामुपैति ॥ ১০
 যষ্টা ক্রতুর্ষান্তপি সাধনানি
 ঋত্বিক্ প্রদেশং ফলদেশকালঃ ।
 ত্বমেব শস্তো পরমার্থবৎ
 বদন্তি যজ্ঞাঙ্গময়ং বপুস্তে ॥ ১১
 কর্তা প্রদাতা প্রতিভূঃ প্রদানঃ
 সর্বজ্ঞসাকী পুরুষঃ পরম্ ।
 প্রত্যগ্ভূতঃ পরমার্থরূপ-
 ত্বমেবসর্বঃ কিমু বাধিনাসৈঃ ॥ ১২
 ন বেদশাস্ত্রৈর্গুরুভিঃ প্রদিত্তো
 ন নাসি বুদ্ধ্যাদিভিরপ্রযুযাঃ ।
 অজোহপ্রমেয়ঃ শিবশব্দবাচ্য-
 স্বমাস্তি সত্যং ভগবন্নমস্তে ॥ ১৩
 আত্মৈকতাং স্বপ্রকৃতিং কদাচি-
 দৈকচ্ছিবঃ সম্পদিয়ং মমেতি ।

ময় বপুঃ বিরাজিত। তুমিই ধৰ্ম্মব্যবহার
 জন্য ঋক্, সাম, যজুঃ, ও অস্তান্ত নানা
 বেদশাখা, বিবিধ লৌকিক গাথা এবং
 স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র বিভাগ
 করিয়া সেই সেই শব্দ-স্বরূপতা প্রাপ্ত
 হইয়াছ। হে শস্তো! যষ্টা, ক্রতু, বিবিধ
 সাধন, ঋত্বিক্, যজ্ঞীয় প্রদেশ, যজ্ঞের
 ফল, ও যজ্ঞীয় দেশ-কাল, এ সকল
 তুমিই। তোমারই যজ্ঞাদিময় বপু পর-
 মার্থ তব বলিয়া নির্দিষ্ট। তুমিই এ
 জগতে কর্তা, প্রতিভূ, প্রদাতা, প্রদান,
 সর্বজ্ঞ, সর্বসাকী, পরম পুরুষ, প্রত্য-
 গাভূত ও পরমাত্মস্বরূপ। অধিক আর কি
 বলিব? সমস্তই তুমি। বেদশাস্ত্র গুরু-
 দেশ কিম্বা বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুরই তুমি
 গোচর নহ। তুমি অজ, অপ্রমেয়, শিব ও
 সত্য; হে ভগবন্! তোমার নমস্কার ॥ ১০—১৩
 প্রকৃতির অপ্রকটাবস্থায় সমস্তই তুমি আত্মা—
 ভিন্নরূপে অবলোকন কর, আবার কখন
 স্বীয় প্রকৃতিকে 'ইহা আমারই সম্পদ' এই-
 রূপে দর্শন কর। একদা অহঙ্কারবানাকামেই

পৃথকদৈবাতবদপ্রতীক্য-

চিন্ত্যপ্রভাবো বহুবিধমূর্তিঃ ॥ ১৪

ভাবেহভিযুক্তা চ ভবে ভবে চ

স্বকারণং কারণমাহিতা চ ।

নিত্যা শিবা সর্বসুলক্ষণা বা

বিলক্ষণা বিশ্বকরন্ত শক্তিঃ ॥ ১৫

উৎপাদনং সংস্থিতিরন্বয়-
লয়াঃ সত্যং যত্র সনাতনাস্তে ।

একৈব মূর্তির্ন সমস্তি কিঞ্চি-

দসাধ্যমস্তা দয়িতা হরন্ত ॥ ১৬

যদধর্মময়ানি ধনানি জীবা

যচ্ছন্তি কুর্কন্তি তপাংসি ধর্ম্মান্ ।

সান্নীয়মহা জগতো জনিত্রী

প্রিয়া তু সোমন্ত মহাসুকীর্তিঃ ॥ ১৭

যদীকিতং কাজ্জতি বাসবোহপি

যন্মামতো মঙ্গলমাপ্ন য়াচ্চ ।

বা ব্যাপ্য বিশ্বং বিমলীকরোতি

সোম্য সদা সোমসমানরূপা ॥ ১৮

তুমি পৃথকরূপে প্রতিভাত হইয়া থাক ; কেন না, তুমি বহু বিধমূর্তি, তোমার প্রভাব অচিন্ত্য ও অপ্রতীক্য। যিনি সংসারের উৎপত্তি ব্যাপারে উপচিত এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রাক্তর্ভাবে যিনি কারণ পরম্পরা আহিত, সেই নিত্য সর্বসুলক্ষণা। অথচ বিলক্ষণা শিবাই বিশ্ববিধাতার শক্তি। অনাদি কাল হইতে অনবরত যাহাতে উদ্ভব, স্থিতি, বৃদ্ধি ও লয় হয়, তাহা তোমারই অভিন্ন মূর্তি ; তোমার ঐ মূর্তির অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি হর, তোমারই উহা দয়িতা। জীবগণ যাহার প্রীতির উদ্দেশে অন্ন ও ধনরাশি দান, ধর্ম্ম-চরণ ও তপস্তানুষ্ঠান করে, ইনিই সেই জগদ্বজনয়িত্রী, মহাযশস্বিনী, সোমপ্রিয়া অম্বা। দেবেশ্র ও বাহ্যর রূপাকটাকপাত কামনা করেন, এবং বাহ্যর নামোচ্চারণে সকলেরই মঙ্গল হয়, যিনি জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজমান, সেই সোমসমান-কান্তি উমাদেবী সর্বদাই

ব্রহ্মাদিজীবন্ত চরাচরন্ত

বুদ্ধ্যাকিচৈতন্তমনঃসুধানি ।

যন্তাঃ প্রসাদাৎ ফলবন্তি নিত্যঃ

বাগীশ্বরী লোকেশ্বরোঃ সুরম্যা ॥ ১৯

চতুর্মুখস্তাপি মনো মলীনঃ

কিমন্তজন্তোরিতি চিন্ত্য যাতা ।

গঙ্গাবতারঃ বিবিধৈধরুপায়েঃ

সর্বঃ জগৎ পাবয়িতুং চকার ॥ ২০

ঋতীঃ সমালক্ষ্য হরপ্রভুত্বং

বিশন্ত লোকঃ সকলৈঃ প্রমাণৈঃ ।

কৃত্বা চ ধর্ম্মান্ বুভুজে চ ভোগান্

বিভূতিরেবা তু সদাশিবন্ত ॥ ২১

কার্য্যক্রিয়াকারকসাধনানাং

বেদোদিতানাংথ লৌকিকানাং

যৎ সাধ্যমুৎকৃষ্টতমং প্রিয়ঞ্চ

প্রোক্তা চ সিদ্ধিরনাদিকর্তুঃ ॥ ২২

ধ্যাত্বা ধরং চ পবঃ প্রধানং

যৎসারভূতং যঃ সিস্তব্যম্ ।

বিশ্বমণ্ডল বিমলীকৃত কা কছেন। ব্রহ্মাদি স্তব পর্যন্ত নিখিল চরাচর জীবের বুদ্ধি, নেত্র, চৈতন্ত, ও মনঃপ্রভৃতি বাহ্যর প্রসাদে নিত্য সফল হইয়া থাকে, জগদ্ব-
শ্বকর সেই মূর্তিই যথার্থ সুন্দরী ও বাগীশ্বরী। “অন্ত প্রাণীর কথা কি, স্বয়ং চতুর্মুখেরও মন মালিন্তসম্পন্ন”—জগন্নাথ এইরূপ চিন্তা করিয়াই বিবিধ উপায়ে সর্ব বিশ্ব পবিত্র কারবার জন্ত গঙ্গাবতার স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্ববানী লোকসকল সমস্ত ঋতিবাক্য ও হরের প্রভুত্ব পর্য্য-
লোচনা করিয়া বিবিধ প্রমাণ সহকারে ধর্ম্ম সকল অমুষ্ঠানপূর্বক যে নানা ভোগ উপ-
ভোগ করিয়া থাকে, ইহা সদাশিবেরই বিভূতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ১৪—২১। সমস্ত বৈদিক এবং লৌকিক কার্য্য, ক্রিয়া, কার্য্যক, ও করণের যাহা উৎকৃষ্টতর সাধ্য, তাহা সেই অনাদি কর্তারই সিদ্ধি বলিয়া প্রতি-
দিত। যাহা সারভূত এবং যাহা সারভূত

যৎ প্রাপ্য মুক্তা ন পুনর্ভবতি
সদ্যোগিনো মুক্তিকমাপতিঃ সঃ ॥ ২৩
যথা যথা শত্ৰুরমেয়মায়া-
রূপাণি ধন্তে জগতো হিতায় ।
তদ্যোগযোগ্যানি তথৈব ধৎসে
পতিব্রতাত্মঃ স্মৃতি মাতরেবম্ ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেবং শ্রুতস্তত্ত্ব পুরস্তাদ্রুততৎস্বজঃ ।
উময়া সহিতঃ ক্রীমান্ গণেশাদিগণৈর্নৃতঃ ॥ ২৫
সাক্ষাদাগত্য তং শত্ৰুঃ প্রসন্নো বাক্যমব্রবীৎ
শিব উবাচ ।

কিং তে গোতম দাস্তামি ভক্তিস্তোত্রব্রতৈঃ
শুভৈঃ ।

পরিতুষ্টোহস্মি যাচস্ব দেবানামপি হৃদয়ম্ ॥ ২৬
ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি কথ্য জগনুর্ভেদীক্যঃ বাক্যবিশারদঃ ।
হর্ব্বান্পপরীতাক্রো গোতমঃ পর্য্যচিস্তয়ৎ ॥ ২৭

উপাসিতব্য, সেই পরম ব্রহ্মবাক্যকে ধ্যান
করিয়া ও প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ মুক্তিলাভ
করেন। তাঁহাদের আর পুনরাবৃতি ঘটে
না। যোগিগণের এই মুক্তিই সাক্ষাৎ
সেই উমাপতি। ভগবান্ শত্ৰু জগতের
হিতের নিমিত্ত যে যে অমেয় মায়া-রূপ
ধারণ করেন, হে মাতঃ! সেই সেই যোগ-
যোগ্য রূপ আপনিও তেমনি ধারণ করিয়া
থাকেন। আপনাতেই প্রকৃত পতিব্রতাত্ম
প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মা বলিলেন,—গোতম এই
প্রকার স্তব করিতেছেন, এই
গণেশাদি-পরিবৃত উমা সহ উমাপতি বৃষধ্বজ
কঁটার সম্মুখে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া
প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন,—হে গোতম!
তোমায় আমি কি দান করিব? তোমার
উত্তম ভক্তি, স্তোত্র ও ব্রতচরণে আমি
পরিতুষ্ট হইয়াছি। প্রার্থনা কর, যাহা
দেবগণেরও হৃদয়, তাহা দান করিতে প্রস্তুত
হইয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—বাক্যবিশারদ
গোতম বিশ্ববিদ্যাত্মক এবং বাক্য অবগ

অহো দৈবমহো ধর্ম্মো হুহো বৈ বিপ্রপুত্রম্ ।
অহো লোকগতিশ্চিত্রা অহো ধাতর্ম্মমোহন্ত তে
গোতম উবাচ ।

জটাস্থিতাঃ শুভাঃ গঙ্গাঃ দেহি মে ত্রিদশার্চিত
যদি তুষ্টোহসি দেবেশ ত্রয়ীধাম নমোহন্ত তে
ঈশ্বর উবাচ ।

ত্রয়াণামুপকারার্থং লোকানাং যাচিতং স্মৃয়া ।
স্মারনস্তুপকারায় তদ্যাচস্বাকুতোভয়ঃ ॥ ৩১
গোতম উবাচ ।

স্তোত্রোপাসনেন যে ভক্তাশ্রয় দেবীঃ শ্রবতি বৈ
সর্বকামসমৃদ্ধাঃ স্মৃত্রেতন্ধি বরয়াম্যহম্ ॥ ৩২
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্থিতি দেবেশঃ পরিতুষ্টোহব্রবীষচঃ ।
অন্তানপি বরান্ মন্তো যাচস্ব বিগতভয়ঃ ॥ ৩৩
এবমুক্তঃ হর্ষণে গোতমঃ প্রাহ শত্ৰুরম্ ॥ ৩৪
গোতম উবাচ ।

ইমাং দেবীঃ জটাসংস্থাঃ পাবনীঃ লোকপাবনীম্

করিয়া হর্ব্ব-জনিত বাম্পধারায় ব্যাধুগায়
হইয়া চিত্তা করিলেন,—অহো! দৈব, ধর্ম্ম,
বিপ্রার্চনা, লোকগতি। সকলই বিচিত্র,
অহো বিধাতঃ! তোমাকে আমার নমস্কার।
গোতম আরও বলিলেন,—হে সুরপুত্রা!
যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, ভবদীয় জটাস্থি-
স্থিত শুভ গঙ্গাকে আমার হস্তে সমর্পণ
করুন। হে দেবেশ! হে ত্রয়ীধাম! তোমায়
আমার নমস্কার। ঈশ্বর কহিলেন,—এই
ত্রিলোকের এবং তোমার নিজের উপ-
কারের জন্য তুমি গঙ্গাকে প্রার্থনা করিয়াছ,
অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রার্থনা করিতে
পার। গোতম কহিলেন,—আমার দ্বিতীয়
প্রার্থনা এই—মৎকৃত এই স্তব দ্বারা যে
ভক্তগণ আপনাকে এবং দেবীকে স্তব
কারবে, তাহারা যেন সর্বকামে সুসমৃদ্ধ
হয়। ২২—৩২। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেব
তখন পরিতুষ্ট হইয়া ‘তথাস্ব’ বলিলেন এবং
পুনরপি কহিলেন,—তুমি বিগতভয় হইয়া
অস্তান্ত বর প্রার্থনা কর। গোতম এই

তব প্রিয়াঃ জগন্নাথ উৎসৃজ ব্রহ্মণো গিরৌ ।
 সৰ্বাসাং তীৰ্থভূতা তু যাবদঙ্গুষ্ঠিত সাগরম্ ।
 ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি মনোবাক্কায়িকানি চ ॥ ৩৬
 জ্ঞানমাত্রেন সৰ্বাণি বিলয়ং যান্ত শঙ্কর ।
 চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ অয়নে বিম্ববে তথা ॥ ৩৭
 সংক্রান্তৌ বৈধৃতৌ পুণ্যতীৰ্থেষু যন্তে যুৎ ফলম্
 অস্তান্ত স্মরণাদেব তৎপুণ্যং জায়তাং হর ॥ ৩৮
 শ্রাদ্ধ্যাং কৃতে তপঃ প্রোক্তং ত্রেতায়াং যজ্ঞকৰ্ম্ম চ
 দ্বাপরে যজ্ঞদানে চ দানমেব কলৌ যুগে ॥ ৩৯
 যুগধৰ্ম্মাশ্চ যে সৰ্ব্বৈ দেশধৰ্ম্মাস্তথৈব চ ।
 দেশকালাদিসংযোগে যো ধৰ্ম্মো যত্র শশ্বতে ॥
 যদন্তত্র কৃতং পুণ্যং জ্ঞানদানাদি সংঘমৈঃ ।
 অস্তান্ত স্মরণাদেব তৎ পুণ্যং জায়তাং হর ॥
 যত্র যত্র হ্রিয়ং যাতি যাবৎ সাগরগামিনী ।
 তত্র তত্র ত্রয়া ভাব্যমেব চান্ত বরো বরঃ ॥ ৪২

কথায় হুট্ট হইয়া শঙ্করকে কহিলেন,—হে
 জগন্নাথ ! আপনার এই জটাবস্থিতা লোক-
 পাবনৌ প্রেয়সী গঙ্গাদেবীকে ব্রহ্মগিরিতে
 পরিত্যাগ করুন । ইনি সমস্ত নদী মধ্যে
 তীৰ্থভূত হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করি-
 বেন । ইহার জলে জ্ঞানমাত্র মানসিক,
 বাচিক ও কায়িক—ব্রহ্মহত্যাাদি যে কিছু
 পাপ, সমস্তই বিলয় পাইয়া যাউক । হে
 শঙ্কর ! চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ, অয়ন, বিম্বব ও
 বৈধৃতি প্রভৃতি যোগ উপলক্ষে অন্যান্য
 পুণ্য তীৰ্থে জ্ঞান করিলে, যে ফল প্রাপ্ত
 হওয়া যায়, ইহার স্মরণমাত্রেই সেই ফল
 হউক । হে হর ! সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায়
 যজ্ঞকৰ্ম্ম, দ্বাপরে যজ্ঞ ও দান এবং কলিযুগে
 একমাত্র দানই শ্রাদ্ধ্য । এই সকল যুগধৰ্ম্ম,
 সমস্ত দেশধৰ্ম্ম এবং দেশকালাদির যোগে
 যে ধৰ্ম্ম যথায় প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত এবং
 অস্ত তীৰ্থে জ্ঞান, দান ও সংঘমাদি দ্বারা
 যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এই গঙ্গা নদীর স্মরণ
 মাত্রেই সেই সেই পুণ্য উৎপন্ন হউক ।
 হে হর ! এই সাগরগামিনী সুরতরঙ্গিনী
 যে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইবেন, তথায়

যোজনানাং তুপরি তু দশ যাবচ্চ সংখ্যয়া ।
 তদন্তরপ্রবিষ্টানাং মহাপাতকিনামপি ॥ ৪৩
 তৎ পিতৃণাঞ্চ তেষাঞ্চ জ্ঞানায়াগচ্ছতাং শিব ।
 জ্ঞানে চাপ্যন্তরে যুতোৰ্ম্মুক্তিভাজো ভবন্ত বৈ
 একতঃ সৰ্বতীর্থানি স্বৰ্গমৰ্ত্যরসাতলে ।
 এষা তেভ্যো বিশিষ্টা তু অলং শস্তো
 নমোহস্ত তে ৪৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তদগৌতমবচঃ শ্রুত্বা তথাস্থিত্যববীচ্ছিবঃ ।
 অস্তাঃ পরতরং তীৰ্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
 সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদে চ পরিমিষ্টিতম
 সৰ্ব্বেষাং গৌতমীপুণ্য ইত্যুক্তান্তরধীয়ত ॥ ৪৭
 ততো গতে ভগবতি লোকপূজিতে
 তদাজ্ঞয়া পূর্ণবলঃ স গৌতমঃ ।

তথায় আপনারও অধিষ্ঠান প্রার্থনীয় ; ইহাই
 আমার বর হউক । এই সুরনদীর তীর-
 ভূমি হইতে দশযোজন-পরিমিত ভূভাগ
 মধ্যে যাহারা বাস করে, তাহারা মহাপাতকী
 হইলেও তাহাদের ও তাহাদের পিতৃপুরুষ-
 গণের এবং জ্ঞানোদ্দেশ্যে গমনোদ্ভূত ব্যক্তি-
 গণের যদি জ্ঞান করিবার পূর্বে মৃত্যু হয়,
 তবে তাহারাও মুক্তিভাজন হউক । হে শিব !
 স্বৰ্গ, মৰ্ত্য ও রসাতলমধ্যে সমস্ত তীৰ্থ
 একদিকে, আর সেই সকল তীৰ্থ হইতে
 বিশিষ্ট তীৰ্থ সুরনদী অন্তদিকে হউন;
 অর্থাৎ সমস্ত তীৰ্থজ্ঞানে যে ফল হইবে,
 একমাত্র এই গঙ্গাজ্ঞানেই সেই ফল হউক ।
 ইহাই আমার প্রার্থনা । হে শস্তো ! আমার
 আর অধিক বক্তব্য নাই; তোমায় আমার
 নমস্কার । ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ শিব
 গৌতমের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—
 ‘তথাস্থ’ । ইহা অপেক্ষা প্রধান তীৰ্থ হয়
 নাই এনং হইবেও না । আমি জিসত্যা
 করিয়া বলিতেছি,—“সমস্ত নদী অপেক্ষা
 এই গৌতমী নদী পুণ্যতম ।” এই বলিয়া
 শঙ্কর অস্তহীত হইলেন । লোকপূজ্য
 ভগবান্ অস্তহীন করিলে, পূর্ণবল গৌতম

জটাং সমাদায় সরিষরাং তাং
সুৰৈৰ্বৃত্তো অক্ষগিরিঃ বিবেশ ॥ ৪৮
ভতন্ত গৌতমে প্রাপ্তে জটামাদায় নারদ ।
পুষ্পবৃষ্টিবৃত্তত্র সমাজয়ুঃ সুৰৈবরাঃ ॥ ৪৯
ঋষয়শ্চ মহাভাগা ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়াস্তথা ।
জয়শব্দেন তং বিপ্রং পূজয়ন্তো মুদাষিতাঃ ॥ ৫০
ইতি শ্রী ব্রাহ্মে স্বয়ম্ভু-ঋষিসংবাদে তীর্থমাহাত্ম্যে
গৌতম্যানয়নং নাম পঞ্চসপ্ততিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।
মহেশ্বরজটাজুটাদিগঙ্গামাদায় গৌতমঃ ।
আগত্য ব্রহ্মণঃ পুণ্যে ততঃ কিমকরোদ্যিরো
ব্রহ্মোবাচ ।
আদায় গৌতমো গঙ্গাং শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
পূজিতো দেবগন্ধর্বৈস্তথা গিরিনিবাসিভিঃ ॥ ১

সুরগণে পরিবৃত্ত হইয়া সেই জটাস্থিত
সরিষরাকে লইয়া ব্রহ্মগিরিতে প্রবেশ
করিলেন । হে নারদ ! গৌতম সেই
হরজটা লইয়া আগমন করিলে তাঁহার
উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । তখন
সুরগণ সকলেই এবং দেবগণ, ঋষিগণ, মহা-
ভাগ ব্রাহ্মণগণ ও কত্রিয়গণ সম্মিলিত হইয়া
হুটুচিতে জয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক সেই
বিপ্রবর গৌতমকে অর্চনা করিতে
লাগিলেন । ৩৩—৫০ ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৫ ।

ষ সপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—গৌতম মহেশ্বরের
জটাজুট হইতে গঙ্গাকে লইয়া পুণ্য ব্রহ্ম-
গিরিতে আনয়নপূর্বক কি করিয়াছিলেন ?
ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম শুচি হইয়া প্রযত-

গিরৈর্মুক্তি জটাং স্থাপ্য স্মরন্ দেবং ত্রিলোচনম্
উবাচ প্রাঞ্জলিভূত্বা গঙ্গাং স বিজসন্তমঃ ॥ ৩

গৌতম উবাচ ।

ত্রিলোচনজটোদ্ধূতে সর্বকামপ্রদায়িনি ।
কমস্ব মাতঃ শান্তাসি সুখং যাহি হিতং কুরু ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা গৌতমেন গঙ্গা প্রোবাচ গৌতমম্ ।
দিব্যরূপধরা দেবী দিব্যশ্রগনুলেপনা ॥ ৫
গঙ্গোবাচ ।

গচ্ছস্ব দেবসদনমথবাপি কমণ্ডলুম্ ।
রসাতলং বা গচ্ছস্ব জাতক্বং সত্যবাগসি ॥ ৬
গৌতম উবাচ ।

ত্ৰয়াণামুপকারার্থং লোকানাং যাচিতা মম্বা ।
শঙ্কনা চ তথা দত্তা দেবি তন্মাস্তথা ভবেৎ ॥ ৭
ব্রহ্মোবাচ ।

তদগৌতমবচঃ শ্রুত্বা গঙ্গা মেনে বিজেরিতম্ ।
ত্ৰেধাস্থানং বিভজ্যাথ স্বর্গমর্ন্ত্য রসাতলে ॥ ৮

মনে গঙ্গাকে আনিয়া দেব, গন্ধর্ব ও পক্ষিত-
বাসিগণ কর্তৃক পূজিত হইলেন । তিনি
সেই হর-জটা গিরিশিখরে স্থাপন করিয়া
ত্রিলোচন দেবকে স্মরণ করত কৃতাজলি-
বরে গঙ্গাকে কহিলেন; হে হরজটাপ্রভবে,
সর্ব-কাম-দায়িনি মাতঃ! আপনি কমা করুন,
শান্ত হউন, সুখে গমন করুন এবং সকলের
হিতসাধন করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গা
গৌতম কর্তৃক এইরূপ অমূল্য হইয়া দিব্য
রূপ ধারণপূর্বক দিব্য মাল্য ও অমুলেপনে
ভূষিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস!
তুমি সত্যবাক্ হইলে; আমি এক্ষণে দেব-
ভবনে অথবা ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে কিম্বা
রসাতলে গমন করিব । গৌতম বলিলেন,
—ত্রিলোকের উপকারের জন্য আমি আপ-
নাকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম । হে দেবি!
শঙ্কু আপনাকে দান করিয়াছেন; অতএব
আমার প্রার্থিত বিষয়ের যেন অস্তথা হয়
না । ১-৭ । ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গা গৌতমের
বাক্য শুনিয়া চিন্তা করিলেন এবং আশ্চর্য

স্বর্গে চতুর্কা ব্যগমং সপ্তধা মর্ত্যমণ্ডলে ।
 রসাতলে চতুর্ধৈব সৈবঃ পঞ্চদশাকৃতিঃ ॥ ১০
 সর্বত্র সর্বভূতৈব সর্বপাপবিনাশিনী ।
 সর্বকামপ্রদা নিত্যং সৈব বেদে প্রণীয়তে ॥ ১১
 মর্ত্যা মর্ত্যগতামেব পশুস্তি ন তলং গতাম্ ।
 নৈব স্বর্গগতাঃ মর্ত্যাঃ পশুস্ত্যজ্ঞানবুদ্ধয়ঃ ॥ ১২
 যাবৎসাগরগা দেবী ভাবদেবময়ী স্মৃতা ।
 উৎসৃষ্টা গোতমেনৈব প্রায়াৎ পূর্বার্ণবঃ প্রতি
 ততো দেবর্ষিভিজুষ্ठाঃ মাতরঃ জগতঃ শুভাম্
 গোতমো মুনিশার্দূলঃ প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥ ১২
 ত্রিলোচনং সুরেশানং প্রথমং পূজ্য গোতমঃ
 উভয়োস্তীরয়োঃ স্নানং করোমীতি দধে মতিম্
 স্মৃতমাত্ৰস্তদা তত্রাবিরাসীৎ করুণাৰ্ণবঃ ।
 তত্র স্নানং কথং সিধ্যেদিত্যেবং শৰ্মমব্রবীৎ ॥

ত্রিধা বিভক্ত করত স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলে
 গমন করিলেন। তাঁহার ত্রিলোকগামিনী
 ধারা স্বর্গে চতুর্কা, মর্ত্যমণ্ডলে সপ্তধা এবং
 রসাতলে চতুর্কা বিভক্ত হইল। এইরূপে
 সর্বসমেত তিনি পঞ্চদশ ধারায় বিভক্ত
 হইলেন। গঙ্গা সর্বত্র সর্বভূত-স্বরূপিনী,
 সর্বপাপ-প্রণাশিনী এবং নিত্য নিখিল-কাম-
 দায়িনী বলিয়া বেদে গৌতম হইয়াছেন।
 মর্ত্যস্থ লোকেরা তাঁহার রসাতলগত মূর্তি
 দেখিতে পায় না। তাঁহার মর্ত্যপ্রবাহিত
 রূপই তাহারা দর্শন করে। এইরূপে জ্ঞান-
 বুদ্ধি-বিহীন মর্ত্যবাসীরা তাঁহার স্বর্গস্থ মূর্তিও
 দর্শন করিতে পারে না। গোতম কর্তৃক
 অবতারণিত হইয়া সাগরগামিণী গঙ্গাদেবী
 দেবময়ী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন এবং তিনি
 পূর্বার্ণবে প্রয়াণ করিলেন। অনন্তর
 মুনিশার্দূল গোতম দেবর্ষিগণ-সেবিত পাবনী
 জগন্মাতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে
 তিনি ভাবিলেন,—আমি সুরেশ্বর ত্রিলো-
 চনকে অর্চনা করিয়া উভয় তীরে স্নান
 করিব। গোতম স্মরণ করিবামাত্র সেই
 মুহূর্ত্তেই করুণাসাগর শিব তথায় আবির্ভূত
 হইলেন। গোতম তাঁহাকে কিরূপে স্নান-

কৃতান্তলিপুটো কৃষ্ণা ভক্তিনম্রভ্রিলোচনম্ ॥ ১৬
 গোতম উবাচ ।

দেবদেব মহেশান তীর্থস্নানবিধিং মম ।
 ক্রহি সম্যগ্ মহেশান লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১৭
 শিব উবাচ ।

মহর্ষে শৃণু সর্বত্র বিধিং গোদাবরীতবম্ ।
 পূর্বং নান্দীমুখং কৃষ্ণা দেহভুক্তিং বিধায় চ ।
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ তেষামাজ্ঞাং প্রগৃহ্য চ ।
 ব্রহ্মচর্য্যেণ গচ্ছস্তি পতিতানাপবর্জিতাঃ ॥ ১৮
 যন্ত হস্তো চ পাদৌ চ মনশ্চৈব অসংযতম্ ।
 বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ স তীর্থকলমম্বুতে ॥ ১৯
 ভাবহৃষ্টং পরিত্যজ্য স্বধর্ম্মপরিণিষ্ঠিতঃ ।
 শ্রান্তসংবাহনং কূর্ষন্ দদ্যাদন্নং যথোচিতম্ ॥ ২০
 অকিঞ্চনেভ্যঃ সাধুভ্যো দদ্যাদন্নানি কখনান্
 শৃণু হরিকথাং দিব্যাং তথা গঙ্গাসমুদ্ভবাম্ ।
 অনেন বিধিনা গচ্ছনসম্যক্ তীর্থকলং লভেৎ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে তীর্থসাহায্যে
 ষট্শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সিদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।
 গোতম কৃতান্তলি হইয়া ভক্তি-নম্রভাবে
 ত্রিলোচনকে বলিলেন,—হে মহেশ্বর দেব-
 দেব! জগতের হিতের নিমিত্ত তীর্থ-স্নান-
 বিধি সম্যকরূপে কীর্ত্তন করুন। শিব বলি-
 লেন,—হে মহর্ষে! গোদাবরী নদীর স্নান-
 সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ শ্রবণ কর। প্রথমতঃ
 নান্দীমুখ করিয়া দেহভুক্তি করিবে। তৎ-
 পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া তাঁহা-
 দেব আদেশ অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক
 পতিত জনের সহিত বাক্যালাপ না করিয়া
 লোক সকল তীর্থস্নানে গমন করিবে।
 যাহার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় ও মন অসংযত
 হইয়াছে এবং যাহার বিজ্ঞা আছে, তপস্বী
 আছে, কীর্ত্তি আছে, তিনিই তীর্থকল প্রাপ্ত
 হন। স্বধর্ম্মে একনিষ্ঠ হইয়া ভাবহৃষ্ট পরি-
 ত্যাগপূর্ব্বক তীর্থসেবী নর অকিঞ্চন সাধু-
 দিগকে অন্ন, বস্ত্র ও কখন দান করিবেন
 এবং গঙ্গার উপত্যকাদিবিষয়ক দিব্য হরিকথা

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ত্র্যম্বক ইতি প্রাহ গোতমঃ মুনিভির্বৃতম্ ।

শিব উবাচ ।

দ্বিহস্তমায়ে তীর্থানি সন্তবিষ্যন্তি গোতম ।

সর্বত্রাহঃ সন্নিহিতঃ সর্বকামপ্রদস্তথা ॥ ২

গঙ্গাধারে প্রয়াগে চ তথা সাগরসঙ্গমে ।

এতেষু পুণ্যদা পুংসাং মুক্তিদা সা ভগীরথী ॥ ৩

নর্মদা তু সরিছেষ্ঠা পর্বতেহমরকটকে ।

যমুনা সঙ্গতা তত্র প্রভাসে তু সরস্বতী ॥ ৪

কৃষ্ণা ভীমরথী চৈব তুঙ্গভদ্রা তু নারদ ।

ভিন্মুগাঃ সঙ্গমো যত্র ততীর্থং মুক্তিদং নৃণাম্ ॥

পর্যোক্ষী সঙ্গতা যত্র তত্রত্যা তচ্চ মুক্তিদম্ ।

ইয়ং তু গোতমী বৎস যত্র কাপি মমাজ্জয়া ॥ ৬

শ্রবণ করিবেন । এইরূপ বিধি অনুসারে
যে ব্যক্তি তীর্থে যায়, তাহার বিশিষ্ট তীর্থ-
ফল লাভ হয় । ৮—২২ ।

বৃহসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান ত্র্যম্বক মুনি-
গণ-পরিবৃত গোতমকে বলিলেন,—হে
গোতম ! গঙ্গার দ্বিহস্ত-পরিমিত স্থানে
সমস্ত তীর্থই বিরাজ করিবেন । সর্ব-
কামপ্রদ আমিও সর্বত্রই সন্নিহিত থাকিব ।
গঙ্গাধার, প্রয়াগ এবং সাগরসঙ্গম এই
স্থানজয়ে ভাগীরথী দেবী নরগণের পক্ষে
পুণ্যদাতা ও মুক্তিদাতা হইয়া থাকেন ।
অমরকটক পর্বতে সরিষরা নর্মদা প্রবা-
হিতা । যমুনা তাঁহার সহিত মিলিতা ।
প্রভাসতীর্থে সরস্বতী প্রবাহিতা । হে
নারদ ! কৃষ্ণা, ভীমরথী ও তুঙ্গভদ্রা
নদীর সঙ্গমতীর্থে নরগণের মুক্তিপ্রদ ।
পর্যোক্ষী নদী যথায় সন্নিহিত হইয়াছে,
সেই স্থানও মুক্তিপ্রদ । কিন্তু হে বৎস ।

সর্বত্রাহঃ সর্বদা নৃণাং স্নানামুক্তিং প্রদাততি ।

কিঞ্চিৎকালে পুণ্যতমঃ কিঞ্চিত্তীর্থং সুরাগম ॥

সর্বত্রাহঃ সর্বদা তীর্থং গোতমী নাত্র সংশয়ঃ ।

ভিন্মুগাঃ কোট্যোহর্ককোটি চ যোজনানাং শতদ্বয়ে

তীর্থানি মুনিশার্দ্দুল সন্তবিষ্যন্তি গোতম ।

ইয়ং মাহেশ্বরী গঙ্গা গোতমী বৈষ্ণবীতি চ ॥ ১

ব্রাহ্মী গোদাবরী নন্দা সুনন্দা কামদায়িনী ।

ব্রহ্মতেজঃসমানীতা সর্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১০

স্বরূপাদেব পার্শ্বোদ্বহনৌ মম সঙ্গা প্রিয়া ।

পঞ্চানামপি ভূতানামাপঃ শ্রেষ্ঠত্বমাগতাঃ ॥ ১১

তত্রাপি তীর্থভূতাস্ত তস্মাদাপঃ পরাঃ স্মৃতাঃ ।

তাসাং ভাগীরথীশ্রেষ্ঠা তাত্যোহপি গোতমীতথা

আনীতা সঙ্গতা গঙ্গা অস্তা নাত্তচ্ছূভাবহম্ ।

বর্গে ভুবি তলে বাপি তীর্থং সর্বার্থদং মূনে ॥

আমার আদেশে এই গোতমী নদী যে যে
স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই সেই
স্থানেই স্নানমাত্রে ইহা সমস্ত মানবের সর্ব-
কামফল ও মুক্তিপ্রদ । কোন কোন তীর্থ
কালবিশেষে এবং কোন কোন তীর্থ দেব-
সমাগমে পুণ্যতম হয় ; কিন্তু ঐ গোতমী নদী
সর্বকালেই সকলের নিকট পুণ্যতম ; ইহাতে
সংশয় নাই । হে মুনিশ্রেষ্ঠ, গোতম !
এই গোতমী নদীর দুইশত যোজনের মধ্যে
সাক্ষিকোটী তীর্থ বিরাজ করিবে । এই
গোতমী গঙ্গা মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মী,
গোদাবরী, নন্দা, ও সুনন্দা নামে অভি-
হিতা । ইহা ব্রহ্মতেজে আনীতা ; সূতরাং
কামদায়িনী ও সর্বপাপনাশিনী ১—১০ । এই
নদী সদাই আমার প্রিয়া ; ইহা স্বরূপ মাত্রের
পাপরাশি-নাশিনী । কিত্যাদি পঞ্চভূতের
মধ্যে জলই শ্রেষ্ঠ ; তত্‌পরি তাহা আবার
তীর্থভূত । সূতরাং জল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
বলিয়া বিখ্যাত । এই জলের মধ্যে ভাগীরথী
শ্রেষ্ঠ এবং ভাগীরথী অপেক্ষা গোতমী
আরও শ্রেষ্ঠ । হে মূনে ! এই গঙ্গা বহু-
জটার সহিত আনীতা, সূতরাং ইহা
অপেক্ষা আর শুভাবহ তীর্থ নাই ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র গোতমায় মহাত্মন ।
সাক্ষাৎকরেণ তুষ্টেন ময়া তব নিবেদিতম্ ॥ ১৪
এবং সা গোতমৌ গঙ্গা সর্ষেভ্যোহপ্যধিকা মতা
তৎস্বরূপঞ্চ কথিতং কুতোহস্তা শ্রবণম্পৃহা ॥ ১৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে তীর্থমাহাত্ম্যে
সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

বিবিধা সৈব গদিতা একাপি সুরসন্তম ।
একো ভেদস্ত কথিতো ব্রাহ্মণে নান্যতো যতঃ ॥
কজ্রিয়েণাপরোহপ্যংশো জটাস্বেব ব্যবস্থিতঃ
তবস্ত দেবদেবস্ত আহুতস্তদ্বদস্ত মে ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ ।

বৈবস্বতাযয়ে জাত ইক্ষাকুকুলসম্ভবঃ ।

স্বর্গে, কি মর্ত্যে, সর্বত্রই এই গোতমী-
তীর্থ সর্বার্থদায়ক । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে
পুত্র ! সাক্ষাৎ হর মহাত্মা গোতমের
নিকট এই সকল কথা কহিয়াছিলেন ।
আমি তুষ্ট হইয়া তোমার নিকট বলি-
লাম । এইরূপে সেই গোতমী গঙ্গা
সর্ষাপেক্ষা প্রধান বলিয়া বিদিত । আমি
উহার স্বরূপ বর্ণন করিলাম । তুমি আর
কি ভূমিতে ইচ্ছা কর ? ১১—১৫ ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৭ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে সুরসন্তম ! গঙ্গা
এক হইয়াও যে বিধাভিন্ন হইয়াছেন,
তাহা আপনি বর্ণন করিলেন এবং ব্রাহ্মণ
কর্তৃক আনীত তদীয় এক শাখার বিষয়ও
আপনি উল্লেখ করিয়াছেন ; পরন্তু দেবদেব
ভবের জটাবস্থিত গঙ্গার একাংশ কজ্রিয়
কর্তৃক যেমন আনীত হইয়াছিল,—তাহা

পুরা বৈ সগরো নাম রাজাসীদতিথাস্থিকঃ ॥ ৩

যজ্ঞা দানপরো নিত্যং ধর্ম্মাচারবিচারবান্ ।

তস্ত ভাষ্যাদ্বয়ং চাসীৎ পতিভক্তিপরায়ণম্ ॥ ৪

তস্ত বৈ সন্ততির্নাভুদ্বিতি চিন্তাপরোহতবৎ ।

বসিষ্ঠঃ গৃহমাহুয় সম্পূজ্য বিধিবস্ততঃ ॥ ৫

উবাচ বচনং রাজা সন্ততেঃ কারণং প্রতি ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ধাত্বা রাজানমবীৎ ॥ ৬

বসিষ্ঠ উবাচ ।

সপত্নীকঃ স দা রাজনৃষিপূজাপরো ভব ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তা স মুনিবিপ্র যথাস্থানং জগাম হ ।

একদা তস্ত রাজর্ষেগৃহমাগাস্তপোনিধিঃ ॥ ৮

তস্তর্ষেঃ পূজনং চক্রে স সন্তুষ্টোহব্রবীষচঃ ।

বরং ক্রহি মহাভাগেত্যুক্তে পুত্রান্ স চাবুণোৎ

স মুনিঃ প্রাহ রাজানমেকস্তাং বংশধারকঃ ।

আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—পুরা কালে বৈবস্বত মহুর
অধয়ে ইক্ষাকু-কুলে সগর নামে এক
অতি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন । তিনি
নিয়ত যজ্ঞা, দানশীল এবং ধর্ম্মসম্বৃত
আচার ও বিচারবান ছিলেন । তাহার
তুইটা ভাষ্য ; তাহার ত

ছিল । রাজা সগরের সন্তান সন্ততি কিছুই
ছিল না । সেইজন্য তিনি চিন্তাকুল হইয়া
পড়েন । একদা রাজা স্বীয় গৃহে বসিষ্ঠকে
আহ্বান করিয়া, বিধিমত পূজাপূর্ব্বক স্বীয়
সন্ততি-সন্তাবনার কারণ কি ? তাহা জিজ্ঞাসা
করিলেন । বসিষ্ঠ তৎপ্রবণে কিঞ্চিৎ ধ্যান
করিয়া রাজাকে বলিলেন,—রাজন !

আপনি সত্নীক হইয়া সর্বদা ঋষিগণের পূজা-
পরায়ণ হউন । ১—৬ । ব্রহ্মা বলিলেন,—
হে বিপ্র ! বসিষ্ঠ মুনি এই কথা কহিয়া
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । একদা রাজর্ষি
সগরের গৃহে জনৈক তপোনিধি আগমন
করিলেন । রাজা যথাবিধি তাহার পূজা
করিলেন । তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

পুত্রো জ্ঞানাত্মকঃ স্বেচ্ছায়াঃ স্বেচ্ছায়াঃ ॥১০॥
বরং দত্তা যুগো যাতো পুত্রা জাতাঃ সহস্রশঃ ।
স বজ্রান্ অশ্বহংসক্রে হযমেধান্ সুদক্ষিণান্ ॥
একস্মিন্ হযমেধে বৈ দীক্ষিতো বিধিবশ্বপঃ ।
পুত্রাশ্চ বোজয়জ্ঞা সসৈন্তান্ হযরক্ষণে ॥ ১২
কচিদন্তরমাসাদ্য হযং জহ্রে শতক্রতুঃ ।
মার্গমাণাশ্চ তে পুত্রা নৈবাপশ্বন্ত হযং তদা ॥১৩॥
সহস্রাণাঃ তথা বষ্টির্নানামুদ্বিশারদাঃ ।
তেষু পশ্বৎসু রক্ষাসি পুত্রেষু সগরস্ত হি ॥১৪॥
প্রোক্ষিতং তদ্বয়ং নীহা তে রসাতলমাগমন্ ।
রাক্ষসান্নায়য়া যুক্তান্নৈবাপশ্বন্ত সাগরাঃ ॥ ১৫
ন দৃষ্ট্বা তে হযং পুত্রাঃ সগরস্ত বলীয়সঃ ।
ইতশ্চৈতশ্চরন্তস্তে নৈবাপশ্বন্ত হযং তদা ॥ ১৬

হে মহাভাগ ! বর গ্রহণ করুন । রাজা
ভীহার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন ।
তখন যুনি রাজাকে কহিলেন,—আপনার
এক হীর গর্ভে একটি বংশধর পুত্র উৎপন্ন
হইবে এবং অপর হীর গর্ভে বষ্টিসহস্র পুত্র
জন্মিবে । যুনি বর দিয়া চলিয়া গেলেন ।
যুনির কথামুসারে রাজারও সহস্র সহস্র
পুত্র জন্মগ্রহণ করিল । অনন্তর রাজা
সগর সুদক্ষিণাধিত বহুসংখ্যক অশ্বমেধ
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন । তন্মধ্যে কোন
এক অশ্বমেধ যজ্ঞে বিধিযত দীক্ষিত হইয়া
রাজা সগর পুত্রদিগকে অশ্বরক্ষার জন্ত
সৈনিককার্যে নিযুক্ত করিলেন । ইতিমধ্যে
শতক্রতু কোন এক স্থান হইতে সেই যজ্ঞীয়
অশ্ব অপহরণ করিয়া লইলেন । সগরসুত-
গণ অশ্বের জন্ত অনেক অনুসন্ধান করিল,
কিন্তু তখন সেই অশ্ব কোথাও দেখিতে
পাইল না । তাহার সংখ্যার বষ্টিসহস্র;
তত্পরি নানা যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ । এ
হেন সগরসন্তানেরা অশ্বাশেষণে নিরত
হইলে, কতকগুলি রাক্ষস সেই অশ্ব লইয়া
রসাতলে গমন করিল । সগর-নন্দনেরা
সেই যাবাবী রাক্ষসদিগকে দেখিতে পাইল
না । সগরের সেই বলশালী পুত্রগণ অশ্ব

দেবলোকং তদা জগুঃ পর্বতাংশ্চ সরাসি চ ।
বনানি চ বিচিষন্তো নৈবাপশ্বন্ত হযং তদা ॥ ১৭
কৃতশস্ত্রায়নো রাজা ঋত্বিগৃভিঃ কৃতমঙ্গলঃ ।
দৃষ্ট্বা তু পশ্বঃ রম্যঃ রাজা চিন্তামুপেষিবান্ ॥
অটন্তঃ সাগরাঃ সর্ষে দেবলোকমুপাগমন্ ।
হযং তমমুচিষন্তস্তত্রাপি ন হযোহভবৎ ।
ততো মহীঃ সমাজগুঃ পর্বতাংশ্চ বনানি চ ।
তত্রাপি চ হযং নৈব দৃষ্টবন্তো নৃপাশ্চজাঃ ॥ ২০
এতান্নব্রন্তরে তত্র দৈবী বাগতবন্তদা ।
রসাতলে হযো বদ্ধ আন্তে নান্তত্র সাগরাঃ ॥
ইতি শ্রুত্বা ততো বাক্যং গন্তকামা রসাতলম্ ।
অধননপৃথিবীঃ সর্ষাঃ পরিতঃ সাগরাস্ততঃ ॥
তে ক্ষুধার্তা মৃদং শুকাং ভক্ষয়ন্তুঃশ্বর্ষিণম্ ।
স্তবনশ্চাপি জগুঃ সত্বরান্তে রসাতলম্ ॥২৩

অদর্শনে বহুত্র বহু অনুসন্ধান করিল ।
কোথাও অশ্বের সন্ধান মিলিল না । তখন
তাহারা দেবলোকে গমন করিল । সেখান
হইতে ক্রমে পর্বত, সরোবর ও বনসমূহে
বিচরণ করিয়াও কুত্রাপি অশ্বানুসন্ধান
পাইল না । এদিকে রাজা ঋত্বিগুগণ কর্তৃক
কৃতশস্ত্রায়ন ও কৃতমঙ্গল হইয়া অশ্ব
অদর্শনে চিন্তিত হইলেন । সগর-নন্দনেরা
সকলেই তখন দেবলোকে উপস্থিত হইল ।
সেখানেও অনুসন্ধান করিয়া অশ্বদর্শন
ঘটিল না । তখন তাহারা মহীমণ্ডলে
আসিয়া সমস্ত পর্বত ও বন-বিভাগে বহু
অনুসন্ধান করিল; কিন্তু সেই রাজ-
কুমারেরা কোথাও অশ্ব দেখিতে পাইল
না । ইত্যবসরে এইরূপ এক দৈববাণী
হইল যে, হে সগরনন্দনগণ ! তোমাদের
যজ্ঞীয় অশ্ব রসাতলে আবদ্ধ রহিয়াছে ।
এই দৈববাণী শুনিয়া তৎকালে সেই রাজ-
পুত্রেরা রসাতলগমনে সমুদ্যত হইল ।
এবং পৃথিবীকে সর্বতোভাবে খনন করিয়া
লাগিল । ১—২২ । তাহার ক্ষুধার্ত হইয়া
শুক মৃত্তিকা ভক্ষণ ও রাত্রিদিন সূর্য
খনন করত সত্বর রসাতলে উপস্থিত

তানাগতান্ ভূপশুভান্ সাগরান্ বনিনঃ কৃতীন্
কপিলোহপি মহাপ্রাজ্ঞস্তত্র শেতে রসাতলে ।
পুরা চ সাধিতং তেন দেবানাং কার্যমুত্তমম্ ॥২৫
বিনিদ্রেণ ততঃ শ্রান্তঃ সিন্ধে কার্যো পুরান্ প্রতি
অববীৎ কপিলঃ শ্রীমাদ্ভিদ্ভানঃ প্রযচ্ছত্ ॥২৬
রসাতলং দদুস্তস্মৈ পুনরাহ পুরান্ মুনিঃ ।
যো মামুখাপয়েন্নন্দো ভাস্মীভূত্বাচ্চ সত্বরম্ ॥২৭
ততঃ শয়ে তলগতো নো চেষ্টে স্বপ্ন এব হি ।
তথেষ্ট্যক্তঃ পুরগণৈস্তত্র শেতে রসাতলে ॥২৮
তস্ত প্রভাবঃ তে জ্ঞাত্বা রাক্ষসা মায়ায়া যুতাঃ ।
সাগরাণাং চ সর্বেষাং বধোপায়ং প্রচক্রিরে ॥২৯
বিমা যুদ্ধেন তে ভীতা রাক্ষসাঃ সত্বরাস্তদা ।
আগত্য যত্র স মুনিঃ কপিলঃ কোপনো মহান্

হইল। সেই সকল বলবান্ কৃতিমান্
সাগরনন্দনগণের আগমনবার্তা শুনিয়া
রাক্ষস সকল জাসাধিত ভাবে কপিল-
সমীপে গমন করিল। মহাপ্রাজ্ঞ কপিলও
সেই রসাতলে শয়ান ছিলেন। পুরা-
কালে তিনি বিনিদ্র হইয়া দেবগণের
বিনিষ্ট কার্য সাধন করেন। কার্য-
সাধনান্তে শ্রীমান্ কপিল শ্রান্ত হইয়া পুর-
গণকে বলেন যে, আমায় নিজাঙ্গান অর্পণ
করুন। তাঁহার এই কথায় দেবগণ তাঁহাকে
রসাতল দান করেন। পরে কপিল মুনি
পুরগণকে আবার বলেন, আপনারা
জানিয়া রাখুন, যে ব্যক্তি আমার নিজা
ভক্ষ করিবে, সে সত্বরই ভাস্মীভূত হইবে।
যদি এই ব্যবস্থায় আপনারা সম্মত থাকেন,
তবে আমি নিজা যাই, নচেৎ আমার
শরনে প্রয়োজন নাই। পুরগণ তাহাতেই
সম্মত হইলেন। তখন কপিলও রসাতলে
গমন করিলেন। মায়াবী রাক্ষসেরা
কপিলের প্রভাব জানিত, তাই তাঁহার
সমীপে গমন করিয়া বিনা যুদ্ধে তাহার সমস্ত
সম্পদসম্বল বধোপায় উদ্ভাবন করিল।
ভীত রাক্ষসেরা ক্রোধে কোপনভাব

শিরোদেশে হয়ঃ তে বৈ বদ্ধাঃ স্বরসাবিতাঃ ।
দূরে স্থিত্বা মৌনিনশ্চ প্রেক্ষন্তঃ কিং ভবেদ্বিতি
ততস্ত সাগরাঃ সর্বে নির্ঝিগন্তো রসাতলম্ ।
দদুস্তস্তে হয়ঃ বদ্ধাঃ শয়ানঃ পুরুষঃ তথা ॥ ৩২
তং মেনিরে চ হর্ভারঃ ক্রতুহস্তারমেব চ ।
এনং হত্বা মহাপাপং নয়ামোহবঃ নৃপাস্তিকম্ ॥
কেচিদূচুঃ পশুঃ বদ্ধাঃ নয়ামোহনেন কিং কলম্
তদাহরপরে শুরা রাজানঃ শাসকা বয়ম্ ॥ ৩৪
উখাপৈন্যনং মহাপাপং হয়ঃ কাত্রেণ বর্চসা ।
তে তং জয়ন্তুনিং পাদৈক্ব বস্তো নির্ভুয়াপি চ ॥
ততঃ কোপেন মহতা কপিলো মুনিসত্তমঃ ।
সাগরানীক্ষয়ামাস তান্ কোপান্তমসাৎ কয়োৎ
জজলুস্তে ততস্তত্র সাগরাঃ সর্বা এব হি ।
তত্তু সর্বাঃ ন জানাতি দীক্ষিতঃ সগরো নৃপঃ ॥

কপিলের শিরোদেশে সেই অশ্বী বন্ধন
করিয়া রাখিল। পরে তাহার মৌনভাবে
দূরে থাকিয়া 'কি হয়' তাহা দেখিতে লাগিল।
২৩—৩১। অনন্তর সাগরপুত্রেরা রসাতলে
প্রবেশ করিল এবং সেই অশ্ব ও তৎসমীপে
শয়ান এক পুরুষকে দেখিতে পাইল। তাহার
স্থির করিল, এই ব্যক্তিই আমাদের অশ্বহর্ভা
ও যজ্ঞহস্তা, অতএব ইহাকে বধ করিয়া
নৃপসমীপে অর্পণ লইয়া যাই। তন্মধ্যে
কেহ কেহ বলিল, আমরা যাত্র পণ্ডকেই
লইয়া যাই, এই ব্যক্তিকে লইয়া আমাদের
কি হইবে? সে কথার প্রতিবাদ করিয়া
অপর কেহ কেহ বলিল—সে কি কথা!
আমরা হইলাম—শুর, শাসনকর্তা ও রাজা।
সুতরাং এই দুর্বৃত্তকে উঠাইয়া আমাদের
কত্রিযোচিত স্বাভাবিক প্রভাবে ইহার
বিনাশ বিধান করি। তাহার সমস্তই
তখন একমত হইয়া পুরুষ বাক্যে ভৎসনা
করত মুনিকে পাদদ্বারা প্রহার করিতে
লাগিল। তখন কপিল কোপভরে সেই
সাগরনন্দনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
তাহাদিগকে ভাস্মীভূত করিলেন। কপি-
লের সন্মুখামলে সত্বরই তাহার কপিত

নারদঃ কথমায়াস সগরায় মহাশ্বনে ।
কপিলস্ত তু সংহানঃ হমস্তাপি তু সংহিতাম্ ॥
রাক্ষসানাং বিকৃতিং সাগরাণাঞ্চ নাশনম্ ।
ততঃশস্তাপরো রাজা কর্তব্যং নাববুধ্যত ॥৩১
অপরোহপি স্মৃতশাসীদসমঞ্জা ইতি শ্রুতঃ ।
স তু বালান্স্থখা পৌরায়োধ্যাৎ কিপতি

চান্তসি ॥ ৪০

সগরোহপ্যথ বিজ্ঞপ্তঃ পৌরৈঃ সন্নিহিতৈস্তদা
কর্মণঃ তন্ত তং জ্ঞাত্বা ততঃ ক্রুদ্ধোহব্রবীষুপঃ
হানমাত্যাংস্তদ রাজা দেশত্যাগং করোত্ময়ম্
অসমঞ্জাঃ ক্রুদ্ধধর্মত্যাগী বৈ বালঘাতকঃ ॥ ৪২
সগরস্ত তু তথাক্যং শ্রদ্ধামাত্যাঙ্করাধিতাঃ ।
ততঃকুরুপতেঃ পুত্রমসমঞ্জা গতৌ বনম্ ॥ ৪৩
সাগরা ব্রহ্মশাপেন নষ্টাঃ সর্কে রসাতলে ।
একোহপি চ বনং প্রাপ্ত ইদানীং কা গতির্ময়

লাগিল। এদিকে যজ্ঞদৌকিত সগর
রাজা এ ঘটনার কিছুই জানিতে পারিলেন
না। তখন নারদ মহাত্মা সাগরের নিকট
কপিলের সংহান, অম্বরকণ, রাক্ষসগণের
চেষ্টা ও সগরস্মৃতগণের বিনাশ ইত্যাদি
সমস্ত ঘটনাই ব্যক্ত করিলেন। তখন
সগর রাজা চিন্তিত হইয়া স্বীয় কর্তব্য অব-
ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার
অসমঞ্জা নামে অপর এক পুত্র ছিল, সেই
পুত্র মূর্খতা বশতঃ পুরবাসীদিগের শিশু-
সন্তানগুলিকে ধরিয়া সন্নিহিত করিয়া
করিত। তখন পুরবাসীরা সন্নিহিত হইয়া
একযোগে রাজার নিকট এই অত্যাচার-
কাহিনী নিবেদন করিল। রাজা পুত্রের
এই কর্মের ব্যবহার জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ
হইলেন এবং স্বীয় অমাত্যদিগকে বলিলেন,
অচিরে পুত্র অসমঞ্জা এই রাজ্য পরিত্যাগ
করিয়া চলিয়া যাউক। অসমঞ্জা বালঘাতক;
স্মৃতরাঃ সে ক্রুদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে।
রাজাদেশে অমাত্যবর্গ রাজপুত্র অসমঞ্জাকে
রাজ্যত্যাগে বাধ্য করিলেন। অসমঞ্জা
কিন্তু বনে গমন করিলেন। অমাত্য সগর-

অংশমানিতি বিখ্যাতঃ পুত্রস্তাসমঙ্গসঃ ।
আনাত্য বালকং রাজা কার্য্যং তন্মৈ ত্রবেদয়ৎ
কপিলক সমারাদ্য অংশমানি বালকঃ ।
সগরায় হমঃ প্রাদান্ততঃ পূর্ণোহভবৎ ক্রুদ্ধঃ ॥৪৪
তস্তাপি পুত্রস্তেজস্বী দিলীপ ইতি ধার্মিকঃ ।
তস্তাপি পুত্রো মতিমান্ ভগীরথ ইতি শ্রুতঃ ॥
পিতামহানাং সর্কেষাং গতিং শ্রদ্ধা স্মৃতিভিত্তিঃ
সগরঃ নৃপশাদূলঃ পপ্রচ্ছ বিনয়াধিতঃ ॥ ৪৫
সাগরাণাং সর্কেষাং নিকৃতিস্ত কথং ভবেৎ ।
ভগীরথঃ নৃপঃ প্রাহ কপিলো বেত্তি পুত্রক ॥ ৪৬
তন্ত তদচনং শ্রদ্ধা বালঃ প্রায়াত্সাতলম্ ।
কপিলক নমস্কৃত্য সর্কঃ তন্মৈ ত্রবেদয়ৎ ॥৪৭
স মুনিঃ চিরং ধ্যায়া তপসারাদ্য শঙ্করম্ ।

সন্তানেরা রসাতলে ব্রহ্মশাপে মগ্ন হইল।
অপর পুত্র অসমঞ্জা বনে গেল। রাজা
সগর ভাবিলেন, এক্ষণে আমার গতি কি
হইবে? এইরূপ ভাবিয়া অসমঞ্জার বালক
পুত্র অংশমানকে আনয়ন করিয়া তাহাকেই
সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিলেন। অংশমান
বয়সে বালক হইলেও তিনি কপিলকে
আরাধনা করিয়া অম্বর আনিয়া পিতামহ
সগরকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার
আরু যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। অংশমানের
পুত্র তেজস্বী ও ধার্মিক দিলীপ; তৎ-
পুত্র মতিমান্ ভগীরথ। ভগীরথ বয়ঃ-
প্রাপ্ত হইয়া পিতামহগণের হৃগতির কথা
শুনিলেন, শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধিত হই-
লেন। তখন তিনি বিনীতভাবে বৃদ্ধ
রাজা সগরকে পিতামহগণের নিকৃতির
উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সগর প্রত্যু-
ত্তরে বলিলেন,—পুত্রক! এ সম্বন্ধে কি
উপায় অবলম্বনীয়, তাহা রসাতলস্থ
কপিলদেব বিদিত আছেন। তাঁহার কথা
শুনিয়া বালক রসাতলে গেলেন। সেখানে
গিয়া কপিলকে নমস্কারপূর্বক সমস্ত ক্রুদ্ধ
নিবেদন করিলেন। কপিলমুনি কপিল
ধ্যান করিয়া কহিলেন,—কৃষ্ণবসু! কৃষ্ণ

জটাজলেন অপিত্বান্নাভ্য নৃপসন্তম ॥ ৫১
ততঃ কৃত্যর্থো ভবিতা স্বক তে পিতরন্তথা ।
তথা করোমীতি মুনিঃ প্রণম্য পুনরব্রবীৎ ॥ ৫২
ক গচ্ছহং মুনিশ্রেষ্ঠ কর্তব্যঞ্চাপি তদ্বদ ॥ ৫৩
কপিল উবাচ ।

কৈলাসঃ তং নরশ্রেষ্ঠ গহা ত্বহি মহেশ্বরম্ ।
তপঃ কুরু যথাশক্তি ততশ্চেন্দ্রিতমাপ্যসি ॥ ৫৪
ব্রহ্মোবাচ ।

অঙ্কুরা স যুনেবাক্যঃ মুনিঃ নত্বা স্বগায়গম্ ।
কৈলাসঃ স শুচির্ভূত্বা বালো বালকক্রিয়ামিতঃ ॥
তপসে নিশ্চয়ঃ কৃত্বা উবাচ স ভগীরথঃ ॥ ৫৫
ভগীরথ উবাচ ।

বালোহঃ বালবুদ্ধিষ্ঠ বালচন্দ্রধর প্রভো ।
নাহং কিমপি জানামি ততঃ প্রীতো ভব প্রভো
বাগ্ধির্বনোভিঃ কৃতিভিঃ কদাচি-
ম্যমোপকুর্কসি হিতে রতা যে ।

উপস্তা করিয়া শঙ্করের আরাধনাপূর্বক
তদীয় জটাজলে স্বীয় পিতামহদিগকে
আঞ্জাবিত কর; তাহা হইলেই তোমার
পিতৃপুরুষেরা উদ্ধার পাইবেন। তুমি
কৃত্যর্থ হইবে। ভগীরথ মুনিকে প্রণাম
করিয়া বলিলেন, আমি তাহাই করিব; কিন্তু
হে মুনিবর! আমি কোথায় গিয়া কি
করিব? তাহা আমায় বলিয়া দিউন।
কপিল কহিলেন,—নরবর! তুমি কৈলাসে
যাও, সেখানে গিয়া মহেশ্বরকে স্তব কর
এবং যথাশক্তি তপস্শাচরণ কর; তাহা হইলে
অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে। ৩২—৫৪।
ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ,—মুনির উপদেশ
পাইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূরঃসম্ব কৈলাস
শৈলে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় গিয়া
শুচিভাবে সেই বালকবয়সেই তপস্শায় কৃত-
মিচ্চয় হইয়া বলিলেন,—হে বালচন্দ্রধর
প্রভো! আমি বালক; বালকের জ্ঞান
আমার বুদ্ধি। আমি তোমার তব কিছুই
জানি না,—হে প্রভো! কয়া করিয়া আমার
কতি তুমি প্রীত হও। বাক্য, যন ও ক্রিয়া

তেভ্যো হিতার্থং ত্বিহ চামরেশ
সোমং নমস্কামি সুরাদিপূজ্যম্ ॥ ৫৭
উৎপাদিতো যৈরভিবর্জিতশ্চ
সমানগোত্রশ্চ সমানধর্ম্মা ।
ভেষামভীষ্টানি শিবঃ করোতু
বালেন্দুমৌলিঃ প্রণতোহস্মি নিত্যম্ ॥ ৫৮
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমু ক্রবতন্তশ্চ পুরস্তাদভবচ্ছিবঃ ।
বরেণ ক্ষন্দয়ানো বৈ ভগীরথমুবাচ হ ॥ ৫৯
শিব উবাচ ।

যন্ন সাধ্যং সুরগণৈর্দেয়ং তন্তে যদা এবম্ ।
বদন্ত নির্ভয়ো ভূত্বা ভগীরথ মহামতে ॥ ৬০
ব্রহ্মোবাচ ।

ভগীরথঃ প্রণমোশং হৃষ্টঃ প্রোবাচ শঙ্করম্ ॥ ৬১
ভগীরথ উবাচ ।

জটাস্থিতাং পিতৃণাং মে পাবনায় সরিষয়াম্ ।
তামেব দেহি দেবেশ সর্বমাশুং ততো ভবেৎ

দ্বারাও যাহারা কোন না কোন সময়ে আমার
উপকার করিয়াছিলেন, আমার হিতে
নিরত হইয়াছিলেন, হে অমরেশ! আমি
তাঁহাদের হিতের নিমিত্ত সুরাসুর-পূজ্য
সোমকে নমস্কার করি। যাহারা সমান-
গোত্র ও সমানধর্ম্মা আমাকে উৎপাদিত ও
পরিবর্জিত করিয়াছিলেন, ভগবান্ শিব
তাঁহাদিগের অভীষ্ট সাধন করুন; আমি
বালেন্দুমৌলির চরণে নিরতই প্রণত আছি।
ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ এইরূপে শিবের
স্তব করিতেছেন, ইত্যবসরে শিব তাঁহার
সম্মুখে প্রাহুর্ভূত হইলেন। তিনি তাঁহাকে
বরদান-প্রস্তাবে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন,
হে মহামতে, ভগীরথ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে
অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, যাহা সুরগণেরও
সাধ্যায়ত্ত নহে, আমি তোমার তাহা নিশ্চয়
অর্পণ করিব। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ
প্রণামপূর্বক হৃষ্ট হইয়া শঙ্করকে কহিলেন,—
হে দেবেশ! মদীয় পিতৃপুরুষগণের পবিত্র-
তার জন্য আপনি আপনার জটাজটাস্থিতাং

ব্রহ্মোবাচ ।

মহেশোহপি বিহস্তাধ ভগীরথমুবাচ হ ॥ ৬৩

শিব উবাচ ।

দত্তা ময়েয়ং তে পুত্র পুনস্তাং হি অত্রত ॥ ৬৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তদেববচনং শ্রুত্বা তদর্থন্তু তপো মহৎ ।

ভক্তিং চকার গঙ্গায়্য ভক্ত্যা প্রযতমানসঃ ॥ ৬৫

ভক্তা অপি প্রসাদক প্রাপ্য বালোহপ্যবালবৎ

গঙ্গাং মহেশ্বর্যং প্রাপ্তামাদায়াগাদ্রসাতলম্ ॥

ভবেদয়ং স মুনয়ে কপিলায় মহামুনে ।

যথোদিতপ্রকারেণ গঙ্গাং সংস্থাপ্য যত্নতঃ ॥ ৬৭

প্রদক্ষিণমথাবর্ত্য কৃতাজলিপুটোহব্রবীৎ ॥ ৬৮

ভগীরথ উবাচ ।

দেবি মে পিতরঃ শাপাৎ কপিলন্ত মহামুনেঃ ।

প্রাপ্তান্তে বিগতিং যাতস্তস্মাত্তান্ পাতুমর্হসি

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যুক্তা সুরনদী সর্বেষামুপকারিকা ।

সরিষ্যাকে দান করুন, তাহা হইলেই আমার সমস্ত প্রাপ্তি হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন, মহেশ্বর তৎপ্রবণে হস্তপূর্বক বলিলেন, —বৎস! আমি তোমায় সেই সুর-তরঙ্গিনীকে দান করিলাম; পরন্তু তুমি তাঁহাকে স্তব কর। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ দেবদেবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া প্রযতমানে ভক্তিভরে গঙ্গাদেবীর ঈশ্বর নিমিত্ত কঠোর তপস্যা ও স্তব করিলেন। তিনি বালক হইয়াও অবলোচিত অধ্যবসায়ে সেই গঙ্গাদেবীর প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলেন এবং মহেশ্বর হইতে প্রাপ্ত সেই গঙ্গাকে লইয়া রসাতলে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া মহামুনি কপিলের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন এবং যথাবিধি যত্নের সহিত গঙ্গাকে সংস্থাপনপূর্বক কৃতাজলিকরে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, হে দেবি! মদীয় পিতৃপুরুষেরা মহামুনি কপিলের শাপে হুগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন,—হে মাতঃ! আপনি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,

লোকানামুপকারার্থং পিতৃণাং পাবনায় চ ॥ ৭০

অগস্ত্যপীতস্তাত্তোদেঃ পুরণায় বিশেষতঃ ।

অরুণালেব পাপানাং নাশায় সুরনিয়গা ॥ ৭১

ভগীরথোদিতঃ চক্রে রসাতলতলে হিতান্ ।

ভস্মীভূতাম্পশুতান্ সাগরাংশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৭২

বিনির্দগ্ধানথাপ্রাব্য ধাতপূরমথাকরোৎ ।

ততো মেকং সমাপ্রাব্য হিতাং বলোহব্রবীদুপঃ

কর্মভূমৌ হুয়া ভাব্যঃ তথৈত্যাগাক্ষিমাণয়ম্

হিমবৎপর্বতাং পুণ্যাত্তারতঃ বর্ষমভ্যাগাৎ ॥ ৭৪

তন্মধ্যতঃ পুণ্যানদী প্রায়াৎ পূর্বার্ণবঃ প্রতি ।

এবমেবাপি তে প্রোক্তা গঙ্গা কাক্সা মহামুনে

মাহেশ্বরী বৈকবী চ সৈব ব্রাহ্মী চ পাবনী ।

ভাগীরথী দেবনদী হিমবচ্ছিন্নরাশ্রয়া ॥ ৭৫

মহেশ্বরজটাবারি এবং বৈবিধ্যমাগতম্ ।

তখন সকল-লোকহিতৈষিনী সুরতরঙ্গিনী ভগীরথের প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইয়া তদীয় পিতৃগণের পবিত্রতা, অগস্ত্যপীত পয়ো-নিধির পরিপূরণ এবং অরুণমাজেই সর্বজনের পাপনাশনের জন্ত সুরলোক হইতে ভুলোকে অবতরণ করিলেন এবং ভগীরথের কথা-মুসারে রসাতলগত কপিল-ক্রোধে নির্দগ্ধ সগরসুতগণকে বিশেষরূপে প্রাবিত করিয়া সাগরধাত পূরণ করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি সুরমেককে প্রাবিত করিয়া অবস্থান করিলে, বালকভূপতি ভগীরথ তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কর্মভূমিতে অবস্থান করুন। পুণ্যানদী গঙ্গা তাহাতে সম্মত হইয়া হিমালয়ে উপনীত হইলেন, পরে হিমালয় হইতে ভারতবর্ষে অবতরণ করিলেন এবং ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া পূর্বসাগরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। হে মহামুনে! এই আমি তোমার নিকট কজিয়জন কর্তৃক অবতারণিত গঙ্গার বার্তা ব্যক্ত করিলাম। এই গঙ্গাদেবীই মাহেশ্বরী, বৈকবী, ব্রাহ্মী, পাবনী, হিমালয়-শিখরাধিতা, ভাগীরথী এইরূপে মহেশ্বরের জটায় জলে বিধা বিভক্ত

বিদ্যন্ত দক্ষিণে গঙ্গা গোতমী সা নিগদ্যতে ।
উত্তরে সাপি বিদ্যন্ত ভাগীরথ্যভিধীষতে ॥৭৭
ইতি শ্রীভাষ্ক্রে মহাপুরাণে ভাগীরথ্যবতরণঃ
নামাষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ন বনকৃষ্ণিমাধন্তে কথাঃ শৃণ্বয়েরিতাঃ ।
পৃথক্‌তীর্থকলঃ শ্রোতুং প্রবৃত্তং যম মানসম্ ॥
ক্রমশো ব্রাহ্মণানীতাঃ গঙ্গাঃ মে প্রথমং বদ ।
পৃথক্‌তীর্থকলঃ পুণ্যং সেতিহাসং যথাক্রমম্ ॥২
ব্রহ্মোবাচ ।

তীর্থানাঞ্চ পৃথগ্‌ভাবঃ কলঃ মাহাত্ম্যমেব চ ।
সর্বং কর্ত্ত্বং ন শক্যমি ন চ ত্বং ব্রবণে ক্রমঃ ॥
তথাপি কিঞ্চিৎক্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ ।

হইয়া একভাগ বিদ্যাজির দক্ষিণ দিক্ দিয়া
প্রবাহিত গোতমীগঙ্গা এবং অপরভাগ
বিদ্যাচলের উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহিত
ভাগীরথী গঙ্গা নামে অভিহিত হই-
য়াছে । ৫৫—৭৭ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৮ ।

উনাশীতিতম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—ভগবন্ ! ভবমুখ-
নিঃসৃত পুণ্যকথা সকল শুনিয়া শুনিয়া মদীয়
মন কিছুতেই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতেছে না ;
মানস আমার বিভিন্ন তীর্থফলপ্রবণে সমুৎ-
সুক হইয়াছে । আপনি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণানীত
গঙ্গার কথা ব্যক্ত করুন, এবং ইতিহাস উল্লেখ
করিয়া যথাক্রমে তদীয় বিভিন্ন তীর্থ ও তীর্থ-
কল বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন, তীর্থসমূহের
পার্থক্য, কল ও মাহাত্ম্য সমস্ত আমি বলিতে
পারি, একরূপ শক্তি আমার নাই এবং
তোমারও অনিবার ক্রমতা নাই; তথাপি

যাহ্যজ্ঞানি চ তীর্থানি ঋতিবাক্যানি যানি চ ॥
তানি বক্ষ্যামি সংক্ষেপায়মক্ষুয়া ত্রিলোচনম্ ।
যত্রাসৌ ভগবানাসীৎ প্রত্যক্ষস্বাক্ষকৌ যুনে ।
দ্র্যক্ষকঃ নাম ততীর্থং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ।
বারাহমপরং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ॥৬
তন্তু রূপং প্রবক্ষ্যামি নাম বিকোষধাত্তবৎ ।
পুরা দেবান্ পরাত্নয় যজ্ঞমাদায় রাক্ষসঃ ॥ ৭
রসাতলমমুপ্রাপ্তঃ সিদ্ধুসেন ইতি ঋতঃ ।
যজ্ঞে তলমমুপ্রাপ্তে নির্যজ্ঞা হতবয়সী ॥ ৮
নাযং লোকোহস্তি ন পরো যজ্ঞে নষ্ট ইতীহরাঃ
সুরাস্তমেব বিবিশু রসাতলমমুদ্বিষম্ ॥ ৯
নাশকু বংশ তং জেতুং দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।
বিষ্ণুঃ পুরাণপুরুষঃ গঙ্গা তন্মৈ শ্রবেদয়ন্ ॥১০
রাক্ষসস্ত তু তৎ কশ্ম যজ্ঞভ্রংশমশেষতঃ ।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বারাহঃ বপুরাস্থিতঃ ॥
শঙ্খচক্রগদাপাণির্গঙ্গা চৈব রসাতলম্ ।

তোমার নিকট কিঞ্চিৎ বলিতেছি, হে নারদ !
যত্নপূর্বক শ্রবণ কর । ঋতিবাক্যে যে সকল
তীর্থের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আমি
ত্রিলোচনকে নমস্কার করিয়া তৎসমস্ত
সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি । হে যুনে !
যেখানে ভগবান্ দ্র্যক্ষক প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন,
তাহার নাম ভুক্তিমুক্তিপ্রদ দ্র্যক্ষকতীর্থ ।
অপর ত্রিলোক-বিজ্ঞত বরাহতীর্থ । এই
তীর্থ যেরূপে বিষ্ণুর নাম প্রাপ্ত হইল,
বলিতেছি । পুরাকালে সিদ্ধুসেন নামে একটা
রাক্ষস দেবগণকে পরাস্ত করিয়া যজ্ঞ
লইয়া রসাতলে গমন করে । যজ্ঞ
রসাতলে নীত হইলে মহী একেবারে
নির্যজ্ঞ হইল । যজ্ঞ নষ্ট হইলে ইহ-পর-
কালও নষ্ট হইল ভাবিয়া সুরগণ ব্যগ্রভাবে
সেই শত্রুর উদ্দেশে রসাতলে প্রবেশ করি-
লেন । কিন্তু ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সেই
রাক্ষসকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না,
তাহারা তখন পুরাণ-পুরুষ বিষ্ণুর নিকট
গিয়া রাক্ষস-কৃত যজ্ঞধ্বংস-বৃত্তান্ত নিবেদন
করিলেন । তখন শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্

আনদ্রিষ্যে মথং পুণ্যং হৃদা রাক্ষসপুঙ্গবান ॥১১
যঃ প্রযাস্তু সুরাঃ সর্বে ব্যোতু বো মানসো জরঃ
যেন গঙ্গা তলং প্রাপ্তা পথা তেনৈব চক্রধুক্ ॥
জগাম তরসা পুত্র ভুবং ভিষ্মা রসাতলম্ ।
স বরাহবপুঃ ক্রীমান্ রসাতলনিবাসিনঃ ॥ ১৪
রাক্ষসান্ দানবান্ হৃদা মুখে ধৃদা মহাধরম্ ।
বারাহরুপী ভগবান্ মথমাদায় যজ্ঞভুক্ ॥ ১৫
যেন প্রাপ তলং বিষ্ণুঃ পথা তেনৈব শক্রজিৎ
মুখে স্তম্ভ মহাযজ্ঞঃ নিশ্চক্রাম রসাতলাৎ ॥১৬
তত্র ব্রহ্মগিরৌ দেবাঃ প্রতীক্ষাং চক্রিরে হরেঃ
পঞ্চস্তম্ভাধিনিঃসৃত্য গঙ্গাশ্রবণমভ্যাগাৎ ॥ ১৭
প্রাকালয়চ্চ স্বাক্ষানি অশ্বগ্নিষ্ঠানি নারদ ।
গঙ্গাস্তমসা তত্র কুণ্ডং বারাহমভবন্ততঃ ॥ ১৮
মুখে স্তম্ভং মহাযজ্ঞং দেবানাং পুরতো হরিঃ ।
দন্তবাংস্তদশশ্রেষ্ঠো মুখাদ্যজ্ঞোহভ্যজায়ত ॥১৯

বরাহ-বপু আশ্রয় করিয়া বলিলেন, আমি
রসাতলে গিয়া সেই রাক্ষসবরের নিধন
সাধনাতে পবিত্র যজ্ঞ পুনরাহরণ করিব ।
অতএব সুরগণ সকলেই স্বর্গে যাউন,
আপনাদের মানসজ্বর অপনীত হউক । হে
পুত্র ! চক্রধারী এই বলিয়া যে পথে গঙ্গা-
দেবী রসাতলে গিয়াছিলেন, সেই পথে
ছুতল ভেদ করিয়া রসাতলে গমন করিলেন ।
ক্রীমান্ বরাহ-বপুঃ ভগবান্ রসাতলস্থ দানব
ও রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া বদনদ্বারা
মহাযজ্ঞ ধারণপূর্বক যে পথে গিয়াছিলেন,
সেই পথেই রসাতল হইতে নির্গত হইলেন । ১
—১৬। এদিকে পূর্বোক্ত ব্রহ্মগিরিতে দেবগণ
হরির জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । হরি
সেই পথ হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গার স্রোতঃ-
প্রান্তে গমন করিলেন এবং তথায় স্বীয়
কুধিরলিষ্ঠ সর্বাঙ্গ গঙ্গাজলে প্রক্ষালিত
করিয়া লইলেন । তখন হইতে সেই স্থানের
নাম হইল—বারাহকুণ্ড । সুরবর হরি স্বীয়
মুখস্তম্ভ মহাযজ্ঞ দেবগণের অগ্রে স্থাপন
করিলেন । তখন তদীয় মুখ হইতেই বজ্র

ততঃ প্রভৃতি যজ্ঞাঙ্গং প্রধানং অব উচ্যতে ।
বারাহরুপমভবদেবং বৈ কারণান্তরাৎ ॥ ২০
তস্মাৎ পুণ্যতমং তীর্থং বারাহং সর্বকামদম্ ।
তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সর্বকৃতকলপ্রদম্ ॥ ২১
তত্র স্থিতোহপি যঃ কশ্চিৎপিভূন্বন্নরতি পুণ্যকৃৎ
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ পিতরঃ স্বর্গমাপ্নুয় ॥ ২২
ইতি ক্রীত্বাক্ষে মহাপুরাণে বরাহতীর্থবর্ণনং
নমোনানীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

অনীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কুশাবর্তস্ত মহাশ্রমমহং বক্তুং ন তে ক্ষমঃ ।
তস্মৈ স্মরণমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১
কুশাবর্তমিতি খ্যাতিং নরাণাং সর্বকামদম্ ।
কুশেনাবর্তিতং যত্র গৌতমেন মহাশ্রমম্ ॥ ২

উৎপন্ন হইল । সেই হইতে অব যজ্ঞের
একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।
এইরূপ কারণবিষেই বরাহরূপ কল্পিত হয় ।
বারাহতীর্থ অতীব পুণ্যজনক ও সর্ব-কামনা-
সাধক । তথায় জ্ঞান দান করিলে, সর্ব
যজ্ঞের ফল উৎপন্ন হয় । সেখানে থাকিয়া
যে কোন পুণ্যবান্ লোক পিতৃপুরুষদিগকে
স্মরণ করে, তাহার পিতৃগণ সর্বপাপ হইতে
মুক্ত হইয়া স্বর্গধামে উপনীত হয় । ১৭—২২ ।
উনানীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

অনীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! কুশাবর্ত
তীর্থের মহাশ্রম যে কি পরিমাণ, তাহা
তোমার নিকট বলিতে আমি সক্ষম নহি ।
সেই তীর্থের স্মরণ মাত্রেই মানব কৃতকৃত্য
হইয়া থাকে । কুশাবর্ত তীর্থ মানবের
সর্বকামপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত । মহাশ্রম গৌতম
গঙ্গাকে তথায় কুশদ্বারা আবর্তিত করিয়া-

কুশেনাবর্তয়িত্বা তু আনয়ামাস তাং মুনিঃ ।
 তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ পিতৃণাং তৃপ্তিদায়কম্ ॥ ৩
 নীলগঙ্গা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নিঃসৃত্য নীলপর্বতান্ ।
 তত্র স্নানাদি যৎকিঞ্চিৎ কৰোতি প্রযতো নরঃ
 সৰ্ব্বং তদক্ষয়ং বিদ্যাং পিতৃণাং তৃপ্তিদায়কম্ ।
 বিজ্ঞাতং ত্রিষু লোকেষু কপোতং তীর্থমুত্তমম্ ॥
 তস্মৈ রূপঞ্চ বক্ষ্যামি মুনে শৃণু মহাকলম্ ।
 তত্র ব্রহ্মগিরৌ কশ্চিৎপ্রাধঃ পরমকারুণঃ ॥ ৬
 হিনস্তি ব্রাহ্মণান সাধুন্ যতীন্ গোপক্ষিণো যুগান
 এবমুতঃ স পাপাত্মা ক্রোধনোহনৃতভাষণঃ ॥ ৭
 ভীষণাকৃতিরভ্যুগ্ৰো নীলাক্ষে হৃষ্যবাহকঃ ।
 দন্তরো নষ্টনাসাকো হৃষ্যপাং পৃথুকৃক্ষিকঃ ॥ ৮
 হৃষ্যোদরো হৃষ্যভুজো বিকৃতো গর্দভশ্বনঃ ।
 পাশহস্তঃ পাপচিত্তঃ পাপিষ্ঠঃ সধনুঃ সদা ॥ ৯
 তস্মৈ ভাষ্যা তথাভূতা অপত্যাত্তপি নারদ ।
 তস্মা তু প্রেৰ্যমাণোহসৌ বিবেশ গহনং বনম্
 স জঘান যুগান পাপঃ পক্ষিণো বহুরূপিণঃ ।

ছিলেন। মুনিবর কুশদ্বারা আবর্তন করিয়াই
 গঙ্গাকে তথায় আনয়ন করেন। সেখানে স্নান-
 দান করিলে পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। সরিৎস্রা
 নীলগঙ্গা নীলাচল হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন।
 নরগণ প্রযত হইয়া তথায় স্নানাদি যে কিছু
 কর্ষ করে, তৎসমস্তই পিতৃগণের অক্ষয়
 তৃপ্তিজনক হয়। উত্তম কপোততীর্থ
 ত্রিলোক-বিখ্যাত। হে মুনে! সেই মহা-
 কলজনক তীর্থস্বরূপ বর্ণন করিতেছি;
 শ্রবণ কর। পুরাকালে ব্রহ্মগিরিতে এক
 দাক্ষণপ্রকৃতির ব্যাধ কি বিপ্র, কি সাধু, কি
 পক্ষী, কি যুগ, সমস্ত প্রাণীরই হত্যা সাধন
 করিত। সেই পাপাত্মা ব্যাধ অতি কোপন,
 অসত্যভাষী, ভীষণাকার, অতি উগ্র,
 বিকৃতাকার, হৃষ্যবাহ, নীলনেত্র, উন্নতদন্ত,
 হৃষ্যচরণ, হৃষ্যোদর, গর্দভনাদী, পাশহস্ত,
 পাপচিত্ত, পাপিষ্ঠ ও সতত ধনুর্ধারী
 ছিল। তাহার ভাষ্যা এবং পুত্রকন্যাদিও
 তাহারই অমুরূপ ছিল। একদা সেই ব্যাধ
 তথায় কর্ষক প্রেরিত হইয়া নিবিড় বনে

পঙ্করে প্রাক্ষিপৎ কাংশ্চিৎজীবমানাংস্তথৈতরান
 ক্ষুধয়া পরিতপ্তাদ্ভে। বিহ্বলস্তৃষয়া তথা ।
 ভ্রাস্তদেশো বহুতরং স্তবর্তত গৃহং প্রতি ॥ ১২
 ততোহপরাহ্নে সম্প্রাপ্তে নিবৃন্তে মধুমাধবে ।
 ক্ষণান্তাভির্দার্ক্যিতঞ্চ সাত্রৈবাববন্তদা ॥ ১৩
 ববৌ বায়ুঃ সান্নবর্ষো বারিধারাতিভীষণঃ ।
 স গচ্ছন্নুর্লুকঃ শ্রান্তঃ পন্থানং নাববুধব্যত ॥ ১৪
 জলং স্থলং গর্তমথো পন্থানমথবা দিশঃ ।
 ন বুবোধ তদা পাপঃ শ্রান্তঃ শরণমপ্যথ ॥ ১৫
 ক গচ্ছামি ক তিষ্ঠেয়ং কিং কৰোমীত্যচিন্তয়ৎ
 সর্কেষাং প্রাণিনাং প্রাণানাহর্তাহং যথাস্তকঃ ॥
 মমাপ্যস্তকরং ভূতং সম্প্রাপ্তং চান্নবর্ষণম্ ।

প্রবেশ করিল। সেখানে সে বহু বিচিত্র
 যুগ পক্ষী হনন করিয়া এবং অন্ত কতক-
 গুলিকে জীবিতাবস্থাতেই ধরিয়া, পিঙ্কর-
 মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া লইল। তখন বেলা
 অধিক হইয়াছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাহার
 দেহবৈকল্য ঘটিয়াছিল। সে বহুদেশ
 পর্যটন করিয়া অবশেষে গৃহাভিমুখে ধাবিত
 হইল। তখন বৈশাখ মাসের শেষ অপ-
 রাহ্নকাল উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে ক্ষণ-
 মধ্যেই মেঘে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। বিদ্যু-
 দ্বিকাক্ষের পরক্ষণেই মেঘের গভীর গর্জন
 শ্রুত হইতে লাগিল। বেগে বায়ু বহিতে
 লাগিল। করকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ
 বারিপাত আরম্ভ হইল। সেই লুকক এ হেন
 দুঃসময়েও পথ চালাইতেছিল; কিন্তু কিছুক্ষণ
 পরেই সে পথ ভুলিয়া গেল। কোথায়
 জল, কোথায় স্থল, কোথায় গর্ত, কোথায়
 পথ, তখন সেই পাপাত্মা তাহার কিছুই স্থির
 করিতে পারিল না এবং কোথাও
 কোন আশ্রয়ও পাইল না। সে ভাবিল,
 আমি এখন কি করি, কোথায় যাই?
 অন্তকের স্তায় আমি সকল প্রাণীর প্রাণ-
 হর্তা; আজ আমারও অন্তকসদৃশ এই
 শিলাসর্ষপ উপস্থিত হইল। তাহা হইলে
 নিবৃটে কোন্ প্রাণিদাতাকে দেখিতে

জাতারং নৈব পশ্যামি শিলাং বা বৃক্ষমস্তিকে ॥
এবং বহুবিধং ব্যাধৌ বিচিন্ত্যাপনুদস্তিকে ।
বনে বনম্পতিমিব নক্ষত্রাণাং যথাক্রিজম্ ॥ ১৮
মৃগাণাঞ্চ যথা সিংহমাত্রমাণাং গৃহাধিপম্ ।
ইন্দ্রিয়াণাং মন ইব জাতারং প্রাণিনাং নগম্ ॥
শ্রেষ্ঠং বিটপিনং শুভ্রং শাখাপল্লবমণ্ডিতম্ ।
তমাত্রিত্যোপবিষ্টোভূৎ ক্লিন্নবাসা স লুক্ককঃ ॥
স্মরন্ ভাৰ্য্যামপত্যানি জীবৈশ্বরথবা ন বা ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র চাস্ত্য প্রাপ্তো দিবাকরঃ ॥ ২১
তমেব নগমাত্রিত্য কপোতো ভাৰ্য্যয়া সহ ।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃত্তো হ্যস্তে তত্র নগোন্তমে
সুপ্ৰেণ নির্ভয়ো ভূত্বা সুতপ্তঃ ক্রীত এব চ ।
বহুবো বৎসরা যাতা বসতস্তস্ম পক্ষিণঃ ॥ ২৩
পতিব্রতা তস্ম ভাৰ্য্যা সুক্ৰীতা তেব চৈব হি ।
কোটরে তন্নগো শ্রেষ্ঠে জনবায়ুগ্নিবর্জিতে ॥ ২৫
ভাৰ্য্যাপুত্রৈঃ পরিবৃত্তঃ সৰ্বদাস্তে কপোতকঃ ।

পাইতেছি না; একটি শিলা বা একটি বৃক্ষও
আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না । ব্যাধ
এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিয়া সম্মুখেই এক
শাখাপল্লবমণ্ডিত অতি প্রবীণ বৃক্ষ দেখিতে
পাইল । ঐ বৃক্ষ—বনে বনম্পতি, নক্ষত্র-
গণের চন্দ্রমা, মৃগগণের সিংহ, আশ্রম-
সমূহের মৃগাধিপ, ইন্দ্রিয়গণের মন এবং
প্রাণিগণের আশ্রয়প্রদ পর্বতের স্তায়
প্রতিভাত । লুক্কক তখন সেই বৃক্ষে
আশ্রয় লইল । বধীর জলে তাহার বসন
ক্লিন্ন হইয়াছিল । সে সেই বৃক্ষে বসিয়া
তাহার স্ত্রী পুত্রদিগের বিষয় ভাবিতে
লাগিল । তাবিল—আমার সন্তানগুলি
জীবিত আছে, কিম্বা নাই? ব্যাধ এইরূপ
ভাবিতেছে, ইত্যবসরে স্বর্গা অন্তর্গত
হইলেন । ঐ বৃক্ষে স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রে
পরিবৃত্ত হইয়া এক কপোত সুতপ্ত, ক্রীত,
ও নিঃশঙ্কভাবে বহুবৎসর যাবৎ মহাসুখে
বাস করিতেছিল । তদীয় পতিব্রতা ভাৰ্য্যা
কপোতী জন, বায়ু, ও বহ্নি-ভয়বর্জিত
তরুণের কোটরে পতির গহিত প্রীতিচিন্তে

তস্মিন্ দিনে দৈববশাৎ কপোতচ্চ কপোতকৌ
ভক্ষ্যার্থং তু উভৌ যাতৌ কপোতো নগমভ্যাগাৎ
সাপি দৈববশাৎ পুত্র পঞ্চরথৈব বর্ততে ॥ ২৬
গৃহীতা লুক্ককেনাথ জীবমানেব বর্ততে ।
কপোতকোহপ্যপত্যানি মাতৃহীনাভ্যাদৌক্যচ ॥
বধক ভীষণং প্রাপ্তমস্তং যাতৌ দিবাকরঃ ।
স্বকোটরং তয়া হীনমালোক্য বিলাপ সঃ ॥ ২৮
তাং বন্ধাং পঞ্চরথ্যং বা ন বুবোধ কপোতরাট্
অধারেভে কপোতো বৈ প্রিয়ায়া গুণকৌৰ্ত্তনম্
নাদ্যাপ্যয়াতি কল্যাণী মম হর্ষবিবর্জিনী ।
মম ধর্ম্মশ্চ জননী মম দেহশ্চ চেশ্বরী ॥ ৩০
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সৈব নিত্যং সঙ্গায়িনী ।
তুষ্টে হসন্তী ক্রুণ্ণে চ মম দুঃখপ্রমোদিনী ॥ ৩১
সগী মমেষু সা নিত্যং মম বাক্যরতা সদা ।

কাল কাটাইতেছিল; কপোত স্ত্রী-পুত্রাদি
লইয়া সৰ্বদাই সেখানে বাস করিত । ঘটনা-
ক্রমে ঐ দিন কপোত এবং কপোতী উভয়েই
ভক্ষ্য-সংগ্রহার্থ বহির্গত হইয়াছিল । যথা-
কালে কপোত সেই বাসবৃক্ষে কিরিয়া
আসিল; কিন্তু কপোতী দৈবক্রমে ঐ ব্যাধের
পঞ্চরমধ্যে স্থান পাইল । লুক্কক তাহাকে
জীবিতাবস্থাতেই লইয়া আসিয়াছিল ।
কপোত তখন তাহার সন্তানগুলিকে মাতৃ-
হীন দেখিয়া এবং ভীষণ বধাপাত উপস্থিত,
দিবাকর অন্তর্মিত, ও স্বীয় কোটর ভাৰ্য্যা-
বিরহিত দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে
লাগিল । তাহার ভাৰ্য্যা যে সেই ব্যাধের
পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ আছে; কপোত তাহা
জানিতে পারিল না । সে তখন যুক্তকণ্ঠে তাহার
প্রেমসীর গুণকৌৰ্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল ।
কপোত কহিল,—আমার হর্ষবর্জিনী কল্যাণী
এখন পধ্যস্ত আসিল না । আশা! সেই
প্রিয়া আমার আমি তুষ্ট হইলে হাসিত এবং
আমি ক্রুণ্ণ হইলে আমার দুঃখ দূর করিত ।
সে নিত্য আমার মঙ্গলার সঙ্গা ছিল এবং

নাদ্যাপ্যায়তি কল্যাণী সম্প্রযাতেহপি ভাস্করে
ন জানাতি ব্রতং মন্ত্রং দৈবং ধর্মার্থমেব চ ।
পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিমজ্জা পতিপ্রিয়া ॥ ৩৩
নাদ্যাপ্যায়তি কল্যাণী কিং কেরামি ক যামি বা
কিং মে গৃহং কাননঞ্চ তয়া হীনং হি দৃশ্যতে ॥
তয়া যুক্তং প্রিয়া যুক্তং ভীষণং বাপি শোভনম্
নাদ্যাপ্যায়তি মে কাস্তা যয়া গৃহমুদীরিতম্ ॥
বিনানয়া ন জীবিস্যো ভাজে বাপি প্রিয়াং তদ্ব্যম
কিং কুর্নস্তু হপত্যনি লুপ্তধর্মস্বহং পুনঃ ॥ ৩৬
এবং বিলপতস্তস্ম ভর্তুর্বাধ্যং নিশম্য সা ।
পঙ্করহৈব সা বাক্যং ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৭

কপোতক্যাচ ।

অত্রাহমস্মি বন্ধৈব বিবশাম্মি খগোক্তম ।
আনীতাহং লুককেন বন্ধা পাটেশ্বর্মহামতে ॥ ৩৮

সর্বদা আমার কথাগুলো সারে চলিত । ঐ ত
ভাস্কর অন্তর্মিত হইলেন ; আহা ! এখনও
সেই কল্যাণী আমার আসিল না । প্রেমসী
আমার জন্ত কোন ব্রত, মন্ত্র, দৈবক্রিয়া বা
ধর্ম ও অর্থ কিছুই জানিত না । সে সতত
পতিপ্রাণা, পতিব্রতা, পতিমজ্জা ও পতিপ্রিয়া
ছিল । সেই কল্যাণী আমার এখনও আসিল
না ! আমি কি করিব কোথায় যাইব ?
এই ভাষ্যাহীন গৃহ কাননবৎ দেখা
যাইতেছে । এ গৃহ আমার প্রিয়ার বাসেই
লক্ষ্মীযুক্ত এবং ইহা ভীষণ হইলেও সুশো-
ভন । গৃহিণীই গৃহ বলিয়া বিখ্যাত । আহা !
আমার সেই কল্যাণী কামিনী গৃহিণী এখনও
আগমন করিল না ; আমি ভাষ্য বিনা জীবন
ধারণ করিব না, আমার এই প্রিয় প্রাণ পরি-
ত্যাগ করিব । আহা ! আমি মরিলে আমার
এই সন্তানগুলিই বা কি করিবে ? কপোত
এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে, তদীয় ভাষ্য
কপোতী ব্যাধের পিঞ্জরে থাকিয়াই ভর্তার
বিলাপ শ্রবণে উত্তর করিল । ১—২৩। কপোতী
কহিল,—খগরাজ ! আমি এই পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া
বিবশভাবে পড়িয়া আছি । হে মহামতে !
এক ব্যাধ আমাকে পাশ দ্বারা বন্ধন

ধস্তান্মানুগৃহীতান্মি পতিবন্ধি গুণান্ মম ।
সতো বাপ্যসতো বাপি কৃতার্থীহং ন সংশয়ঃ ॥
তুষ্টে ভর্তরি নারীণাং তুষ্টাঃ স্ত্র্যাঃ সর্বদেবতাঃ
বিপর্যয়ে তু নারীণামবশ্যং নাশমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০
স্বং দৈবং স্বং প্রভুর্মহং স্বং সুরম্বং পরায়ণম্ ।
স্বং ব্রতং স্বং পরং ব্রহ্ম স্বর্গো মোক্ষস্তমেব চ ॥
মা চিন্তাং কুরু কল্যাণ ধর্ম্মে বুদ্ধিং স্থিরাং কুরু ।
স্বং প্রসাদাচ্ছ ভুক্তা হি ভোগান্ত বিবিধা যয়া
অলং খেদেন মজ্জেন ধর্ম্মে বুদ্ধিং কুরু স্থিরাম্
ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শ্রদ্ধা প্রিয়াবাক্যমুক্ততার নগোক্তমাৎ ।
যত্র সা পঙ্করহা তু কপোতী বর্ততে ত্বরন ॥
তামাগত্য প্রিয়াং দৃষ্ট্বা মৃতবচ্চাপি লুককম্ ।
মোচয়ামীতি তামাহ নিশ্চেষ্টো লুককোহধুনা

করিয়া আনিয়াছে । যাহা হউক, আমি
ধস্তা এবং অনুগৃহীতা হইলাম, কেন না,
পতি আমার গুণ বর্ণন করিতেছেন ।
আমার গুণ থাকুক আর নাই থাকুক,
আমি কৃতার্থ হইলাম, সন্দেহ নাই । কেননা
ভর্তা তুষ্ট হইলে, নারীগণের প্রতি সর্ব
দেবতাই তুষ্ট হইয়া থাকেন । আর ভর্তার
অসন্তোষে নারীগণের নাশ নিশ্চিতই
ঘটে । তুমি স্বামী, তুমিই আমার দেবতা;
তুমিই আমার প্রভু, তুমিই আমার সুরম্ব,
তুমিই আমার পরম আশ্রয়, তুমিই আমার
ব্রত, তুমিই আমার পরম ব্রহ্ম, তুমিই
আমার স্বর্গ, এবং তুমিই আমার মোক্ষ ।
হে কল্যাণ ! তুমি চিন্তা করিও না, ধর্ম্মে
তোমার মতি স্থির কর । তোমার প্রসাদে
আমি বিবিধ সুখ ভোগ করিয়াছি । আমার
জন্ত খেদ করিবার প্রয়োজন নাই । একণে
ধর্ম্মে মতি স্থির রাখ । ২৪—৪৩ । ব্রহ্মা
বলিলেন, কপোত তখন প্রিয়ার বাক্য শুনিয়া
সেই বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক পিঞ্জর-
মধ্যবর্তিনী প্রিয়ার মিকট আগমন করিল
এবং প্রিয়াকে তদবস্থ ও ব্যাধকে মৃতপ্রায়
দেখিয়া বলিল,—প্রিয়ে ! লুকক একণে

মা মুঞ্চস্ব মহাভাগ জ্ঞান্য সহস্রবহিরম্ ।
 লুকানাং খেচরা হ্রস্ব জীবো জীবন্ত চাশনম্ ॥
 নাপরাধঃ স্মরাম্যন্ত ধর্মবুদ্ধিঃ স্থিরাং কুরু ।
 গুরুগরিষিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥
 পতির্যেব গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্বস্ত্রাত্যাগতো গুরুঃ
 অভ্যাগতমহুপ্রাপ্তং বচনৈস্তোষয়ন্তি যে ॥ ৪৮
 তেষাং বাগীশ্বরী দেবী তু গুণা ভবতি নিশ্চিতম্
 তস্তায়ন্ত ৫৭ দানেন শত্রুস্তৃপ্তিমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৪৯
 পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাত্মেন প্রজাপতিঃ ।
 তস্তোপচারাদৈ লক্ষ্মীবিষ্ণুমা ত্রীতিমাগ্নুয়াৎ ॥
 শয়নে সর্বদেবান্ত তস্মাৎ পূজ্যাতমোহতিথিঃ ।
 অভ্যাগতমহুপ্রাপ্তং সূর্য্যোচ্চং গৃহমাগতম্ ।
 তং বিদ্যাশ্চৈবরূপেণ সর্বত্রতুফলো হসৌ ॥
 অভ্যাগতঃ শ্রান্তমন্নরজস্তু
 দেবাশ্চ সর্কে পিতরোহুগ্নয়ন্ত ॥

অচেতনপ্রায় রহিয়াছে, অতএব আমি তোমায় মোচন করিব । কপোতী কহিল,— মহাভাগ! তুমি আমায় মোচন করিবার প্রয়াস পাইও না; জান ত—প্রাণিগণের সহস্র চিরস্থায়ী নহে । খেচরগণ ব্যাধিদিগের খাদ্যরূপে নির্দিষ্ট । বস্তুতঃ জীবই জীবের ভক্ষ্য । আমি ব্যাধের কোনই দোষ দেখিতেছি না, অতএব তুমি ধর্ম্মে মতি স্থির রাখ । দেখ, দ্বিজাতিগণের অগ্নি, বর্ণসমূহের ব্রাহ্মণ, স্ত্রীগণের পতি, এবং সর্বজনেরই অভ্যাগত ব্যক্তি শুরু । যাহারা অভ্যাগত ব্যক্তিকে স্ববচনে তুষ্ট করে, বাগীশ্বরী দেবী তাহাদিগের প্রতি নিশ্চিতই পরিভূক্ত থাকেন । অভ্যাগতকে অন্ন দান করিলে ইন্দ্র ভূক্ত হইয়া থাকেন । পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দান করিলে পিতৃপুরুষগণ, অন্নাদি দানে প্রজাপতি, এবং উপচারাদি দানে বিষ্ণুসহ লক্ষ্মী ত্রীত হইয়া থাকেন । অভ্যাগতকে শয়নীয় দানে সর্বদেবতারই পরিতোষ হয়; অতএব অতিথি ব্যক্তি সর্বদাই পূজ্য । সূর্য্যোচ্চ শ্রান্ত অতিথি গৃহাগত হইলে তাহাকে দেবতা বলিয়াই জানিতে

তস্মিন্ হি তৃপ্তে মুদমাগ্নুবন্তি
 গতে নিরাশেহপি চ তে নিরাশাঃ ॥ ৫২
 তস্মাৎসর্কায়না কান্ত হুঃখঃ ত্যক্তা শমঃ ব্রজ
 রুহা তিষ্ঠ শুভাঃ বুদ্ধিঃ ধর্ম্মকৃত্যঃ সমাচর ॥ ৫৩
 উপকার্যোহপকারী চ প্রবরাবিতি সম্বতো ।
 উপকারিষু সর্কোহপি করোতু্যপকৃতিং পুনঃ ॥
 অপকারিষু যঃ সাধুঃ পুণ্যভাক্ স উদাহৃতঃ ॥
 কপোত উবাচ ।
 আবয়োরন্নরূপঞ্চ ভ্রমোক্তং সাধু মন্তসে ।
 কিন্তু বক্তব্যমপ্যস্তি তচ্ছৃণু বরাননে ॥ ৫৬
 সহস্রং ভরতে কশ্চিচ্ছতমন্তো দশাপরঃ ।
 আত্মানঞ্চ স্মৃথেনান্তো বয়ং কষ্টোদরন্তরাঃ ॥ ৫৭
 গর্ভধান্তধনাঃ কেচিৎ কুশূলধনিনোহপরে ।

হইবে । ঐ অতিথির পরিচর্যাতেই সর্বযজ্ঞের ফল লাভ হয় । সমস্ত দেব, সমস্ত পিতৃপুরুষ এবং সমস্ত অগ্নিগণ শ্রান্ত অভ্যাগত অতিথির অনুগমন করেন । ঐ অভ্যাগত অতিথির তৃপ্তিতেই তাহাদের তৃপ্তি এবং তাহার নৈরাশ্যে তাহারাও নিরাশ হইয়া থাকেন । তাই বলিতেছি, হে কান্ত! তুমি সর্বদা হুঃখ পরিহার করিয়া শান্তি অবলম্বন কর । তোমার মতি কল্যাণকরী হউক । তুমি ধর্ম্ম কার্য্য পালন কর । উপকারী এবং অপকারী উভয়কে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি । উপকারী জনের উপকার সকলেই করিয়া থাকে; কিন্তু যে পুরুষ অপকারী জনে সাধু ব্যবহার করেন, তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন বলিয়া অভিহিত ৪৪—৫৪। কপোত কহিল,—প্রিয়ে! তুমি আমাদের পতি পত্নীর অনুরূপ কথাই কহিয়াছ; তোমার মন্তব্য সাধু, সে পক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমারও কিঞ্চৎ বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর । কেহ সহস্র, কেহ শত এবং কেহ বা দশ জনের ভরণপোষণ করে, তাপর কেহ স্মৃথে আত্মপোষণ করিয়া থাকে । আমরা কষ্টে স্মৃতে উদরপূরণ করি । কেহ কেহ গর্ভধান্তে ধনী, কেহ কেহ কুশূল-ধান্তে ধনী, এবং কেহ কেহ ঘটরক্ষিত

বটকিপুধনাঃ কেচিচ্চকুক্ষিপুধনা বয়ম্ ॥ ৫৮
পূজয়ামি কথং শ্রান্তমভ্যাগতমিমং শুভে ॥ ৫৯

কপোতুবাচ ।

অগ্নিরাপঃ শুভা বাণী তুণকাষ্ঠাদিকঞ্চ যৎ ।
এতদপ্যর্থিনে দেয়ং শীতার্ভো লুককস্যম্ ॥ ৬০
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা প্রিয়াবাক্যং বৃক্ষমাক্রুহ পক্ষিরাট্ ।
আলোকয়ামাস তদা বহিঃ দূরং দদর্শ হ ॥ ৬১
স তু গচ্ছা বহিঃদেশং চক্ৰনোগ্ন্য কমাহরৎ ।
পুরোহগ্নিঃ আলয়ামাস লুককস্ত কপোতকঃ ॥
শুককাষ্ঠানি পর্ণানি তুণানি চ পুনঃপুনঃ ।
অগ্নৌ নিক্ষেপয়ামাস নিশীথে স কপোতরাট্ ॥
তমগ্নিঃ জলিতং দৃষ্ট্বা লুককঃ শীতহঃখিতঃ ।
অবশানি স্বকাক্যানি প্রতাপ্য সুখমাপ্তবান্ ॥ ৬৪
ক্ষুধাগ্নিনা দহমানং ব্যাধঃ দৃষ্ট্বা কপোতকো ।
মা মুঞ্চস্ব মহাভাগ ইতি ভর্তারমব্রবীৎ ॥ ৬৫

শরীরেণ হঃখার্তঃ লুককঃ প্রাণয়ামি তম্ ।
ইষ্টাতিথীনাং যে লোকান্তাঃস্তং প্রাপ্তুহি সুব্রত
কপোত উবাচ ।

যয়ি তিষ্ঠতি নৈবায়ং তব ধর্মো বিধীয়তে ।
ইষ্টাতিথির্ভবামৌহ অমুজানীহি মাং শুভে ॥ ৬৭
ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্রাণি ত্রিরাবর্ত্য অরন্ দেবং চতুর্ভুজম্ ।
বিশ্বাক্ষবঃ মহাবিকুঃ শরণ্যং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৬৮
যথাসুখং জুষস্বৈতি বদন্নগ্নিঃ তথাবিশৎ ।
তঃ দৃষ্ট্বাগ্নৌ ক্ষিপ্তজীবঃ লুককো বাক্যমব্রবীৎ
লুকক উবাচ ।

অহো মানুষ্যদেহস্ত ধিগ্জীবিতমিদং মম ।
যদিদং পক্ষিরাজেন মদর্থং সাহসং কৃতম্ ॥ ৭০
ব্রহ্মোবাচ ।

এনং ক্রাণ্ডং তং লুকঃ পক্ষিণী বাক্যমব্রবীৎ ॥
কপোতকুবাচ ।

মাং হং মুঞ্চ মহাভাগ দূরং যাতে্যস মে পতিঃ

ধাত্তে ধনৌ হয় ; আমাদের কিন্তু চকুক্ষিপু
বস্তুই ধন । অতএব হে শুভে ! কিরূপে
আমি এই শ্রান্ত অতিথিকে অর্চনা করিব ?
কপোতী কহিল,—এই লুকক অতি শীতার্ভ
হইয়াছে, অতএব অগ্নি, জল, শুভবাণী এবং
তুণ কাষ্ঠাদি যে কিছু বস্তু আছে, এই
সকল অতিথিকে দান করিতে পার ।
ব্রহ্মা বলিলেন, পক্ষিরাজ প্রিয়ার বাক্য
শুনিয়া তৎকালে বৃক্ষারোহণপূর্বক দৃষ্টিপাত
করিল ; দেখিল—দূরদেশে বহি আছে ।
তদর্শনে সে তখন সেই বহিস্থানে উড়িয়া
গিয়া চকুদ্বারা একটি জলন্ত উগ্নুক লইয়া
আসিল এবং আসিয়া ব্যাধের সম্মুখে অগ্নি
জালিল । শুষ্ক কাষ্ঠ ও শুষ্ক তুণ-পর্ণ
আনিয়া বারবার সে সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ
করিতে লাগিল । শীতপীড়িত লুকক সেই
জলদগ্নি দর্শনে স্বীয় অবশ অঙ্গ প্রত্যা-
পিত করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইল । তখন
কপোতী ব্যাধকে ক্ষুধানলে দহমান দেখিয়া
ভর্তাকে বলিল,—মহাভাগ ! আমায় মোচন

করিয়া দাও । আমি স্বদেহ দ্বারা ক্ষুধার্ত
ব্যাধের তৃপ্তি বিধান করি । হে সুব্রত !
এইরূপ করিলে তুমি অতিথিসেবী জন-
গণের প্রাপ্তলোক সকল প্রাপ্ত হইতে
পারিবে । কপোত কহিল,—হে শুভে !
আমি বর্তমান থাকিতে তোমার পক্ষে
এরূপ ধর্ম্মাচরণ সম্ভব নহে । আমাকে
অমুমতি দাও, আমিই অতিথির প্রিয়ানুষ্ঠান
করি । ব্রহ্মা বলিলেন, কপোত এই বলিয়া
তিনবার অগ্নি প্রদাক্ষণপূর্বক চতুর্ভুজ,
বিশ্বাক্ষক, শরণ্য, ভক্তবৎসল মহাবিকুকে
অরুণ করিতে করিতে ‘আমায় গ্রহণ কর,’
এই বলিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল । লুকক
তাহাকে আগ্নমধ্যে প্রাণহীন অবস্থায় অব-
লোকন করিয়া বলিল, আহা ! মানুষ্যদেহধারী
আমার জীবনে ধিক ! আমার এই দেহের
জন্তই পক্ষিরাজ আজ জীবন বিসর্জন
করিল । ব্রহ্মা বলিলেন,—লুকক এই কথা
কহিলে, কপোতী কহিল,—হে মহাভাগ !
তুমি আমায় মোচন করিয়া দাও । আমার

ব্রহ্মোবাচ ।

তত্ত্বাস্তবচনং শ্রদ্ধা পঙ্করস্থাঃ কপোতকীম্ ।
লুৰ্ককো মোচয়ামাস তরসা ভীতবন্তদা ॥ ৭২
সাপি প্রদক্ষিণং কৃত্বা পতিমগ্নিং তদা জগৌ ॥

কপোতুবাচ ।

ত্ৰীণাময়ং পরো ধর্মো যন্তর্ভুরনুবেশনম্ ।
বেদে চ বিহিতো মার্গঃ সর্বলোকেষু পূজিতঃ ॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাত্করতে বলাৎ ।
এবং অল্পগতা নারী সহ ভর্তা দিবঃ ব্রজেৎ ॥
১৮১ তিস্রঃ কোট্যোহর্ককোটি চ যানি রোমাণি
মানুষ্যে ।

তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্তারং যাজুগচ্ছতি ।
নমস্কৃত্বা ভুবং দেবান্ গন্ধাকাপি বনস্পতীন ।
আশ্বিনা তাত্তপত্যানি লুৰ্ককং বাক্যমব্রবীৎ ॥

কপোতুবাচ ।

ত্বৎপ্রসাদান্নহাভাগ উপপন্নং মমেদৃশম্ ।

পতি দূর গমন করিলেন । ব্রহ্মা কহিলেন,
লুৰ্কক তৎকালে কপোতীর সেই কথা শুনিয়া
যেন কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াই সসম্মে তাহাকে
মোচন করিয়া দিল । কপোতীও তখন
পতির দক্ষ দেহ প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ
করিল । কপোতী কহিল, ভর্তার অনু-
বেশন করাই স্ত্রী জাতির পরম ধর্ম ।
বেদবাক্যে স্ত্রীলোকের ইহাই সৎপথ বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং লোকসমাজেও এই
পথ প্রশস্ত বলিয়া সমাদৃত । ব্যালগ্রাহী জন্তু
যেমন সবলে বিল হইতে ব্যালকে উদ্ধার
করে, তেমনি পতিব্রতানারী ভর্তার সাহায্যে
স্বর্গগমন করিয়া থাকে । যে নারী পতির
অনুগামিনী হয়, মানুষের দেহে যে সার্ক
ত্রি-কোটি রোম আছে, সেই রোমসংখ্যার
অনুপাতে সে ততকাল যাবৎ স্বর্গধামে বাস
করে । এই বলিয়া কপোতী ভূমি ও গন্ধা-
দেবী এবং স্বীয় অধিষ্ঠান বনস্পতিকে নম-
স্কার করিয়া আপনার সম্মানগুলিকে আশ্বাস
প্রদানপূর্বক লুৰ্কককে বলিল—হে মহাভাগ!
তোমার প্রসাদে আমার অল্প দৃশ্য অবস্থা

অপত্যানাং কমশ্বেহ ভর্তা যামি ত্রিবিষ্টপম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুত্কা পক্ষিণী সাধ্বী প্রবিবেশ হতাশনম্ ।
প্রবিষ্টায়াং হতবহে জয়শব্দো শ্রবর্তত ॥ ৮০

গগনে সূর্য্যসঙ্কাশং বিমানমতিশোভনম্ ।

তদারূঢ়ো সুরনিভো দম্পতী দদৃশে ততঃ ॥ ৮১

হর্ষণে প্রোচতুর্ভূতৌ লুৰ্ককং বিশ্বয়াষিতম্ ॥ ৮২

দম্পতী উচতুঃ ।

গচ্ছান্নগ্নিদশস্থানমাপৃষ্টোহসি মহামতে ।

আবয়োঃ স্বর্গসোপানমতিথিৎ নমোহস্ত তে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বিমানবরমারূঢ়ো তৌ দৃষ্টৌ লুৰ্ককোহপি সঃ ।

সধনুঃ পঙ্করং ত্যক্তা কৃতাজলিরভাষত ॥ ৮৪

লুৰ্কক উবাচ ।

ন ত্যক্তব্যো মহাভাগৌ দেয়ঃ কিঞ্চিদজানতে

অহমত্রাতিথিমীন্তো নিকৃতিং বক্তুমর্হথঃ ॥ ৮৫

ঘটিল । তুমি আমার সম্মানগুলিকে কমা
করিও ; আমি স্বামী সহ স্বর্গে চলিলাম ।
৫৫—৭৯ । ব্রহ্মা বলিলেন,—পতিব্রতা পক্ষিণী
এই বলিয়া হতাশনে প্রবেশ করিল । সেই
হতাশনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বোম-মণ্ডলে
জয়-ধ্বনি উচ্চারিত হইল । তখন সেই সুর-
দম্পতি-সদৃশ পক্ষিদম্পতি সূর্য্যসন্নিভ অতি
সুন্দর বিমানে আরূঢ় হইল । অনন্তর তাহারা
হর্ষাবিষ্ট হইয়া বিশ্বয়াবিস্রল ব্যাধকে বলিল,
—হে মহামতে ! আমরা দেবস্থানে চলি-
লাম ; এক্ষণে তোমার সম্মতি ; লই-
তেছি । অতিথি তুমি—আমাদের স্বর্গগমনের
সোপানস্বরূপ ; তোমাকে আমরা নমস্কার
করি । ব্রহ্মা বলিলেন,—তৎকালে সেই
বিমানারূঢ় পক্ষিদম্পতিকে দেখিয়া সেই
ব্যাধও স্বীয় ধন ও পিঞ্জর দূরে নিক্ষেপ-
পূর্বক কৃতাজলি হইয়া বলিল,—হে মহাভাগ-
দয় ! আমাকে তোমরা ত্যাগ করিও না ।
অজ্ঞান জনকেও কিঞ্চিৎ দান করা কর্তব্য ।
আমি এখানে তোমাদের মাস্ত্র অতিথি ;
আমার যাহাতে নিকৃতি হইতে পারে, তাহা

দম্পতী উচুতঃ ।

গৌতমীঃ গচ্ছ ভদ্রঃ তে তস্যাঃ পাপং নিবেদয়
তত্রৈবাপ্রবনাং পক্ষঃ সৰ্বপাপৈর্বিমোক্ষ্যসে ॥৮৬
মুক্তপাপঃ পুনস্তত্র গঙ্গায়ামবগাহনে ।
অশ্বমেধফলং পুণ্যং প্রাপ্য পুণ্যো ভবিষ্যসি ॥
সরিষরায়াঃ গৌতম্যাঃ ব্রহ্মবিষ্ণীশসমুবি ।
পুনরাপ্রবনাদেব ত্যক্তা দেহঃ মলীমসম্ ॥ ৮৮
বিমানবরমারুঢ়ঃ স্বৰ্গং গন্তাস্তসংশয়ম্ ॥ ৮৯

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তাত্যাং তথা চক্রে স লুৰ্ককঃ ।
বিমানবরমারুঢ়ো দিব্যরূপধরোহভবৎ ॥ ৯০
দিব্যমান্যাদ্বরধরঃ পূজ্যমাণোহপ্সরোগণৈঃ ।
কপোতশ্চ কপোতী চ তৃতীয়ো লুৰ্ককস্তথা ।
গঙ্গায়াম্ প্রভাবেণ সৰ্ব্বৈ বৈ দিবমাক্রমন্ ॥ ৯১
ততঃ প্রভৃতি ততীর্গঃ কাপোতমিতি বিষ্ণুতম্ ।

তোমরা বলিয়া যাও । পক্ষিদম্পতি কহিল,
—তুমি গৌতমী নদীতে গমন কর । তোমার
মঙ্গল হউক । তোমার যে কিছু পাপ আছে,
তাহা ঐ নদীর নিকট নিবেদন কর । তুমি
সেখানে পক্ষাবধি কাল জলাবগাহন করিলে
সৰ্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে । তাহার
পর পুনরায় সেই গঙ্গাবগাহনে মুক্তপাপ
হইয়া পবিত্র অশ্বমেধফল লাভ করত একে-
বারে পুণ্যাত্মা হইতে পারিবে । সরিষরা
গৌতমী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশান হইতে সমুৎ-
পন্ন । তুমি তাহাতে তৎপষ্ঠাৎ একবার
অবগাহন করিলেই, তোমার কলুষিত দেহ
ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণপূৰ্ব্বক
নিশ্চয়ই স্বৰ্গগমন করিবে । ব্রহ্মা বলিলেন,—
সেই লুৰ্কক পক্ষিদম্পতির কথা শুনিয়া তাহাই
করিল । পরে দিব্য বিমানে আরুঢ়, দিব্য
রূপধর, দিব্য মান্যাদ্বরে ভূষিত ও অপ্সরো-
গণ কর্তৃক সেবিত হইয়া পূৰ্ব্বগত কপোত-
কপোতীর স্থায় লুৰ্ককও গঙ্গার প্রভাবে
স্বৰ্গে গমন করিল । সেই হইতে তদ্রত্যা
তীর্থ “কপোত” নামে প্রসিদ্ধ হইল । ঐ

তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ পিতৃপূজনমেব চ ॥ ৯২
জপযজ্ঞাদিকং কৰ্ম্ম তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৯৩
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে কপোততীর্থবর্ণনং নাম
অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮০

একশীতিতমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

কার্ত্তিকেয়ঃ পরং তীর্থং কোমারমিতি বিষ্ণুতম্ ।
যন্নামশ্রবণাদেব কুলবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ১
নিহতে তারকে দৈত্যে স্বস্থে জাতে ত্রিবিষ্টপে
কার্ত্তিকেয়ঃ স্মৃতঃ জ্যেষ্ঠঃ প্রীত্যা প্রোবাচ
পার্বতী ॥ ২
যথাসুখং ভূক্ষ্য ভোগাংস্তলোকো মনসঃ
প্রিয়ান্ ।

মমাজ্ঞয়া ত্রীতমনাঃ পিতৃশ্চৈব প্রসাদতঃ ॥ ৩
এবমুক্তঃ স বৈ মাত্ৰা বিশাখো দেবতাস্ত্রিয়ঃ ।
যথাসুখং বলাদ্রেমে দেবপত্ন্যোহপি রেমিরে ॥

তীর্থে জ্ঞান, দান, পিতৃ-পূজন ও জপ-যজ্ঞাদি
যে কিছু কৰ্ম্ম করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয়
হইয়া থাকে । ৮০—৯৩ ।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৮০ ।

একশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কার্ত্তিকেয় বা কোমার
নামে এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে । ঐ তীর্থের
নাম শ্রবণেও নর কুলবান্ ও রূপবান্ হইতে
পারে । পুরাকালে তারক দৈত্য নিহত
এবং দেবগণ সুস্থ হইলে, পার্বতী ত্রীতি-
ভরে জ্যেষ্ঠপুত্র কার্ত্তিকেয়কে কহিলেন,—
পুত্র ! ত্রিলোকমধ্যে তোমার যে কিছু মনঃ-
প্রিয় ভোগ্য বস্তু আছে, তৎসমস্ত তুমি
আমার আজ্ঞায় ও তোমার পিতার প্রসাদে
ত্রীতমনে যথাসুখে ভোগ কর । মাতা
এই কথা কহিলে, কার্ত্তিকেয় বলপূৰ্ব্বক মনের

ততঃ সঙ্ক্ৰাম্যমানাসু দেবপত্নীষু নারদ ।
নাশকুবন্ বারয়িতুং কার্ত্তিকেয়ং দিবৌকসঃ ॥ ৫
ততো নিবেদয়ামাসুঃ পার্শ্বতৈ্য পুত্রকর্ম তৎ ।
অসকৃদ্বার্যমাণোহপি মাত্ৰা দেবৈঃ স শক্তিধক্
নৈবাসাবকরোদ্ধাক্যঃ স্ত্রীষাসকৃদ্ব যথুথঃ ।
অভিশাপভয়াভীতা পার্শ্বনী পর্য্যচিস্তয়ৎ ॥ ৭
পুত্রস্নেহান্তথৈবেশা দেবানাং কার্যাসিক্ষয়ে ।
দেবপত্ন্যশ্চিরং রক্ষ্যা ইতি মহা পুনঃপুনঃ ॥ ৮
যন্তান্ত রমতে স্কন্দঃ পার্শ্বতী তপি তাদৃশী ।
তদ্রূপমাশ্রয়ঃ কুহা বর্ত্তয়ামাস পার্শ্বতী ॥ ৯
ইন্দ্রস্ত বরুণস্তাপি ভার্য্যামাহুয় যথুথঃ ।
যাবৎ পশুতি তস্তাং তু মাতৃরূপমপশুত ॥ ১০

সুখে দেবপত্নীগণকে রমণ করিতে লাগিলেন এবং দেবপত্নীরাও তাঁহার সহিত রতিক্রীড়ায় সমাসক্ত হইলেন । হে নারদ ! তখন হইতে সমস্ত দেবপত্নীই কার্ত্তিকেয় কর্তৃক উপভুক্ত হইতে লাগিল । দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে কিছুতেই সে কার্য্য হইতে নিবারণ করিতে পারিলেন না । তখন দেবগণ পার্শ্বতীর নিকট গিয়া তদীয় পুত্রকৃত অপকর্মের কথা নিবেদন করিলেন । কিন্তু শক্তিধর ষড়ানন রমণীরমণে এতদূর আসক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতা স্বয়ং পার্শ্বতীদেবী এবং অন্যান্য দেবগণ সকলেই তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও তিনি কোনক্রমেই তাঁহাদের বাক্য রক্ষা করিতে পারিলেন না । তখন পার্শ্বতী অভিশাপভয়ে ও পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া চিন্তাগ্রস্ত হইলেন; ভাবিলেন,—দেবগণের কার্য্যাসিক্ষির নিমিত্ত দেবপত্নীগণকে রক্ষা করিতেই হইবে । এই ভাবিয়া নিজে তিনি বহুরূপে বিভক্ত হইলেন । স্কন্দ যে যে রমণীতে আসক্ত ছিলেন, পার্শ্বতী নিজেই সেই সেই রমণীর স্থানে অবস্থান করিলেন । এদিকে ষড়ানন—ইন্দ্র বা বরুণ, যে কোন দেবের ভার্য্যাতে রমণ করিতে উদ্যত হইয়া দৃষ্টিপাত করেন, দেখেন—সেই সেই রমণীই

তামপাস্ত নমস্তাধ পুনরন্ত্যামধাস্বয়ৎ ।
তস্তাং তু মাতৃরূপং স প্রেক্ষ্য লজ্জামুপেয়িবান্ ॥
এবং বহুবীষু তদ্রূপং দৃষ্ট্বা মাতৃময়ং জগৎ ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য গান্ধেয়ো বৈরাগ্যমগমন্তদা ॥ ১২
স তু মাতৃরূপং জাহ্না প্রবৃত্তস্ত নিবর্ত্তনম্ ।
নিবার্য্যশ্চেদহং ভোগাৎ কিম্ পূর্ষং প্রবর্ত্তিতঃ
তন্মান্মাতৃরূপং সর্বং মম হস্তাশ্পদস্থিতি ।
লজ্জয়া পরয়া যুক্তো গোতমীমগমন্তদা ॥ ১৪
ইয়ঞ্চ মাতৃরূপা মে শৃণোতু মম ভাষিতম্ ।
ইতঃ স্ত্রীনামধেয়ং যন্মম মাতৃসমং মতম্ ॥ ১৫
এবং জাহ্না লোকনাথঃ পার্শ্বত্যা সহ শঙ্করঃ ।
পুত্রং নিবারয়ামাস বৃত্তমিত্যব্রবীদগুরুঃ ॥ ১৬

তাঁহার মাতা পার্শ্বতীর রূপে বিরাজমানা । কার্ত্তিকেয় যে রমণীর দিকেই দৃষ্টিপাত করেন, অমনি তাঁহার মাতাকে দেখিয়া নমস্কারান্তে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কোন রমণীকে আহ্বান করেন । সেই রমণীতেও তিনি তাঁহার মাতার মূর্ত্তিই দেখেন, অমনি লজ্জায় অবনত হইলেন । এইরূপে বহু স্ত্রীতেই তাঁহার মাতার মূর্ত্তি দেখিয়া এই জগৎসংসারই ষড়াননের মাতৃময় বলিয়া বোধ হইল । তখন তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল । ১১—১২। তিনি তখন ভোগপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি মাতারই রূপ বলিয়া বুঝিলেন; আবার ভাবিলেন, যদি মাতারই ইহা অভিপ্রেত, তাহা হইলে কি নিমিত্ত পূর্বে তিনি আমার ভোগপ্রবৃত্ত করিয়াছিলেন । অতএব মাতৃরূপ সমস্তই আমার পক্ষে হস্তাশ্পদ হইয়াছে । এই ভাবিয়া ষড়ানন তখন অতি লজ্জিতভাবে গোতমী নদীতে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, ইনি মাতৃরূপিনী, আমার কথা শ্রবণ করুন, এখন হইতে স্ত্রী-নামধেয় যে কিছু, সকলই আমার মাতৃসম । লোকনাথ শঙ্কর পুত্রের এইরূপ অভিপ্রায় জানিয়া পার্শ্বতী সহ আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিলেন । এবং বলিলেন,—“আর না যথেষ্ট হইয়াছে ।”

ততঃ সুরপতিঃ প্রীতঃ কিং দদামীতি চিন্তয়ন্ ।
কৃতাজলিপুটঃ স্বন্দঃ পিতরং পুনরববীৎ ॥ ১৭

স্বন্দ উবাচ ।

সেনাপতিঃ সুরপতিস্তব পুত্রোহহমিত্যপি ।
অনমেতেন দেবেশ কিং বরৈঃ সুরপূজিত ॥ ১৮
অথবা দাতুকামোহসি লোকানাং হিতকামায়া
যাচেহহং নান্ননা দেব তদহুজাতুমহসি ॥ ১৯
মহাপাতকিনঃ কেচিদ্ গুরুদারাভিগামিনঃ ।
অত্রাপ্রবনমাত্রেণ ধৌতপাপা ভবন্ত তে ॥ ২০
আপ্নবন্তুতমাং জাতিং তিৰ্যকোহপি সুরেশ্বরঃ
কুরুপো রূপসম্পত্তিমত্র স্নানাদবাপ্নয়াৎ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্থিতি তং শব্দুঃ প্রত্যনন্দং সুরৈরিতম্ ।
ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং কার্ত্তিকেয়মিতি শ্রুতম্ ॥
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্বকৃতফলপ্রদম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কুমারতীর্থবর্ণনং নামৈকাদশী-
তিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

এই বলিয়া পিতা দেবদেব প্রীত হইয়া
পুত্রকে কোন্ বর প্রদান করিবেন, এ
বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন
স্বন্দ কৃতাজলিপুটে পিতাকে কহিলেন,—
হে সুরপূজিত! আমি সেনাপতি হইয়া
সুরপতিরূপে বিরাজিত—বিশেষতঃ আপ-
নার আমি পুত্র, ইহাই আমার পক্ষে
যথেষ্ট। হে দেবেশ! আমার আর অন্য
বরে প্রয়োজন কি? অথবা আপনি যদি
একান্তই বরদান করিতে ইচ্ছা করিয়া
থাকেন; তাহা হইলে হে দেব! আমি
নিজের জন্ত নহে—জগতের হিতকামনায়
যাহা প্রার্থনা করি, আপনি তাহাতে অনু-
মোদন করুন। আমার প্রার্থনা এই যে,—
যাহারা গুরুপত্নী-গামী, মহাপাতকী, তাহারা
এই গোতমীজলে স্নানমাত্রেই ধৌতপাপ
হউক। হে সুরেশ্বর! এখানে স্নান
করিয়া তিৰ্যক্ জাতিরাও উচ্চজাতি প্রাপ্ত
হউক এবং অতি রূপসম্পত্তি লাভ করুক।
ব্রহ্মা বলিলেন,—শব্দু পুত্রের কথায় অনু-

দ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যৎ খ্যাতং কৃত্তিকাतीर्थं कार्तिकेयान्नसुखम् ।
तस्य श्रवणमात्रेण सोमपानफलं लभेत् ॥ ১
পুরা তারকনাশায় ভবরেতোহপিবৎ কবিঃ ।
রেতোহপিতঃ কবিং দৃষ্ট্বা ঋষিপত্ন্যোহস্পৃহন্ মুনে
সম্ভবীণামৃতস্নাতাঃ বজ্রযিহ্না ব্রহ্মকর্তীম্ ।
তানু গর্ভঃ সমভবৎ সটসু স্ত্রীসু তদাগ্নিতঃ ॥
তপ্যমানাস্ত শোভিষ্ঠা ঋতুস্নাতাস্ত তা মুনে ।
কিং কুৰ্ম্যঃ ক লুগচ্ছামঃ কিং কুৰ্ব্বা সুরকৃতং ভবেৎ
ইত্যুক্তা তা মিথো গঙ্গাং বাগ্ৰা গঙ্গা ব্যাপীড়য়ন্
তাতাস্তে নিঃস্রুতা গর্ভাঃ ফেনরূপাস্তদাস্তসি ॥

মোদনপূর্বক বলিলেন, “এবমস্ত।” তখন
হইতে সেই তীর্থ কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত
হইল। তথায় স্নান ও দান করিলে সমস্ত
যজ্ঞফল লাভ করা যায়। ১৩-২২।

একাদশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১।

দ্বাদশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কার্ত্তিকেয় তীর্থের অন-
ন্তর কৃত্তিকাতীর্থ বিখ্যাত। ঐ তীর্থে স্নান-
মাত্রেই সোমপানফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।
হে মুনে! পুরাকালে তারকনিষুদনের জন্ত
হতাশন ভগবান্ ভবের শুক্ল পান করেন।
অগ্নিকে তদবস্থ দেখিয়া ঋষিপত্নীরা তৎপ্রতি
স্পৃহাবতী হন। ঋতুস্নাতা অরুহতী ব্যতীত
অন্য সমস্ত ঋষিপত্নীরই তাহাতে স্পৃহা
হইয়াছিল। তখন ছয়টি ঋষিপত্নী অগ্নি
হইতে গর্ভধারণ করেন। হে মুনে!
ঋতুস্নাতা ঋষি-পত্নীরা সকলেই তপোনিষ্ঠা ও
বরিষ্ঠা ছিলেন। তাহারা গর্ভবতী হইয়া
ভাবিলেন,—আমরা কি করিব? কোথায়
যাইব? কি করিলে, আমাদের মঙ্গল
হইবে?” তাহারা পরস্পর এই বলিয়া
সকলেই বাগ্ৰভাবে গঙ্গাজলে প্রবিষ্ট হই-

অন্তসাং শ্বেকতাং প্রাপ্তা বায়ুনা সৰ্ব্ব এব হি ।
একরূপস্তদা তাভ্যঃ যগুথঃ সমজায়ত ॥ ১০
আবমিত্বা তু তান গৰ্ভানুষিপত্বো গৃহান যযুঃ
তাসাং বিকৃতরূপাণি দৃষ্ট্বা তে ঋষয়োহব্রুবন ॥
গম্যতাং গম্যতাং শীঘ্রং শ্বৈরী বৃতির্ন যুজ্যতে ।
স্রীণামিতি ততো বৎস নিরস্তাঃ পতিভিষ্চ তাঃ
ততো হুঃখঃ সমাবিষ্টাস্ত্যক্তাঃ স্বপতিভিষ্চ যট্ ।
তা দৃষ্ট্বা নারদঃ প্রাহ কার্ত্তিকেয়ো হরোত্তমবঃ ॥
গাঙ্গেয়োহগ্নিভবশ্চেতি বিখ্যাতস্তারকাস্তকঃ ।
তং যাস্ত নচিরাদেব শ্রীতো ভোগঃ প্রদাস্ততি ॥
দেবর্ষেবচনাদেব সমভ্যেত্য চ যগুথম্ ।
কৃত্তিকাঃ স্ময়মেবৈতদ্বথাবুদ্ধং ত্ববেদয়ন ॥ ১১
তাভ্যো বাক্যঃ কৃত্তিকাভাঃ কার্ত্তিকেয়োহব্রু-
মন্ত চ ।

লেন। তখন তাঁহাদের সমস্তেরই গুর্ভ
নির্গত হইয়া কোনরূপে জলোপরি ভাসিতে
লাগিল। বায়ুবশে সেই কেনপুঙ্খ একীভূত
হইলে তখন তাহা হইতে একরূপধর ষড়ানন
জন্মগ্রহণ করিলেন। ঋষিপত্নীরা গর্ভ ত্যাগ
করিয়াই গৃহে গেলেন। তাঁহাদের বিকৃত
রূপ দেখিয়া ঋষিগণ বলিলেন,—“দূর্ব
দূর্ব, শীঘ্র তোরা চলিয়া যা; স্রীলোকের
স্বৈচ্ছাচারিতা কখনই সমখন করা যায়
না।” হে বৎস নারদ! এইরূপে তখন
সেই ঋষি-পত্নীরা তাঁহাদের স্ব স্ব পতি
কর্ত্তক প্রত্যাখ্যাত হইলেন। তখন সেই
ছয় ঋষি-পত্নী একান্ত হুঃখাতিভূত হইলে,
নারদ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন,—
হরায়ুজ, কার্ত্তিকেয়, তারকাস্তক নামে
বিখ্যাত। তিনি গাঙ্গেয় এবং আগ্নেয়
বলিয়াও অভিহিত। আপনারা গিয়া তাঁহা-
রই শরণাপন্ন হউন। তিনি তুষ্ট হইয়া ইষ্ট
ফল প্রদান করিবেন। দেবর্ষি নারদের কথায়
তাঁহারা ষড়াননসমীপে সমাগত হইয়া
যথার্থ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কার্ত্তি-
কেয় কৃত্তিকাদিগের মুখে সেই সকল কথা
শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—আপনারা সকলে

গৌতমীং যাস্ত সৰ্ব্বাশ্চ স্নাত্বা পূজ্য মহেশ্বরম্ ॥
এয্যামি চাহং তত্রৈব যাস্তামি সুরমন্দিরম্ ।
তথৈত্যান্তা কৃত্তিকাশ্চ স্নাত্বা গঙ্গাঞ্চ গৌতমীম্
দেবেশ্বরঞ্চ সম্পূজ্য কার্ত্তিকেয়ানুশাসনাৎ ।
দেবেশ্বরপ্রসাদেন প্রযয়ুঃ সুরমন্দিরম্ ॥ ১৪
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং কৃত্তিকাতীর্থমুচ্যতে ।
কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকায়োগে তত্র যঃ স্নানমাচয়েৎ
সৰ্ব্বক্লতুফলং প্রাপ্য রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ ।
তত্তীর্থস্মরণং বাপি যঃ কৰোতি শৃণোতি চ ॥
সৰ্ব্বপাপবিনিশ্চুক্তো দীর্ঘমায়ুৰ্বাপ্নয়াৎ ॥ ১৬
ইতি শ্রীব্রাহ্মে কৃত্তিকাতীর্থবর্ণনং নাম
দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দশাশ্বমেধিকং তীর্থং তচ্ছৃণু মহামুনে ।
যস্মৈ শ্রবণমাত্রেণ হয়মেধফলং লভেৎ ॥ ১

গৌতমীতে গমন করুন এবং তথায় গিয়া
স্নানপূর্ব্বক মহেশ্বরের অর্চনায় নিরত হউন।
আমি সেইস্থানেই আসিব; পরে সুরমন্দিরে
গমন করিব। কৃত্তিকাগণ, কার্ত্তিকেয়ের
কথানুসারে গৌতমী গঙ্গায় গিয়া স্নান ও
মহেশ্বরের পূজা করিলেন। অনন্তর দেব-
দেবের প্রসাদে সুরমন্দিরে উপনীত হই-
লেন। তখন হইতে সেই তীর্থ কৌত্তিকাতীর্থ
নামে বিখ্যাত। কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকা-
নক্ষত্রযোগে যে জন তথায় স্নান করে,
তাঁহার সমস্ত যজ্ঞ-ফল লাভ হয় এবং সে
ধার্ম্মিক রাজা হইয়া থাকে। যে জন সেই
তীর্থের স্মরণ কিম্বা নাম শ্রবণ করে, তাঁহারও
সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্তি ও দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্তি
হয়। ৫—১৬।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮২ ।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মহামুনে! এক্ষণে
দশাশ্বমেধিক তীর্থের কথা শ্রবণ কর। ইহার

বিশ্বকৰ্ম্মসুতঃ স্রীমান্ বিশ্বরূপো মহাবলঃ ।
 তত্ৰাপি প্রথমঃ পুত্রস্তৎপুত্রো ভৌবনো বিহুঃ ॥
 পুরোধাঃ কশ্চপস্তত্ত্ব সৰ্বজ্ঞানবিশারদঃ ।
 তমপৃচ্ছন মহাবাহুবৌবনঃ সার্সভৌবনঃ ॥ ৩
 যক্ষ্যেহহং হয়মেধৈশ্চ যুগপদশভির্মুনে ।
 ইত্যপৃচ্ছদ্ গুরুং বিপ্রং ক যক্ষ্যামি সুরানিতি
 সৌহবদদেবযজনং তত্র তত্র নৃপোত্তম ।
 যত্র যত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাবর্তন্ত মহাক্রতুন্ ॥ ৫
 তত্রাতবমৃষিগণা আত্মি জ্যে মথমণ্ডলে ।
 যুগপদশ মেধানি প্রবৃত্তানি পুরোধসা ॥ ৬
 পূর্ণতাং নাযুস্তানি দৃষ্ট্বা চিন্তাপরো নৃপঃ ।
 বিহায় দেবযজনং পুনরন্তত্র তান্ ক্রতুন্ ॥ ৭
 উপাক্রামতথা তত্র বিহ্রদোষাস্তমায়যুঃ ।
 দৃষ্ট্বাপূর্ণাস্ততো যজ্ঞান্ রাজা গুরুমভাষত ॥ ৮
 রাজোবাচ ।

দেশদোষাৎ কালদোষান্মম দোষাস্তবাপি বা ।

অবগ মাতেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ।
 বিশ্বকৰ্ম্মার পুত্র স্রীমান্ বিশ্বরূপ, তৎপুত্র—
 প্রথম, এবং তৎপুত্র—ভৌবন । সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞ
 কশ্চপ ঐ ভৌবনের পুরোহিত ছিলেন ।
 ভৌবন সার্সভৌম হইয়া কশ্চপকে জিজ্ঞা-
 সিলেন,—হে মুনে! আমি যুগপৎ দশটি
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব; কিন্তু ঐ সকল যজ্ঞ আমি
 কোথায় করিব?—আপনি যজ্ঞস্থান নির্দেশ
 করুন । কশ্চপ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ
 পূৰ্ব পূৰ্ব কালে যে যে স্থানে মহাক্রতু সকল
 করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই দেব-
 যজন বিধেয় । তখন তাঁহারই নির্দিষ্ট স্থানে
 যজ্ঞারম্ভ হইল । বহু ঋষি, ঋষিক-কর্মে
 নিযুক্ত হইলেন । পুরোহিতের প্রেরণায়
 যুগপৎ দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞই প্রবৃত্ত হইল ।
 কিন্তু ঐ সকল যজ্ঞ কিছুতেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত
 হইল না । তদর্শনে রাজা চিন্তিত হইয়া
 সেস্থান পরিত্যাগপূৰ্বক অন্তত্র মহাযজ্ঞ সকল
 আরম্ভ করিলেন । কিন্তু সেখানেও বহু বিঘ্ন
 উপস্থিত হইল । তখন রাজা তাঁহার অমু-
 ঠিত যজ্ঞগুলি অপূর্ণ দেখিয়া পুরোহিতকে

পূর্ণতাং নাপ্নুবন্তি স্ম দশ মেধানি বাজিনঃ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ ।

ততশ্চ হুংখিতো রাজা কশ্চপেন পুরোধসা ।
 গীম্পতেভ্রাতিরং জ্যেষ্ঠং গহ্না সংবর্তয়ুচতুঃ ॥ ১০
 কশ্চপভৌবনাবচতুঃ ।

ভগবন্ যুগপৎকার্য্যাণ্যশ্বমেধানি মানদ ।

দশ সম্পূর্ণতাং যাস্তি তং দেশং তং গুরুং বদ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো ধ্যাহা ঋষিশ্রেষ্ঠঃ সংবর্তো ভৌবনঃ তদা
 অববীদগচ্ছ ব্রহ্মাণং গুরুং দেশং বদিষ্যতি ॥
 ভৌবনোহপি মহাপ্রাজ্ঞঃ কশ্চপেন মহান্মনা ।
 আগত্য মামববীচ্চ গুরুং দেশাদিকঞ্চ যৎ ॥ ১১
 ততোহহমব্রবং পুত্র ভৌবনঃ কশ্চপঃ তথা ।
 গোতমীং গচ্ছ রাজেন্দ্র স দেশং ক্রতুপুণ্যবান্
 অয়মেব গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ কশ্চপো বেদপারগঃ ।

বলিলেন,—আমার এই দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ
 —দেশ, কাল, কিহা আপনার বা আমার
 দোষেই পূর্ণ হইতেছে না । ব্রহ্মা বলিলেন,
 তখন রাজা ও পুরোহিত হুংখিত হইয়া
 বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বর্তের নিকট
 গমনপূৰ্বক বলিলেন,—ভগবন! আমরা
 যুগপৎ দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব ।
 ঐ সকল যজ্ঞ যথায় অনুষ্ঠিত হইলে
 সুসম্পূর্ণ হয়, আপনি সেই দেশ ও
 তাহার যোগ্য গুরু নির্দেশ করিয়া
 দিউন । ১—১১ । ব্রহ্মা বলিলেন,—ঋষিশ্রেষ্ঠ
 সম্বর্তক তখন ধ্যান করিয়া ভৌবনকে
 বলিলেন,—যাও গুরু ব্রহ্মার নিকটে
 যাও; তিনি তোমাদের যজ্ঞীয় দেশ নির্দেশ
 করিয়া দিবেন । তখন মহাপ্রাজ্ঞ ভৌবন
 মহাত্মা কশ্চপের সহিত আগমনপূৰ্বক
 আমার নিকট গুরু ও যজ্ঞীয় দেশের
 বিষয় জিজ্ঞাসিলেন । অনন্তর হে পুত্র!
 আমি সেই ভৌবন ও কশ্চপকে বলি-
 লাম;—হে রাজেন্দ্র, ও হে মুনীন্দ্র!
 তোমরা গোতমীতে গমন কর । সেই
 স্থানই যজ্ঞপুণ্যে পরিপূর্ণ । আর পৃথক্

গুরোরশ্চ প্রসাদেন গৌতম্যাশ্চ প্রসাদতঃ ॥
 একেন হয়মেধেন তত্র স্নানেন বা পুনঃ ।
 সেৎশ্চি তত্র বজ্রাশ্চ দশ মেধানি বাজিনঃ ॥
 তক্ষুয়া ভৌবনো রাজা গৌতমীতীরমভ্যাগাৎ
 কণ্ঠপেন সহায়েন হয়মেধায় দৌকিতঃ ॥ ১৭
 ততঃ প্রবৃত্তে যজ্ঞেশে হয়মেধে মহাক্রতো ।
 সম্পূর্ণে তু তদা রাজা পৃথিবীং দাতুমুদ্যতঃ ॥ ১৮
 ততোহস্তরিঞ্জে বাণ্ডৈচ্চকুবাচ নৃপসত্তমম্ ।
 পূজয়িত্বা স্থিতং বিপ্রানুহিজোহধ সদম্পতীন ॥
 আকাশবাণুবাচ ।
 পুরোধসে কণ্ঠপায় সশৈলবনকাননাম্ ।
 পৃথিবীং দাতুকামেন দত্তং সৰ্বং ত্বয়া নৃপঃ ॥ ২০
 ভূমিদানম্পৃহাং ত্যক্ত্বা অন্নং দেহি মহাকলম্ ।
 নান্নদানসমং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥
 বিশেষতঃ গঙ্গায়াঃ শ্রদ্ধয়া পুলিনে যুনে ।

গুরুর আবশ্যক নাই। এই বেদপারগ
 কণ্ঠপই তোমার শ্রেষ্ঠ গুরু। এই গুরুর
 অনুগ্রহে এবং গৌতমী গঙ্গার প্রসাদে
 তথায় তোমার একটি অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত
 হইলেই দশাশ্বমেধ পরিপূর্ণ হইবে। রাজা
 ভৌবন তৎপ্রবণে কণ্ঠপসহ গৌতমীতীরে
 গমন করিলেন এবং তথায় গিয়া অশ্ব-
 মেধে দৌকিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞ-
 রাজ হয়মেধ আরম্ভ হইল এবং যথাকালে
 পূর্ণ হইল। তখন রাজা পৃথিবীদানে
 সমুদ্যত হইলেন। এই সময় এক আকাশ-
 বাণী সমুখিত হইয়া রাজাকে এবং ঋত্বিক
 ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সভাসদদিগকে সম্বাদিত
 করিয়া সসম্মানে বলিল,—হে নৃপ! আপনি
 যে আপনার পুরোহিত কণ্ঠপকে এই
 স-শৈল-বন-কাননা পৃথিবী দানে ইচ্ছা
 করিয়াছেন, ইহাতেই আপনার সমস্ত
 প্রদত্ত হইয়াছে। পরন্তু আপনি ভূমিদান-
 ম্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া মহাকলজনক
 অন্ন দান করুন। ত্রিলোকমধ্যে—বিশে-
 ষতঃ এই গঙ্গা-পুলিনে অন্নদান সমান
 পুণ্য নাই। অন্ধার সহিত অন্নদানে যে

ত্বয়া তু হয়মেধোহয়ং কৃতঃ সবহদক্ষিণঃ ॥
 কৃতকৃত্যোহসি ভদ্রস্তে নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তথাপি দাতুকামং তং মহী প্রোবাচ ভৌবনম্
 পৃথিব্যুবাচ ।
 বিশ্বকর্ষজ সার্কভৌম মা মাং দেহি পুনঃপুনঃ ।
 নিমজ্জেহং সলিলস্ত মধো তস্মান্ন দীঘতাম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততশ্চ ভৌবনো ভীতঃ কিং দেয়মিতি চাত্রবীৎ
 পুনশ্চোবাচ সা পৃথ্বী ভৌবনং ব্রাহ্মণৈর্নর্তম্ ॥
 ভূম্যুবাচ ।
 তিলা গাবো ধনং ধাত্ত্বং যৎকিঞ্চিদ্গৌতমীতটে
 সৰ্বং তদক্ষয়ং দানং কিং মাং ভৌবন দান্তসি
 গঙ্গাতীরং সমাশ্রিত্য গ্রাসমেকং দদাতি যঃ ।
 তেনাহং সকল্য দত্তা কিং মাং ভৌবন দান্তসি

কি অসীম পুণ্য হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।
 আপনি এই ব্রহ্মদক্ষিণায়িত অশ্বমেধ
 যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়াছেন—করিয়া কৃত-
 কৃত্য হইয়াছেন। আপনার মঙ্গললাভ
 নিশ্চিতই। ব্রহ্মা বলিলেন,—এরূপ
 আকাশবাণীর পরও রাজা মহীদানে
 প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহী স্বয়ং তাঁহাকে
 বলিলেন,—হে বিশ্বকর্ষনুত সার্কভৌম!
 আমায় আপনি দান করিবেন না। আমি
 সলিলাভ্যস্তরে নিমগ্ন হইব, স্নাতরাং
 আপনি এই দানকার্য্য হইতে নিবৃত্ত
 হউন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভৌবন তখন
 ভীত হইয়া “কি দিব” এই কথা বলি-
 লেন। তখন পৃথ্বী তাঁহাকে পুনরাধ
 ব্রাহ্মণগণসমক্ষে বলিলেন,—হে ভৌবন!
 এই গৌতমীতটে তিল, গো, ধন, ধাত্ত্ব,
 বা অন্ত যে কিছু বস্তু প্রদত্ত হউক,
 সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে; স্নাতরাং
 কেন তুমি আমায় দান করিতেছ? এই
 গঙ্গাতীরে আসিয়া যে জন একটি মাত্র
 গ্রাস দান করে, তৎকর্তৃক আমি সম্পূর্ণ-
 রূপেই প্রদত্ত হই। অতএব আমাকে

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্ববো বচনং ব্রহ্মা ভৌবনঃ সার্কভৌবনঃ ।
তথৈতি মহা বিপ্রৈভ্যো হরং প্রদাদংসু বিস্তরম্ ।
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং দশাশ্বমেধিকং বিহুঃ ।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং জ্ঞানাদবাধ্যতে ॥ ২৯

ইতি ত্রিবাঞ্চে দশাশ্বমেধতীর্থবর্ণনং নাম
ত্ৰ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

—

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পৈশাচং তীর্থমপরং পূজিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
তন্ত স্বরূপং বক্ষ্যামি গোতম্যা দক্ষিণে তটে ॥
গিরির্ব্রহ্মগিরেঃ পার্শ্বে অঙ্গনো নাম নারদ ।
তস্মিন্ শৈলে মুনিবর শাপভ্রষ্টা বরাপ্সরা ॥ ২
অঙ্গনা নাম তত্রাসীদুত্তমাজ্জেন বানরী ।
কেশরী নাম তদ্বর্তা অদ্রিকোতি তথাপরা ॥ ৩

আর কেন দান করিবেন? ব্রহ্মা বলিলেন, সার্কভৌম ভৌবন পৃথিবীর সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন এবং ব্রাহ্মদিগকে প্রচুর অন্ন দান করিলেন। তখন হইতে সেই তীর্থ দশাশ্বমেধিক নামে নিরূপিত। সেই তীর্থে জ্ঞান করিলে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞেব ফল লাভ করা যায়। ১২—২৯।

ত্ৰ্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৩ ।

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অপর তীর্থ পৈশাচ; ইহা ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক পূজিত। গোতমীর দক্ষিণতট-স্থিত ঐ তীর্থের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি। হে নারদ! ব্রহ্মগিরির পার্শ্বে অঙ্গন নামে এক গিরি আছে। অঙ্গনা নামে এক প্রধান অপ্সরা শাপভ্রষ্টা হইয়া ঐ অঙ্গন-শৈলে বাস করিত। উহার উত্তমাজ্জ দেখিলে

সাপি কেশরিণো ভার্যা শাপভ্রষ্টা বরাপ্সরা ।
উত্তমাজ্জেন মার্জারী সাপ্যাস্তেহঙ্গনপর্কতে ॥
দক্ষিণার্ণবমভ্যাগাৎ কেশরী লোকবিজ্ঞতঃ ।
এতস্মিন্নস্তরেহগন্ত্যাহঙ্গনং পর্কতমভ্যাগাৎ ॥
অঙ্গনা চাদ্রিকা চৈব অগস্ত্যমৃষিসন্তমম্ ।
পূজয়ামাসতুরুভে যথাস্থায়ং যথাস্থপম্ ॥ ৫
ততঃ প্রসন্নো ভগবানাহোভে ত্রিযতাং বরঃ ।
তে আহতুরুচ্ছগস্ত্যং পুত্রৌ দেহি মুনীশ্বর ॥
সর্কভৈভ্যো বলিনৌ শ্রেষ্ঠৌ সর্কলোকোপকরকৌ
তথৈতু্যকু মুনিশ্রেষ্ঠৌ জগামাশাং স দক্ষিণাম্
ততঃ কদাচিত্তে কালে অঙ্গনা চাদ্রিকা তথা ।
গীতং নৃত্যঞ্চ হাস্তঞ্চ কুর্কতো গিরিমূর্ধনি ॥ ৯
বায়ুশ্চ নিষ্কান্তিশ্চাপি তে দৃষ্টৌ সস্মিতৌ সুরৌ
কামাক্রান্তধিষৌ চোভৌ তদা সত্বরমীয়তুঃ ॥ ১০
ভার্যো ভবেতামুভয়োরাবাং দেবৌ বরপ্রদৌ

উহাকে বানরী বলিয়া বোধ হইত, উহার ভর্তার নাম কেশরী। ঐ কেশরীর অপর ভার্যার নাম অদ্রিকা। অদ্রিকা শাপভ্রষ্টা বরাপ্সরা; উহার উত্তমাজ্জ মার্জারীর স্থায় ছিল। কেশরীর এই ভার্যাও সেই অঙ্গন শৈলে বাস করিত। একদা প্রখ্যাত-নামা কেশরী দক্ষিণার্ণবে গমন করে। ঐ সময় অগস্ত্য অঙ্গন পর্কতে আগমন করেন। তখন অঙ্গনা ও অদ্রিকা ঋষি-সন্তম অগস্ত্যকে যথাবিধি পূজা করিল। ঋষি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তোমরা বর গ্রহণ কর। তাহারা বলিল,—হে মুনীশ্বর! সর্কপেক্ষা প্রবল ও সর্কলোকের হিতৈষী হইয়া পুত্র আমাদিগকে দান করুন। মুনি-শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য তাহাদের প্রার্থনায় ‘তথা’ বলিয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন। ১—৮। অনন্তর কোন এক সময় অঙ্গনা ও অদ্রিকা পর্কতোপরি নৃত্য গীত ও হাস্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন বায়ু এবং নিষ্কান্তি তাহাদিগকে ‘দেখিয়া মহাস্ত-আস্তে কামা-ক্রান্তমনে সত্বর তাহাদের সমীপে আগমন করেন এবং বলেন,—আমরা বরপ্রদ

তে অপূচতুরশ্বেতদ্রেমাতে গিরিমূর্ধনি ॥ ১১
অঙ্কনায়াং তথা বায়োহনুমান সমজায়ত ।
অদ্রিকায়াঞ্চ নিখাতিৈরজির্নাম পিশাচরাট্ ॥ ১২
পুনশ্চে আহতুরুভে পুত্রৌ জাতৌ মুনের্বরাৎ
আবয়ৌবিকৃতং রূপমুত্তমাজ্জেন দূষিতম্ ॥ ১৩
শাপাচ্ছচীপতেহুত্র গুবামাজ্জাতুমহংধঃ ।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বায়ুশ্চ নিখাতিস্থবা ॥ ১৪
গৌতম্যাঃ শ্রানদানাভ্যাং শাপমোক্শে

ভবিষ্যতি ।

ইত্যুচ্চা তাবুভৌ প্রীতৌ তত্রৈবাস্তরধীয়তাম্
ততোহঙ্কনাং সমাদায় অদ্রিঃ পৈশাচমূর্ত্তিমান্ ।
ভ্রাতৃহনুমতঃ প্রীতৌ শ্রাপয়ামাস মাতরম্ ॥ ১৬
তথৈব হনুমান্ গঙ্গামাদার্যজিমতিহরন্ ।
মার্জ্জাররূপিণীং নীহা গৌতম্যাস্তীরমাশুবান্ ॥

দেবতা, তোমরা উভয়ে আমাদিগের ভাষা
হও । তাহারা বলিল,—‘তথাস্ত’ এই
বলিয়া তাহারা উভয়ে তখন উভয়ের সহিত
রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল । অনন্তর অঙ্কনার
গর্ভে বায়ু হইতে হনুমান্ উৎপন্ন হইল
এবং নিখাতি-হইতে অদ্রিকার গর্ভে অদ্রি
নামে এক পিশাচপ্রবর জন্মিল । অনন্তর
তাহারা উভয়ে পুনরায় বলিল,—মুনির
বরপ্রভাবে আপনাদের উভয় হইতে
আমাদের দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল । পরন্তু
শচীপতির শাপে আমাদের রূপ মস্তকাব-
চ্ছেদে বিকৃত ও দূষিত হইয়াছে । আপনারা
আমাদের সেই দোষ-ক্ষালন বিষয়ে আজ্ঞা
প্রদান করুন । তখন বায়ু এবং নিখাতি
প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তোমরা গৌতমী-
তীরে গমন কর । সেখানে শ্রান দান
করিলেই শাপ হইতে মুক্ত হইবে । এই
কথা কহিয়া তাঁহারা প্রীতচিত্তে অস্তহিত
হইলেন । অনন্তর পৈশাচমূর্ত্তি অদ্রি, ভ্রাতা
হনুমানের প্রীতির জন্য বিমাতা অঙ্কনাকে
লইয়া গিয়া গৌতমীজলে শ্রান করাইল ।
এইরূপ হনুমান্ও স্বীয় বিমাতা মার্জ্জাররূপিণী
অদ্রিকাকে লইয়া গৌতমী-তীরে উপনীত

ততঃ প্রভৃতি তদ্বীৰ্ঘং পৈশাচং চাঙ্কনং তথা ।
ব্রহ্মণো গিরিমাশাত সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ১৮
যোজনানাং ত্রিপঞ্চাশমার্জ্জারং পূর্বতো ভবেৎ
মার্জ্জারসংজিতাত্মাকনুমন্তং বৃষাকপিম্ ॥ ১৯
কেনাসঙ্গমমাখ্যাতং সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ।
তন্তু স্বরূপং ব্যাষ্টিশ্চ তত্রৈব প্রোচ্যতে শুভা ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পৈশাচতীর্থবর্ণনঃ
নাম চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ক্ষুধাতীর্থমিতি খ্যাতং শৃণু নারদ তন্মনাঃ ।
কথ্যমানং মহাপুণ্যং সৰ্বকামপ্রদং নৃণাম্ ॥ ১
ঋষিরাসীৎ পুরা কথন্তপস্বী বেদবিস্তমঃ ।
পরিভ্রমন্নাত্মমাণি ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ ॥ ২

হইল । তখন হইতে সেই তীর্থ পৈশাচ
এবং আঙ্কন এই উভয় নামেই পরিচিত ।
সর্ব-কাম-প্রদ ব্রহ্মগিরি হইতে আরম্ভ
করিয়া পূর্বদিকে ত্রিপঞ্চাশৎ যোজন যাবৎ
স্থান মার্জ্জার এবং তৎপরবর্তী স্থান হনুমান্
সংজ্ঞায় অভিহিত । গৌতমী নদীর ঐ
উভয় স্থানের কেনা-সঙ্গম স্থান সর্ব-কাম-
প্রদ এবং মঙ্গলাবহ । এই স্থানের প্রকৃত
রূপ ও বিবরণ তখন হইতেই শুভ নামে
নিরূপিত ॥ ১—২ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৪ ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে নারদ ! বিখ্যাত
ক্ষুধাতীর্থের কথা শ্রবণ কর । এই তীর্থ
নরগণের পক্ষে মহাপুণ্য ও সর্বকামপ্রদ ।
পুরাকালে কথনামে বেদবিদ্বজ্জ্ঞ তপস্বী ঋষি
ছিলেন । তিনি ক্ষুধাতুর হইয়া বহু আশ্রম
পরিভ্রমণ করত অন্নপানীয় দ্বারা সন্তুষ্ট

ক্ষুধে! তোমায়ও আমার নমস্কার। হে
 পুণ্যাত্মাদিগের শান্তিকুপিণি গঙ্গে! এবং
 হে দুঃখাত্মাদিগের ক্রোধকুপিণি ক্ষুধে!
 তোমাদের একজন সরিদাকারে সকলের
 পাপতাপহারিণী এবং অপরজন ক্ষুধারূপে
 সকলেরই পাপ-তাপপ্রদায়িনী। তোমাদের
 উভয়েকেই আমার নমস্কার। হে শ্রেয়স্করি!
 পাপনাশিনি! শান্তিকরি! দারিদ্র্যহারিণি!
 গঙ্গে দেবি! তোমাকে আমার বারম্বার
 নমস্কার। ১—১০। ব্রহ্মা বলিলেন, কথ
 মুনি এইরূপ স্তব করিলে, উভয়েই তখন
 তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। উহাদের
 একজন মনোহারিণী গঙ্গা, অপরজন ভীষণা-
 কৃতি ক্ষুধা। তৎকালে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ
 ক্রতাজ্জলি হইয়া নমস্কারপূর্বক বলিলেন, হে
 সকল মঙ্গল মাকুল্যো! ত্র্যম্বক! মাহেশ্বর!
 বৈষ্ণবি! ত্র্যম্বকে! দেবি,—গোদাবরি!
 তোমায় নমস্কার করি। তুমি ত্র্যম্বকের জটা-
 জুট হইতে জন্মিয়া গোতমের পাপ হরণ
 করিয়াছ, এবং সপ্তধারীয়া বিভক্ত হইয়া
 সাগরাভিমুখে চলিয়াছ, হে গোদাবরি!
 তোমায় আমার নমস্কার। অপিচ সমস্ত

দুঃখলোভময়ী দেবি ক্ষুধে তুভ্যং নমো নমঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তৎকথবচনং ব্রহ্মা সুপ্রীতে আহতুর্বিজম ॥ ১৫

গঙ্গাক্ষুধে উচতুঃ ।

অভীষ্টং বদ কল্যাণ বরান্ বরয় সুব্রত ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রোবাচ প্রণতো গঙ্গাঃ কথং ক্ষুধাং যথাক্রমম্

কথ উবাচ ।

দেহি দেবি মনোজ্ঞানি কামানি বিভবং মম ।

আয়ুর্নিত্যঞ্চ ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ গঙ্গায়ে প্রযচ্ছ মে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তা গোতমীঃ গঙ্গাঃ ক্ষুধাং চাহ দ্বিজোত্তমঃ

কথ উবাচ ।

ময়ি মদ্বংশজং চাপি ক্ষুধে তুভ্যং দরিত্রিণি ।

যাহি পাপতরে রুক্ষে ন ভূয়ান্নং কলাচন ॥ ২০

স্তবেনানেন যে বৈ ভ্রাতৃঃ স্তবন্তি ক্ষুধয়াতুরাঃ ।

তেষাং দারিদ্র্যদুঃখানি ন ভবেগুর্বরোহপরঃ ॥

পান্দিগের পাপরূপিণি! ধর্ম, কাম ও অর্থধ্বংসিনি, দুঃখ ও লোভময়ি! ক্ষুধে, দেবি! তোমাকেও আমি নমস্কার করি। ব্রহ্মা বলিলেন, দ্বিজবর কথের কথা শুনিয়া গঙ্গা ও ক্ষুধা উভয়েই তখন প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে সুব্রত, কল্যাণ! তোমার অভীষ্ট কি, তাহা বল। ব্রহ্মা কহিলেন, কথ প্রণত হইয়া তখন গঙ্গা ও ক্ষুধাকে যথাক্রমে বলিলেন, হে দেবি গঙ্গা! আপনি আমাকে মনোজ্ঞ কাম্য বস্তু, অপার বৈভব, আয়ু, বিত্ত ও ভুক্তি-মুক্তি দান করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, দ্বিজোত্তম কথ গোতমী গঙ্গার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পরে ক্ষুধাকে বলিলেন,—হে পাপতরে! রুক্ষরূপিণি! দারিদ্র্যদায়িনি! তৃকাজননি! ক্ষুধে! তুমি আমাতে কিছা মদীয় বংশধরগণে কদাচ অবস্থান করিও না এবং মৎকৃত এই স্তব দ্বারা যে সকল ক্ষুধাতুর ব্যক্তি তোমার স্তব করিবে, তাহাদের যেন দারিদ্র্যদুঃখ হয় না।

অগ্নিংস্তীর্থে মহাপুণ্যে জ্ঞানদানজপাদিকম্ ।

যে কুর্কন্তি নরা ভক্ত্যা লক্ষ্মীভাজো ভবন্ত তে

যদ্বিদং পঠতে স্তোত্রং তীর্থে বা যদি বা গৃহে ।

তস্ত দারিদ্র্যদুঃখেভ্যো ন ভয়ং স্তাদ্বরোহপরঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্থিতি চোক্তা তে কথং যাতে স্বমালয়ম্ ।

ততঃ প্রভৃতি তন্তুীর্থং কাথং গাঙ্গং ক্ষুধাভিধম্

সর্বপাপহরং বৎস পিতৃণাং প্রীতিবর্জনম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ক্ষুধাভীর্থবর্ণনং

নাম পঞ্চাশীতিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অস্তি ব্রহ্মান্ মহাতীর্থং চক্রতীর্থমিতি শ্রুতম্ ।

তত্র জ্ঞানাররো ভক্ত্যা হরেন্লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

একাদশাঙ্ক শুক্রায়ামুপোষা পৃথিবীপতে ।

আর এক কথা—যাহারা এই মহাপুণ্য তীর্থে ভক্তিভরে জ্ঞান, দান, কিছা জপাদি করিবে, তাহারাও লক্ষ্মীভাগী হইবে। যদি কোন ব্যক্তি তীর্থে কিছা গৃহে বাসিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, দারিদ্র্য এবং দুঃখরাশি হইতে তাহার কোনই ভয় হইবে না; ইহাই আমার অন্ততম বরপ্রার্থনা। ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গা এবং ক্ষুধা কথের প্রার্থনায় স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন হইতে সেই তীর্থ কাথ, গাঙ্গ অথবা ক্ষুধা নামে অভিহিত। হে বৎস! এই সর্ব পাপহর তীর্থ পিতৃগণের একান্তই প্রীতিপ্রদ। ১১—২৫।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৫ ।

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! চক্রতীর্থ নামে এক বিখ্যাত মহাতীর্থ আছে, তথায় ভক্তিপূর্বক জ্ঞান করিলে নর বিহুলোক

গণিকাসঙ্গমে স্নাত্বা প্রাপ্ন যাদক্ষয়ং পদম্ ॥২
 পুরা তত্র যথা বৃত্তং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ।
 আসীদ্বিশ্বধরো নাম বৈশ্ণো বহুধনাবিতঃ ॥ ৩
 উত্তরে বয়সি শ্রেষ্ঠস্তস্য পুত্রোহভবদৃষে ।
 গুণবান্ রূপসম্পন্নো বিলাসী শুভদর্শনঃ ॥ ৪
 প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়ঃ পুত্রঃ কালে পঞ্চম্যাগতঃ
 তথা দৃষ্ট্বা তু তং পুত্রং দম্পতী হৃৎখণ্ডিতো ॥৫
 কুর্ক্সাতে স্য তদা তেন সর্হেব মরণে মতিম্ ।
 হা পুত্র হস্ত কালেন পাপেন সুহ্মরাগ্ননা ॥ ৬
 যৌবনে বর্তমানোহপি নীতোহসি গুণসাগর ।
 অব্যয়োচ্চ তথৈব হং প্রাণেভ্যোহপি সুদুর্লভঃ
 ইখন্তু কদিতং শ্রুত্বা দম্পত্যোঃ কক্ৰণঃ যমঃ ।
 ত্যক্তা নিজপুরং তুণং রূপয়াবিষ্টমানসঃ ॥ ৮
 গোদাবর্যাঃ শুভে তীরে স্থিতো ধ্যায়ন জনাৰ্দ্দনম্
 অপি স্থলেন কালেন প্রজা বৃদ্ধাঃ সমস্ততঃ ॥ ৯

প্রাপ্ত হয়। 'শুক্লা একাদশীতে উপবাস
 করিয়া নর গণিকাসঙ্গমে স্নান করিলে অক্ষয়
 পদ লাভ করিতে পারে। পুরাকালে এই
 তীর্থ সম্বন্ধে যে রূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা
 কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাচীনকালে বিশ্ব-
 ধর নামে এক বহুধনসম্পন্ন বৈশ্ণ ছিল।
 তাহার বৃদ্ধ-বয়সে এক পুত্রসন্তান উৎপন্ন
 হয়। ঐ পুত্র রূপবান্, গুণবান্, বিলাসবান্
 ও প্রিয়দর্শন ছিল। কালক্রমে বিশ্বধরের
 সেই প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়পুত্র মৃত্যুমুখে
 পতিত হইল। তদর্শনে বৈশ্ণদম্পতি হৃৎখ-
 ণ্ডিত হইয়া সেই পুত্রের সহিতই মরণে
 কৃতনিশ্চয় হইল। তাহার আর্তস্বরে
 বলিতে লাগিল,—হা পুত্র! হা গুণসাগর!
 তুমি আমাদের প্রাণাপেক্ষাও দুর্লভ বস্তু
 ছিলে, হুয়ায় পাপাচ্ছ কাল তোমায়
 যৌবনকালেই অপহরণ করিল! যমরাজ
 দম্পতির তথাবিধ কক্ৰণ রোদন শ্রবণ করিয়া
 রূপাকুলমনে সেই মৃতপুত্র পরিত্যাগপূর্বক
 নিজ মিকেতনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর
 তিনি গোদাবরীর রম্য তীরে বসিয়া জনা-
 র্দনকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন

ইয়তা ইতি মে পৃথ্বী কথ্যতাং কেন পুরিতা ।
 ন কশ্চিন্ম্রিয়তে জন্তুভারাক্রান্তা বসুন্ধরা ॥১০
 ততো দেবী গতা তুণং বসুধা মুনিসত্তম ।
 যত্রাস্তি সুরসংযুক্তঃ শক্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
 দৃষ্ট্বা বসুন্ধরামিল্লঃ প্রণিপত্যোদমববীৎ ॥ ১১
 ইন্দ্র উবাচ ।

কিমাগমনকায্যং ত ইতি মে পৃথ্বী কথ্যতান্
 ধরোবাচ ।
 ভারেণ গুরুণা শক্র পীড়িতাহং বিনা বধম্ ।
 কারণং প্রষ্টুমায়াতা কিমিদং কথ্যতাং মম ॥১৩
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা মহোবাক্যমিল্লো বচনমববীৎ ॥ ১৪
 ইন্দ্র উবাচ ।
 কারণং যদি নাম স্ম্যাক্তদানীং জায়তে ময়া ।
 সুরাণাং হি পতিষ্মাদহং সর্মাশু মেদিনি ॥১৫
 ব্রহ্মোবাচ ।

অথ পৃথ্বী তদা বাক্যং শ্রুত্বা চাহ শচীপতিম্ ।

অতি অল্পকাল মধ্যেই পৃথিবীস্থ প্রজাসকল
 বুদ্ধি পাইতে লাগিল। পৃথ্বী ভাবিলেন,—
 তাই ত, কে আমায় এত প্রজা দিয়া পুরণ
 করিল? প্রকৃতই তখন কোন জীব মৃত্যু-
 গ্রস্ত হইল না। বসুধা ভারাক্রান্ত হইয়া
 পড়িলেন। হে মুনিবর! তৎকালে অরি-
 ন্দম ইন্দ্র যথায় সুরগণসহ বিরাজ করিতে-
 ছেন, ভারাক্রান্ত বসুধা দেবী সত্তর তথায় গমন
 করিলেন। ইন্দ্র বসুধাকে দোখিয়া প্রণিপাত-
 পূর্বক বলিলেন,—হে পৃথ্বী দেবি! বলুন—
 আপনার আগমনকারণ কি? বসুধা
 বলিলেন,—হে ইন্দ্র! প্রজার মৃত্যু নাই,
 কাজেই আমি গুরুভার পীড়িত হইয়াছি।
 কেন এমন হইল তাহার কারণ জানিবার
 জন্ত আমি আসিয়াছি; ইহা কি আমায় বল।
 ১-১৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র বসুধার ঈদৃশ
 কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন;—এ বিষয়ে
 যে কারণ ঘটিয়াছে, তাহা আমি পূর্বেই পরি-
 জ্ঞাত হইয়াছি। হে মেদিনি! আমি সুর-
 গণের পতি, সুরাঃ কোন বিষয়ই আমার

যম আদিষ্ঠতাঃ তর্হি যথা সহরতে প্রজাঃ ॥১৬

ইতি ঋত্বা বচো মহা আদিষ্ঠাঃ সিদ্ধকিন্নরাঃ ।

যমস্মানমুনে শীঘ্রং অহেল্লেন মহামুনে ॥ ১৭

ততস্তে সত্বরং যাতাঃ সর্কে বৈবস্বতঃ পুরম্ ।

নৈবাপশ্বন যমঃ তত্র তে সিদ্ধাঃ সহ কিন্নরৈঃ ॥

তথাগত্য পুনর্বৈগাধার্তা শক্রে নিবেদিতা ॥১৮

সিদ্ধকিন্নরা উচুঃ ॥

যমো যমপুরে নাথ অস্মাভির্নাবলোকিতঃ ।

মহতাপি সূযত্বেন বীক্ষ্যমাণঃ সমস্তঃ ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি ঋত্বা বচস্তেমাঃ পৃষ্ঠেঃ শক্রেণ বৈ তদা ।

সবিতা স পিতা তস্মা যমঃ কৃত্বাস্ত ইত্যথ ॥ ২০

সূর্য্য উবাচ ।

শক্রে গোদাবরীতীরে কৃতান্তো বর্ততেহধুনা ।

চরংস্তত্র তপস্বীত্রং ন জানে কিং হু কারণম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি ঋত্বা বচো ভানোঃ শক্রেঃ শঙ্কামুপাविशं

অগোচর নহে। ব্রহ্মা বলিলেন,—পৃথ্বী
ইন্দ্রের কথা শুনিয়া তখন তাহাকে বলিলেন,
তাহা হইলে যম যাহাতে প্রজা-সংহার করেন,
তাপনি একরূপ আদেশ প্রচার করুন! হে
মুনিবর! বসুধার অনুরোধবাক্য শ্রবণ
করিয়া সুরপতি তখন সহর যমকে আনিবার
জন্তু সিদ্ধ ও কিন্নরদিগকে আদেশ করি-
লেন। অনন্তর তাহার অতি শীঘ্র যম-পুরে
উপস্থিত হইল; কিন্তু যমকে দেখিতে
পাইল না। তখন সিদ্ধ কিন্নরেরা ফিরিয়া
আসিয়া ইন্দ্রকে নিবেদন করিল, হে সুরনাথ!
আমরা যম-পুরে গিয়া বিশেষ অনুসন্ধান
করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু যমকে দেখিতে পাই-
লাম না। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র তাহাদের কথা
শুনিয়া যমপিতা সবিতার নিকট ‘যম কোথায়
আছেন?’ জিজ্ঞাসা করিলেন। সবিতা
বলিলেন,—হে শক্রে! কৃতান্ত অধুনা গোদা-
বরীতীরে গিয়া তীব্র তপস্বী করিতেছে,
তাহার এই তপস্বীর কারণ কি, তাহা আমি
জানি না। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভাস্কর এই

শক্রে উবাচ ।

অহো কষ্টং মহাকষ্টং নষ্টো মে সুরনাথতা ।

গোদাবরীয়াং তপঃ কুর্যান্মমো বৈ দুষ্টচেষ্টিতঃ ॥

জিহ্বকর্মপদং নুনং দেবা ইতি মতির্মম ॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাক্রা সতসেনেন আহুতশ্চাপরোগণঃ ॥২৪

ইন্দ্র উবাচ ।

কা ভবতীষু কালস্তা স্থিতস্তা তপসি দ্বিয়ঃ ।

তপঃপ্রণাশনে শক্রে ইতি মে শীঘ্রমুচ্যাতাম্ ॥২৫

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শক্রেবচঃ ঋত্বা নোচে কাপি মহামুনে ।

অগ শক্রেঃ প্রকোপেন প্রত্নাবাচাপরোগণম্ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

উত্তরং নাব্রবীং কিঞ্চিদ্যামস্তর্হি বয়ং স্বয়ম্ ।

সজ্জা ভবন্তু বিবৃধাঃ সৈন্তৈরায়ান্ত মা চিরম্ ॥

ঘাতয়ামো বয়ঃ শক্রেঃ তপসা স্বর্গকামুকম্ ॥ ২৭

কথা শুনিয়া শক্রে শঙ্কিত হইলেন এবং
বলিলেন,—অহো কি কষ্ট! কি দারুণ দুঃখ!
বুঝি আমার সুরাধিপত্য নষ্ট হইল! যম
নিশ্চয়ই আমার পদ গ্রহণ করিবার বাসনায়
দুর্ভাসন্ধি লইয়া গোদাবরী তীরে তপস্বী
করিতেছে। হে দেবগণ! তাহার সম্বন্ধে
ইহাই আমার ধারণা। ব্রহ্মা বলিলেন,—
ইন্দ্র এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অপ্সরা-
দিগকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন—
আমার শক্রে কৃতান্ত তপস্বীর নিরত হইয়াছে,
তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে তাহার
তপঃকর্মে সক্ষম হইতে পার? শীঘ্র আমায়
উত্তর প্রদান কর। হে মুনিবর! ইন্দ্রের
এই কথায় কোন অপ্সরাই কোন উত্তর
করিল না। তখন শক্রে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা-
দিগকে বলিলেন,—তোমরা কেহই আমার
কথার উত্তর করিলে না? আচ্ছা, চল
দেবগণ। সকলেই সজ্জিত হও। সত্বর সক-
লেই সসৈন্তে আগমন কর। আমরা নিজেরাই
তথায় গমন করিব এবং সেই তপোবলে
স্বর্গলিপ্স শক্রে বিনাশ করিব। ১৮—২৭।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তে সতি দেবানাং সেনা প্রাহ্বভুব হ ।
ইতীশ্বরহৃদয়ং জ্ঞাত্বা হরিণা লোকধারিণা ॥ ২৮
প্রেরিতং চক্রিণা চক্রং রক্ষণায় যমশ্চ হি ।
চক্রং যত্রাভবত্তত্র চক্রতীর্থমমৃতমম্ ॥ ২৯
অধেষ্ট্রং মেনকা প্রাহ শঙ্কিতেতি বচস্তদা ॥ ৩০

মেনকোবাচ ।

কালাবলোকনে নালং কাচিদস্তি সুরেশ্বর ।
মরণঞ্চ বরং দেব ভবতো ন যমাং পুনঃ ॥ ৩১
রূপযৌবনমস্তেয়ং গণিকাযাচনং প্রভো ।
প্রেরণং তৎ প্রযচ্ছেষা স্বামিত্বং মন্ততে ত্বয়া ॥ ৩২

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্তাঃ শক্রঃ সুরবরেশ্বরঃ ।
আদিদেশাবলাং কামাং সংকৃত্য গণিকাং
তথা ॥ ৩৩

শক্র উবাচ ।

গণিকে গচ্ছ মে কার্য্যং কুরু সুন্দরি মা চিরম্

ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র
দেব-সেনা সুরসাজ্জিত হইল। এদিকে
লোকরক্ষী হরি ইন্দের অভিপ্রায় জানিয়া
যমকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় চক্র
প্রেরণ করিলেন। অনন্তর যথায় চক্র গিয়া
উপস্থিত হইল, তাহা উত্তম চক্রতীর্থ নামে
বিখ্যাত হইল। অতঃপর মেনকা শঙ্কিত
হইয়া ইন্দ্রকে বলিল,—হে সুরেশ্বর!
কালের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে কোন
কামিনীই সক্ষম নহে। হে দেব! তোমার
হস্তে মরণ বরং ভাল, তথাপি যেন যমের
করে মৃত্যু হয় না। হে প্রভো! এই এক
রূপ-যৌবন-গর্ষিতা গণিকা আছে, ইহার
উপর আপনার প্রভুত্ব আছে। এ গণিকা
যম-সমীপে যাইবার প্রার্থনা জানাইতেছে।
অতএব ইহাকেই প্রেরণ করুন। ব্রহ্মা
বলিলেন,—সুরেশ্বর শক্র মেনকার সেই
কথা শুনিয়া ঐ কীর্ণাঙ্গী, অবলা, গণিকাকেই
সংকারপূর্ব্বক যাইবার জন্ত আদেশ
করিলেন। বলিলেন,—হে সুন্দরি! গণিকে!

কৃতকৃত্যাগতা ভূয়ো বল্লভা মে যথা শচী ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ শক্রাহুংপত্য গণিকা দিশঃ ।
কণেন যমসান্নিধ্যমায়াতা চাকুরূপিনী ॥ ৩৫
যমান্তিকমমুপ্রাপ্তা জ্যোতয়ন্তী দিশো দশ ।
সলীলং ললিতং বাল্য জগৌ হিন্দোলচঞ্চলা ॥
ততশ্চচাল কালশ্চ মনো লোলং চলাচলম্ ।
অখোন্মীল্য যমো নেত্রে কামপাবকপূরিতে ॥
তস্তাং ব্যাপারয়ামাস শ্রেয়ঃশত্রৌ মহামুনে ।
ততো বিলীয় সা সদ্যঃ সারিস্বমগমস্তদা ॥ ৩৮
গৌতম্যান্ত সমাগম্য গণিকাগণকিন্নরৈঃ ।
গীয়মানা গতা স্বর্গে তস্ত তীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ৩৯
গচ্ছন্তীঃ গণিকাং দৃষ্ট্বা বিমানস্থাঃ দিবং প্রতি
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তাঃ কালস্তরললোচনঃ ।
অখাদিত্যেন চাগতা এবমুক্তো যমস্তদা ॥ ৪০

যাও—তুমি শীঘ্র আমার কার্য্যসাধন কর।
তুমি কৃতকৃত্য হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলে
শচীর স্থায় আমার প্রণয়িনী হইবে। ব্রহ্মা
বলিলেন,—গণিকা ইন্দের মুখে তাদৃশ
আদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ
আকাশ-পথে উৎপতিত হইয়া অচিরে
যম-সান্নিধ্যানে উপনীত হইল। সেই
চাকুরী গণিকা যখন যম-সমীপে চলিতে
লাগিল, তখন তাহার দেহের প্রভায় দশদিক্
দ্যোতিত হইয়া উঠিল। যেই চটুল-চঞ্চলা
বালা হেলিয়া তুলিয়া ললিতলীলার কালের
কাছে আসিতে লাগিল, তখন কালের
মনও চঞ্চল হইয়া পড়িল। কালও তখন
কামাগ্নি-পূরিত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া
সেই সাধনার শক্র গণিকার প্রতি পাতিত
করিলেন। তখন সেই গণিকা বিলয় পাইয়া
সুগ্ধই সরিদাকার প্রাপ্ত হইল এবং
গৌতমী-জলে সঙ্গত হইয়া তীর্থমাহাত্ম্যে
অস্তান্ত গণিকা ও কিন্নরগণে গীয়মান হইয়া
স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। তখন বিমানা-
রোহণে গণিকাকে স্বর্গ-গমনে সমুদ্যত
দেখিয়া কাল চঞ্চলনেত্রে নিরীক্ষণ করত

সূর্য উবাচ ।

কুরু পুত্র নিজঃ কৰ্ম্য প্রজানাং স্বঃ পরিকরম্ ।
পশু বাতঃ সদা বাস্তং সৃজন্তং বেধসং প্রজাঃ ॥
পর্যটন্তঃ ত্রিলোকীং মাং বহন্তীঃবসুধাং প্রজাঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা যমো বাক্যং পিতৃবচনমববীৎ ॥৪৩
যম উবাচ ।

এতন্ন গর্হিতং কৰ্ম্য কুৰ্য্যামহমিদং ধ্রুবম্ ।
কৰ্ম্যণ্যস্মিন্ মহাকুরে সমাদেষ্টুঃ ন বাহসি ॥৪৪
ইতি শ্রুত্বা চ তদ্বাক্যং ভানুবচনমববীৎ ।
কিং নাম গর্হিতং কৰ্ম্য তত্র কৰ্ত্তুমলং যম ॥ ৪৫
কিং ন দৃষ্টা স্বয়া যাস্তী গণিকা গণকিকটেরঃ ।
গীষ্যমানা দিবঃ সজ্জো গোতমীতোয়মাপ্নুতা ॥ ৪৬
স্বয়া চাত্র তপস্বীত্রঃ কৃতং পুত্র স্নুহৃদরম্ ।
নৈবাস্তং তন্ত পশ্যামি তস্মাদাচ্ছ নিজঃ পুরম্ ॥
ইত্যাশ্রিত্য ভগবান্ ভানুস্তত্র দ্বাভ্যাং গতো দিবম্

অত্যন্ত বিষয়াপন্ন হইলেন । অনন্তর তদীয়
পিতা আদিত্য আসিয়া যমকে বলিলেন,—
পুত্র! প্রজাকর্য করাই তোমার কর্তব্য কৰ্ম্য;
তুমি সেই নিজ কৰ্ম্যে নিরত হও । এই
দেখ—বায়ু সর্বদাই বহিতেছে, বেধা সদা
প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন । আমি সতত ত্রিলোক
পর্যটন করিতেছি এবং এই বসুধা সদাই
প্রজা ধারণ করিতেছেন । অর্থাৎ সকলেরই
স্ব স্ব কৰ্ম্যে নিরত হওয়াই কর্তব্য । ব্রহ্মা
বলিলেন,—যম পিতার • এই কথা শুনিয়া
কহিলেন,—তপস্বী কবা গর্হিত কৰ্ম্য নয়;
সুতরাং ইহা আমি নিশ্চয়ই নিত্যকাল অনু-
ষ্ঠান করিব । প্রজাকর্য-রূপ মহাকুর কৰ্ম্যে
আপনি আমায় আর নিয়োগ করিবেন না ।
ভানু স্বীয় স্নুত যমের সেই কথা শুনিয়া বলি-
লেন,—হে যম! কি কাম গর্হিত আছে?
আর কোন্ কৰ্ম্যই বা তুমি করিতে অক্ষম?
তুমি কি দেখ নাই—কিছু পূর্বেই কোন গণিকা
গোতমী-জলে আশ্রিত হইবার পরই কিন্নর-
গণে গীষ্যমান হইয়া স্বর্গ গমন করিল? ওহে
পুত্র! তুমি এখানে তীত্র তপস্বী করিয়াছ,

যমোহপি সঙ্গমে দ্বাভ্যাং ততে। নিজপুরঃ যযৌ ॥
ভূতহাপি ততঃ শঙ্কাঃ তত্যাঙ্ক চ মহামুনে ।
তথা দৃষ্টা যমঃ যাস্তং চক্রে চক্রঃ প্রমাণকম্ ॥
ভগবান যত্র গোবিন্দো বনমালাবিভূষিতঃ ।
ইতি যঃ শৃণুয়ামর্ত্যঃ পঠেদ্বাপি সমাহিতঃ ॥৪২
আপদস্তন্ত নশ্চিন্তি দীর্ঘমাযুরবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫০
ইতি শ্রীরাঙ্গো মহাপুরাণে চক্রতীর্থগণিকা
সঙ্গমবর্ণনং নাম ষড়শীতিতমোধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

সপ্তাশীতিতমোঃ ধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অহল্যাসঙ্গমক্ষেহ তীর্থং ত্রিলোক্যপাবনম্ ।
শৃণু সমাশ্রুনিশ্চেষ্টে তত্র বৃত্তমিদং যথা ॥ ১
কৌতুকেনার্তিমহতা মদা পূর্বং মুনীশ্বর ।
সৃষ্টা কন্তা বহুবিধা রূপবত্যো গুণাবিতাঃ ॥ ২
তাসামেকাং শ্রেষ্ঠতমাং নিশ্চমে শুভলক্ষণাম্ ।

স্থানমাহারো তোমার সে তপস্বী অক্ষয় হই-
য়াছে । আমি তাহার অস্ত দেখিতে পাইতেছি
না; অতএব তুমি নিজপুরে গমন কর ।
মুনিবর! অনন্তর কৃতান্ত স্বীয় শঙ্কা পরি-
ত্যাগ করিলেন । যমকে যাইতে দেখিয়া
বিষ্ণু-চক্র—ভগবান্ বনমালী গোবিন্দ যথায়
অবস্থিত, সেই স্থানে প্রস্থান করিল । যে
মর্ত্যবাসী সমাহিত হইয়া এই কৃতান্ত শ্রবণ বা
পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত আপদ নষ্ট
হইবে । সে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিবে । ২৮—৫০ ।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৬ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অহল্যাসঙ্গম নামে
এখানে এক ত্রিলোকপাবন তীর্থ আছে ।
হে মুনিবর! সেই তীর্থ-বিবরণ শ্রবণ কর ।
হে মুনীশ্বর! পুরাকালে আমি একান্ত
কৌতুহলাকান্ত হইয়া রূপ-গুণ-যুতা বহুবিধ

তাং বান্ধাং চাক্রসর্বাঙ্গীং দৃষ্ট্বা রূপগুণাং তাম্ ॥
 কো বাস্তাঃ পোষণে শক্ত ইতি মে বুদ্ধিরাবিশং
 ন দৈত্যানাং সুরাণাঞ্চ ন মুনীনাং তথৈব চ ॥ ৪
 নাস্ত্যস্তাঃ পোষণে শক্তিরিতি মে বুদ্ধিরবভূৎ
 গুণজ্যোষ্ঠায় বিপ্রায় তপোযুক্তায় ধীমতে ॥ ৫
 সর্বলক্ষণযুক্তায় বেদবেদাঙ্গবেদিনে ।
 গৌতমায় মহাপ্রাজ্ঞামদদাং পোষণায় তাম্ ॥ ৬
 পালয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ যাবদাপ্যতি যৌবনম্ ।
 যৌবনস্থাং পুনঃ সাধ্বীমানয়েথা মমাস্তিকম্ ॥ ৭
 এবমুক্তা গৌতমায় প্রাদাং কন্তাং সুমধ্যামাম্ ।
 তামাদায় মুনিশ্রেষ্ঠ তপসা হতকল্মষঃ ॥ ৮
 তাং পোষয়িত্বা বিধিবদলঙ্কৃত্য মমাস্তিকম্ ।
 নির্ঝিকারো মুনিশ্রেষ্ঠো হৃদল্যমানয়ত্তদা ॥ ৯
 তাং দৃষ্ট্বা বিবুধাঃ সর্বে শক্রাগ্নিবক্রণাদয়ঃ ।

কন্তা সৃষ্টি করিয়াছিলাম ; তাহাদের মধ্যে
 একটা কন্তা সর্বাঙ্গপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।
 সেই রূপগুণবতী মনোহরাস্ত্রী কন্তাটিকে
 দেখিয়া ভাবিলাম,—কে ইহাকে ভরণ-
 পোষণে সক্ষম হইবে? কি দৈত্য, কি সুর,
 কি মুনি, কোথাও কেহই ত ইহার ভরণ-
 পোষণে সক্ষম বলিয়া আমার মনে হয়
 না। অবশেষে আমি আমার সেই মহা-
 প্রজ্ঞা কন্তাটিকে তপোনিষ্ঠ, সর্ব-সুলক্ষণযুক্ত,
 বেদ-বেদাঙ্গ-বেদী, গুণজ্যোষ্ঠ, বীমান
 গৌতমের নিকট পোষণার্থ সমর্পণ করি-
 লাম ; বলিলাম,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যাবৎ না
 ইহার যৌবনাগম হয়, তাবৎ আপনি
 ইহাকে পালন করুন। পরন্তু যখন যুবতী
 হইবে, তখন এই সাধ্বীকে লইয়া আমার
 নিকট আগমন করিবেন। এই বলিয়া
 সেই সুমধ্যমা কন্তাকে গৌতমহস্তে দান
 করিলাম। হে মুনিবর ! তপস্তায় পূত-
 চেতা মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম নির্দিষ্ট কাল
 কন্তাকে পোষণ করিয়া পরে তাহাকে বিধি-
 বৎ অলঙ্কৃত করত নির্ঝিকারচিত্তে মমা-
 স্তিকে লইয়া আসিলেন। সেই কন্তার
 নাম ছিল—অহল্যা। অহল্যাকে দেখিয়া

মম দেয়া সুরেশান ইত্যাচুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১০
 তথৈব মুনয়ঃ সাধ্যা দানবা যক্ষরাক্ষসঃ ।
 তান্ সর্বাণাগতান্ দৃষ্ট্বা কন্তার্থমথ সঙ্গতান্ ॥
 ইল্লন্ত তু বিশেষেণ মহাশ্চাত্তদা গ্রহঃ ।
 গৌতমস্ত তু মহাশ্রীঃ গান্ধার্যঃ ধৈর্যমেব চ ॥
 স্মৃতা সুবিস্মিতো ভূত্বা মমৈবমভবৎ সুধীঃ ।
 দেয়েয়ং গৌতমায়ৈব নান্তযোগ্যা শুভাননা ॥
 তস্মা এব তু তাং দাস্তে তথাপোষমচিস্তয়ম্ ।
 সর্কেষাঞ্চ মতির্ধৈর্যঃ মথিতং বালয়ানয়া ॥ ১৪
 অহলোতি সুরৈঃ প্রোক্তং মহা চ ঋষিভিস্তদা
 দেবানুধীংস্তদা বীক্ষ্য ময়া ততোক্তমুচ্চকৈঃ ॥ ১৫
 তস্মৈ সা দীয়তে সূর্যঃ পৃথিব্যা প্রদক্ষিণাম্
 কৃত্বোপনিষ্ঠতে পূর্বঃ ন চান্তস্মৈ পুনঃপুনঃ ॥ ১৬

ইল্ল, অগ্নি ও বক্রণপ্রমুখ দেবগণ সকলেই
 আসিয়া আমায় বলিলেন,—হে সুরেশান!
 আমাকে অহল্যা দান করুন। এইরূপে
 সকলেই নিজের নিজের জন্ত পৃথক্ পৃথক্
 প্রার্থনা করিলেন। তখন মুনিগণ, সাধা-
 গণ, দানবগণ এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণও
 আমার সেই কন্তাকে প্রার্থনা করিলেন।
 আমি সেই সমস্ত কন্তাপ্রার্থীকে সান্বলিত
 দেখিয়া—বিশেষতঃ ইল্লের অত্যধিক আগ্রহ
 দর্শনেও তাহাদের কাহাকেই কন্তাদানে
 সমুৎসুক হইলাম না। পরন্তু গৌতমের
 মহাশ্রী, গান্ধার্য ও ধৈর্য্য স্মরণপূর্বক
 সুবিস্মিত হইয়া মনে করিলাম, এই
 শুভাননা মম কন্তা অন্তের যোগ্য নহেন ;
 ইহাকে আমি গৌতমকরেই সমর্পণ করিব।
 ১—১৩। এইরূপ মনে করিয়া আবার চিন্তা
 করিতে লাগিলাম যে,—সুরগণ, ঋষিগণ
 সকলেই বলিয়াছেন যে, আপনার এই
 কন্তা অহল্যা আমাদের সকলেরই মন
 এবং ধৈর্য্য মথিত করিয়াছে। আমি
 তাহাদের এই উক্তির বিষয় ভাবিয়া দেব
 ও ঋষিসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক
 উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—যিনি এই পৃথিবী
 প্রদক্ষিণ করিয়া সর্বাণে ফিরিয়া আসিতে

ততঃ সৰ্ব্বৈঃ সুরগণাঃ ৰুদ্রা বাক্যং ময়েয়িতম্ ।
অহল্যার্থঃ সুরা জগ্মুঃ পৃথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণে ॥
গতেষু সুরসজ্জেষু গোতমোহপি মুনীশ্বরঃ ।
প্রযত্নমকরোৎকিঞ্চিদহল্যার্থমিমং তথা ॥ ১৮
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ সুরভিঃ সৰ্ব্বকামধুক্ ।
অৰ্দ্ধপ্রস্থতা হৃতবক্তাঃ দদৰ্শ স গোতমঃ ॥ ১৯
তস্মাঃ প্রদক্ষিণকক্রে ইয়মুদ্বীতি সংস্মরন্ ।
লিঙ্গশ্চ চ সুরেশশ্চ প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥ ২০
তযোঃ প্রদক্ষিণং রুদ্রা গোতমো মুনিসন্তমঃ ।
সংস্রম্যৈকৈব দেবানামেকঞ্চাপি প্রদক্ষিণম্ ॥ ২১
নৈবাভবদ্ভবো গন্তুঃ সজ্জাতং হিতয়ং মম ।
এবং নিশ্চিত্য স মুনিনমাস্তিকমথাভ্যাগাৎ ॥ ২২
নমস্কৃত্বাববীৰ্য্যাক্যঃ গোতমো মাং মহামতিঃ !
কমলাসন বিখ্যাত্ত্বন নমন্তেহস্ত পুনঃপুনঃ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রহ্মন্ ময়েয়ং বসুধাখিলা ।

যদত্র যুক্তং দেবেশ জানৌতে তত্ত্বান্ স্বয়ম্ ॥
ময়া তু ধ্যানযোগেন জ্ঞাহা গোতমমব্রবম্ ।
তবৈব দীয়তে সূক্তঃ প্রদক্ষিণমিদং কৃতম্ ॥ ২৫
ধৰ্ম্মং জানৌহি বিপ্রর্ষে হুর্জেষ্যং নিগমৈরপি ।
অৰ্দ্ধপ্রস্থতা সুরভিঃ সপ্তদ্বীপবতী মহী ॥ ২৬
কৃত্য প্রদক্ষিণং তস্মাঃ পৃথিব্যাঃ সা কৃত্য ভবেৎ
লিঙ্গং প্রদক্ষিণীকৃত্য তদেব ফলমাশুয়াৎ ॥ ২৭
তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন মুনো গোতম সূত্রত ।
তুষ্টোহহং তব ধৈর্য্যেণ জ্ঞানেন তপসা তথা ॥
দত্তেয়মুপিশাদীল কৃত্য লোকবরা ময়া ।
ইত্যুক্তাহং গোতমায় অহল্যামদদাং মুনো ॥ ৩০
জাতে বিবাহে তে দেবাঃ কুহেলয়াঃ প্রদক্ষিণম্
শনৈঃশনৈরথাগতা দদন্তুঃ সৰ্ব্ব এব তে ॥ ৩০
তং গোতমমহল্যাক্ষ দাম্পত্যং প্রীতিবৰ্দ্ধনম্ ।
তে চাগত্যথ পশুন্তো বিন্মিতাশ্চাতবন্ সুরাঃ

পারিবেন, মম নন্দিনী সুন্দরী অহল্যাকে
আমি তাহারই করে সমর্পণ করিব।
পরন্তু এই কার্যে যিনি অক্ষম, তাহাকে
অহল্যা দেওয়া হইবে না। আমার এই
কথা শ্রবণে সুরগণ সকলেই অহল্যা-
লাভ-লালসায় পৃথিবীপ্রদক্ষিণার্থ নির্গত
হইলেন। সুরগণ প্রস্থান করিলে, হে
মুনিবর! গোতমও অহল্যালাভার্থ সচেষ্ট
হইলেন। এই সময় সৰ্ব্ব-কাম-দায়িনী
অৰ্দ্ধপ্রস্থতা সুরভি তথায় উপস্থিত
হইলে, গোতম তাহাকে দেখিয়া পৃথ্বী-
জ্ঞানে প্রদক্ষিণ কবিলেন এবং তত্রত্য
দেবদেবের লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিলেন।
মুনিসন্তম গোতম তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ
করিয়া ভাবিলেন,—সমস্ত দেবগণের
একবার মাত্র সমস্ত পৃথিবী প্রদ-
ক্ষিণ না হইতেই দুইবার আমার প্রদক্ষিণ
করা হইল। গোতম মুনি এইরূপ নিশ্চয়
করিয়া আমার নিকট আগমন করিলেন
এবং আমাকে নমস্কারপূর্বক সেই মহা-
মতি গোতম আমায় বলিলেন,—হে
কমলাসন! হে বিখ্যাত্ত্বন। তোমায় বারবার

নমস্কার। হে ব্রহ্মন! আমি এই নিখিল
বসুধা প্রদক্ষিণ করিয়াছি। হে দেবেশ!
এখন এ বিষয়ে যাহা যোগ্য হয়, আপনি
নিজেই তাহা জানেন। আমি ধ্যানযোগে
জানিয়া গোতমকে বলিলাম, আপনি
প্রকৃতই প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। অতএব
মম নন্দিনীকে আপনারই করে সম্ভ্রদান
করিব। হে বিপ্রর্ষে! যে ধৰ্ম্ম নিগমেরও
হুর্জেষ্য, আপনি তাহাতে অভিজ্ঞ। অৰ্দ্ধ
প্রস্থতা সুরভি প্রকৃতই সাক্ষাৎ সপ্তদ্বীপ-
বতী পৃথিবী। তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলে
পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করা হয়; অপিচ
দেবদেবের লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিলেও সেই
ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব হে সূত্রত!
মুনো! গোতম! আপনার ধৈর্য্য, জ্ঞান,
ও তপঃপ্রভাবে আমি সৰ্ব্বাস্তঃকরণে প্রীত
হইয়াছি! হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! এই লোক-
ললামভূতা মদীয় কৃত্য আপনাকেই আমি
দান করিলাম। এই বলিয়া আমি গোতম-
করে অহল্যা দান কবিলাম। তাহাঙ্গের
উভয়ের বিবাহ যখন নির্বাহ হইয়া গেল,

অতিক্রান্তে বিবাহে তু সুরাঃ সর্ষে দিবঃ যযুঃ
সমৎসরঃ শচীভর্ত্তা তামৌক্য চ দিবঃ যযৌ ॥৩২
ততঃ প্রীতমনাস্তস্মৈ গোতমায় মহাত্মনে ।
প্রাদাৎ ব্রহ্মগিরিং পুণ্যং সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ॥
অহল্যায়াঃ মুনিশ্রেষ্ঠো য়েমে তত্র স গোতমঃ ।
গৌতমস্ত কথ্যং পুণ্যং কৃৎন শক্রস্থিবিষ্টপে ॥৩৪
তদাশ্রমং তঞ্চ মুনিং তস্ত ভাৰ্য্যামনিন্দিতাম্ ।
ভূত্বা ব্রাহ্মণবেশেণ দ্রষ্টুমাগচ্ছতক্রতুঃ ॥ ৩৫
স দৃষ্ট্বা ভবনং তস্ত ভাৰ্য্যাক বিভবঃ তথা ।
পাপীয়সীং মতিং কৃৎন অহল্যাং সমুদৈক্ষত ॥৩৬
‘মাত্মানং ন পরং দেশং কালং শাপাদৃষেভ্যম্ ।
ন বুবোধ তদা বৎস কামাকৃষ্টঃ শতক্রতুঃ ॥৩৭
তদ্যানপরমো নিত্যঃ সুররাজেন গৰ্জিতঃ ।

তখন সুরগণ একেকক্রমে পৃথ্বী প্রদক্ষিণ
করিয়া আগমনপূর্বক সেই বিবাহব্যাপার
প্রত্যক্ষ করিলেন। অনন্তর সেই গোতম
ও অহল্যার প্রীতিপ্রদ দাম্পত্য দর্শনে দেব-
গণ সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং বিবাহ-
ব্যাপার সমাহিত হইলে তাঁহারা সকলেই
স্বর্গীয় ধামে প্রস্থান করিলেন। শচীপতি
অহল্যাকে দেখিয়া মাৎস্য সহকারে স্বীয় পুরে
উপনীত হইলেন। অনন্তর আমি প্রীত-
চিত্তে সৰ্ব-কাম-সুখাবহ মদীয় সুপবিত্র
ব্রহ্মগিরি মহাত্মা গোতমকে সমর্পণ করি-
লাম। মুনিবর গোতম অহল্যার সহিত
সেই সুরম্য গিরিশিখরোপরি বিহার করিতে
লাগিলেন। একদা ইন্দ্র স্বর্গধামে গোতমের
পবিত্র কীর্তি কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার আশ্রম,
সেই আশ্রমস্থায়ী মুনি ও তদীয় অনি-
ন্দিত ভাৰ্য্যা অহল্যাকে দেখিবার জন্ত
আগমন করিলেন। শতক্রতু গোতমের
আশ্রম, তদীয় ভাৰ্য্যা ও বৈভবদর্শনে
বিহ্বল হইয়া পাপাক্রান্ত- মনে অহল্যাকে
দেখিলেন। হে বৎস! দৃষ্টিমাত্র শতক্রতু
কামাকৃষ্ট হইলেন। তখন আত্ম, পর,
দেশ, কাল বা ঋষির শাপভয়, কিছুই
তাঁহার অন্তরে উদ্ভিত হইল না। তিনি

সন্তপ্তাঙ্গঃ কথং কুর্য্যাং প্রবেশো মে কথং ভবেৎ
এবং বসন বিপ্ররূপো নাস্তরং স্বধ্যগচ্ছত ।
স কদাচিন্মহাপ্রাজ্ঞঃ কৃৎন পৌর্বাঙ্গিকীঃ ক্রিয়ামু
সহিতো গোতমঃ শিষ্যোনির্গতচ্চাশ্রমাবহিঃ ।
আশ্রমং গোতমীং বিপ্রান্ ধাত্তান বিবিধানি চ
দ্রষ্টুং গতো মুনিবর ইন্দ্রস্তঃ সমুদৈক্ষত ।
ইদমন্তরমিত্যুক্তা চক্রে কার্য্যং মনঃপ্রিয়ম্ ॥৪১
রূপং কৃৎন গোতমস্ত প্রিয়েন্সুঃ স শতক্রতুঃ ।
তাঃ দৃষ্ট্বা চাক্রসর্ষাদীমহল্যাং বাক্যমববীৎ ॥
ইন্দ্র উবাচ ।

আকৃষ্টোহহং তব শুণে রূপং স্মৃৎন স্থলৎপদঃ ।
ইতি ক্রবন্ হসন্ হস্তমাদায়াস্তঃ সমাবিশৎ ॥ ৪৩
ন বুবোধ অহল্যা তং জারং মেনে তু গোতমম্

সুরাধিপত্যে গৰ্জিত হইয়া নিত্যই
অহল্যাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার
সর্ষাঙ্গ সন্তপ্ত হইতে লাগিল। তিনি
ভাবিলেন,—কি করিব, কি করিলে আমি
সেই ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিব ?
১৪—৩৮ । ইন্দ্র এইরূপে গোতমের শিষ্য-
সম্প্রদায়মধ্যে ব্রাহ্মণবেশে বাস করিয়াও
অভীষ্টসাধনের অবকাশ পাইলেন না।
একদা মহাপ্রাজ্ঞ গোতম পূর্বাঙ্গিকী ক্রিয়া
সম্পাদন করিয়া শিষ্যসমভিব্যাহারে আশ্রমের
বহির্ভাগে গমন করিলেন। আশ্রমপ্রান্ত,
গোতমী গঙ্গা, গচ্ছান্ত বিপ্রবর্গ, ও বিবিধ
আশ্রমধাত্তাদি পরিদর্শনার্থই মুনিবর সেদিন
গমন করেন। দেবেন্দ্র তদর্শনে ‘ইহাই
আমার অবসর’ এই বলিয়া মনোভীষ্ট
সাধনে সমুত্তত হইলেন। শতক্রতু অবিকল
গোতমরূপ ধারণ করিলেন এবং সেই চাক্র-
গাত্রী অহল্যাকে দেখিয়া বলিলেন,—প্রিয়ে!
তোমার শুণে আমি আকৃষ্ট হইয়াছি;
তোমার রূপস্বরূপে আমার পদে পদে পদ-
স্থলন হইতেছে। এই বলিয়া হাসিতে
হাসিতে অহল্যার হস্ত ধরিয়া শতক্রতু
গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অহল্যা
বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই জারকেই

রমমাণা যথাসৌখ্যং প্রাগাচ্ছৈষ্যে স গৌতমঃ
আগচ্ছন্তঃ নিত্যমেব অহল্যা প্রিয়বাদিনী ।
প্রতিযাতি প্রিয়ং বক্তু ভোষয়ন্তী চ তং গুণৈঃ
তামদৃষ্ট্বা মহাপ্রাজ্ঞো মেনে তন্নহদদ্ভুতম্ ।
স্বারস্বিতঃ মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্কে পশুস্তি নারদ ॥ ৪৬
অগ্নিহোত্রস্ত শালায়া রক্ষিণো গৃহকর্শ্বিণঃ ।
উচুর্মুনিবরঃ ভীতা গৌতমঃ বিস্ময়ান্বিতাঃ ॥ ৪৭
রক্ষিণ উচুঃ ।

ভগবন কিমিদং চিত্রং বহিরন্তশ্চ দৃশ্যসে ।
প্রিয়ঘাত্তঃ প্রবিষ্টোহসি তথৈব চ বহির্ভবান্ ।
অহো তপঃপ্রভাবোহয়ং নানারূপধরো ভবান্
ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বিস্মিতস্তম্ভঃ প্রবিষ্টঃ কো হু তিষ্ঠতি ।
প্রিয়ে অহল্যে ভবতি কিং মাং ন প্রতিভাষসে

গৌতম জ্ঞান করিয়া তাহার সহিত রমণ
করিলেন । এই সময় মহর্ষি গৌতম শিষ্য-
গণ সহ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ।
অস্তান্ত দিন গৌতম গৃহে আসিলে প্রিয়-
বাদিনী অহল্যা প্রত্যাঙ্গমন করেন এবং
স্বীয় গুণপ্রকর্ষে গৌতমকে পরিতুষ্ট করিয়া
প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া থাকেন । কিন্তু অদ্য
মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম আশ্রমে আসিয়া প্রিয়া
অহল্যাকে প্রত্যাঙ্গমন করিতে দেখিলেন
না; তিনি সে ব্যাপারে বিশেষ বিস্ময়ান্বিত
হইলেন । হে নারদ ! আশ্রমবাসীরা
সকলেই দেখিল, মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম স্বারদেশে
দণ্ডায়মান । তখন অগ্নিহোত্রশালার রক্ষিণ
ভীত অথচ বিস্মিত হইয়া মুনিবরকে
বলিল,—ভগবন্ ! এ কি এ বিচিত্র ব্যাপার !
আপনি আশ্রম-কুটারের বাহিরে এবং অন্তরে
উভয়ত্রই দৃষ্ট হইতেছেন । ভিতরে প্রবিষ্ট
হইয়া প্রিয়ার সহিত মিলিত আছেন, আবার
বাহিরেও আপনি অবস্থান করিতেছেন !
অহো ! তপস্তার এ কি প্রভাব !—
যেজন্ত আপনি নানারূপধর । ব্রহ্মা
বলিলেন,—মুনিবর গৌতম তৎপ্রবণে গৃহ-
মধ্যে কে আছে ভাবিয়া বিস্ময়ের সহিত

ইতাসেবচনং শ্রদ্ধা অহল্যা জারমব্রবীৎ ॥ ৫০
অহল্যোবাচ ।

কো ভবান্ মুনিরূপেণ পাপং স্বং কৃতবানসি ।
ইতি ক্রবন্তী শয়নানুখিতা সত্বরং ভয়াৎ ॥ ৫১
স চাপি পাপকৃচ্ছকো বিভ্রালোহুত্মনুর্ভয়াৎ ।
ব্রহ্মাণ বিকৃতাং দৃষ্ট্বা স্বপ্রিয়াং দূষিতাং তদা ॥
উবাচ স মুনিঃ কোপাৎ কিমিদং সাহসং কৃতম্
ইতি ক্রবন্তঃ ভর্তারং সাপি নোবাচ লজ্জিতা ॥
অশ্বেসয়ন্ত তং জারং বিভ্রালং দদৃশে মুনিঃ ।
কো তবানিতি তং প্রাহ ভাস্মীকূর্যাং মৃধাবদম্ ॥
ইন্দ্র উবাচ ।

কৃতান্তলিপুটো ভূদা চৈবমাত্র শচীপতিঃ ।
শচীভর্তা পুরাং ভেত্তা তপোধন পুরুষ্টুতঃ ॥ ৫৫
মমেদং পাপমাপন্নং সত্যযুক্তং ময়ানঘ ।
মহর্ষিগর্হিতং কস্মৈ কৃতবানস্ম্যহং মুনে ॥ ৫৬

তথায় প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—
অদি প্রিয়ে ! অহল্যো ! কেন তুমি আমায়
সম্ভাষণ করিতেছ না ? অহল্যা ঋষির
এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম গৌতমকে
বলিলেন,—কে তুমি মুনিরূপ ধরিয়া পাপা-
চরণ করিলে ? এই বলিয়া সত্বর সতয়ে
শয়ন হইতে উখিত হইলেন । এদিকে সেই
পাপকারী সুরেন্দ্রও মুনির ভয়ে মার্ক্কার-
রূপ ধারণ করিলেন । তখন মুনিবর স্বীয়
প্রিয়াকে ত্রাসাধিতা বিকৃতা, ও দূষিতাদর্শনে
ক্রোধভরে বলিলেন,—তুমি এ কি সাহস
করিয়াছ ? ভর্তার এই কথায় অহল্যা
লজ্জিতা হইয়া কোন উত্তরই করিতে পারি-
লেন না । মুনি তখন তদীয় জারের অশ্বে-
ষণ করত সম্মুখে এক বিভ্রাল দেখিলেন ।
দেখিয়া বলিলেন,—কে তুমি, সত্য বল ?
মিথ্যা বলিলে ভস্ম করিয়া ফেলিব । ৩২—
৫৪ । ইন্দ্র তখন কৃতান্তলি-করে সবিনয়ে
বলিলেন,—হে তপোধন ! আমি শচীপতি,
সুরপতি, পুরুষত । হে অনঘ ! সত্য
বলিতেছি এই পাপকাণ্ড আমিই করি-
য়াছি । হে মুনে ! নিশ্চয়ই আমি সত্যি বক

শ্রুতসায়কনিভিরহুদয়াঃ কিং ন কুৰ্বতে ।
ব্রহ্মনয়ি মহাপাপে ক্ষমস্ব করুণানিধে ॥ ৫৭
সন্তঃ কৃতাপরাধেহপি ন রৌক্যং জাতু কুৰ্বতে
নিশম্য তদ্বচো বিপ্রো হরিমাহ কৃষাবিতঃ ॥ ৫৮
গৌতম উবাচ ।

ভগভক্ত্যা কৃতং পাপং সহস্রভগবান্ ভব ।
তামপ্যাহ মুনিঃ কোপাক্ষক শুকনদী ভব ॥ ৫৯
ততঃ প্রসাদয়ামাস কথয়ন্তী তদাকৃতিম্ ॥ ৬০
অহল্যোবাচ ।

মনসাপ্যন্তপুরুষং পাপিষ্ঠাঃ কাময়ন্তি যাঃ ।
অক্ষয়ান্ যাতি নরকাংস্তাসাং সর্কহপি পূর্বজাঃ
ভূত্বা প্রসরো ভগবদ্রবধারয় মন্বচঃ ।
তৎ রূপেণ চাগত্য মামগাং সাক্ষিণশ্চিমে ॥ ৬১
তথৈতি রক্ষিণঃ প্রোচুরহল্যা সত্যবাদিনী ।

গর্হিত কৰ্ম্ম করিয়াছি। ফলেঃ শ্রুত-শব্দে
যাভাদের হৃদয় নিভিন্ন হয়, তাহারা
কি না করিয়া থাকে? হে ব্রহ্মন! হে
করুণানিধে! আমি মহাপাপী, আমায় ক্ষমা
করুন। দেখুন, সাধুগণ কৃতাপরাধ জনেও
কদাচ রূঢ় বাবহার করেন না। ইন্দ্রের
দয়া-ভিক্কাই ঋষির কোপ প্রশমিত হইল
না। তিনি তাহার সে কথা শুনিয়া রোষ-
ভরে বলিলেন,—ভগানুরক্তির ফলেই
তুমি এই পাপানুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব
তুমি সহস্রভগবান হও। মুনিবর অব-
শেষে সকোপে অহল্যাকেও বলিলেন,—
তুমি এক শুক নদী হইয়া অবস্থান কর।
অহল্যা তখন মুনিবরকে প্রসন্ন করিবার
জন্ত বলিলেন,—ভগবন! যে কামিনীরা
মনে মনেও অন্ত পুরুষের কামনা করে,
তাহারাও অক্ষয় নরকে যায় এবং তাহা-
দের পূর্বপুরুষগণেরও সেই গতি হয়।
পরন্তু আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার বাক্য
প্রণিধান করুন। এই ব্যক্তি আপনারই
রূপ ধরিয়া আমার সহিত সঙ্গত হইয়াছিল।
এই অগ্নি-শালার রক্ষিণও সকলেই ইহার
সাক্ষী আছে। রক্ষিণও অহল্যাকে সত্য-

ধানেনাপি মুনিজ্ঞান্ শাস্তঃ প্রাহ পতিব্রতান
গৌতম উবাচ ।

যদা তু সঙ্গতা ভদ্রে গৌতম্যা সরিদীশয়া ।
নদী ভূত্বা পুনা রূপং প্রাপ্যাসে প্রিয়কুমম ॥ ৬৪
ইত্যর্ষেবচনং শ্রুত্বা তথা চক্রে পতিব্রতা ॥ ৬৩
তয়া তু সঙ্গতা দেব্যা অহল্যা গৌতমপ্রিয়া ॥
পুনস্তজ্জপমভবদ্বয়য়া নিশ্চিতং পুরা ।
ততঃ কৃতাজলিপুটঃ সুররাজ প্রাহ গৌতমম্ ॥
ইন্দ্র উবাচ ।

মাং পাহি মুনিশার্দূল পাপিষ্ঠং গৃহমাগতম্ ।
শাদয়োঃ পতিতঃ দৃষ্ট্বা রূপয়া প্রাহ গৌতমঃ ॥
গৌতম উবাচ ।

গৌতমীঃ গচ্ছ ভদ্রং তে জ্ঞানং কুরু পুরন্দর ।
ক্ষণান্নিধূতপাপকঃ সহস্রাক্ষো ভবিষ্যসি ॥ ৬৮
উভয়ঃ বিশ্বয়করং দৃষ্টবানস্মি নারদ ।

বাদিনী বলিয়া সাক্ষ্য দিল। তখন মুনিবর
ধান দ্বারা অহল্যার সত্যবাদিত্ব বুঝিলেন।
বুঝিয়া শান্ত হইয়া পতিব্রতাকে বলিলেন,—
হে ভদ্রে! যখন তুমি নদী হইয়া ভগবতী
গৌতমীর সহিত সম্মিলিতা হইবে, তখন
পুনরায় তুমি আমার প্রিয়কুমার রূপ প্রাপ্ত
হইবে। পতিব্রতা অহল্যা ঋষির সেই
কথা শুনিয়া নদী-রূপে গৌতমীর সহিত
সঙ্গত হইলেন। তখন পূর্বে আমি
ঐশাকে যেমন নির্মাণ করিয়াছিলাম,
পুনরায় তিনি তাদৃশ রূপ ধারণ করি-
লেন। অনন্তর কৃতাজলিপুটে সুররাজ
গৌতমকে বলিলেন,—হে মুনিপ্রবর!
আমি গৃহাগত, পাপিষ্ঠ, আমায় আপনি
পরিত্রাণ করুন। এই বলিয়া ইন্দ্র তখন
মহর্ষির পদতলে পতিত হইলেন। তদ-
র্শনে গৌতম রূপা করিয়া বলিলেন,—
পুরন্দর! তুমি গিয়া গৌতমী-জলে জ্ঞান
কর, তোমার পুণ্য হইবে। তুমি ক্ষণ-
মধ্যেই পাপনিমুক্ত হইয়া সহস্রাক্ষ হইবে।
হে নারদ! অহল্যার পুনরাবির্ভাব ও
শচীভক্তার সহস্রাক্ষ লাভ, এই উভয়

অহল্যায়াঃ পুনর্ভাবঃ শচীভক্তা সহস্রদৃক্ ॥ ৬৯

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থমহল্যাসঙ্গমঃ শুভম্ ।

ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতঃ সর্বকামপ্রদঃ নৃণাম্ ॥ ৭০

ইতি ত্রীত্রাঙ্কে মহাপুরাণে অহল্যাসঙ্গমেন্দ্র-

তীর্থবর্ণনঃ সপ্তাশীতিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্মাদপ্যপরং তীর্থং জনস্থানমিতি শ্রুতম্ ।

চতুর্থোজনবিস্তীর্ণং স্মরণানুজ্ঞিদং নৃণাম্ ॥ ১

বৈবস্বতাশ্বয়ে জাতো রাজাভূজ্জনকঃ পুরা ।

সোহপাংপতেষু তনুজামুপযেমে গুণার্ণবাম্ ॥ ২

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং জনকাং জনকো নৃপঃ ।

অমুরূপগুণহাচ্চ তস্মা ভার্যা গুণার্ণবা ॥ ৩

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বিপ্রেন্দ্রস্তস্মা রাজঃ পুরোহিতঃ ।

তমপৃচ্ছননৃপশ্রেষ্ঠো যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুরোহিতম্ ॥

ব্যাপারই আমি বিশ্বয়ের সহিত দর্শন
করিয়াছি। • সেই দিন হইতে অহল্যা-
সঙ্গম একটা পবিত্র তীর্থমধ্যে পরিগণিত।
উহা ইন্দ্রতীর্থনামেও বিখ্যাত। এ তীর্থ
জনগণের সর্বকাম-প্রদ। ৬৫—৭০।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

এক্ষা বলিলেন,—তৎপরবর্তী তীর্থ
জনস্থান আখ্যায় অভিহিত। এই তীর্থ
চতুর্থোজন বিস্তীর্ণ এবং স্মরণ যাত্রাই
মানুষের মুক্তিপ্রদ। পুরাকালে বৈবস্বত-
বংশে জনক নামে এক রাজা ছিলেন।
তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের জন-
য়িত্রী, বরুণনন্দিনী গুণার্ণবার পাণি গ্রহণ
করেন। গুণার্ণবা অমুরূপ রূপগুণবর্তী
ছিলেন বলিয়াই জনকের ভার্যা হইয়া-
ছিলেন। বিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য রাজার

জনক উবাচ ।

ভুক্তিমুক্তৌ উভে শ্রেষ্ঠে নিগীতে মুনিসত্তমৈঃ ।

দাসৌদাসেভতুরগরথাদ্যেভুক্তিক্রমমা ॥ ৫

কিং হস্তবিরসা ভুক্তির্মানুজরেকা নিরত্যয়া ।

ভুক্তৈর্মুক্তিঃ শ্রেষ্ঠতমা ভুক্ত্যা মুক্তিঃ কথং ব্রজেৎ

সর্বসঙ্গপরিভ্যাগান্মুক্তিপ্ৰাপ্তিঃ সূত্ৰঃখতঃ ।

তদ্ব্রহ্মি দ্বিজশার্দূল সূতান্মুক্তিঃ কথং ভবেৎ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

অপাং পতিস্তব গুরুঃ স্বগুরঃ প্রিয়কৃন্তথা ।

তং গহ্বা পৃচ্ছ নৃপতে উপদেক্ষ্যতি তে হিতম্

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জনকো রাজানঃ বরুণঃ তদা ।

গহ্বা চোচতুরবাগ্নৌ মুক্তিমার্গং যথাক্রমম্ ॥ ৯

বরুণ উবাচ ।

দ্বিধা তু সংস্থিতা মুক্তিঃ কশ্মদ্বারেহপাকশ্মণি ।

বেদে চ নিঃ

কশ্ম জ্যারো হকশ্মণঃ

পুরোহিত ছিলেন। নৃপবর পুরোহিতকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ ! মুনিসত্তমেরা
ভুক্তি এবং মুক্তি উভয়কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া
নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে দাসী, দাস,
গজ, তুরগ ও রথাদি যান-বাহনে পার-
বৃত হইয়া সুখানুভবই উত্তম ভুক্তি।
কিন্তু এ ভুক্তি পরিণাম-বিরস। পরন্তু
একমাত্র মুক্তিই নিরত্যয়া; সুতরাং
ভুক্তি হইতে মুক্তিই শ্রেষ্ঠতমা। এখন
জিজ্ঞাস্য, ভুক্তি দ্বারা মুক্তি লাভ হয়
কেমন করিয়া? সর্ব-সঙ্গ পরিভ্যাগে ও
অতি কঠোর হুঃখ-ভোগেই মুক্তিপ্রাপ্তি হয়।
অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বলুন, সুখ হইতে
মুক্তি কিকপে হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—
জনপতি আপনার প্রিয়কর্তা স্বগুর;—
সুতরাং তিনি আপনার গুরু। হে নৃপতে!
আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন; তিনি
আপনাকে হিতোপদেশ দিবেন। তখন
যাজ্ঞবল্ক্য এবং জনক উভয়েই বরুণরাজের
নিকট গিয়া যথাক্রমে ধীরভাবে মুক্তিমার্গের
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—৯। বরুণ বলি-
লেন, মুক্তি দ্বিবিধ, এক—কশ্মপথে; অপর—

সৰ্বকৰ্মণা বন্ধং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্ ।
 অকৰ্ম্মণৈবাপ্যত ইতি মুক্তিমার্গো মূষোচ্যতে
 কৰ্ম্মণা সৰ্বধাত্তানি সৎশাস্তি নৃপসন্তমঃ ।
 তস্মাৎ সৰ্বাশ্বনা কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যং বৈদিকং নৃতিঃ ॥
 তেন ভুক্তিক মুক্তিক প্রাপ্তবন্ত্যহ মানবাঃ ।
 অকৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্ম পুণ্যং কৰ্ম্ম চাপ্যাত্মমেব চ ॥ ১২
 জাত্যাশ্রিতক রাজেন্দ্র তজ্জাপি শূন্য ধৰ্ম্মবিৎ ।
 আশ্রমাণি চ চহ্মারি কৰ্ম্মদ্বারাণি মানদ ॥ ১৪
 চতুৰ্ণামাশ্রমাণাঞ্চ গাইহ্যং পুণ্যদং স্মৃতম্ ।
 তস্মাদ্ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবতীতি মতির্মম ॥ ১৫

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা তু জনকো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বুদ্ধিমান ।
 বক্রণং পূজয়িত্ব তু পুনর্বচনমুচ্যতঃ ॥ ১৬
 কো দেশঃ কিঞ্চ তীর্থং স্মাদ্ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্
 তদ্বদন্য সুরশ্রেষ্ঠ সত্যজ্ঞোহসি নমোহস্ত তে ॥ ১৭

অকৰ্ম্ম-মার্গে অবস্থিত । অকৰ্ম্ম হইতে কৰ্ম্মই
 শ্রেষ্ঠ পথ ; ইহা বেদবাক্যেও নিশ্চিত ।
 পুরুষার্থচতুষ্টয় কৰ্ম্ম দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ;
 সুতরাং অকৰ্ম্ম দ্বারা যে মুক্তিপথ প্রাপ্ত
 হওয়া যায়, ইহা মিথ্যা বলিয়াই নির্দিষ্ট । হে
 নৃপবর ! কৰ্ম্ম দ্বারাই সৰ্বধৰ্ম্ম সিদ্ধ হয় ।
 অতএব সৰ্বপ্রযত্নে নরগণের বৈদিক কৰ্ম্ম
 করাই কৰ্ত্তব্য । মানবগণ কৰ্ম্মানুষ্ঠানেই
 ভুক্তি-ভুক্তি প্রাপ্ত হয় । হে রাজেন্দ্র ! অকৰ্ম্ম
 হইতে কৰ্ম্মই শুভাবহ । সেই কৰ্ম্ম আশ্রম-
 ভেদে জ্ঞাতিবিশেষে প্রতিষ্ঠিত । হে ধৰ্ম্ম-
 বিৎ ! তৎসদৃশেও বলিতেছি,—শ্রবণ
 করুন । হে মানদ ! কৰ্ম্মের দ্বারস্বরূপ
 চারিটা অশ্রম আছে, সেই চতুরাশ্রমের
 মধ্যে গাইহ্যই পুণ্যপ্রদ । তাহা হইতেই
 ভুক্তি-মুক্তি ঘটিয়া থাকে । ইহাই আমার
 ধারণা । ব্রহ্মা বলিলেন,—বুদ্ধিমান জনক
 এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাহা শুনিয়া বক্রণকে
 পূজাপূৰ্ব্বক পুনঃপুনঃ বলিলেন,—হে সুর-
 বর ! কোন্ দেশ বা কোন্ তীর্থ ভুক্তি-
 মুক্তিপ্রদ ? আপান সৰ্বজ্ঞ, আপনাকে

বক্রণ উবাচ ।

পৃথিব্যাং ভারতং বৰ্ষং দণ্ডকং তত্র পুণ্যদম্ ।
 তন্মিন্ ক্ষেত্রে কৃতং কৰ্ম্ম ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাম্
 তীর্থানাং গোতমী গঙ্গা শ্রেষ্ঠা মুক্তিপ্রদা নৃণাম্
 তত্র যজ্ঞেন দানেন ভোগান্ মুক্তিমবাপ্যতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জনকো বাচৎ শ্রদ্ধা হৃদাংপতেঃ ।
 বক্রণেন হৃদুজ্জাতৌ স্বপুৰীং জগতুস্তদা ॥ ২০
 অশ্বমেধাদিকং কৰ্ম্ম চকার জনকো নৃপঃ ।
 যাজ্ঞমায়াস বিপ্রেন্দ্রো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তং নৃপম্ ॥
 গঙ্গাতীরং সমাশ্রিত্য যজ্ঞান্ মুক্তিমবাপ রাট্ ।
 তথা জনকরাজানো বহুবন্তত্র কৰ্ম্মণা ॥ ২২
 মুক্তিং প্রাপুর্গঙ্গাভাগা গোতমাশ্চ প্রসাদতঃ ।
 ততঃ প্রভৃতি তন্ত্ৰীর্থং জনস্থানেতি বিজ্ঞতম্ ॥
 জনকামাঃ যজ্ঞসদৌ জনস্থানং প্রকীর্তিতম্ ।
 চতুর্থোজনবিস্তীর্ণং স্মরণাৎ সৰ্বপাপহৃৎ ॥ ২৪

নমস্কার ; আপনি তাহা বলুন । বক্রণ বলি-
 লেন,—পৃথিবীমধ্যে ভারতবর্ষ পুণ্যজনক ;
 তন্মধ্যে দণ্ডকারণ্য আরও পুণ্যপ্রদ । সেই
 ক্ষেত্রে নরগণের কৃত কৰ্ম্মই ভুক্তি ও মুক্তি-
 কলের প্রদায়ক । তীর্থ-সমূহের মধ্যে
 গোতমী গঙ্গা, নরগণের পক্ষে প্রধানতঃ
 মুক্তিদায়িনী । তথায় স্নান-দানে ভুক্তি-মুক্তি
 প্রাপ্ত হওয়া যায় । ব্রহ্মা বলিলেন,—যাজ্ঞ-
 বল্ক্য ও জনক জনপতির সেই কথা শুনিয়া
 তাহার অনুজ্ঞা লইয়া তৎকালে স্বীয় পুরে
 প্রত্যাগমন করিলেন । গৃহে আসিয়া জনক-
 রাজ অশ্বমেধাদি নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান
 করেন । বিপ্রেন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে যাজন-
 করান । ঐ সকল যজ্ঞ গোতমী গঙ্গার
 তীরে অনুষ্ঠিত হয় । তাহার ফলে রাজার
 মুক্তিপ্রাপ্ত ঘটে । জনক রাজার সেই
 কৰ্ম্মের প্রভাবে এবং গোতমীর প্রসাদে
 আরও অনেক ভাগ্যমান পুরুষ মুক্তি লাভ
 করেন । সেই দিন হইতে এই তীর্থ স্থান জন-
 স্থান নামে বিজ্ঞত । ঐ জনস্থান জনক বংশীয়-
 দিগের যজ্ঞীয় সভাক্ষেত্র বলিয়া কীর্তিত

তত্র জ্ঞানেন দানেন পিতৃণাং তর্পণেন তু ।
তীর্থস্ত অরণ্যদ্বাপি গমনান্তিক্রিসেবনাং ॥ ২৫
সর্বান কামানবাশ্রোতি যুক্তিঞ্চ সমবাপ্নুয়াৎ ॥
ইতি শ্রীরাঙ্গে মহাপুরাণে জনস্থানতীর্থবর্ণনং
নামাষ্টানীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

একোনবতীতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অকুণ্ঠা বকুণ্ঠা চৈব নদৌ পুণ্যতরে শুভে ।
তয়োশ্চ সঙ্গমঃ পুণ্যো গঙ্গায়াং মুনিসত্তম ॥ ১
তদ্বৎপত্তিঃ শৃণুহেহ সর্বপাপবিনাশিনীম্ ।
কশ্চপশু স্মৃতো জ্যেষ্ঠ আদিত্যো লোকবিক্রতঃ
ত্রৈলোকাচক্ষুস্তীক্ষ্ণাঃ সপ্তাশো লোকপূজিতঃ
তস্ত পত্নী উষা খ্যাতা ত্র্যষ্টী ত্রৈলোক্যসুন্দরী
ভর্তুঃ প্রতাপভীতহৃদমনহন্তী সুমধামা ।
চিন্তয়ামাস কিং কৃত্যং মম স্মাদিত্তি ভামিনী ॥

উষা চতুষোজন বিস্তীর্ণ এবং অরণ্যমাত্রেই
পাপহর। তথায় জ্ঞান, দান ও পিতৃতর্পণে
এবং সেই তীর্থ অরণ্য, তথায় গমন ও ভক্তি-
পূর্বক তাহার নিষেবণ করিলে মানব সর্বকাম
প্রাপ্ত হয় এবং অস্তে যুক্তি পায়। ১০—২৬।

অষ্টানীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৮ ।

উনবতীতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অকুণ্ঠা ও বকুণ্ঠা নামে
দুইটা পুণ্যতরা শুভাবহা নদী ছিল। হে
মুনিবর! তাহাদের গঙ্গাসহ সঙ্গমস্থান
একান্ত পুণ্যজনক। এক্ষণে সর্বপাপহারিণী
তদ্বৎপত্তি শ্রবণ করুন। কশ্চপের জ্যেষ্ঠ
পুত্র আদিত্য লোকবিক্রত। তিনি ত্রৈলোক্য-
চক্ষু, তীক্ষ্ণাংগ, সপ্তাশ ও লোকপূজ্য। তাহার
পত্নী ত্রৈলোক্য-সুন্দরী উষা ত্র্যষ্টীর নন্দিনী।
উষা ভর্তার তীক্ষ্ণ প্রতাপ সহ্য করিতে না
পারিয়া চিন্তা করিলেন,—“আমার এখন

তস্তাঃ পুত্রৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ মনুর্বৈবস্বতো যমঃ ।
যমুনা চ নদী পুণ্যা শৃণু বিশ্বকরমণ ॥ ৫
সাকরোদাশ্বনশ্চায়ামাশ্বরূপেণ যত্নতঃ ।
তামশ্ববীততশ্চোষা ভৃক মৎসদৃশী ভব ॥ ৬
ভর্তারঃ স্তমপত্যানি পালয়স্ব মমাজ্ঞয়া ।
যাবদাগমনং মে স্মাপত্যস্তাবৎ প্রিয়া ভব ॥ ৭
নাখ্যাতব্যঃ স্ময়া কাপি অপত্যানাং তথা প্রিয়ে
তথেষ্ট্যাহ চ সা ছায়া নির্জগাম গৃহাহুবা ॥
ইত্যুকা সা জগামাশু শান্তং রূপমভীপ্সতী ।
সা গম্বোষা গৃহং স্তুঃ পিত্রে সর্বং স্তুবেদয়ৎ ॥
ঔষ্টাপি চকিতঃ প্রাহ তাং সূতা সূতবৎসলঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

নেতদ্ব্যক্তং ভর্তৃমত্যা যৎ স্মৈরেণ প্রবর্তনম্ ।
অপত্যানাং কথং বৃত্তির্ভর্তৃবা সবিতৃস্তব ।
বিভেমি ভদ্রে শিষ্টোহহং ভর্তৃর্গেহং পুনর্বজ ॥

কর্তব্য কি?” নারদ এই বিশ্বকর
ঘটনা শ্রবণ কর। বিশ্বকর্ম-নন্দিনীর
বৈবস্বত মনু ও যম নামে দুই মহাপ্রাজ্ঞ
পুত্র এবং যমুনানদী এক পুণ্যনদী কহা
ছিল। তিনি যত্নের সহিত আশ্বত্থ্য
শাখ ছায়ায় স্রষ্টা করিয়া বলিলেন,—তুমি
আমার সদৃশী হইয়া থাক। আমার আদেশে
মদীয় ভর্তার অপত্যসকল তুমি পালন কর।
যতদিনে আমি ন কিরিয়া আসি, ততকাল
তুমি আমার পতির প্রিয়া হইয়া থাক।
তুমি আমার ভর্তা বা অপত্য, কাহারও নিকট
এ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিও না। ছায়া সম্বতা
হইল। উষা গৃহ হইতে নির্গতা হইলেন।
তিনি পতির সৌম্যরূপ কামনা করিয়া পিতৃ-
গৃহে গমনপূর্বক সর্ব বৃত্তান্ত বিবৃত করি-
লেন। তৎশ্রবণে পিতা ঔষ্টা চকিত হইয়া
বলিলেন,—হে ভদ্রে! ভর্তৃমতী রমণী-
দিগের এ প্রকার স্বেচ্ছাচার সঙ্গত নহে।
বল দেখি, তোমার ভর্তা বা অপত্যদিগের
বৃত্তিনির্কাহ কিরূপে হইবে? বস্তুতঃ আমি
ইহা ভাবিয়া ভীত হইতেছি। আমার
উপদেশ শুন, তুমি পুনরায় ভর্তার গৃহে

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তু পিত্রা সা নেতুক্ষা বৈ পুনঃপুনঃ ।
উত্তরঞ্চ কুরোদেশং জগাম তপসে স্বরা ॥ ১১
তত্র তেপে তপস্তীত্রং বড়বারূপধারিণী ।
হৃষ্টোক্ষং তং স্বকং কাস্তং ধ্যায়ন্তী নিশ্চলা উষা
এতন্নিবস্তরে তাত ছায়া চোষাস্বরূপিণী ।
পত্যৌ সা বর্তয়ামাস অপত্য্যাপ্তথ জজ্ঞিরে ॥ ১৩
সাবর্ণিষ্ঠ শনিষ্ঠেব বিষ্টিয়া হৃষ্টকন্তকা ।
সা ছায়া বর্তয়ামাস বৈবম্যো নৈব নিত্যশঃ ॥ ১৪
শ্বেষপত্যৌ চোষায়া যমস্তত্র চুকোপ হ ।
বৈষম্যোনাথ বর্তন্তীঃ ছায়াঃ তাং মাতরং তদা
তাড়য়ামাস পাদেন দক্ষিণাশাপতির্থমঃ ।
পুত্রদৌর্জন্তসংকোভাচ্ছায়া বৈবস্বতং যমম্ ॥ ১৬
শশাপ পাপ তে পাদৌ বিশীর্ষ্যতু মমাজ্ঞয়া ।
বিশীর্ণচরণৌ হুঃখাৎ ক্রদন্ পিতরমভ্যাগাৎ ।

যাও । ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতা এই কথা
কহিলে, উষা বারংবার ‘না-না’ বলিয়া অস-
ম্মতি জানাইলেন এবং সত্ত্বর উত্তর কুরু-
দেশে তপস্কার্থ গমন করিলেন । সেখানে
গিয়া বড়বা-রূপ ধারণ করিয়া তীব্র তপস্কা
করিলেন, এবং নিশ্চলভাবে হৃদয়ে সেই
স্বীয় হুনিরীক্ষ্য পতিদেবকে ধ্যান করিতে
লাগিলেন । এই সময়ের মধ্যে উষারূপিণী
ছায়া পতিপরিচর্যায় নিরতা থাকিয়া কতি-
পয় সন্তান প্রসব করিলেন । তাঁহার
সন্তানগণের নাম—সাবর্ণি, শনি, ও বিষ্টি ।
ছায়া নিজ সন্তান এবং উষার সন্তান ইতর-
বিশেষভাবে দেখিয়া পালন করিতে লাগি-
লেন । অর্থাৎ নিজের সন্তান কয়টির প্রতিই
অধিক স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন । উষার
সন্তান তাঁহার সেরূপ স্নেহের পাত্র হইল
না । এই বৈষম্য দর্শনে যম ছায়া জননীর
প্রতি কুপিত হইলেন এবং পদ দ্বারা তাঁহাকে
তাড়না করিলেন । পুত্রের দুর্জনতায়
সংক্লক হইয়া ছায়া যমকে অভিশাপ দিলেন
যে, রে পাপ! আমার বচনে তোমার চরণ
বিশীর্ণ হইবে । যম তখন বিশীর্ণচরণে

সবিত্রে তন্তু বৃন্তান্তং স্তবেদয়দশেবতঃ ॥ ১৭

যম উবাচ ।

নেযং মাতা সুরশ্রেষ্ঠ যয়া শশ্তোহহমৌদশঃ ।
অপত্যৌ বিকৃদ্ধেযু জননী নৈব কুপ্যতে ॥ ১৮
যদালাদব্রবঃ কিঞ্চিদথবা হৃদ্ধতং কৃতম্ ।
নৈব কুপ্যতি সা মাতা তন্মায়ৈয়ং যমাস্বিকা ॥
যদপত্যকৃতং কিঞ্চিৎ সাধ্বসাধু যথা তথা ।
মাতাস্তাং সর্বমপোতন্তম্মাত্মাতেতি গীয়তে ॥
প্রধক্ষ্যন্তীব মাং তাত নিত্যং পশুতি চক্ষুবা ।
বক্তাঘিকালসদৃশা বাচা নেয়ং মদস্বিকা ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

তৎ পুত্রবচনং শ্রুত্বা সবিতাচিস্তয়ন্ততঃ ।
ইয়ং ছায়া নাপ্ত মাতা উষা মাতা তু সান্ততঃ ॥
মম শাস্তিমতীপ্তন্তী দেশেহহুন্নিঃসঙ্গাশবন-

হুঃখের সহিত কাঁদিতেন কাঁদিতেন পিতার
নিকট গেলেন, যাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত
ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন । ১—১৭।
যম বলিলেন,—হে সুরবর ! ইনি আমাদের
মাতা নহেন; কেননা, তাল-হইলে আমি
এরূপভাবে অভিশপ্ত হইতাম না । বিশেষতঃ
সন্তান বিকৃদ্ধাচারী হইলেও জননী কখন
কুপিত হন না । আমি বাল্যে কত কটু কথা
কহিয়াছি, কত হুঙ্কার করিয়াছি, কৈ আমার
জননী ত কখন এরূপ কুপিত হন না ?
সুতরাং ইহাকে মাতা বলিয়া কখন ধারণা
হইতেছে না । অপত্যজন সাধু কিংবা
অসাধু যাহা কিছু করে, মাতৃজনে সে সমস্তই
সহনীয় হয় বলিয়া তিনি মাতা নামে অভি-
হিত । হে তাত ! এখন যিনি আমাদের
মাতা, ইনি যেন নিতাই আমায় নয়নানলে
দৃষ্টি করেন এবং সর্বদাই বাক-বহি-
প্রয়োগ করেন । সুতরাং ইনি আমাদের
মাতা কিছুতেই নন । ব্রহ্মা বলিলেন,—
পুত্রের কথা শুনিয়া সাবিত্রা চিন্তিত হইলেন ।
তাবলেন—এ নিশ্চয়ই উষার ছায়া । যমের
মাতা উষা এ প্রকার নহে । তাঁহার প্রকৃতি

উত্তরে চ কুরৌ দ্বাষ্টী বড়বারূপধারণী ॥ ২৩
তত্রাস্তে সা ইতি জ্ঞান জগামেশো দিবাকরঃ ।
যত্র সা বর্ততে কান্তা অশ্বরূপঃ স্বয়ং তদা ॥ ২৪
তাং দৃষ্ট্বা বড়বারূপাং পর্যাধাবন্ধয়াকৃতিঃ ।
কামাতুরং হযং দৃষ্ট্বা জ্ঞানো বৈ হ্রেষিতম্বনম্ ॥ ২৫
উষা পতিব্রতোপেতা পতিধ্যানপরায়ণা ।
হযধ্বংসস্তীতা কো স্বয়ং চেত্যজানতী ॥ ২৬
অপলায়ংপতো প্রাপ্তে দক্ষিণাভিমুখী হুয়া ।
কো নু মে রক্ষকোহত্র স্তাদৃশ্যো বাধবা সুরাঃ
ধাবন্তীঃ তাং প্রিয়ামশ্বামশ্বরূপধরঃ স্বয়ম্ ।
পর্যাধাবদ্যতো যাতি উষা ভানুস্ততস্ততঃ ॥ ২৮
স্বরগ্রহবশে জাতঃ কো হৃশ্চেষ্টং ন চেষ্টতে ।
ভাগীরথীঃ নদীশান্তা বনানুপবনানি চ ॥ ২৯
নন্দনানুপবনানি দক্ষিণাভিমুখানুভৌ ।

অশ্বরূপ । আমার তীব্রতর তাপের শাস্তি-
কামনায় সে দেশান্তরে গিয়া তপস্বিনী হইয়া
কাল কাটাইতেছে । দিবাকর এইরূপ চিন্তা
করিয়া বুঝিলেন,—বিশ্বকর্ষ-নন্দিনী উষা
বড়বা-রূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুদেশে
প্রবেশ করিতেছে । দিবাকর এই ঘটনা
বুঝিতে পারিয়া নিজেই অশ্বরূপ ধারণ-
পূর্বক স্বীয় কান্তার বিচরণ-স্থলে প্রস্থান
করিলেন । তথায় গিয়া তিনি সেই বড়বা
দেখিয়া হযরূপে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হই-
লেন । অশ্বকে কামাতুর দেখিয়া এবং
তাহার হ্রস্ববর শ্রবণ করিয়া পতিব্রতা পতি-
ধ্যান রতা উষা অশ্ব-ধ্বংস ভীতা হইয়া—‘এ
অশ্ব কে?’ তহা জানিতে না পারিয়া, সম্বর
দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিলেন এবং
ভাবিতে লাগিলেন,—কে এমন অশ্ব বা
দেবতা আছেন, যিনি আমাকে অদ্য এ
সঙ্কটে পরিজ্ঞান করেন । এই ভাবিয়া
উষা অশ্বরূপ ধরিয়া যতই ধাবিত হইতে
লাগিলেন; ভানুদেবও অশ্বরূপ ধরিয়া
তেমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ।
বস্তুতঃ মদনাবেশে বিবশ হইয়া কে না হৃশ্চেষ্ট-
হুয়া চেষ্টিত হইয়া থাকে? তখন সেই

অতিক্রম্য ভয়োদ্বিগ্না দ্বাষ্টীভাগাচ্চ গোমতীম্
জাতারঃ সন্তি মুনয়ো জনস্থান ইতি জ্ঞতম্ ।
ঋষীগামাশ্রমং সাশা প্রবিষ্টা গৌতমীঃ তথা ॥
অনুপ্রাপ্তস্তথা চাশো ভানুস্তরূপবাঃস্ততঃ ।
অশ্বং নিবারয়ামাসুর্জনহা মুনিদারকাঃ ।
ততঃ কোপাদৃষীঃস্তাঃশশশাপোষাপতিঃ প্রভুঃ
ভানুরূপাচ ।
নিবারয়থ মাং যস্মাদ্ধটা স্যুং ভবিষ্যথ ॥ ৩৩
ব্রহ্মোবাচ ।
জ্ঞানদৃষ্ট্যা তু মুনয়ো মেনিরেহশ্বমুদাপতিম্ ।
স্ববস্ত্রো দেবদেবেশং ভানুং তং মুনয়ো মুদা ॥
কুয়মানো মুনিগণৈরশ্বাং ভানুরথাগমৎ ।
বড়বায়া মুখে লগ্নং মুখং চাশ্বকপিণম্ ॥ ৩৫
জ্ঞানো দ্বাষ্টী চ তত্রারঃ মুখাধীষ্যাৎ প্রসুজ্জবে

বড়বা এবং অশ্ব দক্ষিণাভিমুখে যাইতে
যাইতে ভাগীরথী, নন্দনা, বিজ্যাচল এবং
অশ্বান্ত বন, উপবন ও নদী অতিক্রম
করিল । বিশ্বকর্ষ-নন্দিনী বড়বা ভয়োদ্বিগ্না
হইয়া । তৎকালে, গৌতমীজলে পতিত
হইল । বড়বা শুনিয়াছিল,—জনস্থানে ঋষি
গণের আশ্রম আছে এবং তত্রত্য মুনিগণ
সকলেই বিপন্ন জনকে পরিজ্ঞান করিয়া
থাকেন । এইরূপ জ্ঞান ছিল বলিয়া সে
তখন গৌতমী-জলে প্রবেশ করিল । তখন
অশ্বরূপধারী সুর্য্যও তথায় উপস্থিত হইলেন ।
কিন্তু জনস্থানস্থ মুনিবালকেরা অশ্বকে নিবারণ
করিল । তখন উষাপতি কুপিত হইয়া সেই
সকল মুনিবালককে অভিশাপ দিলেন ।
ভানু বলিলেন,—তোমরা আমাকে যে হেতু
নিবারণ করিলে, এইজন্ত তোমাদিগকে
বটবৃক্ষ হইতে হইবে । ১৮—৩৩ । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—মুনিগণ জ্ঞাননেত্রে সেই অশ্বকে
উষাপতি বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং
প্রহর্যভরে দেবদেব ভানুকে তখন স্তব করিতে
লাগিলেন । ভানু মুনিগণ কর্তৃক স্তব হইয়া
অশ্বর সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং
তাঁহাদের মুখে স্বীয় বৃত্ত স্থাপন করিলেন ।

তমোবীষ্যেণ গঙ্গায়ামবিনৌ সমজায়তাম্ ॥৩৬
তজাগচ্ছন্ সুরগণাঃ সিদ্ধাশ্চ মুনয়স্তথা ।
নদ্যো গাবস্তথৌষধ্যো দেবা জ্যোতির্গণাস্তথা
সপ্তাশ্চ রথঃ পুণ্যো হরুণো ভানুসারথিঃ ।
যমো মনুশ্চ বরুণঃ শনির্বৈবস্বতস্তথা ॥ ৩৮
যমুনা চ নদী পুণ্য তাপী চৈব মহানদী ।
তত্তরুপং সমাহ্বায় নদ্যস্তা বিস্ময়ান্মুনে ॥ ৩৯
দ্রষ্টুং তে বিস্ময়াবিষ্টা আজয়ুঃ স্বপ্নরস্তথা ।
অভিপ্রায়ঃ বিদিত্বা তু স্বপ্নং ভানুরব্রবীৎ ॥

ভানুরুবাচ ।

উষায়াঃ প্রীতয়ে কৃষ্টঃ কুর্কত্যান্তপ উত্তমম্ ।
যজ্ঞাক্রুড়ঞ্চ মাং কৃচ্ছা ছিচ্ছি তেজাঃস্তনেকশঃ ।
যাবৎ সৌখ্যং ভবেদন্তাস্তাবচ্ছিচ্ছি প্রজাপতে
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্তা ততঃস্বষ্টা সোমনাথস্ত সন্নিধৌ ।
তেজসাং ছেদনং চক্রে প্রভাসস্ত ততো বিহঃ

বড়বা তাঁহাকে আপনার ভর্তা বলিয়া
বুঝিতে পারিল এবং মুখ হইতে বীৰ্য্যাকরণ
করিল। তাঁহাদের উভয়ের বীৰ্য্যে সেই
গঙ্গা মধ্যেই অশ্বিনী-কুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ
করিলেন। তৎকালে তথায় সুরগণ, সিদ্ধ-
গণ, মুনিগণ, নদীগণ, গো-গণ, ওষধিগণ,
জ্যোতিষ্কগণ, সপ্তাশ্ব-বাহিত পুণ্য রথ, ভানু-
সারথি অরুণ, যম, মনু, বরুণ, শনি, সার্বণ,
যমুনা, তাপী, ও পুণ্যাতোয়া মহানদী প্রভৃতি
সকলেই স্ব স্ব রূপ ধারণপূর্বক বিস্ময়ের সহিত
তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিলেন। তখন
সূর্য্য-স্বপ্নর বিশ্বকর্মাও আগমন করিলেন।
স্বপ্নরের অভিপ্রায় বুঝিয়া ভানু বলিলেন,—
হে স্বপ্নঃ! অশ্বিনী উষার প্রীতির নিমিত্ত
আমাকে যজ্ঞাক্রুড় করিয়া মদীয় তেজোরাশি
অনেকাংশে শাতিত করিয়া দিল। হে
প্রজাপতে! আমার যে পরিমাণ তেজ
থাকিলে উষার স্মৃতি হইতে পারে, আপনি
আমায় সেই পরিমাণে শাতিত করুন।
ব্রহ্মা বলিলেন,—বিশ্বকর্মা ‘তথাস্ত’ বলিয়া
সোমনাথের সমীপে সূর্য্যের তেজোরাশি

ভর্তা চ সঙ্গতা যত্র গৌতম্যামখরুপিণী ।
অশ্বিনৌষত্র চোৎপত্তিরখতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ৪৩
ভানুতীর্থং তদাখ্যাতং তথা পঞ্চবটাত্মমঃ ।
তাপী চ যমুনা চৈব পিতরং দ্রষ্টুমাগতে ॥ ৪৪
অরুণাবরুণানজোর্গঙ্গায়াঃ সঙ্গমঃ শুভঃ ।
দেবানাং তত্র তীর্থানাং মাগতানাং পৃথক্ পৃথক্
নব ত্রীণি সহস্রাণি তীর্থানি গুণবন্তি চ ।
তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সর্বমক্ষয়পুণ্যদম্ ॥ ৪৬
স্মরণাৎ পঠনাৎপি শ্রবণাদপি নারদ ।
সর্বপাপবিনিষ্কৃতো ধর্ম্মবান্ স সুখী ভবেৎ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ভানুতীর্থবর্ণনং নাম
একোনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯

ছেদন করিলেন। তাহাতেই প্রভাসতীর্থের
উৎপত্তি কীৰ্ত্তিত হইল। গৌতমী নদীর
যে অংশে অশ্বিনীকুপিণী উষা ভর্তার সহিত
মিলিত হইয়াছিল, এবং যেখানে অশ্বিনী-
কুমারদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই স্থান
অশ্বতীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। তথায় ভানু-
তীর্থ, পঞ্চবটাত্মম, পিতৃদর্শনার্থ নবাগত তাপী
ও যমুনা তীর্থ এবং অরুণা ও বরুণা নদীর
গঙ্গাসহ সঙ্গমতীর্থ ও সমাগত দেবগণের
বিভিন্ন তীর্থ বিখ্যাত। এইরূপে তথায়
সপ্তবিংশতি সহস্র বিশিষ্ট তীর্থ প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছিল। তথায় জ্ঞানদানাদি যাহা কিছু
পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করা হয়, সমস্তই
অক্ষয় হইয়া থাকে। হে নারদ! এই
তীর্থের কথা শ্রবণ, পঠন ও স্মরণ করিলেও
মানব সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধার্ম্মিক ও
সুখসম্পন্ন হয়। ৩৪—৪৭।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯।

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

গাকুড়ঃ নাম যন্তীর্থং সৰ্ববিঘ্নপ্রশান্তিদম্ ।
তন্ত প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ১
মণিনাগ ইতি দ্বাসীক্ষেপপুত্রো মহাবলঃ ।
গকুড়স্ত ভয়াঙ্কস্ত্য তোযয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ২
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ পরমেষ্ঠী মহেশ্বরঃ ।
তমুবাচ মহানাগং বরং বরয় পন্নগ ॥ ৩
নাগঃ প্রাহ প্রভো মহং দেহি মে গকুড়াভয়ম্
তথৈত্যাহ চ তং শঙ্কুর্গকুড়াভয়ং ভবেৎ ॥ ৪
নির্গতো নির্ভয়ো নাগো গকুড়াধকুণানুজাৎ ।
কীরোদশায়ী, স্নাত্তে কীরার্ণবসমীপতঃ ॥ ৫
ইতশ্চৈতশ্চ চরতি নাগোহসৌ মুখশীতলে ।
গকুড়োহপি চ যত্রাস্তে তং দেশমপি যাত্যসৌ
গকুড়ঃ পন্নগং দৃষ্ট্বা চরন্তং নির্ভয়েন তু ।

নবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—গকুড় নামে এক তীর্থ
আছে । উহা সৰ্ববিঘ্নের শান্তিকর । হে
নারদ ! উহার মাহাত্ম্য বলিতেছি, যত্ন-
পূৰ্ব্বক শ্রবণ কর । অনন্ত নাগের পুত্র,
মণিনাগ নামে এক মহাবল নাগ ছিল । ঐ
নাগ গকুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক
শঙ্করের আরাধনা করে । অনন্তর ভগবান্
মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া সেই মহানাগকে বলি-
লেন,—পন্নগ ! তুমি বর, প্রার্থনা কর ।
নাগ বলিল,—প্রভো ! আমায় গকুড়
হইতে অভয় দান করুন । শঙ্কু সম্বত
হইয়া তাহাকে গকুড় হইতে অভয় দান
করিলেন । অকুণানুজ গকুড় হইতে নির্ভয়
হইয়া ঐ নাগ নির্গত হইল এবং যথায়
কীরোদশায়ী বিষ্ণু বিরাজ করিতেছিলেন,
সেখানে কীরাকির নিকটে ইতস্ততঃ বিচরণ
করিতে লাগিল । অধিক কি, যে প্রদেশে
স্বয়ং গকুড় বাস করিত, সেখানেও সে গমন
করিল । গকুড় সেই পন্নগকে নির্ভয়ে
বিচরণ ক্রিতে দেখিয়া তাহাকে গ্রহণপূৰ্ব্বক

তং গৃহীত্বা মহানাগং প্রাক্ষিপৎ স্বস্ত বেষ্মানি ॥
তং বন্ধা গাকুড়ৈঃ পার্শ্বৈর্গকুড়ো নাগসত্তমম্ ।
এতন্নিম্নস্তরে নন্দী প্রোবাচেশং জগৎপ্রভুম্
নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

নূনং নাগো ন চায়াতি ভঙ্কিতো বন্ধ এব বা ।
গকুড়েন সুরেশান জীবন্নাগো ন সংব্রজেৎ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

নন্দিনো বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা শঙ্কুরথাত্রবীৎ ॥ ১০
শিব উবাচ ।

গকুড়স্ত গৃহে নাগো বন্ধস্তিষ্ঠতি সহস্রম্ ।
গত্বা তং জগতামীশং বিষ্ণুং হুহি জনার্দনম্ ॥ ১১
বন্ধং নাগং কাশ্চাপেন মদ্বাক্যাদানয় স্বয়ম্ ।
তৎপ্রভোর্বচনং শ্রুত্বা নন্দী গত্বা শ্রিয়ঃ পতিম্
বাক্যাপয়ৎ স্বয়ং বাক্যং বিষ্ণুং লোকপরায়ণম্ ।
নারায়ণঃ প্রীতমনা গকুড়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩
বিষ্ণুরুবাচ ।

বিনতাশ্চ মে বাক্যানন্দিনে দেহি পন্নগম্ ।
কম্পমানস্তদাকণ্য নেতৃত্বাচ বিহঙ্গমঃ ॥ ১৪

নিজালয়ে নিক্ষেপ করিল । এই সময় নন্দী
জগৎপ্রভু শঙ্কুকে বলিলেন,—মণিনাগ আর
প্রত্যাগমন করিল না; নিশ্চয়ই গকুড়
তাহাকে থাইয়াছে, অথবা বাঁধিয়া রাখিয়াছে ।
হে সুরেশ ! যদি সে নাগ জীবিত থাকিত,
তাহা হইলে একেবারে চলিয়া যাইত না ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—নন্দীর কথা শুনিয়া শঙ্কু
সেই ঘটনা জানিয়া বলিলেন,—মণিনাগ
গকুড়ের গৃহে আবদ্ধ আছে; তুমি যাও,—
গিয়া সত্বর জগদীশ জনার্দনের স্তব কর
এবং গকুড় কর্তৃক আবদ্ধ মণিনাগকে শীঘ্র
লইয়া আইস । নন্দী প্রভুর কথায়
প্রীতির প্রাপ্তে গমন করিয়া তাঁহার নিকট
সেই কথা নিবেদন করিল । নারায়ণ তখন
প্রীতাচক্ষে গকুড়কে বলিলেন,—হে বিনতা-
নন্দন ! আমার কথানুসারে নন্দীর নিকট
তুমি মণিনাগকে সমর্পণ কর । বিহঙ্গম
গকুড় সেই কথা শুনিয়া শিরঃকম্পন
করত বলিল,—না—দিব না । এই বলিয়া

বিষ্ণুপ্যত্রবীং কোপাং সুপর্ণো

নন্দিনোহস্তিকে ॥১৪

গরুড় উবাচ ।

যস্যং প্রিয়তমঃ কিঞ্চিদ্ভূত্যেভ্যঃ প্রভবিক্ৰবঃ ।
দাস্তস্ত্যস্তে ভবান্নৈব ময়ানীতং হরিস্যাতি ॥১৫
পশু দেবঃ ত্রিনয়নঃ নাগঃ মোক্ষ্যতি নন্দিনা ।
ময়োপপাদিতঃ নাগঃ হং তু দাস্তসি নন্দিনে ॥
হ্মাং বহামি সঙ্গা স্বামিন্ময় দেয়ঃ সঙ্গা স্বয়া ।
ময়োপপাদিতঃ নাগঃ বজ্রুঃ দেহীতি নোচিতম্ ॥
সূতাং প্রভুগাং নেয়ং স্তাদ্ভূতিঃ সদ্ভূতিকারিণাম্
সন্তো দাস্তস্তি ভূত্যেভ্যো মহাপাত্তহরে ভবান্
দৈত্যান্ জয়সি সংগ্রামে মঘলেনৈব কেশব ।
অহং মহাবলীভ্যেবং মুধৈব শ্লাঘতে ভবান্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

গরুড়শ্চেতি তদ্বাক্যং শ্রুত্বা চক্রগদাধরঃ ।

নন্দীর সাক্ষাতে বিষ্ণুকে সে কোপের সহিত
আরও বলিল যে, অস্তান্ত প্রভুগণ ভূত্য-
দিগকে যে সকল প্রিয়তম বস্তু দান করিয়া
থাকেন, আপনি তাহার কিছুই দেন না ।
অধিকন্তু আমি যদি কিছু লইয়া আসি,
আপনি তাহা হরণ করেন । দেখুন দেখি,
ত্রিলোচন দেব কেমন ভক্তপ্রিয় । তিনি
নন্দীকে প্রেরণ করিয়া এই নাগকে মোচন
করিতে সমুৎসুক । আর আমি আপনার
ভূত্য, এই নাগটাকে আনিয়াছি, আপনি
তাহা নন্দীকে দান করিতেছেন ! আমি
নিত্য আপনাকে বহন করি, আপনারই
সর্বদা আমাকে দেওয়া উচিত ; তাহাতে
আমি একটা নাগ ধরিলাম, আপনি তাহা
ছাড়িয়া দিতে বলেন । ইহা আপনার একা-
ন্তই অসুচিত । সদ্ভূতি-সম্পন্ন সচ্চরিত্র
প্রভুদিগের এরূপ ব্যবহার সঙ্গত নহে ।
সজ্জনেরা ভূত্যদিগকে দান করেন ; কিন্তু
আপনি আমার প্রাপ্য বস্তু হরণ করেন ।
হে কেশব ! মনে রাখিবেন, আমার বলেই
সংগ্রামে আপনি দৈত্যদিগকে জয় করিয়া
থাকেন । আমিই প্রকৃত মহাবলশালী ।

বিহস্ত নন্দিনঃ পার্শ্বে পশ্চাতির্লোকপালকৈঃ ॥ ২০

ইদমাহ মহাবুদ্ধির্মাঃ সমুদ্র কুশো ভবান্ ।

ত্বদ্বাদসুরান্ সর্কান্ জেযোহহং খগসন্তম ॥২১

ইত্যাশ্রা ত্রীপতির্ভগ্নান্ শাস্তকোপোহত্রবীদিদম্

বহাস্তুলিঃ করস্তাণ্ড কনিষ্ঠাঃ নন্দিনোহস্তিকে ॥

গরুড়শ্চ ততো মূর্ধ্নি স্তম্ভোদং পুনরত্রবীং ।

সত্যং মাঃ বহসে নিত্যং পশু ধর্ম্মং বিহঙ্গম ॥

তস্তায়াঞ্চ ততোহস্তুল্যাং শিরঃ কৃক্কো

সমাবিশং ।

কুক্ষিচ্চ চরণস্তান্তঃ প্রাবিশচ্চূর্ণিতোহভবৎ ॥

ততঃ কৃতাজ্জলিদৌনো ব্যথিতো লজ্জয়াধিতঃ ॥

গরুড় উবাচ ।

আহি ত্রাহি জগন্নাথ ভূত্যঃ মামপরাধিনম্ ।

হং প্রভুঃ সর্বলোকানাং ধর্তা ধার্য্যম্বেব চ ॥

আপনার শ্লাঘা বৃথা । ১১-১২। ব্রহ্মা বলিলেন,—
চক্র-গদাধর বিষ্ণু গরুড়ের এই কথা শুনিয়া
লোকপালগণ ও শিবানুচর নন্দীর সমক্ষে
হাস্তা করিয়া বলিলেন,—ওহে খগবর !
তুমি আমাকে বহন করিয়া ক্রুশ হইয়াছ;
তোমার বলেই আমি অসুরদিগকে জয়
করি—উত্তম কথা । এই বলিয়া ত্রীপতি
ক্লুদ্ব না হইয়া গরুড়কে আবার বলিলেন,—
স্বীকার করি, তোমার বিলক্ষণ শক্তি ; কিন্তু
তুমি আমার এই কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটা বহন
কর । এই বলিয়া নন্দীর সমক্ষেই গরুড়ের
মস্তকে স্থায় অঙ্গুলি সংস্থাপন করিয়া আবার
বলিলেন,—বিহঙ্গম ! সত্যই তুমি আমাকে
নিত্য বহন কর । এক্ষণে ধর্ম্মের গতি
অবলোকন কর । এই বলিয়া বিষ্ণু অঙ্গুলি
মস্তকে স্থাপন করিবামাত্র গরুড়ের মস্তক
কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই কুক্ষি
আবার চরণপ্রান্তে প্রবিষ্ট হইয়া চূর্ণ হইল ।
তখন গরুড় ব্যথিত ও দীনভাবে লজ্জিত
হইয়া কৃতাজ্জলিকরে বলিল,—হে জগন্নাথ !
আমি অপরাধী ভূত্য, আমার পরিজ্ঞান
করুন । তুমিই সকলের প্রভু, এবং ধর্তা,

অপরাধসহস্রাণি কমন্তে প্রভবিষ্যৎ ।
কৃতাপরাধেহপি জনে মহতী যন্ত বৈ রূপা ॥২৬
বদন্তি মুনয়ঃ সর্বৈ ত্র্যমেব করুণাকরম্ ।
রক্ষস্বাৰ্ত্তং জগন্মাতৰ্ম্মামমুজনিবাসিনি
কমলে বালকং দীনমার্ত্তং তনয়বৎসলে ॥ ২৭
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ রূপাধিতা দেবী শ্রীরপ্যাহ জনার্দনম্ ॥২৮
কমলোবাচ ।

রক্ষ নাথ শ্বকঃ ভূত্যং গরুড়ং বিপদং গতম্ ।
জনার্দন উবাচেদং নন্দিনং শম্ভুবাহনম্ ॥ ২৯
বিষ্ণুর্বাচ ।

নয় নাগং সগরুড়ং শম্ভোরস্তিকমেব চ ।
তৎপ্রসাদাচ্চ গরুডো মহেশ্বরনিরীকৃতঃ ।
আত্মীয়ঞ্চ পুনা রূপং গরুড়ঃ সমবাপ্স্যতি ॥৩০
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যাশ্রু চ বুধভো নাগেন গরুড়েন চণ
শনৈঃ স শঙ্করং গতা সর্বং তস্মৈ ত্র্যবেদয়ৎ ।
শঙ্করোহপি গরুদন্তং প্রোবাচ শশিগেখরঃ ॥

এবং তুমিই সকলের ধার্মা । প্রভুগণ ভূতা-
বর্গের সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া
ধাকেন । লোকে অপরাধ কারলেও
যাহার মহতী করুণার কথা শ্রুত হয়, মুন-
গণ তোমাকেই সেই করুণাকর বাঁচিয়া
কীৰ্ত্তন করেন । অপিচ হে কমলবিলাসিনি
জগদম্বিকে কমলে ! তুমিও এই আৰ্ত্ত
দীন বালককে রক্ষা কর । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—তখন শ্রীদেবী রূপাকুল হইয়া
জনার্দনকে বলিলেন,—হে নাথ ! বিপন্ন
ভূত্য গরুড়কে রক্ষা করুন । তখন জনার্দন
শিবাম্বুচর নন্দীকে বলিলেন,—তুমি গরু-
ড়ের সহিত এই মণিনাগকে শিব সন্নিধানে
লইয়া যাও । মহেশ্বরের প্রসন্ন দৃষ্টিতে
গরুড় পুনরায় স্বায় রূপ প্রাপ্ত হইবে ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—নন্দী ‘তথাস্থ’ বলিয়া
নাগের সহিত গরুড়কে শঙ্করসমীপে লইয়া
গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল । চন্দ্র-

শিব উবাচ ।

যাহি গঙ্গাঃ মহাবাহো গৌতমীঃ লোকপাবনীম্
সর্বকামপ্রদাঃ শান্তাঃ তামাপ্নুত্য পুনর্বপুঃ ॥৩২
প্রাপ্যাসে সর্বকামাঃশ শতধাত্ব সহস্রধা ।
সর্বপাপোপতপ্তা যে হৃদৈবোম্মলিতোজমাঃ ।
প্রাণিনোহতীষ্টদা তেবাং শরণং খগ গৌতমী
ব্রহ্মোবাচ ।

তথাক্যং প্রণতো ভূত্বা শ্রুত্বা তু গরুডোহত্যগাৎ
গঙ্গামাপ্নুত্যা গরুড়ঃ শিবং বিষ্ণুং ননাম সঃ ॥
ততঃ স্বর্ণময়ঃ পক্ষী বজ্রদেহো মহাবলঃ ।
বেগী ভবমুনিশ্রেষ্ঠ পুনবিষ্ণুমিমাং সুধীঃ ॥ ৩৫
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং গারুড়ঃ সর্বকামদম্ ।
তত্র স্নানাদি যৎকিঞ্চিৎকরোতি প্রযতো নরঃ ।
সর্বং তদক্ষয়ং বৎস শিববিষ্ণুপ্রিয়াবহম্ ॥ ৩৬
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে গরুড়তীর্থবর্ণনং
নাম নবতিতমোহধায়ঃ ॥ ১০ ॥

মৌলি শঙ্কর তখন গরুড়কে বলিলেন,—
হে মহাভূজ ! তুমি লোকপাবনী গৌতমী
গঙ্গায় গমন কর । সেই সর্ব-কামদায়িনী
শান্তিকরী গঙ্গায় স্নান করিলে, পুনরায় তুমি
স্বায় বপু প্রাপ্ত হইবে । দেখ, যাহারা শত
শত ও সহস্র সহস্র প্রকারে নানা পাপে
পরিতপ্ত হয় এবং দারুণ দৈবপ্রভাবে যাহা-
দের সমস্ত উজ্জম নষ্ট হইয়া যায়, তথাবিধ
প্রাণিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া অতীষ্টলাভ
করে । হে খগ ! তাদৃশ লোকদিগের গৌতমীই
একমাত্র আশ্রয় । ৫০—৩৩ । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—গরুড় প্রণতভাবে শঙ্করবাণী শ্রবণ
করিয়া গৌতমী গঙ্গায় গমন করিল এবং
তথায় স্নান করিয়া শিব ও বিষ্ণুকে নমস্কার
করিল । হে মুনিবর ! গরুড় তখন স্বর্ণময়
মহাবল বজ্র-দেহ-বিশিষ্ট ও বেগবান হইল ।
সে তখন পুনরায় বিষ্ণুসমীপে আগমন
করিল । সেই দিন হইতে ঐ তীর্থ সর্বকামদ
গরুড় নামে বিখ্যাত হইল । নর প্রযত
হইয়া তথায় যে কিছু স্নান-স্নানাদি যেক,

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো গোবর্ধনং তীর্থং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 পতুণাং পুণ্যজননং সুরগাদপি পাপহরং ॥ ১
 তন্তু প্রভাব এষ স্মারয়্য দৃষ্টে নারদ ।
 ব্রাহ্মণঃ কৰ্ষকঃ কশ্চিজ্জাবালিরিতি বিজ্ঞতঃ ॥ ২
 ন বিমুক্তত্যান্দ্ৰাহো মধ্যং যাতেহপি ভাস্করে ।
 প্রতোদেন প্রতুদতি পৃষ্ঠতোহপি চ পার্শ্বয়োঃ ॥
 তৌ গাবাবক্ষপুণাকৌ দৃষ্টৌ গোঃ কামদোহিনী
 সুরভির্জগতাঃ মাতা নন্দিনে সর্বমববীৎ ॥ ৪
 স চাপি ব্যথিতো ভূহা শস্তবে তন্ম্যবেদয়ৎ ।
 শস্তুশ্চ কৃষভঃ প্রাহ সর্বং সিধ্যতু তে বচঃ ॥ ৫
 শিবাজ্ঞাসহিতো নন্দী গোজাতং সর্বমাহরৎ ।
 নষ্টেষু গোষু সর্বেষু স্বর্গে মর্ত্যো ততস্তরা ॥ ৬

তৎসমস্তই অক্ষয় হয় এবং তৎপ্রতি শিব ও
 বিষ্ণু স্তীত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৬ ॥

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর পিতৃগণের
 পুণ্যজনক সর্ব-পাপ-হর গোবর্ধন তীর্থ ।
 ইহা সুরগণও পাপহর । হে নারদ! আমি
 ইহার প্রভাব এইরূপ দেখিয়াছি ; জাবালি
 নামে কোন এক বিখ্যাত কৃষক ব্রাহ্মণ
 প্রথর মধ্যাহ্ন কালেও ক্ষেত্র হইতে কৃষভ-
 যুগল পরিত্যাগ করিতেন না । পরন্তু
 ভাষাদের পৃষ্ঠে এবং পার্শ্বে প্রতোদ দ্বারা
 প্রহার করিতেন । কামদোহিনী সুরভিমা
 সেই গো-দ্বয়ের নয়ন অশ্রুজলে আশ্রুত
 দেখিয়া নন্দীকে সে বিষয় বলিলেন,—নন্দী
 তৎশ্রবণে ব্যথিত হইয়া শস্তুর নিকট
 নিবেদন করিলেন । শস্তু তৎশ্রবণে নন্দীকে
 বলিলেন,—তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক ।
 নন্দী তখন শিবাজ্ঞায় সমস্ত গোজাতিকে একত্র
 সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন,—তখন স্বর্গ, মর্ত্য,

মামবোচন সুরগণা বিনা গোভির্ন জীব্যতে ।
 তানবোচৎ সুরানুসর্কানশঙ্করং যাত যাচত ॥ ৭
 তথৈবেশং তু তে সর্বৈঃ স্তব্ধা কার্য্যং স্তবেদয়ন্
 দৈশোহপি বিবুধানাহ জানাতি কৃষভো মম ॥ ৮
 তে কৃষং প্রোচুরমরা দেহি গা উপকারিণঃ ।
 কৃষোহপি বিবুধানাহ গোসবঃ ক্রিয়তাং ক্রতুঃ
 ততঃ প্রাপ্যথ গাঃ সর্বা যা দিব্যা যাশ্চ মানুষাঃ
 ততঃ প্রবর্ততে যজ্ঞো গোসবো দেবনির্শ্রিতঃ ॥
 গৌতম্যাশ্চ শুভে পার্শ্বে গাবো বরুধিরে ততঃ
 গোবর্ধনং তু তত্তীর্থং দেবানাং প্রীতিবর্ধনম্ ॥
 তত্র স্নানং মুনিশ্রেষ্ঠ গোসহস্রফলপ্রদম্ ।
 কিঞ্চিদানাদিনা যৎস্রাৎকলং তত্তু ন বিদ্যহে ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে গোবর্ধনতীর্থবর্ণনং
 নামেকনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

রসাতল, কুত্রাপি আর গো দৃষ্ট হইল না ।
 তখন সুরগণ আসিয়া আমার নিকট বলি-
 লেন,—গাভী বিনা আর ত জীবন ধারণ
 করা যায় না । আমি সুরগণকে বলিলাম,—
 তোমরা শস্তুর নিকট যাও, যাইয়া প্রার্থনা
 কর । অনন্তর দেবগণ শস্তুকে স্তব করিয়া
 স্বীয় কার্য্য নিবেদন করিলেন । শস্তুও
 দেবগণকে বলিলেন,—আমি কিছু জানি না ।
 আমার কৃষভ এ বিষয় জানে ॥ ১—৮ ॥ অমর-
 গণ তখন কৃষভকে বলিলেন,—উপকারী
 গোদিগকে প্রদান কর । কৃষ বিবুধগণকে
 বলিল,—আপনারা গো-সব নামে এক যজ্ঞ
 অনুষ্ঠান করুন ; তাহা হইলেই সমস্ত দৈবী
 ও মানুষী গোজাতি প্রাপ্ত হইতে পারি-
 বেন । অনন্তর দেব-নির্শ্রিত গো-সব যজ্ঞ
 আরম্ভ হইল । তখন গৌতমী নদীর পবিত্র
 তীরে গোজাতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল ।
 এই ক্রম তথায় দেবগণের প্রীতিবর্ধন
 গোবর্ধন তীর্থের প্রতিষ্ঠা হইল । হে
 মুনিশ্রেষ্ঠ ! এই তীর্থে স্নান করিলে, গো-
 সহস্র দানের ফল হয় ; পরন্তু তথায়

দ্বিবিবর্তিতমোঃ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পাপপ্রণাশনং নাম তীর্থং পাপভয়াপহম্ ।
নামধেয়ং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ১
ধৃতব্রত ইতি খ্যাতো ব্রাহ্মণো লোকবিশ্রুতঃ ।
তস্য ভাৰ্য্যা মহী নাম তরুণী লোকসুন্দরী ॥ ২
তস্য পুত্রঃ সূর্য্যনিভঃ সনাজ্জাত ইতি শ্রুতঃ ।
ধৃতব্রতং তথাকৰ্ম্মভূত্যাঃ কালৈরিতো যুনে ॥ ৩
ততঃ সা বালবিধবা বালপুত্রা সুরূপিনী ।
জাতারং নৈব পশুন্তী গালবাশ্রমমভ্যাগাৎ ॥ ৪
তস্মৈ পুত্রং নিবেদ্যাত্মৈরিনী পাপমোহিতা ।
সা বভ্রাম বহুদেহান পুংস্কামা কামচারিণী ॥ ৫
তৎপুত্রো গালবগৃহে বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।

কিঞ্চিৎ দান করিলে, যে কি অপূৰ্ণ কল
পাওয়া যায়, তাহা আমাদের অজ্ঞাত ৯—১০

একবিবর্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিবিবর্তিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর পাপ-ভয়-
হারী পাপ-প্রণমন তীর্থ । হে নারদ ! যত্ন-
পূৰ্ব্বক শ্রবণ কর, ইহার নামনিরূপিত
বিষয় বলিতেছি । পূৰ্বে ধৃতব্রত নামে
এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাঁহার
ভাৰ্য্যার নাম মহী । মহী তরুণী এবং
সুন্দরী । তাঁহার একটি সূর্য্যনিভ পুত্র
হয় । পুত্র জন্মবার পর ধৃতব্রত কাল-
কবলে পতিত হয় । তখন সেই সুন্দরী
বাল-বিধবা নিজের বালক পুত্রটিকে লইয়া
আর কোন আশ্রয় নাই দেখিয়া গালবা-
শ্রমে গমন করিল । সেখানে গিয়া সেই
পুত্রটিকে তাঁহার নিকট রাখিয়া সেই
সুন্দরী স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইল । সেই
স্বৈরিনী পাপমোহিত হইয়া পুরুষপ্রার্থনায়
বহুদেশ পরিভ্রমণ করিল । এদিকে তাহার
পুত্র গালব-গৃহে থাকিয়া বেদ-বেদাঙ্গপারগ

জাতোহপি মাতৃদোষেণ বেশৈরিতমতিভূতঃ ॥
জনস্থানমিতি খ্যাতঃ নানাজাতিসমাবৃতম্ ।
তত্রাসৌ পণ্যবেষণে অধ্যাস্তে চ মহী তথা ॥
তৎসুতোহপি বহুদেহান্ পরিবভ্রাম কামুকঃ
সৌহপি কালবশাত্তত্র জনস্থানেহবসন্তদা ॥ ৬
দ্বিয়মাকাঙ্ক্ষতে বেষ্ঠাঃ ধৃতব্রতসুতো দ্বিজঃ ।
মহী চাপি ধনং দাতুন্ পুরুষান্ সমপেক্ষতে ॥ ৭
মেনে ন পুত্রমাত্মীয়ং স চাপি ন তু মাতরম্ ।
তয়োঃ সমাগমশ্চান্যদ্বিধিনা মাতৃপুত্রয়োঃ ॥ ১০
এবং বহুতিথে কালে পুত্রে মাতরি গচ্ছতি ।
তয়োঃ পরস্পরং জ্ঞানং নৈবাসীন্মাতৃপুত্রয়োঃ ॥
এবং প্রবর্তমানস্ত পিতৃধর্ম্মেণ সন্নতিঃ ।
অসীতস্থাপাসদ্রুভেঃ শৃণু নারদ চিত্রবৎ ॥ ১২
স্বৈরাশ্রিত্যা বর্তমানো নেদং স পরিহাতবান্ ।
ব্রাহ্মী সঙ্ক্যামনুষ্ঠায় তদুর্দ্ধ্বং ধনাজ্জদম্ ॥ ১৩
বিদ্যাবলেন বিভ্রানি বহুশ্রাজ্জ্য দৃদাতাসৌ ।

হইলেও মাতৃদোষে তদীয় চিত্ত বেষ্ঠা
সক্ত হইল । অনন্তর নানা জাতি সমাবৃত
জনস্থানে আসিয়া তাহার মাতা মহী বাস
করিতে লাগিল । মহী সেই পুত্রও বহু-
দেশ পর্য্যটন করিয়া কালক্রমে জনস্থানে
আসিয়া বাস করিল । তথায় গিয়া দ্বিজ-
পুত্র বেষ্ঠাসক্ত আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল ;
এদিকে মহীও বেষ্ঠা হইয়া ধনী পুরুষদিগের
আগমন অপেক্ষা করিতেছিল । মহী
নিজের পুত্রকে চিনিতে পারিল না, এবং
তাহার পুত্রও মাতাকে চিনিল না । তখন
দৈবক্রমে মাতা ও পুত্রের সঙ্গম ঘটিল ।
এইরূপে হুদিন যাবৎ মাতা ও পুত্রের
সঙ্গম-ব্যাপার চলিতে লাগিল ; কিন্তু তাহারা
পরস্পর কেহই কাহাকে চিনিতে পারিল না ।
এইরূপে কদর্য ক্রিয়ায় আসক্ত থাকিলেও
পিতার ধার্মিকতাগুণে সেই দ্বিজপুত্রের ধর্ম্ম-
কার্য্য করবার প্রবৃত্তি তখনও হ্রাস হয় নাই ।
হে নারদ ! সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ কর ।
—১২ । দ্বিজনন্দন এইরূপে বেষ্ঠাসক্ত হইয়াও
প্রত্যহ বক্ষ্যমাণরূপে ধর্ম্মাচরণ করিত ।

তথা স প্রাতঃকথায় গঙ্গাং গঙ্গা যথাবিধি ॥ ১৪
 শৌচাদি নানসঙ্ক্যাতি সৰ্বং কার্যং যথাক্রমম্ ।
 কুত্বা তু ব্রাহ্মণান্নহা ততোহভ্যেতি স্বকৰ্ম্মসু ॥
 প্রাতঃকালে গোতমীন্ত যদা যাতি বিরূপবান্ ।
 কুষ্ঠসৰ্ব্বাঙ্গশিখিলঃ পুষ্পশোণিতনিঃস্রবঃ ॥ ১৫
 ন্নাহা তু গোতমীং গঙ্গাং যদা যাতি সুরূপধ্বকু
 শান্তঃ সূৰ্য্যাগ্নিসদৃশো মূৰ্ত্তিমানিব ভাস্করঃ ॥ ১৬
 এতদ্রূপদ্বয়ং ক্ষম্য নৈব পশ্যতি স দ্বিজঃ ।
 গালবো যত্র ভগবাংস্তপোজ্ঞানপরায়ণঃ ॥ ১৮
 আশ্রিত্য গোতমীং দেবীং আস্তে চ মুনিভির্বৃতঃ
 ব্রাহ্মণোহপি চ তত্রৈব নিত্যং তীর্থং সমেত্য চ
 গালবঞ্চ নমস্তাথ ততো যাতি স্বমন্দিরম্ ।
 গঙ্গায়াঃ সেবনাং পূৰ্ব্বং সনাজ্জাতস্ত যদ্বপুঃ ॥
 নানসঙ্কোতরে কালে পুনৰ্যদপি তদ্বিজৈঃ ।
 উভয়ং তস্ত তদ্রূপং গালবো নিত্যমেব চ ॥ ২১
 দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ো মেনে কিঞ্চিদস্ত্যত্র কারণম্ ।
 এবং সবিস্ময়ো ভূহা গালবঃ প্রাহ তং দ্বিজম্

সে প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া গোতমী গঙ্গায়
 গমন করিত, তথায় গিয়া যথাবিধি শৌচ
 চার ও নান সঙ্ক্যাতি সমস্ত কার্য করিয়া
 বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া
 স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত। সে যখন গোতমী
 গঙ্গায় স্নান করিতে যাইত, তখন তাহার
 সৰ্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠ-ব্যাধিতে শিখিল থাকিত এবং
 তাহা হইতে পুষ্প-শোণিত ক্ষরিত হইত,
 আর যখন সে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিত,
 তখন দেহ সুরূপ, সূৰ্য্যাগ্নিসদৃশ—যেন তাহাকে
 সাক্ষাৎ ভাস্কর বলিয়াই বোধ হইত।
 নিজের যে এইরূপ দুই কালে দুই প্রকার
 রূপ হইত, দ্বিজপুত্র তাহা দেখিতে পাইত
 না। তপোজ্ঞানবান্ ভগবান্ গালব গোতমী-
 গঙ্গায় তীর দেশ আশ্রয় করিয়া মুনিগণসহ
 অবস্থান করিতেন, দ্বিজপুত্রও নিত্য গঙ্গায়
 স্নান করিয়া গালবকে নমস্কারপূৰ্ব্বক নিজ
 গৃহে যাইতেন। গঙ্গাস্নানের পূর্বে এবং
 পরে ঐ দ্বিজপুত্রের যেরূপ রূপ-পরিবর্তন
 ঘটিত, গালব সেই উভয়বিধ রূপই প্রত্যহ

গচ্ছন্তস্ত নমস্তাথ সনাজ্জাতং গুরুগৃহম্ ।
 আহুয় যত্নতো ধীমান্ কুপয়া বিস্ময়েন চ ॥ ২৩
 গালব উবাচ ।
 কো ভবান্ কচ গস্তাসি কিং করোষি ক
 ভোক্ত্যসি ।
 কিংনামা ত্বং ক শয্যা তে কা তে ভাৰ্য্যা
 বদস্ব মে ॥ ২৪
 ব্রহ্মোবাচ ।
 গালবস্ত বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণোহপ্যাহ তং মুনিম্ ।
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।
 ঃ কথ্যতে ময়া সৰ্বং জ্ঞাহা কার্যাবিনির্গমম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবমুক্তা গালবঃ তং সনাজ্জাতো গৃহং যযৌ ।
 ভুক্ত্বা রাত্ৰৌ তয়া সম্যক্ শয্যামাসাদ্য
 বন্ধকীম্ ॥
 উবাচ চকিতঃ স্মৃত্বা গালবস্ত তু যদ্বচঃ ॥ ২৭

প্রত্যক্ষ করিতেন। তিনি তদর্শনে বিস্ম-
 যের সহিত মনে করিলেন, নিশ্চয়ই ইহার
 কোন গুঢ় কারণ আছে। এইরূপে গালব
 বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই স্বপ্নদর্শনকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন। ধৃতব্রত-পুত্র এ'দন গঙ্গাস্নান
 করিয়া গালবকে নমস্কারপূৰ্ব্বক প্রতিগমন
 করিতোছিলেন। ধীমান্ গুরু গালব তাহাকে
 ডাকিয়া বিস্ময় ও কুপা সহকারে বলিলেন,
 কে তুমি, কোথায় যাও, কোথায় থাক, কি
 কর এবং কি বস্তু ভোজন কর? তোমার
 নাম কি? শয়নস্থান কোথায় এবং তোমার
 ভাৰ্য্যা কে? এসকল আমার নিকট ব্যক্ত
 কর। ১৩—২৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—গালব
 মুনির প্রশ্ন শুনিয়া সেই দ্বিজপুত্র তাঁহাকে
 বলিল,—আমি সমস্ত কার্য-কারণ জানিয়া
 আসিয়া আগামী কল্য আপনার নিকট
 প্রকাশ করিয়া বলিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—
 গালবকে এই কথা কহিয়া ধৃতব্রতপুত্র
 গৃহে গেলেন এবং স্নাত্তিযোগে ভোজনান্তে
 শয়ন করিয়া গালবের বাক্য শ্রবণপূৰ্ব্বক
 চকিতভাবে তাঁহার সেই শয্যা-সংস্করী

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

দ্বন্দ্ব সৰ্ব্বগুণোপেতা বন্ধক্যপি পতিব্রতা ।
আবয়োঃ সদৃশী প্রীতির্থাবজ্জীবঃ প্রবর্ততাম্ ॥
তথাপি কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি কিম্মায়ী ত্বং ক বা কুলম্
কিম্ম স্থানং ক বা বন্ধুৰ্ণম সৰ্ব্বং নিবেদ্যতাম্ ।

বন্ধক্যুবাচ ।

ধৃতব্রত ইতি খ্যাতো ব্রাহ্মণো দীক্ষিতঃ শুচিঃ
তস্তু ভাৰ্য্যা মহী চাহং মৎপুত্রো গালবাশ্রমে ॥
উৎসৃষ্টো মতিমান্ বালঃ সনাজ্জাত ইতি ক্রতঃ
অহন্ত পুৰ্ব্বদোষেণ ত্যক্তা ধৰ্ম্মং কুলাগতম্ ॥
শ্বেরিণী ত্বিহ বর্তেহহং বিদ্ধি মাং ব্রাহ্মণীং দ্বিজ
ব্রহ্মোবাচ ।

তস্তাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মৰ্ম্ম বন্ধ ইবাভবৎ ।
পপাত সহসা ভূমৌ বেষ্ঠা তং বাক্যমব্রবীৎ ॥
বেষ্ঠোবাচ ।

কিম্ম জাতং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ক চ প্রীতির্গতা তব ।
কিং তু বাক্যং ময়া চোক্তং তব চিত্তবিরোধকং

বেষ্ঠাকে বলিলেন,—তুমি সৰ্ব্বগুণবতী এবং
বেষ্ঠা হইয়াও পতিব্রতা । আমাদের উভ-
য়ের তুল্য প্রীতি আজীবন বর্তমান থাকুক ।
পরন্তু আমি কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিব । তোমার
কি নাম ? কোন্ কুল ? পূৰ্ব্ব বাসস্থান কোথায় ?
এবং কেই বা তোমার বন্ধু ? এই সকল
আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল । বেষ্ঠা
বলিল,—ধৃতব্রত নামে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ
ছিলেন, আমি তাঁহার মহীনায়েী ভাৰ্য্যা ।
আমার পুত্র গালবাশ্রমে রক্ষিত । সেই পুত্র
আমার বালক হইলেও মতিমান্ এবং সন-
জ্জাত নামে বিখ্যাত । আমি প্রাক্তন-কৰ্ম্ম-
দোষে কুলগত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধুনা
শ্বেরিণী হইয়া কাল কাটাইতেছি । হে দ্বিজ !
আমাকে ব্রাহ্মণী বলিয়াই জানিবে । ব্রহ্মা
বলিলেন,—দ্বিজপুত্র সেই বেষ্ঠার বাণী শ্রবণ
করিয়া যেন মৰ্ম্মবিদ্ধ হইয়া সহসা ভূপতিত
হইলেন । বেষ্ঠা তদৰ্শনে বলিল, দ্বিজবর !
একি হইল,—একি হইল, তোমার সেই ভাঙ্গ-
বালা কোথায় গেল ! আমি কি তোমার মনঃ-

আত্মানমান্বনাশান্ত ব্রাহ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৪

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ধৃতব্রতঃ পিতা বিপ্রস্তৎপুত্রোহহং সনাদ্যতঃ ।
মাতা মহী মম ইয়ং মম দৈবাত্মপাগতা ॥ ৩৫
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তস্তু বাক্যং সাপ্যভূদাততঃখিতা ।
তয়োস্ত শোচতোঃপশ্চাৎ প্রভাতে বিমলে রবৌ
গালবঃ মুনিশাৰ্দূলঃ গত্বা বিপ্রো ন্তবেদয়ৎ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ধৃতব্রতমুতো ব্রহ্মঃশ্রুয়া পূৰ্ব্বস্ত পালিতঃ ।
উপনীতশ্রুয়া চৈব মহী মাতা মম প্রভো ॥ ৩৭
কিং করোমি চ কিং কৃত্বা নিষ্কৃতিৰ্মম বৈ ভবেৎ
ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বিপ্রবচনং শ্রুত্বা গালবঃ প্রাহ মা শুচঃ ।
তবেদং দ্বিবিধং রূপং নিত্যং পশ্চাম্যপূৰ্ব্ববৎ ॥

পীড়া-কর কোন কথা বলিয়া ফেলিলাম ?
তখন ব্রাহ্মণকুমার আত্মা দ্বারা আত্মাকে
আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—বিপ্র ধৃতব্রত
আমার পিতা ছিলেন ; আমি তাঁহার পুত্র ।
এই তুমি আমারই মাতা মহী । দৈবক্রমে এই-
রূপ সংযোগ ঘটিয়াছে । বারবলাসিনী মহী
এইকথা শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইল । তাহার
উভয়েই তখন পরস্পর শোকপ্রকাশ করিতে
লাগিল । অনন্তর নিশাবসান হইল, বিমল
প্রভাতকাল আসিল । রবি-রশ্মি বিকশিত
হইল । দ্বিজপুত্র তখন মুনিবর গালবের
নিকট গিয়া সমস্ত বার্তা নিবেদন করিলেন ।
২৫-৩৪ । ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি
ধৃতব্রতের পুত্র ; পূৰ্বে আপনি আমাকে পালন
করিয়াছেন এবং আপনারই নিকট আমি
উপনীত হইয়াছিলাম । হে প্রভো ! মহী
আমার মাতা । এখন আমি কি করি ?
কি করিলে, এ হেন দুর্ভাগি হইতে নিষ্কৃতি
ঘটে ? ব্রহ্মা বলিলেন,—দ্বিজপুত্রের কথা
শুনিয়া গালব তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি
শোক করিও না । আমি নিত্যই তোমার
দ্বিবিধ অপূৰ্ব্ব রূপ অবলোকন করি,এবং সেই

ততঃ পৃষ্টোহসি বৃত্তান্তঃ কৃতঃ জাতঃ ময়া যথা
যৎকৃত্যঃ তব তৎসৰ্বং গঙ্গায়াং প্রত্যগাংকয়ম্
অন্ত তীর্থন্ত মহাশ্রাদ্ধা দেব্যাঃ প্রসাদতঃ ।
পূতোহসি প্রত্যহং বৎস নাত্ৰ কার্য্যা বিচারণা ॥
প্রভাতে তব রূপাণি সপাপানি ত্বহনিশম্ ।
পশ্চেষ্টং পুনরপ্যেব রূপং তব গুণোত্তমম্ ॥
আগচ্ছন্তঃ আগৌযুক্তঃ গচ্ছন্তঃ স্বামনাগসম্ ।
পশ্যামি নিত্যং তস্মাদ্ভ্যং পূতো দেব্যা

কৃতোহধুনা ॥ ৪৩

উন্মাদ্ধ কার্য্যং তে কিঞ্চিদবশিষ্টং ভবিষ্যতি ।
ইয়ঞ্চ মাতা তে বিপ্র জাতা যা চৈব বন্ধকী ॥ ৪৪
পশ্চাত্তাপং গতাত্যস্তং নিবৃত্তা স্বথ পাতকাং ।
ভূতানাং বিষয়ে ত্রীতিবৎস স্মৃতাবিকী যতঃ ॥
সৎসঙ্গতো মহাপুণ্যান্নবৃত্তির্দৈবতো ভবেৎ ।
অত্যাশ্রমভূতপ্তেয়ঃ প্রাগাচরিতপুণ্যতঃ ॥ ৪৬

জন্মই তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলাম। এক্ষণে সমস্তই শুনিলাম এবং
বুঝিলাম। তোমার যে কিছু ত্রুটি সকলই
গঙ্গাস্নানে ক্ষয় পাইয়াছে; এই তীর্থের
মহাশ্রাদ্ধে এবং গৌতমীর প্রসাদে—বৎস!
তুমি পূত হইয়াছ, এ বিষয়ে সন্দেহ কিছুই
নাই। আমি প্রত্যহ প্রভাতে তোমার পাপা-
ক্রান্ত রূপ দেখিয়া থাকি। পরে পুনরায়
তোমার এই গুণাঢ্য রূপ আমার প্রত্যক্ষ
হয়। গঙ্গাতীরে যাইবার কালে তোমাকে
সাপরাধ এবং স্নানের পর গমনকালে
তোমাকে নিত্যই নিরপরাধ দেখিয়া থাকি।
অতএব গঙ্গাদেবী কর্তৃক তুমি অধুনা পূত
হইয়াছ। এই জন্ম তোমার কোন কর্তব্যই
অবাশিষ্ট নাই। হে বিপ্র! এই বেষ্ঠাকে
তোমার মাতা বলিয়া বিদিত হইয়াছ; ইনি
অধুনা অত্যন্ত পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া পাপ
হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। বৎস! প্রাণী-
দিগের যে বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, সে প্রবৃত্তি
স্বাভাবিকী হয়। পরন্তু যদি কখন বিশেষ
পুণ্যবলে দৈবক্রমে সৎ-সঙ্গ ঘটে, তবে
কখনই তাহা হইতে নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

স্নানং কৃত্বা চাত্র তীর্থে ততঃ পূতা ভবিষ্যতি ।
তথা তো চক্রতুরুভৌ মাতাপুত্রৌ চ নারদ ॥ ৪৭
স্নানাদ্ভবতুরুভৌ গতপাপাবসংশয়ম্ ।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং ধৌতপাপং প্রচক্ষতে ॥
পাপপ্রণাশনং নাম গালবক্ষেতি বিজ্ঞতম্ ।
মহাপাতকমল্লং বা তথা যচ্ছোপপাতকম্ ॥
তৎ সৰ্বং নাশয়েদেতদ্বৌতপাপং সুপুণ্যদম্ ॥
ইতি শ্রীরাধে ধৌতপাপমাহাত্ম্যানিরূপণং নাম
দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ।

যত্র দাশরথী রামঃ সীতয়া সহিতো দ্বিজ ।
পিতৃন্ সন্তর্পয়ামাস পিতৃতীর্থং ততো বিহঃ ॥ ১

তোমার মাতা পুত্র পুণ্যবলে অধুনা একান্ত
অনুতপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে মাত্র এই
তীর্থস্নান করিলেই পূত হইবেন। হে
নারদ! গালবের উপদেশে সেই মাতা-পুত্র
তখন তাহাই করিলেন। তাঁহারা স্নান
করিয়া মাত্র একেবারেই পাপ-মুক্ত হই-
লেন। সেই দিন হইতে এই তীর্থ ধৌত-
পাপ নামে প্রকীর্ণিত হইল এবং ইহা
পাপপ্রণাশন ও গালব নামেও খ্যাতি লাভ
করিল। এই ধৌতপাপ তীর্থ যে কিছু
মহাপাতক ও উপপাতক সমস্তই প্রশমন
করিয়া দেয়। বস্তুতঃ এই তীর্থ একান্তই
পুণ্যপ্রদ। ৩৫—৫০।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যথায় সীতার সহিত
দাশরথি রাম পিতৃপুরুষদিগকে তর্পণ করিয়া-
ছিলেন, তাহাই পিতৃতীর্থ নামে নির্দিষ্ট।

তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ পিতৃণাং তর্পণং তথা ।
সর্বমক্ষয়তামেতি নাত্র কার্য্যা বিচাক্ষণা ॥ ২
যত্র দাশরথী রামো বিশ্বামিত্রঃ মহামুনিম্ ।
পূজয়ামাস রাজেন্দ্রো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিতঃ ॥ ৩
বিশ্বামিত্রস্ত তত্তীর্ণমুষিকৃষ্টং সুপুণ্যদম্ ।
তৎস্বরূপঞ্চ বক্ষ্যামি পঠিতং বেদবাদিভিঃ ॥ ৪
অনাবৃষ্টিরভূৎ পূর্বং প্রজানামতিভীষণা ।
বিশ্বামিত্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ সশিষ্যো গৌতমৌমগাং
শিষ্যানু পুত্রাংশ্চ জায়াঞ্চ কুশান দৃষ্ট্বা

ক্ষুধাতুরান্ ।

ব্যথিতঃ কৌশিকঃ স্রীমান শিষ্যানিদমুবাচ হ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যথা কথঞ্চিদ্ যৎকিঞ্চিদ্ যত্র কাপি যথা তথা ।

আনীয়তাকিঞ্চিভক্ষ্যং ভোজ্যং বা

মা বিলম্ব্যতাম্ ।

ইদানীমেব গন্তব্যমানেতব্যং ক্ষণেন তু ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋষেস্তুহচনাচ্ছিয়াঃ ক্ষুধিতাস্তরয়া যদুঃ ।

তথায় স্নান, দান ও পিতৃতর্পণ সমস্তই
নিঃসন্দেহে অক্ষয় হইয়া থাকে । দাশরথ-
সুত রাজেন্দ্র রাম যেখানে তত্ত্বদর্শী মুনিগণ-
পরিবৃত মহামুনি বিশ্বামিত্রকে পূজা করিয়া-
ছিলেন, সেই মহাপুণ্যভূমক তীর্থ বিশ্বামিত্র
তীর্থ নামে নির্দিষ্ট । বেদবাদিগণ সেই তীর্থের
স্বরূপ যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, আমি
তাহা বলিতেছি । পুরীকালে প্রজা-
গণের ভয়াবহ এক অনাবৃষ্টি হইয়াছিল :
ঐ সময়ে সশিষ্য বিশ্বামিত্র গৌতমীতীরে
গমন করেন । স্ত্রী, পুত্র ও শিষ্যবর্গকে
ক্ষুধাতুর ও ক্ষীণাঙ্গ দেখিয়া ব্যাথিতচিত্তে
স্রীমান বিশ্বামিত্র তখন শিষ্যবর্গকে বলি-
লেন,—তোমরা যে কোন স্থান হইতে
যথাকথঞ্চিৎ যেকোনরূপ ভক্ষ্য ভোজ্য
আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না । এখন
যাও, ক্ষণমধ্যেই লইয়া আইস । ব্রহ্মা
বলিলেন,—ক্ষুধার্ত শিষ্যগণ ঋষির কথায়
সত্বর ভক্ষ্য সংগ্রহার্থ যাত্রা করিলেন ।

অটমানা ইতশ্চেতো মৃতং দদৃশিরে শুনম্ ॥ ৮

তমাদায় স্বরাবুক্তা আচার্য্যায় স্তবেদয়ন্ ।

সোহপি তং ভদ্রমিত্যুক্তা প্রতিজ্ঞগ্রাহ পানিনা

বিশসন্ধঃ স্বমাংসঞ্চ ক্ষালয়ন্ধঞ্চ বারিণা ।

পচন্ধং নস্তবচ্চাপি হুত্বাগ্নৌ তু যথাবিধি ॥ ১০

দেবানুবীন্ পিতৃনত্যাঃস্তর্পয়িত্বাহতিথীন্ গুরুন্ ।

সন্ধে ভোক্ষ্যামহে শেষমিত্যুবাচ স কৌশিকঃ

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা শিষ্যাশ্চক্লুস্তথৈব তৎ ।

পচ্যমানে স্বমাংসে তু দেবদূতোহগ্নিরভ্যাগাৎ ॥

দেবানাং সদনে সন্ধং দেবেভ্যস্তম্যবেদয়ৎ ॥

অগ্নিকুবাচ ।

দেবৈঃ স্বমাংসং ভোক্তব্যমাপন্নমুষিকল্পিতম্ ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ ।

অগ্নেস্তুহচনাচ্ছিয়াঃ শ্বেনো ভূত্বা বিহায়সি ।

স্থানীমথাহরৎ পূর্ণাং মাংসেন পিহিতাং তদা ॥

তৎকর্ম্ম দৃষ্ট্বা শিষ্যাশ্চেষ্ট ঋষেঃ শ্বেনং স্তবেদয়ন্

হতা স্থানী মুনিশ্রেষ্ঠ শ্বেনেনারুন্তবুদ্ধিনা ॥ ১৫

অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে একটা
মৃত কুকুর দেখিতে পাইলেন । তাঁহার
তাহাই আনিয়া সত্বর আচার্য্যাকে নিবেদন
করিলেন । বিশ্বামিত্র তাহাই যথেষ্ট বলিয়া
হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলেন । অনন্তর
শিষ্যদিগকে বলিলেন,—তোমরা ইহার
মাংস কাট, কাটিয়া জল দ্বারা ধৌত কর
এবং সমস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়া যথা-
বিধি পাক কর । অনন্তর আমরা দেব,
ঋষি, পিতৃ, অতিথি ও গুরুদিগকে তর্পিত
করিয়া সকলেই অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ
করিব । বিশ্বামিত্রের কথানুসারে শিষ্যগণ
তাহাই করিলেন । অনন্তর যখন কুকুর-
মাংস পাক হইতে লাগিল, তখন অগ্নি,
দেবদূতরূপে দেবগণের সভায় আসিয়া বলি-
লেন,—অগ্নি দেবগণকে ঋষি-কল্পিত কুকুর-
মাংস ভক্ষণ করিতে হইবে । ১—১৩ । অগ্নির
কথা শ্রবণে ইন্দ্র শ্বেনরূপে আকাশ-পথে
গমন করিয়া সেই মাংসপূর্ণ স্থানী তখন
লইয়া আসিলেন । শিষ্যগণ তদধর্মে

ততশ্চকোপ ভগবান্ শঙ্খকামস্তদা হরিম্ ।
ততো জাহ্না সুরপতিঃ স্থালীং চক্রে মধুপ্লুতাম্
পুনর্নিবেশয়ামাস উদ্ধাস্তেব খগো হরিঃ ।
মধুনা তু সমাযুক্তাঃ বিশ্বামিত্রশ্চকোপ হ ।
স্থালীং বীক্ষ্য ততঃ কোপাদিদমাহ স কৌশিকঃ
বিশ্বামিত্র উবাচ ।

শ্বমাংসমেব নো দেহি স্বঃ হরামৃতমুত্তমম্ ।
নো চেহ্মাং ভক্ষ্যসাংকুর্য্যামিত্রো ভীতস্তদাব্রবীৎ
ইন্দ্র উবাচ ।

মধু হৃদা যথাস্তায়ঃ পিব পুত্রৈঃ সমবিতঃ ।
কিমেনে শ্বমাংসেন অমেধ্যেন মহামুনে ॥ ১৯
ব্রহ্মোবাচ ।

বিশ্বামিত্রোহপি নেত্যাহ ভুক্তেনৈকেন কিং
কলম্ ।

প্রজাঃ সর্বাশ্চ সীদন্তি কিং তেন মধুনা হরে ॥

ঋষির নিকট গিয়া শ্রোত-বিবরণ নিবেদন করিলেন। বলিলেন,—হে মুনিবর! একটা অকৃতবুদ্ধি শ্রোত আসিয়া মাংসস্থালী লইয়া গিয়াছে; তৎশ্রবণে ভগবান্ বিশ্বামিত্র জ্বল হইলেন এবং ইন্দ্রকে অভিষাপ দানে সঙ্কল্প করিলেন। সুরপতি তাহা জানিতে পারিয়া সেই স্থালীকে মধুপূর্ণ করিয়া দিলেন; এবং পুনরায় খগরূপে আসিয়া তিনি সেই মধুপূর্ণ স্থালী অগ্নির উপর রাখিলেন। বিশ্বামিত্র সেই মধুপূর্ণ স্থালী দর্শনে কুপিত হইলেন এবং বলিলেন,—ইন্দ্র! তুমি এই অমৃত লইয়া যাও, আমার সেই কুকুরমাংসই দান কর। অন্যথা তোমায় ভক্ষ্যসাং করিব। ইন্দ্র তখন ভীত হইয়া বলিলেন,—হে মহামুনে! মধুদ্বারা হোম করিয়া পুত্রগণ-সহ যথাবিধি পান করুন; এই অমেধ্য কুকুরমাংস দিয়া কি হইবে? বিশ্বামিত্র উত্তর করিলেন,—না, এই মধু ভোজন করিয়া কি কল হইবে? হে হরে! প্রজা সকল ক্ষুধার জ্বালায় অবসন্ন হইতেছে; সুতরাং একাকী আমি মধু খাইলে কি

সর্বেষামমৃতং চেৎস্তাভ্যোকেহমমৃতং তুচি ।
অথবা দেবপিতরো ভোজ্যস্তীদং শ্বমাংসকম্ ॥
পশ্চাদহং তচ্চ মাংসং ভোজ্যে নানৃতমস্তি মে
ততো ভীতঃ সহস্রাক্ষো মেঘানাং তৎক্ষণাৎ ।
ববর্ষ চামৃতং বারি হমৃতেনার্পিতাঃ প্রজাঃ ।
পশ্চাত্তদমৃতং পুণ্যং হরিদন্তঃ যথাবিধি ॥ ২৩
তর্পয়িত্বা সুরানাদৌ তর্পয়িত্বা জগজ্জয়ম্ ।
বিপ্রঃ সন্তুজুবান্ শিষ্যোবিশ্বামিত্রঃ স্বভাষ্যয়া ॥
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমাখ্যাতঃ চাতিপুণ্যদম্ ।
যত্রাগতঃ সুরপতিলোকানামমৃতার্ণম্ ॥ ২৫
স জাতং মাংসবজ্জন্তু তত্তীর্থং পুণ্যদং নৃণাম্ ।
তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সর্বকৃতকলপ্রদম্ ॥ ২৬
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং বিশ্বামিত্রমিতি শ্রুতম্ ।
মধুতীর্থমথৈন্দ্রক শ্রোতং পজ্জন্তুমেব ॥ ২৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বিশ্বামিত্রতীর্থবর্ণনং নাম

ত্ৰিবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

হইবে? সকলেই যদি অমৃতলাভ করে, তাহা হইলেই আমি পবিত্র অমৃত ভক্ষণ করিতে পারি। আর তাহা যদি না হয়, তবে দেব ও পিতৃগণ এই কুকুরমাংস ভোজন করিবেন; পরে আমি ঐ মাংস ভক্ষণ করিব। ইহাতে আমার কোনই পাপ হইবে না। তখন সহস্রাক্ষ ভীত হইয়া অচিরে মেঘবৃন্দকে আহ্বান করিলেন। মেঘবৃন্দ অমৃত বারি বর্ষণ করিল; তাহাতে প্রজা-গণ তর্পিত হইল। অনন্তর বিশ্বামিত্র সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত অমৃত দ্বারা দেব, পিতৃ ও জগ-জ্জয়কে তর্পণ করিয়া স্ত্রী-পুত্র ও শিষ্যবর্গসহ তাহা ভক্ষণ করিলেন। তখন হইতে সেই তীর্থ অতি পুণ্যপ্রদ বিশ্বামিত্র তীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। শ্রুতঃ সুরপতি সেই তীর্থে আসিয়া অমৃত বর্ষণ করেন। সেখানে বিশ্বামিত্র কর্তৃক মাংস ভক্ষণ বর্জিত হয়; সুতরাং সে তীর্থ নরগণের পক্ষে নিতান্তই পুণ্য-প্রদ। সেখানে জ্ঞান কিছা দান করিলে সমস্ত যজ্ঞকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ বিখ্যাত

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শ্বেততীর্থমিতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যে বিষ্ণুতন্তুম্ভম্ ।
তন্তু শ্রবণমাত্রেন সর্ষপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১
শ্বেতো নাম পুরা বিপ্রো গোতমস্ত প্রিয়ঃ সখা
আতিথ্যপূজানিরতো গোতমীতীরমাশ্রিতঃ ॥ ২
মনসা কৰ্ম্মণা বাচা শিবভক্তিপরায়ণঃ ।
ধ্যায়ন্তং তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং পূজয়ন্তং সদাশিবম্ ॥ ৩
পূর্ণায়ুষ্যং দ্বিজবরং শিবভক্তিপরায়ণম্ ।
নেতুং দূতাঃ সমাজমুর্দকিণাশাপতেস্তদা ॥ ৪
নাশকুবন্ গৃহং তন্তু প্রবেষ্টুমপি নারদ ।
তদা কালে ব্যতিক্রান্তে চিত্রকো মৃত্যুমববীৎ ।
চিত্রক উবাচ ।

কিং নায়াতি ক্ষীণজীবো মৃত্যো শ্বেতঃ
কথাস্তুতি ।

তীর্থ—বিষ্ণুমিত্র, মধু, ঐন্দ্র ও শ্বেততীর্থ
নামেও পরিচিত । ১৪—২৭ ।

ত্রিন তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর ত্রৈলোক্য-
বিখ্যাত শুভ শ্বেততীর্থ । এই তীর্থের
নাম শ্রবণেই সর্ষপাপ হইতে মুক্ত হওয়া
যায় । পূর্বে শ্বেত নামে এক ব্রাহ্মণ গোতমের
সখা ছিলেন । গোতমীতীরে তাঁহার আশ্রম
ছিল । তিনি নিয়ত অতিথিসৎকারে নিরত
থাকিতেন । মন, কৰ্ম্ম ও বাক্যে শ্বেত
দ্বিজ সর্বদা শিবভক্ত ছিলেন । সতত
সদা-শিবকে ধ্যান ও পূজা করিতে করিতে
সেই দ্বিজবরের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল । তখন
সেই শিবভক্তকে লইয়া যাইবার জন্ত যম-
দূতগণ আসিল ; কিন্তু হে নারদ ! সেই
যমদূতেরা তাঁহার গৃহাভ্যন্তরেই প্রবেশ
করিতে পারিল না । তখন চিত্রক মৃত্যুর
নিকট জিজ্ঞাসিল,—ওহে মৃত্যো ! সেই
ক্ষীণজীব শ্বেত ব্রাহ্মণ অতাপি আসিল না

নাশাপ্যায়ান্তি দূতান্তে মৃত্যো নৈবোচিতং তু তে
ব্রহ্মোবাচ ।

ততশ্চ কুপিতো মৃত্যুঃ প্রায়াঙ্কুতগৃহং স্বয়ম্ ।
বহিঃস্থিতাংস্তদা পশ্চান্ মৃত্যুর্দূতান্ ভয়ান্বিতান্
প্রোবাচ কিমিদং দূতা মৃত্যুচ্চ দূতকাঃ ॥ ৭
দূতা উচুঃ ।

শিবেন রক্ষিতং শ্বেতং বয়ং নো বীক্ষিতুং কমাঃ
যেষাং প্রসন্নো গিরিশস্তেষাং কা নাম ভীতয়ঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

পাশপানিস্তদা মৃত্যুঃ প্রাবিশদ্যত্র স দ্বিজঃ ।
নাসৌ বিপ্রো বিজানাতি মৃত্যুং বা যমকিকরান্
শিবং পূজয়তে ভক্ত্যা শ্বেতস্ত তু সমীপতঃ ।
মৃত্যুং পাশধরং দৃষ্ট্বা দণ্ডী প্রোবাচ বিস্মিতঃ ॥
দণ্ড্যবাচ ।

কিমত্র বীক্ষসে মৃত্যো দণ্ডিনং মৃত্যুরববীৎ ॥

কেন ? এবং যমদূতেরাও অতাপি প্রত্যাগমন
করিল না, ইহারই বা কারণ কি ? বসন্তঃ
তুমি মৃত্যু, তোমার পক্ষে এরূপ অনিয়ম
সম্ভব হইতেছে না । ব্রহ্মা বলিলেন,—
মৃত্যু তখন কুপিত হইয়া নিজেই সেই শ্বেত-
দ্বিজের গৃহে গমন করিলেন । যাইয়া দেখি-
লেন—যম-দূতগণ ভীতিবিহ্বল হইয়া
গৃহ-বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । তখন
তিনি দূতগণকে বলিলেন,—এ কি ? দূত-
গণ উত্তর করিল—সাক্ষাৎ । শিব শ্বেত
দ্বিজকে রক্ষা করিতেছেন ; কাজেই আমরা
তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম
হইতেছি না । বসন্তঃ স্বয়ং গিরিশ যাহা-
দের প্রতি প্রসন্ন, তাহাদের আবার ভয়
কি আছে ? ১—৮ । ব্রহ্মা বলিলেন, পাশপানি
মৃত্যু তখন ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিলেন,
কিন্তু কে মৃত্যু, আর কাহারাই বা তাহার
কিকর, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কিছুই জানেন না ;
তাঁহার তাহাতে ক্রক্ষেপমাত্রও নাই । তিনি
ভক্তিপূর্বক শিবপূজাই করিতে লাগিলেন ।
তখন মৃত্যুকে পাশহস্ত দেখিয়া শিবায়ুচর
দণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল, ওহে মৃত্যো ! তুমি

মৃত্যুক্রবাচ ।

শ্বेतং নেতুমিহায়াতন্তুম্মাদীক্ষে দ্বিজোত্তমম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

অং গচ্ছেত্যব্রবীদগৌ মৃত্যুপাশানপাক্ষিপৎ ।

শ্বেতায়া মুনিশার্দ্দূল ততো দগৌ চুকোপ হ ॥১৩

শিবদন্তেন দণ্ডেন দগৌ মৃত্যুমতাড়য়ৎ ।

ততঃ পাশধরো মৃত্যুঃ পপাত ধরনীতলে ॥১৪

ততস্তে সত্বরং দূতা হতং মৃত্যু্যমবেক্ষ্য চ ।

যমায় সৰ্বমবদন্ বধং মৃত্যোস্ত দণ্ডিনা ॥ ১৫

ততশ্চ কুপিতো ধর্ম্মো যমো মহিষবাহনঃ ।

চিত্রগুপ্তং বহুবলং যমদগুঞ্চ রক্ষকম্ ॥ ১৬

মহিষং ভূতবেতালানাধিব্যাধীংস্তথৈব চ ।

অক্ষিরোগান্ কৃষ্ণিরোগান্ কর্ণমূলং তথৈব চ

জ্বরঞ্চ ত্রিবিধং পাপং নরকাণি পৃথক্ পৃথক্ ।

স্বরস্তামিতি তানুজ্ঞা জগাম হরিতো যমঃ ॥১৮

এতৈরনৈঃ পুরিবৃতো যত্র শ্বেতো দ্বিজোত্তমঃ

তমায়াস্তং যমং দৃষ্ট্বা নন্দী প্রোবাচ সাযুধঃ ॥১৯

বিনায়কং তথা স্বন্দং ভূতনাথস্ত দণ্ডিনম্ ।

এখানে কি দেখিতেছ ? মৃত্যু বলিল, আমি এখানে এখন শ্বेत দ্বিজকে লইতে আসি-
য়াছি; তাই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি-
তেছি । ব্রহ্মা বলিলেন, দগৌ তখন
মৃত্যুকে বলিল, তুমি এখান হইতে চলিয়া
যাও । মৃত্যু তখন শ্বেতের প্রতি পাশ
নিষ্ক্ষেপ করিল । তখন দগৌ কুপিত হইল ।
সে শিবদন্ত দণ্ডদ্বারা মৃত্যুকে প্রহার
করিল । তখন পাশধর মৃত্যু ধরাপৃষ্ঠে
পতিত হইল । দূতগণ মৃত্যুকে নিহত
দেখিয়া সত্বর যমসমীপে গমনপূর্বক দগৌ
কর্তৃক মৃত্যুর বধবার্তা বিজ্ঞাপন করিল ।
তৎশ্রবণে মহিষবাহন যম কুপিত হইলেন ।
তিনি চিত্রগুপ্ত, বহুবলশালী যমদগু, মহিষ,
ভূত, বেতাল, আধি, ব্যাধি, অক্ষিরোগ,
কৃষ্ণিরোগ, কর্ণমূল, ত্রিবিধ জ্বর এবং সমস্ত
নরককে ত্বরান্বিত হইতে আদেশ করিয়া
স্বয়ং ত্বরিতগমনে সেই স্থানে প্রস্থান করি-
লেন । যমকে সবল-বাহনে আসিতে দেখিয়া

তত্র তদধুক্ষমতবৎ সৰ্বলোকভয়ানবহম্ ॥ ২০

কার্ত্তিকেয়ঃ স্বয়ং শক্ত্যা বিভেদ যমকিঙ্করান্ ।

দক্ষিণাশাপতিকাপি নিজঘান বলাঘিতম্ ॥ ২১

হতাবশিষ্টা যাম্যাস্তে আদিত্যায় নৃবেদয়ন্ ।

আদিত্যোহপি সুরৈঃ সার্কিঃ শ্রদ্ধা তন্মহদদ্ভুতম্

লোকপাতৈরনুরূতো মমাস্তিকমুপাগমৎ ।

অহং বিষ্ণুশ্চ ভগবানিন্দ্রোহগ্নির্বরুণস্তথা ॥ ২৩

চন্দ্রাদিত্যাবশ্বিনৌ চ লোকপালা মরুদগণাঃ ।

এতে চান্তে চ বহবো বয়ং যাতা যমাস্তিকম্ ॥

মৃত আস্তে দক্ষিণেশো গঙ্গাতীরে বলাঘিতাঃ ।

সমুদ্রাশ্চ নদা নাগা নানাভূতান্ননেকশাঃ ।

তত্রাজগুঃ সুরেশানং দ্রষ্টুং বৈবস্বতং যমম্ ॥২৫

তং দৃষ্ট্বা হতসৈন্তঞ্চ যমং দেবা ভয়াদ্বিতাঃ ॥

কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শঙ্কুমুচুঃ সর্ষে পুনঃপুনঃ ॥ ২৬

দেবা উচুঃ ।

ভক্তপ্রিয়দং তে নিত্যং দৃষ্টহন্ত যমেব চ ।

নন্দী,—বিনায়ক, স্বন্দ, ভূতপতি ও দগৌকে
সে কথা জানাইলেন । তখন সেখানে এক
সৰ্বলোক-ভয়ঙ্কর ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।
কার্ত্তিকেয় স্বীয় শক্তি দ্বারা যমকিঙ্কর-
দিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং
স্বয়ং যমরাজকেও তিনি সবল বাহনে
আহত করিলেন । তখন হতাবশিষ্ট যম-
পক্ষীয়েরা আদিত্যের নিকট সমস্ত ঘটনা
বিবৃত করিল । আদিত্য সেই অদ্ভুত ঘটনা
শ্রবণ করিয়া লোকপাল ও অন্যান্য সুরগণ-
সহ আমার নিকট আসিলেন । তখন
আমি, ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ,
চন্দ্র, আদিত্য, মরুদগণ ও অন্যান্য
লোকপালগণ, আমরা সকলে মিলিয়া যমের
নিকট গমন করিলাম । যাইয়া দেখিলাম,—
বলবান যম গঙ্গাতীরে মৃতাবস্থায় পড়িয়া
আছেন । তখন সেখানে সমুদ্র, নদ, নদী, নগ
ও নানাবিধ ভূতযোনি বৈবস্বত যমকে দেখি-
বার নিমিত্ত আগমন করিল ১৯—২৫। দেবগণ
যমকে হতবল দেখিয়া ভয়ানকিত হইলেন এবং
কৃতাঞ্জলিকরে পুনঃপুনঃ শঙ্কুকে বলিলেন,—

আদিকর্তৃনমস্ত্যঃ নীলকণ্ঠ নমোহস্ত তে ।

ব্রহ্মপ্রিয় নমস্তেহস্ত দেবপ্রিয় নমোহস্ত তে ॥২৭

শ্বেতঃ দ্বিজঃ ভক্তমনায়ুযঃ তে

নেতুং যমাদিঃ সকলোহসমর্থঃ ।

সন্তোষমাপ্তাঃ পরমঃ সমীক্ষ্য

ভক্তপ্রিয়ত্বং ত্বয়ি নাথ সত্যম্ ॥ ২৮

যে ত্বাং প্রপন্নাঃ শরণং কৃপালুঃ

নাথঃ কৃতান্তোহপ্যনুবীক্ষিতুং তান ।

এবং বিদিত্বা শিব এব সর্বে

ত্বামেব ভক্ত্যা পরয়া ভজন্তে ॥ ২৯

ত্বমেব জগতাং নাথ কিং ন স্মরসি শঙ্কর ।

ত্বাং বিনা কঃ সমর্থোহত্র বাবস্থাঃ কর্তৃমৌশ্বরঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং তু ভবতাং তেষাং পুরস্তাদভবচ্ছিবঃ ।

কিং দদামৌতি তানাহ ইদমুচুঃ সুরা অপি ॥৩১

হে আদিকর্তৃঃ ! হে নীলকণ্ঠ ! ভক্তজনে অনু-
রাগ ও তৃপ্তদমনের ক্ষমতা নিত্যই তোমাতে
বিরাজমান। তোমায় আমাদের নমস্কার।
হে ব্রহ্মপ্রিয় ! তোমায় নমস্কার ! হে দেবপ্রিয় !
তোমায় আমাদের নমস্কার। শ্বেত দ্বিজ
তোমার ভক্ত; তাহার আয়ুষ্কাল নাই; তথাপি
সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়াও তাহাকে লইয়া
যাইতে সক্ষম নহেন। হে নাথ ! প্রকৃতই
তোমাতে ভক্তপ্রিয়ত্ব বিদ্যমান; ইহা দেখিয়া
আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। যাহারা
ভবাদৃশ কৃপালু দেবের শরণ গ্রহণ করে,
কৃতান্ত তাহাদিগকে দর্শন করিতেও অক্ষম।
এইরূপ জানিয়া শিবস্বরূপ তোমাকেই সকলে
পরম ভক্তির সহিত আশ্রয় করিয়া থাকে।
হে শঙ্কর ! তুমিই জগতের নাথ। ইহা
তোমার স্মরণ হইতেছে না কেন ? হে
ঈশ্বর ! তোমা ব্যতীত কে বল, এই বিশ্বের
ব্যবস্থা-বিধানের সমর্থ ? ব্রহ্মা বলিলেন,
দেবগণ এইরূপ স্থব করিতে লাগিলে, শিব
তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,
তোমাদিগকে কোন্ বর প্রদান করিব ?

দেবা উচুঃ ।

অয়ং বৈবস্বতো ধর্মো নিয়ন্তা সর্বদেহিনাম্ ।

ধর্মাধর্মব্যবস্থায়ঃ স্থাপিতো লোকপালকঃ ॥৩২

নাথঃ বধমবাপ্নোতি নাপরাধী ন পাপকৃৎ ।

বিনা তেন জগদ্ধাতুর্নৈব কিকিঞ্চবিষ্যতি ॥ ৩৩

তস্মাজ্জীবয় দেবেশ যমঃ সবলবাহনম্ ।

প্রার্থনা সফলা নাথ মহৎসু ন বৃথা ভবেৎ ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ জীবয়েয়মসংশয়ম্ ।

যমঃ যদি বচো মেহদ্য অনুমন্ততি দেবতাঃ ॥

ততঃ প্রোচুঃ সুরাঃ সর্বে কুর্মো বাক্যং

ব্যয়োদিতম্ ।

হরিব্রহ্মাদিসহিতঃ বশে যন্তাখিলঃ জগৎ ॥ ৩৬

সুরগণ কহিলেন,—এই বৈবস্বত যম সর্ব-

দেহীর নিয়ামক। এই লোকপাল ধর্ম ও

অধর্ম-ব্যবস্থার নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছেন।

ইনি কোন অপরাধী বা পাপকারী নহেন;

সুতরাং ইনি বধাৎ হইতে পারেন না। এই

যম ব্যতীত জগদ্ধিতাতার কোন উদ্দেশ্য

সিদ্ধ হইবার নহে। হে দেবেশ ! অতএব

আপনি সবল-বাহন যমকে জীবিত করুন।

হে নাথ ! মহদগুণের নিকট প্রার্থনা করিলে

সকলই হইয়া থাকে, কদাচ বিফল হয় না।

ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন ভগবান্ শিব

কহিলেন,—সুরগণ অত যদি আমার কথায়

অনুমোদন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই

যমকে জীবিত করিব। তৎপ্রবণে সুরগণ

বলিলেন,—হাঁ নিশ্চয়ই আপনার বাক্যানু-

সারে আমরা সকলেই কাৰ্য্য করিব।

এই হরি-বিরিঞ্চি প্রভৃতি নিখিল জগৎই

আপনার বশে অবস্থিত। অনন্তর

ভগবান্ ভবানীপতি সমাগত দেবগণকে

বলিলেন,—তবে এইরূপ হউক যে, যদুভক্ত

ব্যক্তি কদাচ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না।

দেবগণ বলিলেন,—না, এরূপ বলিবেন না।

কেন না, তাহা হইলে চরাচর সমস্ত লোকই

অমর হইয়া যাইবে। হে জগন্নাথ !

ততঃ প্রোবাচ ভগবানমরান্ সমুপাগতান্ ।
 মন্ত্ৰজ্ঞো ন মূৰ্তিং যাতু নেতৃত্বচুরমরাঃ পুনঃ ॥
 অমরাঃ স্মৃন্ততো দেব সৰ্বলোকাশ্চরাচরাঃ ।
 অমৰ্ত্যমৰ্ত্যভেদোহয়ং ন স্তাদেব জগন্ময় ॥ ৩৮
 পুনরপ্যাহ তান্ শম্ভুঃ শৃণু মম ভাষিতম্ ।
 মন্ত্ৰজ্ঞানাং বৈকবানাং গৌতমীমুসেবতাম্ ॥
 বয়ং তু স্বামিনো নিত্যং ন মৃত্যুঃ স্বাম্যমহিতি ।
 বার্তাপ্যেযাং ন কৰ্তব্যং যমেন তু কদাচন ॥ ৩৯
 আধিব্যাধ্যাদিভিজাতু কার্যো নাভিভবঃ কচিৎ
 যে শিবঃ শরণং যাতান্তে মুক্তাস্তৎক্ষণাদপি ॥
 • সান্নিগন্ত যমস্তাতো নমস্তাঃ সৰ্ব এব তে ।
 তথৈতুচুঃ সুরগণা দেবদেবঃ শিবং প্রতি ॥ ৪২
 উতশ্চ ভগবান্নাথো নন্দিনঃ প্রাহ বাহনম্ ॥

শিব উবাচ ।

গৌতম্যা উদকেন ত্র্যমভিষিক্ত্ব মৃতং যমম্ ॥ ৪৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো যমাদয়ঃ সৰ্বো অভিষিক্তাস্ত নন্দিনা ।
 উখিতাশ্চ সজীবাস্তে দক্ষিণাশাং ততো গতাঃ

তখন আর অমৰ্ত্য ও মৰ্ত্য ভেদ
 রহিবে না । শম্ভু পুনরায় বলিলেন,—
 তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর । মন্ত্ৰজ্ঞ,
 বিমূৰ্ত্ত ও গৌতমীসেবায় নিরত ব্যক্তি-
 বর্গের উপর নিয়ত আমাদেরই প্রভুত্ব
 রহিবে । যম উদাদের উপর কদাচ কৰ্ত্তব্য
 করিতে পারিবে না । এমন কি, উদাদের
 কথাও মুখে আনিতে পারিবে না এবং
 আধি, ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা উদাদিগের কদাচ
 কোনরূপ ক্লেশ উৎপাদন করিতেও যম সক্ষম
 হইবে না । যাহারা শিবের শরণাপন্ন হইবে,
 তাহাদের মুক্তি অবিলম্বে ঘটিবে । অতএব
 সান্নিচর যমের সৰ্বদাই তাহারা নমস্তা ।
 সুরগণ দেবদেব শিবের প্রতি বলিলেন,—
 ‘তথাস্থ’ । তখন ভগবান্ শম্ভু নন্দীকে বলি-
 লেন,—তুমি গৌতমী নদীর জল দ্বারা মৃত
 যমকে অভিষিক্ত কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—
 অনন্তর যম প্রভৃতি সকলেই নন্দী কর্তৃক
 অভিষিক্ত হইয়া উখিত ও সজীবিত হইল

উত্তরে গৌতমীতীরে বিষ্ণাদ্যাঃ সৰ্বদৈবতাঃ ।
 স্থিতা আসন্ পূজয়ন্তো দেবদেবঃ মহেশ্বরম্ ॥
 তত্রাসন্নযুতান্তষ্ট সহস্রাণি চতুর্দশ ।
 তথা ষট্চ সহস্রাণি পুনঃ ষট্চ তথৈব চ ॥ ৪৭
 ষড়্‌দক্ষিণে তথা তীরে তীর্থানামযুতত্রয়ম্ ।
 পুণ্যমাখ্যানমেতন্ধি শ্বেততীর্থস্ত নারদ ॥ ৪৮
 যত্রাসৌ পতিতো মৃত্যুমৃত্যুতীর্থং উচ্যতে ।
 তস্মৈ শ্রবণমাত্রেণ সহস্রং জীয়েতে সমাঃ ॥ ৪৯
 তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 শ্রবণং পঠনং চাপি স্মরণঞ্চ মলক্ষয়ম্ ।
 করোতি সৰ্বলোকানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥

ইতি জীবাঞ্চে তীর্থবর্ণনং নাম চতু-
 র্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

এবং দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিল । গৌতমী
 নদীর উত্তর তীরে থাকিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি
 সমস্ত দেবতারা দেবদেব মহেশ্বরকে পূজা
 করিলেন । তথায় আট অযুত চতুর্দশ সহস্র
 তীর্থ এবং উহার দক্ষিণতীরে ষট্ সহস্র তিন
 অযুত তীর্থ বিরাজিত হইল হে নারদ !
 ইহাই শ্বেতকতীর্থের পুণ্যাখ্যান । এইখানেই
 মৃত্যুর পতন হয় ; সেইজন্য উহা মৃত্যুতীর্থ
 নামে অভিহিত । এই তীর্থ-বিবরণ শ্রবণমাত্রে
 সহস্র বৎসর পরমায়ু হয় এবং তথায় স্নান-
 দানে সৰ্বপাপ নষ্ট হয় । ঐ সকল ভুক্তি-
 মুক্তিপ্রদায়ক তীর্থের বিবরণ শ্রবণ, পঠন
 ও স্মরণে সকলেরই পাপ ক্ষয় হইয়া
 থাকে । ২৬—৫০ ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৪ ।

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শুক্ৰতীৰ্থমিতি খ্যাতং সৰ্বসিদ্ধিকরং নৃণাম ।
সৰ্বপাপপ্রশমনং সৰ্বব্যাদিবিনাশনম্ ॥ ১
অজিরাশ্চ ভৃগুশ্চৈব ঋষী পরমধাৰ্ম্মিকৌ ।
তয়োঃ পুত্রৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ রূপবুদ্ধিবিলাসিনৌ ॥
জীবঃ কবিরিতি খ্যাতৌ মাতাপিত্রৌর্বশে রতৌ
উপনীতৌ স্মৃতৌ দৃষ্টৌ পিতরাবৃচতুৰ্ভিধঃ ॥ ৩

ঋষী উচুতঃ ।

আবয়োরেক এবাং শাস্তা নিত্যঞ্চ পুত্রয়োঃ ।
তন্মাদেকঃ শাসিতা স্মৃতিষ্ঠিত্বেকৌ যথাসুখম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ততঃ শীঘ্রমজিরাঃ প্রাহ ভার্গবম্ ।
অধ্যাপয়িষ্যে সদৃশং সুখং তিষ্ঠতু ভার্গবঃ ॥ ৫
এতচ্ছ্রুত্বা চাক্ষিরসৌ বাক্যং ভৃগুকুলোদ্রহঃ ।
তথৈতি মতাক্ষিরসে শুক্ৰং তন্মৈ নৃবেদয়ৎ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত শুক্ৰতীৰ্থ মানু-
ষের পক্ষে সৰ্বসিদ্ধিজনক, সৰ্বপাপপ্রশমন
ও সৰ্বব্যাদি-বিনাশন । অজিরা ও ভৃগু নামে
দুই জন পরম ধাৰ্ম্মিক ঋষি ছিলেন । তাঁহা-
দের রূপ ও বুদ্ধিসম্পন্ন দুইটা মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র
উৎপন্ন হয় । তাঁহাদের এক জনের নাম,
জীব ও অপরের নাম কবি । উক্ত উভয়
পুত্রই মাতা-পিতার নিত্য বশীভূত ছিলেন ।
অনন্তর পুত্রদ্বয় উপনীত হইলে, তাঁহাদিগকে
দেখিয়া পিতৃগণ পরস্পর পরস্পরকে বলি-
লেন,—আমাদের উভয়ের মধ্যে একজন
নিয়তই পুত্রদ্বয়ের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হই ;
একজন নিকটস্থে অবস্থান করি । ব্রহ্মা
বলিলেন,—তৎপ্রবণে অজিরা ব্যস্ত হইয়া
ভার্গবকে বলিলেন,—আমি পুত্রদ্বয়কে অধ্যা-
পনা করাই, ভার্গব সুখে অবস্থান করুন ।
ভৃগুর অজিরার এই কথা শুনিয়া তাহাই
সম্মত বলিয়া মনে করিলেন এবং শুক্ৰের
শিক্ষার ভার তাঁহার হস্তে স্তম্ভ করিলেন ।

উভাবপি স্মৃতৌ নিত্যমধ্যাপয়তি বৈ পৃথক্ ।
বৈষম্যবুদ্ধ্যা তৌ বালৌ চিরাচ্ছ্রুত্বোহববীক্ষিত
শুক্ৰ উবাচ ।

বৈষম্যেণ শুরো মাং ভ্রমধ্যাপয়সি নিত্যশঃ ।
শুক্রাণাং নেদমুচিতং বৈষম্যং পুত্রশিষ্যয়োঃ ॥ ৮
বৈষম্যেণ চ বর্তন্তে যুতাঃ শিষ্যেৰু দেশিকাঃ ।
নৈবা বিষমবুদ্ধীনাং সংখ্যা পাপস্ত বিদ্যতে ॥ ৯
আচার্যা সম্যগুজ্ঞাতৌহসি নমন্তেহহং পুনঃপুনঃ
গচ্ছ্যয়ং শুক্ৰমন্তঃ বৈ মামবুজ্ঞাতুমহসি ॥ ১০
গচ্ছ্যয়ং পিতরং ব্রহ্মন্ যদ্যসৌ বিষমো ভবেৎ
ততো বাস্তত্র গচ্ছামি ঋষিন্ পৃষ্টৌহসি গম্যতে
ব্রহ্মোবাচ ।

শুক্ৰং বৃহস্পতিং পৃষ্টৌ অনুজ্ঞাতব্ধগান্ততঃ ।
অবাপ্তবিদ্যাঃ পিতরং গচ্ছ্যয়ং চেত্যাচিস্তয়ৎ ॥
তন্মাৎ কমবুপুচ্ছ্যমুৎকৃষ্টঃ কো শুক্ৰভবেৎ ॥

তখন অজিরা উভয় বালককে নিত্য অধ্যয়ন
করাইতে লাগিলেন । তাঁহার এই অধ্যা-
পনাকার্য্য সমদর্শিতার সহিত হইতে লাগিল
না । বালক শুক্ৰ তাহা বুঝিতে পারিয়া
বলিলেন,—হে শুরো ! আপনি প্রত্যহ
বৈষম্যক্রমে আমায় অধ্যয়ন করাইতেছেন,
বস্ত্তঃ পুত্রে এবং শিষ্যে শুক্ৰগণের এরূপ
বৈষম্য সমুচিত নহে । যে সকল যুচ উপ-
দেষ্টা, তাহারাই শিষ্যসমূহে বৈষম্য ব্যবহার
করে । বিষমবুদ্ধি উপদেশকদিগের যে কত
পাপ হয়, তাহার সংখ্যা নাই । হে আচার্য্য !
আপনি সকলই সম্যক বুঝিয়াছেন, আপনাকে
পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ; আপনি আদেশ
করুন, আমি অন্ত কোন শুক্ৰর নিকট যাই ।
হে ব্রহ্মন্ ! আমি এখন পিতার নিকট
যাইব । তিনিও যদি বিষম বুদ্ধি আশ্রয়
করেন, তাহা হইলে, আমি অন্ত্র কোথাও
যাইব । হে ঋষিন্ ! আপনাকে জানাইলাম ;
এখন আমি চলিলাম । ১—১১ । ব্রহ্মা
বলিলেন,—অনন্তর শুক্ৰ বৃহস্পতির অনুরূপ
হইয়া শুক্ৰ প্রস্থান করিলেন ; তাহাকে
আমি কৃতবিদ্য হইয়াই পিতার নিকট

ইতি অন্নমহাপ্রাজ্ঞমপূজ্যদেবগৌতমম্ ॥ ১৫

শুক্র উবাচ।

কো গুরুঃ শ্রানুনিশ্রেষ্ঠ মম ক্রুহি গুরুভবেৎ ।
জগন্মাপি লোকানাং যো গুরুস্তঃ ব্রজাম্যহম্
ব্রহ্মোবাচ।

স প্রাহ জগতামীশঃ শম্ভুঃ দেবঃ জগদ্গুরুম্
কারাধয়ামি গিরিশমিত্যুক্তঃ প্রাঃ গৌতমঃ ॥
গৌতম উবাচ।

গৌতম্যাস্ত শুচিভূত্বা স্তোত্রৈস্তোষয় শঙ্করম্ ।
ততস্তষ্টো জগন্নাথঃ স তে বিদ্যাং প্রদাস্ততি
ব্রহ্মোবাচ।

গৌতমস্ত তু তদ্বাক্যং প্রাগাদঙ্গাং স ভার্গবঃ
নাস্তা ভূত্বা শুচিঃ সম্যক্শ্রুতিং চক্রে স বালকঃ
শুক্র উবাচ।

বালোহঃ বালবুদ্ধিচ বালচন্দ্রধর প্রভো।

উপস্থিত হইব। অতএব কে আমার গুরু হইবেন? এ কথা আমি কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি মহাপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধ গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কে আমার গুরু হইবেন? তাহা আপনি বলিয়া দিন। এই ত্রিলোকমধ্যে আপনার নির্দেশক্রমে যিনি আমার গুরু হইবেন, আমি তাঁহার নিকটই যাইব। ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম জগদ্গুরু জগদীশ শম্ভুকে তাঁহার গুরু বলিয়া নির্দেশ করিলেন। শুক্র বলিলেন,—কোথায় গিয়া গিরিশকে আরাধনা করিব? গৌতম বলিলেন,—গৌতমীতীরে যাও, সেখানে গিয়া শুচি হইয়া শুচি হইয়া স্তব পাঠে শঙ্করকে তুষ্ট কর। সেই জগন্নাথ তুষ্ট হইয়া তোমায় বিজ্ঞা দান করিবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভার্গব গৌতমের আদেশক্রমে গৌতমী গঙ্গায় গমন করিলেন এবং তথায় স্নানপূর্বক শুচি হইয়া যথাবিধি শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন। শুক্র বলিলেন,—হে বালচন্দ্রধর! প্রভো, শঙ্কর!

নাহং জানামি তে কিঞ্চিৎ শ্রুতিং কর্তুং

নমোহস্ত তে ॥ ১৮

পরিত্যক্ত্য গুরুণা ন মমাস্তি স্নহৎ সখা।
ত্বং প্রভুঃ সর্বভাবেণ জগন্নাথ নমোহস্ত তে ॥
গুরুভক্তমতাং দেব মহতাং চ মহানসি।
অহমন্ত্রতরো বালো জগন্ময় নমোহস্ত তে ॥ ২০
বিদ্যার্থঃ হি সুরেশান নাহং বেদ্যি ভবদগতিম্
মাং হৃৎ রূপয়া পশু লোকসাক্ষিনমোহস্ত তে
ব্রহ্মোবাচ।

এবম্ শ্রুত্বতস্তস্ত প্রসন্নোহভূৎ সুরেশ্বরঃ ॥ ২২
শিব উবাচ।

কামং বরয় ভদ্রং তে যচ্চাপি সুরতুল্যতম ॥ ২৩
ব্রহ্মোবাচ।

কবিরপ্যাহ দেবেশং কৃতাজ্জলিকদারধীঃ ॥ ২৪
শুক্র উবাচ।

ব্রহ্মাদিভিষ্ঠ ঋষিভির্থা বিদ্যা নৈব গোচরা।
তাং বিদ্যাং নাথ যাচিষ্যে ত্বং গুরুশ্রম দৈবতম্

আমি বালক, বুদ্ধিও আমারও বালজনোচিত। আমি আপনার শ্রুতিগীতি কিছুই জানি না। তোমায় আমার নমস্কার। গুরু আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার আর স্নহৎসখা কেহই নাই; এখন তুমিই আমার সর্বথা প্রভু; তোমায় আমার নমস্কার। তুমি গুরুমানদিগের গুরু এবং মহাদিগেরও মহীয়ান। আমি ক্ষুদ্র বালক, হে জগন্ময়! তোমায় আমার নমস্কার। হে সুরেশ! আমি বিজ্ঞাপ্রার্থী, আপনার তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না। আপনি কৃপা করিয়া আমায় অবলোকন করুন। হে লোকসাক্ষিন! তোমায় আমার নমস্কার। ১২—২১। ব্রহ্মা লেন,—শুক্র এইরূপ স্তব করিলে, মহেশ্বর প্রসন্ন হইলেন। শিব বলিলেন,—যাহা সুরগণেরও তুল্য, এমন বরও তুমি যথেষ্ট প্রার্থনা করিতে পার। ব্রহ্মা বলিলেন,—উদারবুদ্ধি কবি তখন কৃতাজ্জলি হইয়া কহিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সমস্ত ঋষিগণও যে বিদ্যা জানেন না, হে নাথ! আমি সেই

ব্রহ্মোবাচ ।

মৃতসঞ্জীবিনীং বিদ্যামজ্ঞাতাং ত্রিদশৈরপি ।
তাং দত্তবান্ অরশ্বেষ্ঠস্তনৈশ্চ শুক্রেণ যাচতে ॥
ইতয়া লৌকিকী বিদ্যা বৈদিকী চান্য়গোচরা ।
কিং পুনঃ শঙ্করে তুষ্টে বিচার্যমবশিষ্যতে ॥ ২৭ ॥
স তু লক্ষ্যমহাবিদ্যাং প্রায়াৎ স্থপিতরং শুক্রেণ
দৈত্যানাঞ্চ গুরুচাসৌদ্ভিদ্যয়া পূজিতঃ কবিঃ ।
ততঃ কদাচিত্তাং বিদ্যাং কস্মিন্শ্চিৎ কারণান্তরে
কচাৎ বৃহস্পতিশ্রুতো বিদ্যাং প্রাপ্তঃ কবেশ
তাম্ ২৮
কচাদবৃহস্পতিশ্চাপি ততো দেবাঃ পৃথক্ পৃথক্
অবাপূৰ্ণহতীং বিদ্যাং যামাহমৃতজীবিনীম্ ॥ ৩০ ॥
যত্র সা কবিনা প্রাপ্তা বিদ্যা পূজ্য মহেশ্বরম্ ।
গৌতম্যা উত্তরে পারে শুক্রেতীর্থং তদ্যচ্যতে ॥
মৃতসঞ্জীবিনীতীর্থমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্ ।
জ্ঞানং দানং চ যৎকিঞ্চিৎ সৰ্বমক্ষয়পুণ্যদম্ ॥ ৩২ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মৃতসঞ্জীবিনীতীর্থমাহাশ্রম্যঃ নাম
পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৫ ॥

বিদ্যা প্রার্থনা করি। আপনিই আমার
পরম গুরু। ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃতসঞ্জীবিনী
বিদ্যা বিবুধগণেরও অপরিজ্ঞাত ছিল।
অরশ্বেষ্ঠ শঙ্কর এই বিদ্যাই শুক্রে দান
করিলেন। এতদ্বিধ অস্ত্র যে সকল লৌকিক
ও বৈদিক বিদ্যা, তৎসমস্ত অন্তান্ত্র জনের
জ্ঞানগোচর। বস্তুতঃ শঙ্কর তুষ্ট হইলে,
বর প্রদানে আর কিছুই খাদবিচার থাকে
না। শুক্রে শঙ্কর নিকট হইতে সেই মহা-
বিদ্যা লাভ করিয়া স্বীয় পিতার নিকট প্রস্থান
করিলেন। তিনি সেই বিদ্যার প্রভাবে
দৈত্যগণের পূজনীয় ও গুরু হইলেন। একদা
বৃহস্পতিপুত্র কচ কোন কারণবশতঃ কবির
নিকট হইতে সেই বিদ্যা প্রাপ্ত হই-
লেন। অনন্তর কচ হইতে বৃহস্পতি এবং
বৃহস্পতি হইতে ক্রমশঃ সমস্ত দেবগণ সেই
মৃতসঞ্জীবিনী মহাবিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন।
শুক্রে যেখানে থাকিয়া মহেশ্বরের আরাধনায়
সেই বিদ্যা লাভ করেন, ঐ স্থান গৌতমীর

ষষ্ঠবর্তিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং ব্রহ্মহত্যা-বিনাশনম্ ॥ ১ ॥
অরুণাদপি পার্শ্বক্রেণ সজ্জীবিনাশনম্ ।
পুরা বৃত্রবধে বৃন্তে ব্রহ্মহত্যা তু নারদ ।
শচীপতিং চান্য়গতা তং দৃষ্ট্বা ভীতবাক্যিঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রস্ততো বৃত্রহন্তা ইতশ্চেতশ্চ ধাবতি ।
যত্র যত্র হ্রস্বো যাতি হত্যা সাপীল্লগামিনী ॥ ৩ ॥
স মহৎসর আবিষ্ণু পদ্মনালমুপাগমৎ ।
তত্রাসৌ তন্তুবদ্ধ্বা বাসক্রেণ শচীপতিঃ ॥ ৪ ॥
সরস্তীরেহপি হত্যা সৌদ্ভিদ্যঃ বর্ষসহস্রকম্ ।
এতস্মিন্নন্তরে দেবা নিরিল্লা হতবনুনে ॥ ৫ ॥

উত্তর তীর। উহা শুক্রেতীর্থ নামে অভিহিত।
উহার অপর নাম মৃতসঞ্জীবিনীতীর্থ। এই
তীর্থ আয়ু এবং আরোগ্যবর্দ্ধক। এখানে
জ্ঞান দান যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই
অক্ষয় পুণ্যপ্রদ হয়। ২২—৩২।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৫

ষষ্ঠবর্তিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন
বিখ্যাত ইন্দ্রতীর্থের অরুণ করিলেও অশেষ
পাপ ও অশেষ ক্রেণ বিনষ্ট হয়। হে নারদ!
পুরাকালে ইন্দ্র কড়ক বৃত্র নিহত হইবার পর
ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রের অনুসরণ করিতে লাগিল।
ইন্দ্র তদর্শনে ভীত হইলেন। ইন্দ্র যেখা-
নেই গমন করুন, ব্রহ্মহত্যা তাঁহার অনুসরণ
করিয়া সেই সেই স্থানেই গিয়া উপস্থিত
হইতে লাগিল। তখন তিনি এক মহাস্রো-
বরে প্রবেশ করিয়া একটা পদ্মনালের অভ্য-
ন্তরে গমন করিলেন। শচীপতি সেখানে
মৃণাল-তন্তুর আকারে বাস করিতে লাগি-
লেন। সেই ব্রহ্মহত্যাও সেই সরোবর-
তীরে দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রের
প্রতীক্ষায় রহিল। হে যুগে! এই সময়

মজ্জয়ামাসুরব্যগ্রাঃ কথমিস্রো ভবেদিত্তি ।
তত্রাহমবদং দেবান্ হত্যাশ্বানঃ প্রকল্প্য চ । ৬
ইন্দ্রস্ত পাবনার্থায় গোতম্যামভিষিচ্যতাম্ ।
যত্রাভিষিক্তঃ পুতাত্মা পুনরিস্রো ভবিষ্যতি ॥ ৭
তথা তে নিশ্চয়ং কৃৎস্না গোতমীং শীঘ্রমাগমন্ ।
তত্র স্নাতং সুরপতিং দেবাশ্চ ঋষয়স্তথা ॥ ৮
অভিষেকুকামাস্তে সর্বে শচীকান্তধ্ব তস্মিন্ ।
অভিষিচ্যমানমিস্রং তং প্রকোপাদেগৌতমো-
হব্রবীৎ ॥ ৯

গৌতম উবাচ ।

অভিষেক্যন্তি পাপিষ্ঠাঃ মহেন্দ্রঃ গুরুতল্লগম্ ।
তান্ সর্দান্ ভস্মসাৎকুর্যাৎ শীঘ্রং যাস্তুরারয়ঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

তদৃষেবচনং শ্রুত্বা পরিহৃত্য চ গোতমীম্ ।
নর্ষদামগমন্ সর্ব ইন্দ্রমাদায় সত্বরাঃ ॥ ১১
উত্তরে নর্ষদাতারে অভিষেকায় তাস্মিন্ ।
অভিষেক্যমাগমিস্রং তং মাণ্ডব্যো ভগবানৃষিঃ

দেবগণ ইন্দ্রবিহীন হইলেন এবং ইন্দ্রকে
আনিবার জন্য ধীরভাবে মজ্জণা করিতে
লাগিলেন । ঐ সময় আমি হত্যাশ্বান নিরু-
পণ করিয়া দেবগণকে বলিলাম,—ইন্দ্রের
পবিত্রতার জন্য তাঁহাকে গোতমীজলে অভি-
ষিক্ত করুন । তিনি সে জলে অভিষিক্ত
হইলে, পুনরায় পবিত্রাত্মা ইন্দ্র হইতে পারি-
বেন । দেবগণ তাহাই নিশ্চয় করিয়া সত্বর
গৌতমীতে গমন করিলেন । তখন সুরপতি
গৌতমীজলে স্নান করিলে দেব ও ঋষিগণ
তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইলেন ।
গৌতম ইন্দ্রকে অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া
সক্রোধে বলিলেন,—কি, তোমরা গুরুতল্ল-
গামী মহেন্দ্রকে অভিষেক করিবে? তাহা
কিছুতেই হইবে না । দেবগণ! তোমরা শীঘ্র
চলিয়া যাও; নতুবা অচিরে সকলকে
ভস্মীভূত করিব । ব্রহ্মা বলিলেন,—ঋষির
ঐ কথা শ্রবণে সুরগণ সত্বর গোতমী
পরিভ্রমণপূর্বক ইন্দ্রকে লইয়া নর্ষদায়
গমন করিলেন এবং নর্ষদার উত্তর তীরে

অব্রবীত্তস্মসাৎ কুর্যাৎ যদি স্তাদভিষেচনম্ ।
পূজয়ামাসুরমরা মাণ্ডব্যঃ যুক্তিভিঃ স্তবৈঃ ॥ ১৩
দেবা উচুঃ ।

অয়মিস্রঃ সহস্রাক্ষো যস্মিন্ দেশেহভিষিচ্যতে
তত্রাতিদাক্ষণং বিশ্বং মুনে সমুপজায়তে ॥ ১৪
তচ্ছান্তং কুরু কল্যাণ প্রসাদ বরদো ভব ।
মলনির্ধাতনং যস্মিন্ কুর্ষ্বস্তস্মিন্ বরান্ বহুন্ ॥
দেশে দাস্ত্যামহে সর্বে তদবুজাতুমহসি ।
যস্মিন্ দেশে সুরেন্দ্রস্ত অভিষেকো ভবিষ্যতি
স সর্বকামদঃ পুংসাং ধাত্তবৃক্ষকলৈর্যুতঃ ।
নানাবৃষ্টির্ন ত্তিষ্ঠকং ভবেদত্র কদাচন ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

মেনে ততো মুনিশ্রেষ্ঠো মাণ্ডব্যো লোকপূজিতঃ
অভিষেকঃ কৃতস্তত্র মলনির্ধাতনং তথা । ১৮
দেবৈস্তদোক্কা মুনিভিঃ স দেশো মালবস্ততঃ ।

ইন্দ্রকে অভিষেক করিতে উদ্যত হইলেন ।
তদর্শনে ভগবান মাণ্ডব্য ঋষি বলিলেন,—
যদি এখানে ইন্দ্রের অভিষেক কর, তাহা
হইলে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিব । তখন
মাণ্ডব্য ঋষিকে স্ততি-বার্কে পূজা করিয়া
অমরগণ বলিলেন,—এই সহস্রাক্ষ ইন্দ্র যে
দেশে অভিষিক্ত হইবেন, হে মুনে! তথায়
দাক্ষণ বিশ্ব উপস্থিত হইবে । আপনি সেই
বিশ্ব-শান্তি করুন । হে কল্যাণ! প্রসন্ন ও
বরদ হউন । যে দেশে ইন্দ্রের পাপ-
প্রক্ষালন করা যাইবে, সেই দেশের প্রতি
আমরা বহু বর প্রদান করিব । অতএব
আপনি অনুমতি করুন, কোথায় ইন্দ্রের
অভিষেক হইবে? এ কার্য যে দেশে
হইবে, আমরা বলিতেছি; সে স্থান নর-
গণের সর্বকামপ্রদ ও প্রচুর শস্ত্রকলে
পরিপূর্ণ হইবে । সেখানে অনাবৃষ্টি বা
তৃষ্ণিক কদাচ হইবে না । ১—১৭ । ব্রহ্মা বলি-
লেন—লোক-পূজ্য মুনিশ্রেষ্ঠ মাণ্ডব্য দেব-
গণের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন । তথায় ইন্দ্রের
অভিষেক ও মলক্ষালন হইল । তখন হইতে
দেবগণ ও মুনিগণ সেই দেশকে মালব

অভিষিক্তে সুরপতৌ জাতে চ বিমলে তদা ॥
 আনীয় গোতমীং গঙ্গাং তং পুণ্যাব্যভিষেকিণৈ
 সুরাশ্চ ঋষয়শ্চৈব অহং বিষ্ণুস্তথৈব চ ॥ ২০
 বসিষ্ঠো গোতমশ্চাপি অগস্ত্যোহত্রিষ্ণু কশ্যপঃ
 এতে চাত্তো চ ঋষয়ো দেবা যক্ষাঃ সপন্নগাঃ ॥
 জ্ঞানং তৎপুণ্যতোয়েন অকুর্ষন্নভিষেকেনম্ ।
 যয়া পুনঃ শচীভর্তা কমণ্ডলুভবেন চ ॥ ২৫
 বারিণাপ্যভিষিক্তশ্চ তত্র পুণ্যভবন্নদী ।
 সিক্তা চেতি চ তত্রাসীন্তে গঙ্গায়াঞ্চ সঙ্গতে ॥
 সঙ্গমৌ তত্র বিখ্যাতৌ সর্বদা মুনিসেবিতৌ ।
 ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং পুণ্যাসঙ্গমমুচ্যতে ॥ ২৪
 সিক্তায়াঃ সঙ্গমে পুণ্যমৈক্লঃ তদভিধীয়তে ।
 তত্র সপ্ত সহস্রাণি তীর্থান্যাসন শুভানি চ ॥ ২৫
 তেষু জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ বিশেষেণ তু সঙ্গমে ।
 সর্বং তদক্ষয়ং বিজ্ঞান্নাত্র কার্য্য্য বিচারনা ॥ ২৬

নামে অভিহিত করিলেন। সুরপতির অভি-
 ষেক হইলে তিনি নিম্নলিখিত হইলেন। তখন
 তাঁহাকে গোতমীগঙ্গায় আনিয়া আরও
 পবিত্র করিবার জন্ত অভিষেক করিলেন।
 ঐ সময় আমি, সুরগণ, ঋষিগণ, বিষ্ণু,
 বসিষ্ঠ, গোতম, অগস্ত্য, অত্রি, কশ্যপ এবং
 অন্যান্য দেব, ঋষি, যক্ষ ও পন্নগগণ আমরা
 সকলে, সেই গোতমীর পুণ্য জলে ইন্দ্রকে
 জ্ঞান ও অভিষেক করাইলাম। আমি
 আবার আমার কমণ্ডলুজল দ্বারা শচী-
 পতিকে অভিষিক্ত করিয়া দিলাম। তখন
 আমার সেই কমণ্ডলুর জলে সিক্তা নামে
 একটি পুণ্য নদী প্রাদুর্ভূত হইল। সেই নদী
 শেষে গোতমী গঙ্গায় সঙ্গত হইল। তথাকার
 সেই বিখ্যাত নদীসঙ্গম সর্বদা মুনিজন
 কর্তৃক সেবিত হইতে লাগিল। সেই দিন
 হইতে ঐ তীর্থ পুণ্যাসঙ্গম নামে অভিহিত
 হইল। সিক্তা নদীর সঙ্গমে পবিত্র ঐন্দ্র
 তীর্থ নিরূপিত হইয়াছে। তথায় সপ্ত সহস্র
 শুভ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই
 সকল তীর্থে বিশেষতঃ তত্ত্বাত্ম্য সঙ্গমে
 জ্ঞান দান যে কিছু কর্য্য সমস্তই অক্ষয়

যদেতৎ পুণ্যমাখ্যানং যঃ পঠেচ্চ শৃণোতি বা ।
 সর্বপাপৈঃ স মুচ্যেত মনোবাক্যকর্ম্মজঃ ॥ ২৭
 ইতি জীৱাক্ষে ইন্দ্রতীর্থাদিসপ্তসহস্রতীর্থবর্ণনং
 নাম যশ্চবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তনবতিতমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পৌলস্ত্যঃ তীর্থমাখ্যাতঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ।
 প্রভাবঃ তস্মৈ বক্ষ্যামি ভ্রষ্টরাজ্যপ্রদায়কম্ ॥ ১
 উত্তরশাপতিঃ পূর্বমুদ্বিসিদ্ধিসমবিতঃ ।
 পুরা লঙ্কাপতিশ্চাসৌজ্যেষ্ঠো বিশ্ববসঃ সূতঃ ॥ ২
 তৈশ্চতে ভ্রাতরশ্চাসন বনবন্তোহমিতপ্রভাঃ ।
 সাপত্ন্য রাবণশ্চৈব কুন্তকর্ণো বিভীষণঃ ॥ ৩
 তেহপি বিশ্ববসঃ পুত্রা রাক্ষস্যাঃ রাক্ষসাস্ত তে
 মদন্তেন বিমানেন ধনদো ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৪
 মমাস্তিকং ভক্তিযুক্তো নিত্যমেতি তু যাতি চ

হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। এই পুণ্যমাখ্যান
 যে ব্যক্তি শ্রবণ ও পাঠ করে, মন, বাক্য,
 কায় ও কর্ম্মজনিত সর্বপাপ হইতে তাহার
 মুক্তি ঘটে। ১৮—২৭ ।

যশ্চবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত পৌলস্ত্য তীর্থ
 নরগণের সর্বসিদ্ধিপ্রদ। এই তীর্থসেবার
 ভ্রষ্ট রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্বে
 উত্তরদিকের অধিপতি কুবের মহাসমৃদ্ধি ও
 সিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিশ্ববার জ্যেষ্ঠ
 পুত্র; প্রথম সময়ে লঙ্কায় তাঁহার আধিপত্য
 প্রতিষ্ঠিত হয়। রাবণ, কুন্তকর্ণ ও বিভীষণ
 প্রভৃতি তদীয় বিমাতা রাক্ষসীর গর্ভজাত
 মহাবলশালী ভ্রাতৃত্বর ছিল। ধনদ, ভ্রাতৃ-
 গণের সহিত মৎপ্রদত্ত বিমানে আরোহণ
 করিয়া ভক্তিতরে নিত্যই আমার নিকট

রাবণস্ত তু বা মাতা কুপিতা সার্বভৌম সূতান
রাবণমাতোবাচ ।

মরিষ্যে ন চ জীবিষ্যে পুত্রা বৈরূপ্যাকারণাৎ ।
দেবাশ্চ দানবাশ্চাসন্ সাপত্না ভ্রাতরো মিথঃ ॥৬
অন্তোন্তবধমীপস্তু জয়ৈশ্বর্যবশান্নুগাঃ ।
তন্তবন্তো ন পুরুষা ন শক্তা ন জয়ৈযিণঃ ।
সাপত্নঃ যোহনুমন্তেত তন্ত জীবো নিরর্থকঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তন্মাতৃবচনং শ্রুত্ব ভ্রাতরস্তু জযো যুনে ।
জন্মুস্তু তপসেহরণ্যং কৃষ্ণবস্ত্রস্তপো মহৎ ॥ ৮
মন্তো বরানবাপুষ্ট ত্রয় এতে চ রাক্ষসাঃ ।
মাতুলেন মরীচেন তথা মাতামহেন তু ॥ ৯
তন্মাতৃবচনাচ্চাপি ততো লঙ্কামযাচত ।
রক্ষোভাবানমাতৃদোষাভ্যাত্তোর্বৈরমভূন্নহৎ ॥
ততস্তদভবদ্যুধঃ দেবদানবয়োঁরিব ।
যুদ্ধে জিত্বাগ্রজং শাস্তং ধনদং ভ্রাতরং তথা ॥১১

আসিতেন । রাবণের মাতা রাক্ষসী ইহাতে
কুপিত হইয়া পুত্রদিগকে বলিল,—আমার
বাঁচিয়া কাজ নাই ; আমি নিশ্চয় মরিব ।
কেন না, দেব ও দানবেরা পরস্পর পর-
স্পরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাহারা জয় ও
ঐশ্বর্য্যর বশীভূত হইয়া, পরস্পরের বধ-
বাসনা করে । পরন্তু তোমরা পুরুষ নহ,
তোমাদের জিগীষা বা শক্তিমত্তা কিছুই
নাই । যে ব্যক্তি শত্রুর আনুগত্য করে,
তাহার জীবন নিরর্থক । ব্রহ্মা বলিলেন,—
হে মুনে ! মাতার সেই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃত্রয়
তখন তপস্কার্থ অরণ্যে গমন করিল এবং
তথায় গিয়া মহাতপস্থা করিল । অনন্তর
সেই রাক্ষসত্রয় আমার নিকট হইতে বর
প্রাপ্ত হইল । পরে মাতার কথানুসারে
মাতুল, মরীচ ও মাতামহ দ্বারা তাহারা
লঙ্কা রাজ্য প্রার্থনা করিল । মাতার দোষে
রাক্ষসভাবে ভ্রাতা ধনপতির সহিত তাহা-
দের বিষম শক্রতা জন্মিল । তখন দেবা-
শ্বর-যুদ্ধের স্থায় তাহাদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ
লাধিল । যুদ্ধে অগ্রজ ধনদকে জয় করিয়া

পুষ্পকঞ্চ পুরীং লঙ্কাং সৰ্ব্বং চৈব ব্যপাহরৎ ।
রাবণো ঘোষয়ামাস ত্রৈলোক্যে সচারাচরে ॥
যো দত্তাদাশ্রয়ং ভ্রাতুঃ স চ বধ্যো ভবেন্নম ।
ভ্রাতা নিরস্তো বৈশ্রবণো নৈব প্রাপাশ্রয়ং কচিৎ
পিতামহং পুলস্ত্যং তং গত্বা নত্বাববীৰ্হচঃ ॥১৩
ধনদ উবাচ ।

ভ্রাতা নিরস্তো দৃষ্টেন কিং করোমি বদন্ত মে ।
আশ্রয়ঃ শরণং যৎ স্তাদৈবং বা তীর্থমেব চ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তৎপৌত্রবচনং শ্রুত্ব পুলস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥
পুলস্ত্য উবাচ ।

গৌতমীং গচ্ছ পুত্র ত্বং স্তহি দেবং মহেশ্বরম্ ।
তত্র নাস্ত প্রবেশঃ স্তাদাঙ্গায় জলমধ্যতঃ ॥১৬
সিদ্ধিঃ প্রাপ্যাসি কল্যাণীং তথা কুরু ময়া সহ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতুক্ত্বা জগামাসৌ সভার্য্যো ধনদস্তথা ।
পিত্রা মাত্রা চ বৃদ্ধেন পুলস্ত্যেন ধনেশ্বরঃ ॥ ১৮

তাহারা তাঁহার পুষ্পক বিমান ও লঙ্কা-নগরী
অপহরণ করিল । পরে রাবণ ঘোষণা
করিল,—এই চরাচর ত্রিলোকমধ্যে যে
আমার ভ্রাতাকে আশ্রয় দিবে, সে আমার
বধ্য হইবে । ধনদ এইরূপে রাবণ কর্তৃক
বিদূরিত হইয়া কুত্রাপি আশ্রয় পাইলেন না ।
তখন পিতামহ পুলস্ত্যসমীপে গমনপূর্ব্বক
তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—আমার
দুর্লভ ভ্রাতা কর্তৃক আমি বিতাড়িত হই-
য়াছি । এক্ষণে কি করি, বলুন ; আমার
যাহা আশ্রয় হইতে পারে, এমন দৈব বা তীর্থ
কি আছে ? ১—১৪ । ব্রহ্মা বলিলেন,—
পৌত্রের কথা শুনিয়া পুলস্ত্য বলিলেন,—পুত্র !
তুমি গৌতমী গঙ্গায় যাও ; সেখানে গিয়া
মহেশ্বর দেবকে স্তব কর । সেখানে গঙ্গার
জলাভ্যন্তরে তোমার ভ্রাতার গতি হইতে
পারিবে না । তুমি পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ।
আমার সহিত এক্ষণে এই কার্য্য সম্পাদন
কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—ধনেশ্বর সেই কথায়
সম্মত হইয়া পিতা, মাতা, স্ত্রী ও বৃদ্ধ পুলস্ত্য

গম্বা তু গোতমোঃ গঙ্গাঃ শুচিঃ স্নাত্বা যতব্রতঃ
তুষ্টাব দেবদেবেশং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শিবম্ ॥১৯
ধদন উবাচ ।

স্বামী হমেবাস্ত চরাচরস্ত
বিশ্বস্ত শস্তো ন পরোহস্তি কশ্চিৎ ।
ত্বামপ্যবজ্জায় যদিহ মোহাৎ
প্রগল্ভতে কোহপি স শোচ্য এব ॥২০
অমষ্টমূর্ত্যা সকলং বিভর্মি
ত্বদাজয়া বর্তত এব সর্বম্ ।
তথাপি বেদেতি বুধো ভবন্ত
ন জাহবিদ্বান্ মহিমা পুরাতনম্ ॥ ২১
মলপ্রসূতং যদবোচদদা
হাস্তাৎ সুতোহয়ং তব দেব শরঃ ।
ত্বৎপ্রেক্ষিতাদ্যঃ স চ বিশ্বরাজো
জজ্ঞে ত্বহো চেষ্টিতমৌশদৃষ্টোঃ ॥ ২২
অশ্পপুতাস্তা গিরিজা সমীক্ষ্য
বিযুক্তদাম্পত্যামিতীশমুচে ।

সহিত গোতমো গঙ্গায় গিয়া স্নানান্তে শুচি
ও যতব্রত হইয়া ভুক্তিমুক্তিপ্রদ শিবকে স্তব
করিতে লাগিলেন । কুবের বলিলেন,—
হে শস্তো ! তুমি এই চরাচর বিশ্বের প্রভু ;
তোমা অপেক্ষা প্রধান কেহই নাই ।
তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া যদি কোন জন
মোহক্রমে কোন বিষয়ে প্রগল্ভতা প্রকাশ
করে, তবে সে প্রকৃতই শোচনীয় হইয়া
থাকে । তুমি অষ্টমূর্তি দ্বারা সমস্ত ধারণ
করিতেছ । তোমার আশ্রয় সমস্তই নিষ্পন্ন
হয় । বেদাভিজ্ঞ বুধ ব্যক্তিই তোমার এ
তত্ত্ব বিদিত আছেন ; পরন্তু অবিদ্বান্ জন
কখনই তোমার মাহাত্ম্য জানিতে পারে না ।
হে দেব ! অহা গৌরী দেবী স্বীয় গাত্র-
মল দ্বারা পুতলি নির্মাণ করিয়া পরিহাস
চ্ছলে “এইটী পুত্র” এ কথা কাহিলে সেই
পুতলিকাই তোমার দৃষ্টির ফলে বলমান্ বিশ্ব-
রাজ হইয়াছিলেন । আহা ! ঈশদিগের
দৃষ্টির কি মহিমা ! দেবী গিরিজা পূর্বে
কামদেব ভগ্ন হওয়ায় দাম্পত্যের অভাব

মনোভবোহভ্যুদনো রতিশ্চ
সৌভাগ্যপূর্ব্বহমবাণ সোমাৎ ॥ ২৩
ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাদি স্তবতস্তস্ত পুরতোহভূল্লিলোচনঃ ।
বরেণ চন্দ্রমাস হর্ষান্নোবাচ কিকন ॥ ২৪
ত্বকৌমুদে তু ধনদে পুলস্ত্যে চ মহেশ্বরে ।
পুনঃপুনঃস্বৈতি শিবে বাদিনি হর্ষিতে ॥ ২৫
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাণবাচাশরীরিণী ।
প্রাপ্তব্যং ধনপালহঃ বদন্তীদং মহেশ্বরম্ ॥ ২৬
পুলস্ত্যস্ত তু যচ্ছিত্তং পিতৃবৈশ্রবণস্ত তু ।
বিদিত্তেব তদা বাণী শুভমর্গমুদীরয়ৎ ॥ ২৭
ভূতবস্তবিতব্যং স্তাদাস্তমানং তু দত্তবৎ ।
প্রাপ্তব্যং প্রাপ্তবত্তত্র দৈবী বাগভবচ্ছূতা ॥ ২৮
প্রভুতশত্রুঃ পরিভূতহুঃগঃ
সম্পূজ্য সোমেশ্বরমাপ লিঙ্গম্ ।
দিগীশ্বরত্বং ভবিণপ্রভুহ-
মপারদাহকলত্রপুত্ৰান ॥ ২৯

দেখিয়া অশ্পপুতনেত্রে ঐ বিষয়ে বলিলে,
সোম-মূর্তি আপনা হইতেই পুনরায় মনোভব,
রতি ও মদকারী বসন্ত উদ্ভূত হইয়াছিল ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—ধনদ এই প্রকার স্তব
করিলে, ত্রিলোচন তাহার সমীপে আবির্ভূত
হইলেন এবং ধনদকে বর গ্রহণে প্ররোচিত
করিলেন । কিন্তু ধনপতি প্রহর্ষভরে কিছুই
বলিতে পারিলেন না । ধনপতি মৌনাব-
লম্বন করিলে, শিব অসন্ন হইয়া তাঁহাকে
পুনঃপুনঃ বর গ্রহণ করিতে বলিতে
লাগিলেন । ইত্যবসরে এক আকাশবাণী
হইল । সেই বাণী যেন পিতামহ পুলস্ত্য ও
পিতা বৈশ্রবণের অভিপ্রায় অবগত
হইয়াই মহেশ্বরের প্রতি বলিল,—এই
কুবের ধনপালহ প্রাপ্ত হইবেন । ভবি-
তব্য বস্ত ভূতবৎ, দাতব্য বস্ত দত্তবৎ
এবং প্রাপ্তব্য বস্ত প্রাপ্তবৎ সেই দৈবী বাক্য
তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল । ১৫—২৮ ।
কুবেরের অসংখ্য শত্রু ছিল ; তিনি ক্রোধে
পরিভূত ছিলেন কিন্তু এক্ষণে সোমেশ্বর

তাং বাচং ধনদঃ ঋত্বা দেবদেবঃ ত্রিশূলিনম্ ।
এবং ভবতু নামেতি ধনদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥
তথৈবাস্থিতি দেবেশো দৈবীং বাচমমমৃত ।
পুলস্ত্যঞ্চ বরৈঃ পুণ্যৈস্তথা বিশ্ববসং মুনিম্ ॥ ৩১ ॥
ধনপালঞ্চ দেবেশো হৃভিনন্দ্য যযৌ শিবঃ ।
ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং পৌলস্ত্যং ধনদং বিজুঃ ॥
তথা বৈশ্রবসং পুণ্যং সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ।
তেষু স্নানাদি যৎকিঞ্চিৎসৰ্বং বহুপুণ্যদম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পৌলস্ত্যতীর্থবর্ণনং নাম
সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অগ্নিতীর্থমিতি খ্যাতং সৰ্বকৃতকলপ্রদম্ ।
সৰ্ববিঘ্নোপশমনং তন্তীর্থম্ ফলং শৃণু ॥ ১ ॥

লিঙ্গের অর্চনা করিয়া দিকপালত্ব, ধনপতিত্ব
ও অপার দানশীলত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ধনদ
ঐ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া শূলপাণিকে
বলিলেন,—দৈববাক্য সকল হউক—ইহাই
আমার প্রার্থনা। দেবদেব ‘তথাস্তু’ বলিয়া
দৈববাক্যে অনুমোদন করিলেন। এইরূপে
তখন তিনি পুলস্ত্য, বিশ্ববা মুনি ও ধন-
পতিকে পুণ্যবরে অভিনন্দিত করিয়া স্বধামে
প্রস্থান করিলেন। তখন হইতে ঐ তীর্থ
পৌলস্ত্য, ধনদ, বা বৈশ্রবসতীর্থ নামে
বিখ্যাত। এই তীর্থ সৰ্বকামপ্রদ, পবিত্র
ও শুভাবহ। এই সকল তীর্থে স্নানাদি যে
কিছু কার্য্য করা যায়, তৎসমস্তই বহু পুণ্য-
জনক হয়। ২৯—৩৩।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৭।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা * বলিলেন,—বিখ্যাত অগ্নিতীর্থ
সৰ্ব যজ্ঞকলপ্রদ ও সৰ্ববিঘ্নের বিনাশন।

জাতবেদা ইতি খ্যাতো অগ্নেজাতা স হব্যবাহু
হব্যং বহন্তঃ দেবানাং গোতম্যাস্তীর এব তু ॥
ঋষীণাং সত্রসদনে অগ্নেজাতরমুত্তমম্ ।
ভ্রাতৃঃ প্রিয়ং তথা দক্ষং মধুর্দিতিসুতো বলী ॥
জঘান ঋষিমুখ্যেষু পশুৎসু চ সুরেষ্বপি ।
হব্যং দেবা নৈব চাপুয়তে বৈ জাতবেদসি ॥ ৪ ॥
মুতে ভ্রাতরি স তুগ্নিঃ প্রিয়ে বৈ জাতবেদসি ।
কোপেন মহতাবিষ্টো গাঙ্গমন্তঃ সমাবিশৎ ॥ ৫ ॥
গাঙ্গাস্তসি সমাবিষ্টে হৃগ্নৌ দেবাশ্চ মানুষাঃ ।
জীবমুৎসর্জয়ামাসুরগ্নিজীবা যতো মতাঃ ॥ ৬ ॥
যত্রাগ্নির্জলমাবিষ্টস্তং দেশং সৰ্ব এব তে ।
আজগ্মুর্বিবুধাঃ সৰ্ব ঋষয়ঃ পিতরস্তথা ॥ ৭ ॥
বিনাগ্নিনা ন জীবামঃ শুবন্তোহগ্নিং বিশেষতঃ ।
অগ্নিং জলগতং দৃষ্ট্বা প্রিয়ং চোচুর্দিবোকসঃ ॥ ৮ ॥
দেবা উচুঃ ।

দেবান্ জীবয় হব্যেন কব্যেন চ পিতৃঃস্তথা ।

এই তীর্থফল শ্রবণ কর। পূর্বে জাতবেদা
নামে অগ্নির এক বিখ্যাত ভ্রাতা ছিলেন।
তিনি দেবগণের হব্য বহন করিতেন।
একদা গোতমীতীরে ঋষিগণের যজ্ঞাগারে
জাতবেদা দেবগণের হব্য বহন করিতে-
ছেন, এই সময় মধু নামে এক বলবান
দৈত্য, ঋষি ও দেবগণের সমক্ষেই অগ্নির
সেই প্রিয় ভ্রাতা জাতবেদাকে নিহত
করিল। জাতবেদা নিহত হইলে দেবগণ
আর হব্য প্রাপ্ত হইলেন না। এদিকে
প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, অগ্নি অত্যন্ত
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গাঙ্গাজলে প্রবেশ করি-
লেন। অগ্নি গাঙ্গাজলে নিমগ্ন হইলে,
অগ্নিজীবী দেবগণ ও মানুষাগণ সকলেই
প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। যেখানে অগ্নি
জলাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইখানে তখন
সমস্ত দেব, ঋষি ও পিতৃপুরুষেরা আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—
অগ্নি বিনা আমরা জীবন ধারণ করি-
ব না। এই বলিয়া তখন সকলেই অগ্নিকে
স্তব করিতে লাগিলেন। অগ্নিকে জল-

মানুষানুপাপকেন বীজানাং ক্লেদনেন চ ৷ ১০

ব্রহ্মোবাচ ।

অগ্নিরপ্যাহ তান্ দেবান্ শক্তো যো মে

গতোহমুজঃ ।

ক্রিয়মাণে ভবৎকার্যো যা গতির্জাতবেদসঃ ৷ ১১

সা বাপি শ্রান্নম সুরা নোৎসহে কার্যসাধনে

কার্যন্ত সৰ্বতন্তু ভবতাং জাতবেদসঃ ৷ ১২

ইমাং স্থিতিমহুপ্রাপ্তো ন জানে মে কথংভবেৎ

ইহ চামুত্র চ ব্যাপ্তৌ শক্তিরপ্যাহ নো ভবেৎ ৷

অথাপি ক্রিয়মাণে বৈ কার্যো সৈব গতির্মম ।

দেবাস্তমুচুৰ্ভাবেন সৰ্ব্বেণ স্বয়দন্তথা ৷ ১৩

আয়ুঃ কৰ্ম্মণি চ প্রীতিৰ্যাপ্তৌ শক্তিশ্চ দীযতে

প্রযাজানহুযাজাংশ দাস্ত্যামো হব্যবাহন ৷ ১৪

মগ্ন দেখিয়া দেবগণ বলিলেন,—হে অগ্নে !
তুমি হব্য ও কব্য দ্বারা দেব ও পিতৃ-
গণকে, অন্নপাকে মনুষ্যদিগকে এবং
ক্লেদন দ্বারা বীজদিগকে সঞ্জীবিত কর ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—অগ্নি তখন দেবগণের
শ্রুতিবাক্যে উত্তর করিলেন,—দেবগণ !
আপনারা যাহা বলিতেছেন,—আমার যে
ভ্রাতা অতীত হইয়াছেন, তিনিই সে বিষয়ে
সক্ষম ছিলেন । আপনাদের কার্য সাধনে
নিরত থাকিয়া জাতবেদা যে গতি প্রাপ্ত
হইলেন, হয়ত আমারও সেই গতি হইবে ;
অতএব হে সুরগণ ! আমি কার্য সাধনে
উৎসাহ করিতে পারিতেছি না । কার্য সকল
ভগবান্ জাতবেদার অধীন ; সুতরাং কি
প্রকারে এ হেন অবস্থাপ্রাপ্ত আমার
ঐহিক কার্য সিদ্ধ হইবে ? ঐহিক বা পারত্রিক
কোন কৰ্ম্মেই আমার শক্তি নাই । যে কোন
কার্যই করি না কেন,—আমি মনে করি,
আমারও সেই গতিই হইবে । দেবগণ ও
ঋষিগণ তখন সেই জাতবেদাকে বলিলেন,—
হে হব্যবাহন ! তোমাকে আয়ু, কৰ্ম্মে প্রীতি
ও সৰ্ব্বাধিকারে শক্তি প্রদান করিব এবং
তোমাকে প্রযাজ ও অহুযাজও সমর্পণ

দেবানাং হুং মুখং শ্রেষ্ঠমাহত্যঃ প্রথমাহুয ।

অয়া দন্তঃ তু যজ্রব্যঃ ভোজ্যামঃ সুরসন্তম ৷ ১৫

ব্রহ্মোবাচ ।

ততশ্চষ্টৌহভবদ্বহির্দেববাক্যাদ্যথাক্রমম্ ।

ইহ চামুত্র চ ব্যাপ্তৌ হব্যো বা লৌকিকে তথা

সৰ্বত্র বহিরভয়ঃ সমর্থোহভূৎ সুরাজয়া ।

জাতবেদা বৃহদ্রাভুঃ সপ্তার্চিনীললোহিতঃ ৷ ১৬

জলগৰ্ভঃ শমীগৰ্ভো যজ্ঞগৰ্ভঃ স উচ্যতে ।

জলাদাকৃষ্য বিবুধা অভিষিচ্য বিভাবনুম্ ৷ ১৭

উভয়ত্র পদে বাসঃ সৰ্বগোহগ্নিস্তুতোহভবৎ ।

যথাগতঃ সুরা জম্বুর্বহ্নীতীর্থং তদুচ্যতে ৷ ১৮

তত্র সপ্ত শতান্ভাসংস্তীর্থানি গুণবন্তি চ ।

তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ যঃ করোতি জিতান্ধবান্ ।

অশ্বমেধফলং সাগ্ৰং প্রাপ্নোত্যবিকলং শুভম্ ।

দেবতীর্থঞ্চ তত্রৈব আগ্নেয়ং জাতবেদসম্ ৷ ১৯

করিব । তুমি দেবতাদিগের মুখ এবং
তোমারই আহুতি প্রথম ; তোমার প্রদত্ত
সামগ্রীই আমরা ভোজন করিব । ১—১৫ ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর বহি দেবতা-
দিগের ক্রমোচ্চারিত শ্রুতিবাক্যে পরিতুষ্ট
হইয়া তাঁহাদেরই আদেশে ঐহিক ও পার-
লৌকিক হব্য বিষয়ে সৰ্বত্রই নির্ভর ও
সমর্থ হইলেন । তিনি জাতবেদা, বৃহদ্রাভু,
সপ্তার্চি, নীললোহিত, জলগৰ্ভ, শমীগৰ্ভ ও
যজ্ঞগৰ্ভ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইলেন ।
দেবগণ তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলন করত
সিঞ্চন করিয়াছিলেন । অনন্তর তিনি
উভয়ত্র বাস নিবন্ধন সৰ্বগ হইলেন । জল
হইতে তাঁহার প্রথম আবির্ভাবস্থান অগ্নি-
তীর্থ নামে খ্যাত ; দেবগণ ঐ তীর্থে গমন
করিয়াছিলেন । তথায় বহল-গুণবন্ত
সপ্তশত তীর্থ বিরাজমান ; যে ব্যক্তি সংযত
হইয়া ঐ সকল তীর্থে স্নান ও দান করে
সে নিশ্চিতই অবিকল অশ্বমেধ যজ্ঞের শুভ
ফল প্রাপ্ত হয় । আরও সেখানে দেবতীর্থ
নামে একতীর্থ আছে । ঐ দেবতীর্থে আমরা

অগ্নিপ্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং তদ্রাস্তেহনেকবর্ণবৎ ।
তদেবদর্শনাদেব সর্বকৃতকলং লভেৎ ॥ ২২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থমাহাত্ম্যে তীর্থবর্ণনং
নামাষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ॥

একোনশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋণপ্রমোচনং নাম তীর্থং বেদবিদো বিদুঃ ।
তন্ত্ৰ স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু নারদ তন্মনাঃ ॥ ১
আসীৎপৃথুশ্রবা নাম প্রিয়ঃ কক্ষীবতঃ সূতঃ ।
ন দারসংগ্রহং লেভে বৈরাগ্যান্নাগ্নিপূজনম্ ॥ ২
কনীয়াংস্ত সমর্থোহপি পরিবিস্তিভয়ান্মুনে ।
নাকরোদারকর্মাদি নৈবাগ্নীনাশুপাসনম্ ॥ ৩
ততঃ প্রোচুঃ পিতৃগণাঃ পুত্রং কক্ষীবতঃ শুভম্
জ্যেষ্ঠকৈব কনিষ্ঠঞ্চ পৃথক্পৃথগিদং বচঃ ॥ ৪

পিতর উচুঃ ।

ঋণত্রয়াপনোদায় ক্রিয়তাং দারসংগ্রহঃ ॥ ৫

ও জাতবেদসনামক-অগ্নিপ্রতিষ্ঠিত অনেক
বর্ণবিশিষ্ট এক লিঙ্গ আছে। তাঁহাকে
দর্শননমাত্রে সকল যজ্ঞের ফল পাওয়া
যায়। ১৬—২২।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বেদবিদগণ বলেন,—
ঋণমোচন নামে এক তীর্থ আছে। হে
নারদ! আমি তাহার স্বরূপ কীৰ্ত্তন করি-
তেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর। পূর্বে কাক্ষী-
বানের পৃথুশ্রবা নামে এক প্রিয় পুত্র ছিলেন।
তিনি বৈরাগ্য বশতঃ দার-পরিগ্রহ বা
অগ্নির উপাসনা করেন নাই। তাঁহার
কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমর্থ হইয়াও পারবিস্তিভয়ে
দারকর্ম বা অগ্নির উপাসনা করিলেন
না। তখন পূর্বপিতৃগণ তাঁহাদের উভয়
ভ্রাতাকেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেন,—
তোমরা ঋণত্রয় অপনোদনের জন্য দার-

ব্রহ্মোবাচ ।

নেতু্যবাচ ততো জ্যেষ্ঠঃ কিম্বণং কেন যুজ্যতে
কনীয়াংস্ত পিতৃন প্রাহ ন যোগ্যো দারসংগ্রহঃ ॥
জ্যেষ্ঠে সতি মহাপ্রাজ্ঞঃ পরিবিস্তিভয়াদিতি ।
তাবুতো পুনরপ্যেবমুচুস্তে বৈ পিতামহাঃ ॥ ৭

পিতর উচুঃ ।

যাতামুতো গৌতমীন্তু পুণ্যাংকক্ষীবতঃ সূতো
কুরুতাং গৌতমীশ্রানং সর্বাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥ ৮
গচ্ছতাং গৌতমীং গঙ্গাং লোকত্রিতয়পাবনীম্
শ্রানঞ্চ তর্পণং তস্মাৎ কুরুতাং শ্রদ্ধয়াষিতৌ ॥ ৯
দৃষ্টাবনামিতা ধাতা গৌতমী সর্বকামদা ।
ন দেশকালজাত্যাদিনিয়মোহত্রাবগাহনে ।
জ্যেষ্ঠোহনৃণস্ততো ভূয়াৎ পরিবিস্তির্ন চেতরঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ পৃথুশ্রবা জ্যেষ্ঠঃ কৃত্বা শ্রানং সতর্পণম্ ।
ত্রয়াণামপি লোকানাংকাক্ষীবতোহনৃণোহভবৎ

পরিগ্রহ কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর
জ্যেষ্ঠ কহিলেন,—না, আমি দারপরিগ্রহ
করিব না। ঋণ কি, এবং কি প্রকারেই
বা তাহার মোচন হয়? কনিষ্ঠও পিতৃগণকে
বলিলেন,—জ্যেষ্ঠ বর্তমান থাকিতে কি
প্রকারে কনিষ্ঠের দারসংগ্রহ যুক্ত হইতে
পারে? পুত্রদ্বয়ের এই কথা শুনিয়া পিতা-
মহগণ পুনরায় বলিলেন,—হে পুত্রদ্বয়!
তোমরা পুণ্যদায়িনী ও লোকপাবনী গৌত-
মীতে গমন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত শ্রান ও
তর্পণ কর, তাহাতে তোমাদের সর্বাভীষ্ট-
ফল লাভ হইবে। গৌতমী তীর্থে
নামিলে, এবং তাহাকে দর্শন ও ধ্যান
করিলেও সর্ব-কাম-ফল লাভ করা যায়।
গৌতমীশ্রানে দেশ-কাল ও জাত্যাदि
বিচার নাই। অনন্তর জ্যেষ্ঠ তদনুষ্ঠানে
ঋণমুক্ত হইলেন; কনিষ্ঠেরও পরিবিস্তি দোষ
রহিল না। ১—১০। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর
জ্যেষ্ঠ পৃথুশ্রবা গৌতমীতে শ্রান ও তর্পণ
করিয়া ত্রৈলোক্যের আনুগত্যভাজন হইলেন।

ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থমুণমোচনমুচ্যতে ।

শ্রোতস্মার্তাখণ্ডেভ্যশ্চ ইতরেভ্যশ্চ নারদ ॥

তত্র জ্ঞানেন দানেন শ্রী মুক্তঃ সুখী ভবেৎ ॥১৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ঋণমোচনতীর্থবর্ণনং নামৈ-

কোনশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

শততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সুপর্ণাসঙ্গমং নাম কাড্রবাসঙ্গমং তথা ।

মহেশ্বরো যত্র দেবো গঙ্গাপুলিনমাশ্রিতঃ ॥ ১

অগ্নিকুণ্ডে তত্রৈব রৌদ্রং বৈষ্ণবমেব চ ।

সৌরং সৌম্যং তথা ব্রাহ্মং কোমারং

বারুণং তথা ॥ ২

অপ্সরা চ নদী যত্র সঙ্গতা গঙ্গয়া তথা ।

তন্তীর্থস্মরণাদেব কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৩

সর্বপাপপ্রশমনং শৃণু যত্নেন নারদ ।

ইল্লেক্ষে হিংসিতাঃ পূৰ্ব্বং বালখিল্য মহর্ষয় ॥

তদবধি ঐ তীর্থ ঋণমোচন নামে প্রসিদ্ধ ।
শ্রী বাক্তি গৌতমীতে জ্ঞানদান করিলে
শ্রোত ও স্মার্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া
সুখলাভ করে । ১১—১৩ ।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৯ ।

— — —

শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—সুপর্ণাসঙ্গম ও কাড্রবা-
সঙ্গম নামে দুই তীর্থ আছে, তথায় দেব
মহেশ্বর গঙ্গাপুলিন আশ্রয় করিয়া বিরাজ-
মান । সেখানে অগ্নিকুণ্ড, রৌদ্র, বৈষ্ণব,
সৌর, সৌম্য, ব্রাহ্ম, কোমার ও বারুণ নামে
আরও অনেক তীর্থ আছে । ঐ স্থানেই
অপ্সরা নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হই-
য়াছে । ঐ সকল তীর্থ স্মরণ করিলেও
নর কৃতকৃত্য হয় । হে নারদ ! ঐ সর্ব-
পাপপ্রশমন তীর্থবিবরণ শ্রবণ কর ।

দস্তার্কতপসঃ সৰ্ব্বৈ প্রোচুস্তে কশ্যপঃ মুনিম্ ॥৪

বালখিল্য উচুঃ ।

পুত্রনুৎপাদয়ানেন ইল্লদর্পহরং শুভম্ ।

তপসোহর্কং তু দাস্তামস্তথৈত্যাহ মুনিঃ তান্ ॥

সুপর্ণায়াং ততো গর্ভমাদবে স প্রজাপতিঃ ।

কদ্ৰু ঐক্যেব শনৈর্ব্রজান সর্পাণাং সর্পমাতরি ॥ ৬

তে গর্ভিণ্যাবুভে আহ গন্তব্যমঃ প্রজাপতিঃ ।

অপরাদো ন চ ক্রাপি কাহ্যো গমনমেব চ ॥ ৭

অন্যত্র গমনাচ্ছাপো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাক্ষা স যযৌ পত্ন্যৌ গতে ভর্তরি তে উভে

তদৈব জগতুঃ সত্তমসীনাং ভাবিতান্বনাম্ ॥ ৯

ব্রহ্মবৃন্দসমাকীর্ণং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতম্ ।

উন্মত্তে তে উভে নিত্যং বয়ঃসম্পত্তিগর্ষিতে ॥

নিবার্যানাং বহুশো মুনিভিস্তদ্বদর্শিতঃ ।

বিকুষতো তত্র সত্রে সামানি চ হবীংষি চ ॥১১

পূর্বে বালখিল্য মহর্ষিগণ ইল্ল কর্তৃক উপ-
দ্রুত হওয়ায় তাহারা স্বীয় তপস্কার অর্দ্ধাংশ
দান করত মহামুনি কশ্যপকে বলিয়া-
ছিলেন—হে মহাভাগ কশ্যপ ! আপনি এক
দেবেল্লদর্পহারী পুত্র উৎপাদন করুন,
আমরা আপনাকে আমাদের তপস্কার
অর্দ্ধাংশ দিতেছি । মুনিও তাহাদের কথায়
“তথাস্তু” বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । অন-
ন্তর সেই প্রজাপতি সুপর্ণা ও সর্পমাতা
কদ্ৰুতে গর্ভাধান করত গমনে উদ্যত
হইয়া উভয় গর্ভিণীকে বলিলেন,—তোমরা
কোথাও কোন প্রকার অপরাধ কারও
না এবং কুত্রাপি যাইও না, যাইলে
অভিশপ্ত হইবে । ১—৮ । ব্রহ্মা বলিলেন,—
সেই মুনি পত্নীদ্বয়কে এই কথা বলিয়া গমন
করিলেন । অনন্তর ভর্তা গমন করিলে
তাহারা উভয়ে তখন স্বাভাবিক বয়োধর্ম্মে
গর্ষিত হইয়া ভাবিতান্বা সত্তমসীগণের গঙ্গা-
তীরস্থিত ব্রহ্মবৃন্দ-সমাকীর্ণ মহাসঙ্গে গমন
করিল । তদ্বদশী মুনিগণ বহুবার নিবারণ
করিলেও তাহারা সেই সত্রে থাকিয়া মুনি-

যোষিতাং হুর্বিলসিতং কঃ সংস্মরিতুমীশ্বরঃ ।
 তে দৃষ্টৌ চুম্বতুর্বিপ্রা অপমার্গরতে উভে ॥১২
 'অপমার্গস্থিতে যস্মাদাপগে হি ভবিষ্যথঃ ।
 সুপর্ণা চৈব কচ্ছপ নন্তো তে সম্ভবতুঃ ॥ ১৩
 স কদাচিদগৃহং প্রাপ্য কশ্যপোহথ প্রজাপতিঃ
 ঋষিত্যস্তত্র বৃন্তাস্তং শাপং তাভ্যাং সবিস্তরম্ ॥
 ক্ৰমা তু বিশ্বয়াবিষ্টঃ কিং করোমীত্যচিস্তয়ৎ ।
 ঋষিত্যঃ কথয়ামাস বালখিল্য ইতি ক্রতাঃ ॥১৫
 ত উচুঃ কশ্যপঃ বিপ্রং গহ্বা গন্ধাং তু গৌতমীম্
 তত্র ভূহি মহেশানং পুনর্ভাষ্যে ভবিষ্যতঃ ॥১৬
 ব্রহ্মহত্যাভয়াদেব যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ।
 গন্ধামধ্যে সদা হ্যাস্তে মধ্যমেশ্বরসংজ্ঞয়া ॥ ১৭
 তথৈতু্যক্কা কশ্যপোহপি স্নাত্বা গন্ধাং জিতব্রতঃ
 তুষ্ঠাব স্তবনৈঃ পুণ্যৈর্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ১৮

দিগের সামগান ও হুর্বিলসিত বিকৃত করিতে
 লাগিল । কে বল, স্ত্রীলোকের হুর্বিলসিত
 সহ করিতে পারে? বিপ্রগণ তাহাদিগকে
 উৎপাতে প্রবৃত্ত দেখিয়া এইরূপ অভিশাপ
 প্রদান করিলেন যে, তোরা হুই নদী হইয়া
 থাক্ । তখন তাহারা শাপপ্রভাবে উভয়েই
 সুপর্ণা ও কচ্ছপ নামে হুই নদী হইল । অন-
 স্তর একদা প্রজাপতি কশ্যপ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত
 হইয়া ঋষিদিগের মুখে পত্নীদ্বয়ের সবিস্তর
 শাপবৃত্তান্ত শুনিয়া সবিস্ময়ে চিন্তা করিলেন ;
 —আমি এখন কি করি? এইরূপ
 চিন্তা করিবার পর তিনি বালখিল্য
 ঋষিগণকে এতদ্বৃত্তান্ত জানাইলেন । বাল-
 খিল্যগণ কহিলেন,—হে কশ্যপ ! তুমি
 গৌতমীগন্ধায় গমন করত তথায় মহেশ্বরের
 স্তব কর ; তাহাতে তোমার ভাৰ্য্যাদ্বয়কে
 পুনরায় প্রাপ্ত হইবে । দেব মহেশ্বর ব্রহ্ম-
 হত্যার ভয়ে ভীত হইয়া গৌতমীগন্ধায়
 মধ্যদেশে মধ্যমেশ্বর নামে খ্যাত হইয়া
 নিরস্তর বাস করিতেছেন । জিতব্রত কশ্যপও
 'তাহাই হউক' এই বলিয়া তথায় গমন করত
 স্নান করিয়া পবিত্র মনোহর বাক্যে
 দেবদেব মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন ।

কশ্যপ উবাচ ।

লোকত্রয়েকাধিপতেন যস্ম
 কুত্রাপি বস্তুভিমানলেশঃ ।
 স সিদ্ধনাথোহখিলবিশ্বকর্তা
 ভর্তা শিবায়া ভবতু প্রসন্নঃ ॥ ১৯
 তাপত্রয়োবহুতাপিতানা-
 মিতস্ততো বৈ পরিধাবতাক্ষ ।
 শরীরগাং স্বাবরজঙ্গমানাং
 স্রমেব হুঃখব্যপনোদদক্ষঃ ॥ ২০
 ব্রহ্মাদিযোগস্রিবিধোহপি যস্ম
 শক্রাদিভির্বকুমশক্য এব ।
 বিচিৎসুস্তিঃ পরিচিন্ত্য সোমঃ
 সুখী সদা দানপরো বরেণ্যঃ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাদিভিভির্দেবঃ স্ততো গৌরীপতিঃ শিবঃ
 প্রসন্নো হৃদদাচ্ছতুঃ কশ্যপায় বরান বহু ॥২২
 ভাৰ্য্যার্থিনং তু তং প্রাহ স্মাতাং ভাৰ্য্যে
 উভে তু তে ।

নদীস্বরূপে পড়্যো যে গন্ধাং প্রাপ্য সরিষরাম

কশ্যপ কহিলেন,—যিনি লোকত্রয়ের অধি-
 পতি, কুত্রাপি কোন বস্তুতেই ঋহ্যর অভি-
 মানলেশ নাই, সেই নিখিল বিশ্ববিধাতা
 শিবাভর্তা, সিদ্ধনাথ প্রসন্ন হউন । এই
 চরাচর প্রাণিবর্গ, তাপত্রয়রূপ দিবাকরতাপে
 তাপিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিধাবিত হই-
 তেছে । তুমিই ইহাদিগের একমাত্র হুঃখ
 দূরীকরণে সক্ষম । যদীয় স্রাদি গুণত্রয়ের
 যোগাযোগ ইন্দ্রপ্রভৃতি সুরগণও ব্যক্ত
 করিতে অক্ষম, তাদৃশ বিচিৎসুস্তি সোম-
 মূর্তিকে চিন্তা করিয়া লোক সর্বদাই সুখী,
 দানশীল ও বরেণ্য হইতে পারে । ১—২১ ।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌরীপতি শিব এ প্রকার
 স্তবে প্রসন্ন হইয়া কশ্যপকে বহু বর প্রদান
 করিলেন । কশ্যপ ভাৰ্য্যার্থী ছিলেন । শিব
 বলিলেন,—তোমার উভয় ভাৰ্য্যাই পুনরায়
 প্রাপ্ত হইবে । তোমার যে পত্নীদ্বয় নদী-
 স্বরূপ হইয়াছে, তাহারা সরিষরাম গন্ধায়

তৎসঙ্গমনমাত্রেণ তাত্যাং ভূয়াৎ স্বকং বপুঃ ।
তে গৰ্ভিণ্যো পুনর্জাতে গঙ্গায়াম্ প্রসাদতঃ
ততঃ প্রজাপতিঃ শ্রীতো ভাৰ্য্যে প্রাপ্য

মহামনাঃ ।

আহ্বয়ামাস তান্বিপ্রান্গৌতমীতীরমাশ্রিতান্
সীমন্তোন্নয়নং চক্রে তাত্যাং শ্রীতঃ প্রজাপতিঃ
ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ২৬

ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু কণ্ডপস্তাথ মন্দিরে ।

ভর্তৃসমীপোপবিষ্টো কজ্জবীপ্রারিীক্ষ্য চ ॥ ২৭

ততঃ কজ্জবীপ্রাং প্রাহসন্তে চ চক্ষুভূঃ ।

যেনাক্ষা হসিতা পাপে ভজ্যতাং তেহঁকি পাপবৎ
কাণাভবন্ততঃ কজ্জঃ সর্পমাতেতি যোচ্যতে ।

ততঃ প্রসাদয়ামাস কণ্ডপো ভগবানুধীন ॥ ২৯

ততঃ প্রসন্নাস্তে প্রোচুর্গৌতমী সরিতাংবরা ।

অপরাধসহশ্রেভ্যো রক্ষিষ্যতি চ সেবনাং ॥ ৩০

ভাৰ্য্যাশ্রিতস্তথা চক্রে কণ্ডপো মুনিসন্তমঃ ।

সম্মিলিত হইবামাত্রই পুনরায় স্ব স্ব-রূপ প্রাপ্ত
হইবে এবং গঙ্গার প্রসাদে পুনরায় তাহারা
গৰ্ভিণী-অবস্থাই প্রাপ্ত হইবে । অনন্তর
মহামনাঃ প্রজাপিত শ্রীত হইয়া স্বীয় উভয়
ভাৰ্য্যাকে লাভ করত গৌতমীতীরাস্থিত
সেই সেই ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিলেন
এবং পত্নীদ্বয়ের সীমন্তোন্নয়ন করিয়া তত্-
পনক্ষে বিধিপূৰ্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সৎকার
করিলেন । ব্রাহ্মণগণ কণ্ডপগৃহে ভোজন
করিতেছেন, এই সময়ে ভর্তার পার্শ্ববর্তিনী
কজ্জ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া বক্রদৃষ্টিতে উপ-
হাস করিলেন । তদদর্শনে ব্রাহ্মণগণ ক্ষুব্ধ
হইয়া বলিলেন,—রে পাপে ! যে চক্ষুদ্বারা
আমাদিগকে উপহাস করিলি, তোর সেই
পাপচক্ষু ভগ্ন হউক । তখন সর্পমাতা কজ্জ
কাণা হইলেন । অনন্তর, কণ্ডপ ঋষিদিগকে
প্রসাদিত করিলেন । তাহারা প্রসন্ন হইয়া
বলিলেন,—সরিৎপ্রবরা গৌতমীকে সেবা
করিলে, তিনি সহস্র সহস্র অপরাধ হইতে
রক্ষা করিতে পারেন । ব্রাহ্মণগণের এই
ইঙ্গিতক্রমে কণ্ডপ ভাৰ্য্যাসহ গৌতমীতে গমন

ততঃ প্রভৃতি ততৌর্ধ্বভূয়োঃ সঙ্গমং বিদুঃ ।

সর্বপাপপ্রশমনং সর্বকৃতকলপ্রদম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কজ্জসুপর্ণাসঙ্গমতৌর্ধ্ববর্ণনং নাম
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পুরুষবসমাখ্যাতঃ তীর্থং বেদবিদো বিদুঃ ।

স্মরণাদেব পাপানাং নাশনং কিম্, দর্শনাৎ ॥ ১

পুরুষবা ব্রহ্মসদঃ প্রাপ্য তত্র সরস্বতীম্ ।

যদৃচ্ছয়া দেবনদাং হসন্তীং ব্রহ্মণোহস্তিকে ।

তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নামুৰ্দ্ধনীং প্রাহ ভূপতিঃ ॥ ২

রাজোবাচ ।

কেয়ং রূপবতী সাধ্বী স্থিতেয়ং ব্রহ্মণোহস্তিকে
সকাসামুত্তমা যোষদৌপয়স্তা সভামিমাম্ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

উৰ্দ্ধনী প্রাহ রাজানাময়ং দেবনদী ভতা ।

করিলেন । সেই দিন হইতে ঐ তীর্থ সঙ্গম-
তীর্থ নামে অভিহিত । ইহা সর্বপাপের প্রশ-
মনকর ও সর্বকৃতের কলপ্রদায়ক ২২—৩১।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০০ ।

একাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত পুরুষবা তীর্থ
বেদবিদগণের নিদ্দিষ্ট । ঐ তীর্থের স্মরণেও
পাপক্ষয় হয় । উহার দর্শনে যে কি অপূৰ্ব
কল হয়, তাহা বলাই বাহুল্য । একদা
পুরুষবা ব্রহ্মসভায় উপস্থিত হইলে, দেব-
নদী সরস্বতী ব্রহ্মার সমীপে যদৃচ্ছাক্রমে
হাসিতে লাগিলেন । তদদর্শনে নরপতি রূপ-
বতী উৰ্দ্ধনীকে বলিলেন,—এই রূপবতী
সাধ্বী রমণী কে ? ইনি ব্রহ্মার সমীপে
অবস্থান করিয়া সমস্ত সভাগৃহ উত্তালিত
করিয়াছেন । মনে হয়, ইনি রমণীসমাজের

সরস্বতী ব্রহ্মসুত। নিত্যমেতি চ যাতি চ।
তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো রাজা আনয়েমাং মমাস্তিকম্
ব্রহ্মোবাচ।

উৰ্বশী পুনরপ্যাহ রাজানং ভূরিদক্ষিণম্ ॥ ৫
উৰ্বশ্যবাচ।

অনীয়তে মহারাজ তস্থাঃ সৰ্বং নিবেদ্য চ ॥
ব্রহ্মোবাচ।

ততস্তাং প্রাহিণোক্তত্ব রাজা প্রীত্যা
'তদৌৰ্বশীম্।

সা গুহ্যা রাজবচনং শ্রবেদয়দথৌৰ্বশী ॥ ৭
সরস্বতাপি তন্মেনে উৰ্বশ্যা যন্নিবেদিতম্।
সা তুথেতি প্রতিজ্ঞায় প্রায়াদ্যত্র পুরুষবাঃ ॥ ৮
সরস্বত্যাস্ততস্তীরে স রেমে বহুলাঃ সমাঃ।
সরস্বানভবৎ পুত্রো যশ্চ পুত্রো বৃহদ্রথঃ ॥ ৯
তাং গচ্ছন্তীং নৃপগৃহং নিত্যমেব সরস্বতীম্।
সরস্বন্তং ততো লক্ষ্য জাহ্নবোশ্চৈষ তথা কৃতম্ ॥

শিরোমণি। ব্রহ্মা বলিলেন,—উৰ্বশী
রাজাকে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন,—ইনি
ব্রহ্মার কন্যা পুণ্যা দেব-নদী সরস্বতী—
সর্বদাই এখানে যাতায়াত করেন। রাজা
তৎপ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—উহাকে
আমার নিকট আনয়ন কর। ব্রহ্মা বলি-
লেন,—উৰ্বশী প্রত্যুত্তরে যাগশীল রাজাকে
জানাইল,—মহারাজ! উহার নিকট সমস্ত
বিষয় নিবেদন করিয়া তবে উহাকে আনিব।
ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজা তখন উৰ্বশীকে
প্রেরণ করিলেন। উৰ্বশী সরস্বতীর নিকট
গিয়া রাজার কথা জানাইল। সরস্বতী
উৰ্বশীর বাক্যে অহুমোদন করিলেন
এবং 'তথাহ' বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূৰ্বক পুরুষ-
বার প্রাপ্তে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর
পুরুষবা সরস্বতীর তীরে তাঁহার সহিত
বহু বৎসর রমণ করিলেন। তাহাতে
সরস্বান্ নামে তাঁহার এক পুত্র হইল।
সরস্বানের পুত্র বৃহদ্রথ। আমি প্রত্যহ
সরস্বতীকে রাজগৃহে যাইতে দেখিয়া এবং
অস্ত্রান্তরে নিকট তাহার সরস্বান্ নামে

তৈশ্ব দদাবহং শাপং ভূয়া ইতি মহানদী।
মচ্ছাপভীতা বাগীশা প্রাগাদেবীঞ্চ গোতমীম্
কমণ্ডলুভবাং পুতাং মাতরং লোকপাবনীম্।
তাপত্রয়োপশমনীমৈহিকামুখিকপ্রদাম্ ॥ ১২
সা গুহ্যা গোতমীং দেবীং প্রাহ মচ্ছাপমাদিতঃ
গঙ্গাপি মামুবাচেদং বিশাপাং কর্তুমহিসি।
ন যুক্তং মৎসরস্বত্যাঃ শাপং ত্বং দত্তবানসি।
স্ত্রীণামেষ স্বভাবো বৈ পুংস্কামা যোষিতো যতঃ
স্বভাবচপলা ব্রহ্মন্ যোষিতঃ সকলা অপি।
ত্বং কথং তু ন জানীষে জগৎস্রষ্টাশ্চুজাসন ॥
বিভ্রময়তি কং বা ন কামো বাপি স্বভাবতঃ।
ততো বিশাপমবদং দৃষ্ট্বাপি স্তাৎ সরস্বতী ॥ ১৬
তস্মাচ্ছাপান্নদী মর্ত্যে দৃষ্টাদৃষ্টা সরস্বতী।

পুত্র উৎপত্তির কথা জানিতে পারিয়া
তাহাকে অভিশাপ দিলাম,—তুমি মহানদী
হও। বাগীশরী মদীয় শাপে ভীত হইয়া
গোতমীতে গমন করিল। ১১-১১। যিনি আমার
কমণ্ডলু হইতে জন্মিয়াছেন, যিনি নিখিল
জগতের পাবনী মাত্ররূপে বিরাজ করিতে-
ছেন, ঐহিক ও পারলৌকিক শুভ ফল যিনি
প্রদান করেন ও তাপত্রয় প্রশমিত করিয়া
গমন থাকেন, সেই পুণ্যতোয়া গোতমী গঙ্গায়
গমন করিয়া সরস্বতী আমার শাপবাণী
আমূল্য বাক্য করিল। অনন্তর সেই গোতমী
গঙ্গা আমায় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি
সরস্বতীকে শাপ-মুক্ত করুন। সরস্বতীকে
শাপ দান করা, আপনার সঙ্গত হয় না।
স্বীলোকেরা পুরুষ কামনা করে, ইহা ত
তাহাদের চিরস্বভাব। হে ব্রহ্মন্! সকল
রমণীই স্বভাবতঃ চঞ্চল। হে অশুজাসন!
আপান জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনি
কি আর স্ত্রীস্বভাব জানেন না? দেখুন—
কাম স্বভাবতই কাহাকেই বা না বিভ্রমিত
করিয়া থাকে? গোতমীর অহুরোধে তখন
সরস্বতীকে আমি শাপমুক্ত করিয়া বলি-
লাম,—আচ্ছা, সরস্বতী সকলেরই দৃষ্টা
হইবে। আমার সেই শাপঘটনায় তখন

যত্রৈবা সঙ্গতা দেবী গঙ্গায়াঃ শাপবিহ্বলা ॥
তত্র প্রায়ামুপবরো ধার্মিকঃ স পুরুষবাঃ ।
তপস্তপ্ত্বা সমারাধ্য দেবং সিদ্ধেশ্বরং হরম্ ॥১৮
সর্বান কামানথাবাপ গঙ্গায়াশ্চ প্রসাদতঃ ।
ততঃ প্রভৃতি তত্ৰীর্থং পুরুষবসমুচ্যতে ॥ ১৯
সরস্বতীসঙ্গমঞ্চ ব্রহ্মতীর্থং তদুচ্যতে ।
সিদ্ধেশ্বরো যত্র দেবঃ সর্বকামপ্রদঃ তু তৎ ॥২০
ইতি শ্রীব্রাহ্মে সরস্বতীসঙ্গমতীর্থবর্ণনং নামৈ-
কাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

ব্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী শ্রদ্ধা মেধা সরস্বতী ।
এতানি পঞ্চ তীর্থানি পুণ্যানি মুনয়ো বিদুঃ ॥ ১
তত্র স্নাত্বা তু পীত্বা তু মুচ্যতে সর্বকলুষাৎ ।
সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী শ্রদ্ধা মেধা সরস্বতী ॥ ২

হইতে মর্ত্যমণ্ডলে সরস্বতী দৃষ্টা ও
অদৃষ্টা উভয়রূপেই বিরাজিতা। সরস্বতী
শাপাকুল হইয়া যেখানে গঙ্গাদেবীর সহিত
মিলিত হইয়াছিল, ধার্মিক পুরুষবা তথায়
গমন করেন। তথায় গিয়া তপস্তা করত
সিদ্ধেশ্বর হরের আরাধনায় ও গঙ্গার
প্রসাদে সর্বকামনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
সেই হইতে ঐ তীর্থ পুরুষবা নামে
বিখ্যাত। সরস্বতীর সঙ্গম ব্রহ্মতীর্থ নামে
কীৰ্ত্তিত। সেখানে সিদ্ধেশ্বর দেব বিরাজমান।
ঐ তীর্থ সর্ব কামপ্রদ। ১২—২০।

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০১।

ব্যাদিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—সাবিত্রী, গায়ত্রী, শ্রদ্ধা,
মেধা ও সরস্বতী এই পঞ্চ তীর্থ মুনীগণের
মতে অতীব পুণ্য স্থান। ঐ সকল তীর্থে স্নান
করিয়া জলপান করিলে, সর্ব পাপ হইতে
মুক্ত হওয়া যায়। সাবিত্রী, গায়ত্রী, শ্রদ্ধা,

এতা মম স্মৃতা জ্যেষ্ঠা ধর্মসংস্থানহেতবঃ ।
সর্বাসামুত্তমাঃ কাঞ্চিন্মিথ্যমে লোকসুন্দরীম্ ॥৩
তাং দৃষ্ট্বা বিকৃতা বুদ্ধির্মমাসীন্মুনিসত্তম ।
গৃহমাণা ময়া বালা সা মাং দৃষ্ট্বা পলায়িতা ॥ ৪
মৃগীভূতা তু সা বালা মৃগোহহমভবং তদা ।
মৃগব্যাধোহিবচ্ছবুর্ধর্মসংরক্ষণায় চ ॥ ৫
তা মদ্বীতাঃ পঞ্চ স্মৃতা গঙ্গামীমূর্ষহানদীম্ ।
ততো মহেশ্বরঃ প্রায়াক্ষর্মসংরক্ষণায় সঃ ॥ ৬
ধনুর্গৃহীত্বা শশরমৌশোহপি মৃগরূপিনম্ ।
মামুবাচ বধিষ্যে ত্বাং মৃগব্যাধস্তদা হরঃ ॥ ৭
তৎকর্মণো নিবৃত্তোহহং প্রাদাং কত্থাং বিবস্বতে
সাবিত্রাদ্যাঃ পঞ্চ স্মৃতা নদীরূপেণ সঙ্গতাঃ ॥ ৮
তা আগতাঃ পুনশ্চাপি স্বর্গং লোকং মমাস্তিকম্
যত্র তাঃ সঙ্গতা দেব্যা পঞ্চ তীর্থানি নারদ ॥ ৯
সঙ্গতানি চ পুণ্যানি পঞ্চ নদ্যঃ সরস্বতী ।

মেধা ও সরস্বতী ইহারা আমারই কত্থা।
এই কত্থাগণ ধর্মসংস্থানের হেতু। ইহা-
দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কত্থা সাবিত্রীকে আমি
সর্বলোক-সুন্দরী ও সর্বশ্রেষ্ঠরূপে নির্মাণ
করিয়াছিলাম। মুনিসত্তম! তাহাকে দেখিয়া
আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছিল। আমি
তাহাকে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সে বালা
আমাকে দেখিয়া মৃগরূপে পলায়ন করিল।
আমিও মৃগ হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিলাম। এই সময় ধর্মরক্ষার জন্ত শঙ্খ
মৃগ-ব্যাধ বেশ ধারণ করিলেন। তখন
আমায় দেখিয়া পঞ্চ কত্থাই ভীত হইয়া মহা-
নদী গঙ্গায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।
মহেশ্বর ধর্মরক্ষার্থ শশর শরাসন গ্রহণপূর্বক
মৃগব্যাধরূপে মৃগরূপী আমাকে বলিলেন,—
তোমায় আমি বধ করিব। ১—৭। তখন আমি
সেই দৃকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইলাম এবং আমার
সেই কত্থাকে বিবস্বানের হস্তে সম্প্রদান
করিলাম। আমার সেই সাবিত্রী প্রভৃতি পঞ্চ
কত্থা নদীরূপে গঙ্গায় সঙ্গত হইয়াও পুনরায়
আমার লোকে আসিয়াছিল। হে নারদ!
যেখানে তাহারা সঙ্গত হইয়াছিল; তাহারা

ভেষু জ্ঞানং তথা দানং যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ
সৰ্বকামপ্রদং তৎস্মারৈককৰ্ম্মানুক্ৰিয়ং স্মৃতম্ ।
তজ্জাভবন্তুগব্যাদং তীৰ্থং সৰ্বার্থদং নৃণাম্ ॥
স্বৰ্গমোকফলং চাত্তদব্রহ্মতীৰ্থফলং স্মৃতম্ ॥ ১১

ইতি ব্রাহ্মে পঞ্চতীৰ্থমাহাত্ম্যানিরূপণং নাম
ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শমীতীৰ্থমিতি খ্যাতং সৰ্বপাপোপশান্তিদম্ ।
তস্তাখ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১
আসীৎ প্রিয়ব্রতো নাম কত্রিয়ো জয়তাংবরঃ
গৌতম্যো দক্ষিণে তীরে দীক্ষাং চক্রেপুবোধসা
হয়মেধ উপক্রান্তে ঋষিগুণিষ্ঠাষিভির্বৃতে ।
তন্ত রাজ্ঞো মহাবাহোর্বাসিষ্ঠস্ত পুরোহিতঃ ॥ ৩

নাম পঞ্চতীৰ্থ । সেই পুণ্যসঙ্গম স্থানে নরগণ
জ্ঞান দান খাড়া কিছু অনুষ্ঠান করুক, তৎ-
সমস্তই সৰ্বকামপ্রদ হয় । তথায় নৈকৰ্ম্মা
অবলম্বনে মুক্তি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । যথায
পশু যুগব্যাদ হইয়াছিলেন, সে তীৰ্থ
নরগণের পক্ষে সৰ্বার্থপ্রদ । তত্রত্য
অপর ব্রহ্মতীৰ্থ স্বৰ্গ ও মোক্ষফলের উৎ-
পাদক ৮—১১ ।

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত শমীতীৰ্থ সৰ্ব-
পাপের প্রশমন । হে নারদ ! তাহার
আখ্যান বলিতেছি,—শ্রবণ কর । প্রিয়ব্রত
নামে এক বিজয়ী কত্রিয় রাজা ছিলেন ।
তিনি গৌতমীর দক্ষিণতীরে অশ্বমেধ যজ্ঞে
দীক্ষিত হইয়াছিলেন । মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার
পুরোহিত ছিলেন । তিনি ঋষিকু, পুরো-
হিত ও অন্তান্ত ঋষিগণে পরিবৃত্ত হইয়া

তদযজ্ঞবাটমগমদানবোধে হিরণ্যকঃ ।

তং দানবমভিপ্রেক্ষ্য দেবাস্তিহ্মপুৰোগমাঃ ॥৪
ভীতাঃ কেচেদিবঃ জম্বুদ্বীপবাহুশামিমাশিৎ ॥
অশ্বখং বিষ্ণুরগমস্তানুরকং বটং শিবঃ ॥ ৫
সোমঃ পলাশমগমদগঙ্গাস্তো হব্যবাহনঃ ।
অশ্বিনৌ তু হযং গৃহ বায়সোহভূদ্যমঃ স্বয়ম্ ॥৬
এতান্মনস্তরে তত্র বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।
যষ্টিমাদায় দৈতেয়ান্ শুবায়দখাজ্ঞয়া ॥ ৭

ততঃ প্রবৃত্তঃ পুনরেব যজ্ঞো

দৈতেয়া গতঃ স্মেন বলেন শূকঃ ।

ইমানি তীৰ্থানি ততঃ শুভানি

দশাশ্বমেধস্য ফলানি দদ্যুঃ ॥ ৮

প্রথমন্ত শমীতীৰ্থং দ্বিতীয়ং বৈকবং বিহুঃ ।
আকং শৈবকং সৌম্যকং বাসিষ্ঠং সৰ্বকামদম্ ॥৯
দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সৰ্বৈ নিবৃন্তে যথাবিস্তরে ।
তুষ্টিং প্রোচুবসিষ্ঠন্তঃ যজমানঃ প্রিয়ব্রতম্ ॥ ১০
তাংশ্চ বৃক্ষাংস্তাকং গঙ্গাং মুদা যুক্তাঃ পুনঃপুনঃ

যখন যজ্ঞ আবৃত্ত করিলেন, তখন হিরণ্যক
নামে জনৈক দানব তাঁহার সেই যজ্ঞক্ষেত্রে
আসিয়া উপাস্ত হইয়াছিল । 'সেই দানবকে
দেখিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি কতিপয় দেব সভয়ে
স্বৰ্গ গমন করিলেন । অগ্নি শমীবৃক্ষ, বিষ্ণু
অশ্বখ, ভানু অরু, শিব বট এবং সোম
পলাশবৃক্ষ আশ্রয় করিলেন । হব্যবাহন
গঙ্গাজলে প্রাবৃত্ত হইলেন । অশ্বিনীকুমার
যজ্ঞায় অশ্ব এক যম বায়স হইলেন । ঐ
সময়ে ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি যষ্টি লইয়া দৈত্য-
দিগকে বিতাড়িত করিলেন । তখন তাঁহার
আজ্ঞায় পুনরায় যজ্ঞ আরম্ভ হইল । দৈত্য
সসৈন্তে পলায়ন করিল । তখন হইতে
নিম্নোক্ত তীৰ্থ সকল শুভদান ও দশাশ্বমেধের
ফল দান করিতে লাগিল । প্রথম শমীতীৰ্থ,
দ্বিতীয় বৈকবতীৰ্থ । অনন্তর আক, শৈব,
সৌম্য ও বাসিষ্ঠ তীৰ্থ । এই সকল তীৰ্থ সৰ্ব-
কামপ্রদ । ১—৯ । সেই রাজকীয় যজ্ঞ নিষ্পন্ন
হইলে, সমস্ত দেব ও ঋষিগণ তুষ্ট হইয়া
পুরোহিত বসিষ্ঠ ও যজমান প্রিয়ব্রতকে সেই

হয়মেধস্ত নিম্পঠ্যে এতে যাতা ইতস্ততঃ ॥ ১১
হয়মেধফলং দদ্যন্তীর্থানীত্যবদন্তুরাঃ ।
তন্মাৎ স্নানেন দানেন তেষু তীর্থেষু নারদ ।
হয়মেধফলং পুণ্যং প্রাপ্নোতি ন যথা বচঃ ॥ ১২
ইতি শ্রীব্রাহ্মে শম্যাদিতীর্থবর্ণনং নাম
ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

চতুর্দশাধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিশ্বামিত্রঃ হরিশ্চন্দ্রঃ শুভঃশেফঃ চ রোহিতম্ ।
বাক্রণঃ ব্রাহ্মমাগ্নেয়মৈশ্রমৈন্দবমৈশ্বরম্ ॥ ১
মৈত্রঃ বৈষ্ণবঃ চৈব যাম্যমাষ্বিনমৌশনম্ ।
এতেষাং পুণ্যতীর্থানাং নামধেয়ং শৃণু মে ॥ ২
হরিশ্চন্দ্র ইতি ত্রাসীদিক্কাকুপ্রভবো নৃপঃ ।
তস্ত গোহে মুনৌ প্রাপ্তৌ নারদঃ পর্বতস্তথা ॥

সকল বৃক্ষ ও গঙ্গার মাহাত্ম্য কথা পুনঃ
পুনঃ বলিলেন । পরে অশ্বমেধের অবসানে
ভাঁহার সহর্ষে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।
সুরগণ বলিয়া গেলেন, পুরোক্ত তীর্থ সকল
অশ্বমেধযজ্ঞের ফল দান করিবে । অতএব
হে নারদ ! এই সকল তীর্থে স্নান ও দান
করিলে নর পবিত্র হয় এবং অশ্বমেধ
যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় । এ কথা মিথ্যা
নয় । ১০—১২ ।

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৩

চতুর্দশাধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ ! বিশ্বামিত্র
হরিশ্চন্দ্র, শুভঃশেফ, রোহিত, বাক্রণ, ব্রাহ্ম,
আগ্নেয়, ঐশ্র, ঐন্দব, ঐশ্বর, মৈত্র, বৈষ্ণব,
যাম্য, আষ্বিন, ও ঔশন এই সকল পুণ্য-
তীর্থের নামনিকৃতি আমার নিকট অবগ
কর । ইক্ষাকুকুলে হরিশ্চন্দ্র নামে এক
রাজা ছিলেন । একদা ভাঁহার গৃহে পর্বত

কৃত্যতিথ্যঃ তয়োঃ সম্যগ্ হরিশ্চন্দ্রোহিব্রবীদৃষী
হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

পুত্রার্থং ক্রিণ্ডতে লোকঃ কিং পুত্রেণ ভবিষ্যতি
জ্ঞানী বাপ্যথ বাজ্ঞানী উত্তমো মধ্যমোহথবা ॥
এতং মে সংশয়ঃ নিত্যং ক্রতামৃষিবরাবুভৌ ॥ ৩
ব্রহ্মোবাচ ।

তাবুচতুর্হরিশ্চন্দ্রঃ পর্বতো নারদস্তথা ॥ ৫

নারদপর্বতাবুচতঃ ।

একধা দশধা রাজন্ শতধা চ সহস্রধা ।
উত্তরং বিভতে সম্যক্ তথাপ্যেতদ্দীর্ঘ্যতে ॥ ৬
নাপুত্রস্ত পরো লোকো বিদ্যতে নৃপসন্তম ।
জ্ঞাতে পুত্রে পিতা স্নানং যঃ করোতি জনাধিপ
দশানামশ্বমেধানামভিষেকফলং লভেৎ ।
আত্মপ্রতিষ্ঠা পুত্রাৎ স্তাজ্জায়তে চামরোত্তমঃ ॥
অমৃতেনামরা দেবাঃ পুত্রেণ ব্রাহ্মণাদয়ঃ ।
ত্রিধিগান্মোচয়েৎ পুত্রঃ পিতরং চ পিতামহান্ ॥

ও নারদ মুনি উপস্থিত হইলেন । রাজা
তাহাদিগের যথাযোগ্য আতিথ্য করাইয়া
বলিলেন,—হে মুনিষয় ! লোকে পুত্র
নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করে, কিন্তু পুত্র দ্বারা
কি হইয়া থাকে ? পুত্রবান্ লোক জ্ঞানী কিংবা
অজ্ঞানী, অথবা উত্তম বা মধ্যম হয় কি ?
এই সার্বকালিক সংশয় আমার নিরাম
করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ ও পর্বত
রাজার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—রাজন্ !
আপনি যাহা বলিলেন, ইহার একধা, দশধা,
শতধা বা সহস্রধা উত্তর আছে । যাহা হউক,
তন্মধ্যে এই একটি বলিতেছি, হে জনাধিপ !
অপুত্রক ব্যক্তির পারলৌকিক গতি হয় না ।
পুত্র জন্মিলে যে পিতা স্নান করেন, তিনিই
দশাশ্বমেধের অভিষেকফল প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন । পুত্র হইতেই আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং
পুত্র হইতেই অমরত্ব ঘটিয়া থাকে । দেব-
গণ সুধাভাষা এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ পুত্র দ্বারা
অমর হইয়া থাকেন । ১—৮ । পুত্র পিতা ও
পিতামহাদিগকে ঋণভর্য হইতে মোচন করে ।

কিম্ মূলং কিম্ জলং কিম্ শ্রদ্ধাং কিং তপঃ ।
 বিনা পুত্রেণ রাজেন্দ্র স্বর্গো মুক্তিঃ সূতাং স্মৃতা
 পুত্র এব পরো লোকো ধর্ম্যঃ কামোহর্থ এব চ
 পুত্রো মুক্তিঃ পরং জ্যোতিস্তারকঃ সর্বদেহিনাম্
 বিনা পুত্রেণ রাজেন্দ্র স্বর্গমোক্শো সুদূর্লভো ।
 পুত্র এব পরো লোকে ধর্ম্যকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১২
 বিনা পুত্রেণ যদন্তঃ বিনা পুত্রেণ যদুতম্ ।
 বিনা পুত্রেণ যজ্ঞস্য ব্যর্থঃ তদবভাতি মে ॥ ১৩
 তস্মাৎ পুত্রসমং কিঞ্চিৎকাম্যং নাস্তি জগদ্রয়ে ।
 তচ্ছ্রদ্ধাথো বিশ্বয়বাংস্তাবুবাচ নৃপঃ পুনঃ ॥ ১৪
 হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

কথং মে শ্রীং সূতো ক্রতাং যত্র কাপি
 যথাতথম্ ।
 যেন কেনপ্যুপায়েন কুহা কিঞ্চিৎ পৌরুষম্ ।
 যত্নেণ যাগদানভ্যামুৎপাদ্যোহসৌ সূতো যয়া
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তাবচতুর্ন পশ্চেষ্টং হরিশ্চন্দ্রং সূতার্থিনম্ ।

হে রাজেন্দ্র ! পুত্র ব্যতীত মূল, জল, শ্রদ্ধা বা তপস্যা কোনই ফলোপধায়ক নয় । পুত্র হইতেই স্বর্গ, পুত্র হইতেই মুক্তি । পুত্র মানবের পরম লোক এবং পুত্রই ধর্ম্য, কাম ও অর্থ । পুত্র মুক্তি, পুত্র পরম জ্যোতিঃ এবং পুত্রই সর্বদেহীর তারণকর্তা । পুত্র ব্যতীত স্বর্গ মোক্ষ সুদূর্লভ । ধর্ম্য, কাম ও অর্থসিদ্ধি বিষয়ে পুত্রই একমাত্র প্রধান উপায় । অপুত্রক ব্যক্তি যাহা দান করে, কিম্বা যাহা হোম করে, তাহা ব্যর্থ । অধিক কি অপুত্রকের জন্মই নিরর্থক । অতএব ত্রিজগতে পুত্র তুল্য কার্য্য কিছুই নাই । রাজা হরিশ্চন্দ্র তৎপ্রবণে বিশ্বয়াপন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—আপনারা বলুন, কোথায় গিয়া কি করিলে আমার পুত্র হয় ? যে কোন পুরুষকার, উপায়, মন্ত্র বা দান, যজ্ঞ করিলে, আমার পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আপনারা বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই মুনিষয় কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়া সূতার্থী হরিশ্চন্দ্রকে তখন বলিলেন,—হে মানদ !

ধ্যাত্বা কণং তথা সম্যগ্গৌতমীং যাহি মানদ ॥
 তত্রাপাংপতিক্রম্য কষ্টং দদাতি মনসৌপ্সিতম্ ।
 বরুণঃ সর্বদাতা বৈ মুনিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৭ ।
 স তু প্রীতঃ শনৈঃ কালে তব পুত্রঃ প্রদাস্ততি ।
 এতচ্ছ্রদ্ধা নৃপশ্রেষ্ঠো মুনিবাক্যং তথাকরোৎ ॥
 তোষয়ামাস বরুণং গৌতমীতীরমাস্রিতঃ ।
 ততশ্চ তুষ্টো বরুণো হরিশ্চন্দ্রমুবাচ হ ॥ ১৯
 বরুণ উবাচ ।
 পুত্রং দাস্তামি তে রাজন্ লোকত্রয়বিভূষণম্ ।
 যদি যক্ষ্যসি তেনৈব তব পুত্রো ভবেদ্বৈবম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

হরিশ্চন্দ্রোহপি বরুণং যক্ষ্যে তেনৈত্যবোচত ।
 ততো গহ্না হরিশ্চন্দ্রশ্চক্ৰং কুহা তু বারুণম্ ॥ ২১ ।
 ভার্ঘ্যায়ৈ নৃপতিঃ প্রাদাস্ততো জাতঃ সূতোনৃপাৎ
 জাতে পুত্রে অপামীশঃ প্রোবাচ বদতাংবরঃ
 বরুণ উবাচ ।
 অদ্যৈব পুত্রো যষ্টব্যঃ স্মরসে বচনং পুরা ॥ ২৩

আপনি গৌতমী গঙ্গায় গমন করুন । সেখানে জলপতি আপনাকে মনোহরীষ্ট দান করিবেন । মুনিগণ বলিয়া থাকেন, বরুণদেব সর্ব-কাম-প্রদায়ক । অতএব তিনি প্রীত হইলে যথাকালে আপনাকে পুত্র দান করিবেন । মুনিষয়ের কথা শুনিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র তাহাই করিলেন । তিনি গৌতমীর তীরে গিয়া বরুণকে তুষ্ট করিলেন । বরুণ তুষ্ট হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন,—রাজন্ ! ত্রিলোকের অলঙ্কারস্বরূপ একটি পুত্র আপনাকে দান করিব । পরন্তু এই পুত্র দ্বারা যদি আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তবেই আপনার পুত্র হইবে । ১—২০ । ব্রহ্মা বলিলেন,—হরিশ্চন্দ্র তখন বারুণযজ্ঞ করিতে প্রতিজ্ঞিত হইলেন । অনন্তর তিনি বারুণ চক্র নির্মাণ করিয়া পত্নীকে প্রদান করিলেন । পরে যথাকালে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল । পুত্র জন্মিলে বাগ্মী জলপতি হরিশ্চন্দ্রকে গিয়া বলিলেন,—রাজন্ ! আপনার স্মরণ আছে,

ব্রহ্মোবাচ ।

হরিশ্চন্দ্রোহপি বরুণঃ প্রোবাচেনং ক্রমাগতম্
হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

নির্দশো মেধ্যতাঃ যাতি পশুর্ধন্যে ততো হুহম
ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজো বরুণোহগাৎ স্বমালয়ম্ ।
নির্দশে পুনরভ্যুত্যা যজ্ঞস্বত্যা হ তং নৃপম্ ॥
রাজাপি বরুণঃ প্রাহ নির্দশো নিফলঃ পশুঃ ।
পশোর্দন্তেষু জাতেষু এহি গচ্ছাধুনাঙ্গতে ॥
তচ্ছ্রুত্বা রাজবচনং পুনঃ প্রায়াদপাং পতিঃ ।
জাতেষু চৈব দন্তেষু সপ্তবর্ষেষু নারদ ॥ ২৮
পুনরপ্যাহ রাজানং যজ্ঞস্বতি ততোহব্রবীৎ ।
রাজাপি বরুণঃ প্রাহ পশুস্ত্রীমে অপাম্পতে ॥
সম্পশুস্তি তথা চাত্তে ততো যক্ষ্যে ব্রজাধুনা
পুনঃ প্রায়ান্ স বরুণঃ পুনর্দন্তেষু নারদ ।

এই পুত্র দ্বারাই এক্ষণে আপনাকে যজ্ঞ
করিতে হইবে? ব্রহ্মা বলিলেন,—হরিশ্চন্দ্র
প্রত্যুত্তরে নিবেদন করিলেন, দশ দিন
অতীত হইলে, পশু পবিত্র হইয়া থাকে ।
অতএব দশাহ পরেই আমি যজ্ঞ করিব ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—বরুণ রাজার সেই কথা
শুনিয়া স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন ।
পরে যখন দশ দিন অতীত হইল, তখন
তিনি পুনরায় আসিয়া রাজাকে যজ্ঞ
করিতে বলিলেন । রাজা বরুণকে বলি-
লেন,—দন্তোদগম না হইলে, সে পশু দ্বারা
কোন ফল হয় না । যখন এই শিশু-পশুর
দন্তোদগম হইবে । তখন আপনি আসিবেন ।
জলপতে! অধুনা আপনি প্রস্থান করুন ।
রাজার কথা শুনিয়া বরুণ পুনরায় স্থানে
প্রয়াণ করিলেন । ক্রমে রাজপুত্রের দন্ত
জন্মিয়া সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম হইল; তখন বরুণ
আবার আসিয়া রাজাকে যজ্ঞ করিতে
বলিলেন । রাজা বলিলেন,—হে জলপতে!
এই দন্তগুলি যখন পড়িবে এবং অন্ত নূতন
দন্ত ফুটিবে, তখনই আমি যজ্ঞ করিব; এখন
আপনি যান । বরুণ পুনরায় গেলেন ।

যজ্ঞস্বতি নৃপঃ প্রাহ রাজা প্রাহ বৃপাং পতিম্ ॥
রাজোবাচ ।

যদা তু কত্রিয়ো যজ্ঞে পশুর্ভবতি বারিপ ।
ধনুর্ধেদং যদা বেত্তি তদা স্তাৎ পশুকৃতমঃ ॥ ৩১
ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা রাজবচনং বরুণোহগাৎ স্বমালয়ম্ ।
যদাস্থেষু চ শাস্ত্রেবু সমর্থোহভূৎ স রোহিতঃ ॥
সর্ববেদেষু শাস্ত্রেবু বেত্তাভূৎ স অরিন্দমঃ ।
যুবরাজ্যমনুপ্রাপ্তে রোহিতে ষোড়শাদিকে ॥
প্রীতিমানগমস্তত্র যত্র রাজা স রোহিতঃ ।
আগত্য বরুণঃ প্রাহ যজ্ঞস্বাত সূতঃ শকম্ ॥
ওমিত্যুক্তা নৃপবর ঋষিঃ প্রাহ ভূপতিঃ ।
রোহিতঞ্চ সূতং জ্যেষ্ঠং শৃণতো বরুণস্ত চ ॥
হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

এহি পুত্র মহাবীর যক্ষ্যে ত্বাং বরুণায় হি ॥ ৩৬
ব্রহ্মোবাচ ।

কিমেতদিত্যথোবাচ রোহিতঃ পিতরং প্রতি ।

হে নারদ! রাজপুত্রের আবার দন্তোদগম
হইল । বরুণ তাঁহাকে আবার যজ্ঞ করিতে
বলিলেন । রাজাও তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে
বলিলেন,—হে জলপতে! কত্রিয়সন্তান যখন
ধনুর্ধেদে অভিজ্ঞ হয়, তখনই যজ্ঞে তাঁহার
উত্তম পশু হইয়া থাকে । ২১—৩১ । ব্রহ্মা
বলিলেন,—বরুণ আর কি করেন? তিনি
রাজার কথা শুনিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন ।
রাজপুত্র রোহিত যখন সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রে
পারগ হইল, সর্ব শাস্ত্র ও সর্ববেদে অভিজ্ঞ
হইয়া উঠিল এবং যখন সেই অরিন্দম
ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যৌবরাজ্যে
অভিষিক্ত হইল, তখন একদা বরুণ প্রীত-
চিত্তে রোহিত-সম্মিহিত রাজার নিকট গিয়া
বলিলেন,—রাজন্! এক্ষণে আপনি স্বীয়
পুত্র দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করুন । নৃপবর
এইবার সম্মতিসূচক বাক্য বলিয়া বরুণের
সমক্ষে অগ্রে ঋষিকুদিগকে এবং পরে
জ্যেষ্ঠপুত্র রোহিতকে বলিলেন,—এস পুত্র
মহাবীর! তোমার দ্বারা বরুণোদেবে যজ্ঞ

পিতাপি তদ্যথাবৃত্তমাচচক্ষে সবিস্তরম্ ।
রোহিতঃ পিতরং প্রাহ শৃণতো বরুণস্ত চ ॥ ৩৭
রোহিত উবাচ ।

অহং পূৰ্ব্বং মহারাজ ঋত্বিগৃভিঃ সপুরোহিতৈঃ ।
বিকবে লোকনাথায় যক্ষ্যেহং ত্বরিতং শুচিঃ
পশুনা বরুণেনাথ তদমুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৩৮
ব্রহ্মোবাচ ।

রোহিতস্ত তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বারীশ্বরস্তদা ।
কোপেন মহতাবিষ্টো জলোদরমথাকরোৎ ॥ ৩৯
হরিশ্চন্দ্রস্ত নৃপতে রোহিতঃ স বনং যযৌ ।
গৃহীত্বা স ধনুর্দিব্যং রথাক্রূটো গতব্যথঃ ॥ ৪০
যত্র চারাদ্য বরুণং হরিশ্চন্দ্রো জনেশ্বরঃ ।
গঙ্গায়াং প্রাপ্তবান্ পুত্রং তত্রাগাৎ সোহপি
রোহিতঃ ॥ ৪১

ব্যতীতান্তথ বর্ষাণি পঞ্চষষ্ঠে প্রবর্ততি ।
তত্র স্থিত্বা নৃপসুতঃ শুশ্রাব নৃপতে ক্রজম্ ॥ ৪২
ময়া পুত্রেণ জাতেন পিতুর্কৈ ক্লেশকারিণা ।

করিব । ব্রহ্মা বলিলেন,—রোহিত তৎ-
শ্রবণে পিতাকে বলিলেন,—এ কি বৃত্তান্ত !
তখন পিতা বিস্তৃতরূপে সমস্ত ঘটনাই পুত্রের
নিকট ব্যক্ত করিলেন । রোহিত বরুণের
সমক্ষে পিতাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—
মহারাজ ! পুরোহিত ও ঋত্বিকৃগণসহ
পূর্বেই আমি শুচি হইয়া লোকনাথ বিষ্ণুর
উদ্দেশে একটা যজ্ঞ করিব স্থির করিয়াছি,
আপনি বরুণসহ সেই বিষয়ে অগ্রে আমায়
অমুমোদন করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—জলপতি
তখন রোহিতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া
মহাকোপাবিষ্ট হইলেন এবং হরিশ্চন্দ্র
নৃপতির জলোদরী রোগ করিয়া দিলেন ।
রোহিত এদিকে নিরুদ্বেগে দিব্য ধনু গ্রহণ
করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন । অনন্তর
হরিশ্চন্দ্র যথায় বরুণকে আরাধনা করিয়া
পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই গঙ্গা-
তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন । প্রায় পাঁচ
ছয় বর্ষ অতীত হইলে পর রাজপুত্র
পিতার যোগবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন । শুনিয়া

কিং কলং কিম্ কৃত্যং শ্রাদিত্যেবং পর্য্যচিস্তয়
তস্তাস্তীরে ঋষীন্ পুণ্যানপঙ্কম্পতেঃ স্তুতঃ ।
গঙ্গাতীরে বর্ত্তমানমপঙ্কদ্বিসন্তমম্ ॥ ৪৪
অজীগর্ভমিতি খ্যাতমুশেষ বয়সঃ স্তুতম্ ।
ত্রিভিঃ পুত্রৈরমুতং ভার্য্যা কৌণবৃত্তিকম্ ॥
তং দৃষ্ট্বা নৃপতেঃ পুত্রো নমস্তোদং বচোহব্রবীৎ
রোহিত উবাচ ।

কৌণবৃত্তিঃ কৃশঃ কস্মাদুশ্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥ ৪৬
ব্রহ্মোবাচ ।

অজীগর্ভোহপি চোবাচ রোহিতঃ নৃপতেঃ
স্তুতম্ ॥ ৪৭

অজীগর্ভ উবাচ ।

বর্ত্তনং নাস্তি দেহস্ত ভোক্তারো বহবশ্চ মে ।
বিনারেন মরিষ্যামো ক্রহি কিং করবামহে ॥ ৪৮
ব্রহ্মোবাচ ।

তক্ষুত্বা পুনরপ্যাহ নৃপপুত্র ঋষিঃ তদা ॥ ৪৯
রোহিত উবাচ ।

তব কিং বর্ত্ততে চিন্তে তদক্রহি বদতাংবর ॥ ৫

ভাবিলেন, আমি পুত্র জন্মিয়া যদি পিতার
ক্লেশকারী হইলাম, তাহা হইলে আর
আমা দ্বারা কি কল বা কি কার্য্য হইবে ?
এইরূপ চিন্তা করিবার পর তিনি সেই গঙ্গা-
তীরে বহু ঋষির দর্শন লাভ করিলেন ।
তন্মধ্যে অজীগর্ভ নামক এক বিখ্যাত ঋষি
তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন । এই ঋষি
নিজ ভার্য্যা ও পুত্রদ্বয়ে পরিবৃত্ত হইয়া অতি
কষ্টে-স্বাধে জীবিকাবৃত্তি নির্বাহ করিতে
ছিলেন । তাঁহাকে দেখিয়া রাজপুত্র নমস্কার-
পূর্বক বলিলেন,—আপনি কৃশকায়, কৌণ-
বৃত্তি, ও হুশ্মনার স্তায় লক্ষিত হইতেছেন
কেন ? ৩২—৪৬ । ব্রহ্মা বলিলেন,—অজীগর্ভ
রাজপুত্রকে প্রত্যুত্তরে কহিলেন, আমার
দেহের বৃত্তি কিছুই নাই, এদিকে ভোক্তাও
অনেক ; কাজেই অন্ন বিনা মৃত্যুমুখে পতিত
হইতে হইবে । নতুবা আর কি করিব বলুন ?
ব্রহ্মা বলিলেন,—তৎশ্রবণে রাজপুত্র ঋষিকে
তখন কহিলেন,—হে বাণীবর ! আপনার

অজীগর্ত উবাচ ।

হিরণ্যঃ রজতঃ গাবো ধান্ধঃ বস্ত্রাদিকং ন মে
বিদ্যাতে নৃপশর্দূল বর্তনঃ নাস্তি মে ভতঃ ॥৫১
সুতা মে সন্তি ভার্যা চ অহং বৈ পঞ্চমস্তথা ।
নৈতেষাং কতমস্তাপি ক্রেতাস্মৈ নৃপোত্তম ॥৫২

রোহিত উবাচ ।

কিং ক্রীণাসি মহাবুদ্ধে অজীগর্ত সত্যমেব মে ।
বদ নাস্তচ্চ বক্তব্যং বিপ্রা বৈ সত্যবাদিনঃ ॥

অজীগর্ত উবাচ ।

ত্রয়াণামপি পুত্রাণামেকং বা মাং তথৈব চ ।
ভার্যাং বাপি গৃহাণেমাং ক্রীড়া জীবামহে বয়ম্
রোহিত উবাচ ।

কিং ভার্যয়া মহাবুদ্ধে কিং স্বয়া বুদ্ধরূপিণা ।
সুধানং দেহি পুত্রং মে পুত্রাণাং যং হৃষিক্ষসি ॥
অজীগর্ত উবাচ ।

জ্যেষ্ঠপুত্রঃ শুনঃপুচ্ছঃ নাহং ক্রীণামি রোহিত

মনের অভিপ্রায় কি ?—তাহা বলুন ।
অজীগর্ত বলিলেন,—নৃপবর ! আমার স্বর্ণ,
রজত, গো, ধান্ধ, বা বস্ত্রাদি কিছুই নাই ।
কাজেই বর্তনও আমার নাই । আমার
ভার্যা, পুত্র লইয়া আমরা পাঁচজন আছি,
নৃপবর ! এমন কোনও ক্রেতা নাই, যিনি
আমাদের এই পাঁচজনের একজনকেও
অন্ন দ্বারা ক্রয় করিয়া লয়েন । রোহিত
বলিলেন,—অজীগর্ত ! সত্যই কি আপনি
আপনার কাহাকেও বিক্রয় করিবেন ?
জ্ঞানপেরা সত্যবাদী—তাই বলি, আপনি
অস্তথা বলিবেন না । অজীগর্ত বহিলেন,—
আমার তিন পুত্র, আমি, অথবা আমার
ভার্যা, ইহাদের যাহাকে ইচ্ছা ক্রয় করিয়া
লউন । অবশিষ্ট আমরা, জীবন ধারণ করি ।
রোহিত বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে ! আপনি
বুদ্ধ ; আপনার দ্বারা অথবা আপনার ভার্যা
দ্বারা আমার কোনই প্রয়োজন নাই ।
আপনার পুত্রত্রয়ের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা
একটি মুক পুত্র বিক্রয় করুন । অজী-
গর্ত বলিলেন,—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শুনঃ-

মাতা কনীয়সঃ চাপি ন ক্রীণাতি ততোহনয়োঃ
মধ্যমঃ তু শুনঃশেকঃ ক্রীণামি বদ ভক্ননম্ ॥৫৬
রোহিত উবাচ ।

বক্রণায় পশুঃ কল্প্যঃ পুরুষো গুণবত্তরঃ ।
যদি ক্রীণাসি মূল্যং হং বদ সত্যং মহামুনে ॥৫৭
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা অজীগর্তঃ পুত্রমূল্যমকল্পয়ৎ ।
গবাঃ সহস্রং ধান্ধানাং নিক্কাণাং চাপি বাসসাম্
রাজপুত্র বরং দেহি দাস্তামি হম্মতং তব ॥ ৫৮
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা রোহিতোহপি প্রাদাৎ সবসনঃ
ধনম্ ।

দদ্বা জগাম পিতরমৃষিপুত্রেন রোহিতঃ ॥
পিণ্ডে নিবেদয়ামাস ক্রয়ক্রীতমৃষেঃ সুতম্ ॥৫৯
রোহিত উবাচ ।

বক্রণায় যজ্ঞম্ হং পশুনা হুমক্গুভব ॥ ৬০

পুচ্ছ ইহাকে আমি বিক্রয় করিব না ।
এবং কনিষ্ঠ পুত্রটিকে বিক্রয় করিতে তাহার
মাতা সম্মত হইবে না । অতএব মদীয়
মধ্যম পুত্র শুনঃশেককে আমি বিক্রয় করিব ।
কি মূল্য দিবেন বলুন ? ৪৭—৫৬ । রোহিত
বলিলেন,—বক্রণের নিমিত্ত একটি গুণশ্রেষ্ঠ
পুরুষকেই পশুরূপে কল্পনা করিতে হইবে ।
অতএব হে মহামুনে ! যদি বিক্রয় করেন,
তবে উচিত মূল্য বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—
অজীগর্ত সে কথায় অঙ্গীকার করিয়া পুত্রের
মূল্য নিরূপণ করিলেন । বলিলেন,—যদি
সহস্র গো, প্রচুর ধান্ধ, সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা
এবং সহস্র বস্ত্র দান করিতে পারেন, তাহা
হইলে আমার পুত্রকে আমি দান করিব ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—রোহিত ‘তথাস্থ’ বলিয়া
অজীগর্তকে ধন ও বস্ত্রাদি সমর্পণপূর্বক
ঋষিপুত্রসহ পিতার নিকট গমন করিলেন
এবং ঋষিপুত্রের ক্রয়-বৃত্তান্ত পিতার নিকট
প্রকাশ করিয়া বলিলেন । রোহিত কহি-
লেন,—পিতঃ ! আপনি এই ক্রীত পশু-
দ্বারা বক্রণোদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া নীরোগ

ব্রহ্মোবাচ ।

ভখোবাচ হরিশ্চন্দ্রঃ পুত্রবাক্যাদনন্তরম্ ॥ ৬১

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈষ্ণা রাজা পাল্যা ইতি ক্রতিঃ
বিশেষতঃ বর্ণনাং গুরবো হি দ্বিজোত্তমাঃ ॥
বিশেষরপি হি যে পূজ্যা মাদৃশাঃ কুত এব হি
অবজ্ঞয়াপি যেযাং শ্রানুপাণাং স্বকুলক্ষয়ঃ ॥ ৬৩
তান্ পশুন্ কৃত্বা কৃপণং কথং রক্ষিতুমুৎসহে ।
অহং ব্রাহ্মণং কুর্ঘ্যাং পশুং নৈতন্ধি যুজ্যতে ॥
বরং হি জাতু মরণং ন কথঞ্চিদ্ভিজং পশুম্ ।
করোমি তস্মাৎ পুত্র ত্বং ব্রাহ্মণেন সূখং ব্রজ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদ্বিরুদ্ধং তত্র বাণবাচাশরীরিণী ॥ ৬৬

আকাশবাণবাচ ।

গৌতমীঃ গচ্ছ রাজেন্দ্র ঋত্বিগৃতিঃ সপুত্রোহিতঃ
পশুনা বিপ্রপুত্রং রোহিতেন সূতেন চ ॥ ৬৭

হউন । ব্রহ্মা বলিলেন,—পুত্রের বাক্যা-
বসানে, হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—বেদ বলিয়া-
ছেন,—ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈষ্ণ, এই বর্ণত্রয়
মরপতির প্রতিপাল্য ; বিশেষতঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠ-
গণ সর্ববর্ণের গুরু । ভগবান্ বিষ্ণুরও
ঐহারা পূজনীয়, তাঁহারা যে মাদৃশ ব্যক্তির
সর্বধা সসন্মানে পূজাই, সে সম্বন্ধে বলাই
বাহুল্য । আরও দেখ, ঐহাদের প্রতি
অবজ্ঞা করিলে, নৃপতিগণের কুলক্ষয় হয়,
সেই ব্রাহ্মণদিগকে পশু করিয়া কিরূপে আমি
দীন জনের রক্ষাবিধানে সমর্থ হইব ? বস্তুতঃ
আমি ব্রাহ্মণকে কখনও পশু করিব না ।
ইহা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয় । মরণ হউক
—সেও ভাল ; তথাপি দ্বিজপুত্রকে কোন
ক্রমেই পশু করিব না । অতএব হে পুত্র !
তুমি এই ব্রাহ্মণকে লইয়া অনায়াসে গমন
কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—এই সময়ে অশরীরিণী
বাণী প্রাক্কৃত হইল । ঐ আকাশবাণী
রাজাকে সঙ্কোচন করিয়া বলিল ;—রাজেন্দ্র !
আপানঋত্বিক, পুত্রোহিত, পুত্র রোহিত ও
এই বিপ্রকনী পশুকে লইয়া গৌতমীতীরে

ত্বয়া কার্য্যঃ ক্রতুশ্চৈব শুনঃশেকবধং বিনা ।

ক্রতুঃ পূর্ণো ভবেত্তত্র তস্মাদ্ভ্যাহি মহামতে ॥ ৬৮

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং শীঘ্রং গঙ্গামগ্নিপোত্তমঃ ।

বিশ্বামিত্রেণ ঋষিণা বসিষ্ঠেন পুরোধসা ॥ ৬৯

বামদেবেন ঋষিণা তথাস্তৈর্মুনিভিঃ সহ ।

প্রাপ্য গঙ্গাং গৌতমীং তাং নরমেধায় দীক্ষিতঃ

বেদমণ্ডপকুণ্ডাদি যুপপঞ্চাদি চাকরোৎ ।

কৃত্বা সর্বং যথাস্থায়ং তস্মিন্ যজ্ঞে প্রবর্তিতে ॥

শুনঃশেকং পশুং যুপে নিবধ্যাত্ সমস্তকম্ ।

বারিভিঃ প্রোক্ষিতং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রোহব্রবীদিদম্

দেবানুষীন্ হরিশ্চন্দ্রং রোহিতক বিশেষতঃ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

অনুজানন্তিমং সর্বৈ শুনঃশেকং দ্বিজোত্তমম্ ॥

যেভ্যস্ত্বয়ং হবির্দেয়ো দেবেভ্যোহয়ং পৃথক্ পৃথক্

অনুজানন্ত তে সর্বৈ শুনঃশেকং বিশেষতঃ ॥

বসান্তিলোমভিস্তগ্নির্নাংসৈঃ সন্মজ্জিতৈর্মুখে ।

গমন করুন । তথায় যাইয়া যজ্ঞাস্থান
করুন । সেখানে এই শুনঃশেককে বধ
না করিলেও আপনার অসুস্থিত যজ্ঞ
সুসম্পূর্ণ হইবে । অতএব হে মহামতে !
আপনি গৌতমীতেই গমন করুন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ তৎপ্রবণে সত্ত্বর গঙ্গা-
তীরে আসিলেন । তিনি বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ,
বামদেব, ও অস্তান্ত মুনি-ঋষিগণসহ গঙ্গা-
তীরে আসিয়া 'নরমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হই-
লেন । ৫৭—৭০ । বেদী, মণ্ডপ, যুপ ও পশু
প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞোপকরণই যথাবিধি কল্পিত
হইল । তখন যজ্ঞারম্ভ হইলে শুনঃশেক পশু-
রূপে নিবদ্ধ হইয়া সমস্তক বারি দ্বারা প্রোক্ষিত
হইলেন । তদর্শনে বিশ্বামিত্র দেব, ঋষি, রাজা
হরিশ্চন্দ্র ও তৎপুত্র রোহিতকে বিশেষ
করিয়া বলিলেন,—আপনারা সকলেই এই
দ্বিজপুত্র শুনঃশেককে অনুমোদন করুন ।
এই যজ্ঞে ঐহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে
হবির্দান করা হইবে, সেই দেবগণও শুনঃ-
শেককে অনুমোদন করুন । বসন্ত, লোম,

অগ্নৌ হোম্যঃ পশুশাযঃ শুনঃশেফো বিজোক্তমঃ
উপাসিতাঃ স্যাবিপ্রেক্ষান্তে সর্কে স্বহৃদমন্ত মাম
গৌতমীঃ যান্ত্রবিপ্রেক্ষাঃ শ্রাদ্ধা দেবান্

পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৭৫

মত্রেঃ স্তোত্রৈঃ স্ববস্ত্রস্তে মৃদং যান্ত্র শিবে রতাঃ
এনং রক্ষন্ত মুনয়ো দেবাশ্চ হবিষো ভূজঃ ॥ ৭৭

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যচূষ মুনয়ো মেনে চ নৃপসত্তমঃ ।

ততো গচ্ছা শুনঃশেফো গচ্ছাঃ ত্রৈলোক্য-

পাবনীম্ ॥ ৭৮

শ্রাদ্ধা তুষ্টাব তান্ দেবান্ যে তত্রহবিষো ভূজঃ ।

ততঃ স্তোত্রাঃ সুরগণাঃ শুনঃশেফং চ তে মুনৈঃ ॥

অবদন্ত সুরাঃ সর্কে বিশ্বামিত্রস্ত শৃণু বতঃ ॥ ৭৯

সুরা উচুঃ ।

ক্রতুঃ পূর্ণো তব হৃদে শুনঃশেফবধং বিনা ॥ ৮০

ব্রহ্মোবাচ ।

বিশেষণাথ বরুণশ্চাবদনৃপসত্তমম্ ।

ততঃ পূর্ণোহভবদ্রাজো নৃমেধো লোকবিক্রতঃ

ত্বক্, ও মাংস দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক এ
যজ্ঞে এই বিপ্র শুনঃশেফ পশুকে অগ্নিতে
হোম করা হইবে। বিপ্রবরগণ এই কার্য
আমাকে অনুমোদন করিয়া গৌতমীতে
অবতরণ করুন এবং তথায় স্নান করিয়া
দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে মন্ত্র ও স্তোত্র
পাঠে স্তব করত প্রমোদ প্রাপ্ত ও শ্রু
যজ্ঞে নিরত হউন। হবির্ভোজী দেবগণ
ও মূনিগণ এই পশুকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা
বলিলেন,—মূনিগণ এবং নৃপবর, বিশ্বামিত্রের
কথায় সম্মত হইলেন। অনন্তর শুনঃশেফ
ত্রিলোকপাবনী গঙ্গায় গিয়া স্নানপূর্বক সেই
সকল হবির্ভোজী দেবতাদিগকে স্তব
করিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া সুরগণ
বিশ্বামিত্রের সমক্ষে শুনঃশেফকে বলি-
লেন,—শুনঃশেফের বধ ব্যতীত এই ক্রতু
পূর্ণ হউক। ব্রহ্মা বলিলেন,—বরুণ রাজাকে
এই কথা বিশেষ করিয়া কহিলেন। তখন
রাজার লোকবিক্রত নরমেধযজ্ঞ পূর্ণ হইল।

দেবানাঞ্চ প্রসাদেন মুনীনাঞ্চ প্রসাদতঃ ।

তীর্থস্ত তু প্রসাদেন রাজাঃ পূর্ণোহভবৎক্রতুঃ ।

বিশ্বামিত্রঃ শুনঃশেফং পূজয়ামাস সংসদি ।

অকরোদান্ননঃ পুত্রং পূজয়িত্বা সুরাদিত্তিকৈঃ ॥ ৮০

জ্যেষ্ঠং চকার পুত্রাণামান্ননঃ স তু কৌশিকঃ ।

ন মেনিরে যে চ পুত্রা বিশ্বামিত্রস্ত ধীমতঃ ॥ ৮১

শুনঃশেফস্ত চ জ্যেষ্ঠ্যং তান্শশাপ স কৌশিক

জ্যেষ্ঠ্যং যে মেনিরে পুত্রাঃ পূজয়ামাস

তান্ সূতান্ ॥ ৮২

বরেণ মূনিশার্দ্দুলস্তদেতৎ কথিতং ময়া ।

এতৎ সর্কং যত্র জাতং গৌতম্যা দক্ষিণে তটে

তত্র তীর্থানি পুণ্যানি বিখ্যাতানি সুরাদিত্তিঃ ।

বহুনি তেষাং নামানি মন্তঃ শৃণু মহামতে ॥ ৮৩

হরিশ্চন্দ্রঃ শুনঃশেফং বিশ্বামিত্রং সরোহিতম্ ।

ইত্যাদ্যষ্ট সহস্রাণি তীর্থান্তথ চতুর্দশ ॥ ৮৪

দেবগণ, মূনিগণ ও তীর্থের প্রসন্নতা হেতুই
রাজার যজ্ঞ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তখন
বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞসভায় শুনঃশেফকে
সমাদর করিয়া স্বীয় পুত্ররূপে কল্পনা করি-
লেন।—কৌশিক তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে
শুনঃশেফকেই জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে নির্বাচন
করিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তান্ত পুত্রগণ
শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র
বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন না; তাহাতে
বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পুত্রদিগকে অভি-
শাপ প্রদান করেন। পরন্তু যে সকল পুত্র
তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন,
তাঁহার। বিশ্বামিত্রের নিকট সমধিক সমাদর
পাইলেন। হে মূনিবর! তোমার নিকট
সমস্ত বৃত্তান্তই প্রকাশ করিয়া বলিলাম। এই
সকল ঘটনা গৌতমী নদীর দক্ষিণতীরে
ঘটিয়াছিল। ঐ তীরপ্রদেশে বহু বিখ্যাত
পুণ্য তীর্থ আছে। হে মহামতে! তাহাদের
নাম আমার নিকট অবগণ করুন। হরিশ্চন্দ্র,
শুনঃশেফ, বিশ্বামিত্র ও সরোহিত প্রভৃতি
নামে অষ্ট সহস্র চতুর্দশ তীর্থ তথায় বর্তমান।

ভেষু দানঞ্চ দানঞ্চ নরমেধকলপ্রদম্ ।
আধ্যাতঃ চান্ত মাহাত্ম্যঃ তীর্থস্ত যুনিসত্তম ॥ ৮৯
সঃ পঠেৎ পাঠয়েৎপাণি শৃণুয়াৎপাণি ভক্তিতঃ ।
অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি যচ্চাস্তম্মনসঃ প্রিয়ম্ ॥ ৯০

ইতি শ্রীভাষ্ক্রে সহস্রতীর্থবর্ণনং নাম
চতুর্দশিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সোমতীর্থমিতি খ্যাতঃ পিতৃণাং শ্রীতিবর্জনম্ ।
তত্র বৃন্তঃ মহাপুণ্যং শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১
সোমো রাজায়তময়ো গন্ধর্বাণাং পুরাতনবৎ ।
ন দেবানাং তদা দেবা মামভ্যেত্যেদমব্রুবন্ ॥ ২
দেবা উচুঃ ।

গন্ধর্বেরান্নতঃ সোমো দেবানাং প্রাণদঃ পুরা
ভমধ্যায়ন্ সুরগণা ঋষয়স্তিহুঃখিতাঃ ॥ ৩

ঐ সকল তীর্থে স্নান দান করিলে, নরমেধ-
যজ্ঞের কল লাভ করা যায়। হে যুনিবর !
এই তীর্থমাহাত্ম্যও তোমার নিকট কীর্তিত
হইল। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত ইহা পঠন,
পাঠন বা শ্রবণ করে, সে অপুত্র হইলেও
পুত্র লাভ করে এবং তাহার অস্তান্ত মনো-
ভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ৭১—৯০ ।

চতুর্দশিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৪ ।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত সোমতীর্থ
পিতৃগণের শ্রীতিবর্জন। তথায় যে মহাপুণ্য
ঘটনা ঘটিয়াছিল, হে নারদ ! সমস্তে তাহা
শ্রবণ কর। পুরাকালে অমৃতময় সোম গন্ধর্ব-
গণের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি আর
দেবতাদিগের মধ্যে ছিলেন না। তখন
দেবগণ আসিয়া আমায় বলিলেন,—ব্রহ্মন !
গন্ধর্বেরা আমাদের প্রাণপ্রদ সোমকে

যথা স্তাৎ সোমো হস্তাকঃ তথা নীতিবিধীয়তাম্
ব্রহ্মোবাচ ।

তত্র বাগ্‌বিবুধানাহ গন্ধর্বাঃ শ্রীষু কামুকাঃ ।
ভেভ্যো দ্ব্যধ মাং দেবাঃ সোমমাহর্জুযর্হথ ॥ ৪
বাচঃ প্রত্যাচুরমরাষ্ট্রাঃ নাতুং ন কমা বরম্ ।
বিনা তেনাপি ন স্নাতুং শক্যং নৈব স্ময়া বিনা
পুনর্বাগব্রবীদেবান্ পুনরেব্যাহুহঃ স্মিহ ।
অত্র বুদ্ধিবিধাতব্য্য ক্রিয়তাং ক্রতুরুত্তমঃ ॥ ৬
গৌতম্যা দক্ষিণে তীরে ভবেদেবাগমো যদি
মথন্ত বিবয়ঃ কৃদ্ধা আয়াস্ত সুরসত্তমাঃ ॥ ৭
গন্ধর্বাঃ শ্রীপ্রিয়া নিত্যং পণধ্বং তং ময়া সহ ।
তথৈতু্যক্তা সুরগণাঃ সরস্বত্যা বচঃখিতাঃ ॥ ৮
দেবদূতৈঃ পৃথগ্ দেবান্ যক্ষান্ গন্ধর্বগণগন্ ।

নইয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহারই জন্ত
চিন্তিত এবং ঋষিগণও অতি দুঃখিত।
অতএব সোম যাহাতে আবার আমাদেরই
হইয়া থাকেন, আপনি এমন নীতি উদ্ভাবন
করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন সরস্বতী
দেবগণকে কহিলেন,—গন্ধর্বগণ শ্রীজাতির
একান্ত অনুরাগী; অতএব আমাকে তাহা-
দিগের নিকট সমর্পণ করিয়া আপনারা
সোমকে আনয়ন করুন। অমরগণ
বাগদেবীকে বলিলেন,—তোমাকে আমরা
দান করিতে পারি না, বরং চন্দ্র বিনা
আমরা থাকিতে পারি, তথাপি তোমা ব্যতীত
আমাদের তিষ্ঠিব্যর শক্তি নাই। বাগদেবী
পুনরায় বলিলেন,—দেবগণ ! আমি আবার
এখানে আসিব; এ বিষয়ে আপনাদিগকে
এক কার্য করিতে হইবে। গৌতমীর
দক্ষিণতীরে আপনারা এক মহাযজ্ঞের
আয়োজন করুন; সেই যজ্ঞোপলক্ষে দেব ও
গন্ধর্বাদি সকলেরই সমাগম হইবে। গন্ধ-
র্বেরা নিত্যই রমণীপ্রিয়, সুতরাং তৎকালে
আপনারা, আমাকে লইয়া তাহাদের সহিত
পণব্যবহার করিবেন। সুরগণ সরস্বতীর
কথায় আত্মা স্থাপন করিয়া ‘তথাস্ত’ বাক্যে
সে প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। তখন দেব-

আ
ততো দেবগিরিনাম পর্বতস্তাভবনমুনে ।
তজাগমন্ সুরগণা গন্ধর্বা যক্ষকিন্নরাঃ ॥ ১০
দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ ঋষয়স্তথাষ্টৌ দেবযোনয়ঃ ।
ঋষিভির্গৌতমীতীরে ক্রিয়মাণে মহাধ্বরে ॥ ১১
তজ দেবৈঃ পরিবৃতঃ সহস্রাকোহভ্যভাষত ॥ ১২
ইন্দ্র উবাচ ।

গন্ধর্বানধ সম্পূজ্য সরস্বত্যাঃ সমীপতঃ ।
সরস্বত্যা পণধ্বং নো যুগ্মাকমমৃতান্বনা ॥ ১৩
ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছব্রবচনান্তে বৈ গন্ধর্বাঃ স্ত্রীষু কামুকাঃ ।
সোমঃ দত্তা সুরেভ্যশ্চ জগৃহস্তাঃ সরস্বতীম্ ॥
সোমোহভবচ্চামরাণাং গন্ধর্বাণাং সরস্বতী ।
অবসত্ত্ব বাগীশা তথাপি চ সুরাস্তিকে ॥ ১৫
আয়াতি চ ব্রহ্মো নিত্যমুপাংগু ক্রিয়তামিতি ।
অতএব হি সোমশ্চ ক্রমো ভবতি নারদ ॥ ১৬
উপাংগুনা বর্জিতব্যঃ সোমক্রয়ণ এব হি ।

দূতেরা দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব ও পন্নগদিগকে
পৃথক পৃথকভাবে দেবগিরিতে সম্মিলিত
হইবার জন্য আহ্বান করিল। অনন্তর সুর,
গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, সিদ্ধ ও ঋষিগণ সেই
দেবগিরিতে আগমন করিলেন। গৌতমী-
তীরে ঋষিগণকর্তৃক মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল,
তখন দেবগণ-পরিবৃত সহস্রাক বলিলেন,—
দেবগণ! তোমরা গন্ধর্বদিগকে পূজা করিয়া
তাহাদের নিকট সরস্বতী ও চন্দ্র দ্বারা পণ-
প্রস্তাব উত্থাপন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—স্ত্রী-
কামুক গন্ধর্বেরা ইন্দ্রের কথায় সুরগণকে
সোম-সমর্পণপূর্বক সরস্বতীকে গ্রহণ করিল।
তখন হইতে চন্দ্র অমরগণের এবং সরস্বতী
গন্ধর্বগণের আপনার হইয়া রহিলেন।
সরস্বতী গন্ধর্বদিগের নিকট বাস করিতেন
বটে; কিন্তু গোপনে তিনি নিত্যই সুরগণ-
সমীপে আগমন করিতেন এবং বলিতেন,—
আপনারা এ ঘটনা গোপনে রাখিবেন।
অতএব হে নারদ! এইরূপেই সোমক্রয়
সিদ্ধ হইল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সোম ও

ততোহভবদেবতানাং সোমশ্চাপি সরস্বতী ।
গন্ধর্বাণাং নৈব সোমো নৈবাসীচ্চ সরস্বতী ।
তজাগমন্ সর্ব এব সোমার্থং গৌতমীতটে ॥

গাবো দেবাঃ পর্বতা যক্ষরক্ষাঃ
সিদ্ধাঃ সাধ্যা মুনয়ো গুহ্যকান্ধ ।
গন্ধর্বাশ্চৈ মরুতঃ পন্নগাশ্চ
সর্কৌষধ্যো মাতরো লোকপালাঃ ।
কজাদিত্যা বসবশ্চাধিনো চ

যেহস্তে দেবা যজ্ঞভাগশ্চ যোগ্যাঃ ॥ ১১
পঞ্চবিংশতিনক্তশ্চ গজায়াঃ সঙ্গতা মুনৈঃ ।
পূর্ণাহতির্যত্র দত্তা পূর্ণাধ্যানং তদুচ্যতে ॥ ২০
গৌতম্যাং সঙ্গতা যান্ত সর্বাশ্চাপি যথোদিতাঃ
তন্মামধেয়তীর্থানি সংক্ষেপাক্ষুণ্ণ নারদ ॥ ২১
সোমতীর্থঞ্চ গান্ধর্বং দেবতীর্থমতঃ পরম্ ।
পূর্ণাতীর্থং ততঃ শালং জীর্ণাঙ্গসঙ্গমং তথা ॥ ২২
স্বাগতাসঙ্গমং পুণ্যং কুসুমারান্ত সঙ্গমম্ ।
পুষ্টিসঙ্গমমাধ্যাতং কর্ণিকাসঙ্গমং শুভম্ ॥ ২৩

সরস্বতী উভয়েই দেবগণের হইয়া
রহিলেন। গন্ধর্বগণের মধ্যে তখন আর
কেহই অবস্থান করিলেন না। দেবগণ
কর্তৃক সোমসংগ্রহ-ব্যাপারে সকলেই
গৌতমীতটে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।
গো, দেব, পর্বত, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, সাধ্য,
মুনি, গুহ্যক, গন্ধর্ব, মরুৎ, পন্নগ, সজীবনী
সর্কৌষাধি, লোকপাল, কজ, আদিত্য, অষ্ট-
বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অস্ত্রান্ত যজ্ঞ-
ভাগযোগ্য দেবগণ সকলেই তথায়
সমবেত হইয়াছিলেন। ১—১১। এতদ্বির তৎ-
কালে পঞ্চবিংশতি নদী গজায় আসিয়া মিলিত
হইয়াছিল। যথায় ঐ যজ্ঞে পূর্ণাহতি প্রদত্ত
হয়; সে স্থান পূর্ণাধ্যান তীর্থ নামে অভি-
হিত। গৌতমীতে যে সকল নদী সঙ্গত
হইয়াছিল, তাহাদের নামানুসারে সেখানে
এক এক তীর্থ বিখ্যাত হয়। ঐ তীর্থ-
সমূহের নাম সংক্ষেপতঃ অবগণ কর। হে
নারদ! সেখানে সোমতীর্থ, গান্ধর্ব, দেব-
তীর্থ, পূর্ণাতীর্থ, শালতীর্থ, জীর্ণাঙ্গসঙ্গম,

বৈষ্ণবীসঙ্গমশ্চৈব কুশরাসঙ্গমস্তথা ।
 বাসবীসঙ্গমশ্চৈব শিল্যা আৰ্ধ্যা তথা শিখী ॥২৪
 কুশুভিকা উপারধ্যা শান্তিজা দেবজা তদা ।
 অজো বৃদ্ধঃ সুরো ভদ্রো গোতম্যা সহ সঙ্গতাঃ
 এতে চান্তে চ বহবো নদীনদসহায়গাঃ ।
 পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি হৃগমন দেবপৰ্বতে ॥
 সোমার্থং বৈ তথা চান্তেহপ্যাগমন মথমগুপম্ ।
 তানি তীর্থানি গঙ্গায়াঃ সঙ্গতানি যথাক্রমম্ ॥
 নদীৰূপেণ কান্তেব নদরূপেণ কানিচিৎ ।
 সরোরূপেণ কান্তত্র স্তবরূপেণ কানিচিৎ ॥ ২৮
 তান্তেব সৰ্বতীর্থানি বিখ্যাতানি পৃথক্ পৃথক্ ।
 তেষু জ্ঞানং জপো হোমঃ পিতৃতৰ্পণমেব চ ॥২৯
 সৰ্বকামপ্রদং পুংসাং ভুক্তিদং মুক্তিতাজনম্ ।
 এতেষাং পঠনঞ্চাপি স্মরণং বা কৰোতি যঃ ॥
 সৰ্বপাপবিনিমুক্তো যাতি বিষ্ণুপুরং জনঃ ॥ ৩০
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে নদীনদসঙ্গমবর্ণনং নাম পঞ্চা-
 দ্বিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

শ্রীগতাসঙ্গম, পবিত্র কুশুমাসঙ্গম, পুষ্টিসঙ্গম,
 শুভকৰ্ণিকাসঙ্গম, বৈষ্ণবীসঙ্গম, কুশরাসঙ্গম,
 বাসবীসঙ্গম এবং শিল্যা আৰ্ধ্যা, শিখী, কুশু-
 ভিকা, উপারধ্যা, শান্তিজা, দেবজা, অজ, বৃদ্ধ,
 সুর ও ভদ্র প্রভৃতি, গোতমীসহ সঙ্গত এই
 সকল এবং পৃথিবীস্থ অন্তান্তনদ-নদী-সঙ্গম,
 সকল তীর্থই দেব-পৰ্বতে আসিলেন ।
 সোমসংগ্রহার্থ আরও অনেকে সে যজ্ঞ-
 মণ্ডপে আসিয়াছিলেন । উক্ত তীর্থ সকল
 গঙ্গায় সঙ্গত হইয়া যথাক্রমে কতিপয় নদী-
 রূপে, কেহ কেহ সরোবররূপে, এবং কেহ
 কেহ বা স্তবরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিখ্যাত
 হইল । ঐ সকল তীর্থে জ্ঞান, তপ, জপ,
 হোম ও পিতৃতৰ্পণ করিলে মানবের সৰ্ব
 কামনা পূর্ণ হয় এবং ভুক্তি-মুক্তি প্রাপ্ত
 হওয়া যায় । যে ব্যক্তি ঐ সকল তীর্থের
 নামোচ্চারণ বা উদ্ভাসিকাকে স্মরণ করে,
 সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপুরে
 উপনীত হইয়া থাকে । ২০—৩০ ।

পঞ্চাদিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৫ ।

ষড়্বিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রবরাসঙ্গমো নাম শ্রেষ্ঠা চৈব মহানদী ।
 যত্র সিদ্ধেশ্বরো দেবঃ সৰ্বলোকোপকারকৃৎ ॥১
 দেবানাং দানবানাঞ্চ সঙ্গমোহুৎসুদারুণঃ ।
 তেষাং পরস্পরং বাপি ক্রীতিশ্চাত্তনমহামুনে
 তেহপ্যেবং মজ্জয়ামাসুর্দেবা বৈ দানবা মিথঃ ।
 মেরুপৰ্বতমাসাদ্য পরস্পরহিতৈষিণঃ ॥ ৩
 দেবদৈত্যা উচুঃ ।

অমৃতেনামরত্নং স্ফাভুৎপাদ্যামৃতমুত্তমম্ ।
 পিবামঃ সৰ্ব এবৈতে ভবামশ্চামরা বয়ম্ ॥ ৪
 একৌত্সা বয়ং লোকান্ পালয়ামঃ সুখানি চ ।
 প্রাপ্যামঃ সঙ্গরং হিত্বা সঙ্গরো হুঃখকারণম্ ॥৫
 ক্রীত্যা চৈবার্জিতানর্থান্ ভোক্ত্যামো গত-
 মৎসরাঃ ।

যতঃ স্নেহেন বৃত্তির্থা সাম্মাকং সুখদা সদা ॥ ৬

ষড়্বিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রবরাসঙ্গম নামে
 শ্রেষ্ঠ মহানদী আছে । তথায় সকল লোক-
 হিতৈষী সিদ্ধেশ্বর দেব বিরাজমান । পূর্বে
 দেব ও দানবগণের ঘোর সংগ্রাম হইয়া-
 ছিল । তে মহামুনে ! পরে তাহাদিগের
 উভয় পক্ষে পরস্পর ক্রীতি স্থাপন হয় । তখন
 দেব ও দানবেরা পরস্পর পরস্পরের
 হিতৈষণায় মেরুপৰ্বতে সন্মিলিত হইয়া
 এইরূপ মজ্জণা করিলেন যে, অমৃত ঝারাই
 অমরত্ব ঘটয়া থাকে ; অতএব আমরা
 উত্তম অমৃত উৎপাদন করিয়া সকলে পান
 করিব এবং অমৃতপানে আমরা অমর
 হইব । অনন্তর আমরা একযোগে লোক
 সকল পালন করিব । তাহাতে আমরা সুখ-
 শান্তি লাভ করিতে পারিব । বৃদ্ধ-বিগ্রহ
 আর করা হইবে না । কেন না, বৃদ্ধই
 হুঃখের মূল । আমরা স্ব স্ব অর্জিত অর্থ
 পরস্পর মাৎসর্য্যহীন হইয়া ক্রীতিভরে ভোগ
 করিব । এইরূপ পরস্পর স্নেহে ব্যবহারেই

বৈশরীত্যন্ত যদ্বন্তঃ ন স্বর্গব্যঃ কদাচন ।

ন চ ত্রৈলোক্যরাজ্যেহপি কৈবল্যে বা সুখং
মনাক্ ।

তদুৎকমপি বা যত্নে নিবৈরহাদবাপ্যতে ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং পরস্পরং প্রীতাঃ সন্তো দেবাশ্চ দানবাঃ ।

একীভূতাশ্চ সুপ্রীতা বিমধ্য বরুণালয়ম্ ॥ ৮

মহানাং মন্দরং কৃতা রজ্জুং কৃতা তু বাসুকিম্ ।

দেবাশ্চ দানবাঃ সর্কে মমহুর্বরুণালয়ম্ ॥ ৯

উৎপন্নঞ্চ ততঃ পুণ্যমমৃতং সুরবল্লভম্ ।

নিম্পন্নৈ চামৃতে পুণ্যে তে চ প্রোচুঃ পরস্পরম্

যামঃ স্বঃ স্বমধিষ্ঠানং কৃতকার্যাঃ শ্রমং গতাঃ ।

সর্কে সমঞ্চ সর্কেভ্যো যথাযোগ্যং বিভজ্যতাম্

যদা সর্কাগমো যত্র যশ্চিহ্নং গুভাবহে ।

বিভজ্যতামিদং পুণ্যমমৃতং সুরসন্তপাঃ ॥ ১০

ইত্যুবা তে যযুঃ সর্কে দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ।

গতেষু দৈত্যসজ্জেষু দেবাঃ সর্কেহমমজ্জয়ন্ ॥ ১১

আমাদের সুখ-শান্তি সর্বদা সমুৎপন্ন হইবে ।

ইহার বিপরীত ব্যবহার আমরা কদাচ মনে

স্থান দিব না । ত্রৈলোক্যরাজ্য কিছা কৈবল্যে

অথবা তাহারও উর্দ্ধে যদি কোন সুখ

থাকে, তবে তাহা একমাত্র নিবৈরহ হইতেই

প্রাপ্ত হওয়া যায় । ব্রহ্মা বলিলেন,—এই-

রূপ দেব ও দানবেরা পরস্পর প্রীতিপূর্ণমনে

বরুণালয় মন্ডন করিলেন । এই মন্ডনকাণ্ডে

তাঁহারা মন্দরকে মন্ডন-দণ্ড এবং বাসুকিকে

রজ্জু করিলেন । তখন সুরপ্রিয় পবিত্র

অমৃত উৎপন্ন হইল । অমৃত উৎপন্ন হইলে,

দেব ও দানবেরা পরস্পর বলিলেন,—

আমরা কৃতকার্য হইয়াছি । একগণে স্ব স্ব

স্থানে প্রস্থান করি । পরে যে গুভ লগ্নে

আমাদের একত্র সমাবেশ ঘটিবে, তখন

এই পুণ্য অমৃত আমরা যথাযোগ্য ভাগ

করিয়া লইব । এই কথা কহিয়া দৈত্য,

দানব, ও রাক্ষসেরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান

করিল । দৈত্যসত্ত্ব প্রস্থান করিলে, দেব-

গণ সকলে মন্ত্রণা করিলেন যে, দৈবক্রমে

দেবা উচুঃ ।

গতাস্তে রিপবোহস্মাকং দৈবযোগাদরিন্দমাঃ

রিপুণামমৃতং নৈব দেয়ং ভবতি সর্কথা ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ ।

বৃহস্পতিস্তথৈত্যাহ পুনরাহ সুরানিদম্ ॥ ১৫

বৃহস্পতিক্রবাচ ।

ন জানন্তি যথা পাপা পিবন্ধঞ্চ তথামৃতম্ ।

অয়মেবোচিতো মন্ত্রো যচ্ছক্রণাং পরাভবঃ ॥ ১৬

দেবাঃ সর্কাহুনা দেব্য ইতি নীতিবিদো বিহুঃ

ন বিশ্বাস্তা ন চাখ্যেয়া নৈব মন্ত্র্যাশ্চ শত্রবঃ ।

তেভ্যো ন দেয়মমৃতং ভবেয়ুরমরাস্ততঃ ।

অমরেষু চ জাতেষু তেষু দৈত্যেষু শত্রবু ।

তান্ জেতুং নৈব শক্যামো ন দেয়মমৃতং ততঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি সম্ভ্রাত্য তে দেবা বাচস্পতিমধাক্রবন্ ॥ ১৭

দেবা উচুঃ ।

ক যামঃ কুত্র মন্ত্রঃ স্তাৎ ক পিবামঃ ক সংস্থিতিঃ

আমাদের রিপুগণ চলিয়া গিয়াছে, ভালই

হইয়াছে । শত্রুদিগকে কোন ক্রমেই অমৃত

দেওয়া হইবে না ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন,—

বৃহস্পতি ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া বলি-

লেন,—দেবগণ ! যাহাতে সেই পাপিষ্ঠেরা

জানিতে না পারে, এমন ভাবে অমৃত পান

কর । যাহাতে শত্রুর পরাভব ঘটে,

তাহাই উচিত মন্ত্রণা । নীতিবিদেরা

বলিয়া থাকেন, যাহারা দেব্য, তাহার সর্ক-

প্রকারেই ঘেষের পাত্র । শত্রুকে বিশ্বাস

করিবে না । তাহার সহিত মন্ত্রণা করিবে

না, বা কোন গুপ্ত কথাও তাহার নিকট

ব্যক্ত করিবে না । অতএব অসুরদিগকে

অমৃত দেওয়া হইবে না । অমৃত পান

করিলে তাহার অমর হইবে, যদি অমর

হয়, তবে আর তাহাদিগকে পরাজয় করা

যাইবে না । অতএব তাহাদিগকে অমৃত-

দান সর্কথা অকর্তব্য । ব্রহ্মা বলিলেন,—

দেবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পরে বৃহস্পতিক

কুর্শভদেব প্রথমঃ বদ বাচস্পতে তথা ॥ ২০

বৃহস্পতিক্রবাচ ।

যাভ্র ব্রহ্মাণমমরাঃ পৃচ্ছন্ত্য গতিং পরাম্ ।

স তু জাতা চ বক্তা চ দাতা চৈব পিতামহঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বৃহস্পতের্বচঃ ব্রহ্মা মদন্তিকমথাগমন্ ।

নমস্ত মাং সুরাঃ সর্বে যদ্বন্তঃ তদ্যবেদয়ন্ ॥

তদেববচনাং পুত্র তৈঃ সুরৈরগমং হরিম্ ।

বিষ্ণুবে কথিতং সর্বং শস্তবে বিষহারিণে ॥ ২৩

অহং বিষ্ণুশ্চ শঙ্কুশ্চ দেবগন্ধর্বকিন্নরৈঃ ।

মেককন্দরমাগত্য ন জানন্তি যথাসুরাঃ ॥ ২৪

রক্ষকঞ্চ হরিং কৃত্বা সোমপানায় তস্থিরে ।

আদিত্যস্তত্র বিজাতা সোমভোজ্যানথৈতরান্

বলিলেন,—হে বাচস্পতে! আমরা কোথায় যাইব? কোথায় গেলে আমাদের মন্ত্রণা রক্ষা হইবে এবং কোথায় থাকিয়াই বা পান করিব? আপনি নির্দেশ করিয়া দিউন, আমরা অগ্রে তাহাই করিব। বৃহস্পতি বলিলেন,—অমরগণ! আপনারা ব্রহ্মার নিকট গমন করুন। গিয়া এ বিষয়ের উত্তম উপায় কি, তাহা জিজ্ঞাসা করুন। কেন না, সেই পিতামহই সম্যক্ জাতা, বক্তা, ও দাতা। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃহস্পতির কথা শুনিয়া সুরগণ আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে নমস্কারান্তে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। হে পুত্র! আমি দেবগণের কথায় ঠাঁহাদের সহিত তখন হরির নিকট গমন করিলাম। বিষ্ণু এবং শঙ্কু উভয়ের নিকট সেই সকল ঘটনা বলিলাম। অনন্তর অসুরেরা যাহাতে জানিতে না পারে, এই ভাবে আমি, বিষ্ণু, শঙ্কু, দেব, গন্ধর্ব, ও কিন্নর সহ মেককন্দরে আগমন করিলাম। তখন হরিকে রক্ষাকার্যে নিযুক্ত করিয়া দেবগণ সোমপানে সমুদ্যত হইলেন। কাহারো কাহারো সোমভাগী এবং কাহারাই বা সোমযোগ্য নহে, আদিত্য তাহা জানিভেন। চক্রপাণি রক্ষক এবং সোম অমৃত

সোমো দাতামৃতং ভাগং চক্রধূগুয়ক্ষকস্তথা ।

নৈব জানন্তি তদৈত্যা দম্বজা রাক্ষসাস্তথা ॥ ২৬

বিনা রাহুঃ মহাপ্রাজ্ঞঃ সৈংহিকেষু সোমপম্ ।

কামরূপধরো রাহুর্ভরুতাঃ মধ্যমাবিশং ॥ ২৭

মরুজপং সমাহ্বায় পানপাত্রধরস্তথা ।

জাত্বা দিবাকরো দৈত্যঃ তং সোমায় স্তবেদয়ং

তদা তদমৃতং তস্মৈ দৈত্যায়াদৈত্যরূপিণে ।

দত্ত্বা সোমং তদা সোমো বিষ্ণুবে তদ্যবেদয়ং

বিষ্ণুঃ পীতামৃতং দৈত্যঃ চক্রেণোদ্যম্য তচ্ছিরঃ

চিচ্ছেদ তরসা বৎস তচ্ছিরস্বমরং স্বভূং ॥ ৩০

শিরোমাত্রবিহীনং যদেহং তদপতন্তুবি ।

দেহং তদমৃতস্পৃষ্টং পতিতং দক্ষিণে তটে ॥ ৩১

গৌতম্যা মুনিশার্দূল কম্পয়দ্ববুধাতলম্ ।

দেহং চাপ্যমরং পুত্র তদমৃতমিবাভবং ॥ ৩২

দেহঞ্চ শিরসোহপেক্ষি শিরো দেহমপেক্ষতে ।

পরিবেশনে নিযুক্ত হইলেন। মহাপ্রাজ্ঞ সিংহিকাসুত রাহু ব্যতীত দৈত্য দম্বজ, কিন্না রাক্ষসেরা এই অমৃতপানব্যাপার জানিতে পারিল না। রাহু এই ঘটনা জানিতে পারিয়া ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া দেবগণমধ্যে প্রবেশ করিল। সে তখন দেবরূপেই পান-পাত্র ধারণ করিল। দিবাকর ইহা বুঝিতে পারিয়া সেই ঘটনা সোমকে জানাইলেন। সোম উহা বিষ্ণুকে বিজ্ঞাপন করিলেন। বৎস! বিষ্ণু এই ঘটনা জানিবামাত্র সেই পীতামৃত দৈত্যের মস্তক সহসা চক্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু সেই মস্তক তখন হইতে অমর হইল। দৈত্যের মস্তকহীন দেহ ধরাতলে লুটাইয়া পড়িল। হে মুনিবর! গৌতমীর দক্ষিণতীরে দৈত্যের সেই সুধাস্পৃষ্ট দেহ নিপতিত হওয়ার বসুধা কম্পিত হইলেন এবং সেই দেহও অমর হইল। হে পুত্র! তখন সেই ব্যাপার প্রকৃতই এক অদ্ভুত ঘটনার পরিণত হইল। ১৫—৩২। কেননা, দেহ মস্তকের অপেক্ষা করে এবং মস্তকও দেহের অপেক্ষা করিয়া থাকে।

উভয়ঃ চামরং জাতং দৈত্যচায়ং মহাবলঃ ॥৩৩
শিরঃ কায়ে সমাবিষ্টং সর্কান ভক্ষয়তে সুরান
তস্মাদ্বেহমিদং পূর্বং নাশয়ামো মহীগতম্ ॥

ততস্তে শঙ্করঃ প্রাহর্দেবাঃ সর্কে সসম্রমাঃ ॥৩৪
দেবা উচুঃ ।

মহীগতং দৈত্যদেহং নাশয়স্ব পুরোত্তম ।

ঈষং দেব ককণাসিকুঃ শরণাগতরক্ষকঃ ॥ ৩৫

শিরসা নৈব বুজ্যেত দৈত্যদেহং তথা কুরু ॥৩৬
ব্রহ্মোবাচ ।

প্রেষয়ামাস চেশোহপি ঋষ্ঠাঃ শক্তিঃ তদান্বনঃ
মাতৃভিঃ সহিতাঃ দেবীঃ মাতরঃলোকপালিনীম্
ঈশানুধধরা দেবী ঈশশক্তিসমধিতা ।

মহীগতং যত্র দেহং তত্রাগাভক্ষ্যকাক্ষিকী ॥ ৩৮

শিরোমাত্রাং সুরাঃ সর্কে মেরৌ তত্রৈব

সান্ত্বয়ন ।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন হইল না। সেই মহাবল দৈত্যের দেহ এবং মস্তক উভয়ই তখন পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়াও অমর হইল। দেবগণ এই ঘটনায় শঙ্কিত হইলেন; ভাবিলেন,—এই মস্তক যদি একবার দেহে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে এই দৈত্য সমস্ত দেবকেই ভক্ষণ করিবে। অতএব এই মহীতলস্থ দেহকে আমরা অগ্রেই নাশ করি। এই ভাবিয়া সকলেই তাঁহারা সসম্মে শঙ্করকে সে কথা নিবেদন করিলেন। দেবগণ আরও বলিলেন,—হে সুরবর! এই মহীতলস্থ দৈত্যদেহকে আপনিই সংহার করুন। হে দেব! আপনি ককণার সাগর এবং শরণাগতের রক্ষক। বাহাতে এই দৈত্যদেহ মস্তকের সহিত সন্মিলিত হইতে না পারে, আপনি তাহার উপায় করিয়া দিউন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ঈশান তখন মাতৃগণসহিতা জগন্মাতা লোকপালিনী স্বীয় ঐশী শক্তি প্রেরণ করিলেন। ঐ শক্তি ঈশ আনুধধারিণী ও ভোজনাকাক্ষিকী হইয়া সেই মহীতলস্থ দৈত্যদেহ-সমীপে গমন করিলেন। সমস্ত সুরগণ একযোগে

দেহো দেব্যা পুনস্তত্র যুযুধে বহবঃ সমাঃ ॥৫১

রাহস্তত্র সুরানাহ ভিষ্মা দেহং পুরা মম ।

অত্রাস্তে রসমুৎকৃষ্টং তদাক্ষ্য শরীরতঃ ॥ ৪২

পৃথগ্ভূতে রসে দেহং প্রবরেহমৃতমুত্তমম্ ।

ভস্মীভূয়াৎ কণেনৈব তস্মাৎ কুবন্ত তৎপুরা ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদ্রাহবচঃ শ্রুত্বা স্রীতাঃ সর্কেহসুরারিষঃ ।

অভ্যবিক্ণন গ্রহণাং হং গ্রহো ভূয়া যুদাধিতঃ ॥

তদেববচনাচ্ছক্তিরীষরী যা নিগন্ততে ।

দেহং ভিষ্মা দৈত্যপতেঃ সুরশক্তিসমধিতা ॥ ৪৩

আক্ষ্য শীঘ্রমুৎকৃষ্টং প্রবরং চামৃতং বহিঃ ॥

স্থাপয়িত্ব তু তদেহং ভক্ষয়ামাস চাধিকা ॥ ৪৪

কালরাত্রির্ভদ্রকালী প্রোচ্যতে যা মহাবলা ।

স্থাপিতং রসমুৎকৃষ্টং রসানাং প্রবরং রসম্ ॥৪৫

মেকপর্কতে দৈত্যের সেই মস্তককেই শাস্ত করিতে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এদিকে ঐ শক্তি দেবীর সহিত সেই দৈত্য-দেহের বহু বর্ষ যাবৎ ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তখন রাহু সুরগণকে বলিল, তোমরা আমার দেহ ভেদ করিয়া ইহাতে যে উৎকৃষ্ট রস আছে, তাহা দেহ হইতে আকর্ষণ করিয়া লও। সেই উত্তম রস পৃথক হইয়া গেলে আমার এই দেহ কণ-মধ্যেই ভস্মীভূত হইবে। অতএব তোমরা তাহাই অগ্রে কর ॥৩৩—৪১। ব্রহ্মা বলিলেন, দেবপক্ষ এই কথা শুনিয়া স্রীত হইলেন এবং তখন রাহুকে গ্রহগণমধ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাহু গ্রহপদ লাভ করিয়া যুদাধিত হইল। অনন্তর দেবগণের কথামত পুরোক্ত ঐশী শক্তি দৈত্যপতির দেহ ভেদ করিয়া তাহা হইতে সমস্ত অত্যুত্তম সুধারস আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং সেই নীরস দেহ বাহিরে স্থাপন করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ দেবী অধিকাই কালরাত্রি, ভদ্রকালী ও মহাবলা প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত। তিনি দৈত্যদেহ হইতে সুধারস আকর্ষণ করিয়া স্থাপন করি

ব্যসবৎ স্থাপিতং তত্ত্ব প্রবরা সাভবদী ।
 আকৃষ্টমুতং চৈব স্থাপিতং সাপ্যভক্ষয়ৎ ॥৪৬
 ততঃ খেষ্ঠা নদী জাতা প্রবরা চাম্বতা শুভা ।
 রাহুদেহসমুদ্ভূতা রুদ্রশক্তিসমম্বিতা ॥ ৪৭
 নদীনাং প্রবরা রম্যা চাম্বতা প্রেরিতা তথা ॥
 তত্র পঞ্চ সহস্রাণি তীর্থানি গুণবন্তি চ ॥ ৪৮
 তত্র শত্ৰুঃ শ্বয়ং তস্মৈ সৰ্বদা সুরপূজিতঃ ।
 তস্মৈ তুষ্ঠাঃ সুরাঃ সৰ্বৈ দেবৈর্যন্যৈ পৃথক্ পৃথক্
 বরান্ দহ্মুদা যুক্তা যথা পূজামবাপ্যতি ।
 শত্ৰুঃ সুরপতিলোকে তথা পূজামবাপ্যসি ॥৫০
 নিবাসং কুরু দেবি ত্বং লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 সদা তিষ্ঠ রসেশানি সৰ্বেষাং সৰ্বসিদ্ধিদা ॥ ৫১
 স্তবনাং কৌৰ্ত্তনাক্যানাং সৰ্বকামপ্রদায়িনী ।
 ত্বাং নমস্তুতি যে ভক্ত্যা কিঞ্চিদাপেক্য সৰ্বদা

লেন। তখন স্থাপিত রস নিঃসৃত হইয়া
 প্রবরা নামী নদী-রূপে প্রবাহিত হইল।
 অবশিষ্ট আকৃষ্ট ও স্থাপিত রস দেবী ভক্ষণ
 করিলেন। অনন্তর রাহুর দেহরস হইতে
 সমুদ্ভূত ঐ শুভাবহা অমৃত নদী প্রবরা নামী
 হইয়া রুদ্র-শক্তিতে সমম্বিত হইল। তখন
 হইতে প্রবরা নদী রমণীয়রূপে প্রবাহিত
 হইতে লাগিল। ঐ নদীতে পঞ্চ সহস্র
 গুণাঢ্য তীর্থ বিরাজ করিল, তথায় সুরগণ-
 পূজিত শ্বয়ং শত্ৰু বাস করিতে লাগিলেন।
 সুরগণ তুষ্ঠ হইয়া সেই দিব্য নদীকে পৃথক্
 পৃথক্ বর দান করিলেন। দেবগণ বলিলেন,
 হে দেবি! সুরপতি শত্ৰু যেমন জগতে
 পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আপনিও
 তেমনি জগতে পূজা প্রাপ্ত হইবেন। লোক-
 দিগের হিতকামনায় আপনি হেথায় বাস
 করুন। হে রসেশ্বর! আপনি সকলের সিদ্ধি
 দায়িনী হইয়া সৰ্বদা এখানে অবস্থান করিতে
 থাকুন। আপনার নামকৌৰ্ত্তন ও আপ-
 নাকে স্তব কিম্বা ধ্যান করিলে আপনি
 সকলের অতীষ্টদায়িনী হইবেন। যাহারা
 সৰ্বদা আপনাকে ভক্তির সহিত নমস্কার
 করিবে, আপনার আদেশে তাহাদের

তেষাং সৰ্বাণি কার্য্যাণি ভবেয়ুর্দেবতাজয়া ।
 শিবশক্ত্যর্থতস্তন্নিবাসোসৌভৃৎ সনাতনঃ ॥৫৩
 অতো বদন্তি মুনয়ো নিবাসপুরমিত্যদঃ ।
 প্রবরায়াঃ পুরা দেবাঃ স্তুত্ৰীতান্তে বরান্দহঃ ॥
 গঙ্গায়াঃ সঙ্গমো যন্তে বিখ্যাতঃ সুরবল্লভঃ ।
 তনাপ্পুতানাং সৰ্বেষাং ভুক্তিকী মুক্তিরেব চ ॥
 যদ্যপি মনসঃ কাম্যং দেবানামপি ত্বলভম্ ।
 স্নাত্তেযাং সৰ্বমেবেহ এবং দদ্বা সুরা যয়ুঃ ॥ ৫৬
 ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং প্রবরাসঙ্গমং বিহুঃ ।
 প্রেরিতা দেবদেবেন শক্তিয়া প্রেরিতা তু সা
 অমৃত সৈব বিখ্যাতা প্রবরৈবং মহানদী ॥ ৫৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে অমৃতাসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনং
 ষড়্বিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৬॥

সৰ্বকার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। বেহেতু হেথায়
 শিব ও শক্তির সনাতন নিবাস হইল,
 এইজন্ত মুনীগণ এই স্থানকে নিবাসপুর
 নামে অভিহিত করিবেন। সুরগণ শ্রীত
 হইয়া প্রবরাকে আরও বর দিলেন; বলি-
 লেন,—যথায় তোমার গঙ্গার সহিত সুরপ্রিয়
 সঙ্গম ঘটিয়াছে, ঐ স্থান অতীব খ্যাতি-
 সম্পন্ন। তথায় স্নানাদি করিলে, সকলেরই
 ভুক্তি-মুক্তি করায়ত্ত হইবে, যাহা দেবগণের
 পক্ষেও ত্বলভ, এ হেন মনোভীষ্টও মানবের
 পক্ষে এখানে সম্ভব হইয়া থাকে। সুরগণ
 এই সকল বর দানান্তে অন্তর্দান করিলেন।
 সেই দিন হইতে এই তীর্থ প্রবরাসঙ্গম
 নামে বিখ্যাত হইল। দেবদেব যে শক্তি
 প্রেরণ করিয়া ছিলেন, তাহা অমৃত হইয়া
 এইরূপে সেই মহানদী প্রবরা নামে খ্যাতি
 লাভ করিল। ৪২—৫৮।

ষড়্বিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বুদ্ধাসঙ্গমমাধ্যাতং যত্র বুদ্ধেশ্বরঃ শিবঃ ।
তস্তাখ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু পাপপ্রণাশনম্ ॥১
গৌতমো বুদ্ধ ইত্যুক্তো মুনিরাসৌমহাতপাঃ ।
যদা পুরাতনবদ্বালো গৌতমস্ত স্মৃতো দ্বিজঃ ॥২
অনাসঃ স পুরোৎপন্নস্ত আদিকুরুতরূপধৃক্ ।
স বৈরাগ্যাজ্জগামাথ দেশং তীর্থমিতস্ততঃ ॥৩
উপাধ্যায়েন নৈবাসৌমজ্জিতস্ত সমাগমঃ ।
শিষ্যৈরনুষ্ঠৈঃ সহাধ্যায়ো লজ্জিতস্ত চ নাভবৎ ॥
উপনীতঃ কথঞ্চিচ্চ পিত্রা বৈ গৌতমেন সঃ ।
এতাবতা গৌতমোহপি ব্যাগমচ্চরিতুং বহিঃ ॥
এবং বহুতিথে কালে ব্রহ্মমাত্রা ধৃতে দ্বিজে ।
নৈব চাধ্যয়নং তস্ত সজ্জাতং গৌতমস্ত হি ॥৬
নৈব শাস্ত্রস্ত চাত্যাসো গৌতমস্তাভবদ্ভদ্রা ।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত বুদ্ধাসঙ্গম-
তীর্থে বুদ্ধেশ্বর শিব বিরাজমান । এই বুদ্ধা-
সঙ্গমতীর্থে পাপনাশন উপাখ্যান বলিতেছি,
শ্রবণ কর । পুরাকালে বুদ্ধগৌতম নামে
এক মহাতপা মুনি ছিলেন । ইনি মহর্ষি
গৌতমের অন্ততম পুত্র । বুদ্ধগৌতম বাল্য
হইতেই নাসিকাবিহীন । স্মৃতরাং তিনি
বিকৃত রূপ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন ।
কালক্রমে বৈরাগ্যবশতঃ নানাদেশ ও তীর্থ
পর্যটনে বহির্গত হইলেন । নিজের নাসিকা
নাই, এই লজ্জায় তাঁহার কোন উপাধ্যায়
সহ সমাগম ঘটিল না । এবং অন্যান্য
শিষ্যসম্প্রদায়ের সহিতও একত্র অধ্যয়নে
তিনি লজ্জাবোধ করিলেন । পিতা গৌতম
যজ্ঞকালে কোনরূপে তাঁহার উপনয়ন
দিলেন । তখন বুদ্ধ গৌতম পুনরায়
দেশ পর্যটনে বহির্গত হইলেন । এই
রূপে বহুকাল কাটিল । একমাত্র গায়ত্রীই
তাঁহার সঙ্গল হইল । এতদ্বির বেদাধ্যয়ন
বা অন্য কোন শাস্ত্র-সমালোচনা ইহার কিছুই

অগ্নিকার্য্যং ততশ্চক্রে নিত্যমেব যত্নবতঃ ॥ ৭
গায়ত্র্যভ্যাসমাত্রেণ ব্রাহ্মণো নামধারকঃ ।
অগ্ন্যুপাসনমাত্রং চ গায়ত্র্যভ্যাসনং তথা ॥ ৮
এতাবতা ব্রাহ্মণস্বং গৌতমস্তাভবন্মুনে ।
উপাসতোহগ্নিং বিধিবদগায়ত্রীঞ্চ মহান্বনঃ ॥ ৯
তস্তাধিববুধে পুত্র গৌতমস্ত চিরায়ুষঃ ।
ন দারসংগ্রহং লেভে নৈব দাতাস্তি কন্তকাম্ ।
তথা চরন্তৌ দেশে বনেষু বিবিধেষু চ ।
আশ্রমেষু চ পুণ্যেষু অটরাস্তে স গৌতমঃ ॥১১
এবং ভ্রমন্ শীতগিরিমাশ্রিত্যাস্তে স গৌতমঃ ।
তত্রাপশুদুগ্ধাং রম্যাং বল্লীবিটপমালিনীম্ ॥১২
তত্রোপবিষ্টা বিপ্রলো বস্তং সমকরোগ্নতিম্ ।
চিন্তয়ন্ত প্রবিষ্টোহসবেপশ্চাৎ স্ত্রিয়মুত্তমাম্ ।
শিখিলাঙ্গীমথ কৃশাং বুদ্ধাঞ্চ তপসি স্থিতাম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ বর্জস্তীঃ বিরাগাং রহসি স্থিতাম্ ॥

তাঁহার ঘটিল না । তিনি প্রতিনিয়ত যত-
ব্রত হইয়া অগ্নিকার্য্য করিতে লাগিলেন ।
একমাত্র গায়ত্রীর অভ্যাসেই তিনি নামতঃ
ব্রাহ্মণ হইলেন । অগ্নির উপাসনা এবং
গায়ত্রীর অভ্যাস এই দুইটা দ্বারাই বস্ততঃ
তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইল । হে মুনে !
তিনি বিধিমত অগ্নির ও গায়ত্রীর উপাসনা
করায় তাঁহার আয়ুঃকাল বর্দ্ধিত হইল ; তিনি
চিরায়ু হইলেন । তাঁহার দারসংগ্রহ ঘটিল না ।
কেহ কন্তাদান করিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না ।
বুদ্ধ গৌতম নানা বনে এবং নানা তীর্থে
বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং নানা পুণ্য-
শ্রমে তাঁহার বসতি হইতে লাগিল । ১—১১ ।
এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা তিনি
শীতগিরিতে গিয়া বাস করিলেন । গৌতম-
নন্দন সেখানে একটি বল্লী-বিটপ-মাখিনী
রম্য গুহা দেখিতে পাইলেন এবং বিপ্রবর
সেই গুহামধ্যেই প্রবেশ করিয়া বাস করিতে
মনন করিলেন । কিঞ্চিৎকাল চিন্তার পর তিনি
সেই গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই এক উত্তমা
স্ত্রী দেখিতে পাইলেন ; দেখিলেন,—রমণী
বুদ্ধা কৃশা শিখিলাঙ্গী অথচ ভগোনিরতা
তপস্বিনী । ঐ বুদ্ধা রমণী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

স তাং দৃষ্ট্বা মুনিশ্রেষ্ঠো নমস্কারায় তস্থিবান্ ।
নমস্তস্তং মুনিশ্রেষ্ঠং তং গোতমমবারয়ৎ ॥ ১৫

বুদ্ধোবাচ ।

শুরুষ্যঃ ভবিতা মহ্যং ন মাং বন্দিতুমর্হসি ।
আয়ুর্বিদ্যা ধনং কীর্তির্ধর্ম্যঃ স্বর্গাদিকং চ যৎ ॥
তস্ত নশ্চতি বৈ সর্বং যং নমস্ততি বৈ শুরুঃ ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

কৃতাজলিপুটস্তাং বৈ গোতমঃ প্রোচ বিস্মিতঃ ॥
গৌতম উবাচ ।

তপস্বিনী ত্বং বৃদ্ধা চ গুণজ্যোষ্ঠা চ ভামিনী ।
‘অল্পবিদ্যাশ্রবণা অহং তব শুরুঃ কথম্ ॥ ১৮
বুদ্ধোবাচ ।

আষ্টিষেণপ্রিয়পুত্র ঋতধ্বজ ইতি শ্রুতঃ ।
গুণবান্নতিমান শূরঃ ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৯
স কদাচিৎখনং প্রায়ান্মগয়াকুষ্ঠচেতনঃ ।
বিজ্ঞানমকরোদস্তাং গুহায়াং স ঋতধ্বজঃ ॥ ২০
যুবা স মতিমান্ দক্ষো বলেন মহতা বৃতঃ ।

করিয়া বিষয়স্পৃহা পরিহারপূর্বক নির্জনে
বাস করিতেছে। মুনিশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ গোতম
তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিতে সমু-
চ্চত হইলেন। তখন সেই বৃদ্ধা তাঁহাকে
নিবারণ করিয়া বলিল,—ভগবন! আপনি
আমার শুরু হইবেন সুতরাং আমি
আপনার নমস্কারাই নহি। কেননা, শুরু
তাঁহাকে নমস্কার করেন, তাহার আয়ু,
বিজ্ঞা, ধন, কীর্তি, ধর্ম্ম, এমন কি,
স্বর্গাদি ফলও নষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মা বলি-
লেন,—বৃদ্ধ গোতম এই কথা শুনিয়া কৃত-
জলিপুটে বিস্ময়ের সহিত বৃদ্ধাকে বলিলেন,
—ভগবতি! আপনি তপস্বিনী, তাহাতে
আবার গুণজ্যোষ্ঠা বৃদ্ধা; আর আমি অল্প-
বিদ্য অল্পবয়স্ক জন, আমি আপনার শুরু
হইব? কিরূপ কথা! বৃদ্ধা বলিল,—
রাজা আষ্টিষেণেনর প্রিয়পুত্র ঋতধ্বজ নামে
বিখ্যাত। তিনি গুণবান, মতিমান, বল-
বান, ও ক্ষত্র-ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। একদা
তিনি যুগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া
এই গুহা-মধ্যেই বিজ্ঞান-লাভ করেন।

তং বিজ্ঞানং নৃপবরমপ্সরা দদৃশে ততঃ ॥ ২১
গন্ধর্ব্বরাজস্তা স্তুতা স্তুত্বামা ইতি বিজ্ঞতা ।
তাং দৃষ্ট্বা চকমে রাজা রাজানং চকমে চ সা ॥
ইতি ক্রীড়া সমতবস্তয়া রাজ্ঞো মহামতে ।
নিবৃন্তকামো রাজেন্দ্রস্তামাপৃচ্ছ্যাগমদৃগৃহম্ ॥ ২৩
উৎপন্নাহং ততস্তস্তাং স্তুত্বামায়াং মহামতে ।
গচ্ছন্তী মাং তদা মাতা ইদমাহ তপোধন ॥ ২৪
স্তুত্বামোবাচ ।

যশস্ত্বাং প্রবিশেষভদ্রে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ।
ইত্যুক্তা সা জগামাধ মাতা মম মহামতে ।
তস্মাদত্র প্রবিষ্ট্বাং পুমান্নাত্তঃ কদাচন ॥ ২৬
সহস্রানি তথানীতিং কৃত্বা রাজ্যং পিতা মম ।

ঋতধ্বজ যুবাশ্রম বিচক্ষণ ও সর্বকর্ম্মে
দক্ষ ছিলেন; তাঁহার সঙ্গে তখন প্রচুর
বল-বাহন ছিল। গুহামধ্যে অবস্থান কালে
গন্ধর্ব্ব-রাজ-গৃহিতা স্তুত্বামা নামী জনৈক
অপ্সরা তাঁহাকে দেখিতে পায়; তখন
রাজাও তাঁহাকে দেখিয়া কামাধী হন এবং
সেও রাজাকে দেখিয়া কামাকাঙ্ক্ষা করে। হে
মহামতে! অনন্তর রাজা ও অপ্সরার রতি-
ক্রীড়া সমাধা হয়। কামাবসানে রাজেন্দ্র সেই
অপ্সরাকে বলিয়া গৃহগমন করেন ১২—২৩।
পরে কালক্রমে সেই স্তুত্বামার গর্ভে আমার
জন্ম হয়। হে তপোধন! যাইবার কালে
মদীয় মাতা স্তুত্বামা আমায় বলিয়া-
ছিলেন,—ভদ্রে! তোমায় কোথাও যাইতে
হইবে না; এই গুহামধ্যে যে পুরুষ
প্রবেশ করিবে, সে-ই তোমার ভর্ত্তা হইবে।
হে মহামতে! আমার মাতা আমায় এই
কথা কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আমি
তদবধি নিরবধি এইখানেই রহিলাম।
সুতরাং আপনি যখন অগ্রে এখানে প্রবেশ
করিয়াছেন, আপনার পূর্বে যখন অন্য
কোন পুরুষেরই এখানে কখন সমাগম
ঘটে নাই, তখন আপনিই আমার মাতৃ-
নির্দিষ্ট ভর্ত্তা। হে ব্রহ্মন! পিতা আমার
অনীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া পরে

অত্রৈব চ তপস্তপ্তা ততঃ স্বৰ্গমুপেষিবান্ ॥ ২৭
স্বৰ্গং যাতেহপি পিতরি সহস্রাণি তথা দশ ।
বর্ষাণি মুনিশার্দূল রাজ্যং কৃত্বা তথা পরঃ ॥ ২৮
স্বৰ্গে যাতো মম ভ্রাতা অহমত্রৈব সংস্থিতা ।
অহং ব্রহ্মরাক্ষসবৃত্তা ন মাতা ন পিতা মম ॥ ২৯
অহমাত্মেশ্বরী ব্রহ্মারবিষ্টা কত্রকন্তকা ।
তস্মাভিজ্ঞম মাং ব্রহ্মন্ ব্র তস্মাং পুরুষার্থিনীম্ ॥

গৌতম উবাচ ।

সহস্রায়ুৰহং ভদ্রে মন্তব্যঃ বয়সাধিকা ।
অহং বালকঃ তু বৃদ্ধা নৈবাযং ঘটতে মিথঃ ॥ ৩১
বৃদ্ধোবাচ ।
হং ভর্তা মে পুরা দিষ্টো নাশ্চো ভর্তা মতো মম
ধাত্বা দন্তস্ততঃ মাং ন নিরাকৰ্ত্তুমহসি ॥ ৩২
অথবা নেচ্ছসি মাং বমপ্রহৃষ্টামনুব্রতাম্ ।

এইখানেই তপশ্চরণপূর্বক স্বৰ্গলাভ করিয়া-
ছেন। পিতার স্বৰ্গগমনের পর আমার
এক ভ্রাতা দশ সহস্র বর্ষ কাল রাজ্য শাসন
করেন; অনন্তর তাঁহারও স্বৰ্গপ্রাপ্তি হয়।
আমি আমার পিতার রাজত্ব কাল হইতে
এ যাবৎ এইখানেই অবস্থান করিতেছি।
আমার এখনও বিবাহ হয় নাই। আমার
মাতা বা পিতা কেহই বর্তমান নাই এখন
নিজেই নিজের প্রভু; অপিচ আমি
কাত্রিষ্ণু-নন্দিনী। অতএব হে ব্রহ্মন্! এই
ব্রতচারিণী পুরুষার্থিনী আমাকে আপনি
ভজনা করুন। বৃদ্ধ গৌতম প্রত্যুত্তরে
বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমি মাত্র সহস্রায়ুঃ;
তুমি আমা অপেক্ষাও বয়োধিকা। বলিতে
কি, আমি বালক; তুমি বৃদ্ধা। স্মৃতরাং
আমাদের পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্বটন
হওয়া অসম্ভব। বৃদ্ধা বলিল,—প্রথম হইতে
আপনিই আমার ভর্তা বলিয়া নির্দিষ্ট
আছেন; অস্ত ভর্তায় আমার মন নাই।
আপনিই আমার বিধাতৃ-প্রদত্ত ভর্তা;
আমায় আপনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না।
অথবা আপনি যদি এই নিরপরাধা অনুরক্তা
আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করেন,

ততস্ত্যক্ত্যামি জীবং মে ইদানীং তব পশ্চতঃ
অপেক্ষিতাপ্রাপ্তিতো হি দেহিনাং মরণং বরম্
অনুরক্তজনত্যাগে পাতকান্তো ন বিদ্যতে ॥

বৃদ্ধোবাচ ।

বৃদ্ধায়াস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা গৌতমো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৩

গৌতম উবাচ ।

অহং তপোবিরহিতো বিদ্যাহীনো হকিঞ্চনঃ ।
নাহং বরো হি যোগ্যস্তে কুরুপো ভোগবর্জিতঃ
অনাসৌহং কিং করোমি অতপোহবিদ্যা এব চ
তস্মাৎ সুরূপং সুবিদ্যমাপাদ্য প্রথমং শুভে ।
পশ্চান্তে বচনং কার্য্যং ততো বৃদ্ধাববৌদ্ধিজম্ ॥

বৃদ্ধোবাচ ।

ময়া সরস্বতী দেবী তোষিতা তপসা দ্বিজ ।
তথৈবাণো রূপবত্যো রূপদাতারিরেব চ ॥ ৩৬
তস্মাদ্বাগীশ্বরী দেবী সা তে বিদ্যাং প্রদাত্ততি

তাহা হইলে, আপনার সমক্ষেই এইকণেই
আমি জীবন বিসর্জন করিব। বস্তুতঃ প্রত্যা-
শিত বস্তুর অপ্রাপ্তি হইতে মরণই মানবের
মঙ্গল। আর এ কথাও আপনি জানি-
বেন—অনুরক্ত জনকে প্রত্যাখ্যান করিলে
যে কত পাতক হয়, তাহার একটা সীমা-
সংখ্যা নাই। ২৪—৩৪। বৃদ্ধা বলিলেন,—
বৃদ্ধার বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধ গৌতম বলিলেন,—
অগ্নি শুভে! আমার বিজ্ঞা নাই, তপস্তা
নাই, আমি অতি অকিঞ্চন; বিশেষতঃ
আমি কুরুপ। কোনরূপ ভোগসুখেরও আমি
অধিকারী নহি; স্মৃতরাং মাদৃশ ব্যক্তি
তোমার যোগ্য বর হইতে পারে না।
আরও দেখ, আমার নাসিকা নাই, তপস্তা
নাই, বিদ্যা নাই, আমি তোমায় লইয়া কি
করিব? তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যদি
অগ্রে কখন সুরূপ ও সুবিদ্যা লাভ করিতে
পারি, তাহা হইলে, পশ্চাৎ তোমার কথা-
সারে কার্য্য করিব। তখন বৃদ্ধা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে
বলিল,—হে দ্বিজ! আমি তপস্তা দ্বারা
সরস্বতী দেবীকে ক্রীত করিয়াছি এবং
রূপবান বরুণ ও রূপবান অগ্নিও আমার

অগ্নিষ্ণু রূপবান্ দেবস্তব রূপং প্রদাত্ততি ॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা গৌতমঃ তং ব্রহ্মোবাচ বিভাবসুন্ম ।
প্রার্থয়িত্বা সুবিদ্যাং কং সুরূপং চাকরোন্মুনিম্ ॥

ততঃ সুবিদ্যাং সুভগঃ সুকাস্তো

ব্রহ্মাং স পত্নীমকবোঃ প্রীত্বিযুগঃ ।

তয়া স রেমে বহুলা মনোভ্রম্যা

সমাঃ সুখং প্রীতমনা গুহায়াম্ ॥ ৪১

কদাচিত্তত্র বসতোদম্পত্যোর্মুদতো গিরৌ ।

গুহায়াং মুনিশার্দূল আজগুমুনয়োহমলাঃ ॥ ৪২

বসিষ্ঠবামদেবাদ্যা যে চাত্তে চ মহর্ষয়ঃ ।

ভ্রমন্তঃ পুণ্যতীর্থানি প্রাপ্তবঃস্তস্ত তাং গুহাম্ ॥

আগতাঃস্তানুযীন জ্ঞাত্বা গৌতমঃ সহ ভার্যয়া ।

সংকারমকরোন্তেষাং জহস্তুস্তঃ চ কেচন ॥ ৪৪

যে বালা যৌবনোন্নতা বয়সা যে চ মধ্যমাঃ ।

তপস্তায় তুষ্ট আছেন। অতএব বাগীশ্বরী
দেবী তোমায় বিদ্যা এবং রূপশান্ অগ্নি
তোমায় রূপ দান করিবেন। ব্রহ্মা
বলিলেন,—ব্রহ্মা ব্রহ্ম গৌতমকে এই কথা
কহিয়া পরে বাগীশ্বরী ও বিভাবসুর নিকট
প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে সুবিদ্যা ও সুরূপ
করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ
সুবিদ্যা, সুভগ ও সুকাস্ত হইয়া প্রীতি-
ভরে ব্রহ্মার পাণিপীড়ন করিলেন এবং
সেই গুহামধ্যে বহুবর্ষ যাবৎ মনো
হারিণী পত্নীর সহিত প্রফুল্লমনে রমণ
করিলেন। একদা সেই ব্রহ্ম দম্পতি মুদিত-
মনে সেই গিরিগুহায় বসিয়া আছেন, এমন
সময়ে বসিষ্ঠ ও ব্রহ্মদেব প্রভৃতি বহু বিমল-
চেতা মহর্ষি পুণ্যতীর্থ সকল পর্য্যটন প্রসঙ্গে
সেই গিরিগুহায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
ব্রহ্ম গৌতম ভার্য্যার সহিত সেই সকল মহর্ষি-
দিগের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া
তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সংকার করিলেন।
সমাগত মহর্ষিদিগের মধ্যে ঋষীরা বাল্য-
ভাবাপন্ন কিম্বা যৌবনোন্নত অথবা প্রৌঢ়
ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই

ব্রহ্মাং চ গৌতমঃ প্রেক্ষ্য জহস্তুস্তত্র কেচন ॥ ৪৫

ঋষয় উচুঃ ।

পুত্রোহয়ং তব পৌত্রো বা ব্রহ্মে কো গৌতমো-
হভবৎ ।

সত্যং বদন্ত কল্যাণি ইত্যোবঃ জহস্তুর্ষিজাঃ ॥ ৪৬

বিষয়ঃ ব্রহ্মস্য যুবতী ব্রহ্ময়া অমৃতং যুবা ।

ইষ্টানিষ্টসমাযোগো দৃষ্টোহস্মাভিরহো চিরাৎ

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যোবমুচিরে কেচিদম্পত্যোঃ শৃণ্বতোস্তদা ।

এবমুক্তা কৃতাতিথ্যা যযুঃ সর্বে মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৮

ঋষীণাং বচনং শ্রুত্বা উভাবপি স্তুত্বাতিথৌ ।

লজ্জিতৌ চ মহাপ্রাজ্ঞৌ গৌতমো ভার্য্যয়া সহ

পপ্রচ্ছ মুনিশার্দূলমগস্ত্যয়ম্বিসত্তমম্ ॥ ৪৯

গৌতম উবাচ ।

কো দেশঃ কিমু তীর্থং বা যত্র শ্রেয়ঃ সমাপ্যতে
শীঘ্রমেব মহাপ্রাজ্ঞ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ৫০

ব্রহ্মাকে এবং সেই সুভগ-সুন্দর গৌতমকে
দেখিয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। তখন
অন্যান্য ঋষিগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মে! এই
গৌতম তোমার কে হন, ইনি তোমার
পুত্র কিম্বা পৌত্র বটেন? হে কল্যাণি!
সত্য করিয়া বল; আমাদের সমভিব্যাহারী
দ্বিজগণ এই অন্তই হাস্ত করিয়াছেন। ব্রহ্ম
জনের পক্ষে যুবতী বিষহানীয়া; পরন্তু ব্রহ্মা
স্ত্রীর যুবা পুরুষ অমৃতস্বরূপ। কিন্তু অহো!
অজ্ঞ বহুদিন পরে আমাদের চক্ষে ইষ্ট এবং
অনিষ্টের সম্যক যোগ দৃষ্ট হইল! ৩৫—৪৭।
ব্রহ্মা বলিলেন,—সমাগত মহর্ষিদিগের মধ্যে
কেহ কেহ তখন সেই দম্পতির সমক্ষেই
এই সকল কথা কহিলেন। পরে সকল মহর্ষিই
অতিথিসংকার প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থান করি-
লেন। অনন্তর সেই মহাপ্রাজ্ঞ দম্পতি
ঋষিদিগের ঐ কথা শুনিয়া উভয়েই স্তুতি
এবং লজ্জিত হইলেন। তখন ব্রহ্ম গৌতম
মুনিপ্রেরিত অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে
মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি বলুন,—এমন কোন দেশ
বা কোন তীর্থ আছে, যেখানে গেলে শ্রেয়

অগস্ত্য উবাচ ।

বদন্তির্মুনিভির্ব্রহ্মণ্যঃ ক্রতমিদং বচঃ ।
সর্বৈ কামান্তত পূর্ণা গোতম্যাং নাত্র সংশয়ঃ ॥
তস্মাদগচ্ছ মহাবুদ্ধে গোতমোঃ পাপনাশিনীম্ ।
অহং ত্বামবুধ্যাম্যস্মি যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বাগস্ত্যবাক্যং বুদ্ধয়া গোতমোহভ্যাগাৎ
তত্র তেপে তপস্তীত্রং পত্ন্যা স ভগবানৃষিঃ ॥ ৫৩
ভৃতিং চকার দেবশ্চ শস্ত্রোবিকোস্তথৈব চ ।
গঙ্গাকং ক্রোধয়ামাস ভাৰ্য্যার্থং ভগবানৃষিঃ ॥ ৫৪

গোতম উবাচ ।

খিন্নাত্মনামত্র ভবে ত্বমেব শরণং শিব ।
মক্ৰভূমাবধ্বগানাং বিটপীব প্রিয়াযুতঃ ॥ ৫৫
উচ্চাবচানাং ভূতানাং সৰ্ব্বথা পাপনোদনঃ ।
শস্ত্রানাং ঘনবৎ কৃষ্ণ হ্রমবগ্রহশোষণাম্ ॥ ৫৬
বৈকুণ্ঠহর্গনিঃশ্রেণিস্থং পৌণ্ড্রতরঙ্গিনী ।

লাভ করা যায় এবং সহরই ভুক্তি-মুক্তি
সম্প্রদিত হয় ? অগস্ত্য কহিলেন,—হে ব্রহ্মণ !
পূর্বে আমি মুনিগণের মুখে এই কথা শুনি-
য়াছি যে, গোতমীতীরে গমন করিলে নিশ্চয়ই
সর্ব কামনা পূর্ণ হয় । অতএব হে মহাবুদ্ধে !
আপনি পাপনাশিনী গোতমীতেই গমন
করুন । আমি আপনার অনুগমন করিতেছি ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া
বুদ্ধা সহ গোতম গোতমীতে গমন করিলেন ।
তথায় গিয়া তিনি পত্নীসহ তীত্র তপস্তা করি-
লেন । তখন সেই ভগবান্ ঋষি শস্ত্র ও
বিষ্ণুকে স্তব করিয়া গঙ্গাকে প্রসন্ন করি-
লেন । তিনি বলিলেন,—হে শিব ! এ
ভাবে যাহাদের আত্মা খিন্ন হইয়াছে, মক্ৰ-
ভূমির মধ্যগায়ী জনগণের পক্ষে বিটপীর
স্তায় আপনিই প্রিয়া সহ তাহাদের একমাত্র
আশ্রয় । হে কৃষ্ণ ! অনাবৃষ্টি-দগ্ধ শস্ত্রশ্রেণীর
পক্ষে ঘনগমের স্তায় আপনিই একমাত্র
উত্তম, মধ্যম ও অধমশ্রেণীস্থ ভূতবৃন্দের
সর্বথা তাপহর্তা । আর হে গোতমি !
তুমি পৌণ্ড্রতরঙ্গিনীরূপে বৈকুণ্ঠ-হর্গ

অধোগতামাং তপ্তানাং শরণং তব গোতমি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তপ্তাবদম্বাক্যং গোতমং বুদ্ধয়া যুতম্ ।
শরণাগতদীনান্ত-শরণ্যা গোতমৌ মুদা ॥ ৫৮
গোতম্যুবাচ ।

অভিষিক্তস্ত ভাৰ্য্যাং স্বং মজ্জলৈর্বহসংযুতৈঃ ।
কলশৈরুপচারৈশ্চ ততঃ পত্নী তব প্রিয়া ॥ ৫৯
সুরূপা চাক্রসর্বাঙ্গী সূতগা চাক্রলোচনা ।
সকলক্ষণসম্পূর্ণা রম্যরূপমবাপ্যতি ॥ ৬০
রূপবত্যা পুনস্তং বৈ ভাৰ্য্যা চাভিষেচিতঃ ।
সকলক্ষণসম্পূর্ণঃ কান্তং রূপমবাপ্যসি ॥ ৬১

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষতি গাঙ্গবচনাদ্যথোক্তং তো চ চক্রতুঃ ।
সুরূপতামুভৌ প্রাপ্তৌ গোতম্যাস্ত প্রসাদতঃ ॥
অভিষেকোদকং যচ্চ সা নদী সমজায়ত ।
তস্তা নাস্তা তু বিখ্যাতা বুদ্ধায়া মুনিসত্তম ॥ ৬৩
বুদ্ধা নদীতিবিখ্যাতা গোতমোহপি তথোচ্যতে

করিয়া আসিয়া অধোগত সন্তপ্ত জনগণের
আশ্রয়-দায়িনী হও । ব্রহ্মা বলিলেন,—
অনন্তর শরণাগত দীনজনের আর্তিহারিণী
গোতমী সেই কথায় তুষ্ট হইয়া বুদ্ধা সহ
গোতমকে বলিলেন,—তুমি কলসে করিয়া
মন্দীয় মজ্জপুত জল লইয়া ও নানা উপচার
দিয়া তোমার ভাৰ্য্যাকে অভিষেক কর ।
দেখিবে,—তোমার পত্নী তখন প্রিয়া,
সুরূপা, সূচাক্রদেহা, সূতগা, সুলোচনা
ও সকল সুলক্ষণযুতা হইয়া রম্য রূপ
লাভ করিবে । অনন্তর তোমার ঐ রূপবতী
ভাৰ্য্যা তোমায় পুনরায় অভিষেক করিলে
তোমারও সর্ব সুলক্ষণপূর্ণ কমনীয়তম রূপ
প্রাপ্তি ঘটিবে । ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন
সেই দম্পতি গঙ্গার কথানুসারে তাহাই
করিলেন । তাঁহারা গোতমীপ্রসাদে সূ-
রূপিতা প্রাপ্ত হইলেন । তৎকালে তাঁহাদের
অভিষেকজল হইতে বুদ্ধার নামানুসারে
বুদ্ধানায়ী এক বিখ্যাত নদী প্রতিষ্ঠিত হইল
এবং প্রতিবেশী ঋষিগণ কর্তৃক সেই গোতম-

বৃদ্ধগৌতম ইত্যুক্ত ঋষিভিঃ সমবাসিভিঃ ।

বৃদ্ধা তু গৌতমীং প্রাহ গঙ্গাঃ প্রত্যক্ষরূপিণীম্
বৃদ্ধোবাচ ।

যম্মারীষঃ নদী দেবি বৃদ্ধা চেত্যাভিধীয়তাম্ ।

তুয়া চ সঙ্গমস্তান্তান্তান্তীর্থমবুদ্ভবম্ ॥ ৫৫

ক্লগসৌভাগ্যসম্পত্তিপুত্রপৌত্রপ্রবৰ্দ্ধনম্ ।

আয়ুরারোগ্যকল্যাণং জয়প্রীতিবিবৰ্দ্ধনম্ ।

স্নানদানাদিহোমৈশ্চ পিতৃণাং পাবনং পরম্ ॥ ৬৬

বৃদ্ধোবাচ ।

অভিত্যাহ চ তাং গঙ্গা সুবৃদ্ধাঃ গৌতমপ্রিয়াম্

গৌতমস্থাপিতং লিঙ্গং বৃদ্ধানামৈব কীর্তিতম্ ॥ ৬৭

তত্রৈব চ মুদং প্রাপ্তো বৃদ্ধয়া যুনিসন্তমঃ ।

তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥ ৬৮

ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং বৃদ্ধাসঙ্গমমুচ্যতে ॥ ৬৯

ইতি শ্রীভাষ্ক্রে বৃদ্ধাসঙ্গমতীর্থবর্ণনং নাম

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৭

নন্দনও বৃদ্ধ গৌতম নামে অভিহিত হই-
লেন। অনন্তর প্রত্যক্ষ-রূপিণী গৌতমী
গঙ্গাকে উদ্দেশ্য করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—হে
দেবি! আমার নামানুসারে এই নদী বৃদ্ধা
নামে অভিহিত হউক এবং আপনার সহিত
যেখানে ইহার সঙ্গম ঘটিয়াছে, সেই স্থান
সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থমধ্যে পরিগণিত হউক। এই
সঙ্গমে স্নান, দান ও হোমাদির অনুষ্ঠানে
পিতৃগণের পরম পবিত্রতা এবং মানবদিগের
রূপ, সৌভাগ্য, সম্পত্তি, পুত্র, পৌত্র, আয়ু,
আরোগ্য, কল্যাণ, জয় ও প্রমোদ প্রবৰ্দ্ধিত
হউক। বৃদ্ধা বলিলেন,—তৎশ্রবণে গঙ্গা
গৌতমপ্রিয়া বৃদ্ধাকে ‘তথাহ’ বলিয়া সম্মতি
জানাইলেন। অত্রত্য গৌতম-স্থাপিত লিঙ্গ
বৃদ্ধার নামানুসারে বৃদ্ধেশ্বর নামে কীর্তিত
হইল। বৃদ্ধার সহিত যুনিবর এইখানেই
প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানে স্নান,
দান করিলে সৰ্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। সেই
সময় হইতে এই তীর্থ বৃদ্ধাসঙ্গম নামে অভি-
হিত হইতে লাগিল। ৪৮—৬৯।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৭।

অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বৃদ্ধোবাচ ।

ইলাতীর্থমিতি খ্যাতং সৰ্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ।

ব্রহ্মহত্যাাদিপাপানাং পাবনং সৰ্ব্বকামদম্ ॥ ১

বৈবস্বতাৰয়ে জাত ইলো নাম জনেশ্বরঃ ।

মহত্যা সেনয়া সার্কং জগাম যুগয়াবনম্ ॥ ২

পরিব্রাজ্য গহনং বহুব্যালসমাকুলম্ ।

নানাকারদ্বিজযুতং বিটপৈঃ পরিশোভিতম্ ॥ ৩

বনেচরং নৃপশ্রেষ্ঠো যুগয়াগতমানসঃ ।

তত্রৈব মতিমাধস্ত ইলোহমাত্যানথাববৌ ॥ ৪

ইল উবাচ ।

গচ্ছন্ত নগরং সৰ্ব্বৈ মম পুত্রেণ পালিতম্ ।

দেশং কোশং বলং রাজ্যং পালয়ন্ত পুনশ্চ তম্

বসিষ্ঠোহপি তথা যাতু আদায়াগ্নীন্ পিতের নঃ

পত্নীভিঃ সহিতো ধীমানরণ্যেহহং বসাম্যথ ॥ ৬

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

বৃদ্ধা কহিলেন,—বিখ্যাত ইলাতীর্থ নর-
গণের সর্ব-সিদ্ধি-প্রদ। এই তীর্থমাহাত্ম্যে
ব্রহ্মহত্যাাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র
হওয়া যায়। বৈবস্বত বংশে ইল নামে এক
নরপতি ছিলেন। তিনি একদা প্রচুর
সেনাবল সহ যুগয়ার্থ বনে গমন করিলেন।
নানাবিধ বিহঙ্গমযুত, বহু-বিটপি-মণ্ডিত, বহু-
ব্যাল-সমাকুল শিবিড় বনে ভ্রমণ করিতে
করিতে সেই নরপতির মন যুগয়াতেই
আসক্ত হইল। তিনি তাহাতেই সৰ্বদা
মনোনিবেশ করিলেন। এবং সমভিব্যাহারী
অমাত্যবর্গকে বলিলেন,—আপনারা সক-
লেই রাজধানীতে কিরিয়া যাউন; আমার
পুত্র এক্ষণে রাজ্য, কোষ ও বল-বাহনে
নিযুক্ত আছেন। আপনারা গিয়া পুনরায়
সেই সকলের সম্যক পালন-ভার গ্রহণ
করুন। ধীমান বশিষ্ঠ অগ্নিসমূহ লইয়া
যদীয় পত্নীগণ সহ পিতার স্থায় প্রতিগমন
করুন। আমি যুগয়ানীল আরণ্য-ভোগ-

অরণ্যভোগভূগুণিষ্ঠ বাজিবারণমাহুযৈঃ ।
মৃগয়াশীলিভিঃ কৈশিচদ্যন্ত সৰ্ব ইতঃ পুরীম ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা যযুস্তেহপি অয়ং প্রায়াচ্ছনৈর্গিরিষ ।
হিমবন্তঃ রতুময়ঃ বসন্তত্র ইলো নৃপঃ ॥ ৮
দদর্শ কন্দরং তত্র নানারত্নবিচিত্রিতম্ ।
তত্র যক্ষেশ্বরঃ কশিৎ সমন্যুরিতি বিজ্ঞতঃ ॥ ৯
তস্মা ভার্য্যা সমানারী তর্জ্বতপরায়াণা ।
তস্মিন্ বসত্যসৌ যক্ষো রমণীয়ে নগোত্তমে ॥
মৃগরূপেণ ব্যচরন্ত্যার্য্যা স মহামতিঃ ।
স্বৈচ্ছয়া স্ববনে যক্ষঃ ক্রৌড়তে নৃত্যগীতকৈঃ ॥ ১১
ইখং স যক্ষো জানাতি মৃগরূপধরোহপি চ ।
ইলন্ত তং ন জানাতি কন্দরং যক্ষপালিতম্ ॥ ১২
যক্ষস্ত গোহং বিপুলং নানারত্নবিচিত্রিতম্ ।
তজোপবিষ্টো নৃপতির্দ্রহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ১৩
বাসকক্ষে স তত্রৈব গোহে যক্ষস্ত ধীমতঃ ।

ভাগী কতিপয় বাজী, বারণ ও মনুষ্যসহ একাকী এখানে বাস করিব। এতদ্বিধ অপর সকলেই এখানে হইতে প্রশ্নান করুক। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজার আদেশে সম্মত হইয়া সকলেই রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন রাজাও ধীরে ধীরে রতুময় হিমালয়-শৈলে প্রয়াণপূর্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার বাসস্থানের সন্নি-
কটে একটি নানা-রত্নে চিত্রিত সুন্দর কন্দর দর্শন করিলেন। ঐ কন্দরে সমন্য নামে এক বিখ্যাত যক্ষেশ্বর বাস করিত। উহার ভার্য্যার নাম সমা। সমা পতিব্রত-
পরায়াণা। যক্ষরাজ এই রমণীয় নগরে বাস করত কখন মৃগরূপ ধারণপূর্বক ভার্য্যার সহিত স্বৈচ্ছাক্রমে বিচরণ করিত এবং কখন বা নৃত্যগীতাদি দ্বারা আপন বনে ক্রৌড়া করিত। যক্ষ মৃগরূপ ধারণ করিয়াও সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল। রাজা ইল কিন্তু সেই কন্দর যক্ষপালিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। তিনি যক্ষের সেই নানা-
রত্ন-খচিত বিপুল গৃহে প্রচুর সেনাবল সহ

স যক্ষোহধর্ম্যকোপেন ভার্য্যয়া মৃগরূপযুক্ত ॥ ১৪
ইলং জেতুং ন শক্নোমি যাচিতো ন দদাতি চ ।
হতং গোহং মমানেন কিং করোমীত্যচিন্তয়ৎ ।
মুখি মন্তঃ কথং হন্তাং চেতি স্থিত্বা স যক্ষরাষ্ট্র
আত্মীয়ান্ প্রেষয়ামাস যক্ষান্ শূরান্ধনুর্ধরান্ ॥
যক্ষ উবাচ ।

যুদ্ধে স্থিত্বা চ রাজানমিলমুক্ততদস্তিনম্ ।
গুহাদযথাক্রমে যাতি মম তৎ কর্তুমর্থম্ ॥ ১৭
ব্রহ্মোবাচ ।

যক্ষেশ্বরস্ত তদাক্যাদ্যক্ষান্তে যুদ্ধদুর্দ্দদাঃ ।
ইলং গহাক্রবন্ সর্কে নির্গচ্ছান্মাদ্গুহাগয়াৎ ।
ন চেদ্যুদ্ধাৎপরিভ্রষ্টঃ পলায়া ক গমিষ্যসি ।
তদ্যক্ষবচনাৎকোপাদ্যুদ্ধঃ চক্রে স রাজরাষ্ট্র ॥
স্থিত্বা যক্ষান বহুবিধানুবাস দশ শর্করীঃ ।

বাস করিলেন। যক্ষরাজ ঐ সময় ভার্য্যাসহ মৃগরূপে অবস্থান করিতেছিল, সে রাজার এই অসঙ্গত ব্যাপারে কুপিত হইয়া ভাবিল,—এই ইলরাজকে আমি বলপ্রয়োগে জয় করিতে পারিব না এবং প্রার্থনা করিলেও ইনি সহজে আমার গৃহ আমাকে ছাড়িয়া দিবেন না। দেখিতেছি, ইনি আমার গৃহ হরণ করিয়া লইলেন। কিন্তু আমি এখন কি করি? যুদ্ধে ইহাকে কি করিয়া বিনষ্ট করি? যক্ষরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার আত্মীয় ধনুর্ধর শূর যক্ষদিগকে রাজসমীপে প্রেরণ করিল এবং বলিল,—হে আত্মীয়গণ! তোমরা মদোদ্ধত ইল-
রাজকে জয় করিয়া যাহাতে সে আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র চলিয়া যায়, এরূপ বিধান কর। ১৫—১৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—যক্ষরাজের বাক্যানুসারে রণদুর্দ্দদ যক্ষগণ ইলরাজের নিকট গিয়া বলিল,—ওহে ভূমি আমাদের গুহাগৃহ হইতে নির্গত হও। নতুবা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোথায় পলায়ন করবে? ইলরাজ যক্ষবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে যক্ষ-
গণ পরাজিত হইল। তিনি দশরাতি

যক্ষেশ্বরো যুগো ভূত্বা ভাৰ্য্যাপি বনে বসন ।
হৃতগেহো বনং প্রাপ্তো হৃতভূত্যাঃ স যক্ষিনীম্ ।
প্রাহ চিন্তাপরো ভূত্বা যুগীকূপধরাং প্রিয়াম্ ॥ ২১
যক্ষ উবাচ ।

রাজ্যায়ঃ হৃদ্যনাঃ কাস্তে ব্যাসনাসক্তমানসঃ ।
কথমায়াত বিপদং ততোপায়ো বিচিন্ত্যতাম্ ॥
পাপার্দ্ধিব্যসনাস্তানি রাজ্যান্তখিলভূভুজাম্ ।
প্রাপয়োমাবনঃ সুকুমারী ভূত্বা মনোহরা ॥ ২৩
প্রবিশেত্তত্র রাজ্যায়ঃ স্ত্রী ভবিষ্যত্যসংশয়ম্ ।
করনীয়ং ত্বয়া ভদ্রে ন চৈতদযুজ্যতে মম ।
অহং তু পুরুষো যেন ত্বং পুনঃ স্ত্রী চ যক্ষিনী ॥
যক্ষিন্যুবাচ ।

কথং ত্বয়া ন গন্তব্যমুমাবনমমুত্তমম্ ।
গতেহপি ত্বয়ি কো দোষস্তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ ॥
যক্ষ উবাচ ।
হিমবৎপৰ্বতশ্রেষ্ঠ উময়া সহিতঃ শিবঃ ।

বাস করিলেন । এদিকে যক্ষেশ্বর যুগ হইয়া
যুগীভাৰ্য্যার সহিত বনে বনে বাস করিতে
লাগিল । সে হৃতগৃহ, হৃতভূত্যা, ও বনগত
হইয়া চিন্তাক্রান্ত মনে যুগকপিনী প্রণয়িনী
যক্ষিনীকে বলিল,—প্রিয়ে! এই যুগয়াসক্ত-
চিত্ত হৃষ্টমনা রাজা কিরূপে এখানে আসিল?
কিছুণেই বা উহার বিপদ ঘটতে পারে?
সে বিষয়ে একটা উপায় স্থির কর । সকল
ভূপালেরই রাজ্য, পাপ ও ব্যসনাধিক্যে
বিনষ্ট হইয়া থাকে । অতএব তুমি মনো-
হারিনী যুগী হইয়া এই রাজাকে উমাবনে
উপনীত কর । রাজা সে বনে প্রবেশমাত্রই
নিশ্চয় স্ত্রী হইবে । হে ভদ্রে! তোমারই
ইহা কর্তব্য । আমার দ্বারা ইহা হইবে না ।
তুমি এইরূপ করিবার পর পুনর্বার যক্ষিনী
হইবে এবং আমিও যেমন ছিলাম, তেমন
যক্ষপুরুষ হইব । যক্ষিনী বলিল,—তুমি কিজন্ত
উমাবনে যাইবে না? তোমার গমনে দোষ
কি? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া
বল । যক্ষ কহিল,—একদা উমা সহ শিব
দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া হিমালয়পৃষ্ঠে

দেবৈর্গণৈরমুত্তমো বিচরণ যথাসুখম্ ।
পার্বতী শঙ্করং প্রাহ কদাচিত্ত্বহসি স্থিতম্ ॥ ২৬
পার্বত্যুবাচ ।
স্ত্রীণামেষ স্বভাবোহস্তি রতং গোপায়িতং ভবেৎ
তথ্যানে নিয়তং দেশমাজ্জয়া রক্ষিতং তব ॥ ২৭
দোহ মে ত্রিদশেশান উমাবনমিতা জতম্ ।
বিনা ত্বয়া গণেশেন কার্ত্তিকেয়েন নন্দিনা ॥ ১৮
যন্তত্র প্রবিশেন্নাথ স্তোহং তন্ত ভবেদিত ॥ ২৯
যক্ষ উবাচ ।

ইত্যাজোমাবনে দত্তা প্রসন্নেনৈন্দুমৌলিনা ।
কিং করোমি পুমান কাস্তে ত্বয়া প্রণয়নার্দিতঃ ॥
তস্মান্ময়া ন গন্তব্যমুমায়া বনমুত্তমম্ ॥ ৩০
ব্রহ্মোবাচ ।

তত্ত্বত্ববচনং শ্রুত্বা যক্ষিনী কামরূপিনী ।
যুগী ভূত্বা বিশালাক্ষী ইলস্ত পুরতোহভবৎ ॥
যক্ষস্ত সংস্থিতস্তত্র দদর্শেনো যুগীং তদা ।
যুগয়াসক্তচিত্তো বৈ যুগীং দৃষ্টা বিশেষতঃ ॥ ৩২
এক এব ত্বয়াকটো নির্যযৌ তাং যুগীমবু ।

যথাসুখে বিচরণ করিতেছিলেন । তখন
পার্বতী শঙ্করকে নির্জনে বলিলেন,—
প্রতিব্যাপার গোপন করিতে হয়, ইহাই
স্ত্রীজাতির স্বভাব । অতএব হে ত্রিদশ-
পতে । তোমার আজায় সুরক্ষিত একটা
প্রদেশ আমায় দান করুন । ঐ প্রদেশ
উমাবন নামে বিখ্যাত হউক । তুমি, গণেশ,
কার্ত্তিকেয় এবং নন্দী ব্যতীত সে বনে আর
যে পুরুষ প্রবেশ করিবে, তাহার স্ত্রী প্রাপ্তি
হইবে । যক্ষ কহিল,—চন্দ্রমৌলি প্রসন্ন
হইয়া উমাবন সঙ্কে এইরূপই আদেশ
প্রদান করেন । সুতরাং হে কাস্তে! আমি
পুরুষ হইয়া সেখানে গিয়া কি করিব?
আমার সে বনে গমন কোন ক্রমেই কর্তব্য
নহে । ১৮—৩০ । ব্রহ্মা বলিলেন,—তত্ত্বার
বাক্য শুনিয়া কামরূপিনী যক্ষিনী যুগী হইয়া
ইল-রাজ্যের পুরোভাগে বিচরণ করিতে
লাগিল । যক্ষ অদূরে অবস্থান করিল । রাজ
সেই যুগীকে দেখিলেন । তাহার চিত্ত যুগয়া

সাক্ষরত শনৈস্তং তু রাজানং যুগ্মাকুলম্ ॥৩৩
শনৈর্জগাম সা তত্র যজ্ঞমাবনমুচ্যতে ।
অদৃষ্টা তু যুগী তন্মৈ দর্শয়ন্তী কচিৎ কচিৎ ॥৩৪
তিষ্ঠন্তী চৈব গচ্ছন্তী ধাবন্তী চ বিতীতবৎ ।
হরিনী চপলাক্ষী সা তমাকর্ষজ্ঞমাবনম্ ॥ ৩৫
অহুপ্রাপ্তো হযাক্রুতস্তৎপ্রাপ স উমাবনম্ ।
উমাবনং প্রবিষ্টঃ তং জাহ্না সা যক্ষিনী তদা ॥
যুগীকপং পরিত্যজ্য যক্ষিনী কামরূপিনী ।
দিব্যরূপং সমাহায় চাশোকতরুসন্নিধৌ । ৩৬
তচ্ছাখানবিতকরা দিব্যগন্ধানুলেপনা ।
দিব্যরূপধরা তসী কৃতকার্ধ্যা সমা তদা ॥ ৩৮
হসন্তী নৃপতিং প্রেক্ষ্য শ্রান্তঃ হয়গতঃ তদা ।
যুগীমালোকয়ন্তঃ তং চপলাক্ষমিলং তদা ॥ ৩৯
ভর্তৃবাক্যমশেষেণ স্মরন্তী প্রাহ ভূমিপম্ ॥৪০
সমোবাচ ।
হযাক্রুতাবলা তবি ক একৈব তু গচ্ছসি ।*

সক্ত ; সুতরাং যুগীকে দেখিবামাত্র একাকী
অস্বায়েহণে যুগীর পশ্চাৎ ধাবন করিলেন ।
যুগী যুগ্মাশীল রাজাকে ধীরে ধীরে তৎপ্রতি
আকৃষ্ট করিয়া লইয়া চলিল । ক্রমে সেই যুগী
উমাবনে উপনীত হইল । সেখানে গিয়া সে
কখন কখন দৃশ্য এবং কখন বা অদৃশ্য হইতে
লাগিল । সেই চপলাক্ষী হরিনী কখন থাকে,
কখন যায়, এবং কখন বা শক্তিতার শ্রায়
ধাবিত হয় । যক্ষিনী যখন বুঝিল, রাজা
উমাবনে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন সে তাহার
যুগীকপ পরিহারপূর্বক পুনরায় কামরূপিনী
যক্ষিনী হইল । যক্ষিনী দিব্যরূপ ধারণ করিয়া
একটী অশোকতরুর নিকটে থাকিয়া কর
দ্বারা তদীয় শাখাবিশেষ ধরিয়া দাঁড়াইয়া
রহিল । তাহার গাত্র দিব্য সন্ধে অহুলিপ্ত
এবং দেহ দিব্যরূপে উদ্ভাসিত । সেই তসী
যক্ষিনী কৃতকার্ধ্য হইয়া অযাক্রুত, শ্রান্ত, নর
পতিকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল এবং সেই
চপলাক্ষ ইল ভূপালকে লক্ষ্য করিয়া ভর্তৃ-
বাক্য স্মরণপূর্বক বলিল,—হে তবি ! তুমি
জাহ্না হইয়া অস্বায়েহণে একাকিনী কোথায়

পুরুষন্ত চ বেপেণ ইলে কমমুযাস্তসি ॥ ৪১
ব্রহ্মোবাচ ।
ইনেতি বচনং ব্রহ্মা রাজাসৌ ক্রোধমুজ্জিতঃ ।
যক্ষিনীং তৎসংযিহাসৌ তামপৃচ্ছনয়নীঃ পুনঃ ॥
তথাপি যক্ষিনী প্রাহ ইলে কিমমুবাচসে ।
ইনেতি বচনং ব্রহ্মা ধৃতচাপো ব্যহিতঃ ॥ ৪৩
কুপিতো দর্শয়ামাস ত্রৈলোক্যবিজয়ী ধমুঃ ।
পুনঃ সা প্রাহ নৃপতিং মহাত্মানমিলে স্বয়ম্ ॥৪৪
প্রেক্ষ্য পশ্চাত্মা ব্রহ্মি অসত্যং সত্যবাদিনীম্
তদা চালোকয়জাজ্ঞা স্তনৌ ভুজৌ ভুজান্তরে ॥
কিমিদং মম সজ্ঞাতমিত্যেবং চকিতোহতবৎ ॥
ইলোবাচ ।
কিমিদং মম সজ্ঞাতং জানীতে ভবতী ক্ষুটম্ ।
বদ সর্বং যথাতথ্যং ত্বং কা বা বদ সুব্রতে ॥
যক্ষিন্যুবাচ ।
হিমবৎকন্দরশ্রেষ্ঠে সমমু্যর্বসতে পতিঃ ।

যাইতেছ ? হে ইলে ! তুমি পুরুষের বেশে
কাহার সন্ধানে চলিয়াছ ? ৩১—৪১ । ব্রহ্মা
বলিলেন,—ইল রাজা তৎকালে ‘ইলে’ !
এইরূপ সন্দোধান-বাক্যে ক্রোধাক্রান্ত হইলেন
এবং যক্ষিনীকে ভৎসনা করিয়া তাহার কাছে
পুনরায় যুগীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ।
কিন্তু সেই যক্ষিনী তথাপি তাঁহাকে বলিল,—
ইলে ! তুমি কি দেখিতেছ ? রাজা আবার
‘ইলা’-সন্দোধান শুনিয়া কুপিত হইয়া ধমু-
দ্ধারণপূর্বক সেই যক্ষিনীকে লক্ষ্য করিয়া
দেখাইলেন । তখন পুনরায় যক্ষিনী কহিল,
—অয়ি ইলে ! তুমি নিজে নিজেকে অগ্রে
দেখ, পরে আমাকে অসত্য বা সত্যবাদিনী
বলিও । যক্ষিনীর কথায় রাজা তখন যেমন
আপন অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি
দেখিলেন, ভুজান্তরে তাঁহার দুইটি ভুজ স্তম
উদ্ভিন্ন হইয়াছে । রাজা তখন ‘একি হইল’
বলিয়া চকিত হইলেন ! ইলা বলিলেন,—
আমার একি হইল, তুমি অবশ্যই ইহার কারণ
বিবরণ বিদিত আছ,হে সুব্রতে ! সত্য বলিয়া
সকল কথা বল । আমি বল—তুমিই

যক্ষাণামধিপঃ স্রীমাংস্তদার্থ্যাহং তু যক্ষিনী ॥৪৮
 যৎকন্দরে ভবান্ রাজা তুপবিষ্টঃ সুনীতলে ।
 যন্ত যক্ষা হতা মোহাবয়া হি সঙ্গরং বিনা ॥ ৪৯
 ততোহহং নির্গম্য তে যুগী ভূত্বা উমাবনম্ ।
 প্রবিষ্টা ত্বং প্রবিষ্টোহসি পুরা প্রাহ মহেশ্বরঃ ॥
 যন্ত্বত্র প্রবিশেনন্দঃ পুমান্ স্রীহমবাপ্যতি ।
 তস্মাৎ স্রীহমবাপ্তোহসি ন ত্বং কুংখিতুমর্হসি ॥
 প্রৌঢ়োহপি কোহত্র জানাতি বিচিত্র-
 ভবিতব্যতাম্ ॥ ৫১

ব্রহ্মোবাচ ।

যক্ষিনীবচনং শ্রুত্বা হযাকুটস্তদাপতৎ ।
 তমাশ্বাস্ত পুনঃ সৈব যক্ষিনী বাক্যমববীৎ ॥৫২
 যক্ষিণ্যবাচ ।
 স্রীত্বং জাতং জাতমেব ন পুংস্বং কৰ্ত্তুমর্হসি ।
 গৃহাণ বিজ্ঞাং স্রীযোগ্যাং নৃত্যং গীতমলঙ্কতিম্

কে? যক্ষিনী কহিল,—হিমালয়ের সুন্দর
 কন্দরে মদীয় পতি যক্ষরাজ সুমহু্য বাস
 করেন। আমি তাঁহার পত্নী যক্ষিনী। রাজন!
 যে সুনীতল কন্দরে আপনি উপবিষ্ট ছিলেন
 এবং যথায় আপনি বিনা যুদ্ধে মোহক্রমে
 বহু যক্ষ বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই কন্দর
 আমাদেরই ছিল। আপনার আচরণে
 তখন আমি যুগী হইয়া উমাবনে প্রবেশ করি।
 আপনিও আবার অনুধাবন করিয়া এখানে
 প্রবেশ করেন। পুরাকালে মহেশ্বর এই
 বন সঙ্গ্রে বলিয়াছিলেন,—যে কোন মন্দ
 পুরুষ এখানে প্রবেশ করিবে, তাহারই স্রীত্ব
 প্রাপ্তি ঘটবে। আপনি এই জন্তই স্রীত্ব
 প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরন্তু এজন্ত কুংখ করি-
 বেন না। কেন না, বিচিত্র ভবিতব্যতার
 গতি কেহই জানিতে পারে না। ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—অশাকুট রাজা যক্ষণীর বাক্য শুনিয়া
 অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। তখন যক্ষিনী
 তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—রাজন! স্রীত্ব
 জন্মিয়াছে, ইহার অন্তথা হইবে না এবং
 কেহই আপনাকে পুরুষ করিয়া দিতেও
 পারিবে না। অতএব স্রীজনোচ্চিত বিজ্ঞা—

স্রীলালিত্যং স্রীবিলাসং স্রীকৃত্যং সর্বমেব তৎ
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইনা সর্বমথাবাপ্য যক্ষিনীং বাক্যমববীৎ ॥৫৩
 ইলোবাচ ।

কো বা ভর্তা কিং তু কৃত্যং পুনঃ পুংস্বং
 কথং ভবেৎ ।

এতদদশ কল্যাণী কুংখার্তায়া বিশেষতঃ ॥
 আর্ন্তানামার্তিশমনাক্ষেয়ো নাভ্যধিকং কচিৎ ॥
 যক্ষিণ্যবাচ ।

বুধঃ সোমসুতো নাম বনাদশ্মাচ্চ পূর্বতঃ ।
 আশ্রমস্তস্ত সুভগে পিতরং নিত্যমেষ্যতি ॥ ৫৬
 অনেনৈব পথা সোমং পিতরং স বুধো গ্রহঃ ।
 দ্রষ্টুং যাতি ততো নিত্যং নমস্কৰ্ত্তুং তথৈব চ ॥
 যদা যাতি বুধঃ শান্তস্তদাশ্মানং চ দর্শয় ।
 তং দৃষ্ট্বা ত্বং তু সুভগে সর্বকামানবাপ্যসি ॥৫৮
 ব্রহ্মোবাচ ।

তামাশ্বাস্ত ততঃ সূত্রযক্ষিণ্যস্তরধীয়ত ।

নৃত্য, গীত, ও অলঙ্কার গ্রহণ করুন এবং
 স্রী-লালিতা, স্রীবিলাস ও স্রী-কর্তব্য সকলই
 আপনার অবলম্বিত হউক। ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—ইনা সেই সকল প্রাপ্ত হইয়া যক্ষি-
 নীকে কহিলেন,—কে আমার ভর্তা? কি
 আমার কর্তব্য? এবং কিরূপেই বা আবার
 আমার পুংস্ব হইবে? অগ্নি কল্যাণি!
 আমি কুংখার্তা, আমার নিকট এ সকল ব্যক্ত
 কর। বিশেষতঃ আর্ন্তজনের আর্ন্তি শমন
 করা অপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ কিছুই নাই।
 যক্ষিনী কহিল,—অগ্নি সুভগে! এই স্থানের
 পূর্বদিকে সোমসুত বুধের আশ্রম বিদ্যমান।
 বুধ প্রত্যহই তাঁহার পিতা সোমের সহিত
 সাক্ষাৎ করিতে এই পথেই গমন করেন।
 পিতাকে দর্শন এবং নমস্কার করাই তাঁহার
 এইরূপ গমনের উদ্দেশ্য। তিনি যখন শান্ত-
 তাবে এই পথে গমন করিবেন, তখন তুমি
 আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁহাকে দেখাইও। হে
 সুভগে! সেই বুধের সাক্ষাৎ পাইলে তোমার
 সর্বকামনা পূর্ণ হইবে। ৪২—৫৮ । ব্রহ্মা

যক্ষিণী সা তমাচষ্ট যক্ষোহপি সুখমাপ্তবান ॥৫৯
ইনসৈন্তঃ চ তত্রাসীক্তগতঃ চ যথাসুখম্ ।
উমাবনহিতা চেন। গায়ন্তী নৃত্যতী পুনঃ ॥৬০
স্রীভাবমমুচেষ্টন্তী স্বরন্তী কৰ্ম্মণো গতিম্ ।
কদাচিৎ ক্রিয়মাণে তু ইলয়া নৃত্যকৰ্ম্মণি ॥ ৬১
তামপশ্চাদ্বুধো ধীমান্ পিতরঃ গন্তমুদ্যতঃ ।
ইলাঃ দৃষ্টা গতিং ত্যক্তা তামাগত্যা ববৌদ্বুধঃ
বুধ উবাচ ।

ভাৰ্যা ভব মম স্বহা সৰ্ব্বভাৰ্য্যং প্রিয়া ভব ॥ ৬২
ব্রহ্মোবাচ ।

বুধবাক্যমিলা তক্ত্যা অভিনন্দ্য তথাকরোৎ ॥
স্বহা চ যক্ষিণীবাক্যং ততস্তষ্টাভবমুনে ॥ ৬৪
বুধো রেমে তয়া প্রীত্যা নৌহা স্বস্থানমুক্তমম্ ।
সা চাপি সৰ্ব্বভাবেন তোষয়ামাস তং পতিম্ ॥
ততো বহতিথে কালে বুধস্তষ্টোহবদৎ প্রিয়ান্
বুধ উবাচ ।

কিং তে দেয়ং মম তদ্রে প্রিয়ং যন্ননসি হিতম্
ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বাক্যসমকালং তু পুত্রং দেহীত্যভাষত ।

বলিলেন,—সুন্দরী যক্ষিণী ইলাকে আশ্বাস
দিয়া অন্তর্দান করিল এবং নিজালয়ে উপ-
নীত হইয়া যক্ষের নিকট সকল ঘটনা ব্যক্ত
করিল । যক্ষ ইহাতে সুখানুভব করিল । ইল
ভূপালের যে সকল বলবাহন ছিল, সে সকল
যথেষ্ট প্রস্থান করিল । এদিকে ইলা উমাবনে
বস করিয়া যথাসুখে নৃত্যগীত করত ধর্ম্মের
গতি স্বরণপূর্ব্বক স্রীভাবের অম্লরূপ চেষ্টা
করিতে লাগিলেন । একদা ইলা নৃত্যকৰ্ম্মে
নিরতা হইলে পিতার প্রাস্তে গমনোদ্যত
বুধগ্রহ তাহাকে দেখিতে পাইলেন । তিনি
ইলাকে দেখিয়া আশনার গাত্রোধ করত
তাহার নিকট গিয়া বলিলেন,—তুমি সুখ
চিন্তে আমার ভাৰ্যা হও । তুমি আমার সৰ্ব্বা
পেক্ষাপ্রেমসী হইবে । ব্রহ্মা বলিলেন, ইলা
বুধের বাক্যে ভক্তির সহিত অভিনন্দন
করিয়া তাহাই করিল এবং যক্ষিণীর বাক্য
স্বরণপূর্ব্বক মনে মনে তুষ্ট হইল । পরে

ইলা বুধং সো যস্মতঃ প্রীতিমন্তঃ প্রিয়ং তথা ॥
বুধ উবাচ ।

অমোঘমেতন্মদীর্ঘ্যং তথা প্রীতিসমুদ্ভবম্ ।
পুত্রস্তে ভবিতা তস্মাৎ কত্রিয়ো লোকবিশ্রুতঃ
সোমবংশকরঃ শ্রীমানাদিত্য ইব তেজসা ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতিসমঃ কময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ৬৯
বৌর্ধোণাজো হরিরিব কোপেন হতভূগৃবধা ॥৭০
ব্রহ্মোবাচ ।

ভস্মিহ পদ্যামানে তু বুধপুত্রে মহান্মনি ।
জয়শক্চ সৰ্ব্বত্র তাসীচ্চ সুরবেশ্মনি ॥ ৭১
বুধপুত্রে সমুৎপন্নো তত্রাজগ্মুঃ সুরেশ্বরঃ ।
অহমপ্যাগমং তত্র যুদা যুক্তো মহামতে ॥ ৭২
জাতমাত্রঃ সূতো রাবমকরোৎ স পৃথুস্বরম্ ।
তেন সৰ্ব্বৈহপ্যাবোচন্ বৈ সঙ্গতা ঋষয়ঃ সুরাঃ

বুধ তাহাকে স্বস্থানে লইয়া গিয়া পরম
প্রীতিভরে তাহার সহিত রমণ করিতে
লাগিলেন । সেই ইলাও সৰ্ব্ব-প্রকারে পতি
বুধকে পরিতুষ্ট করিলেন । অনন্তর বহুকাল
অতীত হইলে একদা বুধ তুষ্ট হইয়া প্রিয়-
তমাকে বলিলেন, অগ্নি ভদ্রে ! তোমার
মনের বাসনা কি আছে; আমি তোমায় কি
দান করিব ? ব্রহ্মা বলিলেন, বুধ ঐ কথা
বলিবা মাত্র ইলা তৎক্ষণাৎ বলিলেন,
আমার একটি প্রীতিমান প্রিয় পুত্র দান
করুন । বুধ বলিলেন, আমার বৌর্ধ্য
অমোঘ, তহপরি আবার অতি প্রীতির সহিত
উদ্ভাবিত; সূতরাং ইহাতে তোমার এক
লোকাবশ্রুত কত্রিয় পুত্র উৎপন্ন হইবে । এই
শ্রীমান্ পুত্র সোমবংশধর হইবে এবং তেজ
আদিত্য, বুদ্ধিবলে বৃহস্পতি, কমায়
পৃথিবী, বৌর্ধো বিষ্ণু এবং ক্রোধে হতবহ ভুল্য
হইবে ॥৫৯—৭০॥ ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাত্মা
বুধপুত্র জন্মিবামাত্র সৰ্ব্বত্র সুরসদনে জয়ধ্বনি
উত্থত হইল । সুরেশ্বরগণ সমাগত হইলেন ।
হে মহামতে ! প্রীতিভরে আমিও তথায়
আসিলাম । বুধপুত্র জন্মিবামাত্র উচ্চ রস
করিতে লাগিল । তাহাতে তথায় যে সকল দেব

ব্রহ্মাং পুরুষ রবোহস্তোতি উন্মাদেয পুরুষবাঃ ।

স্বাদিত্যেবং নাম চক্ৰঃ সৰ্ব্বৈ সন্তুষ্টমানসাঃ ॥ ৭৪ ॥

বুদ্ধোহপ্যধ্যাপয়ামাস ক্ৰান্তবিদ্যাং সূতং শুভাম্

ধনুর্বেদং সপ্রয়োগং বুদ্ধঃ প্রাদাতদাত্মজৈ ॥ ৭৫ ॥

স নীত্রং বুদ্ধিমগমচ্চরুপক্ষে যথা শশী ।

স মাতরং হুঃখযুতাং সমীক্ষ্যলাং মহামতিঃ ॥

নমস্তাষ বিনীতাত্মা ইলামৈলোহব্রবীদিদম্ ॥ ৭৬ ॥

ঐল উবাচ ।

বুদ্ধো মাতর্যম পিতা তব ভর্তা প্রিয়স্তথা ।

অহং চ পুত্রঃ কৰ্ম্মণ্যঃ কস্মাত্তে মানসো জরঃ ॥

ইলোবাচ ।

সত্যং পুত্র বুদ্ধো ভর্তা ত্বং চ পুত্রো গুণাকরঃ ।

ভর্তৃপুত্রকৃতা চিন্তা ন মমাস্তি কদাচন ॥ ৭৮ ॥

তথাপি পূৰ্ব্বজং কিঞ্চিদুঃখং স্মৃতা পুনঃপুনঃ ।

চিন্তয়েয়ং মহাবুদ্ধে ততো মাতরমব্রবীৎ ॥ ৭৯ ॥

ঐল উবাচ ।

নিবেদয়স্ব মে মাতস্তদেব প্রথমং মম ॥ ৮০ ॥

ও ঋষি আসিয়াছিলেন, তাঁহার। বলিলেন,—
যেহেতু এই পুত্র পুরুষ অর্থাৎ বিপুল রব
করিতেছে, এইজন্য ইহার নাম পুরুষবা
হইবে। দেব-ঋষিরা সকলেই সন্তুষ্টমনে
ঐ নামধারণ করিলেন। স্বয়ং বুদ্ধ তাঁহাকে
কত্রিয়-বিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন এবং
সরহস্ত ধনুর্বেদ প্রদান করিলেন। পুরু-
ষবা ওরুপকীয় শশীর স্থায় দিন দিন বুদ্ধি
প্রাপ্ত হইলেন। একদা মহামতি পুরুষবা
মাতা ইলাকে হুঃখিতা দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক
বিনীতভাবে বলিলেন,—মাতঃ ! মদীয়
পিতা বুদ্ধ আপনার প্রিয়তম ভর্তা। আমি
আপনার কৰ্ম্মকম পুত্র, অতএব আপনার
আবার মনস্তাপ কি ? ইলা বলিলেন,—
পুত্র ! সত্য বটে,—বুদ্ধ আমার ভর্তা,
এবং তোমা হেন গুণাকর ব্যক্তি আমার
পুত্র। সূতরাং আমার ভর্তা ও পুত্রজনিত
কদাচ কোনই চিন্তা নাই। তথাপি আমি
কিঞ্চিৎ পূৰ্ব্বজঃ বারম্বার স্মরণ করিয়া
এইরূপ চিন্তাযুক্ত আছি। তখন পুরুষবা

ব্রহ্মোবাচ ।

ইলা চৈনমুবাচেনং ব্রহ্মোবাচঃ কথং বদে ।

তথাপি পুত্র তে বচি পিত্রোঃপুত্রো যতো গতিঃ

ময়ানাং হুঃখপাথোধো পুত্রঃ প্রবহণং পরম্ ॥ ৮১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তন্মাতৃবচনং শ্রুত্বা বিনীতঃ প্রাহ মাতরম্ ।

পাদয়োঃ পতিতশ্চাপি বদ মাতর্যথা তথা ॥ ৮২ ॥

স। পুরুষবসং প্রাহ ইক্ষাকুণাং তথা কুলম্ ।

তত্রোৎপত্তিঃ স্বস্ত নাম রাজ্যপ্রাপ্তি প্রিয়ান্

সুতান্ ॥ ৮৩ ॥

পুরোধসং বসিষ্ঠং চ প্রিয়াং ভার্য্যাং স্বকং পদম্

বননির্ধাণমেবাথ অমাত্যানাং পুরোধসঃ ॥ ৮৪ ॥

প্রেষণং চ নগর্যাং তাং যুগয়াসক্তিম্বেব চ ।

হিমবৎকন্দরগতিং যক্ষেশ্বরগৃহে গতিম্ ॥ ৮৫ ॥

উমাবনপ্রবেশং চ স্ত্রীত্বপ্রাপ্তিমশেষতঃ ।

মহেশ্বরাজয়া তত্র চাপ্রবেশং নরস্ত তু ॥ ৮৬ ॥

মাতাকে বলিলেন,—মাতঃ ! আপনার হুঃখ
কি,বলুন সেই হুঃখাপনোদনই আমার প্রধান
কাৰ্য্য। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইলা পুত্রকে
বলিলেন,—বৎস ! সে অতি গুপ্ত কথা,
তোমার নিকট আমি কেমন করিয়া তাহা
বলিব ? যাহা হউক, পুত্রই যখন পিতা-
মাতার গতি, তখন তোমার নিকট তাহা
আমার বলাই কর্তব্য। বস্তুতঃ হুঃখার্ণবে মগ্ন
জনকজননীদিগের পুত্রই একমাত্র পারকর্তা।
৭১—৮১। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরুষবা মাতার
সেই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে তদীয় পাদ-
প্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—হে মাতঃ !
যথাযথ প্রত্যুত্ত ব্যক্ত করুন। তখন ইলা
পুরুষবাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্তই
বলিলেন। ইক্ষাকুবংশের বিবরণ, তথায়
নিজের উৎপত্তি, রাজ্যপ্রাপ্তি, প্রিয়তম পুত্র-
লাভ, বসিষ্ঠের পৌরোহিত্য, আপনার প্রিয়-
ভার্য্যা ও পদমর্যাদা, যুগয়ার্থ বননির্ধাণ-
অমাত্য ও পুরোহিতকে বন হইতে বীথ
রাজধানীতে প্রেরণ, নিজের যুগয়াসক্তি,
হিমাগরকন্দরস্থ যক্ষগৃহে গমন, উমাবনে

যক্ষিণীবাক্যমপ্যন্ত বরদানং তথৈব চ ।
বুধপ্রাপ্তিঃ তথা স্ত্রীতিঃপুত্রোৎপত্তাদ্য শেষতঃ
কথরামাস তৎসৰ্বং কথ্য মাतरমব্রবীৎ ।
পুরুষবাঃ কিং করোমি কিং কৃত্বা পুরুতঃ ভবেৎ
এতাবতা তে তৃপ্তিশ্চেন্দ্রিয়মেতেন চান্তিকে ।
যদপ্যন্তমুনোবর্তি তদপ্যাজ্ঞাপয়ন্ত মে ॥ ৮৯

ইলোবাচ ।

ইচ্ছ্যঃ পুংস্বংকষ্টমিচ্ছ্যঃ রাজ্যমুত্তমম্ ।
অভিষেকঃ চ পুত্রাণাং তব চাপি বিশেষতঃ ॥
দানং দাতুং চ যজ্ঞঃ চ মুক্তিমার্গস্ত বীক্ষণম্ ।
সৰ্বঞ্চ কর্তুমিচ্ছামি তব পুত্র প্রসাদতঃ ॥ ৯১
পুত্র উবাচ ।

উপায়ঃ ত্বা তু পৃচ্ছামি যেন পুংস্বমবাপ্যসি ।
তপসো বাস্ততো বাপি বদন্ত মম তত্ততঃ ॥ ৯২

প্রবেশ, নিজের সৰ্ব্বাঙ্গী প্রাপ্তি, উমাবন-
প্রবেশে নরগণসম্বন্ধে মহেশ্বরের নিষেধাজ্ঞা,
যক্ষিণীর বাক্য, বুধ সহ সঞ্চালন এবং
তৎপরে পুত্রোৎপত্তি, ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই
পুত্রের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তৎশ্রবণে
পুত্র পুরুষবা জননীকে বলিলেন,—আমি
কি করিব? কি করিলে মঙ্গল হইবে? হে
অম্ব! আপনার যদি এই অবস্থাতেই
তৃপ্তি হইয়া থাকে, তবে আর ইহার
পরিবর্তন চেষ্টার-প্রয়োজন নাই। আপনার
অন্ত আর যে কিছু মনোভীষ্ট আছে, তাহাই
সম্পাদন করিতে আমায় আদেশ করুন।
ইলা বলিলেন,—পুত্র! আমি আবার আমার
পূৰ্ব পুংস্ব, বিপুল রাজ্য এবং পূৰ্ব-
পুত্রগণের ও বিশেষতঃ তোমার রাজ্য-
ভিষেক কামনা করি। বৎস! তোমার
আত্মকুল্যে দান ও যজ্ঞ-সম্পাদন এমন
কি মুক্তিমার্গ পর্যন্ত দর্শন করিতে ইচ্ছা
করি। পুত্র বলিলেন,—যেভাবে আপনি
আবার পুংস্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন,
সে উপায় আপনারই নিকট জিজ্ঞাসা
করি। তপস্তা বা অস্ত কোন উপায়
দ্বারা যদি উদ্ধা ঘটে, তবে তাহা

ইলোবাচ ।

বুধঃ ত্বং পিতরং পৃচ্ছ গত্বা পুত্র যথার্থবৎ ।
স তু সৰ্বং তু জানাতি উপদেশ্যতি তে হিতম্
ব্রহ্মোবাচ ।

তন্মাতৃবচনাদৈলো গত্বা পিতরমব্রবীৎ ।

উবাচ প্রণতো ভূত্বা মাতৃঃ কৃত্যং তথাস্থনঃ ॥

বুধ উবাচ ।

ইলং জানে মহাপ্রাজ্ঞ ইলাং জাতাং পুনস্তথা ।
উমাবনপ্রবেশঃ চ শস্তোরাজ্ঞাং তথৈব চ ॥ ৯৫
তন্মাতৃকুপ্রসাদেন উমায়ান্ত প্রসাদতঃ ।
বিশাপো ভবিতা পুত্র তাবারাধ্য ন চান্তথা ॥
পুরুষবা উবাচ ।

পশ্চৈয়ং তং কথং দেবং কথং বা মাতরং শিবাম্
তৌগাদ্বা তপসো বাপি তৎ পিতঃ প্রথমং বদ ॥
বুধ উবাচ ।

গৌতমীঃ গচ্ছ পুত্র ত্বং তত্রাস্তে সৰ্বদা শিবঃ

আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন। ইলা
বলিলেন,—পুত্র! তুমি গিয়া তোমার পিতার
নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তিনি
সকলই জানেন; অবশ্যই তোমায় হিতো-
পদেশ দিবেন। ৮২—৯০। ব্রহ্মা বলিলেন,—
মাতার কথানুসারে ইলা-নন্দন পিতার পার্শ্বে
গিয়া প্রণতভাবে মাতার এবং নিজের কর্তব্য
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। বুধ বলিলেন,
—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি ইল ভূপালকে
জানি এবং ইল যেভাবে ইলা হইলেন, তাহাও
আমার অবিদিত নাই। উমাবনে প্রবেশ
এবং শস্তুর আজ্ঞা এ সমস্ত আমার বিদিত।
অতএব হে পুত্র! শস্ত্র ও উমার আরাধনায়
উদ্ভাদের প্রসাদে শাপমুক্তি হইতে পারে;
নতুবা আর কোনই উপায় নাই। পুরুষবা
কহিলেন,—আমি সেই চরাচরপিতা শিব
ও শিবাকে তথায় গমন করিয়া দেখিব। কোন
তৌগ কিবা তপস্তা হইতে যদি উদ্ভাদের
দর্শন লাভ ঘটে, তবে হে পিতঃ! তাহা
আমায় বলিয়া দিউন। বুধ বলিলেন,—
বৎস! গৌতমীদেব যাও; সেখানে শিব

উময়া সহিতঃ স্রীমান্ শাপহস্তা বরপ্রদঃ ॥১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

পুরুষবাঃ পিতৃবাক্যং শ্রুত্বা তু মুদিতোহভবৎ ।
গৌতমীং তপসেধীমান্ গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্
পুংস্বমিচ্ছংস্তথা মাতৃজগাম তপসে ত্বরন ।
হিমবন্তঃ গিরিং ন হ্য মাতরং পিতরং গুরুম্ ॥
গচ্ছন্তমবগাৎ পুত্রমিলা সোমসুতস্তথা ।
তে সর্বে গৌতমীং প্রাপ্তা হিমবৎপর্বতৌত্তমাৎ
তত্র স্নাত্বা তপঃকিকিৎকৃত্বা চকুঃ স্ততিং পরাম্
ভবন্ত দেবদেবন্ত স্ততিক্রমমিমং শৃণু ॥ ১০২
বুধস্তষ্টাব প্রথমমিলা চ তদনন্তরম্ ।
ততঃ পুরুষবাঃ পুত্রো গৌরীং দেবীং চ শঙ্করম্
বুধ উবাচ ।

যৌ কুঙ্কুমেণ স্বশরীরজেন
স্বভাবহেমপ্রতিমৌ সক্রপৌ ।
যাবচ্চিতৌ স্কন্দগণেশরাভ্যাং
তৌ মে শরণ্যৌ শরণং ভবেতাম্ ॥১০৪

সততই শিবা সচ বিরাজমান । তিনি
স্রীমান্, শাপহস্তা, ও বরপ্রদাতা । ব্রহ্মা
বলিলেন,—পিতৃবাক্য শ্রবণে পুরুষবা মুদিত
হইলেন এবং মাতার পুংস্বকামনায় তপস্কার্য
অসাধিত হইয়া ত্রিলোকপাবনী গৌতমী-
গঙ্গায় গমন করিলেন । ধীমান পুরুষবা
গিরিবর হিমবান্কে এবং গুরুবর মাতা-
পিতাকে নমস্কার করিয়া গৌতমী-গঙ্গায়
গমন করিলেন । ইলা এবং বুধ পুত্রের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । কিয়ৎকাল পরে
উঁহারা হিমালয় হইতে অবতরণপূর্বক
গৌতমীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
পরে তথায় স্নানান্তে কিকিৎ তপস্তা করিয়া
দেবদেব ভবের স্ততিবাদ করিতে লাগি-
লেন । নারদ ! সেই স্ততিক্রম অবগ-
কর । প্রথমে বুধ পরে ইল এবং তৎপশ্চাৎ
পুত্র পুরুষবা গৌরী ও শঙ্করকে স্তব করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন । বুধ বলিলেন,—ঋহারা
স্বয়ং শরীরজাত কুঙ্কুমেণ তুল্যরূপে প্রতিভাত
এবং স্কন্দ ও গণেশ্বর নিম্নত ঋহাদের

ইলোবাচ ।

সংসারতাপত্ৰদাবদম্বাঃ ।
শরীরিণো যৌ পরিচিস্তমন্তঃ ।
সন্তাঃ পরাং নির্বৃতিমাশ্রুবন্তি
ভৌ শঙ্করৌ মে শরণং ভবেতাম্ ॥ ১০৫
আর্ত্বা হৃহং পীড়িতমানসা ভে
ক্ৰেশাদিগোপ্তা ন পরোহস্তি কশ্চিৎ ।
দেব স্বদীপ্যৌ চরণৌ স্রুপুণ্যৌ
তৌ মে শরণ্যৌ শরণং ভবেতাম্ ॥ ১০৬
পুরুষবা উবাচ ।
যযোঃ সকাশাদিদমভ্যুদৈতি
প্রমাতি চাস্তে লয়মেব সর্বম্ ।
জগচ্ছরণ্যৌ জগদাস্রকৌ তু
গৌরীহরৌ মে শরণং ভবেতাম্ ॥ ১০৭
যৌ দেববৃন্দেষু মহোৎসবে তু
পাদৌ গৃহাণেশ গিরীশপুত্র্যাঃ ।
প্রোক্ষঃ ধৃতৌ স্রীতিবশাচ্ছিবেন
তৌ মে শরণ্যৌ শরণং ভবেতাম্ ॥ ১০৮

অর্চনা করেন, সেই জগৎশরণ্য শিব-শিবা
আমার শরণ হউন । ইলা বলিলেন,—
দেহিগণ সংসারের তাপত্ৰরূপ দাবদম্বনে
দগ্ধ হইয়া ঋহাদিগকে চিন্তা করিলে সত্যই
পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হয়, সেই শঙ্কর-শঙ্করী
আমার শরণ্য হউন । আমি আর্ত্ব, আমার
মন একান্তই পীড়িত । হে দেব ! সংসা-
রের ক্রেশাদি হইতে রক্ষাকর্তা তোমা ভিন্ন
আর কেহই নাই । তোমার স্রুপুণ্য শরণ্য
পাদদ্বয় আমার শরণ হউক । ১০৫—১০৬ ।
পুরুষবা বলিলেন,—ঋহাদের প্রভাবে এই
বিশ্ব-সংসার আবির্ভূত ও অস্তে সকলেই
বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই বিশ্ব-শরণ্য-
বিশ্বাস্কর হর-গৌরী আমার শরণ হউন ।
পূর্বে বিবাহমহোৎসবে দেবসমাজে গিরি-
নন্দিনীর যে পাদদ্বয় গ্রহণ করিবার জন্য
সকলে অহরোধ করিলে, শিব স্রীতিবশতঃ
ঋহাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পাদ-

কীদেব্যাচ ।

কিমভীষ্টঃ প্রদাতামি যুযুত্যাং তদ্বদন্ত য়ে ।

কৃতকৃত্যঃ হ তত্ত্বং বো দেবানামপি হৃকরম্ ॥

পুরুরবা উবাচ ।

ইলো রাজা তবাজ্ঞাহা বনঃ প্রাশিশদম্বিকে ।

তৎকমম্ব অরেশানি পুংস্বঃ দাতুং ত্বমর্হসি ॥১১০

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যবাচ তান্ সর্কান্ তবন্ত তু মতে হিতা

ততঃ স ভগবানাহ দেবীবাক্য রতঃ সঙ্গা ॥১১১

শিব উবাচ ।

অজ্ঞাতিবেকমাত্রেণ পুংস্বঃ প্রাপ্নোত্বয়ং নৃপঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নাতারা বুদ্ধভাষ্যায়াঃ শরীরাদ্বারি সুক্ষবে ।

নৃত্যঃ গীতক লাবণ্যঃ যক্ষিণ্যা যত্পার্জিতম্ ।

তৎসকলং বারিধারাভির্গঙ্গাস্তসি সমাবিশং ॥

নৃত্যা গীতা চ সৌভাগ্যা ইমা নক্সো বভূবিরে

যয় আমার শরণ, হউক । তখন দেবী বলিলেন,—তোমরা কৃতকৃত্য হইয়াছ । তোমাদের মঙ্গল হউক । যাহা দেবগণেরও হৃকর, এমন কোন্ অভীষ্ট বর তোমাদিগকে দান করিব, তাহা তোমরা বল ? পুরুরবা বলিলেন,—হে অম্বিকে ! ইল ভূপাল না জানিয়া আপনার বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আপনি কমা করুন । হে অরেশানি ! তাঁহাকে পুনরায় পুংস্ব দান করুন । তখন ভবের মতানুসারে ভবানী বলিলেন,—‘তথাস্ত’ । অনন্তর দেবীর বাক্যানুবর্তী ভগবান্ শিব বলিলেন,—এই রাজা এই গৌতমীতে নান করিবামাত্রই পুংস্ব প্রাপ্ত হইবেন । ব্রহ্মা বলিলেন,—বুধবনিতা ইলা তৎকণাৎ গৌতমীজলে নান করিবামাত্র তদীয় অঙ্গ হইতে বারি-প্রবাহ বিনির্গত হইল । তিনি যক্ষিণীর নিকট হইতে যে নৃত্য, গীত ও লাবণ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই সেই বারিপ্রবাহ সহ গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল । তখন সেই জল হইতে নৃত্যা, গীতা ও সৌভাগ্যা নামে

তান্চাপি সঙ্গতা গঙ্গাং তে পুংসাঃ সঙ্গমাস্থয়ঃ ।

তেষু নানক দানক সুররাজ্যকলপ্রদম্ ॥ ১১৫

ইলা পুংস্বমবাপ্যাথ গৌরীশক্তোঃ প্রসাদতঃ ।

মহাভূদয়সিদ্ধার্থঃ বাজিমেষমধাকরোৎ ॥ ১১৬

পুরোধসঃ বসিষ্ঠঃ চ ভার্য্যাঃ পুত্রাঃস্তথৈব চ ।

আমাত্যাঃচ বলং কোশমানীয় স নৃপোত্তমঃ ।

চতুরঙ্গঃ বলং রাজ্যং দণ্ডকেহহাপয়ন্তলা ।

ইলশ্চ নারা বিখ্যাতঃ তত্র তৎপুংস্বচ্যুতে ॥ ১৮

পূর্বজাতানথো পুত্রান্ সূর্যবংশক্রমাগতে ।

রাজ্যোহভিষিচ্য পশ্চাত্তমৈলং স্নেহানসিকরৎ ॥

সোমবংশকরঃ ক্রীমানয়ং রাজা ভবেদিত্তি ।

সর্কেভ্যো যতিমানেভ্যো জ্যেষ্ঠঃ

শ্রেষ্ঠোহতবয়ুনে ॥ ১২০

যত্র চ ক্রতবো হুতা ইলশ্চ নৃপতেঃ শুভাঃ ।

যত্র পুংস্বমবাপ্যাথ যত্র পুত্রাঃ সমাগতাঃ ॥১২১

তিনটি নদী প্রবর্তিত হইল । সেই পুণ্য নদীত্রেয় গৌতমীগঙ্গায় মিশিল । তাহাতে তিনটি পুণ্যসঙ্গম ভীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল । ঐ সঙ্গমত্রেয়ে নান-দান করিলে, সুররাজ্য-কল প্রাপ্ত হওয়া যায় । ইলা হর-গৌরীর প্রসাদে পুংস্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মহাভূদয় সিদ্ধির নিমিত্ত এক বাজিমেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । এই যজ্ঞোপলক্ষে পুরোহিত বসিষ্ঠ, ভার্য্যা, পুত্র, আমাত্য, সেনাবল ও কোষাগার সমস্তই নৃপবর কর্তৃক সেই স্থানে আনীত হইল । তিনি দণ্ডকা-রণ্যে চতুরঙ্গবলযুক্ত এক রাজ্য স্থাপন করেন । এই রাজ্যের রাজধানী ইল নামে বিখ্যাত হয় । তাহার পূর্বজাত পুত্রগণকে সূর্যবংশের নিয়মানুসারে তিনি রাজ্যাভি-ষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ স্নেহতরে বুধকে রাজ্যা-ভিষিক্ত করেন । হে যুনে ! ‘এই বুধই ভবিষ্যতে সোমবংশের আদি ক্রীমান্ রাজা হইয়াছিলেন । তিনি ইলের সমস্ত পুত্রাপেক্ষা বুদ্ধিমান, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন । ইল নরপতি যথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, যথায় তাহার পুংস্বপ্রাপ্তি হয়, যথায় তদীয় পুত্রগণ

যক্ষিণীদন্তনৃত্যাদিগীতসৌভাগ্যমঙ্গলাঃ ।
 নদ্যো হৃদা যত্র গঙ্গাঃ সঙ্গতাস্তানি নারদ ॥
 তীর্থানি শুভদাস্তাসন্ সহস্রাণ্যথ ষোড়শ ।
 উভয়োস্তীরয়োস্তাত তত্র শত্ভূরিলেখরঃ ।
 তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্বকৃত্ত্বকলপ্রদম্ ॥ ১২৩
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে মহাপুবাণে পুরুববঃ-সংবাদে
 অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

চক্রতীর্থমিতি খ্যাতং ব্রহ্মহত্যাदिनाशनम् ।
 যত্র চক্রেখরো দেবশচক্রমাপ যতো হবিঃ ॥ ১
 যত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিত্বা চক্রার্থ শঙ্কবং প্রভুঃ ।
 পূজয়ামাস ততীর্থং চক্রতীর্থমুদাহৃতম্ ॥ ২
 যন্ত শ্রবণমাত্রেণ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

সম্মিলিত হয় এবং যক্ষিণীদন্ত নৃত্য, গীত ও
 সৌভাগ্য যথায় নদী হইয়া গঙ্গা সহ সম্মিলিত
 হয়, হে নারদ । তথায় গৌতমী নদীর
 উভয়তীরে মঙ্গলপ্রদ ষোড়শ সহস্র তীর্থ
 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ঐ স্থানে ইলেখর
 নামে শিবলিঙ্গ সদা বিবাজমান । ঐ সকল
 তীর্থে স্নান-দানাদি করিলে, সৰ্ব-যজ্ঞ-কল
 প্রাপ্ত হওয়া যায় । ১০৭—১২৩ ।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৮ ।

নবাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত চক্রতীর্থ
 ব্রহ্মহত্যাदि-পাপপ্রণাশন । এই তীর্থে চক্রে-
 খর হরি তাঁহার প্রসিদ্ধ চক্রলাভ করেন
 স্বয়ং বিষ্ণু এখানে থাকিয়া চক্রলাভার্থ
 শঙ্করের আরাধনা করেন, এইজন্ত ইহা
 চক্রতীর্থ নামে অভিহিত । এই তীর্থের
 নাম শ্রবণে পাপমুক্তি ঘটিয়া থাকে । পুরা-

দক্ষকৃত্তো প্রবৃন্তে তু দেবানাঞ্চ সমাগমে ॥ ৩
 দক্ষেণ দৃষিতে দেবে শিবে শর্ক্রে মহেশ্বরে ।
 অনাহ্বানে সুবেশস্ত দক্ষচিত্তে মলীমসে ॥ ৪
 দাক্ষায়ণ্য ঋতে বাক্যে অনাহ্বানস্ত কারণে ।
 অহল্যায়াং চোক্তবত্যাং কুপিতাভুঃসুরেশ্বরী ॥
 পিতরং নাশয়ে পাপং কমেয়ং ন কথকন ।
 শৃণুতো দোষবাক্যানি পিত্রা চোক্তানি ভর্তরি ॥
 পত্ন্যঃ শৃণুস্তি যা নিন্দাং তাসাং পাপাবধিঃ কূতঃ
 যাদৃশস্তাদৃশো বাপি পতিঃ স্ত্রীণাং পরা গতিঃ
 কিং পুনঃ সকলাধীশো মহাদেবো জগদ্গুরুঃ ।
 ঋতং তন্নিন্দনং তর্হি ধাবয়ামি ন দেহকম্ ॥ ৮
 তস্মাত্ত্যাক্য ইমং দেহমিত্যুক্তা সা মহাসতী ।
 কোপেন মহতাবিষ্টা প্রজজ্ঞান সুরেশ্বরী ॥ ৯
 শিবৈকচেতনা দেহং বলাদ্যোগাচ্চ তত্যজে ।
 মহেশ্ববোহপি সকলং বৃত্তমাকর্ষ্য নারদাং ॥ ১০
 দৃষ্ট্বা চুকোপ পপ্রচ্ছ জয়াঞ্চ বিজয়াং তথা ।

কালে দক্ষযজ্ঞ আবস্ত হইলে, দেবগণ সেই
 যজ্ঞে সমাগত হইলেন । দক্ষ মহেশ্বর শিবকে
 দোষী স্থির করিয়া যজ্ঞে আহ্বান করেন
 নাই । তাঁহার চিত্ত কলুষিত হইয়াছিল ।
 দাক্ষায়ণী, অহল্যাব মুখে তাহাদের আহ্বান
 না হইবার কাবণ শ্রবণে কুপিতা হইলেন ।
 তিনি ভর্তাব প্রতি পিতার প্রযুক্ত কটুবাক্য
 শ্রবণ করিলেন । শুনিয়া বললেন,—পিতাকে
 আমি নাশ করিব । পাপীকে আমি কিছু-
 তেই ক্ষমা করিব না । যাহারা পতিনিন্দা
 শ্রবণ করে, তাহাদের পাপের অবধি আছে
 কি ? পতি যেকোনরূপই হউন, তিনিই
 স্ত্রীলোকের পরম গতি । তাহাতে চরাচর-
 গুরু, সকল-লোকপতি, মহাদেবের কথা
 আর কি বলিব ? তাহার যখন নিন্দা শুনি-
 লাম, তখন আমার এই দেহ ধারণ না করাই
 উচিত । অতএব আমি আমার এই দেহ ত্যাগ
 করিব । এই বলিয়া সেই মহামতী সুরেশ্বরী
 মহাকোপে আবিষ্ট হইয়া প্রজলিত হইলেন ।
 তখন শিবৈকপ্রাণা সতী যোগবলে দেহত্যাগ
 করিলেন । মহেশ্বরও নারদমুখে সকল

তে উচুতুতে দেবঃ দক্ষকৃতুবিনাশনম্ ॥ ১১
দাক্ষায়ণ্য ইতি শ্রুত্বা মথঃ প্রায়ান্নহেবরঃ ।
ভীমৈর্গণৈঃ পরিবৃত্তো ভূতনাথৈঃ সমঃ যযৌ ॥
মথস্তৈর্বেষ্টিতঃ সর্বো দেবব্রহ্মপুরস্কৃতঃ ।
দক্ষেণ যজ্ঞমানেন শুদ্ধভাবেন রক্ষিতঃ ॥ ১৩
বসিষ্ঠাদিভিরত্যাগৈর্মুনিভিঃ পরিবারিতঃ ।
ইন্দ্রাদিত্যাদৈর্বশুভিঃ সর্বতঃপরিপালিতঃ ॥ ১৪
ঋগ্ যজুঃসামবেদৈশ্চ শ্রাহাশকৈরনুকৃতঃ ।
শ্রদ্ধা পুষ্টিস্থখা তুষ্টিঃ শান্তির্লজ্জা স্বরস্বতী ॥ ১৫
ভূমিদ্যৌঃ শর্করী কান্তিক্রিয়া আশা জয়া মতিঃ
এতাভিঃ তথাশ্রুতিভিঃ সর্বতঃসমনস্কৃতঃ ॥ ১৬
দৃষ্ট্বা মহাত্মনা চাপি কারিতো বিশ্বকর্ষণা ।
সুরভিন্দিনী ধেনুঃ কামধুকামদোহিনী ॥ ১৭
এতাভিঃ কামবধাভিঃ সর্বকামসমৃদ্ধিমান্ ।

ঘটনা অবগণ করিয়া এবং দেখিয়া ক্রুদ্ধভাবে
জয়া ও বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।
তাহারা উভয়ে দাক্ষায়ণীর দক্ষযজ্ঞে প্রাণ-
ত্যাগের কথা নিবেদন করিল । তখন
মহেশ্বর ভয়ঙ্কর ভূতগণে পরিবৃত্ত হইয়া
দক্ষযজ্ঞে গমন করিলেন । তিনি তথায়
অমুচরগণ সহ উপস্থিত হইয়া দক্ষের যজ্ঞ-
স্থান ঘিরিয়া ফেলিলেন । দক্ষের যজ্ঞস্থলে
বিস্তর দেব ও ব্রাহ্মণ ছিলেন । যজ্ঞমান
দক্ষ শুদ্ধভাবে ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিতেছিলেন ।
বসিষ্ঠাদি বহু উগ্রস্বভাব মুনি সেই যজ্ঞে
উপস্থিত ছিলেন । ইন্দ্রাদি দেবগণ ও
বশুগণ উহার চতুর্দিক রক্ষায় নিযুক্ত
ছিলেন । ঋক্, যজুঃ সাম, ও শ্রাহা শব্দে
ঐ যজ্ঞভূমি মুখরিত হইতেছিল । শ্রদ্ধা, তুষ্টি,
শান্তি, লজ্জা, ভূমি, অস্তরিক্ষ, শর্করী, কান্তি,
উষা, আশা, জয়া ও মতি এই সকল দেবী
এবং অস্ত্রাশ্রু আরও বহু দেবীর সমাগমে
যজ্ঞভূমি অলঙ্কৃত হইয়াছিল । মহাক্ষা
বিশ্বকর্ষা ঐ যজ্ঞমণ্ডপ প্রভৃত কারয়াছিলেন ।
সুরভিন্দিনী, কামদোহিনী ও কামবধিনী
প্রভৃতি ধেনুগণ দ্বারা ঐ যজ্ঞক্ষেত্র সর্বাধিক

কল্পবৃক্ষঃ পারিজাতো লতাঃ কল্পলতাদিক্যঃ ॥ ১৮
যদ্যদিষ্টতমঃ কিঞ্চিদ্রাজ তন্নিম্নখে হিতম্ ।
স্বয়ং মঘবতা পুষ্ণা হরিণা পরিরক্ষিতঃ ॥ ১৯
দীপ্যতাং ভূজ্যতাং বাপি ক্রিয়তাং শ্রীযতাং শূন্য
এতৈশ্চ সর্বতো বাকৈর্দক্ষশ্চ পূজিতঃ মথম্ ॥
আদৌ তু বীরভদ্রোহসৌ ভদ্রকাল্যা যুতো
যযৌ ।
শোককোপপরীতাশ্চ পশ্চাচ্চুলপিনাকধ্বক্ ॥
অত্যাযযৌ মহাদেবো মহাভূতৈরনুকৃতঃ ।
তানি ভূতানি পরিতো মথে বেষ্টিত মহেশ্বরম্ ॥
ক্রতুঃ বিধ্বংসয়ামাস্তুস্তত্র কোতো মহানতুং ।
পলায়ন্ত ততঃ কেচিৎ কেচিদগ্ধা ততঃ শিবম্ ॥
কেচিৎশবস্তি দেবেশঃ কেচিৎকুপ্যস্তি শঙ্করম্ ।
এবং বিধ্বংসিতঃ যজ্ঞঃ দৃষ্ট্বা পুষা সমভ্যাগাৎ ॥
পুষ্ণো দন্তানখোংপাট্য ইন্দ্রঃ ব্যভ্রাবয়ৎকণাৎ
ভগন্ত চক্ষুযী বিপ্র বীরভদ্রো ব্যপাটিয়ৎ ॥ ২৫

সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল । কল্প-বৃক্ষ, পারিজাত
ও কল্পলতাদি লতা এবং তাঁহাদের অস্ত্র যে
কিছু ইষ্টতম বস্তু সে সকলই যজ্ঞে
উপস্থিত ছিল । স্বয়ং মঘবা, পুষা,
ও হরি উহা রক্ষা করিতেছিলেন ।
ঐ যজ্ঞে কেবল ‘দীপ্যতাং, ভূজ্যতাং,
প্রতিতি বর উত্থিত হইতেছিল । যজ্ঞের
প্রায়স্তেই ভদ্রকালীর সহিত বীরভদ্র গমন
করিয়াছিলেন । পশ্চাৎ শোক ও কোপ-
ক্রান্তচিত্তে স্বয়ং পিনাকপাণি গমন করেন ।
মহাদেব মহাভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া
দক্ষযজ্ঞে উপনীত হইলেন । তাঁহার সমৃদ্ধি-
ব্যাহারী ভূতবৃন্দ দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিল ।
তখন একটা মহাকোভ উপস্থিত হইল ।
কেহ কেহ পলায়ন করিল । কেহ কেহ শিব-
সমীপে গিয়া স্তব করিতে লাগিল । কেহ কেহ
বা শঙ্করের প্রতি কোপ প্রকাশ করিল ।
এইরূপে যজ্ঞ বিধ্বংসিত হইল দেখিয়া পুষা
কোপতরে শিবান্ধবুধে ধাবিত হইলেন ।
১—২৪ । তাঁহার দন্ত উৎপাটিত হইল, ইন্দ্র

দিবাকরঃ পুনর্দোৰ্ভ্যাং পরিভ্রাম্য সমাক্ষিপৎ ।

ততঃ সুরগণাঃ সর্বে বিকূঃ তে শরণং যযুঃ ॥

দেবা উচুঃ ।

আহি আহি গদাপাণে ভূতনাথকৃতান্তরাং ।

মহেশ্বরগণঃ কশ্চিৎ প্রমথানাং তু নায়কঃ ॥

ভেন দক্ষো মথঃ সর্বো বৈকবঃ পশুতো হরেঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

হরিণা চক্রমুৎসৃষ্টঃ ভূতনাথবধঃ প্রতি ।

ভূতনাথোহপি তচ্চক্রমাপতচ্চ তদাগ্রসৎ ॥২৮

এতে চক্রে ততো বিকোলোকপালা ভয়াদ্যযুঃ

তথা স্থিতানবেক্যাথ দক্ষো যজ্ঞঃ সুরানপি ।

ভূষ্টাব শঙ্করঃ দেবঃ দক্ষো ভক্ত্যা প্রজাপতিঃ ॥

দক্ষ উবাচ ।

জয় শঙ্কর সোমেশ জয় সর্বজ্ঞ শঙ্কবে ।

জয় কল্যাণভূচ্ছন্তো জয় কালাহনে নমঃ ॥ ৩০

আদিকর্তৃনমস্তেহস্ত নীলকণ্ঠ নমোহস্ত তে ।

বিতাড়িত হইলেন। বীরভদ্র ভগদেবের চক্ষুর্ধ্ব উৎপাটিত করিল এবং দিবাকরকে হস্তধর দ্বারা ধরিয়া ভ্রামিত করত দূরে নিক্ষেপ করিল। তখন সুরগণ সকলেই নিক্ষেপ শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে গদাপাণে! আপনি ভূতনাথ-কৃত ভয় হইতে আমাদেরকে পরিভ্রাম্য করুন। মহেশ্বরের জনৈক অমুচর প্রমথগণের অধিনায়ক হইয়া ইন্দের সম-ক্ষেপে সমুদয় বৈকব যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—হরি তৎপ্রবণে ভূতনাথের বধের জন্ত স্বীয় চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ভূতনাথ সেই চক্র আসিবামাত্র গ্রাস করিয়া কেমনলেন। বিকূচক্র পরাস্ত হইলে, লোকপালেরা ভয়ে পলায়ন করিলেন। দক্ষ সুরগণকে তদবস্থ দেখিয়া ভক্তিতে শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। দক্ষ বলিলেন,—হে শঙ্কর! সোমেশ! সর্বজ্ঞ! তোমার জয় হউক। তুমি কল্যাণধারী, কালাহ্না, তোমায় আমার নমস্কার। হে নীলকণ্ঠ! তুমি আদিকর্তা, তোমায় আমার নম-

স্কারপ্রিয় নমস্তেহস্ত ব্রহ্মরূপ নমোহস্ত তে ॥ ৩১

ত্রিমূর্ত্তয়ে নমো দেব ত্রিধাম পরমেশ্বর ।

সর্বমূর্ত্তে নমস্তেহস্ত ত্রৈলোক্যাধার কামদ ॥৩২

নমো বেদান্তবেদ্যায় নমস্তে পরমাত্মনে ।

যজ্ঞরূপ নমস্তেহস্ত যজ্ঞধাম নমোহস্ত তে ॥৩৩

যজ্ঞদান নমস্তেহস্ত হব্যবাহ নমোহস্ত তে ।

যজ্ঞহস্ত্রে নমস্তেহস্ত কলদায় নমোহস্ত তে ॥

আহি আহি জগন্নাথ শরণাগতবৎসল ।

ভক্তানাংপ্যভক্তানাং স্বমেব শরণং প্রভো ॥৩৫

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং তু শবতন্তু প্রসন্নোহভূন্নহেশ্বরঃ ।

কিং দদামৌতি তং প্রাহ ক্রতুঃ পূর্ণোহস্ত

মে প্রভো ॥

তথেষ্টুবাচ ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।

শঙ্করঃ সর্বভূতাত্মা ককণাবকুণালয়ঃ ॥ ৩৬

ক্রতুঃ কৃত্বা ততঃ পূর্ণং তন্তু দক্ষন্ত বৈ মূনে ।

এবমুক্তা স ভগবান্ ভূতৈরন্তরধীয়ত ॥ ৩৭

যথাগতঃ সুরা জগুঃ স্বমেব সদনং প্রতি ।

স্কার। হে ব্রহ্মপ্রিয়! তুমি ব্রহ্মরূপ, তোমায় আমার নমস্কার। হে ত্রিধাম! পরমেশ্বর! ত্রিমূর্ত্তে! তোমায় আমার নমস্কার। তুমি সর্ব-ত্রৈলোক্যাধার, ও কামদ, তোমায় আমার নমস্কার। হে বেদান্তবেদ্য! তুমি পরমাত্মা, যজ্ঞরূপ, যজ্ঞধাম, যজ্ঞদান, হব্যবাহ, যজ্ঞহস্ত্রী, এবং কলদ, তোমায় আমার নমস্কার। হে শরণাগতবৎসল! জগন্নাথ পরিভ্রাম্য কর। হে প্রভো! তুমি ভক্ত এবং অভক্ত জনের শরণ। ২৫—৩৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—তিনি এইরূপ স্তব করিলে মহেশ্বর প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—তোমায় কি বর দিব? তিনি বলিলেন,—হে প্রভো! আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হউক। পরমকার্ষণিক সর্বভূতাত্মা মঙ্গলনিদান ভগবান্ দেবদেব শঙ্কর সে প্রার্থনায় ‘তথাস্ত’ বলিলেন। হে মূনে! অনন্তর দেবদেব বর-প্রদানে সেই দক্ষের যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া ভূতগণের সহিত অস্তিত হইলেন। সুরগণও

ততঃ কদাচিদেবানাং দৈত্যানাং বিগ্রহো মহান
বভূব তত্র দৈত্যোভ্যো। তীতাদেবাঃ শ্রিয়ঃপতিম
তুহুঃ সৰ্বভাবেন বচোভিস্তং জনার্দনম্ ॥ ৪০

দেবা উচুঃ ।

৬ শক্রাদয়োহপি ত্রিদশাঃ কটাক-

মবেক্ষ্য যন্তাস্তপ আচরন্তি ।

স। চাপি যৎপাদরতা চ লক্ষ্মী-

স্তং। ব্রহ্মভূতঃ শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪১

যন্মাং ত্রিলোক্যাং ন পরঃ সমানো

ন চাধিকস্তার্ক্যরথাস্থিসিংহাৎ ।

স দেবদেবোহবতু নঃ সমস্তান

মহাতয়েভ্যঃ কৃপয়া প্রপন্নান ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।

কিমর্থমাগতাঃ সৰ্বৌ তৎকর্তৃশ্রীত্বাবাচ তান ॥

দেবা উচুঃ ।

ভয়ঞ্চ তীব্রং দৈত্যোভ্যো। দেবানাং মধুসূদন ।

ততঃপাণায় দেবানাং মল্লিং কুরু জনার্দন ॥ ৪৪

স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর একদা
দেব ও দৈত্যের মহান্ বিগ্রহ উপস্থিত
হওয়ায় দেবগণ ভীত হইয়া সৰ্বতোভাবে
ঈপতি জনার্দনের স্তব করিতে লাগিলেন।
দেবগণ বলিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐহার
কটাক লক্ষ্য করিয়া তপস্যা আচরণ করেন,
সেই লক্ষ্মী দেবী ঐহার পাদপদ্মে নিরতা,
সেই ব্রহ্মভূত জনার্দনকে আমরা শরণ্যরূপে
প্রার্থনা করি। এং ত্রৈলোক্যে যে গুরুত্ব
বাহন নৃসিংহদেব হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই,
ঐহার সমান বা ঐহার পরও কেহই নাই,
সেই দেবদেব রূপাপূৰ্ব্বক শরণাগত আমা-
দিগকে সমুদয় মহাভয় হইতে রক্ষা করুন।
ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-
গদাধর প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—
তোমরা কি নিমিত্ত আসিয়াছ? বল; আমি
তোমাদের তৎসমস্ত সম্পাদন করিব। দেবগণ
বলিলেন,—যে জনার্দন। যে মধুসূদন।

ব্রহ্মোবাচ ।

তানাগতান্ হরিঃ প্রাহ গ্রন্থং চক্রং হরেন মে ।

কিং করোমি গতং চক্রং ভবন্তু চার্ভিমাগতাঃ ।

যাস্ত সৰ্বৌ দেবগণা রক্ষা বঃ ক্রিয়তে ময়া ।

ততো গতেষু দেবেষু বিষ্ণুচক্রার্থমুদ্যতঃ ।

গোদাবরীঃ ততো গহা শঙ্খাঃ পূজাঃ

প্রচক্রমে ॥ ৪৭

সুবর্ণকমলৈর্দিব্যৈঃ সুগন্ধৈর্দশভিঃ শতৈঃ ।

ভক্তিতো নিত্যবৎপূজাং চক্রে বিষ্ণুকমাপতেঃ

এবং সম্পূজ্যমানে তু তয়োস্তবমিদং শৃণু ।

কমলানাং সহস্রে তু যদৈকং নৈব পূর্যতে ॥ ৪৯

তদানুরারিঃ স্বঃ নেত্রমুৎপাট্যার্য্যমকল্পয়ৎ ।

অৰ্ঘ্যপাত্রং করে গৃহ্ সহস্রকমলাবিতম্ ।

ধ্যাত্বা শঙ্খং দদামৰ্ঘ্যমানস্ত শরণো হরিঃ ॥ ৫০

আপনি আমাদিগকে উপস্থিত তীব্র দৈত্যভয়
হইতে পরিজ্ঞান করিবার জন্য মনোযোগ
করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর হরি সমা-
গত দেবগণকে বলিলেন,—আমি কি করিব,
আমার আর চক্র নাই, মহাদেব তাহা
গ্রাস করিয়াছেন। তোমরা এমন সময়ে
দৈত্য কর্তৃক পীড়িত হইবে! আচ্ছা, এখন
তোমরা সকলে যাও, আমি তোমাদিগকে
রক্ষা করিব। পরে দেবগণ প্রত্যাবৃত্ত
হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু গোদাবরীতে গমন
করিয়া চক্রের নিমিত্ত শঙ্খকে পূজা করিতে
লাগিলেন। তিনি ভক্তিতরে দশশত
দিব্য সুগন্ধ সুবর্ণ কমল দ্বারা নিত্য-
পূজার জায় উমাপতির পূজা করিতেছেন,
এমন সময়ে ঐহাদের উভয়ের মধ্যে একটি
ব্রহ্ম সংঘটিত হইল। তাহা শ্রবণ কর।
সহস্রটি কমল ছিল, কিন্তু সে সময় একটি
কমল আর পাওয়া গেল না। তখন কম-
লাহ হরি অনন্তোপায় হইয়া স্বীয় মেত্র উৎ-
পাটনপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া সহস্র কমলা-
বিত সেই অর্ঘ্য করে গ্রহণ করত ধ্যানাভ্য-
সঙ্কে অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—

বিষ্ণুরূপাচ ।

অমেব দেব জানীষে ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্ ।
অমেব শরণোহধীশোহত্র কা ভবেদ্বিচারণা ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

বদন্তু দক্ষনয়নো নিলিন্যোহসাবিতীশ্বরে ।
ভবানীসহিতঃ শত্ৰুঃ পুরস্তাদভবতদা ॥ ৫২
গাঢ়মালিন্য্য বিবিধৈর্বৈরাপূরয়করিন্ম ।
তদেব চক্রমভবন্তেত্রং চাপি যথা পুরা ॥ ৫৩
ততঃ সুরগণাঃ সর্কে তুষ্টিবুর্হরিশকরৌ ।
গজা চাপি সরিচ্ছ্রোতাঃ দেবঃ চ বৃষভধ্বজম্ ॥
ততঃ প্রভৃতি ভক্তীর্থং চক্রতীর্থমিতি স্মৃতম্ ।
যন্তানুশ্রবণেনৈব মুচ্যতে সর্বকিঞ্চিৎ ॥ ৫৫
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ যঃ কুর্ধ্যাৎ পিতৃতর্পণম্ ।
সর্বপাপবিনিষ্টোক্তঃ পিতৃভিঃ স্বর্গভাগ্ভবেৎ ॥
তত্ত্ব চক্রাক্ষিতং তীর্থমদ্যপি পরিদৃশ্যতে ॥ ৫৭
ইতি ব্রাহ্মে চক্রতীর্থবর্ণনং নাম নবাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৯ ॥

হে দেব ! তুমি মানবদিগের অন্তর্গত ভাব
বিদিত আছ এবং তুমিই তাহাদিগের
শরণ ও কর্তা ; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—হরি অশ্রুপ্লুতনয়নে ঈশ্বরে
বিলীন হইলেন । তখন শত্ৰু ভবানীর
সহিত তাঁহার অগ্রে আবির্ভূত হইলেন, এবং
গাঢ়মালিন্য্যপূরঃসর বিবিধ বরে হরিকে তুষ্ট
করিলেন ; বলিলেন,—পূর্বের স্তায় চক্র ও
চক্র তোমার হউক । অনন্তর দেবগণ, হরি-হর,
সরিষরা গজা ও বৃষভধ্বজের স্তব করিলেন ।
অতঃপর ঐ স্থান চক্রতীর্থ নামে কীর্তিত
হইল ; যাহার মাহাত্ম্য শ্রবণে সর্বপাপ নষ্ট
হয় । যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে স্নান, দান, ও পিতৃ-
তর্পণ করে, সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া
পিতৃগণের সহিত স্বর্গভাগী হয় । ঐ চক্রাক্ষিত
তীর্থ অদ্যাপি দেখা যায় । ৩৬—৫৭ ।

নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পিপ্ললং তীর্থমাখ্যাতং চক্রতীর্থদনন্তরম্ ।
যত্র চক্রেখরো দেবশক্রমাপ যতো হরিঃ ॥ ১
যত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিত্বা চক্রার্থং শকরং বিষ্ণুম্ ।
পূজয়ামাস তত্তীর্থং চক্রতীর্থমুদাহৃতম্ ॥ ২
যত্র ত্রীতোহভবদ্বিকোঃ শত্ৰুস্তৎ পিপ্ললং বিষ্ণুঃ
মহিমানং যন্ত বক্তুং ন কামোহপ্যহিনায়কঃ ॥ ৩
চক্রেখরো পিপ্ললেশো নামধেয়স্ত কারণম্ ।
শৃণু নারদ তত্ত্বক্য্য সাক্ষাৎসেদোদিতং ময়া ॥ ৪
দধীচিরিতি বিখ্যাতো মুনিরাসীদগুণাবিতঃ ।
তস্ত ভাৰ্য্যা মহাপ্রাজা কুলীনা চ পতিব্রতা ॥ ৫
লোপামুদ্রেতি যা খ্যাতা স্বস্যা তস্তা গতস্তিনী ।
ইতি নাম্বা চ বিখ্যাতা বড়বেতি প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৬
দধীচেঃ সা প্রিয়া নিত্যং তপন্তেপে তয়া মহৎ
দধীচিরগ্নিমান্নিত্যং গৃহধর্মপরায়ণঃ ॥ ৭

দশাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, চক্রতীর্থের পর বিখ্যাত
পিপ্লল তীর্থ । চক্রেখর হরি এই তীর্থে
চক্র পাইয়াছিলেন । বিষ্ণু স্বয়ং এখানে অব-
স্থান করিয়া চক্রেখর নিমিত্ত বিষ্ণু শকরকে
আরাধনা করেন । সেইজন্য ইহা চক্রতীর্থ
নামেও অভিহিত । শত্ৰু যথায় বিষ্ণুর প্রতি
প্রীত হইয়াছিলেন, সে স্থান পিপ্ললতীর্থ
নামে অভিহিত । স্বয়ং অনন্ত দেবও এই
তীর্থের মহিমা ব্যক্ত করিতে অক্ষম । হে
নারদ ! চক্রেখর ও পিপ্ললেখর এই দুই
নামের কারণ শ্রবণ কর । পুরাকালে দধীচি
নামে এক গুণাঢ্য মুনি ছিলেন । তাঁহার
ভাৰ্য্যার নাম ছিল—লোপামুদ্রা । লোপা-
মুদ্রা মহাপ্রাজা, কুলীনা ও পতিব্রতা ছিলেন ।
লোপামুদ্রার ভগিনীর নাম গতস্তিনী ।
ইহার অপর নাম বড়বা । দধীচি গৃহধর্মে
নিরত থাকিয়া প্রত্যহ অগ্নি-পরিচর্যা করি-
তেন । তিনি তদীয় প্রিয়া ভাৰ্য্যার সহিত
এইরূপে নিত্য নিত্য তপস্যার তথাক্ষ করিতে

ভাগীরথীঃ সমাশ্রিত্য দেবাতিথিপরাধণঃ ।
 স্বকলত্ররতঃ শান্তঃ কুন্তয়োনিরিবাপরঃ ॥ ৮
 তন্তু প্রভাবান্তঃ দেশং নারয়ো দৈত্যাদানবাঃ ।
 আজয়ুর্মুনিশার্দূল যত্রাগন্তু চাশ্রমঃ ॥ ৯
 তত্র দেবাঃ সমাজয়ু কুজাদিত্যাস্থথামিনো ।
 ইন্দ্রো বিষ্ণুর্মোহয়িচ্চ জিহ্বা দৈত্যানুপাগতান
 জয়েন জাতসংহর্ষাঃ স্ততাশ্চৈব মরুদগণৈঃ ।
 দধীচিঃ মুনিশার্দূলঃ দৃষ্ট্বা নেমুঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ১১
 দধীচির্জাতসংহর্ষঃ সুরান পূজ্য পৃথক্ পৃথক্ ।
 গৃহকৃত্যং ততশ্চক্রে সুরেভ্যো ভার্য্যা সহ ॥
 পৃষ্ট্বাশ্চ কুশলং তেন কথাশ্চক্রে সুরা অপি ।
 দধীচিমব্রুবন্ দেবা ভার্য্যা সুখিতং পুনঃ ॥ ১৩
 আসীনঃ হৃষ্টমনস ঋষিঃ নত্যা পুনঃপুনঃ ॥ ১৪
 দেবা উচুঃ ।

কিমদ্য হর্লভং লোকে ঋষেহ্মাকং ভবিষ্যতি
 স্বাদৃশঃ সক্রপো যেম্ মুনির্ভূকল্পপাদপঃ ॥ ১৫

ছিলেন। পবিত্র ভাগীরথীতীরে তাঁহার
 আশ্রম ছিল। তিনি দেব ও অতিথিসেবায়
 নিরত ছিলেন এবং কলত্রবান্ ও সমস্ত
 শালী হইয়া দ্বিতীয় কুন্তয়োনির ন্যায়
 বিরাজ করিতেন। তাঁহার প্রভাবে বিপক্ষ
 দৈত্য-দানবেরা সেই দেশে আসিতে
 পারিত না। এতদ্বিতর মহর্ষি অগস্ত্যের
 আশ্রম যথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানেও
 তাহাদের আসিবার অধিকার ছিল না।
 একদা ক্রতু, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার
 ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম, ও অগ্নিব্রহ্ম দেবগণ
 উপস্থিত সংগ্রামে দৈত্যদিগকে পরাজিত
 করিয়া প্রহর্ষভরে পুলকিত ও মরুদগণ কর্তৃক
 স্তূত হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচির সমীপে আগমন-
 পূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দধীচি
 হৃষ্ট হইয়া ভার্য্যা সহ সুরগণকে পৃথক্
 পৃথক্ সংকৃত করিলেন। পরে তিনি
 দেবগণকে কুশল প্রশ্ন করিলে, দেবগণ
 সেই সমাসীন ঋষিকে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত-
 পূর্বক হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—হে ঋষে!
 আপনার কায় মর্ত্যকায়মুনি আমাদের

এতদেব কলং পুংসাং জীবতাং মুনিমন্তম ।
 তীর্থানুভূতভূতদয়া দর্শনঞ্চ ভবাদৃশান্ ॥ ১৬
 যৎ স্নেহাচ্চ্যতেহস্মাভিরবধারণ তন্মুনে ।
 জিহ্বা দৈত্যানিহ প্রাপ্তা হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্ ।
 বয়ঞ্চ সুখিনো ব্রহ্মঃস্বয়ি দৃষ্টে বিশেষতঃ ।
 নাযুধৈঃ কলমস্মাকং বোচুঃ নৈব কমা বয়ম্ ॥
 স্থাপাদেশং ন পশ্যাম আয়ুধানাং মুনীশ্বর ।
 স্বর্গে সুরদ্বিষো জাত্বা স্থাপিতানি হরন্তি চ ॥ ১৯
 নয়েমুয়ায়ুধানীতি তথৈব চ রসাতলে ।
 তস্মাস্তবাত্মমে পুণ্যে স্থাপ্যন্তেহস্মাণি মানদ ॥
 নৈবাত্ত কিঞ্চিদ্রম্যমস্তি বিপ্র
 ন দানবেভ্যো রাক্ষসেভ্যশ্চ ঘোরম্ ।
 হৃদাজয়া রক্ষিতপুণ্যদেশো
 ন বিদ্যতে তপসা তে সমানঃ ॥ ২১

উপর সদয় থাকিতে এ জগতে-কোন বস্তু
 আমাদের হর্লভ? হে মুনিবর! এ জগতে
 তীর্থস্থান, ভূতগণের প্রতি দয়া, ও ভবাদৃশ
 মহাপুরুষগণের দর্শনলাভই দেহধারীদিগের
 পরম ফল। হে মুনে! আপনি স্নেহপূর্বক
 জিজ্ঞাসিলেন, তাই বলিতেছি,—শ্রবণ করুন।
 আমরা দৈত্যদিগকে জয় এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ-
 দিগকে বধ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছি।
 ১—১৭। হে ব্রহ্মন! আপনার সাক্ষাৎলাভে
 আমরা যথেষ্ট তৃষ্টি লাভ করিয়া থাকি;
 বিশেষতঃ আমাদের আয়ুধে প্রয়োজন নাই;
 কেন না, আমরা তাহা বহন করিতে অক্ষম।
 অপিচ আয়ুধসমূহ কোথায় যে আমরা
 স্থাপন করি, এমন প্রদেশও দেখি না।
 কেন না, স্বর্গে রাখিলে, সুরশত্রুগণ তাহা
 জ্বালিতে পারিয়া হরণ করিবে। রসাতলে
 রাখিলেও তাহারা তাহা লইয়া যাইবে।
 অতএব হে মানদ! আপনার এই পুণ্য-
 ষ্ট্রমে আমরা আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র রাখিয়া
 যাইতেছি। হে বিপ্র! ইহাতে দানব বা
 রাক্ষস হইতে আমাদের কোন একটা বিষয়
 ভয়ের আশঙ্কা নাই। কেন-না, আপনার
 প্রভাবে এই পুণ্য দেশ নতকই সুরক্ষিত।

জিতারয়ো ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ
বয়স্ক পূৰ্ব্বং নিহতা দৈত্যসম্ভাঃ ।
অশ্বৈরলং ভারভূতৈঃ কৃতার্থৈঃ
স্থাপ্যং স্থানং তে সমীপে মুনীশ ॥ ২২
দিব্যান্ ভোগান্ কামিনীভিঃ সমেতান্
দেবোদ্যানেন নন্দনে সম্ভজামঃ ।
ততো যামঃ কৃতকার্ধ্যাঃ সহৈল্লাঃ
স্বঃ স্বঃ স্থামঃ চায়ুধানাঞ্চ রক্ষা ॥ ২৩
তুয়া কৃতা জায়তাং তৎ প্রশাধি
সমর্থস্বঃ রক্ষণে ধারণে চ ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বাক্যমাকর্ণ্য দধীচিরেবং
বাক্যং জগৌ বিবুধানেবমম্ব ।
নিবার্যমাণঃ প্রিয়শীলয়া স্ত্রিয়া
কিং দেবকার্যোণ বিরুদ্ধকারিণা ॥ ২৫
যে জ্ঞাতশাস্ত্রাঃ পরমার্থনিষ্ঠাঃ
সংসারচেষ্টাসু গতানুরাগাঃ ।

প্রকৃতই আপনার তুল্য তপস্বী কেহই নাই ।
হে ব্রহ্মজগণের বরেণ্য ! আমরা শত্রু-
জয়ী হইয়াছি, দৈত্যদিগকে বহুপূর্বেই নিহত
করিয়াছি ; সুতরাং এই সকল ভারভূত
কৃতকৃত্য অস্ত্র-সমূহ দ্বারা এখন আমাদের
প্রয়োজন নাই । হে মুনীশ ! আপনার
সমিহিত স্থানই ইহাদের উত্তম বাসস্থান ।
আমরা মনে করিয়াছি,—একণে দেবোদ্যান
নন্দনে গিয়া কামিনীগণ সহ দিব্য ভোগ-
সকল উপভোগ করিব । পশ্চাৎ কৃতকার্য
হইয়া ইন্দ্রের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবৃত্ত
হইব । আমাদের আয়ুধগণের রক্ষার ভার
আপনার উপর রহিল । ইহাদের রক্ষণা-
বেকণে আপনিই একমাত্র সমর্থ । অতএব
একণে আমাদিগকে গমনে অনুমতি করুন ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—দধীচি দেবগণের সেই কথা
ভনিয়া বলিলেন,—‘এবমম্ব’ । কিন্তু তাঁহার
প্রিয়শীলা ভার্য্যা এবিষয়ে তাঁহাকে নিবারণ
করিলেন । তিনি বলিলেন,—এই ব্রহ্ম-
বিদোষী দেবকার্য্য করিয়া আমাদের কি

তেষাং পরার্থব্যসনেন কিং যুনে
যেনাত্ত বায়ুজ্জ সুখং ন কিঞ্চিৎ - ২৬
দেবদ্বিষো দ্বেষমমুপ্রযাস্তি
দত্তে স্থানে বিপ্রবর্য্য শৃণুষ ।
নষ্টে হৃতে চায়ুধানাঃ মুনীশ
কুপ্যস্তু দেবা রিপবন্তে ভবন্তি ॥ ২৭
তস্মাৎসেদং বেদবিদাং বরিষ্ঠ
যুক্তং দ্রব্যে পরকীয়ে মমত্বম্ ।
তাবচ্চ মৈত্রী দ্রব্যতাবচ্চ তাব-
নষ্টে হৃতে রিপবন্তে ভবন্তি ॥ ২৮
চেদন্তি শক্তির্দ্রব্যদানে ততস্তে
দাতব্যমেবার্গিনে কিং বিচার্য্যম্ ।
নো চেৎ সন্তঃ পরকার্য্যাণি কুর্ষু-
র্কাগ্ভির্মনোভিঃ কৃতিভিস্তথৈব ॥ ২৯

হইবে ? হে যুনে ! ষাঁহার শাস্ত্রজ
পরমার্থনিষ্ঠ, ও সংসার-চেষ্টায় বীতশৃঙ্খল,
তাঁহাদের পক্ষে যাহাতে ইহপরকালে কোনই
সুখ নাই, ঐদৃশ পরকীয় ব্যসন দ্বারা কোন
ফল সাধিত হইবে ? হে বিপ্রবর ! অবগ
করুন, আপনার এই কার্য্যে কি কি দোষ
ঘটিবে ? প্রথমতঃ আপনি যদি দেবগণের
আয়ুধরক্ষার্থ স্থান দান করেন, তাহা হইলে
দেবদ্বৈষীরা আপনার শত্রু হইয়া উঠিবে ।
দ্বিতীয়তঃ—দেবগণের এই অস্ত্রগুলির মধ্যে
কোনটী যদি হৃত বা নষ্ট হয়, তাহা হইলে
দেবগণ কুপিত হইবেন । অধিকন্তু তাঁহারা
বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন । ১৮—২৭ ।
অতএব হে বেদবিদগণের বরেণ্য ! এই
পরকীয় দ্রব্যে মমতা করা কোনক্রমেই সম্ভব
নয় । এই দেব-রক্ষিত দ্রব্য যতদিন থাকিবে,
তাঁহাদের সহিত ততকালই মৈত্রীবন্ধন ।
কিন্তু যেই উহা হৃত বা নষ্ট হইবে, অমনি
উঁহারা শত্রু হইয়া উঠিবেন । আপনার
যদি দ্রব্য দানে শক্তি থাকে, তাহা হইলে
অর্থীদিগকে আপনি দান করিবেন ।
তাহাতে বিচার্য্য কি ? কিন্তু সে শক্তি যদি
না থাকে, তাহা হইলে সাধুগণ বাক্য,

পরধনসম্ভারণমেতদেব

সত্তিনিরন্তঃ ত্যজ কাস্ত সদ্যঃ ॥ ৩০

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং প্রিয়ায়া বচনং স বিপ্রো

নিশম্য ভার্য্যামিদমাহ শ্রুত্ব ॥ ৩১

দধীচিরুবাচ ।

পুরা শ্রুতানামহুমান্ত ভদ্রে

নেতীতি বাণী ন শ্রুতং মমৈতি ॥ ৩২

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বেরিতঃ পত্ন্যরিতি প্রিয়ায়াঃ

দৈবং বিনান্তর নৃণাং সমর্থম্ ।

ভুত্বীঃ স্থিতায়াং শ্রুতসত্তমাস্তে

সংস্থাপ্য চান্ধাণ্যতিদীপ্তিমস্তি ॥ ৩৩

নত্বা মুনীশ্রুতং যযুরেব লোকান

দৈত্যাবিষো ন্তস্তশস্ত্রাঃ কৃতার্থাঃ ।

গতেষু দেবেষু মুনিপ্ৰবধ্যে

হৃষ্টোহবসস্তার্থয়া ধর্ম্মযুক্তঃ ॥ ৩৪

গতে চ কালে হতিবিপ্রযুক্তে

দৈবে বর্ষে সংখ্যয়া বৈ সহস্রে ।

ন তে শ্রুতায়ুধানাঃ মুনীশ

বাচং মনশ্চাপি তথৈব চক্ৰুঃ ॥ ৩৫

দধীচিরপ্যাহ গভস্তিমোজসা

দেবারম্মো মাং দ্বিমতীহ ভদ্রে ।

ন তে শ্রুতায়ুধানাঃ ভবন্তি

সংস্থাপিতান্তত্র বদন্ত যুক্তম্ ॥ ৩৬

সা চাহ কাস্তং বিনয়ান্তুমেব

ভুং জানীষে নাথ যদত্র যুক্তম্ ।

দৈত্যা হরিষ্যন্তি মহাপ্ৰবৃদ্ধা-

স্তপোযুক্তা বলিনঃ স্তাগুধানি ॥ ৩৭

তদশ্রুত্বার্থমিদং স চক্রে

মমৈত্ব সস্ত্রকাল্য জটিলশ্চ পুণ্যৈঃ ।

তদ্বারি সর্বাস্থময়ং সুপুণ্যং

তেজোযুক্তং তচ্চ পপৌ দধীচিঃ ॥ ৩৮

নিবীৰ্য্যরূপানি তদায়ুধানি

কয়ং জঘুঃ ক্রমশঃ কালযোগাৎ ।

মন এবং ক্রিয়া দ্বারাই পরোপকার করিয়া থাকেন। হে কাস্ত! সাধুগণ কখনই এরূপ পরধনরক্ষার ভার গ্রহণ করেন না! অতএব আপনিও এই চেষ্টা পরিত্যাগ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—দধীচি মুনীশ্রেয়সীর এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভদ্রে! পূর্বে শ্রুতগণের কথায় সম্মত হইয়া এক্ষণে আর ‘না’ কথা যুখে আসে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিপত্নী পতির এই কথা শুনিয়া দৈব বিনা আর উপায় নাই, এই ভাবিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। এ দিকে শ্রুতশ্রেষ্ঠগণ আপনাদের অত্যুজ্জ্বল অস্ত্র-শস্ত্র স্থাপন করিয়া মুনীশ্রুতকে নমস্কারপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন। দেবগণ চলিয়া গেলে মুনিবর হৃষ্ট হইয়া ভার্য্যা সহ ধর্ম্মাচরণে নিরত হইলেন। অনন্তর দেবমানের সহস্র বর্ষ কাল অতীত

হইল। এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও তাঁহাদের সেই অস্ত্র-শস্ত্র তাঁহারা লইতে আসিলেন না। হে মুনীশ! তখন দধীচি গভস্তিনীকে বলিলেন,—ভদ্রে! দেখিতেছি, দেবারিগণ আমার প্রতিষেধ প্রকাশ করিতেছে, শ্রুতগণ এখন তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র লইতে আসিলেন না। অতএব এখন কর্তব্য কি বল? সে বিনীতভাবে উত্তর করিল,—প্রভো! এ সম্বন্ধে কি কর্তব্য—তাহা আপনিই জানেন। দৈত্যগণ তপস্বী এবং বলশালী; তাহারা মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া শীঘ্রই এই অস্ত্র-শস্ত্র হরণ করিয়া লইবে। তখন দধীচি সেই সকল অস্ত্র-রক্ষার জন্য এক প্রক্রিয়া করিলেন। তিনি মন্ত্রপুত পবিত্র জল দ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্র কালিত করায়, তৎসমস্ত হইতে যে সর্বাস্থ-ময় পবিত্র তোজোযুক্ত জল নির্গত হইল, তাহা তিনি পান করিলেন। ২৮—৩৮। তখন আয়ুধ সকল নিবীৰ্য্য হইয়া কালবশে ক্রমশঃ কয় প্রাপ্ত হইল। এই সময় শ্রুতগণ আসিয়া

সুখাঃ সমাগত্য দধীচিমুচু-
 র্হাতয়ঃ হাগতঃ শাক্তবঃ নঃ ॥ ৩৯
 দদম্ চাত্তাণি মুনিপ্রবীর
 যানি হৃদন্তে নিহিতানি দেবৈঃ ।
 দধীচিরপ্যাহ সুয়ারিভীত্যা
 অনাগত্যা ভবতাং চাচিরেণ ॥ ৪০
 অস্ত্রাণি শীতানি শরীরসংহা-
 হ্যস্তানি যুক্তং যম তদদন্ত ।
 ঋত্বা তদন্তঃ বচনন্ত দেবাঃ
 প্রোচুস্তমিখং বিনয়াবনম্ভাঃ ॥ ৪১
 অস্ত্রাণি দেহীতি চ বক্তুমেত-
 ত্ত্বাং ন বাস্ত্বং প্রতিবক্তুং মুনীশ ।
 বিনা চ তৈঃ পরিতুয়েম নিত্যং
 পুষ্টারয়ঃ ক প্রয়ামো মুনীশ ॥ ৪২
 ন মর্ত্যলোকে ন বনে ন নাকে
 বাসঃ সুরাণাং ভবিতাদ্য তাত ।
 স্বঃ বিপ্রবধ্যস্তপসা চৈব যুক্তো
 নান্তদ্বক্তুং যুক্ত্যতে তে পুরস্তাৎ ॥ ৪৩

দধীচিকে বলিলেন,—মুনিবর! শক্রগণ
 হইতে আমাদের মহাত্ম্য উপস্থিত হইয়াছে;
 অতএব আপনার নিকট যে সকল অস্ত্র
 রাখিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যর্পণ করুন।
 দধীচি বলিলেন,—আপনারা বহুকাল
 আসেন নাই বলিয়া আমি দৈত্যভয়ে সে
 সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র পান করিয়া কেলিয়াছি,
 এক্ষণে তাহারা আমার শরীরস্থ হইয়া
 আছে। অতএব কর্তব্য কি, বলুন?
 দেবগণ সেই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে বলি-
 লেন,—মুনীশ! ‘আপনি অস্ত্র সকল দান
 করুন’ এই বাক্যব্যতীত আমরা আর কিছুই
 বলিতে পারি না। হে মুনীশ! সেই সকল
 অস্ত্রের অভাবে নিশ্চয়ই আমরা পরাজিত
 হইব। শক্রদল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে
 থাকিবে; সুতরাং তখন আমরা কোথায়
 যাইব! হে তাত! মর্ত্যে, পাতালে, কিম্বা
 স্বর্গে কোথাও অস্ত্রগণের বাস করিবার অধি-
 কার থাকিবে না। আপনি তপস্বী ব্রাহ্মণ-

বিপ্রস্তদোবাচ মদহিসংহা-
 ত্তস্তাণি গৃহীত্ব ন সংশয়োহিহ ॥
 দেবাস্তমপ্যাছরনেন কিং নো
 হস্তৈহীনাঃ স্ত্রীত্বমাশ্ৰুতাঃ সুরেন্দ্রাঃ ॥ ৪৪
 পুনস্তদা চাহ মুনিপ্রবীর-
 স্তাক্ষ্যে জীবান্ দৈহিকান্ যোগযুক্তঃ ।
 অস্ত্রাণি কুর্কন্ত মদহিকৃত্য-
 ত্তহস্তমাহ্যস্তমরূপবন্তি ॥ ৪৫
 কুরুষ চেত্যাছরদীনসবঃ
 দধীচিমিত্যস্তরমগ্নিকল্পম্ ।
 তদা তু তস্ত প্রিয়মীরয়ন্তী
 ন সারিধ্যে প্রাতিথ্যৌ মুনীশ ॥ ৪৬
 তে চাপি দেবাস্তামদষ্টৈব শীঘ্রঃ
 তস্তা ভীতা বিপ্রমুচুঃ কুরুষ ।
 তত্যাজ জীবান্ হস্ত্যজান্ প্রীতিযুক্তো
 যথাস্থঃ দেহমিমং কুরুষ ॥ ৪৭
 মদাহিভিঃ প্রীতিমগ্নো ভবন্ত
 সুখাঃ সর্কে কিং হু দেহেন কার্যম্ ॥ ৪৮

প্রধান, আপনার নিকট অধিক কিছু বলা
 সম্ভব নহে। দধীচি বলিলেন,—যুগ্মদীয় অস্ত্র
 সকল মদীয় অস্থিতে সংস্থিত হইয়া আছে;
 অতএব বিনা বিচারে তাহাই গ্রহণ করুন।
 দেবগণ বলিলেন,—আপনার অস্থি দ্বারা
 আমাদের কি হইবে? সুরশ্রেষ্ঠ আমরা—
 অস্ত্র ব্যতীত যেন স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া আছি।
 ৩৯—৪৪। দধীচি পুনরায় বলিলেন,—আমি
 যোগবলে দেহত্যাগ করিব। আপনারা মদীয়
 উত্তম অস্থি দ্বারা অতু্যন্তম অস্ত্র সকল নির্মাণ
 করুন। তখন দেবগণ সেই অগ্নিকল্প
 দধীচিকে বলিলেন,—আচ্ছা, তবে তাহাই
 করুন। তৎকালে দধীচির প্রিয়বাদিনী ভার্যা
 প্রাতিথ্যৌ নিকটে উপস্থিত ছিলেন না।
 দেবগণ প্রাতিথ্যৌকে ভয় করিতেম।
 তাঁহাকে এক্ষণে না দেখিয়া দধীচিকে কার্য
 সাধন করিতে বলিলেন। দধীচি সন্তুষ্টমনে
 হস্ত্যজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি
 বলিয়া গেলেন,—আমার এই দেহের সেবা

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাশ্বাসো বহুপশ্যাসনহো
নাসাগ্রদন্তাক্ষিপ্ৰকাশপ্রসন্নঃ ।
বায়ুঃ সবহ্নিঃমধ্যমোদঘাটযোগা-
ব্রীহী শনৈর্দহরাকাশগর্ভম্ ॥ ৪৯
বদপ্রমেয়ং পরদং পদং যদ-
বদব্রহ্মরূপং যদুপাসিতব্যম্ ।
তজ্জৈব বিত্তন্ত ধিয়ং মহাশ্বা
সায়ুজ্যতাং ব্রহ্মণোহসৌ জগাম ॥ ৫০
নিজ্জীবতাং প্রাপ্তমভীক্ষ্য দেবাঃ
কলেবরং তন্তু সুরাশ্চ সম্যক্ ।
তৃষ্টারমণ্যচূরতিত্বরন্তঃ
কুরুষ্চাস্ত্রাণি বহুনি সদ্যঃ ॥ ৫১
স চাপি তানাহ কথং সু কার্যম্
কলেবরং ব্রাহ্মণশ্চেহ দেবাঃ ।
বিভেমি কর্ভুঃ দাক্ষণক্ষ্যকমোহতঃ
বিদারিতান্তায়ুধাভ্যন্তমামি ॥ ৫২
তদহ্নিভূতানি করোমি সদ্য-
স্ততো দেবা গাঃ সমুচুস্বরন্তঃ ॥ ৫৩

দেবা উচুঃ ।

বজ্রং যুথং বঃ ক্রিয়তে হিতার্থঃ
গাবো দেবৈরায়ুধার্থং কণেন ।
দধীচিদেহন্ত বিদার্য যু-
যহীনি শুদ্ধানি প্রযচ্ছতাদ্য ॥ ৫৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তা দেববাক্যাত্ত তথৈব চকুঃ
সংলিহ চাহীনি দহুঃ সুরাণাম্ ।
সুরাত্তরা জম্বুরদীনসবাঃ
স্বমালয়কাপি তথৈব গাবঃ ॥ ৫৫
কৃতা তথাস্ত্রাণি চ দেবতানাং
তৃষ্টা জগামাধ সুরাজয়া তদা ।
ততশ্চিরাজ্জীলবতী সূতজা
ভর্ভুঃ প্রিয়া বালগর্ভা ত্বরন্তী ॥ ৫৬
করে গৃহীত্বা কলশঃ বারিপূর্ণ-
যুমাং নত্বা কলপূর্ণৈঃ সমেত্য ।
অগ্নিকং তর্জারমধাশ্রমক
সংজুহুকায়া হাজগামাধ নীত্রম্ ॥ ৫৭
আগচ্ছন্তীঃ তাং প্রাতিষেযীঃ তদানীঃ
নিবারয়ামাস তদোকপাতঃ ।

কর । সুরগণ আমার অগ্নি দ্বারা প্রীত
হউন । আমি আর এ দেহ দিয়া কি করিব ?
ব্রহ্মা বলিলেন,—দধীচি যুনি এই কথা কহিয়া
বহু-পশ্যাসনে নাসাগ্রে দন্তদৃষ্টি হইয়া প্রসন্ন
মনে যোগবলে সবহ্নি বায়ুকে ধীরে ধীরে
হৃদাকাশ-গর্ভে নীত করিয়া, যাহা অপ্রমেয়
এবং যাহা উপাসিতব্য ব্রহ্মরূপ পরম পদ,
তাহাতে বুদ্ধি স্থাপনপূর্বক মহাশ্বা দধীচি
তখন ব্রহ্মসায়ুজ্য প্রাপ্ত হইলেন । দেবগণ
ঊহার কলেবর নিজ্জীব দেখিয়া সত্তর বিশ্ব-
কর্ষাকে বলিলেন,—তুমি এই অগ্নি দ্বারা
প্রকৃত অস্ত্র-নির্মাণ কর । বিশ্বকর্ষা বলিলেন,—
কি করিয়া আমি ব্রাহ্মণের কলেবর বিদারিত
করিয়া উত্তমাস্ত্র নির্মাণ করিব । এই
দাক্ষণ করিতে আমি ভীত হইতেছি ।
আমার ইহা করিবার কথ্যতা নাই । তবে
আমি ঊহার অগ্নিসমূহ পাইলে সত্যই অস্ত্র

প্রস্তুত করিতে পারি । তখন দেবগণ গাভী-
গণকে বলিলেন,—হে গোগণ ! আমরা
তোমাদের হিতার্থই বজ্র নির্মাণ করিব,
অতএব তোমরা কণকালমধ্যে দধীচিদেহ
বিদারিত করিয়া বিত্তক অগ্নিসকল দান
কর । ৪৫—৫৪ । ব্রহ্মা বলিলেন,—গোগণ
দেবগণের কথাছসারে দধীচির অগ্নিপুঞ্জ লেহন
করিয়া দেবগণকে দান করিল । সুরগণ তখন
দীনভাবে সত্তর স্বীয়ালয়ে গমন করিলেন
এবং গোগণও প্রস্থান করিল । অনন্তর
বিশ্বকর্ষা দেবাদেশে দধীচির অগ্নি-দ্বারা
অস্ত্রনির্মাণ করিয়া তৎকালে আনয়ন করি-
লেন । এই ঘটনার পর নীলবতী বাল-
গর্ভা সূতজা দধীচিপ্রিয়া একতী বারিপূর্ণ
কলস হস্তে লইয়া কলপূর্ণ দ্বারা উষা-
দেবীকে নমস্কার ও অর্চনাপূর্বক অগ্নি,
ভর্জা এবং আশ্রম দেখিবার বাসিনার সত্তর

স। সঙ্কমাগতা চাশ্রমঃ ধঃ
নৈবাপস্তত্ত্ব ভর্তারমগ্রে ॥ ৫৮
ক বা গতশ্চেতি সবিশ্বয়া সা
পশ্রদ্ধ চাশ্রিঃ প্রাতিথ্যেয়ী তদানীম্ ।
অগ্নিস্তদোবাচ সবিস্তরঃ তাং
দেবাগমঃ যাচনং বৈ শরীরে ॥ ৫৯
অহ্মায়ুপাদানমথ প্রমাণঃ
জ্ঞাত্বা সৰ্ব্বঃ হুঃখিতা সা বভূব ।
হুঃখোহেগাৎ সা পশাতাথ পৃথ্ব্যাং
মন্দং মন্দং বহিন্মাশাসিতা চ ॥ ৬০

প্রাতিথ্যেয়বাচ ।

শাপেহমরাণাস্ত নাহং সমৰী
অগ্নিঃ প্রাপ্প্য কিং হু কার্য্যং ভবেয়ে ॥ ৬১
ব্রহ্মোবাচ ।

কোপক হুঃখক নিয়ম্য সাধ্বী
তদাব্দৌকর্ষয়ুজ্জক ভর্তুঃ ॥ ৬২
প্রাতিথ্যেয়বাচ ।

উৎপত্ততে যত্নু বিনাশি সৰ্ব্বঃ
ন শোচ্য অস্তীতি মনুষ্য লোকে ।

আগমন করিলেন । তিনি আসিবার কালে
উভাপাত তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল ।
তিনি আরও সসম্মুখে আশ্রমের দিকে আসিয়া
দেখিলেন,—তাঁহার ভর্তা নাই । তখন
প্রাতিথ্যেয়ী সবিশ্বয়ে স্বামী কোথায় গিয়াছেন,
ইহা অগ্নির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন । অগ্নি
প্রত্যুত্তরে তাঁহার নিকট দেবাগম, তাঁহাদের
প্রার্থনা, অহিসংগ্রহ, ও প্রমাণ ইত্যাদি সমস্ত
ঘটনাই ব্যক্ত করিলেন । তৎশ্রবণে
প্রাতিথ্যেয়ী অতীব হুঃখিতা হইলেন । হুঃখা-
বেগে তিনি ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন । তখন
অগ্নি তাঁহাকে ধীরে ধীরে আশ্বাসিত করিতে
লাগিলেন । প্রাতিথ্যেয়ী বলিলেন,—আমি
দেবগণকে অভিশাপ দেওয়া উচিত মনে করি
না ; সুতরাং অগ্নিতে প্রবেশ করিব । ইহাভিন্ন
আর একণ আমার কি কর্তব্য আছে ?
ব্রহ্মা বলিলেন,—সাধ্বী প্রাতিথ্যেয়ী এই
কথা কহিয়া অতি কষ্টে কোপ এবং হুঃখ

গোবিপ্রদেবার্থমিহ ত্যজন্তি
প্রাণান্ প্রিয়ান্ পুণ্যভাজো মনুষ্যাঃ ॥ ৬৩
সংসারচক্রে পরিবর্তমানে
দেহঃ সমর্থঃ ধর্ম্মযুক্তঃ ভূবাপ্য ।
প্রিয়ান্ প্রাণান্ দেববিপ্রার্থহেতো-
স্তে বৈ ধন্তাঃ প্রাণিনো বৈ ত্যজন্তি ॥ ৬৪
প্রাণাঃ সর্কেহস্তাপি দেহাবিতস্ত
যাতারো বৈ নাত্র সন্দেহলেশঃ ।
এবং জ্ঞাত্বা বিপ্রগোদেবদীনা-
ত্বর্থকৈনান্নুৎসজস্তীশ্বরাস্তে ॥ ৬৫
নিবার্য্যমাণোহপি ময়া প্রপন্নয়া
চকার দেবাস্তপরিগ্রহং সঃ ।
মনোগতং বেত্ত্যথবা বিধাতুঃ
বৈ মতালোকাতিগচেষ্টিতস্ত ॥ ৬৬

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতেবমুক্তা পূজ্য চাশ্রীন্ যথাবদ-
ভর্তুঃচা লোম্যতিঃ সা বিবেশ ।

সম্বরণপূর্ব্বক ভর্তার উদ্দেশে ধর্ম্মসম্বত
বাক্যে বলিলেন,—জগতে উৎপন্ন বস্তুমাঝেই
বিনশ্বর, সুতরাং কিছুই শোকের বিষয়
নাই । যাঁহার পুণ্যবান্ মনুষ্য, তাঁহারাই
গো, বিপ্র ও দেবার্থ প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ
করিয়া থাকেন । এই পরিবর্তনশীল সংসার-
চক্রে ধর্ম্মময় সমর্থ দেহ প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারাই
দেব ও বিপ্রার্থ প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন,
তাঁহারাই যথার্থ ধন্ত প্রাণী । দেহীদিগের
প্রাণসকল নিশ্চয়ই একদিন না একদিন
নির্গত হইবে, ইহা জানিয়া যাঁহারাই গো, বিপ্র,
ও দেব নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাঁহারাই
প্রকৃত ঈশ্বর । অহো! আমি নিষেধ করি-
লাম, তথাপি আমার স্বামী দেবাস্ত পৰিগ্রহ
করিলেন, অথবা বিধাতার মনে কি আছে,
কে বলিতে পারে ? কেননা তিনি অমৌ-
কিক ক্রিয়ায় অহুষ্ঠায়ী ॥ ৫৫-৬৬ ॥ ব্রহ্মা বলি-
লেন,—প্রাতিথ্যেয়ী এই বলিয়া যথাবিধি অগ্নির
পূজাপূর্ব্বক ভর্তার যত্ন ও লোম্যাদি লইয়া

গর্ভস্থিতঃ বালকঃ প্রাতিধেয়ী
কুক্ষিঃ বিদাধ্যাধ করে গৃহীত্বা ॥ ৬৭
নত্বা চ গঙ্গাং ভুবমাম্রমঞ্চ
বনস্পতীনোষধীরাশ্রমস্থান ॥ ৬৮

প্রাতিধেয়বাচ ।

পিত্রা হীনো বহুভির্গোত্রজৈশ্চ
মাত্রা হীনো বালকঃ সর্ব এব ।
রক্ষন্ত সর্বেহপি চ ভূতসজ্জা-
স্তদৌষধ্যো বালকঃ লোকপালাঃ ॥ ৬৯
যে বালকঃ মাতৃপিতৃপ্রহীণঃ
স নির্জিশেষঃ স্বতন্ত্রপ্রকৃটেঃ ।
পশ্যন্তি রক্ষন্তি ত এব নুনং
ব্রহ্মাদিকানামপি বন্দনীয়ঃ ॥ ৭০

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুচ্চা চাত্যজ্ঞানঃ ভর্ষচিহ্নপরায়ণা ।
পিপ্লবানঃ সমীপে তু স্তম্ভ বালং নমস্ত চ ॥ ৭১
অগ্নিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য যজ্ঞপাত্রসমধিতা ।
বিবেশাগ্নিঃ প্রাতিধেয়ী তত্র । সহ দিবং যযৌ
করুহুশ্চামহা যে বৃক্ষাশ্চ বনবাসিনঃ ।
পুত্রবৎ পোষিতা যেন ঋষিণা চ দধীচিনা ॥ ৭২

অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন । অগ্নি প্রবেশের
পূর্বে তিনি গর্ভস্থিত বালককে কুক্ষিবিদারণ-
পূর্বক নিকাসিত করত করে ধরিয়া গঙ্গা,
পৃথ্বী, আশ্রম, এবং আশ্রমস্থ বনস্পতি ও
ঔষধিদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—এই
পিতা, মাতা, জাতি ও বহুহীন বালককে
ভূতগণ, ঔষধিগণ ও লোকপালগণ রক্ষা
করুন । যাঁহারা পিতৃ-মাতৃহীন বালককে
আত্মনির্জিশেষে অবলোকন করেন ও রক্ষা
করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মাদি সুরেন্দ্র-
গণের বন্দনীয় । ব্রহ্মা বলিলেন,—পতিগত-
প্রাণা প্রাতিধেয়ী এই বলিয়া নিজ বালককে
পিপ্লবসমূহের সমীপে স্থাপনপূর্বক অগ্নিকে
প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া এক যজ্ঞপাত্রসহ
অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বামী সহ
স্বর্গে উপনীত হইলেন । তখন আশ্রমস্থ
বৃক্ষ, ও যজ্ঞজঙ্গমা পর্য্যন্ত সোদন করিতে

বিনা তেন ন জীবামস্তয়া মাত্রা বিনা তথা ।
মৃগাশ্চ পক্ষিণঃ সর্কে বৃক্ষাঃ প্রোচুঃ পরস্পরম্ ।
বৃক্ষা উচুঃ ।

স্বর্গমাসেহুষোঃ পিত্রোস্তদপত্যোষকৃত্রিমম্ ।
যে কুর্কস্ত্যানিশং স্নেহং ত এব কৃতিনো নরাঃ ॥
দধীচিঃ প্রাতিধেয়ী বা বীকতেহস্থান্ যথা পুরা
তথা পিতা ন মাতা বা ধিগস্থান্ পাগিনো বয়ম্
অস্মাকমপি সর্কেবামতঃ প্রভৃতি নিশ্চিতম্ ।
বালো দধীচিঃ প্রাতিধেয়ী বালো ধর্মঃ সনাতনঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুচ্চা তদৌষধ্যো বনস্পতিসমধিতাঃ ।
সোমঃ রাজানমত্যোত্য যাচিরেহমৃতমুত্তমম্ ॥
স চাপি দত্তবাংস্তেভ্যঃ সোমোহমৃতমুত্তমম্ ।
দধীর্বালায় তে চাপি অমৃতং সুরবল্লভম্ ॥ ৭৩

লাগিল । তাহারা বলিতে লাগিল,—দধীচি
ঋষি আমাদের পুত্রবৎ প্রতিপালন
করিতেন । তিনিই আমাদের পিতা ছিলেন ।
আমরা এক্ষণে সেই পিতা-মাতা ব্যতীত
কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না ।
অনন্তর মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষগণ পরস্পর বলিতে
লাগিল,—পিতা মাতা স্বর্গারোহণ করিলে,
তাঁহাদিগের অপত্যদিগের প্রতি যাঁহারা
সর্বদা অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করে, সেই
সকল নরই সংসারে সুখী । দধীচি এবং
প্রাতিধেয়ী ইঁহারা উভয়ে পূর্বে পিতামাতার
স্তায় আমাদের দেখিতেন । আহা ! আমরা
একান্তই পাপিষ্ঠ যে, তাঁহারা এখন নাই ।
যাহা হউক, অজ্ঞ হইতে আমাদেরও এইরূপ
নিশ্চয় ধারণা যে, এই বালকই সেই দধীচি
এবং এই বালকই সেই প্রাতিধেয়ী । এইরূপ
ধারণাই আমাদের সমীচীন ধর্ম । ৬৭—৭৭ ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—বনস্পতি সহ ঔষধিগণ এই
কথা কহিয়া রাজা সোমের নিকট গমনপূর্বক
উত্তম অমৃত প্রার্থনা করিল । সোম তাহা-
দিগকে তাহা দান করিলেন । তাহারা সেই
সুরপ্রিয় অমৃত আনিয়া মুনি-বালককে দান
করিল । বালক অমৃত পানে সুখী হইয়া

স তেন কৃত্যো বরুধে গুরুপক্ষে যথা শশী ।
পিপ্লনৈঃ পালিতো যস্মাৎ পিপ্ললাদঃ স বালকঃ
প্রবৃদ্ধঃ পিপ্ললানেবমুবাচ হ্রতিবিস্মিতঃ ॥ ৮০

পিপ্ললাদ উবাচ ।

মাহুযেভ্যো মাহুযাভ জায়ন্তে পক্ষিভিঃ খগাঃ
বীজেভ্যো বীকৃধা লোকে বৈষম্যং নৈব দৃশ্যতে
বার্জস্বহঃ কথং জাতো হস্তপাদাদিজীবান্ ॥

ত্রক্ষোবাচ ।

বৃক্ষাস্তবচনং শ্রুত্বা সর্বমুচুৰ্ঘথাক্রমম্ ।
দধীচের্নরগঃ সাধ্ব্যাস্তথা চাগ্নিপ্রবেশনম্ ॥ ৮২
অশ্বনাং সংহরণং দেবৈরেতৎ সর্বং সবিস্তরম্
শ্রুত্বা হুঃখসমাবিষ্টো নিপপাত তদা ভুবি ॥ ৮৩
আশ্বাসিতঃ পুনর্নৈকৈর্বার্কৈর্ধর্মার্থসংহিতৈঃ ।
আবৃত্তঃ স পুনঃ প্রাহ তদৌষধিবনস্পতীন ॥ ৮৪

পিপ্ললাদ উবাচ ।

পিতৃহনত্বং হনিষ্যেহং নাত্তথা জীবিতুং ক্ষমঃ

গুরুপক্ষীয় শশীর স্তায় পরিবর্দ্ধিত হইতে
লাগিল। পিপ্লল-পাদপেরা তাঁহাকে বৃক্ষা
করিয়াছিল বলিয়া তিনি পিপ্লপাদ নামে
অভিহিত হইলেন। তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়া
অতি বিস্মিতভাবে পিপ্ললদিগকে বলিলেন,—
মাহুয হইতে মাহুয, পক্ষী হইতে পক্ষী,
এবং বীজ হইতে বিরুধাবলী উৎপন্ন হয়।
জগতে ইহার বৈষম্য দেখা যায় না। কিন্তু
আমি হস্তপাদাদি-বিশিষ্ট জীব বৃক্ষ হইতে
জন্মিলাম; এ কেমন কথা! ত্রক্ষা বলি-
লেন,—বৃক্ষগণ সেই কথা শুনিয়া তাঁহার
নিকট সমস্ত ঘটনা যথাক্রমে ব্যক্ত করিল।
দধীচির মরণ, তদীয় পতিব্রতা পত্নীর
অগ্নিপ্রবেশ এবং দেবগণ কর্তৃক দধীচি
মুনির অস্থি সংগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত বার্তাই
তাঁহাদের মুখে বিবৃত হইল। তৎপ্রবণে
পিপ্ললাদ হুঃখাবিষ্ট হইয়া ভূপতিত হইলেন।
তখন বৃক্ষগণ তাঁহাকে ধর্মার্থময় বাক্যে
আশ্বাসিত করিলে, তিনি পুনরায় সেই
ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতিকে বলিলেন,—
আমি পিতৃহত্যাদিগকে বিনাশ করিব।

পিতৃমিত্রাণি শত্রুঃক তথা পুত্রোহনুবর্ততে ।
স এব পুত্রো যোহনুত পুত্ররূপো রিপুঃ স্মৃতঃ
বদন্তি পিতৃমিত্রাণি তারয়ন্ত্যহিতানপি ॥ ৮৬

ত্রক্ষোবাচ ।

বৃক্ষাস্তঃ বালমাদায় সোমাস্তিকমধাযযুঃ ।
বালবাক্যন্ত তে বৃক্ষাঃ সোমায়ান্থ স্তবেদয়ন্ ॥
শ্রুত্বা সোমোহপি তং বালং পিপ্ললাদমভাবত
সোম উবাচ ।

গৃহাণ তিষ্ঠ্যং বিধিবৎ সমগ্রাং
তপঃসমৃদ্ধিঞ্চ শুভাঞ্চ বাচম্ ।
শৌর্য্যঞ্চ রূপঞ্চ বলঞ্চ বুদ্ধিঞ্চ
সম্প্রাপ্যসে পুত্র মদাজয়াত্বম্ ॥ ৮৮

ত্রক্ষোবাচ ।

পিপ্ললাদস্তমপ্যাহ ওষধীশং বিনীতবৎ ॥ ৮৯
পিপ্ললাদ উবাচ ।

সর্বমেতদবৃথা মন্ত্রে পিতৃহন্তৃ-বিনিষ্কৃতিম্ ।
ন করোম্যত্র যাবচ্চ তস্মাস্তৎ প্রথমং বদ ॥ ৯০
যস্মিন্ দেশে যত্র কালে যস্মিন্ দেব চ মম্বকে

নত্বা আমার জীবন ধারণ বৃথা। যে
পুত্র পিতার মিত্রদিগের অনুবর্তন ও শত্রু-
দিগের প্রতিকূলতা করে, সেই পুত্রই
পুত্র নামের যোগ্য। ইহার বৈপরীত্যকারী
পুত্ররূপ শত্রু। পণ্ডিতেরা বলেন,—পিতৃ-
বন্ধুগণ অহিতদিগেরও জ্ঞানকর্তা। ত্রক্ষা
বলিলেন,—বৃক্ষগণ সেই বালককে লইয়া
সোম-সমীপে আগমন করিল এবং বালক
যাহা বলিয়াছিল, সোমকে তাহা নিবেদন
করিল। সোম তৎপ্রবণে বালক পিপ্ললাদকে
বলিলেন,—পিপ্ললাদ! তুমি বিধিযুক্ত বিজ্ঞা,
সমস্ত তপঃসমৃদ্ধি, কল্যাণী বাণী এবং শৌর্য্য,
রূপ, বল ও বুদ্ধি গ্রহণ কর। আমার
আজ্ঞায় সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।
৯৮—৮৯। ত্রক্ষা বলিলেন,—পিপ্ললাদ তখন
ওষধিপতির নিকট বিনীতভাবে নিবেদন
করিলেন;—হে সুরবর! যতদিন না আমি
পিতৃহত্যার প্রতিবিধান করিতে পারি,
ততকাল আমি এ সকল বৃথা বলিয়াই

যত্র তীর্থে চ সিধ্যোক্ত মৎসকঃ সুরোত্তম ॥ ১
চন্দ্রঃ প্রাহ চিরং ধ্যানা ভুক্তির্বা মুক্তিরেব বা ।
সর্বঃ মহেশ্বরাদেবাজ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥২
স সোমঃ পুনরপ্যাহ কথং ভ্রক্যে মহেশ্বরম্ ।
বালোহহঃ বালবুদ্ধিঃ ন সামর্থ্যঃ তপস্তথা ॥৩
চন্দ্র উবাচ ।

গৌতমীঃ গচ্ছ ভদ্র ত্বং ত্বহি চক্রেস্বরঃ হরম্ ।
প্রসন্ন তবেশানো হুমায়াসেন বৎসক ॥৪
শ্রীতো ভবেন্নহাদেবঃ সাক্ষাৎ কারুণিকঃ শিবঃ
আন্তে সাক্ষাৎকৃতঃ শত্ৰুবিবুনা প্রভবিবুনা ।
বরঞ্চ দত্তবান্ বিকোশচক্রঞ্চ ত্রিদশাচিতম্ ।
গচ্ছ ভদ্র মহাবুদ্ধে দণ্ডকে গৌতমীঃ নদীম্ ॥৬
চক্রেস্বরঃ নাম তীর্থং জানন্তোষধয়ঃ তৎ ।
তং গচ্ছ ত্বহি দেবেশ সর্বভাবেন শঙ্করম্ ॥

মনে করি । অতএব আপনি অগ্রে বলুন,
—কোথায়, কোন্ দেশে গিয়া, কোন্ তীর্থ
সেবিয়া, কি মন্ত্রে কোন্ দেবতার আরাধনা
করিয়া আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারে ?
চন্দ্র কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়া বলিলেন,—ভুক্তি
বা মুক্তি এ সকল কেবল মহেশ্বর হইতেই
হইয়া থাকে সন্দেহ নাই । পিঙ্গলাদ বলি-
লেন,—আমি বালক, আমার বালজনোচিত
বুদ্ধি, আমার সামর্থ্য নাই, তপস্তা নাই;
আমি মহেশ্বরকে দেখিব কেমন করিয়া ?
চন্দ্র কাহিলেন,—হে ভদ্র ! গৌতমীতে যাও,
তথায় গিয়া চক্রেস্বর হরীর স্তব কর ।
হে বৎস ! সেই ঈশান অন্নায়াসেই প্রসন্ন
হইবেন । সেই পরম কারুণিক ভগবান্
মহাদেব শিব ভক্তের প্রতি শ্রীতিমান্ হইয়া
সদাই সেখানে অবস্থান করিতেছেন । প্রভ-
বিবু বিবু তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ।
শত্ৰু বিবুকে সুরপূজ্য সুদর্শন-চক্র-দান
রূপ বর দিয়াছিলেন । হে মহাবুদ্ধে ! দণ্ড-
কার্ণ্যের মধ্য দিয়া গৌতমী নদী প্রবাহিত
হইতেছে, তুমি তথায় গমন কর । সেখানে
যে চক্রেস্বর তীর্থ আছে, ওষধিগণও তাহা
বিস্তৃত আছে । তুমি সেই তীর্থে গিয়া

স তে শ্রীতমনাস্তাত সর্বান কামান্ প্রদাত্তি
ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্রাজবচনাদ্ ব্রহ্মন্ পিঙ্গলাদৌ মহামুনিঃ ।
আজগাম জগন্নাথো যত্র ক্রজঃ স চন্দ্রনঃ ॥ ১৮
তং বালং রূপয়াবিষ্টাঃ পিঙ্গলাঃ স্বাম্যান্ যযুঃ ।
গোদাবর্যাং ততঃ স্নাত্বা নত্বা ত্রিভুবনেশ্বরম্ ।
তুষ্ঠাব সর্বভাবেন পিঙ্গলাদঃ শিবং শুচিঃ ॥ ১৯
পিঙ্গলাদ উবাচ ।

সর্বানি কৰ্ম্মানি বিহায় ধীরা-
স্ত্যৈকৈক্যেনা নির্জিতচিত্তবাতাঃ ।
যং যাস্তি মুক্ত্যৈ শরণং প্রবৃত্তা-
ভুমাদিদেদং প্রণয়ামি শত্ৰুম্ ॥ ১০০
যঃ সর্বসাক্ষী সকলান্তরাশ্চ
সর্বেশ্বরঃ সর্বকলানিধানম্ ।
বিজ্ঞায় মচ্ছিত্তগতং সমস্তং
স মে স্বরারিঃ করুণাং করোতু ॥ ১০১

সর্বপ্রকারে শঙ্করের আরাধনা কর, স্তব
কর । হে তাত ! তিনি শ্রীতিমান্ হইয়া
তোমায় সর্বাভীষ্ট প্রদান করিবেন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! বনৌষধিরাজ সোমের
কথায় মহামুনি পিঙ্গলাদ যথায় জগন্নাথ হুজ
চক্রেস্বররূপে বিরাজিত, সেই তীর্থে আগ-
মন করিলেন । বালকের প্রতি রূপাবিষ্ট
পিঙ্গল-বৃক্ষসকল স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান
করিল । পিঙ্গলাদ গোদাবরীজলে স্নান
করিলেন, ত্রিভুবনপতিকে নমস্কার করিলেন
এবং শুচি হইয়া একাগ্রতার সহিত শিবকে
স্তব করিতে লাগিলেন । ১৮—১৯ । পিঙ্গলাদ
কাহিলেন,—ধীরচেতা সাধুগণ প্রাণ-মন জয়
করিয়া এবং নিখিল বাসনা পরিহার করিয়া
সর্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিনাভার্ষ ঐক্য-
স্তিকভাবে বাহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন,
আমি সেই আদিদেব শত্ৰুকে প্রণিপাত
করি । যিনি সর্বসাক্ষী, সকলের অন্তরাশা,
সকলের জেশ্বর এবং সকল কলার নিধান,
সেই স্বরহর হর আমার মনোভিপ্রায় বিধিক
হইয়া তৎপ্রতি করুণা প্রকাশ করুন । দশাধিক

দিশীশ্বরান্ জিত্য সুরার্চিতস্ত
কৈলাসমাদোলয়তঃ পুরারেঃ ।
অমৃতকৃত্যেব রসাতলাদধো-
গতস্ত তন্ত্বেব দশাননস্ত ॥ ১০২
আনুনকায়স্ত গিরং নিশম্য
বিহস্ত দেব্যা সহ দত্তমিষ্টম্ ।
তন্মৈ প্রসন্নঃ কুপিতোহপি তদ্ব-
দযুক্তদাতাসি মহেশ্বর স্বম্ ॥ ১০৩
সৌজাত্যমীমুক্তিমধঃ স চক্রে
যোহর্চ্যঃ হরেনিত্যমতীব কৃত্বা ।
বাণঃ প্রশস্তঃ কৃতবানুচ্চপূজাঃ
রম্যাঃ মনোজ্ঞাঃ শশিখণ্ডমৌলেঃ ॥ ১০৪
জিত্বা রিপূন্ দেবগণান্ প্রপূজ্য
শুক্লং নমস্কর্তুমগাদ্বিশাখঃ ।
চুকোপ দৃষ্ট্বা গণনাথমুচ-
যক্তে তমারোপ্য জহাস সোমঃ ॥ ১০৫
ঈশানকুটোহপি শিশুস্বভাবা-
রমাতুরক্তে প্রমুখোচ বালঃ ।

দিক্‌পালদিগকে জয় করিয়া সুরপূজ্য পুরা-
রির কৈলাশপুরী আন্দোলিত করিলে যিনি
তাহাকে অমৃতভরে রসাতল হইতেও অধো-
দিকে নীত করিয়াছিলেন এবং দশাননের
দেহ বিনীর্ণ হইলে তদীয় আর্জুনের শ্রবণ
করিয়া দেবী সহ যিনি তখন হস্তপূর্বক কুপিত
হইয়াও প্রসন্ন মনে তাহাকে ইষ্ট বর দান
করিয়াছিলেন ; হে মহেশ্বর ! তুমিই সেই
অযুক্ত-দাতা দেবদেব । যে বাণাসুর নিত্য
হরপূজা করিয়া সমৃদ্ধিসম্পদে ইন্দ্রের
ঐর্ষ্যা অধঃকৃত করিয়াছিল, অবশেষে সেই
অমুরই শশিখণ্ডমৌলির মনোজ্ঞ মহা-পূজা
করিয়া সর্বত্র যশস্বী হইয়াছিল । একদা
কার্তিকেয় রিপুদিগকে জয় করিয়া দেবগণকে
আপ্যায়িত করত পিতাকে নমস্কার করিতে
গিয়া তদীয় ক্রোধে গণপতিকে সমাসীন
করিয়া কুপিত হইয়াছিলেন ; শঙ্কু তাহাকে
লইয়া হস্ত করিলেন । বালক
শিশুস্বভাব বশত পিতা ঈশানের

ক্লকঃ সূতঃ বোধিতুমপ্যশক্ত-
স্ততোহর্কনারীষ্মবাপ সোমঃ ॥ ১০৬

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ স্বয়ম্ভুঃ সূপ্রীতঃ পিঙ্গলাদমভাবত ॥ ১০৭

শিব উবাচ ।

বরং বরয় ভদ্রং তে পিঙ্গলাদ যথেষ্পিতম্ ॥ ১০৮

পিঙ্গলাদ উবাচ ।

হতো দেবৈর্বহাদেব পিতা মম মহাযশাঃ ।

অদাস্তিকঃ সত্যবাদী তথা মাতা পতিব্রতা ।

দেবেভ্যশ্চ তয়োর্নাশঃ শ্রদ্ধা নাথ সবিস্তরম্ ।

দুঃখকোপসমাবিষ্টো নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ১১০

তস্মান্নে দেহি সামর্থ্যং নাশয়েয়ং সুরান্ যথা ।

অবধ্যসেব্যাস্ত্রৈলোক্যে ত্বমেব শশিশেখর ॥ ১১১

ঈশ্বর উবাচ ।

ভৃতীয়ং নয়নং দ্রষ্টুং যদি শক্নোষি মেহনঘ ।

অন্ধে আরোহণ করিয়াও মাতার অঙ্ক পরি-
ত্যাগ করিলেন না । পিতা সোম তখন
সেই ক্লক পুত্রকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে
পারিলেন না ; তাই তিনি তখন অর্ক-নারী-
রূপ ধারণ করিয়াছিলেন । ১০০—১০৬। ব্রহ্মা
বলিলেন,—অনন্তর স্বয়ম্ভু প্রীত হইয়া পিঙ্গ-
লাদকে কহিলেন,—হে পিঙ্গলাদ ! তোমার
মঙ্গল হউক । তুমি অতীষ্ট বর প্রার্থনা
কর । পিঙ্গলাদ কহিলেন,—হে মহাদেব !
দেবগণ আমার মহাযশা পিতাকে বিনষ্ট
করিয়াছেন । পিতা আমার অদাস্তিক ও
সত্যবাদী এবং মাতা আমার পতিব্রতা
ছিলেন । হে নাথ ! দেবগণের হস্তে তাঁহা-
দের উভয়ের বিনাশ-বার্তা শ্রবণ করিয়া
আমি দুঃখে এবং ক্রোধে এত অতি-
ভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার আর
জীবন ধারণে ইচ্ছা হইতেছে না । অতএব
হে দেব ! আমার আপনি এমন সামর্থ্য দান
করুন, যাহা দ্বারা আমি সুরগণকে বিনাশ
করিতে পারি । হে শশিশেখর ! আপনি
ত্রিলোকে অমরজনের সেব্য । ঈশ্বর বলি-
লেন,—হে অনঘ ! তুমি যদি আমার ভৃতীয়

ততঃ সমর্থো ভবিতা দেবাংশ্চৈদ্রিয়তুঃ ভবান্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো ব্রহ্মঃ মনশ্চক্রে তৃতীয়ঃ লোচনং বিভোঃ
ন শশাক তদোবাচ ন শক্ণোহস্মীতি শঙ্করম্
ঈশ্বর উবাচ ।

কিঞ্চিৎ কুরু তপো বাল যদা ব্রহ্মাসি লোচনম্
তৃতীয়ঃ হং তদাভীষ্টং প্রাপ্যসে নাত্র সংশয়ঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বোশানবাক্যং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ।

দধীচিস্থত্বর্ধ্বশ্রীক্সা তত্রৈব বহুলাঃ সমাঃ ॥ ১১৫

শিবধ্যানৈকনিরতো বালোহপি বলবানিব ।

প্রত্যহং প্রাতঃকথায় স্নানং নত্যা গুরুন ক্রমাৎ ॥

সুখাসীনো মনঃ কুত্বে সুষুম্নায়ামনস্তধীঃ ।

হস্তশক্তিকমারোপ্য নাভৌ বিস্মৃতসংস্রতিঃ ॥

স্থানাৎ স্থানান্তরোৎকর্ষান বিদধোশাস্ত্রবৎ মহঃ

নয়ন দর্শন করিতে পার, তাহা হইলে দেব-
গণের বিনাশে তুমি সক্ষম হইবে। ব্রহ্মা
বলিলেন,—পিপ্পলাদ তখন মহাদেবের তৃতীয়
নয়ন দেখিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু দেখিতে
পারিলেন না। তখন শঙ্করকে বলিলেন,—
আমি উহা দর্শন করিতে পারিতেছি না।
ঈশ্বর কহিলেন,—বালক ! তুমি কিছুকাল
তপস্তা কর, তাহা হইলে আমার তৃতীয়
নয়ন দেখিতে পাইবে এবং তৎকালে তোমার
নিশ্চয়ই সর্বাভীষ্ট প্রাপ্তি ঘটিবে। ব্রহ্মা
বলিলেন,—পিপ্পলাদ ঈশানের ঈদৃশ বাণী
শ্রবণে তপস্তার্থ কৃতনিশ্চয় হইলেন। দধীচি-
স্থত ধর্ম্মীক্সা পিপ্পলাদ বালক হইয়াও
সবলের স্তায় শিবধ্যানে নিরত হইয়া অনন্ত-
ভাবে সেই স্থানে বহু বৎসর অতিবাহিত
করিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া
স্নান ও গুরুদিগকে নমস্কার করিয়া সুখা-
সনে উপবেশনপূর্বক সুষুম্না নারী নাড়িকায়
মনকে স্থাপনান্তে অনন্তমনে নাতিদেশে
আপনার হস্তশক্তিক আরোপণ করিলেন
এবং সমস্ত সংসারতাব তুলিয়া গিয়া এক
মাক শঙ্কর জ্যোতিঃ ধ্যান করিতে লাগি-

দদর্শ চক্ষুর্দেবস্ত তৃতীয়ঃ পিপ্পলাশনঃ ।

কৃতাজলিপুটো ভূত্বা বিনীত ইদমব্রবীৎ ॥ ১১৮

পিপ্পলাদ উবাচ ।

শঙ্করো দেবদেবেন বরো দত্তঃ পুরা যম ।

তাত্তীয়চক্ষুষো জ্যোতির্ষদা পশুসি তৎক্ষণাৎ ॥

সর্বং তে প্রার্থিতং সিধ্যেদিত্যাহ ত্রিদশেশ্বরঃ ।

তন্মাদ্রিপুবিনাশায় হেতুভূতাঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ১২০

তদৈব পিপ্পলাঃ প্রোচুর্ষুভবাপি মহাত্মতে ।

মাতা তব প্রাতিধেয়ী বদত্যেবং দিবং গতা ॥

পর্যভিছোহনিরতা বিস্মৃতাশ্চহিতা নরাঃ ।

ইতস্ততো ভ্রান্তচিত্তাঃ পতন্তি নরকাবটে ॥ ১২২

তন্মাতৃবচনং শ্রুত্বা কুপিতঃ পিপ্পলাশনঃ ।

অভিমাণে জলতাস্তঃ সাধুবাদো নিরর্থকঃ ॥ ১২৩

দেহি দেহীতি তং প্রাহ কৃত্যা নেত্রধিনির্গতা ।

লেন। অনন্তর স্থান-মাহাত্ম্যে দেবদেবের
তৃতীয় নয়ন তাহার নয়ন-পথে নিপতিত
হইল। তখন পিপ্পলাদ কৃতাজলিপুটে
বিনীতভাবে বলিলেন,—দেবদেব শঙ্কো!
আপনি পূর্বে আমায় এইরূপ বর দিয়া-
ছিলেন যে, আমার তৃতীয় চক্ষুর জ্যোতি-
যখন তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, তৎ-
ক্ষণাৎ তোমার সমস্ত প্রার্থিত সিদ্ধ হইবে।
একণে আমার তাহা হইয়াছে; অতএব রিপু
বিশানার্থ আমায় সামর্থ্য প্রদান করুন।
পিপ্পলাদ এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, এই
সময় তাঁহার আশ্রমস্থ পিপ্পল বৃক্ষগণ ও তৃতীয়
মাতৃশ্রী বড়বা তাঁহাকে বলিলেন,—হে
মহাত্মতে! তোমার মাতা প্রাতিধেয়ী এই
রূপ বলিতে বলিতে স্বর্গারোহণ করেন যে,
যাহারা পরছোহে নিরত, এবং আশ্র-হিত
বিস্মৃত হইয়াছে, তাহারা সর্বত্র ভ্রান্তচিত্ত হইয়া
নিরয়-গর্ভে নিপতিত হইয়া থাকে। ১০৭-১২২।
পিপ্পলাদ সেই মাতৃবাক্য শ্রবণে কুপিত
হইয়া অভিমাণে অন্তর্দগ্ধ হইতে লাগিলেন।
ঐ সাধুবাক্য তাঁহার নিকট ব্যর্থ বলিয়া বোধ
হইল। তিনি বারবার মহাদেবের নিকট
'দেহি দেহি' করিতে লাগিলেন। তখন

বড়বোঁড়ি স্বরন বিপ্রঃ কৃত্যপি বড়বাকৃতিঃ ॥
 সর্বস্ববিনাশায় প্রকৃতানলগর্ভিনী ।
 গভস্তিনী বালগর্ভা য়া মাতা পিঙ্গলাশিনঃ ॥
 তদ্যানযোগাত্তু জাতা কৃত্য। সানলগর্ভিনী ।
 উৎপন্ন। সা মহারোজা মৃত্যুজিহ্বেব ভীষণা ॥
 অবোচৎ পিঙ্গলাদং তং কিং কৃত্যং মে বদস্ব তৎ
 পিঙ্গলাদোহপি তাং প্রাহ দেবান্ খাদ রিপুণ্যম
 জগ্রাহ সা তথৈতুত্বা পিঙ্গলাদং পুরঃস্থিতম্ ।
 স প্রাহ কিমিদং কৃত্যে সা চাপ্যাহ ত্রয়োদিতম্
 দেবৈশ্চ নিশ্চিতং দেহং ততো ভীতঃশিবঃ যযৌ
 তুষ্টাব দেবঃ স মুনিঃ কৃত্যং প্রাহ তদা শিবঃ ॥
 শিব উবাচ ।

যোজনাস্তঃস্থিতান্ জীবান্ গৃহাণ মদাজয়া ।
 তস্মাদ্ যাহি ততো দূরং কৃত্যে কৃত্যং ততঃ কুরু
 ব্রহ্মোবাচ ।

তীর্থাত্তু পিঙ্গলাং পূর্বং যাবদযোজনসংখ্যয়া ।

সেই তৃতীয় নেত্র হইতে বড়বা-স্বরূপে এক
 বড়বাকৃতি কৃত্য। নির্গত হইল। ঐ কৃত্য।
 পিঙ্গলাদ কর্তৃক বালগর্ভা মাতা গভস্তিনীর
 ধ্যান করায় অনল-গর্ভিনী হইয়া সর্বপ্রাণি-
 বিনাশের জন্য জন্ম জন্মিয়াছিল। উহা মৃত্যু-
 জিহ্বার ভায় ভীষণা ও মহারোজা। সে
 জন্মিয়ামাত্র পিঙ্গলাদকে কহিল,—বল, আমি
 কি করিব? পিঙ্গলাদ বলিলেন,—তুমি
 আমার শত্রু দেবগণকে ভক্ষণ কর।
 কৃত্য। ‘তথাহ’ বলিয়া প্রথমেই সম্মুখস্থিত
 পিঙ্গলাদকে গ্রহণ করিল। তিনি বলিলেন,
 —হে কৃত্যে! তুমি এ কি করিতেছে?
 কৃত্য। কহিল,—তোমার কথায় দেবনির্মিত
 দেহও আমি ভক্ষণ করিব। তখন পিঙ্গলাদ
 ভীত হইয়া শিব-সন্নিধানে গমন করিলেন
 এবং তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিলেন।
 তখন শিব কৃত্যাকে কহিলেন,—হে কৃত্যে!
 তুমি আমার আদেশে অত্রত্য এক যোজন-
 মধ্যবর্তী জীবদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবে
 না। অতএব তুমি এস্থান হইতে দূরে
 গিয়া শত্রু-সাধন কর। ব্রহ্মা বলি-

প্রাতিষ্ঠবড়বারূপা কৃত্য। সা ঋষিনির্মিতা ॥১৩১
 তস্তাং জাতো মহানগ্নিলোকসংহরণক্ষমঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা বিবুধাঃ সর্বৈঃ ব্রহ্মাঃ শত্ৰুসুপাগমন্ ॥
 চক্রেখরং পিঙ্গলেশং পিঙ্গলাদেন ভোষিতম্ ।
 স্ববস্তো ভীতমনসঃ শত্ৰুযুচুর্দিবৌকসঃ ॥ ১৩৩
 দেবা উচুঃ ।

রক্ষস্ব শস্তো কৃত্য।স্মান্ বাধতে তত্ত্বানলঃ ।
 শরণং ভব সর্বেশ ভীতানামভয়প্রদ ॥ ১৩৪
 সর্বতঃ পরিকৃতানামার্তানাম্ আশ্রুচেতসাম্ ।
 নর্কেষামেব জন্তুনাং ত্রমেব শরণং শিব ॥১৩৫
 ঋষিণাভ্যর্থিতা কৃত্য। ত্রচ্ছস্কর্ষহিনির্গতা ।
 সা জিঘাংসতি লোকাংস্ত্রীংস্বঃ নস্তাতা ন চেতরঃ
 ব্রহ্মোবাচ ।

তানব্রবীজগন্নাথো যোজনাস্তর্নিবাসিনঃ ।
 ন বাধতে ত্রসৌ কৃত্য। তস্মাদ্ যুগ্মমহর্নিশম্ ॥

লেন,—তখন ঋষিনির্মিত ঐ বড়বাকৃতি
 কৃত্য। পিঙ্গলতীর্থের পূর্বদিকে এক যোজন
 দূরে গিয়া অবস্থান করিল। তাহাতে
 লোকক্ষয়-সক্ষম এক ভীষণ অগ্নি প্রাক্টুত
 হইল। তদর্শনে বিবুধগণ ভ্রাসাধিত হইয়া
 শত্ৰুসমীপে গমন করিলেন এবং পিঙ্গলাদ
 কর্তৃক প্রসাদিত চক্রেখর, পিঙ্গলেশ, শত্ৰুকে
 শঙ্কিতমনে স্তব করত বলিলেন,—হে
 শস্তো! আমাদের রক্ষা করুন। আপনা
 হইতে উৎপন্ন অনলাকার কৃত্য। আমা-
 দিগকে উৎপীড়িত করিতেছে। হে ভীত
 জনের অভয়প্রদ! সর্বেশ! আমাদের রক্ষা
 করুন। হে শিব! যাহারা সর্বত্র
 পরিকৃত, আর্ত ও আশ্রুচিত, তথাবিধ সমস্ত
 জনেরই আপনি একমাত্র আশ্রয়। ঋষির
 প্রার্থনামুসারে এই কৃত্য। আপনার নেত্রানল
 হইতে নির্গত হইয়া এক্ষণে ত্রিলোক দহ
 করিতে উদ্ভূত হইয়াছে। এ বিপদে আপনিই
 আমাদের পরিজাতা; অন্ত কেহই নহেন।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—জগৎপতি দেবগণকে
 প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—এই কৃত্য। যোজনাস্তর-
 মধ্যবর্তী প্রাণীদিগকে উৎপীড়িত করিতে

ইহৈবাসধমমরাস্তা বো ন ভয়ং ভবেৎ ॥

দেবা উচুঃ ।

পুনরুচুঃ সুরেশানং ত্বয়া দত্তং ত্রিবিষ্টপম্ ।

তস্যাক্রাৎ কথং নাথ বৎসামগ্নিদশার্চিত ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবানাং বচনং শ্রুত্বা শিবো বাক্যমথাববীৎ ॥

শিব উবাচ ।

দেবোহসৌ বিশ্বতশ্চক্ষুষো দেবো বিশ্বতোমুখঃ

যো রশ্মিভিঃ ধমতে নিত্যং যো জনকো মতঃ

স সূর্য্য এক এবাত্ সাক্ষাজপেণ সর্বদা ।

স্থিতিং কৰোতু তনুর্ভৌভবিষ্যন্ত্যখিলাঃ স্থিতাঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতি শব্দবচনাৎ পারিজাততরোস্তদা ।

দেবা দিবাকরং চক্ষুঃস্পষ্টা ভাস্করমববীৎ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইহৈবাস্থ জগৎস্থামিন্ রক্ষমান্ বিবুধান্ স্বয়ম্

স্বাংশৈশ্চ বয়মপ্যত্র তিষ্ঠামঃ শব্দসমিধৌ ॥ ১৪

চক্রেণরস্ত পরিভো যাবদযোজনসংখ্যয়া ।

গঙ্গায়া উভয়ং তীরমাসাঙ্গাসন্ সুরোক্তমাঃ ॥

অঙ্গুলার্দ্ধাৰ্দ্ধমাত্রস্ত গঙ্গাতীরং সমাখিতাঃ ।

তিশ্রঃ কোট্যস্তথা পঞ্চ শতানি মুনিসন্তম ।

তীর্থানাং তত্র ব্যুষ্টিঞ্চ কঃ শৃণোতি ব্রবীতি বা ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সুরগণাঃ সর্বে বিনীতাঃ শিবমব্রবন্ ॥

দেবা উচুঃ ।

পিপ্ললাদং সুরেশান শমং নম জগন্ময় ॥ ১৪৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ওমিত্যুক্তা জগন্নাথঃ পিপ্ললাদমবোচত ॥ ১৪৯

শিব উবাচ ।

নাশিতেষুপি দেবেষু পিতা তে নাগমিষ্যতি ।

দত্তাঃ পিত্রা তব প্রাণা দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে ॥

দীনার্ভককণাবন্ধুঃ কো হি তাদৃগ্ভবে ভবেৎ ।

না। অতএব তোমরা আসিয়া এইখানেই বসবাস কর। তাহা হইলে আর এই কৃত্য হইতে তোমাদের কোন ভয় থাকিবে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ এই কথায় পুনরায় কহিলেন,—হে নাথ! আমাদিগের বাসের নিমিত্ত আপনি স্বর্গভূমি দান করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া কিরূপে আমরা বাস করি? ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণের কথা শ্রবণে শিব কহিলেন,—এই দেব দিবাকর বিশ্বচক্ষুঃ এবং বিশ্বমুখ। ইনি রশ্মিসমূহ দ্বারা নিত্যই জগৎ উদ্ভাপিত করিতেছেন। ইনি জগতের জনয়িত্বরূপে অভিহিত। এই সাক্ষাৎ সূর্য্যই একাকী এখানে সর্বদা অবস্থান করুন। তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, অখিল দেবেরই প্রতিষ্ঠা হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ তৎকালে শব্দরূপে কথায় ‘তথাস্থ’ বলিয়া দিবাকরকে তথায় স্থাপন করিলেন। তখন স্পষ্টা ভাস্করকে বলিলেন,—হে জগৎপ্রভো! আপনি এইখানেই বাস করুন এবং বিবুধগণকে রক্ষা করুন।

আমরাও সকলে স্ব স্ব অংশে এই স্থানে শব্দসমীপে অবস্থান করিব। অনন্তর চক্রেণর তীর্থে যোজনব্যাপী চারিদিকে গঙ্গার উভয় তীর অবলম্বন করিয়া সুরগণ স্ব স্ব অংশে বাস করিলেন। তাঁহারা এক অঙ্গুলির অর্দ্ধাৰ্দ্ধমাত্র-পরিমিত স্থান ব্যাপিয়াও গঙ্গাতীরে বিরাজ করিলেন। হে মুনিবর! তখন হইতে তথায় তিন কোটি পঞ্চ শত তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই সকল তীর্থে মহাত্ম্য কে গুণিতে পারে এবং কাহারই বা বলিবার ক্ষমতা আছে? ১২৩—১৪৮। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর সুরগণ সকলেই বিনীত-ভাবে শিবকে বলিলেন,—হে সুরেশ! হে জগন্ময়! আপনি পিপ্ললাদকে নিরাকরণ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—জগন্নাথ শব্দ তাহাদের কথায় ‘তথাস্থ’ বলিয়া পিপ্ললাদকে কহিলেন,—বৎস! দেবগণকে বিনাশ করিলেও তোমার পিতা কিছু আর কিরূপে আসিবেন না। দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্তই তোমার পিতা প্রাণ পরিভোজ্য করিয়াছেন। বাস্তবিক তোমার পিতার কায়

তথা যাতা দিবং তাত তব মাতা পতিব্রতা ॥
 সমা কাপ্যত্র মতয়া লোপামুদ্রাপ্যকৃদ্ধতী ।
 যদস্থিতিঃ সুরাঃ সর্কে জয়িনঃ সুখিনঃ সদা ॥
 তেনাবাপ্তঃ যশঃ ক্ষীতং তব মাত্রাক্ষয়ং কৃতম্
 ত্বয়া পুত্রেণ সর্বত্র নাতঃ পরতরং কৃতম্ ॥ ১৫৩
 ত্বৎপ্রতাপভয়াৎ স্বর্গাচ্চ্যুতাঃস্তং পাতুমর্হসি ।
 কান্দিশীকাস্তব ভয়াদমরাঃস্তাতুমর্হসি ।
 নার্ত্তজ্ঞাণাদভ্যধিকং স্কৃতং কাপি বিজ্ঞতে ॥
 যাবদ্বশঃ স্কুরতি চাক্র মনুষ্যালোকে
 অহানি তাবন্তি দিবং গতস্তা ।
 দিনে দিনে বর্ষসংখ্যা পরশ্মিন
 লোকে বাসো জায়তে নির্ধিকারঃ ॥ ১৫৫
 মৃতাস্ত এবাত্র যশো ন যেষা-
 মস্তাস্ত এব ঋতবর্জিতা য়ে ।

দীন ও আর্ন্তজনের প্রতি করুণাবশী বন্ধু
 সংসারে আর কে হইবে? তোমার মাতা
 পতিব্রতা ছিলেন, তিনিও স্বর্গারোহণ
 করিয়াছেন। তাঁহার তুল্যই বা কে আছে?
 বলিতে কি অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা ও
 বশিষ্ঠপত্নী অকৃদ্ধতীও তোমার গুণগৌরব-
 শালিনী মাতার তুল্য যশস্বিনী নহেন।
 সুরগণ ঋষিগণ ঋষিগণ লইয়া জয়ী ও সুখী
 হইয়াছেন, সেই তোমার পিতা বিপুল
 যশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তোমার মাতাও
 তোমা হেন পুত্র দ্বারা সর্বত্র অক্ষয় যশো-
 ভাগিনী হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আর
 তোমায অধিক কিছু বলিবার নাই। দেখ,
 তোমার প্রতাপভয়ে দেবগণ 'কিংকর্তব্য-
 বিমূঢ়' হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন।
 তুমি এক্ষণে তাহাদিগকে পরিজ্ঞান কর।
 জানিও—আর্ন্তজনের জ্ঞান হইতে অত্যধিক
 ধর্ম, অত্যধিক পুণ্য, আর কিছুতেই নাই।
 মনুষ্যালোকে মানুষের বিমল যশ যতদিন
 স্কুরিত হইতে থাকে, তৎসম-সংখ্যক বর্ষ-
 কাল যাবৎ তাহার স্বর্গবাস হয়। পরলোকে
 তিনি নির্ধিকারচিত্তে বাস করেন। তাহাদের
 যশ নাই ও তাহারা শাস্ত্রজ্ঞান বর্জিত;

যে দানশীল ন নপুংসকান্তে
 যে ধর্মশীল ন ত এব শোচ্যঃ ॥ ১৫৬
 ব্রহ্মোবাচ।

ভাষিতং দেবদেবস্ত ঋত্বা শাস্তোহভবমুনিঃ ।
 কৃতাজলিপুটো ভূত্বা নত্বা নাথমথাব্রবীৎ ॥ ১৫৭
 পিপ্ললাদ উবাচ।

বাগ্ভির্মনোভিঃ কৃতিভিঃ কদাচি-
 ন্মমোপকুর্ষন্তি হিতে রতা য়ে ।
 তেভ্যো হিতার্থং হিহ চাপরেবাঃ
 সোমং নমস্কামি সুরাদিপূজ্যম্ ॥ ১৫৮
 সংরক্ষিতো যৈরভিবর্জিতশ্চ
 সমানগোত্রশ্চ সমানধর্ম্য। ।
 তেষামভীষ্টানি শিবঃ করোতু
 বালেন্দুমৌলিং প্রণতোহস্মি নিত্যম্ ॥ ১৫৮
 যৈরহং বর্জিতো নিত্যং মাতৃবৎ পিতৃবৎ প্রভো।
 তন্মাত্ৰা জায়তাং তীর্থং দেবদেব জগন্ময়ে ॥
 যশস্ত তেষাং ভবিতা তেভ্যোহহমনুগন্ততঃ ।

তাহারা জীবন সত্ত্বেও মৃত, এবং অন্ধ।
 তাহারা দানশীল নহে, তাহারা নপুংসক
 এবং তাহারা ধর্মশীল নহে, তাহারা দয়ার
 পাত্র। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেবের কথা
 শুনিয়া পিপ্ললাদ মুনি শাস্ত হইলেন এবং
 কৃতাজলিকরে বলিলেন,—ঋষিগণা বাক্য,
 মন ও কর্ম দ্বারা কোন সময়ের জন্ত আমার
 হিতে নিরত হইয়াছেন, তাঁহাদের এবং
 অপরাপর ব্যক্তিদলের হিতের জন্ত আমি
 দেবাদিবর্জিত মহাদেবকে নমস্কার করি।
 তাহারা আমায় সংরক্ষিত ও সংবর্জিত
 করিয়াছেন এবং তাহারা আমার সমানোদক-
 গোত্র ও সমানধর্ম্য, শিব তাঁহাদের অভীষ্ট-
 সিদ্ধি করুন। আমি বালেন্দুমৌলিকে নিত্য
 নমস্কার করি। ১৪৯—১৫৮। হে দেবদেব!
 তাহারা মাতা-পিতার তুল্য নিত্য আমাকে
 প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামানুসারে
 এই তীর্থ প্রখ্যাত হউক। ইহাতে তাঁহাদের
 যশোবিস্তার হউক। এইরূপ হইলোই
 আমি তাঁহাদের নিকট অশ্রী হইতে

যানি কেজানি দেবানাং যানি তীর্থানি ভূতলে
তেভ্যো যদিদমধিকমমুমন্তু দেবতাঃ ।

ততঃ কমেহং দেবানামপরাধং নিরঞ্জনঃ ॥ ১৬৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সমকং সুরসাকরাং গিরঃ

সহস্রচকুঃ প্রমুখাঃ স্তথাগ্রতঃ ।

উবাচ দেবা অপি মেনিরে বচো

দধৌচিপুত্রোদিতমাদরেণ ॥ ১৬৩

বালস্ত বুদ্ধিঃ বিনয়কঃ বিজ্ঞাঃ

শৌর্য্যঃ বলঃ সাহসঃ সত্যবাচম্ ।

পিত্রোৰ্ভক্তিং ভাবশুদ্ধিঃ বিদিত্বা

তদাবাদীচ্ছকরঃ পিঙ্গলাদম্ ॥ ১৬৪

শঙ্কর উবাচ ।

বৎস যদৈ প্রিয়ঃ কামঃ যচ্চাপি সুরবল্লভম্ ।

প্রাপ্যাসে বদ কল্যাণং নান্তথা হুঃ মনঃ কুথাঃ

পিঙ্গলাদ উবাচ ।

যে গঙ্গায়ামাপ্ততা ধর্ম্মনিষ্ঠাঃ

সম্প্রাপ্তান্তি ত্বংপদাঙ্কং মহেশ ।

পারিব । ভূতলে যে সকল দেবকেত্র তীর্থ
আছে, তাহা অপেক্ষা এই তীর্থ অত্যধিক
মহাশ্রয়শালী হউক । দেবতারা আমার এই
প্রস্তাব অনুমোদন করুন । তাহা হইলেই
আমি দেবগণের অপরাধ ক্ষমা করিতে
পারি । ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর ইন্দ্রপ্রমুখ
দেবগণকে দধৌচিপুত্র পিঙ্গলাদ এই মধুরা-
কর বাণী বলিলে, দেবগণ আদরের
সহিত তাহাতে অনুমোদন করিলেন ।
তখন শঙ্কর বালক পিঙ্গলাদের বুদ্ধি, বিজ্ঞা,
বিনয়, শৌর্য্য, বল, সাহস, সত্যবাক্য,
পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও ভাবশুদ্ধি বিদিত
হইয়া তাহাকে বলিলেন,—বৎস ! যাহা
সুরভূক্ত প্রিয় কাম্য বস্তু, তুমি তাহা প্রাপ্ত
হইবে । অতএব যাহা কল্যাণকর, তাহা
প্রার্থনা করিয়া লও । তুমি অন্তত মনঃ-
সমিবেশ করিও না । পিঙ্গলাদ বলিলেন,—
হে মহেশ ! যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি গঙ্গায়
আপ্ত হইয়া ভবদায় পাদপদ্ম দর্শন করি-

সর্বান কামানাপ্নুবন্ত প্রসহ

দেহান্তে তে পদমায়ান্ত শৈবম্ ॥ ১৬৬

তাতঃ প্রাপ্তস্ত্বংপদং চাখিকা মে

নাথ প্রাপ্তা পিঙ্গলাচাময়ান্ত ।

সুখং প্রাপ্তা নাথনাথঃ বিলোক্য

ত্বাং পশ্যেয়ুস্ত্বংপদং তে প্রয়াস্ত ॥ ১৬৭

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা পিঙ্গলাদঃ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।

অভিনন্দ্য চ তং দেবৈঃ সার্কঃ বাক্যমথাববীৎ

দেবা অপি মুদা যুক্তা নির্ভয়াস্তৎকৃতান্তরাৎ ।

ইদমুচুঃ সৰ্ব্ব এব দাধৌচঃ শিবসম্বিধৌ ॥ ১৬৯

দেবা উচুঃ ।

সুরাণাং যদভৌষ্টকং ত্বয়া কৃতমসংশয়ম্ ।

পালিতা দেবদেবস্ত আজ্ঞা ত্রৈলোক্যমণ্ডনী ॥

যাচিতকং ত্বয়া পূৰ্ব্বং পরার্থং নাহ্মনে দ্বিজ ।

তস্মাদন্ততমঃ ক্রহি কিঞ্চিদাস্তামহে বয়ম্ ॥ ১৭১

বেন, তাঁহারা সর্ব কামনা প্রাপ্ত হইয়া
দেহান্তে শৈবপদ লাভ করুন । আমার
পিতামাতা ও পিঙ্গলাদি বন্ধুরা আপনার পদ
প্রাপ্ত হইয়া অমর হইয়াছেন । তাঁহারা
পরম প্রভু আপনাকে অবলোকন করিয়া
পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন । চিরদিন
তাঁহারা এই ভাবে আপনাকে অবলোকন
করুন এবং ভবংপদ প্রাপ্ত হউন ॥ ১৬৬—১৬৭ ॥
ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেব মহেশ্বর পিঙ্গলাদকে
'তথা' বাক্যে অভিনন্দিত করিয়া দেবগণ
সহ একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিলেন ।
দেবগণও তৎকৃত ভয় হইতে মুক্ত হইয়া
প্রীতিভরে শিব-সম্বিধানে দধৌচিনন্দনকে
বলিলেন,—হে দ্বিজ ! তোমার দ্বারা
নিঃসন্দেহে দেবগণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হই-
য়াছে । দেবদেবের ত্রিলোক-বন্দিত আজ্ঞা
তুমি পালন করিয়াছ; তুমি নিজের কৃত
কিছুই প্রার্থনা কর নাই । পরার্থেই পূর্বে
তুমি বর লইয়াছ । অতএব আমরা তোমার
কিঞ্চিৎ দান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি

ব্রহ্মোবাচ ।

পুনঃপুনঃদেবোচুঃ সুরসজ্জা বিজ্ঞোত্তমম্ ।

কৃতাজ্জলিপুটঃ পূৰ্ব্বঃ নহা শঙ্কুসুরানিদম্ ॥

উবাচ পিঙ্গলাদ্যশ্চ উমাঃ নহা চ পিঙ্গলান্ ॥১৭২

পিঙ্গলাদ উবাচ ।

পিতরৌ দ্রষ্টুকামোহস্মি সদা মে শব্দগোচরৌ ।

তে যন্তাঃ প্রাণিনো লোকে মাতাপিত্রোর্বশে

স্থিতাঃ ॥ ১৭৩

শুশ্রূষণপরা নিত্যং তৎপাদাজ্ঞাপ্রতীক্ষকাঃ ।

ইন্দ্রিয়ানি শরীরঞ্চ কুলং শক্তিং ধিয়ং বপুঃ ॥

পরিণত্য তয়োঃ কৃত্যে কৃতকৃত্যো ভবেৎ স্বয়ম্

পশুনাং পক্ষিণাঞ্চাপি সুলভং মাতৃদর্শনম্ ॥১৭৫

হর্ষভং মম তচ্চাপি পৃচ্ছে পাপকলং হু কিম্ ।

হর্ষভঞ্চ তথা চেৎ স্তাৎ সর্বেষাং যন্ত কশ্চচিৎ

নোপপদ্যেত সুলভং যন্তো নাত্মোহস্তু

পাপকৃৎ ।

বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ বর লইবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি কৃতাজ্জলিপুটে নমস্কার-পূর্বক শঙ্কুপ্রমুখ সুরগণ, উমাদেবী ও পিঙ্গলাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—আমার যে পিতামাতা এক্ষণে প্রতিগোচর হইয়া আছেন, আমি সর্বদা তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করি। যে সকল লোক মাতা-পিতার বশীভূত, নিত্য তাঁহাদের শুশ্রূষা-পরায়ণ ও তদীয় পাদপদ্মের আজ্ঞা প্রতীক্ষক, তাঁহারা ই জগতে ধন্ত। যে মানব, ইন্দ্রিয়-গ্রাম, শরীর, কুল, শক্তি ও বুদ্ধিলাভ করিয়া পিতা-পিতার কার্ষ্যে নিযুক্ত হয়, সে কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। পশু-পক্ষীদিগেরও মাতৃ-দর্শন সুলভ; কিন্তু আমার পক্ষে তাহা হর্ষভ হইল কেন? আমার ইহা কোন্ পাপের ফল, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করি? সকলের পক্ষেই যদি পিতা-মাতার দর্শন-লাভ হর্ষভ হইত, তাহা হইলে আমার পক্ষে তাঁহা হর্ষভ হইলে কোভ ছিল না; কিন্তু আমি সকলের পক্ষেই যখন সুলভ, তখন

তয়োর্দর্শনমাত্রঞ্চ যদি প্রাপ্যে সুরোত্তমাঃ ।

মনোবাক্যকর্মভ্যঃ ফলং প্রাপ্তং ভবিষ্যতি ।

পিতরৌ যে ন পশ্যন্তি সমুৎপন্নান সংহতো ॥

তেষাং মহাপাতকানাং কঃ সংখ্যাং কর্তুমীশ্বরঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

তদৃষের্বচনং শ্রুত্বা মিথঃ সমস্রজ্য তে সুরাঃ ।

বিমানবরমারুঢৌ পিতরৌ দম্পতী ভূভৌ ॥১৭৬

তব সন্দর্শনাকাজ্ঞকৌ দ্রব্যসে বাদ্য নিশ্চিতম্ ॥

বিষাদং লোভমোহৌ চ ত্যক্ত্বা চিত্তং শমং নয়

পশ্য পশ্যেতি তং প্রাহুর্দাধীচঃ সুরসত্তমাঃ ।

বিমানবরমারুঢৌ স্বর্গিণৌ স্বর্গভূষণৌ ॥ ১৮১

তব সন্দর্শনাকাজ্ঞকৌ পিতরৌ দম্পতী ভূভৌ

বীজ্যমানৌ সুরদ্বীভিঃ স্তুষ্যমানৌ চ কিরুরৈঃ ॥

দৃষ্ট্বা স মাতাপিতরৌ ননাম শিবসন্নিধৌ ।

হর্ষবাম্পাশ্রয়নৌ স কথঞ্চিৎবাচ তৌ ॥ ১৮৩

আমাপেক্ষা পাপিষ্ঠ আর কেহই নাই। হে সুরগণ! আমি যদি তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার মন, বাক্য, কায় ও কর্মজনিত ফলপ্রাপ্তি হইবে। যাহারা জন্মিয়া পিতামাতাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই সকল মহাপাতকীদিগের সংখ্যা কে করিতে সমর্থ? ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণ ঋষির সেই কথা শুনিয়া পরস্পর মন্তব্যপূর্বক বলিলেন,—তোমার পিতামাতা বিমানে আরোহণ করিয়া তোমার দর্শন-কাজ্জক্য অবস্থান করিতেছেন, তুমি অস্ত্রই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে। লোভ, মোহ, বা বিষাদ পরিত্যাগ কর এবং চিত্তকে শান্ত কর। সুরগণ এইরূপ বলিয়া পরস্পরেই দধীচিনন্দনকে বলিলেন,—ঐ দেখ, ঐ দেখ, তোমার স্বর্গভূষিত স্বর্গীয় বিমানারুঢ় পিতা, মাতা তোমার দর্শনাকাজ্জক্য অবস্থান করিতেছেন। ঐ দেখ সুরদ্বীরা উহাদিগকে বীজন করিতেছে এবং কিরুরেরা স্তব করিতেছে। ১৬৮—১৮২। পিঙ্গলাদ তখন মাতা-পিতাকে দেখিয়া শিবসন্নিধানে নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের নয়ন হইতে হর্ষাশ্রু

পুত্র উবাচ ।

তারয়ন্তোব পিতরাবস্তে পুত্রাঃ কুলোদ্ভবাঃ ।

অহন্ত মাতুরুদরে কেবলং ভেদকারণম্ ॥

এবন্তুতোহপি তৌ মোহাৎ পশ্চেষ্মতিদুর্ন্যতিঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

তাবালোক্য ততো হুঃখাৎকুঃ নৈব শশাক সঃ
দেবাশ্চ মাতাপিতরৌ পিঙ্গলাদমথাক্রবন ॥ ১৮৫

দেবা উচুঃ ।

ধন্তস্বঃ পুত্র লোকেষু যন্ত কৌর্তির্গতা দিবম্ ।

সাক্ষাৎ কৃতস্তয়া ত্র্যক্ষো দেবাশ্চান্বাসিতাভয়া

ভয়া পুত্রেণ সম্লোকা ন কৌয়ন্তে কদাচন ॥ ১৮৬

ব্রহ্মোবাচ ।

পুষ্পবৃষ্টিস্তদা স্বর্গাৎ পপাত তন্ত মূর্ধনি ।

জয়শব্দঃ সুরৈরুভয়ঃ প্রাহুর্ভূতো মহামুনে ॥ ১৮৭

আশিষঃ তু সূতে দত্তা দধীচিঃ সহ ভার্যয়া ।

শব্দুঃ গঙ্গাঃ সুরারহা পুত্রঃ বাক্যমথাব্রবীৎ ॥

দধীচিকবাচ ।

প্রাপ্য ভার্য্যাং শিবে ভক্তিং কুরু গঙ্গাকসেবয়

নিপতিত হইতে লাগিল । পুত্র তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতি কষ্টে বলিলেন,—অন্তান্ত কুল-প্রদীপ পুত্রগণ পিতামাতাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি কেবল মাতার ক্রেশের নিমিত্ত তাঁহার উদরে অবহান করিয়াছি । আমি এরূপ অতি-দুর্ন্যতি হইয়াও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পাইলাম ! ব্রহ্মা বলিলেন,—পিঙ্গলাদ পিতামাতাকে দেখিয়া হুঃখভরে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না । তখন দেব-গণ তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস ! এ জগতে তুমিই ধন্ত পুরুষ । তোমার কৌর্তি স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । তুমি ত্রিলোচনকে সাক্ষাৎ করিয়াছ এবং দেবগণকে আশ্বাস দিয়াছ । তোমা হেন পুত্র দ্বারা সং-লোকেয়া কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হন না । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহামুনে ! তৎকালে পিঙ্গ-লাদের মন্তকোপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল । সুরগণ তাঁহার জয়ঘোষণা করিতে

পুত্রাঃপাদ্য বিধিবদ্যজ্ঞানিষ্টা সদক্ষিণান্ ॥

কৃতকৃত্যন্ততো বৎস আক্রমস্ব চিরং দিবম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

করোম্যেবমিতি প্রাহ দধীচিঃ পিঙ্গলাশনঃ ।

দধীচিঃ পুত্রমাশ্বস্ত ভার্য্যা চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৯০

অমুক্তাতঃ সুরগণৈঃ পুনঃ স দিবমাক্রমৎ ।

দেবা অপ্যুচিরে সর্বে পিঙ্গলাদং সসম্ভবাঃ ॥ ১৯১

দেবা উচুঃ ।

কৃত্যাং শময় ভদ্রঃ তে তদ্বৎপরঃ মহানলম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পিঙ্গলাদন্ত তানাহ ন শক্তোহহং নিবারণে ।

অসত্যং নৈব বক্তাহং যুয়ং কৃত্যাং তু ক্রত তাব্

মাং দৃষ্ট্বা সা মহারোদ্ভা বিপরীতং করিষ্যতি ।

তামেব গতা বিবুধাঃ প্রোচুস্তে শাস্তিকারণম্ ॥

অনলঞ্চ যথাশ্রীতি ভে উভে নেত্যবোচতাম্ ।

লাগিলেন । সম্রাট দধীচি পুত্রকে আশী-র্বাদ করিয়া শব্দু, গঙ্গা ও সুরগণকে নমস্কারপূর্বক বলিলেন,—বৎস ! তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া শিব ও গঙ্গাকে ভক্তি-ভরে সেবা কর এবং পুত্র উৎপাদন করিয়া দক্ষিণাধিত যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক কৃতকার্য হইয়া চিরদিন স্বর্গভোগ কর । ব্রহ্মা বলি-লেন,—পিঙ্গলাদ ‘করিব’ বলিয়া পিতার বাক্যে প্রতিজ্ঞত হইলেন । দধীচি পুত্রকে পুনঃপুনঃ আশ্বাস দিয়া ভার্য্যা সহ সুরগণের অনুমতিক্রমে পুনরায় স্বর্গারোহণ করিলেন । দেবগণ তখন পিঙ্গলাদকে সসম্মানে বলি-লেন,—হে দ্বিজ ! ভবৎকৃত কৃত্যা হইতে মহানল প্রাহুর্ভূত হইতেছে । আপনি উহা প্রশমিত করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—পিঙ্গলাদ দেবগণকে কহিলেন,—আমি উহা নিবারণ করিতে সক্ষম নহি । আমি অসত্য বলিতে পারি না । আপনারাই কৃত্যাকে নিবৃত্ত হইতে বলুন । আমাকে দেখিয়া ঐ রোদ্ভী কৃত্যা হয় ত বিপরীত করিয়া বসিবে । তখন বিবুধগণ কৃত্যা-সমীপে গিয়া শাস্তির নিমিত্ত তাহাকে এবং অগ্নিকে অহরোহ

সর্বেষাং ভক্ষণায়ৈব সৃষ্টা চাহং বিজয়না ॥১১৫
তথাচ মৎপ্রসূতোহগ্নিরস্তথা তৎকথং ভবেৎ ।
মহাত্তানি পঞ্চাপি স্বাবরং জজমঃ তথা ॥১১৬
সর্বমশ্বমুখে বিদ্যাযুক্তব্যঃ নাবশিষ্যতে ।
যয়া সমস্ত্য তে দেবাঃ পুনরুচুস্তাবপি ॥ ১১৭
ভক্ষয়েতামুভৌ সর্বং যথাক্রমতস্তথা ।
বড়বাপি সুরানুবমুবাচ শৃণু নারদ ॥ ১১৮

বড়বোবাচ ।

ভবতামিচ্ছয়া সর্বং ভক্ষ্যং মে সুরসত্তমাঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বড়বা সা নদী জাতা গঙ্গয়া সঙ্গতা যুনে ।

তন্তবন্ত মহানগ্নির্ঘ আসীদতিভীষণঃ ।

তমাহরমরা বহিঃ ভূতানামানিতো বিহুঃ ॥ ২০০

সুরা উচুঃ ।

আপো জ্যেষ্ঠতমা জ্যেষ্ঠান্তথৈব প্রথমং ভবান্ ।

করিলেন । কিন্তু তাহার উভয়েই তাহাতে
অসম্মত হইল ; বলিল,—সকলকে ভক্ষণ
করিবার নিমিত্তই আমরা ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎ-
পাদিত হইয়াছি । কৃত্য কহিল,—আমা
হইতে জাত ঐ অনল সর্বভূতের ভক্ষণার্থ
উৎপন্ন । সূতরাং ইহার অন্তথা হইবে
কিভাবে ? পঞ্চ মহাত্ত এবং স্বাবর জজম
যে কিছু সকলই আমাদের মুখে প্রবিষ্ট বলিয়া
জানিবে । সূতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন
বক্তব্যই অবশিষ্ট নাই । তখন দেবগণ
আমার সহিত মন্ত্রণা করিয়া সেই কৃত্য ও
অগ্নিকে বলিলেন,—আচ্ছা, তোমরা উভয়ে
ক্রমে ক্রমে সমস্তই ভক্ষণ করিতে পারিবে ।
কৃত্য বড়বা সুরগণকে বলিল,—হে সুর-
বরগণ ! আপনাদের ইচ্ছানুসারে সমস্তই
আমার ভক্ষ্য হইল ! ব্রহ্মা বলিলেন,—
সেই বড়বা তখন নদী হইয়া গঙ্গার সহিত
মিলিত হইল । তদুৎপন্ন মহান্ অগ্নি অতি
ভীষণ হইয়া উঠিল । তখন সুরগণ সেই
অগ্নিকে বলিলেন,—জল জ্যেষ্ঠতম এবং
আপনিও আদি বলিয়া বিদিত । জনের
আবার সমুদ্রই জ্যেষ্ঠ, অতএব আপনি

তত্রাপ্যাপান্ভিঃ জ্যেষ্ঠঃ সমুদ্রমশনং কুরু ।

যথৈব তু বয়ং ক্রমো গচ্ছ ভুঙ্ক যথাসুধম্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অনলস্তমরানাহ আপস্তত্র কথং ত্বহম্ ।

ব্রজেয়ং যদি মাং তত্র প্রাপয়ন্ত্যদকং মহৎ ॥

ভবন্ত এব তেহপ্যাহুঃ কথং তেহয়ে গতির্ভবেৎ

অগ্নিরপ্যাহ তান্দেবানকস্তা মাং গুণশালিনী

হিরণ্যকলশে স্থাপ্য নয়েদ্যত্র গতির্মম ।

তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা কস্তামুচুঃ সরস্বতীম্ ॥ ২০৪

দেবা উচুঃ ।

নয়ৈনমনলঃ শীঘ্রং শিরসা বরুণালয়ম্ ॥ ২০৫

ব্রহ্মোবাচ ।

সরস্বতী সুরানাহ নৈকা শক্তা চ ধারণে ।

যুক্তা চতস্রভিঃ শীঘ্রং বহেয়ং বরুণালয়ম্ ॥ ২০৬

সরস্বত্যা বচঃ শ্রুত্বা গঙ্গাক যমুনাং তথা ।

নর্মদাং তপতীং চৈব সুরাঃ প্রোচুঃ পৃথকৃপৃথক্

তাহাকেই ভক্ষণ করুন । আমরা যেরূপ বলি-
তেছি, আপনি তথায় গিয়া তাহাকে যথাসুখে
ভোজন করুন । ১৮৩—২০১। ব্রহ্মা বলিলেন,
—অগ্নি দেবগণকে কহিলেন,—যেখানে
জল আছে, সেখানে আমার অবস্থান হইবে
কিভাবে ? আমি তথায় গমন করিলে,
আপনারা হয়ত আমায় মহাজলে প্লাবিত
করিবেন । দেবগণ বলিলেন,—হে অগ্নে !
তবে তথায় তোমার গতি হইবে কিভাবে ?
অগ্নি বলিলেন,—কোন গুণশালিনী কস্তা
আমায় স্বর্ণকলসে স্থাপন করিয়া যদি তথায়
লইয়া যায়, তাহা হইলে আমি যাইতে পারি ।
দেবগণ তাঁহার সেই কথা শুনিয়া কস্তা
সরস্বতীকে বলিলেন,—তুমি এই অগ্নিকে শীঘ্র
বরুণালয়ে লইয়া যাও । ব্রহ্মা বলিলেন,—
সরস্বতী বলিলেন,—আমি একা ইহাকে ধারণ
করিতে সক্ষম নহি । অতএব আর চারিজন
মিলিয়া ইহাকে শীঘ্র শীঘ্র বরুণালয়ে লইয়া
যাইতে পারি । সুরগণ সরস্বতীর সেই
কথায় গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা ও তপতীকে
সমুদ্রে অগ্নি লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ

তাতিঃ সমবিতোবাহ হিরণ্যকলশেহনলম্ ।
সংস্থাপ্য শিরসা ধার্য্য তা জঘূর্বকণালয়ম্ ॥ ২০৮
সংস্থাপ্য যত্র দেবেশঃ সোমনাথো জগৎপতিঃ
অধ্যাস্তে বিবুধৈঃ সার্কিঃ প্রভাসে শশিভূষণঃ ॥
প্রাপয়ামাসুরনলং পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতি ।
অধ্যাস্তে চ মহানগ্নিঃ পিবন্ বারি শনৈঃ শনৈঃ
ততঃ সুরগণাঃ সর্ষে শিবমুচুঃ সুরোত্তমম্ ॥ ২১১
দেবা উচুঃ ।
অস্থাক পাবনং ক্রুহি অস্থাকঞ্চ গবাং তথা ।
ব্রহ্মোবাচ ।

শিবঃ প্রাহ তদা সর্কান গজায়াপ্লুত্যা যত্নতঃ ।
দেবাশ্চ গাবস্তৎ পাপান্মুচ্যন্তে নান্ন সংশয়ঃ ॥
প্রক্ষালিতানি চান্বীনি ঋষিদেহভনাত্তথ ।
তানি প্রক্ষালনাদেব তত্র প্রাপ্তানি পুততাম্ ॥
যত্র দেবা মুক্তপাপাস্ততীর্থং পাপনাশনম্ ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ ব্রহ্মহত্যাভিনাশনম্ ॥ ২১৫

করিলেন। সরস্বতী তখন তাহাদিগের
সহিত একযোগে স্বর্ণকলসস্ব অগ্নিকে মস্তকে
রাখিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। যেখানে
জগৎপতি সোমনাথ শশিভূষণ বিবুধগণ
সহ অবস্থান করিতেছেন, সেই প্রভাস-
ক্ষেত্রে তাঁহারা তখন অগ্নিকে লইয়া
আসিলেন। সেই সরস্বতীপ্রমুখ পঞ্চনদীও
সেইখানে বিজ্রাম করিলেন। প্রবল অগ্নি
সেইখানে থাকিয়া ধীরে ধীরে জলপান
করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ
শিবকে বলিলেন,—দেব! দধীচির অস্থি-
সমূহের, আমাদের এবং গোগণের পবিত্রতা
হইবে কিরূপে? বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—
তখন শিব তাঁহাদিগকে কহিলেন,—দেব-
গণ ও গোগণ সকলেই যত্নপূর্বক গজায়
অবগাহন করিলে, পাপ হইতে মুক্তি ঘটিবে,
ঋষিদেহের অস্থিসকল গজায় ধোত করিলেই
পবিত্র হইবে। হে নারদ! দেবগণ
যেখানে পাপমুক্ত হইয়াছিলেন; তাহার নাম
পাপনাশন তীর্থ। তথায় স্নান ও দান
করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট হয়।

গবাঞ্চ পাবনং যত্র গোতীর্থং তদ্বদাহতম্ ।
তত্র স্নানায়হাবৃদ্ধির্গোমেধকলমাগ্নুয়াৎ ॥ ২১৬
যত্র তদব্রাহ্মণান্বীনি আসন্ পুণ্যানি নারদ ।
পিতৃতীর্থং তু বৈ জ্ঞেয়ং পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥
ভস্মাঙ্ঘ্রনপরোমানি প্রাণিনো যন্ত কৰ্ম্মচিৎ ।
তত্র তীর্থে সংক্রমেরন যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥
সর্গে বাসো ভবেচ্চন্দ্ৰ অপি তৃষ্ণতকৰ্ম্মণঃ ।
তথা চক্রেব্রাহ্মণীর্থাল্লীনি তীর্থানি নারদ ॥
ততঃ পুতাঃ সুরগণা গাবঃ শত্ৰুমথাক্রবন্ ॥
গোসুরা উচুঃ ।

যামঃ স্বঃ সমধিষ্ঠানমত্র-স্বর্ঘ্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
অশ্বিন স্থিতে দিনকরে সুরাঃ সর্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ
ভবেয়ুর্জগতামীশ তদব্রহ্মাতুমহসি ।
স্বর্ঘ্যো হ্যাম্রাশ্চ জগতস্তস্মৈ সনাতনঃ ॥
দিবাকরো দেবময়স্তত্রাস্মাভিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

গোগণ যথায় পবিত্র হইয়াছিল, তাহার নাম
গোতীর্থ। এখানে স্নান করিলে, গোমেধ-
কল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে নারদ!
যেখানে দধীচির অস্থি সকল পুত হইয়াছিল,
তাহার নাম পিতৃতীর্থ। ইহা পিতৃগণের
প্রীতিবর্দ্ধন। এই তীর্থে যদি কোন যুত
প্রাণীর ভস্ম, অস্থি, নখ, বা রোম কোনরূপে
নিপতিত হয়, তবে সে প্রাণীর যাবৎ-চন্দ্র-
দিবাকর স্বর্গে বাস হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি
অতি তৃষ্ণতী হইলেও সর্গবাস নিশ্চিত। হে
নারদ! চক্রেব্রাহ্মণ তীর্থ হইতে আরম্ভ
করিয়া তিনটা তীর্থেই ঐ সকল কল হয়।
অনন্তর সুরগণ ও গোগণ পুত হইয়া শত্ৰুকে
বলিলেন,—এখানে স্বর্ঘ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া
রহিলেন। আমরা একপে স্ব স্ব স্থানে
প্রস্থান করি। দিনকর এইখানে অবস্থান
করিলে, সমস্ত দেবই প্রতিষ্ঠিত হইবেন।
অতএব হে ঈশ! আমাদের একপে
যাইতে অমুমতি করুন। স্বর্ঘ্য এই জগ-
তের সনাতন আস্রা। দিবাকরই সর্গকরো-
পয়; তাঁহাকে আমরা এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত

যত্র গঙ্গা জগদ্ধাতী যত্র বৈ জ্যৈষ্ঠকঃ স্বয়ম্ ।
সুরবাসঃ প্রতিষ্ঠানং ভবেদ্যত্র চ জ্যৈষ্ঠকম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

আপুচ্ছ্য পিঙ্গলাদং তং সুরাঃ স্বং সদনং যযুঃ
পিঙ্গলাঃ কালপর্যায়ৈ স্বর্গং জঘূরুধাক্ষয়ম্ ॥২২
পাদপানাং পরং বিপ্রঃ পিঙ্গলাদঃ প্রতাপবান্ ।
ক্ষেত্রাধিপত্যে সংস্থাপ্য পূজয়ামাস শঙ্করম্ ॥

দধীচিস্থমুনিরুগ্রতেজা

অবাধ্য ভাষ্যঃ গোতমস্তাস্ত্রজাঞ্চ ।

পুত্রানথাবাধ্য শ্রিয়ঃ যশশ্চ

সুহৃজ্ঞৈঃ স্বর্গমবাপ ধীরঃ ॥ ২২৫

ততঃ প্রভৃতি তস্তীর্থং পিঙ্গলেশ্বরমুচ্যতে ।

সর্বকৃতকলং পুণ্যং সুরগাদঘনাশনম্ ॥ ২২৭

কিং পুনঃ স্নানদানাভ্যামাদিত্যন্ত তু দর্শনাৎ ।

চক্রেশ্বরঃ পিঙ্গলেশো দেবদেবস্ত নামনী ॥ ২২৭

সরহস্তং বিদিত্বা তু সর্বকামানবাগ্নুয়াৎ ।

করিলাম । যেখানে জগদ্ধাতী গঙ্গা ও স্বয়ং
জিলোচন অবস্থিত, তথায় সমস্ত দেবেরই
অধিষ্ঠান হইবে । ব্রহ্মা বলিলেন,—পিঙ্গ-
লাদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সুরগণ স্বধামে
প্রস্থান করিলেন । কালক্রমে সেই সকল
পিঙ্গল বৃক্ষ অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিল । প্রতাপ-
বান্ পিঙ্গলাদ বিপ্র কোন পাদপপ্রধান
পিঙ্গলকে ক্ষেত্রাধিপত্যে স্থাপন করিয়া শঙ্ক-
রের পূজা করিতে লাগিলেন । মহাতেজা
দধীচিনন্দন গোতমাস্ত্রজার পাণিপীড়ন
করিয়া পরে পুত্র, জী, ও যশোলাভ করত
অস্ত্রে সুহৃৎ জন সহ স্বর্গধামে উপনীত হই-
লেন । তখন হইতে সেই তীর্থ পিঙ্গলেশ্বর
নামে অভিহিত হইল । এই তীর্থের সুরগ-
মাতেই সমস্ত যজ্ঞকল লাভ হয় ও নিখিল
পাপ বিদূরিত হইয়া যায় । পরন্তু এই তীর্থ-
দর্শনে এবং এখানে স্নানদান করিলে, যে
কি অধিক কল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বলাই
বাহুল্য । পিঙ্গলেশ, চক্রেশ, এই দুটি দেব-
দেবের নাম । যে জন সরহস্ত এই বৃক্ষান্ত
বিদিত হয়, তাহার সর্বকামপ্রাপ্তি হইয়া

স্বর্গান্ত চ প্রতিষ্ঠানাং সুরবাসে প্রতিষ্ঠিতে ॥
প্রতিষ্ঠানং তু তৎক্ষেত্রং সুরাণামপি বল্লভম্ ॥

ইতীদমাখ্যানমতীব পুণ্যং

পঠেত বা যঃ শৃণুয়াৎ স্মরেৎবা ।

স দীর্ঘজীবী ধনবান্ ধর্ম্মধূক্ত

শাস্ত্রে স্মরন শত্ৰুযুপৈতি নিত্যম্ ॥ ২২৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে চক্রেশ্বরপিঙ্গল-তীর্থবর্ণনং নাম
দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

নাগতীর্থমিতি খ্যাতং সর্বকামপ্রদং শুভম্ ।

যত্র নাগেশ্বরো দেবঃ শৃণু তস্তাপি বিস্তরম্ ॥ ১

প্রতিষ্ঠানপুরে রাজা শূরসেন ইতি কৃতঃ ।

সোমবংশভবঃ শ্রীমানমতিমান্গুণসাগরঃ ॥ ২

পুত্রার্থং স মহাযত্নমকরোৎ প্রিয়য়া সহ ।

তস্ত পুত্রশ্চিরাদাসীৎসর্বো বৈ ভীষণাকৃতিঃ ॥ ৩

থাকে । সূর্য্যের প্রতিষ্ঠায় এবং সুরগণের
অধিষ্ঠানে এই ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান নামে অভি-
হিত । ইহা সুরগণের একান্তই প্রিয় । যে
ব্যক্তি এই অতি পুণ্যতম আখ্যান পাঠ
করে, শ্রবণ করে বা স্মরণ করে, সে দীর্ঘ-
জীবী, ধনবান ও ধার্ম্মিক হইয়া অসংকালে
শিঃস্মরণে নিত্যপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ২০২—২২৯ ॥
দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত শুভ নাগ-
তীর্থ সর্বকামপ্রদ । এই তীর্থে স্বয়ং নাগেশ্বর
দেব বিরাজিত । হে নারদ ! ইহার বিব-
রণ শ্রবণ কর । শুনিয়াছি, পুরাকালে প্রতি-
ষ্ঠানপুরে শূরসেন নামে সোমবংশীয় জনৈক
গুণাকর শ্রীমান, মতিমান্ রাজা ছিলেন ।
তিনি পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রিয়য়া সহ যত্ন
করিলেন । অনন্তর এক ভীষণাকার লগ

পুত্রং তং গোপয়ামাস শূরসেনো মহীপতিঃ ।
রাজ্ঞঃ পুত্রঃ সৰ্প ইতি ন কশ্চিদ্ভিন্দতে জনঃ ॥ ৪
অন্তর্কর্ত্ত্বী পরো বাপি মাতরং পিতরং বিনা ।
ধাত্রেয়্যপি ন জানাতি নামাতো ন পুরোহিতঃ
তং দৃষ্ট্বা ভীষণং সৰ্পং সভার্যো নৃপসত্তমঃ ।
সম্ভাপং নিত্যমাপ্নোতি সৰ্পাধ্বরমপুত্রতা ॥ ৬
এতদন্তি মহাসৰ্পো বন্তি নিত্যং মনুষ্যবৎ ।
স সৰ্পঃ পিতরং প্রাহ কুরু চূড়ামপি ক্রিয়াম্ ॥ ৭
তথোপনয়নঞ্চাপি বেদাধ্যয়নমেব চ ।
যাবদেদং ন চাধীতে তাবচ্ছূদনমো দ্বিজঃ ॥ ৮
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছূদনং পুত্রবচঃ শূরসেনোহতিহৃৎশিতঃ ।
ব্রাহ্মণং কঞ্চনানীয়ে সংস্কারাদি তদাকরোৎ ।
অধীতবেদঃ সৰ্পোহপি পিতরং চাত্রবৌদ্ধিদম্ ॥ ৯
সৰ্প উবাচ ।

বিবাহং কুরু মে রাজন্ স্ত্রীকামোহহং নৃপোত্তমঃ ।

ঠাঁহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইল। মহীপতি শূরসেন সেই পুত্রকে গোপনে রাখিলেন। রাজার পুত্র একটা সৰ্প, ইহা পিতামাতা ব্যতীত কি বাহিরের, কি ভিতরের কোন লোকই জানিতে পারিল না। অমাত্য-পুরোহিত এমন কি ধাত্রীর পর্য্যন্ত এ সংবাদ অবিদিত রহিল। রাজা সেই ভীষণ সৰ্প দেখিয়া ভাৰ্য্যার সহিত নিত্যই সম্ভাষণ হইতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এই সৰ্প না হওয়া অপেক্ষা আমাদের অপুত্রতাই ভাল ছিল। এই ত মহাসৰ্প রহিয়াছে, এ আবার মনুষ্যের ন্যায় কথা কহে। তখন সত্য সত্যই সেই সৰ্প পিতাকে কহিল,—আপনি আমার চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নের আয়োজন করুন। কেননা, যতদিন না বেদাধ্যয়ন করা হয়, দ্বিজাতি ততদিন শূদ্রতুল্যই থাকেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজা শূরসেন পুত্রের এই কথা শুনিয়া অতীব হৃৎখিত হইলেন এবং কোন এক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহার সংস্কারাদি করাইলেন। সৰ্প বেদাধ্যয়ন করিয়া পিতাকে

অন্তথাপি চ কৃত্যন্তে ন সিধ্যোদিতি মে মতিঃ ।
জনয়িত্বান্মজান্ বেদবিধিনাথিনসংস্কৃতঃ ।
ন কুৰ্য্যাদ্যঃ পিতা তন্ত নরকান্নাস্তি নিকৃতিঃ ।
ব্রহ্মোবাচ ।
বিস্মিতঃ স পিতা প্রাহ সূতঃ তম্বরগাকৃতিম্ ।
শূরসেন উবাচ ।
যন্ত শব্দাদপি ত্রাসং যাস্তি শূরাশ্চ পুরুষাঃ ।
তন্মৈ কন্তাং তু কো দত্তাদ্বদ পুত্র করোমি কিম্
ব্রহ্মোবাচ ।
তৎপিতুর্বচনং শ্রুত্বা সৰ্পঃ প্রাহ বিচক্ষণঃ ॥ ১৪
সৰ্প উবাচ ।

বিবাহা বহবে রাজন্ রাজ্ঞাং সন্তি জনেশ্বর ।
প্রমহাহরণঞ্চাপি শতৈর্দৈবাহ এব চ ॥ ১৫
জাতে বিবাহে পুত্রস্ত পিতাসৌ কৃতকৃৎসবেৎ ।
নো চেদত্রেব গঙ্গায়াঃ মরিস্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তৎপুত্রনিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা অপুত্রো নৃপসত্তমঃ ।

বলিল,—রাজন্! আমি স্ত্রীকামী হইয়াছি, আমার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করুন। কেননা, বিবাহ না হইলে, পিতার কার্য্য সিদ্ধ হয় না; ইহাই আমার ধারণা। যে পিতা পুত্র উৎপাদন করিয়া বেদবিধি অনুসারে তাহার সমস্ত সংস্কার সম্পাদন না করেন, ঠাঁহার নরক হইতে নিকৃতি ঘটে না। ১১—১১। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতা বিস্মিত হইয়া সেই সৰ্পাকার পুত্রকে বলিলেন,—যাহার নাম শ্রবণে বীরপুরুষেরাও ত্রাসাবিত হইলেন, কে ঠাঁহার নিকট কন্তাদান করিবে? পুত্র! তুমিই বল না—আমি এ ক্ষেত্রে কি করিব? ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতার কথা শুনিয়া বিচক্ষণ সৰ্প উত্তর করিল,—রাজন্! রাজগণের বিবাহ বহু প্রকার, তন্মধ্যে শতবলে বলপূর্ব্বক বস্তা হরণ করিয়া আনাও এক প্রকার বিবাহ। পুত্রের বিবাহ হইলে, পিতা কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। আমার যদি বিবাহ না হয়, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিব। ব্রহ্মা

বিবাহার্থমাত্যাস্তানাহুয়েদং বচোহব্রবীৎ ॥১৭

শূরসেন উবাচ ।

নাগেশ্বরো মম সূতে । যুবরাজো গুণাকরঃ ।
গুণবান্ মতিমান্ শূরো দুর্জয়ঃ শক্রতাপনঃ ॥১৮
রথে নাগে স ধনুষি পৃথিবাং নোপমীশতে ।
বিবাহস্তস্মৈ কর্তব্যো হুহং বুদ্ধস্তথৈব চ ॥ ১৯
রাজ্যভারং সূতে স্তস্মৈ নিশ্চিন্তোহহং ভবামাত্যঃ
ম দারসংগ্রহো যাবতাবৎ পুত্রো মম প্রিয়ঃ ॥২০
বালতাবৎ নো জহাতি তস্মাৎ সর্বেহনুমন্ত চ
বিনাহায়াথ কুর্ষ্বন্ত যত্নং মম হিতে রতাঃ ॥ ২১
ন মে কাচিন্দা চিন্তা কৃতোদ্যাহো যদাহুজঃ ।
সূতে স্তস্মৈভরা যাস্তি কৃতিনস্তপসে বনম্ ॥২২

ব্রহ্মোবাচ ।

অমাত্য্য রাজবচনং শ্রুত্বা সর্বে বিনীতবৎ ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ো হর্ষাদ্রাজানং ভূরিতেজসম্ ॥ ২৩
অমাত্য্য উচুঃ ।

তব পুত্রো গুণজ্যেষ্ঠস্ত্বং সর্বত্র বিজ্ঞতঃ ।

বলিলেন,—রাজা পুত্রের তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব
জানিয়া অমাত্যদিগকে আহ্বান করিয়া
বলিলেন,—আমার পুত্র নাগেশ্বর যৌব-
রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন । তিনি গুণাকর,
মতিমান, শূর, দুর্জয় ও শক্রতাপন । রথ,
নাগ ও ধনুঃপরিচালনে তাঁহার উপমার পাত্র
পৃথিবীতে কেহই নাই । আমি বুদ্ধ হইয়াছি,
আমার সেই পুত্রের এক্ষণে বিবাহ দেওয়া
কর্তব্য । আমি পুত্রের উপর রাজ্যভার
সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব । যতদিনে
তাঁহার দারসংগ্রহ না হয়, তাবৎকাল আমার
প্রিয় পুত্রের বাল্য-চাপলা অপনীত হইতেছে
না । অতএব আমার হিতৈষী মন্ত্রিগণ
সকলেই মৎপুত্রের বিবাহার্থ চেষ্টা করুন ।
পুত্র যখন কৃতোদ্যাহ হইবে, তখন আর
আমার কোনই চিন্তা থাকিবে না । কৃতী
লোকেরা পুত্রের উপর রাজ্যভার স্তম্ভ
করিয়া তপস্কার্থ বনগমন করিয়া থাকেন ।
ব্রহ্ম বলিলেন,—অমাত্যগণ রাজবাক্য শ্রবণ
করিয়া সকলি বহনপূর্বক বিনীতভাবে

বিবাহে তব পুত্রস্ত কিং মত্যাং কিম্ চিন্ত্যতে
ব্রহ্মোবাচ ।

অমাত্যোষু তথোক্তেযু গম্ভীরো নৃপসত্তমঃ ।
পুত্রং সৰ্পং ত্বমাশ্রয়ানং ন চাখ্যাতি ন তে বিজ্ঞঃ
রাজা পুনস্তাহুবাচ কা স্মাৎ কস্তা গুণাধিকা ।
মহাবংশভবঃ স্রীমান কো রাজা স্মাদ্গুণাশ্রয়ঃ ॥
সদ্বন্ধযোগ্যঃ শূরশ্চ যৎসদ্বন্ধঃ প্রশস্ততে ।
তদ্রাজবচনং শ্রুত্বা অমাত্যানাং মহামতিঃ ॥২৭
কুলীনঃ সাধুরত্যস্তঃ রাজকার্য্যাহিতে রতঃ ।
রাজো মতিং বিদিত্বা তু ইঙ্গিতজোহব্রবৌদিদম্
অমাত্য উবাচ ।

পূর্বদেশে মহারাজ বিজয়ো নাম ভূপতিঃ ।
বাজিবারণরত্নানাং যন্ত সংখ্যা ন বিজ্ঞতে ॥২৯
অষ্টৌ পুত্রা মহেশ্বাসা মহারাজস্ত ধীমতঃ ।

সহর্ষে বলিলেন,—রাজন ! আপনি সর্বত্র
বিজ্ঞত ; আপনার যখন পুত্র, তখন নিশ্চয়ই
তিনি গুণজ্যেষ্ঠ । সূতরাং তাঁহার বিবাহের
জন্ত বিশেষ মত্যাং করিবার আবশ্যক কি
আছে ? ১২-২৪ । ব্রহ্ম বলিলেন,—অমাত্য-
গণ এই কথা কহিলে, রাজা গম্ভীরভাবে
রহিলেন । তাঁহার পুত্র যে একটি সৰ্প, সে কথা
অমাত্যদিগকে বলিলেন না । অমাত্যগণও
সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না । রাজা সে
বিষয় গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায়
বলিলেন,—কোথায় একটি গুণাধিকা কস্তা
পাওয়া যাইবে ? তাঁহার সহিত সদ্বন্ধ করিলে
আমার বংশগৌরবের হানি না হয়, যিনি
মহাবংশে জন্মিয়াছেন, এবং তাঁহার লক্ষ্য,
ভাগ্য, শৌর্য ও গুণ বিস্তারিত, এ ছেন
কোন রাজা আছেন, তাঁহার সহিত আমি
সদ্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি ? রাজার সেই
কথা শুনিয়া রাজসংসারের হিতৈষী কোন
এক সাধুচরিত্র সংকুলজাত কুলীন অমাত্য
রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন,—
মহারাজ ! পূর্বদেশে বিজয় নামে এক
ভূপতি আছেন । তাঁহার অষ্ট, গজ ও
বহু যে কস্ত আছে, তাঁহার ইচ্ছা নাই ।

তেষাং খসা ভোগবতী সাক্ষাৎসৌরিবাপরা ।
তব পুত্রস্ত যোগ্যা সা ভার্যা রাজনয়োদিতা ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বৃদ্ধামাত্যবচঃ শ্রুত্বা রাজা তং প্রত্যভাষত ॥৩১

ব্রাজোবাচ ।

সুতা তন্তু কথং মেহন্ত সুতন্তু স্তাষদন্ত তৎ ॥

বৃদ্ধামাত্য উবাচ ।

লক্ষিতোহসি মহারাজ যন্তে মনসি বর্ততে ।

যচ্ছুরসেন কৃত্যঃ স্তাদনুজানীহি মাং ততঃ ॥৩২

ব্রহ্মোবাচ ।

বৃদ্ধামাত্যবচঃ শ্রুত্বা ভূষণাচ্ছাদনোক্তিভিঃ ।

সম্পূজ্য প্রেষয়ামাস মহত্যা সেনয়া সহ ॥ ৩৪

স পূৰ্বদেপমাগত্য মহারাজং সমেত্য চ ।

সম্পূজ্য বিবিধৈর্বাটিকাকুপায়েনীতিসম্ভবৈঃ ॥ ৩৫

মহারাজস্থতাস্তাশ্চ ভোগবত্যা মহামতিঃ ।

শুরসেনস্ত নৃপতেঃ সুনোনাগস্ত ধীমতঃ ॥ ৩৬

বিবাহায়াকরোৎসঙ্ঘিঃ মিথ্যামিথ্যাবচোক্তিভিঃ

সেই ধীমান্ মহারাজের আটটি পুত্র, সকলেই মহাধনুর্ধর । তাঁহাদিগের একটি ভগিনী আছে, তাহার নাম ভোগবতী । কন্যাটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী । রাজন্! আমি মনে করি, সেই কন্যাই আপনার পুত্রের যোগ্য ভার্যা । ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃদ্ধ অমাত্যের কথা শুনিয়া রাজা প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—সেই বিজয়-রাজের কন্যা আমার পুত্রের ভার্যা হইবে কিরূপে, তাহার উপায় বলুন? বৃদ্ধ অমাত্য কহিলেন,—মহারাজ! আপনি মনে মনে যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি । এক্ষণে আমার কর্তব্যসম্পাদনে অহুমোদন করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃদ্ধ অমাত্যের কথা শুনিয়া রাজা ভূষণ, আচ্ছাদন ও বচন দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া বিপুল সেনাধনসহ প্রেরণ করিলেন । অমাত্য পূৰ্বদেপে আসিয়া বিবিধ নীতিগর্ভ বাক্য ও উপায় দ্বারা মহারাজ বিজয়ের সর্ধক্য করত তদীয় সুতা ভোগবতীর সহিত শুরসেন-রাজের পুত্র নাগেশ্বরের বিবাহার্থ

পূজয়ামাস নৃপতিং ভূষণাচ্ছাদনাদিভিঃ ॥ ৩৭

অবাপ্য পূজাং নৃপতির্দদামৌত্যবদন্তদা ।

তত আগত্য রাজ্ঞেহসৌ বৃদ্ধামাত্যো মহামতিঃ

শুরসেনায় তদ্বৃত্তং বৈবাহিকমবেদয়ৎ ।

ততো বহুতিথে কালে বৃদ্ধামাত্যো মহামতিঃ

পুনর্কলেন মহতা বস্ত্রালকারভূষিতঃ ।

জগাম তরসা সর্ধৈররৈশ্চ সচিবৈর্বৃতঃ ॥ ৪০

বিবাহায় মহামাত্যো মহারাজায় বুদ্ধিমান্ ।

সর্ধং প্রোবাচ বৃদ্ধোহসাবমাত্যঃ সচিবৈর্বৃতঃ ॥

বৃদ্ধামাত্য উবাচ ।

অত্রাগন্তুং ন চায়াতি শুরসেনস্ত ভূপতেঃ ।

পুত্রো নাগ ইতি খ্যাতো বুদ্ধিমান্ গুণসাগরঃ ॥

কত্রিয়াণাং বিবাহাশ্চ ভবেয়ুর্বহুধা নৃপ ।

তস্মাচ্ছৈরলঙ্কারৈর্কিবাহঃ স্তান্মহামতে ॥ ৪৩

কত্রিয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব সত্য্যঃ বাচঃ বদন্তি হি ।

তস্মাচ্ছৈরলঙ্কারৈর্কিবাহস্তনুমম্ভতাম্ ॥ ৪৪

সদৃশ স্থির করিলেন এবং ভূষণ, আচ্ছাদন ও প্রচুর মিথ্যা বাক্যে নরপতির প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিলেন । ২৫—৩৭ । নরপতি, রাজামাত্যের নিকট বহুল সম্মান ও সমাদর পাইয়া কন্যাদান করিতে সম্মত হইলেন । তখন মহামতি বৃদ্ধামাত্য প্রত্যাবর্তন-পূর্বক শুরসেনের নিকট সেই বৈবাহিক বৃত্তান্ত আয়োপাশু নিবেদন করিলেন । অনন্তর বহুকাল পরে সেই বৃদ্ধ অমাত্য বস্ত্রালকারে বিভূষিত ও অন্তান্ত সচিবগণে পরিবৃত্ত হইয়া মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে পুনরায় বিবাহ প্রস্তাব লইয়া মহারাজ বিজয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন । বৃদ্ধ অমাত্য বলিলেন,—শুরসেন, ভূপতির পুত্র বুদ্ধিমান্ গুণাকর নাগ, এখানে আসিতে আনঙ্কুর । হে নৃপ! কত্রিয়গণের বিবাহ অনেক প্রকারে হয় । হে মহামতে! শস্ত্র এবং অলঙ্কারের সহিতও বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে । সুতরাং কত্রিয় এবং ব্রাহ্মণগণ সর্বদা সত্য-বাক্যই বলিয়া থাকেন, এই বিবাহে আপনি শস্ত্র এবং অলঙ্কারের সহিতই আসিবার

ব্রহ্মোবাচ ।

বুদ্ধামাত্যবচঃ শ্রুত্বা বিজয়ো রাজসত্তমঃ ।
 মেনে বাক্যং তথা সত্যমমাত্যং ভূপতিং তদা ॥
 বিবাহমকরোদ্ভাজা ভোগবত্যাঃ সবিস্তরম্ ।
 শস্ত্রেণ চ যথাশাস্ত্রং প্রেষয়ামাস তাং পুনঃ ॥ ৪৬
 স্বানমাত্যাংস্তথা গাশ্চ হিরণ্যতুরগাদিকম্ ।
 বহু দদ্বাথ বিজয়ো হর্ষণে মহতা যুতঃ ॥ ৪৭
 তামাদায়াথ সচিবা বুদ্ধামাত্যপুৰোগমাঃ ।
 প্রতিষ্ঠানমথাভ্যেত্য শূরসেনায় তাং সুষাম্ ॥
 স্তবেদয়ঃস্তথোচুস্তে বিজয়স্ত বচো বহু ।
 ভূষণানি বিচিত্রাণি দাস্তো বস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৪৮
 নিবেত্ত শূরসেনায় কৃতকৃত্য বভূবিরে ।
 বিজয়স্ত তু যেহমাত্যা ভোগবত্যা সহাগতাঃ ॥
 তান্ পূজয়িত্বা রাজাসৌ বহুমানপুরঃসরম্ ।
 বিজয়ায় যথা ক্রীতিস্তথা কৃত্বা ব্যসর্জয়ৎ ॥ ৪৯

কস্তার বিবাহে অনুমোদন করুন । ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—বুদ্ধ আমাত্যের কথা শুনিয়া রাজা
 বিজয় তাঁহার কথা সত্য বলিয়া মনে করিলেন
 এবং অস্ত্রের সহিতই কস্তা ভোগবতীর বিবাহ
 দিয়া আমাত্যের সহিত তাঁহাকে স্বামিগৃহে
 পাঠাইলেন । কস্তার সঙ্গে সঙ্গে রাজা
 বিজয় হুঁষ্ট হইয়া স্বীয় অমাত্যদিগকে এবং
 গো, হিরণ্য, ও অশ্বাদি প্রচুর যৌতুক প্রেরণ
 করিলেন । বুদ্ধ অমাত্য প্রভৃতি বরপক্ষী-
 যেরা সেই নববধু লইয়া প্রতিষ্ঠান পুরে
 আগমনপূর্বক শূরসেনের নিকট নিবেদন
 করিলেন এবং বিজয়রাজ যে সকল কথা
 কহিয়াছেন, তৎসমস্ত কহিলেন, এবং তিনি যে
 সকল বিচিত্র ভূষণ, দাসদাসী ও বস্ত্রাদি
 প্রেরণ করিয়াছেন, সে সকলও রাজসমীপে
 প্রদানপূর্বক কৃতকৃত্য হইলেন । কস্তা
 ভোগবতীর সহিত বিজয়রাজের যে সকল
 অমাত্য আসিয়াছিলেন, রাজা শূরসেন
 তাহাদিগকে বহুমানপুরঃসর সংকৃত করিয়া
 বিদায় দিলেন । বিজয়রাজের যাহাতে প্রীতি
 হয়, তাঁহার লোকজনের সহিত শূরসেন
 সেইরূপ ব্যবহারই করিলেন । অনন্তর

বিজয়স্ত স্তুতা বাল্য রূপর্যোবনশালিনী ।

শক্রশত্রুরয়োনিত্যঃ শুক্রবস্তী স্তুমধ্যমা ॥ ৫২
 ভোগবত্যাশ্চ যো ভর্তা মহাসর্পোহতিভীষণঃ ।
 একান্তদেশে বিজনে গৃহে রত্নশুশোভিতে ॥
 স্নগন্ধকুসুমাকৌর্ণে তত্রাস্তে স্তুখশীতলে ।
 স সর্পো মাতরং প্রাহ পিতরঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৪
 মম ভার্যা রাজপুত্রী কিং মাং নৈবোপসর্পতি ।
 তৎপুত্রবচনং শ্রুত্বা সর্পমাতেন্দমব্রবীৎ ॥ ৫৫

রাজপত্ন্যুবাচ ।

ধাত্রিকে গচ্ছ স্তুভগে শীঘ্রং ভোগবতীং বদ ।
 তব ভর্তা সর্প ইতি ততঃ সা কিং বদিষ্যতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ধাত্রিকা চ তথৈতুক্ষা গত্বা ভোগবতীং তদা ।
 রহোগতা উবাচেদং বিনীতবদপূর্ববৎ ॥ ৫৭

ধাত্রিকোবাচ ।

জানেহহং স্তুভগে ভদ্রে ভর্তারং তব দৈবতম্
 ন চাখ্যেয়ং ত্বয়া কাপি সর্পো ন পুরুষো এবম্

রূপ-যোবনশালিনী বিজয়স্তুতা স্বামি-গৃহে
 থাকিয়া সর্বদাই শক্র ও শত্রুরের শুক্রবা
 করিতে লাগিলেন । ভোগবতীর যিনি ভর্তা,
 তিনি এক অতি ভীষণ সর্প । ঐ মহাসর্প গৃহের
 এক রত্নমণ্ডিত, স্নগন্ধকুসুমময়, স্তুখীতল
 নির্জন প্রদেশে অবস্থান করিত । সেই সর্প
 প্রত্যহই তাঁহার মাতাকে পুনঃপুনঃ বলিতে
 লাগিল—মাতঃ ! আমার ভার্যা রাজপুত্রী
 আমার নিকট কেন আগমন করে না ?
 পুত্রের সেই কথা শুনিয়া তাহার মাতা তদীয়
 ধাত্রীকে বলিলেন,—স্তুভগে ! তুমি যাও,
 গিয়া ভোগবতীকে বল যে, তোমার ভর্তা
 একটি সর্প । এই সংবাদ বলিলে, সে কি বলে,
 তাহা শুনা যাইবে । ৩৮—৫১ । ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—ধাত্রিকা সে প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া
 ভোগবতীর নিকট গমনপূর্বক নির্জনে বিন-
 যের সহিত তাঁহার নিকট ঐ অপূর্ব কথা
 বলিল । ধাত্রিকা কহিল,—হে ভদ্রে ! জানি,
 আমি তোমার ভর্তা মাহুষ নহেন ; তিনি
 দেবতা ; পরন্তু তিনি সর্পাকৃতি ; তুমি এ কথা

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্তাস্তদ্বচনং ব্রহ্মা ভোগবত্যা ব্রবীদিদম্ ॥ ৫৯

ভোগবত্যাচ ।

মানুষ্যীণাং মনুষ্যো হি ভর্তা সামান্ততো ভবেৎ
কিং পুনর্দেবজাতিস্ত ভর্তা পুণ্যেন নভ্যাতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ভোগবত্যাঃ তদ্বাক্যং সা চ সৰ্বং স্তবেদয়ৎ ।
সর্পায় সর্পমাত্রে চ রাজ্ঞে চৈব যথাকমম্ ॥ ৬১
করোদ রাজাতদ্বাক্যাৎস্মাতাতাংকশ্যগোগতিম্ ।
ভোগবত্যাপি তাং প্রাহ উক্ত পূৰ্ব্বা পুনঃ সখীম্

ভোগবত্যাচ ।

কাস্তং দর্শয় ভদ্রে তে বৃথা যাতি বয়ো মম ॥ ৬৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সা দর্শয়ামাস সর্পং তমতিভীষণম্ ।
শুগন্ধকুসুমাকীর্ণে শয়নে সা রহোগতা ॥ ৬৪
তং দৃষ্ট্বা ভীষণং সর্পং ভর্তারং রত্নভূষিতম্ ।
কৃতাজলিপূটা বাবামবদৎ কাস্তমঙ্গসা ॥ ৬৫

ভোগবত্যাচ ।

ধস্তান্মনুগৃহীতান্মি যস্তা মে দৈবতং পতিঃ

কোথাও প্রকাশ করিও না ব্রহ্মা বলিলেন,—
ভোগবতী বলিলেন,—সাধারণতঃ মানুষী-
দিগের ভর্তা মনুষ্যই হয়, পরন্তু পুণ্যবশতই
দেবযোনি-ভর্তা লাভ হইয়া থাকে । ব্রহ্মা
বলিলেন,—ধাত্রিকা সর্প, সর্পমাতা ও সর্প-
পিতার নিকট ভোগবতীর সেই সকল কথা
ক্রমে নিবেদন করিল । কিন্তু রাজা সেই
কথায় কণ্ঠের গতি অরণ করিয়া রোদন
করিলেন । এদিকে ভোগবতী তাঁহার
পূর্বপরিচিতা সখীর নিকট একদিন কহি-
লেন,—ভদ্রে ! আমার বয়স বৃথা যাইতেছে,
আমার কাস্তকে একবার দেখাও । ব্রহ্মা
বলিলেন,—অনন্তর সেই সখী তাঁহাকে
তখন সেই অতি ভীষণ সর্প প্রদর্শন করিল ।
ভোগবতী নির্জনে থাকিয়া শুগন্ধ কুসুমা-
কীর্ণ শয়নে সেই ভীষণাকার সর্পভর্তাকে
সম্বর্শন করিয়া কৃতাজলিকরে কাস্তকে বলি-
লেন,—আমি দেবপতি পাইয়াছি ; সুতরাং

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তা শয়নে স্থিতা তং সর্পং সর্পভাবনৈঃ ।
খেলয়ামাস তদ্বদী গীতৈশ্চবাক্সসঙ্গমৈঃ ॥ ৬৭
শুগন্ধকুসুমৈঃ পানৈস্তোষয়ামাস তং পতিম্ ।
তস্তাশ্চৈব প্রসাদেন সর্পস্তাত্ত্বং স্মৃতিমুনে ।
স্মৃত্বাসৰ্বদৈবকৃতংরাত্রৌসর্পৌহব্রবৌপ্রিয়াম্ ॥

সর্প উবাচ ।

রাজকস্তাপি মাং দৃষ্ট্বা ন ভীতাসি কথংপ্রিয়ে ।
সোবাচ দৈববিহিত কোহতিক্রমিতুমীশ্বরঃ ।
পতিরৈব গতিঃ স্ত্রীণাং সৰ্বদৈব বিশেষতঃ ॥ ৬৯

ব্রহ্মোবাচ ।

ব্রহ্মেতি হৃষ্টস্তামাহ নাগঃ প্রহসিতাননঃ ॥ ৭০

সর্প উবাচ ।

তুষ্টৌহস্মি তব ভক্ত্যাহঃ কিং দদামি
তবেষ্পিতম্ ।
তব প্রসাদাচ্চার্কজি সৰ্বস্মৃতিরভুদিয়ম্ ॥ ৭১
শস্তৌহঃ দেবদেবেন কুপিতেন পিনাকিনা ।

আমি ধস্তা ও অনুগৃহীতা হইলাম । ব্রহ্মা
বলিলেন,—এই কথা কহিয়া শয়নে অবস্থান-
পূর্বক সেই সর্পকে সর্পভাবনায়াই নানা
প্রকারে সন্তুষ্ট করিলেন । তিনি গীত, বাক্স
ও অঙ্গসঙ্গম দ্বারা তাহার সহিত খেলা
করিতে লাগিলেন । তাহাকে শুগন্ধ কুসুম
ও পানীয় দানে আপ্যায়িত করিলেন । তখন
সেই ভোগবতীর প্রসাদে সর্পের পূর্বস্মৃতি
উপস্থিত হইল । সর্প রাত্রিকালে দৈবকৃত
সমস্ত বাপার অরণ করিয়া প্রিয়াকে বলিল,
—প্রিয়ে ! তুমি রাজকস্তা হইয়াও আমাকে
দেখিয়া ভীত হইতেছ না কেন ? ভোগবতী
বলিলেন,—দৈববিহিত ঘটনা কে অতিক্রম
করিতে পারে ? বিশেষতঃ পতিই সর্বদা স্ত্রী-
লোকের গতি ॥ ৫৭—৭০ ॥ ব্রহ্মা কহিলেন,—
নাগ তৎপ্রবণে হৃষ্ট হইয়া সহাস্ত আশ্তে বলিল,
—আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি,
তোমায় আমি কি দান করিব, বল ? হে
চার্কজি ! তোমার প্রসাদে আমার একপে
পূর্বস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছে । পুণ্যকারণে

মহেশ্বরকরে নাগঃ শেষপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৭২
সোহং পতিশ্চক্ৰ ভার্য্যা নাত্মা ভোগবতী পুরা
উমাবাক্যাজ্জহাসোচ্চৈঃ শঙ্কুঃ প্রীতো রহোগতঃ
মমাপি চাগতং ভদ্রে হস্তঃ তদেবসম্মিধো ।
ততঃ কুপিতঃ শঙ্কুঃ প্রাদাচ্ছাপং মমেদৃশম্ ॥ ৭৪
শিব উবাচ ।

মমুহ্যায়োনৌ ত্বং সৰ্পো ভবিতা জ্ঞানবানিতি ॥
সৰ্প উবাচ ।

ততঃ প্রসাদিতঃ শঙ্কুস্তথা ভদ্রে ময়া সহ ।
ততশ্চোক্তং তেন ভদ্রে গৌতম্যাং মম পূজনম্
কুৰ্ব্বতো জ্ঞানমাধাত্তে যদা সৰ্পাক্তেস্তব ।
তদা বিশাপো ভবিতা ভোগবত্যাং প্রসাদতঃ
তস্মাদিদং মমাপন্নং তব চাপি শুভাননে ।
তস্মান্নীহা গৌতমীং মাং পূজাং কুরু ময়া সহ ॥

দেবদেব পিনাকী কর্তৃক আমি অভিষপ্ত
হইয়াছিলাম । আমি নাগের পুত্র মহা-
বল নাগ । পূর্বে আমি মহেশ্বর-করে অবস্থান
করিতাম । অধুনা তোমার পতি হইয়াছি ।
তুমি ভোগবতী পূর্বেও আমার ভার্য্যা
ছিলে । একদা উমার বাক্য শুনিয়া শঙ্কু
প্রীত হইয়া অত্যাচ্ছ হস্ত করিয়াছিলেন ।
হে ভদ্রে ! আমিও তাহাতে সেই দেব-
সম্মিধানে থাকিয়া হস্ত করিয়াছিলাম । তখন
শঙ্কু কুপিত হইয়া আমাকে এইরূপ অভি-
শাপ দিয়াছিলেন যে,—তুমি মমুহ্য-
যোনিতে সৰ্প হইয়া জন্মিবে । তোমার
জ্ঞান লুপ্ত হইবে না । সৰ্প বলিল,—হে
ভদ্রে ! তখন আমি তোমার সহিত একযোগে
তাহাকে প্রসাদিত করিলাম । তাহাতে
তিনি বলিলেন,—যখন তুমি তোমার পত্নীর
সহিত গৌতমীতে গিয়া আমার পূজা করিবে,
তখন তোমার পত্নী ভোগবতীর আনুকূল্যে
শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে । হে
শুভাননে ! সেই জন্তই আমি সৰ্পাক্তি
প্রাপ্ত হইয়াছি । এখন তুমি আমাকে
গৌতমীতীরে লইয়া গিয়া আমার সহিত
মহেশ্বরের পূজা কর । এইকপ করিলেই

ততো বিশাপো ভবিতা আবাং যাবঃশিবঃপুনঃ
সৰ্ব্বেষাং সৰ্বদার্তানাং শিব এব পরা গতিঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা ভর্তৃবচনং সা ভর্তা গৌতমীং যযৌ ।
ততঃ সাত্বা তু গৌতম্যাং পূজাঞ্চক্রে শিবস্ত তু
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ দিব্যরূপং দদৌ যুনে ।
আপৃচ্ছ্য পিতরৌ সৰ্পো ভার্য্যয়া গন্তুমুত্তমতঃ ॥
শিবলোকং ততো জাত্বা পিতা প্রাহ মহামতিঃ
পিতোবাচ ।

যুবরাজ্যধরো জ্যেষ্ঠঃ পুত্র একো ভবানিতি ।
তস্মাদ্রাজ্যমশেষেণ কুত্বোৎপাদ্য সূতান্ বহুন্
যাতে ময়ি পরং ধাম ততো যাহি শিবং পুরম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা পিতৃবচস্তথেষ্ট্যাহ স নাগরাট্ ।
কামকপমবাপ্যাধ ভার্য্যয়া সহ সূত্রতঃ ॥ ৮০
পিত্রা মাত্রা তথা পুত্রৈ রাজ্যং কুত্বা সুবিস্তরম্
যাতে পিতরি স্বলোকং পুত্রান স্থাপ্য স্বকে পদে

আমি শাপমুক্তা হইব ; পরে আমরা
উভয়ে শিবপদ লাভ করিব । হে প্রিয়ে ।
সংসারে সর্বদা সকলের শিবই এক-
মাত্র পরম গতি । ব্রহ্মা বলিলেন,—
উভয়ের বাক্য শুনিয়া ভোগবতী তাহাকে
লইয়া গৌতমীতে গমন করিল । অনন্তর
গৌতমী-জলে স্নান করিয়া শিবপূজা সমাধা
করিল । তখন ভগবান্ শিব প্রসন্ন হইয়া
সৰ্পকে দিব্যরূপ দান করিলেন । সৰ্পও দিব্য-
রূপ ধারণপূর্বক পিতামাতার নিকট অমুমতি
গ্রহণান্তে শিবলোক-গমনে উদ্যত হইল ।
তখন তাহার মহামতি পিতা তাহা জানিতে
পারিয়া বলিলেন,—পুত্র ! তুমিই আমার
জ্যেষ্ঠপুত্র, এ রাজ্যের তুমিই যুবরাজ ।
অতএব সৰ্বপ্রকারে রাজ্যভোগ করিয়া
বহু পুত্র উৎপাদনপূর্বক আমার পরলোক-
প্রাপ্তির পর তুমি শিবপুরে গমন করিও ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—নাগরাজ পিতৃবাক্য শ্রবণ
করিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন এবং
কমনীয় রূপ ধারণ করিয়া পিতা, মাতা, পুত্র,

ভাৰ্য্যামাত্যাদিসহিতস্ততঃ শিবপুরং যযৌ ।
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং নাগতীর্থমিতি শ্রুতম্ ॥ ৮৫
যত্র নাগেশ্বরো দেবো ভোগবত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ ।
তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্বকৃতকলপ্রদম্ ॥ ৮৬
ইতি জীৱাক্ষেনাগতীর্থবৰ্ণনং নামৈকাদশা-
ধিক শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

বাদশাধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

মাতৃতীর্থমিতি খ্যাতং সৰ্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ।
আধিভিষ্মুচ্যতে জন্তুস্ততীর্থস্বরূপাদপি ॥ ১
দেবানামমুরাণাঞ্চ সঙ্গরোহভূৎ সুদারুণঃ ।
নাশকু বংসদা জেতুং দেবা দানবসঙ্গরম্ ॥ ২
তদাহমগম্য দেবৈস্তিষ্ঠন্তঃ শূলপাণিনম্ ।
অস্তবং বিবিধৈর্বাচৈঃ কৃতাজ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥

কলজাদির সহিত সুবিশাল রাজ্য শাসন
করত পিতার স্বর্গগমনের পর স্বীয় সিংহাসনে
পুত্রদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভাৰ্য্যা ও অমা-
ত্যাদি সমভিব্যাহারে শিবপুরে প্রস্থান
করিলেন । তখন হইতে এই তীর্থ নাগ-
তীর্থ নামে বিখ্যাত হইল । এইখানেই
ভোগবতীকর্তৃক নাগেশ্বরদেব প্রতিষ্ঠিত
আছেন । এই তীর্থে জ্ঞানদান করিলে,
সমস্ত যজ্ঞকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ৭১—৮৬ ।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

বাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত মাতৃতীর্থ নর-
পতিগণের পক্ষে সৰ্ব-সিদ্ধিপ্রদ এই তীর্থের
স্বরূপমাত্রেই প্রাণিগণের মনস্তাপ বিদূরিত
হয় । পূৰ্বকালে তীষণ দেবাসুর-যুদ্ধ
হইয়াছিল । তাহাতে দেবগণ দানবগণকে
পরাজয় করিতে পারিলেন না । তখন
আমি দেবগণ সহ শূলপাণি-সমীপে গমন
করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বিবিধ বাক্যে তাঁহাকে

সমুদ্র দেবৈরশুরৈশ্চ সৰ্বৈ-
র্ষদাহতং সমুখিতুং সমুদ্রম্ ।
যৎ কালকূটং সমুদ্রমহেশ
তদ্বাৎ বিনা কো গ্রাসিতুং সমর্থঃ ॥ ৪
পুষ্পপ্রহারেণ জগদ্রম্যঃ যঃ
স্বাধীনমাপাদয়িতুং সমর্থঃ ।
মারো হরেহপ্যশুরাদিবন্দ্যো
বিভাষ্যমানো বিলয়ং প্রযাতঃ ॥ ৫
বিমথ্য বারীশমনঙ্গশত্রো
যহন্তমঃ তন্তু দিবৌকসেভ্যঃ ।
দত্তা বিষং সংহরন্নীলকণ্ঠ
কো বা ধৰ্ত্তুং ত্র্যমুতে বৈ সমর্থঃ ॥ ৬
ততশ্চ তুষ্টো ভগবানাদিকর্তা ত্রিলোচনঃ ॥ ৭
শিব উবাচ ।
দাস্তেহহং যদভীষ্টং বো ব্রুবন্ত অরসন্তমাঃ ॥
দেবা উচুঃ ।
দানবেভ্যো ভয়ং ঘোরং তত্রৈহি বুধভক্ষক ।

স্তম্ব করিলাম । বলিলাম,—হে দেব ! অসুর
ও অসুরগণ সম্মিলিত হইয়া মঙ্গলাপূৰ্বক
যখন সমুদ্রমুহুরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন
তাহাতে যে কালকূট উৎপন্ন হইয়াছিল,
হে মহেশ ! তুমি বিনা কে তাহা গ্রাস
করিতে পারিত ? মন্থ্য তাহার ফুল-ধনুর
ফুল-শর প্রহারে এই ত্রিভুবনকেই আয়ত্ত
করিতে সক্ষম ; সে যখন অসুরাসুরবন্দ্য
হর তুমি—তোমার প্রতি শর নিক্ষেপে
সমুদ্রত হইল, তখন তাহার বিলয় ঘটিল ।
হে অরহর ! বারিধি মন্থন করিয়া যে উত্তম
বস্ত্র লব্ধ হইয়াছিল, তাহা তুমি দেবগণকে
অর্পণ করিয়া তদুখিত হলাহল গলাধঃকরণ
করিয়াছিলে । হে নীলকণ্ঠ ! কে বল, তোমা
বিনা সেই বিষ ধারণ করিতে সক্ষম
হইত ? অনন্তর আদিকর্তা ভগবান
ত্রিলোচন তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে অসুর-
বরগণ ! তোমরা অভীষ্ট বস্ত্র প্রার্থনা কর ।
আমি তাহা দান করিব । দেবগণ বলি-
লেন,—হে বুধভক্ষক ! দানবদল হইতে

জহি শক্রং পুৰাণং পাহি নাথবন্তস্তথা প্রভো ।
 নিকারণঃ পুহুচ্ছস্তো নাভবিষ্যন্তবান্ যদি ।
 তদাকরিষ্যন্ কিমিব দুঃখার্থাঃ সৰ্বদেহিনঃ ॥১০॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তস্তংকণাংপ্রায়াদ্যত্র তে দেবশক্রবঃ ।
 তত্র তদ্যুক্ৰমভবচ্ছক্রেণ পুৰাণিষাম্ ॥ ১১
 ততঃপ্রিলোচনঃ শ্রান্তস্তমোরূপধরঃ শিবঃ ।
 ললাটাদ্যাপত্যস্তস্ত যুধ্যতঃ শ্বেদবিন্দবঃ ॥১২
 স সংহরন্ দৈত্যগণাংস্তামসীং মূর্তিমাশ্রিতঃ ।
 ভাং মূর্তিমপুৰা দৃষ্ট্বা মেকপৃষ্ঠাভুবং যযুঃ ॥ ১৩
 স সংহরন্ সৰ্বদৈত্যাংস্তদাগচ্ছদ্ভুবং হরঃ ।
 ইতশ্চেতশ্চ ভৌতান্তেহধাবন্ সৰ্বাঃ মহীমিমাম্
 তথৈব কোপাক্রোধোহপি শক্রংস্তাননুধাবতি ।
 তথৈব যুধ্যতঃ শস্তোঃ পতিতাঃ শ্বেদবিন্দবঃ ॥

আমাদের বিষম ভয় উপস্থিত হইয়াছে ।
 অতএব আপনি আসুন, আসিয়া শক্র-
 দিগকে জয় ও আমাদিগকে রক্ষা করুন ।
 হে প্রভো! আপনার দ্বারাই আমরা
 নাথবান্ । হে শস্তো । আপনি যদি আমা-
 দেয় অকারণ পুহুৎ না হয়েন, তখন দুঃখার্থ
 আমরা আর কি করিতে পারিব । ব্রহ্মা
 বলিলেন,—দেবগণ এই কথা কহিলে যথায়
 দেবশক্রদল অবস্থান করিতেছিল, শিব
 তংকণাং সেই প্রদেশে গমন করিলেন ।
 সেখানে পুৰাণশক্রগণের সহিত শক্রের
 ঘোর যুদ্ধ তইল । এই যুদ্ধে ত্রিলোচন শ্রান্ত
 হইয়া তমোরূপ ধারণ করিলেন । যুদ্ধকালে
 তাঁহার ললাটফলক হইতে শ্বেদবিন্দু সকল
 নিপতিত হইল । তিনি তামসী মূর্তি পবি-
 গ্রহ করিয়া দৈত্যগণকে সংহার করিতে লাগি-
 লেন । অশুরেরা সেই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া
 মেকপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পলায়ন করিল ।
 কিন্তু তিনি দৈত্যদিগকে সংহার কবিত্তে
 করিতে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভূতলে
 আসিলেন । দৈত্যদল ভীত হইয়া মহী-
 যন্ত্রের সর্বত্র ধাবিত হইতে লাগিল ।
 এক্ষণে শক্রও কোপভরে শক্রসমূহের পশ্চাৎ

যত্র যত্র ভুবং প্রাপ্তো বিদূর্বাহেশ্বরো যুনে ।
 তত্র তত্র শিবাকারা মাতরো জজিরে ততঃ ॥
 প্রোচূর্বহেশ্বরং সৰ্বাঃ খাদামন্তপুৰাণানিতি ।
 ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ সৰ্বৈঃ পুৰগণৈর্বৃতঃ ॥
 শিব উবাচ ।

স্বর্গাভুবমুপপ্রাপ্তা রাক্ষসান্তে রসাতলম্ ।
 অহুপ্রাপ্তান্ততঃ সৰ্বাঃ পৃথস্ত যম ভাবিতম্ ॥১৮॥
 যত্র যত্র দ্বিষো যান্তি তত্র গচ্ছন্ত মাতরঃ ।
 রসাতলমহুপ্রাপ্তা ইদানীং যন্তয়াদ্বিষঃ ।
 ভবতোহপ্যনুগচ্ছন্ত রসাতলমহু দ্বিষঃ ॥ ১৯
 ব্রহ্মোবাচ ।

তাশ্চ জঘ্মুর্মুখং ভিষা যত্র তে দৈত্যদানবঃ ।
 তান হহা মাতরঃ সৰ্বান্ দেবারীনতিভীষণান্ ॥
 পুনদেবানুপাজঘ্মুঃ পথা তেনৈব মাতরঃ ।
 গতাস্চ মাতরো যাবদ্যাবচ্চ পুনরাগতাঃ ॥২১॥
 তাবদেবাঃ স্থিতা আসন্ গোতমীতীরমাশ্রিতাঃ

ধাবন করিতে লাগিলেন । যুদ্ধ করিতে
 করিতে শত্রুর শরীর হইতে শ্বেদবিন্দু সকল
 নিপতিত হইতে লাগিল । হে যুনে! ভূত-
 লের যে যে স্থানে শিবদেহ হইতে বিদূষাত
 হইয়াছিল, সেই সেই স্থানেই শিবাকার
 মাতৃগণ প্রাক্তর্ভূত হইলেন । তাঁহারা মহে-
 স্বরকে বলিলেন,—আমরা অশুরদিগকে
 ভক্ষণ করিব । তৎশ্রবণে পুৰগণের সহিত
 ভগবান্ শিব বলিলেন,—রাক্ষসেরা স্বর্গ
 হইতে ভূতলে, এবং ভূতল হইতে রসাতলে
 উপনীত হইয়াছে । অতএব মাতৃগণ! আপ-
 নারা আমার কথা শ্রবণ করুন । শক্রগণ
 যে যে স্থানে গিয়াছে, আপনারাও সেই সেই
 স্থানে গমন করুন । আমার ভয়ে অধুনা
 তাহারা রসাতলে উপস্থিত হইয়াছে ; আপ-
 নারাও সেই রসাতলে তাহাদের অনুসরণ
 করুন । ১—১৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—যথায় দৈত্য-
 দানবেরা উপস্থিত হইয়াছিল, মাতৃগণ ভূতল
 ভেদ করিয়া সেখানে গমন করিলেন, এবং
 সেই অতি ভীষণ দেবারিদিগের বধ লাভন
 করিয়া পুনরায় তাঁহারা দেবগণসমীপে প্রত্যা-

প্রস্থানান্তর মাতৃগাং সুরগাঞ্চ প্রতিষ্ঠিতেঃ ॥২
প্রতিষ্ঠানন্ত তৎক্ষেত্রং পুণ্যং বিজয়বর্জনম্ ।
মাতৃগাং যত্র চোৎপত্তির্মাতৃতীর্থং পৃথক্ পৃথক্ ॥
তত্র তত্র বিলাস্তাসনু রসাতলগতানি চ ।
সুরাস্তাত্যো বরান প্রোচুর্লোকে পূজাং যথা
শিবঃ ॥ ২৪

প্রাপ্নোতি তদ্ব্যাত্ত্যঃ পূজা ভবতু সর্বদা ।
ইত্যুক্তান্তর্দধুর্দেবা অসংস্তুজৈব মাতরঃ ॥২৫
যত্র যত্র স্থিতা দেব্যা মাতৃতীর্থং ততো বিহুঃ
সুরাগামপি সেব্যানি কিং পুনর্মাতৃষাদিভিঃ ॥
ভেষু স্নানমথো দানং পিতৃণাঞ্চৈব তর্পণম্ ।
সর্বং তদক্ষয়ং জ্ঞেয়ং শিবস্ত বচনং যথা ॥ ২৬
যদ্বিদং শৃণুয়ামিত্যং অরোদপি পঠেত্তথা ।
আখ্যানং মাতৃতীর্থানামায়ুমান্ স সুখী ভবেৎ ॥
ইতি ত্রিভাষ্যে দেবতীর্থমাতৃতীর্থপ্রতিষ্ঠানবর্ণনঃ
নাম দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

বৃত্ত হইলেন । মাতৃগণের গমন ও আগমন
কাল পর্যান্ত সুরগণ গোতমীতীরে অবস্থান
করিয়াছিলেন । মাতৃগণের প্রস্থান ও সুর-
গণের প্রতিষ্ঠা এই দুই কারণে সেই পুণ্য-
ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান নামে প্রখ্যাত হয় । যথায়
মাতৃগণের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই বিজয়বর্জন
ক্ষেত্রে বিভিন্ন তীর্থ নিরূপিত হয় । উহাদের
প্রত্যেক তীর্থেই রসাতলগত বহুল গর্ভ
বিরাজিত । সুরগণ তথায় মাতৃগণ হইতে
এইরূপ বর লইয়াছিলেন যে, শিব যেমন
জগতে পূজনীয়, মাতৃগণের নিকট হইতেও
তিনি সর্বদা সেইরূপ পূজা প্রাপ্ত হউন ।
দেবগণ এই কথা কহিয়া অন্তর্জান করিলেন ।
মাতৃগণ সেই স্থানেই বিরাজ করিতে লাগি-
লেন । সেই দেবীগণ যে যে স্থানে অবস্থান
করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানই মাতৃতীর্থ
নামে নিরূপিত । এই সকল তীর্থ সুরগণের
সেব্য ; মাতৃগণের কথা আর কি বলিব ? ঐ
সকল তীর্থে স্নান, দান কিম্বা পিতৃতর্পণাদি
যে কিছু ক্রিয়া করা হয়, শিববাক্যে সেই
সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইদমপ্যপরঃ তীর্থং দেবানামপি ত্বর্জিতম্ ।
ব্রহ্মতীর্থমিতি খ্যাতং ভুক্তিভুক্তিপ্রদং নৃণাম্ ॥১
স্থিতেষু দেবসৈন্তেষু প্রবিষ্টেষু রসাতলম্ ।
দৈত্যেষু চ মুনিষ্ঠেষু তথা মাতৃষু তাননু ॥ ২
মদীয়ঃ পঞ্চমঃ বক্ত্রং গর্ভভাকৃতি ভীষণম্ ।
তদ্বক্ত্রং দেবসৈন্তেষু ময়ি তিষ্ঠত্বাচ হ ॥ ৩
হে দৈত্যগণ ! কিং পলায়ন্তে ন ভয়ং বোহন্ত

সত্ত্বরম্ ।-

আগচ্ছন্ত সুরান সর্কান ভক্ষয়িত্যে কণাদিতি
নিবারয়ন্তঃ মামেবং ভক্ষণায়োদ্যতঃ তথা ।
তং দৃষ্ট্বা বিবুধাঃ সর্কো বিক্রান্তা বিকুম্ভরন ॥৫

এই মাতৃতীর্থের বৃত্তান্ত শ্রবণ, শ্রবণ ও পাঠ
করে, তাহার আয়ু-বৃদ্ধি হয় । সে সুখী
হইয়া থাকে । ২০—২৮ ।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১২ ।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—এই আর একটি দেব-
ত্বর্জিত তীর্থ ; ইহা ব্রহ্মতীর্থ নামে বিখ্যাত ।
এ তীর্থ নরগণের ভোগ-মোক্ষ-প্রদ । হে
মুনিবর ! পূর্ববর্ণিত দৈত্য-সৈন্তেরা রসা-
তলে প্রবিষ্ট, মাতৃগণ তাহাদের পশ্চাৎ
ধাবিত এবং দেব সৈন্তদল অবস্থিত হইলে
ও আমি দেবসৈন্তদলে দণ্ডায়মান রহিলে
মদীয় গর্ভভাকৃতি ভীষণ পঞ্চম বক্ত্র তৎকালে
উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—ওহে দৈত্যগণ ! ওহে
দৈত্যগণ ! তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন ?
তোমাদের ভয় নাই । সত্ত্বর কিরিয়া আইস ।
আমি সমস্ত সুরগণকে কণমধ্যে ভক্ষণ
করিব । আমি দৈত্যদিগকে এইরূপে নিবা-
রন করিলে, এবং আমার সেই বক্ত্র সুর-
গণকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, বিবুধ-
গণ তদর্শনে সকলেই বিক্রান্ত হইয়া বিকুম্ভে

আহি বিষ্ণো জগন্নাথ ব্রহ্মণোহস্ত মুখং নুন ।
 চক্রধ্বংবিবুধানাহ ছেদ্যি চক্রেণ বৈ শিরঃ ॥ ৬
 কিন্তু তচ্ছিরমেবেদং সংহরেৎ সচরাচরম্ ।
 মন্ত্রং ক্রমোহস্ত্র বিবুধাঃ ক্রমতাং সৰ্বমেব হি ॥ ৭
 ত্রিনেত্রঃ কশিরচ্ছেতা স চ ধন্তে ন সংশয়ঃ ।
 ময়া চ শত্ৰুঃ সৰ্বৈশ্চ স্ততঃ প্রোক্তস্তথৈব চ ॥ ৮
 যাগঃ কণী দৃষ্টকলেহসমর্থঃ
 স নৈব কর্তুঃ ফলভীতি মত্৷ ।
 কলস্ত দানে প্রতিভূজগতি
 নিশ্চিন্ত্য লোকঃ প্রতিকৰ্ম্ম জাতঃ ॥ ৯
 উতঃ সুরেশঃ সন্তুষ্টো দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে ।
 লোকানামুপকারার্থং তথৈত্যাহ সুরান্ প্রতি ॥
 তদ্বক্তৃং পাপরূপং যন্তীষণং লোমহর্ষণম্ ।
 নিকৃত্য নখশস্ত্রেণ চ ক স্থাপ্যং চেত্যাধাবীৎ ॥
 তত্রৈলা বিবুধানাহ নাহং বোচ ৎ শিরঃ ক্ষম ॥

বলিলেন,—হে বিষ্ণো । হে জগন্নাথ ।
 পবিত্রাণ করুন । এই ব্রহ্মবক্ত্র ছেদন করুন ।
 তখন চক্রধারী দেবগণকে বলিলেন,—হাঁ,
 আমি চক্র দ্বারা ঐ বক্ত্র ছেদন করিতেছি ।
 কিন্তু হে বিবুধগণ । ইহাকে ছেদন কবিলেও
 এই বক্ত্র চবাচব সংহার করিবে । অতএব
 আমি এক মন্ত্রণা বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ
 কর । একমাত্র ত্রিনেত্রই ব্রহ্মার শিরচ্ছেতা,
 তিনিই এই বক্ত্র ধারণে সক্ষম । আমিও
 সুরগণ সহ তাঁহার স্তব করিয়াছি এবং
 বলিয়াছি যে, যাগ-যজ্ঞ কণস্থায়ী, উহা
 দৃষ্ট কলদানে অসমর্থ, সূতরাং কর্তাতে
 তাহার কল শর্শে না । এইরূপ মনে
 করিয়া এবং জটাদরই একমাত্র ফলদানে
 সমর্থ, এইরূপ স্থির করিয়া লোক তাঁহারই
 প্রতি যথোচিত কৰ্ম্ম করিবে । সুরেশ্বর
 এইরূপ স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবগণের কার্য-
 সিদ্ধি ও লোকদিগের উপকৃতির জ্ঞ
 সুরগণকে বলিলেন,—আমি ব্রহ্মার ঐ
 ভীষণ লোমহর্ষণ পাপরূপ বক্ত্র—নখ ও শস্ত্র
 দ্বারা ছেদন করিয়া কোথায় স্থাপন করিব ?
 তখন পৃথী সুরগণকে বলিলেন,—আমি

রসাতলমধ্যে যান্তে উদধিস্তাপ্যধাবীৎ ॥ ১২
 শৌৰ্য্যং যান্তে কণাদেব পুনশ্চোচুঃ শিবঃ সুরাঃ
 স্ত্রৈবৈতদব্রহ্মশিরো ধার্য্যঃ লোকাঙ্কম্পয়া ॥
 অচ্ছেদে জগতাং নাশশ্ছেদে দোষশ্চ তাদৃশঃ
 এবং বিমুগ্ধ সোমেশো দধার কশিরস্তদা ॥ ১৪
 তদৃষ্ট্বা হৃকরং কৰ্ম্ম গৌতমীঃ প্রাপ্য পাবনীম্ ।
 অস্তবন্ জগতামীশঃ প্রণয়াভক্তিতঃ সুরাঃ ॥ ১৫
 দেবেষমিত্রঃ কশিরোহতিভীমঃ
 তান ভক্ণায়োপগতং নিকৃত্য ।
 নখাগ্রশ্চ্য শকলেন্দুমৌলি-
 স্ত্যাগেহপি দোষাৎ কৃপয়াভুধন্তে ॥ ১৬
 তত্র তে বিবুধাঃ সৰ্বৈ স্থিতা যে ব্রহ্মণোহস্তিকে
 তুইবুবিবুধেশানং কৰ্ম্ম দৃষ্ট্বাতিদৈবতম্ ॥ ১৭

ঐ শির বহন করিতে সক্ষম হইব না ।
 ঐ শিরঃ পতনে আমাকে রসাতলে ঘাইতে
 হইবে । পৃথীর পর উদধি বলিল,—আমি
 ঐ শিব ধারণে অক্ষম, আমাতে উহা পড়িলে
 কণমধ্যেই আমি বিলুপ্ত হইয়া যাইব ।
 তখন দেবগণ শিবকে বলিলেন,—আপনিই
 লোকাঙ্কম্পার্থ এই ব্রহ্মশির ধারণ করুন ।
 শিব দেখিলেন,—এই যন্তক ছেদন না
 করিলেও জগৎ ধ্বংস হইবে, আবার
 ছেদন কবিলেও তাদৃশ দোষ ঘটবে ।
 সোমেশ্বর এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই
 ব্রহ্মশির ছেদনান্তে নিজেই ধারণ করি-
 লেন । শিবের সেই হৃকর কার্য দেখিয়া
 সুরগণ পাবনী গৌতমীতটে আসিয়া ভক্তি-
 ভবে সেই জগদীশকে স্তব করিতে লাগি-
 লেন । ১—১৫ । তাঁহার বলিলেন,—যে অতি
 ভীষণ ব্রহ্মশির দেবগণের অমিত্র হইয়া
 তাহাদিগকে ভক্ণ করিতে প্রস্তুত হইয়া-
 ছিল, শিব-শশধর-ধারী শিব তাহাকে
 নখাগ্র-শ্চী দ্বারা ছেদনান্তে নিক্ষেপ
 করিলে দোষ হয় বলিয়া কৃপা করিয়া নিজেই
 ধারণ করিয়াছেন । বিবুধগণ এইরূপে
 সেই দেবাভিশায়ী কৰ্ম্ম দর্শনে ব্রহ্মসমীপে,
 বিবুধেশ্বরকে স্তব করিয়া অবস্থান করিলেন ।

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থঃ ব্রহ্মতীর্থমিতি কৃতম্ ।
অতাপি ব্রহ্মণো রূপং চতুর্মুখমবস্থিতম্ ॥ ১৮
শিরোমাত্রস্ত যঃ পশ্চেৎ স গচ্ছেদব্রহ্মণঃ পদম্
যত্র স্থিতা স্বয়ং কচ্ছো লুনবান্ ব্রহ্মণঃ শিরঃ ॥ ১৯
কুজতীর্থঃ তদেব স্মৃত্ত্ব সাক্ষাদিবা কয়ঃ ।
দেবানাঞ্চ স্বরূপেণ স্থিতো যস্মাত্তদ্বস্তমম্ ॥ ২০
সৌধ্যঃ তীর্থঃ তদাখ্যাতঃ সর্বকৃতকলপ্রদম্ ।
তত্র স্নাত্বা রবিং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২১
মহাদেবেন যচ্ছিন্নং ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ ।
কেত্রেহবিমুক্তে সংস্থাপ্য দেবতানাং হিতং
কৃতম্ ॥ ২২
ব্রহ্মতীর্থে শিরোমাত্রঃ যো দৃষ্ট্বা গোতমীতটে ।
কেত্রেহবিমুক্তে তস্মৈব স্থাপিতঃ যোহনুপশ্রুতি
কপালং ব্রহ্মণঃ পুণ্যং ব্রহ্মহা পুত্ৰতাং ব্রজেৎ ॥
ইতি ত্রীত্বাশ্চ শিবতীর্থাদিবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৩

তখন হইতে ঐ তীর্থ ব্রহ্মতীর্থ নামে বিখ্যাত
হইল। অতাপি চতুর্মুখ ব্রহ্মমূর্তি এই তীর্থে
অবস্থিত। যে ব্যক্তি ব্রহ্মার মস্তকমাত্র অব-
লম্বন করে। তাহার ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়।
কুজ যথায় থাকিয়া ব্রহ্মাশির ছেদন করেন,
তাহা কুজতীর্থ নামে নিরূপিত। এই তীর্থেই
সর্বদেবরূপী সাক্ষাৎ দিবাকর বিরাজিত।
সুতরাং ঐ উভয় তীর্থ সৌধ্য তীর্থ নামেও
বিখ্যাত; ইহা সর্বযজ্ঞকলপ্রদ। এখানে
আসিয়া স্নানান্তে রবিদর্শন করিলে, পুনর্জন্ম
ঘটে না। মহাদেব ব্রহ্মার যে পঞ্চম শির
ছেদন করেন, তাহা অবিমুক্ত কেত্রে স্থাপন
করিয়া দেবগণের পরম হিতসাধন করিয়া-
ছিলেন। গোতমীতটে ব্রহ্মতীর্থে ব্রহ্মার
শিরোমাত্র দেখিয়া অবিমুক্ত কেত্রে শিব-
স্থাপিত ব্রহ্মকপাল যে ব্যক্তি দর্শন করে,
সে ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও পবিত্র হইয়া
থাকে। ১৬—২৩।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অবিম্বঃ তীর্থমাখ্যাতঃ সর্ববিম্ববিনাশনম্ ।
তত্রাপি বৃন্তমাখ্যাতো শৃণু নারদ ভক্তিতঃ ॥ ১
দেবসত্ত্রে প্রবৃন্তে তু গোতম্যাশ্চোত্তরে তটে ।
সমাপ্তির্নৈব সত্ত্ব সজ্জাতা বিম্বদোষতঃ ॥ ২
ততঃ সুরগণাঃ সর্কে মামবোচন্ হরিং তদা ।
ততো ধ্যানগতোহহং তানবোচঃ বৌদ্ধ্য
কারণম্ ॥ ৪
বিনায়ককৃতৈর্বিবৈর্নৈতৎ সত্ত্বঃ সমাপ্যতে । -
তস্মাৎ শুবন্ত তে সর্কে আদিদেবঃ বিনায়কম্ ॥
তথৈতু্যক্তা সুরগণাঃস্নাত্বা তে গোতমীতটে ।
অস্তবন ততো দেবা আদিদেবঃ গণেশ্বরম্
দেবা উচুঃ ।

যঃ সর্বকার্যেষু সদা সুরাণা-

মপীশবিষ্ণুশঙ্কসম্ভবানাম্ ।

পূজ্যো নমস্তঃ পরিচিস্তনীয়

স্তঃ বিম্বরাজঃ শরণং ব্রজামঃ ॥ ৬

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অবিম্ব নামে এক
সর্ববিম্বহর তীর্থ আছে। এই তীর্থবৃন্তান্ত
বর্ণন করিতেছি। নারদ! ভক্তি করিয়া
শ্রবণ কর। একদা গোতমীর উত্তর তটে
এক দেবযজ্ঞ আরম্ভ হয়। বিম্বদোষে ঐ
যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটে না। তখন সুরগণ
সকলে আসিয়া আমাকে এবং হরিকে ঐ
ঘটনা বিজ্ঞাপিত করেন। অনন্তর আমি
ধ্যানস্থ হইয়া সেই বিম্বকারণ দর্শন করত
সুরগণকে বলিলাম,—বিনায়ককৃত বিম্ববশত
এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইতেছে না। অতএব
তোমরা সকলে মিলিয়া সেই আদিদেব
বিনায়কের স্তব কর। দেবগণ ‘তথাহ’
বলিয়া স্নানান্তে গোতমীতটে ভক্তির সহিত
সেই আদিদেব গণপতিকে স্তব করিতে
লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—বিনি-
মস্ত কার্যে নৈশ, বিষ্ণু, ও ব্রহ্ম প্রভৃতি

ন বিশ্বরাজেন সমোহন্তি
কশ্চিদেবো মনোবাহিতসম্প্রদাতা ।
নিশ্চিত্য চৈতল্লিপুৱাস্তকোহপি
তং পূজয়ামাস বধে পুৱাণাম্ ॥ ৭
করোতু সোহম্মাকমবিস্ময়ম্বিন্
মহাক্রতো সত্ত্বরমাস্বিকেয়ঃ ।
ধ্যাতেন যেনাখিলদেহভাজাঃ
পূর্ণা ভবিষ্যন্তি মনোভিলাষাঃ ॥ ৮
মহোৎসবোহুদখিলস্ত দেব্যা
জাতঃ সুনিস্চিত্তিতমাত্র এব ।
অতোহবদন্ সুরসজ্জাঃ কৃতার্থাঃ
সদ্যোজাতং বিশ্বরাজং নমস্তঃ ॥ ৯
যো মাতৃকংসঙ্গতোহথ মাত্রা
নিবার্যমাণোহপি বলাচ্চ চন্দ্রম্ ।
সঙ্গোপয়ামাস পিতৃর্জটাসু
গণাধিনাথস্ত বিনোদ এষঃ ॥ ১০
পপৌ স্তনং মাতুরথাপি তৃপ্তো
যো ভ্রাতৃমাৎসর্যকষায়বুদ্ধিঃ ।
লছোদরঃ স্তব বিশ্বরাজো
লছোদরং নাম চকার শম্ভুঃ ॥ ১১

সুরগণের সর্বদা নমস্, পূজা ও পরি-
চিন্তনীয়, সেই বিশ্বরাজের আমরা শরণ
নইলাম। অস্ত্র কোন দেবতাই বিশ্ব-
রাজের স্থায় অতীষ্টপ্রদ নাই। এইরূপ
স্থির করিয়া ত্রিপুরবিনাশে ত্রিপুরাস্তকও
তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। সেই অদ্বিকা-
নন্দন আমাদের এই মহাযজ্ঞে সত্ত্বর
অবিস্ম বিধান করুন। ষাঁহাকে ধ্যান করিলে,
সমস্ত প্রাণীর মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, যিনি
দেবীর চিন্তামাত্র জন্মিয়াছিলেন, ষাঁহার
জন্মোপলক্ষে নিখিল-চরাচরে মহোৎসব
হইয়াছিল, সুরগণ কৃতার্থ হইয়া নমস্কারপূর্বক
যে সদ্যোজাত বালককে বিশ্বরাজ নামে
অভিহিত করিয়াছিলেন, যিনি মাতার উৎসঙ্গে
থাকিয়া ষাঁহার নিষেধসঙ্গেও বলপূর্বক
চন্দ্রকে বিনোদার্থ পিতৃর্জটামধ্যে গোপন
করিয়াছিলেন; যিনি ভ্রাতার প্রতি মাৎসর্য-

সংবেষ্টিতো দেবগণৈর্ষহেশঃ
প্রবর্ততাং নৃত্যমিতীত্যাচ ।
সংবেষ্টিতো নৃপুৱরাবমাত্রাদ্-
গণেশ্বরভেহতিষিষেচ পুত্রম্ ॥ ১২
যো বিশ্বপাশঞ্চ করেণ বিভ্রৎ
স্বন্ধে কুঠারঞ্চ তথাপরেণ ।
অপূজিতো বিশ্বমথোহপি মাতুঃ
করোতি কো বিশ্বপতেঃ সমোহন্তঃ ॥ ১৩
ধর্ম্মার্থকামাদিষু পূর্বপূজ্যো
দেবাসুরৈঃ পূজ্যত এব নিত্যম্ ।
যশ্চার্চনং নৈব বিনাশমন্তি
তং পূর্বপূজ্যং প্রথমং নমামি ॥ ১৪
যশ্চার্চনাং প্রার্থনয়াসুরূপাং
দৃষ্ট্বা তু সর্বস্ত কলস্ত সিদ্ধিম্ ।
স্বতন্ত্রসামর্থ্যকৃতাতিসর্কঃ
ভ্রাতৃপ্রিয়ং স্বাধুরথং তমৌড়ে ॥ ১৫
যো মাতরং সরসৈর্নৃত্যগীতৈ-
স্তথাভিনাট্যৈরথিলৈর্বিনোদৈঃ ।

বুদ্ধিবশে তপ্ত হইয়াও মাতার স্তব
পান করিয়াছিলেন, শম্ভু ষাঁহাকে 'তুমি
লছোদর হও' বলিয়া, লছোদর নাম প্রদান
করেন; মহেশ্বর দেবগণে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য
করিতে বালিলে নৃপুৱরবে তাঁহাকে সন্তোষিত
করায় তিনি ষাঁহাকে গণেশ্বরভে অভিষিক্ত
করিয়াছিলেন; যিনি করে বিশ্বপাশ এবং
অপর কর দ্বারা স্বন্ধে কুঠার ধারণ করত
অপূজিত হইলে মাতারও বিদ্ভাচরণ করিয়া
থাকেন; সেই বিশ্বপতির তুল্য আর কে
আছে? ১—১৩। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-
কর্ম্মাদিতে সর্বপূজ্য; দেবাসুরেরা নিত্য ষাঁহার
পূজা করেন; ষাঁহার অর্চনা কখন ব্যাহত
হইবার নহে; সেই পূর্বপূজ্য দেবকে অগ্রে
আমরা নমস্কার করি। যিনি স্বতন্ত্র সামর্থ্যে
অতি গর্কিত এবং ভ্রাতৃপ্রিয় ও যুথিকবাহন
এবং ষাঁহার অর্চনা করিলে প্রার্থনামূরূপ
সর্বকলসিদ্ধি সম্ভবিত হয়, তর্কশনে আমরা
সেই তোমাকেই বন্দনা করি। যিনি সর্ব

রাক্ষসা দৈত্যদানবজাঃ প্রবিষ্টা য়ে রসাতলম্ ।
তৈর্নিরন্তো ভোগিপতির্নামুবাচাথ বিহ্বলঃ ॥৩

শেষ উবাচ ।

রসাতলং ত্বয়া দত্তং রাক্ষসানাং মমাপি চ ।
তে মে স্থানং ন দাস্তন্তি তস্মাৎ শরণং গতঃ
ততোহহমব্রবং নাগং গোতমীং যাহি পন্নগ ।
তত্র শুভা মহাদেবং লপ্যসে ত্বং মনোরথম্ ॥
নাত্তোহন্তি লোকত্রিতয়ে মনোরথসমর্পকঃ ।
মধাক্যপ্রেরিতো নাগো গঙ্গামাপ্লুত্য যত্নতঃ ॥
কৃতাজলিপুটো ভূত্বা তুষ্টাব ত্রিদশেশ্বরম্ ॥ ৬
শেষ উবাচ ।

নমস্কৈলোক্যনাথায় দক্ষযজ্ঞবিভেদিনে ।
আদিকর্ন্তে নমস্কৃত্যং নমস্কৈলোক্যরূপিণে ॥ ৭
নমঃ সহস্রশিরসে নমঃ সংহারকারিণে ।
সোমসূর্য্যাগ্নিরূপায় জলরূপায় তে নমঃ ॥ ৮
সর্বদা সর্বরূপায় কালরূপায় তে নমঃ ।
পাহি শক্তর সর্বেশ পাহি সোমেশ সর্বগ ॥

রাক্ষস ও দৈত্য দানবেরা রসাতলে প্রবেশ
করিয়া তাঁহাকে বিদূরিত করিয়া দেয় । তখন
নাগপতি বিহ্বল হইয়া আমার নিকট আসিয়া
বলেন,—দেব ! আপনি আমাকে এবং
রাক্ষসদিগকে রসাতল দান করিয়াছেন ;
তাহারা আমায় সেখানে স্থান দান
করিতে সম্মত নহে । অতএব আপনার
শরণাপন্ন হইলাম । আমি বলিলাম,—হে
পন্নগ ! তুমি গোতমীতে যাও, সেখানে
গিয়া মহেশ্বরের স্তব করিলে, মনোরথ প্রাপ্ত
হইবে । তিনি ব্যতীত ত্রিলোকে আর
কেহই মনোরথপ্রদ নাই । নাগপতি আমার
বাক্যে পরিচালিত হইয়া গঙ্গানানান্তে কৃত-
জল-করে, অতি যত্নে ত্রিদশপতির স্তব
করিতে লাগিলেন । শেষ কাহিলেন,—হে
দেব ! তুমি ত্রিলোকের নাথ, দক্ষযজ্ঞের
উচ্ছেদক, সকলের আদিকর্তা । ত্রিলোক
জ্যেষ্ঠার যুষ্টি, তুমি সহস্রশিরা, সর্বসংহারক,
সোম, সূর্য্য, অগ্নি ও জলযুষ্টি, এবং তুমি
সর্বরূপ কালরূপ ও সর্বেশ্বর; তোমাকে

জগন্নাথ নমস্কৃত্যং দেহি মে মনসেপিতম্ ॥ ৯
ব্রহ্মোবাচ ।

ততো মহেশ্বরঃ প্রীতঃ প্রাদান্নাগেপিতান
বরান ।
বিনাশায় সুরারীণাং দৈত্যদানবরাক্ষসাম্ ॥ ১০
শেষায় প্রদদৌ শূলং জহ্নেনেনারিপুঞ্জবান্ ।
ততঃ প্রোক্তঃ শিবেনাসৌ শেষঃ শূলেন
ভোগিভিঃ ॥ ১১
রসাতলমথো গতা নিজ্জঘান রিপুন রণে ।
নিহত্য নাগঃ শূলেন দৈত্যদানবরাক্ষসান্ ॥ ১২
শুবর্ত্তত পুনর্দেবো যত্র শেষেশ্বরো হরঃ ।
পথা যেন সমায়াতো দেবঃ দ্রষ্টুং স নাগরাট্ ॥
রসাতলাদ্যত্র দেবো বিনং তত্র ব্যজায়ত ।
তস্মাদ্বিলতলাদ্যাতং গাঙ্গং বার্য্যতিপুণ্যদম্ ॥
তদ্বারি গঙ্গামগমদগঙ্গায়াঃ সঙ্গমস্ততঃ ।
দেবশ্চ পুরতশ্চাপি কুণ্ডং তত্র সুবিস্তরম্ ॥ ১৪
নাগস্তত্রাকরোক্কোমং যত্র চার্য্যঃ সদা স্থিতঃ ।

বারদ্বার নমস্কার করি । হে শক্তর ! হে
সর্বেশ ! আমায় রক্ষা কর ; হে জগন্নাথ !
তোমায় নমস্কার । আমায় মনোভীষ্ট দান
কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—মহেশ্বর প্রীত হইয়া
নাগপতিকে সুরারি, দৈত্য, দানব, ও রাক্ষস-
দিগের বিনাশার্থ অতীষ্ট বর দান করিলেন,
এবং একটি ত্রিশূল দান করিয়া বলিলেন,—
তুমি ইহা দ্বারা তোমার অরাতিকুলকে সং-
হার করিও । শেষ নাগ শিবের নিকট বর
ও শূল প্রাপ্ত হইয়া অস্ত্রাস্ত্র সর্পগণসহ রসা-
তলে গমনপূর্ব্বক সময়ে শক্তদিগকে সংহার
করিল এবং শূলপ্রহারে দৈত্য, দানব, ও
রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া পরে পুনরায়
শেষেশ্বর হরসম্মুখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল ।
সেই নাগরাজ রসাতল হইতে যে পথে দেব-
দেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল, সেখানে
একটি গর্ভ উৎপন্ন হইল । সেই গর্ভমধ্যস্থ
গন্ধোদক অতি পুণ্যপ্রদ । সেই গর্ভবারি
গঙ্গার সহিত মিলিয়া একটি সঙ্গমভীর্থ হইল ।
ঐ শেষেশ্বর দেবের সম্মুখে এক সুবিস্তৃত

সৌক্যং তদভবদ্বারি গঙ্গায়াস্তত্র সঙ্গমঃ ॥ ১৬
দেবদেবঃ সমারাদ্য নাগঃ প্রীতো মহাযশাঃ ।
রসাতলং ততোহভীষ্টং শিবাং প্রাপ্য তলং
যযৌ ॥ ১৭

ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং নাগতীর্থমুদাহৃতম্ ।
সর্বকামপ্রদং পুণ্যং রোগদারিদ্ৰ্যানাশনম্ ॥ ১৮
আয়ুর্লক্ষীকরং পুণ্যং স্নানদানাত্ম মুক্তিদম্ ।
শৃণুয়াচ্চ পঠেত্তত্কা যো বাপি স্মরতে তু তৎ
তীর্থং শেষেষরো যত্র যত্র শক্তিপ্রদঃ শিবঃ ।
একবিংশতিতীর্থানামুভয়োস্তত্র তীরয়োঃ ।
শতানি মুনিশার্দ্দুল সর্বসম্পৎপ্রদায়িনাম্ ॥ ২০
ইতি শ্রীভ্রাম্মে শততীর্থবর্ণনং নাম পঞ্চদশা-
ধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

কুণ্ড আছে। নাগরাজ তথায় হোম
করিল। ঐ কুণ্ডে অগ্নি সর্বদা বিরাজমান।
সেইজন্ত তথাকার গঙ্গাসঙ্গমের জল সর্বদাই
উষ্ণ। মহাযশা নাগপতি প্রীত হইয়া
দেবদেবের আরাধনাস্থে তাঁহার প্রসাদে
অভীষ্ট রসাতল-রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সেইখানে
প্রস্থান করিল। তখন হইতে ঐ তীর্থ নাগ-
তীর্থ নামে কথিত হইল। ঐ তীর্থ সর্ব-
কামপ্রদ, পবিত্র, এবং রোগ ও দারিদ্ৰ্যহর।
এখানে স্নানদানে আয়ু, লক্ষী এবং পুণ্যবৃদ্ধি
হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই বৃত্তান্ত
শ্রবণ, পাঠ বা স্মরণ করে, তাহার অস্ত্রে মুক্তি
ঘটে। যেখানে শেষেষর ও যথায় শক্তি-
প্রদ শিব বিরাজমান, তন্মধ্যে এই তীর্থের
অধিষ্ঠান। তদ্রূপ গোতমী নদীর উভয়
তীরে শেষাদি একবিংশতি শত তীর্থ বিদ্য-
মান। হে মুনিবর! ঐ সকল তীর্থ সর্ব-
কামপ্রদ। ১—২০।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৫।

ষোড়শাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

মহানলমিতি খ্যাতং বড়বানলমুচ্যতে ।
মহানলো যত্র দেবো বড়বা যত্র সা নদী ॥ ১
তত্তীর্থং পুত্র বক্ষ্যামি মৃত্যুদোষজরাপহম্ ।
পুরান্নৈমিষারণ্যে ঋষয়ঃ সত্রকারিণঃ ॥ ২
শমিতারঞ্চ ঋষয়ো মৃত্যুং চক্ৰুস্তপস্বিনঃ ।
বর্তমানে সত্রযাগে মৃত্যৌ শমিতরি স্থিতে ॥ ৩
ন মমার তদা কশ্চিহভয়ং হ্যস্মু জঙ্গমম্ ।
বিনা পশুন্ মুনিশ্রেষ্ঠ মর্ত্যকামর্ত্যতাং গতম্ ॥
ততস্থিপিষ্টপে শূন্তে মর্ত্যে চৈবাতিসমুত্তে ।
মৃত্যুনোপেক্ষিতে দেবা রাক্ষসানুচিরে তদা ॥ ৫
দেবা উচুঃ ।

গচ্ছধ্বমৃষিসত্রং তন্নাশয়ধ্বং মহাধ্বরম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা প্রোচুস্তে রাক্ষসাঃ সুরান্

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত মহানল তীর্থ
বড়বানল নামে অভিহিত। এখানে
মহানল নামে দেবদেব-বিগ্রহ এবং বড়বা
নাম্নী নদী বিদ্যমান। হে পুত্র! এই তীর্থ
বৃত্তান্ত বলিতেছি; ইহা মৃত্যুদোষ ও জরা-
পহ। পুরাকালে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ এক
দীর্ঘ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্ঞে ঋষি-
গণ মৃত্যুকে শমিতৃপদে বরণ করিয়াছিলেন।
যজ্ঞ আরম্ভ হইল, সত্রযাগ আরম্ভ হইল; মৃত্যু
শামিতার কাথ্যে নিযুক্ত রহিলেন। তখন
হইতে চরাচরমধ্যে পশু ব্যতীত কেহই
আর মৃত্যুকবলে পতিত হইল না। মর্ত্য-
বাসীরা ইহাতে অমর হইয়া উঠিল। অন-
ন্তর স্বর্গ, শূন্য ও মর্ত্য অতি সমৃদ্ধ হইতে
লাগিল। মৃত্যু প্রাণিহত্যার উপেক্ষা প্রদ-
র্শন করিলে দেবগণ তখন রাক্ষসদিগকে
বলিলেন,—যাও, তোমরা গিয়া ঋষিদিগের
মহাযজ্ঞ ধ্বংস কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেব-
গণের এই কথা শুনিয়া রাক্ষসেরা উত্তর

অমর উচুঃ ।

বিশ্বঃসমায়ত্তঃ যজ্ঞমম্বাকং কিং কলং ততঃ ।

প্রবর্ততে বিনা হেতুং ন কোহপি কাপি

জাতুচিৎ ॥৭

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবা অপ্যমুরানুচুর্ধজার্কঃ ভবতামপি ।

ভবেদেব ততো যান্ত ঋষীণাং সত্রমুত্তমম্ ॥৮

তে ব্রহ্মা স্থরিতাঃ সর্কে যত্র যজ্ঞঃ প্রবর্ততে ।

জগ্মুস্তত্র বিনাশায় দেববাক্যাদ্বিশেষতঃ ॥৯

তজ্জ্যোত্সা ঋষয়ো মৃত্যুমাহঃ কিং কুর্শ্যহে বয়ম্

আগতা দেববচনাদ্রাক্ষস যজ্ঞনাশিনঃ ॥১০

মৃত্যুনা সহ সমুদ্র্য নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ।

সর্কে ত্যক্তা শ্মশ্রমঃ তং শমিত্রা সহ নারদ ॥১১

অগ্নিমাত্রমুপাদায় ত্যক্তা পাতাদিকস্ত যৎ ।

ক্রেতুনিপ্পত্তয়ে জগ্মুর্গৌতমীঃ প্রতি সত্বরঃ ॥১২

তত্র নান্না মহেশানং রক্ষণায়োপতস্থিরে ।

কৃতাজলিপুটান্তে তু তুষ্টবুদ্ভিদশেশ্বরম্ ॥১৬

করিল,—আমরা যজ্ঞধ্বংস করিব ; তাহাতে
আমাদের কি কল হইবে? বস্তুতঃ বিনা
কারণে কে কখন কোন্ কার্যে প্রযুক্ত হইয়া
থাকে? ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ তাহা-
দিগকে বলিলেন,—এই যজ্ঞার্কের ভাগ
তোমরাও পাইবে। অতএব তোমরা সেই
ঋষিযজ্ঞে যাও। তাহারা তৎপ্রবণে দ্বারত-
পদে যজ্ঞবিনাশার্থ যজ্ঞস্থানে গিয়া উপস্থিত
হইল। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ঋষিগণ
মৃত্যুকে বলিলেন,—হে মৃত্যো! আমরা
একণে কি কার? দেবগণের কথাবাসারে
রাক্ষসেরা যজ্ঞধ্বংস করিতে আসিয়াছে।
এই কথা কহিয়া নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ
শমিত্রা মৃত্যুর সহিত মজ্জাপূর্বক সেই
সমুদ্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহারা
সাইবার সময়ে বস্ত্রীয় অস্ত্রাস্ত্র সমস্ত পাত্র
পারিত্যাগপূর্বক যাত্রা আরম্ভ লইয়া যজ্ঞ-
স্থল, অর্থাৎ সমুদ্র গৌতমীতীরে গমন
করিলেন। তথায় গিয়া নানান্তে যজ্ঞরকার্য
পূজা করিলেন এবং কৃতাজলি-

ঋষয় উচুঃ ।

যো নীলয়া বিশ্বমিদং চকার

ধাতা বিধাতা ভুবনত্রয়স্ত ।

যো বিশ্বরূপঃ সদসৎপরো যঃ

সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামঃ ॥ ১৪

মৃত্যুরুবাচ ।

ইচ্ছামাত্রেণ যঃ সর্কঃ হস্তি পাতি করোতি চ ।

তমহং ত্রিদশেশানং শরণং যামি শঙ্করম্ ॥১৫

মহানলং মহাকায়ং মহানাগবিভূষণম্ ।

মহামূর্তিধরং দেবং শরণং যামি শঙ্করম্ ॥১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্মৃত্যো কা ক্রীতিরস্ত তে

মৃত্যুরুবাচ ।

রাক্ষসেভ্যো ভয়ং ঘোরমাপন্নং ত্রিদশেশ্বর ।

যজ্ঞমম্বাংশ্চ রক্ষস্ব যাবৎ সত্রং সমাপ্যতে ॥১৮

ব্রহ্মোবাচ ।

তথা চকার ভগবাংশ্বিনেত্রো বৃষভধ্বজঃ ।

শমিত্রা মৃত্যুনা সত্রমৃষীণাং পূর্ণতাং যযৌ ॥ ১৯

করে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।
১—১৬। ঋষিগণ বলিলেন,—যিনি নীলা-
ক্রমে এই বিশ্বের কর্তা, এবং যিনি ত্রিভুবনেরই
ধাতা বিধাতা। যিনি বিশ্বরূপ, সদসৎ, পরম
পুরুষ, সেই সোমেশ্বরের আমরা শরণ
লইতোছি। যিনি ইচ্ছামাত্রেই এই জগতের
সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, সেই
ত্রিদশপাত শঙ্করদেবের আমি শরণ লই-
লাম। যিনি মহাকায়, মহানল, মহানীল-
মণ্ডিত ও মহামূর্তিধর, সেই শঙ্করের আমি
শরণাপন্ন হইলাম। ব্রহ্মা বলিলেন,—
অনন্তর ভগবান্ মৃত্যুকে কহিলেন,—হে
মৃত্যো! কিরূপ বরদানে তোমার ক্রীতি
হইবে? মৃত্যু বলিলেন,—হে ত্রিদশেশ
রাক্ষসগণ হইতে মহা ভয় উপস্থিত হই-
য়াছে। যাবৎ না এই যজ্ঞ সমাপ্তি হয়
ততকাল আপনি যজ্ঞ এবং আয়াদিগবে
রক্ষা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—কুশল
জিনেত্র তাহাই করিলেন। এইরূপে শমিত্রা

হবিষাং ভাগধেয়ায় আজমুরমরাঃ ক্রমাৎ ।
 তানবোচনুনিগণাঃ সংস্কৃতা মৃত্যুনা সহ ॥ ২০ ॥
 ঋষয় উচুঃ ।
 অমরগণবিনাশায় রাক্ষসাঃ প্রেষিতা যতঃ ।
 তন্মাত্তবন্ত্যঃ পাপিষ্ঠা রাক্ষসাঃ সন্ত শত্রবঃ ॥ ২১ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততঃ প্রভৃতি দেবানাং রাক্ষসা বৈরিণোহভবন্
 কৃত্যাক্ষ বড়বাং তত্র দেবাস্ক ঋষয়োহমলাঃ ॥ ২২ ॥
 মৃত্যোর্তীয়া তব হং তামিত্যুক্তা তেহভ্যষেচয়ন্
 অভিষেকোদকং যতু সা নদী বড়বাতবৎ ॥ ২৩ ॥
 মৃত্যুনা স্থাপিতং লিঙ্গং মহানলমিতি ক্রতম্ ।
 ততঃ প্রভৃতি তন্তীর্থং বড়বাসক্রমং বিহুঃ ॥ ২৪ ॥
 মহানলো যত্র দেবস্ততীর্থং ভুক্তিমুক্তিদম্ ।
 সহস্রং তত্র তীর্থানাং সর্কাতীষ্টপ্রদায়িনাম্ ।
 উতযোন্তীরয়োস্তত্র স্মরণাদঘঘাতিনাম্ ॥ ২৫ ॥
 ইতি শ্রীভ্রাক্ষে বড়বাদিসহস্রতীর্থবর্ণনং নাম
 ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

মৃত্যুর সাহায্যে ঋষিগণের যজ্ঞ পূর্ণতা প্রাপ্ত
 হইল। তখন যজ্ঞীয় হবিভাগ গ্রহণার্থ
 অমরগণ ক্রমে ক্রমে আগমন করিলেন।
 মুনিগণ সংস্কৃত হইয়া মৃত্যু সহ তাহাদিগকে
 বলিলেন,—আমাদিগের যজ্ঞধ্বংসের জন্ত
 যেহেতু তোমরা রাক্ষসদিগকে প্রেরণ
 করিয়াছিলে; এই জন্ত আমাদের বাক্যে
 পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা তোমাদের শত্রু হউক।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন হইতে রাক্ষসেরা
 দেবগণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। দেব ও
 ঋষিগণ পরে বড়বা কৃত্যাকে “তুমি মৃত্যুর
 ভাৰ্য্যা হও” এই বলিয়া তৎপদে অভিষিক্ত
 করিলেন। সেই অভিষেকজল প্রবাহিত
 হইয়া বড়বা নারী নদীরূপে পরিণত হইল।
 সেখানে মৃত্যু যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
 ছিলেন, তাহা মহানল নামে বিখ্যাত হইল।
 সেই দিন হইতে এই তীর্থ বড়বাসক্রম নামে
 পরিচিষ্ট হইল। যথায় মহানল দেব বিরা-
 জিত, সে তীর্থ নিশ্চয়ই ভুক্তিমুক্তিদায়ক। এই

সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

আমৃতীর্থমিতি খ্যাতং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাম্
 তন্ত প্রভাবং বক্ষ্যামি যত্র জ্ঞানেশ্বরঃ শিবঃ ॥
 দত্ত ইত্যপি বিখ্যাতঃ সোহত্রিপুত্রো হরপ্রিয়ঃ
 দুর্কাসসঃ প্রিয়ো ভ্রাতা সর্কজ্ঞানবিশারদঃ ।
 স গতা পিতরং প্রাহ বিনয়েন প্রণম্য চ ॥ ২ ॥
 দত্ত উবাচ ।
 ব্রহ্মজ্ঞানং কথং মে শ্রুত্ব কং পৃচ্ছামি ক যামি চ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তক্ষুহ্বাত্রিঃ পুত্রবাক্যং ধ্যান্তা বচনমববীৎ ॥ ৪ ॥
 অত্রিকবাচ ।
 গৌতমীঃ পুত্র গচ্ছ হং তত্র শুহি মহেশ্বরম্ ।
 স তু প্রীতো যদৈব শ্রুত্বদা জ্ঞানমবাপ্যসি ॥ ৫ ॥

খানে গৌতমীর উভয় তীরে সর্কাতীষ্টপ্রদ
 সহস্র তীর্থ আছে, এই সকল তীর্থ স্মরণ
 করিলেও পাপ নাশ পায়। ১৭—২৫।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৬।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত আমৃতীর্থ
 নরগণের ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। এখানে জ্ঞানেশ্বর
 শিব বিরাজমান। এই তীর্থমাহাত্ম্য বলি-
 তেছি, শ্রবণ কর। অত্রিপুত্র বিখ্যাত দত্ত
 হরপ্রিয় ছিলেন। তিনি দুর্কাসার ভ্রাতা
 এবং সর্কজ্ঞানে সুপণ্ডিত। তিনি একদা
 তদীয় পিতার নিকট গিয়া প্রণামান্তে নম্রতার
 সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—হে ব্রহ্মন! আমার
 ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে কিরূপে? আমি কাহার
 নিকট জিজ্ঞাসা করি? কোথায় যাই? ১—৪।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—অত্রি, পুত্রের কথা শুনিয়া
 ধ্যানান্তে বলিলেন,—পুত্র! তুমি গৌত-
 মীতে গিয়া মহেশ্বরের স্মরণ কর। তিনি যখন
 ক্রীত হইবেন, তখনই জ্ঞানলাভ করিবে

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা তদাত্রেয়ো গজাং গতা শুচিৰ্যতঃ ।
কৃতাজ্জলিপুটো ভূত্বা ভক্ত্যা তুষ্টিব শঙ্করম্ ॥ ৬

দত্ত উবাচ ।

সংসারকূপে পতিতোহস্মি দৈবা-
মোহেন শুণ্ডো ভবদুঃখপক্ষে ।
অজ্ঞাননাশ্য তমসাবৃত্তোহঃ
পরং ন বিন্দামি সুরাধিনাথ ॥ ৭
ভিন্নত্রিশূলে ন বলীষসাঃ
পাপেন চিন্তাস্থরপাটিতস্ত ।
তপ্তোহস্মি পঞ্চেন্দ্রিয়তীব্রতাপৈঃ
শ্রান্তোহস্মি সস্তারয় সোমনাথ ॥ ৮
বন্ধোহস্মি দারিদ্র্যময়ৈশ্চ বন্ধৈ
ইতোহস্মি রোগানলতীব্রতাপৈঃ ।
ক্রান্তোহস্ম্যহং মৃত্যুভুজঙ্গমেন
তীতো ভৃশং কিং করবাণি শস্তো ॥ ৯
ভবাত্তবাত্যামতিপীড়িতোহহং
ভৃগাক্ষধাত্যাক্ষ রজস্তমোভ্যাম্ ।
ঈদৃক্শ্চ জরয়া চাতিভূতঃ
পত্নীবহ্নাং কুপয়া মেহতা নাথ ॥ ১০

পারিবে । ব্রহ্মা বলিলেন,—অত্ৰিনন্দন
তাহাতেই সম্মত হইয়া গজায় গমনপূর্বক
শুচি ও কৃতাজ্জলিতাবে ভক্তির সহিত
শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন । দত্ত
বলিলেন,—হে সোমনাথ ! আমি দৈবাৎ মোহ
প্রাপ্ত হইয়া ভবদুঃখপক্ষে সংসারকূপে পতিত
হইয়াছি এবং হে সুরাধিনাথ ! অজ্ঞানরূপ
তমসচ্ছন্ন হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারি-
তেছি না । আমি পাপরূপ ত্রিশূল দ্বারা এবং
চিন্তারূপ স্কুর দ্বারা নিরন্তর পাটিত হইয়া
ভীষণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের তীব্রতাপে তপ্ত ও শ্রান্ত
হইয়াছি ; আমার পরিভ্রাণ কর । হে শস্তো !
আমি দারিদ্র্যরূপ ভীষণ বন্ধনে বন্ধ ও
রোগরূপ অনলের তীব্রতাপে পীড়িত হইয়া
শ্রান্ত হইয়াছি ; আমার সস্তার কর । হে সোমনাথ !
আমি পাপরূপ ত্রিশূল দ্বারা এবং
চিন্তারূপ স্কুর দ্বারা নিরন্তর পাটিত হইয়া
ভীষণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের তীব্রতাপে তপ্ত ও শ্রান্ত
হইয়াছি ; আমার পরিভ্রাণ কর । হে শস্তো !
আমি দারিদ্র্যরূপ ভীষণ বন্ধনে বন্ধ ও
রোগরূপ অনলের তীব্রতাপে পীড়িত হইয়া
শ্রান্ত হইয়াছি ; আমার সস্তার কর । হে সোমনাথ !
আমি পাপরূপ ত্রিশূল দ্বারা এবং
চিন্তারূপ স্কুর দ্বারা নিরন্তর পাটিত হইয়া
ভীষণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের তীব্রতাপে তপ্ত ও শ্রান্ত
হইয়াছি ; আমার পরিভ্রাণ কর । হে শস্তো !
আমি দারিদ্র্যরূপ ভীষণ বন্ধনে বন্ধ ও
রোগরূপ অনলের তীব্রতাপে পীড়িত হইয়া
শ্রান্ত হইয়াছি ; আমার সস্তার কর । হে সোমনাথ !

কামেন কোপেন চ মৎসরেণ
দন্তেন দর্পাদিভিরপ্যনেকৈঃ ।
একৈকশঃ কষ্টগতোহস্মি বিদ্ব-
দ্বনাথবদ্বারয় নাথ শঙ্কর ॥ ১১
কস্তাপি কশ্চিৎ পতিতস্ত পুংসো
দুঃখপ্রণোদৌ ভবতীতি সত্যম্ ।
বিনা ভবন্তঃ মম সোমনাথ
কুস্তাপি কারুণ্যবচোহপি নাস্তি ॥ ১২
তাবৎ স কোপো ভয়মোহদুঃখা-
ন্তজ্ঞানদারিদ্র্যাক্রজস্তথৈব ।
কামাদয়ো মৃত্যুরপীহ যাব-
ন্নমঃশিবায়েতি ন বচি বাক্যম্ ॥ ১৩
ন মেহস্তি ধর্মো ন চ মেহস্তিভক্তি-
র্নাহং বিবেকী করুণা কুতো মে ।
দাতাসি তেনান্ত শরণ্যচিত্তে
নিধেহি সোমেতি পদং মদীয়ে ॥ ১৪
যাচে ন চাহং সুরভূপতিভ্যঃ
হৃৎপদ্যমধ্যে মম সোমনাথ ।

নিপীড়িত ও ভৃগা, ক্ষুধা, জরা ও রজস্তমো-
গুণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি । অদ্য কুপা
করিয়া এই আমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ
করুন । আমি কাম, কোপ, মাৎসর্য, দন্ত
ও দর্পাদি দ্বারা বহুবার কষ্টগত ও মর্ষা-
হত হইয়াছি, হে নাথ ! আপনি আমার ঐ
সকল শত্রু নিবারণ করুন । কুস্তাপি কেহ
দুঃখ-পতিত হইলে তাহার কেহ না কেহ
দুঃখাপহর্তা হয়, এ কথা সত্য ; কিন্তু হে
সোমনাথ ! আমি আপনাকে ব্যতীত আর
কাহাকেই রক্ষাকর্তা বা সদয় বাক্যের বক্তা
বলিয়া মনে করি না । ক্রোধ, ভয়, মোহ,
দুঃখ, অজ্ঞান, দারিদ্র্য, ব্যাধি, কামাদি স্নিগ্ধ
এবং মৃত্যু তাবৎ কালই বিদ্যমান—যতকালে
না, ‘নমঃ শিবায়ে’ এই বাক্য উচ্চারণ করি ।
আমার ধর্ম নাই, ভক্তি নাই, বিবেক নাই,
দয়া নাই, আমি সর্বথা অতি দীন ব্যক্তি,
অতএব হে শরণ্য ! আপনি আমার ভিত্তি-
পথে তবদীয় পদ অর্পণ করুন । আমি

শ্রীসোমপাদাশুভসন্নিধানঃ

যাচে বিচার্যেব চ তৎ কুরুষ ॥ ১৫
যথা তবাহং বিদিতোহস্মি পাপ
স্তথাপি বিজ্ঞাপনমাশুগুণ ।
সংজ্ঞয়তে যত্র বচঃ শিবেতি
তত্র স্থিতিঃ স্তান্ময় সোমনাথ ॥ ১৬
গৌরীপতে শঙ্কর সোমনাথ
বিবেশ কারুণ্যানিধেহধিলাভন ।
সংজ্ঞয়তে যত্র সদেতি তত্র
কেষামপি স্তাৎ কৃতিনাং নিবাসঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাদ্যেযতিঃ কৃত্বা তুতোষ ভগবান্ হরঃ ।
বরদোহস্মীতি তং প্রাহ যোগিনঃ বিশ্বকৃষ্টবঃ ॥
আজ্ঞেয় উবাচ ।

আশ্রয়জানক মুক্তিক ভুক্তিক বিপুলঃ অগ্নি ।
তীর্থস্তাপি চ মাহাত্ম্যঃ বরোহয়ঃ ত্রিদশার্চিত

সুত্রেণৈব চাহি না । হে সুরনাথ ! আমার
হৃৎপদ্মমধ্যে ভবদীয় পদাশুভের সন্নিধানই
আমার প্রার্থনীয় । আপনি আমার এই
প্রার্থনার বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহা পূরণ
করুন । হে সোমনাথ ! আমি যদিও
জ্ঞাপনার নিকট পাপী বলিয়া বিদিত, তথাপি
আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন । যথায় শিবনাম
কৃত হইবে, সেইখানেই আমার অব-
স্থিতি হউক । ইহাই আমার নিবেদন ।
ততঃ যেখানে গৌরী-পতে ! শঙ্কর ! সোম-
নাথ ! বিবেচয় ! করুণানিধে ! সর্বাশ্রয় !
আদি সঙ্কোচন শব্দে সর্বদা শিবস্তব
কৃত থাকে, তথায় অতি অল্পসংখ্যক কৃতৌ
কই বাস করিবার অধিকারী । ব্রহ্মা
বলিলেন,—ভগবান্ বিশ্বকৃষ্ট হর আজ্ঞেয়ের
একান্ত ভব অবশে তুষ্ট হইয়া তাহাকে
বলিলেন,—আমি বর প্রদান করিতেছি,
প্রার্থনা কর । আজ্ঞেয় বলিলেন,—হে
সর্বাধিপতি ! আশ্রয়জান, ভক্তিকর ভুক্তি,
তীর্থমাহাত্ম্য আপনি আমার বররূপে

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্থিতি তং শঙ্করকৃচ্চ চান্তরধীয়ত ।
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থমাহাত্ম্যতীর্থং বিহবুধাঃ ।
তত্র স্তানেন দানেন মুক্তিঃ স্তাদিহ নারদ ॥২০
ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থমাহাত্ম্যে আশ্রয়তীর্থবর্ণনঃ
নাম সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৭॥

অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অশ্বখতীর্থমাত্ম্যাতঃ পিঙ্গলক ততঃ পরম্ ।
উত্তরে মন্দতীর্থস্ত তত্র ব্যুষ্টিমিতঃ শৃণু ॥ ১
পুরা ভগন্ত্যো ভগবান্ দক্ষিণাশাপতিঃ প্রভুঃ
দেবৈশ্চ প্রেরিতঃ পূৰ্ব্বং বিদ্যাস্ত প্রার্থনং প্রতি
স শনৈবিদ্যামভ্যাগাৎ সহস্রমুনিভির্বৃতঃ ।
তমাগত্য নগরেষ্টঃ বহুবৃক্ষসমাকুলম্ ॥ ৩
স্পর্শিনং মেকভানুভ্যাং বিদ্যাং শৃঙ্গশতৈর্বৃতম্

প্রদান করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর শঙ্কু
তাহাকে ‘তথাচ্চ’ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন ।
সেই হইতে পণ্ডিত সকল ঐ তীর্থকে আশ্র-
য়তীর্থ বলিয়া থাকেন । হে নারদ ! ঐ তীর্থে
জ্ঞান দান করিলে মুক্তি হইয়া থাকে ॥৫—২০॥
সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১৭॥

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অশ্বখ ও পিঙ্গল নামে
দুই তীর্থ আখ্যাত হইয়াছে । উহাদের উত্তরে
মন্দনামক তীর্থ । ঐ তীর্থসম্বন্ধীয় বিবরণ
শ্রবণ কর । পুরাকালে দক্ষিণ দিকের পতি
ভগবান্ লোপামুদ্রাভর্তা অগস্ত্যদেবগণ কর্তৃক
প্রেরিত হইয়া সহস্র মুনি সমভিব্যাহারে
বিদ্যাসমীপে উপস্থিত হন এবং তৎসমীপে
উপস্থিত হইয়া অতু্যরত, ধীর, মেক ও ভানু
সহ স্পর্শমান শত শৃঙ্গবিশিষ্ট ও বহু বৃক্ষ-
সমাকুল নগরেষ্ট বিদ্যাকে দেবকর্তৃক নির্মিত

অতুয়তঃ নগং ধীরো লোপামুদ্রাপতির্মুনিঃ ॥৪
কৃতাতিথ্যো বিজৈঃ সার্কঃ প্রশস্ত চ নগং পুনঃ
ইদমাহ মুনিশ্রেষ্ঠো দেবকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫

অগস্ত্য উবাচ ।

অহং যামি নগশ্রেষ্ঠ মুনিভিস্তদ্বদর্শিভিঃ ।
তীর্থযাত্রাং করোম্যতি দক্ষিণাশাং ব্রজাম্যহম্
দেহি মার্গং নগপতে আতিথ্যং দেহি যাচতে ।
যাবদাগমনং মে স্তাৎ স্নাতব্যং তাবদেব হি ॥৭
নাস্তথা ভবিতব্যং তে তথেষ্যাহ নগোক্তমঃ ।
আক্রামন্ দক্ষিণামাশাং তৈর্বতো মুনিভির্মুনিঃ
শনৈঃ স গোতমীমাগাং সত্রযাগায় দীক্ষিতঃ ।
যাবৎ সংবৎসরং সত্রমকরোদৃষিভির্বৃতঃ ॥ ৯
কৈটভস্ত সূতো পাপো রাক্ষসো ধর্মকণ্টকো ।
অশ্বখঃ পিঙ্গলশ্চেতি বিখ্যাতো ত্রিদশালয়ে ॥১০
অশ্বখোহশ্বখরূপেণ পিঙ্গলো ব্রহ্মরূপধক্ ।
তাবুতাবস্তরং প্রেপ্সু যজ্ঞবিধং সনায় তু ॥ ১১

জন্ত আশীর্বাদপুরঃসর বলিলেন,—হে নগ-
শ্রেষ্ঠ আমি এই সকল তদ্বদশী মুনিগণের
সহিত তীর্থ-পর্যটনপ্রসঙ্গে দক্ষিণ দিকে
প্রস্থান করিব। হে নগপতে! তুমি আমার
আতিথ্য স্বরূপ পথ প্রদান কর; এবং যে
পর্যন্ত না আমি প্রত্যাবৃত্ত হই, তাবৎকাল
তুমি ঐরূপ ভাবেই থাক। ইহাই আমার
অনুরোধ। নগশ্রেষ্ঠ, ‘তথাহ’ বলিয়া তাঁহার
বাক্যে সম্মত হইলেন। অনস্তর অগস্ত্য
মুনি স্বীয় সমভিব্যাহারী মুনিগণের সহিত
দক্ষিণদিক্ অবলম্বনে গোতমীতে আসিয়া
পৌঁছিলেন, এবং তথায় যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া
মুনিগণের সহিত সংবৎসরব্যাপী সত্র আরম্ভ
করিলেন। এমন সময় কৈটভপুত্র অশ্বখ
ও পিঙ্গল নামে দুই পাপিষ্ঠ ধর্মকণ্টক রাক্ষস
তাঁহাদের যজ্ঞবিধবৎসের নিমিত্ত ছিদ্ৰ অবেষণ
করত ইচ্ছামত দ্বিবিধ রূপ ধারণ করিল।
তাঁহাদের মধ্যে অশ্বখ অশ্বখরূপ, এবং পিঙ্গল
ব্রাহ্মরূপে পরিণত হইল। হে তপোধন!
তাহারা ঐ দুইরূপেই প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে
উৎপীড়িত করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি

কুরুতাং কাক্ষিতং রূপং দানবৌ পাপচেতসৌ
অশ্বখো বৃক্করূপেণ পিঙ্গলো ব্রাহ্মণাকৃতিঃ ॥ ১২
উভৌ তৌ ব্রাহ্মণারিত্যঃ নীড়য়েতাং তপোধন
আলভন্তে চ যেহশ্বখঃ তাংস্তানস্নাত্যাসৌ তরুঃ
পিঙ্গলঃ সামগো ভূত্বা শিষ্যানস্নাতি রাক্ষসঃ ।
তস্মাদদ্যাপি বিপ্রেষু সামগোহতীবনিকূপঃ ॥
ক্ষীয়মাণান্ দ্বিজান দৃষ্ট্বা মুনয়ো রাক্ষসাবিমৌ
ইতি বুদ্ধা মহাপ্রাজ্ঞা দক্ষিণং তীরমাস্রিতম্
সৌরিং শনৈশ্চরং মন্দং তপস্তন্তঃ ধৃতব্রতম্ ।
গত্বা মুনীগণাঃ সর্কে রক্ষঃকর্ম্যন্তবেদয়ন্ ॥ ১৬
সৌরির্মুনীগণানাহ পূর্ণে তপসি মে দ্বিজাঃ ।
রাক্ষসৌ হন্যাপূর্ণে তু তপস্তক্ষম এব হি ॥ ১৭
পুনঃ প্রোচুর্মুনীগণা দাস্তামক্লে তপো মহৎ ।
ইত্যুক্তো ব্রাহ্মণৈঃ সৌরিঃ কৃতমিত্যাহ তানপি
সৌরিব্রাহ্মণবেষণে প্রায়াদশ্বখরূপিণম্ ।
রাক্ষসং ব্রাহ্মণো ভূত্বা প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥১৮

অশ্বখ তরুকে স্পর্শ করে, অশ্বখ রাক্ষস
তাঁহাকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলে। পিঙ্গল
রাক্ষস সামগায়ী ব্রাহ্মণ হইয়া শিষ্যদিগকে
উদরসাৎ করিতে লাগিল। এইজন্ত অদ্য
পর্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সামগায়ী ব্রাহ্মণ
অত্যন্ত নির্দয় বলিয়া অভিহিত। ১২—১৪। মুনি-
গণ তখন ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষীয়মাণ দেখিয়া ঐ
উভয় রাক্ষসকে চিনিতে পারিলেন এবং
গোতমীর দক্ষিণতীরে তপস্তানিরত রবি-
নন্দন শনৈশ্চরের সমীপে গমন করিয়া
তাঁহাকেই রাক্ষস-রূত অত্যাচার-কাহিনী
নিবেদন করিলেন। সূর্য্যনন্দন বলিলেন,
—হে দ্বিজগণ! আমার তপস্তা পূর্ণ হইলে
আমি এই রাক্ষসদ্বয়কে বিনাশ করিব।
পরন্তু তপস্তার অপূর্ণতায় আমি ঐ কার্য
সাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তৎকালে মুনিগণ
বলিলেন,—আপনাকে আমরা বিপুল তপস্তা
দান করিতেছি। ব্রাহ্মণগণের এই কথায়
শনৈশ্চর সম্মতি জানাইলেন। অনস্তর
তিনি ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া অশ্বখ-
রূপী রাক্ষসের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ

প্রদক্ষিণং তু কুর্বাণং যেনে ব্রাহ্মণমেব তম্ ।
 নিত্যব্রাহ্মণসঃ পাপো ভক্ষয়ামাস মায়া ॥২০
 তন্ত কায়ং সমাবিশ্ত চক্ষুষাভ্রাণ্যপশ্বত ।
 দৃষ্টে স ব্রাহ্মসঃ পাপো মন্দেন রবিস্থনা ॥২১
 ভ্রমীভূতঃ কণেনৈব গিরির্ভ্রহতো যথা ।
 অশ্বখং ভ্রমসাৎ কুত্ৰা অন্তঃ ব্রাহ্মণরূপিণম্ ॥২২
 ব্রাহ্মসঃ পাপনিলয়মেক এব তমভ্যাগাৎ ।
 অধীযানো বিপ্র ইব শিষ্যরূপো বিনীতবৎ ॥২৩
 পিঙ্গলঃ পূর্ববচ্চাপি ভক্ষয়ামাস ভানুজম্ ।
 স ভক্তিতঃ পূর্ববচ্চ কৃষ্ণাবভ্রাণ্যবৈকত ॥২৪
 তেনালোকিতমাত্রোহসৌ ব্রাহ্মসোভাসাদভূৎ
 উভৌ হত্যা ভানুশূতঃ কিং কৃত্যং মে বদস্বথ ॥
 মুনয়ো জাতসংহর্ষাঃ সর্ব এব তপস্বিনঃ ।
 ততঃ প্রসঙ্গা হতবম্বযয়োহগস্ত্যপূর্বকাঃ ॥ ২৬
 বরান দহৃষথাকামঃ সৌরয়ে মন্দগামিনে ।

করিলেন । প্রদক্ষিণ করিবার সময় পাপিষ্ঠ
 ব্রাহ্মস তাঁহাকে প্রতিদিনাগত ব্রাহ্মণগণের
 স্থায় একজন ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে
 করিল এবং মায়াপূর্বক তাঁহাকে ভক্ষণ
 করিয়া ফেলিল । রবিনন্দন তাহার উদরে
 প্রবেশ করিয়া চক্ষু মেলিয়া তদীয় অন্ত
 কল দেখিলেন । সেই পাপ ব্রাহ্মস রবিতনয়
 পূর্বক দৃষ্ট হইয়া কণকাল মধ্যে বজ্রাহত
 গিরির স্থায় ভ্রমীভূত হইল । রবিতনয়
 কাকী এইরূপে অশ্বখরূপী ব্রাহ্মসকে ভ্রম-
 সাৎ করিয়া পাপনিলয় ব্রাহ্মণরূপী অন্ত
 কলের নিকট গেলেন । তথায় গিয়া তিনি
 পনাকে বিনীত, অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ-
 যের স্থায় দেখাইতে লাগিলেন । পরন্তু
 পিঙ্গল ব্রাহ্মস তাঁহাকে ভক্ষণ করিল,
 তিনি পূর্ববৎ ভক্তিত হইয়া সেই ব্রাহ্ম-
 সের অস্ত্র সকল দর্শন করিলেন । দর্শন-
 হইয়াই ঐ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মস ভ্রমরূপে পরিণত
 হইল । ভানুশূত এইরূপে উভয় ব্রাহ্মসকে
 কত করিয়া বলিলেন,—এখন আর আমার
 করিতে হইবে? অগস্ত্যপ্রমুখ মুনি-
 গণ সকলে অতীব দৃষ্ট হইয়া মন্দগামী

স শ্রীতো ব্রাহ্মণানাহ শনিঃ সূর্যশূতো বলী ॥
 সৌরিরূবাচ ।

মদ্বারে নিয়তা যে চ কুর্ষন্ত্যশ্বখলন্তনম্ ।
 তেষাং সর্বাণি কার্য্যাণি শ্রুত্যা পীড়া মন্তবান চ
 তীর্থে চাশ্বখসংজে বৈ জ্ঞানং কুর্ষন্তি যে নরাঃ
 তেষাং সর্বাণি কার্য্যাণি ভবেয়ুরপয়ো বরঃ ॥
 মন্দ্বারে তু যেহশ্বখং প্রাতরুথায় মানবাঃ ।
 আলভন্তে চ তেষাং বৈ গ্রহপীড়া ব্যাপোহতু ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থমশ্বখং পিঙ্গলং বিহুঃ ।
 তীর্থং শনৈশ্চরং তত্র তত্রাগস্ত্যক সাত্রিকম্ ॥৩১
 যাজ্ঞিককপি ততীর্থং সামগং তীর্থমেব চ ।
 ইত্যাদ্যষ্টোত্তরাণ্যাসন্ সহস্রাণ্যথ ষোড়শ ।
 তেবু জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সত্ৰযাগকলপ্রদম্ ॥ ৩২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে অশ্বখাদিতীর্থবর্ণনং
 নামাষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

সূর্যপুত্রকে অভিমত বর প্রদান করিলেন ।
 বলিষ্ঠ সূর্যশূত শনিও তাঁহাদিগকে বলি-
 লেন,—যে ব্যক্তি সংযত হইয়া মদীয় বারে
 অশ্বখতীর্থে অবগাহন করিবে, তাহাদের
 সমুদয় কার্য্যসিদ্ধি হইবে ও মজ্জনিত পীড়া
 কদাচ তাহাদের হইবে না । যে মানব অশ্বখ-
 তীর্থে জ্ঞান করে, তাহার সকল কার্য্যই সিদ্ধ
 হয় । আরও এক কথা—যে ব্যক্তি প্রাতঃ-
 কালে গাত্রোথান করত শনিবারে অশ্বখ-
 তীর্থে অবগাহন করে, তাহাদের কদাচ
 গ্রহজনিত পীড়া সম্ভবে না । ব্রহ্মা
 বলিলেন,—সেই অবধি ঐ তীর্থ অশ্বখ ও
 পিঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ হইল । ঐ তীর্থমধ্যে—
 শনৈশ্চর, আগস্ত্য, সাত্রিক, যাজ্ঞিক ও সামগ
 প্রভৃতি অষ্টোত্তর ষোড়শ সহস্র তীর্থ বিরাজ-
 মান । ঐ সকল তীর্থে জ্ঞান দান সত্ৰযাগ-
 কলপ্রদ হইয়া থাকে । ১৪—৩২ ।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১৮॥

একোবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সোমতীর্থমিতি খ্যাভ্যং তদপ্যুক্তং মহাত্মভিঃ ।
তত্র দ্বানেন দানেন সোমপানকলং লভেৎ ॥২
জগতাং মাতরঃ পূর্বমোষধ্যে জীবসম্বতাঃ ।
যমাপি মাতরো দেব্যঃ পূর্বাঙ্গাঃ পূর্ববন্তরাঃ ॥২
আত্ম প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্যঃ স্বাধ্যায়ো যজ্ঞকর্ম্ম চ ।
আভিরেব ধৃতং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৩
অশেষরোগোপশমে ভবত্যাতিরসংশয়ম্ ।
অন্নমেতাভিরেব শ্রাদশেষপ্রাণরক্ষণম্ ।
অজৌষধ্যে জগদ্বন্দ্যা মামুচুরনহকৃত্যঃ ॥ ৪

ওষধ্য উচুঃ ।

অশ্বাকং ত্বং পতিং দেহি রাজানং সুরসত্তম ॥৫

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তাসাং ময়োক্তা ওষধীরিদম্ ।
পতিং প্রাপ্যথ সর্বাশ্চ রাজানং প্রীতিবর্জনম্ ॥

একোবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাত্মগণ কীর্তন করিয়াছেন, সোমতীর্থ নামে এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে দ্বান-দান করিলে, সোমপানের কল পাওয়া যায়। পূর্বে জীব কর্তৃক ওষধি সকল জগতের মাতা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; সেই অতি প্রচীনা ওষধি সকল আমারও মাতা। ইহাতে ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, ও যজ্ঞকর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাঁরাই সচরাচর নিখিল ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছেন। ইহাঁদের দ্বারাই অশেষ রোগ উপশমিত হয়। জগতের জীবন ধারণের এক মাত্র হেতু অন্নও ইহাঁদের কর্তৃক হয়। এই স্থানে অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া জগদ্বন্দ্য ওষধিগণ আমাকে বলিলেন,—হে সুরসত্তম! তুমি আমাদের পতি এবং রাজা প্রদান কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর আমি তাহাঁদের প্রার্থনা অবগত হইয়া তাহাদিগকে বলিলাম যে, তোমরা আবলম্বে প্রীতিবর্জন পতি ও রাজা প্রাপ্ত হইবে। হে

রাজানমিতি তচ্ছ্রুত্বা ভা মামুচুঃ পুনর্মুনে ।

গন্তব্যং ক পুনশ্চোক্তা গোতমীঃ যান্ত মাতরঃ

তুষ্ঠায়ামথ তস্তাং বো রাজা শ্রাদোকপূজিতঃ ।

তাশ্চ গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ তুষ্টুরগৌতমীং নদীম্ ॥ ৮

ওষধ্য উচুঃ ।

কিং বাকরিষ্যন্ ভববর্তিনো জনা

নানাঘসজ্জাভিভবাক্ত হুঃখিতাঃ ।

ন চাগমিষ্যন্তবতী ভুবং চেৎ

পুণ্যোদকে গোতমি শত্ৰুকাণ্ডে ॥ ৯

কো বেত্তি ভাগ্যং নরদেহভাজাং

মহীগতানাং সরিতামধীশে ।

এষাং মহাপাতকসজ্জহস্তী

ভ্রমন্ত গঙ্গে সুলভা সদৈব ॥ ১০

ন তে বিভূতিং নহু বেত্তি কোহপি

ত্রৈলোক্যবন্দ্যে জগদ্বন্দ্য গঙ্গে ।

গৌরীসমানিঙ্গিতবিগ্রহোহপি

ধন্তে অরারিঃ শিরসাপি যদ্যম্ ॥ ১১

মুনে! এই কথা শুনিয়া তাহার পুনরায় আমাকে বলিল,—আমরা কোথায় গমন করিলে রাজা প্রাপ্ত হইবে? আমি বলিলাম,—হে মাতৃসকল! আপনারা গোতমীতে গমন করুন। গোতমী তুষ্ট হইলে, লোকপূজিত রাজা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহার আমার কথায় গিয়া গোতমীর স্তব করিতে লাগিল। ১—৮। ওষধিগণ বলিল,—হে পুণ্যসলিলে, শত্ৰুকাণ্ডে গোতমি! আপনি যদি পৃথিবীতলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে সংসারের লোকেরা নানা হুঃখ-পরা-স্পরায় অভিভূত হইয়া কাহার শরণ লইত? হে সরিৎপ্রবরে! হে অম্ব গঙ্গে! দেহীদিগের অপূর্ব ভাগ্যের কথা কে জানিতে পারে, কেননা সাক্ষাৎ আপনি তাহাদিগের মহাপাতকরাশির বিনাশকর্ত্তা। হে ত্রৈলোক্যবন্দ্য! গঙ্গে! আপনার যে কি অপার বিভূতি, তাহা কেহই জানে না। সাক্ষাৎ অরারি গৌরী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াও মস্তক দ্বারা আপনাকে ধারণ করিয়া

নমোহন্ত তে মাতরভীষ্টদায়িনি
নমোহন্ত তে ব্রহ্মময়েহঘনাশিনি ।
নমোহন্ত তে বিষ্ণুপদাজনিঃস্বতে
নমোহন্ত তে শঙ্কুজটাবিনিঃস্বতে ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেবং স্তবতামীশা কিং দদামীত্যবোচত ॥

ওষধ্য উচুঃ ।

পতিং দেহি জগন্মাতা রাজানমতিতেজসম্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তদোবাচ নদী গঙ্গা ওষধীস্তা ইদং বচঃ ।

গঙ্গোবাচ ।

অহং চান্নতরুপান্মি ওষধ্যো মাতরোহমৃতাঃ ।

তাদৃশং চামৃতান্নানং পতিং সোমং দদামি বঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাশ্চ ঋষয়ো বাক্যং মেনিরে সোম এব চ ।

ওষধ্যশ্চাপি তদ্বাক্যং ততো জগ্মুঃ স্মলয়ম্ ১৭

যত্র চাপূর্মহৌষধ্যো রাজানমমৃতাশ্চকম্ ।

সোমং সমস্তসস্তাপপাপসজ্জনিবারকম্ ॥ ১৮

ধাকেন । হে অভীষ্টদায়িনি মাতঃ ! তোমায়
আমাদের নমস্কার । হে অঘনাশিনি !
ব্রহ্মময়ি ! বিষ্ণুপদাজনিঃস্বতে ! শঙ্কুজট-
াবিনির্গতে ! তোমায় আমাদের নমস্কার ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—ওষধিগণ এইরূপ স্তব
করিলে, ঈশা গোঁতমৌ ওষধিদিগকে বলি-
লেন,—তোমাদিগকে কি প্রদান করিব বল ?
ওষধি সকল বলিল,—হে জগন্মাতঃ !
আমাদিগকে পতি ও তেজস্বী রাজা প্রদান
করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন নদী গঙ্গা
ওষধিদিগকে এই কথা বলিলেন,—আমি
অমৃতরূপা, এবং ওষধি মাতৃগণও অমৃতময়ী ;
অতএব আমি তোমাদিগকে অমৃতান্না
সোমকেই পতিরূপে প্রদান করিতেছি ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ, ঋষিগণ, সোম
এবং ওষধি সকলও তদ্বাক্যে অমুমোদন
করিলেন । অনন্তর ওষধিগণ নিজাঙ্গে
প্রত্যাগত হইল । প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত
সস্তাপ ও পাপসমূহের নিবারক অমৃতান্নক

সোমতীর্থন্ত তৎ খ্যাতং সোমপানকলপ্রদম্ ।

তত্র স্নানেন দানেন পিতরঃ সর্গাপ্নুযুঃ ॥ ১৯

য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেৎবা তত্ত্বিতঃ স্মরেৎ ।

দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি স পুত্রৌ ধনবান্ ভবেৎ ॥ ২০

ইতি জীত্বাক্ষে সোমতীর্থবর্ণনং নামৈকোন-

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ধাত্ততীর্থমিতি খ্যাতং সর্গকামপ্রদং নৃণাম্ ।

সুভিক্ষং ক্ষেমদং পুংসাং সর্গাপদ্বিনিবারণম্ ॥

ওষধ্যঃ সোমরাজানং পতিং প্রাপ্য মুদাষিতাঃ

উচুঃ সর্গস্ত লোকস্ত গঙ্গায়ার্শেপিতং বচঃ ॥ ২

ওষধ্য উচুঃ ।

বৈদিকী পুণ্যগাধাস্তি যাং বৈ বেদবিদো বিহুঃ ।

ভূমিং শশ্তবতীং কশ্চিন্মাতরং মাতৃসম্বিতাম্ ॥

সোমকে রাজরূপে প্রাপ্ত হইলেন । এই-
জন্ত ঐস্থান সোমপান-কলপ্রদ সোমতীর্থ
নামে বিখ্যাত হইল । ঐ তীর্থে স্নান-দান
করিলে পিতৃলোক সর্গ প্রাপ্ত হন । যে
ব্যক্তি এই তীর্থমাহাত্ম্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ বা
পাঠ করে, সে আয়ুমান, ধনবান ও পুত্রবান
হয় । ১—২০ ।

উনবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ধাত্ত তীর্থ নামে এক
তীর্থ আছে । ঐ তীর্থ মানবগণের সর্গকাম-
প্রদ ও সর্গাপদ্বিনিবারক, পরন্তু উহা সুভিক্ষ
ও ক্ষেমদায়ী । ওষধিগণ সোমরাজকে পতি-
রূপে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাদেবীর
বররূপ স্ব স্ব মনোভিমত বাক্য সকল
লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন ।
ওষধিগণ বলিল,—বেদবিদগণকীর্তিত

একোনবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সামতীর্থমিতি খ্যাতং তদপ্যুক্তং মহাত্মনিঃ ।
 চত্বানেন দানেন সোমপানকলং লভেৎ ॥২
 রুগতাং মাতরঃ পূর্বমোষধ্যো জীবসম্মতাঃ ।
 ইমাপি মাতরো দেব্যঃ পূর্বাঙ্গাঃ পূর্ববস্তরাঃ ॥২
 যানু প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্যঃ স্বাধ্যায়ো যজ্ঞকর্ম্ম চ ।
 আভিরেব ধৃতং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৩
 অশেষরোগোপশমে ভবত্যাতিরসংশয়ম্ ।
 অন্নমেতাভিরেব স্তাদশেষপ্রাণরক্ষণম্ ।
 অত্রোষধ্যো জগদ্বন্দ্যা মামুচুরনহঙ্কতাঃ ॥ ৪

ওষধ্য উচুঃ ।

অশ্বাকং ত্বং পতিং দেহি রাজানং সুরসত্তম ॥৫

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং তাসাং ময়োক্তা ওষধীরিদম্ ।
 পতিং প্রাপ্যথ সর্বাশ্চ রাজানং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥

একোন বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাত্মগণ কীর্জন করিয়াছেন, সোমতীর্থ নামে এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে দান-দান করিলে, সোমপানের কল পাওয়া যায়। পূর্বে জীব কর্তৃক ওষধি সকল জগতের মাতা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; সেই অতি প্রচীনা ওষধি সকল আমারও মাতা। ইহাতে ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, ও যজ্ঞকর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাইই সচরাচর নিখিল ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছেন। ইহাদের দ্বারাই অশেষ রোগ উপশমিত হয়। জগতের জীবন ধারণের এক মাত্র হেতু অন্নও ইহাদের কর্তৃক হয়। এই স্থানে অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া জগদ্বন্দ্যা ওষধিগণ আমাকে বলিলেন,—হে সুরসত্তম! তুমি আমাদের পতি এবং রাজা প্রদান কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর আমি তাহাদের প্রার্থনা অবগত হইয়া তাহাদিগকে বলিলাম যে, তোমরা অবিলম্বে প্রীতিবর্দ্ধন পতি ও রাজা প্রাপ্ত হইবে। হে

রাজানমিতি তচ্ছ্রদ্ধা তা মামুচুঃ পুনর্মুনে ।
 গন্তব্যং ক পুনশ্চোক্তা গোতমীঃ যান্ত মাতরঃ
 তুষ্টায়ামথ তস্তাং বো রাজা স্ত্রান্নোকপূজিতঃ ।
 তাস্চ গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ তুষ্টবুগৌতমীঃ নদীম্ ॥ ৮
 ওষধ্য উচুঃ ।

কিং বাকরিষ্যন্ ভববর্জিনো জনা
 নানাঘসম্মাতিভবাক্ত হুঃখিতাঃ ।
 ন চাগমিষ্যন্তবতী ভুবং চেৎ
 পুণ্যোদকে গোতমি শঙ্কুকাস্তে ॥ ৯
 কো বেতি ভাগ্যং নরদেহভাজাং
 মহাগতানাং সরিতামধীশে ।
 এষাং মহাপাতকসজ্জহন্ত্রী
 তুমহ গঞ্জে সুলভা সদৈব ॥ ১০
 ন তে বিভূতিং নহু বেতি কোহপি
 ত্রৈলোক্যবন্দ্যে জগদহ গঞ্জে ।
 গৌরীসমানিঙ্গিতবিগ্রহোহপি
 ধন্তে অরারিঃ শিরসাপি যদ্যম্ ॥ ১১

মুনে! এই কথা শুনিয়া তাহারা পুনরায় আমাকে বলিল,—আমরা কোথায় গমন করিলে রাজা প্রাপ্ত হইব? আমি বলিলাম,—হে মাতৃসকল! আপনারা গোতমীতে গমন করুন। গোতমী তুষ্ট হইলে, লোকপূজিত রাজা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহারা আমার কথায় গিয়া গোতমীর স্তব করিতে লাগিল। ১—৮। ওষধিগণ বলিল,—হে পুণ্যসলিলে, শঙ্কুকাস্তে গোতমি! আপনি যদি পৃথিবীতলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে সংসারের লোকেরা নানা হুঃখ-পরম্পরায় অভিভূত হইয়া কাহার শরণ লইত? হে সরিৎপ্রবরে! হে অহ গঞ্জে! দেহীদিগের অপূর্ব ভাগ্যের কথা কে জানিতে পারে, কেননা সাক্ষাৎ আপনি তাহাদিগের মহাপাতকরাশির বিনাশকর্ত্তা। হে ত্রৈলোক্যবন্দ্য! গঞ্জে! আপনার যে কি অপার বিভূতি, তাহা কেহই জানে না। সাক্ষাৎ অরারি গৌরী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াও মস্তক দ্বারা আপনাকে ধারণ করিয়া

নমোহং তে মাতরভীষ্টদায়িনি
নমোহং তে ব্রহ্মময়েহঘনাশিনি ।
নমোহং তে বিষ্ণুপদাজনিঃস্বতে
নমোহং তে শঙ্কুজটাবিনিঃস্বতে ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেবং অবতামীশা কিং দদামীত্যবোচত ॥

ওষধ্য উচুঃ ।

পতিং দেহি জগন্মাতা রাজানমতিতেজসম্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তদোবাচ নদী গঙ্গা ওষধীস্তা ইদং বচঃ ।

গঙ্গোবাচ ।

অহং চানুতরুপান্মি ওষধ্যো মাতরোহমৃত্যুতঃ ।

তাদৃশং চামৃতান্মানং পতিং সোমং দদামি বঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাশ্চ ঋষয়ো বাক্যং যেনিরে সোম ॥ ১৩

ওষধ্যশ্চাপি তুহ্মৈ বাক্যং ততো জগ্মুঃ স্বমালয়ম্ ১৭

যত্র চাপুর্মা হৌষধ্যো রাজানমমৃতাত্মকম্ ।

সেযুগ্গামিনঃ সমস্তসন্তাপপাপসজ্জনিবারকম্ ॥ ১৮

ধাকেন । হে অভীষ্টদায়িনি মাতঃ ! তোমায়
আমাদের নমস্কার । হে অঘনাশিনি !
ব্রহ্মময়ি ! বিষ্ণুপদাজনিঃস্বতে ! শঙ্কুজট-
বিনির্গতে ! তোমায় আমাদের নমস্কার ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—ওষধিগণ এইরূপ স্তব
করিলে, ঈশা গৌতমী ওষধিদিগকে বলি-
লেন,—তোমাদিগকে কি প্রদান করিব বল ?
ওষধি সকল বলিল,—হে জগন্মাতঃ !
আমাদিগকে পতি ও তেজস্বী রাজা প্রদান
করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন নদী গঙ্গা
ওষধিদিগকে এই কথা বলিলেন,—আমি
অমৃতরূপা, এবং ওষধি মাতৃগণও অমৃতময়ী ;
অতএব আমি তোমাদিগকে অমৃতাত্মা
সোমকেই পতিরূপে প্রদান করিতোছি ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ, ঋষিগণ, সোম
এবং ওষধি সকলও তত্বাক্যে অমৃতমোদন
করিলেন । অনন্তর ওষধিগণ নিজালায়ে
প্রত্যাগত হইল । প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত
সন্তাপ ও পাপসমূহের নিবারক অমৃতাত্মক

সোমতীর্থস্থ তৎ খ্যাতং সোমপানকরপ্রদম্ ।

তত্র জ্ঞানেন দানেন পিতরঃ স্বর্গমাপ্নুযুঃ ॥ ১৯

য ইদং শৃণুয়াম্ভিত্যং পঠেৎবা ভক্তিতঃ স্মরেৎ ।

দীর্ঘমামুরবাপ্নোতি স পুত্রৌ ধনবান্ ভবেৎ ॥ ২০

ইতি জীত্বাক্ষে সোমতীর্থবর্ণনং নামৈকোন-

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ধাত্ততীর্থমিতি খ্যাতং সর্বকামপ্রদং নৃণাম্ ।

সুভিক্ষং ক্ষেমদং পুংসাং সর্বাপদ্বিনিবারণম্ ॥

ওষধ্যঃ সোমরাজানং পতিং প্রাপ্য মৃদাষিতাঃ

উচুঃ সর্বশ্চ লোকশ্চ গঙ্গায়ার্চোপিতং বচঃ ॥ ২

ওষধ্য উচুঃ ।

বৈদিকী পুণ্যাস্তি যাং বৈ বেদবিদো বিহুঃ ।

ভূমিং শস্তবতী চিন্মাতরং মাতৃসম্বিতাম্ ॥

সোমকে রাজরূপে পু হইলেন । এই-
জন্ত ঐস্থান সোমপান-রূপে সোমতীর্থ
নামে বিখ্যাত হইল । ঐ তীর্থে জ্ঞান
করিলে পিতৃলোক স্বর্গ প্রাপ্ত হন ।
ব্যক্তি এই তীর্থমাহাত্ম্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ ব
পাঠ করে, সে আয়ুমান, ধনবান ও পুত্রবা
হয় । ১—২০ ।

উনবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ধাত্ত তীর্থ নামে এব
তীর্থ আছে । ঐ তীর্থ মানবগণের সর্বকাম-
প্রদ ও সর্বাপদ্বিনিবারক, পরন্তু উহা সুভিক্ষ
ও ক্ষেমদায়ী । ওষধিগণ সোমরাজকে পতি-
রূপে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাদেবীর
বররূপ স্ব স্ব মনোভিমত বাক্য সকল
লোকের শ্রবণে প্রকাশ করিয়াছিলেন
ওষধিগণ বলিল,—বেদবিদগণকেও

একবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিদর্ভাসঙ্গমং পুণ্যং রেবতীসঙ্গমং তথা ।
তত্র যদ্বৈকমাখ্যান্যন্তে যৎপুরাণবিদো বিজ্ঞাঃ ॥ ১
ভরদ্বাজ ইতি খ্যাত ঋষিরাসীত্তপোহধিকঃ ।
তস্ত স্বস্মা রেবতীতি কুরুপা বিরুতস্বরী । ২
তাং দৃষ্ট্বা বিরুতাং ভ্রাতা ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান
ভ্রাতৃয়া পরয়া যুক্তো গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে ॥ ৩
কস্মৈ দদ্যামিমাং কন্তাং স্বসারং ভীষণাকৃতিম্
ন কশ্চিৎ প্রতিগৃহ্নাতি দান্তব্যা চ স্বস্মা তথা ॥
অহো ভূয়ান্ন কন্তাপি কন্তা হুঃখৈককারণম্ ।
মরণং জীবতোহপ্যন্ত প্রাণিনস্ত পদে পদে ॥
এবং বিমুশতস্তস্ত্রা ন্নাশ্রমে চাতিশোভনে ।

পিতৃতর্পণ, ও অন্নদান করিলে তৎসমস্ত
অকর্য হইয়া থাকে। এইখানে গৌতমীর
উত্তর ভীরে একসহস্র ছয় শত তীর্থ
বিব্রাজিত। এই তীর্থসকল সর্ব-পাপহর
ও সর্বদম্পদ-বিবর্জন। ১৫—১৮ ।

বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২০ ।

একবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরাণজগণ পবিত্র বিদর্ভা-
সঙ্গম ও রেবতীসঙ্গম নামে দুইটী তীর্থের
কথা কহিয়াছেন।—তাহার বিবরণ বলি-
তেছি। পুরাকালে ভরদ্বাজ নামে এক
তপঃপ্রবর ঋষি ছিলেন তাঁহার ভগ্নীর নাম
রেবতী। রেবতী কুরুপা এবং বিরুতস্বরী
ছিল। ভরদ্বাজ তাহাকে বিরুতা দেখিয়া
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উপবেশনপূর্বক পরম
চিন্তাবিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—
আমার এই ভীষণাকৃতি ভগিনীকে আমি
কাহার হস্তে সমর্পণ করি? আমি ইহাকে
দান করিতে গেলেও কেহই গ্রহণ করিবে
না। অহো! হুঃখের একমাত্র কারণ কন্তা
যেন কাহারও হয় না। প্রাণিগণ জীবিত
ধাকিলেও দেখিতেছি, তাহাদের পদে পদে

অষ্টং মুনিবরঃ প্রায়ান্তরদ্বাজঃ যতব্রতম্ । ৬
দ্যষ্টবর্ষঃ শুভবপুঃ শাস্তো দান্তো ভণাকরঃ ।
নায়া কঠ ইতি খ্যাতো ভরদ্বাজঃ ননাম সং
বিধিবৎ পূজ্য তং বিপ্রং ভরদ্বাজঃ কঠং ভণা ।
তস্তাগমনকার্য্যঞ্চ পপ্রচ্ছ পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৮
কঠোহপ্যাহ ভরদ্বাজঃ বিদ্যার্থ্যহমুপাগতঃ ।
তথাচ দর্শনাকাজ্ঞী যদ্বৈক্যং তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ৯
ভরদ্বাজঃ কঠং প্রাহ অধীষ যদভীষিতম্ ।
পুরাণং স্মৃতয়ো বেদা ধর্ম্মস্থানান্তনেকশঃ ॥ ১০
সর্বং বেদা মহাপ্রাজ্ঞ কঠিরং বদ মা চিরম্ ।
কুলীনো ধর্ম্মনিরতো গুরুশ্রবণে রতঃ ।
অভিমানী ঋতধরঃ শিষ্যঃ পুণ্যৈরবাগ্যতে ॥ ১১

কঠ উবাচ ।

অধ্যাপয়স্ব ভো ব্রহ্মনশিষ্যঃ মাং বীতকলম্বম্ ।
শ্রবণরতং ভক্তং কুলীনং সত্যবাদিনম্ ॥ ১২
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা ভরদ্বাজঃ প্রাদাদ্বিদ্যামশেষতঃ ।

মৃত্যু সুনিশ্চিত। এইরূপে স্বীয় শুভ আশ্রমে
থাকিয়া চিন্তা করিতেছেন, এই সময় দ্বিষষ্টি-
বর্ষীয়, শুভবপুঃ, শাস্ত, দান্ত, ভণাকর
মুনিবর কঠ ভরদ্বাজকে দেখিতে আসিয়া
তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ভরদ্বাজ
তাঁহাকে বিধিযুক্ত পূজা করিয়া সম্মুখে অব-
স্থানপূর্বক তদীয় আগমনকারণ জিজ্ঞাসা
করিলেন। কঠ বলিলেন,—আমি বিদ্যার্থী
ভবদীয় দর্শনাকাজ্ঞায় আগমন করিয়াছি,
যাহা যোগ্য হয় করুন। ভরদ্বাজ কঠকে
কহিলেন,—পুরাণ, স্মৃতি, বেদ, বা অন্যান্য
যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে তোমার
অভিপ্রেত যাহা হয়, অধ্যয়ন কর। হে
মহাপ্রাজ্ঞ! এ সমস্ত আমি বিদিত আছি।
যাহা তোমার মনঃপ্রিয় হয়, সহস্র বল।
ব্রতঃ কুলীন, ধার্ম্মিক, গুরুশ্রবণরত, অভি-
মানী, ঋতধর শিষ্য, অতি পুণ্যবলেই প্রাপ্ত
হওয়া যায়। ১—১১। কঠ কহিলেন,—ব্রহ্মন!
আমি নিম্পাপ, শুদ্ধবাপরায়ণ, ভক্ত, কুলীন
ও সত্যবাদী শিষ্য; আমাকে অধ্যাপন

স ভীত ইব রাজেন্দ্রস্তাবুবাচাধ নারদ ॥ ৬৯

উদপানঞ্চ কুরুতাং তচ্ছ্রুত্বা নৃপভাষিতম্ ।

নাগঃ বজ্রানুতোহস্মাকং কো ভবাংস্তৎপুরা বদ
পশ্চাৎপিবাবঃ পানীয়ং ততো রাজাববৌচ তৌ

রাজোবাচ ।

তত্র তিষ্ঠতি বাং পুত্রৌ যত্র বারিসমাশ্রয়ঃ ॥ ৭২

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বোচতুরাভৌ তৌ সত্যংক্রহি ন চাত্তথা ।

আচচক্ষে ততো রাজা সৰ্বমেব যথাতথম্ ॥ ৭৩

ততস্ত পতিতৌ বৃদ্ধৌ তত্রাবাং নয় মা স্পৃশ ।

ব্রহ্মস্পর্শনং পাপং ন কদাচিদ্ধিনশ্চতি ॥ ৭৪

নিস্তে বৈ শ্রবণং বৃদ্ধং সভাৰ্য্যং নৃপসত্তমঃ ।

হস্তাসৌ পতিতঃ পুত্রস্তং স্পৃষ্ট্বা তৌ বিলেপতুঃ
বৃদ্ধাব্চতুঃ ।

যথা পুত্রবিয়োগেন মৃত্যুর্নৌ বিহিতস্তথা ।

ত্বঞ্চাপি পাপ পুত্রশ্চ বিয়োগান্মৃত্যুমাশ্রয়সি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং তু জলতোব্রহ্মণ্ গতাঃ প্রাণান্ততো নৃপঃ

অগ্নিনা যোজয়ামাস বৃদ্ধৌ চ ঋষিপুত্রকম্ ॥ ৭৭

ততো জগাম নগরং হুংখিতো নৃপতির্মুনে ।

বসিষ্ঠায় চ তৎসৰ্বং শ্রবেদয়দশেষতঃ ॥ ৭৮

নৃপাণাং সূর্য্যবংশানাং বসিষ্ঠৌ হি পরা গতিঃ

বসিষ্ঠৌহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠৈঃ সমম্ভ্যাহ চ নিষ্কৃতিম্ ॥

বসিষ্ঠ উবাচ ।

গালবং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কশ্চপম্ ।

এতানন্তান্ সমাহুয় হুয়মেধায় যত্নতঃ ॥ ৮০

যজস্ব হুয়মেধৈশ্চ বহুভবহৃদক্ষিণৈঃ ॥ ৮১

ব্রহ্মোবাচ ।

অকরোদ্ধয়মেধাংশ্চ রাজা দশরথো দ্বিজৈঃ ।

এতন্নিরন্তরে তত্র বাণ্ডবাচাশরীরিণী ॥ ৮২

আকাশবাণ্যুবাচ ।

পূতং শরীরমভবদ্রাজো দশরথশ্চ হি ।

ব্যবহাৰ্য্যশ্চ ভবিতা ভবিষ্যন্তি তথা স্মৃতাঃ ।

প্রতি কষ্ট হইয়াছে ? ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ !

তখন শল্যবিন্ধবৎ হুংখার্ত্ত সেই রাজেন্দ্র
নিজ হৃদয়ের অন্তশোচনা করিতে করিতে
ভীতচিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদের
পুত্র, যেখানে জলাশয়, সেইখানে রহিয়া-
ছেন । ব্রহ্মা কহিলেন,—তাহা শুনিয়া আর্ত-
ভাবে তাঁহারা বলিলেন,—সত্য করিয়া বল
কি হইয়াছে ? অন্তথা করিও না । তারপর
রাজা যথার্থ সকল ঘটনাই ব্যক্ত করিলেন ।
তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধদম্পতি হুংখে ভূপতিত হইয়া
কহিল—আমাদিগকে সেইখানে লইয়া
যাও ; কিন্তু স্পর্শ করিও না । ব্রহ্মস্বাতিস্পর্শজ
পাপ কখন বিনষ্ট হয় না । পরে রাজা সেই
বৃদ্ধ শ্রবণকে যেখানে সেই পুত্র পতিত ছিল,
ভর্য্যার সহিত তথায় লইয়া গেলেন ।
পুত্রকে দেখিয়া তাঁহারা বিলাপ করিতে
লাগিলেন এবং রাজাকে বলিলেন,—যেহেতু
তুমি আমাদের পুত্র-বিয়োগে মৃত্যু বিধান
করিলে অতএব রে পাপ ! তুইও পুত্র
বিয়োগেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইবি । ৬৬—৭৬ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ব্রহ্মণ ! এই কথা বলিতে
বলিতেই তাঁহাদিগের প্রাণ বহির্গত হইল ।
রাজা সেই বৃদ্ধ দম্পতিকে পুত্রসহ অগ্নি-
সংস্কার করাইলেন । হে মুনে ! তারপর নর-
পতি হুংখিতচিত্তে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন
এবং বসিষ্ঠকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন
করিলেন । সূর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের বসিষ্ঠই
পরা গতি । বসিষ্ঠও অন্তান্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ
সহ মন্ত্রণাপূর্ব্বক সেই পাপের নিষ্কৃতি বিধান
করিলেন । বসিষ্ঠ কহিলেন,—অশ্বমেধ
যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ গালব, বামদেব, জাবালি ও
কশ্চপ, এই সকল এবং আরও বিশিষ্ট
বিপ্রগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বহুদক্ষিণা সহ-
কারে উত্তম যজ্ঞ সম্পাদন কর । ব্রহ্মা
বলিলেন,—পরে রাজা দশরথ দ্বিজগণ সহ
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন । সেই
অবসরে এইরূপ আকাশবাণী হইল,—
রাজা দশরথের শরীর পুত হইয়াছে ।
তিনি এখন হইতে ব্যবহাৰ্য্য হইবেন ।

জ্যেষ্ঠপুত্রপ্রসাদেন রাজাপাশো ভবিষ্যতি ॥ ৮৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো বহুতিথে কালে ঋষ্যশৃঙ্গানুনীষরাৎ ।
দেবানাং কার্যসিদ্ধার্থং সূতা আসন্ অরোপমাঃ
কৌশল্যায়াং তথা রামঃ সূমিত্রায়াঞ্চ লক্ষণঃ ।
শক্রশূচাপি কৈকেয়াং ভরতো মতিমন্তরঃ ॥
তে সর্বে মতিমন্তশ্চ প্রিয়া রাজ্ঞো বশে স্থিতাঃ
তং রাজানমৃষিঃ প্রাপ্য বিশ্বামিত্রঃ প্রজাপতিঃ ॥
রামঞ্চ লক্ষণঞ্চাপি অঘাচত মহামতে ।
যজ্ঞসংরক্ষণার্থায় জাতস্তম্বহিমা মুনিঃ ॥ ৮৭
চিরপ্রাপ্তসূতো বৃদ্ধো রাজা নৈবেত্যভ্যবত ॥
রাজোবাচ ।

মহতা দৈবযোগেন কথঞ্চিদ্বার্ককে মূনে ।
জাতাবানন্দসন্দোহদায়কৌ মম বালকৌ ॥ ৮৯
বশরৌরমিদং রাজ্যং দাশ্তেনৈব সূতাবিমৌ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

বসিষ্ঠেন তদা প্রোক্তো রাজা দশরথস্থিতি ॥ ৯১

তাঁহর পুত্র জন্মিবে । জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রসাদে
রাজা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইবেন । ৭৭—৮৩ ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—তারপর বহুকালান্তে মুনী-
শ্বর ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদে দেবতাদিগের কার্য-
সিদ্ধি নিমিত্ত রাজা দশরথের দেবোপম
চারিটা পুত্র হইয়াছিল । কৌশল্যাতে রাম,
সূমিত্রাতে লক্ষণ ও শক্রশূ আর কৈকেয়ীতে
ভরত জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁহারা
সকলেই রাজার প্রিয় এবং বশীভূত ছিলেন ।
একদা বিশ্বামিত্র মুনি রাম ও লক্ষণের
মহিমা অবগত থাকায় নিজ যজ্ঞ রক্ষ-
ণার্থ তাঁহাদিগকে দশরথের নিকটে প্রার্থনা
করিলেন; কিন্তু রাজা বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লাভ
করিয়াছেন বলিয়া স্নেহাধিক্যেতু তাহাতে
অসম্মত হইলেন । রাজা কহিলেন,—হে মূনে!
মহান দৈবের যোগে বৃদ্ধ বয়সে কোন রকমে
আমার আনন্দসন্দোহদায়ক এই বালকদ্বয়
জন্মিয়াছে । আমি নিজ শরীর বা এই
রাজ্যও দিতে পারি, কিন্তু এই দুইটা
পুত্র দিতে পারি না । ব্রহ্মা কহিলেন,—

বসিষ্ঠ উবাচ ।

ব্রহ্মবঃ প্রার্থনাততঃ ন রাজন্ কাপি শিকিতাঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

রামঞ্চ লক্ষণঞ্চৈব কথঞ্চিদবদন্তুগঃ ॥ ৯৩
রাজোবাচ ।

বিশ্বামিত্রস্ত ব্রহ্মর্ষেঃ কুরুতঃ যজ্ঞরক্ষণম্ ॥ ৯৪
ব্রহ্মোবাচ ।

বদন্তি সূতো সোমঃ নিবসন্ লপিতাধরঃ ।
পুত্রৌ সমর্পয়ামাস বিশ্বামিত্রস্ত শাস্ত্রদৃক্ ॥ ৯৪
তথৈত্যাভ্যু দশরথঃ নমস্ত চ পুনঃপুনঃ ।
জগ্মতু রক্ষণার্থায় বিশ্বামিত্রেণ তৌ যুদা ॥ ৯৬
ততঃ প্রহৃষ্টঃ স মুনির্মুদা প্রাদান্তদোভয়োঃ ।
মাহেশ্বরীং মহাবিজ্ঞাং ধনুর্বিদ্যাং পুরঃসরাঞ্চ ॥ ৯৭
শাস্ত্রীমাস্ত্রীং লৌকিকীঞ্চ রথবিদ্যাং গজোন্মবাঞ্চ
অশ্ববিদ্যাং গদাবিদ্যাং মন্ত্রাহ্বানবিসর্জনে ॥ ৯৮
সর্ববিদ্যামথাবাপ্য উভৌ ভৌ রামলক্ষণৌ ।

তখন বসিষ্ঠ রাজাকে এই 'বাক্য বলিলেন ;
—রাজন্! ব্রহ্মবংশীয়েরা কখনও প্রার্থনা-
ভঙ্গ শিখা করেন নাই । ব্রহ্মা বলিলেন,
—তখন রাজা অতিকষ্টে রাম ও লক্ষণকে
বলিলেন,—তোমরা গিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের
যজ্ঞ রক্ষা কর । ব্রহ্মা কহিলেন,—শাস্ত্রদর্শী
সেই রাজা উক নিবাস সহকারে কম্পিতা-
ধরে এই কথা বলিয়া পুত্রদ্বয়কে বিশ্বামিত্র
করে প্রদান করিলেন । ৮৪—৯৪ । শ্রীরাম
ও লক্ষণ তখন দশরথকে “তাহাই করিব”
বলিয়া বারংবার নমস্কারপূর্বক বিশ্বামিত্রসহ
তদীয় যজ্ঞরক্ষার্থে প্রস্থিত হইলেন । মুনিবর
বিশ্বামিত্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাম লক্ষণ
উভয় ভ্রাতাকে মাহেশ্বরী মহাবিজ্ঞা, ধনুর্বিদ্যা,
শস্ত্র-(হস্তচ্যুত না করিয়া বাহা দ্বারা প্রহার
করা যায়,) বিদ্যা, অস্ত্র-(হস্তচ্যুত করিয়া
বাহা দ্বারা প্রহার করা যায়) বিদ্যা, লৌকিকী
বিদ্যা, রথবিদ্যা, গজবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা,
গদাবিদ্যা, মন্ত্রাহ্বান-(আকর্ষণী) বিদ্যা
এবং যজ্ঞবিসর্জনে-(উচ্চাটনী) বিদ্যা প্রদান
করিলেন । সেই রাম লক্ষণ উভয়ে এই সকল

বনৌকসাং হিতার্থায় জয়তুস্তাভকাং বনে ॥৯৯
অহন্যাং শাপনির্মুক্তাং পাদস্পর্শাচ্চ চক্রতুঃ ।
যজ্ঞবিধং সনায়াতান্জয়তুস্তত্র রাক্ষসান্ ॥১০০
কৃতবিদ্যো ধনুঃপাণী চক্রতুর্যজ্ঞরক্ষণম্ ॥১০১
ততো মহামখে বৃন্তে বিশ্বামিত্রো মুনীশ্বরঃ ।
পুত্রাভ্যাং সহিতো রাজ্ঞো জনকঃ দ্রষ্টুমভ্যাগাৎ
চিঞ্জামদর্শয়ন্তত্র রাজমধ্যে নৃপাত্মজঃ ।
রামঃ সৌমিত্রিসহিতো ধনুর্বিদ্যাং গুরোর্মতাম্
তৎপ্রীতো জনকঃ প্রাদাৎ সীতাং

লক্ষ্মীমযোনিজাম্ * ॥১০৪

শক্রস্তত্তরতাদীনাং বসিষ্ঠাদিমতে স্থিতঃ ।
রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ বিবাহমকরোন্মুনে ॥১০৫
তৎ বহুতিথে কালে রাজ্যং তন্তু প্রযচ্ছতি ।
নৃপতে সর্বলোকানামনুমত্যা গুরোর্বপি ॥১০৬
মহরাক্ষকদুর্দৈবপ্রেরিতা মৎসরাকুলা ।

রাজ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, কৈকেয়ী
বিদ্যা লাভ করিয়া বনবাসীদিগেব হিত-
বিধানার্থ বনমধ্যে তাড়কা রাক্ষসীকে সংহার
করেন। তারপর পথে যাইতে যাইতে
পাশাপ-কপিলী অহন্যাকে পাদস্পর্শে শাপমুক্ত
করিয়া যজ্ঞস্থলে গমনপূর্বক সেই কৃতবিদ্যা দুই
ভ্রাতা যজ্ঞবিষ্ম করিতে সমাগত রাক্ষসদিগকে
নিহত করিয়া বিশ্বামিত্রের সেই যজ্ঞ রক্ষা
করিলেন। পরে সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে
মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র রাজপুত্রদ্বয় সহ জনক
রাজাকে দর্শন করিতে প্রস্থান করিলেন।
সেখানে রাজমণ্ডলমধ্যে নৃপাত্মজ রাম সৌমিত্রি
সহ বিজিতা ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শন করিলেন।
জনক রাজা তাহাতে প্রীত হইয়া রামকে
লক্ষ্মীকপিলী অযোনিজা সীতা নামী কন্যা
সম্প্রদান করিলেন। রাজা দশরথ বসিষ্ঠাদির
মতানুসারে লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রয়েরও বিবাহ
দিলেন। তারপর বহুকালান্তে রাজা সমস্ত
প্রজা এবং গুরু মতানুসারে রামকে

* তথৈব লক্ষ্মণস্তাপি ভরতস্তানুজস্ত চ ।

কর্তব্যমধিকঃ পাঠোহন্যঃ ।

কৈকেয়ী বিষমাতনু বনপ্রব্রাজনং তথা ।
ভরতস্ত চ তদ্রাজ্যং রাজা নৈব চ দত্তবান্ ॥
পিতরং সত্যবাক্যং তং কুর্ষন্ রামো মহাবনম্
বিবেশ সীতয়া সার্কং তথা সৌমিত্রিণা সহ ॥১০৮
সত্যঞ্চ মানসং শুদ্ধং স বিবেশ স্বকৈর্গুণৈঃ ॥
তস্মিন্ বিনির্গতে রামে বনবাসায় দৌকিতে ।
সমং লক্ষ্মণসীতাভ্যাং রাজ্যভূতাবিবর্জিতে ॥
তং রামঞ্চাপি সৌমিত্রীং সীতাঞ্চ গুণশালিনীম্
হুঃখেন মহতাবিষ্টো ব্রহ্মশাপঞ্চ সংশ্রবন্ ॥১১১
তদা দশরথো বাজা প্রাণাংস্তত্যাগ হুঃখিতঃ ।
কৃতকর্ম্মবিপাকেন রাজা নীতো যমানুগৈঃ * ।
যমসদৃশনেকানি তামিস্রাদীনি নারদ ।
নরকাণ্যথ ঘোরাণি ভীষণানি বহুনি চ ॥ ১১৩
তত্র ক্ষিপ্তস্তদা রাজা নরকেষু পৃথক্ পৃথক্ ।

মহরাক্ষক দুর্দৈব দ্বারা চালিতা হইয়া মৎসরা-
কুলচিহ্নে তাহাতে বাধা ঘটাইলেন এবং
রামের (চতুর্দশ বর্ষ) বনবাসে ভরতের
রাজ্যলাভ এই দুইটা বর্ষ প্রার্থনা করিলেন।
রাজা সে বর দিতে সম্মত হইলেন। তখন
রাম পিতাকে (কৈকেয়ীকে পূর্বে দুইটা বর
দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন বলিয়া) সত্যবাদী
করিবার জন্য সীতা ও সৌমিত্রির সহিত
মহাবনে এবং স্বকীয় গুণে সাধুদিগের শুদ্ধ
মানসমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ১০৫—১০৯।
রাম এইরূপে রাজ্যভূতাবিবর্জন করত
বনবাসার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণসহ
বহির্গত হইলে দশরথ তখন মহাহুঃখে
আকৃষ্ট হইয়া সেই সৌমিত্রি, গুণশালিনী
সীতা এবং ব্রহ্মশাপেব বিষয় ভাবিতে
ভাবিতে হুঃখবেগে প্রাণত্যাগ করিলেন।
তিনি কৃতকর্ম্মের বিপাকবশে যমদূতগণ
কর্তৃক যমভবনে নীত হইলেন। তথায়
ঘোরাকার, ভয়জনক, তামিস্রাদি অনেকা-
নেক নরক আছে; হে নারদ! রাজ

* তথৈব রাজ্ঞে মহাপ্রাক্ত যাবৎ স্বাবদজন্মমে

ইদমর্জুনা কচিদধিকম্ ।

পচ্যতে ছিদ্যতে রাজা পিষ্যতে চূর্ণ্যতে তথা
শোষ্যতে দশ্যতে ভূয়ো দহতে চ নিমজ্জ্যতে ।
এবমাদিষু ঘোরেষু নরকেষু স পচ্যতে ॥ ১১৫
রামোহপি গচ্ছন্নধ্বানঃ চিত্রকূটমথাগমৎ ।
তত্রৈব জৌণি বর্ধানি ব্যতৌতানি মহামতে ॥ ১১৬
পুনঃ স দক্ষিণামাশামাক্রামদণ্ডকং বনম্ ।
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু দেশানাং তদ্বি পুণ্যদম্
প্রাবিশন্তমহারণ্যং ভীষণং দৈত্যসেবিতম্ ।
তদ্যাদৃষিভিস্ত্যক্তং হত্বা দৈত্যাংস্ত রাক্ষসান্ ॥
বিচরন্ দণ্ডকারণ্যে ঋষিসেব্যমথাকরোৎ ।
তত্রৈদং বৃন্তমাখ্যাস্তে শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ১১৯
তাবচ্ছনৈস্তগাদ্রামো যাবদ্যোজনপঞ্চকম্ ।
গৌতমীঃ সমন্তপ্রাপ্তোরাজাপি নরকে স্থিতঃ ॥
যমঃ স্বকিঙ্করানাহ রামো দশরথাজ্ঞজঃ ।
গৌতমীমভিতো যাতি পিতরং তস্ত ধীমতঃ ।
আকর্ষন্তু রাজানং নরকারাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২১

সেই সকল পৃথক পৃথক নরকে নিক্ষিপ্ত
হইয়া বারংবার পচ্যমান, ছিদ্যমান, পিষ্যমান,
চূর্ণ্যমান, শোষ্যমান, দশ্যমান, দহমান ও
নিমজ্জ্যমান হইয়া নানা নরকে পাপ-পরি-
ণাম ভোগ করিতে লাগিলেন । ১১০—১১৫ ।
রামও যাইতে যাইতে চিত্রকূটে উপস্থিত
হইলেন । হে মহামতে ! সেখানেই তাঁহার
তিনবর্ষ অতিক্রান্ত হইল । পরে তিনি লোক-
বিখ্যাত দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন । 'সকল
দেশের মধ্যে ঐ অরণ্য সম্বন্ধে পুণ্যপ্রদ ।
তিনি 'দৈত্য-রাক্ষসসেবিত' সেই মহাবনে
প্রবেশপূর্বক উহাদিগকে হত্যা করত বিচরণ
করিতে থাকিলে সেই বন তখন দৈত্য রাক্ষস
ভয়ে পরিত্যক্ত ঋষিগণের পুনঃ বাসোপযোগী
হইল । নারদ ! এই তদ্রূপে একটা বৃত্তান্ত
বলিতেছি, সযত্নে শ্রবণ কর । রাম এই-
রূপে ক্রমে ক্রমে পাঁচ যোজন অতিক্রম
করিয়া গৌতমী নদী প্রাপ্ত হইলেন ।
এদিকে রাজাও নরকে রহিয়াছেন । যম
তখন নিজ কিকরগণকে কহিলেন, রাজা
দশরথের আশ্রয় রাম গৌতমীনদীর দিক

উত্তীর্ণ্য গৌতমীঃ যাতি যাবদ্যোজনপঞ্চকম্ ।
রামস্তাবন্তস্ত পিতা নরকে নৈব পচ্যতাম্ ॥ ১২২
যদেতন্মদচঃ পুণ্যং ন কুর্য়্যদি দূতকাঃ ।
ততশ্চ নরকে ঘোরে যুগং সর্কে নিমজ্জম্ ॥ ১২৩
যা কাপ্যুক্তা পরা শক্তিঃ শিবস্ত সমবায়িনী ।
তামেব গৌতমীঃ সন্তো বদন্ত্যন্তঃস্বরূপিনীম্ ॥
হরিব্রহ্মমহেশানাং মাত্তা বন্দ্যা চ সৈব যৎ ।
নিষ্ঠীর্ণ্যতে ন কেনাপি তদতিক্রমজং ত্বম্ ॥
পাপিনোহপ্যাজ্ঞজঃ কশ্চিদ্যশ্চ গঙ্গামনুস্মরেৎ
সোহনেকহুর্গনিরয়ান্নির্গতো মুক্ততাং ব্রজেৎ ॥
কিং পুনাস্তাদৃশঃ পুত্রো গৌতমীনিকটে স্থিতঃ
যস্মাসৌ নরকে পত্নুঃ ন কৈরপি হি শক্যতে ॥
দক্ষিণাশাপতের্বাধ্যং নিশম্য যমকিঙ্করাঃ ।
নরকে পচ্যমানঃ তমযোধ্যাধিপতিং নৃপম্ ॥

যাইতেছেন, যাবৎ না তিনি পাঁচ যোজন
পথ অতিবাহিত করিয়া গৌতমী প্রাপ্ত
হয়েন, তন্মধ্যেই তোমরা সেই ধীমানের
পিতাকে নরক হইতে উঠাইয়া লইয়া আইস ।
আর তাঁহাকে নরকে রাখা বিধেয় নহে ।
ইহাতে কোন সংশয় করিও না । আমার
এই যে পুণ্য আদেশ, ইহা যদি তোমরা
পালন না কর, তবে তোমরাও নরকে
নিমজ্জিত হইবে । শিবস্বরূপ ঈশ্বরের
যে এক নিত্যাপরা শক্তি আছেন, সাধুরা
তাঁহাকেই জলাকারে পরিণত। গৌতমী-
রূপিনী বলিয়া থাকেন । সেই নদী হরি, হর
ও ব্রহ্মাদিরও মাত্তা এবং বন্দ্যা । অত-
এব 'তাঁহার অবজ্ঞাজনিত দোষ হইতে
কেহই নিস্তার পাইতে পারে না । কোনও
পাপী [মানবেরও] যে কোমরকম পুত্রই
হউক, যদি গঙ্গাকে স্মরণ করে, তাহা হইলে
সেই পাপী অনেকানেক হুর্গম নরক হইতে
পরিজ্ঞান পায় ; বিশেষতঃ যাহার রামের মত
পুত্র গৌতমীনিকটে থাকে, তাহাকে নরকে
নির্ধর্তিত করিবার কাহারও শক্তি নাই ।
১১৬—১২১ । দক্ষিণমুকুপতি : যমরাজের
বচন অরণ্যে কিকরগণ নরকে পচমান

উত্তার্য ঘোরনরকাঙ্কনং চেদমব্রবন্ ॥ ১২৮

যমকিঙ্করা উচুঃ ।

ধন্তোহসি নৃপশার্দূল যন্ত পুত্রঃ স তাদৃশঃ ।

ইহ চামুত্র বিশ্রান্তিঃ সুপুত্রঃ কেন লভ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

স বিশ্রান্তঃ শনৈ রাজা কিঙ্করান্ বাক্যমব্রবীৎ

রাজোবাচ ।

নরকেষু ঘোরেষু পচ্যমানঃ পুনঃপুনঃ ।

কথং ত্বাকর্ষিতঃ শীঘ্রং তন্মে বক্তুমিহাৰ্থ ॥ ১৩১

ব্রহ্মোবাচ ।

তত্র কশ্চিচ্ছান্তমনা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ১৩২

যমদূত উবাচ ।

বেদশাস্ত্রপুরাণাদাবেতদগোপ্যং প্রযত্নতঃ ।

প্রকাশ্যতে তদপি তে সামর্থ্যং পুত্রতীর্থয়োঃ ॥

রামস্তব পুত্রঃ শ্রীমান্ গোতমীতীরমাগতঃ ।

তস্মাৎ নরকাদ্ঘোরাদাকুষ্টৌহসি নরোত্তম ॥

যদি ত্বাং তত্র গোতম্যাং স্মরেজামঃ সলক্ষণঃ ।

সেই অযোধ্যাপতি রাজাকে ঘোর নরক হইতে উদ্ধারণ করিল এবং এই কথা কহিল, —হে নৃপশার্দূল ! যাহার রাম সদৃশ গুণবান পুত্র আছে, সেই তুমি ধন্ত ! ইহ পর দুই কালেই শান্তিপ্রদ সুপুত্র কে লাভ করিতে পারে ? ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই রাজা ক্রমে একটু বিশ্রাম করিয়া কিঙ্করদিগকে এই বাক্য কহিলেন,—হে কিঙ্করগণ ! আমি ঘোর নরকে পচ্যমান হইতেছিলাম, আমাকে এত ভাড়া-তাড়ি করিয়া উঠাইয়া আনিতে কেন ? তোমাদের তাহা বলা বিধেয় । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই কিঙ্করদিগের মধ্যে শান্তচেতা এক জন দূত রাজাকে এই কথা কহিল,—বেদ শাস্ত্র (স্মৃতি) ও পুরাণাদিতে এই তত্ত্ব যদিও সমস্তে গুপ্ত রহিয়াছে, তথাপি তোমার পুত্র ও তীর্থের সামর্থ্য ব্যক্ত করিতেছি । হে নরোত্তম ! তোমার পুত্র শ্রীমান্ রাম, গোতমীতীরে আসিয়াছেন, সেই ক্ষণে তুমি ঘোর নরক হইতে পরিজ্ঞান

স্নানং কৃৎস্বাথ পিণ্ডাদি তে দদ্যাৎ স নৃপোত্তম ॥

ততঃ সৰ্বপাপেভ্যো মুক্তো যাসি ত্রিবিষ্টপম্ ।

রাজোবাচ ।

তত্র গতা ভবদ্বাক্যমাখ্যান্তে স্বসুতো প্রতি ।

ভবন্ত এব শরণমমুজ্ঞাং দাতুমর্হথ ॥ ১৩৬

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্রাজবচনং শ্রুত্বা কৃপয়া যমকিঙ্করাঃ ।

আজ্ঞাঞ্চ প্রদত্ত্বশনৈ রাজা প্রাগাৎ সুতো প্রতি

ভীষণং যাতনাদেহমাপন্নো নিঃসসন্ মুহঃ ।

নিরীক্য স্বং লজ্জমানঃ কৃতং কৰ্ম্ম চ সংস্মরন্

স্বেচ্ছয়া বিহরন গঙ্গাসামুদ্রে চ রাঘবঃ ॥ ১৩৮

গৌতম্যাস্তটমাশ্রিত্য রামো লক্ষণ এব চ ।

সীতয়া সহ বৈদেহ্যা সন্নো চৈব যথাবিধি ॥ ১৩৯

নৈব তত্রাভবদ্বোজ্যং ভক্ষ্যং বা গোতমীতটে

তদ্দিনে তত্র বসতাং গোতমীতীরবাসিনাম্ ॥

তদ্বদ্বা হুংখিতো ভাতা লক্ষণো রামমব্রবীৎ ॥

পাইলে । হে নরোত্তম ! রাম লক্ষণের সহিত সেই গোতমীতে যদি তোমাকে স্মরণ করেন,—স্নান করিয়া পিণ্ডাদি দান করেন, তাহা হইলে তুমি সৰ্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে যাইবে । রাজা কহিলেন,—আমি আপনাদের শরণাগত ! আপনারা আজ্ঞাদান করুন, আমি সেখানে যাইয়া আপনাদিগের এই বাক্য আমার সেই পুত্রদ্বয়কে বলিব । ১২৮-১৩৬ । ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজার তদ্বাক্য শ্রবণে যমকিঙ্করগণ গমনে অমুমতি করায় রাজা পুত্রদ্বয়সমিধানে তদানীন্তন স্বকীয় দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত ভীষণ যাতনাময় দেহ দর্শনে লজ্জিত চিত্তে কৃতকর্ম্ম স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন । এদিকে রাম ও লক্ষণ, বৈদেহী সীতার সহিত তখন স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে করিতে গঙ্গাসমীপে উপস্থিত হইলেন । পরে তাঁহারা গোতমীতীর আশ্রয়-পূর্বক যথাবিধি স্নান করিলেন । সেই দিন গোতমীতটে তটবাসী জনগণের কোনরূপ ভক্ষ্য ভোজ্য ছিল না । ইহা দেখিয়া

লক্ষণ উবাচ ।

পুত্রো দশরথস্তাৰাঃ তথাপি বলমীদৃশম্ ।
নাতি ভোজ্যমথান্মাকং গঙ্গাতীরনিবাসিনাম্ ॥

রাম উবাচ ।

ভ্রাতৰ্যবিহিতং কৰ্ম নৈব তচ্চানুধা ভবেৎ ।
পৃথিব্যামরপূর্ণায়াঃ বয়মরাভিলাষিণঃ ॥ ১৪৪
সৌমিত্রে নূনমন্ত্ৰাভিৰ্ণ ব্রাহ্মণমুখে হৃতম্ ॥ ১৪৫
অবজ্ঞয়া মহীদেবাঃস্তৰ্ণয়ন্ত্যর্চয়ন্তি ন ।
তে যে লক্ষণ জায়ন্তে সৰ্বদৈব বুভুক্ষিতাঃ ॥
স্নাত্বা দেবানথাভ্যর্চ্য হোতব্যশ্চ হতাশনঃ ।
ততঃ স্বসময়ে দেবো বিধাস্তাতাশনস্ত নো ॥ ১৪৭
ব্রহ্মোবাচ ।

ভ্রাতৃঃ সঞ্জয়তোরেবং পশুতোঃ কৰ্মণো
গতিম্ ।

শনৈর্দশরথো রাজা তং দেশমুপজগিষ্যান ॥ ১৪৮
তং দৃষ্ট্বা লক্ষণঃ শীঘ্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ

ভ্রাতা লক্ষণ হঃপিতৃচিহ্নে রামকে কহিলেন,—
আমরা মহারাজ দশরথের পুত্র; তথাপি
এখন আমাদের এমন সামর্থ্য নাই যে,
নিজদের এবং গঙ্গাতীরনিবাসী জনগণের
খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করি! রাম কহিলেন,—
ভাই! বিধিবিহিত যে কৰ্ম, তাহার কোন
মতেই অনুধা হয় না। নচেৎ পৃথিবী
অরপূর্ণা সবেও আজি আমরা অন্ন
কাল! সৌমিত্রে! নিশ্চয়ই আমরা
ব্রাহ্মণমুখে হোম করি নাই। যাহারা অবজ্ঞা
বশতঃ হৃদেবগণের অর্চনও তর্পণ না
করে, লক্ষণ! তাহারা সৰ্বদাই বুভুক্ষিত
হইয়া থাকে। শ্রান করিয়া দেবার্চনাপূর্বক
হতাশনে হোম করা কর্তব্য; তাহা
হইলে যোগ্য সময়ে পিতৃদেব অবজ্ঞাই
আমাদের খাদ্য বিধান করিবেন। ১৩৬—
১৪৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভ্রাতা হই ভাই
এইরূপে কর্মের গতি আলোচনা করিতে-
ছেন, এমন সময়ে রাজা দশরথ ক্রমে
সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। লক্ষণ
ভ্রাতাকে বিকটাকার দর্শনে ক্রোধে ধর

ধরারাক্ষ্য কোপেন ব্রহ্মহং দানবোহধবা।
আসন্নঞ্চ পুনর্দৃষ্ট্বা যাহি যাহ্যত্র পুণ্যভাক্ ।
রামো দাশরথী রাজা বর্ষভাক্ পশু বর্ভতে ।
গুরুভক্তঃ সত্যসঙ্কো দেবব্রাহ্মণসেবকঃ ॥ ১৪৮
ত্রৈলোক্যরক্ষাদক্ষোহসৌ বর্ভতে যত্র রাষবঃ ।
ন তত্র দ্বাদশামন্তি প্রবেশঃ পাপকৰ্ম্মণাম্ ॥ ১৪৯
যদি প্রবিশসে পাপ ততো বধমবাপ্যসি ॥ ১৫০
তৎপুত্রবচনং শ্রদ্ধা শনৈরাহুয় বাচমা ।
উবাচাধোমুখো ভূত্বা স্রুয়াং পুত্রো কৃতাজলিঃ ।
মুহুরন্তর্নিধ্যায়ন্ গতিং দৃষ্টতকৰ্ম্মণঃ ॥ ১৫৩

ব্রাজোবাচ ।

অহং দশরথো রাজা পুত্রো মে শৃণুতং বচঃ ।
তিম্ভতিব্রহ্মহত্যাভির্বতোহহং দুঃখমাগতঃ ॥
হিম্নং পশুত মে দেহং নরকেষু চ পাতিতম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ কৃতাজলী রামঃ সীতয়া লক্ষণেন চ ।
ভূমৌ প্রণেমুস্তে সৰ্ব্বৈ বচনং চৈতদব্রুবন্ ॥ ১৫৬

আকর্ষণ করত “তুই ব্রাহ্মসই হইস্ বা
দানবই হইস্, থাক্ থাক্!” এই কথা
কহিলেন। কিন্তু তথাপি দশরথ ভ্রাতার
নিকটবর্তী হইলে শরণাগত বোধে বলিলেন
—যা, যা; এখানে দশরথাক্ষজ পুণ্যভাক্
ধার্মিক রাজা রাম বিরাজ করিতেছেন;
এই দেখ। গুরুভক্ত, সত্যসঙ্ক, দেব-
বিপ্রসেবক, ত্রৈলোক্য-রক্ষাদক্ষ, সেই
রাষব যেখানে থাকেন, সেখানে জোলের
মত পাপীগের প্রবেশাধিকার নাই। রে
পাপ! যদি প্রবেশ করিস্, তবে বধ প্রাপ্ত
হইবি। রাজা পুত্রের সেই বাক্য শুনিয়া
মুহূর্মুহুঃ অন্তরে দৃষ্টত কর্মের অহুশোচনা
করিতে করিতে পুত্রদয় ও স্রুয়াকে ধীর বাক্যে
সম্বোধনপূর্বক অধোমুখে বলিলেন,—আমি
রাজা দশরথ। হে পুত্রদয়! আমার কথা
শুন। আমি তিনটি ব্রহ্মহত্যার আকুত হইয়া
অতি দুঃখে পড়িয়াছি! দেখ, আমার দেহ হিম্ন
হইয়াছে; আমি নরকে পতিত হইয়াছি।
১৪৭—১৫৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভ্রাতা

সীতারামলক্ষণা উচুঃ ।

কশ্চদং কৰ্ম্মণস্তাত কলং নৃপতিসত্তম ॥ ১৫৭

ব্রহ্মোবাচ ।

স চ প্রাহ যথারূতং ব্রহ্মহত্যাভয়ং তথা ॥ ১৫৮

রাজোবাচ ।

নিষ্কৃতিৰ্ব্রহ্মহনত্বাং পুত্রো কপি ন বিদ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো হুঃখেন মহতাবৃত্যঃ সৰ্কে ভুবং গতাঃ ॥

রাজানং বনবাসকু মাতরং পিতরং তথা ।

হুঃখাগমং কৰ্ম্মগতিং নরকে পাণ্ডনং তথা ।

এবমাত্মথ সংস্মৃত্য যমোহ নৃপতেঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬১

বিসংক্ৰঃ নৃপতিং দৃষ্ট্বা সীতা বাক্যমথাববীৎ ॥

সীতোবাচ ।

ন শোচন্তি মহাত্মানস্তাদৃশা ব্যসনাগমে !

চিন্তয়ন্তি প্রতীকারং দৈব্যমপ্যথ মানুষ্যম্ ॥ ১৬২

শোচন্তিৰ্ধু গসাহস্রং বিপত্তির্নৈব তীৰ্য্যতে ।

ব্যামোহমাপুবন্তীহ ন কদাচিহিচক্ষণাঃ ॥ ১৬৪

রাম, লক্ষণ ও সীতা তিন জনেই ভূতলে
প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞালিকরে পিতাকে বলি-
লেন,—“তাত! নৃপতিসত্তম! এ কোন
কৰ্ম্মের ফল? ব্রহ্মা বলিতেছেন,—সেই
দশরথ তখন ব্রহ্মহত্যাভয়ের কথা যথাযথ
বিবৃত করিলেন এবং কহিলেন,—হে পুত্র-
হয়! ব্রহ্মহত্যাভয়ের কোথাও নিষ্কৃতি নাই।
ব্রহ্মা বলিতেছেন,—তারপর মহাহুঃখে আবৃত
হইয়া তাহারা সবলেই ভূতলে লুপ্তিত হইতে
লাগিল। রাজার সেই দশা, বনবাস, মাতা-
পিতার হ্রাবস্থা, হুঃখহেতু কৰ্ম্মফল, রাজার
নরকপাত, ইত্যাদি স্মরণ করিতে করিতে
নৃপতিসত্তম রাম মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে
বিসংক্ৰ দেখিয়া সীতা সমাধািসিত করত এই
বাক্য কহিলেন,—ভবাদৃশ মহাত্মারা ব্যসনা-
গমে লোকে করেন না। ব্যসন দৈবকৃতই
হোক, আর মানুষ্যকৃতই হোক, তাহার প্রতি-
কার চিন্তাই করিয়া থাকেন। সহস্র যুগ
শোক করিলেও বিপত্তি হইতে ত্রাণ পাওয়া
মান্য না। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখনই মোহ

কমেনোত্র হুঃখেন নিফলেন জনেশ্বর ।

দেহি হত্যাং প্রথমতো যা জাতা হৃতিভীষণা ॥

পিতৃভক্তঃ পুণ্যশীলো বৈদবেদাঙ্গপারগঃ ।

আনাগা যো হতো বিপ্রস্তংপাপস্তাত্ৰ নিষ্কৃতিম্

আচরামি যথাশাস্ত্রং মা শোকং কুরুতং যুবায্ ।

দ্বিতীয়াং লক্ষণো হত্যাং গৃহ্নাতু দ্বপরাংভবান্

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদ্ব্যবৃত্তং বাক্যং সীতয়া ভাষিতং দৃঢ়ম্ ।

তথৈতি চাহতুরুতো ততো দশরথোহববীৎ ॥

দশরথ উবাচ ।

হুঃ হি ব্রহ্মবিদঃ কন্তা জনকস্ত অযোনিজা ।

ভাৰ্য্যা রামস্ত কিং চিত্রং যদ্যুক্তমবুভাষসে ॥

নকোহপি ভবতাং কিন্তু শ্রমঃ স্বল্লোহপি বিকৃতে

গৌতম্যাং জ্ঞানদানেন পিণ্ডনিৰ্দ্ধপণেন চ ।

তিস্মৃতিৰ্ব্রহ্মহত্যাভিৰ্মুক্তো যামি ত্রিবিষ্টপম্ ॥

হুয়া জনকসমুত্তে স্বকুলোচিতমীরিতম্ ।

প্রাপ্ত হয়েন না। হে জনেশ্বর! এ সময়ে
নিফল হুঃখে কি প্রয়োজন? আপনি ব্রহ্ম-
হত্যাগুলি আমাদিগকে সমর্পণ করুন। প্রথ-
মতঃ পিতৃভক্ত, পুণ্যশীল, বৈদবেদাঙ্গপারগ
যে ব্রাহ্মণ বিনাপরাধে হত হইয়াছে, সেই
পাপ আমাতে স্তম্ভ করুন; আমি যথাশাস্ত্র
তাহার নিষ্কৃতি আচরণ করিব। আপনারা
শোক করিবেন না। দ্বিতীয় ব্রহ্মহত্যাটি
লক্ষণ গ্রহণ করুন; অপরটি আপনি লউন।
ব্রহ্মা বলিলেন, সীতাকথিত এই ধর্ম-
সম্বন্ধিত, দৃঢ়তায়ুক্ত বচন শ্রবণে রাম-লক্ষণ
‘তাহাই হোক’ এই প্রত্যুত্তর করিলে
দশরথ কহিলেন,—তুমি ব্রহ্মবিদ জনক
রাজার কন্তা, বিশেষতঃ অযোনিসম্ভবা,
তাহাতে আবার রামের ভাৰ্য্যা; অতএব
তুমি যে, এইরূপ যুক্তিযুক্ত কথা বলিবে,
তাহাতে বিচিত্র কি? তোমাদের কিন্তু
এ কার্যে স্বল্পমাত্রও শ্রম নাই। গৌতমীতে
জ্ঞান দান ও পিণ্ড প্রদান করিলেই আমি উক্ত
ব্রহ্মহত্যাভয় হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিবিষ্টপে
গমন করিতে সমর্থ হইব। হে জনকসমুত্তে।

প্রাপয়ন্তি পরং পারং ভবাকৈঃ কুলযোষিতঃ ।
গোদাবর্যাঃ প্রসাদেন কিং নামাস্ত্যত্র হর্লভম্
ত্রয়োবাচ ।

তথেষতি ক্রিয়মাণে তু পিণ্ডদানায় শত্রুহা ।
নৈবাপশ্চাত্ত্যভোজ্যং ততো লক্ষণমত্রবীৎ ॥
লক্ষণঃ প্রাহ বিনয়াদিঙ্গদ্যাশ্চ কলানি চ ।
সন্তি তেষাঞ্চ পিণ্ড্যাকমানীতং তৎক্ষণাদিব ॥
পিণ্ড্যাকেনাথ গঙ্গায়াং পিণ্ডং দাতুং তথা পিতুঃ
মনঃ কুর্কস্তুতো রামো মন্দোহভূদুঃখিতস্তদা ॥
দৈবী বাগভবন্তত্র হুঃখং ত্যজ নৃপায়জ ।
রাজ্যভ্রষ্টো বনং প্রাপ্তঃ কিং বৈ নিক্ষিপনো

ভবান ॥১৭৬

অশঠো ধর্মনিরতো ন শোচি তুমিহাইসি ।
বিস্তশাঠ্যেন যো ধর্ম্যং কেরোতি সতু পাতকী ॥
ঈদৃশে সর্বশাস্ত্রেষু যদ্রাম শৃণু যত্নতঃ ।

তুমি স্বকুলোচিত কথাই কহিয়াছ। কুল-
নারীরা ভবনদৌব পরপাব প্রাপিত কবিত্তে
পারে। গোদাবরীপ্রসাদে মদীয় পাবসাধন
কি আর হর্লভ হইবে? ১৫৬—১৭২। ব্রহ্মা
বলিলেন,—“তাহাই করা যাউক” বলিয়া
শত্রুহন্তা রাম পিণ্ডদানার্থ উদ্যুক্ত হইয়া ভক্ষ্য
ভোজ্য কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না।
একস্থ লক্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষণ
সবিনয়ে কহিলেন,—ইঙ্গদী কল আছে, আর
উহার তৎক্ষণকৃত (টাটকা) পিণ্ড্যাকও
(খেল) আনিয়াছি। তাহা শুনিয়া রাম
সেই গঙ্গাতীরে পিতার পিণ্ডদান করা কর্তব্য
হইলেও উহা মাত্র পিণ্ড্যাক দ্বারা কব্রিতে
হইবে ভাবিয়া হুঃখে গ্লান হইলেন। তখন
দৈববাণী হইল যে,—রাজপুত্র। হুঃখ পরি-
ত্যাগ করুন। আপনি অশঠ এব ধর্ম-
নিরত হইলেও এখন রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী ও
নিক্ষিপন, সুতরা এ ক্ষেত্রে শোক
করা যোগ্য নহে। বিস্তশাঠ্য করিয়া যে
ব্যক্তি ধর্ম্যাচরণ করে, সে-ই পাতকী হয়।
হে রাম। সর্ব শাস্ত্রে যে বিধান শুনিতে
পাওয়া যায়, যত্র সহকারে তাহা শ্রবণ

যদ্রামঃ পুরুষো রাজঃস্তুদগ্নাস্তস্তু দেবতাঃ ॥১৭৮
পিণ্ডে নিপতিতে ভূমৌ নাপশ্চৎ পিতরং তদা
শবঞ্চ পতিতং যত্র শবতীর্থমল্পস্তুমম্ ।
মহাপাতকসংঘাতবিঘাতকুদল্লুম্মুতিঃ ॥ ১৮১
তত্রাগচ্ছল্লোকপালা কুদ্রাদিত্যাস্তথাবিনৌ ।
শ্বঃ শ্বঃ বিমানমাকটাস্তেষাং মধ্যে হতিদৌণ্ডিমান্
বিমানবরমাকুটঃ স্তূয়মানশ্চ কিম্বরৈঃ ॥ ১৮২
আদিত্যসদৃশাকাবস্তেষাং মধ্যে বভৌ পিতা ।
তমদৃষ্ট্বা স্থপিতবং দেবান দৃষ্ট্বা বিমানিনঃ ।
কৃতাজলিপুটো রামঃ পিতামে কৈত্যভাষত ॥
ততো দিব্যাভবদ্বাণী রাম সপোধ্য সীতয়া ।
তিস্মতিব্রহ্মহত্যাভির্মুক্তো দশরথো নৃপঃ ।
বৃতং পশু সুবেস্তাত দেবা অপ্যুচিরে চ তম্ ।

করুন। রাজন। মনুষ্যেরা যখন যাহা
আহার করেন, তাহাদের দেবতারও সেই
অন্নই ভুগ্ন হয়েন।’ অনন্তর তাঁহারা তথায়
শ্রাদ্ধস্থাপন করিলে, পিণ্ড ভূতলে পতিত
হইবামাত্র পিতাকে আর দেখিতে পাইলেন
না, পরস্তু দেখিলেন, তত্রত্য অল্পস্তুম শব-
তীর্থে (স্থানে) শবদেহ পতিত রহিয়াছে।
এই স্থান দর্শনেই উহা যে মহাপাতক-
সংঘাতের বিঘাতকারী, এ কথা স্বতই
মনে উদ্ভিত হয়। সেই স্থানে শ্ব শ্ব বিমানে
আরোহণ করত লোকপাল, কুদ্র, আদিত্য-
গণ, ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সমাগত হইলেন। রাম
দেখিলেন,—তদীয় পিতা অতি দৌণ্ডিমান্
দেহে তাহাদিগেরই মধ্যে বিমানবরারোহণে
কিম্বরগণে স্তূয়মান হইয়া বিরাজমান রহি-
য়াছেন। সেই দেবগণের মধ্যে আদিত্য-
সদৃশাকারে বিদ্যমান থাকিলেও রাম স্তব
পিতাকে চিনিতে না পারিয়া বিমানাকুট
দেবগণ-দর্শনে কৃতাজলিপুটে আর্মীর পিতা
কোথায়? এই কথা কহিলেন। ১৭৩—১৮৪।
পরে সীতা সহ রামকে সন্মোদন করিয়া দিবা
আকাশবাণী হইল যে,—তাত! দশরথ
নৃপতি ব্রহ্মহত্যাভ্রম হইতে মুক্ত হইয়াছেন।
এই দেখ, সুরগণ তাঁহাকে বরণ করিয়া

দেবা উচুঃ ।

ধন্তোহসি কৃতকৃত্যোহসি রাম স্বর্গং গতঃ পিতা
নানানিরয়সজ্জাতাৎ পূর্বজানুদ্বরেভু যঃ ।
স ধন্তোহলকৃতঃ তেন কৃতিনা ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৮৮
সর্বসম্পত্তিযুক্তোহপি পাপী দক্ষক্রমোপমঃ ।
নিকঞ্চনোহপি স্কৃতী দৃষ্টতে চন্দ্রমৌলিবৎ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দৃষ্টাববীৎ সূতঃ রাজা আশীর্ভিরভিনন্দ্য চ ॥

ব্রাজোবাচ ।

কৃতকৃত্যোহসি ভদ্রস্তে তারিতোহহং স্বয়ানঘ ।
ধন্তঃ স পুত্রো লোকেহস্মিন পিতৃণাং যন্ততারকঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সুরগণাঃ প্রোচুর্দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে ।

রামঞ্চ পুরুষশ্রেষ্ঠং গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥

ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্তানব্রবীৎ সুরান্ ॥ ১৯২

রাম উবাচ ।

ভরৌ পিতরি মে দেবাঃ কিংকৃত্যমবশিষ্যতে ॥

লইতেছেন! দেবতারাও তাঁহাকে কহিলেন,
—রাম! তুমি ধন্ত হইলে, 'কৃতকৃত্য' হইলে!
তোমার পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। যে মানব
পূর্বপুরুষগণকে নানা নিরয়-সজ্জাত হইতে
উদ্ধার করে, সে ধন্ত; সেই কৃতী দ্বারা
ভুবনত্রয় অলকৃত হয়। এই স্বর্ঘ্যসন্নিভ
পুরুষকে দেখ; পূর্বে ইনি সর্ব সম্পত্তিযুক্ত
ধাকিয়াও পাপাত্মা ও দক্ষ ক্রমোপম ছিলেন,
একগুণে নিকঞ্চন হইয়াও স্কৃতী ও চন্দ্রমৌলি-
সম কাস্তিমান দৃষ্ট হইতেছেন। ১৮৫—১৮৯।
ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজা পুত্রকে দেখিয়া
আশীর্বাদনিচয়ে অভিনন্দনপূর্বক কহিলেন,—
তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ। তোমার শুভ
হৌক। হে অনঘ! আমি তোমাকর্তৃক
তারিত হইয়াছি। এই লোকে সেই পুত্রই
ধন্ত; যে পিতামাতাকে জ্ঞান করে। ব্রহ্মা
বলিলেন,—তার পর সুরগণ তাঁহাদিগের
কার্যসিদ্ধির জন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে কহিলেন,
—তাত! যথাসুখে গমন কর। রাম সেই

দেবা উচুঃ ।

নদী ন গঙ্গয়া তুল্যা ন ত্বয়া সদৃশঃ সূতঃ ।
ন শিবেন সমো দেবো ন তারেণ সমো মনুঃ ॥
ত্বয়া রাম গুরুণাঞ্চ কার্য্যং সর্বমকুটিতম্ ।
তারিতাঃ পিতরো রাম ত্বয়া পুত্রেণ মানদ ॥
গচ্ছ সর্বং স্বস্থানং ত্বঞ্চ গচ্ছ যথাসুখম্ ॥ ১৯৫

ব্রহ্মোবাচ ।

তদেববচনাক্লিষ্টঃ সীতয়া লক্ষণাগ্রজঃ ।

তদৃষ্টা গঙ্গামাহাত্ম্যং বিস্মিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥

রাম উবাচ ।

অহো গাঙ্গপ্রভাবোহয়ং ত্রৈলোক্যে

নোপমীয়তে ।

বয়ং ধন্তা যতো গঙ্গা দৃষ্টান্মাভিস্রিপাবনী ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

হর্ষণে মহতা যুক্তো দেবং স্থাপ্য মহেশ্বরম্ ।

তং ষোড়শভিরীশানমুপচারৈ প্রযত্নতঃ ॥ ১৯৯

সম্পূজ্যাবরণৈর্যুক্তং বটত্রিশকলমীশ্বরম্ ।

কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে দেব-
গণ! আমার গুরু পিতার সহজে কি
কর্তব্য অবশিষ্ট রহিয়াছে? তাহা জানিতে
চাহি। দেবতারা কহিলেন,—গঙ্গাতুল্যা
নদী নাই, তোমার সদৃশ পুত্রও নাই;
শিবসম দেবতা নাই; ওঙ্কারের স্তায়
মন্ত্রও নাই। রাম! তুমি গুরুগণের যাব-
তীয় কর্তব্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছ। হে
মানদ রাম! তোমাকে পুত্র পাইয়া পিতৃগণ
তারিত হইয়াছেন। এখন ইহারা সকলে
স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। তুমিও যথা-
সুখে গমন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—
দেবগণের তাদৃশ বচন শুনে লক্ষণও
গঙ্গামাহাত্ম্য দর্শনে অগ্রজ রাম ও সীতা
সহ হৃষ্টচিত্তে বিস্মিতভাবে কহিলেন,—ওঃ!
গঙ্গার প্রভাব কি আশ্চর্য্য! ত্রৈলোক্যে
ইহার তুলনা হয় না। আমরাও ধন্ত;
যেহেতু ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গাকে আমরা
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—
অতঃপর রাম মহাহর্ষযুক্তচিত্তে তথার শিব

কৃতাজলিপুটে ভূজা রামভট্টাব শঙ্করম্ ॥ ২০০

রাম উবাচ ।

নমামি শঙ্কুঃ পুরুষঃ পুরাণঃ

নমামি সর্বজ্ঞমপারভাবম্ ।

নমামি ক্রদ্রং প্রভুমক্ষয়ং তং

নমামি শর্কঃ শিরসা নমামি ॥ ১০১

নমামি দেবঃ পরমব্যয়ং তং

মুমাপতিং লোকগুরুং নমামি ।

নমামি দারিদ্র্যবিদারণং তং

নমামি রোগাপহরং নমামি ॥ ২০২

নমামি কল্যাণমচিন্ত্যরূপং

নমামি বিশ্বোদ্ভববীজরূপম্

নমামি বিশ্বস্থিতিকারণং তং

নমামি সংহারকরং নমামি ॥ ১০৩

নমামি গৌরীপ্রিয়মব্যয়ং তং

নমামি নিত্যং ক্ষয়ক্ষয়ং তম্ ।

নমামি চিজপমমেয়ভাবং

ত্রিলোচনং তং শিরসা নমামি ॥ ১০৪

নমামি কারুণ্যকরং ভবন্ত

ভয়ঙ্করং বাপি সদা নমামি ।

নমামি দাতারমভীপিতানাং

নমামি সোমেশমুমেশমাদৌ ॥ ২০৫

নমামি বেদত্রয়লোচনং তং

নমামি মূর্তিত্রয়বর্জিতং তম্ ।

নমামি পুণ্যং সদসদ্যতীতং

নমামি তং পাপহরং নমামি ॥ ২০৬

নমামি বিশ্বস্ত হিতে রতং তং

নমামি রূপাণি বহুনি ধত্তে ।

যো বিশ্বগোপ্তা সদসংপ্রণেতা

নমামি তং বিশ্বপতিং নমামি ॥ ২০৭

যজ্ঞেশ্বরং সন্ততি হব্যকব্যং

তথা গতিং লোকসদাশিবো যঃ ।

আরাধিতো যশ্চ দদাতি সর্বং

নমামি দানপ্রিয়মিষ্টদেবম্ ॥ ২০৮

নমামি সোমেশ্বরমন্ততঃ

মুমাপতিং তং বিজয়ং নমামি ।

নমামি বিশ্বেশ্বরনন্দিনাথং

পুত্রপ্রিয়ং তং শিরসা নমামি ॥ ২০৯

স্থাপন করিলেন এবং ষট্‌ত্রিংশৎ কলার সহিত সেই শঙ্করকে সাবরণে পূজাপূর্বক কৃতাজলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন।— ২০০। রাম কহিলেন,—পুরাণ পুরুষ শঙ্কুকে নমস্কার। অপারভাব সেই সর্বজ্ঞকে নমস্কার করি। অক্ষয় প্রভু ক্রদ্রকে নমস্কার। সেই সর্বকে নমস্কার করি,—মন্তকদ্বারা নমস্কার করি। অব্যয় পরদেবকে নমস্কার করি; লোকগুরু উমাপতিকে নমস্কার। সেই দারিদ্র্যবিদারণকে নমস্কার। রোগাপহরকে নমস্কার করি—নমস্কার করি। অচিন্ত্য কল্যাণরূপকে নমস্কার। বিশ্বরূপের বীজরূপকে নমস্কার করি। সেই বিশ্বের স্থিতি-হেতুকে নমস্কার। উহার সংহারকারণকে নমস্কার। অপক্ষয়-রহিত সেই গৌরী-প্রিয়কে নমস্কার। সেই ক্ষয়ক্ষয়কে নমস্কার। চিজপ অমেয়ভাবকে নমস্কার। সেই ত্রিলোচনকে মন্তক দ্বারা নমস্কার করি।

এই সংসারের কারুণ্যকর অথবা ভয়ঙ্কর সেই শঙ্করকে সদা নমস্কার করি। অভীপ্সিত সমুদায়ের দাতাকে নমস্কার। সেই সোমেশ উমেশকে নমস্কার করি। সেই বেদত্রয়লোচনকে নমস্কার। সেই মূর্তিত্রয়-বর্জিতকে নমস্কার; সদসদতীত পুণ্যাত্মাকে নমস্কার। সেই পাপহারীকে নমস্কার করি। বিশ্বের হিতে রত হরকে নমস্কার। যিনি বিশ্বের গোপ্তা সদা সংপ্রণেতা, যিনি বহু বহুরূপ ধারণ করেন, সেই বিশ্বপতিকে নমস্কার করি। যিনি যজ্ঞেশ্বর অথচ হব্য-কব্য-স্বরূপ; সন্ততি যিনি আমার গতি, লোকের সতত হিতকারী, সেই শিবকে নমস্কার করি। যিনি আরাধিত হইয়া সমস্ত বাঞ্ছিত প্রদান করেন, দানপ্রিয় ইষ্টদেব সেই সর্বকে নমস্কার করি। সোমেশ্বর, অমন্ততঃ (সমাপেক্ষা স্বাধীন,) বিজয়, সেই উমা-

নমামি দেবং ভবহুঃখশোক-
 বিনাশনং চন্দ্রধরং নমামি ।
 নমামি গঙ্গাধরমীশমীড়্য-
 মুমাধবং দেববরং নমামি ॥ ২১০
 নমাম্যজাদীশপুন্নন্দরাদি-
 সুরাসুরৈরর্চিতপাদপদ্মম্ ।
 নমামি দেবীমুখবাদনানা-
 মীকার্থমর্কিত্রিতয়ং য ঐচ্ছৎ ॥ ২১১
 পঞ্চামৃতৈর্গন্ধসুধুপদীপৈ-
 বিচিত্রপুষ্পৈববিবিধৈশ্চ মন্ত্রৈঃ ।
 অন্নপ্রকারৈঃ সকলোপচারৈঃ
 সম্পূজিতং সোমমহং নমামি ॥ ২১২
 ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ স ভগবানাহ রামং শব্দুঃ সলক্ষণম্ ।
 বরান্ বৃণীষ ভদ্রস্তে রামঃ প্রাহবৃষধ্বজম্ ॥ ২১৩

পতিকে নমস্কার করি ; বিশ্বেশ্বর ও নন্দীর
 নাথকে নমস্কার করি । সেই পুত্রপ্রিয়কে
 শিরোদ্ধারা নমস্কার করি । ভব-হুঃখশোক-
 বিনাশন দেবকে নমস্কার; চন্দ্রধরকে নমস্কার;
 গঙ্গাধর, ঈশ, উমাধর দেববরকে নমস্কার
 করি । অজ (ব্রহ্মা) আদীশ (বিষ্ণু) ও
 পুন্নন্দরাদি সুর এবং অসুরগণ ষাহার পাদ-
 পদ্ম সমর্চন করেন, সেই পর দেবতাকে
 নমস্কার; দেবীর মুখাদিবাদনকালে তদর্শনার্থ
 যিনি চক্ষুস্তয় কামনা করিয়া ছিলেন, সেই
 ইষ্টদেবকে নমস্কার । * পঞ্চামৃত, গন্ধ,
 উক্তম, ধূপ, বিচিত্র পুষ্প, বিবিধ খাদ্য,
 কলমুলাদি উপচার, ও নানাবিধ মন্ত্র দ্বারা
 সম্পূজিত এই সোমদেবকে নমস্কার করি ।
 ২০১—২১২ । ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ শব্দু
 আবির্ভূত হইয়া সলক্ষণ রামকে কহিলেন,—
 তোমার শুভ হউক, বর গ্রহণ কর । রাম

* কুমারী গৌরী শিবপূজাস্তে যখন
 মুখ, কক্ষ, ও করতলের বাদ্য করিতে-
 ছিলেন, তখনই তৃতীয়নেত্রোৎপত্তি হয়,
 দেবীভাগবতাদি পুরাণ বর্ণিত আছে ।

রাম উবাচ ।

স্তোত্রোণেন য়ে ভক্ত্যা ভোয্যন্তি ত্বাং

সুরোত্তম ।

তেষাং সর্বাণি কার্য্যানি সিদ্ধিঃ যান্ত মহেশ্বর ॥
 যেষাঞ্চ পিতরঃ শস্তো পতিতা নরকার্ণবে ।
 তেষাং পিণ্ডাদিদানেন পূতা যান্ত ত্রিবিষ্টপম্ ॥
 জন্মপ্রভৃতি পাপানি মনোবাক্কাযিকঃ কৃষম্ ।
 অত্র তু জ্ঞানমাত্রেণ তৎসত্তো নাশমাপ্নুয়াৎ ॥
 অত্র যে ভক্তিতঃ শস্তো দদত্যধিত্য অথপি ।
 সর্বাং তদক্ষয়ং শস্তো দাতৃণাং ফলকৃন্তবেৎ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমস্তিতি তং রামং শব্দরো হৃষিতোহব্রবীৎ
 গতে তস্মিন্ সুরশ্রেষ্ঠে রামোহপ্যমুচরৈঃ সহ
 গৌতমী যত্র চোৎপন্ন শনৈস্তং দেশমভ্যাগাৎ ।
 ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং রামতীর্থমুদাহৃতম্ ॥ ২২০
 দয়ালোরপতদ্যত্র লক্ষণস্ত করাচ্ছরঃ ।

সেই বৃষধ্বজকে কহিলেন,—সুরোত্তম !
 যাহারা ভক্তিসহকারে এই স্তোত্র দ্বারা
 তোমার সন্তোষ সাধন করে, হে মহেশ্বর !
 তাহাদিগের সকল কার্য্য যেন সিদ্ধি প্রাপ্ত
 হয় । হে শস্তো ! যাহাদিগের পিতৃলোক
 নরকে পতিত রহিয়াছে, তাহারা এই স্থানে
 স্তব পাঠাস্তে পিণ্ড দান করিলে পিতৃপুরুষ-
 গণ যেন পূত হইয়া ত্রিতাপবর্জিত স্বর্গধামে
 গমন করিতে পারেন । এইখানে জ্ঞান মাত্রেই
 যেন মনোবাক্কাযজ জন্মাবধিকৃত পাপনিচয়
 সন্তাঃ নাশ পায় । শস্তো ! আর এখানে
 ভক্তিপূর্বক অর্থিজনে কেহ অণুপ্রমাণ
 দান করিলেও হে মঙ্গলময় ! তাহা
 যেন দাতৃগণের অক্ষয়ফলজনক হয় । ব্রহ্মা
 কহিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ শব্দর হৃষ্টচিত্তে ‘তাহাই
 হউক’ বলিয়া প্রস্থান করিলে রামও অমুচর-
 গণ সহ যেহান হইতে গৌতমী উৎপন্ন
 হইয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সেই দিকে গমন
 করিলেন । দেবর্ষে ! তদবধি ঐ তীর্থ “রাম-
 তীর্থ” বলিয়া উল্লিখিত হইতে থাকিল । পথে
 যেখানে দয়াবশে লক্ষণের হস্ত হইতে বাণ

তদ্বাণতীর্থমভবৎ সৰ্বাপদিনিবারণম্ ॥ ২২১
যত্র সৌমিত্ৰিণা স্নানং শঙ্করস্তার্চনং কৃতম্ ।
ততীর্থং লাক্ষণং জাতং তথা সীতাসমুদ্ভবম্ ॥
নানাবিধাশেষপাপসজ্জনিন্মূলনক্ষমম্ ॥ ২২২
যদুজ্জিস্কাদভবদগ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী ।
স যত্র স্নানমকরোত্তরৈশিষ্ট্যং কিমুচ্যতে ॥ ২২৩
তদ্রামতীর্থসদৃশং তীর্থং কাপি ন বিদ্যতে ॥ ২২৪
ইতি ত্রীত্বাক্ষে রামতীর্থাদিতীর্থবর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৩ ॥

চতুর্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পুত্রতীর্থমিতি খ্যাতং পুণ্যতীর্থং তদুচ্যতে ।
সৰ্বান কামানবাগ্নোতি যন্নহিঃ ক্রতেরপি ॥
তন্ত স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ২

পতিত হইয়াছিল, তাহাই বাণতীর্থ হইল ।
ঐ তীর্থ সৰ্বাপদিনিবারণকারী । সৌমিত্রি
সেখানে স্নান ও শঙ্করের অর্চনা করিয়া-
ছিলেন, সেই তীর্থ লাক্ষণতীর্থ এবং সীতা
ত্ররূপ করায় সীতাতীর্থ উদ্ভূত হয় । এই
হই তীর্থ নানাবিধ পাপসজ্জের সম্পূর্ণরূপে
নির্মূলনক্ষম । ষাহার অজিহ্মসঙ্গবশতঃ গগ্গা
ত্রৈলোক্যপাবনী হইয়াছেন, সেই রামচন্দ্র
যেখানে স্নান করিয়াছিলেন তাহার বৈশিষ্ট্য
আর কিপ্রকারে বর্ণন করিব ? তথাপি
বলি,—সেই রামতীর্থ সদৃশ তীর্থ কুত্রাপি
নাই । ২১৩—২২৪ ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুর্বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যাহার মাহাত্ম্য অব-
গেও সৰ্বকাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই
বিখ্যাত পুণ্যতীর্থের প্রসঙ্গে এযাবৎ নানা
তীর্থের কথা কহিলাম । এক্ষণে সেই
পুণ্য তীর্থেরই বিবরণ করিতেছি । নারদ ।

দিতৈঃ পুত্রাশ্চ দমুজাঃ পরীক্ষীণা যদাভবন্ ।
অদিতৈশ্চ সূতা জ্যেষ্ঠাঃ সৰ্বভাবেণ নারদ ॥

তদা দিতিঃ পুত্রবিয়োগদুঃখাৎ
সংস্পর্ধমানা দমুমাজগাম ॥ ৪
দিতিকুবাচ ।

কীণাঃ সূতা আবয়োরৈব ভদ্রে
কিং কুর্মহে কস্ম লোকে গরীয়ঃ ।
পশ্চাদিতৈর্কঃশর্মভিন্নমৃতমঃ
সৌরাজ্য-যুক্তং যশসা জয়ত্রিয়া ।
জিতারিমভ্যন্নতকীর্তিধর্মঃ
মচ্ছিত্তসংহর্ষবিনাশদক্ষম্ ॥ ৫
সমানভর্জ্যসমানধর্ম্যে
সমানগোত্রৈহপি সমানরূপে ।
ন জীবয়েয়ঃ শ্রিয়মুন্নতিঞ্চ
জীর্ণাম্মি দৃষ্টা অদিতিপ্রসূতান্ ॥ ৬
কামপ্যবস্থামনুযামি হুঃস্বা
দিতৈর্বিলোক্যাথ পরাং সমৃদ্ধিম্ ।

প্রথমতঃ তাহার স্বরূপ বর্ণন করিতেছি,
যত্নসহকারে শ্রবণ কর । পুরাকালে দেবাসুর-
যুদ্ধে দিতি ও দমুর পুত্রগণ পরীক্ষীণ
হওয়ায় অদিতিসুতেরা সর্বপ্রকারে প্রাধান্ত-
লাভ করিল । হে নারদ ! দিতি তখন
পুত্রবিয়োগদুঃখে পীড়িতা হইয়া সপত্নী অদি-
তির প্রতি ঈর্ষাবশত দমুর নিকটে আসিলেন
এবং কহিলেন,—ভদ্রে ! আমাদিগের হই-
জনের সম্মানগুলিই বিনষ্ট হইয়াছে । কি
করিব ? লোকে কস্মই গরীয়ান্ । অদিতির
বংশের দিকে চাহিয়া দেখ, তাহার সন্মুখ
রাজ্য, যশ ও জয়ত্রীতে যুক্ত হইয়া সানন্দে
বিচরণ করিতেছে ! শত্রুসংহারপুষ্পক কীর্তি
ও ধর্ম্য প্রাপ্ত হওয়ায় মদীয়চিত্তের হর্ষ-
বিনাশে উহারা দক্ষ হইয়াছে । আমাদিগের
সমানভর্জ্য এবং ধর্ম্যের ও গুণকর্ম্মের সমতা
থাকিলেও অদিতি-সুভগণের যে এবম্বিধ
উন্নতি সমৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা দেখিয়া জীবিত
থাকিতে পারিব না । ইহারই মধ্যে আমি
জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি । অদিতির এই প্রকার

দাবপ্রবেশোহপি সূখায় নুনঃ
স্বপ্নেহপ্যবেক্ষ্য ন সপত্নলক্ষ্মীঃ ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং ক্রবাণামতিদীনবন্ধনাং
বিনিবসন্তীঃ পরমেষ্ঠিপুত্রঃ ।
কৃত্যভিপূজো বিগতশ্রমস্তাঃ
স সাত্বয়ম্নাহ মনোভিরামম্ ॥ ৮

পরমেষ্ঠিপুত্র উবাচ ।

খেদো ন কার্য্যঃ সমন্তৌষ্মিতঃ যৎ-
তৎপ্রাপ্যতে পুণ্যতঃ এব ভদ্রে ।
তৎ সাধনং বেত্তি মহানুভাবঃ
প্রজাপতিস্তে স হু বক্ষ্যতীতি ॥ * ৯

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং ক্রবাণাঞ্চ দিতিঃ দম্বুঃ প্রোবাচ নারদ ।
দম্বুঃ ক্রবাচ ।

ভর্তারং কষ্টপং ভদ্রে তোষয়স্ব নিজৈর্গুণৈঃ ।
তুষ্টৌ যদি ভবেত্ত ভূ ততঃ কামানবাপ্যসি ॥

পরমা সখ্যকি দর্শনে এক্ষণে হুঃস্থ আমি কোন্
অবস্থা প্রাপ্ত হইব ? আমার পক্ষে দাবাগ্নি
প্রবেশ এতদাপেক্ষা সুখের হেতু ; সন্দেহ
নাই ; সপত্নলক্ষ্মী স্বপ্নেও দেখিতে পারা যায়
না । ব্রহ্মা বলিলেন ;—দিতি দীর্ঘ নিশ্বাস
সহকারে শ্রানমুখে এইরূপ কথা কহিতে-
ছেন, এমন সময়ে পরমেষ্ঠিতনয় নারদ তথায়
উপস্থিত হইলেন ; তিনি সেই ভ্রাতৃজায়াস্বয়ের
চরণবন্দনাদি পূজা সমাধানান্তে বিশ্রামপূর্বক
সাধনা করত মনোভিরাম বচনে কহিলেন,
—ভদ্রে ! আপনার খেদ করা বিধেয় নহে ।
প্রাণীদিগের যাহা সমভীষ্মিত, পুণ্য দ্বারাই
তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় । তাহার উপায়
মহানুভাব প্রজাপতি জ্ঞাত আছেন । তিনিই
তাহা আপনাকে বলিলেন । দম্বু কহিলেন,
—ভদ্রে ! ভর্তা কষ্টপকে নিজগুণে পরি-
তোষিত কর ; ভর্তা যদি তুষ্ট হইবেন, তবে
কামনা সকল পাইতে পারিবে । ১-১০ । ব্রহ্মা

* অতঃপরময়মধিকঃ শ্লোকঃ কাচিৎকঃ ।
সাক্ষ্যেতৎ সর্বভাবেণ প্রমাণ্যবনতা সত্যী ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যক্তা সর্বভাবৈস্তোষয়ামাস কষ্টপম্ ।
দিতিঃ প্রোবাচ ভগবান্ কষ্টপোহথ প্রজাপতিঃ
কষ্টপ উবাচ ।

কিং দদামি বদাভীষ্টং দিতে বরয় সূত্রতে ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দিতিরপ্যাহ ভর্তারং পুত্রং বহুগুণাধিতম্ ।
জেতারং সর্বলোকানাং সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ১৩
যেন জাতেন লোকেহস্মিন্ ভবেয়ং বীরপুত্রিণী
তং বরেয়ং সুরপিতরিভ্যাহ বিনয়াধিতা ॥ ১৪ ॥
কষ্টপ উবাচ ।

উপদেক্ষ্য ব্রতং শ্রেষ্ঠং দ্বাদশাদিকলপ্রদম্ ।
তত আগত্য তে গর্ভমাধাশ্চে যন্ননোগতম্ ॥
নিষ্পাপতায়াং জাতায়াং সিধ্যন্তি হি মনোরথাঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

ভর্তৃবাক্যাদিতিঃ প্রীতা তং নমস্তায়তেক্ষণা ।
উপদিষ্টং ব্রতং চক্রে ভর্তাদিষ্টং যথাবিধি ॥ ১৭

বলিলেন ;—দিতি ‘তাহাই করা যাউক’
বলিয়া সর্বপ্রকারে সেবাশ্রদ্ধাদ্বারা কষ্টপকে
তোষিত করিতে লাগিলেন । তখন একদা
কষ্টপ দিতিকে কহিলেন,—সূত্রতে দিতি !
তোমাকে কোন্ অভীষ্ট বরদান করিব ?
বল, বর গ্রহণ কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—দিতিও
তখন ভর্তাকে বিনয়াধিতা হইয়া কহিলেন,—
হে সুরপিতা ! যাহার জন্মদ্বারা আমি ভগতে
বীরপুত্রিণী হইতে পারি, সর্বলোকের জেতা
সকল লোক-নমস্কৃত, বহুগুণাধিত এমন একটা
পুত্র বরপ্রার্থনা করি । তদ্বিবর্ণে কষ্টপ
কহিলেন,—“তথাস্তু” কিন্তু এক্ষণে তোমাকে
একটা শ্রেষ্ঠ ব্রতের উপদেশ করিব । দ্বাদ-
শাদ পালন করিলে এই ব্রত সম্যক
কলপ্রদ হয় । ব্রত শেষ হইলে আমি
আসিয়া তোমার গর্ভাধান করিব ।
তাহাতে তোমার মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধ
হইবে । নিষ্পাপতা, সাধিত হইলেই মনো-
রথজাতও সিদ্ধ হয় । ব্রহ্মা কহিলেন,—
দিতি ভর্তৃবাক্যে প্রীতা হইয়া তাহাকে

তীর্থসেবাপাত্রদানব্রতচর্যাদিবর্জিতাঃ ।

কথ্যাসাদয়য্যন্তি প্রাণিনোহত্র মনোরথান ॥১৮

ততশ্চীর্ণে ব্রতে তস্তাং দিত্যাং গর্ভমধারয়ৎ ।

পুনঃ কাস্তামথোবাচ কশ্চপস্তাং দিতিং রহঃ ॥

কশ্চপ উবাচ ।

ন প্রাপ্ন বন্তি যৎকামানুনয়োহপি তপঃস্থিতাঃ

যথাবিহিতকর্ম্মাঙ্গাবজ্ঞয়া তচ্চুচিস্মিতে ॥ ২০

নিদ্রিতঞ্চ ন কর্তব্যং সঙ্ক্যায়োকভয়োঃপি ।

ন শৃঙ্গব্যং ন গন্তব্যং মুক্তকেশী চ নো ভব ॥

ভোক্তব্যং শূভগে নৈব ক্ষুতং মা জুস্তণং তথা

সঙ্ক্যাকালে ন কর্তব্যং ভূতসজ্জসমাকুলে ॥ ২২

সাস্তর্জানং সদা কার্য্যং হসিতস্ত বিশেষতঃ ।

গৃহান্তদেশে সঙ্ক্যাসু ন স্থাতব্যং কদাচন ॥২৩

যুথলোলুখলাদীনি শূর্ণপীঠপিধানকম্ ।

নৈবাতিক্রমণীয়ানি দিবা রাত্নৌ সদা প্রিয়ে ॥২৪

উদকশীর্ষক শয়নং ন সঙ্ক্যাসু বিশেষতঃ ।

নমস্কারপূর্বক তদুপদিষ্ট ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পতির আদেশানুরূপ যথাবিধি সমস্ত কর্তব্য করিতে থাকিলেন । জগতে তীর্থসেবা, সৎপাত্রে দান ও ব্রতাচরণাদি সংকর্ম্মহীন প্রাণিগণ কি প্রকারে মনোরথ লাভ করিবে ? তারপর দিতির সেই ব্রত সমাপ্ত হইলে কশ্চপ সেই কাস্তাকে একান্তে কহিলেন,—
উচিস্মিতে ! তপস্তানিরত মুনিজনেরাও অবহেলা বশতঃ কর্ম্মাঙ্গবৈকল্য হেতু বাঞ্ছিত কামনালাভে অসমর্থ হয়েম্ ; অতএব নিদ্রনীয় কাণ্ড, উভয় সঙ্ক্যা সময়ে শয়ন বা কোথায়ও গমন, ভোজন, ক্ষুত ও জুস্তণ এবং মুক্তকেশে অবস্থান এই সকল তুমি পরিত্যাগ করিবে । সঙ্ক্যাকালে ভূতসমুদয় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে । সে সময়ে হস্ত করিতে হইলে মুখ আচ্ছাদনপূর্বক করা কর্তব্য । গৃহান্তদেশে সঙ্ক্যাকালে কদাপি থাকিবে না । প্রিয়ে ! দিবা রাত্ন সর্ব-
(চাকুনা) দ্রব্য কদাচ লজ্জন করা কর্তব্য নহে । উত্তরশীর্ষে কোন সময়েই শয়ন

বক্তব্যং নানৃতং কিঞ্চিন্নাস্তগেহাটনং তথা ॥২৫

কাস্তাদন্তো ন বীক্যন্ত প্রযত্নেন নরঃ কচিৎ ॥

ইত্যাদিনিয়মৈর্যুক্তা যদি ভ্রমন্তবর্তসে ।

ততস্তে ভবিতা পুত্রস্ত্রৈলোক্যার্থ্যভাজনম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেন্তি প্রতিজ্ঞন্তে সা ভর্তারং লোকপূজিতম্

গতশ্চ কশ্চপো ব্রহ্মনিতশ্চেতঃ সুরান্ প্রতি ॥

দিতের্গর্ভোহপি বরুধে বলবান্ পুণ্যসম্ভবঃ ।

এতৎ সর্বং ময়ো দৈত্যো মায়ায়া বেত্তি তদ্বতঃ

ইন্দ্রশ্চ সখ্যমভবন্যয়েন প্রীতিপূর্বকম্ ।

ময়ো গহ্না রহঃ প্রাহ ইন্দ্রঃ স বিনয়ান্বিতঃ ॥২৬

দিতের্দনোরতি প্রায়ঃ ব্রতং গর্ভস্ত বর্জনম্ ।

তস্ত বীর্ধ্যঞ্চ বিবিধং প্রীত্যেন্দ্রায় স্তবেদয়ৎ ॥

বিশ্বাসৈকগৃহং মিত্রমপায়ত্রাসবর্জিতম্ ।

অর্জিতং স্কৃতং নানাবিধং চেত্তদবাপ্যতে ॥৩১

করা বিধেয় নহে ; বিশেষতঃ সঙ্ক্যাকালে মিথ্যা কথা বলা বা পরগৃহে গমন সর্বথা বর্জনীয় । নিজ কাস্তা ভিন্ন পর পুরুষকে কখনই নিপুণভাবে নিরীক্ষণ করিবে না । যদি তুমি এই সকল নিয়মযুক্ত হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার ত্রৈলোক্যার্থ্য ভাজন পুত্র উৎপন্ন হইবে । ১১—২৬ ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ নারদ ! দিতি লোকপূজিত ভর্তার নিকটে “তাহাই করিব” বলিয়া স্বীকার করিলেন । কশ্চপ তখন সে স্থান হইতে দূরে প্রস্থান করিলেন । দিতির সেই পুণ্যসম্ভব গর্ভও বলবান্ হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ময়দানব মায়া-প্রভাবে যথাযথ সর্বতদ্বই অবগত ছিল । ময়ের সহিত ইন্দ্রের প্রীত্যতিশয়যুক্ত সখ্য ছিল, সেই ময় যাইয়া ইন্দ্রকে সবিনয়ে গোপনে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল ।—দিতি ও দক্ষর অভিপ্রায়, ব্রতাচরণ, গর্ভের বৃদ্ধি এবং তাহার বিবিধ প্রভাব ইত্যাদি সংবাদ প্রীতি-বশতঃ ইন্দ্রকে নিবেদন করিল । মিত্রই বিশ্বাসের অপার ভয়রহিত একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপ । নানাবিধ স্কৃত সঞ্চয় থাকিলেই

নারদ উবাচ ।

নমুচেষ্ট প্রিয়ো ভ্রাতা ময়ো দৈত্যো মহাবলঃ ।
ভ্রাতৃহস্তা কথং মৈত্র্যঃ ময়স্তাসীৎ সুরেশ্বর ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দৈত্যানাং অধিপত্যসীদনবারমুচিঃ পুরা ।
ইন্দ্রেণ বৈরমভবন্তীষণং লোমহর্ষণম্ ॥ ৩৩ ॥
যুদ্ধং হি হস্তা কদাচিদ্ভো গচ্ছন্তঃ তু শতক্রতুম্ ।
দৃষ্ট্বা দৈত্যপতিঃ শূরো নমুচিঃ পৃষ্ঠতোহবগাৎ
তমায়ান্তমতিপ্রেক্ষ্য শচীভর্তা ভয়াতুরঃ ।
ঐরাবতঃ গজং ত্যক্তা ইন্দ্রঃ ফেনমথাবিশৎ ॥
স বজ্রপানিস্তরসা কেনেনৈবাহনদ্রিপুম্ ।
নমুচির্নাশমগমন্তশ্চ ভ্রাতা ময়োহনুজঃ ॥ ৩৬ ॥
ভ্রাতৃহস্তবিনাশায় তপস্তপে ময়ো মহৎ ।
মায়াক্ষং বিবিধামাপ দেবানামতিভীষণাম্ ॥ ৩৭ ॥
বরাং শ্চাবাপ্য তপসা বিষ্ণোলোকপরায়ণাৎ ।
দানশৌণ্ডঃ প্রিয়ানাঙ্গী তদাভবদসৌ ময়ঃ ॥ ৩৮ ॥

তাদৃশ মিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় । ২৭—৩১ ।
নারদ কহিলেন,—মহাবল ময়দানব নমুচির
প্রিয় ভ্রাতা । হে সুরেশ্বর ! ভ্রাতৃহস্তা
ইন্দ্রের সহিত ময়ের মিত্রতা হইল কিরূপে ?
ব্রহ্মা কহিলেন—পূর্বে বলবান্ নমুচি, দৈত্য-
দিগের অধিপতি ছিল । ইন্দ্রের সহিত
তাহার লোমহর্ষণ ভীষণ বৈর হয় ।
ওহে নারদ ! একদা শতক্রতু পরাজিত
হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক যাইতে আরম্ভ
করিলে শূর দৈত্যেশ্বর নমুচি তাঁহার অনু-
গমন করিল । শচীভর্তা তাহাকে আসিতে
দেখিয়া ভয়াতুরচিত্তে ঐরাবত হস্তী পরি-
ত্যাগপূর্বক ফেনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।
নমুচি তথাপি আক্রমণোদ্যম করিলে ইন্দ্র
তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই কেন দ্বারাই
তাহাকে সবেগে আঘাত করিলেন । তাহা-
তেই নমুচির বিনাশ হইল । পরে তাহার
অনুজ ভ্রাতা ময়, ভ্রাতৃহস্তার বিনাশার্থ মহৎ
তপস্তা আরম্ভ করিল । সেই ময় দানব
লোকপরায়ণ বিষ্ণুর আরাধনা প্রভাবে বিবিধ
বস্তু এবং দেবতাদিগেরও ভয়জনক বিবিধ

অগ্নীংশ্চ ব্রাহ্মণান্ পূজ্য জেতুমিচ্ছঃ কৃতকণঃ ।
দাতারঞ্চ তদার্থিত্যঃ স্তূয়মানঞ্চ বন্দিত্যিঃ ॥ ৩৯ ॥
বিদিত্বা মম্ববা বায়োর্বয়ং মায়াবিনং রিপুম্ ।
উপক্রান্তঃ সুরুদ্ধায় বিপ্রো ভূত্বা তমভ্যাগাৎ ॥
শচীভর্তা ময়ং দৈত্যং প্রোবাচেদং পুনঃপুনঃ ॥
ইন্দ্র উবাচ ।

দেহি দৈত্যপতে মহমর্থিনেহপেক্ষিতং বরম্ ।
ত্বাং শ্রুত্বা দাতৃত্বলকমাগতোহহং দ্বিজোত্তমঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

ময়োহপি ব্রাহ্মণং মহাবদদন্তঃ ময়া তব ।
বিচারয়ন্তি সতি নো বহুবলং বা পুরোহরিণি ॥
ইতাক্তে তু হরিঃ প্রাহ সখ্যমিচ্ছে হহং ত্বয়া ।
ইন্দ্রঃ ময়ং পুনঃ প্রাহ কিমেনেদ দ্বিজোত্তম ॥ ৪৩ ॥
ন ত্বয়া মম বৈরং ভোঃ স্তম্ভীত্যাহ হরির্ময়ম্ ।
তত্ত্বং বদেতি স হরির্দৈত্যেনোক্তঃ স্বকং বপুঃ
দর্শয়ামাস দৈত্যায় সহস্রাক্ষং যত্চ্যতে ।
ততঃ সবিস্ময়ো দৈত্যো ময়ো হরিমুবাচ হ ॥ ৪৫ ॥

ময়া লাভ করিয়া তখন অতি দাতা ও
সদালাপী হইল ;—অগ্নি ও ব্রাহ্মণের পূজা
করিতে থাকিল । তার পর ইন্দ্রকে জয়
করিবার জন্য অভিপ্রায় করিয়া যখন
সে যুদ্ধের সাজসজ্জা করিল,—বন্দীগণ
দ্বারা স্তূয়মান হইয়া অর্থিজনে ধন বিতরণ
করিতে লাগিল ; বায়ুর নিকট শচীপতি ইন্দ্র
তখন এই সংবাদ পাইয়া সেই মায়াবী ময়কে
ছলনা দ্বারা পরাজয়-করণ-মানসে বিপ্রবেশে
তৎসকাশে সমাগমপূর্বক পুনঃপুনঃ এই
কথা কহিতে লাগিলেন ।—“হে যাচকপালক !
আমি যাচক ; আমাকে বাঞ্ছিত বর দিউন ।
আপনাকে দাতৃজনগণের তিলকস্বরূপ শুনিয়া
আমি একটি সদব্রাহ্মণ আসিয়াছি ।” ব্রহ্মা
কহিলেন ;—তাহা শুনিয়া ময় তাঁহাকে
ব্রাহ্মণ বোধে কহিল,—আপনার যাহা
প্রার্থিত, তাহা এই আমি দিলাম । অর্থি
ব্যক্তি পুরোভাগে বিদ্যমান থাকিলে সাধু-
জনেরা প্রার্থিত বিষয় বহু, কি অল্প, সে বিচার
করেন না । এই কথা বলিয়া মাত্র ইন্দ্র

ময় উবাচ ।

কিমিদং বজ্রপানিস্তং তবায়োগ্যা কৃতিঃ সখে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পরিষজ্য বিহস্তাথ বৃত্তমিত্যববীক্ষরিঃ ।

কেনাপি সাধয়ন্ত্যত্র পণ্ডিতাশ্চ সমীহিতম্ ॥৪৭

ততঃ প্রভৃতি শক্রেণ ময়ৈন মহতী হভূৎ ।

সুপ্রীতির্মুনিশার্দূল ময়ো হরিহিতঃ সদা ॥ ৪৮

ইন্দ্রস্ত ভবনঃ গতা তস্মৈ সর্বং ন্তবেদয়ৎ ।

কিং মে কৃত্যমিতি প্রাহ ময়ঃ মায়াবিনঃ হরিঃ ॥

ঋরয়ে চ ময়ো মায়াং প্রাদাৎ প্রীত্যা তথা হরিঃ

প্রাপ্তঃ সম্প্রীতিমানাহ কিং কৃত্যং ময় তদ্বদ ॥

ময় উবাচ ।

অগন্ত্যস্তাশ্রমং গচ্ছ তত্রস্তে গর্ভিণী দিতিঃ ।

তস্তাঃ শুক্রাষণং কুর্ক্বন্নাস্ত্ব তত্র কিয়ন্তি চ ।

কহিলেন, আমি তোমার সঙ্গে সখ্য কামনা করি। ময় ইন্দ্রকে কহিল,—দ্বিজোত্তম! ইহাতে কল কি? ইন্দ্র কহিলেন—তোমার সঙ্গে আমার বৈর না হউক। ওহে! তোমার স্বস্তি হউক। ময় তখন কহিল, তুমি কে? সত্য বল। ইন্দ্র তখন তাহাকে স্বকীয় সহস্রাক্ষ মূর্তি দেখাইলেন। তদর্শনে ময় বিস্মিত হইয়া কহিল,—এ কি! তুমি বজ্রপানি ইন্দ্র; সখে! এ কার্য তোমার অযোগ্য। ব্রহ্মা বলিলেন;—ইন্দ্র ময়কে আলিঙ্গন-পূর্বক কহিলেন;—তাই বটে; দেখ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও যেন তেন প্রকারে, কার্য সাধন করিয়া থাকেন। মুনিশার্দূল! তদবধি ময়ের সহিত শক্রেয় মহতী সুপ্রীতি হইল; ময় সতত সুরপতির হিতানরত রহিল। ৩২—৪৮। ময় দানব ইন্দ্রভবনে গমনা শু ঠাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সেই মায়াবী ময়কে ইন্দ্র ‘একণে কি করা কর্তব্য’? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ময় ঠাহাকে মায়া প্রদান করিল। ইন্দ্র মায়া লাভে হুগু হইয়া ময়কে পুনরায় “ইহা দ্বারা কি করিব?” জিজ্ঞাসা করিলে, ময় কহিল,—তুমি অগন্ত্যর আশ্রমে গমন কর। সেখানে গর্ভিণী দিতি

অহানি মঘবঃস্তস্তা গর্ভমাবিষ্ট বজ্রধৃক্ ।

বর্দ্ধমানঞ্চ তং ছিদ্ধি যাবদশ্যোহথবা মৃতিম্ ।

প্রাপ্নোতি তাবদ্বজ্রেণ ততো ন ভবিতা রিপুঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্তা ময়ঃ পূজ্য মঘবানেক এব হি ।

বিনীতবস্তদা প্রায়াদিতিং মাতরমঞ্জসা ॥ ৫২

শুক্রাষণমাস্তাং দেবীঃ শক্ৰো দৈতেয়মাতরম্ ।

সান জানাতি তচ্চিস্তং শক্রেণ দ্বিসতো দিতিঃ

গর্ভে স্থিতং তু যদুতং দেবেন্দ্রস্ত বিচেষ্টিতম্ ।

অমোঘঃ তন্মুনেস্তেজঃ কশ্চাপস্ত হ্রাসদম্ ॥ ৫৪

ততঃ প্রগৃহ্য কুলিশং সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।

অশুঃপ্রবেশকামোহসৌ বহুকালং সমাবসন্ ॥

সদ্ব্যোদকশীর্ণনিজাং তামবেক্ষ্য কুলিশায়ুধঃ ।

ইদমন্তরমিত্যুত্বা দিত্যাঃ কুলিঃ সমাবিশৎ ॥

আছেন। ঠাহার শুক্রাষণ কর্মে নিরত হইয়া কিয়দিন তথায় অবস্থান কর। হে মঘ-বন! বজ্রহস্তে অবকাশ মতে তদীয় গর্ভে প্রবেশপূর্বক সেই বর্দ্ধমান গর্ভকে যাবৎ সে তোমার বশীভূত বা মৃত না হয়, তাবৎ বজ্র প্রহারে ছেদন করিতে থাক। এইরূপ করিলে আর তোমার রিপু জন্মিবে না। ব্রহ্মা কহিলেন;—মঘবান ইন্দ্র তখন “তাহাই করিব” এই কথা বলিয়া ময় দানবের সংকার করত একাকৌই বিনীতবেশে বিমাতা দিতির নিকটে উপস্থিত হইলেন। সরল ব্যবহারে সেই দৈত্যমাতা দিতির শুক্রাষণ নিরত হইলেন। সেই দিতি দেবী, এবং কশ্চাপ মুনির অমোঘ হ্রাসদ তেজের পরিণাম—সেই গর্ভস্থ বালক,—কেহই দ্বেষকারী শক্রেয় তাদৃশ চিন্তাভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।—৪৯—৫৪। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র গর্ভে প্রবেশ কামনায় এই ভাবে বজ্র লইয়া বহুকাল বাস করিলেন; কিন্তু অবকাশ পাইলেন না। পরে একদা দিতি দেবী সদ্যাসময়ে উত্তরশীর্ষে শয়ন করিয়া নিজা যাইতেছেন, তদর্শনে “ইহাই অবকাশ” এই বুঝিয়া কুলিশহস্তে দিতির

অন্তর্ভুক্তি চ যদুতমিত্রং দৃষ্ট্বা ধৃতায়ুধম্ ।

হস্তকামং তদোবাচ পুনঃ পুনরভীতবৎ ॥ ৫৭

গর্ভস্থ উবাচ ।

কিং মাং ন রক্ষসে বজ্রিন্ ভ্রাতরং ত্বং জিঘাংসসি
নারণে মারণাদন্ত্যপাতকং বিদ্যাতে মহৎ ॥ ৫৮

ঋতে যুদ্ধান্নহাবাহো শত্রু যুধ্যস্ব নির্গতে ।

ময়ি তস্মান্নৈতদেবং তব যুক্তং ভবিষ্যতি ॥ ৫৯

শতক্রতুঃ সহস্রাক্ষঃ শচীভর্তা পুরন্দরঃ ।

বজ্রপাণিঃ সুরেন্দ্রকঃ তে ন যুক্তং ভবেৎ প্রভো

অথবা যুদ্ধকামস্ত্বং মম নিষ্কমণং যথা ।

তথা কুরু মহাবাহো মার্গাদস্মাদপাসর ॥ ৬১

কুমার্গে ন প্রবর্তন্তে মহাস্তোহপি বিপদগতাঃ ॥

অবিদ্যাশ্যাপ্যশস্ত্রশ্চ নৈব চাযুধসংগ্রহঃ ।

ত্বং বিদ্যাবান্ বজ্রপাণে মাং নিঘ্নন্ কিং ন

লজ্জসে ॥ ৬৩

কুর্কিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন গর্ভ-
মধ্যবর্তী বালক, ইন্দ্রে হননমানসে সশস্ত্র
সমুখিত দেখিয়া নির্ভয়ে বারম্বার কহিল,—
“ওহে বজ্রিন্! আমাকে রক্ষা কর না কেন?
আমি তোমার ভাতা হইলেও কি নিমিত্ত
তুমি আমাকে জিঘাংসা করিতেছ? হে মহা-
বাহো! রণক্ষেত্র ব্যতীত অন্ত্র যুদ্ধ বিনা
মারণাপেক্ষা মহাপাতক আর নাই। শত্রু!
আমি গর্ভ হইতে নির্গত হইলে যুদ্ধ করিও।
নচেৎ এখন আমাকে সংহার করা তোমার
উপযুক্ত নহে। তুমি শতক্রতু, সহস্রাক্ষ,
শচীভর্তা, পুরন্দর, বজ্রপাণি এবং সুরেন্দ্র!
প্রভো! তোমার এ হেন কার্য্য করা যোগ্য
নহে। অথবা তুমি যদি নিতান্তই যুদ্ধকাম
হইয়া থাক, তাহা হইলে, হে মহাবাহো!
যাহাতে আমার গর্ভ হইতে নিষ্কামণ ঘটে,
তাহা কর; এ পথ হইতে সরিয়া যাও।
৫৫—৬১। মহদ্ ব্যক্তির বিপদগত হইয়াও
কুমার্গে প্রবৃত্ত হইবেন না। আমি অবিজ্ঞ,
অশস্ত্র; এখানে আমার আযুধ সংগ্রহেরও
উপায় নাই। এমত অবস্থায় ওহে বজ্রপাণি!
তুমি বিদ্যাবান্ হইয়া আমাকে মারিতে

কুর্কস্তি গর্হিতং কশ্ম ন কুলানাং কদাচন ॥ ৬৪

হত্যা বা কিম্, জায়েত যশো বা পুণ্যমেব বা

বধ্যস্তে ভ্রাতরঃ কামাদগর্ভস্থাঃ কিং হু পৌরুষম্

যদি বা যুদ্ধভক্তিস্তে ময়ি ভ্রাতরসংশয়ম্ ॥ ৬৬

ততো মুষ্টিং পুরস্কৃত্য বজ্রিণহসৌ ব্যবস্থিতঃ *

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং ক্রবস্তুং তং গর্ভং চিচ্ছেদ কুলিশেন সঃ ।

ক্রোধাকান্নাং লোভিনাঞ্চ ন যুগা কপি বিদ্যাতে

ন মমার ততো দুঃখাদান্তে ভ্রাতরো বয়ম্ ।

পুনশ্চিচ্ছেদ তান্ গুণান্ মা বধীরিতি চাক্রবন ৷

বিশস্তান্ মাতৃগর্ভস্থান্ নিজভ্রাতৃহতক্রতো ॥

দেববিধ্বস্তবুদ্ধীনাং ন চিচ্ছে কক্ৰণাকণঃ ॥ ৭০

আসিয়াছ; তোমার কি লজ্জা হইতেছে

না? কুলীন জনগণ কখনই গর্হিত কশ্ম

করেন না! আমাকে হত্যা করিয়াই বা কি

যশ আর কি পৌরুষ হইবে! গর্ভস্থ ভ্রাতা-

দিগকে মারাই বা কেন? ইহাতে পৌরুষই

বা কি? আর হে ভ্রাতঃ! যদি নিশ্চিতই

তোমার আমাতে যুদ্ধভক্তি থাকে, তাহা

হইলে—ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা

বলিতে বলিতে সেই গর্ভস্থ বালক বজ্রধর

ইন্দ্রের প্রতি মুষ্টি উত্তোলন করত অবস্থিত

হইল। সেই ইন্দ্র তখনই তাহাকে কুলিশ

দ্বারা (সপ্তধা) ছেদন করিলেন। ক্রোধাক

ও লোভীদিগের কুত্ৰাপি দয়া থাকে না।

সেই গর্ভ তাহাতে মরিল না; পরন্তু সেই

গুণগুলি বলিতে লাগিল যে, আমরা

তোমার ভাই। ইন্দ্র সে কথা গ্রাহ্য না

করিয়া আবার সে গুলিকে ছেদনপূর্বক

প্রত্যেকটীকে (সপ্তধাও) বিভক্ত করিতে

লাগিলেন। তাহারাত “বধ করিও না। ওহে

* বালঘাতী ব্রহ্মঘাতী তথা বিশ্বাসঘাতকঃ ।

এবমুতং কলং শত্রু কস্মান্নাং হস্তমুদ্যতঃ ॥

যন্তাজ্জয়া সর্বমিদং বর্ততে সচরাচরম্ ।

স হস্তা বালকং মাং বৈ কিং যশঃ কিম্ পৌরুষম্

লোবধরমিদংমধিকং কচিৎ প্রক্যতে ।

এবম্ খণ্ডিতং খণ্ডং হস্তপাদাদিজীববৎ ।

নির্জিকারং ততো দৃষ্টা সপ্তসপ্ত সবিম্বিতঃ ॥ ৭১

একবহুরূপাণি গর্ভস্থানি শুভানি চ ।

ক্লদন্তি বহুরূপাণি মা ক্লতেত্যববীকরিতঃ ॥ ৭২

ততস্তে মাক্রতা জাতা বলবন্তো মহোজসঃ ।

গর্ভস্থা এব তেহন্তোন্তমুচুঃ শক্রং গতভ্রমাঃ ॥

অগস্ত্যঃ মুনিশার্দূলং মাতা যশ্চাশ্রমে স্থিতা

অশ্রুপিতা তব ভাতা সখ্যং তে বহু মন্ততে ॥

অশ্রুপরি সন্নেহং মনস্তে বিদ্যহে মূনে ।

• ন যৎকরোতি ঋপচঃ প্রবৃত্তস্তত্র বজ্রধৃক্ ॥ ৭৫

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা অগস্ত্যোহগাৎ সসম্মমঃ ।

দিতিং সছোধয়ামাস ব্যথিতাং গর্ভবেদনাৎ ॥ ৭৬

তজাগস্ত্যঃ শচীকান্তমশপৎ কুপিতো ভ্রশম্ ॥ ৭৭

শতক্রতো! আমরা বিশ্বস্ত, মাতৃ গর্ভস্থ, তোমার নিজ ভাতা! এই কথা বারবার বলিতে লাগিল। ঘেষ-বিধ্বস্ত-বুদ্ধি জন-গণের চিত্তে কণামাত্র করুণারও স্থান হয় না। এই গর্ভ এইরূপে উনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও মরিলনা, তাহার প্রত্যেক খণ্ডেই পৃথক পৃথক হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট সজীব অক্ষত-দেহ হইল। ইন্দ্র গর্ভমধ্যে সেই উনপঞ্চাশ খণ্ডকেই একাকারে বিবিধ রূপধর এবং সৌম্যদর্শন ও রোদনপরাযণ দর্শনে कहিলেন, “মা কৃত (রোদন করিও না)” এই জন্তই তাহার মাক্রত নামে প্রসিদ্ধ হয়। উহার বলবান ও মহোজাঃ। তাহার সেই গর্ভ-মধ্যে থাকিয়াই শক্রকে ভয় না করিয়া যাহার আশ্রমে মাতা দিতি ছিলেন, সেই মুনিশার্দূল অগস্ত্যকে পরস্পরে মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল,—হে মূনে! আমাদের পিতা তোমার ভাতা; তোমার সহিত সখ্য, তিনি শ্রাদ্ধ বলিয়া মনে করেন। আমাদের উপরেও আপনার মন সন্নেহ, ইহা জানি। চণ্ডালেও যাহা করে না, বজ্রধর ইন্দ্র তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া অগস্ত্য ঋষি সসম্মমে সমাগমপূর্বক গর্ভ-বেদনা-ব্যথিতা দিতিকে সছোধিত করিলেন।

অগস্ত্য উবাচ ।

সংগ্রামে রিপবঃ পৃষ্ঠং পশ্চেষুস্তে সদা হরে ।

জীবতামেব মরণমেতদেব হি মানিনাম্ ॥ ৭৭

পৃষ্ঠং পলায়মানানাং যৎপশ্চস্ত্যাহিতা রণে ॥ ৭৮

ব্রহ্মোবাচ ।

সাপি তং গর্ভসংস্থঞ্চ শশাপেন্দ্রঃ কৃষা দিতিঃ

দিতিক্রবাচ ।

ন পৌরুষং কৃতং তস্মাচ্ছাপোহয়ং ভবিতা তব

স্রীতিঃ পরিভবং প্রাপ্য রাজ্যাৎ প্রভৃষ্টসে হরে

ব্রহ্মোবাচ ।

এতস্মিন্নস্তরে তত্র কস্তপো বৈ প্রজাপতিঃ ।

প্রায়াচ্চ ব্যথিতোহগস্ত্যাক্লুত্বা শক্রবিচেষ্টিতম্

গর্ভান্তরগতঃ শক্রঃ পিতরং প্রাহ ভীতবৎ ॥ ৮১

শক্র উবাচ ।

অগস্ত্যচ্চ দিতৌশ্চব বিভেমি ক্রমিতুং বহিঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এতস্মিন্নস্তরে প্রাপ্তঃ কস্তপোহপি প্রজাপতিঃ ।

অগস্ত্য তখন অতি কুপিতচিত্তে শচীকান্তকে অভিশপ্ত করিলেন; कहিলেন,—ওরে ইন্দ্র! সকল কালেই রিপুগণ, সংগ্রামে তোমার পৃষ্ঠ দর্শন করিবে। রণক্ষেত্রে পলায়ন-কালে শক্ররা যে পৃষ্ঠ দর্শন করে, মানী-দিগের পক্ষে ইহাই জীবিত থাকিয়া মরণ। ব্রহ্মা कहিলেন,—দিতিও তখন রোষবশে, গর্ভসংস্থ ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন। দিতি कहিলেন,—রে হরে! তুই পুরুষোচিত কর্ম করিস্ নাই! সেই জন্ত তোর এই শাপ কলিবে যে, তুই স্রীলোক হইতে পরিভব পাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইবি। ৬২—৮০। ব্রহ্মা বলিলেন;—ইতি মধ্যে প্রজাপতি কস্তপ অগস্ত্যের নিকট পুত্রের আচরণ অবশে ব্যথিতচিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। শক্র তখন গর্ভান্তরে থাকিয়াই সভয়ে পিতাকে कहিলেন,—পিতঃ! আমি অগস্ত্যের এবং দিতির ভয়ে বাহিরে নিক্রমণ করিতে ভয় পাইতেছি। ব্রহ্মা कहিলেন;—কস্তপ প্রজাপতি, পুত্রের সেই কর্ম, গর্ভে বাস, দিতির

পুত্রকর্ম চ তদুদ্বী গর্ভাস্তঃস্থিতিমেব চ ।
 দিতিশাপমগস্ত্যস্তা ঋত্বাসৌ হুংগিতোহভবৎ
 কশ্যপ উবাচ ।
 নির্গচ্ছ শত্রু পুত্রৈতৎ পাপং কিং কৃতবানসি ।
 ন নির্মূলকুলোৎপন্ন মনঃ কুর্যন্তি পাতকে ॥৮৪
 ব্রহ্মোবাচ ।
 স নির্গতো বজ্রপাণিঃ সত্ৰীভোহধোমুখো-
 হব্রবীৎ ।
 তন্মূর্তিরেব বদতি সদসক্ষেপ্তিতং নৃণাম্ ॥ ৮৫
 শত্রু উবাচ ।
 যত্কৃতমত্র শ্রেয়ঃ স্মাত্তৎকর্তাহমসংশয়ম্ ॥ ৮৬
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ততো গম্যান্তিকং প্রায়াল্লোকপাতৈঃ স কশ্যপঃ ।
 সর্বং বৃত্তমথোবাচ পুনঃ পপ্রচ্ছ মাং সুরৈঃ ॥৮৭
 দিতিগর্ভস্ত বৈ শান্তিঃ সহস্রাক্ষবিশাপতাম্ ।
 গর্ভস্থানাঞ্চ সর্বেষামিল্লেণ সহ মিত্রতাম্ ॥ ৮৮
 তেষামরোগতাঞ্চাপি শচীভর্তুরদোষতাম্ ।
 অগস্ত্যদত্তশাপস্তা বিশাপহমপি ক্রমাৎ ॥ ৮৯
 ততোহহমব্রবং বাক্যং কশ্যপঃ বিনয়ান্বিতম্ ।

ও অগস্ত্যের অভিষাপ,—এ সকল দেগিয়া
 শুনিয়া ব্যথিতচিত্তে কহিলেন,—পুত্র, শত্রু!
 নির্গত হও; এ অতি দুর্কার্য করিয়াছ।
 নির্মূলকুলোৎপন্ন জনগণ ঐদৃশ পাতকে মন
 দেন না। ব্রহ্মা কহিলেন,—বজ্রপাণি ইন্দ্র
 তখন নির্গমনপূর্বক লজ্জায় অধোবদনে রহি-
 লেন। লোকে সৎ অসৎ যাহাই করুক, তদীয়
 আকারই তাহা বলিয়া দেয়। ইন্দ্র বলি-
 লেন,—এখন আপনি যাহা ভাল বলিবেন,
 আমি তাহাই করিব; সংশয় নাই। ব্রহ্মা
 কহিলেন,—তার পর সেই কশ্যপ লোকপাল
 ও অন্যান্য সুরগণ সহ আমার নিকটে
 যাইয়া আমাকে সর্ববৃত্তান্ত নিবেদনান্তে—
 দিতির গর্ভের শান্তি, ইন্দ্রের শাপাপনোদন,
 গর্ভস্থ বালকগণের সহিত ইন্দ্রের মিত্রতা,
 সেই বালকগণের আরোগ্য, সহস্রাক্ষের
 দোষবাহিত্য ও অগস্ত্যদত্ত শাপের
 পরিহার—ক্রমে ক্রমে এই সকল কথা

প্রজাপতে কশ্যপ স্বং বস্তুভিলোকপালকৈঃ ।
 ইল্লেণ সহিতঃ শীঘ্রং গোতমীং যাহি মানদ ॥ ৯০
 তত্র স্নাত্বা মহেশানং স্তূহি সর্বৈঃ সমর্থিতঃ ।
 ততঃ শিবপ্রসাদেন সর্বং শ্রেয়ো ভবেদिति ॥৯১
 তথৈতু্যক্তা জগামাসৌ কশ্যপো গোতমীং তদা
 স্নাত্বা তুষ্ঠাব দেবেশমেভিরেব পদক্রমৈঃ ॥৯২
 সর্বভূঃখাপনোদায় দ্বয়মেব প্রকীর্তিতম্ ।
 গোতমী বা পুণ্যনদী শিবো বা করুণাকরঃ ॥৯৩
 কশ্যপ উবাচ ।

পাহি শঙ্কর দেবেশ পাহি লোকনমস্কৃত ।
 পাহি পাবন বাগীশ পাহি পন্নগভূষণ ॥ ৯৪
 পাহি ধর্ম্য বৃষাকট পাহি বেদত্রয়েক্ষণ ।
 পাহি গোধরলক্ষ্মীশ পাহি শর্ক গজাঘর ॥ ৯৫
 পাহি ত্রিপুরহনাথ পাহি সোমার্দ্ধভূষণ ।

জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সেই বিনয়ান্বিত
 প্রজাপতিকে তদ্বত্রে কহিয়াছিলাম,—প্রজা-
 পতে কশ্যপ। তুমি বসু ও লোকপাল
 গণ সহ ইন্দ্রকে লইয়া ভরায় গোতমী
 নদীতে গমন কর। হে মানদ! সেখানে
 সকলে মিলিয়া স্নানান্তে মহেশ্বরকে
 স্তব কর। তাহা হইলে শিবের প্রসাদে
 সকল মঙ্গল লাভ হইবে। “তাহাই করিব”
 বলিয়া কশ্যপ তখনই গোতমী নদীতে গমন
 করত স্নানপূর্বক বক্ষ্যমাণ পদক্রম দ্বারা
 দেবেশ শিবের স্তব করিতে লাগিলেন।
 পুণ্যনদী গোতমী অথবা করুণাকর শিব,—
 এই দুইই সর্বভূঃখাপনোদনে প্রসিদ্ধ বলিয়া
 কীর্তিত হয়। ৮১—৯৩। কশ্যপ কহিলেন,—
 হে দেবেশ শঙ্কর! রক্ষা কর। হে লোক-
 নমস্কৃত! রক্ষা কর ॥ হে পাবন! হে বাগীশ!
 রক্ষা কর। হে পন্নগভূষণ! রক্ষা কর। হে
 ধর্ম্য! হে বৃষাকট! রক্ষা কর। হে বেদত্রয়ে-
 ক্ষণ (ঋক যজুঃ সাম এই তিন বেদস্বরূপচক্ষুঃ
 দ্বারা যিনি দর্শন করেন)! রক্ষা কর। হে
 গোধর লক্ষ্মীশ! রক্ষা কর। হে গজাঘর,
 শর্ক! রক্ষা কর। হে ত্রিপুরহাতি, নাথ!
 রক্ষা কর। হে সোমার্দ্ধভূষণ! রক্ষা কর।

পাহি যজ্ঞেশ সোমেশ পাহুভীষ্টপ্রদায়ক ॥ ৯৬
পাহি কারুণ্যানিলয় পাহি মঙ্গলদায়ক ।
পাহি প্রভব সর্বশ পাহি পালক বাসব ॥ ৯৭
পাহি ভাস্কর বিত্তেশ পাহি ব্রহ্মনমস্কৃত ।
পাহি বিশেষ সিদ্ধেশ পাহি পূর্ণ নমোহস্ত তে
ঘোরসংসারকান্তারসংসারোদ্বিগ্ধচেতসাম্ ।
শরীরিণাং রূপাসিক্তো হুমেব শরণং শিব ॥ ৯৯
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং সংস্রবতস্তস্মৈ পুরতোহভূদ্বৃষধ্বজঃ ।
বরেণ চন্দ্রম্যামাস কশ্যপং তং প্রজাপতিম্ ॥
কশ্যপোহপি শিবঃ প্রাহ বিনীতবদিতং বচঃ ।
স প্রাহ বিস্তরেণাথ ইন্দ্রশ্চ তু বিচেষ্টিতম্ ॥ ১০১
শাপং নাশক পুত্রাণাং পরস্পরমমিত্রতাম্ ।
পাপপ্রাপ্তিস্ত শক্রশ্চ শাপপ্রাপ্তিঃ তথৈব চ ॥
ততো বুধাকপিঃ প্রাহ দিতং চাগস্ত্যমেব চ ॥
শিব উবাচ ।

মাক্রতা যে ভবৎপুত্রাঃ পঞ্চাশট্চৈকবর্জিতাঃ ।

হে যজ্ঞেশ, সোমেশ ! হে অভীষ্টপ্রদায়ক !
রক্ষা কর । হে কারুণ্যানিলয় ! রক্ষা কর ।
হে মঙ্গলদায়ক ! রক্ষা কর । হে সর্বভূতের
প্রভব (উৎপত্তিস্থান) ! রক্ষা কর । হে
বাসবরূপে ত্রিলোকপালক ! রক্ষা কর । হে
ভাস্কররূপিন ! রক্ষা কর । হে ব্রাহ্মণ-নম-
স্কৃত, বিত্তেশ্বর ! রক্ষা কর । হে বিশেষ,
সিদ্ধেশ ! রক্ষা কর । হে পূর্ণ ! হে রূপাসিক্ত,
শিব ! ঘোর সংসারকান্তারে বিচরণকারী
শরীরিগণের তুমিই একমাত্র সহায় ।
তোমাকে নমস্কার করি ।—৯৯ । ব্রহ্মা
বলিলেন,—কশ্যপ এইরূপ স্তব করিতেছেন,
ইতিমধ্যে ভগবান্ বৃষধ্বজ সেই কশ্যপ প্রজা-
পতির পুরোভাগে আবির্ভূত হইয়া বরদানে
উত্তত হইলেন । কশ্যপও তখন বিনীতভাবে
শিবকে ইন্দ্রের আচরণের কথা সবিস্তরে
মিবেদনপূর্বক শত্রুর শাপ, পাপ, ভাবি
রাজ্যনাশ, পুত্রদিগের পরস্পর বৈরিভা
প্রভৃতির পরিহার প্রার্থনা করিলেন । পরে
বুধাকপি শিব, দিতি দেবীকে এবং অগস্ত্য

সক্রে ভবেগুঃ স্মৃতগা ভবেযুর্ষজ্ঞভাগিনঃ ॥ ১০৩
ইন্দ্রেণ সহিতা নিত্যং বর্জয়েযুর্মুদাষিতাঃ ॥ ১০৪
ইন্দ্রশ্চ তু হবির্ভাগো যত্র যত্র মথৈ ভবেৎ ।
আদৌ তু মরুতস্তত্র ভবেযুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৫
মরুদ্ভিঃ সহিতং শক্রং ন জয়েযুঃ কদাচন ।
জেতা ভবেৎ সর্বদৈব স্মৃৎ তিষ্ঠ প্রজাপতে ॥
অদ্যপ্রভূত যে কুর্য্যারনয়াদ্ভ্রাতৃঘাতনম্ ।
বংশচ্ছেদো বিপত্তিঃ নিত্যং তেষাং ভবিষ্যতি
ব্রহ্মোবাচ ।

অগস্ত্যমৃষিশার্দূলঃ শঙ্কুরপ্যাহ যদ্রতঃ ॥ ১০৮
শঙ্কুরুবাচ ।
ন কুর্য্যাস্থক কোপক শচীভর্ত্তরি বৈ যুনে ।
শমং ব্রজ মহাপ্রাজ্ঞ মরুতস্বমরাতবন্ ॥ ১০৯
ব্রহ্মোবাচ ।

দিতিকাপি শিবঃ প্রাহ প্রসন্নো বৃষভধ্বজঃ ॥ ১১০

ঋষিকে এই কথা কহিলেন । দিতিকে
কহিলেন,—তোমার পুত্রগণ উনপঞ্চাশ-
সংখ্যক ‘মরুৎ’ নামে বিভক্ত হইবে । উহারা
সকলেই স্মৃতগ এবং সকলেই যজ্ঞভাগী
হইবে । ইন্দ্রের সহিত প্রীতিসহকারে সতত
সামোদচিত্তে কালাতিপাত করিবে । যেখানে
যেখানে যজ্ঞে, ইন্দ্রের ভাগ হইবে, সেখা-
নেই অগ্রে মরুদগণের ভাগ কল্পিত হইবে ;
ইহাতে সংশয় নাই । মরুদগণের সঙ্গে
বিরাজমান ইন্দ্রকে শক্ররা কখনই জয়
করিতে পারিবে না ; পরন্তু ইন্দ্রই সতত জয়-
যুক্ত হইবে । হে প্রজাপতি, কশ্যপ ! তুমি স্মৃ-
চিত্তে অবস্থান কর । অগ হইতে যে কেহ
অন্তায়রূপে ভ্রাতৃহত্যা করিবে, তাহাদিগের
নিয়তই বংশচ্ছেদ এবং পদে পদে বিপত্তি
ঘটিবে । ১০০—১০৭ । ব্রহ্মা কহিলেন,—শঙ্কু
সাগ্রহে ঋষিশার্দূল অগস্ত্যকেও কহিলেন,—
যুনে ! শচীপতির প্রতি তুমিও কোপ করিও
না ; হে মহাপ্রাজ্ঞ ! শান্ত হও, মরুতেরা অমর
হইয়াছে । ব্রহ্মা কহিলেন,—বৃষভারূঢ় শিব
প্রসন্নচিত্তে দিতিকে পুনরায় বলিলেন,—

শিব উবাচ ।

একো ভূয়াম্যম স্মৃতশ্চৈলোকৈক্যার্থ্যমণ্ডিতঃ ।
ইত্যেবং চিন্তয়ন্তী ত্বং তপসে নিয়তাভবঃ ॥ ১১১
তদেতৎ সকলং তেহদ্য পুত্রা বহুশাঃ শুভাঃ
অভবন্ বলিনঃ শূরাস্ত্রস্বাজ্জিহ মনোরুজম্ ॥
অন্তানপি বরান্ পুত্র যাচস্ব গতসমুদ্রমা ॥ ১১২

ব্রহ্মোবাচ ।

তদেতৎ বচনং ব্রহ্মা দেবদেবস্ত সা দিতিঃ ।
কৃতাজ্জলিপুটী নম্রা শম্ভুঃ বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ১১৩
দিতিক্রবাচ ।

লোকে যদেতৎ পরমং যৎ পিত্রোঃ পুত্রদর্শনম্
বিশেষেণ তু তন্মাতুঃ প্রিয়ং স্মাৎ সুরপূজিত
তত্রাপি রূপসম্পত্তিশৌর্য্যবিক্রমবান্ ভবেৎ ।
একোহপি তনয়ঃ কিন্তু বহবশ্চেৎ কিমুচ্যতে ॥
মৎপুত্রান্তে প্রভাবাচ্ছ জেতারো বলিনো ব্রবন্
ইন্দ্রস্ত ভাতরঃ সত্যং পুত্রাশ্চৈব প্রজাপতেঃ ॥
অগস্ত্যস্ত প্রসাদাচ্ছ গঙ্গায়াশ্চ প্রসাদতঃ ।

আমার ত্রৈলোক্যার্থ্য-মণ্ডিত একটা পুত্র হইবে” তুমি এইরূপ কামনা করত তপস্কার্য্য ব্রতগ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা অদ্য তোমার সকল হইল,—শুভদর্শন বলবান্ শূর বিশিষ্ট গুণশালী বহু পুত্রই হইয়াছে। অতএব মনঃ-শীত্বে পরিহার কর। হে পুত্র! তুমি নিঃসঙ্কোচে আরও নানা বর আমার নিকট যাক্কা কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই দিতি দেবদেবের তাদৃশ বচন শ্রবণে কৃতাজ্জলিপুটে নমস্কারপূর্ব্বক শম্ভুকে এই বাক্য কহিলেন,—হে সুরপূজিত! লোকে পিতা-মাতার,—বিশেষতঃ মাতার পক্ষে পুত্র দর্শনটা পরম প্রীতিকর। তাহাতে আমার রূপ, সম্পত্তি, শৌর্য্য, ও বিক্রমশালী পুত্র একটা হইলেও কত যে অধিক প্রীতি, তাহা বলা যায় না। যদি তাদৃশ বহু পুত্র হয়, তবে সে যে কিরূপ অধিক প্রীতিজনক, তাহা কেমনে বর্ণিব? ১০৮—১১২। তোমার রূপ-প্রভাবে আমার পুত্রেরা অতি বলবান্ ও যুদ্ধজয়ী হইবে, সন্দেহ নাই। অগস্ত্যের

যত্র দেব প্রসাদস্তে তচ্ছ্রুতং কোহত্র সংশয়ঃ ।
কৃতার্থাঃ তথাপি ত্বাং ভক্ত্যা বিজ্ঞাপয়াম্যহম্
শৃণু দেববচনং কুরুষ চ জগদ্ধিতম্ ॥ ১১৮

ব্রহ্মোবাচ ।

বদেতু্যক্তা জগদ্ধাতা দিতির্নাত্রাববীদিদম্ ॥ ১১৯
দিতিক্রবাচ ।

সন্ততিপ্রাপণং লোকে দুর্লভং সুরবন্দিত ।
বিশেষেণ প্রিয়ং মাতুঃ পুত্রশ্চেৎ কিং নু বর্ণ্যতে
স চাপি গুণবান্ স্ত্রীমানায়ুমান্ যদি জায়তে ।
কিঞ্চ স্বর্গেণ দেবেশ পারমেষ্ঠ্যপদেন বা ॥ ১২১
সর্ব্বেষামপি ভূতানামিহামুত্র কলৈষণাম্ ।
গুণবৎপুত্রসম্প্রাপ্তিরভীষ্টা সর্ব্বদৈব হি ।
তস্মাদাপ্রবনাদত্র ক্রিয়তাং সমনুগ্রহঃ ॥ ১২২
শঙ্কর উবাচ ।

মহাপাপকলঙ্কেদং যদেতদনপত্যতা ॥ ১২৩

অনুগ্রহে এবং গঙ্গার প্রসাদে আমার এই পুত্রেরা যেন, যথার্থরূপে প্রজাপতির বাৎসল্য ও ইন্দ্রের সৌভ্রাতৃ লাভ করে। হে দেব! আপনার যেখানে প্রসন্নতা হয়, তাহা যে শুভময় হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? আমি কৃতার্থ হইয়াছি; তথাপি হে দেব! ভক্তিবশতঃ বিজ্ঞাপন করিতেছি, আমার কথা শুনুন এবং যাহাতে জগতের মঙ্গল হয় তাহা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই জগদ্ধাতা শিব কর্তৃক “বল” এইরূপ আদিষ্ট হইয়া দিতি বলিতে লাগিলেন,—হে সুর-বন্দিত! লোকে সন্ততিলাভটাই দুর্লভ! বিশেষতঃ মাতার পক্ষে উহা অতিশয় প্রিয়। তাহাতে সেই সন্ততি যদি পুত্র হয়, তবে তাহার কথা কেমনে বর্ণন করিব? আমার সেই পুত্র যদি গুণবান্ স্ত্রীমান্ আয়ুমান্ হয়, তবে হে দেবেশ! স্বর্গেই বা কি আবশ্যক, আর ব্রহ্মপদেই বা কি প্রয়োজন? ঐহিক পারত্রিক সুখাভিলাষী সকল প্রাণীই গুণবান্ পুত্র সর্ব্বদাই অভীষিত। অতএব হে মহেশ্বর! রূপাসহকারে লোকসকলের কল্যাণার্থ এই বিধান করুন, যেন, এখানে

স্ত্রীয়া বা পুরুষস্তাপি বক্ষ্যত্বং যদি জায়তে ।
তদত্র স্নানমাত্রেণ তদোষো নাশমাপ্নুয়াৎ ॥
স্নাত্বা তত্র ফলং দদ্যাৎ স্তোত্রমেতচ্চ যঃ পঠেৎ
স তু পুত্রমবাপ্নোতি ত্রিমাសস্নানদানতঃ ॥ ১২৫
অপুত্রিণী যত্র স্নানং কৃত্বা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ ।
ঋতুস্নাতা তু যা কাচিস্তত্র স্নাতা স্নুতান্নভেৎ ॥
ত্রিমাসাত্যস্তরং যা তু শুক্লিণী ভক্তিতত্ত্বিহ ।
কলৈঃ স্নাত্বা তু মাং পশ্চেৎ স্তোত্রেণ স্তোতি
মাং তথা ।

তস্মাঃ শক্রসমঃ পুত্রো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
পিতৃদোষৈশ্চ যে পুত্রং ন লভন্তে দিতে শৃণু ।
ধনাপহারদোষৈশ্চ তত্রৈষা নিকৃতিঃ পরা ॥ ১২৮
তত্রৈষাং পিতৃদানেন পিতৃণাং প্রীণনেন চ ।
কিঞ্চিৎসুবর্ণদানেন ততঃ পুত্রো ভবেদ্রবম্ ॥

স্নান দ্বারা গুণবান্ পুত্রপ্রাপ্তি ঘটে । শক্র
কহিলেন,—অনপত্যতা, মহাপাপের ফল ।
এখানে স্নান মাত্রেই উহা নাশ পাইবে ।
এখানে স্নান করিয়া বিশুদ্ধ-পাত্রে ফল দান
পূর্বক যে জন এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সে
পুত্র লাভ করিতে পারিবে ; তিনমাস যাবৎ
এইরূপ স্নান দান করিলেই তাহার বাঞ্ছিত
পুত্রপ্রাপ্তি হইবে । অপুত্রিণী রমণীও এখানে
স্নান করিলে পুত্র প্রাপ্ত হইবে ।
ঋতু-স্নানান্তে এখানে যে নারী স্নান
করিবে, সে বহুপুত্রবতী হইবে । গর্ভ-
বতী নারী যদি এখানে ভক্তিসহকারে
বহু ফল (অভাবে তিল) দ্বারা স্নান-
পূর্বক আমাকে দর্শন করত এই স্তোত্রে
আমায় স্তব করে, তবে তাহার শক্রসম
পুত্র উৎপন্ন হয়; ইহাতে সংশয় নাই । হে
দিতে ! যাহারা পিতৃদোষে কিম্বা পত্নীদোষে
অথবা ধনাত্মকে অস্বাস্থ্য আপদাদি জন্ত
পুত্রলাভে সক্ষম নহে, তাহাদের ঐ সকল
দোষ-পরিহারার্থ এই পরমা নিকৃতি কহি-
তেছি, শুন । ঐ সকল ব্যক্তি বিধিযুক্ত
স্নান-দানপূর্বক পিতৃগণের পিতৃ দানাদি
দ্বারা ভূক্তিসাধন এবং কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দান

যে স্নাসাত্তপহর্জারো রত্নাপহুবকারকাঃ ।
শ্রাদ্ধকর্ম্মবিহীনাস্চ তেষাং বংশো ন বর্ধতে ॥
দোষিণাস্ত পরেতানাং গতিরেষা ভবেদिति ।
সন্ততির্জায়তাং শ্রাদ্ধ্যা জীবতাং তীর্থসেবনাৎ ॥
সঙ্গমে দিতিগঙ্গায়াঃ স্নাত্বা সিদ্ধেশ্বরং প্রভুশ্চ ।
অনাদ্যপারমজরং চিৎসদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ১৩২
দেবর্ষিসিদ্ধগঙ্ধর্ব্বযোগীশ্বরনিষেবিতম্ ।
লিঙ্গাশ্রকং মহাদেবং জ্যোতির্ম্ময়মনাময়ম্ ॥
পূজয়িত্বোপচারৈশ্চ নিত্যং ভক্ত্যা যতত্রতঃ ।
স্তোত্রেণানেন যঃ স্তোতি চতুর্দশাষ্টমীষু চ ॥
যথাশক্তি স্বর্ণদানং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ।
যঃ করোত্যত্র গঙ্গায়াং স পুত্রশতমাপ্নুয়াৎ ।
সম্প্রাপ্য সকলান্ কামানন্তে শিবপুরং

ব্রজেৎ ॥ ১৩৫

স্তোত্রেণানেন যঃ কশ্চিদ্যত্র কাপি স্তবীতি মাম্

করিলে, তার পর নিশ্চয়ই পুত্র হইবে ।
যাহারা স্নাস-(গচ্ছিত) অপলাপকারী, আর
যাহারা রত্নাপহারী কিম্বা শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম্ম-
বিহীন, এই সকল ব্যক্তির বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়
না ! এইরূপ দোষযুক্ত ব্যক্তির মরণান্তে পর-
জন্মে এই (বংশহীনতা) গতি হয় । তীর্থ-
সেবনে জীবগণের শ্রাদ্ধ্য সন্ততি জন্মে ।
১১৬—১৩১ । যতত্রত, (ব্রহ্মচারী) হইয়া ।
প্রতিদিন এই (স্থানের নাম হইল—
দিতিগঙ্গা ;) দিতিগঙ্গার সঙ্গমে স্নানপূর্বক
তীরভূমে অনাদি, অজর, অপার, চিৎ-
সদানন্দ-বিগ্রহ, দেবর্ষি সিদ্ধ গঙ্ধর্ব্ব
যোগীশ্বরাদি-নিষেবিত, অনাময়, জ্যোতির্ম্ময়,
লিঙ্গাশ্রবে, প্রভু, সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের যথা-
শক্তি উপচার দ্বারা প্রতিদিন ভক্তি
সহকারে সংযতভাবে থাকিয়া পূজা করিলে
এবং চতুর্দশী অষ্টমী তিথিতে ব্রাহ্মণগণকে
স্বর্ণ দানপূর্বক ভোজন করাইলে সেই ব্যক্তি
শত পুত্র লাভ করিতে পারিবে, আর
সকল কাম ভোগান্তে অস্তে শিবপুরে গমন
করিবে । যে কোন ব্যক্তি যে কোনও স্থানে

যগ্নাসাং পুত্রমাপ্নোতি অপি বক্ষ্যাহপ্য-

শঙ্কিতম্ ॥ ১৩৬

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং পুত্রতীর্থমুদাহৃতম্
তত্র তু স্নানদানাদিঃ সৰ্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৭
মকুন্ডিঃ সহ যৈত্রেণ মিত্রতীর্থং তদুচ্যতে ।
নিম্পাপত্বেন চেষ্টশ্চ শক্রতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ১৩৮
ঐশ্রীঃ শ্রিয়ঃ যত্র লেভে ততীর্থং কমলাভিধম্
এতানি সৰ্বতীর্থানি সৰ্বাতীষ্টপ্রদানি হি ॥ ১৩৯
সৰ্বঃ ভবিষ্যতীত্যুক্তা শিবশাস্ত্ররধীয়ত ।
কৃতকৃত্যশ্চ তে জগ্মুঃ সৰ্ব এব যথাগতম্ ।
তীর্থানাং পুণ্যদং তত্র লক্ষ্যমেকং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥
ইতি ব্রীহাঙ্কে পুত্রতীর্থাদিলক্ষ্যতীর্থবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

এই স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিবে, সে
বক্ষ্য হইলেও পুত্র লাভ করিবে; সন্দেহ
নাই। ১৩২—১৩৭। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই
হইতে এই তীর্থ পুণ্যতীর্থ নামে উদাহৃত
হইয়া থাকে। এখানে স্নান-দানাদি দ্বারা
সৰ্বকাম প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে মকুদ্গণ
সহ ইন্দ্রের মিত্রতা ঘটিয়াছিল বলিয়া এই
স্থান মিত্রতীর্থ নামে উক্ত হয়। শক্র এই
স্থানেই নিম্পাপ হইয়াছিলেন, সেই জন্ত
উহাকে শক্রতীর্থও বলা হয়। যেখানে
ইন্দ্রের লক্ষ্মীলাভ ঘটে, তাহাকে কমলাতীর্থ
বলা যায়। এই সকল তীর্থ সৰ্বাতীষ্ট-
প্রদ। ভগবান্ শিব দিতি প্রভৃতিকে
'সমস্তই তোমাদের প্রার্থনামুরূপ হইবে' এই
কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারাও
সকলেই আপনাপন স্থানে গমন করিলেন।
গৌতমীতীরে ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ পুণ্য-
প্রদ তীর্থ বিরাজমান বলিয়া কীর্ত্তিত
হয় ॥ ১৩৮—১৪০ ॥

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যমতীর্থমিতি খ্যাতং পিতৃণাং ক্রীতিবর্ধনম্ ।
দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টদং সৰ্বদেবর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ১
তস্ম প্রভাবঃ বক্ষ্যামি সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২
অমুহাদ ইতি খ্যাতঃ কপোতো বলবানভূৎ ।
তস্ম ভাৰ্যা হেতিনারী পক্ষিনী কামরূপিনী ॥ ৩
মৃত্যোঃ পৌত্রো হনুহাদো দৌহিত্রী হেতিরেব চ
কালেনাথ তয়োঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চৈব বভূবিরে ।
তস্ম শক্রশ্চ বলবানুলূকো নাম পক্ষিরাট্ ॥ ৪
তস্ম পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ আগ্নেয়াস্তে বলোৎকটাঃ
ভয়োশ্চ বৈরমভবদ্বকালং দ্বিজম্ননোঃ ॥ ৫
গঙ্গায়্য উত্তরে তীরে কপোতশ্রমোহভবৎ
তস্মাশ্চ দক্ষিণে কূল উলূকো নাম পক্ষিরাট্ ।
বাসং চক্রে তত্র পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ দ্বিজসন্তম ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যম তীর্থ নামে বিখ্যাত
যে তীর্থ আছে, উহা পিতৃগণের সমধিক
ক্রীতিকর এবং দৃষ্টাদৃষ্ট ইষ্টসাধক, ও সৰ্ব
দেবর্ষিগণ-সেবিত। উহার সৰ্বপাপনাশক
প্রভাব বলিতেছি। অমুহাদ নামে
বলবান্ এক কপোত ছিল। হেতি নারী
তাহার কামরূপিনী পক্ষিনী ভাৰ্যা ছিল।
অমুহাদ মৃত্যুর পৌত্র আর হেতি মৃত্যুর
দৌহিত্রী। কালক্রমে তাহাদিগের অনেকে-
নেক পৌত্র জন্মিল। উলূক নামে এক
পক্ষিরাজ তাহার শক্র ছিল। তাহার পুত্র-
পৌত্রগণ সকলেই আগ্নেয় বলিয়া খ্যাত এবং
অতিশয় বলবান্। সেই পক্ষিহরের বহু-
কাল যাবৎ বৈর ভাব হয়। গঙ্গার উত্তর
তীরে কপোতের বাস ছিল। দক্ষিণ কূলে
পক্ষিরাজ উলূক পুত্র পৌত্র সমতিব্যাহায়ে
বাস করিত। হে দ্বিজসন্তম নারদ! সেই
পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন পক্ষিহরের বহুকাল
ব্যাপী যুদ্ধ হয়। পুত্র-পৌত্রাদিতে পরিবৃত্ত

তয়োশ্চ যুদ্ধমভবদুঃকালং বিরুদ্ধয়োঃ ।
পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ বৃত্তয়োর্বলিনোর্বলিভিঃ সহ ।
উলূকো বা কপোতো বা নৈবাপ্নোতি জয়াজয়ো
কপোতো যমমারাধা মৃত্যুং পৈতামহং তথা ।
যাম্যমস্তুমবাপ্যথ সর্বেভ্যোহপ্যধিকোহভবৎ
তথোলূকোহগ্নিমারাধা বলবানভবদুঃশম ।
বরৈরুন্মত্তয়োৰ্দ্ধুমভবচ্চাতিভীষণম্ ॥ ১০
তত্রাগ্নেয়মলূকোহপি কপোতায়ান্সমাক্ষিপৎ ।
কপোতোহপ্যথ পাশানবৈ যাম্যানাক্ষিপ্য শত্রবে
উলূকায়থ দণ্ডঞ্চ মৃত্যুপাশানবাস্তজৎ ।
পুনস্তদভবদুঃকঃ পুরাভীবকয়োৰ্ধবা ॥ ১২
হেতিঃ কপোতকৌ দৃষ্টা জলনং প্রাপ্তমস্তিকে ।
পতিব্রতা মহাযুদ্ধে ভর্তুঃ সা হুঃখবিহ্বলা ॥ ১৩
অগ্নিনা বেষ্ট্যমানাশ্চ পুত্রান দৃষ্টা বিশেষতঃ ।
সা গহ্বা জলনং হেতিশ্চাপ্যেব বিবিধোক্ষিতিঃ ॥

হইয়া সেই বলবান গাঞ্চদয় গরম্পর দীর্ঘ-
কাল যুদ্ধ করিলেও উলূক বা কপোত কেহই
জয় পরাজয় পাইল না । ১—৮ । পরে
কপোত যমের এবং পিতামহ মৃত্যুর আরা-
ধনা করিয়া যাম্য অস্ত্রলাভান্তে সর্বাপেক্ষা
অধিক হইয়া উঠিল ; কিন্তু সেই উলূকও
অগ্নির উপাসনা করিয়া অতিশয় বলবান
হইল । যম ও অগ্নি হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া
উহার উভয়েই উন্নতভাবে অতি ভীষণ
যুদ্ধ করিতে লাগিল । উলূক কপোতের প্রতি
আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিল । কপোতও
তখন সেই শত্রুর প্রতি যাম্য পাশ নিক্ষেপ-
পূর্বক দণ্ড প্রক্ষেপ করিয়া পুনরায় মৃত্যুপাশ
সকল নিক্ষেপ করিল । তখন সেই যুদ্ধ
পূর্বকালের আভীবক যুদ্ধের স্থায় অদ্ভুত
বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল । পতিব্রতা কপোত-
পত্নী সেই মহাযুদ্ধে ভর্তার সমীপে উলূক-
নিষ্কিপ্ত অগ্নিকে আসিতে দেখিয়া বিশেষতঃ
পুত্রগণকে অগ্নিদ্বারা বেষ্ট্যমান দেখিয়া
হুঃখবিহ্বলাচিত্তে বিবিধ কাতরোক্তি সহ-
কারে সেই অগ্নিকে স্তব করিতে আরম্ভ

হেতিরুবাচ ।

রূপং ন দানং ন পরোক্ষমস্তি
যশ্চাত্ত্বতঞ্চ পদার্থজাতম্ ।
অস্তিস্তি হব্যানি চ যেন দেবাঃ
স্বাহাপতিং যজ্ঞভুজ্ঞং নমস্তু ॥ ১৫
মুখভূতঞ্চ দেবানাং দেবানাং হব্যবাহনম্ ।
হোতারঞ্চাপি দেবানাং দেবানাং দূতমেব চ ।
তং দেবং শরণং যামি আদিদেবং বিভাবস্তুম্
অন্তঃস্থিতং প্রাণরূপো বহিষ্ঠান প্রদো হি যঃ ।
যো যজ্ঞসাধনং যামি শরণং তং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৭
অগ্নিরুবাচ ।
অমোঘমেতদস্তুং মে ত্বস্তং যুদ্ধে কপোতকি ।
যত্র বিশ্বময়েদস্তুং তন্মে ক্রতি পতিব্রতে ॥ ১৮
কপোতুবাচ ।
মগি বিশ্বমাতামস্তুং ন পুত্রে ন চ ভর্তরি ।
সত্যবান্ভব হব্যোশ জাতবেদো নমোহস্তু তে

করিল । ৯—১৪ । হেতি কহিল,—স্বাহার
রূপ নাই, কিছুমাত্র পরোক্ষ বিষয় নাই,
এবং জগতের যাবতীয় পদার্থই স্বাহার
আত্মভূত, স্বাহা দ্বারা দেবগণ হব্য ভোজন
করেন, সেই যজ্ঞভুক স্বাহাপতিকে নমস্কার
করি । যিনি দেবগণের মুখস্বরূপ, যিনি
দেবগণের হব্যবাহন, যিনি দেবগণের
হোতা, যিনি দেবগণের দূত, আমি সেই
বিভাবস্তুর শরণাগত হইলাম । যিনি
প্রাণিগণের অন্তরে প্রাণরূপে এবং বহিষ্ঠানে
অন্নপ্রদরূপে বিরাজিত, যিনি যজ্ঞের সাধন-
স্বরূপ, আমি সেই ধনঞ্জয় অগ্নিদেবের শরণ
লইলাম । তখন অগ্নিবলিলেন,—হে পতি-
ব্রতা, কপোতি ! যুদ্ধে নিষ্কিপ্ত আমার এই
অস্ত্র অমোঘ ; তুমি যখন এই অস্ত্রের
বিদ্যায় হইতে পারে, এমন উপায়
আমাকে বল । কপোতী কহিল,—হে
হব্যোশ ! আপনার অস্ত্র আমাতে বিদ্যায়
লাভ করুক ; আমার পুত্র বা ভর্তার
উপর যেন বিদ্যাস্ত না হয় । হে জাতবেদ !
আপনি সত্যবাক হউন, আপনাকে নমস্কার ।

জাতবেদা উবাচ ।

তুষ্টোহস্মি তব বাক্যেন ভৰ্ভুভক্ত্যা পতিব্রতে
তবাপি ভৰ্ভুপুত্রাণাং হেতি ক্বেমং দদাম্যহম্ ॥
আগ্নেয়মেতদস্তুং মে ন ভৰ্ত্তারং স্মৃতানপি ।
ন ত্বাং দহেত্ততো যাহি স্মুধেন ত্বং কপোতকি
ব্রহ্মোবাচ ।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র উলুকী দদৃশে পতিম্ ।
বেষ্ট্যমানং যাম্যপাশৈর্ধমদণ্ডেন তাড়িতম্ ।
উলুকী কুংখিতা ভূত্ৰা যমং প্রায়াস্তয়াতুরা ॥ ২২
উলুক্যবাচ ।

ঋতীতা অনুদ্রবন্তে জনা-
ঋতীতা ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি ।
ঋতীতাঃ সাধু চরন্তি ধীরা-
ঋতীতাঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠা ভবন্তি ॥ ২৩
ঋতীতা অনাশকমাচরন্তি
গ্রামাদরণ্যমাভি যচ্চরন্তি ।

জাতবেদা অগ্নি তখন কহিলেন,—
পতিব্রতে ! আমি তোমার ভৰ্ভুভক্তিপূর্ণ
বাক্যে তুষ্ট হইলাম। হে হেতি !
আমি তোমাকে এবং তোমার ভৰ্ত্তাকে ও
পুত্রগণকে—সকলকেই ক্রমা প্রদান করি-
লাম। আমার এই আগ্নেয় অস্ত্র তোমার
ভৰ্ত্তাকে কিম্বা পুত্রগণকে অথবা তোমাকে
দাহ করিবে না। হে কপোতকি ! অতএব
তুমি স্মুধে প্রস্থান কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—
ইত্যবসরে উলুকীও নিজপতিকে সেই রণ-
ক্ষেত্রে যাম্যপাশে বেষ্ট্যমান ও ধমদণ্ডে
তাড়িত হইতে দেখিতে পাইল এবং ভয়াতুরা
হইয়া কুংখিতচিত্তে যমসমীপে গমনপূৰ্ব্বক
তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—প্রভো যম-
রাজ ! জনগণ আপনারই ভয়ে কৰ্ম্মমার্গে
অনুজ্ঞিত হয়, আপনার ভয়েই ব্রহ্মচর্যাশ্রম
করে। ধীরগণ আপনার ভয়েই সংকৰ্ম্মা-
চরণ করেন, আপনার ভয়েই সকলে কৰ্ম্মনিষ্ঠ
হইয়া থাকে। আপনার ভয়েই অনশন ব্রত
আদরণ করে, এবং গ্রাম হইতে অরণ্য আশ্রয়

ঋতীতাঃ সৌম্যতামাশ্রয়ন্তে

ঋতীতাঃ সৌমপানঃ ভজন্তে ।

ঋতীতাশ্চারণগোদাননিষ্ঠা-

ঋতীতা ব্রহ্মবাদং বদন্তি ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং শ্রবত্যাং তস্তাং তামাহ দক্ষিণদিকৃপতিঃ
যম উবাচ ।

বরং বরয় ভজন্তে দান্তেহং মনসঃ প্রিয়ম্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যমস্তেতি বচঃ শ্রদ্ধা সা তমাহ পতিব্রতা ॥ ২৭

উলুক্যবাচ ।

ভৰ্ত্তা মে বেষ্টিতঃ পাশৈর্দণ্ডেনাভিহতস্তব ।

তস্মাদ্রক্ষ সুরশ্রেষ্ঠ পুত্রান্ ভৰ্ত্তারমেব চ ॥ ২৮

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বাক্যাত্ কৃপয়া যুক্তো যমঃ প্রাহ পুনঃপুনঃ ॥

যম উবাচ ।

পাশানাঞ্চাপি দণ্ডস্ত স্থানং বদ শুভাননে ॥ ৩০

করে। আপনার ভয়ে ভীত হইয়াই সৌম্যতা
আশ্রয় করে। আপনার ভয়ে ভীত হই-
য়াই সৌমপান করিয়া থাকে। লোকে
আপনারই ভয়ে বেদোচ্চারণ করিয়া
থাকে। ১৫—২৪। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই
উলুকপত্নী এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে
দক্ষিণদিকৃপতি যম রাজা তাহাকে কহিলেন,—
তোমার মঙ্গল হউক, তুমি মনঃপ্রীতিকর
বর যাচ্ছা কর, আমি তাহা প্রদান করিব।
যমের এইকথা শুনিয়া সেই পতিব্রতা উলুকী
যমরাজকে কহিল,—হে সুরশ্রেষ্ঠ ! মদীয়
ভৰ্ত্তা আপনার পাশ দ্বারা বেষ্টিত
হইয়া দণ্ডে অভিহত হইতেছেন ; এই বিপদ
হইতে আমার পতিকে ও আমার পুত্রগণকে
রক্ষা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই বাক্য
শ্রবণে যম কৃপায়ুক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ কহিলেন,
শুভাননে উলুকি ! মদীয় অমোঘপাশনিচয়ের
ও দণ্ডের পতনযোগ্য স্থান নির্দেশ কর। ব্রহ্মা
কহিলেছেন,—সেই উলুকী তখন যমরাজকে
কহিল,—হে জগন্নাথ ! আপনার পাশগুলি

ব্রহ্মোবাচ ।

সাঁ প্রোবাচ যমং দেবং ময়ি পাশাস্ত্রয়েরিতাঃ ।
আবিশন্ত জগন্নাথ দণ্ডো ময্যেব সংবিশেৎ ॥
তত প্রোবাচ ভগবান্ যমস্তাং কৃপয়া পুনঃ ॥৩১
যম উবাচ ।

তব ভর্তা চ পুত্রাশ্চ সর্কে জীবন্ত বিজরাঃ ॥৩২
ব্রহ্মোবাচ ।

স্তবারয়দ্যমঃ পাশানাগ্নেয়াস্তস্ত হব্যবাচ ।
কপোতোলুকয়োশ্চাপি স্ত্রীতিং বৈ চক্রতুঃ
সুরো ।

আহতুশ্চ দ্বিজমানো ব্রিয়তাংবর ঈপ্সিতঃ ॥ ৩৩
পক্ষিণাবৃচতুঃ ।

ভবতোর্দর্শনং লক্শং বৈরব্যাজেন হৃদয়ম্ ।
বয়ঞ্চ পক্ষিণঃ পাপাঃ কিং বরেণ সুরোত্তমো ॥
অথ দেযো বরোহস্মাকং ভবদ্যুঃ স্ত্রীতি-
পূর্বকম্ ।

নাশ্বার্থমুযাচাবো দীয়মানং বরং শুভম্ ॥ ৩৫

আমাদেরই আবিষ্টি হউক ; এবং দণ্ডও আমা-
তেই নিপতিত হউক । ভগবান যম এই কথা
শ্রবণে রূপায়ুক্ত-চিত্তে পুনরায় তাকে কহি-
লেন,—তোমার ভর্তা এবং পুত্রগণ সকলেই
বিজর হইয়া জীবিত থাকুক । ব্রহ্মা কহি-
লেন,—তারপর যম তদীয় পাশনিচয়
নিবারণ করিলেন এবং হব্যবাহ অগ্নিও
আগ্নেয়াস্ত্র সংযত করিলেন । পরে উভয়ে
মিলিয়া সেই কপোত ও উলূকের পরস্পর
মিত্রতা করিয়া দিলেন, আর সেই পক্ষিদ্বয়কে
কহিলেন,—তোমরা ঈপ্সিত বর গ্রহণ কর ।
তাহা শুনিয়া পক্ষিদ্বয় কহিল,—হে সুরোত্তম-
দেব ! আমরা বৈরব্যাজে সুহৃদভ আপনা-
দিগের দর্শন পাইলাম । আমরা পার্শ্ব
পক্ষী ; আমাদেরই আর বরে কি
প্রয়োজন ? তথাপি যদি আপনারা স্ত্রীতি-
বশতঃ আমাদের বর দিতে চাহেন, তবে
আমরা আশ্বার্থ সেই দীয়মান শুভ বর
প্রার্থনা করিব না । হে সুরেশ্বরদেব ! যে
ব্যক্তি আশ্বার্থ প্রার্থনা করে, সে নিশ্চয়ই

আশ্বার্থঃ যন্ত যাচেত স শোচ্যো হি সুরেশ্বরো
জীবিতঃ সফলঃ তন্ত যঃ পরার্থোদ্যতঃ সদা ৩৬
অগ্নিরাপো রবিঃ পৃথ্বী ধাত্তানি বিবিধানি চ ।
পরার্থং বর্তনং তেষাং সতাকাপি বিশেষতঃ ॥
ব্রহ্মাদয়োহপি হি যতো যুজ্যন্তে মৃত্যুনা সহ ।
এবং জাহ্না তু দেবেশৌ বৃথা স্বার্থপরিশ্রমঃ ॥৩৮
জন্মনা সহ যৎ পুংসাং বিহিতং পরমেষ্ঠিনা ।
কদাচিন্নান্তথা তদৈ বৃথা ক্লিষ্টজন্তবঃ ॥ ৩৯
তস্মাদ্যাচাবতে কিঞ্চিন্দিত্য জগতাং শুভম্ ।
শুণদায়ি তু সর্কেষাং তদুগ্ৰামমুমন্ততাম্ ॥ ৪০

ব্রহ্মোবাচ ।

তাবাহতুরুভৌ দেবৌ পক্ষিপৌ লোকবিজ্ঞাতৌ
ধর্ম্মস্তা যশনোহবাষ্টপ্ত্য লোকানাং হিতকাম্যয়া
পক্ষিণাবৃচতুঃ ।

আবাভ্যামাশ্রমৌ তীর্থে গঙ্গায়্য উভয়ে তটে ।
ভবেতাং জগতাং নাথাবেষ এব পরো বরঃ ॥

শোচ্য ; যে সতত পরার্থে উচ্ছত, তাহার
জীবন সফল । অগ্নি, জল, রবি, পৃথ্বী,
বিবিধ ধাতু এবং বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তি, এ
সকল পরার্থ-সাধনার্থই বর্তমান থাকে ।
ব্রহ্মাদি দেবগণও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তখন
আর অপরের কথা কি ? ইহা বুঝিয়া দেখিলে
হে দেবেশদেব ! স্বার্থে পরিশ্রম করা নিতান্তই
বৃথা বোধ হয় । পরমেষ্ঠী বিধাতা কর্তৃক
জন্ম সমকালীন যাহা যাহা বিহিত
হইয়াছে, তাহার কদাচিৎও অন্তথা হয়
না । জন্তুগণ বৃথা পুরুষকার করিয়া
ক্লেশ মাত্রই ভোগ করে । অতএব জগ-
তের হিতার্থে সকলেই হিতকর কিঞ্চিৎ শুভ
বর প্রার্থনা করি ; আপনারা তাহা অমু-
মোদন করুন । ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন
সেই লোক-বিখ্যাত দেবদ্বয়কে সেই পক্ষি-
দ্বয় ধর্ম্ম, যশ, এবং লোকসকলের হিত-
কামনায় এই কথা কহিল,—হে জগন্নাথদেব !
গঙ্গাতীরের উভয় তটে আমাদেরই
জনের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত থাকুক । ইহাই
আমাদেরই পরম বর । সুরেশ্বরী কহিল

স্নানং দানং জপো হোমঃ পিতৃণাঞ্চাপি পূজনম্
সুকৃতী তুকৃতী বাপি যঃ কৰোতি যথা তথা ।
সৰ্বং তদক্ষয়ং পুণ্যং স্মাদিত্যেয পরো বরঃ ॥
দেবাবুচতুঃ ।

এবমস্ত তথাচাত্তং সুপ্রীতো তু ব্রবাবহে ॥৪৪
যম উবাচ ।

উত্তরে গোতমীতীরে যমস্তোত্রং পঠন্তি যে ।
তেষাং সপ্তসু বংশেষু নাকালে মৃত্যুমাশ্রুয়াৎ
পুরুষো ভাজনঞ্চ স্মাৎ সৰ্বদা সৰ্বসম্পদাম্ ॥৪৫
যস্মিন্ পঠতে নিত্যং মৃত্যুস্তোত্রং জিতান্মবান
অষ্টানীতিসহস্রৈশ্চ ব্যাধিভির্ন স বাধ্যতে ॥৪৬
অশ্মিন্স্তীৰ্ণে দ্বিজশ্রেষ্ঠৌ ত্রিমাসাদ্ভুক্তির্ন সতী
অৰ্দ্ধাশ্বত্থা চ ষণ্মাসাৎ সপ্তাহং স্নানমাচরেৎ ॥
বীরহুঃ সা ভবেন্নারী শতায়ুঃ স সূতো ভবেৎ
লক্ষ্মীবান্ মতিমান্ শুরঃ পুত্রপৌত্রবিবৰ্দ্ধনঃ ॥৪৮
তত্র পিতৃদিদানেন পিতরৌ মুক্তিমাশ্রুয়ঃ ।

তুকৃতী যে কোন মানব সেই স্থানে স্নান,
দান, জপ, হোম ও পিতৃলোকের পূজা
ইত্যাদি কার্য্য করে, তৎসমস্তই যেন অক্ষয়
পুণ্যজনক হয়। ইহাই পরম বর। ২৫—৪৩।
ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন সেই দেবদ্বয় কহিলেন,
—এইরূপই হইবে। এবং আমরা সুপ্রীত
হইয়া আরও বর দিতেছি। যম কহিলেন,—
গোতমীর উত্তর তীরে যাহারা এই যমস্তোত্র
পাঠ করিবে, তাহাদিগের বংশের সপ্ত
পুরুষের মধ্যে কেহই অকালে মৃত্যুগ্রস্ত
হইবে না। সেই পুরুষ সৰ্বদা সৰ্ব-
সম্পদের ভাজন হইবে। যে জন প্রতিদিন
সংযতচিত্তে এই মৃত্যুস্তোত্র পাঠ করিবে,
সে অষ্টানীতিসহস্র ব্যাধি দ্বারা কখনও
আক্রান্ত হইবে না। হে পক্ষিশ্রেষ্ঠদ্বয়! এই
তীর্থে সপ্তাহ মাত্র স্নান করিলেই সতী
নারী ত্রিমাস মধ্যে এবং বক্ষ্যানারী ষণ্মাস
মধ্যে গর্ভবতী হইবে। সেই নারী বীর-
প্রসূ হইবে, আর সেই পুত্র শতায়ুঃ হইবে।
লক্ষ্মীবান্, মতিমান্, বলবান্ ও পুত্র-
পৌত্রাদিমান্ হইবে। এখানে পিতৃদি

মনোবাক্যজাৎপাপাৎ স্নানানুজ্ঞো ভবেন্নরঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যমবাক্যাদনু তথা হব্যবাড়াহ পক্ষিণৌ ॥ ৫০

অগ্নিকুবাচ ।

মৎস্তোত্রং দক্ষিণে তীরে যে পঠন্তি যতব্রতাঃ ।
তেষামারোগ্যমৈশ্বর্যং লক্ষ্মীং রূপং দদাম্যহম্
ইদং স্তোত্রম্ যঃ কচ্চিদ্যত্র কাপি পঠেন্নরঃ ।
নৈবাগ্নিতো ভয়ং তস্মা লিখিতেহপি গৃহে স্থিতে
স্নানং দানঞ্চ যঃ কুর্যাদগ্নিতীর্থে শুচির্নরঃ ।

অগ্নিষ্টোমফলং তস্মা ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থ যাম্যমাগ্নেয়মেব চ ।

কপোতঞ্চ তথোলুকং হেতুলুকং বিতরুণাঃ ॥

তত্র ত্রীণি সহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ ।

পুনর্নবতিতীর্ণানি প্রত্যেকং মুক্তিভাজনম্ ॥ ৫৫

দান করিলে পিতৃগণ মুক্তিলাভ করিবেন।
নর স্নান মাত্রে মনোবাক্যজাৎপাপ হইতে
মুক্ত হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন,—যমের
বাক্যাবসানে হব্যবাট্ অগ্নি সেই পক্ষিদ্বয়কে
কহিলেন,—যাহারা যতব্রত হইয়া গোতমীর
দক্ষিণতীরে এই মদীয় স্তোত্র পাঠ করিবে,
আমি তাহাদিগকে আরোগ্য, ঐশ্বর্য, লক্ষ্মী,
এবং রূপ দান করিব। যে কোন স্থানে
যে কোন মানব এই স্তোত্র পাঠ করিবে,
তাহার অগ্নিভয় থাকিবে না। গৃহে
লিখিয়া স্থাপন করিলেও অগ্নিভয় দূর
হয়। উক্ত অগ্নিতীর্থে যে নর শুদ্ধভাবে
স্নান দানাদি করিবে, তাহার অগ্নিষ্টোম
যজ্ঞের ফললাভ হইবে; সংশয় নাই।
ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই হইতে এই দুই স্থান
যাম্য-তীর্থ ও অগ্নি-তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়।
উহার যাম্য, আগ্নেয়, কপোত, উলুক,
হেতুলুক প্রভৃতি নামে বৃধগণ কর্তৃক উক্ত
হইয়া থাকে। সেখানে তিন সহস্র তিন শত
নবতিসংখ্যক তীর্থ আছে; ইহার সক-
লেই মুক্তিপ্রদ। এই সমস্ত তীর্থে স্নান দানাদি

তেষু স্মানেন দানেন প্রেতীভূতাশ্চ যে নরাঃ ।
পুতাস্তে পুত্রবিত্তাঢ্যা আক্রমেয়ুর্দিবং শুভাঃ ॥
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে যাম্যাখ্যাতিতীর্থবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

ষড়বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তপস্তুতীর্থমিতি খ্যাতং তপোবুদ্ধিকরং মহৎ ।
সর্বকামপ্রদং পুণ্যং পিতৃণাং ত্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ১ ॥
তস্মিন্তীর্থৈ তু যদ্বৃদ্ধং শৃণু পাপপ্রণাশনম্ ।
অপামগ্নেচ্চ সংবাদমুসীনাঞ্চ পরম্পরম্ ॥ ২ ॥
অপো জ্যেষ্ঠতমাঃ কোচন্মেনিরেহগ্নিঃ তথাপরে
এবং ক্রবন্তো মুনয়ঃ সদ্ধাদকাগ্নিবারিণোঃ ॥ ৩ ॥
বিনাগ্নিঃ জীবনং কৃ স্মাজ্জীবভূতো যতোহনলঃ
আত্মভূতো হব্যভূতশ্চাগ্নিঃ জায়তেহখিলম্ ॥

করিলে প্রেতত্ব প্রাপ্ত মানবগণও পুত্র এবং
পুত্র বিত্তাদি দ্বারা সমৃদ্ধ ও পুণ্যবান হইয়া
স্বর্গে গমন করিতে পারে । ৪৪—৫৬ ।

পঞ্চবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষড়বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—তপস্তুতীর্থ নামে খ্যাত
তীর্থ অতিশয় তপোবুদ্ধিকর । এবং সর্ব
কামপ্রদ, পুণ্যজনক ও পিতৃলোকের ত্রীতি-
বর্দ্ধক । সেই তীর্থের যে, অপ, অগ্নি ও যামি-
দিগের পরস্পর সংবাদসম্বলিত পাপনাশন
বিবরণ ঘটিয়াছিল, তাহা শুনি । পূর্বে একদা
মুনিগণমধ্যে জল শ্রেষ্ঠ অথবা অগ্নি শ্রেষ্ঠ—
এ বিষয়ে আলোচনা হয় ; তাহাতে কোন
কোন মুনি জলের এবং কেহ কেহ বা অগ্নি-
রই প্রধাত্ব খ্যাপন করেন । তখন তাঁহা-
দিগের বাদ প্রতিবাদ চলিতে থাকে ।
তাহাতে কোন কোন মুনি কহিতে লাগিলেন,
—অগ্নি ভিন্ন জীবনই থাকিতে পারে না ;

অগ্নি না ধ্রিয়তে লোকো হগ্নিজ্যোতির্নয়ং জগৎ
তস্মাদগ্নেঃ পরং নাস্তি পাবনং দৈবতং মহৎ ॥ ৫ ॥
অন্তর্জ্যোতিঃ স এবোক্তঃ পরং জ্যোতিঃ স
এব হি ।

বিনাগ্নিঃ কিঞ্চিদস্তি যন্ত ধাম জগত্ত্রয়ম্ ।
তস্মাদগ্নেঃ পরং নাস্তি ভূতানাং জ্যেষ্ঠতাজনম্
যোষিৎক্ষেত্রেহর্গিতং বীজং পুরুষেণ যথা তথা
তন্তু দেহাদিকা শক্তিঃ কুশানোরৈব নাস্তথা ॥
দেবানাং হি মুখং বহিস্তস্মান্নাতঃ পরং বিহুঃ ॥
অপরে তু হৃদ্যাং জ্যেষ্ঠ্যাং মেনিরে বেদবাদিনঃ
অগ্নিঃ সম্পৎস্রতে হরং শুচিরাস্তিঃ প্রজায়তে ॥
অগ্নিরেব ধৃতং সর্বমাপো বৈ মাতরঃ স্মৃতাঃ ।
ত্রৈলোক্যজীবনং বারি বদন্তীতি পুরাবিদঃ ॥ ১০ ॥

যে হেতু অগ্নিই জীবভূত ; অগ্নিই আত্মভূত
ও অগ্নিই হব্যভূত । অগ্নি দ্বারাই অখিল
জগৎ উৎপাদিত হয় । অগ্নি দ্বারাই লোক
সকল ধৃত হইতেছে, অগ্নিই জ্যোতির্ময়
তৈজস জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন ।
অতএব অগ্নি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাবন মহান
দেবতা আর নাই । সেই অগ্নিই অন্ত-
র্জ্যোতিঃ বলিয়া উক্ত হইল, তিনিই পরম
জ্যোতিঃস্বরূপ । অগ্নি ভিন্ন কোন পদার্থেরই
সত্তা থাকে না । অগ্নির তেজেই এই
জগৎত্রয় ব্যাপ্ত ; অতএব সেই অগ্নি অপেক্ষা
কিছুতমধ্যে শ্রেষ্ঠতাজন আর কোন
পদার্থই নাই । পুরুষ কর্তৃক যোষিৎ-ক্ষেত্রে
বীজ অর্পিত হইয়া উহা যে দেহাঙ্গাকারে
পরিণত হয়, তাহাও কুশাল অগ্নিরই শক্তি ;
ইহার অন্যথা হইতে পারে না । বিশেষতঃ
দেবতাগণের বহির্ই মুখস্বরূপ । এ নিমিত্ত
অগ্নি অপেক্ষা প্রধান পদার্থ নাই ; সুধীগণ
ইহা জানেন । ১—৮ । অপর বেদবাদী
মুনিগণ জলেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন ।
জল দ্বারাই অন্ন সম্পন্ন হয় ; জলের
দ্বারাই জনগণ শুচি হয় ; জল দ্বারাই
এই চরাচর জগৎ রক্ষিত হয় ; জলই
জগতের মাতা স্বরূপ । জলই ত্রৈলোক্যের

উৎপন্নমৃতং হৃদ্যস্তাত্যশৌৰ্য্যসম্ভবঃ ।
অগ্নিজ্যেষ্ঠ ইতি প্রাহরাপো জ্যেষ্ঠতমাঃ পরে
এবং মীমাংসমানান্তে ঋষয়ো বেদবাদিনঃ ।
বিরুদ্ধবাদিনো মাঞ্চ সমভ্যেত্যেদমব্রুবন ॥১২
ঋষয় উচুঃ ।

অগ্নেরপাং বদ জ্যেষ্ঠ্যং ত্রৈলোক্যস্ত ভবান্
প্রভুঃ ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ ।

অহমপ্যব্রবং প্রাপ্তানুধীন সৰ্বান্যতব্রতান্ ।
উভৌ পূজ্যতমৌ লোক উভাত্যাং জায়তে
জগৎ ॥ ১৪

উভাত্যাং জায়তে হব্যং কব্যং চামৃতমেব চ ।
উভাত্যাং জীবনং লোকে শরীরস্ত চ ধারণম্
নান্যোশ্চ বিশেষোহস্তি ততো জ্যেষ্ঠ্যং সমং
মতম্ ।

ততো মন্বচনাজ্যেষ্ঠমুভয়োৰ্নৈব কশ্চচিৎ ॥ ১৬

জীবন ; পুরাবিদু পণ্ডিতগণ এই কথা বলিয়া
থাকেন । জল হইতেই অমৃত উৎপন্ন হই-
য়াছে ; তাহা হইতে ওষধি সম্ভূত হইয়াছে ;
অতএব জলই সৰ্ব্বভূতমধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই
প্রকারে কেহ কেহ অগ্নির এবং কেহ কেহ
জলের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিতে লাগিলেন ;
কিন্তু কোনও মীমাংসা করিতে না পারায়
সেই সকল বেদবাদী ঋষিগণ পরস্পর-বিরুদ্ধ
বাদী হইয়া আমার নিকটে আগমনপূর্বক
এই কথা বলিলেন যে, ব্রহ্মন ! অগ্নি ও
জলের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলুন । আপনিই
ত্রৈলোক্যের প্রভু । ব্রহ্মা কহিলেন,—
আমি তখন সমাগত সেই সকল যতব্রত
ঋষিদিগকে বলিলাম,—জল ও অগ্নি উভয়েই
লোকে পূজ্যতম ; উভয় দ্বারাই জগৎ
উৎপন্ন হয় । উভয় দ্বারাই হব্য, কব্য ও
অমৃত উদ্ভূত হয় । লোকে উভয় দ্বারাই
জীবন ও শরীর-ধারণ হইয়া থাকে । ইহা-
দিগের মধ্যে ইতর বিশেষ নাই ; অতএব
উভয়েরই জ্যেষ্ঠতা তুল্য বিবেচিত হয় ।
আমি এইরূপ কহিলে জল ও অগ্নির

জ্যেষ্ঠ্যমন্ততরশ্চেতি মেনিরে ঋষিসমুদাঃ ।
ন তৃপ্তা মম বাক্যেন জম্বুবায়ুঃ তপস্বিনঃ ॥ ১৭
মুনয় উচুঃ ।

কশ্চ জ্যেষ্ঠ্যং ভবান্ প্রাণো বায়ো সত্যঃ
ঋষি স্থিতাম্ ॥ ১৮
ব্রহ্মোবাচ ।

বায়ুরাহানলো জ্যেষ্ঠঃ সৰ্ব্বমগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
নেতৃত্বাত্তোত্তমৃষয়ো জম্বুস্তেহপি বম্বুকরাম্ ।
মুনয় উচুঃ ।

সত্যং ভূমে বদ জ্যেষ্ঠ্যমাধারাসি চরাচরে ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ভূমিরপ্যাহ বিনয়াদাগতাংস্তানুধীনদম্ ॥ ২১
ভূমিরুবাচ ।

মমাপ্যধারভূতাঃ সূর্য্যাপো দেব্যাঃ সনাতনাঃ
অদ্ব্যস্ত জায়তে সৰ্বং জ্যেষ্ঠ্যমপ্য প্রতিষ্ঠিতম্

কাহারও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত না হওয়ায় সেই
তপস্বী ঋষিসমুদয়ের আমার বাক্যে তৃপ্ত
না হইয়া অন্ততরের জ্যেষ্ঠতা বোধে
মীমাংসার্থ বায়ুসমীপে গমন করিলেন এবং
কহিলেন,—হে বায়ো ! আপনি প্রাণরূপী ;
অতএব জল ও অগ্নির মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা,
তাহা বলুন ; আপনাতেই সত্য অবস্থিত
রহিয়াছে । ১—১৮ । ব্রহ্মা বলিলেন,—
ঋষিগণের বাক্য শ্রবণে বায়ু কহিলেন,—
অগ্নিতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ;
অতএব অনলই শ্রেষ্ঠ । এই কথা শুনিয়া
ঋষিগণ পরস্পর “ইহা ঠিক নহে” এই বলিয়া
বম্বুকরা সন্নিধানে গমন করিলেন এবং
বলিলেন,—হে ভূমি ! তুমি চরাচরের
আধার ; অতএব সত্য বল, জল ও অগ্নির
মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা ? ব্রহ্মা কহিলেন,
—ভূমি তখন সেই সমাগত ঋষিদিগকে
সবিনয়ে এই বাক্য কহিলেন,—সৰ্ব্বভূতের
আনন্দপ্রদ সনাতন জলসকল আমারও
আধারভূত ! জল হইতেই সৰ্ব্বভূতের উৎ-
পত্তি হয় ; এ নিমিত্ত জলেতেই শ্রেষ্ঠতা

ব্রহ্মোবাচ ।

নেতৃত্বকৃন্তোন্তমুখয়ো জগুঃ কীরোদশায়িনম্
তুইবুবিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ২৩

ঋষয় উচুঃ ।

যো বেদ সৰ্ব্বং ভুবনং ভবিষ্যদ-

যজ্ঞায়মানঞ্চ শুহানিবিষ্টম্ ।

লোকত্রয়ং চিত্রবিচিত্ররূপ-

মন্তে সমস্তঞ্চ যমাবিবেশ ॥ ২৪

যদক্ষরং শাস্তমপ্রমেয়ং

যং বেদবেদ্যমুখয়ো বদন্তি ।

যমাস্রিতাঃ স্পেন্দিতমাপ্নুবন্তি

তদ্বৎ সত্যং শরণং ব্রজামঃ ॥ ২৫

ভূতং মহাভূতজগৎপ্রধানং

ন বিন্দতে যোগিনো বিষ্ণুরূপম্ ।

তদ্বজ্রমেতে ঋষয়োহত্র যাতাঃ

সত্যং বদন্তেহ জগন্নিবাস ॥ ২৬

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ব্রহ্মা কহিলেন,—
ঋষিগণ ইহা শুনিয়া পরস্পরে “না” বলিয়া
কীরোদশায়ী ভগবান বিষ্ণুর সন্নিধানে গমন
করত শঙ্খচক্রগদাধর হরিকে বিবিধ স্তোত্র
দ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।
১৯—২৩ । ঋষিগণ কহিলেন,—যিনি জগতের
ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই অবগত আছেন, যিনি
বুদ্ধিরূপ শুহাতে নিবিষ্ট ও চিত্র-বিচিত্র-পরিণামী
লোকত্রয় সম্যক্ জানেন; অন্তকালে যাহাতে
সৰ্ব্বভূতের লয় হয়, যাহাকে ঋষিগণ শাস্ত,
অপ্রমেয়, বেদবেদ্য ও অক্ষয় বলিয়া নির্দেশ
করেন, যাহাকে আশ্রয় করিয়া স্বকীয় ঈশ্বরি-
নিচয় লাভ করা যায়, সেই সত্যবস্তুর শরণা-
পন্ন হইলাম । যিনি পঞ্চমহাভূতাত্মক জগৎ ও
তদাশ্রয় প্রকৃতিরূপে বর্তমান, যিনি বিষ্ণু
(ব্যাপক) রূপে বিরাজিত থাকিলেও যোগি-
গণও যাহাকে জানিতে পারেন না, হে
বিষ্ণো! তুমিই সেই পরম দেব । হে জগ-
ন্নিবাস! অগ্নি ও জলের মধ্যে কে ষেঠ?
ইহা জিজ্ঞাসা করিতে এই ঋষিগণ এইখানে
আসিয়াছেন; আপনি ঋষয় ইহার সত্য উত্তর

দমস্তরাআপিনদেহভাজাঃ

অমেব সৰ্ব্বং অগ্নি সৰ্ব্বমীশ ।

তথাপি জানন্তি ন কেহপি কুত্রা-

প্যহো ভবন্তঃ প্রকৃতিপ্রভাবাৎ ।

অন্তর্কর্ষিঃ সৰ্ব্বত এব সন্তঃ

বিশ্বাত্মনা সম্পরিবর্তমানম্ ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রাহ জগদ্ধাত্রী দৈবী বাগশরীরিণী ॥ ২৮

দৈবী বাণোবাচ ।

উভাবারাধ্য তপসা ভক্ত্যা চ নিয়মেন চ ।

যন্ত স্মাৎ প্রথমং সিদ্ধিস্তদুতং জ্যেষ্ঠমুচ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা যযুঃ সৰ্ব্বৈ ঋষয়ো লোকপূজিতাঃ ।

শ্রান্তাঃ শিলাস্তরাশ্বানঃ পরং বৈরাগ্যমাস্রিতাঃ ॥

সৰ্বলোকৈকজননী ভুবনত্রয়পাবনীম্ ।

গৌতমীমগমন সৰ্বৈ তপস্তপ্তুঃ যতব্রতাঃ ॥ ২৯

অদৈবতং তথাগ্নিঞ্চ পূজনায়োদ্যতাস্তদা ।

প্রদান করুন । সমস্ত দেহধারীদিগের
তুমিই অন্তরাশ্বা; হে ঈশ! তুমিই এই
জগতের সকল, তোমাতেই সমস্ত বর্তমান ।
বিশ্বাত্মা আপনি কিন্তু জগতের অন্তরে
বাহিরে সৰ্ব্বত্রই বিরাজমান আছেন;
এবং উহাকে নিয়ত পরিবর্তন করিতেছেন ।
অহো! তথাপি প্রকৃতির প্রভাবে কেহই
কুত্রাপি আপনাকে জানিতে পারে না ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—ঋষিগণ এইরূপ স্তব
করিলে পরে জগদ্ধাত্রী অশরীরিণী দৈবী
বাণী কহিলেন,—তপস্কা, নিয়ম ও ভক্তি-
সহকারে জল, ও অগ্নি উভয়ের আরা-
ধনা করিলে পর যাহার উপাসনা প্রথম
সিদ্ধ হইবে, সেই ভূতই জ্যেষ্ঠ বলিয়া
নির্ণেয় । ২৪—২৯ । ব্রহ্মা বলিলেন,—
তখন শ্রান্ত, শিলাস্তরাশ্বা, পরম বৈরাগ্য-
যুক্ত সেই লোকপূজিত ঋষিগণ “তাহাই বটে”
এই কথা বলিয়া প্রধানপূর্বক সৰ্বলোকের
অধিভীয়া জননীস্বরূপিণী, ভুবনত্রয়পাবনী
গৌতমী নদীতে তপস্কা যতব্রত হইয়া

অগ্নেচ্চ পূজকা যে চ অপাং বৈ পূজনে স্থিতাঃ
তত্র বাগবতীদৈবী বেদমাতা সরস্বতী ॥ ৩২

দৈবী বাণবাচ ।

অগ্নেয়াপস্তথা যোনিরন্তিঃ শৌচমবাধ্যতে ।
অগ্নেচ্চ পূজকা যে চ বিনাতিঃ পূজনং কথম্ ॥ ৩৩
অপ্সু জাতাসু সৰ্বত্র কৰ্ম্মণ্যধিকৃতো ভবেৎ ।
তাবৎকৰ্ম্মণ্যনর্হোহয়মণ্ডিৰ্ম্মলিনো নরঃ ।
ন যগ্নঃ শ্রদ্ধয়া যাবদপ্সু শীতাসু বেদবিৎ ॥ ৩৪
তন্মাদাপো বরিষ্ঠাঃ সূর্য্যাতৃভূতা যতঃ স্মৃতাঃ ।
তন্মাজ্যৈষ্ঠ্যমপামেব জনন্তোহগ্নের্বিশেষতঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদ্বচঃ শুশ্রুবুস্তে ঋষয়ো বেদবাদিনঃ ।
নিশ্চয়ঞ্চ ততশ্চকুর্ভবেজ্যৈষ্ঠ্যমপামিতি ॥ ৩৬
যত্র তীর্থে বৃন্তমিদমৃষিসত্রে চ নারদ ।
তপস্তুতীর্থন্তু তৎ প্রোক্তং সত্ৰতীর্থং তদুচ্যতে ॥

সকলেই গমন করিলেন । তথায় যাইয়া সকলেই জলদেবতা ও অগ্নিদেবতার পূজনার্থ উদযুক্ত হইয়া জল, ও অগ্নি, উভয়েরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন । পরে তথায় বেদমাতা সরস্বতী এইরূপ দৈববাণী করিলেন যে,—জল সকলই অগ্নির, যোনি, জল দ্বারাই শৌচ লাভ হয়, যাহারা অগ্নির পূজক, তাহারাও জল ব্যতীত অগ্নির পূজা করিতে পারেন না; সৰ্বত্রই জল সঞ্চার হইলেই কৰ্ম্মাধিকার জন্মে, নর বেদবিৎ হইলেও যাবৎকাল শ্রদ্ধা সহকারে শীতল জলে যগ্ন না হয়, তাবৎ ঐ ব্যক্তি মলযুক্ত ও অশুচি বলিয়া ধৰ্ম্মকৰ্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অনধিকারী থাকে । অতএব জলই গরিষ্ঠ; যেহেতু জলই জগতের মাতৃস্থানীয় বলিয়া স্মৃত হয় । বিশেষতঃ জল অগ্নিরও জননীয়রূপ; সুতরাং জলেরই জ্যেষ্ঠতা, যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া জানিবে । ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই বেদবাদী ঋষিগণ এই বাক্য শ্রবণে জলেরই জ্যেষ্ঠতা নিশ্চয় করিলেন । হে নারদ! যে তীর্থ স্থলে ঋষিসত্রে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সেই তীর্থ তপস্তুতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়, এবং

অগ্নিতীর্থঞ্চ তৎ প্রোক্তং তথা সারস্বতং বিহুঃ
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ৩৮
চতুর্দশ শতাত্তত্র তীর্থানাং পুণ্যদায়িনাম্ ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ স্বৰ্গমোক্ষপ্রদায়কম্ ॥ ৩৯
কৃতং সন্দেহহরণমৃষীণাং যত্র ভাষয়া ।
সরস্বত্যভবত্তত্র গঙ্গয়া সঙ্গতা নদী ।
মাহাত্ম্যং তন্তু কো বক্তুং সঙ্গমস্ত কসো নরঃ
ইতি শ্রীব্রাহ্মে তপস্তুতীর্থাদিচতুর্দশশততীর্থ-
বর্ণনং ষড়্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৬

সপ্তবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবতীর্থমিতি খ্যাতং গঙ্গয়া উত্তরে তটে ।
তন্তু প্রভাবং বক্ষ্যামি সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১
আষ্টিষেণ ইতি খ্যাতো রাজা সৰ্বশুণাশিতঃ ।

উহাকে শত্ৰুতীর্থ, অগ্নিতীর্থ ও সারস্বত তীর্থ এই সকল নামেও অভিহিত করা হয় । ঐ সকল তীর্থে স্নান দানাদি করিলে সৰ্বকাম-ফলপ্রাপ্তি সহ শুভ লাভ ঘটে । এখানে পুণ্যদায়ী চতুর্দশ শত তীর্থ বর্তমান । ঐ সকল তীর্থে স্নান-দানাদি কৰ্ম্ম স্বৰ্গ-মোক্ষ-প্রদায়ক । দৈববাণী যে স্থলে ঋষিদিগের সন্দেহ হরণ করিয়াছিল, সেই স্থলে সরস্বতী নদী গঙ্গার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন । এই সরস্বতী-গঙ্গাসঙ্গম তীর্থের মাহাত্ম্য কোন মানব বলিতে সক্ষম ? ৩০—৪০ ।

ষড়্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—গঙ্গার উত্তর তটে দেবতীর্থ নামে বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, তাহার সৰ্বপাপপ্রণাশন প্রভাব বর্ণন করিতেছি । পূর্বে আষ্টিসেন নামে এক সৰ্ব-

তত্ত্ব ভাৰ্য্যা জয়া নাম সাক্ষাৎস্মীরিবাপরা ॥ ২
তত্ত্ব পুত্রো ভরো নাম মতিমান্ পিতৃবৎসলঃ ।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ নিব্বাতো দক্ষ এব চ ।
তত্ত্ব ভাৰ্য্যা রূপবতী সুপ্রভেত্যভিবিষ্টতা ॥ ৩
আষ্টি বৈশ্বন্ততো রাজা পুত্রে রাজ্যং নিবেশ্ত সঃ
পুরোধসা চ মুখ্যেন দীক্ষাং চক্রে নরেশ্বরঃ ॥
সরস্বত্যাস্ততন্তীয়ে হয়মেধায় যজুবান্ ।
ঋত্বিকুগণা ঋষিগণৈশ্চ বেদশাস্ত্রপরায়ণৈঃ ॥ ৫
দীক্ষিতঃ তং নৃপশ্রেষ্ঠং ব্রাহ্মণাগ্নিসমীপতঃ ।
মিথুর্দানবরাটশূরঃ পাপবুদ্ধিঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬
মথঃ বিধ্বস্ত নৃপতিং সভাৰ্য্যং সপুরোহিতম্ ।
আদায় বেগাৎ স প্রাগাদ্রসাতলতলং মূনে ॥
নৌতে তন্মিথুপবরে যজ্ঞে নষ্টে ততোহমরাঃ ।
ঋত্বিকুগণা যযুঃ সর্কে স্বঃ স্বঃ স্থানং মথাত্ততঃ ॥
পুরোহিতস্তুতো রাজ্ঞো দেবাপিরিতি বিষ্কতঃ

গুণাধিত রাজা ছিলেন। তাহার জয়া নামে সাক্ষাৎ অপরা লক্ষ্মীর স্থায় ভাৰ্য্যা ছিল। ভর নামে সেই রাজার এক পুত্র ছিল। সে পিতৃ-বৎসল, মতিমান, কার্য্যদক্ষ এবং ধনুর্বেদ ও অন্যান্য বেদে পারিদর্শী হইয়াছিল। সেই পুত্রের সুপ্রভা নামে রূপবতী বিখ্যাতা ভাৰ্য্যা ছিল। রাজা আষ্টি সেন পুত্রে রাজ্যভার বিস্তৃত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সরস্বতীতীরে প্রধান পুরোহিত দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই নগশ্রেষ্ঠ দীক্ষিত হইয়া বেদশাস্ত্র-পরায়ণ, ঋত্বিকুগণ ও প্রধান প্রধান ঋষিগণে পরিবৃত থাকিয়া—ব্রাহ্মণ ও অগ্নিসমীপে বর্তমান আছেন; ইত্যবসরে মিথু নামে প্রতাপবান্ শূর দানবপতি পাপ-বুদ্ধি বশতঃ সেই যজ্ঞ ধ্বংস করত ভাৰ্য্যা ও পুরোহিতসহ সেই নৃপতিকে গ্রহণপূর্ব্বক হে মূনে, নারদ! বেগে রসাতলতলে প্রস্থান করিল। সেই দানব কর্তৃক নৃপবর নীত ও যজ্ঞ বিধ্বস্ত হইলে অমরগণ ও ঋত্বিকু-বর্গ সেই যজ্ঞ স্থান হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ১—৮। রাজার পুরো-হিতের দেবাপি নামে এক পুত্র ছিল।

বালস্তাং মাতরং দৃষ্ট্বা আশ্রমঃ পিতরং ন চ ।
দৃষ্ট্বা সবিষ্ময়ো ভূত্বা দুঃখিতোহতীব চাভবৎ ॥
স মাতরং তু পপ্রচ্ছ পিতা মে ক গতোহহিকে
পিতৃহীনো ন জীবৈয়ং মাতঃ সত্যং বদস্ব মে ॥
ধিগৃধিকুপিতৃবিহীনানাং জীবিতং পাপকর্ষণাম্ ।
ন বন্ধি যদি মে মাতর্জলমগ্নমথাবিশে ॥ ১২
পুত্রং প্রোবাচ সা মাতা রাজ্ঞো ভাৰ্য্যা পুরোধসঃ
দানবেন তলং নীতো রাজ্ঞা সহ পিতা তব ॥ ১৩
দেবাপিক্রবাচ ।

ক নীতঃ কেন বা নীতঃ কথং নীতঃ ক কর্ষণি
কেষু পশুৎসু কিং স্থানং দানবশ্চ বদস্ব মে ॥ ১৪
মাতোবাচ ।

দীক্ষিতঃ যজ্ঞসদসি সভাৰ্য্যং সপুরোধসম্ ।
রাজানং তং মিথুর্দৈত্যো নীতবান্ স রসাতলম্
পশুৎসু দেবসংজ্ঞৈব বহিঃস্রাঙ্গণসন্নিধৌ ॥ ১৫

সেই বালক তাহার পিতাকে না দেখিতে পাইয়া সবিষ্ময়ে দুঃখিতচিত্তে নিজ জননীকে জিজ্ঞাসিল,—মাতঃ! আমার পিতা কোথায় গিয়াছেন? আমি পিতৃহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না। জননি! আপনি আমাকে সত্য বলুন। পিতৃবিহীন;—সুতরাং পাপকর্ম্ম জনগণের জীবনে ধিক্! ধিক্! মাতঃ! আপনি যদি প্রকৃত কথা আমাকে না বলেন, তবে আমি হয় জলে, নয় অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব। পুত্রের এইরূপ বাক্যশ্রবণে জননী—সেই রাজপুরো-হিতপত্নী কহিলেন;—বৎস! তোমার পিতা, রাজার সহিত দানব কর্তৃক রসাতলে নীত হইয়াছেন। দেবাপি কহিল,—কে, কোথায়, কি জন্ত, কোন কার্য্যে আমার পিতাকে লইয়া গিয়াছে? কাহার তাহা দেখিয়াছে? দানবের বাসস্থানই বা কোথায়? এই সকল কথা আমাকে বলুন! মাতা কহিলেন,—রাজা যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিত হইলে পর মিথু নামে এক দৈত্য সেই যজ্ঞ-স্থল হইতেই ভাৰ্য্যা ও পুরোহিত সহ সেই রাজাকে বহি ও ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে

ব্রহ্মোবাচ ।

ভয়াদ্ভবচনং ব্রহ্মা দেবাপিঃ কৃত্যমশ্রয়ৎ ।
দেবান্‌পশ্চেন্দ্রধ্বজাঃ বা ঋত্বিজো বাসুরাংস্তথা
একেষেব পিতাহবেষ্যো নান্তত্রৈতি মতির্নয়ম্ ।
ইতি নিশ্চিত্য দেবাপির্ভরং প্রাহ নৃপাশ্চজম্ ॥

দেবাপিক্রবাচ ।

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রতেন নিয়মেন চ ।
আনেতব্যা ময়া সর্কে নীতা যে চ রসাতলম্ ॥
জাতে পরাভবে ঘোরে যো ন কুর্ধ্যাৎ ।

প্রতিক্রিয়াম্ ।

নরাধমেন কিং তেন জীবতা বা মৃতেন বা ॥ ১৯
তুং প্রশাধি মহীং কুৎসামাষ্টিষেণঃ পিতা যথা ।
মাতা মম ত্বয়া পাল্যা রাজন্ যাবন্মাগতিঃ ।
তবেচ্চ কৃতকার্য্যশ্চ অনুজানীহি মাং ভর ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ ।

ভরোগোক্তঃ স দেবাপিঃ সর্কঃ নিশ্চিত্য যত্নতঃ

দেবগণের সমক্ষেই রসাতলে লইয়া গিয়াছে ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—দেবাপি সেই মাতৃবাক্য
শ্রবণে কর্তব্য বিষয় চিন্তা করত বুঝিলেন,
—দেবতা, অগ্নি, ঋত্বিক্, ও অশুরগণকে
দেখিতে হইবে; ইহাদিগের মধ্যেই আমার
পিতা অবশ্য আছেন, নচেৎ তিনি অন্ততঃ
আছেন বলিয়া আমার বোধ হয় না ।
অতএব এই সকলের মধ্যে পিতার অন্বেষণ
করা কর্তব্য । এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই
দেবাপি রাজপুত্র ভরকে কহিলেন, যাহারা
দৈত্য কর্তৃক রসাতলে নীত হইয়াছেন,
আমি তপশ্চা, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, ও নিয়ম দ্বারা
ভাঙ্গাদিগের সকলকেই আনয়ন করিব ।
ঘোর পরাভব প্রাপ্ত হইয়া যে জন তাহার
প্রতিক্রিয়া না করে, সেই নরাধম বাঁচিয়া
থাকিলেই বা কি ? আর মরিয়া গেলেই বা
কি ? তোমার পিতা আষ্টিসেন যেমন রাজ্য
শাসন করিতেন, তুমিও তদ্রূপ সমগ্র মহী-
মণ্ডল শাসন কর । রাজন্ ! মদীয় মাতাকেও
তুমি তাবৎ পালন কর, যাবৎ আমি কৃতকার্য্য
হইয়া প্রত্যাগমন না করি । হে ভর ! আমাকে

ভর উবাচ ।

সিদ্ধিং কুরু সুখং যাহি মা চিন্তামগ্নিকাং তজ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো দেবাপি রমররাজাভিযুধ্যানতৎপরঃ ।
ঋত্বিজোহবেষ্য যত্নেন নত্বা তানৃত্বিজঃ পৃথক্
কৃতাজলিপুটো বালো দেবাপির্বা ক্যমব্রবীৎ ॥ ২৩

দেবাপিক্রবাচ ।

ভবন্তিষ্ট মথো রক্ষ্যো যজমানশ্চ দীক্ষিতঃ ।
পুরোধাশ্চ তথা রক্ষ্যঃ পত্নী ষা দীক্ষিতশ্চ তু
ভবৎসু তত্র পশ্যৎসু যজ্ঞঃ বিধ্বস্ত দৈত্যরাষ্ট্র
রাজাদয়স্তেন নীতান্তর যুক্ততমং ভবেৎ ॥ ২৪
অথাপ্যেতেদহং মন্ত্রে ভবন্তস্তানরোগিণঃ ।
দাতুমহন্তি তান্ সর্কানন্তথা শাপমহধ ॥ ২৬
ঋত্বিজ উচুঃ ।

মথেষ্মিঃ প্রথমং পূজ্যো হুগ্নিরেবাত্র দৈবতম্ ।

অনুজ্ঞা প্রদান কর । ১—২০ । ব্রহ্মা কহি-
লেন,—রাজপুত্র ভরও সযত্নে সমস্ত কার্য্য
নিশ্চয় করত সেই দেবাপিকে কহিলেন,—তুমি
সিদ্ধি লাভ কর, সুখে গমন কর, অল্পমাত্র
চিন্তাও করিও না । ব্রহ্মা কহিলেন,—
তারপর সেই বালক দেবাপি অমররাজের
চরণধ্যানে তৎপর হইয়া সযত্নে ঋত্বিক্-
গণের অন্বেষণপূর্ব্বক ভাঙ্গাদিগকে পৃথক্
পৃথক্ নমস্কার করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিল,
—যজ্ঞ-দীক্ষিত যজমান, পুরোহিত এবং
দীক্ষিত যজমানপত্নী—এই সকল আপনা-
দিগের রক্ষণীয় ; কিন্তু আপনাদিগের
সমক্ষেই দৈত্যপতি যজ্ঞ ধ্বংসপূর্ব্বক
রাজা প্রভৃতিকে লইয়া গেল, ইহা নিতান্তই
অনুচিত হইয়াছে—যুক্ততম হয় নাই । যাহা
হউক, এক্ষণে আপনারা সেই রাজা প্রভৃতি
সকলকেই নীরোগ ও সুস্থ শরীরে আনয়ন
করিয়া দিউন ; আমি হইই উপযুক্ত মনে
করি । যদি আপনারা এরূপ না করেন, তবে
আমাহইতে শাপ প্রাপ্ত হইবেন । ২১—২৬ ।
ঋত্বিক্গণ কহিলেন,—যজ্ঞেতে অগ্নিই প্রথমে
পূজিত হইবে, অগ্নিই যজ্ঞেতে দেবতা

তস্মাৎ ন জানীমো হুগীনাং পরিচারকাঃ ॥ ২৭

স এব দাতা ভোক্তা চ হর্তা কর্তা চ হব্যবাহি
ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বিকঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা দেবাপির্জাতবেদসম্ ।

পূজয়িত্বা যথাস্তায়মগ্নয়ে তন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৯

অগ্নিকবাচ ।

যথার্জিস্তথা চাহং দেবানাং পরিচারকঃ ।

হব্যং বহামি দেবানাং ভোক্তারো রক্ষকাস্তে

* দেবানাহুয় যত্নেন হবির্ভাগান্ পৃথক্ পৃথক্ ।

দাস্তেহহমেব দোষো মে তস্মাদ্ যাহি সুরান্

প্রতি ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাপিঃ স সুরান্ প্রাপ্য নত্বা তেভ্যঃ

পৃথক্ পৃথক্ ।

ঋত্বিক্যক্যং চাগ্নিবাক্যং শাপঞ্চাপি স্তবেদয়ৎ

এ নিমিত্ত অগ্নির পরিচারক—আমরা ইহার কিছুই জানি না । সেই হব্যবাহ অগ্নিই দাতা, ভোক্তা, হর্তা ও কর্তা । ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া সেই দেবাপি ঋত্বিকদিগকে পরিহার করিয়া জাতবেদা অগ্নিকে যথাস্তায়ে পূজাপূর্বক সেই বিষয় নিবেদন করিল । অগ্নি কহিলেন,—যেমন ঋত্বিকগণ, তেমন আমিও দেবতাদিগের পরিচারক মাত্র । আমি দেবতাদিগের হব্য বহন করি মাত্র; তাঁহারাই ভোক্তা; তাঁহারাই রক্ষক । আমি দেবতাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ আহ্বান-পূর্বক যত্ন সহকারে হবির্ভাগ প্রদান করিয়া থাকি; আমার এইমাত্র অপরাধ । অতএব তুমি দেবগণের প্রতি প্রস্থান কর । ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই দেবাপি তখন সুরগণসন্নিধানে গমন করত তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নমস্কারপূর্বক নিজের অভি-শাপ দানের কথা, ঋত্বিকদিগের বাক্য ও

* কচিদত্র "দেবপিকবাচে"তি পাঠস্তন্মতে
দেবানাহুয়ে"ত্যাদি কথাঞ্চ সমাধেয়ম্ ।

দেবা উচুঃ ।

আহুতা বৈদিকৈর্বৈত্বৈক্যং ত্রিগুণিত্যং যথাক্রমম্ ।

ভোক্ত্যামহে হবির্ভাগান্ স্বতন্ত্রা বিজোক্তম্ ॥ ৩৩

যস্মাদ্বেদানুগা নিত্যং বয়ং বেদেন চোদিতাঃ ।

পরতন্ত্রাস্ততো বিপ্র বেদেভ্যস্তন্নিবেদয় ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ ।

স দেবাপিঃ শুচির্ভূত্বা বেদানাহুয় যত্নতঃ ।

ধ্যানেন তপসা যুক্তো বেদাশ্চাপি পুরোহিতবন্

বেদানুবাচ দেবাপির্নমস্ত তু পুনঃপুনঃ ।

ঋত্বিক্যক্যং চাগ্নিবাক্যং দেববাক্যং স্তবেদয়ৎ ॥

বেদা উচুঃ ।

পরতন্ত্রা বয়ং তাত ঈশ্বরস্ত বশানুগাঃ ।

অশেষজগদাধারো নিরাধারো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৭

সর্বশক্ত্যেকসদনং নিধানং সর্বসম্পদাম্ ।

স তু কর্তা মহাদেবঃ সংহর্তা স মহেশ্বরঃ ॥ ৩৮

অগ্নির উত্তর বচন নিবেদন করিল । তাহা শুনিয়া দেবগণ কহিলেন,—আমরা বৈদিক মন্ত্রে ও ঋত্বিকগণ কর্তৃক আহুত হইয়া হবির্ভাগ ভক্ষণ করি; হে বিজোক্তম! আমরা স্বাধীন নহি । আমরা নিয়ত বেদানুগ; সেই জন্ত বেদ দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমরাদিগকে ঐ কার্য্য করিতে হয়; হে বিপ্র! এই নিমিত্ত তুমি বেদগণ সন্নিধানে এ কথা নিবেদন কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া সেই দেবাপি সুরী হইয়া বেদগণের আবাহনান্তে ধ্যান ও তপস্যায় নিযুক্ত হইল; বেদগণ তখন তাহার পুরোবর্তী হইলেন । দেবাপি বেদগণকে পুনঃপুনঃ নমস্কারপূর্বক ঋত্বিকবাক্য, অগ্নিবাক্য ও দেববাক্য নিবেদন করিল । ২৭—৩৬ । বেদগণ কহিলেন,—তাত! আমরাও পরতন্ত্র; স্বাধীন নহ । আমরা ঈশ্বরের বশানুগ । অশেষ জগতের আধার হইয়াও নিরাধার, নিরঞ্জন, সর্ব সত্ত্বের একমাত্র আশ্রয়, ও সর্ব সম্পদের নিধান সেই মহেশ্বর মহাদেবই (জগতের) কর্তা, তিনিই সংহর্তা । ব্রহ্মা ।

বয়ং শক্যমা ব্রহ্মণ বদামো বিদ্য এব চ ।
 অস্মাকমেতৎকৃত্যঃ স্তাষদামো যত্নু পৃচ্ছসি ॥
 কেন নীতাস্তন্ত নাম তৎপুরং তদ্বলং তথা ।
 ভক্তিভাঃ কিম্ নো নষ্টা এতজ্জানৌমহে বয়ম্ ॥
 যথা চ তব সামর্থ্যং যমারাধ্য চ যত্র চ ।
 স্তাদিত্যেতচ্চ জানৌমো যথা প্রাপ্যাসি
 তান্ পুরঃ ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধাবদেদানবিচার্য স্মৃতিরং হৃদি ॥ ৪২
 দেবাপিকুবাচ ।
 বেদা বদন্তেতদেব সৰ্বমেব যথার্থতঃ ।
 সৰ্বান্ প্রাপ্যে তলং নীতানলং তেভ্যো
 নমোহস্ত বঃ ॥ ৪৩
 বেদা উচুঃ ।

গৌতমীঃ গচ্ছ দেবাপে তত্র স্তহি মহেশ্বরম্ ।
 স্প্রসন্নস্তবাতীষ্টং দাস্ত্যেব কৃপাকরঃ ॥ ৪৪

আমরা শক্যম; এই নিমিত্ত সকলই
 বলিতে পারি এবং সকলই জানি ।
 আমাদের কৃত্য এই মাত্র । তুমি যাহা
 জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বলিতেছি । তোমার
 পিতা প্রভৃতিকে কে লইয়া গিয়াছে, তাহার
 নাম, তদীহ পুর, তাহার বল, এবং উহার
 ভক্তি হইয়াছে অথবা মরিয়াছে,—এই
 সকল আমরা জানি । তোমার যেমন
 সামর্থ্য, যেখানে যাহাকে আরাধনা করিয়া
 যে প্রকারে, আগামী কালে তাহাদিগকে
 পাইতে পার, এ সকল আমরা জানি ।
 ব্রহ্মা কহিলেন—দেবাপি এই বাক্য শ্রবণপূর্বক
 নিজান্তঃকরণে স্মৃতির কাল বিচার করিয়া
 বেদগণকে কহিল,—হে বেদগণ! পাতাল-
 তল-নীত সকলকে যাহাতে পাইতে পারি,
 যাহাতে তাহাদিগের কুশল হয়, এই
 সমস্তই বলুন, আপনাদিগকে নমস্কার ।
 দেবগণ কহিলেন,—ওহে দেবাপি! তুমি
 গৌতমী নদীতে গমন কর; সেখানে মহে-
 শ্বরকে স্তব কর; তাহাতে কৃপাকর মহেশ্বর
 স্প্রসন্ন হইয়া তোমার অতীষ্ট দান করি-

ভবেদেবঃ শিবঃ স্ত্রীতঃ স্ততঃ সত্যং মহামতে
 আষ্টি বৈশ্ণব নৃপতিস্তন্ত জায়া জয়া সতী ।
 পিতা তবাপ্যুপমহ্যন্তলে তিষ্ঠন্ত্যরোগিণঃ ॥ ৪৫
 বরদানামহেশস্ত মিথুং হৃদা চ রাক্ষসম্ ।
 যশঃ প্রাপ্যসি ধর্ম্মঞ্চ এতচ্ছক্যং ন চেতরং ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বদবচনান্বালে দেবাপিগৌতমীঃ গতঃ ।
 স্নাত্বা কৃতকর্ণো বিপ্রস্তষ্টাব চ মহেশ্বরম্ ॥ ৪৬
 দেবাপিকুবাচ ।

বালোহং দেবদেবেশ গুরুণাং ত্বং গুরুশ্রম ।
 ন মে শক্তিস্তৎস্তবনে তুভ্যং শস্তো নমোহস্ততে
 ন ত্বাং জানন্তি নিগমা ন দেবা মুনয়ো ন চ ।
 ন ব্রহ্মা নাপি বৈকুণ্ঠো যোহসি সোহসি
 নমোহস্ত তে ॥ ৪৭

যেহনাথা যে চ কৃপণা যে দরিদ্রাশ্চ রোগিণঃ ।

বেনই । মহামতে! দেব শিব স্তত হইলে
 নিশ্চিতই স্ত্রীত হইবেন । নৃপতি আষ্টি বৈশ্ণব,
 তদীয় জায়া সতী জয়া, আর তোমার পিতা
 উপমহ্য—ইহার সকলেই নীরোগ-দেহে
 পাতালতলে বিগ্ৰহমান আছেন । তুমি মহে-
 শ্বর বরদানপ্রভাবে মিথু রাক্ষসকে সংহার-
 পূর্বক যশ এবং ধর্ম্ম লাভ করিতে
 পারিবে । আমাদের এই পর্য্যন্তই শক্তি
 আছে; ইহাপেক্ষা আর কোন শক্তি নাই ।
 ব্রহ্মা কহিলেন,—বিপ্র বালক দেবাপি বেদ-
 গণের সেই বচনানুসারে গৌতমী নদীতে
 গমনপূর্বক স্নানান্তে কৃতকর্ণ (ধ্যানানন্দিত
 চিত্ত) হইয়া মহেশ্বরের স্তব আরম্ভ করিল ।
 —৪৬! দেবাপি কহিল,—হে দেব দেবেশ!
 আমি বালক; তুমি আমার গুরুগুরু
 গুরু । তোমার স্তব করিতে পারি, আমার
 এমত শক্তি নাই । শস্তো! তোমাকে
 নমস্কার করি । তোমাকে নিগমনিচয় সম্যক
 জানে না, দেবতারাও জানেন না;
 মুনিগণ, ব্রহ্মা, এমন কি বৈকুণ্ঠবাসী
 বিষ্ণুও জানেন না । তুমি যা হও, তাই হও,
 তোমাৎ নমস্কার করি । মহেশ্বর! লোকে

পাপাশ্রমো যে চ লোকে তাংস্ৰং পাসি মহেশ্বর
তপসা নিয়মৈর্ষত্রৈঃ পুজিতান্নিদিবৌকসঃ ।

অয়া দত্তং কলং তেভ্যো দাস্তস্তি জগতাং পতে
যাচিতারশ্চ দাতারস্তেভ্যো যদ্যন্ননীষিতম্ ।
লভতীতি ন চিত্রং স্মাৎ ত্বং বিপর্যয়কারকঃ ॥
যেহজ্ঞানিনো যে চ পাপা যে মগ্না নরকার্ণবে ।
শিবেতি বচনান্নাথ তান্ পাসি ত্বং জগদ্গুরো
ব্রহ্মোবাচ ।

এবম্ স্ববতস্তস্ত পুরঃ প্রাহ ত্রিলোচনঃ ॥৫৪
শিব উবাচ ।

বরং ব্রহ্মথ দেবাপে অলং দৈন্তেন বালক ॥
দেবাপিক্রবাচ ।

রাজানং রাজপত্নীঞ্চ পিতরঞ্চ গুরুং মম ।
প্রাপ্তুমিচ্ছে জগন্নাথ নিধনঞ্চ রিপোর্মম ॥ ৫৬
ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাপিবচনং শ্রুত্বা তথৈত্যাহাখিলেশ্বরঃ ।

যাহারা অনাথ, যাহারা রূপণ, যাহারা দরিদ্র,
যাহারা রোগী, যাহারা পাপাশ্রম,—তুমি সেই
সকলকেই ত্রাণ করিয়া থাক । হে জগৎ-
পতে ! তপস্যা, নিয়ম, মন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা
পুজিত হইয়া ত্রিদিববাসীরা মানবদিগকে
তোমার প্রদত্ত কলই প্রদান করিয়া থাকেন ।
সেই দেবতাদিগকে পূজোপচারাদি দানান্তে
প্রার্থনা করিলে মনীষিত সকল যে লাভ হয়,
তাহাতে কোনও বিচিত্রতা নাই ; যেহেতু
তুমিই সুখ-হঃখাদির বিপর্যয়কারক । হে
জগদ্গুরু নাথ ! যাহারা অজ্ঞানী, যাহারা
পাপী, যাহারা নরকার্ণবে মগ্ন হইয়াছে, তাহা-
রাও “শিব” এই বচন উচ্চারণ করিলেই তুমি
তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাক । ৪৮—৫৩।
ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই বালক এইরূপ
স্তব করিতে থাকিলে তদীয় পুরোভাগে
ত্রিলোচন আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—হে
দেবাপি ! বর প্রার্থনা কর ; দৈন্তে প্রয়োজন
নাই । দেবাপি কহিলেন,—হে জগন্নাথ !
রাজা, রাজপত্নী ও আমার গুরু পিতা,—
ইহাদিগকে পাইতে ইচ্ছা করি ; আর আমার

দেবাপেঃ সর্বমভবদাজয়া শঙ্করস্ত তৎ ॥ ৫৭
আহুয় স্বগণং * শঙ্কুর্দেবাপিকরণাকরঃ ।
নন্দিনং প্রেষয়ামাস ততঃ শূলেন নারদ ॥ ৫৮
রসাতলং মিথুং নন্দী হস্তা চানুরপুঙ্গবান্ ।
তৎপিত্রাদীন সমানীয় তন্মৈ তান্ স ভবেদময়ং
হয়মেধশ্চ তত্রাসীদাষ্টিষেণশ্চ ধীমতঃ ।
অগ্নিশ্চ ঋত্বিজো দেবা বেদাশ্চ ঋষয়োহক্রবন্ ॥
অগ্ন্যদয় উচুঃ ।

যত্র সাক্ষাদভূচ্ছঙ্কুর্দেবাপে ভক্তবৎসলঃ ।
দেবদেবো জগন্নাথো দেবতীর্থমভূচ্চ তৎ ॥৬১
সর্বপাপক্ষয়করং সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ।
পুণ্যদং তীর্থমেতৎ স্মাত্তব কীর্তিঞ্চ শাস্বতী ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

অশ্বমেধে নিবৃত্তে তু শুরাস্তেভ্যো বরান দদুঃ
স্বাহা কৃতার্থা গঙ্গায়াং ততস্তে দিবমাক্রমন্ ॥

সেই রিপূর নিধন কামনা করি । ব্রহ্মা
কহিলেন,—অখিলেশ্বর ত্রিলোচন দেবাপির
বচন শ্রবণে “তাহাই হইবে ” এই কথা কহি-
লেন ; এবং হে নারদ ! দেবাপির প্রতি
করণাকর, শঙ্কু স্বীয়গণপতি নন্দীকে আহ্বান-
পূর্বক শূল প্রদান করত রসাতলে প্রেরণ
করিলেন ! নন্দী তথায় গমনপূর্বক মিথুকে
অস্তান্ত অশুরপুঙ্গবগণ সহ হননপূর্বক
সেই দেবাপির পিত্রাদি সকলকেই আনয়ন
করিয়া দেবাপিকে সমর্পণ করিল । ধীমান্
রাজা অাষ্টিষেণের অশ্বমেধ যজ্ঞও সেই
স্থলেই সম্পাদিত হইল । তখন অগ্নি ঋত্বিক,
দেবতা, বেদ ও ঋষগণ কহিলেন,—হে
দেবাপি ! ভক্তবৎসল দেবদেব জগন্নাথ শঙ্কু
যেখানে সাক্ষাৎ হইয়াছেন, তাহার নাম হইল
—দেবতীর্থ । এই তীর্থ নরগণের সর্ব পাপ-
ক্ষয়কর, সর্বসিদ্ধিপ্রদ ও পুণ্যজনক ; ইহা
তোমার শাস্বতী কীর্তি । ব্রহ্মা কহিলেন,—
অশ্বমেধ যজ্ঞ নিবৃত্ত হইলে শুরগণ তাঁহা-
দিগকে বিবিধ বর প্রদান করিলেন । আর
পর তাঁহার কৃতার্থ হইয়া গঙ্গাতে স্নানান্তে

ততঃ প্রভৃতি তত্রাসংস্কারানি দশ পঞ্চ চ ।
সহস্রাণি শতাব্দিবুভয়োরপি তীরয়োঃ ।
তেষু নানঞ্চ দানঞ্চ হতীব কলদং বিহুঃ ॥ ৬৪
ইতি ত্রীত্বান্দ্রে আষ্টমৈণাদিতীর্থবর্ণনং নাম
সপ্তবিংশাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তপোবনমিতি খ্যাতং নন্দিনীসঙ্গমং তথা ।
সিদ্ধেশ্বরং তত্র তীর্থং গৌতম্য দক্ষিণে তটে ॥
শার্দূলকোতি বিখ্যাতং তেষাং বৃত্তমিদং শৃণু ।
যন্তাকর্ণনমাত্রেণ সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২
অগ্নিহোতা পুরা ত্বাসীদেবানাং হব্যবাহনঃ ।
ভার্য্যাং প্রাপ্তো দক্ষসুতাং স্বাহানারীঃ

সুরূপিণীম্ ॥ ৩

সানপত্যা পুরা চাসীৎ পুত্রার্থং তপ আবিশৎ
তপশ্চরন্তীঃ বিপুলং তোষয়ন্তীঃ হতাশনম্ ।

স্বর্গধামে গমন করিলেন। সেই হইতে ঐ
স্থানে গঙ্গার দুই কূলে অষ্টশতাদিক
পঞ্চদশ সহস্র তীর্থ সমুদ্ভূত হয়। সেই সকল
তীর্থে নান দানাদি অতীব কলপ্রদ। সুধী-
গণ ইহা অবগত আছেন। ৫৪—৬৪।

সপ্তবিংশাদিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টবিংশাদিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই গৌতমীর দক্ষিণ-
তটে তপোবন, নন্দিনীসঙ্গম, সিদ্ধেশ্বর এবং
শার্দূল নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে। উহাদের
এই বক্ষ্যমাণ বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।—যাহা
শ্রবণমাত্রে মানব সর্ষপাটে মুক্ত হইতে
পারে। পুরাকালে অগ্নি, দেবতাদিগের
হব্যবাহক হোতা ছিলেন। তিনি স্বাহা
নারী সুরূপিণী দক্ষসুতাকে ভার্য্যা প্রাপ্ত
হয়েন। সেই স্বাহা পূর্বে অনপত্যা থাকা
হেতু পুত্র লাভার্থ তপস্বী আশ্রয় করেন।

স তর্জা হতভুক্ প্রাহ ভার্য্যাং স্বাহামনিদিতাম্
অগ্নিকবাচ ।

অপত্যানি ভবিষ্যন্তি মা তপঃ কুরু শোভনে ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তর্জ্বাক্যং নিবৃত্তা তপসোহভবৎ ।
ত্রীণামভীষ্টদং নান্ততর্জ্বাক্যং বিনা কচিৎ ॥ ৬
ততঃ কতিপয়ে কালে তারকাস্তয় আগতে ।
অনুৎপন্নৈর্কার্ত্তিকেয়ে চিরকালরহোগতে ॥ ৭
মহেশ্বরে ভবান্তা চ ব্রহ্মা দেবাঃ সমাগতাঃ ।
দেবানাং কার্য্যাসিদ্ধ্যর্থমগ্নিং প্রোচুর্দিবৌকসঃ ॥৮
দেবা উচুঃ ।

দেব গচ্ছ মহাভাগ শম্ভুং ত্রৈলোক্যপূজিতম্ ।
তারকাস্তয়মুৎপন্নং শম্ভবে ত্বং নিবেদয় ॥ ৯
অগ্নিকবাচ ।

ন গন্তব্যং তত্র দেশে দম্পত্যোঃ স্থিতয়ো ব্রহঃ
সামান্তমাত্রতো ন্যায়ঃ কিং পুনঃ শূলপাণিনি ॥১০

তিনি বিপুল তপস্বীচরণ দ্বারা হতাশনের
সন্তোষ সাধন করিতে থাকিলে তর্জা হতভুক্
সেই অনিদিতা ভার্য্যাকে কহিলেন,—
শোভনে! তোমার অনেক অপত্য হইবে;
অতএব আর তপস্বী করিও না। ব্রহ্মা
কহিলেন,—স্বাহা, তর্জার এই বাক্য শ্রবণে
তপস্বী হইতে নিবৃত্তা হইলেন। তর্জ্বাক্য
ভিন্ন আর কিছুই ত্রীদিগের ত্রীতি-
সাধক নাই। তারপর কিছুকাল গত হইলে,
তারকাস্তুর হইতে ভয় উপস্থিত হইল।
মহেশ্বর ও ভবানী সূচিরকাল একান্তে সঙ্গত
থাকিলেন, তথাপি কার্ত্তিকেয় উৎপন্ন হইলেন
না। কাজেই স্বর্গবাসী দেবগণ ভয়ব্রত
হইয়া নিজ কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত অগ্নিসন্নিধানে
আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা কহিলেন,
—হে দেব অগ্নে! তুমি ত্রৈলোক্যপূজিত
শম্ভুর সমীপে যাও, তারক হইতে উৎপন্ন
এই ভয়ের কথা শম্ভুসন্নিধানে নিবেদন
কর। অগ্নি কহিলেন,—সে স্থানে যাওয়া
বিধেয় নহে, দম্পতী ব্রহঃস্থানে অবস্থান
করিলেই সামান্ততঃ এইরূপ নীতি আছে;

একান্তস্থিতয়োঃ শৈবঃ জগতোর্ধ্বঃ সরাগয়োঃ
দম্পত্যোঃ শৃগুয়াধাক্যঃ নিরয়াস্তস্ত নোদ্ধৃতিঃ ॥
স স্বাম্যাখিললোকানাং মহাকালশিশূলবান্ ।
নিরীক্ষণীয়ঃ কেন স্তাভবাত্তা রহসি স্থিতঃ ॥ ১২
দেবা উচুঃ ।

মহাভয়ে চারুগতে স্তায়ঃ কোহয়ত্র বর্ণ্যতে ।
তারকাস্তয় আপন্নৈ গচ্ছ ত্বং তারকো ভবান্ ॥
মহাভয়াকৌ সাধুনাং যৎপরার্থায় জীবিতম্ ।
রূপেণাস্তেন বা গচ্ছ বাচং বদ যথা তথা ॥ ১৪
বিশ্রাব্য দেববচনং শঙ্কুমাগচ্ছ সত্বরঃ ।
ততো দাস্তামহে পূজামুভয়োলোকয়োঃ কবে ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ভকো ভূত্বা জগামাত্ত দেববাক্যাকুতাশনঃ ॥
যত্রাসীজ্জগতাঃ নাথো রমমাণস্তদোময়া ।
স তীতবদধ প্রায়াচ্ছুকো ভূত্বা তদাননঃ ॥

যে, তথায় গমন করিতে নাই; তাহাতে
শূলপাণি বিষয়ে আর কথা কি? যে ব্যক্তি
একান্তাবস্থিত সানুরাগ নিঃসঙ্কোচে কথোপ-
কথমকারী দম্পতির বাক্য শ্রবণ করে, তাহার
নিরয় হইতে উদ্ধার নাই। ভবানীর সহিত
রহঃস্থানস্থিত শিশূলবান্ অখিললোকস্বামী
সেই মহাকাল কাহার নিরীক্ষণীয় হইতে
পারেন? ১—১২। দেবগণ কহিলেন,—
মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে স্তায়ের
কথা বলিতেছ কি? তারক হইতে ভয়
আপন্ন হইয়াছে, এমতাবস্থায় তুমি যাও;
আপনিই আমাদিগের তারক হও। যেহেতু
মহাভয়াক্রিতে সাধুদিগের জীবিত, পরার্থ-
সাধকই হইয়া থাকে। তুমি এইরূপে
বা অন্তরূপে গমন কর; যে ভাষায় ইচ্ছা,
কথা কহিও। দেবতাদিগের প্রার্থনাবাক্য
শঙ্কুকে শ্রবণ করাইয়া সত্বর প্রত্যাগমন কর।
হে কবে! তাহা হইলে উভয় লোকে
তোমার পূজা প্রদান করিব। ব্রহ্মা কহিলেন,
—হুতাশন তাদৃশ দেববচনানুসারে, শুক
হইয়া আত্ম প্রস্থান করিলেন। সেই অনন্ত,
যেখানে উমার সঙ্গে রমমাণ জগন্নাথ

নাশকদ্বারদেশে তু প্রবেষ্টুঃ হব্যবাহনঃ ।
ততো গবাকদেশে তু তস্থৌ ধুব্রধোমুখঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা প্রহসন্ শঙ্কুমাং প্রাহ রহোগতঃ ॥
শঙ্কুবাচ ।
পশু দেবি শুকং প্রাপ্তং দেববাক্যাকুতাশনম্
ব্রহ্মোবাচ ।
লজ্জিতা চাবদদেবমলং দেবেতি পার্শ্বতী ॥২০
পুরন্দরস্তং দেবেশো হস্মিঃ তং বিজরুণিণম্ ।
আহুয় বহুশচাপি জাতোহস্ত্রেহয়ত্র মা'বদ ।
বিদাবয়স্ব স্বমুখং গৃহাণেদং নয়স্ব তৎ ॥ ২১
ইত্যুক্তা তস্ত চাস্ত্রেহয়ে রেতঃ স প্রাক্ষিপৎস্ব
রেতোগর্ভস্তদা চার্নিগন্তং নৈব চ শক্তবান্ ॥
সুরনজাততস্তীরং শ্রাস্তোহগ্নিরূপতস্থিবান্ ।
কৃত্তিকানু চ তদ্রেতঃপ্রক্ষেপাৎ কার্ত্তিকোহতবৎ
অবশিষ্টেঞ্চ যৎকিঞ্চিদগ্নের্দেহে চ শাস্তবম্ ॥

শিব বিরাজমান, তথায় শুকাঁকারে তীত-
ভাবে গমন করিলেন; কিন্তু সেই হব্যবাহন
দ্বারদেশে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন
না। পরে তিনি গবাক-দেশে পক্ষকম্পন
করত অধোমুখে অবস্থিত হইলেন। রহো-
গত শঙ্কু তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্তে উমাকে
বলিলেন,—দেবি! দেখ, দেব-বাক্যানুসারে
শুকাকারে সমাগত হুতাশনকে দর্শন
কর। ১৩—১৯। ব্রহ্মা কহিলেন,—দেবী
পার্বতী তখন লজ্জিতা হইয়া ‘দেব! আর
প্রয়োজন নাই’ এই কথা বলিলেন, দেবেশ
শিব সেই শুকপাক্ষিক্রুণী অগ্নিকে বারবার
আহ্বানপূর্বক “অগ্নে! তুমি জাত হইয়াছ;
আর কিছু বলিতে হইবে না; নিজ মুখ
বিস্তার কর; এই তাহা লও।” এই বলিয়া
সেই অগ্নির মুখে বহুল পরিমাণে রেতঃক্ষেপ
করিলেন। অগ্নি তখন রেতোগর্ভ হইয়া গমন
করিতে অসমর্থ হইলেন। অতি কষ্টে যাইতে
নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া সুরনদীর তীরে অবস্থিত
হইলেন এবং তথায় সমাগত কৃত্তিকাতে
সেই রেতঃপ্রক্ষেপ করিলেন। তাহাতেই
কার্ত্তিক জন্মিলেন। শঙ্কুর সেই রেতঃ

তদেব রেতো বহিঃ স্বভাৰ্য্যায়াঃ দ্বিধাক্ষিপৎ
 স্বাহায়াঃ প্রিয়ভূত্যাং পুত্রার্থিতাঃ বিশেষতঃ ।
 পুত্রা সাংখ্যসিতা তেন সন্ততিস্তে ভবিষ্যতি ॥২৫
 তদ্বহ্নিনাথ সংসৃত্য তৎক্ষিপ্তং শাস্তবং মহঃ ।
 তদগ্রে রেতসন্তস্তাং জজ্ঞে মিথুনমুত্তমম্ ॥ ২৬
 সুবর্ণশ্চ সুবর্ণা চ রূপেণা প্রতিমং ভূবি ।
 অগ্নেঃ প্রীতিকরং নিত্যং লোকানাং প্রীতিবর্ধনম্
 অগ্নিপ্রীত্যা সুবর্ণাং তাং প্রাদাক্ষর্যায় ধীমতে ।
 সুবর্ণগ্ৰাথ পুত্রস্ত সঙ্কল্পামকরোৎ প্রিয়াম্ ॥
 এবং পুত্রস্ত পুত্রাশ্চ বিবাহমকরোৎ কবিঃ ॥২৮

অন্তান্তরেতোবাতিসঙ্গদোষা-

দগ্নেরপত্যমুভয়ং তথৈব ।

পুত্রঃ সুবর্ণো বহুরূপরূপী

রূপাণি কৃতা সুরসত্তমানাম্ ॥ ২৯

ইন্দ্রস্ত বায়োরধনদস্ত ভাৰ্য্যাঃ

জলেশ্বরস্তাপি মুনীশ্বরানাম্ ।

অগ্নির দেহে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র অবশিষ্টে রহিল ।
 বহির প্রিয়তমা নিজ ভাৰ্য্যা স্বাহা পুত্রাগ্নিনি
 ছিলেন ; বিশেষতঃ পূৰ্বে বহি সেই স্বাহাকে
 “তোমার সন্ততি হইবে” এইরূপ আশাসও
 দিয়াছিলেন ; এক্ষণে সেই কথা স্মরণ
 হওয়ায় বহি, শত্ৰুর অবশিষ্ট রেতঃ সেই
 ভাৰ্য্যাতে হইভাগে নিক্ষেপ করিলেন ।
 অগ্নি-নিহিত সেই তেজ হইতে সেই স্বাহাতে
 একটা উত্তম অপত্য মিথুন জন্মিল । ঐ মিথু-
 নের একটা সুবর্ণ অপরাটা সুবর্ণা । উভয়েই
 রূপে ভূতলে অনুপম হইল । উহার অগ্নির
 নিত্য প্রীতিকর ও লোকসকলের প্রীতিবর্ধক ।
 অগ্নি সেই সুবর্ণা কন্তাকে ধীমান ধর্ম্মকে
 সম্ভাদান করেন । আর সুবর্ণ পুত্রের সঙ্কল্প
 নানী পত্নী সংগ্রহ করিয়া দিলেন । সেই
 কবি বহি এইরূপে পুত্র কন্তার বিবাহ কার্য্য
 সমাধান করিলেন । ২০—২৮ । অগ্নির সেই
 পুত্র-কন্তা, অন্তান্তরেতো-মিশ্রণে জন্মিয়া-
 ছিল বলিয়া উহার চুচরিত্র হইল । তাঁহার
 পুত্র সুবর্ণ বহুরূপরূপী ; সে সুরসত্তমগণের
 বিভিন্ন রূপ ধারণ করত ইন্দ্র, বায়ু, ধনদ,
 জলেশ্বর, বরুণ ও অন্তান্ত মুনীশ্বরদিগের

ভাৰ্য্যা গচ্ছত্যনিশং সুবর্ণো
 যন্তাঃ প্রিয়ং যচ্চ বপুঃ স কৃতা ॥ ৩০
 যাতি কচিচ্চাপি কবেস্তনুজ-
 স্তদভর্জরূপঞ্চ পতিব্রতাসু ।
 কৃত্বানিশং তাভিরদারভাবঃ
 কুর্ষন্ কৃতার্থং মদনং স রেমে ॥ ৩১
 কৃতা গতা কাপি চৈবঃ সুবর্ণা
 ধর্ম্মস্ত ভাৰ্য্যাপি সুবর্ণনাম্বী ।
 স্বাহাসুতা স্মৈরিনী সা বভূব
 যন্তাপি যন্তাপি মনোগতা যা ॥ ৩২
 ভাৰ্য্যাস্বরূপা সৈব ভূত্বা সুবর্ণা
 রেমে পত্নীমানুমানাসুবাংশ্চ ।
 দেবানুষীন পিতৃরূপাংস্তথাস্থান
 রূপোদার্য্যাস্থৈর্য্যাগাস্তীর্থযুক্তান ॥ ৩৩
 যাভিপ্রেতা যন্ত দেবস্ত ভাৰ্য্যা
 তজ্রুপা সা রমতে তেন সার্কম্ ।
 নানাভেদৈঃ করণৈশ্চাপ্যনেকৈ-
 রাকর্ষন্তী তন্ময়ঃ কামসিদ্ধিম্ ॥ ৩৪

ভাৰ্য্যাতে সতত সঙ্গম করিতে লাগিল ।
 যে রমণীর যে আকার প্রিয় বলিয়া বুঝিতে
 পারিল, সেইরূপ দেহ ধারণ করিয়াই তাহাতে
 উপগত হইতে লাগিল । সেই কবিনন্দন
 এইভাবে কত পতিব্রতা নারীতে তৎপতির
 আকার ধারণপূর্বক সঙ্গত হইল । সেই
 সুবর্ণ এই প্রকারে রমণীগণে অনিশ এইরূপ
 ভাব প্রদর্শন করত মদনকে কৃতার্থ করিয়া
 বিহারপরায়ণ হইল । সেই অগ্নিতনয়া
 সুবর্ণাও স্মৈরিনী হইয়া যাহাকে যাহাকে মনো-
 মত বোধ করিল, তাহারই ভাৰ্য্যারূপ ধরিয়া
 রমণ করিতে থাকিল । এইভাবে সেই সুবর্ণা
 মানুষ, অসুর, দেব, ঋষি ও পিতৃগণের
 মধ্যে রূপ, উদার্য্য, স্থৈর্য্য ও গাস্তীর্থযুক্ত
 ব্যক্তিতেই রমণ করিতে লাগিল । যে
 দেবতার যে রমণী প্রিয়া ভাৰ্য্যা বলিয়া বুঝিল,
 তাহারই আকার ধারণে তদীয় পতিসহ সঙ্গত
 হইতে লাগিল । সে নানাবিধ রূপ ধারণ ও
 বিবিধ আচরণ দ্বারা সেই সেই ব্যক্তিরই মন

এবং সুবর্ণস্ত নিরীক্ষ্য চেষ্টা-
ময়েঃ সুনোঃ পুজিকারান্তথায়েঃ ।
সর্কে চ শেপুঃ কুপিতান্তদায়েঃ
পুত্রঞ্চ পুত্রীঞ্চ সুরাসুরান্তে ॥ ৩৫

সুরাসুরা উচুঃ ।

কৃতং যদেতদ্য্যভিচাররূপং
যচ্ছদ্যনা বর্তনং পাপরূপম্ ।
তস্মাৎ সূতস্তে ব্যভিচারবাংশ্চ
সর্বত্রগামী জায়তাং হব্যবাহ ॥ ৩৬
তথা সুবর্ণাপি ন চৈকনিষ্ঠা

ভূয়াদগ্রে নৈকতৃপ্তা বহুশ্চ ।

নানাজাতীর্নিন্দিতান্ দেহভাজে।

ভজিত্বী স্তাদেষ দোষশ্চ পুত্র্যাঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেতচ্ছাপবচনং শ্রুত্বাগ্নিরতিভীতবৎ ।
মামভ্যেত্য তদোবাচ নিকৃতিং বদ পুত্রয়োঃ ॥
তদাহমব্রবং বহু গৌতমীঃ গচ্ছ শঙ্করম্ ।

স্বহ্ম তত্র মহাবাহো নিবেদয় জগৎপতেঃ ॥ ৩৯

মাহেশ্বরেণ বীৰ্য্যেণ তব দেহস্থিতেন চ ।

এবংবিধং অপত্যং তে জাতং বহু ততো

ভবান্ ॥ ৪০

নিবেদয়স্ব দেবায় দেবানাং শাপমীদৃশম্ ।

স্বাপত্যরক্ষণায়াসৌ শত্ৰুঃ শ্রেয়ঃ করিষ্যতি ॥ ৪১

স্বহি দেবঞ্চ দেবীঞ্চ তক্ত্যা প্রীতো ভবেচ্ছিবঃ

ততঃপত্যবিষয়ে প্রিয়ান্ কামানবাপ্যসি ॥ ৪২

ততো মদ্যচনাদগ্নির্গঙ্গাং গতা মহেশ্বরম্।

তুষ্ণাব নিয়তো বাট্যৈঃ স্ততিভির্বেদসম্মি : ॥

অগ্নিক্রবাচ ।

বিশ্বস্ত জগতো ধাতা বিশ্বমূর্তির্নিরঞ্জনঃ ।

আদিকর্তা স্বয়ম্ভুশ্চ তং নমামি জগৎপতিম্ ॥ ৪৪

যোহগ্নির্ভূত্বা সংহরতি স্রষ্টা বৈ জলরূপতঃ ।

স্বর্ধারূপেণ যঃ পাতি তং নমামি চ ত্র্যম্বকম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রসন্নো ভগবাননন্তঃ শতুরব্যয়ঃ ।

আকর্ষণ করত স্বীয় কাম সিদ্ধি করিতে
থাকিল। অগ্নির পুত্র সুবর্ণের ও তদীয়
পুত্রিকা সুরা গার এই প্রকার ছুরাচার দর্শনে
সুরাসুরাদি সকলেই কুপিত হইয়া তাহা-
দিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন।
সুরাসুরগণ বলিলেন,—হে হব্যবাহ !
তোমার পুত্র কপটতা অবলম্বনপূর্বক এই
যে ব্যভিচাররূপ অতিশয় পাপাচরণ
করিয়াছে, এজন্য সে সর্বত্রগামী ও ব্যভি-
চারবান্ হউক। আর হে অগ্নে ! তোমার
কন্যা সুবর্ণাও একনিষ্ঠা নহে: এক ব্যক্তিতে
তাহার ভূপ্তি নাই বলিয়া দেও নানাজাতীয়
নিন্দিত বহু দেহীকে ভজনা করিবে।
তোমার পুত্রী এই দোষ হইবে। ২৯—৩৭।
ব্রহ্মা কহিলেন,—অগ্নি এই শাপবচন
শ্রবণে অতি ভীতচিত্তে আমার নিকটে
আসিয়া কহিলেন,—ব্রহ্মান্ ! মদীয় পুত্র
কন্যার শাপ-নিকৃতির উপায় বলুন। তখন
আমি কহিলাম,—হে বহু ! তুমি গৌতমী
নদীতে গমন কর, হে মহাবাহো ! তথায়

শঙ্করের স্তব করিয়া সেই জগৎপতির সন্নি-
ধানে এই বৃত্তান্ত নিবেদন কর। হে বহু !
তোমার দেহস্থিত মহেশ্বরবীৰ্য্য দ্বারা তদীয়
এবাস্থ্য অপত্য জন্মিয়াছে। এই নিমিত্ত
সেই দেব-সমীপে এই দেব-শাপ-বিবরণ
নিবেদন কর; সেই শত্ৰু স্বকীয় অপত্য রক্ষ-
ণার্থ শ্রেয়ো-বিধান করিবেন। তুমি সেই
দেব ও দেবীর স্তব কর; তাহা হইলে শিব
তোমার ভক্তিতে প্রীত হইবেন। তাহাতে
অপত্য বিষয়ে প্রিয় কামনা লাভ করিতে
পারিবে। বহু মদীয় এই বাক্য শুনিয়া
গঙ্গায় গমনপূর্বক নিয়ত হইয়া বেদসম্মিত
স্ততিবচনে মহেশ্বরকে স্তব করিতে আরম্ভ
করিলেন। অগ্নি কহিলেন,—যিনি সমগ্র
জগতের ধাতা, বিশ্বমূর্তি, নিরঞ্জন, আদি-
কর্তা, স্বয়ম্ভু, সেই জগৎপতি শিবকে
নমস্কার করি। যিনি অগ্নি হইয়া সংহার
করেন, জল হইয়া সৃষ্টি করেন, স্বর্ধারূপে
যিনি পালন করেন, আমি সেই ত্র্যম্বক
শিবকে নমস্কার করি। ৩৮—৪৫। ব্রহ্মা বলি-

বরেণ চন্দ্রমাস পাবকঃ সুরপূজিতম্ ॥ ৪৫
স বিনীতঃ শিবঃ প্রাহ তব বীৰ্য্যঃ ময়ি স্থিতম্
ভেন জাতঃ সূতো রম্যঃ সূবর্ণে লোকবিক্রমতঃ
তথা সূবর্ণা পুত্রী চ তস্মাদেব জগৎপ্রভো ।
অন্তোন্তবীৰ্য্যসন্ধাচ্চ তদোষাত্তয়ঃ স্থিদম্ ॥ ৪৬
ব্যভিচারায় সন্দোষক্ অপত্যমভবচ্ছিব ।
শাপঃ দহঃ সুরাঃ সর্কঃ তয়োঃ শাস্তিঃ

কুরু প্রভো ॥ ৪৯

তদগ্ৰিবচনচ্ছবুঃ প্রোবাচেদং শুভোদয়ম্ ॥ ৫০
শম্ভুকবাচ ।

মহাবীৰ্য্যাদভবন্তঃ সূবর্ণে ভূরিবিক্রমঃ ।
সমগ্রা ঋক্ষয়ঃ সর্কঃ সূবর্ণেহস্মিন্ সমাহিতাঃ ॥
ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো বহু শৃণু বচো মম ।
জ্ঞাণামপি লোকানাং পাবনঃ স ভবিষ্যতি ॥ ৫২
স এব চায়ুতং লোকে স এব সুরবল্লভঃ ।

লেন,—তার পর ভগবান্ অনন্ত অব্যয় শম্ভু প্রসন্ন হইয়া সুরপূজিত সেই পাবককে বরদানে উত্তত হইলেন। সেই অগ্নিও তখন বিনীতভাবে শিবকে কহিলেন,— ভগবন্! তোমার বীৰ্য্য আমাতে যাহা ছিল, তাহা হইতেই এই লোকবিক্রম রম্য পুত্র সূবর্ণ জন্মিয়াছে। আর হে জগৎ-প্রভো! সূবর্ণা নামী পুত্রীও তাহা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। অন্তোন্ত বীৰ্য্যের মিশ্রণ জন্ত যে দোষ, তাহাতেই এই উভয় সন্তান ব্যভিচারাত্মক দোষযুক্ত হইয়াছে। হে শিব! সেই সন্দোষ অপত্যদ্বয়ের প্রতি সুরগণ সকলে মিলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছেন। প্রভো! উহাদিগের এই শাপের আপনি শাস্তি বিধান করুন। অগ্নির সেই বচনানুসারে শম্ভু এই শুভোদয় বাক্য কহিলেন;—আমার বীৰ্য্য : তোমাতে নিহিত হওয়ায় তোমা হইতে ভূরিবিক্রম সূবর্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই সূবর্ণে সমগ্র ঋক্ষ সমাহিত হইবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বহু! আরও আমার বাক্য শুন; সেই সূবর্ণ তিন লোকেই পাবনসাধন হইবে।

স এব ভুক্তিমুক্তী চ স এব মধ্যদক্ষিণা ॥ ৫৩
স এব রূপঃ সর্কস্ত গুরুণামশ্যসৌ গুরুঃ ।
বীৰ্য্যঃ শ্রেষ্ঠতমঃ বিদ্যাবীৰ্য্যঃ যন্তো যচ্ছমম্ ॥
বিশেষতঃস্থি কিপ্তং তন্ত কা স্তাঘিচারণা ।
হীনঃ ভেন বিনা সর্কঃ সম্পূর্ণান্তেন সম্পদঃ ॥ ৫৫
জীবন্তোহপি মৃত্যুঃ সর্কঃ সূবর্ণেন বিনা নরাঃ
নির্গুণোহপি ধনী যাত্নঃ সন্তুগোহপ্যধনো নহি
তস্মিন্নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ সূবর্ণাঙ্কি ভবিষ্যতি ॥
তথা চৈষা সূবর্ণাপি স্তাহংকৃষ্টাপি চঞ্চলা ।
অনয়া বৌদ্ধিতঃ সর্কঃ ন্যূনঃ পূর্ণঃ ভবিষ্যতি ॥
তপসা জপহোমৈশ্চ যেযং প্রাপ্যা জগন্তয়ে ।
তস্তাঃ প্রভাবঃ প্রাশস্ত্যময়ে কিঞ্চিচ্চ কীর্ত্যতে
সর্কজ য়া তু সন্তিষ্ঠেদায়াতু বিচরিস্যতি ।
সূবর্ণা কমলা সাক্ষাৎ পবিজ্ঞা চ ভবিষ্যতি ॥ ৬০

লোকে ঐ সূবর্ণই অমৃত-স্বরূপ এবং উহাই সুরগণের বল্লভ। ঐ সূবর্ণই ভুক্তি ও মুক্তি এবং উহাই মধ্য-দক্ষিণা-স্বরূপ; সে-ই সকলের রূপ, ও গুরু সকলেরও গুরু। বীৰ্য্যই সর্ক-পেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বস্তু বলিয়া জানিবে; বিশেষতঃ আমার বীৰ্য্য অতীব উত্তম। তাহা আবার তোমাতে কিপ্ত হইয়াছে; সূতরাং তাহার সম্বন্ধে আর বিচার কি? তাহা তির সকলেই হীন হয়, আর তাহা দ্বারা পূর্ণ থাকিলে সকল সম্পদই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। সূবর্ণ তির নরগণ সকলেই জীবিত থাকিয়াও মৃত। নির্গুণ ব্যক্তিও ধনী হইলে যাত্ন হয়, কিন্তু সন্তুগ জনও অধন হইলে যাত্ন হইতে পারে না। অতএব এই সূবর্ণ অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই হইতে পারিবে না। এইরূপ এই সূবর্ণও চঞ্চলা হইলেও উৎকৃষ্টা বলিয়া গণ্য হইবে। যাহা ন্যূন, ইহা কর্তৃক বৌদ্ধিত হইয়া তাহা পূর্ণ হইবে। হে অগ্নে! জগন্তয়ে ইহাকে তপস্যা, জপ ও হোমাদি দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে, ইহার প্রভাব ও প্রশস্ততা কিঞ্চিৎ কীর্তন করি। ইনি সর্কজই অবস্থান করিবেন, সর্কজই যাতায়াত করিবেন ও

অন্য প্রভৃতাঙ্গজমোস্তথা শৈবঃ বিচেষ্টতোঃ ।
তথাপি চৈতয়োঃ পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুक्তা ততঃ শঙ্কুঃ সাক্ষাত্ত্রাভবচ্ছিবঃ ।
লিঙ্গরূপেণ সর্বেষাং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
বরান্ প্রাপ্য সূতাভ্যাং স অগ্নিস্থষ্টোহভবততঃ
স্বতন্ত্রা চ সূবর্ণা সা ধর্ম্মোণ্যগ্নিসূতা মুদা ।
বর্ত্তয়ামাস পুত্রোহপি বহুঃ সঙ্কল্পয়া মুদা ॥ ৬৪
এতশ্চিরন্তরে স্বর্ণামগ্নেহু হিতরং মূনে ।
পরিভূয় চ ধর্ম্মং তং শার্দূলো দানবেশ্বরঃ ॥ ৬৫
অহরন্তাগ্যাসৌভাগ্যবিলাসবসতিং ছলাৎ ।
নীতা রসাতলং তেন সূবর্ণা লোকবিশ্রুতা ॥ ৬৬
জামাতায়েঃ স ধর্ম্মশ্চ অগ্নিশ্চৈব স হব্যবাহি ।
বিকবে লোকনাথায় স্তব্ধা চৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৬৭
কার্যবিজ্ঞাপনকোভৌ চক্রভূঃ প্রভবিকবে ॥

বিচরণলীল হইবেন । এই সূবর্ণাই সাক্ষাৎ
কমলা; ইনি পবিত্র হইবেন । তোমার
আম্বজ-হৃদয়ের তাদৃশ শৈববিহার-দোষ
ধাকিলেও, অন্য হইতে উহাদের যেরূপ পুণ্য
মির্দ্বিষ্ট হইল, তাদৃশ পুণ্য অত্র কাহারও
হয় নাই, হইবেও না । ৪৬—৬১ । ব্রহ্মা
কহিলেন,—শঙ্কু বহিকে এই কথা কহিয়া
লোকসকলের হিতকামনায় সেইখানে লিঙ্গ-
রূপে প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইয়া রহিলেন । সেই
অগ্নি উক্তরূপ বরলাভে পুত্রকন্তাসহ পরি-
ভূষ্ট হইলেন । অগ্নিসূতা সূবর্ণাও নিজ
ভর্ত্তা ধর্ম্মের সহিত সানন্দে কালান্তিপাত
করিতে লাগিলেন । বহির পুত্র সূবর্ণও
সঙ্কল্পার সহিত হৃষ্টচিত্তে রহিলেন । হে মূনে,
নারদ ! ইত্যবসরে শার্দূল নামক দানবেশ্বর
ধর্ম্মকে পরাভব করিয়া, সেই ভাগ্য-
সৌভাগ্য-নিমিত্ত লোকবিশ্রুতা অগ্নি-
নন্দিনী সূবর্ণাকে ছলক্রমে অপহরণপূর্ব্বক
রসাতলে লইয়া গেল । তখন অগ্নির জামাতা
ধর্ম্ম এবং সেই হব্যবাহ অগ্নি উভয়ে মিলিত
হইয়া লোকনাথ প্রভবিকু বিকুকে পুনঃপুনঃ
স্তব করিয়া এই ঘটনা বিজ্ঞাপন করিলেন ।

ততশ্চক্রেণ বিচ্ছেদ শার্দূলশ্চ শিরো হরিঃ ॥ ৬৮
সানীতা বিকুনা দেবী সূবর্ণা লোকসুন্দরী ।
মহেশ্বরসূতা চৈব অগ্নৈশ্চৈব তথা প্রিয়া ॥ ৬৯
মহেশ্বরায় তাং বিকুর্দর্শয়ামাস নারদ ।
ঐতোহভববন্মহেশোহপি সম্বজে তাং
পুনঃপুনঃ ॥ ৭০
চক্রং প্রকালিতং যত্র শার্দূলচ্ছেদি দীপ্তিমৎ
চক্রতীর্থস্ত বিখ্যাতং শার্দূলকৈতি তথিহুঃ ।
যত্র নীতা সূবর্ণা সা বিকুনা শঙ্করাস্তিকম্ ।
ততীর্থং শঙ্করং জ্যেষ্ঠং বৈকবং সিদ্ধমেব তু ॥
যত্রানন্দমল্পপ্রাপ্তো হর্গিধর্ম্মশ্চ শাস্বতঃ ।
আনন্দাঙ্গাণি স্তপতন্ যত্রাগ্নেয়ুনিসত্তম ॥ ৭৩
আনন্দেতি নদী যাতা তথা বৈ নন্দিনীতি চ ।
তস্তাশ্চ সঙ্গমঃ পুণ্যো গঙ্গায়াং তত্র বৈ শিবঃ ॥
তত্রৈব সঙ্গমে সাক্ষাৎ সূবর্ণাচাপি সংস্থিতা ।

হরি তাহা শুনিয়া চক্রদ্বারা সেই শার্দূল-
দানবের শিরচ্ছেদ করিলেন । পরে
অগ্নির প্রিয়তমা কন্যা, মহেশ্বর-বীৰ্য্যোৎপন্ন
লোকসুন্দরী দেবী সূবর্ণাকে বিকু আনন্দ-
পূর্ব্বক মহেশ্বরকে দেখাইলেন । হে নারদ !
মহেশ্বর তাহাতে প্রীত হইলেন এবং সূবর্ণাকে
বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন । সেই শার্দূল-
চ্ছেদী দীপ্তিমৎ বিকুচক্র যে স্থলে প্রকালিত
হইয়াছিল, উহা চক্রতীর্থ ও শার্দূলতীর্থ
নামে বিখ্যাত হইল । বিকু যে স্থানে সেই
সূবর্ণাকে শঙ্করসম্মিধানে লইয়া গিয়াছিলেন,
তাহাকে শঙ্করতীর্থ জানিবে এবং উহা বৈকব-
তীর্থ বলিয়াও প্রসিদ্ধ হয় । ৬২—৭২ । মুনি-
সত্তম, নারদ ! যেখানে অগ্নি ও ধর্ম্ম সূবর্ণাকে
প্রাপ্ত হওয়ায় অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন,—সেখানে অগ্নির আনন্দাঙ্গ বিপ-
ত হইয়াছিল, তথায় আনন্দা নাম্নী নদী
উৎপন্ন হইয়াছে । এই নদীর অপর নাম
নন্দিনী । গঙ্গাসহ উহার যে সঙ্গম, সেই
স্থান অতিশয় পুণ্যজনক ও যক্ষসদায়ক ।
সেই সঙ্গমস্থলে অদ্যাপি সূবর্ণা বিরাজমান

দাক্ষায়ণী সৈব শিবা আয়েয়ী চেতি বিজ্ঞতা ॥
 অধিকা জগদাধারা শিবা কাত্যায়নীশ্বরী ।
 ভক্তাভীষ্টপ্রদা নিত্যমলকৃত্যোভয়ং তটম্ ॥ ৭৬
 তপস্তপে যত্র চাশ্বিন্ত্তীর্থস্ত তপোবনম্ ।
 এবমাদীনি তীর্থানি তীরয়োক্তয়োর্মুনে ।
 তেষু নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ৭৭
 উত্তরে চৈব পারে চ সহস্রানি চতুর্দশ ।
 দক্ষিণে চ তথা পারে সহস্রাণ্যথ ষোড়শ ॥ ৭৮
 তত্র তত্র চ তীর্থানি সাত্তিজ্ঞানানি সন্তি বৈ ।
 নামানি চ পৃথক্ সন্তি সঙ্কেপান্তময়োচ্যতে
 এতানি ষষ্ঠ শৃণুয়াৎ ষষ্ঠ বা পঠতি শ্রবণে ॥
 সৰ্বেষু তত্র কাম্যেষু পরিপূর্ণো ভবেন্নরঃ ॥ ৮০
 এতদ্বৃন্তস্ত যো জ্ঞাত্বা তত্র প্ৰানাদিকং চরেৎ ॥
 লক্ষ্মীবান্ জায়তে নিত্যং ধন্যবা শ্চ বিশেষতঃ
 অৰ্জুকাং পশ্চিমে তীর্থং তচ্ছাদূলমুদাহৃতম্ ।

রহিয়াছেন। তিনি দাক্ষায়ণী, শিবা, আয়েয়ী, অধিকা, জগদাধারা, কাত্যায়নী, ঈশ্বরী ইত্যাদি নামে বিখ্যাতা, ভক্তাভীষ্টদায়িনী ও জনগণের মঙ্গলদায়িনী। তিনি গঙ্গার উভয় তট অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি যেখানে তপস্তা করিয়াছিলেন, সেই স্থান তপোবন নামে খ্যাত হইয়াছে। হে মুনে, নারদ! ইত্যাদি তীর্থনিচয় গঙ্গার উভয় তীরে বর্তমান। ঐ সকল তীর্থে নান-দান সৰ্বকামপ্রদ ও শুভকর জানিবে। ঐ স্থানে গঙ্গার উত্তরপারে চতুর্দশ সহস্র এবং দক্ষিণ পারে ষোড়শ সহস্র তীর্থ আছে। সেই সেই স্থানে তীর্থ সকল আভিজ্ঞান সহ বর্তমান আছে, তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নামও আছে, আমি সংক্ষেপে কতিপয় তীর্থের বিবরণ বলিলাম মাত্র। এই সকল বিবরণ যে শ্রবণ করে, কিম্বা যে পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে নর সৰ্বকাম্য বিষয়ে পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারে। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত জানিয়া তথায় নানাদি করে, সে নিত্য লক্ষ্মীবান্ ও বিশেষতঃ ধন্যবান্ হয়। অজক তীর্থের পশ্চিমদিকে যে তীর্থ, উহাই শাদুল

বারাণসাদিতীর্থভ্যঃ সৰ্ব্বেভ্যো হৃদিকং ভবেৎ
 তত্র নাত্মা পিতৃন দেবান্ বন্দতে তর্পয়ত্যপি ।
 সৰ্বপাপবিনির্মুক্তঃ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৮৩
 তপোবনাচ্চ শাদূলান্মধ্যে তীর্থান্তশেষতঃ ।
 তষ্টৈকৈকশ্চ মাহাত্ম্যং ন কেনাপ্যত্র বর্ণ্যতে ॥
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে তপোবনাদিতীর্থবর্ণনং নামষ্টা-
 বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

একোত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং তত্রৈব চ বৃষাকপম্ ।
 কেনাযাঃ সঙ্গমো যত্র হনুমতঃ তথৈব চ ॥ ১
 অজককাপি যৎ প্রোক্তং যত্র দেবত্ৰিবিজয়ঃ ।
 তত্র নানঞ্চ দানঞ্চ পুনরাবৃত্তিফলতম্ ॥ ২
 তত্র রত্নাস্থাখ্যাশ্চৈব গঙ্গায় দক্ষিণে তটে ।

তীর্থ বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে। এই তীর্থ বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ সকল অপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ। তথায় নান করিয়া পিতৃ-গণেব ও দেবগণের তর্পণ করিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু লোকে সম্মানিত হইতে পারে। তপোবন তীর্থ ও শাদুল তীর্থের মধ্যে অশেষ তীর্থ আছে। উহাদিগের এক একটীর মাহাত্ম্যও কেহ বর্ণন করিতে পারে না ॥ ৭৩—৮৪ ॥

অষ্টাবিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

উনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ঐস্থানেই বিখ্যাত ইন্দ্রতীর্থ, বৃষাকপতীর্থ, কেনাসঙ্গম-তীর্থ ॥ ৩ হনুমন্ত-তীর্থ আছে। পূর্বে যে অজক তীর্থের নাম করিলাম, ঐস্থানে দেবত্ৰিবিজয় বিরাজমান। তথায় নান-দান করিলে তাহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। উক্ত অজক তীর্থ গঙ্গার দক্ষিণ তটে, এবং

ইন্দ্রেশ্বরঃ চোত্তরে চ শূণ্ণ ভক্ত্যা যত্নতঃ ॥ ৩
নমুচিরলবানাসীদিশ্রশক্রমদোৎকটঃ ।
তন্ত্বেশ্রোভবদধুন্ধঃ কেনেনেন্দ্রোহহরচ্ছিরঃ ॥
অপাঞ্চ নমুচেঃ শত্রোস্তৎকেনঃ বজ্ররূপধৃক্ ।
শিরশ্চিহ্না তচ্চ কেনঃ গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে ।
স্তপতধুমিঃ তিহ্মা তু রসাতলমথাবিশৎ ॥ ৫
রসাতলভবঃ গাঙ্গঃ বারি যদ্বিপাবনম্ ।
বজ্রাদিষ্টেন মার্গেণ ব্যগমধুমিমণ্ডলম্ ॥ ৬
তজ্জলং কেননায়া তু নদীকেনেতি গদ্যতে ॥ ৭
তস্তাশ্চ সঙ্গমঃ পুণ্যো গঙ্গায়া লোকবিক্রমতঃ ।
সর্বপাপক্ষয়করো গঙ্গাযমুনয়োরিব ॥ ৮
হনুমত্পমাতা বৈ যত্রাপ্রবনগাত্রতঃ ।
মার্জারহাদভূনুক্তা বিষ্ণুগঙ্গাপ্রসাদতঃ ॥ ৯
মার্জারক্ষেতি তত্তীর্থং পুরা প্রোক্তং ময়া তব
হনুমতঃ তৎ প্রোক্তং তত্রাখ্যানং পুরোদিতম্ ॥

ইন্দ্রেশ্বর গঙ্গার উত্তরতটে বিজমান ।
এতৎসম্বন্ধে বৃত্তান্ত সকল ক্রমে বলিতেছি,
তুমি সংযতচিত্তে অভিনিবেশ সহকারে
শ্রবণ কর । ইন্দ্রেশ্বর শক্র নমুচি নামে এক
বলবান্ মদোৎকট দৈত্য ছিল । ইন্দ্রেশ্বর
সহিত তাহার যুদ্ধ হয়, ইন্দ্র কেন দ্বারা তাহার
মস্তক ছেদন করেন । নমুচি-শক্র ইন্দ্র
কর্তৃক নিকৃষ্ট সেই জল-কেন, বজ্ররূপ
ধারণ করত নমুচির শিরশ্ছেদপূর্বক গঙ্গার
দক্ষিণতটে পতিত হইয়া ভূমিভেদ করত
রসাতলে প্রবিষ্ট হয় । রসাতলে যে, বিপাবন
গঙ্গাজল ছিল, বজ্র-বিরচিত ছিডপথে উহা
ভূমণ্ডলে উখিত হয় । সেই গঙ্গাজল উক্ত
কেনের নামানুসারে কেনা নামী নদী
বলিয়া কথিত হয় । গঙ্গার সহিত উক্ত
কেনা নদীর যথায় সঙ্গম ঘটিয়াছে,
গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমবৎ উহা সর্বপাপ-ক্ষয়কর
বলিয়া লোকে বিজ্ঞত । যথায় স্নান মাঝেই
বিষ্ণু গঙ্গার প্রসাদে হনুমানের বিমাতা
মার্জারহ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ; উহা
মার্জার তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ । পূর্বে এ কথা
তোমাকে বলিয়াছি । হে শুনহ ! উহাকে

বৃষাকপঞ্চাজকঞ্চ তত্রৈদং প্রযতঃ শূণ্ণ ॥ ১১
হিরণ্য ইতি বিখ্যাতো দৈত্যানাং পূর্বজো বলী
তপস্তপ্তা সুরৈঃ সর্বৈরজেয়োহভূৎ সুদাক্ষণঃ
তস্তাপি বলবান্ পুত্রো দেবানাং হর্জয়ঃ সদা ।
মহাশনিরिति খ্যাতস্তস্ত ভাৰ্য্যাপরাজিতা ।
তেনেন্দ্রশ্রোভবদধুন্ধঃ বহুকালং নিরন্তরম্ ॥ ১৩
মহাশনির্মহাবীৰ্য্যঃ সততং রণমুর্দ্ধনি ।
জিহ্মা নাগেন সহিতঃ শক্রঃ পিত্রে স্তবেদয়ৎ ॥
বদ্ধা হস্তিসমাযুক্তা সসার বীক্ষ্য তাং তদা ।
বিহায় ক্রুরতাং দৈত্যো হিরণ্যায় স্তবেদয়ৎ ॥
মহাশনিপিতা দৈত্যঃ পূর্বেষাং পূর্ববত্তরঃ ।
শচীকান্তং তলে স্থাপ্য তস্তা রক্ষামথাকরোৎ ॥
মহাশনির্গরিঃ জিহ্মা জেতুং বক্রণমভ্যাগাৎ ।
বক্রণোহপি মহাবুদ্ধিঃ প্রাদাৎ কস্তাং মহাশনেঃ
উদধিং স্থানয়ৎ প্রাদাদ্বক্রণস্ত মহাশনেঃ ॥ ১৭
তয়োশ্চ সপ্যামভবদ্বক্রণস্ত মহাশনেঃ ।

হনুমন্ত তীর্থও বলে । এতদ্বিসয়ক উপাখ্যান
ইতঃপূর্বে বর্ণন করিয়াছি । ১—১০ । বৃষাকপ
ও অজক তীর্থের উপাখ্যান প্রযত হইয়া শ্রবণ
কর । দৈত্যদিগের পূর্বজ হিরণ্য নামে
এক বিখ্যাত বলবান্ দৈত্য ছিল । সে
তপস্তপ্তা করিয়া সকল সুরগণের অজেয় ও
দাক্ষণ হইয়া উঠিল । তাহার মহাশনি
নামে বলবান্ পুত্রও সতত সুরবর্গের হর্জয়
হইয়াছিল । মহাশনির ভাৰ্য্যার নাম—
অপরাজিতা । মহাশনির সঙ্গে ইন্দ্রের বহুকাল
অবিরাম যুদ্ধ হয়, তাহাতে মহাবীৰ্য্য মহাশনি
মহারণে শত্রুকে পরাজয় করিয়া ঐরাবত
হস্তীর সহিত বন্দী করত ভগিনী শচীর
বিষয় চিন্তা করিয়া ক্রুরতা পরিহারপূর্বক
পিতা হিরণ্যের সমীপে নিবেদন করিলেন ।
পূর্বতন দৈত্যগণের পূর্বপুরুষ মহাশনিপিতা
শচীকান্তকে পাতালতলে সুরক্ষিতভাবে
স্থাপন করিলেন । মহাশনি এইরূপে হরি
ইন্দ্রকে পরাজয়পূর্বক বক্রণকে জয় করিবার
জন্য প্রস্থান করিল । মহাবুদ্ধি বক্রণও তখন
তাহাকে নিজ কস্তাটী সম্ভ্রমণ করিয়া নিজ

বাক্শী চাপি যা কস্তা সা প্রিয়াভূমহাশনেঃ ॥
বীৰ্য্যেণ যশসা চাপি শৌৰ্য্যেণ চ বলেন চ ।
মহাশনির্মহাদৈত্যৈল্লোক্যো নোপমীয়তে ॥ ১৯
নিরিত্ত্বং গতে লোকে দেবাঃ সৰ্ব্বে স্তম্ভয়ন্ ॥

দেবা উচুঃ ।

বিষ্ণুবেবেন্দ্রদাতা স্তাদৈত্যহস্তা স এব চ ।
মহাদৃশা স এব স্তাদিত্ত্বং চাস্তং করিষ্যতি ॥ ২১
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং সমস্ত্য তে দেবা বিকোর্মস্তুঃ স্তবেদয়ন্ ।
মমাবধ্যো মহাদৈত্যো মহাশনিরিত্তি ক্রবন্ ॥
প্রায়াধারীশ্বরঃ বিষ্ণুঃ স্বশুরং বরুণং তদা ।
কেশবো বরুণঃ গচ্ছা প্রাহেল্লস্তু পরাভবন্ ॥ ২৩
তথা স্বয়ৈতৎকর্তব্যং যথাযাতি পুরন্দরঃ ।
তদ্বিষ্ণুবচনাচ্ছীদ্রং যযৌ জনপতির্মুনে ॥ ২৪
সুতাপতিং হিরণ্যসুতং বিক্রান্তং তং মহাশনিম্

অতিসম্মানিতস্তেন জামাতা বরুণঃ প্রভুঃ ॥ ২৫
পপ্রচ্ছাগমনং দৈত্যো বিনয়াক্ষুরং তদা ।
বরুণঃ প্রাহ তং দৈত্যঃ যদাগমনকারণম্ ॥ ২৬
বরুণ উবাচ ।

ইন্দ্রং দেহি মহাবাহো যদ্বদা নির্জিতঃ পুরা ।
বদ্ধঃ ব্রসাতলস্থঃ তং দেবানামধিপং সখে ॥ ২৭
অস্মাকং সৰ্ব্বদা মাস্তং দেহি ত্বং মম শত্রুহন ।
বদ্ধা বিমোক্ষণং শত্রোর্মহতে যশসে সতাম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্তা কথঞ্চিৎ স দৈত্যেশো বরুণায় তম্
প্রাদাদিত্ত্বং শচীকান্তং বারণেন সমধিতম্ ॥ ২৯
স দৈত্যমধ্যেহতিবিরাজমানো
হরিং তদোবাচ জলেশসন্নিধৌ ।
সম্পূজ্য চৈবাথ মহোপচারৈ-
র্মহাশনির্মঘবন্তং বভাষে ॥ ৩০

বাসভবন উদধিকেও দান করিলেন ।
তাহাতে মহাশনি সহ বরুণের সখ্য জন্মিল ।
বরুণকস্তা বাক্শীও মহাশনির প্রিয়পাত্রী
হইল । মহাদৈত্য মহাশনি বীৰ্য্য, যশ,
শৌৰ্য্য, ও বলে ত্রৈলোক্যে অমূল্যম হইল ।
এদিকে লোক সকল ইন্দ্রহীন হইলে দেব-
গণ সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে
আরম্ভ করিলেন । দেবগণ কহিলেন,—
বিষ্ণুই আমাদের ইন্দ্র দান করিতে সমর্থ;
তিনিই দৈত্যহস্তা হইতে পারেন । অথবা
তিনিই মন্ত্রণাকুশল;—সুতরাং অন্ত কাহা-
কেও ইন্দ্র করিলেও করিতে পারেন । ব্রহ্মা
কহিলেন,—দেবগণ এইরূপ মন্ত্রণাস্তে বিষ্ণু-
সান্নিধ্যানে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন ।
কিন্তু বিষ্ণু “মহাদৈত্য মহাশনি আমার
বধ্য নহে ।” এই কথা কহিয়া মহাশনির
স্বশুর বারীশ্বর বরুণের সমীপে গমন করি-
লেন, এবং তৎসমীপে ইন্দ্রের পরাভবের
কথা নিবেদন করিলেন; আর কহিলেন যে,
আপনি এমন কর্ম করুন, যাহাতে পুরন্দরকে
প্রাপ্ত হওয়া যায় । হে মুনে, নারদ!

বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণে জনপতি বরুণ সস্বর
হিরণ্যসুত নিজ সুত-পতি বিক্রান্ত মহা-
শনির নিকট যাইলেন । প্রভু বরুণ
সেখানে জামাতা কর্তৃক অতিশয় সম্মানিত
হইলেন । পরে সেই জামাতা মহাশনি
বিনয় সহকারে স্বশুরকে আগমনকারণ প্রশ্ন
করিলে বরুণ তখন আগমনকারণ কহি-
লেন । ১১—২৬ । বরুণ কহিলেন,—হে মহা-
বাহো! তুমি যে দেবাধিপ ইন্দ্রকে পূর্বে
পরাজয় করত বদ্ধ করিয়া ব্রসাতলে রাখি-
য়াছ, তাহাকে ছাড়িয়া দাও । সখে!
তিনি আমাদের সৰ্বদা মাস্ত; হে শত্রুহন!
শত্রুকে বদ্ধ করিয়া পুনরায় যে ছাড়িয়া
দেওয়া হয়, সাধুদিগের পক্ষে ইহা মহৎ যশের
হেতু । ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাশনি তখন
“আচ্ছা” বলিয়া কোনওরূপে ইন্দ্রকে
আনয়নপূর্বক সেই শচীকান্তকে ঐরাবত
বারণ সহ বরুণ-করে প্রদান করিল । পরে
মহাশনি দৈত্যমধ্যে অতিশয় বিরাজমান
ধাকিয়া জলেশ-সন্নিধ্যানে বর্তমান সেই
মঘবান্ হরিকে মহোপচারে পূজাপূর্বক

মহাশনিক্রবাচ ।*

কেন তুমিস্রোহস্ত কতোহসি কেন
বীৰ্য্যং তবেদৃগ্ধং ভাষসে চ ।
ত্বং সঙ্গরে শত্রুভির্বাধ্যসে চ ।
তথাপি চেস্তো ভবসীতি চিত্রম্ ॥ ৩১
অথাপি বদ্ধা পুরুষেণ কাচি-
ন্তুস্তাঃ পতিস্তাঃ মোচয়তীতি যুক্তম্ ।
ত্রিস্রোহস্তত্বাঃ পুরুষপ্রধানা-
ত্বং বৈ পুমান্ ভবিতা শত্রু সাধো ॥ ৩২
বদ্ধো ময়া সঙ্গরে বাহনেন
কাপ্যস্তং তে বজ্রমুদামশক্তি ।
চিত্তারত্বং নন্দনং যেষিতস্তা
যশো বলং দেবরাজোপভোগ্যম্ ।
সৰ্বং হি ত্বং কিন্তু যুক্তো জলেশা-
দাকাঙ্ক্ষসে জীবিতং ধিক্ তবেদম্ ॥ ৩৩

এই কথা বলিতে লাগিল । মহাশনি
কহিল,—ওহে ! তোমাকে অজ্ঞ কে ইন্দ্র
করিল ? কেনইবা করিল ? তোমার বীৰ্য্য ত
এইরূপ ; অথচ তোমার গর্ভপূর্ণ বাক্য-
বিস্তাস আছে ! তুমি সমরে শত্রু কর্তৃক
এই প্রকার বধ্য হইয়া থাক ; তথাপি কিন্তু
ইন্দ্র হইতেছ ! ইহাই বিচিত্র । হে শত্রু !
কোনও রমণী বন্দিনী হইলে তদীয় পতি
যে তাহাকে মোচন করে, ইহা অসঙ্গত
নহে ; যেহেতু নারীরা অস্তত্বা ; পুরুষা-
ধীনা । হে সাধো ! তুমি কিন্তু পুরুষ হইয়া
জন্মিয়াছ ! তুমি আমাকর্তৃক রণক্ষেত্রে বাহন
সহ বন্দী হইয়াছ । তোমার সেই উদাম-
শক্তি বজ্র কোথায় ? সেই চিত্তামণি রত্ন,
সেই নন্দন বন, সেই যৌবনসমূহ, সেই
দেবরাজোপভোগ্য অপরূপ বিষয় সকল,

* দত্তং পদং তে বদ কেন শত্রু

ত্বং বা স্রষ্টঃ কেন জস্তাসুরারে ।"

কচিদমখাকাহস্তঃ পাঠঃ ।

† "যশো বলং দেবরাজোপভোগ্যং

সৰ্বং হি ত্বং কিন্তু যুক্তো জলেশাৎ" ।

কচিদেবঃ পাঠান্তরম্ ।

তজ্জীবনং যন্তু যশোনিধানং
স এব মৃত্যুর্ধনসো যদ্বিরোধি ।
এবং জানন্ শত্রু কথং জলেশা-
মুক্তিঃ প্রাপ্তো নৈব লজ্জাঃ ভজেথাঃ ॥ ৩৪
ত্রিবিষ্টপন্থঃ পরিবেষ্টিতঃ সন্
সৰ্বৈঃ সুরৈঃ কাস্তয়া বীজ্যমানঃ ।
সংস্কৃয়মানশ্চ তথাপ্সরোভি-
নূনং লজ্জা তে বিতেতীতি যন্তে ॥ ৩৫
ত্বং বৃত্তহা নমুচেষ্যাপি হস্তা
পুরাং তেস্তা গোত্রভিঃস্ববাহঃ ।
এবং সুরাস্তাঃ পরিপূজয়ন্তী-
তাতো জিবেণ সৰ্বমেতন্ত্যজন্ ॥ ৩৬
বিকারমাপ্যাপ্যাহিতোদ্রবং যে
জীবন্তি লোকাননুসংবিশন্তি ।
তবাদৃশাঃ হৃদ্যবনাজ্জন্মা
কথং ন হৃদেদমবাপ কৰ্ত্তা ॥ ৩৭

যশ এবং বল, সে সকল এখন কোথায় ? তুমি
এখন জলেশ দ্বারা মুক্ত হইয়া জীবিতা-
কাঙ্ক্ষা করিতেছ ; তোমার জীবনে ধিক্ !
তাহাই জীবন, যাহা যশোনিধান ; আর
তাহাই মরণ, যাহা যশের বিরোধী । হে
শত্রু ! ইহা জানিয়া জলেশ্বরের কৃপায়
মুক্তিলাভ করত কিরূপে তুমি লজ্জিত হই-
তেছ না ? আমার বোধ হয়—তুমি ত্রিবি-
ষ্টপে থাকিয়া সুরগণে পরিবেষ্টিত ও
কাস্ত্য কর্তৃক বীজ্যমান এবং অপরোবর্গে
সংস্কৃয়মান হও ; নিশ্চিতই এ নিমিত্ত ভয়-
বশতই লজ্জা তোমাকে আশ্রয় করে না ।
তুমি বৃত্তহা, নমুচিরও হস্তা, পুরের
তেস্তা, গোত্রঘাতী ও স্ববাহ ; সুরগণ
তোমাকে এই সকল বিশেষণে পূজা করিয়া
থাকেন ; কিন্তু হে জিহু ! এক্ষণে এ
সকল তুমি পরিত্যাগ কর । অহিত-জন্-
গণকৃত বিকার প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা
জীবিত থাকিয়া লোকসমাজে প্রবিষ্ট হইতে
পারে, হে হৃদ্যবন ! এবিধ তবাদৃশ জনের
নির্মাণকালে স্রষ্টাকর্ত্তা অজন্মা ব্রহ্মার

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তু দৈত্যেশো বরুণায় মহাশ্বনে ।
প্রাদাদিস্তং পুনশ্চৈদং বচনং তদভ্যত ॥ ৩৮

মহাশনিরুবাচ ।

অদ্য প্রভৃত্যসৌ শিষ্য ইন্দ্রঃ স্মারুণো গুরুঃ
বভূবো মম যেন ত্বং ধুক্তিমাশ্বোহসি বাসব ॥
তথা ত্বং ভৃত্যভাবেন বর্তেথা বরুণঃ প্রতি ।
নো চেহন্ধা পুনস্তাং বৈ ক্লেপ্যো চৈব

রসাতলম্ ॥ ৪০

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং নির্ভৎসু তং শত্রুং হসংস্তাপি পুনঃপুনঃ
অববৌদ্ গচ্ছ গচ্ছেতি বরুণঃ চান্নমস্ততু ॥ ৪১
স তু প্রাপ্তঃ স্বনিলয়ং লজ্জয়া কলুষীকৃতঃ ।
পৌলোম্যাং প্রাহ তৎসৰ্বং যতচ্ছত্রপরাভবম্
ইন্দ্র উবাচ ।

এবমুক্তঃ কৃতশ্চৈব শত্রুণাং বরাননে ।
নির্দীপয়ামি যেন স্বমাত্মানং সুভগে বদ ॥ ৪৩

হৃদয় তিন্নঃ হয় নাই কেন? ২৭—৩৭ ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—দৈত্যেশ্বর মহাশনি এই
কথা কহিয়া মহাশ্বা বরুণকে ইন্দ্রপ্রদান-
পূর্বক পুনরায় এই কথা কহিলেন,—বাসব !
তুমি যাহা দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইলে, অত
হইতে মদীয় শত্রুর সেই বরুণ তোমার গুরু
হইলেন, এবং তুমি তাঁহার শিষ্য হইলে
আর এখন হইতে তুমি বরুণের প্রতি
ভৃত্যভাবে ব্যবহার করিবে । নচেৎ পুনরায়
তোমাকে বন্ধন করিয়া রসাতলে নিক্ষেপ
করিব । ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই মহাশনি
হাসিতে হাসিতে শত্রুকে এই প্রকার
বারম্বার ভৎসনাপূর্বক বরুণের সম্বন্ধনা করত
ইন্দ্রকে “যাও, যাও” বলিয়া বিদায় দিল ।
সেই ইন্দ্র লজ্জাবশে কলুষীকৃত-চিত্তে নিজ
নিলয়ে প্রত্যাগমনপূর্বক পৌলোম্যসন্নিধানে
শত্রুকৃত সেই পরিভবের বিবরণ সমস্তই
বর্ণন করিলেন । ইন্দ্র আরও কহিলেন,—
হে বরাননে ! আমি শত্রু কর্তৃক এইরূপ
পূর্বাক্যে ভৎসিত ও পরিভূত হইয়াছি !

ইন্দ্রাণ্যুবাচ ।

দানবানামধোভূতিং শত্রু মায়াং পরাভবম্ ।
বরদানং তথা মৃত্যুং জানেহহং বলহৃদন ॥ ৪৪
তস্মাদ্যস্মাক্তস্ত মৃত্যুরথবাপি পরাভবঃ ।
জায়েত শৃণু তৎসৰ্বং বক্ষ্যেহহং প্রীত্যে তব ॥
হিরণ্যস্ত সূতো বীরঃ পিতৃব্যস্ত সূতো বলী ।
তস্মান্মম স্মাতং স ভ্রাতা বরদানাচ্চ দর্শিতঃ ॥
ব্রহ্মাণং তোষধামাস তপসা নিয়মেন চ ।
ঐদৃশং বলমাপন্নং তপসা কিং ন সিধ্যতি ॥ ৪৭
তস্মাতং ত্বয়া চিত্তরাগো বিশ্বয়ো বা কথঞ্চন ।
ন কার্য্যঃ শৃণু * তত্রৈদং কার্য্যং যত্নু ক্রমাগতম্
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তু পৌলোমী প্রাহেহস্তঃ বিনয়ান্বিতা ॥

সুভগে ! আমার এই দুঃখানল কি প্রকারে
নির্দীপন করিতে পারি, তুমি তাহা বল ।
ইন্দ্রাণী কহিলেন,—হে বলহৃদন ! আমি
দানবদিগের উন্নতিহেতু, মায়া, পরাভবো-
পায়, বরদান ও মৃত্যু—সকলই জানি ।
অতএব যাহাতে তোমার শত্রু সেই মহা-
শনির মৃত্যু অথবা পরাভব ঘটিতে পারে,
আমি তাহা তোমার প্রীতি নিমিত্ত সমস্তই
বলিতেছি, তুমি তাহা শুন । হিরণ্য-
দানবের পুত্র সেই বীর মহাশনি, আমার
পিতৃব্যপুত্র ; সূতরাং সে আমার ভ্রাতা ।
সে অতীব বলবান । বিশেষতঃ সে তপস্তা
ও নিয়মদ্বারা ব্রহ্মাকে তোষিত করিয়া ব্রহ্মার
বরদানপ্রভাবে ঐদৃশ শক্তিশালী ও দর্শিত
হইয়াছে । তপস্তা দ্বারা কি না সিদ্ধ হয় ?
অতএব তুমি তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া
কোনমতে বিকলচিত্ত বা বিশ্বয়ান্বিত হইও
না । ইহার ক্রমাগত প্রতিকারোপায় এই
শুন । ব্রহ্মা কহিলেন,—ইন্দ্রাণী এই বলিয়া

* “তস্মাদ্যস্মা ন চিত্তাজ কার্য্য্য শত্রু
কদাচন । একাগ্রঃ শৃণু” কচিদেবক পাঠোহসি ।

ইন্দ্রাপ্যবাচ ।

নাসাধ্যমস্তি তপসো নাসাধ্যঃ যজ্ঞকর্মণঃ ।
নাসাধ্যঃ লোকনাথস্তা বিষ্ণোর্ভক্ত্যা হরস্ত চ ॥
পুনশ্চেদং ময়া কান্ত ঋতমন্ত্যতিশোভনম্ ।
স্রীণাং স্বভাবঃ জানাস্তি স্ত্রিয় এব সুরাধিপ ।
তস্মাদ্ ভূমেস্তথা চাপাং নাসাধ্যঃ বিদ্যতে
প্রভো ।

তপো বা যজ্ঞকর্মাদি ভাভ্যামেব যতো ভবেৎ
তত্রাপি তীর্থভূতা তু যা ভূমিস্তাঃ ব্রজেন্তবান্
তত্র বিষ্ণুঃ শিবং পূজ্য সর্বান কামানবাঙ্গ্যসি
ঋতমন্তি পুনশ্চেদং স্ত্রিয়ো যাস্চ পতিব্রতাঃ ।
তা এব সর্বং জানস্তি ধৃতঃ তাভিষ্চরাচরম্ ॥৫৪
পৃথিব্যাং সারভূতং স্ত্রীভূতমধ্যো দণ্ডকং বনম্ ॥
তত্র গঙ্গা জগদ্ধাত্রী তদ্রেশঃ পূজয় প্রভো ।
বিষ্ণুঃ বা জগতামোশঃ দৌনার্জ্যার্জিহরম্ বিভূম্
অনাথানামিহ নৃণাং যজ্ঞতাং হৃৎখসাগরে ।

পুনরায় সবিনয়ে কহিলেন,—তপস্কার অসাধ্য
কিছুই নাই, যজ্ঞানুষ্ঠানেরও অসাধ্য কোনও
কর্ম নাই। আর লোকনাথ বিষ্ণুর ও হরের
প্রতি যে ভক্তি, তাহারও অসাধ্য কিছুই
নাই। কান্ত! আরও আমি একটি অতি
শোভন বিষয় শুনিয়াছি; স্রীদিগের স্বভাব
স্বীরাই জানে। এজন্ত হে সুরাধিপ! ভূমি
এবং জলের অসাধ্যও কিছুই নাই।
প্রভো! যেহেতু তপস্কা বা যজ্ঞাদি কর্ম,
তাহাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে।
ইহাদের মধ্যেও তীর্থভূতা যে ভূমি তাহা-
তেই আপনি গমন করুন, সেখানে বিষ্ণু ও
শিবের পূজা করিয়া সর্বকাম লাভ করিতে
পারিবেন। আমার ইহাও শুনা আছে
যে, যেসকল নারী পতিব্রতা, তাঁহারা
সুখ-দুঃখহেতু সমস্তই জানেন; তাঁহারা
এই চরাচর ধারণ করিয়া আছেন। প্রভো!
পৃথিবীর মধ্যে দণ্ডক বনই সারভূত স্থান;
তন্মধ্যে যেখানে মহানদী প্রবাহিতা, আপনি
সেখানে মহেশ্বরের পূজা করুন, কিম্বা
দীন আর্জ্যজনের আর্জিহর জগদীশ্বর বিষ্ণুর

হরো হরিবা গঙ্গা বা কাপ্যন্তচ্ছরণং নহি ॥ ৫৭
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তোষয়েতান্ সমাহিতঃ ।
তত্রা স্তোত্রৈশ্চ তপসা কুরু চৈব যয়া সহ ।
ততঃ প্রাপ্যসি কল্যাণমীশবিষ্ণুপ্রসাদজম্ ॥৫৮
অজ্ঞাতৈরুগ্ধং কর্ম ফলং দাস্ততি কর্মিণঃ ।
জ্ঞাতা শতগুণং তৎস্মাদার্হ্যয়া চ তদক্ষমম্ ॥৫৯
পুংসঃ সর্বেষু কার্ষেষু ভার্য্যেবেহ সহায়িনী ।
স্বল্পানামপি কার্য্যাণাং নহি সিদ্ধিস্তয়া বিনা ॥৬০
একেন যৎকৃতং কর্ম তস্মাদর্ককলং ভবেৎ ।
জায়য়া হু কৃতং নাথ পুঙ্কলং পুরুষো লভেৎ ॥
তস্মাদেতৎ সুবিদিতমর্কো জায়া ইতি ঋতঃ ॥
ঋযতে দণ্ডকারণ্যে সরিছেষ্ঠাসি গৌতমী ।
অশেষাঘপ্রশমনী সর্বাভীষ্টপ্রদায়িনী ॥ ৬৩
তস্মাদ্ গচ্ছ ময়া তত্র কুরু পুণ্যং মহাফলম্ ।

পূজা করুন। ইহজগতে হৃৎখসাগরে যথ
অনাথ নরগণের হরি, হর বা গঙ্গা ভিন্ন
আর কিছুই অবলম্বন নাই। অতএব
আপনি আমার সহিত সমাহিত-ভাবে
ভক্তি সহকারে ভক্তি ও তপস্কা দ্বারা
সর্বপ্রযত্নে ইহাদিগের সন্তোষ সাধন করুন।
তাহা হইলেই ঈশ ও বিষ্ণুর প্রসাদজনিত
কল্যাণলাভে সমর্থ হইবেন। ফল না
জানিয়া কর্ম করিলে সেই কর্ম, কর্মীকে
একগুণ ফল দান করে; ফল জানিয়া করিলে
শতগুণ ফল দান হয়; আর ভার্য্যাসহ
কর্ম্যানুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ম অক্ষয়
ফলোৎপাদক হইয়া থাকে। ইহলোকে
ভার্য্যাই পুরুষদিগের সর্বকর্মের সহায়;
সেই ভার্য্যা ব্যতীত স্বল্প কার্য্যেরও সিদ্ধি
হয় না। পুরুষ একাকী কর্ম করিলে অর্ধ
ফল প্রাপ্ত হয়; কিন্তু জায়া সহ কর্ম্যানু-
ষ্ঠান করিলে পুঙ্কল ফল লাভ করিতে পারে।
সেই জন্তই “জায়াই পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ” এই-
রূপ ঋতি আছে। উহা আপনারও সুবিদিত।
শুনা যায়,—দণ্ডকারণ্যে সরিছেষ্ঠা গৌতমী
বিভ্রমানা আছেন। সেই নদী অশেষাঘ
প্রশমনী ও সর্বাভীষ্টপ্রদায়িনী। অতএব

ততঃ শঙ্কন নিহত্যাঙ্গৌ মহৎসুখমবাপ্যসি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা স গুরুণা ভাষ্যয়া চ শতক্রতুঃ ।
যযৌ গঙ্গাং জগদ্ধাত্রীংগৌতমীং চেতি বিজ্ঞতাম
দণ্ডকারণ্যমধ্যস্থাং দৃষ্ট্বা তাং প্রীতিমান্ হরিঃ ।
তপঃ কৰ্ত্তুং মনশ্চক্রে দেবদেবায় শম্ভবে ॥ ৬৬
গঙ্গাং নত্বা তু প্রথমং স্নাত্বা চ স কৃতাজলিঃ ।
শিবৈকশরণো ভূত্বা স্তোত্রাঞ্চৈদং ততোহব্রবীৎ
ইন্দ্র উবাচ ।

স্বমায়য়া যো হৃথিলং চরাচরং
সৃজত্যবত্যাতি ন সজ্জতেহস্মিন্ ।
একঃ স্বতন্ত্রোহুদয়চিৎসুখাস্বকঃ
স নঃ প্রসন্নোহস্ত পিনাকপাণিঃ ॥ ৬৮
ন যন্ত তদ্বৎ সনকাদয়োহপি
জানন্তি বেদান্তরহস্যবিজ্ঞাঃ ।
স পার্শ্বতীশঃ সকলাভিলাষ-
দাতা প্রসন্নোহস্ত মমাস্বকারিঃ ॥ ৬৯

আমার সহিত আপনিও তথায় গমন করত
মহাকলোৎপাদক পুণ্যানুষ্ঠান করুন । তাহা
হইলেই বুকে শঙ্কনিপাত করিয়া মহৎ সুখ
লাভ করিতে পারিবেন । ৬৮—৬৯ । ব্রহ্মা
কহিলেন,—শতক্রতু “তাহাই করিব”
বলিয়া গুরু এবং ভাষ্যার সহিত সেই
বিজ্ঞতা জগদ্ধাত্রী গঙ্গা গৌতমী নদীতে
গমন করিলেন । তিনি দণ্ডকারণ্য-মধ্যস্থা
সেই গৌতমী নদীকে দেখিয়া প্রীতিমান
হইলেন এবং দেবদেব শম্ভুর উদ্দেশে তপস্যা
করিতে মন করিলেন । তিনি প্রথমতঃ
গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া পরে তাহাতে
স্নানান্তে কৃতাজলি হইয়া বিবেকযুক্ত-চিত্তে
এই স্তোত্র আরতি করিতে আরম্ভ করি-
লেন । ৬৫—৬৭ । ইন্দ্র কহিলেন,—যিনি
নিজ মায়া দ্বারা অখিল চরাচরের সৃজন,
পালন, ও লয় করেন, অথচ তাহাতে আসক্ত
হয়েন না; সেই এক, স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয়,
চিৎস্বরূপ, সুখাস্বক, পিনাকপাণি আমাদিগের
প্রতি প্রসন্ন হউন । বেদান্তরহস্যবিজ্ঞ সন-

সৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুতগবান্ বিরিঞ্চিঃ
ভয়ঙ্করং চাস্ত শিরোহধঃপশুৎ ।
হিঙ্গা নখাগ্রৈর্নখসক্তমেত-
চ্চিক্বেপ তস্মাদভবল্লিবর্গঃ ॥ ৭০
পাপং দরিদ্রং তথ লোভযাক্লে
মোহো বিপজ্জেতি ততোহপ্যানস্তম্ ।
জাতপ্রভাবঃ ভবতুঃখরূপঃ
বভূব তৈর্ব্যাগুর্মিদং সমস্তম্ ॥ ৭১
অবেক্ষ্য সর্বং চকিতঃ সুরেশো
দেবীমবোচ্ছজগদস্তমেতি ।
তুং পাহি লোকেষু লোকমাত-
কমে শরণ্যে সুভগে সুভদ্রে ॥ ৭২
জগৎপ্রতিষ্ঠে বরদে জয় স্বঃ
ভুক্তিঃ সমাধিঃ পরমা চ মুক্তিঃ ।
স্বাহা স্বধা স্বস্তিরনাদিসিদ্ধি-
গৌৰুন্ধিরাসীরজরামরে স্বম্ ॥ ৭৩

কাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ও যাহার তদ্বৎ অবগত নহেন,
সেই সকলাভিলাষদাতা, পার্শ্বতীশ অস্বকারি
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । যে স্বয়ম্ভু
ভগবান্, বিরিঞ্চিকে সৃষ্টি করিয়া তদীয়
ভয়ঙ্কর শির দর্শনে পুনঃ সেই শির নখাগ্র-
নিচয়ে ছেদনপূর্বক সেই নখসংলগ্ন মুণ্ডটী
পুনরায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই
ত্রিবর্গের উৎপত্তি হয় ; ও অতি ক্লেশকর
পাপ, দরিদ্রতা, লোভ, যাক্লে, মোহ, বিপৎ
ইত্যাদি অনন্ত সংসারদুঃখের উদ্ভব হয় এবং
এই সকল দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া
পড়ে । সুরেশ শিব এই সকল দেখিয়া
তখন চকিত ভাবে দেবীকে বলিলেন,—হে
সুভগে, সুভদ্রে, শরণ্যে, লোকেষু,
লোকমাতঃ উমে! তুমি এই বিনাশোন্মুখ
জগৎকে রক্ষা কর । হে জগৎপ্রতিষ্ঠে,
অজরামরে, বরদে! তোমার জয় হউক;
তুমিই সংসারে পরমা ভুক্তি, মুক্তি, সমাধি,
স্বাহা, স্বধা, স্বস্তি, অনাদি, সিদ্ধি, স্বাক্ষ
এবং বুদ্ধিরূপিনী । তুমিই মদীয় আত্মা-

বিদ্যাধিক্রমেণ জগজ্জয়ে ত্বং
রক্ষাং করোষ্যেব মদাজ্ঞয়া চ ।
ত্বয়েব সৃষ্টং ভুবনজয়ং স্তাদ্-
যতঃ প্রকৃতিত্বৈব তথৈব চিত্রম্ ॥ ৭৪
ইত্যবমুক্তা দয়িতা হরেন
সংলেশসংলাপপরা বভূব
শ্রাস্তা ভবশ্রদ্ধিতনো সুলগ্না
চিক্বেপ চ শ্বেদজলং করাত্রৈঃ ॥ ৭৫
তস্মাদ্ভূব প্রথমং স ধর্মো
লক্ষ্মীরধো দানমধো সুরূটিঃ ।
সক্ং সূসম্পন্নধরং সরাসি
ধাত্তানি পুষ্পানি কলানি চৈব ॥ ৭৬
সৌভাগ্যবত্বনি বপুঃ সুবেশঃ
শৃঙ্গারভাজানি মহৌষধানি ।
নৃত্যানি গীতাস্তমৃতং পুরাণং
জ্ঞতিস্মৃতি নীতিরথান্রপানে ॥ ৭৭
শস্ত্রানি শাস্ত্রানি গৃহোপযোগ্যা-
স্তস্ত্রানি তীর্থানি চ কাননানি ।
ইষ্টানি পূর্তানি চ মঙ্গলানি
যানানি ভূভাভরণাসনানি ॥ ৭৮

সারে এই জগজ্জয়ে রক্ষা বিধান করিতেছ ।
ভুবনজয় তোমা করুকই সৃষ্ট হইয়াছে ।
তুমি স্বভাবতই বিচিত্র রূপিনী । হর এই
কথা কহিল তদীয় দয়িতা দেবী—আপনি
হরদেহে সংলিষ্টা হইয়া সংলাপপরায়ণা
হইলেন, এবং শ্রাস্ত হইয়া করাগ্র দ্বারা
শ্বেদজল মার্জন করত চিক্বেপ করিলেন ।
সেই শ্বেদজল হইতে প্রথমে ধর্ম, পরে
লক্ষ্মী, অনন্তর দান, তারপর সুরূটি,
পঞ্চাৎ নানাগুণধর বিবিধ জন্তু, শেষে
নানাবিধ সরোবর, ধাত্ত, পুষ্প, কল,
সৌভাগ্যবত্ব, সুবেশ বপু, শৃঙ্গারসাধন
মহৌষধ, নৃত্য, গীত, অমৃত, পুরাণশাস্ত্র,
জ্ঞতি, স্মৃতি, নীতি, অস্ত্র, পানীয়, শস্ত্র, শাস্ত্র,
অস্ত্র, গৃহোপকরণ, তীর্থ, কানন, ইষ্টাপূর্ত,
মঙ্গলকর বিষয় সকল, যান, ভূভাভরণ,

ভবাসংসর্গ-সুসম্মহাস-
সুশ্বেদসংলাপরহঃপ্রকারৈঃ ।
তথৈব জাতং সচরাচরঞ্চ
অপাপকং দেবি ততশ্চ জাতম্ ॥ ৭৯
সুখং প্রভূতঞ্চ শুভঞ্চ নিত্যং
বিরাজি চৈতন্তব দেবি ভাবম্ ।
তস্মাদ্ভু মাং রক্ষ জগজ্জনিত্রি
ভীতং ভয়েভ্যো জগতাং প্রধানৈঃ ॥ ৮০
একে তর্কৈর্বিমূহস্তি নীমন্তে তত্র চাপরে ।
শিবশক্ত্যোক্তদাত্তৈতং সুন্দরং নোমি বিগ্রহম্
ব্রহ্মোবাচ ।
এবং তু স্বভবতন্ত্রস্ত পুরস্তাদভবচ্ছিবঃ ॥ ৮১
শিব উবাচ ।
কিমভীষ্টং বরয়সে হরে বদ পরায়ণম্ ॥ ৮২
ইন্দ্র উবাচ ।
বলবান্নে রিপুস্তাসৌদর্শনৈশ্চ শনির্ধবা ।
তেন বদ্ধস্তলং নীতং পরিভূতম্বনেকধা ॥ ৮৩

এবং আসন এই সকল উৎপন্ন হইল ।
হে দেবি ! সেই সময়ে ভবাসংসর্গ-
জনিত পরমানন্দে ও পরস্পর গুণালাপে
আপনার সেই শ্বেদজল হইতে সচরাচর
যাবতীয় অপাপ বিষয় নিচয় জন্মিয়াছিল
এবং আপনার সেই সাত্বিক ভাবহেতুই
সমুৎপন্ন প্রভূত সুখ ও শুভ সমস্ত বিরাজ-
মান দেখা যায় । হে জগৎপ্রধান, জগৎ-
জনিত্রি ! আপনিই সর্বসুখের নিদান
বলিয়া ভীত আমাকে ভয় হইতে রক্ষা করুন ।
কেহ কেহ তর্ক দ্বারা বিমূহ হইয়া, কেহ বা
তোমাতেই লীন হইয়া থাকেন, অতএব
আমি শিব শক্তির সেই অর্ধৈত সুন্দর
বিগ্রহকেই নমস্কার করি ॥ ৭৮—৮১ ॥ ব্রহ্মা
কহিলেন,—ইন্দ্র এইরূপ স্তব করিতে
থাকিলে তদীয় পুরোভাগে শিব আবির্ভূত
হইয়া কহিলেন,—হে হরে ইন্দ্র ! তুমি কি
অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছ ? সেই বাঞ্ছিত
বিষয় বল । ইন্দ্র কহিলেন,—শনি দ্বারা
দর্শন মাঝেই সকলকে পরিভূত করেন,

বাক্সায়কৈস্তথা বিদ্বস্তদ্বধায় ত্রিযং কৃতিঃ ॥৮৫
তদর্থং জগতামীশ যেন জ্যেষ্ঠো রিপুং প্রভো
তদেব দেহি বীৰ্য্যং মে যচ্চাত্তদ্রিপুনাশনম্ ॥৮৬
জাতঃ পরাভবো যস্মাত্তদ্বিনাশে কৃতে সতি ।
পুনর্জাতমহং মন্ত্রে বরং কীর্ত্তিজয়ত্রিযোঃ ॥ ৮৬
ব্রহ্মোবাচ ।

স শিবঃ শক্রমাহেদং ন মর্যৈকেন তে রিপুঃ ।
বধমাপ্নোতি তস্মাদ্ভং বিষ্ণুমপ্যব্যয়ং হরিম্ ॥৮৭
আরাধয়স্ব পৌলোম্য! সহ দেবং জনার্দনম্ ।
লোকত্রয়ৈকশরণং নারায়ণমনন্তধীঃ ॥ ৮৮
ততঃ প্রাপ্যসি তস্মাচ্চ মন্ত্রশ্চাপি প্রিয়ং হরে ।
পুনশ্চোবাচ ভগবানাদিকর্ত্তা মহেশ্বরঃ ॥ ৮৯
মম্বাত্যাসস্তপো বাপি যোগাত্যাসনমেব চ ।

তদ্রূপ মহাশনি নামে আমার এক মহাবল
শক্র আছে। আমি তৎকর্ত্তক সংগ্রামে
বদ্ধ হইয়া পাতালতলে নীত এবং নানা
প্রকারে পরিভূত ও বাক্সায়কে বিদ্ধ হই-
য়াছি; তাহার বধের চিন্তাই আমার এই
উপক্রম। হে জগদীশ! তজ্জন্ত বলিতেছি,
আমি যাহাতে সেই রিপুকে জয় করিতে
পারি, প্রভো! আমাকে তাদৃশ-বীৰ্য্য প্রদান
করুন এবং রিপুনাশন অন্য বিধানও যাহা হয়
আদেশ করুন। আমি যাহা হইতে তাদৃশ
পরাভব পাইয়াছি, সেই শক্রর বিনাশ হইলে
আমাকে পুনর্জাত বলিয়াই মনে করিব।
আগনি আমার কীর্ত্তি ও জয়ত্রীজনক বর
প্রদান করুন! ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই
শিব শক্রকে এই কথা কহিলেন যে, তোমার
সেই রিপু একাকী আমার দ্বারা বধ প্রাপ্ত
হইবে না। অতএব তুমি অনন্তচিত্তে
পৌলোমীর সহিত অব্যয় হরি জনার্দন
লোকত্রয়ৈকশরণ নারায়ণ দেব বিষ্ণুকে
আরাধনা কর, তাহা হইলে হে হরে!
সেই দেব হইতে ও আমি হইতে তোমার
প্রিয় প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইবে। আদি-
কর্ত্তা মহেশ্বর ভগবান হর এই বলিয়া পুনরায়
কহিলেন,—যে কোনও নদীসঙ্গমেই মম্বা-

সঙ্গমে যত্র কুত্রাপি সিদ্ধিদং মুনয়ো বিদুঃ ॥ ৯০
কিং পুনঃ সঙ্গমে বিপ্র গৌতমীসিন্ধুফেনয়োঃ ।
গিরীণাং গহ্বরে যত্র সরিতামথ সঙ্গমে ॥ ৯১
বিপ্রো ধিযৈব ভবতি মুকুন্দাজ্জিনিবিষ্টয়া ।
গঙ্গায়া দক্ষিণে তীর আপস্তম্বো মুনীশ্বরঃ ॥৯২
আস্তে তস্তাপ্যাহং ভোষমগমং বলমুদন ।
তেন ত্বং ভার্য্যা চৈব ভোষয়স্ব গঙ্গাধরম্ ॥ ৯৩
ব্রহ্মোবাচ ।

আপস্তম্বেন সহিতো গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে ।
তুষ্ঠাব দেবং প্রয়তঃ স্তাত্বা পুণ্যেহথ সঙ্গমে ॥
ফেনায়াশ্চৈব গঙ্গায়াস্তত্র দেবং জনার্দনম্ ।
বৈদিকৈর্বিবৈধৈর্মন্ত্রেস্তপসাতোষয়স্তদা ॥ ৯৫
ততস্তুষ্ঠোহভবদ্বিষ্ণুঃ কিং দেয়ং চেত্যভাষত ।
দেহি মে শক্রহন্তারমিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥
দত্তমিত্যেব জানীহি তমুবাচ জনার্দনঃ ॥ ৯৬

ভ্যাস তপস্তা বা যোগাত্যাস সিদ্ধিপ্রদ হয়।
মুনিগণ ইহা জ্ঞাত আছেন। হে বিপ্র, ইন্দ্র!
গৌতমী ও সিন্ধুফেন-সঙ্গমে, গিরিগহ্বরে,
কিন্ধা অন্ত সরিৎসঙ্গমে এই সকল কৰ্ম্ম
করিলে যে আশু সিদ্ধলাভ ঘটে, তাহা আর
কি বলিব? বিপ্র ব্যক্তি মুকুন্দাজ্জিনিবিষ্ট
বুদ্ধি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকেন। গঙ্গার
দক্ষিণতীরে আপস্তম্ব নামে এক মুনীশ্বর
আছেন। হে বল-মুদন! আমি তাঁহার
প্রতিও তুষ্ট হইয়াছিলাম। তুমি তোমার
ভার্য্যা ও সেই মুনিবরসহ গঙ্গাধরের সন্তোষ
সাধন কর ৮৫—৯২। ব্রহ্মা কহিলেন,—
শিবের আদেশ অনুসারে ইন্দ্র তখন গঙ্গার
দক্ষিণতটে যাইয়া ফেনা ও গঙ্গার সেই
পুণ্য সঙ্গমস্থলে আপস্তম্বের সহিত মিলিত
হইয়া স্নানপূর্বক প্রযতভাবে বিবিধ বৈদিক
মন্ত্র, তপস্তা ও স্তব দ্বারা দেব জনার্দনকে
সন্তুষ্ট করিলেন। তাহাতে বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া
“কি বর দিব?” এই কথা কহিলে,
ভগবান হরি ইন্দ্র “আমাকে শক্রনাশ-
কর্ম্মতা দান করুন” এই কথা কহিলেন।

তত্রাতবচ্ছিবৈশ্চিব গঙ্গাবিকোঃ প্রসাদতঃ ।
অন্তসা পুরুষো জাতঃ শিববিষ্ণুস্বরূপকৃ ॥৯৭
চক্রপাণিঃ শূলধরঃ স গঙ্গা তু রসাতলম্ ।
নিজধান তদা দৈত্যমিল্লশক্রং মহাশনিম্ ॥৯৮
সখাতবৎ স চন্দ্রেস্ত অঙ্ককঃ স বৃষাকপিঃ ।
দ্বিবিহোহপি সদা চেন্দ্রস্তমবেতি বৃষাকপিম্ ॥
কুপিতা প্রণয়েনাভূদন্তাসক্তং বিলোক্য তম্ ।
শচীঃ তাং সাঙ্ঘয়গ্রাহ শতমনু্যাইসন্নিদম্ ॥১০০
ইন্দ্র উবাচ ।

নাহমিল্লাপি শরণয়তে সখ্যুর্বৃষাকপেঃ ।
বারি বাপি হবিষস্ত অগ্নেঃ প্রিয়করং সদা ॥
নাহমন্তত্র গন্তামি প্রিয়ে চান্দ্রেন তে শপে ।
তস্মান্নাইসি মাং বক্তুং শঙ্কয়ান্তত্র ভামিনি ॥
পতিব্রতা প্রিয়া মে ত্বং ধর্ম্মে মন্ত্রে সহায়িনী ।

তদন্তরে জনাঙ্গন তাঁহাকে “দেওয়া হই-
য়াছে বলিয়াই জান” এই কথা বলিলেন ।
পরে সেই স্থানেই শিব, বিষ্ণু ও গঙ্গার
প্রসাদে সেই জলে চক্রপাণি ও শূল-
ধারী শিব-বিষ্ণু-স্বরূপ এক পুরুষ উৎপন্ন
হইল । সেই পুরুষ তখনই রসাতলে গমন-
পূর্ব্বক ইন্দ্রশক্র সেই মহাশনি দৈত্যকে
হনন করিল । সেই পুরুষের নাম হইল—
বৃষাকপি এবং অপ হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া
অঙ্কক । সেই অঙ্কক বৃষাকপি ইন্দ্রের
সখা হইল । ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়াও সতত
সেই বৃষাকপির অনুগমন করিতে লাগিলেন ।
ইহাতে শচী দেবী ইন্দ্রকে অন্তাসক্ত বিবে-
চনায় প্রণয়বশতঃ কুপিতা হইলেন । শত-
মনু্য ইন্দ্র তখন সেই শচীকে হাসিতে হাসিতে
এইরূপ সাঙ্ঘনা করিতে লাগিলেন । ৯৩-১০০ ।
ইন্দ্র কহিলেন,—ইন্দ্রাণি ! আমি সখা বৃষা-
কপি বাতীত তার কাহারও শরণ লই নাই ।
অগ্নির যেমন জল ও হবিঃ উভয়ই অত্যন্ত
প্রীতিকর, বৃষাকপিও আমার তজ্জপ । আমি
আর কোথাও যাই না; তোমার অকম্পণ
করিয়া শপথ করিতেছি । অতএব হে
ভামিনি ! তুমি বৃথা শঙ্কা বশতঃ আমাকে

সাপত্য্য চ কুলীনা চ ত্বতোহন্তা কা প্রিয়া যম
যস্মান্তবোপদেশেন গঙ্গাং প্রাপ্য মহানদীম্ ।
প্রসাদাদেবদেবস্ত বিকোঠৈর্ চক্রপাণিনঃ ।
তথা শিবস্ত দেবস্ত প্রসাদাচ্চ বৃষাকপেঃ ।
জলোদ্ভবাচ্চ মে মিত্রাদঙ্ককান্নোকবিক্রতাৎ ॥
উত্তীর্ণহুঃখঃ সূভগে ইত ইন্দ্রোহহমচ্যুতঃ ।
কিং ন সাধ্যং যত্র ভাৰ্য্যা তর্জ্জচিত্তানুগামিনী ॥
তুঙ্গরা তত্র নো মুক্তিঃ কিস্তুর্থা দিত্রয়ঃ শুভে ।
জায়ৈব পরমং মিত্রং লোকহৃদয়হিতৈষিনী ॥১০৭
সা চেৎ কুলীনা প্রিয়ভাষিনী চ
পতিব্রতা রূপবতী গুণাঢ্যা ।
সম্পৎসু চাপৎসু সমানরূপা
তয়া হুসাধ্যং কিমিহ ত্রিলোক্যাম্ ॥১০৮
তস্মান্তব ধিয়া কাস্তে মমেদং শুভমাগতম্ ।
ইতস্তবোদিতং চৈব কর্তব্যং নাস্তদাস্ত মে ॥১০৯

কিছুই বলিও না । তুমি পতিব্রতা, আমার
প্রিয়া; ধর্ম্মে ও যজ্ঞণা ব্যাপারে তুমিই আমার
সহায় । তুমি সাপত্য্য ও কুলীনা; তোমা
অপেক্ষা আমার আর কোন রমণী প্রিয়া
হইবে? যেহেতু তোমারই উপদেশে মহা-
নদী গঙ্গাতে গমনপূর্ব্বক দেবদেব চক্রপাণি
বিষ্ণুর এবং দেব শিবের ও জলোদ্ভব লোক-
বিক্রত মিত্র বৃষাকপির প্রসাদে উত্তীর্ণহুঃখ
হইয়া এক্ষণে আমি অচ্যুত ইন্দ্র হইয়াছি ।
সুভগে! তর্জ্জচিত্তানুগামিনী ভাৰ্য্যা যেখানে
বিদ্যমান, তথায় কোন কাৰ্য্য অসাধ্য
থাকে? শুভে! যদিও মুক্তিলাভ আমা-
দিগের পক্ষে তুঙ্গর, কিন্তু অর্থাদিত্রয় (ধর্ম্ম,
অর্থ, কাম,) সুলভই বটে । লোকহৃদয়হিতৈ-
ষিনী জায়াই পরম মিত্র । সেই ভাৰ্য্যা
যদি কুলীনা, প্রিয়ভাষিনী, পতিব্রতা, রূপ-
বতী ও সম্পদ-আপদ উভয়কালে সমান-
রূপা গুণাঢ্যা হয়, তবে সেই ভাৰ্য্যা দ্বারা
এই ত্রিলোকীমধ্যে কি অসাধ্য থাকে?
তুমি আমার উক্তরূপা ভাৰ্য্যা বলিয়াই হে
কাস্তে! তোমার বুদ্ধিবশতঃ আমার শুভ-
সমাগম ঘটিয়াছে । এখন হইতে তুমি আমার

পরলোকে চ ধর্মো চ সৎপুত্রসদৃশঃ ন চ ।
 আর্তস্ত পুরুষস্তেহ ভার্যাবভেষজঃ ন হি ॥১১০॥
 নিঃশ্রেয়সপদপ্রাপ্ত্যে তথা পাপস্ত মুক্তয়ে ।
 গঙ্গয়া সদৃশঃ নাস্তি শৃং চান্তবরাননে ॥১১১॥
 ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্তয়ে পাপমুক্তয়ে ।
 শিববিষ্ণোরনন্তভুজানান্নাস্তাত্ত মুক্তয়ে ॥১১২॥
 তন্মাস্তব ধিয়া সাধিব সর্বমেতন্মনোগতম্ ।
 অবাণ্ডক শিবাবিষ্ণোর্গঙ্গায়াশ্চ প্রসাদতঃ ॥
 ইন্দ্রদ্বং মে স্থিরং চেতো মন্তে মিত্রবলাৎ পুনঃ
 বৃষাকপির্মম সখা যো জাতস্তপু ভামিনি ।
 স্বক প্রিয়সখী নিত্যং নান্তৎ প্রিয়তরং মম ॥
 তীর্থানাং গোতমী গঙ্গা দেবানাং হরিশঙ্করো
 যন্মাদেভ্যঃ প্রসাদেন সর্বং চেপ্সিতমাপ্তবান্ ॥
 মম ক্রীতিকরং চেদং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্

বলিবে, তাহাই করিব। অন্ত কিছুই
 কর্তব্য নাই। পরলোকে এবং ধর্ম-
 সাধন বিষয়ে সৎপুত্র সদৃশ অপর কিছুই
 নাই; আর ইহলোকে আর্ত পুরুষের ভার্য্য-
 বৎ অন্ত কোন ভেষজ নাই। ১০১—১১০।
 নিঃশ্রেয়স পদপ্রাপ্তি ও পাপমুক্তি বিষয়ে গঙ্গার
 সদৃশ নাই। হে বরাননে! আরও শুন।
 ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের প্রাপ্তি এবং পাপ-
 মুক্তি ও মুক্তিলাভ বিষয়ে শিব ও বিষ্ণুর
 অনন্ত বোধ অপেক্ষা আর কিছুই নাই।
 এই জন্তই হে সাধিব! তোমার বুদ্ধি অনু-
 সারেই শিব, বিষ্ণু ও গঙ্গার প্রসাদে আমার
 মনোগত এই সকল প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। হে
 ভামিনি! যিনি জলে জন্মিয়াছেন সেই
 হিতৈষী সখা বৃষাকপির বলে, বোধ হয়—
 এখন হইতে আমার ইন্দ্রদ্ব ও স্থির থাকিবে।
 কলতঃ সেই সখা বৃষাকপি এবং প্রিয় সখী
 তুমি—তোমরা দুইজন ব্যতীত আমার
 আর কিছুই প্রিয়তর নাই। আর তীর্থ-
 সমূহমধ্যে গোতমী গঙ্গা এবং দেবগুণ মধ্যে
 হরি ও শঙ্করই আমার সমধিক ক্রীতিকর;
 যেহেতু, ইহাদিগের প্রসাদেই আমি সর্ব
 বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই ত্রৈলোক্য-

তন্মাদেভ্যঃ যার্চিষ্য দেবান্ সর্বানহুতমাং ॥
 অহুমন্তস্ত ঋষয়ো গঙ্গা চ হরিশঙ্করৌ ।
 ইন্দ্রেবরে চাক্ষকে চ উভয়োস্তৌরয়োঃ সুরাঃ ॥
 একত্র শঙ্করো দেবো হুপরত্র জনার্দনঃ ।
 পাবয়ন্ দণ্ডকারণ্যং সাক্ষাদ্বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমাঃ ॥১১১॥
 অন্তরে যানি তীর্থানি সর্বপুণ্যপ্রদানি চ ।
 অত্র তু স্নানমাত্রেণ সর্বৈ তে মুক্তিমাগ্নুযুঃ ॥
 পাপিষ্ঠাঃ পাপতো মুক্তিমাগ্নুযুর্থে চ ধর্মিণঃ ।
 তেষাং তু পরমা মুক্তিঃ পিতৃভিঃ পঞ্চপঞ্চভিঃ ।
 অত্র কিঞ্চিচ্চ যে দহ্যরর্থিত্যস্তিনমাত্রকম্ ।
 দাতৃত্যো হৃদয়ং তৎ স্ত্রাৎ কামদং মোক্ষদং
 তথা ॥ ১২১

ধন্যঃ যশস্তমায়ুষ্যমারোগ্যং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ।
 আখ্যানং বিষ্ণুশস্তোশ্চ জাত্বা স্নানাত্ত মুক্তিদম্

বিশ্রুত তীর্থও আমার অতীব ক্রীতিজনক।
 এজন্য সমস্ত দেবগণসন্নিধানে যথাক্রমে
 ইহার মাহাত্ম্য বিষয়ে প্রার্থনা করিব। ঋষি-
 গণ, গঙ্গা, হরি, শঙ্কর—সকলেই আমার
 প্রার্থনা অনুমোদন করুন। ইন্দ্রেবরে ও
 অক্ষক তীর্থে—সুরগণ বাস করুন; আর
 উহাদের একত্র (ইন্দ্রেবর) দেব শঙ্কর ও
 অপরত্র (অক্ষক তীর্থে) জনার্দন ত্রিবিক্রম
 বিষ্ণু দণ্ডকারণ্য পবিত্র করত সাক্ষাৎ
 বিরাজমান থাকুন। ইহার মধ্যে সর্বপুণ্য-
 প্রদ আর আর তীর্থ সকল অবস্থান করুক।
 ঐ সমস্ত তীর্থে স্নান মাত্রেই যেন সকলে
 মুক্তিলাভ করিতে পারে। যাহারা পাপিষ্ঠ,
 তাহারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে; আর
 যাহারা ধার্মিক তাহাদিগের (পূর্ব ও
 পরবর্তী) পঞ্চ পঞ্চ পুরুষের সহিত যেন
 পরমা মুক্তি লাভ হয়। এই তীর্থক্ষেত্রে
 অর্থিজনে কিঞ্চিৎ—তিলপ্রমাণও দান
 করিলে, তাহাই দাতাদিগের পক্ষে অক্ষয়
 —কামপ্রদ ও মোক্ষসাধক হইবে। বিষ্ণু
 ও শঙ্কর বিষয়ক এই উপাখ্যান ধনপ্রদ,
 আয়ুষ্য, যশস্ত, আরোগ্যকর; ইহা জানিয়া

অশু তীর্থস্তথাহায়াঃ যে শৃংখলি পঠন্তি চ ।

পুণ্যভাজো ভবেয়ুস্তে তেভ্যোহৈব

স্মৃতির্ভবেৎ ॥ ২২৩

শিববিষ্ণোরশেষাষসজ্যবিচ্ছেদকারিণী ।

যাঃ প্রার্থয়ন্তি মুনয়ো বিজিতেক্রিয়মানসাঃ ॥ ১২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ভবিষ্যত্যেবমেবেতি তং দেবা ঋষয়োহক্রবন্ ।

গৌতম্যা উত্তরে পারে তীর্থানাং মোক্ষদায়িনাম্ ।

দেবর্ষিসিদ্ধসেবানাং সহস্রাণাথ সপ্ত বৈ ।

তথৈব দক্ষিণে তীরে তীর্থান্তেকাদশৈব তু ॥

অজকং হৃদয়ং প্রোক্তং গোদাবর্যা মুনীশ্বরৈঃ

বিশ্রামস্থানমৌশন্ত বিকোত্রকং এব চ ॥ ১৩৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ইন্দ্রেয়াদিতীর্থবর্ণনমেকোন-

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৯ ॥

এই তীর্থে গ্নান করিলে মুক্তি প্রাপ্তি হয় । যাহারা এই তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহারা অতিশয় পুণ্যভাগী হয়, এবং ইহকালেই তাহাদিগের—যাহা বিজিতে-ক্রিয়মানস মুনীগণ প্রার্থনা করেন, শিব বিষ্ণু সহস্রীয় সেই অশেষাষসজ্যবিচ্ছেদকারিণী স্মৃতি নিরন্তর বিজ্ঞমান থাকে । ব্রহ্মা কহিলেন,—ইন্দ্রেয় এবদ্বিধ প্রার্থনায় দেবগণ ও ঋষিবর্গ—তাঁহাকে “এইরূপই হইবে” এই কথা কহিলেন । ঐ স্থানে গৌতমীর উত্তর পারে মোক্ষদায়ী দেব-ঋষি-সিদ্ধ-সেবা সপ্ত সহস্র তীর্থ ও দক্ষিণ তীরে একাদশটি তীর্থ বিরাজমান আছে । ঐ সকলের মধ্যে অজক তীর্থই গোদাবরীর হৃদয় বলিয়া মুনীশ্বরগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । উহা বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার বিশ্রামস্থান ॥ ১১১—১৩৭ ॥

উনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

আপস্তম্বমিতি খ্যাতঃ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্

শ্রবণাদপ্যশেষাষসজ্যবিধ্বংসনকমম্ ॥ ১

আপস্তম্বো মহাপ্রাজ্ঞো মুনিরাসৌমহাযশাঃ ।

তস্ম ভাষ্যাক্ষত্রেতি পতিধর্মপরাযণা ॥ ২

তস্ম পুত্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ কর্কিনামাথ তত্ববিৎ ।

তস্মাশ্রমমন্ত্রপ্রাপ্তো অগস্ত্যা মুনিসন্তমঃ ॥ ৩

তমগস্ত্যঃ পূজয়িত্বা আপস্তম্বো মুনীশ্বরঃ ।

শিষ্যৈরনুগতো ধীমান্তঃ প্রষ্টুয়ুপচক্রমে ॥ ৪

আপস্তম্ব উবাচ ।

ত্রয়াণাং কো হু পূজ্যঃ স্তাদেবানাং মুনিসন্তম

ভুক্তিমুক্তিস্ত কস্মাদা স্তাদনাদিস্ত কো ভবেৎ

অনন্তশ্চাপি কো বিপ্র দেবানামপি দৈবতম্ ।

যজ্ঞৈঃ ক ইজাতে দেবঃ কো বেদেষুগীয়তে

এতং মে সংশয়ং ছেত্তুং বদাগস্ত্য মহামুনে ॥

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—আপস্তম্ব নামে ত্রৈলোক্যবিজ্ঞত তীর্থ আছে, উহা স্মৃত-মাত্রেই অশেষ অষ-বিধ্বংসনকম । আপস্তম্ব নামে মহাযশা মহাপ্রাজ্ঞ এক মুনি ছিলেন । তাঁহার অক্ষত্রে নামে পতিধর্মপরাযণা ভাষ্য ছিল এবং কর্কিনামে এক তত্ববিৎ মহা-প্রাজ্ঞ পুত্র ছিল । একদা সেই আপস্তম্বের আশ্রমে মুনিসন্তম অগস্ত্য উপস্থিত হইলেন । মুনীশ্বর ধীমান্ আপস্তম্ব শিষ্যগণ সহ সেই অগস্ত্যকে পূজাপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিসন্তম ! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতার মধ্যে কোন্ দেব সর্বশ্রেষ্ঠ-রূপে পূজ্য ? ভুক্তি ও মুক্তি কাহা হইতে লাভ হয় ? আর কেইবা অনাদি ? হে বিপ্র ! অনন্তই বা কে ? দেবতাদিগেরও দেবতাস্বরূপ কে ? যজ্ঞদ্বারা কে আরাধিত হইলেন ? বেদেই বা কে অমুগীত হইয়া থাকেন ? হে মহামুনে, অগস্ত্য ! আমার সংশয় ছেদনার্থ আপনি এই সকল প্রশ্নের

অগস্ত্য উবাচ ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রমাণং শব্দ উচ্যতে ।
তত্রাপি বৈদিকঃ শব্দঃ প্রমাণং পরমং মতঃ ॥ ৭
বেদেন গীয়তে যন্ত পুরুষঃ স পরাৎপরঃ ।
মৃতোহপরঃ স বিজ্ঞেয়ো হমৃতঃ পর উচ্যতে ॥ ৮
যোহমূর্ত্তঃ স পরো জ্ঞেয়ো হুপরো মূর্ত্ত উচ্যতে
গুণাভিব্যাপ্তিভেদেন মূর্ত্তোহসৌ ত্রিবিধো
ভবেৎ ॥ ৯

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেতি এক এব ত্রিধোচ্যতে ।
ত্রয়াণামপি দেবানাং বেদ্যমেকং পরং হি তৎ ॥
একস্ত বহুধা ব্যাপ্তিগুণকর্ম্মবিভেদতঃ ।
লোকানামুপকারার্থমাকৃতিত্রিতয়ং ভবেৎ ॥ ১১
যন্তবৎ বেত্তি পরমং স চ বিদ্বান্ন চেতরঃ ।
তত্র যো ভেদমাচষ্টে লিঙ্গভেদী স উচ্যতে ॥
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্মাস্তি যশ্চৈষাং ব্যাহরেদ্ভিদম্

উত্তর করুন । অগস্ত্য কহিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ
কাম ও মোক্ষ সম্বন্ধে শব্দই পরম প্রমাণ
বলিয়া উক্ত হয় । তন্মধ্যে আবার বৈদিক
শব্দই পরম প্রমাণ বলিয়া অভিমত । সেই
শব্দস্বক বেদে যে পুরুষ গীত হইলেন, তিনি
পরাত্পর ; যিনি মৃত (মরণশীল), তিনি
অপর এবং যিনি অমৃত (মরণশীল নহেন),
তিনি পর শব্দে উক্ত হইলেন । যিনি অমূর্ত্ত
(মূর্ত্তিহীন), তিনি পর এবং যিনি মূর্ত্ত (মূর্ত্তি-
মান), তিনি অপর বলিয়া উক্ত হইলেন ; ইহা
জানিবে । গুণত্রয়ের অভিব্যক্তিভেদে সেই
মূর্ত্তপুরুষ ত্রিবিধ হইয়া থাকেন । সেই
এক পুরুষই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন
প্রকারে উক্ত হইয়া থাকেন । এই তিন
দেবতারই সেই এক পরপুরুষ বেদ্য । গুণ
ও কর্ম্মের ভেদবশতঃ সেই এক পুরুষের
বহুধা ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয় । লোকত্রয়ের উপ-
কারার্থই আকৃতিত্রয় হইয়া থাকে । যিনি
এই পরম ভদ্র জানেন, তিনিই বিদ্বান্,
অপরে নহে । এবিষয়ে যে ব্যক্তি ভেদ-
বাদী, সে লিঙ্গভেদী বলিয়া উক্ত হয় ।
যে জন ইহাদিগের ভেদ উল্লেখ করে,

ত্রয়াণামপি দেবানাং মূর্ত্তিভেদঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
বেদাঃ প্রমাণং সর্বত্র সাকারেষু পৃথক্ পৃথক্ ।
নিরাকারঞ্চ যত্বেকং তত্তেভ্যঃ পরমং মতম্ ॥

আপস্তম্ব উবাচ ।

নানেন নির্ণয়ঃ কশ্চিন্নয়াত্র বিদিতো ভবেৎ ।
তত্রাপ্যত্র রহস্যং যন্তদ্বিমুখ্যাত্ত কীর্ত্যতাম্ ॥
নিঃসংশয়ং নির্বিকল্পং তাজনং সর্বসম্পদাম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদাকর্ণ্য ভগবানগস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৬
অগস্ত্য উবাচ ।

যদাপ্যেযাং ন ভেদোহস্তি দেবানাস্ত পরস্পরম্
তথাপি সর্বসিদ্ধিঃ স্মৃচ্ছিবাদেব স্মৃথাস্মনঃ ॥
প্রপঞ্চস্ত নিমিত্তং যন্তজ্যোতিশ্চ পরং শিবঃ ।
তমেব সাধয় হরং ভক্ত্যা পরময়া মূনে ॥ ১৮
গৌতম্যাং সকলাঘৌষসংহর্তা দণ্ডকে বনে । *

তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই । এই দেবত্রয়ের
মূলতঃ একত্ব হইলেও, পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি-
ভেদ মাত্র আছে । পৃথক্ পৃথক্ সাকার
মূর্ত্তি সকলের বিষয়ে বেদ সকলই প্রমাণ ।
আর যাহা এক (অখণ্ড), নিরাকার, তাহা
সর্বতত্ত্বাতীত বলিয়া নিরূপিত । ১—১৪ ।
আপস্তম্ব কহিলেন,—আপনার এই উপদেশে
আমার কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত বিদিত
হইল না । এবিষয়ে যাহা নিঃসংশয়, নির্বিক-
ল্প ও সর্বসম্পদের পাত্রভূত, সেই রহস্য
বিষয় বিবেচনা করিয়া সত্ত্বর কীর্ত্তন করুন ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবান্ অগস্ত্য এই
কথা শুনিয়া বলিলেন,—যদিও এই দেব-
ত্রয়ের পরস্পর ভেদ নাই বটে, তথাপি
স্মৃথাত্মা শিব হইতেই সর্বসিদ্ধি প্রাপ্তি হইয়া
থাকে । যাহা এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের নিমিত্ত
কারণ, শিবই সেই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ।
হে মূনে ! তুমি পরম ভক্তিসহকারে সেই

* কচিদতঃ পরং—“ব্রহ্মোবাচ “এনক্লুহ্মা
মূনের্বাক্যং পরাং প্রীতিমুপাগতঃ ।” ইত্যেবং
পাঠঃ ।

ভুক্তিদো মুক্তিদঃ পুংসাং সাকারোহথ
নিরাকৃতিঃ ॥

সৃষ্ট্যাকারন্ততঃ শক্ৰঃ পালনাকার এব চ ।
দাতা চ হস্তি সৰ্বং যো যস্মাদেতৎ সমাপ্যতে
ব্রহ্মাকৃতিঃ কর্তৃরূপা বৈষ্ণবী পালনী তথা ।
কৃত্বাকৃতির্নিহত্বী সা সৰ্ববেদেষু পঠ্যতে ॥ ২১
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছৃৎবা যুনেবাক্যং পরাং প্রীতিমুপাগতঃ ।
আপস্তম্বস্তদা গঙ্গাং গংগা স্নাত্বা যতব্রতঃ ।
তুষ্ঠাব শক্ৰং দেবং স্তোত্রোণেনেন নারদ ॥ ২২
আপস্তম্ব উবাচ ।

কাঠেষু বহিঃ কুসুমেষু গন্ধে ।
বীজেষু বৃক্ষাদি দৃষৎসু হেম ।
ভূতেষু সৰ্বেষু তথাস্তি যো বৈ
তং সোমনাথঃ শরণং ব্রজামি ॥ ১৩
যো লীলয়া বিশ্বমিদঞ্চকার
ধাতা বিধাতা ভুবনত্রয়স্ব ।

হরেরই সাধন কর। সকলাঘোষসংহর্তা
সেই শিব .দণ্ডকারণ্যে গোতমী নদীতে
(বিশেষভাবে) বিরাজিত আছেন। তিনিই
ভুক্তিপ্রদ, তিনিই মুক্তিদ, তিনিই সাকার
অথচ নিরাকার। তিনিই শক্তিমান হইয়া—
সৃষ্ট্যাকার, দাতারূপে পালনাকার ও সকলের
সমাপ্তিস্থান কারূপে সংহারাকার হইয়া
থাকেন। তিনি কর্তারূপে ব্রহ্মা, পালকরূপে
বিষ্ণু ও কৃত্তরূপে সংহর্তা। সৰ্ববেদে এই-
রূপ পঠিত হয়। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নারদ!
অগস্ত্যমুনির এই বাক্য শ্রবণে আপস্তম্ব
পরমা প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন; সেই মুনি
তখনই গঙ্গায় গমনপূর্বক যতব্রত হইয়া
স্নান করত দেব শক্ৰকে স্তব করিতে
আরম্ভ করিলেন। ১৫—২২। আপস্তম্ব কহি-
লেন,—যিনি কাঠে বহি, কুসুমে গন্ধ,
বীজে বৃক্ষাদি, পৰ্বত মধ্যে হেম ইত্যাদি
নানাকারে সৰ্বভূতেই বর্তমান আছেন,
আমি সেই সোমনাথের শরণাগত হই-
তেছি। যিনি লীলাবশে এই বিশ্ব সৃজন

যো বিশ্বরূপঃ সদসৎপরো যঃ
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৪
যং স্মৃত্য দারিদ্ৰ্যমহাভিশাপ-
রোগাদিভিন্ন স্পৃশতে শরীরী ।
যমাত্রিতাশ্চৈষিতমাপ্নুবন্তি
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৫
যেন ত্রয়ীধর্মমবেক্ষ্য পূর্বঃ
ব্রহ্মদরাস্তত্র সমীহিতাশ্চ । *
এবং দ্বিধা যেন কৃতং শরীরঃ
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৬
যঃ স্ত্র্য নমো গচ্ছতি মন্ত্রপূতঃ
ভূতং হবিষা চ কৃত্বা চ পূজা ।
দত্তং হবির্ধেন সুরা ভজন্তে
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৭
যস্মাৎ পরং নান্তদন্তি প্রশস্তঃ
যস্মাৎ পরং নৈব স্তুত্বমমন্তৎ ।

করিয়াছেন, যিনি ভুবনত্রয়ের ধাতা
ও বিধাতা যিনি বিশ্বরূপ, যিনি সৎ
ও অসতের পরবর্তী, সেই পরমেশ্বরের
শরণাগত হইতেছি। শরীরধারী ব্যক্তি
যাহাকে স্মরণ করিলে দারিদ্ৰ্য, মহাভিশাপ
ও রোগাদি দ্বারা স্পৃষ্টও হয় না, এবং
যাহাকে আশ্রয় করিলে ঈপ্সিত সকল প্রাপ্ত
হওয়া যায়, আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন
হইলাম। যিনি পুরাকালে ত্রয়ীবিহিত
ধর্মাত্মক নিজ শরীর ব্রহ্মনিষ্ঠে নিক্ষেপ
ও কর্মনিষ্ঠ সন্ধ্যাবেলা বিভাগ করিয়াছেন;
আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হই-
লাম। যহুদ্দেশে নমঃশব্দ যোগে সকলেই
পূজা করে এবং মন্ত্রপূত হবি হত হয়;
অগ্নিরূপী যাহা কর্তৃক প্রদত্ত হবি সুরগণ
ভজনা করেন, আমি সেই সোমেশ্বরের
শরণাপন্ন হইলাম। যাহা হইতে অস্ত আর
কিছুই প্রশস্ত নাই, যাহা হইতে আর কিছুই
স্তুত নাই, স্তুল সকলের মধ্যেও যাহা

* “ব্রহ্মদরাস্তত্র সমীহিতাশ্চৈতি চ পাঠঃ।

যস্মাৎ পরং নো মহতাং মহচ্চ
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৮
যন্তাক্ষয়া বিশ্বমিদং বিচিত্র-
মচিন্ত্যরূপং বিবিধং মহচ্চ ।
একক্রিয়ং যদদমু প্রয়াতি
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৯
যস্মিন্ বিভূতিঃ সকলাধিপত্যঃ
কৰ্ণদাতৃদমহবমেব ।
ঐতিৰ্শশঃ সৌখ্যমনাদিধৰ্ম্মঃ
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ৩০
নিত্যং শরণ্যঃ সকলস্ত পূজ্যো
নিত্যং প্রিয়ো যঃ শরণাগতস্ত ।
নিত্যং শিবো যঃ সকলস্ত রূপঃ
সোমেশ্বরঃ তং শরণং ব্রজামি ॥ ৩১
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ বরং বৃণতি চাহ তম্ ।*
আত্মার্থঞ্চ পরার্থঞ্চ আপত্তদ্বোহবৌচ্ছিবম্ ॥
সৰ্বান্ কামানাপ্ন যুস্তে যে স্নাত্বা দেবমীশ্বরম্

হইতে আর কিছুই স্থূল নাই, সেই সোমে-
শ্বরের শরণাপন্ন হইলাম । ঋহাৰ আজ্ঞানু-
সারে এই বিচিত্র বিশ্ব অচিন্ত্যরূপ, বিবিধ
ও মহৎ হইলেও একক্রিয়াৎ পরিচালিত
হইতেছে, আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন
হইলাম । ঋহাতে বিভূতি, সকল আধিপত্য,
কৰ্ণদাতৃ, দাতৃ, মহব, ঐতি, যশ, সৌখ্য
অনাদি ধৰ্ম্ম—এ সকল বর্তমান ; আমি সেই
সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম । যিনি
নিত্যই সকলের পূজ্য আশ্রয়স্থল, যিনি
নিত্যই শরণাগতের প্রিয়, যিনি সৰ্বরূপী
হইয়াও নিত্যই সকলের মঙ্গলজনক ;
আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন
হইলাম । ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ শিব
এইরূপ স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই মুনিকে “বর
গ্রহণ কর” এই কথা কহিলেন । আপত্তদ্বও
আত্মার্থ ও পরার্থ শিবকে এই কথা

* “ভগবান্নাহ নারদ তং মুনিমিতি চ পাঠঃ ।

পশ্চেষুর্জগতামীশমম্বিত্যাহ শিবো মুনিম্ ॥ ৩৩
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থমাপত্তদ্বমুদাহৃতম্ ।
অনাদ্যবিদ্যাতিমিরব্রাতনির্মূলনক্ষমম্ ॥ ৩৪
ইতি জীবাঞ্জে আপত্তদ্বাদিতীর্থবর্ণনং নাম
ত্রিংশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩০ ॥

একত্রিংশদধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যমতীর্থমিতি ধ্যাতঃ পিতৃণাং ঐতিবৰ্দ্ধনম্ ।
অশেষপাপশমনং তত্র বৃন্তমিদং শৃণু ॥ ১
তত্রাখ্যানমিদং ত্রাসৌদিতিহাসং পুরাতনম্ ।
সরমেতি প্রসিদ্ধাস্তি নামা দেবভুনী মূনে ২
তস্তাঃ পুত্রৌ মহাশ্রেষ্ঠৌ শানৌ নিত্যং জনানমু
গামিনৌ পবনাহারৌ চতুরক্ষৌ যমাপ্রমৌ ॥ ৩

কহিলেন,—হে জগদীশ ! যাহারা এই স্থানে
স্নান করিয়া দেব ঈশ্বরকে দর্শন করিবে,
তাহারা যেন সৰ্বকাম লাভ করিতে পারে ।
শিবও তদন্তরে তাঁহাকে “তাঁহাই হউক”
এই কথা কহিলেন । সেই হইতে ঐ তীর্থ
“আপত্তদ্ব” নামে বিখ্যাত হইয়াছে । উহা
অনাদি অবিচারূপ তিমিররাশির নির্মূলন
বিষয়ে অতীব দক্ষ । ২৩—৩৪ ।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩০ ।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যমতীর্থ নামে যে
বিখ্যাত তীর্থ আছে, ঐ তীর্থ অশেষ পাপের
প্রশমনকর ও পিতৃগণের ঐতিবৰ্দ্ধক ।
তৎসংস্কীয় এই বৃন্তান্ত শুন । এই পুরাতন
ইতিহাসই উহার উপাখ্যান । মূনে, নারদ !
দেবতাদিগের একটা কুকুরী আছে, সে
“সরমা”, নামে প্রসিদ্ধা । তাহার অতি
শ্রেষ্ঠ দুইটা পুত্র আছে । সেই কুকুরদ্বয়
নিয়ত জনগণের অঙ্গগামী, পবনাহার ও

গা রক্ষতি স্ব দেবানাং যজ্ঞার্থং কল্পিতান্ পশূন
রক্ষতীমহুজঘৃন্তে রাক্ষসা দৈত্যদানবাঃ ॥ ৪
রক্ষতীঃ তাং মহাপ্রাজ্ঞাঃ নানয়োর্বীতরং শুনীয়
প্রলোভয়িত্বা বিবিধৈর্বাচৈর্দ্যাদিনৈশ্চ যত্নতঃ ॥ ৫
হতা গা রাক্ষসৈঃ পাঠৈঃ পশুর্থে কল্পিতাঃ শুভাঃ
তত আগত্য সা দেবানিদমাহ ক্রমাচ্ছুনৌ ॥ ৬

সরমোবাচ ।

মাং বন্ধা রাক্ষসৈঃ পাঠৈস্তাভয়িত্বা প্রহারকৈঃ
নীতা গা যজ্ঞসিদ্ধার্থং কল্পিতাঃ পশবঃ সুরাঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্চা বাচঃ নিশম্যাতু সুরান প্রাহ বৃহস্পতিঃ ॥
বৃহস্পতিক্রবাচ ।

ইয়ং বিকৃতরূপান্তে অস্তাঃ পাপঞ্চ লক্ষয়ে ।
অস্তা মতেন তা গাবো নীতা নান্তেন হেতুনা ॥
পাপেয়ং সুরকৃতীবেতি লক্ষ্যতে দেহচেষ্টিতৈঃ ॥

যমের প্রিয় ছিল; উহারা চতুরক্ষ বলিয়া
প্রসিদ্ধ । দেবতাদিগের যজ্ঞার্থ কল্পিত গো-
পশুসকল সেই সরমা রক্ষা করিত । একদা
অতি চতুর কতিপয় দৈত্য, দানব, ও রাক্ষস
মিলিত হইয়া সেই গোরক্ষণ-পরায়ণা সেই
কুকুরঘরের জননী দেবশুনী সরমার অনুগমন-
পূর্বক যত্নসহকারে বিবিধ বাক্য ও ভোজ্য
দ্রব্যাদি প্রদানে তাহাকে প্রলোভিত করিয়া
যজ্ঞীয়পশু নিমিত্ত কল্পিত সেই শুভ গোসকল
হুট রাক্ষসেরা অপহরণ করিল । তারপর
সেই সরমা ক্রমে আসিয়া দেবগণকে কহিল,
—হে সুরগণ ! রাক্ষসেরা আমাকে প্রহার
দ্বারা তাড়নাপূর্বক পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া
তোমাদিগের যজ্ঞসিদ্ধিনিমিত্ত কল্পিত সেই
গো সকল লইয়া গিয়াছে । ব্রহ্মা কহিলেন,
—সেই সরমার কথা শুনিয়া বৃহস্পতি
সুরগণকে কহিলেন,—এই কুকুরী বিকৃত-
রূপা রহিয়াছে, কিন্তু ইহার পাপও লক্ষ্য
করিতেছি, ইহার মতামুসারেই সেই গো-
গুলি নীত হইয়াছে; অন্য হেতুতে নহে ।
এই পাণিষ্ঠা দেহচেষ্টিত দ্বারা সাধুবৎ

ব্রহ্মোবাচ ।

তদুত্তরোর্বচনাচ্ছত্রঃ পদা তাং প্রাহরচ্ছুনৌ ।
পদাঘাতাত্তদা তচ্চা মুখাৎ কীরং প্রসুজ্জবে ॥ ১০
পুনঃ প্রাহ শচীভর্তা কীরঃ পীতঃ ত্বয়া শুনি ।
রাক্ষসৈশ্চ তদা দত্তং তস্মারীতাস্ত গা মম ॥ ১১

সরমোবাচ ।

নাপরাধোহস্তি মে নাথ ন চান্তস্তাপি কন্তচিৎ
নাপরাধো ন চোপেক্ষা মমান্তি ত্রিদশেশ্বর ।
তস্মাক্ষৌহসি কিং নাথ রিপবো বলিনন্ত তে
ব্রহ্মোবাচ ।

ততো ধ্যায়া দেবগুরুজ্ঞায়া তচ্চা বিচেষ্টিতম্ ।
সত্যং শত্রু ত্রিয়ং তুষ্টি রিপুণাং পক্ষকারিণী ॥
ততঃ শশাপ তাং শত্রুঃ পাপিষ্ঠে ত্বং শুনৌ ভব
মর্ত্যালোকে পাপভূতা অজ্ঞানাং পাপকারিণী ॥
তদেন্দ্রস্ত তু শাপেন মানুষ্যে সা ব্যজায়ত ।

লক্ষিতা হইতেছে । ব্রহ্মা কহিলেন,—
শত্রু, গুরুর সেই বচন শ্রবণে পদ দ্বারা
সেই শুনী সরমাকে প্রহার করিলেন । পদা-
ঘাতে তাহার মুখ হইতে কীর করিত হইতে
লাগিল । তদর্শনে শচীভর্তা কহিলেন,—
রে শুনি ! তুই হৃদ পান করিয়াছিস; অবশ্য
রাক্ষসেরাই তোকে তাহা দিয়াছে এবং
সেই জন্তই তাহার আমার গোগুলি
অপহরণ করিতে পারিয়াছে । সরমা
কহিল,—নাথ ! আমার অপরাধ নাই ।
অপর কাহারও অপরাধ নাই । হে ত্রিদশে-
শ্বর ! আপনার সেই রিপুগণ অতীব
বলবান । এ বিষয়ে আমার অপরাধ বা
উপেক্ষা কিছুই নাই ; অতএব হে নাথ !
আপনি কষ্ট হইতেছেন কেন ? ১—১২ ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—পরে দেবগুরু ধ্যান-
পূর্বক সেই সরমার আচরণ জানিতে
পারিয়া কহিলেন,—“শত্রু ! সত্যই এই
শুনী হুট, এ রিপুপক্ষপাতিণী ।” শত্রু এই
কথা শুনিয়া তাহাকে শাপ দিলেন,—“রে
পাপিষ্ঠে ! তুই মর্ত্যালোকে পাপভূতা অজ্ঞান-
বশে পাপকারিণী শুনী হ ।” ইত্যেব

যথা শপ্তা মম্ববতা পাপাং সা হৃতিভাষণা ॥ ১৫
 গাবো যা রাক্ষসৈর্নানীতাস্তাসামানয়নায় চ ।
 যত্নঃ কুর্স্বন সুরপতিবিক্বে তস্ম্যবেদয়ৎ ॥ ১৬
 বিষ্ণুর্দৈত্যাংশ্চ দম্বজানগোহনতৃশ্চৈব রাক্ষসান
 হন্তঃ প্রযত্নমকরোজ্জগৃহে চ মহদ্ধনুঃ ॥ ১৭
 শার্ঙ্গঃ যল্লোকবিখ্যাতঃ দৈত্যানাশনমেব চ ।
 জিতারিঃ পূজিতো দেবৈঃ শ্বয়ং স্থিত্বা জনার্দিনঃ
 যত্র বৈ দণ্ডকারণ্যে শার্ঙ্গপানির্জগৎপ্রভুঃ ।
 তত্রস্থান্ দৈত্যদম্বজান্ রাক্ষসাংশ্চ বলীয়সঃ ॥
 পুনর্জয়ে স বৈ বিষ্ণুর্গা যৈনানীতাস্চ রাক্ষসৈঃ ।
 তত্র বৈ দণ্ডকারণ্যে শার্ঙ্গপানিরিতি ক্রতঃ ॥ ২০
 যুধ্যমানস্ততো বিষ্ণুর্দিত্তিজৈ রাক্ষসৈঃ সহ ।
 তে জঘূর্দক্ষিণামাশাং নিবোহস্তাসানমহায়ুনে ॥
 অবগচ্ছততো বিষ্ণুস্তানেব পরমেশ্বরঃ ।
 গক্ৰম্বতা নবাপাতা শার্ঙ্গমুভৈর্মনোজবৈঃ ॥ ২২

শাপে সেই সরমা পাপের কলে তখনই
 মানুষ-লোকে অতি ভীষণা শুনীরূপে জন্ম
 লাভ করিল। এদিকে সুরপতি, রাক্ষসেরা
 যে গোগুলি লইয়া গিয়াছে, তাহা আনয়নার্থ
 যত্নপরায়ণ হইয়া বিষ্ণু-সন্নিধানে সেই বাক্তা
 নিবেদন করিলেন। বিষ্ণু সেই গোহর্ত্তা
 রাক্ষস-দৈত্য-দানবদিগকে হননার্থ যত্নবান
 হইয়া দৈত্য-দানবনাশন শার্ঙ্গ নামে লোক-
 বিখ্যাত মহৎ ধনু গ্রহণপূর্বক প্রস্থিত হইলেন।
 সেই দৈত্য-দানব-রাক্ষসেরা দণ্ডকারণ্যে
 অবস্থিত ছিল। বিষ্ণু তথায় যাইয়া শার্ঙ্গ-
 মুক্ত বাণজালে তাহাদিগকে হনন করিতে
 লাগিলেন। অস্রিগণ পরাজিত হইল,
 দেখিয়া দেবতারা তাঁহাকে পূজা করিতে
 লাগিলেন। ক্রমে সেই দৈত্য-দানব-রাক্ষ-
 সেরা পরাজিত হইয়া বিষ্ণুভয়ে দণ্ডকারণ্য
 পরিত্যাগপূর্বক দক্ষিণদিকে পলায়ন করিতে
 থাকিল। পরমেশ্বর বিষ্ণু তাহাদিগের
 অঙ্গুগমন করিতে লাগিলেন। বেগবান
 গক্ৰফের পৃষ্ঠাক্রুত বিষ্ণু স্বারতগতিতে গঙ্গার
 উত্তর তটে তাহাদিগকে আক্রমণপূর্বক শার্ঙ্গ-
 মুক্ত মনোজব শরনিকরে আঘাত করিয়া

বাণৈস্তান্ ব্যাহনদ্বিষ্ণুর্গঙ্গায় উত্তরে তটে ।
 দেবাদয়ঃ কয়ং নীতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২৩
 শার্ঙ্গমুভৈর্মহাবেগৈঃ স্তম্বনৈশ্চ স্তমজিতৈঃ ।
 কয়ং প্রাপ্তা বিষ্ণুবাণৈস্ততস্তে দেবশত্রবঃ ॥ ২৪
 গাবো লদ্ধা যত্র দেবৈর্বাণতীর্থং তদ্ব্যচ্যতে ।
 বৈষ্ণবং লোকবিদিতং গোতীর্থক্ষেতি বিজ্ঞতম্ ॥
 পশ্বার্থে কল্লিতা গাবো গঙ্গায় দক্ষিণে তটে ।
 প্রজ্ঞতাস্তে সুরাঃ সর্বে গঙ্গায়াম্ সম্ভাবেশয়ন ॥
 তন্মধ্যে কারয়ামাসুর্দ্বীপং চৈবাস্রয়ং গবাম্ ।
 তৈর্গোভিস্তত্র গঙ্গায়াম্ সুরযজ্ঞো ব্যজায়ত ॥ ২৭
 যজ্ঞতীর্থস্ত তৎ প্রোক্তং গোদ্বীপং গাঙ্গমধ্যতঃ
 দেবানাং যজনং তচ্চ সর্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ২৮
 শ্বয়ং মুক্তিমতী ভূত্বা গঙ্গা শক্তির্মহাদ্যতে ।
 অসারাপারসংসারসাগরোত্তরণে তরিঃ ॥ ২৯

সেই দেবারিবর্গকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিলেন।
 প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্তৃক শার্ঙ্গধনুযুক্ত মহাবেগ-
 যুক্ত স্তম্বনবিশিষ্ট স্তমজিত বাণাঘাতে সেই
 দেব-শত্রুরা কণকালমধ্যেই কয়প্রাপ্ত
 হইল। ১৩—২৪। পরে দেবগণ সেখানে
 তাঁহাদিগের সেই গোসকল পুনঃপ্রাপ্ত
 হইলেন, সেই স্থানটী বাণতীর্থ বলিয়া উক্ত
 হয়। ঐ স্থানেই লোক-বিদিত বৈষ্ণব তীর্থ
 এবং বিজ্ঞত গোতীর্থ বিদ্যমান। যজ্ঞীয় পশু-
 রূপে কল্লিত গোসকল গঙ্গার দক্ষিণ তটেই
 ছিল; উহারা প্রজ্ঞত হইলে সুরগণ সকলে
 মিলিয়া গঙ্গামধ্যেই উহাদিগকে স্থাপন
 করেন। গঙ্গামধ্যে তাঁহারা একটী দ্বীপ
 নির্মাণপূর্বক তাহাতে ঐ গোসকল রাখিয়া-
 ছিলেন। সেই সকল গো দ্বারা সেই
 গঙ্গাতেই সুরগণের যজ্ঞও সম্পাদিত হইয়া-
 ছিল। সেই যজ্ঞস্থলের নাম যজ্ঞতীর্থ
 এবং গঙ্গামধ্যগত উক্ত দ্বীপের নাম হইয়া-
 ছিল—গো-দ্বীপ। দেবগণের সেই সেই
 যজন হান শুভজনক ও সর্বকামপ্রদ।
 হে মহাদ্যতে, নারদ! ঐ স্থানে আমার
 অপার সংসার-সাগর হইতে উত্তরণ বিষয়ে
 তরনিস্বরূপিণী ভক্তাভয়দায়িনী যোগমায়া

বিবেশ্বরী যোগমায়া সন্তোভয়দায়িনী ।
গোরক্ষস্ত ততস্তীর্থং গঙ্গায়্য দক্ষিণে তটে ॥ ৩০
তো স্থানো সরমাপুত্রো চতুরক্ষো যমপ্রিয়ো ।
মাতুঃ শাপং চাপরাধং সর্বক্কাপি সবিস্তরম্ ॥ ৩১
নিবেত্ত তু যথাস্থায়ং কার্যক্কাপি সুখপ্রদম্ ।
বিশাপকরণক্কাপি পপ্রচ্ছতুক্রতো যমম্ ॥ ৩২
স ভাত্যং সহিতঃ সৌরিঃ পিত্রে স্বর্ধ্যায়

চাত্রবীৎ ।

ঋহা স্বর্ধ্যাঃ সূতং প্রাহ গঙ্গায়্যঃ সুরসন্তম ॥
লোকত্রয়ৈকপাবস্তাঃ গোতম্যাং দণ্ডকে বনে ।
ঋক্ষয়া পরয়া বৎস সূনাতঃ সূসমাহিতঃ ॥ ৩৪
ব্রহ্মাণকৈব বিষ্ণুঞ্চ মামীশঞ্চ যথাক্রমম্ ।
স্বহি স্বঃ সর্বভাবেন ভূত্যো প্রীতিমবাপ্নাতঃ ॥
ভৎপিতুর্কচনং ঋহা যমঃ প্রীতমনাস্তদা ।
ভয়োচ্চ প্রীতয়ে প্রায়াদেবতর্পণয়োর্মমঃ ॥ ৩৬
গোতম্যামঘহারিণ্যাং সূসমাহিতমানসঃ ।

বিবেশ্বরী গঙ্গা শক্তি স্বয়ং মূর্তিমতী হইয়া
অবস্থিতা। তারপর গঙ্গার দক্ষিণ তটে
গোরক্ষ নামে তীর্থ আছে। সরমাপুত্র যম-
প্রিয়, চতুরক্ষ নামে সেই কুকুরস্বয় মাতার
শাপ, অপরাধ ইত্যাদি বিষয় সমস্তই যথা-
স্থানে সবিস্তরে যমসন্নিধানে নিবেদনপূর্বক
সুখপ্রদ বিশাপ-করণ-বিষয়ক কর্ণের প্রশ্ন
করিল। সৌরি যম সেই কুকুরস্বয় সহ
পিতা স্বর্ধ্যাসমীপে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত
বর্ণন করিলেন। স্বর্ধ্যা তাহা শুনিয়া সূত
যমকে কহিলেন,—হে সুরসন্তম বৎস যম!
তুমি দণ্ডকারণে যাইয়া তত্রত্যা লোকত্রয়ৈক-
পাবনৌ গোতমী নদীতে পরম ব্রহ্মাসহকারে
সূনাত ও সূসমাহিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু
শিব ও আমাকে যথাক্রমে সম্মতোভাবে
স্তব কর; তাহা হইলে তোমার এই ভূতা-
স্বয় প্রীতিলাভ করিতে পারিবে। পিতার
এই বাক্য শুনিয়া যম তখন প্রীতমনে
দেবতাদিগের প্রীতিসাধক সেই কুকুর-
স্বয়ের প্রীতি নিমিত্ত অঘহারিণী গোতমীতে

তথৈব তোষয়ামাস গঙ্গায়্যঃ সুরসন্তমান ॥ ৩৭
যত্যাঞ্চ সহিতঃ স্রীমান্ দক্ষিণাশাপতিঃ প্রভুঃ ।
ব্রহ্মাণং তোষয়ামাস ভানুং বৈ দক্ষিণে তটে ॥
ঈশানমুত্তরে বিষ্ণুং স্বয়ং ধর্ম্যঃ প্রতাপবান্ ।
দত্তবস্তো বরং শ্রেষ্ঠং সরমায়্য বিশাপকম্ ।
বরানযাচত বহুন্ লোকানামুপকারকান্ ॥ ৩৯
যম উবাচ ।

এষু স্থানেষু যে কুর্য্যব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।
আত্মার্থঞ্চ পরার্থঞ্চ তে কাম্যানাপ্র যুঃ শুভান্ ॥
বাণতীর্থে তু যে স্নাত্বা শার্ঙ্গপাণিঃ স্রজস্তি বৈ ।
তেভ্যো দারিদ্ৰ্যাহংখানি ন ভবেয়ুর্য়ুগে যুগে ॥
গোতীর্থে ব্রহ্মতীর্থে বা যন্ত স্নাত্বা যতব্রতঃ ।
ব্রহ্মাণং তং নমস্তাত্ দ্বীপস্তাপি প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪২
যঃ কুর্য্যাতেন পৃথিবী সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ।
প্রদক্ষিণীকৃতা তত্র কিঞ্চিদবা বসু বিজম্ ॥ ৪৩

গমন করত সূসমাহিত মানসে গঙ্গামধ্যে
(তর্পণাদি দ্বারা) সুরসন্তমগণের সন্তোষ-
সাধন করিলেন। পরে সেই দক্ষিণা-
শাপতি প্রভু স্রীমান্ যম সেই কুকুরস্বয়
সহ দক্ষিণ তটে ব্রহ্মাকে ও ভানুকে এবং
উত্তর তটে ঈশানকে ও বিষ্ণুকে সন্তোষিত
করিলেন। প্রতাপবান্ ধর্ম্য স্বয়ং এই
প্রকার করিলে সেই দেবগণও সরমার
শাপাপনোদক শ্রেষ্ঠ বর দিলেন। তারপর
যম, লোকোপকারার্থ সেই দেবগণস্থানে
অন্ত বহু বর যাক্রা করিলেন। ১—৩৯।
যম কহিলেন,—হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর!
এই স্থানগুলিতে আত্মার্থই হউক, আর
পরার্থই হউক, যাহারা স্নান করিবে, তাহারা
যেন শুভ কাম সকল প্রাপ্ত হয়। যে জন
বাণতীর্থে স্নানান্তে শার্ঙ্গপাণিকে স্রজ
করিবে, যুগে যুগে কদাপি তাহাদিগের যেন
দারিদ্ৰ্য-হংখ না হয়। গোতীর্থে ও ব্রহ্ম-
তীর্থে যে ব্যক্তি যতব্রত হইয়া স্নানপূর্বক
ব্রহ্মাকে নমস্কার করত গোদ্বীপকে প্রদক্ষিণ
করিবে, সে যেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণী-
কৃতা হইলে যে কল, সেই কলই প্রাপ্ত

তদেবযজ্ঞনং প্রাপ্য কিঞ্চিদুহা হতাশনে ।
 অশ্বমেধাদিযজ্ঞানাং কলং প্রাপ্নোতি পুঙ্কলম্ ॥
 যঃ সঙ্কলিত্ত পঠতি গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।
 অধীতান্তেন বেদা বৈ নিকামো মুক্তিভাজনম্ ॥
 স্নাত্বা তু দক্ষিণে কূলে শক্তিং দেবীম্ভ ভক্তিতঃ
 পূজয়িত্বা যথাস্তায়ং সৰ্বান্ কামান্বাপ্নুয়াৎ ॥৪৬
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং শক্তির্মাতা ত্রয়ীময়ী ।
 স্নাত্বা পূজয়েদ্যজ্ঞাং * পুত্রবান্ ধনবান্ ভবেৎ
 আদিত্যঃ ভক্তিতো যন্ত দক্ষিণে নিয়তো নরঃ
 স্নাত্বা পশ্চত তেনেষ্টা যজ্ঞা বিবিধদক্ষিণাঃ ॥
 কূলে যশ্চোত্তরে চৈব গঙ্গায়ৈ দৈত্যাস্থদনম্ ।
 স্নাত্বা পশ্চত তং নত্বা তন্ত বিকোঃ পরং পদম্
 যমেশ্বরং ততো যন্ত যমতীর্থে তু পূজিতম্ ।
 স্নাতঃ পশ্চতি যুক্তায়া স করোত্যচিরেণ হি ।
 পিতৃণামক্ষয়ং পুণ্যং কলদং কীর্তিবর্ধনম্ ॥ ৫০

হয়। আর সেই স্থানে ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ
 ধনদানান্তে সেই দেবযজ্ঞন স্থানে যাইয়া
 হতাশনে কিঞ্চিৎ হোম করিলে, যেন অশ্বমেধাদি
 যজ্ঞের পুঙ্কল কল লাভ হয়। সেইস্থানে
 যে জন নিকামভাবে বেদমাতা গায়ত্রী
 একবারও পাঠ করিবে, সে সমগ্র বেদা-
 ধ্যয়নের কললাভান্তে মুক্তিভাজন হইবে।
 দক্ষিণকূলে স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে
 শক্তিদেবীকে যথাস্তায়ে পূজা করিলে,
 সৰ্বকাম-প্রাপ্তি হয়। ত্রয়ীময়ী শক্তি দেবী,
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও মাতা, যে ব্যক্তি
 এখানে স্নানপূর্বক তাঁহাকে পূজা করিবে,
 সে পুত্রবান্ ও ধনবান্ হইবে। যে নর,
 দক্ষিণতীরে নিয়তচিত্তে ভক্তিসহকারে স্নান-
 পূর্বক আদিত্যকে দর্শন করিবে, তৎকর্তৃক
 যেন বিবিধ দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল
 লব্ধ হয়। যে নর গঙ্গার উত্তর কূলে
 স্নানান্তে দৈত্যাস্থদন বিষ্ণুকে দর্শনপূর্বক
 প্রণাম করিবে, তাহার যেন বিষ্ণুর পরম পদ-
 প্রাপ্তি ঘটে। তার পর যে নর, যমতীর্থে
 স্নান করত সংযতাত্মা হইয়া যমেশ্বরের দর্শন-

* “সৰ্বকামান্বাপ্নোতী”তি চ পাঠঃ ।

তত্র স্নানেন দানেন জপেন স্তবনে চ ।
 অপি হৃদ্রতকৰ্ম্মাণঃ পিতরো মোক্ষয়াৎ ॥৫১
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ইত্যাদিষ্টে সহস্রাণি তীর্থানি ত্রীণি নারদ ।
 তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্বমক্ষয়পুণ্যদম্ ॥ ৫২
 এতেষাং স্মরণং পুণ্যং নানাজন্মায়নাশনম্ ।
 অবগাৎ পিতৃভিঃ সার্কং পঠনাৎ বকুলৈঃ সহ ।
 তেষামপ্যতিপাপানি নাশং যাস্তি যমাজ্ঞয়া ॥
 তত্র স্নানাঙ্গি যঃ কৃৎস্না কিঞ্চিদুহা যতাস্থবান্ ।
 পিতৃণাং পিতৃদানাঙ্গি কৃৎস্না নত্বা সুরানিমান্ ॥
 ধনং ধাত্ত্বং যশো বীৰ্য্যমাযুরারোগ্যসম্পদঃ ।
 পুত্রান্ পৌত্রান্ প্রিয়াং ভার্য্যাং লব্ধ্বা চাশ্ব-
 মনীষিতম্ ॥ ৫৫
 অবিযুক্তঃ প্রীতমনা বকুভিষ্ঠাতিমানিতঃ ।
 নরকস্থানপি পিতৃস্তারয়িত্বা কুলানি চ ॥ ৫৬

পূর্বক পূজা করিবে, সে যেন অচিরকাল
 মধ্যেই পিতৃগণের অক্ষয়-ফলপ্রদ পুণ্য সঙ্ক-
 পূর্বক কীর্তিবর্ধনে সক্ষম হয়। সেই স্থানে
 স্নান, দান, জপ, স্তব করিলে, তদীয় পিতৃ-
 পুরুষেরা হৃদ্রতকৰ্ম্মা হইলেও যেন মোক্ষপ্রাপ্ত
 হয় ৪০—৫১। ব্রহ্মা কহিলেন,—(যমের
 এই সকল প্রার্থনাতে সেই দেবগণ অমু-
 মোদন করিলেন।) হে নারদ! এই
 স্থানে ইত্যাদি অষ্টসহস্র তিনটি তীর্থ
 আছে। এই সকল তীর্থে স্নান-দানাদি
 সকলই অক্ষয় পুণ্যজনক হয়। এই সকল
 তীর্থের স্মরণে নানাজন্মকৃত অঘনিচয়ের
 নাশক পুণ্য উৎপন্ন হয়; মাহাত্ম্য অবগে
 পিতৃগণসহ, এবং পাঠ করিলে নিজ কুলসহ
 আমার আজ্ঞানুসারে পাপরাশি বিনাশপূর্বক
 পবিত্র হইতে পারে। সেইখানে যে মানব
 স্নানাঙ্গি করিয়া সংযতভাবে কিঞ্চিৎ দানপূর্বক
 পিতৃগণের পিতৃদানাঙ্গি করিয়া এই সকল
 দেবতাদিগকে নমস্কার করে, সে ধন, ধাত্ত্ব,
 যশ, বীৰ্য্য, আয়ু, আরোগ্য, সম্পদ, পুত্র,
 পৌত্র, প্রিয়া ভার্য্যা, এবং অস্ত্র নানা মনীষিত
 লাভান্তে বকুবান্ধব দ্বারা সম্মানিত থাকিয়া

পার্বতীয়া প্রিয়ৈর্ভুক্তো হস্তে বিষ্ণুঃ শিবঃ সুরৈঃ
ততো মুক্তিপদং গচ্ছেদেবানাং বচনং যথা ॥৫৭
ইতি শ্রীভাক্ষে বাণতীর্থাদিবর্ণনমেকত্রিংশদ-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

ষাণ্মিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যক্ষীসঙ্গমং নাম তীর্থং সর্বকলপ্রদম্ ।
তত্র স্নানেন দানেন সর্বান কামানবাশুয়াৎ ॥১
যত্র যক্ষেশ্বরো দেবো দর্শনাদুক্তিমুক্তিদঃ ।
তত্র চ স্নানমাত্রেণ সত্ৰযাগকলং লভেৎ ॥ ২
বিশ্বাবসোঃ স্ত্রীয়া নামা পিঙ্গলা শুক্লাসিনী ।
ঋষীণাং সত্ৰমগমদগৌতমীতীরবর্তিনাম্ ॥৩
দৃষ্ট্বা তত্র ঋষীন কামান সা জহাসাতিগর্ভিতা ।
বা গহ্বাশ্রাবরদ্ বৌষট্ শ্রৌষতিতি স্থিতম্ ॥

ইষ্ট-বিয়োগহুঃখহীন শ্রীভক্তমানে কান্ধাতিপাত
করত নরকস্থ পিতৃগণকে পরিভ্রাণ করত
নিজ কুলকেও পবিত্র করে, এবং প্রিয় বিষয়ে
বুজু থাকে, আর এ সম্বন্ধে দেবতাদিগের
যেমন বাক্য, তেমনই সে অন্তিমকালে
বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে পাবে বলিয়া মুক্তিপদ
প্রাপ্ত হয় ॥৫২—৫৭।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষাণ্মিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যক্ষীসঙ্গম নামে
যে তীর্থ আছে, উহা সর্বকলপ্রদ । উহাতে
স্নান-দানে সর্বকাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
দর্শন মাত্রেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ যক্ষেশ্বর দেব
যেখানে আছেন, সেখানেও স্নানমাত্রেই
সত্ৰযাগের ফল লাভ হয় । পিঙ্গলা নামে
বিশ্বাবসুর ভগিনী অতিশয় হস্ত করিতেন ।
তিনি একদা গৌতমীতীরবাসী ঋষিদিগেব
সত্ৰক্ষেত্রে প্রমত্ত করেন । সেই অতিগর্ভিতা
পিঙ্গলা তথায় ঋষিদিগকে অতিশয় কীর্ণকার

বিশ্বরেণ ক্রবন্তী তাং তে শেপুঃ স্রাবিনী ভব ।
ততো নদ্যভবত্তত্র যক্ষীনীতি সুবিশ্রুতা ॥ ৫
ততো বিশ্বাবসুঃ পূজ্য ঋষীন দেবং ত্রিলোচনম্
সঙ্গম্য চৈব গৌতম্য তাং বিশাপামধাকরোৎ ॥
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং যক্ষীসঙ্গমং স্মৃতম্ ।
তত্র স্নানাদিদানে সর্বান কামানবাশুয়াৎ ॥ ৭
বিশ্বাবসোঃ প্রসন্নোহভূদ্যত্র শঙ্কুঃ শিবাবিভঃ ।
শৈবং তৎপরমং তীর্থং তুর্গাতীর্থকং বিশ্রুতম্ ॥৮
সর্বপাপোঘহরণং সর্বদুর্গতিনাশনম্ ।
সর্বেষাং তীর্থমুখ্যানাং তদ্বি সারং মহামুনে ।
তীর্থং মুনিবরৈঃ প্যাতং সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥

ইতি শ্রীভাক্ষে যক্ষীসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনঃ
ষাণ্মিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

দর্শনে হস্ত করিতে করিতে ঋষিগণসন্নিধানে
যাইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদিগকে “বৌষট্
হউক, শ্রৌষট্ হউক” এই কথা বারবার শুনা-
ইতে লাগিলেন । ঋষিগণ তাহাতে কুপিত
হইয়া “তুমি স্রাবিনী হও” এই বলিয়া শাপ
প্রদান করেন । তাহাতে সেই পিঙ্গলা, তখন-
নই যক্ষী নামী সুবিশ্রুতা নদী হইলেন ।
তারপর বিশ্বাবসু গৌতমীতে সমাগমপূর্বক
সেই ঋষিদিগকে ও দেব ত্রিলোচনকে পূজা
করিয়া তাহাকে বিশাপা করিলেন । সেই
হইতে ঐ তীর্থ যক্ষীসঙ্গম নামে স্মৃত
হইয়া থাকে । সেখানে স্নান দানাদিতে
সর্বকাম-প্রাপ্তি হয় । শঙ্কু শিবা সহ যে
স্থলে বিশ্বাবসুর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন,
সেই পরম স্থান শৈবতীর্থ নামে ও তুর্গা-
তীর্থ নামে বিশ্রুত হয় । উহা সর্ব পাপো-
ঘের হরণকারী ও সর্ব দুর্গতি-নাশক । হে
মহামুনি নারদ ! নরগণের সর্বসিদ্ধিপ্রদ সেই
তীর্থ, সমস্ত মুখ্য তীর্থের সার বলিয়া মুনি-
বরগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ১—৯ ।

ষাণ্মিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শুক্ৰতীর্থমিতি খ্যাতং সৰ্বসিদ্ধিকৰং নৃণাম্ ।
যন্ত্ৰ স্বরণমাত্রেণ সৰ্বকামানবাণ্পুয়াৎ ॥ ১
ভরদ্বাজ ইতি খ্যাতো মুনিঃ পরমধাৰ্ম্মিকঃ ।
তন্ত্ৰ পৈঠীনসী নাম ভাৰ্য্যা শুল্কলভুষণা ॥ ২
গৌতমীতীরমধ্যাস্তে পতিব্রতপবায়ণা ।
অগ্নীষোমীয়মৈন্দ্রাণ্যং পুরোডাশমকল্পয়ৎ ॥ ৩
পুরোডাশে ভ্রপ্যমাণে ধূমাৎ কচ্চিদজায়ত ।
পুরোডাশং ভক্ষয়িত্বা লোকত্রিতয়ভীষণঃ ॥ ৪
যজ্ঞং মে হত্ব কো হংসি কোপাদ্বিমিতি তং মুনিঃ
প্রোবাচ সহস্র ক্রুদ্ধো ভবদ্বাজো দ্বিজোত্তমঃ ।
তদ্বৰ্ণেচনং ব্রহ্মা রাক্ষসং প্রভৃ্যবাচ তম্ ॥ ৫

বাক্ষস উবাচ ।

হব্যশ্ব ইতি বিখ্যাতং ভবদ্বাজ নিবোধ মাম্ ।

ত্রয়স্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যাহাব স্বরণ মাত্রেই
সৰ্বকাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই শুক্ৰতীর্থ
নামে বিখ্যাত তীর্থ নবগণেব সৰ্বসিদ্ধি-
প্রদায়ক । ভবদ্বাজ নামে বিখ্যাত পবম
ধাৰ্ম্মিক মুনি ছিলেন । তাঁহার পৈঠীনসী
নামী কলভাষণ-ভুষণা ভাৰ্য্যা ছিলেন । ভব-
দ্বাজ সেই পতিব্রত-পবায়ণা ভাৰ্য্যার সহিত
গোমতীতীরে বাস করিতেন । একদা তিনি
অগ্নীষোমীয (অগ্নি এবং সোম দেবতা সন্ম-
কীয়) ও ঐন্দ্রাণ্য (ইন্দ্র ও অগ্নিসম্বন্ধীয়)
পুরোডাশ (যজ্ঞীয় পিষ্টকবিশেষ) কল্পনা
করেন । সেই পুরোডাশ পাক হইতেছে,
ইত্যবসরে (তাহাবই) ধূম হইতে লোক-
ত্রিতয়ের ভয়জনক এক বাক্ষস সেই পুরো-
ডাশ ভক্ষণ কৰত উৎপন্ন হইল । দ্বিজো-
ত্তম ভরদ্বাজ তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তার-
শ্বরে কহিলেন,—কে তুই, এখানে আমাব
যজ্ঞ নষ্ট করিতেছিস ? ঋষির সেই কথা
শুনিয়া, সেই রাক্ষস তাঁহাকে প্রভৃ্যন্তরে
বলিল,—হে ভরদ্বাজ ! আমাকে হব্যশ্ব নামে

সক্যাসুতোহহং জ্যেষ্ঠশ্চ সূতঃ প্রাচীনবর্হিবঃ
ব্রহ্মণা মে ববো দত্তো যজ্ঞান্ খাদ যথাসুগম্ ।

মমানুজঃ কলিচাপি বলবানভিভীষণঃ ॥ ৭

অহং কৃষ্ণঃ পিতা কৃষ্ণো মাতা কৃষ্ণা তথানুজঃ
অহং মথং হনিষ্যামি যুপং ছেদ্বি কৃতান্তকঃ ॥ ৮

ভবদ্বাজ উবাচ ।

বক্ষ্যতাং মে ত্বয়া যজ্ঞঃ প্রিয়ো ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ।

জানে ত্বাং যজ্ঞহস্তারং সর্ষিজং রক্ষ মে ক্রতুশ্চ

যজ্ঞশ্চ উবাচ ।

ভবদ্বাজ নিবোধেদং বাক্যং মম সমাসতঃ ।

ব্রহ্মণাহং পুরা শপ্তো দেবদানবসম্মিধৌ ।

ততঃ প্রসাদিতো দেবো ময়া লোকপিতামহঃ ॥

অমৃতৈঃ প্রোক্ষয়িষ্যন্তি যদা ত্বাং মুনিসত্তমাঃ ।

তদা বিশাপো ভবিতা হব্যশ্ব ত্বং ন চান্তথা ॥ ১০

এবং কবিষ্যসি যদা ততঃ সৰ্বং ভবিষ্যতি ।

বিখ্যাত বলিয়া অবগত হও । আমি
সক্যাব সূত, এবং প্রাচীনবর্হিব জ্যেষ্ঠ
পুত্র । ব্রহ্মা আমাকে বব দিয়াছেন যে,—
তুমি যথাসুগে যজ্ঞ সকল ভক্ষণ কর ।
অতি ভীষণ, বলবান কলি আমাব অনুজ
ভ্রাতা । আমি নিজে কৃষ্ণ, আমাব পিতা
কৃষ্ণ, মাতা কৃষ্ণা এবং অনুজও কৃষ্ণ ।
আমি যজ্ঞ নষ্টে কবির, ও কৃতান্তবৎ
যুপও ছিন্ন কবিয়া ফেলিব । ভরদ্বাজ
কহিলেন,—তোমা কর্তৃক আমাব এই
যজ্ঞ বঞ্চিত হউক । সনাতন, ধৰ্ম্ম সক-
লেবই প্রিয় । যজ্ঞহস্তা তোমাকে আমি
জনি । দ্বিজগণসহ আমাব এই ক্রতু রক্ষা
কর । যজ্ঞশ্চ কহিল,—হে ভরদ্বাজ । সংক্ষেপে
আমার এই বাক্য শুনিয়া বিবেচনা কর ।
পূর্বে দেব-দানব-সম্মিধানে আমি ব্রহ্মা কর্তৃক
শপ্ত হইয়াছিলাম । পরে সেই লোকপিতামহ
দেব ব্রহ্মা মৎকর্তৃক প্রসাদিত হইয়া আমাকে
কহিলেন,—মুনিসত্তমেরা তোমাকে যখন
অমৃত দ্বারা প্রোক্ষিত করিবেন, হে হব্যশ্ব ।
তখন তুমি শাপমুক্ত হইবে ; ইহার অন্তথা
হইবে না । হে ব্রহ্মণ ভরদ্বাজ । মুনিগণ

যদ্যদাকাঙ্ক্ষিতং ব্রহ্মনৈতন্নিখ্যা কদাচন ॥১২

ব্রহ্মোবাচ ।

ভরদ্বাজঃ পুনঃ প্রাহ সখা মেহসি মহামতে ।
যথসংরক্ষণং যেন শ্রায়ে বদ করোমি তৎ ॥১৩
সমুয় দেবা দৈত্যৈশ্চ মমহুঃ কৌরসাগরম্ ।
অলভস্তামৃতং কষ্টান্তদম্বং সুলভং কথম্ ॥ ১৪
ঐত্যা যদি প্রসরোহসি সুলভং যদ্বদস্ব তৎ ।
তদূর্বেচনং ব্রহ্মা রক্ষঃ প্রাহ তদা মুদা ॥ ১৫
রক্ষ উবাচ ।

অমৃতং গৌতমীবারি অমৃতং স্বর্গমুচ্যতে ।
অমৃতং গোভবং চাজ্যমমৃতং সোম এব চ ॥১৬
এতৈর্নামভিষিক্তং অথ বৈতৈস্তথা ত্রিভিঃ ।
গঙ্গায়া বারিণাজ্যেন হিরণ্যেন তথৈব চ ।
সর্বৈভ্যোহপ্যধিকং দিব্যমমৃতং গৌতমীজলম্

যখন এরূপ করিবেন, তখনই আমার যাহা
যাহা আকাঙ্ক্ষিত, সেই সমস্ত লাভ ঘটিবে ।
ইহার অন্তথা হইবে না । ১—১২ । ব্রহ্মা
কহিলেন,—হব্যশ্চের এই কথা শুনিয়া
ভরদ্বাজ পুনরায় তাহাকে কহিলেন,—হে
মহামতি, হব্যশ্চ ! তুমি আমার সখা হইলে ।
যাহাতে আমার সখ্য সংরক্ষিত হয়, তাহা
বল ; আমি তাহাই করিব । দেবগণ ও
দৈত্যগণ সকলে মিলিত হইয়া কৌরসাগর
মস্থান করিয়াছিলেন । তাহাতে তাহারা
অতি ক্রেশে অমৃত লাভ করেন । সেই
অমৃত আর্ষাদিগের পক্ষে সুলভ হইবে
কিরূপে ? তুমি যদি প্রসন্ন হইয়াছ, তবে
ঐতিবশতঃ যাহা সুলভ, এমন উপায় বল ।
ঋষির সেই বচন শ্রবণে সেই রাক্ষস তখন
সানন্দে কহিল,—গৌতমীর বারি অমৃত এবং
স্বর্ণও অমৃত বলিয়া উক্ত হয় । গব্য আজ্যও
অমৃত, আর (যজ্ঞীয়) সোমও অমৃত । তুমি
সকল অমৃত দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত কর ;
অথবা যদি সমস্ত কয়টি দিয়া না পার,
তবে গঙ্গাজল, হিরণ্য ও গব্যমৃত এই
তিনটি দ্বারাই আমার অতিমেক কর । এই
অমৃত সকলের মধ্যে গৌতমীবারিই দিব্য

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদাকণ্য স ঋষিঃ পরং সন্তোষমাগতঃ ॥১৮
পাণাবাদায় গঙ্গায়াঃ সলিলামৃতমাদরাৎ ।
তেনাকরোদৃষী রক্ষে। হতিবিভ্রুঃ তদা যথে ॥
পুনশ্চ যুপে চ পশাবৃদ্ধিঞ্চ যথমণ্ডলে ।
সর্বমেবাতবক্ষুরমভিষেকান্নহান্ননঃ ॥ ২০
তদ্রক্ষোহপি তদা শুক্রে ভূহোৎপন্নো মহাবলঃ
যঃপুত্রা রুক্ষরূপোহভূৎ স তু শুক্রেহতবৎক্ষণাৎ
যজ্ঞঃ সর্বঃ সমাপ্যথ ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
ঋষিজোহপি বিস্বজ্যাত যপং গঙ্গোদকেহক্ষিপৎ
গঙ্গামধ্যে তন্নি যুপমদ্যাপ্যাস্তে মহামতে ।
অভিষিক্তং চামৃতেন অভিজ্ঞানং তু তন্নহৎ ।
তত্র তীর্থে পুনঃ রক্ষো ভরদ্বাজমুবাচ হ ॥ ২৩
রক্ষ উবাচ ।

অহঃ যামি ভরদ্বাজ কৃতঃ শুক্লকয়া পুনঃ ।

অমৃত । ব্রহ্মা কহিলেন,—ভরদ্বাজ ঋষি
এই কথা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত
হইলেন । তিনি তখন সাদরে পাণি-
তলে গঙ্গার সলিলামৃত গ্রহণপূর্বক তদ্বারা
সেই রাক্ষসকে সেই মুখেতেই অভিষিক্ত
করিলেন । পরে পুনরায় তাহাকে যজ্ঞীয়
যুপে, পশুতে, ঋত্বিকৃবর্গমধ্যে ও সেই যজ্ঞীয়
ভূমিতেও পূর্ববৎ অভিষিক্ত করিলেন ।
মহাশ্মা ভরদ্বাজ কড়ক তাদৃশ অভিষেকের
কালে তত্রত্য সমস্তই শুক্লবর্ণ হইয়া গেল ।
সেই মহাবল রাক্ষসও পূর্বে রুক্ষবর্ণ ছিল,
কিন্তু তখন কণমাত্রেই সেও শুক্লবর্ণ হইল ।
অনন্তর প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ সমগ্র যজ্ঞ
সমাপনপূর্বক ঋত্বিকৃবর্গকে বিদায় দিয়া যুপটি
গঙ্গাজলে নিখাত করিলেন । ওহে মহামতি
নারদ ! সেই যুপটি গঙ্গামধ্যে অতাপিত
অমৃতভিষেকের অভিজ্ঞানস্বরূপ বর্তমান
রহিয়াছে । সেই তীর্থে সেই রাক্ষস পুনরায়
ভরদ্বাজকে কহিল,—হে ভরদ্বাজ ! আমি
এখন যাই । আমি তোমা কর্তৃক শুক্লবর্ণ
হইয়াছি ; অতএব তোমার এই তীর্থে যে

তস্মাত্ত্বাৎ তীর্থে যে নানদানাদিপূজনম্ ॥২৪

কুৰ্য্যন্তেবাযতীষ্টানি ভবেযুর্ধ্বকলং মথৈ ।

স্মরণাদপি পাপানি নাশং যান্তু সদা যুনে ॥২৫

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং শুক্লতীর্থমিতি শ্রুতম্ ।

গৌতম্যাং দণ্ডকারণ্যে স্বর্গদ্বারমপারুতম্ ॥ ২৬

উত্তরোত্তীরয়োঃ সপ্ত সহস্রাণ্যপরাণি চ ।

তীর্থানাং যুনিশার্দূল সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনাম্ ॥২৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শুক্লতীর্থাদিসপ্তসহস্রতীর্থবর্ণনং

ব্রহ্মস্মিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

চক্ৰতীর্থমিতি খ্যাতং স্মরণাৎ পাপনাশনম্ ।

তস্মৈ প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥১

ঋষয়ঃ সপ্ত বিখ্যাতা বসিষ্ঠপ্রমুখা যুনে ।

গৌতম্যাস্তীরমাশ্রিত্য সত্ৰযজ্ঞমুপাসতে ॥ ২

জন দান-দান-পূজাদি করিবে, তাহাদিগের যেন অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি ও মথানুষ্ঠানজ ফল লাভ হয় । হে যুনে ! ইহার স্মরণেও যেন সতত পাপনিচয় দূরীভূত হয় । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই হইতে ঐ তীর্থ শুক্লতীর্থ নামে শ্রুত হইয়া থাকে । দণ্ডকারণ্যে গৌতমী নদীতে উহা অনাবৃত (মুক্ত) স্বর্গদ্বার স্বরূপ । যুনি শার্দূল নারদ ! ঐ স্থানে উভয় তাঁরে আরও সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ী সপ্ত সহস্র তীর্থ বর্তমান আছে । ১৩—২৭ ।

ব্রহ্মস্মিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৩ ।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ ! চক্ৰতীর্থ নামে বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, উহা স্মরণেই পাপ নষ্ট হয় । তাহার প্রভাব বলিতেছি ; যত্ন সহকারে অবগণ কর । যুনে ! বসিষ্ঠাদি বিখ্যাত সপ্তর্ষিরা গৌতমীর তীরভূমি আশ্রয়

ভজ বিস্র উপক্রান্তে ব্রহ্মোভিরতিভীষণে ।

মামভ্যেত্যর্থ মুনয়ো ব্রহ্মকৃত্যঃ স্তবেদয়ন্ ॥

তদাহঃ প্রমদারূপং মায়াস্বজ্য নারদ ।

অস্তাশ্চ দর্শনাদেব নাশং যান্ত্যর্থ ব্রাহ্মসঃ ॥৪

এবমুক্তা তু তাং প্রাদামৃষিত্যঃ প্রমদাং যুনে ।

মদ্যাক্যদৃষয়ো মায়াবাদায় পুনরাগমন ॥ ৫

অজৈকা যা সমাখ্যাতা কৃষ্ণলোহিতকপিণী । *

লোকত্রিতয়সম্বোহদায়িনী কামরূপিণী ॥ ৬

তদ্বনাং স্বহৃদমনসঃ সর্বৈ চ যুনিপূজবাঃ ॥ ৭

গৌতমীঃ সরিতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পুনর্ধজ্যায় দীক্ষিতাঃ

পুনস্তনুখনাশায় ব্রাহ্মসঃ সমুপাগমন্ ॥ ৮

যজ্ঞবাটান্তিকে মায়াং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মসপূজবাঃ ।

ততো নৃত্যস্তি গায়ন্তি হসন্তি চ কদস্তি চ ॥ ৯

মাহেশ্বরী মহামায়া প্রভাবোন্মাদির্দর্শিতা ।

পূর্বক সত্ৰযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন । তাহাতে ব্রাহ্মসকল অতি ভীষণ বিস্র উপক্রান্ত হইলে, সেই ঋষিগণ আমাকে আসিয়া ব্রাহ্মসকল উপজ্জবের বিষয় নিবেদন করিলেন । নারদ ! আমি তখন মায়া দ্বারা একটি প্রমদারূতি সৃষ্টি করিয়া “ইহার দর্শন যাত্রেই ব্রাহ্মসেরা বিনষ্ট হইবে” এই কথা বলিয়া সেই প্রমদাকে সেই ঋষিদিগকে প্রদান করিলাম । হে যুনে ! ঋষিগণ আমার বাক্যানুসারে সেই প্রমদাকে লইয়া যজ্ঞস্থলে পুনরাগমন করিলেন । কৃষ্ণলোহিতকপিণী অজৈকা নামী লোক-ত্রিতয়-সম্বোহদায়িনী কামরূপিণী সেই মায়াপ্রমদার প্রভাবে সেই যুনিপূজবগণ সকলে স্বহৃদিত্তে পুনরায় নদীশ্রেষ্ঠা গৌতমীতে আগমনপূর্বক যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন । তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মসেরাও পুনর্বার সেই মথবিনাশার্থ সমাগত হইল । ১—৯ । ব্রাহ্মসপূজবেরা যজ্ঞবাটের নিকটে সেই মায়া-প্রমদাকে দেখিয়া নৃত্য, গান, হাস্ত ও হোমন

*মুক্তকেনীচ্যভিধয়া সান্তেহদ্যাপি ব্রহ্মপিনী ॥
কচিদেবমধিকঃ পাঠঃ ।

তেষাং মধ্যে দৈত্যপতিঃ শবরো নাম বীৰ্যবান
মায়ারূপাঃ তু প্রমদাঃ ভক্সামাস নারদ ।
তদভুতমতীবাসীভুতায়াবলদর্শিনাম্ ॥ ১১
মধ্যে বিধ্বংস্তুমানে তু তে বিকুং শরণং যথুঃ ।
প্রাদাধিকুশ্চক্রমথো মুনীনাং রক্ষণায় তু ॥ ১২
চক্রং তজ্জাকসানাজৌ দৈত্যাংশ্চ দমুজাঃস্তথা
চিচ্ছেদ তন্তুদেব যুতা রাক্ষসপুত্রবাঃ ॥ ১৩
ঋষিভিস্তনুহাসত্রং সম্পূর্ণমভবন্তদা ।
বিকোঃ প্রকালিতঃ চক্রং গজাভোভিঃ

• সূদর্শনম্ ॥ ১৪

ভতঃ প্রভৃতি তন্তীর্থঃ চক্রতীর্থমুদাহৃতম্ ।
তত্র জ্ঞানেন দানেন সত্রয়াগকলঃ লভেৎ ॥ ১৫
তত্র পঞ্চ শতাত্তাসংস্তীর্থানাং পাপহারিণাম্ ।
তেষু জ্ঞানং তথা দানং প্রত্যেকং যুক্তিদায়কম্
ইতি ত্রীত্রাক্ষে চক্রতীর্থাদিপঞ্চশততীর্থবর্ণনঃ
চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

করিতে লাগিল। সেই মাহেশ্বরী মহামায়া
স্বীয় প্রভাবে অতীব দর্পিতা ছিল। কিন্তু
রাক্ষসদিগের মধ্যে বীৰ্যবান দৈত্যপতি
শবর সেই মায়ারূপা প্রমদাকে খাইয়া
কেলিল। নারদ! মায়া-বলদর্শী দৈত্য-
রাক্ষসদিগের সেই কাণ্ড অতীব অদ্ভুত
হইয়াছিল। পরে তাহারা পুনরায় যজ্ঞধ্বংস
করিতে আরম্ভ করিলে, সেই ঋষিগণ
বিকুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন বিকু
মুনিদিগের রক্ষণার্থ তদীয় সূদর্শনচক্র
প্রদান করিলেন। সেই চক্র সেই যজ্ঞ-
বিষকারী দৈত্য-দানব-রাক্ষসদিগকে যুদ্ধ-
স্থলে ছেদন করিতে থাকিল। রাক্ষস-
পুত্রদিগের অনেকেই তাহার ভয়ে প্রাণ
হারাইল। তখন ঋষিদিগের সেই মহাসত্তা
সম্পূর্ণ হইল। পরে যে স্থানে বিকুর সেই
সূদর্শনচক্র গজাজলে প্রকালিত হইয়াছিল,
সেই হইতেই সেই স্থান চক্রতীর্থ নামে
উদাহৃত হয়। সেখানে জ্ঞান দান করিলে
সত্রয়াগের কল লাভ হয়। এই স্থানে

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বাকুসজমমিতি খ্যাতিঃ যত্র বাগীশ্বরো হরঃ ।
তন্তীর্থঃ সর্বপাপানাং মোচনঃ সর্বকামদম্ ॥ ১
তত্র জ্ঞানেন দানেন ব্রহ্মহত্যাগ্নিনাশনম্ ॥ ২
ব্রহ্মবিক্রোশ্চ সংবাদে মহর্ষে চ পরম্পরম্ ।
তয়োর্বধ্যে মহাদেবো জ্যোতির্মূর্তিরকুৎ কিল ॥
তত্রৈব বাণবাচেদং দৈবী পুত্র তয়োঃ স্ততা ।
অহমস্মি মহাঃস্তত্র অহমস্মিতি বৈ মিধঃ ॥ ৩
দৈবী বাকু তাবুভৌ প্রাহ যন্তস্তান্তস্ত পশুতি ।
স তু জ্যেষ্ঠো ভবেত্তন্মাত্মা বাদং কর্তুমর্হথঃ ॥ ৪
তদ্বাক্যাদ্বিকুরগমদধোহহং চোর্জমেব চ ।
ততো বিকুঃ শীঘ্রমেত্য জ্যোতিঃপাৰ্শ্ব উপাविषৎ
অপ্রাপ্যাস্তমহং প্রায়াং দূরাদূরতয়ং মুনৈ ।

পাপহারী পঞ্চশত তীর্থ আছে; এই সকল
তীর্থে জ্ঞান ও দান, প্রত্যেকটাই যুক্তি-
দায়ক। ১০—১৬।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বাকুসজম নামে
বিখ্যাত তীর্থ আছে, ঐ স্থানে বাগীশ্বর হর
বিরাজমান। ঐ তীর্থ সর্বপাপ-মোচন
ও সর্বকামপ্রদ। সেখানে জ্ঞান দানে
ব্রহ্মহত্যাগ্নি পাপও বিনষ্ট হয়। একদা
ব্রহ্মা ও বিকুর মধ্যে মহর্ষ লইয়া পরস্পর
বিবাদ সংঘটন হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যভাগে
মহাদেব জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হই-
লেন। পুত্র নারদ! তাঁহাদিগের সেই বিবাদ
ভঞ্জনকর এই দৈববাণী হইল যে,—যে এই
জ্যোতির্ময় শিবের অন্তদর্শন করিবে, সেই
শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। সূত্রসাং
তোমরা আর বিবাদ করিও না। সেই
দৈববাণী শুধু অধোভাগে এবং আমি
উর্দ্ধদিকে প্রস্থান করিলাম। পরে বিকু সত্বর

ততঃ শ্রান্তো নিবৃত্তোহহং দ্রষ্টুমীশং তু তং
প্রভুম্ ॥ ৬

তদৈবং যম ধীরাসীদৃষ্টশ্রান্তো যমো ভূশম্ ।
অন্ত দেবন্ত তদ্বিকোর্যম জৈষ্ঠ্যং ক্ষুটং ভবেৎ
পুনশ্চাপ যম দেবং মতিরাসীন্নহামতে ।
সত্যৈর্বক্ত্রেঃ কথং বক্ষ্যে শীড়িতোহপ্যনৃতং ।
বচঃ ॥ ৮

নানাবিধেষু পাপেষু নানুতাৎ পাতকং পরম্ ।
সত্যৈর্বক্ত্রেঃ সত্যং বা বাচং বক্ষ্যে কথং স্থিতি
ততোহহং পঞ্চমং বক্ত্বং গর্দভাকৃতিভীষণম্ ।
কৃত্বা তেনানৃতং বক্ষ্য ইতি ধ্যাত্বা চিরং তদা ॥
অত্রবং তং হরিং তত্র আসীনং জগতাং প্রভুম্
অন্ত চান্তো যমো দৃষ্টস্তেন জৈষ্ঠ্যং জনার্দন ॥ ১১
মমেতি বদতঃ পার্শ্বে উভৌ তৌ হরিশঙ্করৌ ।
একরূপত্বমাপন্নৌ সূর্য্যচন্দ্রমসাবিব ॥ ১২

কিরিয়া আসিয়া সেই জ্যোতির্ষয়ের পার্শ্বে
উপবিষ্ট হইলেন । আমি কিন্তু তাঁহার অন্ত
না পাইয়া দূর-দূরান্তরে যাইলাম । হে
মুনে! তারপর আমি (উহার অন্ত না
পাইয়া) ভ্রান্ত হইয়া সেই প্রভু ঈশানের
দর্শনকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া আসিলাম ।
তখন আমার এই দৃঢ় বুদ্ধি হইল
যে, (আমি বিষ্ণু অপেক্ষা অনেক
পরে প্রত্যাগত হইয়াছি বলিয়া) আমি এই
দেবের অন্তদর্শন করিয়াছি । স্মৃতরাঃ
বিষ্ণু অপেক্ষা আমার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই
প্রতিপালিত হইবে । কিন্তু আমার আবার
ইহাও মনে উঠিল যে, শীড়িত হইলেও
চিরসত্যবাদী মুখসমূহ দ্বারা মিথ্যা কথাই
বা কেমন করিয়া বলিব? এইরূপ
চিন্তাতে “আমি ভীষণ গর্দভাকৃতি আর
একটা পঞ্চম মুখ সৃষ্টি করিয়া সেই মুখ দ্বারা
এই মিথ্যা কথা কহিব” এইরূপ স্থির
করিয়া সেইস্থানে সমাসীন জগৎপ্রভু হরিকে
কহিলাম,—হে জনার্দন! আমি ইহার অন্ত
দর্শন করিয়াছি; অতএব আমারই শ্রেষ্ঠতা
হইল! আমি এই কথা কহিতেছি, ইতি-

ভৌ দৃষ্টা বিস্মিতো ভীতশ্চাত্তবং ভাবুভাবপি
ততঃ ক্রুদ্ধো জগন্নাথো বাচং ভামিদমুচতুঃ ॥ ১৬
হরিহরাবুচতুঃ ।

হৃষ্টে ত্বং নিয়গা ভূয়া নানুতাদন্তি পাতকম্ ॥ ১৪
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সা বিহ্বলা ভূত্বা নদীভাবমুপাগতা ।
তদৃষ্টা বিস্মিতো ভীতস্তামব্রবমহং তদা ॥ ১৫
যস্মাদসত্যমুক্তাসি ব্রহ্মবাচি স্থিতা সতী ।
তস্মাদদৃশ্তা ত্বং ভূয়াঃ পাপরূপান্তসংশয়ম্ ॥
এতচ্ছাপং বিদিত্বা তু তৌ দেবৌ প্রণতা তদা
বিশাপত্বং প্রার্থয়ন্তৌ তুষ্টাব চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৭
ততস্তষ্টৌ দেবদেবৌ প্রার্থিতৌ ত্রিদশার্চিতৌ
শ্রীত্যা হরিহরাবেবং বাচং বাচমথোচতুঃ ॥ ১৮
হরিহরাবুচতুঃ ।

গঙ্গয়া সঙ্গতা ভদ্রে যদা ত্বং লোকপাবনৌ ।

মধ্যেই পার্শ্বস্থ হরি ও সেই শঙ্কর উভয়ে
(অমাবস্যাতে) চন্দ্রসূর্য্যের স্থায় এক-
রূপতা প্রাপ্ত হইলেন! আমি তখন তাঁহা-
দিগকে তাদৃশ মিলিতকায় দর্শনে বিস্মিত
ও ভীত হইয়া স্তব করিলাম । পরে
সেই জগন্নাথদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বাণীকে
এই কথা কহিলেন,—“রে হৃষ্টে! অনৃত
অপেক্ষা আর পাতক নাই । অতএব
তুই নিয়গা হইবি ।” ১—১৪ । ব্রহ্মা
কহিলেন,—তার পর সেই বাণী বিহ্বলা
হইয়া নদীভাব লাভ করিল । আমি
তদর্শনে তখন বিস্মিত ও ভীত হইয়া সেই
নদীকে কহিলাম,—“যেহেতু তুমি ব্রহ্মার
বাক্যস্ত্রে অবস্থান করিয়াও অসত্য উচ্চারণ
করিয়াছ, সেই জন্য পাপরূপা তুমি
অদৃশ্য হইবে; সংশয় নাই । সেই বাক্য
তখন সেই দেবদ্বয়কে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিয়া
পুনঃপুনঃ বিশাপতা প্রার্থনা করিতে লাগিল ।
তাহাতে সেই ত্রিদশার্চিত দেবদেব হরিহর
তুষ্ট হইয়া শ্রীতিবশতঃ সেই বাণীকে
কহিলেন,—“ভদ্রে! তুমি যখন গঙ্গা
সহ সঙ্গতা হইবে, তখন আমার লোক

তদা পুনর্বপুস্তে স্মাৎপবিত্রং হি সুশোভনে ॥১৯॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্কা সাপি দেবী গঙ্গয়া সঙ্গতাবৎ ।

ভাগীরথী গোতমী চ ততশ্চাপি স্বকং বপুঃ ।

দেবী সা বাগমদ্বক্ষন্ দেবানামপি দুর্লভম্ ॥২০॥

গৌতম্যাং সৈব বিখ্যাতা নাম্না বাণীতি পুণ্যদা

ভাগীরথ্যাং সৈব দেবী সরস্বত্যাভিধীয়তে ॥২১॥

উভয়ত্রাপি বিখ্যাতঃ সঙ্গমো লোকপূজিতঃ ।

সরস্বতীসঙ্গমশ্চ বাণীসঙ্গম এব চ ॥ ২২

গৌতম্যা সঙ্গতা দেবী বাণী বাচা সরস্বতী ।

সর্বত্র পূজিতঃ তীর্থঃ তত্র বাচা শিবং প্রভুম্ ॥

দেবেশ্বরং পূজয়িত্বা বিশাপমগমদ্যতঃ ।

ব্রহ্মা বিদ্যুৎ বাগ্‌দৌষ্ট্যং স্বকং ধামাগমৎ পুনঃ ॥২৪॥

তস্মাস্তত্র শুচিভূত্বা স্নাত্বা তত্র চ সঙ্গমে ।

বাগীশ্বরং ততো দৃষ্ট্বা তাবতা মুক্তিমাশুয়াৎ ॥২৫॥

পাবনী হইতে পারিবে । হে সুশোভনে ।

তখনই তোমার বপু পবিত্র হইবে ।” ব্রহ্মা

কহিলেন,—সেই বাকুদেবী ও “তাহাই করি”

বলিয়া যাইয়া গঙ্গা সহ সঙ্গতা হইলেন ।

পরে তিনি ভাগীরথী গোতমীর সহিত

মিলিতা হইয়া স্বীয় পবিত্র দেহ পুনরায়

লাভ করিলেন । তিনি সেই দেবদুর্লভ

পবিত্র দেহ পাইয়া (স্বর্গে) গমন করিলেন ।

গৌতমীতে মিলিত হইয়া তিনিই বাণী

নামে পুণ্যদা বিখ্যাতা নদী হইলেন । তিনিই

আবার ভাগীরথীতে মিলিত হইয়া সরস্বতী

নামে অভিহিতা হইলেন । বিখ্যাত সরস্বতী-

সঙ্গম ও বাণীসঙ্গম এই উভয় সঙ্গমই

লোকপূজিত তীর্থ । গৌতমী সহ সঙ্গতা

সেই বাকুদেবী সরস্বতী যেহেতু ঐ স্থানেই

বাক্য দ্বারা প্রভু দেবেশ্বর শিবকে পূজা

করিয়া বিশাপা হইয়াছেন, এ নিমিত্ত ঐ

তীর্থ সর্বত্র পূজিত হইয়াছে । ব্রহ্মাও

সেই স্থানে বাকুদোষ পরিহারপূর্বক পুন-

রায় নিজ ধামে গমন করিলেন । এই

কারণে সেই সঙ্গমস্থানে স্নানপূর্বক শুচি

হইয়া পরে বাগীশ্বরকে দর্শন মাত্র করিলে,

দানহোমাদিকং কিকিৎপবাসাদিকাং ক্রিয়াম্ ।

যঃ কুর্যাৎ সঙ্গমে পুণ্যে সংসারে ন ভবেৎ

পুনঃ ॥ ২৬ ॥

একোনবিংশতিশতং তীর্থানাং তীরয়োর্ধ্বয়োঃ ।

নানাজন্মার্জিতাশেষপাপকরবিধাধিনাম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বাকুসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনং পঞ্চ-

ত্রিংশদধিকশততমো-ধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমো-ধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিকুতীর্থমিতি খ্যাতং তত্র বৃদ্ধমিদং শৃণু ॥ ১

মৌদগল্য ইতি বিখ্যাতো মুদগলস্ত সূতো ঋষিঃ

তস্ত ভাৰ্য্যা তু জাবালা নাম্না খ্যাতা শ্রুপুত্রিনী

পিতা ঋষিস্তথা বৃদ্ধো মুদগলো লোকবিজ্ঞতঃ ।

তস্ত ভাৰ্য্যা তথা খ্যাতা নাম্না ভাগীরথী শুভা

স মৌদগল্যঃ প্রাতরেব গঙ্গাং স্নাতি যতব্রতঃ

নিত্যমেব ত্রিদং কর্ষ্য তস্তাসীন্মুনিসত্তম ॥ ৪

উহার কলেই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে । যে

ব্যক্তি দান, হোম ও উপবাসাদি ক্রিয়া সকল

উক্ত পুণ্য সঙ্গমস্থলে করে, তাহার

আর এ সংসারে জন্ম হয় না । ঐ স্থানে

গৌতমীর উভয় তীরে একোনবিংশতি শত

তীর্থ বর্তমান আছে । ঐ সকল তীর্থ নানা

জন্মার্জিত অশেষ পাপকরকর ১৫—২৭

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বিকুতীর্থ নামে যে

বিখ্যাত তীর্থ আছে, সে সন্দেহে এই বৃদ্ধান্ত

গ্রহণ কর । মুদগল ঋষির পুত্র মৌদগল্য

নামে এক বিখ্যাত ঋষি ছিলেন । তাঁহার এক

জাবালা নাম্নী শ্রুপুত্রিনী বিখ্যাতা শুভা ভাৰ্য্যা

ছিলেন । সেই মৌদগল্য যতব্রত হইয়া

প্রতিদিনই গঙ্গাস্নান করিতেন । ঐ তীর্থ

গঙ্গাতীরে কুশৈয়ুতিঃ শমীপুষ্পবহ্নিশম্ ।
 গুরুদিতেন মার্গেণ স্বমানসসরোকহে ।
 আবাহনং নিত্যমেব বিকোশচক্রে স মৌদগলিঃ
 ভেনাহুতস্বরয়েতি লক্ষ্মীভর্তা জগৎপতিঃ ।
 বৈনতেষমধাক্ষ শম্ভুচক্রগদাধরঃ ॥ ৬
 পূজিতস্তেন ঋষিণা স মৌদগল্যেন যত্নতঃ ।
 প্রকৃতে চ কথাশ্চিত্রা মৌদগল্যায় জগৎপ্রভুঃ
 ততোহপরাসময়ে বিষ্ণুঃ প্রাহ স মৌদগলিম্
 বাহি বৎস স্বভবনং শ্রান্তোহসীতি পুনঃ পুনঃ
 এবমুক্তঃ স দেবেন বিকুনা যাতি স দ্বিজঃ ।
 জগৎপ্রভুস্ততো যাতি দেবৈর্যুক্তঃ স্বমন্দিরম্ ॥
 মৌদগল্যোহপি তথাভ্যেত্য কিঞ্চিদাদায়
 নিত্যশঃ ।
 স্বমেব ভবনং বিদ্বান্ ভাৰ্য্যায়ৈ স্বর্জিতং ধনম্
 দদাতি স মহাবিকৃচরণাক্ষপরায়ণঃ ॥ ১০

নিত্যকর্ম ছিল। হে মুনিসত্তম নারদ! সেই মৌদগল্য প্রতিদিনই গঙ্গাতীরে কুশ মন্ডিকা ও শমীপুষ্প দ্বারা গুরুপদ্বিষ্ট প্রণালী অনুসারে স্বকীয় মানসসরোকহে বিষ্ণুর আবাহন করিতেন। লক্ষ্মীভর্তা জগৎপতি শম্ভু-চক্র-গদাধর বিষ্ণুও তৎকর্তৃক আহুত হইয়া বৈনতেয়ে আরোহণপূর্বক দ্বারা সহ-কারে আগমন করিতেন। এবং সেই মৌদগল্য ঋষি কর্তৃক সময়ে পূজিত হইয়া সেই জগৎপ্রভু তাঁহার সহিত পরস্পর বিবিধ কথোপকথন করিবেন। তারপর অপরাহ্ন সময়ে বিষ্ণু সেই মৌদগল্যকে “বৎস! তুমি শ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে স্বভবনে গমন কর” পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিলে সেই দ্বিজ দেব বিষ্ণু কর্তৃক অরুজাত হইয়া নিজাবাসে প্রত্যাগত হইতেন। জগৎপ্রভু বিষ্ণুও দেব-গণসহ স্বমন্দিরে গমন করেন। সেই বিদ্বান্ মহাবিকৃ-চরণাক্ষ-পরায়ণ মৌদগল্যও প্রতি-দিনই এইরূপ সময়ে প্রত্যাগত হইয়া সহপায়ে যৎকিঞ্চিৎ ধনাদি সংগ্রহপূর্বক তাহা আনিয়া ভাৰ্য্যাকে দিতেন। তদীয় পতিব্রত-পক্ষপা সত্যব্রতা ভাৰ্য্যাও ভর্তার আনীত

মৌদগল্যস্ত প্রিয়া সাপি পতিব্রতপরায়ণা ।
 শাকং মূলং কলং বাপি ভর্তানীতন্ত যত্নতঃ ॥ ১১
 স্ত্রুসংস্কৃত্যপ্যতিথিনাং বানানাং ভর্তুরেব চ ।
 দধা তু ভোজনং তেভ্যঃ পশ্চাদুজ্জেক্ত্ব যত্নতঃ
 তুস্তবৎস্বথ সর্ষেযু রাত্নৌ নিত্যং স মৌদগলিঃ
 বিকোশঃ শ্রুতাঃ কথাশ্চিত্রান্তেভ্যো বক্তব্যং

হর্ষিতঃ ॥ ১৩

এবং বহুতিথে কালে ব্যতীতে চাতিবিস্মিতা
 মৌদগল্যস্ত রহো ভাৰ্য্যা ভর্তার বাক্যমববীৎ
 জাবালোবাচ ।

যদি তে বিষ্ণুরভ্যেতি সমীপং ত্রিদশার্চিতঃ ।
 তথাপি কষ্টমস্মাকং কস্মাদিতি জগৎপ্রভুম্ ।
 তৎপৃচ্ছ স্বং মহাপ্রাজ্ঞ যদাসৌ বিষ্ণুরেতি চ ॥
 যস্মিন্শ্চ স্মৃতমাত্রে তু জরাজন্মরুজো মৃতিঃ ।
 নাশং যাস্তি কুতো দৃষ্টে তস্মাৎ পৃচ্ছ
 জগৎপতিম্ ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্টাক্ষা প্রিয়াবাক্যামৌদগল্যো নিত্যবন্ধরিম্

শাক, মূল, কলাদি সময়ে রন্ধনপূর্বক অতিথি-বর্গকে, বানকগণকে ও ভর্তাকে পরিবেশনান্তে পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিতেন। পরে সকলের ভোজনাশ্তে সেই মৌদগল্য প্রতিদিনই রাত্রিকালে তাহাদিগের নিকটে বিষ্ণু হইতে শ্রুত সেই সকল বিচিত্র কথা শানন্দে কৌতুহল করিতেন। এই ভাবে বহু-কাল অতীত হইলে মৌদগল্যের প্রিয়া ভাৰ্য্যা একদা ভর্তাকে এই কথা কহিলেন যে, ত্রিদশার্চিত বিষ্ণুই যদি তোমার সমীপে আগমন করেন, তাহা হইলে আমাদিগের এরূপ কষ্ট হয় কেন? হে মহাপ্রাজ্ঞ! বিষ্ণু আবার যখন তোমার নিকটে আসিবেন, তুমি তখন এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও। তাঁহার দর্শনের কথা কি? বাহার স্মৃতিমাত্রেই জরা, জন্ম, যোগ, ও মরণভয় নষ্ট হয় তুমি সেই জগৎপতিকে এ বিষয় জিজ্ঞাস করিও। ১—১৬। ব্রহ্মা কহিলেন,— মৌদগল্য সেই প্রিয়া ভাৰ্য্যাকে “তাহার

যটজিৎশদা

পূজয়িত্বা বিনীতশ্চ পঞ্চক্খ স কৃতাজ্জলিঃ ।

মৌদগল্য উবাচ ।

অয়ি স্মৃতে জগন্নাথ শোকদারিদ্ৰ্যহৃৎকৃতম্ ।

নাশং যাতি বিপত্তির্বেহ যি দৃষ্টে কথং স্থিতা ।

বিষ্ণুরুবাচ ।

স্বকৃতং ভুজ্যতে ভূতৈঃ সর্কৈঃ সর্বত্র সর্বদা ।

ন কেহপি কন্তচিৎ কিঞ্চিৎ করোত্যত্র

হিতাহিতে ।

যাদৃশং চোপাতে বীজং ফলং ভবতি তাদৃশম্ ।

রসালঃ স্ত্রাণ নিষস্ত বীজাজ্জাহপি কৃত্যচিৎ ।

ন কৃত্য গোতমীসেবা নাচ্ছিতৌ হরিশঙ্করোহিঃ ।

ন দন্তং যৈশ্চ বিপ্রভ্যন্তে কথং ভাজনং ।

ভুয়া ন দন্তং কিঞ্চিচ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো মমাপি ।

যদীয়তে তদেবেহ পরস্মিন্শ্চোপতি ।

মুত্তিকীৰ্ত্তিঃ কুর্শৈবৈঃ শুচিকর্ম্য সৈদেদ্রয়া ।

করোতি তস্মাৎ পুত্ৰায়া শরীরস্ত চ্যতুঃ ।

করিব" এই বলিয়া অস্ত্রান্ত দিঃ র বিনীত-

হরিকে পূজাপূর্বক প্রিয়াবাক্যাসাঃ প্রলেন,—

ভাবে কৃতাজ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা কৈক, দারিদ্ৰ্য

হে জগন্নাথ ! তুমি দৃষ্ট হইলে শো আমাকর্ষক

ও হৃৎকৃত সমস্ত বিনষ্ট হয়, কিন্তু কেন রহি-

তুমি দৃষ্ট হইলেও আমার বিপত্তি গগণ স্বকৃত

যাচ্ছে ? জীবিসু কহিলেন,—প্রা করে । ইহ

কর্ম্মাসারেই সুখ দুঃখ ভোগ ক হিতাহিত

সংসারে কেহই কাহারও কিছুমাত্র রাপণ করা

করিতে পারে না । যাদৃশ বীজ সে নিষের

যায়, ফলও তাদৃশই হইয়া থাকে, ন জন্মে

বীজ হইতে কুত্রাপি কখন রসাল ফ নাই, হরি

না । যাহার গোতমীর সেবা করে, তার যাহার

ও শব্দের অর্চনা করে নাই, তা আ জীভাজন

বিপ্রজনে দান করে নাই, তাহা গদিগকে বা

হইবে কিরূপে ? তুমি ব্রাহ্ম নাই । পূর্ব-

আমাকে কিছুমাত্র দান কর কালে তাহাই

কালে যাহা দান করা যায়, পর জন শরীর

উপস্থিত হইয়া থাকে । ও মন্ত্র দ্বারা

শোষণপূর্বক মৃত্তিকা, বায়ু, কু তাহার কলে

ভূচি কদম্বের অন্তর্ধান করে, ১৭

বিনা দানেন ন কাপি ভোগাবান্তির্নৃণাং ভবেৎ

সংকর্মাচরণাক্ষুভো বিরক্তঃ স্তাত্ততো নরঃ ।

ততোহপ্রতিহতজ্ঞানো জীবমুক্তস্ততো ভবেৎ

সম্বেদাঃ সুলভা মুক্তভক্ত্যা চেহ পূর্ততঃ ।

ভুক্তিদানাদিনা সর্বভূতদুঃখনিবর্হণাৎ ।

অথবা লপ্যসে মুক্তিঃ ভক্ত্যা ভুক্তিঃ ন

লপ্যসে ২৬

মৌদগল্য উবাচ ।

ভক্ত্যা মুক্তিঃ কথং ভুয়াস্তুভ্যমুক্তিঃ সুদুর্লভা

জাতা চেদেহনাং মুক্তিঃ কিমন্তেন প্রয়োজনম্

ভক্ত্যা মুক্তিঃ সর্বপূজ্যা তামিচ্ছেষঃ জগন্ময় ।

বিষ্ণুরুবাচ ।

এতদেবাস্তরং ব্রহ্মন্ দীপ্তে মামস্মরন্ ।

ব্রাহ্মণায়াথবার্হিত্যন্তদেবাক্ষয়তাং ব্রজেৎ ২২

পুত্ৰায়া হইয়া থাকে । দান ব্যতীত নর-

গণের কুত্রাপি ভোগপ্রাপ্তি হয় না ।

সংকর্ষের অনুষ্ঠানে নর শুদ্ধ হয় এবং

পরে, বৈরাগ্য লাভ করে । তারপর অপ্রতি-

হত জ্ঞান-সমধিত হয়, তাহার কলে

জীবমুক্ত হইয়া থাকে । কি ইহ জন্মে,

কি পূর্ব জন্মে, আমার প্রতি ভক্তি দ্বারা

সকলেরই মুক্তি সুলভ হইয়া থাকে । কিন্তু

দানাদি কার্য্য ও সর্বভূতের দুঃখ নিবারণ,

এসকল দ্বারা ভুক্তি লাভ হয় । ভক্তি দ্বারা

তুমি মুক্তিই লাভ করিতে পার, ভুক্তি লাভ

করিতে পারিবে না । ১৭—২৬ । মৌদগল্য

কহিলেন,—ভক্তি দ্বারা মুক্তি হয় কিরূপে ?

মুক্তি, ভুক্তি অপেক্ষা সুদুর্লভ বলিয়াই বোধ

হয় । বিশেষতঃ দেহাদিগের যদি মুক্তিই

লাভ হয়, তবে আর অন্য বিষয়ে

প্রয়োজন কি ? হে জগন্ময় ! যদি ভক্তি

দ্বারা সর্বপূজ্যা মুক্তি হয়, তবে আমি সেই

মুক্তিরই আকাঙ্ক্ষা করি । বিষ্ণু কহিলেন,—

ব্রাহ্মণ, মৌদগল্য ! ভুক্তি ও মুক্তির এই-

রূপ তারতম্য অবগত হও । আমাকে স্মরণ

করত ব্রাহ্মণ জনে অথবা অন্য যাককে

যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয় ।

মামধ্যাক্ষাধ বদন্ত্যন্তমাত্মকলপ্রদম্ ।
তৎপূনর্দন্তমেবেহ ন ভোগায়াত্র কল্পতে ॥ ৩০
তন্মাদেহি মহাবুদ্ধে ভোজ্যং কিঞ্চিদম ব্রবম্ ।
অথবা বিপ্রমুখ্যায় গোতমীতীরমাত্মিতঃ ॥ ৩১
ব্রহ্মোবাচ ।

মৌদগল্যঃ প্রাহ তং বিষ্ণুং দেয়ং মম ন বিদ্যতে
নান্তং কিঞ্চন দেহাদি যন্তুয়সি সমর্পিতম্ ॥ ৩২
ততো বিষ্ণুর্গুরুভ্যন্তঃ প্রাহ শীঘ্রং জগৎপতিঃ ।
ইহানয়ন কণিশং মমাং চার্পয়িষ্যতি ॥ ৩৩
ততো যোগ্যানয়ং ভোগান্ প্রাপ্যতে মনসঃ
প্রিয়ান্ ।

আকর্ণ্য স্বামিনাদিষ্টং তথা চক্রে স পক্ষিরাট্ ।
বিষ্ণুহস্তে কণান্ প্রদাৎ স মৌদগল্যো
যতব্রতঃ ।

এতন্নিব্রতরে বিষ্ণুর্বিষকর্মাণমব্রবীৎ ॥ ৩৫

আর আমাকে ধ্যান না করিয়া যাহা
দান করা যায়, তাহা অল্পমাত্র কলজনকই
হইয়া থাকে । সেই দান কেবল ইহলোকে
দৃষ্ট হয় মাত্র, উহা ইহকালে ভোগসাধক
হয় না । অতএব হে মহাবুদ্ধে ! তুমি
আমাকে কিঞ্চিৎ ভোজ্য দান কর ; যাহা
স্বামী কলজনক হইবে । অথবা গোতমী-
তীর আশ্রয়পূর্বক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান
কর । ২৭—৩১ । ব্রহ্মা কহিলেন,—মৌদগল্য
সেই বিষ্ণুকে বলিলেন,—“আমার দেয় বস্তু
কিছুই নাই । দেহাদি যাহা আছে, তাহাও
আপনাতে সমর্পিত হইয়াছে ।” জগৎপতি
এই কথা শ্রবণে—গুরুদ্বন্দ্বকে কহিলেন,—
তুমি শীঘ্র এখানে কিঞ্চিৎ কণিশ (খুদ)
লইয়া আইস ; এ ব্যক্তি তাহাষ্ট আমাকে
অর্পণ করিবে । তাহা হইলেই ইহার মনঃ-
প্রিয় যোগ্য ভোগ্য প্রাপ্তি ঘটিবে । পক্ষিরাজ
গুরু প্রভুর আদেশ বাক্য শ্রবণে তাহাই
করিলেন । সেই যতব্রত মৌদগল্য তখন
গুরুদ্বন্দ্বীত কণা সকল বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ
করিলেন । বিষ্ণু ইত্যবসরে বিষকর্মাকে

বিষ্ণুকবাচ ।
যাক্ষ্যমিচ্ছাস্ত কুলে সপ্ত পুরুষাস্তাবদেব তু ।
ভূমতারো মহাবুদ্ধে তাবৎকামা মনীষিতাঃ ॥
গাবো হিরণ্যং ধাত্তানি বস্ত্রাণ্যাতরণানি চ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।
যচ্চ কিঞ্চিদানঃ প্রীতৈর্য লোকে ভবতি

শোভনম্ ।
তৎ সর্বমাপ মৌদগল্যো বিষ্ণুগঙ্গাপ্রভাবতঃ ॥
গৃহংগচ্ছতি মৌদগল্যো বিষ্ণুনোক্তস্ততো যযৌ
অশ্রমে স্বস্ত সর্বকিং দৃষ্টা স্বধিরভাবত ॥ ৩৮

অধিকবাচ ।
অহো দানপ্রভাবোহয়মহো বিষ্ণোরনুস্মৃতিঃ ।
অহো গঙ্গাপ্রভাবশ্চ কৈর্কিচার্য্যো মহানয়ন ॥ ৩৯

মৌদগল্যঃ ব্রহ্মোবাচ ।
পুণ্যং যাহি ভার্য্যা সার্কং পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ
বহুভিঃ ।

পিতৃ-
৭৩ বৃভূজে ভোগানভুক্তিং মুক্তিমবাণ চ

(আহবান) কহিলেন,—হে মহাবুদ্ধে !
এই কৈল্য ল্যর কুলে যাবৎ সপ্তম পুরুষ
উদ্ভূত হইবে, তাবৎ যেন ইহার বাহিত
গো, হিরণ্য, ধাত্ত, বস্ত্র, আতরণ ইত্যাদি
নিখিল কাম্যবস্তু বিদ্যমান থাকে ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—লোকে যাহা কিছু মনঃ-
প্রীতিসাধক, তৎ সর্বমাপ আছে, বিষ্ণু
ও গঙ্গার প্রসাদে মৌদগল্য তৎসমস্তই
প্রাপ্ত হইলেন । তার পর বিষ্ণুকর্তৃক “গৃহে
গমন কর” এইরূপ উক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যা-
গমন করিলেন । সেই ঋষি নিজ আশ্রমে
ইহা দানের মূর্খ দর্শনে বলিলেন,—অহো !
কি চমৎকার প্রভাব ! ওঃ, বিষ্ণুর অনুস্মৃতি
কি ! এই মহা গঙ্গার প্রভাবই বা
ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই হইতে মৌদগল্য
কষি ভার্য্যা, পুত্র, পৌত্র ও বহুজনে পরিযুত
থাকিয়া পিতৃ-
ভোগ ও গঙ্গামাতাসহ সেই ভোগানিচয়
লাগিলেন । কলতঃ তিনি
ই মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন । সেই

ততঃ প্রভৃতি তত্কার্থঃ মোদগল্যঃ বৈকবঃ তথা
তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদম্ ॥ ৪১
তত্র ঋতিঃ স্মৃতির্যাপি তীর্থস্তাং কথঞ্চন ।
তস্ত বিকূৰ্ত্তবেৎ শ্রীতঃ পাপৈর্গুরুঃ স্মৃণী ভবেৎ
একাদশ সহস্রাণি তীর্থানাং তীরয়োদ্বয়োঃ ।
সক্কার্থদায়িনাং তত্র জ্ঞানদানজপাদিভিঃ ॥ ৪৩
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গোপালদশসহস্রতীর্থবর্ণনঃ
ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

লক্ষ্মীতীর্থমিতি খ্যাতং সাক্ষাৎলক্ষ্মীবিবৰ্দ্ধনম্ ।
অলক্ষ্মীনাশনং পুণ্যমাখ্যানং শৃণু নারদ ॥ ১
সংবাদশ্চ পুরা হৃদসীলক্ষ্ম্যাঃ পুত্র দরিদ্রয়া ।
পরস্পরবিরোধিস্থাবুভে বিশ্বঃ সমীযতুঃ ॥ ২

অবধি ঐ স্থানে মোদগল্য তীর্থ ও বিষ্ণু-
তীর্থের উৎপত্তি হয়। সেই তীর্থে জ্ঞান ও
দান করিলে মুক্ত ও মুক্তি-ফল প্রাপ্ত হওয়া
যায়। ঐ তীর্থের বিষয় কোনমতে শ্রবণ
ও শ্রবণ করিলেও বিষ্ণু শ্রীত হয়েন, এবং
পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া স্মৃণী হইতে
পারা যায়। এই স্থানে উভয় তীরে
একাদশ সহস্র তীর্থ আছে, উহাতে জ্ঞান,
দান ও জপাদি করিলে জনগণের সাক্কার্থসিদ্ধি
হয়। ৩২—৪৬।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৬।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ ! লক্ষ্মীতীর্থ নামে
বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, উহা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-
বৰ্দ্ধক ও অলক্ষ্মীর নাশক। তাহার উপাখ্যান
শুন। হে পুত্র ! পূর্বকালে লক্ষ্মী ও দরিদ্রা
পরস্পর বিরোধিনী, এই হেতু এতহতয়ের
শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ ঘটে। তাঁহারা উভয়ে

তাভ্যামব্যাপৃতং বস্ত তদ্রাতি ভুবনজয়ে ।
মম জ্যৈষ্ঠাঃ মম জ্যৈষ্ঠ্যমিত্যচতুরক্তে মিথঃ ।
অহং পূৰ্ব্বং সমুদ্ভূতা ইত্যাহ শ্রিয়মোজসা ॥ ৩
লক্ষ্মীকবাচ ।

কুলং শীলং জীবিতং বা দেহিনামহমেব তু ।
ময়া বিনা দেহভাজো জীবন্তোহপি মৃত্যু ইব ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

দরিদ্রয়া ১ সা প্রোক্তা সৰ্বোভ্যাঃ হৃদিকা হৃদম্
মুক্তির্দদাশ্রিতা নিত্যঃ দরিদ্রেবঃ বচোহরবীৎ
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মাৎসর্যম্বেব চ ।
যত্রাহ মস্মি তত্রৈতে ন তিষ্ঠান্তি কদাচন ॥ ৬
ন ভয়োদ্রুতিক্রমাদ ঈর্ষ্যা উদ্ধতবৃন্তিতা ।
যত্রাহমস্মি তত্রৈতে ন তিষ্ঠান্তি কদাচন ॥ ৭
দরিদ্রয়া বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মীস্তাঃ প্রত্যভাবত ॥ ৮
লক্ষ্মীকবাচ ।

অলঙ্কৃতো ময়া জন্তুঃ সর্বো ভবতি পূজিতঃ ।

সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করিলেন। ভুবনজয়ে এমন
কিছুই রহিল না, যাহা ইহাদিগের দ্বারা
ব্যাপ্ত হয় নাই। তাঁহারা “আমি শ্রেষ্ঠ,
আমি শ্রেষ্ঠ” উভয়েই পরস্পর এইরূপ বলিতে
লাগিলেন। দরিদ্রা অলক্ষ্মী সগর্বে লক্ষ্মীকে
কহিলেন,—আমি তোমা অপেক্ষা পূর্বে
উদ্ভূতা হইয়াছি, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ।
লক্ষ্মী কহিলেন,—দেহিগণের কুল, শীল ও
জীবন এসমস্তই আমার অধীন ; আমা-
ব্যতীত দেহধারীরা জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ।
সুতরাং আমিই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা কহিলেন,—
তদন্তরে দরিদ্রা অলক্ষ্মীও কহিলেন,—আমিই
সক্কার্থপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মুক্তি আমারই
আশ্রিতা। তিনি আরও কহিলেন,—কাম,
ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য,—এসকল—
আমি যেখানে থাকি, কদাচ সেখানে তিষ্ঠিতে
পারে না। আমি যেখানে থাকি, তথায়
ভয়োৎপত্তি হয় না, উন্মত্ততা, ঈর্ষ্যা, উদ্ধতভাব
এসকলও কদাচ সেখানে আসিতে পারে না।
দরিদ্রার এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মী তাহাকে কহি-
লেন,—আমি দ্বারা অলঙ্কৃত সকল জীব

নির্জনঃ শিবতুল্যোহপি সর্বৈরপ্যভিভূয়তে ॥১১
 দেহীতি বচনদ্বারা দেহস্থাঃ পঞ্চ দেবতাঃ ।
 সদ্যো নির্গত্য গচ্ছন্তি ধৌতীহ্রীশান্তিকৌর্ভয়ঃ ॥
 তাবৎগুণা গুরুত্বং যাবদ্বার্যয়তে পরম্ ।
 অথী চেৎপুরুষোজাতঃ ক গুণাঃ ক চ গৌরবম্
 তাবৎ সর্বোত্তমো জন্তুস্তাবৎ সর্বগুণালয়ঃ ।
 নমন্তঃ সর্বলোকানাং যাবদ্বার্যয়তে পরম্ ॥ ১২
 কষ্টমেতন্মহাপাপং নির্জনভুঃ শরীরিণাম্ ।
 ন মানয়তি নো বক্তি ন স্পৃশত্যধনঃ জনঃ ॥১৩
 অহমেব ততঃ শ্রেষ্ঠা দরিত্রে শৃণু মে বচঃ ॥১৪
 ব্রহ্মোবাচ ।

ভগ্নশ্রীবচনং শ্রুত্বা দরিত্রা বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫
 দরিত্রোবাচ ।

বভূবুঃ ন লক্ষীর্জ্যেষ্ঠাহমিতি বৈ লজ্জসে মুহুঃ ।
 পাপেষু রমসে নিত্যং বিহায় পুরুষোত্তমম্ ॥১৬
 বিশ্বস্তবঞ্চক্য নিত্যং ভবতী শ্লাঘসে কথম্ ।

পূজিত হয় ; নির্জন জন শিব সদৃশ হইলেও
 সর্বলোক দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে ।
 “দাও” এই বাক্য দ্বারা দেহস্থ পঞ্চদেবতা—
 ধৌ, ত্রী, হ্রী, শান্তি ও কৌর্ভি সঞ্চই, বহির্গত
 হইয়া অন্ত্র গমন করেন । জনগণের গুণ
 সকল ও গুরুত্ব তাবৎ বিদ্যমান থাকে ;
 যাবৎ পরসাম্যধানে প্রার্থনা না করে । পুরুষ
 যাচক হইলে তাহার গুণই বা কোথায় ?
 আর গৌরবই কোথায় ? জীব তাবৎ
 কালই সর্বোত্তম, সর্বগুণালয় ও সর্বলোকের
 নমন্ত হইয়া থাকে, যাবৎ পর-সমীপে প্রার্থনা
 না করে । শরীরবর্গের যে নির্জনভু, ইহা
 কষ্টদায়ক মহাপাপ ; কারণ, নির্জনকে জনগণ
 মান্য করে না, কথা কহে না, এমন কি স্পর্শও
 করে না । হে দরিত্রে ! এ নিমিত্ত আমিই
 শ্রেষ্ঠ ; তুমি আমার এই কথা শুন । ১—১৪ ।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—দরিত্রা লক্ষীর এই বাক্য
 শুনিয়া কহিলেন,—লক্ষী ! তুমি মুহূর্ত্তম্ভঃ “আমি
 জ্যেষ্ঠা” এ কথা বলিতে লাজ্জতা হইতেছ না
 কেন ? তুমি পুরুষোত্তমকে পারহার করত
 পাপ জনেতেই নিত্য রমণ করিয়া থাক ।

সুখং নতাদৃকৃতং প্রাপ্তোপশ্চাত্তাপোযথা গুরুঃ
 ন তথা জায়তে পুংসাং সুরয়া দারুণো মদঃ ।
 তৎসম্মিধানমাত্রেণ যথা বৈ বিদ্যামপি ॥ ১৮
 সदैব রমসে লক্ষ্মীঃ প্রায়ন্তঃ পাপকারিণী ।
 অহং বসামি যোগ্যেষ্ণু ধর্ম্মশীলেষ্ণু সর্বদা ॥ ১৯
 শিববিষ্ণুশুরভৈষ্ণু কৃতজ্ঞেষ্ণু মহৎশু চ ।
 সদাচারেষ্ণু শাস্ত্রেষ্ণু গুরুসেবোদ্যতেষ্ণু চ ॥ ২০
 সৎশু বিদ্যৎশু শূরেষ্ণু কৃতবুদ্ধিষ্ণু সাধুষ্ণু ।
 নিবসামি সদা লক্ষ্মীস্তম্মাজ্জ্যেষ্ঠাঃ ময়ি স্থিতম্
 ব্রাহ্মণেষ্ণু শুচিৎশু ব্রতচারিষ্ণু ভিক্ষুষ্ণু ।
 নির্ভয়েষ্ণু বসিষ্যামি লক্ষ্মীস্তঃ শৃণু তে স্থিতিম্ ॥
 রাজবর্ত্তিষ্ণু পাপেষ্ণু মিহ্নরেষ্ণু খলেষ্ণু চ ।
 পিশুনেষ্ণু চ লুকেষ্ণু বিকৃতেষ্ণু শঠেষ্ণু চ * ॥ ২৩
 অনার্থেষ্ণু কুহরেষ্ণু ধর্ম্মঘাতিষ্ণু সর্বদা ।
 মিত্রদ্রোহিষ্মনিষ্টেষ্ণু ভগ্নচিত্তেষ্ণু বর্ত্তসে ॥ ২৪

বিশ্বস্ত জনের বঞ্চনকারিণী তুমি আবার
 শ্লাঘা কর কিরূপে ? তোমাকে প্রাপ্ত হইলে
 লোকের গুরুতর পশ্চাত্তাপ ভিন্ন সুখ
 হয় না । তোমার সম্মিধান মাত্রে বিদ্যান
 জনগণেরও যেমন দারুণ মত্ততা জন্মে,
 পুরুষের মত্তপানেও তেমন মত্ততা হয়
 না । হে লক্ষ্মী ! তুমি প্রায় সর্বদাই
 পাপকারী জনে রত হইয়া থাক ; আর
 আমি সর্বদা ধর্ম্মশীল যোগ্য ব্যক্তিতেই বাস
 করি । শিব ও বিষ্ণুতে অমুরজ, কৃতজ্ঞ,
 মহৎ, সদাচার, শাস্ত্র, গুরুসেবা-নিরত,
 সাধু, বিদ্বান, শূর, প্রশস্ত বুদ্ধিমান,
 সজ্জনেতেই আমি সদা বাস করি । হে
 লক্ষ্মী ! অতএব আমাতেই শ্রেষ্ঠতা অব-
 স্থিত । ব্রাহ্মণ, শুচি, জল, ব্রতচারী,
 ভিক্ষুক ও নির্ভয় লোকেই আমি বাস
 করি । হে লক্ষ্মী ! তুমি এক্ষণে তোমার
 স্থিতির কথা শ্রবণ কর । তুমি রাজ-কর্ম্মচারী,
 পানী, মিহ্নর, খল, পিশুন, (অসাক্ষাতে পর
 নিন্দাকারী,) লুক, বিকৃত, (অযোগ্য কর্ম্ম-

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বিবদমাণে তে জগতুর্ন্যায়ুভে অপি ।
তয়োর্বাক্যমুপপন্নত্যা মণোভক্তে তে উভে অপি ॥
মহঃ পূর্বতরা পৃথ্বী আপঃ পূর্বতরাস্ততঃ ।
স্রীণাং বিবাদং তা এব হ্রিয়ো জানন্তি নেতরে
বিশেষতঃ পুনস্তাত্যঃ কমণ্ডলুভবান্চ যাঃ ।
তজ্জাপি গোতমী দেবী নিশ্চয়ং কথয়িষ্যতি ।
সৈব সর্বার্তিসংহর্ত্রী সৈব সন্দেহকর্তরী ॥ ২৭
তে মহাক্যাস্তুবং গহ্বা ভূম্যা চ সহিতে অপি ।
অস্তি চ সহিতাঃ সর্বা গোতমীঃ যদুরাপগাম ॥
ভূমিরাপস্তয়োর্বাক্যং গোতমৌ ক্রমশঃ স্মৃটম্
সর্বং নিবেদয়ামানুর্ধ্বথারুতং প্রণম্য তাম্ ॥ ২৯
দরিদ্রাশ্চ লক্ষ্ম্যাশ্চ বাক্যং মধ্যস্থবহুদা ।
শৃণু লোকপালেষু শৃণুত্যাং ভুবি নারদ ॥ ৩০

চারী,) শঠ, অনাথ্য, কৃতঘ্ন, ধর্মহাতী, মিত্র-
দ্রোহী, অনিষ্ট-পরায়ণ ও হীনচেতা জনে
অবস্থান করিয়া থাক । ১৫—২৪ । ব্রহ্মা
কহিলেন,—তাহারা একপ বিবাদ করিতে
করিতে মীমাংসার্থ উভয়েই আমার নিকটে
আনিলে, আমি তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া
উভয়কেই বলিলাম,—আমা অপেক্ষা পৃথ্বী
পূর্বতরা, তাহা অপেক্ষাও আপ্ সকল পূর্ব-
তরা । পৃথ্বী ও আপ্ স্রীলোক : তাঁহারা ই
ইহার মীমাংসা করিবেন । যেহেতু স্রীদিগের
বিবাদ বিষয়ে স্রীলোকেরাই অভিজ্ঞ ; অপরে
নহে । তাঁহাদিগের মধ্যেও বিশেষতঃ
কমণ্ডলুভবা (গঙ্গা) আপ্ ই সর্বশ্রেষ্ঠা ।
তন্মধ্যেও আবার গোতমী দেবী শ্রেষ্ঠতরা ;
তিনিই এ বিষয়ের নিশ্চিত সঙ্গতর দিবেন ।
তিনিই সর্বার্তিহারিণী, ও সর্বসন্দেহ-
নাশিনী । অতঃপর, আমার বাক্যানুসারে
তাঁহারা উভয়ে ভূমি ও আপের সহিত
মিলিত হইয়া গোতমী নদীতে যাইলেন ।
পরে ভূমি ও আপ্ ইহারা সেই গোতমীকে
প্রণামপূর্বক যথাক্রমে স্পষ্টরূপে সেই লক্ষ্মী
ও দরিদ্রার বচনাবলী সমস্তই যথাযথ নিবে-
দন করিলেন । ২৭—২৯ । হে নারদ ! সেই

শৃণুতীষ্পসু সা গঙ্গা দরিদ্রাং বাক্যমব্রবীৎ ।

সম্প্রশস্ত তথা লক্ষ্মীঃ গোতমী বাক্যমব্রবীৎ ॥

গোতমীবাচ ।

ব্রহ্মস্রীশ্চ তপঃস্রীশ্চ যজ্ঞস্রীঃ কীর্তিসংজ্ঞিতা ।
ধনস্রীশ্চ যশঃস্রীশ্চ বিদ্যা প্রজ্ঞা সরস্বতী ॥ ৩২
ভুক্তিস্রীশ্চ মুক্তিশ্চ স্মৃতির্লজ্জা ধৃতিঃ কমা ।
সিদ্ধিঃ তুষ্টিশ্চ পুষ্টিঃ শান্তিরাপস্তথা মহী ॥ ৩৩
অহংশক্তিরর্থোমধ্যঃ ক্রতিঃ শুদ্ধির্বিভাবরী ।
দ্যৌর্জ্যোৎস্না আশীষঃ স্বস্তির্ব্যাগ্ধিঃ শ্রীমা

উবা শিবা ॥ ৩৪

যংকিকিদিদ্যতে লোকে লক্ষ্ম্যা ব্যাপ্তঃ

চরাচরম্ ।

ব্রাহ্মণেষ্থ ধীরেষু ক্রমাবৎস্থত সাধুসু ॥ ৩৫

বিদ্যাশুক্রেষু চাত্তেষু ভুক্তিমুক্ত্যনুসারিষু ।

যদ্যদ্রম্যং সুন্দরং বা তত্তলক্ষ্মীবিভূষিতম্ ।

দরিদ্রার ও লক্ষ্মীর বাক্যে মধ্যস্থ সদৃশ হইয়া
লোকপালগণ, পৃথিবী ও আপ্ ইহারা
শুনিতে থাকিলে, সেই গোতমী গঙ্গা,—
লক্ষ্মীকে প্রশংসা করত দরিদ্রাকে এই বাক্য
কহিলেন,—ব্রহ্মস্রী, তপঃস্রী, যজ্ঞস্রী, কীর্তি,
ধনস্রী, যশঃস্রী, বিদ্যাস্রী, প্রজ্ঞাস্রী, সরস্বতী,
ভুক্তিস্রী, মুক্তি, স্মৃতি, লজ্জা, ধৃতি, কমা,
সিদ্ধি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, আপ্, মহী, আমি,
শক্তি, ওষাধ, ক্রতি, শুদ্ধি, বিভাবরী, স্বর্গ,
জ্যোৎস্না, আশীষ, স্বস্তি, ব্যাগ্ধি, মায়া,
উবা ও শিবা ইত্যাদি যাহা কিছু লোকে
চরাচর ভাজ বস্তু,—তৎসমস্তই লক্ষ্মী
কর্তৃক ব্যাপ্ত । ব্রাহ্মণ, ধীর, ক্রমাধান,
সাধু-বিদ্বান্ ও ভুক্তি-মুক্তপ্রার্থী অস্তান্ত
ব্যাক্তিবর্গ—সর্বত্রই লক্ষ্মী বিরাজিতা । যাহা
যা । রম্য বা সুন্দর, তাহাই লক্ষ্মীযুক্ত ।
এবিষয়ে বেশী বলিয়া ফল কি ? সমস্ত জগৎই
লক্ষ্মীময় । যে কোনস্থলে যাহা কিছু উৎ-
কৃষ্ট দেখা যায়, সে সমস্তই লক্ষ্মীময়, লক্ষ্মী-
দীন কিছুই নাই । সুতরাং এরূপহলে
ভূমি এই সুন্দরী লক্ষ্মী দেবী সহ সর্বা করিয়া

কিম্বদন্ত্যনোক্তেন সৰ্বং লক্ষ্মীময়ং জগৎ ॥
 যন্মিন্ সৰ্বম্ভূতং যৎকিঞ্চিদুৎকৃষ্টং পরিদৃশ্যতে ।
 লক্ষ্মীময়ন্ত তৎ সৰ্বং তন্না হীনং ন কিঞ্চন ॥৩৭
 অশ্রোতাং কুন্দরীং দেবীং স্পর্শমস্তী ন লজ্জসে
 পুঙ্খং গজ্জহতি তাং গঙ্গা দরিদ্রাং বাক্যমব্রবীৎ
 ততঃ প্রভৃতি গঙ্গাত্তো দরিদ্রাবৈরকাব্যভূৎ ।
 ভাবদরিদ্রাতিভবো গঙ্গা যাবন্ন সেব্যাতে ॥৩৯
 ততঃ প্রভৃতি ততীর্থমলক্ষ্মীনাশনং শুভম্ ।
 তত্র স্নানেন দানেন লক্ষ্মীবান্ পুণ্যবান্ ভবেৎ
 তীর্থানাং বহুসহস্রাণি তন্মিস্তীর্থৈ মশ্যমতে ।
 দেববিমুক্তিষ্ঠানাং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়িনাম্ ॥ ৪১
 ইতি কল্পলতায় লক্ষ্মী তীর্থাদিসহস্রতীর্থবর্ণনং
 সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ভাস্বতীর্থমতিখ্যাতং সৰ্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ।
 তজ্জৈদং বৃদ্ধমাখ্যান্তো মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১

লক্ষিতা হইতেছে না? যাও যাও । গঙ্গা
 সেই দরিদ্রাকে এইরূপ কহিলেন । সেই
 হইতেই দরিদ্রা গঙ্গার সহিত বৈরভাবাপন্ন
 হইলেন । দরিদ্রাকৃত অভিভব তাবৎ-
 কালই থাকে, যাবৎ গঙ্গা সেবিতা না হয়েন ।
 সেই হইতেই উক্ততীর্থ অলক্ষ্মীনাশক ও
 শুভসম্পাদক হইল । সেখানে স্নান দানে
 লক্ষ্মীবান্ ও পুণ্যবান্ হওয়া যায় । হে মহা-
 ধী নারদ ! এইস্থানে দেব, ঋষি ও মুনি-
 গণসেবিত সৰ্বসিদ্ধিপ্রদ বহু সহস্র তীর্থ
 বিস্তারিত আছে । ৩০—৪১ ।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৭ ।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মহাতীর্থ নামে বিখ্যাত
 যে তীর্থ আছে, উহা নরগণের সৰ্বসিদ্ধিকর ।
 তৎপৰ্য্যন্ত এই বৃদ্ধাতি বলিতেছি । এই

শখাতিরিতি বিখ্যাতো রাজা পরমধার্মিকঃ ।
 তস্ত ভাৰ্য্যা স্ববিবর্তিতা * রূপেণাপ্রতিমা তুৰ্বি ॥
 মধুচ্ছন্দা ইতি খ্যাতো বৈশ্বামিত্রো দ্বিজোত্তমঃ
 পুরোধাস্তস্ত নৃপতেৰ্দ্ধন্যবিঃ শমিনাং প্রভুঃ ॥ ৩
 দিশো বিজ্ঞেতুং স জগাম রাজা
 পুরোধসা তেন নৃপপ্রবীরঃ ।
 পুরোধসং প্রাহ মহানুভাবঃ
 জিত্বা দিশশাধ্বনি সন্নিবষ্টঃ ॥ ৪
 পপ্রচ্ছেদং কেন খেদং গতৌহসি
 হেতুং বদস্বেতি মহানুভাব ।
 স্বমেব রাজ্যে মম সৰ্বমাস্তঃ
 সমস্তবিদ্যানিরবদ্যবোধঃ ॥ ৫
 বিধূতপাপঃ পরিতাপশূন্তঃ
 কিমন্তচেতা ইব লক্ষ্যসে ত্বম্ ।
 জিতেয়মূৰ্বী বিজিতা নরেন্দ্রা
 হবন্ত হেতো মহতীহ জাতে ॥ ৬

উপাখ্যান মহাপাতকনাশক । শখাতি নামে
 এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন । তাঁহার স্ববিবর্তা
 নামে ভূতলে অপ্রতিম এক রূপবতী ভাৰ্য্যা
 ছিলেন । তাঁহার শয়পরায়েণ জনগণের
 প্রধান, দ্বিজোত্তম, মধুচ্ছন্দা নামে বিখ্যাত
 ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রনন্দন পুরোহিত ছিলেন ।
 সেই নৃপপ্রবর উক্ত পুরোধার সহিত
 দিশিজয়ার্থ প্রস্থিত হইলেন এবং নানাদিক
 জয়পূর্বক বিশ্রামার্থ পথিমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া
 উক্ত মহানুভাব পুরোহিতকে এই কথা কহি-
 লেন,—হে মহানুভাব ! আপনি খেদযুক্ত
 হইতেছেন কেন ? ইহার কারণ বলুন ।
 আমার রাজ্যে আপনি সৰ্বমাস্ত, সমস্ত
 বিদ্যা-বিভক্তবুদ্ধি, বিধূতপাপ ও পরিতাপ-
 শূন্ত ব্যক্তি ; এক্ষণে আপনি উদ্বিগ্নচিত্তবৎ
 লক্ষিত হইতেছেন কেন ? এই উল্লীজিতা
 হইয়াছে, নরেন্দ্রগণ পরাজিত হইয়াছেন,
 সূতরাং এই মহৎ হবহেতু বিজয়ানে আপনি

কিং হং কুশো মে বদ সত্যমেব
বিজাতিবধ্যাতিমহানুভাব ।

সম্বোধ্য শর্যাতিনুবাচবিপ্র-

শ্রদ্ধোমধুঃ প্রেমময়ীঃ প্রিয়োক্তিম্ ॥ ৭

মধুচ্ছন্দা উবাচ ।

শুণু ভূপাল মহাকাঃ ভাষায়া যদুদীরিতম্ ।
তিতে যামে বয়ঃ যামো যামিনী চার্কগামিনী ।
যামিনী চান্ত দেহন্ত কামিনী মাং প্রভীকতে ॥
স্মৃতা তৎকামিনীবাক্যঃ শোষঃ যাতি কলেবরম্
বিকারে শ্রমসজ্জাতে জীবাভূমলিনাননা ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ ।

বিহন্ত চাত্রবীজাজা পুরোধসমরিন্দমঃ ॥ ১০

রাজোবাচ ।

হং গুরুর্মম মিত্রঞ্চ কিমাত্মানং বিশ্বভূসে ।
কিমমেন মহাপ্রাজ্ঞ মম বাক্যেন মানদ ।
কর্ণবিধ্বংসিনি সুখে কা নামাহা মহাত্মনাম্ ॥

কুশ হইতেছেন কেন ? হে অতি মহানুভাব !
বিজাতিবধ্য ! আপনি আমাকে তাহা
সত্য বলুন । বিপ্র মধুচ্ছন্দা তখন
শর্যাতিকে সর্দোধনপূর্বক প্রিয়ার প্রেমময়ী
উক্তি সকল বলিতে লাগিলেন । মধুচ্ছন্দা
বলিলেন,—হে ভূপাল ! মদীয় ভাষা যাহা
বলিয়াছিলেন, আমি তাহা কহিতেছি,
শুনুন । তিনি যামিনী যাম মাত্র অবশেষ
ধাকিতে কিরিয়া যাইতে কহিয়াছিলেন ; কিন্তু
একণে যামিনী অর্কগামিনী হইয়াছে । এই
দেহের যামিনী কামিনী আমার প্রভীক
করিতেছেন, সেই কামিনী-বাক্য শ্রমণে
আমার কলেবর শোষ প্রাপ্ত হইতেছে ;
উপস্থিত শ্রমসজ্জাত বিকারে সেই নলিনা-
নমাই জীবনৌষধি । ১—৯ । ব্রহ্মা কহি-
লেন,—এই কথা শুনিয়া অরিন্দম রাজা হস্ত
সহকারে সেই পুরোহিতকে বলিলেন,—
তুমি আমার গুরু এবং মিত্র ; কেন আমাকে
বিভাষিত করিতেছ ? এ সকল কথার
আলোচনার কল কি ? ওহে মহাপ্রাজ্ঞ,
মানদ ! মহাত্মাদিগের কর্ণবিধ্বংসী সুখে

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদাকর্ণ্য মতিমান্ মধুচ্ছন্দা বচোহব্রবীৎ ॥ ১২

মধুচ্ছন্দা উবাচ ।

যজ্ঞানুকূল্যঃ দম্পষ্টৌগদ্বিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে ।

ন চেদং দুষণং রাজন্ ভূষণকাতিমহত্তাম্ ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ ।

আজগাম স্বকং দেশং মহত্যা সেনয়া বৃত্তঃ ।

পরীকার্থঞ্চ তৎপ্রেম পুর্যাং বার্তামদীদিশৎ ॥ ১৪

দিশো বিজেতুঃ শর্যাতৌ যাতে রাকসপুত্রবঃ

হত্যা রসাতলং যাভো রাজানং সপুরোধসম্ ॥

রাজো ভাষ্যা নিশ্চয়ায় প্রকৃতা মুনিসত্তমঃ ।

বার্তাঃ স্মৃতা দূতমুখামধুচ্ছন্দঃপ্রিয়া পুনঃ ॥ ১৬

তলৈবাতুল্যতপ্রাণা তর্ষিচিহ্নমিবাতবৎ ।

তস্তা বৃত্তস্ত তে দৃষ্টা দৃষ্টা রাজো ভবেদয়ন ॥

যৎ কৃতং রাজপত্নীভিঃ প্রিয়য়া চ পুরোধসঃ ।

বিস্মতো কুণ্ঠিতো রাজা পুনর্দূতানভাবত ॥

আহাই বা কি ? ব্রহ্মা বলিলেন,—মতিমান্
মধুচ্ছন্দা রাজার এই কথা শুনিয়া
বলিলেন,—দম্পষ্টীর যেখানে পরস্পর আত্ম-
কূল্য থাকে, তথায় ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম)
বর্দ্ধিত হয় । রাজন্ । ইহা দুষণ নহে ;
পরন্তু আপনি ইহাকে অতীব ভূষণ বলিয়া
মনে করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর
রাজা মহতী সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া স্বদেশে
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । তিনি মধুচ্ছন্দার প্রেম
পরীকার্থ পুরীতে এইরূপ বার্তা জানাইতে
আদেশ করিলেন যে,—“শর্যাত রাজা
দিগ্বিজয়ার্থ প্রস্থান করিলে, একটা বলবান্
রাকস পুরোহিত সহ, তাঁহাকে হত্যা করিয়া
রসাতলে চলিয়া গিয়াছে । এই বার্তা শ্রবণে
রাজপত্নী ইহার তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই-
লেন ; কিন্তু মধুচ্ছন্দার পত্নী তৎকণাৎ গত-
প্রাণা হইলেন ; ইহা অতি বিচিহ্নবৎ হইল ।
দূতগণ রাজপত্নীদিগের কন্ম ও সেই পুরো-
হিতপত্নীর প্রাণ-ত্যাগ দেখিয়া সেই বৃত্তান্ত
রাজসমিধানে আনিয়া নিবেদন করিল ;
রাজা তাহাকে বিস্মিত ও কুণ্ঠিত হইয়া

রাজোবাচ ।

শীঘ্রং গচ্ছত্ব হে দূতা ব্রাহ্মণ্য। যৎ কলেবরম্ ।
রক্ষত্ব বার্তাং কুরুত রাজাগন্তা পুরোধসা ॥১৯

ব্রাহ্মোবাচ ।

ইতি চিন্তাতুরে রাজি বাণবাচাশরীরিণী ॥২০
আকাশবাণবাচ ।

বিধান্ত্যাত্মখিলং গঙ্গা রাজঃস্তব সমৌহিতম্ ।
সৰ্বাভিষঙ্গশমনৌ পাবনৌ ভূবি গৌতমী ॥ ২১

ব্রাহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা স শর্যাতীগৌতমীতটমাশ্রিতঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা তর্পয়িত্বা পিতৃন দ্বিজান
পুরোহিতং দ্বিজশ্রেষ্ঠং প্রেষয়িত্বা ধনাবিতম্ ।
অন্তত্র তীর্থে সার্থেষু দদৌ দানং প্রযত্নতঃ ॥২৩
এতৎ সৰ্বং ন জানাতি রাজঃ কৃত্যং

পুরোহিতঃ ।

গতে তস্মিন গুরৌ রাজা বৈশামিত্রে মহাত্মনি
সৰ্বং বলং প্রেষয়িত্বা গঙ্গাতীরেহগ্নিমাশিত ॥

দূতগণকে পুনরায় কহিলেন,—ওহে দূতগণ !
তোমরা শীঘ্র যাও, সেই ব্রাহ্মণীর কলেবরটি
সাবধানে রক্ষা কর এবং “রাজা পুরোহিত
সহ আসিতেছেন,” এই সংবাদ দেও । ব্রাহ্মা
কহিলেন,—রাজা এইরূপ আদেশ করিয়া
চিন্তাতুর হইলে তখন এক অশবীবিনী বাণী
প্রাতর্ভূত হইল । সেই আকাশবাণী কহিল,—
রাজন ! গঙ্গা তোমার সমৌহিত সমস্তই
সম্পাদন করিবেন, ভূতলে পাবনৌ গৌতমী
সৰ্ববিধ ক্রেশের প্রশমনকারিণী । ১০—২১ ।
ব্রাহ্মা কহিলেন,—সেই রাজা শর্যতি এই
আকাশবাণী শ্রবণে গৌতমীতটভূমি আশ্রয়
করত ব্রাহ্মণ্যে ধন দান, দ্বিজগণের তৃপ্তি-
সাধন, পিতৃগণের তর্পণ এবং বহু ধন সহ
দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুরোহিতকে নিজ দেশে প্রেরণ
করিয়া অন্তত্র তীর্থেও দীন জনে সযত্নে
ধন দান করিলেন । রাজার এই সকল
কর্ম পুরোহিত মধুচ্ছন্দা কিছুই জানিতে
পারেন নাই । বিশামিত্রনন্দন রাজকুরু
মহারাজা মধুচ্ছন্দা গমন করিলে পর রাজা

ইত্যুচ্চা স তু রাজৈস্ত্রো গঙ্গাং ভাস্ত্রং

সুরানপি ॥ ২৫

যদি দত্তং যদি হৃতং যদি জাতা প্রজা ময়া ।
তেন সত্যেন সা সাধ্বী মমায়ুষ্যেণ জীবতু ॥২৬
ইত্যুচ্চাগ্নৌ প্রবিষ্টে তু শর্যাতৌ নৃপসন্তমে ।
তদৈব জীবিতা ভাৰ্য্য। রাজস্তু পুরোধসঃ ॥
অগ্নি প্রবিষ্টঃ রাজানং শ্রদ্ধা বিশ্বয়কারণম্ ।
পতিব্রতাং তথা ভাৰ্য্যাং যতাজীবাবিতাং পুনঃ
তদর্থক্যপি রাজানং তাক্রাঘ্যানং বিশেষতঃ
আত্মনশ্চ পুনঃ কৃত্যমশ্রয়নৃপতের্গুরুঃ ॥ ২৯
অহমপাগ্নিমাবেক্ষ্য উত যাস্তে প্রিয়াস্তিকম্ ।
অথবেহ তপস্তপুস্তে ততে নিশ্চয়বান্ দ্বিজঃ ॥
এতদেবাত্মনঃ কৃত্যং মস্তে সুরুতমেব চ ।
জীবয়ামি চ রাজানং ততো যামি প্রিয়াং পুনঃ

সমস্ত সৈন্ত সামন্ত রাজধানীতে পাঠাইয়া
গঙ্গাতীরে বাইয়া অগ্নিপ্রবেশের উদ্যোগ
করিলেন । সেই রাজেন্দ্র, গঙ্গা, ভাস্ত্র ও
সুরগণের প্রতি এই বাক্য বলিলেন যে,—
আমি যদি দান, হোম ও প্রজাপালন করিয়া
থাকি, তবে সেই সত্য কার্যের ফলে
সাধ্বী পুরোহিতপত্নী আমার আয়ুস্ব্য দ্বারা
জীবিতা হউন । নৃপসন্তম শর্যতি এই
বলিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলে তখনই সেই
রাজপুরোহিতের ভাৰ্য্যা জীবিতা হইলেন ।
নৃপতির গুরু মধুচ্ছন্দা রাজার সেই বিশ্বয়-
কর অগ্নিপ্রবেশ, স্বকীয় পতিব্রতা ভাৰ্য্যার
পুনর্জীবন লাভ ও বিশেষতঃ সেই পতি-
ব্রতার নিমিত্ত রাজার তাদৃশ আত্মতাগ
বৃদ্ধান্ত শ্রবণে আপনার কর্তব্য বিষয় চিন্তা
করিতে লাগিলেন । তিনি ভাবিলেন—
একগণে আমিও কি অগ্নিপ্রবেশ করিব ?
কিহা প্রিয়া-সমীপে যাইব ? অথবা এখানে
থাকিয়াই তপস্তা করিব ? সেই দ্বিজ এইরূপ
চিন্তান্তে স্থির করিলেন যে, অগ্রে কোনও
প্রকারে রাজাকে জীবিত করা বিধেয় ।
ইহাই আমার পক্ষে উত্তম কার্য বলিয়া
বোধ হয় ; তার পর রাজা জীবিত হইলে

এতদেব শুভং মে শ্রান্ততস্তষ্টাব ভাস্করম্ ।
ন হস্তঃ কোহপি দেবোহস্তি সর্বাভীষ্টপ্রদো
রবেঃ ॥ ৩২

মধুচ্ছন্দা উবাচ ।

নমোহস্ত তৈশ্চ সূর্যায় যুত য়েহ্মিঃ ৫৫৫জসে ।
ছন্দোময়্যঃ দেবায় শুকারার্থায় তে নমঃ ॥ ৩৩
বিরূপায় সুরূপায় ত্রিগুণায় ত্রিমূর্ত্যয়ে ।
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশানাং হেতবে প্রভবিকবে ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রসন্নঃ সূর্যোহুভূতরয়শ্চেতাভাবত ॥ ৩৪
মধুচ্ছন্দা উবাচ ।

রাজানং দেহি দেবেশ ভার্গ্যাক প্রিয়বাদিনৌম্
আশ্বনশ্চ শুভানপুত্রান রাজ্ঞৈশ্চবশুভানবরান
ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রাদাক্ষগম্নাথঃ শর্যতিঃ বহুভূষিতম ।
তাক ভার্গ্যং বরানশ্চান সর্বং কেমময়ং তথা
ততো যাতঃ প্রিয়ার্বিষ্টে প্রীতেন চ পুরোধস ।

প্রিয়া-সর্বধানে যাইব, একপ করিলেই
আমার শুভ হইবে। ‘কন্তু রাজার জীবন
জন্ত ভাস্করের স্তব কবি, রবি অপেক্ষা
সর্বাভীষ্টপ্রদ আর কোনও দেবতা নাই।
এইরূপ নিশ্চয় কবির’ তিনি ভাস্করের স্তবে
প্রবৃত্ত হইলেন। মধুচ্ছন্দা কহিলেন,—আমি
সেই যুক্তি হেতু, অমিততেজা সূর্যকে নমস্কার
করি। হে দেব। আপনি ছন্দোময়, ওকারার্থ-
স্বরূপ, এবং বিরূপ, সুবর্ণ, ত্রিগুণ, ত্রিমূর্তি
ও উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের হেতু, প্রভাবী
আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মা বলিলেন,—
এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে সূর্য তাঁহার
প্রতি প্রসন্ন হইয়া “বব গ্রহণ কব” এই
কথা কহিলেন। মধুচ্ছন্দা কহিলেন,—হে
দেবেশ! রাজাকে ও প্রিয়বাদিনী ভার্গ্যাকে
প্রদান করুন, আর আমার শুভ পুত্র সকল
এবং রাজার শুভ বর সমস্তও দান করুন।
২২—৩৬। পরে জগন্নাথ সূর্য, বহুভূষিত
শর্যতি রাজাকে দান করিলেন, আর সেই
পুরোহিতের ভার্গ্য ও অশ্বাশু কেমময়

যযৌ সূর্য স্বকং দেশং তদু তীর্থং শুভং স্মৃতম্
তত্র ত্রীণি সহস্রাণি তীর্থানি গুণবন্তি চ ।
ততঃ প্রভৃতি তস্তার্থঃ ভাসুতীর্থমুদাহৃতম্ ॥ ৩৭
যুতসঞ্জীবনৈকৈব শাখা তথোতি বিজ্ঞতম্ ।
মাধুচ্ছন্দসমাখ্যাতং স্মরণাৎ পাপমুখ্যুনে ॥ ৪০
তেষু জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সর্বকৃত্তুকল প্রদম্ ।
যুতসঞ্জীবনং তৎ শ্রাদ্ধায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৪১
ইতি ত্রীত্রাক্ষে ভাষাদিত্রিসংস্র তীর্থবর্ণনামাষ্ট-
ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

খড়্গাতীর্থমিতি খ্যাতং গৌতম্য উত্তরে তটে ।
তত্র জ্ঞানেন দানেন যুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ১
তত্র বৃন্তঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ ।

বরসমূহ প্রদান করিলেন। তখন সেই
রাজা প্রিয়জনে মিলিত হইয়া সানন্দে ত্রীত-
চিন্তে স্বদেশে গমন করিলেন। সেই
হইতে উক্ত শুভ তীর্থের উৎপত্তি হইল।
এই স্থানে গুণবান তিন সহস্র তীর্থ আছে।
সেই হইতেই উক্ত তীর্থ ভাসুতীর্থ নামে
উদাহৃত হয়। এবং উহা যুতসঞ্জীবন ও
শাখাত নামেও বিজ্ঞত হইয়া থাকে।
মাধুচ্ছন্দস নামেও উহা আখ্যাত হয়। হে
মুনে! এই তীর্থ স্মরণমাত্রই পাপনাশক।
এই সকল তীর্থে জ্ঞান দান সর্বকৃত্তুকল।
উক্ত যুতসঞ্জীবন তীর্থ আয়ু ও আরোগ্য
বর্দ্ধক। —৪১।

অষ্টত্রিংশদধিক শতত অধ্যায় সমাপ্ত ১৩৮।

উনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—গৌতমীর উত্তর তটে
খড়্গা তীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে,
উহাতে জ্ঞান দান করিলে নর যুক্তিভাগী

তুষ্ণা বহুবিধা মায়া বন্ধনী পাপকারিণী ।
 হিঁসিতাঃ জ্ঞানখণ্ডোন্নয়নং সুখং তিষ্ঠতি মানবঃ ॥
 সঙ্গঃ পরমোহধর্মো দেবানীনাং মতিঃ ক্রতিঃ ।
 অসঙ্গস্তানোহপাস্ত সঙ্গোহধর্মঃ পরমো রিপুঃ
 হিঁসিতঃ সংশয়ঃ জঙ্ঘুঃ পরমেপ্সিতমাপ্নুয়াৎ ॥
 সংশয়ঃ পরমো নাশো ধর্মার্থীনাং বিনাশকঃ
 হিঁসিতঃ সংশয়ঃ জঙ্ঘুঃ পরমেপ্সিতমাপ্নুয়াৎ ॥
 পিশাচীব বিশত্যাশা নির্দোষত্যাগিনঃ সুখম্ ।
 পূর্ণাহস্তাসিনা হিঁস্যা জীবমুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো জ্ঞানমবাপ্যাসৌ গঙ্গাতীরঃ সমাপ্তিতঃ ।
 জ্ঞানখণ্ডোন্নয়নং নির্মোহস্ততো মুক্তিমবাপ সঃ ॥
 ততঃ প্রভৃতি তীর্থৈঃ খজাতীর্থমিতি স্মৃতম্ ।
 জ্ঞানতীর্থঞ্চ কবচং পৈলুষং সর্বকামদম্ ॥ ১৯

নিষ্কল ও দেহনাশক । উহাকে জ্ঞানখন্ডা
 দ্বারা ছেদন করিয়া পরম পুণ্য প্রাপ্ত হইবে ।
 মায়াময়ী তুষ্ণা বহুবিধা, উহা পাপকারিণী
 ও সংসারে বন্ধনবিধায়িনী । ইহাকে জ্ঞান-
 খন্ডা দ্বারা ছেদন করিলে মানব সুখে
 থাকিতে পারে । সঙ্গ পরম অধর্ম; দেবতা-
 দিগের এই প্রকার ক্রতি আছে । অসঙ্গ
 আচার পক্ষে এই সঙ্গই পরম রিপু । জ্ঞান-
 খন্ডা দ্বারা ইহাকে ছেদন করিলে শিব সহ
 একত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় । সংশয় পরম
 বিনাশোপায়; উহা ধর্মার্থের বিনাশকারী ।
 জীব উহাকে জ্ঞানখন্ডা দ্বারা ছেদন করিয়া
 পরম বাহিত লাভ করিতে পারে । আশা
 পিশাচীবৎ জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া
 অখিল সুখ লুপ্ত করিয়া ফেলে; “আমি পূর্ণ”
 ইত্যাকার জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা উহাকে ছেদন
 করিয়া জীব জীবমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 ব্রহ্মা কহিলেন,—তার পর সেই পৈলুষ,
 জ্ঞান লাভান্তে গঙ্গাতীর আশ্রয়পূরক জ্ঞান-
 খন্ডা দ্বারা নির্মোহ হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া-
 ছিলেন । সেই হইতে সেই তীর্থ খজাতীর্থ
 নামে স্মৃত হইয়া থাকে । উহা জ্ঞানতীর্থ,
 কবচতীর্থ ও পৈলুষতীর্থ নামেও বিখ্যাত

ইত্যাদি বটসহস্রানি তীর্থানি হর্ষহর্ষকঃ ।
 অশেষপাপতাপোহরণীতি প্রদর্শন চ ॥ ২০
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে বক্তা তীর্থবর্ণনমেকোনচত্বা-
 রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

আত্রেয়মিতি বিখ্যাতমাবজ্রং তীর্থমুত্তমম্ ।
 তন্তু প্রভাবং বক্ষ্যামি ভ্রষ্টরাজ্যপ্রদায়কম্ ॥ ১
 গোতম্য। উত্তরে তীর আত্রেয়ো ভগবানুবিঃ ।
 অদ্বারেভেদধ সত্রাণি ঋষিগৃভির্মুনিভির্বৃতঃ ।
 তন্তু হোতাভবগ্নির্হব্যবাহন এব চ ২
 এবং সত্রে তু সম্পূর্ণ ইষ্টিং মাহেশ্বরীং পুনঃ ।
 কৃষ্টৈশ্বৰ্য্যমগাধিপ্রঃ সর্বত্র গতিমেব চ ॥ ৩

হয় । ঐ তীর্থ সর্বকামপ্রদ । ইত্যাদি বট-
 সহস্র তীর্থ ঐ স্থানে আছে; ঐ সকল তীর্থ
 অশেষ পাপ-তাপ-রাশি-হর ও অতীষ্ট
 সিদ্ধিপ্রদ । মহর্ষিগণ এইরূপ বলিয়া
 থাকেন । ১২—২০ ।

উনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চত্বারিংশদধিক শ তম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—আত্রেয় নামে যে
 বিখ্যাত তীর্থ আছে; উহা অতি উত্তম তীর্থ ।
 ঐ তীর্থ অথিল নামেও পরিচিত হইয়া
 থাকে । উহা ভ্রষ্টরাজ্যপ্রদায়ক । উহার
 প্রভাব বলিতেছি । ভগবান আত্রেয় ঋষি
 গোতমীর উত্তর তীরে, মুনি-ঋষিগণে
 পরিবৃত হইয়া বিবিধ সত্র আরম্ভ করেন ।
 তাঁহার সেই সত্রে হব্যবাহন অগ্নি তোজা
 হইয়াছিলেন । সেই সত্র সম্পূর্ণ হইলে
 তিনি পুনরায় মাহেশ্বরী ইষ্টি আরম্ভ করেন ।
 সেই ইষ্টি সম্পাদন করিয়া সেই বিপ্র ঐশ্বর্য
 ও সর্বত্র গতি-শক্তি প্রাপ্ত হইলেন । তখন

ইন্দ্রভবনং রম্যং স্বর্গলোকং রসাতলম্ ।
 যেচ্ছয়া যাতি বিপ্রজ্ঞঃ প্রভাবাস্তপসঃ শুভাৎ
 স কদাচিদিবং গচ্ছা ইন্দ্রলোকমগাৎ পুনঃ ।
 তজ্জাগজ্জং সহস্রাকং সুরৈঃ পরিবৃতং শুভৈঃ ॥
 কুয়মানঃ সিক্সসাঠৈঃ প্রেক্ষন্তং নৃত্যমুত্তমম্ ।
 শ্রুধানং মধুরং গীতম্পরোভিষ্য বীজিতম্ ॥ ৬

উপোপবিষ্টৈঃ সুরনাগকৈস্তৈঃ

সম্পূজ্যমানঃ মহদাসনস্থম্ ।

জয়ন্তমক্কে বিনিধায় স্নমঃ

শচ্যা যুতং প্রাপ্তরতিং মহিষ্ঠম্ ॥ ৭

সতাং শরণাং বরদং মহেন্দ্রঃ

সমীক্ষ্য বিপ্রাধিপতির্নহায়া ।

বিমোহিতোহসৌ মুনিরিল্ললম্বা

সমীক্ষ্যামাস তদিল্লরাজ্যম্ ॥ ৮

সম্পূজিতো দেবগণৈর্ঘথাবৎ

স্বমাশ্রমং বৈ পুনরাজগাম ।

সমীক্ষ্য তাং শক্রপুরী সুরম্যাং

রতৈর্যুতাং পুণ্যগুণৈঃ সুপূর্ণাম্ ॥ ৯

সেই বিপ্রজ্ঞ সেই শুভ তপঃকলে যেচ্ছার-
 সারে রম্য ইন্দ্রভবনে, স্বর্গে, রসাতলে—
 সর্বত্র গমনাগমন কারতেন। তিনি একদা
 স্বর্গে যাইয়া তথা হইতে পুনরায় ইন্দ্রলোকে
 গমন করিলেন। সেখানে দেখিলেন—
 সহস্রাক ইন্দ্র শুভ সুরগণে পরিবৃত রহিয়া-
 যাছেন; সিক্স-সাধ্যগণ তাঁহার স্তব করি-
 তেছে; তিনি (অপ্সরা সকলের) উত্তম
 নৃত্য দর্শন করিতেছেন। মধুর গীত শ্রবণ
 করিতেছেন; কতিপয় অপ্সরা কর্তৃক বিজিত
 হইতেছেন। সমীপোপবিষ্ট সুরনাগগণ
 কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া পুত্র জগন্তকে অক্কে
 স্থাপনপূর্বক শচীর সহিত হৃষ্টাচক্রে মহৎ
 আসনে আসীন রহিয়াছেন। বিপ্রাধিপতি
 মহাশয় আত্রেয় সেই মহিষ্ঠা, সজ্জনশরণ্য
 মহেন্দ্রকে তাদৃশ দর্শনে ইন্দ্রলম্বা দ্বারা
 বিমোহিত হইয়া সেই ইন্দ্ররাজ্য সমীক্ষাবান
 হইলেন। তথায় তিনি দেবগণ কর্তৃক ঘথাবৎ
 পূজিত হইয়া পুনরায় শ্রীম আশ্রমে সমাগত

স্বমাশ্রমং নিষ্প্রভহেমবর্জ্যঃ

সমীক্ষ্য বিপ্রো বিরমং জগাম ।

সমীহমানঃ সুররাজ্যমাত্ত

প্রিয়াং তদোবাচ মহাব্রিপুত্রঃ ॥ ১০

আত্রেয় উবাচ ।

ভোক্তুং ন শক্নোহাস্ম্য কলানি

মূলান্ধুতুমাত্তপ্যতিসংস্কৃতানি ।

স্মাহামৃতং পুণ্যতমঞ্চ তজ্জ

ভক্ষ্যঞ্চ ভোজ্যঞ্চ বরাসনানি ।

জ্ঞতিক দানঞ্চ সতাং শুভাঞ্চ

অস্ত্রঞ্চ বাসাংসি পুরীং বনানি ॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো মহাশয় তপসঃ প্রভাবা-

ব্রহ্মরম্যায় বচো বভাষে ॥ ১২

আত্রেয় উবাচ ।

ইচ্ছ্যামিহমহং মহাশ্বন

কুরু শীঘ্রং পদমল্ল-ত্ৰ ।

ক্রমেহমুখ্য চেষ্মাহুদীরিতং হং

ভিক্ষুং করোম্যেব ন স শয়োহিত ॥ ১৩

হইলেন। সেই শক্রপুত্রী সুরম্যা, রত্নচয়যুক্ত
 ও পুণ্যগুণে সুপূর্ণ আর এদিকে শ্রীম আশ্রম
 নিষ্প্রভ, হেমবাস্তব,—ইহা দেখিয়া সেই
 বিপ্র বিস্ময় হইলেন। সেই অত্রিপুত্র মহাব্রি
 আত্রেয় সুররাজ্যমাত্ত বিষয়ে যত্ববান হইয়া
 তখন নিজ প্রিয়কে কহিলেন,—প্রিয়ে!
 ইন্দ্রলোকের অমৃত, পুণ্য ভক্ষ্যোজ্য,
 উত্তম আসনাদিচয় এবং সেই জ্ঞতি,
 দান, শুভা সতা, অস্ত্র, বস্ত্র, পুরী,
 নন্দন বন—এ সকল সুরগণে আমি, এই
 মলমূল অন্ততম এবং অতি যত্নে সংস্কৃত
 হইলেও ভোজন করিতে পারিতোছি না।
 ১—১১। ব্রহ্মা কহিলেন,—তার পর সেই
 মহাশয় আত্রেয়, তপস্বী প্রভাবে বিপ্র-
 কন্যাকে আহ্বানপূর্বক এই কথা কহি-
 লেন,—হে মহাশ্বন! আমি ইন্দ্রর আকাজকা
 করি; অতএব তুমি এই স্থানেই শীঘ্র ইন্দ্র
 পদ করিয়া দেও; আমি যাহা বলিলাম, তুমি

ব্রহ্মোবাচ ।

তদত্রিবাচ্যাব্রিতঃ প্রজানাঃ
অষ্টা বিভূবিশ্বকর্মা তদৈব ।
চকার মেরুঞ্চ পুরীঃ সুরাণাং
কল্পজমান্ কল্পলতাঞ্চ ধেমুম্ ॥ ১৪
চকার বজ্রাদিবিভূষিতানি
গৃহাণি শুভ্রাণ্যতিচিহ্নিতানি ।
চকার সর্কষয়বানবদ্যাং
শচীং অরশ্বেব বিহারশালাম্ ॥ ১৫
সভাং সুধর্ম্মাণমহো ক্ষণেন
তথা চকারাপ্রসেসো মনোজ্ঞাঃ ।
চকার চৌচৈঃশ্রবসং গজঞ্চ
বজ্রাদি চাস্ত্রাণি সুরানশেষান ॥ ১৬
নিবার্যমাণঃ প্রিয়য়াত্রিপুত্রঃ
শচীসমামান্ববধুঃ চকার ।
তদাত্রিপুত্রোহত্রিমুখৈঃ সমোক্ত
বজ্রাদিরূপঞ্চ চকার চাস্ত্রম্ ॥ ১৭
নৃত্যাদি গীতাদি চ সর্কষেব
চকার শক্রশ্চ পুরে চ দৃষ্টম্ ।

যদি ইহার অন্তথা বল, তবে তোমাকে
তন্মীভূত করিব; ইহাতে সংশয় নাই।
ব্রহ্মা কহিলেন,—প্রজাপতি বিভূ বিশ্বকর্মা
আত্রেয় ঋষির সেই বাক্যানুসারে তখনই
সেই স্থানে মেরুপর্বত, সুরগণের পুরী,
কল্পজন্ম, কল্পলতা ও কামদুঘা ধেমু নির্মাণ
করিলেন। আর হীরকাদিরচিত আবরণ,
অতি বিচিত্র শুভ্র গৃহসমূহ, সর্কষয়বানবজ্রা
শচী, অরবিহারশালাবৎ মনোরম বিহার-
শালা, সুধর্ম্মা নামক সভা, ও মনোজ্ঞা অপ-
রাধল সৃষ্টি করিলেন। তিনি উচৈঃশ্রবা অশ্ব,
ঐরাবত হস্তী, বজ্রাদি অস্ত্র ও অনেকানেক
সুরগণ, এ সকলই নির্মাণ করিলেন। সেই
অত্রিপুত্র প্রিয়পত্নী কর্তৃক নিবার্যমাণ হই-
য়াও সেই শচীসখা নারীকে নিজবধু করি-
লেন। পরে অত্রিপ্রমুখ মহর্ষিগণে মিলিত
হইয়া বজ্রাদি দিব্যাস্ত্র সকল, সেই স্বর্গীয় নৃত্য
গীতাদি শক্রপুর্বে দৃষ্ট সমস্ত বিষয়ই নির্মাণ

তৎসর্কষ্যাসাদ্য তদা মুনীন্দ্রঃ
প্রহৃষ্টচেতাঃ সূতরাং বভূব ॥ ১৮
আপাতরম্যোষপি কস্ত নাম
ভবতাপেক্ষা ন হি গোচরেষু ।
ঈতা চ দৈত্যা দমুজাঃ সমেতা
রক্ষাংসি কোপেন যুতানি সদ্যঃ ॥ ১৯
স্বর্গং পরিত্যজ্য কুতো হরির্ভুবঃ
সমাগতো ঘেষ মিথঃ সুখায় ।
তন্মাদ্বয়ং যাম ইতো নু যোদ্ধাঃ
বৃত্রশ্চ হস্তারমদৌর্ঘস্বজ্ঞম্ * ॥ ২০
ততঃ সমাগত্য তদাত্রিপুত্রঃ
সংবেষ্টয়ামাসুরথাসুরান্তে ।
সংবেষ্টয়িত্বা পুরমত্রিপুত্র
কৃতং তথা চেন্দ্রপুরাভিধানম্ ।
তৈর্বধ্যমানঃ শস্ত্রপাঠৈর্মহর্ষি-
শ্রুতো ভীতো বাক্যমিদং জগাদ ॥ ২১

আত্রেয় উবাচ ।

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ ।

করাইলেন। তখন অত্রিনন্দন মুনীন্দ্র সেই
সকল ঐন্দ্র ঐশ্বর্যালাভে অতীব প্রহৃষ্টচেতা
হইলেন। আপাতরম্য বিষয়সকল যদি
নয়নগোচর হয়, তবে তাহাতে কাহার না
আসক্তি জন্মে? তার পর দৈত্য-দানব-
রাক্ষসেরা “হরি, ইন্দ্র, স্বর্গ পরিহার করত
কি নিমিত্ত ভূতলে সুখভোগার্থ আসিয়া-
ছেন?” ইহা ভাবিয়া সকোপে সকলে পর-
স্পর মিলিত হইয়া স্থির করিল,—“যাহা
হউক, আমরা সেই বৃত্রশ্চ বৈরী ইন্দ্র সহ
যুদ্ধার্থ এখান হইতে যাত্রা করি।” পরে
তাহারা এইরূপ নিশ্চয়পুষ্টক আসিয়া
সেই ইন্দ্রপুর বেষ্টন করিল। তাহারা সেই
ইন্দ্রপুর সহ অত্রিপুত্রকে অবরুদ্ধ করিয়া
মহাস্ত্র শস্ত্র বর্ষণে আক্রমণ করিলে অত্রি-
নন্দন তখন ভীত হইয়া এই বাক্য কহি-
লেন,—যিনি নিম্নত আনন্দময়, মনস্বী ও

* “সত্রমি”তি কচিৎ পাঠঃ ।

যন্ত ওমাদ্রোদসী অভ্যসেতাঃ
নৃশৃগস্ত মহা সজনা স ইন্দ্রঃ ॥ ২২

অশ্বোবাচ ।

ইত্যাদিস্বজ্ঞেন রিপুধ্ববাচ
হরিশ্চ তুষ্টিব তদাতিপুত্রঃ ॥ ২৩

আত্রেয় উবাচ ।

নাহং হরিনৈব শচী মদীয়
নেয়ঃ পুরী নৈব বনং তদৈন্দ্রম্ ।
স এব চেন্দ্রো বৃদ্ধহস্তা স বজ্রী
সহস্রাক্ষো গোত্রভিষজ্জবাহুঃ ॥ ২৪
অহং তু বিপ্রো বেদবিদব্রহ্মবৃন্দৈঃ
সমাবিষ্টো গোতমীতীরসংস্থঃ ।
যত্রায়ত্যাঃ নাদ্য বা সৌখ্যহেতু-
স্তচ্চাকার্ষং কৰ্ম্ম তুর্দৈবযোগাৎ ॥ ২৫
অশ্বুরা উচুঃ ।

সংহরশ্বেদমাত্রেয় যদিহস্তা বিভ্রদনম্ ।

সর্বপ্রথমে উদ্ভূত হইয়াছেন, যিনি ক্রতু-
সম্পাদনের দ্বারা দেবগণের ভূষণস্বরূপ
হইয়াছেন, ঋষার প্রভাবে স্বর্লোক ভূলোক
সম্যক্ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, যিনি নিখিল ক্রেশের
নাশক ও সংসার সুখের সাধক, তিনিই ইন্দ্র ;
আমি ইন্দ্র নহি ১১—১২ । ব্রহ্মা কহিলেন,—
অতিপুত্র তখন ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা
সেই রিপুদিগকে কহিলেন এবং ইন্দ্রেরও
স্তব করিলেন । সেই আত্রেয় ঋষি কহি-
লেন,—আমি হরি (ইন্দ্র) নহি, আর এই যে
মদীয় শচীরূপিণী পত্নীকে দেখিতেছ, ইনিও
প্রকৃত শচী নহেন । এ বনও সেই ইন্দ্রের
নন্দনবন নহে । সেই বৃদ্ধহস্তা, গোত্র-
ভেতা, বজ্রধর, বজ্রবাহু সহস্রাক্ষই যথার্থ
ইন্দ্র । আমি গোতমীতীরবাসী বেদবিদ
বিপ্র, ব্রাহ্মণবৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছি ।
বর্তমান কালে বা ভাবিকালে যাহা সুখহেতু
নহে, তুর্দৈবযোগে আমি সেই কৰ্ম্ম করিয়া
কোঁলিয়াছি । তখন অশ্বুরগণ কহিল,—
অত্রেয় ! তুমি যে এই ইন্দ্রের অশ্বকরণ
করিয়াছ, ইহা পরিত্যাগ কর ; তাহা

কেমন্তে ভবিতা সত্যঃ নান্তথা মুনিসত্তম ॥

অশ্বোবাচ ।

তদাত্রেয়োহব্রবীছাক্যঃ যথা বক্ষ্যসি মামিহ ।
করোমোব মহাভাগাঃ সত্যেনাগ্নিং সমালভে
এবমুক্তা স দৈতেয়াঃস্বষ্টারং পুনরব্রবীৎ ॥ ২৮
আত্রেয় উবাচ ।

যংকৃতং তত্র মংগ্ৰীত্যা ঐন্দ্রং স্বষ্টং পদং ত্বয়া ।
সংহরশ্চ পুনঃ শীত্রং রক্ষ মাং ব্রাহ্মণঃ মুনিম্ ॥ ২৯
পুনর্দেহি পদং মহমাত্মমং যুগপক্ষিণঃ ।
রক্ষাংশ্চ বারি যত্রাসীন্ন মে দিব্যোঃ প্রয়োজনম্
সর্বমকমমায়াতং ন সুখায় মনীষিণাম্ ॥ ৩০

অশ্বোবাচ ।

তথৈতুক্তা প্রজানাথস্বষ্টা সংহতবাংস্তদা ।
দৈত্যাস্চ জগ্মুঃ স্বস্থানং কুত্বা দেশমকটিকম্ ॥ ৩১
স্বষ্টা চাপি যযৌ স্থানং স্বকং সম্প্রহসন্নিব ।

হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে ; হে মুনি-
সত্তম । অন্তথা করিলে তোমার কুশল
হইবে না । সত্য বলিতেছি । ব্রহ্মা বসি-
লেন,—আত্রেয় তখন কহিলেন,—হে
মহাভাগগণ ! আপনারা আমাকে যেমন
বলিতেছেন, আমি তাহাই করিব । অগ্নি
স্পর্শ সহকারে আমি সত্য কহিতেছি । তিনি
দৈত্যগণকে এই কথা বলিয়া পুনরায়
স্বষ্টাকে কহিলেন,—হে স্বষ্টঃ ! তুমি মদীয়
শ্রীতিসাধনোদ্দেশে এই যে, ঐন্দ্র পদের
স্বষ্টি করিয়াছ, তাহা পুনরায় ত্বরায় সংহার
কর ; এই ব্রাহ্মণ মুনি—আমাকে রক্ষা কর ।
আমাকে পুনরায় সেই যুগপক্ষিসমাকুল
আশ্রম, সেই বৃক্ষনিচয়, সেই জলাশয়,—যাহা
যেমন ছিল, তাহাই করিয়া দেও । আমার
এ দিব্য ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই । বস্ততঃ
বিধিবিহিত নিয়মপরম্পরার ব্যত্যয় করিয়া
যাহা অধিগত হয়, মনীষিগণের তাহা সুখ-
সাধন হয় না ২৩—৩০ । ব্রহ্মা কহিলেন,—
প্রজানাথ স্বষ্টা “তাহাই করিতেছি” বলিয়া
তখনই সেই ঐন্দ্র ঐশ্বর্য্য সংহার করত পূর্ব্বক
আশ্রমাদি করিয়া দিলেন । তখন দৈত্য-

আত্রেয়োহাপতদ। শিষ্যেঃ সংবৃতঃ সহভাষ্যয়া
গৌতমীতীরমাত্রিত্য তপোনিষ্ঠোহখিলৈর্বৃতঃ
বর্তমানে মধ্যম্নে লজ্জিতো বাক্যমববীৎ ॥৩০

আত্রেয় উবাচ ।

অহো মোহন্ত মহিমা মমাপি ভ্রান্তচিত্ততা ।
কিং মহেন্দ্রপদং লক্শং কিং ময়াত্র পুরা কৃতম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বদন্ত্যাত্রেয়ঃ লজ্জিতঃ প্রাক্রবন্ সুরাঃ ॥
সুরা উচুঃ ।

লজ্জাং জহি মগাবাহো ভবিত্রী খ্যাতিকৃতমা ॥
আত্রেয়তীর্থে যে স্নানং প্রাপিনঃ কুর্য্যরঞ্জসা ।
ইন্দ্রাস্ত্রে ভবিতারো বৈ অরণ্যে সুরভাগিনঃ
তত্র পঞ্চ সহস্রাণি তীর্থান্ভ্রাত্মনৌষিণঃ ।
অবিস্রাজ্জ্যৈদৈতেয়নামভিঃ কীৰ্ত্তিতানি চ ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্ব্বমক্ষয়পুণ্যদম্ ॥ ৩৮

গণ সেই প্রদেশ অকণ্টক দেখিয়া স্বস্থানে
প্রস্থান করিল। তুষ্ণাও হাসিতে হাসিতে
স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। সেই আত্রেয়
খষিও গৌতমীতীরে বর্তমান সেই মহা-
যজ্ঞস্থলে ভাষ্যা, শিষ্য ও তপোনিষ্ঠ দ্বিজ-
গণে পরিবৃত হইয়া লজ্জিতচিত্তে বলি-
লেন,—অহো! মোহের কি মহিমা! যাহার
প্রভাবে আমিও ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছিলাম।
আমি ইতঃপূর্বে কিই বা করিলাম। কি
মহেন্দ্রপদই বা লাভ করিলাম! ব্রহ্মা বলি-
লেন,—আত্রেয় লজ্জিতভাবে এই কথা
কহিতেছেন,—ইত্যবসরে সুরগণ আসিয়া
তাঁহাকে কহিলেন,—হে মহাশয়! লজ্জা
পরিহার কর। ইহাতে তোমার উত্তমা খ্যাতি
হইবে। এই আত্রেয়তীর্থে যে সকল প্রাণী
স্নান করিবে, তাহার ইন্দ্র হইতে পারিবে।
ইহার বৃত্তান্ত অরণে সুখভাগী হইবে।
এখানে পঞ্চ সহস্র তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল।
ঐ সকল তীর্থ অবিস্রাজ্জ্যৈদৈতেয়
প্রভৃতি নামে কীৰ্ত্তিত হইবে। মনৌষিগণ
এ সকলের বিষয় কীৰ্ত্তন করিবেন। ঐ সকল
তীর্থে স্নান দানাদি সকলই অক্ষয় পুণ্যপ্রদ

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুত্বে বিবুধা যাতাঃ সন্তুষ্টাভবন্তুনিঃ ॥ ৩১

ইতি ত্রীত্রাক্ষেহবিস্রাজ্জ্যৈয়াদিতীর্থবর্ণনং চত্বা-
রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪০ ॥

একচত্রারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কপিলাসঙ্গম নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
তত্র নারদ বক্ষ্যামি কথাং পুণ্যামনুত্তমাং * ॥ ১
কপিলো নাম তত্ত্বজ্ঞো মুনিরাসৌমহাযশাঃ ।
কুর্য্যচাপি প্রসন্নচ তপোব্রতপরায়ণঃ ॥ ২
তপস্তুস্তঃ মুনিশ্রেষ্ঠঃ গৌতমীতীরমাত্রিতম্ ।
তমাগত্য মহা স্নানং বামদেবাদয়োহক্ৰবন্ ॥ ৩
হহা বেগঃ ব্রহ্মশাপৈর্নষ্টধর্মো হরাজকে ।
কপিলং সিদ্ধমাচার্য্যমুচুর্মুনিগণাস্তদা ॥ ৪

হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন,—বিবুধগণ এই
বালিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই মুনিও সন্তুষ্ট
হইলেন ॥৩১—৩৯।

চত্রারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪

একচত্রারিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! কপিলাসঙ্গম
নামে যে ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থ আছে,
তৎসম্বন্ধীয় পুণ্য অনুত্তমা কথা শ্রবণ কর।
কপিল নামে এক তত্ত্বজ্ঞ মহাযশা তপোব্রত-
পরায়ণ মুনি ছিলেন। তিনি সামান্ত কারণেই
ক্লুদ্ধ হইতেন এবং প্রসন্নও হইতেন। বাম-
দেবাদি মুনিগণ ব্রহ্মশাপ দ্বারা বেগ রাজাকে
নিহত করিলে, রাজ্য অরাজক হওয়ায় যখন

* অতঃপরঃ 'ত্রৈলোক্যমাস্ত্রৈব সঙ্গমে
লোকবিশ্রুতঃ। অরণ্যে সৰ্বপাপানাং নাশন
কিন্তু দর্শনাৎ ॥' ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ কীৰ্ত্তি
বর্ততে।

মুনিগণা উচুঃ ।

গতে বেদে গতে ধৰ্ম্মে কিং কর্তব্যং মুনীশ্বর ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততোহব্রবীন্মুনির্ধ্যাত্বা কপিলস্তাগতান্মনীন ॥

কপিল উবাচ ।

বেণশ্চোৰুৰ্বিমথোহভূততঃ কশ্চিত্তবিষ্যতি ॥৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ভথৈব চকুৰ্মুনয়ো বেণশ্চোৰু বিমথ্য বৈ ।

ভক্তোৎপন্নো মহাপাপঃ কৃষ্ণে রৌদ্রপরাক্রমঃ ॥

তং দৃষ্ট্বা মুনয়ো ভীতা নিষীদন্তেতি চাক্রবন ।

নিষাদঃ সোহভবত্ত্মারিষাদাশ্চাভবঃস্ততঃ ॥৮

বেণবাহুঃ মমনথুস্তে দক্ষিণঃ ধৰ্ম্মসংহিতম্ ।

ভতঃ পৃথুশ্চরৈশ্চৈব সৰ্বলক্ষণলক্ষিতঃ ।

রাজাভবৎ পৃথুঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মসামর্থ্যসংযুতঃ ॥ ১০

তমাগত্য সুরাঃ সৰ্ব্বে অভিনন্দ্য বরান্শুভান

ধৰ্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইল, তখন একদা সেই মুনিগণ
গৌতমীতীরস্থ, তপস্তাপরায়ণ, সিদ্ধ, আচার্য্য
মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ সেই কপিলকে আসিয়া
বলিলেন,—হে মুনীশ্বর ! বেদ বিলুপ্ত, ধৰ্ম্ম
গতপ্রায় ; এক্ষণে কি কর্তব্য ? ব্রহ্মা কহি-
লেন,—কপিল মুনি তখন ধ্যানপূৰ্ব্বক
সেই সমাগত মুনিগণকে কহিলেন, সেই
বেণের উক্ৰ মন্থন করা কর্তব্য। তাহা
হইতে কোন পুরুষ উদ্ধৃত হইবেন। ব্রহ্মা
কহিলেন,—মুনিগণ তাহাই করিলেন।
ভাঁহার বেণের উক্ৰ মন্থন করিলে তাহা
হইতে মহাপাপ কৃষ্ণবর্ণ রৌদ্রপরাক্রম এক
পুরুষ জন্মিল। মুনিগণ তাহাকে দেখিয়া
ভীতভাবে “নিষীদ (উপবিষ্ট হও)” এই
কথা কহিলেন। সেইজন্ত সে নিষাদ-
নামে খ্যাত হয়। তাহা হইতেই নিষাদ-
দিগের উৎপত্তি। পরে সেই মুনিগণ
বেণের ধৰ্ম্মসম্বিত দক্ষিণবাহু মন্থন করি-
লেন। তাহা হইতে সৰ্ব্বশূলক্ষণে লক্ষিত
শ্রীমান্ ব্রহ্মসামর্থ্যসম্বিত পৃথুশ্চরসম্পন্ন
এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। মুনিগণ
তাহাকে ‘পৃথু’ নামে অভিহিত করিয়া রাজা

তশ্চৈব দহন্তথাস্থানি মজ্জানি গুণবন্তি চ ॥ ১১

ততোহক্ৰবন্মুনিগণাস্তং পৃথুং কপিলেন চ ॥১২

মুনয় উচুঃ ।

আহারং দেহি জীবোভ্যো ভুবা গ্রন্থোষধীরপি

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ স ধম্মরাদায় ভুবমাহ নৃপোত্তমঃ ॥ ১৪

পৃথুৰুবাচ ।

ওষধীর্দেহি খা গ্রন্থাঃ প্রজানাং হিতকাম্যয়া ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তমুবাচ মহী ভীতা পৃথুঃ তং পৃথুলোচনম্ ॥ ১৬

মহ্যুবাচ ।

ময়ি জীর্ণা মহোষধ্যঃ কথং দাতুমহং কমা ॥১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সৰ্বোপো নৃপতিস্তামাহ পৃথিবীং পুনঃ ॥১৮

পৃথুৰুবাচ ।

নো চেন্দদাস্তদ্য বৈ দ্বাং হস্তা দাস্তে মহোষধীঃ

করেন। পৃথু রাজা হইলে সুরগণ সকলে
আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দনপূৰ্ব্বক বিবিধ শুভ
বর, নানাবিধ অস্ত্র ও অনেকগুণযুক্ত মজ্জা
সকল প্রদান করেন। অনন্তর মুনিগণ
কপিলের সহিত মিলিত হইয়া সেই পৃথুকে
কহিলেন,—রাজন ! ক্ষুধাক্ত জীবগণকে
আহার দান করুন। পৃথিবী যে মহো-
ষধি সকল গ্রাস করিয়াছেন, তাহাও প্রদান
করুন। ১—১৩। ব্রহ্মা কহিলেন,—ঋষি-
দিগের এই কথা শুনিয়া সেই নৃপোত্তম,
ধনু গ্রহণপূৰ্ব্বক পৃথিবীকে কহিলেন,—“তুমি
যে সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছ, সেই সকল
এক্ষণে প্রজাদিগের হিতকামনায় প্রদান
কর।” ব্রহ্মা কহিলেন,—মহী ভীতা হইয়া
সেই পৃথুলোচন পৃথুকে কহিলেন,—মহো-
ষধি সকল আমাতে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ;
সুতরাং তাহা দান করিতে আমি কিরূপে
সক্ষম হইব ? পৃথিবীর এই কথায়
নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় কহিলেন,—“তুমি
যদি না দাও, তবে তোমাকে হত্যা করিয়া

ভূমিকুবাচ ।

কথং হংসি শ্রিয়ং রাজন্ জ্ঞানী ভূহা নৃপোত্তম
বিনা ময়া কথং চেমাঃ প্রজাঃ সদ্ধারয়িষ্যসি ॥

পৃথুকুবাচ ।

যত্রোপকারোহনেকানামেকনশ্চে ভবিষ্যতি ।
ন দোষস্তত্র পৃথিবি তপসা ধারয়ে প্রজাঃ ।
ন দোষমত্র পশ্যামি নাচক্ষেহনর্থকং বচঃ ॥ ২১
যশ্মিন্নিপাতিতে শেখ্যং বহুনামুপজায়তে ।
মুনয়ন্তুত্বধঃ প্রাহরশ্চমেধশতাধিকম্ ॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সাস্তুয়িষ্য নৃপোত্তমম্ ।
মহীক মাতরং দেবীমূচুঃ সুরগণাস্তদা ॥ ২৩
দেবা উচুঃ ।
ভূমে গোরূপিনী ভূহা পয়োরূপা মহৌষধীঃ ।
দেহি ত্বং পৃথবে রাজ্ঞে ততঃ প্রীতো ভবেম্মুপঃ
প্রজাসংরক্ষণঞ্চ স্মাত্ততঃ কেমং ভবিষ্যতি ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো গোরূপমাস্বায় ভূম্যাসীৎ কপিলাস্তিকে
হৃদোহ চ মহৌষধ্যো রাজা বেণকরোত্তমঃ ॥ ২৫
যত্র দেবাঃ সগন্ধৰ্বা ঋষয়ঃ কপিলো মুনিঃ ।
মহীঃ গোরূপমাপরাং নৰ্মদায়াং মহামুনে ॥ ২৬
সরস্বত্যাং ভাগীরথ্যাং গোদাবর্যাং বিশেষতঃ
মহানদীষু সৰ্বানু হৃহেহসৌ পয়ো মহৎ ॥ ২৭
সাহুমানা পৃথুনা পুণ্যতোয়াভবন্নদী ।
গৌতম্য সঙ্গতা চাত্তদন্তুতমিবাতবৎ ॥ ২৮
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং কপিলাসঙ্গমং বিহুঃ ।
পূজ্যানি তজ্জাষ্টানীতি সহস্রাণি মহামতে ॥ ২৯
তীর্থাস্তাহুর্মুনিগণাঃ স্মরণাদপি নারদ ।
পাবনানি জগত্যশ্মিন্তানি সৰ্বাণ্যমুক্রমাৎ ॥ ৩০
ইতি ব্রহ্মো কপিলাসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনম্ এক-
চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪১ ॥

মহৌষধি দান করিব ।” ভূমি কহিলেন,—হে
নৃপোত্তম ! আপনি জ্ঞানী হইয়া স্ত্রীলোককে
হত্যা করিবেন কিরূপে ? আর আমি না
থাকিলে এই সকল প্রজাই বা ধারণ
করিবে কে ? পৃথু কহিলেন,—যে স্থলে
একের বিনাশে অনেকের উপকার হয়, হে
পৃথিবি ! তাহার বধে দোষ নাই । আমি
তপস্তাপ্রভাবেই প্রজা ধারণ করিব ; ইহাতে
আমার কিছুমাত্র দোষ দেখি না । আমি
অনর্থক বাক্য বলি নাই । যাহাকে নিপাতিত
করিলে বহু লোকের প্রভূত সুখসাধন হয়,
মুনিগণ, তাহার বধ, শত অবমেধ অপে-
ক্ষাও ফলপ্রদ বলিয়া থাকেন । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—পরে দেব ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া
সেই নৃপোত্তমকে সান্ত্বনা করিলেন । সুরগণ
মাতা মহী দেবীকে কহিলেন,—ভূমে ! ভূমি
গোরূপধারিণী হইয়া পৃথু রাজাকে হৃদরূপ
মহৌষধি প্রদান কর । তাহা হইলেই নৃপ
প্রীত হইবেন এবং প্রজাসংরক্ষণও হইবে ।
এইরূপ করিলেই সকল দিকে মঙ্গল হইবে ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—এই কথা শুনিয়া ভূমি
গোরূপ ধারণ করত কপিলের সমীপে অব-
স্থিত হইলেন । সেই বেণকর-সন্তুত রাজা
পৃথু তখন মহৌষধিনিচয় দোহন করিতে
লাগিলেন । হে মহামুনে ! তিনি দেব, গন্ধৰ্ব,
ঋষিগণ ও কপিল মুনিকে লইয়া নৰ্মদা,
সরস্বতী, ভাগীরথী, গোদাবরী ও অস্তান্ত
মহানদী সকলে সেই গোরূপা পৃথিবীকে
দোহন করিলেন । পৃথুকর্তৃক হৃহমানা
সেই মহী পুণ্যতোয়া নদীরূপে পরিণতা
হইয়া গৌতমী সহ মিলিতা হইলেন । ইহা
অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল । সেই
হইতে ঐ তীর্থ কপিলাসঙ্গম নামে বিখ্যাত
হইয়াছে । সেখানে অষ্টানীতি সহস্র পূজ্য
তীর্থ আছে । হে মহামতি নারদ ! ঐ
সকল তীর্থ এ জগতে ক্রমান্বয়ে স্মৃত
হইলেও পবিত্র করিবার থাকে । মুনিগণ এই-
রূপ বলিয়া থাকেন । ১৪—৩০ ।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষিচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবস্থানমিতি খ্যাতং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
তস্ত প্রভাবঃ বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১
পুরা কৃতধ্বংসাদৌ দেবদানবসঙ্করে ।
প্রযুক্তে বা সিংহিকেতি বিখ্যাতা দৈত্যান্দরৌ
তস্তাঃ পুত্রো মহাদৈত্যো রাহুর্নাম মহাবলঃ ।
অমৃতেন তু সমুৎপন্নৈঃ সিংহিকেয়ে চ ভেদিতৈঃ ॥
তস্ত পুত্রো মহাদৈত্যো মেঘহাস ইতি শ্রুতঃ ।
পিতরং ঘাতিতং শ্রুত্বা তপস্তপেহতিদুঃখিতঃ
তপস্তপ্তঃ রাহুশূতং গৌতমী তীরমাশ্রিতম্ ॥
দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সর্গে তমূচুরতিভীতবৎ ॥ ৫

দেবর্ষয় উচুঃ ।

তপো জহি মহাবাহো যন্তে মনসি সংস্থিতম্ ।
সর্গং ভবতু নামেদং শিবগঙ্গাপ্রসাদতঃ ।
শিবগঙ্গাপ্রসাদেন কিং নামাস্ত্যজ্ঞ দুর্লভম্ ॥ ৬

ষিচছারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ ! দেবস্থান নামে বিখ্যাত তীর্থ ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত । তাহার প্রভাব বর্ণন করিতেছি । পূর্বে সত্যযুগের প্রথম ভাগে অমৃত মন্ডনেন পর দেব-দানবগণের এক যুদ্ধ হয় । সিংহিকা নামে বিখ্যাতা দৈত্যান্দরীর পুত্র সিংহিকেয় মহাবল দৈত্য সেই যুদ্ধে ভেদিত হইয়াছিল । (বিশ্ব রাহুর শিরচ্ছেদ করেন, কিন্তু সে অমৃত পান করিয়াছিল বলিয়া তাহার মৃত্যু হয় না ।) মেঘহাস নামে সেই রাহুর পুত্র মহাদৈত্য, পিতা নিহত অবশে অতি দুঃখিত হইয়া তপস্তানিরত হয় । সেই গৌতমী-তীরপ্রায়ে তপস্তাপরায়ণ রাহু-নন্দনকে দেব ও ঋষিগণ সকলে মিলিত হইয়া ভয়ে ভয়ে এই কথা বলিলেন,—হে মহাবাহো! তপস্তা পরিত্যাগ কর । তোমার মনে যাহা আছে, শিবগঙ্গার প্রসাদে সে সমস্তই হউক । এখানে শিবগঙ্গার

মেঘহাস উবাচ ।

পরিভূতঃ পিতা পুত্রো যুগ্মাতির্মম দৈবতম্ ।
তস্তাপি মম চাত্যক্তং ক্রীতিন্চ ক্রিয়তে যদি ।
ভবন্তিস্তপসোহস্মাচ্চ অহং বৈরাগ্নিবর্তয়ে ॥ ৭
বৈরনির্ঘাতনং কার্য্যং পুত্রেণ পিতুরাদরাৎ ।
প্রার্থয়ন্তে ভবন্তশ্চেৎ পূর্ণাস্তম্যে মনোরথাঃ ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সুরগণাঃ সর্গে রাহুং চক্রুর্গ্ৰহাঙ্গমম্ ।
তৎকপি মেঘহাসং তে চক্রু রাক্ষসপুঙ্গবম্ ॥ ৯
ততোহভবজাহ্নুতো নৈঋত্যাধিপতিঃ প্রভুঃ ।
পুনশ্চাহ সুরান্ দৈত্যো মম খ্যাতির্যথা ভবেৎ
তীর্থস্থাস্ত প্রভাবশ্চ দাতব্য ইতি মে মতিঃ ।
তথৈতাক্ষা দহর্দেবাঃ সর্গমেব মনোগতম্ ॥ ১১
দৈত্যেশ্বরস্ত দেবর্ষে তন্নান্না তীর্থমুচ্যতে ।
দেবা যতোহভবন্ সর্গে তত্র স্থানে মহামতে

প্রসাদে দুর্লভ কি? মেঘহাস বলিল,—
মদীয় পূজনীয় পিতৃদেব আপনাদিগের দ্বারা পরিভূত হইয়াছেন । আপনারা যদি তাঁহার ও আমার সমধিক ক্রীতি-বিধান করেন, তবে আমিও এই বৈর হইতে নিবৃত্ত হই । পুত্রের পক্ষে পিতার বৈর-নির্ঘাতন আদর সহকারে করাই কর্তব্য । আপনারা যখন এমন প্রার্থনা করিতেছেন, তখন আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে । ১—৮ ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—পরে সুরগণ সকলে রাহুকে গ্রহগণের অঙ্গুগামী করিলেন এবং সেই মেঘহাসকেও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ করিলেন । সেই হইতে প্রভাবশালী রাহুশূত নৈঋত-গণের অধিপতি হইল । হে মহামতে! সেই দৈত্য সুরগণকে পুনরায় কহিল,—
যাহাতে আমার খ্যাতি হয়, তন্নিমিত্ত এই তীর্থের প্রভাববিষয়ক আদেশ ও দান করুন, আমার ইহা কামনা । দেবগণ তখন “তাহাই হউক” বলিয়া তাহার মনোগত সকল বিষয়ে অঙ্গুমোদন করিলেন । হে দেবর্ষি, নারদ ! সেই দৈত্যেশ্বরের নামেই উক্ত তীর্থ উক্ত হয় । দেবগণ সকলে যে স্থানে আসিয়া

দেবস্থানস্ত ততীর্থং দেবানামপি তুর্লভম্ ।
যত্র দেবেশ্বরো দেবো দেবতীর্থং ততঃ স্মৃতম্
তত্রাষ্টাদশ তীর্থানি দৈতাপূজ্যানি নারদ ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৪
ইতি ত্রিচত্রিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১৪২ ॥

ত্রিচত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।
ব্রহ্মোবাচ ।

সিদ্ধতীর্থমিতি খ্যাতং যত্র সিদ্ধেশ্বরো হরঃ ।
তত্র প্রভাবঃ বক্ষ্যামি সর্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ॥ ১
পুলস্ত্যবংশসমুত্তো রাবণা লোকরাবণঃ ।
দিশো বিজিত্য সর্বাশ্চ সোমলোকমজৌগমং
সোমেন সহ যোৎস্কৃত্য দশাস্তমহমববম্ ।
মম্বঃ দাস্তো নিবর্ত্তন সোমবন্ধানশানন ॥ ৩
ইত্যুক্তাষ্টৌত্তরং মম্বঃ শতনামভিরবিতম্ ।

অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই
উক্ত তীর্থ বর্ত্তমান । ঐ তীর্থ “দেবস্থান”
নামেও কথিত হয় । উহা দেবগণেরও তুর্লভ ।
যেখানে দেব দেবাধিপতি অবস্থান করিয়া-
ছিলেন, সেই স্থান “দেবতীর্থ” নামে স্মৃত হয় ।
নারদ! ঐ স্থানে দৈতাপূজা অষ্টাদশটী
তীর্থ আছে । ঐ সকল তীর্থে স্নান ও দান
করিলে মহাপাতক নাশ হয় ১২—১৪।

ত্রিচত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিচত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—সিদ্ধেশ্বর হর যেখানে
বিরাজমান সেই তীর্থ, সিদ্ধতীর্থ নামে
বিখ্যাত । নরগণের সর্বসিদ্ধিকর সেই
তীর্থে প্রভাব বলিতোহ । পুলস্ত্যবংশ-
সমুত্ত লোকরাবণ রাবণ সর্বাধিক জয়পূর্বক
সোমলোকে গমন করিল । তথায় সোমসহ
যুদ্ধার্থী সেই দশাননকে আমি বলিলাম,
—দশানন! আমি তোমাকে একটা মম্ব

শিবস্ত রাক্ষসেন্দ্রায় প্রাণাং নারদ শাস্তয়ে ॥ ৪
নিম্নীকাণাং বিপন্নানাং নানাক্লেশজুবাং নৃণাম্
শরণং শিব এবাত্র সংসারেহস্তো ন কশ্চন ॥ ৫
ততো নিবৃত্তঃ স হ মস্ত্রিযুক্ত-
স্তং সোমলোকাজ্জয়মাপ্য রক্ষঃ ।
স পুষ্পকারুটগতিঃ সগর্ভো
লোকান পুনঃ প্রাপ জবাদশাস্তঃ ॥ ৬
স প্রেক্ষমাণো দিবমস্তুরিকং
ভুবঞ্চ নাগাংশ্চ নগাংশ্চ * বিপ্রান্ ।
আলোকয়ামাস নগং মহাস্তং
কৈলাসমাবাস উমাপতেষ্যঃ ॥ ৭
দৃষ্ট্বা স্মরোৎফুল্লদৃগদ্রিরাজঃ
স মস্ত্রিণৌ রাবণ ইত্যুবাচ ॥ ৮
রাবণ উবাচ ।
কো বা গিরিবহ্ন বসেন্নমহায়া
গিরিঃ নযামোনমথাধিভূমেঃ ।

দিভেছি, তুমি সোমসহ যুদ্ধাকাজ্জা পরি-
ত্যাগ কর । হে নারদ! এই বলিয়া ধামা-
ইবার ভৃত্ত সেই রাক্ষসেন্দ্রকে শিবের অষ্টৌ-
ত্তর শত নাম সহ মম্ব প্রদান করিলাম ।
সংসারে নিম্নীক, বিপন্ন, ও নানাক্লেশ-নিমগ্ন
মানবগণের শিবই অবলম্বন, অন্য কেহই
নহেন । তারপর সেই রাবণ সোমলোক
হইতে জয়লাভ করিয়া সগর্ভে মস্ত্রিযুক্ত
সহ নিবৃত্ত হইল এবং পুষ্পকবিমানে আরো-
হণপূর্বক নানা লোক-অতিক্রম করত সবেগে
প্রস্থান করিল । পথে যাইতে যাইতে ক্রমে ক্রমে
অস্তরীক্ষ, স্বর্গ, পর্বত, হস্তী, ব্রাহ্মণ—উমা-
পতির বাসস্থান মহান কৈলাস পর্বত দেখিতে
পাইল । রাবণ সেই অদ্রিরাজ বর্শনে
হাস্তোৎফুল্ললোচন হইয়া নিজ (ভক, সারণ)
মস্ত্রিযুক্তকে কহিল,—এই গিরিতে কোন্
মহায়া বাস করেন? ভূমিতল হইতে
ইহাকে লঙ্ঘ্য লইয়া যাইব; এই গিরি

লঙ্কাগতোহয়ং গিরিরাশি শোভাঃ
লঙ্কাপি সত্যং ত্রিযমাতনোতি ॥ ৯

অক্লোবাচ ।

ইখং বচো রাক্ষসমস্ত্রিণৌ তৌ
নিশম্য রক্ষোধিপতেশ্চ ভাবম্ ।
ন যুক্তমিত্যুচতুরিষ্টবুদ্ধ্যা
নিশাচরস্তদ্বচনং ন মেনে ॥ ১০
সংস্থাপ্য তৎ পুষ্পকমাণ্ড রক্ষঃ
পুন্নাব কৈলাসগিরেশ্চ মূলে ।
হিন্দোলয়ামাস গিরিং দশানন্য
জাহ্নবী ভবঃ কৃত্যমিদংকার ॥ ১১
জিহ্বা দিগীশাংশ্চ স্মৃগর্ষিতস্ত
কৈলাসমান্দোলয়তঃ সুরারেঃ ।
অস্তুষ্ঠকৃত্যেব রসাতলাদি-
লোকাংশ্চ যাতস্ত দশাননস্ত ॥ ১২
আলুনকায়স্ত গিরং নিশম্য
বিহস্ত দেব্যা সহ দত্তমষ্টম্ ।
ভৈশ্চ প্রসন্নঃ কুপিতোহপি শমু-
রযুক্তদাত্তেতি ন সংশয়োহত্র ॥ ১৩

লঙ্কায় থাকিলে ইহারও শোভা হইবে
এবং লঙ্কায়ও নিশ্চিতই জীবুদ্ধি হইবে ।
১-৯। সেই রাক্ষস-মস্ত্রিদ্বয়, রাক্ষসপতির
এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তদীয় ভাব
দেখিয়া, হিতকামনায় “ইহা কর্তব্য নহে” এই
কহিল ; নিশাচর রাবণ সে কথা গ্রাহ্য করিল
না । রাক্ষস দশানন্য সেই স্থলে পুষ্পক-
বিমান স্থাপনপূর্বক লঙ্কা প্রদানে সেই
কৈলাস গিরির মূলদেশে অবতীর্ণ হইয়া সেই
গিরিকে উৎপাটনার্থ আন্দোলিত করিল ।
দেব ভব, তাহার এই কার্য জানিতে পারিয়া
পদাস্তুষ্ঠ দ্বারা সেই পর্বতকে একটু
চাপিয়া ধরিলেন । তাহাতে দিগীশগণ-
জয়-গর্ষিত, কৈলাস গিরির আন্দোলন-
কারী সুরারি দশানন্য সেই কৈলাস গিরির
নিপীড়নে ক্রমে রসাতলাদি অধোলোকে
নিমগ্ন হইতে লাগিল । তাহার কায় চূর্ণায়-
মান হইতে থাকিলে তদীয় চীৎকার শ্রবণে

ততোহয়মাবাপ্য বরান সুবীরো

ভবপ্রসাদাৎ কুসুমং জগাম ।

গচ্ছন স লঙ্কাং ভবপূজনায়

গঙ্গামগাচ্ছজটাপ্রসূতাম্ ॥ ১৪

সম্পূজয়িত্বা বিবিধৈশ্চ মন্ত্রৈ-

গঙ্গাজলৈঃ শম্ভুমদীনসম্বঃ ।

অসিং স লেভে শশিখণ্ডভূষাৎ

সিদ্ধিঞ্চ সর্বাঙ্গিমতীপিতাঞ্চ ॥ ১৫

মদন্তমস্ত্রং শশিরক্ষণায়

স সাধয়ামাস ভবং প্রপূজ্য ।

সিদ্ধে তু মন্ত্রে পুনরেব লঙ্কা-

ময়াৎ স রক্ষোধিপতিঃ স তুষ্টঃ ॥ ১৬

ততঃ প্রভৃত্যেতদতিপ্রভাবঃ

তীর্থং মহাসিদ্ধিদমিষ্টদঞ্চ ।

সমস্তপাপৌষবিনাশনঞ্চ

সিদ্ধৈরশেষৈঃ পরিসেবিতঞ্চ ॥ ১৭

ইতি জীবাঞ্জে সিদ্ধাতীর্থদিতীর্থবর্ণনং ত্রিচত্বা-
রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪০ ॥

ভগবান্ ভব কুপিত থাকিলেও দেবী সহ
হাস্ত করিয়া প্রসন্নমনে তাহাকে অভীষ্ট বর
প্রদান করিলেন । শম্ভু যে অযোগ্যদাতা
এ বিষয়ে সংশয় নাই । সেই সুবীর দশানন্য
ভবপ্রসাদে বিবিধ বর লাভ করিয়া পুষ্পকে
আরোহণপূর্বক লঙ্কাভ্যুখে প্রস্থিত হইল ।
পথে যাইতে যাইতে ভবপূজার্থ ভবজটা-
প্রসূতা গঙ্গাতে অবতীর্ণ হইয়া গঙ্গা-
জল ও বিবিধ মন্ত্র দ্বারা শম্ভুকে পূজা
করিল । তাহার কলে সেই শশিখণ্ড-
ভূষণ ঈশানের করুণায় অভীষিত সিদ্ধি,
সর্বাঙ্গি, ও একখানি অসি প্রাপ্ত হইল ।
শশীর রক্ষণার্থ মন্ত্রপ্রদত্ত সেই মন্ত্র, সে ভব-
পূজাস্ত্রে সেইস্থানেই সাধন করিতে লাগিল ।
মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সেই রক্ষোধিপতি সন্তুষ্টি-
চিত্তে পুনরায় লঙ্কায় প্রস্থান করিল । সেই
হইতে উক্ত তীর্থ অতি প্রতাপশালী, মহা-
সিদ্ধিপ্রদ, ইষ্টসাধক, সমস্ত পাপরাশির বিনা-

চতুষ্চারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পরুক্ষীসঙ্গমক্ষেতি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
তন্ত্ব স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু পাপবিনাশনম্ ॥ ১
অগ্নিরারাদয়ামাস ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান ।
তেষু তুষ্টেষু স প্রাহ পুত্রা যুয়ং ভবিষ্যথ ।
তথা চৈকা রূপবতী কন্তা মম ভবেৎ সুরাঃ ॥ ২
তথা পুত্রহমাপুস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
কন্তাঞ্চ জনয়ামাস শুভাত্রেয়ীতি নামতঃ ॥ ৩
দন্তঃ সোমোহথ তুর্ধ্বাসাঃ পুত্রাস্তস্ত মহাম্বনঃ ॥
অগ্নেরাজিরসো জাতো হস্তারৈরগ্নিরা যতঃ ।
তন্মাদগ্নিরসে প্রাদাদাত্রেয়ীমতিরোচিসম্ ॥ ৫
অগ্নেঃ প্রভাবাৎ পরুক্ষমাত্রেয়ীঃ সর্বদাবদৎ ।

শক হইয়াছে । এই তীর্থ অশেষ সিদ্ধগণে
পরিবেশিত হইয়া থাকে । ১০—১৭ ।

ত্রিচচারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুষ্চারিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—পরুক্ষীসঙ্গম নামে
ত্রৈলোক্যবিশ্রুত এক তীর্থ আছে ; তাহার
পাপবিনাশক স্বরূপ বর্ণন করিতেছি । অত্র
ঋষি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আরাধনা
করেন ; তাঁহারা তুষ্ট হইয়া বরদানোদ্যত
হইলে তিনি বলিলেন,—“আম্নারামা আমার
পুত্র হউন, আর হে সুরগণ ! যেন আমার
একটী রূপবতী কন্তা হয় ।” পরে ব্রহ্মা,
বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার পুত্র প্রাপ্ত হই
লেন । ‘আগ্নেত্রী’ নামে একটী শুভা কন্তাও
জন্মিল । সেই মহাম্বর উক্ত পুত্রগণের
নাম হইল—দন্ত, সোম ও তুর্ধ্বাসা । অগ্নি
হইতে অগ্নিরা ঋষির উৎপত্তি হয় । অগ্নির
হইতে জন্ম বলিয়াই তাঁহার অগ্নি
নাম হইয়াছিল । অত্র আত কাশ্মিনতী
আত্রেয়ী কন্তাণী অগ্নিরাকে সন্তানদান করেন ।
অগ্নিরা অগ্নির প্রভাববুদ্ধতা হেতু আত্রেয়ীকে

তন্মাদগ্নিরসো জাতো মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৬
আত্রেয়্যাপি চ শুক্রবাঃ কুশতী সর্বদাবদৎ ।
অগ্নিরাঃ পরুক্ষঃ বাদীদাত্রেয়ীঃ নিত্যমেব চ ।
পুত্রাষ্মাগ্নিরসো নিত্যং পিতরং শ্রময়ান্ত তে ॥ ৭
স। কদাচিদ্বর্তৃবাক্যাদ্ভিগ্না পরুক্ষাকরাৎ ।
কৃতাজলিপুটো দীনা প্রাব্রবাক্ষুত্তরং শুক্রম্ ॥ ৮

আত্রেয়্যোবাচ ।

অত্রিজাহ্নুঃ হব্যবাহ ভাৰ্য্যা তব সূতস্ত বৈ ।
শুক্রাষনপরা নিতাঃ পুত্রাণাঃ ভর্তুর্বেব চ ॥ ৯
পতির্মাং পরুক্ষঃ বক্তি বৃথৈবোদ্বীকতে ক্রমা ।
প্রশাদি মাং সুরজ্যেষ্ঠ ভর্তারং মম দৈবতম্ ॥

জলন উবাচ ।

অঙ্গাবেভ্যঃ সমুদ্ভূতো ভর্তা তে হগ্নিরা ঋষিঃ
যথা শাস্তো ভবেচ্ছদ্রে তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥
আত্রেয়্যোহগ্নিং সমায়াতে তব ভর্তা বরাননে ।

সদাই পরুক্ষ উক্তি করিতেন । আত্রেয়ী
কিন্তু সর্বদাই তাঁহার সেবা করিতেন ।
আত্রেয়্যোতে অগ্নিরার অগ্নিরস নামক পুত্র-
গণ জন্মে । উহার মহাবল-পরাক্রম-
বিশিষ্ট । অগ্নিরা আত্রেয়ীকে নিয়তই পরু-
ষোক্তি করিতেন । সেই পুত্রগণও নিয়ত
পিতাকে শাস্ত করিতেন । একদা সেই
আত্রেয়ী ভর্তার পরুষোক্তিতে উত্তীর্ণ হইয়া
দীনমনে কৃতাজলিপুটে পূজনীয় স্বত্তর অগ্নিকে
কহিলেন,—হে হব্যবাহ ! আমি অত্রি-সুতা,
তোমার সূতের ভাৰ্য্যা ; আমি নিয়ত
পুত্রপাইগণের শুক্রবাঃ পরায়ণা রহিয়াছি ।
তথাপি পাত ধোই আমাকে সক্রোধ-দৃষ্টিতে
দেখেন এবং পরুক্ষ ভাষা প্রয়োগ করেন ।
সুরজ্যেষ্ঠ ! আমার দৈবত সেই ভর্তাকে
এবং আমাকে এ সবকে সহ্যদেশ প্রদান
করুন । অগ্নি কহিলেন,—তদ্রে । তোমার
ভর্তা অগ্নিরা ঋষি, অগ্নির হই ত উদ্ধৃত হই-
য়াছেন ; তান যাগাতে শাস্ত হইবেন, সেই
নীতি বিধান কর । বরাননে । তোমার
ভর্তা আগ্নেয় অগ্নিরা ঋষি যখন অগ্নি-মধ্যগত

তদা ত্বং জলরূপেণ প্লাবয়েথা মদাজ্জয়া ॥ ১২

আত্রেয়্যুবাচ ।

সহেয়ং পুরুষং বাক্যং মা ভর্তৃগ্নিঃ সমাবিশেৎ
ভর্তৃগ্নি প্রতিকূলানাং যোষিতাং জীবনেন কিম্
ইচ্ছ্যং শাস্তিবাক্যানি ভর্তারং লভতে তথা ॥

জলন উবাচ ।

অগ্নিস্বপ্ন শরীরেষু স্থাবরে জন্মমে তথা ।

তব ভর্তুরহং ধাম নিত্যঞ্চ জনকো মতঃ ।

যোহহং সোহহমিতি * জ্ঞাত্বা ন চিন্ত্যং

কর্তুমর্হসি ॥ ১৫

কিঞ্চাপো মাতরো দেবো হুগ্নিঃ খণ্ডর ইত্যপি

ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিতা মা বিস্ময়া তব মূঢ় ॥ ১৬

সুযোবাচ ।

আপো জনন্ত ইতি যদ্বতাসে

অগ্নেরহং তব পুত্রস্ত ভাষ্যামি ॥

হইবেন, তখন তুমি জলরূপে আমার আজ্ঞা-
মুসারে তাঁহাকে প্লাবিত করিও । ১—১২।

আত্রেয়ী কহিলেন,—আমি না হয় পুরুষবাক্য
সহ্যই করিব; কিন্তু ভর্তা যেন অগ্নিপ্রবেশ
না করেন। পতি-প্রতিকূল নারীদিগের
জীবনে কল কি? ভর্তা যাহাতে শাস্তিবাক্য
বলেন, আমি তাহাই ইচ্ছা করি। রমণীরা
তাদৃশ পতিই লাভ করিয়া থাকে। জলন
কহিলেন,—অগ্নি, আপ, স্থাবর জন্ম, শরীর-
এ সকলেতেই তোমার ভর্তার আমিই ধাম-
স্বরূপ এবং আমিই জনক বলিয়া নিরূপিত।

“যে আমি, এও সেই” ইহা বুঝিয়া চিন্তা
করিও না। আরও জানিও যে—আপ দেবী
উহার মাতা এবং অগ্নি তোমার খণ্ডর।
সুবে! বুদ্ধি দ্বারা ইহা নিশ্চয় করিয়া
বিষয়া হইও না। সুযা আত্রেয়ী কহিলেন,
—আপনি অগ্নি, আপনার পুত্রের আমি
ভাষ্যামি, আপ জননী। আপনি ত এই
কথা কহিলেন। হে নাথ! তবে আমি
ভাষ্যামি হইয়া আপনার জলাকারে জননীরূপ

* সোহহমিত্যপি পাঠঃ ।

কথং ভূত্বা জননী চাপি ভাষ্যামি

বিরুদ্ধমেতজ্জলরূপেণ নাথ ॥ ১৭

জলন উবাচ ।

আদৌ তু পত্নী ভরণাত্তু ভাষ্যামি

জনেষু জায়া স্বগুণৈঃ কলত্রম্ ।

ইত্যাদিরূপাণি বিভাষ্য ভদ্রে

কুরুষ বাক্যং মহদৌরতং যৎ ॥ ১৮

যোহস্থাঃ প্রজাতঃ স তু পুত্র এব

সাত্ত্ব মাতৈব ন সংশয়োহত্র ।

তস্মাদদন্তি ক্রতীতত্ববিজ্ঞাঃ

স নৈব যোষিতনয়েহভিজ্ঞাতৈঃ ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ ।

খণ্ডরস্ত তু তদ্বাক্যং ক্রত্বাত্রেয়ী তদৈব তৎ ।

আগ্নেরঃ রূপমাপন্নমস্তসাপ্লাবয়ৎ পতিম্ ॥ ২০

উভৌ তৌ দম্পতৌ ব্রহ্মন্ সঙ্গতো গান্ধবারিণা

শাস্তরূপধরৌ চোভৌ দম্পতৌ সহভুবতুঃ ॥ ২১

লক্ষ্ম্যা যুক্তৌ তথা বিষ্ণুরূপয়া শঙ্করৌ যথা ।

কি প্রকারে ধারণ করিব? ইহা যে অতীব
বিরুদ্ধ। জলন কহিলেন,—বিবাহিতা রমণী,
প্রথমে পত্নীই থাকেন, তার পর ভরণ
করেন বলিয়া ভাষ্যামি, পরে তাহাতে পুত্ররূপে
জন্ম হয় বলিয়া জায়া, অনন্তর নিজগুণে
(কল-ভাষণাদি দ্বারা শোক তৃঃখাদি হইতে
তাপ করেন বলিয়া,) কলত্র হইলেন। তুমিও
ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করিতেছ; সুতরাং
ভদ্রে! মহদৌরত এই বাক্য প্রতিপালন
কর। এই পত্নীতে যিনি জন্মেন, তিনি
নিশ্চয়ই পুত্র; আর সেই পত্নীও নিশ্চিতই
তাহার মাতা; ইহাতে সংশয় নাই। এই
জন্তই ক্রতীতত্ববিদ্ বাহুবল বলেন যে,—
তনয় জন্মিলে পত্নী আর পত্নী থাকে না।

১৩—১ । ব্রহ্মা বলিলেন,—আত্রেয়ী খণ্ডরের
এই সকল বাক্য শুনিয়া তখনই আগ্নেয় রূপ-
প্রাপ্ত পতিকে জলরূপে আপ্লাবিত করিলেন।
ব্রাহ্মণ! সেই দম্পতি উভয়ে গান্ধবারি দ্বারা
সঙ্গত হইয়া শাস্তরূপধর হইলেন। তখন
তাঁহারা লক্ষ্মীযুক্ত বিষ্ণু, উমা সহ শঙ্কর ও

রোহিণ্যা চ তথা চন্দ্রকৃৎস্নিধুনঃ তদা ॥
 ভর্তারঃ প্রাবরন্তী সা দধারামুময়ং বপুঃ ।
 পরক্ষৌ চেতি বিখ্যাতা গঙ্গয়া সঙ্গতা নদী ॥ ২৩
 গোপতাপর্ণজং পুণ্যং পরক্ষৌন্নানতো ভবেৎ ॥
 ভদ্র চাক্ষিরগাচক্ষুর্ধজাংচ বহুদক্ষিণান্ ।
 ভদ্র ত্রীণি সহস্রাণি তীর্থান্ভাহুঃ পুরাণগাঃ ॥ ২৫
 উভয়োস্তীরয়োস্তাত পৃথগুযাগকলং বিহুঃ ।
 তেষু ন্নানঞ্চ দানঞ্চ বাজপেয়াধিকং মতম্ ॥ ২৬
 বিশেষতঃ গঙ্গায়াঃ পরক্ষৌ সহ সঙ্গমে ।
 ন্নানদানাদিভিঃ পুণ্যং যন্তুর্ভুক্তং ন শক্যতে ॥
 ইতি শ্রীহাম্বে পুরুষাসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনং চতু-
 শছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

রোহিণীসম্বিত চন্দ্রের স্থায় মিথুন ভাব
 লাভ করিলেন। আশ্রিয়া, ভর্তাকে প্রাব-
 নার্থ তখন যে অমুময় দেহ ধারণ করিয়া-
 ছিলেন, উহা পরক্ষৌ নামে বিখ্যাত নদীরূপে
 গঙ্গাসহ সঙ্গতা হয়। পরক্ষৌতে ন্নান
 করিলে শত-গোদান জন্য ফললাভ হয়।
 যেখানে আক্ষিরকগণ বহুদক্ষিণ নেকানেক
 যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তিন সহস্র
 তীর্থ আছে; পুরাণজ জনগণ ইহা অবগত
 আছেন। তাত! ঐস্থানে উভয় তীরেই
 (ন্নান দানে) পৃথক পৃথক যাগ ল হয়। ঐ
 সকল তীর্থে ন্নান দান করিলে বাজপেয়াধিক
 ফলপ্রাপ্তি হয়। বিশেষতঃ গঙ্গাসহ যেখানে
 পরক্ষৌর সঙ্গম ঘটিয়াছে, ন্নান দান তাতে
 তথায় যে কত পুণ্য হয়, তাহা বলিয়া শেষ
 করা যায় না। সুধী জনগণের এইরূপই
 মত ১২০--২৭।

চতুশছারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

মার্কণ্ডেয়ং নাম তীর্থং সর্বপাপবিমোচনম্ ।
 সর্ষকতুকলং পুণ্যমর্ঘৌষধিনিবারণম্ ॥ ১
 তস্মৈ প্রভাবঃ বক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ২
 মার্কণ্ডেয়ো ভরদ্বাজো বশিষ্ঠোহত্রিষ্ঠ গোতমঃ
 যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জাবালির্মুনয়োহস্তহপি নারদ ॥ ৩
 এতে শাস্ত্রপ্রণেতারা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ
 পুরাণস্তায়মীমাংসাকথাসু পরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪
 মিথঃ সমুচুবিদ্বাংসো মুক্তিং প্রতি যথামতি ॥
 কেচিজ্জ্ঞানং প্রশংসন্তি কেচিৎ কৰ্ম্ম তথোত্তমম্
 এবং বিবদমানাস্তে মামুচুক্রভয়ং মতম্ ॥ ৫
 মদীয়ন্তু মতং জ্ঞাত্বা যযুশ্চক্রগদাধরম্ ।
 তস্মৈ চাপি মতং জ্ঞাত্বা ঋষয়স্তে মহোজসঃ ॥ ৬
 পুনবিবদমানাস্তে শঙ্করঃ প্রব্রুজুতাঃ ।

পঞ্চ চছারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মার্কণ্ডেয় নামে বিখ্যাত
 তীর্থ, সর্বপাপবিমোচক, সর্ষকতুকল-
 সাধক, পাপসমূহের নিবারক ও পুণ্যজনক।
 হে নারদ! তাহার প্রভাব বলিতেছি,
 শ্রবণ কর। মার্কণ্ডেয় ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ,
 অত্রি, গোতম, যাজ্ঞবল্ক্য, জাবালি, ইহার
 এবং শাস্ত্রপ্রণেতা বেদবেদাঙ্গ-পারগ, পুরাণ-
 স্তায়-মীমাংসাদির আলোচনার পরি-
 মাঙ্কিত-মতি বিদ্বান্ আরও নানামুনি,
 একদা মিলিত হইয়া কিসে অনায়াসে
 মুক্তি হয়, তদ্বিষয়ক আলোচনার প্রবৃত্ত
 হইলেন। তন্মধ্যে যথামতি কেহ জ্ঞানের,
 কেহ কৰ্ম্মের এবং অপরে জ্ঞান ও কৰ্ম্ম
 উভয়ের প্রশংসা করিতে থাকেন। তাঁহারা
 এইরূপে বিবদমান হইয়া আমাকে আনিয়া
 তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। ১--৫। পরে
 তাঁহারা আমার মত জানিয়া চক্রগদাধর
 সমীপে গমন করেন; তাঁহার মত জানিয়া
 তাহাতে তুষ্টি না হওয়ায় তন্মধ্যে যত্নতঃ
 (কৰ্ম্মপরায়ণ) ঋষিগণ পুনরায় বিবাদ করিতে

গঙ্গায়াঃ তবঃ পূজ্য ভমেবাধ শশংসিরে ॥৭
কৰ্ম্মণস্ত প্রধানম্ভূবাচ ত্রিপুরাস্তকঃ ।
ক্রিয়াক্রপঞ্চ তজ্জ্ঞানং ক্রিয়াসৈব তদুচ্যতে ॥৮
তন্মাং সৰ্ব্বাণি ভূতানি কৰ্ম্মণা সিদ্ধিমাণুযুঃ ।
কৰ্ম্মৈব বিশ্বতোব্যাপি তদৃতে নাস্তি কিঞ্চন ॥৯
বিজ্ঞাত্যাসো যজ্ঞকৃত্যোগাভ্যাসঃ শিবার্চনম্
সৰ্ব্বং কৰ্ম্মৈব নাকস্মী প্রাণী কাপ্যত্র বিজ্ঞতে ।
কৰ্ম্মৈব কারণং তন্মাদম্ভুতম্ভূতচেষ্টিতম্ ॥ ১০
ঋষীণাং যত্র সংবাদো যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ।
চকার নির্ণয়ং সৰ্ব্বং কৰ্ম্মণাবাপাতে নৃভঃ ।
মার্কণ্ডেয় মুখ্যতঃ কৃৎস্না ততো মার্কণ্ডেয়ুচ্যতে ।
তীর্থযগিগণাকৌণঃ গঙ্গায়া উত্তরে * তটে ॥ ১২
পিতৃণাং পাবনং পুণ্যং স্মরণাদপি সৰ্ব্বথা ।

করিতে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য
গঙ্গাতীরে তাঁহার পূজা করিয়া সেই কৰ্ম্ম-
রই প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ত্রিপুরাস্তক
হর (আবির্ভূত হইয়া) কৰ্ম্মেরই প্রাধান্ত
বলিলেন । (জ্ঞান প্রধান হইলেও) সেই
জ্ঞান যখন ক্রিয়ারই রূপাস্তর, এবং সেই
ক্রিয়াকে যখন কৰ্ম্ম বলা হয়, তখন সৰ্ব্বপ্রাণীই
কৰ্ম্মদ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । কৰ্ম্মই বিশ্ব-
ব্যাপী, কৰ্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই অস্তিত্ব
দেখা যায় না । বিজ্ঞাত্যাস, যজ্ঞ, মুষ্ঠান,
যোগাচরণ, শিবার্চন—সমস্তই তা কৰ্ম্ম,
অকস্মী প্রাণী কুতাপি নাই । অতএব কৰ্ম্মই
প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুরও কারণ; কৰ্ম্ম বতীত
জ্ঞানের প্রধান্য বলা, উন্নত প্রলাপ-সদৃশ ।
মার্কণ্ডেয় প্রমুখ ঋষিগণ যে স্থলে কৰ্ম্ম
দ্বারাই শিবসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলেন এবং
তাঁহার নিকট “কৰ্ম্ম দ্বারা নরগণ সৰ্ব্বাভীষ্ট
প্রাপ্ত হয়” এই বাক্য জ্ঞানিতে পারেন, ঐ
স্থান মার্কণ্ডতীর্থ নামে উক্ত হয় । ঐ তীর্থ
ঋষিগণে অধ্যুষিত এবং গঙ্গার তীরতটে
অবাস্থত । উক্ত পুণ্য-তীর্থের স্মরণেও

তত্রাষ্টৌ নবতিস্তাত তীর্থান্তাহ জগন্ময়ঃ ॥ ১৩
বেদেন চাপি তৎপ্রোক্তমুযয়ো মেনিরে চ তৎ
ইতি ত্রীত্রাক্ষে মার্কণ্ডেয়াস্তষ্টনবতিতীর্থবর্ণনঃ
পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪৫

ষট্ চত্বািংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যাযাতমপরং তীর্থং যত্র কালঞ্জরঃ শিবঃ ।
সৰ্বপাপপ্রশমনং তদ্রুতমুচ্যতে ময়া ॥ ১
যযাতির্নাহমো রাজা সাক্ষাদিস্র ইবাপরঃ ।
তন্তু ভাৰ্য্যাঙ্কয়ঃ চাসীৎ কুললক্ষণভূষিতম্ ॥২
জ্যেষ্ঠা তু দেবযানীতি নাম্না শুক্রশ্রুতা শুভা ।
শর্ষিষ্ঠোত দ্বিতীয়া সা স্রুতা স্মাদ্রুষপক্ষণঃ ॥ ৩
ব্রাহ্মণ্যপি মহাপ্রজ্ঞা দেবযানী স্রুমধ্যমা ।
যযাতেরভবভার্য্যা সা তু শুক্রপ্রসাদতঃ ।

পিতৃগণের পবিত্রতা জন্মে । তাত, নারদ ।
ঐ স্থানে অষ্টনবতিসংখ্যক তীর্থ আছে ।
জগন্ময় শিব ইহা বলিয়াছেন । বেদেও
উহা উক্ত আছে, এবং ঋষিগণও এ কথা
প্রমাণরূপে গণ্য করেন । ৬—১৪ ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্ চত্বািংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কালঞ্জর শিব যেখানে
বিজ্ঞমান, সেই যাযাত তীর্থ সৰ্বপাপপ্রশমন-
কর । তাহার রুতান্ত উক্ত হইতেছে ।
সেই ১৭ অপর ইন্দ্রের স্ত্রী, নহবতনয়
যযাতি নামে রাজা ‘হু’লন । তাঁহার কুল-
ওণে ও সাধুলক্ষণে ভূষিতা হই ভাৰ্য্যা
ছিলেন । তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভাৰ্য্যা,—শুভা
শুক্রশ্রুতা দেবযানী নাম্নী; কনিষ্ঠা,—
রুষপক্ষা দানবরাজের কন্যা শর্ষিষ্ঠানাম্নী ।
সেই মহাপ্রজ্ঞা স্রুমধ্যমা দেবযানী, ব্রাহ্মণী
হইলেও শুক্রের প্রসাদে যযাতির ভাৰ্য্যা

* “দাক্ষণ” ইতি চ কচিৎ পাঠঃ ।

“অয়মি”তি কচিৎ পাঠশিষ্ট্যঃ ।

শশ্বিষ্ঠা চাপি দাষ্টেব * ভার্যা যা বৃষপর্জজা ॥ ৪
দেবযানী শুক্রসুতা যৌ পুত্রৌ সমজৌজনৎ ।
যত্ৰ শুক্রসুতৈব দেবপুত্রস্মাবুভৌ ॥ ৫
শশ্বিষ্ঠা চ নৃপাশ্চেভ্য জীন পুত্রান দেবনন্নিভান
জহ্যঃ চাহুঞ্চ পুরুঞ্চ যযাতেনৃপসন্তমাং ॥ ৬
দেবযাতাঃ সুভৌ ব্রহ্মন সদৃশৌ শুক্ররূপতঃ ।
শশ্বিষ্ঠায়াঃ তনয়াঃ শক্রাণিবরুণপ্রভাঃ ॥ ৭
দেবযানী কদাচিত্তু পিতরং প্রাহ হুঃখিতা ॥ ৮
দেবযস্মাবাচ ।

মম অপত্যাদিতয়মভাগায়া ভৃগুদহ ।
মম দাস্তাঃ সভাগায়া অপত্যাদিতয়ং পিতঃ ॥ ৯
তদেতদনুমুখ্যাহং হুঃখমত্যস্তমাগতা ।
মরিস্যে দানবগুরো যযাতিকৃতবিপ্রিয়াং ।
মানভজাবরং তাত মরণং হি মনস্বিনাম্ ॥ ১০
ব্রহ্মোবাচ ।

তদেতৎপুত্রিকাবাক্যং ব্রহ্মা শুক্রঃ প্রতাপবান ।

হইয়াছিলেন। বৃষপর্জার কন্যা শশ্বিষ্ঠাও
দেবযানীর দাসীরূপে সেই যযাতিরই ভার্যা
হয়েন। শুক্রতনয়া দেবযানী যত্ৰ ও তুঙ্গসু
নামে দেবপুত্রসম হুইটী পুত্র প্রসব করেন।
শশ্বিষ্ঠা নৃপসন্তম যযাতি হইতে দেবসন্নিভ
হুহা, অহু, ও পুরু, এই তিন পুত্র লাভ
করেন। নারদ! দেবযানীর পুত্রদ্বয় দেখিতে
শুক্রের স্তায় এবং শশ্বিষ্ঠার তনয়েরা শক্র,
অগ্নি ও বরুণের তুল্য প্রভাসম্পন্ন হয়।
একদা দেবযানী হুঃখিতচিত্তে পিতাকে
কহিলেন,—হে ভৃগুদহ! আমি অভাগ্যা;
আমার হুইটী মাত্র পুত্র। আর আমার দাসী
শশ্বিষ্ঠা সভাগায়া; তাহার তিনটি পুত্র
জন্মিয়াছে। হে পিতঃ! আমি ইহা চিন্তা
করিয়া অত্যন্ত হুঃখ পাইতেছি। হে দানব-
গুরো! যযাতিকৃত এই বিপ্রিয় কার্যের
ফলে আমি মরিব। তাত! মানভজ অপেক্ষা
মনস্বীদিগের মরণও ভাল। ১-১০।
ব্রহ্মা কহিলেন,— পুত্রিকার এই বাক্য

কুপিতোহভ্যাঘর্ষৌ শীঘ্রং যযাতিমিদমব্রবীৎ ॥ ১১
শুক্র উবাচ ।

যদিদং বিপ্রিয়ং মে হুঃ সুতয়াঃ কৃতবানসি ।
রূপোন্নতেন রাজেন্দ্র তন্মাদুরকো ভবিষ্যসি ॥
ন চ ভে'কুঃ ন চ ভাকুঃ শত্রোতি বিষমাতুরঃ
স্পৃহয়ন্ননৈবাস্তে নিঃস্ব সোচ্ছ্বাসনষ্টধীঃ ॥ ১২
বৃদ্ধ ইমেব মরণং জীবতামপি দেহিনাম্ ।
তন্মচ্ছৌভ্রঃ প্রযাহি হুঃ জরাং তুপাতিতুর্জরাম্
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছুহা যযাতিঃ শাপং শুক্রস্ত ধীমতঃ ।
কৃতাজলিপুটো রাজা যযাতিঃ শুক্রমব্রবীৎ ॥ ১৩
যযাতিকুবাচ ।
নাপরাধো ন সঙ্কপ্যে নৈবান্বয়ং প্রবর্তয়ে ।
অধর্ম্মকারিণঃ পাপাঃ শাস্তা এব মহান্বনাম্ ।
ধর্ম্মমেব চরন্তঃ বৈ কথং মাং সন্তবান স ॥ ১৪
দেবযানী বিজম্বেষ্ট বৃথা মাং বৃদ্ধি কিঞ্চন ।
তন্মাস্ত্র মম বিপ্রেন্দ্র শাপং দাতুং কুমর্হসি ॥ ১৫

অবশে প্রতাপবান শুক্র কুপিত হইয়া শীঘ্র
আগমনপূর্বক যযাতিকে কহিলেন,—হে
রাজেন্দ্র! তুমি রূপোন্নত হইয়া আমার
সুতার এই যে বিপ্রিয় কার্য করিয়াছ,
তজ্জন্ত তুমি (অকালেই) বৃদ্ধ হইবে। বিষম-
কষ্টচিত্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি নিশ্বাসোচ্ছ্বাসে নষ্টবুদ্ধি
হইয়া ভোগ করিতেও পারে না, ত্যাগ
করিতেও পারে না, কেবল মনে মনে স্পৃহা
করিয়াই কালতিপাত করে। দেহিগণের
পক্ষে বৃদ্ধত্ব একরূপ জীবমৃত্যু। অতএব
হে ভূপ! তুমি হরায় তুর্জরা জরা প্রাপ্ত
হও। ব্রহ্মা কহিলেন,—রাজা যযাতি
ধীমান শুক্রের এই শাপবাণী অবশে কৃত-
জলিপুটে শুক্রকে কহিলেন,—আমি কোন
অপরাধ করি নাই, অধর্ম্মের প্রবর্তনাও
করি নাই কিন্ত কুপিতও হই নাই। অধর্ম্ম-
কারী পাপীরাই মহান্বাদিগের শাসনাই।
আমি ধর্ম্মাচরণই করিতেছি; অতএব
আমাকে কেন শাপ দিলেন? হে বিজম্বেষ্ট!
দেবযানী আমার সবচে বৃথা কোমল বৃথা

বিদ্যাংসোহপি হি নির্দোষে যদি কুপ্যন্তি
মোহিতাঃ ।
তদা ন দোষো মূৰ্খণাং ছেদাগ্নিপুষ্টিচেতসাম্ ॥১৮
ব্রহ্মোবাচ ।
যযাতিবাক্যাক্ষুক্রোহপি সন্মার শ্রুত্বা কৃতম্
অসকৃৎপ্রিয়ং তন্ত দিবা রাত্ৰৌ প্রচণ্ডয়া ॥ ১৯
গতকোপোহহমিত্যাক্ষা কাব্যো রাজানমববীৎ
শুক্র উবাচ ।
জাতঃ ময়ানয়াকারি বিপ্রিয়ং ন বদেহনৃতম্ ।
শাপস্তম্য করিষ্যামি শৃণুহ্যত্নগ্রহং নৃপ ॥২১
বর্ষে পুত্রায় সন্দাতুং জরামিচ্ছসি মানদ ।
তন্ত সা যাহ্মিয়ঃ রাজনজরা পুত্রায় মদ্বরাৎ ॥২২
ব্রহ্মোবাচ ।
পুনর্যযাতিঃ স্বরঃ শুক্রঃ প্রাহ বিনৌতবৎ ॥২৩
যযাতিরুবাচ ।
যো গৃহ্মতি ময়া দত্তাঃ জরাঃ তক্তিসমবিতঃ ।
স রাজা স্তাদৈত্যাশুরো তদেতদমুমত্ততাম্ ॥২৪

কহিয়া থাকিবে । বিদ্বান্ জনেরাও যদি নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি কোপ করেন, তবে ছেদাগ্নিদগ্ধচেতা মূৰ্খেরা যে কুপিত হয়, তাহাতে আর দোষ কি ? ব্রহ্মা কহিলেন—যযাতির বাক্য শ্রবণে শুক্রও দিবা রাত্রি সর্বদাই সেই প্রচণ্ডা নিজ স্মৃতার বহুধা কৃত বিপ্রিয় সকল স্মরণ করিলেন । তখন সেই কাব্য “আমি বিগতকোপ হইয়াছি” এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন,—আমি জানিয়াছি যে, দেবযানী অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে, কিন্তু আমি অনুত বাক্য বলি না ; স্মৃতরাং হে নৃপ ! এই শাপের প্রতী-কারার্থ এই অমুগ্রহ করিতেছি, শ্রবণ কর ; —হে মানদ, রাজন্ ! আমার বর অমুসারে, তুমি, যে পুত্রকে উক্ত জরা দান করিতে ইচ্ছা কর, সেই পুত্রই এই জরা সক্রামিত হইবে । ১১—২২ । ব্রহ্মা কহিলেন,—যযাতি পুনরায় বিনৌতভাবে স্বরঃ শুক্রকে বলিলেন,—দৈত্যগুরো ! আমার যে পুত্র, এই মৎপ্রদত্ত জরা তক্তিসহকারে গ্রহণ করিবে, সেই রাজা

যো মদ্বাক্যঃ নাভিনন্দেৎ সূতো দৈত্যগুরো
দৃঢ়ম্ ।
তং শপেয়মমুজ্জাত দাতব্যৈব জরা গুরো ॥ ২৫
ব্রহ্মোবাচ ।
এবমস্থিতি রাজানমবাচ ভৃগুনন্দনঃ ।
ততো যযাতিঃ স্বঃ পুত্রমাহুয়েদং বচোহববীৎ ॥
যযাতিরুবাচ ।
যদো গৃহ্মণ মে শাপাজ্জরাঃ জাতাঃ সূতো
ভবান্ ।
জ্যেষ্ঠঃ সর্গার্থবিৎ প্রোঢ়ঃ পুত্রাণাং ধুরি সংবিতঃ
পুত্রো তেনৈব জনকো যন্তদাজাবশে স্থিতঃ ॥২৭
ব্রহ্মোবাচ ।
নেতু্যবাচ যতস্তাতঃ যযাতিঃ কুরিদক্ষিণম্ ।
যযাতিঃ যত্নঃ শত্ৰুঃ তুর্কশুঃ কামমববীৎ ॥২৮
নাগৃহ্মাতুর্কশুচাপি পিতা দত্তাঃ জরাঃ তদা ।
তং শত্ৰু চাত্রবীদ্রহ্মাঃ গৃহ্মণেমাঃ জরাঃ মম

হইবে । ইহা আপনার অমুমোদিত হউক । দৈত্যগুরো ! আমার বাক্যে যে পুত্র অতি-নন্দন না করিবে, নিশ্চয়ই আমি তাহাকে শাপ দিব । গুরো ! এ বিষয়েও আপনার অমুজ্জা দান করা উচিত । ব্রহ্মা বলিলেন,—ভৃগুনন্দন শুক্র রাজাকে “তাহাই হউক” এই কথা কহিলেন । অতঃপর যযাতি স্ত্রী জ্যেষ্ঠ তনয় যত্নকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন,—ওহে যত্ন ! শাপহেতু জাত, আমার এই জরা তুমি গ্রহণ কর । তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সর্গার্থবিৎ, প্রোঢ় এবং অপর পুত্রগণের ভার বহনে যোগ্য বলিয়া তাহাদিগের প্রভুত্বে অবস্থিত । দেখ, যে পুত্র জনকের আজ্ঞাধীনে অবস্থান করে, তাহা স্বারাই জনক পুত্রবান হইয়া থাকেন । ব্রহ্মা বলিলেন,—যত্ন, সেই কুরিদক্ষিণ পিতা যযাতিকে বলিলেন,—“আমি পারিষ না ।” যযাতিও তখন যত্নকে শাপ দিয়া তুর্কশুকে ঐ কথা কহিলেন ; তুর্কশুও পিতৃদত্ত জরা গ্রহণ করিল না । তখন যযাতি তাহাকে শাপ দিয়া জরাকে

ক্রহ্যন্ত নৈচ্ছতাং দত্তাং জরাং শপ্তা চ তং
পুনঃ ।

অনুমপ্যত্রবীজাজা গৃহাণেমাং জরাং মম ॥ ৩০
অনুর্বেতি তদোবাচ শপ্তা তং পুরুষবরবীৎ ।
অভিনন্দ্য তদা পুরুষজরাং তাং জগৃহে পিতৃঃ ।
সহস্রমেকং বর্ষাণাং যাবৎ প্রীতোহ ভবৎ পিতা ॥
যৌবনে যান ভোগ্যানি বহুনি বিবিধানি চ ।
পুত্রযৌবনসমুপ্তৌ যযাতিবুভুজে সুখম্ ॥ ৩২
ততঃ প্রীতোহ ভবজাজা সর্বভোগেষু নাহবঃ ।
ততো হর্ষাৎ সমাহুয় পুরুঃ পুত্রমথাত্রবীৎ ॥ ৩৩
যযাতিব্রবাচ ।

তু.গোহ্মি সর্বভোগেষু যৌবনে তবানঘ ।
গৃহাণ যৌবনং পুত্র জরাং মে দেহি কশ্মলাম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

নেতুশ্চ তদা পুরুষরয়া কীরতে ময়া ।
বিকারান্তাত ভাবানাং হুনিবারাঃ শরীরিণাম্

কহিলেন,—আমার এই জরা গ্রহণ কর ।
ক্রহ্যও সেই পিতৃদত্তা জরাকে লইতে
চাহিলেন না । রাজা তাহাকেও শাপ দিয়া
অনুকে কহিলেন,—“আমার এই জরা
গ্রহণ কর,” অনুও “আমি পারিব না” এই
কথা বলায় তাহাকেও শাপ দিয়া পুরুকে
কহিলেন; পুরু তখন অভিনন্দন সহকারে
পিতার সেই জরা গ্রহণ করিলেন । তিনি
পিতার যাবৎকালে প্রীতি জন্মে, তাবৎ
কাল—এক সহস্র বর্ষ সেই জরা ধারণ
করেন । যযাতি, পুত্রের যৌবন গ্রহণপূর্বক
শতটুকিতে যৌবনে যে বিবিধ ভোগ্য বস্তু
সকল ভোগকরা হয়, সেই সকলই সুখে
ভোগ করিতে লাগিলেন । পরে সহস্র বর্ষান্তে
সেই নহনন্দন সর্বভোগে তৃপ্ত হইয়া শতটু-
কিতে পুত্র পুরুকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন,—
হে অনন্য! তোমার যৌবন দ্বারা আমি
সর্বভোগেই তৃপ্ত হইয়াছি । পুত্র! এক্ষণে
তোমার যৌবন গ্রহণ কর; আমার সেই
জরা জরা আমাকে দেও । ২৩—৩৪ । ব্রহ্মা
বলিলেন,—তখন পুরু কহিলেন,—তাত!

বলাৎকালাগতা সহ্য জরাপাখিলদেহিতিঃ ।
সো চেন্দ্ররূপকারায় গৃহীতা ত্যজ্যতে কথম্ ।
স্বীকৃতত্যাগপাপাঙ্কি দেহিনাং মরণং বরম্ ।
অথবা তু জরাং রাজন্তপসা নাশয়াম্যহম্ ॥ ৩৭
ব্রহ্মোবাচ ।
এবমুक्ता তু পিতরং যযৌ গঙ্গামনুজমাম্ ।
গৌতম্যা দাক্ষণে পারে ততস্তেপে তপো মহৎ
ততঃ প্রীতোহ ভবদেবঃ কালেন মহতা শিবঃ ।
লোকাতীতমহোদারগুণসম্মানভূষিতম্ ।
কিং দদামীত তং প্রাহ পুরুঃ স সুরসন্তমঃ ॥ ৩৭
পুরুব্রবাচ ।

শাপপ্রাপ্তাং জরাং নাথ পিতুর্মম সুরাধিপ ।
তাং নাশয়স্ব দেবেশ পিতৃশপ্তাংস্ত কোপতঃ ।
মন্তাতুন শাপতো নৃকান্ কুরুষ সুরপূজিত ॥ ৪২

ভোগ্য বিষয়নিচয় দ্বারা শরীরীদিগের যে
হুনিবার বিকার সকল উৎপন্ন হয়, আমি
জরা দ্বারা তৎসমস্তের ক্ষয় সাধন করি-
তেছি, অতএব আমি সেই জরা কিরা-
ইয়া দিতে ইচ্ছা করি না । সকল দেহীই
কালবশে যখন বলপূর্বক জরা দ্বারা আক্রান্ত
হইয়া উঠাকে সহ্য করিতে বাধ্য হয়, তখন
সেই জরা দ্বারা যদি গুরুর উপকার সাধন
করিতে পারা যায়, তবে তাহা কিহেতু পরি-
হার করিব? আরও দেখুন, স্বীকৃত ত্যাগ-
জনিত পাপ অপেক্ষা দেহিগণের মরণও
মঙ্গল । রাজন! অথবা জরাকে আমি
তপস্যা দ্বারা বিনাশ করিব । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—পুরু পিতাকে এই কথা বলিয়া
অনুত্তমা গঙ্গাতে প্রস্থান করিলেন । তিনি
গৌতমীর দক্ষিণ তীরে যাইয়া মহতী তপস্যা
আরম্ভ করিলেন । পরে দীর্ঘ কালান্তে সুর-
সন্তম দেব শিব প্রীত হইয়া লোকাতীত মহো-
দার গুণরূপ শ্রেষ্ঠ মণিগণে ভূষিত সেই পুরুকে
“কি বর দিব?” এই কথা বলিলেন । পুরু
কহিলেন,—হে সুরাধিপনাথ! আমার পিতার
শাপসম্বৃত সেই জরা বিনাশ করুন; আর
হে সুরপূজিত দেবেশ! পিতা কর্তৃক কোপ-

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যুক্তা জগন্নাথঃ শাপাজ্জাতাঃ জরাঃ তথা
অনাশয়জ্জগন্নাথো ভ্রাতৃশ্চক্রে বিশাপিনঃ ॥ ৪১
ততঃ প্রভৃতি তদুত্তরং জরারোগাবিনাশনম্ ।
অকালজ্জরাদীনাং স্মরণাদপি নাশনম্ ॥ ৪২
তদ্বাচ্য চাপি বিখ্যাতং কালঞ্জরমুদাহৃতম্ ।
যাযাতং নাহমং পোরং শৌক্ৰং শাশ্বিষ্ঠমেব চ ॥
এবমাদৌ ন তীর্থানি তত্রাষ্টোত্তরমেব চ ।
শতং বিজ্ঞান্যগাবুদ্ধে সৰ্বসিদ্ধিকরং তথা ॥ ৪৪
তেষু জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ শ্রবণং পঠনমৃথা ।
সৰ্বপাপপ্রশমনং ভুক্তিমুক্তি প্রদং ভবেৎ ॥ ৪৫
ইতি শ্রীব্রাহ্মে কালঞ্জরাত্মোত্তরশত তীর্থবর্ণনং
ষট্চছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬ ॥

বশতঃ অভিযন্ত মদীয় ভ্রাতৃগণকেও শাপ-
মুক্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—জগন্নাথ
শিব “তাশাই হইবে” বলিয়া সেই শাপজনিত
জরাকে বিনাশ করিলেন এবং তদীয় ভ্রাতৃ-
গণকেও শাপরাহিত করিলেন। সেই-
হইতে ঐ তীর্থ জরা-রোগাবিনাশক হই-
য়াছে। উহার স্মরণেও অকালজ জরাদির
নাশ হয়। ঐ তীর্থ সেই জরার নামানুসারেই
কালঞ্জর নামে উদাহৃত হয়। ঐ স্থানে
যাযাত, নাহম, পোর, শৌক্ৰ, শাশ্বিষ্ঠ প্রভৃতি
অনেক তীর্থ আছে। সমষ্টিতে উহার অষ্টো-
ত্তর শত। ঐ অষ্টোত্তর শত তীর্থ সৰ্ব-
সিদ্ধিপ্রদ। ঐ সকল তীর্থে জ্ঞান দান,
শ্রবণ ও পঠন সৰ্বপাপপ্রশমন ভুক্তি ও
মুক্তিপ্রদ। ৩৫—৪৫।

ষট্ চছারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অপ্সরোয়ুগমাখ্যাতমপ্সরাসঙ্গমং ততঃ ।
তীরে চ দক্ষিণে পুণ্যং স্মরণাৎ স্মৃতগো
ভবেৎ ॥ ১
মুক্তো ভবেত্যসন্দেহং তত্র জ্ঞানাদিনা নরঃ ।
শ্রী সতী সঙ্গমে তস্মিন্মৃত্যুনা চ নারদ ॥ ২
বক্ষ্যাপি জনয়েৎ পুত্রং ত্রিমাसा পতিনা সহ ।
জ্ঞানদানেন বর্জকী নাশ্রুয়া মহতো ভবেৎ ॥ ৩
অপ্সরোয়ুগমাখ্যাতং তীর্থং যেন চ হেতুনা ।
তত্রৈদং কারণং বক্ষ্যে শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ৪
স্পর্শাসীমহতী ব্রহ্মন বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ ।
তপশ্চতুঃ গাধিনুতং ব্রাহ্মণ্যার্থে যত্নবতম্ ॥ ৫
গঙ্গাছারে সমাশীনং প্রেরিতেভ্রুণ মেনকা ।
তং গহা তপসো ভ্রষ্টং কুরু ভদ্রে মমাজ্জয়া ॥ ৬

সপ্তচছারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অতঃপর অপ্সরো-
সঙ্গম নামে যে তীর্থ আছে, তাহা অপ্সরো-
য়ুগ নামে প্রসিদ্ধ। উহা গোতমীর দক্ষিণ
তীরে অবস্থিত। ঐ পুণ্য তীর্থের স্মরণ
মাত্রেই স্মৃতগ হওয়া যায়। নরগণ সেখানে
জ্ঞানাদি করিলে নিঃসন্দেহে মুক্ত হয়। নারদ !
সেই সঙ্গমস্থানে যদি সতী শ্রী ঋতুজ্ঞান করে,
যদি জ্ঞান দান দ্বারা তথায় কালান্তপাত
করে, সে বক্ষ্য হইলেও তিন মাসে অবশ্যই
পতিসঙ্গমে পুত্র সম্ভাবনাবতী হয়। এবং
ঐ তীর্থের যে কারণে অপ্সরোয়ুগ নাম
হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, নারদ ! যত্ন-
সহকারে শ্রবণ কর। ব্রহ্মন্ ! বিশ্বামিত্র
ও বশিষ্ঠ পরম্পরের অত্যন্ত জিগীষা
ছিল। গাধিনুত ব্রাহ্মণ্যার্থে তপশ্চা-পরাধন হইলে
ইন্দ্র তদীয় তপোভঞ্জনার্থ মেনকা অপ্সরাকে
কহিলেন,—ভদ্রে ! আমার আজ্ঞানুসারে

তদোক্তেন্দ্ৰেণ সা মেনা বিশ্বামিত্রঃ তপশ্চাত্তম
কৃত্বা কৃত্বা তথা দত্তা জগামেন্দ্রপুং পুনঃ ॥ ১৭
ভক্তাং গতারাং সম্মার গাধিপুত্রোখিলঃ কৃতম্
তং তু দেশং পরিত্যজ্য তীর্থন্তু সুরবল্লভম্ ।
জগাম দক্ষিণাং গঙ্গাং যত্র কালঞ্জরো হরঃ ॥ ১৮
তপশ্চাত্তমঃ তদোবাচ পুনরিত্তমঃ সহস্রদৃক্ ।
উর্ধ্বশীক্ৰ ততো মেনাং রম্যাকাপি তিলোত্তমাম্
নৈবেতুচ্যুত্বয়জ্ঞস্তাঃ পুনরাহ শচীপতিঃ ।
গম্ভীরাং চাতিগম্ভীরাং তে যে গর্ভিতে তদা ॥
তে উচ্যুত্বকভে দেবঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরম্ ॥ ১৯

গম্ভীরাতিগম্ভীরে উচ্যুতঃ ।

আবাং গম্ভী তপশ্চাত্তমঃ গাধিপুত্রঃ মহাত্মাতিম্ ।
চাবগাবো নৃত্যগীতে রূপযৌবনসম্পদা ॥ ১৬
যাসামপাঙ্গে হসিতে বাচি বিভ্রমসম্পদ ।
নিত্যং বসতি পঞ্চমুস্তাভিঃ কোহত্র ন জীযতে

তুমি যাইয়া সেই যত্নবত ঋষির তপশ্চাত্তম
ভক্ত কর । সেই মেনকা “তাহাই করিব”
বলিয়া বিশ্বামিত্রসমীপে আসিয়া তাঁহাকে
প্রলোভিত করিল । পরে তৎসংসর্গে একটি
কন্যা উৎপাদনপূর্বক ত্রিটি বিশ্বামিত্রকে দিয়া
সে পুনরায় ইন্দ্রপুরে গমন করিল । মেনকা
যাইলে পর গাধিপুত্র কৃতকর্ম্য সকল স্মরণ
করিলেন । তৎপরে সে প্রদেশ পরিত্যাগ
করিয়া যেখানে কালঞ্জর হর বর্তমান, সেই
দক্ষিণা গঙ্গাতে যাইয়া তপশ্চাত্তম আরম্ভ করি-
লেন । তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র ও পুনরায়
তদীয় তপো ভক্তনার্থ প্রথমতঃ উর্ধ্বশীকে পরে
মেনকা, রম্ভা ও তিলোত্তমাকে পূর্বোক্ত-
রূপ কহিলেন । কিন্তু তাহারা কেহই
ভয় বশতঃ সম্মত হইল না কহিল, “আমরা
পারিব না,” তখন শচীপতি গম্ভীরা
ও অতিগম্ভীরাকে কহিলে, সেই গর্ভিতা
অঙ্গরাহয় সহস্রাক্ষ পুরন্দরকে কহিল,—
আমরা যাইয়া তপশ্চাত্তম সেই মহাত্মাতি
গাধিপুত্রকে নৃত্য গীত ও রূপ-যৌবন
সম্পদে তপোবিচ্যুত করিতে পারিব । যাহা-
দিকের অপাঙ্গে, হাঙ্গে, বাক্যে ও বিভ্রম-

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্টাক্তে সহস্রাক্ষে তে আগত্য মহানদীম্
দদৃশাতে তপশ্চাত্তমঃ বিশ্বামিত্রঃ মহামুনিম্ ।
মৃত্যোরপি হরাধরঃ ভূমিস্থমিব ধূর্জটিম্ ॥ ১৫
সহস্রমেকং বর্ষণামীক্ষিতুং ন চ শক্যুতঃ ।
দূরে স্থিতে নৃত্যগীতচাটুকাররতে তদা ॥ ১৬
বিলোক্য মুনিশার্দূলস্ততঃ কোপাকুলোহভবৎ
প্রতীপাচরণং দৃষ্ট্বা ক্রোধঃ কস্য ন জায়তে ॥ ১৭
নিম্পৃহোহপি মহাবাহুস্তমিল্লঃ প্রহসন্নিব ।
আতাং মুক্তঃ সহস্রাক্ষো হৃদ্যরোভ্যাং

ক্রবন্নিব ॥ ১৮

শশাপ তে স গাধেয়ো ভবরূপে ভবিষ্যথঃ ।
ভ্রবিতুং মাং সমায়াতে যত্নস্থিহ ততো লঘু ॥ ১৯
ততঃ প্রসাদিতস্তাত্যাং শাপমোক্ষককার সঃ
তবেতাং দিব্যরূপে বাং গঙ্গয়া সঙ্গতে যদা ॥

সম্পদে পঞ্চমু নিত্য বাস করেন, এ জগতে
তাহাদিগের দ্বারা কে না ক্ষিত হয় ? ১—১৩ ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—সহস্রনেত্র ইন্দ্র তখন
“তাহাই কর” বলিয়া অনুমতি দিলে, তাহারা
মহানদীতে আগমনপূর্বক সেই মৃত্যু
অপেক্ষাও হরাধর, তপশ্চাপরাধন, ভূমিস্থিত
ধূর্জটিবৎ প্রতীয়মান মহামুনি বিশ্বামিত্রকে
দর্শন করিল ; কিন্তু তদীয় ভেজঃপ্রভাবে
একসহস্র বর্ষ যাবৎ তাঁহাকে বীক্ষণ করিতেই
সক্ষম হইল না ; সুতরাং দূরে থাকিয়াই
তখন নৃত্য গীত ও চাটুকার করিতে লাগিল ।
পরে মুনিশার্দূল বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে
দেখিয়া কোপাকুল হইলেন : প্রতীপাচরণ
দর্শনে কাহার না কোপ হয় ? সেই মহাবাহু
গাধেয় নিম্পৃহ হইলেও ইন্দ্রকে উপহাস
করিয়াই যেন মনে মনে ‘অঙ্গরাহয়
সহস্রাক্ষকে ভয়মুক্ত করিবার নিমিত্তই
আসিয়াছে’ এই বলিয়া তাহাদিগকে শাপ
দিলেন যে,—যেহেতু তোমরা আমাকে
ভ্রাবণ করিতে আসিয়াছ, অতএব অবিলম্বে
ভবরূপা হইবে । পরে সেই অঙ্গরাহয়
কর্তৃক প্রসাদিত হইয়া তাহাদিগের শাপ

তদ্ব্যাপ্যন্তে নদীকূপে তৎক্ষণাৎ সমুদ্ভবতঃ ।
 অঙ্গরোহুগমাখ্যাতঃ নদীদ্বয়মতোহভবৎ ।
 তাত্যাং পরস্পরকপি তাত্যাং গঙ্গানু সঙ্গমঃ
 সর্বলোকেষু বিখ্যাতো ভূক্তিমুক্তিপ্রদঃ শিবঃ ।
 তত্রাস্তে দৃষ্টে এবাসৌ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥২২
 তত্রাস্তে তু তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে সর্ববন্ধনাৎ ॥২৩
 ইতি শ্রীমদ্বৈক্যং অঙ্গরোহুগসঙ্গমতীর্থবর্ণনং সপ্ত-
 চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কোটিতীর্থমিতি খ্যাতং গঙ্গায় দক্ষিণে* তটে
 যশ্চানুস্মরণাদেব সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১
 যত্র কোটীশ্বরো দেবঃ সর্বঃ কোটিগুণং ভবেৎ

মোচন করিলেন; কহিলেন,—“তোমরা
 যখন গঙ্গা সহ সঙ্গত হইবে, তখন দিব্যরূপ
 লাভ করিতে পারিবে।” তাহারা তদীয় শাপে
 তৎক্ষণাৎ নদীকূপা হইল। উক্ত নদীদ্বয়
 এই কারণেই অঙ্গরোহুগ নামে আখ্যাত
 হয়। ঐ নদীদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া
 যেখানে গঙ্গা সহ সঙ্গত হইয়াছে, সেই সঙ্গম-
 তীর্থে সর্বলোক-বিখ্যাত ভূক্তিমুক্তি-প্রদ
 শিব আছেন। ঐ শিব দৃষ্ট হইলেই
 সর্বসিদ্ধিপ্রদ হয়েন। ঐ স্থানে প্রানপূরক
 তাঁহাকে দেখিলে সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া
 যায়। ১৪—২৩।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—গঙ্গার দক্ষিণ তটে
 কোটিতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে;
 উহার অনুস্মরণ ঘাট্রেই সর্বপাপ হইতে
 মুক্ত হওয়া যায়। ঐ তীর্থের যে স্থানে
 কোটীশ্বর দেব আছেন, তথায় সকল কার্যই

*উত্তর ইতি চ পাঠঃ ।

কোটিশ্বরঃ তত্র পূর্ণঃ তীর্থানাং শুভদায়িনাম্ ।
 তত্র ব্যাটীঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বনাঃ ॥ ২
 কথন্তু তু সূতো জ্যেষ্ঠো বাহ্লীক ইতি বিজ্ঞতঃ
 কাশ্মেচিতি জনৈঃ খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ
 ইষ্টীঃ পার্শ্বায়ণানীথাঃ সভার্যো বেদপারগঃ ।
 কুর্করাস্তে স গোতম্যাস্তৌরহো লোকপূজিতঃ
 প্রাতঃকালে সভার্যোহসৌ জুহ্বদগ্নৌসমাহিতঃ
 সর্বদাস্তে কদাচিত্তু হবনায় সমুদ্যতঃ ॥ ৫
 একাহুতিং স হুত্বা তু সগিকে হব্যবাহনে ।
 আহুত্যান্তরদানায় হবির্জব্যঃ করেহগ্রহীৎ ॥ ৬
 এতান্মরন্তরে বহ্নিকপশান্তোহভবন্তদা ।
 ততশ্চিস্তাপরঃ কাশ্মঃ কৰ্তব্যঃ কিং ভবেদিতি ॥
 অন্তর্বিচারয়ামাস বিষাদং পরমং গতঃ ।
 আহুত্যাশ্চ দ্বয়োর্নধ্য উপশান্তো হুতাশনঃ ॥৮
 অগ্ন্যন্তরমুপাদেয়ং বৈদিকং লৌকিকং তথ ।
 ক হোম্যঃ শ্রাদ্ধিতীয়ন্তু আহুত্যান্তরমেব চ ॥ ৯

কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়। ঐখানে পূর্ণ হুই-
 কোটি শুভদায়ী তীর্থ বিরাজমান। নারদ!
 ঐ তীর্থ সম্বন্ধে উপাখ্যান বলিতেছি, যত্ন সহ-
 কারে শুন। কথমানর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাহ্লীক
 নামে বিজ্ঞত ছিলেন। সেই বেদ-বেদাঙ্গ-
 পারগ ঋষি জনগণ কর্তৃক কাশ্ম নামেও
 আখ্যাত হইতেন। গোতমীতীরে সেই
 বেদপারগ লোকপূজিত ঋষি পরমসম্মান
 (দর্শ-পোর্ণমাসাদি) ইষ্টিসকলের অমুষ্ঠান
 করত বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিনই
 প্রাতঃকালে ভার্য্যা সহ অগ্নিতে সমাহিত-
 ভাবে হোম করিতেন। একদা তিনি হোম
 করিতে বসিয়া সামক অগ্নিতে একটি মাত্র
 আহুতি দিয়া অপর আহুতি দান জন্ত যেমন
 হবির্জব্য গ্রহণ করিলেন, তখনই বহ্নি
 উপশান্ত হইলেন। কাশ্ম তখন অতীব বিব্র-
 চিত্তে চিস্তাপরায়ণ হইলেন; মনে মনে
 আলোচনা করিতে লাগিলেন যে,—একণে
 কি কর্তব্য? হুইটি আহুতি দানের মধ্য
 কণে বহ্নি উপশান্ত হইয়াছে। বৈদিক
 ও লৌকিক অগ্ন্যন্তরের উপাদান করা

এবং যৌমাংসমানে তু দৈবী বাগববীতলা ।
অগ্ন্যস্তরং নৈব তেহত্র উপাদেয়ং ভবিষ্যতি ॥
যানি তত্র ভবিষ্যন্তি শকলানি সমীপতঃ ।
অর্দ্ধদন্তেষু কাষ্ঠেষু বিপ্ররাজ প্রহর্যতাম্ ॥ ১১
নৈতু্যবাচ তদা কাণ্ডঃ সৈব বাগববীৎ পুনঃ ।
অগ্নেঃ পুত্রো হিরণ্যক্শ পিতা পুত্রঃ স এব তু ॥
পুত্রে দন্তঃ প্রিয়াটৈব পিতৃঃ ক্রীটৈত্য ভবিষ্যতি
পিত্রে দেয়ং সূতে দদ্যাৎ কোটিপ্রীতিভণঃ

তবেৎ ॥ ১৩

দৈবী বাগববীদেবঃ ততঃ সর্কৈ মহর্ষয়ঃ ।
নিশ্চিত্য ধর্মসর্বস্বং তথা চক্রুর্ষথোদিতম্ ॥ ১৪
এতজ জাহ্না জগত্যত্র পুত্রে দন্তঃপিতৃর্ভবেৎ ॥
অপত্যাদ্যাপকারেণ পিতৃষ্ণোঃ ক্রীতির্ষথা তবেৎ
তথা নাশ্তেন কেনাপি জগত্যোতন্ধি বিজ্ঞতম্
সুপ্রসিদ্ধং জগত্যোতৎ সর্বলোকেষু পূজিতম্

বিধেয়। কিন্তু কোন্ অগ্নিতে হোম করা
যায়? দ্বিতীয় অগ্নিতে হোম করিলে ত
দুই অগ্নিতে দুইটা হোম করার জন্ত দোষ
ঘটে। তিনি এইরূপ যৌমাংসায় প্রবৃত্ত
হইলে তখন দৈববাণী হইল যে, “তোমার
অগ্ন্যস্তর আধান করা বোধেয় নহে। হে
বিপ্ররাজ! পূর্ব অগ্নির যে সকল খণ্ড আছে
এবং অর্দ্ধদন্ত যে কাষ্ঠখণ্ড-নিচয় রহিয়াছে,
তাহাতেই হোম কর।” তাহা শুনিয়া কহি-
লেন—না। তখন আবার সেই দৈববাণী
কহিল,—হিরণ্য—অগ্নির পুত্র। যিনি পিতা
তিনিই পুত্র। পুত্রেতে দন্ত হইলে, তাহা
পিতার ক্রীতিসাধকই হইয়া থাকে। আবার
পিতাতে দেয় দ্রব্য পুত্রে সমর্পণ করিলে
তাহাও পিতার কোটিভণ ক্রীতি সম্পাদন
করে। দৈববাণী এইরূপ কহিলেন। তখন
সকল মহর্ষি “এ জগতে পুত্রে প্রদান করিলেই
পিতার ভূপ্তিকর হয়।” এই তত্ত্ব—এই
ধর্মসর্বস্ব নিশ্চয় করিয়া তদনুরূপই করিলেন।
অপত্যাদির উপকার করিলে পিতা মাতার
যেমন ক্রীতি হয়, জগতে যেমন আর কিছু-
তেই হয় না। একথা নিশ্চয়ই আছে।

তস্মিন দন্তে তবেৎ পুণ্যং সর্কৈ কোটিভণঃ
সুতঃ ।

মনোহানিনিবৃতিশ্চ জায়তে চ মহৎ সুখম্ ॥ ১৫
পুনরপ্যাহ সা বাণী কাণ্ডেহস্মিন্তীর্থ উত্তমৈ ।
অভবন্তমহন্তীর্থং কাণ্ডপুণ্যপ্রভাবতঃ ।
লোকজয়াশ্রয়শেষতীর্থেভ্যোহপি মহাকলম্ ॥
জ্ঞানদানাদিকং কিকিভক্ত্যা কুর্কন সমাহিতঃ ।
কলং প্রাপ্যাস্তশেষেণ সর্কৈ কোটিভণঃ কুনে
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে চাত্র জ্ঞানদানাদিকং নরৈঃ
সর্কৈ কোটিভণঃ বিদ্যাং কোটিতীর্থং ভক্তো

বিদ্বঃ ॥ ২১

যত্রেতদব্রতমাগ্রেয়ং কাণ্ডঃ পৌত্রঃ হিরণ্যকম্ ।
বাণীসঙ্গঃ কোটিতীর্থং কোটিতীর্থকলং যতঃ ॥ ২২
কোটিতীর্থস্ত মাহাশ্রামত্র বক্তুং ন শক্যতে ।

এই সুপ্রসিদ্ধ কথা ভুবনে সর্বলোক কর্তৃক
সম্মানে গৃহীত হয়। পুত্র নারদ! পিতা
অপেক্ষা পুত্রে দান করিলে সকল দানেরই
কল কোটিভণ অধিক হয়। উহার কলে
মানসিক গ্রানির নিবৃতি ও মহাসুখোৎপত্তি
হইয়া থাকে। ১১—১৮। সেই দৈববাণী আরও
কহিলেন,—হে কাণ্ড! তোমার পুণ্য প্রভাবে
এখানে মহাতীর্থ হইল। লোকজয়াশ্রয়
অশ্রয় অশেষ তীর্থাপেক্ষা এই তীর্থ
মহাকলজনক। এই উত্তম কাণ্ড তীর্থে
ভক্তি সহকারে সমাহিতচিত্তে জ্ঞান দানাদি
করিলে অশেষ কলপ্রাপ্তি হয়। হে কুনে!
ওখানে ঐ সকল কার্য কোটিভণ কলোপ-
ধায়ক। নরগণ এখানে জ্ঞান দানাদি যাহা
কিছু ধর্ম কর্ম করে, তৎসমস্তই কোটিভণ
কলজনক হয় বলিয়া ইহাকে কোটিতীর্থ
বলা হইয়া থাকে। যেখানে উক্ত ঘটনা
ঘটিয়াছিল, তথাই আগ্রেয়, কাণ্ড, পৌত্র,
হিরণ্যক, বাণীসংজ্ঞ, এবং যাহা যাহা হইতে
কোটিতীর্থকল লাভ হয়, সেই কোটি
তীর্থ বর্তমান। যেখানে যথা কথ্য অহু-
তীত সমস্ত কর্মই গোদাবরীর প্রসাদে
কোটি ভণ কল প্রদান করে, সেই কোটি-

বাচস্পতিপ্রভৃতিভিরধবান্ধৈঃ সুরৈরপি ॥২৩
 যজ্ঞাহুতীয়মানঃ হি সৰ্বঃ কৰ্ম যথা তথা ।
 গোদানবধাঃ প্রসাদেন সৰ্বঃ কোটিগুণঃ ভবেৎ
 কোটিতীৰ্থে বিজাগ্রায় গামেকাঃ যঃ প্রযচ্ছতি
 তন্ত তীৰ্থস্ত মাহাত্ম্যাদেগোকোটিকমম্মুতে ॥২৫
 তস্মিন্‌স্তীৰ্থে শুচির্ভূত্বা ভূমিদানং কৰোতি যঃ ।
 শ্রদ্ধাযুক্তেন মনসা স্তাস্ত্বৎ কোটিগুণোত্তরম্ ॥
 সৰ্বজ্ঞ গোতমীতীরে পিতৃণাং দানমুত্তমম্ ।
 বিশেষতঃ কোটিতীৰ্থ তদনন্তফলপ্রদম্ ॥ ২৭
 অত্রৈকনূনপঞ্চাশত্তীৰ্থানি মুনয়ো বিহুঃ ॥ ২৮
 ইতি ত্রীত্রাংকে কাণ্বাদেকোনপঞ্চাশত্তীৰ্থবর্ণনমষ্ট-
 চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

• অকোবাচ ।

নারসিংহমিতি খ্যাতং গঙ্গায় উত্তরে তটে ।
 তস্তাহুতাবং বক্ষ্যামি সৰ্ব্বরক্ষাবিধায়কম্ ॥ ১

তীৰ্থের মাহাত্ম্য এ জগতে বাচস্পতি প্রভৃতি
 বা অন্যান্য সুরগণও বর্ণন করিতে শক্ত
 হয়েন না। যে জন উক্ত কোটি তীৰ্থে
 ঐষ্ট ব্রাহ্মণে একটি গাভী প্রদান করে, সে
 ঐ তীৰ্থের মহিমায় কোটি গোদানজন্ত ফল
 ভোগ করিয়া থাকে। যেজন সেই তীৰ্থে
 শুচি হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত-মনে ভূমিদান করে,
 তাহার সেই দান কোটিগুণাধিক ফলজনক
 হয়। গোতমীতীরে সৰ্বজ্ঞই পিতৃগণের
 উদ্দেশ্যে দান উত্তম পুণ্যপ্রদ; বিশেষতঃ
 কোটিতীৰ্থে তাহা অনন্ত ফলপ্রদ হয়। ঐ
 স্থানে একোনপঞ্চাশত্তীৰ্থ আছে। মুনি-
 গণ ইহা অবগত আছেন। ১৯—২৮।
 অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৪৮

উনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গার উত্তর তটে
 নারসিংহ নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে; তাহার

হিরণ্যকশিপুঃ পূৰ্ব্বমভবদ্বগিনাং বরঃ ।
 তপসা বিক্রমেণাপি দেবানামপরাজিতঃ ।
 হরিভক্তাস্তজ্জেষ্মকলুষীকৃতমানসঃ ॥ ২
 আবির্ভূয় সভাস্তস্তাঙ্গিষ্ঠাঙ্গত্বং প্রদৰ্শয়ন ।
 তং হৃদ্বা নরসিংহস্তসৈন্তমদ্রাবয়ন্তদা ॥ ৩
 সৰ্বান্‌ হৃদ্বা মহাদৈত্যান্‌ অমেণাজৌ মহায়ুগঃ
 রসাতলস্থান শক্রাংশ্চ জিত্বা স্বর্লোকমীষিবান্ ॥ ৪
 তজ্জ জিত্বা ভুবং গহ্বা দৈত্যান্‌ হৃদ্বা নগস্থিতান্
 নমুদ্রস্থারদীসংস্থান্‌ গ্রামস্থান্‌ বনবাসিনঃ ॥ ৫
 নানারূপধরান্‌ দৈত্যান্নিজস্থান্‌ যুগাক্রুতিঃ ।
 আকাশগান্‌বায়ুসংস্থান্‌ জ্যোতির্লোকযুগাগতান্
 বজ্রপাতাধিকনখঃ সমুদ্রতমহাসটঃ ।
 দৈত্যগর্ভাশ্রবিগজৌ নীজিতাশেষরাক্ষসঃ ॥ ৭
 মহানাদৈবীকিতৈশ্চ প্রলয়ানলসান্নিভৈঃ ।
 চপেটৈরঙ্গবিক্রেপৈরশুরান্‌ পর্য্যচূর্ণয়ৎ ॥ ৮

সৰ্বরক্ষাবিধায়ক প্রভাবের বিষয় কীৰ্ত্তন
 করিতেছি। পূৰ্বে হিরণ্যকশিপু নামে
 এক দৈত্য জন্মে। সে তপস্যা ও বিক্রম দ্বারা
 দেবতাদিগের অপরাজেয় ছিল। হরিভক্ত
 নিজ আত্মজের প্রতি ঘেঘবশতঃ তদীয়
 মানস নিতান্ত কলুষিত থাকায় হরি স্বকীয়
 বিম্বরূপতা প্রদৰ্শন করত নরসিংহরূপে সভা-
 ভবনস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে
 নিহত করেন এবং তদীয় সৈন্তগণকে
 বিজ্রাবিত করিয়া ক্রমে সেই যুগরাজ রণস্থলে
 মহাদৈত্যগণকেও সংহার করেন। পরে
 রসাতলস্থ শক্রদিগকেও জয় করিয়া স্বর্গ-
 লোকে গমন করেন। সেখানে তদ্রূপ
 শক্রদিগকে জয় করিয়া পুনরায় ভূতলে আগ-
 মন করিলেন,—তথায় পার্শ্বত্যা শক্রদিগকে
 জয় করিয়া সমুদ্রগত, নদীমধ্যস্থ, গ্রামস্থ,
 বনবাসী, নানারূপধর দৈত্যদিগকে নিহত
 করিলেন। সিংহাকারধারী বজ্রবৎ কঠোর-
 নখশালী, মহাসটাবান্‌ সেই প্রভু দৈত্যগর্ভ-
 আবকারী মহানাদ, প্রলয়ানলসান্নিভ বীকণ,
 চপেটামাত্ত ও অঙ্গবিক্রেপাদি দ্বারা অশুর-
 ং

এবং হুয়া বহুবিধান গৌতমীমগমকরিঃ ।
 স্বপদাশুজসন্ততাঃ মনোনয়ননন্দিনীম্ ॥ ১০
 তজ্জায্য * ইতি ধ্যায়ে দণ্ডকাধিপতে রিপুঃ ।
 দেবানাং তুর্জয়ো যোদ্ধা বলেন মহতাবৃতঃ ॥ ১১
 তেনাত্তবমহারৌদ্রঃ ভীষণঃ লোমহর্ষণম্ ।
 শস্ত্রানুবর্ষণঃ যুদ্ধং হরিণা দৈত্যাস্থনা ॥ ১২
 নিজ্ঞান হরিঃ ক্রীমাংস্তঃ রিপুঃ দ্যুতরেতটে ।
 গঙ্গায়াঃ নারসিংহস্ত তীর্থং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্
 স্নানদানাদিকং তত্র সর্বপাপগ্রহাদনম্ ।
 সর্বরক্ষাকরং নিত্যং জরামরণবারণম্ ॥ ১৩
 যথা সুরাণাং সর্বেষাং ন কোহপি হরিণা সমঃ
 তীর্থানামপাশেষাণাং তথা ততীর্থমুত্তমম্ ॥ ১৪
 তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কুর্ধ্যাদ্ধরিপুজনম্ ।
 স্বর্গে মর্ত্যে তলে বাপি তন্তু কিঞ্চিন্ন তুর্লভম্ ॥
 ইত্যাক্ষতৌ যুনে তত্র মহাতীর্থানি নারদ ।

গণকে চূর্ণ করিলেন। সেই হরি এইভাবে
 বিবিধ দৈত্যগণকে সংহার করিয়া স্বপদাশুজ-
 সন্ততা মনোনয়নানন্দিনী, গৌতমীতে গমন
 করিলেন। ১-২। সেখানে অস্বর্ধ্য নামে
 দণ্ডকাধিপতির 'রিপু', মহাবলসমাবৃত, এক
 দেবতুর্জয় দৈত্য যোদ্ধা ছিল। সেই দৈত্য
 সহ হরির শস্ত্রানুবর্ষণ সহকারে ভীষণ
 রোমহর্ষণ অতি ঘোর যুদ্ধ হয়। ক্রীমান
 হরি গৌতমীর উত্তর তটে তাহাকে বিনাশ
 করেন। সেই স্থানে ত্রৈলোক্যবিজ্ঞ
 নারসিংহ তীর্থ হয়। ঐ স্থানে স্নানদানাদি
 কার্যে সর্বপাপগ্রহ অর্দিত হয়। উহা নিত্য
 সর্বরক্ষাকর ও জরামরণহর। সুরগণ
 মধ্যে যেমন হরি সম কেহ নাই, তদ্রূপ অশেষ
 তীর্থ মধ্যেও ঐ তীর্থের তুল্য কোন উত্তম
 তীর্থ নাই। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর
 নৃহরির পূজা করিলে স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে—
 কুত্রাপি তাহার কিছুই তুর্লভ থাকে না। হে
 মুনে, নারদ! ঐখানে ঐরূপ অষ্ট মহাতীর্থ

* তজ্জায্য ইতি ৫ পাঠঃ ।

* সুরবলোক্তি কচিৎ পাঠঃ ।

পৃথকপৃথকতীর্থকোটিকলমাহর্ষনীষিণঃ ॥ ১৫
 অশ্রদ্ধয়াপি যন্নাস্তি স্মৃতে সর্বাসংকল্পঃ ॥ ১৬
 ভবেৎ সাক্ষাৎসিংহোহসৌসর্ষদা যত্র সংহিকঃ
 ততীর্থসেবাসজ্ঞাতঃ কলং কৈরিত্ব বর্ণ্যতে ॥ ১৭
 যথা ন দেবো নৃহরেয়ধিকঃ কাপি বর্ততে ।
 তথা নৃসিংহতীর্থেন সমং তীর্থং ন কুত্রাচিৎ ॥ ১৮
 ইতি ক্রীত্বাক্ষে নারসিংহাষ্টতীর্থবর্ণনমেকোন-
 পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯ ॥

পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পৈশাচঃ তীর্থমাখ্যাতঃ গঙ্গায়া উত্তরে তটে ।
 পিশাচত্বাংপুরা বিপ্রো মুক্তিমাংস মহামতে ॥ ১
 সুযজ্ঞস্বাহাজ্ঞো যোকে জীগর্তি* রিতিবিজ্ঞতঃ

আছে। উহার প্রত্যেকে পৃথক পৃথক কোটী
 তীর্থসম কল দান করে। মনীষিগণ এই-
 রূপ বলেন। নর অশ্রদ্ধাসহকারেও বাহার নাম
 স্মরণে সর্বপাপ মুক্ত হয়, সেই নৃসিংহ
 দেব যেখানে সর্ষদা সাক্ষাৎ বিরাজমান
 সেই তীর্থের সেবাজনিত কলের বর্ণন
 করিতে কাহার সক্ষম হয়? নৃহরি অপেক্ষা
 শ্রেষ্ঠ দেবতা যেমন কুত্রাপি নাই, তেমনি
 নৃসিংহ-তীর্থের-সম তীর্থ কুত্রাচিৎ বিজ্ঞমান
 নাই। ১০—১২।

উনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মহামতি নারদ! গঙ্গার
 উত্তর তটে পৈশাচিক নামে এক তীর্থ
 আছে। ঐ স্থানে পুরাকালে এক বিপ্র
 পিশাচত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

* অজীগর্তিতি ৫ পাঠঃ কচিৎ । ৫
 পুরাণান্তরমন্তোহপি নৈতৎপ্রবক্তব্য-
 নীতি সুবীতিববোধম্ ।

কুটুম্বভারহুঃখার্ভো হৃভিক্ষেণ তু পীড়িতঃ ॥ ২
 মধ্যমস্ত শুনঃশেকঃ পুত্রঃ ব্রহ্মবিদাং বরম্ ।
 বিক্রীতবান্ কত্রিয়ায় বধায় বহ্লৈর্ধনৈঃ ॥ ৩
 কিং নামাপদাতঃ পাপং নাচরত্যপি পণ্ডিতঃ *
 স মৃতঃ কালপর্যায়ে নরকেষু পাতিতঃ ।
 ভোগাদৃতেন কয়োহস্তি প্রাজ্ঞানানামহাংসান্
 কিঙ্করৈর্মবাক্যেন বহুযোন্তস্তরং গতঃ ।
 ততঃ পিশাচো হ্যভবদাক্রণো দাক্রণাকৃতিঃ ॥ ৬
 শুককাঠেষুথারণ্যে নির্জলে নির্জনে তথা ।
 গ্রীষ্মে গ্রীষ্মদব্যাধৌ ক্ষিপ্যতে যমকঙ্করৈঃ ॥
 কন্তাপুত্রমহীবাজগবাং বিক্রয়কারিণঃ ।
 নরকারে নিবর্তন্তে যাবদভূতসংগ্রবম্ ॥ ৮
 শক্ৰতাঘবিপাকেন দাক্রণৈর্ময়িকঙ্করৈঃ ।

সুযজ্ঞ নামক এক দ্বিজের জীগর্ভ নামে
 এক বিক্রীত পুত্র ছিল। সে হৃভিক্ষে প্রপী-
 ডিত হইয়া পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম
 হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যর শুনঃশেক নামে স্বীয়
 মধ্যম পুত্রকে নরমেধ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ এক
 কত্রিয়ের নিকট বহুল ধনের বিনিময়ে বিক্রয়
 করিলেন। আপদগ্রস্ত হইলে অপরের
 কথা কি? পণ্ডিত জনও কোন্ পাপ না
 করেন? তা পর—সে কালান্তরে মৃত হইয়া
 নরকে পতিত হইল। প্রাজ্ঞন কর্মসমূহের
 ইহালাকে ভোগ ভিন্ন ক্ষয় নাই। সে যমের
 আদেশ অনুসারে কিঙ্করগণ কর্তৃক নানা
 নরকে পাতিত হইয়া পরে দাক্রণাকৃতি ও
 দাক্রণপ্রকৃতি পিশাচ হইল। যম বিষ্ণুর
 তাহাকে গ্রীষ্মকালে দাবানলসঙ্কুল শুক-
 কাঠপুণ জনশ্রুত জলহীন এক অরণ্যে
 নিক্ষেপ করিল। কন্তা, পুত্র, মহী, অশ্ব
 গো—এ সকলের বিক্রয়কারী নরগণ ও গি-
 পুঞ্জের স্থিতিকাল পর্যন্ত নরক হইতে নিবৃত্ত

* “শমিত্তে ধঃ কাপ জগৃহে বহলং মুনিঃ ।
 বিদারণার্থঞ্চ ধনং জগৃহে ব্রাহ্মণাধমঃ ॥

চতোহপ্রতিসমাপ্যেয়মহারোগানপীড়িতঃ ।
 দ্বিগোবোহুঃখানিঃ সচিদ্রজায়ে

সজ্জাতে পচামানোহসৌ কুরোদোচ্চৈঃ কৃতং
 শ্রবন্ ॥ ৯
 পাখি গচ্ছন কদাচিৎ স জীগর্ভে ন্যায়মঃ স্রুতঃ ।
 শুশ্রাব রুদতো বাণীং পিশাচস্ত মুহূর্মুহঃ ॥ ১০
 পুত্রক্রেতুর্ভক্ষহন্তজীগর্ভে পিতৃস্তদা * ।
 শুনঃশেকস্তদোবাচ কো ভবানতিদুঃখিতঃ ॥ ১১
 জীগর্ভিরববীহুঃখাচ্ছুনঃশেকপিতা স্বহম্ ॥ ১২
 পাপীয়সীং ক্রিয়াং কুত্বা যোনিং প্রাপ্তোহস্মি
 দাক্রণাম্ ।
 নরকেষুথপক্শ পুনঃ প্রাপ্তোহস্তরালকম্ ॥ ১৩
 যে যে দৃষ্টতকর্মাণস্তেষাং তেষামিযং গতিঃ ॥ ১৪
 জীগর্ভপুত্রস্তমুবাচ হুঃখাৎ
 সোহহং স্রুতন্তে মম দোষেণ তাত ।
 বিক্রীত্বা মাং নরকানেবমাশু-
 মৃতঃ করিষ্যে স্বর্গতং ভ্রামিদানীম্ ॥ ১৫

হইতে পারে না। সেই জীগর্ভ, শক্ৰত
 বিপাক-বশে দাক্রণ যম-কিঙ্করবর্গ কর্তৃক
 সেই অতি দুঃখদ বনে নিক্ষিপ্ত হইয়া উচ্চৈঃ
 শ্বরে নিজ দৃষ্টত শ্রবণপূর্বক রোদন করিতে
 লাগিল। ১—৯। জীগর্ভের সেই মধ্যম
 পুত্র একদা পথে যাইতে যাইতে পুত্র-
 বিক্রেতা, ব্রহ্মঘাতী, পিশাচরূপী পিতা জীগ-
 র্ভের বারংবার বিলাপবাণী শুনিতে পাইল।
 শুনঃশেক তাহা শুনিয়া দুঃখতচিন্তে জিজ্ঞাসা
 করিল—“কে তুমি?” জীগর্ভ দুঃখিতভাবে
 উত্তর করিল—আমি শুনঃশেকের পিতা।
 আমি পাপীয়সী ক্রিয়া করিয়া তাহার ফলে
 এই দাক্রণযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি
 নরকেও নানা যাতনা ভোগ করিয়াছি,
 হারপর এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি।
 যাহারা দৃষ্টতকর্মা, তাহানিগের এইরূপই
 গতি হইয়া থাকে। জীগর্ভ-পুত্র শুনঃশেক
 তখন হুঃখ সহকারে তাহাকে কহিলেন,—
 তাত! আমিই তোমার সেই পুত্র। আমার

* পাপিনঃ পুত্রবিক্রেতুর্ভক্ষহন্তঃ পিতৃশ্চ ভ্রাম ।
 ইমর্কঞ্চ সচিদ্রজম্ ।

এবং প্রতিজ্ঞায় স গাধিপুত্র-
পুত্রস্বমাপ্তোহর্থ মুনিপ্রবীরঃ ।
গঙ্গামতিধ্যায় পিতৃশ্চ লোকা-
নমুত্তমানীহমানো জগাম ॥ ১৬
অশেষতুঃখানলধূপিতানাং
নিমজ্জতাং মোহমহাসমুদ্রে ।
শরীরিণাং নান্দদহো ত্রিলোক্যা-
মালম্বনং বিষ্ণুপদীং বিহায় ॥ ১৭
এবং বিনিশ্চিত্য মুনির্মহাত্মা
সমুদ্ভিষীষুঃ পিতরং স তুর্গতেঃ ।
শুচিস্ততো গোতমীমাশু গাহ্বা
তত্র স্নান্বা সংস্মরত্বুবিষ্ণু ॥ ১৮
দদৌ জলং প্রেতরূপায় পিত্রে
পিশাচরূপায় সূতুঃখিতায় ।
তদানমাত্রেণ তর্পৈব পুত্রে
জীগতিরাবাপ বপুঃ সুপুণ্যম্ ॥ ১৯
বিমানমুক্তঃ সুরসজ্জকুণ্ডে
বিলোকে পদং প্রাপ সূতপ্রভাবাৎ ।

দোষেই তোমার এ দশা ! আমাকে বিক্রয়
করিয়াই তুমি নরক প্রাপ্ত হইয়াছ ! অতএব
এক্ষণে আমি তোমাকে স্বর্গগত করিব ।
সেই শুনঃশেফ এইকণ প্রতিজ্ঞা করিয়া
গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের পুত্র হইল এবং
পিতার অক্লান্তম লোকপ্রাপ্তি কামনায় গঙ্গার
অভিধান সহকারে প্রস্থান করিল । অশেষ
তুঃখানল-সন্তপ্ত মোহসাগর-ময় শরীরিণের
ত্রিলোকী মধ্যে বিষ্ণুপদী জাগীৰ্ব্বী ব্যতীত
যার কোন অবলম্বন নাই ১৬—১৭ । সেই
মহাত্মা মুনি শুনঃশেফ পিতাকে সেই তুর্গতি
হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শুচি হইয়া
অগ্নিতপ্তিতে গোতমীতে যাইয়া স্নানপূর্বক
শতু ও বিষ্ণুকে স্মরণান্তে সেই পিশাচরূপী
সূতুঃখিত প্রেত পিতাকে জলদান (তর্পণ)
করিল । সেই জলদান মাতেই জীগত
তখনই পুত্র হইয়া সুপুণ্য দেহ পাইল ।
সে তখন পুত্রের, গঙ্গার, হরির, হরের ও

গঙ্গাপ্রভাবাক্ত হরেশ্চ শস্তো-
বিধাতুরকাযুততুল্যতেজাঃ ॥ ২০
ততঃ প্রভৃত্যেতদতিপ্রসিদ্ধাঃ
পৈশাচনাশক মহাগদক ।
মহাস্তি পাপানি চ নাশমাশু
প্রয়াস্তি যন্ত স্মরণেন পুংসাম্ ॥ ২১
তীর্থস্ত চেদং গদিতং তবাদ্য
মাহাত্ম্যমেতৎ ত্রিশতানি যত্র ।
তীর্থান্তথাত্মানি ভবন্তি ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদায়ানি কিমন্তদত্র ॥ ২২

সর্বসিদ্ধিদমাখ্যাতমিত্যাদ্যত্র শতত্রয়ম্ ।
তীর্থানাং মুনিজুষ্টানাং স্মরণাদপ্যতীষ্টদম্ ॥ ২৩
ইতি শ্রীব্রাহ্মে পৈশাচাদিত্রিশততীর্থবর্ণনং
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫০ ॥

বিধাতার প্রভাবে অকাযুত তুল্য তেজঃ-
শালী হইল এবং বিমানারোহণে স্মরণে
পরিবৃত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিল ।
সেই হইতে ঐ স্থানটী পৈশাচনামে ও মহাগদ
নামে খ্যাত হয় । উহা পিশাচ ও রোগ-
নাশক । উহার স্মরণে ও মনুষ্যগণের মহা-
মহা পাতকরাশি বিনষ্ট হয় । উক্ত তীর্থের
অন্ত এই মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিলাম । ঐ
স্থানে আরও ত্রিশত তীর্থ বর্তমান আছে ।
সেই সমস্ত তীর্থই ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ । সর্ব
সিদ্ধি প্রভৃতি নামে বিখ্যাত তিন শত তীর্থ
মুনিজন জুষ্ট এবং স্মরণমাতেই অতীষ্টদ
জানিবে ।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫০ ॥

একপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

নিম্নভেদমিতি খ্যাতং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
গঙ্গায়্য উত্তরে পারে তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
যন্ত সংস্মরণেনাপি সৰ্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ।
বেদদ্বীপশ্চ তত্রৈব দৰ্শনাস্থেদবিভূতবেৎ ॥ ২
উৰ্বশীঃ চকমে রাজ্য ঐলঃ পরমধার্মিকঃ ।
কো ন মোহমুপায়াতি বিলোক্য যদিরেক্ষণাম্
সা প্রায়াদ্যত্র রাজাসৌ স্বতঃ স্তোকং সমশ্রুতে
আনন্দদৰ্শনাৎ কৃতা তস্তাঃ কালাবধিং নৃপঃ ।
তাং স্বীচকার ললনাং যুনাং রম্যাং নবাং নবাম্
সুপুয়াং শয়নে তস্তাং সমুত্তরৌ পুরুষবাঃ ।
বিলোক্য তং বিবসনং তদৈবাসৌ বিনির্গতা ॥
বিদ্যাক্ষলচিত্তানাং ক হৈহ্যং নহু যোষিতাম্
ঈকাক্ষক্রে স শৰ্ষধাং বিবস্ত্রো বিন্মিতো

মহান্ ॥ ৭

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গার উত্তর পারে
সৰ্বপাপপ্রমশন ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত নিম্নভেদ
নামে এক তীর্থ আছে; উহার স্মরণ
যাজ্ঞেও সৰ্বপাপ ক্ষয় হয়! সেখানে বেদ-
দ্বীপ নামে তীর্থ আছে, উহার দৰ্শনে বেদস্ত
হওয়া যায়। পরম ধার্মিক ঐলরাজ্য উৰ্ব-
শীকে কামনা করিয়াছিলেন। যদিরেক্ষণা
রমণী দেখিয়া কেই বা না মোহপ্রাপ্ত হয়?
রাজ্য যেখানে তাহাকে পাইবার নিমিত্ত
অজ্ঞমাত্র স্বত প্রাশনপূৰ্বক অবস্থিত ছিলেন,
সেই উৰ্বশী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং যত-
কাল যাবৎ রাজাকে নয় না দেখিবেন, তাবৎ-
কাল থাকিবেন, এইরূপ সময় নির্ধারণ করি-
লেন। রাজ্য তাহাতে সম্মত হইয়া সেই যুব-
জনরম্যা নিত্য নবীনা ললনাকে গ্রহণ করি-
লেন। একদা শয়্যাত্রে উৰ্বশী শায়িতা
রহিয়াছেন, এমন সময় ঐল পুরুষবা নগা-
বহ্যাই উত্থান করেন; উৰ্বশী তাহা দেখিয়া
তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। বিদ্যাতুল্য

এতদ্বিম্বস্তরে রাজ্য যুদ্ধায়াগাদিপুন প্রতি ।
তান্জিত্বা পুনরপ্যাগাদেবলোকং সুপুজিতম্ ॥
স চাগত্য মহারাজো বসিষ্ঠোহু পুরোহিতঃ ।
উৰ্বশ্যা গমনং কৃত্বা ততো হৃৎসমর্ষিতঃ ।
ন জুহোতি ন চান্নাতি ন শৃণোতি ন পশুতি ॥৯
এতদ্বিম্বস্তরে তত্র মৃত্যবহঃ নৃপোত্তমম্ ।
বোধয়ামাস বাক্যৈশ্চ হেতুভূতৈঃ পুরোহিতঃ ॥
বসিষ্ঠ উবাচ ।

সা মৃত্যু মহারাজ মা ব্যথস্ব মহামতে ।
এবং স্থিতস্ত মা হ্যং বৈ অশিবাঃ

স্মৃত্যয়াগাঃ ॥ ১১

ন ব ত্রৈণানি জানীষে হৃদয়ানি মহামতে ।
শালাবৃকাণাং যাংদ শি তস্মাৎ ভূপ মা শুচঃ ॥
কো নাম লোকে রাজেন্দ্র কামিনীভির্ষ বঞ্চিতঃ
বঞ্চকঃ নৃশংসঃ চঞ্চলঃ কুলীলতা ।

চঞ্চলচিত্ত যোষিৎগণের হৈহ্য কোথায়?
তিনি শৰ্ষরীতে বিবস্ত্র হইয়াছেন, দেখিয়াই
উৰ্বশী মহাবিন্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন।
রাজ্য কোনও শত্রুদল সহ যুদ্ধার্থ গমন
করেন। তাহাদিগকে জয় করিয়া পুনরায়
সুপুজিত দেবলোকে গমন করেন। তথ্য
হইতে আসিয়া সেই মহারাজ পুরোহিত বসি-
ষ্ঠের নিকটে উৰ্বশীর গমনবৃত্তান্ত শুনিয়া
হুঃখিত হইলেন; তজ্জন্ত স্নানও করেন না,
ভোজন করেন না কিংবা কিছু দর্শনও করেন
না; এ সমস্তই ত্যাগ করিলেন। পুরো-
হিত বসিষ্ঠ সেই নৃপোত্তমকে মৃতকল্প দর্শনে
যুক্তিসম্বিত বাক্যে প্রবোধিত করিতে
লাগিলেন। ১—১০। হে মহামতি মজা-
রাজ! সেই উৰ্বশী অন্য মরিয়াছে; আপনি
ব্যথিত হইবেন না। আপনি এক্ষণে
আছেন, আপনাকে কিপ্রগায়ী অশুভ যেন
স্পর্শ না করে। মহামতি ভূপ! আপনি
স্বীজনের হৃদয় জ্ঞাত নহেন; উহাদিগের
চিত্ত শৃগালীর স্থায়। অতএব আপনি
শোক করিবেন না। রাজেন্দ্র! লোকে
কোন ব্যক্তিই বা কামিনীজন দ্বারা বঞ্চিত

ইতি স্বাভাবিকং যাসাং তাঃ কথং সুখহেতবঃ ॥
কালেন কো ন মিহতঃ কোহধী গৌরবমাগতঃ
শ্রিয়া ন ভ্রামিতঃ কো বা যোষিত্তিঃ কো ন

খণ্ডিতঃ ॥১৪

অপ্নমায়োপমা রাজস্বদাবিপ্লুতচেতসঃ ।

সুখায় যোষিতঃ কস্ত জ্ঞাত্বৈতদ্বিজরো ভব ॥

বিহায় শঙ্করং বিষ্ণুং গৌতমীং না মহামতে ।

তুংখিনাং শরণং স্ত্যক্ত্বা দ্বিত্যে ভুবনত্রেয়ে ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজা তুংখং সংহত্য যত্নতঃ ।

গৌতম্যা মধ্যসংস্কাহসাবৈলঃ পরমধার্মিকঃ ॥

তত্র চারাদয়ামাস শিবঃ দেবঃ জনার্দনম্ ।

ব্রহ্মাণং ভাস্বরং গঙ্গাং দেবানস্তাংশ্চ যত্নতঃ ॥

যো বিপন্নো ন তীর্থানি দেবভাশ্চ ন সেবতে ।

স কালবশগো জন্তুঃ কাঃ দশামুখ্যাকৃতি ॥১৯

তদীধৈরেকশরণো গৌতমীসেবনোৎসুকঃ ।

পর্য্যং ব্রহ্মাণুপগতঃ সংসারাহাপরাশ্রুতঃ ॥

না হইয়াছে? বককহ, নৃশংসহ ও কুশী-
লহ, এ সকল যাহাদিগের স্বাভাবিক, তাহার।
সুখ-হেতু হইবে কেমনে? কালের দ্বারা
কে না নিহত হয়? কোন্ অথী গৌরব
প্রাপ্ত হয়? শ্রীর দ্বারা কে না ভ্রান্ত
হয়? আর যোষিৎজন দ্বারা কে না খণ্ডিত
হয়? রাজন্! অদাস্তচেতা কোন্ জনের
যোষিৎগণ সুখ-হেতু হয়? ইহা বুঝিয়া বিজর
হউন। মহামতে! শঙ্কর, বিষ্ণু বা গৌতমী,
ব্যতীত ভুবনত্রেয়ে তুংখীদিগের আর কোনও
শরণ নাই। ১১—১৬। ব্রহ্মা কহিলেন,—
বশিষ্ঠের এই সকল বাক্য শুনিয়া পরম
ধার্মিক রাজা ঐল সমুদ্রে তুংখ বিসর্জনপূর্বক
গৌতমীমধ্যগত হইয়া শিব, দেব-জনার্দন,
ব্রহ্মা, ভাস্বর, গঙ্গা ও আরও অনেক
দেবতাকে যত্নসহকারে আরাধনা করিতে
লগিলেন। যে জন বিপন্ন হইয়া তীর্থ বা
জৈষ্ঠাগণের সেবা না করে, সেই কালবশ-
গত জন্তু কোন দশা না প্রাপ্ত হয়? সেই
জন্তু রাজা ঐলর শরণ লইল গৌতমীসেব-

নৈজে যজ্ঞাংশ্চ বহলানুদ্বিগুভিবহলকিনান্ ॥

বেদদ্বীপোহভবন্তেন যজ্ঞদ্বীপঃ স উচ্যতে ॥

পৌর্ণমাস্য শর্কর্যাং তজ্জয়াতি সদোর্জস্বী ॥২২

তস্ত দ্বীপস্ত যঃ কুর্ধ্যাৎ প্রদক্ষিণমথো নরঃ ।

প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন পৃথিবী সাগরাধরা ॥ ২৩

বেদানাং স্মরণং তত্র যজ্ঞানাং স্মরণং তথা ।

স্মৃতিতী তত্র যঃ কুর্ধ্যাদ্বেদযজ্ঞকলং লভেৎ ॥

ঐলতীর্থস্ত তজ্জজ্ঞেয়ং তদেব চ পুরুষরম্ ।

বাসিষ্ঠকপি তত্ত্ব স্মারিতভেদং তদুচ্যতে ॥২৫

ঐলে রাজস্বি ন কিঞ্চিৎস্মারিত্যঃ সর্কেষু কর্মসু

যদেতন্নিম্নমুর্দ্ধ্বাঃ সর্বভাবেন বর্তনম্ ॥ ২৬

তচ্চাপি ভেদিতং নিম্নং বসিষ্ঠেন চ গঙ্গয়া ।

নিম্নভেদমভূন্তেন দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টসিদ্ধিদম্ ॥ ২৭

তত্র সপ্ত শতাত্তাহস্তীর্থানি গুণবন্তি চ ।

ত্রেষু পানক দানক সর্বকৃতফলপ্রদম্ ॥ ২৮

নোৎসুকচিত্তে সংসারপহা বিসর্জনপূর্বক
পরম ব্রহ্ম-সহকারে ঐ স্থানে ঋষিকৃজন
দ্বারা বহু দক্ষিণায়ুক্ত বহুল যজ্ঞ সম্পাদন
করিলেন। সেই জন্তু উহার নাম হয় বেদ-
দ্বীপ। উহাকে ‘যজ্ঞদ্বীপ’ও বলিয়া থাকে।
উর্দ্ধ্বী সতত পৌর্ণমাসী দিবসে তথায়
আগমন করেন। যে নর, সেই দ্বীপ
প্রদক্ষিণ করে, তৎকর্তৃক সাগরাধরা ধরনী
প্রদক্ষিণীকৃত হয়। ঐ স্থানে বেদ ও যজ্ঞ-
সকলের যে স্মরণ করে, সেই স্মৃতি ব্যক্তি
বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞসম্পাদনের ফল প্রাপ্ত
হয়। উহাই ঐল তীর্থ। ঐ তীর্থই পুরুষবা,
বাসিষ্ঠ, ও নিম্নভেদ ইত্যাদি নামে উক্ত হয়,
জানিবে। ঐল রাজা কোন কর্মে কুজাপি নিম্ন
(মৌচ) হইতেন না, কেবলমাত্র উর্দ্ধ্বীতেই
নিম্নভাবে ব্যবহার করিতেন। উহার ঐ
নিম্নভাবেও বশিষ্ঠ ও গঙ্গার প্রসাদে এখানে
ভেদিত হয়। এ নির্মিত উহার নিম্নভেদ নাম
হইয়াছে। উহা দৃষ্টাদৃষ্ট ইষ্ট-সিদ্ধিদায়ক। ঐ
স্থানে সপ্তশত তীর্থ আছে, সেই সমস্ত
তীর্থ অতি গুণবান। ঐ সকলে বান ও

জ্ঞানং কৃত্বা নিম্নভেদে যঃ পশুতি সুরানিমান্ ।
ইহ চামৃত্র বা নিম্নঃ ন কিঞ্চিৎশু বিদ্যতে ।
সর্বোন্নতিমবাপ্যাসৌ মোদতে দিবি শক্রবৎ
ইতি শ্রীব্রাহ্মে নিম্নভেদাদিশপ্তশততীর্থবর্ণন
একপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

নন্দীতর্কমিতি খ্যাতং তীর্থং বেদবিদো বিদুঃ ।
তন্তু প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১
অত্রিপুত্রো মহাতেজাচন্দ্রমা ইতি বিক্রমতঃ ।
সর্বান বেদাংশ্চ বিধিবদ্ধহুর্বেদঃ যথাবিধি ॥ ২
অধীত্য জীবাং সর্বান্চ বিদ্যাশ্চাত্মা মহামতে
ওরুপুজাং করোম্যিতি জীবমাহ স চন্দ্রমাঃ ।
ব্রহ্মপতিস্তদা প্রাহ চন্দ্রঃ শিষ্যঃ মুদারিতঃ ॥ ৩

ব্রহ্মপতিক্রবাচ ।

খম প্রিয়া তু জানীতে ত্বাং রতীসমপ্রভা ॥ ৪

দান সর্বকৃতু-ফলপ্রদ । যে জন নিম্ন-ভেদে
জ্ঞান করিয়া এই সকল সুরগণকে দর্শন করে,
ইহকালে বা পরকালে তাহার কিছুই নিম্ন
থাকে না । সে সর্বোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে
শক্রবৎ মোদমান হয় । ১৭—২৯ ।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—নন্দীতীর্থ নামে যে
খ্যাতি তীর্থ আছে, বেদবিৎগণ উহা বিদিত
আছেন । নারদ ! তাহার প্রভাব বলিতেছি,
শ্রবণ কর । অত্রিপুত্র মহাতেজা চন্দ্রমা
বিখ্যাত ব্যক্তি । তিনি ব্রহ্মপতির নিকট সমস্ত
বেদ ধর্মুর্বেদ ও অস্ত্রাশ্র বিদ্যা যথাবিধি
অধ্যয়ন করিলেন । হে মহামতে ! পরে
সেই চন্দ্রমা ব্রহ্মপতিকে কহিলেন যে,—আমি
ওরুপুজা করিব । তখন ব্রহ্মপতি মুদারিত
হইয়া শিষ্য চন্দ্রকে কহিলেন,—এ বিষয়

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রহুং ভাঞ্চ তদা প্রায়াদন্তর্বেশ স চন্দ্রমাঃ ।
তারাং তারামুখীং দৃষ্ট্বা জগৃহে তাং করেণ সঃ
সবেশা প্রতি তাং লোভাদ্বলাদাকর্ষয়ন্তদা ॥ ৫
তাবন্ধৈর্ঘ্যানিধির্জানৌ মতিমান্ বিজিতোন্মিয়ঃ ।
যাবন্ন কামিনীনেত্রবাণ্ডরাভিনিবধ্যতে ॥ ৬
বিশেষতো রহঃসংস্থানং কামিনীমায়তেক্ষণাম্ ।
বিলোক্য ন মনো যাতি কন্তু কামেষু বশ্ততাম্
অতএবান্তপুরুষদর্শনং ন কদাচন ।
কুলবধূং রহঃ কার্য্যং ভীতয়া শীলবিপ্লুতে ॥ ৮
বিজায় তৎ পরিজনাং সহসোথায় নির্গতঃ ।
দৃষ্ট্বা তদুৎকৃতং কন্ম ব্রহ্মপতিকদারধীঃ ॥ ৯
শশাপ কোপাচ্চাক্ষিপ্য বাগ্ভিবিপ্রিয়কারিভিঃ
পর্য্যভিত্তামালোক্য কাস্তাং কঃ সোচুমৌশ্বরঃ
ব্রহ্মে তেন জীবোহপি দেবশ্চন্দ্রমসাক্ষর ॥ ১১

আমার প্রিয়া পত্নী রতীসমপ্রভা ত্বাং জানেন,
তাহাকে জিজ্ঞাসা কর । ব্রহ্মা কহিলেন,—
সেই চন্দ্রমা ত্বাংকে জিজ্ঞাসা করিতে
অন্তঃপুরে বাইলেন ; সেখানে তারামুখী
ত্বাংকে দেখিয়া লোভবশতঃ তদায় হস্ত
ধারণ করিলেন এবং নিজ ভবনাভিমুখে বল-
পূর্বক ত্বাংকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ।
জনগণ তাবৎকালই ধৈর্য্যনিধি, জ্ঞানী, মতি-
মান ও বিজিতোন্মিয় থাকে, যাবৎ কামিনী-
নয়নরূপ বাণ্ডরা দ্বারা আবদ্ধ না হয়,
বিশেষতঃ রহঃস্থানহা আয়তেক্ষণা কামি-
নীকে দেখিলে তাহার মন না কামের বশ্ততা
প্রাপ্ত হয় ? এই নিমিত্তই রহঃস্থানগতা
কুলবধূর পক্ষে, শীলবিপ্লুতি ভয়ে কদাচ
অন্তপুরুষদর্শন বিধেয় নহে । যাহা হউক,
উদারধী ব্রহ্মপতি পরিজনমুখে এই সংবাদ
পাইয়া সহসা নির্গত হইয়া সেই উৎকৃত কন্ম
দর্শনে কোপবশে কটু কঠোর বাক্যে চন্দ্রকে
তিরস্কারপূর্বক অভিশাপ দিলেন । বশ্ততঃ
কাস্তাকে পর্য্যভিত্তা দর্শনে কেই বা সহ
করিতে পারে ? দেব জীব রোরষশে চন্দ্রমা

ন শাপৈর্হস্ততে চন্দ্রো নায়ুধৈঃ সুরমাস্তিতৈঃ ।
বৃহস্পতিপ্রণীতৈশ্চ ন মর্জৈর্হস্ততে শলী ॥ ১২
তদা চন্দ্রস্তাং তারাং নীহা সংস্থাপ্য মন্দিরে
বুভুজে বহুবর্ষাণি রোহিণীং চাকুতোভয়ঃ ॥ ১৩
ন জীয়েত তদা দেবৈর্ন কোটৈঃ শাপমস্তিকৈঃ ।
ন রাজভির্ন ঋষিভির্ন সাম্য ভেদদণ্ডনৈঃ ॥ ১৪
যদা ভাৰ্য্যাং ন লেভেহসৌ গুরুঃ সর্ব প্রযত্নতঃ
সর্বোপায়কয়ে জীবন্তদা নীতিমথাস্মরৎ ॥ ১৫
অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা তু পৃষ্ঠতঃ ।
স্বার্থমুকরন্তে প্রাজ্ঞঃ স্বার্থভ্রংশো হি মূৰ্খতা ॥ ১৬
সাধ্যং কেনাপ্যপায়েন জানান্তঃ পুরুষৈঃ কলম্
বুধাভিমানিনঃ শীঘ্রং বিপদ্যন্তে বিমোহিতাঃ ॥
এবং নিশ্চিত্য মেধাবী গুরুঃ গতা শ্রবেদয়ৎ ।
তমাগতং কবির্জ্ঞাত্বা সম্মানেনাভ্যানন্দয়ৎ ॥ ১৮
উপবিষ্টং স্ৰাবশ্রান্তং পূজতঞ্চ যথাবিধি ।

সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু চন্দ্র না শাপ,
না সুরগণমাস্তিত আয়ুধ, না বৃহস্পতিপ্রণীত
মস্তক—কিছুতেই আহত হইলেন না ।
১—১২ । তখন চন্দ্র সেই তারাকে নিজ
মন্দিরে লইয়া গেলেন এবং সেখানে
রাখিয়া বহুবর্ষ রোহিণী ও তারা—উভয়কেই
নির্ভয়ে ভোগ করিতে লাগিলেন । তিনি
দেবগণের অস্ত্র, কোপপ্রযুক্ত শাপমস্তক, রাজা-
দিগের শাসনবাক্য, ঋষিদিগের আদেশ,—
সাম, ভেদ, দণ্ড—কিছুতেই অভিভূত
হইলেন না ; কাজেই গুরু বৃহস্পতি যখন
সর্বপ্রযত্নেও ভাৰ্য্যা পাইলেন না, তখন
তিনি সর্বোপায়বৈফল্য দর্শনে এইরূপ নীতি
স্মরণ করিলেন যে, অপমানকে পুরস্কারপূর্বক
মানকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি
স্বার্থ উদ্ধার করিবেন ; স্বার্থ-ভ্রংশই মূৰ্খতা ।
জ্ঞানবান্ জনগণ যে কোন উপায়ে কলের
সাধন করিবেন, বুধাভিমानी মুঢ়েরা বিপন্ন
হইয়া থাকে । বুদ্ধিমান বৃহস্পতি ইহা নিশ্চয়
করিয়া গুরুসমীপে গমন করিলেন । গুরু
তাঁহাকে সমাগত জানিয়া সম্মান সহ-
কারে অভিনন্দন করিলেন । পরে তিনি

পর্যাপৃচ্ছদৈত্যগুরুস্তদাগমনকারণম্ ॥ ১৯
গৃহাগতস্ত বিমুখাঃ শত্রবোহপ্যুত্তমা ন হি ।
তস্মৈ স বিস্তরেণাহ ভাৰ্য্যাহরণমাদিতঃ ॥ ২০
বৃহস্পতেস্তদা বাক্য শ্রুত্বা কোপাধিতঃ কবিঃ
অপরাধস্ত চন্দ্রস্ত মেনে শিষ্যস্ত নারদ ।
অতিক্রমমিমং শ্রুত্বা কোপাৎ কবিরথাত্রবীৎ ॥
গুরু উবাচ ।
তদা ভোজ্যে তদা পান্যে তদা স্বপ্নে তদা
বদে ।
যদানয়ে প্রিয়াং ভ্রাতৃত্বং ভাৰ্য্যাং পরাদিতাম্
তামানীয় ভবং পূজ্য চন্দ্রঃ শত্ৰু গুরুক্ষমম্ ।
পশ্চাদ্ভোজ্যে মহাবাহো শৃণু বাচং গ্রহেশ্বর ॥ ২৩
ব্রহ্মোবাচ ।
এবমুক্তা স জীবেন দৈত্যাচার্য্যো জগাম হ ।
শিবমারাধ্য যত্নেন পরং সামর্থ্যমাপ্তবান ॥ ২৪

সুখে উপবিষ্ট, বিশ্রান্ত ও যথাযোগ্য পূজিত
হইলে পর দৈত্যগুরু তাঁহার আগমন-
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । বিজ্ঞ শত্রুগণ
গৃহাগত জনের প্রাতি বিমুখ হইলেন না ।
বৃহস্পতি তাঁহাকে সেই ভাৰ্য্যাহরণ-বৃত্তান্ত
আগন্ত নিবেদন করিলেন । বৃহস্পতির
বাক্য শ্রবণে কবি তখন কোপাধিত হইয়া
শিষ্য চন্দ্রের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা
মানিয়া লইলেন এবং হে নারদ ! এইরূপ
সীমা অতিক্রমের কথা শ্রবণে কুপিত কবি
বলিলেন,—হে ভ্রাতঃ ! আমি তখনই
ভোজন করিব, তখনই পান করিব, তখনই
শয়ন করিব, এবং তখনই অস্ত্র বাক্যলাপি
করিব, যখন তোমার সেই পরাদিতা প্রিয়া
ভাৰ্য্যাকে আনিতে পারিব ! হে মহাবাহো,
গ্রহেশ্বর ! আমার এই কথা শুন ;—
তাঁহাকে আনয়নপূর্বক ভবের পূজাস্তে
গুরুদ্রোহী চন্দ্রকে শাপ দিয়া পশ্চাৎ আমি
ভোজন করিব । ১৩—২৩ । ব্রহ্মা বলি-
ছেন,—সেই দৈত্যাচার্য্য এই বলিয়া জীবনের
সহিত গমনপূর্বক বৃক্সসকলারে শিবের

জগাম শুক্রে জীবেন তারয়া যত্র চন্দ্রমাঃ ।
 শিবপ্রসাদাৎ কিং নাম দেহিনামিহ দুর্লভম্ ॥২৫
 বরানবাণ্য বিবিধান্ শঙ্করাভাবপূজিতাৎ ।
 বর্ততে তং শশাপোচ্চৈঃ শৃণু ত্বং চন্দ্র মে বচঃ
 যন্তাৎ পাপতরং কস্মৈ ত্বয়া পাপ মদাৎ কৃতম্ ।
 কুষ্ঠী ভূয়ান্ততশ্চন্দ্রঃ শশাপৈবং কুমা কবিঃ ॥২৭
 কবিশাপপ্রদগ্ধোহভূতদৈব যুগলাঞ্জনঃ ।
 প্রাপুঃ কস্মৎ ন কে নাম শুক্রেণামিসংজ্ঞিতঃ ॥২৮
 তত্য়াজ তাং স চন্দ্রোহপি তাং তারাঃ

জগৃহে কবিঃ ।

শুক্রেহপি দেবানাংহুয় ঋষীনপিতৃগণাংস্তথা ॥
 নদীর্নদাংশ্চ বিবিধানোষধীশ্চ পতিব্রতাঃ ।
 ততঃ সম্প্রীমায়েভে তারাবৃত্তবিনিক্ষয়ম্ ॥ ৩০
 ততঃ ক্রতিঃ পুরানাহ গোতম্যাং ভক্তিতত্ত্বিয়ম্ ।
 জ্ঞানং করোতু জীবেন তারা পূতা ভবিষ্যতি ॥

আরাধনা করিয়া পরম সামর্থ্য প্রাপ্ত হইলেন। তরুপূজিত শঙ্কর হইতে বিবিধ বরলাভান্তে সেই শুক্রে, জীবের সহিত, চন্দ্রমা যেখানে তারা সহ অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। শিবের প্রসাদে ইহলোকে দেহিগণের কি দুর্লভ থাকে? সেই কবি তখন তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে শাপ দিলেন। তিনি কহিলেন,—চন্দ্র! তুমি আমার বাক্য শুন। রে পাপ! যেহেতু তুই মদ গর্বে এই পাপতর কস্মৈ করিয়াছিস, এজন্য কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবি। কবি রোষ-বশে এইরূপ শাপ দিলেন। যুগলাঞ্জন চন্দ্র তখনই কবিশাপে দগ্ধপ্রায় হইলেন। শুক্রে, জাম্বী ও সখার দ্রোহকারী কাহারাই বা কস্মৈ নী পায়? চন্দ্রও তখন তারাকে ত্যাগ করিলেন। শুক্রে, তাহাকে গ্রহণ করিয়া দেব-ঋষি-পিতৃগণকে, বিবিধ ওষধি নদ নদী ও পতিব্রতাদিগকে আহ্বানপূর্বক সকলকে সেই তারাবৃত্তান্তের শোধনোপায় প্রশ্ন করিলেন। পরে ক্রতি সুরগণকে কহিলেন,—ইনি ভক্তি সহকারে গোতমীতে জ্ঞান করুন। জীবের সহিত এইরূপ জ্ঞান করিলেই

রহস্যমেতৎ পরমং ন কথ্যং যন্ত কস্তচিৎ ।
 সর্বার্থপি দশাশ্বেহ শরণং গোতমী কুণাম্ ॥ ৩২
 তথাকরোচ্চৈব তারা ভর্তা জ্ঞানং যথাবিধি ।
 পুষ্পবৃষ্টিরভূতত্র জয়শব্দো ব্যবর্তত ॥৩৩
 পুনর্বে দেবা অদহুঃ পুনর্বহুয়া বা উত ।
 রাজানঃ সত্যং কুখানা ব্রহ্মজায়াং পুনর্দহুঃ ॥ ৩৪
 পুনর্দহা ব্রহ্মজায়াং কুতাং দেবৈরকলম্বাম্ ।
 সর্বং কেমমভূতত্র তন্মাতীর্থং মহামুনে ॥ ৩৫
 তদভূৎ সকলাঘৌষধঃসনঃ সর্বকামদম্ ।
 আনন্দং কেমমভবৎ সুরাণামমুরারিণাম্ ॥৩৬
 বৃহস্পতেশ্চ শুক্রেস্ত তারায়াশ্চ বিশেষতঃ ।
 পরমানন্দমাপনৌ শুক্রেণামভাষত ॥ ৩৭

শুক্রেবচ ।

ত্বং গোতমি সদা পূজ্যা সর্বেষামপি মুক্তিদা ।
 বিশেষতস্ত সিংহস্বে ময়ি ত্রৈলোক্যপাবনী ।
 ভবিষ্যসি সরিছেষ্ঠে সর্বতীর্থে সমাধিতা ॥৩৮

তারা পবিত্রা হইবেন। এই রহস্য বিষয় যাহাকে তাহাকে বলা বিধেয় নহে। নর-গণের সকল দশাতেই ইহলোকে গোতমী অবলম্বন স্বরূপ। পরে তারাও ভর্তা সহ তাহাই করিলেন। তিনি যথাবিধি জ্ঞান করিলে সেখানে পুষ্পবৃষ্টি হইল; জয় শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। পরে সেই ব্রহ্মজায়া তারাকে দেব, মনুষ্য, রাজা সকলেই সত্য-বাক্যে নানা বর দিলেন। দেবগণ সেই ব্রহ্মজায়াপত্নীকে অকলম্বা দর্শনে বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিলেন। সুরাঃ সকলই তখন কেমময় হইল। হে মহামুনি নারদ! সেই জন্তু ঐ তীর্থ সর্বপাপনাশী ও সর্বকামদায়ী হই-
 যাচ্ছে। অমুরারি সুরগণের, বৃহস্পতির ও শুক্রেব বিশেষতঃ তারার—সকলেরই সেখানে কেম-বিধান হেতু আনন্দ হইল। শুক্রে তখন পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া গন্ধাকে বলিলেন,—হে গোতমি! তুমি মুক্তিদা বলিয়া সকলেরই সদা পূজ্যা; বিশেষতঃ আমি যখন সিংহরাশিতে থাকিব তখন তুমি সর্বতীর্থে সমাধিতা হইয়া ত্রৈলোক্য-

ধানি কানি চ তীর্থানি স্বর্গমর্ত্যরসাতলে ।
ত্ৰাঃ স্নাতুঃ তানিযান্তুস্তি ময়ি সিংহস্থিতেহস্থিকে
ব্রহ্মোবাচ ।

ধন্তঃ যশস্ত্রয়ায়ুস্য মারোগ্যক্রীবিবর্জনম্ ।
সৌভাগ্যৈশ্বর্যজননঃ তীর্থমানন্দনামকম্ ॥ ৪০
তত্র পঞ্চ সহস্রাণি তীর্গান্তাহ স গৌতমঃ ।
স্মরণাৎ পঠনাদ্বাপি ইষ্টৈঃ সংযুজ্যতে সদা ॥
শিবস্তাত্ৰ নিবিষ্টস্ত নন্দী গঙ্গাতটেহনিশম্ ।
সাক্ষাচ্চরত্যসৌ ধর্মন্ত্রানন্দীতটং স্মৃতম্ ॥
আনন্দমপি তত্তীর্থং সর্বানন্দবিবর্জনাৎ ॥ ৪২
ইতি শ্রীব্রাহ্মে আনন্দাদিপঞ্চসহস্রতীর্থবর্ণনঃ
ত্রিপকাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫২ ॥

পাবনী হইবে। স্বর্গে, মর্ত্যে, রসাতলে
যত কিছু তীর্থ আছে, হে অস্থিকে!
আমি সিংহরাশিতে থাকা কালীন সকলেই
তোমাতে শ্রদ্ধা করিতে আসিবে। ব্রহ্মা
বলিলেন,—উক্ত আনন্দ নামক তীর্থ ধন-
দায়ক, যশস্ত্র, আয়ুষ্য, আরোগ্যকর,
ক্রীবর্জনক, সৌভাগ্যোৎপাদক ও ঐশ্বর্য-সম্পা-
দক। সেই গৌতম মুনি, 'ঐ স্থানে পঞ্চ
সহস্র তীর্থ আছে, এ কথা বলেন। মানব
এই বৃন্তান্তের পঠন বা স্মরণেও মহা ইষ্ট
বিষয় সহ যোজিত হইয়া থাকে। এখানে
গঙ্গাতট-নিবিষ্ট শিবের সম্মুখানে ধর্ম্মাশ্রম
নন্দী সাক্ষাৎ বিচরণ করেন। এজন্য
উহার নাম নন্দীতট বলিয়া স্মৃত হয়। আর
সর্বানন্দ-বিবর্জন-কারী বলিয়া ঐ তীর্থ আনন্দ
নামেও বিখ্যাত ॥২৪—৪২॥

ত্রিপকাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

ত্রিপকাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ভাবতীর্থমিতি প্রোক্তং যত্র সাক্ষাৎস্বঃ স্থিতঃ ।
অশেষজগদন্তহো ভূতান্ধা সচ্চিদাকৃতিঃ ॥ ১
তত্রৈমা গুণা বক্ষ্যামিকথাঃ পুণ্যতমাঃ শুভাশু
স্থ্যবংশকরঃ শ্রীমান্ কত্রিঘাণাং ধুরন্ধরঃ ॥ ২
প্রাচীনবহিরাখ্যাতঃ সর্বধর্ম্মেষু পারগঃ ।
তিস্রঃ কোটোহর্দ্ধকোটিশ্চ বর্ষাণাং রাজ্য
আস্থিতঃ ॥ ৩
তন্ত্বেদৃশং ব্রতকাশীদ্যদহং যৌবনচ্যুতঃ ।
ভবেয়ং প্রিয়য়া বাপি পুত্রৈর্কো প্রিয়বস্ততিঃ ॥ ৪
বিযুজ্যেয়ং ততো রাজ্যং ত্যক্তেহহং নাত্র
সংশয়ঃ ।

বিবেকিনাং কুলীনানামিদমেবোচিতং নৃণাম্ ॥ ৫
স্বীয়তে বিজনে কাপি বিরক্তেবিভবকয়ে ।
তস্মিন্ প্রশাসতি মহীঃ ন বিয়োগঃ প্রিয়েঃ
কচিৎ ॥ ৬
নাধিব্যাধী ন ভুভিষ্কং ন বন্ধুকলহো নৃণাম্ ।
তস্মিন্ শাসতি রাজান্দ্র ন চ কশ্চিদ্বিযুজ্যতে ॥

ত্রিপকাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অশেষ জগৎ স্বাহার
অভ্যন্তরে বর্তমান, ভূতান্ধা, সচ্চিদাকৃতি
সেই ভব যেখানে সাক্ষাৎ অবস্থিত, ঐ স্থান
ভাবতীর্থ নামে প্রোক্ত হয়। তদ্বিষয়ে এই
পুণ্যতমা শুভ কথা বলিতেছি শুন। সর্ব-
ধর্ম্ম-পারগ প্রাচীনবহি নামে এক রাজা
ছিলেন। তিনি সার্ক ত্রিকোটি বর্ষ কাল
রাজ্য পালন করেন। তাঁহার এইরূপ
ব্রত ছিল যে,—আমি যখন যৌবনচ্যুত কিম্বা
প্রিয়া, পুত্র বা অন্য কোন প্রিয় বস্ততে বিযুক্ত
হইব, তখন নিঃসংশয় রাজ্য ত্যাগ করিব।
বিবেকী কুলীন নরগণের ইহাই উচিত যে,
বিভবকয় হইলে কোথাও কোন বিজন স্থানে
অবস্থান করা। তিনি মহীকে শাসন করিতে
থাকিলে কাহারও বিয়োগ হইত না। ১—৭।

ততঃ পুত্রার্থমকরোদযজ্ঞঃ রাজা মহামতিঃ ।
 ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ বর প্রাদাদযথেষ্পিতম্
 গৌতমীতীরসংস্থায় রাজ্ঞে দেবো মহেশ্বরঃ ।
 পুত্রং দেহীতি রাজা বৈ ভবঃপ্রাহ স ভাৰ্য্যা ॥
 ভবঃ প্রাহ নৃপং প্রীত্যা পশু নেত্রং তৃতীয়কম্
 ততঃ পশুতি রাজেন্দ্রে ভবশ্চাক্ষি তু মানদ ॥১০
 চক্ষুর্দীপ্ত্যভবৎ পুত্রো মহিমা নাম বিজ্ঞতঃ ।
 যেনাকারি জ্ঞাতিঃ পুণ্য মহিম্ব ইতি বিজ্ঞতা ॥১১
 কিমলভ্যঃ ভগবতি প্রসন্নো ত্রিপুরাস্তকে ।
 যং নিত্যমহু বর্ত্তন্তে হরিব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ১২
 প্রাপ্তপুত্রশ্চ নৃপতিস্তীর্থশ্ৰেষ্ঠমযাচত ।
 মহাপাপমহারোগমহাব্যসনিনাং নৃণাম্ ॥ ১৩
 নানাবিপদগাভীনাং সর্বাভিমতলক্ষ্যে ।
 প্রাদাজ্যৈষ্ঠ্যং ভবশ্চাপি ভাবতীর্থং তদ্ব্যচ্যতে
 তত্র স্থানে দানে সর্বান্ কামানবাণুয়াৎ ।
 ভবপ্রসাদভবৎ সূতঃ প্রচীনবর্হিষঃ ॥ ১৫

পরে সেই মহামতি রাজা পুত্রার্থ যজ্ঞ করেন,
 তাহাতে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর-
 দানোক্ত হইলে গৌতমীতীরস্থ সেই রাজা
 ভাৰ্য্যা সহ “পুত্র দিউন” এই প্রার্থনা
 করিলে দেব মহেশ্বর ভব প্রীতিবশে তাঁহাকে
 কহিলেন,—“মদীয় তৃতীয় নেত্রটি দর্শন কর ।”
 মানদ নারদ ! রাজা যেমন ভবের তৃতীয়
 নেত্র দেখিতে লাগিলেন, অমনি চক্ষুর দীপ্তি
 হইতে পুত্র জন্মিল । সেই পুত্র মহিমা নামে
 বিজ্ঞত হয় । এই মহিমা পুত্রই মহিম্ব নামক
 বিখ্যাত স্তবের প্রণেতা । হরি ব্রহ্মাদি সুরগণ
 নিত্য যাহার অনুবর্ত্তন করেন, সেই ত্রিপুরা-
 স্তক ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে ?
 নৃপতি পুত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ তীর্থের শ্রেষ্ঠতা
 বিষয়ক প্রার্থনা করিলেন । ভব—মহাপাপী,
 মহারোগী, মহাব্যসনৌ, নানাবিপদাপন্ন নর-
 গণের সর্বাভিমত প্রাপ্তি নিমিত্ত উক্ত তীর্থের
 শ্রেষ্ঠতা দান করিলেন । এইজন্ত সেই হইতে
 ঐ তীর্থ ‘ভাবতীর্থ’ নামে উক্ত হয় । ওখানে
 দান দানে সর্ব ফল প্রাপ্ত হয় । ভবের

মহিমা গৌতমীতীরে ভাবতীর্থং তদ্ব্যচ্যতে ।
 তত্র সপ্ততিতীর্থানি পুণ্যান্তখিলদানি চ ॥ ১৬
 ইতি ত্রীব্রাহ্মে ভাবতীর্থাদিসপ্ততিতীর্থবর্ণনঃ
 ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩ ॥

— — —

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সহস্রকুণ্ডমাখ্যাতং তীর্থং বেদবিদো বিদুঃ ।
 যন্ত অরণমায়েণ সুখী সম্পদ্যতে নরঃ ॥ ১
 পুরা দাশরথী রামঃ সেতুং বন্ধদধ্বা মহার্ণবে ।
 লঙ্কাং দধ্বা রিপুন্ হত্বা রাবণাদীনরণে শটৈঃ ॥
 বৈদেহীঞ্চ সমাসাদ্য রামো বচনমব্রবীৎ ।
 পশুৎসু লোকপালেষু তস্তাচার্য্যে পুরঃ স্থিতে
 অগ্নৌ শুদ্ধিগতাং সীতাং রামো লক্ষ্মণসন্নিধৌ
 এহি বৈদেহি শুদ্ধাসি অকমারোঢু মর্হসি ॥ ৪

প্রসাদে গৌতমীতীরে প্রাচীনবর্হির মহিমা
 নামে পুত্র হয় ; এজন্তই উহা ভাব তীর্থ নামে
 উক্ত হইয়া থাকে । ঐ স্থানে সপ্ততিসংখ্যক
 তীর্থ আছে ; উহার পুণ্য ও অখিল ফল
 প্রদান করে ।—১৬ ।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৫৩॥

— — —

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ঃ

ব্রহ্মা বলিলেন,—যাহার অরণমায়েই
 নর সুখী হইতে পারে, সেই বিখ্যাত সহস্র-
 কুণ্ডের বিষয় বেদবিদগণ বিদিত আছেন ।
 পুরাকালে দাশরথনন্দন রাম মহার্ণবে সেতু
 বন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কাদাহ করত রণে রাবণাদি
 রিপুগণকে তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে হনন করিয়া
 বৈদেহীকে লইয়া লোকপালগণের সমক্ষে
 পুরোভাগে তদীয় আচার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে,
 লক্ষ্মণসন্নিধানে, অগ্নিপ্রবেশে বিগুহা সীতাকে
 কহিলেন,—বৈদেহি ! আইস, তুমি শুদ্ধা

নেতৃত্বাচ্চ তদা ক্রীমানঙ্গদো হনুমাংস্ত বা ॥ ৫
অযোধ্যায়াক্ত বৈদেহি সার্কঃ যামঃ সুহৃজ্ঞনৈঃ
তত্র শুক্লিমবাপাথ পুনত্রাতৃষু মাতৃষু ॥ ৬
লৌকিকেষ্যপি পশুৎসু ততঃ শুক্লা নৃপায়জা
অযোধ্যায়াঃ সুপুণোহহি অঙ্কমারোচমর্গসি ॥
অস্তা চরিত্রবিষয়ে সন্দেহঃ কস্তা জায়তে ।
লোকাপবাদস্তদপি নিরস্তঃ স্বজনেষু হি ॥ ৮
হর্যোবাকামনাদুক্তা লক্ষণঃ সবিত্তৌষণঃ ।
রামশ্চ জাহবান্শৈব তামাহ্বয়ন্নপায়জাম্ ॥ ৯
স্বস্তীতুক্তা দেবতাতী রাজ্ঞোহঙ্ককাকরোহ সা
মুদিতান্তে যযুঃ শীঘ্রং পুষ্পকেণ বিরাজতা ॥ ১০
অযোধ্যাঃ নগবীঃ প্রাপা তথা বাজাঃ স্বকঃ

তৃ যৎ ।

মুদিতান্তেহভবনসর্গে সদা রামানুবর্তিনঃ ॥ ১১
ততঃ কতিপয়াহেবু অনাথোভো বিকৃপিকাম
বাচঃ স্বহা স ততাজ শুশ্রীণী তামযোনিজাম

বটে ; অতএব মদা : অঙ্কে আরোহণ কর ।
ক্রীমান্ অঙ্গদ ও হনুমান্ ইহাতে আপত্তি
করিয়া কহিলেন,—“না, বৈদেহি ! সুহৃজ্ঞন
সহ অযোধ্যায় যাইয়া ভাতা মাতা ও অস্তান্ত
জনগণের সাক্ষাতে পুনরায় শুক্লিতাত্তে
শুক্লা রাজকন্তা আপনি সুপুণ্য দিনে
পতির অঙ্কে আরোহণ করিলেন । এক্ষণে
নহে ।” ইহার চরিত্রবিষয়ে কাহার সন্দেহ
হয় ? তথাপি স্বজন-সমক্ষে লোকাপবাদ
নিরসন করা বিধেয় । লক্ষণ, বিত্তৌষণ,
রাম ও জাহবান্ তাঁহাদিগের বাক্যে অনা-
দরপূর্বক সেই নৃপায়জাকে পুনরায় আহ্বান
করিতে লাগিলেন । তখন দেবতাগণ
‘স্বস্তি’ শব্দ উচ্চারণ করিলে তিনি রাজা
রামচন্দ্রের অঙ্কে আরোহণ করিলেন ।
সকলে তখন মুদিত হইয়া শোভমান পুষ্পক-
রথে আরোহণপূর্বক তুরায় প্রস্থিত হই-
লেন । অযোধ্যায় আসিয়া রাম নিজ রাজ্য
পাইলেন ; তাহাতে রামানুবর্তী জনগণ
সকলেই মুদিত হইলেন । ১—১১ । তার
পর কিছুদিন গত হইলে অনাথ্যগণের

মিথ্যাপবাদমপি হি ন সহস্তে কুলোন্নতাঃ ।
বান্দৌকের্মুনিমুখ্যস্ত আশ্রমস্ত সমীপতঃ ।
ততাজ লক্ষণঃ সীতামহৃষ্টাঃ কদতীঃ কদন্ ।
নোল্লজ্যাজ্ঞা গুরুণামিত্যসৌ তদকরোতিয়া ॥
ততঃ কতিপয়াহেবু ব্যতীতেষু নৃপায়জঃ ।
রামঃ সৌমিত্রিণা সার্কঃ হ্রয়মেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ১৫
তত্রৈবাজগত্বকৃতী রামপুত্রৌ যশস্বিনৌ ।
লবঃ কুশশ্চ বিখ্যাতৌ নারদাবিব গায়কৌ ॥ ১৬
রামায়ণঃ সমগ্রং তদাকর্ষাবব সুস্বরৌ ।
রামস্ত চরিতং সৰ্বং গায়মানৌ সমীয়তুঃ ॥ ১৭
যজ্ঞবাটং রাজসুতো হেতুভিলক্ষিতৌ তদা ।
রামপুত্রাবুভৌ শূরৌ বৈদেহ্যস্তনয়াবিত্তি ॥ ১৮
তাবানৌ ততঃ পুত্রাবভিষ্য যথাক্রমম্ ।
অঙ্কারটৌ ততঃ কৃত্বা সমজে ভৌ পুনঃপুনঃ ॥
সংসারতুঃখখিন্নানামগতীনাং শরীরিণাম্ ।
পুত্রাণিঙ্গনমেবাত্র পরং বিশ্রান্তিকারণম্ ॥ ২০

কুংদাপুণ বাণী শুশ্রীয়া রাম সেই অযোনিজা
সীতাকে গভিণী অবস্থায় ত্যাগ করিলেন ।
কুলোন্নত ব্যক্তির মিথ্যাপবাদ সহিতে
পারেন না । রামের আদেশে লক্ষণ যাইয়া
মুনিমুখ্য বান্দৌকির আশ্রমসমীপে সেই অহৃষ্টা
রোদনপরায়ণা সীতাকে রোদন করিতে
করিতে ত্যাগ করিয়া আসিলেন । গুরু-
জনের আত্মা লঙ্ঘন করিতে নাই বলিয়া
তিনি ভয়বশতঃ ঐ কর্ম করিলেন । তারপর
কিছুদিন অতীত হইলে সেই নৃপায়জ রাম
সৌমিত্রি সহ হ্রয়মেধ যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হই-
লেন । সেই যজ্ঞস্থলে লব ও কুশ নামে
বিখ্যাত, নারদ সদৃশ গায়ক, যশস্বী রামপুত্র-
দ্বয় আগমন করিলেন । গুরুবৎ সুদয়,
শব্দ সেই বামতনয়দ্বয় সমগ্র রামচরিত্রাত্মক
রামায়ণ গান করিতে করিতে যজ্ঞবাটে প্রবিষ্ট
হইলে নানা হেতুতে তাহাদিগকে বৈদেহী-
গর্ভজাত রামপুত্র বলিয়া চিনিতে পারায় রাম
তাহাদিগকে আনয়নপূর্বক অভিষেকান্তে
অঙ্কারট করিয়া পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করি-
লেন । সংসারতুঃখখিন্ন, গতিহীন, শরীরি-

মুহুরালিঙ্গ। তৌ পুত্রৌ মুহুঃ স্বজতি চুহতি ।
 কিমপ্যস্তর্থাযতি চ নিঃস্বস্তাপি বৈ মুহুঃ ॥২১
 এতন্নিবন্তরে প্রাপ্তা রাক্ষসা লঙ্কবাসিনঃ ।
 সুগ্রীবো হনুমাংশ্চৈব অঙ্গদো জাম্ববাংস্তথা ॥
 অন্তে চ বানরাঃ সর্বৈ বিভীষণপুরুষরাঃ ।
 তে চাগত্য নৃপং প্রাপ্তাঃ সিংহাসনমুপস্থিতম্ ॥
 সীতামদৃষ্ট্বা হনুমানঙ্গদঃ কনকান্দ্রদঃ ।
 ক গতাযোনিজা মাতাএকো রামোহত্র দৃশ্যতে
 রামেণ সা পরিত্যক্তা ইত্যচুর্দ্বারপালকাঃ ।
 পশুৎসু লোকপালেষু আৰ্যো তত্র প্রবাদিনি ॥
 অগ্নৌ শুদ্ধিগতা সীতাং কিন্তু বাজানিরঙ্কুশঃ ।
 উৎপন্নৈলোকিকৈকবাটক্যে রামস্তাজ্জিতাঃ

প্রিয়াম্ ।

মরিষ্যাব ইতি ছাত্ৰা গোতমীঃ পুনরীয়তঃ ॥২৭
 রামস্তৌ পৃষ্ঠতৌ হতোক্তা অযোধ্যাবাসিভিঃ সহ

গণের এজগতে পুত্রালিঙ্গনট পবন বিশ্বান্তি-
 কারণ । তিনি সেই পুত্রদ্বয়কে মুহুমুহুঃ
 আলিঙ্গন ও চুহন করিতে লাগিলেন এবং
 ক্রমে ক্রমে মনে মনে কি যেন ধ্যান করত
 দীর্ঘ নিশ্বাস করিতে লাগিলেন । ১২—২১ ।
 ইত্যবসরে সেই স্থানে বিভীষণপুরুষসর
 লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ, সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ,
 জাম্ববান্ ও অন্যান্য বানরগণ আসিয়া উপ-
 স্থিত হইলেন । তাহারা আসিয়া সিংহাসনে
 রামকে দেখিলেন ; কিন্তু সীতাকে দেখিতে
 না পাইয়া কনকান্দ্রদ অঙ্গদ ও হনুমান
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—“অযোনিজা মাতা
 সীতা কোথায় ? এখানে একা রামকে
 দেখিতেছি কেন ?” তৎকালে দ্বারপালগণ
 বলিল,—“আর্য লঙ্ঘন প্রতিবাদ করিলেও
 লোকপালগণের সাক্ষাতেই রাম তাঁহাকে
 পরিত্যাগ করিয়াছেন ।” “নিরঙ্কুশ রাজা
 রাম সেই অগ্নিশুদ্ধা প্রিয়া সীতাকে লৌকিক
 বাক্যবশে পরিত্যাগ করিলেন ! অতএব
 আমরা তবে মরিব ।” এই বলিয়া তাহারা
 হইলেন গোতমীতে গমন করিলেন । রামও
 তখন তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাহিত

আগত্য গোতমীং তত্রাকুর্বন্তে পরমং তপঃ ॥
 স্মারং স্মারং নিঃস্বস্তস্তাং সীতাং লোকমাতরম্
 সংসারান্ধাবিরহিতা গোতমীসেবনোৎসুকাঃ ॥
 লোকত্রয়পতিঃ সাক্ষাদ্রামোহনুজসমম্বিতঃ ।
 প্রাপ্তঃ স্নাত্বা চ গোতম্যাং শিবারাধনতৎপরঃ
 পরিতাপং জহৌ সর্বঃ সহস্রপরিবারিতঃ ।
 যত্র চাসীৎ স বৃদ্ধান্তঃ সহস্রকুণ্ডমুচ্যতে ॥ ৩০
 দশাপরাণি তীর্থানি তত্র সর্বার্থদানি চ ।
 তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সহস্রফলদায়কম্ ॥ ৩১
 যত্র শ্রীগোতমীতীরে বসিষ্ঠাদিমুনীশ্বরৈঃ ।
 সর্বাপত্তারকং হোমমকারয়দঘাস্তকম্ ॥৩২
 সহস্রসংখ্যাবৃক্ষেষু কুণ্ডেষু বনুধারয়া ।
 সন্ধানপেক্ষিতানকামানবাপাসৌ মহাতপাঃ ॥৩৩
 গোতম্যাঃ সরিদক্ষায়াঃ প্রসাদাদ্রাক্ষসান্তকঃ ।
 সহস্রকুণ্ডাভিঃ তদভূতীর্ণং মহাকলম্ ॥ ৩৪
 ইতি শ্রীরাঙ্গো সহস্রকুণ্ডাদিদশতীর্থবর্ণনং চতুঃ-
 পঞ্চাশদধিকশততনোহন্যায়ঃ ॥ ১৫৪ ॥

হইলে অযোধ্যাবাসী সকলেই সঙ্গে সঙ্গে
 চলিল । তাহারা গোতমীতে আসিয়া সেই
 লোকমাতা সীতাকে বার বার স্মরণ করত
 দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গোতমী-
 সেবনে উৎসুকচিত্তে তপস্যা আরম্ভ করি-
 লেন । সাক্ষাৎ লোকত্রয়পতি রামও অনুজ-
 সমম্বিত ও সহস্র পরিজন-পরিবৃত হইয়া
 সেই গোতমীতে আসিয়া স্নানপুঙ্ক শিবা-
 রাধনে তৎপর হইয়া সর্ব পরিতাপ
 পরিহার করিলেন । এই ব্যাপার যেখানে
 হইয়াছিল, তাহা সহস্রকুণ্ড নামে উক্ত হয় ।
 ঐ স্থানে আরও দশটি তীর্থ আছে, তাহারা
 সর্বার্থপ্রদ । সেখানে স্নানদানে সহস্রফল
 হয় । সেই গোতমীতীরে বসিষ্ঠাদি
 মুনীশ্বরগণ রামকে দিয়া অর্ঘ্যনিচয়ের অন্তক
 সর্বাপত্তারক নামক হোম করাইয়া-
 ছিলেন । সেই মহাতপা রাক্ষসান্তক রাম
 তথায় সহস্র সংখ্যক কুণ্ডে বনুধারায় স্নানে
 নদীমাতা গোতমীর প্রসাদে সর্বকাম প্রাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কপিলাতীর্থমাখ্যাতং তদেবাজ্জিরসং স্মৃতম্ ।
তদেবাদিত্যমাখ্যাতং সৈংহিকেষু তদুচ্যতে ॥
গৌতম্যা দক্ষিণে পারে আদিত্যানুনিস্তম ।
অযাজয়ন্নজিরসো দক্ষিণাং তে ভুবং দহুঃ ।
অজিরোভাস্তদাদিত্যাস্তপসেহজিরসো যধুঃ ॥ ২
স। ভূমিঃ সৈংহিকী ভূত্বা জনান্ সর্বানভক্ষয়ৎ ।
তত্রস্থন্তে জনাঃ পর্বে অজিরোভো। স্তবেদয়ন
বিভীতা জ্ঞানতো জাহ্না ভুবং তাং

সৈংহিকীমিতি ।

আদিত্যাননুগত্বাথ বাচমজিরসোহব্রুবন্ ॥ ৪
ভুবং গৃহ্ণত্ব যা দত্তা নেত্যাদিত্যাস্তদাব্রুবন্ ।
নিরুতাং দক্ষিণাং নৈব প্রতিগৃহ্ণন্তি স্বরযঃ ॥ ৫

হয়েন । সেই হোমকুণ্ড “সহস্রকুণ্ড” নামে
মহা-ফলজনক তীর্থ হইয়াছে । ২২—২৪ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কপিলা তীর্থ নামে যে
বিখ্যাত তীর্থ আছে, উহাই আজিরস,
আদিত্য এবং সৈংহিকেষ নামে বিখ্যাত ।
হে মুনিসত্তম । গৌতমীবা দক্ষিণ পারে
অজিরাগণ আদিত্যাদিগকে যাজন করেন ।
আদিত্যগণ তাঁহাদিগকে ভূমি দক্ষিণা প্রদান
করেন । অজিরাগণ তপস্কার্য গমন করিলে
পর সেই ভূমি সিংহী হইয়া তত্রত্য জনগণকে
ভক্ষণ করিতে লাগিল । তাহাতে জনগণ
বিব্রস্ত হইয়া অজিরাদিগের নিকটে সেই
সংবাদ নিবেদন করিলে তাঁহারা জ্ঞান-
প্রভাবে সেই সংবাদের সত্যতা ও ভূমির
লিংহিকাকার-ধারণ জানিয়া তীতচিত্তে
আদিত্যগণের নিকটে যাইয়া এই বাক্য
কহিলেন যে, আপনারা যে ভূমি দিয়াছেন,
তাহা পুনঃ গ্রহণ করুন । আদিত্যগণ তখন

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বনুক্ষ্যাম্ ।
ষষ্টিবর্ষসংশ্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৬
ভূমেঃ স্বপরদত্তায়া হরণায়াধিকং কচিৎ ।
পাপমস্তি মধারোজঃ ন স্বীকৃষ্যঃ পুনস্ত ভাব ॥ ৭
এবং যদা স্বদত্তায়া হরণে কিং তদা ভবেৎ ।
তথাপি ক্রয়রূপেণ গৃহীমো দক্ষিণাং ভুবম্ ॥ ৮
তথৈতু্যক্তে তু তে দেবাঃ কপিলাং শুভলক্ষণা
গঙ্গায়া দক্ষিণে পারে ভুবঃ স্থানে তু তাং দহুঃ
ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ সাক্ষাৎস্থিত্তিষ্ঠতি মূর্তিমান ॥
কপিলাসঙ্গমঃ তচ্চ সর্বাঘোষবিনাশনম্ ॥ ১০
তত্রাভবদানতোয়াদাপগা কপিলাভিধা ।
শস্রবত্যা অপি ভুবো দানাদগোদানমুক্তমম্ ॥
লোকরক্ষাং চকারাসৌ কুত্বা বিনিময়ঃ মুনিঃ ।
যত্র তীর্থে চ তদ্রতং গোতীর্ণং তদ্রদাহতম্ ॥

কহিলেন,—না । তাহা হইতে পারে না ।
সুরিগণ প্রদত্ত দক্ষিণা কিরাইয়া লয়েন না ।
স্বদত্তাই হউক, আর পরদত্তাই হউক যে
ব্যক্তি বনুক্ষরা হরণ করে, সে ষষ্টি সহস্র
বর্ষ বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া থাকে । ১—৬ ।
স্বদত্তা বা পরদত্তা যেকোনই হউক না কেন,
ভূমিহরণাপেক্ষা অধিক গুরুতর পাপ আর
নাই, সু রা পুনরায় উহা গ্রহণ করিতে
পারিব না । পরদত্তা ভূমি হরণেও যখন
এমন পাপ, তখন স্বদত্তা ভূমি হরণে কতই না
পাপ হয় । তথাপি সেই দক্ষিণা দত্তা ভূমি
কনকপে গ্রহণ করিতে পারি । অজিরাগণ
এ কথায় সন্তুষ্ট হইয়া “তাহাই হউক” বলিলে
আদিত্য দেবগণ সেই গঙ্গার দক্ষিণ পারে
ভূমির বিনিময়ে একটি শুভলক্ষণা কপিলা
প্রদান করিলেন । ঐস্থানে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ
বিষ্ণু সাক্ষাৎ মূর্তিমান আছেন । ঐ স্থান
কপিলাসঙ্গম নামে তীর্থ হইয়াছে । উহা
সর্বপাপবিনাশক । সে স্থানেই আদিত্য-
গণের দানাত্মক্ষণজল দ্বারা একটি কপিলা
নামে নদী জন্মিয়াছে । শস্রবতী ভূমি
অপেক্ষাও গো দান উত্তম পুণ্যপ্রদ ।
অজির। মুনি ঐরূপ বিনিময় করায় লোক-

পুণ্যদং তত্র তীর্থানাং শতমুক্তং মনীষিভিঃ ।
তত্র জ্ঞানেন দানেন ভূমিদানফলং লভেৎ ॥ ১৩
সঙ্গতা গঙ্গয়া তচ্চ কপিলাসঙ্গমং বিজুঃ ॥ ১৪
ইতি শ্রীব্রাহ্মে কপিলাসঙ্গমাদিশততীর্থবর্ণনং
পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশদধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শঙ্খহৃদং নাম তীর্থং যত্র শঙ্খগদাধরঃ ।
তত্র জ্ঞাত্বা চ তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১
তত্রৈদং বৃদ্ধমাখ্যাস্তে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম ॥ ২
পুরা কৃতযুগশ্রাদৌ ব্রহ্মণঃ সামগায়িনঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডাগারসমুত্তা রাক্ষসা বহুরূপিণঃ ॥ ৩
ব্রহ্মাণঃ গাদিতুং প্রাপ্তা বলোন্নতা ধৃতায়ুধাঃ ।

রক্ষা হইল। যেখানে এই ব্যাপার ঘটে,
তাহা গোতীর্থ নামে উদাহৃত হয়। এইখানে
পুণ্যদ আরও শত তীর্থ আছে। মনীষিগণ
কর্তৃক এক্ষণে উক্ত হয়। এই সকল তীর্থে
জ্ঞান দানে ভূমিদানফল লাভ হয়। উক্ত
কপিলানদী গঙ্গাসহ সঙ্গতা হইয়াছে বলিয়া
এই স্থান কপিলাসঙ্গম নামে উক্ত হয়।
সুধীগণ ইহা জ্ঞাত আছেন। — ১৫।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্ পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—শঙ্খগদাধর বিষ্ণু যে
স্থানে বিদ্যমান, উহা শঙ্খহৃদ নামে তীর্থ।
তথায় জ্ঞানান্তে তাঁহাকে দেখিলে ভববন্ধন
হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তদ্বিষয়ক ভুক্তি-
মুক্তি-দায়ক এই বৃদ্ধান্ত কহিতেছি। পূর্ব-
কালে কৃতযুগের আদিভাগে সামগান-পরায়ণ
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডাগার হইতে কতকগুলি বহু-
রূপী রাক্ষস উৎপন্ন হয়। বলোন্নত ও ধূতা-
য়ুধ বাহকসেৱা ব্রহ্মাকে গাইতে আসিলে আমি

তদাহমব্রুবাং বিষ্ণুং রক্ষণায় জগদুত্তম ॥ ৪
স বিষ্ণুস্তানি রক্ষাংসি হস্তং চক্রেণ চোত্ততঃ ।
ছিদ্বা চক্রেণ রক্ষাংসি শঙ্খমাপুরয়দ্ভদা ॥ ৫
নিষ্কটকং তলং কুহ্ম স্বর্গং নির্দৈবরমেব চ । ॥ ৬
ততো হর্বপ্রকর্ষণে শঙ্খমাপুরয়দ্রিঃ ॥ ৭
ততো রক্ষাংসি সর্বাণি হনীনশুরশেষতঃ ॥ ৮
যত্রৈতদব্রুতমখিলং বিষ্ণুশঙ্খ প্রভাবতঃ ।
শঙ্খতীর্থন্ত তৎপ্রোক্তং সর্বক্লেমকরং নৃণাম্ ॥
সর্বাভীষ্টপ্রদং পুণ্যং অরণ্যমঙ্গলপ্রদম্ ।
আয়ুরারোগাজননং লক্ষ্মীপুত্রপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ৯
অরণ্যং পঠনাদ্যপি সর্কবামানবাপ্নুয়াৎ * ।
তীর্থান্তযুতসংখ্যানি সর্কপাপহরাণি চ ॥ ১০
যেষাং প্রভাবং জানাতি বক্তুং দেবো মহেশ্বরঃ
পাপক্ষয়প্রতিনিধির্নৈতেভ্যোহস্ত্যপরঃ কচিৎ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থবর্ণনং নাম ষট্ পঞ্চাশদ-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৬ ॥

তখন জগদুত্তম কবকে মদায় রক্ষাৰ্গ প্রার্থনা
করি। সেই বিষ্ণু সেই সকল রাক্ষসকে
হননাৰ্গ চক্ৰ লইয়া আক্রমণ করেন। তিনি
চক্ৰ দ্বারা তাহাদিগকে ছেদনপূর্বক শঙ্খ
পুরণ করেন। তাঁর ক্রমে ভূতল নিষ্কটক
এবং স্বর্গ নির্দৈব করিয়া হর্বপ্রকর্ষণে শঙ্খ
আপুরণ করেন। সেই শঙ্কে অশেষ
রাক্ষসগণ অদৃষ্ট হইয়া যায়। ১—৮। বিষ্ণুর
শঙ্খপ্রভাবে এই ব্যাপার যেখানে ঘটে, তাহা
নরগণের সর্ক ক্লেমকর শঙ্খতীর্থ নামে
প্রোক্ত হয়। উহা অরণ্যমঙ্গলই সর্বাভীষ্ট-
প্রদ, পুণ্যজনক, মঙ্গলসাধক, আয়ুষ্কর,
আরোগ্য-সম্পাদক ও লক্ষ্মী-পুত্রবর্দ্ধক। এই
বৃদ্ধান্তের অরণ্য বা পঠনে মানব সর্ককাম
প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে আরও অযুত সংখ্যক
তীর্থ আছে। উহার। সর্কপাপহর। উহা-
দিগের প্রভাব, দেব মহেশ্বরই জানেন এবং

* অতঃপরঃ—

“তীর্থনামযুতং তত্র সর্কপাপানুদং যুনে।”
ইত্যধিকঃ কচিৎ পাঠঃ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কিঞ্চিচ্ছ্যতীর্থমাখ্যাতং সৰ্বকামপ্রদং নৃণাম্ ।
সৰ্বপাপপ্রশমনং যত্র সন্নিহিতো ভবঃ ।
তস্মৈ স্বরূপং বক্ষ্যামি যত্নেন শৃণু নারদ ॥ ১
পুরা দাশরথী রামো রাবণং লোকরাবণম্ ।
কিঞ্চিচ্ছ্যাবাসিভিঃ সার্কং জঘান রণমূৰ্দ্ধনি ॥ ২
সপুত্রং সবলং হৃদ্য সীতামাদায় শক্রহা ।
ভাত্ৰা সৌমিত্রিণা সার্কং বানরৈশ্চ মহাবলৈঃ ॥
বিভীষণেন বলিনা দেবৈঃ প্রত্যাগতো নৃপঃ ।
কৃতশস্ত্রায়নঃ শ্রীমান্ পুষ্পকং বিরাজিতঃ ॥ ৪
যদাসৌন্ধনরাজশ্চ কামগেনাশুগামিনা ।
অযোধ্যামগমন্ সৰ্বে গচ্ছন্ গঙ্গামপশুত ॥ ৫
রামো বিরামঃ শক্রনাং শরণ্যঃ শরণার্থিনাম্ ।
গৌতমীশ্চ জগৎপুণ্যঃ সৰ্বকামপ্রদাধিনীম্ ॥

বলিতে পারেন। পাপক্ষয়কর তীর্থচয়ের
মধ্যে ঐ সকল তীর্থ অপেক্ষা উত্তম তীর্থ
আর কোথাও নাই ॥ ১—১১ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যেখানে ভব, সন্নিহিত
আছেন, নরগণের-সৰ্বপাপ-প্রশমনকর,
সৰ্বকামপ্রদ কিঞ্চিচ্ছ্যনামক, ঐ বিখ্যাত তীর্থের
স্বরূপ বলিতেছি ; হে নারদ ! শ্রবণ কর ।
পুরাকালে শক্রহা নৃপতি দাশরথি শ্রীমান
রাম কিঞ্চিচ্ছ্য-বাসীদিগের সহিত মিলিত
হইয়া লোকরাবণ রাবণকে তদীয় বল ও
পুত্রগণ সহ নিহত করিয়া সীতার উদ্ধার
করেন । পরে ভাতা সৌমিত্রি লঙ্ঘন, মহাবল
বানরগণ, বলী বিভীষণ ও দেবগণ সহ
কৃতশস্ত্রায়ন হইয়া, যাহা পূৰ্বে ধনপতির
ছিল, কামগা আশুগামী সেই পুষ্পক
বিমানে আরোহণ করত সকলে অযোধ্যায়
প্রত্যাগত হন । পথিমধ্যে, শরণার্থীদিগের

মনোনয়নসম্ভাপনিবারণপরায়ণাঃ ।
তাঃ দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ শ্রীমান্ গঙ্গাতীরমধাবিশৎ ॥
তাঃ দৃষ্ট্বা প্রাহ নৃপতির্হর্ষগদগদয়া গিরা ।
হরীন্ সৰ্বানখামহ্মা হনুমৎপ্রমুখানুনে ॥ ৮
রাম উবাচ ।

অশ্রাঃ প্রভাবাকরয়ো যোহসৌ মম
পিতা প্রভুঃ ।

সৰ্বপাপবিনিষ্টকৃন্ততো যাতত্ৰিবিষ্টপম্ ॥ ৯

ইয়ং জনিত্রী সকলশ্রজস্তো-
ভূক্তপ্রদা মুক্তিমথাপি দত্বাৎ ।
পাপানি হস্তাদপি দাক্ষণানি
কাত্তানয়ান্ত্যত্র নদা সমান্য ॥ ১০
হতানি শব্দদুরিতানি চৈব
অশ্রাঃ প্রভাবাদরঘঃ সখ্যায় ।
বিভীষণো মৈত্ৰমুপতি নিত্যঃ
সীতা চ লক্ষা হনুমান্চ বকুঃ ॥ ১১
লক্ষা চ ভগ্না সগণং হি রক্ষা
হতং হি যশ্রাঃ পরিসেবনেন ।

শরণা, শক্রবর্গের বিরাম স্থান, সেই রাম
জগৎপুণ্য, সৰ্বকাম-দায়িনী ও মনো-নয়ন-
সম্ভাপ নিবারণ-পরায়ণ। সেই গৌতমী
গঙ্গাকে দেখিয়া শ্রীমান্ নৃপতি রাম তদীয়
তীরে অবতারণ হইলেন । হে যুনে ! সেই
নৃপতি গঙ্গাদর্শনে হর্ষ-গদগদ-বাক্যে হনুমান্
প্রভৃতি বানরগণকে আশ্রয়-পূৰ্ব্বক কহিতে
লাগিলেন,—হে বানরগণ । আমার পিতা
সৰ্বপাপবিনিষ্টক হইয়া ত্রিবিষ্টপে গিয়া-
ছেন । সকল জন্তুর জনয়িত্রীকৃপা ভুক্তি-
প্রদা, মুক্তিদায়িনী এই নদী দাক্ষণ পাপ-
সমূহও নাশ করেন ; সুতরাং ইহার সমান্য
আর কোন্ নদী আছে ? ইহারই প্রভাবে
আমার অশিষ দূরিত দূরীভূত হইয়াছে ।
অরিবর্গ হত হইয়াছে, তোমরা সকলে সখা
হইয়াছ, বিভীষণ মিত্ররূপে নিত্য সন্নিহিত
রহিয়াছেন, সীতা লাভ হইয়াছে এবং
হনুমান্ বকু হইয়াছেন । যাহার সেবাকালে
লক্ষা ভগ্না ও রাক্ষস রাবণ বাক্যে নিহত

যাঃ গৌতমো দেববরঃ প্রপূজা
শিবঃ শরণ্যঃ সজ্জটামবাপ ॥ ১২
সেয়ঃ জনিত্রী সকলেপ্সিতানা-
মমঙ্গলানামপি সন্নিহিতী ।
জগৎপবিত্রীকরণৈকদক্ষা
দৃষ্টাণ্ড সাক্ষাৎ সরিতাং স বত্ৰী ॥ ১৩
কায়েন বাচা মনসা সদৈনাঃ
ব্রজামি গঙ্গাং শরণং শরণ্যাম্ ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ ।

এতৎ সমাকৰ্ণ্য বচো নৃপশ্চ
তজ্ঞানবন হরয়ঃ সৰ্ব্ব এব ।
পূজাং চকুর্বিধিবক্তে পৃথক্ চ
পুষ্পৈরনেকৈঃ সৰ্ব্বলোকোপহাটৈঃ ॥ ১৫
তে বানরা মুদিতাঃ সৰ্ব্ব এব
নৃত্যঞ্চ গীতঞ্চ তথৈব চকুঃ ।
সম্পূজ্য শৰ্কং নৃপতিধথাবৎ
তথা বাক্যৈঃ সৰ্ব্বভাবোপযুক্তৈঃ ॥ ১৬
সুখোষিতস্তাং রজনীং মহাত্মা
প্রিয়ামুযুক্তঃ সংবৃতঃ প্রেমবান্ধিঃ ।

দুঃখং জহৌ সৰ্ব্বমমিত্রসম্ভবং
কিং মায়াতে গৌতমীসেবনেন ॥ ১৭
সবিস্ময়ঃ পশুতি ভূত্যাং
গোদাবরীঃ স্তোতি চ সম্প্রহৃষ্টঃ ।
সম্মানয়ন্ ভূত্যাগণং সমগ্র-
মবাপরামঃ কৰ্মপি প্রমোদম্ ।
পুনঃ প্রভাতে বিমলে তু সূর্যো
বিভীষণো দাশরথিঃ বভাষে ॥ ১৮

বিভীষণ উবাচ ।

নাভ্যাপি তৃপ্তাঃ ভবাম তীর্থে
কঞ্চিচ্চ কালং নিবসাম চাত্ৰ ।
বৎস্লাম চাত্রেব পরাশ্রিতশ্চো
রাত্রীরথো ঘাম বৃতাস্ত্রযোধ্যাম্ ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্তাথ বাক্যং হরয়োহনুমেনিরে
তথৈব রাত্রীরপরাশ্রিতশ্চ ।
সম্পূজ্য দেবং সকলেশ্বরং তঃ
ভ্রাতৃপ্রিয়ং তীর্থমথো জগাম ॥ ২০
সিদ্ধেশ্বরং নাম জগৎপ্রসিদ্ধং
যশ্চ প্রভাবাৎ প্রবলো দশাশ্রুঃ ।

হইয়াছে, গৌতম মহর্ষি দেববর, শরণ্য-
শবের পূজা করিয়া তদীয় জটাই হইতে
বাঁহাকে প্রাপ্ত হন, সকলেপ্সিতের জনয়িত্রী,
সকল অমঙ্গলের নিহত্ৰী, জগৎ পবিত্রীকরণে
একমাত্র দক্ষা, সরিৎসমূহের প্রসবিত্রী সেই
গঙ্গা অণ্ড সাক্ষাৎ দৃষ্টা হইলেন। আমি
কায়-মনোবাক্যে সদা এই শরণ্যা গঙ্গার
শরণাপন্ন হইতেছি। ১—১৪। ব্রহ্মা বলি-
লেন;—নৃপতি রামচন্দ্রের এই বচন শ্রবণে
সেই হরিগণ সকলেই তথায় স্নানপূর্বক
পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ পুষ্প ও প্রচুর উপহার
দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিল। পরে সেই বানর-
গণ সকলেই মুদিতচিত্তে নৃত্য গীত করিতে
লাগিল। মহাত্মা নৃপতি রামও সেখানে
যথাবিহিত উপচারে ভক্তিভরে শৰ্ককে পূজা-
পূর্বক বিবিধ বাক্যে স্তব করিয়া প্রিয়ামহ
প্রেমবান্ বন্ধুজনে সমাবৃত হইয়া সেই রজনী
সুখে অভিযুক্ত করত অমিত্রসম্ভব সমস্ত

দুঃখ বিসর্জন করিলেন। গৌতমীসেবা
করিলে কিই-বা না পাওয়া যায়? সেই রাম
কখনও সবিস্ময়ে ভূত্যা-বর্গকে দেখেন, কখন
বা সম্প্রহৃষ্টচিত্তে গোদাবরীর স্তব করেন, এবং
কখন বা সমগ্র ভূত্যা জনের সম্মান করেন;
এই ভাবে তখন এক অনির্কচনীয় প্রমোদ
উপভোগ করিলেন। পরে প্রভাতকালে
বিমল সূর্য্যোদয় হইলে বিভীষণ সেই দাশ
রথিকে কহিলেন,—আমরা এ তীর্থে অতাপি
তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। এক্ষণে
আরও কিছুকাল বাস করিতে ইচ্ছা কর।
এই স্থানেই আগামী চারিটী রাত্রি বাস
করিব; পরে সকলে মিলিয়া অযোধ্যায়
যাইব। ১৭—১৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—হরিগণ
সকলেই সেই বিভীষণের বাক্যে অনুমোদন
করিলে সকলেই সেখানে আরও চারি রাত্রি
বাস করিলেন। পরে সেই সর্বাধিনাথক ভ্রাতৃ-

এবম্ পঞ্চাহমথোষিরে তে
সংসং প্রতিষ্ঠাপিতলিঙ্গমর্চ্য ॥ ২১
শুক্লমণ্ড তত্র করোতি বায়োঃ
সুতোহনুগমী হনুমানুপম্ ।
গচ্ছয়ুপেন্দ্রো হনুমন্তমাহ
লিঙ্গানি সর্বাণি বিসর্জয়ন্ত ॥ ২২
মন্ত্রোপিতাত্মাত্মমন্ত্রবিষ্টি-
স্তথৈতরৈঃ শঙ্করকিরৈশ্চ ।
নোদ্যন্ত পূজাং পরশঙ্করেন
বাহুঃ সমাযোজ্যমহো ভবন্ত ॥ ২৩
কিষ্টিস্তি সুহাস্তদনাদরেন
তে খড়্গপত্রাদিষু সম্ভবন্তি ।
যেহ্রদধানাঃ শিবলিঙ্গপূজাং
বিধায় কৃত্যঃ ন সমাচরন্তি ।
যথোচিতং তে যমকিরৈহি
পচ্যন্ত এবাখিলতর্গতৌব ॥ ২৪

প্রিয় দেব রামচন্দ্রের পূজাপূর্বক সকলে
মিনিয়া যাহার প্রভাবে দশাশু প্রবল-প্রতাপ
হইয়াছিল, সেই সিদ্ধেশ্বর নামক জগৎপ্রসিদ্ধ
তীর্থে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে এই
ভাবে সেই স্থানে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠিত শিব-
লিঙ্গের অর্চনাপূর্বক পাঁচ দিন বাস করি-
লেন। সেখানে বায়ু-নন্দন হনুমান্ নৃপতির
অনুগামী থাকিয়া নিয়ত শুক্লবা করিতে ন।
যাইবার কালে সেই নৃপতি রামচন্দ্র হনু-
মান্কে কহিলেন,—আমার স্থাপিত এই
সমস্ত লিঙ্গগুলি বিসর্জন কর। কি উত্তম
মন্ত্রবিৎ, কি ইতর সাধারণ, কি শঙ্করকির,
—যে কোন ব্যক্তি ভবের পূজা করিয়া যদি
তাঁহার বিসর্জন না করে, তবে সে পরম
মঙ্গলময় শঙ্করের বাহনরূপে জন্মলাভ করে,
আর যাহারা শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া বিসর্জনের
কর্তব্যতা জানিয়াও উহাতে অনাদরপূর্বক
সুস্থভাবে অবস্থান করে, তাহারা অসিপত্র-
বনাদি নরকে বাস করে। যাহারা শিব-
লিঙ্গপূজাতে অশ্রদ্ধাবশতঃ পরকর্তব্য বিস-
র্জনাদি কার্য্য না করে, তাহারা যমকিরগণ

রামাজয়া বায়ুসুতো জগাম
দোভ্যোঃ ন চোৎপাটয়িতুং শশাক ।
ততঃ স্বপুচ্ছেন গ্রহীতুকামঃ
সংবেষ্ট্য লিঙ্গং তু বিসর্জকামঃ ॥ ২৫
নৈবাককতমহদভূত শ্রীং
কপীশরাণাং নৃপতেস্তথৈব ।
কচ্চালয়েন্নকমহানুভাবঃ
মহেশলিঙ্গং পুরুষো মনস্বী ॥ ২৬
তন্নিশ্চলং প্রেক্ষ্য মহানুভাবো
নৃপপ্রবীরঃ সহসা জগাম ।
বিপ্রানথামজ্য বিধায় পূজাং
প্রদক্ষিণীকৃত্য চ রামচন্দ্রঃ ॥ ২৭
শুদ্ধাতিশুদ্ধেন হৃদাখিলৈস্তৈ-
লিঙ্গানি সর্বাণি ননাম রামঃ ।
কিঙ্কিদ্ধাবাসিপ্রবরৈরশেষৈঃ
সংসেবিতং তীর্থমতো বভূব ॥ ২৮
অদ্রাপবাদেব মহান্তি পাপা-
স্তপি কথং যান্তি ন সংশয়োহত্র ॥ ২৯

কর্তৃক নিশ্চয়ই নানা নরকে যথোচিত নিষীড়িত
হয়। রামের আক্রান্তসারে বায়ু-নন্দন
হনুমান্ যাইয়া বাহনরূপে দ্বারা সেই লিঙ্গ
উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।
পরে তিনি উহাকে বিসর্জনার্থ উত্তোলন-
কামনায় নিজ পুচ্ছ দ্বারা বেঁধেন করিয়া টানা-
টানি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও
অকৃতকার্য্য হইলেন। পরে তাঁহার সহিত
কপীশরদিগের নৃপতি সুগ্রীবও যোগ দিলেন,
কিন্তু কোন ফল হইল না। ইহা অতীব
অদ্ভুতবৎ বোধ হইতে লাগিল। মহা-
প্রভাব মহেশলিঙ্গ কোন মনস্বী পুরুষই
বা চালনা করিতে পারে? নৃপপ্রবীর মহানু-
ভাব রামচন্দ্র সেই লিঙ্গকে নিশ্চল দেখিয়া
সহসা তথায় আসিলেন এবং বিপ্রগণকে
আমন্ত্রণপূর্বক সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া
প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর রাম শুদ্ধাতি-
শুদ্ধ হৃদয়ে সকলের সহিত সেই কিঙ্কিদ্ধা-
বাসিপ্রবর বানরগণের সুপূজিত লিঙ্গসকলকে

পুনশ্চ গঙ্গাং প্রণনাম ভক্ত্যা
 প্রসাদ মাতর্মম গৌতমীতি ।
 জগন্মুহূর্বিশ্মিতচিত্তবৃদ্ধি-
 বিনোদয়ন শ্রমমনগৌতমীং তাম্ ॥ ৩০
 ততঃ প্রভৃত্যেতদতীত্ব পুণ্যং
 কিকিঙ্ক্যতীর্থং বিবুধা বদন্তি ।
 পঠেৎস্মরেৎষাপি শৃণোতি ভক্ত্যা
 পাপাপহং কিং পুনঃ স্নানদানৈঃ ॥ ৩১
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে কিকিঙ্ক্যতীর্থবর্ণনং সপ্ত-
 পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ব্যাসতীর্থমিতি খ্যাতং প্রাচৈতসমতঃ পরম্ ।
 নাতঃ পরতরং কিকিঙ্ক্যপাবনং সৰ্বসিদ্ধিদম্ ॥১

নমস্কার করিলেন। সেই হইতে ঐ স্থান
 তীর্থ হইল। ঐ স্থানে স্নানমাত্রেই মহা-
 পাতক সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; ইহাতে
 সংশয় নাই। অতঃপর বিস্মিত চিত্তবৃদ্ধি
 রামচন্দ্র পুনরায় গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া ‘মাতঃ
 গৌতমি! প্রসন্ন হও,’ বারম্বার এই কথা
 বলিতে বলিতে সেই গৌতমীকে দর্শন ও
 প্রণাম করিতে করিতে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান
 করিলেন। সেই হইতেই উহা অতি পুণ্য-
 কর কিকিঙ্ক্য তীর্থ নামে পরিচিত হয়। ওখানে
 স্নান দানের কথা কি? ভক্তিসহকারে এই
 বৃত্তান্তের স্মরণ, পাঠ বা শ্রবণ করিলেও উহা
 পাপনাশ করিয়া থাকে। ২০—৩১।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর বিখ্যাত ব্যাস-
 তীর্থ; উহাকে প্রাচৈতস তীর্থও বলে।
 উহা অর্পেকা শ্রেষ্ঠ পাবন ও সৰ্বসিদ্ধিপ্রদ

দশ মে মানসাঃ পুত্রাঃ সৃষ্টারো জগতামপি ।
 অন্তঃ জিজ্ঞাসবন্তে বৈ পৃথিব্যা জঘুরোজসা ॥২
 পুনঃ সৃষ্টাঃ পুনস্তেহপি যাতাস্তান্ সমবেক্ষিতুন্
 নৈব তেহপি সমায়াতা য়ে গতান্তে গতগতাঃ
 তদোৎপত্তা মহাপ্রাজ্ঞা দিব্যা আঙ্গিরসা মূনে
 বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞাঃ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৪
 তেহমুজ্জাতা আঙ্গিরসা গুরুং নহা তপোধনাঃ
 তপসে নিশ্চিন্তাঃ সৰ্গে নৈব পৃষ্টা তু মাতরম্ ॥
 সৰ্গেভ্যো হৃদিকা মাতা গুরুভ্যো গৌরবৈঃ হি
 তদা নারদ কোপেন সা শশাপ তদাঙ্গজান্ ॥৬
 মাতোবাচ ।

মামনাদৃতা য়ে পুত্রাঃ প্রবৃত্তাশ্চরিতুং তপঃ ।
 সৰ্গৈরপি প্রকারৈস্তন্ন তেষাং সিদ্ধিমেষ্যত ॥৭
 ব্রহ্মোবাচ ।

নানাদেশাং চ চিত্তানন্তপঃসিদ্ধিং ন যান্তি চ ।

তীর্থ আর নাই। আমার দশটি মানস
 পুত্র জন্মে; তাহারা জগৎ সৃষ্টিকরণার্থ
 পৃথিবীর অন্ত জানিবার জন্য সোৎসাহে
 প্রস্থিত হয়। তখন আমি পুনরায় দশ
 পুত্র সৃষ্টি করি, তাহারাও পৃথগত ভ্রাতা-
 দিগের অবেষণার্থে যায়। তাহারাও ফিরিয়া
 আসিল না, তাহারা প্রথমে গিয়াছে, তাহারা
 ক গিয়াছেই। তারপর আঙ্গিরস নামে
 পুত্রগণ উৎপন্ন হয়। হে মূনে! তাহারা
 দিব্যাকৃতি, মহাপ্রাজ্ঞ, বেদ-বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ও
 সৰ্বশাস্ত্রে বিশারদ। সেই তপোধনগণ
 তপস্কার্য নিশ্চয় করিয়া পিতার অনুজ্ঞা গ্রহ-
 নাশ্বে নমস্কারপূর্বক মাতাকে জিজ্ঞাসা
 না করিয়াই প্রস্থান করেন। ইহাতে
 মাতা কুপিত হইয়া সেই আঙ্গরিদিগকে
 অভিণ্যাস দিলেন। নারদ! গৌরব-বিষয়ে
 সমস্ত গুরু অপেক্ষাই মাতা অধিক। সেই
 মাতা বলিলেন,—আমাকে অনাদর-পূর্বক
 যে পুত্রেরা তপস্কাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে,
 তাহাদিগের সেই তপস্কা কোন প্রকার
 সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না। ১—৭। ব্রহ্মা
 বলিলেন,—সেই আঙ্গিরসেরা নানা দেশে

বিষ্মমবেতি তান্ সৰ্বানিতশ্চৈতশ্চ ধাবতঃ ॥ ৮
 কাপি তদ্রাক্ষসেবিষ্মঃ কাপি তন্মাতৃষৈরভূৎ ।
 প্রমদাভিঃ কচিচ্চাপি কাপি তদেহদোষজঃ ॥ ৯
 এবম্ ভ্রমমাণাস্তে যযুঃ সৰ্বৈঃ তপোনিধিমা ।
 অগস্ত্যঃ তপতাঃ শ্রেষ্ঠঃ কুন্ত্যোনিং জগদ্গুরুম
 নমস্কৃত্য আঞ্জিরসো অগ্নিবংশসমুদ্ভবাঃ ।
 দক্ষিণাশাপতিঃ শান্তঃ বিনীতাঃ পৃষ্টমুজাভাঃ ॥
 আঞ্জিরসো উচুঃ ।

ভগবন কেন দোষেণ তপোহস্মাকং ন সিদ্ধাতি
 নানাবিধৈরপাণ্যৈঃ কুন্ত্যাক পুনঃপুনঃ ॥ ১২
 কিং কুন্ত্যঃ কং প্রকারোহিহ তপস্যেব ভবাম কিম
 উপায়ং কুহি বিপ্রেন্দ্র জ্যেষ্ঠোহসি তপসা ক্রবম
 জ্ঞাতাসি জ্ঞানিনাং ব্রহ্মণ ব্রহ্মসি বদতাং বরঃ ।
 শান্তোহসি যমিনাং নিতাং দয়াবান প্রিয়করুণা
 অক্ৰোধনশ্চ ন দ্বেষ্টো তস্মাদ কুহি বিবক্ষিতম্ ॥

বিচরণ করিয়াও তপঃসিদ্ধি প্রাপ্ত হইল না।
 তাহা বা ইতস্ততঃ ধাবন করিলেও সৰ্বত্রই
 তাহাদিগের বিষয় ঘটিতে লাগিল। কোথায়ও
 বাক্ষস বিষয়, কোথায়ও মনুষ্য বিষয়, কোথায়ও
 বা দেহদোষজ বিষয় সকল ঘটিতে থাকিল।
 তাহারা এভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে জগদ-
 গুরু তপশ্বিশ্রেষ্ঠ, কুন্ত্যোনি, তপোনিধি
 অগস্ত্যের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল।
 সেই অগ্নিবংশজ আঞ্জিরসেবা বিনীতভাবে
 সেই দক্ষিণাশপতি অগস্ত্যকে নমস্কাৰ-
 পূৰ্ব্বক জিজ্ঞাসার্থ প্রবৃত্ত হইয়া কহিল,—ভগ-
 বন! আমরা নানা উপায় অবলম্বনে
 তপস্কার্য প্রবৃত্ত হইলেও কি দোষে আমা-
 দিগের তপস্যা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না?
 ব্রহ্মণ! আপনি জনগণের মধ্যে জ্ঞাত।
 এবং ব্রহ্মাদিগের মধ্যে প্রধান ব্রহ্মা,
 সংযমীদিগের মধ্যে শান্ত, অথচ নিতা
 দয়ায়ান্; প্রিয়কর, অক্ৰোধন ও অদ্বেষ্টা;
 অতএব আমাদিগের এই জিজ্ঞাসিত
 বিষয় বলুন। আমরা কি করিব? তপস্কার
 কোন প্রকারই বা অবলম্বন করিব?
 আমরাই বা কিরূপ আচারবান হইব?

সাহস্কারা দয়াহীন। গুরুসেবাবিবর্জিতাঃ ।
 অসত্যবাদিনঃ ক্রুরা ন তে তবঃ বিজ্ঞানিতে ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

অগস্ত্যঃ প্রাহ তান সৰ্বান ক্ৰণং ধ্যায়
 শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১৬
 অগস্ত্য উবাচ ।

শান্তাভ্যানো ভবন্তো বৈ শ্রদ্ধারো ব্রহ্মণা কৃতাঃ
 ন পর্যাণ্ডং তপস্চাত্ত্বক্ষুঃ স্বয়ং কারণম্ ॥ ১৭
 ব্রহ্মণা নির্মিতাঃ পূৰ্ব্বং যে গতাঃ সুখমেধতে ।
 যে গতাঃ পুনরবেষ্টুং তে চ আঞ্জিরসোহভবন ॥
 তে যুয়ঞ্চ পুনঃ কানে যাতা যাতাঃ শনৈঃ শনৈঃ
 প্রজাপতেরপাধিকা ভাবিতারো ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
 ইতো যাত্ব তপস্তুপু গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্
 নোপাযোহন্তোহান্ত সংসারে বিনা গঙ্গাং
 শিবাপ্রিয়াম্ ॥ ২০
 তত্রাশ্রমে পুণাদেশে জ্ঞানদং পূজয়িষ্যথ ।

হে বিপ্রেন্দ্র! ইহার উপায় বলুন। আপনি
 তপস্যা দ্বারা নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠ। যাহারা
 সাহস্কার, দয়াহীন, গুরুসেবাবর্জিত, অসত্য
 বাদী কিম্বা ক্রুর, তাহা বা তবুবিষয় জানে
 না। ৮—১৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—অগস্ত্য
 ক্রণকাল ধ্যানপূৰ্ব্বক তাহাদিগের সকলকেই
 উদ্দেশ্য করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কহিলেন,—
 আপনারা শান্তাভা; ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রদ্ধারূপে
 সৃষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু আপনাদিগের তপস্যা
 পর্যাপ্ত হয় নাই। তাহাতে বিষম হইয়া
 ছেন। বস্তুতঃ তাহার কারণ শ্রবণ করুন।
 ব্রহ্মা প্রথমে যাহাদিগকে সৃষ্টি করেন,
 তাহা বা যাইয়া সুখেই আছে। তাহা-
 দিগকে অবেশন কবিত্তে যাহারা গিয়াছিল,
 তাহারাও ফিরিল না। তোমরা আঞ্জিরস
 হইয়া জন্মিয়াছ; শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর
 হইয়া কালবশে তোমরা প্রজাপতি অপে-
 কায়ও অধিক হইতে পারিবে, সংশয় নাই।
 এখান হইতে তপস্কার্য ত্রৈলোক্যপাবনী
 গঙ্গাতে গমন কর; শিবপ্রিয়া গঙ্গা ব্যতীত
 সংসারে আর উপায় পাই। সেখানে পূজা

স ছেদয়িত্যত্মিনঃ সংশয়ং বো মহামতিঃ ।
ন সিদ্ধিঃ কাপি কেষাঞ্চিদ্ভিনা সদৃশকণা যতঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তে তমুচুর্মুনিবরঃ জ্ঞানদঃ কোহভিধীয়তে ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশো বা আদিত্যো বাপি চন্দ্রমাঃ
অগ্নিঃ বরুণঃ কঃ স্রাজজ্ঞানদো মুনিসত্তম ।
অগস্ত্যঃ পুনরপ্যাহ জ্ঞানদঃ শ্রয়তাময়ম্ ॥ ২৩
যা আপঃ সোহগ্নিরিত্যুক্তো যোহগ্নিঃ সূর্য্যঃ

স উচ্যতে ।

যশ্চ সূর্য্যঃ স বৈ বিষ্ণুশ্চ বিষ্ণুঃ স ভাস্করঃ ॥
যশ্চ ব্রহ্মা স বৈ রুদ্রো যো রুদ্রঃ সর্বমেব তৎ
যশ্চ সর্বং তু তজ্জ জ্ঞানং জ্ঞানদঃ সোহত্র

কীর্ত্যতে ॥ ২৫

দেশিকপ্রেমকব্যাক্ত্যাকুতুপাধ্যায়দেহদাঃ ।

শ্রবণঃ সন্নিবহনস্মেমাং জ্ঞানপ্রদো মহান ॥ ২৬

ভদেব জ্ঞানমত্রোক্তং যেন ভেদো বিহন্ততে ।

এক এবাশ্রয়ঃ শত্ভুরিন্দ্রমিত্রাগ্নিনামতিঃ ।

বদন্তি বহুধা বিপ্রা ভ্রান্তোপকৃতিহেতবে ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা শ্রুনেৰ্বাক্যং গাথা গায়ন্ত এব তে ।

জগ্মুঃ পঞ্চোত্তরাং গঙ্গাং পঞ্চ জগ্মুশ্চ দক্ষিণাশ্চ

অগস্ত্যোনোদিতান্দেবান্ পূজয়ন্তো যথাবিধি

আসনেষু বিশেষেণ হাসীনাস্তরচিত্তকাঃ ॥ ২৯

তেষাং সৰ্ব্বৈশ্চ সুরগণাঃ প্রীতিমন্তোহভবন্মুনে ।

অষ্টৈত্বং তু যুগাদৌ যৎকল্লিতং বিশ্বযোনিম্ ।

অধৰ্ম্মাণাং নিবৃত্ত্যর্থং বেদানাং স্থাপনায় চ ॥ ৩০

লোকানামুপকারার্থং ধৰ্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ।

পুরাণস্মৃতিবেদার্থধৰ্ম্মশাস্ত্রার্থনিশ্চয়ে ॥ ৩১

অষ্টৈত্বং জগতামিষ্টং তাদৃগ্গুরূপা ভবিষ্যথ ।

প্রজাপতিত্বং তেষাং বৈ ভবিষ্যতি শনৈঃ

কমাং ॥ ৩২

প্রদেশে আশ্রম করিয়া জ্ঞানপ্রদের পূজা
করিলে তিনি, তোমাদিগের অগ্নি
সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। যেহেতু
সদৃশক ব্যতীত কাহারও কোন প্রকার
সিদ্ধিলাভ হয় না। ব্রহ্মা বলিলেন,—
সেই আঞ্জিরসগণ সেই মুনিবর অগস্ত্যকে
কহিলেন,—জ্ঞানদ কাহাকে বলা যায়?
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, আদিত্য, চন্দ্রমা, অগ্নি,
বরুণ, ইত্যাদিগের মধ্যে হে মুনিসত্তম! কে
জ্ঞানদ? অগস্ত্য পুনরায় কহিলেন,—জ্ঞানদ
কে, তাহা এই শুন। যে আপ, সে-ই অগ্নি
বলিয়া উক্ত হয়; যে অগ্নি, সে-ই সূর্য্য বলিয়া
কথিত; যে সূর্য্য, সে-ই বিষ্ণু, যে বিষ্ণু,
সে-ই ভাস্কর, যে ব্রহ্মা সে-ই রুদ্র;
যিনি রুদ্র, তিনিই সমস্ত। সমস্ত জগৎ
বাঁহা রূপ, জ্ঞান তাঁহারই। এহলে
জ্ঞানদ বলিয়া তিনিই কীর্তিত হইবেন।
দেশিক, প্রেমক, ব্যাক্ত্যাকুৎ, উপাধ্যায়,
দেহদ,—ইত্যাদি এবং আরও অনেক গুরু
আছেন; তন্মধ্যে যিনি জ্ঞানপ্রদ, তিনিই
মহান। এহলে তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়,

যাহা দ্বারা ভেদ বুদ্ধি বিহত হয়। শত্ভু
এক এবং অদ্বিতীয়; কিন্তু ভ্রান্ত জনগণের
উপকারার্থ তাঁহাকেই বিপ্রগণ ইন্দ্র, মিত্র,
অগ্নি—ইত্যাদি বহুধা নামে অভিহিত করেন।
১৬—২৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই আঞ্জি-
রদের অগস্ত্য মুনির এই বাণী শ্রবণান্তে
সেই কথাই গাথারূপে গান করিতে করিতে
পাঁচজন উত্তর গঙ্গা এবং পাঁচজন দক্ষিণ
গঙ্গা গমন করিলেন। তাঁহারা বিশেষ
বিধানানুসারে আসনে উপবেশনপূর্ব্বক
অগস্ত্যাদিত দেবগণকে যথাবিধি পূজা
করিয়া তরুচিত্ত-পরায়ণ হইলেন। হে মুনে!
সমস্ত সুরগণ তাহাতে তাহাদিগের প্রতি
প্রীতিমন্ত হইলেন এবং বর দিলেন যে—
যজ্ঞাদিকালে বিশ্বযোনি তোমাদিগের অষ্টৈত্ব
কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তোমরা সৃষ্টি
কর নাই। তাই এক্ষণে অধর্ম্মের নিবৃত্তি,
বেদের স্থাপন, লোকের উপকার, ধর্ম্ম কাম ও
অর্থের সিদ্ধি, পুরাণ স্মৃতি, বেদান্ত, ধর্ম্মশাস্ত্র,
অর্থশাস্ত্র,—জগতের হিতকর এ সকলের
সিদ্ধান্ত বিষয়ে অষ্টৈত্ব আবশ্যক; তোমরা

যদা অধর্মো ভবিতা বেদানাঞ্চ পরাভবঃ ।
বেদানাং ব্যসনং তেভ্যো ভাবিব্যাসান্ততত্ত্ব তে
যদা যদা তু ধর্মশ্চ গ্লানির্বেদস্ত দৃশ্যতে ।
তদা তদা তু তে ব্যাসা ভবিষ্যন্ত্যাপকারিণঃ ॥
ভেষ্যঃ যত্নপসঃ স্থানং গঙ্গায়াস্তীরমুত্তমম্ ।
তত্র তত্র শিবো বিষ্ণুরহমাদিত্য এব চ ॥ ৩৫
অগ্নিরাপঃ সর্বমিতি তত্র সন্নিহিতং সদা ।
মৈতেভ্যঃ পাবনং কিঞ্চিন্নৈতেভ্যশ্চধিকঃ কচিৎ
তত্ত্বদাকারতাং প্রাপ্তং পরং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ।
সর্বাশ্বকঃ শবো ব্যাপী সর্বভাবস্বরূপধৃক্ ॥ ৩৬
বিশেষতস্তত্র তীর্থে সর্বপ্রাণ্যনুকম্পয়া ।
সর্বৈর্দেবৈরনুবৃত্তস্তদনুগ্রহকারকঃ ॥ ৩৭
ধর্মব্যাসান্ত তে ভেষ্য বেদব্যাসস্তথৈব চ ।
তেষাং তীর্থং তেন নাম্না ব্যাপদিষ্টং জগত্রেয়ে ॥

তাহাই প্রাপ্ত হইবে। তিনি আরও
বলিলেন, উহাদিগের প্রজাপতিত্বও শনৈঃ
শনৈঃ হইবে। যখন অধর্মের প্রভাব
ও বেদসকলের পরাভব খটিবে, তখন
উহারা বেদসকলের বিভাগ করিবেন; এ
নিমিত্ত উহারা ভাবিকালে ব্যাস হইবেন।
যখন যখন ধর্মের ও বেদের গ্লানি দেখা
যাইবে, তখন তখনই তাহারা জগতের
উপকারার্থ ব্যাসরূপে উপস্থিত হইবেন।
গঙ্গাতীরে তাহাদিগের যে তপস্ভাঞ্ছান,
সেই সেই স্থলে শিব, বিষ্ণু, আমি,
আদিত্য, অগ্নি, আপ—সকলেই সদা
সন্নিহিত আছি। এই সকল স্থান
অপেক্ষা পাবন স্থান আর কুত্ৰাপি কিছুই
নাই। সর্বাশ্বক, সর্বব্যাপী, সর্বস্বরূপধারী
মঙ্গলময় পরব্রহ্মই সেই সেই আকারতা
প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ তাহাদিগের
প্রতি অনুগ্রহার্থ সর্বশ্রেণীর হিতসাধন জন্য
সর্বদেবগণে রূত হইয়া সেই তীর্থে পরব্রহ্ম
বর্তমান আছেন। উক্ত আদ্যিরসগণই ধর্ম-
ব্যাস ও বেদব্যাস বলিয়া ভেষ্য। তাহাদিগের
সেই তীর্থ তাহাদিগের নামানুসারেই জগৎ-

পাদপঙ্ককালনাভ্যো মোহধ্বাস্তমদাপহম্ ।
সর্বসিদ্ধিপ্রদং পুংসাং ব্যাসতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ৪০
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে ব্যাসতীর্থবর্ণনমষ্টপঞ্চাশদধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৮ ॥

একোনবষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বহুরাসঙ্গমং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্ৰুতম্ ।
ঋষিভিঃ সেবিতং নিত্যং সিদ্ধৈ রাজর্ষিভিস্তথা
দাসহমগমং পুংসং নাগানাং গরুডঃ খগঃ ।
মাতৃদাস্তাতদা হুঃখপারিসত্তপ্তমানসঃ ।
কদাচিচ্চিহ্নয়ামাস রতঃ স্থিত্য বিনিব্বসন্ ॥ ২
গরুড উবাচ ।

ত এব নত্যা লোকেহস্মিন্ কৃতপুণ্যাস্ত এব হি
নাত্তসেবা কৃত্য যৈস্ত ন যেষাং ব্যাসনাগমঃ ॥ ৩
সুখং তিষ্ঠতি গায়ত্ৰি স্বপতি চ চসতি চ ।

অয়ে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ অনুত্তম ব্যাস-
তীর্থ পুরুষগণের পাদপঙ্ক কালন বিষয়ে
জলস্বরূপ, মোহধ্বাস্তরূপ মদের নাশক ও
সর্বসিদ্ধিপ্রদ ১২৮—৪০ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

উনবষ্টাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ঋষি, সিদ্ধ ও রাজর্ষি-
গণ কতক নিত্য সেবিত বহুরাসঙ্গম নামে
এক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থ আছে।
পুরাকালে পক্ষিবর গরুড নাগগণের
দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদীয় মাতার দাস্ত্ব
হেতু হুঃখে সন্তপ্তমান হইয়া সে একদা
নির্জনে দীর্ঘনিশ্বাস পারিত্যাগ করিতে করিতে
চিন্তা করিল,—“লোকে তাহারাই ব্রহ্ম;
তাহারাই কৃতপুণ্য,—তাহাদিগকে অস্ত্রের
সেবা করিতে হয় না; এবং সেই সেবাক্রমে
ব্যাসনাগম তাহাদের হয় না। নিজেদের

অদেহপ্রভবো ধন্যঃ শিখিগন্তবশে স্থিতান্ ॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি চিন্তাসমাবিষ্টো জননীমেতা ভুংগতঃ ।

পর্যাপৃচ্ছদমেয়াশ্চ বৈনতেয়োহথ মাতবম্ ॥ ৫

গরুড় উবাচ ।

কস্তাপরাধাত্ত্বং পিতৃষা মম বাস্তবতঃ ।

দাসীহমাপ্তা বদ তৎ কারণং মম পৃচ্ছতঃ ॥ ৬

ব্রহ্মোবাচ ।

সাব্রবীং পুত্রমাত্মীয়মকুণ্ডানুজং প্রিয়ম্ ॥ ৭

বিনতোবাচ ।

নৈব কস্তাপরাধোহস্তি স্বাপরাধো ময়োদিতঃ ।

যস্তা বাক্যং বিপর্যোতি সা দাসী স্তান্নায়োদিতম্

কজ্ঞশ্চাপি তথৈবাহং সা ময়া সংযুতা যযৌ ।

কদ্বা মমাতবদ্বাদশছন্দনাহং তয়া জিতা ।

বিধির্হি বলবাস্তাত কাং কাং চেষ্টাং ন চেষ্টতে

এবং দাসীহমগম্যং কদ্বাঃ কস্তাপনন্দন ।

যদা দাসী তু জাতাহং দাসোহভূত্বং দ্বিজমজ ॥

যাহাদিগের প্রভূত্ব আছে, সেই ধন্য জনেরাই
সুখে থাকে, গান করে, নিদ্রা যায় হাস্ত করে ।

অনুবশে স্থিত ব্যক্তিদিগকে ধিক্! ধিক্!

ব্রহ্মা বলিলেন,— গমেয়াশ্চ বৈনতেয় এইরূপ

চিন্তাবিষ্ট হইয়া ভুংগিতভাবে জননীসন্নিধানে

আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— মাতঃ! আমার,

পিতার বা অন্তের—কাহার অপরাধে আপনি

দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? আমি জিজ্ঞাসা

করিতেছি, তাহা আমাকে বলুন । ব্রহ্মা

বলিলেন,—সেই বিনতা অকুণ্ডানুজ নিজ

প্রিয় আত্মজকে বলিলেন,—কাহারও অপ-

রাধ নাই, আমার নিজেরই অপরাধ । কজ্ঞর

সহিত আমার একটি তর্ক উপস্থিত হয় ।

তাহাতে আমি বলি যে,—বাহার বাবু

মিথ্যা হইবে, সে দাসী হইবে । কজ্ঞও

এ কথায় সন্তুষ্ট হয় । পরে আমার সঙ্গে

সে তর্কান্বিত যায়, কিন্তু ছলনা দ্বারা সে

আমাকে পরাজিত করে । বলবান বিধি,

কি কি কার্য্যই না করেন? ওহে দ্বিজমজ,

কস্তাপনন্দন । আমি এই ভাবে দাসীত্ব প্রাপ্ত

ব্রহ্মোবাচ ।

তুষ্ণীং তদা বভূবাসৌ গরুড়োহতীব ভুংগিতঃ ।

ন কিঞ্চিদুচে জননীং চিন্তয়ন্ ভবিতব্যতাম্ ॥

কজ্ঞঃ কদাচিত্ স্য প্রাহ পুত্রাণাং হিতমিচ্ছতী

আত্মনো ভূতিমিচ্ছতী বিনতাং খগমাতরম্ ॥

কজ্ঞকবাচ ।

পুত্রঃ সূর্য্যঃ নমস্কর্তুং তব ষাত্যনিবারিতঃ ।

অহো লোকত্রয়েহপ্যস্মিন্ ধন্তাসি বত দান্তশি

ব্রহ্মোবাচ ।

স্বহুংখং গৃহমানা সা কজ্ঞঃ প্রাহ সুবিস্মিতা ॥ ১৪

বিনতোবাচ ।

তব পুত্রাস্ত কিমিতি রবিং জুষ্টুং ন যাস্তি চ ॥ ১৫

কজ্ঞকবাচ ।

পুত্রান্নদীয়ান্ সুভগে নয় নাগালয়ং প্রতি ।

সমুদ্রস্ত সমীপে তু তদাস্তে শীতলং সরঃ ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

সুপর্ণস্তবহরাগান কজ্ঞক বিনতা তথা ।

ততঃ প্রোবাচ মুদিতা বৈনতেয়া মাতরম্ ॥ ১৭

হইয়াছি । আমি দাসী হইয়াছি বলিয়া

সুতরাং তুমিও দাস হইয়াছ । ১—১০ ।

গরুড় তখন অতীব ভুংগিত হইয়া চুপ করিয়া

থাকিল, ভবিতব্যতা চিন্তা করিয়া জননীকে

কিছুই কহিল না । পুত্রহিতার্থিনী কজ্ঞ

একদা আত্মোৎকর্ষ সাধন-মানসে খগমাতা

বিনতাকে কহিলেন,—অহো! তোমার পুত্র

অনিবারিতভাবে সূর্য্যকে নমস্কার করিতে

যায়; তুমি দাসী হইলেও এই লোকত্রয়

মধ্যে ধন্য । ব্রহ্মা বলিলেন,—বিনতা নিজ

হুংখ গোপন করত বিস্মিতা হইয়া কজ্ঞকে

কহিলেন,—তোমার পুত্রেরা রবিকে দেখিতে

যায় না কেন? কজ্ঞ কহিলেন,—সুভগে ।

আমার পুত্রগণকে নাগালয়ে লইয়া চল ।

উহা সমুদ্রসমীপে অবস্থিত একটি শীতল

সরোবর । ব্রহ্মা বলিলেন,—সুপর্ণ নাগ-

গণকে এবং বিনতা কজ্ঞকে বহন করত লইয়া

চলিল । কজ্ঞ তখন মুদিতা হইয়া বৈনতেয়ের

সুরাণাং নেতু নিলয়ং গরুড়ো মৎসুতানিতি ।
পুনঃ প্রাহ সর্পমাতা গরুড়ং বিনয়ান্বিতম্ ॥ ১৮
সর্পমাতোবাচ ।

পুত্রা মে দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি হংসং ত্রিজগতাং গুরুম্ ।
নমস্কৃত্বা ততঃ সূর্য্যমেষান্ত নিলয়ং মম ।
হৃণ্ডে ত্বং নয় পুত্রান্মে সূর্য্যমণ্ডলমবহম্ ॥ ১৯
ব্রহ্মোবাচ ।

সা বেপমানা বিনতা দীনা কঙ্কমভাষত ॥ ২০
বিনতোবাচ ।

নাহং ক্ষমা সর্পমাতঃপুত্রো মে নেষাতে সূতান্
দৃষ্ট্বা দিনকরং দেবং পুনরেব প্রদ্যাস্ত তে ॥ ২১
ব্রহ্মোবাচ ।

বিনতা স্বসূতং প্রাহ বিহগানামধীশ্বরম্ ।
নমস্কর্তুমথেচ্ছন্তি নাগাঃ স্বামিহমাগতাঃ ॥ ২২
ভাষন্তমিত্যুবাচেয়ং মাং সর্পজননৌ হঠাৎ ।
তথেষ্টাক্তা স গরুড়ো মামারোহন্ত পন্নগাঃ ॥
তদাক্রুতং সর্পসৈন্তং গরুড়ং বিহগাধিপম্ ।

মাতাকে কহিলেন,—গরুড় আমার পুত্র-
গণকে সুরগণের নিলয়ে লইয়া যাউক ।
এই বলিয়া সেই নাগমাতা আবার কহিলেন,
—আমার পুত্রেরা ত্রিজগতের গুরু সূর্য্যকে
দেখিতে ইচ্ছা করে । তাহার সূর্য্যকে
নমস্কার করিয়া তার পর আমার
নিলয়ে ফিরিয়া আসিবে । ওগো! তুমি
প্রতিদিন আমার পুত্রগণকে সূর্য্যমণ্ডলে
লইয়া যাইও । ব্রহ্মা বাললেন,—সেই
বিনতা তখন দীনা ও বেপমানা হইয়া কঙ্ককে
কহিলেন,—সর্পমাতঃ! আমি তাহাতে সক্ষম
নহি; আমার পুত্র তোমার পুত্রগণকে লইয়া
যাইবে; তাহার দেব দিনকরকে দেখিয়া
আবার ফিরিয়া আসিবে ॥ ১১—২১ । ব্রহ্মা
বালিলেন,—বিনতা বিহগাধীশ্বর নিজ পুত্রকে
বালিলেন,—প্রভু মহাপ্রাপ্ত নাগগণ সূর্য্যকে
নমস্কার করিতে ইচ্ছা করে । এই সর্প-
জননৌ আমাকে সহসা এ কথা বলিলেন ।
গরুড় তৎশ্রবণে কহিল—আচ্ছা তবে
তাহাই হউক । পন্নগেরা আমাতে

শনৈঃ শনৈরুপগমদ্বয়ং দেবো দিবাকরঃ ।
তে দহমানান্তীক্লেণ ভানুতাপেন বিব্যথুঃ ॥
সর্পা উচুঃ ।

নিবর্তন্ত মহাপ্রাজ পতঙ্গায় নমো নমঃ ।
অনং সূর্য্যস্ত সদনং দক্ষাঃ সূর্য্যস্ত তেজসা ।
যামন্তুয়া বা গরুড় বিহায় স্বামথাপি বা ॥ ২৫
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং নাগৈরুচ্যমান আদিত্যঃ দর্শয়ামি বঃ ।
ইত্যাক্তা গগনং শীঘ্রং জগামাদিত্যসম্মুখং ॥ ২৬
দক্ষভোগান্ততো নাগা নিপেতুর্ধরনীঃ প্রতি ।
বহবঃ শতসাহস্রাঃ পীড়িতা দক্ষবিগ্রহাঃ ॥ ২৭
পুত্রাণামার্তসন্নাদং পতিতানাং মহৌতলে ।
আশ্বাসিতুং সমায়াতা তান্ সা কঙ্কঃ সুবিস্ময়া
উবাচ বিনতাং কঙ্কস্তত্র পুত্রোহতিহৃদতম্ ।
কৃতবানতিহৃদ্যেধা যেমাঃ শান্তির্ন বিজতে ॥ ২৯

আরোহণ করুক ।" পরে সেই সর্পসৈন্তগণ
বিহগাধিপ গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া
শনৈঃ শনৈঃ যেখানে দিবাকর আছেন, তথায়
যাইতে লাগিল । ক্রমে তাহার ভানুতাপে
দহমান হইয়া বাধিত হইল এবং বলিল,—
হে মহাপ্রাজ! নিবৃত্ত হও । আমরা এখান
হইতে পতঙ্গ সূর্য্যকে নমস্কার করি । সূর্য্যের
সদন গমনে আমাদের প্রয়োজন নাই । সূর্য্য-
তেজে দক্ষ হইলাম । গরুড়! তোমার সহিতই
হউক কিম্বা তোমাকে ছাড়িয়াই হউক আমরা
ফিরিয়া যাইব । ব্রহ্মা বলিলেন,—গরুড়,
নাগগণ কর্তৃক উক্তরূপে উচ্যমান হইয়াও
“তোমাদিগকে আদিত্য দেখাই” এই বলিয়া
শীঘ্র আদিত্যসম্মুখে যাইতে লাগিলে বহু
নাগ দক্ষফণা হইয়া ধরনীতলে নিপতিত
হইল । উহাদিগের মধ্যে শত সহস্র নাগ
দক্ষদেহ ও নিত্য পীড়িত হইয়াছিল ।
মহৌতলে পতিত সেই পুত্রগণের আর্তনাদ
শ্রবণে কঙ্ক বিস্মলচিত্তে তাহাদিগকে
আশ্বাসদানার্থ তথায় আগমন করিলেন ।
তিনি বিনতাকে কহিলেন,—তোমার পুত্র
অতি হৃদ্যেধা, সে অতি হৃদয় করিয়াছে । সে

নান্থথা কর্তুমায়ান্তি স্বামিবাক্যং কণীশ্বরঃ ।
স কণ্ডপো বৃহত্তেজা যদ্যত্র স্তাদনাময়ম্ ॥ ৩০
তবেচ্চৈবং কথংশান্তিঃ পুত্রাণাং মম ভামিনি ।
কদ্দাস্তদ্বচনং ঋহা বিনতা হতিভীতবৎ ।
পুত্রমাহ মহাত্মানং গরুড়ং বিহঙ্গাধিপম্ ॥ ৩১

বিনতোবাচ ।

নেদং যুক্ততরং পুত্র ভূষণং বিনথেন হি ।
বর্জিতুং যুক্তমিত্যুক্তং বপরীত্যং ন যুজ্যতে ॥
নামিত্রেষপি কর্তব্যং সন্তির্জিহ্বাং কদাচন ।
শ্রোত্রিয়ে চাস্ত্যজে বাপি সমং চন্দ্রঃ প্রকাশতে ॥
কুর্ষস্ত্যানিষ্টং কপটেষু এব মম পুত্রক ।
প্রসহ কর্তুং যে সাক্ষাদশক্তাঃ পুরুষাধমাঃ ॥ ৩৫

ব্রহ্মোবাচ ।

বিনতা চ ততঃ প্রাহ কজং তাং সর্পমাতরম্ ॥
বিনতোবাচ ।

কিং কৃহা শান্তিরভ্যেতি পুত্রাণাস্তেকরোমিতং

হুজ্জিয়ার আর শান্তি নাই! স্বামি বাক্যের
অন্থথা করা বিধেয় নহে। কণীশ্বর বৃহত্তেজা
কণ্ডপ যদি এখন এখানে আইসেন, তবেই
ইহাদিগের অনাময় হইতে পারে। ভামিনি!
আমার পুত্রগণের কিরূপে শান্তি হইবে?
কজর সেই বাক্য শুনিয়া বিনতা অতি
ভীতভাবে মহাত্মা, বিহঙ্গাধিপ পুত্র গরুড়কে
কহিলেন,—পুত্র! ইহা যুক্ততর নহে, বিনয়-
সম্বন্ধিত ব্যবহার করাই বিধেয়; এইরূপই
শাস্ত্রবাক্য। ইহার বৈপরীত্য করা
যোগ্য নহে। সজ্জনগণের পক্ষে অমিত্র-
জনেও জিহ্বা ব্যবহার কদাচ কর্তব্য
নহে। দেখ, কি শ্রোত্রিয়, কি অস্ত্যজ—চন্দ্র
উভয়ত্রই সমভাবে প্রকাশিত হইল। হে
পুত্র! যে পুরুষাধমেরা বলপূর্বক অপকার
করিতে অশক্ত, তাহারাই কপটতা সহকারে
অনিষ্টাচরণ করে। ব্রহ্মা বলিলেন,—
পরে বিনতা সেই সর্পমাতা কজকে
কহিলেন,—কি করিলে তোমার পুত্রগণের
শান্তি হইবে, তাহা বল, করিতেছি।

জরয়া তু গৃহীতাস্তে বদ শান্তিকরোমি তং ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কজরপ্যাহ বিনতাং রসাতলগতং পয়ঃ ।
তেনাভিষেচিতানাং মে পুত্রাণাং শান্তিরেষ্যতি
কদ্দাস্তদ্বচনং ঋহা রসাতলগতং পয়ঃ ।
ক্ষণেনৈব সমানীয নাগাংস্তানভ্যষেচয়ৎ ।
ততঃ প্রোবাচ গরুড়ো মঘবানং শতক্রতুম্ ॥ ৩৯
গরুড় উবাচ ।

মেঘাশ্চাপ্যত্র বর্ষন্ত ত্রৈলোক্যস্তোপকারিণঃ ॥ ৪
ব্রহ্মোবাচ ।

তথা ববর্ষ পজ্জন্তো নাগানামভবচ্ছিবম্ ।
রসাতলভবং গাজং নাগসঞ্জীবনং পয়ঃ ॥ ৪১
জরাশোকবিনাশার্থমানীতং গরুড়েন যৎ ।
যত্রাভিষেচিতা নাগাস্তরাগালয়মুচ্যতে ॥ ৪২
গরুড়েন যতো বারি আনীতং তদ্রসাতলাৎ ।
তদগাজং বারি সর্কেষাং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
জরয়া বারণং যস্মারাগানামভবচ্ছিবম্ ।
রসাতলভবং গাজং নাগসঞ্জীবনং যতঃ ॥ ৪৪
জরাশোকবিনাশার্থং গজায়া দক্ষিণে তটে ।

উহার। জরাক্রান্ত হইয়াছে। উহাদের
শান্তি বিধান করিতেছি ১২২—৩৭। ব্রহ্মা
বলিলেন,—কজ তখন বিনতাকে কহি-
লেন,—রসাতলে যে জল আছে, তাহা দ্বারা
অভিষেচিত হইলে আমার পুত্রগণের শান্তি
হইবে। গরুড়, কজর সেই বচন শ্রবণে
ক্ষণমাত্রেই রসাতলগত জল আনয়নপূর্বক
অভিষেচিত করিল। তার পরে মঘবানকে
কহিল,—এখানে ত্রৈলোক্যের উপকারী
মেঘেরাও বর্ষণ করুক। ব্রহ্মা বলিলেন,
—পজ্জন্তু তখন সেখানে বর্ষণ করিলেন;
তাহাতে নাগগণের শান্তি হইল। গরুড়
যে নাগগণের সঞ্জীবনার্থ জরাশোক-বিনাশক
রসাতলভব গাজবারি আনয়ন করেন, সেই
গজাবারি সকলেরই সর্বপাপনাশক। রসা-
তলভব যে গজাজল দ্বারা নাগগণের মঙ্গল
সাধিত হইয়াছিল, এবং নাগগণ দ্বারা
প্রভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিল, জরাবারণ যে

সাকাদমৃতসংবাহা বজ্রা সাতবরদী ।
জরাদারিড্র্যসস্তাপহারিণী ক্লেশবারিণী ॥ ৪৫
রসাতলভবা গঙ্গা মর্ত্যলোকভবা তু যা ।
তমোশ্চ সঙ্গমো যঃ স্মাৎ কিং পুনস্তত্র বণাতে
যন্তানুস্মরণাদেব নাশঃ যান্ত্যঘসঞ্চয়াঃ ।
তত্র চ স্নানদানানাং ফলং কো বক্তুমীশ্বরঃ ॥ ৪৭
সপাদং তত্র তীর্ণানাং লক্ষমাহুর্ননীষিণঃ ।
সর্বসম্পত্তিদাতৃণাং সর্বপাপোহহারিণাম্ ॥ ৪৮
বজ্রাসঙ্গমসমং তীর্থং কাপি ন বিজ্ঞতে ।
যদনুস্মরণেনাপি বিপদস্তে বিপদয়ঃ ॥ ৪৯
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বজ্রাসঙ্গমাদিসপাদলক্ষতীর্ণ-
বর্ণনমেকোনষষ্ট্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥

গঙ্গাজল নাগগণের জরাক্লেশ-বিনাশার্থ
অনীত হয়, তাহাই গঙ্গার দক্ষীণ তটে
সাক্ষাৎ অমৃতসংবাহা বজ্রা নামী নদী হই-
য়াছে । ঐ নদী জরাদারিড্র্য-সস্তাপহারিণী
ও ক্লেশবারিণী । ঐ রসাতলভবা গঙ্গা ও
মর্ত্যলোকভবা গঙ্গা,—এতদ্ব্যয়ের যে স্থলে
সঙ্গম ঘটিয়াছে, সেই স্থানের মহিমা কি
বর্ণিব ? যাহার অস্মরণমাত্রেই অঘসঞ্চয় নাশ
পায় । তথায় স্নান-দানের ফল কে বলিতে
পারে ? সেই স্থানে সপাদ (সওয়া) লক্ষ
তীর্থ আছে, মনীষিগণ এইরূপই বলেন ।
উহার সর্বসম্পত্তিদায়ক ও সর্বপাপসমূহের
নাশক । যাহার অস্মরণ মাত্রেও বিপদগণ
বিপন্ন হয়, সেই বজ্রাসঙ্গম সদৃশ তীর্থ
আর কোথাও নাই । ৩৮—৪৯ ।

উনষষ্ট্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৯ ॥

ষষ্ঠাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাগমঃ নাম তীর্থং সর্বকামপ্রদং শিবম্ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং পিতৃণাং তৃপ্তিকারকম্ ॥ ১
তত্র বৃত্তং সমাখ্যাস্তে তব যত্নেন নারদ ।
দেবানাং সুরাণাঞ্চ স্পর্শাভুকনহেতবে ।
স্বর্গঃ সুরাণামভবদসুরাণামিনাতবৎ ॥ ২
কর্মভূমিমবষ্টভ্য অসুরাঃ সর্বতোহভবন্ ।
দেবানাং যজ্ঞভাগাংশ্চ দাতৃন্ ব্রহ্মাসুরাস্ততঃ ॥
ততঃ সুরগণাঃ সর্বৈ যজ্ঞভাগৈর্গবিনা কৃত্যঃ ।
ব্যাধিতা মামুপাজগ্মুঃ কিং কৃত্যমিতি চাক্রবন্ ॥ ৪
মযা চোক্তাঃ সুরগণা যুদ্ধে জিত্বাসুরান বলাৎ
ভুবং প্রাপ্স্যথ কর্ম্মাণি হবীংসি চ যশাংসি চ ॥ ৫
তথৈতুক্তা গতা দেবা ভূমিঃ তে সমরার্থিনঃ ॥
দৈত্যাস্চ দানবাস্চৈব রাক্ষসা বলদর্পিতাঃ ।
একীভূতা যযুস্তেহপি জয়িনো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৭

ষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবাগমনামক তীর্থ,—
নরগণের সর্বকামপ্রদ, শুভসাধক, মুক্তি-
দায়ক, ও পিতৃগণের তৃপ্তিকারক । নারদ !
তদ্বিশয়ে তোমার নিকট বৃত্তান্ত বলিতেছি,
সযত্নে শুন । পূর্বে দেব ও অসুরগণের
ধনহেতু বিবাদ উপস্থিত হয় । তাহাতে
সুরগণের স্বর্গ এবং অসুরগণের পৃথিবী
অধিকৃত হয় । অসুরগণ এই কর্ম্মভূমিকে
সর্বতঃ অধিকার করিয়া পরে দেবগণের
যজ্ঞভাগদাতা জনগণকে হনন করিতে
লাগিল । তাহাতে সুরগণ যজ্ঞভাগবিহীন
হওয়ায় ব্যাধিত হইয়া আমাকে আসিয়া
কাহিলেন,—“কি করা কর্তব্য ?” আমি বলি-
লাম,—“সুরগণ ! তোমরা যুদ্ধে অসুর-
গণকে বলপূর্বক জয় করিয়া ভূমি লাভ কর ;
তাহা হইলেই কর্ম্ম, হবিঃ ও যশ প্রাপ্ত
হইবে ।” দেবগণ “তাহাই করিব” বলিয়া
সমরার্থে ভূমিতে গমন করিলেন । এদিকে
দৈত্যগণ, দানবগণ ও বলদর্পিত রাক্ষসগণ

অহিরুদ্রো বলিষ্ঠা ঈর্ষমুচিঃ শব্দরো ময়ঃ ।
 এতে চান্তে চ বহবো যোদ্ধারো বলদর্পিতাঃ ॥
 অগ্নিরিশ্রোহথ বক্রনস্ত্র্যে। পুষা তথাশ্বিনৌ ।
 মরুতো লোকপালাঃ নানায়ুধবিশারদাঃ ।
 তে দানবাঃ সর্ব এব যাম্যাঃ বৈ দিশি সঙ্গরে
 অকুর্ষন্ত মহাযত্নঃ দক্ষিণার্ণবসংস্থিতাঃ ॥১০
 ত্রিকূটঃ পর্বতশ্রেষ্ঠো রাক্ষসানাং পুরাতনবৎ ।
 তদ্বনেন যযুঃ সর্বৈ তৈঃ সার্কিঃ দক্ষিণার্ণবম্ ॥১১
 সর্বৈষাং মেলনং যত্র পদতো মলয়স্তমঃ ।
 মলয়স্তাপি দেশোহসৌ দেবারৌণমভূতদা ॥১২
 দেবানাং গৌতমীতীরে তত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ ।
 ইতি তেষাং সমাযোগো দেবানামভবৎ কিল ॥
 দেবাঃ স্বরথমারুঢ়াস্তত্র তত্র সমাগমন্ ।
 গৌতম্যাঃ সরিদম্বায়াঃ পুলিনে বিমলাশয়াঃ ।
 প্রসন্নাভীষ্টদা য়া স্মাৎ পিতৃণামগিলস্ত তু ॥১৪
 ততো দেবগণাঃ সর্বৈ স্তত্র বিষ্ণুমহেশ্বরৌ ।

সকলে মিলিত হইয়া জয়াভিলাষে যুদ্ধা-
 কাঙ্ক্ষায় প্রস্থিত হইল। তন্মধ্যে অহি,
 ব্রহ্ম, বলি, স্বাষ্টি, নমুচি, শব্দর, ময়,—ইহারা
 এবং আরও বলদর্পিত বহু যোদ্ধা ছিল।
 দেব পক্ষেও অগ্নি, ইন্দ্র, বক্রন, ত্র্যম্বক, পুষা,
 অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎসকল, এবং অস্ত্রান্ত
 লোকপালগণ ও নানায়ুধবিশারদ আরও
 অনেকে ছিলেন। দানবদল সবলেই
 দক্ষিণদিকে যাইয়া দক্ষিণার্ণবে থাকিয়া যুদ্ধার্থ
 মহা উদ্যোগ করিয়া; পূর্বে হইতেই পদত-
 শ্রেষ্ঠ ত্রিকূট, রাক্ষসদিগের অধিকারে ছিল;
 দানবদল সেই ত্রিকূটের বনমধ্য দিয়া সক-
 লেই যাইয়া মলয়পর্বতে মিলিত হইল।
 সেই মলয়প্রদেশও তখন দানবগণেরই
 অধিকৃত হইল। গৌতমীতীরে যেখানে
 শিব সন্নিহিত আছেন, সেই স্থানেই দেব-
 গণের সন্মিলন হইল। ১—১৩। যিনি
 প্রসন্না হইয়া অখিল পিতৃগণের অভীষ্ট দান
 করেন, বিমলাশয় দেবগণ, সেই নদীমাতা
 গৌতমীর পুলিনে স্ব-স্ব রথারোহণে সেই
 সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তারপর

গাভ্রমঃ চিন্তয়ামাসু হে সর্বৈহথ পরস্পরম্ ॥১৫
 দেবা উচুঃ ।
 অত্রাপুপায়াঃ কোহস্মাকংনির্জিতানাংপঠৈরহঁতাৎ
 একমেবাত্র নঃ শ্রেয়ো বিজয়ো বাধবা মৃতিঃ ।
 সপত্নৈরভিভূতানাং জীবিতং ধিগ্নানশ্বিনাম্ ॥১৬
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এতান্নম্নহরে পুত্র বাণ্ডবাচাশরীরিণী ॥ ১৭
 আকাশবাণ্ডবাচ ।
 ক্রেশেনালং সুরগণা গৌতমীমাণ্ড গচ্ছত ।
 ভক্ত্যা হরিহরৌ তত্র সমারাধয়তেশ্বরৌ ॥ ২৮
 গোদাবরীয়াস্তয়োশ্চৈব প্রসাদাৎ কিম্ ভুঞ্জয়ম্ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 প্রসন্নাভ্যাং হরীশাভ্যাং দেবা জয়মভীষিতম্
 অবাপ্য সর্বতো জঘুঃ পালয়ন্তো দিবৌকসঃ ॥
 যত্র দেবাগমো জাতস্ততীর্থং তেন বিজ্ঞতম্ ।
 দেবাগমঃ প্রশংসন্তি মুনয়স্তদ্বদশিনঃ ॥ ২১
 তত্রাশীতিসহস্রাণি শিবালঙ্কানি নারদ ।

দেবগণ সকলেই পরস্পর মিলিত হইয়া বিষ্ণু
 ও মহেশ্বরকে স্তব করিয়া অভয় কামনা
 করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—
 শত্রু কর্তৃক বলবশে নির্জিত আমাদের
 এক্ষণে উপায় কি? এ অবস্থায় আমাদের
 হয় বিজয়, নয় মরণ,—ইহার যে কোন
 একটাই শ্রেয়ঃ। সপত্নগণে আভূত মনস্বি-
 গণের জীবনে ধিক্! ব্রহ্মা বলিলেন,—
 পুত্র, নারদ! ইত্যবসরে অশরীরিণী বাণী
 হইল,—“সুরগণ! হুঃখ করিও না। তোমরা
 আশু গৌতমীতীরে যাও। সেখানে ভক্তি
 সহকারে ঈশ্বর হরি-হরের আরাধনা কর।
 সেই হার ও হরের এবং গোদাবরীর প্রসাদে
 কিই-বা দুর্লভ থাকে?” ব্রহ্মা বলিলেন,—
 পরে সেই হার ও ঈশ্বের প্রসাদে সেই যুদ্ধে
 দেবগণ অভীষিত জয় প্রাপ্ত হইয়া প্রতি-
 গমনপূর্বক সমগ্র ভুবনের পালন করিতে
 লাগিলেন। যেখানে দেবগণের সমাগম
 ঘটয়াছিল, সেই স্থান দেবাগম নামক
 বিজ্ঞত তীর্থ। তদ্বদশী মুনীগণ উহার

দেবাগমঃ পৰ্বতোহসৌ প্রিয় ইত্যপি কথ্যতে
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং দেবপ্রিয়মতো বিদুঃ ॥২২

ইতি ত্রীত্বাক্ষে দেবাগমতীর্থবর্ণনঃ নাম
ষষ্ঠ্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ঠ্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কুশতৰ্ণমাখ্যাতঃ প্রণীতাসঙ্গমং তথা ।
তীর্থং সৰ্বেষু লোকেষু ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম ।
তস্তা স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু পাপহরঃ শুভম্ ॥ ১
বিজ্যাস্ত দক্ষিণে পার্শ্বে সহো নাম মহাগিরিঃ ।
যদুদ্বিভোহভবন্নদো গোদাতীমরথীমুখাঃ ॥
যত্রাভবত্তদ্বিরজমেকবৌরা চ যত্র সা ।
ন তস্তা মতিমা কৈশ্চিদপি শক্যোহনুবর্ণিতুম্ ॥৩
তন্মিন্ গিরৌ পুণ্যদেশে শৃণু নারদ যত্নতঃ ।

প্রশংসা করিয়া থাকেন । নারদ ! ঐ স্থানে
অশীতি সহস্র শিব-লিঙ্গ বর্তমান । ঐ
পৰ্বতের নাম দেবাগম । উহা 'প্রিয়' নামেও
কথিত হয় । সেই হইতেই ঐ তীর্থ দেব-
প্রিয় হইয়াছে । সুধীগণ ইহা অবগত
আছেন ১৫—২২ ।

ষষ্ঠ্যাদিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ! ১৬০ ॥

একষষ্ঠ্যাদিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কুশতৰ্ণ ও প্রণীত-
সঙ্গম নামে সৰ্বলোক-বিখ্যাত যে তীর্থ
আছে, তাহা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ । উহার
শুভ পাপহর স্বরূপ বর্ণিতোছি, শুন । বিজ্য
পৰ্বতের দক্ষিণপার্শ্বে সহো নামে এক মহাগিরি
আছে । উহারই পাদদেশ হইতে গোদাবরী,
ভীমরথী, প্রভৃতি নদী সকল প্রবাহিত
হইয়াছে । ঐ স্থানেই বিজয় তীর্থ ও
একবৌরা নদী আছে । সেই মহৎ পৰ্ব-
তের মহিমা কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহে ।

শুভাদশুভতরং বক্ষ্যে সাক্ষাৎবেদোদিতঃ শুভম্
যন্ন জানন্তি মুনয়ো দেবাশ্চ পিতরোহসুরাঃ ।
তদহং প্রীতয়ে বক্ষ্যে শ্রবণাৎ সৰ্বকামদম্ ॥ ৫
পরঃ স পুরুষো জ্ঞেয়ো হব্যাক্তোহক্ষর এব তু
অপরশ্চ ক্ষরন্তস্মাৎ প্রকৃত্যবিত এব চ ॥ ৬
নিরাকারাৎ সাবয়বঃ পুরুষঃ সমজায়ত ।

তস্মাদাপঃ সমুদ্ভূতা অস্ত্যশ্চ পুরুষস্তথা ॥ ৭
তাভ্যামজং সমুদ্ভূতং তত্রাহমভবং মুনৈ ॥ ৮
পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিস্তথৈব চ ।
এতে মনুঃ পূৰ্বতরা একদৈবাতবনুনে ॥ ৯
এতানৈব প্রপশ্যামি নান্দ্র্যং স্বাবরজঙ্গমম্ ।
নৈব বেদাস্তদা চাস্মাহ দৃষ্টাস্মি কিঞ্চন ॥১০
যস্মাদহং সমুদ্ভূতো ন পশ্যেয়ং তমপ্যথ ।
তুষ্ণীং হিতে ময়ি তদা অশ্রোষং বাচয়ন্তমাম্ ॥

সেই গিরির কোনও পুণ্য প্রদেশে ঐ তীর্থ
দ্বয়ের উৎপত্তি হয় । নারদ ! তুমি সাবধানে
শ্রবণ কর । আমি শুভাৎ শুভতর
বেদোদিত শুভ বৃত্তান্ত বলিতেছি ।
মুনিগণ, দেবগণ, পিতৃগণ, অসুরগণ—কেহই
যাহা জানেন না, যাহা শ্রবণেই সৰ্বকামপ্রদ,
আমি সেই বৃত্তান্ত প্রীতিবশতঃ তোমাকে
বলিতেছি । সেই অব্যক্ত পুরুষকে পর ও
অক্ষয় বলিয়া জানিও । তাঁহা হইতে প্রকৃতি-
সম্বিত্ত অপর ক্ষর পুরুষ জন্মে । নিরাকার
অব্যক্ত হইতে সাকার পুরুষের জন্ম হয় ।
তাঁহা হইতে আপ, আপ্ হইতে পুরুষ
(নারায়ণ) উদ্ভূত হইলেন । সেই আপ ও
পুরুষ হইতে একটী পদ্য জন্মে । হে মুনৈ !
আমি সেই পদ্য জন্মিয়াছি । পৃথিবী, বায়ু,
আকাশ, আপ, ও জ্যোতি,—ইহারা আমি
অপেক্ষা পূৰ্বতর, কিন্তু হে মুনৈ ! একদাই
এই সমস্ত হইয়াছে । আমি জন্মিয়া এই
গুলিই দেখিতে পাই, আর স্বাবর জঙ্গম
কিছুই ছিল না । তখন বেদ ছিল না ;
এবং আমিও অপর কিছুই দেখি নাই ।
১—১১ । পরে আমি যাহা হইতে উৎপন্ন
হইয়াছি, তাঁহাকেও দেখিতে পাইলাম না !

আকাশবাণুবাচ ।

ব্রহ্মন্ কুরু জগৎ সৃষ্টিং স্বাবরন্ত চরন্ত চ ॥১২

ব্রহ্মোবাচ ।

ততোহহমব্রবং বাচং পুরুষাং তত্র নারদ ।

কথং শ্রব্যে ক বা শ্রব্যে কেন শ্রব্য ইদং

জগৎ ॥ ১৩

সৈব বাগবতীদেবী প্রকৃতির্থাভিধীয়তে ।

বিষ্ণুনা প্রেরিতা মাতা জগদীশা জগন্ময়ী ॥১৪

আকাশবাণুবাচ ।

যজ্ঞঃ কুরু ততঃ শক্তিস্তে ভবিত্রী ন সংশয়ঃ ।

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতোষা শ্রুতিব্রহ্মন্ সনাতনৌ ॥

কিং যজ্ঞনামসাধ্যং শ্রাদ্দিহ লোকে পরত্র চ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পুনস্তামব্রবং দেবীঃ ক বা কেনেতি তদ্বদ ।

যজ্ঞঃ কার্ষ্যো মহাভাগে ততঃ সোবাচ মাম্প্রতি

ওকারভূতা যা দেবী মাতৃকল্পা জগন্ময়ী ॥ ১৭

আকাশবাণুবাচ ।

কর্ষভূমৌ যজ্ঞেনৈহ যজ্ঞেশং যজ্ঞপুরুষম্ ।

স এব সাধনস্তে শ্রান্তেন তং যজ সূত্রত ॥ ১৮

তখন আমি চূপ করিয়া থাকিলাম । ক্রমে উত্তমাবাগী শুনিতে পাইলাম যে, ব্রহ্মন্ ! স্বাবর ও চর এই উভয়বিধ জগতের সৃষ্টি কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ ! আমি তখন পুরুষ-স্বরে কহিলাম,—কেমনে সৃষ্টি করিব ? কোথায় বা সৃষ্টি করিব ? কিসের দ্বারাই বা এ জগৎ সৃষ্টি করিব ? যিনি প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত হইলেন, সেই জগদীশা, জগন্ময়ী মাতাই বিষ্ণু কর্তৃক প্রেরিতা হইয়া পুনরায় কহিলেন,—‘যজ্ঞ কর ; তাহা হইলেই তোমার শক্তি লাভ হইবে ; সংশয় নাই । “যজ্ঞই বিষ্ণু” এইরূপ ব্রহ্মসনাতনৌ শ্রুতি আছে । যজ্ঞকারী ব্যক্তির ইহ বা পরলোকে অসাধ্য কি আছে ? ব্রহ্মা বলিলেন, আমি এখন পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগে ! কোথায়, কিসের দ্বারাই বা যজ্ঞ করিব ? তাহা বল । যিনি জগন্ময়ী ও জগতের মাতৃকল্পা, সেই ওকার-দ্বারা আকাশবাণী কহিলেন,—এই কর্ষভূমিতে

যজ্ঞঃ স্বাহা স্বধা মন্ত্রা ব্রাহ্মণা হবিরাদিকম্ ॥১৯

হরিরেবাখিলং তেন সর্বং বিষ্ণোরবাণ্যভ্যে ॥২০

ব্রহ্মোবাচ ।

পুনস্তামব্রবং দেবীঃ কর্ষভূঃ ক বিধীয়তে ॥২০

তদা নারদ নৈবাসীভাগীরথ্যথ নর্মদা ।

যমুনা নৈব তাপী সা সরস্বত্যথ গোতমী ॥ ২১

সমুদ্রো বা নদঃ কশ্চিন্ন সরঃ সরিত্তোহমলাঃ ।

সা শক্তিঃ পুনরপ্যেবং মামুবাচ পুনঃপুনঃ ॥২২

দৈবী বাণুবাচ ।

সুমেরোদক্ষিণে পার্শ্বে তথা হিমবতো গিরেঃ ।

দক্ষিণে চাপি বিষ্ণ্যন্ত সছাচ্চৈবাত দক্ষিণে ।

সর্বস্ত সর্বকালে তু কর্ষভূমিঃ শুভোদয়া ॥২৩

ব্রহ্মোবাচ ।

তত্ত্ব বাক্যমথো শ্রদ্ধা ত্যক্তা মেকং মহাগিরিম্

তং প্রদেশমথাগত্য স্বাতব্যং কেত্যচিস্তম্ ।

ততো মামব্রবীৎ সৈব বিষ্ণোরবাণ্যশরীরিনী ॥২৪

আকাশবাণুবাচ ।

ইতো গচ্ছ ইতিষ্ঠ তথোপবিশ চাত্র হি ।

যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষকে যজ্ঞন কর, তিনিই তোমার যজ্ঞীয় সাধন হইবেন । হে সূত্রত ! তাঁহা দ্বারাই তাঁহাকে যজ্ঞন কর । যজ্ঞ, স্বাহা, স্বধা, মন্ত্র সকল, ব্রাহ্মণ হবিঃ প্রভৃতি—সেই সমস্ত হরিরই ; সেই জন্তই হরি হইতে সমস্ত পাওয়া যায় । ১১—১২ । ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি পুনরায় তাহাকে কহিলাম,—কর্ষভূমি কোথায় ? নারদ ! তখন ভাগীরথী, নর্মদা, যমুনা, তাপী, সরস্বতী, গোতমী, সমুদ্র, নদ, সরিৎ, সরোবর—ইত্যাদি কোনই অমল জলাশয় ছিল না । সেই শক্তি পুনর্বার আমাকে বারংবার কহিলেন—সুমেরু হিমবান্ এবং সছাচ্চর ও দক্ষিণে সকলেরই সর্বকালে শুভোদয়া কর্ষভূমি বিস্তারিত । ব্রহ্মা বলিলেন,—আকাশবাণীর সেই বাক্য-শ্রুতিয়া আমি মহাগিরি মেককে পরিত্যাগপূর্বক সেই প্রদেশে আসিয়া কোথায় থাকিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম । অনন্তর বিষ্ণু সেই অশরীরিনী বাণীই আমাকে কহিলেন,—

সঙ্কল্পঃ কুরু যজ্ঞস্ত স তে যজ্ঞঃ সমাপ্যতে ॥২৫॥
কৃতে চৈবাম্ব সঙ্কল্পে যজ্ঞার্থে সুরসন্তম ।

যজ্ঞদন্ত্যধিলা বেদা বিধে তত্ত্বং সমাচর ॥ ২৬ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

ইতিহাসপুরাণানি যদন্তচ্ছবগোচরম্ ।
স্বতো মুখে মম প্রায়াদভূচ্চ স্মৃতিগোচরম্ ॥২৭॥
বেদার্থশ্চ ময়া সর্বো জ্ঞাতোহসৌ তৎকণেন চ
ততঃ পুরুষসূক্তং তদম্বরং লোকবিশ্রুতম্ ॥২৮॥
যজ্ঞোপকরণং সর্বং তদন্তুঞ্চ অকল্পয়ম্ * ।
অহং হিহা যত্র দেশে শুচিভূত্বা যতাবান্ ।
দীক্ষিতো বিপ্রদেশোহসৌ মরাত্তাপ্রকীর্তিতঃ
মদেবযজনং পুণ্যং নাত্মা ব্রহ্মগিরিঃ স্মৃতঃ ॥৩০॥
চতুর্বিংশতিপর্যন্তং † যোজনানি মহামুনে ।
মদেবযজনং পুণ্যং পূর্বতো ব্রহ্মণো গিরেঃ ॥

এখান হইতে যাও, ওখানে থাক, এখানে
উপবেশন কর ; যজ্ঞের সঙ্কল্প কর ।
সে যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে । হে সুরসন্তম
বিধে ! সঙ্কল্পান্তে যজ্ঞার্থবিদেরা যাহা যাহা
বলিবেন, তাহা তাহাই করিও । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—তখন ইতিহাস পুরাণাদি শব্দগোচর
যাহা কিছু সমস্ত স্বতই আমার স্মৃতিগোচর
হইল, এবং মুখে ফুরিত হইতে লাগিল ।
তখনই সমগ্র বেদার্থ আমার জ্ঞানবিষয়ীভূত
হইল । তারপর সেই লোকবিশ্রুত পুরুষ-
সূক্তও আমার স্মরণ হইল । পরে
সেই দৈববাণীকথিত যজ্ঞোপকরণ সকলও
কল্পনা করিলাম । আমি সেখানে থাকিয়া
শুচি হইয়া সংযতচিত্তে দীক্ষিত হইয়াছিলাম ।
ব্রাহ্মণবহুল সেই প্রদেশ আমারই নামে
কীর্তিত হয় । সেই পুণ্য দেবযজন স্থান
ব্রহ্মগিরি নামে স্মৃত হয় । হে মহামুনে !
ব্রহ্মগিরির পূর্বদিকে চতুর্বিংশতি যোজন
যাবৎ মদীর উক্ত পুণ্য দেবযজন স্থান ।

* তদন্তুঞ্চ প্রকারেণ যজ্ঞপাশ্রাণ্যকল্পয়ম্ ।
কচিদেবকথিত্য পাঠঃ ।

† চতুরশীতিভ্যাপি ৫ পাঠঃ কচিৎ ।

তত্র মধ্যে বেদিকা স্তাদগার্হপত্যোহন্ত দক্ষিণে
তত্র চাহবনীমন্ত এবমগ্নীংস্বকল্পয়ম্ ॥ ৩২ ॥
বিনা পত্ন্যা ন সিধ্যোত যজ্ঞঃ ক্রতিনিদর্শনাৎ ।
শরীরমাশ্বনোহহং বৈ হেমা চাকরবঃ মুনে ॥৩৩॥
পূর্বার্ধেন ততঃ পত্নী মমাত্তদুদযজ্ঞসিদ্ধয়ে ।
উত্তরেণ হুহং তদ্বদর্ধং জায়া ইতি ক্রতেঃ ॥৩৪॥
কালং বসন্তমুৎকৃষ্টমাজ্যরূপেণ নারদ ।
অকল্পয়ং তথা চেদ্যঃ গ্রীষ্মকপি শরৎকবিঃ ॥৩৫॥
ঋতুঞ্চ প্রাবৃষং পুত্র তদা বহিরকল্পয়ম্ ।
ছন্দাংসি সপ্ত বৈ তত্র তদা পরিধয়োহভবন্ ।
কলাকাষ্ঠানিমেষা হি সমিৎপাত্রকুশাঃ স্মৃতাঃ
যোহনাশ্চ অনন্তশ্চ স্বয়ং কালোহভবত্তদা ।
যূপরূপেণ দেবর্ষে যোক্তৃঞ্চ পশুবহনম্ ॥ ৩৬ ॥
সর্বাদিত্রিঙাঃ পাশা নৈব তত্রাতবৎ পশুঃ ।
ততোহহমব্রবঃ বাচঃ বৈকবীমশরীরিণীম্ ॥৩৭॥
বিনৈব পশুনা নারঃ যজ্ঞঃ পরিসমাপ্যতে ।
ততো মামবদদেবী সৈব নিত্যাশরীরিণী ॥৩৮॥

উহার মধ্যস্থলে বেদিকা । তাহার দক্ষিণে
গার্হপত্য স্থান ও আহবনী স্থান । এইরূপে
আমি তথায় অগ্নি কল্পনা করিয়াছিলাম ।
১০—৩২। ক্রতি বিধানে পত্নী ভিন্ন যজ্ঞ সিদ্ধ
হয় না বলিয়া, হে মুনে ! তখন যজ্ঞসিদ্ধি নিমিত্ত
‘অর্ধভাগই জায়া’ এই ক্রত্যমুসারে আশ্ব-
শরীরকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম ।
তাহার পূর্বভাগ দ্বারা আমার পত্নী নির্মাণ
করিলাম, এবং উত্তরার্ধ দ্বারা আমি স্বয়ং
থাকিলাম । নারদ ! উৎকৃষ্ট কাল বসন্তকে
আজ্যরূপে, গ্রীষ্মকে কাষ্ঠরূপে, শরৎকে
হবিরূপে, এবং প্রাবৃষ্ণতুকে বহিরূপে কল্পনা
করিলাম । তখন সপ্ত ছন্দঃ আমার যজ্ঞের
পরিধি হইল । কলা কাষ্ঠা নিমেষ—ইহা
দিগকে সমিৎপাত্র ও কুশ করিয়াছিলাম ।
দেবর্ষে ! যিনি অনাদি ও অনন্ত, সেই
কালই তখন যূপরূপে কল্পিত হইল । সর্বাদি
ত্রিঙায় পশুবহনরূপে হইয়াছিল । কিন্তু
তখন পশু না থাকায় আমি সেই অশরীরিণী
বৈকবালীকে কল্পিলাম,—এই পশু ব্যতীত এ

আকাশবাণুবাচ ।

পৌরুষেণাথ হৃদেন হৃদি তং পুরুষং পরম ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈতু্যক্তা স্তুষ্যমানে দেবদেবে জনার্দনে ।
মম চোৎপাদকে ভক্ত্যা হৃদেন পুরুষশ্চ তি ।
স চ মামব্রবীদেবো * ব্রহ্মন মাং হুং পশুং
কুরু ॥৪২

তদা বিজ্ঞায় পুরুষং জনকং মম চাব্যয়ম্ ।
কালমুপশ্চ পার্শ্বে তং গুণপাঠৈর্নিবেশিতম্ ॥৪৩
বহিঃস্থিতমহং প্রোক্ষঃ পুরুষং জাতমগ্রতঃ ।
এতস্মিন্নস্তরে তত্র তস্মাৎ সৰ্বমভূদিদম্ ॥ ৪৪
ব্রাহ্মণাস্ত মুখান্তস্তাভবন্ বাহ্যোশ্চ কত্রিয়াঃ ।
মুখাদিস্তস্তথাগ্নিচ্চ স্বসনঃ প্রাণতোহভবৎ ॥ ৪৫
দিশঃ শ্রোত্রান্তথা শীর্ষঃ সৰ্বঃ স্বর্গোহভব তদা ।
মনসচ্চন্দ্রমা জাতঃ সূর্য্যোহভূচ্চক্ষুষস্তথা ॥ ৪৬
অস্তরীক্ষং তথা নাভেরুক্রত্যাং বিশ এব চ ।

যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইতেছে না । গাহাতে
সেই নিত্য অশরীরীণী বাণী বলিলেন,—
“পুরুষ হৃদে দ্বারা সেই পরম পুরুষের স্তব
কর ।” ৩৩—৪১ । ব্রহ্মা বলিলেন,—
আমি “তাহাই করি” বলিয়া মদীয় উৎপাদক
দেবদেব জনার্দনকে ভক্তিসহকারে পুরুষ-
হৃদে দ্বারা স্তব করিতে থাকিলে সেই দেবী
আমাকে কহিলেন,—“ব্রহ্মন ! তুমি
আমাকেই পশু কর ।” তখন মদীয় জনক
সেই অব্যয় পুরুষকে অগ্রভাগে পুরুষ পশু-
রূপে কালরূপ মুপের পার্শ্বে ক্রশোপরিস্থিত
ও ত্রিগুণাত্মক পাশ দ্বারা বন্ধ দর্শনে আমি
প্রোক্ষণ করিলাম । ইত্যবসরে সেই পুরুষ
হইতে এই সমগ্র প্রপঞ্চ উদ্ভূত হইল ।
তাহার মুখমণ্ডল হইতে ব্রাহ্মণ, এবং বাহু
হইতে কত্রিয়গণ জন্মিল । মুখ হইতে ইন্দ্র
ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, কণ হইতে দিক্
সকল, মস্তক হইতে স্বর্গ, মন হইতে চন্দ্র,
চক্ষুষ হইতে সূর্য, নাভি হইতে অস্তরীক্ষ,

* সা চ মামব্রবীদেবীতি চ পাঠঃ ।

পদ্ম্যাং শূদ্রশ্চ সজাতস্তথা ভূমিরজায়ত ॥ ৪৭
ঋষয়ো রোমকুপেত্য ওষধ্যঃ কেশতোহভবন্
গ্রাম্যারণ্যাশ্চ পশবো নথৈত্যঃ সৰ্বতোহভবন্
কুমিকীটপতঙ্গাদি পাশুপশ্বাদজায়ত ।
স্বাবরং জঙ্গমং কিঞ্চিদৃশ্চাদৃশ্চকিঞ্চন ॥ ৪৯
তস্মাৎ সৰ্বমভূদেবা মস্তৃচাপ্যভবন্ পুনঃ ।
এতস্মিন্নস্তরে সৈব বিষ্ণোবাগব্রবীচ্চ মাম্ ॥ ৫০

আকাশবাণুবাচ ।

সৰ্বং সম্পূর্ণমভবৎ সৃষ্টিজাতা তথৈপ্সিতা ।
ইদানীং জুহুধি হৃগৌ পাত্রাণি চ সমানি চ ॥৫১
বিসর্জয় তথা যুপং প্রণীতাকু কুশাংস্তথা ।
ঋষিগুরুপং যজ্ঞরূপমুদ্দেশ্যঃ ধোয়মেব চ ॥ ৫২
ঋবক পুরুষং পাশান্ সৰ্বং ব্রহ্মন বিসর্জয় ॥৫৩

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বাক্যসমকালন্ত ক্রমশো যজ্ঞযোনিম্ ।
গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্নৌ তথা চৈব মহামুনে ॥৫৪
পূবস্মিন্নপি চৈবাগ্নৌ ক্রমশো জুহুতস্তদা ।
তত্র তত্র জগদ্যোনিমহুসন্ধায় পুরুষম্ ॥ ৫৫

উরুদ্বয় হইতে বৈশ্বানর, পদযুগল হইতে
শূদ্র জাতি ও ভূমি, রোমকূপ হইতে ঋষিগণ,
কেশ হইতে ওষধি সকল, নখানিচয় হইতে
গ্রান্য ও অরণ্য পশুচয়, এবং পানু ও উপস্থ
হইতে কুমি, কীট, পতঙ্গাদি উদ্ভূত হয় ।
স্বাবর জঙ্গম যাহা কিছু দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ,
সকলই তাহা হইতে জন্মে । পরে আবার
আমা হইতে দেবগণ উৎপন্ন হইলেন ।
তদনন্তর সেই বিষ্ণুশক্তি বাণী পুনরায়
আমাকে কহিলেন,— ব্রহ্মন ! তোমার সমস্তই
সম্পূর্ণ হইয়াছে, যথৈপ্সিতা সৃষ্টিও হইয়াছে ।
এক্ষণে যজ্ঞীয় পাত্রনিচয় ও অস্ত্রাশ্র উপ-
করণ সকল অগ্নিতে আর্হতি দেও । আর
যুপ বিসর্জন কর, ঋব, পুরুষ পশু, পাশসমূহ,
ঋষিগুরু, যজ্ঞ, উদ্দেশ্য, ধোয়,—সমস্তই বিস-
র্জন কর । ৪২—৫৩ । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই
বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্রই হে মহামুনে !
আমি সেই যজ্ঞযোনি গার্হপত্য, আহবনীয়া
ও দক্ষিণাগ্নিতে শুচিতাবে সেই সেই

মহাপুতঃ শুচিঃ সমাগ্য়জ্জদেবো জগন্ময়ঃ ।
লোকনাথো বিশ্বকর্তা কুণ্ডানাং তত্র সন্নিধৌ ॥৫৬
শুক্লরূপধরো বিষ্ণুর্ভবেদাহবনীয়কে ।—
শ্রামো বিষ্ণুর্দক্ষিণাগ্নেঃ পীতো গৃহপতেঃ কবেঃ
সর্বকালং তেষু বিষ্ণুর্ভো দেশেষু সংস্থিতঃ ।
ন তেন রহিতং কিঞ্চিদ্বিষ্ণুনা বিশ্বযোনিনা ॥৫৮
প্রণীতায়ঃ প্রণয়নং মন্ত্রৈশ্চাকরবং ততঃ ॥ ৫৯
প্রণীতৌদকমপোতং প্রণীতেতি নদী শুভা ।
সজ্জাতা মুনিশার্দ্দূল স্নানাং ক্রতুফলপ্রদা ॥ ৬০
যানক্লতা সর্বকালং দেবদেবেন শার্ঙ্গিণা ।
সোপানপঙ্ক্তিঃ সর্বেষাং বৈকুণ্ঠারোহণায় সা ॥৬১
বাসর্জয়ং প্রণীতাং তাং মার্জয়িত্বা কুশৈরথ ।
মার্জনে ক্রিয়মাণে তু প্রণীতৌদকবিন্দবঃ ।
পতিতাস্তত্র তীর্ণানি জ্ঞাতানি গুণবন্তি চ ॥ ৬২
সম্মার্জিতাঃ কুশা যত্র পতিতা ভূতলে শুভে ।
কুশতর্পণমাখ্যাতং বহুপুণ্যফলপ্রদম্ ॥ ৬৩

দ্রব্যে জগদ্যোনি পুরুষকে ধ্যান সহকারে
সেই সমস্ত যজ্ঞীয় উপকরণ মহাপুত করিয়া
হোম করিতে লাগিলাম। তখন লোক-
নাথ বিশ্বকর্তা জগন্ময় যজ্ঞদেব বিষ্ণু,
সেই কুণ্ডসন্নিধানে আবির্ভূত হইলেন।
সেই বিষ্ণু আহবনীয়গ্নিতে শুক্লরূপধর,
দক্ষিণাগ্নিতে শ্রাম ও গার্হপত্যগ্নিতে পীত-
যুর্ভিতে দৃষ্ট হইলেন। সেই হইতে ঐ সকল
স্থানে বিষ্ণু সর্বকালেই বর্তমান রহিয়াছেন।
কলতঃ বিশ্বযোনি বিষ্ণুবিরহিত কিছুই নাই।
পরে আমি মন্ত্র দ্বারা প্রণীতা প্রণয়ন
করিলাম। সেই প্রণীতাজলই প্রণীতা-
নামে শুভা নদী হইয়াছে। সেই নদী সতত
দেবদেব শার্ঙ্গপাণি কর্তৃক অলঙ্কতা, এবং
সম্মার্জনারেরই বৈকুণ্ঠারোহণ বিষয়ে
সোপান পঙ্ক্তিস্বরূপা ॥৫৪—৬১। তার পর
আমি সেই প্রণীতাকে কুশদ্বারা মার্জনপূর্বক
বিসর্জন করি। মার্জন করিবার সময়ে
উক্ত প্রণীতার যে উদকবিন্দু সকল পড়িয়া-
ছিল, সেই স্থানে গুণবান বহু তীর্থ জন্মে।
যে স্থানে সেই মার্জন-কুশসমূহ পড়িত

কুশৈশ্চ তর্পিতাঃ সর্বে কুশতর্পণমুচ্যতে ।
পশ্চাচ্চ সজ্জতা তত্র গৌতমী কারণাস্তরায়ি ॥ ৬৪
প্রণীতায়ঃ মহাবুদ্ধে প্রণীতাসজ্জমোহভবৎ ।
কুশতর্পণদেশে তু তত্ৰীর্ণং কুশতর্পণম্ ॥ ৬৫
তত্রৈব কল্পিতো যুপো ময়া বিদ্যাস্ত চোত্তরে ।
বিস্মৃষ্টো লোকপূজ্যোহসৌ বিষ্ণোরাসীৎ
সম্মার্জয়ঃ ॥ ৬৬
অক্ষয়শ্চাতবচ্ছীমানক্ষয়োহসৌ বটৌহভবৎ ।
নিত্যশ্চ কালরূপোহসৌ স্মরণ্যং ক্রতুপুণ্যদঃ ॥
মদেবযজনং চেদং দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে ।
সম্পূর্ণে তু ক্রতো বিষ্ণুর্ময়া ভক্ত্যা প্রসাদিতঃ ॥
যো বিরাডুচ্যতে বেদে যস্মান্মূর্তমজায়ত ।
যস্মাচ্চ মম চোৎপত্তির্যশ্চেদং বিকৃতং জগৎ ॥
তমহং দেবদেবেশমভিবন্দ্য বাসর্জয়ম্ ।

হইয়াছিল, সেই স্থানটী কুশতর্পণ নামে
আখ্যাত হয়। উহা বহু পুণ্যফলপ্রদ।
কুশ দ্বারা সকলে তর্পিত হইয়াছিল বলিয়া
উহা কুশতর্পণ নামে উক্ত হয়। পশ্চাৎ
কারণাস্তর বশতঃ ঐ স্থানে প্রণীতা সহ
গৌতমী সজ্জতা হইয়াছেন; সেই জন্ত উহা
প্রণীতাসজ্জম বলিয়া খ্যাত হয়। কুশতর্পণ
প্রদেশে উক্ত তীর্থ কুশতর্পণ নামেই উক্ত
হইয়া থাকে। এইখানেই আমি বিদ্যা
পর্বতের উত্তর দিকে যুপ বিসর্জন করি।
সেই স্থান লোকপূজ্য, এবং বিষ্ণুর সম্মার্জয়
হইয়া আছে। সেই কালরূপ যুপ অক্ষয়-
—উহা জীমান্ অক্ষয় বটরূপে পরিণত
হইয়াছে। সেই অক্ষয় বট নিত্য; ঐ
স্থানে মরণে ক্রতুজনিত পুণ্য প্রদান
করে। আমার সেই দেবযজন স্থানই
একণে দণ্ডকারণ্য বলিয়া উক্ত হয়। সেই
ক্রতু সম্পূর্ণ হইলে আমি বিষ্ণুকে প্রসাদ-
দিত করি। যিনি বেদে বিরাট বলিয়া
উক্ত হইলেন, ঐহা হইতে এই মূর্ত
পদার্থনিচয় উদ্ভূত হইয়াছে, ঐহা হইতে
আমারও উপত্তি হইয়াছে, এই জগৎ ঐহার
বিকার, সেই দেবদেবেশকে আমি বন্দনা

যোজনানি চতুর্বিংশত্যদেবযজনং শুভম্ ॥ ৭০
 তস্মাদভ্যাপি কুণ্ডানি সন্তি চ ত্রীণি নারদ ।
 যজ্ঞেশ্বরস্ত রূপাণি বিষ্ণোর্বে চক্রপাণিনঃ ॥ ৭১
 ততঃ প্রভৃতি চাখ্যাতঃ মদেবযজনঞ্চ তৎ ।
 তত্রস্থঃ কুমিকীর্টাদিঃ সোহপ্যস্তে মুক্তিভাজনম্
 ধর্মবীজং মুক্তিবীজং দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে ।
 বিশেষাদগৌতমৌল্লিষ্টো দেশঃ পুণ্যতমোহভবৎ
 প্রণীতাসঙ্গমে চাপি কুশতর্পণ এব বা ।
 স্নানদানাদি যঃ কুর্যাৎ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্
 অরুণং পঠনং বাপি শ্রবণঞ্চাপি ভক্তিতঃ ।
 সর্বকামপ্রদং পুংসাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং বিদুঃ ॥ ৭৫
 উভয়োস্তীরয়োস্তত্র তীর্থাত্মাহর্মনীষিণঃ ।
 ষড়্ভীতিসহস্রাণি তেষু পুণ্যং পুরোদিতম্ ॥ ৭৬
 বারানস্তা অপি মূনে কুশতর্পণমুত্তমম্ ।
 নানেন সদৃশং তীর্থং বিদ্যতে সচরাচরে ॥ ৭৭
 ব্রহ্মহত্যাদিপাপায়াঃ স্মরণাদপি নাশনম্ ।
 তীর্থমেতন্মূনে প্রোক্তং স্বর্গদ্বারং মহীতলে ॥ ৭৮
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে প্রণীতাসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনমেক-
 ষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬১ ॥

করত . বিসর্জন করিলাম । আমার সেই
 শুভ দেবযজন স্থান চতুর্বিংশতি যোজন ।
 ৬২—৭০ । নারদ ! সেখানে চক্রপাণি বিষ্ণুর
 ভিন্টি কুণ্ড আছে ; উহার যজ্ঞেশ্বররূপ ।
 সেই হইতে আমার সেই দেবযজন বিখ্যাত
 হইয়াছে । তত্রস্থ কুমি-কীর্টাদিও অস্তে মুক্তি-
 ভাজন হয় । দণ্ডকারণ্য—ধর্মের ও মুক্তির
 বীজকৃত বলিয়া উক্ত হয় । বিশেষতঃ যে
 অংশ গৌতমীসংশ্লিষ্ট, সেই প্রদেশ পুণ্যতম
 হইয়াছে । যে জন প্রণীতাসঙ্গমে কিম্বা
 কুশতর্পণে স্নান-দানাদি করে, সে পরমপদ
 প্রাপ্ত হয় । ভক্তি সহকারে এই উপাখ্যান-
 পঠন, শ্রবণ বা স্মরণেও পুরুষগণের সর্ব-
 কামদায়ক ও ভুক্তিমুক্তিপ্রদ । সুধীগণ
 ইহা অবগত আছেন । সেখানে গৌতমীর
 উভয় তীরে ষড়্ভীতি সহস্র তীর্থ আছে,
 মনীষিগণ এইরূপ বলেন । এই সকলের
 পুণ্যের বিষয় পূর্বেই কথিত হইয়াছে । মূনে !

দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

মহ্যতীর্থমিতি খ্যাতং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 সর্বকামপ্রদং নৃণাং স্মরণাদঘনাশনম্ । ১
 তস্মৈ প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণুধাবহিতে মূনে ॥ ২
 দেবানাং দানবানাঞ্চ সঙ্গরোহভূমিখঃ পুরা ।
 তত্রাজয়ন্নৈব সুরা দানবা জয়িনোহভবন ॥ ৩
 পরাসুখাঃ সুরগণাঃ সঙ্গরাদগতচেতসঃ ।
 মামভ্যোত্য সমুচুস্তে দেহি নোহভয়কারণম্ ॥ ৪
 তানহং প্রত্যাবোচং বৈ গঙ্গাং গচ্ছত সর্বশঃ ।
 তত্র বৈ গৌতমীতীরে স্তত্বা দেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৫
 অনপায়নিরায়াসসহজানন্দসুন্দরম্ ।
 লম্প্যতে সর্ববিবুধা জয়হেতুর্মহেশ্বরায় ॥ ৬

বারানসী অপেক্ষাও কুশতর্পণ তীর্থ শ্রেষ্ঠ ;
 সচরাচর জগতে ইহার সদৃশ তীর্থ আর
 নাই । মূনে ! স্মরণ যাত্রাও ব্রহ্মহত্যা
 পাপের নাশক ও তীর্থ মহীতলে স্বর্গদ্বার
 বলিয়া প্রোক্ত হয় । ৭১—৭৮ ।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৬।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মহ্যতীর্থ নামে বিখ্যাত
 তীর্থ নরগণের সর্ব-পাপনাশক, সর্বকাম-
 প্রদ এবং স্মরণেও কলুষনাশক । মূনে !
 তাহার প্রভাব বলিতেছি, অবহিত হইয়া
 শুন । পুরাকালে দেব ও দানবগণের একটি
 যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে সুরগণ পরাজিত হইলেন
 এবং অসুরগণ জয়লাভ করেন । সুরগণ
 সময়ে পরাজিত হইয়া খিন্নমনে আসিয়া
 আমাকে কহিলেন,—“আমাদিগকে অভয়-
 হেতু প্রদান করুন ।” আমি তাঁহাদিগকে
 বলিলাম,—বিবুধগণ ! তোমারা সকলে
 গঙ্গায় যাও, সেখানে গৌতমীতীরে অনপায়,
 নিরায়াস, সহজানন্দসুন্দর মহেশ্বরের স্তব
 করিয়া তাঁহা হইতে জয়হেতু লাভ করিতে

তথেষ্ট্যুৎক। সুরগণাঃ স্তবতি স্ব মহেশ্বরম্ ।
তপোহতপ্যস্ত কেচিৎ ননুতুস্ত তথাপরে ।
অসাপর্যন্ত কেচিচ্চাপূজয়ন্ত তথাপরে ॥ ৭
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শূলপাণির্বহেশ্বরঃ ।
দেবানখাববীকুটৌ ত্রিয়তাং যদভীপ্সিতম্ ॥ ৮
দেবা উচুঃ সুরপতিঃ বিজয়ায় দদত্ব নঃ ।
পুরুষং পরমশ্রাব্যং রণেশু পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৯
যদাহবলমাস্রিত্য ভবামঃ সুখিনো বরম্ ।
তথেষ্ট্যুৎক। ভগবান্ দেবান্ প্রতি মহেশ্বরঃ ॥ ১০
আশ্বনস্তেজসা ককিরিষ্মিতং পরমেষ্ঠিনা ।
মহ্যনামামত্যুগ্রং দেবসৈন্তপুরোগমম্ ॥ ১১
তং নম্রা ত্রিদশাঃ সর্বে শিবঃ নম্রা স্বমালয়ম্ ।
মহ্যনা সহ চাভেতা পুনরুদ্বায় তস্থিরে ॥ ১২
বুদ্ধে হিমা তু দম্বজৈর্দৈতেষৈস্ত মহাবলৈঃ ।
বিবুধা জাতসরজা মহ্যমুচুঃ পুরঃ স্থিতম্ ॥ ১৩

পারিবে । সুরগণ তখন “তাহাই করিব” বলিয়া সেখানে যাইয়া মহেশ্বরকে স্তব করি-
করিলেন, এবং কেহ কেহ তপস্বী করিতে
লাগিলেন; অপর কেহ কেহ বা নৃত্য
করিতে থাকিলেন । কেহ কেহ মহাদেবকে
জ্ঞান করাইতে, এবং কেহ কেহ পূজা
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহাতে
শূলপাণি ভগবান্ মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তুষ্ট-
চিত্তে দেবগণকে কহিলেন,—“অভীপ্সিত
বর লও ।” দেবগণ সেই সুরপতিকে
কহিলেন,—“আমাদিগের বিজয় লাভার্থ
একটী রণে অগ্রবর্তী পরম শ্রাব্য পুরুষ প্রদান
করুন; যাহার বাহবল আশ্রয় করিয়া আমরা
সুখী হইতে পারিব । মহেশ্বর “তাহাই
হইবে” বলিলেন । পরে সেই পরমেষ্ঠী
আশ্বনস্তেজস্বী মহ্য নামক এক অত্যুগ্র
পুরুষ নির্মাণপূর্বক দেবসৈন্তের পুরোগামী
করিয়া দিলেন । দেবগণ সেই মহ্যকে ও
শিবকে নমস্কারপূর্বক মহ্যর সহিত
নিজালয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায়
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন । বিবুধগণ যথোচিত
সম্মতি হইয়া মহাবল দেবদানবগণসহ

দেবা উচুঃ ।

সামর্থ্যং তব পশ্যামঃ পশ্চাদ্ভ্যোংস্তামহে পটৈঃ
তস্মাদর্শয় চাক্ষানং মন্তোহস্মাকং যুযুৎসতাম্
ব্রহ্মোবাচ ।

তদেববচনং শ্রুত্বা মহ্যগ্রাহ স্বয়ম্ভিব ॥ ১৪
মহ্যকবাচ ।

জনিতা মম দেবেশঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বদৃক্ প্রভুঃ ।
যং সর্বং বোস্ত সর্বেষাং ধামনাম মনঃস্থিতম্ ॥
নৈব কশ্চিচ্চ তং বোস্ত যঃ সর্বং বোস্ত সর্বদা
অমূর্তং মূর্তমপ্যেতচ্ছোস্ত কৰ্ত্তা জগন্ময়ঃ ॥ ১৭
পরোহসৌ ভগবান্ সাক্ষাত্থা দিব্যস্তারকণঃ
কস্তস্ত রূপং যো বেদ নাশ্ত * কৰ্ত্তা জগন্ময়ঃ ॥
এবংবিধানং জাতো মাং কথং বেত্তুমর্হথ ।
অথবা জুষ্টুকামা বৈ ভবন্তো মাছুপশ্রুত ॥ ১৯
ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুৎক। দর্শয়ামাস মন্য রূপং স্বকং মহৎ ।

যুদ্ধার্থ রণভূমে অবস্থানপূর্বক অগ্রবর্তী
মহ্যকে কহিলেন,—অগ্রে তোমার সামর্থ্য
দেখিব; তারপর আমরা শত্রুসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইব । অতএব হে মহ্য ! যুযুৎসু আমা-
দিগকে তোমার সামর্থ্য দেখাও । ১—১৪ ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণের সেই কথা
শুনিয়া মহ্য সহাস্তে কহিলেন,—যিনি সকলের
নাম ধাম মনোগত সমস্তই অবগত আছেন,
সেই সর্বদৃক্, সর্বজ্ঞ, প্রভু, দেবেশ আমার
জনমিতা । যিনি সর্বদা সমস্তই জানেন,
কিঃ কেহই ষাহাকে জানেনা; যে জগন্ময়
অমূর্ত মূর্ত এই সমস্ত জ্ঞাত আছেন ।
যিনি দিব্যস্তারীকব্যাঙ্গী; জগতের স্রষ্টা
ব্রহ্মাও ষাহার রূপ জ্ঞাত নহেন, যিনি এই
জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, এবাধি
ভগবান্ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে আমি অধি-
গ্রাহি । আমাকে একথা কেন বলিতেছ ?
অথবা মদীয় মহিমাদর্শনার্থী তোমরা আমাকে
দেখ । ১৫—১৯ । ব্রহ্মা বলিলেন,—মহ্য

* কবেচি চ পাঠঃ ।

তাত্ত্বিকমুখ্যোক্তং ভবন্ত পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩০
 তেজসা সত্ত্বং রূপং যতঃ সর্বং তদুচ্যতে ।
 পৌরুষং পুরুষেষেব অহঙ্কারশ্চ জন্তুম্ ॥
 ক্রোধঃ সর্বশ্চ যো ভীম উপসংহারকৃতবেৎ ॥
 তঃ শঙ্করপ্রতিনিধিঃ জলন্তঃ নিজতেজসা ।
 সর্বাযুধধরং দৃষ্ট্বা প্রণেমুঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ২২
 বিজ্ঞেয়দৈত্যদম্বজাঃ কৃতাজলিপুটাঃ সুরাঃ ।
 হুত্বা মন্থ্যমখৌচুস্তে ত্বং সেনানীঃ প্রভো ভব
 ত্বয়া দত্তমিদং রাজ্যং মন্তো ভোক্যামহে বয়ম্
 তন্মাং সর্বেষু কার্যেষু নেতা ত্বং জয়বর্ধনঃ ॥
 সমিল্লভঞ্চ বরুণো লোকপালান্ত্রমেব চ ।
 অস্মান্ন সর্বদেবেষু প্রবিশ ত্বং জয়ায় বৈ ॥ ২৫
 মন্থ্যঃ প্রোবাচ তান সর্বাধিনা মন্তো ন কিঞ্চন
 সর্বেষন্তঃ প্রাবষ্টোহহং ন মাং জানাতি কশ্চন
 স এব ভগবান্মন্থ্যস্ততো জাতঃ পৃথকৃপৃথক্ ॥

এই কথা বলিয়া স্বকীয় মহৎরূপ দেখাইলেন ।
 পুরুষে পৌরুষরূপে, জন্তুতে অহঙ্কাররূপে,
 সর্বজীবে ক্রোধরূপে বিরাজিত, তেজঃসত্ত্ব
 যে রূপ হইতে সর্বভূতের রূপোৎপত্তি
 হইয়াছে, যে ভীমরূপ জগতের সংহারকারী,
 পরমেষ্ঠী ভবের তৃতীয়নেত্রোক্তব সেইরূপ
 দেখাইলেন । নিজ তেজে জাহ্নল্যমান
 সর্বাযুধধারী সেই শঙ্কর প্রতিনিধিকে
 দেখিয়া সর্ব দেবতা তাঁহাকে প্রণাম করি-
 লেন । দৈত্যগণ বিত্রস্ত হইল । সুরগণ
 কৃতাজলিপুটে সেই মন্থ্যকে কহিলেন,—
 “প্রভো ! তুমি আমাদের সেনানী হও ।
 তোমার প্রদত্ত এই রাজ্য আমরা ভোগ
 করিব ; অতএব জয়বর্ধন ! তুমি আমা
 দিগের সর্বকার্যে নেতা হও । আমাদের
 জগৎ তুমি সর্ব দেবতার শরীরে প্রবিষ্ট
 হও;—তুমিই ইন্দ্র, তুমিই বরুণ ও তুমিই
 লোকপাল সকল হও । তখন মন্থ্য তাঁহা-
 দিগের সকলকেই কহিলেন,—আমি ভিন্ন
 কিছুই নাই । আমি সর্বভূতেই অস্তঃপ্রবিষ্ট
 হইয়া আছি ; কিন্তু কেহ আমাকে জানে
 না । (জনা করিলেন,—) তাঁর পর সেই

স এব ক্রতুরূপী আক্রমো মন্থ্যঃ শিবোহুতবৎ
 হাবরঃ জন্মমঃ চৈব সর্বং ব্যাপ্তং হি মন্থ্যনা ।
 তম্বাপ্য সুরাঃ সর্বৈ জয়মাপুস্ত সঙ্গরে ।
 জয়ো মন্থ্যশ্চ শৌর্য্যঞ্চ ঈশতেজঃসমুত্তবম্ ॥ ২২
 মন্থ্যনা জয়মাপ্যাদি কৃত্বা দৈত্যৈশ্চ সঙ্গমম্ ।
 যথাগতং যযুঃ সর্বৈ মন্থ্যনা পরিরাক্তাঃ ॥ ৩০
 যত্র বৈ গৌতমীতীরে শিবমারাদ্য তে সুরাঃ
 মন্থ্যমাপুর্জয়কৈব মন্থ্যতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ৩১
 উৎপত্তিঞ্চ তথা মন্তোৰ্ধো নরঃ প্রযতঃ স্মরেৎ
 বিজয়ো জায়তে তন্ত ন কৈশ্চিৎ পরিভূয়তে ॥
 ন মন্থ্যতীর্থসদৃশং পাবনং হি মহামুনে ।
 যত্র সাক্ষান্মন্থ্যরূপী সর্বদা শঙ্করঃ স্থিতঃ ।
 তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ স্মরণং সর্বকামদম্ ॥ ৩৩
 ইতি জীত্রাক্ষে মন্থ্যতীর্থবর্ণনং দ্বিষষ্ট্যধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬২ ॥

ভগবান্ মন্থ্য পৃথকৃ পৃথকৃ আকার প্রাপ্ত
 হইলেন । সেই মন্থ্যই ক্রতুরূপী, তিনিই মন্থ্য
 নামক ক্রতু এবং তিনিই শিব । হাবর
 জন্ম সমস্তই সেই মন্থ্য কর্তৃক ব্যাপ্ত ।
 সুরগণ সেই মন্থ্যকে পাইয়া সেই যুদ্ধে
 জয়লাভ করেন । জয়, মন্থ্য, শৌর্য—
 ইহারা ঈশতেজঃসমুত্তব । সুরগণ সেই
 মন্থ্য কর্তৃক পরিরাক্ত হইয়া দৈত্যগণ
 সহ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন এবং সকলে
 সেই মন্থ্যর সহিতই যথাগত ঋষি স্থানে
 প্রস্থান করিলেন । সুরগণ গৌতমীতীরে
 যেখানে শিবের আরাধনা করিয়া মন্থ্যকে
 প্রাপ্ত হইলেন এবং যেখানে জয়লাভ করেন,
 উহা মন্থ্যতীর্থ নামে উক্ত হয় । এই
 মন্থ্যর উৎপত্তি ও যুদ্ধজয়ের বিবরণ যে নর
 প্রযতভাবে স্মরণ করে, তাহার বিজয় লাভ
 হয় ; কাহা কর্তৃক সে পরাস্ত হইয়া না ।
 মহামুনে ! মন্থ্যতীর্থ সদৃশ পাবন তীর্থ আর
 নাই । মন্থ্যরূপী শঙ্কর সর্বদা যেখানে

দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোঃধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সারস্বতঃ নাম তীর্থঃ সৰ্বকামপ্রদঃ শুভম্ ।

ভুক্তিভুক্তিপ্রদঃ সূণাঃ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১

সৰ্বরোগপ্রশমনঃ সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।

ভজ্যেযঃ শূণ্ণ বৃন্তান্তঃ বিস্তরেণাথ নারদ ॥ ৩

পুষ্পোৎকটীং পূৰ্বভাগে পৰ্বতে লোক-

বিশ্ৰুতঃ ।

শুভ্রো নাম গিরিশ্ৰেষ্ঠো গোতম্য দক্ষিণে *

তটে ॥ ৪

শাকল্য ইতি বিখ্যাতো মূনিঃ পরমনৈটিকঃ ।

তস্মিন্ শুভ্রে পুণ্যগিরৌ তপন্তেপে হুতুমম্ ॥

বিরাজমান রহিয়াছেন, তাহার স্মরণ বা
তথায় স্নান দান সৰ্বকামপ্রদ হয় ১৫—৩৩ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥

দ্বিষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

সারস্বতনামক শুভ তীর্থ নরগণের
সৰ্বকামপ্রদ, ভুক্তি-মুক্তিদায়ক, সৰ্বপাপ-
প্রণাশক, সৰ্বরোগ প্রশমক ও সৰ্বসিদ্ধি
সম্পাদক । নারদ ! তদ্বিষয়ে এই বিস্তর
বৃত্তান্ত শুন । পুষ্পোৎকটীর পূৰ্বদিকে শুভ্র
নামে একটি লোকবিশ্রুত পৰ্বত আছে ! ঐ
গিরিশ্ৰেষ্ঠ, গোতমীর দক্ষিণতটে অবস্থিত ।
শাকল্য নামে বিখ্যাত পৰম নিষ্ঠাবান্ এক
মুনি সেই পুণ্য শুভ্র গিরিতে অমুতম তপস্তা
আচরণ করিতেন ! ঋষি-গন্ধৰ্ব দেবগণ-
সেবিত সেই পৰ্বতে গোতমী তীরাশ্রিত,
অগ্নি শুক্রাশ্বপরাশ্রয়, বেদাধ্যয়নতৎপর,
তপস্তানরত সেই দ্বিজবরকে সকল
প্রাণীই নিত্য প্রণাম ও স্তব করিত ।

* অত্র 'উত্তর' ইতি পাঠঃ সঙ্গচ্ছতে ;
অগ্নিমাধ্যায়ো বহুধা শুভ্রগিরেকুন্তরতটস্থিতঃ-
কৃত্যতঃ ।

তপস্তন্তঃ দ্বিজশ্ৰেষ্ঠঃ গোতমীতীরাশ্রিতম্ ।

সৰ্বৈষ ভূতগণা নিত্যং প্রণমন্তি স্তবন্তি তম্ ॥ ৫

অগ্নিশুক্রাশ্বপরাশ্রয়ঃ বেদাধ্যয়নতৎপরম্ ।

ঋষিগন্ধৰ্বশুম্ননঃসেবিতো তত্র পৰ্বতে ॥ ৬

তস্মিন্ গিরৌ মহাপুণ্যে দেবদ্বিজভয়ঙ্করঃ ।

যজ্ঞদেবী ব্রহ্মহস্তা পরশুর্নাম রাক্ষসঃ ।

কামরূপী বিচরতি নানারূপধরো বনে ॥ ৭

কণক ব্রহ্মরূপেণ কদাচিৎপাত্তরূপধক্ ।

কদাচিদেবরূপেণ কদাচিৎ পশুরূপধক্ ॥ ৮

কদাচিৎ প্রমদারূপঃ কদাচিৎ মৃগরূপতঃ ।

কদাচিৎ হালরূপেণ এবং চরতি পাপকুৎ ॥ ৯

যজ্ঞাস্তে ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ শাকল্যো মুনিসত্তমঃ ।

তমায়াতি মহাপাপী পরশু রাক্ষসাধমঃ ॥ ১০

শুচিস্তমঃ দ্বিজশ্ৰেষ্ঠঃ পরশুনিত্যমেব চ ।

নেতুং হস্তঃ প্রবৃত্তোহপি ন শশাক স পাপকুৎ

স কদাচিদ্বিজশ্ৰেষ্ঠো দেবানভ্যর্চ্য যত্নতঃ ।

ভোক্তুকামঃ কিলায়াতস্তত্রায়ং পরশুর্নাম ॥ ১২

ব্রহ্মরূপধরো ভূত্বা শিখিলঃ পতিতোহবলী ।

সেই মহাপুণ্য পৰ্বতের বনে বনে দেব-
দ্বিজ ভয়ঙ্কর, যজ্ঞদেবী, ব্রহ্মহাতী পরশু
নামে এক কামরূপী রাক্ষস বিচরণ
করিত । সেই পাপকারী রাক্ষস কখন
ব্রাহ্মণরূপে, কখন ব্যাত্ররূপে, কখন দেব-
রূপে, কখন পশুরূপে, কখন প্রমদারূপে,
কখন মৃগরূপে, কখনও বা বালকরূপে—
ইত্যাদি নানারূপে বিচরণ করিত । সেই
মহাপাপী রাক্ষসাধম পরশু, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ
মুনিসত্তম শাকল্য যেখানে থাকিতেন, সেখা-
নেও আসিত । সেই পাপকুৎ পরশু, অগ্নি-
সেবানিরত সেই দ্বিজশ্ৰেষ্ঠকে হননার্থ
লইয়া যাইতে চেষ্টিত থাকিলেও সমর্থ হয়
নাই । একদা সেই দ্বিজবর যত্ন সহকারে
দেবগণের অর্চনাস্তে ভোজন করিতে
আসিয়াছেন, এমন সময়ে হে মূনে ! সেই
পরশু শিখিল পলিত দুর্বল ব্রাহ্মণরূপে
একটি কড়া লইয়া তথায় আসিল এবং

কস্তামিদার কাঞ্চি শাকল্যঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥

পরশুরবাচ ।

ভোজনস্তার্থিনঃ বিদ্ধি যাক কস্তামিমাং বিজ ।
আতিথ্যকালে সন্ধ্যাপ্তং কৃতকৃত্যোহসি মানদ
ত এব ধন্য লোকেহস্মিন্ যেযামতিথয়ো গৃহাৎ
পূর্ণাভিলাষা নির্বাতি জীবন্তোহপি মৃত্যুঃ পরে
ভোজনে তুপবিষ্টে তু আত্মার্থঃ কল্পিতস্ত যৎ ।
অতিথিত্যক্ত যো দত্তাদত্তা তেন বসুন্ধরা ॥১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু শাকল্যো দদামীত্যেবমব্রবীৎ ।
আসনে চোপবেশ্যখাজানাতঃ পরশুঃ বিজম
যথাস্থায়ঃ পূজয়িত্বা শাকল্যো ভোজনং দদৌ
আপোশানং করে কৃত্বা পরশুর্বাক্যমব্রবীৎ ॥১৮

পরশুরবাচ ।

দূরাদভ্যাগতঃ শ্রান্তমহুগচ্ছন্তি দেবতাঃ ।
তস্মিন্ভূতে তু ভৃগুঃ স্মরভূতে তু বিপর্যয়ঃ
অতিথিচাপবাদী চ হাবেতো বিশ্ববান্ধবো ।

শাকল্যকে বলিল, হে বিদ্ধি! আমাকে এবং
এই কস্তাটিকে ভোজনপ্রার্থী বলিয়া জানিও ।
হে মানদ! আমরা আতিথ্যকালে উপ-
স্থিত হইয়াছি; অতএব তুমি কৃতকৃত্য
হইলে। ইহলোকে তাহারাই ধন্য, যাহা-
দিগের গৃহ হইতে অতিথিগণ পূর্ণাভিলাষ
হইয়া নির্গত হয়। অপর সকলে জীবিত
ধাকিলেও মৃত। ভোজন করিতে বাসিয়া
আত্মার্থে কল্পিত খাদ্য যে ব্যক্তি অতিথি-
জনে দান করে, তৎকর্তৃক বসুন্ধরাই প্রদত্তা
হয়। ১—১৬। ব্রহ্মা বলিলেন, শাকল্য এই
কথা শুনিয়া “দিব” এই কথা বলিলেন, এবং
রাক্ষস বলিয়া জানিতে না পারায় সেই
বিজরূপী পরশুকে যথাস্থায় পূজা করিয়া
ভোজন দান করিলেন। পরশু গণ্ডুষ
জল হাতে লইয়া বলিল,—দেবগণ দূর
হইতে অভ্যাগত শ্রান্ত ব্যক্তির অহুগমন
করেন; সুতরাং সেই অতিথি ভূত হইলে
উদারও ভূত হইয়া থাকেন; আর তিনি
অভূত হইলে বিপর্যয়ই ঘটয়া থাকে।

অপবাদী হরেৎ পাপমতিবিঃ কর্ণসংক্রমঃ ॥ ২০

অভ্যাগতঃ পথি শ্রান্তঃ সাবজঃ বোহতিবীকতে

তৎকর্ণাদেব নস্তত্তি তন্ত ধর্মবশঃপ্রিয়ঃ ॥ ২১

তন্মাদভ্যাগতঃশ্রান্তো যাচেহহং স্বাং বিজোক্তম
দাস্তসে যদি মে কামঃ ততোহ্যেকোহহং ন চাভিলাষা
ব্রহ্মোবাচ ।

দত্তমিত্যেব শাকল্যো ভূতেকৃত্যেবাহ

রাক্ষসম্ ॥২৩

ততঃ প্রোবাচ পরশুরহঃ রাক্ষসসন্তমঃ ।

নাহং বিজন্তব রিপূর্ন বৃদ্ধঃ পলিতঃ কৃশঃ ॥ ২৪

বহুনি মে ব্যতীতানি বর্ষাণি ত্বাং প্রপশুতঃ ।

শুযান্তি মম গাত্রাণি গ্রীষ্মে স্বল্পোদকঃ যথা ।

তন্মারৈষ্যে সাহুগং স্বাং ভক্ষয়িষ্যে বিজোক্তম
ব্রহ্মোবাচ ।

ঋত্বা পরশুরবাক্যং তচ্ছাকল্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥

শাকল্য উবাচ ।

যে মহাকুলসমুজ্জাতা বিজাতসকলাগমাঃ ।

অতিথি এবং অপবাদী ইহারা উভয়ে বিশ্ব-
বান্ধব; কারণ, অপবাদী পাপনিকর হরণ
করে; আর অতিথি স্বর্গে বিচরণের কারণ
হয়। অভ্যাগত পথশ্রান্ত ব্যক্তিকে যে জন
অবজ্ঞা সহকারে বীক্ষণ করে, তাহার ধর্ম,
যশ ও জী, তৎকর্ণাৎ নষ্ট হয়। বিজোক্তম!
এই জন্ত শ্রান্ত অভ্যাগত, আমি তোমার
নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যদি আমার প্রার্থিত
দান কর তবেই আমি ভোজন করিব,
নতেন নহে। ১৭—২২। ব্রহ্মা বলিলেন,—
শাকল্য তখন সেই রাক্ষসকে, “দিয়াছি,
ভোজন করুন,” এই কথা বলিলেন। তখন
পরশু কহিল,—আমি বিজ নহি, আমি রাক্ষস-
সন্তম; তোমার রিপু। আমি বৃদ্ধ কৃশ বা
পলিত নয়। তোমাকে দেখিতে দেখিতে
আমার বহু বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে।
আমার গাত্র গ্রীষ্মে স্বল্পোদকবৎ শুষ্ক হই-
তেছে। অতএব হে বিজোক্তম! সাহুগ
তোমাকে লইয়া বাইব,—ভক্ষণ করিব।
ব্রহ্মা বলিলেন,—পরশুর সেই কথা শুনিয়া

তৎপ্রতিজ্ঞতমভ্যুতি ন জাহত বিপদায়ম্ ॥২৭॥
 বধোচিতঃ কুরু সখে তথাপি শৃণু মে বচঃ ।
 নিবৃত্তমপাদ্যতেষু বক্তব্যঃ হিতমুত্তমৈঃ ॥ ২৮ ॥
 ব্রাহ্মণোহহং বজ্রতনুঃ সর্বতো রক্ষকো হরিঃ ।
 সাদৌ রক্ষতু মে বিষ্ণুঃ শিরো দেবো জনাৰ্দ্দনঃ
 বাহু রক্ষতু বায়াহঃ পৃষ্ঠঃ রক্ষতু কূৰ্ম্মরাজ ॥ ২৯ ॥
 হৃদয়ং রক্ষতাং কৃষ্ণো হৃদ্বলী রক্ষতাশ্বগঃ ।
 মুখং রক্ষতু বাগীশো নেত্রে রক্ষতু পক্ষিগঃ ॥ ৩০ ॥
 শ্রোত্রং রক্ষতু চিত্তেশঃ সর্বতো রক্ষতাস্তবঃ ।
 নানাপংখ্যেকশরণং দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবমুক্তা তু শাকল্যো নয় বা ভক বা শ্রুতম্ ।
 যাং ব্রাহ্মসেন্য পরশো তুমিধানীমতন্ত্রিতঃ ৩২
 ব্রাহ্মসন্তত বচনাভ্যুতায় সমুদ্যতঃ ।

শাকল্য এই বাক্য বলিলেন, ঠাঁহার মহা-
 কুল-সমুত ও সকলাগমজ, ঠাঁহার যাহাই
 প্রতিজ্ঞত হউন না কেন, তাহাই সম্পাদন
 করেন ; কদাচ ইহার বিপর্যয় করেন না ।
 সখে ! তোমার যাহা উচিত, তাহাই কর ।
 তথাপি আমার এই কথা শুন । হত্যা
 করিতে উত্তম ব্যক্তিকেও উত্তম জনের হিত-
 কথা বলা কর্তব্য । আমি ব্রাহ্মণ,—বজ্রতনু ।
 হরি আমার সর্বতঃ রক্ষক । বিষ্ণু আমার
 পদদ্বয় রক্ষা করুন ; দেব জনাৰ্দ্দন আমার
 মস্তক রক্ষা করুন । বরাহ আমার বাহু-
 যুগল রক্ষা করুন । কূৰ্ম্মরাজ আমার পৃষ্ঠ
 রক্ষা করুন । কৃষ্ণ আমার হৃদয় রক্ষা
 করুন । যুগরাজ নৃসিংহ আমার অঙ্গুলি
 সকল রক্ষা করুন । বাগীশ আমার মুখ
 রক্ষা করুন । পক্ষিগ আমার নেত্রদ্বয় রক্ষা
 করুন । চিত্তেশ আমার কণ্ঠযুগল রক্ষা
 করুন । ভব আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন ।
 দেব নারায়ণ আমার নানা আপদে একমাত্র
 শরণ হউন । ২৩—৩১ । ব্রহ্মা বলিলেন,—
 সেই শাকল্য এইরূপ বলিয়া পরে कहিলেন,
 —হে ব্রাহ্মসেন্য পরশু ! এক্ষণে তুমি
 অভ্যস্তিত হইয়া আমাকে লইয়া যাও বা

নাভ্যেব হৃদয়ে নৃনঃ পানিনাং কক্ষপতনঃ ॥৩৩॥
 দংষ্ট্রাকরালবদনো গম্য তত্শাস্তিকঃ ভবা ।
 ব্রাহ্মণঃ তঃ নিরীক্যেবং পরশুর্বাণকরমবীণ ।
 পরশুর্বাণকঃ ।
 শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ স্বাং পশ্যেৎসং বিজ্ঞোভবা ।
 সহস্রপাদশিরসঃ সহস্রাককরঃ বিভূম্ ॥ ৩৫ ॥
 সর্বভূতৈকনিগমং ছন্দোরূপং জগন্ময়ম্ ।
 স্বাম্য বিপ্র পশ্যামি নাস্তি তে পূর্বকঃ স্বপ্নঃ ।
 তন্মাং প্রসাদয়ে বিপ্র স্বমেব শরণং তব ।
 জ্ঞানং দেহি মহাবুদ্ধে তীর্থং ক্রতুনিষ্ঠকিষ ।
 মহতাং দর্শনং ব্রহ্মন্ জায়তে নহি নিম্নমম্ ।
 যেবাদজ্ঞানতো বাপি প্রসঙ্গায়া প্রমাদজঃ ॥ ৩৮ ॥
 অমসঃ স্পর্শসংস্পর্শো কক্ষত্বৈব জায়তে ॥ ৩৯ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এতদ্বাক্যং সমাকৰ্য ব্রাহ্মসেন সমীকৃতম্ ।

শ্রুখে ভক্ষণ কর । সেই ব্রাহ্মস ঠাঁহার
 কথা শুনিয়া ঠাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উত্তম
 হইল । পানীদিগের হৃদয়ে নিশ্চয়ই কণা-
 মাত্র করুণাও থাকে না । সেই পরশু তখন
 দংষ্ট্রা-করাল-বদন হইয়া তাহার নিকটে
 যাইয়া ব্রাহ্মণকে নিরীকণপূর্বক कहিল,—
 বিজ্ঞোভব ! আমি তোমাকে শঙ্খ-চক্র-
 গদাপাণি বিলোকন করিতেছি । হে বিপ্র !
 এক্ষণে তোমাকে সহস্রপাদ, সহস্রশিরা,
 সহস্রনেত্র, সহস্রকর, সর্বভূতনিগম,
 ছন্দোরূপ, জগন্ময়, বিভূ আকারে দেখি-
 তোছি ; তোমার সে পূর্বতন দেহ নাই ।
 অতএব বিপ্র ! আমি তোমাকে প্রসাদিত
 করিতেছি, তুমিই আমার শরণ হও । হে
 মহাবুদ্ধে ! আমাকে জ্ঞান দেও ; আমার
 পাপের নিকৃতি হইতে পারে, এমন তীর্থ
 বল । ব্রহ্মন্ ! যেবশতঃ, অজ্ঞানতঃ, প্রমাদ-
 হেতু অথবা প্রমাদজনিত যে ভাবেই হউক
 না মহাজনের দর্শন নিম্নম কখনই হয় না ।
 স্পর্শমসংস্পর্শে লোহের স্বর্ণতা জন্মাই ।
 ৩২—৩৯ । ব্রাহ্মস-সমীকৃত এই বাক্য শুনে

শাকল্যঃ কুপয়া প্রাহ বরদা সা সরস্বতী ।
তথাচিরাদৈত্যপতে ততঃ শুহি জনার্দনম্ ॥ ৪০
মনোরথকলপ্রাপ্তৌ নাস্তন্নারায়ণভূতেঃ ।
কিঞ্চিদপ্যস্তি লোকেহান্মন কারণঃ শূণু রাক্ষস
প্রসন্নো তব সা দেবী যথাক্যাচ ভবিষ্যতি ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যক্ষা স পরশুর্গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ।
স্বাস্থ্যে চ চিহ্নতমনা গঙ্গামতিযুধঃ স্থিতঃ ॥ ৪৩
তজ্জাপস্তদ্ব্যাক্রুপাং দিব্যগঙ্গারূপেনপনাম্ ।
সরস্বতীং জগদ্ধাত্রীং শাকল্যবচনে স্থিতাম্ ॥
জগদ্ধাত্রীং বিব্রজননীং ভুবনেশ্বরীম্ ।
তামুবাচ বিনীতাক্ষা পরশুর্গতিকশ্মযঃ ॥ ৪৫

পরশুরুবাচ ।

শুকঃ শাকল্য ইত্যাহ মাকান্তঃ শুহি বিধ্বজম্
তব প্রসাদাৎ সা শক্তির্যথা মে স্মৃতা তথা কুরু ॥ ৪৬

শাকল্য রূপাবশে কহিলেন,—হে দৈত্যপতে ।
সেই সরস্বতীই তোমায় অচিরে বরদা হই-
বেন । তথায় স্নান করিয়া পরে জনার্দনকে
স্তব কর । রাক্ষস ! ইহলোকে নারায়ণ
ভক্তি অপেক্ষা মনোরথ ফল প্রাপ্তি
বিষয়ে আর কিছুই উত্তম উপায় নাই ।
বিশেষতঃ আমার বাক্যানুসারেও সেই
দেবী, সরস্বতী তোমার প্রতি প্রসন্ন হই-
বেন । ব্রহ্মা বলিলেন—সেই পরশু “তাহাই
করিব” বলিয়া ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গাতে
স্নানপূর্বক শুদ্ধ হইয়া প্রযতমনে গঙ্গাভিমুখে
অবস্থান করত দেখিতে পাইল—দিব্য
গঙ্গারূপেপনা দিব্যরূপা জগদ্ধাত্রী সরস্বতী
শাকল্যের বচনানুসারে বিরাজিতা রহি-
য়াছেন । তখন সেই গতকশ্ময পরশু
বিনীতাক্ষা হইয়া সেই জগদ্ধাত্রীনাশিনী
বিব্রজননী ভুবনেশ্বরীকে কহিল,—“শুক
শাকল্য আমাকে রম্যাকান্ত গুরুভ্রমজের
স্তব করিতে বলিয়াছেন ; তোমার প্রসাদে
যাহাতে আমার সেই শক্তি হয়, তাহা কর ।”
শ্রীসরস্বতীঃ “তাহাই হউক” এই কথা

ব্রহ্মোবাচ ।

তথাহিতি চ সা প্রাহ পরশুঃ শ্রীসরস্বতী ।
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন পরশুস্তঃ জনার্দনম্ ॥ ৪৭
তুষ্টাব বিবিধৈর্বাক্যৈস্ততঃ তুষ্টোহতবাক্ষরিঃ ।
বরং প্রাদাদ্রাক্ষসায় কৃপাসিকুর্জনার্দনঃ ॥ ৪৮

জনার্দন উবাচ ।

যদ্যন্ননোগতঃ রক্ষস্ততঃ সর্বং ভবিষ্যতি ॥ ৪৯

ব্রহ্মোবাচ ।

শাকল্যস্ত প্রসাদেন গৌতম্যাশ্চ প্রসাদতঃ ।
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন নরসিংহপ্রসাদতঃ ॥ ৫০
পাপিষ্ঠোহপি তদা রক্ষঃ পরশুর্দিবমেষিবান্ ।
সর্বতীর্থার্জিয পদ্যস্ত প্রসাদাচ্ছার্জধ্বনঃ ॥ ৫১
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থঃ সারস্বতমিতি ক্রতম্ ।
তত্র স্নানেন দানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫২
বাগুজবৈকবশাকল্যপরশুপ্রভবাগি হি ।
বহুত্বভূবন্তীর্থানি শ্রেষ্ঠানি শ্রেতপর্কতে ॥ ৫৬
ইতি শ্রীব্রাহ্মে শকল্যাদিতীর্থবর্ণনঃ ত্রিষ্টাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩ ॥

বলিলেন । পরশু তখন সরস্বতীর প্রসাদে
জনার্দনকে বিবিধ বাক্যে স্তব করিল ।
তাহাতে কৃপাসিকু জনার্দন হরি তুষ্ট হইয়া
সেই রাক্ষসকে বর দিলেন যে,—ওহে
রাক্ষস ! তোমার যাহা মনোভিলাষ, তৎ-
সমস্তই সম্পন্ন হইবে । সেই পরশু পাপিষ্ঠ
রাক্ষস হইলেও শাক্যলের গৌতমীর
সরস্বতীর ও নৃসিংহের প্রসাদে এবং বাহ্যার
অজিৎপদ্য সর্বতীর্থসদৃশ, সেই শাক্যধারীর
প্রসাদে স্বর্গে গমন করিল । সেই হইতে
ঐ তীর্থ সারস্বত নামে ক্রত হয় । তথায়
স্নানদানে বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হয় । সেই
শ্রেত পর্কতে সারস্বত, বৈকব, শাকল্য,
পরশু প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ তীর্থ বিরাজ-
মান । ৪০—৩ ।

ত্রিষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৩ ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রজোবাচ ।

চিচ্চিকঃ * তীর্থমিত্যুক্তঃ সৰ্বরোগবিনাশনম্
সৰ্বচিন্তাপ্রহরণঃ সৰ্বশান্তিকরঃ নৃণাম্ ॥ ১
তন্ত ব্রহ্মণঃ বক্ষ্যামি শুভ্রে ভাস্মিন্নগোস্তমে ।
গঙ্গায় উত্তরে পারে বজ্র দেবো গঙ্গাধরঃ ॥ ২
চিচ্চিকঃ পক্ষিরাট্ তত্র ভেকুণ্ডো যোহতিধীরতে
সদা বসতি তত্রৈব মাংসানী শ্বেতপৰ্বতে ॥ ৩
নানাপুষ্পকলাকীর্ণৈঃ সৰ্বকুসুমৈর্মগৈঃ ।
সেবিতৈঃ দ্বিজমুখৈশ্চ গোতম্যা চোপশোভিতৈঃ
সিদ্ধচারণগঙ্ঘকিরিয়ারামরসস্থলে ।
তৎসমীপে নগঃ কশ্চিদ্দ্বিপদাঞ্চ চতুষ্পদাম্ ॥ ৫
রোগাতিকুত্বাচিন্তামরণীনাং ন ভোজনম্ ।
এবং গুণাধিতে শৈলে নানামুনিগণাবৃতে ॥ ৬
পূৰ্বদেশাধিপঃ কশ্চিৎ পবমান ইতি শ্রুতঃ ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রজা বলিলেন,—চিচ্চিক নামে যে তীর্থ
আছে, উহা নরগণের সৰ্বরোগনাশক, সৰ্ব-
চিন্তাপনোদক ও সৰ্বশান্তিদায়ক । তাহার
ব্রহ্মণ বলিতেছি । সেই শ্বেত নগোস্তমে
গঙ্গার উত্তর তীরে, যেখানে দেব গঙ্গাধর
আছেন, সেখানে চিচ্চিক নামে পক্ষিরাজ
বাস করিত । সদা শ্বেতপৰ্বতবাসী মাংসানী
সেই পক্ষিরাজ ভেকুণ্ড নামেও অভিহিত
হইত । সেই পৰ্বত নানাবিধ পুষ্পকলে
আকীর্ণ, সৰ্বকুসুম-সম্পন্ন, তরুগণ
দ্বিজগণ ও গোতমী নদী দ্বারা শোভিত এবং
সিদ্ধ, চারণ, গঙ্ঘক, কিরর ও অমরনিকরে
সমাকুল । উহার সমীপে এমন একটি বৃক্ষ
আছে যে, তাহার নিকটবর্তী দ্বিপদ, চতুষ্পদ,
কেহই ক্ষুধা, তৃষ্ণা চিন্তা বা মরণের ভোজন
হয় না । এবিধ গুণাধিত ও নানা মুনি-

* সৰ্বত্র চিচ্চিকস্থানে 'চিচ্চিক' ইতি
পুস্তকাকর-সম্মতঃ পাঠঃ ।

কালধৰ্ম্মরতঃ জীমান্ দেবব্রাহ্মণপালকঃ ॥ ৭
বলেন মহতা বৃক্ষঃ সপুরোধা বনঃ যযৌ ।
রেমে স্ত্রীতিৰ্মনোজ্ঞাভিনৃত্যবাদিজ্ঞৈঃ সুখৈঃ
স চ এবং ধনুস্পাণিমুগয়াশীলিতিবৃত্তঃ ।
এবং ভ্রমন্ কদাচিৎ স শ্রান্তো ভ্রমন্পাগতঃ ॥ ৯
গৌতমীতীরসম্ভূতঃ নানাপক্ষিগণৈর্বৃত্তম্ ।
আশ্রমাণাং গৃহপতিং ধৰ্ম্মজ্ঞামব সেবিতম্ ॥ ১০
তমাস্রিত্য নগশ্রেষ্ঠং পবমানো নৃপোত্তমঃ ।
স বিশ্রান্তো জনবৃত্তৈকাক্ষক্রে নগোত্তমম্ ॥ ১১
তত্রাপশ্চাদ্ভ্রজঃ স্থলং দ্বিমুখং শোভনাকৃতিম্ ।
চিন্তাবিষ্টং তথা শ্রান্তং তমপৃচ্ছনৃপোত্তমঃ ॥ ১২
ব্রাজোবাচ ।

কো ভবান্ দ্বিমুখঃ পক্ষী চিন্তাবানিব লক্ষ্যসে
নৈবাত্র কশ্চিদুঃখার্ভুঃ কস্মাৎ চুঃখমাগতঃ ॥ ১৩

জনাবৃত্ত সেই পৰ্বতে একদা পূৰ্বদেশের অধি-
পতি, কালধৰ্ম্মনিরত, দেবব্রাহ্মণপালক, জীমান্
পবমান নামে বিখ্যাত কোনও রাজা পুরো-
হিতসহ মহাসৈন্ত-সামন্তে পরিবৃত্ত হইয়া বন-
গমন করিলেন । তিনি নৃত্যবাদ্যজনিত
সুখে আসক্ত হইয়া মনোজ্ঞ স্ত্রীজন সহ
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । এইরূপে যুগয়া-
শীল পরিজন সমাবৃত্ত ও ধনুস্পাণ হইয়া
ভ্রমণ করিতে করিতে একদা শ্রান্ত হইয়া
গৌতমীতীরস্থ আশ্রমসমূহের গৃহপতিবৎ
প্রতীক্ষমান, নানাপক্ষিগণে সমাবৃত্ত ও ধৰ্ম্মজ-
বৎ পরিসেবিত একটি বৃক্ষের নিকটে উপ-
স্থিত হইলেন । নৃপোত্তম পবমান সেই
নগশ্রেষ্ঠের নিম্নভাগ আশ্রয়পূৰ্বক পরিজনসহ
বিশ্রাম করত তাহার আপাদ মস্তক দেখিতে
লাগিলেন । ১—১১ । তিনি সেই বৃক্ষে
উপবিষ্ট, চিন্তাবিষ্ট, শ্রান্ত, শোভনাকৃতি,
স্থলকায়, একটি দ্বিমুখপক্ষী দেখিতে পাই-
লেন । নৃপোত্তম তাহাকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—ওহে তুমি কে ? তুমি ত চিন্তাক্রান্ত-
বৎ লক্ষিত হইতেছ । এখানে কেহই দুঃখার্ভু
দৃষ্ট হয় না । তুমি কি হেতু দুঃখিত হইয়াছ ?

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রোবাচ নৃপতিঃ পবমানঃ শনৈঃ শনৈঃ ।
সমাস্তমনাঃ পক্ষী চিচ্চিকো নিঃসঙ্গমুহঃ ॥ ১৪

চিচ্চিক উবাচ ।

যন্তো ভয়ং ন চাত্তেহাঃ মম বাস্তোপপাদিতম্
নানাপুষ্পকলাকীর্ণং মূনিভিঃ পরিসেবিতম্ ।
পশ্চৎ শূন্তমেবাদ্রিঃ ততঃ শোচামি মামহম্ ॥
ন লভামি পুথং কিঞ্চিন্ন তুপ্যামি কদাচন ।
নিজাঃ প্রাপ্নোমি ন কাপি ন বিজ্ঞানিং ন
নির্কৃতিম্ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

দ্বিমুখস্ত দ্বিজশ্রোতুঃ শ্রদ্ধা রাজ্যতিবিস্মিতঃ ॥
রাজোবাচ ।

কো ভবান্ কিং কৃতং পাপং কস্মাক্ষুত্শচ পৰ্বতঃ
একেনাস্তেন তুপ্যন্তি প্রাণিনোহত্র নগোস্তমে
কিমুভাস্তদ্বয়েন ত্বং ন তুপ্তিমুপযাস্তসি ॥ ১৯
কিংবা তে হুতুতং প্রাপ্তমিহ জনশ্রুত্থো পুরা ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া চিচ্চিক নামক সেই পক্ষী যুহুধুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কিঞ্চিং সমাস্তমনে শনৈঃ শনৈঃ সেই নৃপতি পবমানকে উত্তর দিল,—আমি হইতে অপরের ভয় নাই; অপর হইতেও আমার ভয় নাই। নানা পুষ্পকলাকীর্ণ ও মানব-জন-সেবিত এই পৰ্বত এক্ষণে শূন্তবৎ লক্ষিত হইতেছে। এ নিমিত্ত আমি আমার জন্তই শোক করিতেছি। আমি কিঞ্চিন্নাত্রও পুথ লাভ করিতেছি না। কখনও একটু ভূক্তি পাইতেছি না। কোথায়ও কিছুমাত্রও নিজা, বিজ্ঞান বা শান্তি প্রাপ্ত হইতেছি না। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজা দ্বিমুখের বাক্য শ্রবণে অতীব বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—আপনি কে? কি পাপ করিয়াছেন? পৰ্বতই বা শূন্ত হইয়াছে কেন? প্রাণিগণ একটা মুখ-দ্বারাই তৃপ্ত হয়, কিন্তু তুমি হইখানি মুখেও এই পৰ্বতে থাকিয়া তৃপ্ত হও না কেন? তুমি ইহা জন্মে বা পূৰ্ব জন্মে কি

তৎ সৰ্বং শংস মে সত্যং জ্ঞাত্তে জ্ঞাং মহতো
তদ্বাৎ ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ ।

রাজানঃ তঃ দ্বিজঃ প্রাহ নিঃসঙ্গমথ চিচ্চিকঃ ।

চিচ্চিক উবাচ ।

বকে্যহং জ্ঞাং পূৰ্ববৃত্তং পবমান শৃণু তৎ ॥ ২২
অহং দ্বিজাতিপ্রবরো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
কুলীনো বিদিতপ্রাজঃ কার্যহস্তা কলিপ্রিয়ঃ ॥ ২৩
বদে পুরস্তথা পৃষ্ঠে অস্তদস্তচ্চ জন্তবু ।
পরমুদ্যা সদা হুত্বী মায়য়া বিশ্ববন্ধকঃ ॥ ২৪
কৃতম্ সত্যরহিতঃ পরনিন্দাবিচক্ষণঃ ।
মিত্রশ্যামিগুরুদ্রোহী দস্তাচারোহতিনিব্বণঃ ॥ ২৫
মনসা কৰ্ম্মণা বাচা তাপয়ামি জনান্ বহুন্ ।
অয়মেব বিনোদো মে সদা যৎপরহিংসনম্ ॥ ২৬
যুগ্মভেদং গণোচ্ছেদং মৰ্যাদাভেদনং সদা ।
করোমি নির্বিচারোহহং বিশ্বংসেবাপরাধুথঃ ॥

হুত্বি করিয়াছ? সে সকল কথা আমাকে সত্য বল। তোমাকে মহাভয় হইতে জ্ঞাপ করিব। ১২—২০। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইহা শুনিয়া সেই পক্ষিসত্তম চিচ্চিক তখন নিশ্বাস ত্যাগ করত সেই রাজাকে কহিল,—হে পবমান! আমি তোমাকে সেই পূৰ্ববৃত্তান্ত বলিতেছি, শুন। আমি পূৰ্বে দ্বিজাতিপ্রবর, বেদবেদাঙ্গপারগ, কুলীন ও গণিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলাম। কিন্তু আমি কার্যহস্ত, বিবাদপ্রিয় ও পরজীতে সতত কাতর ছিলাম। লোকের সাক্ষাতে একরূপ, অসাক্ষাতে অন্তরূপ হইতাম, একের কথা অপরের নিকট বলিতাম। ক্রমে কপটতায় আমি বিশ্ববন্ধক হইলাম। আমি কৃতম্, সত্যরহিত, মিত্র-শ্যামি-গুরুদ্রোহী, দস্তাচরণ-পরায়ণ, অতি নিব্বণ, পরনিন্দা-বিচক্ষণ এবং মন, কৰ্ম্ম ও বচন দ্বারা বহু জনের তাপ-কারণ হইলাম। সদা পরহিংসনই আমার বিনোদন ছিল। আমি বিশ্বজননের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যুগ্মের ভেদ, গণের উচ্ছেদ, মৰ্যাদার লঙ্ঘন,—ইত্যাদি কৰ্ম্ম নির্বিচারেই

ন ময়া সদৃশঃ কশ্চিৎ পাতকী ভুবনত্রয়ে ।
 তেনাহং বিমুখো জাতস্তাপনাদুঃখভাগ্যহম্ ।
 তস্মাদুঃখেন সন্তপ্তঃ শূন্তোহয়ং পরিতো মম ।
 অন্তর্যমী ভূপাল বাক্যং ধর্মার্থসংহিতম্ ।
 ব্রহ্মহত্যাশয়ং পাপং তদ্বিনা তদবাপ্যতে ॥ ২৯
 ক্রিয়ঃ সঙ্গরং গহা অথবাশ্রয় সঙ্গরাৎ ।
 পলায়ন্তঃ স্তম্ভশস্ত্রং বিশ্বস্তঞ্চ পরাশ্রুতম্ ॥ ৩০
 অবিজাতকোপবিষ্টং বিভেমীতি চ বাদিনম্ ।
 তং যদি ক্রিয়ো হস্তাৎ স তু স্তাদব্রহ্মঘাতকঃ
 অধীতঃ বিশ্বরতি যজ্ঞং করোতি তথোত্তমম্ ।
 অনাদরঞ্চ গুরুষু তমাহ্রহ্মঘাতকম্ ॥ ৩১
 প্রত্যকে চ প্রিয়ং বক্তি পরোকে পরুষাণি চ
 অন্তর্যমী বচস্তত্ত্বং করোত্যন্তঃ সর্দৈব যঃ ॥ ৩২
 গুরুণাং শপথং কর্তা হেষ্ঠা ব্রাহ্মণনিন্দকঃ ।
 মিথ্যাবিনীতঃ পাপাত্মা স তু স্তাদব্রহ্মঘাতকঃ

করিতাম । ভুবনত্রয়ে আমার সদৃশ কোন
 পাপীই ছিল না । সেই কারণে আমি বিমুখ
 হইয়া জন্মিয়াছি ; দুঃখভাগী হইয়াছি । জন-
 গণের সম্ভাপ দান হেতু ইদানীং আমি দুঃখে
 সন্তপ্ত হইতেছি । আমার বাসস্থান এই
 পরিতীর্ণ শূন্ত হইয়াছে । ভূপাল ' ধর্মার্থ-
 সম্বিত অপর বাক্যও শ্রবণ কর । ব্রহ্মহত্যা
 ব্যতীত এমন কতকগুলি পাপ আছে, যাহা
 দ্বারা ব্রহ্মহত্যা সম পাপ প্রাপ্তি হয় । ক্রিয়
 ব্যক্তি যুদ্ধে যাইয়া কিবা যুদ্ধ ভিন্ন অন্তর্য—
 পলায়মান, স্তম্ভশস্ত্র, বিশ্বস্ত, পরাশ্রুত,
 অবিজাত, উপবিষ্ট, কিবা যে জন “ভয়
 পাইয়াছি” এইরূপ উক্তিকারী,—এ সকল
 ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ব্রহ্মঘাতী হয় । যে
 ব্যক্তি অধীত বিষয় বিশ্বাস্ত হইয়াছে ;
 তাহাকে যে জন উত্তম জনোচিত আদর
 করে, এবং মাত্ত গুরুজনাদির আদর করে,
 তাহাকে সুধীগণ ব্রহ্মঘাতী বলেন । সদা
 যাহার হৃদয়ে একরূপ, বচনে অন্তরূপ,—কার্যে
 করে অন্তরূপ, যেজন প্রত্যকে প্রিয় এবং
 অপ্রত্যকে অপ্রিয় পুরুষ বাক্য বলে, যে
 গুরুজনের নামে শপথ করে, ঘেঘবান,

দেবং বেদমথাধ্যাক্ষঃ ধর্মব্রাহ্মণসঙ্গতিম্ ।
 এতান্নিন্দতি যো দেবাৎ স তু স্তাদব্রহ্মঘাতকঃ
 এবস্তুতোহপ্যহং রাজন্ দস্তার্থঃ লজ্জয়া স্তথা ।
 সদব্রুত ইব বর্জেহহং তস্মাদ্রাজন্ দ্বিজোহস্তবৎ
 এবস্তুতোহপি সংকর্ম্ম কিকিৎ কর্ত্ত্বামি
 কুত্রচিৎ ।

তেনাহং কর্ম্মণা রাজন্ স্বতঃ স্বর্ত্তা পুরা কৃতম্
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তচ্চিচ্চিকবচঃ ক্রহা পবমানঃ সুবিস্মিতঃ ।
 কর্ম্মণা কেন তে মুক্তির্নিত্যাং নৃপতির্বিজম্ ॥ ৩৩
 ইতি তন্ত বচঃ ক্রহা নৃপতিং প্রাহ পকিরাহি ।
 চিচ্চিক উবাচ ।
 অশ্মিন্নেব নগশ্রেষ্ঠে গোতম্যা উত্তরে তটে ।
 গদাধরং নাম তীর্থং তত্র মাং নয় সুব্রত ॥ ৩৪
 তচ্চি তীর্থং পুণ্যতমং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 সর্বকামপ্রদঞ্চতি মহাশ্রুনিভিঃ কৃতম্ ॥ ৩৫
 ন গোতম্যাস্থথা বিষ্ণোরপরং ক্রেশনাশনম্ ।

ব্রাহ্মণনিন্দক মিথ্যাবিনীত ও পাপাত্মা,
 সেও ব্রহ্মঘাতক । যে জন,—দেব, বেদ,
 অধ্যাপকশাস্ত্র, ধর্ম, ব্রাহ্মণ ও সাধুসঙ্গের ঘেঘ
 বশতঃ নিন্দা করে, সেও ব্রহ্মঘাতক হয় ।
 রাজন্! আমি উক্তরূপ পাপী হইয়াও দণ্ড-
 ভয়ে ও লজ্জা বশে সদব্রুতবৎ বাবহার দেখা-
 ইতাম ; রাজন্! সেই পাপেই আমি পকী
 হইয়াছি । আমি উক্তপ্রকার পাপী হইলেও
 কুত্রচিৎ সংকর্ম্ম করিয়াছিলাম ; রাজন্ সেই
 কর্ম্মের ফলে আমি স্বতঃ পুরাকৃত কর্ম্মের
 স্বরণে সমর্থ হইয়াছি । ২৯—৩৭। ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—চিচ্চিকের সেই বাক্য শুনিয়া রাজা
 পবমান সুবিস্মিতভাবে কহিলেন,—কেন
 কর্ম্মে তোমার মুক্তি হইবে ? পকিরাজ, নৃপ-
 তির এই কথার প্রত্যুত্তরে কহিল, সুব্রত !
 গোতমীর উত্তর তটে এই পর্বতেই গদাধর
 নামে তীর্থ আছে, আমাকে সেখানে লইয়া
 চল, সেই তীর্থ পুণ্যতম, সর্বপাপপ্রণাশক
 ও সর্বকামপ্রদ ; মহাশ্রুনিগণ কর্ত্তক এইরূপই
 বিজ্ঞত আছে গোতমী ও বিষ্ণু—ইহাদিগের

সৰ্বভাৱেন ততীৰ্থং পশ্চেষ্মিতি মে মতিঃ ॥৪২
 মংকুতেন প্রযত্নেন নৈতচ্ছক্যং কদাচন ।
 কথমাকাঙ্ক্ষিতপ্রাপ্তিৰ্ভবেদুতকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৪৩
 সপ্রযত্নোহপ্যহং বীর ন পশ্চে তৎ সুত্করম্ ।
 তস্মাস্তব প্রসাদাচ্চ পশ্চেষ্যঃ হি গদাধরম্ ॥৪৪
 অবিজ্ঞাপিতহুঃখজ্ঞঃ করুণাবরুণাভয়ম্ ।
 যস্মিন্ দৃষ্টে ভবক্ৰেণা ন দৃশ্যন্তে পুনৰ্নরৈঃ ॥৪৫
 দৃষ্টেইব তং দিবং যাস্তে প্রসাদাস্তব সুত্ৰত ॥৪৬
 ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তঃ স নৃপতিশ্চিচ্চিকেন দ্বিজম্ভনা ।
 দৰ্শয়ামাস তং দেবং তাক্ষ গজাং দ্বিজম্ভনে ॥৪৭
 ততঃ স চিচ্চিকঃ স্নাত্বা গজাং
 ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ॥ ৪৮
 চিচ্চিক উবাচ ।

গজ্ঞে গোতমি যাবদ্বাং ত্রিজগৎপাবনৌ নরঃ ।
 ন পশ্যত্যুচ্যতে-তাবদিহামুজাপি পাতকৌ ॥ ৪৯

অপেক্ষা ক্ৰেশনাশন অপর কেহই নাই ;
 সৰ্বভাৱে সেই তীৰ্থই দেখিব—এইৰূপই
 আমার অভিপ্রায়। মংকুত প্রযত্নে কদাচ এ
 কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবে না ; দুত্কৰ্ম্মাদিগের
 আকাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি হইবে কেমনে ? হে
 বীর ! আমি সপ্রযত্ন হইলেও সেই কাৰ্য্য
 সুত্কর দেখিতেছি। অতএব তোমার
 প্রসাদে গদাধরকে দেখিবার আশা করি।
 হে সুত্ৰত ! ষাঁহাকে দেখিলে নরগণের
 আর ভবক্ৰেণ দৰ্শন কৰিতে হয় না,
 সেই অবিজ্ঞাপিত হুঃখজ্ঞ, করুণা-বরুণালয়
 গদাধর দেবকে তোমারই প্রসাদে দেখিয়াই
 স্বৰ্গে যাইতে পারিব। ৩৮—৪৬। ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—কিৰাজ চিচ্চিক কৰ্ত্তৃক উক্ত হইয়া
 সেই নৃপতি তাহাকে সেই গদাধর দেব ও
 সেই গজাকে দেখাইলেন। পরে সেই চিচ্চিক
 স্নান করিয়া ত্রৈলোক্যপাবনৌ গজাকে কহি-
 লেন,—গজ্ঞে গোতমি ! নর যাবৎ না ত্রিজ-
 গৎপাবনৌ তোমাকে দৰ্শন করে, তাবৎ
 কালই ইহামুজ পাতকৌ বলিয়া উক্ত হয়।

তস্মাৎ সৰ্বাগসমপি মামুত্কর সরিষরে ।
 সংসারে দেহিনামস্তা ন গতিঃ কাপি কুজ্জটিৎ ।
 ভাং বিনা বিষ্ণুচরণসরোরুহসমুদ্ভবে ॥ ৫০

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বাভ্যা গন্ধৈকশরণো দ্বিজঃ ।
 স্নানং চক্রে স্মরনস্তৰ্গজে জায়ন্ত মামিতি ॥ ৫১
 গদাধরং ততো নস্তা পশ্চৎসু নগবাসিষু ।
 পবমানাত্মবুজ্জাতস্তদৈব দিবমাক্রমৎ ॥ ৫২
 পবমানঃ স্ননগরং প্রযযৌ সান্নগস্ততঃ ।
 ততঃ প্রভৃতি ততীৰ্থং পাবমানঃ সচিচ্চিকম্ ।
 গদাধরং কোটিতীৰ্থমিতি বেদবিদো বিহুঃ ।
 কোটিকোটিশুণং কৰ্ম্ম কৃতং তত্র ভবেদ্বণাম্ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মে পাচমানাদি তীৰ্থবৰ্ণনং চতুঃ
 ষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪ ॥

—

অতএব হে সরিষরে ! আমি সৰ্বাপরাধে
 অপরাধী হইলেও আমাকে উদ্ধার কর।
 হে বিষ্ণু-চরণ-সরোরুহ-সমুদ্ভবে ! সংসারে
 তোমা ব্যতীত দেহিগণের কুজ্জাপি অস্ত
 গতি নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—এই বলিয়া
 গন্ধৈকশরণ, ব্রহ্মাবিষ্ণুদ্বাভ্যা সেই পক্ষী
 অস্তরে “গজ্ঞে ! জ্ঞান কর” এইরূপ স্মরণ
 করত স্নান করিল। পরে গদাধরকে দৰ্শন
 করিয়া পবমান রাজার অনুজ্ঞা গ্রহণান্তে
 নগবাসিগণের সান্নাতেই তখনই ত্রৈলোকে
 প্রস্থান করিল। তার পর পবমান অনু-
 চর বর্গসহ স্ননগরে প্রতিগমন করিলেন।
 সেই হইতে ঐ তীৰ্থ পাবমান, চিচ্চিক, গদা-
 ধর, কোটিতীৰ্থ এই সকল নামে বিখ্যাত
 হইয়াছে। নরগণের সেখানে কৃত কৰ্ম্ম কোটি
 কোটিশুণ ফল প্রদ হয়। ৪৭—৫৪।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৪।

—

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

অনুবাদঃ ।

ভক্ততীর্থমিতি প্রোক্তঃ সৰ্বানিষ্টনিবারকম্ ।
সৰ্বপাপপ্রশমনঃ মহাশান্তিপ্রদায়কম্ ॥ ১
আদিত্যস্ত প্রিয়া ভাৰ্যা উষা স্বামী পতিব্রতা ।
ছায়াপি ভাৰ্যা সবিতুস্তম্ভাঃ পুত্রঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ২
তস্ত বসো বিষ্টিরিতি ভীষণা পাপরূপিণী ।
তাং কস্তাং সবিতা কৈশ্চ দদামীতি মতিং দধে
যশৈশ্চ যশৈশ্চ দাতুকামঃ সূৰ্য্যো লোকগুরুঃ প্রভুঃ
তচ্ছ্রদ্ধা ভীষণা চেতি কিং কুৰ্ম্যো ভাৰ্য্যানয়া ॥
এবম্ বৰ্ত্তমানে সা পিতরং প্রাহ হৃৎগিতা ॥ ৫

নিষ্টিকবাচ ।

বালামেব পিতা যন্ত দত্তাং কস্তাং সুরূপিণে ।
স কৃতার্থো ভবেল্লোকে ন চেদুৎকৃতবান্ পিতা ॥
চতুৰ্থাৎসরাদুৰ্দ্ধং যাবন্ন দশমাত্ময়ঃ ।
তাবদ্বিবাহঃ কস্তায়াঃ পিত্রা কার্ধ্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৭

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

অনুবাদঃ,—ভক্ততীর্থ নামে যে
বিখ্যাত তীর্থ আছে, তাহা সৰ্বানিষ্টনিবারক,
সৰ্বপাপপ্রশমক ও মহাশান্তিপ্রদায়ক ।
আদিত্যের দুইটি ভাৰ্যা ছিলেন । প্রথম
ভাৰ্যা স্বামীর তনয়া পতিব্রতা উষা ; দ্বিতীয়া
ছায়া । উষা স্বপতির প্রিয়া ছিলেন । ছায়ার
পুত্র শনৈশ্চর । শনৈশ্চরের ভগিনী ভীষণা ।
ভীষণা পাপরূপিণী বিষ্টি । সবিতা সেই
বিষ্টিকে কাহার করে দান করিবেন, চিন্তা
করিতে লাগিলেন । লোকগুরু প্রভু সূৰ্য্য সেই
কস্তাটিকে প্রদানার্থ যাহাকে যাহাকেই মনো-
নীত করেন, সেই সেই ব্যক্তিই “ভীষণা”
ইহা জানিয়া ‘ইহা যাহা কি করিব’ এই ভাবিয়া
প্রত্যাখ্যান করেন । একরূপ অবস্থায় একদিন
সেই বিষ্টি হৃৎগিতা পিতাকে কহিলেন, যে
পিতা বালাবস্থায়ই সুরূপ পাছে কস্তা সন্ত-
দান করেন, লোকে তিনিই কৃতার্থ হইবেন ।
নচেৎ পিতা উৎকৃতবান্ হইবেন । চতুৰ্থ বৎসরের
পর যাবৎ দশম বর্ষ অতীত না হয়, তাবৎ

শ্রীমতে বিহবে যুনে কুলীনায় বশবিনে ।
উদারায় সনাধায় কস্তা দেয়া বরায় বৈ ॥ ৮
এতচ্চেদন্তথা কুৰ্ম্যাপি পিতা স নিরয়ী সদা ॥ ৯
ধর্ম্মস্ত সাধনং কস্তা বিহবামপি ভাস্কর ।
নরকশ্চৈব মূৰ্খাণাং কামোপহতচেতসাম্ ॥ ১০
একতঃ পৃথিবী কুৎস্না সশৈলবনকাননা ।
শ্লবল্লভোপাধিষ্ঠীনা শ্লুকস্তা চৈকতঃ স্মৃতা ॥ ১১
বিক্রীণীতে যন্ত কস্তাময়ং বা গাং তিলানপি ।
ন তন্ত রৌরবাদিত্যঃ কদাচিন্নিকৃতির্ভবেৎ ॥ ১২
বিবাহাতিক্রমঃ কার্য্যো ন কস্তায়াঃ কদাচন ।
তস্মিন্ ক্রতে যৎ পিতুঃ স্তাৎ পাপং তৎ কেন
কথ্যতে ॥ ১৩

যাবল্লজাঃ ন জানাতিযাবৎক্রীড়তি পাংগতিঃ
তাবৎ কস্তা প্রদাতব্যা নো চেৎ পিত্রোরধো-
গতিঃ ॥ ১৪

পিতুঃ স্বরূপং পুত্রঃ স্তাদ্যঃ পিতা পুত্রএব সঃ ।

কাল মধ্যেই কস্তার বিবাহ দেওয়া পিতার
কর্তব্য । শ্রীমান, বিদ্বান্, যুবা, কুলীন, বশবী,
উদার, অভিভাবকবান্ পাছেই কস্তা দান
করা পিতার বিধেয় । যে পিতা ইচ্ছায় অন্তথা
করেন, তিনি সদা নিরয়গামী হইবেন । “হে
ভাস্কর ! বিদ্বান্ জনগণের পক্ষে কস্তা ধর্ম্মের
সাধন ; কিন্তু কামোপহতচেতা মূৰ্খদিগের
পক্ষে নরকেরই হেতু হয় । ১—১০। শৈল, বন
(ক্ষুদ্রবন) ও কাননসমবিতা সমগ্রা পৃথিবী এক
দিকে আর সদলঙ্কারভূষিতা ব্যাধিষ্ঠীনা
শ্লুকস্তা এক দিকে—দুইই তুল্য বলিয়া স্মৃত
হয় । যে জন কস্তা, অশ্ব, গো, তিল,—এ
সকল বিক্রয় করে, রৌরবাদি নরক হইতে
কদাচ তাহার নিষ্কৃতি হয় না । কদাচ কস্তার
বিবাহাতিক্রম করা বিধেয় নহে । উষা
করিলে যে কত পাপ হয়, তাহা কে বলিতে
পারে ? কস্তা যাবৎকাল লজ্জা বুঝে না,
যাবৎকাল ধূলা খেলা করে, তাবৎকাল
মধ্যেই কস্তাকে সন্তদান করা কর্তব্য ;
নচেৎ পিতা মাতার অধোগতি হয় । পিতার
রূপই সন্তান হয়, যে পিতা—সেই পুত্র ।

আত্মনঃ সুখিতাং লোকে কো ন কুৰ্য্যাৎ

করোতি চ ॥ ১৫

যৎকৃত্যয়াঃ পিতা কুৰ্যাদানং পূজনমীক্ষণম্ ।
যৎ কৃতং তৎ কৃতং বিদ্যাভ্যাসু দত্তং তদক্ষয়ম্*
পুত্রেষু চৈব পৌত্রেষু কো ন কুৰ্য্যাৎ সুখং রবে
করোতি যঃ কন্তুকানাং স সম্পদাজনং ভবেৎ
ব্রহ্মোবাচ ।

এবং তাং বাদিনীঃ কন্তাং বিষ্টিং প্রোবাচ

ভাস্করঃ ॥ ১৮

স্বৰ্ঘ্য উবাচ ।

কিং করোমি ন গৃহ্নাতি ত্বাং কশ্চিদ্ভীষণাকৃতিম্
কুলং রূপং বয়ো বিত্তং বিদ্যাং বৃত্তং সুশীলতাম্
মিথঃ পশুন্তি সযত্নে বিবাহে স্ত্রীমু পুংসু চ ॥ ১৯
অশ্রানু সৰ্বমপ্যস্তি বিনা তব গুণৈঃ শুভে ।
কিং করোমি ক দাস্তামি বৃথা মাং ধিকরোমি
কিম্ ॥ ২০

লোকে নিজের সুখিতা বিধান কে না করে ?
কেই বা না করিতেছে ? পিতা কন্তার জন্ত
যে, দান পূজা ও নানাস্থান দর্শন করেন, সে
সকল কার্যই প্রকৃত সৎকার্য-। সেই কন্তা-
দিগকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা অক্ষয় হয় ।
হে-রবে ! পুত্রোতে বা পৌত্রোতে কেই বা
সুখের ব্যবস্থা না করে ? যে জন কন্তাতেও
তাহাদিগের সুখের নিমিত্ত সুবাবস্থা করে,
সে-ই সম্পদাজন হয় । ব্রহ্মা কহিলেন,
—ভাস্কর, এবাদিনী কন্তা সেই বিষ্টিকে
কহিলেন,—কি করি ? ভীষণাকৃতি তোমাকে
কেহই গ্রহণ করিতে চাহে না । বিবাহ
সযত্নে সকলেই পরস্পর কন্তা নর উভয়েরই
কুল, শীল, বয়স, বিত্ত, বিদ্যা, বৃত্ত সুশীলতা,—
এই সকল দেখিয়া থাকেন । কিন্তু হে শুভে !
তোমার গুণ বাতীত আমাদিগের আর সন্-
কই আছে ; এ অবস্থায় কি করিব ? কোথায়
সম্প্রদান করিব ? বৃথা আমাকে কেন ধিকার

* 'যদ্যপি তানু কন্তানু তদানন্তায় কল্পতে'
কতিদৈবমাধিকঃ পাঠঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা পুনস্তাঞ্চ বিষ্টিং প্রোবাচ ভাস্করঃ ॥ ২১

স্বৰ্ঘ্য উবাচ ।

যস্মৈ কস্মৈ চ দাতব্য্য ত্বং বৈ যদ্যনুমন্তসে ।
দীয়সেহদ্য ময়া বিষ্টে অনুজানীহি মাং ততঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পিতরং প্রাহ সা বিষ্টিৰ্ততা পুত্রা ধনং সুখম্ ।
আয়ুরূপঞ্চ সম্প্রীতির্জায়তে প্রাক্তনানুগম্ ॥ ২৩
যৎ পুরা বিহিতং কৰ্ম্ম প্রাণিনা সাধবসাধু বা ।
কলং তদনুরোধেন প্রাপ্যতেহপি ভবান্তরে ॥
স্বদোষ এব তৎ পিত্রা পরিহর্ষব্য আদরাৎ ।
তাদৃগেব ফলন্ত স্তাদ্যাদৃগাচরিতং পুরা ॥ ২৫
তস্মাত্তদানসদৃশং স্ববংশানুগতং পিতা ।
করোতি শেষং দৈবেন যদ্যব্যং তদ্বিষ্যতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা হৃহিতুৰ্বাক্যং তুষ্টিঃ পুত্রায় ভীষণাম্ ।
বিশ্বরূপায় তাং প্রাদাদ্বিষ্টিং লোকভয়ঙ্করীম্ ॥ ২৭
বিশ্বরূপোহপি তদ্বচ্চ ভীষণো ভীষণাকৃতিঃ ॥ ২৮

দিতেছ ? ১১—২০ । ব্রহ্মা . বলিলেন,—
ভাস্কর এই বলিয়া পুনরায় সেই বিষ্টিকে
কহিলেন,—বিষ্টে ! যাহাকে তাহাকে দেওয়া
যদি তুমি অনুমোদন কর, তবে আমি
তোমাকে সম্প্রদান করিতে পারি । তাহা
হইলে তুমি আমাকে অনুমতি দেও । বিষ্টি
তখন পিতাকে কহিল,—পতি, পুত্র, ধন, সুখ,
আয়ু, রূপ, সম্প্রীতি, এ সকল প্রাক্তন কর্ম্মানু-
সারেই ঘটিয়া থাকে । প্রাণীরা পূর্বে সাধু
অসাধু যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তদনুসারেই
জন্মান্তরেও কল প্রাপ্ত হয় । অতএব
পিতার পক্ষে সযত্নে স্বকীয় দোষ পরিহার
করাই বিধেয় । কল কিন্তু পূর্বে যেমন
আচরণ করা হইয়াছে, তদনুরূপই হইবে ।
এনিমিত্ত পিতা স্ববংশানুরূপেই কন্তাদান-সম্বন্ধ
করিয়া থাকেন ; শেষ যাহা দৈবনির্দিষ্ট থাকে
তাহাই হইয়া থাকে । ব্রহ্মা বলিলেন,—স্বৰ্ঘ্য
তখন কন্তার এই সকল বাক্য শুনিয়া স্তম্ভিত
পুত্র বিশ্বরূপকে সেই লোক-ভয়ঙ্করী বিষ্টি

এবং মিথঃ সঙ্ঘাতোঃ শীলরূপসমানয়োঃ ।
 ঈতিঃ কদাচিত্তৈবমাং দম্পত্যোরভবমিথঃ ॥
 গণ্ডো নামাতবৎ পুত্রো হৃতিগণ্ডত্বেষ চ ।
 রক্তাকঃ ক্রোধনশ্চৈব ব্যাঘ্রো হৃষ্মধু এব চ ॥৩০
 ভেদ্যঃ কনৌয়ানভবদ্ধর্ষণো নাম পুণ্যতাক্ ।
 সূতঃ সুনীলঃ সূভগঃ শান্তঃ শুদ্ধমতিঃ শুচিঃ ॥
 স কদাচিদ্যমগৃহং ভ্রষ্টং মাতুলমভ্যাগাৎ ।
 স দদর্শ বহুন্ জন্তুন্ স্বর্গস্থানিব হৃৎখিনঃ ।
 স মাতুলন্ত পপ্রচ্ছ নহা ধর্ম্যঃ সনাতনম্ ॥ ৩২
 হর্ষণ উবাচ ।

ক ইমে সুখিনস্তাত পচ্যন্তে নরকে চ কে ॥৩৩
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এবং পুট্টো ধর্ম্যরাজঃ সর্বঃ প্রাহ যথার্থবৎ ।
 উৎকর্ষণাং গতিং সর্কামশেষেণ ত্বেদমৎ ॥৩৪
 যম উবাচ ।

বিহিতস্ত ন কুর্কন্তি যে কদাচিদতিক্রমম্ ।
 ন তে পশ্যন্তি নিরয়ং কদাচিদপি মানবাঃ ॥ ৩৫

কহা সম্মদান করিলেন। সেই বিধিরূপও
 তবৎ ভীষণ ও ভীষণাকৃতি ছিল। সমান
 শীলরূপবিশিষ্ট তাহার পুত্রের কিছুকাল
 অভিযাহিত করিলে পর কদাচিৎ সেই
 দম্পত্যের ঈতির বৈষম্য ঘটিল। তাহা-
 দিগের গণ্ড, অতিগণ্ড, রক্তাক, ক্রোধন,
 ব্যাঘ্র, হৃষ্মধু ও হর্ষণ নামে পুত্র সকল জন্মিল।
 তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষণ পুণ্যতাক্ সুনীল,
 সূভগ, শান্ত, শুচি ও শুদ্ধমতি হইয়াছিল।
 সে একদা মাতুলকে দেখিবার জন্ত যম-
 ন্তবনে গমন করে। সেখানে স্বর্গস্থ ও
 নরকস্থ বহু প্রাণী দেখিয়া হৃৎখিতচিত্তে মাতুল
 সনাতন ধর্মকে নমস্কারপূর্বক জিজ্ঞাসা
 করিল, - তাত! এই সুখী প্রাণীরা
 কারারা? আর এই যাহারা নরকে পতিত
 হইতেছে, ইহারাই বা কারারা? ২১—৩০।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—ধর্ম্যরাজ এইরূপ পুত্র
 কইরা তাহাদিগের কর্মগতির বিষয় যথাযথ
 বর্ণন করিলেন। যম বলিলেন,—যাহারা
 বিহিত কর্মের কদাচ অতিক্রম না করেন

ন মানয়ন্তি যে শাস্ত্রং নাচারং ন বহুভাষ্যতাম্ ।
 বিহিতাভিক্রমং কুর্ঘ্যে তে নরকগামিনঃ ॥ ৩৬
 ব্রহ্মোবাচ ।
 স তু কহা ধর্ম্যবাক্যং হর্ষণঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ৩৭
 হর্ষণ উবাচ ।
 পিতা ভ্রষ্টো ভীষণশ্চ মাতা বিষ্টিশ্চ ভীষণা ।
 ভ্রাতরশ্চ মহাত্মানো যেন তে শাস্তবুদ্ধয়ঃ ॥৩৮
 সুরূপাশ্চ ভাবম্যন্তি নির্দোষা মঙ্গলপ্রদাঃ ।
 তন্মে কর্ম বদন্বাদ্য তৎ কর্তাম্মি সুরোত্তম ॥৩৯
 অশ্রুধা তান্ গচ্ছেমিত্যুক্তঃ প্রাহ ধর্ম্যরাই ।
 হর্ষণঃ শুদ্ধবুদ্ধিঃ তং হর্ষণোহসি ন সংশয়ঃ ॥৪০
 বহবঃ সূতাঃ সূতাঃ কেচিৎতৈব তে কুলতন্তবঃ *
 এক এব সূতঃ কশ্চিদ্যেন তদ্ ভ্রিয়তে কুলম্ ॥
 কুলস্তাধারভূতো যো যঃ পিত্রোঃ প্রিয়কারকঃ ।

সেই মানবেরা কদাপি নিরয় দেখেন না।
 আর যাহারা শাস্ত্র মানে না, আচার পালন
 করে না কিম্বা বহুভাষ্য জনগণকে সম্মান করে
 না;—বিহিতের অতিক্রম করে; তাহার
 নরকগামী হয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই
 হর্ষণ ধর্ম্যবাক্য অবশে পুনরায় কহিলেন,—
 পিতা ভ্রষ্ট ও ভীষণ; মাতা বিষ্টি ও ভীষণা;
 কিন্তু আমার ভ্রাতারা যাহাতে মহাত্মা শাস্ত-
 বুদ্ধি-পুরুষ, নির্দোষ ও মঙ্গলপ্রদ হইতে
 পারেন, অতঃ আপনি সেই কর্মের উপদেশ
 করুন; হে সুরোত্তম! আমি নিঃসংশয় তাহা
 করিব। নচেৎ আমি আর তাহাদিগের
 সেখানে যাইব না। ধর্ম্যরাজ এইরূপ উক্ত
 হইয়া, মহাবুদ্ধি হর্ষণকে কহিলেন,—তুমি
 হর্ষণই বটে; সংশয় নাই। বহু পুত্র জন্মি-
 লেও কুলের উৎকর্ষসাধক না হইলে
 কেহই পুত্র নহে; কিন্তু একটা পুত্রও
 প্রকৃত পুত্র;—যাহার দ্বারা কুল ধৃত হয়।
 যে পুত্র কুলের আধারভূত, যে পিতা

* এতদর্কস্থানে 'কিমন্তৈর্বহতি: পুত্রৈ:
 শোক সন্তাপকারকৈ:' ইত্যর্কঃ কচিৎ বর্ততে।

যঃ পূৰ্বজানুস্মরতি স পুত্রস্তিতরো গদঃ ॥ ৪২
 বস্মাভয়াস্বরূপঃ মে প্রোক্তঃ মাতামহপ্রিয়ম্ ।
 তস্মাৎ গৌতমীঃ গচ্ছ স্নাত্বা নিয়তমানসঃ ॥ ৪৩
 ত্বহি বিষ্ণুঃ জগদ্যোনিঃ শান্তঃ শ্রীতেন চেতসা
 স তু শ্রীতো যদি ভবেৎ সৰ্বমিষ্টং প্রদাত্তি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি ব্রহ্মা ধৰ্ম্মবাক্যং হৰ্ষণো গৌতমীঃ যযৌ ।
 তুচ্ছিষ্ঠাব দেবেশঃ হরিঃ শ্রীতোহভবদ্ধরিঃ ॥
 হৰ্ষণাঃ ততঃ প্রাদাৎ কুলভদ্রঃ ততস্ত সঃ ।
 সৰ্বভদ্রপ্রশমনপূৰ্বকং ভদ্রমন্ত তে ॥ ৪৬
 তত্ভ্রা প্রোচ্যতে বিষ্টিঃ পিতা ভদ্রস্তথা সূতাঃ
 ততঃ প্রভৃতি তত্ৰীর্থঃ ভদ্রতীর্থঃ তদ্যচ্যতে ॥ ৪৭
 সৰ্বমঙ্গলদং পুংসাং তত্র ভদ্রপতির্হরিঃ ।
 তত্ৰীর্থসেবিনাং পুংসাং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ।
 মঙ্গলৈকনিধিঃ সাক্ষাদেবদেবো জনার্দনঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে 'তীর্থমাহাশ্বে ভদ্রতীর্থবর্ণনং
 পঞ্চষষ্টি্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

মাতার প্রিয়কারী, যে পূৰ্বজগণের উদ্ধার
 করে, সে-ই পুত্র; অপর পুত্র রোগস্বরূপ।
 যে হেতু তুমি মাতামহের প্রিয়, তোমার অনু-
 রূপ কথাই বলিয়াছ, অতএব তুমি গৌতমীতে
 যাও; সেখানে স্নানান্তে নিয়ত-মানসে শ্রীত-
 চিত্তে জগদ্যোনি শান্ত বিষ্ণুকে স্তব কর;
 তিনি যদি শ্রীত হইবেন, তবে তোমার সমস্ত
 অতীষ্ট প্রদান করিবেন। ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—হৰ্ষণ ধর্ম্মের এই বাক্য শুনিয়া
 গৌতমীতে গমন করিলেন। সেখানে
 স্নানপূৰ্বক তুচ্ছিষ্ঠ হইয়া হরিকে স্তব করায় হরি,
 কুলের সৰ্বভদ্রপ্রশমন-পূৰ্বক কুলমঙ্গল-
 জনক “তোমার ভদ্র হইল” এই বর
 দিলেন। সেই হইতে বিষ্টি, ভদ্রা নামে এবং
 পিতা ও ভ্রাতারা ভদ্র নামে উক্ত হয়। সেই
 হইতে ঐ তীর্থ ভদ্রতীর্থ নামে উল্লিখিত হইয়া
 থাকে। উহা পুরুষদিগের সৰ্বমঙ্গলপ্রদ।
 তথায় সেই তীর্থ-সেবীদিগের সৰ্ব-সিদ্ধিদায়ক

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পতত্রিতীর্থমাখ্যাং রোগঘ্নং পাপনাশনম্ ।
 তন্ত্ৰ শ্রবণমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১
 বভূবতুঃ কণ্ঠপশু সূতাবরুণবীধরৌ ।
 সম্পাতিশ্চ জটায়ুশ্চ সন্তবেতাং তদবয়ে ॥ ২
 তার্ক্যপ্রজাপতেঃ পুত্রাবরুণো গরুড়স্তথা ।
 তদবয়ে চ সন্তুতঃ সম্পাতিঃ পতগোত্তমঃ ।
 জটায়ুরিতি বিখ্যাতো হুপয়ঃ সোদরোহুহুজঃ ॥ ৩
 অন্তোন্তস্পর্ধয়া যুক্তাবুয়ন্তৌ শ্ববলেন তৌ ।
 সঙ্গম্যতুর্দিনকরং নমস্কর্তুং বিহায়সি ॥ ৪
 যাবৎ সূর্যাস্ত সামীপ্যং প্রাপ্তৌ তৌ
 বিহগোত্তমৌ ।
 দক্ষপক্ষাবুভৌ শ্রান্তৌ পতিতৌ গিরিমূর্ধনি ॥ ৫

মঙ্গলৈকনিধি দেবদেব জনার্দন ভদ্রপতি হরি
 সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন। ৩৪—৪৮।

পঞ্চষষ্টি্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৫।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—পতত্রি তীর্থ নামে
 বিখ্যাত তীর্থ, রোগঘ্ন ও পাপনাশক। নর
 তাহার বিবরণ শ্রবণ মাত্রেই কৃত্যকৃত্য হয়।
 তার্ক্য প্রজতির কণ্ঠপের অরুণ ও গরুড়
 নামে দুই পুত্র হয়। সম্পাতি এবং জটায়ুও
 ঐ বংশেই জন্ম হইয়াছিল। পক্ষিরাজ
 গরুড়ের পুত্ররূপে সম্পাতি ও জটায়ু
 নামে পতগোত্তমদ্বয় জন্মগ্রহণ করে।
 তন্মধ্যে সম্পাতি জ্যেষ্ঠ, ও বিখ্যাত জটায়ু
 কনিষ্ঠ। তাহারা নিজ নিজ বলে উন্নত
 হইয়া পরস্পর স্পর্ধা সহকারে একদা আকাশ-
 পথে দিনকরকে নমস্কার করিতে প্রস্থান
 করে। সেই বিহগোত্তমদ্বয় যখন সূর্যের
 সামীপ্য প্রাপ্ত হইল, তখন উভয়ে দক্ষপক্ষ ও
 পরিশ্রান্ত হইয়া একটা পর্বতোপরি নিপতিত

বান্ধবো পতিতো দৃষ্টা নিশ্চেষ্টৌ গতচেতসৌ ।
তাবদুঃখাভিভূতোহসাবরুণঃ প্রাহ ভাস্করম্ ॥
তো দৃষ্টা অরুণঃ সূর্য্য প্রাহেদং পতিতো ভুবি
আশ্বাসয়েতো তিগ্মাংশো যাবন্নৈতো মরিস্যতঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যুজ্জ্বলিনকরো জীবয়ামাস তো খগৌ ॥
গরুড়োহপি তয়োঃ শ্রদ্ধা অবস্থাঃ সহ বিষ্ণুনা ।
আগত্যাস্থাসয়ামাস সূর্য্যং চক্রে চ নারদ ॥ ৯
সৰ্ব্ব এব তদা জয়ুর্গঙ্গাং তাপাপমুক্তয়ে ।
জটায়ুশ্চাকর্ণশ্চৈব সম্পাতির্গরুড়স্তথা ॥ ১০
সূর্য্যো বিষ্ণুস্তৎপ্রযযৌ ততীর্থং বহুপুণ্যদম্ ।
পতত্রিতীর্থমাখ্যাতং বিষয়ঃ সৰ্ব্বকামদম্ ॥ ১১
স্বয়ং সূর্য্যস্তথা বিষ্ণুঃ সুপর্ণেনাকর্ণেন চ ।
আসতে গোতমাতীরে তথৈব বৃষভধ্বজঃ ।
জয়াণামপি দেবানাং স্থিতেস্ততীর্থমুদমম্ ॥ ১২

হয় । অরুণ তখন সেই বান্ধবদ্বয়কে পতিত
নিশ্চেষ্ট ও গতচেতন দর্শনে দুঃখাভিভূত
হইয়া ভাস্করকে কহিলেন,—হে তিগ্মাংশ
ভাস্কর ! যাবৎ ইহারা জীবিত থাকে তাবৎ
আপনি ইহাদিগকে আশ্বাসিত করুন ।
১—৭ । ব্রহ্মা বলিলেন,—দিনকর ‘তাহাই
করিতেছি’ বলিয়া সেই খগদ্বয়কে জীবিত
করিলেন । হে নারদ ! তখন গরুড় ও তাহা-
দিগের তাদৃশ অবস্থার কথা শুনিয়া বিষ্ণুসহ
তথায় আসিয়া আশ্বাসদান-পূর্ব্বক তাহা-
দিগের সূর্য্য সম্পাদন করিলেন । তখন
জটায়ু, সম্পাতি, গরুড়, অরুণ, সূর্য্য,
বিষ্ণু —সকলেই তাপাপনোদনার্থ গঙ্গায়
গমন করিলেন । তাঁহাদের তত্রত্য স্নান-
স্থান বহু পুণ্যদ তীর্থরূপে পরিণত হইল ।
সেই পতত্রিতীর্থ নামে আখ্যাত তীর্থ
বিষয় ও সৰ্ব্বকামদ । সেই গোতমী-
তীরে সূর্য্য ও বিষ্ণু, অরুণ ও সুপর্ণের
সহিত স্বয়ং বর্তমান রহিয়াছেন এবং
বৃষভধ্বজও আছেন । এই তিন দেবতার
স্থিতি হেতু উহা উত্তম তীর্থ হইয়াছে ।

তত্র স্নান্য শুচির্ভূত্বা নমস্কর্য্যাং সুরানিমান্ ।
আধিব্যাধিবিনির্মুক্তঃ স পরং সৌখ্যমাশুয়াৎ ॥
ইতি জীবাঞ্জে তীর্থমাহর্য্যো পতত্রিতীর্থবর্ণনং
ষট্‌ষষ্ঠ্যাধিকশততমোধ্যায়ঃ ॥ ১৬৬ ॥

সপ্তম্যাধিকশততমোধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বিপ্রতীর্থমিতি খ্যাতং তথা নারায়ণং বিহুঃ ।
তস্ত্রাখ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু বিস্ময়কারকম্ ॥ ১
অস্তর্বেজাঃ দ্বিজঃ কশ্চিদ ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ
তস্ত্র পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞা গুণরূপদয়াবিতাঃ ॥ ২
তেষাং কনীয়ান্ যো ভ্রাতা শাস্তো গুণ-
গণৈর্ভূতঃ ।
আসন্দিব ইতি খ্যাতঃ সৰ্ব্বজ্ঞানো মহামতিঃ ॥ ৩
বিবাহায় পিতা তস্মা আসন্দিবায় যত্নবান্ ।
এতস্মিন্নস্তরে রাত্নৌ স্পৃশ্যঃ তং দ্বিজপুত্রকম্ ॥

যে জন তথায় স্নানান্তে শুচি হইয়া ঐ সকল
দেবতাকে নমস্কার করিবে, সে আধি
ব্যাধি-বিনির্মুক্ত হইয়া পরম সৌখ্য প্রাপ্ত
হইবে । ৮—১৩ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৬ ।

সপ্তম্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিপ্রতীর্থ ও নারায়ণ
তীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, তাহার
বিস্ময়কারণ আখ্যান বলিতেছি ; শুন ।
অস্তর্বেদীতে কোনও বেদপারগ ব্রাহ্মণ
ছিলেন । তাঁহার রূপ গুণ-দয়া-সম্পন্ন মহা-
প্রাজ্ঞ অনেকগুলি পুত্র ছিল । তাহা-
দিগের আসন্দিব নামে কনিষ্ঠ ভ্রাতা-
শাস্ত, গুণগণমণ্ডিত, সৰ্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন ও
মহামতি ছিলেন । পিতা তাহার বিবাহ-
দার্থ চেষ্টা পাইতেছিলেন ; ইত্যবসরে
সেই দ্বিজপুত্র আসন্দিব এক দিন বিষ্ণু

অবিস্মরণঃ সৌম্যশিরস্বমসমাহিতম্ ।
 আসন্নিবঃ কুরুরূপা রাক্ষসী কামরূপিণী ॥ ৫
 তমাহারাগমচ্ছীত্রঃ গৌতম্য দক্ষিণে তটে ।
 জীগিরেকন্তরে পাদে * বহুব্রাহ্মণসেবিতম্ ॥ ৬
 নগরং ধর্ম্মনিলয়ং লক্ষ্য্য নিলয়মেব চ ।
 তত্র রাজা বৃহৎকীর্তিঃ সর্বকত্রগুণাবিতঃ ॥ ৭
 তস্তামিতকেমশুভিকযুক্তঃ
 নিশাবসানে দ্বিজপুত্রযুক্তা ।
 সা রাক্ষসী তৎ পুরমাসাদ
 মনোজ্ঞরূপাণি বিভক্তি নিত্যম্ ॥ ৮
 সা কামরূপেণ চরত্যশেষাঃ
 মহীমিমাং তেন সমঃ দ্বিজেন ।
 গোদবরীদক্ষিণতীরভাগে
 বুদ্ধাকৃতিস্তঃ দ্বিজমাহ ভীমা ॥ ৯
 রাক্ষস্যাবাচ ।
 এষা তু গজা দ্বিজমুখা সন্ধ্যা
 উপাস্ততাং বিপ্রবরৈঃ সমেত্য ।

স্মরণ না করিয়াই উত্তরশিরা হইয়া
 অসমাহিতভাবে নিদ্রিত হইলেন । কুরুরা
 কামরূপিণী কোনও রাক্ষসী আসিয়া তাঁহাকে
 লইয়া শীঘ্র প্রস্থান করিল । গৌতমীর দক্ষিণ
 তটে, জীপকুন্ডের উত্তরদিগ্‌বর্তী প্রত্যন্ত
 পর্বতে ধর্ম্মের নিলয় ও লক্ষ্যীর আবাস-
 ভূমি, বহুব্রাহ্মণ-সেবিত এক নগর ছিল ।
 সেখানে সর্বকত্রগুণাবিতঃ বৃহৎকীর্তি নামে
 এক রাজা ছিলেন । সেই রাজার অমিত-
 কেম শুভিকযুক্ত সেই পুরে, রাক্ষসী
 নিশাবসানে দ্বিজপুত্রসহ যাইয়া উপস্থিত
 হইল । রাক্ষসী নিয়ত মনোজ্ঞরূপ ধারণপূর্বক
 যথোচ্ছভাবে সেই দ্বিজপুত্র সহ এই অশেষ
 মহীমণ্ডলে বিচরণ করিত । একদা সেই
 ভীমা রাক্ষসী বুদ্ধাকৃতি হইয়া সেই দ্বিজকে
 কহিল,—হে দ্বিজমুখা ! এই গজা ; তুমি
 বিপ্রগণসহ মিলিত হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা
 কর । বিপ্রবরেরা যথাকালেই সন্ধ্যা

* পারে ইতি চ কচিৎ পাঠঃ ।

যথোচিতং বিপ্রবরাস্ত কালে
 নোপাসতে যত্নত এব সন্ধ্যাম্ ॥ ১০
 নীচাস্ত এবাভিহিতাঃ সুরেশৈ-
 রন্ত্যাবসায়িপ্রবরাস্ত এতে ।
 অহং জনিত্বী তব চেতি বাচ্যঃ
 নো চেদিদানীং ত্বমুপৈষি নাশম্ ॥ ১১
 যদ্যাক্যকর্তাসি যদি দ্বিজেন্দ্র
 শ্রুৎঃ করিষ্যে তব যৎ প্রিয়ঞ্চ ।
 পুনশ্চ দেশং নিলয়ং গুরুশ্চ
 সন্ত্রাপয়িষ্যে নহু সত্যমেতৎ ॥ ১২
 ব্রহ্মোবাচ ।
 স প্রাহ কা ত্বং দ্বিজপুত্রবোহপি
 সোবাচ তং রাক্ষসী কামরূপা ।
 বিশ্বাসয়ন্তী শপথৈরনেকৈ-
 স্তং ভ্রাস্তচিত্তঃ সুনীরাজপুত্রম্ ॥ ১৩
 কঙ্কালিনী নাম জগৎপ্রসিদ্ধা
 বিপ্রোহপি তামাহ নিবেদিতঃ যৎ ।
 তদেব কর্তাস্মি ন সংশয়োহত্র
 যন্তৎপ্রিয়ং বচি কুরোমি চেব ॥ ১৪

উপাসনা করেন । যাহারা না করে, তাহা-
 রাই অধম ; সুরেশগণ তাহাদিগকেই অন্ত্যা-
 বসায়ী বলেন । আমি তোমার জননী ;
 তুমি সকলের নিকট এই কথা বলিও, নচেৎ
 নাশ পাইবে । দ্বিজেন্দ্র ! যদি আমার
 এই বাক্য প্রতিপালন কর, তাহা হইলে
 তোমার যাহা শ্রুৎ এবং প্রিয়, তাহাই
 করিব । তুমি পুনরায় নিজদেশ, গৃহ,
 গুরুজন—সমস্ত যাহাতে পাইতে পার
 তাহা করিব । ওহে ! ইহা সত্য বলিতেছি ।
 ১—১২ । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই দ্বিজপুত্র
 কহিলেন,—“তুমি কে ?” সেই কামরূপা
 রাক্ষসী, অনেক শপথ করিয়া তাঁহার
 বিশ্বাস জন্মাইয়া সেই ভ্রাস্তচিত্ত সুনী-
 রাজকে কহিল,—আমি কঙ্কালিনী নামে জগতে
 প্রসিদ্ধা । তখন বিপ্রও কহিলেন,—তুমি
 যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব । তোমার
 যাহা প্রিয়, তাহাই বলিব এবং তাহাই করিব ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্বিপ্রবচনং শ্রুত্বা রাক্ষসী কামরূপিনী ।
বৃদ্ধা তথাপি চার্ষদী দিব্যালঙ্কারভূষণা ॥১৫
দ্বিজমাদায় সর্বত্র মৎসুতোহয়ং গুণাকরঃ ।
এবং বদন্তী সর্বত্র যাতি বক্তৃকরোতি চ ॥ ১৬
তং বিপ্রং রূপসৌভাগ্যবয়োবিদ্যাভিভূষিতম্ ।
তাক্ষ বৃদ্ধাঃ গুণোপেতামন্ত মাতেতি মেনিরে
তত্র দ্বিজবরঃ কশিৎস্বাঃ কন্তাঃ ভূষণাঙ্কিতাম্
রাক্ষসীঃ তাং পুরস্কৃত্য প্রাদাতুন্মৈ দ্বিজাতয়ে
সা কন্তা তং পতিং প্রাপ্য কৃতার্থীশ্রীত্যচিন্তয়ৎ
স দ্বিজোহপি গুণৈর্গুজাঃ পত্নীঃ দৃষ্ট্বা স্তম্ভিতাঃ
দ্বিজ উবাচ ।

স্বামিঃ তক্ষয়েদেব রাক্ষসী পাপরূপিনী ।
কিং করোমি ক গচ্ছামি কষ্টেতৎ কথয়ামি বা
মহৎ সঙ্কটমাপন্নং রক্ষয়িষ্যতি কোহত্র মাম্ ॥২০
ভার্য্যা মমেয়ং কল্যাণী গুণরূপবয়োযুতা ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কামরূপিনী সেই রাক্ষসী
বিপ্রের সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা অথচ চার্ষদী
ও দিব্যালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সেই দ্বিজকে
লইয়া “এইটি আমার পুত্র—গুণাকর” এই-
রূপ পরিচয় বলিয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে
লাগিল। সে সকল স্থানেই ঐরূপে যাইত,
বলিত ও আচরণ করিত। লোকে সেই
বিপ্রকে সৌভাগ্য বয়স ও বিদ্যা দ্বারা
ভূষিত এবং সেই বৃদ্ধাকে গুণোপেতা দর্শনে,
—‘এই হার মাতা’ এইরূপ মনে করিত।
এই অবস্থায় কোনও দ্বিজবর স্বীয়া ভূষণা-
ঙ্কিতা একটা কন্তাকে সেই রাক্ষসীর পুরস্কার-
পূর্বক সেই দ্বিজাতির করে সম্প্রদান করি-
লেন। সেই কন্তা সেই দ্বিজকে পতি পাইয়া
“আমি কৃতার্থা হইলাম” এইরূপই মনে
করিল। সেই দ্বিজও সেই গুণযুক্ত পত্নীকে
দেখিয়া হুঃখিতাচক্রে ভাবিতে লাগিলেন,—কি
করি? কোথায় যাই? কাহাকেই বা একথা
বলি? এই পাপরূপিনী রাক্ষসী আমাকে
নিষ্ঠুরই তক্ষণ করিবে। আমার মহৎ সঙ্কট
উপস্থিত! কে আমাকে রক্ষা করিবে!

এনামপ্যভ্যাক্ষ্যাতকশ্মিষ্যতি রাক্ষসী ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

এতশ্চিন্নস্তরে তত্র ভার্য্যা সা গুণশালিনী ।
বৃদ্ধাপ্যতিহরাদর্ষা সা গতা কুজচিন্তনা ॥ ২২
প্রশ্রয়াবনতা ভূষা বালা চাপি পতিব্রতা ।
তর্ভারং হুঃখিতং জাহা পতিং প্রোহ রহঃ শনৈঃ
ভার্য্যোবাচ ।
কস্মাস্তে হুঃখমাপন্নং স্বামিন্ত্বং বদন্ত মে ॥ ২৪
ব্রহ্মোবাচ ।
শনৈঃ প্রোবাচ তাং ভার্য্যাঃ যথাবৎপূর্ববিস্তরম্
কিমকথ্যং প্রিয়ে মিজে কুলীনান্নাঞ্চ যোষিতি ॥
ভর্তৃবাক্যং নিশম্যোদং প্রোবাচ বদতাং বরা ॥

ভার্য্যোবাচ ।

অনান্ননঃ সর্বতোহপি ভয়মস্তি গৃহেষপি ।
কুতো ভয়ং হ্যাবনতাং কিং পুনর্গৌতমীতটে ॥
বসতাং বিকৃতকানানাং বিরক্তানাং বিবেকিনাম্
অত্র নান্দা শুচিভূহা ভূহি দেবমনাময়ম্ ॥ ২৮

আমার এই কল্যাণী, ভার্য্যা—গুণ-রূপ-বয়স-
যুতা! অতঃপর রাক্ষসী ইহাকেও অকস্মাৎ
খাইয়া কেলিবে! ১৩—২১। ব্রহ্মা বলিলেন,
—ইত্যবসরে সেই হরাদর্ষা বৃদ্ধা কোথায়ও
স্থানান্তরে গিয়াছিল। তখন সেই গুণ-
শালিনী বালা পতিব্রতা বিপ্রপত্নী তর্ভাকে
হুঃখিত বুঝিয়া গোপনে শনৈঃ শনৈঃ
সেই পতিকে কহিলেন,—স্বামিন্! কিজন্ত
তোমার হুঃখ হইয়াছে? আমাকে তাহা
বল। ব্রহ্মা বলিলেন,—দ্বিজ তখন ধীরে
ধীরে সেই ভার্য্যাকে পূর্ব বৃত্তান্ত বিস্তর-
ভাবে বলিলেন। প্রিয়, মিত্র ও কুলীনা
রমণীর নিকট অবস্তব্য কি আছে? সেই
বক্তবরা দ্বিজপত্নী, তর্ভার এই বাক্য
শ্রবণে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—বৈধব্যবান
জনের সর্বত্রই ভয়,—গৃহেও ভয় আছে।
কিন্তু বৈধব্যবান ব্যক্তিদিগের ভয় কিসের?
বিশেষতঃ গৌতমীতটনিবাসী বিকৃতক
বিরক্ত বিবেকীদিগের কথা কি? এখানে
নানাভেদে শুচি হইয়া অনাময় দেব বিকৃতক

ব্রহ্মোবাচ ॥

এতদাকর্ণ্য গঙ্গায়াঃ স্নাত্বা বিগতকন্মথঃ ।
তুষ্ঠাব গোতমীতীরে বিজ্ঞো নারায়ণঃ তদা ॥
দ্বিজ উবাচ ।

হমন্তরাষ্ট্রা জগতোহস্ত নাথ
স্বমেব কৰ্ত্তাস্ত মুকুন্দ হৰ্ত্তা ।
স্বঃ পালকঃ পালয়সে ন দীন-
মনাধবক্কো নরসিংহ কন্মথঃ ॥ ৩০

অষ্টমোহিতি প্রার্থনং তস্মৈ জগচ্ছোকনিবারণঃ ।
নারায়ণোহপি তাং পাপাং নিজঘান স রাক্ষসীম্
সুদর্শনে চক্রেণ সহস্রারেণ ভাস্বতা ।
তস্মৈ প্রাদাঘরানিষ্টান প্রাপয়চ্চ গুরুং প্রভুঃ ॥
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং বিপ্রং নারায়ণং বিহুঃ ।
স্নানদানেন পূজাঐর্ঘ্যত্র সিধ্যতি বাহিতম্ ॥ ৩৩
ইতি শ্রীভাষ্যে বিপ্রনারায়ণতীর্থবর্ণনং সম্ভ-
বষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৭

স্তব কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই দ্বিজ
এই কথা শ্রবণে তখন গঙ্গায় স্নানপূর্বক
বিগতকন্মথ হইয়া সেই গোতমীতীরে
নারায়ণকে স্তব করিলেন। দ্বিজ বলিলেন,—
নাথ! তুমিই এ জগতের অন্তরাষ্ট্রা; হে
মুকুন্দ! তুমিই ইহার হৰ্ত্তা ও কৰ্ত্তা। আবার
তুমিই ইহার পালক। হে অনাথবন্ধু, নর-
সিংহ! এই দীন জনকে কি কারণে পালন
করিতেছ না? জগতের শোক নিবারণ
প্রভু নারায়ণ, সেই বিজনন্দনের এই প্রার্থনা
শ্রবণে হৃদয়মান সহস্রায় সুদর্শন চক্রে দ্বারা
সেই পাপ রাক্ষসীকে হনন করিলেন এবং
সেই ব্রাহ্মণকে ইষ্ট বরনিকর দানপুৰ্বক
তদীয় পিতৃভবনে প্রেরণ করিলেন। সেই
হইতে ঐ তীর্থ স্থান বিপ্রতীর্থ ও নারায়ণ-
তীর্থ নামে পরিচিত হইয়াছে; যেখানে
স্নান-দান-পূজাদিতে বাহিত । সদ্ধ হয়।
সুধোগণ ইহা বিদিত আছে:—৩০।
সম্ভবষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৭।

অষ্টমষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ভানুতীর্থমিতি খ্যাতং দ্বাষ্ট্রং মাহেশ্বরং তথা ।
ইন্দ্রং যাম্যং তথাগ্নেয়ং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥১
অভিষ্টুত ইতি খ্যাতো রাজাসীৎ প্রিয়দর্শনঃ ।
হয়মেধেন পুণ্যেন যষ্টুমারুদবান্ সুরান্ ॥ ৩
তত্রহিজঃ ষোড়শ স্যার্কসিষ্ঠাঙ্গিপুরুগমাঃ ।
কত্রিয়ে যজ্ঞমানে তু যজ্ঞভূমিঃ কথং ভবেৎ ॥৩
ব্রাহ্মণে দৌকিতে রাজা ভুবং দাস্ততি যত্রিযাষ
ভূপতো দৌকিতে দাতা কো ভবেৎ কো হু
যাচতে ॥ ৪

যাক্ষেয়মখিলাশর্ম্মজননী পাপরূপিণী ।
কেনাপ্যতো ন কাঠ্যেব কত্রিয়েণ বিশেষতঃ ॥
এবং মীমাংসামানেষু ব্রাহ্মণেষু পরম্পরম্ ।
তত্র প্রাহ মহাপ্রাজ্ঞো বসিষ্ঠো ধর্ম্মবিত্তমঃ ॥ ৬
বসিষ্ঠ উবাচ ।

রাজিদৌকায়মাণে তু সূর্য্যো যাচ্যো ভুবস্পতি

অষ্টমষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভানুতীর্থ; দ্বাষ্ট্র, মাহে-
শ্বর, ইন্দ্র, যাম্য, অগ্নেয়,—এসকল বিখ্যাত
তীর্থ সৰ্বপাপ-বিনাশক। অভিষ্টুত নামে
এক প্রিয়দর্শন রাজা ছিলেন। তিনি পুণ্য
হয়মেধ যাগ দ্বারা সুরগণের যজনে প্রবৃত্ত
হয়েন। সেই যজ্ঞে বসিষ্ঠ ও অত্রি প্রমুখ
ষোড়শজন ঋষিকু ছিলেন। কত্রিয় যজ-
মান হইলে যজ্ঞ-ভূমি কিরূপে হইবে?
ব্রাহ্মণ দৌকিত হইলে রাজা যজ্ঞভূমি দান
করিয়া থাকেন; কিন্তু ভূপতি দৌকিত
হইলে তাণাকে কেই বা দাতা হইবে আর
কেই বা যাচক হইবে? এই যাক্ষা অখিল
অশর্ম্মজননী ও পাপরূপিণী; সূতরাং কাহা-
রই—বিশেষতঃ কত্রিয়ের পক্ষে উহা নিতান্ত
অকাঙ্ক্ষ্য। সেই ব্রাহ্মণেরা সকলে পরস্পর
এ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন।
তদ্বধ্যে ধর্ম্মবিত্তম বসিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা
দৌকিত হইলে ভূমির জন্ত সূর্য্যকে “হে দেব

দেহি মে দেব সবিতর্যজনঃ দেবতোচিতম্ ।
দৈবঃ কত্রসি ব্রহ্মন্ ভূতনাথ নমোহস্ত তে ॥৮
যাচিতঃ সবিতা রাজা দেবানাং যজনঃ শুভম্
দদাত্যেব ততো রাজন্ প্রার্থয়েশঃ দিবাকরম্
ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যাশ্রুত্বিত্তোহপি দেবদেবঃ দিবাকরম্
ব্রহ্মণা প্রার্থয়ামাস হরীশাজ্ঞাকং রবিম্ ॥ ১০
রাজোবাচ ।

দেবানাং যজনঃ দেহি সবিতস্তে নমোহস্ত তে
ব্রহ্মোবাচ ।

কত্রঃ দৈবঃ যতঃ সূর্যো দত্তা ভূপতেস্ততঃ ॥
সবিতা দেবদেবেশে দদামীতাভ্যভাষত ।
এবং কেরোতি যো যত্রঃ তস্য রিষ্টীর্ন কাচন ॥১৩
তথা বাজিমথে সত্রে ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ।
প্রারন্ধেহতিষ্ঠতা রাজা যজ্ঞাগাভূপতিং রবিঃ ।
দেবানাং যজনঃ দাতুং ভানুতীর্থং তচ্চ্যতে ॥

সবিতঃ ! আমাকে দেব-যজনোচিত-ভূমি
দান করুন। ব্রহ্মন্! আপনি দৈব ও
কত্র উভয়াক্ষক; হে ভূতনাথ! আপনাকে
নমস্কার করি।” এই বলিয়া যাজ্ঞা করা
বিধেয়। সবিতা রাজা কর্তৃক উক্তরূপে
যাচিত হইলে শুভ-দেবযজন অবশ্যই দান
করেন; সুতরাং হে রাজন্! আপনি ঈশ
দিবাকর সন্নিধানে প্রার্থনা করুন। ব্রহ্মা বলি-
লেন,—বশিষ্টকর্তৃক তাদৃশ উপদিষ্ট হইয়া
রাজা “তাহাই করি” বলিয়া হরি-হরব্রহ্মাক্ষক
দেবদেব দিবাকর রবিকে ব্রহ্মা সহকারে
প্রার্থনা করিলেন রাজা বলিলেন,—হে
সবিতঃ! দেবযজন স্থান দান করুন। আপ-
নাকে নমস্কার। ১—১১। ব্রহ্মা বলি-
লেন,—সবিতা দেবদেবেশ তাহাতে তুষ্ট
হইয়া “দিব” এই কথা বলিলেন। সেই সূর্য্য,
দৈব ও কত্র উভয়াক্ষক বলিয়া ভূপতিকে
ভূমি দান করিলেন। যিনি এই ভাবে যজ্ঞ
করেন, তদীয় যজ্ঞে কোনও রিষ্ট ঘটে না।
সেই বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা প্রারন্ধ
অবশেষে যজ্ঞে রাজা কর্তৃক অতিষ্ঠ হইয়া

তঃ দেবকৃতুমুৎকৃষ্টঃ হ্রস্মেধঃ সুরৈরুতম্ ।
দৈত্যাশ্চ দমুজাশ্চৈব তথাস্তে যজ্ঞঘাতকাঃ ॥১৫
ব্রহ্মবেশধরাঃ সর্গে গায়ন্তঃ সামগা ইব ।
তেহপি তত্র মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রাবিশন্ননিবারিতাঃ
চমসানি চ পাত্রানি সোমং চষালমেব চ ।
সোমপানং হবিস্ত্যাগমুদ্বিজো ভূপতিঃ তথা ॥১৭
নিন্দন্তি নিক্শিপন্ত্যন্তে হসন্ত্যন্তে তথাসুরাঃ ।
ভেষাং চেষ্টাং ন জানন্তি বিশ্বরূপং বিনা যুনে ॥
বিশ্বরূপোহপি পিতরঃ প্রাহ দৈত্যা ইমে ইতি ।
তৎপুত্রবচনং ব্রহ্মা বৃষ্টা প্রাহ সুরানিদম্ ॥১৯
বৃষ্টোবাচ ।

গৃহীত্বা বারিদভাং চ প্রোক্ষয়ধ্বং সমস্ততঃ ॥২০
যে নিন্দন্তি মথং পুণ্যং চমসং সোমমেব চ ।
ময়া অপহতাঃ সর্গে ইত্যাশ্রু পরিষিঞ্চত ॥ ২১

যেখানে রবি দেবযজন দানার্থ রাজার নিকটে
আসিয়াছিলেন, তাহাই ভানুতীর্থ বলিয়া
উক্ত হয়। দৈত্যা, দানব ও অস্ত্রাক্ত অনে-
কানেক যজ্ঞঘাতকেরা সকলে ব্রাহ্মণবেশে
সামগায়কবৎ গান করিতে করিতে অনি-
বারিত হইয়া সুরগণসমবিত সেই উৎকৃষ্ট
হ্রস্মেধ ক্রতুস্থলে প্রবিষ্ট হইল। এবং
তত্রত্য চমস, পাত্র, সোম, চষাল, সোম-
পান, আহুতিদান, ঋত্বিক, ও ভূপতি, প্রভৃতি
সকলকেই নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ
কেহ উহা ফেলিয়া দিতে লাগিল, কেহ বা
উপহাস করিতে লাগিল। হে যুনে! বিশ্বরূপ
ব্যতীত অপর মধ্যে কেহই তাহাদিগের
সেই চেষ্টা দেখিয়াও বুঝিতে পারিলেন না
যে, তাহারা যজ্ঞবিষকারী। তখন বিশ্বরূপ
নিজ পিতাকে কহিলেন যে—“ইহারা দৈত্যা।”
পুত্রের সেই কথা শুনিয়া বৃষ্টা দেবগণকে
বলিলেন,—তোমরা জলযুক্ত দর্ভ লইয়া
সমস্ততঃ প্রোক্ষণ কর। যাহারা পুণ্য মথ,
চমস ও সোমের নিন্দা করিতেছে, আমি
কর্তৃক তাহারা সকলে অপহৃত হউক।
এই বলিয়া পরিষিঞ্চন কর। ১২—২১।

অকোষাচ ।

তথা চক্রঃ সুরগণাঘটা চাপি তথাকরোৎ ।
 হতা ময়া মহাপাপা ইত্যুত্থা বার্যবাক্ষিপৎ ॥২২
 তস্মীদ্ধৃতান্ততঃ সর্বে কান্দিশীকান্ততোহভবন
 ততঃ কীণায়ুষো দৈত্যাঃ প্রাতিষ্ঠনকুপিতান্ততঃ
 যজ্ঞেতৎ প্রাক্ষিপদ্যারি ঘটা লোকপ্রজাপতিঃ ।
 হাষ্ট্রৈঃ তীর্থং তদাখ্যাতঃ সৰ্পপাপপ্রণাশনম্ ॥
 হৃষ্টীৰ্যাক্যাতান্ দৈত্যারিজঘান যমস্তদা ।
 কালদণ্ডেন চক্রেন কালপাশেন যতুনা ।
 যত্র তে নিহতা দৈত্যাস্ততীর্থং যাম্যমুচ্যতে ॥২৬
 যজ্ঞাভবৎ ক্রতুঃ পূর্ণো হত্যাগো চ যুতঃ বহু ।
 ধারাভিঃ শরমানাভিরথগাভিৰ্বহাধ্বরে ॥ ২৭
 যজ্ঞাভবৎব্যবাহতুগুপ্তস্ত হতিষ্টুতঃ ।
 অগ্নিতীর্থং তদাখ্যাতমম্মেধকলপ্রদম্ ॥ ২৮
 ইন্দ্রো মরুতিনৃপতিং প্রাহেদং বচনং শুভম্ ।

অক্ষা বলিলেন,—সুরগণ তখন তাহাই
 করিলেন। ঘটাও “আমা কর্তৃক মহা-
 পাপেরা হত হইল” এই বলিয়া বারি প্রক্ষেপ
 করিলেন। তাহাতে সেই সকল দৈত্যাদি
 যজ্ঞবিষকারীরা কে কোথায় পলাইবে, কিছুই
 স্থির করিতে না পারিয়া কতক তস্মীদ্ধৃত
 হইল এবং কতক কীণায়ু হইয়া কুপিতচিত্তে
 পলায়ন করিল। লোকপ্রজাপতি ঘটা
 যেখানে সেই জল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,
 তাহা সৰ্পপাপ-প্রণাশন হাষ্ট্র তীর্থ নামে
 আখ্যাত হয়। ঘটার বাক্যে পলায়মান
 সেই সকল দৈত্যাদিকে তখন যম স্বকীয়
 কালদণ্ড, চক্র, কালপাশ ও যত্ন দ্বারা
 নিহত করিতে লাগিলেন। যেখানে উক্ত
 দৈত্যেরা নিহত হইয়াছিল, তাহা যাম্য তীর্থ
 নামে উক্ত হয়। সেই মহাধ্বরে অতিষ্টুত
 ব্যবাহ, শরপ্রমাণ অথও যুতধারা দ্বারা
 হোম করায়, যেখানে তৃপ্তলাভ করিয়া-
 ছিলেন,—যেখানে তদীয় মহাক্রতু পূর্ণ হইয়া-
 ছিল, সেই স্থান অগ্নিতীর্থ নামে আখ্যাত হয়।
 এই তীর্থ অম্মেধকলপ্রদ। ইন্দ্র, মরু-
 গণসহ সেই নৃপতিকে এই শুভ বাক্য

দ্বঃ সংশ্রাদ্ভবিত্তারাজম্ভয়োরপিলোককোঃ
 সখা মম প্রিয়ো নিত্যঃ ভবিতা নান্ন-সংশয়ঃ ॥
 স কৃতার্থো মর্ত্যালোকে ইন্দ্রতীর্থে চ তর্পণম্ ।
 কুর্ধ্যাৎ পিতৃণাং প্রীত্যর্থং যমতীর্থে বিশেষতঃ
 মাহেশ্বরস্ত ততীর্থং পূজিতোহতিষ্টুতঃ শিবঃ ।
 ভক্তিযুক্তেন বিটপ্ৰশ্চ সৰ্বকর্ম্মবিশারদৈঃ ॥ ৩১
 বৈদিকৈর্লৌকিকৈশ্চৈব মন্ত্রৈঃ পূজ্যঃ মহেশ্বরম্
 নৃত্যগীতৈস্তথা বাট্যৈরমৃতৈঃ পঞ্চসম্ভবৈঃ ॥ ৩২
 উপচারৈশ্চ বহুভির্দণ্ডপাতপ্রদক্ষিণৈঃ ।
 ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধৈঃ স্নগন্ধিভিঃ
 পূজ্যামাস দেবেশং বিষ্ণুং শঙ্কুং ধির্মেকয়া ।
 ততঃ প্রসন্নো দেবেশো বরান দদতুরোজসা ॥
 অতিষ্টুতে নরেন্দ্রায় ভুক্তিমুক্তৌ উভে অপি ।
 মাহাত্ম্যমস্ত তীর্থস্ত তথা দদতু কৃতমম্ ॥ ৩৫
 ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং শৈবং বৈকবমুচ্যতে ।
 তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সৰ্বকামপ্রদং বিহুঃ ॥ ৩৬

বলিয়াছিলেন,—রাজন! আপনি উভয়-
 লোকে সম্রাট হইবেন। নিয়ত আমার
 প্রিয় সখা হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই।
 যে ইন্দ্রতীর্থে—বিশেষতঃ যমতীর্থে পিতৃ-
 গণের প্রীত্যর্থ তর্পণ করিবে, এই মর্ত্য-
 লোকে সেই ব্যক্তিই কৃতার্থ হইবে। ২২—
 ৩০। সেই তীর্থের নাম মাহেশ্বর তীর্থ;
 সেখানে শিব পূজিত ও অতিষ্টুত হইয়া-
 ছিলেন। এবং সেই রাজা, শিব ও বিষ্ণুর
 অভেদজ্ঞানে ভক্তিযুক্তচিত্তে সৰ্বকর্ম্মবিশা-
 রদ বিপ্রগণ দ্বারা বৈদিক ও লৌকিক মন্ত্র,
 গন্ধ, স্নগন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পঞ্চা-
 যুত, দণ্ডবৎ প্রণাম, প্রদক্ষিণ, নৃত্য, গীত,
 বাদ্য, ও অন্যান্য বিবিধ উপচারে পূজাই
 দেবেশ মহেশ্বরের পূজা করাইয়াছিলেন,
 তাহাতে সেই দেবেশদ্বয় হৃষ্টচিত্তে স্বরকারী
 সেই নরেন্দ্রকে ভুক্তি মুক্তি, অসংখ্য নানা-
 বিধ বর এবং এই তীর্থের উত্তম মাহাত্ম্য
 প্রদান করেন। সেই হইতে এই তীর্থ শৈব
 ও বৈকব নামে উক্ত হইয়া থাকে। সেখানে
 জ্ঞান দান সৰ্বকামপ্রদ বলিয়া সুখীজনদের

ইমানি সৰ্বতীৰ্থানি স্মরেনপি পঠেত বা ।
বিমুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যঃ শিববিষ্ণুপুৰং ত্রয়ে ॥
ভাসুতীৰ্থে বিশেষণ জ্ঞানং সৰ্বার্থসিদ্ধিদম্ ।
তস্য তীৰ্থে মহাপুণ্যং তীৰ্থানাং শতমত্র হি ॥৩৮
ইতি জীৰ্ণাক্ষে ভাষাদিশততীৰ্থবর্ণনষ্টমষ্ট্য-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮ ॥

একোনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবাচ ॥

ভিন্নতীৰ্থমিতি খ্যাতং রোগঘ্নং পাপনাশনম্ ।
মহাদেবপদান্তোজযুগভক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ১
তত্রাপ্যেবংবিধাং পুণ্যাং কথাং শৃণু মহামতে ।
গঙ্গায় দক্ষিণে তীরে জীগিরেক্ষত্বরে তটে ॥২
আদিকেশ ইতি খ্যাত ঋষিভিঃ পরিপূজিতঃ ।
মহাদেবো লিঙ্গরূপী সদাস্তে সৰ্বকামদঃ ॥ ৩
সিদ্ধদীপ ইতি খ্যাতো মুনিঃ পরমধার্মিকঃ ।

বিদিত আছে। এই সকল তীর্থের বিবরণ
যে জন পঠন বা স্মরণ করিবে, সে সৰ্বপাপ
হইতে বিমুক্ত হইয়া অনেক বিষ্ণুপুরে যাইতে
পারিবে । বিশেষতঃ ভাসুতীৰ্থে জ্ঞান—
সৰ্বার্থসিদ্ধিপ্রদ । এই তীর্থ স্থানে মহাপুণ্য
একশত তীর্থ আছে ৥১—৩৮ ॥

অষ্টমষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৮ ॥

উনসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভিন্নতীর্থ নামে বিখ্যাত
তীর্থ—রোগঘ্ন, পাপনাশক, ও মহাদেব-
পদান্তোজযুগলে ভক্তিপ্রদায়ক । হে মহা-
মতে ! এই তীর্থ সম্বন্ধে এবিধ কথার অবগণ
কর । গঙ্গার দক্ষিণতীরে, জীগিরির,
উত্তর ধারে, ঋষিগণপরিপূজিত, সৰ্বকামদ,
আদিকেশ নামে খ্যাত লিঙ্গরূপী মহাদেব সঙ্গ
বিরাজিত আছেন । বিখ্যাত পরম ধার্মিক

তস্ত ভ্রাতা বেদ ইতি স চাপি পরমো ধৰ্মিঃ ॥
তদাদিকেশং বৈ দেবং ত্রিপুরারিঃ ত্রিলোচনম্
নিত্যং পূজয়তে ভক্ত্যা প্রাপ্তে মধ্যং দিবোরক্ষা
ভিকটনায় বেদোহপি যাতি গ্রামঃ বিচক্ষণঃ ॥
যাতে তস্মিন্ দ্বিজবরে ব্যাধঃ পরমধার্মিকঃ ॥৩
তস্মিন্ গিরিবরে পুণ্যে যুগয়াঃ যাতি নিত্যশঃ
অতিবা বিবিধান দেশান যুগানহতা যথাসুখম্
তস্ত মাংসং ধনুকোট্যাং শাস্তো ব্যাধঃ শিবঃ
প্রভুঃ ॥৪

আদিকেশং সমাগত্য তস্ত মাংসং ততো বহিঃ
গঙ্গাং গতা মুখে বারি গৃহীত্বাগত্য তং শিবম্
যস্ত কস্তাপি পত্রাণি করেণাদায় ভক্তিতঃ ।
অপরেণ চ মাংসানি নৈবেদ্যার্থক তস্মনাঃ ॥১০
আদিকেশং সমাগত্য বেদেনাচ্চিত্তমোজসা ।
পাদেনাহতা তাং পূজাং মুখানীতেন বারিণা ॥
স্বাপদিত্বা শিবং দেবমর্চয়িত্বান্তু পত্রকৈঃ ।

সিদ্ধদীপ মূনির ভ্রাতার নাম—বেদ । সেই
পরম বিচক্ষণ ঋষি বেদ নিত্যই ভক্তিসহ-
কারে সেই ত্রিপুরারি ত্রিলোচন আদিকেশ
দেবের পূজা করিয়া মধ্যাহ্নকালে ভিক-
টনজন্তু গ্রামে গমন করিতেন । সেই
দ্বিজবর প্রস্থান করিলে পর এক পরম
ধার্মিক ব্যাধ প্রতিদিন সেই পুণ্য গিরি-
বরে যুগয়ার্থ বিবিধ স্থান ভ্রমণান্তে যথা-
সুখে বিবিধ যুগ ছননপূর্বক সেই যুগমাংস
ধনুকোটিতে ঝুলাইয়া লইয়া আস্ত হইয়া সেই
প্রভু শিব আদিকেশের নিকটে আগিত ।
সে বহির্ভাগে মাংসস্থাপনপূর্বক গঙ্গায় বাইয়া
মুখমধ্যে জল লইত এবং যে কোন বৃক্ষের
কয় একটা পাতা ক হাতে ও অপর হাতে
নৈবেদ্যার্থ মাংস লইয়া তদগতচিত্তে ভক্তি
সহকারে সেই আদিকেশসমীপে আগমন
করিত । পরে পদদ্বারা সবেগে বেদকৃত পূজা-
পকরণ অপসারণপূর্বক মুখানীত বারি দ্বারা

* মুখে গৃহীত্বা পানীয়মভিব্যকার শুলিনঃ
ইদমর্কমধিকঃ পুস্তকান্তরে দৃষ্টতে ।

কল্পয়িত্ব তু তন্মাংসং শিবো মে প্রীয়তামিতি ॥
নৈব কিঞ্চিৎ স জানাতি শিবভক্তিং বিনা

শুভাম্ ।

ততো যাতি স্বকং স্থানং মাংসেন তু যথাগতম্
করোত্যেতাৎগাগত্যাগত্যা প্রত্যহমেব সঃ ।
তথাশীশস্তোমাস্ত বিচিত্রা হীশরহিতঃ ॥১৪
যাবরায়াত্যসৌ ভিন্নঃ শিবস্তাবন্ন সৌখ্যভাক্ ।
ভক্তানুকম্পিতাঃ শঙ্কোর্মীনাভীতাস্তবেত্তি কঃ
সম্পূজয়ত্যাদিকেশমুময়া প্রত্যহং শিবম্ ।
এবং বহুতিথে কালে যাতে বেদশূকোপ হ ॥
পূজাঃ মন্ত্রবতীঃ চিত্রাঃ শিবভক্তিসমম্বিতাম্ ।
কো হু বিধ্বংসতে পাপো মন্তঃ স বধমাগ্নুয়াৎ
গুরুদেবদ্বিজস্বামিদ্ভোহী বধ্যো মুনেরপি ॥ ১৮
সর্বশ্রাপি বধাহোহসৌ শিবস্তা ভ্রোহকল্পরঃ ।
এবং নিশ্চিত্য মেধাবী বেদঃসিদ্ধোস্তথানুজঃ ॥

শিবকে স্নান করাইয়া পত্র কয়টী দ্বারা অর্চনা
করিত, এবং “শিব আমার প্রতি প্রীত হউন,”
মনে মনে এই কামনা সহকারে সেই মাংস
সমর্পণ করিত । সে প্রতিদিন উমাসহ আদি-
কেশ শিবকে এই ভাবেই পূজা করিত ।
শুভা শিবভক্তি ব্যতীত সে আর কিছুই
জানিত না । অনন্তর সেই মাংস লইয়া যে
ভাবে আসিত তেমনি স্বস্থানে প্রতিগমন
করিত । ১—১৩ । সে প্রত্যহই আসিয়া এই
ভাবে পূজা করিত, তথাপি ঈশ তৎপ্রতি তুষ্ট
হইলেন । ঈশরের ক্রিয়াকলাপ বিচিত্র ।
বস্তুতঃ সেই ভিন্ন যাবৎ পূজা না করিত,
শিবও তাবৎ সৌখ্য বোধ করিতেন
না । শঙ্কর অপরিমিত ভক্তানুকম্পিতা কে
জানে ? এইভাবে বহুকাল বিগত হইলে
একদা বেদ, জুহু হইলেন । তিনি ভাবিলেন,
—কোন পাপ মৎকৃত মন্ত্রবতী বিচিত্রা ভক্তি-
সমম্বিতা পূজা বিধ্বংস করে ? সে আমার
বধযোগ্য ! গুরু বেদ-দ্বিজ-স্বামিদ্ভোহী ব্যক্তি
মুনিরও বধাই । যে নয় শিবভোক্তারী,
সে সর্বলেশই বধ্য । সিদ্ধমুনির অমুজ
মেধাবী বেদ এইরূপ ভাবিয়া “ইহা কোন

কন্তেয়ঃ পাপচেষ্টা স্তাৎ পাপিষ্ঠস্ত হুয়াবনঃ ।
পুণৈর্বতুভবৈর্দৈব্যাঃ কনৈর্মূলকনৈঃ শুভৈঃ ॥
কৃতাঃ পূজাঃ স বিধ্বস্তহস্তাঃপূজাঃ করোতি যঃ
মাংসেন তরুপত্রৈশ্চ স চ বধ্যো ভবেন্নয়ম্ ॥২১
এবং সঞ্চিন্ত্য মেধাবী গোপয়িত্বা তন্মুঃ তদা ।
তং পশ্যেয়মহং পাপং পূজাকর্তারমীশ্বরে ॥ ২২
এতস্মিন্নন্তরে প্রায়াহ্বাধো দেবঃ যথা পুরা ।
নিত্যবৎপূজয়ন্তঃ তমাদিকেশস্তদাববীৎ ॥ ২৩
আদিকেশ উবাচ ।

ভো ভো ব্যাধ মহাবুদ্ধে শ্রান্তোহসীতি
পুনঃপুনঃ ।
চিরায় কথমায়াতস্তাঃ বিনা তাত হুঃখিতঃ ।
ন বিন্ধ্যামি স্মৃৎ কিঞ্চিৎ সমাশ্রসিহি পুত্রক ॥২৪
ব্রহ্মোবাচ ।

তমেবংবাদিনঃ দেবঃ বেদঃ শ্রুত্বা বিলোক্য তু
চুকোপ বিস্ময়াবিষ্টো ন চ কিঞ্চিৎবাচ হ ॥ ২৫
ব্যাধশ্চ নিত্যবৎপূজাঃ কৃতা স্বভবনং যযৌ ।

হুয়ান্না পাপিষ্ঠের কার্য্য ! যে; বস্ত্র দিব্য পুষ্প
শুভ কন্দ, মূল ও কল দ্বারা মৎকৃত পূজা
বিধ্বস্ত করিয়া মাংস ও তরুপত্র দ্বারা অন্য
রূপ পূজা করে ; সে আমার বধ্য হইবে ।”
বুদ্ধিমান সেই বেদ এইরূপ স্থির করিয়া
“ঈশরের পূজাকর্তা সেই পাপকে আমি
দেখিব ।” এই অভিপ্রায়ে লুকায়িত হইয়া
রহিলেন । ১৪—২২ । ইত্যবসরে সেই ব্যাধ
আসিয়া উপস্থিত হইল । সে অন্তান্ত দিনবৎ
পূজা করিতে থাকিলে তখন আদিকেশ
আবির্ভূত হইয়া তাহাকে কহিলেন,—“ওহে
মহাবুদ্ধি, ব্যাধ ! তুমি শ্রান্ত হইয়াছ ?” এই
কথা পুনঃপুনঃ বলিয়া আবার বলিলেন ;—
তাত ! তুমি বিলম্ব করিয়া আসিলে কেন ?
তুমি না আসাতে আমি হুঃখিত রহিয়াছি ;
কিঞ্চিন্মাত্রও স্মৃৎ লাভ করিতেছি না ।
পুত্রক । তুমি আশস্ত হও । ব্রহ্মা বলিলেন,—
বেদ ইহা শুনিয়া এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়া
বিস্ময়াবষ্টচিত্তে এৰ্ব্বদাদী শিবের প্রতি
কুপিত হইলেন ; কিন্তু কিছুই কহিলেন না ।

বেদশ্চ কুপিতো ভূত্বা আগত্যোশমুবাচ হ ॥২৬
বেদ উবাচ ।

অয়ং ব্যাধঃ পাপরতঃ ক্রিয়াজ্ঞানবিবৰ্জিতঃ ।
প্রাণিহিংসারতঃ কুরো নির্দয়ঃ সৰ্বজন্তুশু ॥ ২৭
হীনজাতিরকিঞ্চিজ্জ্ঞো গুরুক্রমবিবৰ্জিতঃ ।
সদানুচিতকারী চানির্জিতাখিলগোগণঃ ।
অস্ত্রাশ্বানঃ দশিতবার মাং কিঞ্চন বক্ষ্যসি ॥
পূজাং যজ্ঞবিধানেন করোমৌশ যতব্রতঃ ।
তুদেকশরণো নিত্যং ভাষ্যাপুত্রবিবৰ্জিতঃ ॥
ব্যাধো মাংসেন হৃষ্টেন পূজাং তব করোত্যাসৌ
তন্তু প্রসন্নো ভগবান্ন মমেতি মহাদুতম্ ॥ ৩০
শান্তিমস্তু করিষ্যামি ভিন্নস্তু হ্যাপকারিণঃ ।
যুদোঃ কোহপি ভবেৎ প্রীতঃ কোহপি
তদ্বদ্রাঘনঃ ॥ ৩১
তস্মাদহং মুক্তি শিলাং পাতয়েয়মসংশয়ম্ ॥ ৩২
ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তবতি বৈ বেদে বিহন্তেশোহব্রবাদিদম্

ব্যাধ পূজা করিয়া স্বভবনে গমন করিল ।
তখন কুপিত বেদ আসিয়া ঈশকে কহিলেন,
—এই ব্যাধ—পাপরত, ক্রিয়া-জ্ঞান-বিবৰ্জিত,
প্রাণিহিংসা-পরায়ণ, হীনজাতি, কুর, সৰ্বজন্তুতে
নির্দয়, সৰ্বজ্ঞানশূন্য, গুরুক্রমহীন, সদা অনুচিত-
কারী, নিতান্ত অজিতেন্দ্রিয় ; তাহাকে তুমি
নিজ মূর্তিও দেখাইলে, আর আমাকে এণী
কথাও বল না ! হে ঈশ ! ভাষ্যাপুত্রহীন
আমি নিত্য তুদেকশরণ, ও যতব্রত হইয়া
যজ্ঞবিধানে তোমার পূজা করি । আর সেই
ব্যাধ হৃষ্ট মাংস দ্বারা তোমার পূজা করে !
ভগবন । তুমি তাহার প্রাতি প্রসন্ন হইলে,
কিন্তু আমার প্রতি নহে ! ইহা বড়ই অদ্ভুত !
যাহ হউক ভিন্নের প্রতি অমুগ্রহকারী তোমার
আমি উচিত শান্তি বিধান করিব । কেহ
মুহুর্তের প্রতি প্রীত হয়, আবার কেহ
বা হুরাশ্বার প্রতি প্রীত হইয়া থাকে ।
অতএব তোমার মস্তকে আমি নিশ্চয়ই
শিলা পাতন করিব ॥ ২৩—৩২ । ব্রহ্মা বলি-

আদিকেশ উবাচ ।

ঋঃ প্রতীকশ্চ পশ্চায়ে শিলাং পাতয় মূর্তিনি ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তথৈত্যাশ্রুত্বা স বেদোহপি শিলাং সন্ত্যজ্য বাহন ।
উপসংহৃত্য তং কোপঃ ঋঃ করোমৌত্যাচ হ ॥
ততঃ প্রাতঃ সমাগত্য কৃৎস্না নানাদ কর্ম চ ।
বেদোহপি নিত্যবৎপূজাং কুন্মন্পশ্চাতি মস্তকে
লিঙ্গস্ত সত্রণাং ভীমাং ধারাক কাধরপ্লুতাম্ ॥
বেদঃ স বাস্মতো ভূত্বা কিমিদং লিঙ্গমূর্তিনি ।
মহোৎপাতো ভবেৎ কস্ত সূচয়েদিত্যচিন্তয়ৎ ॥
মৃদুশ্চ গোময়েনাপি কুশৈস্তং গাক্ষবারিভিঃ ॥
প্রকালয়িত্বা তাং পূজাং কৃতবারিত্যবস্তদা ॥
এতস্মিন্নস্তরে প্রায়াদ্ব্যাধো বিগতকন্ময়ঃ ॥ ৩৯
মূর্তীনং ব্রণসংযুক্তং স রক্তং লিঙ্গমস্তকে ।
শঙ্করস্তাদিকেশস্ত দদৃশেহস্তর্গতং তদা ॥ ৪০
দৃষ্টেব কিমিদং চিত্রামত্যাশ্রুত্বা নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

লেন,—বেদ এই কথা বলিলে ঈশ হাস্তসহ-
কারে বলিলেন,—“কল্য অপেক্ষা কর,
তার পর আমার মস্তকে শিলা পাতন
করিতে হয় করিও ।” ব্রহ্মা বলিলেন,—
বেদও “আচ্ছা” বলিয়া বাহুগৃহীত শিলা ত্যাগ-
পূর্বক কোপের উপসংহার করিয়া “কল্য
করিব” এই কথা কহিলেন । অনন্তর
পরদিন প্রাতঃকালে বেদ যথাপূর্ব নানাদি
করিয়া আসিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলে, দেখি-
লেন—লিঙ্গের মস্তকে একটা সত্রণা ভীমা
কাধর প্লুতা ধারা রহিয়াছে । তিনি আশ্চর্য
বিস্মিত হইয়া “লিঙ্গমস্তকে ইহা কি ? হয় ত
কাহারও মহোৎপাত ঘটিবে ; ইহা তাহারই
সূচনা করিতেছে ।” এই চিন্তা করিলেন ।
পরে তখন মৃদুকা, গোময়, কুণ ও গাক্ষবারি
দ্বারা উহা প্রকালিত করিয়া নিত্যবৎ পূজা
সমাধান করিলেন ॥ ৩৩—৩৮ । ইত্যবসরে
সেই বিগতকন্ময় ব্যাধও আসিয়া উপস্থিত
হইল । সে তখন দেখিল—আদিকেশ
শঙ্করের মস্তকটী ব্রণসংযুক্ত,—লিঙ্গমস্তকের
অভ্যন্তরে রক্ত রহিয়াছে । ইহা দেখিয়াই

আত্মানং ভেদয়ামাস শতধা চ সহস্রধা ।
স্বামিনো বৈকৃতং দৃষ্ট্বা কঃ কমেতোত্তমাশয়ঃ ॥
মুহূর্নিমিন্দ চাত্মানং ময়ি জীবত্যভূদিদম্ ।
কষ্টমাপত্তিতং কীদৃগহো হৃদ্বিধিবৈশসাৎ ॥৪২
তৎকৰ্ম তস্ত সংবীক্ষ্য মহাদেবোহতিবিস্মিতঃ
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বেদং বেদবিদাংবরম্
আদিকেশ উবাচ ।

পশু ব্যাধং মহাবুদ্ধে ভক্তং ভাবেন সংযুতম্ ।
যন্ত যুক্তিঃ কুশৈক্যার্তিমূর্খানঃ স্পৃষ্টবানাস ।
অনেন সহসা ব্রহ্মন্যমাত্মাপি নিবেদিতঃ ॥ ৪৪
ভক্তিঃ প্রেমাত্মবা শক্তিবিচারো হ্যত্র বিদ্যতে
তস্মাদনৈব বরান্ দাস্তে পশ্চাত্তুভ্যাং বিজোক্তম্
ব্রহ্মোবাচ ।

বরেণ চ্ছন্দয়ামাস ব্যাধং দেবো মহেশ্বরঃ ।
ব্যাধঃ প্রোবাচ দেবেশং নির্মালাং তব যন্তবেৎ

সে “এ কি আশ্চর্য্য!” এই বলিয়া নিশিত
শর ছায়া আপনাকে শতধা সহস্রধা বিভক্ত
করিতে লাগিল। স্বামীর অনিষ্ট দর্শনে কোন্
উত্তমাশয় ব্যক্তিই বা সঙ্ক করিতে পারে?
“আমি জীবিত থাকিতে ইহা হইল! অহো!
হৃদয় বিধির নৃশংসতায় ঐদৃশ ক্লেশকর
ব্যাপার ঘটিল।” এই বলিয়া সে বারংবার
আপনার নিন্দা করিতে লাগিল। পরে
তাহার সেই কৰ্ম্ম দর্শনে ভগবান্ মহাদেব
অতি বিস্মিত হইয়া, সেই বেদবিদ্যর বেদকে
বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধি, বেদ! ভাব
সংযুক্ত এই ভক্তকে দেখ! তুমি যুক্তি-
জ্ঞানাদি দ্বারা আমার মস্তক প্রকাশন করি-
য়াছ মাত্ৰ; কিন্তু ব্রহ্মন্! এ ব্যক্তি সহসা
(হৃৎকথন) আত্মাকেও নিবেদন করিয়াছে।
এ বিষয়ে ভক্তি, প্রেম অথবা শক্তিরই
তত্ত্ব বিচার হইয়া থাকে। সেই জন্যই
হে বিজোক্তম! অগ্রে ইহাকে বর সকল
প্রদান করিয়া পশ্চাৎ তোমাকেও বর দিব।
ব্রহ্মা বলিলেন,—পরে দেব মহেশ্বর
ব্যাধকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ
করিলে ব্যাধ দেবেশকে কহিল,—নাথ!

তদস্মাকং ভবেদ্রাথ মন্নান্না তীর্থবৃত্ত্যভাব
সৰ্বকৃতকলং তীর্থং স্মরণাদেব জায়তাম্ ॥ ৪৭
ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্টুবাচ দেবেশস্ততস্ততীর্থবৃত্তমম্ ।
ভিন্নতীর্থং সমস্তাঘসজ্জবিচ্ছেদকারণম্ ॥ ৪৮
শ্রীমহাদেবচরণমহাভক্তিবিধায়কম্ ।
অভবৎ জ্ঞানদানাদৈর্ভুক্তিমুক্তিপ্ৰদায়কম্ ।
বেদস্তাপি বরান্ প্রাদাচ্ছিবো নানাবিধান্ববহন
ইতি শ্রীভাক্তে ভিন্নতীর্থমহিমাবর্ণনং নামৈকোন-
সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪ ॥

সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

চক্ষুস্তীর্থমিতি খ্যাতং রূপসৌভাগ্যদায়কম্ ।
যত্র যোগেশ্বরো দেবো গৌতম্যা দক্ষিণে তটে

আপনার যাহা নির্মালা হইবে, তাহা যেন
আমাদিগের প্রাপ্য হয়। আর এই স্থানটি
আমার নামে উত্তম তীর্থ হউক; ঐ তীর্থ
যেন স্মরণমাত্রেই সৰ্ব কৃত-কলপ্রদ হয়।
ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবেশ আদিকেশ তখন
“তাহাই হউক” বলিলেন। সেই হইতে
সমস্তাঘ-সজ্জের বিচ্ছেদনকারণ ঐ তীর্থ
‘ভিন্নতীর্থ’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উহা
শ্রীমহাদেবচরণে মহাভক্তিবিধায়ক এবং
জ্ঞান-দানাদিকলে ভুক্তিমুক্তি-দায়ক। তার
পর শিব সেই বেদকেও নানাবিধ বহু বর
প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৯—৪৯।

উনসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৫।

সপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতমীর দক্ষিণ তটে
যেখানে যোগেশ্বর দেব বিরাজমান
রহিয়াছেন; উহা রূপ-সৌভাগ্যদায়ক,

পুত্রং ভৌবনমাখ্যাতং গিরিমূর্ত্যভিবীষতে ।
 যজ্ঞাসৌ ভৌবনৌ রাজা কজধর্মপরায়ণঃ ॥ ২
 তন্নিপুন্নবরে কন্দিভ্রাক্ষণো বৃদ্ধকৌশিকঃ ।
 তৎপুত্রো গৌতম ইতি খ্যাতো বেদবিহস্তমঃ ॥
 তন্ত মাতুর্মনোদোষাধিপরীতোহতবদ্বিজঃ ।
 সখা তন্ত বণিকৃকণ্ঠমণিকুণ্ডল উচ্যতে ॥ ৩
 তেন সখ্যং বিজ্ঞানসৌধমঃ বিজবৈশ্ণবোঃ ।
 জীমদগিরিজয়োনিভ্যঃ পরম্পরাহিতৈষিণোঃ ॥ ৫
 কদাচিদগৌতমো বৈশ্ণবং বিত্তেশং মণিকুণ্ডলম্ ।
 প্রাহেনং বচনং শ্রীত্যা রহঃ স্থিহা পুনঃপুনঃ ॥
 গৌতম উবাচ ।

গচ্ছামো ধনমাদাতুং পরিতানুদধীনপি ।
 যৌবনং তদ্বৃথা জ্ঞেয়ং বিনা সৌখ্যং কুতঃ
 কুলম্ * ।
 ধনং বিনা তৎকথং শ্রাদহো ধিভূনির্জনং নরম্ ॥

চমুস্তীর্ষ নামে প্রসিদ্ধ । তত্রত্য পরিতো-
 পরি ভৌবন নামে যে বিখ্যাত পুর আছে ;
 তাহাতে কজধর্মপরায়ণ ভৌবন নামে রাজা
 আছেন । সেই পুরবরে বৃদ্ধকৌশিক নামে
 কোনও ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তাঁহার
 পুত্র উত্তম বেদবিৎ, গৌতম নামে আখ্যাত ।
 তদীয় মাতার মনোদোষে সেই দ্বিজ বিপ-
 রীত ভাবাপন্ন হইলেন । তাঁহার মণিকুণ্ডল
 নামক জনৈক বণিক্ সখা ছিল । ব্রাহ্মণ ও
 বৈশ্ণব—দরিদ্র ও জীমানের পরস্পর
 সখ্য বিষয় হইলেও সেই বণিকের সহিত
 দ্বিজ গৌতমের সখ্য হইয়াছিল । একদা
 গৌতম একান্তে থাকিয়া জীতবশতঃ বিত্তেশ
 বৈশ্ণব মণিকুণ্ডলকে এই কথা কহিলেন,
 —“চল, আমরা ধন উপার্জনার্থ পরিত
 ও সমুদ্রাদিতে যাই । যাহাতে সৌখ্য উপ-
 ভোগ না হয়, সে যৌবনই বৃথা । কুলের
 কথা আর কি বলিব ? কিন্তু ধন ব্যতীত
 তাহা লাভ ইহবে কেমনে ? আহা ! নির্ধন

* সৌখ্যাদিকুলম্ ইতি চ পাঠঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

কুণ্ডলো বিজমাহেনং মণিকুণ্ডলপার্কিতং ধনম্
 বহুস্বিত্ব কিং ধনেনাদ্য করিষ্যে বিজসত্তম ।
 বিজঃ পুনরুবাচেনং মণিকুণ্ডলমোজসা ॥ ৮
 গৌতম উবাচ ।

ধর্মার্থজ্ঞানকামানাং কো হু তৃপ্তঃ প্রশস্ততে ।
 উৎকর্ষপ্রাপ্তিরেবৈষাং সখে শ্রাদ্যা পরীক্ষিতাম্
 যেনৈব ব্যবসামেন ধন্য জীবন্তি ভক্তবঃ ।
 পরদত্তার্থসম্ভট্টাঃ কষ্টজীবিন এব তে ॥ ১০
 স পুত্রঃ শস্ততে লোকে পিতৃভিত্তিভিনন্দ্যতে
 যঃ পৈত্রেয়মভিগপ্পেত ন বাচাপি তু কুণ্ডল ॥ ১১
 স্ববাহবলমাশ্রিত্য বোহর্থানর্জয়তে সুতঃ ।
 স কৃতার্থো ভবেন্নোকে পৈত্রেয়ং বিত্তং ন তু
 স্পৃশেৎ ॥ ১২

স্বয়মার্জ্য সুতো বিত্তং পিত্রে দাস্ততি বহুবে ।
 তন্ত পুত্রঃ বিজানীয়াদিতরো যোনিকৌটকঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু তদাক্যং ব্রাহ্মণস্তাতিলাম্বিণঃ ।

মানবকে ধিক্ !” ব্রহ্মা বলিলেন,—মণি-
 কুণ্ডল সেই দ্বিজকে কহিল—“আমার পিতার
 উপার্জিত বহু ধন আছে । হে বিজসত্তম !
 এক্ষণে আর ধন দিয়া কি করিব ?” দ্বিজ
 গৌতম পুনরায় দৃঢ়তা সহকারে মণিকুণ্ডলকে
 কহিলেন;—ধর্ম, অর্থ, জ্ঞান, কাম—এ সকলে
 তৃপ্ত কোন ব্যক্তি প্রশংসিত হয় ? সখে !
 এসকলের উৎকর্ষপ্রাপ্তিই পরীক্ষিতের
 শ্রাদ্য । ধন্য জীবগণ স্বীয় যুক্তির দ্বারা
 জীবিত থাকেন । যাহারা পরদত্ত অর্থে সম্ভট্ট,
 তাহারাই কষ্টজীবী । কুণ্ডল ! লোকে সেই
 পুত্রই প্রশংসিত ও পিতৃগণের অতিনন্দিত
 হয়, যে পৈত্র ধনে বাক্য দ্বারাও অতিমাত্র
 প্রকাশ করে না । যে পুত্র স্ববাহবল আশ্রিত-
 পুঙ্ক অর্থ অর্জন করে, লোকে সে-ই কৃতার্থ
 হয় । পিতৃপিতামহাগত বিত্ত স্পর্শও করিতে
 নাই । যে সুত নিজে বিত্তার্জন করিয়া পিতা
 ও বহুদিগকে দান করে, তাহাকেই পুত্র
 বলিয়া জানিবে ; ইতর পুত্র যোনিকৌটক

তথেষ্ঠি মহা তদাক্যং রত্নাভ্যাদায় সহস্রং ।
 আশ্বকৌর্যানি বিস্তানি গোতমায় ভবেদঘং ॥
 ধনেনৈতেন দেশাংচ পরিভ্রম্য যথাসুখম্ ।
 ধনাভ্যাদায় বিস্তানি পুনরেষ্যামহে গৃহম্ ॥ ১৫
 সত্যমেব বণিগ্ধক্তি স তু বিপ্রঃ প্রতারকঃ ।
 পাপাঙ্গা পাপচিত্তক ন বুবোধ বণিগ দ্বিজম্ ॥
 ভৌ পরম্পরমামজ্ঞা মাতা পিত্রোরজানতোঃ ।
 দেশাদেশান্তবং যাতৌ ধনার্থতো বণিগ দ্বিজে
 বণিগদ্ব্যস্তিতং বিস্তং ব্রাহ্মণো হর্ষমিচ্ছতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন তদ্ধনং হি সমাহরে ।
 অহো পৃথিব্যাং রত্নানি রম্যাণি চ সহস্রশঃ ।
 নগরাণি চ রম্যাণি গুণযুক্তানি সর্গশঃ ॥ ১৬
 ইষ্টপ্রদাতাঃ কামস্ত দেবতা ইব যোষিতঃ ।
 মনোহরাস্তত্র তত্র সন্তি কিং ক্রিয়তে ময়া ॥ ২০
 ধনমাকৃত্য যত্নেন যোষিত্যে। যদি দীয়তে ।

১—১৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—মণিকুণ্ডল
 সেই ধনাভিলাষী ব্রাহ্মণের উক্তরূপ বাক্য-
 শ্রবণে, তাহার বাক্যই সত্য মনে করিয়া
 স্বরা সহকারে স্বকীয় ধন রত্ন সম্পত্তি আনিয়া
 “এই ধন দ্বারা নানাদেশ পরিভ্রমণপূর্বক
 ধন সম্পত্তি উপার্জনান্তে পুনরায় আবার
 আমরা গৃহে করিয়া আসিব ।” এই বলিয়া
 তৎসমস্ত গোতমকে প্রদান করিল । বণিক
 সত্য সত্যই বলি ছিল ; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ
 পাপাঙ্গা ও প্রতারক । বণিক সেই পাপচিত্ত
 দ্বিজকে বুঝিতে পারে নাই । সেই বণিক ও
 দ্বিজ পরস্পরে গুপ্ত মজ্জণা করিয়া মাতা
 পিতার অজ্ঞাতসারে দেশদেশান্তরে ধনোপার্জন
 প্রস্থান করিল । ব্রাহ্মণ বণিকের হস্তগত বস্তু
 অপহরণের চেষ্টায় রহিল । সে ভাবিতে
 লাগিল—যে কোন উপায়ে হউক, এই ধন
 হরণ করিতে হইবেই । অহো ! পৃথিবীতে
 সর্বস্থানেই সহস্র সহস্র রম্য রত্ন, কত রমণীয়
 গুণযুক্ত নগর, তাহাতে কামের ইষ্টদাতা
 দেবীবাং মনোহর কত যেবিং আছে; আমি
 কি করিতেছি ? যত্ন সহকারে ধন আহরণ

ভূজ্যন্তে ভাস্কতো নিত্যং সকলং জীবিতং
 হি তৎ ।

নৃত্যগীতরতো নিত্যং পণ্যস্বীভিরলঙ্কৃতঃ ।
 ভোকে কথং স্তু তদ্বিস্তং বৈশ্বানরকৃতমাগতম্
 ব্রহ্মোবাচ ।

এবং চিন্ত্যমানোহসৌ গোতমঃ প্রহসন্নিব ।
 মণিকুণ্ডলমাহেদমধর্মাদেব জন্তবঃ ।
 বৃদ্ধিঃ সুখমভীষ্টানি প্রাপ্নুবাস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
 ধর্মিষ্ঠাঃ প্রাণিনো লোকে দৃষ্টান্তে হুঃখভাগিনঃ
 তস্মাক্ষর্ষণে কিং তেন হুঃখৈককলহেতুনা ॥ ২৪
 ব্রহ্মোবাচ ।

নেতৃত্বাচ ততো বৈশ্বঃ সুখং ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতম্
 পাপে হুঃখং ভয়ং শোকো দারিদ্র্যং ক্লেশ এব ।
 যতো ধর্ম্মান্ততো মুক্তিঃ স্বধর্ম্মঃ কিং বিনশ্চতি ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বিবদতোস্তত্র সম্প্রায়ন্তয়োরতুং ।
 যন্ত পক্ষো ভবেজ্জায়ান্ স পরার্থমবাগুয়াং ॥

করিয়া যদি যোষিদগণকে প্রদান করত নিত্য
 তাহাদিগকে উপভোগ করি, তবেই জীবন
 সকল হয় । বৈশ্ব হইতে সেই ধন নিজ
 হস্তগত করিয়া আমি নিত্য নৃত্য-গীত-রত
 পণ্য রমণীসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া কেমনে
 সেই ধন ভোগ করিব ? ব্রহ্মা বলিলেন,
 —সেই গোতম এরূপ চিন্তা করত হস্ত
 সহকারে মণিকুণ্ডলকে কহিল,—লোকে
 দেখা যায়—জীবগণ অধর্ম্ম হইতেই বৃদ্ধি,
 অভীষ্ট বিষয় ও সুখ এসকল প্রাপ্ত হয়; সংশয়
 নাই । ধর্ম্মিষ্ঠ প্রাণীরা হুঃখভাগীই হইয়া
 থাকেন । অতএব এই হুঃখৈকহেতু ধর্ম্ম
 দ্বারা কি প্রয়োজন ? ব্রহ্মা বলিলেন,—
 তদ্বস্তরে বৈশ্ব বলিল,—না, না । ধর্ম্মেই
 সুখ প্রতিষ্ঠিত । পাপেতে হুঃখ, ভয়, শোক,
 দারিদ্র্য ও ক্লেশ অনিবার্য । যেখানে ধর্ম্ম,
 সেইখানেই মুক্তি ; স্বধর্ম্ম ব্যক্তি কি বিনষ্ট
 হয় ? ব্রহ্মা বলিলেন,—এইরূপ তর্ক করিতে
 করিতে তাহাদিগের পরস্পর এই পণ হইল
 যে,—যাহার পক্ষ ঐক হইবে, সে অপরের

পূজাবঃ কশ্চ প্রাবল্যঃ ধর্ম্মিণো বাপ্যধর্ম্মিণঃ
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

বেদান্ত লৌকিকঃ জ্যেষ্ঠঃ লোকেহধর্ম্মাৎ সুখঃ
ভবেৎ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বিবদমানৌ ভাবুচতুঃ সকলান জনান্ ।
ধর্ম্মন্ত বাপ্যধর্ম্মন্ত প্রাবল্যমনয়োৰ্ভুবি ।
তদ্বদন্ত যথাবৃত্তমেবমুচতুরোজসা ॥ ৩০
এবং ভ্রাতোচিরে কেচিদ্ যে ধর্ম্মেণানুবর্তিনঃ ।
তৈর্হঃখমমুভূয়েত পাপিষ্ঠাঃ সুখিনো জনাঃ ॥

সম্পরায়ে ধনং সর্ব্বং জিতং বিপ্রে ত্বেদময়ং ।
মণিমান্ ধর্ম্মবিজ্ঞেষ্ঠঃ পুনর্কর্ম্মং প্রশংসতি ॥ ৩২
মণিমন্তঃ দ্বিজঃ প্রাহ কিং ধর্ম্মমমুশংসসি ॥ ৩৩
ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষতি চেত্যাহ বৈশ্ণো ব্রাহ্মণঃ পুনরব্রবীৎ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

জিতং ময়া ধনং বৈশ্ণু নিলজ্জঃ কিমু ভাবসে ।

সমস্ত ধন পাইবে । কিন্তু ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের
মধ্যে কাহার প্রাবল্য, একথা কাহাকে
জিজ্ঞাসা করা যাইবে ? ব্রাহ্মণ বলিল,—
বেদ অপেক্ষা লৌকিক প্রমাণই শ্রেষ্ঠ ।
লোকে অধর্ম্ম হইতে সুখ হয় ॥ ১৪—২১ ॥
ব্রহ্মা বলিলেন,—তাহারা এইরূপ বিবদ-
মান হইয়া নানাজনের নিকটেই দৃঢ়তা সহ-
কারে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল যে—ধর্ম্ম ও
অধর্ম্ম ইহাদের মধ্যে ভূতলে কাহার
প্রাবল্য ? তৎকালে অনেকাই বলিল,—
যাহারা ধর্ম্মানুবর্তী, তাহারাই ক্ৰোধাভাব
করে, কিন্তু পাপিষ্ঠজনেরাই সুখী হইয়া
থাকে । ধর্ম্মবিদগ্গণ্য মণিকুণ্ডল সেই পণে
পরাজিত হইয়া সর্ব্ব ধন ব্রাহ্মণে সমর্পণ করি-
লেন, এবং পুনরায় ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিতে
লাগিল । তখন সেই দ্বিজ মণিকুণ্ডলকে
কহিল,—পুনশ্চ কেন ধর্ম্মের প্রশংসা
করিতেছ ? ব্রহ্মা বলিলেন,—তৎকালে
বৈশ্ণু মণিকুণ্ডল কহিল,—ধর্ম্মই বস্তুতঃ
প্রবল । ব্রাহ্মণ বলিল,—হে বৈশ্ণু ! আমি

মমৈব বিজিতো ধর্ম্মো যথেষ্টচরণাশ্রনা ॥ ৩৫

ব্রহ্মোবাচ ।

তদব্রাহ্মণবচঃ শ্রুত্বা বৈশ্ণুঃ সান্মত উচিবান্ ॥ ৩৬
বৈশ্ণু উবাচ ।

পুলাকা ইব ধাত্বেষু পুস্তকা ইব পক্ষিষু ।
তথৈব তান্ সখে মন্তে যেযাং ধর্ম্মো ন বিদ্যতে
চতুর্গাং পুরুষার্থানাং ধর্ম্মঃ প্রথম উচ্যতে ।
পশ্চাদর্থশ্চ কামশ্চ স ধর্ম্মো ময়ি তিষ্ঠতি ॥ ৩৭
কথং ক্রমে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ময়া বিজিতামত্যদঃ ॥ ৩৮
ব্রহ্মোবাচ ।

দ্বিজো বৈশ্ণুঃ পুনঃ প্রাহ হস্তাত্যাং জায়তাং পণ
তথেষতি মন্ততে বৈশ্ণুস্তো গদ্বা পুনরুচতুঃ ॥ ৪০
পূর্ব্ববল্লৌকিকান্ গদ্বা জিতমিত্যববৌদ্ধজঃ ।
করো হিহা তত প্রাহ কথং ধর্ম্মমু মন্তসে ॥ ৪১
আক্ষিপ্তো ব্রাহ্মণেনৈবং বৈশ্ণো বচনমব্রবীৎ ॥

তোমার সমস্ত ধন জয় করিয়াছি, তথাপি
নিলজ্জ তুমি কি বলিতেছ ! যথেষ্টচরণ-
শীল আমি কর্তৃকই ধর্ম্ম বিজিত হইয়াছে ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—ব্রাহ্মণের সেই কথা
শুনিয়া বৈশ্ণু মণিকুণ্ডল সান্মতভাবে বলিল,—
ধাত্বের মধ্যে তুষ ও পক্ষীর মধ্যে পুস্তিকা
যেমন, সখে ! যাহাদিগের ধর্ম্ম নাই, তাহা-
দিগকেও আমি তেমনই মনে করি । চারিটি
পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম্মই প্রথম উল্লেখিত হয় ।
পশ্চাৎ অর্থের ও কামের উল্লেখ হইয়া থাকে ।
সেই ধর্ম্ম আমাতে বর্তমান আছে । দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠ ! তুমি কেমন করিয়া ধর্ম্ম বিজিত
হইয়াছে, একথা বলিতেছ ? ৩০—৩১ ॥ ব্রহ্মা
বলিলেন,—দ্বিজ পুনরায় বৈশ্ণুকে কহি-
লেন,—আচ্ছা, করদ্বয় দ্বারা পণ করা হউক ।
বৈশ্ণু সে কথারও অনুমোদন করিল । পরে
পূর্ব্ববৎ যাইয়া লৌকিকদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলে পূর্ব্ববৎ উত্তর পাইয়া দ্বিজ কহিল,
—“আমারই জয় হইল ।” এই বলিয়া বৈশ্ণুর
করদ্বয় ছেদনপূর্ব্বক বলিল,—“ধর্ম্মকে কেমন
গোধ হয় ?” সেই ব্রাহ্মণ কর্তৃক এইভাবে

বৈশ্ব উবাচ ।

ধর্মমেব পরং যন্তে প্রাণৈঃ কঠগতৈরপি ।
যাতা পিতা মাতা ব্রহ্মদেবদুর্ধ্বা এব শরীরিণাম্ ॥৪৩

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বিরম্যমানো তাবর্থবান ব্রাহ্মণোহভবৎ ।
বিমুক্তো বৈশ্বকন্তত্র বাহুভ্যাং ধনেন চ ॥৪৪
এবং ব্রহ্মন্তো সন্ত্রাপ্তৌ গজাং যোগেশ্বরং হরম্
বহুচ্ছয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মিথস্তাবৃচতুঃ পুনঃ ॥ ৪৫
বৈশ্বো গজান্ত যোগেশং ধর্মমেব প্রশংসতি ।
অতিকোপাদ্বিজো বৈশ্বমাক্ষিপন্ পুনরববীৎ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

গতং ধনং করৌ ছিন্নাববশিষ্টোহমুভির্ভবান্
ঋমন্তথা যদি ক্রম আশ্রিয়োহসিনা শিরঃ ॥৪৬

ব্রহ্মোবাচ ।

বিহন্ত পুনরাহেদং বৈশ্বো গৌতমমঙ্গসা ॥ ৪৮

বৈশ্ব উবাচ ।

ধর্মমেব পরং যন্তে যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৪৯

আকিণ্তু হইয়া বৈশ্ব এই বাক্য বলিল,—
প্রাণ কঠগত হইলেও ধর্মকে প্রবল মনে
করি। ধর্মই শরীরিগণের মাতা, পিতা,
মুহুৎ ও বন্ধু! ব্রহ্মা বলিলেন,—পূর্বোক্ত
রূপ বিনাদের ফলে ব্রাহ্ম অর্থবান এবং
বৈশ্ব ধন ও বাহুদ্বয়ে হীন হইল। পরে
তাহারা ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে
গজাতীরে যোগেশ্বর হরির নিকটে উপস্থিত
হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পুনর্বার তাহারা
পরস্পর পূর্ববৎ আলোচনা করিতে লাগিলে
বৈশ্ব গজা, যোগেশ্বর ও ধর্ম ইহাদিগেরই
প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহাতে দ্বিজ
অতীব কুপিত হইয়া কহিল,—ধন, গিয়াছে,
করদ্বয় ছিন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তোমার
কেবলমাত্র প্রাণ অবশিষ্ট আছে; এখনও
যদি ঐরূপ বিরুদ্ধ কথা বল, তবে আমি দ্বারা
তোমার শিরশ্ছেদন করিব। ব্রহ্মা বলি-
লেন,—বৈশ্ব হাস্য করিয়া পুনরায় সেই
গৌতমকে নিঃশঙ্কচিত্তে কহিল,—ধর্মকেই
পরম বলিয়া মনে করি। তুমি যাহা ইচ্ছা,

ব্রাহ্মণাংস্ত ওরন্ দেবান্ বেদান্ ধর্মং জনার্দনম্
যন্ত নিদ্রয়তে পাপো নাসৌ স্মৃতোহধ পাপকং
উপেক্ষীয়ো দুর্ধ্বন্তঃ পাপাত্মা ধর্মদূষকঃ ॥৫১

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রাহ স কোশেন ধর্মং যন্তমুশংসসি ।
আবয়োঃ প্রাণয়োরত্র পণঃ স্তাদিতি বৈ মূনে ।
এবমুক্তে গৌতমেন তথৈত্যাহ বণিকৃতদা ।
পুনরপ্যচতুর্ভৌ লোকান্নৌকান্তধোচিরৌ ॥৫৩
যোগেশ্বরস্ত পুরতো গৌতম্যা দক্ষিণে তটে ।
তং নিপাত্য বিশং বিপ্রশ্চক্ষুরুপাট্য চাববীৎ
বিপ্র উবাচ ।

গতোহসীমাং দশাং বৈশ্ব নিত্যং ধর্মপ্রশংসয়া
গতং ধনং গতং চক্ষুশ্ছেদিতৌ করপন্নবৌ ।
পৃষ্টৌহসি মিত্র গচ্ছামি মৈবং ক্রয়াঃ কথাস্তরে
ব্রহ্মোবাচ ।

ভস্মিন্ প্রয়াতে বৈশ্বোহসৌ চিন্তয়ামাস চেতসি

তাহাই করিতে পার। যে পানী ব্রাহ্মণ,
শুক, দেবতা, বেদ, ধর্ম, জনার্দন,
এ সকলের নিদ্রা করে, সেই পাপকারী স্মৃতি
নহে। পাপাত্মা দুর্ধ্বন্তঃ ধর্মদূষক ব্যক্তি
উপেক্ষার যোগ্য। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে
মূনে! ইহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ কোণবশে
বলিল—যদি ধর্মেরই প্রশংসা কর, তবে
আইস, আমাদিগের প্রাণের পণ হউক।
গৌতম এইরূপ বলিলে বণিকু তখন তাহা-
তেই সম্মত হইল। পরে পুনরায় পূর্ববৎ
লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারাও
পূর্ববৎ উত্তরই দিল। তখন সেই বিপ্র,
বৈশ্বকে যোগেশ্বরের পুরোভাগে সেই
গৌতমীতটে পাতিত করিয়া তদীয় চক্ষুর
উৎপাটনপূর্বক বলিল,—বৈশ্ব! নিরন্ত ধর্ম
প্রশংসার ফলে এই দশাপ্রাপ্ত হইয়াছ।
তোমার ধন গিয়াছে, চক্ষু গিয়াছে,
করপন্নব ছেদিত হইয়াছে। আমি এখন
যাই। তুমি কথাস্তরে জিজ্ঞাসিত
হইয়াও ওরূপ আর বলিও না। ব্রহ্মা কহি-
লেন,—ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে পর সেই

হা কষ্টঃ মে কিমভবকর্ষকমনসো হরে ॥ ৫৭
স কুণ্ডলো বণিকুশ্রেষ্ঠো নির্ধনো গতবাহকঃ ।
গতনেত্রঃ শুচঃ প্রাপ্তো ধর্মমেবাহুসংস্রবন্ ॥
এবং বহুবিধাঃ চিন্তাঃ কূর্ষন্নাস্তে মহীতলে ।
নিশ্চেষ্টোহুধ নিক্রংসাহঃ পতিতঃ শোকসাগরে
দিনাবসানে শর্কর্যামুদিতো চন্দ্রমণ্ডলে ।
একাদশাঃ শুক্লপক্ষে তজ্জায়াতি বিভীষণঃ ॥ ৬০
স তু যোগেশ্বরঃ দেবঃ পূজয়িত্বা যথাবিধি ।
নাস্তা তু গোতমীঃ গঙ্গাঃ সপুত্রো রাক্ষসৈর্বৃতঃ
বিভীষণস্ত হি সূতো বিভীষণ ইবাপরঃ ।
বৈভীষণিরিতি খ্যাতস্তমপশ্যত্ববাচ হ ॥ ৬১
বৈভীষণ বচনং শ্রুত্বা যথাবৃত্তং স ধর্মবিৎ ।
পিত্রে নিবেদয়ামাস লঙ্কেশায় মহাশ্বনে ॥ ৬২
স তু লঙ্কেশ্বরঃ প্রাহ পুত্রং শ্রীত্যা শুণাকরম্ ॥

বৈভী চিন্তা করিতে লাগিল যে, হা!
হরে! ধর্মেকমনা আমার কি কষ্ট হইল!
সেই বণিকুশ্রেষ্ঠ মনিকুণ্ডল নির্ধন, ছিন্নবাহু
এবং নেত্রহীন হইয়াও ধর্মকেই অনুসরণ
করত মহীতলে পতিত থাকিয়া এই প্রকার
বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিল। তখন সে
নিশ্চেষ্ট, নিক্রংসাহ এবং শোকসাগরেই
পতিত রহিল। ৩৯—৫৯। ক্রমে দিবার অব-
সান ঘটিল; শর্করীসমাগমে চন্দ্রমণ্ডল উদিত
হইল। শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে সেখানে
বিভীষণ আগমন করিতেন। সোদনও
শুক্লপক্ষের একাদশী; তাই বিভীষণ আসি-
লেন। তিনি সপুত্র ও রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত
হইয়া গোতমীগঙ্গাতে স্নানান্তে দেব
যোগেশ্বরের যথাবিধি পূজা করিলেন।
দ্বিতীয় বিভীষণবৎ, বৈভীষণ নামে খ্যাত
বিভীষণনন্দন সেই বৈভীকে দেখিতে
পাইল। এবং তদীয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা
করিল। তৎকালে বৈভীস্বর যথাবৃত্ত সকল
কথা শ্রবণে সেই ধর্মবিৎ, পিতা মহাশ্ব
লঙ্কেশ্বরের নিকট নিবেদন করিল। তাহা
শ্রুতিয়া লঙ্কেশ্বর শ্রীতি সহকারে সেই শুণা-

বিভীষণ উবাচ ।

শ্রীমান্ রামো মম শুক্লস্তামাত্যঃ সখা ॥
হহুমানিতি বিখ্যাতস্তেমানীভো গিরির্মহান্ ॥
পুরা কার্যাস্তরে প্রাপ্তে সর্বৌষধ্যাশ্রয়োহতনঃ
জাভে কার্ষ্যে তমানায় হিমবন্তমথাগমৎ ॥ ৬৬
বিশল্যকরনী চেতি যুতসজীবনীতি চ ।
তদানীম মহাবুদ্ধী রামাদাক্রিষ্টকর্ষণে ॥ ৬৭
নিবেদয়িত্বা যৎ সাধ্যং তস্মিন্ বৃত্তে সমাগতঃ ।
পুনর্গিরিঃ সমাদায় আগচ্ছদেবপর্ষতম্ ॥ ৬৮
তমানীমান্ত হৃদয়ে নিবেশয় हरिঃ স্রবন্ ।
ততঃ প্রাপ্ স্যাত্যয়ঃ সর্কমপেক্ষিতমুদারধীঃ ॥ ৬৯
গচ্ছতস্তত্ত বেগেন বিশল্যকরনী পুনঃ ।
অপতদগৌতমীতীরে যত্র যোগেশ্বরো हरिঃ ॥
যত্রাপতন্নগে চাস্মিন্ স বৃক্ষস্ত প্রতাপবান্ ।
তস্ত শাখাঃ সমাদায় হৃদয়েহস্ত নিবেশয় ।
তৎস্পৃষ্টমাত্র এবাসৌ শ্বকঃ রূপমবাগ্ন রাৎ ॥ ৭১

কর পুত্রকে কহিলেন,—শ্রীমান্ রাম আমার
শুক্ল। তাঁহার অমাত্য হহুমান্ আমার
সখা। তিনি পুরাকালে কার্যাস্তর উপস্থিত
হওয়ায়, একটি মহাগিরি আনয়ন করেন।
সেই অচলটী সর্বৌষধির আশ্রয়স্থল।
কার্য নির্বাহ হইলে উহাকে হিমালয় শৈলে
লইয়া যান। উহাতে বিশল্যকরনী ও যুত-
সজীবনী নামে মহৌষধি ছিল। মহাবুদ্ধি
হহুমান্ অক্লিষ্টকর্ষা রামকে তাহা নিবেদন
করেন। তদ্বারা কার্য সাধিত হইলে সেই
শৈল লইয়া হহুমান্ দেবপর্ষত হিমালয়ে
যান। তিনি যাইবার কালে বেগবশতঃ
গৌতমীতীরে, যেখানে যোগেশ্বর हरि
বিরাজমান, তথায় বিশল্যকরনী পতিত হইয়া-
ছিল। তাহা আনিয়া हरिঃস্রবণ সহকারে ইহার
হৃদয়ে নিবেশিত কর, তাহা হইলেই এই
উদারধী অপেক্ষিত সমস্তই পাইবেন। ৬০-৭০।
এই পর্বতের যেখানে উহা পতিতছিল,
সেখানে একটি প্রতাপবান্ বৃক্ষ জন্মিয়াছে।
তাহার শাখা আনিয়া ইহার হৃদয়ে নিবেশিত
করিলেই উহার স্পর্শমাত্রে এব্যক্তি বর্ষীয়

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা পিতৃবাক্যং বৈভীষণিকদারধীঃ ॥ ৭২

বৈভীষণিকবাচ ।

ভামোষধীঃ যম পিতর্দর্শয়ান্ত বিলম্ব মা ।

পর্যর্জিতশমনাদন্তচ্ছ্রদ্ধো ন ভুবনজয়ে ॥ ৭৩

ব্রহ্মোবাচ ।

বিভীষণস্তথেষ্ট্যক্কা তাং পুত্রস্তাপ্যদর্শয়ৎ ॥ ৭৪

ইবে ক্ষেত্যন্ত বৃক্ষস্ত শাখাঃ চিচ্ছেদ তৎ সূতঃ

বৈশ্ণব চাপি বৈ ত্রীত্যা সন্তঃ পরহিতে রতাঃ

তথা চকার বৈ সম্যক্ কাষ্ঠখণ্ডঃ স্তবেশয়ৎ ।

হৃদয়ে স তু বৈশ্ণোহপি সচক্ষুঃ সক্রোহভবৎ ॥

মণিমন্ত্রোষধীনাং হি বীৰ্যাঃ কোহপি ন বৃধ্যতে

তদেব কাষ্ঠমাদায় ধর্ম্মমেবাহুসংস্মরন্ ॥ ৭৭

নান্না তু গৌতমীঃ গঙ্গাঃ তথা যোগেশ্বরঃ

হরিম্ ।

নমস্কৃত্য পুনরগাং কাষ্ঠখণ্ডেন বৈশ্ণবকঃ ॥ ৭৮

পরিভ্রময়নপুং মহাপুরমিতি ক্রতম্ ।

অভিমতরূপ লাভ করিতে পারিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতার এই কথা শুনিয়া উদারধী বৈভীষণি বলিল,—পিতাঃ ! আমাকে সেই ঔষধিবৃক্ষ দেখাইয়া দিউন ; বিলম্ব করিবেন না। ভুবনজয়ে পর্যর্জিত-প্রশমন অপেক্ষা বিশিষ্ট শ্রেয়ঃসাধন আর কিছুই নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিভীষণ “তাহাই করিতেছি” বলিয়া পুত্রকে সেই বৃক্ষ দেখাইলেন। তদীয় পুত্র তখন বৈশ্ণব হিতসাধনার্থ ত্রীতি সহকারে “ইষে-হোজ্জৈ স্বা” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত সেই বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়া সেই কাষ্ঠখণ্ড সমাক্রুপে সেই বৈশ্ণব হৃদয়ে নিবেশিত করিল। তাহাতে ঐ বৈশ্ণবও সচক্ষু ও সক্রোহ হইল। মণিমন্ত্র ও ঔষধির বীৰ্য্য কেহই বুঝে না। পরে সেই বৈশ্ণবও সেই কাষ্ঠখণ্ড লইয়া ধর্ম্মকেই অনুস্মরণ করিতে করিতে গৌতমী গঙ্গায় স্নানান্তে যোগেশ্বর হরিকে নমস্কার করিয়া পুনরায় গ্রাহান

মহারাজ ইতি খ্যাতস্তত্র রাজা মহাবলঃ ॥ ৭৯

তন্ত নাস্তি সূতঃ কশ্চিৎ পুত্রিকা নষ্টলোচনা ।

সৈব তন্ত সূতা পুত্রস্তস্তাপি ব্রতমীদৃশম্ ॥ ৮০

দেবো বা দানবো বাপি ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো ভবেৎ

বৈশ্ণো বা শূদ্রয়োনির্বা সত্তণো নির্ভণোহপি বা

তস্মৈ দেয়া ইয়ং পুত্রী বো মেত্রে আহরিষ্যতি

রাজ্যেন সহ দেয়েয়মিতি রাজা হৃষোষয়ৎ ॥ ৮২

অহনিশমসৌ বৈশ্ণবঃ ক্রত্বা ঘোষমথাত্রবীৎ ॥ ৮৩

বৈশ্ণব উবাচ ।

অহং নেত্রে আহরিষ্যে রাজপুত্র্যা অসংশয়ম্

ব্রহ্মোবাচ ।

তং বৈশ্ণবং তরসাদায় মহারাজে স্তবেদয়ৎ ।

তৎকাষ্ঠস্পর্শমাত্রেণ সনেত্রাত্মমুপাস্রজা ॥ ৮৫

ততঃ সবিস্ময়ো রাজা কো ভবানিতি চাত্রবীৎ

বৈশ্ণো রাজে যথাবৃন্তং স্তবেদয়দশেষতঃ ॥ ৮৬

করিল। সে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মহাপুর নামে বিজ্ঞাত এক রাজধানী উপস্থিত হইল। সেখানে মহারাজ নামে বিখ্যাত মহাবল রাজা ছিলেন। সেই রাজার কোনও পুত্র সন্তান ছিল না; একটি কন্তা ছিল; সেও নষ্টলোচনা। তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,—দেব, দানব, ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ণব, শূদ্র যে কোন জাতি সত্তণ বা নির্ভণ যেমনই হউক না কেন, যে জন এই কন্তার নয়নদানে সমর্থ হইবে তাহাকেই রাজ্য সহ এই কন্তা সম্প্রদান করিব। সেই রাজা এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বৈশ্ণব অহনিশ সেই ঘোষণা শুনিয়া একদিন বলিল, আমি রাজনন্দিনীর নয়ন আহরণ করিব; ইহাতে সংশয় নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজার লোকজনেরা তখন সেই বৈশ্ণবকে লইয়া তাকাতাড়ি রাজাকে যাইয়া নিবেদন করিল। অনন্তর সেই কাষ্ঠস্পর্শ করাইবামাত্র রূপ-ওনয়া সনেত্রা হইলেন। রাজা তাহাতে বিস্মিত হইয়া ‘আপনি কে?’ একথা জিজ্ঞাসা করিলে বৈশ্ণব রাজসমিধানে যথার্থ সমস্ত

বৈশ্ব উবাচ ।

ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ধর্মস্ত তপসস্তথা ।
দানপ্রভাবাদ্ যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
দিব্যৌষধিপ্রভাবেন মম সামর্থ্যমৌদৃশম্ ॥ ৮৭

ব্রহ্মোবাচ ।

এতবৈশ্ববচঃ শ্রুত্বা বিস্মিতোহভূমহীপতিঃ ॥ ৮৮
রাজোবাচ ।

অহো মহাহুতাবোধঃ প্রাপ্যো বৃন্দারকোভবেৎ
নাভ্যধৈতাদৃগন্তস্ত সামর্থ্যং দৃশ্যতে কথম্ ।
তস্মাদনৈ তু তাং কন্তাং প্রদাস্তে রাজ্য-
পূর্ষিকাম্ ॥ ৮৯

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি সঙ্কল্প্য মনসি কন্তাং রাজ্যঞ্চ দত্তবান্ ।
বিহারার্থং গতঃ শ্বেয়ং পরং খেদমুপাগতঃ ॥ ৯০
ন মিত্রেন বিনা রাজ্যং ন মিত্রেন বিনা সুখম্ ।
তমেব সততং বিপ্রং চিস্তয়ন্ বৈশ্বনন্দনঃ ॥ ৯১
এতদেব সূজাতানাং লক্ষণং ভুবি দোহনাম্ ।
পার্জং যন্ননো নিত্যং তেষামপ্যাহিতেষু হি ॥

বার্ত্তা নিবেদন করিল । সে আরও বলিল
যে, ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে ধর্ম, তপস্তা ও
দানের প্রভাবে বিবিধ ভূরিদাক্ষিণ্যসম্বিত
যজ্ঞ এবং দিব্যৌষধির মহিমা আমার ঈদৃশ
সামর্থ্য হইয়াছে । ব্রহ্মা বলিলেন,—
বৈশ্বের এই বচন শ্রবণে মহীপতি বিস্মিত
হইলেন । তিনি কহিলেন,—ওঃ এব্যক্তি
মহাহুতব ; বোধ হয় দেবতা হইবে ! নচেৎ
এমন সামর্থ্য অস্ত্রের দেখা যায় না কেন ?
অতএব ইহাকে রাজ্যসহ এই কন্তা সস্ত্রদান
করি । ৭১—৮৯ । রাজা মনে মনে এইরূপ
সঙ্কল্প করিয়া সেই বৈশ্বকে রাজ্য ও কন্তা
সস্ত্রদান করিলেন । তারপর বৈশ্ব বিহা-
রার্থ বহির্গত হইয়া মিত্রের অভাবে পরম
খেদ বোধ করিতে লাগিল । মিত্র ব্যতীত
সেই রাজ্য, সেই সুখার্থ্য তাহার সুখের
হইল না । বৈশ্বনন্দন নিয়ত সেই বিপ্রকেই
চিন্তা করিতে লাগিল । সৎশজাত দেহি-
গণের ভূতলে ইহাই লক্ষণ যে,—অহিত-

মহানুপো বনং প্রাপ্য স রাজা মণিকুণ্ডলঃ ॥ ৯৩
তস্মিন শাসতি রাজ্যান্ত কদাচিদগৌতমঃ দ্বিজম্
হতস্বঃ দ্যুতকৈঃ পার্শ্বপরপশ্চাৎমণিকুণ্ডলঃ ॥ ৯৪
তমাদায় দ্বিজঃ মিত্রঃ পূজয়ামাস ধর্মবিৎ ।
ধর্মাণাম্ প্রভাবঃ তং তনৈ সর্বঃ স্তবেদয়ৎ ॥
আপয়ামাস গজায়াঃ তং সর্ষাঘনিবৃত্তয়ে ॥ ৯৬
তেন বিপ্রেন সর্ষৈস্তৈঃ স্বকৌদৈর্গোত্রৈর্জুতঃ ।
বৈশ্বৈঃ স্বদেশসমুত্তৈর্জ্ঞানৈস্ত তু বাক্তবৈঃ ॥ ৯৮
বৃদ্ধকৌশিকমুখৈশ্চ তস্মিন যোগেশ্বরাস্তিকে
যজ্ঞানিষ্টা পুরান পূজ্য ততঃ স্বর্গমুপেযিবান্ ॥
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং যুতসজীবনং বিহুঃ ।
চক্ষুস্তীর্থং সযোগেশং শ্রবণাদপি পুণ্যদম্ ।
মনঃপ্রসাদজননং সর্বভূতাবনাশনম্ ॥ ৯৯

ইতি ত্রীত্রাঙ্গে চক্ষুস্তীর্থাদিতীর্থ বর্ণনং নাম
সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭০ ॥

জনেও তাহাদিগের মন রূপাযুক্ত থাকে ।
সেই মহাবল রাজা কিছুদিন পরে বনে
যাইলেন । তখন সেই মণিকুণ্ডলই রাজা
হইলেন । সেই ধর্মবিৎ মণিকুণ্ডলই রাজ্য
শাসন করিতে করিতে একদা সেই গৌতম
দ্বিজকে হতস্বঃ ও দ্যুতগণের দ্বারা পাশ-
বদ্ধ করিয়া লইয়া আসিল, তদর্শনে সেই
বদ্ধ দ্বিজ গিয়া যথোচিত পূজাতে ধর্মের
প্রভাব সমস্ত নিবেদন করিল । পরে
তাহাকে সর্বপাপ নিবৃত্তার্থ গজাতে স্নান
করাইল । তারপর সেই বিপ্র ও স্বকীর
জ্ঞাতীগণে পরিবৃত্ত হইয়া সেই বৈশ্ব
স্বদেশীয় অন্তান্ত লোকজন এবং সেই
বৃদ্ধ কৌশিকাদি-ব্রাহ্মণের আশ্রয় কুটুম্ব
সকলের সহিত গৌতমীতীরে বোম্বে-
শ্রবসমীপে নানা যজ্ঞ ও দেবার্চনা করিল ।
তাহার কলে অন্তকালে স্বর্গপ্রাপ্ত হইল ।
সেই হইতে ঐ তীর্থ যুতসজীবন, চক্ষুস্তীর্থ,
যোগেশ ইত্যাদি নামে সুধীজনসমিধান্নে
বিদিত হইয়াছে । উহার শ্রবণেও পুণ্য

একসপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

উৰ্বশীতীৰ্থমাখ্যাতমমধেমধকলপ্রদম্ ।
 স্নানদানমহাদেববাসুদেবার্চনাদিভিঃ ।
 মহেশ্বরো যত্র দেবো যত্র শার্ঙ্গধরো हरिः ॥ ১
 প্রমতিৰ্মাম রাজাসৌ সার্কভৌমঃ প্রতাপবান ।
 রিপুর্নজিত্বা জগামাণ্ড ইন্দ্রলোকং সুরৈর্দ্রুতম্ ॥ ২
 তজাপত্ত্বং সুরপতিঃ মরুভিঃ সহ নারদ ।
 জহাসেন্দ্রঃ পাশহস্তঃ প্রমতিঃ কত্রিয়বভঃ ॥ ৩
 তঃ হসন্তমখালক্য हरिः প্রমতিমববীৎ ॥ ৪

ইন্দ্র উবাচ ।

দেবালয়ে মহাবুদ্ধে মরুভিঃ ক্রৌড়িতৈরলম্ ।
 দিশো জিত্বা দিবঃ প্রাপ্তঃ কুরু ক্রৌড়াঃ ময়া সহ
 ব্রহ্মোবাচ ।

সকলায়ঃ हरिवচো নিশম্য প্রমতির্নৃপঃ ।

হয় । ঐ তীর্থ মনঃপ্রসাদজনক ও সর্ব
 দুঃখবহা-নাশক । ১০—১১ ।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৭ ॥

একসপ্তাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যেখানে দেব মহেশ্বর
 ও শার্ঙ্গধর हरि বিরাজমান, সেই উৰ্বশীতীর্থে
 স্নান, দান, মহাদেব ও বাসুদেবের অর্চন
 প্রভৃতিতে অমধেমধ-কল হয় । পূর্বে প্রমতি
 নামে এক সার্কভৌম প্রতাপবান রাজা
 ছিলেন । তিনি কোন সময়ে সংগ্রামে আশু
 রিপুগণকে পরাজয় করিয়া সুরগণ-পরিবৃত
 ইন্দ্রলোকে গমন করেন । হে নারদ ! তিনি
 সেখানে দেখিলেন,—ইন্দ্র পাশহস্ত হইয়া দেব
 গণে পরিবৃত রহিয়াছেন । কত্রিয়বভ প্রমতি
 তাহা দেখিয়া হাস্ত করিলেন । ইন্দ্র তাঁহাকে
 হাসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে ! এ
 দেবালয়ে দেবগণ সহ ক্রৌড়ায় আর প্রয়োজন
 নাই । তুমি নিরীকষ করিয়া বর্গে
 আসিয়া, আমার সঙ্গে ক্রৌড়া কর ।

তথেষ্ট্যবাচ দেবেন্দ্রঃ নিকৃতিঃ কাং তু মন্তসে
 তচ্ছ্রুত্বা প্রমতেৰ্বাক্যং সুররাজপমববীৎ ॥ ৬

ইন্দ্র উবাচ ।

উৰ্বশৌব পণোহস্মাকং প্রাপ্য যা নিখিলৈর্নৃপৈঃ
 ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বেন্দ্রবচনং প্রমতিঃ প্রাহ গর্জিতঃ ।
 উৰ্বশীঃ নিকৃতিঃ মন্তে ত্বং রাজন্ কিম্ মন্তসে
 যদববীষি সুরেশান তন্নন্তেহহং শতক্রতো ।
 প্রাহেন্দ্রঃ প্রমতিস্তদ্বিক্রিত্যে দাক্ষণ্যং করম্ ।
 সবর্ষ্য সশরঃ ধর্ম্যঃ দেহি দীব্যায়মহে বরম্ ॥ ৯
 ব্রহ্মোবাচ ।

তাবেবং সংবিদং কুত্বা দেবনায়েপতন্তুতঃ ।
 প্রমতিজিতবাঃস্তত্র উৰ্বশীঃ দৈবতাস্থরম্ ।
 তাং জিত্বা প্রমতিঃ প্রাহ সংরক্তাতঃ শতক্রতুং
 প্রমতিক্রবাচ ।

নিকৃতিয় পুনরন্তয়ে পশ্চাদীব্যে ত্বয়া বিভো ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—নৃপতি প্রমতি, ইন্দ্রের সেই
 সোপহাস বচন শ্রবণে তাঁহাকে বলিলেন,—
 আচ্ছা; কিন্তু কি পণ করিতে ইচ্ছা করেন ?
 সুররাজ, প্রমতির সেই বাক্য শুনিয়া
 কহিলেন,—উৰ্বশীই আমাদের পণ,—
 বাহাকে নিখিল মথ দ্বারা লাভ করা যায় ।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্রের কথা শুনিয়া
 গর্জিত প্রমতি কহিলেন,—উৰ্বশীকে যোগ্য
 পণই মনে করি । অনন্তর “রাজন্ ! তুমি কি
 পণ রাখিতে চাও ?” ইন্দ্রের এইরূপ প্রশ্নে
 প্রমতি বলিলেন,—সুরেশান ! শতক্রতো ।
 তুমি যাহা বল; আমি তাহাই পণ
 রাখিব । আমি এই সবর্ষ্য সশর ধর্ম্য দক্ষিণ
 কর পণ রাখিতে চাই । পাশা দেও, আমায়
 ক্রৌড়ায় প্রবৃত্ত হই । ১—৯ । ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—তাঁহার এইরূপ কথাবার্তা কহিয়া
 ক্রৌড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । পরে প্রমতি
 সেই ক্রৌড়াতে সুরসুন্দরী উৰ্বশীকে জয়
 করিলেন । তাহাকে জয় করিয়া প্রমতি
 কহিলেন,—প্রভো ! আমার জন্ত অস্ত পণ
 কর । পশ্চাৎ তোমার সঙ্গে ক্রৌড়া করিব ।

ইন্দ্র উবাচ ।

দেবযোগ্যমথো বজ্রং জৈত্রং স্বরথমুত্তমম্ ।
দীব্যোহহং তেন নৃপতে করেণাপ্যবিচারয়ন্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

স গৃহীত্বা তদা পাশানস্তাংশ্চ মণিকুণ্ডিতান্ ।
জিতমিত্যববীচ্ছক্ৰং প্রমতিঃ প্রহসন্তদা ॥১০
এতন্নিরন্তরে প্রায়াদকম্পস্তত্র নারদ ।
বিধাবন্থরিত্তি খ্যাতে গন্ধর্বাণাং মহেশ্বরঃ ॥১৪

বিধাবন্থকুবাচ ।

গন্ধর্ববিদ্যায়া রাজ্যংস্তয়া দীব্যামহে শ্রয়া ।
তথেষ্ট্যক্ষা স নৃপতির্জিতমিত্যববীন্তদা ॥ ১৫
তো জিত্বা নৃপতিশ্চৌর্য্যাদেবেন্দ্রং প্রাহ
কশ্মলম্ ॥ ১৬

প্রমতিকুবাচ ।

রণে বা দেবনে বাপি ন হং জেতা কথঞ্চন ।
মহেন্দ্র সত্ততং তন্মাদম্মদারাদিকো ভব ।
বদ কেন প্রকারেণ জাতা দেবেন্দ্রতা তব ॥১৭

ইন্দ্র বলিলেন,—নৃপতে ! দেবতারই ব্যবহার
যোগ্য আমার-যে উত্তম জৈত্র রথ ও বজ্র
আছে, তোমার করের বিনিময়ে বিনা
বিবাদে তাহাই আমি পণ করিয়া ক্রীড়া
করিব । ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই প্রমতি
তখন হাসিতে হাসিতে মণিকুণ্ডল পাশা
লইয়া নিকম্পপুঙ্খক শক্রকে “জিতিয়াছি”
এই কথা কহিলেন । পরে এই ভাবে
আরও নানাজব্য জয় করিলেন । নারদ !
ইত্যবসরে বিধাবন্থ নামে বিখ্যাত অকম্প,
গন্ধর্বরাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
তিনি কহিলেন,—রাজন ! আমরা সেই
প্রসিদ্ধ গন্ধর্ববিদ্যা পণ করিয়া তোমার সঙ্গে
ক্রীড়া করিব । নৃপতি “আচ্ছা” বলিয়া
তাহাও জয় করিয়া শক্রকে বলিলেন,—
“জিতিয়াছি” । নৃপতি তাহাদিগের হই জন-
কেই জয় করিয়া মুখতা বশতঃ দেবেন্দ্রকে
মর্শ্বশীড়ক বাক্যে বলিলেন যে,—কি রণে,
কি দেবনে, কোন ক্ষেত্রেই তুমি জেতা
নহ; অতএব মহেন্দ্র ! আমাদিগের

ব্রহ্মোবাচ ।

তথা প্রাহোর্বনীঃ গর্বাদগচ্ছ কর্মকরী তব ।
উর্বনী প্রাহ দেবেষু যথা বর্জে তথা শ্রমি ।
বর্জেয় সর্বভাবেন ন মাং ধিকর্তুমর্হসি ॥১৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ততস্তাং প্রমতিঃ প্রাহ দাদৃশুঃ সন্তি চারিকাঃ ।
হং কিং বিলজ্জসে ভদ্রে গচ্ছ কর্মকরী তব ।
এতচ্ছুত্বা নৃপেণোক্তং গন্ধর্বাধিপতিস্তদা ।
চিত্রসেন ইতি খ্যাতঃ সূতো বিধাবনৌর্বনী ॥

চিত্রসেন উবাচ ।

দীব্যোহহং বৈ শ্রয়া রাজন সর্বেণানেন ত্বপতে
রাজ্যেন জীবিতেনাপি মদৌষ্মেনতবাপি চ ॥২১

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যক্ষা পুনরুভৌ চিত্রসেননৃপোত্তমৌ ।
দীব্যোভামভিসংরকৌচিত্রসেনোহজয়ন্তদা ॥২২
গান্ধর্বৈস্তং মহাপাটৈশর্ববজ্র নৃপতিং তদা ।
চিত্রসেনোহজয়ৎ সর্বমুর্বনীমুখ্যতঃ পটৈঃ ॥ ২৩

সেবক হও । বল' কি প্রকারে তোমার
দেবেন্দ্রতা হইল ? ব্রহ্মা বলিলেন,—
প্রমতি গর্জবশে উর্বনীকেও কহিল,—যাও
আমার কর্মকরী দাসী হও । উর্বনী
বলিল—দেবগণে যেমন ব্যবহার করি,
তোমাতেও সর্বভাবে তেমনি ব্যবহার
করিব । আমাকে নিম্নিত কাণ্ডে নিয়োগ করা
উচিত হয় না । ব্রহ্মা বলিলেন,—তাহাতে
প্রমতি বলিলেন—তোমার মত আমার কত
পরিচারিকা আছে । ভদ্রে ! তুমি লজ্জা
পাইতেছ কেন ? যাও, কর্মকরী হও গিয়া ।
১১—২০ । নৃপতির এই সকল কথা শ্রবণে
তখন বিধাবন্থর জাতা, গন্ধর্বাধিপতি, বল-
বান বিখ্যাত চিত্রসেন কহিল,—রাজন ! আমি
তোমার সহিত ক্রীড়া করিব । ত্বপতে !
আমরা উভয়ে রাজ্য ও জীবন—
পণ করিয়া খেলিব । ব্রহ্মা বলিলেন,—
“তাহাই হউক” বলিয়া সেই ব্রহ্মোত্তম ও
চিত্রসেন উভয়ে কুর্জরিত্তে ক্রীড়ার প্রবৃত্তি
হইলেন । তাহাতে চিত্রসেন জয়লাভ

রাজ্যং কোশং বলং চৈব যদন্তদসু চ ।
চিত্রসেনস্ত তজ্জাতং যদাসৌঃ প্রমতের্ধনম্ ॥২৩
তন্ত পুত্রো বাল এব পুরোধসমুবাচ হ ।
বৈশ্বামিত্রঃ মহাপ্রাজ্ঞঃ মধুচ্ছন্দসমোজসা ॥ ২৪
প্রমতিপুত্র উবাচ ।

কিং মে পিত্রা কৃতং পাপং ক বা বন্ধো মহামতিঃ
কথমেষ্যতি স্বঃ স্থানং কথং পাঠৈবিমোক্ষ্যতে
ব্রহ্মোবাচ ।

সুমতের্বচনং শ্রদ্ধা ধ্যান্তা স মুনিসত্তমঃ ।
মধুচ্ছন্দা জগাদেদং প্রমতের্বচনং তদা ॥ ২৭
মধুচ্ছন্দা উবাচ ।

দেবলোকে তব পিতা বন্ধ আস্তে মহামতে ।
কৈতবৈর্বহদোষৈশ্চ ভ্রষ্টরাজ্যো বভূব হ ॥ ২৮
যো যাতি কৈতবসভাং স চাপি ক্লেশভাগী-
ভবেৎ ।

দ্যুতমত্মামিষাদানি বাসনানি নৃপাত্মজ ॥ ২৯

করিল। তখন সেই চিত্রসেন পণদ্বারা
রাজার উৎকর্ষী প্রভৃতি সকলই জয় করিয়া
লইয়া গান্ধার মহাপাশ দ্বারা রাজাকে বন্ধন
করিল। প্রমতির রাজ্য, কোশ, সৈন্ত,
বা অস্ত্র যাহা কিছু ধন ছিল, সে সমস্তই
চিত্রসেনের হইল। প্রমতির স্ত্রী
নামে একটি বালক পুত্র ছিল, সে
পুরোহিত, বিশ্বামিত্রনন্দন, মহাপ্রাজ্ঞ মধু-
চ্ছন্দাকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—
আমার পিতাক পাপ করিয়াছেন? সেই
মহামতি কোথায়? বা বন্ধ আছে? পাশ-
বন্ধন হইতে কিরূপে বা মুক্ত হইবেন?
আর কেমন করিয়া বা স্থানে আসবেন?
ব্রহ্মা বসিলেন,—সুমতির বচন শ্রবণে
মুনিসত্তম মধুচ্ছন্দা ধ্যান করিয়া এইরূপে
সেই প্রমতির বিবরণ বলিতে লাগিলেন।
২১—২৭। হে মহামতে! তোমার পিতা কৈতব
ও অন্যান্য বহুদোষে ভ্রষ্টরাজ্য হইয়াছেন
এবং দেবলোকে বন্ধ আস্তে। কৈতব-
সভাতেও যে যায়, সেও ক্লেশভাগী হইয়া
থাকে। নৃপাত্মজ! দার, মদ্য ও মাংসাদি

পাপিনামেব জায়ন্তে সদা পাপাত্মকানি হি ।
একৈকমপ্যনর্থায় পাপায় নরকায় চ ॥ ৩০
যানাসনাভিলাপাঠৈঃ কৃতৈঃ কৈতববর্জিতৈঃ ।
কুলীনাঃ কলুষীভূতাঃ কিং পুনঃ কিতবো জনঃ
কিতবস্ত তু যা জায়া তপ্যতে নিত্যমেব সা ।
স চাপি কিতবঃপাপো যোষিতং বীক্ষ্য তপ্যতে
তাং দৃষ্ট্বা বিগতানন্দো নিত্যং বদতি পাপকৃৎ
অহো সংসারচক্রেহস্মিন্ময়া তুল্যো ন পাতকী
ন কিঞ্চিদপি যন্তাস্তে লোকে বিবয়জঃ সূখম্
লোকদ্বয়েহপি ন সূখীকিতবঃ কোহপি দৃষ্টতে
বিভাতি চ তথা নিত্যং লজ্জয়া দগ্ধমানসঃ ।
গতধন্যো নিরানন্দো গ্রাস্তগন্ধস্তথাটতি ॥ ৩৫
অকৈতবী চ যা বৃত্তিঃ সা প্রশস্তা দ্বিজম্মনাম্ ।
কৃষ্ণং গোৱক্ষ্যবাণিজ্যমপি কুৰ্য্যাদ্ধ কৈতবম্ ॥ ৩৬
যন্ত কিতবদ্ব্যত্যা হি ধনমাহর্জুমিচ্ছতি ।

ব্যসন বলিয়া গণ্য। পাপীদিগেরই এই
সকল পাপাত্মক ব্যসন সর্বদা সজ্জাতিত হয়।
উহার প্রত্যেকটাই পাপের ও নরকের হেতু।
কৈতববর্জিতদিগের সহিত এক যানারো-
হণ বা একাসনে উপবেশন কিহা আলাপ
করিলে কুলীন জনেরাও কলুষীভূত
হয়েন; সুতরাং কিতবের কথা আর কি
বলিব? কিতবের পত্নী নিত্যই পরিতাপ
করে; আর সেই কিতবও জায়াকে দেখিয়া
পারিতৃপ্ত হয়। পাপকৃৎ কিতব, পত্নীকে
দেখিয়া বিগতানন্দ হইয়া নিত্যই এইরূপ
বলে যে,—আহা! এই সংসারচক্রে আমার
তুল্য পাতকী আর নাই। যে কিতব,
তাহার ইহলোকে বৈষয়িক সূখ কিছুমাত্রই
নাই; এবং ইহপর দুই লোকেই কোনও
কিতব ব্যক্তিকে সূখী দেখা যায় না। সে
নিত্যই লজ্জাবশে দগ্ধমানস রূপে প্রতি-
ভাত হয় এবং গতধন্য, নিরানন্দ ও নষ্ট-
গন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। দ্বিজম্মা-
দিগের অকৈতবী বৃত্তিই প্রশস্ত। কৃষি,
গো রক্ষা, বাণিজ্য,—এ সকলও বরং
করিবে, তথাপি কৈতব করিবে না।

ধর্মার্থকামাভিজ্ঞৈঃ স বিমুচ্যেত পৌরুষাৎ ॥
বেদেহপি দ্বিভং কশ্ম তব পিত্রা তদাদৃতম্ ।
তস্মাৎ তিঃ কশ্মহে বৎস যজ্ঞকং তে বিধীয়তে
বিধাতৃবিহিতং মার্গং কো হু বাত্যেতি পণ্ডিতঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

এতৎ পুরোধসো বাক্যং শ্রুত্বা স্মৃতিব্রতবীৎ
স্মৃতিব্রতবাচ ।

কিং ব্রহ্ম প্রমতিস্তাতঃ পুনা রাজ্যমবাশুয়াৎ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

পুনর্থাহা মধুচ্ছন্দাঃ স্মৃতিং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪২
মধুচ্ছন্দা উবাচ ।

গৌতমীঃ বাহি বৎস ত্বং তত্র পূজয় শঙ্করম্ ।
আদিতাং * বরুণং বিষ্ণুং ততঃ

পাশাশ্বিমোক্ষ্যতে ॥ ৪৩

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেষ্ট্যক্তা জগামাশু গজাঃ নম্রা জনান্দনম্ ।

যে জন কৈতব রুতি অবলম্বনে ধন-
হরণের অভিলাষ করে, ধন্য, অর্থ, কাম,
আভিজাত্য এবং পৌরুষ হইতেও সে
বিচ্যুত হয়। বেদেও * কশ্ম নিম্নিত হই-
য়াছে: কিন্তু তোমার পিতা তাহারই আদর
করিয়াছেন। অতএব বৎস! আমরা কি
করিব? তুমি যত বল, তাহা করিতে
পারি। ব্রহ্মঃ বিধাতৃবিহিত পথকে
কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই বা অশ্রুত হইতে
পারে? ২৮—৩৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরো-
হিতের এই বাক্য শুনি। স্মৃতি বলিল,—
পিতা প্রমতি, কি করিলে পুনরাধ রাজ্য
পাইতে পারেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—
মধুচ্ছন্দা পুনরাধ ধ্যান করিয়া স্মৃতিকে ইহ
কহিলেন যে,—বৎস! তুমি গৌতমীতে
যাও। সেখানে শঙ্কর, বিষ্ণু, আদিতা,
বরুণ—ইহাদিগের পূজা কর। তাহা হইলে
তিনি পাশ হইতে মুক্ত হইবেন। ব্রহ্মা
বলিলেন,—সেই স্মৃতি “তাহাই করিব”

পূজয়ামাস শঙ্কর তপস্তপে যতব্রতঃ ॥ ৪৪

সহস্রমেকং বর্ষণাং বন্ধং পিতরমাশ্রয়ঃ ।

মোচয়ামাস দেবেভ্যঃ পুনা রাজ্যমবাশ সঃ ॥ ৪৫

হরীশাভ্যাংমুক্তপাশো রাজ্যং প্রাপসুতাংকবাৎ

অবাশ্য বিদ্যাংগাঙ্কবাঃ প্রয়চ্চাসৌচ্ছতক্রতোঃ

শাশ্ববং বৈকবং চৈব উক্শীতীর্থমেব চ ।

ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং কৈতবং চেতি বিজ্ঞতম্ ॥

শিববিষ্ণুসারস্নাত প্রসাদাদাপ্যতে ন কিম্ ॥ ৪৬

তত্র নানঞ্চ দানঞ্চ বহুপুণ্যফলপ্রদম্ ॥

পাপপাশাবমোক্ষন্ত সমুর্গাতনাশনম্ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে উক্শাদিতীর্থবর্ণনমেকসপ্তত্য-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭১ ॥

বলিয়া সত্বর গঙ্গায় বাইয়া নানান্তে শঙ্ক-
জনান্দনাদিকে পূজাপূর্বক নমস্কার করিয়া
যতব্রতভাবে তপস্তা আরম্ভ করিল। সে এক
সহস্র বর্ষ তপস্তার ফলে দেবগণের নিকট
বর পাইয়া স্বীয় পাশবন্ধ পিতাকে মোচত
করিতে সমর্থ হইল। প্রমতি পুনরাধ রাজ্য
পাইলেন। তিনি স্মৃতির উক্তি মারম ও
জগের কৃপামুখতাপস হইয়া রাজ্য লাভ
করিলেন এবং গাঙ্কবাঃ প্রয়চ্চাসৌচ্ছতক্র-
তোঃ প্রভৃতি প্রয়চ্চাসৌচ্ছতক্রতোঃ হইতে
এ তাব শাশ্ববং, বৈকবং, উক্শীতীর্থ ও কৈতব
তীর্থ নামে বিজ্ঞত হইয়াছে। শিব, বিষ্ণু,
ও সারস্নাত গঙ্গায় প্রসাদে এক না পাওয়া
যায় সেখানে নানাদান বহু পুণ্যফল-
দায়ক, পাপপাশাবমোক্ষক ও সমুর্গাজি-
নাশক ৪০—৪৯।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭১

১। বিসংখ্যতমোহাধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সামুদ্রং তীর্থমাখ্যাতং সৰ্বতীর্থকলপ্রদম্ ।
তন্ত বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু নারদ তম্মনাঃ ॥ ১
বিশৃষ্টো গৌতমেনাসৌ গঙ্গা পাপপ্রণাশনী ।
লোকানামুপকারার্থং প্রায়াৎপূৰ্ণাৰ্ণবং প্রতি ॥ ২
আগচ্ছন্তী দেবনদী কমণ্ডলুধূতা ময়া ।
শিরসা চ ধূতা দেবী শঙ্কুনা পরমায়না ॥ ৩
বিশুপাদাৎপ্রসূতাঃ তাং ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা ।
আনীতাঃ মর্ত্যভবনং অরণাদবনাশিনীম্ ॥ ৪
ওরোৰ্দ্ধকৃতমাং সিদ্ধুর্দৃষ্টা কৃত্যমচিহ্নরং ।
বা বন্দ্যা জগতামীশা ব্রহ্মেশাদৈর্নমস্কৃতা । ৫
তামহং প্রতিগচ্ছয়ং নো চেৎ স্বাক্ষর্যদূষণম্ ॥
আগচ্ছন্তং মহাত্মনং যো মোহারোপতিষ্ঠতে ।
ন তন্ত কোহপি ত্রাতাস্তি পাপিনো

লোকযোদ্ধয়োঃ ॥ ৬

বিসংখ্যতমোহাধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ ! সামুদ্র নামে
বিখ্যাত তীর্থ আছে ; উহা সৰ্বতীর্থকল-
প্রদ । তাহার বরূপ বলিতেছি, তম্মনা
হইয়া শুন । গৌতম গঙ্গাকে পরিত্যাগ
করিলে পর, সেই পাপপ্রণাশিনী গঙ্গা
লোকদিগের উপকারার্থ পূৰ্ণাৰ্ণবের অভিমুখে
প্রধাবিত হইলেন । দেবী দেবনদী আগমন-
কালে মৎকর্তৃক কমণ্ডলু দ্বারা এবং পরমাত্মা
শঙ্কুকর্তৃক শির দ্বারা ধূত হইয়াছিলেন ।
বিশুপাদপ্রসূতা, মহাত্মা ব্রাহ্মণ কর্তৃক মর্ত্য-
ভবনে আনীতা, অরণেই অবনাশিনী, ও
ওরোৰ্দ্ধকৃতমা সেই গঙ্গাকে দেখিয়া সিদ্ধ
এইরূপ স্বীয় কৰ্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন
যে,—যিনি জগৎসমূহের বন্দনীয়া ঈশ্বরী—
এবং ব্রাহ্মণাদির নমস্কৃতা ; আমি তাঁহার
প্রত্যঙ্গমন করিব ; নচেৎ স্বাক্ষর্যদূষণ ঘটিবে ।
মহাত্মা অর্পিতেছেন দেখিয়া মোহ বশত যে
অত্যাধর্মনা না করে, সেই পাপীর উত্তর

এবং বিসংখ্য রত্নেশো মূর্তিমান্ বিনরাষিতঃ ।

কৃতাজলিপুটো গঙ্গামাহেদং সরিতাং পতিঃ ॥ ৭

সিদ্ধুরুবাচ ।

রসাতলভবং বারি পৃথিব্যাং যন্নভস্তলে ।
তন্মামেবাত্ত বিশতি নাহং বক্ষ্যামি কিঞ্চন ॥ ৮
ময়ি রত্নানি পীযুষং পৰ্বতা রাক্ষসাসুরাঃ ।
এতানপ্যখিলানন্তান্ ভীমান্ সন্ধারয়াম্যহম্ ॥ ৯
মমাস্তঃ কমলাযুক্তো বিষ্ণুঃ স্বপিতি নিত্যদা ।
মমাশক্যং ন কিমপি বিদ্যতে সচরাচরে ॥ ১০
মহত্যভ্যাগতে কুৰ্ব্বাৎপ্রত্যাখানং ন যো মদাৎ
স ধর্মাদিপরিত্রষ্টো নিরয়ং তু সমাপুয়াৎ ॥ ১১
ন তান্নে বিভ্রতঃ খেদো বিনাগন্ত্যপরাভবাৎ ।
কিন্তু ত্বং গৌরবেণৈষামতিরিক্তা ততত্ত্বহম্ ।
ব্রবীমি দেবি গঙ্গে মাং ত্বং সাম্যাৎ সঙ্গতা ভব
নৈকরূপামহং শক্তঃ সঙ্গত্বং বহুধা যদি ।
সঙ্গমেব্যসি দেবি ত্বং সঙ্গচ্ছেহহং ন চাস্তথা ॥

লোকে কেহই পরিত্রাতা নাই । রত্নেশ্বর
সরিৎপতি এইরূপ বিবেচনা করিয়া—
মূর্তিমান্ হইয়া সবিনয়ে কৃতাজলিপুটে
গঙ্গাকে কহিলেন,—যে বারি রসাতলভব,
যাহা পৃথিবীতে স্থিত, যাহা নভস্থলে জাত,
তাহা সতত আমাতে প্রবিষ্ট হয় ;
আমি কোনই আপত্তি করি না । রত্ননিচয়,
পীযুষ, সসুরাসুর শৈলনিকর,—এ সমস্তই
আমি ধারণ করিয়া থাকি । আমার অন্তরে
কমলা বিরাজমানা, বিষ্ণু নিয়ত আমাতেই
শয়ন করেন ; চরাচরে আমার অশক্য
কিছুই নাই । যে জন মহাজন অভ্যাগত
দেখিয়া মদবশতঃ প্রত্যাখান না করে, সে
ধর্মাদিপরিত্রষ্ট হইয়া নিরয় প্রাপ্ত হয় ।
পূর্বোক্ত সকল বস্তু ধারণ করিলেও
কেবল অগন্ত্য হইতে পরাভব ব্যতীত
আমার আর কোন খেদ নাই । কিন্তু
ইহাদের অপেক্ষা তুমি গৌরবে অতিরিক্তা ;
সেইজন্য বলিতেছি,—দেবি গঙ্গে ! তুমি
শান্ত ভাবেই আমার সহিত সঙ্গতা হও ।
বহুরূপা তুমি যদি আমাকে একরূপ দেখিয়া

গঙ্গে সমেষ্যসি যদি বহুধা ভবিচারণে ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তমেবংবাদিনঃ সিদ্ধমপামীশং তদাববীৎ ।
গঙ্গা সা গৌতমী দেবী কুরু চৈতবচো মম ॥২৫
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যা ভাৰ্যা অরুহতিপুরোগমাঃ ।
ভৰ্গুভিঃ সহিতাঃ সৰ্ব্বা আনয় কুং তদা স্বহম্ ॥
অন্নভূতা ভবিষ্যামি ততঃ স্তাং তব সঙ্গতা ।
তথৈতু্যকুণ্ঠা সপ্তর্ষীণাং ভাৰ্যাভিৰ্ব্যমিভিৰ্ভূতঃ ।
আনয়ামাস তাং দেবী সপ্তধা সা ব্যভজ্যত ॥
সা চেয়ং গৌতমী গঙ্গা সপ্তধা সাগরং গত ।
সপ্তর্ষীণাম্ভ নায় তু সপ্ত গঙ্গাস্ততোহভবন্ ॥
তত্র নানঞ্চ দানঞ্চ শ্রবণং পঠনং তথা ।
শ্রবণকাপি বহুভ্যা সৰ্বকামপ্রদং ভবেৎ ॥ ১৯
নান্যাদস্তৎ পরং তীর্থং সমুদ্রাদ্ভূবনজয়ে ।
পাপহানৌ ভুক্তিমুক্তিপ্ৰাপ্তৌ চ মনসো যুদে ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে সপ্তধাগোদাবরীসমুদ্রগমনবর্ণনং
ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭২ ॥

ভোমার সহিত সঙ্গম বিষয়ে অক্ষম বিবেচনা
কর, তবে আমিও বহুধা হইয়া, ভোমার
সহিত সঙ্গত হইতেছি। ইহার অস্তথা
নাই। গঙ্গে! তুমি আসিবে কিনা, এ
ভাবনা আমি বহুবার ভাবিয়াছি। ১—১৪।
ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই গৌতমী গঙ্গা-
দেবী জলপতিকে সেইরূপ বলিতে দেখিয়া
কহিলেন,—তবে আমার এই কথাটি পালন
কর; অরুহতীপ্রমুখ সপ্তর্ষিভাৰ্যাগণকে
নিজ নিজ ভৰ্ত্তাসহ আনয়ন কর; তাহা
হইলে আমি তাহাদের সহিত মিশিয়া
অন্নভূতা হইয়া ভোমার সহিত সঙ্গত
হইব। সমুদ্র “আচ্ছা” বলিয়া অবিলম্বে
সপ্তর্ষি ও তাঁহাদিগের ভাৰ্যাগণ সহ মিলিত
হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিব।
গৌতমী গঙ্গাদেবীও সপ্তধা হইয়া সপ্তর্ষি ও
ভাৰ্যাগণ সহ মিলিত ভাবে সাগরে প্রবেশ
করিলেন। সপ্তর্ষিদিগের নামাঙ্কসারেই
“সপ্ত গঙ্গা” নাম হইয়াছে। সেখানে নান
দান পঠন শ্রবণ শ্রবণাদি যাহা কিছু করা

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋষিসজ্জমিতি খ্যাভমুখয়ঃ সপ্ত নারদ ।
নিষেহস্তপসে যত্র যত্র ভীমেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ১
তজ্জেনং বৃন্তমাখ্যান্তে দেবর্ষিপিতৃবৃংহিতম্ ।
শৃণু যত্নেন বক্ষ্যামি সৰ্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ২
সপ্তধা ব্যভজন্ গঙ্গামুখয়ঃ সপ্ত নারদ ।
বাসিনী দাক্ষিণেয়ী স্মার্টৈবামিজী তদুত্তরা ॥ ৩
বামদেব্যপরা জ্যেষ্ঠা গৌতমী মধ্যতঃ শুভা ।
ভারবাজী স্মৃতা চান্তা আজ্যেয়ী চেৎ যথাপরা
জামদগ্নী তথা চান্তা ব্যাপদিষ্টা তু সপ্তধা ॥ ৪
তৈঃ সৰ্বৈষা ঋষিভিঃ স্তত্র যষ্টুমিষ্টৈর্মহাশক্তিঃ ।
নিম্পাদিতঃ মহাসত্ত্বমুখিভিঃ পরিদর্শিতঃ ॥ ৫
এতান্নিস্তরে তত্র দেবানাং প্রবলো রিপুঃ ।

যায় সকলই সৰ্বকামপ্রদ হয়। পাপহানি
ভুক্তিমুক্তি ও মনঃক্লান্তি প্রাপ্তি বিষয়ে এই
সমুদ্র অপেক্ষা পরম তীর্থ ভূবনজয়ে আর
নাই। ১৬—২০।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যধি শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! পূর্বে সপ্ত-
র্ষিরা যে স্থানে তপস্বী করিতে বসিয়াছিলেন,
যেখানে ভীমেশ্বর শিব বিরাজমান, সেই তীর্থ
ঋষিসজ্জ নামে খ্যাত। সৰ্বকামপ্রদ, শুভ,
দেব-ঋষি-পিতৃবৃংহিত তৎসহস্রীয় এই বৃন্তান্ত
বলিতেছি, সযত্নে শুন। সপ্তঋষির নামা-
ঙ্কসারে গঙ্গার সপ্তধারার এই সকল নাম
হয়, যথা,—বাসিনী, দাক্ষিণেয়ী, বৈশামিজী,
তদুত্তরভাগে বামদেবী, ভারপর মধ্যভাগে
গৌতমীগঙ্গা, অনন্তর ভারবাজী, আজ্যেয়ী
ও জামদগ্নী। ঐ মহাঋষিরা সকলেই যত্র
করিতে অভিনাষ করেন। তাঁহারা পরি-
দর্শক অস্ত্রান্ত ঋষিগণ লইয়া মহাসত্ত্ব নিম্পা-
দন করেন। ইত্যবসরে বিশ্বরূপ নামে

বিশ্বরূপ ইতি খ্যাতো মুনীনাং সত্রমভ্যাগাৎ ॥ ৬

ব্রহ্মচর্যেণ তপসা তানারাদ্য যথাবিধি ।

বিনয়েনাথ পপ্রচ্ছ স্বধীন সর্কানমুক্রমাৎ ॥ ৭

বিশ্বরূপ উবাচ ।

ক্ৰবং সর্কো যথাকামঃ মম স্বাস্থ্যেন হেতুনা ।

যথা স্বাধীনবান্ পুত্রো দেবানামপি তুর্করঃ ।

যজ্ঞৈর্কো তপসা বাপি মুনয়ো বক্তুমর্হথ ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ ।

তত্ত্ব প্রাহ মহাবুদ্ধিবিখ্যামিত্রো মহামনাঃ ॥ ৯

মিখ্যামিত্র উবাচ ।

কর্মণা তাত লভ্যন্তে ফলানি বিবিধানি চ ।

ত্রয়াণাং কারণানাঞ্চ কর্ম প্রথমকারণম্ ॥ ১০

ততশ্চ কারণং কর্তা ততশ্চান্তঃপ্রকীর্তিহম্ ।

উপাদানং তথা বীজং ন চ কর্ম বিতুর্বুধাঃ ॥ ১১

কর্মণাং কারণত্বঞ্চ কারণে পুঙ্কলে সতি ।

ভাবাভাবৌ ফলে দৃষ্টৌ তস্মাৎকর্ম্মাশ্রিতং ফলম্

কর্ম্মাপি ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং ক্রিয়মাণং তথা কৃতম্ ॥

খ্যাত দেবগণের প্রবল রিপু মুনীগণের সেই সত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা দ্বারা জন্মাবধি আরাধনাপুঙ্কল যথাক্রমে সকল ঋষিকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—মুনীগণ! তপস্যা বা যজ্ঞ দ্বারা যাহাতে আমার সুখশান্তির হেতুভূত কামা-
নুরূপ বলবান্, দেবতুর্কর পুত্র লাভ হয়, আপনারা সকলে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।
১—৮। ব্রহ্মা বলিলেন,—তস্মাধ্যে মহামনা মহাবুদ্ধি বিখ্যামিত্র বলিলেন,—তাত! কর্ম্ম-
দ্বারা ইবিবিধ ফললাভ হয়। তিনটি কার-
ণের মধ্যে কর্ম্মই প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ কর্তা; তারপর অন্ত কারণ কীর্তিত হয়। উপাদান ও বীজ থাকিলেই যে, কর্ম্ম হইবে, বুধগণ এমন বুঝেন না। আর একটা কারণও চাই, কারণদ্বয়েরও প্রবলতা প্রয়োজন। কারণ পুঙ্কল হইলে তবে ক্রি-
রূপ ক্ষেত্রে ভাবাভাবাত্মক ফল উৎপন্ন হয়। সুতরাং ফল কর্ম্মেরই আশ্রিত। কর্ম্মও ত্রিবিধ—ক্রিয়মাণ, কৃত ও কর্তব্য বলিয়া

কর্তব্যং ক্রিয়মাণশ্চ সাধনং যদ্যদ্যচ্যতে ।

ভাবাবাঃ কর্ম্মসিদ্ধৌ চ উভয়ত্রাপি কারণম্ ॥

যদ্যভাবয়তে জন্তুঃ কর্ম্ম কুর্কন বিচক্ষণঃ ।

ভাবানানুরূপেণ ফলনিষ্পত্তিক্রচ্যতে ॥ ১৪

করোতি কর্ম্ম বিধিবদ্ভিনা ভাবনয়া যদি ।

অন্তথা স্মাৎ ফলং সর্কং তন্ত ভাবানুরূপতঃ ॥

তস্মাত্তপো ব্রতং দানং জপযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ

কর্ম্মণামুরূপেণ ফলং দাস্তন্তি ভাবতঃ ।

তস্মাত্তাবানুরূপেণ কর্ম্ম বৈ দাস্ততে ফলম্ ॥

ভাবস্ত ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ সাধ্বিকো রাজসন্তথা ।

তামসস্ত তথা ক্ষেয়ং ফলং কর্ম্মানুসারতঃ ॥ ১৬

ভাবানানুরূপং চেতি বিচিত্রা কর্ম্মণাং স্থিতিঃ ।

তস্মাদিচ্ছানুসারেণ ভাবং কুর্ধ্যাদবিচক্ষণঃ ॥

পশ্চাৎকর্ম্মাপি কর্তব্যং ফলং তত্রাপি তদ্বিধম্ ।

ফলং দদাতি ফলিনাং ফলেচ্ছৈব প্রবর্ততে ॥ ২০

কর্ম্মকারো ন তত্রাস্তি কুর্ধ্যাৎ কর্ম্ম স্বভাবতঃ ।

জ্ঞেয়। ক্রিয়মাণ কর্ম্মের যাহা যাহা সাধন বলিয়া উক্ত হয়, তাহাই—কর্ম্মসিদ্ধি হইলে সেই কৃত কর্ম্মের ও কর্তব্য কর্ম্মের কারণ। বিচক্ষণ জীব কর্ম্ম করিতে করিতে যাহা কিছু ভাবনা করে, সেই ভাবনার অনুরূপই ফলনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। বিনা ভাবনায় যদি বিধানানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করেও, তথাপি তাহার সমস্ত ফলই ভাবানুরূপ অন্তথা হইয়া থাকে। এইজন্যই তপঃ দান ব্রত জপ যজ্ঞাদি সকল ক্রিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠানকালীন ভাবের অনুরূপই ফল দিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্ম ভাবানুরূপই যে ফল দান করে; ইহা নিশ্চিতই বুঝা গেল। ভাব ত্রিবিধ জানিবে,—সাধ্বিক, রাজস ও তামস। ইহাদের ফলও কর্ম্মানু-
সারেই জ্ঞেয়। ভাবানুরূপ হওয়াতেই কর্ম্মের স্থিতিও তিন প্রকার। এ নিমিত্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি অগ্রে ইচ্ছানুসারেই ভাব করিবেন; তার পর কর্ম্মানুষ্ঠানও করিবেন। সেখানেও ফল তদনুরূপই হইবে। ফলবান্ জনগণকে ফলেচ্ছাই ফল দান করে। সে

তদেব চোপদানাদি সদ্ধাদিগুণভেদতঃ ॥ ২১
ভাবাৎ প্রারভতে তদ্ব্যভাবৈঃ কলমবাপ্যতে ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং কৰ্ম চৈব হি কারণম্ ॥ ২২
ভাবস্থিতং ভবেৎ কৰ্ম মুক্তিদং বন্ধকারণম্ ।
স্বভাবানুগুণং কৰ্ম স্বৈচ্ছাবেহ পরত্র চ ।
কলানি বিবিধান্নাহুঃ কৰোতি সমতানুগম্ ॥ ২৩
এক এব পদার্থোহসৌ ভাবৈর্ভেদঃ প্রদৃশ্যতে ।
ক্রিয়তে ভুজ্যতে বাপি তন্মাস্ত্রাবো বিশিষ্যতে
যথাভাবঃ কৰ্ম কুরু যথেষ্পিতমবাঙ্গাসি ॥ ২৫
ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছূহা ঋষেরীক্যঃ বিশ্বামিত্রস্ত ধীমতঃ ।
তপস্তপ্তা বহুকালং তামসং ভাবমাশ্রিতঃ ॥ ২৬
বিশ্বরূপঃ কৰ্ম ভীমং চকার সুরভীষণম্ ।
পশুৎসু ঋষিমুখ্যেষু বার্যমাণোহপি নিত্যশঃ ॥
আত্মকোপানুসারেণ ভীমং কৰ্ম তথাকরোৎ ।
ভীষণে কুণ্ডলাতে তু ভীষণে জাতবেদসি ॥ ২৮

হলে অন্ত কেহ কৰ্মকার নাই । স্বভাবতই
কৰ্ম কৃত হইয়া থাকে । সেই সদ্ধাদি গুণ-
ভেদে স্বভাবই উহার উপাদানাদি জানিবে ।
ভাব হইতে কৰ্মের প্রারম্ভ ও ভাব হইতেই
কল লাভ হয় । ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের
কৰ্মই কারণ । ভাবস্থিত কৰ্মই মুক্তিপ্রদ
বা বন্ধহেতু হইয়া থাকে । অনুষ্ঠিত কৰ্ম
ভাবানুসারে নিজেরই ইহকাল বা পরকালে
সেই ভাবেরই সমতাকারী বিবিধ কল উৎ-
পাদন করে । মূলতঃ ঐ পদার্থ এক হইলেও
“করা, খাওয়া” প্রভৃতি ভাবভেদে বিভিন্ন-
কারে দৃষ্ট হয় মাত্র । অতএব ভাবই
বিশিষ্ট বলিয়া বুঝা যায় । যেমন ভাব,
তেমনি কৰ্ম করিলে যথেষ্পিত ফলও পাইতে
পারিবে । ১—২৫ । ব্রহ্মা বলিলেন,—ধীমান্
বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া বিশ্বরূপ তামস
ভাব আশ্রয় করত বহুকাল তপস্তা করিয়া
সুরভীষণ কৰ্ম সকল করিয়াছিল । সে
ঋষিমুখ্যগণের সাক্ষাতেই বীৰ্য্যমান হইয়াও
আত্মকোপানুসারে সেই সকল ভীম কৰ্ম
করে ।—ভীষণ কুণ্ডলাতে ভীষণ

ভীষণঃ রৌদ্রপুরুষঃ ধ্যাভ্যাত্মানং গুহাশয়ম্ ।
এবং তপস্তমালক্য বাণবাচাশরীরী ॥ ২৯
জটাজুটং বিনাশ্রানং ন চ বৃত্তো ব্যজীয়ত ।
বৃথাশ্রানং বিশ্বরূপো জুহুযাজ্জাতবেদসি ॥ ৩০
স এবেশ্রঃ স বরুণঃ স চ স্ত্রাৎ সর্বমেব চ ।
ভ্যক্তাশ্রানং জটামাত্রং হৃতবান্ বৃজিনোহুতবঃ ।
বৃহ ইত্যাচ্যতে বেদে স চাপি বৃজিনোহুতবৎ ॥
ভীমস্ত মহিমানং কো জানাতি জগদীশিতুঃ ।
সৃজত্যশেষমপি যো ন চ সঙ্গেন লিপ্যতে ॥ ৩২
বিররামেতি সঙ্কীৰ্ত্য সা বাণেনং মুনীশ্বরঃ ।
ভীমেশ্বরং নমস্কৃত্য জম্বুঃ স্বং স্বমথাক্রমম্ ॥ ৩৩
বিশ্বরূপো মহাভীমো ভীমকৰ্ম্মা তথাকৃতিঃ ।
ভীমভাবো ভীমতনুঃ ধ্যাভ্যাত্মানং জুহাব হ ॥ ৩৪
তন্মাত্তীমেশ্বরো দেবঃ পুরাণে পরিপঠ্যতে ।
তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ মুক্তিদং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫

গুহাশয় আত্মাকে ভীষণ রৌদ্র পুরুষাকারে
ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হয় । তাদৃশ তপঃপরায়ণ
বিশ্বরূপকে অশরীরী বাণী বলিল,—“বিশ্ব-
রূপ ! বৃথাই আত্মাকে হোম করিতেছ ; সেই
আত্মাই ইন্দ্র, তিনিই বরুণ, তিনিই সমস্ত ।
তাহাকে জটামাত্র অবশেষ রাখিয়া হোম
করিয়াছ,—সুতরাং উহাতে বৃজিন অর্থাৎ
অথও আত্মাতে খণ্ডবোধ এবং উত্তমাক্র
ব্যতীত নিকৃষ্টাক্রহোম ও সম্পূর্ণ আত্মনিবে-
দনের অভাবরূপ পাপ জন্মিয়াছে ।” জটাজুট
ব্যতীত হোম করাতেই বৃত্তের জন্ম হইল ।
সেই বৃজিনই বৃত্তরূপে বেদে উক্ত হইয়াছে ।
জগদীশ ভীমের মহিমা কে জানে ? যিনি
অশেষ জগৎ সৃজন করিয়াও তাহাতে
আসক্ত হয়েন না । সেই আকাশবাণী এই
বলিয়া বিরত হইলে মুনীশ্বরেরাও স্ব স্ব
আশ্রমে প্রস্থান করলেন । ভীমকৰ্ম্মা,
ভীমাকৃতি, মহাভীম বিশ্বরূপ ভীমভাবে
ভীমতনুকে ধ্যানপূর্বক আত্মাকে হোম
করিয়াছিল । এই কারণে তৎপ্রতি বরদাতা
দেব ‘ভীমেশ্বর’ নামে পুরাণে পরিপঠিত
হইয়া থাকেন । সেখানে জ্ঞান দান মুক্তি-

ইতি পঠাতি শৃণোতি যশ্চ তদ্ব্য
 বিবুধপতিঃ শিবমত্র ভীমরূপম্ ।
 জগতি বিদিতমশেষপাপহারি
 স্মৃতিপদমরণেন মুক্তিদশ্চ ॥ ৩৬
 গোদাবরী তাবদশেষপাপ-
 সমুহহন্ত্রী পরমার্থদাতী ।
 সদৈব সৰ্বত্র বিশেষতঃ
 যজ্ঞানুশাশিঃ সমস্তপ্রবিষ্টা ॥ ৩৭
 স্নাত্বা তু তস্মিন্ স্নকৃতী শরীরী
 গোদাবরীবারিধিসঙ্গমে যঃ ।
 উদ্ধৃত্য ভীষ্মনিরমাদশেষাৎ
 স পূৰ্ব্জান্ যাতি পুরং পুরারেঃ ॥ ৩৮
 বেদান্তবেদ্যঃ যজ্ঞপাসিতব্যঃ
 তদ্ব্রহ্ম সাক্ষাৎ খলু ভীমনাথঃ ।
 দৃষ্টে হি তস্মিন্ন পুনর্বিশক্তি
 শরীরিণঃ সংসৃতিমুগ্রহঃখাম্ ॥ ৩৯

ইতি ত্রীত্বাঙ্গে ঋষিসত্রভীমেশ্বরভীর্থবর্ণনং
 ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

এতৎ ; ইহাতে সংশয় নাই । ঠাহার নামও
 পাপহারি, সেই বিবুধপতি অত্রত্য জগদ্-
 বিদিত ভীমরূপ শিবের এই বৃন্তান্ত ভক্ত
 সহকারে ঠাহারই আশ্রয় লইয়া যে জন পাঠ
 বা শ্রবণ করে, সে ভুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত
 হয় । গোদাবরী সৰ্বত্রই অশেষ পাপসমুহ-
 হন্ত্রী ও মুক্তিদাতী ; বিশেষতঃ—যেখানে
 তিনি অনুশাশিতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন । যে
 স্নকৃতী শরীরী গোদাবরী-বারিধিসঙ্গমে
 স্নান করে, সে, পূৰ্ব্জগণকে অশেষ ভীষ্ম
 নরক হইতে উদ্ধার করিয়া পুরানিপুরে গমন
 করে । যাহা বেদান্তবেদ্য, যাহা উপাসিতব্য,
 সাক্ষাৎ ভীমনাথই সেই ব্রহ্ম । ঠাহাকে
 দেখিলে, শারীরিগণ উগ্রহঃখময় সংসার-
 সন্নীতে আর প্রবেশ করে না । ২৬—৩৯ ।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

স। সঙ্গতা পূৰ্ব্জগণাপতিঃ তং
 গঙ্গা সুরাগামপি বন্দনীয়।
 দেবৈশ্চ সৰ্বৈরজ্জগম্যমানা
 সংস্কৃত্যমানা মুনিভির্ভক্তিঃ ॥ ১
 বশিষ্ঠজাবালিসযাজ্ঞবল্ক্য-
 ক্রতুজিহ্নারোদক্ষমরীচিবিষ্ণবঃ ।
 শাতাতপঃ শৌনকদেবরাত-
 ত্বেশ্বরিবেণ্ডাত্মিমরীচিমুখ্যাঃ ॥ ২
 সুধৃতপাপা মহাগৌতমুদয়ঃ
 সাকৌশিকাস্তদ্রুপর্কতাভাঃ ।
 অগস্ত্যমার্কণ্ডসপিপ্ললাদাঃ
 সগালবা যোগপরায়ণাশ্চ ॥ ৩
 সবামদেবাজিরসোহথ ভার্গবাঃ
 স্মৃতিপ্রবীণাঃ ঋতির্ভিনোজাঃ ।
 সৰ্কে পুরাণার্থবিদো বহুজা-
 স্তে গৌতমীঃ দেবনদীঃ তু গঙ্গা ॥ ৪
 স্তোব্যস্তি মত্ৰৈঃ ঋতিভিঃ প্রতুতৈ-
 হৃদৈশ্চ তুষ্টৈর্মুদিতৈর্ভিনোভিঃ ।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণবন্দনীয়। সেই
 গৌতমী গঙ্গা দেবগণ ও মুনিগণ কর্তৃক
 জুগম্যমানা ও অজুগম্যমানা হইয়া পূৰ্ব্জগণ
 সহ সঙ্গতা হয়েন । বশিষ্ঠ, জাবালি, যাজ্ঞ-
 বল্ক্য, ক্রতু, অজিরা, দক্ষ, মরীচি, বিষ্ণুধি,
 শাতাতপ, শৌনক, দেবরাত, তুত, অশ্বি-
 বেণ্ড, মরীচির সহগামী অত্রি, নিম্পাপ
 গৌতমাদি, বিষ্ণামিত্র, তুহক, পর্কতাঙ্গি মুনি,
 অগস্ত্য, মার্কণ্ড, পিপ্ললাদ, গালবাদি যোগ-
 পরায়ণ মুনিগণ, বামদেব, আজিরস ও
 ভার্গবাদি স্মৃতিপ্রবীণ, ঋতিব্যুৎপন্ন, পুরা-
 ণার্থবেদী বহুজ মুনিগণ সেই দেবনদী
 গৌতমীতে বাইয়া তুষ্টচিত্তে প্রমোদিত-মনে
 ঋতি ও প্রতুত মন্ত্র দ্বারা ঠাহার স্তব

তাং সজতাং বীক্ষ্য শিবো হরিশ্চ
আজ্ঞানমাদর্শয়তঃ মুনিভ্যঃ ॥ ৫
তথামরাস্তৌ পিতৃভিষ্চ দৃষ্টৌ
স্ববন্তি দেবৌ সকলার্তিহারিণৌ ॥ ৬
আদিত্যা বসবো ক্রুদ্রা মরুতো লোকপালকাঃ
কৃতাজ্জলিপুটাঃ সৰ্বৌ স্ববন্তি হরিশঙ্করৌ ॥ ৭
সজমেষু প্রসিক্ষেযু নিত্যং সপ্তসু নারদ ।
সমুজ্জস্ত চ গঙ্গায়া নিত্যঃ দেবৌ প্রতিষ্ঠিতৌ ॥
গৌতমেশ্বর আখ্যাতে যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র মাধবো রময়া সহ ॥ ৯
ব্রহ্মেশ্বর ইতি খ্যাতে মথৈব স্থাপিতঃ শিবঃ ।
লোকানামুপকারার্থমাশ্রয়নঃ কারণান্তরে ॥ ১০
চক্রপাণিরিত খ্যাতঃ স্ততো দেবৈর্বর্যা সহ ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্দেবৈঃ সহ মরুদগণৈঃ ॥ ১১
ঐশ্বর্যতীর্থমিতি খ্যাতঃ তদেব হযমূৰ্দ্ধকম্ ।
হযমূৰ্দ্ধা তত্র বিষ্ণুস্তমূৰ্দ্ধনি সুরা অপি ।

করিয়াছিলেন। সেই গঙ্গাকে সজতা দেখিয়া হরি ও হর তথায় মুনিগণকে নিজ নিজ মূর্তি প্রদর্শন করেন। অমরগণ তদর্শনে পিতৃগণ সহ মিলিত হইয়া সেই সকলার্তিহারী দেবদ্বয়কে স্তব করিয়া ছিলেন। আদিত্য, বসু, মরুৎ ও লোকপাল ইহারা সকলেই তখন কৃতাজ্জলিপুটে সেই হরি ও শঙ্করকে স্তব করেন। নারদ! সমুজ্জ ও গঙ্গার সেই প্রসিদ্ধ সপ্তসজমে সেই দেবদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছেন; যেখানে দেব মহেশ্বর 'গৌতমেশ্বর' নামে আখ্যাত হইলেন; সেই স্থানে মাধব ও রমার সহিত নিত্য সন্নিহিত আছেন। সেখানে ব্রহ্মেশ্বর নামে খ্যাত মৎস্থাপিত শিব আছেন। লোকের উপকারার্থ এবং নিজেরও কোন বিশেষ কারণে আমি উহা স্থাপন করি। তন্নিব সেখানে চক্রপাণি বিষ্ণুও দেবগণ সহ সন্নিহিত আছেন। আমি সমস্ত সুরগণের সহিত তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলাম। সেখানে ঐশ্বর্য তীর্থ নামে তীর্থও আছে, সে তীর্থ 'হযমূৰ্দ্ধক' নামেও প্রসিদ্ধ। সেখানে

সোমতীর্থমিতি খ্যাতঃ যত্র সোমেশ্বরঃ শিবঃ ॥
ঐশ্বর্য সোমশ্রবসো দেবৈশ্চ ঋষিভিস্তথা ।
প্রার্থিতঃ সোম এবাদাবিস্রাজ্যেন্দ্রো পরিশ্রব ॥ ১৩
সপ্ত দিশো নানাসূর্যাঃ সপ্ত হোতার ঋষিভঃ
দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ সোমার্ভিরক্ষ ন
ইন্দ্রায়েন্দ্রো পরিশ্রব ॥ ১৪
যন্তে রাজজুতঃ হবিস্তেন সোমার্ভিরক্ষ নঃ ।
অরাতি বামা নস্তারৌন্মো চ নঃ কিকনামম-
দিন্দ্রায়েন্দ্রো পরিশ্রব ॥ ১৫
ঋষে মরুতঃ স্তোমৈঃ কশ্চপোদ্বর্কয়ন্ গিরঃ ।
সোমং নমস্ত রাজানং যো জজ্ঞে বীক্ধাং পতি-
রিন্দ্রায়েন্দ্রো পরিশ্রব ॥ ১৬
কাকরহং ততো ভিষগুপলপ্রকিণী ননা ।

হযগ্রীব বিষ্ণু বিরাজমান আছেন। তাঁহার সেই মস্তকেই আবার 'অস্তান্ত সুরগণ' আছেন। যেখানে সোমেশ্বর শিব আছেন, তাহা সোমতীর্থ নামে খ্যাত। ১—১২। সোমশ্রবা মুনি ইন্দ্রের নিমিত্ত দেবতা ও ঋষিগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া উক্ত শিবলিঙ্গ প্রদান করেন। তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "হে ইন্দো! তুমি ইন্দ্রের নিমিত্ত পরিশ্রুত হও। সপ্ত দিক্, দ্বাদশসূর্য্য, সপ্ত হোতা ঋষিক—অদিতিনন্দন সপ্ত দেবগণ—ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া হে সোম! আমাদের রক্ষা কর। হে ইন্দো! ইন্দ্রের নিমিত্ত পরিশ্রুত হও। রাজন্! তোমার জন্ত যে হবি পক হইয়াছে, হে সোম! তাহা দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। অরাতিয়া যেন আমাদের নিকট পরিজ্ঞাপ পায় না, আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্যই যেন অপরিমিত হয়। হে ইন্দো! ইন্দ্রের জন্ত পরিশ্রুত হও। হে ঋষে! কশ্চপ, মস্তা-বিকর্ভাদিগের বাক্ সকল স্তোম দ্বারা বর্জিত করিয়াছেন; আমরা সেই সকল দ্বারা যিনি বীক্ধ সকলের পতি হইয়া-ছেন, সেই সোম রাজাকে নমস্কার করি।

নানাধিযো বস্তুযবোহম্ গ। ইব তস্মিমে-

জ্ঞায়েন্দো পরিশ্রব ॥ ১৭

এবমুক্তা চ ঋষিভিঃ সোমং প্রাপ্য চ বজ্রিণে ।

ভেভ্যো দধা ততো যজ্ঞঃ পূর্ণো জাতঃ

শতক্রতোঃ ॥ ১৮

তৎসোমতীর্থমাখ্যাতমাগ্নেয়ং পুরতন্ত তৎ ॥ ১৯

অগ্নিরিষ্টা মহাযজ্ঞে মারাদ্য মনৌষিতম্ ।

সম্প্রাপ্তবান্নং প্রসাদাদহং তত্রৈব নিতাশঃ ॥ ২০

হিতো লোকোপকারার্থং তত্র বিষ্ণুঃ শিবস্তথা

তস্মাদাগ্নেয়মাখ্যাতমাদিত্যং তদনন্তরম্ ॥ ২১

যজ্ঞাদিত্যো বেদময়ো নিত্যমেতি উপাসিতুম্ ।

রূপান্তরেণ মধ্যাহ্নে দ্রষ্টুং মাং শঙ্করং হরিম্ ॥

শিল্পী, আমি, চিকিৎসক ও শিলাফলকে

পেষণকারিণী রমণী—আমরা নানা জনেই

সেই ওষধির ব্যবহার করিয়া থাকি।

একগে আমরা নানাবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও

উত্তম ভাস দেখিয়া গোগণ যেমন স্থির

ভাবে অবস্থান করে, তেমনি তোমার নিমিত্ত

রহিয়াছি। হে ইন্দো! তুমি পরিস্কৃত

হও। ইন্দ্রের যজ্ঞকালে সেই ঋষি অস্তুস্ত

ঋষিগণসহ এইরূপে স্তব করিয়া সোম প্রাপ্ত

হয়েন এবং তাহা ঋষিগণকে ও ইন্দ্রকে

পরিবেশন করিয়া দেন। তাহাতে শত-

ক্রতুর সেই ক্রতু পূর্ণ হয়। উহাই সোম

তীর্থ নামে আখ্যাত হয়। তাহার পুরো-

ভাগে আগ্নেয় তীর্থ; ঐ স্থানে অগ্নি

আমাকে মহাযজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করিয়া

মৎপ্রসাদে মনৌষিত প্রাপ্ত হয়েন। সেখানে

লোকোপকারার্থ আমি, বিষ্ণু ও শিব নিত্যই

অবস্থিত আছি। সেইজন্ত উহাকে আগ্নেয়

তীর্থ বলা যায়। তাহার পর আদিত্যতীর্থ।

সেখানে বেদময় আদিত্য আমাকে শঙ্করকে

ও হরিকে দর্শনপূর্বক উপাসনা করিবার

জন্ত নিত্যই মধ্যাহ্নকালে রূপান্তর পরি-

গ্রহ করিয়া আগমন করেন। তথায়

মধ্যাহ্নকালে সকল জনকেই সদা নমস্কার

করা কর্তব্য, কারণ, সবিভা যে কোনরূপে

নমস্কার্যস্তত্র সদা মধ্যাহ্নে সকলো জনঃ ।

রূপেণ কেন সবিভা সমায়াতীত্যনিশ্চয়াৎ ॥ ২১

তস্মাদাদিত্যমাখ্যাতং বাহস্পত্যমনন্তরম্ ।

বৃহস্পতিঃ সুরৈঃ পূজাঃ তস্মাত্তীর্থাদবাপ হ ॥

ঐজে চ যজ্ঞান্বিবিধান্বাহস্পত্যং ততো বিহঃ

তত্তীর্থস্বরগাদেব গ্রহশান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২৫

তস্মাদপ্যপরং তীর্থমিল্লগোপে নগোত্তমো ।

প্রতিষ্ঠিতং মহালিঙ্গং কস্মিন্শ্চৎকারণান্তরে ।

হিমালয়েন তত্তীর্থমদিতীর্থং তদ্ব্যচ্যতে ।

তত্র জ্ঞানঞ্চ দানঞ্চ সর্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ২৭

এবং সা গৌতমী গঙ্গা ব্রহ্মাদ্রেচ্চ বিনিঃসৃত্য ।

যাবৎসাগরগা দেবী তত্র তীর্থানি বানিচিৎ ।

সঙ্কেপেণ ময়োক্তানি রহস্তানি শুভানি চ ॥

বেদে পুরাণে ঋষিভিঃ প্রসিদ্ধা

যা গৌতমী লোকনমস্কৃতা চ ।

বভুঃ কথং তামতিসুপ্রভাবা-

মশেষতো নারদ কস্ত শক্তিঃ ॥ ২৯

আগমন করেন তাহার ত কোন নির্ণয়

হয় না। ১৩—২২। সেই জন্ত ঐ তীর্থ

আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। তারপর বাহস্পত্য

তীর্থ। ঐ তীর্থে বৃহস্পতি সুরগণসহ পূজা

প্রাপ্ত হয়েন। সেই হইতে উহা বাহস্পত্য

বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ঐ তীর্থের

স্বরগ মাতেই গ্রহশান্তি হয়। তাহার পর

ইল্লগোপ নগোত্তমে আর একটি তীর্থ

আছে। কোনও কারণে হিমালয় কর্তৃক

ঐ স্থানে একটি মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। উহা ইন্দ্রতীর্থ বলিয়া উল্লিখিত

হয়। সেখানে জ্ঞান-দান শুভ ও সর্বকামপ্রদ।

সেই গৌতমীগঙ্গা এইভাবে ব্রহ্মাদ্রি হইতে

বিনিঃসৃত্য হইয়া সাগর পর্যন্ত গিয়াছেন;

তাহার মধ্যে যত তীর্থ আছে, সংক্ষেপে সেই

সকলের মধ্যে গোপনীয় ও শুভ কতিপয়

তীর্থেরই উল্লেখ করিলাম। যে গৌতমী

গঙ্গা বেদে ও পুরাণে ঋষিগণ কর্তৃক

প্রসিদ্ধা ও লোকনমস্কৃতা হইয়াছেন,

নারদ! সেই অতি সুপ্রভাবা গৌতমী-

ভক্ত্যা প্রবৃত্তস্ত যথাকথঞ্চি-

স্নেহাপরাধোহস্তি ন সংশয়োহত্র ।

তস্মাক্ষ দিষ্টাত্মমতিপ্রয়াসাৎ

সংস্থচিতং লোকহিতায় তস্তাঃ ॥ ৩০

কন্তস্তাঃ প্রতিতীর্থন্ত প্রভাবঃ বক্রুমীশ্বরঃ ।

অপি লক্ষ্মীপতিবিকুরলঃ সোমেশ্বরঃ শিবঃ ॥

কচিৎ কস্মিংশ্চ তীর্থানি কালযোগে ভবন্তি হি

গণবন্তি মহাপ্রাজ্ঞ গোতমৌ তু সদা নৃণাম্ ॥ ৩২

সর্বত্র সর্বদা পুণ্যা কো যন্তা গুণকীৰ্ত্তনম্ ।

বক্রুং শক্তস্ততস্তনৈ নম ইত্যেব যুক্ত্যতে ॥

ইতি জীজ্ঞাক্ষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমবর্ণনং নাম

চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়

নারদ উবাচ ।

জিহ্মৈবত্যাঃ সুরেশান গঙ্গাং ক্রমে সুরেশ্বর ।

ব্রাহ্মণেনাক্রুতাং পুণ্যাং জগতঃ পাবনীঃ শুভাম্

গঙ্গাকে অশব্দরূপে বর্ণন করিতে কাহার শক্তি হয় ? ভক্তিবশতঃ প্রবৃত্ত জনের যথাকথঞ্চিৎ বর্ণনেও অপরাধ হয় না; সেই হেতু লোকহিত নিমিত্ত সেই অতি প্রিয়া গোতমীর একাংশ মাত্র প্রকাশ করিলাম । তাঁহার প্রত্যেক তীর্থ বর্ণন করিতে কে সক্ষম ? লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু বা সোমেশ্বর শিবও কি পারেন ? হে মহাপ্রাজ্ঞ ! কচিৎ কোনও স্থল, বিশেষ বিশেষ কালের যোগে প্রভাববান্ হইয়া থাকে; গোতমী কিন্তু নরগণের সদা সখ্য পুণ্যজননী । ইহার গুণ কীৰ্ত্তনে কে সক্ষম ? অতএব তাঁহাকে নমস্কার করাই শ্রেয়ঃ । ২০—৩০ ।

চতুঃসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে সুরেশ্বর ! ব্রাহ্মণ কর্তৃক আনীতা সেই শুভা পুণ্যা জগৎপাবনী

আদিমবাসানে চ উভয়োস্তীরয়োঃপি ।

যা ব্যাপ্তা বিষ্ণুনেশেন ত্রয়া চ সুরসত্তম ।

পুনঃ সত্বক্ষেপতো ব্রহ্মি ন মে তৃপ্তিঃ প্রজায়তে

ব্রহ্মোবাচ ।

কমণ্ডলুস্থিতা পূৰ্ণং ততো বিষ্ণুপদানুগা ।

মহেশ্বরজটাজুটে স্থিতা সৈব নমস্কৃতা ॥ ৩

ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবেণ শিবমারাধ্য যত্নতঃ ।

ততঃ প্রাপ্তা গিরিঃ পুণ্যঃ ততঃ পূৰ্ণার্ণবঃ প্রতি

আগত্য সঙ্গতা দেবী সৰ্ব্বতীর্থময়ী নৃণাম্ ।

ঈপ্সিতানাং তথা দাত্রী প্রভাবোহস্তা

বিশিষ্যতে ॥ ৫

এতস্তা নাধিকং যন্তে কিঞ্চিত্তীর্থং জগজ্জয়ে ।

অস্তাশ্চৈব প্রভাবেণ ভাব্যঃ যচ্চ মনঃস্থিতম্ ॥

অগাপ্যাত্মা চি মাগাহ্যাত্ বক্রুঃ কৈশ্চিন্ন শক্যতে

ভক্তিতো বন্ধাতে নিত্যং যা ব্রহ্ম পরমার্থতঃ

তস্তাঃ পরতরং তীর্থং ন স্তাদিতি মতির্নম্ ।

গঙ্গার বিষয় বলিলেন; কিন্তু আদি, মধ্য ও অবসানে—বিষ্ণু, আপনি ও সুরসত্তম ঈশান উভয় তীরেই যে সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন, সকল পুনরায় সংক্ষেপে তাহা বলুন । আমার তৃপ্তি জন্মিতেছে না । ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গাদেবী প্রথমে আমার কমণ্ডলুতে ছিলেন, পরে বিষ্ণুপদানুগা হইলেন; তারপর মহেশ্বর জটাজুটে বাস করেন । পরে শিবের আরাধন করিয়া ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে সেই লোকনমস্কৃতা দেবী পুণ্য ব্রহ্মগিরি প্রাপ্ত হইলেন । পরে তথা হইতে পূৰ্ণার্ণবের দিকে যাইয়া তৎসহ মিলিত হইলেন । তিনি সৰ্ব্বতীর্থময়ী এবং নরগণের ঈপ্সিতা নচয়ের দাত্রী; এবং বিশিষ্ট প্রভাববতী জানিবে । ইহা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ তীর্থ জগৎজয়ে আর আছে বালম্বা মনে হয় না । ইহার প্রভাবে মনে যাহাই ভাবা যায়, তাহাই সফল হইয়া থাকে । ইহার মাগাহ্য অতাপি কেহ বলিতে শক্ত হয় না । পরমার্থতঃ পরব্রহ্ম জানেন ইনি ভক্তিসহকারে বন্দিত

অন্ততীৰ্ধেন সাধৰ্ম্যং ন যুজ্যেত কথঞ্চন ॥ ৮
 অহা মদ্যাক্যপীযুষৈৰ্গজায়া গুণকীৰ্ত্তনম্ ॥ ৯
 সৰ্ব্বাঃ ন মতিঃ কস্মাস্তজৈবোপরতিঃ গতা ।
 ইতি ভাতি বিচিত্রং মে মূনে খলু জগত্ৰয়ে ॥ ১০
 নারদ উবাচ ।

ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং স্বঃ বেত্তা চোপদেশকঃ ।
 ছন্দাঃসি সৰহস্তানি পুরাণস্মৃতয়োহপি চ ॥ ১১
 ধৰ্ম্মশাস্ত্রাণি যচ্চান্তত্বব বাক্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 তীৰ্থানামথ দানানাং যজ্ঞানাং তপসাং তথা ॥
 দেবতামন্ত্রসেবানামধিকং কিং বদ প্রভো ।
 যদ্ব্যসে ভগবন্ ভক্ত্যা তথা ভাব্যং ন চান্তথা
 এতন্মে সংশয়ঃ ব্রহ্মন্ বাক্যাস্বঃ ছেদুমহঁসি ।
 ইষ্টং মনোগতং অহা তস্মাদ্বিশ্বম্যমাগতঃ ॥ ১২
 ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি সৰহস্তাং ধৰ্ম্মমুক্তমম্ ।
 চতুর্কিধানি তীৰ্থানি ভাবন্ত্যেব যুগানি চ ॥ ১৩
 গুণাশ্রয়শ্চ পুরুষাশ্রয়ো দেবাঃ সনাতনঃ ।

হয়েন । ইহা অপেক্ষা পরতরতীৰ্থ আর
 হইবে না ; আমার এমনই মনে হয় । উহার
 অস্ত্র তীৰ্থ সহ সাধৰ্ম্য কোন মতেই উপযুক্ত
 হয় না । মূনে ! জগত্ৰয় মধ্যে মদীয় বাক্য-
 পীযুষ দ্বারা গজার গুণকীৰ্ত্তি শ্রবণে সকলেরই
 মতি উহাতেই উপশান্ত হয় না কেন ?
 আমার মনে ইহা বিচিত্র বোধ হয় । ১—২ ।
 নারদ বলিলেন,—আপনি ধৰ্ম্মার্থকাম-
 মোক্ষের বেত্তা ও উপদেশক ; সৰহস্তা ছন্দঃ,
 পুরাণ, স্মৃতি, ধৰ্ম্মশাস্ত্র, ইত্যাদি আপনার
 বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত । তীৰ্থ দান যজ্ঞ তপস্বী
 এবং দেবতা-মন্ত্রের সাধন ইত্যাদি কার্যের
 মধ্যে হে প্রভো ! কোন কার্যটি সৰ্ব্বা-
 পেক্ষা প্রধান ? ভগবন্ ! আপনি যেমন
 বলিয়াছেন, সে সকলের কলও তেমনিই
 হইবে, নিশ্চিত । ব্রহ্মন্ ! আমার এই
 সংশয় ছেদন করিয়া দিউন । আপনার
 মনোগত ইষ্ট গোতমীমাহাত্ম্য শুনিয়া আমি
 বিস্মিত হইয়াছি । ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ !
 উক্ত ধৰ্ম্ম সৰহস্তা বলিতেছি । তীৰ্থ চতুর্কিধ

বেদান্ত স্মৃতিতিৰ্যুক্ষাশ্রয়ন্তে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥
 পুরুষার্থাশ্চ চত্বারো বাণী চাপি চতুর্কিধা ।
 গুণা হপি তু চত্বারঃ সমবেদনেতি নারদ ॥ ১৬
 সৰ্ব্বত্র ধৰ্ম্মঃ সামান্তো যতো ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ।
 সাধ্যসাধনভাবেন স এব বহুধা মতঃ ॥ ১৭
 তস্মাশ্রয়শ্চ দ্বিবিধো দেশঃ কালশ্চ সৰ্ব্বদা ।
 কালশ্রয়শ্চ যো ধৰ্ম্মো হীয়তে বর্জ্যতে সদা ॥ ১৮
 যুগানামমুরূপেণ পাদঃ পাদোহস্ত হীয়তে ।
 ধৰ্ম্মশ্চেতি মহাপ্রাজ্ঞ দেশোপেক্ষা তথোভয়ম্ ॥
 কালেন চাশ্রিতো ধৰ্ম্মো দেশে নিত্যঃ

প্রতিষ্ঠিতঃ ।

যুগেযু কীয়মাণেষু ন দেশেষু স হীয়তে ॥ ২০
 উভয়ত্র বিহীনে চ ধৰ্ম্মস্তা দ্ভাবতা ।
 তস্মাদেশাশ্রিতো ধৰ্ম্মশ্চতুৰ্দ্ভূতঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥
 স চাপি ধৰ্ম্মো দেশেষু তীর্থরূপেণ তিষ্ঠতি ।
 কৃতে দেশক কালক ধৰ্ম্মোহবষ্টত্য তিষ্ঠতি ॥ ২২

এবং যুগও সেইকণ্ঠী । তিনটি গুণ তিনটি
 পুরুষ, তিনটি সনাতন দেব । স্মৃতিসহ বেদ
 চতুর্কিধ কীৰ্ত্তিত হয় । পুরুষার্থও চারিটি ।
 বাণীও চতুর্কিধা । সমবেদর সহিত গুণও
 চতুর্কিধ । নারদ ! ধৰ্ম্ম সৰ্ব্বত্রই সামান্ত ভাবে
 বর্জমান, যেহেতু ধৰ্ম্ম সনাতন । কিন্তু উহাই
 আবার সাধ্যসাধনভাবে বহুধা বিবীকৃত
 হয় । উহার আশ্রয়ও সৰ্ব্বদা দ্বিবিধ ;—দেশ
 ও কাল । যে ধৰ্ম্ম কালশ্রয়, তাহা সদাই
 হীন এবং বর্জিত হইয়া থাকে । ধৰ্ম্ম যুগাশ্র-
 য়ে পাদপ্রমাণে হীন হইয়া থাকে । হে
 মহাপ্রাজ্ঞ ! উহার দেশোপেক্ষাও সেইরূপ
 জানিবে । দেশ ও কাল—এতদুভয়ই ধৰ্ম্মের
 অবলম্বন । ধৰ্ম্ম কালের আশ্রয়ে থাকিয়া
 নিত্যই দেশে প্রতিষ্ঠিত থাকেন । যুগ সকল
 কীয়মাণ হইলেও দেশে সেই ধৰ্ম্ম কীণ
 হয় না । কাল ও দেশ উভয়ই কীয়মাণ
 হইলেত ধৰ্ম্মের অভাবই ঘটিয়া উঠে ।
 সুতরাং দেশাশ্রিত ধৰ্ম্ম চতুৰ্দ্ভূত সুপ্রতিষ্ঠিত
 থাকেন । ১০—২১ । দেশেতে সেই ধৰ্ম্ম
 তীর্থরূপে অবস্থিত আছেন । কৃতযুগে ধৰ্ম্ম

দ্রোণায়ঃ পাদদ্বীনেন ন তু পাদঃ প্রদেশতঃ ।
 যাপরে চার্কতঃ কালে ধর্মো দেশে সমাহিতঃ
 কলৌ পাদেন চৈকেন ধর্মশ্চলতি সঙ্কটম্ ।
 এবংবিধঃ তু যো ধর্মঃ বেত্তি তন্ত ন হীমতে ।
 যুগানামহুতাবেন জাতিভেদাচ্চ সংহিতাঃ ।
 গুণেভ্যো গুণকর্তৃভ্যো বিচিৎস্য ধর্মসংহিতিঃ ।
 গুণানামহুতাবেন উক্তবাভিতবৌ তথা ।
 তীর্থানামপি বর্ণানাং বেদানাং স্বর্গমোকযোঃ ।
 তাদৃগুপপ্রবৃত্ত্যা তু তদেব চ বিশিষ্যতে ।
 কালোহতিব্যঞ্জকঃ প্রোক্তো দেশোহতিব্যঙ্গ্য
 উচ্যতে ॥ ২৭

যদা যদা অভিব্যক্তিঃ কালো ধত্তে তদা তদা ।
 তদেব ব্যঞ্জনং ব্রহ্মস্বাস্থ্যাস্থ্যত্র সংশয়ঃ ॥
 যুগানুরূপা মুক্তিঃ স্তাদেবানাং বৈদিকী তথা ।
 কর্মণামপি তীর্থানাং জাতীনাং মামস্ব তু ॥ ২৮
 ত্রিদৈবত্যাঃ সত্যযুগে তীর্থং লোকেষু পূজ্যতে

দেশ ও কাল উভয় আশ্রয় করিয়াই বিরাজিত
 থাকেন । দ্রোণায় দেশবিশেষে এক পাদ
 হীন হইয়া পড়েন । যাপরকালে অর্কদেশে
 দুই পাদ হীন হইয়া থাকেন ; আর কলিতে
 এক পদে থাকিয়া অতি কষ্টে বিচরণ
 করেন । যিনি ধর্মকে এই প্রকারে
 জানেন, তাঁহার ধর্ম কখনই হীন হয় না ।
 যুগচতুষ্টয়ের প্রভাবে গুণ ও গুণধার
 জীবচর হইতে জাতিভেদও প্রতিষ্ঠিত হই-
 য়াছে । ধর্মের সংহিতি বিচিৎস্য । তীর্থ, বর্ণ,
 বেদ, স্বর্গ ও মোক্ষাদির উক্তব ও অভিভব,
 গুণানুভাবেই ঘটে । গুণগণের প্রবৃত্তি-তার-
 তম্যেই স্থানে স্থানে তাদৃশ বিশিষ্টতা দৃষ্ট
 হয় । কালই উহার অভিব্যঞ্জক, দেশ অভিব্যঙ্গ্য
 বলিয়া উক্ত হয় । কাল যখন অভিব্যক্তিকে
 ধারণ করে, তখনই সেই কাল হইতে
 দেশবিশেষে পদার্থের ব্যঞ্জন হইয়া থাকে ।
 ইহাতে সংশয় নাই । কর্ম, তীর্থ, জাতি ও
 আশ্রয়—এ সকলের এবং দেবতাদিগেরও
 যুগানুসারেই বৈদিকী বিভিন্ন মুক্তি প্রকটিত
 হয় । সত্যযুগে লোকে তীর্থ সকল ত্রিদৈবত্যা
 (ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতার আশ্রয়)

ত্রিদৈবত্যাঃ যুগেহস্তমিন্ যাপরে চৈকদৈবিকম্
 কলৌ ন কিঞ্চিৎক্লেমমখাতদপি তক্ষণ ॥ ৩১
 দৈবং কৃতযুগে তীর্থং দ্রোণায়ামানুরঃ বিহঃ ।
 আর্ষক যাপরে প্রোক্তং কলৌ মাহুযমুচ্যতে ।
 অখাতদপি বক্ষ্যামি শৃণু নারদ কারণম্ ।
 গোতম্যাঃ যযয়া পৃষ্টং তন্তে বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ
 যদা চেয়ঃ হরশিরঃ প্রাপ্তা গঙ্গা মহায়ুনে ।
 তদা প্রভৃতি সা গঙ্গা শতোঃ প্রিয়তরাতবৎ ।
 তদেবম্ভ মতং জাহ্নবা গজবক্রমুবাচ সা ।
 উমা লোকত্রয়েশানা মাতা চ জগতো হিতা ।
 শাস্তা ক্ষতিরিতি খ্যাতা কৃতিমুক্তিপ্রদায়িনী ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

তন্মাকুর্বচনং শ্রুয়া গজবক্রোহত্যভাষত ॥ ৩৬
 গজবক্র উবাচ ।
 কিং কৃত্যং শাধি মাং মাতস্তৎকর্তাহমসংশয়ম্
 ব্রহ্মোবাচ ।

উমা স্তুতমুবাচেদং মহেশ্বরজটাহিতা ।

এবং পূজিত হয় । দ্রোণায়ুগে উহার ত্রি-
 দৈবত্যা, আর যাপরে একদৈবত্যা জানিবে ।
 কলিতে কোন তীর্থেই কোন দেবতার অমু-
 ভব হয় না । আরও শুন,—কৃতযুগে দৈব
 তীর্থ, দ্রোণায় অসুর তীর্থ, যাপরে আর্ষ
 তীর্থ এবং কলিতে মাহুয তীর্থ । নারদ !
 অতঃপর আরও কারণ বলিতেছি । গোতমী
 বিষয়ে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া-
 ছিলে, তাহাই তোমাকে বিস্তরক্রমে
 কহিতেছি । শ্রবণ কর । মহায়ুনে । গঙ্গা
 যখনই হরশিরঃ প্রাপ্ত হইলেন, সেই হই-
 তেই তিনি শতুর প্রিয়তরা হলেন । শিবের
 সেই মনোভাব জানিতে পারিয়া কৃতিমুক্তি
 প্রদায়িনী, শাস্তা, ক্ষতি বলিয়া প্রসিদ্ধা, জগ-
 তের হিত-সাধিনী লোকত্রয়েশানী, মাতা
 উমা দেবী গজবক্রকে সেই কথা বলিলেন ।
 তাহাতে গজানন বলিলেন,—মাতঃ ! কি কহা
 কর্তব্য, আমাকে তাহা উপদেশ করুন,
 আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব । তদন্তরে দেবী
 উমা পুত্রকে বলিলেন—গঙ্গা সত্য সত্যই

অয়াবত্যাং গঙ্গা সত্যমীশপ্রিয়া সতী ॥ ৩৮

পুনশ্চৈশস্ত্র চিত্তমধ্যান্তে সর্বদা স্মৃত ।

শিবো যত্র সুরাস্ত্র তত্র বেদাঃ সনাতনাঃ ॥ ৩৯

তত্রৈব ঋষয়ঃ সর্কে মনুষ্যাঃ পিতরস্তথা ।

তস্মান্নিবর্ত্তয়েশানং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৪০

তস্মা নিবর্ত্তিতে দেবে গঙ্গায়াঃ সর্ব এব হি ।

নিবৃত্তান্তে ভবিষ্যন্তি শৃণু চেদং বচো মম ॥

নিবর্ত্তয় ততস্তস্মাঃ সর্বভাবেণ শঙ্করম্ ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ ।

মাতৃস্বপ্নচনং ব্রহ্মা পুনরাহ গণেশ্বরঃ ॥ ৪২

গণেশ্বর উবাচ ।

নৈব শক্যঃ শিবো দেবো ময়া তস্মা নিবর্ত্তিতুম্

অনুযুক্তে শিবে তস্মা দেবা অপি নিবর্ত্তিতুম্ ।

ন শক্যা জগতাং মাতরথাক্ষচাপি কারণম্ ॥

গঙ্গাবতারিতা পূর্বে গোতমেন মহাশয়না ।

ঋষিণা লোকপূজ্যেন ত্রৈলোক্যাহিতকাৰিণা ॥

সামোপায়েন তদ্বাক্যং পূজ্যেন ব্রহ্মতেজসা ।

ঈশের অতীবাশ্রিতা হইয়া তদীয় জটায় বাস

করিতেছেন । তুমি তাঁহাকে অবতারিত

কর । পুত্র ! ঈশ সেই গঙ্গাতেই চিত্ত বিম্বস্ত

করিয়া রহিয়াছেন ; যেখানে শিব, সেখানেই

সুরগণ, সনাতন বেদ সকল, সমস্ত ঋষি,

পিতৃ ও মনুষ্যগণ অবস্থান করেন, অতএব

দেবদেব মহেশ্বর ঈশানকে নিবর্ত্তিত কর ।

সেই দেব উক্ত গঙ্গা হইতে নিবৃত্ত হইলে

অস্তান্ত সকলেই নিবৃত্ত হইবে । অতএব

সর্বভাবে শঙ্করকে সেই গঙ্গা হইতে নিবর্ত্তিত

করা কর্ভবা । আমার এষ্ট কথা শুন ।

২২—৪১ : ব্রহ্ম বলিলেন,—মাতার সেই

বচন শ্রবণে গণেশ্বর পুনরায় বলিলেন,—দেব

শিবকে সেই গঙ্গা হইতে নিবর্ত্তিত করা

আমার সাধ্য নহে । তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে

না পারিলে অপরাপর দেবগণকেও নিবৃত্ত

করার শক্তি নাই । হে জগন্নাথ ! আরও

কারণ শুন ।—পূর্বকালে লোকপূজ্য

ত্রৈলোক্যাহিতকারী মহাত্মা গোতম ঋষি

ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে সামোপায়-সমবিত্ত বচনা-

আরাধয়িত্বা দেবেশং তপোভিঃ স্ততিভির্ভবম্

তুষ্টেন শঙ্করেণেদমুক্তোহসৌ গোতমস্তদা ॥

শঙ্কর উবাচ ।

বরানুবরয় পুণ্যাংশ্চ প্রিয়াংশ্চ মনসেপি তান্ ।

যদ্যদিচ্ছসি তৎসর্বং দাতা তেহদ্য মহামতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তঃ শিবেনাসৌ গোতমো যদ্যি শৃণতি ।

ইদমেব তদোবাচ সজটাং দেহ শঙ্কর ।

গঙ্গাং মে যাচতে পুণ্যাং কিমন্তোন বরেণ মে

ব্রহ্মোবাচ ।

পুনঃ প্রোবাচ তং শঙ্কুঃ সর্বলোকোপকারকঃ ॥

শঙ্করুবাচ ।

উক্তং ন চাশ্বনঃ কিংকৃতস্মাদ্যাচম্য ত্বকরম্ ॥ ৫০

ব্রহ্মোবাচ ।

গোতমোহদীনসবস্তঃ ভবমাহ কৃতাজলিঃ ॥ ৫১

গোতম উবাচ ।

এতদেব চ সর্কেষাং ত্বকরং তব দর্শনম্ ।

ময়া তদদ্য সম্প্রাপ্তং কৃপয়া তব শঙ্কর ॥ ৫২

বলীদ্বারা বিবিধ স্ততি ও তপস্যা করিয়া

দেবেশ ভবের আরাধনা করিলে শঙ্কর তুষ্ট

হইয়া গোতমকে এই বলিলেন যে,—মহা-

মতে । তুমি পুণ্য প্রিয় মনোবাঞ্ছিত বর সকল

গ্রহণ কর । যাহা যাহা ইচ্ছা কর, সেই

সমস্তই অম্ব প্রদান করিতেছি । ব্রহ্মা

বলিলেন,—শিব যখন সেই গোতমমুনিকে

এইরূপ বলেন তখন আমি তাহা শুনিতে-

ছিলাম । সেই গোতম বলিলেন,—আমি

আপনার জটমধ্যগতা পুণ্য গঙ্গাকে প্রার্থনা

কর ; হে শঙ্কর ! আমার অম্ব বরে কি

প্রয়োজন ? ব্রহ্মা বলিলেন,—সর্বলোকো-

পকারক শঙ্কু পুনরায় বলিলেন,—তুমি

নিজের জম্ব কিছুই যাচন কর নাই ;

সুতরাং নিজের জম্ব কিছু ত্বকর বর প্রার্থনা

কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—অদীনসব গোতম

তখন কৃতাজলি হইয়া ভবকে কহিলেন,—

হে শঙ্কর ! অম্ব যে আপনার কৃপাবশে

দর্শন পাইয়াছি, ইহাই ত সকলের পক্ষে

স্মরণাদেব তে পশ্যাত্ত কৃতকৃত্য মনৌষিগঃ ।
ভবন্তি কিং পুনঃ সাক্ষাৎস্মি দৃষ্টে মহেশ্বরে ॥৫৩
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তে গোতমেন ভবো হর্ষসমম্বিতঃ ।
জ্ঞাপায়ুপকারার্থং লোকানাং যাচিতং ত্বয়া ॥৫৪
ন চান্মনো মহাবুদ্ধে যাচেত্বাহ শিবো দ্বিজম্ ।
এবম্প্রোক্তঃ পুনরিত্যো ধনাত্মা প্রাহ শিবঃ
তথা ॥ ৫৫

বিনীতবদদীনায়া শিবভক্তিসমম্বিতঃ ।
সর্বলোকোপকারায় পুনর্যচি ত্বানিদম্ ।
শৃণু স্ত্ব লোকপালেষু জগাদ্দেশং স গোতমঃ ॥
গৌতম উবাচ ।

যাবৎসাগরগা দেবী নিমৃষ্টা বঙ্গনো গিরেঃ ।
সর্বত্র সর্বদা তস্তাঃ স্মৃতবাঃ বৃষভধ্বজ ॥ ৫৬
ফলেপ্সুনাং ফলং দাতা ইমেব জগতঃ প্রভো
তীর্থান্ভ্রাতানি দেবেশ কাপি কাপি শুভানি চ
যত্র তে সন্নিধিনিভ্যঃ তদেব সুখমং বিদুঃ ।

জুহুর । আপনাব পদদ্বয় স্মরণেই মনৌষিগণ
কৃতকৃত্য হয়েন, সাক্ষাৎ আপনাকে দেখিলে
যে কি ফল, তাহা আর কি বলিব ? ৪২—৫৩।
ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম এই কথা বলিলে
দেব ভব হৃষ্ট হইয়া কহিলেন,—হে
মহাবুদ্ধে ! তুমি লোকত্রয়ের উপকারার্থেই
যাচনা করিলে, কিন্তু নিজের জন্মও কিছু
প্রার্থনা কর । শিব সেই দ্বিজকে এই কথা
কহিলে অদীনায়া, শিবভক্তি-সমম্বিত সেই
বিপ্র পুনরায় চিন্তা করিয়া সর্বলোকের উপ-
কারার্থ লোকপালগণের গোচরে এইরূপ
যাচনা করিলেন । গৌতম বলিলেন,—হে
বৃষভধ্বজ ! ব্রহ্মগিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া
গঙ্গাদেবী যে যে স্থান দিয়া সাগরে গমন
করিয়াছেন, আপনি সর্বদা উহার সর্বত্র
অবস্থান করিবেন । হে প্রভো ! তুমিই
ফলেপ্সুদিগের ফলদাতা । হে দেবেশ !
কোন কোন স্থানে কোন কোন শুভ তীর্থ
থাকিলেও তোমার যেখানে সন্নিধান
থাকিলে, সেই তীর্থেই শুভপ্রদ হইবে ।

যত্র গঙ্গা ইয়া দত্তা জটামুকুটসংস্থিতা ।
সর্বত্র তব সন্নিধ্যাৎ সর্বতীর্থানি শঙ্কর ॥ ৫২
ব্রহ্মোবাচ ।

তদগৌতমবচঃ শ্রুত্বা পুনঃস্বাচ্ছিবোহব্রবীৎ ॥৬০
শিব উবাচ ।

যত্র কাপি চ যৎকিঞ্চিদ্যো বা ভবতি ভক্তিতঃ
যাত্রাং জ্ঞানমথো দানং পিতৃণাং বাপি তর্পণম্ ॥
শ্রবণং পঠনং বাপি স্মরণং বাপি গৌতম ।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা গোদাবরীয়া যতব্রতঃ
সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বী সৈশলবনকাননং ।
সরস্বা সৌমধী রম্যা সার্ববা ধর্মভূষিতা ॥ ৬৩
দহা ভবতি যো ধর্ম্যঃ স ভবেদগৌতমীশ্বরেঃ ।
এবংবিধা ইলা বিপ্র গোদানাদ্যাভিধীয়তে ॥
চন্দ্রসূর্যাগ্রহে কালে মৎসন্নিধ্যে যতব্রতঃ ।
ভূভুতে বিদবে ভক্ত্যা সর্বকালং কৃত্য সুধীঃ
গাঃ সুন্দরাঃ সবৎসান্চ নঙ্গমে লোকবিশ্রুতে ।
যো দদাতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তত্র যৎপুণ্যমাপুয়াৎ ॥৬৬

হে শঙ্কর ! আপনি যেখানে আমাকে জটী-
মুকুট-সংস্থিতা গঙ্গাকে প্রদান করিয়াছেন,
সেইস্থানে আপনার সন্নিধ্যা হেতু সর্বকালেই
যেন সর্বতীর্থ বর্তমান থাকে । ৫৪—৫৯ ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতমের সেই বচন
শ্রবণে শিব হর্ষ সহকারে পুনরায় বলিলেন,—
হে গৌতম ! গোদাবরীতে যে কোন স্থানে
নর ভক্তি সহকারে জ্ঞান, দান, যাত্রা,
পিতৃতর্পণ, শ্রবণ, পঠন, স্মরণাদি যে
কোন কর্মই যতব্রত হইয়া করে, শৈল
বন-কানন-সমষ্টি, সরস্বা ওষধিসম্বিতা
সার্ববা, ধর্মভূষিতা, সপ্তদ্বীপবতী রম্যা পৃথিবী-
দানে যে ধর্ম্য হয়, সে তাহাই প্রাপ্ত হয় ।
বিপ্র ! সেই ব্রহ্মাগারে মৎসন্নিধানে এ-
বিধা পৃথিবীকে ভক্তিসহকারে চন্দ্রসূর্য্যের
গ্রহণকালে যতব্রত হইয় যে জন বিষ্ণুকে
দান করে, সেই সুধী ব্যক্তি যে কোন
কালেই গৌতমী স্মরণেও তত্তুল্য ফল
লাভ করে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! লোকবিশ্রুত
নঙ্গমতীর্থে সুন্দর সবৎসা গাভী দান

তস্মাদ্বরং পুণ্যমেতি জ্ঞানদানাদিনা নরঃ ।
গৌতম্যাং বিশ্ববন্দ্যয়াং মহানন্দ্যাস্ত ভক্তিতঃ ॥
তস্মাদগোদাবরী গঙ্গা স্মৃতা নীতা ভবিষ্যতি ।
সৰ্বপাপক্ষয়করী সৰ্বাভীষ্টপ্রদায়িনী ॥ ৬৮

গণেশ্বর উবাচ ।

এতচ্ছ্রুতং ময়া মাতৰ্বদতো গৌতমঃ শিবাৎ ॥
এতস্মাৎ কারণাচ্ছ্রুতগঙ্গায়াং নিয়তঃ স্থিতঃ ।
কো নিবর্তয়িতুং শক্তস্তমস্ব কক্লণোদধিম্ ॥ ৭০
অথাপি মাতরেতৎ স্তান্মানুযা বিশ্বপাশকৈঃ ।
বিনিবন্ধা ন গচ্ছন্তি গোদামপাস্তিকস্থিতাম্ ॥ ৭১
ন নমস্তি শিবং দেবং ন স্মরন্তি স্তবন্তি ন ।
তথা মাতঃ করিষ্যামি তব সন্তোষহেতবে ।
সম্মিরোদ্ধুমথো ক্লেশস্তব বাক্যং ক্ষমস্ব মে ॥ ৭২

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি বিশ্লেষণে মানুযান্ প্রতিকিঞ্চন ।

করিলে যে পুণ্য প্রাপ্তি হয়, বিশ্ববন্দ্য।
মহানন্দী গৌতমীতে ভক্তিসহকারে জ্ঞান
দানাদি দ্বারা নর তদপেক্ষাও পরম পুণ্য
লাভ করিতে পারেন। অতএব তোমা কর্তৃক
নীতা গোদাবরী গঙ্গা সৰ্বপাপক্ষয়করী ও
সৰ্বাভীষ্টদায়িনী হইবেন। ৬০—৬৮। গণে-
শ্বর বলিলেন,—মা! শিব যখন গৌতমকে এই
রূপ বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিকট আমি
ইহা শুনিয়াছি। শম্বু এই কারণেই গঙ্গাতে
নিয়ত অবস্থান করেন। অস! সেই কক্লণো-
দধি শিবকে কে উহা হইতে নিবর্তিত করিতে
পারে? মা! তথাপি তোমার সন্তোষ
সাধনার্থ তাহাদিগকে বিনিবৃত্ত রাখিবার
জন্ত আমি এরূপ করি। যে,—মানুষেরা
বিশ্বপাশে বদ্ধ থাকিয়া, নিকটে স্থিত
হইলেও সেই গোদাবরীতে যাইবে না।
দেব শিবকে নমস্কার করিবে না; স্মরণও
করিবে না; স্তবও করিবে না।
ইহাতে যদিও প্রজাগণের ক্লেশ হইবে,
কিন্তু তোমার উক্ত প্রকার কথা শুনিয়াই
আমি এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছি;
সুতরাং এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর। ব্রহ্মা

বিশ্বমাচরতে যন্ত তমুপাস্তা প্রবর্ততে ॥ ৭৩
অথো বিশ্বমনাদৃত্য গৌতমীঃ যাতি ভক্তিতঃ
স কৃতার্থো ভবেদ্রোকে ন কৃত্যমবশিষ্যতে ॥ ৭৪
বিশ্বাস্তনেকানি ভবন্তিগেহা-
স্মিগন্তকামস্তা নরাধমস্তা ।
নিধায় তনুর্জি পদং প্রয়াতি
গঙ্গাং ন কিং তেন কলং প্রলব্ধম্ ॥ ৭৫
অস্তাঃ প্রভাবঃ কো ক্রয়াদপি সাক্ষাৎসদাশিবঃ
সঙ্কেপেণ ময়া প্রোক্তমিতিহাসপদানুগম্ ॥ ৭৬
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং যচ্চরাচরে ।
তদত্র বিদ্যাতে সৰ্বমিতিহাসে সবিস্তরে ॥ ৭৭
বেদোদিতং ঋতিসকলরহস্তমুক্তং
সংকারণং সমভিধানমিদং সর্দৈব ।
সম্যক্ চ দৃষ্টং জগতাং হিতায়
প্রোক্তং পুরাণং বহুধর্ম্মযুক্তম্ ॥ ৭৮
অস্ত শ্লোকং পদং বাপি ভক্তিতঃ শৃণুয়াৎপঠেৎ

বলিলেন,—বিশেষ সেই হইতে মানুয-
দিগের প্রতি কিছু না-কিছু বিশ্ব আচরণ
করিয়া থাকেন। যিনি তাহার উপাসনা
করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন, কিম্বা বিশ্ব অগ্রাহ
করিয়া গৌতমীতে গমন করেন, তিনিই
লোকসমাজে কৃতার্থ হইবেন; এবং তাঁহার
কোনই কৃত্য অবশেষ থাকে না। নরা-
ধমগণের গৃহ হইতে বহির্গমন কালে নানা-
বিধ বিশ্ব ঘটয়া থাকে; কিন্তু যিনি সেই
বিশ্বের মস্তকে পদবিশ্রাসপূর্বক গঙ্গাতে গমন
করেন, তিনি কোন্ কল না পাইবেন? ইহার
প্রভাব কে বলিতে পারে? সাক্ষাৎ সদা-
শিবও পারেন না। আমি সংক্ষেপে ইতি-
হাস বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিলাম। চরাচরে ধর্ম্মার্থ
কাম-মোক্ষের যাহা কিছু সাধন আছে, এই
সবিস্তর ইতিহাসে তৎসমস্তই বর্তমান।
বেদোক্ত ও ঋতি সকলের রহস্তস্বত্ব, এই
উপাখ্যান, সহৈতুক সকল ভীর্থের নাম নির্বা-
চন সহকারে বর্ণিত হইল। আমি বহু ধর্ম্ম-
যুক্ত এই পুরাণ কথা বর্ণন করিলাম।
জগতের স্তিত বিধান নিমিত্ত ইহা পরীক্ষা

গঙ্গা গঙ্গতি বা বাক্যং স তু পুণ্যমবাগ্ন য়াং ॥

কলিকলঙ্কবিনাশনদক্ষমিদং

সকলনিক্কিরং শুভদং শিবম্ ।

জগতি পূজ্যমভীষ্টকলপ্রদং

গঙ্গমেতদুদীরিতমুত্তমম্ ॥ ৮০

সাধু গোতম ভদ্রঃ তে কোহন্তোহস্তি সদৃশশ্রয়া

য এনাং গোতমোঃ গঙ্গাং দণ্ডকা রণ্যমাপ্নয়াং

গঙ্গা গঙ্গতি যো ক্রয়াদযোজনানাং শতৈরপি

মুচ্যতে সর্বপাপেভো। বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি

তিস্রঃ কোট্যোহর্ককোটি চ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে

তানি স্মাতুঃ সমায়াস্তি গঙ্গায়াং সিংহগে ওরো

ষষ্টির্ধর্মসহস্রাণি ভাগীরথ্যবগাহনম্ ।

সকলদোদাবরীমানং সিংহবৃক্ষে বৃহস্পতো ॥ ৮৪

ইমন্ত গোতমৌ পুত্র যত্র কাপি মমাজ্ঞয়া ।

সর্বেষাং সর্বদা নৃণাং স্নানামুক্তিং প্রদাস্ততি ॥

করিয়াও দেখা হইয়াছে। এই পুরাণ উপাখ্যানের একটি শ্লোক, বা একটি পদও যদি ভক্তি সহকারে শ্রবণ বা পাঠ করে, অথবা যে ব্যক্তি “গঙ্গা গঙ্গা” এই বাক্য উচ্চারণ করে, তাহাদের উভয়েই বিশিষ্ট পুণ্য প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাবিষয়ক এই উত্তম উপাখ্যান, কলিকলঙ্ক-নিনাশনে দক্ষ, সকল সিক্কির, শুভদ, শিব, জগতে, পূজ্য এবং অভীষ্ট ফলপ্রদ। সাধু, গোতম! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার সদৃশ আর কে আছে?—যে তুমি গঙ্গাকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া গিয়াছ। শত যোজন দূরে থাকিয়াও যে জন “গঙ্গা, গঙ্গা” উচ্চারণ করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়; বিষ্ণুলোকে গমন করে। ভদ্রত্রে তিন কোটি ও অর্ধকোটি তীর্থ আছে; শুক সিংহ-রাশিতে অবস্থিত হইলে, সেই সকল তীর্থই গঙ্গায় স্নান করিতে আইসে। ভাগীরথীতে ষষ্টিসহস্রবর্ষ অবগাহন, আর গোদাবরীতে সকলস্নান, দুইই তুল্য। পুত্র! এই গোতমীগঙ্গা আমার আজ্ঞায় যেকোন স্থানে সর্বদা সর্বজনেরই স্নানমাত্র মুক্তি প্রদান

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।

কৃদ্বা যৎফলমাপ্নোতি তদন্ত শ্রবণান্তবেৎ ॥ ৮৬

যতৈশ্চতুর্ভিষ্ঠতি গৃহে পুরাণং ব্রহ্মণোদিতম্ ।

ন ভয়ং বিদ্যাতে তন্ত কলিকালন্ত নারদ ॥ ৮৭

যন্ত কস্তাপি নাথোয়ং পুরাণমিদমুত্তমম্ ।

অদধানায় শাস্তায় বৈকবায় মহাশ্বনে ॥ ৮৮

ইদং কীর্ত্যং ভুক্তিমুক্তিদায়কং পাপনাশকম্ ।

এতচ্ছ্রবণমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৮৯

লিখিত্বা পুস্তকমিদং ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি ।

সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ পুনর্গর্ভঃ ন সংবিশেৎ ॥ ৯০

ইতি ব্রাহ্মে তীর্থমাহাত্ম্যে ব্রহ্মনারদ-

সংবাদে গঙ্গামাহাত্ম্যশ্রবণাদিকল-

বর্ণনং পঞ্চসপ্তত্যধিকশত

তমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫ ॥

সমাপ্তক গোতমীমাহাত্ম্যম্ ॥

করিয়া থাকেন। সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, ইহার শ্রবণেও সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে। নারদ! ব্রহ্মসদৃশ এই পুরাণ যাহার গৃহে থাকে, তাহার কলিকালজনিত ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এই উত্তমপুরাণ যার তার কাছে বলা উচিত নয়। ভুক্তি-মুক্তিদায়ক ও পাপনাশক এই পুরাণ ব্রহ্মবান্ শাস্ত বৈকব মহাশ্বা জনের জন্তই কীর্তন করিবে। ইহার শ্রবণ মাত্রেই নর কৃতকৃত্য হয়। যে ব্যক্তি এই পুরাণ লিখিয়া পুস্তকখানি ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে সর্ব পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হয়; পুনরায় আর গর্ভে প্রবেশ করে না। ৬৯—৯০।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

মনয় উচুঃ ।

ন হি নতুপ্তিরস্তীহ শৃংখতাং তগবৎকথাম্ ।
পুনরেব পরং শুভং বক্তুমহিষ্ঠশেষতঃ ॥ ১
অনন্তবাসুদেবস্ত ন সম্যগ্‌বর্ণিতং ত্বয়া ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে দেব বিস্তরেণ বদস্ব নঃ ॥ ২
ব্রহ্মোবাচ ।

প্রবক্ষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সারাৎসারতরং পরম্ ।
অনন্তবাসুদেবস্ত মহাত্ম্যং ভুবি দুর্লভম্ ॥ ৩
আদিকল্পে পুরা বিপ্রাশ্চহমব্যাক্তজন্মবান্ ।
বিশ্বকর্মাণমাহুয় বচনং প্রোক্তবানিদম্ ॥ ৪
বরিষ্ঠং দেবশিল্পীন্দ্রং বিশ্বকর্মন্ সুকর্ষকৃৎ ।
প্রতিমাং বাসুদেবস্ত কুরু শৈলময়ীং ভুবি ॥ ৫
যাং প্রেক্ষ্য বিধিবস্তুকাঃ সেন্সা বৈ মানুষ্যদযঃ
যেন দানবরক্ষোভ্যো বিজ্ঞায় স্মহত্ত্বয়ম্ ॥ ৬
ত্রিদিবঃ সমনুপ্রাপ্য স্মেক্ষশিখরং চিরম্ ।

ষট্‌সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—দেব ! আপনার কথা
শ্রবণে আমাদিগের তৃপ্তির শেষ হইতেছে
না । পুনরায় পরম শুভ বিবরণ সকল অশেষ
রূপে বলুন । আপনি অনন্ত বাসুদেবের
মহিমা সম্যক্‌ বর্ণন করেন নাই ; আমরা
উহা শুনিতে ইচ্ছা করি । আমাদিগকে
উহা বিস্তরক্রমে বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—
মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ভূতলে দুর্লভ অনন্ত বাসু-
দেবের সারাৎসার পরম মহাত্ম্য বলিতেছি ।
বিপ্রগণ ! আদিকল্পে আমি অব্যাক্তজন্মা
হইয়া বরিষ্ঠ দেবশিল্পীন্দ্র বিশ্বকর্মাণকে
আজ্ঞানপূর্বক এই বাক্য কহিলাম যে,—হে
সুকর্ষকৃৎ বিশ্বকর্মন্ ! যাহা দেখিয়া ইন্দ্রাদি
দেবতা হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই জ্ঞানাস্ত-
রভ হইয়া তুমি ভূতলে বাসুদেবের তাদৃশী
শৈলময়ী এক প্রতিমা নির্মাণ কর ;—যিনি
দানব রাক্ষস সকল হইতে স্মহৎ ভয় জানিয়া
ত্রিদিবে আসিয়া স্মেক্ষশিখরে চির অবস্থান

বাসুদেবঃ সমারাধ্য নিরাতঙ্কা বসন্তি তে ॥ ৭
মম তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্মা তু তৎকর্ণাৎ ।
চকার প্রতিমাং শুদ্ধাং শঙ্খচক্রগদাধরাম্ ॥ ৮
সর্বলক্ষণসংযুক্তাং পুণ্ডরীকায়তেক্ষণাম্ ।
শ্রীবৎসলক্ষ্যসংযুক্তামত্যাগ্ৰাং প্রতিমোত্তমাম্ ॥
বনমালাবৃত্তোরকাং মুকুটোদ্ভদধারিণীম্ ।
পীতবস্ত্রাং সুপীনাংসাং কুণ্ডলভ্যামলঙ্কৃতাম্ ॥
এবং সা প্রতিমা দিব্যা শুভমস্তৈস্তদা স্বয়ম্ ।
প্রতিষ্ঠাকালমাসাচ্চ ময়াসৌ নির্মিতা পুরা ॥ ১১
তস্মিন্‌কালে তদা শক্রো দেবরাট্টখেচরৈঃ সহ
জগাম ব্রহ্মসদনমাক্রুত্ গজমুত্তমম্ ॥ ১২
প্রসাদ্য প্রতিমাং শক্রঃ স্নানদানৈঃ পুনঃপুনঃ ।
প্রতিমাং তাং সমাদায় স্বপুরং পুনরাগমৎ ॥ ১৩
তাং সমারাধ্য স্তুচিরং যতবাক্কায়মানসঃ ।
বৃত্তাজানসুরান্ কুরারমুচিপ্রমুখান্ স চ ।
নিহত্য দানবানভীমানভুকুবানভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৪

করিতেছেন, যাহার আরাধনা করিয়া সেই
দেবগণ নিরাতঙ্কে বাস করিতেছেন । বিশ্ব-
কর্মা আমার সেই বাক্য শুনিয়া তৎকর্ণাৎ
যাইয়া প্রতিমা নির্মাণ করিলেন । সেই
প্রতিমা শুদ্ধা, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরা, সর্ব-
লক্ষণা, পুণ্ডরীকায়তেক্ষণা, শ্রীবৎসচিহ্ন-
সংযুক্তা, বনমালাবৃত্তোরকা, মুকুটোদ্ভদধারিণী,
সুপীনাংসা, পীত বস্ত্রধারিণী, কুণ্ডলযুগলা-
লঙ্কিত-কর্ণা, অত্যাগ্ৰা ও অত্যাশ্রিতা । পুরাকালে
প্রতিষ্ঠাযোগ্য কাল উপস্থিত দেখিয়া এই
প্রকার প্রতিমা আমি নির্মাণ করাই এবং
প্রতিষ্ঠা করি । ১—১১। সে সময়ে একদা দেব-
রাজ শক্র, উত্তম গজে আরোহণ করিয়া
অষ্টাশ্র খেচরগণসহ ব্রহ্মসদনে গমন করেন ।
শক্র সেখানে সেই প্রতিমাকে স্নান দানাদি
দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রসাদিত করিয়া উঠা লইয়া
স্বপুরে প্রতিগমন করিলেন । তিনি স্তুচির-
কালে যত-বাক্-কায়-মানস হইয়া সেই প্রতি-
মার আরাধনা করায় বৃত্তাদি কুর অসুর ও
নমুচিপ্রমুখ ভীষণ দানবাদিগকে নিহত করিয়া
ভুবনত্রয়ের মোচন করিতে সক্ষম হইলেন ।

ষিঠায়ে চ যুগে প্রাপ্তে ত্রেতায়াঃ রাক্ষসাবিপঃ
বহুব স্তুমহাবীৰ্য্যো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৫
দশ বর্ষসহস্রাণি নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
চচাৰ ব্রতমত্যাগঃ তপঃ পরমহৃৎচরম্ ॥ ১৬
তপসা তেন তুষ্টোহহং বরঃ তস্মৈ প্রদত্তবান্
অবধ্যঃ সর্ষদেবানাং স দৈত্যোত্তরগরক্ষসাম্ ।
শাপপ্রহরণৈরুগ্রৈরবধ্যো যমকিঙ্করৈঃ ॥ ১৮
বরঃ প্রাপ্য তদা রক্ষো যক্ষান্সর্ষগণ্যানিমান্
ধনাধ্যক্ষঃ বিনির্জিত্য শত্রুং জেতুং সমুদ্যতঃ ॥
সংগ্রামঃ স্তুমহাঘোরঃ কুহা দেবৈঃ স রাক্ষসঃ
দেবরাজঃ বিনির্জিত্য তদা ইন্দ্রজিতেতি বৈ ॥
রাক্ষসস্তৎসুতো নাম মেঘনাদঃ প্রলুব্ধবান্ ।
অমরাবতীং ততঃ প্রাপ্য দেবরাজগৃহে শুভে ॥
দদর্শাঙ্গনসক্কাশাঃ রাবণস্ত বলাধিতঃ ।
প্রতিমাং বাসুদেবস্ত সর্ষলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ২২
শ্রীবৎসলক্ষ্মসংযুতাঃ পদ্মপদ্মায়তেক্ষণাম্ ।
বনমালাবৃত্তোরক্ষা মুকুটাদ্ভূষিতাম্ ॥ ২৩

ষিঠীয় ত্রেতা যুগ উপস্থিত হইলে রাক্ষসা-
বিপ দশগ্রীব অতীব স্তুমহাবীৰ্য্য ও প্রতাপ-
বান্ হইয়াছিল । সে দশসহস্র বর্ষ নিরাহার,
জিতেন্দ্রিয়, ও ব্রতপরাগণ থাকিয়া পরম
হৃৎকর অত্যাগ তপস্তা আচরণ করে । আমি
তাহার সেই তপস্তায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর
দিলাম । সেই রাক্ষস বর-প্রভাবে সমস্ত
দেবতা, দৈত্য, উরগ, রাক্ষস, যম-কিঙ্করা-
দির শাপ ও প্রহরণের অবধ্য হইয়া রক্ষ ও
যক্ষগণসহ ধনাধ্যক্ষকে পরাজিত করিল ।
তারপর শত্রুকে জয় করিতে সমুদ্যত হইল ।
সেই রাক্ষসের মেঘনাদ নামক পুত্র দেবগণ
সহ স্তুমহাঘোর যুদ্ধ করিয়া দেবরাজকে
পরাজয়পুষ্পক ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হয় ।
রাবণ তখন অমরাবতী লাভ করিয়া দলবল-
সহ শুভ দেবরাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক
বাসুদেবের সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইল ।
সেই মূর্ত্তি অঙ্গনপুঞ্জসক্কাশ, সর্ষলক্ষণ-
সংযুত, শ্রীবৎসচিহ্ন-বিশিষ্ট, পদ্মপদ্মায়তে-
ক্ষণ, বনমালাবৃত্তোরক্ষ ও চতুর্ভুজ । উহার

শঙ্খচক্রগদাহস্তাঃ পীতবস্ত্রাঃ চতুর্ভুজাম্ ।
সর্ষাভরণসংযুতাঃ সর্ষকামকলপ্রদাম্ ॥ ২৪ ৷
বিহার্য রত্নসজ্জাংচ প্রতিমাং শুভলক্ষণাম্ ।
পুষ্পকেণ বিমানেন লক্ষ্যঃ প্রান্থাপয়দ্রুতম্ ॥ ২৫
পুরাধ্যক্ষঃ হিতঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মায়া স বিভীষণঃ ।
রাবণস্তাহুজো মন্ত্রী নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ২৬
দৃষ্ট্বা তাং প্রতিমাং দিবাং দেবেন্দ্রভবনচ্যুতাম্
রোমাঞ্চিতচতুর্ভুজা বিশ্বম্ভঃ সমপদ্যত ॥ ২৭
প্রণম্য শিরসা দেবং প্রহৃষ্টেনাস্তরাঙ্কনাম্ ।
অদ্য মে সকলং জন্ম অকৃত্য মে সকলং তপঃ ॥
ইত্যাশ্বা স তু ধর্ম্মায়া প্রণিপত্য মুহূর্ধ্বঃ ।
জ্যেষ্ঠঃ ভ্রাতরমাসাত কৃতাজলিরভাবত ॥ ২৮
রাজন্ প্রতিময়া হং মে প্রসাদং কর্তুমর্হসি ।
যামারাদ্য জগন্নাথ নিস্তরেয়ঃ ভবান্মম ॥ ৩০
ভ্রাতুবচনমাকর্ষ্য রাবণস্তঃ তদাববীৎ ।
গৃহাণ প্রতিমাং দীৰ ত্বনয়া কিং করোম্যহম্ ॥

হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, এবং পবিধানে পীত
বসন । উহা মুকুট অঙ্গদাদি সর্ষাভরণে
ভূষিত । রাবণ সেই সর্ষকামপ্রদা শুভলক্ষণা
প্রতিমা দর্শনে রত্নরাশি পরিহার করত সম্মুখ
তাহাকে পুষ্পকরথযোগে লক্ষ্য পাঠাইয়া
দিল । রাবণের অনুজ অথচ মন্ত্রী ধর্ম্মায়া
নারায়ণপরায়ণ বিভীষণ তদানীং পুরাধ্যক্ষ
ছিল । সে দেবেন্দ্রভবন হইতে আনীতা সেই
প্রতিমা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হই ও বিশ্বম্ভপ্রাপ্ত
হইল এবং সেই দেবকে মস্তকাবনতিপূর্ব্বক
প্রণামান্তে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে “অদ্য আমার
জন্ম সফল, অদ্য আমার তপঃ সকল” এই
কথা বলিতে বলিতে মুহূর্ধ্ব প্রণাম করিল ।
পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকটে যাইয়া কৃতাজলি-
করে বলিতে লাগিল,—রাজন্ । ঐ প্রতিমা
দান করিয়া আমাকে প্রসাদভাজন
করুন ; হে জগন্নাথ ! আমি উহার
আরাধনা করিলে ভবান্বিত হইতে
নিস্তার পাইতে পারিব । ভ্রাতার বচন
শ্রবণে রাবণ তখন তাহাকে বলিল,—দীৰ !
তুমি ঐ প্রতিমা গ্রহণ কর । আমি উহা

স্বয়ং সমাধায্যৈলোক্যং বিজয়ে স্বয়ং ।
 নানাস্ত্যময়ং দেবং সৰ্বভূতভবোত্তমম্ ॥ ৩২
 বিভীষণো মহাবুদ্ধিরাসাদ্য প্রতিমাঃ শুভাম্
 শতমষ্টোত্তরং চাক্রং সমাধায্য জনাৰ্দ্ধনম্ ॥ ৩৩
 অজরামরণং প্রাপ্তমগ্নিমাগ্নিগৈর্ভূতম্ ।
 রাজ্যং লঙ্কাধিপত্যঞ্চ ভোগান্ ভুঞ্জেক
 যথেষ্পিতান্ ॥ ৩৪

মুনয় উচুঃ ।

অহো নো বিশ্বয়ো জাতঃ কুৎসেদং পরমামৃতম্
 অনন্তবান্দেবস্ত সন্তবঃ ভুবি দুর্লভম্ ॥ ৩৫
 যোভূমিচ্ছাম হে দেব বিস্তরেণ যথাতথম্ ।
 তন্ত দেবস্ত মাধাভ্যঃ বক্তুমর্হন্তশেষতঃ ॥ ৩৬
 ব্রহ্মোবাচ ।

তদা স রাক্ষসঃ কুরো দেবগণকর্ষকিরান্ ।
 লোকপালান্ সমুজ্জান্ মুনিসিদ্ধাংশ্চ পাপকুৎ ॥
 বিজিত্য সমরে সর্বাভ্যাহার তদজনাঃ ।
 সংস্থাপ্য নগরীং লঙ্কাং পুনঃ সীতাক্ষ মোহিতঃ
 শক্তিতো মৃগরূপেণ সৌবর্ণেন চ রাবণঃ ।

স্বারা কি করিব? আমি ত স্বয়ংকে আরা-
 ধনা করিয়া ঐলোক্য বিজয় করিয়াছি। সেই
 উপলক্ষেই আমি ইহা পাইয়াছি। মহাবুদ্ধি
 বিভীষণ সেই শুভা প্রতিমা লইয়া অষ্টোত্তর
 শতবর্ষ জনাৰ্দ্ধনের আরাধনা করেন। তাহা-
 রই ফলে অজরামরণ, অগ্নিমাগ্নিগণ, রাজ্য,
 লঙ্কাধিপত্য, এবং যথেষ্পিত ভোগ সকল
 অজাপি উপভোগ করিতেছেন। ১২—৩৪।
 মুনীগণ বলিলেন,—অহো! এই ভূতলদুর্লভ
 অনন্ত বাসুদেবের সন্তব বিবরণ পরমামৃত-
 স্বরূপ! ইহা শুনিয়া আমাদিগের বিশ্বয়
 জন্মিয়াছে। সেই দেবের মাধাভ্য যথাযথ
 বিস্তররূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি
 তাহা অশেষরূপে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—
 সেই কুর রাক্ষস রাবণ তখন দেব, গন্ধৰ্ব্ব,
 কিরর, লোকপাল, মরুজ, মুনি ও সিদ্ধ,
 সকলকেই সমরে জয় করিয়া তাহাদিগের
 অজনা-সমুদয় আহরণ করিল। তারপর সে
 সীতার নিমিত্ত মোহিত হইয়া শক্তিতচিত্তে

ততঃ কুৎসেন রামেণ রণে সৌমিঞ্জিগা সহ ॥ ৩৭
 রাবণস্ত বধার্থায় হত্যা বালিঃ মনোজবম্ ।
 অভিশিষ্টশ্চ স্মগ্রীবো যুবরাজোহনন্দস্তথা ॥ ৩৮
 হনুমানলনীলশ্চ জাহবান্ পনসস্তথা ।
 গবয়শ্চ গবাক্ষশ্চ পাঠীনঃ পরমোজসঃ ॥ ৩৯
 এতৈশ্চাষ্টৈশ্চ বহুভির্বানরৈঃ সুমহাবলৈঃ ।
 সমাবৃত্তো মহাঘোরে রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৪০
 গিরীনাং সৰ্বসজ্জাতৈঃ সেতুঃ বন্ধা মহোদধৌ ।
 বলেন মহতা রামঃ সমুজ্জীয্য মহোদধিম্ ॥ ৪১
 সংগ্রামমতুলং চক্রে রাক্ষোগণসমবিতঃ ।
 মহোদয়ঃ প্রহস্তক্ নিকৃষ্টক্ কুস্তমেব চ ॥ ৪২
 নরাস্তকং মহাবীৰ্য্যং তথা চৈব যমাস্তকম্ ।
 মালাঢ্যং মালিকাঢ্যক্ হত্যা রামস্ত বীৰ্য্যদান্ ॥
 পুনরিত্তজিতঃ হত্যা কুস্তকর্ণং সরাবণম্ ।
 বৈদেহীং চাগ্নিনাশোধ্য দহ্য রাজ্যং বিভীষণে
 বাসুদেবং সমাদায় যানং পুষ্পকমাক্রহৎ ।

মৃগরূপে ছলনা দ্বারা সীতাকেও আনয়ন
 করে। তাহাতে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া সৌমিঞ্জি-
 সহ রাবণের বধার্থ রণে মনোবৎ বেগগামী
 বালীকে হত্যা করেন। তারপর তৎকর্তৃক
 সেই রাজ্যে স্মগ্রীব অভিশিষ্ট এবং অনন্দ
 যুবরাজপদে স্থাপিত হয়। অনন্তর রাজীব-
 লোচন রাম হনুমান, নল, নীল, জাহবান,
 পনস, গবয়, গবাক্ষ প্রভৃতি পরমভৈরবী,
 প্রাচীন বানরগণ ও অন্তান্ত মহাঘোর
 সুমহাবল বহু বানরগণে পরিবৃত্ত হইয়া
 গিরিসজ্জাত দ্বারা মহোদধিতে সেতু-
 বন্ধনপূর্বক সেই মহা-সৈন্য লইয়া মহোদধি
 পার হইলেন। রাক্ষসগণ সহ মহা-
 সংগ্রামে তথায় মহোদয়, প্রহস্ত, নিকৃষ্ট,
 কুস্ত, মহাবীৰ্য্য নরাস্তক, যমাস্তক,
 মালাঢ্য, মালিকাঢ্য প্রভৃতি রাক্ষসকে হনন
 করিয়া পরে ইত্থজিৎকে সংহার করেন।
 অনন্তর কুস্তকর্ণকে এবং রাবণকে নিহত
 করিয়া বৈদেহী সীতাকে অগ্নিতে শোধন-
 পূর্বক বিভীষণকে সেই লঙ্কারাজ্য প্রদান
 করেন। অতঃপর সেই বাসুদেবমূর্তি

লীলা সমুদ্রাপদযোধ্যাঃ পূৰ্বপালিতাম্ ৪৭
কনিষ্ঠঃ ভরতঃ স্নেহাক্ষয়ঃ ভক্তবৎসলঃ ।
অভিষিচ্য তদা রামঃ সৰ্বরাজ্যে অধিরাজবৎ ৪৮
পুরাতনীঃ অমূল্যিক সমাধায্য ততো হরিঃ ।
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ৪৯
ভুক্তা সাগরপর্যন্তাঃ মেদিনীঃ স তু রাঘবঃ ।
রাজ্যমাদায় অগতিং বৈকবং পদমাবিশৎ ৫০
তাকাপি প্রতিমাং রামঃ সমুদ্রেশায় দত্তবান্ ।
বভৌ রক্ষয়িতাসি ত্বং তোয়রত্নসমবিতঃ ৫১
ষাপরং যুগমাসাদ্য যদা দেবো জগৎপতিঃ ।
ধরণ্যাশ্চাত্তরোদেন ভাবশৈথিল্যাকরণাৎ ৫২
অবতীর্ণঃ স ভগবান্ বসুদেবকুলে প্রভুঃ ।
কংসাদীনাং বধার্থায় সঙ্কর্ষণসহায়বান্ ৫৩
তদা তাং প্রতিমাং বিপ্রাঃ সৰ্ববাহ্যকলপ্রদাম্
সৰ্বলোকহিতার্থায় কস্তচিৎ কারণান্তরে ৫৪
তস্মিন্ ক্লেত্রবরে পুণ্যে দ্বর্গভে পুরুষোত্তমে ।
উজ্জ্বলয় স্বয়ং তোমাং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ৫৫

লীলা পুস্পক যানে আরোহণপূৰ্বক লীলা
সহকারে পূৰ্বপালিতা অযোধ্যাতে সমাগত
হয়েন । সেই রাঘব রাম সেখানে স্নেহ
বশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত ও শত্রুরকে
সৰ্বরাজ্যে অধিরাজবৎ অভিষেক করাইয়া
সেই পুরাতনী নিষ্ক বাসুদেব-মূর্তির আরা-
ধনা করত দশসহস্র ও দশশত বর্ষ সাগর-
পর্যন্ত মেদিনী ভোগান্তে রাজাবাসী জনগণ-
সহ পরম দ্বর্গভ বৈকব পদে প্রবেশ করেন ।
রাম সেই প্রতিমাখানি সমুদ্ররাজকে
“তোয়রত্নসমবিত তুমি ধন্ত ; ইহার যোগ্য
রক্ষক” এই বলিয়া প্রদান করেন ৫০—৫১।
ষাপরযুগে ধর্ম-ভাবশৈথিল্য ঘটিলে
ধরণীর অস্ত্ররোধে জগৎপতি দেব প্রভু
ভগবান্ যখন কংসাদি দুষ্ট রাজগণের বধার্থ
সঙ্কর্ষণসহায়ে বসুদেবকুলে অবতীর্ণ হইলেন,
হে বিপ্রগণ ! তখন সরিৎপতি সমুদ্র কোনও
কারণান্তরে সৰ্বলোকের হিতার্থ সেই
পবিত্র দ্বর্গভ পুরুষোত্তম ক্লেত্রে সেই
সৰ্ববাহ্যকলপ্রদা প্রতিমা তোমার হইতে

তদা প্রভৃতি তত্বেইব ক্লেত্রে মুক্তিপ্রদে বিজাঃ
আন্তে স দেবো দেবানাং সৰ্বকামকলপ্রদঃ ৫৬
যে সংশ্রয়ন্তি চানন্তং ভক্ত্যা সৰ্বেশ্বরং প্রভুং ।
বাহ্যনঃকর্ম্যভিনিত্যন্তে যান্তি পরমং পদম্ ৫৭
দৃষ্টানন্তং সঙ্কটভক্ত্যা সম্পূজ্য প্রণিপত্য চ ।
রাজহৃদাশ্রমেধাত্যাং ফলং দশগুণং লভেৎ ৫৮
সৰ্বকামসমৃদ্ধেন কামগেন সুবর্তসা ।
বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ৫৯
ত্রিঃসপ্তকুলমুক্ততা দিব্যস্রীগণসেবিতঃ ।
উপগীয়মানো গঙ্ঘর্কৈর্নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ৬০
তত্র ভুক্তা বরান্ ভোগান্জরামরণবর্জিতঃ ।
দিব্যরূপধরঃ স্রীমান্ যাবদাত্তসংলব্ধম্ ৬১
পুণ্যকরাদিহাত্যাত্ততুর্কেদী দ্বিজোত্তমঃ ।
বৈকবং যোগমায়ায় ততো মোক্ষমবাশ্রয়াৎ ৬২

স্বয়ং উদ্ধার করেন । হে দ্বিজগণ ! সেই
হইতে দেবগণেরও সৰ্ব কামফলপ্রদ সেই
দেব, সেই মুক্তিপ্রদ ক্লেত্রেই বিমাজমান
আছেন । যাহারা ভক্তি সহকারে বাহু-
মন-কর্ম্ম দ্বারা সেই সৰ্বেশ্বর প্রভু অনন্ত
দেবকে নিত্য আশ্রয় করে, তাহারা পরম
পদ প্রাপ্ত হয় । ভক্তিয়ুক্ত চিত্তে সেই
অনন্ত দেবকে একবার মাত্র দেখিয়াও
যদি পূজা ও প্রণিপাত কবে, তবে সেই নর,
রাজহৃদ ও অশ্রমেধের দশ গুণ অধিক
ফল প্রাপ্ত হয় ; একবিংশতি কুলের উদ্ধার
করিয়া সৰ্বকামসমৃদ্ধ, অত্যাঙ্কুল, অর্ক-
বর্ণ, কামগামী, কিঙ্কিণীজালমালী বিমানে
আরোহণপূৰ্বক দিব্য স্রীগণে সেবিত এবং
গঙ্ঘর্কগণে উপগীয়মান হইয়া বিষ্ণুপুরে
গমন করে । তথায় জরামরণবর্জিত
দিব্যরূপধর ও স্রীমান্ হইয়া বর
ভোগচয় উপভোগ করত তৃতনিত্যের
স্থিতিকাল পর্যন্ত বাস করে । পরে
পুণ্যকরে ইহলোকে আগমনপূৰ্বক চতু-
র্কেদী দ্বিজোত্তম হইয়া বৈকব যোগাব-
লম্বনে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । হে মুনিসত্তম

এবং ময়া অনন্তোহসৌ কীৰ্ত্তিতো যুনিসন্তমাঃ ।
কঃ শক্নোতি গুণান্ বক্তুং তস্য বর্ষশতৈরপি ॥
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে অনন্তাদিমাহাশ্রাবণনং ষট্‌সপ্ত-
ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং বোহনন্তমাহাশ্রাব্যঃ ক্ষেত্রঞ্চ পুরুষোত্তমম্ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং ময়া প্রোক্তং সুহৃদভ্যম্ ॥
যজ্ঞান্তে পুণ্ডরীকাক্ষঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
শীতাহরধরঃ কৃষ্ণঃ কংসকেশিনিষূদনঃ ॥ ২
যে তত্র কৃষ্ণং পশ্যন্তি সুরাসুরনমস্কৃতম্ ।
সম্বর্ষণং সূভদ্রাক্ষ ধন্যান্তে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৩
জৈলোক্যাধিপতিং দেবং সর্বকামফলপ্রদম্ ।
যে ধ্যায়ন্তি সদা কৃষ্ণং যজ্ঞান্তে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥

কৃষ্ণে রত্নাঃ কৃষ্ণমমুসরন্তি
রাত্রে চ কৃষ্ণং পুনরুৎখতা য়ে ।
তে ভিন্নদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণং
হবির্ঘথা মম্বহতং হতাশম্ ॥ ৫

গণ! এই আমি কর্তৃক সেই অনন্তমাহাশ্রাব্য
কীৰ্ত্তিত হইল। শত বর্ষও কে তাহার
গুণগণ বর্ণন করিতে শক্ত হয়? ৫২—৬৩।
ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৬॥

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—নরগণের ভুক্তি-মুক্তি-
প্রদ, সুহৃদভ অনন্তমাহাশ্রাব্য এবং পুরুষো-
ত্তম ক্ষেত্র এই আমি বর্ণন করিলাম।
যেখানে পুণ্ডরীকাক্ষ শঙ্খ-চক্র-গদাধর
শীতাহর কংসকেশিনিষূদন কৃষ্ণ বিরাজ-
মান আছেন, সেই ক্ষেত্রে যাহারা
সুরাসুর-নমস্কৃত কৃষ্ণকে, সূভদ্রাকে বা
সম্বর্ষণকে দর্শন করে, তাহারাই ধন্য; ইহাতে
সংশয় নাই। যাহারা কৃষ্ণে রত, হইয়া
কৃষ্ণকেই অমুসরণ করে, রাত্রে উত্থান

তস্মাৎসদা যুনিশ্চেষ্টাঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ।
তন্মিন্‌ক্ষেত্রে প্রযত্নেন দ্রষ্টব্যো মোক্ষকাক্ষিত্তিঃ
শয়নোথাপনে কৃষ্ণং যে পশ্যন্তি মনীষিণঃ ।
হলায়ুধং সূভদ্রাক্ষ হরেঃ স্থানং ব্রজন্তি তে ॥ ৭
সর্বকালেহপি যে ভক্ত্যা পশ্যন্তি পুরুষোত্তমম্
রৌহিণেয়ং সূভদ্রাক্ষ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে
আন্তে যচ্চতুরো মাসান্‌বার্ষিকানপুরুষোত্তমে ।
পৃথিব্যাস্তীর্থযাত্রায়াঃ ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্
যে সর্বকালং তত্রৈব নিবসন্তি মনীষিণঃ ।
জিনেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা লভন্তে তপসঃ ফলম্
তপস্তপ্তান তীর্থেষু বর্ষাণামযুতং নরঃ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি মাসেন পুরুষোত্তমে ॥
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ সঙ্গত্যাগেন বৎসফলম্ ।
তৎফলং সততং তত্র প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ॥ ১২
সর্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং স্নানদানেন কীৰ্ত্তিতম্ ।

করিয়াও কৃষ্ণকেই ভাবনা কবে, তাহার
দেহান্তে হত্যাগনে মম্বহত হবির জ্বায়
কৃষ্ণেতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অতঃ-
এব হে যুনিশ্চেষ্টগণ! মোক্ষকাক্ষী জনগণ
কর্তৃক সেই ক্ষেত্রে কমললোচন কৃষ্ণ
দ্রষ্টব্য। যে মনীষিগণ শয়ন ও উত্থান
দিনে কৃষ্ণকে, হলায়ুধকে ও সূভদ্রাকে
দর্শন করে, তাহারাই হরির স্থান প্রাপ্ত হয়।
যাহারা পর্বকালে ভক্তিসহকারে সেই
পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, রৌহিণেয় ও সূভদ্রাকে
দর্শন করে, তাহারাই বিষ্ণুলোকে যায়। যে
বাক্তি বর্ষাকালের-চাবি মাস সেই পুরুষো-
ত্তমে বাস কবে, সে পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ-
যাত্রা অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়।
যাহারা জিনেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া
সর্বকাল সেই ক্ষেত্রে বাস করে, তাহারাই
তৎকাল তপস্যার ফল প্রাপ্ত হয়। ১—১০।
নর অপর তীর্থে অযুত বৎসর তপস্যা
করিয়া যে ফল পায়, পুরুষোত্তমে তাহা এক
মাসেই লাভ করে। তপস্যা, সঙ্গত্যাগ ও
ব্রহ্মচর্যের যে ফল, মনীষিগণ সেখানে
সতত সেই ফল প্রাপ্ত হইবেন। মনীষা-

তৎফলং সততং তত্র প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৩
সম্যকুত্তীর্ণেন যৎ প্রোক্তং ত্রতেন নিয়মেন চ
তৎফলং লভতে তত্র প্রত্যহং প্রযতঃ শুচিঃ ॥
যন্ত নানাবিধৈর্ধর্মৈর্জৈর্ধর্মৈঃ ফলং লভতে নরঃ ।
তৎফলং লভতে তত্র প্রত্যহং সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥
দেহং ত্যজন্তি পুরুষাস্তত্র যে পুরুষোত্তমৈঃ ।
কল্পবৃক্ষঃ সমাসাদ্য মুক্তান্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬
বটসাগরয়োর্মধ্যে যে ত্যজন্তি কলেবরম্ ।
তে দুর্লভং পরং মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥
অনিচ্ছন্নপি যন্তত্র প্রাণান্ত্যজতি মানবঃ ।
সোহপি হুঃখাবিনির্মুক্তো মুক্তিং প্রাপ্নোতি
দুর্লভাম্ ॥ ১৮

কুমিকোটপতঙ্গাদ্যাস্তির্ধাগ্ যোনিগতাশ্চ যে ।
তত্র দেহং পরিত্যজ্য তে যান্তি পরমাং গতিম্
ভ্রান্তিঃ লোকস্তা পশুধর্মমন্ততীর্ণাঃ প্রীতি দ্বিজাঃ
পুরুষাখ্যেন যৎপ্রাপ্তমন্ততীর্ণফলাদিকম্ ॥ ২০
সকুৎপশ্যতি যো মতাঃ শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্ ।

সম্পন্ন জনেরা সর্বতীর্থে স্থান-দানে যে
যে ফল কীর্তিত হয়, সেখানে তাহাই
লাভ করেন। সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত ত্রত,
নিয়ম ও তীর্থযাত্রা দ্বারা যে ফল হয়, প্রযত
ও শুচি মানব সেখানে প্রত্যহ সেই
ফলই প্রাপ্ত হয়। নর নানাবিধ যজ্ঞ
করিয়া যে ফল লাভ করে, সেখানে
সংযতেন্দ্রিয় হইলেও প্রত্যহ সেই ফলই
প্রাপ্ত হয়। সেই পুরুষোত্তমের কল্প-
বৃক্ষসমীপে যে সকল পুরুষ দেহত্যাগ করে,
তাহারা নিঃসংশয় মুক্ত হয়। যাহারা বট ও
সাগরের মধ্যভাগে কলেবর ত্যাগ করে,
তাহারা দুর্লভ পরম মোক্ষ লাভ করিতে
পারে, সংশয় নাই। যে মানব অনিচ্ছাবশেও
সেখানে প্রাণত্যাগ করে, সেও হুঃখাবিনির্মুক্ত
হইয়া দুর্লভ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। যে সকল জীব
কুমি-কোট-পতঙ্গাদি যোনিতে জন্মিয়াছে,
তাহারাও সেই স্থানে দেহ বিসর্জন করিয়া
পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ!
লোকের ভ্রান্তি দেখ, এক পুরুষোত্তমেরই

পুরুষাণাং সহস্রেষু স ভবেদুত্তমঃ পুমান্ ॥ ২১
প্রকৃতেঃ স পরো যস্মাৎ পুরুষাদপি চোত্তমঃ ।
তস্মাদ্বেদে পুরাণে চ লোকেহস্মিনপুরুষোত্তমঃ
যোহসৌ পুরাণে বেদান্তে পরমাত্মৈত্যাঙ্কতঃ
আন্তে বিশ্বোপকারাত্তেনাসৌ পুরুষোত্তমঃ
পাথি শশানে গৃহমণ্ডপে বা
রথ্যা প্রদেশেষাপি যত্র কুত্র ।
ইচ্ছন্নানিচ্ছন্নপ তত্র দেহং
সন্ত্যজ্য মোক্ষং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ২৪
তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন তস্মিন্কেত্রে দ্বিজোত্তমাঃ ।
দেহত্যাগো নরৈঃ কার্য্যঃ সম্যগ্মোক্ষাভি-
কাঙ্ক্ষিতঃ ॥ ২৫

পুরুষাখ্যস্য মাহাত্ম্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
ত্যাগ্য যত্র নরো দেহং মুক্তিং প্রাপ্নোতি
দুর্লভাম্ ॥ ২৬
গুণানামেকদেশোহহং ময়া কেতস্থ কীর্তিতঃ ।

সর্বতীর্থের ফল পাওয়া যাইলেও তাহারা
অন্ততীর্থের প্রতি ধাবিত হয়। যে মর্ত্য
শ্রদ্ধাসহকারে একবারও পুরুষোত্তমকে দর্শন
করে, সহস্র পুরুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম
পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১১—২১।
যেহেতু তিনি প্রকৃতির পরবর্তী অথচ পুরুষ
অপেক্ষা উত্তম; সেইজন্য বেদে পুরাণে ও
লোকে “পুরুষোত্তম” নামে খ্যাত হইয়া-
ছেন। বেদান্তে ও পুরাণে যিনি পরমাত্মা
বলিয়া উদাহৃত হয়েন, তিনিই বিশ্বের
উপকারসাধনার্থ উক্তরূপে পুরুষোত্তম নামে
খ্যাত হইতেছেন। সেই পুরুষোত্তম কেত্রে
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পথে, শশানে, গৃহমণ্ডপে
কিহা রথ্যা প্রদেশে—যে কোন স্থানে দেহ-
ত্যাগ করিয়া মনুষ্য আশ্রম মোক্ষলাভ করিতে
পারে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই নিমিত্ত
সম্যক্ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নরগণের পক্ষে সর্ব-
প্রযত্নে সেইস্থানে দেহত্যাগ কর্তব্য। যেখানে
নর দেহত্যাগ করিয়াই দুর্লভা মুক্তি প্রাপ্ত
হয়, সেই পুরুষোত্তমকেত্বের মাহাত্ম্যসমূহ
অপর কোন কিছুই মাহাত্ম্য হয়ও নাই,

কঃ সমস্তানু ভগান্ বক্তুং শক্তো বর্ষশতৈরপি ॥
যদি যুয়ং মুনিশ্রেষ্ঠা মোক্ষমিচ্ছথ শাস্তম্ ।
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে নিবসধ্বমতল্লিতাঃ ॥২৮
ব্যাস উবাচ ।

তে তস্মৈ বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ।
নিবাসং চক্রিরে তত্র অবাপুঃ পরমং পদম্ ॥ ২৯
তস্মাদ্ যুয়ং প্রযত্নেন নিবসধ্বং বিজ্ঞোক্তমাঃ ।
পুরুষাখ্যে বরে ক্ষেত্রে যদি মুক্তিমভীপসথ ॥ ৩০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যাবর্ণনং সপ্তসপ্ত-
ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৭

অষ্টমপুত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

তস্মিন্ ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সর্বসমুদ্রাবাহে ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং কলদে পুরুষোত্তম্যে ॥১
কণুর্নাম মহাতেজা পুসিঃ পবনবাশ্বিকঃ ।
সত্যবাদী শুচিদাগুঃ সর্বভূতহিতৈ রতঃ ॥ ২

হইবেও না। ঐ ক্ষেত্রের গুণগণের এক-
দেশ মাত্র আমা কর্তৃক এই কীর্তিত হইল।
শতবর্ষেও কেইবা উহার সমস্ত গুণ বর্ণন
করিতে শক্ত হয়? হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা
যদি শাস্ত মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা কর, তবে সেই
পুণ্যক্ষেত্রবরে অভিল্লিতভাবে বাস কর।
বাস বলিলেন,—সেই মুনিগণ অবাস্ত
জন্মা ব্রহ্মার এই সকল বাক্য শুনিয়া
সেই ক্ষেত্রে বাস করিলেন এবং পরে
পরমপদপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব হে
বিজ্ঞোক্তমগণ! তোমরাও যদি মুক্তি কামনা
কর, তাহা হইলে সেই পুরুষাখ্য বর ক্ষেত্রে
যত্নসহকারে নিবাস কর। ২২—৩০।

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৭৭॥

অষ্টমপুত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

বাস বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সর্বি
জীবের সুগাবহ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের

জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
অবাপ পরমাং সিদ্ধিমারাধ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩
অন্তেষুপি তত্র সংসিদ্ধা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
সর্বভূতহিতা দান্তা জিতক্রোধা বিমৎসরাঃ ॥ ৪
মুনয় উচুঃ ।

কোহসৌ কণুঃ কথং তত্র ভগাম পরমাং পতিম্
শ্রোতুমিচ্ছামহে তস্মৈ চরিতং ব্রুহি সত্তম ॥ ৫
বাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দীলাঃ কথং তস্মৈ মনোহরাম্ ।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন মুনৈস্তস্মৈ বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬
পবিত্রে গোমতীতীরে বিজনে সুমনোহরে ।
কন্দমূলকলৈঃ পূর্ণে সমিৎপুষ্পকুশাবিভৈঃ ॥ ৭
নানাক্রমলতাকীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতৈঃ ।
নানাপক্ষিকরতে রম্যে নানামৃগগণাবিভৈঃ ॥ ৮
তত্রাশ্রমপদং কণ্ডোর্বভূব মুনিসত্তমাঃ ।
সর্বভূতলপুষ্পাঢ্যঃ কদলীখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ৯

কলদায়ী সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কণু নামে
এক ঋষি ছিলেন। মহাতেজা, সত্যবাদী,
পরম ধার্মিক, শুচি, দান্ত, সর্বভূতহিত-নিরত,
জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ
সেই ঋষি পুরুষোত্তমের আরাধনা করিয়া
পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। তন্নির সর্ব-
ভূতহিতকারী দান্ত জিতেন্দ্রিয় বিমৎ-
সর সংশিতব্রত কত মুনি তথায় সংসিদ্ধ
হইয়াছেন। মুনিগণ বলিলেন,—হে সত্তম!
সেই কণু মুনি কে? কি প্রকারেই বা তিনি
সেখানে যাইয়া পরমগতি পাইলেন? তাঁহার
বহুল চরিত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।
বাস বলিলেন,—হে মুনিশার্দূলগণ। তাঁহার
মনোহর কথা শ্রবণ করুন। সংক্ষেপে
সেই মুনির চরিত্র বলিতেছি। পবিত্র
গোমতীতীরে কন্দমূলকলপূর্ণ, সমিৎপুষ্প-
কুশাবিত, নানাক্রমলতাকীর্ণ, নানা পুষ্পোপ-
শোভিত, নানাপক্ষিবর-রম্য, নানামৃগ-
গণাবিত, সুমনোহর এক বিজন প্রদেশে
কণুমুনির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। হে
মুনিসত্তমগণ! উহা সর্বভূতজাত কল

তপস্তপে মুনিভ্যঃ স্তমহং পরমাত্মনঃ ।
 ততোপবাসৈর্নিয়মৈঃ শ্রানমৌনসুসংযমৈঃ ॥ ১০
 গ্রীষ্মে পঞ্চতপা ভূষা বর্ষায় স্তমহং তপঃ ।
 আর্জবাসাত্ত হেমন্তে স তপে স্তমহং তপঃ ॥ ১১
 শ্রীষ্মা তু তপসো বর্ষাঃ মুনেভ্যঃ স্তমহং তপঃ ।
 বহুবর্ষেবগচ্ছাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাস্তথা ॥ ১২
 ভূমিঃ তথাস্তরীকঞ্চ দিবঞ্চ মুনিসত্তমাঃ ।
 কণ্ঠঃ সস্তাপয়ামাস ত্রৈলোক্যং তপসো বলাৎ ॥
 অহোহস্ত পরমং ধৈর্যমহোহস্ত পরমং তপঃ ।
 ইত্যক্রবঃস্তদা দৃষ্ট্বা দেবাস্তং তপসি স্থিতম্ ॥ ১৩
 মন্ত্রয়ামাস্তব্যাগ্রাঃ শক্রেণ সহিতাস্তদা ।
 তদাস্তস্তু সমুদ্রিগান্তপোবিস্রমভীপসবঃ ॥ ১৪
 জাহ্নবা তেষামভিপ্রায়ং শক্রস্তিভুবনেশ্বরঃ ।
 প্রমোচাখ্যাং বরারোহাং রূপযৌবনগর্জিতাম্ ॥
 স্তমহাং চাক্রজল্যাং তাং পীনশ্রোণিপয়োধরাং

পুণ্ড্র সমুদ্র ও কদলীবৃক্ষ-সমূহে মণ্ডিত
 ছিল। কণ্ঠমুনি সেই আশ্রমে ব্রত উপ-
 বাস নিয়ম শ্রান মৌন ও সংযমাদি সহ-
 কারে পরমাত্মনঃ স্তমহং তপস্তা আরম্ভ
 করেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ, বর্ষায়
 ভূমিশায়ী, ও হেমন্তে আর্জবাসা করিয়া
 স্তমহং তপস্তা করেন। সেই মুনির তপো-
 বীৰ্য্য দর্শনে দেব গচ্ছাঃ সিদ্ধ বিদ্যাধরাদি
 সকলেই স্তমহং তপস্তা করিলেন। হে মুনিসত্তম-
 গণ! কণ্ঠ মুনি তপস্তাপ্রভাবে ত্রৈলোক্য,
 জ্যলোক ও অন্তরীকলোক—ত্রিলোকেই
 সস্তাপ বটাইলেন। ১—১৩। দেবগণ সেই
 তপঃপরায়ণ মুনিকে দেখিয়া “অহো! ইহার
 কি পরম ধৈর্য! কি পরম তপস্তা!”
 পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন। জাহ্নবা
 শেষে সেই মুনির ভয়ে ভীত হইয়া তপো-
 বিদ্রাচরণ কামনায় অব্যগ্রচিত্তে শক্রসহ
 মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ত্রিভুবনেশ্বর শক্র
 দেবগণের অভিপ্রায় জানিয়া সেই মুনির
 তপঃকল নাশনকামনার প্রমোচা নারী বরা-
 রোহা, রূপযৌবন-গর্জিতা স্তমহা, চাক্রজল্যা,

সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ প্রোবাচ কলহদনঃ ॥ ১৭
 শক্র উবাচ ।
 প্রমোচে গচ্ছা নীলঃ ত্বং বদসৌ তপ্যতে মুনিঃ
 বিদ্রাঘঃ তস্ত তপসঃ কোভয়তাত্ত স্তমহে ॥ ১৮
 প্রমোচোবাচ ।
 তব বাক্যং স্তমহে কৰোমি সততং প্রভো ।
 কিন্তু শক্রা মমৈবাত্ত জীবিতস্ত চ সংশয়ঃ ॥ ১৯
 বিভোমি ত্বং মুনিবরং ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিতম্ ।
 অত্যাগ্রং দীপ্ততপসং জলনার্কসমপ্রভম্ ॥ ২০
 জাহ্নবা মাং স মুনিঃ কোদাঘিগ্নার্থং সমুপাগতাম্
 কণ্ঠঃ পরমতেজস্বী শাপং দাস্ততি হঃসহম্ ॥ ২১
 উর্কশী মেনকা রত্না যুতাচী পুঞ্জিকহলা ।
 বিদ্রাচী সহজত্যা চ পূর্বচিহ্নিতিলোভমা ॥ ২২
 অলম্বুবা মিশ্রকেশী শশিলেখা চ বামনা ।
 অন্তাশ্চাপরসঃ সন্তি রূপযৌবনগর্জিতাঃ ॥ ২৩
 স্তমহাশ্চাক্রবদনাঃ পীনোন্নতপয়োধরাঃ ।
 কামপ্রধানকুশলাস্তাত্ত সন্নিয়োজয় ॥ ২৪

পীনশ্রোণি-পয়োধরা, সর্বলক্ষণ-সম্পন্না
 অপ্সরাকে বলিলেন,—প্রমোচে! ভূমি নীল
 বাও; সেই যে কণ্ঠমুনি, তপস্তা করিতেছেন,
 হে স্তমহে! তাঁহার তপস্তার বিদ্রাচরণার্থ
 তাঁহাকে কোভিত কর। প্রমোচা বলিল,—
 প্রভো! তোমার বাক্য সর্বদাই পালন করিয়া
 থাকি; কিন্তু এ কার্যে আমার শক্তি হই-
 তেছে; ইহাতে জীবনেও সংশয় হয়। ব্রহ্ম-
 চর্যব্রতে স্থিত দীপ্ততপাঃ জলনার্কসম-
 প্রভ সেই অত্যাগ্র মুনিকে আমি ভয় করি-
 তেছি। সেই পরম তেজস্বী কণ্ঠমুনি,
 আমাকে বিদ্রাঘ উপাগতা জানিয়া কোপবশে
 হঃসহ শাপ দিবেন। উর্কশী, মেনকা, রত্না,
 যুতাচী, পুঞ্জিকহলা, বিদ্রাচী, সহজত্যা, পূর্ব-
 চিহ্নিত, তিলোভমা, অলম্বুবা, মিশ্রকেশী শশি-
 লেখা, বামনা এবং আরও রূপযৌবন-গর্জিতা
 স্তমহা, চাক্রদশনা, পীনোন্নত-পয়োধরা, কাম-
 প্রধানকর্মে কুশলা কত অপ্সরা আছে; এ
 কার্যে তাহাদিগের কাহাকেও নিয়োগ করুন।

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্তাস্তবচনং শ্রুত্বা পুনঃ প্রাহ শচীপতিঃ ।
 তিষ্ঠন্তু নাম চান্তান্তান্তঃ চাত্ত কুশ শ শুভে ॥
 কামঃ বসন্তঃ বায়ুঃ সহায়ার্থে দদামি তে ।
 তৈঃ সার্কিং গচ্ছ সূত্রোণি যত্রান্তে স মহামুনিঃ
 শক্রস্ত বচনং শ্রুত্বা তদা সা চাকুলোচনা ।
 জগামাকাশমার্গেণ তৈঃ সার্কিং চাশ্রমং মুনৈঃ ॥২৭
 গত্বা সা তত্র কচিরং দদর্শ বনমুত্তমম্ ।
 মুনিঞ্চ দীপ্ততপসমাশ্রমম্ভমকল্যমম্ ॥ ২৮
 অপশুৎ সা বনং রম্যং তৈঃ সার্কিং নন্দনোপমম্
 সর্ব্বভূবরপুষ্পাঢ্যং শাখামৃগগণাকুলম্ ॥ ২৯
 পুণ্যং পদ্মবলোপেতং সপল্লবমহাবলম্ ।
 শ্রোত্ররমান সুমধুরান শব্দান খগমুখেরিতান ॥
 সর্ব্বভূকলভারাঢ্যান সর্ব্বভূকুসুমোজ্জলান ।
 অপশুৎ পাদপাংশ্চৈব বিহঙ্গৈরনুনাদিতান ॥৩১
 আত্মানাত্মাতকান্ ভবান্নারিকেলান্ সান্দুকান
 অথ বিহাংস্তথা জীবানদাডিমানবীজপূরকান ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—শচীপতি তাহার সেই
 কথা শুনিয়া পুনরায় কহিলেন,—অশ্রুত যাহারা
 আছে, থাকুক; শুভে! এ কর্ষে তুমিই
 কুশলা। এ কর্ষে তোমার সহায়ার্থ কাম,
 বসন্ত ও বায়ুকে দিব; সূত্রোণি! তুমি তাহা-
 দিগের সহিত যেখানে সেই মুনি আছেন
 তথায় যাও। শক্রের সেই বচন শ্রবণে
 তখন সেই চাকুলোচনা বসন্তাদির সহিত
 আকাশমার্গাবলম্বনে সেই মুনীর আশ্রমে গমন
 করিল। সে যাইয়া তথায় সেই উত্তম বন
 ও সেই আশ্রমস্থ দীপ্ততপা অকল্যষ মুনিকে
 দেখিতে পাইল। সে সেই বসন্তাদি সহ
 তত্ত্বত্য নন্দনবনোপম বন দেখিতে লাগিল।
 দেখিল,—এই বন সর্ব্বঋতুজাত-কুসুমসম্বিত,
 শাখামৃগগণে আকুল, পুণ্যজনক, পদ্মসমূহে
 উপেত ও পল্লব-শোভিত চূতাদি তরুনিকরে
 পরিমণ্ডিত। তত্ত্বত্য পাদপ সকলে বিহঙ্গকুল
 নানাবিধ শব্দ করিতেছে; ঐ সকল পাদপ
 সর্ব্বঋতুজাত কলভারে সমধিত ও সর্ব্বঋতুজ
 কুসুমে উজ্জল। তাহাতে বিহগেরা যে বিবিধ
 শব্দ করিতেছে, তাহা শ্রবণমনোহর ও সুমধুর।

পনসাল্ল কুচান্নীপান্ শিরীষান্ সুমনোহরান্ ।
 পারাবতাংস্তথা লোকানরিমেদান্নবেতসান্ ॥৩৩
 ভল্লাতকানামলকান্ শতপর্ণাংশ্চ কিংকরান্ ।
 ইন্দুদান্ করবীরাংশ্চ হরীতকৌবিত্তীতকান্ ॥৩৪
 এতানন্তাংশ্চ সা মুক্ষান্ দদর্শ পৃথুলোচনা ।
 তথৈবশোকপুন্নাগকেতকীবকুলানথ ॥ ৩৫
 পারিজাতান্ কোবিদারান্নন্দারেন্দীবরাংস্তথা
 পাটলাঃ পুষ্পিতা রম্যা দেবদাক্রুমাংস্তথা ॥৩৬
 শালাংস্তালাংস্তমালান্শ্চ নিচুলান্নৈমকাংস্তথা ।
 অশ্রাংশ্চ পাদপশ্রেষ্ঠানপশুৎকলপুষ্পিতান্ ॥ ৩৭
 চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈশ্চ শুকৈঃ ।
 কোকিলৈঃ কলবিষ্টৈশ্চ হারীতৈজীবজীবকৈঃ ॥
 প্রিয়পুত্রৈশ্চাতকৈশ্চ তথাষ্টৈববিধৈঃ খগৈঃ ।
 শ্রোত্ররমাং সুমধুরং কুজঙ্ঘিষ্ঠাপ্যধিষ্ঠিতম্ ॥ ৩৯
 সরাসি চ মনাজানি প্রসন্নসলিলানি চ ।
 কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃশুভৈঃ

সেই পৃথুলোচনা দেখিল—কত আত্ম, আত্মা-
 তক, ভব্য, নারিকেল, তিম্বুক, বিহ, জীব,
 দাড়িম, বীজপূর, পনস, লকুচ, নীপ,
 সুমনোহর শিরীষ, পারাবত, কোল,
 অরিমেদ, অন্নবেতস, ভল্লাতক, আমলক,
 শতপর্ণ, কিংকর, ইন্দুদ, করবীর, হরিতকী
 ও বিভীতক, এ সকল এবং অশ্রাশ্র নানা-
 বিধবৃক্ষ বিরাজমান। আরও কত অশোক,
 পুন্নাগ, কেতকী, বকুল, পারিজাত, কোবিদার,
 নন্দার, ইন্দীবর, পুষ্পিত রম্য পাটলা,
 দেবদাক্র, শাল, তাল, তমাল, নিচুল, লোমক
 প্রভৃতি ফলিত পুষ্পিত শ্রেষ্ঠ পাদপ দেখিতে
 পাইল ১১৪—১১৭। দেখিল—চকোর, শতপত্র,
 ভৃঙ্গরাজ, শুক, কোকিল, কলবিষ্ট, হারীত,
 জীবজীবক, প্রিয়পুত্র, চাতক এবং আরও
 নানাবিধ পক্ষীরা সেই সকল বৃক্ষে অধিষ্ঠিত
 থাকিয়া শ্রোত্ররম্য সুমধুর কুজন করিতেছে।
 কত প্রসন্নসলিল-সম্পন্ন, মনোজ্ঞ সরোবর
 আছে; কুমুদ, কল্মাষ, কমল, শেত-
 কমল, নীলোৎপলাদি শুভ জলপুষ্পে সে সকল
 সমাচিত এবং কদম্ব, চক্রবাক, জলকুকুট,

কঙ্কারৈঃ কমলৈশ্চৈব আচিতানি সমস্ততঃ ।
কাদৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কটৈঃ ॥ ৪১
কারণবৈবকৈহংসৈঃ কুর্শ্বৈর্মদুর্ভাতিরেব চ ।
এতৈশ্চাশ্চৈব কৌণানি সমস্তাজ্জলচারিভিঃ ॥ ৪২
ক্রমেণৈব তথা সা তু বনং বভ্রাম তৈঃ সহ ।
এবং দৃষ্ট্বা বনং রম্যং তৈঃ সার্কং পরমাদ্বুতম্ ॥
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না সা বভূব বরাজনা ।
প্রোবাচ বায়ুঃ কামঞ্চ বসন্তঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৪

প্রমোচোবাচ ।

কুরুষ্যং মম সাহায্যং যুয়ং সর্গে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৫
ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা তদা সা তু তথৈত্যাভ্যাসুতৈরদ্বিজাঃ ।
প্রভাবাচাদা যাস্মামি যত্রাসৌ সংস্থিতো মুনিঃ
অদ্য তং দেহযন্তারং প্রযুক্তোন্মিষবাজিনম্ ।
অরশস্তগলদ্রশিঃ করিম্যামি কুসারথিম্ ॥ ৪৬
ব্রহ্মা জনাৰ্দ্দনো বাপি যদি বা নীললোহিতঃ ।
তথাপ্যদা করিম্যামি কামং ক্ষতাস্তরম্ ॥ ৪৮
ইত্যাভ্যাসুত প্রযযৌ সাথ যত্রাসৌ তিষ্ঠতে মুনিঃ ।

কারণব, বক, হংস, মদুগ, কুর্শ্ব ও অন্যান্য
নানা জলচর জীবে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত ।
হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই বরাজনা প্রমোচা
পূর্বোক্ত বসন্তাদি-সহ ক্রমে ক্রমে ভ্রমণ
করিতে করিতে এইরূপ রম্য পরমাদ্বুত বন
দর্শন করত বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে বায়ু, কাম ও
বসন্তকে বলিল,—ভোমরা! “সকলে পৃথক্
পৃথক্ভাবে আমার সাহায্য কর । তাহার
বলিল,—“তাহাই করিতেছি।” তখন প্রমোচা
বলিল—“যেখানে সেই মুনি আছেন, আমি
সেখানে যাই । যিনি দেহরথের নিয়ন্তা, ও
ইন্দ্রিয়গণের যথাযোগ্য নিয়োগকারী,—
ঈশ্বার তেজঃপুঞ্জ শর-শস্ত্রবৎ বহির্গত হই-
তেছে, সেই মুনিকে আজি আমি কুসারথি
করিব । অদ্য যদি ব্রহ্মা বা জনাৰ্দ্দন কিম্বা
নীললোহিত শিবও আইসেন, তথাপি সেই
মুনির অন্তর আমি কামবাণে ক্ষত করিব।”
এই বলিয়া মুনির তপঃপ্রভাবে প্রশান্তস্থাপদ
সেই আশ্রমস্থানে গমন করিল । সেই বরা-

মুনেস্তপঃপ্রভাবেণ প্রশান্তস্থাপদাশ্রমম্ ॥ ৪৯
সা পুংকোকিলমাদুর্যো নদীতীরে ব্যবস্থিতা ।
স্তোকমাত্রং স্থিতা তস্মাদগায়ত বরাঙ্গরাঃ ॥ ৫০
ততো বসন্তঃ সহসা বলং সমকরোত্তদা ।
কোকিলারাবমধুরমকালিকমনোহরম্ ॥ ৫১
ববৌ গন্ধবহশ্চৈব মলয়াদ্রিকৈকতনঃ ।
পুষ্পাধ্বচ্চাবচান্নেধ্যান্ পাতয়ঃশ শনৈঃ শনৈঃ
পুষ্পবাণবহশ্চৈব গাহ্য তস্মা সমীপতঃ ।
মুনেশ্চ কোভয়ামাস কামস্তস্থাপি মানসম্ ॥ ৫৩
ততো গীতধ্বনিঃ শ্রদ্ধা মূনিবিস্মিতমানসঃ ।
জগাম যত্র সা শূকঃ কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা ভামাহ সংহৃষ্টো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ।
ভ্রষ্টোত্তরীযো বিকলঃ পুলকাকিতবিগ্রহঃ ॥ ৫৫
কৃষিকনাদ ।
কাসি কস্ত্যাসি সুশ্রোণি সুভগে চাকুহাসিনি ।
মনে হবদি মে শূক কহিসত্যং শুমধ্যমে ॥ ৫৬
প্রমোচোবাচ ।
তব কশ্যকরা চাভঃ পুষ্পার্থমহমাগতা ।

পর। পুংকোকিলরবমধুর নদীতীরে যাইয়া
অবস্থান করিল । সেখানে কিছুকাল পরে
গান করতে আরম্ভ করিল । ৪৮—৫০।—
তখন বসন্তও সহসা নিজ সামর্থ্য বিস্তার
করিল । অকালমনোহর কোকিলরবে আশ্রম
মুখারত হইয়া উঠিল । মলয়াচলবাসী বায়ু
বাহিতে লাগিল এবং নানাজাতীয় শুক পুষ্প
সকল শনৈঃ শনৈঃ পাতিত করিতে থাকিল ।
পুষ্পবাণধর কামও সেই মুনির সমীপে
যাইয়া তাঁহার মানস কোভিত করিল ।
পরে মুনি সেই গীতধ্বনি শুনিয়া বিস্মিতচিত্তে
কামবাণ-প্রপীড়িত হইয়া সেই শূক যেখানে
অবস্থান করিতোছিল, তথায় গমন করিলেন;
গমনকালীন তদীয় উত্তরীয় বস্ত্রখানি পথেই
পড়িয়া গেল । তিনি পুলকাকিত দেহে
তাহাকে কহিলেন,—অগ্নি সুশ্রোণি! তুমি
কে? শূভগে, চাকুহাসিনী তুমি কাহার? শূক ।
তুমি আমার মন হরণ করিতেছ, শুমধ্যমে!
সত্য বল । প্রমোচা বলিল,—

আদেশঃ দেহি মে কিপ্রাংকিংকরোমি তবাজরা
বাস উবাচ ।

অষ্টৈবং বচনং তন্ত্রাস্ত্যাক্ষা ধৈর্য্যং বিমোহিতঃ
আদায় হস্তে তাং বালাং প্রবিবেশ স্বমাশ্রমম্
ততঃ কামশ্চ বায়ুশ্চ বসন্তশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
জম্বুখাগতঃ সর্কো কৃতকৃত্যাদ্রিবিষ্টপম্ ॥ ৫১
শশংসুশ্চ হরিং গহ্বা তন্ত্রাস্ত্য চ চেষ্টিতম্ ।
অহা শক্রস্তদা দেবাঃ প্রীতাঃ সুমনসোহভবন
স চ কণ্ডুস্তয়া সার্কং প্রবিশম্বেব চাশ্রমম্ ।
আশ্বিনঃ পরমং রূপককার মদনাকৃতি ॥ ৫২
রূপযৌবনসম্পন্নমতীব সুমনোহরম্ ।
দিব্যালঙ্কারসংযুক্তং যোড়শবৎসরাকৃতি ॥ ৫৩
দিব্যবস্ত্রধরং কান্তং দিব্যশৃঙ্গকঙ্কুশ্চিতম্ ।
সর্কোপভোগসম্পন্নঃ সহসা তপসো বলাৎ ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা সা তন্ত্র তদ্বীৰ্য্যং পরং বিশ্বয়মাগতা ।

আমি আপনার কিঙ্করী ! আমি পুষ্প-
চয়নার্থ আসিয়াছি । আপনার আত্মার-
সারে কোন্ কাজ করিব, অবিলম্বে তাহা
আদেশ করুন । বাস বলিলেন,—
মুনিবর কণ্ডু তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণে
ধৈর্য্য বিসর্জনপূর্ব্বক বিমোহিতচিত্তে সেই
বালার হস্ত ধারণ করত নিজ আশ্রমে
প্রবেশ করিলেন । হে দ্বিজোত্তমগণ !
পরে কাম, বায়ু, বসন্ত ইহারা সকলে কৃত-
কৃত্য হইয়া ত্রিপিষ্টপ ধামে প্রতিগমন
করিল । তাহার। যাইয়া ইন্দ্রকে সেই
মুনি ও প্রমোচার আচরণ নিবেদন করিল ।
তাহা শুনিয়া শক্র ও অশ্রান্ত দেবগণ প্রীত
ও স্বচ্ছান্তঃকরণ হইলেন । ৫১—৫০ । সেই
কণ্ডু মুনিও তাহার সহিত আশ্রমমধ্যে
প্রবেশ করিয়াই নিজের পরম সুন্দর
মদনাকৃতি রূপ বিধান করিলেন । তিনি
তপোবলে সহসা রূপ-যৌবনসম্পন্ন, অতীব
সুমনোহর, দিব্যালঙ্কারসংযুক্ত, দিব্যবস্ত্র-
ধর, দিব্যশৃঙ্গকঙ্কুশ্চিত, সর্কোপভোগ-
সম্পন্ন, যোড়শবর্ষীয় যুবার স্তায় রূপ ধারণ
করিলেন । প্রমোচা তাঁহার সেই তপোবল

অহোহস্ত তপসো বীৰ্য্যমিত্যাক্ষা মুদিতাতবং
জ্ঞানং সজ্জাং জপং হোমং স্বাধ্যায়ং

দেবতার্চনম্ ।

ব্রতোপবাসনিয়মং ধ্যানক মুনিসত্তমাঃ ॥ ৫৫
তাক্ষা স য়েমে মুদিতস্তয়া সার্কমহর্নিশম্ ।
মন্মথাবিষ্টহৃদয়ো ন বুবোধ তপঃকয়ম্ ॥ ৫৬
সজ্জারাজিদিবাপকমাস্ত্ব যনহায়নম্ ।
ন বুবোধ গতং কালং বিষয়াসক্তমানসঃ ॥ ৫৭
সা চ তং কামজৈর্ভাটৈববিদক্ষা রহসি দ্বিজাঃ ।
বরয়ামাস স্ত্রোশ্রোণীঃ প্রলাপকুশলা উদা ॥ ৫৮
এবং কণ্ডুস্তয়া সার্কং বর্ণনামধিকং শতম্ ।
অতিষ্ঠন্নন্দরজ্রোণ্যাং গ্রাম্যধর্ম্মরতো মুনিঃ ॥ ৫৯
সা তং প্রাহ মহাভাগ গন্তুমিচ্ছাম্যহং দিবম্ ।
প্রসাদসুসুখো ব্রহ্মমুজাতুং হমর্হসি ॥ ৬০
তয়ৈবযুক্তঃ স মুনিস্তত্ত্বামা সক্তমানসঃ ।
দিনানি কতিচিদ্ভদ্রে স্বীয়তামিত্যভাষত ॥ ৬১
এবমুক্তা ততস্তেন সাত্ৰং বর্ষশতং পুনঃ ।
বুভুজে বিষয়াংসুহী তেন সার্কং মহাশ্বনা ॥ ৬২

দেখিয়া পরম বিষয় প্রাপ্ত হইল । সে মনে
মনে “অহো ইহার কি তপোবল !” এই
কথা বলিয়া মুদিত-মনে তথায় অবস্থান
করিল । কণ্ডু মুনি মন্মথাবিষ্ট-হৃদয়ে, জ্ঞান,
সজ্জা, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, দেবতার্চন, ব্রত,
উপবাস, নিয়ম ও ধ্যানাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক
অহর্নিশ তাহার সহিত সুরতাসক্ত হইলেন ।
তাঁহার তপস্তা যে কয় পাইতেছে, তাহা
বুঝিতে পারিলেন না । সেই বিষয়াসক্ত-
মনা মুনি সজ্জা, রাজি, দিবা, পক্ষ, মাস,
ঋতু, অয়ন, হায়ন, ইত্যাদি অতীতকাল
কিছুই জানিতে পারিলেন না । বাগুবিস্তাস-
কুশলা বিদক্ষা স্ত্রোশ্রোণী প্রমোচাও নির্জমে
কামজ ভাবসমূহে তাঁহাকে বরণ করিল ।
সেই কণ্ডুমুনি এই ভাবে মন্দরজ্রোণীতে সেই
প্রমোচার সহিত কামজীভায় নিরত হইয়া
শতাধিক বৎসর অতিবাহিত করিলেন ।
তার পর একদা প্রমোচা তাঁহাকে কহিল,—
হে মহাভাগ, ব্রহ্মন্ ! আমি স্বর্ণে যাইতে

অমৃত্যুং দেহি ভগবন্ ব্রজামি ত্রিদেশালয়ম্ ।
উক্তস্তথেতি স পুনঃ স্বীয়তামিত্যভ্যভ্যত ॥ ৭৩
পুনর্গতে বর্ষশতে সাধিকে সা শুভাননা ।
যাম্যহং ত্রিদিবং ব্রজন্ প্রণয়ন্তিতশোভনম্ ॥
উক্তস্তথৈবঃ স মুনিঃ পুনরাহায়তেজগাম্ ।
ইহাস্ততাং ময়া সূক্ত চিরং কালং গমিষ্যসি ॥
তচ্ছাপভীতা স্মৃশ্রোণী সহ তেনমিণা পুনঃ ।
শতদ্বয়ং কিকিদ্দুনং বর্ষাণাং সমতিষ্ঠত ॥ ৭৬
গমনায় মহাভাগো দেবরাজনিবেশনম্ ।
প্রোক্তঃ প্রোক্তস্তয়া তথ্যা স্বীয়তামিত্যভ্যভ্যত
তন্ত শাপভয়াভীকর্দাকিণ্যেচ দক্ষিণা ।
প্রোক্তা প্রণয়ন্তিত্যভিবেদেনৌ ন জহৌ মুনিম্ ॥
তয়া চ রমতস্তন্ত পরমর্ষেরহর্নিশম্ ।

ইচ্ছা করি, তুমি প্রাসাদসুস্থ হইয়া অমু-
মতি কর । তদাসক্ত-মানস সেই মুনি
তৎকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন,—
ভদ্রে ! আরও কয়েকদিন থাক । সেই
তথী প্রমোচা এইরূপ উক্ত হইয়া পুনরায়
পূর্ণ শত বৎসর সেই মহাশ্রম সহিত বিষয়-
ভোগে অতিবাহিত করিল । পরে সে
আবার “ভগবন্ ! ত্রিদেশালয়ে যাইব,
অমুমতি করুন ।” এই কথা কহিলে মুনিও
পূর্ববৎ “আরও কয়েকদিন থাক” এই বাক্য
বলিলেন । পুনর্বার শতবর্ষাধিক কাল
অতীত হইলে সেই শুভাননা প্রণয়ন্তিত-
সুন্দর-মুখে “ব্রজন্ ! আমি ত্রিদিবে যাইব”
এই কথা কহিলে সেই মুনি বলিলেন,—
সূক্ত ! আমার সঙ্গে আরও কিছু দীর্ঘকাল
এখানে থাক ; শেষে যাইও ।”
সেই স্মৃশ্রোণী তাঁহার শাপভয়ে
ভীতা হইয়া পুনরায় সেই ঋষির সহিত
কিকিৎ কয় দুইশত বর্ষ বাস করিল ।
সেই তথী প্রমোচা দেবরাজ-নিবেশনে
যাইবার জন্ত যতবারই বলিত, মুনি তৎস্বরে
“আরও কিছুদিন থাক” এই কথাই
বলিতেন । প্রণয়ন্তিত-সুখাভিজ্ঞা, মুনির

নবং নববৎস্রং প্রেম যম্মথাসক্তচেতসঃ ॥ ৭৯
একদা তু স্বরাবুজ্ঞো নিশ্চক্রামোটজামুনিঃ ।
নিজ্জামন্তক কুজোতি গম্যতে প্রাহ সা শুভ ॥
ইতু্যক্তঃ স তয়া প্রাহ পরিসুত্তমহঃ শুভে ।
সম্ব্যোপান্তিং করিষ্যামি ক্রিয়ালোপোহন্তথা
তবেৎ ॥ ৮১
ততঃ প্রহন্ত মুদিতা সা তঃ প্রাহ মহামুনিম্ ।
কিমদ্য সর্কধর্ম্মন্ত পরিসুত্তমহন্তব ।
গতমেতন্ন কুন্ততে বিশ্বয়ঃ কন্ত কথ্যতে ॥ ৮২
মুনিকবাচ ।
প্রাতঃস্বাগতা ভদ্রে নদীতীরমিদং শুভম্ ।
ময়া দৃষ্টাসি স্মৃশ্রোণি প্রবিষ্টা চ মমাম্রমম্ ॥ ৮৩
ইয়ঞ্চ বর্ত্ততে সন্ত্যা পরিণামমহো গতম্ ।
অবহাসঃ কিমর্থোহয়ং সন্তাবঃ কথ্যতাং যম ॥

শাপভয়ে ভীক, ও দাক্ষিণ্যভোগে দক্ষিণা
সেই প্রমোচাও ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে
ত্যাগ করিল না । তৎসহ রমমাণ যম্মথাসক্ত-
চিত্ত সেই পরম ঋষির অহর্নিশ নব নব
প্রেম জগ্নিতে লাগিল । ৭১—৭৯ । তার পর
একদা সেই মুনি স্বরা সহকারে উটজ হইতে
বহির্গত হইলেন । তাহা দেখিয়া সেই শুভা
প্রমোচা কহিল “কোথায় যাইতেছেন ?”
তৎকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মুনি কহিলেন,
—দিবা শেষ হইয়াছে । সম্ব্যোপাসনা
করিব । নচেৎ ক্রিয়ালোপ হইবে । প্রমোচা
মুদিতা হইয়া হান্ত সহকারে সেই মহামুনিকে
কহিল,—ওহে সর্কধর্ম্মন্ত ! অজ কি তোমার
দিবাবসান হইল ? এত কাল যে গেল,
তাহা মনেও করিতেছ না । এ বিচিত্র কথা
কাহাকে বলিব ? মুনি কহিলেন,—ভদ্রে !
তুমি অজ প্রাতঃকালে এই শুভ নদীতীরে
আসিয়াছ ; আমি তোমাকে দেখিয়াছি ।
স্মৃশ্রোণি ! পরে আমার আশ্রমে প্রবিষ্টা
হইয়াছ । এক্ষণে এই সন্ত্যা উপহিত ;
দিবার পরিণাম হইয়াছে । তবে আমাকে
উপহাস করিলে কেন ? প্রকৃত কথা

প্রমোচোবাচ ।

প্রত্যাশস্তাগতা ব্রহ্মন্ সত্যমেতন্ন মে যুযা ।
কিং ত্বত্ত কালস্ত গত্যন্তকশতানি তে ।
ততঃ সসাম্বসো বিপ্রস্তাঃ পপ্রচ্ছায়তেক্ষণাম্
মুনিক্রবাচ ।

কথত্যাং ভীকু কঃ কালস্তয়া মে রমতঃ সদা ।

প্রমোচোবাচ ।

সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নব বর্ষশতানি চ ।
মাসাশ্চ ষট্ঠতথৈবান্তঃ সমতীতঃ দিনত্রয়ম্ ॥৮৩

ঋষিক্রবাচ ।

সত্যং ভীকু বদন্তেতৎপরিহাসোহথবা শুভে
দিনমেকমহঃ মন্তে ত্বয়া সার্কমিহোষিতম্ ॥ ৮৮

প্রমোচোবাচ ।

বদিস্যামানৃতং ব্রহ্মন্ কথমত্র তবাস্তিকে ।
বিশেষাদগ্গ ভবতঃ পৃষ্টা মার্গানুগামিনা ॥ ৮৯
ব্যাস উবাচ ।

নিশম্য তদ্বচন্তস্তাঃ স মুনির্বিজসত্তমাঃ ।

ধিষ্ণিস্যামিত্যনাচারং বিনিহ্যাত্মানমাত্মনা ॥৯০

আমাকে ব্যক্ত করিয়া বল । প্রমোচা বলিল,—ব্রহ্মন্ ! আমি প্রত্যাশকালে আসিয়াছি, ইহা সত্য, মিথ্যা নহে । কিন্তু আজি তোমার সেই কালের বহু শত বর্ষ অতীত হইয়াছে । সেই বিপ্র এই কথা শুনিয়া সভয়ে সেই আরতেক্ষণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভীকু ! বল, তোমার সহিত ক্রীড়াতে থাকায় আমার কতকাল অতীত হইয়াছে । প্রমোচা কহিল,—প্রথমে নব শতবর্ষ ও পরে সপ্তশত বর্ষ এবং ছয়মাস ও তিন দিন অতীত হইয়াছে । মুনি বলিলেন,—ভীকু ! ইহা সত্য বলিতেছ ? অথবা হে শুভে ! তুমি পরিহাস করিতেছ ? আমার মনে হয় যে, তোমার সহিত এখানে একটি দিন মাত্র বাস করিয়াছি । প্রমোচা কহিল,—ব্রহ্মন্ ! আপনার কাছে অনুত বলিব কেমন করিয়া ? বিশেষতঃ অন্য আপনি সংপথগামী হইয়া

মুনিক্রবাচ ।

তপাংসি মম নষ্টানি হতং ব্রহ্মবিদ্যাং ধনম্ ।
হৃতো বিবেকঃ কেনাপি যোষিন্মোহায় নিশ্চিতা
উর্শ্বিষট্কাতিগং ব্রহ্ম জ্ঞেয়মাত্মজয়েন মে ।
গতিরেষা কৃত্য যেন ধিকৃতং কামমহাগ্রহম্ ॥৯২
ব্রতানি সর্ববেদাশ্চ কারণান্তখিলানি চ ।
নরকগ্রামমার্গেণ কামেনাগ্গ হতানি মে ॥ ৯৩
বিনিহ্যেত্বং স ধর্ম্যজ্ঞঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা ।
তামপ্সরসমাসীনামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯৪

ঋষিক্রবাচ ।

গচ্ছ পাপে যথাকামং যৎকাৰ্য্যং তদ্বয়া কৃতম্ ।
দেবরাজস্ত মৎকোভঃ কুর্ষন্ত্যা ভাবচেষ্টিতৈঃ
ন ত্বাং করোম্যহং ভস্ম ক্রৌণ্ডতীরেণ বহিনা
সত্যং সাপ্তাদং মৈত্র্যমুযিতোহহং ত্বয়া সহ ॥৯৫
অথবা তব দোষঃ কঃ কিংবা কুপ্যামহং তব ।

চার সেই বাক্য শুনিয়া “বিকু ! আচারহীন আমাকে ! ধিকু !” এই বলিয়া আপনি আপনাকে নিন্দাপূর্বক বলিলেন,—আমার তপস্তা নষ্ট হইয়াছে ! ব্রহ্মবিদ্যার ধন হৃত হইয়াছে ! মদীয় মোহসাধমার্থ কেহ এই যোষৎ নিশ্চয় কারণাছে ! আমি আত্মজয় দ্বারা উর্শ্বিষট্কে অতীত ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যত্ন করতোছিলাম, যে আমার এই প্রকার গতি ঘটাইল, সেই কালরূপ মহাগ্রহকে ‘ধিকু’ । নরকগ্রামমার্গ কালকর্তৃক আমার বেদব্রত ও অস্তান্ত যাবতীয় সাধনই হত হইয়াছে । সেই ধর্ম্যজ্ঞ মুনি এইরূপে আপন আপনাকে নিন্দা করিয়া সমাপোপব্রবীৎ সেই অপ্সরাকে এই বচন কহিলেন,—পাপে ! আমি যথা ইচ্ছা গমন কর । হাব ভাব দ্বারা আমার কোভ জন্মাইয়া দেবরাজের যে কাৰ্য্য, তাহা তুমি করিয়াছ । সাধুদিগের কথোপকথনে সাতটি পদ উচ্চারণ হইলেও মিত্রতা হয় । আর তোমার সঙ্গে অনেককাল বাস করিয়াছি ; এ

মমৈব দোষো নিতরাং যেনাহমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯৬
যথা শক্রপ্রিয়ার্থিত্বা কৃতো মন্তপসো ব্যয়ঃ ।
ত্বয়া দৃষ্টিমহামোহমবুনাহং জুগুপ্সিতঃ ॥ ৯৭

ব্যাস উবাচ ।

যাবদিখং স বিপ্রবিস্তাঃ ব্রবীতি স্মমধ্যমাম্ ।
তাবৎ স্বলৎশ্বেদজলা সা বভূবাত্তিবেপথুঃ ॥ ৯৮
প্রবেপমাণাং স চ তাং স্বিন্নগাত্রলতাং সতীম্ ।
গচ্ছ গচ্ছেতি সক্রোধমুবাচ মুনিসত্তমঃ ॥ ৯৯
সা তু নির্ভৎসিতা তেন বিনিক্রম্য তদাশ্রমাৎ
আকাশগামিনী শ্বেদং মমার্জ্য তরুপল্লবৈঃ ॥ ১০০
বৃক্ষাদবৃক্ষং যযৌ বালা উদগ্রারুণপল্লবৈঃ ।
নির্ম্মমার্জ্য চ গাত্রাণি গলৎশ্বেদজলানি বৈ ॥ ১০১
ঋষিণা যন্তদা গর্ভস্তস্তা দেহে সমাহিতঃ ।
নির্জগাম সরোমাকশ্বেদরূপী তদঙ্গতঃ ॥ ১০২
তং বৃক্ষা জগৃহুর্গর্ভমেকং চক্রে চ মারুতঃ ।

কেনই বা আমি তোমার প্রতি কুপিত হই-
তেছি ? আমারই ত সম্পূর্ণ দোষ ; যেহেতু
আমিই অজিতেন্দ্রিয় । শক্রপ্রিয়ার্থিনী তুমি
দৃষ্টিক্রপ মহামোহমন্ত্রে আমার তপস্তা ব্যয়
করাইয়া আমাকে নিন্দাই করিয়াছ ! ব্যাস
বলিলেন,—সেই বিপ্রসি স্মমধ্যমা প্রমোচাকে
যেমন এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—তখনই
সে অত্যন্ত বেপথুমতী হইল ; তাহার গাত্র
হইতে প্রচুর শ্বেদজল ঝলিত হইতে
লাগিল । সেই মুনিসত্তম, বেপমানা স্বিন্ন-
গাত্রলতা সেই প্রমোচাকে সক্রোধে “যাও,
যাও” এই কথা বলিলেন । মুনিকর্জুক
নির্ভৎসিতা হইয়া সেই প্রমোচা সেই আশ্রম
হইতে নিক্রান্ত হইল এবং আকাশপথে
যাইতে যাইতে তরুপল্লব দ্বারা উক্ত শ্বেদজল
মার্জন করিতে লাগিল । ৯০—১০০ । সেই
বালা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইয়া উন্নত
অরুণ পল্লব সকল দ্বারা গাত্রের শ্বেদজল
মার্জন করিতে থাকিল । ঋষি তদীয়
দেহে যে গর্ভাধান করিয়াছিলেন, তখন
তাহাও সরোমাক শ্বেদজলরূপে তাহার দেহ
হইতে বহির্গত হইল । বৃক্ষেরা সেই গর্ভকে

সোমেনাপ্যায়িতো গোভিঃ স তদা ববৃধে শনৈঃ
মারিষা নাম কস্তাভূদবৃক্ষাণাং চাকুলেচনা ।
প্রাচেতসানাং সা ভাৰ্যা দক্ষস্ত জননী দ্বিজাঃ
স চাপি ভগবান্ কণ্ডুঃ কীণে তপসি সত্তমঃ ।
পুরুষোত্তমাখাঃ ভো বিপ্রা বিষ্ণোরায়তনঃ

যযৌ ॥ ১০৫

দদর্শ পরমং ক্ষেত্রং যুক্তিদং ভুবি দুর্লভম্ ।
দক্ষিণত্বেদধেস্তীরে সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১০৬
সুরম্যং বালুকা কীর্ণং কেতকীবনশোভিতম্ ।
নানাক্রমলতাকীর্ণং নানাপক্ষিকৃতং শিবম্ ॥ ১০৭
সর্বত্র সুখসঞ্চারং সর্বভুকুসুমাদিতম্ ।
সর্বসৌখ্যপ্রদং নৃণাং ধন্যং সর্বগুণাকরম্ ॥ ১০৮
ভৃগাদৈর্যঃ সেবিতং পূর্বং মুনিসিদ্ধবতৈরুত্থা ।
গন্ধর্বৈঃ কিম্বতৈর্যতৈরুত্থা ঋক্ষকাজিক্রিতিঃ
দদর্শ চ হরিং তত্র দেবৈঃ সর্বৈরলঙ্কৃতম্ ।
ব্রাহ্মণাদৈরুত্থা বর্ণৈরাশ্রমতৈশ্চনিষেবিতম্ ॥ ১১০
দৃষ্টেইব স তদা ক্ষেত্রং দেবঞ্চ পুরুষোত্তমম্ ।

গ্রহণ করিল ; মারুত তাহাকে একত্রিত
করিল ; সোম নিজ কিরণ দ্বারা তাহাকে
আপ্যায়িত করিলেন । সূতরাং সেই গর্ভ
তখন শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।
ক্রমে উহা ‘মারিষা’ নামে বৃক্ষদিগের চাক-
লোচনা কস্তা হইল । হে দ্বিজগণ ! সে
প্রাচেতসদিগের ভাৰ্যা এবং দক্ষের জননী
হইয়াছিল । হে বিপ্রগণ ! ভগবান্ মুনি-
সত্তম কণ্ডু ও তপস্তা কীর্ণ হওয়ায় পুরুষোত্তম
নামে প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর আয়তনে যাইলেন ।
তিনি দেখিলেন,—সেই পরম মঙ্গলময় ক্ষেত্র
দক্ষিণ সাগরতীরে বিরাজিত । সুরম্য
বালুকা কীর্ণ, কেতকীবনশোভিত, নানা ক্রম-
লতাকীর্ণ, নানা পক্ষিরবে মুখরিত, সর্বত্র
সুখসঞ্চারযোগ্য, সর্ব ঋতুজাত কুসুম-
সমূহে সমবিত, সর্বসৌখ্যদায়ক, সর্বগুণা-
কর, ভৃগু প্রভৃতি ঋষি ও প্রধান প্রধান
সিদ্ধ, গন্ধর্ব, কিম্বর, যক্ষ এবং অন্যান্য
মোক্ষাকাঙ্ক্ষজনগণে পরিসেবিত । সেই সর্ব-
কামফলপ্রদ ভূতলদুর্লভ যুক্তিপ্রদ পুরুষোত্তম

কৃতকৃত্যমিবাশ্বানং মেনে স মুনিসত্তমঃ ॥ ১১১
তত্রৈকাগ্রমনা কৃত্বা চকারারাদনং হরেঃ ।
ব্রহ্মপারময়ং কুর্ষ্বন্ জপমেকাগ্রমানসঃ ।
উর্দ্ধবাহুর্মহাযোগী স্থিতাসৌ মুনিসত্তমঃ ॥ ১১২
মুনয় উচুঃ ।

ব্রহ্মপারং মূনে শ্রোতুমিচ্ছামঃ পরমং শুভম্ ।
জপতা কণ্ঠনা দেবো যেনারাদ্যত কেশবঃ ॥
ব্যাস উবাচ ।

পারং পরং বিষ্ণুরপারপারঃ
পরঃ পরেভ্যঃ পরমাত্মরূপঃ ।
স ব্রহ্মপারঃ পারপারকৃতঃ
পরঃ পরাণামপি পারপারঃ ॥ ১১৪
স কারণং কারণসংশ্রিতোহপি
তস্তাপি হেতুঃ পরহেতুহেতুঃ ।
কার্যোহপি চৈষ সহ কৰ্ম্মকৰ্ত্ত্ব-
ক্ৰূপৈরনেকৈরবতীহ সৰ্ব্বম্ ॥ ১১৫

কেজ দর্শনান্তে তিনি তথায় সর্বদেবগণে পরি-
বেষ্টিত ও গার্হস্থ্যাদি চতুরাশ্রমস্থ ব্রাহ্মণাদি
চতুর্বর্ণে নিষেবিত দেব হরিকেও দেখিলেন ।
সেই মুনিসত্তম কণ্ঠ সেই কেজ এবং তদ্রূপ
দেব পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া আপনাকে
কৃতকৃত্য বোধ করিলেন । সেই মুনিসত্তম
মহাযোগী কণ্ঠ তথায় একাগ্রমনে উর্দ্ধবাহু
ও দণ্ডায়মান থাকিয়া ব্রহ্মপারময় শ্রোত্র
জপে নিরত হইয়া হরির আরাধনা
করিতে লাগিলেন । ১০১—১১২ । মুনিগণ
বলিলেন,—হে মূনে ! কণ্ঠমুনি যাহা জপ
করিয়া দেব কেশবের আরাধনা করিয়া-
ছিলেন, আমরা সেই ব্রহ্মপার পরম শুভ
শ্রোত্র শুনিতে ইচ্ছা করি । ব্যাস বলি-
লেন,—সেই বিষ্ণু পর পার, অপারপার,
পর সকলের পরবর্তী, পরমাত্মরূপ, পর-পার-
কৃত, পর সকলেরও পর, পারেরও পার,
ব্রহ্মপার । তিনি কারণাশ্রিত হইয়াও কারণ,
সেই কারণেরও কারণ, পরকারণেরও
কারণ, আবার তিনিই কৰ্ম্ম কৰ্ম্মকর্ত্তা ইত্যাদি

ব্রহ্মপ্রভৃৎক স সৰ্ব্বভূতো
ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোহসৌ ।
ব্রহ্মাব্যয়ং নিত্যমজং স বিষ্ণুর-
পক্ষ্যাদৈরথিলৈরসঙ্গঃ ॥ ১১৬

ব্রহ্মাক্ষরময়ো নিত্যঃ যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ ।
তথা রাগাদয়ো দোষাঃ প্রযাত্ত প্রশমং যম ॥
ব্যাস উবাচ ।

কৃত্বা তস্তা মূনেজাপ্যং ব্রহ্মপারং দ্বিজোত্তমাঃ
ভক্তিক পরমাঃ জাহা সুদৃঢ়াঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
শ্রীত্যা স পরয়া দেবস্তদাসৌ ভক্তবৎসলঃ ।
গত্বা তস্তা সমীপস্ত প্রোবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১১৯
মেঘগন্তীরয়া বাচা দিশঃ সন্নাদয়ন্নিব ।
আকৃষ্ণ গরুড়ং বিপ্রা বিনতাকুলনন্দনম্ ॥ ১১০
শ্রীভগবানুবাচ ।

মূনে ক্রহি পরং কার্য্যং যন্তে মনসি বর্ত্ততে ।
বরদোহমমুপ্রাপ্তো বরং বরয় সুব্রত ॥ ১২১
কষ্টৈবং বচনং তস্তা দেবদেবস্তা চক্রিণঃ ।
চক্ষুরুন্মীল্য সহসা দদর্শ পুরতো হরিম্ ॥ ১২২

ব্রহ্মারও প্রভু, সেই ব্রহ্ম সর্বভূতরূপী, তিনি
বৃহদাকার, প্রজা সকলের পতি ও অচ্যুত
সেই পুরুষোত্তম ব্রহ্ম যেমন নিয়তই ব্রহ্মাক্ষর
(ঐ) ময়, অজ, অব্যয়, নিত্য, ব্যাপক, এবং
অপক্ষ্যাদি দোষ সকলে অসঙ্গ, তেমনি
আমারও রাগাদি দোষচয় প্রশান্ত হইয়া যাউ
এতাদৃশ ব্রহ্ম লাভ হউক । ১১৩—১১৭
ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ ! দে
পুরুষোত্তম সেই মুনির জাপ্য ব্রহ্মপা
শ্রুতি শ্রবণে এবং তাহার সুদৃঢ় পরমা ভক্তি
জানিয়া পরম শ্রীতিসহকারে ভক্তবৎসলত
হেতু সেই মধুসূদন বিনতা-কুলনন্দন গরুড়ে
আরোহণপূর্বক সেই মুনির সমীপে গম
করিলেন এবং হে বিপ্রগণ ! দিচ্ সকা
প্রতিশ্রুতি করিয়াই যেন মেঘগন্তীর য
বলিলেন,—হে সুব্রত মূনে ! একট
তোমার কি কার্য্য বল ; আমি বরদাত
তোমার সমীপে আসিয়াছি ; বর প্রার্থ

অতসৌপ্পসঙ্কাশঃ পদ্মপদ্মায়তেক্ষণম্ ।
 শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ মুকুটান্ধদধারিণম্ ॥ ১২৩
 চতুর্ভাষ্মদারাকঃ পীতবস্ত্রধরঃ শুভম্ ।
 জীবৎসলক্ষসংযুক্তঃ বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১২৪
 সর্বলক্ষণসংযুক্তঃ সর্বরত্নবিভূষিতম্ ।
 দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গঃ দিব্যমালাবিভূষিতম্ ॥ ১২৫
 ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো রোমাঞ্চিততনুরুহঃ ।
 দণ্ডবৎ প্রণিপত্যোন্মীয়াং প্রণামমকরোত্তমা ॥
 অস্ত্র মে সফলং জন্ম অন্য মে সফলং তপঃ ।
 ইত্যাভ্যু মুনিশার্দূলান্তঃ স্তোতুমুপচক্রমে ॥ ১২৭
 কণ্ডুকবাচ ।

নারায়ণ হরে কৃষ্ণ জীবৎসাক্ষ জগৎপতে ।
 জগদ্বীজ জগদ্ধাম জগৎসাক্ষি নমোহস্ত তে ॥
 অব্যক্ত জিহ্বা প্রভব প্রধান পুরুষোত্তম ।
 পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ লোকনাথ নমোহস্ত তে
 হিরণ্যগর্ভ জীনাথ পদ্মনাভ সনাতন ।
 ভূগর্ভ এব ঈশান হৃষীকেশ নমোহস্ত তে ॥

অবগে সহসা চক্ষু উন্মীলন করিয়া পুরোভাগে
 হরিকে দর্শন করিলেন । অতসৌপ্পসঙ্কাশ,
 পদ্মপদ্মায়তেক্ষণ, শঙ্খচক্রগদাপাণি, মুকু-
 টান্ধদধারী, চতুর্ভাষ্ম, উজ্জ্বিতদেহ, পীতবস্ত্র-
 ধর, শুভদর্শন, জীবৎসচিহ্নাঙ্কিত, বনমালা-
 বিভূষিত, সর্বলক্ষণসংযুক্ত, সর্বরত্নবিভূষিত,
 দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গ, দিব্যমালাশোভিত, সেই
 হরিকে দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হৃদয়ে
 লোমাঞ্চিতকায়ে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত
 হইয়া প্রণতি করিলেন । সেই মুনিশার্দূল
 “অস্ত্র আমার জন্ম সফল, অস্ত্র আমার
 তপস্তা সফল!” এই বলিয়া তাঁহাকে স্তব
 করিতে আরম্ভ করিলেন ১১১৫—১১২৭ । কণ্ডু
 বলিলেন,—হে নারায়ণ, হরে, কৃষ্ণ,
 জীবৎসাক্ষ, জগৎপতে, জগদ্বীজ, জগদ্ধাতা,
 জগৎসাক্ষি! আপনাকে নমস্কার । হে
 অব্যক্ত, জিহ্বা, প্রধান, পুরুষোত্তম,
 পুণ্ডরীকাক্ষ, গোবিন্দ, লোকনাথ! আপ-
 নাকে নমস্কার করি । হে হিরণ্যগর্ভ,
 জীনাথ, পদ্মনাভ, সনাতন, ভূগর্ভ, এব,

অনাদ্যস্তামৃতাজেয় জয় ত্বং জয়তাং বর ।
 অজিতাখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনিবাস নমোহস্ত তে ॥
 পর্জনমক্ষকর্তা চ ত্বম্পার হরধিষ্ঠিত ।
 হৃৎখাতিনাশন হরে জলশায়িনমোহস্ত তে ॥ ১৩২
 ভূতপাব্যক্ত ভূতেশ ভূততত্ত্বৈরনাকুল ।
 ভূতাধিবাস ভূতাশ্রয় ভূতগর্ভ নমোহস্ত তে ॥
 যজ্ঞ যজ্ঞন যজ্ঞধর যজ্ঞধাতাতয়প্রদ ।
 যজ্ঞগর্ভ হিরণ্যাক্ষ পৃথিব্যগর্ভ নমোহস্ত তে ॥ ১৩৪
 ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রভূঃ ক্ষেত্রী ক্ষেত্রহা ক্ষেত্রকৃৎ
 ক্ষেত্রায়ন ক্ষেত্ররহিত ক্ষেত্রশষ্টে নমোহস্ত তে
 গুণালয় গুণাবাস গুণাশ্রয় গুণাবহ ।
 গুণভোক্তা-গুণারাম গুণত্যাগিরমোহস্ত তে ॥
 ত্বং বিশ্বাত্মঃ হরিশ্চক্রৌ ত্বং জিহ্বাত্মঃ জনার্দনঃ ।
 ত্বং ভূতাত্মঃ বসুট্কারাত্মঃ তব্যাত্মঃ তবৎপ্রভুঃ
 ত্বং ভূতকৃৎসমব্যক্তাত্মঃ তবো ভূতভূতান্ ।

ঈশান, হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার
 করি । হে অনন্ত, অনাদি, অমৃত, অজেয়,
 জয়দীপের শ্রেষ্ঠ! তোমার জয় হউক ।
 হে অজিত, অখণ্ড, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিবাস,
 তোমাকে নমস্কার করি । হে ত্বম্পার,
 হরধিষ্ঠিত, হৃৎখাতিনাশন, জলশায়িন, হরে!
 তুমিই পর্জনকর্তা ও তাপোৎপাদক;
 তোমাকে নমস্কার করি । হে ভূতপ,
 অব্যক্ত, ভূতেশ, ভূততত্ত্ব দ্বারা অনাকুল,
 ভূতাধিবাস, ভূতাশ্রয়, ভূতগর্ভ! তোমাকে
 নমস্কার করি । হে যজ্ঞ, যজ্ঞধর, যজ্ঞধাতা,
 অভয়প্রদ, যজ্ঞগর্ভ, হিরণ্যাক্ষ, পৃথিব্যগর্ভ!
 তোমাকে নমস্কার করি । হে ক্ষেত্রজ,
 ক্ষেত্রভূৎ, ক্ষেত্রী, ক্ষেত্রহা, ক্ষেত্রকৃৎ, বশী,
 ক্ষেত্রায়ন, ক্ষেত্রশষ্টা, ক্ষেত্ররহিত! আপনাকে
 নমস্কার করি । হে গুণালয়, গুণাবাস, গুণা-
 শ্রয়, গুণাবহ, গুণারাম, গুণত্যাগিন!
 তুমিই গুণভোক্তা; তোমাকে নমস্কার
 করি । তুমিই বিশ্বাত্ম, তুমিই হরি, তুমিই
 চক্রৌ, তুমিই জিহ্বা, তুমিই জনার্দন, তুমিই
 বসুট্কার, তুমিই ভূত, তুমিই তব্য ও
 তবৎপ্রভু । তুমিই ভূতকৃৎ, তুমিই অব্যক্ত,

ত্বং ভূতভাবনো দেবস্তামাহরজমীশ্বরম্ ॥ ১৮৮

ভূমনন্তঃ কৃতজ্ঞস্তং প্রকৃতিস্তং বৃষাকপিঃ ।

ত্বং ক্রদন্তঃ তুরাধ্বন্তমমোষন্তমীশ্বরঃ ॥ ১৮৮

ত্বং বিশ্বকর্মা জিহ্বস্তং ত্বং শঙ্কুস্তং বৃষাকৃতিঃ ।

ত্বং শঙ্করস্তমুশনা ত্বং সত্যং ত্বং তপো জনঃ ॥

ত্বং বিশ্বরেতা ত্বং শর্ম্ম ত্বং শরণ্যস্তমক্ষরম্ ।

ত্বং শঙ্কুস্তং স্বয়ম্ভুচ ত্বং জ্যোষ্ঠস্তং পরায়ণঃ ॥ ১৮৯

ভূমাদিত্যাস্তমোক্তারস্তং প্রাণস্তং তমিশ্রহা ।

ত্বং পর্জন্তস্তং প্রথিতস্তং বেধান্তং সুরেশ্বরঃ ॥ ১৯০

ভূমগ্ভৃজঃ সাম চৈব ভূমাত্মা সম্মতো ভবান ।

ভূমগ্নিস্তং পবনস্তমাপো বসুধা ভবান্ ॥ ১৯০

ত্বং স্রষ্টা ত্বং তথা ভোক্তা হোতা অধ্বা হবিঃ

ক্রতুঃ ।

ত্বং প্রভুস্তং বিভুঃ শ্রেষ্ঠস্তং লোকপতিরচ্যুতঃ ॥

ত্বং সর্বদর্শনঃ স্রীমান্তং সর্বদমনোহরিহা ।

ভূমহস্তং তথা রাত্রিস্তামাহর্বৎসরং বৃধাঃ ॥ ১৯৫

ভূমিই ভব, ভূমিই ভূতভব, । ভূমিই ভূত-
ভাবন দেব এবং তোমাকেই অজ ঈশ্বর
বলিয়া থাকে । ভূমিই বৃষাকৃতি, ভূমিই ক্রদ,
ভূমিই তুরাধ্ব, ভূমিই অমোঘ এবং ভূমিই
ঐশ্বর্যশালী । ভূমিই জিহ্ব, ভূমিই শঙ্কু,
ভূমিই বিশ্বকর্মা, ভূমিই অনন্ত, ভূমিই কৃতজ্ঞ,
ভূমিই প্রকৃতি, ভূমিই বৃষাকপি, ভূমিই শঙ্কর,
ভূমিই উশনা, ভূমিই সত্যলোক, ভূমিই
তপোলোক ও ভূমিই জনলোক । ভূমিই
বিশ্বরেতা, ভূমিই শর্ম্ম, ভূমিই শরণা, ভূমিই
অক্ষর, ভূমিই মঙ্গলাকর, ভূমিই স্বয়ম্ভু,
ভূমিই জ্যোষ্ঠ, ভূমিই পরায়ণ, ভূমিই আদিত্য,
ভূমিই ওক্তার, ভূমিই প্রাণ, ভূমিই তামিশ্রহা,
ভূমিই পর্জন্ত, ভূমিই প্রথিত, ভূমিই বেধা,
ভূমিই সুরেশ্বর । ভূমিই ঋক্, যজুঃ, সাম,
ভূমিই সর্ববাদিসম্মত আত্মা । ভূমিই অগ্নি,
ভূমিই পবন, ভূমিই জল, ভূমিই বসুধা ।
ভূমিই স্রষ্টা, ভূমিই ভোক্তা, ভূমিই হোতা,
ভূমিই হবিঃ এবং ক্রতু । ভূমি প্রভু, ভূমি
বিভু, ভূমিই শ্রেষ্ঠ, লোকপতি, অচ্যুত । ভূমি
সর্বদর্শী ও স্রীমান, ভূমিই সর্বদমন ও

ত্বং কালস্তং কলা কাষ্ঠা ত্বং মুহূর্ত্তঃ ক্ষণা লবাঃ

ত্বং বালস্তং তথা বৃদ্ধস্তং পুমাম্ স্ত্রী নপুংসকঃ ॥

ত্বং বিশ্ববোনিস্তং চক্ষুস্তং স্বাগুস্তং শুচিশ্রবাঃ ।

ত্বং শাস্ততস্তমজিতস্তমুপেন্দ্রস্তমুক্তমঃ ॥ ১৮৭

ত্বং সর্ববিশ্বসুখদস্তং বেদাঙ্গং ভূমব্যয়ঃ ।

ত্বং বেদবেদস্তং ধাতা বিধাতা ত্বং সমাহিতঃ ॥

ত্বং জলনিধিরামূলং ত্বং ধাতা ত্বং পুনর্কস্তুঃ ।

ত্বং বৈগ্যস্তং ধৃতায়া ৫ ভূমতীন্দ্রিয়গোচরঃ ॥ ১৮৯

ভূমগ্রণীগ্রামণীস্তং ত্বং সুপর্ণস্তমাদিমান্ ।

ত্বং সংগ্রহস্তং স্তুমহস্তং ধৃতায়া ভূমচ্যুতঃ ॥ ১৯০

ত্বং যমস্তং নিয়মস্তং প্রাণস্তং চতুর্ভুজঃ ।

ভূমেনানান্তরায়া ত্বং পরমায়া ভূমচ্যুতে ॥ ১৯১

ত্বং গুরুস্তং গুরুতমস্তং বামস্তং প্রদক্ষিণঃ ।

ত্বং পিঙ্গলস্তমগমস্তং বাহুস্তং প্রজাপতিঃ ॥ ১৯২

হিরণ্যানাভস্তং দেবস্তং শশী ত্বং প্রজাপতিঃ ।

আধিহা । ভূমি দিবা, ভূমি, রাত্রি ; বৃধগণ
তোমাকেই বৎসর বলিয়া থাকেন । ভূমিই
কাল, ভূমিই কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, হে
দেব ! ভূমিই বালক, ভূমিই বৃদ্ধ, ভূমিই পুরুষ,
স্ত্রী, ও নপুংসক । ভূমিই বিশ্ববোনি, ভূমি,
চক্ষু, ভূমি স্বাগু, ভূমি শুচিশ্রবাঃ (সর্বাধিক
শ্রবণশক্তিসম্পন্ন) । ভূমি শাস্ত, ভূমিই
অজিত, ভূমি উপেন্দ্র এবং ভূমিই উত্তম ।
১৮৮-১৮৭ । ভূমি সমগ্রবিশ্বের সুখদাতা, ভূমি
বেদাঙ্গ, ভূমি অব্যয়, ভূমি বেদেরও বেদ, ভূমি
ধাতা ও বিধাতা এবং ভূমিই সমাহিত । ভূমি
জলনিধি, ভূমি জগতের মূল এবং ভূমিই
ধারণকর্তা । ভূমিই পুনর্কস্তু, ভূমি বৈদ্য,
ভূমি ধৃতায়া, ভূমিই অতীন্দ্রিয়গোচর । ভূমি
অগ্রণী, ভূমি গ্রামণী, ভূমি সুপর্ণ, ভূমিই
আদিমান্ । ভূমি সংগ্রহ, ভূমি স্তুমহৎ, ভূমি
জিতেন্দ্রিয়, ভূমিই চ্যুতিবিহীন । ভূমি যম,
ভূমি নিয়ম, ভূমি প্রাণ, ভূমি চতুর্ভুজ, ভূমিই
অন্ন, এবং ভূমিই অন্তরায়া ও পরমায়া
বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । ভূমিই গুরু ।
ভূমিই গুরুতম, ভূমিই বাম, ভূমিই দক্ষিণ,
ভূমিই অগ্নি, ভূমিই বায়ু এবং ভূমিই ব্যাক্ত ও

অনিদেহবপুঃ বৈ স্বঃ যমঃ সুরারিহা ॥
 ইক্ষু সৰ্ব্বণো দেবঃ কৰ্ত্তা স্বঃ সনাতনঃ ।
 স্বঃ বাসুদেবোহমেঘান্না অমেব গুণবৰ্জিতঃ ॥
 স্বঃ জ্যেষ্ঠঃ বরিস্থঃ স্বঃ সহিষ্ণুঃ মাধবঃ ।
 সহস্রশীৰ্ষা স্বঃ দেবস্বমব্যাক্তঃ সহস্রদৃক্ ॥ ১৫৫
 সহস্রপাদঃ দেবঃ বিরটি স্বঃ সুরপ্রভুঃ ।
 অমেব তিষ্ঠসে ভূয়ো দেবদেব দশাঙ্গুলঃ ॥ ১৫৬
 যদুতঃ তবমেবোক্তঃ পুরুষঃ শক্র উত্তমঃ ।
 যন্তাব্যঃ তবমীশানস্বমুত্তমঃ তথামৃতঃ ॥ ১৫৭
 অতো রোহিত্যয়ং লোকো মহীয়াঃ স্বমুত্তমঃ ।
 স্বঃ জ্যায়ান্ পুরুষস্বক স্বঃ দেব দশধা স্থিতঃ ॥
 বিশ্বভূতচতুৰ্ভাগো নবভাগোহয়তো দিবি ।
 নবভাগোহস্তরিক্ষস্বঃ পৌরুষেয়ঃ সনাতনঃ ॥
 ভাগদ্বয়ক্ ভূসংস্থঃ চতুৰ্ভাগোহপ্যভূদিহ ।

অতো যজ্ঞাঃ সন্তবন্তি জগতো বৃষ্টিকারণম্ ॥
 অতো বিরাট্ সমুৎপন্নো জগতো হৃদি যঃ পুমাঃ
 সোহতিরিচ্যত ভূতেভ্যস্তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥
 যজ্ঞঃ সুরাণামাহারঃ পৃষদাজ্যমজায়ত ।
 গ্রাম্যারণ্যাশৌষধয়জ্ঞঃ পশুমৃগাদয়ঃ ॥ ১৬২
 ধোযধ্যানপরস্বক কৃতবানসি চৌষধীঃ ।
 স্বঃ দেবদেবঃ সপ্তাশ্বঃ কালাথ্যো দীপ্তবিগ্রহঃ ॥
 জঙ্গমাজঙ্গমঃ সৰ্বঃ জগদেতচ্চরাচরম্ ।
 তত্ত্বঃ সৰ্বমিদং জাতং হৃদি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
 অনিরুদ্ধস্ব মাধবস্বঃ প্রহাস্যঃ সুরারিহা ।
 দেব সৰ্বসুরশ্রেষ্ঠ সৰ্বলোকপরায়ণ ॥ ১৬৫
 ত্রাহি মামরবিন্দাক্ষ নারায়ণ নমোহস্তু তে ।
 নমস্তে ভগবন্বিবেকো নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১৬৬
 নমস্তে সৰ্বলোকেশ নমস্তে কমলালয় ।
 গুণালয় নমস্তেহস্তু নমস্তেহস্তু গুণাকর ॥ ১৬৭

প্রজাপতি । তুমিই দেব হিরণ্যনাভ, তুমিই
 শশী, তুমিই প্রজাপালক, তুমি অনিদেহবপুঃ,
 তুমিই যম এবং তুমিই সুরারিঘাতী ।
 তুমিই দেব সৰ্ব্বগণ, তুমিই কৰ্ত্তা, তুমিই
 সনাতন, তুমিই বাসুদেব, তুমিই অমে-
 ঘান্না ও গুণবৰ্জিত । তুমি জ্যেষ্ঠ, তুমি
 বরিস্থ, তুমি সহিষ্ণু, ও মাধব । তুমিই
 সহস্রশীৰ্ষা, সহস্রদৃক্, অব্যাক্ত দেব ।
 তুমিই সহস্রপাদ, তুমিই সুরপ্রভু, দেব
 বিরটি । হে দেবদেব ! তুমিই আবার
 দশাঙ্গুল আকারে বিরাজমান থাক । যাহা
 ভূত, তাহাও তুমি বলিয়াই উক্ত হয় । তুমি
 পুরুষ, শক্র, উত্তম, এবং যাহা ভাব্য, হে
 ঈশান ! তাহাও তুমি । তুমি অমৃত এবং মৃত ।
 তোমা হইতেই এই লোক সকল উৎপন্ন হয়,
 তুমিই অমৃতম, মহীমান্ । তুমিই জ্যায়ান্,
 তুমিই পুরুষ, হে দেব ! তুমিই দশধা বিভক্ত
 হইয়া বিরাজিত রহিয়াছ । তুমি বিশ্বভূত,
 চতুৰ্ভাগ, নবভাগ, ও স্বর্গে অমৃতস্বরূপ ।
 তুমি নবভাগে অস্তরিক্ষে সনাতন পুরুষ
 গুণরূপে অবস্থান কর । তুমি হই ভাগে

জগতের বৃষ্টিকারণ যজ্ঞ সকল তোমা হই-
 তেই সমুৎপন্ন হয় । যিনি সৰ্বভূতাপেক্ষা তেজ
 যশ ও শ্রী দ্বারা অতিরিক্ত, জগতের
 হৃদয়াবাহিত সেই বিরাট্ পুরুষও তোমা
 হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছেন । তোমা হইতেই
 সুরগণের আহার পৃষদাজ্য (দধিযুক্ত স্নাত)
 জন্মিয়াছে । গ্রাম্য আরণ্য ওষধি পশু-
 মৃগাদিও তোমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে ।
 তুমিই ধোয় এবং ধ্যানপরায়ণ । তুমিই
 নানাবিধ ঔষধি সৃষ্টি কারিয়াছ । হে দেবদেব,
 সপ্তাশ্ব ! তুমিই দীপ্তবিগ্রহ কাল নামে
 প্রসিদ্ধ । এই কুটিলগামী বা সরলগামী
 চরাচর সমস্ত জগৎ তোম হইতেই জন্মিয়াছে
 এবং তোমাতেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহি-
 য়াছে । ১৬৮—১৬৯ । তুমিই অনিরুদ্ধ, তুমিই
 মাধব, তুমিই সুরারিহতা । হে সৰ্বসুরশ্রেষ্ঠ,
 সৰ্বলোকপরায়ণ, অরবিন্দাক্ষ, নারায়ণ !
 আমাকে জ্ঞান কর, তোমায নমস্কার করি ।
 ভগবন্, বিবেকো ! তোমাকে নমস্কার করি ।
 পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার । সৰ্ব-
 লোকেশ ! তোমাকে নমস্কার । কুশলালয় !
 তোমাকে নমস্কার । গুণালয় ! তোমাকে

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

বাসুদেব নমস্তেহম্ নমস্তেহম্ সুরোত্তম ।
 জনার্দন নমস্তেহম্ নমস্তেহম্ সনাতন ॥১৬৮
 নমস্তে যোগিনাং গম্য যোগাবাস নমোহম্ তে
 গোপতে ত্রীপতে বিষ্ণে নমস্তেহম্ মকুৎপতে
 জগৎপতে জগৎসৃতে নমস্তে জ্ঞানিনাং পতে
 দিবস্পতে নমস্তেহম্ নমস্তেহম্ মহীপতে ॥
 নমস্তে মধুহস্তে চ নমস্তে পুষ্করেক্ষণ ।
 কৈটভস্ব নমস্তেহম্ সুব্রহ্মণ্য নমোহম্ তে ॥
 নমোহম্ তে মহামীন ঋতিপৃষ্ঠধরাচ্যুত ।
 সমুদ্রসলিলকোভ পদ্মজাহ্লাদকারিণে ॥ ১৭২
 অশ্বশীর্ষ মহাঘোণ মহাপুরুষবিগ্রহ ।
 মধুকৈটভহস্তে চ নমস্তে তুরগানন ॥ ১৭৩
 মহাকমঠভোগায় পৃথিব্যাক্ষরণায় চ ।
 বিধুতাদিস্বরূপায় মহাকূর্মায়ে তে নমঃ ॥ ১৭৪
 নমো মহাবরাহায় পৃথিব্যাক্ষরকারিণে ।

নমস্কার করি । গুণাকর তোমাকে নমস্কার
 করি । বাসুদেব ! তোমাকে নমস্কার
 করি । সুরোত্তম ! তোমাকে নমস্কার
 করি । জনার্দন ! তোমাকে নমস্কার করি ।
 সনাতন ! তোমাকে নমস্কার করি ।
 হে যোগিগণের গম্য ! তোমাকে নমস্কার
 করি । যোগাবাস ! তোমাকে নমস্কার
 করি । হে গোপতে, ত্রীপতে, মকুৎপতে,
 বিষ্ণে ! তোমাকে নমস্কার করি । জগৎ-
 পতি, জগৎসৃতি, জ্ঞানিজনগণের পতি,
 তোমাকে নমস্কার করি । দিবস্পতে !
 তোমাকে নমস্কার করি । মহীপতে !
 তোমাকে নমস্কার করি । মধুহস্তা তোমাকে
 নমস্কার । পুষ্করেক্ষণ ! তোমাকে নমস্কার ।
 কৈটভস্ব ! তোমাকে নমস্কার করি । সুব্রহ্মণ্য !
 তোমাকে নমস্কার করি । হে অচ্যুত,
 মহামীন ! হে ঋতিগণকে পৃষ্ঠে ধারণকারিন্ !
 হে সমুদ্রসলিলের কোভকারিন্ ! পদ্মজন্মার
 আহ্লাদকারী তোমাকে, নমস্কার করি ।
 হে অশ্বশীর্ষ, মহাঘোণ, মহাপুরুষবিগ্রহ,
 তুরগানন ! তোমায় নমস্কার । পৃথিবীর

নমস্চাদিবরাহায় বিশ্বরূপায় বেধসে ॥ ১৭৫
 নমোহনস্তায় সূক্ষ্মায় মুখ্যায় চ বরায়ে চ ।
 পরমাণুস্বরূপায় যোগিগম্যায় তে নমঃ ॥ ১৭৬
 তস্মৈ নমঃ কারণকারণায়
 যোগীন্দ্রবৃন্দনিলয়ায় সূত্বর্কিদায় ।
 ক্ষীরার্ণবান্নিতমহাহিন্দুতলগায়
 তুভ্যং নমঃ কনকরত্নসুকুণ্ডলায় ॥ ১৭৭
 ব্যাস উবাচ ।
 ইথং শ্রুতস্তদা তেন ত্রীতঃ প্রোবাচ মাধবঃ ।
 ক্ষিপ্ৰং ব্রহ্মি মুনিশ্রেষ্ঠ মন্তো যদতিবাহসি ॥১৭৮
 কণ্ডুকবাচ ।
 সংসারেহস্মিন্ জগন্নাথ হস্তরে লোমহর্ষণে ।
 অনিত্যে দুঃখবহুলে কদলীদলসন্নিভে ॥ ১৭৯
 নিরাশ্রয়ে নিরালম্বে জলবুদ্বুদচঞ্চলে ।
 সর্কোপদ্রবসংযুক্তে হস্তরে চাতিভৈরবে ॥১৮০
 ভ্রমামি সূচিরং কালং মায়ায়া মোহিতস্তব ।

আপনাকে নমস্কার , এবং সেই মহা কমঠের
 মস্তকে অবস্থান করত মহাবরাহরূপে
 পৃথিবীর উদ্ধারকারীকেও নমস্কার । বিশ্বরূপ
 বেধা আদিবরাহমূর্তিকেও নমস্কার । অন-
 ত্যকে নমস্কার । সূক্ষ্ম, মুখ্য, বর, পরমাণু-
 স্বরূপ, যোগিগম্য তোমাকে নমস্কার । যিনি
 কারণনিকরেরও কারণ, যোগীন্দ্রজনের সমা-
 হিত চিত্তই ষাহার নিলয়, যিনি সূত্বর্কৈয়,
 ক্ষীরসাগরস্থ মহাসর্পশয্যায় ষাহার শয়ন,
 কনকযুক্ত রত্নকুণ্ডলধারী সেই তোমাকে
 নমস্কার ॥১৬৫—১৭৭॥ ব্যাস বলিলেন,—
 দেব মাধব সেই কণ্ডুমুনি কর্তৃক এইরূপে শ্রুত
 হইয়া ত্রীতচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন,—হে
 মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমা হইতে তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা
 কর, তাহা ত্বরায় বল । কণ্ডু বলিলেন,—
 হে জগন্নাথ ! হস্তর, লোমহর্ষণ, অনিত্য,
 দুঃখবহুল, কদলীদলসন্নিভ, নিরাশ্রয়, নিরা-
 লম্ব, জলবুদ্বুদবৎ চঞ্চল, সর্কোপদ্রবসংযুক্ত,
 দুঃখে বিচরণীয়, অতি ভয়ানক, এই সংসারে

ন চাস্তমভিগচ্ছামি বিষয়াসক্তমানসঃ ॥ ১৮১
 ত্র্যমহাকাব্য দেবেশ সংসারভয়পীড়িতঃ ।
 গতৌহস্মি শরণং কৃক্সামামুদ্বার ভবান্বিতং ॥
 গন্তুমিচ্ছামি পরমং পদং যন্তে সনাতনম্ ।
 প্রসাদাস্তব দেবেশ পুনরারুতিত্বলভম্ ॥ ১৮৩
 শ্রীভগবানুবাচ ।

ভক্তৌহসি মে মুনিশ্রেষ্ঠ মামারাধয় নিত্যশঃ ।
 মৎপ্রাসাদাৎকবং মোক্ষং প্রাপ্যসি ত্বং
 সমীহিতম্ ॥ ১৮৪

মন্তকাঃ কত্রিয়া বৈশ্বাঃ স্থিয়ঃ শূদ্রান্ত্যজাতিজাঃ
 প্রাপ্নুবন্তি পরাং সিদ্ধিঃ কিং পুনস্তং দ্বিজোত্তম
 স্বপাকৌহপি চ মন্তকাঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমবিতঃ ।
 প্রাপ্নোত্যভিমতাং সিদ্ধিমন্তেষাং তত্র কা কথ্য
 ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্তা তু তং বিপ্রাঃ স দেবো ভক্তবৎসলঃ
 ত্বর্কিজ্যেয়গতিবিমুক্তত্রেবাত্তরধায়ত ॥ ১৮৭

ভ্রমণ করিতেছি ; এত দীর্ঘ কাল বিষয়াসক্ত-
 চিত্ত থাকিয়াও এ যাবৎ ইহার অন্ত পাইলাম
 না। কাজেই সংসারভয়ে পীড়িত হইয়া
 অক্স তোমার শরণ লইলাম। হে দেবেশ,
 কৃক্স! আমাকে এই ভবান্বিত হইতে পরি-
 ত্রাণ কর। দেবেশ! তোমার প্রসাদে,
 যেখান হইতে পুনরারুতি ত্বলভ, তোমার
 সেই সনাতন পরম পদে গমন করিতে
 ইচ্ছা করি। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—
 মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার ভক্ত বটে, নিত্য
 নিত্য আমাকে আরাধনা কর, তাহা হইলে
 আমার প্রসাদে তুমি সমীহিত মোক্ষ অবশ্যই
 পাইবে। কত্রিয়, বৈশ্ব, স্থী, শূদ্র, ও অন্ত্য-
 জাদিও আমার ভক্ত হইলে পরমা সিদ্ধি
 প্রাপ্ত হয়; হে দ্বিজোত্তম! তোমার আর
 কথা কি? সম্যক্ শ্রদ্ধাসমবিত স্বপাকও
 যদি আমার ভক্ত হয়, তবে অভিমতা সিদ্ধি
 লাভ করিতে পারে; তাহাতে অপরের
 কথা কি? ব্যাস বলিলেন,—বিপ্রগণ!
 ত্বর্কিজ্যেয়-গতি, ভক্তবৎসল দেব বিষ্ণু
 তাঁহাকে এই বলিয়া সেখানেই অন্তর্ধান

গতে তান্মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কণ্ডুঃ সংস্রষ্টমানসঃ ।
 সর্বান কামান্ পরিত্যজ্য স্বহৃচিত্তৌহতবৎ পুনঃ
 সর্বেশ্বিয়াণি সংযম্য নিশ্চয়মো নিরহকৃতিঃ ।
 একাগ্রমানসঃ সম্যক্ধ্যাত্বা তং পুরুষোত্তমম্ ॥
 নির্লেপং নির্গুণং শাস্তং সত্তামাত্রব্যবহিতম্ ।
 শ্রবাপ পরমং মোক্ষং সুরাণামপি ত্বলভম্ ॥
 যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্যপি কথ্যং কণ্ঠোর্বহাঙ্গনঃ ।
 বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥
 এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কণ্ঠভূমিকদাহতাঃ ।
 মোক্ষক্ষেত্রক পরমং দেবশ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১১২
 যে পশুস্তি বিভূঃ শ্রবস্তিবরদং ধ্যায়স্তি মুক্তিপ্রদ
 তত্ত্বা শ্রীপুরুষোত্তমাত্ম্যমজরং সংসারতুঃখাপহম
 তে ভুক্তা মনুজেন্দ্রভোগমমলাঃ
 স্বর্গে চ দিব্যং সুখং
 পশাদ্যন্তি সমস্তদোষরহিতাঃ
 স্থানং হরৈরব্যয়মু ॥ ১২৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কণ্ডুপাখ্যানবর্ণনমষ্টমপু-
 ত্ৰাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তিনি যাইলে পর
 কণ্ডু মুনিও হ্রষ্টমানসে সর্বকামনা পরিহার
 করত ক্রমে ক্রমে পুনরায় স্বহৃচিত্ত হইলেন।
 তিনি নিশ্চয়, নিরহকার হইয়া সর্বেশ্বিয়
 সংযমপূর্বক একাগ্র মানসে সম্যকরূপে
 নির্লেপ, নির্গুণ, শাস্ত, সত্তামাত্ররূপে অবস্থিত
 সেই পুরুষোত্তমকে ধ্যান করত সুরগণেরও
 ত্বলভ পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন। মহাত্মা
 কণ্ডু মুনির এই কথা যে পাঠ বা শ্রবণ করে,
 সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোক
 প্রাপ্ত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই আপনা-
 দিগের নিকট কণ্ঠভূমি, পরম মোক্ষক্ষেত্র, এবং
 দেবপুরুষোত্তমের বিষয় উল্লেখ করিলাম।
 সংসার-তুঃখাপহারক, জরা-বিনাশক, মুক্তি-
 দায়ক, বরদাতা বিভূ পুরুষোত্তম দেবকে
 যাহারা ভক্তি সহকারে স্তব, দর্শন, ও ধ্যান
 করে, তাহারা ইহলোকে মনুজেন্দ্রগণের
 ভোগ উপভোগান্তে নিম্পাপ হইয়া স্বর্গে দিব্য

একোনাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ব্যাসস্ত বচনং শ্রুত্বা মুনয়ঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।
ত্রীতা বভূবুঃ সংহৃষ্টা বিস্মিতাশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১
মুনয় উচুঃ ।

অহো ভারতবর্ষস্ত ত্বয়া সঙ্কীর্ণিতা গুণাঃ ।
তদ্বক্ষীপুরুষাধ্যায়্য ক্ষেত্রস্ত পুরুষোত্তম ॥ ২
বিস্ময়ো হি ন চৈকস্ত শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
পুরুষাধ্যায়্য ক্ষেত্রস্ত ত্রীতিশ্চ বদতাং বর ॥ ৩
চিরায়ং প্রভৃতি চান্মাকং সংশয়ো হৃদি বর্ততে ।
ঋদুতে সংশয়স্তাস্ত্য ছেত্তা নাচ্যোহস্তি ভূতলে
উৎপত্তিঃ বলদেবস্ত কৃষ্ণস্ত চ মহীতলে ।
ভদ্রায়ান্বেচব কাং স্নোয় পৃচ্ছামস্তাং মহামুনে ॥
কিমর্থং তো সমুৎপন্নৌ কৃষ্ণসঙ্কর্ণাবুভৌ ।

শুখ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ সমস্ত বাসনা-
দোষহীন হয়, এবং হরির অব্যয় ধামে
যায় । ১৭৮—১৯৪ ।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৮

উনাশীত্যধিকশততম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ বলিলেন,—ব্যাসের উক্তরূপ
কথা শুনিয়া সেই সংযতেন্দ্রিয় মুনীগণ হৃষ্ট-
চিত্তে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন,—অহো!
তুমি ভারতবর্ষের গুণকীর্ণন করিলে! হে
পুরুষোত্তম! ত্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রেরও
মাহাত্ম্য তুমি বর্ণন করিয়াছ। হে বাগ্ধিবর!
একমাত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের উত্তম মাহাত্ম্য
শ্রবণ করিয়াই আমরাদিগের বিস্ময়ের ও
ত্রীতির অন্ত হইতেছে না। চিরকাল
হইতে আমরাদিগের হৃদয়ে একটা সংশয়
বর্তমান আছে; তোমা ব্যতীত এই
সংশয়ের ছেত্তা ভূতলে আর নাই। মহা-
মুনে! বলদেব, কৃষ্ণ এবং ভদ্রার মহীতলে
উৎপত্তি-বিবরণ সম্পূর্ণ শুনিবার জন্য
আমরা আসিয়াছি। মনে।

বাসুদেবস্তুতো বীরো স্থিতৌ নন্দগৃহে যুনে ॥ ৬
নিঃসারে মৃত্যুলোকেহস্মিন দুঃখপ্রায়েহতিচঞ্চলে
জলবুদ্ধদসঙ্কশে ভৈরবে লোমহর্ষণে ॥ ৭
বিগ্নুত্রপিচ্ছলং কষ্টং সঙ্কটং দুঃখদায়কম্ ।
কথং ঘোরতরং তেষাং গর্ভবাসমরোচত ॥ ৮
যানি কৰ্ম্মাণি চক্রন্তে সমুৎপন্নামহীতলে ।
বিস্তরেণ যুনে তানি ত্রাহি নো বদতাং বর ॥ ৯
সমগ্রং চরিতং তেষামদ্ভুতকাতিমানুষম্ ॥ ১০
কথং স ভগবান্ দেবঃ সুরেশঃ সুরসত্তমঃ ।
বাসুদেবকূলে ধীমান্ বাসুদেবস্তমাগতঃ ॥ ১১
অমরৈশ্চারণ্যতং পুণ্যং পুণ্যকন্ডিরলঙ্কৃতম্ ।
দেবলোকং কিন্নরৈশ্চ মর্ত্যালোক ইহাগতঃ ॥
দেবমানুষয়োর্নেতা দ্যৌর্ভুবঃ প্রভবোহব্যয়ঃ ।
কিমর্গং দিব্যমা দ্বানং মানুষেষু স্তয়োজয়ৎ ॥ ১৩
যশ্চক্রং বর্তয়ত্যেকো মানুষাণামনাময়ম্ ।
স মানুষো কথং বুদ্ধিঃ চক্রে চক্রগদাধরঃ ॥ ১৪

সেই কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ণ কি নিমিত্ত ভূতলে
বাসুদেবস্তুতরূপে অবতীর্ণ হইলেন? আর
কেনই বা নন্দগৃহে গিয়াছিলেন? নিঃসার,
দুঃখপ্রায়, জলবুদ্ধদসঙ্কশ, অতি চঞ্চল, ভৈরব
ও লোমহর্ষণ এই মৃত্যুলোকে বিগ্নুত্রপিচ্ছল,
কষ্টপ্রদ, সঙ্কট, দুঃখদায়ক, ঘোরতর
গর্ভবাস তাঁহাদিগের কটিকর হইল কেন?
হে বাগ্ধিবর যুনে! তাঁহারা মহীতলে সমুৎ-
পন্ন হইয়া যে সকল কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন,
আপনি বিস্তরক্রমে, ৩৭সমস্ত আমরাদিগকে
বলুন। তাঁহাদিগের সমগ্র চরিত্রই অদ্ভুত
ও মানুষ-সাধ্যাতীত । ১—১০ । সেই
ধীমান সুরেশ সুরসত্তম কি নিমিত্ত বাসুদেব-
কূলে বাসুদেবস্তু প্রাপ্ত হইলেন? অমর-
গণারণ্যত, পুণ্য, পুণ্যকারিজনে অলঙ্কৃত
দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া এই মর্ত্যালোকে
কেন আসিয়াছিলেন? দেবতা ও মানুষ-
দিগের নেতা, দ্যুলোক ও ভুলোকের প্রভব
সেই অব্যয় দেব কি জন্ত আপনাকে মানুষ-
মধ্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন? যিনি
মানুষমধ্যে নিজ অনাময় চক্র প্রবর্তিত

গোপায়নং যঃ কুরুতে জগতঃ সার্বভৌতিকম্
স কথং গাং গতো বিষ্ণুর্গোপত্বমকরোৎ প্রভুঃ
মহাভূতানি ভূতানি যো দধার চকার চ ।
শ্রীগর্ভঃ স কথং গর্ভে স্থিতা ভূচরয়া ধৃতঃ ॥ ১৬
যেন লোকান্ ক্রমৈর্জিত্বা ত্রিভিবৈ ত্রিদশৈশ্চ
স্থাপিতা জগতো যার্গাস্ত্রিবর্গাশ্চাভবংস্থয়ঃ ॥ ১৭
যোহন্তকালে জগৎ পীত্বা কৃত্বা তোয়ময়ং বপুঃ
লোকমেকাৰ্ণবং চক্রে দৃষ্টাদৃষ্টেন চান্মনা ॥ ১৮
যঃ পুরাণঃ পুরাণাত্মা বারাহং রূপমান্বিতঃ ।
বিষাণাগ্রেন বসুধামুজ্জহারারিস্থদনঃ ॥ ১৯
যঃ পুরা পুরুহুতাথে ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ।
দদৌ জিত্বা বসুমতীং সুরাণাং সুরসত্তমঃ ॥ ২০
যেন সৈংহবপুঃ কৃত্বা স্থিতা কৃত্বা চ তৎপুনঃ ।
পূৰ্বদৈত্যো মহাবীৰ্য্যো হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ২১

করেন, সেই অদ্বিতীয় দেব কি হেতু মনুষ্যস্ব
বিষয়ে বুদ্ধি করিলেন? যিনি জগতের
সার্বভৌতিক গোপায়ন বা 'রক্ষক' সেট
বিষ্ণু কি জন্ত ভূতলে গমন করিয়া
গোপত্ব অবলম্বন করিলেন? যে ভূতাত্মা
মহাভূতানিচয় সৃষ্টি করিয়া পুনরায় উহা ধারণ
করেন, সেই শ্রীগর্ভ, ভূচারিণী রমণী কর্তৃক
কিরূপে গর্ভে ধৃত হইলেন? যিনি ত্রিদশ-
দিগের প্রাৰ্থনানুসারে ত্রিপদ-বিশ্বাসে
ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া জগতের ত্রিবর্গমার্গ
স্থাপন করিয়াছেন; যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট আত্মা
দ্বারা তোয়ময় বপুঃ ধারণপূর্বক সমগ্র জগৎ
পান করিয়া লোক সকলকে একাৰ্ণবে
পরিণত করিয়াছিলেন; যে পুরাণাত্মা
পুরাণ পুরুষ, অরিস্থদন বরাহরূপ ধারণ-
পূর্বক বিষাণাগ্রে বসুধাকে উদ্ধার করিয়া-
ছিলেন; যে সুরসত্তম, পুরুহুতের নিমিত্ত
এই অব্যয় ত্রৈলোক্য এবং সুরগণের
অনুরোধে বসুমতী জয় করিয়া তাহাদিগকে
দান করিয়াছিলেন; যিনি সিংহদেহ ধারণ-
পূর্বক তাহাকে আবার হইতাগে অর্দ্ধ-
মাস্থয় অর্দ্ধসিংহাকারে পরিণত করিয়া

যঃ পুরা হননো ভূত্বা ঔৰ্ব্বঃ সংবর্তকো বিভুঃ ।
পাতালস্থোহৰ্ণবরসং পপৌ তোয়ময়ং হরিঃ ॥ ২২
সহস্রচরণঃ ব্রহ্ম সহস্রাংশুঃ সহস্রদম্ ।
সহস্রশিরসঃ দেবং যমার্হবৈ যুগে যুগে ॥ ২৩
নাভ্যাং পদ্যং সমুদ্ভূতং যন্ত পৈতামহং গৃহম্ ।
একাৰ্ণবে নাগলোকে সন্ধিরময়পঙ্কজম্ ॥ ২৪
যেন তে নিহতা দৈত্যাঃ সংগ্রামে তারকাময়ঃ
যেন দেবময়ঃ কৃত্বা সর্বাযুধধরং বপুঃ ।
গুহ্যসংস্থেন চোৎসিক্তঃ কালনেমিনিপাতিতঃ ।
উত্তরান্তে সমুদ্ভূত ক্ষীরোদস্তায়তোদধৌ ।
যঃ শেতে শাস্বতং যোগমাস্থায় তিমিরং মহৎ
সুরারণী গর্ভমধস্ত দিব্যং
তপঃপ্রকর্ষাদদিতিঃ পুরাণম্ ।
শক্রঞ্চ যো দৈত্যগণাবরুদ্ধং
গর্ভাবধানেন কৃতং চকার ॥ ২৬
পদানি যো যোগময়ানি কৃত্বা
চকার দৈত্যান সলিলেশ্বরস্থান্ ।

করিয়াছিলেন, পুরাকালে যে বিভু হরি
সংবর্তক নামক ঔৰ্ব্ব অনলাকার ধারণপূর্বক
পাতালতলে থাকিয়া তোয়ময় অৰ্ণবরস পান
করিয়াছিলেন; যে দেব যুগে যুগে সহস্র
চরণ, সহস্র বাহু, সহস্র শিরা ব্রহ্ম বলিয়া
অভিহিত হয়েন; একাৰ্ণবে পাতালতলে
গাহার নাভি হইতে পিতামহের বাসস্থান
সুদৃষ্ট হিরণ্ময় পদ্য সমুদ্ভূত হইয়াছিল;
তারকাময় সংগ্রামে যিনি দৈত্যদিগকে
নিহত করিয়াছিলেন; যিনি সর্বাযুধধারী
দিব্য বপুঃ ধারণপূর্বক গুহ্য অবস্থান
করত দর্পিত কালনেমিকে নিহত করিয়া-
ছিলেন; যিনি ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরভাগে
অমৃতোদধি মধ্যে শাস্বত মহৎ তিমিররূপ
যোগাবলম্বনে শয়ন করেন; ১১—২৫। সুর-
গণের অরণীরূপিণী অদिति যে দিব্য পুরাণ
পুরুষকে তপঃপ্রকর্ষবশে গর্ভে ধারণ করিতে
সক্ষম হইয়াছেন; যিনি গর্ভগত হইয়াছেন,
ইহা জানিতে পারিয়াই দৈত্যগণ পরাজিত
এবং শক্র প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন; যিনি

কৃষ্ণা চ দেবাঃ ত্রিদশৈশ্বর্যং
 চক্রে সুরেশং পুরুহুতমেব ॥ ২৮
 গার্হপত্যেন বিধিনা অম্বাহার্যেণ কৰ্ম্মণা ।
 অগ্নিমাহবনীয়ঞ্চ বেদং দীক্ষাং সমিদ্ধবম্ ॥ ২৯
 প্রোক্ষণীয়ং ঋবকৈব আবভূধ্যাং তথৈব চ ।
 অবাকুপাণিঞ্চ যশ্চক্রে হব্যভাগভূজস্তথা ॥ ৩০
 হব্যাদাংশ্চ সুরাংশ্চক্রে কব্যাদাংশ্চ পিতৃনথ ।
 ভোগার্থে যজ্ঞবিধিনা যোজয়দ্যজ্ঞকৰ্ম্মণি ॥ ৩১
 পাত্ৰাণি দক্ষিণাং দীক্ষাং চরুশ্চোলুখলানি চ
 যুপং সমিৎস্রবং সোমং পবিত্রান্ পরিধীনপি ॥
 যজ্ঞিয়ানি চ দ্রব্যানি চমসাংশ্চ তথাপরান্ ।
 সদন্তান্ যজমানাংশ্চ মেধাদীংশ্চ ক্রতুস্তমান্ ॥
 বিবভাজ পুরা যজ্ঞ পারমেষ্ঠ্যেন কৰ্ম্মণা ।
 যুগানুরূপং যঃ কৃষ্ণা লোকাননুপরাক্রমাৎ ॥ ৩৪
 ক্ষণা নিমেষাঃ কাষ্ঠাশ্চ কলাস্ত্রৈকাল্যমেব চ ।
 মুহূর্ত্তান্তিথয়ো মাসা দিনং সংবৎসরস্তথা ॥ ৩৫
 ঋতবঃ কালযোগাশ্চ প্রমাণং ত্রিবিধং ত্রিষু ।

যোগময় পদসহায়ে দৈতাদিগকে সমুদ্ভবমধ্যে
 পলায়িত করিয়াছিলেন, এবং দেবতাদিগকে
 ত্রিদশেশ করিয়া পুরুহুতকে ও সুরেশ্বর করিয়া-
 ছিলেন ; যিনি অবাকুপাণি হইয়া বিধানসহ
 গার্হপত্য, আহবনীয় ও অম্বাহার্যাদি কৰ্ম্ম,
 বেদ, দীক্ষা, সমিধ্, প্রোক্ষণীয়, ঋব, আব-
 ভূধ্য, ইত্যাদি যজ্ঞীয় উপচার সমস্ত উৎপাদন
 করিয়া দেবতাদিগকে হব্যভোজী ও পিতৃ-
 গণকে কব্যভোজী করিয়াছেন ; যিনি
 ভোগসাধনার্থ সকলকে যজ্ঞকৰ্ম্মে নিয়োজিত
 করিয়াছেন এবং যজ্ঞীয় পাত্ৰ, দক্ষিণা, দীক্ষা
 চরু, উলুখল, যুপ, সমিধ্, ঋব, সোম, পবিত্র,
 পরিধি, চমসাদি অন্তান্ত যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল,
 সদন্ত, যজমান, মেধ প্রভৃতি উত্তম ক্রতু-
 নিচয়,—পারমেষ্ঠ্য কৰ্ম্ম দ্বারা পুরাকালে যিনি
 লোকসকলের সহিত নিজ শক্তি দ্বারা
 যুগানুরূপ ঐ সকলের বিভাগ করিয়া-
 ছিলেন ; ২৬—৩৪ । ক্ষণ, নিমেষ, কাষ্ঠ, কলা,
 ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমানাত্মক কালত্রয়, মুহূর্ত্ত,

আয়ুঃক্ষেত্রাণ্যুপচয়ো লক্ষণং রূপসৌষ্ঠবম্ ॥ ২৬
 ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রৈবিদ্যাং পাবকাস্ত্রয়ঃ ।
 ত্রৈকাল্যাং ত্রীণি কৰ্ম্মাণি ত্রয়ো বর্ণাস্ত্রয়ো গুণাঃ
 সৃষ্টা লোকাঃ পুরা সৰ্ব্বৈ যেনানন্তেন কৰ্ম্মণা ।
 সৰ্ব্বভূতগতঃ সৃষ্টা সৰ্ব্বভূতগুণাত্মকঃ ॥ ৩৮
 নৃণামিন্দ্রিয়পূৰ্বেণ যোগেন রমতে চ যঃ ।
 গতাগতাত্মা যো নেতা য এব বিধিরীশ্বরঃ ॥
 যো গতিধৰ্ম্মযুক্তানামগতিঃ পাপকৰ্ম্মণাম্ ।
 চাতুৰ্বর্ণ্যস্ত প্রভবশ্চাতুৰ্ণ্যস্ত রক্ষিতা ।
 চাতুৰ্বিগ্তস্ত যো বেস্তা চাতুরাশ্রম্যসংশ্রয়ঃ ॥ ৪০
 দিগন্তরং নভো ভূমির্বাযুর্বাপি বিভাবন্তুঃ ।
 চন্দ্রসূর্য্যময়ং জ্যোতির্য়ুগেশঃ ক্ষণদাচরঃ ॥ ৪১
 যঃ পরং শ্রয়তে জ্যোতির্ধঃ পরং শ্রয়তে তপঃ
 যঃ পরং প্রাহরপরং যঃ পরং পরমাত্মবান্ ॥ ৪১
 আদিত্যানাক্ত যো দেবো যশ্চ দৈত্যাস্তকো
 বিভুঃ ।
 যুগান্তেষদন্তকো যশ্চ যশ্চ লোকাস্তকাস্তকঃ ॥ ৪৩

গত বিবিধ যোগ, ত্রিকালগত প্রত্যক্ষ অনু-
 মান শক্তি এই ত্রিবিধ প্রমাণ, আয়ু, ক্ষেত্র,
 উপচয়, চিহ্ন, রূপ, সৌষ্ঠব, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালা-
 ত্মক তিন লোক, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন
 দেবতা, বিদ্যাস্ত্রয়, পাবকস্ত্রয়, কৰ্ম্মস্ত্রয়, বর্ণ-
 স্ত্রয়, গুণস্ত্রয়, ইত্যাদি সহ পুরাকালে সমস্ত
 জগৎ যে অনন্ত সৰ্ব্বভূতগত সৰ্ব্বভূত গুণা-
 ত্মক সৃষ্টা কৰ্ম্মানুসারে সৃজন করিয়াছেন ;
 প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়সকলের সৃষ্টি করিয়া
 তদযোগে যিনি নিয়ত রমমান, এবং যিনি
 সেই সকলের পরিচালনকর্তা, বিধাতা ও
 ঈশ্বর ; যিনি ধার্ম্মিকগণের সুগতি, অধার্ম্মিক-
 দিগের অগতি, বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টা এবং
 রক্ষিতা, চতুর্বিধ বিদ্যার বেস্তা, আশ্রম
 চতুষ্টয়ের অবলম্বন ; যিনি দিক্, আকাশ
 ভূমি, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্র-সূর্য্যময় জ্যোতিঃ
 যিনি যুগেশ, ক্ষণদাচর ; যিনি পরমজ্যোতি
 ও পরম তপস্তা বলিয়া কৃত হয়েন ; যিনি
 পরমাত্মবান্ ; ঋতাকে পর ও অপর বল
 ময় । যিনি দেবতাদিগেরও দেবতা, ৫

সেতুর্যো লোকসেতুনাং মেধ্যো যো।

মেধ্যকর্মণাম্ ।

বেদ্যো যো বেদবিদ্যাং প্রভুর্ষঃ প্রভবান্নাম্ ॥

সোমভূতশ্চ সৌম্যানামগ্নিভূতোহগ্নিবর্চসাম্ ।

যঃ শক্রাণামীশভূতস্তপোভূতস্তপস্বিনাম্ ॥ ৪৫

বিনয়ো নয়বৃত্তীনাং তেজস্তুজস্বিনামপি ।

বিগ্রহো বিগ্রহাঙ্গাণাং গতির্গতিমতামপি ॥ ৪৬

আকাশপ্রভবো বায়ুবায়োঃ প্রাণাক্কুতাশনঃ ।

দিবো হতাশনঃ প্রাণঃ প্রাণোহগ্নির্মধুহৃদনঃ ॥

রসাচ্ছোণিতসমৃতিঃ শোণিতান্নাং সমুচাতে ।

মাংসাত্তু মেদসো জন্ম মেদসোহস্থি নিকৃচাতে

অস্থৌ মজ্জা সমভবন্মজ্জাতঃ শুক্রসম্ভবঃ ।

শুক্রাদর্ভঃ সমভবদ্রসমুলেন ক্রম্ণণা ॥ ৪৯

তজ্জাপাং প্রথমো ভাগঃ স সৌম্যো রাশিরুচাতে

গর্ভোহসম্ভবো দ্বৈয়ো দ্বিতীয়ো রাশিরুচাতে

শুক্রং সোমাত্মকং বিদ্যাদর্ভবং পাবকাত্মকম্ ।

দৈত্যাস্তক বিভু, যুগাস্তকালে সকলের অন্তক ;
যিনি লোকাস্তকেরও অন্তক ; লোকসেতু-
সমূহের যিনি সেতু ; যিনি মেধ্য কর্মনিচয়ের
অপেক্ষাও মেধ্য ; যিনি বেদ-বিদ্বান্দিগের
বেদ্য ; যিনি প্রভাববান্দিগের প্রভু ; যিনি
সৌম্যদিগের সৌম্যরূপ, অগ্নিতেজঃশালী-
দিগের যিনি অগ্নিস্বরূপ ; ইন্দ্রগণের যিনি
ঈশ্বররূপ ; যিনি তপস্বীদিগের তপঃস্বরূপ,
নীতিমান্দিগের বিনয়, তেজস্বীদিগের তেজ,
বিগ্রহাদিগের বিগ্রহ ও গতিমান্দিগের গতি
বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । অকাশ হইতে বায়ু
জন্মে, বায়ুর প্রাণ হইতে উৎপন্ন অগ্নিই আকা-
শের প্রাণস্বরূপ, সেই মুখ্য প্রাণাত্মক অগ্নিই
মধুহৃদন । রস হইতে শোণিত জন্মে,
শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ,
মেদ হইতে অস্থি জন্মে । অস্থি হইতে
মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র, শুক্র হইতে রস-
মূলক কর্ম দ্বারা গর্ভ উৎপন্ন হয় ।
তন্মধ্যে রসের প্রথম ভাগ হইতে সৌম্য
রাশি এবং গর্ভোহস হইতে দ্বিতীয়
রাশি উৎপন্ন হয় । শুক্র সোমাত্মক এবং

ভাবা রসান্নগাশৈচ্যাং বীজে চ শশিপাবকৌ ॥

ককবর্গে ভবেচ্ছুক্রং পিত্তবর্গে চ শোণিতম্ ।

ককশ্চ হৃদয়ং স্থানং নাভ্যাং পিত্তং প্রতিষ্ঠিতম্

দেহশ্চ মধ্যো হৃদয়ং স্থানং তন্মনসঃ স্মৃতম্ ।

নাভিকোষ্ঠান্বরং যত্নু তত্র দেবো হতাশনঃ ॥ ৫৩

মনঃ প্রজাপতির্জ্যেয়ঃ ককঃ সোমো বিভাব্যতে

পিত্তমগ্নিঃ স্মৃতং ত্বেবমগ্নিসোমাত্মকং জগৎ ॥ ৫৪

এবং প্রবর্তিতে গর্ভে বর্জিতেহর্কুদসম্মিভে ।

বায়ুঃ প্রবেশঃ সঞ্চক্রে সঙ্গতঃ পরমাত্মনা ॥ ৫৫

স পঞ্চধা শরীরেষ্টো ভিদ্যতে বর্ততে পুনঃ ।

প্রাণাপানৌ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ ॥ ৫৬

প্রাণোহস্থ পরমাত্মানং বর্জয়ন্ পরিবর্ততে ।

অপানঃ পশ্চিমঃ কাশ্মুদানোহর্কঃ শরীরিণঃ ॥ ৫৭

ব্যানশ্চ ব্যাপ্যতে যেন সমানঃ সন্নিবর্ততে ।

ভূতাবাপ্তিস্ততস্তশ্চ জায়েতেল্লয়গোচরা ॥ ৫৮

পৃথিবী বায়ুর কাশ্মাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।

অর্ভব পাবকাত্মক । এই সকলের ভাব
রসান্নসারেই হয় । শশী ও পাবকই ইহার
মূল কারণ । শুক্র ককবর্গে এবং পিত্ত
শোণিতবর্গে স্থিত । ককের স্থান হৃদয় ;
পিত্ত নাভিতে অবস্থিত । দেহমধ্যে যে
হৃদয়, তাহা মনের স্থান । নাসিকা ও ওষ্ঠ-
দ্বয়ের মধ্যভাগে দেব হতাশন অবস্থিত ।
মন প্রজাপতি বলিয়া জ্যেয়, কককেই সোম
বলা যায় ; পিত্ত অগ্নি বলিয়া স্মৃত হয় । এই-
রূপে এই জগৎ অগ্নি ও সোমাত্মক ৩৫—৫৮।
এই ভাবে প্রবৃত্ত অর্কুদ (মাংসপিণ্ড) সম গর্ভ
বর্জিত হইতে থাকিলে তন্মধ্যে পরমাত্মার
সহিত মিলিত হইয়া বায়ু প্রবিষ্ট হয় । সেই
বায়ু শরীরস্থ হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান,
ব্যান,—এই পাঁচভাগে বিভক্ত হয় । উক্ত
প্রাণবায়ু তদীয় পরমাত্মাকে বর্জিত করত
সঞ্চরণ করিতে থাকে । অপান সেই শরী-
রের নিম্নাংশে ও উদান মধ্য অংশে অবস্থান
করে । ব্যান সর্বশরীরব্যাপী এবং যাহা
দ্বারা সমতা হয়, তাহাই সমান বায়ু । পরে
সেই শরীরে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পঞ্চভূতের

তন্ত্বেশ্রিয়নিবিষ্টানি স্বঃ স্বঃ যোগঃ প্রচক্রিরে ॥
পার্শ্বিং দেহমাহুস্ত প্রাণাঙ্গানঞ্চ মারুতম্ ।
ছিদ্রাণ্যাকাশযোনীনি জলাং শ্রাবঃ প্রবর্ততে
জ্যোতিশ্চক্ষুঃষি তেজশ্চ যন্তা তেষাং মনঃ

স্মৃতম্ ।

গ্রামাশ্চ বিষয়াশ্চৈব যন্ত বীৰ্যাং প্রবর্তিতাঃ ॥
ইত্যোনান্ পুরুষঃ সৰ্বান্ সৃজন্তোঁকান্ সনাতনঃ
নৈধনেহশ্মিন্ কথং লোকে নরত্বং বিষ্ণুরাগতঃ
এষ নঃ সংশয়ো ব্রহ্মরেষ নো বিস্ময়ো মহান্ ।
কথং গতির্গতিমতামাপনো মানুষীং তনুম্ ॥
আশ্চর্য্যং পরমং বিষ্ণুর্দেবদৈত্যৈশ্চ কথ্যতে ।
বিকোক্রংপত্তিমাশ্চর্য্যং কথয়স্ব মহামুনে ॥ ৬৪
প্রখ্যাতবলবীৰ্য্যাস্ত বিকোরমিততেজসঃ ।
কর্মণাশ্চর্য্যভূতস্ত বিকোন্তুর্মমিহোচ্যতাম্ ॥ ৬৫
কথং স দেবো দেবানামার্তিহা পুরুষোত্তমঃ ।

আবির্ভাব হইয়া থাকে। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ—এই পঞ্চভূত তদীয় ইন্দ্রিয়ে নিবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকে। পৃথিবীর অংশে দেহ, বায়ুর অংশে প্রাণ, আকাশের অংশে ছিদ্র সকল ও জলের অংশে শ্রাব হয়; তেজের অংশে চক্ষু ও কান্ধি জন্মে। মন উক্ত পঞ্চভূতের পরিচালক। মনের প্রভাবেই বিবিধ বিষয়ে প্রবর্তি ঘটিয়া থাকে। সনাতন বিষ্ণু এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন; তিনিই আবার এই মর্ত্যলোকে নরত্ব গ্রহণ করিলেন কিজন্ত? ব্রহ্মন্! গতিমানদিগেরও গতিস্বরূপ সেই বিষ্ণু মানুষী তনু কেনই বা গ্রহণ করিলেন? ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয়। আমাদিগের ইহাই মহান্ সংশয়। দেব দৈত্য সকলেই সেই বিষ্ণুকে পরম আশ্চর্য্য বলিয়া থাকেন। হে মহামুনে! বিষ্ণুর এবমিধ আশ্চর্য্য উৎপত্তি হইল কেন? সেই প্রখ্যাতবলবীৰ্য্য কর্ম্মদ্বারা আশ্চর্য্যভূত অমিততেজা বিষ্ণুর

সর্বব্যাপী জগন্নাথঃ সর্বলোকমহেশ্বরঃ ॥ ৬৬
সর্গস্থিত্যন্তরুদেবঃ সর্বলোকসুখাবহঃ ।
অক্ষয়ঃ শাস্তোহনন্তঃ ক্ষয়বুদ্ধিবিবর্জিতঃ ॥ ৬৭
নির্লেপো নির্গুণঃ সূক্ষ্মো নির্দিকারো নিরঞ্জনঃ
সর্বোপাধিবিনির্মুক্তঃ সত্ত্বাত্মব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৮
অবিকারী বিভূনিত্যঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
অচলো নিশ্চলো ব্যাপী নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ
বিশুদ্ধঃ ক্ষয়তে যন্ত হরিহরঃ কৃতে যুগে ।
বৈকুণ্ঠহরঃ দেবেষু কৃকৃৎসু মানুষেষু চ ॥ ৭০
ঈশ্বরস্ত হি তন্ত্বেমাং গহনাং কর্ম্মণো গতিম্ ।
সমভীতাঃ ভবিষ্যৎ শ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ততে ॥
অব্যক্তো ব্যক্তলিঙ্গশ্চৈব এষ ভগবান্ প্রভুঃ
নারায়ণো হনস্তাত্মা প্রভবোহব্যয় এব চ ॥
এষ নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীৎ সনাতনঃ
ব্রহ্মা শক্রশ্চ ক্রুদ্রশ্চ ধর্ম্মঃ শুক্রো বৃহস্পতিঃ ॥
প্রধানাত্মা পুরা হেয ব্রহ্মাণমসৃজৎপ্রভুঃ ।
সোহসৃজৎ পূর্বপুরুষঃ পুরা কল্পে প্রজাপতীন

গণের আর্তিহারী, পুরুষোত্তম, সর্বব্যাপী, সর্বলোকমহেশ্বর, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী, সর্বলোকসুখাবহ, অক্ষয়, শাস্ত, অনন্ত, ক্ষয়-বুদ্ধি-বর্জিত, নির্লেপ, নির্গুণ, সূক্ষ্ম, নির্দিকার, নিরঞ্জন, সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত, সত্ত্বাত্মরূপে অবস্থিত, অবিকারী, বিভূ, নিত্য, পরমাত্মা, সনাতন, অচল, নিশ্চল, ব্যাপী, নিত্যতৃপ্ত, নিরাশ্রয় এবং স্বাহার সত্যযুগে বিশুদ্ধ হরিত্ব, দেবগণ মধ্যে বৈকুণ্ঠহর, মনুষ্য মধ্যে কৃকৃৎসু শুনা যায়; সেই দেব ঈশ্বরের অতীত ভবিষ্য দ্বর্জের ক্রিয়াকলাপ শুনিতে বাসনা হইতেছে। ৫৫—৭১। সেই অব্যক্ত, প্রভু, ভগবান্ অনন্তাত্মা নারায়ণই ব্যক্তলিঙ্গ হইয়া সকলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থানরূপে নানাকার গ্রহণ করেন। এই সনাতন নারায়ণই হরি, ব্রহ্মা, ক্রুদ্র, শক্র, ধর্ম্ম, শুক্র ও বৃহস্পতি হইয়াছেন। এই প্রভু পূর্বে প্রধানাত্মারূপে ব্রহ্মাকে সৃজন করেন। সেই ব্রহ্মা সকলের

এবং স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সৰ্বলোকমহেশ্বরঃ ।
কিমর্থঃ মর্ত্যালোকেহস্মিন যাতো যত্কূলে হরিঃ
ইতি শ্রীরাধে ঋষি প্রশ্নানিরূপণং নামৈকোনা-
শীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

নমস্কৃত্য সুরেশায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ।
পুরুষায় পুরাণায় শাস্ত্রায়া বায়ায় চ ॥ ১
চতুর্ভূতাহ্বনে তস্মৈ নির্গুণায় গুণায় চ ।
বরিষ্ঠায় গরিষ্ঠায় বরেণ্যায়ামিতায় চ ॥ ২
যজ্ঞাক্ষাখিলাক্ষায় দেবাতৈজস্বিতায় চ ।
যস্মাদগুতরং নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তরম্ ॥ ৩
যেন বিশ্বমিদং বাণ্ডুমজেন সচরাচরম্ ।
আবির্ভাবহিরোভাবদৃষ্টাদৃষ্টবিলক্ষণম্ ॥ ৪
বদন্তি যৎসৃষ্টমিত্ত তথৈবাপূৰ্ণসংস্কৃতম্ ।
ব্রহ্মণে চাদিদেবায় নমস্কৃত্য সমাধিনা ॥ ৫

করেন । এবাধিধ সৰ্বলোক-মহেশ্বর ভগবান্
হরি বিষ্ণু মর্ত্যালোকে কি মিমিত্ত যত্কূলে
জন্মিয়াছিলেন ? ৭২—৭৫ ।

উনাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৯ ।

অশীত্যাধিক শততম অধ্যায়

বাস বলিলেন,—পুরাণ পুরুষ, শাস্ত্র,
অব্যয়, চতুর্ভূতাহ্বা, নির্গুণ ও গুণরূপী, বরিষ্ঠ,
গরিষ্ঠ, বরেণ্য, অমিত, যজ্ঞাক্ষ, অখিল-
ভুবনাক্ষ, দেবাদির প্রার্থনীয়, সুরেশ্বর, প্রভ-
বিষ্ণু, বিষ্ণুকে নমস্কার করি ; যাহা অপেক্ষা
অগুতর নাই, যদপেক্ষা বৃহত্তরও কিছু নাই,
যে অজ আবির্ভাব-তিরোভাবরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট
ধর্ম্মবিশিষ্ট এই সচরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া
আছেন, ইহা ঋষিগণ সৃষ্টি ও যাহাতে
উপসংস্কৃত বলা হয়, সেই ব্রহ্মরূপী আদি-
শব্দকে সমাধি সহকারে নমস্কার করিয়া ;—

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে ।
সদৈকরূপরূপায় জিহবে বিষ্ণবে নমঃ ॥ ৬
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ ।
বাসুদেবায় তারায় সর্গস্থিত্যন্তকারিণে ॥ ৭
একানেকস্বরূপায় স্থলসূক্ষ্মাত্মনে নমঃ ।
অব্যাক্তব্যাক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে ॥ ৮
সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতো যো জগন্ময়ঃ ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥ ৯
আধারভূতং বিশ্বস্থাপ্যলীলাং সমগীষ্যসাম্ ।
প্রণম্য সর্বভূতস্বমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১০
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তং নির্মলং পরমার্থতঃ ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ ১১
বিষ্ণুং গ্রাসিষুং বিশ্বস্ত স্থিতসর্গে তথা প্রভুম্ ।
অনাদিং জগত্মাশমজমক্ষয়মব্যয়ম্ ॥ ১২
কবয়ামি যথা পুষ্পং দক্ষাটৈর্দ্যুনিমন্তমৈঃ ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবানভ্যোনিঃ পিতামহঃ ॥ ১৩
ঋকৃসামান্নাদিগরন্ বজ্রৈর্ধ্বং পুন্যতি জগত্ৰয়ম্ ।
প্রণিপত্য তথেশানমেকাগর্বাধিনির্গতম্ ।

অবিকার, শুদ্ধ, নিত্য, পরমাত্মা, সদা একরূপ,
জিহ্ব, বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া ;—হিরণ্যগর্ভ,
বাসুদেব, প্রণবরূপী, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-
কারী, হরি শঙ্করকে নমস্কার করিয়া ;—একা-
নেকস্বরূপ, স্থল-সূক্ষ্মাত্মা, অব্যাক্ত ও ব্যাক্ত-
ভূত, মুক্তিহেতু বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া ;—
জগন্ময়—যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের
মূলস্বরূপ, সেই পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার
করিয়া ;—বিশ্বের আধার, সূক্ষ্ম হইতেও
সূক্ষ্মতম, সর্বভূতস্থ, অচ্যুত, পুরুষোত্তমকে
নমস্কার করিয়া ;—পরমার্থতঃ অতীব নির্মল
জ্ঞানস্বরূপ হইলেও ভ্রান্তিদৃষ্টিতে যিনি অর্থ-
রূপে প্রতীয়মান, বিশ্বের স্থিতি ও সৃষ্টি
বিষয়ে প্রভু, গ্রাসিষু, অনাদি, অজ, অক্ষয়,
অব্যয়, জগদীশ, বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া ;
—যিনি মুখনিচয় দ্বারা ঋকৃ-সামাদি উদ্-
গিরণ করত জগত্ৰয়কে পবিত্র করেন,
ঋষিগণ যজ্ঞ না করিলে যজ্ঞকালে অশ্রু-
গণ যজ্ঞধ্বংস করে, যিনি সৃষ্টির জন্ত

যন্তাস্থরগণা যজ্ঞান্ বিলুপ্তান্তি ন যাজিনাম্ ॥
 প্রবক্ষ্যামি মতং কৃৎস্নং ব্রহ্মণোহব্যাক্তজন্মনঃ
 যেন সৃষ্টিং সমুদ্ভিষ্টা ধর্ম্মাজাঃ প্রকটীকৃতাঃ ॥ ১৫
 আপো নারা ইতি প্রোক্তা মুনিভিস্তদ্বদর্শিভিঃ
 অয়নং তন্তু তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥
 স দেবো ভগবান্ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণো বিভূঃ
 চতুর্দ্ধা সংস্থিতো ব্রহ্মা সগুণো নির্গুণস্তথা ॥ ১৭
 একা মূর্ত্তিরনুদেষ্ঠা শুক্রাং পশুন্তি তাং বুধাঃ ।
 জ্ঞানামানাবনদ্ধাক্ষী নিষ্ঠা সা যোগিনাং পরা ॥
 দূরস্থা চান্তিকস্থা চ বিজ্ঞেয়া সা গুণাতিগা ।
 বাসুদেবাভিধানাসৌ নির্ম্মমত্বেন দৃশ্যতে ॥ ১৯
 রূপবর্ণাদয়স্তস্তা ন ভাবাঃ কল্পনাময়াঃ ।
 আস্তে চ সা সদা শুদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠৈকরূপিণী ॥
 দ্বিতীয়া পৃথিবীং মূর্ত্তী শেখাখ্যা ধারয়ত্যধঃ ।
 তামসী সা সমাগাতা তির্ধ্যাকৃৎ সমুপাগতা ॥

ধর্ম্মাদির প্রকাশ করিয়াছেন, সেই একাধ্ব-
 বিনির্গত ঐশানকে নমস্কার করিয়া;—দক্ষাদি
 মুনিসত্তমগণ জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্বকালে
 পিতামহ ভগবান্ অজযোনি যাহা বলিয়া-
 ছিলেন, অব্যাক্তজন্মা ব্রহ্মার সেই সমগ্র মত
 আমি বলিতেছি । ১—১৫ । তদ্বদর্শী মুনি-
 গণ জল সকলকে নারা বলিয়া থাকেন ;
 সেই জল সকলই পূর্ব্বের তাঁহার অয়ন
 (উপলব্ধিস্থান) ছিল বলিয়া তাঁহার নারায়ণ
 নাম হইয়াছে । বিভূ নারায়ণ ভগবান্ ব্রহ্ম,
 সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া
 সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন । তাঁহার একটি
 মূর্ত্তি অনুদেষ্ঠা, জ্ঞানামানাবিশিষ্টা ; জ্ঞানীরা
 তাহা দর্শন করেন ; সেই পরা মূর্ত্তিই যোগি-
 গণের চরম লক্ষ্য । উহা দূরস্থা অথচ
 আন্তিকস্থাও বটে ; উহা গুণাতীতা বলিয়া
 জানিবে । উহার নাম বাসুদেব ; নির্ম্মমতা
 দ্বারা উহার দর্শন লাভ হয় । তাহার রূপ
 বর্ণাদি কিছুই বাস্তব নহে,—কল্পনাময় ; সেই
 মূর্ত্তি সদা শুদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠা ও একরূপিণী ।
 শেখাখ্যা দ্বিতীয়া মূর্ত্তি অধোভাগে থাকিয়া
 মস্তক দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছে ;

তৃতীয়া কর্ম্ম কুরুতে প্রজাপালনতৎপর ।
 সর্ব্বোদ্ভিক্তা তু সা জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংস্থানকারিণী ॥ ২২
 চতুর্থী জলমধ্যস্থা শেতে পরগতল্লগা ।
 রজস্তস্তা গুণঃ সর্গঃ সা করোতি সর্দৈব হি ॥
 যা তৃতীয়া হরমূর্ত্তিঃ প্রজাপালনতৎপর ।
 সা তু ধর্ম্মব্যবস্থানং করোতি নিয়তং ভুবি ॥ ২৪
 প্রোক্ততানস্মরানহন্তি ধর্ম্মব্যচ্ছিত্তিকারিণঃ ।
 পাতি দেবান্ স গন্ধর্ব্বান্ধর্ম্মরক্ষাপরায়ণান্
 যদা যদা চ ধর্ম্মস্ত গ্লানিঃ সমুপজায়তে ।
 অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্ত তদাশ্বানং সৃজত্যসৌ ॥ ২৬
 ভূহা পুরা বরাহেণ তুণ্ডেনাপো নিরস্ত চ ।
 একয়া দংষ্ট্রয়োংগাতা নলিনীব বসুন্ধরা ॥ ২৭
 কৃদ্বা নৃসিংরূপঞ্চ হিরণ্যকশিপুর্হৃৎ ।
 বিপ্রচিন্তিমুখাচ্চাত্তে দানবাবিনিপাতিতাঃ ॥ ২৮
 বামনং রূপমান্বায় বলিং সংযম্য মায়ায়া ।

উহা তির্ধ্যাকৃজাতির প্রাপ্ত তামসী মূর্ত্তি
 বলিয়া আখ্যাত হয় । তৃতীয়া মূর্ত্তি সর্ব্বগুণ-
 বহলা ; প্রজাপালন কর্মে তৎপর ; উহা
 ধর্ম্মসংস্থানকারিণী । চতুর্থী মূর্ত্তি জল-
 মধ্যে পরগশয্যায় শয়না ; উহার গুণ
 রজঃ, উহা সদাই সৃষ্টি করিয়া থাকে ।
 ১৬—২৩ । হরির প্রজাপালনতৎপর । যে
 তৃতীয়া মূর্ত্তি, উহাই ভূতলে সতত ধর্ম্মব্যবস্থা
 করিয়া থাকে, ধর্ম্মবিচ্যুতিকারী উদ্ধৃত
 অস্মুরদিগকে হনন করে এবং ধর্ম্মরক্ষা-
 পরায়ণ দেব-গন্ধর্ব্বগণকে পালন করিয়া
 থাকে । যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উৎপন্ন
 হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই
 ঐ মূর্ত্তি আপনাকে (রূপান্তরে) সৃজন
 করে । ঐ মূর্ত্তি পুরাকালে বরাহাকার ধারণ
 করত তুণ্ডঘাতে জল সকল নিরাকৃত
 করিয়া একটি দংষ্ট্রা দ্বারা বসুন্ধরাকে
 নলিনীবৎ উৎখাত করিয়াছিলেন ; নৃসিংরূপ
 ধারণপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন
 এবং বিপ্রচিন্তিপ্রমুখ আরও অনেক দানবকে
 বিনিপাতিত করিয়াছিলেন । যিনি বামন-
 রূপ ধারণ করিয়া মায়াবশে বলিকে

ত্রৈলোক্যং ক্রান্তবান্বেব বিনির্জিত্য দিতেঃ

শ্রুতান্ ॥ ২৯

ভৃগোর্বিংশে সমুৎপন্নো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।

জঘান ক্ষত্রিয়ান্‌রামঃ পিতৃবধমনুশ্রবণ ॥ ৩০

তথাক্রিতনয়ো ভূহা দত্তাত্রেয়ঃ প্রতাপবান্ ।

যোগমষ্টাঙ্গমাচখ্যাবলকীধ মহাশ্রবণে ॥ ৩১

রামো দাশরথির্ভূতা স তু দেবঃ প্রতাপবান্ ।

জঘান রাবণং সংখ্যো ত্রৈলোক্যশ্চ ভয়ঙ্করম্ ॥

যদা চৈকাৰ্ণবে স্রুপ্তো দেবদেবো জগৎপতিঃ ।

সহস্রযুগপর্য্যন্তং নাগপর্য্যঙ্কগো বিভূঃ ॥ ৩৩

যোগনিদ্রাং সমাশ্রায় শ্বে মহিম্বি ব্যবস্থিতঃ ।

ত্রৈলোক্যমুদরে ক্রুহা জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৪

জনলোকগর্ভেঃ সিদ্ধৈঃ সূর্যমানো মহর্ষিভিঃ ।

ভৃশ্চ নাভৌ সমুৎপন্নং পদ্মং দিকৃপত্রমণ্ডিতম্ ॥

মক্ৰৎকিঙ্করসংযুক্তং গৃহং পৈতামহং বরম্ * ।

যত্র ব্রহ্মা সমুৎপন্নো দেবদেবশ্চতুর্মুখঃ ॥ ৩৬

বহনপূর্বক দিতি শ্রুতদিগকে পরাজিত করত ত্রৈলোক্যকে ত্রিপদবিক্ষেপে আবৃত করিয়াছিলেন, ভৃগুর বংশে প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃবধ অনুশ্রবণ করত ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট করেন, এবং অক্রিতনয় প্রতাপবান্ দত্তাত্রেয়রূপে মহাশ্রা অলককে অষ্টাঙ্গ যোগ উপদেশ করেন, সেই দেব প্রতাপবান্ দাশরথি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রৈলোক্যের ভয়ঙ্কর রাবণকে রণে সংহার করেন । সেই জগৎপতি দেব দেব বিভূ, যখন স্বাবরজঙ্গম ত্রৈলোক্য স্বীয় জঠরগত করত জনলোকবাসী সিদ্ধ মহর্ষিগণে সূর্যমান হইয়া নিজ মহিমায় অবস্থানপূর্বক একাৰ্ণবে নাগপর্য্যঙ্কে সহস্র যুগ পর্য্যন্ত শয়ান ছিলেন, তখন তদীয় নাভিতে একটি পদ্ম উদ্ভূত হয় । উহা দিকৃপত্রমণ্ডিত, মক্ৰৎকেশর-সংযুক্ত ও পিতামহের বর গৃহ-স্বরূপ । উহাতেই দেবদেব চতুর্মুখ ব্রহ্মা

তদা কণমলোদ্ভূতো দানবো মধুকৈটভো ।

মহাবলো মহাবীৰ্য্যো ব্রহ্মাণঃ হস্তমুদ্যতো ॥ ৩৭

জঘান ভৌ দুরাধরৌ উখায় শয়নোদধেঃ ॥ ৩৮

এবমাদৌ স্তথৈবাত্মানং সংখ্যাতুমিহোৎসহে ।

অবতারো হৃজশ্চেহ মাথুরঃ সাম্প্রতশ্চরম্ ॥ ৩৯

ইতি সা সাত্ত্বিকী মূর্তিরবতারং কৰোতি চ ।

প্রদ্যয়েতি সমাখ্যাতা রক্ষাকর্মণ্যবস্থিতা ॥ ৪০

দেবহেহথ মনুষ্যহে তির্ধ্যাগুযোনৌ চ সংস্থিতা

গৃহ্ণতি তৎস্বভাবশ্চ বাসুদেবেচ্ছয়া সদা ॥ ৪১

দদাত্যভিমতান কামান্‌ পূজিতা সা দ্বিজোত্তমাঃ

এবং ময়া সমাখ্যাতঃ কৃতকৃত্যোহপি যঃ প্রভুঃ

মানুষ্যঃ গতৌ বিষ্ণুঃ শৃগুধ্বং চোক্তিরং পুনঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মে ব্যাসস্মৃতিসংবাদে চতুর্ব্যূহ-

বর্ণনমশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮০ ॥

উৎপন্ন হয়েন । তখন তাঁহার কণমল হইতে মহাবল মহাবীৰ্য্য মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্ধত হয় । নারায়ণ তখন শয়ন হইতে উত্থান করত তাহাদিগকে নিহত করেন । সেই অজ হরির ইত্যাদি আরও অবতার-সমূহের সংখ্যা করিতে আমি উৎসাহ করি না । সম্প্রতি তোমাদের জিজ্ঞাসিত অবতার মাথুর বালিয়া জেয় । প্রদ্যম্ব নামে সমাখ্যাতা সেই সাত্ত্বিকী মূর্তি এইরূপে নানা অবতার করেন । তিনি রক্ষাকাধ্যেই ব্যবস্থিত । বাসুদেবের ইচ্ছানুসারে তিনি দেবত্ব মনুষ্যত্ব তির্ধ্যাকৃত্য—যে ভাবেই অবস্থিত হউন, সদা তাহারই স্বভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন । হে দ্বিজোত্তমগণ ! তিনি পূজিত হইয়া অভিমত ফল সকল প্রদান করেন । যে প্রভু বিষ্ণু কৃতকৃত্য হইয়াও মানুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এই আমি তাঁহার মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ কৌতুহল করিলাম ; অবশিষ্ট বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ২৪—৪২ ।

অশীত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮০ ।

* জলনাকপ্রতীকাশঃ শৈলকেশরমণ্ডিতম্ ।
ইতি চ পাঠঃ ।

একাদশতীতমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দীলাঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।
অবতারং হরেশচাত্ত ভারাবতরণেচ্ছয়া ॥ ১
যদা যদা অধর্মশ্চ বৃদ্ধির্ভবতি ভো দিজাঃ ।
ধর্মশ্চ হ্রাসমভ্যতি তদা দেবো জনার্দিনঃ ॥ ২
অবতারং করোতাত্ত দ্বিধা কৃত্বানন্তরম্ ।
সাধুনাং রক্ষণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ ॥ ৩
হুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় অন্তেষাঞ্চ সুরদ্বিষাম্ ।
প্রজানাং রক্ষণার্থায় জায়ত্বেহসৌ যুগে যুগে ॥
পুরা কিল মহী বিপ্রা ভূরিভারাবপীড়িতা ।
জগাম ধরণী মেরৌ সমাজে ত্রিদিবৌকসান্ ॥ ৫
সব্রহ্মকান সুরান সর্মান প্রণিপত্যাথ মেদিনী
কথয়ামাস তৎসর্বং খেদাৎ করুণভাষিনী ॥ ৬

ধরণ্যুবাচ ।

অগ্নিঃ সুবর্ণশ্চ শুক্লবর্ণঃ সূর্যোহপরো গুরুঃ ।
মমাপ্যখিললোকানাং বন্দ্যো নারায়ণো গুরুঃ

একাদশতীতমোহধ্যায়ঃ ।

বাস বলিলেন,—মুনিশার্দীলগণ! শ্রবণ
করুন; এক্ষণে হরির ভূ-ভারাবতারণেচ্ছায়
অবতার-কথা সমাসতঃ কীর্তন করিতেছি।
হে দ্বিজগণ! যখন যখন অধর্মের বৃদ্ধি এবং
ধর্মের হ্রাস হয়, তখন দেব জনার্দিন সাধু-
গণের রক্ষা ও ধর্মের সংস্থাপন জন্য আশ্র-
দেহ দ্বিধা করত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।
হুষ্টদিগের এবং অন্তান্ত দেবদেবী জনগণের
নিগ্রহ ও প্রজাদিগের রক্ষার্থ যুগে যুগেই
তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিপ্রগণ! পুরাকালে
প্রজাধারিণী পৃথিবী ভূরিভারে পীড়িতা
হইয়া মেরুপর্বতে ত্রিদিববাসীদিগের সমাজে
গমন করেন। খেদবশতঃ করুণভাষিনী
মেদিনী ব্রহ্মাদি দেববৃন্দকে প্রণিপাতপূর্বক
আত্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ধরণী
কহিলেন,—অগ্নি সুবর্ণের গুরু, আর সূর্য
গৌগণের গুরু; ইহারা এবং অখিল-

তৎসাম্প্রতিমিমে দৈত্যাঃ কালনেমিপুরুষগমাঃ
মর্ত্যালোকং সমাগম্য বাধন্তেহহনিশং প্রজাঃ ॥
কালনেমিহতো যোহসৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
উগ্রসেনশুভঃ কংসঃ সমুভূতঃ সুমহাসুরঃ ॥ ৯
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নরকস্তথা ।
সুন্দোহসুরস্তথাত্যগ্রো বাণশ্চাপি বলেঃ শূভঃ
তথাস্তে চ মহাবীৰ্যা নৃপাণাং ভবনেষু যে ।
সমুৎপন্ন্য দুরাহ্মানস্তান্ সংখ্যাতুমুৎসহে ॥ ১১
অক্ষৌহিণ্যো হি বহুলা দিব্যমূর্তিধ্বজাঃ সুরাঃ ।
মহাবলানাং দৃপ্তানাং দৈত্যোক্তানাং মমোপরি
তদুরিভারপীড়ার্তা ন শক্যোম্যমরেশ্বরঃ ।
বিভর্তুমাহ্মানমমমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ ॥ ১৩
ক্রিয়তাং তন্মহাভাগা মম ভারাবতারণম্ ।
যথা রসাতলং নাহং গচ্ছেমমতিবিহ্বল ॥ ১৪

বাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য ধরাবাক্যমশেষৈস্ত্রিদশৈস্ততঃ ।

লোকবন্দ্য নারায়ণও আমার গুরু। অত-
এব আমার নিবেদন এই যে, সম্প্রতি
কালনেমিপুরুষের দৈত্যগণ মর্ত্যালোকে
সমাগমপূর্বক অহনিশ প্রজাপীড়ন করি-
তেছে। পূর্বে যে, কালনেমি প্রভবিষ্ণু
বিষ্ণু কর্তৃক হত হইয়াছিল, এক্ষণে সে-ই
মহাসুর উগ্রসেনশুভ কংস হইয়াছে। তদ্বিধ
অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ
অসুর, বলিনন্দন অত্যাগ্রাণ এবং আরও
নানা দৈত্যরাজ্যভবনে কত যে মহাবীরা
দুরাহ্মা দৈত্যগণ জন্মিয়াছে, তাহার সংখ্যা
করিতে পারিতেছি না। হে সুরগণ!
মহাবলদৃপ্ত দৈত্যোক্তগণের দিব্যমূর্তিধর
বহু অক্ষৌহিণী এক্ষণে আমার উপরে
রহিয়াছে। অমরেশ্বরগণ! সেই ভূরিভারে
আর্তা হইয়া আমি আপনাকে আর ধারণ
করিতে পারিতেছি না; সেই জন্য আপনা-
দিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছি;—যাহাতে
আমি বিহ্বল হইয়া রসাতলে না যাই, হে
মহাভাগগণ! তন্নিমিত্ত আপনারা আমার
ভারাবতারণ করুন। ১—১৪। বাস বলি-

ভুবো ভাবাবতারার্থঃ ব্রহ্মা প্রাহ চ চোদি তঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যদাহ বসুধা সর্বাং সত্যমেতদ্বিবোকসঃ ।

অহং ভবো ভবন্তশ্চ সর্বাং নারায়ণাশ্বকম্ ॥১৬

বিভূতয়ন্ত যাস্তন্ত তাসামেব পরস্পরম্ ।

আধিক্যং নূনতা বাধ্যবাধকত্বেন বর্ততে ॥১৭

তদাগচ্ছত গচ্ছামঃ ক্ষারাকেষ্টটনুভ্রমম্ ।

তত্রাধ্য হরিং তস্মৈ সর্বাং বিজ্ঞাপয়াম বৈ ॥

সর্বাদেব জগত্যর্থৈ স সর্বাং জগন্ময়ঃ ।

স্বল্লাংশেনাবতীযোক্ষ্যামঃ ধর্ম্মশ্চ কুরুতে স্থিতিম্

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা প্রযযৌ তত্র সহ দেবঃ পিতামহঃ ।

সমাহিতমনা ভূত্বা তুষ্টাব গরুড়শব্দম্ ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ ।

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রমূর্তে

সহস্রবাহো বহুবক্রপাদ ।

নমো নমস্তে জগতঃ প্রভৃতি-

বিনাশসংস্থানপরা প্রমেয় ॥ ২১

স্বস্মাতিস্বস্মকং বৃহৎপ্রমাণং

গরায়সামপ্যতিগৌরবান্ন ।

প্রধানবুদ্ধৌল্লিখবাকু প্রধান-

মূলপরাশ্রয় ভগবন্ প্রসাদ ॥ ২২

এনা মহী দেব মহী প্রসূত-

মহাসুরৈঃ পীড়িতশৈলবন্ধা ।

পরায়ণং হ্রাঃ জগতামুপেতি

ভাবাবতারার্থম গারপারম্ ॥ ২৩

এতে বধঃ রুদ্রায়পুস্তথায়ঃ

নানতাদশৌ বক্রনস্তথেষঃ ।

ইমে চ রুদ্রঃ বনবঃ সসূর্য্যাঃ

সমীরণাশ্চ প্রমুগাস্তথাস্তে ॥ ২৪

সুরাঃ সমস্তাঃ সুরনাথ কার্য-

মোভর্ম্ময়া যচ্চ তদাশ সর্ভম্ ।

আজ্ঞাপয়াজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্ত-

স্তবৈব তিষ্ঠাম সদাস্তদোষাঃ ॥ ২৫

ব্যাস উবাচ ।

এবং সংস্কৃয়মানস্ত ভগবান্ পরমেশ্বরঃ ।

লেন,—ধরণীর এই বাক্য শ্রবণে অশেষ
ত্রিদেশগণ কর্তৃক ভূমির ভাবাবতারণ অন্-
কল্প হইয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দিবোকস-
গণ! বসুধা যাগ বলিলেন, ইহা সমস্তই
সত্য। আমি, শিব এবং তোমরা—সকলেই
নারায়ণাশ্বক। সেই নারায়ণের যে বিবিধ
বিভূতি, তাহারই পরস্পর নানাধিক্য হেতু
বাধ্য-বাধকরূপে এই সমস্ত বর্তমান।
অতএব আইস, ক্ষীরসাগরের উত্তর
তীরে গমন কর; দেখানে হরির আরা-
ধনা করিয়া তাহার নিকটে সমস্ত বিজ্ঞাপন
করিব। সেই সর্বাং জগন্ময়ই জগ-
তীর জন্ত জগতীতে স্বল্প অংশে অবতীর্ণ
হইয়া ধর্ম্মের স্থিতিবিধান করেন। ব্যাস
বলিলেন,—পিতামহ এই বলিয়া দেবগণ সহ
তথায় গমন করিলেন এবং সমাহিত-মানসে
গরুড়শব্দকে শ্রব করিতে লাগিলেন।
ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সহস্রমূর্তে! সহস্র-
বাহো! বহুবক্রপাদ! তোমাকে নমস্কার;

তুমি জগতের বিনাশে ও স্থিতি
বিষয়ে তৎপর, হে অপ্রমেয়! তোমাকে
বারম্বার নমস্কার করি। হে গরীম্বান-
দিগের অপেক্ষা ও অতি গুরুতমায়ন, প্রকৃতি
বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-বাক্যানীত, মূলভূত, অপরাশ্রয়,
ভগবন! তোমার প্রমাণ স্বস্মাতিস্বস্ম,
অথচ সর্বাংপেক্ষা বৃহৎ, তুমি প্রসন্ন হও। হে
দেব! এই মহী মহী প্রসূত মহাসুরগণ দ্বারা
শৈলাবন্ধ প্রমদাবৎ পীড়িত হইয়া জগ-
তের পরায়ণ অপারপার আপনাকে ভাবাব-
তারার্থ শরণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই
আমরা, এই বৃহৎশত্রু, এই নাসত্য ও দম,
এই বক্রণ, এই রুদ্রগণ, বসুগণ, সূর্য্যগণ,
সমীরণ, বহিঃ প্রভৃতি অন্তান্ত দেবগণ—
সকলেই উপস্থিত; ইহাদের এবং আমার
যাগ কর্তব্য, হে সুরনাথ! আজ্ঞা
করুন; হে ঈশ! আপনার আদেশ প্রতি-
পালনার্থ আমরা সদা পবিত্র হইয়া অব-
স্থান করিতেছি। ১৬—২৫। ব্যাস

উজ্জ্বলহারাশ্রমঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 উবাচ চ সুরানেতো মৎকেশৌ বসুধাতলে ।
 অবতীৰ্ণ্য ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ ॥
 সুরাশ্চ সকলাঃ স্বাংশৈরবতীৰ্ণ্য মহীতলে ।
 কুর্কস্তু যুদ্ধমুম্মতৈঃ পূৰ্ব্বোৎপন্নৈর্নহাসুতৈঃ ॥ ২৮
 ততঃ কয়মশেষাস্তে দৈতেয়া ধরণীতলে ।
 প্রয়াশ্চিন্তি ন সন্দেহো নানায়ুধবিচূর্ণিতাঃ ॥ ২৯
 বসুদেবস্ত যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা ।
 তস্তা গর্ভোহষ্টমোহয়স্ত মৎকেশো ভবিতা

সুরাঃ ॥ ৩০

অবতীৰ্ণ্য চ তত্রায়ং কংসং ঘাতয়িতা ভূবি ।
 কালনেমিসমুদ্ভূতমিত্যাক্রান্তদর্শে হরিঃ ॥ ৩১
 অদৃশ্যায় ততস্তেহপি প্রণিপত্য মহাস্থনে ।
 মেরুপৃষ্ঠং সুরা জগ্মুরবতেরুশ্চ ভূতলে ॥ ৩২
 কংসায় চাষ্টমো গর্ভো দেবক্যা ধরণীধরঃ ।
 ভবিষ্যতীত্যাচচক্ষে ভগবান্নারদো মুনিঃ ॥ ৩৩

লেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে সংস্কৃতমান
 ভগবান্ পরমেশ্বর তখন আপনার সিত ও
 কৃষ্ণ দুইগাছি কেশ উৎপাটন করিয়া সুর-
 গণকে কহিলেন,—“আমার এই কেশদ্বয়
 বসুধাতলে অবতীর্ণ হইয়া ভূমির ভার-
 ক্লেশ হরণ করিবে। সুরগণও নিজ নিজ
 অংশে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া পূৰ্ব্বোৎপন্ন
 উন্মত্ত মহাসুরগণ সহ যুদ্ধ করুন। তাহা
 হইলেই নানায়ুধপ্রহারে বিচূর্ণিত হইয়া
 সেই অশেষ দৈতেয়গণ ধরণীতলে ক্ষীণ
 হইবে; সন্দেহ নাই। হে সুরগণ! বসু-
 দেবের দেবকী নামী দেবতোপমা যে পত্নী
 আছে, তাহার অষ্টম গর্ভরূপে আমার এই
 কেশগাছি আবির্ভূত হইবে। এ সেই ভূতলে
 অবতীর্ণ হইয়া কালনেমি-সমুদ্ভূত কংসকে
 সংহার করিবে।” হরি এই বলিয়া অন্তর্ধান
 করিলেন। সুরগণ তখন সেই অদৃশ্য মহা-
 ঙ্গাকে প্রণিপাতপূর্বক মেরুপৃষ্ঠে প্রাতিগমন
 করিলেন এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইতে
 লাগিলেন। ধরণীধর বিষ্ণু যে স্বীয় অংশে
 দেবকীর অষ্টম গর্ভরূপে জন্মিবেন, ভগবান্

কংসোহপি তদুপশ্রুত্য নারদাৎ কুপিতস্ততঃ ।
 দেবকীং বসুদেবঞ্চ গৃহে গুপ্তাবধারয়ৎ ॥ ৩৪
 জাতং জাতঞ্চ কংসায় তেনৈবোক্তং যথা পুরা
 তর্ধিব বসুদেবোহপি পুত্রমর্ণিতবান্ দ্বিজাঃ ॥
 হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ ষড়্গর্ভা ইতি বিজ্ঞাতাঃ
 বিষ্ণুপ্রযুক্তা তান্নিদ্ভা ক্রমাদার্ভে স্ত্রযোজয়ৎ ॥
 যোগনিদ্ভা মহামায়া বৈকুণ্ঠী মোহিতাঃ যয়া ।
 অবিদ্যায়া জগৎ সর্বং তামাহ ভগবান্ হরিঃ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

গচ্ছ নিদ্রে মমাদেশাৎ পাতালতলসংশ্রয়ান ।
 একৈকাংশেন ষড়্গর্ভান্ দেবকীজঠরে নয় ॥ ৩৫
 হতেষু তেযু কংসেন শেষাখ্যাংহশস্ততো মম
 অংশাংশেনোদরে তস্তাঃ সপ্তমঃ সন্তবিষ্যতি
 গোকুলে বসুদেবস্ত ভার্য্যা বৈ রোহিণী স্থিতা
 তস্তাঃ প্রসূতিসময়ে গর্ভো নেয়স্তয়োদরম্ ॥ ৩৬
 সপ্তমো ভোজরাজস্ত ভয়াদ্রোধোপরোধতঃ ।

নারদমুনি কংসকে এ সংবাদ জানাইলেন।
 কংসও নারদের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া
 কুপিত হইল এবং দেবকী ও বসুদেবকে
 নিজ ভবনে বন্দী করিয়া রাখিল। দ্বিজ-
 গণ! তাহারই পূর্ব কথা অনুসারে বসুদেব
 যেমন যেমন পুত্র জন্মিতে লাগিল, তেমনি
 সেগুলি কংসকে সমর্পণ করিতে থাকিলেন।
 হিরণ্যকশিপুর্ ষড়্গর্ভ নামে ছয়টি পুত্র
 ছিল। বিষ্ণুর প্রেরণায় যোগনিদ্ভা তাহা-
 দিগকে ক্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভে নিয়োগ
 করেন। অবিদ্যারূপিনী যে বৈকুণ্ঠী শক্তি
 দ্বারা এই সমগ্র জগৎ মোহিত হইয়াছে,
 তিনিই মহামায়া যোগনিদ্ভা; ভগবান্ হরি
 তাঁহাকে বলিলেন,—নিদ্রে! তুমি আমার
 আদেশ অনুসারে গমন কর, পাতালতলাব্রিত
 ষড়্গর্ভগুলিকে এক একটা করিয়া দেবকীর
 জঠরে লইয়া যাও। উহার কংসকর্তৃক হত
 হইলে পর আমার যে শেষ নামক অংশ,
 তাহা অংশাংশ ক্রমে সপ্তম গর্ভরূপে সন্তুত
 হইবে। বসুদেবের রোহিণী নামে যে
 ভার্য্যা গোকুলে আছে, তাহার প্রসব সময়ে

দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকে বদিষ্যতি
গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ সোহথ লোকে সঙ্কর্ষণেতি বৈ ।
সংজ্ঞামবাপ্যতে বীরঃ ষেতাদ্রিশিখরোপমঃ ॥
ততোহহং সন্তবিষ্যামি দেবকৌজঠরে শুভে ।
গর্ভে হরা যশোদায়া গম্ভব্যমবিলম্বিতম্ ॥ ৪৩
প্রারুঢ়কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহানিশি ।
উপংশামি নবম্যাক্ষ প্রসূতিং তুমবাপ্যসি ॥
যশোদাশয়নে মাস্তু দেবক্যাস্তামনিদ্রিতে ।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতমতির্ক্সুদেবো নয়িষ্যতি ॥ ৪৫
কংসচ্ছ ত্বামুপাদায় দেবি শৈলশিলাতলে ।
প্রক্ষেপ্যতাস্তুরিক্ষে চ ত্বং স্থানং সমবাপ্যসি ॥
ততস্তাং শতধা শত্রুঃ প্রণম্য মম গৌরবাৎ ।
প্রণিপাতানতশিরা ভগিনৌহে গ্রহীষ্যতি ॥ ৪৭
ততঃ শুভনিশুভাদীন হরা দৈত্যান সহস্রশঃ ।
হানৈরনেকৈঃ পৃথিবীমশেষাং মণ্ডয়িষ্যসি ॥ ৪৮

উহাকে তাহার উদরে লইয়া যাইও ।
'দেবকীর সপ্তম গর্ভ, ভোজরাজের ভয়ে
এবং কারা-ক্লেশে পতিত হইয়াছে';
লোকেরা এই কথাই বলিবে । সেই গর্ভ
ষেতাদ্রিশিখরোপম, বীর এবং গর্ভ-সঙ্কর্ষণ
(পরিবর্তন) হেতু সঙ্কর্ষণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে ।
২৬—৪২ । তারপর আমি দেবকীর শুভ
জঠরে সমুত্ত হইব; তুমিও আর কালবিলম্ব
না করিয়া যশোদার গর্ভে প্রবেশ করিবে ।
প্রারুঢ় কালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী দিবসে
মহানিশাতে আমি জন্মিব; তুমি নবমীতে
জন্মিও । বসুদেব মচ্ছক্তি-প্রেরিত-মতি
হইয়া আমাকে যশোদার শয়্যায় এবং
তোমাকে দেবকীর শয়্যায় লইয়া রাখিবে ।
হে দেবি! কংস তোমাকে লইয়া শৈল-শিলা-
তলে নিক্ষেপ করিবে; তখন তুমি অন্ত-
রিক্ষে অবস্থান করিবে । পরে শত্রু আমার
গৌরব হেতু তোমাকে শত শত প্রণামান্তে
প্রণিপাতানত-শিরে 'ভগিনী' বলিয়া গ্রহণ
করিবে । তারপর তুমি নানা স্থানে শুভ-
নিশুভাদি সহস্র সহস্র দৈত্য হত্যা করিয়া
অশেষা পৃথিবীকে মণ্ডিতা করিবে ।

তু তঃ সন্নতিঃ কীৰ্ত্তিঃ কান্তির্ক্সে পৃথিবী ধৃতিঃ
লজ্জা পুষ্টিরুবা যা চ কাচিদন্তা ত্বমেব সা ॥ ৪১
যে স্বামার্থ্যেতি হুর্গেতি বেদগর্ভেহদ্বিকেতি চ
ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা * ক্ষেমকরীতি চ
প্রাতঃশেবাপরাত্নে চ স্তোব্যস্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ ।
তেষাং হি বাহিতং সর্বং মৎপ্রসাদান্তবিষ্যতি
সুরমাংসোপহারৈস্ত ভক্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা
নৃণামশেষকামাংস্ত্বং প্রসন্না বৈ প্রদাত্তসি ॥ ৪২
তে সর্বৈ সর্বদা ভদ্রা মৎপ্রসাদাসংশয়ম্ ।
অসন্দিক্ধং তবিষ্যন্তি গচ্ছ দেবি যথোদিতম্ ॥
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে হরেবংশাবতারনিক্রপণনমেকা-
দীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮১ ॥

ভূতি, সন্নতি, কীৰ্ত্তি, কান্তি, . পৃথিবী, ধৃতি,
লজ্জা, পুষ্টি, উবা—ইত্যাদি আরও যত
কিছু, সকলই তুমি । যাহারা তোমাকে
আখ্যা, হুর্গা, বেদগর্ভা, অদ্বিকা, ভদ্রা, ভদ্র-
কালী, ক্ষেম্যা, ক্ষেমকরী, এই সকল নামো-
চ্চারণে প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে ভক্তিনম্র-
মূর্ত্তি হইয়া স্তব করিবে, আমার প্রসাদে
তাহাদিগের সর্ববাহিত লাভ হইবে । সুরা,
মাংস, ভক্য ভোজ্যাদি উপহার দ্বারা পূজিতা
হইয়া তুমি নরগণের অশেষ কাম প্রদান
করিবে । তাহারা সকলে আমার প্রসাদে
কুশলযুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই । এই
যেমন যেমন বলিলাম, এ সকল অসন্দিক্ধ
রূপেই নিম্পন্ন হইবে । যাও দেবি! ৪৩—৫৩ ।
একাদীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮১

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

যথোক্তং সা জগদ্ধাতী দেবদেবেন বৈ পুরা ।
ষড়্গর্ভগর্ভবিষ্ঠাসং চক্রে চান্ত্র্য কৰ্ষণম্ ॥ ১
সপ্তমে রোহিণীং প্রাপ্তে গর্ভে গর্ভে ততো হরিঃ
লোকত্রয়োপকারায় দেবক্যাঃ প্রবিবেশ বৈ ॥ ২
যোগনিজা যশোদায়াস্ত্রিমেব ততো দিনে ।
সমুতা জঠরে তদ্ব্যখ্যোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩
ততো গ্রহগণঃ সম্যক্ প্রচচার দিবি দ্বিজাঃ ।
বিকোরংশে মহীং যাত ঋতবোহপ্যভবন্ শুভাঃ
নোৎসেহে দেবকীং জষ্টুং কশ্চিদপ্যতিতেজসা
জাজ্জল্যমানাঃ তাং দৃষ্ট্বা মনাসি ক্লাম্যমাযযুঃ
অদৃষ্টাঃ পুরুষৈঃ স্ত্রীভির্দেবকীং দেবতাগণাঃ ।
বিভ্রাণাং বপুষা বিষ্ণুং তুষ্টুবুস্তামহনিগম ॥ ৬

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—পূর্বে দেবদেব যেমন
বলিয়াছিলেন, সেই জগদ্ধাতী যোগনিজা
তদনুসারে ষড়্গর্ভদিগকে দেবকীগর্ভে বিষ্ঠাস
এবং দেবকীর সপ্তমগর্ভকে রোহিণীগর্ভে
কৰ্ষণ করিলেন। সপ্তমগর্ভ রোহিণীকে
প্রাপ্ত হইলে পর হরি লোকত্রয়ের উপকারার্থ
দেবকীর উদরে প্রবেশ করিলেন। যোগ
নিজাও সেই পরমেষ্ঠী যেমন বলিয়াছিলেন,
তদনুসারে সেই দিবসেই যশোদার
জঠরে সমুতা হইলেন। হে দ্বিজগণ!
বিষ্ণুর অংশ এই ভাবে মহীগত হইলে
নভোমণ্ডলে গ্রহগণ সম্যক্ বিচরণ করিতে
আরম্ভ করিলেন; ঋতু সকলও শুভাকার
ধারণ করিল। অতি তেজে জাজ্জলা-
মানা দেবকীকে দেখিয়া সকলেরই মন ফুট
হইতে লাগিল; কেহই আর তাঁহাকে
দেখিতে সক্ষম হইল না। শরীর দ্বারা
বিষ্ণুকে ধারণকারিণী দেবকীকে, দেবতা-
গণ, অস্ত্র স্ত্রী-পুরুষের অদর্শনে থাকিয়া
অহনিশ এইরূপ স্তুত করিতে লাগিলেন।

দেবা উচুঃ ।

স্বংস্বাহা স্বংস্বধা বিদ্যা সুধা স্বংজ্যোতিরেব চ
ত্বং সর্বলোকরক্ষার্থবতীর্ণা মহীতলে ॥ ৭
প্রসাদ দেবি সর্বশু জগতস্ত্বং শুভং কুরু ।
শ্রীত্বার্থং ধারয়েশানং ধৃতং যেনাখিলং জগৎ ॥
বাস উবাচ ।

এবং সংস্কৃত্যমানা সা দেবৈর্দেবমধারণৎ ।
গর্ভেণ পুণ্ডরীকাক্ষং জগতাং ত্রাণকারণম্ ॥ ৯
ততোহখিলজগৎপদ্ব্যবোধায়াচ্যুতভানুনা ।
দেবক্যাঃ পুণ্ডরীকায়্যা আবির্ভূতং মহাস্থনা ॥ ১০
মধ্যরাত্রেহখিলাধারে জাদ্যমানে জনার্দনে ।
মন্দং জগজ্জলদাঃ পুণ্ডরীকমুচঃ সুরাঃ ॥ ১১
ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং চতুর্দ্বাহুদীক্ষ্য তম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টীবানকদ্বন্দ্বিভিঃ ॥ ১২
অভিষ্ট্য চ তং বাগুভিঃ প্রসন্ন্যভির্নহামতিঃ ।
বিজ্ঞাপয়ামাস তদা কংসাস্তীতো দ্বিজোত্তমাঃ ॥

দেবগণ বলিলেন,—তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা,
তুমি সুধা, বিদ্যা এবং জ্যোতিঃ; সর্বলোক-
রক্ষা নিমিত্তই তুমি মহীতলে অবতীর্ণা
হইয়াছ। দেবি! প্রসন্ন হও, যিনি
অখিল জগৎ ধারণ করেন, সেই ঈশানকে
জগতের শ্রীতি নিমিত্ত ধারণ কর,—সকলের
শুভ সাধন কর। বাস বলিলেন,—দেব-
গণ কর্তৃক এইরূপে স্তুতমানা সেই দেবকী,
জগতের ত্রাণকারণ পুণ্ডরীকাক্ষ দেবকে
গর্ভে ধারণ করিতে লাগিলেন। ১—৯।
তারপর মধ্যরাত্রে অখিলজগৎস্বরূপ পদ্ব্য
প্রবোধনার্থ মহাত্মা অচ্যুতরূপ ভানু পূর্ব-
সঙ্ক্যারূপিণী দেবকী হইতে আবির্ভূত হই-
লেন। জনার্দনের জন্মকালে সুরগণ পুণ্ড-
রীক ও জলধরগণ মন্দ মন্দ গর্জন করিতে
লাগিল। বসুদেব নবজাত বালককে
ফুল্লেন্দীবরপত্রাভ, চতুর্দ্বাহু ও শ্রীবৎসচিহ্ন-
ভূষিত-বক্ষস্থল দর্শনে বিষ্ণু জ্ঞানে স্তব
করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! মহামতি
বসুদেব প্রসন্ন বাক্যে স্তব করিয়া পরে
কংসের ভয়ে এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলেন।

বসুদেব উবাচ ।

জ্যোতীহসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর ।
দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥ ১৪
অদৌব দেব কংসোহয়ং কুরুতে মম যাতনাম্
অবতীর্ণমিতি জ্যোতী হামস্মিন্মন্দিরে মম ॥ ১৫

দেবক্যুবাচ ।

যোহনন্তরূপোহখিলবিশ্বরূপে।
গর্ভেহপি লোকান্ বপুষা বিভর্তি ।
প্রসীদতামেষ স দেবদেবঃ
সমায়য়াবিকৃতবালরূপঃ ॥ ১৬
উপসংহর সর্বাঙ্ঘ্রন রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্ ।
জানাতু মাবতারং তে কংসোহয়ং দিতিজাস্তক
শ্রীভগবানুবাচ ।
জ্যোতীহং যস্যয়া পূর্কং পুত্রার্থিতা তদদ্য তে ।
সকলং দেবি সজ্ঞাতং জ্যোতীহং যন্তবোদরাৎ
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা ভগবান্শুকীং বভূব মুনিসত্তমাঃ ।
বসুদেবোহপি তং রাজাবাদায় প্রযযৌ বহিঃ ॥

বসুদেব বলিলেন,—হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেবদেবেশ! আমি তোমায় জানিতে পারি-
হইয়াছি! এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া এই দিব্য রূপ
উপসংহার কর । হে দেব! তুমি আমার
এই মন্দিরে অবতীর্ণ হইয়াছ, জানিতে
পারিলে, কংস এখনই আমার যাতনা বিধান
করিবে । দেবকী কহিলেন,—যিনি অনন্তরূপ,
অখিল-বিশ্বরূপ এবং গর্ভে থাকিয়াও শরীর
দ্বারা সর্বলোক ধারণ করেন, নিজ মায়া
দ্বারা আবিষ্কৃত বালকরূপ সেই দেবদেব
প্রসন্ন হউন । হে সর্বাঙ্ঘ্রন! এই চতুর্ভুজ
রূপ উপসংহার কর ; হে দিতিজাস্তক!
তোমার এই অবতার কংস যেন জানিতে
না পারে । ১০—১৭ । ভগবান্ বলিলেন,—
দেবি! পূর্বে তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া আমাকে
যে স্তব করিয়াছিলে, অজ্ঞ তোমার তাহা
সফল হইল ; যেহেতু তোমার উদর হইতে
আমি জন্মিলাম । ব্যাস বলিলেন,—হে মুনি-
সত্তমগণ! ভগবান্ এই বলিয়া তুষ্ণীভূত এবং

মোহিতাশ্চাভবন্তস্তত্র রক্ষিণো যোগনিদ্রয়া ।
মাথুরাদ্ভারপালাশ্চ ব্রজত্যানকহৃদুভৌ ॥ ২০
বর্ষতাং জনদানাক তন্তোয়মুদগং নিশি ।
সজ্জাদ্য তং যযৌ শেষঃ ফণৈরানকহৃদুভিঃ ॥
যমুনাঞ্চাগতিগন্তীরাং নানাবর্ডশতাকুলাম্ ।
বসুদেবো বহন বিষ্ণুং জাহ্নুমাভবহাং যযৌ ॥ ২২
কংসস্ত করমাদায় তত্রৈবাত্যাগতাংস্তটে ।
নন্দাদীন গোপবৃদ্ধাংশ্চ যমুনায়াং দদর্শ সঃ ॥ ২৩
তস্মিন্ কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া
তামেব কন্তাং মুনয়ঃ প্রাপ্ত্বত মোহিতে জনে
বসুদেবোহপি বিস্তম্ব বালমাদায় দারিকাম্ ।
যশোদাশয়নে তুর্নমাজগামামিতদ্র্যতিঃ ॥ ২৫
দদর্শ চ বিবুদা সা যশোদা জাতমাত্মজম্ ।
নীলোৎপলদলশ্রামং ততোহত্যর্থং মুদং যযৌ ॥

প্রকৃত বালকরূপী হইলেন । বসুদেবও সেই
রাত্রিতেই তাঁহাকে লইয়া বহির্গমন করি-
লেন । আনকহৃদুভি প্রস্থান করিলে তদ্রত্য
রক্ষিণ, পুরদ্বারপালগণ ও মাথুরাবাসী জন-
সাধারণ সকলেই যোগনিদ্রাপ্রভাবে মোহিত
রহিল । রাত্রিতে তখন জনদজাল তুমুল
জল বর্ষণ করিতেছিল ; শেষ নাগ
স্বীয় ফণা-সহস্র দ্বারা আনকহৃদুভিকে
আচ্ছাদন করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ।
যমুনা নদী অতি গন্তীরা এবং নানাবিধ শত
শত আবর্ডে সমাকূলা ছিল, কিন্তু বসুদেব
বিষ্ণুকে বহন করিয়া গমনকালীন জাহ্নুপ্রমাণ
জলবাহিনী হওয়ায় তিনি অক্রেমে তাহা পার
হইলেন । সেই যমুনাতীরে দেখিলেন,—
নন্দাদি বৃদ্ধ গোপগণ কংসের কর লইয়া
উপস্থিত হইয়াছে । হে মুনিগণ! সে সময়ে
যশোদাও যোগনিদ্রা দ্বারা মোহিতা
ছিলেন । অস্তান্ত জনেরা মোহিত হইলে
তিনি সেই কন্তা প্রসব করেন । অমিতদ্র্যতি
বসুদেব যশোদার শয্যায় সেই বালককে
রাখিয়া কন্তাটীকে লইয়া সহস্র প্রত্যাগমন
করিলেন । ১৮—২৫ । যশোদা প্রতিবুদ্ধা
হইয়া জাত সন্তানটীকে নীলোৎপলদলশ্রাম

আদায় বনুদেবোহপি দারিকাং নিজমন্দিরম্ ।
 দেবকীশয়নে স্তম্ভ যথাপূৰ্ব্বমতিষ্ঠত ॥ ২৭
 ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা রক্ষিণঃ সহসোখিতাঃ
 কংসমাবেদয়ামাসুর্দেবকীপ্রসবং দ্বিজাঃ ॥ ২৮
 কংসকুর্নয়ুপেত্যৈতানাং ততো জগ্ৰাহ বালিকাম্ ।
 মুঞ্চ মুঞ্চতি দেবক্যা সন্নকণ্ঠং নিবারিতঃ ॥ ২৯
 চিক্বেপ চ শিলাপৃষ্ঠে সা ক্ৰিপ্তা বিয়তি স্থিতিম্
 অবাণ রূপঞ্চ মহৎ সায়ুধাষ্টমহাভূজম্ ।
 প্রজহাস তথৈবোচ্চৈঃ কংসঞ্চ ক্রমিতাববীৎ ।

যোগমায়োবাচ ।

কিং ময়া ক্রিপ্তয়া কংস জাতো যন্তাং হনিষ্যতি ।
 সর্বস্বভূতো দেবানামাসীন্মৃত্যুঃ পুরা স তে ।
 তদেতৎ সম্প্রধাৰ্য্যাতু ক্রিয়তাং হিতমায়নঃ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুচ্চাশ্রয়যৌ দেবী দিব্যশৃঙ্গকভূষণা ।
 পশুতো ভোজরাজস্ত স্ততা সিদ্ধৈর্বিহায়সা ॥ ৩০
 ইতি শ্রীরামে শ্রীকৃষ্ণোৎপত্তি বর্ণনং দ্ব্যশীত্য-
 দ্বিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮২ ॥

দর্শনে অত্যন্ত প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন ।
 বনুদেবও সেই বালিকাকে লইয়া নিজ
 মন্দিরে আসিয়া দেবকীর শয্যায় স্থাপন-
 পূর্বক যথাপূর্ব অবস্থান করিলেন । হে
 দ্বিজগণ! তার পর সেই বালিকার ক্রন্দন
 শব্দে রক্ষিগণ সহসা উখিত হইল এবং
 ‘দেবকীর প্রসব হইয়াছে’ এ সংবাদ কংসকে
 নিবেদন করিল । কংস অমনি সত্বর আসিয়া
 দেবকী কর্তৃক ক্রুদ্ধকণ্ঠে “এ বালিকাটিকে
 ছাড়িয়া দেও, ছাড়িয়া দেও” এইরূপে নিবা-
 রিত হইয়াও উহাকে গ্রহণ করিল এবং
 শিলাতলে নিক্ষেপ করিল । সেই বালিকা
 ক্রিপ্তা হইয়াও আকাশে অবস্থানপূর্বক
 সায়ুধ-অষ্ট-মহাভূজবুজ মহৎ রূপ ধারণ
 করত অট্টহাস্ত সহকারে সরোবে কংসকে
 বহিলেন,—কংস! আমাকে নিক্ষেপ করায়
 ফল কি? তোমাকে যিনি হনন করিবেন,
 তিনি জন্মিয়াছেন । দেবতাদিগের সর্বস্ব-
 ভূত তিনি পূর্বকালেও তোমার মৃত্যুবিধাতা

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কংসস্তথোদ্বিগমনাঃ প্রাহ সর্বান মহানুরান্ ।
 প্রলম্বকেশি প্রমুখানাহুয়াশুরপুঙ্গবান্ ॥ ১

কংস উবাচ ।

হে প্রলম্ব মহাবাহো কেশিন ধেনুক পুতনে ।
 অরিষ্ঠাদৈত্যস্তথা চাত্তৈঃ শ্রয়তাং বচনং মম ॥ ২
 মাং হন্তুমমরৈর্যত্নঃ কৃতঃ কিল হুরাশ্বতিঃ ।
 মদ্বীৰ্য্যতাপিতান্ বীরা ন হেতান্ গণয়াম্যহম্ ॥ ৩
 আশ্চর্য্যং কন্তয়া চোক্তং জায়তে দৈত্যপুঙ্গবাঃ
 হান্তাং মে জায়তে বীরাশ্চেষু যত্নপরেষপি ॥ ৪
 তথাপি খলু হৃষ্টানাং তেষামপ্যধিকং ময়া ।
 অপকারায় দৈত্যৈস্তা যতনীয়ং হুরাশ্বনাম্ ॥ ৫
 উৎপন্নশ্চাপি মৃত্যুর্নৈ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ ।

ছিলেন । ব্যাস বলিলেন,—দিব্যশৃঙ্গক-
 ভূষিতা সেই দেবী এই বলিয়া ভোজরাজের
 সাক্ষাতেই আকাশ-পথে সিদ্ধবর্ণে স্ততা
 হইয়া প্রস্থান করিলেন । ২৬—৩২ ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮২ ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর কংস উদ্বিগ্ন-
 মনে প্রলম্ব-কেশি-প্রমুখ অশুরপুঙ্গবাদিগকে
 আহ্বানপূর্বক কহিল,—হে মহাবাহো প্রলম্ব!
 হে কোশন্! হে পুতনে! তোমরা এবং
 অরিষ্ঠাদি অন্তান্ত সকলে আমার কথা
 শুন । হুরাশ্বা অমরগণ আমাকে হনন
 জন্ত যত্ন করিতেছে । কিন্তু বীরগণ! মদ্বীৰ্য্য-
 তাপিত উহাদিগকে আমি গণনা করি না ।
 সেই কন্তাটা যাহা বলিল, তাহা আশ্চর্য্য!
 দৈত্যপুঙ্গবগণ! উহাতে এবং দেবতাদিগের
 যত্নে আমার হাসি পায়! যাহা হউক, তথাপি
 সেই হৃষ্ট অমরগণের আরও অধিক অপকার
 করা আমার কর্তব্য । সুতরাং তোমরা
 সেই হুরাশ্বাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা কর ।

ইত্যেতদ্বালিকা প্রাহ দেবকীগর্ভসম্ভবা ॥ ৬
তস্মাৎস্থানেষু পরমো যত্নঃ কার্যো মহীতলে ।
যত্রোদ্ভিক্তং বলং বালে স হস্তব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৭

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞাপ্যামুরান্ কংসঃ প্রবিষ্টান্নগৃহং ততঃ
উবাচ বসুদেবক দেবকীমবিরোধতঃ ॥ ৮

কংস উবাচ ।

যুবয়োর্ঘাতিতা গর্ভা বৃথৈবৈতে ময়াধুনা ।
কোহপ্যন্ত এব নাশায় বালো মম সমুদগতঃ ॥ ৯
তদলং পরিতাপেন নুনং যদ্ভাবিনো হি তে ।
অর্ভকা যুবয়োঃ কো বা আয়ুষ্মহন্তে ন হন্ততে
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যামান্ত বিমুচ্যৈব কংসস্তো পরিতোষ্য চ ।
অন্তগৃহং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রবিবেশ পুনঃ স্বকম্ ॥ ১০
ইতি ক্রীড়াক্ষে ক্রীড়কবালচরিতে কংসবিচার-
কথনং ত্র্যশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৩ ॥

দেবকীগর্ভসম্ভবা সেই বালিকা বলিয়াছে
যে,—ভূতভব্য-ভবৎপ্রভু বিষ্ণু আমার মৃত্যু-
রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন । অতএব মহীতলে
বালকদিগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা
প্রয়োজন । যে বালকে অধিক বল দেখা
হইবে, তাহাকেই প্রযত্ন সহকারে হনন করা
বিধেয় । ১—৭ । ব্যাস বলিলেন,—কংস
অমুরদিগকে এইরূপ আক্রমণ প্রদানান্তে
অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক অবিরুদ্ধ চিত্তে
দেবকী ও বসুদেবকে কহিল,—তোমাদের
এই গর্ভগুলি আমি বৃথাই হত্যা করিয়াছি ।
আমার নাশের জন্য এক্ষণে অন্ত কোনও
বালক সমুদগত হইয়াছে । অতএব তোমরা
পরিতাপ করিও না; যেহেতু তোমাদিগের
আবার সম্ভান সম্ভতি হইবে । আয়ুষ্কাল
ফুরাইলে কেই বা বিনষ্ট না হয়? ব্যাস
বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! কংস তাঁহা-
দিগকে এইরূপে আক্রমণ করিয়া বিমুক্ত করত
পরিতোষ-সাধনান্তে পুনরায় স্বকীয় অন্তঃ-
পুরে প্রবেশ করিল । ৮—১১ ।

ত্র্যশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৩ ॥

চতুর্দশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

বিমুক্তো বসুদেবোহপি নন্দস্ত শকটং গতঃ ।
প্রহৃষ্টঃ দৃষ্টবান্দং পুত্রো জাতো মমেতি বৈ ॥
বসুদেবোহপি তং প্রাহ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি

সাদরম্ ।

বান্ধকেহপি সমুৎপন্নস্তনয়োহয়ং তবাধুনা ॥ ২
দত্তো হি বাষিকঃ সর্কো ভবন্তিনৃপতেঃ করঃ ।
যদর্গমাগতস্তস্মান্নাত্ন স্নেহঃ মহান্মনা ॥ ৩
যদর্গমাগতঃ কার্য্যঃ তন্নিষ্পন্নঃ কিমান্মতে ।
ভবন্তির্গমাতাঃ নন্দ তচ্ছীত্রং নিজগোকুলম্ ॥
মমাপি বালকস্তত্র রোহিণী প্রসবো হি যঃ ।
স রক্ষণীযো ভবতা যথায়ং তনয়ো নিজঃ ॥ ৫

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞাঃ প্রযুর্গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ ।
শকটারোপি তৈর্ভাণ্ডৈঃ করং দৃষ্ট্বা মহাবলাঃ ॥ ৬

চতুর্দশীত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস বলিলেন,—বসুদেব বিমুক্ত হইয়া
পরে নন্দের বাসস্থানে গমন করিলেন ।
“নিজের পুত্র হইয়াছে” জানিয়া নন্দ সেখানে
হৃষ্টচিত্তে রহিয়াছেন । বসুদেব গিয়া তাঁহাকে
সাদরে বলিলেন,—বৃদ্ধ বয়সেও যে তোমার
এখন এই পুত্র হইয়াছে; ইহা অতি সন্তোষের
বিষয় । যে জন্য এখানে আসিয়াছি, নৃপতির
সেই বার্ষিক কর সমস্ত দেওয়া হইয়াছে
ত? তবে আর তোমার এখানে থাকা
উচিত নয় । যে জন্য আসিয়াছিলে, সেই
কার্য্য যখন নিষ্পন্ন হইয়াছে, তখন আর
এখানে থাকা কেন? অতএব নন্দ !
তোমরা স্বরায় নিজ গোকুলে যাও ।
রোহিণী-গর্ভজাত আমারও যে বালকটী
আছে, তাহাকেও তুমি তোমার এই নিজের
পুত্রটির মত রক্ষা করিও । ব্যাস বলি-
লেন,—বসুদেব কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া
নন্দগোপ প্রভৃতি মহাবল গোপগণ কর
প্রদানান্তে দধিভৃগাদির ভাণ্ড সকল শকটে

বসতাং গোকুলে তে বাঃ পুতনা বালঘাতিনৌ ।
 স্তন্থঃ কৃষ্ণমুপাদায় রাত্রৌ চ প্রদদৌ স্তনম্ ॥৭
 যৈশ্চ যৈশ্চ স্তনং রাত্রৌ পুতনা সম্প্রযচ্ছতি ।
 তস্ত তস্ত কণেনাঙ্গঃ বালকশ্চোপহততে ॥৮
 কৃষ্ণস্তস্তাঃ স্তনং গাঢ়ং করাভ্যামতিপীড়িতম্ ।
 গৃহীত্বা প্রাণসহিতং পপৌ ক্রোধসমযিতঃ ॥৯
 সা বিষ্ণুৰ্ভ্রমহারা বা বিচ্ছিন্নস্নায়ুবন্ধনা ।
 পপাত পুতনা ভূমৌ ত্রিয়মাণাতিভীষণা ॥ ১০
 তন্নাদশ্রুতিসম্মাসাঙ্ঘিবুদ্ধাস্তে বজ্রৌকসঃ ।
 দদুঃ পুতনোৎসঙ্গে কৃষ্ণং তাঞ্চ নিপাতিতাম্
 আদায় কৃষ্ণং সমস্তা যশোদা চ ততো দ্বিজাঃ
 গোপুচ্ছভ্রামণাদৈশ্চ বালদোষমপাকরোৎ ॥১১
 গোপুরীষমুপাদায় নন্দগোপোহপি মস্তকে ।
 কৃষ্ণস্ত প্রদদৌ রক্ষাং কুর্শ্বন্নিদমুদৈরয়ৎ ॥১৩
 নন্দগোপ উবাচ ।
 রক্ষতু ভ্রামশেষাণাং ভূতানাং প্রভবো হরিঃ ।

আরোপিত করিয়া প্রস্থান করিল । তাহার
 গোকুলে বাস করিতে থাকিলে একদা রাত্রি-
 কালে বালঘাতিনৌ পুতনা, নিদ্রিত কৃষ্ণকে
 স্তন প্রদান করিল । পুতনা রাত্রিকালে
 যাহাকে যাহাকে স্তন প্রদান করে, ঋণকাল
 মধো সেই সেই বালকের অঙ্গ উপহত হয় ।
 কৃষ্ণ সক্রোধে সেই পুতনার স্তনটী করদ্বয়
 দ্বারা দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া তাহার প্রাণের
 সহিতই উহা পান করিলেন । সেই পুতনা
 তাহাতে তদীয় স্নায়ুবন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন
 হওয়ায় ত্রিয়মাণ হইয়া মহাচীৎকারপূর্বক
 অতি ভীষণাকারে ভূতলে পতিত হইল ।
 ব্রজবাসীরা সেই চীৎকার শ্রবণে সমস্ত
 হইয়া জাগরিত হইল এবং আসিয়া নিপতিত
 পুতনাকে এবং তৎসঙ্গে কৃষ্ণকে দেখিতে
 পাইল । ১—১১। হে দ্বিজগণ! তারপর
 যশোদা তন্তুভাবে কৃষ্ণকে লইয়া গোপুচ্ছ-
 ভ্রামণাদি দ্বারা বালকের দোষ নিরাস করি-
 লেন । নন্দগোপও গোপুরীষ গ্রহণ করত
 এই মন্ত্র পাঠপূর্বক কৃষ্ণের মস্তকে দিয়া
 রক্ষা বিধান করিলেন । মন্ত্র যথা—

যশ্চ নাভিসমুদ্ভূতাং পঞ্চজাদভবজ্জগৎ ॥ ১৩
 যেন দংষ্ট্রাগ্রবিধ্বতা ধারয়ত্যবনৌ জগৎ ।
 বরাহরূপধৃগ্ধেবঃ স ত্বাং রক্ষতু কেশবঃ ॥ ১৫
 গুহ্যং সজঠরং বিষ্ণুর্জজ্ঞাপাদৌ জনাৰ্দ্দিনঃ ।
 বামনো রক্ষতু সদা ভবন্তু যঃ ঋণাদভুৎ ॥ ১৬
 ত্রিবিক্রমক্রমাক্রান্তত্ৰৈলোক্যস্কুরদায়ুধঃ ।
 শিরস্ত্রে পাতু গোবিন্দঃ কঠং রক্ষতু কেশবঃ
 মুখবাহু প্রবাহু চ মনঃ সর্বেল্লিয়াণি চ ।
 রক্ষতুবাহুতৈশ্চর্য্যাস্তব নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ১৮
 ত্বাং দিক্ষু পাতু বৈকুণ্ঠো বিদিক্ষু মধুসূদনঃ ।
 হৃষীকেশোহঙ্গরে ভূমৌ রক্ষতু ত্বাং মহীধরঃ
 ব্যাস উবাচ ।

এবং কৃতশস্ত্র্যয়নো নন্দগোপেন বালকঃ ।
 শাণ্ডিল্যঃ শকটশ্রাধো বালপর্ধ্যাক্ষকাতলে ॥১০
 তে চ গোপা মহদৃষ্টৌ পুতনায়াঃ কলবরম্ ।
 মৃতান্নাঃ পরমং ত্রাসং বিস্ময়ঞ্চ তদা যয়ুঃ ॥ ২১

নন্দ বলিলেন,—যাহার নাভিসমুদ্ভূত পঞ্চজ
 হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অশেষ
 ভূতের উৎপত্তিহেতু সেই হরি তোমাকে
 রক্ষা করুন । যাহার দংষ্ট্রাগ্রবিধ্বতা ধরণী
 এই জগৎ ধারণ করিতেছে, বরাহরূপধারী
 সেই দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন ।
 তোমার জঠর ও গুহ্যদেশ বিষ্ণু এবং জজ্ঞা ও
 পদদ্বয় জনাৰ্দ্দিন রক্ষা করুন । বামন তোমাকে
 রক্ষা করুন । যিনি, ঋণমাত্রে ত্রিপাদবিক্ষেপ-
 ক্রমে ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়াছিলেন,
 স্কুরদায়ুধধর সেই গোবিন্দ তোমার শির রক্ষা
 করুন । কেশব কঠ রক্ষা করুন । তোমার মুখ,
 বাহুদ্বয়, প্রবাহুদ্বয়, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়,
 অব্যাহতৈশ্বর্য্য অব্যয় নারায়ণ রক্ষা করুন ।
 দিক্‌সমূহে বৈকুণ্ঠ এবং বিদিক্‌ সকলে মধু-
 সূদন তোমাকে রক্ষা করুন । হৃষীকেশ
 আকাশে এবং মহীধর তোমাকে ভূমিতে
 রক্ষা করুন । ব্যাস বলিলেন,—নন্দগোপ-
 কর্তৃক এইরূপে কৃতশস্ত্র্যয়ন সেই বালক
 একটা শকটের নিম্নে বাল-পর্ধ্যাক্ষে শায়িত
 হইল । সেই গোপেরাও তখন মৃত পুতনার

কদাচিচ্ছকটস্থানঃ শয়ানো মধুসূদনঃ ।
 চিক্ষেপ চরণাবুর্জং স্তন্যার্থী প্রকরোদ চ ॥ ২২
 তস্ম পাদপ্রহারেণ শকটং পরিবর্তিতম্ ।
 বিধ্বস্তভাণ্ডকুস্তং তদ্বিপরীতং পপাত বৈ ॥ ২৩
 ততো হাহাকৃতঃ সর্বো গোপগোপীজনো দ্বিজাঃ
 আজগামাথ দদৃশে বালযুত্তানশায়িনম্ ॥ ২৪
 গোপাঃ কেনেতি জগদুঃ শকটং পরিবর্তিতম্ ।
 তত্রৈব বালকাঃ প্রোচুর্বালেনানেন পাতিতম্ ॥
 কদতা দৃষ্টমস্মাভিঃ পাদবিক্ষেপতাড়িতম্ ।
 শকটং পরিবৃত্তং বৈ নৈতদন্তস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ২৬
 ততঃ পুনরতীবাসন্ গোপা বিস্মিতচেতসঃ ।
 নন্দগোপোহপি জগ্রাহ বালমত্যন্তবাস্মিতঃ ॥ ২৭
 যশোদা বিস্ময়াক্রুতা ভগ্নভাণ্ডকপালকম্ ।
 শকটং চার্চয়ামাস দধিপুষ্পফলাক্ষতেঃ ॥ ২৮

সেই মহৎ কলেবর দর্শনে ত্রাস ও বিস্ময়
 প্রাপ্ত হইল ১২—২১ । একদা শকটের
 অধোভাগে শয়ান মধুসূদন স্তন্যার্থী হইয়া
 রোদন করিতে করিতে উর্দ্ধদিকে চরণ
 ক্ষেপণ করিলেন । তখন তদীয় পাদপ্রহারে
 সেই শকট উলটিয়া গেল ; বিপরীতভাবে
 পতিত হওয়ায় কতকগুলি কলসী ও ভাণ্ড
 বিধ্বস্ত হইল । হে দ্বিজগণ ! তখন গোপ-
 গোপী জনেরা হাহাকার শব্দে তথায়
 আসিল ; দেখিল—বালক উত্তানভাবে
 শায়িত রহিয়াছে । গোপেরা বলিতে লাগিল,
 —কে এই শকট পরিবর্তিত করিল ? সেখানে
 যে সকল বালক ছিল, তাহারা বলিল,—
 এই বালকই রোদন করিতে করিতে উহা
 পাতিত করিয়াছে ; আমরা দেখিয়াছি,
 উহার পাদবিক্ষেপে তাড়িত হইয়াই শকট
 পরিবৃত্ত হইয়াছে । আর কেহ উহা করে
 নাই । তাহা শুনিয়া গোপগণ পুনরায়
 অতীব বিস্মিতচিত্ত হইল । নন্দগোপও
 অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বালককে গ্রহণ করি-
 লেন । যশোদাও বিস্ময়াক্রুতা হইয়া সেই
 শকটকে ও উক্ত ভগ্ন ভাণ্ডকপালগুলিকে
 দধি,পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা অর্চনা করিলেন ।

গর্গশ্চ গোকুলে তত্র বসুদেবপ্রচোদিতঃ ।
 প্রচ্ছন্ন এব গোপানাং সংস্কারমকরোত্তমোঃ ॥
 জ্যেষ্ঠক রামমিত্যাহ কৃষ্ণকৈব তথাপরম্ ।
 গর্গো মতিমতাং শ্রেষ্ঠো নাম কুর্ষ্মমহামতিঃ ॥ ৩০
 অল্পেনৈব হি কালেন বিজ্ঞাতো তো মহাবলো
 যুগ্মজানুকরো বিপ্রা বভূবতুরুভাবপি ॥ ৪১
 করীষভশ্চাদিদ্ধাদ্যৌ ভ্রমমাণাবিতস্ততঃ ।
 ন নিবারয়িতুং শক্ণা যশোদা তো ন রোহিণী
 গোবাটমধ্যে ক্রৌড়ন্তো বৎসবাটগতো পুনঃ ।
 তদহর্জাতগোবৎসপুচ্ছাকর্ষণতৎপরো ॥ ৩৩
 যদা যশোদা তো বালাবেকস্থানচরাবুভৌ ।
 শশাক নো বারয়িতুং ক্রৌড়ন্তাবতিচঞ্চলো ॥ ৩৪
 দায়া বদ্ধা তদা মধ্যে নিববন্ধ উলুখলে ।
 কৃষ্ণমক্লিষ্টকস্মাণমাহ চেদমমম্বিতা ॥ ৩৫

যশোদোবাচ ।

যদি শক্ণোহসি গচ্ছ হুমতিচঞ্চলচেষ্টিত ॥ ৩৬

বসুদেবের প্রেরণায় গর্গ মুনিও সেই
 গোকুলে যাইয়া গোপগণের অজ্ঞাতসারে
 সেই বালকদ্বয়ের সংস্কার করিলেন । মতি-
 মান্দিগের প্রধান মহাজ্ঞানী গর্গমুনি তাঁহা-
 দিগের নামকরণ কালে জ্যেষ্ঠের নাম ‘রাম’
 ও কনিষ্ঠের নাম ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া রাখিলেন ।
 বিপ্রগণ ! তাঁহারা উভয়েই অল্পকালেই
 হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলেন, এবং মহা-
 বল বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইলেন ।
 তাঁহারা করীষ ভস্মে অঙ্গলেপন করিয়া
 ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, যশোদা বা
 রোহিণী কেহই তাঁহাদিগকে নিবারণে
 সমর্থ হইতেন না । তাহারা কখনও
 গোশালা মধ্যে, কখন অশ্বশালা মধ্যে ক্রীড়া
 করিতেন ; কখনও বা স্তম্ভঃপ্রসূত গো-
 বৎসের পুচ্ছাকর্ষণে তৎপর হইতেন । ৩৩—
 ৩৪ । একদা যশোদা একস্থানে বিচরণশীল,
 ক্রৌড়াপরায়ণ, অতি চঞ্চল, সেই বালক যুগলকে
 বারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন অক্লিষ্ট
 কস্মা কৃষ্ণকে রজ্জু দ্বারা মধ্যদেশে বন্ধন-
 পূর্বক সেই রজ্জু উলুখলে বন্ধন করিয়া

ব্রাস উবাচ ।

ইত্যাশ্রম চ নিজঃ কৰ্ম্ম সা চকার নিতদিনী ।
 ব্যগ্রায়ামথ তন্ত্ৰাং স কৰ্ম্মমাণ উলুখলম্ ।
 যমলার্জুনয়োৰ্দ্ধে জগাম কমলেক্ষণঃ ॥ ৩৭
 কৰ্ষতা বৃক্ষয়োৰ্দ্ধে তিৰ্য্যাগেবমূলুখলম্ ।
 তথাবুভুক্ষশাখাগ্রৌ তেন তৌ যমলার্জুনৌ ॥ ৩৮
 ততঃ কটকটা শব্দসমাকর্ণনকাতরঃ ।
 আজগাম ব্রজজনৌ দদৃশে চ মহাজ্রমৌ ।
 ভগ্নশক্কৌ নিপতিতো ভগ্নশাখৌ মহীতলে ॥ ৩৯
 দদর্শ চান্নদস্তান্ত্ৰং স্মিতহাসক বালকম্ ।
 তয়োৰ্দ্ধাগতং বন্ধুং দাস্য গাঢ়ং তথোদরে ॥ ৪০
 ততশ্চ দামোদরতাং স যযৌ দামবন্ধনাং ॥ ৪১
 গোপবৃদ্ধাস্ততঃ সৰ্ষে নন্দগোপপুরোগমাঃ ।
 মন্ত্রয়ামাসু কৃষ্ণিণা মহোৎপাতাতিভীরবঃ ॥ ৪২

সক্রেণে বলিলেন,—“রে অতি চঞ্চলাচার !
 যদি পার ত যাও ।” ব্রাস বলিলেন,—
 সেই নিতদিনী এই বলিয়া নিজ কৰ্ম্ম করিতে
 লাগিলেন । তার পর সেই যশোদা নিজ
 কার্য্যে ব্যগ্রা হইলে সেই উলুখল টানিতে
 টানিতে কমলেক্ষণ কৃষ্ণ যমলার্জুন বৃক্ষের
 মধ্যে যাইলেন । তথাপি তিনি টানিতে
 থাকিলে সেই উলুখল বক্রভাবে যমলার্জুনে
 আবদ্ধ হওয়ায় উভুক্ষশাখাগ্র সেই বৃক্ষদ্বয়
 প্রবলাকর্ষণে ভগ্ন হইয়া গেল । সেই বৃক্ষ
 ভঙ্গের কটকটা শব্দ শ্রবণে ব্রজবাসী জনগণ
 কাতরচিত্তে তথায় আগমন করিল এবং
 দেখিল—সেই যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয় ভগ্নশক্ক ও
 ভগ্নশাখ হইয়া মহীতলে নিপতিত হইয়াছে ;
 তাহার মধ্যে বন্ধু দ্বারা দৃঢ়ভাবে উদরে
 বদ্ধ বালক কৃষ্ণ রহিয়াছেন ; ঈষৎ হাস্ত
 করিতেছেন বলিয়া তাঁহার দন্তগুলি অল্লল
 প্রকটিত হইতেছে, এবং তাঁহার মুখখানিরও
 বৃক্ষাস্তরালহেতু অল্ললশই দেখা যাইতেছে ।
 উক্ত দাম (বন্ধু) দ্বারা বন্ধন ঘটিয়াছিল
 বলিয়া সেই হইতে তিনি দামোদর নাম
 প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর মহোৎপাতভীরু
 নন্দগোপ প্রভৃতি গোপ বৃক্ষেরা উদ্বিগ্নচিত্তে

স্থানে নেহ ন নঃ কার্য্যঃ ব্রজা মোহন্তমহাবনম্
 উৎপাতা বহবো হত্ৰ দৃষ্টস্তে নাশহেতবঃ ॥ ৪৩
 পুতনায়া বিনাশশ্চ শকটশ্চ বিপর্য্যয়ঃ ।
 বিনা বাতাদিদৌষেণ জ্রময়োঃ পতনং তথা ॥ ৪৪
 বৃন্দাবনমিতঃ স্থানাত্তস্মাদ্ গচ্ছাম মা চিরম্ ।
 যাবদ্ভৌমমহোৎপাতদৌষো নাভিভবেদ্ব্রজম্
 ইতি কৃত্বা মতিং সৰ্ষে গমনে তে ব্রজোকসঃ ।
 উচুঃ স্বঃ স্বঃ কুলং শীঘ্রং গম্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্
 ততঃ ক্রণেন প্রযয়ুঃ শকটৈর্গোধনৈস্তথা ।
 যুথশৌ বৎসপালীশ্চ কালয়ন্তৌ ব্রজোকসঃ ॥ ৪৭
 সর্ষাবয়বনিধুতিং ক্রণমাত্রেণ তন্তদা ।
 কাককাকীসমাকীর্ণং ব্রজস্থানমভুদ্বিজাঃ ॥ ৪৮
 বৃন্দাবনং ভগবতা কৃষ্ণেনাক্রিষ্টকৰ্ম্মণা ।
 শুভেন মনসা ধ্যাতং গবাং বৃদ্ধিমতীপতা ॥ ৪৯
 ততস্তত্রাতিরুদ্ধেহপি ঘর্ম্মকালে দ্বিজোত্তমাঃ ।

সকলে মিলিত হইয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিতে
 লাগিল যে,—এস্থানে আর আমাদিগের
 প্রয়োজন নাই । অন্ত কোনও মহাবনে
 যাইব । এখানে শকটের বিপর্য্যয়, বাত্যাদি
 হেতু ব্যতীত যমলার্জুনের পতন, পুতনার
 বিনাশ, ইত্যাদি বিনাশহেতু বহু উৎপাত
 দেখা যাইতেছে । এ নিমিত্ত যাবৎ ভৌম
 মহোৎপাত সকল ব্রজের বিনাশ সাধন না
 করে, তাবৎকাল মধ্যেই এ স্থান হইতে
 আমরা বৃন্দাবনে যাইব ; বিলম্বে প্রয়োজন
 নাই । সেই ব্রজবাসীরা সকলে এইরূপ গমন
 বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া নিজ নিজ পরিজন-
 দিগকে বলিল,—চল যাই ; আর বিলম্ব
 করিও না । পরে অল্পকাল মধ্যেই ব্রজ-
 বাসীরা সকলে দলে দলে শকট, গোদন ও
 বৎসপাল তাড়াইয়া লইয়া চলিল । হে
 দ্বিজগণ ! তখন ক্রণমাত্রে সেই ব্রজভূমি
 সর্ষ ভবাহীন ও কাক-কাকী-সমাকীর্ণ হইয়া
 পড়িল । ৩৪—৪৮ । ভগবান্ অক্লিষ্টকৰ্ম্মা
 কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনকে গোপণের বুদ্ধি নিমিত্ত
 শুভকপে কল্পনা করিয়াছিলেন, এজন্য হে

প্রারূঢ়কাল ইবাছুচ নবশপ্পঃ সমন্ততঃ ॥ ৫০ ॥
স সমাবাসিতঃ সর্বো ব্রজো বৃন্দাবনে ততঃ ।
শকটীবাটপর্ধ্যন্তচন্দ্রাঙ্গীকারসংস্থিতিঃ ॥ ৫১ ॥
বৎসবার্ণো চ সংবৃত্তো রামদামোদরৌ ততঃ ।
তত্র স্থিতৌ চ তৌ গোষ্ঠে চেরতুর্ক্ষাললীলয়া
বহির্পাণ্ডুরতাপীড়ো বস্ত্রপুষ্পাবতঃসকৌ ।
গোপবেণুকৃত্যভ্যাসৌ নানাবাদ্যবিশারদৌ ॥
কাকপক্ষধরৌ বালৌ কুমারাবিব পাবকৌ ।
হসন্তৌ চ রমন্তৌ চ চেরতুস্তম্বহৃদনম্ ॥ ৫৪ ॥
কচিক্সসস্তাবন্তোত্তং ক্রীড়মানৌ তথা পটৈঃ ।
গোপপুটৈঃ সমং বৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥
কালেন গচ্ছতা তৌ তু সপ্তবর্ষো বভূবতুঃ ।
সর্বশ্চ জগতঃ পালৌ বৎসপালৌ মহাব্রজে ॥
প্রারূঢ়কালস্ততোহতীব মেঘৌঘস্তুগিতাদ্বরঃ ।
বভূব বারিধারাভিতৈরক্যং কুর্বন্ দিশামিব ॥ ৫৭ ॥
প্রভূতনবপুষ্পাঢ্যা শক্রগোপাবতা মহী ।

দ্বিজোত্তমগণ ! সেই বৃন্দাবন অতিকল্প গ্রীষ্ম
কালেও প্রারূঢ়কালবৎ সমন্তত নবশপ্পযুক্ত
হইয়াছিল । সেই সমগ্র ব্রজবাসীরা বৃন্দা-
বনে শকটীবাট পর্যন্ত ব্যাপিয়া চন্দ্রাঙ্গীকারে
বাসস্থান করিল । পরে সেখানে রাম ও
দামোদর বৎসপালক হইলেন । তাঁহারা
দুইজনে সেখানে গোষ্ঠে বাললীলা করত
বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাঁহারা ময়ূর-
পুচ্ছ দ্বারা শিরোভূষণ ও বস্ত্র পুষ্পদ্বারা
কর্ণালঙ্কার ধারণ করিতেন, গোপজাতি-
সুলভ বেণুবাদন অভ্যাস করিলেন এবং
অস্তান্ত বিবিধ বাজে বিশারদ হইলেন ।
তাঁহারা কাকপক্ষ ধারণ করত প্রভাবে পাবক
সদৃশ প্রকাশমান হইয়া কখনও হস্ত কখনও
বা ক্রীড়া করত সেই মহদনে বিচরণ করিতে
লাগিলেন । এইভাবে সেই মহাব্রজে কাল-
ক্রমে সর্বজগতের পালক সেই রাম ও
কৃষ্ণ সপ্তবর্ষবয়স্ক বৎসপাল হইলেন । পরে
প্রারূঢ়কাল উপস্থিত হইল । মেঘৌঘ দ্বারা
অধরতল আচ্ছাদিত হইয়া গেল । বারি-
ধারাগাতে দিক্ সকল যেন একীভূত হইয়া

যথা মারকতে বাসীং পদ্মরাগবিভূষিতা ॥ ৫৮ ॥
উৎকর্ষ্মার্গগামীনি নিম্নগান্তাংসি সর্বতঃ ।
মনাংসি তুর্ক্ষিনীতানাং প্রাপ্য লক্ষ্মীং নবামিব ॥
বিকালে চ যথাকামং ব্রজমেত্য মহাবলৌ ।
গোটৈঃ সমানৈঃ সহিতৌ চিক্রীড়াতেহমরাবিব
ইতি ক্রীড়াক্ষে বালচরিতে বৃন্দাবনপ্রবেশবর্ণনঃ
চতুর্দশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

একদা তু বিনা রামং কৃষ্ণে বৃন্দাবনং যযৌ ।
বিচচার বৃত্তো গোপৈর্বস্ত্রপুষ্পশৃঙ্খলঃ ॥ ১ ॥
স জগামাথ কালিন্দীং লোলকল্লোলশালিনীম্
তীরসংলগ্নফেনৌঘৈর্হসন্তৌমিব সর্বতঃ ॥ ২ ॥
তন্মহাং চাতিমহাভীমং বিষাগ্রিকণদূষিতম্ ।

উঠিল । প্রভূত নবশপ্পাঢ্যা তত্রত্যা মহী
ইন্দ্রগোপকৌটে আবৃত হওয়ায়, পদ্মরাগ-
বিভূষিত মরকত-ক্ষেত্রবৎ প্রতীয়মান হইতে
লাগিল । নিম্নগানিচয়ের জলসকল সর্বত্র
নবলক্ষ্মীলাভে তুর্ক্ষিনীতদিগের মনের স্তায়
উন্মার্গগামী হইয়া বহিতে লাগিল । স্মৃতরাং
সেই কালে মহাবল রামকৃষ্ণ ব্রজমধ্যে
থাকিয়াই সমবয়স্ক গোপদিগের সহিত অমর-
বৎ বিহার করিতে লাগিলেন । ৪৯—৬০ ।

চতুর্দশীত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৪

পঞ্চাশীত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—একদা কৃষ্ণ, রামকে না
লইয়াই বৃন্দাবনে যাইলেন । সেখানে
বস্ত্র পুষ্পমালাদ্বারা উজ্জলবেশে বিচরণ
করিতে করিতে, লোল-জলকল্লোলশালিনী,
সর্বতঃ তীরসংলগ্ন ফেনরাশি দ্বারা যেন
হাস্তকারিণী, কালিন্দী নদীর তীরে উপ-
স্থিত হইলেন । দেখিলেন,—উহাতে কালি

হৃদং কালিয়নাগস্ত দদর্শাতিবিভীষণম্ ॥ ৩
 বিষায়িনা বিসরতা দন্ধতীরমহাতরুম্ ।
 বাতাহতানুবিক্ষেপস্পর্শদন্ধবিহঙ্গমম্ ॥ ৪
 তমলীব মহারৌদ্রঃ মৃত্যুবক্রমিবাপরম্ ।
 বিলোক্য চিস্তয়ামাস ভগবান্ধুসুদনঃ ॥ ৫
 অস্মিন বসতি হৃষ্টাশ্চ কালিয়োহসৌ বিষায়ুধঃ
 যো ময়া নির্জিতস্ত্যক্তা হৃষ্টো নষ্টঃ পয়োনিধো
 তেনেয়ং দূষিতা সর্বা যমুনা সাগরঙ্গমা ।
 ন নরৈর্গোধনৈর্বাপি তুষারৈর্কপভূজ্যতে ॥ ৭
 তদস্ত্য নাগরাজস্ত্য কৰ্ত্তব্যো নিগ্রহো ময়া ।
 নিত্যক্রস্তাঃ স্মৃগঃ যেন চরেয়ুর্জবাসিনঃ ॥ ৮
 এতদর্থং নূলোকেহস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ ।
 যদেষামুৎপথস্থানাং কার্য্যা শাস্তিহ্রাস্ত্রানাম্ ॥ ৯
 তদেতস্মাতিদূরস্থং কদম্বকৃশাখিনম্ ।
 অধিক্রোশংপতিষ্যামি হৃদেহস্মিন্জীবনাশিনঃ ॥

নাগের অগ্নিকণাবৎ বিধে দূষিত একটা
 মহাভীম হৃদ রহিয়াছে; চতুর্দিকে
 সঞ্চরণশীল বিষকণা দ্বারা উহার তীর-তরু
 সকল দন্ধপ্রায় হইয়াছে। বাতাহত-বিক্ষিপ্ত
 জলকণাস্পর্শে তত্রতা বিহঙ্গগণও দন্ধ
 হইয়াছে। দ্বিতীয় মৃত্যুমুখবৎ সেই অতি
 মহারৌদ্র হৃদ দর্শনে ভগবান্ ধুসুদন চিন্তা
 করিলেন যে,—আমি পূর্বে পরাজিত করিয়া
 পরিত্যাগ করিলে পর, যে হৃষ্ট পয়োনিধি-
 মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিল, সেই বিষায়ুধ
 হৃষ্টাশ্চ কালিয় এই হৃদে বাস করে। সাগর-
 গামিনী এই যমুনা তৎকর্তৃক দূষিতা হওয়ায়
 কি নর, কি গোধন, তুষার্ত্ত কেহই ইহাকে
 উপভোগ করিতে পারে না। নিত্য-ভীত
 ব্রজবাসীরা যাহাতে স্মৃথে বিচরণ করিতে
 পারে, তজ্জন্ত এই নাগরাজের নিগ্রহ করা
 আমার কৰ্ত্তব্য। এইজন্তই আমি নরলোকে
 অবতরণ করিয়াছি যে, এই সকল উৎপথ-
 বর্ত্তী ছুরাশ্বাদিগের শাস্তি বিধান করিব।
 অতএব নাতিদূরস্থ দীর্ঘশাখাবিশিষ্ট এই
 কদম্ব তরুতে আরোহণ করিয়া ঐ হৃদে

ব্যাস উবাচ ।

ইথং বিচিন্ত্য বন্ধা চ গাঢ়ং পরিকরং ততঃ ।
 নিপপাত হৃদে তত্র সর্পরাজস্ত্য বেগতঃ ॥ ১১
 তেনাপি পততা তত্র ক্ষোভিতঃ স মহাহৃদঃ ।
 অত্যর্থদূরজাতাংশ্চ তাংশ্চাসিকমহীকুহান্ ॥ ১২
 তেহহিহৃষ্টবিষজালাতপ্তানুপতনোক্ষিতাঃ ।
 জজলুঃ পাদপাঃ সদ্যো জ্বালাব্যাগুদিগন্তরাঃ
 আক্ষোটিয়ামাস তদা কৃকো নাগহৃদে ভুজম্ ।
 তচ্ছবশবণাচ্চাখ নাগরাজোহভ্যুপাগমৎ ॥ ১৪
 আতাম্রনয়নঃ কোপাধ্বজ্বালাকুলৈঃ কণৈঃ ।
 রূতো মহাবিষৈশ্চাত্তৈরকণৈরনিলাশনৈঃ ॥ ১৫
 নাগপত্যাশ্চ শতশো হারিহারোপশোভিতাঃ ।
 প্রকম্পিততনুংক্ষেপচলৎকুণ্ডলকাস্তয়ঃ ॥ ১৬
 ততঃ প্রবেষ্টিতঃ সর্পৈঃ স কৃকো ভোগবন্ধনৈঃ
 দদংস্ত্যচাপি তে কৃকোঃ বিষজালাবিলমুখৈঃ ॥
 তৎ তত্র পতিতং দৃষ্ট্বা নাগভোগনিপীড়িতম্ ।

নিপতিত হইব। ১—১০। ব্যাস বলি-
 লেন,—ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া গাঢ়
 পরিকর বন্ধনপূর্বক সেই বৃক্ষে আরোহণান্তে
 বেগ সহকারে সেই সর্পরাজের হৃদে নিপতিত
 হইলেন। তিনি পতিত হইলে সেই মহাহৃদ
 এমন ক্ষোভিত হইল যে, অতিদূরজাত বৃক্ষ
 সকলেও জল সিঞ্চিত হওয়ায় তাহার জলিয়া
 উঠিল; সেই জ্বালা সকল দিগন্তর ব্যাপ্ত করিল
 কৃক তখন ভুজদ্বারা সেই নাগহৃদে আক্ষোটন
 করিতে লাগিলেন। নাগরাজ সেই শব্দ
 শ্রবণে কোপবশত আতাম্র-নয়নে, বিষ জ্বালা-
 কুল কণা বিস্তার করিয়া অস্ত্রাস্ত্র অকণবর্ণ
 মহাবিষ সর্পগণে পরিবৃত্ত হইয়া তথায় আসিল।
 প্রকম্পিত তনু উৎক্ষেপবশে যাহাদিগের
 কুণ্ডলকাস্তি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, মনোহর-
 হারশোভিতা তাদৃশী শত শত নাগপত্নীও
 তথায় আগমন করিল। পরে কৃক সেই
 সর্পগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভোগবন্ধনগ্রস্ত
 হইলেন। সর্পগণ বিষজালাকুল মুখে
 তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। অস্ত্রাস্ত্র
 গোপগণ কৃককে সেই হৃদে পতিত এবং

গোপা ব্রজমুপাগত্য চুক্রুঃ শোকলালসাঃ ॥

গোপা উচুঃ ।

এষ কৃষ্ণো গতৌ মোহমগ্নৌ বৈ কালিয়ে হৃদে ।

ভক্যতে সর্পরাজেন তদাগচ্ছত মা চিরম্ ॥ ১১

ব্যাস উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ততো গোপা বজ্রপাতোপমং বচঃ ।

গোপ্যশ্চ হরিতা জগ্মুঃ শোদাপ্রমুখা হৃদম্ ॥ ২০

হা হা কাসাবিতি জনৌ গোপীনামতিবিহ্বলঃ ।

যশোদয়া সমং ভ্রান্তৌ দ্রুতঃ প্রস্থানিতৌ যযৌ

নন্দগোপশ্চ গোপাশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ ।

হরিতং যমুনাং জগ্মুঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ২২

দদৃশুঃশাপি তে তত্র সর্পরাজবশদ্রুতম্ ।

নিপ্ৰযতুং কৃতং কৃষ্ণং সর্পভোগেন বেষ্টিতম্ ॥

নন্দগোপশ্চ নিশ্চেষ্টঃ পশুন্ পুত্রমুখং তদা ।

যশোদা চ মহাভাগা বভূব মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৪

গোপ্যস্ততা ক্রুদতাশ্চ দদৃশুঃ শোককাতরাঃ ।

নাগভোগ-নিপীড়িত দর্শনে শোকবশে উঠে:

স্বরে ক্রন্দন করত ব্রজে আসিয়া বলিল,

—কৃষ্ণ মোহবশে : কালিয়হৃদে পড়িয়াছে,

সর্পরাজ তাহাকে খাইয়া ফেলিল; অতএব

তোমরা আইস, বলিষ করিও না ।

১১—১২ । ব্যাস বলিলেন,—বজ্রপাতোপম

এই কথা শুনিয়া গোপগণ ও যশোদা প্রমুখ

গোপীগণ হরিত-গতিতে সেই হৃদে গমন

করিল। “হায়! হায়! সে কোথায়?”

অতি বিহ্বল গোপীরা এই কথা বলিতে

বলিতে যশোদার সহিত ভ্রান্তচিত্তে দ্রুত-

গতিতে প্রস্থানিত হইতে হইতে যাইতে

লাগিল। নন্দ গোপ, অদ্ভুতবিক্রম রাম ও

অস্তান্ত গোপগণ ও কৃষ্ণদর্শন-লালসায় হরিত

গমনে যমুনায় উপস্থিত হইল। তাহারা

দেখিল,—কৃষ্ণ সেই হৃদ মধ্যে সর্পরাজের বশী-

ভূত হইয়াছেন, সর্পগণ তাহাকে শরীর দ্বারা

বেষ্টন করিয়া প্রযত্নহীন করিয়াছে। হে

মুনিসত্তমগণ! তখন নন্দগোপ ও মহাভাগা

যশোদা, পুত্রের মুখ দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া

পড়িলেন। অন্ত গোপীরাও শোককাতর

প্রোচুশ্চ কেশবং প্রীত্যা ভয়কাতরগদগদম্ ॥

সর্বা যশোদয়া সার্কিং বিশামোহত্র মহাহৃদে ।

নাগরাজস্ত নো গন্তুমশ্যাকং যুজ্যতে ব্রজে ॥

দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা চন্দ্রেন কা নিশা

বিনাহুগ্নেন কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ

বিনা কৃতা ন যাস্ত্যামঃ কৃষ্ণেনানেন গোকুলম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি গোপীব্যঃ শ্রুত্বা রৌহিণ্যে মহাবলঃ ।

উবাচ গোপান্ বিধরান্ বিলোকা স্তিমিতেক্ষণঃ

নন্দঞ্চ দীনমত্যর্থং শ্রুত্বদৃষ্টিং স্মৃতাননে ।

মূর্ছাকুলাং যশোদাঞ্চ কৃষ্ণমাহাব্যাসং দ্রুতয়া ॥ ২২

বলরাম উবাচ ।

কিমহং দেবদেবেশ ভাবোহয়ং মানুষস্যয়া ।

ব্যজ্যতে স্ব-দুঃখানাম্ কিমন্তং ত্বং ন বেৎসি

যৎ ॥ ৩০

তুমস্ত জগতো নাভিঃ সুরানামেব চাশ্রয়ঃ ।

কর্তাপহতা পাতা চ ত্রৈলোক্যং ত্বং ত্রয়ীময়ঃ ॥

হইয়া রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণকে দেখিতে

লাগিল এবং প্রীতিবশে ভয়কাতর গদগদ-

স্বরে কেশবকে কহিল,—যশোদার সহিত

আমরা সকলেই এই নাগরাজের হৃদে

প্রবেশ করিব! আমাদের আর ব্রজে যাওয়া

উচিত নয়। সূর্য্য বিনা দিন কি? চন্দ্র

বিনা রাত্রি কি? হুগ্ন ব্যতীত গাভীই কি?

আর কৃষ্ণ ভিন্ন ব্রজই বা কি? এই কৃষ্ণ

ব্যতীত আমরা গোকুলে যাইব না। ২০—২৭।

ব্যাস বলিলেন,—গোপীদিগের এই কথা

শুনিয়া মহাবল রৌহিণ্যে বলরাম স্থিরনেত্রে

শোকবিধুর গোপদিগকে, অতি দীনভাবাপন্ন

ও স্মৃতাননে শ্রুত্বদৃষ্টি নন্দকে এবং মূর্ছাকুলা

যশোদাকে শুনাইয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্যসূচক এই

কথা বলিলেন,—হে দেব-দেবেশ। তুমি এ

কি মানুষভাব ব্যক্ত করিতেছ? যেহেতু স্বীয়

আত্মাকে তুমি জানিতেছ না। তুমিই জগ-

তের নাভিস্বরূপ, এবং নরগণেরও আশ্রয়;

তুমিই কর্তা, হতা, পাতা; তুমিই ত্রৈলোক্য ও

অজ্ঞাবতীর্ণয়োঃ কৃষ্ণ গোপা এব হি বান্ধবাঃ ।
গোপাশ্চ সীদতঃ কস্মাৎ বন্ধুন্ সমুপেক্ষসে ॥
দর্শিতো মানুষো ভাবো দর্শিতঃ বালচেষ্টিতম্
তদয়ং দম্যতাং কৃষ্ণ হুরাশ্চা দশনায়ুধঃ ॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সংস্মারিতঃ কৃষ্ণঃ স্মিতভিমৌষ্ঠসম্পূটঃ ।
আক্ষান্য মোক্ষ্যামাস স্বঃ দেহং ভোগবন্ধনাৎ
আনাম্য চাপি হস্তাভ্যামুভাভ্যাং মধ্যমং কণম্
আকৃষ্ণ ভুগ্নশিরসঃ প্রননর্জোকবিক্রমঃ ॥ ৩৫
ব্রণাঃ ফণেহভবন্তস্ত কৃষ্ণস্তাজিহ বিকুর্দ্দনৈঃ ।
যজ্ঞোন্নতিক কুরুতে ননামাস্ত ততঃ শিরঃ ॥ ৩৬
মূর্ছানুপাযযৌ ভ্রাস্ত্যা নাগঃ কৃষ্ণস্ত কুট্টনৈঃ ।
দণ্ডপাতনিপাতেন ববাম কৃধিরং বহু ॥ ৩৭
তং নির্ভুগ্নশিরোগ্রীবমাস্ত প্রক্ষুণ্ণশোণিতম্ ।
বিলোক্য শরণং জগ্মুস্তৎপত্ন্যা মধুসূদনম্ ॥

ত্রয়োময় । কৃষ্ণ ! এখানে অবতীর্ণ আমা-
দিগের এই গোপ গোপীগণই বান্ধব; তুমি এই
অবসন্ন বন্ধুগণকে উপেক্ষা করিতেছ কেন ?
মানুষ্যভাব প্রদর্শিত হইয়াছে; বালচেষ্টিতও
দেখান হইল; অতএব কৃষ্ণ ! এই
হুরাশ্চা দশনায়ুধকে দমন কর । ২৮—৩৩ ।
বলরাম কর্তৃক এইরূপে স্মারিত হইয়া কৃষ্ণ
ঈষৎ হাস্তে ওষ্ঠপুট কিঞ্চিৎ বিভিন্ন করিয়া
আক্ষাননপূর্বক ভোগবন্ধন হইতে নিজ
দেহ মোচন করিলেন । গুরুবিক্রম কৃষ্ণ
উভয় হস্তদ্বারা কালিয়ার মধ্যম কণা আনত
করিয়া সেই অবনত মস্তকে আরোহণপূর্বক
নৃত্য করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণের পদাঘাতে
তাহার ফণানিচয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল;
সে, যে ফণাটি উন্নত করে, কৃষ্ণ পদাঘাতে
সেইটাই আনত করিতে লাগিলেন । সেই
নাগ, কৃষ্ণের পদাঘাতে ভ্রাস্ত এবং দণ্ডাকারে
নিপতিত হইয়া বহু কৃধির বমন করত
মূর্ছা প্রাপ্ত হইল । তাহাকে ভুগ্নশিরোগ্রীব
ও মুখ দ্বারা শোণিত বমন করিতে দেখিয়া
তদীয় পত্নী মধুসূদনের শরণাগত হইল ।

নাগপত্ন্য উচুঃ ।

জাতোহসি দেবদেবেশ সর্কেশস্তম্নস্তম্ ।
পরং জ্যোতিরচিন্ত্যং যন্তদংশঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৯
ন সমর্থঃ সুরা স্তোতুং যমনস্তভবং প্রভুম্ ।
স্বরূপবর্ণনং তস্য কথং যোষিৎ করিষ্যতি ॥ ৪০
যস্তাখিলমহীব্যোমজলাগ্নিপবনাত্মকম্ ।
ব্রহ্মাণ্ডমল্লকাংশাংশঃ স্তোষ্যামস্তং কথং বয়ম্
ততঃ কুরু জগৎস্বামিন্ প্রসাদমবসীদতঃ ।
প্রাণাংস্ত্যজতি নাগোহয়ং ভর্তৃভিক্ষা
প্রদীয়তাম্ ॥ ৪২

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাশ্রিত্যে তাভিরাশাস্ত ক্রাস্তদেহোহপি পরগঃ
প্রসাদ দেবদেবেতি প্রাহ বাক্যং শনৈঃ শনৈঃ
কালিয় উবাচ ।

তবাষ্টগুণমৈশ্বর্যং নাথ স্বাভাবিকং পরম্ ।
নিরস্তাতিশয়ং যন্ত তস্য স্তোষ্যামি কিংস্বহম্ ॥
ত্বং পরস্তং পরস্তাদ্যঃ পরং ত্বং তৎপরাত্মকম্ ।

নাগপত্নীগণ কহিল,—হে দেবদেবেশ ! তুমি
অনন্তম অচিন্ত্য যে পরম জ্যোতিঃ, তাহারই
অংশ, সর্কেশ্বর ও পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞাত
হইয়াছ । অনন্তভব যে প্রভুকে সুরগণ
স্তব করিতে সমর্থ নহেন, স্ত্রীলোক তাঁহার
স্বরূপবর্ণন কেমনে করিবে ? ক্ষিতি অপ্-
তেজ, মরুৎ ও ব্যোমাত্মক এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড
যাহার অত্যন্ত অংশাংশমাত্র, আমরা
তাঁহাকে কেমনে স্তব করিব ? অতএব হে
স্বামিন্ ! এই অবসরের প্রতি প্রসন্ন হউন,
এই নাগ প্রাণ পরিহার করিতেছে;
আমাদিগকে ভর্তার প্রাণ ভিক্ষা প্রদান
করুন । ৩৪—৪১ । ব্যাস বলিলেন,—নাগ-
পত্নীগণ এইরূপ বলিলে পর সেই পরগ
কালিয় ক্রাস্তদেহ হইলেও একটু আশ্রয়
হইয়া শনৈঃ শনৈঃ এই কথা বলিল,—
“হে দেবদেব ! প্রসন্ন হও” নাথ !
তোমার সর্কেশ্বরিত অষ্টগুণ ঐশ্বর্য
স্বাভাবিক, সেই তোমাকে আর কি স্তব
করিব ? তুমি পর, তুমি পরেরও আদি,

পরমাং পরমো যজ্ঞঃ তস্মৈ স্তোষ্যামি কিংবহম্
যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেৎসর ।
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথৈদং চেষ্টিতং ময়া ॥ ৪৩
যদ্যন্তথা প্রবর্তেয় দেবদেব ততো ময়ি ।
স্তায্যো দণ্ডনিপাতস্তে তবৈব বচনং যথা ॥ ৪৭
তথাপি যং জগৎস্বামী দণ্ডং পাতিতবান্ময়ি ।
স সোঢ়োহয়ং বরো দণ্ডস্ততো নাশ্তোহস্ত
মে বরঃ ॥
হতবীৰ্য্যো হতবিষ্যো দমিতোহহং ত্বয়াচ্যুত ।
জীবিতং দীয়তামেকমাজ্ঞাপয় করোমি কিম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

নাহ্ন শ্বেয়ং ত্বয়া সৰ্প কদাচিদ্যমুনাজলে ।
সভৃত্যপরিবারস্থং সমুদ্রসলিলং ব্রজ ॥ ৫০
মৎপদানি চ তে সৰ্প দৃষ্ট্বা মূৰ্দ্ধনি সাগরে ।
গক্ৰড়ঃ পন্নগরিপুস্তয়ি ন প্রহরিস্যতি ॥ ৫১

সেই পরমাত্মক পরপুরুষও তুমি, তুমি
তাহারও পরম, সেই তোমাকে আমি
কি স্তব করিব? হে ঈশ্বর! আমি আপনা
কর্তৃক যেমন জাতি, রূপ ও স্বভাবে সংযুক্ত
হইয়া সৃষ্ট হইয়াছি, আমার এ আচরণও
তদনুরূপ। হে দেবদেব! আমি যদি
তাহার অন্তরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইতাম,
তবেই তোমার যেমন বাক্য, তদনুসারে
আমার প্রতি তোমার দণ্ড প্রদান করা ত্যাগ
হইত। তথাপি জগৎস্বামী আপনি আমাতে
যে দণ্ড পাতিত করিয়াছেন, তাহা আমি
সহ্য করিলাম; এই দণ্ডই আমার বরস্বরূপ;
আমার আর অন্য বরে প্রয়োজন নাই। হে
অচ্যুত! তোমা কর্তৃক দমিত হইয়া আমি
হতবীৰ্য্য ও হতবিষ হইয়াছি; এখন আমার
জীবন দান করুন! ভগবান্ বলিলেন,—
সৰ্প! তুমি এই যমুনাজলে কখনও
ধাকিও না। তুমি ভৃত্য-পরিবার সহ
সমুদ্রসলিলে যাও। হে সৰ্প! সাগরে
ধাকিলেও তোমার মস্তকে যদীয় পদচিহ্ন
দর্শনে পন্নগরিপু গক্ৰড় তোমাতে প্রহার

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তি সৰ্পরাজানং যুমোচ ভগবান্ হরিঃ ।
প্রণম্য সৌহপি কৃষ্ণায় জগাম পদ্মসাং নিধিম্ ॥
পশুতাং সৰ্বভূতানাং সভৃত্যপত্যবান্ধবঃ ।
সমস্তভার্যাসহিতঃ পরিত্যজ্য স্বকং হৃদম্ ॥ ৫৩
গতে সৰ্পে পরিত্যজ্য মৃতং পুনরিবাগতম্ ।
গোপা মূৰ্দ্ধনি গোবিন্দং সিষিচূর্নেত্রজৈর্জলৈঃ
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণমন্তো বিস্মিতচেতসঃ ।
তুষ্টিবুধুদিতা গোপা দৃষ্ট্বা শিবজলাং নদীম্ ॥
গীষমানোহথ গোপীতিশ্চরিতৈশ্চাক্ৰচেষ্টিতৈঃ
সংস্কৃষমানো গোপালৈঃ কৃষ্ণে ব্রজমুপাগমৎ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বালচরিতে কালিয়দমন-নিরু-
পণং পঞ্চাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৫ ॥

করিবে না। ব্যাস বলিলেন,—ভগবান্
হরি এই বলিয়া সেই সৰ্পরাজকে পরিত্যাগ
করিলেন। সেও সৰ্বভূতসমক্ষে ভৃত্য-
পত্য-বন্ধু-ভার্য্যা এ সকলের সহিত স্বীয় হৃদ
পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম-
পূর্বক পয়োনিধিতে প্রস্থান করিল। সৰ্প
চলিয়া গেলে, গোপগণ পুনর্জীবিত মনে
করিয়া সেই গোবিন্দকে তদীয় মস্তকে নমন-
জল দ্বারা অভিষেক করিল। অপর
গোপগণ বিস্মিতচিত্তে সেই যমুনা নদীকে
বিশুদ্ধজলসম্পন্ন দর্শনে মুদিত হইয়া
আক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল।
পরে কৃষ্ণ চাক্র, চরিত ও আচরণের উল্লেখ
গোপীগণ কর্তৃক গীষমান এবং গোপালগণ
কর্তৃক স্কৃষমান হইয়া ব্রজে প্রত্যাগমন
করিলেন। ৪২—৫৬।

পঞ্চাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

ষড়্শীত্যধিকশততমোহধ্যায় ।

বাসা উবাচ ।

গাঃ পালয়ন্তৌ চ পুনঃ সহিতৌ রামকেশবৌ ।
ভ্রমমাণৌ বনে তত্র রম্যং তালবনং গতো ॥ ১
তচ্চ তালবনং নিত্যং ধেনুকো নাম দানবঃ ।
নৃ-গোমাংসকৃতাহারঃ সদাধ্যাস্তে খরাকৃতিঃ ॥ ২
তত্র তালবনং রম্যং কলসম্পৎসমবিতম্ ।
দৃষ্ট্বা স্পৃহাষিতা গোপাঃ কলাদানেহক্ৰবন্ বচঃ
গোপা উচুঃ ।
হে রাম হে কৃষ্ণ সদা ধেনুকেনৈব রক্ষাতে ।
ভূপ্রদেশো যতস্তস্মাত্যক্তানীমানি সন্তি বৈ
কলানি পশু তালানাং গন্ধামোদযুতানি বৈ ।
বয়মেতান্ততীপামঃ পাত্যস্তাং যদি রোচতে ॥
ইতি গোপকুমারাণাং শ্রদ্ধা সঙ্কৰ্ষণো বচঃ ।
কৃষ্ণশ্চ পাতয়ামাস তুবি তালকলানি বৈ ॥ ৬
তালানাং পততাং শব্দমাকর্ণ্যানুররাট্ ততঃ ।
আজগাম স দৃষ্ট্বা কোপাদৈতেয়গর্দভঃ ॥ ৭

ষড়্শীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বাসা বলিলেন,—রাম ও কৃষ্ণ মিলিত
হইয়া পুনরায় গোচারণার্থ ভ্রমণ করিতে
করিতে একদা রমণীয় তালবনে গমন করি-
লেন । সেই তালবনে নর-গোমাংসাহারী
খরাকার ধেনুক নামে এক দানব নিত্য
বাস করিত । কলসম্পৎসমৃদ্ধ সেই তাল-
বন দেখিয়া গোপগণ স্পৃহাষিত হইয়া কলা-
দান জন্ত এই কথা কহিল যে,—হে রাম!
হে কৃষ্ণ! এই ভূভাগ ধেনুকই সদা রক্ষা
করে বলিয়া সাধারণের পরিত্যক্ত হইয়াছে ।
ঐ দেখ, তালকল সকল গন্ধে আয়োদিত
করিতেছে । আমরা ঐ সকল কল আকাঙ্ক্ষা
করিতেছি; যদি কচি হয় ত উহাদিগকে
পাতিত কর । ১—৫ । সঙ্কৰ্ষণ ও কৃষ্ণ গোপ-
বালকগণের এই বাক্য শুনিয়া সেই তালকল
সকল ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন ।
সেই পাত্যমান তালকল সকলের শব্দ
শুনিয়া সেই দৃষ্ট্বা অনুরাজ দৈত্যগর্দভ

পদ্মাসুভাভ্যাং স তদা পশ্চিমাভ্যাং তং বলী
জঘানোরসি তাভ্যাং স চ ত্রেমাপ্যগৃহত ॥ ৮
গৃহীত্বা ভ্রামণেনৈব চান্বরে গতজীবিতম্ ।
তস্মিন্বেব প্রচিক্ষেপ বেগেন তৃণরাজনি ॥ ৯
ততঃ কলান্তনেকানি তালাগ্রান্ধিপতন্থরঃ ।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস মহাবাতোহম্বুদানিব ॥ ১০
অন্তানপ্যস্ত বৈ জাতীনাগতান্ দত্যগর্দভান্
কৃষ্ণশ্চিক্ষেপ তালাগ্রে বলভদ্রশ্চ লীলয়া ॥ ১১
ক্ষণেনালঙ্কৃতা পৃথ্বী পট্টৈস্তালফলৈস্তদা ।
দৈত্যগর্দভদেহৈশ্চ মুনয়ঃ শুভভেহধিকম্ ॥ ১২
ততো গাবো নিরাবাস্তাস্মিন্স্থালবনে দ্বিজাঃ
নবশম্পং সুখং চেক্ষ্যত্র ভুক্তমভুৎ পুরা ॥ ১৩
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বালচরিতে ধেনুকবধবর্ণনঃ ষড়্শী-
ত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৬ ॥

ধেনুক তথায় অসিয়া উপস্থিত হইল । সেই
বলবান্দৈত্য তখন পশ্চাত্তাগের পদদ্বয়
দ্বারা কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল;
কৃষ্ণ এবং রামও তাহাকে প্রহার করিলেন ।
পরে কৃষ্ণ তাহাকে ধরিয়া আকাশে
ধুরাইতে লাগিলেন, সে তাহাতে গতজীবিত
হইলে সেই তাল বৃক্ষেই তাহাকে নিক্ষেপ
করিলেন । সেই গর্দভানুর তালাগ্রভাব
হইতে পড়িতে পড়িতে মহাবাত কর্তৃক
অম্বুদমালার স্থায় বহু তাল কল ভূতলে
পাতিত করিল । পরে তাহার অন্তান্ত যে
সকল জাতি দৈত্যগর্দভ আসিল, কৃষ্ণ ও বল-
ভদ্র তাহাদিগকেও তালাগ্রে লীলা-সহকারে
নিক্ষেপ করিলেন । হে মুনিগণ! সেই
ভূভাগ তখন ক্ষণমাত্রেই পঙ্ক তাল কল ও
দৈত্যগর্দভ-দেহে অলঙ্কৃতা হইয়া সমধিক
শোভাযুক্ত হইল । হে দ্বিজগণ! তারপর
হইতে গো-সকল যেখানে পূর্বে দৈত্য-
কর্তৃক ভক্ষিত হইত, সেই তালবনে নির্বিঘ্নে
নবশম্প ভক্ষণপূর্বক সুখে বিচরণ করিতে
লাগিল । ৬—১৩ ।

ষড়্শীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৫ ।

সপ্তাশীত দ্বিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

তস্মিন্ রাসভদৈতেয়ে সান্নগে বিনিপাতিতে ।
সৰ্বগোপালগোপীনাং রমাং তালবনং বভৌ ॥
ততস্তৌ জাতহৰৌ তু বসুদেবসুতাবুভৌ ।
৩৩ভাতে মহাত্মানৌ বালশৃঙ্গাবিবৰ্ধভৌ ॥২
চারয়ন্তৌ চ গা দূরে ব্যাহরন্তৌ চ নামভিঃ ।
নিয়োগপাশঙ্কৌ তৌ বনমালাবিভূষিতৌ ॥৩
সুগাণ্ডনচূর্ণাভ্যাং তদা তৌ ভূষিতাহরৌ ।
মহেন্দ্রাযুধসঙ্কাশৌ শ্বেতকুম্ভাবিনাশুদৌ ॥৪
চৈরতুলোকনিক্কাভিঃ ক্রৌড়াভিরিত্তরেতরম্ ।
সমস্তলোকনাথানাং নাথভূতৌ ভুবং গভৌ ॥৫
মহুযাধর্ম্যভিরতৌ মানয়ন্তৌ মহুযাত্মম্ ।
তজ্জাতিগুণযুক্তাভিঃ ক্রৌড়াভিঃ চৈরতুলনম্ ॥৬
ততস্তান্দোলিকাভিঃ চ নিযুক্তৈশ্চ মহাবলৌ ।

সপ্তাশীত দ্বিকশততম অধ্যায়ঃ ।

বাস বলিলেন,—সেই রাসভ দৈত্য
অনুগগণ সহ বিনিপাতিত হইলে সেই
তালবন সমস্ত গোপগোপীদিগের রমণীয়
হইয়া শোভা পাইতে লাগিল । বীর মহাত্মা
বসুদেবতনয়দ্বয় উক্ত ঘটনায় হর্ষযুক্ত হইয়া
ক্ষুদ্র শৈলশৃঙ্গবৎ শোভা প্রাপ্ত হইলেন ।
সমস্ত লোকনাথদিগের নাথস্বরূপ সেই
দেবদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরাম ভূতলগত হইয়া
হরিদ্রা ও অঞ্জনচূর্ণে রঞ্জিত পীত ও নীল বসন
পরিধানপূর্বক মহেন্দ্রাযুধ-শোভিত কৃষ্ণ ও
শ্বেত অশ্বদসদৃশ শোভমান, কক্ষে নিয়োগ-
পাশধারী, এবং বনমালায় বিভূষিত হইয়া
উভয়ে এক সঙ্গে দূরে দূরে গো-চারণ, কখন
বা নামোল্লেক সহকারে আহ্বান, ইত্যাদি
লৌকিক ক্রীড়া করত বিচরণ করিতে
লাগিলেন । তাঁহারা মহুযাধর্ম্যে রত হইয়া
আপনাদিগকে মহুযারূপে প্রকটিত করত
সেই জাত্যমুরূপ গুণযুক্ত ক্রীড়া দ্বারা বনে
বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । পরে

বাগ্যামং চক্রতন্তত্র কেপণীয়েন্তথাশ্রাভিঃ ॥ ৭
তল্লিপুংসু রসুন্তত্র উভয়ো রমমাণয়োঃ ।
আজগাম প্রলদাখ্যো গোপবেষতিরোহিতঃ ॥
সোহবগাহত নিঃশঙ্কং হেমাং মধ্যমমানুষঃ ।
মানুষং রূপমাত্মায় প্রলঙ্ঘ্য দানবোত্তমঃ ॥ ৮
তথোচ্ছিদ্রাহরপ্রপ্পুরতিশীঘ্রমমন্তত ।
কৃষ্ণং ততো রোহিণেয়ং হস্তং চক্রে মনোরমম্
হরিণাক্রৌড়নং নাম বালক্রৌড়নকং ততঃ ।
প্রক্রীড়িতান্ত তে সর্কে দ্বৌ দ্বৌ যুগপৎপতন
ক্রীদাম্য সহ গোবিন্দঃ প্রলঙ্ঘন তথা বলঃ ।
গোপালৈরপটৈশ্চাত্তো গোপালাঃ সহ পুষ্পবুঃ ॥
ক্রীদামানঃ তত কৃষ্ণঃ প্রলদং রোহিণীসুতঃ ।
জিতবান্ কৃষ্ণপক্ষীয়ের্গোপৈরপটৈঃ পরাজিতাঃ
তে বাহয়ন্তুস্তোন্তুং ভাণ্ডীরস্কন্ধমেত্য বৈ ।
পুনর্নিবৃত্তান্তে সর্কে যে যে তত্র পরাজিতাঃ ॥১৪

সেই মহাবল রাম ও কৃষ্ণ আন্দোলিকা
(দোলন), বাহয়ুক্ত ও কেপণীয় প্রস্তর
দ্বারা ক্রীড়া করিতে থাকিলে একদা তাহা-
দিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রলঙ্ঘনামক
দানব গোপবেশে তিরোহিত হইয়া তথায়
আগমন করিল । দানবোত্তম প্রলঙ্ঘ অমা-
নুষ হইলেও মানুষ-রূপ ধারণপূর্বক
নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদিগের মধ্যে মিলিত
হইল । পরে সে কৃষ্ণকে ও রোহিণেয়কে
আত শীঘ্র হত্যা করিতে অভিলাষ করিয়া
মনে মনে ছিদ্রাঘেদন করিতে লাগিল ।
১—১০ । তারপর হরিণাক্রৌড়নক নামে
একটা বালক্রীড়ায তাঁহারা সকলে প্রবৃত্ত
হইয়া যুগপৎ দুই দুই জনে দৌড়াইতে
লাগিলেন । গোবিন্দ ক্রীদামসহ, বল-
রাম প্রলঙ্ঘের সহিত এবং অন্তান্ত গোপাল-
দিগের সহিত অন্ত গোপালেরা সেই ক্রীড়ায
প্রবৃত্ত হইয়া দৌড়াইতে লাগিলেন ।
তাহাতে কৃষ্ণ ক্রীদামকে এবং রোহিণীসুত
প্রলঙ্ঘকে জয় করিলেন । কৃষ্ণপক্ষীয় অন্তান্ত
গোপাল কর্তৃক প্রতিপক্ষ গোপালেরা
পরাজিত হইয়া তাহাদিগকে পরস্পর ধ্বন

সকর্ষণস্ত স্বর্গেন শীঘ্রমুৎকিণ্য দানবঃ ।
ন তসৌ প্রজগামৈব সচস্র ইব বারিদঃ ॥ ১৫
অশক্তো বহনে তস্ত সংরক্তাদানবোত্তমঃ ।
ববুধে সুমহাকাযঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ১৬
সকর্ষণস্ত তঃ দৃষ্টো দক্ষশৈলোপমাকৃতিম্ ।
অঙ্গামলম্ভাতরণঃ মুকুটোটোপমস্তকম্ ॥ ১৭
রৌদ্ৰঃ শকটচক্রাকং পাদস্তাসচলাৎকৃতিম্ ।
ত্রিযমাণস্ততঃ কৃষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৮

বলরাম উবাচ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ত্রিষে ত্বেষ পরিতোদগ্রমুগ্ধিনা ।
কেনাপি পশু দৈত্যেন গোপালচ্ছদ্যরূপিণা ১৯
যদত্র সাম্প্রতঃ কার্ধ্যং ময়া মধুনিষূদন ।
তৎকথ্যতাং প্রযাত্যেষ হুরাভ্যতিদ্বরাবিতঃ ॥ ২০

ব্যাস উবাচ ।

। তমাহ রামঃ গোবিন্দঃ স্মিতভিন্নৌষ্ঠসম্পূটঃ ।
মহাশ্মা রৌহিণেষশ্চ বলবীৰ্য্যপ্রমাণবিৎ ॥ ২১

করিতে লাগিল । পরাজিত পক্ষ বিজয়ী-
দিগকে ভাঙীর বন পর্য্যন্ত বহন করিয়াই
নিবৃত্ত হইল । এই পর্য্যন্তই বহন করিবার
সীমা নির্দিষ্ট ছিল । প্রলম্ব দানব সকর্ষণকে
স্বর্গে করিয়া শীঘ্র যাইতে যাইতে সেই
নির্দিষ্ট স্থানে না রাখিয়াই সচস্র জলদবৎ
যাইতে লাগিল । সেই দানবোত্তম সম্ভ্রম-
সহকারে যাইতে যাইতে তাঁহাকে বহন
করিতে অশক্ত হওয়ায় প্রাবৃট্‌কালে বলাহক
তুল্য বর্জিত হইয়া সুমহাকায হইল ।
ত্রিযমাণ সকর্ষণ তাহাকে দক্ষশৈলসদৃশা-
কৃতি, লক্ষ্মান-মাল্যদাম ও অস্ত্র আভরণে
ভূষিত, মুকুটশোভিত-মস্তক, শকটচক্রবৎ
নেত্রময়যুক্ত এবং পদবিস্ত্রাসে ভূমিকম্পন-
কারী দর্শনে কৃষ্ণকে এই কথা বলি-
লেন,—কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! এই গোপালরূপী
পরিতবৎ উন্নতমুগ্ধি কোনও দৈত্য কর্তৃক
আমি হৃত হইতেছি, দেখ ; মধুনিষূদন !
একণে আমার যাহা কর্তব্য তাহা বল ।
এ হুরাভ্য অতি দ্বরাবিত হইয়া যাইতেছে ।
১১—২১ । ব্যাস বলিলেন,—রৌহি-

কৃষ্ণ উবাচ ।

কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে ।
সর্বাশ্বান্ সর্বাশ্বানাং গুহাদ্গুহাশ্বানাং ত্বয়া ॥ ২২
অরাশেষজগদৌশ কারণং কারণাগ্রজ ।
আত্মানমেকং তদ্বচ্চ জগতোকার্ণবে চ যঃ ॥ ২৩
ভবানহকং বিশ্বাশ্বেনেকমেব হি কারণম্ ।
জগতোহস্ত জগত্যর্থো ভেদেনাবাং ব্যবস্থিতো
তৎসম্ব্যতামমেয়াশ্বাংস্বয়াশ্বা জহি দানবম্ ।
মানুষ্যমেবমালম্ব্য বন্ধুনাং ত্রিযতাং হিতম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ই ত সংস্মরিতো বিপ্রাঃ কৃষ্ণেন সুমহাশ্বনা ।
বিহস্ত পীড়য়ামাস প্রলম্বং বলবান্ বলঃ ॥ ২৬
মুষ্টিনা চাহনমুর্দ্ধি কোপসংরক্তলোচনঃ ।
ভেন চাস্ত প্রহারেণ বহির্ঘাতে বিলোচনে ॥ ২৭
স নিক্ষাসিতমস্তিক্ষো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন্ ।
নিপপাত মহৌপৃষ্ঠে দৈত্যবর্ঘ্যো মমার চ ॥ ২৮

ণেয়ের বলবীৰ্য্য-পরিমাণজ্ঞ মহাশ্মা গোবিন্দ
স্মিতবিকসিত-ওষ্ঠপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—
হে সর্বাশ্বান্ ! তুমি গুহ অপেক্ষাও
গুহাশ্বা ব্যক্তরূপে মানুষ্যতাব অব-
লম্বন করিতেছ কেন ? ওহে অশেষ
জগদৌশ, কারণাগ্রজ ! কারণরূপী অনন্ত
আপনাকে স্মরণ কর । বিশ্বাশ্বান্ ! পূর্বে
একার্ণবে যে আপনি ও আমি এক এবং
কারণ মাত্রই ছিলাম ; জগতীর প্রার্থনায়
জগতের হিতসাধনার্থ একণে আমরা
ভিন্নরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছি । অমেয়াশ্বান্ !
তুমি সেই আত্মাকে স্মরণ কর ; মনুষ্যরূপে
থাকিয়াই দানবকে নিহত কর, বন্ধুদিগের
হিত সাধন কর । ব্যাস বলিলেন,—
বিপ্রগণ ! সুমহাশ্মা কৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপে
সংস্মারিত হইয়া বলবান্ বলরাম হস্ত
করত প্রলম্বকে পীড়ন করিলেন ; কোপ-
সংরক্ত লোচনে মুষ্টিদ্বারা তাহার মস্তকে
আঘাত করিলেন । সেই প্রহারে তাহার
লোচনদ্বয় বাহির্গত হইয়া পড়িল ;—মস্তক
নিক্ষাসিত হইয়া গেল ; সেই দৈত্য রাজ মুখ-

প্রলম্বঃ নিহতঃ দৃষ্টা বলেনাদ্বিতকর্মণা ।
প্রহটাভূবুর্গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি চাক্রবন্ ॥ ২১
সংস্কৃতমানো রামস্ত গোপৈর্দৈত্যো নিপাতিতে
প্রলম্বে সহ কৃষ্ণেন পুনর্গোকুলমাযযৌ ॥ ৩০

ব্যাস উবাচ ।

তরোবিহরতোরেবঃ রামকেশবযোর্বজে ।
প্রাবুড্‌ব্য ভীতা বিকসৎসরোজা চাভবচ্ছরৎ ॥
বিমলাধরনকজে কালে চাভ্যাগতে ব্রজম্ ।
দদর্শেন্দ্রোৎসবারম্ভপ্রবৃত্তান্ ব্রজবাসিনঃ ॥ ৩২
কৃষ্ণস্তাৎসুকান্ দৃষ্টা গোপাৎসবলালসান্ ।
কৌতুহলাদিদং বাক্যং প্রাহ বুদ্ধান্নহামতিঃ ॥ ৩৩

কৃষ্ণ উবাচ ।

কৌত্বঃ শক্রমহো নাম যেন বো হর্ষ আগতঃ
প্রাহ তং নন্দগোপশ্চ পৃচ্ছন্তমতিসাদরম্ ॥ ৩৪
নন্দ উবাচ ।

মেঘানাং পদ্মসামীশো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ।

যারা শোণিত বমন করিতে করিতে মহীতলে
পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অদ্বুত-
কর্মা বলকর্তৃক প্রলম্ব নিহত হইল দেখিয়া
গোপগণ রামকে প্রশংসা করত “সাধু, সাধু”
বলিতে লাগিল। প্রলম্বদৈত্য নিপাতিত
হইলে রাম, গোপগণ কর্তৃক স্কৃতমান হইয়া
কৃষ্ণের সহিত পুনরায় গোকূলে যাইলেন।
২১—৩০। ব্যাস বলিলেন,—রাম ও কেশব
এইভাবে ব্রজধামে বিহার করিতে থাকিলে
ক্রমে প্রাবৃট্‌কাল অতীত হইল, বিকশিত-
সরোজ শরৎকাল উপস্থিত হইল। বিমলাধর-
নকজযুত সেই শরৎকাল সমাগত হইলে,
ঊহার দেখিলেন,—ব্রজবাসী গোপগণ
ইন্দ্রোৎসব নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিতেছে।
মহামতি কৃষ্ণ তাহাদিগকে উৎসবলালসায়
উৎসুক দর্শনে কৌতুহলবশে বুদ্ধদিগকে
বলিলেন,—এই শক্রোৎসব কি ?—
যাহাতে তোমাদিগের এত হর্ষ হইতেছে !
ব্যাস বলিলেন,—নন্দগোপ সেই প্রম-
কারী কৃষ্ণকে অতি আদরসহকারে বলিল,
দেবরাজ শতক্রতু মেঘজলের অধিপতি ;

যেন সঞ্চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যমুময়ং রসম্ ॥ ৩১
তদ্বৃষ্টিজনিতং শস্ত্রং বয়মন্তে চ দেহিনঃ ।
বর্ত্তয়ামোপভূজানাস্তপ্ৰায়শ্চ দেবতাঃ ॥ ৩৬
কীরবত্য ইমা গাবো বৎসবত্যশ্চ নির্বৃত্তাঃ ।
তেন সম্বর্দ্ধিতৈঃ শস্ত্রৈঃ পুষ্টাভূতা ভবন্তি বৈ ॥ ৩৭
নাশস্তা নানুগা ভূমির্ন বুভুক্ষাদিতো জনঃ ।
দৃষ্টতে যত্র দৃষ্টান্তে বৃষ্টিমন্তো বলাহকাঃ ॥ ৩৮
ভৌমমেতৎপয়ো গোভির্ধন্তে সূর্য্যস্ত বারিদঃ
পর্জন্তঃ সর্বলোকস্ত ভবায় ভুবি বর্ষতি ॥ ৩৯
তস্মাৎপ্রাবৃষ রাজানঃ শক্রং সর্বৈ মুদাষিতাঃ
মহে সুরেশমর্ঘন্তি বয়মন্তে চ দেহিনঃ ॥ ৪০

ব্যাস উবাচ ।

নন্দগোপশ্চ বচনং শ্রুত্বৈতৎ শক্রপূজনে ।
কোপায় ত্রিদশেন্দ্রশ্চ প্রাহ দামোদরস্তদা ॥ ৪১
কৃষ্ণ উবাচ ।

ন বয়ং কৃষিকর্ত্তারো বণিজ্যাজীবিনো ন চ ।
গাবোহস্মদৈবতং তাত বয়ং বনচরা যতঃ ॥ ৪২

ঊহার আদেশ অনুসারে মেঘগণ অমুময়
রস বর্ষণ করে। সেই বৃষ্টিজনিত শস্ত্র
আমরা এবং অন্তান্ত সকলেই উপযোগ
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি, এবং দেবতা-
দিগের তৃপ্তি সাধন করি। তৎসংবর্দ্ধিত
শস্ত্রদ্বারা এই গাভীগণ বৃদ্ধবতী, বৎসবতী
এবং পুষ্ট তুষ্ট হয়। যেখানে বৃষ্টিমান বলা-
হকগণ দৃষ্ট হয়, তথায় অশস্ত্রা ভূমি বা
বুভুক্ষার্ত্ত জন দেখা যায় না। এই ভৌম
জল সকল সূর্য্যকিরণ দ্বারা ধারণ করত
বারিদাতা পর্জন্ত সর্বলোকের হিতসাধনার্থ
ভূতলে বর্ষণ করে। এই জন্তই প্রাবৃট্‌কালে
রাজার এবং আমরা ও অন্তান্ত মানবগণ
সকলেই হৃষ্টচিত্তে সেই সুরেশ্বর শক্রের
অর্চনা করিয়া থাকে। ৩১—৪০। ব্যাস বলি-
লেন,—তখন দামোদর নন্দগোপের এইরূপ
বচন শ্রবণে শক্রপূজন বিষয়ে ত্রিদশেন্দ্রের
কোপ সাধনার্থ এই কথা বলিলেন,—আমরা
কৃষিকর্ম্মও নহি, বাণিজ্যজীবীও নহি, হে
তাত ! গো সকলই আমাদের দেবতা; যেহেতু

আবীক্ষকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্তথাপরা ।
 বিজ্ঞাচতুষ্ঠয়ঃ স্বেতবার্তামত্র শৃণু মে ॥ ৩৩
 কৃষিবাণিজ্য তদ্বচ্চ তৃতীয়ঃ পশুপালনম্ ।
 বিদ্যা হেতা মহাভাগ বার্তা বৃত্তিভয়াশ্রয়া ॥ ৪৪
 কৰ্ষকাণাং কৃষিৰুত্তিঃ পণ্যস্ত পণজীবিনাম্ ।
 অশ্বাকং গাঃ পরা বৃত্তিবার্তা তেদৈরিয়ং ত্রিভিঃ
 বিদ্যয়া যো যয়া যুক্তস্তস্মৈ সা দৈবতং মহৎ ।
 সৈব পূজ্যার্চনীয় চ সৈব তন্তোপকারিকা ॥ ৪৫
 বোহস্তস্তাঃ কলমগ্নন বৈ পূজয়তাপরাঃ নরঃ ।
 ইহ চ প্রেত্য চৈবাসৌ তাত নাপ্রোতি শোভনম্
 পূজ্যস্তাঃ প্রথিতাঃ সীমাঃ সীমান্তক পুনর্বনম্ ॥
 বনাস্তা গিরয়ঃ সর্ষে সা চান্মাকং পরা গতিঃ ।
 গিরিয়জ্ঞস্বয়ং তস্মাদগোযজ্ঞশ্চ প্রবর্ত্যতাম্ ॥
 কিমশ্বাকং মহেন্দ্রেণ গাবঃ শৈলাশ্চ দেবতাঃ ॥
 মজ্জয়জ্ঞপরা বিপ্রাঃ সৌরযজ্ঞাশ্চ কৰ্ষকাঃ ।
 গিরিগোযজ্ঞশীলাশ্চ বহুমদ্রিবনাশ্রয়াঃ ॥ ৫০

আমরা বনচর । আবীক্ষকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি এই চতুর্বিধা বিজ্ঞা ; ইহার মধ্যে বার্তার কথা এইরূপে আমার নিকট শুদ্ধন । কৃষি, বাণিজ্য এবং তৃতীয় পশুপালন,—হে মহাভাগ ! এই তিনটি বৃত্তি বার্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; কৰ্ষকদিগের কৃষিই বৃত্তি, পণ্য-জীবদিগের পণ্যই বৃত্তি এবং আমাদিগের গো সকলই পরমা বৃত্তি ; বার্তা এই ত্রিবিধ ভেদেই প্রতিষ্ঠিত । যে যে বিজ্ঞায় যুক্ত, তাহার উহাই মহৎ দৈবত ; উহাই অর্চনীয় এবং পূজনীয়, উহাই তাহার উপকারক ; যে নর একের ফলভোগ করিয়া অপরের পূজা করে, হে তাত ! ইহকালে বা পরকালে তাহার ভাল হয় না ; অতএব এই বিস্তৃত সীমা, সীমান্ত বন ও বনাস্ত গিরি সকলের পূজা করুন ; ইহারাই আমাদিগের পরম গতি । একজ্ঞ গিরিয়জ্ঞ ও গোযজ্ঞ প্রবর্তিত হউক । মহেন্দ্রে আমাদিগের কি প্রয়োজন ? গো এবং শৈল সকলই আমাদিগের দেবতা । বিপ্র-গণ মজ্জয়জ্ঞপরাগণ, কৰ্ষকগণ সৌরযজ্ঞপরা,

তস্মাদগোবর্ধনঃ শৈলো ভবতিব্রিবিধার্হণৈঃ ।
 অর্চ্যতাং পূজ্যতাং মেধ্যং পশুং হস্তা বিধানতঃ
 সর্ষঘোষস্ত সন্দোহা গৃহস্তাং মা বিচার্যতাম্ ।
 ভোজ্যস্তাং তেন বৈ বিপ্রান্তধাত্তে চাপিবাঙ্ককাঃ
 ভর্মর্চিতং কৃতে হোমে ভোজিতেষু দ্বিজাতিষু
 শরৎপুষ্পকুতাপীড়াঃ পরিগচ্ছন্ত গোগণাঃ ॥ ৫৩
 এতন্মম মতং গোপাঃ সম্প্রীত্যা ক্রিয়তে যদি ।
 ততঃ কৃতা ভবেৎপ্রীতির্গবামদ্রেস্তথা মম ॥ ৫৪
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা নন্দাদ্যাশ্চৈ ব্রজৌকসঃ ।
 প্রীত্যাংফুল্লমুখা বিপ্রাঃ সাধু সাধিত্যধাক্রবন ॥
 শোভনস্তে মতং বৎস যদেতদ্ব্যবতোদিতম্ ।
 তৎকরিষ্যাম্যহং সর্ষং গিরিয়জ্ঞঃ প্রবর্ত্যতাম্ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

তথাচ কৃতবন্তস্তে গিরিয়জ্ঞঃ ব্রজৌকসঃ ।
 দধিপায়সমাংসাদৈর্দর্দ্রঃ শৈলবলিং ততঃ ॥ ৫৭

অদ্রিগণের আশ্রয়স্থ আমরা গিরি-গো-যজ্ঞ-শীল; অতএব আগনারা বিবিধ পূজোপকরণ দ্বারা মেধ্য পশু হননপূর্বক বিধানানুসারে গোবর্ধনশৈলের পূজা করুন । সমস্ত ঘোষ হইতে সন্দোহ (চাঁদা) গ্রহণ করুন ; অস্ত্র বিচারে প্রয়োজন নাই । উহা দ্বারা বিপ্র এবং যাচকদিগকে ভোজন করান । হোমারুঠানান্তে দ্বিজগণ ভোজিত হইলে শরৎপুষ্প-ভূষিত গোসকল সেই অর্চিত গিরিতে গমন করুক ; ইহাই আমার মত ; গোপগণ যদি ইহা প্রীতি সহকারে করে, তাহা হইলে অদ্রি, গো-সকলের এবং আমারও সন্তুষ্টি হইবে । ৪১—৫৪।
 ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! নন্দাদি ব্রজবাসীরা তাহার এই কথা শুনিয়া প্রীতি-প্রফুল্লমুখে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিল, এবং বলিল, বৎস ! তোমার এ অতি উত্তম মত । তুমি এই যাহা যাহা বলিলে, আমরা সে সকলই করিব ; গিরিয়জ্ঞ প্রবর্তিত হউক । ব্যাস বলিলেন,—পরে সেই ব্রজবাসীরা তুলনাক্রমে গিরিয়জ্ঞ প্রবর্তিত করিল, দধি,

দ্বিজাংশ ভোজয়ামাসুঃ শতশোহং সহস্রশঃ ।
গাবঃ শৈলং ততশ্চকুরর্চিতাস্তং প্রদক্ষিণম্ ।
বৃষভাশ্চাভিনন্দন্তঃ সতোয়া জলদা ইব ॥ ৫৮
গিরিমূর্তিনি গোবিন্দঃ শৈলহরমিতি মূর্তিমান্ ।
বুভুজেহরং বহুবিধং গোপবর্ষ্যাহুতং দ্বিজাঃ ॥
কৃষ্ণস্তেনৈব রূপেণ গোপৈঃ সহ গিরেঃ শিরঃ
অধিকৃষ্ণার্চয়ামাস দ্বিতীয়ামানন্তরম্ ॥ ৬০
অন্তর্দানং পতে তস্মিন্গোপা লঙ্কা ততো বরান
কৃষ্ণা গিরিমহং গোষ্ঠং নিজমভ্যাযয়ুঃ পুনঃ ॥ ৬১
ইতি ক্রীড়াক্ষে গোবর্দ্ধনগিরিযজ্ঞপ্রবর্তনং
সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাস উবাচ ।

মহে প্রতিহতে শক্ৰো ভূশং কোপসমবিতঃ ।
সংবর্তকং নাম গণং তোয়দানামথাব্রবীৎ ॥ ১

পায়স, মাংসাদি দ্বারা শৈলবলি প্রদান
করিল; আর শত সহস্র দ্বিজগণকে ভোজন
করাইল; পরে গোসকল ও সজল জলদবৎ
গর্জনকারী বৃষভেরা সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ
করিল। হে দ্বিজগণ! গোবিন্দ সেই
গিরিমস্তকে ‘আমিহ মূর্তিমান্ শৈল’ এই
কথা বলিয়া গোপশ্রেষ্ঠগণের আহুত বহুবিধ
অন্ন ভোজন করিলেন। অথচ কৃষ্ণ তাঁহার
স্বাভাবিকরূপেই গোপগণসহ গিরিশরে
আরোহণপূর্বক তদ্রত্য স্বকীয় দ্বিতীয়
মূর্তির অর্চনা করিলেন। গোপগণ তাহা
হইতে বর লাভান্তে সেই দ্বিতীয় মূর্তি অন্ত-
র্হিত হইল। পরে তাহার গোবর্দ্ধন উৎসব
সমাধান করিয়া নিজ গোষ্ঠে পুনরায় প্রত্যা-
গত হইল। ৫৫—৬১।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৭।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রাস বলিলেন,—অনন্তর উৎসব প্রতি-
হত হওয়ায় শক্ৰ অতিশয় কোপসমবিত

ইন্দ্র উবাচ ।

ভো ভো মেঘা নিশম্যোত্তমদত্তো বচনং মম ।
আজ্ঞানন্তরমেবাণ্ড ক্রিয়তামবিচারিতম্ ॥ ২
নন্দগোপঃ সূত্বর্দ্ধির্গোপৈরনৈঃ সহায়বান্ ।
কৃষ্ণাশ্রয়বলাধ্যাতো মহভক্ষমচীকরৎ ॥ ৩
আজীবো যঃ পরং তেষাং গোপহন্ত চ কারণম্
তা গাবো বৃষ্টিপাতেন পীড়্যস্তাঃ বচনান্নম ॥ ৪
অহমপ্যদ্রিশৃঙ্গাভঃ তুঙ্গমাক্রহ বারণম্ ।
সাহায্যং বঃ করিষ্যামি বায়ুনাং সঙ্গমেন চ ॥ ৫

ব্রাস উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞপ্তাঃ সুরেন্দ্রেন মুমূচুস্তে বলাহকাঃ ।
বাতবর্ষং মহাভীমমভাবায় গবাং দ্বিজাঃ ॥ ৬
ততঃ কণেন ধরণী ককুভোহদ্বরমেব চ ।
একং ধারামহাসারপূরণেনাভবদ্বিজাঃ ॥ ৭
গাবস্ত তেন পততা বর্ষবাতেন বেগিনা ।
ধূতাঃ প্রাণান্ জহুঃ সর্কাস্তির্ধ্যাখুশিরোধরাঃ ॥
ক্রোড়েন বৎসানাক্রম্য তস্মুরতা দ্বিজোত্তমাঃ

হইয়া সংবর্তক নামক তোয়দগণকে বলিলেন,
—ওহে মেঘগণ! আমার কথা শুনিয়া অবি-
লম্বে, অবিচলিত চিত্তে তাহা সম্পাদন কর।
সূত্বর্দ্ধি নন্দগোপ অস্ত গোপগণের সহায়ে
কৃষ্ণ-বলাশ্রয়ে গর্ভিত হইয়া আমার উৎসব
ভক্ষ করিয়াছে। তাহাদিগের যাহা প্রধান
জীবিকা, যাহা গোপদের কারণ, সেই
গোসকলকে বৃষ্টি দ্বারা পীড়িত কর। আমিও
অদ্রিশৃঙ্গাভ তুঙ্গ নাগে আরোহণপূর্বক
বসুগণের সহিত তোমাদিগের সাহায্য
করিব। ব্রাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ!
বলাহকেরা সুরেন্দ্র কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট
হইয়া গোপগণের অনিষ্ট সাধনার্থ বায়ু সহায়ে
প্রবল বৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে কণ-
মাত্রেই পৃথিবী, দিক, ও আকাশমণ্ডল সেই
মহাধারা-বর্ষণে আপূরিত হইয়া একোভাব
প্রাপ্ত হইল। সেই বেগবান বর্ষণপাতে
পীড়িত গোপ কল্পিতকায়ে সকলেই মুখ-
কঙ্কর বক্র করিয়া অতি ক্রেশে প্রাণত্যাগ
করিতে লাগিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! কোন

গাবো বিবৎসাস্ত কৃত্বা বারিপূরণে চাপরাঃ ॥২
বৎসাস্ত দীনবদনাঃ পবনাকম্পিকঙ্করাঃ ।
আহি আহীত্যন্নশব্দাঃ কৃষ্ণমুচুরিবাক্তকাঃ ॥ ১০
ভতন্তদোকুলং সর্বং গোপগোপীগোপসঙ্কুলম্
অতীবাক্তঃ হরির্দৃষ্টা জ্ঞান্যাচিন্তয়ন্তদা ॥ ১১
এতৎকৃতং মহেন্দ্রেন মহন্তজবিরোধিনা ।
ভদ্রেতদখিলং গোষ্ঠং জ্ঞাতব্যমধুনা ময়া ॥ ১২
ইমমজ্জিমহং বীৰ্য্যাংগুপাট্যোকশিলাতলম্ ।
ধারয়িষ্যামি গোষ্ঠস্ত পৃথুচ্ছজমিবোপরি ॥ ১৩
ব্যাস উবাচ ।

ইতি কৃত্বা মতিং কৃষ্ণে গোবর্দ্ধনমহীধরম্ ।
উৎপাট্যেককরেণৈব ধারয়ামাস লীলয়া ॥১৪
গোপাংস্চাহ জগন্নাথঃ সমুৎপাটিতভূধরঃ ।
বিশদ্বমজ্র সহিতাঃ কৃতং বর্ষনিবারণম্ ॥ ১৫
সুনির্কীতেষু দেশেষু যথাযোগ্যমিহাস্ততাম্ ।

কোন গাভী ক্রোড় দ্বারা বৎসগণকে আচ্ছা-
দিত করিয়া রহিল; সেই বারি-পূরণে কত
গাভী বিবৎসা হইল। পবনাকম্পিত-কঙ্কর
দীন-বদন বৎসগণও অল্প অল্প শব্দ করিতে
লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন উহার
আর্ত হইয়া কৃষ্ণকে ‘আহি আহি’ বলিতেছে।
তারপর হরি গোপগোপীসঙ্কুল সমগ্র
গোকুলকে আর্ত দর্শনে উহার জ্ঞান নিমিত্ত
এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, উৎসব ভঞ্জে
জুড় হইয়া মহেন্দ্রই ইহা করিতেছেন; অত-
এব এইকণে আমরাই এই অখিলগোষ্ঠ জ্ঞান
করা কর্তব্য। আমি বীৰ্য্যপ্রভাবে বৃহৎ
শিলাসমবৃত্ত এই অজ্রিকে উৎপাটিত করিয়া
বিস্তৃত ছত্রের স্থায় গোষ্ঠের উপর ধারণ
করিব। ১—১৩। ব্যাস বলিলেন,—
কৃষ্ণ এইরূপ স্থির করিয়া লীলাবশে গোবর্দ্ধন
মহীধরকে এক করে উৎপাটিত করিয়া ধারণ
করিলেন। জগন্নাথ উক্ত ভূধর ধারণপূর্বক
গোপগণকে কহিলেন,—এই আমি বৃষ্টি নিবা-
রণের ব্যবস্থা করিয়াছি, তোমরা মিলিত
হইয়া ইহার অবকাশমধ্যে প্রবেশ কর। এই
সুনির্কীত প্রদেশে তোমরা প্রবেশপূর্বক

প্রবিষ্ট নাত্র ভেদব্যং গিরিপাতন্ত নির্ভয়েঃ ॥
ইত্যুক্তাস্তেন তে গোপা বিবিণ্ডগৌধনৈঃ সহ
শকটোরোপিতৈর্ভাটৈর্গোপ্যাশাসারপীড়িতাঃ
কৃষ্ণোহপি তং দধাটৈব শৈলমত্যন্তনিশ্চলম্ ।
অজৌকৌবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাকৈর্নিরীক্ষিতঃ ॥
গোপগোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ ক্রীতিবিস্তারিতেকণৈঃ
সংভূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ ॥ ১২
সপ্তরাজঃ মহামেঘা ববর্ষুর্নন্দগোকুলে ।
ইন্দ্রেন চোদিতা মেঘা গোপানাং নাশকারিণা
ততো ধূতে মহাশৈলে পরিজ্ঞাতে চ গোকুলে
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞা বলভিহারয়ামাস তাম্ ঘনান্
ব্যাভ্রে নভসি দেবেভ্যে বিতথে শক্রমস্মিতে ।
নিষ্ক্রম্য গোকুলং হৃষ্টঃ স্বস্থানং পুনরাগমৎ ॥২২
মুমোচ কৃষ্ণোহপি তদা গোবর্দ্ধনমহাগিরিম্ ।
স্বস্থানে বিস্মিতমুখৈর্দৃষ্টৈস্তৈর্ভজবাসিভিঃ ॥ ২৩

নির্ভয়ে যথাযোগ্যভাবে অবস্থান কর। ইহাতে
গিরি-পতনের ভয় করিও না। এইরূপ
উক্ত হইয়া বর্ষাপীড়িত সেই গোপ-গোপীগণ
শকটোরোপিত দ্রব্যাদি সহ গোধন লইয়া
তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণও সেই ব্রজ-
বাসী জনগণ কর্তৃক হর্ষ-বিস্মিত-নয়নে নিরী-
ক্ষিত হইয়া অতীব নিশ্চলভাবে শৈলকে
ধারণ করিয়া রহিলেন। কৃষ্ণ হৃষ্ট গোপ-
গোপী জনকর্তৃক ক্রীতিবিস্তারিত-নেত্রে
ভূয়মান হইয়া সেই শৈল ধারণ করিয়া
রহিলেন। গোপগণের নাশাভিলাষী ইন্দ্র
কর্তৃক প্রেরিত মহামেঘগণ গোকুলে সপ্ত
রাত্রি তাদৃশ বর্ষণ করিয়াছিল। তারপর
উক্তরূপে মহাশৈল ধূত হইলে গোকুল
পরিজ্ঞান লাভ করায় বলভিঃ ইন্দ্র মিথ্যা-
প্রতিজ্ঞা হইয়া সেই মেঘগণকে নিবারণ
করিলেন। শত্রুর অভিপ্রায় ব্যর্থ হইলে
নভস্তল নির্মল হইল। তখন হৃষ্টচিত্তে সেই
গোকুল স্বস্থানে পুনরায় প্রত্যাগমন করিল।
কৃষ্ণও তখন সেই গোবর্দ্ধন মহাগিরিকে
পরিভ্যাগপূর্বক ব্রজবাসী কর্তৃক বিস্মিত-
মুখে দৃষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন

ব্যাস উবাচ ।

ধৃতো গোবর্ধনে শৈলে পরিজ্ঞাতে চ গোকুলে
রৌচয়ামাস কৃষ্ণস্ত দর্শনং পাকশাসনঃ ॥ ১৪
সৌহৃদিকৃষ্ণ মহানাগমৈরাবতমমিত্রজিৎ ।
গোবর্ধনগিরৌ কৃষ্ণঃ দদর্শ জিহ্বাধিপঃ ॥ ২৫
চারয়ন্তঃ মহাবীৰ্য্যঃ গাশ্চ গোপবপুর্ধরম্ ।
কৃৎনস্ত জগতো গোপঃ কৃতং গোপকুমারকৈঃ
গরুড়ঞ্চ দদর্শোচ্চৈরন্তর্জানগতং হিজাঃ ।
কৃতচ্ছায়াং হরের্মুর্দ্ধি পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঞ্জবম্ ॥
অবকৃষ্ণ স নাগেন্দ্রাদেকান্তে মধুসূদনম্ ।
শক্রঃ সন্মিতমাহেদং প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ শৃণুহেদং যদর্থমহমাগতঃ ।
ত্বৎসমীপং মহাবাহো নতচ্চিত্ত্যং ত্বয়ান্তথা ॥
ভারাবতরণার্থীয় পৃথিব্যাঃ পৃথিবীতলম্ ।
অবতীর্ণোহখিলাধারস্তমেব পরমেশ্বর ॥ ৩০
মহত্তঙ্গবিক্রন্ধেন যয়া গোকুলনাশকাঃ ।

করিলেন । ১৪—২৩ । ব্যাস বলিলেন,
—গোবর্ধন শৈলের ধারণে, এবং গোকুলের
পরিজ্ঞানে, পাকশাসনও কৃষ্ণের দর্শনে
অভিলাষী হইলেন । সেই অমিত্রজিৎ
জিহ্বাধিপতি ঐরাবত মহা হস্তীতে আরো-
হণ করত গোবর্ধনগিরিতে আগমন
করিয়া দেখিলেন, সমগ্র জগতের রক্ষক
মহাবীৰ্য্য কৃষ্ণ গোপকুমারগণে পরিবৃত হইয়া
গোপবপু ধারণপূর্বক গোচারণ করিতেছেন ।
হে হিজগণ । তিনি দেখিলেন, পক্ষিপুঞ্জব
গরুড় উচ্চৈর্ভিত্তি ধাকিয়া পক্ষদ্বয় বিস্তার
দ্বারা সেই হরির মস্তকে ছায়া করিয়া রহিয়া-
ছেন । শক্র নাগেন্দ্র হইতে অবতরণপূর্বক
সেই মধুসূদনকে একান্তে প্রীতিবিস্ফারিত-
নেত্রে সন্মিতভাবে বলিলেন,—কৃষ্ণ, হে মহা-
বাহো কৃষ্ণ ! আমি যে নিমিত্ত তোমার নিকটে
আসিয়াছি, এই তাহা শ্রবণ কর, ইহাতে
তুমি অন্তরূপ কিছুই ভাবিও না । হে
পরমেশ্বর ! তুমিই অখিলাধার ;—পৃথিবীর
ভারাবতারণার্থ পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হই-

সমাদিষ্টা মহামেঘাষ্টৈশ্চৈতৎকদনং কৃতম্ ॥ ৩১

জাতাস্তাপাস্বয়া গাবঃ সমুৎপাটা মহাগিরির্ম্ ।
ভেনাহং ভোষিতো বীর কৰ্ম্মণাত্যতুভেন তে
সাধিতং কৃষ্ণ দেবানামদ্য মন্ত্রে প্রয়োজনম্ ।
ত্বয়ামদ্রিপ্রবরঃ করেণৈকেন চোদ্ধতঃ ॥ ৩৩
গোভিষ্চ নোদিতঃ কৃষ্ণ ত্বৎসমীপমিহাগতঃ ।
ত্বয়া জাতাভিরত্যর্থং যুগ্মং কারণকারণাৎ ॥ ৩৪
স ত্বাং কৃষ্ণাভিষেক্যামি গবাং বাক্যপ্রচোদিতঃ
উপেন্দ্রহে গবামিন্দ্রো গোবিন্দস্তং ভবিষ্যসি

ব্যাস উবাচ ।

অখোপবাহাদাদায় ঘণ্টামৈরাবতাদগজাৎ ।
অভিষেকং তয়া চক্রে পবিত্রজলপূর্ণয়া ॥ ১৬
ক্রিয়মাণেহভিষেকে তু গাবঃ কৃষ্ণস্ত তৎক্ষণাৎ
প্রস্রবোদ্ধুতত্বাক্ষাৎ সদ্যশ্চকুর্বনুজরাম্ ॥ ৩৭
অভিষিচ্য গবাং বাক্যাদেবেন্দ্রো বৈ জনার্দনম্
প্রীত্যা সপ্রশ্রয়ং কৃষ্ণং পুনরাহ শচীপতিঃ ॥ ৩৮

যাছ । আমার উৎসব ভঙ্গ হওয়ায় আমি
বিরূপ হইয়া গোকুলনাশার্থ মহামেঘদিগকে
আদেশ করিয়াছিলাম । তাহারাই অত্যাচার
করিয়াছে ; কিন্তু হে বীর ! তুমি মহাগিরি
সমুৎপাটনপূর্বক সেই অত্যাচার হইতে গো-
সকলকে পরিজ্ঞান করিয়াছ । তোমার সেই
অত্যদুত কন্ঠে আমি যারপর নাই ভুট্ট
হইয়াছি । আমার মনে হয়, দেবগণের প্রয়ো-
জন অত্যাচার হইয়াছে । তুমি এককরে
এই অদ্রি প্রবরকে উদ্ধৃত করিয়াছ । হে কৃষ্ণ !
তোমা কর্তৃক পরিজ্ঞাত গোগণ প্রণো-
দিত হইয়া আমি এখানে তোমার সমীপে
আসিয়াছি । তোমার ভাবী কর্তব্য কার্যের
সৌকর্য্য নিমিত্ত গোগণের বাক্যদ্বারা
আমি তোমাকে উপেন্দ্রহে এবং গোগণের
ইন্দ্রহে অভিষেক করিব । হে কৃষ্ণ ! তুমি
গোবিন্দ হইবে । ব্যাস বলিলেন,—ইন্দ্র
এই বলিয়া তদীয় বাহন ঐরাবত
হইতে ঘণ্টা ও পবিত্র জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ-
পূর্বক তাহা দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করি-
লেন । কৃষ্ণ অভিষিক্ত হইলে গাতীগণ

ইন্দ্র উবাচ ।

গবামেতৎকৃতং বাক্যাস্তথাশ্রুতপি মে শৃণু ।
যদ্ব্যবীমি মহাভাগ ভাৰাবতরণেচ্ছয়া ॥ ৩৯
যমাংশঃ পুরুষব্যাত্রঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীধর ।
অবতীর্ণোহর্জুনো নাম স রক্ষ্যো ভবতা সদা
ভাৰাবতরণে সখ্যং স তে বীরঃ করিষ্যতি ।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথাশ্রা মধুসূদন ॥ ৪১

শ্রীভগবানুবাচ ।

জানামি ভারতে বংশে জাতং পার্থং তবাংশতঃ
তমহং পালয়িষ্যামি যাবদস্মি মহীতলে ॥ ৪২
যাবদ্যমহীতলে শত্রু হ্যাস্তাম্যাহমস্মিন্দম ।
ন তাবদর্জুনঃ কশ্চিদেবেন্দ্র যুধি জেয্যতি ॥ ৪৩
কংসো নাম মহাবাহুর্দৈত্যোহরিষ্টস্তথা পরঃ ।
কেশী কুবলয়াপীড়ো নরকাদ্যাস্তথাপরে ॥ ৪৪
হতেষু তেষু দেবেন্দ্র ভাবিষ্যতি মহাহবঃ ।

তৎকণাৎ তুচ্ছ করণপূর্বক বসুন্ধরাকে
আজ্ঞা করিল । ২৪—৩৮ । শচীপতি দেবেন্দ্র
গোসকলের বাক্যানুসারে জনার্দনের অভি-
ষেক নিষ্পাদন করিয়া সবিনয়ে পুনরায়
কৃষ্ণকে কহিলেন,—গো সকলের বাক্যানু-
সারে আমি ইহা করিলাম । আমার অশ্রু
কথাও শ্রবণ কর । হে মহাভাগ ! ইহা আমি
ভাৰাবতরণেচ্ছায় বলিতেছি । হে পৃথিবীধর !
পৃথিবীতে আমার অংশ পুরুষব্যাত্র অর্জুন-
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছে । আপনি তাহাকে
সর্বদা রক্ষা করিবেন । সেই বীর আপ-
নার ভাৰাবতরণ কার্যে সহায়তা করিবে ।
হে মধুসূদন ! তোমার নিজের আশ্রয় স্থায়
তাহাকে রক্ষা করা কর্তব্য । শ্রীভগবানু
বলিলেন,—ভারতবংশে তোমার অংশে উৎ-
পন্ন পার্থকে আমি জানি । সে যাবৎ কাল
মহীতলে থাকিবে, তাবৎ কাল আমি তাহাকে
পালন করিব । হে অস্মিন্দম, দেবেন্দ্র শত্রু !
আমি যাবৎ পৃথিবীতে থাকিব, তাবৎ
অর্জুনকে যুদ্ধে কেহ জয় করিতে পারিবে
না । মহাবাহু কংস নামক দৈত্য এবং
অরিষ্ট, কেশী, কুবলয়াপীড় ও নরকাদি

তত্র বিদ্ধি সহস্রাক ভাৰাবতরণং কৃতম্ ॥ ৪৫
স ত্বং গচ্ছ ন সন্তাপং পুত্রার্থে কর্তুমর্হসি ।
নার্জুনস্ত রিপুঃ কশ্চিন্নমাগ্রে প্রভবিষ্যতি ॥ ৪৬
অর্জুনার্থে ত্বহং সর্বান যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।
নিবৃন্তে ভারতে যুদ্ধে কুন্তীয়া দাস্তামি বিকৃতান্
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুতঃ সম্পরিষজ্য দেবরাজো জনার্দনম্ ।
আকুর্হৈরাবতং নাগং পুনরেব দিবং যযৌ ॥ ৪৭
কৃষ্ণোহপি সহিতো গোভির্গোপালৈশ্চ পুনর্জজম্
আজগামাথ গোপীনাং দৃষ্টিপুতেন বর্ষনাম্ ॥ ৪৮
ইতি শ্রীভাষ্যে বালচরিতে গোবিন্দাভিষেক-
বর্ণনমষ্টাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৮ ॥

অস্তান্ত অসুরগণ নিহত হইলে, একটি
মহাযুদ্ধ হইবে । হে সহস্রাক দেবেন্দ্র ! সেই
যুদ্ধেই ভাৰাবতরণ করা হইবে । ইহা তুমি
অবগত হও । অতএব তুমি যাও, পুত্রের
জন্ম সন্তাপ করিও না ; আমার সাক্ষাতে
কোন রিপুই প্রভাব লাভ করিবে না ।
অর্জুনের জন্মই আমি সেই ভারতযুদ্ধ
নিবৃত্ত হইলে যুধিষ্ঠিরপুরঃসর সেই ভ্রাতৃগণকে
অক্ষতদেহে কুন্তীর হস্তে প্রদান করিব ।
ব্যাস বলিলেন,—দেবরাজ এইরূপ উক্ত
হইয়া জনার্দনকে আলিঙ্গনপূর্বক ঐরাবত
নাগে আরোহণ করিয়া পুনরায় ত্র্যলোকে
গমন করিলেন । কৃষ্ণ গো ও গোপালগণে
পরিবৃত্ত হইয়া গোপীদিগের দৃষ্টিপুত পথে
পুনরায় ব্রজধামে আগমন করিলেন ।
৩৯—৪৯ ।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৮ ।

একোনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

গতে শক্রে তু গোপালাঃ কৃষ্ণমক্ৰিষ্টকারিণম্
উচুঃ শ্রীত্যা ধৃতঃ দৃষ্টা তেন গোবর্জনাচলম্ ॥ ১

গোপা উচুঃ ।

বয়মস্মাদ্ভাগ ভবতো মহতো ভয়াৎ ।
গাবন্ত ভবতা জাতা গিরিধারণকর্ণণা ॥ ২
বালকীভেষ্মতুলা গোপালদ্বং জুগুপ্সিতম্ ।
দিব্য কৰ্ম ভবতঃ কিমেতস্তাত কথ্যতাম্ ॥ ৩
কালিয়ো দমিতস্তোরে প্রলম্বো বিনিপাতিতঃ ।
ধৃতো গোবর্জনচায়ঃ শক্তিতানি মনাংসি নঃ ॥ ৪
সত্যং সত্যং হরেঃ পাদৌ শ্রীমোহমিতবিক্রম
বধা স্বর্ঘ্যমালোক্য ন জাং মস্তামহে নরম্ ॥ ৫
দেবো বা দানবো বা হং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা
কিং চান্মাকং বিচারেণ বাক্ববোহন্তি

নমোহন্ত তে ॥ ৬

শ্রীতিঃ সত্বীকুমারস্ত ব্রজস্ত তব কেশব ।

উননবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—গোবর্জনগিরি ধারণ
দর্শনে শ্রীতচেতা গোপালেরা শক্রে গমন
করিলে পর শ্রীতিসহকারে অক্ৰিষ্টকারী
কৃষ্ণকে বলিল,—হে মহাভাগ! তোমার
গিরিধারণ কর্ণে এই মহাভয় হইতে আমরা
এবং গোপগণ তোমা কর্তৃক পরিজ্ঞান পাই-
য়াছি। তোমার এই অতুল্য বালকীড়া,
এই জুগুপ্সিত গোপালদ্বং এবং দিব্য কৰ্ম—
এ সকল কি? তাত! ইহা বল। কালি-
য়ের দমন, প্রলম্বের নিপাতন, এই গোব-
র্জনের ধারণ, ইহাতে আমাদের মন
শক্তি হইয়াছে। আমরা সত্য সত্যই
ইন্দ্ৰের পদাশ্রয়ে বাস করি; কিন্তু তোমার
বীৰ্য্যবল বিলোকন করিয়া তোমাকে আমরা
নর বলিয়া মনে করি না। তুমি দেব,
দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব যাহাই হও, সে বিচারে
আমাদিগের কি প্রয়োজন? তুমি আমাদের
বাক্বব; তোমাকে নমস্কার। হে কেশব।

কৰ্ম চেনমশক্যঃ যৎ সমন্তৈশ্চিদৈশ্বর্যপি ॥ ৭

বালভুং চাতিবীৰ্য্যঞ্চ জন্ম চান্মাশ্বশোভনম্ ।

চিন্ত্যমানমমেয়াশ্বান্ শক্ভাঃ কৃষ্ণ প্রযচ্ছতি ॥ ৮

ব্যাস উবাচ ।

কণঃ তুয়া অসৌ তুফীঃ কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপবান্
ইত্যেবমুক্তস্তৈর্গোপৈরাহ কৃষ্ণে বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

মৎসদ্বন্ধেন বো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে ।
শ্রাঘ্যো বাহঃ ততঃ কিংবো বিচারেণ প্রয়োজনম্
যদি বোহন্তি ময়ি শ্রীতিঃ শ্রাঘ্যোহহং

ভবতাং যদি ।

তদকা বহুসদৃশী বাক্ববাঃ ক্রিয়তাং ময়ি ॥ ১১

নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ ।

অহং বো বাক্ববোজাতো নাতিচিন্ত্যমতোহন্তম্

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা হরের্বাক্যঃ বদ্ধমৌনাস্ততো বলম্ ।

যযুর্গোপা মহাভাগাস্তান্মিন্ প্রণয়কোপিনি ॥ ১৩

শ্রীবালকাদি সমগ্র ব্রজের প্রতি তোমার এই
শ্রীতি ও সমস্ত ত্রিদশবর্গেরও অশক্য এই
কৰ্ম এবং বালভু, অতিশয় বীৰ্য্য ও আশা-
দের অযোগ্য কুলে তোমার জন্ম, হে
অমেয়াশ্বান্, কৃষ্ণ! এ সকল চিন্তা করি-
লেই আমাদের শক্ভা উৎপন্ন হয়।
ব্যাস বলিলেন,—হে বিজ্ঞোক্তমগণ!
এইরূপ উক্ত হইয়া সেই কৃষ্ণ কণ-
কাল মোনে থাকিয়া কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপ
সহকারে বলিলেন,—গোপগণ! আমার
সহিত সন্ধুহেতু যদি তোমাদিগের লজ্জা
না জন্মে, কিহা আমি শ্রাঘ্য হই, তবে
তোমাদিগের আমার বিষয়ে বিচার করিবার
প্রয়োজন কি? আমি দেবতা নয়, গন্ধর্ব্ব
নয়, যক্ষ নয়, দানবও নয়; আমি তোমাদের
বাক্বব জন্মিয়াছি; ইহাতে অন্তরূপ ভাবনা
করিও না। ১—১২। ব্যাস বলিলেন,
—হে মহাভাগগণ! হরির এই বাক্য শুনিয়া
গোপালেরা মৌনাবলম্বন করিল; পরে
কৃষ্ণকে প্রণয়কোপ সম্বন্ধিত জ্ঞান করিয়া

কৃষ্ণঃ বিমলঃ ব্যোম শরচ্ছত্রস্ত চন্দ্রিকাম্ ।
 তথা কুমুদিনীঃ ফুল্যামোদিতদিগন্তরাম্ ॥১৪
 বনরাজীঃ তথা কুজদ্বন্দ্বমানামনোরমাম্ ।
 বিলোক্য সহ গোপীভির্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি
 সহ ব্রাহ্মণে মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্ ।
 জগৌ কমলপাদোৎসৌ নাম তত্র কৃতব্রতঃ ॥১৬
 রম্যঃ গীতধ্বনিঃ শ্রদ্ধা সন্ত্যজ্যাবসখাঃ স্তদা ।
 আজয়ুধরিতা গোপেণ যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥
 শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কাচিস্তস্ত পদাঙ্গুগা ।
 দস্তাবধানা কাচিচ্চ তমেব যনসাম্মরৎ ॥ ১৮
 কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি চোক্তু লজ্জামুপায়যৌ
 যযৌ চ কাচিৎ প্রেমাচ্ছা তৎপার্ষ্মবিলজ্জিতা ॥
 কাচিদাবসথস্তাতঃ স্থিতা দৃষ্টা বহির্গুরুম্ ।
 তদ্বয়দ্বেন গোবিন্দং দধৌ মালিতলোচনা ॥২০
 গোপীপরিবৃত্তো রাজিঃ শরচ্ছত্রমনোরমাম্ ।

বনরামের সমীপে গমন করিল। কৃষ্ণ
 সেই বিমল ব্যোমতল, শরচ্ছত্রের চন্দ্রিকা,
 ঘাহার গন্ধে দিগন্তর আমোদিত হই-
 তেছে তাদৃশী ফুল্য কুমুদিনী, এবং
 কুজকুজনে মনোহরা বনরাজী দর্শনে
 গোপীগণ সহ রতি করিতে অভিলাষ করি-
 লেন। সঙ্গীতে সুশিক্ষিত কমলপাদ কৃষ্ণ,
 রামের সহিত মিলিত হইয়া তথায় অতীব
 মধুর স্বরে বনিতাপ্রিয় গান করিতে লাগি-
 লেন। তখন গোপীগণ সেই রম্য গীতধ্বনি
 শুনিয়া আবাস পরিত্যাগপূর্বক ভ্রমিতগতিতে
 যেখানে মধুসূদন অবস্থান করিতেছিলেন,
 তথায় আগমন করিল। কোনও গোপী তাঁহার
 স্বরে স্বর মিলাইয়া শনৈঃ শনৈঃ গাহিতে
 লাগিল। কেহ বা দস্তাবধানা হইয়া মনে মনে
 তাঁহাকেই স্মরণ করিতে লাগিল। কেহ
 বা ‘কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,’ বলিয়া লজ্জিতা হইল;
 কোনও প্রেমাচ্ছা গোপী লজ্জাহীনা হইয়া
 তাঁহার পার্শ্বে যাইল। কেহ বাটীর বাহির
 হইয়া গুরুজনদর্শনে সেখানে থাকিয়াই
 নিমীষিতনেত্রে তদ্বয়চিস্তে গোবিন্দকে
 ধ্যান করিতে লাগিল। ১৩—২১। রাসারম্ভ-

মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ ॥২১
 গোপ্যচ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাত্যায়ন্তমূর্তয়ঃ ।
 অন্তদেশগতে কৃষ্ণে চেক্ষুর্নন্দাবনান্তরম্ ॥ ২২
 বভ্রুমস্তান্ততো গোপ্যঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ।
 কৃষ্ণস্ত চরণং রাজৌ দৃষ্টা বৃন্দাবনে স্থিতাঃ ॥২৩
 এবং নানাপ্রকারানু কৃষ্ণচেষ্টানু তানু চ ।
 গোপেণ ব্যগ্রাঃ সমং চেক্ষু রম্যঃ বৃন্দাবনং বনম্
 নিবৃত্তান্তান্ততো গোপেণ নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে
 যমুনাতীরমাগম্য জন্তুস্তচ্চরিতং স্থিতাঃ ॥ ২৫
 ততো দদৃশুঃ সারাস্তং বিকাশিমুখপঙ্কজম্ ।
 গোপ্যৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্
 কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়াস্তমতিহর্ষিতা ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহোৎফুল্লবিলোচনা ॥
 কাচিদ্রুতঙ্গুরং কৃত্বা ললাটকলকং হরিম্ ।
 বিলোকা নেত্রভ্রুজাত্যাং পপৌ তনুখপঙ্কজম্ ॥

রসে উৎসুক গোবিন্দ গোপীগণে পরিবৃত্ত
 হইয়া সেই শরচ্ছত্রমনোরমা রাজিকে
 সম্মানিত করিলেন। কৃষ্ণ একবার স্থানা-
 স্তরে গমন করিলে কৃষ্ণের চেষ্টায় আয়ত-
 মূর্তি গোপীগণ দলবদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনের নানা-
 স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। হে বিজ-
 গণ! অনন্তর সেই কৃষ্ণদর্শনলালস গোপী-
 গণ সেই রাজিকালে বৃন্দাবনে কোনও স্থানে
 কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন দর্শনে নানা স্থানে ভ্রমণ
 করিতে লাগিল। কৃষ্ণের উক্ত প্রকার বিবিধ
 চেষ্টা দর্শন করত ব্যগ্রচিত্তে সেই গোপীরা
 মিলিত হইয়া রমণীয় বৃন্দাবন-বনে বিচরণ
 করিয়া পরে কৃষ্ণদর্শন বিষয়ে নিরাশ হইয়া
 যমুনাতীরে সমাগমপূর্বক—হে বিজগণ!
 তাঁহার ভ্রমিতগানে প্রবৃত্ত হইল। পরে সেই
 গোপীরা দেখিল,—জৈলোক্যগোপ্তা, অক্লিষ্ট-
 কৰ্ম্মা প্রফুল্লমুখপঙ্কজ কৃষ্ণ আসিতেছেন। তখন
 গোবিন্দকে আগমন করিতে দেখিয়া কোনও
 গোপী অতি হর্ষে উৎফুল্ললোচনে “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,
 কৃষ্ণ!” ইহা বলিল; কেহ সেই হরিকে
 ভ্রুতঙ্গুর ললাটকলকে বিলোকনপূর্বক
 নেত্র-ভ্রুজ দ্বারা তদীয় মুখপঙ্কজ গান করিতে

কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিতবিলোচনা ।
তন্তেব রূপং ধ্যানস্তী যোগাক্রুত্বে সা বভৌ ॥
ততঃকাঞ্চিৎ প্রিয়ালোপৈঃকাঞ্চিদ্রুতজবৌকিতৈঃ
নিষ্ঠেহম্মনম্মাশ্চ করম্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৩০
তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্ ।
ররাম রাসগোষ্ঠীভিক্দারচরিতো হরিঃ ॥ ৩১
রাসমণ্ডলবন্ধোহপি কৃষ্ণপার্শ্বমন্দগতঃ ।
গোপীজনো ন চৈবাত্তদেকস্থানস্থিরাশ্রয়না ॥ ৩২
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলম্
চকার চ করম্পর্শনিমীলিতদৃশং হরিঃ ॥ ৩৩
ততঃ প্রববুতে রম্যা চলদ্বলয়নিস্বনৈঃ ।
অম্মুযাতশরৎকাব্যগেয়গীতিরম্মুক্রমাৎ ॥ ৩৪
কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কোমুদীকুমুদাকরম্ ।
জগৌ গোপীজনস্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ ॥
পরিতৃপ্তা শ্রমেণৈকা চলদ্বলয়তাপিনী ।
দদৌ বাহুলতাং স্বক্কে গোপী মধুব্যাধিনঃ ॥

লাগিল। কেহ বা গোবিন্দকে অবলোকন-
পূর্বক নিমীলিত-লোচনে তাঁহার রূপ ধ্যান
করত যোগাক্রুত্বে প্রতিভাত হইল। পরে
মাধব কোন গোপীকে প্রিয়ালোপে, কাহা-
কেও বা দ্রুতজবৌকিতৈ ও অন্তান্ত গোপীকে
করম্পর্শে অম্মুনীত করিলেন। পরে সেই
উদারচরিত হরি সাদরে সেই প্রসন্নচিত্ত
গোপীদিগের সহিত রাসগোষ্ঠীতে রমণ-
পরায়ণ হইলেন। সেই গোপীরা রাস-
মণ্ডলে মিলিত হইয়াও কৃষ্ণের পার্শ্বে
অবস্থান-মানসে এক স্থানে স্থির থাকিতে
পারিল না। হরি, করম্পর্শস্থিতে নিমীলিত-
নেত্রা গোপীদিগকে হস্তে ধারণপূর্বক এক
এক করিয়া রাসমণ্ডল রচনা করিলেন।
পরে গোপীদিগের চঞ্চল বলয়শব্দের
সহিত অম্মুগত গানযোগ্য শরদ্বর্ণনমূলক
গানযোগ্য গীত যথাক্রমে প্রবৃত্ত হইল।
পরে কৃষ্ণ সেই কোমুদী-কুমুদাকর শর-
চ্চন্দ্রের বর্ণনাত্মক গান করিলেন। কোন
গোপী পুনঃপুনঃ কৃষ্ণনাম গান করিতে
লাগিল। কোনও গোপী শ্রমবশতঃ ক্লান্ত

কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহঃ পরিতৃপ্ত্য চুচুহ তম্ ।
গোপীংগীতভ্যতিব্যাজনিপুণা মধুসূদনম্ ॥ ৩৭
গোপীকপোলসংস্পর্শমতিপত্ত হরের্ভুজৌ ।
পুলকোদগমশস্ত্রায় শ্বেদাস্থঘনতাং গতৌ ॥ ৩৮
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণে যাবন্তারতরধ্বনিঃ ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবন্তা দ্বিগুণং জগুঃ ॥
গতেহম্মগমনং চক্লুশ্চলনে সম্মুখং যযুঃ ।
প্রতিলোমাম্মলোমেন ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্ ॥
স তদা সহ গোপীভৌ ররাম মধুসূদনঃ ।
স বর্ষকোটি প্রতিমং ক্ষণন্তেন বিনাভবৎ ॥ ৪১
তা বাধ্যমাণাঃ পিতৃভিঃ পতিভির্ভ্রাতৃভিস্তথা
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥
সোহপি কৈশোরকবয়া মানয়ন্মধুসূদনঃ ।

হইয়া চঞ্চল বলয়তাপযুতা বাহুলতা মধু-
ঘাতীর স্বক্কে বিস্তৃত করিল। গীতভ্যতি-
ব্যাজে নিপুণা কোনও গোপী সেই মধু-
সূদনকে বাহুবিলাসে আলিঙ্গনপূর্বক চুষন
করিল। সেই গোপীর কপোল-সংস্পর্শ
লাভ করিয়া হরির ভুজদ্বয় পুলকরূপ
শস্ত্রোদগমের নিমিত্ত শ্বেদাস্থবর্ষা মেঘত্ব
প্রাপ্ত হইল। ২১—৩৮। ক্রমে কৃষ্ণ যখন
তারতর স্বরে রাসগীত গাহিতে লাগিলেন,
গোপীরাও তখন দ্বিগুণ স্বরে “সাধু কৃষ্ণ, সাধু”
এই কথাই গাহিতে আরম্ভ করিল। সেই
গোপাঙ্গনারা গমনে অম্মুগমন ও চলনে সম্মুখ-
গমন এইরূপে প্রতি লোম অম্মুলোম ক্রমে
হরিকে ভজনা করিতে লাগিল। মধুসূদন
সেই গোপীগণ সহ এই ভাবে থাকিয়া সহসা
বিদারতৎপর হইলেন। তাঁহার অভাবে
গোপীদিগের পক্ষে তখন একটা ক্ষণও
বৎসর প্রমাণ বোধ হইতে লাগিল। সেই
রতিপ্রিয়া গোপাঙ্গনারা পিতৃগণ, পতিগণ ও
ভ্রাতৃগণ কর্তৃক বাধ্যমাণ হইয়াও প্রতি-
রাত্রে কৃষ্ণ সহ বিহার করিত। অহিত-কয়-
কারী অমেয়াশ্রা কিশোরবয়স্ক কেশবও
সন্মান সহকারে তাহাদিগের সহিত রাত্রে
রাত্রে বিহার করিতেন। সেই ঈশ্বর

যেমে তাত্তিরমেয়াস্মা কপাসু কপিতাহিতঃ ।
 তত্ৰুত্থ তথা তাসু সৰ্বভূতেষু চেত্বরঃ ।
 আশ্বক্ষরপুরুষোহসৌ ব্যাপ্য সৰ্বমবস্থিতঃ ॥৪৪
 বধা সমস্তভূতেষু নতোহগ্নিঃ পৃথিবী জলম্ ।
 বায়ুশাশ্বা তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সৰ্বমবস্থিতঃ ॥৪৫
 ব্যাস উবাচ ।

প্রদোষার্কে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দনে ।
 জাসন্ন সমদো গোষ্ঠানরিষ্টঃ সমুপাগতঃ ॥ ৪৬
 সতোষতোষদাকারস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গোহর্কলোচনঃ ।
 খুরাগ্রপাটৈরত্যর্থঃ দারয়ন্ ধরণীতলম্ ॥ ৪৭
 লেলিহানঃ সনিষ্পেষঃ জিহ্বায়োষ্ঠৌ পুনঃপুনঃ ।
 সংরক্তাক্ষিপুলাঙ্গুলঃ কপিলকঙ্কবন্ধুরঃ ॥ ৪৮
 উদগ্রকবুদাতোগঃ প্রমাণাদুরতিক্রমঃ ।
 বিখুজালিপ্তপৃষ্ঠাক্ষৌ গবামুদ্বৈগকারকঃ ॥ ৪৯
 প্রলম্বকণ্ঠোহভিমুখস্তরুঘাতাক্ষিতাননঃ ।
 পাতয়ন্ স গবাং গর্ভান দৈত্যো বৃষভরূপধৃক্ ॥

তাহাদিগের পতিগণে ও সেই গোপীগণে
 সৰ্বভূতেই আশ্বক্ষরপে সমস্ত ব্যাপিয়া অব-
 স্থিত ছিলেন। আকাশ, অগ্নি, জল, পৃথিবী
 ও বায়ু ইহারা যেমন সৰ্বভূত ব্যাপিয়া
 বর্তমান, সেই আশ্বা কৃষ্ণ ও তজ্রপ সমস্ত
 ব্যাপিয়া বিরাজিত ছিলেন। ৩৯—৪৫। একদা
 অর্করাজে জনার্দন রাসাসক্ত হইলে গোষ্ঠের
 জাস উৎপাদন করত অরিষ্টাসুর সমুপাগত
 হইল। তাহার আকার সতোষ তোষদ-
 তুল্য। শৃঙ্গদ্বয় তীক্ষ্ণ, নয়নযুগল স্বর্ঘ্যসম
 সমুজ্জ্বল। তাহার খুরাগ্রপাতে ধরণীতল
 অতিমাত্র বিদারিত হইতেছিল। জিহ্বা
 ষায়া পুনঃপুনঃ ওষ্ঠদ্বয় লেহনের শব্দ হইতে-
 ছিল। সে কোপ বশতঃ লাঙ্গুল বিক্লেপ
 করিতেছিল। তাহার কঙ্কদেশ কপিলবর্ণ
 ও বন্ধুর, গুল ককুৎ উন্নত; প্রমাণ দুরতি-
 ক্রম; তাহার পৃষ্ঠ ও অন্তান্ত অঙ্গ বিষ্টামুত্র
 দ্বারা লিপ্ত থাকিত। বৃষভরূপধারী গো-
 গণের উদ্বৈগকারী সেই দৈত্য প্রলম্বকণ্ঠ ও
 অভিমুখ বৃকের আঘাতে অক্সিতানন ছিল।
 সেই হুর্ঘতি সতত গাভীগণের গর্ভ-পাতন

হৃদয়ঃস্তরসা সর্বান বনান্তটিতি যঃ সদা ॥ ৫০
 ততস্তমতিঘোরাক্ষমবেক্ষ্যতিভয়াতুরাঃ ।
 গোপা গোপদ্বিরশ্চৈব কৃষ্ণকৃষ্ণেতি চুক্রুতঃ ॥৫১
 সিংহনাদং ততশ্চক্রে তলশব্দঞ্চ কেশবঃ ।
 তচ্ছব্দশ্রবণাচ্চাসৌ দামোদরমুখং যযৌ ॥ ৫২
 অগ্রান্তস্তবিষাণাগ্রঃ কৃষ্ণকৃষ্ণিকৃতেক্ষণঃ ।
 অত্যধাবত দৃষ্টো দৈত্যো বৃষভরূপধৃক্ ॥ ৫৩
 আয়াস্তং দৈত্যবৃষভং দৃষ্টা কৃষ্ণে মহাবলম্ ।
 ন চচাল ততঃ স্থানাদবজ্ঞান্নিতলীলয়া ॥ ৫৪
 আসন্নকৈব জগ্রাহ গ্রাহবন্মধুহৃদনঃ ।
 জঘান জাহ্ননা কৃষ্ণৌ বিষাণগ্রহণাচলম্ ॥ ৫৫
 তস্ত দর্পবলং হত্বা গৃহীতস্ত বিষাণয়োঃ ।
 আপীড়য়দরিষ্টেস্ত কণ্ঠং ক্রিন্নমিবাশ্বরম্ ॥ ৫৬
 উৎপাট্য শৃঙ্গমেকঞ্চ তেনৈবাতাড়য়ত্ততঃ ।
 মমার স মহাদৈত্যো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন ॥ ৫৭

ও বর্ঘ্যবশে সর্ব জীবের বিনাশ সাধন
 করত বনে বনে ভ্রমণ করিত। পরে অতি
 ঘোরাক্ষ সেই অশুরকে দেখিয়া গোপেরা
 ও গোপনারীরা ভয়াতুর হইয়া “কৃষ্ণ কৃষ্ণ”
 বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা
 শুনিয়া কেশব সিংহনাদ ও তল-শব্দ করি-
 লেন। সেই শব্দ শ্রবণে উক্ত দৈত্য
 দামোদরের অভিমুখে চলিল। বৃষরূপধারী
 সেই দুরাশ্বা দৈত্য অগ্রভাগে বিষাণাগ্র
 বিভাসপূর্বক কৃষ্ণের কৃষ্ণ লক্ষ্য করিয়া
 ধাবিত হইল। কৃষ্ণ সেই মহাবল দৈত্য
 বৃষভকে আসিতে দেখিয়াও অবজ্ঞা বশতঃ
 স্মিতমুখে লীলাসহকারে অবস্থিত রহিলেন;
 সে স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। সে
 সমীপাগত হইলে মধুহৃদন গ্রাহবৎ গ্রহণ-
 পূর্বক বিষাণ ধারণে অচল সেই দৈত্যকে
 কৃষ্ণদেশে জাহ্ন দ্বারা আঘাত করিলেন।
 পরে বিষাণ গ্রহণে তাহার বলদর্প বিনাশ
 করিয়া সেই অরিষ্টকে আর্জবশ্ববৎ কণ্ঠদেশে
 নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। তারপর
 তাহার একটি শৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক তদ্বারাই
 তাহাকে আঘাত করিতে থাকিলে সেই

তুষ্টিনিহতে তস্মিন্ গোপা দৈত্যে জনাৰ্দ্ধনম্ ।
জতে হতে সহস্রাকং পুরা দেবগণা যথা ॥ ৮৫
ইতি জীৱাক্ষেহরিষ্টবধ বর্ণনমেকোননবত্যা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯ ॥

নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ককুদ্ভিনি হতেহরিষ্টে ধেমুকে চ নিপাতিতে ।
প্রলম্বে নিধনং নীতে ধুতে গোবর্দ্ধনাচলে ॥ ১
দমিতে কালিয়ে নাগে ভগ্নে তুঙ্গক্রমদ্বয়ে ।
হত্যায়াং পুতনায়াঞ্চ শকটে পরিবর্তিতে ॥ ২
কংসায় নারদঃ প্রাহ যথাবৃত্তমনুক্রমাৎ ।
যশোদাদেবকীগর্ভপরিবর্তাদ্যশেষতঃ ॥ ৩
ঋহা তৎসকলং কংসো নারদাদেবদর্শনাৎ ।
বসুদেবং প্রতি তদা কোপকক্রে স হৃষ্মতিঃ ॥

মহাদৈত্য মুখ দ্বারা শোণিত বমন করিতে
করিতে মরিয়া গেল । সেই দৈত্য নিহত
হইলে পর পুরাকালে জস্তাপুরের বিনাশান্তে
সহস্রাককে যেমন দেবগণ স্তব করিয়া-
ছিলেন, তদ্রূপ গোপগণ জনাৰ্দ্ধনকে স্তুতি
করিতে লাগিল । ৪৬—৫৮ ।

উননবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯৮ ।

নবত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস বলিলেন,—ককুদ্ভান্ অরিষ্ট
নিহত, ধেমুক নিপাতিত, প্রলম্বে নিধনপ্রাপ্ত,
গোবর্দ্ধনাচল ধুত, কালিয় নাগ দমিত,
অত্যাচ্চ যমলার্জুন ক্রমদ্বয় ভগ্ন, পুতনা হত,
এবং শকট পরিবর্তিত হইলে নারদ কংসকে
দেবকীর গর্ভ-পরিবর্তনাদি বিবরণক্রম
যথায়থ নিবেদন করিলেন । সেই হৃষ্মতি
কংস, দেবদর্শন নারদের নিকট সেই
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তখন বসুদেবের প্রতি
কুপিত হইল । সে অতি কোপবশে

সোহতিকোপাত্তপালভ্য সৰ্ব্বযাদবসংসদি ।
জগর্হে যাদবাংশচাপি কার্য্যং চৈতদচিন্তয়ৎ ॥ ৫
যাবন্ন বলমাক্রুণে বলকৃষে শুবালকৌ ।
ভাবদেব ময়া বধ্যাবসাধৌ ক্রূর্যৌবনৌ ॥ ৬
চাপুরোহত্র মহাবীৰ্য্যো মুষ্টিকশ্চ মহাবলঃ ।
এতাভ্যাং মমযুদ্ধে ভৌ ঘাতয়িষ্যামি হৃষ্মনৌ ।
ধমুর্মহমহায়াগব্যাজেনানীয ভৌ ব্রজাৎ ।
তথা তথা করিষ্যামি যান্তৃতঃ সঙ্কময়ংযথা ॥ ৮

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যালোচ্য স হৃষ্টাশ্চা কংসো রামজনাৰ্দ্ধনৌ ।
হস্তং কৃতমতিবারমজুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯
কংস উবাচ ।

ভৌ ভৌ দানপতে বাক্যং ক্রিয়তাংপ্রীতয়ে মম
ইতঃ স্তন্দনমাক্রুহ গম্যতাং নন্দগোকুলম্ ॥ ১০
বসুদেবসুতো তত্র বিকোরংশসমুদ্ভবৌ ।
নাশায় কিল সমুদ্ভৌ মম হৃষ্টৌ প্রবর্তিতঃ ॥ ১১

সৰ্ব যাদব-সভাতে বসুদেবকে নিন্দাপূৰ্ব্বক
যাদবগণকেও নানারূপ গালাগালি করিল
এবং এইরূপ কর্তব্য চিন্তা করিল যে,—বল-
রাম ও কৃষ্ণ যাবৎ বলবান্ না হয়, তাবৎ
উহারা বালক থাকিতে থাকিতেই আমার
বধ করা বিধেয় ; যৌবনারুঢ় হইলে অসাধ্য
হইবে । এখানে মহাবীৰ্য্য চাপুর ও মহাবল
মুষ্টিক আছে ; ইহাদের দ্বারা মমযুদ্ধে সেই
হৃষ্মদ্বয়কে ঘাতিত করিব । ধমুর্মহ নামক
মহায়াগচ্ছলে উহাদিগকে ব্রজ হইতে
আনাইয়া যাহাতে উহারা সংকম্য প্রাপ্ত হয়,
তাহাই করিব । ১—৮ । ব্যাস বলিলেন,
—সেই হৃষ্টাশ্চা কংস রাম-জনাৰ্দ্ধনকে হনন
করিবার জন্য এইরূপ স্থির করিয়া বীর
অজুরকে এই কথা বলিল,—ওহে দানপতে !
আমার প্রীতি নিমিত্ত এই কার্য্য প্রতিপালন
কর । স্তন্দনে আরোহণ করিয়া এখান হইতে
নন্দগোকুলে যাও । আমার বিনাশের
জন্য বিষ্ণুর অংশে উৎপন্ন বসুদেবের
পুত্রদ্বয় সেখানে আছে । সেই হৃষ্টৌ

ধর্ম্মমহাযাগচতুর্দশাঃ ভবিষ্যতি ।

আনৈয়ো ভবতা তৌ তু মল্লমুদায় তত্র বৈ ॥ ১২

চাপুরমুষ্টিকৌ মল্লৌ নিযুক্তকুশলৌ মম ।

তাভ্যাং সহানয়োযুক্তঃ সর্বলোকোহুত পশুতু ॥

নাগঃ কুবলয়াপীড়ো মহামাজপ্রচোদিতঃ ।

স তৌ নিহন্ততে পাপৌ বসুদেবাজ্যজৌ শিশু

তৌ হত্যা বসুদেবঞ্চ নন্দগোপঞ্চ দুর্ন্যতিম্ ।

হনিষ্যে পিতরঞ্চৈব উগ্রসেনঞ্চ দুর্ন্যতিম্ ॥ ১৫

ততঃ সমস্তগোপানাং গোধনান্তখিলান্তহম্ ।

বিস্তং চাপহরিষ্যামি দুষ্টানাং মহধৈষিণাম্ ॥ ১৬

ত্বামুতে যাদবাস্তেমে দুষ্টা দানপতে মম ।

এতেষাঞ্চ বধায়াহং প্রযতিষ্যাম্যনুক্রমাৎ ॥ ১৭

ততো নিকটকং সর্বং রাজ্যমেতদযাদবম্ ।

প্রশাধিষ্যে ত্বয়া তস্মান্নংক্রীত্যা বীর গম্যতাম

যথা চ মাহিষং সর্পির্দধি চাপ্যুপহার্য্য বৈ ।

গোপাঃ সমানয়ন্ত্যাস্ত ত্বয়া বাচ্যাস্তথা তথা ॥ ১০

ক্রমেই বর্ণিত হইতেছে। আগামী চতুর্দশী দিনে ধর্ম্মমহাযাগ হইবে। মল্ল-
বুদ্ধের নিমিত্ত সেই যজ্ঞে তুমি তাহাদিগকে
আনয়ন কর। আমার চাপুর এবং মুষ্টিক
মল্লম্বয় বাহ্যুদে কুশল। তাহাদের সহিত
ইহাদের যুদ্ধ সর্বলোকে দেখুক। আমার
সেই কুবলয়াপীড় হস্তী মহামাজ-প্রেরিত
হইয়া বসুদেবসুত সেই পাপ শিশুদ্বয়কে
নিহত করিবে। তাহাদিগকে হত করিয়া
পরে দুর্ন্যতি বসুদেব ও নন্দগোপকে এবং
দুষ্ট পিতা উগ্রসেনকেও হত্যা করিব।
তাহার পর আমার বধাকাজ্ঞী দুষ্ট গোপ-
দের সমস্ত গোধন ও সকল বিস্ত্র অপহরণ
করিব। হে দানপতে! তুমি ব্যতীত এই
সকল যাদবেরাই মৎপ্রতি দুষ্ট-ভাবাপন্ন।
ইহাদিগের বধের জন্ত আমি ক্রমে প্রযত্ন
করিব, পরে এই সমগ্র রাজ্য নিকটক হইলে
তোমার সাহায্যে ইহা শাসন করিব।
অতএব হে বীর! আমার ক্রীতিনিমিত্ত তুমি
গমন কর। আর গোপেরা যাহাতে সমস্ত
উপদ্রোহনার্থ মাহিষ যুত দধি লইয়া আইসে,

বাস উবাচ ।

ইত্যাক্ষপুস্তদাকুরো মহাভাগবতো বিজাঃ ।

ক্রীতিমানভবৎকৃষ্ণঃ শোভক্যামীতি সঙ্ঘরঃ ॥ ২০

তথৈতু্যক্কা তু রাজানং রথমাক্রহ তৎকণম্ ।

নিশ্চক্রাম তদা পুৰ্যা মথুরায়্য মধুপ্রিয়ঃ ॥ ২১

কেশী চাপি বলোদগ্রঃ কংসদূতঃ প্রচোদিতঃ ।

কৃষ্ণস্ত নিধনাকাজ্ঞী বৃন্দাবনমুপাগমৎ ॥ ২২

স খুরকতভূপৃষ্ঠঃ শটাক্ষপধুতাশ্বদঃ ।

পুনবিক্রান্তচন্দ্রার্কমার্গে গোপান্তমাগমৎ ॥ ২৩

তস্ত হ্রেষিতশব্দেন গোপালা দৈত্যবাজিনঃ ।

গোপ্যশ্চ ভয়সংবিগ্না গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ২৪

জাহি জাহীতি গোবিন্দস্তেষাং ক্রহা তু তদ্রচঃ

সতোযজলদধ্বানগন্তীরমিদমুক্তবান্ ॥ ২৫

গোবিন্দ উবাচ ।

অলংক্রাসেন গোপালাঃ কেশিনঃকিং ভয়াতুরৈঃ

ভবন্তির্গোপজাতীরৈবৌরবৌধ্যং বিলোপ্যতে ॥

তুমি তাহাদিগকে সেইরূপ বলিও। ১—১২।

বাস বলিলেন—হে বিজগণ! মধুপ্রিয় মহা-
ভাগবত অকুর এইরূপ আদিষ্ট হইয়া
আগামী কল্য কৃষ্ণকে দেখিব ভাবিয়া ক্রীতি-
মান হইলেন এবং রাজাকে ‘তাহাই করি-
তেছি’ বলিয়া ত্বরা সহকারে তখনই রথা-
রোহণে সেই মথুরাপুরী হইতে নিজান্ত
হইলেন। এদিকে কংসদূত দ্বারা প্রণোদিত
হইয়া বলোদ্রুত কেশী দৈত্য কৃষ্ণের নিধন-
কাজ্যে বৃন্দাবনে উপগমন করিল। গোপা-
বাসে আগমনকালীন তাহার সুরাঘাতে কু-
পৃষ্ঠ কত-বিকৃত হইতেছিল, শটাক্ষপে
অশ্রুদগণ ইতস্তত বিক্লিষ্ট হইতেছিল এবং
বিক্রমে যেন চন্দ্রসূর্যের গমনপথও আক্রান্ত
হইয়াছিল। সেই অশ্রুপী দৈত্যের হ্রেষিত
শব্দে গোপাল ও গোপীরা ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া
গোবিন্দের শরণাগত হইল। গোবিন্দ
তাহাদিগের জাহি জাহি বাক্য শ্রবণে সজল-
জলদবৎ গন্তীরস্বরে এই কথা বলিলেন,—হে
গোপালগণ! জ্ঞাসের প্রয়োজন নাই। কেশীর
ভয়ে ভীত হইয়া তোমরা গোপজাতীর

কিমেনেনান্নসারেণ হ্রেষিতারোপকারিণা ।
 দৈতেয়কুলবাহেন বরতা হৃষ্টবাজিনা ॥ ২৭
 এষেহি হৃষ্ট কৃষ্ণোহহং পৃষত্বিব পিনাকধুক ।
 পাতয়িষ্যামি দশনান্ বদনাদখিলাংস্তব ॥ ২৮
 ব্যাস উবাচ ।
 ইত্যাশ্বা স তু গোবিন্দঃ কেশিনঃ সন্মুখং যযৌ
 বিবৃতান্তশ্চ সোহপ্যেনং দৈতেয়শ্চ উপাভবৎ ॥
 বাহ্মাতোগিনং কৃৎস্না মুখে তস্ত জনাৰ্দ্দিনঃ ।
 প্রবেশয়ামাস তদা কেশিনো হৃষ্টবাজিনঃ ॥ ৩০
 কেশিনো বদনং তেন বিশতা কৃষ্ণবাহনা ।
 শাতিতা দশনাস্তস্ত সিভাব্রাবয়বা ইব ॥ ৩১
 কৃষ্ণস্ত বরুধে বাহুঃ কেশিদেহগতো দ্বিজাঃ ।
 বিনাশায় যথা ব্যাধিরাশ্বভূতৈরুপেক্ষিতঃ ॥ ৩২
 বিপাটিতৌষ্ঠৌ বহ্লং সফেনং ক্রধিরং বমন ।
 স্কন্ধী বিবৃতে চক্রে বিল্লিষ্টে মুক্তবন্ধনে ॥ ৩৩
 জগাম ধরণীং পাদৈঃ শক্লুভ্যং সমুৎসৃজন ।

বীরবীৰ্য্য কেন বিলুপ্ত করিতেছ? এই
 অন্ন-সার হ্রেষিত সহকারে বরনকারী, হৃষ্ট
 বাজিরূপী দৈতেয় কুলাপসদ কি করিবে?
 এই বলিয়া সেই হৃষ্ট দৈত্যকেও বলিলেন,—
 রে হৃষ্ট, আইস, আইস, আমি কৃষ্ণ, পিনাক-
 ধারী যেমন পুষার দস্ত পাতন করিয়াছিলেন,
 তেমনই আমিও তোমার বদন হইতে সমগ্র
 দশন নিপাতিত করিব। ব্যাস বলিলেন,—
 গোবিন্দ এই বলিয়া সেই কেশীর সন্মুখে
 অগ্রসর হইলেন। সেই দৈত্যও বদন ব্যাদান
 পূৰ্ব্বক তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। তখন
 জনাৰ্দ্দিন বাহু বিস্তারপূৰ্ব্বক সেই হৃষ্ট কেশীর
 মুখমধ্যে প্রবেশ করাইলেন, কেশীর বদন-
 বিবরে সেই কৃষ্ণবাহু প্রবিষ্ট হওয়ায় যেত
 যেতথওর স্তায় তাঁহার দশনরাজি শাতিত
 হইল। হে দ্বিজগণ! কৃষ্ণের বাহু কেশীর
 দেহগত হইয়া আশ্বগত উপেক্ষিত ব্যাধির
 স্তায় বিনাশের জন্তই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
 সেই দৈত্য তখন বিপাটিতওষ্ঠ হওয়ায়
 বহ্ল ক্রধির বমন করত বিল্লিষ্ট ও
 সংযোগহীন স্কন্ধীদ্বয় বিবৃত করিল এবং

শ্বেদাৰ্জগাতঃ শাস্তশ্চ নির্ধনঃ সোহন্তবস্ততঃ ॥
 ব্যাদিতান্তো মহারৌদ্ৰঃ সোহন্থরঃ কৃষ্ণবাহনা
 নিপপাত দ্বিধাভূতো বৈহ্যতেন যথা ক্রমঃ ॥ ৩৪
 দ্বিপাদপৃষ্ঠপুচ্ছাৰ্দ্ধশ্রবণৈকাক্কনাসিকৈঃ ।
 কেশিনস্তে দ্বিধা ভূতে শকলে চ বিরেজতুঃ ॥
 হস্তা তু কেশিনঃ কৃষ্ণে যদিভৈর্গোপকৈর্ধৃতঃ ।
 অনাঘস্ততনুঃ স্তন্বো হসংস্তজৈব সংস্থিতঃ ॥ ৩৭
 ততো গোপাশ্চ গোপ্যাশ্চ হতে কেশিনি
 বিস্মিতাঃ ॥
 তুইবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষমনুসাগমনোরমম্ ॥ ৩৮
 আযযৌ ঝরিতো বিপ্রো নারদো জলদস্থিতঃ ।
 কেশিনং নিহতং দৃষ্ট্বা হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ৩৯
 নারদ উবাচ ।
 সাধু সাধু জগন্নাথ লীলয়ৈব যদচ্যুত ।
 নিহতোহয়ং ত্বয়া কেনী ক্রেশদগ্নিদিবৌকসাম্ ॥
 স্কুৰ্ম্মাণ্যবতারে তু কৃতানি মধুসূদন ।

শাস্ত হইয়া শ্বেদাৰ্জগাত্রে বিষ্ঠামুক্ত পরিত্যাগ
 করত পদদ্বারা ধরণীতল অবলম্বনপূৰ্ব্বক
 নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। সেই মহাঘোর অশ্বুর
 কৃষ্ণবাহু দ্বারা ব্যাদিতবদন হওয়ায় বস্ত্রা-
 ঘাতে বৃষ্ণের স্তায় দ্বিধাভূত হইয়া পতিত
 হইল। কেশীর সেই দ্বিধাভূত ভাগদ্বয়
 দুই পদ এবং অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠ-পুচ্ছযুক্ত ও এক
 কর্ণ-নেত্র-নাসিকা-যুক্ত হইয়া শোভা পাইতে
 লাগিল। কৃষ্ণ সেই কেশীকে হত্যা করিয়া
 অক্লান্ত স্তন্বদেহে হাসিতে হাসিতে গোপগণে
 পরিবৃত হইয়া সেইস্থানেই রহিলেন। পরে
 কেশী নিহত হইল দেখিয়া গোপ-গোপীরা
 বিস্মিতচিত্তে সানুসাগ মনোরম বাক্যে সেই
 পুণ্ডরীকাক্ষকে স্তব করিতে লাগিল ॥ ২০-৩৮ ॥
 আকাশস্থিত বিপ্র নারদ কেশীকে নিহত
 দেখিয়া হর্ষাপ্লুত-মানসে ঝরিতগতিতে তথায়
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—
 অচ্যুত, জগন্নাথ! জ্বিদিবৌকসদিগের ক্রেশ-
 দাতা এই কেশী দৈত্য যে অক্রেপেই নিহত
 হইয়াছে সাধু, সাধু। হে মধুসূদন! এই অব-
 তারে তুমি যে সকল উত্তম কর্ম করিলে,

যানি বৈ বিস্মিতঃ চেতন্তোষমেতেন মে গতম্
তুরগস্তাস্ত শক্রোহপি কৃষ্ণ দেবাশ্চ বিভ্রাতি ।
ধৃতকেশরজালস্ত হ্রেবতোহভ্রাবলোকিনঃ ॥ ৪২
যস্যাস্বরৈষ্য তৃষ্টায়া হতঃ কেশী জনার্দন ।
তস্মাৎ কেশবনায়া ত্বং লোকেগেয়ো ভবিব্যাসি
স্বস্ত্যস্ত তে গমিষ্যামি কংসযুদ্ধেহধুনা পুনঃ ।
পরষোহহং সমেষ্যামি ত্বয়া কেশিনিষূদন ॥ ৪৪
উগ্রসেনসুতে কংসে সান্নগে বিনিপাতিতে ।
ভারাবতারকর্তা ত্বং পৃথিব্যা ধরনীধর ॥ ৪৫
তজ্ঞানেকপ্রকারেণ যুদ্ধানি পৃথিবীকৃতাম্ ।
দ্রষ্টব্যানি ময়া যুগ্মং প্রণীতানি জনার্দন ॥ ৪৬
সোহহং যাস্ত্যামি গোবিন্দদেবকার্য্যং মহৎকৃতম্
ত্বয়া সভাজিতশ্চাহং স্তম্ভি তেহস্ত ব্রজাম্যহম্ ॥
ব্যাস উবাচ ।

নারদে তু গতে কৃষ্ণঃ সহ গোপৈরবিস্মিতঃ ।
বিবেশ গোকুলং গোপীনেত্রপানৈকভাজনম্ ॥
ইতি শ্রীভাষ্ক্রে কৃষ্ণবালচরিতে কেশিবধনিরূ-
পণং নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

তাহাতে বিস্মিত মদীয় চিত্ত সন্তোষ প্রাপ্ত
হইয়াছে । হে কৃষ্ণ । কম্পিত কেশরজাল
হ্রেণকারী মেঘাকার এই তুরগ হইতে
শক্রাদি দেবতারাও ভীত হইতেন । হে
জনার্দন ! এই তৃষ্টায়া কেশী যেহেতু তোমা-
কর্তৃক মিহত হইয়াছে ; অতএব তুমি লোকে
কেশব নামে গীত হইবে । হে কেশিনিষূদন !
তোমার মঙ্গল হউক । এইক্ষণে আমি যাই
পরম পুনরায় কংসযুদ্ধে আগমন করিব । হে
ধরনীধর ! উগ্রসেনসুত কংস সান্নগ নিপা-
তিত হইলে তোমাকর্তৃক পৃথিবীর ভার অব-
তারিত হইবে । হে জনার্দন ! তাহাতে
পৃথিবীপতিদিগের তৎপ্রণীত যে অনেক
প্রকার যুদ্ধ হইবে, আমি তাহা দেখিব ।
হে গোবিন্দ ! অতএব আমি যাই, তুমি
দেবতাদিগের মহৎ কার্য্য করিয়াছ, আমা-
কেও শ্রীত করিয়াছ । তোমার শাস্তি হউক ;
আমি প্রার্থন করিলাম । ব্যাস বলিলেন,—
নারদ গমন করিলে পর গোপীদিগের নেত্র

একনবত্যাধিকশততমোহধ্যায় ।

ব্যাস উবাচ ।

অক্রুরোহপি বিনিষ্কৃত্য স্তম্ভনেনাশুগামিনা ।
কৃষ্ণসন্দর্শনাসক্তঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলে ॥ ১
চিন্তয়ামাস চাক্রুরো নাস্তি ধন্ততরো ময়া ।
যোহহমংশাবতীর্ণস্ত মুখং দ্রক্ষ্যামি চক্রিণঃ ॥ ২
অথ মে সকলং জন্ম সুপ্রভাতা চ মে নিশা ।
যদ্বন্নিজাজপজ্ঞাকং বিকোর্জক্যাম্যহং মুখম্ ॥ ৩
পাপং হরতি যৎপুংসাং স্মৃতং সঙ্কল্পনাময়ম্ ।
তৎপুণ্ডরীকনয়নং বিকোর্জক্যাম্যহং মুখম্ ॥ ৪
নির্জন্মুশ্চ যতো বেদা বেদাজ্ঞান্তখিলানি চ ।
দ্রক্ষ্যামি যৎপরং ধাম দেবানাং ভগবনুধম্ ॥ ৫
যজ্ঞেষু যজ্ঞপুরুষঃ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ ।

সকলের—পানপাত্রস্বরূপ কৃষ্ণ অবিস্মিত-
চিত্তে গোপগণ সহ গোকুলে প্রবেশ করি-
লেন । ৩৯—৪৮ ।

নবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১১ ।

—•—

একনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—অক্রুর দ্রুতগামী স্তম্ভনে
আরোহণপূর্বক মথুরা হইতে নিজাস্ত হইয়া
কৃষ্ণসন্দর্শনাসক্ত-চিত্তে নন্দগোকুলে প্রস্থান
করিলেন । সেই অক্রুর যাইতে যাইতে চিন্তা
করিতে লাগিলেন—আমা অপেক্ষা আর কেহ
ধন্ততর নাই ! কেননা, আমি অংশাবতীর্ণ
চক্রপাণির মুখ দর্শন করিব । অন্য আমার
জন্ম সকল ; নিশা সুপ্রভাতা । যেহেতু বিক-
শিত পদ্মপত্রাক বিষ্ণুর মুখদর্শন করিতে
আমি সক্ষম হইব । যাহাকে মনে মনে
স্মরণ করিলেও পুরুষগণের পাপ হরণ হয়,
সেই পুণ্ডরীকনয়ন বিষ্ণুর মুখ আমি দেখিব ।
যাহা হইতে অখিল বেদ-বেদাজ্ঞ নির্গত হই-
য়াছে—দেবতাদিগের যাহা পরম ধাম, সেই
ভগবানের মুখ দেখিতে পাইব । যে পুরু-

ইজ্যুতে যোহখিলাধারন্তঃজগ্যামিজগৎপতিম্
ইষ্টা যমিস্তো যজ্ঞানাং শতেনামররাজতাম্ ।
অবাপ তমনস্তাদিমহং জগ্যামি কেশবম্ ॥ ৭
ন ব্রহ্মা নেত্ররুদ্রাশ্বিনাদিত্যমরুদগণাঃ ।
যস্য স্বরূপং জানন্তি স্পৃশত্যন্ত স মে হরিঃ ॥ ৮
সর্বাঙ্গা সর্বাংগঃ সর্বঃ সর্বভূতেষু সংস্থিতঃ ।
যো ভবত্যব্যয়ো ব্যাপী স বীক্ষ্যত ময়াদ্য হ
মৎকুর্মবরাহাদৈঃ সিংহরূপাদিভিঃ স্থিতম্ ।
চকার যো গতৌ যোগং স মামালাপয়িষ্যতি ॥
সাম্প্রতঞ্চ জগৎস্বামী কার্যজাতে ব্রজে স্থিতিম্
কর্তুং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধৃগব্যয়ঃ ॥ ১১
যোহনন্তঃ পৃথিবীং ধন্তে শিখরস্থিতিসংস্থিতাম্
সোহবতীণৌ জগত্যর্থো মামক্রুরেতি বক্ষ্যতি ॥
পিতৃবন্ধুসুহৃদতৃমাতৃবন্ধুময়ীমিমাম্ ।
যন্মায়াং নালমুদ্বর্তুং জগন্তুস্মৈ নমো নমঃ ॥

যোক্তব্য পুরুষগণ কর্তৃক যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষরূপে
পুঙ্খিত হয়েন, সেই অগ্নিলাধার জগৎপতিকে
দেখিতে পাইব। ইন্দ্র ষাঁহাকে শত শত
যজ্ঞ প্রদান করিয়া অমর রাজত্ব প্রাপ্ত হই
যাছেন, সেই আদিম অনন্ত কেশবকে আমি
দেখিব। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, বসু
আদিত্য ও মরুৎগণেরাও ষাঁহার স্বরূপ অব-
গত নহেন, সেই হরি অদ্য আমাকে স্পর্শ
করিবেন। যিনি সর্বাঙ্গা, সর্বাংগ, সর্বরূপী,
সর্বভূতে সংস্থিত, অব্যয় এবং ব্যাপী,
তিনি মৎকর্তৃক অদ্য সৃষ্ট হইবেন। যিনি
মৎকুর্ম, বরাহ, নৃসিংহাদিরূপে অবস্থান
করেন, তিনি আমার সহিত যোগ প্রাপ্ত
হইয়া আলাপ করিবেন। জগৎস্বামী সাম্প্রতি
কার্য-সাধনার্থ ব্রজে মনুষ্যতা প্রাপ্ত হইয়া
ব্রজে অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি স্বেচ্ছা-
দেহধারী ও অব্যয়, যিনি অনন্তরূপে পর্বতা-
দিসম্বিতা পৃথিবীকে ধারণ করেন, জগতীর-
জন্ত অবতীর্ণ সেই ভগবান্ আমাকে অক্রুর
বলিয়া সম্বোধন করিবেন। পিতা, বন্ধু,
সুহৃদ, ভ্রাতা, মাতা ও বান্ধবাদিময়ী এই জগৎ
ষাঁহার মায়াতে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়

তরন্ত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যন্মিগ্নিবেশিতে ।
যোগমায়ামিমাং মর্ত্যাস্তস্মৈ বিদ্যাগ্নে নমঃ ॥
যজ্ঞভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাক্ষতৈঃ ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোহস্মি
তম্ ॥ ১৫
তথা যত্র জগদ্ধান্নি ধার্যতে চ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
সদসত্ত্বং স সত্ত্বেন ময়্যাসৌ যাতু সৌম্যতাম্ ॥
স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে ।
পুরুষপ্রবরং নিত্যং ব্রজামি শরণংহরিম্ ॥ ১৬
বাস উবাচ ।

ইখং স চিন্তয়ন্ বিষ্ণুং ভক্তিনত্নায়মানসঃ ।
অক্রুরো গোকুলং প্রাপ্তঃ কিকিৎস্বর্য্যো
বিরাজতি ॥ ১৮
স দদর্শ তদা তত্র কৃকমাদোহনে গবাম্ ।
বৎসমধ্যগতং ফুল্লনীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ॥ ১৯
প্রফুল্লপদ্যপত্রাক্ষং জীবৎসাক্ষিতবক্ষসম্ ।
প্রলম্ববাহুমায়ামতুঙ্গোরস্থলমুন্নসম্ ॥ ২০

না, তাঁহাকে আমার নমস্কার। মর্ত্যগণ
যিনি হৃদয়ে নিবেশিত হইলে যোগমায়ায়িক
বিস্তৃত অবিদ্যা হইতে পরিজ্ঞান পায়, সেই
বিদ্যাগ্নাকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞকারী জন-
গণ কর্তৃক যজ্ঞপুরুষ, সাক্ষতগণ কর্তৃক বাসু-
দেব এবং বেদান্তবেদী ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিষ্ণু
বলিয়া প্রোক্ত হয়েন, তাঁহাকে আমি নমস্কার
করি। সদসৎ সমস্ত ভাবই যে জগদ্ধামে
ধৃত এবং প্রতিষ্ঠিত, তিনি সব্ভগ্ন ষাঁহা
আমাতে সৌম্যতা প্রাপ্ত হউন। যিনি স্মৃত
হইলে সকল কল্যাণভাজন হয় আমি সেই
পুরুষপ্রবর হরির নিত্য শরণাগত হই।
১—১৭। বাস বলিলেন,—অক্রুর
ভক্তিনত্ন চিন্তে এইরূপে বিষ্ণুকে চিন্তা
করিতে করিতে সূর্য্যাস্তের কিকিৎ অবশেষ
ধাকিতে ধাকিতে গোকুল প্রাপ্ত হইলেন।
তিনি তখন সেখানে গৌদোহনস্থানে বৎস-
গণমধ্যগত ফুল্লনীলোৎপলদলকাঙ্ক্ষি প্রফুল্ল-
পদ্যপত্রাক্ষ জীবৎসাক্ষিত-বক্ষ জীকৃককে
দেখিলেন।—তাঁহার বাহুদ্বয় প্রলম্বিত,

সবিলাসাম্বতাদারং বিভাগং মুখপঙ্কজম্ ।
 তুঙ্গরক্তনখং পদ্ম্যং ধরণ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥২১
 বিভাগং বাসসী পীতে বস্তপুষ্পবিভূষিতম্ ।
 সাল্পনীললতাহস্তং সিতাভোজাবতং সকম্ ॥২২
 হংসেন্দুকুন্দধবলং নীলাবরধরং দ্বিজাঃ ।
 ভদ্রাঙ্ক বনভদ্রঞ্চ দদর্শ যত্ননন্দনম্ ॥ ২৩
 প্রাণ্ডমুত্তমবাহঞ্চ বিকাশিমুখপঙ্কজম্ ।
 মেঘমালাপরিবৃতং কৈলাসাদ্রিমিবাপরম্ ॥ ২৪
 তৌ দৃষ্টা বিকসম্বক্তুরোজঃ স মহামতিঃ ।
 পুনর্কাঞ্চিতসর্বাঙ্গস্তদাকুরোহভবদ্বিজাঃ ॥২৫
 য এতৎ পরমং ধাম য এতৎ পরমং পদম্ ।
 অভবদ্বাস্তুদেবোহসৌ দ্বিধা যোহয়ং বাবস্থিতঃ
 সাকল্যমক্কৌরুগপন্নমাস্ত
 দৃষ্টে জগদ্ধাতরি হাসমুচৈঃ ।
 অপ্যঙ্গমেতত্তগবৎপ্রাসাদা-
 দব্রাজসঙ্গে কলবদ্ তৎ স্তাৎ ॥ ২৭
 অতীব সৃষ্টা মম হস্তপদ্যঃ
 করিষ্যতি জীমদনস্তমূর্তিঃ ।

বক্ৰহল বিস্তৃত ও উন্নত, উচ্চ নাসিকাযুক্ত মুখপদ্ম সবিলাস স্মিত-শোভিত, তুঙ্গ রক্ত-নখযুক্ত পদযুগল ধরণীতলে সুপ্রতিষ্ঠিত, হস্ত-ধর সাল্প নীললতাতুল্য, এবং কর্ণে পিতা-ভোজয় বিরাজিত; সেই পীতবস্ত্রধরধারী হরি ধস্ত পুষ্পে সুশোভিত। তাঁহার পার্শ্বে হংসকুন্দেন্দুধবল নীলাবরধর যত্ননন্দন বল-ভদ্রকেও দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রাণ্ড ও উন্নতবাহু, মেঘমালা-পরিবৃত অপর কৈলাস গিরিসম বিকাশি মুখপঙ্কজে বিরাজমান। হে দ্বিজগণ! সেই মহামতি অকুর তাঁহা-দিগকে দেখিয়া তখন পুনর্কাঞ্চিতসর্বাঙ্গ হইয়া সহাস্তমুখে ভাবিতে লাগিলেন,—সেই পরমধাম পরমপদ বাস্তুদেবই এই দুই ভাগে অবস্থান করিতেছেন! এই জগদ্ধাতাকে দেখিয়া যুগপৎ আমার অতীব আনন্দ এবং নেত্রদ্বয়ের সাকল্য হইল। ভগবৎপ্রসাদে ইনি অঙ্গসঙ্গ প্রদান করিয়া আমার অঙ্গের সকলতা কি সম্পাদন করিবেন না? ষাঁহার

যস্তাঙ্গলিম্পর্শহতাখিলাঐ-
 রবাধ্যতে সিদ্ধিরমুত্তমা মরৈঃ ॥ ৩০
 তথাধিক্রেদ্রেদ্রবসুপ্রণীতা
 দেবাঃ প্রবচ্ছন্তি বরং প্রকৃষ্টাঃ ।
 চক্রং ব্রতা দৈত্যপতেহুতানি
 দৈত্যাঙ্গনানাং নয়নাস্তরাণি ॥ ২৯
 যত্রাঙ্গু বিস্তম্ব বলির্মনোজ্ঞা-
 নবাপ ভোগান্ বসুধাতলম্বঃ ।
 তথামরেশত্রিংশাদধিপত্যঃ
 মনস্তরং পূর্ণমবাপ শত্রুঃ ॥ ৩০
 অথৈষ মাং কংসপরিগ্রহেণ
 দোষাম্পদীভূতমদোষযুক্তম্ ।
 কর্তা ন মানোপহিতং ধিগন্ত
 যস্মান্ননঃ সাধুবহিকৃতঃ যৎ ॥ ৩১
 জ্ঞানাত্মকস্তাখিলসত্ত্বরাশে-
 ব্যাবৃত্তদোষস্ত সদাস্মৃটম্ ।
 কিংবা জগত্যত্র সমস্তপুংসা-
 মজ্ঞাতমস্তান্তি হৃদি স্থিতম্ ॥ ৩২

অঙ্গলিম্পর্শে নরগণ অখিল পাপরাশি হীন অমুত্তমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই জীমান্ অনন্তমূর্তি অত্ম কি হস্তপদ্ম দ্বারা আমার গাত্র স্পর্শ করিবেন না। তিনি স্পর্শ করিলে অধিনীকুমার, ইন্দ্র, ব্রহ্ম, বসু প্রভৃতি দেব-গণও হুঁচিহুঁচিতে আমাকে আশীর্বাদ করি-বেন। ষাঁহার চক্র দৈত্যপতির ও দৈত্যা-ঙ্গনাগণের নয়ন মন অপহরণ করিয়াছিল, ষাঁহাতে জল দান করিয়া বলি বসুধাতলম্ব হইয়াও মনোজ্ঞ ভোগ সুখ লাভ করিয়াছিল এবং ষাঁহার প্রসাদে শত্রু মনস্তরব্যাপী, পূর্ণ ত্রিংশাদধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ইনি কি কংসপরিগ্রহ হেতু দোষাম্পদীভূত দোষহীন আমাকে অবমানিত করিবেন? ধিক্ আমার মনকে! যেহেতু উহা সাধুবহিকৃত এই কুৎসিত চিন্তা করিতেছে। যিনি জ্ঞানাত্মক, অখিল সত্ত্বরাশি, দোষহীন ও সতত অব্যক্ত, তাঁহার পক্ষে জগতের সকল প্রাণীর হৃদয়স্থ বিষয় কি অজ্ঞাত থাকিতে

তস্মাদহং ভক্তিবিনম্রগাজো
ব্রজামি বিশেষরমীখরাণাম্ ।
অংশাবতারঃ পুরুষোত্তমস্ত
অনাদিমধ্যাস্তমজস্ত বিধোঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীভাগ্নে কৃষ্ণকীড়ায়ামকুরাগমনবর্ণন-
মেকনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭১ ॥

ধিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

চিন্তয়ন্তিতি গোবিন্দমুপগম্য স যাদবঃ ।
অকুরোহস্মীতি চরণৌ ননাম শিরসা হরেঃ ॥ ১
সোহপ্যেনং ধ্বজবজ্রাজকৃতচিহ্নেন পাণিনা ।
সংস্পৃষ্টাকুষ্ম চ শ্রীত্যা শূগাঢং পরিষম্বজে ॥ ২
কৃতসংবন্দনৌ তেন যথাবদলকেশবৌ ।
ততঃ প্রবিষ্টৌ সহস্রা তমাদায়াস্মদ্বন্দিরম্ ॥ ৩
সহ তাত্যাং তদাকুরঃ কৃতসংবন্দনাদিকঃ ।

পারে? অতএব আমি ভক্তিবিনম্র-গাজে
আদিমধ্যাস্তমীন অজ বিশেষরদিগের
কেশর বিষ্ণুর অংশাবতার পুরুষোত্তমের
শরণ প্রাপ্ত হই ১৮—৩৩ ।
একনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ১২১১

ধিনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—সেই যাদব এইরূপ
চিন্তা করিতে করিতে গোবিন্দসমীপে গমন-
পূর্বক ‘আমি অকুর’ এই বলিয়া মস্তক দ্বারা
হরির চরণে প্রণাম করিলেন । তিনিও
ঊঁহাকে ধ্বজবজ্রাজ-চিহ্নিত পাণি দ্বারা
স্পর্শপূর্বক আকর্ষণ করিয়া শ্রীতিবশে গাঢ়
আলিঙ্গন করিলেন । বলরাম ও কেশব
অকুর কর্তৃক যথাবৎ বন্দিত হইলে পর
ঊঁহাকে লইয়া নিজ মন্দিরে প্রবিষ্ট
হইলেন । অকুর তখন বন্দনাদি করিয়া

ভুক্ততোজ্যো যথাস্তায়মাচচক্ষে ততস্তমোঃ ॥ ৪
যথা নিষ্ঠংসিতস্তেন কংসেনানকহৃদ্বৃতিঃ ।
যথা চ দেবকী দেবী দানবেন হুরাশ্বনা ॥ ৫
উগ্রসেনে যথা কংসঃ স হুরাশ্বা চ বর্ততে ।
যং চৈবার্ধং সমুদ্ভিষ্ট কংসেন স বিসর্জিতঃ ॥ ৬
তৎসর্বং বিস্তরাচ্ছুরা ভগবান্ কেশিন্দনঃ ।
উবাচাখিলমেতত্তু জাতঃ দানপতে ময়া ॥ ৭
করিস্যে চ মহাভাগ যদজৌপয়িকং মতম্ ।
বিচিন্ত্যঃ নাস্তথৈতস্তে বিদ্ধি কংসঃ হতঃ ময়া ॥
অহং রামশ্চ মথুরাং যো যাস্তাবঃ সমঃ কুয়া ।
গোপবৃদ্ধাশ্চ যাস্তস্তি আদায়োপায়নঃ বহু ॥ ৮
নিশেষঃ নৌযতাং বীর ন চিন্তাঃ কর্তুমর্হসি ।
ত্রিরাজাত্যস্তরে কংসঃ হনিষ্যামি সহায়গম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সমাদিষ্ট ততো গোপানকুরোহপিসকেশবঃ ।
শুধাপ বলভদ্রশ্চ নন্দগোপগৃহে গতঃ ॥ ১১

ঊঁহাদের সহিত যথাস্থানে ভোজনান্তে ঊঁহা-
দিগকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন । হুরাশ্বা দানব
কংস বহুদেবকে যেরূপ ভৎসনা করিয়াছে,
দেবকী দেবী যেরূপ তৎকর্তৃক লাহিত
হইয়াছেন, উগ্রসেনের প্রতিও সেই হুরাশ্বার
যেরূপ ব্যবহার, এবং তিনিও যে উদ্দেশে
কংসকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, ভগবান্
কেশিন্দন সে সকল বিস্তরক্রমে শ্রবণ করিয়া
ঊঁহাকে বলিলেন,—দানপতে! এ সকলই
আমি জ্ঞাত আছি । এ বিষয়ে যে উপায়
বিধেয়, হে মহাভাগ । আমিও তাহা করিব ।
এ বিষয়ে তুমি অন্তরূপ ভাবনা করিও না ।
কংসকে যৎকর্তৃক নিহত বলিয়াই জান ।
আগামী কল্য তোমার সহিত আমি ও রাম
যাইব এবং বৃদ্ধগোপেরাও বহু উপায়
লইয়া যাইবে । হে বীর! এই নিশাটী অতি
বাহিত কর, চিন্তা করিও না, ত্রিরাজাত্যস্তরে
অকুরগণসহ কংসকে নিহত করিব । ১—১০ ।
ব্যাস বলিলেন,—অকুর গোপগণকে
রাজাদেশ জানাইয়া কেশব-বলরামের সহিত
নন্দগোপগৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে রামকৃষ্ণে মহাবলৌ ।
 অকুরেণ সমং গজমুদ্যতো মথুরাং পুরীম্ ॥১২
 দৃষ্টা গোপীজনঃ সাত্বঃ স্নানবলয়বাহকঃ ।
 নিঃসংশয়ঃ প্রাহ চেন্দ্রপরম্পরম্ ॥ ১৩
 মথুরাং প্রাপ্য গোবিন্দঃ কথং গোকুলমেয্যতি
 নাগরস্রীকলালাপমধু শ্রোত্রেণ পাস্তাত ॥ ১৪
 বিলাসিবাক্যজ্ঞাতেষু নাগরীণাং কৃতাম্পদম্ ।
 চিত্তমন্ত কথং গ্রাম্যগোপগোপীষু যাস্ততি ॥১৫
 সারং সমস্তগোষ্ঠেষু বিধিনা হরতা হরিম্ ।
 প্রহৃতং গোপযোষিৎসু নিঃস্বপ্নেন হুরাশ্রনা ॥১৬
 ভাবগর্ভস্মিতং বাক্যং বিলাসললিতা গতিঃ ।
 নাগরীণামতীবেতৎকটাক্ষেপিতমেব তু ॥ ১৭
 গ্রাম্যো হরিরয়ং তাসাং বিলাসনিগর্ভৈর্যতঃ ।
 ভবতীনাং পুনঃ পার্থং কয়া যুক্ত্য সমেষ্যতি ॥
 এষো হি রথমারুহ্য মথুরাং যাতি কেশবঃ ।
 অকুরকুরকেনাপি হতাশেন প্রতারিতঃ ॥ ১৯
 কিং ন বেত্তি নৃশংসোহয়মহুরাগপরং জনম্ ।
 যেনেমমকরাহ্লাদং নমত্যন্ত্র নো হরিম্ ॥২০

পরে বিমল প্রাতঃকালে মহাবল রামকৃষ্ণ
 অকুরের সহিত মথুরা পুরীতে গমনোক্ত
 দেখিয়া গোপীজনেরা হৃৎখার্ত্ত এবং
 বিস্ময়বলয়-বাহু হইয়া সাক্ষনেত্রে নিঃশ্বাস
 কেলিতে কেলিতে পরস্পর এইরূপ বলিতে
 লাগিল,—গোবিন্দ মথুরায় যাইলে পুনরায়
 গোকুলে আসিবেন কেন ? তিনি সেখানে
 শ্রোত্রদ্বারা নাগর স্রীগণের কলালাপমধু পান
 করিবেন, নাগরীদিগের সবিলাস বচনচয়ে
 ইহার চিত্ত কৃতাম্পদ হইয়া গ্রাম্য গোপ-
 গোপীদিগের প্রতি কেন যাইবে ? নির্দয়
 হুরাজ্ঞা বিধাতা সমস্ত গোষ্ঠের সারধন হরিকে
 হরণ করত গোপনারীগণের প্রতি নিতান্ত
 প্রহার করিল । নাগরীদিগের ভাবগর্ভ স্মিত
 বাক্য, বিলাস-ললিত গতি, কটাক্ষনিঃক্ষেপ,
 ইত্যাদি বিলাসনিগড়ে বদ্ধ হইয়া এই
 গ্রাম্য হরি কি যুক্তিতে পুনরায় ভোমাদেব
 পার্শ্ব আসিবেন ? হতাশ, কুর অকুর
 কর্তৃক প্রতারিত হইয়া এই কেশব রথ-

এম রামেন সহিতঃ প্রযাত্যন্ত্রনিঃস্বপ্নঃ ।
 রথমারুহ্য গোবিন্দমুদ্যতামন্ত বারুণে ॥২১
 গুরুণামগ্রতো বজ্রুং কিং ত্রবোষি ন নঃ কমম্ ।
 গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দক্ষানাম্ বিরহাশ্রিনা ॥২২
 নন্দগোপমুখা গোপা গজমেতে সমুদ্যতাঃ ।
 নোদ্যমং কুরুতে কশ্চিদগোবিন্দবিনিবর্তনে ॥
 সুপ্রভাতাদ্য রজনী মথুরাবাসিযোষিতাম্ ।
 যাসামচ্যুতবজ্রাজং যাতি নেত্রালিতোগ্যতাম্
 ধন্তান্তে পথি যে কুরুমিতো যাস্তমবারিতাঃ ।
 উদ্বিষ্যন্তি পশুন্তঃ স্বদেহং পুলকাঙ্কিতম্ ॥ ২৫
 মথুরানগরীপৌরনয়নানাং মহোৎসবঃ ।
 গোবিন্দবদনালোকাদতীবাদ্য ভবিষ্যতি ॥২৬
 কো হু স্বপ্নঃসভাগ্যাভির্দৃষ্টান্তিরধোকজম্ ।
 বিস্তারিকাস্তনয়না যা দ্রক্ষ্যন্ত্যনিবারিতম্ ॥২৭

রোহণে মথুরায় যাইতেছেন । আমা-
 দেব আহ্লাদাধার হরিকে যে অন্ত্র
 লইয়া যাইতেছে এই নৃশংস কি এই
 জনগণকে অহুরাগপরায়ণ বলিয়া জানে
 না ? অত্যন্ত নির্দয় গোবিন্দ রামের সহিত
 রথারোহণে ঐ যাইতেছেন ; ইহার বারণ
 জন্ত হুরাশ্রিত হও । ১১—২১ । গুরুগণের
 সাক্ষাতে এরূপ বলা উচিত নয়, এ কথা কি
 বলিতেছ ? বিরহাশ্রি-দগ্ধ আমাদিগের গুরু-
 গণ কি করিবেন ? নন্দগোপপ্রমুখ এই
 গোপগণ গমন জন্ত উদ্যত হইয়াছে ;
 গোবিন্দকে নিবর্তিত করিবার জন্ত কেহই
 উদ্যম করিতেছে না । অচ্যুত-মুখপদ্ম
 যাহাদিগের নয়নভঙ্গের ভোগ্যতা প্রাপ্ত
 হইবে, অদ্য সেই মথুরাবাসিনী রমণীগণের
 রজনী সুপ্রভাতা ; পথে গমনকারী কুরুকে
 অনিবারিতভাবে দেখিয়া যাহারা পুলকাঙ্কিত
 নিজদেহ বহন করিবে, তাহারাই ধন্ত । অদ্য
 গোবিন্দবদনালোকন জন্ত মথুরানগরীর
 পৌরদিগের নয়নসকলের মহোৎসব উপ-
 স্থিত হইবে । সেই ভাগ্যবতী নারীগণ কি
 স্বপ্নই দেখিয়াছে যে, অনিবারিতভাবে কান্ত
 নেত্রবিস্তারিত করিয়া অধোকজকে দর্শন

অহো গোপীজনশাস্ত্র দর্শয়িত্বা মহানিধি ।
উদ্ধতান্তর্য নেত্রাণি বিধাতাকরণাননা ॥ ২৮
অম্বরোগেন শৈথিল্যমশ্বাসু ব্রজতো হরেঃ ।
শৈথিল্যমুপযাস্ত্যাশু করেষু বলযান্তপি ॥ ২৯
অকুরঃ কুরহৃদয়ঃ শীঘ্রং প্রেরয়তে হয়ান ।
এবমার্ভাসু যোষিৎসু যুগা কন্ত ন জায়তে ॥ ৩০
হে হেহুকা রথশ্রোতৈশ্চক্রেণুনিরীক্যতাম্
দুরীকৃতো হরির্ধেন সোহপি রেণুর্ন লক্যতে ॥
ইত্যেবমতিহার্দেন গোপীজননিরীকিতঃ ।
তত্যাঙ্গ ব্রজভূভাগঃ সহ রামেন কেশবঃ ॥ ৩১
গচ্ছন্তো জবনাশ্বেন রথেন যমুনাতটম্ ।
প্রাপ্তা মধ্যাহ্নসময়ে রামাকুরজনান্নিনাঃ ॥ ৩২
অথাহ কৃষ্ণমকুরো ভবদ্যুত্যাং তাবদাস্ততাম্ ।
যাবৎ করেমি কালিন্দ্যামাহ্নিকাহ্নমস্তসি ॥ ৩৩
তথেষ্ট্যন্তে ততঃ স্নাতঃ স্নাচাস্তঃ স মহামতিঃ ।

করিবে । অহো ! অকরণাত্মা বিধাতা
এই গোপীজনগণকে অদ্য মহানিধি দেখা-
ইয়া নেত্রসকল উৎপাটন করিল । হরির
অম্বরোগ আশ্রয়িত্বের প্রতি শৈথিল্য প্রাপ্ত
হইল বলিয়া করস্থিত বলয় সকলও আশ্রয়
শৈথিল্য প্রাপ্ত হইবে । কুরহৃদয় অকুর
সহর অশ্বগুলি চালাইতেছে ! এইরূপ আশ্রয়
যোষিদ্বর্গের প্রতি কাহার না করুণা হয় ?
ওহে, ওহে, কৃষ্ণ-রথের চক্রোদ্ধৃত রেণু
নিরীকণ কর । যাহা এতক্ষণ হরিকে
আচ্ছাদিত করিয়াছিল, সেই রেণুও আর
দেখা যাইতেছে না ! অতি প্রণয়বশত
এইভাবে গোপীজনগণ কর্তৃক নিরীকিত
হইয়া সেই কেশব, রাম সহ ব্রজ ভূভাগ
ত্যাগ করিলেন । রাম, অকুর ও জনার্দন
বেগগামী অশ্বযুক্ত রথ দ্বারা গমন করত
মধ্যাহ্ন সময়ে যমুনাতট প্রাপ্ত হইলেন ।
পরে অকুর তাঁলাদিগকে কহিলেন;—আপ-
নারা তাবৎ অবস্থান করুন, আমি যাবৎ
কালিন্দীজলে আহ্নিক-পূজা সমাপন করি ।
হে বিপ্রগণ ! তাঁহারা “তাহাই হউক”
বলিয়া অম্বুমোদন করিলে পর সেই মহামতি

দধৌ ব্রজ পরঃ বিপ্রাঃ প্রবিষ্টা যমুনাজলে ॥ ৩৫
কণাসহস্রমালাঢ্যঃ বলভদ্রঃ দদর্শ সঃ ।
কুন্দামলাঙ্গমুন্নিভপদ্মপত্রায়তেকশম্ ॥ ৩৬
বৃতং বাসুকিরস্তাটৈর্দ্যর্মহতিঃ পবনানিভিঃ ।
সংস্কৃতমানঃ বহুভির্বনমালাবিকুচিতম্ ॥ ৩৭
দধানমসিতে বস্ত্রে চাক্রকপাবতঃসকম্ ।
চাক্রকুণ্ডলিনঃ মস্তমস্তর্জলতলে স্থিতম্ ॥ ৩৮
তস্তোৎসঙ্গে ঘনশ্রামমাতাত্রায়তলোচনম্ ।
চতুর্দ্বারাদারাজং চক্রাদ্যামুখদুষণম্ ॥ ৩৯
শীতে বসনং বসনে চিত্রমালাবিকুচিতম্ ।
শক্রচাপতড়িমালাবিচিত্রমিব তোয়দম্ ॥ ৪০
শ্রীবৎসবকসং চাক্রকেয়ুরমুকুটোজ্জলম্ ।
দদর্শ কৃষ্ণমকুরিষ্টং পুণ্ডরীকাবতঃসকম্ ॥ ৪১
সনন্দনাদৈর্মুনিভিঃ সিদ্ধযোগৈরকল্পমৈঃ ।
সঙ্কীর্ণ্যমানঃ মনসা নাসাগ্রস্তলোচনৈঃ ॥ ৪২
বলকৃকৌ তদাকুরঃ প্রত্যভিজায় বিস্মিতঃ ।
অচিন্ত্যদধৌ শীঘ্রং কথমভাগতাবিতি ॥ ৪৩

অকুর যমুনাজলে প্রবেশপূর্বক যথাবিধি
স্নান ও আচমনান্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে
লাগিলেন । ২২—৩৫। পরে তিনি জলমধ্যে বল-
ভদ্রকে দেখিতে পাইলেন উহা কণাসহস্র ও
মালাদ্বারা ভূষিত, কুন্দবৎ অমলাঙ্গ, বিকসিত
পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্র, বাসুকি রস্তাদি মহা
মহা বহু অশী দ্বারা পরিবৃত ও স্কৃতমান, বন-
মালাভূষিত, চাক্র অবতঃসযুক্ত, মনোহর
কুণ্ডল-সমবিত, নীলবসন-পরিধান ও মস্ত ।
সেই মূর্তির কোড়ে ঘনশ্রামবর্ণ, আত্মা-
আয়তনেত্র, চতুর্দ্বার, উর্জিতাঙ্গ, চক্রাদি
আয়ুধে ভূষিত, ইন্দ্রচাপ ও তড়িমালা দ্বারা
বিচিত্র তোয়দবৎ প্রতীয়মান, শ্রীবৎস-
শোভিত-বক্স, চাক্রমুকুট কেয়ুর দ্বারা উজ্জল,
পুণ্ডরীকাবতঃস, অক্লিষ্টকর্ম্ম কৃষ্ণকেও
দেখিতে পাইলেন । নাসাগ্রে ভক্তলোচন
সনন্দনাদি সিদ্ধযোগ পাপহীন মুনিগণ কর্তৃক
চিন্ত্যমান বলদেব ও কৃষ্ণকে চিন্তিতে পারিল
সেই অকুর বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,
হে,—ইহারা এখানে কেমনে আসিল ?

বিবক্ষোঃ স্তম্ভয়ামাস বাচঃ তন্ত জনাৰ্দ্দনঃ ।
 ততো নিষ্কম্য সলিলাদ্রথমভ্যাগতঃ পুনঃ ॥৪৪
 দদর্শ তত্র চৈবোভৌ রথস্তোপরি সংস্থিতৌ ।
 রামকৃষ্ণৌ যথা পূৰ্ব্বং মনুষ্যাবপুষাধিতৌ ॥৪৫
 নিমগ্নচ পুনস্তোয়ে দদৃশে স তথৈব তৌ ।
 সংস্কৃতমানৌ গজকৈর্মুনিসিদ্ধমহোরগৈঃ ॥ ৪৬
 ততো বিজ্ঞাতসম্ভাবঃ স তু দানপতিস্তদা ।
 তুষ্টাব সৰ্ববিজ্ঞানময়মচ্যুতমীশ্বরম্ ॥ ৪৭

অকুর উবাচ ।

তন্মাত্ররূপিণেচ্চিস্ত্যমহিষে পরমাত্মনে ।
 ব্যাপিনে নৈকরূপৈকস্বরূপায় নমো নমঃ ॥৪৮
 শব্দরূপায় চাচিস্ত্যহবির্ভুতায় তে নমঃ ।
 নমো বিজ্ঞানরূপায় পরায় প্রকৃতেঃ প্রভো ॥৪৯
 ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্ ।
 আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্রৈলোক্যপঞ্চাধিতঃ ॥৫০
 প্রসীদ সৰ্বধৰ্ম্মাত্মন কৰাকর মহেশ্বর ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাভিঃ কল্পনাভিকর্দীরিতঃ ॥৫১

তিনি কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেনও জনাৰ্দ্দন
 তাঁহার বাক্য স্তম্ভন করিলেন । তার পর
 তিনি সলিল হইতে নিষ্কাশ্ত হইয়া পুনরায়
 রথে আসিলেন এবং দেখিলেন,—রাম ও
 কৃষ্ণ যথাপূৰ্ব্ব মনুষ্যদেহে রথোপরি অবস্থিত
 আছেন । পুনরায় তিনি জলে নিমগ্ন হইয়াও
 তদ্বৎ তাঁহাদিগকে গজকৈ, মুনী, সিদ্ধ ও
 মহেশ্বরগাদি দ্বারা সংস্কৃতমান দেখিতে পাই-
 লেন । তাহাতে সেই দানপতি তখন প্রকৃত
 তত্ত্ব অবগত হইয়া সৰ্ববিজ্ঞানময় র
 অচ্যুতকে স্তব করিতে লাগিলেন ৩৬—৪৭ ।
 অকুর কহিলেন,—তন্মাত্ররূপী, অচিস্ত্যমহিমা,
 সৰ্বব্যাপী, অনেকস্বরূপ, পরমাত্মাকে নমস্কার,
 নমস্কার । শব্দস্বরূপকে নমস্কার, অচিস্ত্য
 হবির্ভূত তোমাকে নমস্কার । হে প্রভো!
 প্রকৃতির পরবর্তী বিজ্ঞানরূপীকে নমস্কার ।
 তুমি এক হইয়াও ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা,
 প্রধানাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মা,—এই পঞ্চাধি
 বিভক্ত হইয়া অবস্থিত । হে সৰ্বধৰ্ম্মাত্মন,
 কৰাকর মহেশ্বর ! ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিও

অনাথ্যেয়স্বরূপাত্মরূপানাথ্যেয়প্রয়োজন ।
 অনাথ্যেয়াভিধান দ্বাং নতোহস্মি পরমেশ্বরম্
 ন যত্র নাথ বিদ্যাতে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ ।
 তদ্বদ্রম্য পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজঃ ॥ ৫৩
 ন কল্পনামৃতেহর্ষস্ত সৰ্বস্বাধিগমো যতঃ ।
 ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণুসংজ্ঞাভিরীড়্যসে ॥৫৪
 সৰ্বাত্মাস্তমজ বিকল্পনাভিরেতৈ-
 দেবাস্ত্বঃজগদধিলং ত্বমেব বিশ্বম্ ।
 বিশ্বাত্মাস্তমতিবিকারভেদহীনঃ
 সৰ্বস্বমিহ হি ভবতোহস্তি কিঞ্চিদন্তং ॥৫৫
 ত্বং ব্রহ্মা পশুপতিরধ্যমা বিধাতা
 ত্বং ধাতা ত্রিদশপতিঃ সমীরণোহগ্নিঃ ।
 তোয়েশো ধনপতিরস্তুকস্বমেকো
 ভিন্নাত্মা জগদপি পাসি শক্তিভেদৈঃ ॥৫৬
 বিশ্বং ভবান্ সৃজতি হস্তি গভস্তিরূপো
 বিশ্বঞ্চ তে গুণময়োহয়মজ প্রপঞ্চঃ ।

তোমাকে কল্পনা দ্বারা উল্লেখ করিয়া থাকেন ।
 হে অনাথ্যেয়স্বরূপাত্মন ! অনাথ্যেয়প্রয়ো-
 জন ! অনাথ্যেয়াভিধান ! পরমেশ্বর ! তোমাকে
 নমস্কার করি । হে নাথ ! যাহাতে নাম-
 রূপাদি কল্পনাও করা যায় না, তুমি সেই
 নিত্য অবিকারী অজ পরম ব্রহ্ম ; যে হেতু
 সমস্ত পদার্থেরই ক ব্যতীত জ্ঞান হইতে
 পারে না । সেই জন্তই তুমি কৃষ্ণ, অচ্যুত,
 অনন্ত, বি ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা স্তত হইয়া
 থাক । হে সৰ্বাত্মন ! অজ তুমি এই সকল
 বিকল্পনা দ্বারা নানা দেবতা হইয়াছ, তুমিই
 অখিল জগৎ, তুমিই এই বিশ্ব । হে বিশ্বাত্মন !
 তুমি অতিমাত্র বিকারহীন ; তুমি সৰ্বত্রই
 বিরাজিত আছ, তোমা হইতে ভিন্ন আর
 কিছুই নাই । তুমিই ব্রহ্মা, পশুপতি, অধ্যমা,
 বিধাতা, তুমিই ধাতা, ত্রিদশপতি, সমীরণ ও
 অগ্নি । এক তুমিই তোয়েশ ও ধনপতি,
 অস্তুক, ইত্যাদি বিভিন্নমূর্তিতে বিভিন্ন
 শক্তিতে জগৎ পালন করিয়া থাক ।
 কিরণরূপী তুমি বিশ্বের সৃজন ও পালন
 কর ; হে অজ ! এই গুণময় বিশ্বও

রূপং পরং সন্নিতি বাচকমকরং যজ -

জানান্নানে সদসতে প্রণতোহস্মি তস্মৈ ॥

ও নমো বাসুদেবায় নমঃ সংকর্ষণায় চ ।

প্রহ্লাদায় নমস্তাত্মানিরুদ্ধায় তে নমঃ ॥ ৫৮

বাস উবাচ ।

এবমস্তর্জনে কৃষ্ণমভিষ্ট্য স যাদবঃ ।

অর্থয়ামাস সর্বেশং ধূপপুষ্পৈশ্চনোময়ৈঃ ॥ ৫৭

পরিত্যজ্যাত্তবিষয়ং মনস্তত্র নিবেশ্য সঃ ।

ব্রহ্মভূতে চিরং স্থিত্বা বিররাম সমাধিতঃ ॥ ৬০

কৃতকৃত্যমিবাঙ্গানং মন্তমানো দ্বিজোত্তমাঃ ।

আজগাম রথং ভূয়ো নির্গম্য যমুনান্তসঃ ॥ ৬১

রামকণ্ঠো দদর্শাথ যথাপূর্বমবস্থিতৌ ।

বিস্মিতাকং তদাকুরং তঞ্চ কৃষ্ণোহভ্যভাষত

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

কিং ভূয়া দৃষ্টমার্চ্যামকুর যমুনাজলে ।

বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো ভবান্ সংলক্ষ্যতে যতঃ ॥

তোমারই প্রপকমাত্র । ‘সৎ’ এই যে বাচক

অকুর, ইহাই তোমার পরম রূপ ; সদসৎ

জানান্না সেই তোমাকে আমি প্রণাম করি ।

“ও নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়” বলিয়া তোমায়

আমি নমস্কার করি, সংকর্ষণকেও নমস্কার,

প্রহ্লাদ, তামাকে নমস্কার, অনিরুদ্ধ, তোমাকে

নমস্কার ॥ ৫৮—৫৮ । বাস বলিলেন,—সেই

যাদব জলমধ্যে এইরূপে কৃষ্ণকে স্তব করিয়া

মনোময় পুষ্প ধূপ দ্বারা সেই সর্বেশ্বরকে

অর্চনা করিলেন । তারপর অস্ত্রবিষয় পরিহার

করত সেই ব্রহ্মভূত হরিতে মন নিবেশিত

করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থানের পর সেই সমাধি

হইতে বিরত হইলেন । হে দ্বিজোত্তমগণ !

তিনি আত্মাকে কৃতকৃত্য বোধ করত যমুনা-

জল হইতে উত্থানপূর্বক পুনরায় রথে

আসিলেন । দেখিলেন,—রাম ও কৃষ্ণ

যথাপূর্ব অবস্থিত রহিয়াছেন । তখন বিস্মিত-

নেত্র সেই অকুরকে কৃষ্ণ এই কথা

কহিলেন,—হে অকুর ! তুমি যমুনাজলে

কি আশ্চর্য দেখিলে ? যেহেতু তোমাকে

বিস্ময়োৎফুল্লনয়ন দেখাইতেছে । অকুর

অকুর উবাচ ।

অস্তর্জনে যদাশ্চর্য্যং দৃষ্টং তত্র ময়াচ্যুত ।

তদত্রৈব হি পশ্যামিমূর্ত্তিমং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬৪

জগদেতন্নহাশ্চর্য্যং রূপং যন্ত মহাঙ্গনঃ ।

তেনাশ্চর্য্যপরেণাহং ভবতা কৃষ্ণ সঙ্গতঃ ॥ ৬৫

তৎকিমিতিেন মথুরাং প্রযামো মধুসূদন ।

বিভেমি কংসাদ্ধিগুজন্ম পরপিণ্ডোপজীবিনঃ ॥

বাস উবাচ ।

ইত্যা ক্রা চোদয়ামাস তান্ হ্যান্ বাতরংহসঃ ।

সম্প্রাপ্তশ্চাপি সাযাক্রে সোহকুরো মথুরাং

পুরীম্ ।

বিলোক্য মথুরাং কৃষ্ণঃরামঃ চাহ স যাদবঃ ॥ ৬৭

অকুর উবাচ ।

পদ্ভ্যাং যাতং মহাবীৰ্য্যো রথেনৈকো বিশা-

ম্যহম্ ।

গন্তব্যং বসুদেবস্ত নো ভবদ্ভ্যাং তথা গৃহে ।

যুবয়োহি কৃতে বৃদ্ধঃ কংসেন স নিরস্যতে ॥ ৬৮

বাস উবাচ ।

ইত্যা ক্রা প্রবিবেশাসাবকুরো মথুরাং পুরীম্ ।

বলিলেন,—হে অচ্যুত ! সেই জলমধ্যে

যে আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহা এখানেও

মূর্ত্তিমান্ পুরোবর্তী দেখিতেছি ! এই

মহাশ্চর্য্য জগৎ বাহার রূপ, হে কৃষ্ণ ! সেই

পরমাশ্চর্য্য আপনার সহিত আমি এখানে

মিলিত হইয়াছি । তা, এ আলোচনায় ফল

কি ? মধুসূদন ! মথুরায় যাই ; কংস

হইতে ভয় পাইতেছি । পরপিণ্ডোপজীবি-

গণের জীবনে ধিক্ ! বাস বলিলেন,—

অকুর এই বলিয়া সেই বাতবেগী হরগণকে

প্রেরণ করিলেন এবং সাযারুকালে মথুরা-

পুরীতে উপস্থিত হইলেন । সেই যাদব

তখন মথুরাপুরীতে দেখিয়া রাম ও কৃষ্ণকে

বলিলেন,—হে মহাবীৰ্য্যদয় ! আপনারা

পাদচায়ে গমন করুন, আমি একাকী রথ

দ্বারা প্রবেশ করি । আপনারা বসুদেবের

গৃহে যাইবেন না । আপনারদের ক্রোধই

সেই বৃদ্ধ, কংস বর্জক উৎপীড়িত হইতে

প্রবিষ্টৌ রামকৃষ্ণৌ চ রাজমার্গমুপাগতো ॥ ৬৯
 ত্রীভিন্নরৈশ্চ সানন্দলোচনৈরভিবিকিতৌ
 জগদ্বল্লীলয়া বীরৌ প্রাপ্তৌ বালগজাবিব ॥ ৭০
 ভ্রমণার্থো তু তৌ দৃষ্টৌ রজকং রজকারকম্ ।
 অযাচেতাং স্বরূপাণি বাসাংসি কচিরিণি তৌ
 কংসস্ত রজকং সৌহৃৎ প্রসাদাকৃটবিস্ময়ঃ ।
 বহুতাক্ষেপবাক্যানি প্রাহোচ্চৈ রামকেশবৌ ॥
 ততস্তলপ্রহারেণ কৃষ্ণস্তস্ত হুরাশ্বনঃ ।
 পাতগ্রামাস কোপেন রজকস্ত শিরো ভুবি ॥ ৭৩
 হৃদাদায় চ বজ্রাণি পীতনীলাবরৌ ততঃ ।
 কৃষ্ণরামৌ যুদাযুক্তৌ মালাকারগৃহং গতৌ ॥ ৭৪
 বিকাসিনেজযুগলৌ মালাকারোহতিবিস্মিতঃ ।
 এতৌ কস্ত কুতো যাতৌ মনসাচিস্তয়ন্ততঃ ৭৫
 পীতনীলাবরধরৌ দৃষ্টাতিসুমনোহরৌ ।
 স তর্কগ্রামাস তদা ভুবং দেবাবুপাগতো ॥ ৭৬

ছেন । ৫৯—৬৮ । ব্যাস বলিলেন,—সেই
 অকুর এই বলিয়া মধুরাপুরীতে প্রবেশ
 করিলেন । রাম কৃষ্ণও প্রবিষ্ট হইয়া
 রাজপথে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । সেই
 বীরধ্বজ বালগজবৎ লীলা সহকারে যাইতে
 যাইতে সানন্দনয়ন নরনারীগণ কর্তৃক
 বীক্ষিত হইতে লাগিলেন । তাঁহারা ভ্রমণ
 করিতে করিতে এক রজকারক রজককে
 দেখিয়া তাহার নিকটে নিজ নিজ যোগ্য
 কচির বস্ত্র চাহিলেন । কংসের প্রসাদে
 গর্জিত সেই রজক তাহাতে রাম ও কেশবকে
 অনেক অক্ষেপ বাক্য বলিল । কৃষ্ণ তাহাতে
 কুপিত হইয়া করতলপ্রহারে সেই হুরাশ্ব
 রজকের মস্তকচ্ছেদনপূর্বক ভূতলে পাতিত
 করিলেন । পরে কৃষ্ণ ও রাম সেই রজককে
 রত্ন্যপূর্বক বস্ত্র লইয়া পীত ও নীলাবর
 পরিধান করত মুদিভচিত্তে মালাকার-ভবনে
 গমন করিলেন । মালাকার বিস্মিত হইয়া
 বিকসিত-নেত্রযুগলে “ইহারা কাহার ? কোথা
 হইতেই বা আসিল ?” মনে মনে এইরূপ
 ভাবনা করিল । সে তাঁহাদিগকে পীত-নীলা-
 বরধর, অতি-সুমনোহর দর্শনে মনে মনে

বিকাশিমুখপদ্মাত্যাং তাত্যাং পুষ্পাণি যাচিতঃ
 ভুবং বিষ্টত্য হস্তাত্যাং পম্পর্শশিরসা মহীম্ ।
 প্রসাদমুখৌ নাথৌ মম গেহমুপাগতো ।
 ধনোহহমর্চয়িম্যামীত্যাহ তৌ মালাকারবিকঃ
 ততঃ প্রহৃষ্টবদনস্তয়োঃ পুষ্পাণি কামতঃ ।
 চারুণ্যেতানি চৈতানি প্রদদৌ স বিলোভয়ন
 পুনঃপুনঃ প্রণম্যাসৌ মালাকারোক্তমো দদৌ
 পুষ্পাণি তাত্যাং চারুণি গন্ধবস্ত্রমলানি চ ॥
 মালাকারায় কৃষ্ণোহপি প্রসন্নঃ প্রদদৌ বরম্ ।
 শ্রীত্যাং মৎসংশ্রয়া ভক্ত ন কদাচিত্যজিয্যতি ॥
 বলহানির্ন তে সৌম্য ধনহানিরথাপি বা ।
 যাবদ্ধরণিস্বর্ঘ্যো চ সন্ততিঃ পুত্রপৌত্রিকী ॥ ৮২
 ভুক্তা চ বিপুলান্ ভোগাংস্তুমন্তে মৎপ্রসাদতঃ

আলোচনা করিতে লাগিল যে,—“নিশ্চয়ই
 ইহারা দেবতা, ভূতলে আসিয়াছেন ।” রাম
 ও কৃষ্ণ বিকসিত মুখপদ্মে তাহার নিকট পুষ্প
 প্রার্থনা করিলে সেই মালাকার হস্ত দ্বারা
 ভূতল অবলম্বনপূর্বক মস্তক দ্বারা মহীতল
 পম্পর্শ করত তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল
 এবং “হে প্রসাদমুখ নাথদ্বয় ! আপনারা
 আমার গৃহে আসিয়াছেন, আমি ধন
 হইলাম ! আপনাদিগের অর্চনা করিব ।”
 এই কথা বলিল । পরে সে প্রহৃষ্ট-
 বদনে “এগুলি ভাল, এগুলি সুন্দর,”
 এইরূপ বাক্যে প্রলোভিত করত তাঁহাদিগকে
 কামনাভূরূপ পুষ্প প্রদান করিল ৬৯—৭৯ ।
 সেই মালাকারোক্তম তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ
 প্রণামান্তে মনোহর পুষ্প ও গন্ধ-সম্বিত
 অমল মালা সকল প্রদান করিল ।
 তখন কৃষ্ণও প্রসন্ন হইয়া সেই মালাকারকে
 এই বর প্রদান করিলেন যে,—হে ভক্ত !
 মৎসংশ্রয়া শ্রী তোমাকে কখনও পরিত্যাগ
 করিবে না । সৌম্য ! তোমার বলহানি
 বা ধনহানি হইবে না । ধরনী ও স্বর্ঘ্যের
 স্থিতিকাল পর্যন্ত পুত্র-পৌত্র-সমৃদ্ধ দ্বারা-
 বাহিক বংশ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । তুমি মৎ-
 প্রসাদে বিপুল ভোগ্য উপভোগ্যকে অক্কে

মমাহুস্মরণং প্রাপ্য দিব্যলোকমবাপ্যসি ॥ ৮৫
ধর্মো মনস্ত তে ভদ্র সর্বকালং ভবিষ্যতি ।
যুগ্মসন্ততিজাতানাং দীর্ঘমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ৮৬
নোপসর্গাদিকং দোষং যুগ্মসন্ততিসম্ভবঃ ।
অবাপ্যতি মহাভাগ যাবৎস্বর্ঘ্যো ভবিষ্যতি ॥
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুक्ता তদগৃহাৎ কৃষ্ণো বলদেবসহায়বান্ ।
নির্জগাম মুনিশ্রেষ্ঠা মালাকারেণ পূজিতঃ ॥ ৮৬

ইতি ত্রিভাষ্যেহকুরপ্রত্যাগমনঃ দ্বিনবত্যা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯২ ॥

ত্রিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

রাজমার্গে ততঃ কৃষ্ণঃ সানুলেপনভাজনাম্ ।
দদর্শ কুজামায়াস্তীং নবযৌবনগোচরাম্ ॥ ১
ভামাহ ললিতং কৃষ্ণঃ কস্তেদমনুলেপনম্ ।

আমার অনুস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া দিব্য লোক
লাভ করিবে । ওহে ভদ্র ! সর্বকালেই
তোমার মন ধর্ম্মে রত থাকিবে । তোমার
সন্ততিজাত ব্যক্তিবর্গের দীর্ঘায়ু লাভ হইবে ;
যাবৎ স্বর্ঘ্য থাকিবেন, তাবৎ তোমার
বংশের কাহারই উপসর্গাদি দোষ ঘটিবে
না । ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
বল-সহায়বান্ কৃষ্ণ এই বলিয়া সেই মালাকার
কর্তৃক পূজিত হইয়া তাহার গৃহ হইতে বহি-
র্গত হইলেন । ৮০—৮৬ ।

দ্বিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯২ ।

ত্রিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—তারপর কৃষ্ণ রাজ-
পথে সানুলেপন পাত্রহস্তে নবযৌবন-গর্ভিতা
কুজাকে আসিতে দেখিলেন । কৃষ্ণ তাহাকে
ললিতবচনে বলিলেন,—ইন্দীবরলোচনে !
এ কাহার অনুলেপন লইয়া যাইতেছ ?

ভবত্যা নীয়তে সত্যং বদেন্দীবরলোচনে ॥ ২
সকামেনৈব সা প্রোক্তা সানুরাগা হরিঃ প্রতি ।
প্রাহ সা ললিতং কুজা দদর্শ চ বলান্ততঃ ॥ ৩
কুজোবাচ ।

কাস্ত কস্মিন্ন জানাসি কংসেনাপি নিযোজিতা ।
নৈকবক্রেতি বিখ্যাতামনুলেপনকর্ম্মণি ॥ ৪
নাশ্রুপিষ্টং হি কংসস্ত্রীতয়ে হনুলেপনম্ ।
ভবত্যাঃমতীবাশ্রু প্রসাদধমভাজনম্ ॥ ৫
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সুগন্ধমেতদ্রাজাহং কচিরং কচিরাননে ।
আবয়োর্গাত্রসদৃশং দীপ্যতামনুলেপনম্ ॥ ৬
ব্যাস উবাচ ।

ঋত্বা তমাহ সা কৃষ্ণঃ গৃহতামিতি সাদরম্ ।
অনুলেপক প্রদদৌ গাত্রযোগ্যমধোভয়োঃ ॥ ৭
ভক্তিচ্ছেদানুলিষ্টাকৌ ততস্তৌ পুরুষবর্তৌ ।
সেন্দ্রচাপৌ বিরাজন্তৌ সিতকৃষ্ণাবিবাসুদৌ ॥ ৮
ততস্তাং চিবুকে শৌরিকল্পাপনবিধানবিৎ ।
উল্লাপ্য তোলয়ামাস দ্ব্যানুলেনাগ্রপাণিনা ॥ ৯

সত্য বল । হরি সকামভাবে এই কথা
কহিলে সেই কুজাও তৎপ্রতি অনুরাগবতী
হইয়া কামবশে তাঁহাকে দর্শন করিল এবং
বলিল,—কাস্ত ! তুমি আমাকে কেন জান
না ? আমি নৈকবক্রা নামে বিখ্যাতা ; কংস
কর্তৃক অনুলেপন কর্ম্মে নিযোজিতা । অশ্রু-
পিষ্ট অনুলেপন কংসের স্ত্রীতিজনক হয় না ;
আমি তাঁহার অতীব প্রসাদধনের পাত্রী ।
কৃষ্ণ বলিলেন,—অসি ! কচিরাননে ! এই
সুগন্ধ অতীব মনোরম, এবং রাজযোগ্য
বটে ; অতএব আমাদিগের গাত্রোপযোগী
অনুলেপন দান কর । ব্যাস বলিলেন,
—এই কথা শুনিয়া সে কৃষ্ণকে সাদরে
“গ্রহণ কর” বলিয়া তাহাদিগের গাত্রযোগ্য
অনুলেপন প্রদান করিল । পরে সেই পুরুষ-
বর্ত্তদ্বয়, যেখানে যেমন অনুলেপন ধারণ
করা বিধেয় তদনুসারে অনুলিষ্টা হইয়া
সেন্দ্রচাপ-সমবিতসিত-কৃষ্ণ অমুদবৎ বিরাজিত
হইলেন । উল্লাস-বিলাসে সুচতুর শৌরি পরে

চক্ৰং পদ্মাকং তদা ঋতুঃ কেশবোহনয়ৎ ।
 ততঃ সা ঋতুতাঃ প্রাপ্তা যোষিতামভবদ্বরা ॥
 বিলাসললিতঃ প্রাহ প্রেমগৰ্ভভরাগমম্ ।
 বস্ত্রে প্রগৃহ্য গোবিন্দং ব্রজ গেহং মমেতি বৈ ॥
 আশ্রান্তে ভবভীগেহমিতি তাং প্রাহ কেশবঃ ।
 বিসমৰ্কজহাসোচ্চৈ রামশ্চালোক্য চাননম্ ॥
 ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাক্ষৌ নীলপীতান্বরাবুভৌ ।
 ধনুঃশালাং ততো যাতে চিত্রমাল্যোপ-
 শোভিতৌ
 অধ্যাস্ত চ ধনুঃশ্বং তাভ্যাং পৃষ্টৈস্ত রক্ষিভিঃ ।
 আখ্যাতং সহসা কৃকো গৃহীত্বাপুরয়দ্ধনুঃ ॥১৪
 ততঃ পুরয়তা তেন ভজ্যমানং বলাদ্ধনুঃ ।
 চকারাতিমহাশব্দং মথুরা তেন পুরিতা ॥ ১৫
 অল্পযুক্তৌ ততস্তৌ চ ভগ্নে ধনুষি রক্ষিভিঃ ।

তাহাকে হস্তের দুইটা অঙ্গুলি দ্বারা চিবুকে ধরিয়া উচ্চৈ আনিলেন, সেই সঙ্গে পদদ্বয় দ্বারা তদীয় পদদ্বয়কেও নিয়দিকে আকর্ষণ করিলেন; কেশব এইরূপ করায় কুজা সরলত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই জীবক্সা কুজা এই ভাবে সরল হইয়া তখন উত্তমা রমণী হইল। সে তখন গোবিন্দকে বস্ত্রে ধরিয়া বিলাস-ললিত প্রেমগৰ্ভবচনে ধীরে ধীরে বলিল,— “আমার গৃহে চল।” কেশব “তোমার গৃহে আসিব” এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া রাত্রে মূখের দিকে চাহিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। ১—১২। যথাযোগ্য অঙ্গুলিপ্তাঙ্গ ও নীল-পীতান্বরাধারী বিচিত্র মাল্যভূষিত রাম ও কৃষ্ণ তারপর কংসের ধনুঃশালায় উপনীত হইলেন। সেখানে যজ্ঞীয় শ্রেষ্ঠ ধনু রাখিয়া যেসকল রক্ষী উপবিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে সেই ধনুঃ কথ্য জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা দেখাইয়া দিল। কৃষ্ণ সহসা সেই ধনু ধারণপূর্বক উহাতে গুণ সংযোগ করিলেন। পরে আকর্ষণ করাতে উহা ভগ্ন হইয়া গেল। সেই ক্ষণে সমগ্রা মথুরা নগরী পরিপূরিত হইল। ধনু ভগ্ন হইলে রক্ষীরা তাঁহাদিগকে অনেক অল্পযোগ

রক্ষিসৈন্তং নিকৃত্যোভৌ নিক্রান্তৌ

কার্শুকালয়াৎ ১৬

অক্রুরাগমবৃত্তান্তমুপলভ্য তথা ধনুঃ ।

ভগ্নং ব্রহ্মাধ কংসোহপিপ্রাহচাপুরমুষ্টিকৌ ॥১৭

কংস উবাচ ।

গোপালদারকৌপ্রাপ্তৌভবন্ত্যাং ভৌ মমাগ্রতঃ
 মল্লযুদ্ধেন হস্তবোঁ মম প্রাণহরৌ হি তৌ ॥ ১৮
 নিযুদ্ধে তদ্বিনাশেন ভবন্ত্যাং তোষিতৌ হুহুম
 দান্শাম্যভিমতান্ কামান্নান্তথৈতন্মহাবলৌ ॥১৯
 শ্রায়তোহশ্রায়তোবাপিভবন্ত্যাংতৌ মমাহিতৌ
 হস্তবোঁ তদ্বধাদ্রাজ্যং সামান্তং বো ভবিষ্যতি
 ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাদিশ্চ স তৌ মল্লৌ ততশ্চাহুয় হস্তিপম্
 প্রোবাচোচ্চৈশ্চয়া মন্তঃ সমাজদ্বারি কুঞ্জরঃ ॥২১
 স্থাপ্যঃ কুবলয়াপীড়ন্তেন ভৌ গোপদারকৌ ।
 ঘাতনীয়ো নিযুদ্ধায় রজদ্বাঃমুপাগতৌ ॥ ২২

করিল। তাঁহারা রক্ষীদিগকে প্রহারপূর্বক সেই কার্শুকালয় হইতে নিক্রান্ত হইলেন। পরে কংস অক্রুরের আগমন ও ধনুর্ভঙ্গ বিবরণ অবগে চাপুর ও মুষ্টিককে বলিল,— গোপাল বালকদ্বয় এখানে আসিয়াছে, তাহাদিগকে আমার সমক্ষে তোমরা মল্লযুদ্ধে নিহত কর, উহারা আমার প্রাণহারী,—হে মহাবলদ্বয়! তোমরা বাহ্যযুদ্ধে উহাদিগকে বিনষ্ট করিলে আমি তোমাদিগকে অভিমত কাম প্রদান করিব, ইহার অন্তথা হইবে না। শ্রায়ত ও অশ্রায়ত যেভাবেই হউক, আমার সেই অহিতদ্বয়কে তোমরা হত্যা করিবে। উহাদিগের বধ সাধন করিলে এ রাজ্য তোমাদেরই হইবে।—২০। ব্যাস বলিলেন,—সেই কংস মল্লদ্বয়কে সেইরূপ আদেশ করিয়া পরে হস্তিপালককে আহ্বান-পূর্বক বলিল,—তুমি আমার সেই মন্ত বর কুঞ্জর কুবলয়াপীড়কে সমাজদ্বারে স্থাপন করিও। সেই গোপবালকদ্বয় বাহ্যযুদ্ধে রজদ্বারে উপাগত হইলে ঐ হস্তী দ্বারা

তমাজ্ঞাপ্যাহ দৃষ্টো চ মঞ্চান্ সৰ্ব্বানুপাহতান ।
 আসন্নমরণঃ কংসঃ সূর্য্যোদয়মুদৈক্ষত ॥ ২৩
 ততঃ সমস্তমঞ্চেষু নাগরঃ স তদা জনঃ ।
 রাজমঞ্চেষু চাক্রঢাঃ সহ ভূত্যৈর্মহৌততঃ ॥ ২৪
 মল্লপ্রান্তিকবর্গাশ্চ রজমধ্যে সমীপগাঃ ।
 কৃতঃ কংসেন কংসোহপি তুঙ্গমঞ্চে ব্যবস্থিতঃ
 অন্তঃপুরাণাং মঞ্চাশ্চ যথাস্থে পরিকল্পিতাঃ ।
 অস্তে চ বারমুখ্যানামস্তে নগরযোষিতাম্ ॥ ২৬
 নন্দগোপাদয়ো গোপা মঞ্চেষু স্তেষবস্থিতাঃ ।
 অকুরবনুদেবৌ চ মঞ্চপ্রান্তে ব্যবস্থিতৌ ॥
 নগরীযোষিতাঃ মধ্যে দেবকী পুত্রগন্ধিনী ।
 অন্তকালেহপি পুত্রস্ত জন্ম্যমীতি মুখং স্থিতা ॥
 বাস্তমানেষু তুর্য্যেষু চাপুর্বে চাতিবল্লতি ।
 হাহাকারপরে লোক আফোটয়তি মুষ্টিকে ॥
 হত্বা কুবলয়াপীড়ং হস্ত্যারোহপ্রচোদিতম্ ।

উহাদিগকে ঘাতিত করিবে । তাহাকে
 এইরূপ আজ্ঞা করিয়া আসন্নমরণ কংস,
 সমস্ত মঞ্চ সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া সূর্য্যো-
 দয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল । তারপর
 ক্রমে নাগরগণেরা সেই সমস্ত মঞ্চে আসিয়া
 উপবেশন করিল । রাজকীয় মঞ্চসকলে মহী-
 পতিরা ভূত্যগণসহ আরোহণ করিলেন ।
 কংসও রজমধ্যে সন্নিহিত সেই মল্লদিগের
 দোষগুণ-নির্বাচনকারী জনগণকে উপবেশিত
 করিয়া স্বয়ং উচ্চ মঞ্চে অবস্থিত হইল ।
 এতদ্বার অন্তঃপুরনারীগণের, প্রধানপ্রধান
 বারবানিতাদিগের এবং নাগররমণীবর্গের
 নিমিত্তও পৃথক পৃথক মঞ্চ পরিকল্পিত হইল ।
 নন্দগোপাদি গোপালেরা এক মঞ্চে অবস্থান
 করিল । অকুর ও বনুদেব মঞ্চপ্রান্তে উপ-
 বিষ্ট হইলেন । পুত্রস্নেহবিক্রবা দেবকী মৃত্যু-
 কালেও পুত্রের মুখ দেখিতে পাইব ভাবিয়া
 নাগর-নারীগণের মধ্যে উপবিষ্টা হইলেন ।
 পরে তুর্য্য সকল বাজিত হইতে লাগিল ।
 চাপুর অতিশয় গর্জ প্রকাশ করিতে লাগিল,
 মুষ্টিক আফোটন করিতে লাগিল এবং লোক
 সকল হাহাকার করিতে লাগিল । এমন

মদাস্থগল্লিপ্তাকৌ জগদন্তবরাযুধৌ ॥ ৩০
 যুগমধ্যে যথা সিংহৌ গর্জলীলাবলোকিনৌ ।
 প্রবিষ্টৌ স্তুমহারঙ্গং বলদেবজনান্দিনৌ ॥ ৩১
 হাহাকারো মহান যজ্ঞে সর্বরঞ্জনস্তরম্ ।
 কৃষ্ণোহয়ং বলভদ্রোহয়মিতি লোকস্ত বিস্ময়াৎ
 সোহয়ং যেন হতা ঘোরা পুতনা বালঘাতিনী
 প্রক্ষিপ্তঃ শকটঃ যেন ভগ্নৌ চ যমলার্জুনৌ ॥
 সোহয়ং যঃ কালিয়ঃ নাগঃ ননর্ভাকৃষ্ণ বালকঃ ।
 ধৃতো গোবর্দ্ধনো যেন সপ্তরাজঃ মহাগিরিঃ ॥ ৩৪
 অরিষ্টো ধেনুকঃ কেনী লীলয়ৈব মহাননা ।
 হতা যেন চ ত্বর্কস্তো দৃষ্টতে সোহয়মচ্যুতঃ ॥
 অয়ং চান্ত মহাবাহুবলদেবোহগ্রজোহগ্রতঃ ।
 প্রয়াতি লীলয়া যোযিন্ননোনয়ননন্দনঃ ॥ ৩৬
 অয়ং স কথ্যতে প্রাক্তৈঃ পুরাণার্থাবলোকিতিঃ
 গোপালোষাদবং বংশঃ ময়মভ্যুদয়িষ্যতি ॥ ৩৭

সময়ে বলদেব ও জনার্দন রজস্বারে মাহত-
 প্রেরিত কুবলয়াপীড়কে হত্যাপূর্ব্বক তদীয়
 মদরঞ্জে অল্লিপ্তাক হইয়া সেই গজের
 দীর্ঘ দন্তদ্বয় আয়ুধরূপে গ্রহণ করত যুগ-
 মধ্যে সিংহের স্তায় সগর্জ লীলাসহকারে
 দেখিতে দেখিতে সেই স্তুমহারঙ্গ মধ্যে
 প্রবেশ করিলেন । ২১—৩১ । অনন্তর সমস্ত
 রজমধ্যে বিস্ময়বশে লোক সকলের “এই
 কৃষ্ণ”,—“এই বলভদ্র” ইত্যাকার শব্দসহ মহা
 হাহাকার উপস্থিত হইল । যিনি ঘোরা বাল-
 ঘাতিনী পুতনাকে নিহত করিয়াছেন, এই সেই
 কৃষ্ণ; যিনি শকট প্রক্ষেপ ও যমলার্জুন ভঞ্জন
 করিয়াছেন, যিনি কালিয়নাগে আরোহণ-
 পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছেন, যিনি গোবর্দ্ধন মহা
 গিরিকে সপ্ত রাত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই
 এই কৃষ্ণ । ত্বর্কস্ত অরিষ্ট, ধেনুক ও কেনী
 যে মহান্নার লীলাবশে নিহত হইয়াছে,
 সেই অচ্যুত ঐ দৃষ্ট হইতেছেন । ইনি
 উহার অগ্রজ, নারীগণের মনোনয়ননন্দন
 বলভদ্র, লীলাসহকারে যাইতেছেন ।
 পুরাণার্থতত্ত্বজ্ঞ প্রাক্তজনেরা বলিয়া থাকেন
 যে, এই গোপাল ময় বাদবংশকে উন্নীত

অয়ং স সৰ্বভূতন্ত বিকোৱখিলজন্মনঃ ।
অবতীৰ্ণো মহীমংশো নুনঃ ভাৱহরো ভুবঃ ॥৩৮
ইত্যেবং বৰ্ণিতে পৌরে ৰামে কৃষ্ণে চ

তৎক্ষণাৎ ।

উৱন্ততাপ দেবক্যাঃ স্নেহপুতপয়োধরম্ ॥ ৩৯
মহোৎসবমিবালোক্য পুত্ৰাবেব বিলোকয়ন্ ।
যুবেব বসুদেবোহভূদ্বিহায়াভ্যাগতাঃ জরাম্ ॥
বিস্তাৱিতাক্ষিগুণা ৰাজাস্তঃপুৰযোষিতঃ ।
নাগৱন্ত্ৰীসমূহচ্চ ভ্ৰষ্ট্ৰঃ ন বিৱৰাম তৌ ॥ ৪১
স্মিয় উচুঃ ।

সখ্যঃ পশুত কৃষ্ণস্তা মুখমপ্যমুজ্জেক্ষণম্ ।
গজযুদ্ধকৃত্যাসম্বেদামুকণিকাক্ষিতম্ ॥ ৪২
বিকাসীব সরোহন্তোজমবশ্চায়জলোক্ষিতম্ ।
পৰিভূতাক্ষরং জন্ম সফলং ক্ৰিয়তাং দৃশঃ ॥৪৩
জীবৎসাক্ষং জগদ্ধাম বালৈশ্চত্বিলোক্যতাম্ ।
বিপক্ষকপণং বক্ষো ভুজযুগ্মক ভামিনি ॥ ৪৪
বল্লভা মুষ্টিকেনৈব চাপুৰেণ তথাপৱৈঃ ।

কৰিবেন। নিশ্চয়ই ইনি সৰ্বভূতাত্মক
অখিলজন্মা বিষ্ণুৰ অংশে ভূভাৱহৰণাৰ্থ
মহীতলে অবতীৰ্ণ হইয়াছেন। ৰাম ও কৃষ্ণ
সম্বন্ধে পৌৰ জনেৱা এইৰূপ বৰ্ণন কৰিতে
থাকিল। দেবকীৰ বক্ষস্থল সন্তপ্ত হইয়া
উঠিল; স্নেহবশে পয়োধর ক্ষৰিত হইতে
লাগিল। মহোৎসব সদৃশ পুত্ৰদ্বয়কে
দেখিয়া বসুদেব বৃদ্ধতাব পৰিত্যাগপূৰ্ব্বক
সুবাৰ স্তায় হইলেন। নাগৱ নারীগণ ও
অস্তান্ত যোষিৎবৰ্গ বিস্তাৱিত-নেত্ৰযুগলে
সেই ৰাম-কৃষ্ণেৰ দৰ্শনবিষয়ে কণমাত্ৰও
বিৱৰ্ত হইল না। ৩২—৪১। তাহাৱা পৱস্পৰ
ললিতে লাগিল,—হে সখিগণ! গজযুদ্ধজনিত
আয়াসে স্বেদামুকণিকাশোভিত অমুজ্জেক্ষণ
কৃষ্ণেৰ মুখখানি দেখ। হিমকণাযুক্ত সরো-
বৰগত বিকুশিত পদ্মসদৃশ অনিৰ্কচনীয়
এই মুখ দৰ্শনে নয়নেৰ সফলতা সাধন কৰ।
হে ভামিনি! জীবেৰ আধাৱশ্বৰূপ জীবৎস-
চিহ্ন-শোভিত বিপক্ষ-কমকাৱী বক্ষঃস্থল ও
জুগ্মগল অবলোকন কৰ। মুষ্টিক ও চাপু-

ক্ৰিয়তে বলভজন্ত হান্তমীষদ্বিলোক্যতাম্ ॥৪৫
সখ্যঃ পশুত চাপুৰং নিযুদ্ধাৰ্থময়ং হৰিঃ ।
সমুপৈতি ন সন্ত্যজ কিং বৃদ্ধা যুক্তকাৱিণঃ ॥৪৬
ক যৌবনোন্মুখীভূতঃ সুকুমাৱতমুহুৰি ।
ক বজ্জকঠিনাভোগশৰীৰোহয়ং মহাসুৱঃ ॥৪৭
ইমৌ সুললিতৌ ৰঞ্জে বৰ্ভেতে নবযৌবনৌ ।
দৈতেয়মল্লাচাপুৰপ্ৰমুখাস্তদাকুণাঃ ॥ ৪৮
নিযুদ্ধপ্ৰাণিকানাঙ্ক মহানেষ ব্যতিক্ৰমঃ ।
যদ্বালবলিনোৰ্যুদ্ধং মধ্যস্থৈঃ সমুপেক্ষ্যতে ॥ ৪৯
বাস উবাচ ।

ইথং পুৱস্মীলোকস্ত বদতশ্চালয়ন্ ভুবম্ ।
ববৰ্ষ হৰ্ষোৎকৰ্ষক জনস্ত ভগবান্ হৰিঃ ॥ ৫০
বলভজোহপি চাক্ষোঢ্য ববল্ল ললিতং যদা ।
পদে পদে তদা ভূমিৰ্নীৰ্ণা যন্তদভুতম্ ॥ ৫১
চাপুৰেণ ততঃ কৃষ্ণো যুযুধেহমিতবিক্ৰমঃ ।
নিযুদ্ধকুশলো দৈতেয়া বলদেবেন মুষ্টিকঃ ॥ ৫২

ৱেৰ স্পৰ্শ দৰ্শনে বলভজ যে কৈষৎ হান্ত
কৰিতেছেন, তাহাও দেখ। সখিগণ,
বাহুযুদ্ধাৰ্থ ঐ হৰি অগ্ৰসৰ হইতেছেন।
যোগ্য বিচাৰক বৃদ্ধগণ কি এখানে নাই?
যৌবনোন্মুখ সুকুমাৱতমু হৰিই বা কোথায়?
আৰ বজ্জকঠিন পূৰ্ণশৰীৰ এ মহাসুৱই বা
কোথায়? এই ৰঙ্গস্থলে ইহাৱা হইতেছেন—
সুললিত নবযৌবনশালী আৰ চাপুৰ-
প্ৰমুখ দৈতেয় মল্লগণ অতীব দাকুণাকার।
বাহুযুদ্ধ-ব্যবস্থাপকদিগেৰ ইহা নিতান্তই
ব্যতিক্ৰম যে, তাঁহাৱা মধ্যস্থ হইয়াও এই
বালক ও বলবানেৰ যুদ্ধ উপেক্ষা কৰিতে-
ছেন! ৪২—৪৯। বাস বলিলেন,—পুৱ-
স্মীগণ এইৰূপ বলিতে থাকিলে ভগবান্
হৰি পদ-ভৰে ভূমি কম্পিত কৰিয়া তদন্ত
জনগণেৰ হৰ্ষোৎকৰ্ষ বৰ্ষণ কৰিলেন।
বলভজও তখন আক্ষোঢ়িনপূৰ্ব্বক ললিত
ভাবে স্পৰ্শা প্ৰকাশ কৰিতে লাগিলেন।
তখন তাঁহাৱ প্ৰতিপদক্ষেপে ভূমি যে বিলীৰ্ণ
হইল না, ইহাই আশ্চৰ্য্য। পৰে অমিত-
বিক্ৰম কৃষ্ণ চাপুৰসহ যুদ্ধে প্ৰবৃত্ত

সন্নিপাতাবধূতৈশ্চ চাণুরেণ সমং হরিঃ ।
 ক্বেপনৈর্মুষ্টিভিত্তৈশ্চ কীলাবজ্জনিপাতনৈঃ ।
 পানৌকুতৈঃ প্রমুষ্টিভিত্তয়োৰ্যুজ্জমভূতম্ ॥ ৫৩
 অশম্মতিমোরং তন্তয়োৰ্যুজ্জং সূদাক্ষণম্ ।
 স্ববলপ্রাণনিপাদ্যঃ সমাজোঃসবসন্নিধৌ ॥ ৫৪
 যাবদুযাবচ্চ চাণুরো যুযুধে হরিণা সহ ।
 প্রাণহানিমবাপাগ্র্যাং তাবস্তাবন্ন বাক্ষবম্ ॥ ৫৫
 কৃষ্ণোহপি যুযুধে তেন লীল্যৈব জগন্ময়ঃ ।
 খেলাচ্চালয়তা কোপান্ধিপ্পিপেষ করে করম্ ॥
 বলক্ষয়ং বিবাক্ষকং দৃষ্ট্বা চাণুরকৃষ্ণয়োঃ ।
 বারয়ামাস তুৰ্য্যাণি কংসঃ কোপপরায়ণঃ ॥ ৫৬
 যুদ্ধাদিষু বাদ্যেষু প্রতিবিদ্ধেযু তৎক্ষণাৎ ।
 খসজতাস্তবাদ্যস্তদৈবতুৰ্য্যাণ্যনেকশঃ ॥ ৫৭
 জয় গোবিন্দ চাণুরং জাহি কেশব দানবম্ ।
 ইত্যন্তর্জিতগতা দেবাস্তুইবুস্তে প্রহ্ষিতাঃ ॥ ৫৮

হইলেন । বাহ্যযুদ্ধকুশল মুষ্টিক দৈত্য
 বলদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ।
 সমাজোঃসবের সম্মুখে হরি ও চাণুর আপন
 আপন বলবীৰ্য্যসাধ্য সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত
 হইয়া সম্মুখে আকর্ষণ, দূরে নিক্ষেপণ,
 ভূতলে পাতন, মুষ্টিপ্রহার, বজ্জনিপাত সদৃশ
 কীলাঘাত, পাদপ্রহার ও মর্দন ইত্যাদি
 দ্বারা বিনা অন্ত্রে সূদাক্ষণ মহৎ যুদ্ধ করিতে
 লাগিল । চাণুর যেমন হরিসহ যুদ্ধ করিতে
 থাকিল, তেমনই সে ক্রমে বলহীন
 হইয়া আপনাকে নিঃসহায় বোধ করিতে
 লাগিল । জগন্ময় কৃষ্ণ তাহার সহিত
 লীলাসহকারেই যুদ্ধ করিতেছিলেন । তিনি
 নিজ কয় দ্বারা ক্রান্তিবশে কয়চালন-
 কারী চাণুরের কয় গ্রহণপূর্বক নিষ্পেষণ
 করিতে লাগিলেন । তখন কংস চাণুরের
 বলক্ষয় ও কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি দর্শনে কোপ-
 পরায়ণ হইয়া তুৰ্য্য বাদ্য নিবারণ করিল ।
 সেই যুদ্ধাদি বাদ্য প্রতিবিদ্ধ হইলে তৎ-
 ক্ষণাৎ নভোমণ্ডলে অনেকানেক দেবতুৰ্য্য
 বাদিত হইতে লাগিল । দেবগণ অন্তর্ধানে
 থাকিয়া “জয় গোবিন্দ, হে কেশব ! চাণুর

চাণুরেণ চিরং কালং ক্রীড়িত্বা মধুসূদনঃ ।
 উৎপাট্য ভ্রাময়ামাস তদ্বদ্য কৃতোদ্যমঃ ॥ ৬০
 ভ্রাময়িত্বা শতশৃণং দৈত্যমর্জমমিত্রজিৎ ।
 ভূমাবাফোটিয়ামাস গগনে গতজীবিতম্ ॥ ৬১
 ভূমাবাফোটিতন্তেন চাণুরঃ শতধা ভবন্ ।
 রক্তস্রাবমহাপঙ্কাঃ চকার স তদা ভুবম্ ॥ ৬২
 বলদেবস্ত তৎকালং মুষ্টিকে ন মহাবলঃ ।
 যুযুধে দৈত্যমল্লেন চাণুরেণ যথা হরিঃ ॥ ৬৩
 সোহপ্যেনং মুষ্টিনা মুর্দ্ধি বক্ষস্তাহত্য জাহুনা ।
 পাতয়িত্বা ধরাপৃষ্ঠে নিষ্পিপেষ গতায়ুষম্ ॥ ৬৪
 কৃষ্ণস্তোষলকং ভূয়ো মল্লরাজং মহাবলম্ ॥
 বামমুষ্টিপ্রহারেণ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৫
 চাণুরে নিহতে মল্লো মুষ্টিকে চ নিপাতিতে ।
 নীতে ক্ষয়ং তোষলকে সর্কে মল্লাঃ প্রহৃক্ণবুঃ ॥
 ববল্লতুস্তদা রঞ্জে কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাবুভৌ ।

দানবকে বধ কর” হর্ষ সহকারে এইরূপ
 স্তব করিতে লাগিলেন । মধুসূদন সেই
 চাণুর সহ অনেককণ এইরূপ ক্রীড়া
 করিয়া তাহার বধ নিমিত্ত উদ্যমপূর্বক
 তাহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন ।
 অমিত্রজিৎ কৃষ্ণ তাহাকে গগনে এইরূপ
 শতশৃণ ভ্রামিত করিলে সে জীবন ত্যাগ
 করায় ভূতলে আফালন করিলেন । কৃষ্ণ
 কর্তৃক ভূতলে আফালিত হইয়া সেই চাণুর
 শতধা বিভক্ত হইল ; এবং তত্রত্যা ভূমিকে
 রক্তস্রাবে মহা পঙ্কিল করিল । ৫০—৬২ ।
 তৎকালে হরি যেমন চাণুরসহ যুদ্ধ করিয়া-
 ছিলেন, বলদেবও মহাবল মুষ্টিক দৈত্যসহ
 তজ্জপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তিনিও
 তাহাকে মুষ্টিপ্রহারে মস্তকে আহত
 করিয়া জাহু দ্বারা বক্ষস্থলে প্রহারপূর্বক
 ধরাপৃষ্ঠে পাতিত করত এমন নিষ্পেষণ
 করিলেন যে, তাহাতেই সে গতায়ু হইল ।
 পরে কৃষ্ণ মহাবল মল্লরাজ তোষলকে বাম
 মুষ্টিপ্রহারেই ভূতলে পাতিত করিলেন ।
 চাণুর নিহত ও মুষ্টিক নিপাতিত হইলে এবং
 তোষলক ক্ষয় পাইলে অস্তান্ত মল্লগণ কৃষ্ণ

সমানবয়সো গোপান্ বলাদাক্ষ্য হর্ষিতো ॥৬৭
কংসোহপি কোপরক্তাকঃ প্রাহোচ্চৈর্ব্যাম-

ভাররান্ ।

গোপাবেভৌ সমাজৌঘারিক্রম্যেতাং বলাদিতঃ
নন্দোহপি গৃহতাং পাপো নিগড়ৈরাশু

বধ্যতাম্ ।

অবুদ্ধার্হেণ দণ্ডেন বশুদেবোহপি বধ্যতাম্ ॥৬৯

বলন্তি গোপাঃ কৃষ্ণেন যে চেমে সহিতাঃ পুনঃ
গাবো হ্রিয়ন্তামেষাঞ্চ যচ্চাস্তি বশু কিঞ্চন ॥

এবমাজাপয়ন্তঃ তং প্রহস্তু মধুসূদনঃ ।

উৎপত্যাক্রুহ তন্নঞ্চ কংসং জগ্রাহ বেগিতঃ ॥

কেশেধাক্ষ্য বিগলৎকিরীটমবনীতলে ।

স কংসং পাতয়ামাস তস্তোপরি পপাত চ ॥৭২

নিঃশেষজগদাধারশুকণা পততোপরি ।

কৃষ্ণেন ত্যাজিতঃ প্রাণান্ গ্রাসেনাশ্রজো নৃপঃ ॥

মৃতস্ত কেশেষু তদা গৃহীত্বা মধুসূদনঃ ।

পদে গমন করিল। তখন সেই রক্তস্থলে কৃষ্ণ ও সত্ত্বর্ষণ উভয়ে বলপূর্বক সমবয়স্ক গোপাল-গণকে আকর্ষণ করত হর্ষিতচিত্তে আশ্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন কংস কোপরক্ত নেত্রে বলবান্ নরগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল,— “তোমরা বলপূর্বক সমাজ স্থল হইতে এই গোপস্বয়কে বহিস্কৃত কর। পাপ নন্দকেও গ্রহণপূর্বক সত্বর নিগড় দ্বারা বন্ধন কর এবং বশুদেবকেও অবুদ্ধজনোচিত দণ্ডে দণ্ডিত কর। আর এই যে সকল গোপ কৃষ্ণের সহিত আশ্ফালন করিতেছে, ইহাদিগের গো-সকল এবং যাহা কিছু ধন আছে, তৎসমস্ত আহরণ কর। কংস এইরূপ আদেশ করিতে থাকিলে মধুসূদন তখন হাস্ত করিয়া বেগ-সহকারে লক্ষপ্রদানে তদীয় মঞ্চ আরোহণ করত কেশাকর্ষণপূর্বক কংসকে গ্রহণ করিলেন। তাহাতে তাহার কিরীট ভূতলে পতিত হইল। তিনি তাহাকে ভূপাতিত করিয়া নিজে তদুপরি পতিত হইলেন। অশেষজগদাধার শুকণা উপরি পতিত হওয়ায় উগ্রসেইনন্দন নৃপতি কংস প্রাণত্যাগ

চক্ৰ দেহং কংসস্ত রক্তমধ্যে মহাবলঃ ॥ ৭৪

গৌরবেণাতিমহতা পরিপাতেন কর্ষিতা ।

ক্ৰিতিঃ কংসস্ত দেহেন বেগিতেন মহাশ্রনা ॥৭৫

কংসে গৃহীতে কৃষ্ণেন তদভ্রাতাভ্যাগতো কৃষ্ণা

শুনামা বলভদ্রেণ লীল্যৈব নিপাতিতঃ ॥ ৭৬

ততো হাহাকৃতঃ সর্বমাসীদ্রজমণ্ডলম্ ।

অবজয়া হতঃ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন মধুরেশ্বরম্ ॥ ৭৭

কৃষ্ণোহপি বশুদেবস্ত পাদৌ জগ্রাহ সফরম্ ।

দেবক্যশ্চ মহাবাহুবলদেবসহায়বান্ ॥ ৭৮

উত্থাপ্য বশুদেবস্ত দেবকৌ চ জনার্দনম্ ।

স্মৃতজন্মোক্তবচনৌ তাবেব প্রণতো হিতৌ ॥

বশুদেব উবাচ ।

প্রসীদ দেবদেবেশ দেবানাং প্রবর প্রভো ।

তথাবয়োঃ প্রসাদেন কৃতাভ্যুদ্যাক্ষর কেশব ॥৮০

আরাধিতো যন্তগবানবতীর্ণো গৃহে মম ।

হৃদ্বন্তনিধনার্থায় তেন নঃ পাবিতং কুলম্ ॥৮১

করিল। মহাবল মধুসূদন তখন কেশাকর্ষণ-পূর্বক সেই রক্তস্থলে কংসের দেহ ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ কর্তৃক অতিশয় গুরুত্বশালী কংসদেহের পাতন ও আকর্ষণে তত্রত্য ক্ৰিতিও কর্ষিতা হইল। কৃষ্ণ কর্তৃক কংস এইরূপ নিগৃহীত হওয়ায়, শুনামা নামে তদীয় ভ্রাতা সরোষে সমাগত হইলে বলভদ্র তাহাকে লীলা বশেই নিপাতিত করিলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক মধুরেশ্বরকে এতাদৃশ অবজ্ঞাসহকারে মিহত হইতে দেখিয়া তখন সেই সমগ্র রক্তমণ্ডল হাহাকার করিতে লাগিল। মহাবাহু কৃষ্ণ, বলদেব সহায়ে সত্বর বশুদেব এবং দেবকীর পাদ গ্রহণ করিলেন। বশুদেব ও দেবকীও উত্থিত হইয়া জন্মকালকথিত বচনস্মরণে সেই জনার্দনপদপ্রাপ্তে প্রণত হইয়া রহিলেন ॥৬০— ৭৯। বশুদেব কহিলেন,—হে দেবদেব প্রভু! প্রসন্ন হও, হে কেশব! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিলে। ভগবান্ আপনি আরাধিত হইয়া হৃদ্বন্ত-নিধনার্থ আমার গৃহে যে অবতীর্ণ হইয়াছেন,

ঈশন্তঃ সর্বভূতানাং সর্বভূতেষু বহ্নিতঃ ।
বর্জেতে চ সমস্তাঃ স্তোত্রো ভূতভবিষ্যতী ॥ ৮২
যজ্ঞে ঈমি জ্যসেহ চিত্ত্য সর্বদেবময়্যচ্যুত ।
ভূমেব যজ্ঞো যজ্ঞা চ যজ্ঞানাং পরমেশ্বর ॥ ৮৩
সাপহবং মম মনো যদেতদ্ব্যয়ি জায়তে ।
দেবক্যাচ্চাশ্রয়জপ্রীত্যা তদত্যন্তবিভূষনা ॥ ৮৪
ত্বং কৰ্ত্তা সর্বভূতানামনাদিনিধনো ভবান্ ।
ক চ মে মানুষ্যৈশ্চৈবা জিহ্বা পুত্রোতি বক্ষ্যতি ॥
জগদেভজ্জগন্নাথ সন্তুতমখিলং যতঃ ।
কয়া যুক্ত্যা বিনা মায়াং সোহম্মন্তঃ সন্তুবিষ্যতি
যশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং সৰ্বং জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্ ।
স কোঠোৎসঙ্গশয়নে। মনুষ্যাজ্জায়তে কথম্ ॥

স ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বর পাহি বিশ্ব-
মংশাবতারকরণৈর্ন মমাসি পুত্রঃ ।
আব্রহ্মপাদপময়ঃ জগদীশ সর্বং
চিত্তে বিমোহয়সি কিং পরমেশ্বরাস্বন ॥ ৮৮

তাহাতে আমার কুল পবিত্র হইয়াছে ।
তুমি সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আছ,
হে সমস্তাশ্বন! তোমা হইতেই ভূত, ভবিষ্যৎ
সমস্ত প্রবর্তিত হয়। হে সর্ব দেবময়
অচিন্ত্য অচ্যুত! তুমি যজ্ঞে অর্চিত হইয়া
থাক, হে পরমেশ্বর! তুমিই যজ্ঞ এবং তুমিই
সেই যজ্ঞের যজমান। পুত্র স্নেহবশতঃ আমার
ও দেবকীর মন যে তোমাতে ঈশ্বরবৎ
ব্যবহারে সঙ্কোচ বোধ করে, ইহা অতীব
বিভূষনা। তুমি সর্বভূতের কৰ্ত্তা, তুমি
অনাদিনিধন; আমার এই মানুষী জিহ্বা
তোমাকে কিরূপে পুত্র বলিবে? হে
জগন্নাথ! যাহা হইতে এই অখিল জগৎ
সন্তুত হইয়াছে, মায়া ব্যতীত আমাদের
হইতে তাঁহার সম্ভব কোন যুক্তিতে সম্ভব
হয়? এই স্বাবর-জন্মান্বক সমস্ত জগৎ
যাহাতে প্রতিষ্ঠিত তিনি ক্রোড়শায়ী
হইয়া মনুষ্য হইতে কিরূপে জন্মিবেন? হে
পরমেশ্বর! তাদৃশ তুমি প্রসন্ন হও, অংশাব-
তারকরণ দ্বারা বিশ্বের পালন কর, তুমি

মায়াবিমোহিতদৃশ। তনয়ো মমেতি
কংসান্তয়ঃ কৃতবতা তু ময়াতিতীৰ্ণম্ ।
নীতোহসি গোকুলমরাতিভয়াকুলম্
বুদ্ধিঃ গতোহসি মম চৈব গবামধীশ ॥ ৮৯
কর্মাণি ক্রতমক্ৰদবিশতক্রতুনাং
সাধ্যানি যানি ন ভবন্তি নিরীকিতানি ।
ত্বং বিকুরীশজগতামুপকারহেতোঃ
প্রাপ্তোহসি নঃ পরিগতঃ পরমো বিমোহঃ ॥ ৯০
ইতি জীবাঞ্জে বালচরিতে কংসবধকথনং
জিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

চতুর্নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

তো সমুৎপন্নবিজ্ঞানো ভগবৎকর্মদর্শনাৎ ।
দেবকীবন্দুদেবো তু দৃষ্টো মায়াং পুনর্হরিঃ ।

আমার পুত্র নহ। হে পরমেশ্বরাস্বন! হে
ঈশ! চিত্তে নিবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি পাদপ
পর্যন্ত সর্ব জগৎকে কি হেতু বিমোহিত কর?
কংস হইতে অতি তীব্র ভয়াশঙ্কা করিয়া
মায়াবিমোহিত দৃষ্টিতে তুমি আমার তনয়
ইহা ভাবিয়া তোমাকে গোকুলে লইয়া
গিয়াছিলাম। হে গোসকলের অধীশ্বর!
অরাতিভয়াকুল আমার সেই তুমি এক্ষণে
বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ। ক্রত, মক্ৰৎ, অশ্বিনী-
কুমার, শতক্রতু প্রভৃতির সাধ্য যে সকল
কর্ম তোমাতে নিরীকণ করিলাম, হে
ঈশ! তাহাতে বুঝিলাম—তুমি বিষ্ণু,
জগতের উপকারসাধনার্থ এখানে সমাগত
হইয়াছ। এইক্ষণে আমার পরম মোহ
অপগত হইয়াছে। ৮০—৯০ ।

জিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—ভগবৎকর্ম দর্শনে
দেবকী ও বন্দুদেব বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন

মোহায় যজ্ঞক্ৰম বিস্তারন স বৈকবীম্ ॥ ১
 উবাচ চাষ ভোক্তাত চিরাহংকীৰ্ত্তনে তু ।
 ভবন্তো কংসভীতেন দৃষ্টৌ সৰ্বধনে চ ॥ ২
 কুৰ্ব্বতাং যাতি যঃ কালো মাতাপিত্রোৰপূজনম্
 স যথা ক্ৰেশকারী বৈ সাধুনামুপজায়তে ॥ ৩
 গুরুদেববিজাতীনাং মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্ ।
 কুৰ্ব্বতঃ সফলং জন্ম দেহিনস্তাত জায়তে ॥ ৪
 তৎ কৰ্ত্তব্যমিদং সৰ্বমভিক্রমকৃতং পিতঃ ।
 কংসবীৰ্য্যপ্রতাপাত্যামাবয়োঃ পরবশ্যয়োঃ ॥ ৫
 ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুত্থাথ প্রণম্যোভৌ যজ্ঞবল্লভকৃতমাং ।
 পাদানভীতিঃ স্নেহঃ চক্ৰতুঃ পৌরমানসম্ ॥ ৬
 কংসপত্ন্যস্ততঃ কংসং পরিবার্য্য হতঃ ভুবি ।
 বিলেপুৰ্ম্মাতরশ্চাস্য শোকহঃখপরিপ্লুতাঃ ॥ ৭
 বহুপ্রকারমম্বহাঃ পশ্চাত্তাপাতুরা হরিঃ ।
 তাঃ সমাধাসন্ন্যাস স্বয়মস্রাবিলেক্ষণঃ ॥ ৮

দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগের ও যাদববর্গের মোহ
 সাধনার্থ পুনরায় বৈকবী মায়া বিস্তার করি-
 লেন এবং বলিলেন,—হে তাত! কংসভয়ে
 ভীত ও উৎকণ্ঠিত আমি ও সৰ্বধন চিরকাল
 পরে আপনাদিগকে দেখিলাম। পিতা-
 মাতার পূজা ব্যতীত যে কাল অতিবাহিত
 হয়, সাধুদিগের পক্ষে তাহা বৃথা ক্ৰেশকারীই
 হইয়া থাকে। হে তাত! দেহীদিগের পক্ষে
 গুরু, দেব, বিজাতি ও মাতা পিতার পূজা
 দ্বারাই জন্ম সফল হয়,—হে পিতঃ! কংস-
 বীৰ্য্যপ্রতাপিত পরবশীভূত আমাদের
 কৃত এই অতিক্রম কমা করিবেন। ব্যাস
 বলিলেন,—তাঁহারা উভয়ে এই বলিয়া
 অল্পক্রম অল্পসারে যজ্ঞবল্লভগণের চরণ বন্দন
 দ্বারা পৌরবর্গের চিত্ত স্নেহাপ্লুত করিলেন।
 এদিকে কংসের পত্নীরা ও মাতারা ভূতলস্থ
 নিহত কংসকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শোক-হঃখে
 পরিপ্লুতচিত্তে নানারূপ বিলাপ করিতে
 থাকিলে হরি স্বয়ং অস্রাবিলেনেত্র পশ্চাত্তা-
 পাতুরা অম্বহা তাহাদিগকে সমাধাসিত

উগ্রসেনং ততো বন্ধায়ুমোচ মধুসূদনঃ ।
 অভিযুক্ততথৈবৈনং নিজরাজ্যে হতান্বজম্ ॥ ৯
 রাজ্যেহভিযুক্তঃ কৃষ্ণেন যজ্ঞসিংহঃ স্মৃতস্য সঃ ।
 চকার প্রেতকার্যাণি যে চাক্ষেভ্যঃ স্মৃতিভাঃ ।
 কৃতৌর্দ্ধদৈহিকং চৈনং সিংহাসনগতং হরিঃ ।
 উবাচাজ্ঞাপয় বিভো যৎকার্য্যালবিশঙ্কয়া ॥ ১১
 যযাতিশাপাদংশোহয়মরাজ্যাহৌহপি সাম্প্রতম্
 ময়ি ভূত্যে স্থিতে দেবানাজ্ঞাপয়তু কিং নৃপৈঃ
 ইত্যুত্থা চোগ্রসেনস্ত বায়ুঃ প্রতি জগাদ হ ।
 নৃবাচা চৈব ভগবান্ কেশবঃ কার্য্যমাহুযঃ ॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

গচ্ছন্তঃ ক্রহি বায়ো স্বমলং গর্বেণ বাসব ।
 দীযতামুগ্রসেনায় সুধর্ম্মা ভবতা সতা ॥ ১৪
 কৃষ্ণো ব্রবীতি রাজার্মৈতদ্রতমমুত্তমম্ ।
 সুধর্ম্মাখ্যা সতা যুক্তমস্তাং যদাতরাসিতুম্ ॥ ১৫

করিলেন। তারপর মধুসূদন হতপুত্র উগ্র-
 সেনকে কারাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া
 যথাযোগ্য নিজ রাজ্যে অভিযুক্ত করি-
 লেন। কৃষ্ণ কর্ত্তক রাজ্যে অভিযুক্ত সেই
 যজ্ঞসিংহ নিজ পুত্রের এবং অপর যাহারা
 তথায় নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রেত-
 কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলেন। ঔর্দ্ধদৈহিক
 কার্য্য সকল নিষ্পন্ন হইলে সিংহাসনগত সেই
 উগ্রসেনকে হরি বলিলেন,—“বিভো, যাহা
 কর্ত্তব্য নিঃসঙ্কচিত্তে আজ্ঞা করুন। যযাতি-
 শাপ হেতু এই বংশ রাজ্যাহী না-হইলেও
 আমি ভূত্য বিদ্যমান থাকিতে নৃপগণের কথা
 কি, দেবগণকেও আপনি আজ্ঞা করিতে
 পারেন”। কার্য্য সাধনার্থ মাহুযরূপী
 ভগবান্ কেশব, উগ্রসেনকে এইরূপ বলিয়া
 মাহুযবাক্যেই বায়ুর প্রতি বলিলেন,—
 হে বায়ো! তুমি যাও, ইত্যুকে বল যে, হে
 বাসব! তুমি গর্বে করিও না, উগ্রসেনকে
 তোমার সুধর্ম্মা সত্যটি প্রদান কর। কৃষ্ণ
 বলিয়াছেন, অমুত্তম রত্ন সুধর্ম্মা সত্য
 এই রাজ্যই যোগ্য। যজ্ঞগণ ইহাতে উপ-
 বেশন করিবেন ইহাই সঙ্গত। ১—১৫।

বাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ পবনো গহ্বা সৰ্বমহি শচীপতিম্ ।

দদৌ সোহপি স্তম্ভাখ্যাং সভা বায়োঃ

পুৰন্দরঃ ॥ ১৬

বায়ুনা চাহুতাং দিব্যাং তে সভাং যদুপকৃৎবাঃ ।

বুভুক্ষুঃ সৰ্বরত্নাঢ্যাং গোবিন্দভূজসংশ্রয়াঃ ॥ ১৭

বিদিতাখিলবিজ্ঞানৌ সৰ্বজ্ঞানময়াবপি ।

শিষ্যাচাৰ্য্যক্ৰমং বীরৌ খ্যাপয়ন্তৌ যদুস্তমৌ ॥ ১৮

ততঃ সান্দীপনিং কাশ্চমবস্তিপুৰবাসিনম্ ।

অস্ত্যর্থঃ জম্বুতুবীরৌ বলদেবজনান্দিনৌ ॥ ১৯

তন্ত শিষ্যদ্বয়ভ্যেত্য গুরুবস্তিপরৌ হি তৌ ।

দৰ্শয়াক্ৰতুবীরাবাচাৰমখিলে জনে ॥ ২০

সরহস্তং ধনুর্কেদং সসংগ্রহমধীয়তাম্ ।

অহোরাট্রেচতুঃষষ্ঠ্যা তদন্তুতমভূদ্বিজাঃ ॥ ২১

সান্দীপনিরসস্তাব্যাং তয়োঃ কৰ্ম্মাতিমানুষম্ ।

বিচিন্ত্য তৌ তদা মেনে প্রাপ্তৌ চন্দ্রদিবাকরৌ

অস্ত্রগ্রামমশেষঞ্চ প্রোক্তমাত্মমবাপ্য তৌ ।

বাস বলিলেন,—পবন এইরূপ আদিষ্ট হইয়া শচীপতিকে সকল কথা কহিলেন ।

সেই পুৰন্দর ও সেই স্তম্ভাখ্যা সভা বায়ুর নিকট প্রদান করিলেন । বায়ু সেই সভা

আনয়ন করিলে গোবিন্দ-ভূজপালিত যদু-কুলেরা সৰ্বরত্নাঢ্যা সেই দিব্যা সভা উপ-

ভোগ করিতে লাগিলেন । পরে সৰ্বজ্ঞান-ময়, বিদিতাখিলবিজ্ঞান, যদুস্তম সেই বীর-

দ্বয় শিষ্যাচাৰ্য্য-ক্ৰমখ্যাপনার্থ অবস্তিপুৰ-বাসী কাশ্চ সান্দীপনি মূনির নিকটে অস্ত্র

শিক্ষার্থ গমন করিলেন । বীর বলদেব জনান্দিন তাঁহার শিষ্যদ্ব গ্রহণপূৰ্বক গুরুজনে

কৰ্তব্য ব্যবহার সকল দেখাইতে লাগিলেন । সেই বীরদ্বয় অখিল জনের শিক্ষার্থই এরূপ

করিলেন । হে বিজগণ ! তাঁহারা চতুঃষষ্টি অহোরাত্র সংগ্রহসহ সরহস্ত ধনুর্কেদ অধ্যয়ন

করিলেন ; ইহা অতি আশ্চর্য্য ! সান্দীপনি মূনি তাঁহাদিগের অমায়ুষ্যোচিত অসস্তাব্য

সেই কৰ্ম্ম দেখিয়া চিন্তাপূৰ্বক তাঁহারা চন্দ্র ও দিবাকর মনুষ্যরূপে আসিয়াছেন, ইহাই

উচুত্বিয়তাং যা তে দাতব্য্যা গুরুদক্ষিণা ॥ ২৩

সোহপ্যতীন্দ্রিয়মালোক্য তয়োঃ কৰ্ম্ম মহামতিঃ

অবাচত মৃতং পুত্রং প্রভাসে লবণার্ণবে ॥ ২৪

গৃহীতান্তৌ ততন্তৌ তু গহ্বা তং লবণোদধিম্ ।

উচুতুশ্চ গুরোঃ পুত্রৌ দীপ্যতামিতি সাগরম্ ।

কৃতাজলিপুটচাক্ষিতাবধ দ্বিজসন্তমাঃ ।

উবাচ ন ময়া পুত্রৌ হৃতঃ সান্দীপনৈরिति ॥ ২৫

দৈত্যঃ পঞ্চজনো নাম শব্দরূপঃ স বালকম্ ।

জগ্রাত সোহস্তি সলিলে মমৈবানুরহদন ॥ ২৬

ইত্যুক্তোহন্তর্জঙ্গং গহ্বা হহ্বা পঞ্চজনং তথা ।

কুণ্ডে জগ্রাহ তন্তাদ্বিপ্রভবং শব্দমুত্তমম্ ॥ ২৭

যস্য নাদেন দৈত্যানাং বলহানিঃ প্রজায়তে ।

দেবানাং বর্ধতে তেজো যাত্যধর্ম্মশ্চ সঙ্করম্ ॥ ২৮

তং পাকজন্তমাপূর্য্য গহ্বা যমপুরীং হরিঃ ।

বলদেবশ্চ বলবান্ জিত্বা বৈবস্বতং যমম্ ॥ ২৯

তং বালং যাতনাসংস্থং যথাপূৰ্ব্বশরীরিণম্ ।

মনে করিলেন । তাঁহারা উক্তি মাঝেই

অশেষ অস্থজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া বলিলেন,—

গুরুদক্ষিণা দেওয়া আমাদের কৰ্তব্য ; অত-

এব আপনাকে যাহা দিতে হইবে, বলুন ।

সেই মহামতি সান্দীপনি মূনি তাঁহাদিগের

অতীন্দ্রিয় কৰ্ম্মদৰ্শনে লবণ সমুদ্রে প্রভাস-

তীর্থে স্থায় মৃত পুত্রের প্রার্থনা করিলেন ।

তাঁহারা তখন অস্ত্রগ্রহণপূৰ্বক লবণ সমুদ্রে

যাইয়া সাগরকে “গুরুপুত্র প্রদান কর” এই কথা

বলিলেন । হে দ্বিজসন্তমগণ ! তখন লবণাক্ত

কৃতাজলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি

সান্দীপনি মূনির পুত্র হরণ করি নাই । পঞ্চ-

জন নামক শব্দরূপী দৈত্য সেই বালককে

গ্রহণ করিয়াছে । হে অনুরহদন ! সে এই

জলমধ্যেই আছে । পরোধি এইরূপ

বলিলে কৃষ্ণ জলমধ্যে প্রবেশপূৰ্বক তথায়

যাইয়া পঞ্চজনকে নিহত করত তদীয় অস্ত্র-

সম্ভব উত্তম শব্দ গ্রহণ করিলেন । যে

শব্দের নাদ অবশ্যে দৈত্য গণের বলহানি

ও দেবগণের তেজোবৃদ্ধি এবং অধর্ম্ম সংকর

হয়, বলবান্ হরি বলদেব সহ সেই শব্দ

পিছে প্রদত্তবান্ কৃষ্ণে বলশ্চ বলিনাং বরঃ ।
মধুরাঞ্চ পুনঃ প্রাপ্তাবুগসেনেন পালিতাম্ ।
প্রহৃষ্টপুরুষস্রীকাবুভৌ রামজনান্দিনৌ ॥ ৩২
ইতি জীবাঞ্জে বালচরিতে চতুর্নবত্যাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চনবত্যাধিকশততমোঃ ধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

জরাসন্ধস্থিতে কংস উপযেমে মহাবলঃ ।
অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ ভো বিপ্রান্তমোর্ভর্জহণঃ হরিম্
মহাবলপরীবারো মাগধাধিপতির্বলৌ ।
হস্তমত্যাযযৌ কোপাজ্জরাসন্ধঃ সযাদবম্ ॥ ২
উপেত্য মধুরাং সোহধ কুরোধ মগধেশ্বরঃ ।
অকৌহিনীভিঃ সৈন্তস্ত্রয়োবিংশতির্ভূতঃ ॥ ৩
নিজম্যায়পরীবারাবুভৌ রামজনান্দিনৌ ।

বাদনপূর্বক যমপুরীতে যাইয়া বৈবস্বত
যমকে জয় করিলেন, পরে নরকস্থিত সেই
বালককে যথাপূর্ব শরীরে আনয়ন করত
বলিপ্রধান বলদেব ও কৃষ্ণ তদীয় পিতাকে
প্রদান করিলেন । তারপর সেই রাম জনাৰ্দ্দন
প্রহৃষ্ট স্রীপুরুষযুক্তা উগ্রসেনপালিতা মধুরা
পুরীতে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন । ১৬—৩২ ।
চতুর্নবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৪ ।

পঞ্চনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! মহা-
বল কংস অস্তি ও প্রাপ্তি নামে জরাসন্ধের
দুই কস্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । মগধ-
পতি মহাবল জরাসন্ধ কোপবশে তাহাদিগের
ভর্জহারী হরিকে যাদবগণ সহ হননার্থ
মহাবলে পরিবৃত্ত হইয়া সমাগত হইল ।
সেই মগধেশ্বর ত্রয়োবিংশতি অকৌহিনী
সৈন্ত সহ আসিয়া মধুরা পুরীকে বেটন
করিল । তখন বলরাম ও জনাৰ্দ্দন উভয়ে

যুগ্মধাতে সমং তস্ত বলিনৌ বলিসৈনিকৈঃ ॥ ৪
ততো বলশ্চ কৃষ্ণশ্চ মতিং চক্রে মহাবলঃ ।
আযুধানাং পুরাণানামাদানে মুনিসন্তমাঃ ॥ ৫
অনন্তরং চক্রশার্জে তুণৌ চাপ্যকরৌ শরৈঃ ।
আকাশাদাগতো ঘোরৌতদা কৌমোদকৌ গদা
হলঞ্চ বলভদ্রস্ত গগনাদাগমং করম্ ।
বলস্তাভিমতং বিপ্রাঃ সুনন্দং যুযলং তথা ॥ ৭
ততো যুদ্ধে পরাজিত্য সৈন্তস্তং মগধাধিপম্ ।
পুরীং বিবিশতুর্বারাবুভৌ রামজনান্দিনৌ ॥ ৮
জিতে তস্মিন্ সুহৃদ্বস্তে জরাসন্ধে বিজোস্তুমাঃ
জীবমানে গতে তত্র কৃষ্ণে মেনে ন তং জিতম্
পুনরপ্যাজগদ্রন্থ জরাসন্ধো বলাধিতঃ ।
জিতশ্চ রামকৃষ্ণাত্যামপক্রান্তৌ বিজোস্তুমাঃ ॥
দশ চাষ্টৌ চ সংগ্রামানেবমত্যস্তহৃদঃ ।
যত্নভির্বাগধো রাজা চক্রে কৃষ্ণপুরোগমৈঃ ॥ ১১
সর্বেষেব চ যুদ্ধেষু যত্নভিঃ স পরাজিতঃ ।

অল্প সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া বহির্গমনপূর্বক
সেই বলবান্ সৈন্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন : হে মুনিসন্তমগণ ! বলরাম ও
কৃষ্ণ তখন তাঁহাদিগের পুরাতন আযুধ সকল
আদানার্থ অনন করিলে তখন আকাশ-
পথে চক্র, শার্জ, অকয় শরপূর্ণ তুণদ্বয় ও
কৌমোদকৌ গদা প্রভৃতি অস্ত্র সকল কৃষ্ণের
হস্তগত হইল । হে বিপ্রগণ ! বলভদ্রের
অভিমত হল এবং সুনন্দ নামক যুযল ও
তাঁহার হস্তগত হইল । পরে বীর রাম ও
জনাৰ্দ্দন মগধাধিপতিকে সৈন্ত সহ যুদ্ধে পরা-
জিত করিয়া উভয়ে পুরী প্রবেশ করিলেন ।
হে বিজসন্তমগণ ! সুহৃদ্বস্ত জরাসন্ধ পরাজিত
হইয়া জীবন লইয়া পলায়ন করিল বলিয়া
কৃষ্ণ তাহাকে জিত মনে করিলেন না ।
হে বিজগণ ! জরাসন্ধ পুনরপি বলাধিত হইয়া
আসিল এবং রাম-কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত
হইয়া অপক্রান্ত হইল । সেই হৃদয় রাজা
মাগধ এই ভাবে কৃষ্ণপ্রমুখ যত্নগণ সহ
অষ্টাদশ বার সংগ্রাম করিল । ১—১১ । সকল
যুদ্ধেই সেই বলাধিক জরাসন্ধ যত্নগণ কর্তৃক

অপকান্তো জরাসন্ধঃ স্বপ্নসৈন্তৈর্বলাধিকঃ ॥১২
তখনঃ যাদবানাং বৈ রক্ষিতঃ যদনেকশঃ ।
তস্তু সন্নিধিমাহাশ্ব্যঃ বিকোরংশস্ত চক্রিণঃ ॥১৩
মহুযাধর্মশীলস্ত লীলা সা জগতঃ পতেঃ ।
অস্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিবু মুঞ্চতি ॥ ১৪
মনসৈব জগৎসৃষ্টিসংহারস্ত করোতি যঃ ।
তস্মারিপককপণে কিসাশ্বদ্যমবিস্তরঃ ॥ ১৫
তথাপি চ মহুযাণাং ধর্মস্তদম্ববর্তনম্ ।
কুর্ষন বলবতা সঙ্ঘিঃ হীনৈর্ঘৃকঃ করোত্যসৌ ॥
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদঞ্চ দর্শয়ন ।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচিদেব পলায়নম্ ॥ ১৭
মহুযাদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমম্ববর্ততে ।
লীলা জগৎপতেস্তস্ত চন্দতঃ সম্প্রবর্ততে ॥১৮
ইতি ব্রাহ্মে ক্রীককচরিতে পঞ্চনবত্যাধিক-
শততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৯৫ ॥

পরাজিত হইয়া স্বপ্ন সৈন্ত সহ পলায়ন
করিয়াছিল। জরাসন্ধের ঈদৃশ বহুবার
উৎপীড়নেও যাদব সৈন্ত যে রক্ষা পাইয়া-
ছিল, তাহা কেবল চক্রপাণি বিষ্ণুর
অংশেরই সন্নিধি-মাহাশ্ব্য। মহুযাধর্মশীল
জগৎপতি কৃষ্ণ যে বৈরিগণের প্রতি
নানাবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন, তাহা
কেবল তাঁহার লীলা মাত্র। যিনি মন দ্বারাই
জগতের সৃষ্টি সংহার করেন অরিপক-ক-
কপাণে তাঁহার উত্তম বিস্তারের কি প্রয়ো-
জন? তথাপি তিনি মহুযাধর্মের অম্ববর্তন
করত বলবানদিগের সহিত সঙ্ঘি ও কুর্ষল-
দিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন। তিনি কোথাও
সাম, দান, ও ভেদ প্রদর্শন, কোথাও বা
দণ্ডপ্রয়োগ, কচিৎ বা পলায়ন ইত্যাদি মহুযা
দেহীদিগের চেষ্টার যে অম্ববর্তন করিতেন,
তাহা কেবল সেই জগৎপতির স্বেচ্ছাকৃত
লীলা মাত্র। ১২—১৮।

পঞ্চনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৫।

ধর্মবত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

গার্গ্যঃ গোষ্ঠে দ্বিজো শ্রীলঃ ৪৩ ইত্যুক্তবান্
দ্বিজাঃ ।
যদুনাং সন্নিধৌ সর্বৈ জহসুর্যাদবাস্তনা ॥ ১
ততঃ কোপসমাবিষ্টো দক্ষিণাপথেত্য সঃ ।
সুতমিচ্ছংস্তপস্তপে যত্চক্রস্তমাবহম্ ॥ ২
আরাধয়ন মহাদেবং সৌহৃদ্যচূর্ণমতকম্ব ॥
দদৌ বরঞ্চ তুষ্টোহসৌ বর্ষে ষাদশকে হরঃ ॥৩
সস্তাবয়ামাস স তং যবনেশো হনাত্মজঃ ।
তদ্যোষিৎসঙ্গমাচ্চাস্ত পুত্রোহুদনিসপ্রতঃ ॥৪
তং কালযবনং নাম রাজ্যে য়ে যবনেশ্বরঃ ।
অভিষিচ্য বনং যাতে বজ্রাগ্রকটিনোরসম্ ॥ ৫
স তু বীৰ্য্যমদোন্নতঃ পৃথিব্যাং বলিনো নৃপান্
পপ্রচ্ছ নারদচাট্যৈ কথয়ামাস যাদবান্ ॥ ৬

ধর্মবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! যদু-
গণের সন্নিধানে সভামধ্যে গার্গ্য দ্বিজকে
তদীয় শ্রীলক ক্রৌব বলিয়াছিল, তাহাতে
তখন সকল যাদবেরাই হাস্ত করে। উহাতে
তিনি কোপসমাবিষ্ট-চিত্তে দক্ষিণাপথে যাইয়া
যাদবগণের ভয়জনক পুত্রকামনা করত তপস্তা
করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মহাদেবের
সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া গোহুচূর্ণ মাত্র ভক্ষণ
করত তপস্তা করিতে থাকিলে ষাদশ বর্ষ
পরে হর পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর
দান করিলেন। যবনেশ্বর অপুত্রক ছিলেন
তদীয় পত্নী সহ সেই গার্গ্য সঙ্গত হওয়ার
ভ্রমসম কৃষ্ণকায় এক তনয় উৎপন্ন হয়।
যবনেশ্বর, কালযবন নামক বজ্রাগ্রকটিন-
বক্ষা সেই পুত্রকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত
করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। বীৰ্য্য-ম-
মত সেই কালযবন নারদের নিকট পৃথি-
বীতে বলবান নৃপতিগণের কথা শ্রবণ
করিলে নারদ তাহাকে যাদবগণের কথা

শ্লেচ্ছকোটিসহস্রাণাং সহস্রৈঃ সোহপি সংবৃতঃ ।
 গজাশ্বরথসম্পন্নৈশ্চকার পরমোদ্যমম্ ॥ ৭
 প্রযযৌ চাতপচ্ছিন্নৈঃ প্রয়াণৈঃ স দিনে দিনে ।
 যাদবান্ প্রতি সামর্থ্যে মুনয়ো মথুরাং পুরীম্ ॥
 কুরুক্ষেত্রোহপি চিন্তয়ামাস কপিতঃ যাদবঃ বলম্ ।
 যবনেন সমালোক্য মাগধঃ সম্প্রযান্ততি ॥ ৯
 মাগধস্ত বলং কীণং স কালযবনো বলী ।
 হস্তা তদিদমায়াতঃ যদুনাং ব্যসনং দ্বিধা ॥ ১০
 তস্মাদুর্গং করিষ্যামি যদুনামতিদুর্জয়ম্ ।
 ত্রিযোহপি যত্র যুদ্ধোযুঃ কিং পুনরুচ্চিষাদবাঃ ॥
 ময়ি মত্তে প্রমত্তে বা স্তপ্তে প্রবসিতেহপি বা ।
 যাদবাবিভবং হৃষ্টা মা কুরুনবৈরিণোহধিকম্ ॥
 ইতি সন্ধিস্ত্য গোবিন্দো যোজনানি মহোদধিম্
 যযাচে দ্বাদশ পুরীং দ্বারকাং তত্র নির্ম্যমে ॥
 মহোত্তানাং মহাবপ্রাং তভাগশতশোভিতাম্ ।

কহিলেন । তখন সেই কালযবন সহস্র কোটি
 শ্লেচ্ছসৈন্য সহ অশ্ব-রথ-গজ-পরিবৃত হইয়া
 পরম উত্তমে যাদবগণের উদ্দেশে প্রস্থিত
 হইল । হে মুনিগণ ! দিনে দিনে আতপ-
 তাপকালে বিজ্ঞানপূর্বক রাত্রিকালে গমন
 করত সেই কালযবন মথুরা পুরী সন্নিধানে
 আসিয়া উপস্থিত হইল । কুরু চিন্তা করি-
 লেন যে, যাদববল কীণ হইয়াছে দেখিয়া
 মাগধরাজও পুনরায় আগমন করিবে । যদিও
 যজ্ঞগণ কর্তৃক মাগধের কীণ হইয়াছে ;
 কিন্তু এ কালযবন প্রবলবলসম্পন্ন; স্ততরাং
 যজ্ঞগণের বিনাশ সাধন করিবেই । কাজেই
 যজ্ঞগণের একগণে দ্বিবিধ ব্যসন উপস্থিত ।
 অতএব যজ্ঞগণের নিমিত্ত অতি দুর্জয় একটি
 দুর্গ নির্মাণ করিব—যেখানে থাকিয়া বৃষ্ণি
 ও যাদবগণের কথা কি ? রমণীরাও যুদ্ধ
 করিতে পারিবে । আমি মত্ত, প্রমত্ত,
 স্তপ্ত বা প্রবাসগত হইলেও যাহাতে হৃষ্টগণ
 সেই দুর্গস্থ যাদবদিগের অধিক অভিভব
 করিতে পারিবে না । ১—১২ । গোবিন্দ
 এইরূপ চিন্তাপূর্বক মহোদধি নিকটে দ্বাদশ
 যোজন স্থান প্রার্থনা করিয়া তাহাতেই

প্রাকারশতসংখ্যামিশ্রশ্চেবামরাবতীম্ ॥ ১৪
 মথুরাবাসিনং লোকং তজ্ঞানীয় জনাৰ্দ্ধনঃ ।
 আসন্নৈ কালযবনৈ মথুরাঞ্চ স্বয়ং যযৌ ॥ ১৫
 বহিরাবাসিতে সৈন্তে মথুরায়া নিরায়ুধঃ ।
 নির্জুগাম স গোবিন্দো দদর্শ যবনশ্চ তম্ ॥ ১৬
 স জ্ঞাত্বা বাসুদেবং তং বাহুপ্রহরণো নৃপঃ ।
 অনুযাতে। মহাযোগি চেতোভিঃ প্রাপ্যতে ন ।
 তেনানুযাতঃ কুরুক্ষেত্রোহপি প্রবিবেশ মহাশয়ম্ ।
 যত্র শেতে মহাবীৰ্য্যো যুচুকুন্দো নরেশ্বরঃ ॥ ১৮
 সোহপি প্রবিষ্টো যবনো দৃষ্ট্বা শয্যাগতঃ নরম
 পাদেন তাড়য়ামাস কুরুঃ মত্বা স দুৰ্ম্মতিঃ ॥ ১৯
 দৃষ্টমাত্রশ্চ তেনাসৌ জজ্ঞাল যবনোহগ্নিনা ।
 তৎক্রোধজেন মুনয়ো ভস্মীভূতশ্চ তৎকণাৎ ॥
 স হি দেবানুরে যুদ্ধে গতা জিত্বা মহানুরান্ ।

দ্বারকাপুরী নির্মাণ করিলেন । সেই পুরী
 মহাউত্তান, সুরহংবপ্র ও শত শত তভাগ
 দ্বারা শোভিতা এবং প্রাকারশতদ্বারা
 হরধিগম্যা হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতীর
 ন্যায় প্রতিভাত হইল । কালযবন আসন্ন
 হইলে জনাৰ্দ্ধন মথুরাবাসী জনগনকে
 সেই পুরীতে আনয়নপূর্বক স্বয়ং মথুরায়
 যাইলেন । মথুরার বহির্ভাগে সৈন্ত সমা-
 বেশ করিয়া গোবিন্দ স্বয়ং নিরায়ুধ হইয়া
 বহির্গত হইলেন ; যবনও তাহাকে দেখিতে
 পাইল । সেই নৃপ বাসুদেবকে চিনিতে
 পারিয়া বাহুমাছ প্রহরণে যোগী জনের চিত্তও
 ও তাহাকে প্রাপ্ত হয় না, সেই কুরু পশ্চা-
 দ্ধাবন করিল । কুরুও তাহাকে পশ্চাৎ
 আসিতে দেখিয়া—সবেগে যেখানে নরেশ্বর
 মহাবীৰ্য্য যুচুকুন্দ শয়ান ছিলেন, সেই গুহা-
 মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । সেই দুৰ্ম্মতি যবনও
 গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শয্যাগত নরমুষ্টি
 দর্শনে তাহাকেই কুরু মনে করিয়া পদ দ্বারা
 তাড়না করিল । হে মুনিগণ ! যুচুকুন্দ কর্তৃক
 দৃষ্ট হইয়াই তদীয় ক্রোধবহিতে সেই যবন
 কণমাড়ে ভস্মীভূত হইয়া গেল । ১৩—২০ ।
 যুচুকুন্দ পুরাকালে দেবানুরযুদ্ধে গিয়া

নিদ্রার্জঃ সুমহাকালং বিজ্ঞাং বস্ত্রে বরং সুরান
প্রোক্তশ্চ দেবৈঃ সংসৃপ্তং যস্যামুখাপয়িষ্যতি ।
দেহজেনাগ্নিনা সদ্যঃ স তু ভস্মীভবিষ্যতি ॥২২
এবং দধ্ম । স তং পাপং দৃষ্ট্বা চ মধুসূদনম্ ।
কল্মষিত্যাহ সোহপ্যাহ জাতোহহং শশিনঃ কুলে
বসুদেবস্ত তনয়ো যজ্বংশসমুদ্ভবঃ ।
মুচুকুন্দোহপি তচ্ছ্রুত্বা বুদ্ধগার্গ্যবচঃ স্মরন্ ॥২৪
সম্ভ্রাত্য প্রণিপতৈত্যনং সৰ্ব্বং সৰ্ব্বেশ্বরং হরিন্ম ।
প্রাহ জাতো তবান্ বিবেকারংশস্তং পরমেশ্বরঃ
পুত্রা গার্গ্যেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে ।
দ্বাপরাস্ত্রে হরেজন্ম যজ্বংশে ভবিষ্যতি ॥ ২৬
স ত্বং প্রাপ্তো ন সন্দেহো মর্ত্যানাযুপকারকুৎ
তথাহি সুমহন্তেজো নালং সোঢ়মহং তব ॥২৭
তথাহি সুমহাস্তোদধ্বনিধীরতরং ততঃ ।
বাক্যং ভমিতি হোবাচ যুস্মৎপাদশূলানিভম্ ॥

মহাসুরগণকে জয়পূর্বক নিদ্রার্জ হওযায়
দেবগণসন্নিধানে দীর্ঘকাল নিদ্রাবর প্রার্থনা
করেন । সুরগণ তাঁহাকে বলেন যে,—
তুমি সংসৃপ্ত হইলে যে ব্যক্তি তোমাকে
জাগরিত করিবে, সে তোমার দেহজ
তেজে সত্যঃ ভস্মীভূত হইবে । সেই
মুচুকুন্দ এইরূপে সেই পাপীকে দধ্ম
করিয়া মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করিল,—“তুমি
কে ?” তিনি বলিলেন,—আমি চন্দ্রবংশে
যজ্বকুলে জন্মিয়াছি, বসুদেবের পুত্র । মুচ-
কুন্দ তখন বুদ্ধ গার্গ্যের বাঁকা স্মরণে
সসন্মানে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক সেই সৰ্ব্ব-
রূপী সৰ্ব্বেশ্বর হরিকে বলিলেন—আমি জাত
হইয়াছি ; তুমি বিকুর অংশ পরমেশ্বর ।
পুরাকালে গার্গ্য বলিয়াছিলেন—অষ্টাবিংশ
দ্বাপরযুগের অন্তভাগে যজ্বংশে হরির জন্ম
হইবে । মর্ত্যগণের উপকারকারী সেই তুমিই
একগে আসিয়াছ ; সন্দেহ নাই । সেই
জন্মই আমি তোমার সুমহৎ তেজ সহ
করিতে পারিতেছি না । এই বলিয়া সেই
মুচুকুন্দ পুনরায় মহামেষধ্বনিবৎ গভীরস্বরে
তাঁহাকে বলিলেন,—আপনার পাদ-শূলানিত

দেবাসুরে মহাযুদ্ধে দৈত্যশ্চ সুমহান্তটাঃ ।
ন শেকুর্মম যন্তেজস্বন্তেজো ন সহাম্যহম্ ॥ ২৯
সংসারপতিততৈশ্চকো জন্তোস্ত্বং শরণং পরম্ ।
সম্প্রসীদ প্রপন্নার্তিহর্তা হর মমাত্তমম্ ॥ ৩০
ত্বং পয়োনিধয়ঃ শৈলাঃ সরিতশ্চ বনানি চ ।
মেদিনী গগনং বায়ুরাপোহগ্নিস্ত্বং তথা পুমান্
পুংসঃ পরতরং সৰ্ব্বং বাপ্য জন্ম বিকল্পবৎ ।
শব্দাদিহীনমজরং বুদ্ধিক্ষয়বিবর্জিতম্ ॥ ৩২
ত্বন্তোহমরাস্ত পিতরো যক্ষগন্ধৰ্ব্বরাক্ষসঃ ।
সিদ্ধাশ্চাপ্সরসস্তন্তো মনুষ্যাঃ পশবঃ খগাঃ ॥৩৩
সরীসৃপা মৃগাঃ সৰ্ব্বে ত্বন্তৈশ্চব মহীকৃশাঃ ।
যচ্চ ভূতং ভবিষ্যদ্বা কিঞ্চিদত্র চরাচরে ॥ ৩৪
অমূর্তং মূর্তমথবা শূলং স্তম্ভতরং তথা ।
তৎসৰ্ব্বং ত্বং জগৎকর্তৃনাস্তি কিঞ্চিদ্বা বিনা ॥
ময়া সংসারচক্রেহস্মিন্ ভ্রমতা ভগবন্ সদা ।
তাপত্রয়াভিভূতেন ন প্রাপ্তা নির্বৃতিঃ কচিৎ ॥
ত্বংখ্যন্তেব সুখানীতি মৃগতৃষ্ণা জলাশয়ঃ ।

আমার তেজ দেবাসুরযুদ্ধে সুমহাবীৰ্য্য
দৈত্যোরাও সহ করিতে পারে নাই ;
কিন্তু আমি আপনার তেজ সহ করিতে
পারিতেছি না । সংসারপতিত জন্তুদিগের
তুমিই একমাত্র শরণ্য ও প্রপন্নার্তিহর্তা, তুমি
আমার অন্ততঃরণ কর । তুমিই সমস্ত সমুদ্র,
শৈল, সরিৎ, বন, মেদিনী, গগন, বায়ু, জল
ও অগ্নি, এবং তুমিই পুরুষ ও পুরুষেরও
পরতর । তোমার জন্ম বিকল্পবৎ মিথ্যা ।
তুমি শব্দাদিহীন অজয় ও ক্ষয়বুদ্ধি-বিবর্জিত ।
তোমা হইতেই অমরগণ, পিতৃগণ, যক্ষ,
গন্ধৰ্ব্ব, রাক্ষস, সিদ্ধ, অপ্সরা, মনুষ্য, পশু,
খগ, সরীসৃপ, মৃগ, প্রভৃতি উদ্ভূত এবং মহী-
কৃশাদিও তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ।
এই চরাচরে যাহা ভূত, যাহা ভবিষ্যৎ,
এবং অমূর্ত, মূর্ত, শূল ও স্তম্ভ, সমস্তই
তুমি । তোমা ব্যতীত আর কিছুই নাই ।
২১—৩৫ । ভগবন্ ! এই সংসারচক্রে সন্তত
ভ্রমণ করিতে করিতে তাপত্রয়াভিভূত আমি
কুতাপি নির্বৃতি প্রাপ্ত হই নাই । নাথ ! ত্বং-
রাশিকেই মৃগতৃষ্ণা-জলাশয়বৎ সুখ-বোধে

ময়া নাথ গৃহীতানি তানি তাপায় মেহভবন্ ॥
 রাজ্যমুকী বলং কোশো মিত্রপক্ষস্থান্বজাঃ ।
 ভাৰ্য্যা ভৃত্যজনা য়ে চ শব্দাভ্যা বিষয়াঃ প্রভো
 সুখবুদ্ধ্যা ময়া সৰ্বং গৃহীতমিদমব্যয় ।
 পরিণামে চ দেবেশ তাপাত্মকমভূন্ময় ॥ ৩৯
 দেবলোকগতিং প্রাপ্তো নাথ দেবগণোহপি হি
 মন্তঃ সাহায্যাকামোহভূচ্ছাশ্রী কুত্র নির্বৃতিঃ ॥
 স্বামিনারাধ্য জগতাং সৰ্বেষাং প্রভবান্পদম্ ।
 শাশ্বতী প্রাপ্যতে কেন পরমেশ্বর নির্বৃতিঃ ॥ ৪১
 ভূমায়ামুচমনসো জন্মমৃত্যুজরাদিকান্ ।
 অবাধ্য পাপান্ পশুন্তি প্রেতরাজানমন্তরা ॥ ৪২
 ভতঃ পাশশতৈর্বদ্ধা নরকেষতিদাক্ষণম্ ।
 প্রাপ্নুবন্তি মহদুঃখং বিশ্বরূপমিদং তব ॥ ৪৩
 অহমত্যন্তবিষয়ী মোহিতস্তব মায়ায়া ।
 মমভাগাধগর্ভাস্তে ভ্রমামি পরমেশ্বর ॥ ৪৪
 সোহহং স্বাং শরণমপারমীশমীভ্যঃ
 সম্প্রাপ্তঃ পরমপদং যতো ন কিঞ্চিৎ ।

এহণ করিয়াছি ; সে সকল আমার তাপ-
 হেতুই হইয়াছে । প্রভো ! রাজ্য, উকী, বল,
 কোষ, মিত্রপক্ষ, আশ্রয়, ভাৰ্য্যা, ভৃত্যজন ও
 শব্দাদি অস্তান্ত বিষয়, এ সকলই আমি সুখ-
 হেতু বোধে গ্রহণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু হে
 অব্যয় দেবেশ ! এই সমস্তই পরিণামে
 আমার তাপত্রয়াস্কক হইয়াছে । নাথ ! আমি
 দেবলোকগতি পাইয়াছি, দেবগণও আমার
 নিকট সাহায্যাকাজী হইয়াছিলেন, কিন্তু
 শাশ্বতী নির্বৃতি কোথায় ? তোমার মায়ায়
 মুচমানবেরা প্রথমে জন্ম, মৃত্যু ও জরাদি-
 পাপ ভোগ করিয়া মধ্যকালে প্রেতরাজকে
 দর্শন করে, পরে পাশশতে বদ্ধ হইয়া নানা
 নরকে বিশ্বরূপাস্কক তোমারই রূপান্তর অতি
 দাক্ষণ হুঃখনিকর প্রাপ্ত হয় । হে পরমেশ্বর !
 তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া আমি অত্যন্ত
 বিষয়াসক্ত হইয়া মমতারূপ অগাধ গর্ভমধ্যে
 ভ্রমণ করিতেছি । সংসারাত্মম পরিতাপ-তপ্ত-
 চেতা, আমি এক্ষণে নির্বেদ প্রাপ্য চরমধামে

সংসারাত্মমপরিতাপতপ্তচেতা
 নির্বিণে পরিণতধারি সাভিলাষঃ ॥ ৪৫
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে কালযবনবধে মুচুকুন্দভটিবর্ণনঃ
 ষষ্ণবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইথং ভূতস্তদা তেন মুচুকুন্দেন ধীমতা ।
 প্রাহেশঃ সৰ্বভূতানামনাদিনিধনো হরিঃ ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যথাভিবাঙ্কিতাঙ্গৈকান্দীব্যাং গচ্ছ নরেশ্বর ।
 অব্যাহতপটৈশ্বৰ্য্যো মৎপ্রসাদোপবৃংহিতঃ ॥ ২
 ভূক্কা দিব্যাং মহাভোগাং ভবিষ্যসি মহাকূলে
 জাতিশ্রয়ো মৎপ্রসাদান্ততো মোক্ষমবাপ্যসি ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যেশং জগতামচ্যুতং নৃপঃ ।
 গুহামুখাঘিনিষ্ক্রান্তো দদৃশে সোহন্নকায়রান্ ॥ ৪

সাভিলাষ হইয়া যাহা হইতে পরম প্রাপ্য
 আর কিছুই নাই, সেই অপার স্তবযোগ্য ক্রীশ
 আপনাকে শরণ সম্প্রাপ্ত হইলাম । ৩৬—৪৫ ।
 ষষ্ণবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস বলিলেন—সেই ধীমান্ মুচুকুন্দ
 কর্তৃক এইরূপ ভূত হইয়া সৰ্বভূতেশ, অনাদি-
 নিধন হরি বলিলেন,—নরেশ্বর ! তুমি এক্ষণে
 মৎপ্রসাদ-সমৃদ্ধ যথাভিলাষিত দিব্য লোকে
 গমন কর ; তথায় অব্যাহত-পরমৈশ্বৰ্য্য হইয়া
 —দিব্য মহাভোগ সকল উপভোগান্তে জাতি-
 শ্রয় হইয়া মহাকূলে জন্ম লাভ করিবে ;
 পরে আমার অমুগ্রহে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে ।
 ব্যাস বলিলেন,—সেই নৃপ এইরূপ উক্ত
 হইয়া জগদীশ অচ্যুতকে প্রণিপাতপূর্বক
 সেই গুহামুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্নপ্রাশ

ততঃ কলিযুগং জাহ্নবা প্রাপ্তং তথুঃ ততো নৃপঃ
নরনারায়ণস্থানং প্রযযৌ গন্ধমাদনম্ ॥ ৫
কৃষ্ণোহপি ঘাতমিস্তারিমুপায়েন হি তত্বলম্ ।
জগাহ মথুরামেত্য হস্ত্যশ্বশৃঙ্গনোজ্জ্বলম্ ॥ ৬
আনীয় চোগ্রসেনায় দ্বারবত্যাঃ স্তবেদয়ৎ ।
পর্যতিভবনিঃশব্দং বভূব চ যদোঃ কুলম্ ॥ ৭
বলদেবোহপি বিপ্রেস্ত্রাঃ প্রশান্তাখিলবিগ্রহঃ ।
জ্ঞাতিদর্শনসৌকণ্ডঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ৮
ততো গোপাংশ্চ গোপীশ্চ যথাপূর্বমমিত্রজিৎ ।
তথৈবাত্যবদৎ প্রেমা বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৯
কৈশ্চাপি সম্পরিষক্তঃ কাংশ্চিৎ স পরিষম্বজে ।
হাসং চক্রে সমং কৈশ্চিৎ কোপগোপীজনেস্তথা ॥
প্রিয়ান্যনেকান্তবদন্ গোপস্তত্র হলায়ুধম্ ।
গোপাশ্চ প্রেমমুদিতাঃ প্রোচুঃ সের্গামথাপরাঃ
গোপাঃ পপ্রচ্ছুরপরা নাগরীজনবল্লভাঃ ।

নরগণকে দেখিলেন । সেই নৃপ তখন কলি-
যুগ সমাগত দেখিয়া তদন্তরণ নিমিত্ত নর-
নারায়ণস্থান গন্ধমাদন-গিরিতে প্রস্থান
করিলেন । কৃষ্ণও উপায় দ্বারা সেই সবল
শক্রকে অরিকে ঘাতিত করিয়া মথুরায়
আসিয়া হস্ত্যশ্বশৃঙ্গন-সমৃদ্ধ তদীয় বল সকল
নিজায়ত্ত করিয়া আনয়নপূর্বক দ্বারবতী
পুরীতে উগ্রসেনকে নিবেদন করিলেন । তখন
যহকূল সম্পূর্ণরূপে শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা
হইতে নির্মুক্ত হইল । ১—৭ । হে বিপ্রেস্ত্র-
গণ ! বলদেবও অখিল বিগ্রহ প্রশান্ত হই-
য়াছে দোখয়া বান্ধবগণ দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত-
চিত্তে নন্দগোকুলে গমন করিলেন । সেখানে
যাইয়া সেই অমিত্রজিৎ গোপ-গোপীগণের
সহিত পূর্ববৎ আলাপ ব্যবহার করিলেন ;
কেহ কেহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল ।
তিনিও কাহাকে কাহাকে আলিঙ্গন করি-
লেন ; কোন কোন গোপ-গোপীসহ পরিহাস
করিলেন ; তখন প্রেমমুদিত গোপ-গোপীরা
সেই হলায়ুধকে অনেক প্রিয় বাক্য কহিল ;
কোন কোন গোপী ভীষ্ম সহকারে নানা
আলাপ করিল । অপর গোপী জিজ্ঞাসা

কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণচলৎ প্রেমরসাকুলঃ ॥ ১২
অস্মচ্চেষ্টোপহসনং ন কচ্চিৎপূরযোষিতাম্ ।
সৌভাগ্যমানমধিকং করোতি কণসৌহৃদঃ ॥ ১৩
কচ্চিৎ স্মরতি নঃ কৃষ্ণে গীতারুগমনং কৃতম্ ।
অপ্যসৌ মাতরং ভ্রষ্টুং সরূপ্যাগমিষ্যতি ॥ ১৪
অথবা কিং তদালাটেপঃ ক্রিয়ন্তামপরাঃ কথাঃ ।
যদস্মাভির্বিদ্যা তন্ত বিনাস্যাকং ভবিষ্যতি ॥ ১৫
পিতা মাতা তথা ভ্রাতা ভর্তা বন্ধুজনশ্চ কঃ ।
ন ত্যক্তস্তৎকৃতেহস্মাভিরকৃতজ্ঞস্ততো হি সঃ
তথাপি কচ্চিদালাপমিহাগমনসংশয়ম্ ।
করোতি কৃষ্ণে বক্তব্যং ভবতা বচনামৃতম্ ॥ ১৬
দামোদরোহসৌ গোবিন্দঃ পুরন্দরীসক্তমানসঃ ।
অপেতভ্রীতিরস্মানু হৃদর্শনঃ প্রতিভাতি নঃ ॥ ১৮
ব্যাস উবাচ ।

আমন্ত্রিতঃ স কৃষ্ণেতি পুনর্দামোদরেতি চ ।

করিল,—চকলপ্রেম রাজাকুল-নাগরীজন-
বল্লভ কৃষ্ণ সুখে আছেন ত ? কণসৌহৃদ্য-
শালী সেই কৃষ্ণ আমাদিগের ব্যবহারের
প্রতি উপহাস প্রদর্শন করিয়া সেই পুরনারী-
গণের সৌভাগ্যসম্মানের বৃদ্ধি করেন কি ?
আমরা যে তাঁহার সহিত গান করিতাম,
তিনি কি তাহা স্মরণ কবেন ? তিনি কি
একবার মাতাকে দেখিতে আসিবেন ?
অথবা সে আলাপে কি প্রয়োজন ? অস্ত
কথা বলা যাউক, আমরা ব্যতীত তাঁহার
যাহা হইবার হইয়াছে, আবার তাঁহাকে
ব্যতীত আমাদিগেরও যাহা হইবার হইয়াছে ;
তাঁহার নিমিত্ত আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
ভর্তা, বন্ধুজন ইত্যাদি কাহাকেই বা পরি-
ত্যাগ করি নাই ? সেই জন্তই তিনি অকু-
তস্ত ! অকৃতজ্ঞ হইলেও সেই কৃষ্ণ কখনও
এখানে আগমনবিষয়ক আলাপও কি করিয়া
থাকেন ? করিলে সেই বচনসুধায় আমা-
দিগকে আপনার আপ্যায়িত করা কর্তব্য ।
সেই দামোদর গোবিন্দ পুরনারীতে সমাসক্ত-
চিত্ত হইয়া আমাদিগের প্রতি ভ্রীতিহীন
হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে তিনি আমাদি-

জহনুঃ সুস্বরং গোপেণ হরিণাকৃষ্টচেতসঃ ॥ ১৯
সন্দৈশ্চৈঃ সৌম্যমধুরৈঃ প্রেমগর্ভৈরগর্জিতৈঃ ।
রামেণাশাসিতা গোপাঃ কৃষ্ণস্তাতিমধুরৈঃ ॥ ২০
গোপৈশ্চ পূর্ববদ্রামঃ পরিহাসমনোহরৈঃ ।
কথাস্চকার প্রেমণা চ সহ তৈর্ব্রজভূমিষু ॥ ২০

ইতি ব্রজেন বনপ্রত্যাগমনবর্ণনং সপ্ত-
নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯৭

অষ্টনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

বনে বিহরতস্তস্মৈ সহ গোপৈর্ষহাশ্রয়নঃ ।
মাংসচ্ছদ্যরূপস্ত শেষস্ত ধরণীভূতঃ ॥ ১
নিম্পাদিতোক্তকথ্যস্ত কার্যেণৈবাবতারিণঃ ।
উপভোগার্থমত্যর্থং বক্রণঃ প্রাহ বাক্রণীম্ ॥ ২
বক্রণ উবাচ ।

অভীষ্টো সর্বদা হস্তমদিরে ভুং মনোজসঃ ।

গের হৃদয় বলিয়া বোধ হয় ৮—১৮ । ব্যাস
বলিলেন,—হরিপ্রেমে আকৃষ্টচিত্ত সেই
গোপীরা এইরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে
বলরামকেই ভ্রমক্রমে কখনও ‘কৃষ্ণ’ কখনও
‘দামোদর’ বলিয়া সন্দোধান করত উচ্চৈঃস্বরে
হাস্ত করিয়া উঠিল । রাম সেই গোপী-
দিগকে মধুরস্বরে কৃষ্ণকথিত প্রেমগর্ভ,
অগর্জিত সুন্দর-মধুর বাক্যে আশাসিত করি-
লেন । রাম গোপগণ সহ পূর্ববৎ পরিহাস-
মনোহর নানাআলাপে সেই ব্রজ-ভূমিতে
কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন ১৯—২০ ।
সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ১৯৭

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—কার্য-সাধনার্থ কপট
নরাকারে অবতীর্ণ ধরণীধর মহাত্মা শেষ
গুরুভর কার্য সকল সাধনপূর্বক গোপগণ-
সহ বৃন্দাবন বনে এইরূপে বিহার করিতে
থাকিলে বক্রণ তাঁহার উপভোগার্থ বাক্রণীকে
আদেশ করিলেন যে, শুভে ! মদিরে !

অনন্তস্তোপভোগায় তস্ত গচ্ছ যুদে শুভে ॥ ৬
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা বাক্রণী তেন সন্নিধানমথাকরোৎ ।
বৃন্দাবনতটোৎপন্নকদম্বতরুকোটরে ॥ ৮
বিচরন্ বলদেবোহপি মদিরাগচ্ছমুক্ততম্ ।
আত্মায় মদিরাহর্ষমবাপাথ পুরাতনম্ ॥ ৫
ততঃ কদম্বাৎ সহসা মদ্যধারাং স লাক্রণী ।
পতন্তীঃ বাক্র্য মুনয়ঃ প্রযযৌ পরমাং যুদম্ ॥ ৬
পপৌ চ গোপগোপীভিঃ সমবেতো মুদাষিতঃ ।
উপগীয়মানো ললিতঃ গীতবাদ্যবিশারদৈঃ ॥ ৭
শ্রমতোহত্যস্তঘর্ষান্তঃকণিকার্মোক্তিকোজ্জলঃ ।
আগচ্ছ যমুনে স্নাতুমিচ্ছামীত্যাহ বিহ্বলঃ ॥ ৮
তস্ত বাচং নদী সা তু মন্তোক্তামবমন্ত বৈ ।
লাজগাম ততঃ ক্রুদ্ধো হলং অগ্রাহ লাক্রণী ॥ ৯
গৃহীত্বা তাং তটে নৈব চকর্ষ মদবিহ্বলঃ ।

অনন্তর তুমি সর্বদাই অভীষ্টা; অতএব
তাঁহার উপভোগনিমিত্ত গমন কর । ব্যাস
বলিলেন,—বক্রণ কর্তৃক বাক্রণী এইরূপ
আদিষ্টা হইয়া বৃন্দাবন-তটোৎপন্ন কদম্ব-
তরুকোটরে সন্নিধান করিলেন । পরে
বলদেবও বিচরণ করিতে করিতে উক্ত
মদিরাগচ্ছ আত্মায় করিয়া পুরাতন মদিরা-
নন্দ প্রাপ্ত হইলেন । হে মুনীগণ !
অনন্তর সেই লাক্রণী সহসা কদম্ব-তরু
হইতে মদ্যধারা করিত হইতেছে
দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন । তিনি
গীত-বাদ্যবিশারদ গোপ-গোপীগণসহ সম-
বেত হইয়া মুদাষিতচিত্তে উহা পান করি-
লেন এবং ললিত গান করিতে লাগিলেন ।
তখন শ্রমবশে তাঁহার শরীর অতিশয় জল-
কণায় মুক্তাশোভিতবৎ উজ্জল হইল ! তিনি
বিহ্বলচিত্তে যমুনার উদ্দেশে বলিলেন,—
যমুনে ! তুমি আইস, আমি জ্ঞান করিতে ইচ্ছা
করি । তিনি মদমত্ত বলিয়া সেই নদী তটীয়
বাক্যে অবজ্ঞাপূর্বক আগমন করিল না ।
তাহাতে লাক্রণী ক্রুদ্ধ হইয়া হল গ্রহণ করি-
লেন এবং মদবিহ্বলচিত্তে তটপ্রান্তে তাহাকে

পাপে নায়াসি নায়াসি গম্যতামিচ্ছ্যাস্ততঃ ॥ ১০ ॥
 সা কৃষ্টা তেন সহসা মার্গং সন্ত্যজ্য নিয়গা ।
 যজ্ঞান্তে বলদেবোহসৌ প্রাবয়ামাস তদ্বনম্ ॥
 শরীরিণী তথোপেত্য ত্রাসবিহ্বললোচনা ।
 প্রসীদেত্যত্রবীজামং মুঞ্চ মাং মুষলায়ুধ ॥ ১২ ॥
 সোহত্রবীদবজানাসি মম শৌর্য্যবলং যদি ।
 সোহহং ত্বাং হলপাতেন নমিস্যামি সহস্রধা ॥ ১৩ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তয়াতিসম্ভ্রান্তয়া নদ্যা প্রসাদিতঃ ।
 ভূভাগে প্রাবিতে তত্র মুমোচ যমুনাং বলঃ ॥ ১৪ ॥
 ততঃ স্নাতস্ত বৈ কান্তিরাজগাম মহাবনে ।
 অবতংসোৎপলং চাক্র গৃহীত্বৈকক কুণ্ডলম্ ॥ ১৫ ॥
 বক্রণপ্রহিতাং চাট্ম্য মালামল্লানপঙ্কজাম্ ।
 সমুদ্রাহে তথা বস্ত্রে নীলে লক্ষ্মীরযচ্ছত ॥ ১৬ ॥
 কৃতাবতংসঃ স তদা চাক্রকুণ্ডলভূষিতঃ ।
 নীলাম্বরধরঃ সখী শুভতে কান্তিসংযুতঃ ॥ ১৭ ॥

আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—পাপে! তুমি আসিবে না? আসিও না। ইচ্ছানুসারে অন্ত্র গমন কর। সেই নদী তৎকর্তৃক তাদৃশভাবে সহসা আকৃষ্ট হইয়া হনমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যেখানে বলদেব ছিলেন, সেই বন প্রাবিত করিল এবং শরীরিণী হইয়া ত্রাসবিহ্বল লোচনে বলিল,—হে মুষলায়ুধ রাম! প্রসন্ন হও। আমাকে পরিত্যাগ কর। রাম বলিলেন,—তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ, যদি আমার শৌর্য্যবল থাকে, তবে আমি হলপাতনে তোমাকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিব। ১—১৩ ব্যাস বলিলেন,—সেই নদী কর্তৃক প্রসাদিত বলদেব তত্রত্য ভূভাগ প্রাবিত হওয়ায় ত্রস্ত হইয়া যমুনাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি সেখানে স্নান করিলে তাঁহার উত্তম কান্তি প্রকাশ পাইল। তখন লক্ষ্মীদেবী অবতংসার্থ চাক্র উৎপল ও একটী কুণ্ডল, বক্রণপ্রহিতা অল্লানপঙ্কজ ও সমুদ্রসম নীল বসনযুগল তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তিনি তখন কৃতাবতংস চাক্র

ইথং বিভূষিতো য়েমে তত্র রামস্তদা ব্রজে ।
 মাসদ্বয়েন স্নাতশ্চ পুনঃ স মথুরাং পুরীম্ ॥ ১৮ ॥
 রেবতীকৈব তনয়াং রেবতস্ত মহীপতেঃ ।
 উপযেমে বলন্তস্তাং জজ্ঞাতে নিশঠোন্মুকৌ ॥
 ইতি শ্রীভাষ্ক্রে হলকৌড়াবর্ণনমষ্টনবত্যাধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯৮ ॥

নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ভীষকঃ কুণ্ডিনে রাজা বিদর্ভবিষয়েহভবৎ ।
 কন্সিণী তস্ত হৃহিতা কন্সী চৈব স্ততো দ্বিজাঃ ॥
 কন্সিণীং চকমে কৃষ্ণঃ সা চ তং চাক্রহাসিনী ।
 ন দদৌ যাচতে চৈনাং কন্সী দ্বেষেণ চক্রিণে ॥ ২০ ॥
 দদৌ স শিশুপালায় জরাসন্ধপ্রচোদিতঃ ।
 ভীষকো কন্সিণা সার্কঃ কন্সিণীমুকবিক্রমঃ ॥ ২১ ॥

কুণ্ডলভূষিত নীলাম্বরধর ও মালাবান্ হইয়া উত্তম কান্তিতে শোভিত হইলেন। নিয়ত এইভাবে বিভূষিত রাম সেই ব্রজভূমিতে মাসদ্বয় বিহার করিলেন; পরে পুনরায় মথুরা পুরীতে প্রত্যাগমন করিয়া রেবত মহীপতির তনয়া রেবতীকে পরিণয় করিলেন। তাহাতে তাঁহার নিশঠ ও উন্মুক নামক দুইপুত্র উৎপন্ন হয়। ১৪—১৯।

অষ্টনবত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৮।

নবনবত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস বলিলেন,—দ্বিজগণ! বিদর্ভ দেশে কুণ্ডিন নগরে ভীষক নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার কন্সিণী নামী হৃহিতা ও কন্সী নামক পুত্র ছিল। কন্সিণীকে কৃষ্ণ কামনা করেন। সেই চাক্রহাসিনীও তাঁহাকেই কামনা করিয়াছিলেন। চক্রপাণিসহ কন্সীর বিদ্রোহ ছিল বলিয়া কৃষ্ণ প্রাৰ্থনা করিলেও তাঁহা বৃথা। তাঁহাকে প্রদান

বিবাহার্থং ততঃ সর্কে জরাসন্ধমুখা নৃপাঃ ।
 ভীষ্মকস্ত পুরং জয়ুঃ শিশুপালশ্চ কুণ্ডিনম্ ॥৪
 কৃষ্ণোহপি বলভজাদৈর্ঘজ্জিহ্বাঃ পরিবারিতঃ ।
 প্রযযৌ কুণ্ডিনং দ্রষ্টুং বিবাহং চৈদ্যত্নপতেঃ ॥৫
 গোভাবিনি বিবাহে তু তাং কস্তাং হতবান্
 হরিঃ ।

বিপক্ষভাবমাসাচ্চ রামাত্তোষেব বন্ধুযু ॥ ৬
 ততশ্চ পৌণ্ড্রকঃ শ্রীমান্ দস্তবক্রো বিদূরথঃ ।
 শিশুপালো জরাসন্ধঃ শাল্বাদ্যাশ্চ মহীভূতঃ ॥ ৭
 কুণ্ডিতান্তে হরিং হস্তং চক্রুর্দ্যোগযুত্তমম্ ।
 নির্জিতাশ্চ সমাগম্য রামাদৈর্ঘজপুঞ্জবৈঃ ॥ ৮
 কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি অহস্তা যুধি কেশবম্ ।
 কৃষ্ণা প্রতিজ্ঞাং কৃষ্ণী চ হস্তং কৃষ্ণমভিফ্রুতঃ ॥৯
 হস্তা বলং সনাগাশ্বপতিশ্চন্দনসঙ্কুলম্ ।

করা হয় না। উরুবিক্রম ভীষ্মক, জরা-
 সন্ধের পরামর্শ অনুসারে কৃষ্ণীর সহিত
 একমত হইয়া শিশুপালকেই কস্তা সম্ভা-
 দানার্থ উচ্ছত হন। পরে বিবাহ নিমিত্ত শিশু-
 পাল এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি অন্যান্য নৃপতি-
 গণ কুণ্ডিননগরে ভীষ্মকপুরে গমন করেন।
 কৃষ্ণও চৈদিপতি ভূপতি শিশুপালের বিবাহ
 দর্শনার্থ বলভজাদি যজ্ঞগণে পরিবৃত্ত হইয়া
 সেই কুণ্ডিননগরে গমন করেন। ১—৫।
 বিবাহের পূর্বদিবসে হরি বিপক্ষভাব অব-
 লম্বন করিয়া রামাদি বন্ধুবর্গের সহায়তায় সেই
 কস্তাকে অপহরণ করেন। তাহাতে তখন
 পৌণ্ড্রক শ্রীমান্ দস্তবক্র, বিদূরথ, শিশুপাল,
 জরাসন্ধ ও শাল্ব প্রভৃতি মহীপতিরা কুপিত
 হইয়া হরিকে হত্যা করিবার নিমিত্ত স বিশেষ
 উত্তম প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে রামাদি
 যজ্ঞপুঞ্জব কর্তৃক নির্জিত হইলেন। কৃষ্ণকে যুদ্ধে
 হত্যা না করিয়া কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব
 না, এই প্রতিজ্ঞাপূর্বক কৃষ্ণী ককে হনন জন্ত
 যাত্রা করিল। কিন্তু চক্রপাণি কৃষ্ণ অনায়াসেই
 হস্তাশ্ব-পদাতি-রথসঙ্কুল তদীয় বল বিনাশ-
 পূর্বক তাহাকে পরাজিত করিয়া ভূতলে
 পাতিত করিলেন। তিনি কৃষ্ণীকে এইরূপে

নির্জিতঃ পাতিতশ্চোক্ষ্যাং লীলয়ৈব স চক্রিণা
 নির্জিত্য কল্লিণং সম্যগুপযেমে স কল্লিণীম্ ।
 রাক্ষসেন বিধানেন সম্ভ্রান্তো মধুসূদনঃ ॥ ১১
 তস্তাং জজ্ঞে চ প্রহ্মায়া মদনাংশঃ স বীৰ্য্যবান্
 জহার শম্বরো যং বৈ যো জঘান চ শম্বরম্ ॥১২
 ইতি শ্রীভাষ্মে শ্রীকৃষ্ণচরিতে কল্লিণীপরিণয়ে
 নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

শম্বরেণ হতো বীরঃ প্রহ্মায়ঃ স কথং পুনঃ ।
 শম্বরশ্চ মহাবীৰ্য্যঃ প্রহ্মায়েন কথং হতঃ ॥ ১
 ব্যাস উবাচ ।

যঠেহহি জাতমাভে তু প্রহ্মায়ঃ স্মৃতিকাগৃহাৎ ।
 মমৈষ হস্তেতি দ্বিজা হতবান্ কালশম্বরঃ ॥ ২
 নৌহা চিক্বেপ চৈবৈনং গ্রাহোগ্রে লবণার্ণবে

নির্জিত করিয়া যথাবিধানে কল্লিণীকে বিবাহ
 করিলেন। মধুসূদন রাক্ষস বিধান অনুসারে
 এই পত্নী প্রাপ্ত হইলেন। সেই কল্লিণীতে
 মদনের অংশে বীৰ্য্যবান্ প্রহ্মায়ের জন্ম হয়;
 সেই প্রহ্মায়কেই শম্বর দৈত্য অপহরণ করিয়া-
 ছিল এবং ইনিই শম্বরকে বিনাশ করিয়া-
 ছিলেন। ৬—১২।

নবনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ জজ্ঞাসা করিলেন,—বীর প্রহ্মায় শম্বর
 কর্তৃক কিরূপে হত হইয়াছিলেন আর প্রহ্মা-
 য়ই বা সেই মহাবীৰ্য্য শম্বরকে কিরূপে নিহত
 করেন? ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ!
 প্রহ্মায় জন্মিলে পর, ষষ্ঠ দিবসে কালশম্বর
 অনুর “এ আমার হস্তা” এই নিশ্চয় করিয়া
 স্মৃতিকাগৃহ হইতেই সেই প্রহ্মায়কে হরণ
 করিল। সে উইাকে লইয়া গিয়া কলোলা-
 বর্ত্তনক স্রোতার মকরালয় লবণ-

কমলোজনিভাবর্জে স্নুশোরে মকরালয়ে ॥ ৩
পাতিতকৈব তত্রৈকো মংশো জগ্রাহ বালকম্
ম যমার চ তস্তাপি জঠরানলদীপিতঃ ॥ ৪
মংশবর্জৈশ্চ মংশোহসৌ মংশৈশ্চরন্তৈঃ সহ
দ্বিজাঃ ।

স্বাতিতোহসুরবর্ধ্যায় শম্বরায় নিবেদিতঃ ॥ ৫
তস্ত মায়াবতী নাম পত্নী সর্বগৃহেশ্বরী ।
কারয়ামাস হৃদানামাধিপত্যমনিদিতা ॥ ৬
দারিতে মংশজঠরে দদৃশে সাতিশোভনম্ ।
কুমারঃ স্নগ্নাথতরোদধিস্ত প্রথমাকুরম্ ॥ ৭
কোহয়ং কথময়ং মংশজঠরে সমুপাগতঃ ।
ইত্যেবং কোতুকাবিষ্টাঃ তাং তস্মৈ প্রাহ নারদঃ
নারদ উবাচ ।

অয়ং সমস্তজগতাং সৃষ্টিসংহারকারিণা ।
শম্বরেণ হৃতঃ কৃষ্ণতনয়ঃ স্মৃতিকাগৃহাৎ ॥ ৯
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মংশেন নিগীর্ণস্তে বশং গতঃ ।
নররত্নমিদং স্নুজ বিব্রজা পরিপালয় ॥ ১০

সাগরে নিক্ষেপ করিল। সমুদ্রমধ্যস্থ এক
বৃহৎ মংশ সেই বালককে গ্রাস করিল।
মংশের জঠরানে দীপিত হইয়াও তাহার
মৃত্যু হইল না। হে দ্বিজগণ! মংশজীবীরা
অস্তান্ত মংশ সহ সেই মংশকেও ধরিয়া
অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বরকে প্রদান করিল। মায়া-
বতী নামী তদীয় অনিদিতা পত্নী তাহার
গৃহেশ্বরী ছিলেন। তিনি পাচকবর্গের উপর
আধিপত্য করিতেন। মংশের উদর
বিদারিত হইলে তিনি সেই দধি স্নগ্ন-
তরুর প্রথমাকুরসম অতি সুন্দর কুমারকে
দেখিলেন। পরে তিনি ‘এ কে?
মংশজঠরেই বা কিরূপে আসিল?
কোতুকাবিষ্টচিত্তে এইরূপ আলোচনা করিতে
থাকিলে নারদ সেই তস্মৈকে কহিলেন,—ইনি
সমস্ত জগতের সৃষ্টি-সংহারকারী। কৃষ্ণের
তনয়; শম্বর কর্তৃক স্মৃতিকাগৃহ হইতে
অপহৃত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে এই
মংশ উহাকে গ্রাস করিয়াছিল। এইরূপে
তোমার হস্তগত হইয়াছেন। হে স্নুজ ।

ব্যাস উবাচ ।

নারদেনৈব যুক্তা সা পালয়ামাস তং শিশুম্ ।
বাল্যাদেবাতিরাগেণ রূপাতিশয়মোহিতা ॥ ১১
স যদা যৌবনাতোগভূষিতোহভূদ্বিজোত্তমাঃ ।
সাত্বিতায়া তদা সা তু বভূব গজগামিনী ॥ ১২
মায়াবতী দদৌ চাট্ম মায়া সর্বা মহাশ্বনে ।
প্রহ্যায়ান্নভূতায় তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা ।
প্রসজ্জন্তীস্ত তামাহ কার্কিঃ কমললোচনঃ ॥ ১৩

প্রহ্যায় উবাচ ।

মাতৃত্বাবং বিহায়ৈব কিমর্থং বর্জসেহস্তথা ।

ব্যাস উবাচ ।

সা চাট্ম কথয়ামাস ন পুত্রস্বঃ মমৈতি বৈ ।
তনয়ং স্বাময়ং বিবোহুর্ভবান্ কালশম্বরঃ ॥ ১৫
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মংশস্ত সম্প্রাপ্তো জঠরাগ্নয়া ।
সা তু রোদিতি তেমাতা কাস্তাদ্যাপ্যতিবৎসলা
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শম্বরঃ যুদ্ধে প্রহ্যায়ঃ স সমাহ্বয়ৎ ।

তুমি বিশ্বস্তচিত্তে এই নররত্নকে প্রতিপালন
কর। ১—১০। ব্যাস বলিলেন,—নারদ
কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই মায়াবতী
বাল্যকাল হইতেই অতীব অমুরাগের সহিত
তদীয় রূপাতিশয়ে মোহিতচিত্তে সেই
শিশুকে পালন করিতে লাগিলেন। হে
দ্বিজসত্তমগণ! সেই বালক যখন যৌবনা-
ভোগে ভূষিত হইলেন, তখন সেই গজ-
গামিনী মায়াবতী তৎপ্রতি অভিলাষবতী
হইলেন। তৎপ্রতি নয়ন ও মন সমর্পণ করিয়া
আত্মভূত সেই মহাশ্বা প্রহ্যায়কে সমস্ত মায়া
প্রদান করিলেন। কমলোচন কৃষ্ণনন্দন
ভাঁহাকে অমুরাগবতী দর্শনে বলিলেন,—তুমি
মাতৃত্বাব পরিভ্যাগ করিয়া ভাবাস্তর পরিগ্রহ
করিতেছ কেন? ১১—১৪। তদন্তরে মায়াবতী
বলিলেন,—তুমি আমার পুত্র নও, তুমি বিকুর
তনয়। তোমাকে কাল শম্বর হরণ করিয়া
সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিল; তোমাকে
আমি মংশোদরে পাইয়াছি। অতি
বৎসলা তোমার সুন্দরী মাতা তোমার

ক্রোধাকুলীকৃতমনা যুযুধে চ মহাবলঃ ॥ ১৭
 হৃদা সৈন্তমশেষত্ব তন্ত দৈত্যস্ত মাধবিঃ ।
 সন্ত মায়া ব্যতিক্রম্য মায়াং সংযুজ্জহষ্টমীম্ ॥
 তয়া জঘান তং দৈত্যং মায়ায়া কালশত্বরম্ ।
 উৎপত্য চ তয়া সার্কিমাঙ্গগাম পিতুঃ পুরম্ ॥ ১৯
 অস্তঃপুরে চ পতিতঃ মায়াবত্যা সমধিতম্ ।
 তং দৃষ্ট্বা হৃষ্টসঙ্করা বভূবুঃ কৃষ্ণযোষিতঃ ।
 ক্রুদ্ধিণী চাত্রবীং প্রেয়াসক্তদৃষ্টিরনিন্দিতা ॥ ২০

কৃষ্ণিণ্যুবাচ ।

ধন্তায়াঃ ধন্যং পুত্রো বর্ততে নবযৌবনে ।
 অগ্নিন্ বয়সি পুত্রো মে প্রহ্যয়ো যদি জীবাত
 সভাগ্যা জননী বৎস ত্বয়া কাপি বিভূষিতা ।
 অথবা বাদৃশঃ স্নেহো মম বাদৃশপুচ্চ তে ।
 হরৈরপত্যং সুব্যক্তং ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি ॥
 ব্যাস উবাচ ।

এতস্মিন্নস্তরে প্রাপ্তঃ সহ কৃষ্ণেন নারদঃ ।

জন্তু কাদিতেছেন। ব্যাস বলিলেন,—সেই
 প্রহ্যয় এইরূপ উক্ত হইয়া ক্রোধাকুল মনে
 শত্বরকে যুদ্ধার্থ আবাহন করিলেন এবং
 তাহার সহিত যুদ্ধে তদীয় সর্বসৈন্ত হনন-
 পূর্বক সেই দৈত্যের সপ্তবিধ মায়া নিজ
 মায়াপ্রভাবে অতিক্রম করিলেন। পরে
 মাধবনন্দন অষ্টমী মায়া প্রয়োগে সেই কাল
 শত্বর দৈত্যকে নিহত করিয়া মায়াবতী সহ
 আকাশপথে পিতৃপুরে সমাগত হইলেন।
 কৃষ্ণপত্নীরা তাঁহাকে মায়াবতী সহ অস্তঃপুরে
 আপতিত দেখিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্ত হইলেন।
 অনিন্দিতা ক্রুদ্ধিণী স্নেহাসক্ত দৃষ্টিতে বলিতে
 লাগিলেন,—এই নবযৌবন-সম্পন্ন পুত্র কোন
 ধন্তা রমণীর হইবে। আমার পুত্র প্রহ্যয়
 জীবিত থাকিলে ঐদৃশবয়স্ক হইত। বৎস!
 তোমা দ্বারা কোন সভাগ্যা জননী বিভূষিতা
 হইয়াছেন, অথবা তোমার প্রতি আমার
 যেরূপ স্নেহ এবং তোমার যেরূপ আকৃতি,
 তাহাতে সুস্পষ্টরূপেই বোধ হয় যে, তুমি
 হরির অপত্য হইবে। ১৫—২২। ব্যাস
 বলিলেন,—ইত্যবসরে নারদ সহ কৃষ্ণ আসিয়া

অস্তঃপুরবরাং দেবীং ক্রুদ্ধিণীং প্রাহ হর্ষিতঃ ॥ ২৩
 ক্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

এব তে তনয়ঃ সূত্র হৃদা শত্বরমাগতঃ ।
 হতো যেনাতবৎ পূর্বং পুত্রস্তে স্মৃতিকাগৃহাৎ ॥
 ইয়ং মায়াবতী ভার্যা তনয়স্তাস্ত তে সতী ।
 শত্বরস্ত ন ভার্যেয়ং ক্ষয়তামত্র কারণম্ ॥ ২৫
 মন্থথে তু গতে নাশং তদ্বস্তবপরায়ণা ।
 শত্বরং মোহয়ামাস মায়ারূপেণ ক্রুদ্ধিণি ॥ ২৬
 বিবাহাহ্যপভোগেষু রূপং মায়াময়ং শুভম্ ।
 দর্শয়ামাস দৈত্যস্ত তন্ত্বেয়ং মদিরেক্ষণা ॥ ২৭
 কামোহবতীর্ণঃ পুত্রস্তে তন্ত্বেয়ং দয়িতা রতিঃ
 বিশক্তা নাত্র কর্তব্যা স্মৃষেয়ং তব শোভনা ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততো হর্ষসমাবিষ্টৌ ক্রুদ্ধিণীকেশবৌ তদা ।
 নগরী চ সমস্তা সা সাধু সাধিত্যভাবত ॥ ২৯
 চিরং নষ্টেন পুত্রেণ সঙ্গতাং প্রেক্ষ্য ক্রুদ্ধিণীম্
 অবাপ বিস্ময়ং সর্বৌ দ্বারবত্যাং জনস্তদা ॥ ৩০

ইতি ক্রীত্বাক্ষে শত্বরহতপ্রহ্যয়াগমনবর্ণনঃ
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অস্তঃপুরনারী-
 গণের প্রধানা ক্রুদ্ধিণী দেবীকে হর্ষিত-চিত্তে
 কহিলেন,—সূত্র! পূর্বে স্মৃতিকাগৃহ হইতে
 যে পুত্র অপহৃত হইয়াছিল, তোমার সেই
 পুত্রই এই; এই পুত্র শত্বরকে বিনাশ করিয়া
 সমাগত হইয়াছে। এই সতী মায়াবতী
 তোমার তনয়ের ভার্যা। ইনি শত্বরের ভার্যা
 নহেন। ইহার কারণ শ্রবণ কর। হে ক্রুদ্ধিণি!
 মন্থথ নাশ প্রাপ্ত হইলে তদুৎপত্তি-চিত্তা-
 পরায়ণা রতি মায়ারূপে শত্বরকে মোহিত
 করিয়াছিলেন, এই মদিরেক্ষণা বিবাহাদি
 উপভোগ-ব্যাপারে সেই দৈত্যকে শুভ
 মায়াময়রূপই প্রদর্শন করিতেন। কাম
 তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইনি
 তদীয় দয়িতা রতি। হে শোভনে! ইনি
 যে তোমার স্মৃথা, এ বিষয়ে তুমি কোন সংশয়
 করিও না। ব্যাস বলিলেন,—ক্রুদ্ধিণী ও
 কেশব [তখন হর্ষসমাবিষ্ট হইলেন। সেই

একাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

চাক্ৰদেবঃ সূদেবঃ চাক্ৰদেহঃ শোভনম্ ।
বিচাক্ৰঃ চাক্ৰগুপ্তঃ ভদ্রচাক্ৰঃ তথাপরম্ ॥ ১
চাক্ৰচন্দ্রঃ সূচাক্ৰঃ চাক্ৰঃ বলিনাং বরম্ ।
কল্লিণ্যজনয়ৎপুত্রান্ কন্তাঃ চাক্ৰমতীঃ তথা ॥ ২
অস্তাশ্চ ভাৰ্যাঃ কৃষ্ণা বভূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ
কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগজিতী তথা ।
দেবী জাহবতী চাপি সদা স্তুতা তু রোহিণী ।
মদ্রাজসুতা চান্তা সুনীলা শীলমণ্ডলা ॥ ৪
সাজাজিতী সত্যভামা লক্ষণা চাক্ৰহাসিনী ।
ষোড়শাশ্চ সহস্রাণি স্ত্রীণামন্তানি চক্রিণঃ ॥ ৫
প্রহর্যোহপি মহাবীৰ্য্যো কল্লিণন্তনয়াঃ শুভাম্
স্বয়ম্বরহাঃ জগ্ৰাহ সাপি তং তনয়ং হরেঃ ॥ ৬

সমগ্রা নগরীও যেন হুটু হইয়া সাধু সাধু
বলিতে লাগিল । তখন জাহবতীনিবাসী
সকল জনেরাই কল্লিণীকে চিরপ্রনষ্ট পুত্রসহ
সঙ্গতা দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইল । ২৩—৩০ ।

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০০ ।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—কল্লিণী চাক্ৰদেব,
সূদেব, শোভন, চাক্ৰদেহ, বিচাক্ৰ, চাক্ৰগুপ্ত,
ভদ্রচাক্ৰ, সূচাক্ৰ, ও বলি প্রধান চাক্ৰ এই সকল
পুত্র এবং চাক্ৰমতী নামী একটি কন্তা প্রসব
করেন । চক্রপাণি কৃষ্ণের আরও সাতটি
শোভনা ভাৰ্যা ছিলেন । তাঁহাদের নাম—
কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, নাগজিতী,
জাহবতী, সদা স্তুতা রোহিণী, মদ্রাজ-
সুতা সুনীলা শীলমণ্ডলা, সাজাজিৎপুত্রী
সত্যভামা, ও চাক্ৰহাসিনী ও লক্ষণা ; এতদ্ভিন্ন
আরও ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন । মহা-
বীৰ্য্য প্রহর্য্য শুভা কল্লিণন্তনয়াকে স্বয়ম্বরস্থলে
গ্রহণ করেন । তিনিও সেই হরিজনয়ে

তস্তামস্তাভবৎ পুত্রো মহাবলপরাক্রমঃ ।
অনিকঙ্কো রণে কঙ্কো বীৰ্য্যোদধিরিন্দমঃ ॥ ৭
তস্তাপি কল্লিণঃ পৌত্রী বরয়ামাস কেশবঃ ।
দৌহিত্রায় দদৌ কল্লী স্পর্কয়ন্নপি শৌরিণা ॥ ৮
তস্তা বিবাহে রামাদ্যা যাদবা হরিণা সহ ।
কল্লিণো নগরং জগ্মুর্নামা ভোজকটং দ্বিজাঃ ॥
বিবাহে তত্র নিরুন্তে প্রাহর্য্যেঃ সুমহান্বনঃ ।
কলিঙ্গরাজপ্রমুখা কল্লিণং বাক্যমব্রুবন্ ॥ ১০
কলিঙ্গাদয় উচুঃ ।

অনকঙ্কো হলৌ দ্যুতে তথাস্ত ব্যাসনং মহৎ ।
তজ্জয়ামো বলং তস্মাদ্ধ্যুতেনৈব মহাদ্যুতে ।
ব্যাস উবাচ ।

তথেন্তি তানাহ নৃপান্ কল্লী বলসমর্থিতঃ ।
সভায়াং সহ রামেন চক্রে দ্যুতঞ্চ বৈ তদা ॥ ১২
সহস্রমেকং নিকাগাং কল্লিণা বিজিতো বলঃ ।
দ্বিতীয়ে দিবসে চান্তংসহস্রং কল্লিণা জিতঃ ॥

আসক্তচিত্ত হইয়াছিলেন । তাঁহার গর্ভে
প্রহর্য্যের মহাবলপরাক্রম বীৰ্য্যোদধি অরি-
ন্দম, রণে বৈরিগণের রোধকারী অনিকঙ্ক
নামক পুত্র উৎপন্ন হয় । কেশব তাহার
বিবাহের জন্ত কল্লীর পৌত্রীকে বরণ করেন ।
কল্লী সৌরী সহ নিয়ত স্পর্ক করিলেও
প্রীতিস্থাপনোদ্দেশে দৌহিত্রকে সেই পৌত্রী
সম্প্রদান করেন । হে দ্বিজগণ ! তাহার বিবাহে
হরি সহ রামাদি যাদবগণ কল্লীর ভোজকট
নামক নগরে গমন করেন । সেখানে সুমহান্ব
প্রহর্য্য-নন্দনের বিবাহ সমাহিত হইলে কলিঙ্গ
প্রমুখ রাজগণ কল্লীকে এই বাক্য বলিলেন
যে, হলধর অকক্রৌড়ায় অভিজ্ঞ নহেন অথচ
উহাতে তাঁহার আসক্তিও অধিক । অত-
এব হে মহাদ্যুতে ! দ্যুতক্রৌড়াধারা বলরাম-
কে পরাজিত করিবে । ১—১১ । ব্যাস
বলিলেন,—বলসমর্থিত কল্লী তাহাদিগকে
‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া সভাতে রাম
সহ দ্যুত ক্রীড়া প্রবর্তিত করিলেন । প্রথম
দিবসে কল্লী কর্তৃক বলদেব একসহস্র নিক
পরাজিত হইলেন । দ্বিতীয় দিবসেও আর

ততো দশ সহস্রাণি নিকাগাং পণমাদদে ।
বলভদ্রপ্রপন্নানি কক্ষী দ্যুতবিদাংবরঃ ॥ ১৪
ততো জহাসাথ বলং কলিঙ্গাধিপতির্বিজাঃ ।
দন্তান্ বিদর্শয়ন্তো কক্ষী চাহ মদোকৃতঃ ॥ ১৫
কক্ষ্যুবাচ ।

অবিদ্যোহয়ং মহাদ্যুতে বলভদ্রঃ পরাজিতঃ ।
মুর্ষৈবাকাবলেপহাদ্যোহয়ং মেনেহককোবিদম্
ব্যাস উবাচ ।

দৃষ্ট্বা কলিঙ্গরাজস্ত প্রকাশদশনাননম্ ।
কলিঙ্গকাপি দুর্ভাক্যং কোপং চক্রে হলায়ুধঃ ॥
ততঃ কোপপরীতায়া নিককোটিং হলায়ুধঃ ।
গ্লহং জগ্রাহ কক্ষী চ ততশ্চকানপাতয়ৎ ॥ ১৮
অজয়বলদেবোহথ প্রাহোচ্চৈস্তং জিতং ময়া ।
মমেতি কক্ষী প্রাহোচ্চৈরলীকোটৈরলং বলম্ ।
তুমোক্তোহয়ং গ্লহঃ সত্যং ন মমৈষোহনুমোদিতঃ
এবং ত্বয়া চেদ্বিজিতং ন ময়া বিজিতং কথম্ ॥
ততোহস্তরিক্কে বাণ্ডৈঃ প্রাহ গন্তীরনাদিনৌ

এক সহস্র বিজিত হইলেন । ক্রমে বলভদ্র দশসহস্র নিক পণগ্রহণ করিতে দ্যুত-
বিশারদ কক্ষী তাহাও জয় করিয়া লই-
লেন । হে বিজগণ ! তাহাতে তখন মুঢ়
কলিঙ্গাধিপতি দন্তপঙ্ক্তিক বিকাশিত করিয়া
হাস্তপূর্বক বলরামকে উপহাস করেন ।
মদোকৃত কক্ষীও বলিল,—এই অবিদ্য বলভদ্র
মহাদ্যুতে পরাজিত হইলেন ; বুখাই ইনি
আপনাকে গর্ভবশে অককোবিদ বলিয়া
মনে করেন । ব্যাস বলিলেন,—হলায়ুধ
কলিঙ্গরাজের সেই দস্তাবিকাশ দর্শনে
এবং কক্ষীর সেই দুর্ভাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হই-
লেন । পরে কোপপরীতচিত্তে সেই হলায়ুধ
কোটিনিক পণ গ্রহণ করিলেন । তখন কক্ষী
অকতপাতন করিল ; তাহাতে বলভদ্রেরই
জয় হইল । কিন্তু কক্ষী মিথ্যা বাক্যে বল-
দেবকে কহিলেন,—আমিই জিতিয়াছি ; তুমি
যে এই পণ স্থাপন করিয়াছ, ইহা আমার
অনুমোদিতই নহে । তথাপি যদি উহা
তোমার বিজিত হয়, তবে আমারই বা

বলদেবস্ত তং কোপং বর্জয়ন্তী মহাশ্বনঃ ॥ ২১
আকাশবাণ্ডবাচ ।
জিতস্ত বলদেবেন কলিঙ্গা ভাষিতং যুবা ।
অনুভুত্বা বচনং কিঞ্চিৎ কৃতং ভবতি কক্ষণা ॥ ২২
ব্যাস উবাচ ।

ততো বলঃ সমুখায় ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
জঘানাষ্টোপদেনৈব কলিঙ্গং স মহাবলঃ ॥ ২৩
কলিঙ্গরাজং চাদায় বিষ্কুরস্তং বলাঘনঃ ।
বভঞ্জ দন্তান্ কুপিতো যৈঃ প্রকাশং জহাস সঃ
আকৃষ্য চ মহাস্তম্ভং জাতরূপময়ং বলঃ ।
জঘান যে তৎপক্ষান্তান্ ভূতৃতঃ কুপিতো বলঃ
ততো হাহাকৃতং সর্বং পলায়নপরং বিজাঃ ।
তদ্রাজমণ্ডলং সর্বং বভূব কুপিতে বলে ॥ ২৬
বলেন নিহতঃ কক্ষী কলিঙ্গং মধুসূদনঃ ।
নোবাচ বচনং কিঞ্চিকলিঙ্গীবলমোর্ভয়াৎ ॥ ২৭

বিজিত না হইবে কেন ? তখন মহাশ্বা বল-
দেবের ক্রোধ বর্জন করত অস্তরীক্ষে গন্তীর-
নাদিনৌ আকাশবাণী কহিলেন, বলদেব বিজয়
লাভ করিয়াছেন ; কক্ষী মিথ্যা বলিতেছে ।
কোনও বাক্য না বলিয়া কক্ষীরূপান করিলে
উহা অনুমোদিতই হইয়া থাকে । ১২—২২ ।
ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর মহাবল বলদেব
কোপসংরক্তলোচনে উখিত হইয়া সেই
পাশা দ্বারাই কক্ষীকে প্রহার করিলেন ।
বিষ্কুরমাণ কলিঙ্গরাজকেও বলদেব বল-
পূর্বক আকর্ষণ করিয়া যে দণ্ডপঙ্ক্তি প্রকাশ-
পূর্বক তিনি হস্ত করিয়াছিলেন, তাহা
ভাঙ্গিয়া দিলেন । কুপিত বলদেব তখন
অন্ত যে সকল কলিঙ্গ-পক্ষীয় রাজা ছিলেন,
তাঁহাদিগকেও সেই সভামণ্ডপের একটি
শ্রময় স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া লইয়া তদ্বারা প্রহার
করিতে লাগিলেন । হে বিজগণ ! বলদেবকে
তাদৃশ কুপিত দেখিয়া তত্রত্য সমগ্র রাজমণ্ডল
হাহাকার করত পলায়নপরায়ণ হইল ।
বলদেব কর্তৃক কক্ষী নিহত হইয়াছে শ্রবণ
করিয়া মধুসূদন কলিঙ্গী ও বলদেবের মনো-
ভঙ্গ-ভয়ে কোন বাক্যব্যয় করিলেন না ।

ততোহনিক্রমাদায় কৃতোহাহং বিজ্ঞোক্তমাঃ ।
 ষারকামাজগামাথ যজ্ঞক্ৰঃ সেকেশবম্ ॥ ২৮
 ইতি ঐশ্বাক্ষেনিক্রমবিবাহে ক্রমবধনিক্র-
 পণমেকাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০১ ॥

দ্ব্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ষারবত্যাং ততঃ শৌরিং শক্রশ্রিভুবনেশ্বরঃ ।
 আজগামাথ মুনয়ো মন্তেরাবতপৃষ্ঠগঃ ॥ ১
 প্রবিষ্ট ষারকাং সোহথ সমীপে চ হরেক্তদা ।
 কথয়ামাস দৈত্যস্ত নরকস্ত বিচেষ্টিতম্ ॥ ২

ইন্দ্র উবাচ ।

ত্বয়া নাথেন দেবানাং মনুষ্যেষুহপি তিষ্ঠতা ।
 প্রশমঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃখানি নীতানি মধুসূদন ॥ ৩
 তপস্বিননরকার্যে সোহরিষ্টো ধেনুকস্তথা ।
 প্রলম্বাশ্বাস্তথা কেনী তে সৰ্ব্বৈ নিহতাশ্বয়া ॥ ৪
 কংসঃ কুবলয়াশীড়ঃ পুতনা বালঘাতিনী ।

হে বিজ্ঞোক্তমগণ! তাহার পর যজ্ঞগণ
 কৃতোহাহ অনিক্রমকে লইয়া কেশবের সহিত
 ষারকায় আগমন করিলেন । ২৩—২৮ ।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০১ ।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—হে মুনীগণ! অনন্তর
 একদা ত্রিভুবনেশ্বর শক্র মন্ত ঐরাবতপৃষ্ঠে
 আরোহণপূর্বক শৌরি-সন্নিধানে ষারকাতে
 আগমন করিলেন । তিনি ষারকায় প্রবেশ
 করিয়া হরিসমীপে নরক দৈত্যের আচরণ
 সমস্ত নিবেদন করিলেন । ইন্দ্র বলিলেন,
 —হে মধুসূদন! নাথ! তুমি মনুষ্যরূপে
 থাকিয়াও দেবগণের সৰ্ব্বজ্ঞঃখ প্রশমিত
 করিয়াছ । জনগণের রক্ষার্থ সেই অরিষ্ট,
 ধেনুক, প্রলম্ব ও কেনী প্রভৃতি সকল-
 কেই তুমি নিহত করিয়াছ । কংস,
 কুবলয়াশীড়, বালঘাতিনী পুতনা—ইত্যাদি

নাশঃ নীতাস্থয়া সৰ্ব্বৈ যেষন্তে জগদ্বপজ্ববাঃ ।
 যুযদোর্দ্রিগুসমুদ্ভি-পরিজ্ঞাতে জগজ্জয়ে ।
 যজ্ঞে যজ্ঞহবিঃ প্রাপ্ত তৃপ্তিঃ ষান্তি দিবৌকসঃ ॥
 সোহহং সাম্প্রতমায়াতো যস্মিনিস্তঃ জনাৰ্দ্দন ।
 তক্ষুত্বা তৎপ্রতীকারপ্রযত্বঃ কর্তুমর্হসি ॥ ৭
 ভৌমোহয়ঃনরকো নামপ্রাগ্জ্যোতিষপুরেশ্বরঃ
 করোতি সৰ্ব্বভূতানাংপশাতমস্মিন্দম ॥ ৮
 দেবসিন্ধুসুরাদীনাং নৃপাণাঞ্চ জনাৰ্দ্দন ।
 হৃদ্য তু সোহসুরঃ কন্তা করোধ নিজমন্দিরে ॥
 ছত্রং যৎসলিলশ্রাবী তজ্জহার প্রচেতসঃ ।
 মন্দরস্ত তথা শৃঙ্গং হৃতবান্মণিপৰ্বতম্ ॥ ১০
 অমৃতশ্রাবিনী দিব্যে মাতুর্শ্বেহমৃতকুণ্ডলে ।
 জহার সোহসুরোহদিত্যা বাহুতৈর্যাবতঃ

দ্বিপম্ ॥ ১১

দ্বনীতমেতদগোবিন্দ ময়া তন্ত তবোদিতম্ ।

আরও যে সকল জগদ্বপজ্বব হল, সমস্তই
 তোমা কর্তৃক নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । তোমার
 দোর্দ্রিগের উদ্বোধনে ত্রিজগৎ পরিজ্ঞাত
 হওয়ায় দিবৌকসেরা যজ্ঞে যজ্ঞীয় হবিঃ
 প্রশন করত তৃপ্তি লাভ করিতেছেন!
 হে জনাৰ্দ্দন! আমি সাম্প্রতি যে নিমিস্ত
 আসিয়াছি, তাহা শুনিয়া তব্বিষয়ে প্রতিকারে
 প্রযত্ন প্রকাশ করুন । হে অস্মিন্দম! তুমি-
 স্মৃত নরকনামক প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি
 সৰ্ব্বভূতের হিংসা সাধন করিতেছে । হে
 জনাৰ্দ্দন! সে দেব-সিন্ধু-সুর-নৃপদিগকে হনন-
 পূর্বক তাহাদিগের কন্তা সকল আনয়ন করিয়া
 নিজ মন্দিরে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে ।
 প্রচেতার যে সলিলশ্রাবী ছত্র ছিল, সে তাহা
 আহরণ করিয়াছে । মন্দরগিরির শৃঙ্গ মণি-
 পৰ্বতকেও আনিয়াছে । মদীয় মাতা
 অদিতির যে হুইটী অমৃতশ্রাবী দিব্য কুণ্ডল
 ছিল, সেই অসুর তাহাও অপহরণ
 করিয়াছে । এক্ষণে আমার ঐরাবত-
 হন্তীকেও লইবার বাহা করে । হে গোবিন্দ!
 এই আমি তাহার দ্বনীত সমস্ত আপনার

যদত্র প্রতিকর্তব্যং তৎস্বয়ং পরিমুখ্যতাম্ ॥ ১২

ব্যাস উবাচ ।

ইতি কথ্যম্মিতং কথ্য ভগবান্ দেবকৌশুতঃ ।

গৃহীত্বা বাসবং হস্তে সমুত্ত্বো বরাসনাৎ ॥ ১৩

সঞ্চিস্তিতমুপারুহ্য গরুড়ং গগনেচরম্ ।

সত্যভামাং সমারোপা যযৌ প্রাগ্জ্যোতিষং

পুরম্ ॥ ১৪

আকর্ষেয়াবতং নাগং শক্রোহপি ত্রিদশালয়ম্

ততো জগাম স্মৃনাঃ পশুতাং দ্বারকৌকসাম্ ॥

প্রাগ্জ্যোতিষপুরস্তাস্ত্র সমস্তাচ্ছ হযোজনম্ ।

আচিতং ভৈরবৈঃ পাশৈঃ পরসৈস্তনিবারণে ॥

তাংস্চিচ্ছেদ হরিঃ পাশান্ ক্ৰিপ্ত্বা চক্রং সুদর্শনম্

ততো মুরঃ সমুত্ত্বো তং জঘান চ কেশবঃ ॥

মুরস্ত তনয়ান্ সপ্ত সহস্রা তাংস্ততো হরিঃ ।

চক্রধারাগ্নিনির্দ্বাংস্চকার শলভানিব ॥ ১৫

হত্বা মুরং হয়গ্রীবং তথা পঞ্চজনং দ্বিজাঃ ।

নিকট কীর্তন করিলাম, এ বিষয়ে যাহা প্রতি-

বিধান কর্তব্য, তাহা আপনি স্বয়ং বিবেচনা

করুন । ১—১২ । ব্যাস বলিলেন,—

ভগবান্ দেবকৌশল্য এই কথা শুনিয়া

ঈষৎ হাস্য করত বাসবকে হস্তে ধারণ-

পূর্বক বরাসন হইতে উৎথিত হইলেন ।

তাঁহার চিন্তামাত্রেই গগনচর গরুড় আসিয়া

উপস্থিত হইলে সত্যভামাকে লইয়া তিনি

তদুপরি আরোহণপূর্বক প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে

প্রস্থান করিলেন । শক্র ও ঐরাবত-নাগে

আরোহণপূর্বক হৃষ্টমনে দ্বারকাবাসি-

গণের সমক্ষেই ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন ।

উক্ত প্রাগ্জ্যোতিষ পুরের চারি দিকের শত

যোজন স্থান পরসৈন্ত নিবারণার্থ ভয়ঙ্কর

পাশনিকরে পরিবেষ্টিত ছিল । হরি সুদর্শন

চক্র নিক্ষেপে সেই পাশরাশি ছেদন

করিয়া ফেলিলেন । তখন মুর নামক এক

দানব যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল ; কেশব তাঁহাকে

নিহত করিলেন । পরে মুর দৈত্যের সাতটা

পুত্রকেও সহস্রা চক্রধারাগ্নি দ্বারা পতঙ্গবৎ

নির্দম্ব করিয়া ফেলিলেন । হে দ্বিজগণ !

প্রাগ্জ্যোতিষপুরং ধীমাংস্বরাবান্ সমুপারুহৎ

নরকেনাস্ত তত্রাত্মহাসৈশ্চেন সংযুগঃ ।

কৃষ্ণস্ত যত্র গোবিন্দো জগ্নে দৈত্যান্ সহস্রশঃ ॥

শস্ত্রান্ধবর্ষণং মুঞ্চন্তঃ স ভৌমঃ নরকং বলী ।

ক্ৰিপ্ত্বা চক্রং দ্বিধা চক্রে চক্রৌ দৈতেয়চক্রহা ॥

হতে তু নরকে ভূমিগৃহীত্বাদিতিকুণ্ডলে ।

উপতস্থে জগন্নাথঃ বাক্যং চেদমথাববীৎ ॥ ২২

ধরণ্যুবাচ ।

যদাহমুক্তা নাথ ত্বয়া শূকরমূর্তিনা ।

ত্বৎসংস্পর্শভবঃ পুত্রস্তদায়ং ময্যজায়ত ॥ ১৩

সৌহৃদ্যং ত্বয়ৈব দত্তো মে ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ ।

গৃহাণ কুণ্ডলে চেমে পালয়াস্ত চ সন্ততিম্ ॥ ১৪

ভারাবতরণার্থায় মমৈব ভগবানিমম্ ।

অংশেন লোকমায়াতঃ প্রসাদসুমুখঃ প্রভো ॥ ১৫

ত্বং কর্তা চ বিকর্তা চ সংহর্তা প্রভবোহব্যয়ঃ ।

ধীমান্ হরি হয়গ্রীব মুর ও পঞ্চজন অশুরকে

নিহত করিয়া স্বরাসহকারে প্রাগ্জ্যোতিষ

পুরে যাইতে লাগিলেন । গোবিন্দ যে স্থলে

তত্রত্য সহস্র সহস্র অশুরকে হত্যা করিতে

লাগিলেন, মহাসৈন্ত সহ নবকাসুর তথায়

আসিয়া উপস্থিত হইলে তৎসহ কৃষ্ণের মহা-

সমর আরম্ভ হইল । দৈতেয়-চক্রঘাতী

মহাবল চক্রপাণি শস্ত্রান্ধবর্ষণকারী সেই

ধরণীনন্দন নরকাসুরকে চক্র নিক্ষেপে দ্বিধা

করিয়া ফেলিলেন । নরক নিহত হইলে ভূমি,

অদিতির কুণ্ডলদ্বয় লইয়া উপস্থিত হইলেন

এবং সেই জগন্নাথকে এই বাক্য বলিলেন

যে,—হে নাথ ! পূর্বে বরাহমূর্তিধারী আপনি

যখন আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখন

আপনার সঙ্গবশত আমাতে এই পুত্র উৎ-

পন্ন হয় । এই পুত্র আপনা কর্তৃক প্রদত্ত

হইয়াছিল আবার আপনা কর্তৃকই বিনি-

পাতিত হইল ; এই কুণ্ডলদ্বয় লইয়া, আর

ইহার সন্ততিবর্গকেও প্রতিপালন করুন ।

আপনি আমার ভারাবতারণাই অংশ দ্বারা

এই লোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; প্রভো !

প্রসাদসুমুখ হউন । হে অচ্যুত ! তুমি সৃষ্টি-

জগৎস্বরূপো যশ্চ ত্বং সূর্যসেহচ্যুত কিং ময়া ॥১৬
ব্যাপী ব্যাপ্যঃ ক্রিয়া কৰ্ত্তা কার্যক ভগবান্‌সদা
সৰ্বভূতান্‌ভূতান্‌ সূর্যসেহচ ত কিং ময়া ॥ ১৭
পরমাত্মা হ্রমাত্মা চ ভূতাত্মা চাব্যয়ো ভবান্ ।
যদা তদা স্ততির্নাস্তি কিমর্থন্তে প্রবর্ততাম্ ॥১৮
প্রসীদ সৰ্বভূতান্নরকেণ কৃতঞ্চ যৎ ।
তৎক্ষম্যতামদোষায় মৎসুতঃ স নিপাতিতঃ ॥
ব্রাস উবাচ ।

তথৈতি চোক্ত্বা ধরণীং ভগবান্‌ ভূতভাবনঃ ।
রত্নানি নরকাবাসাজ্জগ্রাহ মুনিসন্তমাঃ ॥ ১৯
কন্তাপুরে স কন্তানাং যোড়শাতুলবিক্রমঃ ।
শতাধিকানি দদৃশে সহস্রাণি দ্বিজোত্তমাঃ ॥২০
চতুর্দন্তান্‌ গজাংশোগ্রান্‌ ষট্‌সহস্রাণি দৃষ্টবান্ ।
কাঙ্ক্ষোজানাং তথাস্থানাং নিযুতান্তেকবিশতিম্
কন্তান্তাশ্চ তথা নাগাংশ্তানস্থান্‌দ্বারকাং পুরীম্

কর্ত্তা, পরিবর্তনকর্ত্তা, সংহর্ত্তা, উৎপত্তিক্ষেত্র,
অব্যয় ও জগৎস্বরূপ, তোমাকে আমি
কেমনে স্তব করিব? হে অচ্যুত! তুমি
ব্যাপী, ব্যাপ্য, ক্রিয়া, কৰ্ত্তা, কার্য, এবং
তুমিই সদা ভগবান্‌ ও সৰ্বভূতাত্মা,
ভূতাত্মা, তোমাকে আমি কিরূপে স্তব
করিব? তুমি আত্মা, পরমাত্মা, ভূতাত্মা
ও অব্যয়। তুমি যখন এবদ্বিধ, তখন
আপনার ভূতিই নাই, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি
কিরূপে হইবে? হে সৰ্বভূতাত্মন! প্রসন্ন
হও, নরক যাগ করিয়াছে, তাহা ক্ষমা
কর; নিশ্চয়ই তুমি আমার সেই স্মৃতকে
দোষহীন করিবার নিমিত্তই বিনিপাতিত
করিয়াছ। ১৩—২৯। ব্যাস বলিলেন,—হে
মুনিসন্তমগণ! ভূতভাবন ভগবান্‌ ধরণীকে
‘তাহাই হইবে’ বলিয়া নরকভবন হইতে
রত্ন সকল গ্রহণ করিলেন। হে দ্বিজোত্তম-
গণ! তিনি তত্রত্য কন্তাপুরমধ্যে শতাধিক
যোড়শ সহস্র কন্তা দর্শন করিলেন এবং
ষট্‌সহস্র চতুর্দন্ত উগ্র গজ ও এক-
বিশতিনিযুত কাঙ্ক্ষোজ অশ্বও তথায় দেখিতে
পাইলেন। পরে গোবিন্দ নরককিঙ্করগণ

প্রাপয়ামাস গোবিন্দঃ সত্তো নরককিঙ্করৈঃ ॥
দদৃশে বাক্রণং ছত্রং তথৈব মণিপৰ্বতম্ ।
আরোপয়ামাস হরির্গরুড়ে পতগেশ্বরে ।
আকৃহ চ স্বয়ং রুক্ষঃ সত্যভামাসহায়বান্ ।
অদিত্যঃ কুণ্ডলে দাতুং জগাম ত্রিদশালয়ম্ ॥
ইতি ত্রিরাশ্কে রুক্ষচরিতে নরকবধো দ্ব্যধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

ত্র্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাস উবাচ ।

গরুড়ো বাক্রণং ছত্রং তথৈব মণিপৰ্বতম্ ।
সভার্যক জ্বীকেশং লীলয়ৈব বহন যযৌ ॥ ১
ততঃ শঙ্খমুপাধায় স্বর্গদ্বারং গতৌ হরিঃ ।
উপতস্থুস্ততো দেবাঃ সার্ব্যপাত্রা জনার্দনম্ ॥২
স দেবৈরর্চিতঃ রুক্ষো দেবমাতুর্নিবেশনম্ ।
সিতাল্লশিখরাকারং প্রবিষ্টৌ দদৃশেহদিতিম্ ॥

দ্বারা সেই সকল কন্তা, হস্তী ও অশ্বগুলি
তৎক্ষণাৎ দ্বারকাতে প্রেরণ করিলেন।
হরি তথায় বাক্রণছত্র ও মণিপৰ্বত দেখিলেন;
দেখিয়া পতগেশ্বর গরুড়ে আরোপিত করি-
লেন, এবং স্বয়ং সত্যভামাসহ আরোহণ-
পূর্বক অদিত্যর কুণ্ডলদানার্থ ত্রিদশালয়ে
যাত্রা করিলেন। ৩০—৩৫।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০২।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্রাস বলিলেন,—গরুড় লীলাসহ-
কারেই বাক্রণ ছত্র, মণিপৰ্বত ও সপত্নীক
জ্বীকেশকে বহন করিয়া লইয়া চলিল।
পরে হরি স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শঙ্খধ্বনি
করিলেন। তখন দেবগণ অর্ঘ্যপাত্র-হস্তে
জনার্দনের অভ্যর্থনা করিলেন। সেই রুক্ষ
দেবগণ কর্ত্তক অর্চিত হইয়া দেবমাতার
সিতাল্লশিখরাকার আবাসে প্রবেশপূর্বক

স তাং প্রণম্য শক্রে সহিতঃ কুণ্ডলোত্তরে ।
দদৌ নরকনাশক শশংসাস্তৈ জনার্দনঃ ॥ ৪
ততঃ প্রীতা জগন্মাতা ধাতারং জগতাং হরিম্ ।
ভূষ্টাবাদিতিরব্যগ্রং কৃতা তৎপ্রবণং মনঃ ॥ ৫
অদিতিকবাচ ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক ভক্তজনামভয়ঙ্কর ।
সনাতনাত্মন ভূতাত্মন সর্বার্থন ভূতভাবন ॥ ৬
প্রণেতর্মনসো বুদ্ধৈরিন্দ্রিয়াণাং গুণাত্মক ।
সিতদীর্ঘাদিনিঃশেষকল্পনাপরিবর্জিত ॥ ৭
জগাদিতিরসংসৃষ্টঃ স্বপ্নাদিপারিবর্জিতঃ ।
সঙ্ঘ্যা স্রাজিরহর্ভূমির্গগনঃ বায়ুরম্বু চ ॥
হতাশনো মনো বুদ্ধিভূতাদিষু তথাচ্যুত ॥ ৮
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং কর্তা কর্তৃপতির্ভবান্ ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাখ্যাতিরাম্যমূর্ত্তিভিরীশ্বরঃ ॥ ৯
মায়াভিরেতদ্ব্যাপ্তং তে জগৎস্বাবরজ্জন্মম্ ।
অনায়াত্মাবিজ্ঞানং সা তে মায়া জনার্দন ॥ ১০
অহং মমেতি ভাবোহত্র যয়া সমুপজায়তে ।

ঐহাকে দর্শন করিলেন । কৃষ্ণ শক্রেসহ
ঐহাকে প্রণামপূর্বক সেই উত্তম কুণ্ডল-
হর প্রদান করিলেন এবং নরকনাশ
বিবরণও ঐহাকে নিবেদন করিলেন । তখন
জগন্মাতা অদिति প্রীত হইয়া তৎপ্রবণমনে
অব্যগ্রভাবে জগতের ধাতা হরিকে স্তব
করিতে লাগিলেন । অদिति বলিলেন,—হে
পুণ্ডরীকাক ! ভক্তজনগণের অভয়বিধাতা !
সনাতনাত্মন, ভূতাত্মন, সর্বার্থন, ভূতভাবন !
তুমি বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রণেতা, গুণাত্মক
ও সিত দীর্ঘাদি নিখিল কল্পনা-পরিবর্জিত ।
হে অচ্যুত ! তুমিই সঙ্ঘ্যা, স্রাজি, অহং,
ভূমি, গগন, বায়ু, অম্বু, হতাশন, মন, বুদ্ধি ও
ভূতাদি । ঈশ্বর আপনিই ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও
শিবনামক আত্মমূর্ত্তি দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-
বিনাশের কর্তা । হে জনার্দন ! তোমার
মায়াপ্রাণি দ্বারা এই স্বাবর জন্ম জগৎ
পরিব্যাপ্ত । অনায়াতে আত্মবুদ্ধিই তোমার
সেই মায়া; তাহা দ্বারাই “আমি, আমার”
ইত্যাকার ভাব উৎপন্ন হয়; হে নাথ !

সংসারমধ্যে মায়াপ্রাপ্তবৈতরাণ চেষ্টিতম্ ॥ ১১
যৈঃ স্বধর্মপটৈর্নাথ নটৈরারাদিতো ভবান্ ।
তে তরন্ত্যখিলামেতাঃ মায়ামায়াবিমুক্তয়ে ॥ ১২
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা মনুষ্যাঃ পশবন্তথা ।
বিষ্ণুমায়ামহাবর্তে মোহান্ততমসাবৃত্তাঃ ॥ ১৩
আরাধ্য ভ্রামভীপ্সন্তে কামানাত্মভবকয়ে ।
পদে তে পুরুষা বন্ধা মায়া ভগবন্তব ॥ ১৪
ময়া স্বে পুত্রকামিত্তা বৈরিপক্ষকরায় চ ।
আরাধিতো ন মোক্ষায় মায়াবিলসিতঃ হি তৎ
কৌপীনাচ্ছাদনপ্রায় বাহ্য কল্পক্রমাদপি ।
জায়তে যদপুণ্যানাং সোহপরাধঃ স্বদোষজঃ ॥ ১৬
তৎপ্রসীদাখিলজগন্মায়ামোহকরাব্যয় ।
অজ্ঞানং জ্ঞানসম্ভাব ভূতভূতেশ নাশয় ॥ ১৭
নমস্তে চক্রহস্তায় শার্ঙ্গহস্তায় তে নমঃ ।
গদাহস্তায় তে বিষ্ণে শঙ্খহস্তায় তে নমঃ ।

সংসারমধ্যে তোমার মায়াপ্রাপ্তবৈতরাণ আচ-
রণ । ১—১১ । নাথ ! স্বধর্মপরায়ণ
জনগণ আত্মবিমুক্তি নিমিত্ত আপনার
আরাধনা করে; তাহারাই আপনার এই
অনন্ত মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে । ব্রহ্মাদি
দেবতা সকল এবং মনুষ্য পশু প্রভৃতি
প্রাণিগণ, এই বিষ্ণুমায়ারূপ মহাবর্তমধ্যে
মোহান্ততমসে আবৃত হইয়া রহিয়াছে ।
হে ভগবন্ ! তোমার মায়ায় বন্ধ পুরুষগণ
আত্ম-জন্ম-ক্ষয়-কারী ভূদীয় পদদ্বয় আধারনা
করিয়াও তোমার নিকট কাম সকল প্রার্থনা
করিয়া থাকে । আমি যে তোমাকে পুত্র লাভ-
কামনায় ও বৈরিপক্ষ-ক্ষয় বাসনায় আরাধনা
করিয়াছি, ইহাও সেই মায়াপ্রাপ্তবৈতরাণ ।
অপুণ্য জনগণের কল্পক্রম সন্নিধানেনও যে
কৌপীনাচ্ছাদন-প্রায় কামনা হয়; উহা নিজ
দোষ-জনিতই অপরাধ । অতএব হে অখিল
জগতের মায়া-মোহকর, অব্যয় ! তুমি প্রসন্ন
হও; হে ভূতভাবন, জ্ঞানসম্ভাব ! মদীয় অজ্ঞান
নাশ কর । হে বিষ্ণে ! চক্রহস্ত তোমাকে
নমস্কার, শার্ঙ্গহস্ত তোমাকে নমস্কার, গদা ও
শঙ্খহস্ত তোমাকে নমস্কার । তোমার স্কুল

এতৎপশ্যামি তে রূপং সূন্যচিহ্নোপশোভিতম্
ন জানামি পরং যন্তে প্রসীদ পরমেশ্বর । ১০

ব্যাস উবাচ ।

অদিত্যেবং স্ততো বিষ্ণুঃ প্রহস্তাহ সুরারণিম্ ।

ঈকৃষ্ণ উবাচ ।

মাতা দেবি স্বমম্বাকং প্রসীদ বরদা তব ॥ ২১

অদিতিকুবাচ ।

এবমস্ত যথেষ্টা তে স্বমশেষসুরাসুরৈঃ ।

অজ্ঞেয়ঃ পুরুষব্যগ্র মর্ত্যালোকে ভবিষ্যসি ।

ব্যাস উবাচ ।

ততোহনন্তরমেবান্ত শক্রাণীসহিতা দিতিম্ ।

সত্যভামা প্রণম্যাহ প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩

অদিতিকুবাচ ।

সৎপ্রসাদাম তে সূত্র জরা বৈরূপ্যমেব চ ।

ভবিষ্যতানবদ্যাদি সৰ্বকামা ভবিষ্যসি ২৪

ব্যাস উবাচ ।

অদিত্যা তু কৃতান্তুজো দেবরাজো জনার্দনম্

যথাবৎপূজয়ামাস বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ২৫

ততো দদর্শ কৃষ্ণোহপি সত্যভামাসহায়বান্

চিহ্নোপশোভিত এই রূপই দেখিতে পাই ;
পরমরূপ কিরূপ, তাহা জানি না ; হে
পরমেশ্বর ! প্রসন্ন হও । ব্যাস বলিলেন,
—বিষ্ণু অদिति কর্তৃক এইরূপে স্তত হইয়া
সহান্তে সেই সুরারণিকে কহিলেন—“দেবি !
তুমি আমাদিগের মাতা ; তুমি প্রসন্ন হও ;
বর দান কর । অদिति বলিলেন,—তোমার
যেমন ইচ্ছা, তাহাই হউক ; হে পুরুষব্যগ্র !
তুমি মর্ত্যালোকে শেষে সুরাসুরবর্গের
অজ্ঞেয় হইবে । ১২—২২। ইহার পরই ইন্দ্রাণী
সহ সত্যভামাও অদিতিকে প্রণতিপূর্বক
“প্রসন্ন হউন” এই কথা বার বার কহিলেন ।
অদिति বলিলেন,—সূত্র ! আমার প্রসাদে
তোমার জরা বা বৈরূপ্য ঘটিবে না ; হে
অনিন্দিতাদি ! তুমি সৰ্বকাম-সমৃদ্ধ হইবে ।
পরে দেবরাজ অদिति কর্তৃক আদিশ্ট হইয়া
সেই জনার্দনকে বহুমানপুরঃসর যথাযোগ্য
পূজা করিলেন । হে সন্তমগণ ! তার পর কৃষ্ণ ব্যাস বলিলেন,—হরি এই এই রূপ

দেবোদ্যানানি সৰ্বাণি নন্দনাদীনি সন্তমাঃ ॥ ২৬

দদর্শ চ সূগন্ধাচ্যঃ মঞ্জরীপুঞ্জধারিণম্ ।

শৈত্যাহ্লাদকরং দিব্যং তাম্রপল্লবশোভিতম্ ॥

মধ্যমানেহমৃতে জাতং জাতরূপসমপ্রভম্ ।

পারিজাতং জগন্নাথঃ কেশবঃ কেশিন্দনঃ ।

তং দৃষ্টা প্রাহ গোবিন্দং সত্যভামা বিজোক্তমাঃ

সত্যভামোবাচ ।

কস্মিন্ন দ্বারকামেষ নীয়তে কৃষ্ণ পাদপঃ ।

যদি তে তদ্বচঃ সত্যং সত্যাত্যর্থঃ শ্রিয়েতি মে

মদগৃহে নিকটার্থায় তদয়ং নীয়তাং তরুঃ ॥ ২৭

ন মে জাহবতী তাদৃগভীষ্টা ন চ কল্পিণী ।

সত্যে যথা অমিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসকুৎপ্রিয়ম্ ।

সত্যং তদ্যদি গোবিন্দ নোপচারকৃতং বচঃ ।

তদন্ত পারিজাতোহয়ং মম গেহবিভূষণম্ ॥ ৩১

বিভ্রতী পারিজাতন্ত কেশপাশেন মঞ্জরীম্ ।

সপত্নীনামহং মধ্যে শোভেয়মিতি কাময়ে ॥ ৩২

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স প্রহস্তৈনং পারিজাতং গরুড়ম্ভতি ।

সত্যভামা সহ নন্দনাদি দেবোদ্যান সকল
দেখিতে লাগিলেন । কেশিন্দন জগন্নাথ
কেশব ক্রমে সূগন্ধাচ্য মঞ্জরীপুঞ্জধারী
শৈত্যাহ্লাদকর মনঃপ্রাণাহ্লাদকারী, তাম্রবর্ণ
পল্লবশোভিত, অমৃতমহনকালে সমুদ্ভূত,
স্বর্ণসমান-বর্ণ পারিজাততরু দেখিতে পাই-
লেন । হিঙ্গসন্তমগণ ! তাহা দেখিয়া
সত্যভামা গোবিন্দকে কহিলেন,—কৃষ্ণ !
এই বৃক্ষটী দ্বারকায় লইয়া যাওন কেন ? তুমি
বলিয়া থাক যে, “সত্য আমার অতীব
প্রিয়া, জাহবতীও আমার তেমন প্রিয়া নয়,”
তুমি যে বারবার এই প্রিয় কথা বলিতে,
গোবিন্দ ! তোমার ঐ বাক্য যদি সত্য
হয়,—চাটু বাক্য না হয়, তবে এই পারিজাত
আমার গৃহভূষণ হউক । আমি পারি-
জাতের মঞ্জরী কেশপাশে ধারণ করত
সপত্নীদিগের মধ্যে সমধিক শোভা প্রাপ্ত
হইব, ইহাই আমার কামনা । ৩২—৩২ ।

আরোপয়ামাস হরিস্তমুচুর্বনরক্ষিণঃ ॥ ৩৩

বনপালা উচুঃ ।

ভোঃ শচী দেবরাজস্ত মহিষী তৎপরিগ্রহম্ ।

পারিজাতঃ ন গোবিন্দ হর্ষমর্হসি পাদপম্ ॥ ৩৪

শচীবিভূষণার্থায় দেবৈরমৃতমহুনে ।

উৎপাদিতোহয়ং ন কেমী গৃহীত্বেনং গমিষ্যসি

মোঢ়্যাৎপ্রার্থয়সে কেমী গৃহীত্বেনং কো বজেৎ

অবশ্যমস্ত দেবেস্তো বিকৃতিং কৃক যাস্ততি ।

বজ্রোদ্যতকরং শক্রমমুখাস্তিস্তি চামরাঃ ॥ ৩৬

তদনং সকলৈর্দৈবৈবিগ্রহেণ তবাচ্যত ।

বিপাককটু যৎকর্ম্ম ন তচ্ছঃসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৩৭

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তে তৈরুবাচৈতান্ সত্যভামাতিকোপিনী

সত্যভামোবাচ ।

কা শচী পারিজাতস্ত কো বা শক্রঃ সুরাধিপঃ

সামান্তঃ সর্বলোকানাং যদ্যেষোহমৃতমহুনে ।

উক্ত হইয়া হস্ত করত সেই পারিজাত
তরুকে গরুড়োপরি আরোপিত করিলেন।

তখন কত্রত্য রক্ষিগণ তাঁহাকে কহিল,

—ওহে গোবিন্দ! এই তরুটি দেবরাজ-

মহিষী শচীদেবীর ইহা তোমার হরণ করা

উচিত নহে। দেবগণ কর্তৃক অমৃতমহুনে

কালে শচীদেবীর বিভূষণার্থ ইহা উৎপাদিত

হইয়াছে; ইহা লইয়া তুমি কুশলে যাইতে

পারিবে না। তুমি মূঢ়তাবশতঃ ইহা লইতে

যাইতেছ; ইহা লইয়া কোন্ জন কুশলে

যাইতে পারে? কৃক! ইহাতে দেবেস্ত

অবশ্যই অসন্তুষ্ট হইবেন; তিনি বজ্রপাণি

হইয়া আগমন করিবেন। অমরবর্গও তাঁহার

অনুগমন করিবেন। অতএব হে অচ্যুত!

তোমার দেবগণ সহ বিবোধে প্রধো-

জন নাই। যে কর্ম্ম পরিণামে হুঃখজনক

পণ্ডিতগণ একরূপ কার্ষ্যের প্রশংসা করেন

না। ব্যাস বলিলেন,—রক্ষিগণ এইরূপ

বলিলে সত্যভামা অতিমাত্র কোপযুক্ত

হইয়া কহিলেন,—পারিজাতের শচীই

বা কে? আর সুরপতি শক্রই বা কে? ইহা

যদি অমৃত মহুনে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে

সমুৎপন্নঃ পুরা কস্মাদে কো গৃহীতি বাসবঃ ॥ ৪০

যথা সুরা যথা চেন্দ্রুর্যথা স্ত্রীর্বনরক্ষিণঃ ।

সামান্তঃ সর্বলোকস্ত পারিজাতস্তথা ক্রমঃ ॥ ৪১

ভর্তৃবাহুমহাগর্ভাক্রনক্ষ্যেনমথো শচী ।

তৎকথ্যতাং ক্রতং গহা পৌলোম্যা বচনং মম

সত্যভামা বদত্যেবং ভর্তৃগর্ভোদ্ধতাকরম্ ॥ ৪২

যদি ত্বং দয়িতা ভর্তৃর্ষদি তস্ত প্রিয়া হসি ।

মদুর্ভুহরতো বৃক্ষং তৎকারয় নিবারণম্ ॥ ৪৩

জানামি তে পতিং শক্রং জানামি ত্রিদশেশ্বরম্

পারিজাতং তথাপ্যেনং মানুষ্যী হারয়ামি তে ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা রক্ষিণো গহা প্রোচ্চৈঃ

প্রোচুর্ষথোদিতম্ ।

শচী চোৎসাহয়ামাস ত্রিদশাধিপতিং পতিম্ ॥

ততঃ সমস্তদেবানাং সৈন্তৈঃ পরিবৃত্তো হরিম্ ।

প্রবৃত্তঃ পারিজাতার্থমিল্লো যোধয়িতুং দ্বিজাঃ ॥

ইহা সকলেরই সাধারণ ধন; একা বাসবই

ইহা লইবেন কেন? ওরে বনরক্ষিগণ!

যেমন সুরা,যেমন চন্দ্র ও যেমন লক্ষ্মী, তেমন

এই পারিজাত ক্রমও সর্বলোকেই সাধা-

রণ ধন। ভর্তার বাহুবলের মহাগর্ভে শচী

যদি ইহাকে নিজায়ত্ত করিয়া রাখিতে চাহেন,

তবে তোমরা ক্রত যাইয়া সেই পৌলো-

মীকে আমার এই বাক্য বল যে,—সত্যভামা,

ভর্তৃগর্ভে গর্ভিত হইয়া এই উক্ত কথ

বলিয়াছেন যে,—তুমি যদি ভর্তার দয়িতা

হও, তবে আমার ভর্তা তরু হরণ করিয়া

লইতেছেন, তাহাতে বাধা প্রদান করাও।

তোমার পতি শক্রকে—সেই ত্রিদশে-

শ্বরকে জানি, তথাপি মানুষী আমি তোমার

এই পারিজাত হরণ করাইতেছি। ৩৩—৪৪।

ব্যাস বলিলেন,—রক্ষিগণ এইরূপ উক্ত

হইয়া সেই কথা শচীকে যথাযথ কহিলে

শচীও, পতি ত্রিদশাধিপতিকে পারিজাত

রক্ষার্থ উৎসাহিত করিলেন। দ্বিজগণ! অন-

ন্তর ইল্ল সমস্ত সুরসৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া পারি-

জাত রক্ষার্থ হার সহ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হই-

ততঃ পৰিঘনিত্ৰিংশগদাশূলবরাযুধাঃ ।
বহুবুজ্জিহ্বাশাঃ সজ্জাঃ শক্ৰে বজ্জকরে স্থিতে ॥
ততো নিরীক্ষ্য গোবিন্দো নাগরাজোপরি
স্থিতম্ ।
শক্ৰং দেবপরীবারং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥ ৪৮
চকার শঙ্খনির্ঘোষং দিশঃ শব্দেন পুরয়ন ।
যুমোচ চ শরব্রাতং সহস্রাবুতসম্মিতম্ ॥ ৪৯
ততো দিশো নভশ্চৈব দৃষ্ট্বা শরশতাচিতম্ ।
যুযুজ্জিহ্বাশাঃ সর্কে শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণ্যনেকশঃ ॥ ৫০
একৈকমস্তঃ শস্ত্ৰঞ্চ দেবৈর্মুক্তং সহস্রধা ।
চিচ্ছেদ লীলয়ৈবেশো জগতাং মধুসূদন ॥ ৫১
পাশং সলিলরাজস্ত সমাকুর্যোগাশনঃ ।
চচাল খণ্ডশঃ কুত্বা বালপন্নগদেহবৎ ॥ ৫২
যমেন প্রহিতং দণ্ডং গদাপ্রক্ষেপখণ্ডিতম্ ।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস ভগবান্ দেবকীমুতঃ ॥
শিবিকাঞ্চ ধনেশস্ত চক্রেণ তিলশো বিভূঃ ।
চকার শৌরিরকেন্দু দৃষ্টিপাতহতোজসৌ ॥ ৫৪

লেন ; শক্ৰ তখন বজ্জকরে যুদ্ধক্ষেত্রে উপ-
স্থিত হইলে অপর সুরগণ পরিঘ, নিস্ত্রিংশ,
গদা ও শূলাদি আয়ুধ ধারণ করত সজ্জিত
হইয়া তাঁহার সহিত আসিলেন। গোবিন্দ
তখন দেব-পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত
শক্ৰকে নাগরাজোপরি সমাক্রুত দর্শনে শঙ্খ-
নির্ঘোষে দিক্‌সমস্ত পরিপূরিত করত সহস্র
সহস্র, অযুত অযুত শরসমূহ মোচন করিতে
লাগিলেন। ত্রিদশগণও তখন দিক্‌সকল
ও নভোমণ্ডল শরশতে সমাচ্ছাদিত দর্শনে
অনেকবিধ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ
করিলেন। সমস্ত জগতের ঈশ মধুসূদন
দেবগণ-মূক্‌ সেই সকল অস্ত্রশস্ত্রের এক-
একটিকে লীলাসহকারে সহস্রধা ছেদন
করিলেন। উরগাশন গরুড় সলিলপতির পাশ
সমাকর্ষণ করিয়া বালসর্প-শরীরবৎ খণ্ড খণ্ড
করত নিক্ষিপ্ত করিয়া কেলিল। যম তদীয়
দণ্ড নিক্ষেপ করিলে ভগবান্ দেবকীনন্দন,
গদাঘাতে খণ্ডিত করিয়া পৃথিবীতে পাতিত
করিলেন। বিভূ শৌরি, চক্রপ্রহারে ধনে-

নীতোহগ্নিঃশতশো বাণৈর্জাবিতা বসবো দিশঃ
চক্রেবিচ্ছিন্নশূলাগ্রা কুজা ভুবি নিপাতিতাঃ ॥ ৫৫
সাধ্যা বিধে চ মক্ৰতো গন্ধর্ব্বাশ্চৈব সায়কৈঃ ।
শার্ঙ্গিণা প্রেরিতাঃ সর্কে ব্যোমি শাল্মলীতুলবৎ
গরুড়শাপি বজ্জেন পক্ষাভ্যাঞ্চ নখাঙ্কুরৈঃ ।
তক্ষয়ন্নহনদেবান্ দানবাংশ্চ সদা ধগঃ ॥ ৫৬
ততঃ শরসহস্রেন দেবেন্দ্রমধুসূদনৌ ।
পরস্পরং ববর্ষাতে ধারাভিরিব তোয়নৌ ॥ ৫৭
ঐরাবতেন গরুড়ো যুযুধে তত্র সঙ্কুলে ।
দেবৈঃ সমেতৈর্যুযুধে শক্রেণ চ জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ৫৮
ছিন্নৈষু শীর্ষ্যমাণেষু শস্ত্রেবশ্ত্রেষু সহস্রম্ ।
জগ্রাহ বাসবো বজ্জং কুব্জশ্চক্ৰং সুদর্শনম্ ॥ ৫৯
ততো হাহাকৃতং সর্কং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
বজ্জচক্রধরৌ দৃষ্ট্বা দেবরাজজনাৰ্দ্দিনৌ ॥ ৬০
ক্ষিপ্তং বজ্জমধেন্দ্রেণ জগ্রাহ ভগবান্ হরিঃ ।

শরের শিবিকা তিল তিল প্রমাণে কাটিয়া
কেলিলেন, এবং দৃষ্টিপাত দ্বারাই চন্দ্র-
সূর্য্যকে তেজোহীন করিলেন। তদীয়
বাণাঘাতে অগ্নি শতধা বিভক্ত, বহুগণ
দিকে দিকে বিজ্রাবিত, এবং চক্র-প্রহারে
বিচ্ছিন্ন-শূলাগ্র কুজগণ ধরণীতলে নিপাপিত
হইলেন। সাধ্যা, বিশ্ব, মক্ৰ ও গন্ধর্ব্বগণ
শার্ঙ্গপানিকর্ষুক সায়ক দ্বারা বিদ্ধ হইয়া
শাল্মলী-তুলবৎ ব্যোমমণ্ডলে বিতাড়িত হই-
লেন। গরুড় মুখ, পক্ষ ও খরনখর দ্বারা দেব-
দলকে সতত ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল।
পরে দেবেন্দ্র ও মধুসূদন তোয়দবৎ
পরস্পর সহস্র সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে
লাগিলেন। সেই তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রে ঐরাবত
সহ গরুড় ও সমস্ত দেবগণ-সমবিত শক্ৰসহ
জনাৰ্দ্দিন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে
অস্ত্র-শস্ত্র সকল ছিন্নভিন্ন হইলে বাসব
তদীয় বজ্জ ও কুব্জ তাঁহার সুদর্শনচক্র গ্রহণ
করিলেন। দেবরাজ ও জনাৰ্দ্দিনকে বজ্জ ও
চক্রধর দর্শনে সচরাচর ত্রৈলোক্য হাহাকার
করিয়া উঠিল। অনন্তর ইন্দ্র বজ্জ নিক্ষেপ
করিলে ভগবান্ হরি তাহা গ্রহণপূর্ব্বক

ন যুমোচ তদা চক্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাববৌৎ ॥
প্রনষ্টবজ্রং দেবেন্দ্রং গরুড়কর্তবাহনম্ ।
সত্যভামাববৌদ্ধাক্যঃ পলায়নপরায়ণম্ ॥ ৬৩

সত্যভামোবাচ ।

জৈলোক্যেশ্বর নো যুক্তঃ শচীভর্তুঃ পলায়নম্ ।
পারিজাতশগাভোগাশ্বামুপস্থাস্ততে শচী ॥ ৬৬
কীদৃশঃ দেব রাজ্যঃ তে পারিজাতশগাভোগাশ্বামু
অপস্থাতো যথাপূর্ব্বং প্রণয়াভ্যাগতাঃ শচীম্ ॥
অলং শক্র প্রয়াসেন ন ব্রীড়াঃ যাতুমর্হসি ।
নীয়তাং পারিজাতোহং দেবাঃ সন্ত গত্যব্যাখ্যে
পতিগর্ষাবলেপেন বহুমানপুংসরম্ ।
ন দদর্শ গৃহায়াতামুপচারেণ মাং শচী ॥ ৬৭
ব্রীহাদশুক্রচিত্তাহং স্বভর্তুঃ শ্রাবণাপরা ।
ততঃ কৃতবতী শক্র ভবতা সহ বিগ্রহম্ ॥ ৬৮
তদলং পারিজাতেন পরশ্বেন হুতেন বা ।
রূপেণ যশসা চৈব ভবেৎ শ্রী কা ন গর্বিতা ॥ ৬৯

‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ বলিলেন; কিন্তু চক্র নিক্ষেপ করি-
লেন না। ৪৫—৬২। গরুড়কর্তৃক দেবেন্দ্রের
বাহনকর্তবিকৃত ও তদীয় বজ্র প্রনষ্ট হওয়ায়
তিনি পলায়নপর করিলে সত্যভামা বলিলেন,
—ওহে জৈলোক্যেশ্বর,—শচীপতি! তোমার
পক্ষে পলায়ন উচিত নহে। শচী দেবী
পারিজাতমাল্যে ভূষিতা হইয়া তোমার
সহিত সঙ্গত হইবেন! ওহে দেব!
প্রণয়িনী শচীকে পূর্ব্ববৎ পারিজাত মাল্যে
মণ্ডিতা না দেখিতে পাইলে তোমার
দেবেন্দ্র কিরূপ হইবে? ওহে শক্র! আর
প্রয়াসে প্রয়োজন নাই। তুমি লজ্জিত হইও
না। এই পারিজাত লইয়া যাও। দেবগণ
ক্লেশহীন হউন। শচী পতিগর্ষে গর্ষিত
হইয়া তদীয় গৃহাগতা আমাকে উপচারসহ
বহু মানপুংসর দর্শন করেন নাই।
আমিও শ্রী হেতু সঙ্কীর্ণমনা এবং নিজ
পতির শ্রাবণপ্রায়ণা বলিয়া তোমার সহিত
এই বিগ্রহ ঘটাইলাম। অতএব এ পারি-
জাতে—পরশ্ব অপহরণে প্রয়োজন নাই;
রূপ ও যশঃ দ্বারা কোন শ্রী না গর্বিতা

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তে বৈ নিববুতে দেবরাজস্তয়া দ্বিজাঃ ।
প্রাহ চেনামলং চণ্ডি সখি খেদাতিবিস্তরৈঃ ॥ ৭০
ন চাপি সর্ব্বসংহারস্থিতিকর্তৃখিলস্ত যঃ ।
জিতস্ত তেন মে ব্রীড়া জায়তে বিশ্বরূপিণা ॥ ৭১
যস্মিন জগৎসকলমেতদনাদি মধ্য
যস্মাদ্ভ্যতশ্চ ন ভবিষ্যতি সর্ব্বভূতাং ।
তেনোদ্ভবপ্রলয়পালনকারণেন
ব্রীড়া কথং ভবতি দেবি নিরাকৃতস্ত ॥ ৭২
সকলভুবনমূর্ত্তৈর্মূর্ত্তিরঙ্গা সূক্ষ্মা
বিদিতসকলবেদৈর্জ্যায়তে যন্ত নাত্তৈঃ ।
তমজমকৃতমীশং শাস্বতং শ্বেচ্ছয়ৈনং
জগৎপকৃতিমাদ্যং কো বিজেতুং সমর্থঃ ॥ ৭৩
ইতি ব্রীহাদে পারিজাতহরণে শক্রস্তবনিকূপণং
আধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৩ ॥

হয়? ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! এইরূপ
উক্ত হইয়া দেবরাজ নিবৃত্ত হইলেন এবং
সেই সত্যভামাকে বলিলেন—অগ্নি কোপনে!
সখি! আর খেদ প্রকাশে প্রয়োজন নাই।
বিশ্বরূপধারী অখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-
সংহারকারী হরির সহিত যুদ্ধে পরাজিত
হওয়ায় আমার কিছু মাত্র লজ্জা হইতেছে
না। যিনি আদি মধ্য হীন, ঋহাতে এই
সমগ্র জগৎ বিদ্যমান, যে সর্ব্বভূতাত্মক
পুরুষ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং
ঋহাতে উহা লয় প্রাপ্ত হইবে, সেই সৃজন-
প্রলয়-পালনকারণ পরম পুরুষ কর্তৃক
নিরাকৃত হইয়া—হে দেবি! আমার লজ্জা
হইবে কেন? সকল ভুবন ঋহার মূর্ত্তি;
যদীয় অঙ্গ সূক্ষ্ম মূর্ত্তি সর্ব্ববেদজ্ঞ ভিন্ন
অন্ত কাহারও জ্ঞানবিষয়ীভূত হয় না,
শ্বেচ্ছাবশে জগৎপকারী সেই অজ, নিষ্ক্রিয়
শাস্বত আদ্য ঈশকে জয় করিতে কে
সমর্থ? ৬৩—৭৩।

আধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৩।

চতুর্থদিকবিশততমোহধ্যায় ।

বাস উবাচ ।

সংসৃতো ভগবানিখং দেবরাজেন কেশবঃ ।
প্রহন্ত্য ভাবগন্তীরমুবাচেদং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

দেবরাজো ভবানিলো বয়ং মর্ত্য্য জগৎপতে ।
কন্তব্যং ভবতৈবৈতদপরাধকৃতং মম ॥ ২২
পারিজাততরুশ্চায়ং নীযতামুচিতাস্পদম্ ।
গৃহীতোহয়ং ময়া শক্র সত্যাবচনকারণাৎ ॥ ৩
বজ্রং চেদং গৃহাণ ত্বং যদ্বৈতং প্রহিতং ত্বয়া ।
তবৈবৈতং প্রহরণং শক্র বৈরিবিদারণম্ ॥ ৪

শক্র উবাচ ।

বিমোহয়সি মামীশ মর্ত্য্যোহমিতি কিং বদন ।
জানৌমহ্মাং ভগবতোহনন্তসৌখ্যবিদো বয়ম্ ॥ ৫
যোহসি সোহসি জগন্নাথ প্রবৃত্তৌ নাথ সংস্থিতঃ
জগতঃ শল্যানিকর্ষং করোষ্যসুহৃদন ॥ ৬

চতুর্থদিক বিশততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ !
দেবরাজ কর্তৃক ভগবান্ কেশব সংসৃত
হইয়া হস্তপূর্বক এই ভাবগন্তীর বাক্য
বলিলেন,—আপনি দেবরাজ ; ইন্দ্র আমরা
মর্ত্য্য ; অতএব হে জগৎপতে ! আপনারই
মংকৃত এই অপরাধ ক্ষমা করা কর্তব্য ।
এই পারিজাততরু এ স্থানে থাকাই যুক্তি-
যুক্ত ; অতএব ইহা আপনি লইয়া যাউন ।
হে শক্র ! সত্যভামার অনুরোধবাক্যে আমি
উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম । আর আপনি যে
বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই তাহাও
গ্রহণ করুন । হে শক্র ! বৈরিবিদারণ-
ক্ষম এই প্রহরণ আপনারই । শক্র বলি-
লেন,—হে ঈশ ! ‘আমি মর্ত্য্য’ এ কথা বলিয়া
আমাকে বিমোহিত করিতেছেন কেন ?
ভগবানের অনন্ত বিলাসাভিজ্ঞ আমরা
তোমাকে জানি । তুমি যাহা তাহাই আছ ।
হে জগন্নাথ, অরিসূদন ! তুমি প্রবৃত্তিপথে
অবস্থিত হইয়াছ এবং হে নাথ ! জগতের

নীযতাং পারিজাতোহয়ং কৃষ্ণং দ্বারবতীং পুরীম্
মর্ত্য্যালোকে ত্বয়া যুক্তো নাথ সংস্থান্তে ত্ববি
বাস উবাচ ।

তথৈতুং তু দেবেন্দ্রমাজগাম ত্ববং হরিঃ ।
প্রযুক্তৈঃ সিদ্ধগন্ধর্বৈঃ সূর্যমানস্বধিধিভিঃ ।
জগাম কৃষ্ণঃ সহসা গৃহীত্বা পাদপোত্তমম্ ॥ ৮
ততঃ শঙ্খমুপাধায় দ্বারকোপরি সংস্থিতঃ ।
হর্ষমুৎপাদয়ামাস দ্বারকাবাসিনাং দ্বিজাঃ ॥ ৯
অনতীর্থ্যাথ গরুড়াং সত্যভামাসহায়বান্ ।
নিকুটে স্থাপয়ামাস পারিজাতং মহাতরুম্ ॥ ১০
যমভ্যোভ্য জনঃ সর্বো জাতিং স্মরতি পৌর্বির্কীয়
বাস্ততে যন্ত পুষ্পাণাং গন্ধেনোবৌ ত্রিযোজনম্
ততস্তে যাদবাঃ সর্বো দেবগন্ধানমানুযান ॥ ১১
দদুঃ পাদপে তস্মিন্ কুর্ষতো মুখদর্শনম্ ॥ ১২
কিকটৈঃ সমুপানীতং হস্ত্যাদি ততো ধনম্ ।
স্নিগ্ধচ রবেণ জগ্রাহ নরকস্ত পরিগ্রহাৎ ॥ ১৩

শল্যোদ্ধার তুমিই করিতেছ । হে কৃষ্ণ ! দ্বার-
বতী পুরীতে এই পারিজাত লইয়া যাও ; তুমি
মর্ত্য্যালোক পরিত্যাগ করিলে ইহা ছুঁলে
থাকিবে না । ১—৭ । বাস বলিলেন,—
হরি দেবেন্দ্রকে ‘তাহাই হউক’ বলিয়া ছুঁতলে
প্রস্থান করিলেন । কৃষ্ণ সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও
ঋষিগণ প্রযুক্ত স্তুতি দ্বারা সূর্যমান হইয়া
তখন উক্ত পাদপোত্তম গ্রহণপূর্বক সহসা
আগমন করত দ্বারকার উপরিভাগে উপ-
স্থিত হইয়া শঙ্খ বাদন করিলেন । হে
দ্বিজগণ ! তাঁহার আগমনে দ্বারকাবাসী
জনগণের হর্ষ উপস্থিত হইল । তিনি
সত্যভামা সহ গরুড় হইতে অবতরণ-
পূর্বক সেই পারিজাত মহাতরুকে গৃহী-
ত্বানে স্থাপন করিলেন । সেই তরুর সন্নি-
ধানে আসিয়া সর্ব জনই পূর্বজন্ম-স্মরণে
সমর্থ হয় । উহার পুষ্পের গন্ধে ত্রিযোজন-
পর্যন্ত ভূভাগ বাসিত হইত । যাদবগণ
সকলেই সেই অমানুষ দেবগন্ধ আশ্রয়
ও সেই পাদপে মুখ দর্শন করিত ।
পরে কৃষ্ণ, কিকট-সমানীত নরক-পরি-গৃহীত

ততঃ কালে শুভে প্রাপ্ত উপযেমে জনাৰ্দ্দনঃ ।
 তাঃ কন্তা নরকাবাসাং সৰ্বতো যাঃ সমাহতাঃ
 একস্মিন্নেব গোবিন্দঃ কালেনাসাং দ্বিজোত্তমাঃ
 জগ্ৰাহ বিধিবৎ পানীন্ পৃথগ্ দেহে স্বধৰ্ম্মতঃ ॥ ১৫
 ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি শতমেকং তথাধিকম্ ।
 তাবন্তি চক্রে রূপাণি ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ১৬
 একৈকশশ্চ তাঃ কন্তা মেনিরে মধুসূদনম্ ।
 মমৈব পানিগ্রহণং গোবিন্দঃ কৃতবানিতি ॥ ১৭
 নিশামু জগতঃ স্রষ্টা তাসাং গেহেষু কেশবঃ ।
 উবাস বিপ্রাঃ সৰ্বাসাং বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীভাস্মে শ্রীকৃষ্ণচরিতে শতাধিক-
 ষোড়শসহস্রকন্তাপরিণয়চতুরধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৪ ॥

সেই সকল হস্তাশ্বাদি ধন ও রমণীগণকে
 গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে শুভকাল
 উপস্থিত হইলে নরকাসুর নানাস্থান হইতে
 যে সকল কন্তা আহরণ করিয়াছিল, জনাৰ্দ্দন
 সেই সকল কন্তাকে বিবাহ করিলেন।
 হে দ্বিজোত্তমগণ! গোবিন্দ এক সময়েই
 পৃথক্ পৃথক্ দেহ ধারণপূৰ্ব্বক স্বধৰ্ম্মানুসারে
 যথাবিধি তাহাদিগের পানি গ্রহণ করেন।
 সেই কন্তাগণের সংখ্যা শতাধিক ষোড়শ
 সহস্র ছিল। ভগবান্ মধুসূদনও তত
 সংখ্যক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই
 কন্তারা প্রত্যেকই মধুসূদনকে নিজ পার্শ্বে
 দেখিয়া ‘গোবিন্দ আমারই পানিগ্রহণ করি-
 লেন।’ এইরূপই মনে করিয়াছিল। হে
 বিপ্রগণ! জগৎস্রষ্টা বিশ্বরূপধর কেশব
 নিশাকালে তাহাদের সকলের আবাসেই
 বাস করিতে লাগিলেন। ৮—১৮।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

প্রহ্মাদ্যা হরেঃ পুত্রা কল্পিণ্যাঃ কথিতা দ্বিজাঃ
 ভাবাদিকাংশ্চ বৈ পুত্রান্ সত্যভামা ব্যজায়ত ॥
 দীপ্তিমন্তঃ প্রপঞ্চাতা রোহিণ্যাস্তনয়া হরেঃ ।
 বভূবুর্জাম্ববত্যাশ্চ সাহাদ্যা বাহুশালিনঃ ॥ ২
 তনয়া ভদ্রবিন্দাতা নাগজিত্যাঃ মহাবলাঃ ।
 সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্ত শৈব্যাম্বাকাভবন্ সূতাঃ
 বৃকাতাস্ত সূতা মাদ্রী গাত্রবৎপ্রমুখান্ সূতান্ ।
 অবাপ লক্ষণা পুত্রান্ কালিন্দ্যাশ্চ স্ত্রীতাদয়ঃ ॥ ৪
 অন্ত্যাসাক্ষৈব ভার্য্যাণাং সমুৎপন্নানি চক্রিণঃ ।
 অষ্টায়ুতানি পুত্রাণাং সহস্রাণি শতং তথা ॥ ৫ ॥
 প্রহ্ময়ঃ প্রমুখস্তেষাং কল্পিণ্যাস্ত সূতস্ততঃ ।
 প্রহ্মাদনিক্রুদ্ধোহভূদ্বজ্রস্বাদজায়ত ॥ ৬
 অনিক্রুদ্ধো রণে ক্রুদ্ধো বলেঃ পৌত্রীঃ মহাবলঃ
 বাণস্ত তনয়ামুযামুপযেমে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! কল্পিণীর
 গর্ভে হরির প্রহ্মাদি যে সকল পুত্র
 জন্মিয়াছিল, তাহা পূৰ্বেই কথিত হইয়াছে।
 তার প্রভৃতি পুত্রগণকে সত্যভামা উৎ-
 পাদন করেন। হরির প্রপঞ্চাদি দীপ্তিমান
 পুত্রগণ রোহিণীতে উৎপন্ন হয় শাস্ত্র
 প্রভৃতি মহাবাহু পুত্র জাম্ববতীতে
 জন্মে। মহাবল ভদ্রবিন্দাদি পুত্র নাগ-
 জিতীর গর্ভে উদ্ভূত হয়। সংগ্রামজিৎপ্রমুখ
 সূত সকল সব্যাতে জন্মে। মাদ্রী, বৃকাদি
 পুত্র লাভ করেন। লক্ষণা গাত্রবান্ প্রভৃতি
 সূত প্রাপ্ত হইলেন। কালিন্দীর পুত্র স্ত্রী
 প্রভৃতি। হরির অন্ত্যাস্ত ভার্য্যাতেও একশত
 অষ্টায়ুত সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।
 তন্মধ্যে কল্পিণীসূত প্রহ্মাই প্রধান।
 সেই প্রহ্ময় হইতে অনিক্রুদ্ধ হইলেন, অনিক্রুদ্ধ
 হইতে বজ্র জন্মিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! রণে
 শক্রগণের রোধকারী মহাবল অনিক্রুদ্ধ
 বলির পৌত্রী বাণতনয়া উষাকে বিবাহ

যত্র যুদ্ধমভূদেবারঃ হরিশঙ্করয়োর্মহৎ ।
ছিন্নঃ সহস্রঃ বাহুনাং যত্র বাণশ্চ চক্রিণা ॥ ১০

মুনয় উচুঃ ।

কথং যুদ্ধমভূদেবারূষার্থে হরকৃষ্ণয়োঃ ।
কথং কৃষ্ণক বাণশ্চ বাহুনাং কৃতবান্ হরিঃ ॥ ১১
এতৎ সৰ্বং মহাভাগ বক্রমহঁসি নোহখিলম্ ।
মহৎ কৌতুহলং জাতং শ্রোতুমেতাং কথং
শুভাম্ ॥ ১০

ব্যাস উবাচ ।

উষা বাণশ্রুতা বিপ্রাঃ পার্শ্বতীঃ শঙ্কুনা সহ ।
ক্রৌড়ন্তীমুপলক্ষ্যোচ্চৈঃ স্পৃহাং চক্রে তদা শ্রমম্
ততঃ সকলচিত্তজ্ঞা গৌরী তামাহ ভামিনীম্ ॥

গৌর্যুবাচ ।

অলমিত্যমুতাপেন ভত্রী ত্বমপি রংস্তসে ॥ ১২
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা সা তদা চক্রে কদেতি মতিমান্বনঃ ।
কো বা ভত্রী মমেত্যেনাং পুনরপ্যাহ পার্শ্বতী
পার্শ্বত্যাচ ।

বৈশাখে শুক্লাদষ্টাঃ স্বপ্নে যোহভিভবং তব

করেন । এই বিবাহে হরি ও শঙ্করের ঘোর
মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এবং চক্রপাণি বাণেশ্বর
সহস্র বাহু ছেদন করিয়াছিলেন । মুনীগণ
বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! উষার্থ হর ও কৃষ্ণের
কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইয়াছিল ? হরি কিরূপেই
বা বাণেশ্বর বাহুনিচয়ের ক্ষয় করেন । হে
মহাভাগ ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে বলুন ।
এই শুভ কথা শুনিবার জন্য আমাদের
মহৎ কৌতুহল জন্মিয়াছে । ১—১০ । ব্যাস
বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! একদা বাণশ্রুতা উষা
শঙ্কু সহ পার্শ্বতীকে ক্রৌড়া করিতে দেখিয়া
স্বপ্ন ও তাহাতে স্পৃহাবতী হইলেন । তখন
সকলচিত্তজ্ঞা গৌরী সেই ভামিনীকে বলি-
লেন,—তুমি অমুতাপ করিও না তুমিও পতি-
সহ ক্রৌড়া করিবে । সেই উষা এইরূপ
উক্ত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—কোন সময়ে
কেই বা আমার ভত্রী হইবে ? পার্শ্বতী
পুনরায় তাহাকে কহিলেন—বৈশাখমাসে শুক্লা

করিস্যতি স তে ভত্রী রাজপুত্রি ভবিষ্যতি ॥ ১৪
ব্যাস উবাচ ।

তস্তাং তিথৌ পুমান্ স্বপ্নে যথা দেব্যা উদীরিতঃ
তথৈবাভিভবং চক্রে রাগং চক্রে চ তত্র সা ।
ততঃ প্রবুকা পুরুষমপশ্যন্তী তমুৎসুকা ॥ ১৫
উষোবাচ ।

ক গতোহসীতি নির্লজ্জা দ্বিজাশ্চোক্তবতী সখে
বাণশ্চ মন্ত্রী কুস্তাণ্ডশ্চিত্রলেখা তু তৎসুতা ।
তস্তাং সখ্যভবৎ সা চ প্রাহ কোহয়ং স্বয়োচ্যতে
যদা লজ্জাকুলা নাম কথয়ামাস সা সখী ।
তদা বিশ্বাসমানীয় সৰ্বমেবাববেদয়ৎ ॥ ১৬
বিদিতায়াস্ত তামাহ পুনরুবা যথোদিতম্ ।
দেব্যা তথৈব তৎপ্রাপ্তৌ যোহভ্যুপায়ঃ

কুরুষ ত্বম্ ॥ ১৮

ব্যাস উবাচ ।

ততঃ পটে সুরান্ দৈত্যান্ গন্ধৰ্ব্বাংশ্চ প্রধানত
মমুখ্যাংশ্চাভিলিখ্যাসৌ চিত্রলেখাপ্যদর্শয়ৎ ॥ ১৯
অপাশ্চ সা তু গন্ধৰ্ব্বাংশ্চথোরগমুরাসুরান্ ।

হৃদনীতে স্বপ্নকালীন তোমাকে যিনি অভিভব
করিবেন, হে রাজপুত্রি ! তিনিই তোমার ভত্রী
হইবেন । ব্যাস বলিলেন,—স্বপ্নকালীন দেব
যেমন বলিয়াছিলেন, কোনও পুরুষ সেই
ভাবেই সেই তিথিতে তাহার অভিভব
করিল । উষাও সেই পুরুষেই অমুরক্তা
হইল । পরে সে জাগরিত হইয়া সেই পুরুষকে
না দেখিয়া সমুৎসুকচিত্তে ‘হে’ সখে কোথায়
গেলেন’ এই কথা উচ্চারণ করিল । হে দ্বিজ-
গণ ! বাণেশ্বর মন্ত্রী কুস্তাণ্ড,—তৎসুতা চিত্রলেখা
সে উষার সখী ছিল । সে জিজ্ঞাসা করিল—
তুমি এ কি বলিতেছ ? উষা লজ্জাকুলা
হইয়া তাহাকে সেই বিবরণ না বলিলে, সে
নানারূপে উষার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া
সমস্ত কথাই শুনিল । সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত
হইলে পর উষা পুনরায় তাহাকে বলিল দেবী
যে রূপ বলিয়াছেন, সেই পুরুষ প্রাপ্তিবিষয়ে
যাহা উপায় বিহিত হয়, তুমি তাহা কর ।
ব্যাস বলিলেন—পরে চিত্রলেখা সুর, দৈত্য,

মহুয্যেযু দদৌ দৃষ্টিং তেষ্যাককবৃক্ষিষু ॥ ২০
রুক্ষরামৌ বিলোক্যাসৌঃসুজ্ঞানজায়তেক্ষণা ।
প্রত্যয়দর্শনে ত্রীড়াদৃষ্টিং নিন্তে ততো দ্বিজাঃ ॥
দৃষ্টানিরুদ্ধক ততো লজ্জা কাপি নিরাকৃতা ।
সোহয়ং সোহয়ং মমেতু্যক্তে তয়া সা যোগ-
গামিনী ।

যযৌ দ্বারবতীমুখাঃ সমাশ্রান্ত ততঃ সখী ॥ ২২
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বাণযুদ্ধে চিত্রদর্শনং পঞ্চাধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৫ ॥

ষড়ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

বাণোহপি প্রণিপত্যাগ্রে ততশ্চাহ ত্রিলোচনম্
বাণ উবাচ ।

দেব বাহুসহশ্রোণ নির্ঝিল্লোহহং বিনাহবম্ ।

গন্ধর্ব ও মহুয্যাদি প্রধান প্রধান পুরুষগণকে
পটে চিত্রিত করিয়া তাহাকে দেখাইল । উষা
তদর্শনে গন্ধর্ব সুর ও অসুরদিগকে
পরিভ্যাগপূর্বক মানুষ চিত্র সকল দেখিতে
লাগিল । তাহাতে অন্ধক ও বৃক্ষদিগের
মধ্যে রাম ও রুক্ষকে দেখিয়া তদীয় নয়ন
লজ্জাকুল হইল,—হে দ্বিজগণ! প্রত্যয়কে
দেখিয়া উষা ত্রীড়াবশে দৃষ্টিসঙ্কোচ করিল;
পরে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া লজ্জা পরিহার-
পূর্বক ‘সেই এই, সেই এই’ এইরূপ বলিলে
যেই যোগগামিনী সখী চিত্রলেখা তাহাকে
সমাশ্রাসিত করিয়া দ্বারবতীতে প্রস্থান
করিল । ১১—২২ ।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৫

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—একদা বাণ ত্রিলো-
চনকে প্রণিপাতপূর্বক কহিল,—হে দেব ! যুদ্ধ
ব্যতীত এই বাহুসহশ্র দ্বারা আমি নির্ভূত

কচ্চিৎমৈষাং বাহুনাং সাকল্যকরণো রণঃ ।
ভবিষ্যতি বিনা যুদ্ধং ভারায় মম কিং ভুজৈঃ ॥
শঙ্কর উবাচ ।
ময়ূরধ্বজভঙ্গস্তে যদা বাণ ভবিষ্যতি ।
পিশিতাশিজনানন্দং প্রাপ্যসি ত্বং তদা রণম্ ॥
বাস উবাচ ।

ততঃ প্রণম্য মুদিতঃ শঙ্করভ্যাগতো গৃহান্ ।
ভগ্নং ধ্বজমথালোক্য হৃষ্টো হর্ষং পরং যযৌ ॥ ৪
এতন্মিন্নেব কালে তু যোগবিজ্ঞাবলেন তম্ ।
অনিরুদ্ধমথানিন্তে চিত্রলেখা বরা সখী ॥ ৫
কন্যাস্তম্ভঃপুরমধ্যে তং রমমাণং সহোষয়া ।
বিজ্ঞায় রক্ষিণো গতা শশংসুর্দৈত্যভূপতেঃ ॥ ৬
ব্যাধিষ্টং কিঙ্করাণাস্তু সৈন্তং তেন মহাননা ।
জঘান পরিঘং লৌহমাদায় পরবীরহা ॥ ৭
হতেষু তেষু বাণোহপি রথস্থস্তদ্বধোদ্যতঃ ।
যুধ্যমানো যথাশক্তি যদা বীরেণ নির্জিতঃ ॥ ৮

হইতেছি না; আমার এই সকল বাহুর
সাকল্যকারণ কোন রণ হইবে কি? যুদ্ধ
ব্যতীত এই ভারস্বরূপ বাহুনিচয়দ্বারা কি কল
হইবে? শঙ্কর বলিলেন,—হে বাণ! তোমার
ময়ূরধ্বজ যখন ভগ্ন হইবে, তখন তুমি পিশি-
তাশিগণের আনন্দবর্ধন রণ প্রাপ্ত হইবে ।
বাস বলিলেন,—পরে বাণ, শঙ্কুকে প্রণাম
করিয়া মুদিতচিত্তে নিজ ভবনে আগমন
করিল । কিছুকাল পরে ধ্বজভঙ্গ অবলোকন
করিয়া পুলকিতকায়ে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল ।
এই সময়েই উষার প্রধানা সখী যোগ-
বিজ্ঞাবলে অনিরুদ্ধকে লইয়া আসিল । পরে
তাহাকে কন্যাস্তম্ভঃপুর মধ্যে উষাসহ ক্রীড়া-
পরায়ণ জানিতে পারিয়া রক্ষিগণ যাইয়া
দৈত্যভূপতি বাণসন্নিধানে নিবেদন করিল ।
বাণ অনিরুদ্ধকে বন্দী কবিবার নিমিত্ত
তাহার কিঙ্কর সৈন্তগণকে আদেশ করিলে
পরবীরঘাতী মহান্না অনিরুদ্ধ লৌহপরিঘ
গ্রহণপূর্বক তাহাদিগকে নিহত করিলেন ।
তাহারা নিহত হইলে বাণ রথারোহণে
তদীয় বধে উজ্জত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করত

মায়য়া যুযুধে তেন স তদা মন্ত্রচোদিতঃ।
ততশ্চ পরগাঙ্গেণ ববন্ধ যত্ননন্দনম্ ॥ ১
দ্বারবত্যাং ক যাতোহসাবনিক্রুদ্ধেতি জয়তাম্।
যদুনায়াচক্ষে তং বন্ধং বাণেন নারদঃ ॥ ১০
তং শোণিতপুরে ক্রুত্ব নীতং বিদ্যাবিদম্ভয়া।
যোষিতা প্রত্যয়ং জগুর্ধাদবা। নাম বৈরিণি ॥ ১১
ততো গরুড়মাক্রুত্ব স্মৃতমাজাগতং हरिः।
বলপ্রহর্যসহিতো বাণস্ত প্রযযৌ পুরম্ ॥ ১২
পুরীপ্রবেশে প্রমথৈর্যুদ্ধমাসীন্নহাবলৈঃ।
যযৌ বাণপুরাত্যাসং নীত্বা তান্ সংক্ষয়ং हरिः।
ততস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরা জরো মাহেশ্বরো মহান্।
বাণরক্ষার্থমত্যর্থং যুযুধে শার্ঙ্গধরনা ॥ ১৪
ততশ্চাম্পশস্তুততাপং কৃষ্ণাক্ষসঙ্গমাৎ।
অবাপ বলদেবোহপি সমং সম্মীলিতেক্ষণঃ ॥ ১৫
ততঃ সংযুধ্যমানস্ত সহ দেবেন শার্ঙ্গিণা।

বীর অনিরুদ্ধ কর্তৃক নির্জিত হইল। তখন
সে মন্ত্রবল-সম্পন্ন মায়্যা দ্বারা যুদ্ধ করত
নাগপাশ প্রয়োগে সেই যত্ননন্দনকে বন্ধন
করিল। এ দিকে দ্বারবতীতে জনগণ
অনিরুদ্ধ কোথায় গিয়াছেন? এইরূপ আলো-
চনা করিতে থাকিলে ‘বাণ তাহাকে বন্ধন
করিয়াছে’ নারদ এই সংবাদ যত্নগণকে
জ্ঞাপন করিলেন। ১—১০। যাদবগণ সেই
অনিরুদ্ধকে বিজ্ঞাবিদম্ভা যোষিৎ কর্তৃক বৈরি-
নগরে শোণিতপুরে নীত হইয়া সে কথা
বিশ্বাস করিলেন। পরে हरि—স্মৃতিমাত্রেই
সমাগত গরুড়ে আরোহণপূর্বক বলদেব
ও প্রহর্যসহ বাণপুরীতে প্রস্থান করিলেন।
পুরীপ্রবেশকালীন মহাবল প্রমথগণসহ
তাঁহাদের মহাযুদ্ধ হইল। हरি তাহাদিগকে
বিনাশ করিয়া বাণপুরীসমীপে উপস্থিত
হইলেন। পরে বাণের রক্ষণার্থ ত্রিপাদ
ত্রিশিরা মহান্ মাহেশ্বর জর সহ শার্ঙ্গধর
দ্বারা যুদ্ধ হইল। জর-প্রক্ষিপ্ত তাম্রশর্পে
বলদেব অত্যন্ত সন্তপ্ত ও নিমীলিতনেত্র হই-
লেও কৃষ্ণাক্ষসঙ্গ বশতঃ স্বাস্থ্য লাভ করি-
লেন। দেব শার্ঙ্গী সহ যুধ্যমান সেই জর

বৈষ্ণবেন জরোণাৎ কৃষ্ণদেহাগ্নিরাকৃতঃ ॥ ১৬
নারায়ণভূজাঘাত-পরিপীড়নবিহ্বলম্।
তং বৌদ্ধ্য কম্যতামস্তেত্যাহ দেবঃ পিতামহঃ।
ততশ্চ কান্তমেবেতি প্রোচ্য তং বৈষ্ণবং জরম্
আস্ত্রস্তেব লয়ং নিস্তে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ১৮
মম ভয়া সমং যুদ্ধং যে অরিষ্যন্তি মানবাঃ।
বিজ্ঞরাস্তে ভবিষ্যন্তীত্যুক্রা চৈনং যযৌ हरिः।
ততোহগ্নীন্ ভগবান্ পঞ্চ জিত্বা নীত্বা কয়ং
তথা।
দানবানাং বলং বিষ্ণুচূর্ণয়ামাস লীলয়া ॥ ২০
ততঃ সমস্তগৈস্তেন দৈতেয়ানাং বলেঃ সূতঃ।
যুযুধে শঙ্করশ্চৈব কার্ত্তিকেয়শ্চ শৌরিণা ॥ ২১
हरিশঙ্করযোৰ্যুদ্ধমতীবাসীৎ সূদাক্ষণম্।
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধাদিতাঃ ॥ ২২
প্রলয়োহয়মশেষস্ত জগতো নূনমাগতঃ।
মেনিরে ত্রিদশা যত্র বর্ত্তমানে মহাহবে ॥ ২৩

কৃষ্ণদেহ-নির্গত বৈষ্ণব জর দ্বারা সমস্ত নিরা-
কৃত হইল। দেব পিতামহ সেই জরকে
নারায়ণ-ভূজাঘাতে পরিপীড়িত হইয়া বিহ্বল
হইতে দেখিলে কৃষ্ণকে বলিলেন,—ইহাকে
ক্ষমা করুন। ভগবান্ মধুসূদন তখন ‘ক্ষমা
করিলাম’ বলিয়া সেই বৈষ্ণব জরকে আস্ত্র
দেহে লীন করিলেন। পরে ‘তোমার সহিত
আমার এই যুদ্ধ যে মানবগণ অরণ করিবে,
তাহারা যেন বিজয় হয়’ শৈব জরকে এই
কথা বলিয়া हरি প্রস্থান করিলেন। তৎপরে
ভগবান্, পঞ্চবিধ অগ্নিকে ক্ষয় করিয়া জর
করিলেন। তদনন্তর লীলাসহকারে সেই
দানববল চূর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন
বলিনন্দন বাণ সমস্ত দৈত্য সৈন্তসহ যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন। শঙ্কর এবং কার্ত্তিকেয়ও
তখন কৃষ্ণসহ যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। हरি ও
শঙ্করের সেই যুদ্ধ অতি সূদাক্ষণ হইয়াছিল।
তখন শস্ত্রাস্ত্রবর্ষণে সকল লোক নীড়িত হইয়া
পড়িল। তাদৃশ মহাযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে ত্রিদশগণ
মনে করিলেন, নিশ্চিতই অশেষ জগতের
প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। ১১—২৩। গোবিন্দ

জুহুগ্নাস্ত্রেণ গোবিন্দো জুহুয়ামাস শঙ্করম্ ।
 ততঃ প্রণেতুর্দৈতেয়াঃ প্রমথাস্ত সমন্ততঃ ॥ ২৪
 জুহুভিত্ত্বতশ্চ হরো রথোপস্থমুপাবিশৎ ।
 ন শশাক তদা যোদ্ধুঃ কৃষ্ণেনাক্রিষ্টকর্ম্মণা ॥ ২৫
 গরুড়কতবাহশ্চ প্রহুয়ান্ত্রেণ পীড়িতঃ ।
 কৃষ্ণহকারনিধুঁতশক্তিচাপযযৌ গুহঃ ॥ ২৬
 জুহুতিতে শঙ্করে নষ্টে দৈত্যসৈন্তে গুহে জিতে
 নীতে প্রমথসৈন্তে চ সঙ্কয়ং শার্ঙ্গধননা ॥ ২৭
 নন্দীশসংগৃহীতামধিক্রুতো মহারথম্ ।
 বাণস্ত্রায়াযযৌ যোদ্ধুঃ কৃষ্ণকাঞ্চিবলৈঃ সহ ॥ ২৮
 বলভক্তো মহাবীর্যো বাণসৈন্তমনেকধা ।
 বিব্যাধ বাণৈঃ প্রহুয়ো ধর্ম্মতচাপলায়তঃ ॥ ২৯
 আকৃষ্য লাক্ষ্মীনাগ্রেণ মুষলেন চ পোখিতম্ ।
 বলং বলেন দদৃশে বাণো বাণৈশ্চ চক্রিণঃ ॥ ৩০
 ততঃ কৃষ্ণস্ত বাণেন যুদ্ধমাসীৎ সমাসতঃ ।
 পরম্পরস্ত সন্দীপ্তান্ কায়ত্রাণবিভেদিনঃ ॥ ৩১
 কৃষ্ণশ্চিচ্ছেদ বাণাংস্তান্ বাণেন প্রহিতান্ শরৈঃ
 বিভেদ কেশবং বাণো বাণং বিব্যাধ চক্রধুক্ ॥

জুহুগ্নাস্ত্রে প্রয়োগে শঙ্করকে অলস করিয়া
 কেলিলেন। তখন দৈত্য ও প্রমথগণ পলায়ন
 করিতে লাগিল। হর জুহুভিত্ত্বত হইয়া
 রথোপস্থি উপবিষ্ট হইলেন। অক্রিষ্টকর্ম্মা
 কৃষ্ণসহ তখন আর তিনি যুদ্ধ করিতে সমর্থ
 হইলেন না। কার্ত্তিকেয় গরুড়কর্ত্তক কত-
 বিকত-বাহ, প্রহুয়ান্ত্রে পীড়িতাঙ্গ ও কৃষ্ণের
 হকারশব্দে নিধুঁতশক্তি হইয়া পলায়ন
 করিলেন। বাণ দেখিল—তদীয় বল বলদেব-
 কর্ত্তক লাক্ষ্মীনাগ্রে আকৃষ্ট হইয়া মুষল দ্বারা
 পোখিত এবং চক্রপাণির বাণে ছিন্ন-ভিন্ন
 হইতে লাগিল। তখন সে অগ্রসর হইলে
 কৃষ্ণ সহ তাহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।
 তাঁহারা পরস্পরে কবচভেদকারী সন্দীপ্ত
 বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
 কৃষ্ণ বাণনিষ্কিপ্ত বহুল বাণজালকে
 নিজ বাণে ছেদন করিতে লাগিলেন।
 চক্রপাণি নিজ বাণ দ্বারা বাণকে ভেদ
 করিতে লাগিলে, বাণও স্বকীয় বাণে

মুমুচাতে তথাজ্ঞানি বাণকৃষ্ণো জিগীষয়া ।
 পরম্পরকতিপরৌ পরিঘাংশ্চ ততো দ্বিজাঃ ॥ ২৪
 ছিদ্যমানেষশেষেষু শস্ত্রেষস্ত্রে চ সীদতি ।
 প্রাচুর্য্যেণ হরিবীণং হস্তং চক্রে ততো মনঃ ॥ ৩৪
 ততোহর্কশতসমুত-তেজসা সদৃশদ্র্যতি ।
 জগ্রাহ দৈত্যচক্রারিহরিশ্চক্রং সুদর্শনম্ ॥ ৩৫
 মুঞ্চতো বাণনাশায় তচ্চক্রং মধুবিদ্বিষঃ ।
 নগ্না দৈতেয়বিদ্যাভুৎ কোটরী পুরতো হরেঃ
 তামগ্রতো হরিদৃষ্ট্বা মৌলিতাক্ষঃ সুদর্শনম্ ।
 মুমোচ বাণমুদ্दिष्ट ছেদুং বাহুবনং রিপোঃ ॥
 ক্রমেণাস্ত তু বাহুনাং বনমচ্যুতচোদিতম্ ।
 ছেদং চক্রেহনুরস্তাণ্ড শস্ত্রাস্ত্রক্ষেপণাভূতম্ ॥
 ছিন্নে বাহুবনে তত্তু করস্থং মধুসূদনঃ ।
 মুমুর্কুর্বাণনাশায় বিজ্ঞাতস্ত্রপুরদ্বিষা ॥ ৩৬
 স উৎপত্যাহ গোবিন্দং সামপূর্কমুমাপতিঃ ।

তাঁহাকে ভিন্ন করিতে লাগিল। সেই বাণ
 ও কৃষ্ণ পরস্পর জিগীষাবশতঃ পরস্পরের
 কতিপরায়ণ হইয়া নানাবিধ অস্ত্র ও পরিঘ
 সকল নিক্ষেপ করিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই
 প্রচুর অস্ত্র সমুদয় বহুধা ছিন্ন ভিন্ন ও চূর্ণ
 হইতে থাকিলে হরি তখন বাণকে হননার্থ
 মানস করিলেন এবং দৈত্যগণশত্রু
 সেই হরি শতশ্রু্যসমুত তেজের তুল্য
 দ্র্যতিসম্পন্ন সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিলেন। মধু-
 বিদ্বিষা হরি বাণ বিনাশার্থ সেই চক্র
 নিক্ষেপের উদ্যোগ করিলে কোটরী নগ্নী
 দৈতেয়-বিদ্যা উলঙ্গবেশে হরির পুরো-
 ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরি তাহাকে
 অগ্রভাগে দেখিয়া নিমৌলিতলোচনে রিপুর
 বাহুসমূহ ছেদনার্থ বাণের উদ্দেশে চক্র
 নিক্ষেপ করিলেন। অচ্যুতপ্রেরিত সুদর্শন-
 চক্র ক্রমে শস্ত্রাস্ত্রনিক্ষেপে অভূত কোশল-
 সম্পন্ন অনুরের সেই বাহুসকল ছেদন
 করিয়া পুনরায় মধুসূদনের করগত হইল।
 ত্রিপুরারি এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া
 বাণের মোচন নিমিত্ত সবেগে গোবিন্দসমীপে
 উপস্থিত হইলেন এবং দোঁর্দণ্ড-ছেদনে রক্ত-

বিলোক্য বাণং দোর্দণ্ডচ্ছেদাস্থকৃশাববর্ষিণম্ ॥

রুদ্র উবাচ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্ ।

পরেশং পরমাত্মানমনাদিনিধনং পরম্ ॥ ৪১

দেবভির্ধ্যাক্ষমুখ্যৈশু শরীরগ্রহণাচ্ছিকা ।

লীলৈয়ং তব চেষ্টা হি দৈত্যানাং বধলক্ষণা ॥

তৎপ্রসীদাতয়ং দত্তং বাণস্তাস্ত্ৰ ময়া প্রভো ।

তথ্যয়া নানৃতং কার্য্যং যন্নয়া ব্যাহৃতং বচঃ ॥ ৪২

অশ্মৎসংশ্রয়বুদ্ধোহয়ং নাপরাধস্তবাব্যয় ।

ময়া দত্তবরো দৈত্যস্ততস্ত্বাং ক্রময়াম্যহম্ ॥ ৪৩

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তঃ প্রাহ গোবিন্দঃ শূলপানিমুপাতিম্ ।

প্রসন্নবদনো ভূত্বা গতামর্ষোহনুরং প্রতি ॥ ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

মুমদন্তবরো বাণো জীবিতাদেষ শঙ্কর ।

ঋষাক্যগৌরবাদেতন্নয়া চক্রং নিবর্তিতম্ ॥ ৪৬

ধারাবর্ষী বাণকে অবলোকন করিয়া সেই উমাপতি মধুর বাক্যে গোবিন্দকে বলিতে লাগিলেন ! ২৪—৪০ । রুদ্র বলিলেন,— কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে জগন্নাথ ! তোমাকে পরেশ, পরমাত্মা, অনাদিনিধন, পর ও পুরুষোত্তম বলিয়া জানি । দৈত্যগণের বধ নিমিত্ত দেব-ভির্ধ্যাক্ষ-মুখ্যাকার শরীর গ্রহণরূপ তোমার যে এই চেষ্টা—ইহা লীলামাত্র । অতএব প্রসন্ন হও । প্রভো ! এই বাণকে আমি অভয়দান করিয়াছি, মৎকথিত বাক্য অনুত করা তোমার উচিত নহে । এই দৈত্য আমাদিগের সংশ্রয় হেতুই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল ; সুতরাং হে অব্যয় ! এই বুদ্ধি বিষয়ে তোমার দোষ নাই । ঐ দৈত্যকে আমিই বর দিয়াছিলাম ; সেই জন্ত আমিই এক্ষণে তোমার নিকট ক্ষমা করাইতেছি । গোবিন্দ এইরূপ উক্ত হইয়া শূলপাণি উমা-পতিকে সেই অনুরের প্রতি অমর্ষ-রহিত-চিত্তে প্রসন্নবদন হইয়া কহিলেন,—শঙ্কর ! বাণ তোমাদিগের নিকট বর পাইয়াছিল, অতএব সে জীবিত থাকুক, তোমার বাক্য-

ভয়া যদিভয়ং দত্তং তদন্তমভয়ং ময়া ।

মতোহবিভিন্নমাত্মানং দ্রষ্টুমর্হসি শঙ্কর ॥ ৪৭

যোহহং স ত্বং জগচ্ছেদং স দেবানুরমাহুবম্ ।

অবিদ্যামোহিতাত্মানং পুরুষা ভিন্নদর্শিনঃ ॥ ৪৮

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা প্রযযৌ কৃষ্ণঃ প্রাহ্মণির্ষত্র তিষ্ঠতি ।

তদ্বক্ষণিনো নেশুগরুড়ানিলশোষিতাঃ ॥ ৪৯

ততোহনিক্রুদ্ধমারোপ্য সপত্নীকং গরুড়ম্ ।

আজমুর্ধারকাং রামকার্কিণীদামোদরাং পুরীম্ ॥

ইতি শ্রীভাষ্ক্রে বাণযুদ্ধে বাণপরাজয়ঃ শ্রুত্বাধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৬ ॥

সপ্তাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

চক্রে কশ্ম মহচ্ছোরবিভ্রদ্যো মানুসীঃ তনুম্ ।

জিগায় শক্রং শর্ক্বঞ্চ সর্বদেবাশ্চ লীলয়া ॥ ১

গৌরবে এই আমি চক্র নিবর্তিত করিলাম । তুমি যে অভয় দিয়াছিলে, আমিও সেই অভয় দান করিলাম । হে শঙ্কর ! আমা হইতে অপনাকে অভিন্ন দেখাই তোমার কর্তব্য । যে তুমি, সেই আমি, এই চরাচর জগৎও তাহাই । অবিদ্যামোহিত পুরুষেরাই আমা-দিগকে ভিন্ন ভাবে দর্শন করে । ব্যাস বলিলেন,—কৃষ্ণ এই বলিয়া যেখানে প্রহ্মস্বনন্দন ছিলেন, তথায় যাইলেন; গরুড়সম্পর্কীয় বায়ু-সম্পর্শবশতঃ শোষিতকায় তদীয় বন্ধন কণিগণ অদৃশ্য হইয়া গেল । পরে সপত্নীক অনিক্রুদ্ধকে গরুড়ানের উপরি আরোপিত করিয়া রাম, কৃষ্ণ ও প্রহ্মা দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন । ৪১—৫০ ।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৬ ।

সপ্তাদিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ বলিলেন,—শৌরি, মানুসী তনু ধারণ করিয়া লীলাবশে শক্র, শর্ক্ব ও সর্ব-

যচ্চান্দকরোৎকর্ষ্য হৃষ্টচেষ্টাবিষাতরুৎ ।
কথ্যতাং তন্মুনিশ্রেষ্ঠ পরং কৌতুহলং হি নঃ ॥

ব্যাস উবাচ ।

গদতো মে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রুতামিদমাদরাৎ ।
নরাবতারে কৃষ্ণেন দক্ষা বারাগসী যথা ॥ ৩
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ বাসুদেবোহবভুবি ।
অবতীর্ণমিত্যুক্তো জনৈরজ্ঞানমোহিতৈঃ ॥ ৪
স যেনে বাসুদেবোহমবতীর্ণো মহীতলে ।
নষ্টস্মৃতিস্ততঃ সর্বং বিষ্ণুচিহ্নমচীকরৎ ।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস স কৃষ্ণায় দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫

দূত উবাচ ।

তাক্ষা চক্রাদিকং চিহ্নং মদীয়ং নাম চান্বনঃ ।
বাসুদেবাত্মকং মূঢ় মূঢ়া সর্বমশেষতঃ ॥ ৬
আহ্বনো জীবিতার্থঞ্চ তথা মে প্রণতিং ব্রজ ॥ ৭
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স প্রহস্মৈব দূতঃ প্রাহ জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৮

দেববর্গকে পরাজয় প্রভৃতি মহৎ কৰ্ম্ম করেন ;
কিন্তু হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তিনি আরও যে সকল
হৃষ্ট-চেষ্টা-বিষাতরুৎ কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা
বলুন ; শুনিবার জন্য আমরা গিরের পরম
কৌতুহল জন্মিয়াছে । ব্যাস বলিলেন,—
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা ইহা সাদরে
শ্রবণ করুন ; নরাবতারে কৃষ্ণ কর্তৃক
বারাগসীপুর যে প্রকারে দক্ষ হইয়াছিল ;
আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা আদর
সহকারে শ্রবণ করুন । পৌণ্ড্রক বাসু-
দেব ভূতলে ; বাসুদেব নামে খ্যাতি লাভ
করে । অজ্ঞানমোহিত জনগণ তাহাকে
“তুমিই বাসুদেব অবতীর্ণ হইয়াছ” এইরূপ
বলায় সেও আপনাকে বাসুদেবাবতার
কলিয়াই মনে করিত । সেইজন্য সেই নষ্ট-
মতি সমস্ত বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করিল । হে
দ্বিজোত্তমগণ ! পরে সে কৃষ্ণসন্নিধানে এই
বলিয়া এক দূত প্রেরণ করিল যে,—মূঢ় !
তুমি মদীয় চক্রাদি-চিহ্ন এবং বাসুদেবা-
ত্মক নাম—ইত্যাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক
নিজ জীবিত রক্ষণার্থ আমার নিকট প্রণত

শ্রীভগবান্নবাচ ।

নিজচিহ্নমহং চক্রং সমুৎস্রজ্যে ত্রয়োতি বৈ ।
বাচ্যশ্চ পৌণ্ড্রকো গতা ত্বয়া দূত বচো যম ॥ ৯
জ্ঞাতজ্ঞানক্যসম্ভাবো যৎকার্য্যং তদ্বিধীয়তাম্ ।
গৃহীতচিহ্ন এবাহমাগমিষ্যামি তে পুরম্ ॥ ১০
উৎস্রজ্যামি চ তে চক্রং নিজচিহ্নমসংশয়ম্ ॥ ১১
আজ্ঞাপূর্বকং যদিদমাগচ্ছেতি ত্রয়োদিতম্ ।
সম্পাদয়িষ্যে স্বস্ত্যং তদপ্যেবোহবিলম্বিতম্ ।
শরণং তে সমভ্যোত্য কৰ্ত্ত্বান্মি নৃপতে তথা ।
যথা ব্রহ্মো ভয়ং ভূয়ো নৈব কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তোহপগতে দূতে সংস্মৃত্যভ্যাগতঃ হরিঃ
গুরুভ্যন্তং সমাক্রুত্ব ত্বরিতং তৎপুরং যযৌ ॥ ১৩
তস্মাপি কেশবোদ্যোগং ক্রত্বাকাশিপতিস্তদা ।
সর্বসৈন্তপরীবারঃ পার্শ্বগ্রাহমুপায়যৌ ॥ ১৪

হও । ব্যাস বলিলেন,—জনাৰ্দ্দন এই-
রূপ উক্ত হইয়া হস্তপূর্বক সেই দূতকে কহি-
লেন,—হে দূত ! তুমি যাইয়া সেই পৌণ্ড্র-
ককে আমার এই বাক্য কহিও যে, আমি
আমার নিজ চিহ্ন চক্র তোমার প্রতি পরি-
ত্যাগ করিব । তোমার বাক্যের সাধুতাব
আমি বুঝিলাম । এক্ষণে তোমার যাহা
কর্তব্য, তাহা কর । আমি চিহ্ন ধারণ করিয়াই
তোমার পুরে যাইব । আর তোমার
নিমিত্ত আমার নিজ চিহ্ন চক্রও নিঃসং-
শয়ে পরিত্যাগ করিব । তুমি যে “আইস”
এইরূপ আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছ, তোমার
সে আদেশও আগামী কল্য অবিলম্বেই
সম্পাদন করিব । হে নৃপতে ! আমি তোমার
শরণপ্রাপ্ত হইয়া এমন ব্যবহার করিব,
যাহাতে আর পুনরায় তোমা হইতে কিঞ্চিৎ
মাত্রও ভয় থাকিবে না । ১—১২ । ব্যাস
বলিলেন,—সেই দূত এইরূপ উক্ত হইয়া
গমন করিলে হরিও গুরুভ্যন্তং শরণ করি-
লেন । গুরুভ্যন্তং আগমন করিলে তাহাতে
আরোহণ করিয়া ত্বরিত গমনে তদীয় পুরে

ততো বলেন মহতা কাশিরাজবলেন চ ।
 পৌণ্ড্রকো বাসুদেবোহসৌ কেশবাভিমুখঃ যযৌ
 তং দদর্শ হরির্দুরাহদারশ্চন্দনে স্থিতম্ ।
 চক্রশঙ্খগদাপাণিঃ পাণিনা বিধৃতাম্বুজম্ ॥ ১৬
 অক্ষরঃ ধৃতশার্ঙ্গঞ্চ সুপর্ণরচনাধ্বজম্ ।
 বক্ষস্থলকৃতং চাস্ত্র জীবৎসং দদৃশে হরিঃ ॥ ১৭
 কিরীটকুণ্ডলধরঃ পীতবাসঃসমধিতম্ ।
 দৃষ্ট্বা তং ভাবগন্তীরং জহাস মধুসূদনঃ ॥ ১৮
 যুযুধে চ বলেনাস্ত্র হস্ত্যধ্বনিনা হিভাঃ ।
 নিম্নিঃশষ্টিং গদাশূলশক্তিকার্ষুকশালিনা ॥ ১৯
 কণেন শার্ঙ্গনির্মুক্তৈঃ শরৈরগ্নিবিদারণৈঃ ।
 গদাচক্রাতিপাতৈশ্চ সূদয়ামাস তদ্বলম্ ॥ ২০
 কাশিরাজবলকৈব ক্ষয়ং নৌহা জনাৰ্দ্দনঃ ।
 উবাচ পৌণ্ড্রকং যুটমাশ্চিহ্নোপলক্ষণম্ ॥ ২১
 শ্রীভগবানুবাচ ।

পৌণ্ড্রকোক্তং হুয়া যতদুতবক্ত্রেণ মাং প্রতি ।

প্রস্থান করিলেন । কাশীপতি তদীয় আগমন
 বার্তা শ্রবণে সমস্ত সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া
 পৌণ্ড্রকের পার্শ্বগ্রাহরূপে যুদ্ধার্থ বহির্গত হই-
 লেন । সেই পৌণ্ড্রকও নিজ মহাসৈন্ত ও
 কাশিরাজসৈন্ত সহ কেশবাভিমুখে যাত্রা
 করিল । হরি দূর হইতে দেখিলেন,—সে উচ্চ
 শব্দনে অবস্থিত রহিয়াছে ; সেই পুণ্ড্রক
 করদ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করি-
 য়াছে ; তাহার রথধ্বজ গরুড়াকার ; গলদেশে
 মাল্য ; রথে শার্ঙ্গধনু রহিয়াছে, বক্ষঃস্থলে
 জীবৎসচিহ্ন রচিত আছে ; সে কিরীট, কুণ্ডল,
 ও পীত বস্ত্র ধারণ করিতেছে । তাহাকে
 দেখিয়া মধুসূদন ভাবগন্তীর হাস্ত করিলেন ।
 হে বিজয়গণ ! হরি, নিম্নিঃশ, ষষ্টি, গদা,
 শূল, শক্তি ও কার্ষুকশালী সেই পৌণ্ড্রকের
 হস্ত্যধ্ব-সমধিত প্রবল বল সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত
 হইলেন । তিনি কণমধ্যেই শার্ঙ্গ নির্মুক্ত
 অগ্নিকল্প পরবিদারণক্ষম বাণ, ও গদা-
 চক্রনিপাতে সেই বল সকল নির্মূল করি-
 লেন । জনাৰ্দ্দন কাশিরাজের সেই বল
 ক্ষয় করিয়া আশ্চিহ্নধারী পৌণ্ড্রককে

সমুৎসজ্জিত চিহ্নানি তন্তে সম্পাদয়াম্যহম্ ॥
 চক্রমেতৎসমুৎসৃষ্টং গদেযন্তে বিসর্জিতা ।
 গরুড়ানেষ নির্দিষ্টঃ সমারোহতু তে ধ্বজম্ ॥
 ইত্যুচ্চাৰ্য্য বিমুক্তেন চক্রেণাসৌ বিদারিতঃ ।
 পৌধিতো গদয়া ভগ্নো গরুডাংশ্চ গরুডতা ॥
 ততো হাহাকৃতে লোকে কাশীনামধিপস্তদা ।
 যুযুধে বাসুদেবেন মিত্রস্তাপচিতৌ স্থিতঃ ॥ ২৫
 ততঃ শার্ঙ্গবিনির্মুক্তৈঃশিহ্না তস্ত শরৈঃ শিরঃ ।
 কাশিপুৰ্যাং স চিক্বেপ কুর্ষ্মলৌকস্ত বিস্ময়ম্
 হুয়া তু পৌণ্ড্রকঃ শৌরিঃ কাশিরাজঞ্চ সাহুগম্
 রেমে দ্বারবতীং প্রাপ্তোহমরঃ স্বৰ্গগতো যথা ॥
 তচ্ছিরঃ পতितং তত্র দৃষ্ট্বা কাশিপতেঃ পুরে ।
 জনঃ কিমেতদিত্যাহ কেনেত্যত্যস্তবিস্মিতঃ ॥

বলিলেন,—ওহে পৌণ্ড্রক । তুমি যে
 আমাকে দূতমুখে চিহ্ন সকল পরিত্যাগ
 করিতে বলিয়াছিলে, তোমার সেই কথা
 আমি সম্পাদন করিতেছি । “এই চক্র
 পরিত্যাগ করিলাম, এই গদাও বিসর্জন
 করিলাম, গরুড়ানও আদিষ্ট হইয়া এই
 তোমার ধ্বজে গিয়া আরোহণ করুক” এই
 কথা বলিতে বলিতে তদীয় নিষ্কিণ্ণ চক্র
 দ্বারা সেই পৌণ্ড্রক বিদারিত এবং গদা
 দ্বারা বিধ্বস্ত হইল । গরুড় কর্তৃক তাহার
 সেই কৃত্রিম গরুড়ও ভগ্ন হইল । লোক-
 সকল তাহাতে তখন হাহাকার করিয়া
 উঠিলে কাশিরাজ মিত্রের বৈরোদ্ধার-
 মানসে সমাগত হইয়া বাসুদেব সহ যুদ্ধ
 করিতে আরম্ভ করিল । হরি তখন শার্ঙ্গ-
 বিনির্মুক্ত শর দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন
 করিয়া লোক সকলের বিস্ময়োৎপাদন করত
 কাশিপুৰীতে নিক্ষেপ করিলেন । শৌরি
 এইরূপে পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজকে অহুগ-
 গমসহ নিহত করিয়া দ্বারবতীতে যাওয়া
 স্বৰ্গগত অমরবৎ সুখে অবস্থান করিতে
 লাগিলেন । ১৩—২৭ । কাশিপতির সেই
 শির কাশিপুরে পতিত হইলে জনগণ “ইহা
 কি ? কে করিল ?” তাবিয়া অত্যন্ত বিস্মিত

জাহ্নবী তং বাসুদেবেন হতঃ তন্ত সূতস্ত তঃ ।
 পুরোহিতেন সহিতস্তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ২৯
 অবিমুক্তে মহাক্ষত্রে তোষিতস্তেন শঙ্করঃ ।
 বরং ক্লীষেতি তদা তং প্রোবাচ নৃপাশ্রজম্ ॥
 স বত্রে ভগবন্ কৃত্য পিতৃহন্তর্বধায় মে ।
 সমুত্তিষ্ঠতু কৃষ্ণ ত্বং প্রসাদামহেশ্বর ॥ ৩১

বাস উবাচ ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তে দক্ষিণাশ্চেরনস্তরম্ ।
 মহাকৃত্য সমুত্তস্থৌ তন্তৈবান্নিবেশনাং ॥ ৩২
 ততো জালাকরালান্তা জলংকেশকলাপিকা ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কুপিতা কৃষ্ণা দ্বারবতীঃ যযৌ ॥
 তামবেক্ষ্য জনঃ সর্কো রৌদ্রাঃ বিকৃতলোচনাম্
 যযৌ শরণ্যং জগতাং শরণং মধুসূদনম্ ॥ ৩৪

জনা উচুঃ ।

কাশিরাজসুতেনৈমরাদ্য বৃষভধ্বজম্ ।
 উৎপাদিতা মহাকৃত্য বধায় তব চক্রিণঃ ।

হইল। কাশিরাজের পুত্র, কাশিপতির্কে বাসুদেবকর্তৃক নিহত জানিয়া পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া অবিমুক্ত মহাক্ষত্রে তপস্তা দ্বারা শঙ্করের সন্তোষ সাধনে যত্ন করিতে লাগিল। শঙ্কর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া তখন সেই নৃপনন্দনকে “বর গ্রহণ কর” বলিলে সে বলিল,—হে মহেশ্বর, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার পিতৃঘাতী কৃষ্ণের বধ নিমিত্ত কৃত্য উখিত হউক। বাস বলিলেন,—মহেশ্বর “দক্ষিণাশ্চ হইতে তাহাই হইবে” এই কথা বলিলেন। অনন্তর সেই অগ্নি হইতে মহাকৃত্য সমুখিত হইল। জালাকরাল-বদনা জলংকেশ-কলাপা কুপিতা সেই কৃত্য “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে দ্বারবতীতে যাইল। তদ্রূপ জনগণ সকলেই রৌদ্রা বিকৃতলক্ষণা সেই কৃত্য দর্শনে জগৎসকলের শরণ্য মধুসূদনের শরণাপন্ন হইল। তাহারা কহিল,—চক্রপাণি! কাশিরাজসুত বৃষভধ্বজকে আরাধনা করিয়া তোমার বধ সাধনার্থ এই

জহি কৃত্যামিহাশ্রুতঃ বহিঃজালাজটাকুলাম্ ॥

বাস উবাচ ।

চক্রমুৎসৃষ্টমক্ষেষু ক্রীড়াসক্তেন লীলয়া ॥ ৩৬
 তদগ্নিমালাজটিলং জালোদগারাত্তিভীষণম্ ।
 কৃত্যামনুজগামাশু বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্ ॥ ৩৭
 ততঃ সা চক্রবিক্ষস্তা কৃত্য মাহেশ্বরী তদা ।
 জগাম বেগিনী বেগাত্তদপ্যনুজগাম তাম্ ॥ ৩৮
 কৃত্য বারাগসীমেব প্রবিবেশ ত্বরান্বিতা ।
 বিষ্ণুচক্রপ্রতিহতপ্রভাবা মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩৯
 ততঃ কাশিবলং ভূরি প্রমথানাং তথা বলম্ ।
 সমস্তশস্ত্রাস্ত্রযুতং চক্রস্তাভিমুখং যযৌ ॥ ৪০
 শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষবহলং দগ্ধা তদ্বলমোজসা ।
 কৃত্যাক্ষেমামশেষাং তাং পুরীং বারাগসীং যযৌ
 প্রভূতভূতাপৌরাং তাং সাধমাত্তদমানবাম্ ।
 অশেষদুর্গকোষ্ঠাং তাং হুনিরীক্ষ্যাং সুরৈরপি

কৃত্য উৎপাদন করিয়াছে। বহিঃজালা-জটাকুলা এই কৃত্যকে হত্যা কর। বাস বলিলেন,—কৃষ্ণ সেই সময়ে অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি তখন লীলাসহকারে নিজ চক্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন তখন অগ্নিমালা-জটীলাকারে অতি ভীষণ জালা উপারণ করিতে করিতে কৃত্যার নিকট চলিল। তখন সেই মাহেশ্বরী কৃত্য চক্রদ্বারা বিধ্বস্তা হইয়া সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল; চক্রও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। হে মুনিসত্তমগণ! বিষ্ণুচক্র দ্বারা প্রতিহতপ্রভাবা সেই কৃত্য ত্বরান্বিতা হইয়া বারাগসীতেই প্রবেশ করিল। তখন কাশিরাজের প্রচুর বল এবং প্রমথসৈন্য সকল সেই বিষ্ণুচক্রের অভিমুখে অগ্রসর হইল; তাহারা বহুল শস্ত্রাস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকিলেও চক্র নিজ তেজে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া বারাগসীতে প্রবেশপূর্বক সমগ্র পুরীতে মহা অশান্তি উৎপাদন করিল। সেই চক্র প্রভূত ভূতাপৌর-যুতা, অশ্ব-মাতঙ্গ-সমধিতা, বহু দুর্গসুদৃঢ়া, সুরগণেরও হুনিরীক্ষ্যা সেই পুরীকে অল্পকাল মধ্যেই

জালাপরিবৃত্তাশেষগৃহপ্রাকারতোষণাম্ ।
দদাহ তাং পুরীং চক্রং সকলামেব সত্বরম্ ॥ ৪৩
অকীণামৰ্ষমত্যল্লসাধ্যসাধননিম্প্রহম্ ।
তচ্চক্রং প্রক্ষুরদৌপ্তি বিধেয়ভায়াযযৌ করম্
ইতি জীবাঞ্জে পৌণ্ড্রকবাসুদেববধে কালীদাহ-
বর্ণনং সপ্তাদিকবিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ২০৭ ॥

অষ্টাদিকবিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে ভূয়ো বলভদ্রস্ত ধীমতঃ ।
মুনে পরাক্রমঃ শৌর্য্যং তন্মো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥
যমুনাকর্ষণাদীনি শ্রুতান্ত্রাভিরত্র বৈ ।
তৎকথ্যতাং মহাভাগ যদন্তং কৃতবান্ বলঃ ॥ ২
বাস উবাচ ।
শৃণুধ্বং মুনয়ঃ কৰ্ম্ম যদ্রামেণাভবৎকৃতম্ ।
অনন্তেনাপ্রমেয়েন শেষেণ ধরনীভূতা ॥ ৩

সমস্ত গৃহপ্রাকার-তোষণাদিতে জালা পরি-
বৃত্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপে দাহ করিল । চক্রের
পক্ষে সেই তুচ্ছ কার্য সাধিত হইলেও
চক্রের ক্রোধ নিবৃত্তি না হওয়ায় তাহার দাহ-
ম্প্রহা নিবৃত্তি হইল না ; সুতরাং সে দৌপ্তি
পাইতে পাইতেই বিষ্ণুকরে প্রত্যাগত
হইল । ২৮—৪৪ ।

সপ্তাদিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৭ ।

অষ্টাদিক বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে মুনে ! পুনরায়
ধীমান্ বলভদ্রের শৌর্য্য পরাক্রম শুনিতে
ইচ্ছা করি ; তাহা আমাদিগের নিকট
বিস্তাররূপে বলুন । এ বিষয়ে যমুনা-
কর্ষণাদি শুনিয়াছি ; হে মহাভাগ ! বলদেব
আর যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই বলুন ।
বাস বলিলেন,—হে মুনিগণ ! সেই অনন্ত
অপ্রমেয় ধরনীধর শেষকণী রাম আরও
যে কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা জবণ করুন ।

হৃষ্যোধনস্ত তনয়াং স্বয়ম্বরকুতেষণাম্ ।
বলাদাদন্তবান্ বীরঃ সাধো জাহবতীশ্রুতঃ ॥ ৪
ততঃ ক্রুদ্ধা মহাবীৰ্য্যাঃ কর্ণহৃষ্যোধনাদয়ঃ ।
ভীষ্মদ্রোণাদয়শ্চৈব ববন্ধুর্ধ্বি নির্জিতম্ ॥ ৫
তচ্ছ্রুত্বা যাদবাঃ সর্বে ক্রোধঃ হৃষ্যোধনাদিষু ।
মুনয়ঃ প্রতিচক্রুশ্চ তান্ বিহন্তঃ মহোদ্যমম্ ॥ ৬
তান্নিবার্য্য বলঃ প্রাহ মদলোলাকুলাকরম্ ।
মোক্যন্তি তে মমচনাদ্যাস্ত্রাম্যেকো হি কৌরবান্
বলদেবস্ততো গতা নগরং নাগসাহস্রম্ ।
বাহোপবনমধ্যেহুত্ব বিবেশ চ তৎপুরম্ ॥ ৮
বলমাগতমাজ্জায় তদা হৃষ্যোধনাদয়ঃ ।
গামর্ধ্যমুদকঃ চৈব রামায় প্রত্যবেদয়ন্ ।
গৃহীত্বা বিধিবৎসর্গং ততস্তানাহ কৌরবান্ ॥ ৯
বলদেব উবাচ ।
আজ্ঞাপয়তুগ্রসেনঃ সাধমাণ্ড বিমুক্তত ॥ ১০
বাস উবাচ ।
ততস্তদচনঃ শ্রুত্বা ভীষ্মদ্রোণাদয়ো দ্বিজাঃ ।

জাহবতীশ্রুত বীর সাধ, হৃষ্যোধনের তনয়াকে
স্বয়ম্বর স্থলে দর্শন করত বলপূর্বক গ্রহণ
করেন । তাহাতে মহাবীৰ্য্য কর্ণ, হৃষ্যোধন,
ভীষ্ম ও দ্রোণাদি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে
পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন । হে
মুনিগণ ! তাহা শুনিয়া যাদবেরা সকলে
হৃষ্যোধনাদির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে
হননার্থ মহা উত্তম করিলেন । বলরাম
তাঁহাদিগকে নিবারণপূর্বক মদ-লোলাকুল-
বচনে বলিলেন,—“আমি একাকী যাইব ;
কৌরবেরা আমার বাক্যানুসারেই সাধকে
মোচন করিয়া দিবে ।” পরে বলদেব
হস্তিনাপুরে, যাইয়া বাহিরের উপবন মধ্যে
অবস্থান করিলেন ; পুর মধ্যে প্রবেশ করি-
লেন না । তখন হৃষ্যোধনাদি কুরুগণ
বলরামের আগমন সংবাদ জানিয়া গো,
অর্ঘ্য ও উদক পাঠাইয়া দিলেন । তিনি
সেই সকল যথাযোগ্য গ্রহণপূর্বক তাঁহা-
দিগকে কহিলেন,—“উগ্রসেন আজ্ঞা করিতে-
ছেন,—অবিলম্বে সাধকে মোচন কর ।”

কর্ণহর্ষোদনাতাশ্চ চুক্রধ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১১

উচুশ্চ কুপিতাঃ সর্বে বাহ্লিকাদ্যাশ্চ ভূমিপাঃ

অরাজ্যার্থং যদোর্কঃশমবেক্ষ্য মুঘলাযুধম্ ॥ ১২

কৌরবা উচুঃ ।

ভো ভোঃ কিমেতত্তবতা বনভদ্রেয়িতঃ বচঃ ।

আজ্ঞাঃ কুরুকুলোথানাঃ যাদবঃ কঃ প্রদান্ততি

উগ্রসেনোহপি যদ্যাজ্ঞাঃকৌরবাণাং প্রদান্ততি

তদনং পাণ্ডুরৈশ্ছৈনুপযোগ্যৈরলঙ্কৃতৈঃ ॥

তদাচ্ছ বনভদ্র স্বঃ সাধমস্তায়চেষ্টিতম্ ।

বিমোক্ষ্যামো ন ভবতো নোগ্রসেনস্ত শাসনাৎ

প্রণতির্থা কৃতান্মাকং মাত্তানাং কুকুরাঙ্ককৈঃ ।

ন নাম সা কৃতা কেয়মাজ্ঞা স্বামিনি ভূত্যতঃ ॥ ২৬

গর্কমারোপিতা যুয়ং সমানাসনভোজনৈঃ ।

কো দোষো ভবতাং নীতির্থা শ্রীত্যান্মহুপে-

ক্ষিতা ॥ ১৭

১—১০। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ । সেই কথা শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও হর্ষোদন প্রভৃতি কুপিত হইলেন । হে দ্বিজসত্তমগণ । বাহ্লীকাদি ভূপতিগণও অরাজ্যার্থ যত্নবংশের এই রাজোচিত আদেশে ক্রুদ্ধ হইলেন । তখন কৌরবগণ সেই মুঘলাযুধকে কহিলেন,—ওহে বনভদ্র । তুমি এ কি কথা কহিলে ? কুরুকুলোদ্ভবদিগের প্রতি কোন যাদব আজ্ঞা প্রদান করিবে ? উগ্রসেনও যদি কৌরবদিগকে আজ্ঞা করিতে পারে, তাহা হইলে নৃপযোগ্য অলঙ্কারে ও পাণ্ডুর ছায়ে প্রয়োজন কি ? অতএব বনভদ্র । তুমি যাও, অস্ত্রাঘাচারী সাধকে তোমাব কথায় ছাড়িয়া দিব না, আর উগ্রসেনের আদেশও আমরা মান্ত করিব না । আমরা সম্মানার্থ, কুকুরাঙ্ককেরা আমাদিগকেই প্রণতি করিত, এখন দেখিতেছি উহা মিথ্যা ; স্বামীর প্রতি ভূত্যদিগের স্থায় এ আজ্ঞা কিরূপ ? সমান ভোজন উপবেশনাদি হেতু তোমরা গর্কিত হইয়া পড়িয়াছ, তা তোমাদের দোষ কি ? যেহেতু আমরাই নীতি উপেক্ষা করিতেছি । হে বনদেব ।

অস্মাভিরর্চেত্যা ভবতাং যোহয়ং বল নিবেদিতঃ

প্রেমণৈব ন তদান্মাকং কুলাদ্যুদ্ব্যংকুলোচিতম্

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ষ্য কুরবঃ সর্বে নামুৎকৃষ্ট হরেঃ শ্রুতম্ ।

ক্লৈতকনিশ্চয়াঃ সর্বে বিবিণ্ডুর্গজসাহস্রম্ ॥ ১৯

মন্তঃ কোপেন চাচরণঃ ততোহধিকৈপজন্মনা ।

উথায় পার্শ্বা বসুধাং জঘান স হলাযুধঃ ॥ ২০

ততো বিদারিতা পৃথ্বী পার্শ্বাঘাতান্মহাননঃ ।

আক্ষেপিত্যামাস তদা দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ২১

উবাচ চাতিতামাক্ষো ক্রকুটীকুটিলাননঃ ॥ ২১

বনদেব উবাচ ।

অহো মহাবলেপোহয়মসাবাণাঃ হুরাস্বনাম্ ।

কৌরবাণামাধিপত্যমান্মাকং কিল কালজম্ ॥ ২২

উগ্রসেনস্ত যে নাজ্ঞাং মন্তস্তে চাপ্যলজ্জনাম্ ।

আজ্ঞাং প্রতীচ্ছদ্বাশ্চৈব সহ দেবৈঃ শচীপতিঃ ॥

সদাধ্যাস্তে সুবান্মাং তানুগ্রসেনঃ শচীপতেঃ ।

তুমি আমাদিগেবও পূজনীয় এই যে কথা বলিলে, উহা শ্রীতিনিমিত্তই জানিবে । কিন্তু আমাদের কুল হইতে তোমাদের কুলে পূজা প্রয়োগ উচিত নহে । ১৩—১৮। ব্যাস বলিলেন, কুরুগণ এই বলিয়া হরিপুত্রকে পরিত্যাগ করিল না । সকলেই ঐকমত্য অঙ্গসারে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন । তখন সেই হলাযুধ অধিকৈপ হেতু কোপে মন্ত হইয়া উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পার্শ্ব দ্বারা বসুধাতলে আঘাত করিলেন । সেই মহাস্থার পার্শ্ব আঘাতে পৃথ্বী বিদারিতা হইল । তিনি এমন আক্ষেপন করিলেন যে, দিক্ সকল পূর্ণ হইয়া গেল । তিনি ক্রকুটীকুটিলাননে আতানয়নে বলিতে লাগিলেন,—অহো । আমাদের প্রতি অসার হুরায়া কৌরবদিগের যে অধিকৈপ, ইহা নিশ্চয়ই কালপ্রভাবজনিত । স্বাহার আজ্ঞা ধর্ম সহ শচীপতিও প্রতিপালনে উৎসুক, সেই উগ্রসেনের অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা ইহার মানে না । উগ্রসেন শচীপতির সুবান্মা-সত্য সত্য উপবেশন

ধিমুখ্যশতোচ্ছিষ্টে তুষ্টিরেবাঃ নৃপাসনে ॥ ২৪

পারিজাততরোঃ পুষ্পমঞ্জরীর্বাণিতাজনঃ ।

বিভর্তি যন্ত ভূতানাং সোহপ্যেবাং ন

মহীপতিঃ ॥ ২৫

সমস্তভূজাঃ নাথ উগ্রসেনঃ স তিষ্ঠতু ।

অদ্য নিকোরবামুর্কীঃ কুহা যান্তামি তাং পুরীম্

কর্ণঃ তুর্ঘ্যোধনঃ দ্রোণমদ্য ভীষ্মঃ সবার্হলিকম্ ।

তুঃশাসনাদীন্ ভূরিক ভূরিশ্রবসমেব চ ॥ ২৭

সোমদন্তঃ শলঃ ভীমমর্জুনঃ যুধিষ্ঠিরম্ ।

যমজো কৌরবাংশ্চাত্তান হস্তাঃসাধরথার্পান ॥

বীরমাদায় তং সাহঃ সপত্নীকঃ ততঃ পুরীম্ ।

দ্বারকামুগ্রসেনাদীন্ গহা দ্রক্ষ্যামি বান্ধবান্ ॥

অথবা কৌরবাদীনাং সমন্তৈঃ কুরুভিঃ সহ ।

ভারাবতরণে শীঘ্রং দেবরাজেন চোদিতঃ ॥ ৩০

ভাগীরথ্যাং ক্ষিপাম্যাস্ত নগরং নাগসাহস্রয়ম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা ক্রোধরক্তাক্ষস্তালাকোহধোমুখঃ হলম

করেন । এই কৌরবেরা মনুষ্যতোচ্ছিষ্টে নৃপাসনে সজ্জিত ; ইহাদিগকে ধিকৃ । বাহার ভূতাজনেরাও, পারিজাততরুর পুষ্পমঞ্জরী ও উত্তম বনিতা জনে উপসেবিত হইয়া থাকে । হায় ! তিনিও ইহাদিগের চক্ষে মহীপতি নহেন । সর্বভূপতিনাথ উগ্রসেনের কথা কি, আমিই অদ্য পৃথিবীকে নিকোরবা করিয়া নিঃপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইব । অদ্য কর্ণ, তুর্ঘ্যোধন, দ্রোণ, ভীষ্ম, বার্হলীক, তুঃশাসন, ভূরি, ভূরিশ্রবা, সোমদন্ত, শল, ভীম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, যমজ নকুল সহদেব প্রভৃতিকে ও তাহাদিগের অন্ত্যাত্ত পারিষদ-বর্গকে বাজিরথকুঞ্জর সহ হত্যা করিব । পরে বীর শাহকে পত্নীসহ লইয়া নিজ পুরী দ্বারকাতে যাইয়া উগ্রসেনাদি বান্ধবগণকে দেখাইব । অথবা দেবরাজের প্রার্থনা অনুসারে শীঘ্র ভারাবতরণে জন্ত কুরুগণ-সহ কৌরবাদিগের সমস্ত পরিজন-সমবিত্ত এই হস্তিনানগরকে সহর ভাগীরথী জলে নিক্ষেপ করিব । ২৪—৩১ । ব্যাস বলি-

প্রাকারবশ্রে বিস্তৃত চকর্ষ মুষলায়ুধঃ ॥ ৩২

আঘূর্ণিতঃ তৎসহস্রা ততো বৈ হস্তিনাপুরম্ ।

দৃষ্ট্বা সঃ কুরুহৃদয়াশ্চক্ৰুতঃ সর্বকৌরবাঃ ॥ ৩৩

কৌরবা উচুঃ ।

রাম রাম মহাবাহো ক্রম্যতাঃ ক্রম্যতাঃ ত্বয়া ।

উপসংহ্রিয়তাং কোপঃ প্রসাদ মুষলায়ুধ ॥ ৩৪

এষ সাহঃ সপত্নীকস্তন নির্ঘাতিতো বল ।

আবজাতপ্রভাবাণাং ক্রম্যতামপরাধিনাম্ ॥ ৩৫

ব্যাস উবাচ ।

ততো নির্ঘাতয়ামাসুঃ সাহঃ পত্ন্যা সমবিতম্ ।

নিজ্রম্য স্বপুরীং তুর্গং কৌরবা মুনিসন্তমাঃ ॥ ৩৬

ভীষ্মদ্রোণকুপাদীনাং প্রণম্য বদতাং শ্রিয়ম্ ।

ক্ষান্তমেব ময়েত্যাহ বলো বলবতাংবরঃ ॥ ৩৭

অদ্যাপ্যাঘূর্ণিতাকারঃ লক্ষ্যতে তৎপুরং দ্বিজাঃ

এষ প্রভাবো রামস্ত বলশৌধ্যবতো দ্বিজাঃ ॥

লেন,—তালধ্বজ মুষলায়ুধ ক্রোধরক্ত-

নেত্রে এই বলিয়া অধোমুখ হল গ্রহণ-

পূর্বক প্রাকারে বিস্তার করত আকর্ষণ

করিতে লাগিলেন । তাহাতে সেই হস্তিনা-

পুরী আঘূর্ণিত হইয়া উঠিল । তখন

সর্ব কৌরবগণ সংকুক-হৃদয়ে পরস্পর কল-

রব করিতে লাগিল এবং বলবামের

‘নকটে আসিয়া বলিল,—হে রাম । রাম !

মহাবাহো ! ক্রমা কর, ক্রমা কর । হে

মুষলায়ুধ ! কোপ উপসংহার কর ; প্রসন্ন হও ।

হে বলদেব ! এই তোমার শাহকে পত্নীসহ

প্রদান করিতেছি, আমরা তোমার প্রভাব

জানি না, স্মৃতরাং অপরাধী, আমরািগকে

ক্রমা কর । ব্যাস বলিলেন,—মুনিসন্তম-

গণ ! কৌরবেরা নিজ পুরী হইতে সহর

নিজ্রাস্ত হইয়া এইরূপ বলিয়া অবিলম্বে পত্নী-

সমবিত শাহকে প্রদান করিলেন । তখন

বলবান্দিগের প্রধান বলদেব প্রয়োক্তিকারী

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কুপাদিকে প্রণামপূর্বক ‘আমি

ক্রমা করলাম’ এই কথা বলিলেন । হে

দ্বিজগণ ! অদ্যপি সেই হস্তিনাপুরী আঘূর্ণিত-

কার লক্ষিত হয় । হে দ্বিজগণ ! বল-শৌধ্য-

ভূতভ কোরবাঃ সাহঃ সম্পূজ্য হুনিম সহ ।
 প্রেষয়ামাসু কুহাধনভাৰ্যাসমৰিতম্ ॥ ৩৯
 ইতি জীৱাশ্চে বলদেবমাহাৰ্য্যানিরূপণমষ্টাধিক-
 দিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৮ ॥

নবাধিকদিশত তমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

পৃথুধঃ যুনয়ঃ সৰ্কে বলন্ত বলশালিনঃ ।
 কৃতঃ যদন্তদেবাত্তদপি জায়তাং দ্বিজাঃ ॥ ১
 নরকতানুয়েন্ত দেবপক্ষবিৰোধিনঃ ।
 সখাতবমহাবীৰ্য্যো দ্বিবিদো নাম বানরঃ ॥ ২
 বৈরাগ্যবক্তঃ বলবান্ স চকার সুরান্ প্রতি ॥ ৩
 দ্বিবিদ উবাচ ।

নরকং হতবান্ কুৰ্বো বলদৰ্পসমৰিতঃ ।
 কৰিষ্যে সৰ্বদেবানাং তস্মাদেব প্রতিক্রিয়াম্ ॥

ব্যস উবাচ ।

যজ্ঞবিশ্বঃসনং কুৰ্মিন্ মৰ্ত্যালোককৰম্ তথা ।

শালী বলরামের এমনি প্রভাব বটে । তার
 পর কোরবেয়া বিবাহযৌতুক ও পত্নীসহ
 শাশুকে সংকার করিয়া সেই হুলায়ীর
 সহিত প্রেরণ করিলেন । ৩২—৩৯ ।

অষ্টাধিকদিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৮ ।

নবাধিকদিশততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—হে যুনিগণ ! আপনারা
 সকলে শ্রবণ করুন । হে দ্বিজগণ ! বলশালী
 বলদেব আরও যে কার্য্য করিয়াছিলেন,
 তাহাও বলিতেছি, শুনুন । সুরপক্ষবিৰোধী
 অনুয়েন্ত নরকের দ্বিবিদনামে এক মহাবীৰ্য্য
 বানর সখা ছিল । সেই বলবান্ বানর
 সুরগণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিত ।
 সে মনে মনে ভাবিল যে, বল-দৰ্প-সমৰিত
 কৃষ্ণ নরকে নিহত করিয়াছে, অতএব সৰ্ব
 দেবগণের উপর আমি উহার প্রতিশোধ
 গ্রহণ করিব । ∴ চপল বানর এইরূপ

ততো বিশ্বঃসয়ামাস যজ্ঞানজ্ঞানমোহিতঃ ॥ ৫
 বিভেদ সাধুমৰ্য্যাদাঃ কৰ্ম্মক্রে চ দেহিনাম্ ।
 দদাহ চপলো দেশঃ পুরগ্রামান্তরাণি চ ॥ ৬
 কচিচ্চ পৰ্ব্বতক্ষেপাদগ্রামাদৌন্ সমচূৰ্ণয়ৎ ।
 শৈলাস্তুংপাট্য তোয়েষু যুমোচাস্থনিধৌ তথা ॥ ৭
 পুনশ্চাৰ্ণবমধ্যাহ্নঃ কোভয়ামাস সাগরম্ ।
 তেনাতিকোভিতশ্চাক্রিক্বেলো জায়তে দ্বিজাঃ
 প্রাবয়ন্তীৰজান্ গ্রামান্ পুরাদৌনতিবেগবান্ ॥ ৮
 কামরূপং মহারূপং কুহা শস্তান্তনেকশঃ ।
 লুঠন্ ভ্রমণসমর্দৈঃ সচূৰ্ণয়তি বানরঃ ॥ ৯
 তেন বিপ্রকৃতঃ সৰ্ব্বঃ জগদেহদুরাস্তনা ।
 নিঃস্বাধ্যায়বঘটকারঃ দ্বিজাশাসীৎ সূহঃখিতাঃ ॥
 কদাচিত্তৈবতোদ্যানে পপৌ পানং হলায়ুধঃ ।
 রেবতী চ মহাভাগা তথৈবান্তা বরস্থিয়ঃ ॥ ১১
 উদগীয়মানো বিলসন্তনামৌলিমধ্যগঃ ।

চিত্তা করিয়া অজ্ঞান-মোহবশতঃ মৰ্ত্যালোকে
 যজ্ঞ বিশ্বঃসন ও জনগণের কৰ্মসাধন
 করিতে লাগিল । সে সাধুমৰ্য্যাদা লজ্জন-
 পূৰ্ব্বক দেশপুর-গ্রামাদি দাহ করত দেহী-
 দিগের বিনাশে নিরত হইল । সে কোথাও
 পৰ্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া গ্রাম সকল চূর্ণ
 করিতে লাগিল ; শৈল সকল উৎপাটন
 করিয়া জলাশয়সুহে, ও জলনিধি মধ্যে
 নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; কখনও বা
 অৰ্ণব মধ্যে নিমগ্ন হইয়া সাগরকে সংকো-
 ভিত করিতে লাগিল । হে দ্বিজগণ ! তৎ-
 কৰ্ত্তৃক উক্তরূপে কোভিত বারিধি উদ্বেল
 হইয়া ভীৰু গ্রাম-পুরাদি অতি-বেগে প্রাবিত
 করিতে লাগিল । সেই কামরূপ বানর
 বিশালবপুঃ ধারণপূৰ্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত
 নানাবিধ শস্ত সমর্দিত, লুণ্ঠিত ও চূর্ণিত
 করিতে লাগিল । সেই দুরাশ কৰ্ত্তৃক এইরূপে
 বিপ্রকৃত হইয়া সৰ্ব্ব জগৎ স্বাধ্যায়-বঘটকার-
 হীন হইয়া পড়িল । ১—১০ । তাহাতে
 দ্বিজগণ অতিমাত্র হুঃখিত হইলেন । হে
 মহাভাগগণ ! একদা হলায়ুধ রেবতী সহ
 অস্তান্ত বরস্বীগণে পরিকৃত হইয়া বৈরত

রেমে যত্নবরশ্রেষ্ঠঃ কুবের ইব মন্দরে ॥ ১২

ততঃ স বানরোহভ্যেত্য গৃহীত্বা সৌমিণো

হনম্ ।

মুঘলঞ্চ চকারান্ত সমুখঃ স বিড়ম্বনাম্ ॥ ১৩

তথৈব যোষিতাঃ তাসাং জহাসাভিমুখঃ কপিঃ ।

পানপূর্ণাংশ্চ করকান্চিক্কেপাহত্য বৈ পদা ॥ ১৪

ততঃ কোপপরীতাঙ্ক ভৎসয়ামাস তং বলঃ ।

তথাপি তমবজ্রায় চক্রে কিলকিলাধ্বনিম্ ॥ ১৫

ততঃ সমুখায় বলো জগৃহে মুঘলং ক্রমা ।

সৌহপি শৈলশিলাঃ ভীমাঃ জগ্রাহ প্রবগোক্তমঃ

চিক্কেপ চ স তাং কিশ্তাঃ মুশলেন সহস্রধা ।

বিভেদ যাদবশ্রেষ্ঠঃ সা পপাত মহীতলে ॥ ১৭

অপতনমুঘলং চাসৌ সমুদ্রজ্য প্রবজ্রমঃ ।

বেগেনায়ম্য রোষণে বলেনোরন্ততাড়য়ৎ ॥ ১৮

পক্ষতোদ্যানে পানে প্রবৃত্ত হন । বিনাস-
শালিনী ললনাগণের মধ্যস্থ সেই যত্নবরশ্রেষ্ঠ
গান করিতে করিতে মন্দর, পক্ষতস্থ কুবেরবৎ
বিহার করিতেছিলেন ; সেই বানর সেই সময়ে
আসিয়া সৌরপাণির হন ও মুঘল গ্রহণ
করিয়া তাঁহার সমুখে পরিচালন করত তদীয়
বিরক্তি উৎপাদন করিল । সেই কপি সেই
সকল রমণীগণের অভিমুখে হস্ত করিতে
লাগিল, পানপূর্ণ পাত্র সকল পদাঘাতে
কেলিয়া দিতে লাগিল । তাহার এইরূপ
আচরণে বলদেব কোপপূর্ণচিত্তে তাহাকে
ভৎসনা করিতে লাগিলেন । সে তাহাতে
তাঁহাকে অবজ্রা করত কিলকিলাধ্বনি
করিয়া উঠিল । তখন বলদেব রোষবশে
উখিত হইয়া মুঘল গ্রহণ করিলেন । সেই
প্রবগোক্তমও ভীম শৈলশিলা ধারণপূর্বক
নিক্কেপ করিল । যাদবশ্রেষ্ঠ মুঘলাঘাতে
সেই শিলাকে সহস্রধা বিভক্ত করিলে
উহা মহীতলে পতিত হইল । সেই প্রবজ্রম
মুঘলোদ্রজনপূর্বক সবেগে নিকটবর্তী
হইয়া রোষবশে বলদেবের উক্কেলে তাড়না
করিল । বলদেব তখন সকোপে তদীয়

ততো বলেন কোপেন মুষ্টিনা যুদ্ধি ভাঙিতঃ ।

পপাত কধিরোদগারৌ বিবিদঃ কৌণজীবিতঃ ।

পততা তচ্ছরীরেণ গিরেঃ পূঙ্গবদীৰ্ঘত ॥ ২০

মুনয়ঃ শতধা বজ্রিবজ্রেণেব হি ভাঙিতম্ ॥ ২০

পুঙ্গবৃষ্টিঃ ততো দেবা রামস্তোপরি চিক্কেপুঃ ॥

প্রশশঃসুস্তদাভ্যেত্য সাধেতস্তে মহৎকৃতম্ ॥

অনেন দৃষ্টকপিণা দৈত্যপক্ষেপকারিণা ।

জগন্নিরাকৃতং বৌর দিষ্ট্যা স ক্রয়মাগতঃ ॥ ২২

ব্রাস উবাচ ।

এবংবিধান্তনেকানি বলদেবস্ত ধীমতঃ ।

কৰ্ম্মাণ্যপরিমেয়ানি শেষস্ত ধরনীভূতঃ ॥ ২৩

ইতি জীবাঞ্জে বিবিদবানরবধবর্ণনঃ নবাধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

মস্তকে মুষ্টি প্রহার করিলেন । সেই বিবিদ
তাহাতে কধির করণ করিতে করিতে
কৌণজীবন হইয়া পতিত হইল । হে মুনি-
গণ! তাহার শরীরপতনে তত্রত্য গিরিশৃঙ্গ
বজ্র-বজ্র-ভাঙিতবৎ শতধা বিভীর্ণ হইয়া
গেল । তখন দেবগণ রামের উপরে পুঙ্গ-
বৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং নিকটবর্তী
হইয়া প্রশংসাপূর্বক বলিতে লাগিলেন যে,
আপনি অতি সাধু কাৰ্য্য করিয়াছেন ।
ঐ দৃষ্ট বানর দৈত্যপক্ষের উপকারী হইয়া
জগতের অনিষ্ট সাধন করিত ; এক্ষণে যে
এ বানর ক্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা অতি
সুখের বিষয় । ব্রাস বলিলেন,—শেষ
ধরনীধর জীমান্ বলদেবের এইরূপ অপরি-
মেয় অনেক কাৰ্য্য আছে । ১১—২৩।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০২ ॥

দশ বিকশিততমোহধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ ।

এবং দৈত্যবধঃ কৃকো বলদেবসহায়বান্ ।
চক্রে দৃষ্টাক্ষীশানাং তথৈব জগতঃ কৃতে ॥১
কিভেষু ভারঃ ভগবান্ কাক্ষতেনে সমং বিভূঃ
অবতারয়ামাস হরিঃ সমস্তাক্ষৌহীনীবধাৎ ॥ ২
কৃতা ভারাবতরণঃ ভুবো হত্যাখিলামুগান ।
শাপব্যাজেণ বিপ্রাণামুপসংহৃতবান্ কুলম্ ॥৩
উৎসৃজ্য দ্বারকাং কৃকস্যাত্মা মানুষ্যমাত্মভূঃ ।
হাংশো বিষ্ণুমদং স্থানং প্রবিবেশ পুনর্নিজম্ ॥

মুনয় উচুঃ ।

স বিপ্রশাপব্যাজেণ সঞ্জয়ে স্বকুলং কথম্ ।
কথঞ্চ মানুষ্যং দেহমুৎসর্জ্য জনাধিনঃ ॥ ৫

ব্যাস উবাচ ।

বিশ্বামিত্রস্তথা কথো নারদশ্চ মহামুনিঃ ।
পিণ্ডারকে মহাতীর্থে দৃষ্টা যদুকুমারকৈঃ ॥ ৬

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—জগতের হিতসাধন নিমিত্ত কৃক, বলদেবের সহায়ে এইরূপে দৈত্যগণের ও দৃষ্ট রাজগণের বধ সাধন করিয়াছিলেন । বিভূ ভগবান্, অর্জুনের সহযোগে সমস্ত কৌরবাক্ষৌহীনী নিপাত করিয়া পৃথিবীর ভারাতরণ করেন । তিনি সমস্ত নৃপগণকে হত্যা করিয়া ভূমির ভারাবতরণপূর্বক বিপ্র-শাপ ছলে নিজ কুলের উপসংহার করেন । আত্মভূ কৃক তাহার পর দ্বারকা পরিত্যাগ করত মন্ত্রম্যদেহ পরিহার করিয়া বিষ্ণুময় স্বায় অংশে পুনরায় নিজস্থানে প্রবেশ করিল । মুনীগণ বলিলেন,—সেই জনাধিন কি প্রকারে বিপ্রশাপছলে নিজ কুলের সংহার করিয়াছিলেন? কিরূপেই বা মানুষ্য দেহ সমুৎসর্জন করিলেন? ব্যাস বলিলেন,—একদা পিণ্ডারক মহাতীর্থে বিশ্বামিত্র, কথ ও মহামুনি নারদকে দেখিয়া যৌবনোন্নত যদুকুমারেরা ভাবী কার্য দ্বারা

ততস্তে যৌবনোন্নতা ভাবিকার্য্যপ্রচোদিতাঃ ।

সাহং জাহবতীপুত্রঃ ভূষয়িত্বা স্ত্রিয়ং যথা ।

প্রমত্তান্তানুনীনুচুঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥ ৭

কুমারা উচুঃ ।

ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামা তু প্রভো কিং জনয়িষ্যতি ॥

ব্যাস উবাচ ।

দব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে বিপ্রলকা কুমারকৈঃ ।

শাপং দহন্তদা বিপ্রান্তেষাং নাশায় সুব্রতাঃ ॥৯

মুনয়ঃ কুপিতাঃ প্রোচুমুঘলং জনয়িষ্যতি ।

যেনাখিলকুলোৎসাদো যাদবানাং ভবিষ্যতি ॥

ইত্যুভাটন্তঃ কুমারান্ত আচচক্ষুর্ধখাতথম্ ।

উগ্রসেনায় মুঘলং জজ্ঞে সাহস্র চোদরাৎ ॥১১

তদুগ্রসেনো মুঘলময়চূর্ণমকারয়ৎ ।

জজ্ঞে তচ্চৈরকা চূর্ণং প্রক্ষিপ্তং বৈ মহোদধৌ ॥

মুঘলস্তাথ লৌহস্ত চূর্ণিতস্তাস্তকৈর্বিজাঃ ।

খণ্ডং চূর্ণয়িতুং শেকুর্নৈব তে তোমরাকৃতি ॥ ১৩

তদপ্যস্থনিধৌ ক্ষিপ্তং মৎস্তো জগ্রাহ জালিভিঃ

প্রেরিত হইয়া জাহবতীসুত শাহকে স্ত্রী-লোকের আয় ভূষিত করিয়া। তাঁহাদের নিকট গমনপূর্বক প্রণিপাতপুরঃসর বলিল,—হে প্রভুগণ! এই কামিনী পুত্রকামা, ইনি কি প্রসব করিবেন? ব্যাস বলিলেন,—হে মুনীগণ! সেই দিব্য-জ্ঞানোপপন্ন সুব্রত মুনীগণ কুমারগণ কর্তৃক প্রভা-রিত হইয়া তাহাদিগকে তখন শাপ প্রদান করিলেন । তাঁহারা কুপিত হইয়া বলিলেন যে,—এই কামিনী মুঘল প্রসব করিবে, তাহা দ্বারা যাদবদিগের অখিল কুল উৎসাদিত হইবে ১—১০ । কুমারগণ এইরূপ উক্ত হইয়া উগ্রসেনের সমীপে গিয়া যথাযথ বর্ণন করিল । যথাকালে শাহের উদর হইতেও একটি মুঘল উৎপন্ন হইল । উগ্রসেন সেই লৌহ মুঘলটী চূর্ণ করাইয়া মহা-সাগরে প্রক্ষেপ করাইলেন । সেই চূর্ণ সাগরতীরে এরকাকারে জন্মিল । হে দ্বিজগণ! সেই লৌহ-মুঘল চূর্ণিত করিলেও উহার যে তোমরাকৃতি অল্প অবশেষ

ঘাতিতশোদরাস্তী লুকে জগ্ৰাহ ভজ্জরা ॥১৪
বিজ্ঞাতপরমার্থোহপি ভগবান্ধৃশ্রদনঃ ।
নৈচ্ছতদন্তথা কর্তুং বিধিনা যৎসমাহৃতম্ ॥ ১৫
দেবৈশ্চ প্রহিতো দূতঃ প্রণিপত্যাহ কেশবম্ ।
রহস্তেবমহং দূতঃ প্রহিতো ভগবন্ শূরৈঃ ॥১৬
বশ্মশ্রিমক্ৰদাদিত্যরুদ্রসাধ্যাদিভিঃ সহ ।
বিজ্ঞাপয়তি বঃ শক্রস্তদিশঃ ক্ষয়তাং প্রভো ॥
দেবা উচুঃ ।

ভারাবতরণার্থায় বর্ধাগামধিকং শতম্ ।
ভগবানবতীর্ণোহত্র ত্রিদশৈঃ সম্প্রসাদিতঃ ॥ ১৮
হৃষ্টা নিহতা দৈত্য্য ভুবো ভারোহবতারিতঃ ।
ত্বয়া সনাথাস্ত্রিদশা ব্রজন্ত ত্রিদিবেশতাম্ ॥ ১৯
তদতীতং জগন্নাথ বর্ধাগামধিকং শতম্ ।

রহিল; অন্ধকগণ কোনরূপেই তাহাকে
চূর্ণিত করিতে পারিল না। শূররাং
তাহা অশ্বনিধিমধ্যে নিক্ষেপ করিল। এক
মৎস্ত তাহা ভক্ষণ করিল। জালিকগণ
সেই মৎস্ত বিনষ্ট করিলে তাহার উদরগত
লৌহখণ্ডকে জরানামক জনৈক লুক্ক গ্ৰহণ
করিল। ভগবান্ মধুশ্রদন প্রকৃত তত্ত্ব
অবগত থাকিলেও বিধাতা যাহা সজ্জটন
করিতেছেন, তাহার অন্তথা করিতে ইচ্ছা
করিলেন না। এদিকে একদা দেবগণ-
প্রেরিত এক দূত আসিয়া নির্জনে জনা-
র্দনকে প্রণিপাতপূর্বক কহিল,—হে ভগবন্!
আমি সুরগণপ্রেরিত দূত। বশু, অশ্বি, মক্ৰুৎ,
আদিত্য, রুদ্র, সাধ্যাদিসহ শক্র আমার মুখে
আপনাকে যাহা জানাইয়াছেন, হে প্রভো!
ত্রিদশগণ কর্তৃক সম্প্রসাদিত হইয়া তাহা
ব্রবণ করুন। দেবগণ বলিয়া দিয়াছেন যে,
তুমি ভারাবতারণার্থ এখানে শতাধিক বর্ষ
অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনাকর্তৃক হৃষ্টত
দৈত্যগণ নিহত, ধরণীর ভার অবতারিত
ও ত্রিদশগণ সনাথ হইয়াছেন। এক্ষণে
তাঁহারা স্বর্গৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হউন। হে
জগন্নাথ! এখানে শতাধিক বর্ষ অতীত

ইদানীং গম্যতাং স্বর্গো ভবতা যদি রোচতে ॥
দেবৈর্বিজ্ঞাপিতে। দেবোহপ্যথাত্রেব রতিস্তব ।
তৎ স্বীয়তাং যথাকালমাধ্যমমুজীবতিঃ ॥২১
শ্রীভগবানুবাচ ।

যজ্ঞমাথাখিলং দূত বেদ্যি চৈতদহং পুনঃ ।
প্রারক এব হি ময়া যাদবানামপি ক্ষয়ঃ ॥ ২২
ভুবো নামাতিভারোহয়ং যাদবৈরনিবহিতৈঃ ।
অবতারং করোম্যস্মৈ সপ্তরাত্রেণ সত্বরঃ ॥ ২৩
যথাগৃহীতং চাত্তোধো হুত্বাহং দ্বারকাং পুনঃ ।
যাদবানুপসংহৃত্য যাস্তামি ত্রিদশালয়ম্ ॥ ২৪
মমুদ্যদেহমুৎসৃজ্য সঙ্কর্যণসহায়বান্ ।
প্রাপ্ত এবাম্মি মন্তব্যো দেবেশ্রেণ তথা শূরৈঃ
জরাসন্ধাদধো যেহন্তে নিহতা ভারহেতবঃ ।
ক্ষিতেস্তেভ্যঃ স ভারো হি যদূনাং সমধীযত ॥
তদেতৎ স্মমহাভারমবতার্য্য ক্ষিতেরহম্ ।
যাস্তাম্যমরলোকস্ত পালনায় ব্রবীহি তান্ ॥২৭

হইল; অতএব যদি আপনার কুচি হয়,
তবে স্বর্গে গমন করুন। দেবগণের এই
বিজ্ঞাপন শুনিলেন; তথাপি যদি আপ-
নার এই ভূতলে রতি থাকে, তাহা হইলে
থাকুন; যথাকালে অনুজীবীদিগকে বলি-
বেন। ১১—২১। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে
দূত! তুমি যাহা বলিলে, ইহা আমিও জানি।
তদনুসারে আমি যাদবদিগেরও ক্ষয়-
সাধনের উদ্যোগ করিয়াছি। এই অনিবাধ্য
যাদবগণই ধরণীর অতি ভারভূত, আমি
ত্বরা সহকারে সপ্ত রাত্রেই ইহা অবতারিত
করিব। যাদবগণের সংহার করিয়া
দ্বারকা পুরীকেও যথাগৃহীত বারিধি জলে
প্লাবিত করাইয়া পুনরায় ত্রিদশালয়ে যাইব।
দেবেশ্রে ও সুরগণ মনে করুন—আমি যেন
মমুদ্য দেহ পরিহারপূর্বক সঙ্কর্যণ সহায়ে
তথায় উপস্থিতই হইয়াছি। জরাসন্ধ
প্রভৃতি ভারভূত আরও যাহারা যাহারা
নিহত হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষাও এই
যাদবেরাই ক্ষিতির সমধিক ভার। ধরণীর
এই স্মমহান্ ভার অবতারণ করিয়া অমর-

বাস উবাচ ।

ইত্যুক্তো বাসুদেবেন দেবদূতঃ প্রণম্য তম্ ।
দ্বিজাঃ স দিব্যায়া গত্যা দেবরাজান্তিকং যযৌ
ভগবানপ্যথোৎপাতান্ দিব্যান্

ভৌমাস্তরিকগান্ ।

দদর্শ দ্বারকাপুয়াং বিনাশায় দিবানিশম্ ॥২৯
তান্ দৃষ্ট্বা যাদবানাহ পশুধ্বমতিদাক্ষণান্ ।
মহোৎপাতান্ শমায়ৈষাং প্রভাসং যাম মা চিরম্

বাস উবাচ ।

মহাভাগবতঃ প্রাহ প্রণিপত্যোদ্ধবো হরিম্ ॥৩১

উদ্ধব উবাচ ।

ভগবন্ যন্ময়া কার্য্যং তদাজ্ঞাপয় সাম্প্রতম্ ।
যন্তো কুলমিদং সৰ্ব্বং ভগবান্ সংহরিস্যাতি ।
নাশায়াস্ত নিমিত্তানি কুলস্ত্যচ্যুত লক্ষ্যে ॥৩২

শ্রীভগবানুবাচ ।

গচ্ছ অং দিব্যায়া গত্যা যৎপ্রসাদসমুখয়া ।
বদরীমাশ্রমং পুণ্যং গচ্ছমাধনপৰ্বতে ॥ ৩৩

লোকের পালনার্থ আমি প্রস্থান করিব ।
এই কথা তাঁহাদিগকে বলিও । বাস
বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! বাসুদেব কর্তৃক
এইরূপ উক্ত হইয়া সেই দেবদূত প্রণতি-
পূর্বক দিব্য গতিতে দেবরাজসমীপে
প্রস্থান করিল । ২২—২৮ । এদিকে ভগ-
বান্ও দ্বারকা পুরীতে দিবানিশ বিনাশ-
সূচক দিব্য ভৌম, ও আন্তরিক উৎপাত
সকল দর্শন করিতে লাগিলেন । তদ-
র্শনে যাদবদিগকে বলিলেন,—এই অতি
দাক্ষণ অশেষ মহোৎপাত দর্শন কর, ইহার
প্রশমনার্থ আমরা প্রভাসে যাইব, বিলম্ব
প্রয়োজন নাই । বাস বলিলেন,—তখন
মহাভাগবত উদ্ধব হরিকে প্রণতি করিয়া
বলিল,—হে ভগবন্! সাম্প্রতি আমার যাহা
কর্তব্য, তাহা উপদেশ করুন । আমার
মনে হয়, ভগবান্ এই সমগ্র কুলে সংহার
করিবেন । হে অচ্যুত! এই কুলের বিনাশ-
হেতু লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে ।
শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার প্রসাদজনিত

নরনারায়ণস্থানে পবিত্রিতমহীতলে ।

মগ্ননা যৎপ্রসাদেন তত্র সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ৩৪
অহং স্বর্গং গমিস্যামি উপসংহৃত্য বৈ কুলম্ ।
দ্বারকাঞ্চ যয়া ত্যক্তাঃ সমুদ্রঃ প্রাবণিস্যাতি ॥৩৫

বাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যৈতং জগাম স তদোদ্ধবঃ ।
নরনারায়ণস্থানং কেশবেনানুমোদিতম্ ॥ ৩৬
ততস্তে যাদবাঃ সৰ্ব্বে রথানাক্রম্য শীঘ্রগান্ ।
প্রভাসং প্রযুঃ সার্কং কুরুরামাদিভির্দ্বিজাঃ ॥ ৩৭
প্রাপ্য প্রভাসং প্রযতা শ্রীতান্তে কুরুদ্বিজাঃ ।
চক্ৰস্তত্র সুরাপানং বাসুদেবানুমোদিতাঃ ॥৩৮
পিবতাং তত্র বৈ তেষাং সজ্জর্ষণেণ পরস্পরম্ ।
যাদবানাং ততো জজ্ঞে কলহাগ্নিঃ ক্রয়াবহঃ ॥৩৯
জয়ঃ পরস্পরং তে তু শত্রৈর্দৈববলাৎকৃতাঃ
কৌণশস্ত্রা জগৃহুঃ প্রত্যাঙ্গনামথৈরকাম্ ॥ ৪০
এরকা তু গৃহীতা তৈর্বজ্রভূতেব লক্ষ্যতে ।

দিব্য গতি দ্বারা তুমি গচ্ছমাধন পৰ্বতে
পুণ্য বদরিকাশ্রমে গমন কর । নরনারা-
য়ণের নিবাসস্থান সেই অতি পবিত্র ক্ষেত্রে
মগ্ননা হইয়া যৎপ্রসাদে সিদ্ধি প্রাপ্ত
হইবে । আমি কুল উপসংহৃত করিয়া
স্বর্গে যাইব । যৎপরিত্যক্ত দ্বারকা পুরী-
কেও সাগর প্রাবিত করিবে । বাস
বলিলেন,—সেই উদ্ধব এইরূপ উক্ত হইয়া
তখন তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক কেশবানুমো-
দিত নর নারায়ণ-স্থানে প্রস্থান করিলেন ।
হে দ্বিজগণ! পরে যাদবেরা সকলে কুরু-
রামাদি সহ শীঘ্রগামী রথসমূহে আরোহণ-
পূর্বক প্রভাসে প্রয়াণ করিলেন । ২৯—৩৭ ।
সেই কুরুদ্বিজগণ প্রভাসে যাইয়া নানা-
পূর্বক প্রযত হইল । পরে বাসুদেবের অনু-
মোদন-অনুসারে সুরাপান আরম্ভ করিল ।
সেই যাদবগণ সুরাপান করিতে থাকিলে,
পরস্পর বিবাদহেতু তাহাদিগের ক্রয়াবহ
কলহাগ্নি উৎপন্ন হইল । তখন তাহারা
দৈব প্রেরিত হইয়া শস্ত্রাস্ত্র পরস্পর প্রহার
করিতে লাগিল । ক্রমে কৌণশস্ত্র হইয়া

তয়া পরস্পরং জয়ঃ সম্প্রহারৈঃ সুদাক্ষণৈঃ ॥
 প্রহায়াসাহপ্রমুখাঃ কৃতবর্ষাথ সাত্যকিঃ ।
 অনিরুদ্ধাদয়শ্চাত্তে পৃথুবিপৃথুরেব চ ॥ ৪২
 চাক্রবর্ষা সুচাক্র চ তথাকুরাদয়ো দ্বিজাঃ ।
 এরকারূপিভির্বজ্জৈস্তে নিজয়ঃ পরস্পরম্ ॥ ৪৩
 নিবারয়ামাস হরিষাদবাস্তে চ কেশবম্ ।
 সহায়ং মেনিরে প্রাপ্তং তে নিজয়ঃ পরস্পরম্
 ক্রোধোহপি কুপিতস্তেষামেরকামুষ্টিমাদদে ।
 বধায় তেষাং মুষলং মুষ্টিলোহমভূতদা ॥ ৪৫
 জযান তেন নিঃশেষানাততায়ী স যাদবান্ ।
 জয়ন্ত সহসাত্যেত্য তথাস্তে তু পরস্পরম্ ॥
 ততশ্চারণবমধ্যেন জৈত্রোহসৌ চক্রিণো রথঃ ।
 পশ্চতো দাক্ষকশ্চাত্ত হতোহৈবদ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৪৭
 চক্রং গদা তথা শার্ঙ্গং তুণী শঙ্খোহসিরেব চ
 প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা জয়ুরাদিত্যবর্ষনা ॥ ৪৮
 কণমাত্রেণ বৈ তত্র যাদবানামভূৎ ক্ষয়ঃ ।

নিকটস্থ সেই এরকা সকল গ্রহণ করিল।
 তাহাদের পরিগৃহীত সেই এরকা সকল
 বজ্রবৎ লক্ষিত হইয়াছিল। তদ্বারা তাহারা
 সুদাক্ষণ সম্প্রহার করিয়া পরস্পরের বধ-
 সাধন করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ!
 প্রহায়া, শাহ, কৃতবর্ষা, সাত্যকি, অনিরুদ্ধ,
 পৃথু, বিপৃথু, চাক্রবর্ষা, সুচাক্র এবং অকুরাদি
 অন্তান্ত সকলেই সেই এরকারূপী বজ্র দ্বারা
 পরস্পর হনন করিতে লাগিল। তখন ক্রক
 কুপিত হইয়া তাহাদিগের বধার্থ এরকামুষ্টি
 গ্রহণ করিলেন। উহা তাঁহার হস্তগত
 হইয়া লৌহ-মুহলাকারে পরিণত হইল।
 আততায়ী ক্রক তাহা দ্বারাই যাদবগণের
 হননসাধন করিতে লাগিলেন। অন্তান্ত
 সকলেও তুরা সহকারে সেই এরকা দ্বারাই
 পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল। হে দ্বিজ-
 সন্তমগণ! সেই সময়ে চক্রপাণির সেই
 জৈত্র রথ দাক্ষকের সমক্ষেই অগ্নিগণ কর্তৃক
 সহসা অর্ণবমধ্যে অপহৃত হইল। ত্রিককের
 চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, শঙ্খ ও অসি তাঁহাকে
 প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশ-পথে অতর্কিত

ঋতে ক্রকঃ মহাবাহুঃ দাক্ষকঃ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৯
 চতুক্রম্যমাণৌ তৌ রামঃ বৃক্ষমূলকৃতাসনম্ ।
 দদৃশাতে মুখাচ্চাত্ত নিজামস্তঃ মহোরগম্ ॥ ৫০
 নিজম্য স মুখাচ্চাত্ত মহাভোগো ভূজঙ্গমঃ ।
 প্রযাতশ্চারণং সিদ্ধৈঃ পূজ্যমানস্তথোরগৈঃ ॥ ৫১
 তমর্ঘ্যমাদায় তদা জলধিঃ সম্মুখং যযৌ ।
 প্রাববেশ চ ততোয়ং পূজিতঃ পরগোত্তমৈঃ ।
 দৃষ্টা বলস্ত নির্যায়ং দাক্ষকঃ প্রাহ কেশবঃ ॥ ৫২
 শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং সর্বং তুমাচক্ষু বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ ।
 নির্যায়ং বলদেবস্ত যাদবানাং তথা ক্ষয়ম্ ॥ ৫৩
 যোগে স্থিহাহমপ্যেতৎপরিত্যক্ত্য কলেবরম্
 বাচ্যন্ত দ্বারকাবাসী জনঃ সর্বস্তথাহকঃ ॥ ৫৪
 যথেষ্টাঃ নগরীঃ সর্বাঃ সমুদ্রঃ প্রাবয়িষ্যতি ।
 তস্মাদ্রথৈঃ সুসজ্জৈস্ত প্রতীকৈঃ। হর্জুনাগমঃ
 ন হেষ্যং দ্বারকামধ্যে নিজ্রান্তে তত্র পাণ্ডবে ।

হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই স্থলে কণ-
 কালমধ্যেই মহাবাহু ক্রক ও দাক্ষক ব্যতীত
 সমস্ত যাদবগণের ক্ষয় হইল। ৩৮—৪৯।
 তাঁহারা উভয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে বল-
 রামকে বৃক্ষমূলে আসন-বন্ধনে উপবিষ্ট
 দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—উঁহার
 মুখ হইতে একটা মহোরগ নির্গত হইতেছে।
 সেই মহাভূজঙ্গম তাঁহার মুখ হইতে নির্গমন-
 পূর্বক উরগ ও সিদ্ধগণে পূজ্যমান হইয়া
 অর্ণবমধ্যে যাইতে লাগিল। জলধি তখন অর্ঘ্য
 লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই
 সর্প অন্তান্ত পরগণ দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া
 জলধিজলে প্রবেশ করিলেন। বলদেবের
 এই প্রকার নির্যায় দর্শন করিয়। কেশব দাক্ষ-
 ককে বলিলেন,—বলদেবের নির্যায় ও যাদব-
 দিগের ক্ষয় এই সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি বসুদেব ও
 উগ্রসেনকে বলিও। আমিও যোগ দ্বারা এই
 কলেবর পরিহার করিব। আর দ্বারকাবাসী
 সমস্ত জনগণকে এবং আহককে বলিও যে,
 ঐ সমগ্রা নগরীকে সমুদ্র প্রাবিত করিবে।
 অতএব সকলেই যেন সুসজ্জিত রথে

তেনৈব সহ গন্তব্যং যজ য়তি স কৌরবঃ ॥৫৬
 গহ্বা চ ক্রহি কৌন্তেয়মর্জুনঃ বচনং মম ।
 পালনীয়ং শক্ত্যা জনোহয়ং মংপরিগ্রহঃ ॥৫৭
 ইত্যর্জুনেন সহিতো দ্বারবত্যাং ভবান্ জনম্ ।
 গৃহীত্বা যাতু বজ্রশ্চ যদ্রাজো ভবিষ্যতি ॥ ৫৮
 ইতি শ্রীভ্রাতৃশ্রীকৃষ্ণচরিতে শ্রীকৃষ্ণনিজধাম-
 গমননিক্রপণং দশাধিকদ্বিশততমো-
 -অধ্যায়ঃ ॥ ২১০ ॥

একাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায় ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাক্রো দারুকঃ কৃষ্ণং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ।
 প্রদক্ষিণঞ্চ বহুশঃ কৃত্বা প্রায়াদ্যথোদিতম্ ॥ ১
 স চ গহ্বা তথা চক্রে দ্বারকায়াং তথার্জুনম্ ।
 আনিনায় মহাবুদ্ধিঃ বজ্রং চক্রে তথা নৃপম্ ॥ ২

আরোহণপূর্বক অর্জুনের আগমন প্রতীক্ষা করেন; সেই পাণ্ডব নিষ্ক্রান্ত হইলে, আর যেন দ্বারকা মধ্যে থাকেন না। সেই কৌরব যেখানে যান, সকলেরই তাঁহার সহিত যাওয়া কর্তব্য। আর তুমি যাইয়া কৌন্তেয় অর্জুনকে আমার এই বাক্য বলিও যে,—তুমি শক্তি অনুসারে আমার পরিজনবর্গকে পালন করিও। তুমি অর্জুনকে এই বলিয়া তাঁহার সহিত দ্বারকায় যাইয়া বজ্রকে লইয়া যাইবে। বজ্রই যদুবংশের রাজা হইবে। ৫০—৫৮।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১০ ।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—দারুক এইরূপ উক্ত হইয়া কৃষ্ণকে বহুবার প্রদক্ষিণ ও পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করিয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রস্থান করিলেন। তিনি যাইয়া কৃষ্ণাদিষ্ট সমস্ত কার্য্য করিলেন—মহাবুদ্ধি অর্জুনকে দ্বারকায় আনিলেন এবং বজ্রকে যদু-

ভগবানপি গোবিন্দো বাসুদেবাত্মকঃ পরম্ ।
 ব্রহ্মাত্মনি সমারোপ্য সর্বভূতেষু ধারয়ৎ ॥ ৩
 স মানয়ন্ দ্বিজবচো তুর্কাসা যদুবাচ হ ।
 যোগযুক্তোহভবৎপাদং কৃত্বা জাহ্নুনি সন্তপাঃ ৪
 সম্প্রাপ্তো বৈ জরা নাম তদা তত্র স লুক্ককঃ ।
 মুঘলশেষলোহস্ত সায়কং ধারয়ন্ পরম্ ॥ ৫
 স তৎপাদং যুগাকারং সমবেক্ষ্য ব্যবস্থিতঃ ।
 ততো বিব্যাধ তেনৈব তোমরেণ দ্বিজোত্তমাঃ
 গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্কীর্তয়ঃ নরম্ ।
 প্রণিপত্যাহ চৈবৈনং প্রসাদেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৭
 অজানতা কৃতমিদং ময়া হরিণশঙ্কয়া ।
 ক্ষম্যতামাত্মপাপেন দক্ষং মা দক্ষ মইসি ॥ ৭

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তং ভগবানাহ নাস্তি তে ভয়মগ্নি ।
 গচ্ছ ত্বং মৎপ্রসাদেন লকং স্বর্গেশ্বরাস্পদম্ ॥

বংশের নৃপতি করিলেন। হে মুনিসন্তমগণ! ভগবান্ গোবিন্দও সর্বভূতাত্মক আত্মাতে বাসুদেবাত্মক পর ব্রহ্মে সংযোগ বরিয়া সমাধি অবলম্বন করিলেন। তিনি দ্বিজগণের শাপবাণীর সম্মাননা করত তুর্কাসা যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে জাহ্নুতে পাদস্থাপনপূর্বক যোগযুক্ত হইলেন। সেই সময়ে জরা নামক ব্যাধ মুঘলশেষ-লৌহখণ্ড-নির্ম্মিত বাণ ধারণপূর্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ! ‘সে ভগবানের পাদতল যুগাকার দর্শনে উহা লক্ষ্য করিয়া সেই বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল। পরে নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে চতুর্কীর্তয় নরাকার দর্শনে প্রণিপাতপূর্বক ‘প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন।’ এই কথা কহিয়া পুনরায় বলিল,—আমি হরিণ বোধে এই কার্য্য করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আত্ম-পাপে দক্ষ, আমাকে আর দক্ষ করিবেন না। ব্যাস বলিলেন,—পরে ভগবান্ তাহাকে বলিলেন,—তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি যাও, আমার প্রসাদে স্বর্গেশ্বর পদ প্রাপ্ত হইবে। ১—৯।

ব্যাস উবাচ ।

বিমানমাগতঃ সত্ত্বস্তদ্ধাক্যসমনস্তরম্ ।
আকৃষ্ণ প্রযযৌ স্বর্গং লুপ্তকস্তৎপ্রসাদতঃ ॥ ১০
গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি
ব্রহ্মভূতেহ্বায়েহচিন্ত্য বাসুদেবময়েহমলে ॥
অজয়ন্তজরেহনাশিত প্রমেয়েহখিলাত্মনি ।
ত্যক্তা স মানুষ্যঃ দেহমবাপ ত্রিদণং গতিম্ ॥ ১২

ইতি শ্রীরাঙ্গে কৃষ্ণমাত্মবোৎসর্গকথনমেকা-
দশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১১ ॥

দ্বাদশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

অর্জুনোহপি তদাষম্য কৃষ্ণরামকলেবরে ।
সংস্কারং লভ্যমাস তথাত্মেযামনুক্রমাৎ ॥ ১
অষ্টৌ মহিষাঃ কথিতা কৃষ্ণগী প্রমুখাস্ত যাঃ ।
উপগৃহ্য হরের্দেহং বিবিণ্ডস্তা হতাশনম্ ॥ ২
রেবতী চৈব রামস্ত দেহমাত্মিণ্য সন্তমাঃ ।

ব্যাস বলিলেন,—ভগবান্ এইরূপ বলিতে থাকিলে, সেই স্থলে সদ্য এক বিমান উপস্থিত হইল। লুপ্তক ভগবানের প্রসাদে তাহাতে আরোহণপূর্বক স্বর্গে প্রস্থান করিল। সেই লুপ্তক প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ তখন ব্রহ্মভূত অব্যয়, অচিন্ত্য, অমল, অজয়, অজর, অবিনাশী, অপ্রমেয়, অখিলাত্মা আত্মাতে আত্মার সংযোগ করিয়া মানবদেহ পরিত্যাগপূর্বক দৈবী গতি প্রাপ্ত হইলেন। ১১—১২।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১১

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—অর্জুন তখন অবে-
ষণপূর্বক কৃষ্ণ, রাম ও অত্মান্ত সকলের কলে-
বর সংগ্রহ করিয়া যথাক্রমে সংস্কার করাই-
লেন। পূর্বে যে কৃষ্ণগী প্রমুখ অষ্ট মহিষীর
কথা বলিয়াছি, তাহার কৃষ্ণের দেহ
আগ্নিকনপূর্বক হতাশনে প্রবেশ করি-

বিশেষ জলিতং বহিঃ তৎসঙ্গাহ্লাদশীতলম্ ॥ ৩

উগ্রসেনস্ত তক্ষুহা তথৈবানকহৃদুভিঃ ।

দেবকৌ রোহিণী চৈব বিবিণ্ডজাতবেদসম্ ॥ ৪

ততোহর্জুনঃ প্রেতকার্যং কৃৎস্না তেষাং যথাবিধি

নিশ্চক্রাম জনং সর্বং গৃহীত্বা বজ্রমেব চ ॥ ৫

দ্বারবত্যা বিনিষ্ক্রান্তাঃ কৃষ্ণপুত্ৰাঃ সহস্রশঃ ।

বজ্রং জনক কোন্তেয়ঃ পালয়ন্ শনকৈর্যযৌ ॥ ৬

সভা সুধম্মা কৃষ্ণেন মর্ত্যলোকে সমাহুতা ।

স্বর্গং জগাম ভো বিপ্রাঃ পারিজাতশ্চ পাদপঃ ॥

যস্মিন্ দিনে হরিধাতো দিবং সত্যজ্য মোদনৌ

তস্মিন্ দিনেহবতীর্ণোহয়ং কালকায়ঃ কলিঃ কিল

প্লাবয়ামাস তাং শূন্তাং দ্বারকাং মহোদধিঃ ।

যত্শ্রেষ্ঠগৃহং হৃৎকং নাপ্লাবয়ত সাংগরঃ ॥ ৯

নাতক্রামাতি ভো বিপ্রাস্তদদ্যাপি মহোদধিঃ ।

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবে যতঃ ॥ ১০

লেন। হে সন্তমগণ! রেবতী রামের দেহ
আগ্নিকনপূর্বক তৎসঙ্গবশত জলিত বহিতে
সানন্দে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন, বসু-
দেব, দেবকী ও রোহিণী—ইহারা উক্ত
বিবরণ শ্রবণে বহিতে প্রবেশ করিলেন।
পরে অর্জুন তাঁহাদিগের প্রেতকার্য যথা-
বিধি সমাধানপূর্বক দ্বারকাবাসী জনগণকে ও
বজ্রকে লইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হই-
লেন। কোন্তেয় দ্বারবতী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত
জনগণ ও সহস্র সহস্র কৃষ্ণপুত্রীকে রক্ষা-
পূর্বক ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। হে
বিপ্রগণ! কৃষ্ণ মর্ত্যলোকে যে সুধম্মা সভা
ও পারিজাত পাদপ আহরণ করিয়া আনিয়া-
ছিলেন, তৎসমস্ত স্বর্গে গেল। হরি যেদিন
মেদিনী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করি-
লেন, এই কালকায় কলি সেই দিনেই অব-
তীর্ণ হইল। মহোদধি সেই শূন্তা দ্বারকা
নগরকে প্লাবিত করিল। একমাত্র কৃষ্ণের
গৃহ তৎকর্তৃক প্লাবিত হইল না। হে বিপ্র-
গণ! মহোদধি অদ্যাপি সেই ভবন অতি-
ক্রম করে না। কারণ, ভগবান্ কেশব
নিত্যই সেখানে সন্নিহিত আছেন। সেই

তদতীব মহাপুণ্যং সৰ্বপাতকনাশনম্ ।
 বিকুক্কোড়াধিতং স্থানং দৃষ্ট্বা পাপাৎপ্রমুচ্যতে ॥
 পার্থঃ পঞ্চনদে দেশে বহুধান্তধনাধিতে ।
 চকার বাসং সৰ্বশ্চ জনশ্চ মুনিসন্তমাঃ ॥ ১২
 ততো লোভঃ সমভবৎপার্থেনৈকেন ধৰ্ম্মিনা ।
 দৃষ্ট্বা হ্রিয়ো নীয়মানা দম্ভানাং নিহতেশ্বরঃ ॥ ১৩
 ততস্তে পাপকৰ্ম্মাণো লোভোপহতচেতসঃ ।
 আতীরা মন্ত্রয়ামাসুঃ সমেত্যাত্যন্তদুঃখদাঃ ॥ ১৪

আতীরা উচুঃ ।

অয়মেকোহৰ্জুনো ধৰ্ম্মী স্ত্রীজনং নিহতেশ্বরম্ ।
 নয়ত্যস্মানতিক্রম্য ধিগেতৎক্রিয়তাং বলম্ ॥ ১৫
 হুহা গৰ্হসমাক্রুটো ভীষ্মদ্রোণজয়দ্রথান্ ।
 কৰ্ণাদৌশ্চ ন জানাতি বলং গ্রামনিবাসিনাম্ ॥ ১৬
 বলজ্যেষ্ঠাররানন্তান্ গ্রাম্যাংষ্টৈব বিশেষতঃ ।
 সৰ্বানেবাবজানাতি কিং বা বহুভিকৃতরৈঃ ॥ ১৭

ব্যাস উবাচ ।

ততো যষ্টিপ্রহরণী দম্ভবো লেপ্তহারিণঃ ।

বিকুক্কোড়াধিত স্থান সৰ্বপাতকনাশন ও
 অতীব পুণ্যজনক । উহা দেখিলে পাপ
 হইতে মুক্ত হওয়া যায় ১—১৩ । হে মুনি-
 সন্তমগণ ! অনন্তর পার্থ বহু ধান্ত-ধনাধিত
 পঞ্চনদ দেশে সেই দ্বারকাবাসী জনগণের
 বাসস্থান নির্দেশ করিলেন । একমাত্র ধনু-
 র্দ্ধারী পার্থ কর্তৃক নীয়মান পতিহীন বহু
 স্ত্রীগণ দর্শনে দম্ভাদিগের লোভ হইল ।
 সেই অত্যন্ত দুঃখদ পাপকৰ্ম্ম আতীর
 দম্ভারা লোভোপহতচিত্তে পরস্পর মিলিত
 হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে, এই একমাত্র
 ধনুৰ্দ্ধারী অৰ্জুন আমাদেরকে অবজ্ঞাপূৰ্ব্বক
 পতিহীন বহু স্ত্রীজন লইয়া যাইতেছে, ধিক্
 আমাদের ! আমাদের এখন বল প্রদর্শন
 করা কর্তব্য । এই অৰ্জুন ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়-
 দ্রথ, কৰ্ণ প্রভৃতিকে নিহত করিয়া গৰ্ব্বিত হই-
 যাচ্ছে । বিশেষতঃ এই অৰ্জুন অন্তান্ত গ্রাম্য
 বলবান্ জনগণকে—এমন কি সকলকেই
 অবজ্ঞা করে ; এ গ্রামবাসীদিগের বল জানে
 না । যাহা হউক, আমাদের আর বহু

সহস্রশোহত্যধাবন্ত তং জনং নিহতেশ্বরম্ ।
 ততো নিবৃত্তঃ কৌন্তেয়ঃ প্রাহাভীরান্ হসন্নিব ॥
 অৰ্জুন উবাচ ।

নিবর্ত্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞা যদিতো ন মুমূর্ষবঃ ॥ ১৯

ব্যাস উবাচ ।

অবজ্ঞায় বচস্তশ্চ জগৃহস্তে তদা ধনম্ ।
 স্ত্রীজনঞ্চাপি কৌন্তেয়াধিষকুসেনপরিগ্রহম্ ॥ ২০
 ততোহৰ্জুনো ধনুর্দীব্যং গাণ্ডীবমজরং যুধি ।
 আরোপয়িতুমারেভে ন শশাক স বীৰ্য্যবান্ ॥
 চকার সজ্জঃ কৃষ্ণাতু তদভূচ্ছিথিলং পুনঃ ।
 ন সস্মার তথাস্ত্রাণি চিন্তয়ন্নপি পাণ্ডবঃ ॥ ২২
 শরানুমোচ চৈতেষু পার্থঃ শেষান্ স হর্ষিতঃ ।
 ন ভেদন্তে পরং চকুরস্তা গাণ্ডীবধ্বনা ॥ ২৩
 বহুনা চাক্ষুয়া দত্তাঃ শরাস্তেহপি ক্ষয়ং যযুঃ ।
 যুধ্যতঃ সহ গোপাটৈরৰ্জুনস্তাভবৎ ক্ষয়ঃ ॥ ২৪
 অচিন্তয়ন্তু কৌন্তেয়ঃ কৃকশ্চৈব হি তদ্বলম্ ।

উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই ? ব্যাস
 বলিলেন,—সেই সহস্র সহস্র সংখ্যক দম্ভা-
 দল এইরূপ যজ্ঞণা করিয়া যষ্টি লোষ্টাদি
 প্রহরণ লইয়া সেই পতিহীন স্ত্রীজনের প্রতি
 ধাবিত হইল । তাহা দেখিয়া কৌন্তেয়
 প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে
 সেই আতীরদিগকে বলিলেন,—ওরে
 অধর্ম্মজ্ঞ সকল ! যদি তোরা মরণাভিলাষী
 না হইস্, তবে নিবৃত্ত হ' । ব্যাস বলি-
 লেন,—তাহারা তাঁহার সেই বাক্যে অব-
 হেলা করিয়া কৌন্তেয়ের নিকট হইতে সেই
 কৃষ্ণপরিণীত স্ত্রীজন ও ধন সকল গ্রহণ
 করিতে লাগিল । তখন বীৰ্য্যবান্ অৰ্জুন
 যুদ্ধার্থ স্বীয় গাণ্ডীব ধনু লইয়া তাহাতে
 গুণারোপণে যত্নবান্ হইলেন, কিন্তু পারিলেন
 না । সেই পাণ্ডব অতি কষ্টে যদিও গুণা-
 রোপণ করিলেন, কিন্তু তাহাও পুনরায়
 খুলিয়া গেল । তিনি তখন চিন্তা করিয়াও
 দিব্যান্ন সকল স্মরণ করিতে পারিলেন না ।
 পরে সেই পার্থ যদিও মহা উৎসাহে অতিকষ্টে
 বাণ যোজন করিতে থাকিলেন, সে সকল

যন্ময়া শরসজ্জাতিঃ সবল্য ভূততো জিতাঃ ॥
মিষতঃ পাণ্ডুপুত্রস্ত ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ ।
অপাক্ষ্যস্ত চাতীরৈঃ কামাচ্চাত্যাঃ প্রবব্রজুঃ ॥
ততঃ শরেষু কীণেষু ধনুকোটিা ধনঞ্জয়ঃ ।
জঘান দনু্যংস্তে চান্ত প্রহারাজ্জহনুর্ধিজঃ ॥ ২৭
পশ্চতশ্চৈব পার্থস্ত বৃক্যঙ্ককবরন্থিয়ঃ ।
জঘুরাদায় তে শ্লেচ্ছাঃ সমন্তান্ননিসন্তমাঃ ॥ ২৮
ততঃ স হুঃখিতো জিহ্বুঃ কষ্টং কষ্টমিতি ক্রবন্
অহো ভগবতা তেন মুক্তোহস্মীতি কুরোদ বৈ
অর্জুন উবাচ ।
তদ্ধনুস্তানি চাস্ত্রাণি স রথস্তে চ বাজিনঃ ।
সর্বমেকপদে নষ্টং দানমশ্রোত্রিয়ে যথা ॥ ৩০
অহো চাতিবলং দৈবং বিনা তেন মহাযনা ।
যদসামর্থ্যমুক্তোহহং নীচৈনাতঃ পরাভবম্ ॥ ৩১

বাণ শত্রুগণের দেহ ভেদে সমর্থ হইল না ।
তখন সেই গোপালগণসহ অর্জুন যুদ্ধ করিতে
থাকিলে বহুদ্রুত তদীয় অক্ষয় বাণসকল ক্ষয়
প্রাপ্ত হইল । এ অবস্থায় অর্জুন ভাবি-
লেন,—আমি যে বলবান ভূপতিগণকে
শরপ্রহারে জয় করিয়াছি, উহা ক্রকেরই
সামর্থ্য । তখন পাণ্ডুপুত্রের সমক্ষেই
সেই প্রমদাগণকে আভীরেরা আকর্ষণ
করিয়া লইয়া চলিল । কেহ কেহ বা ইচ্ছা-
নুসারেই যাইল । হে দ্বিজগণ । শর
সকল কীণ হইলে ধনঞ্জয় ধনুকোটি
দ্বারা সেই দনু্যদিগকে প্রহার করিতে
লাগিলেন । তাহারা তাহাতে হাসিতে
লাগিল । হে মুনিসত্তমগণ । সেই শ্লেচ্ছেরা
পার্শ্বের সমক্ষেই বৃক্যঙ্ককদিগের সেই
বরনারীগণকে লইয়া চলিল । তাহাতে
জিহ্বু অর্জুন হুঃখিতচিত্তে ‘কি কষ্ট, কি
কষ্ট, অহো! সেই ভগবান্ কর্তৃক আমি
পরিত্যক্ত হইয়াছি!’ এই বলিয়া রোদন
করিতে লাগিলেন । ১৪—২১ অর্জুন বলিতে
লাগিলেন,—আমার সেই ধনু, সেই সকল
অস্ত্র, সেই রথ, সেই অশ্ব,—এসমস্তই
অশ্রোত্রিয়ে দানবৎ যুগপৎ বৃথা হইয়া

ভৌ বাহু স চ মে মুষ্টিঃ স্থানং তৎ
সৌহৃদ্বি চার্জুনঃ ।
পুণ্যেনেব বিনা তেন গতং সর্বমসারতাম্ ॥ ৩২
মমার্জুনহং ভীমস্ত ভীমহং তৎকৃতং ক্রবম্ ।
বিনা তেন যদাভীরৈর্জিতোহহং কথমন্তথা ॥ ৩৩
ব্যাস উবাচ ।
ইখং বদন্ যযৌ জিহ্বরিল্পপ্রস্থং পুরোত্তমম্ ।
চকার তত্র রাজানং বজ্রং যাদবনন্দনম্ ॥ ৩৪
স দদর্শ ততো ব্যাসং কাস্তনঃ কাননাশ্রয়ম্ ।
তমুপেত্য মহাভাগং বিনয়েনাভ্যবাদয়ৎ ॥ ৩৫
তং বন্দমানং চরণাববলোক্য স্তুনিশ্চিতম্ ।
উবাচ পার্গং বিচ্ছায়ঃ কথমতঃস্তুমৌদৃশঃ ॥ ৩৬
অজারজোহনুগমনং ব্রহ্মহত্যাংথবা কৃত্য ।
জয়াশাভঙ্গহুঃখী বা ভ্রষ্টেচ্ছায়োহসি সাম্প্রতম্ ॥
সান্তানিকাদয়ো বঃ তে যাচমানা নিরাকৃতাঃ ।

গেল । অহো! দৈব অতি বলবান!
যেহেতু সেই মহাশয় ব্যতীত সামর্থ্যহীন হও-
যায় আমি নীচজন কর্তৃক পরাভূত হইলাম ।
আমার সেই বাহুদ্বয়, সেই মুষ্টি, সেই স্থান,
এবং আমিও সেই অর্জুন; কিন্তু পুণ্য-
কয়ের স্তায় তাঁহার অভাবে আমার সমস্তই
অসারতা প্রাপ্ত হইয়াছে । আমার অর্জুনহ
এবং ভীমের ভীমহ, নিশ্চিতই তৎকৃত;
অন্তথা তিনি ব্যতীত আমি আভীরগণ-
কর্তৃক পরাজিত হইব কেন? ব্যাস বলি-
লেন,—জিহ্বু এইরূপ বলিতে বলিতে
পুরোত্তম ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া উপনীত হই-
লেন । সেখানে যাইয়া যাদবনন্দন বজ্রকে
রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । পরে তিনি
একদা কাননবাসী ব্যাসকে দেখিতে পাই-
লেন এবং নিকটে যাওয়া সবিনয়ে অভি-
বাদন করিলেন । ব্যাস সেই পার্থকৃত
চরণবন্দন-কালীন তাঁহাকে অতীব শ্রীহীন
দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি এমন শ্রীহীন
হইয়াছ কেন? তুমি কি অজারেগুর অনুগমন
করিয়াছ? অথবা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ?
কিবা জয়াশা ভঙ্গ হেতু খিত হইয়াছ?

অগম্যস্মীরতির্বাপি তেনাসি বিগতপ্রভঃ ॥ ৩৮
 ভুড্ডেহপ্রদায় বিপ্রৈভ্যো মিষ্টমেকমথো ভবান্
 কিং বা রূপণবিত্তানি হতানি ভবতর্জুন ॥ ৩৯
 কচ্চিন্ন স্বর্ঘ্যবাতস্ত গোচরহং গতৌহর্জুন ।
 দৃষ্টচক্ষুর্হতো বাপি নিঃশ্রীকঃ কথমন্তথা ॥ ৪০
 স্পৃষ্টো নখাস্তস্য বাপি ঘটাস্তঃপ্রোক্ষিতোহপিবা
 তেনাতীবাসি বিচ্ছায়ো নূনৈর্কা যুধি নির্জিতঃ
 ব্যাস উবাচ ।

ততঃ পার্থো বিনিঃস্রস্ত শ্রয়তাং ভগবন্নতি ।
 প্রোক্তো যথাবদাচষ্ট বিপ্রা আত্মপরাভবম্ ॥ ৪২
 অর্জুন উবাচ ।

যদ্বলং যচ্চ নস্তেজো যদ্বীৰ্য্যং যৎপরাক্রমঃ ।
 যা শ্রীচ্ছায়া চ নঃ সৌহৃদ্যান্পরিত্যজ্য হরির্গতঃ
 ইতরেণেব মহতা স্মিতপূর্বাভিভাষণা ।

সম্প্রতি নিতান্ত কান্দিহীন হইয়াছি । নিম্নত
 বৃত্তিভোগী যাচকদিগকে নিরাকৃত করিয়াছি
 কি? অগম্য নারীগমন কর নাই ত?
 যাহাতে এমন বিগতপ্রভ হইয়া থাকিবে!
 অথবা তুমি কি বিপ্রদিগকে না দিয়া
 একাকী মিষ্ট ভোজন কর? কিহা হে
 অর্জুন! তোমা কর্তৃক দরিদ্রের বিত্ত হত
 হইয়াছে কি? অর্জুন! তুমি স্বর্ঘ্যাতপ-
 তপ্ত ঐতমার্গে অবস্থান কর নাই ত?
 নচেৎ তুমি বিষনেত্রে দৃষ্ট হইয়া
 থাকিবে। অন্তথা নিশ্রীক হইয়াছ কেন?
 তুমি নখজল দ্বারা স্পৃষ্ট বা ঘটাস্ত
 দ্বারা প্রোক্ষিত হইয়াছ; সেই জন্ত বিশ্রী
 হইয়াছ; কিহা নীচ জন কর্তৃক যুদ্ধে
 নির্জিত হইয়া থাকিবে? ৩০—৪১। হে
 বিপ্রগণ! পার্থ তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ-
 পূর্বক ‘হে ভগবন্! শুভুন।’ এই বলিয়া
 সেই আত্মপরাভব-বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন
 করিলেন। অর্জুন আরও বলিলেন
 যে,—আমাদিগের যিনি বল, যিনি বীৰ্য্য,
 যিনি তেজ, যিনি পরাক্রম, যিনি ঐশ্বর্য্য,
 যিনি শ্রী, সেই হরি আমাদিগকে পরিত্যাগ
 করিয়া গিয়াছেন। আমরা অপর ব্যক্তির

হীনা বয়ঃ মূনে তেন জাতাক্ষণময়া ইব ॥ ৪৪
 অস্থানাং সাযকানাঞ্চ গাণ্ডীবস্ত তথা মম ।
 সারতা যাতবমূর্ত্তা স গতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৫
 যস্তাবলোকনাদস্মান শ্রীর্জয়ঃ সম্পন্নতিঃ ।
 ন তত্যাজ স সোবিন্দস্ত্যক্তাস্মানভগবান্গতঃ
 ভীষ্মদ্রোণাঙ্গরাজাদ্যাস্তথা দুর্যোধনাদয়ঃ ।
 যৎপ্রভাবেন নির্দম্বাঃ স কৃষ্ণস্ত্যক্তবান্ ভুবম্ ॥
 নিযৌবনা হতশ্রীকা ভ্রষ্টচ্ছায়েব মে মহৌ ।
 বিভাতি তাত নৈকোহহং বিরহে তস্ত চক্রিণঃ
 যস্তানুভাবাভীষ্মাদৈর্দ্যর্ময়গৌ শলভাঘ্রিতম্ ।
 বিনা তেনাদ্য কৃষ্ণেন গোপালৈরস্মি নির্জিতঃ
 গাণ্ডীবঃ ত্রিভু লোকেষু খ্যাতঃ যদনুভাবতঃ ।
 মম তেন বিনাতীরৈর্লগুড়ৈস্ত তিরস্কৃতম্ ॥ ৫০
 শ্বীসহস্রাণ্যনেকানি হুনাথানি মহামুনে ।
 যততো মম নৌতানি দম্ব্যভিলগুড়ায়ুধৈঃ ॥ ৫১

আমি সেই স্মিতপূর্বাভিভাষী হরি কর্তৃক
 হীন হইয়াছি। হে মূনে! সেই জন্ত ত্বণময়
 পুরুষবৎ হইয়াছি! যিনি আমার অস্ত্র সাযক
 ও গাণ্ডীবের মূর্ত্তমান সারস্বরূপ ছিলেন,
 সেই পুরুষোত্তম চলিয়া গিয়াছেন। পূর্বে
 ঐশ্বর্য্য অবলোকনহেতু শ্রী, জয়, সম্পদ ও
 উন্নতি আমাদিগকে ত্যাগ করে নাই।
 সেই ভগবান্ গোবিন্দ আমাদিগকে ত্যাগ
 করিয়া গিয়াছেন। ঐশ্বর্য্য প্রভাবে ভীষ্ম,
 দ্রোণ, অঙ্গরাজ কর্ণ ও দুর্যোধনাদি নির্দম্ব
 হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ ভূতল ত্যাগ করিয়া-
 ছেন। তাত! আমি সেই চক্রপাণির
 বিরহে নিঃসহায় হইয়াছি; পৃথিবী বিগত-
 যৌবনা হতশ্রীকা ও কান্দিহীনাবৎ বোধ
 হইতেছে। ঐশ্বর্য্য অনুভবে ভীষ্ম-
 প্রমুখ বীরগণ অগ্নিসম আমাতে পত-
 ক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ
 বিনা আমি গোপালগণ কর্তৃক নির্জিত
 হইয়াছি। ঐশ্বর্য্য অনুভবে মদীয় গাণ্ডীব
 তিন লোকে বিখ্যাত হইয়াছে, তিনি বিনা
 আভীরগণ কর্তৃক লগুড় দ্বারা আমি নির্জিত
 হইয়াছি। হে মহামুনে! অনেক সহস্র

আনীয়মানমাতারৈঃ সৰ্বং কৃৎস্নাবরোধনম্ ।
হুতং যষ্টীং প্রহর্য্যৈঃ পণ্ডিত্য বলং মম ॥ ৫২
নিঃশ্রীকৃত। ন মে চিত্রং যজ্ঞীবামি তদহুতম্ ।
নীচাবমানগঙ্ঘাকৌ নির্লজ্জোহস্মি পিতামহ ॥ ৫৩
ব্যাস উবাচ ।

ঋত্বাহং তস্ম তদ্বাক্যমব্রবং দ্বিজসন্তমঃ ।
হুংখিতস্ত চ দীনস্ত পাণ্ডবস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৫৪
অলস্তু ব্রীড়য়া পার্থ ন হুং শোচিতুমর্হসি ।
অবেহি সৰ্বভূতেষু কালস্ত গতিরীদৃশী ॥ ৫৫
কালো ভবায় ভূতানামভবায় চ পাণ্ডব ।
কালমূলমিদং জাহ্ন কুরু শৈব্যামতোহর্জুন ॥ ৫৬
নত্বাঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সকলা চ বনুক্ষরা ।
দেবা মনুষ্যাঃ পশবস্তরবশ্চ সরীসৃপাঃ ॥ ৫৭
সৃষ্টাঃ কালেন কালেন পুনর্যাস্তিস্তি সজ্জয়ম্ ।
কালান্বকমিদং সৰ্বং জাহ্ন শমমবাধুহি ॥ ৫৮

অনাথা রমণীকে আমি রক্ষণার্থ যত্ন করিতে থাকিলেও লণ্ডাঘাত দস্যুগণ কর্তৃক তাহার নীত হইয়াছে। যষ্টীপ্রহরণধারী আতীরগণ কর্তৃক আমার বল পরিভূত ও সেই কৃৎস্ন-পরিজনগণ নীত হইয়াছে। হে পিতামহ! আমার হতশ্রীকতা বিচিত্র নহে; নির্লজ্জ আমি যে নীচকৃত অপমানপক্ষে অঙ্কিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছি, তাহাই বিচিত্র! ৪২—৫৩। ব্যাস বলিলেন—হে দ্বিজসন্তম-গণ! আমি সেই হুংখিত দীনদিস্ত মহাত্মা পাণ্ডবের সেই বাক্য শুনিয়া বলিলাম,—পার্থ! তুমি লজ্জিত হইও না। তোমর শোক করা বিধেয় নহে। সৰ্বভূতই কালের গতি এই প্রকার, ইহা অবগত হও। পাণ্ডব! কালই ভূত সকলের ক্ষয়োদয়ের হেতু এবং সকলই কালমূল। অর্জুন! ইহা বুঝিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর। সরিৎ, সাগর, গিরি, সমগ্রা বনুক্ষরা, দেব, মনুষ্য, পশু, তরু ও সরীসৃপ, সমস্তই কাল কর্তৃক সৃষ্ট, আবার কাল কর্তৃকই উহার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব এ সকলই কালান্বক বুঝিয়া শান্তি

যথাথ কৃৎস্নমাহাভ্যাং তত্ধৈব ধনঞ্জয় ।
ভারাবতারকার্য্যার্থমবতীর্ণঃ স মেদিনীম্ ॥ ৫৯
ভারাক্রান্তা ধরা যাতা দেবানাং সন্নিম্নৌ পুরা
তদর্থমবতীর্ণোহসৌ কামরূপী জনার্দিনঃ ॥ ৬০
তচ্চ নিম্পাদিতং কাশ্যনাম বা ভূভূতো হতাঃ ।
বৃক্যঙ্ককুলং সৰ্বং তথা পার্থোপসংহৃতম্ ॥ ৬১
ন কিঞ্চিদন্তংকর্তব্যমন্ত ভূমিতলেহর্জুন ।
ততো গহঃ স ভগবান্ কৃতকৃত্যো যথেষ্টয়া ॥
সৃষ্টিং সর্গে করোত্যেষ দেবদেবঃ স্থিতিং স্থিতে
অন্তে লয়ং সমর্থোহয়ং সান্ত্র্যতং বৈ যথা কৃতম্
তস্মাৎপার্থ ন সন্তাপস্তয়া কার্য্যঃ পরাভবাৎ ।
ভবন্তি ভবকালেষু পুরুষাণাং পরাক্রমাঃ ॥ ৬৪
যতশ্চৈকেন হতা ভীষ্মদ্রোণাদয়ো নৃপাঃ ।
তেষামর্জুন কালোথঃ কিং নূনাভিতবো ন সঃ
বিকোস্তস্তান্ন ভাবেন যথা তেষাং পরাভবঃ ।

লাভ কর। ধনঞ্জয়! তুমি কঁকের মহিমা যেমন বন্ধিলে, উহা তক্রপই বটে; তিনি ভারাবতরণ কার্য সাধনোদ্দেশে মোদিনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পুরাকালে ধরা ভারাক্রান্তা হইয়া সুরগণসমীপে গমন করেন; কাম-রূপী জনার্দিন তাঁহারই জন্ত অবতীর্ণ হইলেন। পার্থ! তদীয় কার্য সম্পূর্ণরূপে নিম্পাদিত হইয়াছে;—সমস্ত ভূভূৎ নিহত হইয়াছেন। বৃকি ও অঙ্ককুলও সম্পূর্ণ সংহৃত হইয়াছে। হে অর্জুন! ভূতলে ইহার আর কিছুমাত্র কর্তব্য অবশেষ নাই; অতএব সেই কৃতকৃত্য ভগবান্ ইচ্ছানু-সারেই চলিয়া গিয়াছেন। ৫৪—৬২। ইনি সৃষ্টি-কালে সৃষ্টি করেন, স্থিতিকালে স্থিতিসাধন করেন এবং ইনি সর্ব শক্তিমত্তায় অন্ত-কালে লয় বিধান করিয়া থাকেন। সান্ত্র্যতি তাহাই করিয়াছেন। অতএব পার্থ! তুমি পরাভবহেতু সন্তাপ করও না; পুরুষ-দিগের অভ্যুদয় কালে পরাক্রম হইয়া থাকে। অর্জুন! তুমি যে একাকী ভীষ্ম দ্রোণাদি নৃপতিদিগকে নিহত করিয়াছ, উহা কি তাঁহাদিগের কালকৃত নূনাভিতর নহে?

বসন্তধৈব ভবতো দম্ব্যভোহন্তে তদ্বতঃ ॥
 স দেবোহন্তশরীরানি সমাবিশ্ত জগৎস্থিতিম্ ।
 করোতি সৰ্বভূতানাং নাশকাস্তে জগৎপতিঃ ॥
 ভবোহন্তে চ কোন্তেয় সহায়স্তু জনাৰ্দ্দনঃ ।
 ভবাস্তে অশিপকাস্তে কেশবেনাবলোকিতাঃ ॥
 কঃ শ্রদ্ধায়াং সগাঙ্গেয়ান্ হস্তাভ্যং সৰ্বকৌরবান্
 আতীরেত্যশ্চ ভবতঃ কঃ শ্রদ্ধায়াং পরাভবম্
 পার্শ্বতঃ সৰ্বভূতেষু হরেনীলাবিচেষ্টিতম্ ।
 অস্মাৎ কৌরবাঃ শ্রদ্ধা যদাতীরৈর্ভবান্ জিতঃ
 গৃহীতা দম্ব্যভির্ষজ রজিতা ভবতাঃ স্মিয়ঃ ।
 তদপ্যহং যদাবৃত্তং কথয়ামি তবাজ্জুন ॥ ৭১
 অষ্টাবক্রঃ পুরা বিপ্র উদ্বাসরতোহন্তবৎ ।
 বহুন্ বর্ষগণান পার্থ গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৭২
 জিতেন্দ্রিয়সরসজ্যেষু মেকপৃষ্ঠে মহোৎসবঃ ।

বিষ্ণুর প্রভাবহেতু তাঁহাদিগের যেমন
 তোমা হইতে সেই পরাভব ঘটিয়াছিল.
 শেষকালে দম্ব্য হইতে তোমার যে পরা-
 ভব ঘটিল, ইহাও তদ্রূপ, তাঁহারই প্রভাবে
 উদ্ভূত । সেই জগৎপতি অস্ত সকল শরীরে
 আবিষ্ট হইয়া জগতের স্থিতি এবং
 অন্তকালে নাশবিধান করেন । কোন্তেয় !
 সেই জনাৰ্দ্দন অভ্যুদয় সময়ে তোমার
 সহায় ছিলেন, অভ্যুদয়ের অন্তে তোমার
 সেই বিশপকদল কেশব কর্তৃক অনুগৃহীত
 হইয়াছে । তুমি যে, গাঙ্গেয় ভীষ্মসহ সৰ্ব
 কৌরববর্গকে নিহত করিয়াছ, এ কথা
 কে শ্রদ্ধা করিবে ? আর আতীরনিকর
 হইতে তোমার যে পরাভব, তাহাতেই বা
 কে আস্থা স্থাপন করিবে ? পার্থ ! তোমা
 কর্তৃক কৌরবেরা যে বিধ্বস্ত হইয়াছে, আর
 তুমি যে আতীরগণের হস্তে পরাজিত হই-
 য়াছ, হরির লীলা খেলা সৰ্বভূতেই এইরূপ ।
 অজ্ঞান তোমা কর্তৃক রজিত রমণীদিগকে
 যে দম্ব্যরা লইয়া গিয়াছে, কেন এমন হইল,
 তাহার কারণ আমি বলিতেছি । ৬৩—৭১ ।
 পার্থ ! পুরাকালে বিপ্র অষ্টাবক্র, সনাতন
 গরজন্মের আরাধনায় বহু বর্ষ যাবৎ উপ-

বস্তু তত্র গচ্ছন্ত্যো দদৃশুস্তঃ সুরস্মিয়ঃ ॥ ৭৩
 রজ্জা তিলোত্তমাদ্যাশ্চ শতশোহধ সহস্রশঃ ।
 তুর্লুবুস্তঃ মহাশানঃ প্রশশঃশুশ্চ পাণ্ডব ॥ ৭৪
 আকর্ষমগ্নঃ সলিলে জটোভারধরঃ মুনিম্ ।
 বিনয়াবনতাশ্চৈব প্রণেয়ুঃ স্তোত্রতৎপর্যায়ঃ ॥ ৭৫
 যথা যথা প্রসন্নোহভূতুর্লুবুস্তঃ তথা তথা ।
 সৰ্বাস্তাঃ কৌরবশ্চৈব বরিতঃ তং দ্বিজগুনানাম্ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

প্রসন্নোহহং মহাভাগা ভবতীনাং যদিষ্যতে ।
 মন্তস্তদব্রিয়তাং সৰ্বাং প্রদান্তাম্যপি ত্বলভম্ ॥

বাস উবাচ ।

রজ্জা তিলোত্তমাদ্যাশ্চ দিব্যাশ্চাপ্রসন্নোহব্রুবন্
 অপ্সরস উচুঃ ।

প্রসন্নো ত্বয়া সস্তাপ্তঃ কিমশ্রাকমিতি দ্বিজাঃ ॥
 ইতরাশ্চক্রুবন্ বিপ্র প্রসন্নো ভগবান্ যদি ।
 তদিক্ষামঃ পতিং প্রাপ্তুঃ বিপ্রেন্দ্র পুরুষোত্তমম্

বাস-পরায়ণ হয়েন । একদা অশুরদল
 পরাজিত হওয়ায় মেকপৃষ্ঠে সুরগণের
 মহোৎসব আরম্ভ হয় ; সেই মহোৎসবে গমন
 কালীন সুরনারীরা তাঁহাকে দেখিতে পান ।
 হে পাণ্ডব ! তখন রজ্জা তিলোত্তমাদি সহস্র
 সহস্র সুরনারী, জলমধ্যে আকর্ষমগ্ন, জট
 ভারধর সেই মহাশয় মুনিকে বিনয়াবনত
 হইয়া প্রণতিপূর্বক প্রশংসা ও স্তুতিদ্বারা
 স্তব করিতে লাগিল । হে কৌরবশ্চৈব ।
 তাহার সকলে সেই দ্বিজশ্চৈব মুনিকে, তিনি
 যে যে রূপে প্রসন্ন হয়েন সেই সেই ভাবে
 স্তব করিতে লাগিল । তখন অষ্টাবক্র
 কহিলেন,—মহাভাগা সকল ! আমি প্রসন্ন
 হইয়াছি । অতএব তোমাদিগের বাহা
 ইচ্ছা, আমার নিকট সেই বর গ্রহণ
 কর । সে বর ত্বলভ হইলেও আমি তোমা-
 দিগকে প্রদান করিব । বাস বলিলেন,
 —হে দ্বিজগণ ! তখন রজ্জা তিলোত্তমাদি
 দিব্য অপ্সরারা কহিল,—আপনি প্রসন্ন
 হইলে আমাদিগের অপ্রাপ্ত কি আছে ?
 অপ্সর নারীরা বলিল,—ভগবন ! বিপ্রেন্দ্র !

ব্যাস উবাচ ।

এবং ভবিষ্যতীত্যাক্ষা উত্তর জ্ঞানমুনিঃ ।
তদুত্তীর্ণক দদৃশুঃ বিক্রপঃ বক্রমষ্টধা ॥ ৮১
তং দৃষ্ট্বা গৃহমানানাং যাসাং হাসঃ স্কুটোহতবৎ
তাঃ শশাপ মুনিঃ কোপনবাণ্য কুরুনন্দন ॥ ৮২
অষ্টাবক্র উবাচ ।

যস্মাদ্বিক্রপরূপং মাং মত্বা হাসাবমাননা ।
ভবতীতিঃ ক্রুতা তস্মাদেব শাপং দদামি বঃ ॥
মৎপ্রসাদেন তর্তারং লজ্জা তু পুরুষোত্তমম্ ।
মচ্ছাপোপহতাঃ সৰ্বা দদু্যহস্তং গমিষ্যথ ॥ ৮৪
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাদৌরিতমাকর্ষ্য মুনিস্তাভিঃ প্রসাদিতঃ ।
পুনঃ সুরেন্দ্রলোকং বৈ প্রাহ ভূয়ো গমিষ্যথ
এবং তস্ত মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্ত কেশবম্ ।
তর্তারং প্রাপ্য তাঃ প্রাপ্তা দদু্যহস্তং বরাদিনাঃ

আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে
আমরা পুরুষোত্তমকে পতি পাইবার কামনা
করিতেছি। ব্যাস বলিলেন,—সেই মুনি
“তাহাই হইবে” বলিয়া জল হইতে উথিত
হইলেন। হে কুরুনন্দন! সেই জলোথিত
মুনিকে অষ্ট অঙ্কে বক্র ও বিকৃতাকার দর্শনে
তাহাদিগের হস্ত উপস্থিত হওয়ায় সম্মুখের
চেষ্ঠা করিলেও সে হস্ত পরিষ্কৃত হইল।
মুনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভি-
শাপ দিলেন। অষ্টাবক্র বলিলেন,—
যেহেতু আমাকে বিকৃতাকার দেখিয়া
তোমরা হস্ত দ্বারা অবমাননা করিলে,
সেইজন্য তোমাদিগকে এই শাপ দিতেছি
যে, আমার প্রসাদে তোমরা পুরুষোত্তমকে
পতি লাভ করিয়া আমারই শাপে সকলেই
দদু্যহস্তগতা হইবে। ব্যাস বলিলেন,
—এ কথা শুনিয়া তাহারা মুনিকে প্রসাদিত
করিলে তিনি পুনরায় কহিলেন যে,—
তারপর আবার সুরেন্দ্রলোকে যাইতে
পারিবে। ৭২—৮০। সেই ৬ বরাদিনাগণ
অষ্টাবক্র মুনির এইরূপ শাপে কেশবকে
পতি লাভ করিয়াও পরে দদু্যহস্তগতা

তদ্বদা নাত্র কর্তব্যঃ শোকোহম্মোহপি

হি পাণ্ডব ।

তেনৈবাখিলনাথেন সৰ্ব্বং তদুপসংহৃতম্ ॥ ৮৭
ভবতাং চোপসংহারমাসন্নং তেন কুরুতা ।
বলং তেজস্তথা বীৰ্য্যং মাহাত্ম্যকোপসংহৃতম্
জাতস্ত নিয়তো মৃত্যুঃ পতনঞ্চ তথোরভেঃ ।
বিপ্রযোগাবসানস্ত সংযোগঃ সঞ্চয়াৎ কথং ॥
বিজ্ঞান ন বুধাঃ শোকং ন হর্ষমুপযাতি যে ।
তেষামেবেতরে চেষ্ঠাঃ শিকন্তঃ সন্তি তাদৃশাঃ
তস্মাদ্ভয়া নরশ্রেষ্ঠ জাতৈহতদ্রাতৃভিঃ সহ ।
পরিতাজ্যার্থিলং রাজ্যং গন্তব্যং তপসে বনম্
তদাচ্ছ ধর্ম্মরাজায় নিবেদ্যৈতদ্বচো মম ।
পরমো ভ্রাতৃভিঃ সার্কং গতিং বীর যথা কুরু ॥
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাক্রো ধর্ম্মরাজস্ত সমভ্যোক্ত্য তথোক্তবান্
দৃষ্টকৈবামুভূতং বা কথিতং তদশেষতঃ ॥ ৯৩

হইয়াছে। পাণ্ডব! অতএব এ বিষয়ে
তোমার অন্নমাত্র শোক করাও কর্তব্য
নহে; সেই অখিলনাথই সকলের সংহার
কারিয়াছেন। উপসংহারকারী হরি কর্তৃক
তোমাদিগেরও উপসংহার আসন্ন প্রায়
হইয়াছে। বল, তেজ, বীৰ্য্য, মাহাত্ম্য—
এ সকল উপসংহৃত হইয়াছে। জাত-
মাত্রেয়ই মৃত্যু নিশ্চিত; উন্নতিরও পতন
নিঃসংশয়; সংযোগ বিযোগাবহ, এবং
সঞ্চয়ের কথ্য হইবেই; ইহা জানিয়া যে
সকল বিজ্ঞান শোক ও হর্ষের বলীভূত না
হয়েন; ইতরজনকে তাহাদিগের আচরণেরই
অমূল্যলন করিয়া বিশোক হইতে হয়। অত-
এব হে নরশ্রেষ্ঠ! ভ্রাতৃগণসহ ইহা অবগত
হইয়া অখিল রাজ্য পরিহারপূর্বক তপস্তার্ধ
বনে গমন করা তোমার কর্তব্য। বীর! অত-
এব তুমি যাও, ধর্ম্মরাজকে আমার এই বাক্য
নিবেদন করিয়া ভ্রাতৃগণসহ আগামী পরম
মদীয় উপদেশ মত গতি অবলম্বন কর।
ব্যাস বলিলেন,—অর্জুন এইরূপ উক্ত হইয়া
ধর্ম্মরাজসম্মুখানে আগমনপূর্বক সেই কথা

ব্যাসবাক্যঞ্চ তে সৰ্বে অর্জুনসমীৰিতম্ ।
রাজ্যে পরীক্ষিতং কৃতা যযুঃ পাণ্ডুশ্রুতা বনম্ ॥
ইত্যেবং বো মুনিশ্রেষ্ঠা বিস্তরেণ ময়োদিতম্ ।
জাতস্ত চ যদোর্বংশে বাসুদেবস্ত চেষ্টিতম্ ॥১০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রীকৃষ্ণচরিতসমাপ্তকথনঃ
ষাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১২॥

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অহো কৃষ্ণ মাহাত্ম্যমদ্ভুতং চাতিমাহুযম্ ।
রামস্ত চ মুনিশ্রেষ্ঠ ত্বদ্যোক্তং ভুবি দুর্লভম্ ॥ ১
ন তুষ্টিমধিগচ্ছামঃ শৃণ্বন্তো ভগবৎকথাম্ ।
তস্মাদক্রহি মহাভাগ ভূয়ো দেঃস্ত চেষ্টিতম্ ॥২
প্রাহুর্ভাবঃ পুরাণেষু বিষ্ণোরমিতভৈজসঃ ।
সভাং কথয়তামেব বরাহ ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩
ন জানীমোহস্ত চরিতং ন বিধিঃ ন চ বিস্তরম্

এবং দৃষ্ট ও অদ্ভুত সমস্ত বিষয়ই
নিবেদন করিলেন। অর্জুন-সমীৰিত সেই
ব্যাসবাক্য শ্রবণে পাণ্ডুনন্দনগণ পরী-
ক্ষিতক রাজ্যে স্থাপনপূর্বক বনে গমন
করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি
যজুঃশ্রেণী উৎপন্ন বাসুদেবের আচরণ সমস্ত
বিস্তররূপে বর্ণন করিলাম ৮১—৯৫ ।
ষাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১২ ।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—অহো মুনিশ্রেষ্ঠ!
আপনি কৃষ্ণ ও রামের ভূতলদুর্লভ অদ্ভুত
অতিমাহুয মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিলেন।
ভগবৎকথা শ্রবণে আমরাদিগের আকঙ্ক্ষা-
নিবৃত্তি হইতেছে না; সেইজন্য হে মহাভাগ!
পুনরায় সেই দেবের কার্যাবলী বর্ণন করুন।
পুরাণ প্রস্তাবে অমিতভৈজা বিষ্ণুর বরাহ
নামে একটি প্রাহুর্ভাব বর্ণিত আছে, আমরা
সাধুদিগের মুখে ইহা শুনিয়াছি; কিন্তু ইহার

ন কৰ্ম্মগুণসম্ভাবং ন হেতুহীননীষিতম্ ॥৪
কিমান্নকো বরাহোহসৌ কা মূৰ্ত্তিঃ কা চ
দেবতা ।

কিমাচারপ্রভাবো বা কিংবা তেন তদা কৃতম্
যজ্ঞার্থে সমবেতানাং মিত্যাকং দ্বিজগ্ৰনাম্ ।
মহাবরাহচরিতং সৰ্বলোকসুখাবহম্ ॥ ৬
যথা নারায়ণো ব্রহ্মন্ বরাহঃ রূপমাস্থিতঃ ।
দংষ্ট্রয়া গাং সমুদ্ভুতামুজ্জহারারিমর্দনঃ ॥ ৭
বিস্তরেণৈব কৰ্ম্মাণি সৰ্বাণি রিপুঘাতিনঃ ।
শ্রোতুং নো বৰ্ত্ততে বুদ্ধিহরেঃ কৃষ্ণস্ত ধীমতঃ ॥
কৰ্ম্মণানানুপূৰ্ণ্যা চ প্রাহুর্ভাবাশ্চ যে বিভোঃ ।
যা বাস্ত প্রকৃতিব্রহ্মস্তুশ্চাখ্যাভূঃ হুমর্হসি ॥

ব্যাস উবাচ ।

প্রভাবো মহানেষ ভবান্তিঃ সমুদাহৃতঃ ।
যথাশক্ত্যা তু বক্ষ্যামি শ্রয়তাং বৈকবং যশঃ
বিষ্ণোঃ প্রভাবশ্রবণে দিষ্ট্যা বো মতিরুখিতা ।

চরিত, বিধান, বিস্তার, কৰ্ম্ম, গুণাদির সম্ভাব,
হেতু ও মনীষিত; এ সকল আমরা কিছুই
জানি না। সেই বরাহের প্রকৃত মূর্ত্তি কি?
ভদ্রীয় দেবত্ব কীদৃশ? আচার ও প্রভাব
কিরূপ? তিনি কিই বা করিয়াছিলেন?
যজ্ঞার্থে সমবেত এই দ্বিজগোত্রিগের সমক্ষে
সেই সৰ্বলোকসুখাবহ মহাবরাহচরিত,
এবং হে ব্রহ্মন্! সেই অরিমর্দন নারায়ণ যে
প্রকারে বরাহরূপ আশ্রয় করিয়া, সাগর-গতা
ধরণীকে দংষ্ট্রাধারা উদ্ধার করিয়াছিলেন,
ধীমান্ মুক্তিদাতা রিপুঘাতী হরির সেই
সমস্ত কৰ্ম্ম বিস্তররূপে শ্রবণার্থ আমরাদিগের
অভিলাষ হইয়াছে; অতএব হে ব্রহ্মন্!
যথাক্রমে সেই বিভূর কৰ্ম্ম সকল, প্রাহুর্ভাব-
সমূহ এবং তাঁহার যাহা প্রকৃতি, ইত্যাদি
সমস্তই আমরাদিগের নিকটে কীৰ্ত্তন করুন।
১—৯। ব্যাস বলিলেন,—আপনারা এই
মহাপ্রশ্নের উল্লেখ করিলেন; আমি যথাশক্তি
বলিতেছি, আপনারা সেই বৈষ্ণবীকীৰ্ত্তি শ্রবণ
করুন। বিষ্ণুপ্রভাব শ্রবণে আমরাদিগের

তস্মাদ্বিকোঃ সমস্তা বৈ শৃগুধ্বং যাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥
 সহস্রাশ্চ সহস্রাকং সহস্রচরণকং যম্ ।
 সহস্রশিরসং দেবং সহস্রকরমব্যয়ম্ ॥ ১৩
 সহস্রজিহ্বং ভাস্ত্রস্তং সহস্রমুকুটং প্রভুম্ ।
 সহস্রদং সহস্রাদিং সহস্রভুজমব্যয়ম্ ॥ ১২
 হবনং সবনকৈব হোতারং হব্যমেব চ ।
 পাত্রাণি চ পবিত্রাণি বেদিং দৌক্ষাং সমিৎক্রবম্
 অকৃণোমহুর্পমুঘলং প্রোক্ষণীং দক্ষিণায়নম্ ।
 অধ্বৰ্যুঃ সামগং বিপ্রং সদন্তং সদনং সদঃ ॥ ১৫
 যুপং চক্রে ঋবাং দক্ষাং চক্রং চোদুখলানি চ ।
 প্রাথংশং যজ্ঞভূমিকং হোতারকং পরকং যৎ ॥ ১৬
 হুত্যাগতি প্রমাণানি স্থাবরাণি চরাণি চ ।
 প্রায়শ্চিত্তানি বার্ষাঞ্চ স্থণ্ডিলানি কুশাস্তথা ॥
 মজ্জযজ্ঞং বহির্ঘজ্ঞং ভাগং ভাগবহকং যৎ ।
 অগ্নাশিনং সোমভুজং হুতার্চিস্থদায়ুধম্ ॥ ১৮
 আহুর্দেববিদো বিপ্রা যং যজ্ঞে শাস্তং প্রভুম্
 তস্ত বিকোঃ সুরেশস্ত্রীবৎসাক্ষস্ত্রী ধীমতঃ
 প্রাহুর্ভাবসহস্রাণি সমতীতান্তনেকশঃ ।
 ভূয়শ্চৈব ভবিষ্যন্তি হেবমাহ পিতামহঃ ॥ ২০

যৎপৃচ্ছধ্বং মহাভাগা দিব্যাংপুণ্যামিমাং কথাম্
 প্রাহুর্ভাবাশ্রিতাঃ বিকোঃ সর্ষপাপহরাং শিবাম্
 শৃগুধ্বং তাং মহাভাগাস্তদগতেনাস্তরাশ্রিতা ।
 প্রবক্ষ্যাম্যানুপূর্বেণ যৎপৃচ্ছধ্বং মমানঘাঃ ।
 বাসুদেবস্ত্রীমাহাধ্যায়ং চরিতকং মহামতেঃ ॥ ২২
 হিতার্থং সুরমর্ত্যানাং লোকানাং প্রভবায় চ ।
 বহুশঃ সর্ষভূতান্ প্রাহুর্ভবতি বৌধ্যবান্ ॥ ২৩
 প্রাহুর্ভাবাশ্চ বক্ষ্যামি পুণ্যান্ দিব্যান্
 গুণাদিতান্ ॥ ২৪
 সৃষ্টো যুগসহস্রং যঃ প্রাহুর্ভবতি কাথ্যতঃ ।
 পূর্বে যুগসহস্রেহথ দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥ ২৫
 ব্রহ্মা চ কপিলশ্চৈব ত্র্যম্বকস্ত্রিদশাস্তথা ।
 দেবাঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব নাগাশ্চাপ্সরসস্তথা ॥ ২৬
 সনৎকুমারশ্চ মহানুভাবো
 মনুর্নহাশ্চ ভগবান্ প্রভাকরঃ ।
 পুরাণদেবোহথ পুরাণি চক্রে
 রাষ্ট্রাণি বৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ ॥ ২৭
 যোহসৌ চার্বকমধ্যস্থো নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।

মতি জন্মিগাছে, বেশ! তা, আমি বিষ্ণুর
 সমস্ত লীলা বিবরণ বলি, শ্রবণ করুন।
 যে সহস্রাশ্র, সহস্রাক, সহস্রচরণ, সহস্রশির,
 সহস্রকর, সহস্রজিহ্ব, সহস্রমুকুট, সহস্রপদ,
 ও সহস্রভুজ, অব্যয়, শাস্ত, জ্যোতির্গুণ
 দেবকে বেদবিদেরা যজ্ঞে, হবন, সবন,
 হোতা, হব্য, পাত্র, পবিত্র, বেদি, দৌক্ষা, সমিধ,
 অক্রব, অকৃ, সোম, হুর্প, মুঘল, প্রোক্ষণী,
 দক্ষিণায়ন, অধ্বৰ্যু, সামগ বি প্র. সদন্ত, সদন,
 সদ, যুপ, চক্র, ঋবা, দক্ষা, চক্র, উদুখল,
 প্রাথংশ, যজ্ঞভূমি, হোতা, ও অন্তান্ত যজ্ঞীয়
 উপকরণ এবং হুত দীর্ঘ স্থাবর ও চর, প্র-
 শ্চিত্তসমস্ত, অর্ঘা, স্থণ্ডিল, কুশ, মানস যজ্ঞ,
 বহির্ঘজ্ঞ, ভাগ, ভাগবহ, অগ্নাশী, সোমভোজী,
 হুতার্চিঃ, আয়ুধধারী, ইত্যাদিরূপে বর্ণন
 করেন, সেই সুরেশ ধীমান্ ত্রীবৎসাক বিষ্ণুর
 প্রাহুর্ভাব সহস্র সহস্রবার হইয়াছে, এবং
 আরও অনেকবার হইবে। পিতামহ এই-

রূপ বলিয়াছেন ১০—২০। হে মহাভাগগণ!
 আপনারা যে, এই বিষ্ণুর প্রাহুর্ভাববিষয়িনী
 সর্ষপাপহারিণী ভূতকারিণী দিব্য পুণ্যকথা
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—আনুপূর্ব্বী ক্রমে আমি
 তাহা বলিতেছি। হে অনঘগণ! আপনারা
 তদগতচিত্তে মহামতি বাসুদেবের চরিত-
 মাহাধ্যায় শ্রবণ করুন। সেই বৌধ্যবান্ সর্ষ-
 ভূতান্ সুরনবদিগের এবং লোক সকলের
 হিতসাধনার্থ বহুধা প্রাহুর্ভূত হইলেন। তাঁহার
 সেই সমস্ত পুণ্য দিব্য ও গুণাশ্রিত প্রাহুর্ভাব
 কীৰ্ত্তন করিতেছি। যে জগৎপতি দেবদেব
 যুগসহস্র নিদ্ৰিত থাকিয়া কার্য্যানুরোধে প্রাহু-
 র্ভূত হইলেন, তিনি যুগ সহস্রান্তে বৈশ্বানর-
 তুল্য তেজস্বী, পুরাণদেব, ব্রহ্মা, কপিল,
 ত্র্যম্বক, ত্রিদশগণ, দেবতা, সপ্তর্ষি, নাগ,
 অপ্সরা, মহানুভাব সনৎকুমার, মহাত্মা মনু ও
 তেজস্বী প্রভাকর প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া পরে
 পুর রাষ্ট্রাদিরও সৃজন করেন। পূর্বে স্থাবর,

নষ্টে দেবাসুরনরে প্রনষ্টৌরগরাকসে ॥ ২৯
 যোহকামো হরাধৰ্ষো ভাবুভো মধুকৈটভো ।
 হতো ভগবতা তেন তয়োর্দ্বামিতং বরম্ ॥ ২৯
 পুরা কমলনাত্তম পতঃ সাগরাস্তসি ।
 পুরুরে তত্র সমুদ্রা দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা ॥ ৩০
 এষ পৌরুরকো নাম প্রাহৃত্যবো মহাত্মনঃ ।
 পুরাণং কথ্যতে যত্র বেদান্তিসমাহিতম্ ॥ ৩১
 বারাহন্ত ততো জাতঃ প্রাহৃত্যবো মহাত্মনঃ ।
 যত্র বিষ্ণুঃ সুরশ্রেষ্ঠো বারাহঃ রূপমাহিতঃ ॥ ৩২
 বেদপাদো যুপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তচিতিমুখঃ ।
 অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥
 অহোরাত্রেকণো দিব্যো বেদাঙ্গঃ অতিভূষণঃ
 আজ্যনাসঃ স্রবতুণ্ডঃ সামধোষস্বরো মহান্ ॥
 সত্যধর্মময়ঃ স্রীমান্ ক্রমবিক্রমসংকৃতঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তনথো ঘোরঃ পশুজাহ্নবধাকৃতিঃ ॥ ৩৫
 উপগাত্রয়ো হোমলিঙ্গো বৌজৌষধিমহাকলঃ ।
 বাদাস্তরাষ্ট্রা মন্ত্রাফিগুবিকৃতঃ সোমশোণিতঃ ॥

জঙ্গম, সুর, অসুর, নর, উরগ ও রাক্ষসাদি
 সমুদ্রত বিনষ্ট হইলে ভগবান্ সাগরজলে
 শয়ন করেন । সেই কমলনাত্তের নাভিপদ্মে
 দেব ঋষ প্রভৃতির উৎপত্তি হয় । ভগবান্
 প্রসিদ্ধ হরাধর্ষ বুদ্ধাভিলাষী মধুকৈটভ দানব-
 ষট্কে অমিত বর প্রদানান্তে নিহত করেন ।
 সেই বেদান্তি-প্রসিদ্ধ পুরাতন বিবরণই
 সেই মহাত্মার পৌরুরনামক প্রাহৃত্যব ।
 ২৯—৩১ । তদনন্তর বরাহ নামক প্রাহৃত্যব ।
 উদ্যতে সুরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ
 করেন । তাঁহার, বেদচতুষ্টয়ই পাদ, যুপ—
 দংষ্ট্রা, ক্রতু—দন্ত, চিতি—মুখ, অগ্নি—জিহ্বা,
 দর্ভ—রোম, ব্রহ্মা—শীর্ষ, অহোরাত্র—নেত্র,
 দিব্য বেদাঙ্গ সকল—কর্ণভূষণ, আজ্য—নাসা,
 স্রব—তুণ্ড ও সামধ্বনি—স্বর । প্রায়শ্চিত্ত
 তদীয় নথ, পশু—পায়ু, উদ্গাতা—অস্ত্র,
 হোম—লিঙ্গ, মন্ত্র সকল—ফিগু, সোম—
 শোণিত, বেদি—কঙ্ক, হবি—গন্ধ, হব্য কব্য
 —বেগ, প্রাণংশ—কায়, নানা দীক্ষা—হ্রতি,
 দক্ষিণা—হৃদয়, মহাসত্র—উৎসাহ, উপাকর্ষ—

বেদিকঙ্কো হবির্গন্ধো হব্যকব্যান্তিবেগবান্ ।
 প্রাণংশকায়ো হ্রতিমারানাদীক্ষাভিরাহতঃ ॥
 দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রমহো মহান্ ।
 উপাকর্ষোঠকচিরঃ প্রবর্গ্যাবর্ভভূষণঃ ॥ ৩৮
 নানাছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ ।
 ছায়াপত্নীসহায়োহসৌ মণিশৃঙ্গ ইবোধিতঃ ॥ ৩৯
 মহীঃ সাগরপর্যন্তাঃ সশৈলবনকাননাম্ ।
 একাণবজলভট্টামেকাণবগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪০
 দংষ্ট্রা যঃ সমুদ্রত লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 সহস্রশীর্ষো লোকাশ্চকার জগতীঃ পুনঃ ॥ ৪১
 এবং যজ্ঞবরাহেন ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা ।
 উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী সাগরানুধরা পুরা ॥ ৪২
 বারাহ এষ কথিতো নারসিংহস্ততো বিজাঃ ।
 যত্র ভূত্বা যুগেন্দ্রেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ৪৩
 পুরা কৃতযুগে নাম সুরারিকলদর্পিতঃ ।
 দৈত্যানাং পুরুষশ্চকার স্মহতপঃ ॥ ৪৪
 দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ ।

ওষ্ঠ, প্রবর্গ—ভারত, বিবিধ চ্ছন্দঃ—গতিপ
 ও গুহ্য উপনিষৎ সকল—তদীয় আসন ।
 সেই মথাকৃতি বরাহমূর্তি মহাতপঃস্বরূপ,
 অতি হ্রতিমান, কান্তিসম্পন্ন ও বৌজৌষধি-
 রূপ মহাকলোৎপাদক । সেই লোকসকলের
 আদিকর্তা সহস্রশীর্ষা প্রভু লোকহিত-
 কামনায় ছায়াপত্নী পত্নী সহ মণিশৃঙ্গসম
 উদ্ধৃকরূপ বরাহমূর্তি পরিগ্রহপূর্বক একাণব-
 নিমগ্না সাগরসীমাবর্তিতা শৈল-বন-কাননবর্তী
 ধরণীকে দংষ্ট্রা দ্বারা উদ্ধার করিয়া পুনরায়
 জগৎ নিৰ্ম্মাণ করেন । পুরাকালে সাগরানু-
 ধরা ধরা দেবী ভূতহিতার্থী ভগবান্ কর্তৃক
 এইরূপে উদ্ধৃতা হইলেন ৩২—৪০ । এই অব-
 তার বারাহ নামে প্রসিদ্ধ । তারপর নার-
 সিংহ অবতার । হে বিজগৎ ! ঐ অবতारे
 তিনি যুগেন্দ্ররূপে হিরণ্যকশিপুকে নিহত
 করেন । পূর্বকালে দৈত্যদিগের আদি-
 পুরুষ বলদর্পিত সুরবৈরী হিরণ্যকশিপু
 স্মহৎ তপস্তা আরম্ভ করে ; সে জপ ও
 উপবাসে নিরত হইয়া মৌনব্রতাবলম্বনে সার্ক

জপোপবাসনিরতস্তত্বে মৌনব্রতস্থিতঃ ॥ ৪৫
ততঃ শমদমাত্ম্যাক্ষ ব্রহ্মচর্যেণ চৈব হি ।
প্রীতোহভবন্ততস্তস্ত তপসা নিয়মেণ চ ॥ ৪৬
তং বৈ শ্রুত্বভূতগবান্ শ্রুয়মাগম্য ভো দ্বিজাঃ ।
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৪৭
আদিত্যৈর্বনুভিঃ সার্কঃ মরুদ্ভির্দৈবতৈস্তথা ।
কুর্জৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষরাক্ষসকিন্নরৈঃ ॥ ৪৮
দিশাভিঃ প্রদিশাভিশ্চ নদীভিঃ সাগরৈস্তথা ।
নক্ষত্রৈশ্চ মূর্ত্তৈশ্চ খেচরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ ॥ ৪৯
দেবর্ষিভিস্তপোহুতৈঃ সিন্ধুর্বিদ্বদ্ভিরেব চ ।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যতর্মৈর্গন্ধর্বৈরপ্সরোগণৈঃ ॥ ৫০
চরাচরশূন্যঃ স্রীমান্ বৃতঃ সর্ষপঃ সুরৈস্তথা ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাঃ শ্রেষ্ঠো দৈত্যঃ বচনমব্রবীৎ ॥ ৫১

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রীতোহস্মি তব ভক্তস্ত তপসানেন শুব্রত ।
বরঃ বরয় ভদ্রস্তে যথেষ্টং কামমাশুহি ॥ ৫২
হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

ন দেবানুরগন্ধর্ষী ন যক্ষোরগরাক্ষসঃ ।
ঋষয়ো বাথ মাং শাপৈঃ ক্রুদ্ধা লোকপিতামহ ।
শপেয়ুস্তপসা যুক্তা বর এষ বৃত্তো ময়া ॥ ৫৩

একাদশ সহস্র বর্ষ মহাতপস্তা করিল । ভগ-
বান্ শ্রুত্ব তাহার শম, দম, নিয়ম, ব্রহ্মচর্য্য ও
তাদৃশ তপস্তায় প্রীত হইলেন । হে দ্বিজগণ !
চরাচরশূন্য ব্রহ্মবিদগণের শ্রেষ্ঠ স্রীমান্ ব্রহ্মা
শ্রুয়ঃ তখন হ্যাসিসম্পন্ন অর্কবর্ণ হংসযোজিত
বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আদিত্য, বনু, মরুৎ,
কুর্জ, বিশ্বদেব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দিকৃ,
বিদিকৃ, নদী, সাগর, নক্ষত্র মূর্ত্ত, খেচর,
গ্রহ, দেবর্ষি, তপোহুত, সিদ্ধ, বিদ্বান্, রাজর্ষি,
পুণ্যাশ্রা, গন্ধর্ষ, অপ্সরা, ও সমস্ত পুরগণে
পরিবৃত্ত হইয়া সেই দৈত্যকে এই কথা কহি-
লেন যে,—হে শুব্রত ! তুমি; তোমার
এই তপস্তায় আমি প্রীত হইয়াছি ; বর গ্রহণ
কর ; তোমার কুশল হউক ; যথেষ্ট কামনা
প্রাপ্ত হও । হিরণ্যকশিপু বলিল,—হে
লোকপিতামহ ! দেব, অনুর, গন্ধর্ষ, যক্ষ,
ঈরগ, রাক্ষস অথবা তপস্বী ঋষিগণ কেহই

ন শস্ত্রেণ ন বাস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন বা ।
ন শুক্রেণ ন চাত্রেণ ন চৈবোর্ধ্বং ন চাপাধঃ ।
পাণিপ্রহারেণৈকেন সত্যাবলবাহনম্ ।
যো মাং নাশয়িতুং শক্তঃ স মে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি
ভবেয়মহমেবার্কঃ সোমো বায়ুর্হতাশনঃ ।
সলিলকাস্তরিক্ষক্ আকাশকৈব সর্ষপঃ ॥ ৫৬
অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বাসবো যমঃ ।
ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ ॥ ৫৭
ব্রহ্মোবাচ ।

এতে দিব্যা বরাস্তাত ময়া দস্তান্তবাহুতাঃ ।
সর্ষপা কামানিমানস্তাত গ্রাপ্স্যসি হং ন সংশয়ঃ
ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্তা তু ভগবান্ জগমাণ্ড পিতামহঃ ।
বৈরাজঃ ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৫৯
ততো দেবাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্ষা যুনিগণস্তথা ।
বরপ্রদানং ক্রটুহব পিতামহমুপস্থিতাঃ ॥ ৬০

কৃষ্ণ হইয়া আমাকে অভিলাপ প্রদান করিতে
পারিবে না । শস্ত্র, অস্ত্র, গিরি, পাদপ, ও
শুক বা আত্রে পদার্থ দ্বারা কিছা উর্ধ্ব বা
অধোভাগে আমার মৃত্যু হইবে না । পরন্তু যে
জন একটী পাণিপ্রহারে সত্য-বল-বাহন সহ
আমাকে নাশ করিতে সক্ষম, সে-ই আমার
মৃত্যু বিধান করিতে পারিবে । আমিই সূর্য্য,
সোম, বায়ু, হতাশন, সলিল, আকাশ ইত্যাদি
সকল এবং কাম, ক্রোধ, বরুণ, বাসব, যম,
ধনদ, ধনাধ্যক্ষ, যক্ষ, কিম্পুরুষাধিপাদি সম-
স্তই আমি হইব, ইহাই আমার বর প্রার্থনা ।
৪১—৫৭ । ব্রহ্মা বলিলেন,—তাত ! আমি
তোমাকে এই সমস্ত দিব্য অদ্ভুত বর প্রদান
করিলাম । আমার প্রসাদে তুমি এই সমস্ত
কামই প্রাপ্ত হইবে ; সংশয় নাই ।
ব্যাস বলিলেন,—ভগবান্ পিতামহ এত-
রূপ বলিয়া ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত বৈরাজ-ধামে
প্রতিগমন করিলেন । তারপর এই বর-
প্রদান অবশেষে দেব, নাগ, গন্ধর্ষ ও যুনিগণ
মিলিত হইয়া পিতামহসমীপে উপস্থিত হই-

দেবা উচুঃ ।

বরেণানেন ভগবন্ বাধিষ্যতি স নোহসুরঃ ।
তৎপ্রসীদাৎ ভগবন্ বধোহপ্যস্ত বিচিন্ত্যতাম্
ভগবন্ সৰ্বভূতানাং স্বয়ম্ভুরাদিকৃৎ প্রভুঃ ।
অষ্টা চ হব্যকব্যানামব্যক্তঃ প্রকৃতির্কবম্ ॥৬২
ব্যাস উবাচ ।

ততো লোকহিতং বাক্যং শ্রুত্বা দেবঃ

প্রজাপতিঃ ।

প্রোবাচ ভগবান্বাক্যং সৰ্বদেবগণাংস্তদা ॥৬৩
ব্রহ্মোবাচ ।

অবশ্যং ত্রিংশান্তেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ কলম্ ।
তপসোহস্তে চ ভগবান্বধঃ বিষ্ণুঃ করিষ্যতি ॥
ব্যাস উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা সুরাঃ সৰ্বা বাক্যং পঙ্কজজন্মনঃ ।
স্থানি স্থানানি দিব্যানি জগ্মুস্তে বৈ মুদাঘিলাঃ
লক্ষ্মাত্রে বরে চাপি সৰ্বাঃ সোহবাধত প্রজাঃ
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন দর্শিতঃ ॥ ৬৬
আশ্রমেষু মহাভাগান্মুনীন বৈ সংশিতব্রতান্ ।
সত্যধর্মব্রতান্ দান্তাংস্তদা ধধিতবাংস্তথা ॥৬৭

লেন । তাঁহারা বলিলেন,—ভগবন্! এই বর দ্বারা সেই অসুর আত্মাদিগের উৎপীড়ন করিবে; অতএব আত্মাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন; ইহার বধোপায় চিন্তা করুন। ভগবন্! আপনি স্বয়ম্ভু, সৰ্বভূতের আদিকর্তা, প্রভু, হব্য-কব্যের অষ্টা, প্রকৃতি, অব্যক্ত ও সর্দৈকরূপ। ব্যাস বলিলেন,—লোক-হিতকর এই বাক্য শ্রবণান্তে ভগবান্ প্রজাপতি দেব তখন সৰ্ব-দেবগণকে বলিলেন,—ত্রিংশগণ! এ অসুর তপস্তার কল অবশ্যই পাইবে; কিন্তু তপস্তা কয় পাইলে ভগবান্ বিষ্ণু ইহাকে বধ করিবেন। ৫৮—৬৪। ব্যাস বলিলেন,—পঙ্কজজন্মা ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণে সেই সুরগণ সকলে আনন্দিত-চিত্তে শ্রীয শ্রীয দিব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। দৈত্য হিরণ্যকশিপু বরলাভ মাত্র দর্শিত হইয়া সমস্ত প্রজার পীড়া জন্মাইতে লাগিল। সেই মহাবল অসুর তখন আশ্রমসমূহে মহা-

ত্রিদিবস্বাংস্তদা দেবান্ পরাজিত্য মহাবলঃ ।
ত্রৈলোক্যং বশমানীম্ স্বর্গে বসতি সোহসুরঃ ॥
যদা বরমদোন্মত্তো বিচরন্ দানবো ভূবি ।
যজ্ঞোদ্যানকরোদৈত্যানযজ্ঞীয়াচ্চ দেবতাঃ ॥৬৯
আদিত্যা বসবঃ সাধ্যা বিধে চ মরুতস্তথা ।
শরণ্যঃ শরণং বিষ্ণুপুতস্তুর্মহাবলম্ ॥৭০
দেবব্রহ্মময়ঃ যজ্ঞঃ ব্রহ্মদেবঃ সনাতনম্ ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ প্রভুঃ লোকনমস্কৃতম্ ।
নারায়ণং বিভুং দেবং শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥
দেবা উচুঃ ।

ত্রায়ম্ নোহুত দেবেশ হিরণ্যকশিপোর্ভীমাৎ ।
তুং হি নঃ পরমো দেবস্বঃ হিনঃ পরমো গুরুঃ
তুং-হি নঃ পরমো ধাতা ব্রহ্মাদৌমাং সুরোত্তম
উৎফুল্লামলপত্রাক্ষ শত্রুপক্ষক্ষয়কর ।
ক্ষয়ায় দিতিবংশস্ত শরণং তুং ভবস্ব নঃ ॥ ৭৬

ভাগ, সংশিতব্রত, সত্যধর্মব্রত, দমণ্ডাঘিত মুনিদিগকে ধর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং ত্রিদিববাসী সুরগণকে পরাজয়পূর্বক ত্রৈলোক্য নিজ বশীভূত করিয়া স্বর্গে বাস করিতে লাগিল। সেই বরমদোন্মত্ত দানব ভূতলে বিচরণ করত যখন দৈত্যদিগকে যজ্ঞ-ভাগভোজী এবং দেবতাগণকে যজ্ঞভাগহীন করিল, তখন আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব ও মরুতেরা যাইয়া আশ্রিতপালক মহাবল বিষ্ণুর শরণ লইলেন। দেবগণ সেই দেবব্রহ্মময়, যজ্ঞরূপী, ব্রহ্মদেব, সনাতন; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সৰ্ব-ভূতাত্মক, লোকনমস্কৃত, প্রভু, বিভু, দেব নারায়ণকে শরণপ্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—হে দেবেশ! হিরণ্যকশিপু ভয় হইতে আত্মাদিগকে অদ্য পারিত্রাণ করুন। হে সুরোত্তম! তুমিই আত্মাদিগের পরম দেব, তুমিই আত্মাদিগের পরম গুরু, তুমিই ব্রহ্ম-প্রমুখ আত্মাদিগের পরম ধাতা; হে উৎফুল্ল-কমলাক্ষ, শত্রুপক্ষক্ষয়কর! দিতিবংশের ক্ষয় নিমিত্ত তুমি আত্মাদিগের রক্ষক হও।

বাসুদেব উবাচ।

ভয়ং ভ্যজধ্বমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্।
তথৈব ত্রিদিবং দেবাঃ প্রতিলপ্যথ মা চিরম্ ॥
এষোহহং সগণং দৈত্যং বরদানেন দর্পিতম্।
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্তি তম্ ॥ ৭৫

ব্যাস উবাচ।

এবমুक्ता তু ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদিবেশ্বরান্
হিরণ্যকশিপোঃ স্থানমাজগাম মহাবলঃ ॥ ৭৬
নরশ্চাৰ্দ্ধতমুং কুহা সিংহশ্চাৰ্দ্ধতমুং প্রভুঃ।
নারসিংহেন বপুষা পাণিঃ সংস্পৃশ্য পাণিনা ॥ ৭৭
ঘনজীমূতসঙ্কাশো ঘনজীমূতনিশ্বনঃ।
ঘনজীমূতদীপ্তোজা জীমূত ইব বেগবান্ ॥ ৭৮
দৈত্যং সোহতিবলং দৃষ্ট্বা দৃপ্তশাৰ্দূলবিক্রমঃ।
দৃষ্টৈর্দৈত্যগণৈর্গুপ্তং হতবানেকপাণিনা ॥ ৭৯
নৃসিংহ এষ কথিতো ভূয়োহয়ং বামনঃ পরঃ।
যত্র বামনমাস্থায় রূপং দৈত্যাবিনাশনম্ ॥ ৮০

বাসুদেব বলিলেন,—ওহে অমরগণ! ভয়
ভ্যাগ কর; আমি তোমাদিগকে অভয়
দিতেছি; হে দেবগণ! তোমরা আবার
অল্পকাল মধ্যেই পূর্ববৎ ত্রিদিব লাভ করিতে
পারিবে। এই আমি, বরদানে গর্জিত ও
অমরেন্দ্রগণের অবধ্য সেই দৈত্যকে অরুণ-
গণ-সহ নিহত করিতেছি।—৭৫। ব্যাস
বলিলেন,—সেই মহাবল প্রভু ভগবান্ এই
বলিয়া ত্রিদিবেশ্বরদিগকে বিদায় দিয়া অর্দ্ধ-
শরীর নরাকার ও অর্দ্ধশরীর সিংহসদৃশ—
নর-সিংহ-দেহ ধারণ করিলেন। সেই দেহের
কাষ্ঠি ঘন মেঘ-সম, উহার স্বরও ঘনমেঘ-
স্বরসম গম্ভীর, তেজও ঘনমেঘ দীপ্তি-
সম এবং বেগও মেঘ সম হইল। তিনি
কুর দ্বারা কর নিষ্পেষণ করত হিরণ্যকশিপু
সমীপে আগমন করিলেন। দৃপ্ত শাৰ্দূল-
বিক্রম সেই হরি, দৃপ্ত দৈত্যগণে পরিরক্ষিত
অতি বলবান্ হিরণ্যকশিপুকে দেখিতে
পাইয়া এক পাণিগ্রহণেই নিহত করিলেন।
৭৬—৭৯। এই নৃসিংহ অবতার কহিলাম।
অতঃপর বামন অবতার। পুরাকালে সেই

বলের্বলবতো যজ্ঞে বলিনা বিকুনা পুরা।

বিক্রমৈহিত্তিরকোভ্যাঃ ক্ৰোভিতান্তে

মহানুরাঃ ॥ ৮১

বিপ্রচিহ্নিঃ শিবঃ শঙ্করয়ঃশঙ্কুস্তথৈব চ।
অয়ঃশিরা অশ্বশিরা হয়গ্রীবশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৮২
বেগবান্ কেতুমানুগ্রাঃ সোগ্রব্যগ্রো মহানুরাঃ।
পুঙ্করঃ পুঙ্কলশ্চৈব সাবোহশ্বপাতরেব চ ॥ ৮৩
প্রহ্লাদঃ স্বপতিঃ কুন্তঃ সংহ্রাদো গমনপ্রিয়ঃ
অনুহ্রাদো হরিহয়ো বারাহঃ সংহরোহনুজঃ।
শরভঃ শলভশ্চৈব কুপথঃ ক্রোধনঃ ক্রথঃ।
বৃহৎকৌর্তির্নহাজিহ্বঃ শঙ্কুকর্ণো মহান্বনঃ ॥ ৮৫
দৌপ্তিজিহ্বোহর্কনয়নো যুগপাদো যুগপ্রিয়ঃ।
বায়ুর্গরিষ্ঠো নমুচিঃ শঙ্করো বিষ্করো মহান্ ॥ ৮৬
চন্দ্রহস্তা ক্রোধহস্তা ক্রোধবর্দ্ধন এব চ।
কালকঃ কালকোপশ্চ বৃত্রঃ ক্রোধো বিরোচনঃ
গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ প্রলহনয়কাবুভো।
ইন্দ্রতাপনবাতাপী কেতুমান্ বলদর্পিতঃ ॥ ৮৮
অসিলোমা পুলোমা চ বাঙ্কলঃ প্রমদো মদঃ।
শ্বমিশ্রঃ কালবদনঃ করালঃ কেশিরেব চ ॥ ৮৯
একাক্ষশ্চেন্দ্রহা রাহুঃ সংহ্রাদঃ অমরঃ স্বনঃ।
শতদ্রীচক্রহস্তাশ্চ তথা মুমলপাণয়ঃ ॥ ৯০

অবতারে ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যাবিনাশক
বামনমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বলবান্ বলির
যজ্ঞে গমনপূর্বক তত্রত্য আকোভ্য মহানুর-
দিগকে ক্রোভিত করেন। তখন বিপ্রচিহ্নি,
শিব, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা,
বীৰ্য্যবান্ হয়গ্রীব, বেগবান্ কেতুমান্, উগ্র,
মহানুর উগ্রব্যগ্র, পুঙ্কর, পুঙ্কল, সাব,
অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, স্বপতি, কুন্ত, সংহ্রাদ,
গমনপ্রিয়, বায়ু, গরিষ্ঠ, নমুচি, শঙ্কর, মহাকায়
বিষ্কর, চন্দ্রহস্তা, ক্রোধহস্তা, ক্রোধবর্দ্ধন,
কালক, কালকোপ, বৃত্র, ক্রোধ, বিরোচন,
গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, প্রলহ, নরক, ইন্দ্রতাপন,
বাতাপি, বলদর্পিত কেতুমান্, অসিলোমা,
পুলোমা, বাঙ্কল, প্রমদ, মদ, শ্বমিশ্র, কাল-
বদন, করাল, কেশি, একাক্ষ, ইন্দ্রহা, রাহু,
সংহ্রাদ, অমর, স্বন; এই সকল বিখ্যাত

অশ্বঘ্রায়ুধোপেতা ভিন্দিপালায়ুধাস্তথা ।
 শূলোলুখলহস্তাশ্চ পরাধধরাস্তথা ॥ ৯১
 পাশমুদগারহস্তাশ্চ তথা পরিঘপাণয়ঃ ।
 মহাশিলাপ্রহরণাঃ শূলহস্তাশ্চ দানবাঃ ॥ ৯২
 নানাপ্রহরণা ঘোরা নানাবেশা মহাবলাঃ ।
 কুর্খকুকুটবক্রাশ্চ শশোলুকমুখাস্তথা ॥ ৯৩
 খরোঽষ্টবদনান্চৈব বরাহবদনাস্তথা ।
 মার্জ্জারশিখিবক্রাশ্চ মহাবক্রাস্তথা পরে ॥ ৯৪
 নক্রমেষাননাঃ শূরা গোজাবিমহিষাননাঃ ।
 গোধাশলকিবক্রাশ্চ ক্রোড়িবক্রাশ্চ দানবাঃ ॥
 আখুর্দুর্দ্রবক্রাশ্চ ঘোরা বৃকমুখাস্তথা ।
 ভীমা মকরবক্রাশ্চ ক্রৌঞ্চবক্রাশ্চ দানবাঃ ॥
 অখাননাঃ খরমুগা ময়ূরবদনাস্তথা ।
 গজেন্দ্রচর্ম্মবসনাস্তথা কৃকাজিনাঘরাঃ ॥ ৯৭
 চৌরসংব্রতগাত্ৰাশ্চ তথা নীলকবাসসঃ ।
 উকীষিণো মুকুটিনস্তথা কুণ্ডলিনোহমুরাঃ ॥
 কিরীটিনো লঙ্ঘশিখাঃ কম্বুগ্রীবাঃ সুবর্চ্চসঃ ।
 নানাবেশধরা দৈত্য নানামাল্যানুলেপনাঃ ॥
 শাস্ত্রায়ুধানি সংগৃহ্য প্রদীপ্তানি চ তেজসা ।
 ক্রমমাণঃ হৃষীকেশমুপাবর্ত্তন্ত সর্চ্চসঃ ॥ ১০০
 প্রমথ্য সর্চ্চান্ দৈত্যেযান্ পাদহস্ততলৈর্বিভূঃ ।

দানব এবং আরও কত কুর্খ, কুকুট, শশ, উলুক, খর, উষ্ট্র, বরাহ, মার্জ্জার, ময়ূর, নক্র, মেঘ, গো, অজ, মহিষ, গোষা, শলকী, শূগাল, মুষিক, ভেক, বৃক, মকর, ক্রৌঞ্চ ও অশ্ব প্রভৃতির ছায় মুখশালী দৈত্য, কত গজচর্ম্ম, কৃকাজিন, চৌর ও নীলবসনধারী দানব; কত লঙ্ঘশিখা, কম্বুগ্রীব, উজ্জল-কাষ অমুর; কত উকীষ, মুকুট, কুণ্ডল, কিরীটাদি-ভূষিত, নানাবেশধারী, নানা মাল্যানুলেপনযুক্ত মহাবল দৈত্য; শতরী চক্র, মুঘল, অশ্বঘ্র, ভিন্দিপাল, শূল, শূলোলুখল (অশ্ববিশেষ), পরশু, পাশ, মুদগার, পরিঘ, ও মহাশিলা প্রভৃতি নিজ নিজ বিবিধ প্রদীপ্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া সকলেই সেই স্থলে বিচরণকারী হৃষীকেশকে বেষ্টিত করিল । ৮০—১০০। কিন্তু সেই বিষ্ণু বাহ্লন, অত্যন্তকাল

রূপে কৃষ্ণা মহাভীমঃ জহারাণ্ড স মেদিনীম্ ॥
 তন্ত বিক্রমতো ভূমিঃ চন্দ্রাদিত্যো স্তনাস্তরে
 নভঃ প্রক্রমমাণস্ত নাভ্যাঃ কিল তথা স্থিতৌ ॥
 পরমাক্রমমাণস্ত জাহ্নুদেশে ব্যবস্থিতৌ ।
 বিষ্ণোরমিতবীৰ্য্যস্ত বদন্ত্যেবং দ্বিজাতয়ঃ ॥
 হুহা স মেদিনীঃ কুৎস্রাঃ হুহা চানুরপুঙ্গবান্
 দদৌ শক্রায় বসুধাং বিকুর্ধ্বলবতাং বরঃ ॥ ১০৪
 এষ বো বামনো নাম প্রাহুর্ভাবো মহাশ্বনঃ ।
 বেদবিদ্বির্দ্বিজৈরেতৎ কথ্যতে বৈষ্ণবং যশঃ ॥
 ভূয়ো ভূতান্মনো বিষ্ণোঃ প্রাহুর্ভাবো মহাশ্বনঃ
 দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতঃ কময়া পরয়া যুতঃ ॥ ১০৬
 তেন নষ্টেষু বেদেষু প্রক্রিয়াসু মথেষু চ ।
 চাতুর্বর্ণ্যে চ সঙ্কীর্ণে ধর্ম্মে শিখিলতাঃ গতে ॥
 অতিবর্দ্ধতি চাধর্ম্মে সত্যে নষ্টেহনৃতে স্থিতে ।

মধ্যেই মহা ভীমমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পদ হস্ততল প্রহারে সেই দৈত্যগণকে মথিত করিয়া মেদিনী হরণ করিলেন । সেই অমিতবীৰ্য্য বিষ্ণু বিক্রম প্রকাশে নিজ দেহ বর্দ্ধিত করিয়া ভূতল আক্রমণ করিলে তখন চন্দ্র-সূর্য্য তদীয় স্তনাস্তরে অবস্থিত হইল; পরে যে সময় নভোমণ্ডল আক্রমণ করিলেন, তখন উহার নাভিদেশে রহিল; আর শেষে তাহার নাভিদেশে অবস্থান করিল । দ্বিজাতিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, বলবান্গণের প্রধান বিষ্ণু এইরূপে অমুর-পুঙ্গবগণকে হনন করিয়া ধনরত্নপূর্ণা সমগ্র মেদিনী আহরণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে প্রদান করেন । মহাত্মা বিষ্ণুর এই বামননামক প্রাহুর্ভাব আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম । বেদবিদ্ব দ্বিজগণ এই বৈষ্ণব মহিমা কীর্ত্তন করেন । ১০১—১০৫ । অতঃপর ভূতাত্মা মহাত্মা বিষ্ণুর দত্তাত্রেয় নামক অতীব কমাণ্ডলসম্পন্ন অবতার । কালবশে অধর্ম্ম বৃদ্ধিলাভ করার ধর্ম্ম যখন শিখিলতা প্রাপ্ত ও আকুলিত হইয়াছিল; বেদ নষ্ট, মথ ও উপাসনাপ্রক্রিয়াসকল লুপ্ত, চাতুর্বর্ণ-ব্যবস্থা সঙ্কীর্ণ, সত্য বিনষ্ট ও

প্রজানু শীৰ্যমাণানু ধৰ্মে চাকুলতাঃ গতে ।
সযজ্ঞাঃ সক্রিয়া বেদাঃ প্রত্যানীতা হি তেন বৈ
চাতুৰ্ণ্যমসঙ্কীর্ণং কৃতং তেন মহান্বনা ॥ ১০৯
তেন হৈহয়রাজস্ত কার্ত্তবীৰ্য্যস্ত ধীমতঃ ।
বরদেন বরো দত্তো দত্তাত্রেয়েণ ধীমতা ॥ ১১০
এতদ্বাহুদয়ং যন্তে তন্তে মম কৃতে নৃপ ।
শতানি দশ বাহুনাঃ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
পালয়িষ্যসি কুংস্রাক বনুধাং বনুধেশ্বর ।
হ্নিরীক্যোহরিবৃন্দানাং যুদ্ধশ্চ ভবিষ্যসি ॥
এষ বো বৈকবঃ শ্রীমান্ প্রাহৃত্তীবোহদ্ভুতঃ শুভঃ
ভূয়শ্চ জামদগ্ন্যোহয়ং প্রাহৃত্তীবো মহান্বনঃ ॥
যত্র বাহুসহস্রেণ দ্বিষতাঃ হুর্জয়ং রণে ।
রামোহর্জুনমনীকশ্চ জঘান নৃপতিং প্রভুঃ ॥
রথশ্চ পার্থিবঃ রামঃ পাতয়িত্বাহর্জুনং ভূবি ।
ধৰ্ম্মদ্বিহাজ্জুনং গ্রামঃ ক্রোশমানঞ্চ মেঘবৎ ॥
কুংস্রঃ বাহুসহস্রঞ্চ চিচ্ছেদ ভৃগুনন্দনঃ ।

অনৃত বর্জিত হওয়ায় প্রজা সকল ক্রিয়মাণ
হইতেছিল; তখন সেই মহাত্মা যজ্ঞ ও
প্রক্রিয়া সহ বেদ সকলের পুনরুদ্ধার
করিয়া চাতুৰ্ণ্য ব্যবহার সঙ্কীর্ণতা নিরাকৃত
করেন। সেই ধীমান্ দত্তাত্রেয়, বুদ্ধিমান্
হৈহয়রাজ কার্ত্তবীৰ্য্যকে এই বর প্রদান
করেন যে,—হে নৃপ! আমার প্রসাদে
তোমার এই বাহুদয় দশশত বাহু হইবে,
সংশয় নাই; হে বনুধেশ্বর! তুমি সমগ্র
বনুধা পালন করিবে, এবং ক্রীড়নে
অরিবৃন্দের হ্রাসীক্য হইবে। আপনা-
দিগের নিকটে বিষ্ণুর এই শুভ শ্রীমান্
অদ্ভুত প্রাহৃত্তাব বলিলাম। তারপর সেই
মহাত্মার জামদগ্ন্যনামক প্রাহৃত্তাব এই
বলিতেছি,—যে অবতारे প্রভু জমদগ্নি-
তনয় রাম, সহস্রবাহু, রণ-হুর্জয় অর্জুন নৃপ-
তিকে অনৌকমধ্যে হনন করেন। ভৃগুনন্দন
রাম রণস্থলে সেই অর্জুন ভূপতিকে ভূপা-
তিত করিয়া দীপ্ত কুঠার দ্বারা মেঘবৎ সেই
চীৎকারকারী নরপতির বাহুসহস্র চ্ছেদন-
পুষ্কর জাতিগণ সহ তদীয় নিধন সাধন

পরশধেন দীপ্তেন জাতিভিঃ সদিভস্ত বৈ ॥
কীর্ণা কজিয়কোটিভির্নেকমন্দরভূষণা ।
ত্রিঃসপ্তকৃষ্ণঃ পৃথিবী তেন নিঃকজিয়া কৃতা ॥
কুহা নিঃকজিয়াঃ চৈনাং ভার্গবঃ স্তুমহামশাঃ ।
সর্ষপাপবিনাশায় বাজিমেধেন চেষ্টেবান্ ॥ ১১৮
যান্মন যজ্ঞে মহাদানে দক্ষিণাঃ ভৃগুনন্দনঃ ।
মারীচায় দদৌ শ্রীতঃ কশ্চপায় বনুধরাম্ ॥
বারণাঃশ্বরগান্ শুভ্রান্ রথাঃশ্চ রথিনাং বরঃ ।
হিরণ্যমক্ষয়ং ধেনুর্গজেন্দ্রাঃশ্চ মহীপতিঃ ॥ ১২০
দদৌ তান্মিন্ মহায়জ্ঞে বাজিমেধে মহামশাঃ ।
অদ্যাপি চ হিতার্থায় লোকানাং ভৃগুনন্দনঃ ॥
চরমাগস্তপো ঘোরং জামদগ্ন্যঃ পুনঃ প্রভুঃ ।
আন্তে বৈ দেববঙ্কীমান্ মহেন্দ্রে পরিতোস্তমে
এষ বিকোঃ সুরেশস্ত শাশ্বতশ্চাব্যয়স্ত চ ।
জামদগ্ন্য ইতি খ্যাতঃ প্রাহৃত্তীবো মহান্বনঃ ॥
চতুর্দিশে যুগে বাপি বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ ।
জজ্ঞে দশরথস্তাথ পুত্রঃ পদ্মায়তেকণঃ ॥ ১২৪

বরিয়াছিলেন। সেই রামকর্ত্তক নিহত কজিয়-
কোটি দ্বারা এই মেরুমন্দরভূষণা মেদিনী
আকীর্ণ হইয়াছিল। তিনি একবিংশতি-
বার পৃথিবীকে নিঃকজিয়া করিয়াছিলেন।
স্তুমহামশা ভার্গব রাম পৃথিবীকে উক্তরূপ
নিঃকজিয়া করিয়া সর্ষপাপবিনাশার্থ বাজি-
মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভৃগুনন্দন
সেই যজ্ঞোপলক্ষে মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া
শ্রীতি সহকারে সমগ্র পৃথিবী কশ্চপকে
দক্ষিণা প্রদান করেন। সেই মহামশা রথবর
মহীপতি ভৃগুনন্দন উক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞকালে
শুভ্র হস্তী, অশ্ব, রথ ও অক্ষয় হিরণ্যাদি
বিবিধ ধনও দান করিয়াছিলেন। সেই
শ্রীমান্ প্রভু অজ্ঞাপি লোকাহিতকামনায়
মহেন্দ্রে গিরিবরে ঘোর তপস্তা আচরণ করত
বিরাজমান রহিয়াছেন। শাশ্বত অব্যয় সুরে-
শ্বর মহাত্মা বিষ্ণুর জামদগ্ন্যনামক বিশ্বাত
প্রাহৃত্তাব বর্ণন করিলাম। ১০৬—১২৩।
অনন্তর চতুর্দিশ যুগে সেই পদ্মায়তেকণ
ভগবান্ বিষ্ণু দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ

কৃত্বান্নানং মহাবাহুচতুর্কী প্রভুরীশ্বরঃ ।
 লোকে রাম ইতি খ্যাতস্তেজসা তাকরোপমঃ
 প্রসাদনার্থং লোকস্ত রক্ষসাং নিগ্রহায় চ ।
 ধর্ম্যস্ত চ বিবুদ্ধার্থং জজ্ঞে তত্র মহাযশাঃ ॥ ১২৬
 তমপ্যাহ্নর্নমুশ্যোক্তং সর্ষভূতহিতে রতম্ ।
 যঃ সমাঃ সর্ষধর্ম্যজ্ঞচতুর্দশ বনেহবসৎ ॥ ১২৭
 লক্ষ্মণাহুচরো রামঃ পিতুরাজ্ঞাপরো দ্বিজাঃ ।
 চতুর্দশ বনে তপ্ত্বা তপো বর্ষণাণ রাঘবঃ ॥ ১২৮
 গৃহিণী তস্ত পার্শ্বা সীতেন্দ্ৰিতি প্রথিতা জনৈঃ ।
 পুণ্ড্রোদিতা তু যা লক্ষ্মীর্ভার্যমমুগচ্ছতি ॥
 জনস্থানে বসন্ কার্য্যং ত্রিদশানাং চকার সঃ ॥
 তস্তাপকারিণং ক্রুরং পোলস্ত্যং মনুজর্ষভঃ ।
 সীতায়োঃ পদমবিক্ছুরিজনান মহাযশাঃ ॥ ১৩১
 দেবাসুরগণানাঞ্চ যক্ষাংকসভোগিনাম্ ।
 যত্রাবধ্যাং রাক্ষসেশ্বং রাবণং যুধি দুর্জয়ম্ ॥
 যুক্তং রাক্ষসকোটি ভনীলাঞ্জনচয়োপমম্ ।
 ত্রৈলোক্যদ্রাবণং ক্রুরং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥

হয়েন । উক্ত অবতারে প্রভু ঈশ্বর, লোকের
 পালন, রাক্ষসগণের নিধন ও ধর্ম্মের বর্দ্ধন
 সাধনার্থ আত্মাকে চতুর্কী বিভক্ত করিয়া
 উৎপন্ন হইলেন এবং লোকে সূর্য্যসম তেজস্বী,
 মহাবাহু, বিশ্বমিত্রশিষ্য রাম নামে খ্যাতি-
 লাভ করেন । তিনি সতত সর্ষভূতের হিতে
 নিরত ছিলেন । হে দ্বিজগণ ! সর্ষধর্ম্মজ্ঞ
 রাম, পিতার আজ্ঞাপালনার্থ লক্ষ্মণ সহ
 চতুর্দশ বর্ষ বনবাসে থাকিয়া তপস্তা
 আচরণ করিয়াছিলেন । পূর্বে যে বিষ্ণু-
 পত্নী লক্ষ্মীর কথা বলিয়াছি ; তিনি সেই
 রামের সীতা নাম্নী পার্শ্বচারিণী গৃহিণী হইয়া
 পতির অনুগমন করেন । রাম জনস্থানে
 বাণপূর্ব্বক ত্রিদশগণের মহৎ কার্য্য সাধন
 করেন । সেই মহাযশা মনুজর্ষভ রাম,
 সীতার উদ্ধারমানসে ক্রুর রাক্ষস-রাবণকে
 নিহত করেন । সেই ভূতপতি রাম,—সুর,
 অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, উরগাদির অবধ্য,
 দুর্জয়, দুর্ম্মদ, দৃষ্ট, শার্দ্দূলসম-বিক্রান্ত, সুর-
 গণের হুর্নিরীক্য, বরদান-গর্ভিত, ত্রৈলোক্য-

দুর্জয়ঃ দুর্ম্মদঃ দৃষ্টঃ শার্দ্দূলসমবিক্রমম্ ।
 হুনিরীক্যঃ সুরগণৈর্বরদানেন দর্পিতম্ ।
 জঘান সচিবৈঃ সার্কং সসৈন্তং রাবণং যুধি ॥
 মহাব্রগণসঙ্কশং মহাকায়ং মহাবলম্ ।
 রাবণং নিজস্থানাশু রামো ভূতপতিঃ পুরা ॥
 সূগ্রীবস্ত কৃতে যেন বানরেস্তো মহাবলঃ ।
 বালী বিনিহতঃ সংখ্যে সূগ্রীবচাভিষেচিতঃ ॥
 মধোচ্চ তনয়ো দৃষ্টো লবণো নাম দানবঃ ।
 হতো মধুবনে বীরো বরমন্তো মহাসুরঃ ॥ ১৩৭
 যজ্ঞবিষ্মকরো যেন মুনীনাং ভাবিতাশ্বনাম্ ।
 মারীচচ্চ সুবাহুচ্চ বলেন বলিনাং বরো ॥ ১৩৮
 নিহতো চ নিরন্তো চ কৃতো তেন মহামনা ।
 সমরে যুদ্ধশৌণ্ডেন তথাত্তে চাপি রাক্ষসাঃ ॥
 বিরোধচ্চ কবন্ধচ্চ রাক্ষসো ভৌমবিক্রমো ।
 জঘান পুরুষব্যাত্তো গন্ধর্ব্বো শাপমোহিতো ॥
 হতাশনার্কাণ্ডভিদ্গুণাভৈঃ
 প্রতপ্তজাম্বুনদচিত্রপুটৈঃ ।
 মহেন্দ্রবজ্রাণিতুল্যসারৈ
 রিপুন্ স রামঃ সমরে নিজস্রে ॥ ১৪১

পীড়ক, ক্রুর, মহাবল, মহাকায়, নীলাঞ্জন-
 চয়োপম, মহামেঘসঙ্কশ, রাক্ষসেশ, রাবণকে
 বহুকোটিরাক্ষসপারিত-সৈন্ত-সচিবাদিসহ মহা-
 যুদ্ধে অল্পকাল মধ্যেই নিহত করিয়া-
 ছিলেন । তিনি সূগ্রীবের অনুরোধে
 রণস্থলে মহাবল বানরেস্ত বালীকে হত্যা-
 পূর্ব্বক তদীয় রাজ্যে সূগ্রীবকে অভিষিক্ত
 করেন । তৎকর্তৃক মধুবনে মধুতনয়, বীর,
 বরমন্ত, দৃষ্ট লবণ নামক দানবও বিনাশিত
 হয় । সেই মহাত্মা পুতাত্মা মুনিগণের যজ্ঞ-
 বিষ্মকারী, মহাবলবান মারীচ ও সুবাহুকে
 বাণ প্রহারে নিরন্ত করিয়াছিলেন । তন্নিম্ন
 সেই যুদ্ধনিপুণ রাম কর্তৃক সমরে আরও
 অনেকানেক রাক্ষস নিহত হইয়াছিল ।
 পুরুষব্যাত্ত রাম ও লক্ষ্মণ, শাপমোহিত
 গন্ধর্ব্ব—রাক্ষসতাপ্রাপ্ত বিরোধ ও কবন্ধকে
 বিনাশ করেন । সেই রাম, সমরে হতাশন,
 ভাস্কিরণ ও সৌদামিনীসম প্রভাশালী,

তন্মৈ দত্তানি শত্ৰুণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ।
বধার্থং দেবশক্রণাং দুর্কথাণাং সুরৈরপি ॥১৪২
বর্তমানে মখে যেন জনকস্ত মহান্ননঃ ।
ভয়ং মাহেশ্বরং চাপ্যং ক্রীড়তা লীলয়া পুরা ॥
এতানি কুত্বা কৰ্ম্মাণি রামো ধর্ম্মভূতাং বরঃ ।
দশাশ্বমেধান্ জাক্রথ্যানাজহার নিরর্গলান্ ॥১৪৪
নাশ্রয়স্তাশুভা বাচো নাকুলং মাক্রতো ববৌ ।
ন বিস্তহরণকাসীজ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
পরিদেবন্তি বিধবা নানার্থাশ্চ কদাচন ।
সর্বমাসীচ্ছূভং তত্র রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
ন প্রাণিনাং ভয়ং চাসীজ্জনাগ্যানিলঘাতজম্ ।
ন চাপি বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকৰ্ম্মাণি চক্রিরে ॥
ব্রহ্ম পর্য্যচরৎ কত্রং বিশস্ত কত্রিয়ে রতাঃ ।
শূদ্রাশ্চৈব হি বর্ণাঃস্বীন শুক্লমন্ত্যনহক্লতাঃ ॥১৪৮

তপ্তকাঞ্চনময় বিচিত্র পুষ্পযুক্ত, মহেন্দ্রশনি-
সদৃশ সারসমণ্ডিত শরপ্রহারে রিপুগণের
নিধন সাধন করিতেন । ১২৪—১৪১ ।
ধীমান বিশ্বামিত্র, সুরগণের দুর্কথ সুরশক্র-
দিগের বধার্থ নানা অস্ত্র প্রদান করিয়া-
ছিলেন । সেই মহাত্মা রাম বিদেহরাজ
জনকের মথস্থলে লীলা সহকারে মাহেশ্বর
ধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন । ধার্ম্মিকবর রাম
এই সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়া অবাধে দশটী জাক্রথ্য
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন । রামের রাজ্যশাসন-
কালে কদাপি অশুভবাক্য শ্রুত হয় নাই;
আকুল ভাবে অনিলও প্রবাহিত হয় নাই;
কাহারও ধনাপহরণও হয় নাই এবং বিধবা
হইয়াও কেহ বিলাপ করে নাই । তখন
কদাচ কোন অনর্থ ঘটিত না; রাম রাজ্য
শাসন করিতে থাকিলে সকলই মঙ্গল-
ময় হইয়াছিল । জল-অনল-অনিল-জনিত
কোন ভয় ছিল না; বৃদ্ধদিগকে বালক-
গণের প্রেতকৰ্ম্মও করিতে হয় নাই ।
কত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যাপরাধ
ছিল; বৈশ্যেরা কত্রিয়দিগের শুক্লম-
ন্ত্যন, আর শূদ্রগণ অহক্লারহীন হইয়া
অপর তিন বর্ণের সেবাতৎপর ছিল ।

নার্যো নাত্যচরন্ ভক্ত ন ভাৰ্য্যাঃ
নাত্যচরৎ পতিঃ ।
সর্বমাসীজ্জগদাস্তং নির্দশ্য রভবন্নহী ।
রাম একোহভবভূর্তা রামঃ পালয়িতাভবৎ ॥
আসন্ বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্রসহস্রিণঃ ।
অরোগাঃ প্রাণিনশ্চাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি
দেবতানামৃষীগাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ সর্বশঃ ।
পৃথিব্যাং সমবাসোহভূজ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি
গাথামপ্যত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ ।
রামে নিবন্ধতৎসার্থা মহাত্ম্যং তস্ত ধীমতঃ ॥
শ্রামো যুবা লোহিতাক্ষো দীপ্তান্তো

মিতভাষিতঃ ।

অজানুবাহঃ সুমুখঃ সিংহস্কন্ধো মহাভূজঃ ॥
দশ বর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ১৫৪
ঋক্-সামযজুর্বাং ঘোষো জ্যাঘোষশ্চ মহান্ননঃ ।
অব্যচ্ছিন্নোহভবভ্রাত্রে দৌষতাং ভুজ্যতামিতি ॥
সবান্ গুণসম্পন্নো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ।

পত্নীগণ পতিদিগকে এবং পতির পত্নীদিগকে
অতিক্রম করিত না । সমগ্র জগৎই সুশাসিত
ছিল; মহীমণ্ডল দশু্যহীন হইয়াছিল ।
সেই রামশাসিত রাজ্যে প্রজারা সহস্র-
বর্ষায়, ও সহস্রপুত্রশালী ছিল; প্রাণিগণ
রোগহীন হইয়াছিল । তখন এক মাত্র
রামই প্রজাবর্গের পালয়িতা ও ভূর্তা
ছিলেন । পৃথিবীতে সর্বত্র দেবতা, ঋষি
ও মনুষ্যবর্গের সমাজ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ।
রামতত্ত্বাভিজ্ঞ পুরাণবিদ জনগণ সেই
ধীমানের মহাত্ম্যশ্লোক এই গাথা গান
করেন যে,—রাম, শ্রামবণ, যুবা, লোহিত-
নেত্র, সুমুখ, প্রফুল্লবদন, সিংহসম-বিশাল
স্কন্ধশালী, মহাভূজ, অজানুলম্বিতবাহ এবং
মিতভাষী ছিলেন । রাম দশসহস্র বর্ষ
রাজ্যশাসন করেন । সেই মহাত্মার রাজ্যে
ঋক্-যজুঃ-সামমন্ত্রের নির্ঘোষ, জ্যাঘোষ এবং
‘দৌষতাং ভুজ্যতাং’ ধ্বনি অবিচ্ছিন্নভাবে
বর্তমান ছিল । সেই সবান্, নানা গুণ-
সম্পন্ন, দাশরথি রাম নিজ তেজে দীপ্যমান

অতি চন্দ্রঃ সূর্য্যঃ রামো দাশরথির্ভূতঃ ॥১৫৬
 ঐজৈ ক্রতু শতৈঃ পুণ্যৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ।
 হিহাযোধ্যাং দিবং যাতো রাঘবো হি মহাবলঃ
 এবমেব মহাবাহুরিঙ্কাকুকুলনন্দনঃ ।
 রাবণং সগণং হৃদ্বা দিবমাচক্রমে বিভুঃ ॥ ১৫৮
 অপরঃ কেশবচায়ঃ প্রাহৃত্যবো মহামনঃ ।
 বিখ্যাতো মাথুরে কয়ে সর্বলোকহিতায় বৈ ॥
 যত্র শাশ্বৎ চৈতন্যং কংসঃ দ্বিবিদমেব চ ।
 অরিষ্টং বৃষভং কেশিং পুতনাং দৈত্যদারিকাম
 নাগং কুবলয়াপীড়ং চাপুং মুষ্টিকং তথা ।
 দৈত্যান্ মাছুষদেহেন সূদয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥
 ছিন্নং বাহুসহস্রং বাণস্তাডুতকর্ষণঃ ।
 নরকচ্চ হতঃ সজ্জা যবনচ্চ মহাবলঃ ॥ ১৬২
 হৃতানি চ মহীপানাং সর্বরত্নানি তেজসা ।
 হুয়াগরাচ্চ নিহতাঃ পার্থিবা যে মহীতলে ॥১৬৩
 এষ লোকহিতার্থায় প্রাহৃত্যবো মহামনঃ ॥ ১৬৪

হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য অপেক্ষাও শোভাশালী ছিলেন। সেই মহাবল রাঘব, ভূরিদক্ষিণা-সম্পন্ন পুণ্য ক্রতু শত দ্বারা যজ্ঞন করেন। শেষে অযোধ্যা পরিহারপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু বিষ্ণু ইঙ্কাকু-কুলনন্দন রাম রূপে রা.ণকে দণ্ডবলে হনন করিয়া এইভাবে স্বর্গে রোহণ করেন। ১৪২—১৫৮। কল্পান্তরে সর্বলোকের হিতসাধনার্থ মথুরা পুরীতে সেই মহাত্মা বিষ্ণুর যে অবতার হয়, তাহা কেশব নামে প্রসিদ্ধ। সেই অবতারে মাছুষদেহ দ্বারা সেই বীর্য্যবান্ বিষ্ণু শাশ্ব, শিশুপাল, কংস, দ্বিবিদ, অরিষ্ট, প্রলঙ্গ, কেশি, দৈত্যকণ্ঠা পুতনা, নাগ কুবলয়াপীড়, চাপুর ও মুষ্টিক প্রভৃতি দৈত্যাদিগের বিনাশ সাধন করেন। তিনি রণস্থলে অদ্ভুতকর্মা বাণের বাহুসহস্র ছেদন এবং নরকের নিধন বিধান করেন। তৎকর্তৃকই মহাবল যবন নিহত হয়। মহীতলে তখন যত হুয়াচার মহীপতি ছিল, তিনি নিজতেজে সকলেরই নিপাত করিয়া স্ত্রীাদিগের সমস্ত ধনরত্ন আহরণ করিয়াছিলেন। লোক-হিতকাম-

ককৌ বিষ্ণুশা নাম শস্ত্রলগ্রামসম্ভবঃ ।
 সর্বলোকহিতার্থায় ভূয়ো দেবো মহাযশাঃ ॥
 এতে চান্তে চ বহবো দিব্যা দেবগণৈর্ভূতাঃ ।
 প্রাহৃত্যবো পুরাণেষু গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিত্তিঃ ॥১৬৬
 যত্র দেবা বিমুহুস্তি প্রাহৃত্যবান্নকীর্তনে ।
 পুরাণং বর্ততে যত্র বেদশ্রুতিসমাহিতম্ ॥ ১৬৭
 এতদ্দেশমাত্রেণ প্রাহৃত্যবান্নকীর্তনম্ ।
 কীর্তিতং কীর্তনীযম্ সর্বলোকগুরোর্বিতোঃ ॥
 ত্রীযন্তে পিতরস্তস্মৈ প্রাহৃত্যবান্নকীর্তনাৎ ।
 বিষ্ণোরমিতবীর্য্যম্ যঃ শৃণোতি কৃতাজলিঃ ॥
 এতাচ্চ যোগেশ্বরযোগমায়াঃ
 শ্রদ্ধা নরো যুচ্যতি সর্বপাটৈঃ ।
 ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ বিপুলাস্চ ভোগান
 প্রাপ্নোতি শীঘ্রং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ১৭০
 এবং যয়া মুনিশ্রেষ্ঠা বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
 সর্বপাপহরাঃ পুণ্যাঃ প্রাহৃত্যবো প্রকীর্তিতাঃ ॥
 ইতি ত্রীবাঙ্গে প্রাহৃত্যবান্নকীর্তনং নাম ত্রয়ো-
 দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৩

নায় মহাত্মা বিষ্ণুর এই অবতার হইয়াছিল। অতঃপর সর্বলোকহিতার্থে শস্ত্রলগ্রামে দেব বিষ্ণুর মহাযশা বিষ্ণুশা ককৌ অবতার। ব্রহ্মবাদীরা পুরাণসমূহে এই সকল এবং আরও নানাবিধ দিব্য অবতার কীর্তন করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত অবতার কীর্তন করিতে হইলে দেবতারাও বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন; সেই সকল অবতারকথা লইয়াই বেদ ও শ্রুতি সমুদয় সম্যক্ পরিপুষ্ট হইয়াছে। সেই সর্বলোকগুরু সর্বকীর্তনীয় বিষ্ণুর প্রাহৃত্যব বিবরণ এই সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম; অমিতবীর্য্য সেই বিষ্ণুর প্রাহৃত্যব কীর্তন কিহা কৃতাজলিকরে শ্রবণ করিলে, পিতৃগণ স্ত্রীত হয়েন। সেই যোগেশ্বরের এই সকল যোগমায়া শ্রবণে নর সেই ভগবানের প্রসাদে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুল ভোগ লাভ করিতে পারে। হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট

চতুর্দশাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুমু উচুঃ ।

ন ভূত্বিমধিগচ্ছামঃ পুণ্যধর্মায়তন্ত চ ।
মুনে অনুখ্যগীতন্ত তথা কোতুহলং হি নঃ ॥ ১
উৎপত্তিঃ প্রলয়কৈব ভূতানাং কৰ্মণো গতিম্ ।
বেৎসি সৰ্বং মুনে তেন পৃচ্ছামহ্যঃ মহামতিম্
অয়তে যমলোকন্ত মার্গঃ পরমহুর্গমঃ ।
হুঃখক্লেশকরঃ শবৎ সৰ্বভূতভয়াবহঃ ॥ ৩
কথং তেন নরা যাস্তি মার্গেণ যমসাদনম্ ।
প্রমাণকৈব মার্গন্ত ক্রহি নো বদতাং বর ।
মুনে পৃচ্ছাম সৰ্বত্র ক্রহি সৰ্বমশেষতঃ ॥ ৪
কথং নরকহুঃখানি নাগুবন্তি নরা মুনে ।
কেনোপায়েন দানেন ধৰ্ম্মেণ নিয়মেণ চ ॥ ৫

অমিততেজা বিষ্ণুর সৰ্বপাপহর, শ্রেয়স্কর
অবতার সকল কীৰ্ত্তন করিলাম ১৫২—১৭১
ত্রয়োদশাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৩

চতুর্দশাধিকাবিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনে! তোমার
মুখে গীত পুণ্য-ধর্মায়ত পানে আমাদিগের
ভূতির শেষ হইতেছে না; এখনও আমা-
দিগের কোতুহল রহিয়াছে। মুনিবর! ভূত
সকলের উৎপত্তি, প্রলয় ও কৰ্ম্মের গতি,
সমস্তই তুমি অবগত আছ, তাই মহামতি
তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি। শুনা যায,—
যমলোকের পথ অতি হুর্গম, দৈহিক ও মান-
সিক উভয়বিধ সন্তাপোৎপাদক এবং সৰ্ব-
দাই সৰ্বভূতের ভয়জনক। তবে সেই পথে
মানবগণ যমসদনে গমন করে কিরূপে? আর
সেই পথের পরিমাণই বা কিরূপ? ওহে
বাগ্মিবর! তাহা আমাদিগকে বল। মুনে!
তুমি সৰ্বত্র; তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি-
তেছি; আমাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত বল।
নরগণ কোন্ উপায়ে, কিরূপ দান, ধর্ম বা
নিয়ম করিলে নরকযাতনা ভোগ করে না?

মানুষন্ত চ যাম্যন্ত লোকন্ত কিমদন্তরম্ ।
কথঞ্চ স্বর্গতিং যাস্তি নরকং কেন কৰ্ম্মণা ॥
কিমন্তি স্বর্গহানানি কিমন্তি নরকাণি চ ।
কথং স্মৃতিভিনো যাস্তি কথং স্মৃতিভকারিণঃ ॥ ৭
কিং রূপং কিং প্রমাণং বা কো বর্ণভূতয়োরাপি ।
জীবন্ত নৌয়মানন্ত যমলোকং অবৌহি মঃ ॥ ৮
বাস উবাচ ।
পুংস্বঃ মুনিশার্দূলা বদতো মম স্মৃতাঃ ।
সংসারচক্রমজরং স্থিতিযন্ত ন বিদ্যতে ॥ ৯
সৌহঃ বদামি বঃ সৰ্বং যমমার্গন্ত নির্ণয়ম্ ।
উৎক্রান্তিকালাদারভ্য যথা নাভ্যো বদিস্যতি ॥
স্বরূপকৈব মার্গন্ত যন্মাং পৃচ্ছথ সন্তমাঃ ।
যমলোকন্ত চাধ্বানমন্তরং মানুষন্ত চ ॥ ১১
যোজনানীং সহস্রাণি ষড়শীতিস্তদন্তরম্ ।
তপ্ততাম্রমিবা তপ্তং তদধ্বানমুদাহৃতম্ ॥ ১২
তদবশ্যং হি গন্তব্যং প্রাণিভির্জীবসঙ্কয়ে ।

মানুষলোক ও যাম্য লোকের ব্যবধান কত?
কোন্ কৰ্ম্মে নরকে এবং কোন্ কৰ্ম্মেই বা
স্বর্গে যায়? স্বর্গেরই বা কতগুলি স্থান, আর
নরকস্থানই বা কতগুলি আছে? স্মৃতি-
শালীরাই বা কেমনে গমন করে? আর
স্মৃতিকারীরাই বা কিরূপে যায়? যমলোকে
নৌয়মান উক্ত উভয়বিধ জীবের রূপ, পরিমাণ
ও বর্ণই বা কিরূপ? আমাদিগকে এই
সকল কথা বলুন। ১—৮। বাস বলি-
লেন,—হে মুনিশার্দূলগণ! কদাপি যাহার
স্থিরতা নাই, আমি সেই অজর সংসারচক্র
বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।
আমি আপনাদিগকে জীবের উৎক্রমণকাল-
বধি সমগ্র যমমার্গবিবরণ এমন ভাবে বলিব
যে, অপর কেহই তদ্রূপ বলিতে পারিবে না।
হে সন্তমগণ! আপনারা আমাকে যে যাম্য
পথের কথা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, মানুষলোক
হইতে যমলোকপথ ষড়শীতিসহস্র যোজন
অন্তরে অবস্থিত। ঐ পথ তপ্ত তাম্রসম
উজ্জ্বল। জীবিতকালের ক্ষয় হইলে ঐ পথে
প্রাণিগণকে অবশ্যই যাইতে হয়! তবে

পুণ্যান্ পুণ্যকৃতো যান্তি পাপান্

পাপকৃতোহধমাঃ ॥ ১৩

দ্বাবিংশতিং নরকা যমস্ত বিষয়ে স্থিতাঃ ।

যেষু হৃদতকর্ণাণো বিপচ্যন্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৪

মরকো রোরবো রৌদ্রঃ শূকরস্তাল এব চ ।

কুন্তীপাকো মহাঘোরঃ শাললোহথ

বিমোহনঃ ॥ ১৫

কৌটাদঃ কুমিভক্ষ লালভক্ষো ভ্রমস্তথা ।

নদ্যঃ পুন্ড্রবাহাশ্চাহ। কধিরাস্তস্তথৈব চ ॥ ১৬

অগ্নিজালো মহাঘোরঃ সন্দংশঃ শুনভোজনঃ ।

ঘোরা বৈতরণী চৈব অসিপত্রবনং তথা ॥ ১৭

ন তত্র বৃক্ষচ্ছায়া বা ন তড়াগাঃ সরাসি চ ।

ন বাপ্যো দীঘিকা বাপি ন কূপো ন প্রপা সভা

ন মণ্ডপো নায়তনং ন নদ্যো ন চ পৰ্বতাঃ ।

ন কিঞ্চিদাশ্রমস্থানং বিদ্যতে তত্র বৰ্ণনি ॥ ১৮

যত্র বিশ্রমতে শ্রান্তঃ পুরুষোহতীবর্ষিতঃ ।

অবশ্যমেব গন্তব্যঃ স সৰ্বৈশ্চ মহাপথঃ ॥ ২০

প্রাপ্তে কালে তু সন্ত্যজ্য স্নহৃদ্বন্ধনাদিকম্ ।

পুণ্যকর্মীরা সুখে এবং অধম পাপকারীরা
দুঃখে উহা অতিক্রম করিয়া থাকে। যম-
রাজ্যে দ্বাবিংশতটি নরক আছে, সেই
সকল নরকে হৃদতকারীরা পৃথক্ পৃথক্
ভাবে পাতিত হয়। রোরব, রৌদ্র, শূকর,
তাল, কুন্তীপাক, মহাঘোর শালল, বিমোহন,
কৌটাদ, কুমিভক্ষ, লালভক্ষ, ভ্রম, অগ্নিজাল,
মহাঘোর সন্দংশ ও শুনভোজন প্রভৃতি
নরককুণ্ড এবং পুন্ড্রবাহা, কধিরাস্তঃ, ও
ঘোরা বৈতরণী প্রভৃতি নদী, ও অসিপত্র-
বনাদি নানাযাতনাস্থান সেখানে আছে।
সেই পথে এমন কোন ছায়াবান্ বৃক্ষ,
তড়াগ, সরোবর, বাপী দীঘিকা, কূপ, প্রপা,
সভা, মণ্ডপ, আয়তন, নদী বা পৰ্বত কিছু-
মাত্র আশ্রয়স্থান নাই, যাহাতে যমদূতাকর্ষিত
শ্রান্ত জীব কণমাত্রও বিশ্রাম করিতে পারে।
কালপ্রাপ্ত হইলে স্নহৃৎ বন্ধু ধনাদি পরি-
ত্যাগপূর্বক সকলেরই সেই পথে অবশ্য

জরাযুজাণ্ডজাশ্চৈব শ্বেদজাশ্চোত্তিজাস্তথা ॥ *

স্ত্রীপুংসুসকৈশ্চৈব পৃথিব্যাং জীবসংক্রিষ্টৈঃ ॥

পূর্বাঙ্কে চাপরাঙ্কে বা মধ্যাঙ্কে বা তথা পুনঃ ।

সন্ধ্যাকালেহর্করাঙ্কে বা প্রভাতে বাপ্যাপস্থিতে
বৃদ্ধৈর্বা মধ্যমৈর্বাপি যৌবনৈহস্তধৈব চ ।

গর্ভাবাসেহথ বাল্যে বা গন্তব্যঃ স মহাপথঃ ॥

প্রবাসস্থৈর্গৃহস্থৈর্বা পৰ্বতস্থৈঃ স্থলৈহপি বা ।

ক্ষেত্রস্থৈর্বা জলস্থৈর্বা গৃহমধ্যগতৈস্তথা ॥ ২৫

আসীনৈশ্চোত্তীর্ণৈর্বাপি শয়নীয়গতৈস্তথা ।

জাগ্রতির্বা প্রসুপ্তৈর্বা গন্তব্যঃ স মহাপথঃ ॥ ২৬

ইহানুভূয় নির্দিষ্টমাযুজন্তঃ স্বয়ং তদা ।

তস্মাস্তে চ স্বয়ং প্রাণৈরনিচ্ছন্নপি মুচ্যতে ॥ ২৭

জলমগ্নিবিষং শস্ত্রং ক্ষুদ্রাধিঃ পতনং গিরেঃ ।

নিমিত্তং কিঞ্চিদাসাণ্য দেহৌ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে ॥ ২৮

বিহায় স্তুমহৎকৃৎস্নং শরীরং পাকভৌতিকম্ ।

যাইতে হইবে। জরাযুজ, অণ্ডজ, শ্বেদজ,
উত্তিজ, স্ত্রী, পুংসু ও স্ত্রীবাদি পৃথিবীস্থ যে
কোন জীব—পূর্বাঙ্ক, মধ্যাঙ্ক, অপরাঙ্ক,
সন্ধ্যাকাল, অর্করাঙ্ক, প্রভৃতি যে কোন
কালে, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, বালক, গর্ভগত, যে
কোন অবস্থাপন্নই হোক না, সেই পথে
যাইতে হইবেই। প্রবাসস্থ, আবাসস্থ,
পৰ্বতস্থ, স্থলস্থ, ক্ষেত্রস্থ, জলস্থ, গৃহমধ্যস্থ,
উপবীষ্ট, উখিত, শায়িত, জাগ্রৎ, সুপ্ত—
সকল প্রাণীকেই ইহলোকে নির্দিষ্ট আয়ু
ভোগান্তে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও দেহ
হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বয়ং সেই পথে যাইতে
হয়। জল, অগ্নি, বিষ, শস্ত্র, ক্ষুধা, ব্যাধি,
পৰ্বতাদি উচ্চস্থান হইতে পতন, ইত্যাদি
যে কোন হেতুতেই আয়ুশেষ হইলে দেহ
প্রাণহীন হইয়া থাকে। তখন সেই পক-
ভৌতিক দেহ পরিহারান্তে নিজ কর্মজ স্মৃ-
তি

* অতঃপরঃ—

“জন্মমাজন্মশ্চৈব গমিষ্যন্তি মহাপথম্ ।

দেবানুন্নয়ন্যৈশ্চ বৈবশ্বতবশান্তগৈঃ ॥”

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ ।

অশুচ্ছরীরমাদতে যাতনীঃ স্বকর্মজম্ ॥ ২৯
দৃঢ়ং শরীরমাপোতি সুখংখোপভুক্তয়ে ।
তেন ভুঙ্ক্তে স কৃচ্ছাণি পাপকর্তা নরো ভৃশম্
সুখানি ধার্মিকো হৃষ্ট ইহ নীতো যমকয়ে ॥ ৩১
উষা প্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসমীরিতঃ ।
ভিনন্তি মর্মস্থানানি দীপ্যমানো নিরিন্দনঃ ॥ ৩২
উদানো নাম পবনস্ততশ্চোর্ধ্বঃ প্রবর্ততে ।
ভুক্তানামমৃতক্যাণামধোগতিনিরোধকং ॥ ৩৩
ততো যেনাশ্বদানামি কৃতান্তরসান্তথা ।
দন্তাঃ স তন্তামাহ্লাদমাপদি প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৪
অরানি যেন দন্তানি শ্রদ্ধাপুতেন চেতসা ;
সোহপি ভৃগুমবাপোতি বিনাপ্যরেন বৈ তদা
যেনামৃতানি নোক্তানি প্রীতিভেদঃ কৃতো ন চ
আস্তিকঃ শ্রদ্ধদানশ্চ সুখমৃত্যুং স গচ্ছতি ॥ ৩৬
দেবব্রাহ্মণপূজায়াং নিরতাশ্চানস্বয়কাঃ ।
শুক্লা বদান্তা হ্রীমন্তস্তে নরাঃ সুখমৃত্যবঃ ॥ ৩৭

হৃৎখভোগার্থ অশু দৃঢ় শরীর পরিগ্রহ করে ।
সেই দেহকে যাতনাদেহ বলা যায় । সেই
দেহ দ্বারা যমালয়ে নীত পানী জীব ক্লেশ
রাশি এবং ধার্মিক জীব হৃষ্ট হইয়া সুখসমূহ
ভোগ করিয়া থাকে । ২—৩১ ॥ প্রবল বায়ু
দ্বারা পরিচালিত হইয়া শরীরের উষা প্রকুপিত
হয়, এবং ক্রমে দীপ্যমান হইয়া দাহ অভাবে
মর্মস্থান সকল ভেদ করিতে থাকে । তাহাতে
উদান নামক বায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া ভুক্ত অন্ন-
পানাদির অধোগতি নিরোধ করে ; সুতরাং
দেহী তখন অতিক্রমে প্রাণ বিসর্জন করিয়া
সেই দুর্গম পথে যমালয়ে প্রস্থিত হয় ।
ইহলোকে যেজন অন্ন-পানীয়াদি দান
করিয়াছে, সে সেই দুর্গম পথে সানন্দে
গমন করিতে পারে । যে মানব শ্রদ্ধাপুত-
চিত্তে অন্ন দান করিয়াছে, সে তখন অন্ন
অভাবেও অন্নজনিত ভৃগুপ্রাপ্ত হয় । যেজন
মিথ্যা কথা বলে নাই কাহারও প্রীতিভঙ্গ
করে নাই ; যেজন আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান,
তাহার সুখমৃত্যু হয় । দেব-ব্রাহ্মণ-পূজারত,
শুদ্ধাচার, অস্বাধীন, বদান্ত, ও অকার্য্যে

যঃ কাম্যাপি সংরস্তাঃ সোহাকর্মসুংস্রজেৎ ।
যথোক্তকারী সৌম্যশ্চ স সুখং মৃত্যুমুচ্ছতি ॥ ৩৮
বারিদাক্ষিতানাং যে কৃষিতারপ্রদায়িনঃ ।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ কালে মৃত্যুং সুখসমম্বিতম্ ॥ ৪০
প্রাণয়ীঃ বেদনাং কষ্টাং যে চাত্তোদ্বেষগধারিণঃ
শীতং জয়ন্তি ধনদাস্তাপঃ চন্দনদায়িনঃ ॥ ৪১
মোহং জ্ঞানপ্রদাতারস্তথা দীপপ্রদাস্তমঃ ।
কূটসাক্ষী যথাবাদী যো গুরুর্নামুশান্তি বৈ ॥ ৪২
তে মোহমৃত্যবঃ সর্বে তথা যে বেদনিন্দকাঃ ।
বিতৌষণাঃ পুতিগন্ধাঃ কূটমদগরপাণয়ঃ ॥ ৪৩
আগচ্ছন্তি হুরাশ্বানো যমশ্চ পুরুষান্তথা ।
প্রাপ্তেষু দৃকুপথঃ তেষু জায়তে তন্ত বেপথুঃ ।
ক্রন্দতাবিরতং সোহথ ভ্রাতৃমাতৃপিতৃস্তথা ।

লজ্জাশালী জনগণ সুখমৃত্যু প্রাপ্ত হয় । যে
ব্যক্তি কাম ক্রোধ বা ঘেববশে ধর্ম পরি-
ত্যাগ না করে ; যে জন যথোক্তকারী ও
সৌম্যচারী, তাহার সুখমৃত্যু হয় । যাহারা
ভৃগুর্দ্বারা জন দান করে, সুধার্ত্ত জনের
অন্ন দান করে, সেই নরগণ যথাকালে
সুখমৃত্যু প্রাপ্ত হয় । যাহারা অপরের
উদ্বেষ্টকারী, সেই জনগণ প্রাণনাশিনী
দাক্ষিণ বেদনা ভোগ করিয়া থাকে । ধন-
দাতা জনেরা শীত, এবং চন্দনপ্রদ ব্যক্তির
তাপ জয় করিতে পারে ; জ্ঞানপ্রদাতা-
জনেরা মোহ-হীন হয়, এবং দীপদানকারী
ব্যক্তির সেই যমপথের দ্বস্তর অন্ধকারে
পরিভ্রাণ পায় । যে গুরু যথাযোগ্য শিক্ষা
প্রদান না করেন, যে জন মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়,
তাহারা সকলেই মৃত্যুকালে মোহাভিভূত
হয় । তাহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত
পুতিগন্ধ-সম্বিত কুরাশ্বা, ভৌষণাকার
যমদূতেরা কূটমদগর করে আগমন করে ।
তাহাদের দৃকুপথবর্তী হইলেইই সেই দেহীর
বেপথু উপস্থিত হয় । ৩২—৪৩ । সে তখন
ভ্রাতা মাতা পিতা প্রভৃতির সহোদন সহ-
কারে অবিরত ক্রন্দন করিতে থাকে ।
কিন্তু হে বিপ্রগণ ! তাহার তাত্কালিক

স। তু বাগফুটা বিপ্রা একবর্ণা বিভাব্যতে ॥ ৪৪
 দৃষ্টিবিভ্রাম্যতে ত্রাসাৎ কাসাবিষ্টমথাননম্ ।
 ততঃ স বেদনাবিষ্টঃ তচ্ছরীরং বিযুক্ততি ॥ ৪৫
 বায়ুগ্রসারী তদ্রূপদেহমন্ত্ৰং প্রপদ্যতে ।
 তৎকৰ্ম্মযাতনার্থে চ ন মাতৃপিতৃসম্ভবম্ ॥ ৬৬
 তৎপ্রমাণবয়োবহাসংহাতৈঃ প্রাপ্যতে ব্যথা ।
 ততো দূতো যমস্তাথ পাশৈর্বধতি দাক্ষিণ্যে ॥ ৪৭
 জন্তোঃ সন্তাপ্তকালস্ত বেদনার্ত্তস্ত বৈ ভূশম্
 ভূতৈঃ সন্ত্যক্তদেহস্ত কণ্ঠপ্রাপ্তানিলস্ত চ ॥ ৪৮
 শরীরাক্ষ্যাবিতো জীবো রোরবীতি তথোন্মম
 নির্গতো বায়ুভূতস্ত বাটকৌশিককলেবরে ॥ ৪৯
 মাতৃভিঃ পিতৃভিঃ চৈব ভ্রাতৃভিঃ সাতুলৈস্তথা ।
 দারৈঃ পুত্রৈর্বয়স্কৈশ্চ শুক্ৰভিস্তজ্যতে ভুবি ॥ ৫০
 দৃষ্টমানশ্চ তৈর্দৌর্নৈরঙ্গপূর্ণেকণৈর্ভূশম্ ।
 শরীরং সমুৎসৃজ্য বায়ুভূতস্ত গচ্ছতি ॥ ৫১

সেই বাক্যও পরিস্ফুট হয় না; পরন্তু এক-
 আধটী বর্ণমাত্র ব্যক্ত হয়। তখন তাহার
 ত্রাসবশে দৃষ্টি বিভ্রান্ত ও কাস দ্বারা কণ্ঠ
 অবরুদ্ধ হইয়া উঠে। সে ক্রমে যজ্ঞাঘ
 ক্রিষ্ট হইয়া সেই শরীর পরিত্যাগপূর্বক
 তদাকায় বায়ুময় দেহান্তর গ্রহণ করে।
 উহা পিতৃ-মাতৃ-সংযোগে উপন্ন নহে; সেই
 দেহ পূর্বদেহবৎ বয়স, অবস্থা, আকার ও
 অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত; কৃত কৰ্ম্মের ফল-
 ভোগার্থই সেই দেহ গ্রহণ করিতে হয়।
 মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে বেদনান্বিত
 জন্তকে যমদূতগণ দাক্ষিণ পাশ দ্বারা বন্ধন
 করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। পঞ্চভূত সেই
 দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত
 হয়; এমত অবস্থায় সে অত্যন্ত রোদন
 করিতে করিতে দেহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া
 বায়ুভূত বাটকৌশিক কলেবরাস্তরে প্রবেশ
 করে। তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল,
 শ্রী, পুত্র, বন্ধু, বাহুব ও শুক্ৰজনাদি সকলে
 সেই শূন্য দেহ ভূতলে স্থাপন করিয়া
 যখন অঙ্গপূর্ণনয়নে দেখিতে থাকে, তখন
 জীব সে দেহ ছাড়িয়া বারবার বিভিন্ন

অঙ্গকারমপারঞ্চ মহাঘোরং তমোবৃতম্ ।
 সূখহঃখপ্রদাতারং তুর্গমং পাপকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৫২
 হঃসহঃ ত্বরন্তঞ্চ তুর্নিরীক্ষ্যঃ তুরাসদম্ ।
 তুরাপমতিতুর্গঞ্চ পাপিষ্ঠানাং সদাহিতম্ ॥ ৫৩
 কৃষ্যমাণাশ্চ তৈর্দূর্ভৈর্যাম্যৈঃ পাশৈস্ত সংযতাঃ
 মুদগরৈস্তাড্যমানাশ্চ নীয়ন্তে তং মহাপথম্ ॥ ৫৪
 কীণায়ুষং সমালোক্য প্রাণিনং চায়ুষকয়ে ।
 নিনীষবঃ সমায়াস্তি যমদূতা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ৫৫
 আকুটা যানকালে তু ঋক্ষব্যাত্রথরেষু চ ।
 উষ্ট্রেষু বানরেষুস্তে বৃশ্চিকেষু বৃকেষু চ ॥ ৫৬
 উলুকসর্পমার্জারং তথাস্তে গৃধ্রবাহনাঃ ।
 শ্চোনশৃগালমাকুটাঃ সরসাকঙ্কবাহনাঃ ॥ ৫৭
 বরাহপশুবেতালমহিষাস্তাস্থথা পরে ।
 নানাক্রপধরা ঘোরাঃ সর্কপ্রাণিতয়ঙ্করাঃ ॥ ৫৮
 দীর্ঘমূকাঃ করালান্তা বক্রনাসান্নিলোচনাঃ ।
 মহাহনুকপোলাস্তাঃ প্রলদদশনচ্ছদাঃ ॥ ৫৯
 নির্গটৈবিকৃতাকারৈর্দশনৈরঙ্গুরোপমৈঃ ।
 মাংসশোণিতলিঙ্গান্ দংষ্ট্রাভিভূশমুদগৈঃ ॥ ৬০
 মূথৈঃ পাতালসদৃশৈর্জলজিহ্বৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ।
 নেত্রৈঃ সুবিকৃতাকারৈর্জলংপিঙ্গলচকটৈঃ ॥ ৬১
 মার্জারোলুকখদ্যোতশক্রগোপবহুজ্জটৈঃ ।

দেহে প্রবিষ্ট হয়। ৪৪—৫১। অতঃপর
 যমদূতগণ তাহাকে যাম্য পাশদ্বারা আকুষ্ট
 ও মুদগর দ্বারা তাড়িত করত পান্দিগের
 সতত ক্রেশপ্রদ, হঃসহ, তুর্নিরীক্ষ্য, তুর্গম,
 অতিদীর্ঘ, ভয়ঙ্কর মহাপথে, সূখ-হঃখ বিধান-
 কর্তা যমরাজসন্নিধানে লইয়া যাইতে থাকে।
 প্রাণিগণের আয়ুঃকয় হইলে, ভল্লুক, ব্যাত্র,
 গদভ, উষ্ট্র, বানর, বৃশ্চিক, বৃক, উলুক, সর্প,
 মার্জার, গৃধ্র, শ্চোন, শৃগাল, মধুমক্ষিকা ও
 কঙ্ক, প্রভৃতি নানাবিধ বাহনে আরোহণ-
 পূর্বক, দীর্ঘমূক, করালান্ত, বক্রনাস, ত্রিলোচন,
 মহাহনু, মহাকপোল, মহামূখ, লম্বোষ্ঠ, নির্গট-
 দশন, বিকৃতদশন, সূদ্রদশন, ভীষণদংষ্ট্র,
 মাংসশোণিতলিঙ্গ, পাতালভূল্য মুখশালী,
 ললজিহ্ব, বিকৃতনেত্র, জলমুত্র, পিঙ্গলনেত্র,
 চঞ্চলনেত্র, কেকরনেত্র, সঙ্কলনেত্র, শুকনেত্র,

কেকরৈঃ স্কুলৈস্তকৈর্লোচনৈঃ পাবকোপমৈঃ ॥
ভূশমভরনৈভীমৈরাবন্ধৈর্ভূজগোপমৈঃ ।
শোণাসরলগাটৈশ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতৈঃ ॥ ৬৩
কণ্ঠকৃষ্ণসর্পৈশ্চ ফুৎকাররবভীষণৈঃ ।
বহির্জালোপমৈঃ কেশৈস্তকরৈর্ভূষিতৈঃ ॥ ৬৪
বক্রপিঙ্গললোমৈশ্চ কঙ্কণভিরাবৃতাঃ ।
ভূজদণ্ডৈশ্চহাঘোটৈঃ প্রলম্বৈঃ পরিঘোপমৈঃ ॥ ৬৫
কেচিদ্ধিবাহবস্ত্রৈস্তথাশ্চৈব চ চতুর্ভুজাঃ ।
দ্বিরষ্টবাহবস্ত্রৈস্তে দশবিংশভুজাস্তথা ॥ ৬৬
অসংখ্যাতভুজাশ্চৈব কেচিদ্ধাহসহস্রিণঃ ।
আয়ুধৈবিকৃতাকারৈঃ প্রজলন্তিভয়ানকৈঃ ॥ ৬৭
শক্তিভোমরচক্রাদৈঃ সুদীপ্তৈর্বিবিধায়ুধৈঃ ।
পাশশৃঙ্খলদণ্ডৈশ্চ ভীষণৈস্তে মহাবলাঃ ॥ ৬৮
আগচ্ছন্তি মহারোজা মর্ত্যানাмайষুঃ কয়ে ।
গ্রহীতুং প্রাণিনঃ সর্বৈ যমস্তাজাকরাস্তথা ॥ ৬৯
যতচ্ছরীরমাদন্তে যাতনীয়ঃ স্বকর্মজম্ ।

পাবকসম-নেত্র, মার্জার উলুক খদ্যোত ও
ইন্দ্রগোপতুল্য নেত্রযুক্ত, বরাহ-পশু-বেতাল
ও মহিষসম মুখসম্মিত, ভয়ঙ্কর নানাকার
যমদূতগণ সমাগত হয়। তন্মধ্যে কেহ
সর্পসম ভীমানকারধারী, কেহ ভয়ঙ্কর ফুৎ-
কারকারী; কেহ রক্তবর্ণ, কেহ বক্রগাত্র,
কেহ বা মুণ্ডমালাভূষিত; কাহারও কণ্ঠে
কৃষ্ণ সর্প; কাহারও কেশরাশি বহির্নিখা-
সদৃশ, কাহারও কেশ রক্ত, কাহারও কেশ-
সমূহ উর্দ্ধমুখ ও ভয়ঙ্কর; কাহারও কাহারও
অক্ষরাজি রক্ত, পিঙ্গল, পক ও কঙ্কণবর্ণ;
কাহারও কাহারও বাহু প্রলম্ব, দণ্ডাকার,
পরিঘোপম ও মহাঘোর; কেহ দ্বিবাহু,
কেহ চতুর্ভুজ, কেহ ষোড়শবাহু, কেহ দশ-
বাহু, কেহ বিংশবাহু, কেহ সহস্রবাহু, কেহ
বা অসংখ্য বাহুশালী। সেই মহারোজ
দূতেরা মর্ত্যদিগকে আয়ুঃশেষে লইয়া যাই-
বার জন্য যমের আদেশে বিকৃতাকার
জাজল্যমান ওয়ানক শক্তি, ভোমর, চক্র,
পাশ, শৃঙ্খল ও দণ্ডাদি বিবিধ আয়ুধ ধারণ-
পূর্বক আগমন করিয়া থাকে। জীব যে

তদন্ত নীয়তে জন্তোর্মমন্ত সদনং প্রতি ॥ ৭০
বদ্ধা তৎকালপাটৈশ্চ নিগড়েব্বজ্রশৃঙ্খলৈঃ ।
তাড়য়িত্বা ভূশং ক্রুদ্ধৈর্নীয়তে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৭১
প্রস্থলন্তঃ ক্রদন্তঃ আক্রোশন্তঃ মুহূর্হুঃ ।
হা তাত মাতঃ পুত্রোতি বদন্তঃ কর্মদূষিতম্ ॥ ৭২
আহত্যা নিশিতৈঃ শূলৈর্মুদগৈরনিশিতৈর্ঘনৈঃ ।
খড়্গশক্তিপ্রহারৈশ্চ বজ্রদণ্ডৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ৭৩
ভৎস্যমানো মহারাট্বেব্বজ্রশক্তিসম্বিতৈঃ ।
একৈকশো ভূশং ক্রুদ্ধৈস্তাড়য়ন্তিঃ সমন্ততঃ ॥ ৭৪
স মুহমানো দুঃখার্তঃ প্রপতন্ত ইতস্ততঃ ।
আক্রম্য নীয়তে জন্তুরধ্বানং সূতয়করৈঃ ॥ ৭৫
কুশকণ্টকবল্লীকশঙ্কুপাশাণশর্করে * ।
প্রদীপ্তাদিত্যতপ্তেন দহমানস্তদন্ততিঃ ।
ক্লম্যতে যমদূতৈশ্চ শিবাসন্নাদভীষিণিঃ ॥ ৭৬
বিক্রম্যমাণৈস্তেদোতৈর্ভক্যমাণঃ শিবশতৈঃ ।

স্বকর্মজনিত যাতনাদেহ গ্রহণ করে, যমদূতেরা
তাহাই লইয়া যমভবনে যায়। ৭২—৭০।
ক্রুদ্ধ যমকিঙ্করগণ যখন বজ্রসম দৃঢ় শৃঙ্খল
নিগড় পাশাদি দ্বারা বন্ধনপূর্বক জীবকে
লইয়া প্রস্থিত হয়, তখন সে 'হা তাত! হা
মাতঃ! হা পুত্র!' ইত্যাদিরূপে চীৎকার করত
রোদন করিতে করিতে স্থলিতপদে যাইতে
থাকে। ভয়ঙ্কর দূতগণ প্রত্যেকে সেই
পাপীকে আক্রমণ, তর্জ্জন ও ভৎসন সহ
সুদারুণ নিশিত শূল, মুদার, খড়্গ, শক্তি,
বজ্র ও দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার করত আক্রমণ
করিতে থাকিলে সেই পাপী যাতনায় মুহমান
হইয়া ইতস্ততঃ পড়িতে পড়িতে সেই সুমহা-
পথ অতিক্রম করিতে থাকে। ৭১-৭৫। সেই
পথ কুশ, কণ্টক, বল্লীক, শঙ্কু, পাশাণ, শঙ্কু,
শর্করা (কাঁকর) প্রভৃতিতে আক্রীণ, এবং
প্রদীপ্ত আদিত্যতাপে অতীব উত্তপ্ত।
উহাতে শত শত শিবা নিরন্তর ভীষণ নিনাদ
করিতেছে। পাপী জীব সেই দারুণপথে

* “ভতঃ প্রদীপ্তজ্বলনে কারবজ্র শতোৎ-
কটে” ইতি চাধিকঃ পাঠঃ কচিৎ ।

প্রযাতি দাক্ষণে মাগে পাপকর্ম্ম যমালয়ম্ ॥ ৭৮
কচিভৌতে: কচিভৌতে: প্রস্থলভি: কচিৎ কচিৎ ।
হুংখেনাক্রন্দমানৈশ্চ গন্তব্য: স মহাপথ: ॥ ৭৯
নির্ভর্যমানৈরুদ্বিগ্নৈবিক্রান্তৈর্ভয়বিহ্বলৈ: ।
কম্পমানশরীরৈরশ্চ গন্তব্য: জীবসঙ্গকৈ: ॥ ৮০
কণ্টকাকৌণমাগেণ সন্তপ্তসিকতেন চ ।
দহমানৈশ্চ গন্তব্য: নরৈর্দানবিবর্জিতৈ: ॥ ৮১
মেদ:শোণিতহর্গৈর্দ্বন্দ্বগাত্রৈশ্চ পুণশ: ।
দক্ষফুটচাকৌণৈর্গন্তব্য: জীবঘাতকৈ: ॥ ৮২
কুজভি: ক্রন্দমানৈশ্চ বিকোশভি: বিশ্বরম ।
বেদনার্তৈশ্চ সতিশ্চ গন্তব্য: জীবঘাতকৈ: ॥ ৮৩
শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ খজাতোমরসাদকৈ: ।
ভিদ্যভিস্তীক্ষ্ণশূলগ্রৈর্গন্তব্য: জীবঘাতকৈ: ॥ ৮৪
শানৈর্ব্যাটৈর্জলৈ: কৈর্ভক্ষ্যমানৈশ্চ পাপিভি:
কুস্তাভি: ক্রকচাঘাতৈর্গন্তব্য: মাংসখাদিতৈ: ।
মহিষর্ষভশৃঙ্গগ্রৈর্ভিদ্যমানৈ: সমস্তত: ॥ ৮৫
উল্লিখতি: শূকরৈশ্চ গন্তব্য: মাংসখাদকৈ: ।

সেই শিবাগণ দ্বারা আক্রম্যমান ও ভঙ্কিত হইতে হইতে অতি ক্রেশে যমালয়ের দিকে যাইতে থাকে। সেই মহাপথে উক্ত জীব কোথাও ভীত, ও কচিৎ ত্রস্তভাবে এবং বুজা: স্থলিত পদে অতি হুংখে ক্রন্দন করিতে থাকে। সে যমদূতদিগের ভৎসনায় উদ্বিগ্ন ও ভয়বিহ্বল হইয়া কম্পিত কায়ে কখনও দৌড়াইতে থাকে। যাহারা ইহলোকে দান করে নাই, সেই সকল জীব সেই কণ্টকাকৌণ ও উত্তপ্ত সিকতাপূর্ণ দাক্ষণ পথে দক্ষপ্রায় হইয়া যায়। জীবগণের সেই গন্তব্য পথ কোথাও মেদ ও শোণিত দ্বারা হর্গময়, কচিৎ মৃত ছাগদেহে সমাবৃত, কোথাও বা দক্ষ ও ছিন্ন অস্থি চর্ম্মাদিতে পরিপূর্ণ। তাহারা কখনও শক্তি, তোমর, খজা, ভিন্দিপাল, সায়ক, ক্রকচ, ও তীক্ষ্ণ শূলগ্রাদি দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়; কখনও কুজ, ব্যাঘ্র, বৃক ও কচ্ছাদি মাংসাসী জন্তু দ্বারা ভঙ্কিত; কখনও বৃষ, মহিষাদি কর্তৃক শৃঙ্গদ্বারা বিদ্ধ; কখনও

শ্রীভ্রমরকাকোলমক্ষিকাভি: সজ্জশ: ।
ভুজ্যমানৈশ্চ গন্তব্য: পাপিষ্ঠৈর্মধুঘাতকৈ: ॥ ৮৭
বিশ্বস্ত: স্বামিন: মিত্র: শ্রিয়: বা যন্ত ঘাতয়েৎ ॥
শত্ৰুনিরুত্যামানৈশ্চ গন্তব্য: চাতুরৈর্নরৈ: ।
ঘাতয়ন্তি চ যে জন্তু:স্তাডয়ন্তি নিরাগস: ॥ ৮৯
রাক্ষসৈর্ভক্ষ্যমাণাস্তে যান্তি যাম্যপথ: নরা: ।
যে হরন্তি পরশ্রীণা: বরপ্রাবরণানি চ ॥ ৯০
তে যান্তি বিক্রতা নগা: প্রেতীভূতান্যমালয়ম্
বাসো ধাত্ত: হিরণ্য: বা গৃহক্ষেত্রমথাপি বা ॥
যে হরন্তি হুরাশ্বান: পাপিষ্ঠা: পাপকর্ম্মিণ: ।
পাষাণৈর্লঙ্ঘ্যৈর্দৈর্ঘ্যৈ:স্তাড্যমানৈশ্চ জর্জরৈ: ॥ ৯২
বর্হভ: শোণিতং ভূরি গন্তব্যস্ত যমালয়ম্ ।
ব্রহ্মস্বং যে হরন্তীহ নরা নরকনির্ভয়া: ॥ ৯৩
তাডয়ন্ত তথা বিপ্রানাক্রোশন্তি নরাধমা: ।
শুককাষ্ঠনিবদ্ধাস্তে ছিন্নকর্ণাক্ষনাসিকা: ॥ ৯৪

শূকট কর্তৃক দন্তদ্বারা উল্লিখিত; এবং কখনও বা শ্রী, ভ্রমর, কাকোল, মক্ষিকা ও মধুমক্ষিকা প্রভৃতি দ্বারা দষ্ট হয়; তাহাতে দাক্ষণ যাতনায় কখনও কুজন, কখনও ক্রন্দন, কখনও বা উচ্চৈ:স্বরে চীৎকার করত সেই হর্গমপথে যাইতে থাকে। ৭৬—৮৭। যাহারা বিশ্বস্ত স্বামী, মিত্র বা স্বালোককে ঘাতিত করে, তাহাদিগকে ঐ পথে শস্ত্রাঘাতে হিঁদ্যমান হইয়া অতি কষ্টে যাইতে হয়। নিরপরাধ প্রাণীদিগকে যাহারা হনন বা তাড়ন করে, তাহারা যাম্যপথে রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষ্যমান হইয়া গমন করিতে বাধ্য হয়। যাহারা পরনারীর গাত্রাবরণ বসন হরণ করে, তাহাদিগকে প্রেতাকারে উলঙ্গ হইয়া সেই পথ অতিক্রম করিতে হয়। যে সকল হুরাশ্বা পাপীরা বস্র, ধাত্ত, হিরণ্য, গৃহ ও ক্ষেত্রাদি অপহরণ করে, তাহারা পাষাণ, লঙ্ঘ্য দণ্ডাদি দ্বারা তাড়্যমান হইয়া রক্তপ্লুত জর্জরিত-শরীরে সেই মহাপথ অতিক্রম করে। যে সকল নরকভয়রহিত মানব ব্রহ্মস্ব হরণ, ব্রাহ্মণকে তাড়ন কিংবা আক্রোশ-পূর্বক হুরাক্য দ্বারা পীড়িত করে, সেই

পুষ্যশোণিতদিগ্ধাঙ্কে কালগৃহৈশ্চ জম্বুতৈঃ ।
কিঙ্করৈর্ভীষণৈশ্চৈওস্তাড্যমানাশ্চ দারুণৈঃ ॥১৫
বিক্রোশমানা গচ্ছন্তি পাপিনস্তে যমালয়ম্ ।
এবং পরমহর্ষমধ্বানং জলনপ্রভম্ ॥ ১৬
রৌরবঃ হর্গবিষমং নির্দিষ্টং মাহুযস্ত চ ।
প্রতপ্ততাম্রবর্ণাভঃ বহ্নিআলাকুলিঙ্গবৎ ॥ ১৭
কুর্তকণ্টকাকীর্ণং বিষাণবিকটাকুরম্ ।
শক্তিবজ্রৈশ্চ সঙ্কীর্ণমুজ্জলং ভীত্রকণ্টকম্ ॥ ১৮
অঙ্গারবালুকামিশ্রং বহ্নিকীটকহর্গমম্ ।
আলামালাকুলং রৌদ্রং সূর্য্যরশ্মিপ্রতাপিতম্ ॥
অধ্বানং নীয়তে দেহী কুষ্যমাণঃ সূনিষ্ঠরৈঃ ।
যদৈব ক্রন্দতে জম্বুহঃখার্ডঃ পতিতঃ কচিৎ ॥
তদৈবাহস্ততে সর্করায়ুর্ধৈর্মমকিকরৈঃ ।
এবং সস্তাড্যমানশ্চ লুকঃ পাপেষু যোহনয়ঃ ॥
অবশো নীয়তে জম্বুহর্কৈর্মমকিকরৈঃ ।

কাঠে বন্ধনপূর্ব্বক চক্ষু কণ ও নাসাচ্ছেদন
করিয়া তাড়না করিতে থাকে ; সেই পুষ-
শোণিতলিগ্ধাঙ্ক পাপীরা দারুণকায় গৃধ্র ও
জম্বুকগণ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া চীৎকার
করিতে করিতে যমালয়ে যাইতে থাকে ।
এবমিধ জলনপ্রভ পরম হর্ষমধ্বানং হর্গম
রৌরব নামক সেই পথ যত জীবগণের
যমালয়ে গমন জন্য নির্দিষ্ট আছে ।
এ পথ প্রতপ্ত তাম্রবর্ণাভ, বহ্নিফুলিঙ্গসম
ফুলিঙ্গ-সমাকুল, শৃঙ্গসদৃশ দৃঢ় অক্ষুরনিকরে
আকীর্ণ, শক্তি বজ্র ও ভীত্র কণ্টকাদিতে
সঙ্কীর্ণ এবং বহ্নিকীট দ্বারা অতীব হর্গম ।
তদ্রূপে অঙ্গারামিশ্রিত বালুক। সূর্য্যকিরণে
প্রতপ্ত হইয়া আলামালায় আকুল ও অতি-
তদ্রূপে ভাবধারণ করে । সূনিষ্ঠর যম-
কিকরৈরা সেই পথে দেহীকে আকর্ষণ করিতে
থাকে ; দেহী যখন ক্রন্দন করে বা পড়িয়া যায়,
তখন অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তাহার প্রহার কর ।
বিধিগতজনকারী মোতী পাপী জনগণ
সকলেই যমকিকরগণ কর্তৃক এইভাবে অবজা
সহকারে ভাঙিত ও উৎপীড়িত হইয়া অবশ-
ভাবে যমালয়ে নীত হইয়া থাকে । সেই

সর্করৈব হি গন্তব্যমধ্বানং তৎসুহর্গমম্ ॥১০২
নীয়তে বিবিধৈর্ঘোরৈর্মমদূর্তৈরবজয়া ।
নীত্বা সূদারুণং মার্গং প্রাণিনং যমকিকরৈঃ ॥
প্রবেশ্যতে পুরীঃ ঘোরাঃ তাম্রায়সমদ্রীঃ বিজাঃ
সা পুরী বিপুলাকারা লক্ষযোজনমায়তা ॥১০৪
চতুরস্রা বিনির্দিষ্টা চতুর্দ্বারবতী তত্ভা ।
প্রাকারাঃ কাঞ্চনাস্তস্তা যোজনায়ুতমুচ্ছিতাঃ ॥
ইন্দ্রনীলমহানীলপদ্মরাগোপশোভিতা ।
সা পুরী বিবিধৈঃ সজ্জৈর্ঘোরাঘোরৈঃ

সমাকুলা ॥ ১০৬

দেবদানবগন্ধর্কৈর্মমকিকরাক্ষসপন্নগৈঃ ।
পূর্ব্বদ্বারং শুভং তস্তাঃ পতাকাশতশোভিতম্
বজ্রেন্দ্রনীলবৈদূর্য্যমুক্তাকলবিভূষিতম্ ।
গীতনৃত্যৈঃ সমাকীর্ণং গন্ধর্কোপসরসাং গণৈঃ ॥
প্রবেশন্তেন দেবানামুষীণাং যোগিনাং তথা ।
গন্ধর্কাসন্ধযক্ষাণাং বিদ্যাধরবিসর্পিণাম্ ॥ ১০৯
উত্তরং নগরদ্বারং ঘণ্টাচামরভূষিতম্ ।
ছত্রচামরবিস্তাসং নানারত্নৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ১১০

সুহর্গম পথে সকলকেই যাইতে হয় । ৮৮—
১০২ । হে দ্বিজগণ ! যমকিকরগণ, প্রাণীদিগকে
এই সুহর্গম পথে লইয়া যাইয়া তাম্রায়সময়
ঘোর যমনগরে প্রবেশ করায় । সেই নগর
অতীব বিপুলাকার ; উহা লক্ষযোজন বিস্তৃত ।
তন্মধ্যে চতুরস্রা, চতুর্দ্বারবতী তত্ভা পুরী
দৃষ্ট হয় । উহার কাঞ্চনময় প্রাকার অযুত
যোজন উন্নত । উহা ইন্দ্রনীল, মহানীল ও
পদ্মরাগাদি মণিগণে বিভূষিত । কলহঃ
সেই পুরী ঘোর অঘোর উভয়বিধ উপচারেই
পরিপূর্ণ । তাহার পূর্ব্বদ্বার অতি মনোহর ।
উহা শত পতাকায় শোভিত ; হীরক, ইন্দ্র-
নীল, বৈদূর্য্য ও মুক্তাদি দ্বারা বিভূষিত ; দেব
দানব যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ক ও পন্নগগণে ঐ দ্বার
সমাকীর্ণ এবং অপ্সরোগন্ধর্কাদি-কৃত নৃত্য-
গীতে মুখরিত । সেই দ্বার, দেব অসি যোগী
গন্ধর্ক সিদ্ধ যক্ষ বিদ্যাধর ও পন্নগাদির
প্রবেশার্থ নির্দিষ্ট । তাহার উত্তর দ্বার,
ঘণ্টা-চামর ছত্রাদি দ্বারা ভূষিত ; বিবিধ

বীণাবেণুপুৰ্ণৈব রম্যৈর্গীতমঙ্গলনাদিতৈঃ ।
 ঋগ্‌যজুঃসামনির্বোধৈর্মুনিবৃন্দসমাকুলম্ ॥ ১১১
 বিশস্তি যেন ধর্মজ্ঞাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ।
 গ্রীষ্মে বারিপ্রদা যে চ শীতে চাগ্নিপ্রদা নরাঃ ॥
 শ্রাস্তসংবাহকা যে চ প্রিয়বাদরতাশ্চ যে ।
 যে চ দানরতাঃ শূরা মাতাপিতৃপরাস্চ যে ।
 দ্বিজশুভ্রাযণে যুক্তা নিত্যং যেষুতিথিপূজকাঃ ॥
 পশ্চিমস্ত মহাদ্বারং পুথ্যা রত্নৈর্বিভূষিতম্ ॥ ১১৪
 বিচিত্রমণিসোপানং তোমরৈঃ সমলকৃতম্ ।
 ভেরীমৃদঙ্গসঙ্গাদৈঃ শঙ্খকাহলনাদিতম্ ॥ ১১৫
 সিদ্ধবৃন্দৈঃ সদা হৃষ্টৈর্মঙ্গলৈঃ প্রণিনাদিতম্ ।
 প্রবেশস্তেন হৃষ্টানাং শিবভক্তিমতাং নৃণাম্ ॥
 সর্বতীর্থপ্লুতা যে চ পঞ্চাশ্রেণে চ সেবকাঃ ।
 প্রস্থানে যে মৃত্যু বীরা মৃত্যুঃ কালঞ্জরে গিরৌ
 অগ্নৌ বিপন্ন্য যে বীরাঃ সাধিতং যৈরনাশকম্ ।

রত্নে অলঙ্কৃত ; বীণা বেণু প্রভৃতির রম্য
 মঙ্গল শব্দে মুখারিত এবং গীত শব্দ সহকৃত
 মুনিবৃন্দকৃত ঋক্‌ যজুঃ ও সামধ্বনিতে সমাকুল ।
 যাহারা গ্রীষ্মকালে বারি প্রদান করে, শীতে
 অগ্নি দান করে, যাহারা শ্রাস্ত জনের গাত্র
 মর্দনে, প্রিয়ভাষণে, দানে ও মাতা পিতার
 শুভ্রাযণে নিরত, এবং যাহারা সত্য কথন-
 পরায়ণ, সেই সকল ধার্মিক নরগণের প্রবেশ
 জন্তই এই উত্তরদ্বার নিরূপিত । উহার পশ্চিম
 দ্বারও 'রত্নবিভূষিত, বিচিত্র মণি-রচিত
 সোপান-শ্রেণীতে শোভিত, তোমরনিকরে
 সমলকৃত এবং সতত হৃষ্টচিত্ত সিদ্ধবৃন্দ-বাদিত
 ভেরী-মৃদঙ্গ-শঙ্খ-কাহলাদির মঙ্গল শব্দে
 নিনাদিত । হৃষ্টান্তঃকরণ শিবভক্ত নরগণের
 প্রবেশ নিমিত্ত এই দ্বার নিরূপিত । যাহারা
 সর্বতীর্থে স্নাত, মহাপ্রস্থানে মৃত্যুকিঙ্ক যে বীর
 ব্যক্তির প্রভু, মিত্র বা সাধুলোকাদির নিমিত্ত
 অথবা গো রক্ষার্থ নিহত, তাহারাও ঐ দ্বার
 দিয়া যাইয়া থাকে । যাহারা পঞ্চাশ্রেণেবা-
 তংপর, যে বীরগণ কালঞ্জরগারে প্রাণ
 পরিহার করে কিংবা অগ্নি প্রবেশে বিপন্ন
 হয়, অথবা অনশনব্রতাবলম্বনে জীবন

যে স্বামিমিত্রলোকার্থে গোত্রহে সঙ্কুলে হত্যাঃ ।
 তে বিশস্তি নরাঃ শূরাঃ পশ্চিমেণ তপোধনাঃ ॥
 পুথ্যাস্তস্তা মহাদ্বারং সর্বসমুত্তমকরম্ ॥ ১১৯
 হাহাকারসমাক্রষ্টং দক্ষিণং দ্বারমীদৃশম্ ।
 অঙ্ককারসমাক্রষ্টং তীক্ষ্ণশৃঙ্গৈঃ সমধিতম্ ॥ ১২০
 কণ্টকৈর্বৃশ্চিকৈঃ সর্পৈর্বজ্রকৌটৈঃ স্তূত্বেগমৈঃ ।
 বিনুস্পত্তির্বৃকৈর্ব্যাট্রৈর্ধাকৈঃ সিংহৈঃ সজ্জকৈঃ
 শানমার্জ্জারগৃধ্রৈশ্চ সজ্জালকবলৈর্মুখৈঃ ।
 প্রবেশস্তেন বৈ নিত্যং সর্বেষামপকারিণাম্ ॥
 যে ঘাতয়ন্তি বিপ্রান্ গা বালং বৃদ্ধং তথা তুরম্
 শরণাগতং বিশ্বস্তং স্ত্রিয়ং মিত্রং নিরায়ুধম্ ॥ ১২০
 যেহগম্যাগামিনো মুঢ়াঃ পরজব্যাপহারিণাঃ ।
 নিক্কেপস্তাপহর্ত্তারো বিষবহিপ্রদাশ্চ যে ॥ ১২২
 পরভূমিঃ গৃহং শয্যাং বস্ত্রালঙ্কারহারিণাঃ ।
 পররজ্জেষু যে ক্রুরা যে সদানুতবাদিনাঃ ॥ ১২৫
 গ্রামরাষ্ট্রপুরস্থানে মহাত্ত্বং প্রদা হি যে ।
 কূটসাক্ষিপ্রদাতারঃ কথ্যাবিক্রয়কারকাঃ ॥ ১২৬

ত্যাগ করে, হে তপোধন মুনিগণ !
 তাহারাও ঐ পশ্চিম দ্বার দিয়া যমপুরে
 প্রবিষ্ট হয় । ১০৩—১১৮ । ঐ পুরীর দক্ষিণ
 দ্বার সর্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর । উহা অতি ঘোরা-
 কার, অঙ্ককারাক্রান্ত, ও হাহাকার চীৎকারে
 মুখারিত ; তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ, কণ্টক, বৃশ্চিক, সর্প ও
 বজ্রকৌটাди দ্বারা সমাকীর্ণ ; এবং ব্যাঘ্র,
 বৃক, ভল্লুক, সিংহ, জম্বুক, কুকুর, মার্জ্জার, গৃধ্র
 ও অগ্নিমুখাদি মাংসালী জন্তুতে পরিব্যাপ্ত ।
 সেই দ্বার যাবতীয় অপকর্মকারীদিগের
 প্রবেশার্থ নিরূপিত । যাহারা বিপ্র, গো,
 বালক, বৃদ্ধ, আতুর, শরণাগত, বিশ্বস্ত, স্ত্রী,
 মিত্র, অথবা নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হাতিত করে,
 যে মুঢ়েরা কস্তা, পুত্রবধু, প্রভৃতি অগম্যাতে
 গমন, গচ্ছিত বস্তুর অপলাপ এবং বিজ বা
 বহি প্রদান করে ; পরকীয় ভূমি, গৃহ, শয্যা,
 বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি অপহরণ করে ; যাহারা
 পরচ্ছিন্নাধেষণে তৎপর, গ্রাম, নগর, রাজ্যা-
 দির অনিষ্টকারী, সতত মিথ্যাবাদী, কূট-
 সাক্ষ্য প্রদাতা, কথ্যাবিক্রয়ী, অভ্যুদয়জনক-

অভ্যাসকরণত। যে গচ্ছন্তি সূতাঃ সূয়াম্ ।
মাতরং পিতরকৈব যে বদন্তি চ পৌত্রম্ ॥
অন্তে যে চৈব নির্দিষ্টা মহাপাতককারিণঃ ।
দক্ষিণেন তু তে সর্বে দ্বারেণ প্রবিশন্তি বৈ ॥
ইতি শ্রীভাষ্যে যমলোকমার্গস্বরূপনিরূপণঃ
চতুর্দশাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

যুগ্ম উচুঃ ।

কথং দক্ষিণমার্গেণ বিশন্তি পাপিনঃ পুরম্ ।
শ্রোতুমিচ্ছাম ভদ্রাহি বিস্তরেণ তপোধন ॥ ১
বাস উবাচ ।

দক্ষিণং তদ্ব্যহাঘোরং দ্বারং বক্ষ্যামি ভীষণম্ ।
নানাশাপদসঙ্কীর্ণং শিবাশতনির্নাদিতম্ ॥ ২
কেৎকারবসংযুক্তমগম্যঃ লোমহর্ষণম্ ।
ভূতপ্রেতপিশাচৈশ্চ বৃতকাষ্টৈশ্চ রাক্ষসৈঃ ॥ ৩
এবং দৃষ্ট্বা হৃদ্রাস্তে দ্বারং হৃকৃতকারিণঃ ।
মোহং গচ্ছন্তি সহসা জাসাদিপ্রলপন্তি চ ॥ ৪

রত; অথবা যাহারা মাতা পিতাকে নিজ
পৌত্রযোনেথে হুঁকা বলে, আর যাহারা
মহাপাতকী, সেই সকলকেই এই দক্ষিণ দ্বার
দিয়া প্রবেশ করিতে হয় । ১১৯—১২৮ ।
চতুর্দশাধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৪ ।

পঞ্চদশাধিকবিংশততম অধ্যায়ঃ ।

যুগ্মিণ বলিলেন,—হে তপোধন । পাপি-
গণ দক্ষিণপথ দ্বারা কি প্রকারে সেই পুর-
মধ্যে প্রবেশ করে? আমরা তাহা শুনিতে
চাই, বিস্তরক্রমে তাহা বলুন । বাস বলি-
লেন,—সেই সূচোর দক্ষিণ দ্বারের বিবরণ
বলিতেছি । পাপীরা দূর হইতেই সেই
নানা শাপদসঙ্কীর্ণ, শত শত শিবা দ্বারা
নির্নাদিত, কেৎকারবসংযুক্ত, ভূত-প্রেত-
পিশাচ-রাক্ষসাদি দ্বারা সমাবৃত, দুর্গম ও
লোমহর্ষণকর দক্ষিণ দ্বার দর্শনে জাসবশে

ভতস্তান্ শৃঙ্খলৈঃ পাতৈশ্চক্কা কধাস্ত নির্ভয়াঃ ।
তাড়য়ন্তি চ দৈতৈশ্চ ভৎসয়ন্তি পুনঃপুনঃ ॥ ৫
লক্সংজ্ঞাস্ততস্তে বৈ কধিরেণ পরিপ্লুতাঃ ।
জজন্তি দক্ষিণং দ্বারং প্রখলন্তঃ পদে পদে ॥ ৬
তীব্রকণ্টকযুক্তেন শর্করানিচিতেন চ ।
সুরধারানিভৈস্তৌক্শৈঃ পাষাণৈর্নিচিতেন চ ॥ ৭
কচিং পঙ্কেন নিচিতা নিকন্তারৈশ্চ খাতকৈঃ ।
লোহস্থচিনিভৈর্দৈতৈঃ সহস্রেন কচিং কচিং ॥ ৮
তটপ্রপাতবিষমৈঃ পর্কটৈর্নৃকসঙ্কুলৈঃ ।
প্রতপ্তাদারযুক্তেন যাস্তি মার্গেণ হুঃখিতাঃ ॥ ৯
কচিদ্দ্বিমগজ্জাতিঃ কচিমৌষ্টৈঃ অপিচ্ছলৈঃ ।
সুতপ্তবানুকাভিশ্চ তথা তৌক্শৈশ্চ শঙ্কুভিঃ ॥ ১০
অয়ঃশৃঙ্গাটিকৈস্তপৈঃ কচিদাবাগ্নিনা যুতম্ ।
কচিস্তপ্তশিলাভিশ্চ কচিদ্ব্যাপ্তং হিমেন চ ॥ ১১
কচিদালুকয়া ব্যাপ্তমাকষ্ঠান্তঃ প্রবেশয়া ।
কচিদুষ্টাশ্বনা ব্যাপ্তং কচিং কথ্যগ্নিনা পুনঃ ॥ ১২
কচিং সিংহৈর্নৃকৈর্ব্যাটৈর্দ্বন্দ্বশকীটৈশ্চ দাক্ষিণৈঃ ।

মোহপ্রাপ্ত হয় এবং নানাবিধ বিলাপ করিতে
থাকে । তখন উগ্র যমদূতগণ তাহাদিগকে
পাশ শৃঙ্খলাদি দ্বারা বন্ধনপূর্বক দণ্ড দ্বারা
তাড়না করত বারবার ভৎসনা সহকারে
আকর্ষণ করিতে থাকে । পরে তাহারা
সচেতন হইয়া প্রতিপদে খলিত হইতে হইতে
কধিরাপ্লুতগাত্রে সেই সেই দক্ষিণ দ্বার দিয়া
যাইতে থাকে । তদ্রূপ পথ তীব্র কণ্টকযুক্ত,
শর্করাব্যাপ্ত ও সুরধারসম তৌক্স পাষাণে
সমাকীর্ণ । ১—৭ । উদীর কোথাও হস্তর
পঙ্ক, কোনস্থানে গভীর খাত, কোনও স্থান
লৌহসূচী সদৃশ দণ্ড দ্বারা সমাচ্ছন্ন, কোন
স্থান অত্যাচ্ছ, কোন স্থান অতি নীচ;
কোন কোন স্থান পর্কতাকীর্ণ, কোন
স্থান বৃক্ষাচ্ছন্ন, কোনও স্থান সুতপ্ত
বানুকাপূর্ণ; কোথাও তৌক্স শঙ্কু, কোথাও
তপ্ত লৌহশৃঙ্গাটিক, কোথাও দাবাগ্নি,
কোথাও তপ্তশিলা, কোথাও হিম, কোথাও
আকণ্ঠ বালুকা, কোথাও দূষিত জল,
কোথাও প্রবল অগ্ন্যুত্তাপ, কোথাও সিংহ,

কচিমহাজলোকাভিঃ কচিদজগতৈঃ পুনঃ ॥ ১৩
 মক্ষিকাভিঃ রোজ্জাভিঃ কচিৎসৰ্পবিষোদ্বৈঃ
 কচিদুষ্টগজৈশ্চ বলোন্নতৈঃ প্রমাথিতৈঃ ॥ ১৪
 পশ্চান্নমুগ্ধাভিঃ তীক্ষ্ণশৃঙ্গৈর্মহাবৃষৈঃ ।
 মহাশৃঙ্গৈশ্চ মহিষৈরুষ্টৈর্মতৈশ্চ খাদনৈঃ ॥ ১৫
 ডাকিনোভিঃ রোজ্জাভিঃ বিকরালৈশ্চ রাক্ষসৈঃ ।
 ব্যাধিভিঃ মহারৌদ্ৰৈঃ পীড়্যমানা ব্রজন্তি তে
 মহাধূলিবিমিশ্রৈঃ মহাচণ্ডন বায়ুনা ।
 মহাপাণবর্ষণে হস্ত্যমানা নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৬
 কচিদ্ভীষ্মনিপাতেন দীর্ঘমাণা ব্রজন্তি তে ।
 মহতা বাণবর্ষণে ভিধ্যমানাস্চ সর্বশঃ ॥ ১৮
 পতন্তি বহুনির্ঘাতৈরুকাপাতেঃ সুদারুণৈঃ ।
 প্রদীপ্তাঙ্গারবর্ষণে দহমানা বিশান্তি চ ॥ ১৯
 মহতা পাণ্ডবর্ষণে পূর্যমাণা রুদন্তি চ ।
 মেঘারবৈঃ সুঘোরৈশ্চ বিভ্রাশ্বন্তে মুহুর্ষুঃ ॥
 নিঃশেষাঃ শরবর্ষণে চূর্ণ্যমাণাস্চ সর্বতঃ ।

কোথাও বৃক্ক, কোথাও ব্যাঘ্র, কোথাও
 দংশ, কোথাও মশকাদি দারুণ কীট,
 কোথাও মহাজলোকা, কোথাও অজগর,
 কোথাও ভয়ঙ্কর মক্ষিকা, কোথাও তীব্রবিষ
 বিষধর, কোথাও হুষ্ট গজ, কোথাও তীক্ষ্ণশৃঙ্গ
 দ্বারা পথের উল্লেখনকারী বলোন্নত উজ্জ্বল
 মহাবৃষ, কোথাও মহাশৃঙ্গ মহিষ, কোথাও
 অত্যাচকায় মত্ত উষ্ট্র, কোথাও অত্যাগ্রা
 ডাকিনী, কোথাও অতি করাল রাক্ষস, কোথাও
 মহারৌদ্ৰ ব্যাধি;—এইরূপ ভীষণ পথে নিপী-
 ডিত হইয়া সেই সেই পাপীদগকে যমপুরে
 যাইতে হয় । তাহারা কচিৎ মহাধূলিমিশ্রিত
 মহাবায়ু সহকৃত মহাপাণবর্ষণে আশ্রয় স্থানা-
 ভাবে হস্ত্যমান, কচিৎ বিভ্রাশ্বপাতে বিদীর্ঘ-
 মাণ, কচিৎ মহাবাণ বর্ষণে ভিধ্যমান এবং
 কচিৎ বহুনির্ঘাতসম উকাপাতে ও প্রদীপ্ত
 অঙ্গারবর্ষণে দহমান হইয়া সেই পুরী
 প্রবেশে সমর্থ হয় । কখনও মহা পাণ্ড-
 বর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া রোদন করে,
 কচিৎ সুঘোর মেঘাভাবে মুহুর্ষুঃ বিভ্রা-
 সিত হইয়া পড়ে : কখন দারুণ শরবর্ষণে

মহাক্ষারাদ্বারাভিঃ সিচ্যমানা ব্রজন্তি চ ॥ ২১
 মহানীতেন মরুতা ক্লেশেণ পুরুষেণ চ ।
 সমস্তাদীর্ঘমাণাস্চ শুষাস্তে সঙ্কুচন্তি চ ॥ ২২
 ইথাং মার্গেণ পুরুষাঃ পাথৈররহিতেন চ ।
 নিরালম্বেন তুর্গেণ নির্জলেন সমস্ততঃ ॥ ২৩
 অতিশ্রমেণ মহতা নির্গতেনাশ্রমায় বৈ ।
 নীয়ন্তে দেহিনঃ সর্বে যে যুতাঃ পাপকর্ম্মিণঃ ॥
 যমদূতৈর্মহাঘোরৈরস্তদাজ্ঞাকারিভির্বলাৎ ।
 এক্যকিনঃ পরাধীনা মিত্রবন্ধুবিবর্জিতাঃ ॥ ২৫
 শোচন্তঃ স্থানি কর্ম্মাণি কদন্তি চ মুহুর্ষুঃ ।
 প্রেতীভূতা নিষিদ্ধাস্তে শুককণ্ঠোষ্ঠতালুকাঃ ॥
 কৃশাঙ্গা ভীতভীতাশ্চ দহমানাঃ ক্ষুধায়িনা ।
 বন্ধাঃ শৃঙ্খলয়া কেচিৎ কেচিদ্ভুতানপাদয়োঃ ॥
 আকৃষ্যন্তে শুষ্যমাণা যমদূতৈর্বলোৎকটেঃ ।
 নরা অধোমুখাশ্চান্তে কৃষ্যমাণাঃ সুহুঃখিতাঃ ॥
 অন্নপানীয়রহিতা যচ্চমানাঃ পুনঃপুনঃ ।
 দেহি দেহীতি ভাষন্তঃ সাজ্জগদঙ্গং গিরা ॥ ২৯

চূর্ণ্যমান হয়, কখনও বা মহা ক্ষারাদ্বারা
 সিচ্যমান হইতে থাকে । কচিৎ মহানীতল
 বায়ু দ্বারা সঙ্কুচিত হয় । কদাপি ক্লেশ পুরুষ
 বাতপ্রবাহে শুষ্যমাণ হইয়া বিদীর্ণত্বক
 হইতে থাকে । যমকিঙ্করেয়া এইরূপ তুর্গম,
 নির্জল, পাথৈররহিত, আশ্রয়হীন পথে অতি
 শ্রান্ত মুঢ় পাপীদগকে বিশ্রমার্থ লইয়া যাইতে
 থাকে । ১—২৪। যমের আজ্ঞাকারী অতি ঘোর
 যমদূতগণ কর্তৃক বলপূর্বক নীয়মান সেই
 মিত্র-বন্ধু-বর্জিত পরাধীন অসহায় পাপীরা
 মরণান্তে এইরূপ কৃশকায়, ক্ষুধানলে দগ্ধ-
 প্রায়, শুককণ্ঠোষ্ঠতালু ও শাসনভয়ে অতীব
 ভীত হইয়া স্থায় কর্ম্মের অনুশোচনা সহ
 রোদন করিতে করিতে কোনমতে তাহা-
 দিগের অনুসরণ করিতে থাকে । বলবান
 যমদূত কর্তৃক পদ-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কেহ
 কেহ উত্তানভায়ে বা অধোমুখেই আকৃষ্ট
 হইতে থাকে । কেহ কেহ অন্নপান্যভাবে
 ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিপীড়িত হইয়া কৃতাজলিপুটে
 দীনভাবে সাজ্জগদঙ্গং গিরা পুনঃপুনঃ

কুতাঞ্জলিপুটা দীনাঃ ক্ষুভ্ণাপরিপীড়িতাঃ ।
 ভক্ষ্যামুচ্চাবচান্ দৃষ্ট্বা ভোজ্যান্ পেয়াংশ্চ
 পুঙ্কলান্ ॥ ৩৫ ॥
 স্নুগক্ৰদব্যাসংযুক্তান্ যাচমানাঃ পুনঃপুনঃ ।
 দধিকীরস্বতোমিশ্রাং দৃষ্ট্বা শাল্যোদনং তথা ॥
 পানানি চ স্নুগক্ষীনি শীতলাম্ব্যদকানি চ ।
 তান্ যাচমানাঃস্তে যাম্য্য ভর্ষসন্তস্তদাক্রবন্ ।
 বচোভিঃ পরুষৈভীমাঃ ক্রোধরক্তাস্তলোচনাঃ ॥
 যাম্য্য উচুঃ ।
 ন ভবন্তিহৃতং কালে ন দত্তং ব্রাহ্মণেষু চ ।
 প্রসভং দীয়মানঞ্চ বারিতঞ্চ দ্বিজাতিষু ॥ ৩৬ ॥
 তস্মৈ পাপস্ত চ ফলং ভবতাং সমুপাগতম্ ।
 নাগ্নৌ দধ্বং জলে নষ্টং ন হৃতং নূপতস্করৈঃ ॥
 কুতো বা সাম্প্রতং বিপ্রৈ যন্ন দত্তং পুরাধমাঃ ।
 যৈর্দত্তানি তু দানানি সাধুভিঃ সাধ্বিকানি তু ॥
 তেষামেতে প্রদৃশ্যন্তে কল্লিতা হন্নপৰ্বতাঃ ।
 ভক্ষ্যভোজ্যাংশ্চ পেয়াংশ্চ লেহাশ্চোষ্যাংশ্চ
 সংবৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥

“দেও দেও” বলিয়া প্রার্থনা করিতে থাকে ।
 দূরে দধি-কীর-স্বত-সম্মিশ্রিত শালিতণ্ডুলান্ন,
 স্নুগক্ষি পানীয় এবং শীতল জলাদি বিবিধ
 উত্তমোত্তম প্রচুর স্নুগক্ৰদব্যাসম্মিশ্রিত ভক্ষ্য
 ভোজ্য দর্শনে বারম্বার বাচ্ছা করিতে থাকে ।
 যমদূতেরা তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন সহকারে
 রক্তনেত্রে পরুষভাষায় ভর্ষ-নাপূরক এই-
 রূপ বলিতে থাকে যে,—ওরে ! পূর্বে তোরা
 যোগ্যকালে হোম করিস্ নাই, ব্রাহ্মণকে
 দান করিস্ নাই, বিশেষতঃ দ্বিজাতিকে দান
 করিতে কেহ উদ্যত হইলেও তাহাকে বারণ
 করিয়াছি। সেই পাপের ফল এখন উপ-
 স্থিত । ওরে অধমেরা ! তোদের ধন পূর্বে
 অগ্নিতেও দধ্ব হয় নাই, জলেও নষ্ট হয় নাই,
 বা নূপ-তস্করাদি দ্বারাও অপহৃত হয় নাই,
 তথাপি তোরা বিপ্রজনে দান করিস্ নাই ;
 এখন তবে পাইবি কেমনে ? যে সকল সাধুরা
 সাধ্বিকভাবে দান করিয়াছেন, তাহাদিগের
 নিমিত্ত ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেহ-পেয়-চোষ্যাদি

ন যুয়মভিলপ্যাম্বে ন দত্তঞ্চ কথঞ্চন ।
 যৈশ্চ দত্তং হৃতং চেষ্টং ব্রাহ্মণাশ্চৈব পূজিতাঃ ॥
 তেষামন্নং সমানীয় ইহু নিক্ষিপ্যতে সদা ।
 পরশ্বং কথমস্মাভির্দাতুং শক্যেত নারকাঃ ॥
 ব্যাস উবাচ ।
 কিকরাণাং বচঃ শ্রদ্ধা নিস্পৃহাঃ ক্ষুভ্ণাদিভাঃ ।
 ততস্তে দারুণৈশ্চাত্তৈঃ পীড়্যন্তে যমকিকরৈঃ ॥
 যুদগরৈর্লৌহদণ্ডৈশ্চ শক্তিতোমরপট্টিশৈঃ ।
 পার্শ্বৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ গদাপরশুভিঃ শরৈঃ ॥
 পৃষ্ঠতো হস্তমাস্ত্রাশ্চ যমদূতৈঃ স্তুনির্দয়ৈঃ ।
 অগ্রতঃ সিংহব্যাঘ্রাদৈর্দ্যুর্ভক্ষ্যন্তে পাপকারিণঃ ॥
 ন প্রবেষ্টুং ন নির্গন্তুং লভন্তে দুঃখিতা ভূষণ ।
 স্বকর্মোপহতাঃ পাপাঃ ক্রন্দমানাঃ সূদারুণাঃ ॥
 তত্র সম্পীড়্য স্তুভূষণং প্রবেশং যমকিকরৈঃ ।
 নীযন্তে পাপিনস্তত্র যত্র তিষ্ঠেৎ স্বয়ং যমঃ ॥৪৩॥
 ধর্ম্মাচ্ছা ধর্ম্মকৃদেবঃ সর্বসংযমনো যমঃ ।

বিবিধ উপচার সহ ঐ সমস্ত অন্নপৰ্বত কল্লিত
 রহিয়াছে । তোরা ঐ সকলের কোন দ্রব্যই
 দান করিস্ নাই ; স্তুতরাং উহাতে অভি-
 লাষও করিস্ না । যাহারা দান, হোম, যজ্ঞ
 ও ব্রাহ্মণপূজাদি করে, তাহাদিগের জন্ত
 সকল ভোগ্য দ্রব্যই এখানে আনিয়া রাখা
 হয় । ওরে নারকীরা ! আমরা পরশ্ব দিব
 কিক্রপে ? ২৫—৩৮ । যমকিকরগণের এবিধ
 বচন শ্রবণে ক্ষুভাতৃষ্ণা-পীড়িত পাপীরা নিরাশ
 হইয়া পড়ে । দূতেরাও পাপীদিগকে নির্দয়-
 ভাবে যুদগর, লৌহদণ্ড, শক্তি, তোমর,
 পট্টিণ, পরিঘ, ভিন্দিপাল, গদা, পরশু,
 ও বাণাদি নানা আয়ুধ দ্বারা নিদারুণ প্রহার
 করিতে থাকে । সম্মুখভাগ হইতে সিংহ-
 ব্যাঘ্রাদি স্থাপদেবরাও খাইতে আইসে । তখন
 স্বকর্মোপহত পাপীরা অগ্রসরও হইতে পারে
 না, পশ্চাৎ গমনেও সক্ষম হয় না ; স্তুতরাং
 তাহারা অতিদুঃখে ক্রন্দন করিতে থাকে । যম-
 কিকরেরা এই অবস্থায় তাহাদিগকে আরও
 পীড়িত করিয়া যেখানে ধর্ম্মাচ্ছা ধর্ম্মব্যবস্থাপক
 সর্বসংযমনকারী যমদেব অবস্থান করেন,

এবং পথাতিকষ্টেন প্রাপ্তাঃ প্রেতপুরং নরাঃ ॥
 প্রজাপিতাস্তদা দূতৈর্নিবেশ্যন্তে যমাগ্রতঃ ॥
 ততস্তে পাপকর্ষণান্তঃ পশ্যন্তি ভয়ানকম্ ॥ ৪৫
 পাপাপবিদ্ধনয়না বিপরীতাশ্চবুদ্ধয়ঃ ।
 দংষ্ট্রাকরালবদনং ক্রকুটীকুটিলেক্ষণম্ ॥ ৪৬
 উর্দ্ধকেশং মহাশৃঙ্গং প্রক্ষু রদধরোত্তরম্ ।
 অষ্টাদশভুজং জুহুং নীলাঙ্গনচয়োপমম্ ॥ ৪৭
 সর্বাযুধোদ্যতকরং ভীতদণ্ডেন সংযুতম্ ।
 মহামহিষমাক্রুতং দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্ ॥ ৪৮
 রক্তমালাস্বরধরং মহামেঘমিবোচ্ছিতম্ ।
 প্রলয়াশ্বদনির্বোধং পিবন্তি মহোদধিম্ ॥ ৪৯
 গ্রাসন্তমিব ত্রৈলোক্যমুদগারন্তমিবানলম্ ।
 মৃত্যুঞ্চ তৎসমীপস্থং কালানলসমপ্রভম্ ॥ ৫০
 প্রলয়ানলসঙ্কাশং কৃতান্তঞ্চ ভয়ানকম্ ।
 মারী চোগ্রা মহামারী কালরাত্রৌ চ দাক্ষণা ॥
 বিবিধা ব্যাধয়ঃ কষ্টা নানারূপা ভয়াবহাঃ ।

তথায় লইয়া যায়। পাপীরা অতি দুর্গম
 পথে নীত হইয়া যমরাজসমীপে বিজ্ঞাপিত
 হইলে তদীয় আদেশ অনুসারে তাঁহার
 সম্মুখে নীত হয়। তখন পাপকর্ম্মীরা পাপ-
 দুষিত-নয়নে বিপরীতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাবে
 অতি ভয়ঙ্করাকার দর্শন করে। দেখে
 যমের বদন—দংষ্ট্রা দ্বারা ঘোরাকার, নেত্রদ্বয়
 —ক্রকুটী কুটিল, কেশকলাপ—উর্দ্ধদিক
 বিকিণ্ড, শৃঙ্গ—সুদীর্ঘ, ওষ্ঠাধর—প্রক্ষুরিত,
 লোচন—দীপ্তাগ্নিসম; তিনি অষ্টাদশভুজ,
 জুহু, নীলাঙ্গন-চয়োপম, হস্তে বিবিধ আয়ুধ-
 ধারী, ভীত দস্তসংযুক্ত, মহামহিষে আক্রুত
 ও রক্তমালাস্বরধর। তাঁহার দেহ
 অতীব উন্নত বলিয়া মহামেঘবৎ প্রভীয়-
 মান হয়; তদীয় স্বর প্রলয়াশ্বদ-সম গভীর।
 তিনি যেন সমুদ্রকেও পান করিতে উত্তত,
 যেন ত্রৈলোক্য গ্রাস করিতেই উদ্যম
 করিয়াছেন এবং যেন অগ্নি উদগীরণ
 করিতেছেন। তাঁহার সমীপে কালানল-
 সম প্রভাসম্পন্ন মৃত্যু, প্রলয়ানলতুল্য দীপ্তি-
 মান ভয়ানক কৃতান্ত, মারী, উগ্রা মহামারী,

শক্তিশূলাঙ্কুশধরাঃ পাশচক্রাসিধারিণঃ ॥ ৫২
 বজ্রদণ্ডধরা রৌদ্রাঃ সুরতুণ্ডধরুর্জরাঃ ।
 অসংখ্যাতা মহাবীৰ্যাঃ জুরাশ্চাঙ্গনসপ্রভাঃ ॥
 সর্বাযুধোদ্যতকরা যমদূতা ভয়ানকাঃ ।
 অনেন পরিবারেণ মহাঘোরেণ সংযুতম্ ॥ ৫৪
 যমং পশ্যন্তি পাপিষ্ঠাশ্চিহ্নগুপ্তং বিভীষণম্ ।
 নির্ভয়সয়তি চাত্যর্থ্যং যমস্তান্ পাপকারিণঃ ।
 চিত্রগুপ্তস্ত তগবান্ ধর্ম্মবাক্যৈঃ প্রবোধয়ন্ ॥
 যম উবাচ ।

ভো ভো দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ পরজব্যাপহারিণঃ ।
 গর্হিতা রূপবীৰ্য্যেণ পরদারবিমর্দকাঃ ॥ ৫৭
 যৎস্বয়ং ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎস্বয়ং ভুজ্যতে পুনঃ ।
 তৎকিমাশ্রোতব্যার্থং ভবতিদুঃকৃতং কৃতম্ ॥ ৫৮
 ইদানীং কিম্ শোচস্বঃ পীড়্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ
 ভুঞ্জস্বঃ স্থানি হুঃখানি ন হি দোষোহস্তি
 কস্তচিৎ ॥ ৫৯

দাক্ষণা কালরাত্রি ও কষ্টদায়ক, ভয়ানক নানা-
 রূপধারী বিবিধ ব্যাধি বর্ত্তমান। এতস্তিন্ন
 শক্তি, শূল, অঙ্কুশ, পাশ, চক্র, অসি, বজ্র,
 দণ্ড, সুর, তুণ ও ধনু প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ
 উত্তত করিয়া অঙ্গনবৎ কক্ষকায়, উগ্রমূর্ত্তি,
 ভয়ানক বিবিধাকার যমকিঙ্করেয়া যমের চতু-
 র্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছে। ভীষণা-
 কার চিত্রগুপ্ত তাঁহার নিকটে অবস্থিত।
 পাপিষ্ঠ জনেরা যমকে এইরূপ পরিবার-পরি-
 বেষ্টিত ঘোরকারে দর্শন করিয়া থাকে। যম
 সেই পাপীদিগকে অতীব ভৎসনা করেন;
 তগবান্ চিত্রগুপ্ত তাহাদিগকে ধর্ম্মবাক্যে
 প্রবোধ দিয়া থাকেন। ৩৯—৫৬। যম
 বলেন,—ওরে রে! পর জব্যাপহারী, রূপ-
 বল-গর্হিত, পরদারগামী দুষ্কৃতকর্ম্মগণ!
 যে যে কর্ম্ম করে, তাহাকেই আবার তাহা
 স্বয়ং ভোগ করিতে হয়। তোরা আত্মক্লে-
 দায়ক দুষ্কৃতকর্ম্ম করিয়াছিস্ কেন? এখন নিজ
 কর্ম্মে পীড়্যমান হইয়া শোক করায় কল
 কি? নিজ নিজ কর্ম্মজ হুঃখ সকল ভোগ
 কর। ইহাতে অপর কাহারও কোন দোষ

য এতে পৃথিবীপালাঃ সম্ভ্রান্তা মৎসমীপতঃ ।
 স্বকীয়ৈঃ কৰ্ম্মাভির্ঘোরৈর্হুপ্রজ্ঞা বলগন্ধিতাঃ ॥
 ভো ভো নৃপা হুয়াচারাঃ প্রজাবিধ্বংসকারিণঃ
 অল্পকালস্ত রাজ্যস্ত কুতে কিং হুতুতং কৃতম্ ॥
 রাজ্যলোভেন মোহেন বলাদন্তায়তঃ প্রজাঃ ।
 যদাওতাঃ কলঃ তন্তু ভুঞ্জধ্বমধুনা নৃপাঃ ॥ ৬২
 কুতো রাজ্যং কলত্রঞ্চ যদর্থমশুভং কৃতম্ ।
 তৎসৰ্ব্বং সম্পরিত্যজ্য যুয্মেকাকিনঃ স্থিতাঃ ॥
 পশ্চামো ন বলং গৰ্ব্বং যেন বিধ্বংসিতাঃ প্রজাঃ
 যমদূতৈঃ পাট্যমানা অধুনা কৌদৃশং কলম্ ॥ ৬৪

ব্যাস উবাচ ।

এবং বহুবৈধৈর্বাচৈরুপালক্য যমেন তে ।
 শোচন্তঃ স্থানি কৰ্ম্মাণি তুষ্ণীঃ তিষ্ঠন্তি পার্থিবাঃ
 ইতি কৰ্ম্ম সমাদিশ্চ নৃপাণাং ধৰ্ম্মরাট্ স্বয়ম্ ।
 তৎপাতকবিগ্ধ্যার্থমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৬

যম উবাচ ।

ভো ভোশচও মহাচও গৃহীত্বা নৃপতীনিমান্ ।

নাই । এই যে হুর্ক্ষুর্কি বলগন্ধিত কুপাতিরা
 ঘোর স্বকৰ্ম্মানুসারে আমার সমীপে
 আসিয়াছে ; ওরে, ওরে, প্রজাবিধ্বংসকারী
 হুয়াচার নৃপগণ! অল্পকালের রাজ্যের
 জন্ত কেন হুর্ক্ষুর্কি করিয়াছিস্! মোহবশতঃ
 রাজ্যলোভে অন্তায়ক্রমে বলপূৰ্ব্বক
 প্রজাদিগকে দণ্ড দিয়াছিস্, এক্ষণে তাহার
 ফলভোগ কর। যাহার নিমিত্ত অশুভ
 কৰ্ম্ম করিয়াছিস্, সেই. রাজ্য এখন
 কোথায়? এখন ত তোরা সকল পরিত্যাগ
 করিয়া একাকী রহিয়াছিস্! যাহার বলে
 প্রজাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিস্, এখন সে
 বল গৰ্ব্বও ত দেখিতে পাই না। যমদূত
 দ্বারা পাট্যমান হইয়া এখন কেমন কল অন্ত-
 ভব করিতেছিস্? ব্যাস বলিলেন,—যম
 কর্তৃক এইরূপ বিবিধ বাক্যে ভৎসিত হইয়া
 সেই সকল নৃপতিরা স্বকৃত কৰ্ম্মের অনুশোচনা
 করত তুষ্ণীভাবে অবস্থান করে। যমরাজ
 স্বয়ং সেই রাজগণের এইরূপ কৰ্ম্মোন্মথ-
 পূৰ্ব্বক সেই সেই পাপের বিতর্কি নিমিত্ত দূত-

বিশোধয়ধ্বং পাপেভ্যঃ ক্রমেণ নরকারিষু ॥ ৬৭
 ব্যাস উবাচ ।

ততঃ শীঘ্রং সমুখায় নৃপান্ সংগৃহ্য পাদয়োঃ ।
 ভ্রাময়িত্বা তু বেগেন ক্ষিপ্ত্বা চোৰ্দ্ধং প্রগৃহ্য চ ॥
 তত্তৎপাপপ্রমাণেন যমদূতাঃ শিলাতলে ।
 আফোটয়ন্তি তরসা বজ্রেনেব মহাজ্রমম্ ॥ ৬৯
 ততঃ রক্তং সোতোভিঃ স্রবতে জর্জরীকৃতঃ
 নিঃসংজঃ স তদা দেহৌ নিশ্চেষ্টেচ প্রজায়তে ॥
 ততঃ স বায়ুনা স্পৃষ্টঃ শনৈরুজ্জীবতে পুনঃ ।
 ততঃ পাপবিগ্ধ্যার্থং ক্ষিপান্ত নরকার্ণবে ॥ ৭১
 অন্ত্যাস্ত তে তদা দূতাঃ পাপকৰ্ম্মরতান্নরান্ ।
 নিবেদয়ন্তি বিপ্রেন্সা যমায় ভূশঙ্কঃখিতান্ ॥ ৭২
 যমদূতা উচুঃ ।

এব দেব তবাদেশাদস্মাভির্মোহিতো ভূশম্ ।
 আনীতো ধৰ্ম্মবিমুখঃ সদা পাপরতঃ পরঃ ॥ ৭৩
 এষ লুকো হুয়াচারো মহাপাতকসংযুতঃ ।

গণকে এইরূপ আদেশ করেন যে, ওরে চও !
 ওরে মহাচও ! এই রাজাদিগকে লইয়া
 ক্রমে ক্রমে নরকারিতে নিযাতনপূৰ্ব্বক
 বিশোধিত কর। দূতগণ এইরূপ আদেশ
 পাইয়া শীঘ্র উত্থান করিয়া সেই রাজগণকে
 তত্তৎ পাপানুসারে পদদ্বয় ধারণপূৰ্ব্বক
 সবেগে ঘুরাইয়া উর্দ্ধে নিক্ষেপ করত পুনরায়
 ধরিয়া সবলে শিলাতলে আছাড়িয়া ফেলে ;
 তাহাতে তাহারা বজ্রাঘাতে বৃহৎ বৃক্ষের
 ন্যায় জর্জরীকৃত-শরীরে মুখ-নেত্রাদি ছিন্ন
 দ্বারা ক্রধির ক্ষরণ করত মুর্ছিত ও নিশ্চেষ্ট
 হইয়া পড়ে। তারপর বায়ুস্পর্শে ক্রমে
 সচেতন হইলে তাহাদিগকে লইয়া নরকার্ণবে
 নিক্ষেপ করে। হে বিপ্রেন্সগণ! যমদূতেরা
 এইরূপ অন্ত্যান্ত পাপকৰ্ম্মরত অতি হুঃখিত
 প্রাজাদিগকেও লইয়া যাইয়া যমসন্নিধানে
 একেএকে এই প্রকার নিবেদন করে যে, দেব!
 আপনার আদেশে এই আর একটা ধৰ্ম্ম-
 বিমুখ অতীব মোহপ্রাপ্ত পাপীকে আনি-
 ধারি, এ ব্যক্তি লোভী, হুয়াচার, মহাপাতক-

উপপাতককর্তা চ সদা হিংসারতোহভুচিঃ ॥ ৭৪
 অগম্যাগামী হৃষ্টাত্মা পরদ্রব্যাপহারকঃ ।
 কস্তাক্রয়ী কুটসাকী কৃতরো মিত্রবঞ্চকঃ ॥ ৭৫
 অনেন মদমন্তেন সদা ধর্মো বিনিন্দিতঃ ।
 পাপমাচরিতং কস্মৈ মর্ত্যলোকে দুরাশ্রয়ন ॥ ৭৬
 ইদানোমন্ত দেবেশ নিগ্রহানুগ্রহো বদ ।
 প্রভুরন্ত ক্রিয়াযোগে বয়ং বা পরিপস্থিনঃ ॥ ৭৭

ব্যাস উবাচ ।

ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবেশঃ স্তম্ভাগ্রে পাপকারিণম্
 নরকাণাং সহস্রেষু লক্ষকোটিশতেষু চ ॥ ৭৮
 কিঙ্করাস্তে ততো যান্তি গ্রহীতুমপরান্নরান্ ।
 প্রতিপন্নৈ কৃতে দোষে যমো বৈ পাপকারিণাম্
 সমাদিশতি তান্ ষোড়শিগ্রহায় স্বকিঙ্করান্ ।
 যথা যন্ত বিনির্দিষ্টো বসিষ্ঠাদৈবিনিগ্রহঃ ॥ ৮০
 পাপস্ত তং ভৃশং ক্রুদ্ধাঃ কুর্ষন্তি যমকিঙ্করাঃ ।
 অঙ্কুশৈর্মুদগৈর্দৈতৈঃ ক্রকচৈঃ শক্তিতোমরৈঃ

গ্রন্থ, নানা উপপাতককর্তা, হিংসারত এবং
 অভুচি; এই আর এক দুরাশ্রয়, অগম্যাগামী,
 পরদ্রব্যপহারী, কস্তাবিক্রয়ী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা,
 কৃতর ও মিত্রপ্রবঞ্চক । এই এক দুরাশ্রয়
 মর্ত্যলোকে সদা ধর্মের নিন্দা ও পাপ
 কর্মের আচরণ করিত । হে দেবেশ ! এই
 এক ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী; ইহার নিগ্রহ বা অনুগ্রহ
 যাহা হয়, আদেশ করুন, আমরা তদনুরূপ
 অনুষ্ঠান করি ॥ ৭৭-৭৭ ॥ ব্যাস বলিলেন,—যম
 কিঙ্করেরা যমদেবের সমীপে সেই পাপ-
 কারীদিগকে কৃতকর্মের বিবরণসহ এই-
 রূপে নিবেদনপূর্বক স্থাপন করিয়া
 অস্ত্রাস্ত্র পাপীদিগকে আনয়নার্থ শত
 শত, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নরকে প্রস্থান
 করে । যমরাজ পাপীদিগের পাপ সকল
 আলোচনা করিয়া নিগ্রহ বিধানার্থ ষৌ-
 ঘোর কিঙ্করগণকে আদেশ করেন । কিঙ্ক-
 রেরা বশিষ্ঠাদি কর্তৃক যে পাপীর যেরূপ
 নিগ্রহ বিহিত আছে, অতি ক্রুদ্ধচিত্তে তদনু-
 রূপই করিয়া থাকে । তাহার পাপকারী-
 দিগকে অঙ্কুশ, মুদগর, দণ্ড, ক্রকচ, শক্তি,

খড়্গশূলনিপাতৈশ্চ ভিদ্যন্তে পাপকারিণঃ ।
 নরকাণাং সহস্রেষু লক্ষকোটিশতেষু চ ॥ ৮২
 স্বকর্মোপার্জিতৈর্দোষৈঃ পীড়্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ
 শৃগুধ্বং নরকাণাঞ্চ স্বরূপঞ্চ ভয়ঙ্করম্ ॥ ৮৩
 নামানি চ প্রমাণঞ্চ যেন যান্তি নরাশ্চ তান্ ।
 মহাবীচীতি বিখ্যাতং নরকং শোণিতপ্লুতম্ ॥ ৮৪
 বজ্রকণ্টকসমিশ্রং যোজনায়ুতবিস্তৃতম্ ।
 তত্র সম্পীড়্যতে যমো ভিদ্যতে বজ্রকণ্টকে ॥
 বর্ষলক্ষং মহাঘোরং গোঘাতী নরকে নরঃ ।
 যোজনানাং স্মৃতং লক্ষং কুন্তীপাকং সূদাক্ষণম্
 তাম্রকুন্তবতী দীপ্তা বালুকাক্ষারসংবৃত্তা ।
 ব্রহ্মহা ভূমিহর্তা চ নিক্ষেপস্তাপহারকঃ ॥ ৮৭
 দহন্তে তত্র সঙ্কীর্ণা যাবদাভূতসংগ্রবম্ ।
 রৌরবো বজ্রনারাট্চৈঃ প্রজলন্তিঃ সমাবৃত্তঃ ॥ ৮৮
 যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিরাযামবিস্তরৈঃ ।
 ভিদ্যন্তে তত্র নারাট্চৈঃ সজ্জাটৈর্নরকে নরাঃ ॥

তোমর, খড়্গ ও শূলাদি প্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন
 করিতে থাকে । পাপীরা নিজ কর্মোপার্জিত
 দোষে শত সহস্র লক্ষ কোটি নরকে যম-
 কিঙ্করগণ কর্তৃক নানা প্রকারে নিগৃহীত
 হয় । মুনিগণ!—নরকসকলের ভয়ঙ্কর স্বরূপ,
 নাম, পরিমাণ এবং সেই সেই নরকে নর-
 গণের গমন কারণ শ্রবণ করুন । ৭৮-৮৪। মহা-
 বীচী নামে যে বিখ্যাত নরক আছে, উহা
 শোণিতাপ্লুত, বজ্রকণ্টক-মিশ্রিত ও অযুত
 যোজনবিস্তৃত । গোঘাতী ব্যক্তি উহাতে
 নিমজ্জিত হইয়া বজ্রকণ্টকে বিদ্ধ হইতে
 থাকে; এই ভাবে লক্ষ বর্ষাবধি তাহাকে মহা
 দুঃখ ভোগ করিতে হয় । সূদাক্ষণ কুন্তীপাক-
 নরক লক্ষযোজন বিস্তৃত । উহা বালুকা-
 ক্ষার-সমাবৃত্ত ও দীপ্ত তাম্রকুন্ত সমাধিত । ব্রহ্ম-
 হাতী, ভূমিহর্তা ও গচ্ছিত দ্রব্যাপহারীরা
 ইহাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনন্তকাল পর্যন্ত
 দগ্ধ হয় । রৌরব নরক জলন্ত বজ্রনারাটে
 পরিবৃত্ত এবং দৈর্ঘ্যে প্রবেশ ষষ্টিসহস্র যোজন
 পরিমিত । সেই নরকে নরগণ জ্বালাময় নারাট্চ

ইক্ষুবস্ত্র পীড়্যন্তে যে নরাঃ কূটসাক্ষিণঃ ।
 অযোময়ঃ প্রজলিতঃ মঞ্জুষং নরকং স্মৃতম্ ॥১০॥
 নিষ্কিণ্ডান্ত্র দহন্তে বন্দিগ্রাহকৃতান্ত যে ।
 অপ্রতিষ্ঠেতি নরকং পুয়মুত্রপুৰীষকম্ ॥ ১১
 অধোমুখঃ পতেতত্র ব্রাহ্মণশ্চোপপীড়কঃ ।
 লাক্ষাপ্রজলিতঃ ঘোরং নরকস্ত বিলেপকম্ ॥
 নিমগ্নান্ত্র দহন্তে মদ্যপানে দ্বিজোত্তমাঃ ।
 মহাপ্রভোত নরকং দৌণ্ডশূলমহোজ্জ্বলম্ ॥ ১৩
 তত্র শূলেভিঃ পতিভার্যোপভেদিনঃ ।
 নরকঞ্চ মহাঘোরং জয়ন্তী চায়সী শিলা ॥ ১৪
 তয়া চাক্রম্যতে পাপঃ পরদারোপসেবকঃ ।
 নরকং শাল্মলাখ্যস্ত প্রদৌণ্ডদৃঢ়কণ্টকম্ ॥ ১৫
 তদালিঙ্গতি হুঃখার্তা নারী বহনরঙ্গমা ।
 যে বদন্তি সদাসত্যং পরমর্শ্যাবকর্তনম্ ॥ ১৬
 জিহ্বা চোচ্ছিদ্যতে তেষাং সন্দৈশ্চর্যমকিঙ্করৈঃ

যে তু রাগৈঃ কটাক্ষৈশ্চ বৌদ্ধৈশ্চ পরযোষিতম্
 তেষাং চক্ষুঃষি নারাচৈবিধ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥১৮॥
 জালামালাকুলং রৌদ্রং মহারৌরবসংজ্ঞিতম্ ।
 নরকং যোজনানাক্ষ সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ১৯
 মাতরং যেরপি গচ্ছন্তি ভগিনীঃ হুহিতরংসুখাম্
 স্ত্রীবালবৃদ্ধহস্তারো যাবদিত্রাশ্চতুর্দশ ॥ ১০০
 পুরং ক্ষেত্রং গৃহং গ্রামং যো দৌপয়তি বহিনা ।
 স তত্র দহতে মুঢ়ো যাবৎকল্পস্থিতির্নরঃ ॥১০১
 তামিশ্রযিতি বিখ্যাতং লক্ষযোজনবিস্তৃতম্ ।
 নিপতন্তিঃ সদা রৌদ্রঃ খড়্গপাটিশমুদগারৈঃ ।
 তত্র চৌরা নরাঃ ক্ষিপ্তান্ত্রাভ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥
 শূলশক্তিগদাখড়্গজাঘাৎ কল্পশতত্রয়ম্ ।
 তামিশ্রাদ্বিগুণং প্রোক্তং মহাতামিশ্রসংজ্ঞিতম্ ॥
 জলোকাশর্পসম্পূর্ণং নিরালোকং সূত্ৰখদম্ ।
 মাতৃহা পিতৃহা চৈব মিত্রবিশন্তঘাতকঃ ॥ ১০৪

নিকরে বিক হইয়া থাকে । কূট-সাক্ষ্যদাতা
 ব্যক্তিগণ তাহাতে ইক্ষুকাণ্ডবৎ নিপীড়িত
 হয় । মঞ্জুষ নরক জলন্ত লৌহময় ; যাহারা
 অন্তায়পূরক কোনও প্রাণীকে আবদ্ধ
 করে, তাহারা এই নরকে পতিত হইয়া দগ্ধ
 হয় । অপ্রতিষ্ঠ নামক নরক পুয়-মুত্র-পুৰীষে
 পরিপূর্ণ । ব্রাহ্মণ-পীড়নকারী নর উহাতে
 অধোমুখে নিপতিত হয় । হে দ্বিজোত্তমগণ !
 বিলেপক নামক ঘোর নরক প্রজলিত লাক্ষা-
 পূর্ণ । মদ্য পান করিলে তাহাতে নিমজ্জিত
 হইয়া দগ্ধ হইতে হয় । মহাপ্রভ নামক
 নরক প্রদৌণ্ড দীর্ঘ শূলে আকৌর্ণ । পতি
 পত্নীর প্রণয়ভঙ্গকারী নরগণ তন্মধ্যে শূল
 দ্বারা বিদ্ধ হয় । জয়ন্তী নামে যে লৌহ-
 শিলা আছে, উহা অতি ভয়ানক নরক ।
 পরদারসেবী পাপী ব্যক্তি সেই শিলা দ্বারা
 আক্রান্ত হইয়া থাকে । শাল্মল নামে যে
 নরক আছে, তাহা প্রদৌণ্ড দৃঢ় কণ্টকপূর্ণ ও
 শাল্মলীবৃক্ষাকারে বিদ্যমান । বহু পুরুষসঙ্গ
 কারিণী রমণী ঐবৃক্ষে আলিঙ্গিত হয় । যাহারা
 সদা পরমর্শ্যচ্ছেদী অসত্য বাক্য বলে, শমন-
 কিঙ্করগণ সাঁড়াসী দ্বারা তাহাদের জিহ্বা

উৎপাটন করিয়া ফেলে । যাহারা সান্নুরাগ
 কটাক্ষ-নিষ্কপে পরনারী দর্শন করে, যম-
 কিঙ্করেরা নারাচ দ্বারা তাহাদের চক্ষু ভেদ
 করিয়া দেয় । মহারৌরব নরক জালামালায়
 সমাকুল ও অতি ঘোরাকার । উহার পরিমাণ
 চতুর্দশ সহস্র যোজন । যাহারা মাতা,
 ভগিনী, হুহিতা, বা পুত্রবধু গমন করে,
 আর যাহারা স্ত্রী, বালক, বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে
 হত্যা করে, তাহারা চতুর্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল
 পর্যন্ত উহাতে নিমজ্জিত থাকে । ৮৫—১০০ ।
 যে মুঢ় অগ্নি প্রদান দ্বারা পূর, ক্ষেত্র, গৃহ,
 বা গ্রাম দগ্ধ করে, সেই নর কল্প-স্থিতি পর্যন্ত
 উহাতে দগ্ধ হইয়া থাকে । তামিশ্র নামে
 বিখ্যাত নরক লক্ষ যোজন বিস্তৃত । উহা
 অতি ভয়ঙ্কর খড়্গ-পাটিশ-মুদগাদি পরিপূর্ণ ।
 যম-কিঙ্করগণ কর্তৃক চৌরগণ উহাতে পতিত
 হইয়া শূল, শক্তি, গদা ও খড়্গাদি দ্বারা তিন
 শত কল্প যাবৎ তাড়িত হয় । মহাতামিশ্র
 নরক তামিশ্র অপেক্ষা বিগুণপরিমাণ ।
 উহা আলোকহীন এবং অতি হুঃখদ
 জলোকা ও সর্প দ্বারা পরিপূর্ণ । পিতৃ-
 মাতৃঘাতী, মিত্রহন্তা ও বিখ্যাসঘাতক জনগণ

তিষ্ঠন্তি তস্যমাণাশ্চ যাবন্তিষ্ঠতি মেদিনী ।
 অসিপত্রবনং নাম নরকং তুরিহঃখদম্ ॥ ১০৫
 যোজনায়ুতবিস্তারং জলংখণ্ডৈঃ সমাকুলম্
 পাতিতস্তত্র তৈঃ খণ্ডৈঃ শতধা তু সমাহতঃ ॥
 মিত্রঃ কৃত্যতে তাবদ্যাবদাভূতসংলবম্ ।
 করন্তবালুকা নাম নরকং যোজনায়ুতম্ ॥ ১০৭
 কৃপাকারঃ বৃতঃ দীপ্তৈর্বালুকাকারকণ্টকৈঃ ।
 দহতে ভিধ্যতে তত্র বর্ষায়ুতশতত্ৰয়ম্ ॥ ১০৮
 যেন দক্ষো জনো নিত্যং মিথ্যাংপাঠ্যৈঃ

সুদাক্ষণৈঃ ।

কাকোলং নাম নরকং কুমিপুয়পরিপ্লুতম্ ॥ ১০৯
 ক্ষিপ্যতে তত্র হৃষ্টায়া একাকী মিষ্টভুঙনরঃ ।
 কুড্মলং নাম নরকং পূর্ণং বিগ্নুত্রশোণিতৈঃ ॥
 পঞ্চযজ্ঞক্রিয়াহীনাঃ ক্ষিপ্যন্তে তত্র বৈ নরাঃ ।
 সূতর্গন্ধঃ মহাভীমঃ মাংসশোণিতসঙ্কুলম্ ॥ ১১১
 অভক্ষ্যাস্তে রতাশ্চেহত্র নিপতন্তি নরাধমাঃ ।
 ক্রিমিকৌটসমাকীর্ণঃ শবপূর্ণঃ মহাবটম্ ॥ ১১২

উহাতে মেদিনীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত দংশন-
 ষাতনা ভোগ করে। অসিপত্রবন-নামক
 নরক অতি দুঃখদায়ক। উহা অযুত যোজন
 বিস্তৃত এবং জলন্ত খণ্ডে সমাকুল। মিত্র-
 ষাতী ব্যক্তি উহাতে পতিত হইয়া কল্পকাল
 পর্য্যন্ত সেই সকল খণ্ডে শতধা সমাহত
 হইয়া থাকে। করন্তবালুকা নামে যে নরক
 আছে, তাহা অযুত যোজন বিস্তৃত; এবং
 কৃপাকার প্রদীপ্ত বালুকা, অঙ্গার ও কণ্টকে
 পরিপূর্ণ। যাহারা সুদাক্ষণ মিথ্যা উপায় সকল
 দ্বারা জনগণকে দক্ষ করে, তাহারা উহাতে
 পাতিত হইয়া তিনশত অযুত বৎসর যাবৎ
 দক্ষ ও ভিন্ন হইতে থাকে। কাকোল নরক
 কুমি ও পুষে পরিপূর্ণ। অপরের সমক্ষে
 একাকী মিষ্ট ভোজনকারী হৃষ্টায়া নর
 তাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়। কুড্মল নামক নরক
 পুষ,বিষ্ঠা, মূত্র ও শোণিতে পরিপূর্ণ। পঞ্চযজ্ঞ-
 ক্রিয়াহীন মানব উহাতে নিক্ষিপ্ত হয়।
 সূতর্গন্ধ নরক অতি ভয়ঙ্কর মাংসশোণিতে
 সমাকুল। 'অভক্ষ্য-ভক্ষণে নিরত নরাধমগণ

অধোমুখঃ পতেন্তত্র কন্তাবিক্রমকর্মরঃ ॥ ১১৩
 নায়া বৈ তিলপাকেতি নরকং দাক্ষণং স্মৃতম্ ।
 বিলবন্তত্র পীড়্যন্তে নরপীড়ারতাশ্চ যে ।
 নরকং তৈলপাকেতি জলতৈলমহৌপবম্ ॥ ১১৪
 পচ্যতে তত্র মিত্রস্নো হস্তা চ শরণাগতম্ ।
 নায়া বজ্রকপাটেতি বজ্রশৃঙ্খলয়াবিতম্ ॥ ১১৫
 পীড়্যন্তে নির্দয়ঃ তত্র যৈঃ কৃতঃ কীরবিক্রয়ঃ ।
 নিকৃচ্ছাস ইতি প্রোক্তঃ তমোহন্ধঃ বাতবর্জিতম্
 নিশ্চেষ্টঃ ক্ষিপ্যতে তত্র বিপ্রদাননিরোধক্ ॥
 অঙ্গারোপচয়ং নাম দীপ্তাকারসমুজ্জলম্ ॥ ১১৭
 দহতে তত্র যেনোক্তঃ দানং বিপ্রায় নার্পিতম্
 মহাপাতীতি নরকং লক্ষযোজনমায়তম্ ॥ ১১৮
 পাত্যন্তেহধোমুখাস্তত্র যে জল্পন্তি সদানুতম্ ।
 মহাজালেতি নরকঃ জ্বালাভাস্বরভীষণম্ ॥ ১১৯

উহাতে পাতিত হয়। মহাবট নামক নরক
 শব ও ক্রিমিকৌটাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। কন্তা-
 বিক্রমকারী নর উহাতে অধোমুখে পাতিত
 হয়। ১০১—১১৩। তিলপাক নামে যে দাক্ষণ
 নরক আছে, তাহাতে পরপীড়ানিরত নরগণ
 তিলবৎ নিপীড়িত হইয়া থাকে। তৈলপাক
 নামক নরক, জলন্ত তৈলাপ্লুত ভূমি, উহাতে
 মিত্রঘাতী ও শরণাগতহস্তা নরগণ পাতিত
 হয়। বজ্রকপাট নামে বজ্রসম শৃঙ্খলিত
 যে নরক আছে, তাহাতে কীরবিক্রয়ী নরগণ
 নির্দয়ভাবে নিপীড়িত হইয়া থাকে। নিকৃ-
 চ্ছাস নামক নরক বাতবর্জিত ও অন্ধতমসা-
 ছন্ন। ব্রাহ্মণজনে দান কালে যাহারা বাধা
 দেয়, তাহাদিগকে বন্ধনাদি দ্বারা নিশ্চেষ্ট
 করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করা হয়। অঙ্গা-
 রোপচয় নামক নরক প্রদীপ্ত অঙ্গারে সমু-
 জ্জল। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে "দান করিব"
 বলিয়া তাহা না করে, সে উহাতে দক্ষ হইয়া
 থাকে। মহাপাতী নামক নরক লক্ষযোজন
 বিস্তৃত। যাহারা সতত মিথ্যা কথা বলে,
 তাহাদিগকে উহাতে অধোমুখে পাতিত করা
 হয়। মহাজাল নামে যে নরক আছে,
 তাহা বহুশিখাসমূহে সমুজ্জল ও অতীব

দহতে তত্র সূচিরং যঃ পাপে বুদ্ধিকুরঃ ।
 নরকং ক্রকচাখ্যাতং পীড়্যন্তে তত্র বৈ নরাঃ ॥
 ক্রকচৈবজ্জধারোঐরগম্যাগমনে রতাঃ ।
 নরকং শুভপাকেতি জলদুগ্ধদৈবৃতম্ ॥ ১২১
 নিক্ষিপ্তো দহতে তস্মিন বর্ণসঙ্করকুরঃ ।
 সুরধারেতি নরকং ভীকুসুরসমাবৃতম্ ॥ ১২২
 ছিদ্যন্তে তত্র কল্লাস্তং বিপ্রভূমিহরা নরাঃ ।
 নরকং চান্দ্ররীষাখ্যং প্রলয়ানলদীপিতম্ ॥ ১২৩
 কল্লাকোটিপতং তত্র দহতে স্বর্ণহারকঃ ।
 নায়া বজ্রকুঠারেতি নরকং বজ্রসঙ্কুলম্ ॥ ১২৪
 ছিদ্যন্তে তত্র ছেত্তারো ক্রমাণাং পাপকারিণঃ ।
 নরকং পরিতাপাখ্যং প্রলয়ানলদীপিতম্ ॥ ১২৫
 গরদো মধুহর্তা চ পচ্যতে তত্র পাপকুরঃ ।
 নরকং কালসূত্রকং বজ্রসূত্রাবিনির্মিতম্ ॥ ১২৬
 ভ্রমন্তস্তত্র ছিদ্যন্তে পরশস্তোপলুপ্তকাঃ ।

ভীষণ। পাপবুদ্ধি নরগণ উহাতে সূচির-
 কাল দহ হইয়া থাকে। ক্রকচ নামক যে
 নরক আছে, অগম্যাগমন-রত ব্যক্তির
 উহাতে পাতিত হইয়া বজ্রধারাবৎ উগ্র
 ক্রকচনিকর দ্বারা নিপীড়িত হয়। শুভপাক
 নামক নরক জলন্ত শুভদ্রুদসমূহ পরিপূর্ণ। বর্ণ-
 সঙ্করকারী নরগণ তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া
 দহকার হইয়া থাকে। সুরধার নামক নরক
 ভীকুসুরসমূহে সমাবৃত। ব্রাহ্মণের ভূমি-
 হারী নরগণ তাহাতে পাতিত হইয়া ছেদিত
 হয়। চান্দ্ররীষ-নরক প্রলয়ানলবৎ প্রদীপ্ত।
 স্বর্ণহারক ব্যক্তির তাহাতে শতকোটি কল
 যাবৎ ভর্জিত হইয়া থাকে। বজ্রকুঠার
 নামে যে নরক আছে, তাহা বজ্র দ্বারা
 সমাকুল। নায়া বিনা প্রয়োজনে ক্রম-
 ছেদন করে, তাহার উহাতে পাতিত হইয়া
 কল্লাস্ত যাবৎ ছেদিত হয়। পরিতাপ নামক
 নরক প্রলয়ানল-সম জাজ্বল্যমান। বিষ-
 প্রদাতা ও মধুহর্তা পানী ব্যক্তি তাহাতে
 পাতিত হইয়া থাকে। কালসূত্র নরক বজ্রবৎ
 দৃঢ় সূত্র দ্বারা বিরচিত। অপরের শস্ত্র-
 লুপ্তনকারী নর উহাতে ভ্রমণ করত ছিটমান

নরকং কশ্মলং নাম শ্লেষশিজ্ঞাণকাবৃতম্ ।
 তত্র সঙ্কপিপ্যতে কল্লং সদা মাংসকুর্চিরঃ ॥
 নরকং চোগ্রগন্ধেতি লালামূত্রপূরীষবৎ ॥ ১২৮
 কপিপ্যন্তে তত্র নরকে পিতৃপিতৃপ্রযচ্ছকাঃ ।
 নরকং দুর্ধরং নাম জলৌকাবৃষ্টিকাকুলম্ ॥ ১২৯
 উৎকোচভক্ষকস্তত্র তিষ্ঠতে বর্ষকাযুতম্ ।
 যচ্চ বজ্রমহাপীড়া নরকং বজ্রনির্মিতম্ ॥ ১৩০
 তত্র প্রকপিপ্য দহন্তে পীড়্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ।
 ধনং ধাত্ত্বং হিরণ্যং বা পরকীয়ং হরন্তি যে ॥
 যমদূতৈশ্চ চৌর্যাস্তে ছিদ্যন্তে লবশঃ সুরৈঃ ।
 যে হন্য প্রাণিনঃ মূঢ়াঃ খাদন্তে কাকগৃধবৎ ॥
 ভোজ্যন্তে চ স্তমাংসং তে কল্লাস্তং যমকিঙ্করৈঃ
 আসনং শয়নং বস্ত্রং পরকীয়ং হরন্তি যে ॥ ১৩৩
 যমদূতৈশ্চ তে মূঢ়া ভিদ্যন্তে শক্তিতোমরৈঃ ।
 ফলং পত্রং নৃণাং বাপি হতং যৈশ্চ কুবুদ্ধিভিঃ ॥

হয়। শ্লেষ-খুৎকারাদি পূর্ণ কশ্মল-নরকে বৃথা-
 মাংসকুচি নরগণ নিক্ষিপ্ত হইয়া কল কাল বাস
 করে। ১১৪—১২৭। উগ্রগন্ধ নামে যে নরক
 আছে, উহা লাল, মূত্র ও পুরীষে পরিপূর্ণ।
 যাহারা পিতৃলোকের পিতৃ প্রদান করে না,
 তাহার তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। দুর্ধর নামক
 নরক জলৌকা ও বৃষ্টিক দ্বারা সমাকুল।
 উৎকোচগ্রহণকারী নর উহাতে অযুত
 বৎসর বাস করে। বজ্র-মহাপীড়া নামে যে
 নরক আছে, উহা বজ্র দ্বারা নির্মিত। যাহারা
 পরকীয় ধন, ধাত্ত্ব বা হিরণ্য অপহরণ করে,
 সেই চৌরদিগকে যম-কিঙ্করেরা উহাতে
 নিক্ষেপপূর্বক সুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া
 নানা যাতনা প্রদানে দগ্ধীভূত করিয়া থাকে।
 যে মূঢ় ব্যক্তির কাকগৃধবৎ প্রাণিহত্যা
 করিয়া ভক্ষণ করে, যমদূতেরা তাহাদিগকে
 কল্লাস্ত কাল যাবৎ স্ত মাংস ভোজন
 করায়। যাহারা পরকীয় আসন, শয্যা ও
 বস্ত্র অপহরণ করে, যমদূতেরা সেই মূঢ়দিগকে
 শক্তি তোমরা দ্বারা নিভিন্ন করিয়া থাকে।
 যে সকল কুবুদ্ধি ব্যক্তি অপরের ফল অথবা

যমদূতৈশ্চ তে কুরুর্দৈর্ঘ্যস্তে তৃণবহিভিঃ ।
 পরজব্যো কলত্রে চ যঃ সদা তুষ্টধীর্নরঃ ॥ ১৩৫
 যমদূতৈর্জলন্তস্ত হৃদি শূলং নিখন্ততে ।
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা যো ধৰ্ম্মবিমুখা নরাঃ ॥ ১৩৬
 যমলোকে তু তে ঘোরা লভন্তে পরিযাতনাঃ ।
 এবং শতসহস্রাণি লক্ষকোটিমিতানি চ ॥ ১৩৭
 নরকাণি নরৈস্তত্র ভুজ্যন্তে পাপকারিভিঃ ।
 ইহ কৃৎস্না স্বল্পমপি নরঃ কৰ্ম্মাশুভান্নকম্ ॥ ১৩৮
 প্রাপ্নোতি নরকে ঘোরে যমলোকেষু যাতনাম্
 ন শৃণ্তি নরা মুঢ়া ধৰ্ম্মোক্তং সাধু ভাষিতম্ ॥
 দৃষ্টং কেনেতি প্রত্যক্ষং প্রত্যুক্ত্যবং বদন্তি তে
 দিবা রাত্ৰৌ প্রযত্নেন পাপং কুৰ্ব্বন্তি যে নরাঃ ॥
 নাচরন্তি হি তে ধৰ্ম্মং প্রমাদেনাপি মোহিতাঃ ।
 ইহৈব ফলভোক্তারঃ পরত্র বিমুখাশ্চ যে ॥ ১৪১
 তে পতন্তি সুঘোরেষু নরকেষু নরাধমাঃ ।
 দাক্ষিণ্যে নরকে দাসঃ স্বৰ্গবাসঃ সুখপ্রদঃ ॥ ১৪২

পত্র হরণ করে, ক্রোধী যমদূতেরা তাহা-
 দিগকে তৃণাণি দ্বারা দগ্ধ করে। পরকীয়
 জব্যো কিদ্বা কলত্রে ছষ্টবুদ্ধিকারী নরের
 হৃদয়ে যমদূতেরা জলন্ত শূল প্রোথিত করিয়া
 থাকে। যে নরগণ কৰ্ম্মে, মনে ও বাক্যে ধৰ্ম্মা-
 চরণে বিমুখ, তাহারা যমলোকে ঘোর যাতনা
 প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার শত শত সহস্র
 সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরক আছে,
 পাপকারী নরগণ সেই সকল নরকে নানা
 যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। জীব ইহলোকে
 স্বল্পমাত্র অশুভ কৰ্ম্ম করিয়াও যমলোকে ঘোর
 যাতনা প্রাপ্ত হয়। মুঢ় নরগণ সাধুজন-কথিত
 ধৰ্ম্মোক্তি শুনে না, পরন্তু “উহা কে প্রত্যক্ষ
 করিয়াছে?” এইরূপ বাক্যে প্রত্যাশ্রয়
 করিয়া থাকে। উহারা দিবারাত্র সযত্নে
 পাপাচরণই করে; ভ্রমক্রমেও ধৰ্ম্মানুষ্ঠান
 করে না; ইহকালেই ফলভোগ স্বীকার
 করে, পরকাল মানে না। ঐ সকল নরাধমেরা
 সুঘোর নরকে পাতিত হয়। নরকবাস
 অতীব দাক্ষিণ্য; স্বৰ্গবাস সুখজনক; ইহ-

নরৈঃ সম্প্রাপ্যতে তত্র কৰ্ম্ম কৃৎস্না শুভাশুভম্ ॥
 ইতি ত্রীত্রাংশে নরকগতপৃথগ যাতনাকৌৰ্ত্তনং
 পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৫ ॥

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায় ।

মুনয় উচুঃ ।

অহোহতিদুঃখং ঘোরঞ্চ যমমার্গে দ্বয়োদিতম্ ।
 নরকাণি চ ঘোরাণি দ্বারং যাম্যঞ্চ সন্তম ॥ ১
 অজ্ঞাপায়ো ন বা ব্রহ্মন্ যমমার্গেহতিভীষণে ।
 ক্রহি যেন নরা যান্তি স্মৃথেন যমসাদনম্ ॥ ২
 ব্যাস উবাচ ।
 ইহ যে ধৰ্ম্মাঃ শূক্ৰাস্থহিংসানিরতা নরাঃ ।
 গুরুশ্রদ্ধাষণে যুক্তা দেবব্রাহ্মণপূজকাঃ ॥ ৩
 যশ্মিন্মনুষ্যালোকান্তে সতর্ক্যাঃ সস্মৃতান্তথা ।
 তমধ্বানঞ্চ গচ্ছন্তি যথা তৎকথয়ামি বঃ ॥ ৪
 বিমানৈববিবিধৈর্দৈব্যৈঃ কাঞ্চনধ্বজশোভিতৈঃ ।
 ধৰ্ম্মরাজপুরং যান্তি সেবমানাপ্সরোগণৈঃ ॥ ৫

লোকে শুভ বা অশুভ কৰ্ম্ম করিয়া নরগণ
 তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ১২৮—১৪২ ।
 পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৫

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—অহো! সন্তম, ব্যাস!
 তুমি যমপথের ঘোর দুঃখ, যমনগরের দ্বার
 ও নরক সকলের বিবরণ বর্ণন করিলে।
 ব্রহ্মন্! নরগণ যাহাতে অক্লেশে সেই
 ভীষণ যমপথ অতিবাহিত করিয়া যমসদনে
 যাইতে পারে, এমন কোন উপায় আছে
 কি না, তাহা বল। ব্যাস বলিলেন,—ইহ-
 লোকে যাহারা অহিংসারত, গুরুসেবা-
 তৎপর, ও দেবব্রাহ্মণ-পূজক, সেই সকল
 মনুষ্য পত্নী-সুতাদিসহ যেরূপে সেই পথ
 অতিক্রম করে, তাহা আপনাদিগকে বলি-
 তেছি;—তাহারা কাঞ্চন-ধ্বজশোভিত বিবিধ
 বিমানে আরোহণপূর্বক অপ্সরোগণে সেবা-

ব্রাহ্মণেভ্যঃ দানানি নানারূপাণি ভক্তিতঃ ।
 যে প্রযচ্ছন্তি তে যান্তি স্মৃথেনৈব মহাপথে ॥৬
 অন্নং যে তু প্রযচ্ছন্তি ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্মৃসংস্কৃতম্ ।
 শ্রোত্রিয়েভ্যো বিশেষেণ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ
 তরুণীভির্বরস্বীভিঃ সেব্যমানাঃ প্রযত্নতঃ ।
 ধর্মরাজপুরং যান্তি বিমানৈরভ্যালঙ্কৃতৈঃ ॥ ৮
 যে চ সত্যং প্রভাষন্তে বহিরন্তশ্চ নির্মলাঃ ।
 তেহপি যাস্ত্যমরপ্রথ্যা বিমানৈর্নয়মন্দিরম্ ॥ ৯
 গোদানানি পবিত্রাণি বিষ্ণুমুদিত্ব সাধুযু ।
 যে প্রযচ্ছন্তি ধর্মজ্ঞাঃ কশেবু কশরুতিষু ॥ ১০
 তে যান্তি দিব্যবর্ণাভির্বিমানৈর্মণিচিত্রিতৈঃ ।
 ধর্মরাজপুরং জীমান্ সেব্যমানাপরোগণৈঃ ॥
 উপানদ্যুগলং ছত্রং শয্যাসনমথাপি বা ।
 যে প্রযচ্ছন্তি বস্ত্রাণি তথৈবাতরণানি চ ॥ ১২
 তে যাস্ত্যষ্টৈ রথৈশ্চৈব কুণ্ডৈরশ্চাপ্যলঙ্কতাঃ ।
 ধর্মরাজপুরং দিব্যং ছত্রৈঃ সৌবর্ণরাজতৈঃ ॥১৩

মান হইয়া সেই ধর্মরাজপুরে গমন করে ।
 যাহারা ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে নানারূপ
 দান করে, তাহারাও উক্ত মহাপথে স্মৃথে
 যাইতে পারে । যাহারা পরম ভক্তিযুক্ত
 হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে—বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় জনে
 স্মৃসংস্কৃত অন্ন প্রদান করে, তাহারা অলঙ্কৃত
 বিমানারোহণে তরুণী বরনারী-জনে সযত্নে
 সেব্যমান হইয়া ধর্মরাজপুরে গমন করে ।
 যাহারা অন্তরে বাহিরে নির্মল থাকিয়া সত্য-
 বাদী হয়, সেই সকল দেবতুল্য ব্যক্তিরও
 বিমানযোগে যমমন্দিরে যায় । যে সকল
 ধর্মজ্ঞ মানব কশীপরুতি সাধুজনে বিষ্ণুর
 শ্রীতি উদ্দেশে পবিত্র গোদান করে, তাহা-
 রাও দিব্য কাঙ্ক্ষি-সম্বিত মণিচিত্রিত বিমানে
 আরোহণপূর্বক জীমান্ ও অপ্সরোগণে
 সেব্যমান হইয়া ধর্মরাজপুরে গমন করে ।
 ১—১১ । যাহারা পাত্কাযুগল, ছত্র, শয্যা,
 আসন, বস্ত্র কিম্বা আভরণ প্রদান করে,
 তাহারা অলঙ্কৃত হইয়া সৌবর্ণ বা রাজত
 ছত্রযুক্ত হস্তী অথ বা রথে আরোহণপূর্বক
 দিব্য ধর্মরাজপুরে গমন করিতে পারে ।

যে চ ভক্ত্যা প্রযচ্ছন্তি গুড়পানকমর্চিতম্ ।
 ওদনঞ্চ দ্বিজাগ্রোভ্যো বিভক্তেনাস্তরাঙ্গনা ॥১৪
 তে যান্তি কাঞ্চনৈর্ঘানৈর্বিবিধৈশ্চ যমালয়ম্ ।
 বরস্বীভির্যথাকামং সেব্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৫
 যে চ ক্ষীরং প্রযচ্ছন্তি স্মৃতং দধি গুড়ং মধু ।
 ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযত্নেন শুক্লোপেতং স্মৃসংস্কৃতম্
 চক্রবাকপ্রযুক্তৈশ্চ বিমানৈশ্চ হিরণ্যয়েঃ ।
 যান্তি গন্ধর্ব্ববাদিত্রৈঃ সেব্যমানা যমালয়ম্ ॥ ১৭
 যে ফলানি প্রযচ্ছন্তি পুষ্পাণি সুরভীণি চ ।
 হংসযুক্তৈর্বিমানৈশ্চ যান্তি ধর্মপুরং নরাঃ ॥ ১৮
 যে তিলাস্তিলধেয়ঞ্চ স্মৃতধেয়মথাপি বা ।
 শ্রোত্রিয়েভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি বিপ্রৈভ্যঃ শ্রদ্ধাধিতাঃ
 সোমমণ্ডলসঙ্কটৈর্ঘানৈশ্চ যান্তি নির্মলাঃ ।
 গন্ধর্ব্বৈরুপগীয়ন্তে পুরে বৈবস্বতশ্চ তে ॥ ২০
 যেহাং বাপাশ্চ কূপাশ্চ তড়াগানি সরাসি চ ।
 দীর্ঘিকাঃ পুষ্করিণ্যশ্চ শীতলাশ্চ জলাশয়াঃ ॥২১

যাহারা বিভক্তান্তঃকরণে ভক্তিসহকারে
 দ্বিজাতিজনে উত্তম অন্ন ও গুড়পানীয়
 প্রদান করে, তাহারা বিবিধ কাঞ্চনঘানে
 আরোহণপূর্বক মুহূর্ত্ত বরনারীজনে যথা-
 কাম সেব্যমান হইয়া যমালয়ে যায় ।
 যাহারা সযত্নে ব্রাহ্মণকে সত্বপায়ে সংগৃহীত
 স্মৃসংস্কৃত দুগ্ধ, দধি, স্মৃত, বা মধু প্রদান
 করে, তাহারা চক্রবাক-যুক্ত হিরণ্য
 বিমানে আরোহণপূর্বক গন্ধর্ব্বকৃত গীত-
 বাদিত্র দ্বারা সেবিত হইয়া যমভবনে
 গমন করিয়া থাকে । যে সকল নব সুরভি
 পুষ্প ও ফল প্রদান করে, তাহারা
 হংসযুক্ত-বিমানারোহণে ধর্মপুর গমনে
 সক্ষম হয় । যাহারা শ্রদ্ধাধিত চিত্তে
 শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণে তিলধেয় কিম্বা স্মৃতধেয়
 দান করে, তাহারা সোমমণ্ডল-সঙ্কট
 নির্মল ঘানে আরোহণ করত বৈবস্বত পুরে
 যাইয়া গন্ধর্ব্বগণের গীতবাজ দ্বারা অভ্যর্ষিত
 হইয়া থাকে । ১২—২০ । যাহাদিগের বাপী,
 কূপ, তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী
 প্রভৃতি শীতলজলপূর্ণ জলাশয়ের জল সাধারণ

যাতেনন্তে হেমচন্দ্রাভৈর্দিব্যঘণ্টানিনাদিতৈঃ ।
 ব্যজনৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজ্যমানা মহাপ্রভাঃ ॥২২॥
 যেষাং দেবকুলান্ত্র চিত্তান্তায়তনানি চ ।
 রত্নৈঃ প্রসূরমাণানি মনোজ্ঞানি শুভানি চ ॥ ২৩ ॥
 তে যান্তি লোকপালৈশ্চ বিমানৈর্বাতিরংহসৈঃ ।
 ধর্ম্মরাজপুংসঃ দিবাঃ নানা জনসমাকুলম্ ॥ ২৪ ॥
 পানীয়ং যে প্রযচ্ছন্তি সর্বপ্রাণ্যুপজীবিতম্ ।
 তে বিভূষণাঃ সুখং যান্তি বিমানৈস্তঃ মহাপথম্ ॥
 কাষ্ঠপাঙ্কচাযানানি শীঠকান্তাসনানি চ ।
 যৈর্দত্তানি দ্বিজাতিভ্যস্তেহুদ্যানং যান্তি বৈ
 সুখম্ ॥ ২৬ ॥

সৌবর্ণমণিগীর্থেষু পাদৌ কুন্তোত্তমেষু চ ।
 তে প্রযান্তি বিমানৈশ্চ অপ্সরোগণমণ্ডিতৈঃ ॥
 আরামাণি বিচিত্রাণি পুষ্পাঢ্যানীহ মানবাঃ ।
 রোপয়ন্তি কলাঢ্যানি নরাণামুপকারিণঃ ॥ ২৮ ॥
 বৃক্ষচ্ছায়াসু রম্যাসু শীতলাসু স্থলকৃত্যঃ ।
 বরদ্রীগীতবাদ্যৈশ্চ সেব্যমানা ব্রজন্তি তে ॥২৯॥

প্রাণিমায়েই পান করে, তাহারা দিব্য ঘণ্টা-
 নিনাদিত চন্দ্রপ্রভ হৈম যানারোহণে তালবৃন্ত
 ব্যজনে বীজ্যমান হইয়া জ্যোতির্ময় দেহে
 যমলোকে যায়। যাহাদিগের দেবমন্দির ও
 দেবভবন বিচিত্র, মনোজ্ঞ, সুদৃশ্য এবং রত্ন-
 রাজিদ্ধারা উজ্জ্বল, তাহারা বাতবেগী বিমানে
 আরোহণপূর্বক লোকপালগণ কর্তৃক অভি-
 নন্দিত হইয়া নানা জনাকুল দিব্য ধর্ম্মরাজ-
 ভবনে গমন করে। সর্বপ্রাণীর উপভোগার্থ
 যাহারা পানীয় প্রদান করে, তাহারা বিভূক
 হইয়া সেই মহাপথ অতিক্রম করিতে পারে।
 যাহারা দ্বিজাতিগণকে কাষ্ঠপাঙ্কচা, যান,
 শীঠ ও আসন দান করে, তাহারাও উত্তম
 সৌবর্ণ মণিগীর্থে পদযয় স্থাপনপূর্বক
 অপ্সরোগণমণ্ডিত বিমানে আরোহণপূর্বক
 উক্ত পথে সুখে গমন করে। যে
 সকল মানব নরগণের উপকারার্থ পুষ্প-
 দম্বিত কলাঢ্য বিচিত্র আরাম নির্মাণ করে,
 তাহারা বৃক্ষচ্ছায়া দ্বারা সুশীতল রম্য পথা-
 লদ্বনে বরদ্রী-কৃত গীতবাদ্য সেব্য-

সুবর্ণং রজতং বাপি বিক্রমং মৌক্তিকং তথা ।
 যে প্রযচ্ছন্তি তে যান্তি বিমানৈঃ কনকোজ্জলৈঃ
 ভূমিদা দীপ্যমানাশ্চ সর্বপাঠৈশ্চ তর্পিতাঃ ।
 উদিতাদিত্যসঙ্কাশৈর্বিমানৈর্দৃশনাদিতৈঃ ॥ ৩১ ॥
 কন্তান্ত য়ে প্রযচ্ছন্তি ব্রহ্মদেয়ামলকৃত্যম্ ।
 দিব্যকন্তাবৃত্তা যান্তি বিমানৈস্তে যমালয়ম্ ॥৩২॥
 সুগন্ধাঙ্কুরকপূরান্ পুষ্পধূপান্ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 প্রযচ্ছন্তি দ্বিজাতিভ্যো ভক্ত্যা পরময়াষিতাঃ ॥
 তে সুগন্ধাঃ সুবেশাশ্চ সুপ্রভাঃ সুবিভূষিতাঃ
 যান্তি ধর্ম্মপুংসঃ যাতৈর্বিচিত্রৈরভ্যালকৃত্যঃ ॥ ৩৪ ॥
 দীপদা যান্তি যাতৈশ্চ দীপয়ন্তো দিশো দশ ।
 আদিত্যসদৃশৈর্যাতৈর্দীপ্যমানা যথাগ্নয়ঃ ৩৫
 গৃহাবসথদাতারো গৃহৈঃ কাঞ্চনমণ্ডিতৈঃ
 ব্রজন্তি বালার্কনিতৈর্ধর্ম্মরাজগৃহং নরাঃ ॥ ৩৬ ॥
 জলভাজনদাতারঃ কুণ্ডকাকরকপ্রদাঃ ।

মান হইয়া যম-সদনে যাইয়া থাকে। যাহারা
 সুবর্ণ, রজত, বিক্রম, ও মৌক্তিকদায় দান
 করে, তাহারা কনকোজ্জল বিমনারোহণে যম-
 পুরে যাইতে পারে। ২১—৩০। ভূমিদাতা
 ব্যক্তিগণ সর্বকামে তর্পিত হইয়া দীপ্যমান
 দেহে বাদ্যাদ্যম-সমৃদ্ধ তরুণাদিত্যসঙ্কাশ
 বিমানে শমনভবনে গমন করে। যাহারা
 ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্তা প্রদান করে,
 তাহারা দিব্য কন্তাগণে সমাবৃত্ত হইয়া
 বিমনারোহণে শমনপুরে যাইতে পারে।
 হে দ্বিজোত্তমগণ! যাহারা পরম ভক্তি-
 সহকারে দ্বিজাতিদিগকে অঙ্কুর, কপূর,
 পুষ্প ও ধূপাদি, সুগন্ধ দ্রব্য প্রদান করে,
 তাহারা সুগন্ধ, সুবেশ, ও সুভূষণ-শোভিত
 হইয়া সুপ্রভদেহে বিচিত্র অলঙ্কৃত যানে
 আরোহণপূর্বক ধর্ম্মরাজনগরে গমন করে।
 দীপদাতা ব্যক্তিগণ অগ্নিসম দীপ্যমান দেহে
 আদিত্যসদৃশ যানে আরোহণপূর্বক দশ
 দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া যাইয়া থাকে। গৃহ
 ও আবাসপ্রদাতা নরগণ তরুণার্কনিত কাঞ্চন-
 মণ্ডিত গৃহের মধ্যে থাকিয়াই ধর্ম্মরাজ-
 গৃহে গমন করে। যাহারা ঘণ্টা, কমণ্ডলু,

পূজ্যমানাপরোভিষ্ট যাস্তি দৃষ্টা মহাগজৈঃ ॥
পাদাভ্যঙ্গং শিরোভ্যঙ্গং স্নানপানোদকং তথা
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রভ্যন্তে যাস্তাঈর্ম্মমালয়ম্ ॥
বিজ্ঞাময়ন্তি যে বিপ্রান্ শ্রাস্তানধ্বনি কৰ্ণিতান্ ।
চক্রবাকপ্রযুক্তেন যাস্তি যানেন তে সুখম্ ॥৩৯
স্বাগতেন চ যো বিপ্রঃ পূজয়েদাসনেন চ ।
স গচ্ছতি তমধ্বানং সুখং পরমনির্বৃত্তম্ ॥ ৪০
নমো ব্রহ্মণ্যাদেবেতি যো হরিং চাতিবাদয়েৎ ।
গাং পাপহরেত্যাক্রা সুখং যাস্তি চ তৎপথম্ ॥
অনন্তরাশিনো যে চ দন্তানৃত্তবিবর্জিতাঃ ।
তেহপি সারসযুক্তৈঃ যাস্তি যানৈশ্চ তৎপথম্
বর্জন্তে হ্রেকভক্তেন শাঠ্যদন্তবিবর্জিতাঃ ।
হংসযুক্তৈর্বিমানৈঃ সুখং যাস্তি যমালয়ম্ ॥ ৪১
চতুর্থেনৈকভক্তেন বর্জন্তে যে জিতেন্দ্রিয়াঃ ।

প্রভৃতি জলপাত্র দান করে, তাহার মহাগজে
আরোহণপূর্বক অপরোবর্গে অভিনন্দিত
হইয়া সানন্দে গমন করে। যাহারা ব্রাহ্মণ-
দিগকে পাদাভ্যঙ্গ, শিরোভ্যঙ্গ ও স্নান-
পানার্থ জল প্রদান করে, তাহার অরোহ-
ণে যমালয়ে যায়। যাহারা পথ-শ্রান্ত বিপ্র-
দিগকে বিজ্ঞাম করায়, তাহার চক্রবাকযুক্ত
যানে আরোহণপূর্বক সুখে গমন করে। যে
ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে স্বাগতপ্রদ ও আসন দান
দ্বারা পূজা করে, সে সুখে ও নিরুদ্ধেগে সেই
যমপথ অতিক্রম করিতে পারে। ৩৯—৪০।
যে ব্যক্তি “নমো ব্রহ্মণ্যাদেবায়” বলিয়া
হরিকে প্রণাম করে ও “পাপ হরা” বলিয়া
গাতীকে প্রণাম করে, সে বিনাক্রমে সেই
যমপথ অতিবাহিত করে। দন্ত ও অনৃত
ভাষণ বর্জনপূর্বক যাহারা একদিন অন্তর
ভোজন করিয়া ব্রত করে, তাহার ও সারসযুক্ত
বিমানারোহণে সেই পথ অতিক্রম করিয়া
থাকে। শঠতা ও দন্ত বর্জন করত যাহারা
একাহার ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহার কুকুটযুক্ত
বিমানে আরোহণ করিয়া সুখে যমালয়ে
যায়। যাহারা চতুর্থ দিবসে একাহার ব্রত
দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে, তাহার বাহন-

তে যাস্তি ধর্ম্মনগরং যানৈর্বর্হিণযোজিতৈঃ ॥৪৪
তৃতীয়ে দিবসে যে তু ভুঞ্জতে নিয়তব্রতাঃ ।
তেহপি হস্তিরথৈর্দৈব্যৈযাস্তি যানৈশ্চ তৎপদম্
যষ্ঠেহন্নভক্ষকো যন্ত শৌচনিত্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ
স যাস্তি কুঞ্জরস্থ শচীপতিরিব স্বয়ম্ ॥ ৪৬
ধর্ম্মরাজপুরং দিব্যং নানামণিবভূষিতম্ ।
নানাস্বরসমায়ুক্তং জয়শব্দরবৈর্যুতম্ ॥ ৪৭
পক্ষোপবাসিনো যাস্তি যানৈঃ শার্দূলযোজিতৈঃ
পুরং তদ্বর্ষরাজ্যং সেবামানাঃ সুরাসুরৈঃ ॥৪৮
যে চ মাসোপবাসন্ত কুপ্তে সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।
তেহপি সূর্য্যপ্রদীপ্তৈঃ যাস্তি যানৈর্ম্মমালয়ম্ ॥
মহাপ্রস্থানমেকাগ্রে! যঃ প্রযাস্তি দৃঢ়ব্রতঃ ।
সেব্যমানং গন্ধর্ব্বৈষ্যতি যানৈর্ম্মমালয়ম্ ॥ ৫০
শরীরং সাধয়েদ্যন্ত বৈকবেনাস্তরাঙ্কন।
স রথেনাগ্নিবর্ণেন যাতীহ ত্রিদেশালয়ম্ ॥ ৫১
অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যান্নারায়ণপরায়ণঃ ।

যোজিত যানে আরোহণপূর্বক ধর্ম্মনগরে
গমন করিতে পারে। যাহারা তৃতীয় দিবসে
একাহার করিয়া নিয়তভাবে ব্রত করে, তাহার
হস্তিরথ নামক দিব্য যানারোহণে সেই স্থানে
প্রস্থান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শৌচ-
যুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যষ্টকালে অন্ন-
হার ব্রত করে, সে শচীপতিবৎ কুঞ্জর-
রোহণে তথায় যাইতে পারে। পক্ষো-
পবাসী জনগণ শার্দূলযোজিত যানারোহণে
সুরাসুরগণে সেবামান হইয়া
নানামণি-বিভূষিত, বিবিধ স্বর-সমষ্টিত, জয়-
শব্দযুক্ত ধর্ম্মরাজপুরে গমন করে। যাহারা
সংযতেন্দ্রিয় হইয়া মাসোপবাস ব্রত করে,
তাহার সূর্য্যবৎ প্রদীপ্ত যানে আরোহণ-
পূর্বক যমালয়ে যায়। যে ব্যক্তি একাগ্র-
চিত্তে দৃঢ়ব্রত হইয়া মহাপ্রস্থান করে, সে
যানারোহণে গন্ধর্ব্বগণে সেবিত হইয়া যমা-
লয়ে যাইয়া থাকে। ৪১—৫০। যে জন
বিষ্ণুতে চিত্ত নিবেশপূর্বক শরীর পরিত্যাগ
করে, সে অগ্নিবর্ণ রথে চড়িয়া ত্রিদেশালয়ে
যায়। যে ব্যক্তি নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া

স যাত্যগ্নিপ্রকাশেন বিমানেন যমালয়ম্ ॥ ৫২
 প্রাণাঃস্ত্যজতি যো মর্ত্যঃ স্মরন্বিষ্ণুং সনাতনম্
 যানেনার্কপ্রকাশেন যাতি ধর্ম্যপুরং নরঃ ॥ ৫৩
 প্রবিষ্টোহস্তর্জলং যন্ত প্রাণাঃস্ত্যজতি মানবঃ ।
 সোমমণ্ডলকল্লেন যাতি যানেন বৈ সুখম্ ॥ ৫৪
 স্বশরীরং হি গৃধ্রেভ্যো বৈকবো যঃ প্রযচ্ছতি
 স যাতি রথযুথেন কাঞ্চনেন যমালয়ম্ ॥ ৫৫
 ত্রীগ্রহে গোগ্রহে বাপি যুদ্ধে যুত্য়ুপৈতি যঃ ।
 স যাত্যমরকস্তাভিঃ সেব্যমানো রবিপ্রভঃ ॥
 বৈকবা যে চ কুর্কস্তি তীর্থযাত্রাং জিতেন্দ্রিয়াঃ
 তৎপথং যাস্তি তে ঘোরং সুখযানৈরলঙ্কতাঃ ॥
 যে যজন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
 তপ্তহাটকসঙ্কটৈর্বিমানৈর্ধাস্তি তে সুখম্ ॥ ৫৮
 পরপীড়ামকুর্কস্তো ভূতানাং ভরণাদিকম্ ।
 কুর্কস্তি তে সুখং যাস্তি বিমানৈঃ কনকোজ্জলৈঃ

অগ্নিপ্রবেশ করে, সে অগ্নিবৎ প্রকাশমান
 বিমানারোহণে শমসদনে গমন করে। যে
 মানব সনাতন বিষ্ণুকে স্মরণপূর্বক প্রাণত্যাগ
 করে, সে সূর্যাসম প্রকাশশালী রথে আরো-
 হণ করত ধর্ম্যরাজপুরে যাইতে পারে। যে
 মানব জলমধ্যে প্রবেশপূর্বক প্রাণ পরি-
 ত্যাগ করে, সে সোমমণ্ডলবৎ সুক্ৰী যানে
 আরোহণ করত সুখে যমসদনে গমন করে।
 যে বৈকব নিজ শরীর গৃধ্রগণকে প্রদান
 করে, সে উত্তম কাঞ্চনময় রথে আরোহণ-
 পূর্বক যমালয়ে যাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি
 ত্রীলোক বা গো রক্ষা নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া
 প্রাণ পরিহার করে, সে সূর্যাসম-সমুজ্জল
 দেহে অমরকস্তাগণ দ্বারা সেব্যমান হইয়া
 যমসদনে যায়। যে সকল বৈকব জন জিতে-
 ন্দ্রিয়ভাবে তীর্থযাত্রা করে, সে যথোপকরণপূর্ণ
 যানারোহণে সেই ঘোর পথ অতিক্রম
 করিতে পারে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যাহারা
 হৃদক্ষিণাযুক্ত বিবিধ ক্রতুর অনুষ্ঠান করে,
 তাহারা প্রতপ্ত স্বর্ণসম-কাস্তি বিমানে
 আরোহণপূর্বক সুখে প্রস্থান করে। যাহারা
 পরপীড়া না হয়, এমন ভাবে ভূতাদির

যে কাস্তাঃ সর্কভূতেষু প্রাণিনামভয়প্রদাঃ ।
 ক্রোধমোহবিনিমুক্তা নিশ্চিন্দাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥
 পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশেন বিমানেন মহাপ্রভাঃ ।
 যাস্তি বৈবস্বতপুরং দেবগন্ধর্বসেবিতাঃ ॥ ৬১
 একভাবেন যে বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং ত্র্যম্বকং রবিম্ ।
 পূজয়ন্তি হি তে যাস্তি বিমানৈর্ভাস্করপ্রভৈঃ ॥ ৬২
 যে চ মাংসং ন খাদন্তি সত্যশৌচসমম্বিতাঃ ।
 তেহপি যাস্তি সুখে নৈব ধর্ম্যরাজপুরং নরাঃ ॥
 মাংসানিষ্টতরং নাস্তি ভক্ষ্যভোজ্যাদিকেযু চ
 তস্মান্নাংসং ন ভুঞ্জীত নাস্তি মিষ্টৈঃ সুখোদয়ঃ
 গোসহস্রস্ত যো দত্তাদ্যন্ত মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ।
 সমাবেতো পুরা প্রাহ ব্রহ্মা বেদবিদাং বরঃ ॥
 সর্কতীর্থেষু যৎপুণাঃ সর্কযজ্ঞেষু যৎকলম্ ।
 অমাংসভক্ষণে বিপ্রাস্তচ্চ তচ্চ চ তৎসমম্ ॥ ৬৬
 এবং সুখেন তে যাস্তি যমলোকঞ্চ ধার্মিকাঃ ।

ভরণ-পোষণ করে, তাহারাও কনকোজ্জল
 বিমানারোহণে সুখে গমন করে। যাহারা
 সর্কভূতে কমাশালী, প্রাণীদিগের অভয়-
 দাতা, ক্রোধ-মোহহীন, গর্কশূন্য ও সং-
 যতেন্দ্রিয়, তাহারা মহোজ্জল দেহে পূর্ণচন্দ্র-
 বৎ প্রকাশমান বিমানারোহণে দেবগন্ধর্ব-
 গণে সেবিত হইয়া শমনপুরে যাইতে পারে।
 যাহারা অভেদ জানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের
 অর্চনা করে, তাহারা প্রভাকরপ্রভ বিমানে
 চড়িয়া গমন করে। সত্য ও শৌচ-সমম্বিত
 হইয়া যাহারা মাংসভক্ষণ বর্জন করে, সেই
 নরগণও সুখে ধর্ম্যরাজপুরে যাইয়া থাকে।
 যাবতীয় ভোক্ষ্য ভোজ্য মধ্যে মাংস অপেক্ষা
 মধুরতর দ্রব্য আর নাই, অতএব মাংস
 ত্যাগ করিবে; মধুর দ্রব্য দ্বারা সুখোদয়
 হয় না। ৫০—৬৪। যে জন সহস্র গো দান
 করে, আর যে মাংস ভক্ষণ না করে, ইহারা
 উভয়েই তুল্যফল-ভাগী; পুরাকালে বেদ-
 বিদগণের প্রধান ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন।
 হে বিপ্রগণ! সর্কতীর্থ-গমনে যে পুণ্য এবং
 সর্ক যজ্ঞানুষ্ঠানে যে কল, মাংসভক্ষণ-বর্জ-
 নেও তুল্য ফলই হইয়া থাকে। দান ব্রত-

দানব্রতপরা যানৈর্ঘত্র দেবো রবে: সূত: ॥৬৭
দৃষ্টা তান্ ধার্মিকান্ দেব: স্বয়ং সন্মানয়েদ্বষম:
স্বাগতাসনদানেন পাছার্ঘ্যেণ প্রিয়েণ তু ॥ ৬৮
ধত্তা যুয়ং মহাত্মান আত্মনো হিতকারিণঃ ।
যেন দিব্যাসুখার্থায় ভবন্তি: স্কৃততং কৃতম্ ॥৬৯
ইদং বিমানমাক্রুহ দিব্যাস্ত্রীভোগভূষিতা: ।
স্বর্গং গচ্ছধ্বমতুলং সর্বকামসমন্বিতম্ ॥ ৭০
তত্র ভুক্ষা মহাভোগানন্তে পুণ্যপরিষ্করাৎ ।
যৎকিঞ্চিদন্নমশুভং ফলং তদিহ ভোক্তব্যং ॥৭১
যে তু তং ধর্মরাজানং নরা: পুণ্যাসুভাবত: ।
পশ্যন্তি সৌম্যমনসং পিতৃভূতমিবাত্মন: ॥ ৭২
তস্মাক্ষর্য: সেবিতব্য: সদা সর্বফলপ্রদ: ।
ধর্মাদর্থস্তথা কামো মোক্ষশ্চ পরিকৌর্যতে ॥
ধর্মো মাতা পিতা ভ্রাতা ধর্মো নাথ: সূরুতথা
ধর্ম: স্বামী সখা গোপ্তা তথা ধাতা চ পোষক:

পরায়ণ ধার্মিক জনগণ এই রূপ যানারোহণে
যেখানে দেব রবিনন্দন অবস্থান করেন,
সেই যমলোকে সূখে গমন করিয়া থাকে ।
যমদেব সেই ধার্মিকদিগকে উপস্থিত দেখিয়া
স্বয়ং পাশ, অর্ঘ্য, স্বাগতপ্রদ ও প্রিয়ভাষণ-
দিদ্বারা সন্মানিত করিয়া থাকেন । তিনি তাঁহা-
দিগকে এইরূপ বলেন যে, ধত্তা তোমরা আত্ম
হিতকারী মহাত্মা, যেহেতু দিব্য সূখের নিমিত্ত
স্কৃতকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তোমরা
এই বিমানারোহণে দিব্য স্ত্রীজনে সমাবৃত ও
দিব্য ভোগে মগ্ন হইয়া সর্বকাম-সমন্বিত
অতুলনীয় স্বর্গে গমন কর; তথায় মহাভোগ্য-
ননিচয় ভোগান্তে পুণ্যকর্ম হইলে যাহা কিছু
অত্যন্ত অশুভ কর্ম আছে, এখানে আসিয়া
তাহার ফল অনুভব করিও । যে সকল
নর পুণ্যাশ্রয়, তাঁহারা সেই ধর্মরাজকে স্বীয়
পিতার স্থায় সৌম্যচিত্তেই দর্শন করেন ।
অতএব সতত সর্বফলপ্রদ ধর্মের সেবা
করা কর্তব্য; ধর্ম হইতে অর্থ, কাম এবং
মোক্ষ লাভ হয় । ৬৫—৭৩ । প্রাণীদিগের
ধর্মই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নাথ ও সূরুত;
ধর্মই স্বামী, সখা, পালক, ধাতা ও পোষক ।

ধর্মাদর্থোহর্থত: কাম: কামাভোগ: সুখানি চ ।
ধর্মাদৈশ্বর্যমেকাগ্র্যং ধর্মোঃ স্বর্গগতি: পরা ॥৭৫
ধর্মস্ত সেবিতো বিপ্রাস্ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ।
দেবদ্বন্দ্বং দ্বিজদ্বন্দ্বং ধর্মোঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥
যদা চ ক্রীয়তে পাপং নারীণাং পূর্বসঞ্চিতম্ ।
তদৈবাং ভজতে বুদ্ধিধর্ম্যকাত্ত্বং দ্বিজোত্তমা: ।
জন্মান্তরসহস্রেষু মানুষ্যাং প্রাপ্য তুলনম্ ।
যো হি নাচরতে ধর্ম: ভবেৎ স খলু বঞ্চিত: ॥
কুৎসিতা যে দরিদ্রাশ্চ বিকৃপা ব্যাধিতান্তথা ।
পরশ্চেষ্টাশ্চ মূর্খাশ্চ জ্ঞেয়া ধর্মবিবর্জিতা: ॥৭৯
যে হি দীর্ঘায়ু: শ্রা: পণ্ডিতা ভোগিনোহর্থিন:
অরোগা রূপবস্তশ্চ তৈস্ত ধর্ম: পুরা কৃত: ॥৮০
এবং ধর্মরতা বিপ্রা গচ্ছন্তি গতিমুক্তমাম্ ।
অধর্ম: সেবমানাস্ত্ৰ তির্ধ্যাক্ষ্যোনিং ব্রজন্তি তে
যে নরা নরকধ্বংসি-বাসুদেবমমুভ্রতান্
তে স্বপ্নেহপি ন পশ্যন্তি যমং বা নরকানি বা ॥
অনাদিনিধনং দেবং দৈত্যদানবদারণম্ ।

ধর্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম, কাম হইতে
ভোগসুখ লাভ হয়; ধর্ম হইতেই অর্থও
ঐশ্বর্য, এবং ধর্ম হইতে উত্তম স্বর্গগতি হইয়া
থাকে । হে বিপ্রগণ! ধর্ম সেবিত হইলে
তিনি মহাত্ম হইতে জ্ঞান করেন । দেবদ্ব
বা দ্বিজদ্বন্দ্বও ধর্ম হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়;
সন্দেহ নাই । সহস্র সহস্র জন্মান্তরে তুলন
মানুষ্য হইয়া যে জন ধর্মাচরণ না করে,
সে-ই বঞ্চিত হইয়া থাকে । ইহলোকে
যাহারা কুৎসিত, দরিদ্র, বিকৃতাকার, ব্যাধি-
গ্রস্ত, পরের আজ্ঞাবহ কিম্বা মূর্খ, তাহারা
পূর্ব জন্মে ধর্মোন্নয়ন করে নাই, জানিবেন ।
যাহারা দীর্ঘায়ু, বলবান, পণ্ডিত, ভোগবান,
ধনশালী, নীরোগ বা রূপসম্পন্ন, তাহারা
পূর্বজন্মে ধর্মাচরণ করিয়াছে । ৭৪—৮০ ।
বিপ্রগণ! ধর্মরত ব্যক্তিরা এইরূপ উত্তমগতি
প্রাপ্ত হয়; আর অধর্মসেবীরা তির্ধ্যাক্ষোনি
লাভ করে । যে নরগণ, নরকনিবারণ
বাসুদেবের শরণ লয়, তাহারা স্বপ্নেও
যমন বা নরক দর্শন করে না । যাহারা

যে নমস্তি নরা নিত্যং নহি পশুস্তি তে যমম্ ॥
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা যেন্দ্র্যতঃ শরণং গতাঃ ।
 ন সমর্থো যমস্তেয়াং তে মুক্তিফলভাগিনঃ ॥ ৮৪
 যে জনা জগতাঃ নাথঃ নিত্যং নারায়ণঃ দ্বিজাঃ
 নমস্তি নহি তে বিকোঃ স্থানাদন্তত্র গামিনঃ ॥
 ন তে দূতান্ তন্নগাঃ ন যমং ন চ তাং পুরীম্
 প্রণম্য বিষ্ণুঃ পশুস্তি নরকাণি কথকন ॥ ৮৬
 কৃদ্যপি বহশঃ পাপং নরা মোহসমধিতাঃ ।
 ন যাস্তি নরকং নহা সৰ্বপাপহরঃ হরিম্ ॥ ৮৭
 শাঠ্যেনাপি নরা নিত্যং যে অরস্তি জনাৰ্দ্দনম্
 তেহপি যাস্তি তন্নঃ ত্যক্তা বিষ্ণুলোকমনাময়ম্
 অত্যন্তক্রোধসন্তোহপি কদাচিৎ কৌৰ্ত্তয়েদ্ধরিম্
 সোহপি দোষকয়ানুজিঃ লভেচ্চেদিপতিৰ্থথা ॥
 ইতি জীবাঞ্জে সুগতিনিরূপণং নাম ষোড়শা-
 ধিকাব্ধিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৬ ॥

প্রতিদিন দৈত্যদানব-দারণ, অনাদিনিধন
 দেব নারায়ণকে প্রণাম করে, তাহারাও
 যমকে দর্শন করে না। যাঁহারা কৰ্ম্ম, মন ও
 বাক্য দ্বারা অচ্যুতের শরণাগত হয়, যম
 তাহাদিগেব শাসনে সমর্থ নহেন; তাহারা
 মুক্তিফলভাগী হয়। হে দ্বিজগণ! যে জন,
 প্রতিদিন সমস্ত জগতের নাথ নারায়ণকে
 নমস্কাব করে, তাহারা সেই বিষ্ণুর স্থান
 ব্যতীত অন্ত্রগামী হয় না। বিষ্ণুকে প্রণা-
 মের কলে তাহাদিগকে সেই সকল যম-দূত,
 সেই পথ, সেই যম, সেই পুরী, কিম্বা সেই
 নরক,—কিছুই দেখিতে হয় না। নরগণ
 মোহবশে বহু বহু পাপ করিয়াও সৰ্ব-
 পাপহর হরিকে নমস্কার করিলে নরকে
 গমন করে না। যাঁহারা ছলক্রমেও জনা-
 র্দনকে অরণ করে, তাহারাও তন্নৃত্যাগাস্তে
 অনাময় বিষ্ণুলোকে যায়। অত্যন্ত ক্রো-
 ধাস্ত্র লোকও যদি কদাচিৎ হরি নাম কীৰ্ত্তন
 করে, তবে সেও চেদিপতি শিশুপালের
 মত দোষ নাশ হেতু মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে ॥ ৮১—৮৯ ॥

ষোড়শাধিকাব্ধিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৬ ॥

সপ্তদশাধিকাব্ধিশততমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ঋতৈবং যমমার্গস্তে নরকেষু চ যাতনাম্ ।
 পপ্রচ্ছুচ পুনর্ব্যাসঃ সংশয়ঃ মুনিসত্তমাঃ ॥ ১
 মুনয় উচুঃ ।
 ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ সৰ্বশাস্ত্রাবশারদ ।
 মর্ত্যান্ত কঃ সহায়ো বৈ পিতা মাতা পুত্রো গুরুঃ
 জ্ঞাতিসম্বন্ধবর্গশ্চ মিত্রবর্গস্তথৈব চ ॥ ২
 গৃহং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং জনাঃ ।
 গচ্ছন্ত্যমৃত্র লোকে বৈ বশ্চ তানন্তুগচ্ছতি ॥ ৩
 ব্যাস উবাচ ।
 একঃ প্রসূয়তে বিপ্রা এক এব হি নশ্ৰুতি ।
 একস্তরতি তুর্গাণি গচ্ছত্যেকস্ত তুর্গতিম্ ॥ ৪
 অসহায়ঃ পিতা মাতা তথা ভ্রাতা পুত্রো গুরুঃ ।
 জ্ঞাতিসম্বন্ধবর্গশ্চ মিত্রবর্গস্তথৈব চ ॥ ৫
 মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং জনাঃ ।
 মুহূর্ত্তমিব রোদিহা ততো যাস্তি পরাশুখাঃ ॥ ৬

সপ্তদশাধিকাব্ধিশততম অধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ বলিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ!
 সেই মুনিগণ যমপথ ও নরকযাতনার বিষয়
 এইরূপ শ্রবণ করিয়া সংশয় বশতঃ পুনরায়
 ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ কহিলেন,
 —হে সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ, সৰ্বশাস্ত্র-বিশারদ ভগবন!
 মর্ত্যাদিগের পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি,
 সম্বন্ধী, বান্ধব ও মিত্রগণ—এসকলের মধ্যে
 কে সহায়? জনগণ আশ্রয়ভূত কাষ্ঠ লোষ্ট্রসম
 শরীর পরিহারপূর্বক যখন যমালয়ে প্রস্থান
 করে, তখন কে তাহাদিগের অনুগমন করে?
 ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! জীব একা-
 কীই প্রসূত হয়, একাকীই নাশ পায়, একাকীই
 তুর্গসকল অতিক্রম করে, এবং একাকীই নরকে
 যায়। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি,
 সম্বন্ধী, বা বান্ধববর্গ—ইহারা কেহই তাহার
 সহায় হয় না। জনগণ কাষ্ঠ-লোষ্ট্রসম মৃত
 শরীর পরিত্যাগপূর্বক মুহূর্ত্তকাল রোদন

তৈস্তচ্ছরীরমুৎসৃষ্টং ধৰ্ম্ম একোহনুগচ্ছতি ।
তন্মাদ্ধৰ্ম্মঃ সহায়শ্চ সেবিতব্যঃ সদা নৃভিঃ ॥ ৭
প্রাণী ধৰ্ম্মসমায়ুক্তো গচ্ছেৎ স্বৰ্গগতিং পরাম্ ।
তথৈবাধৰ্ম্মসংযুক্তো নরহঃ চোপপদ্যতে ৮
তন্মাৎপাপাগতৈরর্থৈর্নানুরজ্যেত পণ্ডিতঃ ।
ধৰ্ম্ম একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৯
লোভান্নোহাদনুক্রোশান্তয়াধাথ বহুশ্রুতঃ ।
নরঃ করোত্যাকাৰ্য্যাণি পরার্থে লোভমোহিতঃ
ধৰ্ম্মশ্রুতশ্চ কামশ্চ ত্রিতয়ঃ জীবতঃ কলম্ ।
এতলয়মবাপ্তব্যমধৰ্ম্মপরিবর্জিতম্ ॥ ১১

মুনয় উচুঃ ।

ঋতং ভগবতো বাক্যং ধৰ্ম্মযুক্তং পরং হিতম্ ।
শরীরনিচয়ং জাতুঃ বুদ্ধির্নোহত্র প্রজায়তে ॥১২
মৃতং শরীরং হি নৃণাং সূক্ষ্মমবাক্ততাং গতম্ ।
অচক্ষুর্বিষয়ং প্রাপ্তং কথং ধৰ্ম্মোহনুগচ্ছতি ॥১৩
ব্যাস উবাচ ।

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতির্মনোহস্তরম্

করিয়া তার পর পরাধু হইয়া চলিয়া যায় ।
কিন্তু একমাত্র ধৰ্ম্মই তাহাদের অনুগমন করে ;
মৃতরাং নরগণের প্রধান সহায় ধৰ্ম্মই সতত
সেবনীয় । প্রাণী ধৰ্ম্মসংযুক্ত হইয়াই পরমা
স্বৰ্গগতি প্রাপ্ত হয় এবং অধৰ্ম্মসংযোগেই
মরকগামী হয় । অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি
পাপযুক্ত বিষয়ে অনুরক্ত হইবে না । মনুষ্য-
গণের একমাত্র ধৰ্ম্মই সহায় বলিয়া পরি-
কীর্তিত । বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিও লোভ,
মোহ, দয়া বা ভয় বশতঃ পরকীয় স্বার্থে
মোহিত হইয়া অকাৰ্য্য করিয়া থাকে । ধৰ্ম্ম,
অর্থ ও কাম,—জীবন ধারণের এই তিনটাই
কল । অতএব অধৰ্ম্ম বর্জনপূর্বক এই
তিনটি লাভ করিবার নিমিত্ত সকলেরই যত্ন
করা বিধেয় । ১—১১ । মুনীগণ বলিলেন,—
ভবদীয় পরম হিতকর ধৰ্ম্মযুক্ত বচনাবলি
শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে আমাদিগের শরীর-
তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হইতেছে । মৃত ব্যক্তির
যে সূক্ষ্ম দেহ হয়; উহা ত অব্যক্ত,—চক্ষুর
বিষয়ীকৃত নহে; তবে ধৰ্ম্ম তাহার

বুদ্ধিরাশা চ সহিতা ধৰ্ম্মঃ পশুন্তি নিত্যদা ॥১৪
প্রাণিনামিহ সর্বেষাং সাক্ষিভূতা দিবানিশম্ ।
এতৈশ্চ সহ ধৰ্ম্মো হি তং জীবমনুগচ্ছতি ॥১৫
অগ্নি মাংসঃ শুক্রক শোণিতক দ্বিজোত্তমাঃ
শরীরং বর্জয়ন্ত্যেতে জীবিতেন বিবর্জিতম্ ॥
ততো ধৰ্ম্মসমায়ুক্তঃ স জীবঃ সুখমেধতে ।
ইহলোকে পরে চৈব কিং ভূয়ঃ কথয়ামি বঃ ॥
মুনয় উচুঃ ।

তদর্শিতং ভগবতা যথা ধৰ্ম্মোহনুগচ্ছতি ।
এতত্ত্ব জাতুমিচ্ছামঃ কথং রেতঃ প্রবর্ততে ॥১৬
ব্যাস উবাচ ।

অন্নমশ্নন্তি যে দেবাঃ শরীরহা দ্বিজোত্তমাঃ ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতির্মনস্তথা ॥ ১১
ততত্ত্বপ্রেমু ভো বিপ্রান্তেষু ভূতেষু পঞ্চনু ।
মনঃযষ্ঠেষু শুক্লাশ্চ রেতঃ সম্পদ্যতে মহৎ ॥২০
ততো গর্তঃ সম্ভবতি শ্লেষ্মা স্ত্রীপুংসয়োদ্বিজাঃ ।

অনুগমন করে কিরূপে ? ব্যাস বলিলেন,—
সর্বভূতেরই দেহগত সাক্ষিভূত পৃথিবী,
বায়ু, আকাশ, আপ, জ্যোতিঃ, মন, বুদ্ধি ও
আশা দিবানিশি ধৰ্ম্মকে দর্শন করিয়া থাকে ।
ধৰ্ম্ম ইহাদের সহিতই সেই জীবের অনুগমন
করে । হে দ্বিজোত্তমগণ ! শুক্র, অগ্নি, মাংস,
শুক্র ও শোণিত,—ইহারা প্রাণহীন শরী-
রকে পরিত্যাগ করে । পরে সেই জীব ধৰ্ম্ম-
সংযুক্ত হইয়া ইহ বা পরলোকে সুখ ভোগ
করিয়া থাকে । এই ত শরীরতত্ত্ব কহিলাম ;
অতপর আপনাদিগকে আর কোন বিষয়
বলিব ? মুনীগণ কহিলেন,—হে মুন্যে !
ধৰ্ম্ম যেরূপে অনুগমন করেন, তাহা আপনি
বুঝাইয়া দিলেন ; এক্ষণে রেতঃপ্রবর্ত্তি
কিরূপে হয় ? ইহা জানিতে ইচ্ছা করি ।
ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ ! শরী-
রহ দেবগণ যে অন্ন ভোজন করেন,
তাহা দ্বারা পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আপ,
জ্যোতিঃ ও মন ভূগ্নিলাভ করে । হে
বিপ্রগণ ! পঞ্চভূত ও ষষ্ঠ মন এইরূপে ভূগ্ন
হইলে বিভক্ত মহৎ আশা রেতঃ আকারে

এতৎ সৰ্বমাখ্যাতং কি ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥২১

মুনয় উচুঃ ।

আখ্যাতং নো ভগবতা গৰ্ভঃ সঞ্জায়তে যথা ।

যথা জাতস্ত পুরুষঃ প্রপদ্যেত তদুচ্যতাম্ ॥২২

ব্যাস উবাচ ।

আসন্নমাত্রপুরুষস্তৈর্ভূতৈরতিভূয়তে ।

বিপ্রযুক্তস্ত তৈর্ভূতৈঃ পুনর্ধাত্যপরাং গতিম্ ॥

স চ ভূতসমাযুক্তঃ প্রাপ্নোতি জীবমেব হি ।

ততোহস্ত কৰ্ম পশুন্তি শুভং বা যদি বা শুভম্

দেবতাঃ পঞ্চভূতস্থাঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥

মুনয় উচুঃ ।

কৃগহি মাংসমুৎসজ্য তৈস্ত ভূতৈর্বিবর্জিতঃ ।

জীবঃ স ভগবন্ কহঃ সুখহুঃখে সমম্মুতে ॥

ব্যাস উবাচ ।

জীবঃ কৰ্মসমাযুক্তঃ শীঘ্রং রেতঃ সমাগতঃ ।

পরিণত হইয়া থাকেন । বিজগণ ! তার-
পর স্ত্রী-পুরুষের সংযোগবশে স্নেহমিলিত
রেতঃ গর্ভরূপে পরিণত হইয়া থাকে ।
আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় এই সমস্তই
বলিলাম, আর কি শুনিতে চাহেন ? ১২—
২২ । মুনীগণ কহিলেন,—হে ভগবন্ !
যে প্রকারে গর্ভ উৎপন্ন হয় এবং জীব
যেভাবে উৎপাদিত আবিষ্ট হইয়া জন্মিয়া থাকে,
সেই উপাখ্যান বলুন । ব্যাস বলিলেন,—
পুরুষ আসন্ন কালে ভূতগণে অভি-
ভূত হইয়া পড়ে এবং ভূতগণ কর্তৃক
পরিভ্যক্ত হইয়াই অন্ত্র গমন করে ।
পুরুষ ভূতগণে আক্রান্ত হইয়া সজীবতা
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তখন পঞ্চভূতাদিগিত
দেবগণ তাহার শুভাশুভ কৰ্ম সকল দেখিয়া
থাকেন । আপনারা আর কি শুনিতে
চাহেন ? মুনীগণ কহিলেন,—ভগবন্ ! সেই
জীব অকু, অস্থি ও মাংসাদি পরিভ্যাগপূর্বক
পঞ্চভূতে বর্জিত হইয়া কোথায় থাকিয়া সুখ-
হুঃখ ভোগ করে ? ব্যাস কহিলেন,—হে
বিজগণ ! জীব কৰ্মবশে সত্ত্বর রেতঃপ্রবিষ্ট

স্ত্রীণাং পুষ্পং সমাসাদ্য ততঃ কালেন ভো

দ্বিজাঃ ॥২৬

যমস্ত পুরুষৈঃ ক্রেশো যমস্ত পুরুষৈর্বধঃ ।

হুঃখঃ সংসারচক্রঞ্চ নরঃ ক্রেশঞ্চ বিন্দতি ॥ ২৭

ইহ লোকে স তু প্রাণী জন্মপ্রভৃতি ভো দ্বিজাঃ

স্মৃকৃতং কৰ্ম বৈ ভুঞ্জেক্ত ধৰ্ম্মস্ত কলমাস্রিতঃ ॥

যদি ধৰ্ম্মং সমাযুজ্য জন্মপ্রভৃতি সেবতে ।

ততঃ স পুরুষো ভূত্বা সেবতে নিত্যদা সুখম্ ॥

অখাস্তরাস্তরং ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মমুপসেবতে ।

সুখস্তানস্তরং হুঃখঃ স জীবোহপ্যধিগচ্ছতি ॥৩০

অধৰ্ম্মেণ সমাযুক্তো যমস্ত বিষয়ং গতঃ ।

মহাহুঃখঃ সমাসাদ্য তিৰ্য্যগ্যোনো প্রজায়তে ॥

কৰ্ম্মণা যেন যেনেহ যন্তাং যোনো প্রজায়তে ।

জীবো মোহসমাযুক্তস্তন্মে শৃণুত সাম্প্রতম্ ॥৩২

যদেতদুচ্যতে শাস্ত্রৈঃ সেতিহাসৈশ্চ ছন্দসি !

যমস্ত বিষয়ং ঘোরং মর্ত্যলোকং প্রবর্ততে ॥ ৪৩

ইহ স্থানানি পুণ্যানি দেবতুল্যানি ভো দ্বিজাঃ

হয় ; পরে কালান্তরে স্ত্রীপুষ্পসহযোগে গর্ভ-
রূপে পরিণত হইয়া থাকে । নর এই
প্রকারে যমপুরুষগণের হস্তে প্রহারাদি
নানাবিধ ক্রেশ ভোগান্তে সংসারচক্রে প্রবিষ্ট
হইয়াও পুনরায় বিবিধ যাতনা প্রাপ্ত হয় ।
হে বিজগণ ! সেই প্রাণী ইহলোকে জন্মা-
বধি ধৰ্ম্মের ফলে বিবিধ সুখ ভোগ করিতে
থাকে ; প্রাণীরা যদি জন্মাবধিই ধৰ্ম্মাচরণ
করে, তবে সে নিয়তই সুখ ভোগ করিতে
থাকে । আবার সেই ধৰ্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে
মধ্যে যদি অধৰ্ম্মাচরণ করে, তবে সুখ-
ভোগের সঙ্গে সঙ্গে হুঃখও প্রাপ্ত হয় ।
অধৰ্ম্মসংযুক্ত জীব যমলোকে যাইয়া মহাহুঃখ-
ভোগান্তে তিৰ্য্যক্যোনিতে জন্মলাভ করে ।
২৩—৩১ । জীব মোহবশে যে যে কৰ্ম্ম করিয়া
যে যে যোনিতে জন্মে, সাম্প্রতি আমার
নিকট তাহা শ্রবণ করুন । বেদ ইতিহাসাদি
শাস্ত্রসমূহে এই ঘোর মর্ত্যলোকও যমের
রাজ্য বলিয়াই বর্ণিত । হে বিজগণ ! এখানে
দেবলোক-তুল্য পুণ্যস্থানও আছে এবং

ত্ৰিধাগ যোন্ততিরিক্তানি গতিমস্তি চ সৰ্বশঃ ॥
 যমন্ত ভবনে দিব্যে ব্রহ্মলোকসমে গুণৈঃ ।
 কৰ্ম্মভির্নিয়তৈর্বন্ধো জন্তুহঃখানুপাশ্রুতে ॥ ৩৫
 যেন যেন হি ভাবেন যেন বৈ কৰ্ম্মণা গতিম্ ।
 প্রয়াতি পুরুষো ঘোরাং তথা বক্ষ্যামাতঃ পরম
 অধীত্য চতুরো বেদান্ দ্বিজো মোহসমবিতঃ ।
 পতিতাং প্রতিগৃহ্যথ খরযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৩৭
 খরো জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো দ্বিজাঃ ।
 খরো মৃতো বলীবর্দঃ সপ্ত বর্ষাণি জীবতি ॥ ৩৮
 বলীবর্দো মৃতচাপি জায়তে ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
 ব্রহ্মরাক্ষস মাসাংস্ত্রীংস্ততো জায়তে ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩৯
 পতিতঃ যাজ্ঞিহ্মা তু কুমিযোনৌ প্রজায়তে ।
 তত্র জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৪০
 ক্রিমিতাবাধির্নির্মুক্তস্ততো জায়তে গর্দভঃ ।
 গর্দভঃ পঞ্চ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি শূকরঃ ॥ ৪১
 কুকুটঃ পঞ্চ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি জম্বুকঃ ।
 ষা বর্ষমেকং ভবতি ততো জায়তে মানবঃ ॥ ৪২
 উপাধ্যায়স্ত যঃ পাপং শিষ্যঃ কুর্যাদবুদ্ধিমান্ ।

পাপভোগের নিমিত্ত স্থাবর জঙ্গম বিবিধ
 যোনিও বিদ্যমান। ব্রহ্মলোক-সম নানা-
 গুণসম্পন্ন দিব্য যমভবনে প্রাণীরা কৰ্ম্মবদ্ধ
 হইয়া নির্দিষ্ট বিবিধ দুঃখ ভোগ করে।
 পুরুষ যে যে ভাবে যে যে কৰ্ম্মানুসারে ঘোর
 গতি প্রাপ্ত হয়, অতঃপর তাহাই বলিতেছি।
 চতুর্বেদাধ্যায়ী বিপ্র মোহবশে পতিত
 হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া খর-যোনিতে জন্মে।
 হে দ্বিজগণ! সেই গর্দভ পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত
 থাকে; পরে মরিয়া সপ্তবর্ষ যাবৎ বলীবর্দ হয়;
 তদন্তে তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া থাকে;
 অতঃপর ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে। পতিতের
 যাজ্ঞন করিলে কুমিযোনি হইয়া পঞ্চদশ বর্ষ
 জীবিত থাকে; পরে গর্দভ হইয়া পঞ্চবর্ষ,
 শূকররূপে পঞ্চবর্ষ, কুকুটরূপে পঞ্চবর্ষ,
 এবং জম্বুকরূপে পঞ্চবর্ষ যাপন করে,
 অনন্তর একবর্ষ কুকুর হয়; তৎপরে মানব-
 জন্ম লাভ করে। যে ছাত্র অধ্যাপকের
 অনিষ্টাচরণ করে, সে, প্রথমে কুকুর, পরে

স জন্মানীহ সংসারে ত্রীনাশ্রোতি ন সংশয়ঃ ॥
 প্রাক্ষা ভবতি ভো বিপ্রান্ততঃ ক্রব্যান্ততঃ খরঃ
 প্রেত্য চ পরিক্রিষ্টেষু পশ্চাজ্জায়েত ব্রাহ্মণঃ ॥ ৪৪
 মনসাপি গুরোর্ভাষ্যাং যঃ শিষ্যো যাতি
 পাপকৃৎ ।
 উদগ্রান্ প্রৈতি সংসারানধর্ম্মেণেহ চেতসা ॥ ৪৫
 যোনৌ তু স সন্তৃতস্ত্রীণি বর্ষাণি জীবতি ।
 তত্রাপি নিধনং প্রাপ্তঃ ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে
 কুমিতাবমন্তপ্রাপ্তো বর্ষমেকন্ত জীবতি ।
 ততস্ত নিধনং প্রাপ্য ব্রহ্মযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৪৭
 যদি পুত্রসমং শিষ্যং গুরুহন্তাদকারণম্ ।
 আত্মনঃ কামকারেণ সোহপি হিংস্রঃ প্রজায়তে
 পিতরং মাতরকৈব যন্ত পুত্রোহবমন্ততে ।
 সোহপি বিপ্রা মৃতো জন্তুঃ পূর্বং জায়তে গর্দভঃ
 গর্দভহন্ত সম্প্রাপ্য দশ বর্ষাণি জীবতি ।
 সংবৎসরন্ত কুন্তীরস্ততো জায়তে মানবঃ ॥ ৫০
 পুত্রস্ত মাতাপিতরৌ যন্ত কুন্তীবুভাবপি ।
 গুরুপধ্যানতঃ সোহপি মৃতো জায়তে গর্দভঃ ।
 খরো জীবতি মাসাংশ্চ দশ চাপি চতুর্দশ ।
 বিভ্রাজঃ সপ্ত মাসাংশ্চ ততো জায়তে মানবঃ ।
 মাতাপিতরাবাকুন্ত সারীকঃ সম্প্রজায়তে ।

মাংশাসী-জীব, অনন্তর গর্দভহইয়া থাকে,
 সংশয় নাই; এইরূপ ক্রেশ ভোগান্তে ব্রাহ্মণ
 হইয়া জন্মে। ৩২—৪৪। যে শিষ্য মনে মনেও
 গুরুপত্নী গমন করে, সে তৎপাপ হেতু কুকুর-
 যোনিতে তিন বর্ষ ও ক্রিমিযোনিতে এক-
 বর্ষ ঘোর ক্রেশভোগ করিয়া ব্রাহ্মণযোনি
 প্রাপ্ত হয়। গুরু যদি পুত্রসম শিষ্যকে অকা-
 রণ স্নেহাবশে প্রহার করেন, তবে ভীহা-
 কেও হিংস্রযোনিতে জন্মিতে হয়। হে বিপ্র-
 গণ! যে পুত্র পিতামাতাকে অপমান করে, সে
 দশবর্ষ গর্দভ হইয়া পরে এক বৎসর কুন্তীর-
 জন্ম ভোগ করে। অনন্তর মানব হইয়া
 জন্মে। যে পুত্রের প্রতি মাতাপিতা উভয়েই
 কষ্ট থাকেন, গুরুজনরূত কুচিন্তার ফলে সে
 ব্যক্তি মরণান্তে গর্দভ হইয়া চতুর্দশ মাস, ও
 বিভ্রাজরূপে সপ্তমাস জীবিত থাকিয়া পরে

তাড়য়িত্বা তু তাবেব জায়তে কচ্ছপো দ্বিজাঃ ॥
 কচ্ছপো দশ বর্ষাণি ত্রীণি বর্ষাণি শল্যকঃ ।
 ব্যালো ভূত্বা তু যশাসাংস্ততো জায়েত মানুষ্যঃ
 ভর্তৃপিণ্ডমুপা দত্তে রাজদ্বিষ্টানি সেবতে ।
 সোহপি মোহসমাপন্নো মৃতো জায়েত বানরঃ
 বানরো দশ বর্ষাণি সপ্ত বর্ষাণি মূষকঃ ।
 ষা চ ভূত্বা তু যশাসাংস্ততো জায়েত মানবঃ ॥
 ক্রসাপহর্তা তু নরো যমস্ত বিষয়ং গতঃ ।
 সংসারাণাং শতং গহ্বা কুমিযোনৌ প্রজায়তে ॥
 তত্র জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো দ্বিজাঃ ।
 ত্রুতস্ত ক্রয়ং কৃৎস্না ততো জায়েত মানুষ্যঃ ॥৫৮
 অশ্রুয়কো নরশ্চাপি মৃতো জায়েত শার্ঙ্গকঃ ।
 বিশ্বাসহর্তা চ নরো মীনো জায়েত ত্রুতঃ ॥৫৯
 ভূত্বা মীনোহষ্টবর্ষাণি মৃগো জায়েত ভো দ্বিজাঃ
 মৃগস্ত চতুরো মাসাংস্ততঃছাগঃ প্রজায়তে ॥৬০
 ছাগস্ত নিধনং প্রাপ্য পূর্ণো সংবৎসরে ততঃ ।
 কীটঃ সজায়তে জন্তুস্ততো জায়েত মানুষ্যঃ ॥৬১
 ধাত্তান্ যবাংস্তিলান্ মাষান্ কুলথান্ সর্ষপাং-
 শণান্ ।

মানুষ্যজন্ম লাভ করে। মাতাপিতাকে
 কটুবাক্য বলিলে সারিক হইয়া জন্মে;
 তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দশবর্ষ কচ্ছপ
 তিনবর্ষ সজার এবং ছয় মাস সর্প হইয়া থাকে
 পরে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। বেতন-
 ভোগী হইয়া মোহবশে প্রভুর দোহাচরণ
 করিলে মরণান্তে বানর হইয়া দশবর্ষ, মূষিক
 হইয়া সপ্তবর্ষ, ও কুকুর হইয়া সপ্তবর্ষ জীবিত
 থাকে; পরে মনুষ্যরূপে জন্মে। গচ্ছিত-
 ধনাপহারী নর যমপুরে যাতনা-ভোগান্তে
 কুমিযোনিতে জন্মিয়া পঞ্চদশ বর্ষ ত্রুত
 ভোগ করে; পরে মানব হইয়া থাকে।
 অশ্রুয়াকারী নর মরণান্তে শার্ঙ্গক যোনিতে
 জন্মে। হে দ্বিজগণ! বিশ্বাসঘাতী ত্রুত
 মানব মীন হইয়া জন্মিয়া থাকে; অষ্টবর্ষ
 মীনযোনিতে জীবিত থাকিয়া চারি মাস মৃগ,
 এক বৎসর ছাগ ও পরে কীট হইয়া মরণান্তে
 মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ

কলায়ানথ মুদগাং চ গোধূমানভসীস্তথা ॥ ৬২
 শস্ত্রান্ততানি হর্তা চ মর্ত্যো মোহাদচেতনঃ ।
 সজায়তে মুনিশ্রেষ্ঠা মূষিকো নিরপত্রপঃ ॥ ৬৩
 ততঃ প্রেত্য মুনিশ্রেষ্ঠা মৃতো জায়েত শূকরঃ ।
 শূকরো জাতমাত্রস্ত রোগেন ত্রিয়তে পুনঃ ॥৬৪
 ষা ততো জায়তে মূকঃ কশ্মণা তেন মানবঃ ।
 ভূত্বা ষা পঞ্চ বর্ষাণি ততো জায়েত মানবঃ ॥৬৫
 পরদারাভিমর্শস্ত কৃৎস্না জায়েত বৈ বৃকঃ ।
 ষা শৃগালস্ততো গৃধ্রো ব্যালঃ কচ্ছো বকস্তথা
 ভাতুর্ভাষ্যাস্ত পাপাত্মা যো ধর্ষয়তি মোহিতঃ ।
 পুংকোকিলত্বমাপ্নোতি সোহপি সংবৎসরং

দ্বিজাঃ ॥ ৬৭

সখিভাষ্যাঃ গুরোভাষ্যাঃ রাজভাষ্যাঃ তথৈব চ
 প্রধর্ষয়িত্বা কামাত্মা মৃতো জায়েত শূকরঃ ॥ ৬৮
 শূকরঃ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি বৈ বৃকঃ ।
 পিপীলিকস্ত মাসাংস্ত্রীণীকীটঃ স্ত্রান্মাসমেব চ ॥
 এতানাসাদ্য সংসারান্ কুমিযোনৌ প্রজায়তে ।
 তত্র জীবতি মাসাংস্ত কুমিযোনৌ চতুর্দশ ॥ ৭০
 নরো ধর্ম্মক্রয়ং কৃৎস্না ততো জায়েত মানুষ্যঃ ।

যে মর্ত্য মোহবশতঃ ধাত্ত, যব, তিল, মাষ,
 কুলথকলায়, সর্ষপ, চণক, কলায়, মুদগ, গোধূম
 ও বরবটী প্রভৃতি শস্ত্র হরণ করে, সে নির্লজ্জ
 মূষিক হইয়া মরণান্তে শূকররূপে জন্মিয়াই
 রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত হয়; পরে মূক কুকুর-
 রূপে জন্মিয়া পঞ্চবর্ষ জীবিত থাকে; তারপর
 মানব হইয়া জন্মে ॥৬৫—৬৮। পরদারগামী
 নর যথাক্রমে বৃক, কুকুর, শৃগাল, গৃধ্র, সর্প,
 কচ্ছ ও বকযোনিতে জন্মিয়া থাকে। হে
 দ্বিজগণ! মোহমশতঃ যে পাপাত্মা ভাতু-
 ভাষ্যাকে বলাৎকার করে, সে সংবৎসর
 যাবৎ পুংকোকিলত্ব প্রাপ্ত হয়। কামবশে
 সখিভাষ্যা, গুরুজনের ভাষ্যা ও রাজভাষ্যাকে
 বলাৎকার করিলে মরণান্তে শূকর হইয়া
 পঞ্চবর্ষ, বৃক হইয়া দশবর্ষ, পিপীলিকারূপে
 তিন মাস, কীটরূপে এক মাস এবং
 কুমিযোনিতে চতুর্দশ মাস অতি-
 বাচিত করে; এইরূপে অধর্ম্মক্রয় হইলে

পূৰ্ণং দত্তা তু যঃ কন্তাঃ দ্বিতীয়ে দাতুমিচ্ছতি ॥
সোহপি বিপ্রা মৃতো ভক্তঃ ক্রিমিযোনৌ

প্রজায়তে ।

তত্র জীবতি বর্ষাণি ত্রয়োদশ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭২
অধর্মসজ্জয়ে মুক্তস্ততো জায়েত মানুষ্যঃ ।

দেবকার্যমকৃত্বা তু পিতৃকার্যমথাপি বা ॥ ৭৩

অনির্ধাপ্য পিতৃন দেবামৃতো জায়েত বায়সঃ ।

বায়সঃ শতবর্ষাণি ততো জায়েত কুকুটঃ ॥ ৭৪

জায়তে ব্যালকশ্চাপি মাসঃ তস্মাত্তু মানুষ্যঃ ।

জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমক্কাপি ভ্রাতরং যোহবমশ্রতে ॥

সোহপি মৃত্যুমুপাগম্য ক্রৌঞ্চযোনৌ প্রজায়তে

ক্রৌঞ্চো জীবতি বর্ষাণি দশ জায়েত জীবকঃ

ততো নিধনমাপ্নোতি মানুষ্যস্বমবাগ্নুয়াৎ ।

যুধলো ব্রাহ্মণীং গহ্বা ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে ॥

ততঃ সম্প্রাপ্য নিধনং জায়তে শূকরঃ পুনঃ ।

শূকরো জাতমাত্রাৎ রোগেণ ত্রিযতে দ্বিজাঃ ॥

বা চ বৈ জায়তে মূঢ়ঃ কৰ্ম্মণা তেন ভো দ্বিজাঃ

মানুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয় । হে দ্বিজোত্তমগণ ।

প্রথমে একজনকে বাগ্‌দান করিয়া

পরে আবার অন্তজনকে কন্তা সম্প্রদান

করিলে সেই ব্যক্তিও মরণান্তে ক্রিমিযোনিতে

জন্মিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত করে ;

পরে অধর্ম ক্রম হইলে মনুষ্য হইয়া থাকে ।

যে ব্যক্তি দেব-পিতৃঋণ-পরিশোধার্থ দেব-

কার্য ও পিতৃকার্য না করে, সে মরণান্তে

বায়স হইয়া জন্মিয়া শতবর্ষ অতিবাহিত

করিয়া কুকুটরূপে ও সর্পরূপে এক এক

মাস জীবিত থাকে ; পরে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত

হয় । পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যে নর

অবমানিত করে, সে মরণান্তে ক্রৌঞ্চযোনি

প্রাপ্ত হইয়া দশবর্ষ জীবিত থাকিয়া

পরে জীবকজন্ম লাভ করে ; তারপর মর-

ণান্তে মানুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে

দ্বিজগণ ! শূত্র, ব্রাহ্মণীগমন করিলে ক্রিমি-

যোনিতে উৎপন্ন হয় । পরে মরণান্তে

শূকর জন্ম লাভ করিয়া রোগাক্রমণে মৃত হয় ।

তারপর সে কুকুরযোনি লাভ করিয়া সেই

বা কুহা কৃতকর্ম্মাসৌ জায়তে মানুষ্যস্ততঃ ॥৭২

তত্রাপত্যঃ সমুৎপাদ্য মৃতো জায়েত মুষিকঃ ।

কৃতশ্রম মৃতো বিপ্রা যমশ্চ বিষয়ং গতঃ ॥ ৮০

যমশ্চ বিষয়ে ক্রুরৈর্বন্ধঃ প্রাপ্নোতি বেদনাম্ ।

দণ্ডকং মুদগরং শূলমগ্নদণ্ডঞ্চ দাক্ষণম্ ॥ ৮১

অসিপত্রবনং ঘোরং বালুকাং কুটশাখালীম্ ।

এতান্চাত্মাশ্চ বহুবো যমশ্চ বিষয়ং গতঃ ॥ ৮২

যাতনাঃ প্রাপ্য ঘোরাশ্চ ততো যাতি চ ভো

দ্বিজাঃ ।

সংসারচক্রমাসাদ্য ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে ॥৮৩

ক্রমির্ভবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো দ্বিজাঃ ।

ততো গর্তঃ সমাসাদ্য তত্রৈব ত্রিযতে নরঃ ॥৮৪

ততো গর্তগতৈর্জন্তুর্ভহশঃ সম্প্রপদ্যতে ।

সংসারান্নুবহুংগহ্বা ততস্তিথ্যকুপ্রজায়তে ॥৮৫

ততো হুঃখমন্নুপ্রাপ্য বহুবর্ষগণানি বৈ ।

স পুনর্ভবসংযুক্তস্ততঃ কুর্ম্মঃ প্রজায়তে ॥ ৮৬

দধি হুহ্ম বকশ্চাপি প্লবো মৎস্তানসংস্কৃতান্ ।

চোরযিত্তা তু হুর্বুর্দ্বির্ধুদংশঃ প্রজায়তে ॥ ৮৭

কলং বা মূলকং হুহ্ম পুপং বাপি পিপীলিকঃ ।

স্বকৃতকর্ম্মের ক্রম হইলে মানুষ্য হইয়া জন্মে ।

৬৬—৭২ । আর যদি ব্রাহ্মণীতে অপত্য উৎ

পাদন করে, তবে মরণান্তে মুষিকজন্মও প্রাপ্ত

হইয়া থাকে । হে দ্বিজগণ ! কৃতশ্রম ব্যক্তি

যমালয়ে যাইয়া দণ্ড, মুদগর, শূল ও দাক্ষণ-

অগ্নিদণ্ড প্রভৃতি দ্বারা তাড়িত হয় এবং ঘোর

অসিপত্রবন, বালুকা ও কুটশাখালী ইত্যাদি

নানাবিধ নরব্যজ্ঞা ভোগ করে ; তার পর

সংসারচক্রে পড়িয়া ক্রিমিযোনিতে জন্মিয়া

পঞ্চদশবর্ষ অতিবাহিত হইয়া মনুষ্যযোনিতে

গর্তমধ্যেই মরণাপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপে

বহুবার গর্তগত হইয়া তিথ্যকুযোনিতে

জন্মিয়া অনেক বৎসর ক্লেশভোগান্তে কুর্ম্ম-

জন্ম লাভ করে ; তদন্তে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়া

থাকে । দধি-হরণে বক হয় । কাঁচা মৎস্ত

হরণ করিলে প্লব হইয়া জন্মে । মধু অপ-

হরণ করিলে সেই দুর্বুর্দ্বি ব্যক্তি দংশ

হইয়া জন্মে । কল, মূল ও পিষ্টক হরণ

চোরয়িত্বা তু নিম্পাবং জায়তে কলমুষকঃ ॥৮৮
 পায়সঃ চোরয়িত্বা তু তিত্তিরত্মবাপুয়াৎ ।
 হুত্বা পিষ্টময়ং পুপং কুস্তোলুকঃ প্রজায়তে ॥৮৯
 অপো হুত্বা তু ত্বৰ্দ্ধ্বির্বাযসো জায়তে নরঃ ।
 কাংশ্চ হুত্বা তু ত্বৰ্দ্ধ্বির্হারীতো জায়তে নরঃ ॥
 রাজতং ভাজনং হুত্বা কপোতঃ সম্প্রজায়তে ।
 হুত্বা তু কাঞ্চনং ভাণ্ডং কুমিযোনৌ প্রজায়তে
 পত্রোণঃ চোরয়িত্বা তু কুররত্নং নিযচ্ছতি ।
 কোশকারং ততো হুত্বা নরো জায়তে বর্তকঃ ॥
 অংগকং চোরয়িত্বা তু শুকো জায়তে মানবঃ ।
 চোরয়িত্বা ত্বকুলন্ত মৃতো হংসঃ প্রজায়তে ॥ ৯০
 ক্রৌঞ্চঃ কার্পাসিকং হুত্বা মৃতো জায়তে মানবঃ
 চোরয়িত্বা নরঃ পটুঃ স্বাবিকং চৈব ভো দ্বিজাঃ
 কৌমক বস্ত্রমাহুত্যা শশো জন্তুঃ প্রজায়তে ।
 চূর্ণন্ত হুত্বা পুরুষো মৃতো জায়তে বার্হণঃ ॥ ৯৫
 হুত্বা রক্তানি বস্ত্রাণি জায়তে জীবজীবকঃ ।

করিলে পিপীলিকা হয় । শিঙ্গী অপহরণে
 বৃক্ষবাসী মুষিক হইয়া জন্মে । পায়স হরণে
 তিত্তিরপক্ষী হয় । পিষ্টদ্রব্য দ্বারা নিৰ্ম্মিত
 পিষ্টক হরণ করিলে কুস্তোলুক (ভূতুম)
 হইয়া জন্মে । নর ত্বৰ্দ্ধ্বিকবশে জল অপ-
 হরণ করিলে বায়স হইয়া থাকে । কাংশ্চ
 অপহরণ করিলে সেই ত্বৰ্দ্ধ্বিক নর হারীত
 হয় । রাজতপাত্র হরণে কপোত হয় । কাঞ্চন-
 পাত্র অপহরণে কুমিযোনিতে জন্মে । ধোত
 কোশেয় বস্ত্র-হরণে কুরর পক্ষি লাভ হয় ।
 কোশেয় বস্ত্র হরণ করিলে বর্তক হইয়া
 জন্মে । মানব সাধারণ বস্ত্র অপহরণে শুক-
 পক্ষী হয় । সূক্ষ্মসূত্রচিত্ত বসনাপহরণে
 মরণান্তে হংস হইয়া জন্মে । মানব স্থল
 কার্পাস সূত্রকৃত বস্ত্র হরণ করিলে ক্রৌঞ্চ
 হয় । হে দ্বিজগণ ! নর পটুবস্ত্র বা মেঘ-
 লোমজ বস্ত্র কিম্বা কৌম বসন অপহরণ
 করিলে মশক হইয়া জন্মিয়া থাকে । চূর্ণ
 হরণে পুরুষ মরণান্তে ময়ূর হইয়া জন্মে
 থাকে । ৮০—৯৫ । রক্তবস্ত্র হরণে জীব-
 জীবক পক্ষী হইয়া জন্মে । মানব লোত

বর্ণকাদীঃস্তথা গন্ধাংশ্চোরয়িত্ত্বেহ মানবঃ ॥৯৬
 ভুচ্ছন্দরিত্ত্বমাপ্নোতি বিপ্রা লোতপরায়ণঃ ।
 তত্র জীবতি বর্ষাণি ততো দশ চ পঞ্চ চ ॥ ৯৭
 অধর্মশ্চ ক্ষয়ং কৃত্বা ততো জায়তে মানবঃ ।
 চোরয়িত্বা পয়শ্চাপি বলাকা সম্প্রজায়তে ॥৯৮
 যন্ত চোরয়তে তৈলং নরো মোহসমবৃত্তঃ ।
 সোহপি বিপ্রা মৃতো জন্তুস্তৈলপায়ী প্রজায়তে
 অশস্ত্রং পুরুষঃ হুত্বা শশস্ত্রং পুরুষাধমঃ ।
 অর্থাৎ যদি বা বরী মৃতো জায়তে বৈ ধরঃ ॥
 ধরো জীবতি বর্ষে হে ততঃ শস্ত্রেণ বধ্যতে ।
 স মৃতো মৃগযোনৌ তু নিত্যোদ্বিগ্নোহভিজায়তে
 মৃগো বিধেত শস্ত্রেণ গতে সংবৎসরে ততঃ ।
 হতো মৃগস্ততো মীনঃ সোহপি জালেন বধ্যতে
 মাসে চতুর্থ্যে সম্প্রাপ্তে স্বাপদঃ সম্প্রজায়তে ।
 স্বাপদো দশ বর্ষাণি দ্বীপী বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ১০০
 ততঃ নিধনং প্রাপ্তঃ কালপর্যায়চোদিতঃ ।
 অধর্মশ্চ ক্ষয়ং কৃত্বা মাতৃষত্মবাপুয়াৎ ॥১০৪
 বাণ্ডং হুত্বা তু পুরুষো লোমশঃ সম্প্রজায়তে ।
 তথা পিণ্ড্যকসমিশ্রমন্নং যশ্চোরয়েন্নরঃ ॥ ১০৫

বশতঃ ইহলোকে বর্ণক হরণ করিলে
 ভুচ্ছন্দরীত্ব প্রাপ্ত হয় ; সে ঐ যোনিতে
 পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত করিয়া অধর্মক্ষয়ান্তে
 মাতৃষত্ব লাভ করে । ত্বক্ষাপহরণে বলাকা
 হয় । হে দ্বিজগণ ! যে নর মোহাক্রান্ত
 হইয়া তৈল হরণ করে, সে তৈলপায়ী হইয়া
 থাকে । ধনলোভে বা শত্রুতাবশতঃ যে
 পুরুষাধম স্ত্রয়ঃ শশস্ত্র হইয়া অশস্ত্র ব্যক্তিকে
 হত্যা করে, সে মরণান্তে গর্দভ হইয়া দুই বর্ষ
 জীবিত থাকিয়া শস্ত্রাঘাতে মরণাপন্ন হয় ; তৎ
 পরে সততভীত মৃগজন্ম লাভ করে ; অনন্তর
 এক বৎসর পরে শস্ত্রাঘাতে মৃত কীট হইয়া
 মীন হয়, সেই মীনও চতুর্থমাসে জালে আবদ্ধ
 হইয়া মরণান্তে স্বাপদ জন্ম লাভ করিয়া দশ
 বৎসর পরে দ্বীপী হইয়া পঞ্চবর্ষ অতি-
 বাহনান্তে কাল-পরিবর্তনে কর্মক্ষয় হইলে
 মাতৃষত্ব লাভ করিতে পারে । বাণ্ড যন্ত্র
 হরণে পুরুষ লোমশ হইয়া জন্মে । হে

জায়তে বক্রসটো দাক্ষণে মুষিকো নরঃ ।
দংশনৈব মানুষ্যারিত্যঃ পাপান্য স দ্বিজোত্তমাঃ
স্বতঃ হৃদা তু হৃবুন্ধিঃ কাকো মদগুঃ প্রজায়তে
মৎস্তমাংসমথো ছহা কাকো জায়ত মানবঃ ॥
লবণং চোরায়িত্বা তু চিরিকাকঃ প্রজায়তে ।
বিখাসেন তু নিকিঞ্চং যোহপনিহু তি মানবঃ ।
স গত্যুর্নরন্তেন মৎস্তয়োনৌ প্রজায়তে ।
মৎস্তযে নিমন্তু প্রাপ্য মৃতো জায়ত মানুষঃ ॥
মানুষমন্তু প্রাপ্য কৌণায়ুরুনজায়তে ।
পাপানি তু নরঃ কৃত্বা তিষ্ঠাণ্ড জায়েত ভো দ্বিজাঃ
ন চান্ননঃ প্রমাণন্তু ধর্ম্যং জানাতি কিঞ্চন ।
যে পাপানি নরাঃ কৃত্বা নিরন্তুস্তি ত্রৈতঃ সদা ॥
সুখদুঃখসমায়ুক্তা ব্যাধিমন্তো ভবন্ত্যত ।
অসংবীতাঃ প্রজায়ন্তে শ্লেচ্ছাশ্চাপি ন সংশয়ঃ
নরাঃ পাপসমাচারা লোভমোহসমম্বিতাঃ ।

দ্বিজোত্তমগণ! যে নর তিলযুক্ত খাজা দ্রব্য
অপহরণ করে, সে পিঙ্গল রোমযুক্ত দাক্ষণ
মুষিক হইয়া জন্মে, এবং নিয়ত মানুষদিগকে
দংশন করিয়া থাকে । হৃবুন্ধিবশে স্বত হরণ
করিলে মদগু হয় এবং কাক হইয়াও জন্মিয়া
থাকে । মানব মৎস্ত বা মাংস হরণ করি-
লেও কাক হয় । ৯৬—১০৭ । লবণাপহরণে
সুত্র কাক হয় । বিখাসৈর সহিত দ্রব্য
গচ্ছিত রাগিলে সেই দ্রব্য হরণকারী নর
আয়ুঃশেষে মৎস্ত যোনিতে অন্নাযু মীন
হয় । হে দ্বিজগণ! জন্মিয়া মরণান্তে পাপানু-
ষ্ঠানের ফলে মানব এইরূপ নানাবিধ তিষ্ঠাকু
যোনিতে জন্মিয়া থাকে । ঐ সকল যোনিতে
জন্মিয়া তাহার আত্মজ্ঞানক্ষম ধর্ম্মের বিষয়
কিছুই জানিতে পারে না । যে সকল নর
পাপাচরণ করিয়াও ত্রিতাদি দ্বারা তাহার
নিরাস বিষয়ে প্রয়াস পায়, তাহার তিষ্ঠাকু-
যোনি প্রাপ্ত হয় না বটে ; কিন্তু মনুষ্য জন্ম
লাভ করত সুখমিশ্র দুঃখ ভোগ করে, কিম্বা
ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে ; অথবা বন্ধুবান্ধব-
শূন্য বা শ্লেচ্ছ হয় ; ইহাতে সংশয় নাই ।
লোভ-মোহাজর, পাপাচার নরগণের এই-

বর্জয়ন্তি হি পাপানি জন্মপ্রভৃতি যে নরাঃ ॥
অরোগা রূপবস্তৃচ ধনিনস্তে ভবন্ত্যত ।
দ্বিয়োহপ্যোতেন কল্পেন কৃত্বা পাপমবাপ্নুযুঃ ॥
এতেষামেব পাপানাং ভার্য্যাস্বপ্নযান্তি তাঃ ।
প্রায়েণ হরণে দোষাঃ সর্ব্ব এব প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
এতস্মৈ লেশমাত্রেন কথিতং বো দ্বিজর্ষভাঃ ।
অপরান্মন কথায়োগে ভূয়ঃ শ্রোষ্যথ ভো
দ্বিজাঃ ॥ ১১৬
এতন্ময়া মহাভাগা ব্রহ্মণো বদতঃ পুরা ।
সুরযীনাং ঋতং মধ্যে পৃষ্টক্যাপ যথা তথা ॥
ময়াপি তুভ্যং কার্শ্মন্যেন যথাবদনুবর্ণিতম্ ।
এতচ্ছূদ্বা যুনিশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মেকুরুত মানসম্ ॥ ১১৮
ইতি শ্রীব্রাহ্মে সংসারচক্রানুকরণং সপ্তদশা-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৭ ॥

রূপ গতি হয় । আর যে সকল মানব জন্মা-
বধি পাপকর্ম্ম বর্জন করে, তাহার নীরোগ,
রূপানু ও ধনৌ হইয়া জন্মে । শ্রীলোকেরাও
পুঙ্খোক্তরূপ পাপাচরণ করিলে উক্ত সমস্ত
জীবগণের ভার্য্যাস্ব প্রাপ্ত হয় । হে দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠগণ! অপহরণজন্য দোষ প্রায় সমস্তই
কীর্ত্তিত হইল । আমি ইহা সংক্ষিপ্ত-
রূপেই কহিলাম । অন্যান্য বিবরণ কথাস্তর
প্রসঙ্গে শুনিবেন । হে মহাভাগগণ! পুরা-
কালে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিত হইয়া সুরযীগণ-
সন্নিধানে এই বিবরণ বলিয়াছিলেন ; আমি
যেমন শুনিয়াছি ; তাহাই যথার্থ আপনা-
দিগের নিকট বর্ণন করিলাম । হে যুনি-
শ্রেষ্ঠগণ! আপনারা ইহা শুনিয়া ধর্ম্ম
মনোনিবেশ করুন । ১০৮—১১৮ ।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততমোঃ ধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অধর্মশ্চ গতিব্রহ্মণ কথিতা নন্তয়ানঘ ।

ধর্মশ্চ চ গতিঃ শ্রোতুমিচ্ছামো বদতাংবব ॥ ১

কৃৎস্না পাপানি কৰ্ম্মাণি কথং যাস্তাশ্চতাঃ গতিম্

কৰ্ম্মণা চ কৃতেনেহ কেন যাস্তি শুভাঃ গতিম্

বাস উবাচ ।

কৃৎস্না পাপানি কৰ্ম্মাণি অধর্মবশমাগতঃ ।

মনসা বিপরীতেন নিরয়ং প্রতপদ্যতে ॥ ৩

মোহাদধর্ম্যং যঃ কৃৎস্না পুনঃ সমনুতপ্যতে ।

মনঃসমাধিসংযুক্তো ন স সেবেত ত্বকৃতম্ ॥ ৪

যথা যথা মনস্তস্ত ত্বকৃতং কৰ্ম্ম গর্হতে ।

তথা তথা শরীরস্ত তেনাধর্ম্যেণ মৃচ্যতে ॥ ৫

যদি বিপ্রাঃ কথয়তে বিপ্রাণাঃ ধর্ম্মবাদিনাম্ ।

ততোহধর্ম্মকৃতাং ক্ষিপ্ৰমপরাধাং প্রমুচ্যতে ॥ ৬

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম ত ধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে বাক্যবিশারদ, ব্রহ্মণ । আপনি অধর্ম্মের গতি আমাদিগের নিকট কীর্্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মের গতি ওঁ'নতে বাসনা করি । পাপকর্ম্ম করিবার কিরূপে অশুভ গতি লাভ করে? আর কোন সংকল্প করিয়াই বা শুভগতি প্রাপ্ত হয়? বাস বলিলেন,—নবগণ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অধর্ম্মের বশীভূত হয়, তখন তাহার চিন্তাও বিকৃত হইয়া পড়ে, স্মৃতির তাহার প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া নরকগামীই হয় । কিন্তু যে ব্যক্তি মোহবশতঃ অধর্ম্ম-কর্ম্ম আচরণ করিয়া পুনরায় সংযতচিত্তে তজ্জন্তু অনুতাপ করে, তাহার আর নরকে যাইতে হয় না । তাহার মন যেমন নিজকৃত ত্বকর্ম্মের নিন্দা সহকারে অনুশোচনা করে, তাহার শরীরও তেমনি সেই অধর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় । হে বিপ্রগণ । পাপী যদি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণসান্নিধ্যানে নিজ ত্বকর্ম্মের কীর্্তন করে, তবে অতি অল্প কালেই উক্ত অধর্ম্ম হেতু অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে ।

যথা যথা নরঃ সমাগধর্ম্মমবুভাবতে ।

সমাহিতেন মনসা বিমুক্তি তথা তথা ।

ভুজঙ্গ ইব নির্ম্মোকান পূর্বভুজ্ঞানজহাতি তান

দৃষ্টা বিপ্রস্ত দানানি বিবিধানি সমাহিতঃ ।

মনঃসমাধিসংযুক্তঃ স্বর্গাতিং প্রতিপদ্যতে ॥ ৮

দানানি তু প্রবক্ষ্যামি যানি দৃষ্টা দ্বিজোত্তমাঃ ।

নবঃ কৃৎস্নাপ্যকার্য্যাণি ততো ধর্ম্মেণ যুজ্যতে

সর্বৈষামেব দানানামগ্নঃ শ্রেষ্ঠমুদাহৃতম্ ॥ ১০

সর্বমগ্নং প্রদাতব্যমুজ্জনা ধর্ম্মমিচ্ছতা ।

প্রাণা হ্রস্বং মনুষ্যাণাং তস্মাজ্জন্তুঃ প্রজায়তে ॥

অগ্নে প্রতিষ্ঠিতা লোকান্তস্মাদগ্নঃ প্রশস্ততে ।

অগ্নমেব প্রশংসন্তি দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ॥ ১২

অগ্নস্ত হি প্রদানেন স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ ।

৭ ষ্টলকং প্রদাতব্যং দ্বিজাতিভ্যোহগ্নমুত্তমম্ ॥

স্বাধ্যায়সমুপেতেভ্যঃ প্রহৃষ্টেনাস্তরাশ্বনা ।

যস্ত অগ্নমুপাস্মন্তি ব্রাহ্মণাশ্চ স কৃদগ্ন ॥ ১৪

নরগণ কর্তৃক সমাহিত মনে যেমন যেমন স্বকৃত অধর্ম্ম কীর্্তিত হয়, ভুজঙ্গের পুরাতন নির্ম্মোকত্যাগের জ্বায় তেমন তেমনি, উহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । পাপী মানব সমাহিত মনে বিবিধ দান করিয়া স্বর্গগতি লাভ করিতে পারে । হে দ্বিজোত্তমগণ । নর অকার্য্য করিয়াও যে সকল দান করিয়া ধর্ম্মযুক্ত হইতে পারে, আমি সেই সকল দান কীর্্তন করিতেছি । ১—৯ । সর্ববিধ দানের মধ্যে অগ্নি (খাণ্ড) দানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত । ধর্ম্ম-কাম মানব, সরলচিত্তে সকল প্রকার অগ্নি প্রদান করিবে । অগ্নিই মনুষ্যাগণের প্রাণ, অগ্নি হইতেই প্রাণীদিগের উৎপত্তি হয়, অগ্নিই লোক সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই কারণেই অগ্নি প্রশস্ত । দেব, ঋষি, পিতৃ ও মানব,—সকলে অগ্নিরই সর্বাপেক্ষা প্রশংসা করেন । মানব অগ্নিদান করিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয় । স্বাধ্যায়সম্পন্ন দ্বিজাতিগণকে প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে জ্ঞায়োপার্জিত উত্তম অগ্নি প্রদান করা বিধেয় । দশজন ব্রাহ্মণ বাহার প্লবঙ্গ অগ্নি দ্বীকরণে জোজন করেন,

হৃষ্টেন মনসা দত্তং ন স তির্থাগ গতির্ভবেৎ ।
 ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি দশাভোজ্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 নরোহধর্ম্যাং প্রযুচ্যেত পাপেষুভিরতঃ সদা ।
 ভৈক্যেণারং সমাহৃত্য বিপ্রো বেদপুরস্কৃতঃ ॥
 স্বাধ্যায়নিরতে বিপ্রে দধেহ সুখমেধতে ।
 অহিংসব্রাহ্মণানি স্ত্রীয়েন পরিপাল্য চ ॥ ১৭
 কত্রিয়স্তরসা প্রাপ্তমন্নং যো বৈ প্রযচ্ছতি ।
 দ্বিজোভ্যো বেদমুখ্যোভ্যঃ প্রযতঃ সুসমাহিতঃ
 তেনাপোহতি ধর্ম্যায়া তুষ্কতঃ কশ্ম ভো দ্বিজাঃ
 যত্নভাগপরিপূরক কুর্বেতাগমুপার্জিতম্ ॥ ১৯
 বৈশ্ণো দদদ্ভিজাতিভ্যঃ পাপেভ্যঃ পরিমুচ্যতে
 অবাধ্য প্রাণসন্দেহঃ কার্কশ্চেন সমর্জিতম্ ॥
 অন্নং দদ্বা দ্বিজাতিভ্যঃ শূদ্রঃ পাপাং প্রযুচ্যতে
 ঔরসেন বলেনান্নমর্জয়িত্বা বিহিংসকঃ ॥ ২১
 যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রোভ্যো ন স তুর্গাণি সেবতে ।

সে তির্থাগৃযোনি প্রাপ্ত হয় না । হে দ্বিজোত্তম-
 গণ ! সদা অধার্মিক ব্যক্তির অন্নও যদি দশ
 সহস্র ব্রাহ্মণে ভোজন করে, তবে সে অধর্ম্যা-
 ণি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । বেদবিধি-
 প্রতিপালক বিপ্র যদি ভিক্ষা দ্বারাও অন্ন
 সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দান
 করে, তবে সে সুখ লাভ করিতে পারে ।
 হে দ্বিজগণ ! কত্রিয় ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণধন
 ও হিংসা ব্যতীত স্ত্রীানুসারে প্রজা পালন
 করিয়া নিজ বৌর্যোপার্জিত অন্ন প্রযত ও
 সুসমাহিতভাবে বিশিষ্ট বেদজ্ঞ দ্বিজাতি-
 দিগকে প্রদান করে, তবে সেই ধর্ম্যায়া
 তুষ্কত কশ্ম হইতে পরিভ্রাণ পায় । বৈশ্ণ
 যদি কুর্বি কার্য্য করিয়া তাহা হইতে পরিপূরক
 যত্নভাগ উপার্জনপূরক দ্বিজগণকে দান করে,
 তবে পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় । আশ্ব-
 কেশকর কঠোর কশ্মদ্বারা উপার্জিত অন্ন
 দ্বিজাতিজনে দান করিলে শূদ্রও পাপ হইতে
 মুক্তিলাভ করিতে পারে । ১০—২০ । যে
 ব্যক্তি অপরের হিংসা না করিয়া নিজ পরি-
 শ্রম দ্বারা উপার্জনপূরক বিপ্রদিগকে অন্ন
 দান করে, সে তুর্গতি প্রাপ্ত হয় না । স্ত্রী-

স্ত্রীয়েনাপ্তমন্নস্ত নরো হর্ষসমবিতঃ ॥ ২২
 দ্বিজোভ্যো বেদবুদ্ধোভ্যো দদ্বা পাপাং প্রযুচ্যতে
 অন্নমুর্জকরং লোকে দদ্বোজ্ঞস্বী ভবেন্নরঃ ॥ ২৩
 সত্যং পশ্চানমাবৃত্য সর্ষপাটৈঃ প্রযুচ্যতে ।
 দানবিভিঃ কৃতঃ পশ্চা যেন যান্তি মনৌষিণঃ ॥ ২৪
 তেষপ্যন্নস্ত দাতারস্তোভ্যো ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ।
 সর্ষাবস্থং মনুষ্যেণ স্ত্রীয়েনান্নমুপার্জিতম্ ॥ ২৫
 কার্য্যান্নায়াগতং নিত্যমন্নং হি পরমা গতিঃ ।
 অন্নস্ত হি প্রদানেন নরো যান্তি পরাং গতিম্
 সর্ষকামসমায়ুক্তঃ প্রেত্য চাপ্যশ্মুতে সুখম্ ।
 এবং পুণ্যসমায়ুক্তো নরঃ পাটৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ ২৭
 তস্মাদন্নং প্রদাতব্যমস্তায়পরিবর্জিতম্ ।
 যন্ত প্রাণাহতীপু মন্নং ভুঙ্জেত গৃহী সদা ॥ ২৮
 অবস্থ্যং দিবসং কুর্বাদন্নদানেন মানবঃ ।
 ভোজয়িত্বা শতং নিত্যং নরো বেদবিদাং বরম্
 স্ত্রীয়েনান্নমুপার্জিতম্ ॥ ২৯

লক অন্ন দানন্দে বেদবুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান
 করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।
 তেজোবর্ধক অন্ন দান করিলে মানব লোক-
 মধ্যে তেজস্বী হইতে পারে ; এবং সৎপথে
 থাকিয়া সর্ষপাপ হইতে মুক্ত হয় । জ্ঞানি-
 গণ যে পথে গমন করেন, দানবিদগণ অন্ন-
 দাতাদিগের পক্ষেও সেই পথই নির্বাচিত
 করিয়াছেন । অন্নদাতা ব্যক্তিবর্গেই সনা-
 তন ধর্ম্য প্রতিষ্ঠিত । মনুষ্যগণের সকল
 অবস্থায়ই স্ত্রীানুসারে নিরত কশ্ম দ্বারা
 উপার্জিত অন্নই পরমা গতি । অন্নদানের
 প্রভাবে নরগণ পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ; এবং
 মরণান্তে সর্ষকামসংযুক্ত হইয়া সুখভোগ
 করিতে পারে । অন্নদানে এবদ্বিধ পুণ্যলাভ
 হয় এবং পাপমুক্ত হওয়া যায় বলিয়া স্ত্রীয়ে-
 নান্নমুপার্জিত অন্ন প্রদান করা বিধেয় । গৃহস্থ
 মানবের পক্ষে প্রাণাহতি-দানের পূর্বে প্রতি-
 দিন অন্নদানান্তে দিবসের সাকল্য সাধন-
 পূরক ভোজন করা কর্তব্য । স্ত্রীয়েনান্নমুপার্জিত
 অন্ন প্রতিদিন ইতিহাসবিৎ, ধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞ ও
 বেদাভিজ্ঞ শত ব্রাহ্মণকে ভোজন করা-

ন যাতি নরকং ঘোরং সংসারাম চ সেবতে ৩০
 সৰ্বকামসমায়ুক্তঃ প্রেত্য চাপ্যমুতে সুখম্ ।
 এবং কৰ্ম্মসমায়ুক্তো রমতে বিগতজরঃ ॥ ৩১
 রূপবান্ কীর্ত্তিমাংশ্চৈব ধনবাংশ্চাপজায়তে
 এতচ্ছঃ সৰ্বমাখ্যাতমন্নদানফলং মহৎ ॥
 মূলমেতৰ্জু ধৰ্ম্মাণাং প্রদানানাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৩২
 ইতি শ্রীভ্রাত্ত্বেন্নদানপ্রশংসন মষ্টাদশাধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৮ ॥

একোনিবিংশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

পরলোকগতানাস্তু স্বকৰ্ম্মস্থানবাসিনাম্ ।
 তেষাং শ্রাদ্ধং কথং দেয়ং পুত্রৈশ্চাশ্রিতৈশ্চ বকুতিঃ
 ব্যাস উবাচ ।
 নমস্কৃত্য জগন্নাথং বারাহং লোকভাবনম্ ।
 শৃণুধ্বং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকল্পং যথোদিতম্ ॥

ইলে তাহাকে আর ঘোর নবকে নিপ-
 তিত হইতে হয় না, সংসারেও আবদ্ধ
 হইয়া; মরণান্তে সৰ্বকামসমৃদ্ধ হইয়া
 সুখভোগ করিতেও পারে। মানব পুরুষ-
 রূপ ধৰ্ম্মাচরণ করিলে রূপবান্, ধনবান্,
 কীর্ত্তিমান ও মনস্তাপহীন হইয়া সুখে
 কালাতিপাত করিতে পারে। হে দ্বিজগণ!
 এই আমি আপনাদিগের নিকট মহৎ অন্ন-
 দানমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, যাবতীয় দান-
 ধর্ম্মের ইহাই মূলস্বরূপ ॥ ৩১—৩২ ॥

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৮

উনবিংশাদিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে ব্যাস! স্ব স্ব
 কৰ্ম্মানুসারে বিভিন্ন স্থানস্থ পরলোকগত
 ব্যক্তিবর্গের বান্ধবেরা কিপ্রকারে শ্রাদ্ধ দান
 করিবে? ব্যাস কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম-
 গণ! আমি লোকভাবন জগন্নাথ বরাহ-

পুরা কোকাজলে মগ্নান্ পিতৃহৃতবান্ বিভুঃ ।
 শ্রাদ্ধং কৃত্বা তদা দেবো যথা তত্র দ্বিজোত্তমাঃ
 মুনয় উচুঃ ।

কিমর্থন্তে তু কোকয়াঃ নিমগ্নাঃ পিতরোহন্তসি
 কথং তেনোদ্ধৃতাশ্চৈব বারাহেণ দ্বিজোত্তমাঃ
 তস্মিন্ কোকামুখে তীর্থে ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদে
 শ্রোতুমিচ্ছামহে ক্রটি পরঃ কোতুহলং হি নঃ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ত্রেতাঋপরয়োঃ সঙ্কো পিতরো দিব্যমাণুষাঃ
 পুবা মেরুগিরেঃ পৃষ্ঠে বিশ্বেদেবৈঃ সহ দ্বিতাঃ
 তেষাং সমুপবিষ্টানাং পিতৃণাং সোমসম্ভবা ।
 কন্তা কান্তিমতৌ দিব্যা পুরতঃ প্রাজলিঃ দ্বিতা
 তামুচুঃ পিতরো দিব্যা যে তজ্জাসন্ সমাগতাঃ
 পিতর উচুঃ ।

কাসি ভদ্রে প্রভুঃ কো বা ভবত্যা বক্তুমহসি ॥৮
 ব্যাস উবাচ ।

সা প্রোবাচ পিতৃন দেবান কলা চান্দ্রমসীতি হ

দেবকে নমস্কারপূর্ব্বক শ্রাদ্ধকল্প যথাযথ বর্ণন
 করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। পুরা-
 কালে বিভু বরাহদেব কোকাজল-মগ্ন পিতৃ-
 গণেব শ্রাদ্ধ কারিয়া উদ্ধার সাধন করেন,
 আমি সেই বৃত্তান্ত বলিতেছি। মুনিগণ
 কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! সেই ভুক্তি-
 মুক্তিপ্রদ কোকামুখ তীর্থে পিতৃগণ কি নিমিত্ত
 জলমধ্যে মগ্ন হইয়াছিলেন? আর বরাহ-
 দেবই বা কিরূপে তাহাদিগের উদ্ধার
 করেন? আমরা ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি,
 আমাদের পরম কোতুহল হইয়াছে।
 ব্যাস বলিলেন,—ত্রেতা ও ঋপরযুগের
 সন্ধি সময়ে দিব্য ও মাণুষ পিতৃগণ বিশ্বদেব-
 গণ সহ মেরুগিরিপৃষ্ঠে অবস্থান করিতে-
 ছিলেন। তখন তাহাদিগের সম্মুখে সোম-
 সম্ভবা কান্তিমতী নামী দিব্যা কন্তা কুতা-
 গুলিপুটে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎকালে যে
 সকল দিব্যপিতৃগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন,
 সকলেই তাহাকে কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি
 কে? তোমার প্রভু কে? তাহা

প্রভুস্বৈ ভবতামেব বরয়ামি যদীচ্ছথ ॥ ৯
উৰ্জা নামাস্তি প্রথমং স্বধা চ তদনন্তরম্ ।
ভবন্তিচাদৈব কৃতং নাম কোকেতি ভাবিতম্
তে হি ভক্তা বচঃ শ্রুত্বা পিতরো দিব্যমানুষাঃ ।
ভক্তা মুখং নিরীক্ষন্তো ন তৃপ্তিমধিজগ্মিরে ॥ ১১
বিশ্বেদেবাস্ত তান্ জাত্বা কন্তামুখনিরীক্ষকান্
যোগচ্যুতান্নিরীক্ষ্যৈব বিহায় ত্রিদিবং গতাঃ ॥
ভগবানপি শীতাংশুরুজাং নাপশুদাত্তজাম্ ।
সমাকুলমনা দধৌ ক গতেতি যহাযশাঃ ॥ ১৩
স বিবেদ তদা সোমঃ প্রাপ্তাং পিতৃশ্চ কামতঃ
তৈশ্চাবলোকিতাং হার্দাংস্বীকৃতাঞ্চ তপোবলাৎ
ততঃ ক্রোধপরাতাপ্য পিতৃন্ শশধরো দ্বিজাঃ ।
শশাপ নিপতিষ্যধ্বং যোগভ্রষ্টা বিচেতসঃ ॥ ১৫

বল । ব্যাস বলিলেন, সেই কন্তা তখন তাঁহা-
দিগকে কহিল,—আমি চান্দ্রমসী কলা ; আপ-
নারা সম্মত হইলে আমি আপনাদিগকেই
প্রভুস্বৈ বরণ করি । প্রথমে আমার উৰ্জা নাম
হয়, পরে স্বধা নাম হইয়াছে, আর এক্ষণে
আপনাদিগের দ্বারা (কো ভবত্যাঃ প্রভুঃ,
কাসি) এইরূপ প্রশ্ন করায় “কোকা” নাম
নির্ধারিত হইল । ১—১০ । সেই দিব্য-
মানুষ পিতৃগণ তখন তাহার কথা শুনিয়া
সতৃষ্ণ-নয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন । বিশ্বদেবগণ ঐরূপে সেই কন্তার
মুখাবলোকন করিতে দোখিয়া তাঁহারা যোগভ্রষ্ট
হইয়াছেন, বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ-
পূর্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । এদিকে ভগ-
বান্ চন্দ্র আত্মজা উৰ্জাকে দেখিতে না পাইয়া
‘সে কোথায় আছে?’ ব্যাকুলমনে তাহাই
ধ্যান করিতে লাগিলেন । সেই মহাযশা
সোম তপোবলে বুঝিলেন যে, সেই কন্তা
কামবশে পিতৃগণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া-
ছেন, এবং সেই পিতৃগণও তাঁহাকে প্রেম-
ভাবে অবলোকনপূর্বক স্বীকার করিয়াছেন ।
হে দ্বিজগণ ! দেব শশধর তখন কোপাকুল-
চিত্তে পিতৃগণকে এই শাপ দিলেন যে,—
যেহেতু মদীয় অপ্রদত্তা কন্তাকে নীচাশয়তা

যশাদদত্তাঃ মৎকন্তাঃ কামবধ্বং সুবালিশাঃ ।
যশাদবৃতবতী চেয়ঃ পতীন্পিতৃমতী সতী ॥ ১৬
স্বতজ্জা ধর্ম্মমুৎসৃজ্য তস্মাদ্ভবতু নিয়গা ।
কোকেতি প্রথিতা লোকে শিশিরাদ্রিসমাম্রিতা
ইখং শপ্তাশ্চন্দ্রমসা পিতরো দিব্যমানুষাঃ ।
যোগভ্রষ্টা নিপতিতা হিমবৎপাদভূতলে ॥ ১৮
উৰ্জা তত্রৈব পতিতা গিরিরাজান্ত বিস্তৃতে ।
প্রস্থে তীর্থে সমাসাদ্য সপ্তসামুদ্রমুত্তমম্ ॥ ১৯
কোকা নাম ততো বেগবদী তীর্থশতাকুলা ।
প্লাবয়ন্তী গিরেঃ শৃঙ্গং সর্পণাত্তু সরিৎস্মৃতা ॥ ২০
অথ তে পিতরো বিপ্রা যোগহীনা মহানদীম্ ।
দদৃশুঃ শীতসলিলাং ন বিহস্তাং সুলোচনাম্ ॥
ততঃ গিরিরাড দৃষ্ট্বা পিতৃস্তাংস্তু ক্ষুধার্দিতান্
বদরীমাদিদেশাথ ধেনুং চৈকাং মধুস্রবাম্ ॥ ২২

হেতু তোমরা কামনা করিয়াছ, অতএব অজ্ঞা-
নাত্ত তোমরা যোগভ্রষ্ট হইয়া নিপতিত হও ।
সোমদেব সেই কন্তাকেও শাপ দিলেন যে,—
এই কন্তা পিতৃমতী হইয়াও, স্বাধীনভাবে
ধর্ম্ম বিসর্জনপূর্বক পতি-বরণ করিয়াছে,
এ নিমিত্ত হিমালয়াশ্রিতা কোকানারী নদী-
রূপে পরিণতা হউক । দিব্য-মানুষ পিতৃগণ
চন্দ্রমা কর্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হওয়ায়
অবিলম্বে যোগভ্রষ্ট হইয়া হিমালয়ের পাদ-
দেশে ভূতলে পতিত হইলেন । সোমকন্তা
উৰ্জাও সেই গিরিরাজের বিস্তৃত প্রস্থে সপ্ত-
সামুদ্র তীর্থের নিকটে পতিতা কোকানারী
নদীরূপে প্রবাহিতা হইলেন । সেই
নদী বেগবশে গিরিশৃঙ্গ প্লাবিত করিয়া
শত শত তীর্থে পরিবাণ্ড হওয়ায়
সর্পণ (গমন) হেতু সরিৎ বলিয়া
প্রসিদ্ধ হয় । ১১—২০ । হে বিপ্রগণ ! পিতৃগণ
যোগ-ভ্রষ্ট হওয়ায় শীতসলিলা সেই সুলো-
চনাকে মহানদীরূপে দেখিয়াও চিনিতে পারি-
লেন না । পরে গিরিরাজ হিমালয় সেই
পিতৃগণকে ক্ষুধাতর দর্শনে বদরী, মধুস্রবা-
লতা এবং এক ধেনুকে পিতৃগণের
পোষণার্থ আদেশ করিলেন । গিরিবর-

কীরঃ মধু চ তদ্বিভ্যঃ কোকাত্তো বদরীফলম্
ইদং গিরিবরেণৈষাং পোষণায় নিরূপিতম্ ॥ ২৩
তয়া বৃত্ত্যা তু বসতাং পিতৃণাং মুনিসন্তমাঃ ।
দশ বর্ষসহস্রাণি যমুরেকমহো যথা ॥ ২৪
এবং লোকে বিপিতরি তথৈব বিগতশ্বধে ।
দৈত্য বিজুবুর্বাণিনো যাতুধানাশ্চ রাক্ষসাঃ ॥ ২৫
তে তানপিভূগণান্দৈত্যা যাতুধানাশ্চ বেগিতাঃ
বিশৈর্দেবৈবিরহিতান্ সর্ষতঃ সমুপাভবন্ ॥ ২৬
দৈতেয়ান্ যাতুধানাশ্চ দৃষ্ট্বাপত্যতো দ্বিজাঃ
কোকাতটস্থাত্তুকাং শিলাং তে জগৃহু কষা ॥
গৃহীত্যাঃ শিলায়াস্ত কোকা বেগবতী পিতৃন ।
ছাদয়ামাস তোয়েন প্রাবয়ন্তী হিমাচলম্ ॥ ২৮
পিতৃনস্তহিতান্ দৃষ্ট্বা দৈতেয়া রাক্ষসাস্তথা ।
বিভীতকঃ সমাক্রুহ নিরাহারাতিরোচিতাঃ ॥
সলিলেন বিষৌদন্তঃ পিতরঃ স্মদভ্রমাতুরাঃ ।
বিষৈদমানমাত্মানং সমীক্ষ্য সলিলাশয়াঃ ।

নির্দিষ্ট সেই দিব্য বদরী ফল, মধু, বৃক্ষ এবং
কোকানদীর জল দ্বারা পিতৃগণ জীবিকা
নির্মাণ করিতে লাগিলেন । হে মুনিসন্তম-
গণ! এই ভাবে পিতৃগণের দশ সহস্র
বৎসর একদিনব্যয় অতিবাহিত হইল ।
এ দিকে লোকসকল পিতৃগণহীন ও স্বধা-
শূন্য হওয়ায় যাতুধান, রাক্ষস ও দৈত্যগণ
বলবান হইয়া উঠিল । তাহারা বিশ্বদেব-
বিরহিত সেই পিতৃগণকে দেখিতে পাইয়া
চতুর্দিক হইতে সবেগে আক্রমণ করিল ।
পিতৃগণ সেই দৈত্য-যাতুধানগণকে আগমন
করিতে দেখিয়া সরোষে কোকাতটস্থ এক
মহতী শিলা গ্রহণ করিলেন । কিন্তু কোকা
নদী পিতৃগণকে শিলাধারণ করিতে দেখিয়া
সবেগে জল দ্বারা হিমাচলকে আপ্রাবিত
করত তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া কেলি-
লেন । তখন দৈত্য ও রাক্ষসেরা পিতৃগণকে
অস্তহিত দেখিয়া আহাৰ্য্য অভাবে বিভীতক
রূপে অস্তহিত হইল । পিতৃগণ জলমধ্যে
থাকিয়া অতীব বিবাদপ্রস্তু এবং ক্ষুধা দ্বারা
ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িলেন । তখন আপনা-

জগদ্বর্জনান্নং দেবঃ পিতরঃ শরণং হরিম্ ॥ ৩০

পিতর উচুঃ ।

জয়স্ব গোবিন্দ জগন্নিবাস
জয়োহন্ত নঃ কেশব তে প্রসাদাৎ ।
জনর্দ্দনাত্মান্ সলিলাস্তরহা-
নুজ্জর্জুর্মহন্তনঘপ্রতাপ ॥ ৩১
নিশাচরৈর্দাক্ষণদর্শনৈঃ প্রভো
বরেণ্য বৈকুণ্ঠ বরাহ বিষ্ণো ।
নারায়ণাশেষমহেশ্বরেশ
প্রমোহি ভীতান্ জয় পদ্মনাভ ॥ ৩২
উপেন্দ্র যোগিন্ মধুকৈটভস্ব
বিষ্ণো অনস্তাচ্যুত বাসুদেব ।
শ্রীশার্দূচক্রাশুজশম্পাণে
রক্ষস দেবেশ্বর রাক্ষসেভ্যঃ ॥ ৩৩

তুং পিতা জগতঃ শস্তো নাত্মঃ শক্তঃ প্রবাবুতুম্
নিশাচরগণঃ ভীমমতস্তাং শরণং গতঃ ॥ ৩৪

ত্বমামসঙ্কীর্ণনতো নিশাচরা

দ্রবাস্তু ভূতাস্তপযাস্তি চারয় ।

দিগের সেই দুরবস্থা দর্শনে তাঁহারা দেব
জনর্দ্দন হরির শরণাপন্ন হইলেন । ২১-৩০ ।
পিতৃগণ কহিলেন,—হে জগন্নিবাস, গোবিন্দ!
তোমার জয় হউক । হে কেশব! তোমার
প্রসাদে আমাদিগেরও জয় হউক । হে
অনঘপ্রতাপ, জনর্দ্দন! জলমধ্যেগত
আমাদিগকে উদ্ধার করুন । হে বরেণ্য,
বৈকুণ্ঠ, বরাহ, বিষ্ণো! হে অশেষ, মহেশ্বর
ঈশ, নারায়ণ, প্রভো! দাক্ষণদর্শন
রাক্ষসগণ হইতে ভীত হইয়াছি; হে পদ্ম-
নাভ! আপনার জয় হউক । হে উপেন্দ্র,
মধুকৈটভস্ব, অনন্ত, অচ্যুত, যোগিন, বাসু-
দেব! হে শার্দূ-চক্র-পদ্ম-শম্পাণে, দেবেশ্বর!
রাক্ষসগণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ।
হে শস্তো! তুমি জগতের পিতা; স্মৃতরাং
অপর কেহই বাধা জন্মাইতে পারে না ।
নিশাচরগণ! অতি ভয়ানক; সেই জন্য
আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি । হে বিষ্ণো!
আপনার নাম সঙ্কীর্ণন প্রভাবে কণ

নাশং তথা সম্প্রতি যাস্তি বিকো
ধর্মাদি সত্যং ভবতীহ মুখ্যম্ ॥ ৩৫
বাস উবাচ ।

ইথং ভূতঃ স পিতৃভির্ধরনীধর
ভূষ্টস্তদাবিকৃতদিব্যমূর্তিঃ ।
কোকামুখে পিতৃগণং সলিলে নিমগ্নঃ

দেবো দদর্শ শিরসাথ শিলাং বহস্তম্ ॥ ৩৬
তঃ দৃষ্ট্বা সলিলে মগ্নঃ ক্রোড়রূপী জনার্দনঃ ।
ভীতঃ পিতৃগণং বিকুরুকর্তুং মতিরাদধে ॥ ৩৭
দংষ্ট্রাগ্রাণ সমাহত্য শিলাং চিক্বেপ শূকরঃ ।
পিতৃনাদায় চ বিভুরুজ্জহার শিলাতলাৎ ॥ ৩৮
বরাহদংষ্ট্রাসংলগ্নাঃ পিতরঃ কনকোজ্জ্বলাঃ ।
কোকামুখে গতভয়াঃ ক্রুতা দেবেন বিকুনা ॥ ৩৯
উক্লত্য চ পিতৃন দেবো বিকৃতীর্থে তু শূকরঃ ।
দদৌ সমাহিতস্তেভ্যো বিকুলোহাগলে জলম্
ততঃ স্বরোমসভুতান্ কুশানাদায় কেশবঃ ।

মাত্রেই নিশাচরেরা বিজ্ঞাবিত হয়, ভূতগণ
পলায়ন করে, অরিগণ নাশ পায়, আর
ধর্ম ও সত্যাদি স্মৃতিসকল উদ্ধৃত হইয়া
থাকে। বাস বলিলেন,—দেব ধরনীধর
পিতৃগণ কর্তৃক এইরূপ ভূত হইয়া সন্তুষ্ট
হইলেন এবং দিব্যমূর্তিতে আবির্ভূত
হইয়া সেই কোকামুখে সলিলমধ্যে মস্তক
দ্বারা শিলাবহনকারী পিতৃগণকে দেখিতে
পাইলেন। লোকপালক বরাহরূপী বিকু সেই
পিতৃগণকে ভীত ও জলমগ্ন দর্শনে তাঁহা-
দিগের উদ্ধার কামনায় দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা
সেই শিলাখণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিলেন
এবং শিলাতল হইতে তাঁহাদিগকে লইয়া
তীরে উত্থান করিলেন। বরাহ-দংষ্ট্রা
সংলগ্ন কনকোজ্জ্বল পিতৃগণ তখন পরম
শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা দেব
বিকু কর্তৃক এইরূপে নির্ভয় হইয়াছিলেন।
কোকামুখ বিকৃতীর্থে নামক স্থানে বরাহ-
দেব পিতৃগণকে উদ্ধার করেন; এবং
লোহাগল তীর্থে তাঁহাদিগকে জল দান
করিয়াছিলেন ৷৩১—৪০। পরে বরাহরূপী

খেদোক্তবাংস্তিলাঃশৈব চক্রে চোপু কনুস্তমম্ ১
জ্যোতিঃ সূর্য্যপ্রভঃ কৃষ্ণা পাত্রঃ তীর্থক
কামিকম্ ।

স্থিতঃ কোটিবটস্তাধো বারি গন্ধাধরঃ শুচি ॥
তুঙ্গকূটাৎ সমাদায় যজ্ঞীয়ানোষধীরসান্ ।
মধুকীররসান্ গন্ধান্ পুষ্পধূপান্নলেপনান্ ৷৪৩
আদায় ধেনুং সরসো রত্নাস্তাদায় চার্নবাৎ ॥
দংষ্ট্রায়োন্নিখ্য ধরনীমভ্যুক্ষ্য সলিলেন চ ॥ ৪৪
ঘর্ষোক্তবেনোপলিপ্য কূশৈরুন্নিখ্য তাং পুনঃ ।
পরিণীয়োন্ম কৈনৈনামভ্যুক্ষ্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৫
কুশানাদায় প্রাগগ্রামোমকুপান্তরস্থিতান্ ।
ঋষীনাহুয় পশুচ্ছ করিষ্যে পিতৃতর্পণম্ ॥ ৪৬
তৈরপ্যুক্তে কুরুষেতি বিধানদেবাংস্ততোবিভুঃ
আহুয় মন্ত্রতন্ত্বেবাং বিষ্টরাণি দদৌ প্রভুঃ ॥৪৭
আহুয় মন্ত্রতন্ত্বেবাং বেদোক্তবিধিনা হরিঃ ।

কেশব নিজ রোমসভূত কুশসমূহ এবং
বেদজাত তিল সকল লইয়া তদ্বারা উত্তম
উচ্চা নির্মাণ করিলেন। তিনি তদ্বারা
সেই স্থান সূর্যালোকবৎ আলোকিত
করিয়া কামাকুরূপ তীর্থকেই পাত্র করত
শুচি গন্ধাজল ধারণপূর্বক কোটিবটের
অধোভাগে অবস্থান করিলেন। তিনি
তুঙ্গকূট হইতে যজ্ঞীয় ওষধিরস, মধু, তুঙ্গ,
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও অন্নলেপনাদি আহরণ
করিলেন; একটী ধেনু এবং সমুদ্র হইতে
বিবিধ রত্নও আনয়ন করিলেন; পরে
দংষ্ট্রা দ্বারা তদ্রূপ ভূমি উন্নিখিত করিয়া
জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিলেন। পরে
ঘর্ষোক্তব তিল দ্বারা উপলেপনপূর্বক
কুশ দ্বারা পুনরায় মার্জন করিয়া উষ্মক
দ্বারা পরিশোধন করিলেন। অনন্তর গোম-
কুপমধ্যগত কুশ গ্রহণপূর্বক পূর্বাগ্র
করিয়া আকৃত করত ঋষিগণকে আহ্বা-
নাঙ্কে “পিতৃতর্পণ করিব?” এইরূপ প্রশ্ন
করিলেন। ঋষিগণ “ককন” বলিয়া অমুজ্ঞা
প্রদান করিলে সেই বিকু বেদোক্ত বিধানা-
নুসারে বিধিদেবগণকে আহ্বানান্তে মন্ত্র

অকর্তৈর্দেবতারকাং চক্রে চক্রগদাধরঃ ॥৪৮
 অকতাস্ত যবৌষধ্যঃ সৰ্বদেবাংশসম্ভবাঃ ।
 রক্ষন্তি সৰ্বত্র দিশো রক্ষার্থং নির্মিতা হি তে
 দেবদানবদৈত্যেযু যক্ষরক্ষঃসু চৈব হি ।
 নহি কশ্চিৎ কয়ং তেষাং কর্তুঃ শক্তঃ চরাচরে ॥
 ন কেনচিৎকতা যন্তাস্তস্মাস্তে হৃকতাঃ কৃতাঃ
 দেবানাং তে হি রক্ষার্থং নিযুক্তা বিকুনা পুরা
 কুশগন্ধযবৈঃ পুষ্পৈরর্ঘ্যং কৃত্বা চ শূকরঃ ।
 বিশেষ্যো দেবেভ্য ইতি ততস্তান্ পর্যাপৃচ্ছত
 পিতৃনাবাহয়িষ্যামি যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ।
 আবাহয়ন্তেতি চ তৈরুক্তস্তাবাহয়চ্ছৃটিঃ ॥ ৫৩
 শ্লিষ্টমূল্যগ্রন্থাঃ সত্যান বেদ বেদবিৎ ।
 জানাবারোপ্য হস্তস্ত দদৌ সব্যেন চাসনম্ ॥
 তথৈব জাহ্নুসংস্থেন করৈর্নৈকেন তান্ পিতৃন ।
 বারাহঃ পিতৃবিপ্রাণামাশ্ব ন ইতীরয়ন ॥ ৫৫

বারা বিষ্ণুর দান করিলেন। তার পর
 সেই চক্রগদাধর অকত দ্বারা দেবতা
 রক্ষা বিধান করিলেন। ওষধি মধ্যে
 যবদিগকে অকত বলা যায়; উহার সমস্ত
 দেবগণের অংশে উপন্ন। যব সকল সৰ্ব
 দিক্ রক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়; রক্ষার্থই উহার
 নির্মিত হইয়াছে। চরাচর মধ্যে দেব,
 দানব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি কেহই যব
 কয় করিতে শক্ত হয় না এবং কাহারও
 দ্বারা ক্ষত হয় নাই বলিয়াই উহাদিগকে
 অকত বলা হইয়া থাকে; পূর্বে বিষ্ণু
 দেবগণের রক্ষার্থ উহাদিগকে নিযুক্ত
 করিয়াছেন। বরাহদেব, বিশ্বদেবগণের
 উদ্দেশে কুশ, গন্ধ, যব ও পুষ্প দ্বারা
 অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান
 করিলেন,—“যাহারা দিব্য ও যাহারা মানুষ,
 আমি সেই পিতৃগণকে আবাহন করিব?”
 পিতৃগণ “আবাহন করুন,” এইরূপ অমুজ্ঞা
 করিলে সেই বেদবিধানজ্ঞ বরাহদেব
 জাহ্নুতে হস্তার্পণপূর্বক বাম হস্ত দ্বারা তিল-
 যুক্ত মিলিত-মূল্যগ্র কুশ সহযোগে আসন
 প্রদান করিলেন। সেই বরাহদেব পূর্ববৎ

অপহতেতু্যবাটৈব রক্ষণং চাপসব্যতঃ ।
 কৃত্বা চাবাহনং চক্রে পিতৃণাং নামগোত্রতঃ ॥৫৬
 পিতরোহত্র মনোজবা আগচ্ছত ইতীরয়ন ।
 সংবৎসরৈরিত্যদৌর্য্যততোহর্ঘ্যং তেষু বিস্তসেৎ
 যান্তিষ্ঠন্ত্যয়তা বাচো যন্মোতি চ পিতুঃ পিতুঃ ।
 যন্মে পিতামহেত্যেবং দদাবর্ঘ্যং সমাহিতঃ ॥ ৫৮
 যন্মে প্রপিতামহেতি দদৌ চ প্রপিতামহে ।
 কুশগন্ধতিলোন্মিশ্রং সপুষ্পমপসব্যতঃ ॥ ৫৯
 তদন্যাতামহেভ্যস্ত বিধিঃ চক্রে জনাৰ্দ্ধিনঃ ।
 তানর্চ্য ভূয়ো গন্ধাদৈর্ধূপং দত্ত্বা তু ভক্তিতঃ
 আদিত্যা বসবো কৃত্বা ইত্যাচ্চাৰ্য্য জগৎপ্রভুঃ ॥
 ততশ্চারং সমাদায় সর্পিষ্ঠিলকুশাকুলম্ ॥ ৬১
 বিধায় পাশ্রে তট্টৈব পর্যাপৃচ্ছন্ততো মুনীন ।
 অগ্নৌ করিষ্য ইতি তৈঃ কুরুষেতি চ গোদিতঃ
 আহতিত্রিতয়ং দদ্যাৎ সোমায়ার্ঘ্যমায় চ ।
 যে মামকেতি চ জপেদ্যজুঃসম্বন্ধমচ্যুতম্ ॥৬৩

অপসব্য ক্রমে জানুস্থিত হস্ত দ্বারা পিতৃ-
 বিপ্রগণকেও “আশ্বাস্তু নঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে
 আবাহনপূর্বক “অপহত” ইত্যাদি মন্ত্রো-
 চ্চারণান্তে রক্ষা বিধান করিয়া নাম গোত্র
 উল্লেখ সহকারে “মনোবৎ বেগগামী পিতৃ-
 গণ সংবৎসরে এখানে আগমন করুন।”
 বলিয়া পিতৃগণের আবাহন করিলেন,
 পরে তাঁহাদিগের উদ্দেশে অর্ঘ্য বিস্তার
 করত সমাহিতচিত্তে “আমার পিতার, পিতা-
 মহের ও প্রপিতামহের—যে অমৃতময় বাক্য
 আছে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে কুশ, গন্ধ,
 পুষ্প ও তিলমিশ্রিত অর্ঘ্য প্রদান করিয়া
 মাতামহদিকেও উক্ত প্রকারেই অর্ঘ্য দান
 করিলেন। পরে ভক্তি সহকারে গন্ধ
 ধূপাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চনা করিয়া,
 “আদিত্য, বসু, ক্রতুগণ” ইত্যাদি মন্ত্রে
 স্তুত-তিল-কুশযুক্ত অন্ন লইয়া পাশ্রে স্থাপ-
 নাতে মুনীগণকে “অগ্নিতে করিব?” এই
 প্রশ্ন করিলে “করুন” এই অমুজ্ঞা পাইয়া
 সোম, অগ্নি ও যমকে তিনটি আহতি দান
 করিলেন। হে দ্বিজগণ! পরে “যাহারা

হতাবশিষ্টঞ্চ দদৌ নামগোত্রসমবিতম্ ।
 "ত্রিরাহিতিকমৈকৈকঃ পিতরং তু প্রতি দ্বিজাঃ ॥
 অতোহবশিষ্টমন্নাদ্যং পিণ্ডপাত্রে তু নিক্ষিপেৎ
 ততোহন্নং সরসং স্বাহ্ দদৌ পায়সপূৰ্ব্বকম্ ॥৬৫
 প্রত্যগ্রমেকদা স্নিগ্ধমপৰ্য্যুষিতমুত্তমম্ ।
 অন্নশাকং বহুফলং যদুরসমমৃতোপমম্ ॥ ৬৬
 যদ্ব্রাহ্মণেষু প্রদদৌ পিণ্ডপাত্রে পিতৃংস্তথা ।
 দেবপূৰ্ব্বং পিতৃষন্নমাজাপ্লুতং মধুক্ৰিতম্ ॥ ৬৭
 মজ্জিতং পৃথিবীতোব্যং মধুবাতে ত্যচং জগৌ ।
 ভূজানেষু তু বিপ্রেষু জপন্বৈ মজ্জপঞ্চকম্ ॥৬৮
 যন্তে প্রকারমারভ্য নাধিকং তে ততো জগৌ
 ত্রিমধু ত্রিসুপর্ণঞ্চ বৃহদারণ্যকং তথা ।
 জজ্ঞাপ বৈষাং জাপ্যন্তু সূক্তং সৌরং সপৌরুষম্
 ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু পৃষ্ট্বা তৃপ্তা স্ব ইত্যুত ॥৭০
 তৃপ্তাঃ স্মেতি সক্রতোয়ং দদৌ মৌনবিমোচনম্
 পিণ্ডপাত্রং সমাদায় চ্ছায়ায়ৈ প্রদদৌ ততঃ ॥৭১

আমার" ইত্যাদি সপ্ত মজ্জ পাঠপূৰ্ব্বক নাম
 গোত্র উচ্চারণান্তে পিতৃগণের প্রত্যেককে
 সেই হতাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা তিন তিনটি
 আহুতি দান করিলেন। তারপর সেই
 অবশিষ্ট অন্নাদি পিণ্ডপাত্রে নিক্ষেপ করি-
 লেন। অনন্তর অন্ন শাক, বহু ফল ও
 পায়সাদি উপকরণ সহ একদা-পক অভিনব
 অপৰ্য্যুষিত সরস স্বাহ্ অন্ন লইয়া ঘৃত ও
 মধু দ্বারা আপ্লুত করিয়া পিণ্ডপাত্রে স্থাপন-
 পূৰ্ব্বক "পৃথিবী" ইত্যাদি মজ্জ পাঠান্তে
 প্রথমে দেব ও ব্রাহ্মণগণকে এবং পরে পিতৃ-
 গণকে দান করিলেন, এবং "মধুবাতে"
 মজ্জ তিন বার পাঠ করিলেন। তাঁহারা
 ভোজন করিতে থাকিলে সেই প্রভু বরাহ
 "যন্তে প্রকার" ইত্যাদি পাঁচটি মজ্জ 'ত্রিমধু,'
 'ত্রিসুপর্ণ' 'বৃহদারণ্যক' 'সৌর সূক্ত' 'পুরুষ
 সূক্ত' প্রভৃতি পাঠ করিলেন। তাঁহাদিগের
 ভোজন হইলে "আপনারা তৃপ্ত হইলেন?"
 এই প্রশ্ন করিলেন; তাঁহারাও "তৃপ্ত
 হইয়াছি" এই প্রত্যুত্তর করিলেন। তখন
 তাঁহাদিগকে মৌনভঙ্গার্থ একবার জল

সা তদন্নং দ্বিধা কৃত্বা ত্রিধৈকৈকমধাকরোৎ ।
 বারাহো ভূমথোল্লিখ্য সমাচ্ছাদ্য কুশৈরপি ॥৭২
 দক্ষিণাগ্রান্ কুশান্ কৃত্বা তেষামুপরি চাসনম্ ।
 সতিলেষু সমূলেষু কুশেষেব তু সংশ্রয়ঃ ॥ ৭৩
 গন্ধপুষ্পাদিকং কৃত্বা ততঃ পিণ্ডং তু ভক্তিতঃ ।
 পৃথিবী দধীরিত্যুক্তা পিণ্ডং পিত্রে প্রদত্তবান্ ॥
 পিতামহাঃ প্রপিতামহাস্তথৈতি চাতুরিকতঃ ।
 মাতামহানামপোবং দদৌ পিণ্ডান্ স শূকরঃ ॥৭৫
 পিণ্ডনিৰ্ব্বাপণোচ্ছিষ্টমন্নং লেপভুজেষদাৎ ।
 এতচ্চঃ পিতরিত্যুক্তা দদৌ বাসাংসি ভক্তিতঃ
 দ্বাঙ্গুলজানি শুক্রানি ধৌতান্নভিনবানি চ ।
 গন্ধপুষ্পাদিকং দত্ত্বা কৃত্বা চৈষাং প্রদক্ষিণাম্ ॥৭৭
 আচম্যচাময়েদ্বিপ্রান্ পৈতৃনানাদৌ ততঃ সুরান্
 ততস্তত্ত্বাক্য তাং ভূমিং দধাপঃ স্তূমনোহকতান্
 সতিলাসু পিতৃষাদৌ দত্ত্বা দেবেষু সাক্ষতম্ ।

দান করিলেন। অনন্তর প্রভু পিণ্ডপাত্র
 লইয়া নিজ পত্নী ছায়াকে দিলেন; ছায়া
 সেই অন্ন দুই ভাগ করিয়া তাহা আর
 তিন তিন ভাগ করিলেন। বরাহদেব
 সেই ভূমি পরিষ্কার করিয়া দক্ষিণাগ্র সমূল
 সতিল কুশ দ্বারা আচ্ছাদনপূৰ্ব্বক ততুপরি
 আসন-স্থাপনান্তে গন্ধ পুষ্পাদি প্রদান-
 পূৰ্ব্বক ভক্তি সহকারে "পৃথিবী দধীঃ"
 বলিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,
 প্রত্যেককে পাত্র স্পর্শ না করিয়াই প্রদান
 করিলেন এবং মাতামহদিকেও উক্ত
 প্রকারেই পিণ্ড দান করিলেন।৪১—৭৫।
 পরে, পিণ্ডনিৰ্ব্বাপণের অবশেষ লইয়া
 লেপভুজ পিতৃগণকে দানান্তে ভক্তিসূক্ত-
 চিত্তে "এতচ্চঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গুলিষয়
 দ্বারা রচিত, শুক্র, অভিন্ন, ধৌত বসন
 দান করিলেন। তদনন্তর আচমনপূৰ্ব্বক
 প্রথমে পিতৃগণকে ও তৎপরে দৈব ব্রাহ্মণ-
 গণকে আচমনীয় দানে আচমন করাইয়া
 সেই ভূমির অভ্যুক্ষণ করিয়া পুষ্প ও
 অক্ষতযুক্ত জল দান করিলেন। অতঃপর
 পিতৃপক্ষে সতিল জল ও দেবপক্ষে সাক্ষত

অক্ষযাঃ নস্তিতি পিতৃন্থীয়াতামিতি দেবতাঃ
 শ্রীণয়িত্বা পরায়ুত্যা ত্রির্জপেচ্চাঘমর্ষণম্ ।
 ততো নিবৃত্য তু জপদ্বয়ে নাম ইতীরয়ন ॥ ৮০ ॥
 গৃহাঙ্গঃ পিতরো দত্ত ধনধান্ত প্রপূরিতান্ ।
 অর্ঘ্যপাত্রাণি পিণ্ডানামস্তরে স পবিত্রকান্ ॥ ৮১ ॥
 নিক্ষিপ্যোর্জং বহন্তীতি কোকাতোয়মথো

২৩পং ।

হিমকীরঃ মধুতিলান্ পিতৃণাং তর্পণং দদৌ ॥ ৮২ ॥
 বহন্তীত্যুক্তে পৈতৃকেষু সোহপরাক্লেহবতর্পয়ন
 রজতং দক্ষিণাং দত্তা বিপ্রান্ দেবো গদাধরঃ ॥
 সংবিভাগং মনুষ্যেভ্যো দদৌ স্বদিতি চার্কবন ।
 কচ্চিৎ সম্পন্নমিত্যুক্তা প্রত্যুক্তস্তৈর্দ্বিজোক্তমাঃ
 অভিরম্যতামিত্যুবাচ প্রোচুস্তেহভিরতাঃ স্ব বৈ
 শিষ্টমন্নঞ্চ পপ্রচ্ছ তৈরিষ্টৈঃ সহ চোদিতঃ ॥ ৮৩ ॥

জল দ্বারা “অক্ষযাঃ নোহস্ত” বলিয়া অক্ষযা
 দানপূর্বক “শ্রীযস্তাঃ” বলিয়া দেবতাগণের
 শ্রীতি সাধন করিয়া প্রত্যাবর্তন করত
 তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিলেন ।
 তৎপরে “যন্মে নাম” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে
 “পিতৃগণ আমাদিগের গৃহ ধনধান্তে পূরিত
 করিয়া দিউন” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া
 পিণ্ড সকলের মধ্যে সপবিত্র অর্ঘ্যপাত্র
 নিক্ষেপ করিলেন এবং “উর্জং বহন্তীঃ”
 ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া কোকাজলধারা
 প্রদান করিলেন । অনন্তর সেই অপরাহ্ন
 কালে মধু-তিলযুক্ত অতি স্নিগ্ধ জল
 দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিয়া বিপ্রগণকে
 রজত দক্ষিণা দান করিলেন; বিপ্রগণ
 ‘স্বস্ত’ বালিলে, দেব গদাধর “স্বদত্ত”
 বলিয়া মনুষ্যগণকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি বিভাগ
 করিয়া দিয়া “সম্পন্ন হইয়াছে কি?” এ-
 প্রশ্ন করলে বিপ্রগণ তাহাতে অনুমোদন
 করিলেন । তখন বরাহ দেব ব্রাহ্মণগণকে
 “অভিরম্যতাঃ” বলিলে তাহারাজ “অভি-
 রতাঃ স্বঃ” বলিলেন; “শেষ অন্ন কি
 করিব?” এই প্রশ্ন করিলে তাহারাজ “ইষ্ট-
 জন সহ ভক্ষণ কর” এইরূপ বলিলেন ।

পাণাবাদায় তান্ বিপ্রান্ কুর্যাদন্নগতস্তদা ।
 বাজে বাজে ইতি পঠন্বহির্বেদি বিনির্গতঃ ॥ ৮৬ ॥
 কোটিতীর্থজলেনাসাবপসব্যঃ সমুৎক্ষিপন ।
 অলগ্নান্বিপুলান্বালান্ প্রার্থয়ামাস চাশিষম্ ॥
 দত্তিরো নোহভিবর্কস্তাং তৈস্তথেনি সমীরিতঃ
 প্রদাক্ষণমুপাবৃত্য কৃতা পাদাভিবাদনম্ ।
 আসনান দদৌ দৈবাঃ ছাদয়ামাস শূকরঃ ॥ ৮৮ ॥
 ব্রাহ্ম্যতাং প্রাবিশ্বাথ পিণ্ডং জগ্ৰাহ মধ্যমম্ ।
 ছায়াময়ী মহী পত্নী তন্ত্ৰৈ পণ্ডমদাং প্রভুঃ ।
 আধত্ত পিতরো গর্ভমিত্যুক্তা সাপি রূপিনী ॥
 পিণ্ডং গৃহীত্বা বিপ্রাণাঞ্চক্রে পাদাভিবন্দনম্ ।
 বিসর্জনে পিতৃণাং স কর্তুকামশ্চ শূকরঃ ॥ ৯১ ॥
 কোকা চ পিতরশ্চৈব প্রোচুঃ স্বার্থকরং বচঃ ।
 শপ্তাশ্চ ভগবন্ পূর্ষং দিবস্থা হিমতান্ননা ॥ ৯২ ॥
 যোগভ্রষ্টা ভবিষ্যধ্বং সর্ব এব দিবশ্চ্যুতাঃ ।
 তদেবং ভবতা ত্রাতাঃ প্রবিশন্তো রসাতলম্ ।
 যোগভ্রষ্টাংশ্চ বিশেষান্তত্যাঙ্কুর্যোগরাক্ষসঃ ।

পরে ব্রাহ্মণগণকে পাণিতে গ্রহণ করত
 “বাজে বাজে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক
 বোদর বহির্ভাগে যাইলেন । পরে কোটি-
 তীর্থ জল দ্বারা অপসব্যে সমুৎক্ষেপণপূর্বক
 স্নানান্তে “আমাদিগের দাতার্য বুদ্ধি পাউক”
 এই অনীর্বাদ প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণেরা
 “তাহাই হউক” বলিয়া অনুমোদন করিলে
 প্রদাক্ষণপূর্বক পাদবন্দনকরিয়া আসনাচ্ছাদ-
 নাদি দান করিলেন । ৮৬—৮৮। পরে তাহা-
 দিগকে ব্রাহ্ম্য করাইয়া মধ্যম পিণ্ডটি গ্রহণ
 করত ছায়াময়ী পত্নী মহীকে তাহা দান করি-
 লেন; রূপবতী মহীও “পিতৃগণ গর্ভাধান
 করুন” বলিয়া পিণ্ডটি লইয়া দ্বিজগণের পাদ
 বন্দনা করিলেন । পরে ভগবান্ বরাহ পিতৃ-
 গণের বিসর্জনে উত্তম করিলে কোকা এবং
 পিতৃগণ তাহাকে এই স্বার্থসাধক কথা কহি-
 লেন যে,—ভগবন্! আমরা পূর্বে চন্দ্র কর্তৃক
 “তোমরা সকলে যোগভ্রষ্ট ও স্বর্গবিচ্যুত
 হইবে” এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া রসাতলে
 যাইতেছিলাম, আপনি ত্রাণ করিলেন

তন্তে ভূয়োহভিরক্ষন্ত বিধে দেবা হি নঃ সদা
স্বর্গং যান্তাম্যচ বিভো প্রসাদাং তব শূকর ।
যমোহধিদেবোহম্যাকঞ্চ ভবতুচ্যুত যোগধুক্ ॥
যোগাধারস্তথা সোমস্ত্রায়তে ন কদাচন ।
দিবি ভূমৌ সদা বাসো ভবতুশ্মাসু যোগতঃ ॥
অস্তরিক্ষে চ কেশাঞ্চিন্নাসং পুষ্টিস্থখাস্ত নঃ ।
উজ্জা চেয়ং হি নঃ পত্নী স্বধানাম্মা তু বিজ্ঞতা ॥
ভবত্বেষেব যোগাঢ্যা যোগমাতা চ খেচরৌ ।
ইত্যেবমুক্তঃ পিতৃভির্বারাহো ভূতভাবনঃ ॥
প্রোবাচাথ পিতৃনবিস্তৃস্তাঞ্চ কোকাঃ মহানদীম্
যজ্ঞস্ত ভবন্তির্মে সর্বমেতন্তবিষ্যতি ॥ ৯৯
যমোহধিদেবো ভবতাং সোমঃ স্বাধ্যায় ঈরিতঃ
অধিযজ্ঞস্তথৈবাগ্নিভবতাং কল্পনা দ্বিমম্ ॥ ১০০
অগ্নির্বাযুশ্চ সূর্য্যশ্চ স্থানং হি ভবতামিতি ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ভবতামধিপুরুষাঃ ॥ ১০১
আদিত্যা বসবো রুদ্রা ভবতাং মূর্ত্তয়ন্তিমাঃ ।

যোগরক্ষক বিশ্বদেবগণ আমাদিগকে ত্যাগ
করায় আমরা যোগব্রষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে হে
বরাহ দেব ! আপনার প্রসাদে বিশ্বদেবগণ
আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমরা যেন
স্বর্গে যাইতে পারি। যোগশালী যম দেব
আমাদিগের অধিপতি হউন। আর
যোগাধার সোম যেন আমাদিগকে সর্বদা
রক্ষা করেন। যোগসমর্থ্যে আমাদিগের স্বর্গে
ও ভূতলে বাস করিবার শক্তি হউক, কাহার
কাহারও এক মাস কাল আকাশমণ্ডলে বাস
নির্দিষ্ট হউক। আমাদিগের পুষ্টিলাভ হউক
এবং এই স্বধা নামে বিখ্যাতা উজ্জা আমা-
দিগের পত্নী হউন। ইনি যোগমাতা
যোগাঢ্যা ও আকাশচাবিনী হউন। ভূতভাবন
বরাহরূপী বিষ্ণু এইরূপ উক্ত হইয়া পিতৃ-
গণকে ও মহানদী কোকাকে কহিলেন,—
আপনারা যাহা বাললেন, সে সমস্তই হইবে।
যম আপনাদিগের অধিদেব, সোম স্বাধ্যায়
এবং অগ্নি অধিযজ্ঞ হইবেন। অগ্নি, বায়ু ও
সূর্য্য আপনাদিগের বাসস্থান নিরূপিত হইল।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র আপনাদিগের অধি-

যোগিনো যোগদেহাশ্চ যোগধারাশ্চ সুরতাঃ
কামতো বিচারিষ্যধ্বং কলদাঃ সর্বজন্তুষু ।
স্বর্গস্থানরকস্থাশ্চ ভূমিস্থাশ্চ চরাচরান্ ॥ ১০৩
নিজযোগবলে নৈবাপ্যায়িষ্যধ্বমুত্তমাঃ ।
ইয়মুজ্জা শশিসুতা কৌলানমধ্বাংগ্রহা ॥ ১০৪
ভাবিষ্যতি মহাভাগা দক্ষস্ত দ্বাহিতা স্বধা ।
তত্রেষাং ভবতাং পত্নী ভাবিষ্যতি বরাননা ॥
কোকা নদীতি বিখ্যাতা গিরিরাজসমাশ্রিতা ।
তীর্থকোটিমহাপুণ্যা মদ্রপপরিপালিতা ॥ ১০৬
অস্ত্রামদ্য প্রভৃতি বৈ নিবৎস্ত্রাম্যঘনাশকং ।
ববাহদর্শনং পুণ্যং পূজনং ভুক্তিমুক্তিরম্ ॥ ১০৭
কোকাসনিলপানঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ।
তীর্থেষাপ্রবনং পুণ্যমুপবাসশ্চ স্বর্গদঃ ॥ ১০৮
দানমক্ষয়ামুদিতং জন্মমৃত্যুজরাপহম্ ।
মাষে মাস্ত্রাসিতে পক্ষে ভবান্তিকুড়পক্ষয়ে ॥ ১০৯
কোকামুখমুপাগমা স্বাতব্যাং দিনপককম্ ।

পুরুষ হইলেন। আদিত্য, বায়ু ও রুদ্রগণ
আপনাদিগের মূর্ত্তি নির্বাচিত রহিলেন।
আপনারা যোগী, যোগাধার ও যোগদেহ
হইবেন, এবং সর্বপ্রাণীর কামকলদানার্থ
যথাকাম বিচরণ করিতে পারিবেন। আপ-
নারা স্বর্গস্থ, নরকস্থ, ভূমিস্থ, চরাচর
মাত্রকেই নিজ যোগবলে আপ্যায়িত করিতে
পারিবেন। এই জল-মধুময়-দেহা চন্দ্রতনয়া
উজ্জা দক্ষ কন্যা বরাননা স্বধা হইয়া জন্ম-
লাভ করত আপনাদিগের পত্নী হই-
বেন। ৮৯—১০৫। গোবৎসজাশ্রিতা এই
কোকানদী আমার রূপ দ্বাৰা পালিত
হইবেন। ইনি কোটি তীর্থের কল প্রদান
করবেন। আমি অগ্নি হইতে এখানে
নিত্য অবস্থান করিব। আমার সেই বরাহ-
মূর্ত্তি দর্শনে নরগণের পাপক্ষয় এবং ভুক্তি-
মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। কোকার ভলপান—
মহাপাতকনাশক, জলে স্নান—পূণ্যবদ্ধক, তীর্থে
উপবাস—স্বর্গদায়ক, দান অক্ষয় কলোৎ-
পাদক ও জন্ম-মৃত্যু-জরাপহারক হইবে।
আপনারা মাস মাসের রূপক্ষে একাদশী

তন্মিন্ কালে তু যঃ শ্রাদ্ধং পিতৃণাং নির্বপিত্যতি
প্রাপ্তকলভাগী স ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

একাদশীং দ্বাদশীঞ্চ স্বেয়মত্র ময়া সদা ॥ ১১১

যন্তজ্যোপবসেন্দ্রীমান্ স প্রাপ্তকলং লভেৎ ।

তদ্ব্রজধ্বং মহাভাগাঃ স্থানমিষ্টং যথেষ্টতঃ ॥

অহমপ্যত্র বৎসামীত্যুত্থা সোহন্তরধীয়ত ।

গতে বরাহে পিতরঃ কোকামামত্ৰ্য তে যথুঃ ॥

কোকাপি ভীর্থসহিতা সংস্থিতা গিরিরাজনি ।

ছায়া মহীময়ী ক্রোড়ী পিণ্ডপ্রাশনবৃংহিতা ॥ ১১৪

গর্ভমাদায় সশ্রদ্ধা বরাহশ্চৈব সুন্দরী ।

ততোহস্তাঃ প্রাভবৎ পুত্রো ভৌমশ্চ নরকাসুরঃ

প্রাগ্জ্যোতিষঞ্চ নগরমশ্ব দন্তঞ্চ বিষ্ণুনা ॥ ১১৫

এবং ময়োক্তং বরদশ্চ বিকোণঃ

কোকামুখে দিব্যবরাহরূপম্ ।

ঋত্বা নরন্ত্যক্তমনো বিপাপা

দশাশ্বমেধেষ্টিফলং লভেত ॥ ১১৬

ইতি শ্রীভ্রাত্তে শ্রাদ্ধবিধিধিকরণমেকোনবিংশা-

ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৯ ॥

হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত পাঁচ দিন এই
কোকামুখে আসিয়া বাস করিবেন। সেই
সময় যে জন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে, সে
পূর্বোক্তরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই।

একাদশী ও দ্বাদশীতে আমিও সর্বদা এখানে
থাকিব; যে ধীমান্ মানব তখন উপবাস
করিবে, সেও পূর্বোক্ত ফল পাইবে, অতএব
হে মহাভাগগণ! আপনারা যথেষ্ট প্রস্থান
করুন; আমিও এখানেই থাকিব। বরাহ
দেব এই বলিয়া অরুহিত হইলেন। তখন
পিতৃগণও কোকাকে আমন্ত্রণপূর্বক প্রস্থান
করিলেন। কোকাও নানাভীর্থ সহ সেই
গিরিবরেই রহিলেন। বরাহপত্নী ছায়া-
রূপিনী মহী সেই পিণ্ড ভোজন 'হেতু গর্ভ-
বতী হইয়া সানন্দচিত্তে কিয়ৎকাল পরে সেই
গিরিবরেই পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্রই
ভৌম নরকাসুর। বিষ্ণু তাহাকে প্রাগ্-
জ্যোতিষপুর প্রদান করেন। এই আমি
আপনাদিগের নিকট ভগবান বিষ্ণুর কোকা-

বিংশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

ভূয়ঃ প্রক্রহি ভগবন্ শ্রাদ্ধকল্পং সুবিস্তরাৎ ।

কথং ক চ কদা কেষু কৈস্তদক্রহি তপোধন ॥ ১

ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশাদূলাঃ শ্রাদ্ধকল্পং সুবিস্তরাৎ ।

যথা যত্র যদা যেন যৈর্জৈবৈস্তদ্বদাম্যহম্ ॥ ২

ব্রাহ্মণৈঃ কলিত্রৈবৈবৈশ্চৈঃ শ্রাদ্ধং শ্ববরণোদিতম্

কুলধর্ম্মমুত্তীর্ণভির্ভিতব্যং মন্ত্রপূর্বকম্ ॥ ৩

স্ত্রীভির্বর্গাবরৈঃ শূদ্রৈবিপ্রাণামনুশাসনাৎ ।

অমন্ত্রকং বিধিপূর্বং বহিঃপাণ্যবিবর্জিতম্ ॥ ৪

পুঙ্করাতিষু ভীর্থেষু পুণ্যেষায়তনেষু চ ।

মুখে বরাহরূপ-চরিত কীর্তন করিলাম;

ইহা শ্রবণে নর পাপহীন ও নির্মলান্তঃকরণ

হইয়া দশাশ্বমেধ-জনিত ফল প্রাপ্ত

হয়। ১০৬—১১৬।

একোনবিংশাদিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! পুনরায়
শ্রাদ্ধকল্পই শুনিতে ইচ্ছা করি; উহা কি
প্রকারে, কোন্ সময়ে, কোন্ স্থলে,
কোন্ দ্রব্য দ্বারা কাহার কর্তব্য?
ইত্যাদি বিস্তাররূপে কীর্তন করুন।
ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশাদূলগণ!
শ্রাদ্ধকল্প বিস্তাররূপেই শ্রবণ করুন; উহা
যখন, যে প্রকারে, যে স্থানে, যে দ্রব্য
দ্বারা, যাহার যাহার কর্তব্য, আমি তাহা
বলিতেছি। কুলধর্ম্মাচরণ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ,
কলিত্র ও বৈশ্বগণের পক্ষে উহা মজ্জানুসারেই
কর্তব্য। আর ব্রাহ্মণগণের অনুশাসন অনু-
সারে স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণের উহা অগ্নিপাক-
বর্জিত ও মন্ত্র ব্যতীত বিধিপূর্বক অহুত্রেয়।
হে দ্বিভগণ! পুঙ্করাতি ভীর্থ, পুণ্য-

শিখরেষু গিরীশ্রীনাং পুণ্যাদে শষু ভৌ দ্বিজাঃ
সরিংসু পুণ্যতোয়াসু নদেষু চ সরঃসু চ ।
সঙ্গমেষু নদীনাঞ্চ সমুদ্রেষু চ সপ্তসু ॥ ৫
স্বমূলিপ্তেষু গোহেষু শ্বেষবুজাপিতেষু চ ।
দিব্যপাদপমূলেষু যজ্ঞিয়েষু হৃদেষু চ ॥ ৭
শ্রাদ্ধমেতেষু দাতব্যং বর্জ্যমেতেষু চোচ্যতে ।
কিরাতেষু কলিঙ্গেষু কোঙ্কণেষু কুমিষপি ॥ ৮
দশার্ণেষু কুমার্যেষু তঙ্গণেষু ক্রথেষপি ।
সিন্ধোকৃতরকুলেষু নর্মদায়াং চ দক্ষিণে ॥ ৯
পূর্বেষু করতোয়ায়া ন দেয়ং শ্রাদ্ধমুচ্যতে ।
শ্রাদ্ধং দেয়মুশন্তীহ মাসি মাস্যুডুপক্ষয়ে ॥ ১০
পৌর্ণমাসেষু শ্রাদ্ধঞ্চ কর্তব্যমৃক্ষগোচরে ।
নিত্যশ্রাদ্ধমদৈবঞ্চ মনুষ্যৈঃ সহ গীয়তে ॥ ১১
নৈমিত্তিকং সুরৈঃ সার্কং নিত্যং নৈমিত্তিকং ত্বথ
কাম্যান্ততানি শ্রাদ্ধানি প্রতিসংবৎসরং দ্বিজৈঃ
বুদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কর্তব্যং জাতকর্মাদিকেষু চ ।
তত্র যুগ্মান দ্বিজানাহর্মজ্ঞপূর্বস্তু বৈ দ্বিজাঃ ॥ ১৩
কন্তাং গতে সবিতরি দিনানি দশ পঞ্চ চ ।

তোয়া নদী, নদ, সরোবর, নদীসঙ্গম, সপ্ত
সমুদ্র, স্বীয় কিছা অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত পরকীয়
স্বলিপ্ত গৃহ, দেবাধিষ্ঠান বৃক্ষের মূল, যজ্ঞিয়
স্থল ও হৃদ,—এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধ কর্তব্য ।
কিরাত, কলিঙ্গ, কোঙ্কণ, কুমি, দশার্ণ,
কুমার্য, তঙ্গণ, ক্রথ, সিন্ধুনদীর উত্তর কূল,
নর্মদার দক্ষিণ তীর ও করতোয়ার পূর্ব
তীর,—এই সকল প্রদেশে শ্রাদ্ধ করিবে
না । প্রতিমাসে চন্দ্রক্ষয়ে শ্রাদ্ধ করা
কর্তব্য । ১—১০ । নক্ষত্র বিশেষের
যোগে পূর্ণিমাতেও শ্রাদ্ধ বিহিত । নিত্য
শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ ও ব্রাহ্মণভোজনাদি
না করিলেও দোষ হয় না । নৈমিত্তিক
শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ আবশ্যিক । নিত্য, নৈমিত্তিক
ও কাম্য এই ত্রিবিধ শ্রাদ্ধের মধ্যে কাম্য-
শ্রাদ্ধ দ্বিজগণের পক্ষে প্রতিবৎসরই করা
কর্তব্য । জাতকর্মাদি উপলক্ষে বুদ্ধি-
শ্রাদ্ধও করা কর্তব্য । হে দ্বিজগণ ! বুদ্ধি
শ্রাদ্ধ যজ্ঞপূর্বক দুই দুইটা ব্রাহ্মণ স্থাপন

পূর্বেগৈবেহ বিধিনা শ্রাদ্ধং তত্র বিধীয়তে ॥ ১৪
প্রতিপদনলাভায় দ্বিতীয়া দ্বিপদপ্রদা ।
পুত্রার্থিনী তৃতীয়া তু চতুর্থী শক্রনাশিনী ॥ ১৫
শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যাং পুজ্যে
ভবেন্নরঃ ।
গণাধিপত্যং সপ্তম্যামষ্টম্যাং বুদ্ধিমুত্তম্যাম্ ॥ ১৬
শ্রিয়ো নবম্যাং প্রাপ্নোতি দশম্যাং পূর্ণকামতাম্
বেদান্তথাগ্নুয়াং সর্বানেকাদশ্যাং ক্রিয়াপরমঃ ॥
দ্বাদশ্যাং জয়লাভঞ্চ প্রাপ্নোতি পিতৃপূজকঃ ।
প্রজাবুদ্ধিঃ পশুং মেধাং স্বাতন্ত্র্যং পুষ্টিমুত্তম্যাম্ ॥
দীর্ঘায়ুরথবৈশ্বর্ঘ্যং কুর্বাণস্ত ত্রয়োদশীম্ ।
অবাগ্নোতি ন সন্দেহঃ শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমবিতঃ ॥ ১৯
যথাসম্ভবিমানেন শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমবিতঃ ।
যুবানঃ পিতরো যন্ত যুতাঃ শত্রেণ বা হতাঃ ॥
তেন কাধ্যাঃ চতুর্দশ্যাং তেষাং তৃপ্তিমভীপসতা ।
শ্রাদ্ধং কুর্বন্নমাবাস্তাং যত্নেন পুরুষঃ শুচিঃ ।
সর্বান কামানবাগ্নোতি স্বর্গং চানন্তমশ্রুতে ॥ ২১

প্রয়োজন । সূর্য্য কন্তারাশিস্থ হইলে পূর্ব
বিধান যতেই পঞ্চদশ দিবস শ্রাদ্ধ বিহিত
আছে । প্রতিপৎ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে ধন-
লাভ, দ্বিতীয়াতে জনলাভ, তৃতীয়াতে পুত্র-
প্রাপ্তি, চতুর্থীতে শক্রনাশ, পঞ্চমীতে স্বীলাভ,
ষষ্ঠীতে সম্মান, সপ্তমীতে আধিপত্য,
অষ্টমীতে উত্তম বুদ্ধি, নবমীতে স্বী, দশ-
মীতে কামনা, একাদশীতে বেদজ্ঞান,
দ্বাদশীতে জয়, এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ
করিলে মানব সম্মানবাহুল্য, পশু, মেধা,
স্বাধীনতা, উত্তমা পুষ্টি, দীর্ঘ আয়ু ও ঐশ্বর্য্য
লাভ করে ; যথাসম্ভব অন্ন দ্বারা শ্রদ্ধা
সহকারে শ্রাদ্ধ করিলে উত্তরূপ ফল প্রাপ্ত
হয় ; সন্দেহ নাই । যাহার পিতা অন্ন
বয়সেই শত্ৰুঘাতে বা অন্য কোন কারণে মৃত
হইয়াছে, সেই পিতার তৃপ্তার্থ চতু-
র্দশীতে শ্রাদ্ধ করা বিহিত । শুচি পুরুষ
অমাবস্যাতে সযত্নে শ্রাদ্ধ করিলে সর্বকাম-
লাভান্তে অনন্তকাল স্বর্গভোগ করে ।

অতঃপরঃ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শৃণুধ্বং বদতো মম ।
 পিতৃণাং ক্রীতয়ে যত্র যদেদং ক্রীতিকাশিলা ।
 মাসং তৃপ্তিঃ পিতৃণাম্ হবিষ্যামেন জায়তে ॥২২
 মাসদ্বয়ং মৎস্তমাংসৈস্তৃপ্তিঃ যান্তি পিতামহাঃ ।
 ত্রীন্ মাসান্ হারিণং মাংসং বিজ্ঞেয়ং

পিতৃতৃপ্তয়ে ॥ ২৪

পুত্রাতি চতুরো মাসান্ শশশ্চ পিশিতং পিতৃন
 শাকুনং পঞ্চ বৈ মাসান্ ষণ্মাসান্ শূকরামিষম্ ॥
 ছাগলং সপ্ত বৈ মাসানৈণেয়ং চাষ্টমাসকান্ ।
 করোতি তৃপ্তিঃ নব বৈ ক্রকমাংসং ন সংশয়ঃ
 গবাং মাংসং পিতৃতৃপ্তিঃ করোতি দশমাসিকীম
 তথৈকাদশ মাসাংস্ত ঔরভ্রং পিতৃতৃপ্তিদম্ ॥২৭
 সংবৎসরং তথা গবাং পয়ঃ পায়সমেব চ ।
 বাধীণসামিষং লোহং কালশাকং তথা মধু ॥২৮
 রোহিতামিষমরকং দস্তান্ত্যাকুলোত্তবৈঃ ।
 অনন্তং বৈ প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিযোগং সূতাংস্তথা
 পিতৃণাং নাত্র সন্দেহো গয়াশ্রাদ্ধঞ্চ ভো দ্বিজাঃ
 যো দদাতি শুভোনিশ্রাংস্তিলান্বা শ্রাদ্ধকর্ম্মণি
 মধু বা মধুমিশ্রং বা অক্ষয়ং সর্বমেব তৎ ॥ ৩০

১১—২১ । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! অতঃপর
 পিতৃগণের ক্রীত্যর্থ যাহা যে সময়ে দান করা
 কর্তব্য, বলিতেছি শ্রবণ করুন। হবিষ্যাম্ন
 দানে পিতৃগণের একমাস তৃপ্তি হয়; মৎস্ত-
 মাংস দ্বারা দুই মাস, হরিণ মাংসে তিন মাস,
 শশক-মাংসে চারি মাস, পক্ষিমাংসে পাঁচ
 মাস, (বস্ত্র) শূকর মাংসে ছয়মাস, ছাগ-
 মাংসে সাত মাস, এণমাংসে আট মাস,
 ক্রকমাংসে নয় মাস, গবদ মাংসে দশমাস,
 ঔরভ্র মাংসে একাদশ মাস, এবং গবা, দুগ্ধ ও
 পায়স দ্বারা পিতৃগণের একবৎসরব্যাপিনী
 তৃপ্তি হইয়া থাকে। বাধীণসমাংস, লোহ,
 কালশাক, মধু ও রোহিতমৎস্তযুক্ত অন্ন
 দানে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়; আর
 উহা দ্বারা শ্রাদ্ধকারীরও সুখবৃদ্ধি ঘটে।
 শ্রাদ্ধে শুভ, বা মধুমিশ্র তিল বা কেবল মধু
 দান করিলেও তাহার ফল অনন্ত। পিতৃ-
 গণ এইরূপ কামনা করেন যে,—আমাদের

অপি নঃ সঙ্কুলে ভূয়াদযো নো দদ্যাৎ
 জলাঞ্জলিষ্ ।

পায়সং মধুসংযুক্তং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥ ৩১
 এষ্টব্যাং বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ
 গোবীঃ বাপুয়স্বহেৎ কষ্ঠাং নীলং বা

বৃষমুৎস্রজেৎ ॥ ৩২

কৃত্তিকাসু পিতৃনর্চ্য স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৩
 অপত্যকামো রোহিণ্যাং সৌম্যে তেজস্বিতাং
 লভেৎ ।

শৌর্যমার্জাসু চাপ্নোতি ক্ষেত্রাণি চ পুনর্ব্বসৌ
 পুষ্যে তু ধনমক্ষয়াম্নেষে চাযুকস্তমম্ ।
 মঘাসু চ প্রজাং পুষ্টিং সৌভাগ্যং কান্তনৌষু চ
 প্রধানশীলো ভবতি সাপত্যশোভরাসু চ ।
 প্রযাতি শ্রেষ্ঠতাং শাস্ত্রে হস্তে শ্রাদ্ধপ্রদো নরঃ
 রূপং তেজশ্চ চিত্রাসু তথাপত্যমবাণুয়াৎ ।
 বাণিজ্যলাভদা স্বাতী বিশাখা পুত্রকামদা ॥৩৭
 কুর্ব্বন্তাং চানুরাধাসু তা দহ্যশ্চক্রবর্তিতাম্ ।
 আধিপত্যঞ্চ জ্যেষ্ঠাসু মূলে চারোগ্যমুত্তমম্

কুলে কি এমন সন্তান জন্মিবে যে,—আমা-
 দিগকে প্রতিদিবস জলাঞ্জলি দান, এবং
 বর্ষাকালে ও মঘা নক্ষত্রে মধুযুক্ত পায়স
 প্রদান করিবে? বংশের সকলেরই বহু
 পুত্র কামনা করা বিধেয়, কারণ তাহাদিগের
 মধ্যে যদি কেহ গয়াক্ষেত্রে গমন করে,
 গোবী (অষ্টবর্ষ) কষ্ঠা সম্প্রদান করে, কিম্বা
 নীলবৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে আমা-
 দিগের সুদীর্ঘ তৃপ্তি লাভ হইবে। ২২—
 ৩২। কৃত্তিকানক্ষত্রে পিতৃগণের অর্চনা
 করিলে মানব স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। রোহিণীতে
 সন্তান, মৃগশিরাতে তেজস্বিতা, আর্জায়
 শৌর্য, পুনর্ব্বসুতে ক্ষেত্র, পুষ্যায় অক্ষয়
 ধন, অশ্লেষায় দীর্ঘ আয়ু, মঘায় সন্তান-
 সন্ততি ও পুষ্টি, পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌভাগ্য,
 উত্তরফল্গুনীতে প্রাধান্য ও অপত্য, হস্তায়
 শাস্ত্রজ্ঞান, চিত্রায় রূপ, তেজ, ও সম্মান,
 স্বাতীতে বাণিজ্য লাভ, বিশাখায় পুত্র,
 অনুরাধায় রাজত্ব, জ্যেষ্ঠায় আধিপত্য,

আষাঢ়ায় যশঃপ্রাপ্তিকন্তরানু বিশোকতা ।
 শ্রবণেন শুভার্ত্তো কান্ধনিষ্ঠানু ধনঃ মহৎ ॥৩৯
 বেদবিষমভিজিতি ভিষকৃসিদ্ধিঞ্চ বাক্রণে ।
 অজ্ঞাবিকং প্রোষ্ঠপজ্ঞাং বিন্দেদগাশ্চতথোত্তরে ॥
 রেবতীষু তথা কুপ্যমখিনীষু তুরঙ্গমান ।
 শ্রাদ্ধঃ কুর্ক্সস্তথাপ্রোতি তরগীষাযুকৃতমম ॥৪১
 এবং ফলমবাপ্রোতি ঋক্বেদেষু তদ্বিৎ ।
 তস্মাৎ কাম্যানি শ্রাদ্ধানি দেয়ানি বিধিবদ্ভিজ্ঞাঃ
 কন্তারাগিগতে সূর্য্যে ফলমত্যন্তমিচ্ছতা ।
 যান্যান্ কামানভিধ্যায়ন্ কন্তারাগিগতে রবৌ
 শ্রাদ্ধঃ কুর্ক্সন্তি মনুজাস্তাংস্তান্ কামান্ ভন্তি তে
 নান্দীযুগানাং কর্তব্যং কন্তারাগিগতে রবৌ ॥
 পৌর্ণমাসান্তে কর্তব্যং বারাহবচনং যথা ।
 দিব্যভৌমাস্তরিকানি স্থাবরানি চরাণি চ ॥৪৫
 পিণ্ডমিচ্ছন্তি পিতরঃ কন্তারাগিগতে রবৌ ।
 কন্তাং গতে সবিতরি যান্তহানি তু ষোড়শ ॥

মূল্যে আরোগ্য, পূর্বাষাঢ়ায় যশ, উত্তরা-
 ষাঢ়ায় শোকাভাব, শ্রবণায় শুভলোক,
 ধনিষ্ঠায় বহু ধন, অভিজিৎনক্ষত্রে বেদ-
 জ্ঞান, শতভিষায় চিকিৎসকত্ব, পূর্বভাদ্রপদে
 ছাগাদি পশু, উত্তরভাদ্রপদে কাস্তি,
 রেবতীতে স্বর্ণ ও রজত ব্যতীত অপর ধাতু
 দ্রব্য, অশ্বিনীতে তুরঙ্গ, এবং তরগীতে
 শ্রাদ্ধ করিলে সুদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্তি হয়।
 হে দ্বিজগণ ! এই সকল বিশেষ বিশেষ
 কালে ইত্যাদিরূপ বিবিধ ফল হয় বলিয়া
 উহাতে যথাবিধি কাম্যশ্রাদ্ধ করা কর্তব্য।
 ৩৩ ৪২। বিশেষ ফলকামী মানব, সূর্য্য
 কন্তারাগিশিহ্ন হইলে শ্রাদ্ধ করিবে। তখন
 যে যে কামনায় শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহাই সকল
 হইয়া থাকে। বরাহদেব বলিয়াছেন,—
 সূর্য্য কন্তারাগিশিহ্ন হইলে পুর্ণিমায় নান্দী
 মুখ পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। সূর্য্য
 কন্তাহ্ন হইলে দিব্য, ভৌম ও অন্তরীক্ষগত
 স্থির চর সমস্ত পিতৃপুরুষই পিণ্ড কামনা
 করেন। সূর্য্য কন্তারাগিশিহ্ন হইলে
 (পুর্ণিমা হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত) ষোড়শ

ক্রতুভিষ্ঠানি তুল্যানি দেবো নারায়ণোহব্রবীৎ
 রাজসূয়াশ্চমেধাভ্যাং য ইচ্ছেদুর্লভং ফলম্ ॥
 অপ্যশ্বশাকমসাদৈঃ পিতৃন কন্তাগতেহর্চয়েৎ
 উত্তরাহস্তনক্ষত্রগতে তীক্ষ্ণাং শুমানিনি ॥ ৪৮
 যোহর্চয়েৎ স্বপিতৃন ভক্ত্যা তস্মৈ বাসস্ত্রিবিষ্টপে
 হস্তকর্গে দিনকরে পিতৃরাজানুশাসনাৎ ॥৪৯
 তাবৎ পিতৃপুরী শূন্তা যাবদ্বৃশ্চিকদর্শনম্ ।
 বৃশ্চিকে সমতিক্রান্তে পিতরো দৈবতৈঃ সহ ॥৫০
 নিশ্বস্ত প্রতিগচ্ছন্তি শাপং দত্ত্বা সূহঃসহম্ ।
 অষ্টকানু চ কর্তব্যং শ্রাদ্ধং মনুস্তরানু বৈ ॥৫১
 অষষ্টকানু ক্রমশো মাতৃপূর্ক্সং তদিস্যতে ।
 গ্রহণে চ ব্যতীপাতে রবিচন্দ্রসমাগমে ॥ ৫২
 জন্মক্ষে গ্রহপীড়য়াং শ্রাদ্ধং পার্শ্বগম্যচ্যতে ।
 অয়নদ্বিতয়ে শ্রাদ্ধং বিষবদ্বিতয়ে তথা ॥ ৫৩
 সংক্রান্তিষু চ কর্তব্যং শ্রাদ্ধং বিধিবদ্ভক্তমম্ ।
 এষ কাথ্যঃ দ্বিজাঃ শ্রাদ্ধং পিণ্ডনির্কোপণাদৃতে ॥

দিবস শ্রাদ্ধ করিলে ক্রতুসম ফল প্রাপ্ত
 হয়। দেব নারায়ণ বলিয়াছেন,—যে জন
 রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল কামনা
 করে, সে সূর্য্য কন্তাহ্ন হইলে শাক-মূল
 জল দ্বারাও পিতৃগণের অর্চনা করিবে।
 সূর্য্য উত্তরকন্তনী এবং হস্তানক্ষত্র হইলে যে
 জন ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণের অর্চনা করে,
 তাহার স্বর্গে বাস হয়। সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে
 যাইয়া যাবৎ বৃশ্চিকরাশিতে উদিত না
 হয়েন, তাবৎ যমরাজের আদেশে পিতৃপুরী
 শূন্ত থাকে। ঐ সময় মধ্যে শ্রাদ্ধ না করিলে
 সূর্য্য বৃশ্চিকরাশিগত হইলে পিতৃগণ দেব-
 গণসহ দীর্ঘ নিশ্বাস কেলিয়া শ্রাদ্ধকারী-
 দিগকে সুদারুণ শাপ প্রদানপূর্ব্বক প্রতি-
 গমন করেন। অষ্টকা, অষষ্টকা ও মনু-
 স্তরাত্তেও শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য; এই শ্রাদ্ধ
 মাতৃপূর্ব্বই বিধেয়। গ্রহণ, ব্যতীপাত,
 অমাবস্তা, জন্মনক্ষত্র, এবং গ্রহপীড়ায়
 পার্শ্বগম্য শ্রাদ্ধ করিতে হয়। দুই অয়ন
 সংক্রান্তি, দুই বিষুব সংক্রান্তি, এবং সাধারণ
 সংক্রান্তি যাজ্ঞেই যথাবিধি শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য

বৈশাখশ্চ তৃতীয়ায়াং নবম্যাং কার্ত্তিকশ্চ ৮ ।
 শ্রাদ্ধং কার্য্যন্ত শুক্লায়াং সংক্রান্তিবিধিনা নরৈঃ ॥
 ত্রয়োদশ্যাং ভাদ্রপদে মাঘে চন্দ্রকয়েহহনি ।
 শ্রাদ্ধং কার্য্যং পায়সেন দক্ষিণায়নবচ্চ তৎ ॥৫৬
 যদা চ শ্রোত্রিয়োহভ্যোতি গেহং বেদবিদগ্নিমান্
 তেনৈকেন চ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং বিধিবদ্ভূতম্ ॥ ৫৭
 শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যসম্প্রাপ্তির্যদা স্মাৎ সাধুসম্বতা ।
 পার্শ্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধং কার্য্যং তথা দ্বিজৈঃ ॥
 প্রতিসংবৎসরং কার্য্যং মাতাপিত্রোর্মৃতেহহনি ।
 পিতৃব্যস্তাপ্যপুত্রস্ত ভ্রাতৃর্জ্যেষ্ঠস্ত চৈব হি ॥৫৯
 পার্শ্বণং দেবপূর্ব্বং স্মাদেকোদ্বিষ্টং সূরৈর্কিনা ।
 হো দৈবে পিতৃকার্য্যে জীনেকৈকমুভয়ত্র বা ॥
 মাতামহানামপোবৎ সর্গমুহেন কীর্ত্বিতম্ ।
 প্রেতীভূতস্ত সততং ভুবি পিণ্ডং জনং তথা ॥
 সলিলং সকুশং দদ্যাদবহর্জলসমীপতঃ ।
 তৃতীয়েহহি চ কর্ত্তব্যং প্রেতাস্থিচয়নং দ্বিজৈঃ

হে দ্বিজগণ ! এ সকলে পিণ্ডদানরহিত
 শ্রাদ্ধ করাই বিশেষ ফলপ্রদ ১৪৩—৫৪ ।
 বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া, এবং কার্ত্তিক
 মাসের শুক্লা নবমীতে সংক্রান্তিবিধানে
 শ্রাদ্ধ করিবে । ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশী ও
 মাঘমাসের অমাবস্যাতে পায়স দ্বারা দক্ষিণা-
 যনবৎ শ্রাদ্ধ বরা বিধেয় । বেদবিৎ সাগ্নিক
 শ্রোত্রিয়, গৃহে অভ্যাগত হইলেও একমাত্র
 তাঁহার জন্তই শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য । যখন
 উত্তমোত্তম শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য লাভ হইবে, তখনও
 দ্বিজগণের পার্শ্বণ বিধানে শ্রাদ্ধ করা বিধেয় ।
 প্রতি সংবৎসর মাতা পিতা, পুত্র, পিতৃব্য,
 এবং ভ্রাতারও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য । পার্শ্বণ দেব-
 পূর্ব্বক এবং একোদ্বিষ্ট দেবপক্ষহীন করিবে ।
 দেব-পক্ষে দুইটি, পিতৃপক্ষে তিনটি, অথবা
 উভয়ত্রই এফ একটি (শ্রাদ্ধ নিমন্ত্রণ
 করিবে); মাতামহ পক্ষেও পিতৃপক্ষবৎ
 বুঝিবে । সমস্তই আমি আভাষে কীর্ত্তন
 করিলাম । প্রেতদ্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাহিরে
 জলসমীপে ছুতলে তিল-কুশ সহ জল ও
 পিণ্ড প্রদান করিবে । দ্বিজগণ তৃতীয়দিনে

দশাহে শ্রাদ্ধণঃ শুক্লা দ্বাদশাহেন কত্রিয়ঃ ।
 বৈশাখঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥৬৩
 স্মৃতকাস্তে গৃহে শ্রাদ্ধমেকোদ্বিষ্টং প্রচকতে ।
 দ্বাদশেহহনি মাসে চ ত্রিপক্ষে চ ততঃ পরম্
 মাসি মাসি চ কর্ত্তব্যং যাবৎ সংবৎসরং দ্বিজাঃ
 ততঃ পরতরং কার্য্যং সপিণ্ডীকরণং ক্রমাৎ ॥৬৫
 কৃতে সপিণ্ডীকরণে পার্শ্বণং প্রোচ্যতে পুনঃ ।
 ততঃ প্রভৃতি নির্মুক্তাঃ প্রেতহাং পিতৃভাংগতাঃ
 অমূর্ত্তা মূর্ত্তিমন্তশ্চ পিতরো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।
 নান্দীমুখাস্তমূর্ত্তাঃ স্ম্যমূর্ত্তিমন্তোহথ পার্শ্বণাঃ ।
 একোদ্বিষ্টাশনঃ প্রেতাঃ পিতৃণাং নির্ণয়স্ত্রিধা ॥
 মুনয় উচুঃ ।

কথং সপিণ্ডীকরণং কর্ত্তব্যং দ্বিজসত্তম ।
 প্রেতীভূতস্ত বিধিবদ্বাহি নো বদতাং বর ॥৬৮
 ব্যাস উবাচ ।

সপিণ্ডীকরণং বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং বদতো মম ।
 তচ্চাপি দেবরহিতমেকার্ঘ্যৈকপবিত্রকম্ ॥ ৬৯

প্রেতের অস্থি সঞ্চয় করিবে । শ্রাদ্ধ দশ
 দিনে, কত্রিয়ের দ্বাদশ দিনে, বৈশাখ পঞ্চদশ
 দিনে এবং শূদ্র এক মাসে অশৌচমুক্ত হয় ।
 অশৌচান্তে একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ গৃহমধ্যেই
 কর্ত্তব্য । দ্বিজগণ দ্বাদশ দিনে, এক মাসে,
 ত্রিপক্ষে, এবং সংবৎসর যাবৎ প্রতি মাসেই
 ঐ শ্রাদ্ধ করিবে । তার পর সপিণ্ডীকরণ
 করিতে হয় । সপিণ্ডীকরণ করা হইলে
 পার্শ্বণ শ্রাদ্ধ করা বিহিত । ইহার পর
 হইতে সেই ব্যক্তি প্রেতদ্ব হইতে মুক্ত
 হইয়া পিতৃদ্ব প্রাপ্ত হয় । পিতৃগণ দ্বিবিধ—
 অমূর্ত্ত ও মূর্ত্তিমান ; নান্দীমুখ পিতৃগণ অমূর্ত্ত,
 পার্শ্বণ পিতৃগণ মূর্ত্তিমান এতদ্বিধ একো-
 দ্বিষ্ট ভোজী পিতৃগণ লইয়া সমষ্টিতে প্রেত
 পিতৃলোক তিন প্রকার ৫৫—৬৭ । মুনীগণ
 কহিলেন,—হে বাগ্গবর ! প্রেতদ্ব প্রাপ্ত
 ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ কিরূপে করিতে হয় ?
 আমাদিগকে যথাবিধি তাহা বলুন । ব্যাস
 বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! আমি উহা
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন । সপিণ্ডীকরণ

নেবাগ্নৌকরণং তত্র তচ্চাবাহনবর্জিতম্ ।
 অপসব্যঞ্চ তত্রাপি ভোজয়েদযুজো দ্বিজান্ ॥
 বিশেষস্তত্র চান্নোহস্তি প্রতিমাসত্রিাদিকঃ ।
 তং কথ্যমানমেকাগ্রাঃ শৃণুধ্বং মে দ্বিজোত্তমাঃ
 তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং তত্র পাত্ৰচতুষ্টয়ম্ ।
 কুর্যাৎ পিতৃণাং ত্রিতয়মেকং প্রেতস্ত চ দ্বিজাঃ
 পাত্ৰত্রয়ে প্রেতপাত্ৰাদর্ঘ্যৈকৈব প্রণেচয়েৎ ।
 যে সমান ইতি জপন্ পূর্ববচ্ছেষমাচরেৎ ॥ ৭৩
 স্ত্রীণামপ্যেবমেব স্তাদেকোদ্বিষ্টমুদাহৃতম্ ।
 সপিণ্ডীকরণং তাসাং পুত্রাভাবে ন বিদ্যতে ॥
 প্রতিবৎসরং কার্যমেকোদ্বিষ্টং নরৈঃ স্ত্রিয়াঃ
 মৃতাহনি চ তৎকার্যং পিতৃণাং বিধিচোদিতম্ ॥
 পুত্রাভাবে সপিণ্ডাশ্চ তদভাবে সহোদরাঃ ।
 কুর্যুরেতং বিধিঃ সম্যকপুত্রস্ত চ সূতাঃ সূতাঃ
 কুর্যাম্মাতামহানাস্ত পুত্রিকাতনয়স্তথা ।
 দ্ব্যমুখ্যায়ণসংজ্ঞাশ্চ মাতামহপিতামহান্ ॥ ৩৩

একোদ্বিষ্টও দেবপক্ষ-রহিত, এবং এক
 অর্ঘ্য ও এক পবিত্রযুক্ত করিতে হয়।
 উহাতে অগ্নৌকরণ নাই, আচ্ছাদন নাই;
 অপসব্য ক্রমে সকল কার্য্য বিধেয়। অগ্নুগ্ন
 ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহাতে প্রতি-
 মাস-বিহিত কার্য্যের যে বিশেষত্ব আছে,
 তাহা বলিতেছি, হে দ্বিজোত্তমগণ! আপ-
 নারা একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ করুন। হে
 দ্বিজগণ! পিতৃগণের তিনটি ও প্রেতের
 জন্ত একটি, এই চারিটি তিলগন্ধজলযুক্ত
 পাত্ৰ স্থাপন করিবে। “যে সমান” ইত্যাদি
 মন্ত্র পাঠসহকারে প্রেত-পাত্ৰ হইতে অর্দেক
 জল পিতৃপাত্রে সেচন করিতে হয়। অন্ত্যান্ত
 কার্য্য পূর্ববৎ কর্তব্য। স্ত্রীলোকের একো-
 দ্বিষ্টও এইরূপ। পুত্র না থাকিলে তাহাদিগের
 সপিণ্ডীকরণ করিতে হয় না। পিতৃগণের
 স্ত্রায় বিধানানুসারে স্ত্রীদিগেরও প্রতিবৎসর
 মৃততিথিতে একোদ্বিষ্ট কর্তব্য। পুত্রাভাবে
 যথাক্রমে পৌত্র, প্রপৌত্র, সপিণ্ড বা সহো-
 দরগণ এই বিধানমত কার্য্য করিবে। দৌহিত্র-
 গণ এবং দ্ব্যমুখ্যায়ণসংজ্ঞক পুত্রিকাপুত্র

পুজয়েয়ুর্যথাত্মায়াং শ্রাদ্ধৈর্নৈমিত্তিকৈরপি ।
 সর্গীভাবে স্ত্রিয়ঃ কুর্যাৎ স্বতর্জ্জ্ণামমন্ত্রকম্ ॥ ৭৮
 তদভাবে চ নৃপতিঃ কারয়েৎকুটুম্বিনাম্ ।
 তজ্জাতীয়ৈর্নরৈঃ সম্যদাহাদ্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ
 সর্বেষামেব বর্ণানাং বান্ধবো নৃপতিষতঃ ।
 এতা বঃ কথিতা বিপ্রা নিত্য্য নৈমিত্তিকাস্তথা
 বক্ষ্যে শ্রাদ্ধাশ্রয়ামন্ত্যাং নিত্য্যনৈমিত্তিকাং ক্রিয়াম্
 দর্শং তত্র নিমিত্তস্ত বিদ্যাাদিন্দুক্ষয়াদিতম্ ॥ ৮১
 নিত্য্য নিয়তঃ কালস্তস্মিন্ কুর্যাদ্যথোদিতম্
 সপিণ্ডীকরণাদুর্দ্ধং পিতৃষঃ প্রপিতামহঃ ॥ ৮২
 স তু লেপভূজং যাতি প্রলুপ্তঃ পিতৃপিতৃণ্ডতঃ ।
 তেষাং হি যশ্চতুর্থোহন্তঃ স তু লেপভূজো
 ভবেৎ ॥ ৮৩
 সোহপি সঙ্কতো হীনমুপভোগং প্রপদ্যতে ।
 পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ॥ ৮৪
 পিতৃসম্বন্ধিনো হেতে বিজ্ঞেয়াঃ পুরুষাস্ত্রয়ঃ ।
 লেপসম্বন্ধিনশ্চাত্তে পিতামহপিতামহাৎ ॥ ৮৫
 প্রভৃত্যক্তান্ত্রয়স্তেষাং যজমানশ্চ সপ্তমঃ ।

গণও মাতামহ ও পিতামহদিগের নৈমিত্তিক
 শ্রাদ্ধাদি করিবে। অন্ত অধিকারীর অভাবে
 স্ত্রীগণ অমন্ত্রক এই সকল কার্য্য করিবে। সক-
 লের অভাবে রাজা তজ্জাতীয় ব্যক্তি দ্বারা
 দাহাদি সমস্ত কার্য্য করাইবেন; যে হেতু
 রাজা সকল বর্ণেরই বান্ধব। হে বিপ্রগণ!
 এই আমি আপনাদিগকে শ্রাদ্ধবিষয়ক নিত্য
 ও নৈমিত্তিক বিধান সমস্ত বলিলাম। এক্ষণে
 নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য কহিতোছি। ৬৮—৮০।
 চন্দ্রের ক্ষয়বিশিষ্ট অমাবস্তাকেই নিমিত্ত
 জানিবেন। নির্দিষ্ট কালই নিত্য; তাহাতে
 যথোক্ত কার্য্য করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণের
 পর পিতামহের পিতামহ পিতৃপিতৃ হইতে
 বঞ্চিত হইয়া লেপভূজত্ব প্রাপ্ত হইবেন। তদ-
 বধি লেপভূজ চতুর্থ পুরুষ লেপভূজত্বে
 হীন হইয়া থাকেন। পিতা, পিতা-
 মহ, প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষ পিতৃভাজন
 আর পিতামহের পিতামহাবধি তিন পুরুষ
 লেপভূজ, পিতৃদাতাকে লইয়া সপ্তম

ইত্যেব মুনিভিঃ প্রাক্তঃ সহস্রঃ সাপ্তপৌরুষঃ
যজমানাং প্রভৃত্যর্কমমুলেপভূজস্তথা ।

ওতোহন্তে পূর্বজাঃ সর্কে যে চান্তে নরকৌকসঃ
যেহপি তিৰ্য্যক্ৰমাপরা যে চ ভূতাদিসংস্থিতাঃ ।

তান্ সর্কান যজমানো বৈ শ্রাদ্ধং কুর্ক্বন যথাবিধি
স সমাপ্যায়তে বিপ্রা যেন যেন বদামি তৎ ।

অন্নপ্রকিরণং যন্তু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভুবি ॥ ৮৭

তেন তৃপ্তিমুপায়াস্তি যে পিশাচহমাগতাঃ ।

যদমু স্নানবস্ত্রোথঃ ভূমৌ পততি ভো দ্বিজাঃ ॥

তেন যে তরুতাং প্রাপ্তান্তেষাং তৃপ্তিঃ

প্রজায়তে ।

যান্ত গন্ধাসুকনিকাঃ পতন্তি ধরণীতলে ॥ ৯১

তাভিরাপ্যায়নং তেষাং দেবত্বং যে কূলে গতাঃ

উদ্ধতেষথ পিণ্ডেষু যাশ্চাসুকনিকা ভুবি ॥ ৯২

তাভিরাপ্যায়নং তেষাং যে তিৰ্য্যক্ৰং কূলে গতাঃ

যে চাদন্তাঃ কূলে বালাঃ ক্রিয়াযোগাক্ষহিতাঃ

পুরুষ পর্যন্ত সহস্র থাকে। পিণ্ডদাতা
হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তপুরুষের উদ্ধতন
ব্যক্তিবর্গ সকলেই অনুলেপভূজ। হে
বিপ্রগণ! তাঁহারা নরকবাসী হউন, তিৰ্য্য-
ক্ৰ প্রাপ্ত হউন, আর ভূতযোনিগতই
হউন,—শ্রাদ্ধকর্তা তাঁহাদিগেরও শ্রাদ্ধ
দ্বারা যেরূপে তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন,
সেই বিধান বলিতেছি। মনুষ্যগণ ভূতলে
যে অন্ন বিকিরণ করে, তদ্বারা পিশাচহ
প্রাপ্ত পিতৃগণ তৃপ্ত হইবেন। হে দ্বিজগণ!
স্নান বস্ত্রের যে জল ভূমিতে পতিত হয়,
তাহা দ্বারা যাহারা বৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন
সেই পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। গন্ধ-
জলের যে কণিকা পৃথিবীতে পতিত হয়,
তদ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণের তৃপ্তি হইয়া
থাকে। বংশের মধ্যে যাহারা তিৰ্য্যক্ৰ
জাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিণ্ড উদ্ধারকালে
তাহার যে কণিকা ভূতলে পড়ে, তাহাতেই
তাঁহাদিগের তৃপ্তি লাভ ঘটে। বংশে
দন্তোৎপত্তির পূর্বেই যে বালকদিগের মৃত্যু
হইয়াছে, তাহারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার বহির্ভূত;

বিপন্নান্বনধীকারাঃ সম্মার্জিতজলাশিনঃ ।

ভুক্তা চাচামতাঃ যচ্চ যজ্ঞলং চান্তি শৌচজম্
ব্রাহ্মণানাং তথৈবান্ততেন তৃপ্তিঃ প্রয়াস্তি বৈ

এবং যো যজমানস্ত যচ্চ তেষাং দ্বিজয়নাম্ ॥

কশ্চিজ্জলান্নবিক্ষেপঃ শুচিকৃচ্ছিষ্ট এব বা ।

তেনারেন কূলে তত্র যে চ যোন্তস্তরং গতাঃ ॥

প্রয়াস্ত্যাপ্যায়নং বিপ্রাঃ সম্যক্শ্রাদ্ধক্রিয়বতাম্ ।

অন্তায়োপার্জিতৈরর্থৈর্ষজ্জাদ্ধং ক্রিয়তে নরৈঃ ॥

ভূপ্যন্তে তেন চাণ্ডালপুঙ্কসাদ্যাসু যোনিষু ।

এবমাপ্যায়নং বিপ্রা বহুনামেব বান্ধবৈঃ ॥ ৯৮

শ্রাদ্ধং কুর্ক্বন্তিরতাসুবিক্ষেপৈঃ সম্প্রজায়তে ।

তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং নরো ভক্ত্যা শাকেনাপি যথাবিধি

কুর্বীত কুর্ক্বতঃ শ্রাদ্ধং কূলে কশ্চিন্ন সৌদতি ॥ ৯৯

শ্রাদ্ধং দেয়ন্ত বিপ্রেষু সংযতেষগ্নিহোত্রিষু ॥ ১০০

অবদাতেষু বিদ্বৎশু শ্রোত্রিয়েষু বিশেষতঃ ।

ত্রিণাটিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিপূর্ণং যজ্ঞবিৎ ॥ ১০১

মাতাপিতৃপরশ্চৈব স্বশ্রীযঃ সামবেদবিৎ ।

উহার। সম্মার্জন-জল-মাত্রেয় প্রত্যাশী;
ব্রাহ্মণগণের ভোজনাশ্বে আচমনকালে
এবং পাদপ্রক্ষালন সময়ে যে জল পতিত
হয়, তাহা দ্বারাই উহার তৃপ্তি প্রাপ্ত
হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! এইরূপ
যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়াবান্ যজমানের ও শ্রাদ্ধীয়
ব্রাহ্মণগণের শুচি বা অশুচি যে কোনরূপ যে
কিছু জলান্ন প্রক্ষেপ, তদ্বারা বংশের
যাহারা অন্যান্য যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে,
তাহারা আপ্যায়িত হয়। অন্তায়ো-
পার্জিত ধন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে বংশের
যাহারা চাণ্ডাল পুঙ্কশাদি নীচ-যোনিতে
জন্মিয়াছেন, তাহাদিগের তৃপ্তি হইয়া থাকে।
অতএব নর, ভক্তিসহকারে শাক দ্বারাও
যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে; শ্রাদ্ধ করিলে কূলের
কেহই অবসন্ন হয় না ॥ ৮১—৯৯। জিতেন্দ্রিয়,
অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণে,—বিশেষতঃ বিদ্বৎ
বিদ্বান্ শ্রোত্রিয় জনে শ্রাদ্ধ দান করা বিধেয়।
ত্রিণাটিকেত. ত্রিমধ. ত্রিস্ত্রপূর্ণ যজ্ঞবিদ

ঋষিক্ পুরোহিতাচার্যমুপাধ্যায়ঞ্চ ভোজয়েৎ ॥
মাতুলঃ শশুরঃ শ্যালঃ সহকী জ্যেষ্ঠপাঠকঃ ।
মণ্ডলব্রাহ্মণো যন্ত পুরাণার্থবিশারদঃ ॥ ১০৩
অকল্লঃ কল্লসম্ভষ্টঃ প্রতিগ্রহবিবজিতঃ ।
এতে শ্রাদ্ধে নিয়োক্তব্যা ব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিতপাবনাঃ
নিমন্তয়েত পূর্বেভ্যাঃ পূর্বোক্তান্ দ্বিজসন্তমান ।
দৈবে নিয়োগে পিত্র্যে চ তাংস্তথৈবোপকল্লয়েৎ
তৈশ্চ সংযমিতিভ্যাব্যঃ যন্ত শ্রাদ্ধং করিষ্যতি ।
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ মৈথুনং যোহধিগচ্ছতি
পিতরন্তস্ত বৈ মাসং তস্মিন্ রেতসি শেরতে
গহ্বা চ যোষিতং শ্রাদ্ধে যো ভুক্ত্বা যন্ত

গচ্ছতি ॥ ১০৭

রেতোমুক্তকৃতাহারান্তঃ মাসং পিতরন্তয়োঃ ।
তস্মাৎ প্রথমং কার্য্যং শ্রাদ্ধেনোপনিমন্তনম ॥
অশ্রাদ্ধৌ তদ্দিনেবাপি বর্জ্যা যোষিৎ প্রসঙ্গিনঃ
ভিক্ষার্থমাগতাংশ্চাপি কালেন সংযতানযতীন ॥
ভোজয়েৎপ্রণিপাতাদৈর্ঘ্যঃ প্রসাদ্য যতমানসঃ ।

পিতৃ-মাতৃ-সেবাপরায়ণ, ভাগিনেয়, সামবেদ-
বিদ, ঋষিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, উপাধ্যায়,
মাতুল, শশুর, শ্যালক, কুটুম্ব, জ্যেষ্ঠপাঠক,
মণ্ডলব্রাহ্মণ, পুরাণার্থজ্ঞ, ভোজ্যহীন, ভোজ্য-
লাভে সম্ভষ্ট, প্রতিগ্রহবিবজিত এবং পণ্ডিত-
পাবন ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্তন করা
বিহিত। এই দ্বিজসন্তমগণকে দেব এবং
পিতৃকার্য্যার্থ পূর্ব দিবসে নিমন্তন করিবে,
তাঁহারাও শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন বলিয়া
সংযমী থাকিবেন। শ্রাদ্ধ দান ও শ্রাদ্ধ ভক্ষণ
করিয়া যে ব্যক্তি মৈথুন করে, তাহার
পিতৃগণ সেই রেতোমধ্যে একমাস কাল
নির্মজ্জিত থাকেন। স্ত্রীসঙ্গ করিয়া যে ব্যক্তি
শ্রাদ্ধ করে, বা শ্রাদ্ধ ভোজন কবে, তাহার
পিতৃগণ একমাস কাল রেতোমুক্ত ভোজন
করিয়া থাকেন। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি
শ্রাদ্ধের পূর্ব দিনেই নিমন্তন করিবেন। যদি
পূর্ব দিনে নিমন্তন করা না হয়, তবে
স্ত্রীসঙ্গবর্জিত ব্রাহ্মণকেই নিমন্তন করিবেন।
শ্রাদ্ধকালে ভিক্ষার্থ-সমাগত যতিদিগকেও

যোগিনশ্চ তদা শ্রাদ্ধে ভোজনীয়া বিপশ্চিতা ॥
যোগাধারা হি পিতরন্তস্মাত্তান্ পূজয়েৎ সদা ।
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি একো যোগী ভবেদ্যদি ॥
যজমানঞ্চ ভোক্তৃশ্চ নোরিবাস্তসি তারয়েৎ ।
পিতৃগাথা তথৈবাত্র গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
যা গীতা পিতৃভিঃ পূর্বমৈলস্তাসৌম্যহীপতে ॥ ১১২
কদা নঃ সন্ততাবগ্রাঃ কস্তচিত্তবিতা স্মৃতঃ ॥
যো যোগিভুক্তশেষাম্নো ভুবি পিণ্ডান্ প্রদাস্ততি
গয়াযামথবা পিণ্ডং খজমাংসং তথা হবিঃ ॥
কালশাকং তিলাজ্যঞ্চ তপ্তয়ে কুসরঞ্চ নঃ ।
বৈশ্বদেবঞ্চ সৌম্যঞ্চ খজমাংসং পরং হবিঃ ॥
বিষাণবর্জ্জং শিরসা অা পাদাদাশিষ্যামহে ।
দদ্যাক্ষাদ্ধং ত্রয়োদশাং মঘাসু চ যথাবিধি ॥
মবুসার্গঃ সমাযুক্তঃ পায়সং দক্ষিণায়নে ।

সংযত-চিত্তে প্রণিপাতাদি দ্বারা প্রসাদিত
করিয়া ভোজন করাইবে। পিতৃগণ
যোগাধার, এ নিমিত্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি
যোগীদিগকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবেন।
সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও একটা যোগী
প্রধান, অতএব তাঁহাকে ভোজন
করাইলে তিনি জলমধ্যস্থ নৌকার স্তায়
শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও তদীয় পিতৃগণকে পরিভ্রাণ
করিয়া থাকেন। পূর্বে ঐলভূপতি সমীপে
পিতৃগণ যে গাথা গান করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম-
বাদীরা শ্রাদ্ধকালে সেই পিতৃগাথাও গান
করিয়া থাকেন। ১০০—১১২। সেই গাথা
যথা—“আমাদিগের কাহার কোন কালে
এমন এক সংযত ও অব্যগ্র সন্তান জন্মিবে,
যে সন্তান যোগিজনের ভুক্তশেষার দ্বারা
ভূতলে আমাদিগকে পিণ্ড প্রদান করিবে?
অথবা আমাদিগের তৃপ্তার্থ গয়ায় পিণ্ড-
দান, গাওয়ার মাংস, হবি, কাল শাক,
তিলমিশ্রিত স্মৃত, কিম্বা কুসর দান
করিবে। বৈশ্বদেব, সৌম্য খজমাংস ও
উত্তম হবি যদি দান করে, তবে সেই গর্হ-
রহিত ব্যক্তিকে আমরা আপাদমস্তকে
আলীকাদ করি। কোন জন আমাদিগকে

তস্মাৎ সম্পূজয়েন্তু পিতৃন বিধিবন্নরঃ ॥
কামানভীষন্ সকলান্ পাপাদান্নবিমোচনম্ ।
বহ্ননকৃত্রাঃস্তথাদিত্যানকৃত্রগ্রহতারকাঃ ॥১১৮
ঐশ্বর্যস্তি মনুষ্যাণাং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ ।
আয়ুঃ প্রজাঃ ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং

সুখানি চ ॥ ১১৯

প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ
তথাপরাক্রুঃ পূর্বাভ্যাং পিতৃণামতিরিচ্যতে ॥
সম্পূজ্য স্বাগতেনৈতান্ সদনেহভ্যাগতান্
দ্বিজান্ ।

পবিত্রপানিরাচাষ্টানাসেনেষুপবেশয়েৎ ॥ ১২১
শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন সন্তোজ্য চ দ্বিজোত্তমান্
বিসর্জয়েৎপ্রিয়াণ্যুজ্জ্বলা প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ ॥
আদ্যমমুখংছেচ্চ আগচ্ছেদমুমোদিতঃ ।
ততো নিত্যক্রিয়াং কুর্ধ্যাদ্ভোজয়েচ্চ তথাতিথীন
নিত্যক্রিয়াংপিতৃণাংপ্রাক্ কেচিদিচ্ছন্তি সন্তমাঃ

অমোদনীতে ও মঘাতে যথাবিধি শ্রাদ্ধ দান করিবে? কোন্ বংশধর দক্ষিণা-
য়নে আমাদিগকে মধুদ্রতযুক্ত পায়স দান করিবে?’ অতএব নর সর্বকামনা পূরণার্থ ভক্তিসহকারে পিতৃগণকে আত্ম-
পাপবিনাশক শ্রাদ্ধ দান করিবে। মনুষ্যা-
দিগের পিতৃগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা তর্পিত হইলে বসু, কৃত্র, আদিত্য, নক্ষত্র, গ্রহ, তারা,—
সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ-
তুষ্ট পিতৃগণ আয়ু, সন্ততি, ধন, বিজ্ঞা, সুখ, রাজ্য, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্যন্তও দান করেন। পিতৃকার্যে পূর্বাভ্য অপেক্ষা অপরাভ্য প্রশস্ত। শ্রাদ্ধকর্তা পবিত্রপানি হইয়া নিজ গৃহাগত কৃত্রাচমন ব্রাহ্মণগণকে স্বাগতাদি প্রদান সহ-
কারে অভ্যর্থনাপূর্বক আসনে উপবেশন করাইবেন। যথাবিধি শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে দ্বিজ-
গণকে ভোজন করাইয়া প্রিয়বাক্য ও সভক্তি প্রণতিপূর্বক বিদায় দিবেন। তার পর নিত্যক্রিয়া করিবেন এবং অতিথিগণকে ভোজন করাইবেন। কোন কোন মুনিসন্তম

ন পিতৃণাং তথৈবান্তে শেষঃ পূর্ববদাচরেৎ ॥
পৃথক্বেন বদন্ত্যন্তে কেচিৎ পূর্বক পূর্ববৎ ।
ততস্তদন্নং ভুঞ্জীত সহ ভৃত্যাদিভির্নরঃ ॥ ১২৫
এবং কুবীত ধর্মজ্ঞঃ শ্রাদ্ধং পিতৃ্যং সমাহিতঃ ।
যথা চ বিপ্রমুখ্যাণাং পরিতোষোহভিজায়তে
ইদানীং সম্প্রবক্ষ্যামি বর্জনীয়ান্দ্বিজাধমান্ ।
মিত্রশক্রকুনখী ক্রীবঃ ক্ষয়ী শুক্রী বণিকৃপথঃ ॥
শ্রাবদন্তোহথ খন্ডাটঃ কাণোহন্ধো বধিরো জড়ঃ
মুকঃ পঙ্গুঃ কুণিঃ যণ্ডো দৃশ্চক্ষা ব্যঙ্গকেকরো ॥
কুষ্ঠী রক্তেকণঃ কুজো বামনো বিকটোহলসঃ
মিত্রশক্রহৃক্ষ লীনঃ পশুপালো নিরাকারতঃ ॥১২৯
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা পরিবেদনিকাসুতঃ ।
বৃষলীপতিস্তৎসুতশ্চ ন ভবেচ্ছাকৃভুগৃধিজঃ ॥
বৃষলীপুত্রসংস্কর্তা অনৃঢ়ো দিধিয়ুপতিঃ ।
ভূতকাধ্যাপকো যন্ত ভূতকাধ্যাপিতশ্চ যঃ ॥১৩১

পিতৃক্রিয়ার পূর্বেই নিত্য ক্রিয়া করিতে চাহেন, অপরে ওরূপ ইচ্ছা করেন না; পরন্তু অবশিষ্ট কর্তব্য কর্মগুলি পিতৃক্রিয়ার পর করিতে বিধান দিয়া থাকেন। ফলতঃ নিত্যক্রিয়াগুলি কেহ পিতৃক্রিয়ার পূর্বে এবং কেহ পরেই বিধান করিয়াছেন। নরগণ তার পর ভৃত্যাদি পরিজনসহ শেষ অন্ন ভোজন করিবেন ॥১১৩—১২৫॥ ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি যাহাতে ব্রাহ্মণগণের পরিতোষ সহকারে ভোজন হয়, এমন ভাবে যথাবিধি সমাহিত-
চিত্তে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। এক্ষণে শ্রাদ্ধে বর্জনীয় দ্বিজাধমদিগের উল্লেখ করি-
তেছি। মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্রীব, ক্ষয়রোগী, শ্বেতরোগী, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, শ্রাবদন্ত, খালিত্য-যুক্ত, কাণ, অন্ধ, বধির, জড়, মুক, কেকর, ক্রৈব্যাভাব প্রাপ্ত, দৃশ্চক্ষা, বিকলাঙ্গ, কেশরবৎ দীর্ঘ রোমশালী, কুষ্ঠী, রক্তনেত্র, কুজ, বামন, বিকটাকার, অলস, মিত্রের শত্রু, হৃক্ষ লজ্জাত, পশুপালক, কদাকার, পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, পরিবেদ-
নিকা-পুত্র, বৃষলীপতি এবং বৃষলীপতির পুত্র, ইহারা শ্রাদ্ধ ভোজনে যোগ্য নহে। আর

স্বতকারোপজীবী চ যুগযুগে সোমবিক্রয়ী ।
অভিশস্তস্তথা স্তেনঃ পতিতো বার্কি বিঃ শঠঃ ॥
পিণ্ডনো বেদসন্ত্যাগী দানাগ্নিত্যাগনিষ্ঠরঃ ।
রাজঃ পুরোহিতো ভূত্যো বিদ্যাহীনোহথ
মৎসরী ॥ ১৩৩

বুদ্ধিহীনঃ ক্রুরো যুতো দেবলকস্তথা ।
নক্ষত্রম্ভচক্শেব পৰ্বকারশ্চ গৰ্হিতঃ ॥ ১৩৪
অযাজ্যযাজকঃ যন্তো গৰ্হিতা যে চ যেষুধমাঃ ।
ন তে শ্রাদ্ধে নিয়োজ্যব্যা দৃষ্ট্যমী পঙ্ক্তিদূষকাঃ
অসতাং প্রগ্রহো যত্র সতাং চৈবাবমাননা ।
দণ্ডো দেবকৃতস্তত্র সদ্যঃ পতিতি দাক্ষণঃ ॥ ১৩৫
হিতাগমঃ সুবিহিতঃ বালিশঃ যন্ত ভোজয়েৎ ।
আদিধর্ম্যং সমুৎসৃজ্য দাতা তত্র বিনশ্চতি ॥
যন্তাশ্রিতঃ দ্বিজং ত্যক্তা অশ্রমানীয় ভোজয়েৎ
তন্নিঃস্রাসাগ্নিনির্দগ্নস্তত্র দাতা বিনশ্চতি ॥ ১৩৬
বজ্রাভাবে ক্রিয়া নাস্তি যজ্ঞা বেদান্তপাংসি চ ।
তস্মাদ্বাসাংসি দেয়ানি শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ ॥

বৃষলীপুত্রের সংস্কারকর্তা অবিবাহিত,
পুনর্ভূপতি, ভূতকাধ্যাপক, ভূতকাধ্যাপিত,
স্বতকারোপজীবী, যুগজীবী, সোমবিক্রয়ী,
সমাজ-নিষিদ্ধ, চোর, পতিত, বুদ্ধিজীবী,
শঠ, পিণ্ডন, বেদত্যাগী, দানত্যাগী, অগ্নি-
ত্যাগী, নিষ্ঠুর, রাজপুরোহিত, ভূতা,
বিদ্যাহীন, মৎসর, বুদ্ধদেষী, ক্রুর, ক্রুর,
যুত, দেবল, নক্ষত্রম্ভচক, পৰ্বকার, গৰ্হিত.
অযাজ্যযাজী, এবং অশ্রান্ত অধম ব্রাহ্মণ-
গণ পঙ্ক্তিদূষক, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন
করাইবে না। যে স্থলে অসতের সম্মান ও
সতের অপমান হয়, তথায় সত্যই দৈবকৃত
দাক্ষণ দণ্ড পতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি
শাস্ত্রবিধান উল্লঙ্ঘনপূর্বক মূর্খকে ভোজন
ভোজন করায়, সেই দাতা পূর্বধর্ম্যহীন
হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২৬—১৩৭।
যে ব্যক্তি আশ্রিত দ্বিজকে পরিত্যাগ করিয়া
অশ্রুকে ভোজন করায়, সেই দাতা আশ্রিতের
নিঃস্রাসাগ্নিতে দগ্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। তাহার
যজ্ঞ, বেদ ও তপস্বী প্রভৃতি কোন কার্যই

কৌশেয়ঃ ক্রৌমকার্পাসঃ কুলমহতঃ তথা ।
শ্রাদ্ধে হেতানি যো দদ্যাৎ কামানাপ্নোতি
চোত্তমান ॥ ১৪০
যথা গোষু প্রভূতানু বৎসো বিন্দতি মাতরম্ ।
তথান্নঃ তত্র বিপ্রাণাং জঙ্ঘ্যত্রাবতিষ্ঠতে ॥ ১৪১
নামগোত্রঞ্চ মজ্জাংশ্চ দত্তমন্নং ন যন্তি তে ।
অপি যে নিধনং প্রাপ্তাস্থপ্তিত্তাপতিষ্ঠতে ॥
দেবতাভ্যাং পিতৃভ্যাশ্চ মহাযোগিত্য এব চ ।
নমঃ স্বাহায়ে স্বধায়ে নিত্যমেব ভবন্তি ॥ ১৪৩
আদ্যাবসানে শ্রাদ্ধস্ত ত্রিরাবৃত্ত্যা জপেত্তদা ।
পিণ্ডনির্বপণে বাপি জপেদেবঃ সমাহিতঃ ॥ ১৪৬
ক্ষিপ্ৰমায়ান্তি পিতরো রাক্ষসাঃ প্রজবন্তি চ ।
প্রীয়েন্তে ত্রিষু লোকেষু যজ্ঞোহয়ং তারয়তু্যত ॥
ক্রৌমস্বত্রং নবং দদ্যাচ্ছাণং কার্পাসিকং তথা ।
পট্টোর্ণং পট্টম্ভত্রঞ্চ কৌশেয়ঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ১৪৮

সিদ্ধ হয় না; সুতরাং সকল কার্যেই বিশে-
ষতঃ শ্রাদ্ধকালে বস্ত্র দান করা বিধেয়। নূতন
কৌশেয়, ক্রৌম, কার্পাস ও কুল,—শ্রাদ্ধে
এই সকল দান করিলে উত্তম কামনা লাভ
হয়। প্রভূত গাভীর মধ্যেও বৎস যেমন
তদীয় মাতাকে চিনিয়া লয়, তেমনি জীব
যেখানে থাকুক, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণমুখে প্রদত্ত
অন্ন তাহার সমীপে উপগত হয়। যত
ব্যক্তিগণের নিকট নাম গোত্রাদি উল্লেখ
প্রদত্ত অন্নই যে উপস্থিত হয়, তাহা নহে,
পরন্তু তজ্জনিত ভূগুণই তাহাদিগকে প্রাপ্ত
হয়। পিতৃগণের শ্রাদ্ধকালে প্রথম বিশ্রাম
সময়ে (আসন দানান্তে) এবং পিণ্ডদান
সময়ে “দেবতা ও মহাযোগী পিতৃগণকে
নমস্কার; স্বাহা ও স্বধাকেও নমস্কার; তাহারা
নিত্য এখানে সন্নিহিত হউন।” এই মন্ত্র
তিনবার পাঠ করিবে। এই মন্ত্র পাঠে রাক্ষ-
সেরা পলায়ন করে, পিতৃগণ স্বরায় আগমন
করেন, এবং প্রীত হইয়া থাকেন। উহা দাতা-
কেও পরিভ্রাণ করিয়া থাকে। নূতন ক্রৌম,
শণনির্ম্মিত, কার্পাসজ, এবং পত্র ও উর্ণা-
মিশ্রিত পট্টম্ভত্র দান করিবে; কৌশেয় বস্ত্র

বর্জয়েচ্চাদশং প্রাজ্ঞো যজ্ঞপ্যব্যাহতং ভবেৎ ।
 ন জীর্ণয়ন্ত্যেতানি দাতৃশ্যপ্যনয়ো ভবেৎ ॥
 ন নিবেত্তো ভবেৎ পিণ্ডঃ পিতৃণাং যন্ত জীবতি
 ইষ্টৈনাম্নেন ভক্ষ্যেণ ভোজয়েত্তঃ যথাবিধি ।
 পিণ্ডমগ্নৌ সদা দত্তাষ্টোগার্থী সততং নরঃ ।
 পঠ্যে দদ্যাৎ প্রজার্থী চ মধ্যমঃ মন্ত্রপূর্বকম্ ॥
 উত্তমাঃ দ্যুতিমধিচ্চন পিণ্ডং গোষু প্রযচ্ছতি ।
 প্রজ্ঞাঐক্যেব যশঃ কীর্ত্তিমগ্নু চৈব নিবেদয়েৎ ॥
 প্রার্থয়ন দীর্ঘমাযুষ্ট বায়সেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ।
 কুমারশালামধিচ্চনকুকুটেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥১৫১
 একে বিপ্রাঃ পুনঃ প্রাহঃ পিণ্ডোদ্ধরণমগ্নতঃ ।
 অনুজ্ঞাতস্ত নিপ্রৈস্তঃ কামমুদ্বিষ্যতামিতি ॥
 তস্মাক্কাং তথা কার্যং যথোক্তমুশিতিঃ পুরা
 অত্থথা তু ভবেদোষঃ পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতি ॥
 যবেব্রাহ্মিতিলৈর্থাষৈর্গোমুৈশ্চণকৈশ্চত্বা ।

বর্জন কবিবে । এতদ্ভিন্ন দণাহীন বস্ত্র ও
 বর্জনীয় । উহা পিতৃগণের জীতিপ্রদ হয়
 না, দাতারও অনিষ্ট উৎপাদন করে ।
 পিতৃগণের মধ্যে বেশ জীবিত থাকিলে
 তাঁহাকে পিণ্ড দান কবিবে না, পবস্ত্র
 তাঁহাকে উত্তমকপে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা ভোজন
 করাইবে । ভোগার্থী মানব সতত অগ্নিতে
 পিণ্ড দান কবিবে । সম্ভ্রানকায় ব্যক্তি
 মধ্যম পিণ্ডটি সমস্তক পত্নীকে দিবে ।
 উত্তম কান্তি কামনায় গোগণকে পিণ্ড প্রদান
 করিবে, এবং প্রজ্ঞা, যশ, ও কীর্ত্তি কামনায়
 কুলে পিণ্ড প্রদান করিবে । গৃহ পুত্রাদি
 কামনায় কুকুটগণকে পিণ্ড দিবে । কোন
 কোন বিপ্র বলেন যে,—পিণ্ডোদ্ধাবেব পূর্বে
 অনুজ্ঞা প্রার্থনা কবিবে, এবং বিপ্রগণ কর্ত্তক
 “উক্তার কর” এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া
 পিণ্ডোদ্ধাব করিবে । ফলতঃ পূর্বতন ঋষি-
 গণ যেমন যেমন বিধান করিয়াছেন, তদনু-
 রূপই আদ্র করা উচিত । নচেৎ উহা
 পিতৃগণের তৃপ্তসাধক হয় না, অধিকন্তু
 নাস্যোৎপাদক হইয়া থাকে । বিচক্ষণ ব্যক্তি
 বা, ব্রীহি, তিল, মাষ, গোধম, চণক, মুগা,

সস্তপ্নয়েৎ পিতৃন মুদৈঃ শ্রামাকৈঃ সর্বপত্রৈঃ
 নীবারৈর্হস্তিশ্রামাকৈঃ প্রিয়ঙ্গুভিস্তথার্থয়েৎ ।
 প্রসান্তিকা সতিলকাং দত্তাচ্ছান্দে বিচক্ষণঃ ॥
 আত্মমাত্রাতকং বিধং দাড়িমং বীজপূর্বকম্ ।
 প্রাচীনামলকং কীবং নারীকেলং পুরুষকম্ ॥
 নাবঙ্গঞ্চ সখর্জবং দ্রাক্ষানীলকপিথকম্ ।
 পটোলঞ্চ প্রিয়ালঞ্চ কর্কজুবদবাণি চ ॥ ১৫৭
 বিকঙ্কত বৎসকঞ্চ কর্কাক্ষারকানপি ।
 এতানি ফলজাতানি শ্রাদ্ধে দেয়ানি যত্ততঃ ॥
 শুভশর্কবমংশুভী দেয়ং ফাগিতমুর্ধুরম্ ।
 গবাং পযো দধি স্নাতং তৈলঞ্চ তিলসম্ভবম্ ॥
 সৈন্ধবং শগবোথঞ্চ লবণং সারসং তথা ।
 নিবেদয়েচ্ছুচীন গন্ধাশ্চন্দনাশুভকুঙ্কমান ॥১৬০
 কালশাক তণ্ডুলীয়ং বাস্ককং মূলকং তথা ।
 শাকমাবণ্যকঞ্চাপি দদ্যাৎ পুষ্পাণ্যমুনি চ ॥
 জাতিচম্পকলোম্বাশ্চ মল্লিকাবাণবর্ষরী ।
 বৃন্তাশোকটিকষঞ্চ তুলসী তিলকং তথা ॥১৬১
 পাবন্তীং শতপত্রাঞ্চ গন্ধশেফালিকামপি ।
 কুন্তকং তগবৈক্যেব যুগমাবণ্যকেতকীম্ ॥ ১৬৩

শ্রামাক, নীবার, হস্তিশ্রামাক, প্রিয়ঙ্গু,
 প্রসান্তিকা, ও তিলক প্রভৃতি দ্রব্য
 শ্রাদ্ধে দান কবিবে । আত্ম, আত্মাতক,
 বিধ, দাড়িম, বীজপূর্ব, প্রাচীনামলক, কীবক,
 নারীকেল, পুরুষ, নাবঙ্গ, খর্জুর, দ্রাক্ষা,
 নীল বপিন্য়, পটোল, প্রিয়াল, কর্কজু,
 বদব, বিকঙ্কত, বৎসক, ফটী,—শ্রাদ্ধে সমস্তে
 এই সকল ফল দান করিবে । ১৬৮—১৬৮ ।
 শুভ, শর্করা, মংশুভী, ফাগিত, মুর্ধুর, গব্য,
 হুদ্র, দধি, স্নাত, তিলতৈল, সর্বপতৈল, সৈন্ধব,
 সামুদ্রলবণ, সাবসলবণ, পবিত্র গন্ধ, চন্দন,
 অশুভ, কুঙ্কম, কালশাক, তণ্ডুলীয়, বাস্কক,
 মূলক ও আরণ্যশাক প্রদান করিবে । হে
 বিজগণ । জাতি, চম্পক, লোম্বা, মল্লিকা,
 বাণ, বর্ষরী, বৃন্ত, অশোক, অটরুযক,
 তুলসী, তিলক, পাবন্তী, দূর্কা, গন্ধ, শেফা-
 লিকা, কুন্তক, তগর, যুগ, আবণ্য কেতকী.

যুথিকামতিমুক্তক শ্রাদ্ধযোগ্যানি ভো দ্বিজাঃ ।
কমলং কুমুদং পদ্মং পুণ্ডরীকঞ্চ যত্নতঃ ॥ ১৬৪
ইন্দীবরং কোকনদং কল্লারঞ্চ নিয়োজয়েৎ ।
কুষ্ঠং মাংসৌ বালকঞ্চ কুকুটী জাতিপত্রকম্ ॥ ১৬৫
নলিকোশীরমুস্তঞ্চ গ্রাহিপণী চ সূন্দরী ।
পুনরপ্যোবমানীনি গন্ধযোগ্যানি চক্ষতে ॥ ১৬৬
গুগ্গুলং চন্দনকৈব জীবাসমগুরুং তথা ।
ধূপানি পিত্তযোগ্যানি ঋষিগুণ্ডলমেব চ ।
রাজমাষাংশ চণকান্মসুরান্ কোরদূষকান্ ।
বিপ্রহান মর্কটান্শৈব কোদ্রবাংশৈব বর্জয়েৎ ॥
মহিষং চামরং মার্গমাবিকৈকশফোদ্ভবম্ ।
স্ত্রৈণমৌষ্ট্রমাবিকঞ্চ দধি ক্ষীরং স্নতং ত্যজেৎ ॥
তালং বরুণকাকোলৌ বহুপত্রার্জুনীফলম্ ।
জম্বীরং রক্তবিশ্বঞ্চ শালস্তাপি ফলং ত্যজেৎ ॥
মৎস্তশুকরকুর্মাংশ গাবো-বর্জ্য। বিশেষতঃ ।
পুতিকং মৃগনাভিঞ্চ রোচনাং পদ্মচন্দনম্ ॥ ১৭১
কালেয়কং তুগ্রগন্ধং তুরুকঞ্চাপি বর্জয়েৎ ।
পালঙ্কঞ্চ কুমারীঞ্চ কিরাতং পিণ্ডমূলকম্ ॥ ১৭২

যুথিকা, ও অতিমুক্তক প্রভৃতি পুষ্প শ্রাদ্ধ-
যোগ্য । কমল, কুমুদ, পদ্ম, খেতপদ্ম,
নীলোৎপল, রক্তোৎপল, ও কল্লার পুষ্পও
শ্রাদ্ধে দান করা উচিত । কুড়, জটামাংসী,
বালা, কুকুটী, জাতিপত্র, নালিকা, উশীর,
মুস্তক, গ্রাহিপণী, সূন্দরী প্রভৃতি এবং গন্ধ-
যোগ্য গুগ্গুলু, চন্দন, জীবাস, অগুরু, ধূপ,
ও ঋষিগুণ্ডলু প্রদান করা কর্তব্য । রাজ-
মাষ, চণক, মসুর, কোরদূষক, বিপ্রহ,
মর্কট, ও কোদ্রব,—এসকল শ্রাদ্ধে বর্জনীয় ।
মহিষ, চমরী, মৃগ, মেঘ, একশক পশু,
গ্রীলোক, উষ্ট্র, অজা,—এ সকলের দুগ্ধ,
দধি, স্নাতাদি, শ্রাদ্ধে বর্জন করিবে ।
তাল, বরুণ, কাকোল, বহুপত্র, অর্জুনী-
ফল, জম্বীর, রক্ত বিশ্ব, ও শালফল
শ্রাদ্ধে বর্জনীয় । মৎস্ত, শূকর, কুর্মা
এবং গোমাংস বিশেষরূপে পরিত্যাগ
করিবে । পুতিকা, মৃগনাভি, রোচনা, পদ্ম-
চন্দন, কালেয়ক, উগ্রগন্ধ, তুরুক, এ সকলও

গৃগ্নং চূড়িকাং চূড়ং বরুমাং চণপত্রিকাম্ ।
জীবঞ্চ শতপুষ্পাঞ্চ নালিকাং গন্ধশুকরম্ ॥ ১৭৩
হলভৃত্যং সর্ষপঞ্চ পলাণ্ডুং লগুনং ত্যজেৎ ।
মানকন্দং বিষকন্দং বজ্রকন্দং গদাহিতম্ ॥ ১৭৪
পুরুষাণ্ডং সপিণ্ডালুং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি বর্জয়েৎ ।
অলাবুং তিক্তপর্ণাঞ্চ কুশ্মাণ্ডং কটুকত্রয়ম্ ॥ ১৭৫
বার্ত্তাকং শিবজাতঞ্চ লোমশানি বটানি চ ।
কালীয়ং রক্তবাণাঞ্চ বলাকা লকুচং তথা ।
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি বর্জ্যান বিভীতককলং তথা ॥ ১৭৬
আরনালঞ্চ শুক্লঞ্চ শীর্ণং পর্য্যুষিতং তথা ॥ ১৭৭
নোগ্রগন্ধঞ্চ দাতব্যং কোবিদারকশিগ্রকৌ ।
অত্যন্নং পিচ্ছিলং স্তন্যং যাতযামঞ্চ সন্তমাঃ ॥
ন চ দেয়ং গতরসং মদ্যগন্ধঞ্চ যত্নবেৎ ।
হিস্রগ্রগন্ধং ফণিশং ভূনিহং নিম্বরাজিকে ॥ ১৭৮
কুশ্মধুকং কলিজোথং বর্জয়েদন্নবেতসম্ ।
দাড়িমং মাগধীকৈব নাগরার্জকতিস্তিভীঃ ॥ ১৮০
আত্মাতকং জীবকঞ্চ তুস্কঞ্চ নিয়োজয়েৎ ।
পায়সং শাল্মলীমুদগান্নোদকাদীংশ্চ ভক্তিতঃ ॥

বর্জন করিবে । পালং, স্নতকুমারী, কিরাত,
পিণ্ডমূলক, গৃগ্ন, চূড়িকা, চূড়, বরুমা,
চণ-পত্রিকা, জীব, শতপুষ্পা, নালিকা, শূকর-
গন্ধা, হলভৃত্য, সর্ষপ, পলাণ্ডু, লগুন, মান-
কন্দ, বিষকন্দ, গদাহিত, পুরুষাণ্ড, সপিণ্ডালু,
অলাবু, তিক্তপর্ণা, কুশ্মাণ্ড, ত্রিকটু, বার্ত্তাকু,
শিবজাত, লোমশ বট, কালীয়, রক্তবাণ,
বলাকা, লকুচ, বিভীতক কল, এ সকল পরি-
বর্জন আবশ্যক ১৭৫—১৭৬ আরনাল, শূক,
শীর্ণ, পর্য্যুষিত, কোবিদার, শিগ্র, এবং উগ্রগন্ধ-
দ্রব্য শ্রাদ্ধে দান করা উচিত নহে । অত্যন্ন,
পিচ্ছিল, গতরস বা স্তন্য দ্রব্যও বর্জনীয় ।
যে দ্রব্য প্রস্তুত হইবার পর একপ্রহর অতীত
হইয়াছে এবং যাহা মদ্যগন্ধযুক্ত তাহাও
শ্রাদ্ধে দিবে না । হিস্র, উগ্রগন্ধ, ফণিশ,
ভূনিহ, নিম্ব, রাজিকা, কলিজোথ, কুশ্মধুক,
অন্নবেতস, দাড়িম, মাগধী, নাগর, আর্জক,
তিস্তিভী, আত্মাতক, জীবক, তুস্ক—এ সকল
দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রশস্ত । পায়স, শাল্মলী, মুদগ,

পানকঞ্চ রসালঞ্চ গোক্ষীরঞ্চ নিবেদয়েৎ ।
 যানি চাত্যবহার্য্যাণি স্বাহ্নিকানি ভো দ্বিজাঃ ॥
 ঐষদগ্নকটুস্তেব দেয়ানি শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ।
 অত্যম্নঃ চাতিলবণমতিরিক্তকটুনি চ ॥ ১৮৩
 আশুরাণীহ ভোজ্যানি তান্মতো দূরতন্ত্যজেৎ
 মুষ্টম্নিকানি যানি সুর্য্যীষৎকটুগ্নকানি চ ॥
 স্বাদূনি দেবভোজ্যানি তানি শ্রাদ্ধে নিয়োজয়েৎ
 ছাগমাংসং বার্ভিকঞ্চ তৈত্তিরং শশকামিষম্ ॥
 শিবালাবকরাজীবমাংসং শ্রাদ্ধে নিয়োজয়েৎ ।
 বান্ধ্বীণসং রক্তশিবং লোহং শব্দসমম্বিতম্ ॥ ১৮৬
 সিংহতুণ্ডঞ্চ খড়্গঞ্চ শ্রাদ্ধে যোজ্যং তথোচ্যতে
 যদপ্যুক্তং হি মম্বনা রোহিতং প্রতিযোজয়েৎ ॥
 যোক্তব্যং হব্যকব্যেষু কাপিলং ন নিয়োজয়েৎ
 এবমুক্তং ময়া বিপ্রা বারাহেণাবলোকিতম্ ॥
 ময়া নিষিদ্ধং ভুঞ্জানো রোরবং নরকং ব্রজেৎ ।
 এতানি চ নিষিদ্ধানি বারাহেণ তপোধনাঃ ॥

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাং ন দেয়ানি পিতৃষপি
 রোহিতং শূকরং কূৰ্ম্মং গোধাং হংসঞ্চ বর্জয়েৎ
 চক্রবাকঞ্চ মদগুঞ্চ শব্দহীনাস্ত মৎস্তকান্ ।
 কুররঞ্চ নিরস্থিঞ্চ বাসহাতঞ্চ কুকুটান্ ॥ ১২০
 কলবিদ্ধময়ূরাশ্চ ভারদ্বাজাশ্চ শার্ঙ্গকান্ ।
 নকুলোলুকমার্জ্জারাল্পোপানন্তান্ সূত্ৰগ্রহান্ ॥
 টিট্টিভান্ সার্কজম্বুকান্ ব্যাঘ্রখকতরঙ্গুকান্ ।
 এতানন্তাশ্চ সন্দৃষ্টান্যো ভক্ষয়তি তুৰ্ম্মতিঃ ॥
 স মহাপাপকারী তু রোরবং নরকং ব্রজেৎ ।
 পিতৃষেতাশ্চ যো দত্তাৎ পাপাত্মা গহিতামিষান্
 স স্বর্গস্থানপি পিতৃন্নরকে পাতয়িষ্যতি ॥ ১২৪
 কুসুম্ভশাকং জম্বীরং সিংহকং কোবিদারকম্ ॥
 পিণ্ডাকং বিপ্রম্বষ্টৈব মম্বরং গৃঞ্জনং শণম্ ।
 কোদ্রবং কোকিলাক্ষঞ্চ চূক্রং কম্বুকপদ্যকম্ ॥
 চকোরশ্চেনমাংসঞ্চ বর্জুলালাবুতালিনীম্ ।
 ফলং তালতরুণাঞ্চ ভুক্ত্বা নরকমৃচ্ছতি ॥ ১২৭

ও মোদবাদি দ্রব্য ভক্তিসহকারে প্রদান
 করিবে। পানক, রসলা ও গোক্ষীর
 শ্রাদ্ধে নিবেদন করিবে। হে দ্বিজগণ!
 এইরূপ আরও যাহা যাহা স্বাহ ও গ্নিঞ্চ
 ঐষৎ অম্ন বা কটুরসযুক্ত খাদ্য আছে,
 তৎসমস্তই শ্রাদ্ধে বিহিত। অত্যম্ন, অতি-
 লবণ, বা অতি কটুদ্রব্য আশুর খাদ্য,
 অতএব তাহা শ্রাদ্ধে পরিহার্য্য। গ্নিঞ্চ মধুর-
 রসযুক্ত ও ঐষৎ, কটু-অম্নরস-বিশিষ্ট স্বাহ
 দ্রব্য সকল দেবভোজ্য; অতএব সেই সকল
 দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে। ছাগ, বর্ভক,
 তৈত্তিরি, শশক, শিবা, লাবক, রাজীব,
 বান্ধ্বীণস, রক্তশিব, শব্দযুক্ত, লোহ, সিংহতুণ্ড,
 খড়্গ,—এই সকলের মাংস শ্রাদ্ধে নিয়োজিত
 করিবে। মম্ব যে শ্রাদ্ধে রোহিত মৎস্ত
 নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন, হব্য কব্যে
 উহা নিয়োগ করিবে বটে; কিন্তু কাপিল
 রোহিত নিয়োগ করিবে না। বরাহদেব
 পূর্বে যেরূপ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আমি তাহা
 দেখিয়া এই বিধান কহিলাম। হে তপো-

ধনগণ! আমি এই যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের
 উল্লেখ করিলাম, বরাহদেব এই সকল বর্জন
 করিয়াছেন। এ সকল ভোজনে রোরব
 নরকে যাইতে হয়। এই সকল দ্বিজাতি-
 গণের অভক্ষ্য; পিতৃগণকেও দেওয়া উচিত
 নহে। রোহিত, শূকর, কূৰ্ম্ম, গোধা, এবং হংস
 বর্জনীয়। চক্রবাক, মদগু, শব্দহীন মৎস্ত,
 কুরর, নিরস্থি প্রাণী, বাসহাত, কুকুট, কলবিদ্ধ,
 ময়ূর, ভারদ্বাজ, শার্ঙ্গক, নকুল, উলুক,
 মার্জ্জার, গোপ এবং অন্যান্য সূত্ৰগ্রহ জীব,
 টিট্টিভ, সার্ক-জম্বুক, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, তরঙ্গু আর
 অন্যান্য সূত্ৰজন্ত, যে তুৰ্ম্মতি ভক্ষণ করে,
 সেই মহাপাপী মানব রোরব নরকে যায়।
 যে পাপাত্মা এই সকল গর্হিত মাংস
 পিতৃকার্য্যে দেয়, সে স্বর্গস্থ পিতৃগণ-
 কেও নরকে পাত্তিত করে। ১২৭—১২৪।
 কুসুম্ভ-শাক, জম্বীর, সিংহ, কোবিদার,
 পিণ্ডাক, বিপ্রম্ব, মম্বর, গৃঞ্জন, শণ, কোদ্রব,
 কোকিলাক্ষ, চূক্র, কম্বুক, পদ্যক, চকোর ও
 শ্চেনের মাংস, বর্জুল অলাবু, তালিনী ও

দত্তা পিতৃষু তৈঃ সার্কং ব্রজেৎ পুয়বহং নরঃ ।
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন নাহরেতু বিচক্ষণঃ ॥ ১৯৮
নিষিক্তানি বরাহেণ স্বয়ং পিতৃর্থমাদরাৎ ।
বরমেবান্নমাংসস্ত ভক্ষণং মুনয়ঃ কৃতম্ ॥ ১৯৯
ন হেব হি নিষিক্তানামাদানং পুস্তিরাদরাৎ ।
অজ্ঞানান্না প্রমাদান্না সৰুদেতানি চ দ্বিজাঃ ॥
ভক্ষিতানি নিষিক্তানি প্রায়শ্চিত্তং ততশ্চরেৎ ।
ফলমূলদধিকীরতক্রগোমুত্রযাবকৈঃ ॥ ২০১
ভোজ্যারভোজ্যসমুজ্জৈ প্রত্যেকং দিনসপ্তকম্
এবং নিষিক্তাচরণে কৃতে সৰুদপি দ্বিজৈঃ ॥ ২০২
ভুক্তিং নেয়ং শরীরন্তু বিষ্ণুভক্তৈর্বিশেষতঃ ।
নিষিক্তং বর্জয়েদ্রব্যং যথোক্তঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
সমাহৃত্য ততঃ শ্রাদ্ধং কৰ্তব্যং নিজশক্তিতঃ ।
এবং বিধানতঃ শ্রাদ্ধং কৃৎবা শ্ববিভবোচিতম্ ॥
আব্রহ্মস্তুত্বপর্য্যন্তং জগৎ প্রীণাতি মানবঃ ॥ ২০৪

ভালফল ভোজন করিলে নরকগামী হয় ।
নর পিতৃগণকে এ সকল দ্রব্য নিবেদন
করিলে তাঁহাদিগের সহিত পুয়বহ নরকে
পতিত হয় । অতএব বিচক্ষণ মানব এ সকল
সৰ্বপ্রযত্নে বর্জন করিবে ; বরাহদেব স্বয়ং
সাগ্রহে পিতৃলোকদিগকে এই সমস্ত দান
করিতে নিষেধ করিয়াছেন । হে মুনিগণ !
বরং আন্নমাংস ভক্ষণ ও ভাল ; কিন্তু নিষিক্ত
দ্রব্য ভোজন মানবগণের সৰ্বথা অকৰ্তব্য ।
হে দ্বিজগণ ! যদি অজ্ঞানতঃ বা প্রমাদ
বশেও এ সকল ভক্ষিত হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত
করা উচিত । যদি খাদ্যদ্রব্যাদি সহ কোন
প্রকারে এই সকল ভক্ষিত হয়, তবে সপ্তাহ
যাবৎ প্রতিদিন যথাক্রমে ফল, মূল, দধি,
হুস্ত, তক্র, গোমুত্র ও যাবক ভক্ষণ করিবে ।
হে দ্বিজগণ ! নিষিক্তাচরণ করিলে এই
প্রকারে সকলেরই বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তগণের
শরীরশোধন কৰ্তব্য । হে দ্বিজোত্তমগণ !
নিজ শক্ত্যানুসারে যথোক্ত নিষিক্ত দ্রব্য
ব্যতীত অন্যান্য উপকরণ আহরণপূর্বক
শ্রাদ্ধ করিবে । মানব নিজ বিভবানুরূপ
যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া আব্রহ্ম স্তদ পর্য্যন্ত

মুনয় উচুঃ ।

পিতা জীবতি যন্তাথ মৃতো যৌ পিতরৌ পিতৃঃ
কথং শ্রাদ্ধং হি কৰ্তব্যমেতদ্বিস্তরশো বদ ॥ ২০৫

ব্যাস উবাচ ।

যত্মৈ দত্তাৎ পিতা শ্রাদ্ধং তত্মৈ দত্তাৎ স্মৃতঃ স্বয়ম্
এবং ন হীয়তে ধর্মো লৌকিকে বৈদিকস্তথা ॥

মুনয় উচুঃ ।

মৃতঃ পিতা জীবতি চ যন্ত ব্রহ্মন্ পিতামহঃ ।

স হি শ্রাদ্ধং কথং কুর্যাদেতত্ত্বং কতুমর্হসি । ২০

ব্যাস উবাচ ।

পিতৃঃ পিণ্ডং প্রদত্ত্বাচ্চ ভোজয়েচ্চ পিতামহম্
প্রপিতামহস্ত পিণ্ডং বৈ হুয়ং শাস্ত্রেষু নির্ণয়ঃ ॥

মৃতেষু পিণ্ডং দাতব্যং জীবন্তং চাপি ভোজয়েৎ
সপিণ্ডীকরণং নাস্তি ন চ পার্শ্বণমিষ্যতে ॥ ২০২

আচারমাচরেদ্যন্ত পিতৃমেধাশ্রিতঃ নরঃ ।

আয়ুযা ধনপুত্রৈশ্চ বর্জিত্যাণ্ড ন সংশয়ঃ ॥ ২১০

পিতৃমেধাধ্যায়মিমং শ্রাদ্ধকালেষু যঃ পঠেৎ ।

জগতের ভূপ্তিসাধন করে । ১৯৫—২০৪ ।

মুনিগণ কহিলেন,—পিতা জীবিত থাকিতে
পিতা ও পিতামহ মৃত হইলে সেস্থলে কি
প্রকার শ্রাদ্ধ হইবে? বিস্তারপূর্বক তাহা
বলুন । ব্যাস বলিলেন,—পিতা যাহা-
দিগকে শ্রাদ্ধ দান করিতেন, পুত্রও তাঁহা-
দিগেরই শ্রাদ্ধ করিবে । একরূপ করিলে
লৌকিক ও বৈদিক ধর্মের হানি হয় না ।

মুনিগণ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! যাহার পিতামহ
জীবিত আছেন, কিন্তু পিতার মৃত্যু ঘটি-
য়াছে, সে কিপ্রকার শ্রাদ্ধ করিবে? এই
তত্ত্ব প্রকটিত করুন । ব্যাস বলিলেন,—
একরূপ স্থলে পিতাকে পিণ্ড দিবে, কিন্তু পিতা-
মহকে ভোজন করাইবে । ইহাই শাস্ত্রের
সিদ্ধান্ত । মৃতব্যক্তিকে পিণ্ডদান করিবে,
আর জীবিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইবে;
পরন্তু সপিণ্ডীকরণ নাই । পার্শ্বণও কৰ্তব্য
নহে । এই পিতৃমেধসম্বন্ধীয় আচার যে
নর প্রতিপালন করে, সে আয়ু, ধন, ও পুত্রা-
দিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; ইহাতে সংশয়

তদনন্ত পিতরোহমন্তি চ ত্রিযুগং দ্বিজাঃ ॥২১১

এবং ময়োক্তঃ পিতৃমেধকল্পঃ

পাপাপহঃ পুণ্যবিবর্দ্ধনশ্চ ।

শ্রোতব্য এষ প্রযতৈর্নরৈশ্চ

শ্রাদ্ধেষু চৈবাপ্যনুকীৰ্ত্তয়েত ॥ ২১২

ইতি শ্রীভাষ্যে শ্রাদ্ধকল্পনিক্রপণং বিংশত্য-

ধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২০ ॥

একবিংশত্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাস উবাচ ।

এবং সম্যগ্গৃহস্থেন দেবতাঃ পিতরস্তথা ।

সম্পূজ্য হব্যকব্যাত্যামনেনাতিথিবান্ধবাঃ ॥১

ভূতানি ভূত্যাঃ সকলাঃ পশুপক্ষিপিশীলিকাঃ ।

ভিক্ষবো যাচমানাশ্চ যে চান্তে পান্ধকা গৃহে ॥২

সদাচাররতা বিপ্রাঃ সাধুনা গৃহমেধিনা ।

পাপং ভুঙ্জেত সমুদ্রজ্য নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ

নাই। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই পিতৃমেধাধ্যায় পাঠ করে, তাহার পিতৃ-লোক তৎপ্রদত্ত অন্ন ত্রিযুগ যাবৎ ভোজন করেন। এই আমি পাপাপহ, পুণ্যবর্দ্ধনকর, পিতৃমেধকল্প বলিলাম; প্রযত নরগণের ইহা শ্রোতব্য এবং শ্রাদ্ধকালে অনুকীৰ্ত্তনীয়, জানিবেন। ২০৫—২১২।

বিংশত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২০ ॥

একবিংশত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ব্রাস বলিলেন,—সাধু, গৃহস্থ কর্তৃক এই প্রকারে হব্য কবা দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের এবং অন্ন দ্বারা অতিথি, বান্ধব, ভূত্যা, ভিক্ষুক, যাচক, পাখিক, গৃহাগত অন্তান্ত ব্যক্তি, সদাচারপরায়ণ জনগণ, এবং পশু, পক্ষী ও পিশীলিকাদি সর্ব ভূতের ভূক্তি সাধন বিধেয়। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া উন্নয়ন করিলে পাপভাগী হইতে হয়।

মুনয় উচুঃ ।

কথিতং ভবতা বিপ্র নিত্যনৈমিত্তিকঞ্চ যৎ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং কৰ্ম্ম পৌরুষম্

সদাচারং মূনে শ্রোতুমিচ্ছামো বদতন্তব ।

যং কুৰ্ব্বন্ সুখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥৫

ব্রাস উবাচ ।

গৃহস্থেন সদা কার্যমাচারপরিরক্ষণম্ ।

ন হ্যচারবিহীনশ্চ ভদ্রমত্র পরত্র বা ॥ ৬

যজ্ঞদানতপাঃসৌহ পুরুষশ্চ ন ভূতয়ে ।

ভবন্তি যঃ সদাচারঃ সমুদ্রজ্য প্রবর্ততে ॥ ৭

দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্বিদ্যতে মহৎ ।

কার্যো ধর্ম্মঃ সদাচার আচারশ্চৈব লক্ষণম্ ॥৮

তস্মৈ স্বরূপং বক্ষ্যামি সদাচারস্ত ভো দ্বিজাঃ ।

আত্মনৈকমনা ভূত্বা তথৈব পরিপালয়েৎ ॥ ৯

ত্রিবর্গসাধনে যত্নঃ কর্তব্যো গৃহমেধিনা ।

তৎসংসিদ্ধৌ গৃহস্থশ্চ সিদ্ধিরত্র পরত্র চ ॥ ১০

পাদেনাপ্যশ্চ পারত্র্যং কুর্ধ্যাচ্ছ্রয়ঃ স্বমাত্মবান্

মুনিগণ কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনি

নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম-বিধান বলিলেন।

পুরুষগণের কৰ্ম্ম—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য,

এই ত্রিবিধ। এক্ষণে মানব যাহা করিয়া

ইহলোকে ও পরলোকে সুখ লাভ করিতে

পারে, সেই সদাচার শুনিতে বাসনা করি;

আপনি তাহা বলুন। ব্রাস বলিলেন,—

গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে সতত আচার পরিপালন

কর্তব্য। আচারহীন জন, ইহ পর কোন

লোকেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। যে পুরুষ

সদাচার লক্ষ্যনপূর্বক যজ্ঞ, দান বা তপস্বী

করে, তাহার তজ্জনিত ফল সুখসাধক হইতে

পারে না। দুরাচার নর ইহলোকে দীর্ঘায়ু

হয় না; অতএব সদাচার ধর্ম্ম প্রতিপালন

কর্তব্য। সেই আচারের লক্ষণ ও স্বরূপ

বর্ণন করিতেছি। হে দ্বিজগণ! সযত্নে এক-

মনে সদাচার প্রতিপালন করিবে। গৃহস্থ

ব্যক্তি ত্রিবর্গ সাধনে যত্নপরায়ণ হইবে;

উহা সিদ্ধ হইলেই গৃহস্থের ইহকালে ও

পরকালে সিদ্ধি লাভ হয়। ১—১০। উপা-

অর্ধেন চাত্তরনং নিত্যনৈমিত্তিকানি চ ।
পাদেনৈব তথাপ্যন্ত মূলভূতং বিবর্জয়েৎ ।
এবমাচরতো বিপ্রা অর্থসাকল্যমুচ্ছতি ॥ ১২
তদ্বৎপাপনিষেধার্থং ধর্ম্যঃ কার্যো বিপশ্চিতা ।
পরজার্থস্তথৈবাত্তঃ কার্যোহত্রৈব কলপ্রদঃ ॥
প্রত্যবায়ভয়াৎ কামস্তথান্তশ্চাবিরোধবান্ ।
দ্বিধা কামোহপি রচিতদ্বিবর্গায়াবিরোধকৃৎ ॥
পরম্পরানুবন্ধাৎ চ সর্বানৈতান্ বিচিস্তয়েৎ ।
বিপরীতানুবন্ধাৎ চ বুধ্যধ্বং তান্ দ্বিজোত্তমাঃ
ধর্ম্যো ধর্ম্যানুবন্ধার্থো ধর্ম্যো নাত্মার্থপীড়কঃ ।
উভাত্যাঞ্চ দ্বিধা কামঃ তেন তৌ চ দ্বিধা পুনঃ
বাক্ষ্যে মুহূর্ত্তে বুধ্যত ধর্ম্যার্থাবলুচিস্তয়েৎ ।
সমুখায় তথাচম্য প্রস্নাতো নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ১৭
পূর্বাং সঙ্ক্যাং সনক্ষত্রাং পশ্চিমাং সদিবাকরাম

জিজ্ঞাস্ত অর্থের চতুর্থ ভাগদ্বারা স্থায়ী পার-
লৌকিক হিত সাধন কর্তব্য ; অর্দ্ধাংশ দ্বারা
আত্মপোষণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক সমাধান
বিধেয়। আর যে চতুর্থাংশ থাকিবে,
তাহাকে মূলধনরূপে রাখিয়া বর্জিত
করিবে। হে বিপ্রগণ! এই প্রকারে ব্যব-
হার করিলেই অর্থের সফলতা হয়।
এইরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তি পাপনিবারণার্থ ধর্ম্যা-
চরণও করিবেন। উহা ঐহিক ও পার-
লৌকিক সুখসাধন রূপেই অনুষ্ঠেয়।
বিপদের ভয়ে কাম এবং অর্থও ধর্ম্যের
অবিরোধে উপার্জন করিবে। দ্বিবর্গের
অবিরোধে সেই কামও ঐহিক পারত্রিক
এই দ্বিবিধরূপেই অর্জনীয়। ধর্ম্য, অর্থ,
কাম,—ইহারা সকলেই পরস্পর সাপেক্ষ
বলিয়া জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। ধর্ম্য,—অর্থ ও
কামের পীড়ক নহে, পরস্তু উহাদের সাধক ;
অর্থ,—ধর্ম্য ও কাম এতদ্ব্যতিরিক্তের সাধক ; এবং
কামও ধর্ম্যার্থসম্পাদক। আত্ম মুহূর্ত্তে
জাগরিত হইয়া গাত্রোথানাশ্তে স্নানাত,
কৃতাচমন, শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া
ধর্ম্য ও অর্থের চিন্তা করিবে। প্রাতঃসঙ্ক্যা
নক্ষত্র থাকিতে এবং সায়াং সঙ্ক্যা সূর্য্য

উপাসীত যথাত্মায় নৈনাং জহাদনাপদি ॥ ১৮
অসৎপ্রলাপমনুতং বাকৃপাক্ষ্যঞ্চ বর্জয়েৎ ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ বৈ দ্বিজাঃ ॥ ১৯
সায়ন্ত্রাতস্তথা হোমঃ কুক্ষীত নিয়তান্বান্ ।
নোদয়াস্তমনে চৈবমুদীক্ষেত বিবস্ততঃ ॥ ২০
কেশপ্রসাধনাদর্শদস্তধাবনমঞ্জনম্ ।
পূর্বাঙ্কু এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণম্ ॥ ২১
গ্রামাবসথতীর্ণানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব বস্ত্রনি ।
ন বিগ্নুত্ৰমনুষ্ঠেয়ং ন চ কৃষ্টে ন গোত্রজে ॥ ২২
নগ্নাঃ পরস্মিৎ নেক্ষেন পশ্চোদাত্মনঃ শকৃৎ ।
উদক্যাদর্শনস্পর্শমেবং সস্তাষণং তথা ॥ ২৩
নাপ্স মূত্রং পুরীষং বা মৈথুনং বা সমাচরেৎ ॥
নাধিতিষ্ঠেচ্ছক্ৰমুদ্রে কেশভস্মকপালিকাঃ ॥ ২৪
তুষাক্ষারবিশীর্ণানি রজ্জুবস্ত্রাদিকানি চ ।
নাধিতিষ্ঠেত্তথা প্রাক্তঃ পথি বস্ত্রাণি বা ভূবি ॥ ২৫
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ভূতানাঞ্চ তথার্চনম্ ।

থাকিতেই যথাবিধি উপাসনা করিবে ;
কদাচ অনাপৎকালে ইহার অন্তথা করিবে
না। অসদালাপ, মিথ্যাকথন ও কটু বাক্য
ব্যবহার বর্জন করিবে। আর হে দ্বিজ-
গণ! অসৎ শাস্ত্র, অসৎ তর্ক এবং অসৎ
সেবাও পরিত্যাগ করিবে। নিয়তান্বা-
হইয়া সায়াংকালে ও প্রাতঃকালে হোম
করিবে। উদয় সময়ে বা অস্ত সময়ে
সূর্য্য দর্শন করিবে না। ১৯—২০। কেশ-
সংস্কার, আদর্শ দর্শন, দস্ত ধাবন, অঞ্জন
ধারণ ও দেবতাদিগের তর্পণ পূর্বাঙ্কুই
কর্তব্য। গ্রাম, বাসস্থান, তীর্থ ও ক্ষেত্রের
পথপার্শ্বে, কষিত ভূমিতে কিম্বা গোচর-
ভূমিতে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না।
নগ্না পরনারী কিম্বা নিজ বিষ্ঠা দেখিবে না।
রজস্বলার দর্শন, স্পর্শন ও সস্তাষণ করিবে
না। জলমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ বা মৈথুন
করিবে না। বিষ্ঠা, মূত্র, কেশ, ভস্ম, ধর্পর,
তুষ, অক্ষার, রজ্জু, বস্ত্র বা গলিত জব্যের
উপর দাঁড়াইবে না। পথে বা ভূতলস্থ

কৃতা বিভবতঃ পশ্চাদ্গৃহস্থো ভোক্তুমহতি ॥২৬
 প্রাণুখোদমুখো বাপি স্বাচাস্তো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ
 ভূজীত চার্নঃ তচ্ছিত্তো অস্তর্জানুঃ সদা নরঃ ॥
 উপঘাতমূতে দোষান্নাস্তোদীরয়েদবুধঃ ।
 প্রত্যক্ষলবণং বর্জ্যমন্নমুচ্ছিষ্টমেব চ ॥ ২৮
 ন গচ্ছন্ন চ তিষ্ঠন্ন বৈ বিগ্নুজ্যোৎসর্গমাস্তবান্ ।
 কুবীত চৈবাচমনং ন কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ ॥ ২৯
 উচ্ছিষ্টো নানপেৎকিঞ্চিৎস্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জয়েৎ
 ন পশ্চেক্ষ রবিং চেন্দুঃ নক্ষত্রাণি চ কামতঃ ॥
 ভিন্নাসনঞ্চ শয্যাঞ্চ ভাজনঞ্চ বিবর্জয়েৎ ।
 গুরুণামাসনং দেয়মভ্যুখানাদিসংকৃতম্ ॥ ৩১
 অন্নকূলং তথালাপমভিকুবীত বুদ্ধিমান্ ।
 তত্রান্নগমনং কুর্য্যাৎ প্রতিকূলং ন সঞ্চরেৎ ॥ ৩২
 নৈকবস্ত্রশ্চ ভূজীত ন কুর্যাদেবতার্চনম্ ।
 নাবাহয়েদ্বিজানয়ো হোমং কুবীন্ন বুদ্ধিমান্ ॥ ৩৩

পত্রোপরি উপবেশন করিবে না। গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পিতৃ, দেব, মনুষ্য ও অন্ত্যস্ত প্রাণীদিগের বিভবানুসারে যথোচিত সংকার করিয়া তারপর ভোজন করা বিধেয়। নর সদা আচমনপূর্বক শুচি হইয়া পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে অস্তর্জানু উপবেশন করিয়া বাক্যসংযম সহকারে, তদগতচিত্তে অন্ন ভোজন করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অন্নের উপঘাত ব্যতীত অন্য কোন দোষ উল্লেখ করিবে না; প্রত্যক্ষ লবণ ও উচ্ছিষ্ট অন্ন বর্জন করিবে। যাইতে যাইতে বা দাঁড়াইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না; এবং আচমন কিম্বা কোনও কিছু ভক্ষণ করিবে না। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোন আলাপ বা কিছু পাঠ করিবে না। বিনা প্রয়োজনে সূর্য্য, চন্দ্র বা নক্ষত্র দর্শন করিবে না। ২০—৩০। ভগ্ন আসন শয্যা ও পাত্র বর্জন করিবে। গুরুগণ সমাগত হইলে অভ্যুখানাদি সংকার সহকারে আসন দান কর্তব্য। বুদ্ধিমান্ মানব তাঁহাদিগের জীভিকর আলাপ করিবে; গমন কালে অন্নগমন করিবে; কোনও প্রতিকূলাচরণ

ন শায়ীত নরো নরো ন শয়ীত কদাচন ।
 ন পানিভ্যামুভাত্যাস্ত কণ্ডুয়েত শিরস্তথা ॥ ৩৪
 ন চাভীক্ষুঃ শিরঃস্নানং কার্য্যং নিকারণং বুধৈঃ
 শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাক্ষং কিঞ্চিদুপস্পৃশেৎ ।
 অনধ্যায়েষু সর্বেষু স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জয়েৎ ।
 ব্রাহ্মণানলগোসূর্য্যান্নাবমন্তেৎ কদাচন ॥ ৩৬
 উদমুখো দিবা রাজ্রাবুৎসর্গং দক্ষিণামুখঃ ।
 অবাধাস্থ যথাকামং কুর্য্যান্নত্ৰপুৰীষয়োঃ ॥ ৩৭
 তৃকৃতং ন গুরোক্রিয়াৎ ক্রুদ্ধং চৈনং প্রসাদয়েৎ
 পরিবাদং ন শৃণুয়াদন্তেষামপি কুরুতাম্ ॥ ৩৮
 পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণানাং রাজ্রো হুঃখাতুরস্ত চ ।
 বিজ্ঞাধিকস্ত গার্ভিণ্যা রোগার্ভস্ত মহীয়তঃ ॥ ৩৯
 মুকান্ধবধিরানঞ্চ মন্তস্তোন্নতকস্ত চ ।
 দেবালয়ং চৈত্যতরুং তথৈব চ চতুঃপথম্ ॥ ৪০
 বিজ্ঞাধিকং গুরুত্বৈব বুধঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ।

করিবে না। বুদ্ধিমান্ মানব উত্তরীয় না লইয়া একবস্ত্রে ভোজন ও দেবতার্চনা করিবে না এবং অগ্নিতে হোমকালে দ্বিজ-গণকে আহ্বান করিবে না। নর কদাপি নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন করিবে না, উভয় পাণি দ্বারা শিরঃকণ্ডুয়ন করিবে না। বিনা কারণে বারম্বার মস্তক ধৌত করিবে না। মস্তক ধৌত করিয়া অঙ্গে তৈল মাখিবে না। সমস্ত অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়ন বর্জন করিবে। ব্রাহ্মণ, অগ্নি, গো এবং সূর্য্যকে কদাচ অবমাননা করিবে না। মল-মূত্র ত্যাগ কালে দিবসে উত্তর-মুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইবে। নিরা-তঙ্ক স্থানে ইচ্ছানুরূপ মল-মূত্র ত্যাগ করিবে। গুরুকৃত দৃষ্কার্য্যের উল্লেখ করিবে না। গুরু ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাকে প্রসাদিত করিবে। কেহ অপর কাহারও পরীবাদ করিতে থাকিলেও তাহা শুনিবে না। ৩০—৩৮। ব্রাহ্মণ, রাজা, হুঃখার্ভ, বিদ্বান্, গার্ভিণী, রোগার্ভ, মান্ত, মুক, অন্ধ, বধির, মন্ত, এবং উন্নত ব্যক্তিকে পথ ছাড়িয়া দিবে। সুবোধ ব্যক্তি দেবালয়, চৈত্যতরু

উপানবস্ত্রমাণ্যাদি ধৃতমন্ত্ৰৈর্ন ধারয়েৎ ॥ ৪২
চতুর্দশাং তথাষ্টম্যাং পঞ্চদশাঞ্চ পৰ্বসু ।
তৈলাভ্যঙ্গং তথা ভোগং যোষিতশ্চ বিবৰ্জয়েৎ
নোৎকিণ্ডবাহজজ্বশ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন ।
ন চাপি বিকিপেৎ পাদৌ পাদং পাদেন
নাক্রমেৎ ॥ ৪৩

পুংচল্যাঃ কৃতকার্য্যস্ত বালস্ত পতিতস্ত চ ।
মৰ্ম্মাভিঘাতমাক্রোশং পৈশুভ্যঞ্চ বিবৰ্জয়েৎ ॥
দন্তাভিমানং তৈক্ষ্যঞ্চ ন কুৰ্ব্বীত বিচক্ষণঃ ।
মূৰ্খোন্নতবাসনিনো বিকূপানপি বা তথা ॥ ৪৫
ন্যূনাজ্জাঃশ্চাধনাঃশ্চৈব নোপহাসেন দুষয়েৎ ।
পরস্ত দণ্ডং নোদ্যচ্ছেচ্ছিকার্থং শিষ্যপুত্রয়োঃ ॥
তদ্ব্যমোপবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ পাদেনাকুষ্যা চাসনম্ ।
সংযাবং কুশরং মাংসং নান্নার্থমুপসাধয়েৎ ॥ ৪৭
সায়ং প্রাতশ্চ ভোক্তব্যং কৃত্বা চাতিথিপূজনম্
প্রাশুখোদশুখৌ বাপি বাগ্‌যতো দন্তধাবনম্ ॥

চতুঃপথ, বিদ্বান ও গুরুজনের প্রদক্ষিণ করিবে। অপরের ব্যবহৃত পাহুকা, বস্ত্র, মাণ্যাদি ব্যবহার করিবে না। চতুর্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্তা ও অন্ত্যাত্ম পৰ্বদিনে তৈলাভ্যঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ ও ভোগ-বিলাস পরিহার্য্য। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হস্ত, পদ, বিস্তারিয়া থাকিবেন না, কিংবা পাদদ্বয় বিক্ষেপ কারবেন না; এক পদ দ্বারা অপর পদ আক্রমণ করিয়া থাকিবেন না। বেষ্ঠা, কৃতকার্য্য, বালক ও পতিত ব্যক্তির মৰ্ম্মে আঘাত দিবে না এবং ইহাদিগের সম্বন্ধে কুৎসা বা আক্রোশ প্রকাশও বৰ্জন করিবে। বিচক্ষণ জন দন্ত, অভিমান বা রূঢ়তা পরিত্যাগ করিবে। মূৰ্খ, উন্নত, ব্যসনাসক্ত, বিরূপ, অঙ্গহীন ও দীন জনকে উপহাস করিবে না! শিক্ষা দানার্থ পুত্র ও শিষ্য ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি দণ্ডোত্তম করিবে না। পদ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিয়া উপবেশন অকর্তব্য। আশ্রয়ার্থ সাধনার্থ সংযাব, কুশর ও মাংস প্রস্তুত করিবে না। দিবসে ও রাত্ৰিতে অতিথিসেবাস্তে ভোজন করিবে। বাক্য

কুৰ্ব্বীত সততং বিপ্রা বৰ্জয়েদ্বৰ্জ্যবৌকধম্ ।
নোদকশিরাঃ স্বপেজ্জাতু ন চ প্রত্যক্শিরা নরঃ
শিরাস্তগন্ত্যমাধায় শয়ীতাথ পুরন্দরীম্ ।
ন তু গন্ধবতীষপ্স শয়ীত ন তথোষসি ॥ ৫০
উপরাগে পরং স্নাতমুতে দিনমুদাহৃতম্ ।
অপমৃজ্যন্ন বস্ত্রাষ্টৈর্গাত্ৰাণ্যদ্বরপাণিভিঃ ॥ ৫১
ন চাবধুংয়েৎ কেশান্বাসসৌ ন চ নিধুনেৎ ।
অনুলেপনমাদদ্যাগ্নাস্নাতঃ কর্হিচিদ্বুধঃ ॥ ৫২
ন চাপি রক্তবাসাঃ স্মাচ্চিত্রাসিতধরোহপি বা
ন চ কুৰ্য্যাদ্বিপৰ্য্যাসং বাসসোর্নাপি ভূষয়োঃ ॥ ৫২
বৰ্জ্যঞ্চ বিদশং বস্ত্রমত্যস্তোপহৃতঞ্চ যৎ ।
কৌটকেশাবপন্নঞ্চ তথা ষ্টির্যবেক্ষিতম্ ॥ ৫৪
অবলীঢ়ং শুনা চৈব সারোদ্ধরণদুষিতম্ ।
পৃষ্ঠমাংসং বৃথামাংসং বৰ্জ্যমাংসঞ্চ বৰ্জয়েৎ ॥ ৫৫
ন ভক্ষয়েচ্চ সততং প্রত্যক্ষং লবণং নরঃ ।
বৰ্জ্যং চিরোষিতং বিপ্রাঃ শুষ্কং পর্যুষিতঞ্চ যৎ

সংযমপূর্বক পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে দন্ত-ধাবন করিবে; কিন্তু নিষিক্ত বৃক্ষের দন্ত কাষ্ঠ করিবে না। নর কদাপি উত্তরশিরা বা পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিবে না; পরস্ত দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে মস্তক রাখিয়াই শয়ন করিবে। দুর্গন্ধ বা জলযুক্ত ভূমিতে শয়ন করিবে না। প্রত্যুষকালেও শয়ন বৰ্জনীয়। ৩৯—৫০। দিবাভাগেই স্নান করা প্রশস্ত; কিন্তু গ্রহণ হইলে রাত্ৰিতেও বিধান আছে। বস্ত্র বা হস্ত দ্বারা গাত্ৰ মার্জন কর্তব্য নহে। পরিধেয় বা উত্তরীয় বস্ত্র এবং কেশ সঞ্চালন করিবে না। বুদ্ধিমান মানব স্নানের পূর্বে কদাচ অনুলেপন ব্যবহার করিবেন না। রক্ত, কৃষ্ণ বা বিচিত্র বস্ত্র কদাপি ধারণ করিবে না। বসন ভূষণের কদাচ বিপর্যায় করিবে না। দশাহীন ও অত্যন্ত উপহৃত বস্ত্র পরিধান করিবে না। কেশ-কৌটাদিযুক্ত, কুকুর কর্তৃক দৃষ্ট বা ভক্ষিত এবং যাহার সার উদ্ধৃত হইয়াছে—এতাদৃশ খাত, আর পৃষ্ঠমাংস, বৃথা মাংস ও নিষিক্ত মাংস বৰ্জনীয়। ভাহুর উদয় সময়ে ও অন্তঃগমন কালে শয়ন বৰ্জন

পিষ্টশাকেক্ষুপয়সাং বিকারা দ্বিজসন্তমাঃ ।
 তথা মাংসবিকারাশ্চ নৈব বর্জ্যাশ্চিরোমিতাঃ ॥
 উদয়াস্তমনে ভানোঃ শয়নঞ্চ বিবর্জয়েৎ ।
 নান্নাতো নৈব সংবিষ্টো ন চৈবান্তমনা নরঃ ॥
 ন চৈব শয়নে নোৰ্ক্যামুপবিষ্টো ন শব্দকৃৎ ।
 প্রেথ্যাণামপ্রদায়াথ ন ভুঞ্জীত কদাচন ।
 ভুঞ্জীত পুরুষঃ স্নাতঃ সায়ন্ত্রাতর্ঘথাবিধি ॥৫১
 পরদারা ন গন্তব্যাঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা ।
 ইষ্টাপূর্তায়ুযাং হস্তী পরদারগতির্নৃণাম্ ॥ ৬০
 ন হীদৃশমনায়ুযাং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে ॥ ৬১
 যাদৃশং পুরুষশ্চেহ পরদারাভিমর্শনম্ ।
 দেবাগ্নিপিতৃকার্য্যাণি তথা গুরুভিবাদনম্ ॥৬২
 কুবীত সম্যাগাচম্য তদ্বদন্তুজিক্রিয়াম্ ।
 অকেনশব্দগন্ধাভিরদতিরচ্ছাভিরাদরাৎ ॥ ৬৩
 আচামেচৈব তদ্বচ্ছ প্রাণুখোদজুখোহপি বা
 অন্তর্জলাবাসথাদগ্ন্যাকানুঘিকস্থলাৎ ॥ ৬৪
 কৃতশৌচাবশিষ্টাশ্চ বর্জয়েৎ পঞ্চ বৈ মৃদঃ ।
 প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ সমভ্যুক্ষ্য সমাহিতঃ

করিবে। অস্নাত শয়ন বা অন্তমনস্ক হইয়া
 শয্যায় বা ভূতলে উপবেশন করিয়া ভৃত্যা-
 দিকে প্রদান না করিয়া কিম্বা শব্দ করিতে
 করিতে ভোজন করিবে না। পরন্তু স্নান
 করিয়া প্রাতর্ভোজন ও সন্ধ্যা ভোজন সমা-
 পন করিবে। ৫১—৫২। পারিণামদর্শী মানব
 পরদার গমন করিবে না। নরগণের পরদার-
 গতি ইষ্টাপূর্ত ও আয়ুঃক্ষয়কারিণী। পুরুষ-
 গণের পরদারাভিমর্শনবৎ অনায়ুষ্য
 ব্যাপার ইহলোকে আর কিছুই নাই।
 দেব, অগ্নি ও পিতৃলোকের কার্য্য, গুরুবন্দনা
 এবং অন্ন ভোজনের পূর্বে যথাবিধি আচ-
 মন করিবে। পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে গন্ধ
 ও কেনরহিত স্বাস্থ্য জল দ্বারা নিঃশব্দে
 সযত্নে আচমন করিবে। জলমধ্য, বাসস্থান,
 বস্ত্রাক ও মুষিকোদ্ধত বা অপরের শৌচাবশিষ্ট
 মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। হস্ত-পদ প্রক্ষা-
 লনান্তে সমাহিতচিত্তে, জাহ্নুদ্বয় বাহুদ্বয়ের মধ্যে
 রাখিয়া তিনবার বা চারিবার আচমন করা

অন্তর্জলস্থখাচামেত্রিচতুর্বাপি বৈ নরঃ ।
 পরিমুজ্য দ্বিরাবর্ত্য খানি মূর্দ্ধানমেব চ ॥ ৬৬
 সম্যাগাচম্য তোয়েন ক্রিয়াং কুবীত বৈ শুচিঃ ।
 ক্ষুতেহবলীঢ়ে বাতে চ তথা নিগীবনাদিষু ॥ ৬৭
 কুর্যাদাচমনং স্পর্শে বাস্পৃষ্টস্তার্কদর্শনম্ ।
 কুবীতালস্তনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণশ্চ চ ॥ ৬৮
 যথাবিভবতো হ্যেতৎপূর্বাভাবে ততঃ পরম্ ।
 ন বিজ্ঞমানে পূর্বোক্ত উত্তরপ্রাপ্তিরিমাতে ॥৬৯
 ন কুর্যাদস্তসংঘর্ষং নাগ্ননো দেহতাড়নম্ ।
 স্তাপেহধ্বনি তথা ভুঞ্জন্ স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জয়েৎ
 সন্ধ্যায়াং মৈথুনঞ্চাপি তথা প্রস্থানমেব চ ।
 তথাপরাক্তে কুবীত শ্রদ্ধয়া পিতৃতর্পণম্ ॥ ৭১
 শিরঃস্নানঞ্চ কুবীত দৈবং পিত্র্যমথাপি চ ।
 প্রাণুখোদজুখো বাপি শ্রদ্ধাকর্ম্ম চ কারয়েৎ ॥
 ব্যঙ্গিনীং বর্জয়েৎ কন্তাং কুলজাং
 বাপ্যরোগিণীম্ ।
 উদ্বহেৎ পিতৃমাত্রোশ্চ সপ্তমীং পঞ্চমীং তথা ॥
 রক্ষেদারান্ত্যাজেদীর্ঘ্যাং তথাহু স্বপ্নমৈথুনে ।

বিধেয়। ওষ্ঠদ্বয় চুইবার মার্জ্জনপূর্বক মস্তক
 ও ইন্দ্রিয়চ্ছিন্ন সকল স্পর্শ করিয়া শুচি-
 ভাবে ক্রিয়া করিতে হয়। ক্ষুত, অবলোহন,
 অধোবাত ত্যাগ অস্পৃশ্য স্পর্শ কিম্বা নিষ্ঠী-
 বনাদি করিলে আচমন বা সূর্য্য দর্শন অথবা
 দক্ষিণ কণ স্পর্শ করিবে। যথাশক্তি এই
 সকলের পূর্বপূর্বটী না পারিলে পর পরটী
 অনুষ্ঠেয়; কিন্তু পূর্বটীর সম্ভাবনা থাকিলে
 পরটী কর্তব্য নহে। দন্তে দস্ত ঘর্ষণ
 কিম্বা নিজ দেহ তাড়ন করিবে না। শয়ন
 করিয়া পথ চলিতে চলিতে কিম্বা ভোজন
 করিতে করিতে অধ্যয়ন কর্তব্য নহে। সন্ধ্যা-
 কালে কোথাও গমন বা মৈথুন বর্জনীয়।
 অপরাহ্নে শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃতর্পণ, শিরঃ-
 স্নান ও দৈব পিত্র্য কার্য্য এবং পূর্বমুখ বা
 উত্তরমুখ হইয়া কৌরকার্য্য কর্তব্য। সৎকুলজা
 কন্তা পরিণয় করিবে, কিন্তু পিতৃপক্ষের সপ্তম
 পুরুষ পর্য্যন্ত এবং বিকলাঙ্গী বা রোগিণী
 হইলে সে কন্তা বিবাহ নিষিদ্ধ স্ত্রীগণকে সর্বদা

পরোপতাপকং কৰ্ম জন্তুপীড়াঞ্চ সৰ্বদা ॥ ৭৪ ॥
উদক্য সৰ্ববর্ণানাং বৰ্জ্য্য রাতিচতুষ্টয়ম্ ।
স্রীজন্মপরিহারার্থং পঞ্চমৌঞ্চাপি বৰ্জ্যয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
ততঃ ষষ্ঠ্যাং ব্রজেদ্রাজ্যাং জ্যেষ্ঠযুগ্মানু রাতিষু
যুগ্মানু পুত্রা জায়ন্তে স্রিয়োহযুগ্মানু রাতিষু ॥
বিধির্শ্রীণো বৈ পৰ্বাদৌ সঙ্ক্যাকালেষু ষণ্ঢকাঃ ।
ক্ষুরকর্মণি রিক্তাং বৈ বৰ্জ্যয়ীত বিচক্ষণঃ ॥ ৭৬ ॥
ক্রবতামবিনৌতানাং ন শ্রোতব্যাং কদাচন ।
ন গোংকৃষ্টাসনং দেহমমুংকৃষ্টস্ত চাদরাৎ ॥ ৭৭ ॥
ক্ষুরকর্মণি বাস্তে চ স্রীসন্তোগে চ ভো দ্বিজাঃ
স্মরীত চৈনবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ ॥ ৭৮ ॥
দেববেদদ্বিজাতীনাং সাধুসত্যমহাশ্রয়নাম্ ।
গুরোঃ পতিব্রতানাঞ্চ ব্রহ্মযজ্ঞতপাশ্রয়নাম্ ।
পরিবাদং ন কুৰ্বীত পরিহাসঞ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৭৯ ॥
ধবলাদ্রসংবীতঃ সিতপুষ্পবিভূষিতঃ ॥ ৮০ ॥

রক্ষা করা বিধেয়। কাহারও ঈর্ষা করিবে না এবং দিবাভাগে নিদ্রা ও মৈথুন বর্জন করিবে। পরোপতাপক কার্য ও প্রাণি-পীড়ন সৰ্বদা পরিত্যাজ্য। চারিরাতি পর্যন্ত ঋতুমতী নারীসংস্পর্শ বর্জনীয়; কন্তোৎপত্তি বর্জনকামনায় পঞ্চম রাতিও পরিহার্য। ঋতুর ষষ্ঠ প্রভৃতি প্রশস্ত রাতিতেই স্রীসঙ্গ কর্তব্য। যুগ্ম রাতিতে পুত্র এবং অযুগ্ম রাতিতে কন্তা জন্মে; পৰ্বাদি নিষিদ্ধ দিনে স্রীসঙ্গে বিধর্মী এবং সঙ্ক্যাকালে ক্রৌব সম্ভান হয়। বিচক্ষণ মানব ক্ষৌর কার্যে রিক্তা তিথি বর্জন করিবেন। অবিনৌত ব্যক্তির কিছু বলিতে থাকিলে কদাচ তাহা কিছু শুনিবেন না। অমুস্তম জনকে সাদরে উত্তম আসন দিবে না। হে দ্বিজগণ! ক্ষৌর কার্য, বমন, স্রীসংসর্গ কিছা কটনির্মাণ স্থলে গমনাগমন করিলে বস্ত্র সহ স্নান করা বিধেয়। বেদ, দেব, দ্বিজ, সাধু, সত্য, মহাত্মা, গুরু, পতিব্রতা, ঈশ্বর, যজ্ঞ ও তপস্বী,—ইহাদিগের কুৎসা বা উপহাস করিবে না। ৬০—৮০। সৰ্বদা শ্বেতবস্ত্রধারী ও শ্বেত পুষ্পভূষিত—সৌম্যবেশ হইবে;

সদা মাজ্জল্যবেষঃ স্মার বামাজ্জল্যবান্ ভবেৎ ।
নোদ্ধতোন্নতমূঢ়ৈশ্চ নাবিনৌতৈশ্চ পণ্ডিতঃ ॥
গচ্ছেন্নৈত্রীমশীলেন ন বয়োজাতিদূষিতৈঃ ।
ন চাতিব্যয়শীলৈশ্চ পুরুষৈর্নৈব বৈরিভিঃ ॥ ৮১ ॥
কার্য্যাক্ষমৈর্নিদিতৈর্ন ন চৈব বিটসজ্জিভিঃ ।
নিশ্বৈর্ন বাদৈকপটৈর্নৈর্নৈর্চাষ্টৈস্তথাধর্মৈঃ ॥ ৮২ ॥
সুহৃদীক্ষিতভূপালস্নাতকঞ্চগুরৈঃ সহ ।
উত্তিষ্ঠেদ্বিভবাচৈনানর্চয়েদগৃহমাগতান্ ॥ ৮৩ ॥
যথাবিভবতো বিপ্রাঃ প্রাতিসংবৎসরোষিতান্
সম্যগ্গৃহেহর্চনং কৃৎস্না যথাস্থানমমুক্ৰমাৎ ॥
সম্পূজয়েত্তথা বহৌ প্রদদ্যাচ্ছাত্তীঃ ক্রমাৎ ।
প্রথমাং ব্রহ্মণে দদ্যাৎ প্রজানাং পতয়ে ততঃ
তৃতীয়াংকৈব গৃহেভ্যঃ কণ্ঠপায় তথাপরাম্ ।
ততোহনুমতয়ে দদ্যাদ্দদ্যাৎগৃহবলিংকৃতঃ ॥ ৮৪ ॥
পূর্বাং খ্যাতা ময়া যা তু নিত্যক্রমবিধৌ ক্রিয়া
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্যাদ্বদতঃ শৃণুত দ্বিজাঃ ॥ ৮৫ ॥

অমজ্জল্য বেশ—ভূষা সধবা বর্জনীয়। পতিত ব্যক্তি উদ্ধত, উন্নত, মুর্থ, হীনবয়স্ক, নীচ-জাতি, অবিনৌত, দুঃস্বভাব, অতি ব্যয়শীল, শত্রু, কার্য্যাক্ষম, নিদিত, লম্পটসঙ্গী, নিঃশ্র, বিবাদপরায়ণ বা অধমজনসহ মিত্রতা করিবে না। সুহৃৎ, দীক্ষিত, ভূপতি, স্নাতক, গুরু,—ইহারা গৃহাগত হইলে উখিত হইবে এবং বিভবানুসারে ইহাদিগের সৎকার করিবে। হে ব্রাহ্মণগণ! সংবৎসরান্তে গৃহাগত ব্যক্তি-বর্গকে যথায়োগ্যবিভবানুসারে অর্চনা করিবে এবং আহুতি দিবে। প্রথম ব্রাহ্মণকে, দ্বিতীয় প্রজাপতিকে, তৃতীয় গৃহদিগকে, চতুর্থ কণ্ঠপকে এবং পঞ্চম আহুতি অনুমতিকে দান করিবে। আমি পূর্বে যে নিত্যক্রিয়া প্রকরণে বিবিধ অমুষ্ঠানের কথা বলিয়াছি, সেই সকলের পর বৈশ্বদেব করিবে। হে দ্বিজগণ! তাহার ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। স্থানবিভাগ অনুসারে দেবগণের উদ্দেশে উৎস করিতে হয়। পূর্বাংকে পূর্জন্ত, আপ ও ধরিত্রীকে, বায়ুকোণে বায়ুকে, পূর্বাংদিকে দিকৃসকলকে, উত্তরাংদিকে

যথাস্থানবিভাগস্ত দেবানুদিষ্টা বৈ পৃথক্ ।
 পৰ্জন্তাপোধরিত্রীণাং দদ্যাভু মণিকে ত্রয়ম্ ॥
 বায়বে চ প্রতিদিশং দিগ্ভ্যঃ প্রাচ্যাदिषু ক্রমাৎ
 ব্রহ্মণে চান্তরিক্ষায় সূর্য্যায় চ যথাক্রমাৎ ॥ ৯১
 বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বিশ্বভূতেভ্য এব চ
 উষসে ভূতপত্যে দদ্যাছোত্তরতঃ শুচিঃ ॥ ৯২
 স্বধা চ নম ইত্যুক্তা পিতৃভ্যশ্চৈব দক্ষিণে ।
 কৃত্বাপসব্যাং বায়ব্যাং যশ্চৈতত্তেতি সংবদন ॥
 অন্নাবশেষমিশ্রং বৈ তোয়ং দদ্যাদ্ঘথাবিধি ।
 দেবানাঞ্চ ততঃ কুর্যাদ্ভ্রাক্ষণানাং নমস্কিয়াম্
 অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা পাণেষা দক্ষিণশ্চ চ ।
 এতদ্ভ্রাক্ষমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ ॥ ৯৫
 তৰ্জ্জন্তুষ্ঠয়োঃ পিত্র্যঃ তীর্থমুদাহৃতম্ ।
 পিতৃণাং তেন তোয়ানি দদ্যান্নান্দীমুখাদৃতে ॥
 অঙ্গুল্যাগ্রে তথা দৈবং তেন দিব্যক্রিয়াবিধিঃ ।
 তীর্থং কনিষ্ঠিকামূলে কায়ং তত্র প্রজাপতেঃ ॥

ব্রহ্মা, অশ্বরীক্ষ, সূর্য্য, বিশ্বদেব, বিশ্বভূত, উষস্ ও ভূতপত্যিকে এবং দক্ষিণ দিকে অপসব্যাক্রমে “পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ” এই বলিয়া পিতৃগণকে বলি নিবেদন করিবে। পরে বায়ুকোণে “যশ্চৈতত্তে” বলিয়া অন্নাবশেষমিশ্রিত জল প্রদান করিবে। অতঃপর দেবতা ও ভ্রাক্ষণগণকে প্রণাম করিবে। ৮১—৯৪। দক্ষিণপাণির নিম্নভাগে যে রেখা, উহা ব্রহ্মতীর্থ; উহা আচমনার্থ বিহিত। তৰ্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্য ভাগ পিতৃতীর্থ; নান্দীমুখ ব্যতীত উহা দ্বারা অপর পিতৃগণের তর্পণ করিবে। অঙ্গুল্যাগ্র সকল দৈব তীর্থ; উহা দ্বারা দৈবকার্য্য অঙ্গুষ্ঠের কনিষ্ঠামূল কায়তীর্থ; উহা দ্বারা প্রজাপতির ত্রিয়া বিধেয়। এই সকল তীর্থ দ্বারাই সতত উক্ত পিতৃদেবাদের কার্য্য সকল অঙ্গুষ্ঠেয়; অন্য তীর্থ দ্বারা করা উচিত নহে। ব্রহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন, পৈত্র তীর্থ দ্বারা পিতৃকার্য্য, দৈব তীর্থ দ্বারা দৈবকৃত্য, প্রাজাপত্য তীর্থ দ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণের পিণ্ডোদকদানাদি প্রশস্ত। প্রাজ ব্যক্তি প্রজাপত্য তীর্থ দ্বারা

এবমেতিঃ সদা তীর্থৈর্বিধানং পিতৃভিঃ সহ ।
 সদা কার্য্যাণি কুর্ব্বীত নান্নতীর্থৈঃ কদাচন ॥ ৯৮
 ভ্রাক্ষণাচমনং শস্তং পৈত্র্যং পিত্র্যেণ সর্ব্বদা ।
 দেবতীর্থেন দেবানাং প্রাজাপত্যঞ্চ তেন চ ।
 নান্দীমুখানাং কুর্ব্বীত প্রাজঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্
 প্রাজাপত্যেন তীর্থেন যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রজাপতেঃ
 যুগপজ্জনমগ্নিঞ্চ বিভ্রায় বিচক্ষণঃ ।
 গুরুদেবপিতৃনু বিপ্রান চ পাদৌ প্রসারয়েৎ ॥
 নাচক্ষীত ধনস্তীঃ গাং জলং নাঞ্জলিনা পিবেৎ
 শৌচকালেষু সর্ব্বেষু গুরুষু বা পুনঃ ।
 ন বিলম্বেত মেধাবী ন মুখেনানলং ধমেৎ ॥ ১০২
 তত্র বিপ্রা ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টিয়ম্ ।
 ঋণপ্রদাতা বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজ্জনা নদী ॥ ১০৩
 জিতভূত্যো নৃপো যত্র বলবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ ।
 তত্র নিত্যং বসেৎ প্রাজঃ কুতঃকুনৃপতো সুখম্
 পৌরাঃ সুসংহতা যত্র সততং শ্রায়বর্ত্তিনঃ ।
 শান্ত্যামংগরিণো লোকাস্তত্র বাসঃ সুখোদয়ঃ ॥
 যস্মিন্ কৃষীবলা রাষ্ট্রে প্রায়শো নাতিমানিনঃ ।

প্রজাপতির কার্য্যসকলও করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও একদা অগ্নি ও জল ধারণ করিবে না। গুরু, দেব, ভ্রাক্ষণ ও পিতৃগণের দিকে পাদ প্রসারণ করিবে না। গাতী, জলাদি পান করিতে থাকিলে জল স্বামীকে তাহা বলিবে না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবে না। ক্ষুদ্র বা গুরুতর শৌচকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান জন কখনও বিলম্ব করিবে না। ফুৎকার দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিবে না। যেখানে ঋণপ্রদাতা, বৈজ্ঞ, শ্রোত্রিয় এবং সজ্জনা নদী—এই চারিটি নাই, তথায় বাস করিবে না। স্বাহার অনুচরবর্গ বশীভূত এবং যিনি বলবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ, তাদৃশ রাজার রাজ্যেই প্রাজ ব্যক্তি, বাস করিবে; কুনৃপতির রাজ্যে বাস করিলে সুখ কোথায়? পুরবাসী জনগণ যেখানে যথাযোগ্য দলবদ্ধ, সতত শ্রায়বর্ত্তী, শান্তপ্রকৃতি ও মাৎস্যহীন, সেইখানে বাস করিলেই সুখোদয় হয়। যে রাজ্যে কৃষকেরা অতিশয়

যত্রৌষধাশ্চশেষাণি বসেত্তত্র বিচক্ষণঃ ॥১০৬
তত্র বিপ্রা ন বস্তব্যাং যত্রৈতল্লিতয়ং সদা ।
জিগীষুঃ পূৰ্ব্বৈবরশ্চ জনশ্চ সততোৎসবঃ ॥১০৭
বসেন্নিত্যং সুনীলেষু সহচারিষু পণ্ডিতঃ ।
যত্রাপ্রধুষ্যো নৃপতির্যত্র শস্ত্রপ্রদা মহী ॥ ১০৮
ইত্যেতৎকথিতং বিপ্রা ময়া বো হিতকাম্যয়া ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ভক্ষ্যভোজ্যবিধিক্রিয়াম্
ভোজ্যমন্নং পর্য্যুষিতং স্নেহাক্তং চিরসম্ভূতম্
অস্নেহা অপি গোধুমযবগোরসবিক্রিয়াঃ ॥ ১১০
শশকঃ কচ্ছপো গোধা ষাবিষ্যৎস্রোহথ শল্যকঃ
ভক্ষ্যশ্চৈত্রে তথা বর্জ্যো গ্রামশূকরকুকুটৌ ॥
পিতৃদেবাদিশেষঞ্চ ত্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকাম্যয়া ।
প্রোক্ষিতং চৌষধার্থঞ্চ খাদন্যাসং ন হৃষ্যতি ॥
শম্মাশ্মশ্র্ণরূপ্যাণাং রজ্জুনামথ বাসসাম্ ।
শাকমূলফলানাঞ্চ তথা বিদলচর্মণাম্ ॥ ১১৩

গর্ভিত নহে, এবং যেখানে বিবিধ ঔষধ
বিভূমান, বিচক্ষণ মানব সেইখানেই বাস
করিবেন । ১০৫—১০৬ । হে বিপ্রগণ ! যেখানে
জিগীষু, পূর্বতন শত্রু এবং সতত উৎসবযুক্ত
লোক,—এই তিনের বাস, তেমন স্থলে বাস
করা অকর্তব্য । যত্রত্য নৃপতি অপরাজেয়,
ভূমি শস্ত্রবতী এবং অধিবাসীরা সুনীল ও
সমধর্মী,—সেই স্থানেই বাস করা বিধেয় ।
হে বিপ্রগণ ! আপনাদিগের হিতার্থ আমি
এই সকল कहিলাম ; এক্ষণে ভক্ষ্য
ভোজ্যের বিধান বলিতেছি । দীর্ঘকাল
রক্ষণযোগ্য স্থত-তৈলাদি স্নেহদ্রব্য-ভক্ষিত
খাদ্য পর্য্যুষিত হইলেও ভক্ষণযোগ্য ।
স্নেহশূন্য দ্রব্য মধ্যেও যব, গোধূম ও তৃণ-
বিকারজ দ্রব্য ভক্ষণীয় । শশক, কচ্ছপ,
গোধা, ষাবিধ, শল্যক, ও মৎস্ত ভক্ষণীয় ।
গ্রাম্য শূকর ও কুকুট অভক্ষ্য । পিতৃ-
দেবাদির অবশিষ্ট প্রোক্ষিত, বা ঔষধার্থ
মাংস ভক্ষণ করা যায় ; আর ত্রাদ্ধে নিযুক্ত
হইয়া কিম্বা ব্রাহ্মণের অনুরোধেও মাংস
ভক্ষণে দোষ হয় না । শম্ম, প্রস্তর, ষণ, রৌপ্য
রজ্জু, বস্ত্র, শাক, মূল, ফল, বিদল, চর্ম,

মণিবস্ত্রপ্রবালানাং তথা মুক্তাকলশ্চ চ ।
পাত্রাণাং চমসানাঞ্চ অনুন শৌচমিষ্যতে ॥
তথাস্থকানাং তোয়েন অশ্মাসজ্জবর্ণেন চ ।
সস্নেহানাঞ্চ পাত্রাণাং শুদ্ধিরূপেন বারিণা ॥
শূর্ণাণামজিনানাঞ্চ মুষলোলুখলশ্চ চ ।
সংহতানাঞ্চ বস্ত্রাণাং প্রোক্ষণাৎ সঞ্চয়শ্চ চ ॥
বহুলানামশেষাণামমুচ্ছোচমিষ্যতে ।
আবকানাং সমস্তানাং কেশানাকৈবমিষ্যতে ॥
সিদ্ধার্থকানাং কঙ্কেন তিলকঙ্কেন বা পুনঃ ।
শোধনকৈব ভবতি উপঘাতবতাং সদা ॥ ১১৮
তথা কার্পাসিকানাঞ্চ শুদ্ধিঃ স্তাজ্জলভক্ষন্য ।
দারুদস্তাশ্চিশূঙ্গাণাং তৎকণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥
পুনঃ পাকেন ভাণ্ডানাং পার্থিবানামমেধ্যতা ।
শুদ্ধং ভৈক্ষ্যং কারুহস্তঃ পণ্যং যোষিযুখং তথা
রথ্যাগতমবিজ্ঞাতং দাসবর্গেণ সংস্কৃতম্ ।
প্রাকুপ্রশস্তং চিরাভীতমনেকান্তরিতং লঘু ॥

মণি, প্রবাল, মুক্তা, পাত্র ও চমসাদি দ্রব্যের
জল দ্বারাই শুদ্ধি হয় । জল ও প্রস্তর দ্বারা
ঘর্ষণে প্রস্তর পাত্রের বিশুদ্ধি হয় । উষ্ণ জল
দ্বারা স্নেহাক্ত পাত্রের শুদ্ধি হয় । ১০৭—১১৫ ।
শূর্ণ, অজিন, মুষল, উলুখল, কুপীকৃত দ্রব্য
এবং একত্র মিলিত বহু বসনের শুদ্ধি
প্রোক্ষণ দ্বারাই হইবে । সর্ববিধ বস্ত্রের
জল ও মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধি হয় । সর্ববিধ মেঘ-
লোমজ বা কেশজ দ্রব্যেরও উত্তরূপেই শুদ্ধি
হয় ; আর এই সকল দ্রব্য অত্যন্ত অপ-
বিত্র হইলে তিলকঙ্ক বা সর্ষপকঙ্ক দ্বারাও
শোধন কর্তব্য । কার্পাসিক বস্ত্রের শুদ্ধি
জল ও ভক্ষ্যদ্বারা হয় । কাষ্ঠ, দস্ত, অস্থি ও
শূঙ্গনির্ম্মিত দ্রব্যের শুদ্ধি ভক্ষণ দ্বারা
হয় । মৃৎপাত্রসকলের পুনরায় দাহ দ্বারা
বিশুদ্ধি ঘটে । ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য, শিল্পকারের
হস্ত, পণ্য দ্রব্য, রমণীজনের মুখ, পথ, যাহা
শুচি বা অশুচি জানা যায় নাই এমন উপাগত
বস্ত্র, দাসবর্গ দ্বারা সংস্কৃত দ্রব্য, পূর্বে যাহা
প্রশংসিত হইয়াছে, যাহা অশুচি হওয়ার পর
দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে, অনেক বস্তু ব্যব-

অন্তঃ প্রভূতং বালকং বৃদ্ধাতুরবিচেষ্টিতম্ ।
 কৰ্ম্মাস্তাগারশালাশ্চ স্তনদ্বয়ং শুচি স্থিয়াঃ ॥ ১২২
 শুচয়শ্চ তথৈবাপঃ শ্রবন্ত্যো গন্ধবর্জিতাঃ ।
 ভূমিবিবৃধ্যতে কানাদাহমার্জ্জনগোকুলৈঃ ॥
 লেপাদুল্লেকখনাংসেকাদেশা সম্মার্জ্জনাদিনা ।
 কেশকীটাবপন্নৈ চ গোত্রাতে মক্ষিকাবিভে ॥
 মৃদঙ্গ ভক্ষ্য চাপ্যন্নৈ প্রক্ষেপব্যঃ বিবৃদ্ধয়ে ।
 ওষধিরাণামগ্নেন বারিণা ত্রপুসীসয়োঃ ॥ ১২৫
 ভক্ষ্যাদুভিষ্ক কাংশ্চানাং শুদ্ধিঃ প্রাবোহদ্রবস্ত চ
 অমেধ্যাক্তস্ত মৃত্যুর্গৈর্গন্ধাপহরণেন চ ॥ ১২৬
 অশ্বেষাঈব দ্রব্যানাং বর্ণগন্ধাশ্চ হারয়েৎ ।
 শুচি মাংসস্ত চাণ্ডালক্রব্যাদৈবিনিপাতিতম্ ॥
 রথ্যাগতঞ্চ তৈলাদি শুচি গোতৃপ্তিদং পয়ঃ ।
 রজোহগ্নিরগ্নগোচ্ছায়ারশ্ময়ঃ পবনো মহী ॥ ১২৮
 বিপ্রমো মক্ষিকাদ্যাশ্চ দুষ্টসঙ্গাদদোষিণঃ ।

ধানে যাহার অশুচিতা ঘটয়াছে, লঘু দ্রব্য
 বৃদ্ধ ও আতুর জনের আচরণ, কৰ্ম্মকারগৃহ,
 এবং স্ত্রী-লোকের স্তনদ্বয়, এ সকল শুচি
 জানিবে। দুর্গন্ধবর্জিত ধারাজলও সতত
 শুচি। দাহ, মার্জ্জন ও গোবিচরণে ভূমি বিবৃদ্ধ
 হয়। লেপ, উল্লেখন, জলসেক ও সম্মার্জ্জনাদি
 দ্বারা গৃহ বিবৃদ্ধ হয়। কেশ, কীট, মক্ষিকাদি
 পতিত হইলে কিম্বা গোদ্বারা আত্মাত হইলে
 অগ্নের বিশোধনার্থ মৃত্তিকা, ভক্ষ্য ও জল
 প্রক্ষেপ কর্তব্য। তাত্রপাত্র অগ্নিসংযোগে,
 রজ ও সীসক পাত্র জলে, কাংশ্চ
 পাত্র ভক্ষ্য ও জলে এবং কঠিন বস্তু
 জলে আগ্রাবনেই শুদ্ধ হয়। সাধারণ
 অপবিত্র দ্রব্যাক্ত বস্তুর মৃত্তিকা-জল-সংযোগে
 গন্ধাপনয়ন হইলেই শুদ্ধি হয়। অন্তান্ত
 দ্রব্যেরও বিবরণতা ও দুর্গন্ধ অপনৌত হইলেই
 বিবৃদ্ধি জানিবে। চণ্ডাল ও ব্যাধ কর্তৃক
 নিহত পশুর মাংস শুচি। পথে পতিত
 তৈলাদি এবং একটা গো তৃপ্ত হইতে পারে,
 এমন জলও শুচি। ধূলি, অগ্নি, অশ্ব, গো,
 ছায়া, কিরণ, বায়ু, ভূমি, বায়ুচালিত জল-
 কণা ও মক্ষিকাদি প্রাণী, এ সকল দুষ্টসংসর্গ

অজাশ্বঃ মুখতো মেধ্যাং ন গোর্বৎসস্ত চাননম্ ॥
 মাতুঃ প্রশবণে মেধ্যাং শকুনিঃ ফলপাতনে ।
 আসনং শয়নং যানং তটৌ নদ্যাঙ্গুলানি চ ॥
 সোমসূর্যাংশুপবনৈঃ শুধ্যন্তে তানি পণ্যবৎ ।
 রথ্যাপসর্পণে জ্ঞানে ক্ষুৎপানানাঞ্চ কৰ্ম্মশু ॥
 আচামেত যথাক্রমং বাসসঃ পরিধাপনে ।
 স্পৃষ্টানামথ সংস্পর্শেদ্বিরথ্যাকর্দমান্তসি ।
 পক্ষেষ্টকচিতানাঞ্চ মেধ্যতা বায়ুসংশ্রয়াৎ ॥ ১৩২
 প্রভূতোপহতাদম্নাদগ্রমুদ্রত্য সন্ত্যজেৎ ॥ ১৩৩
 শেষস্ত প্রোক্ষণং কুর্যাদাচম্যাস্তিস্থথা মৃদা ।
 উপবাসস্তিরাক্তস্ত দুষ্টভক্তাশিনো ভবেৎ ॥ ১৩৪
 অজ্ঞানে জ্ঞানপূর্বে তু তদোষোপশমে ন তু ।
 উদক্যাং বাবলগ্নাঞ্চ স্মৃতিকাস্ত্যাবসায়িনঃ ॥ ১৩৫
 স্পৃষ্টাঃ স্নায়ীত শৌচার্থং তথৈব মৃত্তহারিণঃ ।
 নারং স্পৃষ্টাশ্চি সন্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিবৃধ্যতি

বশতঃ অশুদ্ধ হয় না। অজের ও অশ্বের
 মুখ বিবৃদ্ধ, গো সকলের মুখ শুচি নহে।
 বৎসের মুখ মাতার স্তন্যশ্রাবণ বিষয়ে পবিত্র।
 ফলপাতন ব্যাপারে পক্ষীও শুচি। আসন,
 শয্যা, যান, নদীতট, ভূগ, এ সকল পণ্য-
 দ্রব্যবৎ চন্দ্র-সূর্য্যকিরণ ও বায়ু দ্বারা
 পবিত্র হয়। পথ ভ্রমণ, জ্ঞান, ও পান ভোজ-
 নাদি কার্য্য, বস্ত্র পরিধান,—এ সকল কার্য্যে
 যথাবিধি আচমন করা বিধেয়। পথস্থ কৰ্দম,
 অশুচি বস্তুর স্পর্শ বশতঃ যাহা অশুচি হই-
 য়াছে, এবং ইষ্টকা দ্বারা যাহা বিরচিত, সে
 সকল বায়ু স্পর্শেই শুচি হয়। ১১৬—১৩২।
 রানীকৃত অন্ন কোনও কারণে অপবিত্র
 হইলে আচমনপূর্ব্বক উপরের অংশ কেলিয়া
 দিয়া মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিলেই
 বিবৃদ্ধ হইবে। অজ্ঞানতঃ উক্তরূপ অপবিত্র
 খাদ্য ভক্ষণে তিরাক্ত উপবাস কর্তব্য;
 অশুচিতা জানিতে পারিলে যথাবিধি
 শোধন করিয়া পরে তাহা ভক্ষণ করিলে
 কোন দোষ হইবে না। রজশ্রবণ, স্মৃতিকা,
 অজ্ঞাজাতি, শববাহী,—এই সকলের স্পর্শে
 জ্ঞান করিলে শুদ্ধ হয়। মেঘদুগ্ধ

আচম্যেব তু নিঃশ্বেহং গামালভ্যাকর্মীক্য বা ।
ন লভ্যয়েত্তথৈবাধ ঈবনোদ্বর্তনানি চ ॥ ১৩৭
গৃহাচ্ছিষ্টবিধিত্বং পাদান্তস্তৎকিপেদ্বহিঃ ।
পঞ্চ পিণ্ডানমুদ্বৃত্ত্য ন স্নায়াৎ পরবারিণি ॥ ১৩৮
স্নায়ীত দেবখাতেষু গজ্জ হৃদসরিৎসু চ ।
নোদ্যানাদৌ বিকালেষু প্রাক্তন্তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥
নালপেজ্জনবিধিষ্টান্ বীরহীনাস্থখা স্ত্রিয়ঃ ।
দেবতাপিতৃসচ্ছান্ধ্র্যজসন্ন্যাসিনিদকৈঃ ॥ ১৪০
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুধ্যত্যর্কাবলোকনাৎ ।
অবলোক্য তথোদক্যাং সন্ন্যস্তং পতিতং শবম্
বিধর্ম্মিস্মৃতিকায়ণং বিবস্ত্রাস্ত্যাবসায়িনঃ ।
মৃতনির্ধ্যাতকাতৈশ্চব পরদাররতাশ্চ যে ॥ ১৪২
এতদেব হি কর্তব্যং প্রাক্তৈঃ শোধনমাশ্রয়ঃ ।
অভোজ্যভিক্ষুপাষণ্ডমার্জ্জারখরকুক্কটান ॥ ১৪৩

মহুয্যাস্পর্শে ব্রাহ্মণ স্নান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে । নিঃশ্বেহ মানুষাদি স্পর্শে আচমনান্তে গোস্পর্শ বা সূর্য্য দর্শন করিলে শুদ্ধি লাভ হইতে পারে । নিগ্ধবন উদ্বর্তনাদি লভ্যন করিতে নাই । গৃহ হইতে উচ্ছিষ্ট মলমূত্র ও পাদপ্রক্ষালনজল,—এসকল দূরে বহির্ভাগে কেলিয়া দিবে । পরকীয় জলাশয় হইতে প্রথমে পঞ্চ মৃৎপিণ্ড না উঠাইয়া স্নান করিবে না । দেবার্থে উৎসর্গীকৃত জলাশয়, গজা, হৃদ, ও নদীতে স্নান করিতে হইলে পিণ্ড উদ্ধারের প্রয়োজন নাই । প্রাক্ত-ব্যক্তি অসময়ে উদ্যানাদির মধ্যে থাকি-বেন না । সাধারণের বিদ্রোহার্থ ব্যক্তির সহিত কিছা বিধবার সহিত বাক্যালাপ অকর্তব্য । যাহারা দেবতা, পিতৃলোক, সজ্জন, শাস্ত্র, যজ্ঞকর্তা বা সন্ন্যাসী প্রভৃতির নিন্দা করে, স্তোত্রাদিগেব সঞ্চে আলাপ করিলে সূর্য্যদর্শন দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে । প্রাক্ত ব্যক্তির রজস্বলা নারী, সংস্রস্ত পতিত শব, বিধর্ম্মী, স্মৃতিকা, ক্রীব, বিবস্ত্র জন, অন্ত্যজাতি, শববাহক, এবং পরদার-পর নরগণকে দর্শন করিলেও আত্ম-শোধ-নার্থ উক্তরূপ সূর্য্যদর্শনই বিধেয় । অথাদ্য-

পতিতাপবিদ্ধচাণালমৃতহার্যশ্চ ধর্ম্মবিৎ ।
সংস্পৃশ্য শুধ্যতে স্নানাত্মদক্যাগ্রামশুকরৌ ॥
তদ্বচ্চ স্মৃতিকাতোদূষিতং পাপকর্ম্মভিঃ ।
যস্ম চানুদিনং হানিগৃহে নিত্যস্ম কর্ম্মণঃ ।
যশ্চ ব্রাহ্মণসন্ত্যক্তঃ কিঞ্চিৎকালী নরাধমঃ ॥ ১৪৫
নিত্যস্ম কর্ম্মণো হানিঃ ন কুব্বীত কদাচন ॥
তস্ম ত্বকরণং বকে্য কেবলং মৃতজন্মসু ।
দশাহং ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেদানহোমবিবর্জিতঃ ॥ ১৪৭
কত্রিয়ো দ্বাদশাহঞ্চ বৈশ্ণো মাসার্দ্ধমেব চ ।
শূদ্রশ্চ মাসমাসৌত নিজকর্ম্মবিবর্জিতঃ ॥ ১৪৮
ততঃ পরং নিজং কর্ম্ম কুর্য্যঃ সর্কে যথোচিতম্
প্রেতায় সলিলং দেয়ং বহির্গত্বা তু গোত্রকৈঃ ।
প্রথমেহহি চতুর্থে চ সপ্তমে নবমে তথা ।
তস্মাস্মি সঞ্চয়ঃ কার্য্যশ্চতুর্থেহহি গোত্রকৈঃ ॥
উর্দ্ধং সঞ্চয়নাভ্যেয়ামঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে ।

দ্রব্য ভিক্ষুক, পাষণ্ড, মার্জ্জার, গর্দভ, কুক্কট, পতিত, জাতিচ্যুত, চণ্ডাল, শববাহক,—এসকল স্পর্শ করিয়াও ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে । স্মৃতিকা, গ্রামশুকর, স্মৃতিকাতোদী ও অকার্য্যদ্বারা দূষিত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলেও উক্তরূপ শৌচ বিধেয় । যাহার গৃহে প্রতিদিন নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না, এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক যে জন পরিত্যক্ত হই-য়াছে, সেই নরাধম পাপমাত্রই ভোজন করিয়া থাকে । ১৩৩—১৪৫ । নিত্য কর্ম্মের কদাচ বাধা করিবে না । কেবল জন্ম মরণ উপ-লক্ষেই উহা করিতে নাই, এ বিষয়ে বিধান কহিতেছি । জন্ম ও মরণ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ দশাহ, কত্রিয় দ্বাদশাহ, ও বৈশ্ণব মাসার্দ্ধ যাবৎ দান হোম বর্জনপূর্ব্বক থাকিবে । শূদ্র একমাস নিজ কর্তব্য কার্য্য বর্জন করিবে । তারপর সকলেই যথাবিধি নিজ কর্ম্ম করিবে । সগোত্রগণ বহির্গমনপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে জল দান করিবে । সগোত্র জন প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, বা নবম দিবসে মৃত ব্যক্তির অস্থি সঞ্চয় করিবে ।

গোত্রকৈশ্চ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ কার্যাঃ সঞ্চয়নাৎপরম্ ।
 স্পর্শ এব সপিণ্ডানাং মৃতাহনি তথোভয়োঃ ।
 অর্থমিচ্ছয়া শস্ত্ররজ্জুবন্ধনবহিষু ॥ ১৫২
 বিষপ্রতাপাদিমৃতে প্রাজানাশকয়োরাপি ।
 বালে দেশান্তরস্থে চ তথা প্রব্রজিতে মৃতে ॥
 সদ্যঃ শৌচং মনুষ্যাণাং ত্র্যহমুক্তমশৌচকম্ ।
 সপিণ্ডানাং সপিণ্ডস্ত মৃতেহন্ত্রস্মিন্মৃতো যদি ॥
 পূর্বশৌচং সমাখ্যাতং কার্যাস্তত্র দিনক্রিয়াঃ ।
 এষ এব বিধির্দৃষ্টো জন্মতপি হি স্মৃতকে ॥ ১৫৫
 সপিণ্ডানাং সপিণ্ডেষু যথাবৎ সোদকেষু চ ।
 পুত্রে জাতে পিতুঃ স্নানং সচৈলস্ত বিধীয়তে ॥
 তত্রাপি যদি বাত্স্মিন্ন তু জাতস্ততঃ পরম্ ।
 তত্রাপি শুদ্ধিক্রিয়া পূর্বজন্মবতো দিনৈঃ ॥ ১৫৭
 দশদ্বাদশমাসার্দ্ধমাসসম্ব্যাদিনৈর্গতেঃ ।
 স্বাঃ স্বাঃ কৰ্ম্মক্রিয়াঃ কুৰ্য্যুঃ সৰ্বে বর্ণা যথাবিধি ॥
 প্রেতমুদিশু কৰ্ত্তব্যমেকোদিশ্চৈমতঃ পরম্ ।

অস্থি সঞ্চয় হইলে অঙ্গান্শুষ্ঠয় নিবৃত্ত হয় ।
 উহার পরই সগোত্রগণ মৃতের আত্মাদি কার্য্য
 করিবে । আত্মহত্যা কামনায় শস্ত্র, রজ্জু,
 বন্ধন, বহি, বা পতন ইত্যাদি দ্বারা মৃত
 হইলে, আর শিশু বা দেশান্তরস্থ ব্যক্তির
 মরণে, কিম্বা সন্ন্যাস গ্রহণের পর মৃত
 হইলেও সাধারণের সদ্যঃশৌচ, এবং
 সপিণ্ডগণের তিন দিন অশৌচ হয় । এক
 সপিণ্ডমরণশৌচ মধ্যে অন্ত সপিণ্ড
 মরিলে পূর্ব অশৌচই হইবে । তদন্তে বিহিত
 কার্য্য করিবে । জন্মজনিত অশৌচেও
 সপিণ্ড ও সোদকদিগের এইরূপই বিধি ।
 পুত্র জন্মিলে পিতা বস্ত্রসহ অবগাহন স্নান
 করিবে । জন্মাশৌচের মধ্যে অন্ত জন্মা-
 শৌচ হইলেও পূর্বাশৌচই প্রবণ থাকিবে ;
 পূর্ব অশৌচান্তেই শুদ্ধি বিহিত । জন্মা-
 শৌচেও সকল বর্ণই পূর্ববৎ দশ, দ্বাদশ,
 মাসার্দ্ধ, ও মাসমাত্র কাল অশৌচ থাকিবে ;
 তদন্তে নিজ নিজ কৰ্ত্তব্য সকল যথাবিধি
 করিবে । অতঃপর প্রেতোদেহে একো-

দানানি চৈব দেয়ানি ব্রাহ্মণেভ্যো মনীষিভিঃ ॥
 যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্ত দয়িতং গৃহে ।
 তত্তদুগ্ধবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ১৬১
 পূর্ণৈশ্চ দিবসৈঃ স্পৃষ্টা সনিলং বাহনায়ুধৈঃ ।
 দত্তপ্রত্যোদপিণ্ডাশ্চ সৰ্বে বর্ণাঃ কৃতক্রিয়াঃ ॥
 কুৰ্য্যুঃ সমগ্রাঃ শুচিনঃ পরত্রেহ চ ভূতয়ে ।
 অধ্যোভব্য ত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশিতা ॥
 ধৰ্ম্মতো ধনমাহার্য্যং যষ্টব্যং চাপি যত্নতঃ ।
 যেন প্রকুপিতো নাত্মা ভুগুপ্সামেতি তো দ্বিজাঃ
 তৎকৰ্ত্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনৈঃ ।
 এবমাচরতো বিপ্রাঃ পুরুষস্ত গৃহে সতঃ ॥ ১৬৪
 ধৰ্ম্মার্থকামং সম্প্রাপ্য পরত্রেহ চ শৌভনম্ ।
 ইদং রহস্তমাযুষ্যং ধাতুং বুদ্ধিবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ১৬৫
 সৰ্বপাপহরং পুণ্যং ত্রীপুষ্ট্যারোগ্যদং শিবম্ ।
 যশঃকীর্ত্তিপ্রদং নৃণাং তেজোবলবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ১৬৬

দিশ্চৈকৰ্ত্তব্য । 'বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ কার্য্যে ব্রাহ্মণকে
 বিবিধ দান করিবেন । ১৪৬—১৬০ । মৃত
 ব্যক্তির উদ্দেশে ইহকালে তাহার যাহা যাহা
 প্রিয় ও বাঞ্ছিত দ্রব্য ছিল, সেই সকলই
 পরলোকে তদীয় অক্ষয় ভূষ্টি বিধানার্থ দান
 করিবে । অশৌচকাল পূর্ণ হইলে প্রেতের
 পিণ্ড দান ও তর্পণাদি ক্রিয়া জল, বাহন,
 ও আয়ুধাদি স্পর্শে পবিত্র হইবে । তার-
 পর সকলেই ইহ-পরকালের হিতবিধায়ক
 কৰ্ত্তব্যানুষ্ঠান করিবে । নিত্য ত্রয়ী অধ্য-
 য়ন কৰ্ত্তব্য । সতত পরিণামদশী হইবে ।
 ধৰ্ম্মানুসারে ধনার্জন করিয়া যত্নপূর্বক যজ্ঞ
 করিবে । হে দ্বিজগণ ! যে কার্য্য দ্বারা
 আত্মা প্রকুপিত হইয়া লজ্জিত না হয়, যাহা
 মহাজনসম্মিধানে গোপনীয় নহে, সেই কার্য্য
 নিঃশঙ্ক চিন্তে করিবে । নরগণ গৃহে থাকিয়া
 এইরূপ আচরণ করিলে ইহপর উভয় কালেই
 উত্তম ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রাপ্ত হয় । হে মুনি-
 সত্তমগণ ! আমি এই যে রহস্ত কথা কীর্ত্তন
 করিলাম, ইহা আয়ুঃপ্রদায়ক, ধনসমৃদ্ধিবৰ্দ্ধক,
 বুদ্ধিবুদ্ধিকর, সৰ্বপাপহর, পুণ্যজনক, ত্রী,
 পুষ্টি, আরোগ্য, যশ, কীর্ত্তি, তেজ, বলাদির

অমৃত্যেয়ং সদা পুষ্টিঃ স্বর্গসাধনমুত্তমম্ ।
 ব্রাহ্মণৈঃ কত্রিয়ৈর্কৈশ্চৈঃ শূদ্রৈশ্চ মুনিসন্তমাঃ ॥
 জাতব্যং সুপ্রযত্নেন সম্যক্শ্রেয়োহভিকাজ্জিভিঃ
 জাত্বৈব যঃ সদা কালমমুষ্ঠানং কৰোতি বৈ ॥
 সৰ্বপাপবিনির্মুক্তঃ স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ।
 সান্নাৎসারতরং চেদমাখ্যাতং দ্বিজসন্তমাঃ ॥
 ঋতিশ্রুতাদিতং ধর্ম্যং ন দেয়ং যশ্চ কশ্চচিৎ ।
 ন নাস্তিকায় দাতব্যং ন হৃষ্টমতয়ে দ্বিজাঃ ॥ ১৬০ ॥
 ন দাস্তিকায় মূর্খায় ন কুতর্কপ্রলাপিনে ॥ ১৭০ ॥
 ইতি শ্রীব্রাহ্মে সদাচারনিরূপণমেকবিংশত্য-
 ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২১ ॥

দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রাহ্মণ বর্ণধর্ম্যান বিশেষতঃ ।
 চতুরাশ্রমধর্ম্যাংশ্চ দ্বিজবর্য্য অবীহি তান্ ॥ ১

বিবর্দ্ধক এবং উত্তম স্বর্গসাধন । ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের এতদনুসারে আচরণ করা বিধেয় । মঙ্গলাকাজ্জী জনের সম্যক্ প্রকারে সুপ্রযত্নে ইহা জাত হওয়া কর্তব্য । যে ব্যক্তি এই বিধান জানিয়া সকল কালে এতদনুসারে আচরণ করে, সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে যাইতে পারে । হে দ্বিজসন্তমগণ ! ঋতি-শ্রুতাজ্জ ধর্ম্মের সার হইতেও সারতর এই যে বিধান কীৰ্ত্তন করিলাম, ইহা যে, সে লোককে দেওয়া কর্তব্য নহে । হে দ্বিজগণ ! নাস্তিক হৃষ্টচেতা, দাস্তিক, মূর্খ এবং কুতর্ককারীকে ইহা দান করিতে নাই । ১৬১—১৭০ ।

একবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে দ্বিজরাজ ! একগণে আমরা চতুর্কর্ণ ও আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্মবিধি

ব্রাস উবাচ ।

ব্রাহ্মণকত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ যথাক্রমম্ ।
 শৃণুধ্বং সংযতা ভূত্বা বর্ণধর্ম্মান্নরোদিতান্ ॥ ২ ॥
 দয়াদানতপোদেবযজ্ঞস্বাধ্যায়তপস্বিঃ ।
 নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্ধ্যাচ্চাগ্নিপরিগ্রহম্ ॥
 বৃত্তার্থং যাজয়েৎস্থানদ্বিজানধ্যাপয়েৎতথা ।
 কুর্ধ্যাৎপ্রতিগ্রহাদানং যজ্ঞার্থং জ্ঞানতো দ্বিজাঃ
 সৰ্বলোকহিতং কুর্ধ্যান্নাহিতং কশ্চচিদ্বিজাঃ ।
 মৈত্রী সমস্তসম্বেষু ব্রাহ্মণশ্চোত্তমঃ ধনম্ ॥ ৫ ॥
 গবি রত্নে চ পারক্যে সমবুদ্ধির্ভবেদ্বিজাঃ ।
 ঋতাবভিগমঃ পত্ন্যাং শস্ততে বাস্ত ভো দ্বিজাঃ
 দানানি দদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজৈভ্যঃ

কত্রিয়োহপি হি ।

যজ্ঞেচ্চ বিবিধৈর্ধজৈরধীরীত চ ভো দ্বিজাঃ ॥
 শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষা প্রবরা তশ্চ জীবিকা ।
 তস্তাপি প্রথমে কল্মে পৃথিবীপরিপালনম্ ॥ ৮ ॥
 ধরিজীপালনেনৈব কৃতকৃত্য নরাধিপাঃ ।

শুনিতে ইচ্ছা করি । আপনি তাহা বলুন ।
 ব্রাস বলিলেন,—হে মুনিগণ ! ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই চারিবর্ণের ধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি ; পাপনারা সংযতাচরণে অবগ ককুন । ব্রাহ্মণ প্রতিদিন দান, দয়া, তপস্বী, দেবপূজা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তর্পণপরায়ণ এবং অগ্নিমান্ হইবেন । জীবিকা নির্বাহার্থে অপর ব্যক্তির যাজন এবং অধ্যাপন করিবেন । যজ্ঞ-করণার্থ প্রতিগ্রহও করিবেন । জ্ঞানপূর্ব্বক সৰ্বলোকের হিতই করিবেন ; পরস্তু অহিত করিবেন না । সর্বজীবে মিত্র-তাই ব্রাহ্মণের উত্তম ধন । ব্রাহ্মণ, পরকীয় ভূমি বা রত্নে সমবুদ্ধি থাকিবেন । তাঁহার পক্ষে ঋতুকালেই পত্নীসঙ্গ প্রশস্ত । হে দ্বিজগণ ! কত্রিয় ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অধ্যয়নও কত্রিয়ের কর্তব্য । যুদ্ধার্থে অস্ত্রধারণ ও পৃথিবীরক্ষা, এই দুইটাই কত্রিয়ের জীবিকা ; তন্মধ্যেও পৃথিবীপালনই প্রধান । ১—৮ । রাজা হৃষ্টদিগের শাসন ও শিষ্টগণের পালন

ভবন্তি নৃপতে রক্ষা যতো যজ্ঞাদিকৰ্মণাম্ ॥১০
 হুষ্ঠানাং শাসনাদ্রাজা শিষ্টানাং পরিপালনাং ।
 প্রাপ্তোত্যতিমন্ত্রাণো কানবর্ণসংস্থাপকো নৃপঃ ॥
 পাণ্ডপাল্যঃ বণিজ্যাক্ষ কৃষিক্ষ মুনিসন্তমাঃ ।
 বৈশ্বায় জীবিকাঃ ব্রহ্মা দদৌ

লোকপিতামহঃ ॥ ১১

তস্তাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানং ধৰ্ম্মশ্চ শস্ত্রতে ।
 নিত্যনৈমিত্তিকাদীনামহুষ্ঠানঞ্চ কৰ্মণাম্ ॥ ১২
 দ্বিজাতিসংশ্রয়ঃ কৰ্ম্ম তদর্থং তেন পোষণম্ ।
 ক্রয়বিক্রয়জৈবাপি ধনৈঃ কারুভবৈশ্চ বা ॥ ১৩
 দানং দদ্যচ্চ শূদ্রোহপি পাকযজ্ঞৈর্ঘজ্ঞৈত চ ।
 পিতৃাদিকঞ্চ বৈ সৰ্ব্বং শূদ্রঃ কুবীত তেন বৈ ॥ ১৪
 ভৃত্যাদিতরণার্থায় সৰ্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহাঃ ।
 ঋতুকালভিগমনং স্বদারেষু দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৫
 দয়া সমস্তভূতেষু তিতিক্ষা নাভিমানিতা ।
 সত্যং শৌচমনায়াসো মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা ॥ ১৬
 মৈত্রী চেবাম্পৃহা তদ্বদকার্পণ্যং দ্বিজোত্তমাঃ ।
 অনসূয়া চ সামান্তা বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ ॥ ১৭
 আশ্রমাণাঞ্চ সৰ্ব্বেষাংঘেতে সামান্তলক্ষণাঃ ।

স্বারা বর্ণসকলের সংস্থাপন করিলে অভিমত
 লোক প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিসন্তমগণ!
 লোকপিতামহ ব্রহ্মা, পাণ্ডপালন, বাণিজ্য,
 কৃষিকার্য্য, এই তিনটি রুত্তি বৈশ্বদিগকে
 নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বৈশ্ব দান,
 অধ্যয়ন, যজ্ঞ, অস্ত্রান্ত ধৰ্ম্ম কার্য্য এবং
 নিত্যকৰ্ম্মের অহুষ্ঠান করিবে। দ্বিজাতির
 আশ্রমে তাঁহাদিগের কৰ্ম্ম করিয়া কিম্বা
 ক্রয় বিক্রয় বা শিল্প কৰ্ম্মে উপার্জিত
 ধন স্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। শূদ্রও
 দান করিবে এবং পাকযজ্ঞ করিবে।
 ভদ্রারাই ব্রাহ্মাদি পিতৃকার্য্য কর্তব্য। পোষ্য-
 বর্ণ পরিপালনার্থ সকল বর্ণেরই ধনাদি
 পরিগ্রহ বিধেয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঋতু-
 কালেই পত্নীসঙ্গম বিহিত। সৰ্ব্বভূতে দয়া,
 ক্ষমা, অভিমানরাহিত্য, সত্য, শৌচ, প্রিয়-
 বাদিতা, মিত্রতা, মোভহীনতা, অকার্পণ্য,
 অনসূয়া, অক্রান্তিতা ও মঙ্গলসাধনতা প্রভৃতি

গুণান্তথোপধৰ্ম্মাশ্চ বিপ্রাদীনামিমে দ্বিজাঃ ॥ ১৮
 কাত্রং কৰ্ম্ম দ্বিজশ্চোক্তং বৈশ্বকৰ্ম্ম তথাপদি ।
 রাজস্ত্রস্ত চ বৈশ্বোক্তং শূদ্রকৰ্ম্মাণি চৈতয়োঃ ॥
 সমার্থো সতি তাজ্যমুভাত্যামপি চ দ্বিজাঃ ।
 তদেবাপদি কর্তব্যং ন কুৰ্য্যাৎ কৰ্ম্মসঙ্করম্ ॥ ৩০
 ইত্যেতে কথিতা বিপ্রা বর্ণধৰ্ম্মা ময়াস্ত বৈ ।
 ধৰ্ম্মমাশ্রমিণাং সম্যগুক্রবতোহপি নিবোধত ॥ ২১
 বালঃ কুতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ ।
 গুরোর্গেহে বসন্ বিপ্রা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ ২২
 শৌচাচাররতস্তত্র কার্য্যং গুরুষণং গুরোঃ ।
 ব্রতানি চরতা গ্রাহো বেদশ্চ কৃতবুদ্ধিনা ॥ ২৩
 উভে সঙ্ঘ্যে রবিং বিপ্রান্তধৈবাগ্নিঃ সমাহিতঃ ।
 উপতিষ্ঠেত্তথা কুৰ্য্যাদ্গুরোরপ্যভিবাদনম্ ॥ ২৪
 স্থিতে তিষ্ঠেদ্ভজেদ্যতি নৌচৈরাসৌত চাসিতে
 শিষ্যো গুরো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রতিকূলঞ্চ সন্ত্যজেৎ
 তেনৈবোক্তং পঠেদেদং নান্তচিত্তং পুরহিতঃ ।

গুণগুক্ত হইবে। সমস্ত আশ্রমের সমস্ত বর্ণেরই
 এই সকল সাধারণ গুণ। হে দ্বিজগণ!
 এক্ষণে বিপ্রাদিবর্ণের উপধৰ্ম্ম কীৰ্ত্তন করি-
 তেছি। আপৎকালে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কৰ্ম্ম
 ও বৈশ্বকৰ্ম্ম বিহিত। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্বকৰ্ম্ম ও
 শূদ্রকৰ্ম্ম, এবং বৈশ্বের শূদ্রকৰ্ম্ম কর্তব্য; সামর্থ্য
 থাকিতে ঐ সকল নিম্নবর্ণের কার্য্য সকলেরই
 ত্যাজ্য; আপৎকালেই উহা অবলম্বনীয়;
 পরন্তু কৰ্ম্মসঙ্কর করিবে না। হে বিপ্রগণ!
 বর্ণচতুষ্টয়ের সাধারণ বিধান এই আমি বলি-
 লাম; এক্ষণে আশ্রমধৰ্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন। ১—২৪। হে বিপ্রগণ! বালক
 উপনয়নান্তে বেদাভ্যাস-তৎপর হইয়া গুরু-
 গৃহে বাস করিবে। তখন ব্রহ্মচারী হইয়া
 সমাহিতচিত্তে শৌচাচার প্রতিপালন করত
 গুরুর গুরুষা এবং বিবিধ ব্রতচরণপূর্বক
 অবধানসহকারে বেদাভ্যাস করিবে। উভয়
 সঙ্ঘ্যাকালে সমাহিতভাবে রবি ও অগ্নির
 উপাসনা এবং গুরুর অভিবাদন করিবে।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শিষ্য কোন প্রকারেই
 গুরুর প্রতিকূলাচরণ করিবে না; গুরু

অমুজ্জাতঞ্চ ভিক্ষারমগ্নীয়াৎগুরুণা ততঃ ॥ ২৬
অবগাহেদপঃ পূৰ্ব্বমাচার্যোণাবগাহিতাঃ ।
সমিজ্জলাদিকং চান্ধ কল্যকল্যমুপানয়েৎ ॥ ২৭
গৃহীতগ্রাহবেদশ্চ ততোহমুজ্জামবাপ্য বৈ ।
গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিম্পন্নগুরুনিষ্ঠুতিঃ ॥ ২৮
বিধিনাবাণ্ডদারশ্চ ধনং প্রাপ্য স্বকৰ্ম্মণা ।
গৃহস্থকাৰ্য্যমাখিলং কুৰ্য্যাৎপ্রাঃ স্বশাক্ততঃ ॥ ২৯
নিৰ্ব্বাপেণ পিতৃনর্চ্য যজ্ঞৈর্দেবাংস্তথাতিথীন ।
অন্নৈর্মুণীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্ ॥
বলিকৰ্ম্মণা ভূতানি বাক্‌সত্যোনাখিলং জগৎ ।
প্রাপ্নোতি লোকান পুরুষো নিজকৰ্ম্মসমার্জিতান
ভিক্ষাতুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাডুন্নক্ষচাৰিণঃ ।
তেহপ্যত্র প্রাতিভিষ্ঠন্তি গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্

অবস্থান করিলে অবস্থান করিবে, গমন
কালে গমন করিবে, উপবিষ্ট হইলে
অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে উপবেশন করিবে।
গুরুর আদেশক্রমেই নিবিষ্টচিত্তে তদীয়
অগ্রভাগে থাকিয়া বেদ পাঠ করিবে। পরে
গুরুর অমুজ্জানুসারেই ভিক্ষার ভোজন
করিবে। গুরু জলে অবগাহন করিলে পর
অবগাহন করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে
গুরুর নিমিত্ত সমিধ, কুশাদি আহরণ করিয়া
আনিবে। প্রাজ্ঞব্যক্তি শিক্ষণীয় বেদ অভ্যস্ত
হইলে পর গুরুর আদেশ লইয়া গুরু-
দক্ষিণা-দানান্তে গৃহস্থান্নম্ অবলম্বন করিবে।
যথাবিধি বিবাহ করিয়া স্বীয় বিহিত কৰ্ম্মদ্বারা
ধনার্জনপূৰ্ব্বক স্বশক্তি অনুসারে সমস্ত গৃহস্থ-
কৰ্ত্তব্য নিৰ্ব্বাহ করিবেন। পিতৃদান দ্বারা
পিতৃগণের, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের, অন্নদ্বারা
অতিথিগণের, স্বাধ্যায় দ্বারা মুনিগণের,
পুত্রোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির, বলি প্রদান
দ্বারা ভূতগণের, এবং সত্য ও প্রিয়বাক্য
দ্বারা সমগ্র জগতের ভূগু বিধান করিবেন।
পুরুষ এইরূপ স্বীয় অমুষ্ঠানের কালে বিবিধ
লাভ প্রাপ্ত হয়। ২৫—৩১। সম্যাসী, ব্রহ্ম-
চারী বা তিষ্যোপজীবী সকলেই গৃহস্থান্নম্
অবলম্বনে জীবিত থাকে, সুতরাং গৃহস্থান্নম্‌ই

বেদাহরণকার্য্যেণ তীর্থস্থানায় চ দ্বিজাঃ ।
অটন্তি বসুধাং বিপ্রাঃ পৃথিবীদর্শনায় চ ॥ ৩৩
অনিকেতা হনাহারা যে তু সাংগৃহাশ্চ তে ।
তেষাং গৃহস্থঃ সততঃ প্রতিষ্ঠা যেনিকচ্যতে ॥
তেষাং স্বাগতদানানি বক্তব্যং মধুরং সদা ।
গৃহাগতানাং দৃষ্ট্যাক্ত শয়নাসনভোজনম্ ॥ ৩৫
অতিথির্ষন্ত ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রাতিনিবর্ততে ।
স দম্বা তুষ্কতঃ তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৩৬
অবজ্ঞানমহঙ্কারো দম্ভশ্চাপি গৃহে সতঃ ।
পরিবাদোপঘাতৌ চ পাক্ষ্যাক্ষ ন শস্ততে ॥ ৩৭
যশ্চ সম্যক্করোত্যেবং গৃহস্থঃ পরমং বিধিম্ ।
সর্ববন্ধবিনির্মুক্তো লোকানাংপ্রোতি চোত্তমান ॥
বয়ঃপরিণতো বিপ্রাঃ কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমী ।
পুত্রেষ ভাৰ্য্যাং নিক্শিপ্য বনং গচ্ছেৎ সঠেব বা

শ্রেষ্ঠ। হে দ্বিজগণ। যে সকল ব্রাহ্মণ
বেদাহরণ, তীর্থপর্য্যটন, ও পৃথিবীভ্রমণার্থ
বসুমতীর নানাস্থানে ভ্রমণ করেন; এবং
যাহারা বাসস্থানশূন্য ও আহারহীন সেই সাং-
গৃহগণ (যাইতে যাইতে যেখানে সাংকাল
উপস্থিত হয়, তথায় বাসকারী) গৃহস্থ জন-
গণের একমাত্র অবলম্বন ও উৎপত্তিহেতু।
গৃহে আগত হইলে ঐ সকল ব্যক্তিকে সদা
স্বাগত প্রদান ও মধুর বাক্য বলিবে; শয়নীয়,
আসন ও ভোজন দান করিবে। অতিথি
কোথাও নিরাশ হইয়া ভবন হইতে প্র-
গমন কালে তাহার পাপ সকল গৃহস্থামীকে
দিয়া তদীয় পুণ্য সকল লইয়া প্রস্থান করেন।
অবজ্ঞা, অহঙ্কার, দম্ভ, পরিবাদ, প্রহার,
পাক্ষ্য,—গৃহস্থের পক্ষে এসকল প্রশস্ত
নহে। যে গৃহস্থ এই বিধান সম্যক্‌প্রকারে
প্রতিপালন করে, সে সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত
হইয়া উত্তমলোকসমূহে গমন করিতে সক্ষম
হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি নিজ কৰ্ত্তব্য সমস্ত
অমুষ্ঠানান্তে পরিণত বয়সে পুত্রগণের হস্তে
ভাৰ্য্যাকে ছাড় করিয়া অথবা ভাৰ্য্যার
সহিতই বনে প্রবেশ করিবেন। ৩৮

পৰ্ণমূলকলাহারঃ কেশশাঞ্চজটাদয়ঃ ।
 ভূমিশায়ী ভবেত্তত্র মুনিঃ সৰ্ব্বাতিথির্দ্বিজাঃ ॥ ৪০ ॥
 চৰ্ম্মকাশকুশৈঃ কুৰ্য্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে ।
 তদ্বল্লিষবণং স্নানং শস্তমস্ত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥
 দেবতাভ্যর্চনং হোমসৰ্ব্বাভ্যাগতপূজনম্ ।
 ভিক্ষাবলিপ্রদানস্ত শস্তমস্ত্র প্রশস্ততে ॥ ৪২ ॥
 বস্ত্রস্নেহেন গাত্রাগামভ্যঙ্গচাপি শস্ততে ।
 তপস্তা তস্ত্র বিপ্রেস্ত্রাঃ শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতা ॥
 যজ্ঞেতা নিয়তচৰ্ম্মা বানপ্রস্থচরেন্মুনিঃ ।
 স দহত্যগ্নিবদোষান্জয়েন্নোকাংশ শাশ্বতান্ ॥
 চতুর্থশ্রামো ভিক্ষাঃ প্রোচ্যতে যো
 মনীষিভিঃ ।
 তস্ত্র স্বরূপং গদতো বুধ্যধ্বং মম সন্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥
 পুত্রদ্রব্যকল্যেযু ত্যজেৎ স্নেহং দ্বিজোত্তমাঃ ।
 চতুর্থশ্রামস্থানং গচ্ছেন্নিস্কৃতমৎসরঃ ॥ ৪৬ ॥

দ্বিজগণ! বনমধ্যে তিনি বৃক্ষমূলে শয়ন
 করিবেন, পত্র, মূল ও কল আহার করিবেন,
 কেশ, শাঞ্চ বা জটা ধারণ করিবেন;
 সকলের আতিথ্য করিবেন; সৰ্ব্বথা মুনি-
 বৃত্তিই তাঁহার অবলম্বনীয়। ৩২—৪০। চৰ্ম্ম,
 কাশ, বা কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয়
 করিবেন। বনবাসীর পক্ষে তিন কালে
 স্নান প্রশস্ত। দেবতাৰ্চন, হোম, অভ্যা-
 গত সকলের যথাযোগ্য পূজা, ভিক্ষা,
 ও বলিপ্রদান,—এ সকল কার্যও বিশেষ
 প্রশস্ত। বন্য স্নেহ দ্বারা অভ্যঙ্গ
 প্রশস্ত। হে বিপ্রেস্ত্রগণ! বনবাসীর
 পক্ষে শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতাই পরম তপস্তা।
 যে জন বানপ্রস্থ আশ্রমে থাকিয়া মুনি-
 বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক নিয়ত-চিত্তে এই
 সকল আচার পালন করেন, তিনি অগ্নি-
 বৎ দোষ সকল দগ্ধ করিয়া শাশ্বত লোক-
 সমূহ প্রাপ্ত হইবেন। হে সন্তমগণ! মনীষি-
 গণ যাহাকে ভিক্ষুকাশ্রম বলেন, সেই
 চতুর্থশ্রমের স্বরূপ আমি বলিতেছি, আপ-
 নারা অবধান করুন। হে দ্বিজোত্তমগণ!
 পুত্র-কলত্র-বিতাদিতে স্নেহ বর্জনপূর্বক

ত্বেবর্ণিকাংস্ত্যজেৎ সৰ্ব্বানারত্যান্ দ্বিজসন্তমাঃ
 মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষেব জন্তবু ॥ ৪৭ ॥
 জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাহ্মনঃকৰ্ম্মভিঃ কচিৎ ।
 যুক্তঃ কুব্বীত ন দ্রোহং সৰ্ব্বসঙ্গাংশ বর্জনয়েৎ ॥
 একরাত্রস্থিতিগ্রামে পঞ্চরাত্রস্থিতিঃ পুরে ।
 তথা প্রীতির্ন তিৰ্য্যকু ঘেষো বা নাস্ত্র জায়তে ॥
 প্রাণযাত্রানিমিত্তঞ্চ ব্যক্তারে ভুক্তবর্জনে ।
 কালে প্রশস্তবর্ণানাং ভিক্ষার্থী পর্যটেন্দৃগৃহান্ ॥
 অনাভে ন বিষাদৌ স্ত্রান্নাভে নৈব চ হর্ষয়েৎ ।
 প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্ত্রান্নাত্রাসঙ্গাধিনির্গতঃ ॥ ৫১ ॥
 অতিপূজিতনাভাংশ জুগুপ্সৈচ্চৈব সৰ্বতঃ ।
 অতিপূজিতনাভৈস্ত যতির্মুক্তোহপি বধ্যতে ॥
 কামঃ ক্রোধস্তথা দর্পো লোভমোহাদয়শ্চ যে ।

মাৎসর্য্যহীন হইয়া চতুর্থশ্রমে প্রবেশ
 করিতে হয়। ত্রিবর্ণবিহিত সমস্ত আচার
 পরিহারপূর্বক শত্রু-মিত্রাদি সৰ্ব্বজীবেরই
 সমবুদ্ধিসম্পন্ন ও সকলেরই হিতকারী
 হইবে। জরায়ুজ বা অণ্ডজ কোন প্রাণীরই
 কদাপি বাক্য মন ও কৰ্ম্ম দ্বারা অহিতাচরণ
 করিবে না। কাহারও দ্রোহ করিবে
 না। সৰ্ব্বসঙ্গ বর্জন করত সংযতচিত্তে
 থাকিবে। ৪১—৪৮। সন্ন্যাসী জন গ্রামে
 একরাত্র, ও নগরে পঞ্চরাত্র বাস করিতে
 পারেন। তিৰ্য্যকু জাতির প্রতি ঘেষ বা
 প্রীতি প্রকাশ করিবেন না। যখন
 রন্ধনাগ্নি নির্ধাপিত ও জনগণের ভোজন
 শেষ হইয়াছে বুঝিবেন, তিনি তখন জীবিকা
 নির্বাহার্থ প্রশস্ত বর্ণের গৃহে ভিক্ষার্থ
 পর্যটন করিবেন। ভিক্ষা লাভে তুষ্ট
 বা অনাভে অসন্তুষ্ট হইবেন না। অর্থ
 হৃৎ এবং সঙ্গ বর্জনপূর্বক কেবল প্রাণ-
 যাত্রা নির্বাহার্থ ভিক্ষা করিবেন। কেহ
 অতিশয় সমাদর সহকারে ভিক্ষা দিলে তাহা
 সৰ্ব্বথা নিন্দিত মনে করিবেন; কারণ, অতি
 সমাদরপ্রাপ্ত ভিক্ষা দোষে, যুক্ত যতি জনও
 বদ্ধ হইয়া পড়েন। পরিব্রাজক ব্যক্তি
 কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, মোহ প্রভৃতি যে

তাং দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাজস্মিমে।

ভবেৎ ॥ ৫৩

অভয়ং সর্বসত্ত্বৈভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মহীম্ ।

তস্ত দেহাদিমুক্তস্ত ভয়ং নোৎপত্ততে কচিৎ ॥

কৃৎস্নাগ্নিহোত্রঃ স্বশরীরসংস্থঃ

শারীরমগ্নিঃ স্বমুখে জুহোতি ।

বিপ্রস্ত তিকোপগতৈর্হবির্ভি-

শ্চিত্তাগ্নিনা স ব্রজতি স্র লোকান্ ॥ ৫৫

মোক্ষাশ্রমং যশ্চরতে যথোক্তং

ওচিচ্চ সঙ্কলিতবুদ্ধিযুক্তঃ ।

অনিজ্ঞনং জ্যোতিরিব প্রশান্তঃ

স ব্রহ্মলোকং ব্রজতি দ্বিজাতিঃ ॥ ৫৬

ইতি ত্রীত্রাশ্চে বর্ণাশ্রমধর্মবর্ণনং দ্বাবিংশত্যা-

ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

সকল দোষ আছে, তৎসমস্ত বর্জনপূর্বক
নির্ভ্রম হইবেন। যিনি সর্বভূতে অভয় দান
করত মহীতলে বিচরণ করেন, সেই জীব-
গুক্ত মহাত্মার কদাপি ভয় উৎপন্ন হয় না।
যে বিপ্রযতি চিত্তাগ্নিতে শয়ন করত নিজদেহে
অগ্নিহোত্র স্থাপনপূর্বক শারীর অগ্নিকে
ভিকালক স্বত দ্বারা নিজমুখে হোম করেন,
তিনি দিব্যালোকে গমন করিতে সক্ষম
হয়েন। যিনি ওচিভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প সহ-
কারে এই মোক্ষাশ্রম-বিহিত আচার প্রতি-
পালন করেন, সেই দ্বিজাতি দাহবস্ত্র অভাবে
অগ্নির দ্বায় প্রশান্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত
হয়েন। ৪৯—৫৬।

দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২২

ত্রয়োবিংশ অধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

লক্ষজন্তুঃ মহাভাগ সর্বভূতহিতে রতঃ ।

ভূতং ভবাং ভবিষ্যৎ ন তেহস্ত্যবিদিতং মূনে
কর্মণা কেন বর্ণানামধমা জায়তে গতিঃ ।

উত্তমা চ ভবেৎ কেন ব্রহ্মি তেযাং মহামতে ॥২

শুদ্ধস্ত কর্মণা কেন ব্রাহ্মণত্বক্ গচ্ছতি ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে কেন ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াৎ ॥৩

ব্রাস উবাচ ।

হিমবচ্ছিত্তরে রম্যে নানাধাতুবিভূষিতে ।

নানাক্রমলতাকীর্ণে নানান্দ্যসমব্বিতে ॥ ৪

তত্র স্থিতং মহাদেবং ত্রিপুরয়ং ত্রিলোচনম্ ।

শৈলরাজসুতা দেবী প্রাণপত্য সুরেশ্বরম্ ॥৫

ইমং প্রস্নং পুরা বিপ্রা অপৃচ্ছচ্চাকুলোচনা ।

তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মম সন্তমাঃ ॥ ৬

উমোবাচ ।

ভগবন্ ভগনেত্স পুষ্পে দস্তবিনাশন ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

মুনীগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ, মূনে!
আপনি সর্বজন্তু; ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমান,
কিছুই আপনার অবদিত নাই। হে
মহামতে! বর্ণচতুষ্টয়ের কোন কর্ম দ্বারা
অধম গতি হয়? আর কোন কর্মেই
বা উত্তম গতি ঘটে, তাহা বলুন। শূদ্র
কোন কর্ম করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়
এবং ব্রাহ্মণই বা কোন কোন কর্মের
ফলে শূদ্রত্ব লাভ করে? আমরা
তাহাও শুনিতে বাসনা করি। ব্রাস কহি-
লেন,—হে বিপ্রগণ! পুরাকালে নানাধাতু-
বিভূষিত নানাক্রমলতাকীর্ণ নানান্দ্যময়
রমণীয় হিমালয় পর্বতে অবস্থিত ত্রিপুর-
য়ারি, ত্রিলোচন, সুরেশ্বর, মহাদেবকে
প্রাণপত্যপুত্রসহ চাকুলোচনা, শৈলরাজ-
নন্দিনী উমাদেবী এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন;
হে সন্তমগণ! আমি তাহা বলিতেছি,
আপনারা শ্রবণ করুন। ১—৬। উমা কহি-

দক্ষকৃত্যুহর ত্র্যক্ষ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ॥ ৭
চাতুর্ধন্যং ভগবতা পূৰ্ণং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা ।
কেন কৰ্ম্মবিপাকেন বৈশ্ণো গচ্ছতি শূদ্রতাম্ ॥ ৮
বৈশ্ণো বা কত্রিয়ঃ কেন দ্বিজো বা কত্রিয়ো
ভবেৎ ।

প্রতিলোমে কথং দেব শক্যো ধর্মো নিবর্তিতুম্
কেন বা কৰ্ম্মণা বিপ্রঃ শূদ্রযোনৌ প্রজায়তে ।
কত্রিয়ঃ শূদ্রতামেতি কেন বা কৰ্ম্মণা বিভো ॥ ১০
এতং মে সংশয়ঃ দেব বদ ভূতপতেহনঘ ।
ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১১
শিব উবাচ ।

ব্রাহ্মণ্যং দেবি ত্বপ্রাপং নিসর্গাদব্রাহ্মণঃ শুভে
কত্রিয়ো বৈশ্ণশূদ্রো বা নিসর্গাদিতি মে মতিঃ ॥
কৰ্ম্মণা ত্বকৃতেনেহ স্থানাদভ্রাণতি স দ্বিজঃ ।
শ্রেষ্ঠং বর্ণমহু প্রাপ্য তস্মাদাব্রাহ্মণ্যতে পুনঃ ॥ ১৩
দ্বিতো ব্রাহ্মণধর্মেন ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি ।

লেন,—হে পুষার দস্তপাতনকর, দক্ষযজ্ঞহর, ভগনেত্রনাশন, ত্রিলোচন, ভগবন! আমার এই একটি মহান সংশয় হইতেছে যে, পূর্ব কালে ভগবান স্বয়ম্ভু বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে বৈশ্ণ কোন্ কৰ্ম্ম করিয়া শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়? আর কোন কৰ্ম্মেই বা কত্রিয় হয়? ব্রাহ্মণই বা কোন কৰ্ম্মবশে কত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়? কোন কৰ্ম্মেই বা শূদ্রযোনিতে জন্মে? কত্রিয় কোন কৰ্ম্মফলে শূদ্রতা লাভ করে? হে দেব! এই প্রতিলোম ধর্মের নিবর্তি কি প্রকারে হইতে পারে? হে অনঘ, ভূতপতি, প্রভো! কি প্রকারে কত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে? এ বিষয়ে আমার সংশয় নিরাস করুন। ৭—১১। শিব বলিলেন,—হে দেবি! ব্রাহ্মণ্য বড়ই দুর্লভ বস্তু! ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্ণ ও শূদ্র জাতি স্বভাবতই উৎপন্ন হয়। কেহ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিলেও ত্বকৃতিফলে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়। শ্রেষ্ঠবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াও পাপকর্মেই তাহা হইতে চ্যুত

কত্রিয়ো বাধ বৈশ্ণো বা ব্রহ্মভূয়ং স গচ্ছতি ॥
যশ্চ বিপ্রভূয়ংস্বজ্য কত্রিয়ান্নিষেবতে ।
ব্রাহ্মণ্যং স পরিভ্রষ্টঃ কত্রিয়োনৌ প্রজায়তে ॥
বৈশ্ণকৰ্ম্ম চ যো বিপ্রো লোভমোহব্যাপাশ্রয়ঃ ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং প্রাপ্য করোত্যল্পমতিঃ সদা ॥
স দ্বিজো বৈশ্ণতামেতি বৈশ্ণো বা শূদ্রতামিয়াং
স্বধর্ম্যাং প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রতমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
তত্রাসৌ নিরয়ং প্রাপ্তো বর্ণভ্রষ্টো বহিষ্কৃতঃ ।
ব্রহ্মলোকাৎ পরিভ্রষ্টঃ শূদ্রযোনৌ প্রজায়তে ॥
কত্রিয়ো বা মহাভাগে বৈশ্ণো বা ধর্মচারিণি ।
শানি কৰ্ম্মাণ্যপাকৃত্য শূদ্রকৰ্ম্ম নিষেবতে ॥ ১৯
স্বস্থানাং স পরিভ্রষ্টো বর্ণসঙ্করতাং গতঃ ।
ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্ণঃ শূদ্রহং যাতি তাদৃশঃ ॥
যস্ত শূদ্রঃ স্বধর্মেন জ্ঞানবিজ্ঞানবাহু চিঃ ।
ধর্মজ্ঞো ধর্মনিরতঃ স ধর্মফলমশ্নুতে ॥ ২১
ইদং চৈবাপরং দেবি ব্রাহ্মণ্য সমুদাহৃতম্ ।

হইয়া পড়ে। কত্রিয় বা বৈশ্ণও যদি ব্রাহ্মণধর্ম অবলম্বনপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করে, তবে সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। যে জন ব্রাহ্মণত্ব পরিহার করত কত্রিয়ত্ব অবলম্বন করে, সে ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মরণান্তে কত্রিয়যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া যে অল্পবুদ্ধি দ্বিজ লোভ-মোহাবিষ্ট চিন্তে বৈশ্ণকৰ্ম্ম করে, সে বৈশ্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হীন কৰ্ম্মবশে বৈশ্ণকেও শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইতে হয়। স্বধর্মচ্যুত বিপ্রও এই প্রকারে শূদ্র হইয়া পড়ে। সে বর্ণ-ধর্মচ্যুত হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে পারে না, নরকগামী হয়; পরে শূদ্রযোনিতে জন্মে। হে মহাভাগে! কি কত্রিয়, কি বৈশ্ণ,—স্বীয় কৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক শূদ্রকৰ্ম্ম করিলে সকলেই এইরূপে শূদ্রত্বভাগী হইয়া থাকে। তাহার স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে শূদ্রত্ব লাভ করে। ১২—২০। যে শূদ্র স্বধর্ম পালন সহকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানবান, শুচি, ধর্মজ্ঞ ও ধর্মনিরত হয়, সে অবশ্যই সেই

অধ্যায়ঃ নৈষ্টিকৌ সিদ্ধির্ধর্মকামৈর্নিষেব্যতে ॥
উগ্রাঙ্গঃ গর্হিতঃ দেবি গণাঙ্গঃ শ্রাদ্ধস্বতকম্ ।
দুষ্টাঙ্গঃ নৈব ভোক্তব্যঃ শূদ্রাঙ্গঃ নৈব বা কচিৎ
শূদ্রাঙ্গঃ গর্হিতঃ দেবি সদা দেবৈর্মহাশ্রুতিঃ ।
পিতামহমুখোৎসৃষ্টঃ প্রমাণমিতি মে মতিঃ ॥ ২৪
শূদ্রাঙ্গেনাবশেষেণ জঠরে ত্রিযতে দ্বিজঃ ।
আহিতাগ্নিস্থতা যজ্ঞা স শূদ্রগতিভাগ্ভবেৎ ॥
তেন শূদ্রাঙ্গশেষেণ ব্রহ্মস্থানাদপাকৃতঃ ।
ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামেতি নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ২৬
যস্তাঙ্গেনাবশেষেণ জঠরে ত্রিযতে দ্বিজঃ ।
তাং তাং যোনিং ব্রজেদ্বিপ্ৰো যস্তাঙ্গমুপজীবতি
ব্রাহ্মণত্বং সুখং প্রাপ্য তুর্লভং যোহবমন্ততে ।
অভোজ্যামানি বাস্মাতি স দ্বিজত্বাৎপতেত বৈ
সুরাপো ব্রহ্মহা স্তেয়ী চৌরী ভগ্নব্রতোহশুচিঃ
শাখ্যায়বর্জিতঃ পাপো লুকো নৈকৃতিকঃ শঠঃ

ধর্মফল ভোগ করিয়া থাকে । দেবি !
ব্রহ্মা ধর্মকামী জনগণের সেব্য নৈষ্টিকৌ
সিদ্ধিবিষয়িনী এই কথা বলিয়াছেন যে,
উগ্রজাতির অঙ্গ, গণাঙ্গ (হোটেলের
অঙ্গ), শ্রাদ্ধাঙ্গ ও স্বতকঙ্গ দুষ্টাঙ্গ, (বিত-
রণার্থ যাহার ঘোষণা করা হইয়াছে), ও
শূদ্রাঙ্গ কদাচ ভোজন করিবে না । দেবি !
মহাত্মা দেবগণ শূদ্রাঙ্গের সর্বদাই নিন্দা
করেন, পিতামহকথিত এই কথা সত্য বলি-
য়াই আমার বোধ হয় । শূদ্রাঙ্গ ভক্ষিত
হইয়া উহা জঠরে থাকিতে থাকিতেই যদি
মৃত্যু ঘটে, তবে কি আহিতাগ্নি, কি যাগ-
কারী, সকলেরই শূদ্রত্ব অবশুস্তাবী । জঠরে
পরিপাকাবশিষ্ট সেই শূদ্রাঙ্গের ফলে ব্রাহ্মণ
ব্রহ্মলোকচ্যুত হইয়া শূদ্রত্বলাভ করে; এ
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । দ্বিজগণ যাহার
অঙ্গ উদরস্থ করিয়া মৃত হয়, সেই যোনি লাভ
করে । তুর্লভ সুখপ্রদ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হই-
য়াও যে ব্যক্তি তাহাতে অবহেলাপূর্বক
অভোজ্যাদি ভোজন করে, সে দ্বিজত্ব
হইতে বিচ্যুত হয় । সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী,
চৌর, দস্যু, ব্রতত্যাগী, অশুচি, শাখ্যায়-

অবতী বৃষলীভর্তা কুণ্ডালী সোমবিক্রয়ী ।
বিহীনসেবী বিপ্রো হি পততে ব্রহ্মযোনিতঃ ॥
গুরুতল্লী গুরুদেবী গুরুকুৎসারতিষ্ঠ যঃ ।
ব্রহ্মদ্বিপ্যপি পততি ব্রাহ্মণে ব্রহ্মযোনিতঃ ॥ ৩১
এতিষ্ঠ কৰ্ম্মভিদেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা ।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং গচ্ছেদৈশ্চ কত্রিয়তাং ব্রজেৎ
শূদ্রঃ কৰ্ম্মানি সৰ্বানি যথাত্মায়ং যথাবিধি ।
সৰ্বাতিথ্যানুপাতিষ্ঠন শেযান্নকৃতভোজনঃ ॥ ৩৩
শুশ্রাষাং পরিচর্যাং গো জ্যেষ্ঠবর্ণে প্রযত্নতঃ ।
কুর্যাদবিমনাঃ শ্রেষ্ঠঃ সততঃ সৎপথে স্থিতঃ ॥
দেবদ্বিজাতিসংকর্তা সৰ্বাতিথ্যকৃতব্রতঃ ।
ঋতুকালভিগামী চ নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥ ৩৫
দক্ষঃ শিষ্টজনাদেষৌ শেযান্নকৃতভোজনঃ ।
বৃথা মাংসং ন ভুঞ্জীত শূদ্রো বৈশ্বত্মমুচ্ছতি ॥
ঋতবাগনহংবাদৌ নিব্বন্দ্যঃ সামকোবিদঃ ।
যজতে নিত্যযজ্ঞৈশ্চ শাখ্যায়পরমঃ শুচিঃ ॥ ৩৭
দান্তো ব্রাহ্মণসংকর্তা সৰ্ববর্ণানস্বয়কঃ ।

বর্জিত, পালী, লুক, হিংসক, শঠ, ব্রতহীন,
বৃষলীপাত, কুণ্ডালী, সোমবিক্রয়ী এবং
হীনজনসেবী বিপ্র ব্রাহ্মণযোনি হইতে
পতিত হয় । গুরুতল্লগামী, গুরুদেবী, গুরু-
কুৎসাপরায়ণ এবং ব্রাহ্মণদেবী ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ
যোনি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে । ২১—৩১ ।
দেবি ! নিম্নোক্ত শুভকর্ম্ম সকল আচরণ
করিলে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব, বৈশ্ব কত্রিয় ইত্যাদিরূপ
উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে । শূদ্র যথাবিধি
শ্রাদ্ধানুসারে সর্বকর্ম্ম আচরণ করিবে; সর্ব-
বিধ আতিথ্য করিয়া শেযান্ন ভোজন করিবে;
সযত্নে সাবধানে শ্রেষ্ঠ তিন বর্ণের যথাযোগ্য
শুশ্রাষা পরিচর্যা করিবে । সতত সৎপথে
অবস্থান করিবে । দেব-দ্বিজ-অতিথি-প্রভৃ-
তির সংস্কারতৎপর, নিয়তচিত্ত, নিয়তাশন,
ঋতুকালভিগামী, উৎসাহবান, সাধুসঙ্গকারী,
এবং বৃথা-মাংসপরিভোগী হইলে শূদ্রও
বৈশ্বত্মলাভ করিতে পারে । বৈশ্ব যদি
সত্যবাদী, নিরহঙ্কার, নীতোকাদি সুখ-দুঃখ-
সহিষ্ণু, মধুরভাষী, শাখ্যায়বান, শুচি, দান্ত

গৃহস্থব্রতমাতিষ্ঠন্বিকালকৃতভোজনঃ ॥৩৮
 শেযাশী বিজিতাহাৰো নিকামো নিরহঃবদঃ ।
 অগ্নিহোত্রমুপাসীনো জুহ্বানশ্চ যথাবিধি ॥ ৩৯
 সৰ্ব্বাতিথ্যমুপাতিষ্ঠন শেযারকৃতভোজনঃ ।
 ত্রেতাগ্নিমাভবিহিতং বৈশ্ণো ভবতি চ দ্বিজঃ ॥
 স বৈশ্ণোঃ কজিয়কুলে শুচিৰ্ভবতি জায়তে ।
 স বৈশ্ণোঃ কজিয়ো জাতো জন্মপ্রভৃতি সংস্কৃতঃ
 উপনীতো ব্রতপরো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ।
 দদাতি যজ্ঞতে যজ্ঞৈঃ সমৃদ্ধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৪২
 অধীত্য স্বর্গমধিচ্ছংস্ত্রেতাগ্নিশরণঃ সদা ।
 আৰ্হুহস্তপ্রদো নিত্যং প্রজা ধৰ্ম্মেণ পালয়ন ॥
 সত্যঃ সত্যানি কুরুতে নিত্যং যঃ শুদ্ধিদর্শনঃ ।
 ধৰ্ম্মদণ্ডেন নির্দন্ধো ধৰ্ম্মকামার্থসাধকঃ ॥ ৪৪
 যজ্ঞিতঃ কার্য্যকরৈঃ ষড়্ভাগকৃতলক্ষণঃ ।
 গ্রাম্যধৰ্ম্মায় সেবেত স্বচ্ছন্দেনার্থকোবিদঃ ॥ ৪৫
 ঋতুকালে তু ধৰ্ম্মায়া পত্নীমুপাশ্রয়েৎ সদা ।

ব্রাহ্মণসংকারকারী, দ্বিকালমাত্র ভোজী, সর্ববর্ণের অননুয়ক, গৃহস্থব্রতপালক, জিতাহার, নিকাম, গর্ব্বহীন, যথাবিধি যজ্ঞাশুষ্ঠায়ী, অগ্নিহোত্রোপাসক এবং দক্ষিণ গাইপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিব্রতের উপাসনাস্ত্রে 'অতিথিসেবাপূর্ব্বক শেযভোজী হয়, তবে ব্রাহ্মণ হু লাভ করিতে পারে । এবদ্বিধ বৈশ্ণো মহান কজিয়বংশে নিষ্ঠাবান হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । পরে সে জন্মাবধি জাত-কৰ্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া উপনয়নাস্ত্রে ব্রতপংপর হয়; বৈধ দান ও সমৃদ্ধ বহু দক্ষিণা-যুক্ত যজ্ঞাশুষ্ঠান করে এবং বেদাধ্যয়নশীল, স্বর্গাভিলাষী, সতত অগ্নিব্রতসেবী, আৰ্হু জনের পরিজাতা, ধৰ্ম্মাশুসারে প্রজাপালক, সত্যবাদী, সত্যচরণ-পরায়ণ ও নিয়ত শুভ-দর্শন হয় । সে ধৰ্ম্মদণ্ড দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া আবশ্যকীয় ধৰ্ম্ম-কাম-অর্থের সাধন করে; ধৰ্ম্ম-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ষড়্ভাগ কর-দ্বারাই নিজবৃত্তি নির্বাহ করে, পরিণাম চিন্তা করিয়া গ্রাম্যধৰ্ম্মাসক্ত হয় না, পরন্তু ঋতু-কালেই নিজ পত্নীতে সঙ্গত হয়; সদা বৈধ

সদোপবাসী নিয়তঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ॥৪৬
 বহিস্কান্তুরিতে নিত্যং শয়ানোহস্তি সদা গৃহে ।
 সৰ্ব্বাতিথ্যং ত্রিবর্গশ্চ কুর্মাণঃ স্মৃননাঃ সদা ॥
 শূদ্রাণাঞ্চায়কামানাং নিত্যং সিদ্ধমিতি ক্রবন্ ।
 স্বার্থায়া যদি বা কামায় কিঞ্চিদুপলক্ষয়েৎ ॥৪৯
 পিতৃদেবাতিথিকৃতে সাধনং কুরুতে চ যৎ ।
 স্ববেশ্মনি যথাস্থায়মুপাস্তে তৈক্যমেব চ ॥ ৪৯
 দ্বিকালমগ্নিহোত্রঞ্চ জুহ্বানো বৈ যথাবিধি ।
 গোব্রাহ্মণহিতার্থায় রণে চাভিমুখো হতঃ ।
 ত্রেতাগ্নিমন্ত্রপুতেন সমাবিশ্চ দ্বিজো ভবেৎ ॥৫০
 জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ সংস্কৃতো বেদপারগঃ । ৫১
 বৈশ্ণো ভবতি ধৰ্ম্মায়া কজিয়ঃ স্তেন কৰ্ম্মণা ।
 এতৈঃ কৰ্ম্মকলৈর্দেবি মূনজাতিকুলোদ্ভবঃ ॥
 শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ
 ব্রাহ্মণো বাপ্যসদ্বৃত্তঃ সৰ্বসঙ্করভোজনঃ ॥ ৫৩
 স ব্রাহ্মণ্যং সমুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ ।

উপবাস ও স্বাধ্যায়চরণ করে; সুপবিত্র গৃহে সতত সুস্থভাবে শয়ান থাকে, ত্রিবর্গো-চিত সর্ববিধ আতিথেয় পরাশ্রুত হয় না; অন্নার্থী শূদ্রদিগকে আশ্রয় দানপূর্ব্বক নিয়ত অন্নদান করে, স্বার্থ বা কামবশে কোনও কর্তব্য কার্য্যে ক্রটি করে না, পিতৃদেব ও অতিথি নিমিত্ত যথাবিধি কর্তব্য পালনে অবহেলা করে না; দুই কালে অগ্নিহোত্র উপাসনার বাধা করে না; নিজ ভবনেই যথাযোগ্য খাওয়া কিংবা তৈক্য ভক্ষণে অব-স্থান করে; অতঃপর গো অথবা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমুখযুদ্ধে বা যজ্ঞপ্রভ ত্রেতাগ্নিতে প্রবেশ করত প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে । ৩২—৫০ । যথাবিধি জাতকৰ্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত ও জ্ঞানবিজ্ঞানবান্ বেদ-পারগ হইলে ধৰ্ম্মায়া বৈশ্ণো ও স্বীয় কৰ্ম্মকলে কজিয় হইতে পারে । হে দেবি! নীচ-কুলোদ্ভব শূদ্রও যথাবিধি সংস্কারযুক্ত ও আগম-জ্ঞানসম্পন্ন হইলে এই সকল কৰ্ম্মের কলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় । অসদ্বৃত্ত, বিবিধ সঙ্কর কৰ্ম্মের অশুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণও স্বীয় ব্রাহ্মণ্য-

কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
শূদ্রোহপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রাহ্মাববীৎস্বয়ম্
স্বভাবকর্ম্মণা চৈব যশ্চ শূদ্রোহধিষ্ঠিততি ॥ ৫৫
বিভূতঃ স দ্বিজাতিভ্যো বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন ক্রতির্ন চ সন্ততিঃ ॥
কারণানি দ্বিজদ্বন্দ্ব্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ।
সর্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে
বৃত্তে স্থিতশ্চ শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি ।
ব্রহ্মস্বভাবঃ সূত্রোণি সমঃ সর্বত্র মে মতঃ ॥ ৫৮
নির্গুণঃ নির্মলঃ ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ ।
এতে যে বিমলা দেবি স্থানভাবনিদর্শকাঃ ॥ ৫৯
স্বয়ং চ বরদেনোক্তা ব্রাহ্মণা সৃজতা প্রজাঃ ।
ব্রাহ্মণো হি মহৎ ক্ষেত্রং লোকে চরতি পাদবৎ
যন্তত্র বীজং পতিতি সা কৃষিঃ প্রেত্য ভাবিনী
সন্তুষ্টেম সদা ভাব্যং সৎপথালম্বিনা সদা ॥ ৬১

ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্র লাভ করে । দেবি !
সৎকর্ম্মকারী, শুদ্ধাত্মা, বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্রও
দ্বিজবৎ সেবনীয় । ব্রহ্মা স্বয়ং এ কথা
বলিয়াছেন । যে শূদ্র স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়া
জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে, সে সাধারণ
দ্বিজাতিগণ অপেক্ষা বিভূত ; এইরূপই
আমার বোধ হয় । ব্রাহ্মণ লাভের প্রতি বংশ
সংস্কার, ক্রতিজ্ঞান, সন্ততিবিস্তার,—এসকল
কিছুই কারণ নহে ; একমাত্র চরিত্রই উহার
কারণ । জগতে যত ব্রাহ্মণ দেখা যায়,
সদাচারই তাহাদিগের ব্রাহ্মণ্যের হেতু ;
সদাচারে অবস্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণ লাভ
করিতে পারে । হে সূত্রোণি ! সর্বভূতে
সমদর্শনই ব্রাহ্মণের স্বভাব ; ইহাই আমার
মত । যাহাতে নির্গুণ বিমল ব্রহ্মবিষয়ক
জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তিই দ্বিজপদ-বাচ্য ।
প্রজা সৃষ্টি করিয়া বরদাতা ভগবান্ ব্রহ্মা
এই সকল বিমল স্থান ও ভাবপ্রাপক
বিধান বলিয়াছেন । লোকে ব্রাহ্মণ একটা
পাদযুক্ত মহৎ ক্ষেত্ররূপ ; ঐ ক্ষেত্রে যে
বীজ পতিত হয়, সেই কৃষিই পরকালে
বিশেষ ফলপ্রদ হয় । অতএব সকলেই

ব্রাহ্ম হি মার্গমাক্রম্য বর্ত্তিতব্যং বুভুযতা ।
সংহিতাধ্যায়িনা ভাব্যং গৃহে বৈ গৃহমেধিনা ॥
নিত্যং স্বাধ্যায়যুক্তেন ন চাধ্যয়নজীবিনা ।
এবমুতো হি যো বিপ্রঃ সততং সৎপথে স্থিতঃ
আহিতাগ্নিরধীমানো ব্রহ্মভূমায় কল্পতে ।
ব্রাহ্মণ্যং দেবি সম্প্রাপ্য রক্ষিতব্যং যতাস্তনা ॥
যোনিপ্রতিগ্রহাদানৈঃ কর্ম্মভিঃ শুচির্ম্মতে ।
এতত্তে শুভমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্বিজঃ ॥
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাদযথা শূদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ ॥
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে সঙ্করজাতিলক্ষণবর্ণনং ত্রয়ো-
বিংশত্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

উমোবাচ ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ সুরাসুরনমস্কৃত ।

ধর্ম্মাধর্ম্মে নৃণাং দেব ক্রহি মে সংশয়ং বিভো ॥

উন্নতি কামনায় সদা সন্তুষ্টচিত্ত ও সৎ-
পথাবলম্বী হইয়া ব্রাহ্মণোচিত আচার
প্রতিপালন করিবে । গৃহস্থ ব্যক্তি সতত
বেদ-সংহিতাদি অধ্যয়ন করিবে । যে আহি-
তাগ্নি ও অধ্যয়নসম্পন্ন বিপ্র এইরূপে সতত
সদাচারপরায়ণ হয়, কিন্তু অধ্যয়নজীবী না
হয়, সে ব্রহ্ম লাভ করিতে পারে । হে
সুহাসিনি দেবি ! ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া
যোনিসম্পর্ক, প্রতিগ্রহ ও অমৃত্যু অকর্ষ্য
হইতে সযত্নে তাহা রক্ষা করিবে । শূদ্র যে
প্রকারে দ্বিজ হইতে পারে, আর ব্রাহ্মণও
যেভাবে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্র প্রাপ্ত হয়, এই
আমি সেই শুভ বিষয় তোমাকে কহি-
লাম ॥ ৫১—৬৫ ।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

উমা কহিলেন,—হে সুরাসুর-নমস্কৃত,
সর্বভূতেশ, ভগবন্ ! নরগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম

কৰ্ম্মণা মনসা বাচা ত্রিবিধৈর্দেহিনঃ সদা ।
বধ্যস্তে বন্ধনৈঃ কৈৰ্বা মুচ্যন্তে বা কথং বদ ॥ ২
কেন শীলেন বৈ দেব কৰ্ম্মণা কৌদৃশেন বা ।
সমাচারৈর্গুণৈঃ কৈৰ্বা স্বৰ্গং যাস্তৌহ মানবাঃ ॥ ৩
শিব উবাচ ।

দেবি ধৰ্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞে ধৰ্ম্মনিত্য উমে সদা ।
সৰ্বপ্রাণিহিতঃ প্রম্মঃ ক্রয়তাং বুদ্ধিবৰ্দ্ধনঃ ॥ ৪
সত্যধৰ্ম্মরতাঃ শাস্তাঃ সৰ্বলিঙ্গবিবৰ্জিতাঃ ।
নাধৰ্ম্মেণ ন ধৰ্ম্মেণ বধ্যস্তে ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ৫
প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞাঃ সৰ্বজ্ঞাঃ সৰ্বদর্শিনঃ ।
বৌতরাগা বিমুচ্যন্তে পুরুষাঃ কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ৬
কৰ্ম্মণা মনসা বাচা যেন হিংসন্তি কিঞ্চন ।
যেন মজ্জন্তি কশ্মিংশ্চিতে ন বধন্তি কৰ্ম্মভিঃ ॥ ৭
প্রাণাতিপাতাছিরতাঃ শীলবন্তো দয়াবিতাঃ ।
তুল্যদ্বৈষ্যপ্রিয়া দাস্তা মুচ্যন্তে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ৮

বিষয়ে আমার সংশয় আছে, তাহা অপনীত
করুন । দেহিগণ সদা কৰ্ম্ম, মন ও বাক্য-
জনিত ত্রিবিধ বন্ধনে কিরূপে আবদ্ধ হয় ?
আর কি প্রকারেই বা মুক্তিলাভ করে ?
মানবগণ কিরূপ স্বভাব, কোন্ কৰ্ম্ম, কি প্রকার
অচার, ও কি গুণে স্বৰ্গ লাভ করিতে পারে,
হে দেব ! তাহা বলুন । শিব বলিলেন,—
অয়ি ধৰ্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞে ধৰ্ম্মপরায়ণে উমে !
তোমার কৃত এই সৰ্বপ্রাণিহিতকর বুদ্ধিবৰ্দ্ধন
প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর । যাহারা সৰ্বসংশয়
ছেদনপূৰ্ব্বক সৰ্বজাতীয় চিহ্ন পরিহার
করত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সত্য
ধৰ্ম্মরত, শাস্ত ব্যক্তির ধৰ্ম্ম বা অধৰ্ম্ম দ্বারা
বদ্ধ হয়েন না । প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্ব অভিজ্ঞ,
সৰ্বজ্ঞ সৰ্বদর্শী বৈরাগ্যবান জনগণ কৰ্ম্ম-
বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন না । যাহারা কৰ্ম্ম মন
ও বাক্য দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও হিংসা না করেন,
এবং যাহারা কৃত্রাপি আসক্ত না হয়েন,
তাহাদিগেরও কৰ্ম্মবন্ধন ঘটে না । যিনি
প্রাণ পরিত্যাগে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া
সংস্রভাব, দাস্ত, দয়াবান, সুশীল এবং শত্রু-
মিত্রে তুল্য ব্যবহারকারী হয়েন, তিনিও

সৰ্বভূতদয়াবন্তো বিশ্বাস্তাঃ সৰ্বজন্তবু ।
ত্যাগহিংস্রসমাচারান্তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ৯
পরস্বনির্ম্ময়া নিত্যং পরদারবিবৰ্জকাঃ ।
ধৰ্ম্মলিঙ্গার্থভোক্তারস্তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ১০
মাতৃবৎস্ববচৈব নিত্যং হৃহিত্ববচ্চ যে ।
পরদারেষু বৰ্জন্তে তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ১১
স্বদারনিরতা যে চ ঋতুকালান্তিগামিনঃ ।
অগ্রাম্যশুখভোগাশ্চ তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ১২
স্তৈষ্ঠ্যগ্নিবৃত্তাঃ সততং সন্তুষ্টাঃ স্বধনে চ ।
স্বভাগ্যানুপজীবন্তি তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥
পরদারেষু যে নিত্যং চারিত্র্যাবৃতলোচনাঃ ।
জিতেন্দ্রিয়াঃ শীলপরাস্তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ১৪
এষ দৈবকৃতো মার্গঃ সেবিতব্যঃ সদা নরৈঃ ।
অকমায়রুতশ্চৈব মার্গঃ সেব্যঃ সদা বুধৈঃ ॥ ১৫
অবুখাপরুতশ্চৈব মার্গঃ সেব্যঃ সদা বুধৈঃ ।
দানকৰ্ম্মতপোযুক্তঃ শীলশৌচদয়াশ্রকঃ ।

কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন ।
সৰ্বভূতে দয়াসম্পন্ন, সৰ্ব প্রাণীরই বিশ্বাসী,
হিংস্র আচারপরিত্যাগী, নরগণ স্বৰ্গগামী
হয় । নিয়ত পরধনে লোভহীন, পরদার-
পরিত্যাগী, ধৰ্ম্মানুসারে লব্ধ ধনদ্বারা জীবিকা
নির্বাহকারী নরগণ স্বৰ্গগামী হয় । যাহারা
সতত পরনারীতে মাতৃবৎ, ভগিনীবৎ ও
হৃহিত্ববৎ ব্যবহার করে, সেই নরগণও
স্বৰ্গভাগী হয় । ১—১১ । যাহারা ঋতুকাল-
গামী হইয়া নিজ পত্নীতেই নিয়ত অনুরক্ত
থাকে, গ্রাম্যশুখভোগে আসক্ত হয় না,
সেই নরগণও স্বর্গে যাইতে পারে । যাহারা
সুশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং সংস্রভাব হেতু
কৃতাবে পরনারী দর্শন না করে, সেই
নরগণও স্বৰ্গগামী হয় । দৈবকৃত এই পথ,
সকল মানবেরই অবলম্বনীয় । ইহা কলুষ-
সংস্রবহীন ; সুতরাং বুদ্ধিমানজনের সেব-
নীয় । ইহাতে তুল্য আয়ুকাল বৃথা
অপব্যয়িত হয় না ; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তির
নিয়ত ইহা আশ্রয়ণীয় । স্বৰ্গাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির
পক্ষে এই দানার্চন-তপস্তাদিযুক্ত, শীল-

স্বর্গমার্গমভীপ্সন্তির্ব সেব্যন্তত উত্তরঃ ॥ ১৬

উমোবাচ ।

বাচা তু বধ্যতে যেন মুচ্যতে হৃথবা পুনঃ ।
তানি কৰ্ম্মাণি মে দেব বদ ভূতপতেহনঘ ॥ ১৭
শিব উবাচ ।

আত্মহেতোঃ পরার্থে বা অধৰ্ম্মাশ্রিতমেব চ ।
যে যুধা ন বদন্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ১৮
বৃত্ত্যর্থঃ ধৰ্ম্মহেতোৰ্বা কামকারান্তুথৈব চ ।
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
শৃঙ্খাং বাণীং স্বচ্ছবর্ণাং মধুরাং পাপবর্জিতাম্ ।
স্বাগতেনাভিভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২০
পুরুষং যে ন ভাষন্তে কটুকং নিষ্ঠুরং তথা ।
ন পৈশুন্তরতাঃ সন্তুস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২১
পিণ্ডনং ন প্রভাষন্তে মিত্রভেদকরং তথা ।
পরপীড়াকরঞ্চৈব তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২২
যে বর্জয়ন্ত পুরুষং পরদ্রোহঞ্চ মানবাঃ ।
সর্বভূতসমা দাস্তান্তে নরাঃ স্বর্গ গামিণঃ ॥ ২৩

শৌচ-দয়াবিত্ত উত্তম পথ ব্যতীত অন্য পথের
আশ্রয় লওয়া, অবৈধ । উমা বলিলেন,—
হে অনঘ, ভূতপতে ! নরগণ যে সকল
বাক্য প্রয়োগে বদ্ধ হয় এবং যে সমস্ত বাক্য
প্রয়োগে মুক্তি লাভ করিতে পারে, হে
দেব ! আমাকে তৎসমস্ত বলুন । শিব
কহিলেন,—যাহারা নিজের কিছা পরের
নিমিত্ত অধৰ্ম্মাশ্রিত মিথ্যা বাক্য বলে না,
তাহারা স্বর্গগামী হয় । বৃত্তি, ধর্ম বা কামনা
সাধনার্থ যাহারা মিথ্যা কথা বলে না, সেই
নরগণ স্বর্গগামী হইয়া থাকে । যাহারা
অভ্যাগত জনের প্রতি মধুর, স্বচ্ছ, পাপ-
সংশ্রবশূন্য স্বাগতাদি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ
করে, সেই নরগণ স্বর্গগমনে সক্ষম
হয় ॥ ১২—২০ ॥ যাহারা পুরুষ, নিষ্ঠুর, কটু-
বাক্য প্রয়োগ না করে এবং সদাচারপরায়ণ
ও খলভাহীন হয়, সেই নরগণ স্বর্গে যাইতে
পারে । যাহারা পরপীড়াকর, মিত্রভেদ-
জনক কিছা পরনিন্দাব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগ না
করে, সেই নরগণ স্বর্গগামী হয় । যাহারা

শঠপ্রলাপাধিরতা বিরুদ্ধপরিবর্জকাঃ ।

সৌম্যপ্রলাপিনো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ
ন কোপাদ্যাহরন্তে যে বাচঃ হৃদয়দারিণীম্ ।
শান্তিং বিন্দন্তি যে ক্রুদ্ধান্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
এষ বাণীকৃতো দেবি ধর্ম্মঃ সেব্যঃ সদা নরৈঃ ।
শুভসত্যশুণৈর্নিত্যং বর্জয়ীয়া যুধা বুধৈঃ ॥ ২৬
উমোবাচ ।

মনসা বধ্যতে যেন কৰ্ম্মণা পুরুষঃ সদা ।
তন্মে ক্রহি মহাভাগ দেবদেব পিনাকধকৃ ॥ ২৭
মহেশ্বর উবাচ ।

মানসেনেহ ধর্ম্মেণ সংযুক্তাঃ পুরুষাঃ সদা ।
স্বর্গং গচ্ছন্তি কল্যাণি তন্মে কীর্ত্তয়তঃ শৃণু ॥ ২৮
হৃঙ্গ্রণীতেন মনসা হৃঙ্গ্রণীতাস্তরাকৃতিঃ ।
নরো বধ্যত যেনেহ শৃণু বা তং শুভাননে ॥
অরণ্যে বিজনে স্তম্ভং পরস্বং দৃশ্যতে যদা ।
মনসাপি ন গৃহ্ণন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩০

পুরুষাচরণ ও পরদ্রোহ বর্জনপূর্বক দাস্ত ও
সর্বভূতে সমদর্শী হয়, সেই মানবেরাও
স্বর্গে গমন করে । যাহারা নিয়ত শঠতা-
পূর্বক বাক্যব্যবহার না করে, বিরুদ্ধাচার
বর্জন করে, সৌম্যভাবেই বাক্যানাপ করে,
সেই নরগণ স্বর্গগামী হয় । হে দেবি !
বাক্য প্রয়োগজনিত এই শুভ সত্যশুণ-মণ্ডিত
ধর্ম্মের সেবা করা সকল নরগণেরই বিধেয় ;
ধীমান্ জনের পক্ষে মিথ্যা কথন সর্বথা
বর্জনীয় ॥ ২১—২৬ ॥ উমা কহিলেন,—হে
পিনাকপাণি, মহাভাগ, দেবদেব ! পুরুষ যে
সকল মানস কৰ্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়, আমাকে
তাহার উপদেশ করুন । মহেশ্বর কহিলেন,
—হে কল্যাণি ! পুরুষগণ যে সকল মানস
ধর্ম্ম প্রভাবে স্বর্গে যাইতে পারে, আমি
তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিতোছি ; শ্রবণ কর । মন,
হৃঙ্গ্রার্থে নিযুক্ত হইলে অস্তঃকরণও হৃষ্ট হইয়া
পড়ে ; স্মৃতরাঃ নরগণ তাহাতে আবদ্ধ হয় ;
হে শুভাননে ! আমার নিকট এতৎসমস্তীয়
বিবরণও শ্রবণ কর । যাহারা বিজনে
অরণ্য মধ্যে পরস্ব স্তম্ভ দেখিয়া মনে মনেও

তথৈব পরদারান্ যে কামবৃত্ত্যা রহোগতা ।
 মনসাপি ন হিংসন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩১
 শক্রং মিত্রঞ্চ যে নিত্যং তুল্যেন মনসা নরাঃ ।
 ভজন্তি মৈত্র্যং সঙ্গম্য তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩২
 ঋতবস্তো দয়াবন্তঃ শুচয়ঃ সত্যসঙ্গরাঃ ।
 বৈরার্থৈঃ পরিসঙ্কটান্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৩
 অবৈরা যে ত্বনায়াসা মৈত্র্যচিত্তব্রতাঃ সদা ।
 সর্বভূতদয়াবন্তস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৪
 জ্ঞানবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ ক্রমাবন্তঃ সূহৃৎপ্রিয়াঃ ।
 ধর্ম্মাধর্ম্মবিদো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥
 শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলসঞ্চয়ে ।
 নিরাকাজ্ঞাশ্চ যে দেবি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ
 পাপোপেতান্ বর্জয়ন্তি দেব-ঈজপরাঃ সদা ।
 সমুখানমহুপ্রাপ্তান্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৭
 শুভৈঃ কর্ম্মকলৈর্দেবি মর্য়েতে পরিকীর্তিতাঃ ।
 স্বর্গমার্গপরা ভূয়ঃ কিং ত্বং শ্রোতুমিহেচ্ছসি ॥ ৩৮
 উমোবাচ ।
 মহাশ্বে সংশয়ঃ কশ্চিন্নর্ত্ত্যান্ প্রতি মহেশ্বর ।

তাহা গ্রহণ না করে, সেই নরগণ স্বর্গগামী হয় । যাহারা কামবৃত্ত হইয়া নির্জন স্থানস্থ পরদার প্রতি মনেও কুকামনা না করে, সেই নরগণ স্বর্গগামী হয় । যে নরগণ, শক্র মিত্র সকল ব্যক্তিতেই সতত তুল্যচিত্ত ও মিত্র-ভাবে সঙ্গত হয়, তাহারা স্বর্গে গমন করে । যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, দয়ালু, শুচি, সত্য-বাদী এবং নিজ বিভবে পরিতুষ্ট, সেই নরগণ স্বর্গবাসী হইতে পারে । হে দেবি ! যাহারা শুভ অশুভ কোন কর্ম্মেরই ফল-সঞ্চয়ে আকাজ্ঞা-রহিত, সেই নরগণও স্বর্গগামী হয় । যাহারা উদ্যম সহকারে, পাপকর্ম্ম বর্জনপূর্ব্বক দেব-ঈজ-সেবাপরায়ণ হয়, সেই নরগণ স্বর্গে বাস করিতে পারে । হে দেবি ! শুভ-কর্ম্মকালে স্বর্গগতির উপায় তোমার নিকট এই কীর্ত্তন করিলাম ; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ২৭—৩৮ । উমা কহিলেন,—হে মহেশ্বর ! মহুবাগণের বিষয়ে

তন্মাৎ ত্বং নিপুণেনাত্ম মম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৯
 কেনাযুর্লভতে দীর্ঘং কর্ম্মণা পুরুষঃ প্রভো ।
 তপসা বাপি দেবেশ কেনাযুর্লভতে মহৎ ॥ ৪০
 কীণায়ুঃ কেন ভবতি কর্ম্মণা ভুবি মানবঃ ।
 বিপাকং কর্ম্মণাং দেব বক্তুমর্হস্তুনিদিত ॥ ৪১
 অপরে চ মহাভাগ্য্য মন্দভাগ্য্যাস্তথা পরে ।
 অকুলীনাঃ কুলীনাশ্চ সম্ভবন্তি তথাপরে ॥ ৪২
 তুর্দর্শাঃ কেচিদাভাস্তি নরাঃ কাঠময়া ইব ।
 প্রিয়দর্শাস্তথা চান্তে দর্শনাদেব মানবাঃ ॥ ৪৩
 হুপ্রজাঃ কেচিদাভাস্তি কেচিদাভাস্তি পণ্ডিতাঃ
 মহাপ্রজাস্তথা চান্তে জ্ঞানবিজ্ঞানভাবিনঃ ।
 অল্পবাচস্তথা কেচিন্নহাবাচস্তথা পরে ।
 দৃশুস্তে পুরুষা দেব ততো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪৫
 শিব উবাচ ।

হস্ত তেহং প্রবক্ষ্যামি দেবি কর্ম্মফলোদয়ম্ ।
 মর্ত্যলোকে নরঃ সর্বো যেন স্বং ফলমশ্নুতে ॥
 প্রাণাতিপাতী যো রোদ্রো দণ্ডহস্তো নরঃ সদা
 নিত্যমুদ্যতশস্ত্রশ্চ হস্তি ভূতগণারবঃ ॥ ৪৭

আমার মহা সংশয় জন্মিয়াছে ; তাহা ব্যাখ্যা-পূর্ব্বক অপনোদিত করুন । প্রভো ! পুরুষ কোন্ কর্ম্মের ফলে দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয় ? হে দেবেশ ! কিরূপ তপস্তা দ্বারাই বা মহৎ আয়ুঃপ্রাপ্তি ঘটে ! ভূতলে কোন্ কর্ম্মে মানব কীণায়ু হয় ? হে অনিদিত দেব ! এই সকল কর্ম্মবিপাক বলুন । কোন কোন মানব মহাভাগ্যবান, কেহ কেহ মন্দ-ভাগ্য ; কেহ কুলীন, কেহ অকুলীন ; কোন কোন মানব কাঠময়বৎ অতীব তুর্দর্শ, আর কেহ বা অতীব প্রিয়দর্শন ; কেহ নির্বোধ, কেহ বা পণ্ডিত ; কোন ব্যক্তি জ্ঞানবিজ্ঞান-বিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ ; কেহ অল্পভাবী, কেহ বা বহুভাবী হইয়া জন্মে ; ভূতলে এইরূপ নানাপ্রকার পুরুষ দৃষ্ট হয় । অতএব হে দেব ! আমাকে ইহার কারণ বলুন । শিব বলিলেন,—দেব ! তোমাকে কর্ম্মফল সকল কহিতেছি,—মর্ত্যলোকে নরগণ যে কর্ম্মের বেকুপ ফলভোগ করে, আমি তাহা

নির্দয়ঃ সর্বভূতেভ্যো নিত্যমুদ্বিগকারকঃ ।
অপি কীটপতঙ্গানামশরণ্যঃ স্ত্রনিষ্করণঃ ॥ ৪৮
এবভূতো নরো দেবি নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ।
বিপরীতস্ত ধর্মাত্মা স্বরূপেণাভিজায়তে ॥ ৪৯
নিরয়ং যাতি হিংসাত্মা যাতি স্বর্গমহিংসকঃ ।
যাতনাং নিরয়ে রৌদ্রাং স কুচ্ছ্রাং লভতে নরঃ
যঃ কশ্চিন্নিরয়াত্তত্মাং সমুত্তরতি কহিচিৎ ।
মামুদ্ব্যং লভতে বাপি হীনাযুক্তজ জায়তে ॥ ৫১
পাপেন কর্মণা দেবি যুক্তো হিংসাদিভির্ষতঃ ।
অহিতঃ সর্বভূতানাং হীনাযুক্তপজায়তে ॥ ৫২
ভূতেন কর্মণা দেবি প্রাণিঘাতবিবর্জিতঃ ।
নিষ্কিন্তশস্ত্রো নির্দগ্ধো ন হিংসতি কদাচন ॥ ৫৩
ন ঘাতয়তি নো হস্তি ব্রহ্মং নৈবাহুমোদতে ।
সর্বভূতেষু সন্নেহো যথাশ্রুনি তথা পরে ॥ ৫৪
ঈদৃশঃ পুরুষো নিত্যং দেবি দেবত্বমশ্নুতে ।
উপপন্নান্ সুখান্ ভোগান্ সদাশ্রুতি মূঢ়া যুতঃ
অথ চেম্মামুদ্ব্যে লোকে কদাচিদুপপদ্যতে ।

বলিতেছি। দেবি! যে নর সর্বভূতে
এমন কি কীটপতঙ্গাদিতেও নির্দয়, দণ্ড ও
শস্ত্রাদি দ্বারা রৌদ্র মূর্তিতে প্রাণীদিগের
হিংসা করে, সকলেরই সতত উদ্বিগকারী
সেই নর নিরয় প্রাপ্ত হয়। এতদ্বিপরীতা-
চারী ধর্মাত্মা নর নিজকর্মাম্বরূপ গতি লাভ
করে। হিংসক ব্যক্তি নরকে যায়; অহিং-
সক স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। মানব নরকে যাইয়া
দাক্ষণ ক্রেশ ভোগ করে। কেহ সেই নরক
হইতে উদ্ধার পাইয়া যদিও মামুদ্ব্য লাভ
করে, কিন্তু অমায় হইয়া থাকে। দেবি!
যে জন প্রাণিহিংসা-বর্জিত কঠোর ব্যবহার-
হীন, আত্মীয় পর সর্বজীবে সমদর্শী, সন্নেহ
আচরণপরায়ণ ও যিনি পরকীয় হিংসার
অমুমোদনও না করেন, সেই মানব স্বকীয়
ভুত কর্মের ফলে দেবত্ব ভোগে সক্ষম
হয়েন। তিনি সানন্দচিত্তে উপস্থিত বিবিধ
সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। তার পর
তিনি মামুদ্ব্যলোকে উপস্থিত হইলেও দীর্ঘায়

এষ দীর্ঘায়ুর্থাং যোগঃ সুবৃত্তানাং সুকর্মণাম্ ॥
প্রাণিহিংসাবিমোক্ষেণ ব্রহ্মণা সমুদীরিতঃ ॥ ৫৬
ইতি ত্রীত্রাঙ্গে ধর্মনিরূপণং নাম চতুর্বিংশত্যা-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

উমোবাচ ।

কিংলীলঃ কিংসমাচারঃ পুরুষঃ কৈশ্চ কর্মভিঃ ।
স্বর্গং সমভিপশ্যেত সম্প্রদানেন কেন বা ॥ ১

মহেশ্বর উবাচ ।

দাতা ব্রাহ্মণসংকর্তা দীনার্ভকপণাদিষু ।
ভক্ষ্যভোজ্যারপানানাং বাসসাঞ্চ মহামতিঃ ॥২
প্রতিশ্রয়ান সতাঃ কুর্যাৎ প্রপাঃ পুষ্করিণীস্তথা ।
নিত্যকাদীনি কর্ম্মাণি কুরোতি প্রযতঃ শুচিঃ ॥
আসনং শয়নং যানং গৃহং রত্নং ধনং তথা ।
শস্ত্রজাতানি সর্বাণি সঙ্কেতান্যথ যোষিতঃ ॥৩

হইয়া থাকেন। সদাচার-পরায়ণ সংকর্ম্মা-
ষ্ঠায়ী জনগণের প্রাণিহিংসাবর্জনে দীর্ঘায়ু
লাভের উপায় এই কথিত হইল।—৫৬।

চতুর্বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ । ২২৪ ।

পঞ্চবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

উমা কহিলেন,—হে দেব! পুরুষ কি
আচার, ক্রিয় ব্যবহার, ও কিপ্রকার দান
করিলে স্বর্গ লাভ করিতে পারে? তাহা
বলুন। মহেশ্বর কহিলেন,—যে মহামতি
মানব, দাতা, ব্রাহ্মণসংকারকারী হয় এবং
যে ব্যক্তি দীন, আর্ভ ও বিপন্নজনগণকে
ভক্ষ্য ভোজ্য পানীয় ও বস্ত্রাদি দান করে,
সাধারণের নিমিত্ত বাসস্থান, সতা, প্রপা,
পুষ্করিণী প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করে, শুচি ও
প্রযতভাবে নিত্য কর্ম্মাদি সম্পাদন করে,
সুপ্রশান্তমনে আসন, শয্যা, যান, গৃহ, ধন,
রত্ন, বিবিধ শস্ত্রজাত, সঙ্কেত ও নারী

সুপ্রশান্তমনা নিত্যং যঃ প্রযচ্ছতি মানবঃ ।
 এবভূতো নরো দেবি দেবলোকেহভিজায়তে
 তত্রোষ্য সুচিরং কালং ভূক্তা ভোগানমুত্তমান্
 সহাপ্সরোভির্শুদিতো রমিত্বা নন্দনাদিষু ॥ ৬
 তস্মাক্ষুতো মহেশানি মানুষেষুপজায়তে ।
 মহাভাগকূলে দেবি ধনধান্তসমাচিতে ॥ ৭
 তত্র কামশুণৈঃ সর্কৈঃ সমুপेतো যুদাষিতঃ ।
 মহাকাৰ্য্যো মহাভোগো ধনৌ ভবতি মানবঃ ॥ ৮
 এতে দেবি মহাভাগাঃ প্রাণিনো দানশালিনঃ ।
 ব্রহ্মণা বৈ পুরা প্রোক্তাঃ সৰ্বশ্চ প্রিয়দর্শনাঃ ॥
 অপরে মানবা দেবি প্রদানরূপণা দ্বিজাঃ ।
 যেহ্মানি ন প্রযচ্ছন্তি বিদ্যমানেহপ্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১০
 দীনাক্ষরূপণান্ দৃষ্ট্বা ভিক্ষুকানতিথীনপি ।
 যাচ্যমানা নিবর্তন্তে জিহ্বালোভসমবিতাঃ ॥ ১১
 ন ধনানি ন বাসান্শি ন ভোগান চ কাঞ্চনম্ ।
 ন গাশ্চ নান্নবিকৃতিং প্রযচ্ছন্তি কদাচন ॥ ১২
 অপ্রলভ্যাশ্চ যে লুপ্তা নাস্তিকা দানবর্জিতাঃ ।
 এবভূতা নরা দেবি নিরয়ং যাস্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৩

প্রভৃতি দান করে, হে দেবি! সেই নর
 দেবলোকে বাস করে এবং তথায় নন্দনাদি
 বনে অপ্সরোগণ সহ সানন্দমনে বিহার
 করত অমুত্তম ভোগ্য উপভোগান্তে স্বর্গচ্যুত
 হইয়া ধনরত্নসমৃদ্ধ মহাভাগগণের কূলে জন্ম-
 লাভ করে। সেই মানব সেখানে সর্ববিধ
 কাম্য ভোগে প্রীতচিত্তে ধনৌ ও বিবিধ সং-
 কাৰ্য্যকারী বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। হে
 দেবি! দানশালী লোক সকল ইহলোকে
 মহাভাগ ও প্রিয়দর্শন হইয়া জন্মে। ব্রহ্মা
 এইরূপ বলিয়াছেন। এতদ্বারা অত
 মানবগণ দানরূপণ বলিয়া বিদিত।
 যে নিকোঁধেরা অন্নাদি বিদ্যমানেও
 যোগ্যজনে দান করে না; দীন,
 অন্ধ, রূপণ, ভিক্ষুকাদি প্রার্থনা করিলেও
 যে লোভী ব্যক্তির ধন, বস্ত্র, ভোগাদ্রব্য,
 কাঞ্চন, গো, ও অন্নাদি প্রদান করে না;
 তাহারা স্বার্থরক্ষণে অতীব সাবধান, লোভী,
 নাস্তিক; এসকল জনগণ নিরয়গামী হয়।

তে বৈ মনুষ্যাতাঃ যাস্তি যদা কালস্ত পর্যয়াৎ ।
 ধনরিক্তে কূলে জন্ম লভন্তে স্তব্ধবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৪
 ক্ষুৎপিপাসাপরীতাশ্চ সৰ্বলোকবহিষ্কৃতাঃ ।
 নিরাশাঃ সৰ্বভোগেভ্যো জীবন্ত্যধর্মজীবিকাঃ
 অন্নভোগকূলে জাতা অন্নভোগরতা নরাঃ ।
 অনেন কশ্মণা দোব ভবন্ত্যধীনো নরাঃ ॥ ১৬
 অপরে দান্তনো নিত্যং মানিনঃ পরতো রতাঃ
 আসনাইশ্চ যে পীঠং ন যচ্ছন্ত্যন্নচেতসঃ ॥ ১৭
 মার্গাইশ্চ চ যে মার্গং ন প্রযচ্ছন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ।
 অর্ঘ্যাইশ্চ চ সংস্কারৈরর্চয়ন্তি যথাবিধি ॥ ১৮
 পাদ্যমাচমনীয়ং বা প্রযচ্ছন্ত্যভিবুদ্ধয়ঃ ।
 শুভকাত্মতং প্রেমা গুরুং নাতিবদন্তি যে ॥
 অভিমানপ্রবুদ্ধেন লোভেন সমমাস্বিতাঃ ।
 সম্মাতাংশ্চাবমন্তন্তে বুদ্ধান্ পরিতবন্তি চ ॥ ২০
 এবংবিধা নরা দেবি সর্কৈ নিরয়গামিনঃ ।
 তে চেদ্যদি নরাস্তম্মান্নিরয়ান্তরন্তি চ ॥ ২১
 বর্ধপুংগৈস্ততো জন্ম লভন্তে কুৎসিতে কূলে ।
 স্বপাকপুষ্কসাদীনাং কুৎসিতানামচেতসাম্ ॥

তাহারা কালবিপর্য্যয়ে মনুষ্যলোকে দারিদ্র-
 বংশে অন্নবুদ্ধি হইয়া জন্মিয়া থাকে। ১—১৪।
 তাহারা নিম্নত ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্রেশ পায়; সর্ব-
 লোকের নির্দিত হয়; সর্বত্র নিরাশ ও ভোগ
 হীন হইয়া অধর্মদ্বারাই জীবিকানির্বাহ করে।
 দেবি! দান না করিলে সেই কশ্মের কূলে
 মানব এইরূপ দারিদ্রবংশে জন্মিয়া দারিদ্র্য-
 ক্রেশ ভোগ করে। অপরাপর দম্ভী ও অভি-
 মানী ব্যক্তিরও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি
 আসনাইজনকে আসন দান না করে, পথ
 দানযোগ্য ব্যক্তিকে পথ না ছাড়িয়া দেয়;
 সম্মানাই লোককে যথাযোগ্য সম্মান না করে;
 যোগ্য ব্যক্তিকে পাদ্য ও আচমনীয়াদি না
 দেয়, গুরুগণকে সপ্রেম অভিমত শুভবাক্যে
 অভিনন্দন না করে; হে দোব! বুদ্ধজনের
 অবমান ও মানুজনের অবজ্ঞাকারী সেই
 মুঢ় নরগণ নিরয়গামী হয়। তাহারা বহু
 বৎসরান্তে নরক হইতে নিস্তার পাইলেও
 মর্ত্যলোকে কুৎসিতকূলে জন্মিয়া থাকে। গুরু

কূলেষু তেহভিজায়ন্তে গুরুবৃদ্ধোপতাপিনঃ ॥২২॥
ন দস্তী ন চ মানী যো দেবতাতিথিপূজকঃ ॥২৩॥
লোকপূজ্যো নমস্কর্তা প্রসূতো মধুরঃ বচঃ ।
সৰ্বকৰ্ম্মপ্রিয়করঃ সৰ্বভূতপ্রিয়ঃ সদা ॥ ২৪ ॥
অদ্বৈতী স্নুযুখঃ শ্রদ্ধাঃ শ্রদ্ধাবানীপ্রদঃ সদা ।
স্বাগতেনৈব সৰ্বেষাং ভূতানামবিহিংসকঃ ॥ ২৫ ॥
যথার্থং সংক্রিয়াপূৰ্ব্বমৰ্চয়ন্নবতিষ্ঠতে ।
মার্গার্হায় দদন্মার্গং গুরুমভ্যৰ্চয়ন সদা ॥ ২৬ ॥
অতিথিপ্রগ্রহরতস্তথাভ্যাগতপূজকঃ ।
এবভূতো নরো দেবি স্বর্গতিং প্রতিপদ্যতে ॥
ততো মানুস্যামাসাদ্য বিশিষ্টকুলজো ভবেৎ ।
তত্রাসৌ বিপুলৈর্ভোগৈঃ সৰ্ব্বরতুসমায়ুতঃ ॥
যথাইদাতা চাহৈষু ধৰ্ম্মচর্যাপরো ভবেৎ ।
সম্বতঃ সৰ্বভূতানাং সৰ্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ২৯ ॥
স্বকৰ্ম্মকলমাপ্নোতি স্বয়মেব নরঃ সদা ।
এষ ধৰ্ম্মো ময়া প্রোক্তো বিধাতা স্বয়মীরিতঃ ॥

ও বৃদ্ধদিগের অবমানকারী নরগণ চণ্ডাল, পুঙ্কসাদির কদর্য্য কূলে জন্ম লইয়া থাকে । ১৫—২২ । যে জন দস্তী বা অভিমানী নহে, দেবতা ও অতিথিসেবায় তৎপর, লোকের সম্মানকারী, যোগ্যজনে প্রণতিশীল, মধুরভাষী, বিবিধ প্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ, সৰ্বভূতের প্রিয়, দ্বৈতহীন, প্রসন্নমুখ, স্নুজী, সৰ্বভূতের প্রতি মধুর বাক্যে স্বাগত প্রদ-কারী, ও অহিংসারিত; যে জন পূজা গণের যথার্থগ্য পূজাতৎপর এবং যে জন পথার্হকে পথ প্রদান করে, সদা গুরুজনের সম্মান করে, অতিথিসেবী হয় এবং অভ্যাগত জনের সন্মুখীন করে; হে দেবি! সেই মানব স্বর্গগতি প্রাপ্ত হয় । ২৩—২৭ । পরে মর্ত্য-লোকে সৰ্বরতুসমুচ্চ বিশিষ্ট কূলে জন্মলাভ করিয়া বিপুল ভোগ্য ভোগ করিয়া থাকে এবং যোগ্যজনে দাতা, ধৰ্ম্মাচরণ-পরায়ণ, সৰ্বভূতের অভিমত ও সকলের নমস্কৃত হয় । নিজ কৰ্ম্মকলে সেই নর এইরূপ নানা সুপ ভোগ করিয়া থাকে । বিধাতৃকথিত এই ধৰ্ম্মগতি আমি বলিলাম । অগ্নি শোভনে ।

যন্ত রৌদ্রসমাচারঃ সৰ্বসমুভয়করঃ ।
হস্তাত্যাং যদি বা পদ্যাং রজ্জ্বা দণ্ডেন বা পুনঃ
লোট্টৈঃ স্তম্ভৈরুপায়ৈক্য জন্তুন্ বাধেত শোভতে
হিংসার্গং নিকৃতিপ্রজ্ঞঃ প্রোদেজয়তি চৈব হি ॥
উপক্রামতি জন্তুং চ উদেগজননঃ সদা ।
এবং শীলসমাচারো নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ॥
স চেম্মনুস্যাং গচ্ছেদ যদি কালস্ত পর্য্যয়াৎ
বহ্নাবাধাপরিক্রিষ্টে কূলে জায়তে সৌখ্যমে ॥
লোকদ্বিষ্টোহধমঃ পুংসাং স্বয়ং কৰ্ম্মকৃতেঃ কলৈঃ
এষ দেবি মনুষ্যেষু বোদ্ধব্যো জ্ঞাতিবন্ধু ॥
অপরঃ সৰ্বভূতানি দয়াবাননুপশ্রুতি ।
মৈত্রীদৃষ্টিঃ পিতৃসমো নিকৈরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥
নোদেজয়তি ভূতানি ন চ হস্তি দয়াপরঃ ।
হস্তপাদৈশ্চ নিয়তেবিশাস্তঃ সৰ্বজন্তু ॥ ৩৭ ॥
ন রজ্জ্বা ন চ দণ্ডেন ন লোট্টৈর্নায়ুধেন চ ।
উদেজয়তি ভূতানি শুভকৰ্ম্মা দয়াপরঃ ॥ ৩৮ ॥
এবং শীলসমাচারঃ স্বর্গে সমুপজায়তে ।

যাহারা রৌদ্রাচার, সৰ্বপ্রাণীর ভয়কর, এবং যাহারা হস্ত, পদ, রজ্জ্ব, দণ্ড, লোট্ট ও স্তম্ভাদি দ্বারা নিয়ত প্রাণীদিগের হিংসা করে, প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া সাধারণের উদেগজনক কার্য্য করে, জন্তুগণেরও উদেগার্গ অনুসরণ করে, সেই দুঃস্বভাব মানবগণ নিরয়-গত হয় এবং কাল-পরিবর্তনে মর্ত্যভূমে বহু ক্লেশাকুল অধম-কূলে জন্মিয়া থাকে । হে দেবি! তাহারা নিজ কৰ্ম্মদোষে লোক সকলের বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে! জ্ঞাত-বন্ধু মধ্যে কে পাপী, কে বা পুণ্যাত্মা,—এইরূপেই তাহা জানা যায় । যে ব্যক্তি সৰ্বভূতে দয়াবান ও সৌম্যদর্শন, পিতৃসম, নিকৈর ব্যবহারকারী নিকৈর ও নিয়তেন্দ্রিয়; যে জন প্রাণীদিগের হিংসা ও উদেগজনক নহে, হস্তপদাদি সংযম সহ-কারে সৰ্বজন্তুর বিশ্বাসপাত্র হয়; কিন্তু রজ্জ্ব, দণ্ড, লোট্ট বা আয়ুধ দ্বারা কোন প্রাণীর উদেগোৎপাদন না করে, তাদৃশ স্নুজীল মানব স্বর্গে বাস করিতে পারে । সেখানে

তজ্জানো ভবনে দিব্যে মুদা বসতি দেববৎ ॥
স চেৎস্বর্গকাম্যার্হো মনুষ্যো যুগজায়তে ।
অজ্ঞানান্যো নিরাতঙ্কঃ স জাতঃ সুখমেধতে ॥
সুখভাগী নিরায়ান্যো নিরুদ্বেগঃ সদা নরঃ ।
এষ দেবি সতাং মার্গো বাধা যত্র ন বিচ্ছতে ॥

উমোবাচ ।

ইমে মনুষ্যা দৃষ্টান্তে উদাহাপোহবিশারদাঃ ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ প্রজ্ঞাবন্তোহর্থকোবিদাঃ ॥
দৃষ্টান্তাশ্চাপরে দেব জ্ঞানবিজ্ঞানবর্জিতাঃ ।
কেন কৰ্ম্মবিপাকেন প্রজ্ঞাবান পুরুষো ভবেৎ ॥
অল্পপ্রজ্ঞো বিরূপাক্ষ কথং ভবতি মানবঃ ।
এবং স্বঃ সংশয়ঃ ছিদ্ধি সৰ্ব্বধৰ্ম্মভূতাং বর ॥৪৪
জাত্যজ্ঞাশ্চাপরে দেব রোগার্হাশ্চাপরে তথা ।
নরাঃ ক্রীবাশ্চ দৃষ্টান্তে কারণং ব্রহ্ম তত্র বৈ ॥৪৫

মহেশ্বর উবাচ ।

ব্রাহ্মণান্ বেদবিদ্বঃ সিদ্ধান্ ধৰ্ম্মবিদস্তথা ।
পরিপৃচ্ছন্ত্যহরহঃ কুশলাকুশলং সদা ॥ ৪৬
বর্জয়ন্তোহশুভং কৰ্ম্ম সেবমানাঃ শুভং তথা ।

দিব্যভবনে সানন্দমনে দেববৎ সুখে বাস করে। তারপর মর্ত্যলোকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণপূর্বক অজ্ঞানান্য, নিরাতঙ্ক ও নিরুদ্বেগ হইয়া সুখে কালাতিপাত করে। হে দেবি! এই আমি সাধুদিগের নির্বাধ গতি বর্ণন করিলাম। ২৮—৪১। উমা কহিলেন,—লোকে দেখা যায়,—কোন জন উদাহাপোহ-ভিজ্ঞ, জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও অর্থ-ব্যবহারবিজ্ঞ; আবার কোন জন নির্বোধ, ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-শূন্য। কিন্তু কোন্ কৰ্ম্মের পরিণামে পুরুষ বুদ্ধিমান হয়? আর কোন্ কৰ্ম্মে বা নির্বোধ হয়? হে ধৰ্ম্মজ্ঞবর, বিরূপাক্ষ! কেহ জন্মাক্ষ, কেহ রোগার্হ, কেহ বা ক্রীব হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? আমার এই সংশয় নিরাকরণ করুন। মহেশ্বর বলিলেন,—যাহারা বেদবিদ ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ ও ধৰ্ম্মতত্ত্ব ব্যক্তিদিগকে সদা কুশল ও অকুল কৰ্ম্ম সকল জিজ্ঞাসা করিয়া অশুভ কৰ্ম্ম বর্জনপূর্বক শুভ কৰ্ম্মাচরণ

নভস্তে স্বর্গভিঃ নিত্যমিহ লোকে যথাসুখম্ ॥
স চেৎসমুদ্যতাং যাতি মেধাবী তত্র জায়তে ।
ঐতং যজ্ঞানুগং যন্ত কল্যাণমুপজায়তে ॥ ৪৮
পরদারেষু যে চাপি চক্ষুঃশ্চৈঃ প্রযুক্ততে ।
তেন দৃষ্টম্ভাভেন জাত্যজ্ঞান্তে ভবন্তি হি ॥৪৯
মনসাপি প্রদৃষ্টেন নগ্নাং পশুন্তি যে স্ত্রিয়ম্ ।
রোগার্হান্তে ভবন্তীহ নরা দৃষ্টতকারিণঃ ॥ ৫০
যে তু মুঢ়া দুরাচারা বিযোনো মৈথুনে রতাঃ ।
পুরুষেষু সুদৃষ্টপ্রজাঃ ক্রীবমুপযান্তি তে ॥ ৫১
পশুংশ্চ যে বৈ বধন্তি যে চৈব গুরুতল্লগাঃ ।
প্রকীর্ণমৈথুনা যে চ ক্রীবা জায়ন্তি বৈ নরাঃ ॥৫২

উমোবাচ ।

অবজ্ঞাং কিং নু বৈ কৰ্ম্ম নিরবজ্ঞাং তথৈব চ ।
শ্রেয়ঃ কুর্স্বন্নবাগ্নোতি মানবো দেবসন্তম ॥ ৫৩
মহেশ্বর উবাচ ।

শ্রেয়াংসং মার্গমবচ্ছিন্ সদা যঃ পৃচ্ছতি দ্বিজান্
ধৰ্ম্মান্বেষী গুণাকাজ্ঞকী স স্বর্গং সমুপাশ্নুতে ॥৫৪

করে, তাহার নিয়ত ইহলোকে সুখভোগান্তে স্বর্গগমনে সমর্থ হয়! তার পর সেই ব্যক্তি মনুষ্যালোকে বুদ্ধিমান হইয়া জন্মে এবং শাস্ত্র-জ্ঞানানুসারে যজ্ঞাদি বিবিধ শুভ কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ৪২—৪৮। যাহারা পরদার প্রতি কুভাবে চক্ষুঃনিষ্কেপ কবে, তাহার সেই দোষে জন্মাক্ষ হইয়া জন্মে। যাহারা বুর্বুদ্ধি সহকারে নগ্না পরনারী দর্শন করে, সেই দৃষ্টতকারীরা ইহ লোকে রোগার্হ হয়। যে সকল মুঢ় দুরাচার নর বিযোনিতে কিছা পুরুষে মৈথুন করে, তাহার ক্রীব হইয়া জন্মে। যাহারা পশুমৈথুন, গুরুপত্নীগমন, ও প্রকীর্ণজাতীয় রমণীতে মৈথুন করে, সেই নরগণ ক্রীব হইয়া জন্মে। উমা বলিলেন,—হে দেব-সন্তম! কোন্ কৰ্ম্ম নিন্দনীয়, আর কোন্ কৰ্ম্ম প্রশস্ত? মানব কোন্ কৰ্ম্ম করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে? মহেশ্বর বলিলেন,—যে মানব সংকৰ্ম্মানুষ্ঠান-কামনায় দ্বিজগণের নিকট ধৰ্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে,

যদি মানুষ্যাতাং দেবি কদাচিৎ সন্নিযচ্ছতি ।
মেধাবী ধারণাযুক্তঃ প্রাজ্ঞস্তত্রাপি জায়তে ॥৫৫
এষ দেবি সত্যঃ ধর্মো গম্যতব্যো ভূতকারকঃ ।
নৃণাং হিতার্থায় সদা ময়া চৈবমুদাহৃতঃ ॥ ৫৬

উমোবাচ ।

অপরে স্নানবিজ্ঞানা ধর্মাবধেষিণো নরাঃ ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিভৃষো নেচ্ছন্তি পারসর্গিতুম্ ॥৫৭
ব্রতবস্তো নরাঃ কেচিচ্ছ্রদ্ধাদমপরায়ণাঃ ।
অব্রতা ব্রহ্মনিয়মাস্তথাস্তে রাকসোপমাঃ ॥ ৫৮
যজ্ঞানশ্চ তর্থেবাস্তে নির্যোমানশ্চ তথা পরে ।
কেন কর্মবিপাকেন লবস্তীহ বদস্ব মে ॥ ৫৯

মহেশ্বর উবাচ ।

আগমা লোকধর্ম্যাণাং মর্যাদাঃ পূর্বনির্দিষ্টাঃ ।
প্রমাণেনানুবর্তন্তে দৃষ্টান্তে হ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৬০
অধর্ম্যঃ ধর্মমিত্যাহুর্থে চ মোহবশং গতাঃ ।
অব্রতা নষ্টমর্যাদাস্তে নরা ব্রহ্মরাকসাঃ ॥৬১

সদা ধর্ম্যাবেষণ-পরায়ণ, ও শুণাকাজ্ঞী হয়,
সে স্বর্গ ভোগ করে । সে কাঃস্তরে মনুষ্যত্ব
লাভ করিলেও ধীমান, মেধাবী ও প্রতিভা-
সম্পন্ন হইয়া জন্মে । হে দেবি ! নরগণের
হিতবিধায়ক সাধুদিগের অবলম্বনীয় ও
উন্নতিসাধক, এই বিবিধ কর্মফল আমি
কীর্তন করিলাম । ৪৯—৫৬ । উমা কহি-
লেন,—কত অল্পবুদ্ধি ধর্ম্যদেষী মানব বেদ-
বিদ ব্রাহ্মণগসন্নিধানে যাইতে ইচ্ছা করে না ;
কোন কোন নর ব্রতাচারী, কেহ বা অব্রত ;
কেহ ব্রহ্মসম্পন্ন, কেহ বা ব্রহ্মনিয়ম ; কেহ
দমশালী, কেহ বা রাকসোপম দুর্জয় ; কেহ
যজ্ঞকারী, কেহ বা হোমহীন দৃষ্ট হয় । কোন্
কোন্ কর্মফলে এক্ষণ হয়, তাহা আমাকে
বলুন । মহেশ্বর বলিলেন,—পূর্বকালে লোক
সকলের মর্যাদা নিরূপণার্থ আগমসকল
বিরচিত হইয়াছে ; দৃঢ়ব্রত জনগণ সেই
আগমকে প্রমাণরূপে সম্মান করিয়া থাকে ।
যাহারা মোহাচ্ছন্ন, ব্রতহীন, এবং যাহারা
উক্ত আগমমর্যাদা লঙ্ঘন করে, ও অধর্ম্যকে
ধর্ম্য বলিয়া উল্লেখ করে, সেই নরগণ ব্রহ্ম-

যে বৈ কালকৃতোদযোগাৎ সন্তবস্তীহ মানবাঃ
নির্যোমা নিব্বট্টকারান্তে ভবন্তি নরাধমাঃ ॥ ৬২
এষ দেবি ময়া সংশয়চ্ছেদনায় তে ।
কুশলাকুশলো নৃণাং ব্যাখ্যাতো ধর্ম্যসাগরঃ ॥

ইতি ত্রীত্বাশ্চে ধর্ম্যনিরূপণং নাম পঞ্চবিংশ-
ত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২০ ॥

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ঋত্বেবং সা জগন্মাতা ভর্তুর্বচনমাদিতঃ ।
হৃষ্টা বভূব স্মৃতীতা বিস্মিতা চ তদা বিজাঃ ॥১
যে তত্রাসম্মানবরাস্ত্রিপুরারেঃ সমীপতঃ ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গত্যাস্ত্রিনিগিরৌ বিজাঃ ॥২
তেহপি সম্পূজ্য তং দেবং শূলপাণিঃ প্রণমা চ
পপ্রচ্ছুঃ সংশয়কৈব লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥৩

মুনয় উচুঃ ।

ত্রিলোচন নমস্তেহস্ত দক্ষকৃতুবিনাশন ।

রাক্ষস-পদবাচ্যঃ । যাহারা হোম ও বযট্ট-
কারাদিহীন হইয়া কদাগরী হয়, তাহারা
কালপ্রভাবে ইহলোকে নরাধমরূপে জন্মিয়া
থাকে । হে দেবি ! তোমার সংশয় ছেদ-
নার্থ নরগণের কুশলাকুশল-সাধন এই নিগূঢ়
ধর্ম্যসমূহ আমি ব্যাখ্যা করিলাম । ৫৭—৬১ ।

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ ! জগ-
ন্মাতা উমা দেবী, পতি মহেশ্বরের নিকট এই
বিবরণ শ্রবণে স্মৃতীতা ও বিস্মিতা হইলেন ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে যে সকল মুনি সেই গিরি-
বরে যাইয়া মহেশ্বরের সন্নিধানে বর্তমান
ছিলেন, তাহারা তখন শূলপাণিকে প্রণাম-
পূর্বক লোক-হিতকামনায় স্বকীয় সংশয়বিষয়ক
প্রশ্ন করেন । মুনিগণ বলিলেন,—হে দক্ষ-
যজ্ঞবিনাশন, জগন্নাথ ! আপনাকে নমস্কার ।

পৃচ্ছামহ্যং জগন্নাথ সংশয়ং হৃদি সংস্থিতম্ ॥৪
সংসারেহস্মিহাঘোরে ভৈরবে লোমহর্ষণে ।
ভ্রমন্তি সূচিরং কালং পুরুষাচ্চান্নমেধসঃ ॥ ৫
যেনোপায়েন মুচ্যন্তে জন্মসংসারবন্ধনাং ।
ক্রহি তঙ্কোতুমিচ্ছামঃ পরং কোতুহলং হি নঃ
মহেশ্বর উবাচ ।

কর্ষপাশনিবন্ধানাং নরাণাং হৃৎখণ্ডাগিনাম্ ।
নাশোপায়ং প্রপশ্যামি বাসুদেবাংপরং দ্বিজাঃ
যে পূজয়ন্তি তং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
বান্ধনঃকর্ষাভিঃ সম্যক্ তে যান্তি পরমাং গতিম্
কিং তেষাং জীবিতেনেহ পশুবচ্চেষ্টিতেন চ ।
যেষাং ন প্রবণং চিন্তং বাসুদেবে জগন্ময়ে ॥ ৯
মুনয় উচুঃ ।

পিনাকিন্ ভগনেত্রয় সর্বলোকনমস্কৃত ।
মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্ত শ্রোতুমিচ্ছাম শঙ্কর ॥১০
মহেশ্বর উবাচ ।
পিতামহাদপি বরং শাস্বতঃ পুরুষো হরিঃ ।

আমাদিগের হৃদয়গত একটি সংশয় আপনাকে
জিজ্ঞাসা করি । অল্পবুদ্ধি পুরুষগণ, এই
মহাঘোর ভৈরব লোমহর্ষণ সংসারে সূচির-
কাল ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা
কোন উপায়ে এই জন্মসংসার-দায় হইতে
অব্যাহতি পায়? আমরা তাহা শুনিতে
ইচ্ছা করি, আমাদিগের অতীব কোতুহল
জন্মিয়াছে, আপনি তাহা বলুন । মহেশ্বর
বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! কর্ষপাশনিবন্ধ
হৃৎখণ্ডাগী নরগণের পক্ষে একমাত্র
বাসুদেব অপেক্ষা আর কোনও সঙ্গপায়
নাই । যাহারা সেই শঙ্খ-চক্র-গদাধর
বাসুদেবকে বাক্য, মন ও কর্ষ দ্বারা
সম্যক্ পূজা করে, তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত
হয় । জগন্ময় বাসুদেবে যাহার চিন্তা আসক্ত
নহে, ইহলোকে তাহাদিগের পশুসম-ব্যব-
হারবান্ জীবনে ফল কি? মুনিগণ কহি-
লেন,—হে পিনাকপাণি, সর্বলোকনমস্কৃত,
ভগনেত্রয়, শঙ্কর! আমরা বাসুদেবের
মাহাত্ম্য শুনিতে বাসনা করি । ১—১০ শাস্বত

কৃষ্ণে জাম্বুনদাভাসো ব্যভ্রে সূর্য ইবোদিতঃ
দশবাহুর্মহাতেজা দেবতারিনিমূদনঃ ।
ত্রীবৎসাক্ষো হৃষীকেশঃ সর্বদৈবতযুধপঃ ॥ ১২
ব্রহ্মা তন্ত্রোদরভবন্তস্তাহং শিরোভবঃ ।
শিরোরুহেভ্যো জ্যোতীংষি রোমভ্যশ্চ
সুরাসুরাঃ ॥ ১৩

ঋষয়ো দেহসমুতান্তস্ত লোকাশ্চ শাস্বতাঃ ।
পিতামহগৃহং সাক্ষাৎসর্বদেবগৃহং সঃ ॥ ১৪
সোহস্তাঃ পৃথিব্যাঃকুৎস্নায়াঃস্রষ্টা ত্রিভুবনেশ্বরঃ
সংহর্তা চৈব ভূতানাং স্বাবরস্ত চরস্ত চ ॥ ১৫
স হি দেবঃ পরঃ সাক্ষাদ্বেবনাথঃ পরস্তপঃ ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বসংস্রষ্টা সর্বগঃ সর্বতোমুখঃ ॥ ১৬
ন তস্মাৎপরমং ভূতং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
সনাতনো মহাভাগো গোবিন্দ ইতি বিজ্ঞতঃ ॥
স সর্বানপার্শ্বিবান্ সংখ্যেঘাতদ্বিঘাতি মানদঃ ।
সুরকার্যার্থমুৎপন্নো মানুষ্যঃবপুর্নাস্থিতঃ ॥১৮

পুরুষ হরি, পিতামহ ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ।
সেই কৃষ্ণ স্বর্ণসমকান্তি ও নিখিল নভোমণ্ডলে
উদিত আদিত্যবৎ দ্যুতিমান্ । দেবারিনাশন
সেই হৃষীকেশ দশবাহু, ও ত্রীবৎস-শোভিত-
বক্ষা এবং সর্বদেবগণের ত্রিভূতপালক । ব্রহ্মা
তাহার উদর হইতে জন্মিয়াছেন, আমি
তাহার মস্তক হইতে উদ্ভূত হইয়াছি । তাহার
কেশ হইতে জ্যোতিঃপদার্থনিচয়, রোম
হইতে সুরাসুরগণ, দেহ হইতে ঋষিগণ,
ও শাস্বত লোক সকল সৃষ্ট হয় । তিনিই পিতা-
মহের গৃহ এবং সর্বদেবগণের বাসভবন-
সেই ত্রিভুবনেশ্বর হরিই এই সমগ্রা পৃথিবীর
ও স্বাবর-জঙ্গমাশ্রয় ভূতগণের স্রষ্টা ও
সংহর্তা । তিনি দেবগণের নাথ, শক্রনাশক,
ও পরদেব । তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বসংস্রষ্টা, সর্বগ ও
সর্বতোমুখ; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ত্রিলোক-
মধ্যে আর কিছুই নাই । তিনি সনাতন,
মহাভাগ, গোবিন্দ বলিয়া বিজ্ঞত । মানু-
জনের মানবর্জনকারী সেই হরি, সুরগণের
কার্য-সাধনার্থ মানুষদেহ ধারণপূর্বক ভূতলে
উৎপন্ন হইয়া সর্ব পার্শ্ববগণের বিনাশ বিধান

ন হি দেবগণাঃ শক্তাস্ত্রিক্রমবিনাকৃতাঃ ।
 ভুবনে দেবকার্য্যাণি কর্তুং নায়কবর্জিতাঃ ॥১৯
 নায়কঃ সর্বভূতানাং সর্বভূতনমস্কৃতঃ ।
 এতস্ম দেবনাথস্ম কার্য্যস্ম চ পরস্ম চ ॥ ২০
 ব্রহ্মভূতস্ম সততং ব্রহ্মর্ষিশরণস্ম চ ।
 ব্রহ্মা বসতি নাভিস্থঃ শরীরেহহং সংস্থিতঃ ॥
 সর্বাঃ সুখং সংস্থিতাস্চ শরীরে তস্ম দেবতাঃ
 স দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীগর্ভঃ শ্রীসহোযিতঃ ॥
 শার্ঙ্গক্ৰোয়ুধঃ খড়্গো সর্বনাগারিপুষ্পজঃ ।
 উত্তমেন সুশীলেন শৌচেন চ দমেন চ ॥ ২৩
 পরাক্রমেণ বীর্য্যেণ বপুষা দর্শনেন চ ।
 আরাহণপ্রমাণেন বীর্য্যেণার্জবসম্পদা ॥ ২৪
 অনূশংস্তেন রূপেণ বলেন চ সমধিতঃ ।
 অস্ত্রেঃ সমুদিতঃ সর্কৈর্দিব্যৈরদ্ভুতদর্শনৈঃ ॥ ২৫
 যোগমায়াসহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষো মহামনাঃ ।
 বাচা মিত্রজনপ্লাঘী জ্ঞাতিবন্ধুজনপ্রিয়ঃ ॥ ২৬
 ক্রমাবাংশানহংবাদী স দেবো ব্রহ্মদায়কঃ ।
 ভয়হর্তা ভয়ান্তানাং মিত্রানন্দদিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৭

করিবেন। সেই ত্রিবিক্রম ব্যতীত দেবগণ
 নায়কহীন হইয়া ভুবনে কোনও দেবকর্ম
 সাধনে সক্ষম হয়েন না। ১১—১৯। সেই সর্ব-
 ভূতনমস্কৃত হরিই সর্বভূতের প্রকৃত নায়ক।
 কর্ম ও কারণরূপী, ব্রহ্মভূত, ব্রাহ্মণ ও
 ঋষিগণের শরণ সেই ভগবানের নাভিদেখে
 ব্রহ্মা বাস করেন; আমি তাঁহার শরীরে
 বাস করি, দেবগণও তাঁহার শরীরে
 সুখে বাস করেন। সেই দেব পুণ্ডরীকাক্ষ,
 শ্রীগর্ভ, শ্রীমান, শার্ঙ্গধনু চক্র ও খড়্গাদি
 আয়ুধধারী; সর্গরিপু গরুড় তাঁহার ধ্বজ।
 সেই গোবিন্দ, উত্তম চরিত্র, শৌচ, দম, পরা-
 ক্রম, বীর্য্য, শরীর, দেহপ্রমাণ সরলতা,
 অনূশংসতা, রূপ, বল, ও দিব্য অদ্ভুত-
 দর্শন অস্ত্র প্রভৃতি দ্বাবা সমধিত। সেই
 মহামনা, বিরূপাক্ষ হইলেও যোগমায়া
 প্রভাবে সহস্রাক্ষবৎ প্রতীয়মান। তিনি
 বাক্য দ্বারা মিত্রজনের সতত প্লাঘাবর্দ্ধনকারী,
 জ্ঞানী বন্ধুজনের প্রিয়, ক্রমাবান, অহ-

শরণাঃ সর্বভূতানাং দীনানাং পালেন রতঃ ।
 শ্রুতবানথ সম্পন্নঃ সর্বভূতনমস্কৃতঃ ॥ ২৮
 সমাশ্রিতানামুপকৃচ্ছজনাং ভয়কৃন্তথা ।
 নীতিজ্ঞো নীতিসম্পন্নো ব্রহ্মবাদী জিতেশ্রিয়ঃ
 ভবার্গমেব দেবানাং বুদ্ধ্যা পরময়া যুতঃ ।
 প্রাজাপত্যে শুভে মার্গে মানবে ধর্ম্মসংস্কৃতে ।
 সমুৎপৎস্রতি গোবিন্দো মনোর্বংশে মহামনঃ
 অংশো নাম মনোঃপুত্রো হস্তর্ধামা ততঃ পরম
 অন্তর্ধামো হবির্ধামা প্রজাপতিরনিদিতঃ ।
 প্রাচীনবর্হির্ভবিতা হবির্ধামঃ যুতো দ্বিজাঃ ॥৩২
 তস্ম প্রচেতঃপ্রমুখা ভবিষ্যন্তি দশান্বজাঃ ।
 প্রাচেতসস্তথা দক্ষো ভবিতেহ প্রজাপতিঃ ।
 দাক্ষায়ণ্যস্তথা দিত্যো মনুরাদিত্যতন্ততঃ ।
 মনোচ বংশজ ইলা সুহৃদস্চ ভবিষ্যতি ॥৩৪
 বুধাৎ পুরুষবাশ্চাপি তস্মাদায়ুর্ভবিষ্যতি ।
 নহষো ভবিতা তস্মাদ্যযাতিস্তস্ম চান্বজঃ ॥৩৫
 যদুস্তস্মান্নহাসস্চ ক্রোষ্ঠা তস্মান্ভবিষ্যতি ।

কারহীন, মুক্তিদায়ক, ভয়ান্তদিগের ভয়হারী,
 মিত্রদিগের আনন্দবিধানকারী, সর্বভূতের
 রক্ষক, দীনজনের পালক, আশ্রিতের উপ-
 কারক, শত্রুদিগের ভয়োৎপাদক, শাস্ত্রজ্ঞ,
 নীতিজ্ঞ, নীতিপরায়ণ, ব্রহ্মবাদী, জিতেশ্রিয়,
 ও ধর্ম্মসংস্কৃত শুভ প্রাজাপত্যপথে অবস্থিত
 এবং সতত দেবগণের হিতাভিলাষী হইয়া
 মহাত্মা মনুর বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন।
 ২০—৩০। মনুর পুত্র অংশ, তাঁহার
 পুত্র অন্তর্ধাম। অন্তর্ধামের পুত্র হবির্ধাম
 নামক অনিদিত প্রজাপতি। হে
 দ্বিজগণ! হবির্ধামের প্রাচীনবর্হি নামক
 পুত্র হইবে। তাঁহার প্রচেতা প্রভৃতি দশ
 পুত্র হইবে। তাঁহাদিগের পুত্র দক্ষ প্রজা-
 পতি হইবেন। দক্ষকন্যা হইতে আদিত্য
 এবং আদিত্য হইতে মনু জন্মিবেন। মনুর
 সন্ততি সুহৃদ—ইলা। বুধের সংসর্গে
 ইলার পুত্র পুরুষবার উৎপত্তি। পুরুষবার
 পুত্র আয়ু, তৎপুত্র নহষ, নহষের পুত্র
 যযাতি জন্মিবেন। যযাতির পুত্র যদু, যদুর

ক্রোড়ৈশ্চৈব মহান পুত্রো বৃজিনীবান ভবিষ্যতি
 বৃজিনীবতশ্চ ভবিতা উষস্কুরপরাজিতঃ ।
 উষস্কোভবিতা পুত্রঃ শূরশ্চত্ররথস্তথা ॥ ৩৭
 তস্ত হুবরজঃ পুত্রঃ শূরো নাম ভবিষ্যতি ।
 তেষাং বিখ্যাতবীৰ্যাণাং চারিত্রগুণশালিনাম্
 যজ্ঞনাথ বিত্তদানাং বংশে ব্রাহ্মণসন্তমাঃ ।
 স শূরঃ ক্রতুযজ্ঞেষ্ঠো মহাবীৰ্য্যো মহাযশাঃ ॥ ৩৯
 স্ববংশাবস্তারকরঃ জনায়মাতি মানদম্ ।
 বাসুদেবামাত খ্যাতঃ পুত্রমানকহৃদুভিম্ ॥ ৪০
 তস্ত পুত্রশ্চতুর্বাহুবাসুদেবো ভবিষ্যতি ।
 দাতা ব্রাহ্মণসংকর্ত্তা ব্রহ্মভূতো বিজ্ঞপ্রিয়ঃ ॥ ৪১
 রাজো বন্ধান্ স সৰ্বান বৈ মোক্ষয়িষ্যতি যাদবঃ
 জরাসন্ধস্ত রাজানঃ নির্জিত্য গিরিগহ্বরে ৪২
 সৰ্বপার্থিবরত্যাট্যো ভবিষ্যতি স বীৰ্য্যবান্ ।
 পৃথিব্যামপ্রতিহতো বীৰ্য্যেণাপি ভবিষ্যতি ॥ ৪৩
 বিক্রমেণ চ সম্পন্নঃ সৰ্বপার্থিবপার্থিবঃ ।
 শূরসংহননো ভূয়াদ্ভারকায়াং বসন্ প্রভুঃ ॥ ৪৪
 পালয়িষ্যতি গাং দেবীং বিনির্জিত্য হুয়াশয়ান্

পুত্র মহাবলবান্ ক্রোড়ী, ক্রোড়ী পুত্র
 মহাত্মা বৃজিনীবান্ জন্মিবেন । বৃজিনীবানের
 পুত্র অপরাজেয় উষস্কু । উষস্কুর দুই
 পুত্র ;—জ্যেষ্ঠ চিত্ররথ, কনিষ্ঠ শূর । হে
 বিজসন্তমগণ ! বিখ্যাতবীৰ্য্য, চরিত্রগুণমণ্ডিত,
 বাগশীল, বিত্তদাতা রাজগণের বংশে ক্রতুয়-
 জ্ঞেষ্ঠ, মহাবীৰ্য্য, মহাযশস্বী সেই শূর, নিজ
 বংশ-বিস্তারকারী, মানদ, বাসুদেব নামক পুত্র
 উৎপাদন করিবেন ; ইহার অপর নাম—
 আনকহৃদুভি তাঁহার পুত্র বাসুদেব ;—
 চতুর্বাহু, দাতা, ব্রাহ্মণগণের সম্মানকারী,
 বিজ্ঞপ্রিয় ও ঈশ্বরস্বরূপ হইবেন । সেই
 যাদব গিরিগর্ভবাসী জরাসন্ধ রাজাকে
 পরাজয়পূর্বক তৎকর্ত্তক বদ্ধ রাজগণকে
 মোচিত করত সৰ্বপার্থিব জনে ও নানারত্নে
 সমৃদ্ধ হইবেন । তিনি ভারকায় বাস করত
 শূরসৈন্তে সমাবৃত হইয়া হুয়াশয়গণের
 শাসনপূর্বক পৃথিবী দেবীকে পালন করি-

তং ভবন্তঃ সমাসান্ত ব্রাহ্মণৈরহণৈবটৈঃ ।
 অর্চয়ন্ত যথাস্তায়ঃ ব্রাহ্মণমিব শাস্তম্ ॥ ৪৫
 যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছত ব্রাহ্মণঞ্চ পিতামহম্ ॥ ৪৬
 দ্রষ্টব্যন্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
 দৃষ্টে তন্নিম্নহং দৃষ্টো ন মেহত্মস্তু বিচারণা ॥
 পিতামহো বাসুদেব ইতি বিস্ত তপোধনাঃ ।
 স যস্ত পুণ্ডরীকাক্ষঃ ক্রীতযুক্তো ভবিষ্যতি ॥
 তস্ত দেবগণঃ ক্রীতো ব্রহ্মপুৰীষো ভবিষ্যতি ।
 যন্ত তং মানবো লোকে সংশ্রয়িষ্যতি কেশবম্
 তস্ত কীর্ত্তির্যশশ্চৈব স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি ।
 ধর্ম্মাণাং দেশিকঃ সাক্ষাত্তবিষ্যতি স ধর্ম্মবান্ ॥
 ধর্ম্মবিস্তিঃ স দেবেশো নমস্কার্য্যঃ সদাচ্যুতঃ ।
 ধর্ম্ম এব সদা হি স্তাদশ্মিন্নভ্যর্চিতে বিত্তৌ ॥
 স হি দেবো মহাতেজাঃ প্রজাহিতচিকীর্ষমা ।
 ধর্ম্মার্থঃ পুরুষব্যাস্ত্র ঋষিকোটিঃ সসর্জ চ ॥ ৫২
 তাঃ সৃষ্টান্তেন বিধিনা পর্কতে গন্ধমাদনে ।
 সনৎকুমারপ্রমুখাস্তিষ্ঠন্তি তপসাবিতাঃ ॥ ৫৩

বেন । আপনারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত
 মিলিত হইয়া তাঁহাকে শাস্ত ব্রহ্মের স্তায়
 যথাবিধি অর্চনা করিবেন । ৩১—৪৫। যে জন
 আমাকে কিম্বা পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে
 কামনা করে, প্রতাপবান্ ভগবান্ বাসুদেবই
 তাহার দ্রষ্টব্য । তিনি দৃষ্ট হইলে, আমিও
 দৃষ্ট হইয়া থাকি । হে তপোধনগণ ! বাসু-
 দেবই পিতামহ, ইহা জানিবেন । সেই
 পুণ্ডরীকাক্ষ যাহার প্রতি ক্রীতযুক্ত হইবেন,
 ব্রহ্ম প্রভৃতি দেবগণ তাহার প্রতি সমধিক
 সন্তুষ্ট থাকিবেন । জগতে যে মানব সেই
 কেশবকে আশ্রয় করে, তাহার কীর্ত্তি,
 যশ, ও স্বর্গলাভ হয় । সেই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মের
 নিয়ামক হইবেন । সেই দেবেশ অচ্যুত
 বিষ্ণু ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যক্তিবর্গের সদা নমস্কৃত ।
 সেই বিষ্ণু অর্চিত হইলে সমধিক ধর্ম্ম সঞ্চয়
 হয় । সেই মহাতেজা পুরুষ-ব্যাস্ত্র, প্রজা-
 গণের হিত-বিধানার্থ বহুকোটি ঋষি সৃষ্টি
 করেন । তৎসৃষ্ট সনৎকুমার-প্রমুখ ঋষিগণ
 গন্ধমাদন পর্কতে অবস্থান করিতেছেন । হে

তস্মাৎ স বাগ্মী ধর্ম্যজ্ঞো নমস্তো দ্বিজপুঙ্গবাঃ
বন্দিতো হি স বন্দেত মানিতো মানয়ীত চ ॥
দৃষ্টঃ পশ্চাদহরহঃ সংশ্রিতঃ প্রতিসংশ্রয়েৎ ।
অর্চিতশার্চয়ৈরিত্যং স দেবো দ্বিজসন্তমাঃ ॥
এবং তস্মানবদ্যন্ত বিষ্ণোর্কৈ পরমং তপঃ ।
আদিদেবন্ত মহতঃ সজ্জনাচরিতং সদা ॥ ৫৬
ভুবনেহত্যর্চিতো নিত্যং দেবৈরপি সনাতনঃ
অভদ্রেনাশুরূপেণ প্রপদ্য তমমুত্রতাঃ ॥ ৫৭
কর্মণা মনসা বাচা স নমস্তো দ্বিজৈঃ সদা ।
যত্নবন্তিরূপস্যায় দ্রষ্টব্যো দেবকৌশুতঃ ॥ ৫৮
এষ বৈ বিহিতো যার্গো যয়া বৈ মুনিসন্তমাঃ ।
তং দৃষ্টা সর্বদেবেশং দৃষ্টাঃ স্যুঃ সুরসন্তমাঃ
মহাবরাহং তং দেবং সর্বলোকপিতামহম্ ।
অহংৈব নমস্তামি নিত্যমেব জগৎপতিম্ ॥ ৫৯
তত্র চ ত্রিতয়ং দৃষ্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

দ্বিজপুঙ্গবগণ! এই কারণে সেই ধর্ম্যজ্ঞ,
বাগ্মী দেব সকলেরই প্রণামার্থ। তিনি
মানবগণ কর্তৃক বন্দিত এবং মানিত হইলে
তাঁহারাও জগতে বন্দিত ও মানিত হইয়া
থাকে। তিনি দৃষ্ট হইলে অহরহ দর্শন
করেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিলে তিনিও
আশ্রয় দিয়া থাকেন। হে দ্বিজসন্তম-
গণ! সেই দেব অর্চিত হইলে স্বয়ংও
অর্চনাকারীকে সমর্চনা করেন।
৪৬—৫৫। সেই অনবন্ত আদিদেব বিষ্ণুর
এইরূপই মহিমা। সজ্জনগণ তদীয় আচ-
রণেরই অনুকরণ করিয়া থাকেন। দেব
সনাতন ভুবনে নিয়ত অর্চিত হয়েন।
দ্বিজগণের পক্ষে নিজোচিত পরিণামদোষ-
রহিত কর্ম, বাক্য ও মন দ্বারা সততই তিনি
উপাসনীয়। দেবকৌশলকে যত্ন সহকারেই
দর্শন করিতে হয়। হে মুনিসন্তমগণ!
আমি এই বিচিত্র ধর্ম্যমার্গ বর্ণন করিলাম।
সেই সর্বদেবেশ্বরকে দর্শন করিলে সুর
সন্তমগণের দর্শনজনিত ফল প্রাপ্তি হয়।
সর্বলোক-পিতামহ, মহাবরাহরূপী সেই
জগৎপতিকে আমিও প্রতিদিন নমস্কার

সমস্তা হি বয়ং দেবাস্তস্ত দেহে বসামহে ॥ ৬১
তন্তৈব চাগ্রজো ভ্রাতা সিতাজ্জিনিচয়প্রভঃ ।
হনৌ বল ইতি খ্যাতে ভবিষ্যতি ধরাধরঃ ॥ ৬২
ত্রিশিরাস্তস্ত দেবস্ত দৃষ্টৌহনস্ত ইতি প্রভোঃ
রূপর্ণো যন্ত বৌর্ধো কশ্চপস্তাশ্রজো বলী ॥
অস্তং নৈবাককল্পষ্টুং দেবস্ত পরমাস্তনঃ ।
স চ শেষো বিচরতে পরয়া বৈ মুদা যুতঃ ॥ ৬৩
অন্তর্কসতি ভোগেন পরিরভ্য বসুন্ধরাম্ ।
য এব বিষ্ণুঃ সোহনস্তো ভগবান্ বসুধাধরঃ ॥
যো রামঃ স হৃষীকেশোহচ্যুতঃ সর্বধরাধরঃ ।
তাবুভৌ পুরুষব্যাক্তৌ দিব্যৌ দিব্যপরাক্রমৌ
দ্রষ্টব্যৌ মাননীয়ৌ চ চক্রলাঙ্গলধারিণৌ ॥ ৬৬
এষ বোহমুগ্রহঃ প্রোক্তো যয়া পুণ্যস্তপোধনাঃ
তদ্রবস্তো যত্নশ্রেষ্ঠং পূজায় যুঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬৭

ইতি জীৱাক্ষে ঋষিমহেশ্বরসংবাদে ষড়-
বিংশত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

করিয়া থাকি। সেই দেবের দেহে সমস্ত
দেবগণ বাস করেন। তাঁহাকে দর্শন
করিলে ত্রিলোক দর্শনের ফল লাভ হয়।
তদীয় অগ্রজ ভ্রাতা 'বলরাম' নামে প্রসিদ্ধ
হইতেন। তিনি শেতপক্বতসম কাশ্টিমান্
ও হলধারী। ধরাধর অনন্ত নাগই উক্ত-
রূপে অবতীর্ণ হইবেন। কশ্চপনন্দন বল-
বান্ গরুড়ও নিজবৌর্ধো যে পরমাস্তরূপী
দেবের অন্তর্দর্শনে সক্ষম হয়েন নাই, সেই
শেষ নাগ উক্তরূপে ভূতলে বিহার করি-
বেন; কিন্তু পাতালতলেও সর্পরূপে ফণা
দ্বারা বসুন্ধরাকে ধারণ করিবেন। যিনি
বিষ্ণু, তিনিই বসুধাধারী অনন্ত; যিনি বল-
রাম, তিনিই সর্বজগদাধার হৃষীকেশ অচ্যুত
বিষ্ণু। সেই দিব্য এবং দিব্যপরাক্রম-
সম্পন্ন, চক্র ও লাঙ্গলধারী পুরুষব্যাক্তর
সকলেরই দ্রষ্টব্য ও মাননীয়। হে তপো-
ধনগণ! এই আমি আপনাদিগকে ভগ-
বানের পুণ্য অমুগ্রহের বিবরণ কহিলাম,

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অহো কৃষ্ণ মাহাত্ম্যং শ্রুতমশ্রুতিরদ্বুতম্ ।
সৰ্পপাপহরং পুণ্যং ধন্যং সংসারনাশনম্ ॥ ১
সম্পূজ্য বিধিবত্ত্বয়া বাসুদেবঃ মহামুনে ।
কাং গতিং যাস্তি মনুজা বাসুদেবার্চনে রতাঃ
কিং প্রাপ্নুবন্তিতে মোক্ষং কিংবা স্বর্গং মহামুনে
অথবা কিং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রাপ্নুবন্ত্যভয়ং ফলম্ ॥ ৩
ছেতুযর্হসি সৰ্বজ্ঞ সংশয়ঃ নো হৃদি স্থিতম্ ।
ছেত্তা নাশ্তোহস্মি লোকেহস্মিৎসদৃতে

মুনিসত্তম ॥ ৪

ব্যাস উবাচ ।

সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠা ভবন্তিষদ্বদাহুতম্ ।
শৃণুধ্বমানুপূর্বেণ বৈষ্ণবানাং সুখাবহম্ ॥ ৫
দীক্ষামাত্রেন কৃষ্ণো নরা মোক্ষং ব্রজন্তি বৈ ।

আপনারা সযত্নে সেই যত্নশ্রেষ্ঠকে অর্চনা
করবেন । ৫৬—৬৩ ।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,— অহো ! মহামুনে !
কৃষ্ণের সৰ্পপাপহর, পুণ্যকর, ধন্য, সংসার-
বিনাশক অদ্বুত মাহাত্ম্য আমরা শুনিলাম ।
মনুজগণ সেই বাসুদেবকে যথাবিধি পূজা
করিয়া কোন্ যতি প্রাপ্ত হয় ? বাসু-
দেবার্চন-রত জনগণ, স্বর্গ বা মোক্ষ—
কোন্ ফল লাভ করে ? অথবা হে মুনিশ্রেষ্ঠ !
তাঁহারা কি উক্ত উভয় ফলই প্রাপ্ত হয়েন ?
হে সৰ্বজ্ঞ মুনিসত্তম ! আমাদের গের হৃদয়স্থ
এই সংশয় ছেদন করুন । ইহলোকে
আপনি ভিন্ন এই সংশয়ছেদক আর কেহই
নাই । ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
সাধু, সাধু ! আপনারা যাহা প্রশ্ন করিলেন,
বৈষ্ণবগণের সুখাবহ তদ্বিষয় যথাক্রমে
শ্রবণ করুন । হে দ্বিজগণ ! নরগণ, কৃষ্ণো-
পাসনায দীক্ষিত হইবামাত্রই মোক্ষলাভে

কিং পুনর্থে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতঃ দ্বিজাঃ
ন তেষাং দুর্লভঃ স্বর্গো মোক্ষশ্চ মুনিসত্তমাঃ ।
লভন্তে বৈষ্ণবাঃ কামানযানযানবাহুস্তি দুর্লভান
রত্নপৰ্বতমাক্রুত্ব নরো রত্নং যথাদদেৎ ।
শ্বেচ্ছয়া মুনিশার্দূলান্তথা কৃষ্ণান্মনোরথান ॥ ৮
কল্পবৃক্ষং সামাস্যাকং ফলানি শ্বেচ্ছয়া যথা ।
গৃহ্নাতি পুরুষো বিপ্রান্তথা কৃষ্ণান্মনোরথান ॥ ৯
শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ পূজ্য বাসুদেবঃ জগদ্বশুক্রম্ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ ফলম্ ॥
আরাধ্য তং জগন্নাথং বিশুদ্ধেনান্তরাঙ্কনাম্ ।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ কামান সুরাণামপি দুর্লভান ॥
যেহর্চয়ন্তি সদা ভক্ত্যা বাসুদেবাধ্যমব্যয়ম্ ।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদ্দিদ্যাতে ভুবনত্রয়ে ॥ ১২
ধন্যাস্তে পুরুষা লোকে যেহর্চয়ন্তি সদা হরিশ্চ

সক্ষম হয় । যাহারা সদা ভক্তিসহকারে
কৃষ্ণের অর্চনা করে, তাহাদিগের কথা আর
কি বলিব ? হে মুনিসত্তমগণ ! তাঁহা-
দিগের স্বর্গ বা মোক্ষ কিছুই দুর্লভ নহে ।
বৈষ্ণবগণ যাহা যাহা কামনা করে, দুর্লভ
হইলেও সেই সকলই প্রাপ্ত হয় । হে
মুনিশার্দূলগণ ! মানব, রত্নপৰ্বতে আরোহণ
করত যেমন শ্বেচ্ছাক্রমে রত্ন সংগ্রহ করে,
কৃষ্ণ হইতেও তদ্রূপ মনোরথ সকল লাভ
করিতে পারে । হে বিপ্রগণ ! পুরুষ,
কল্পবৃক্ষ-সম্বন্ধে যাহা যেমন শ্বেচ্ছানুসারে
ফল গ্রহণ করে, কৃষ্ণ হইতেও তদ্রূপ
মনোরথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । নরগণ,
জগদ্বশুক্র বাসুদেবকে যথাবিধি শ্রদ্ধা সহ-
কারে পূজা করিলে, ধর্ম, অর্থ, কাম, ও
মোক্ষ ফল প্রাপ্ত হয় । ১—১০ । নরগণ,
বিশুদ্ধান্তঃকরণে সেই জগন্নাথের আরাধনা
করিলে সুরগণেরও দুর্লভ অভিমত কাম
লাভ করে । যাহারা সেই বাসুদেবাধ্য
অব্যয় দেবকে সদা ভক্তিপূর্বক অর্চনা
করে, ভুবনত্রয়ে তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ
থাকে না । যাহারা সৰ্পপাপহর, সমস্ত
কামনাপূরক দেব হরিকে সতত অর্চনা

সর্বপাপহরং দেবং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৩
 ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্বাঃ শ্রিয়ঃ শূদ্রাস্ত্যজাতয়ঃ ।
 সম্পূজ্য তং সুরবরং প্রাপ্নু বস্তি পরাং গতিম্
 তস্মাদ্ভুগুধং মুনয়ো যৎপৃচ্ছত মমানঘাঃ ।
 প্রবক্ষ্যামি সমাসেন গতিং তেষাং মহাত্মনাম্ ॥
 ত্যক্তা মানুষ্যকং দেহং রোগায়তনমক্ৰবম্ ।
 জরামরণসংযুক্তং জলবুদ্ধদসন্নিভম্ ॥ ১৬
 মাংসশোণিতহৃগন্ধং বিষ্ঠামূত্রাদিভির্ভূতম্ ।
 অস্থিস্থূণমমেধ্যঞ্চ স্নায়ুচৰ্ম্মশিরাদিতম্ ॥ ১৭
 কামগেন বিমানেন দিব্যগন্ধক্কনাদিনা ।
 তরুণাদিত্যবর্ণেন কিঙ্কণীজালমালিনা ॥ ১৮
 উপগীয়মানা গন্ধকৈরপ্সরোভিরলঙ্কতাঃ ।
 ব্রজন্তি লোকপালানাং ভবনন্ত পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৯
 মনস্তরপ্রমাণন্ত ভুক্ষা কালং পৃথক্ পৃথক্ ।
 ভুবনানি পৃথক্ তেষাং সর্বভোগৈরলঙ্কতাঃ ॥ ২০
 ততোহস্তরিক্কং লোকং তে যান্তি সর্বসুখপ্রদম্
 তত্র ভুক্ষা বরান্ ভোগান্দশমনস্তরং দ্বিজাঃ ॥

করে, জগতে সেই পুরুষগণই ধন্ত । সেই
 সুরবরকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ, কত্রিয়,
 বৈশ্ব, শূদ্র, ও অন্ত্যজাতি—সকলেই পরমা
 গতি প্রাপ্ত হয় । অতএব হে পাপহীন,
 মুনিগণ ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন,
 আমি সংক্ষেপে সেই মহাত্মাদিগের গতির
 বিষয় বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন ।
 বিষ্ণুসেবক জনগণ রোগায়তন, জরা-
 মরণযুক্ত, জলবুদ্ধদসম কণস্থায়ী, অস্থিরূপ
 স্তম্ভশালী, স্নায়ুচৰ্ম্ম-শিরাদিত, মাংস-
 শোণিত-হৃগন্ধ-বিশিষ্ট, বিষ্ঠামূত্রাদিযুক্ত, অপ-
 বিত্র মানুষদেহ পরিত্যাগপূর্বক তরুণা-
 দিত্যবর্ণ, কিঙ্কণীজালমালী, দিব্যগন্ধক্কনাদিত,
 কামগামী বিমানে আরোহণ করত অলঙ্কৃত
 দেহে অপ্সরোগন্ধক্কাদি দ্বারা উপগীয়মান
 হইয়া পৃথক্ পৃথক্ লোকপালভবনে
 গমন করেন । তাঁহারা সেই সকল লোক-
 পালভবনে সর্বভোগে সমলঙ্কৃত হইয়া
 পৃথক্ পৃথক্ এক এক মনস্তর যাবৎ সুখ-
 ভোগান্তে সর্বসুখপ্রদ অস্তরিক্ক লোক

তস্মাদগন্ধক্কলোকন্ত যান্তি বৈকবা দ্বিজাঃ ।
 বিংশমনস্তরং কালং তত্র ভুক্ষা মনোরমান ॥ ২২
 ভোগানাদিত্যালোকন্ত তস্মাদযান্তি সুপূজিতাঃ
 ত্রিংশমনস্তরং তত্র ভোগান্ ভুক্ষাতদৈবতান্
 তস্মাদ ব্রজন্তি তে বিপ্রাশ্চন্দ্রলোকং সুখপ্রদম্
 মনস্তরাণান্তে তত্র চত্বারিংশদণ্ডণাদিতম্ ॥ ২৪
 কালং ভুক্ষা শুভান্ ভোগান্ জরামরণবর্জিতাঃ
 তস্মান্নক্কত্রলোকন্ত বিমানৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ২৫
 ব্রজন্তি তে মুনিশ্রেষ্ঠা শুণৈঃ সর্বৈরলঙ্কতাঃ ।
 মনস্তরাণাং পঞ্চাশদ্ভুক্ষা ভোগান্যথেষ্পিতান্
 তস্মাদ ব্রজন্তি তে বিপ্রা দেবলোকং সুদুর্লভম্
 ষষ্টিমনস্তরং যাবত্তত্র ভুক্ষা সুদুর্লভান্ ॥ ২৭
 ভোগান্নানাবিধানবিপ্রা ঋক্স্যষ্টকসমদ্বিতান্ ।
 শক্ললোকং পুনস্তস্মাদাচ্ছন্তি সুরপূজিতাঃ ॥
 মনস্তরাণাং তত্রৈব ভুক্ষা কালঞ্চ সপ্ততিম্ ।
 ভোগান্নুচ্চাবচান্দিব্যায়নসঃ প্রীতিবর্জনান্ ॥
 তস্মাদ ব্রজন্তি তে লোকং প্রাজাপত্যমনুত্তমম্

প্রাপ্ত হইলেন । হে দ্বিজগণ ! তাঁহারা তথায়
 দশমনস্তর বিবিধ সুখভোগ করিয়া গন্ধক্ক-
 লোকে গমন করেন । বৈকব জনেরা
 সেখানে বিংশতি মনস্তর মনোরম সুখ-
 ভোগান্তে আদিত্যালোক প্রাপ্ত হইলেন ।
 তথায় ত্রিংশৎ মনস্তর যাবৎ সাদরে দেব-
 দুর্লভ বিবিধ সুখভোগ করিয়া সুখপ্রদ
 চন্দ্রলোকে গমন করেন । সেখানে জরা-
 মরণবর্জিত দেহে চত্বারিংশৎ মনস্তর
 কাল অত্যুত্তম শুভ ভোগানিচয় উপ-
 ভোগান্তে নানাগুণমণ্ডিত, বিমানালঙ্কৃত
 নক্কত্রলোক প্রাপ্ত হইলেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 সেখানে পঞ্চাশৎ মনস্তর যাবৎ যথেষ্ট সুখ-
 ভোগ করিয়া তথা হইতে সুদুর্লভ দেবলোকে
 গমন করেন । সেখানে ষষ্টিমনস্তর কাল
 অষ্টৈশ্বর্যযুক্ত বিবিধ সুদুর্লভ ভোগানু-
 ভোগান্তে সুরগণে পূজিত হইয়া তথা হইতে
 ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেন । তথায় সপ্ততি-
 মনস্তর কাল মনঃপ্রীতিসাধন উত্তমোত্তম
 দিব্য ভোগানিচয় উপভোগ করিয়া তথা

ভুত্বা তথৈষিতান্ ভোগান্ সৰ্বকামক্ৰণাধিতান্
মহন্তরমশীতিঞ্চ কালং সৰ্বসুখপ্রদম্ ।

তস্মাৎ পৈতামহং লোকং যাস্তি তে বৈকবা ।

বিজ্ঞাঃ ॥ ৩১

মহন্তরাণাং নবতিং ক্রৌড়িত্বা তত্র বৈ সুখম্ ।

ইহাগত্য পুনস্তস্মাদ্বিপ্রাণাং প্রবরে কুলে ॥ ৩২

জায়ন্তে যোগিনো বিপ্রা বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ

এবং সৰ্বেষু লোকেষু ভুত্বা ভোগান্ যথোপিতান্

ইহাগত্য পুনর্যাস্তি উপর্যুপরি চ ক্রমাৎ ।

সন্তবে সন্তবে তে তু শতবর্ষং বিজ্ঞোত্তমাঃ ॥

ভুত্বা যথোপিতান্ ভোগান্ যাস্তি লোকান্তরং

ততঃ ।

দশজন্ম যদা তেষাং ক্রমেণৈবং প্রপূর্যতে ॥ ৩৫

তদা লোকং হরেদ্বিভ্যাং ব্রহ্মলোকাদ্ ব্রজন্তি তে

গত্বা তত্রাক্ষয়ান্ ভোগান্ ভুত্বা সৰ্বক্ৰণাধিতান্

মহন্তরশতং যাবজ্জন্মমৃত্যুবিবর্জিতাঃ ।

গচ্ছন্তি ভুবনং পশ্চাদ্ভারাহস্ত বিজ্ঞোত্তমাঃ ॥ ৩৭

দিব্যদেহাঃ কুণ্ডলিনো মহাকায় মহাবলাঃ ।

হইতে অনন্তম প্রাজাপত্য লোকে গমন

করেন । সেই স্থানে অশীতিমহন্তর যাবৎ

সৰ্বকামপূরক বাঞ্ছিত বিবিধ ভোগ্য উপ-

ভোগান্তে সৰ্বসুখপ্রদ ব্রহ্মলোকে যাইয়া

থাকেন । ১১—৩১ । তথায় তাঁহারা নবতি

মহন্তর কাল সুখে বিহার করিয়া হইলোকে

উত্তম ব্রাহ্মণবংশে বেদশাস্ত্রার্থ-পারগ যোগী

হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । বৈকবগণ, এইরূপে

সৰ্বলোকে যথোপিত সুখভোগান্তে ইহ-

লোকে আগমন করিয়া পুনরায় যথাক্রমে

উপর্যুপরি লোক সকলে যাইয়া থাকেন ।

হে বিজ্ঞোত্তমগণ ! তাঁহারা প্রতিজন্মেই

শতবর্ষকাল এইরূপ যথেষ্ট সুখভোগপূর্বক

লোকান্তর প্রাপ্ত হইবেন । এই ভাবে

দশজন্ম পূর্ণ হইলে সেই বৈকবগণ, ব্রহ্ম-

লোক হইতে দিব্য হরিলোকে গমন করেন ।

সেখানে শত মহন্তরকাল জন্ম-মৃত্যুরহিত হইয়া

সৰ্বসুখসাধক অক্ষয় ভোগচর উপভোগান্তে

বরাহলোকে গমন করেন । হে বিজ্ঞোত্তম-

ক্রৌড়ন্তি তত্র বিপ্রেশ্বাঃ কৃতা রূপং চতুর্ভুজম্ ॥

দশ কোটিসহস্রাণি বর্ষাণাং দ্বিজসন্তমাঃ ।

তিষ্ঠান্ত শান্তে ভাবে সৰ্বৈর্দেবৈর্নমস্কৃতাঃ ॥ ৩৯

ততো যাস্তি তু তে ধীরা নরাসংহৃদং দ্বিজাঃ

ক্রৌড়ন্তে তত্র মূদিতা বর্ষকোটিযুতানি চ ॥ ৪০

তদন্তে বৈকবঃ যাস্তি পুরং সিদ্ধনিষেবিতম্ ।

ক্রৌড়ন্তে তত্র সৌখ্যেন বর্ষাণামযুতানি চ ॥ ৪১

ব্রহ্মলোকে পুনর্বিপ্রা গচ্ছন্তি সাধকোত্তমাঃ ।

তত্র স্থিতা চিরং কালং বর্ষকোটিশতান্ বহুন্ ॥

নারায়ণপুরং যাস্তি ততন্তে সাধকেশ্বরাঃ ।

ভুত্বা ভোগাংশ্চ বিবিধান্ বর্ষকোটির্কুণ্ডলানি চ ॥

অনিকল্পপুরং পশ্চাদ্বিব্যরূপা মহাবলাঃ ।

গচ্ছন্তি সাধকবরাঃ সূর্য্যমানাঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৪৪

তত্র কোটিসহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ চতুর্দশ ।

তিষ্ঠন্তি বৈকবাস্তত্র জরামরণবর্জিতাঃ ॥ ৩৫

প্রহর্যম্শু পুরং পশ্চাদ্গচ্ছন্ত বিগতজরাঃ ।

তত্র তিষ্ঠন্তি তে বিপ্রা লক্ষকোটিশতত্রয়ম্ ॥ ৪৬

গণ । সেখানে তাঁহারা কুণ্ডলভূষিত দিব্য

দেহ, মহাকায়, মহাবল চতুর্ভুজ মূর্তি পরি-

গ্রহপূর্বক সৰ্বদেবগণ কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া

দশ কোটি সহস্র বৎসর শান্তভাবে অব-

স্থান করেন । ৩২—৩৯ । হে ধীর দ্বিজগণ !

তারপর তাঁহারা নরসিংহপুরে যাইয়া অযুত

কোটি বৎসর বিহার করেন । অনন্তর

সিদ্ধনিষেবিত বিষ্ণুলোকে গমন করেন ।

সেখানে অনেক অযুতবর্ষ বিহারান্তে সেই

সাধকোত্তমগণ পুনরায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত

হইবেন । সেখানে বহুশত কোটি বৎসর

সুখে বাস করেন । অতঃপর সাধকেশ্বরগণ

নারায়ণপুরে গমন করেন । সেখানে কোটি-

কুণ্ড বৎসর বিবিধ সুখভোগান্তে সেই সাধক

বরেন্দ্র মহাবল দিব্যরূপ ধারণপূর্বক

সুরাসুরগণ কর্তৃক সূর্য্যমান হইয়া অনিকল্প-

পুরে যাইয়া থাকেন । বৈকবগণ ! সেখান

হইতে জরামরণহীন হইয়া চতুর্দশ কোটি

সহস্র বর্ষ বাস করিয়া প্রহর্যমপুরে গমন

করেন । হে বিপ্রগণ ! তথায় তাঁহারা মহাসুখে

স্বচ্ছন্দগামিনো হৃষ্টা বলশক্তিসমধিতাঃ ।
গচ্ছন্তি যোগিনঃ পশ্চাদ্যত্র সঙ্কৰ্ণঃ প্রভুঃ ॥ ৪৭
তত্রোষিত্বা চিরং কালং ভুক্ত্বা ভোগান্ সহস্রশঃ
বিশন্তি বাসুদেবেতি বিরূপাখ্যে নিরঞ্জে ॥
বিনিপুত্ভাঃ পরে তেষু জরামরণবর্জিতে ।
তত্র গচ্ছা বিমুক্তান্তে ভবেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৯
এবং ক্রমেণ ভুক্তিঃ তে প্রাপ্নুবন্তি মনৌষিণঃ ।
মুক্তিঞ্চ মুনিশার্দ্দলা বাসুদেবার্চনে রতাঃ ॥ ৫০
ইতি ত্রীত্রাঙ্কে বৈষ্ণবগতিখ্যাপনং সপ্তবিংশ-
ত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

একাদশীমুভে পক্ষে নিরাহারঃ সমাহিতঃ ।
স্নান্ণা সম্যগুবিধানেন ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
সম্পূজ্য বিধিবদ্বিষ্ণুং শ্রদ্ধয়া স্নুসমাহিতঃ ।

তিনশত লক্ষ কোটি বৎসর বাস করেন ।
পরে সেই বলবোধ্য-সমধিত, স্বচ্ছন্দগামী,
হৃষ্টচিত্ত বৈষ্ণব যোগিগণ, প্রভু সঙ্কৰ্ণ যেখানে
বিরাজমান, সেই পুরে যাইয়া সুদীর্ঘকাল
নানাবিধ সুখভোগ করেন । অতঃপর
তাঁহারা জরামরণ-বর্জিত নাম-রূপহীন,
'বাসুদেব' পদবাচ্য নিরঞ্জন পরতত্ত্বে প্রবেশ-
পূর্বক মুক্তিপ্রাপ্ত হইলেন । ইহাতে সংশয়
নাই । হে মুনিশার্দ্দলগণ ! বাসুদেবসেবা-
রত মনৌষিগণ, এইরূপে ভুক্তি ও মুক্তি লাভ
করিয়া থাকেন ॥ ৪০—৫০ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—মানব উভয় পক্ষের
একাদশী তিথিতে বিধানানুসারে স্নানান্তে
ধৌতবস্ত্র পরিধানপূর্বক সমাহিত-চিত্তে জিতে-
ন্দ্রিয় হইয়া উপবাস করত ভক্তিসহকারে

পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথা দীপৈধু পৈর্নৈবেদ্যৈকৈস্তথা ॥ ২
উপহারৈর্বহুবৈধৈর্জপৈর্হোমপ্রদক্ষিণৈঃ ।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দিব্যগীতবাদ্যৈর্মনোহরৈঃ ॥
দণ্ডবৎ প্রণিপাতৈশ্চ জয়শব্দৈস্তথোক্তমৈঃ ।
এবং সম্পূজ্য বিধিবজ্রাজ্ঞো কৃৎস্না প্রজাগরন্ ॥
কথাং বা গীতিকাং বিষ্ণোর্গায়ন্ বিষ্ণুপরায়ণঃ ।
যাতি বিষ্ণোঃ পরং স্থানং নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
মুনয় উচুঃ ।
প্রজাগরে গীতিকায়াঃ কলং বিষ্ণোর্মহামুনে ।
ক্রহি তচ্ছোভুমিচ্ছামঃ পরং কোতুহলং হি নঃ
ব্যাস উবাচ ।

শুশ্রূষং মুনিশার্দ্দলাঃ প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ ।
গীতিকায়াঃ কলং বিষ্ণোর্জাগরে যত্নদাহতম ॥
অবস্তী নাম নগরী বভূব ভুবি বিষ্ণুত্যা ।
তত্রান্তে ভগবান্ বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৮
তস্তা নগর্যাঃ পর্যন্তে চাণ্ডালো গীতিকোবিদঃ

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও অন্যান্য
বিবিধ উপহার, জপ, হোম, প্রদক্ষিণ, নানাবিধ
দিব্য স্তোত্র, মনোহর গীতবাদ্য, দণ্ডবৎ
প্রণাম ও 'জয়' শব্দোচ্চারণাদি দ্বারা যথাবিধি
বিষ্ণুকে পূজা করিবে ; তারপর স্নান-
কালে বিষ্ণুবিষয়ক কথা বা গান দ্বারা
জাগরণ করিবে । এরূপ করিলেই সেই
ব্যক্তি বিষ্ণুপুরে গমন করে ; ও বিষয়ে
সংশয় নাই । মুনিগণ কহিলেন,—হে মহা-
মুনে ! গান করিয়া জাগরণ করিলে
কিরূপ ফল হয় ? তাহা শুনিবার নিমিত্ত
আমাদিগের পরম কোতুহল জন্মিয়াছে,
আপনি বলুন । ১—৬ । ব্যাস বলিলেন,—
হে মুনিশার্দ্দলগণ ! জাগরণপূর্বক বিষ্ণুর
গীতিকায় যে কল, তাহা আমি যথাক্রমে
বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন । ভূতলে
অবস্তী নামে এক বিখ্যাতা নগরী ছিল ।
সেখানে ভগবান্ বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-গদা-
ধর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত । সেই নগরীর প্রান্ত-
ভাগে এক বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল বাস করিত । সে

সদ্ব্যস্তোৎপাদিতধনো ভূতানাং ভরণে রতঃ
 বিষ্ণুভক্তঃ স চাণালো মাসি মাসি দৃঢ়রতঃ ।
 একাদশ্যাং সমাগম্য সোপবাসোহথ গায়তি ॥২০॥
 গীতিকা বিষ্ণুনাথ্যাক্তাঃ প্রাহুর্ভাবসমাশ্রিতাঃ ।
 গান্ধারযজ্ঞনৈষাদম্বরপঞ্চমধৈবতৈঃ ॥১১॥
 রাত্রিজাগরণে বিষ্ণুঃ গাথাভিরূপগায়ত ।
 প্রভাতে চ প্রণমোশং দ্বাদশ্যাং গৃহমেত্য চ ॥
 জামাতৃভাগিনেয়াংশ্চ ভোজয়িত্বা স কন্তকাঃ ।
 ততঃ সপরিবারশ্চ পশ্চাৎ ভুক্তৈরু দ্বিজোক্তমাঃ
 এবং তস্তাসতস্তত্র কুর্ষতো বিষ্ণুপ্রীণনম্ ।
 গীতিকাভিবিচিত্রাভির্নয়ঃ প্রতিগতং বহু ॥ ১৪ ॥
 একদা চৈত্রমাসে তু কৃষ্ণৈকাদশিগোচরে ।
 বিষ্ণুশ্রবণার্থায় যযৌ বনমন্ত্রতমম্ ॥ ১৫ ॥
 বনজাতানি পুষ্পাণি গ্রহীতুং ভজিতং পরঃ ।
 কিপ্রাতটে মগরণ্যে বিভীতকতরোরধঃ ॥১৬॥
 দৃষ্টঃ স রাক্ষসেনাথ গৃহীতশ্চাপি ভক্ষিতুম্ ।

গানপটু ছিল এবং সদাচার দ্বারা ধনার্জন-
 পূর্বক পরিবারবর্গের প্রতিপালন করিত ।
 সেই চণ্ডাল নিয়মপূর্বক প্রতিমাসে একা-
 দশীতে উপবাসী থাকিয়া উক্ত বিষ্ণুমন্দিরে
 যাইয়া নিষাদ, যজ্ঞ, গান্ধার, পঞ্চম, ধৈব-
 তাদি স্বরে বিষ্ণুর প্রাহুর্ভাববিষয়ক বিষ্ণু-
 নামসম্বলিত গীতিকা সকল গান করিত ।
 গান দ্বারা সমস্ত রাত্রি জাগরণান্তে প্রভাতে
 দ্বাদশীদিনে প্রভুকে প্রণামপূর্বক নিজ
 ভবনে আসিয়া জামাতা, ভাগিনেয় ও কন্তা
 প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং
 সপরিবারে ভোজন করিত । হে দ্বিজোক্তম-
 গণ! এই ভাবে বিচিত্র গীতি দ্বারা বিষ্ণুর
 প্রীতিসাধন করিতে করিতে সেই চণ্ডালের
 বহুবয়স অতিবাহিত হইল । সেই অভিজ্ঞ
 চণ্ডাল একদা চৈত্র মাসে একাদশী তিথিতে
 বিষ্ণু-সেবা নিমিত্ত উপচার আহরণার্থ বনে
 প্রবেশপূর্বক ক্রমে কিপ্রা নদীর তট
 দেশে বিভীতক তরুর অধোভাগে যাইয়া
 উপস্থিত হইল । সেখানে এক রাক্ষস
 বাস করিত । সেই রাক্ষস তাহাকে দেখিবা-

চাণালস্তমথোবাচ নাদ্য ভক্ষ্যত্বয়া হৃদম্ ॥ ১৭ ॥
 প্রাতর্ভোজ্যসি কল্যাণ সত্যমেব্যাম্যহং পুনঃ
 অদ্য কার্য্যং মম মহন্তস্মান্মুঞ্চস্ব রাক্ষস ॥ ১৮ ॥
 যঃ সত্যেন সত্যম্যামি ততঃ খাদসি মামিতি ।
 বিষ্ণুশ্রবণার্থায় রাত্রিজাগরণং ময়া ।
 কার্য্যং ন ব্রতবিস্রং মে কতুমর্হসি রাক্ষস ॥ ১৯ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

তং রাক্ষসঃ প্রত্যাচ দশরাত্রমভোজনম্ ।
 মমাত্মদ্য চ ভবাম্যস্মি লোকো মতঙ্গজ ॥ ২০ ॥
 ন ভোজ্যে ভক্ষয়িষ্যামি ক্ষুধয়া পীড়িতো ত্বম
 নিশাচরবচঃ শ্রদ্ধা মাতঙ্গস্তমুবাচ হ ।
 সাত্ত্বয়ন্ শঙ্কয়া বাচা স সত্যবচনৈর্দৃঢ়ৈঃ ॥ ২১ ॥
 মাতঙ্গ উবাচ ।

সত্যমূলং জগৎ সর্বং ব্রহ্মরাক্ষস তজ্জগু ।
 সত্যেনাহং শপিষ্যামি পুনরাগমনায় চ ॥ ২২ ॥

মাত্র ভক্ষণ জন্য স্ববায় আসিয়া ধরিল । তখন
 চণ্ডাল, রাক্ষসকে কহিল,—ওহে সজ্জন!
 অজ্ঞ আমাকে ভক্ষণ করা তোমার উচিত
 নহে; প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিও; আমি
 নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব । রাক্ষস! অজ্ঞ
 আমার মহৎ কার্য্য আছে; অতএব আমাকে
 এখন ছাড়িয়া দেও । আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া
 বলিতেছি,—আগামী কল্য তোমার নিকট
 আসিব; তখন আমাকে খাইও । হে রাক্ষস!
 আমি বিষ্ণুর প্রীতিসাধনার্থ রাত্রিজাগরণ
 ব্রত করিয়া থাকি; আমার সেই ব্রতে বিঘ্ন
 ঘটাইও না । ১—১৯ । তখন রাক্ষস
 তাহাকে বলিল,—ওহে চণ্ডাল! আমার দশ
 রাত্রি ভোজন হয় নাই; অতএব তোমাকে
 আমি খাইব; ছাড়িয়া দিতে পারিব না ।
 আমি ক্ষুধায় অতীব কাতর হইয়াছি ।
 রাক্ষসের কথা শুনিয়া চণ্ডাল তাহাকে
 সান্ত্বনা করত সনির্বন্ধ মধুর সত্য বাক্যে
 কহিল,—ওহে ব্রহ্মরাক্ষস! শুন, এই
 সমগ্র জগৎ সত্যমূলক । আমি সেই
 সত্যাবলম্বনে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, পুন-
 রায় তোমার নিকট ফিরিয়া আসিব ।

আদিত্যশ্চন্দ্রমা বহির্বাযুর্ভূর্দৌর্জলং মনঃ ।
 অহোরাত্রাং যমঃ সন্ধ্যো য়ে বিহর্নরচেষ্টিতম্ ॥
 পরদারেষু যৎ পাপং যৎ পরজব্যহারিষু ।
 যচ্চ ব্রহ্মহনঃ পাপং সুরাপে গুরুতল্লগে ॥ ২৪
 সঙ্ঘাপাতাচ্চ যৎ পাপং যৎ পাপং বৃষলৌপতেঃ
 যচ্চ দেবলকে পাপং মৎস্তমাংসাশিনশ্চ যৎ ॥
 ক্ৰোড়মাংসাশিনো যচ্চ কূর্মমাংসাশিনশ্চ যৎ ।
 বৃথামাংসাশিনো যচ্চ পৃষ্ঠমাংসাশিনশ্চ যৎ ॥
 কৃতস্নে মিত্রঘাতকে যৎ পাপং দিধিষুপতো ।
 সূতকশ্চ চ যৎ পাপং যৎ পাপং কুরকর্ষণঃ ॥
 রূপণশ্চ চ যৎ পাপং যচ্চ বক্ষ্যাতিথেরপি ।
 অমাবান্ত্যষ্টমী যষ্টী কৃকশ্চক্ৰচতুর্দশী ॥ ২৮
 তান্মু যদগমনাৎ পাপং যদ্বাপ্রো ব্রজতি স্ত্রিয়ম্ ।
 রজস্বলাং তথা পশ্চাক্ছাদ্ধং কুহা স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ
 সর্বস্বনাভোজ্যানাং যৎপাপং মলভোজনে ।
 মিত্রভাৰ্য্যাং গচ্ছতাক্ষ যৎ পাপং পিশুনশ্চ চ ॥
 দন্তমায়াবুরক্কঞ্চ যৎ পাপং মধুঘাতিনঃ ।
 ব্রাহ্মণশ্চ প্রতিশ্রুত্য যৎ পাপং তদযচ্ছতঃ ॥

আদিত্য, চন্দ্র, বহি, বায়ু, ভূমি, জল, মন, দিবা, রাত্রি, যম, সন্ধ্যা, —ইহারা নর-গণের যাবতীয় আচরণ অবগত করেন। পরদারগামী, পরজব্যাপহারী, ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, গুরুপত্নীগামী, সঙ্ঘাতিক্রমকারী, বৃষলৌপতি, দেবল, মৎস্তমাংসানী, শূকরমাংস-ভোজী, বৃথামাংসভক্ষণকারী, পৃষ্ঠমাংসানী, কৃতস্নে, মিত্রঘাতক, দিধিষুপতি, অশৌচ-সম্পন্ন, কুরকর্মা, রূপণ, এবং অতিথি-প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তির যে পাপ হয়; অমাবস্তা, অষ্টমী, যষ্টী, উভয় পক্ষের চতুর্দশী, এসকল তিথিতে স্ত্রীসঙ্গম করিলে যে পাতক হয়; ব্রাহ্মণের রজস্বলা নাগীসঙ্গমে, ব্রাহ্ম করিয়া স্ত্রীসঙ্গমে, সন্ন্যাসীর অন্ন ভোজনে, মল ভোজনে ও মিত্রপত্নীগমনে যে পাপ হয়; পিশুন, দন্তী, ও কপটী ব্যক্তির যে পাপ হয়; বৃথা মধু অপচয় করিলে, ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য দান না করিলে

যচ্চ কন্তানুভে পাপং যচ্চ গোহতরানুভে ।
 স্ত্রীবালহস্তর্ষৎ পাপং যচ্চ মিথ্যাভিতাষিণঃ ॥৩২
 দেববেদদ্বিজনূপপাত্রমিত্রসতীস্ত্রিয়ঃ ।
 যচ্চ নিন্দয়তাং পাপং গুরুমিথ্যাপচারতঃ ॥৩৩
 অগ্নিত্যাগিষু যৎ পাপমগ্নিদায়িষু যদ্বনে ।
 গৃহেষ্ট্যা পাতকে যচ্চ যদগোষ্মে যদ্বিজাধমে ॥
 যৎ পাপং পরিবেত্তে চ যৎ পাপং পরিবেদিনঃ ।
 তয়োর্দাভুগ্রহীত্রোশ্চ যৎ পাপং ক্রণঘাতিনঃ ॥
 কিঞ্চাত্র বহুভিঃ প্রোক্তৈঃ শপথৈস্তব রাক্ষস ।
 শ্রীযতাং শপথঃ ভোমঃ দুর্দ্রাচ্যমপি কথ্যতে ॥৩৪
 স্বকন্তাজীবিনঃ পাপং মুঢ়সত্যেন সাক্ষিণঃ ।
 অযাজ্যযাজকে যন্তে যৎ পাপং শ্রমণাধমে ॥৩৭
 প্রব্রজ্যাবসিতে যচ্চ ব্রহ্মচারিণি কামুকে ।
 এতৈস্ত পাটৈর্লিপ্যেহহং যদি নৈষ্যামি তে-
 হস্তিকম্ ॥ ৩৮

কন্তা, গো, অশ্বতরাদিদানে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার অশ্রুতা করিলে, যে পাপ হয়; স্ত্রী-হস্তা, বালকঘাতী ও মিথ্যাবাদী জনের যে পাপ হয়; বেদ, দেব, দ্বিজ, নূপতি, সজ্জন ও সতী স্ত্রীর নিন্দা করিলে যে পাপ হয়; গুরুর নিকট মিথ্যা ব্যবহার, অগ্নি-ত্যাগ, গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান, বানপ্রস্থ অবলম্বনান্তে গার্হস্থ্য আচারে ও গোহত্যা করিলে যে পাপ হয়; পরিবেত্তা, পরিবেদন-কারী, এতদ্ব্যতিরিক্ত দানগ্রহণকারী, অব্রাহ্মণ, ও ক্রণহত্যাকারী প্রভৃতির যে পাপ হয়; সত্য প্রতিপালন না করিলে আমার সেই সকল পাপ হইবে। অথবা হে রাক্ষস! আর এ সকল ক্ষুদ্র পাপের বহু উল্লেখ প্রয়োজন নাই; আমি দুর্দ্রাচ্য ভয়ঙ্কর শপথ করিতেছি; শুন। স্বকন্তাগামী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, অযাজ্যযাজী, ক্রীষ, ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস গ্রহণান্তে পুনরায় গৃহস্থায়-প্রবিষ্ট ব্যক্তি ও কামুক ব্রহ্মচারীর যে পাপ হয়, আমি যদি তোমার নিকট কিরিয় না আসি, তবে যেন ঐ সকল পাপে লিপ্ত

ব্রাস উবাচ ।

মাতঙ্গবচনং শ্রুত্বা বিস্মিতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
প্রাহ গচ্ছস্ব সত্যেন সময়কৈব পালয় ॥ ৩৯
ইত্যুক্তঃ কুণপাশেন শপাকঃ কুসুমানি তু ।
সমাদায়াগমচ্চৈব বিকোঃ স নিলয়ং গতঃ ॥ ৪০
তানি প্রাদাদ্ভ্রাক্ষণায় সোহপি প্রকাল্য চান্তস
বিষ্ণুমভ্যর্চ্য নিলয়ং জগাম স তপোধনাঃ ।
সোহপি মাতঙ্গদায়াদঃ সোপবাসন্ত তাং নিশাম
গায়ন্ হি বাহুভূমিষ্ঠঃ প্রজাগরমুপাকরোৎ ॥ ৪১
প্রভাতায়াস্ত শর্য্যাং স্নাত্বা দেবং নমস্ত চ ।
সত্যং স সময়ং কর্তুং প্রতস্থে যত্র রাক্ষসঃ ॥ ৪২
তং ব্রজন্তং পথি নরঃ প্রাহ ভদ্র ক গচ্ছসি ।
স তথাকথয়ৎ সৰ্বং সোহপোনং পুনরববীৎ ॥
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ ।
মহতা তু প্রযত্নেন শরীরং পালয়েদ্বদুধঃ ॥ ৪৩

জীবন্ ধর্মার্থসুখং

নরস্তথাপ্নোতি মোক্ষগতিমগ্র্যাম্ ।

হই ১২০—৩৮ । ব্রাস বলিলেন,—চণ্ডালের
কথা শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষস বিস্মিতচিত্তে বলিল,
—আচ্ছা, যাও ; প্রতিজ্ঞা পালন করিও ।
সেই চণ্ডাল এইরূপ উক্ত হইয়া পুষ্প লইয়া
বিষ্ণু-মন্দিরে গমন করিল । হে তপোধন-
গণ ! চণ্ডাল সেই পুষ্পগুলি উত্তম্য ব্রাহ্মণকে
প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণ সেগুলি জলদ্বারা
প্রাকাল্পনপূর্বক বিষ্ণুপূজা করিয়া নিজভবনে
প্রস্থান করিল । সেই চণ্ডাল উপবাসী
থাকিয়া বিষ্ণুমন্দিরের বাহিরে অবস্থানপূর্বক
গান করিতে করিতে সেই রাত্রি জাগরণ
করিল । রাত্রি প্রভাত হইলে স্নানান্তে
বিষ্ণুকে নমস্কারপূর্বক প্রতিজ্ঞাপালনার্থ
রাক্ষসসমীপে প্রস্থান করিল । পথে যাইতে
যাইতে কোনও এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞা-
সিল ;—“ওহে কোথায় যাইতেছ ?” চণ্ডাল
তাহাকে সকল বিবরণ কহিলে সেই ব্যক্তি
বলিল,—ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের শরীরই
প্রধান সাধন । অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির
মহাপ্রযত্নে শরীর রক্ষা করা কর্তব্য । মানব

জীবন্ কীর্ত্তিমুপৈতি চ

ভবতি যতশ্চ কা কথ্য লোকে ॥ * ৪৬

মাতঙ্গবচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচাথ হেতুমৎ ॥ ৪৭

মাতঙ্গ উবাচ ।

ভদ্র সত্যং পুরস্কৃত্য গচ্ছামি শপথাঃ কৃতাঃ ॥

ব্রাস উবাচ ।

তং ভূয়ঃ প্রত্যুবাচাথ কিমেবং যুতধীর্ভবান্ ।

কিং ন শ্রুতং ত্বয়া সাধো মমুনা যত্নদীপিতম্ ॥

গোস্ত্রীষিজানাং পরিরক্ষণার্থং

বিবাহকালে সুরতপ্রসঙ্গে ।

প্রাণাত্যয়ে সর্বস্বনাশহারে

পঞ্চানুভাত্তাহরপাতকানি ॥ ৫০

ধর্মবাক্যং ন চ জীষু ম বিবাহে তথা রিপৌ ।

বজ্রনে চার্হহানৌ চ স্ননাশেহনৃতকে তথা ।

এবং তদ্বাক্যমাকর্ণ্য মাতঙ্গঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ৫১

জীবিত থাকিয়া ধর্ম অর্থ সুখ এবং উত্তম
মোক্ষগতিও প্রাপ্ত হয় ; জীবিত থাকিলেই
কীর্ত্তিলাভ করিতে পারে ; জন্মিয়া
মরিয়া গেলেই—লোকে তাহার উল্লেখযোগ্য
কোন কথা থাকে ? এই কথা শুনিয়া চণ্ডাল
কহিল,—ওহে ভদ্র ! তুমি সত্য বলিয়াছ ;
কিন্তু আমি শপথ করিয়া আসিয়াছি ; সেই
জন্ত যাইতেছি । ব্রাস বলিলেন,—সেই
ব্যক্তি চণ্ডালকে পুনরায় বলিল,—তুমি
এমন নির্কোষ কেন ? ওহে সাধু !
মমু যাহা বলিয়াছেন, তুমি কি তাহা শুন
নাই ? গো, স্ত্রী ও ব্রাহ্মণের রক্ষণার্থ,
বিবাহকালে, সুরতপ্রসঙ্গে, প্রাণাত্যয় বা
সর্বস্বনাশ সম্ভাবনায়, এই পঞ্চস্থলে মিথ্যা
ব্যবহারে পাতক হয় না । জীলোক, বিবাহ,
শত্রু, অর্থহানি, আত্মবিনাশ, বা প্রবঞ্চিত
হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিলে এবং মিথ্যাবাদী

* এতৎপদস্থানে পুস্তকান্তরে—‘ধর্মমর্থ-
তথা সৌখ্যং মোক্ষং প্রাপ্নোতি বৈ নরঃ ।
জীবন্ কীর্ত্তমবাপ্নোতি বিপরীতমতোহস্তথা’
ইতি পদম্ ।

মাতঙ্গ উবাচ

মৈবং বদন্ত ভজ্ঞঃ তে সত্যং লোকেষু পূজ্যতে
সত্যেনাবাপ্যতে সৌখ্যং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্
সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যেনাপো রসাস্বিকাঃ
জলভ্যাগ্নিঃ সত্যেন বাতি সত্যেন মারুতঃ ॥৫৩
ধর্মার্থকামসম্প্রাপ্তির্যোক্ষপ্রাপ্তিঃ শূলভা ।
সত্যেনজায়তেপুংসীং তস্মাৎ সত্যং ন সন্ত্যজেৎ
সত্যং ব্রহ্ম পরং লোকে সত্যং যজ্ঞেষু চোত্তমম্
সত্যং স্বর্গসমায়াতং তস্মাৎ সত্যং ন সন্ত্যজেৎ
ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্কা সৌখ্য মাতঙ্গন্তঃ প্রক্ষিপ্যনরোত্তমম্
জগাম তত্র যজ্ঞাস্তে প্রাণিহা ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৫৬
তমাগতং সমীক্ষ্যাসৌ চাণ্ডালঃ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
বিশ্বমোৎফুল্লনয়নঃ শিরঃকম্পং তমব্রবীৎ ॥ ৫৭
ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ ।

সাধু সাধু মহাভাগ সত্যবাক্যাপালক ।
ন মাতঙ্গমহং মন্তে ভবন্তুং সত্যলক্ষণম্ ॥ ৫৮

লোকের নিকট ধর্মবাক্য পালন না করি-
লেও কোন দোষ হয় না । এই কথা শুনিয়া
চণ্ডাল তাহাকে কহিল,—ওহে ! এরূপ
বলিও না । তোমার মঙ্গল হউক । লোকে
সত্যই পূজিত হয় ! সত্য দ্বারাই জগতের
যাহা কিছু সুখ লাভ হয় । সত্য বশতই
সূর্য্য তাপ প্রদান করেন ; সত্য হেতুই জল
রসাস্বক হয়, অগ্নি জলিত ও বায়ু প্রবাহিত
হইয়া থাকে । নরগণের . দুর্লভ ধর্ম অর্থ
কাম মোক্ষও সত্য দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া
যায় । অতএব সত্য ত্যাগ করিতে নাই ।
লোকে সত্যই ব্রহ্ম ; সত্যই সর্ব্ব যজ্ঞাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ , সত্যই স্বর্গগতির হেতু ; অতএব সত্য
ত্যাগ করিবে না ॥৩৯—৫৫ । ব্যাস বলিলেন,
—চণ্ডাল সেই ব্যক্তিকে এষ্ট বলিয়া যেখানে
প্রাণিঘাতী ব্রহ্মরাক্ষস বাস করে, তথায়
প্রস্থিত হইল । ব্রহ্মরাক্ষস তাহাকে সমাগত
দর্শনে বিশ্বমোৎফুল্লনয়নে শিরঃকম্পনপূর্ব্বক
কহিল,—ওহে সত্যবাক্যপালক, মহাভাগ !
সাধু, সাধু । আপনি সত্যপালনপরায়ণ,

কর্ম্মণানেন মন্তে ত্বাং ব্রাহ্মণঃ শুচিমব্যয়ম্ ।
যৎকিঞ্চিৎ তদ্রমুখং প্রবক্ষ্যে ধর্ম্মসংগ্রহম্ ।
কিং তত্র ভবতা রাজৌ কৃতং বিষ্ণুগৃহে বদ ॥৫৯
ব্যাস উবাচ ।

তমভ্যুবাচ মাতঙ্গঃ শৃণু বিষ্ণুগৃহে ময়া ।
যৎকৃতং রজনীভাগে যথাতথ্যং বদামি তে ॥
বিক্ষৌর্দেৎকুলস্তাধঃ স্থিতেনানন্মমূর্ত্তিনা ।
প্রজাগরঃ কৃতো রাজৌ গায়তা বিষ্ণুগীতিকাম্
তং ব্রহ্মরাক্ষসঃ প্রাহ কিয়ন্তঃ কালমুচ্যতাম্ ।
প্রজাগরো বিষ্ণুগৃহে কৃতো তত্ত্বিমতা বদ ॥৬২
তমভ্যুবাচ প্রহসন্ বিংশত্যধানি রাক্ষস ।
একাদশাং মাসি মাসি কৃতস্তত্র প্রজাগরঃ ।
মাতঙ্গবচনং শ্রুত্বা প্রোবাচ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৬৩
ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ ।

যদন্ত ত্বাং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বান্ বন্ধুমর্হতি ।
একরাত্রিকৃতং সাধো মম দেহি প্রজাগরম্ ॥ ৬৪
এবং ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি মোক্ষয়িষ্যামি নান্তথা

আপনাকে আমি চণ্ডাল বলিয়া মনে করি
না । এ কর্ম্ম দেখিয়া আপনাকে শুচি ও
সদাচাররত ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে করি ।
আপনি ভদ্রজনের শ্রেষ্ঠ ; তাই আপনাকে
কিঞ্চিৎ ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করি । আপনি
বিষ্ণুগৃহে রাজিতে কি করিয়াছেন, তাহা
বলুন । ব্যাস বলিলেন,—চণ্ডাল তাহাকে
বলিল,—শুন ; আমি বিষ্ণুমন্দিরে যাহা
করিয়াছি, যথায়ত তোমাকে বলিতেছি ।
বিষ্ণুমন্দিরের নিম্নভাগে থাকিয়া তত্ত্বিনন্ম-
চিত্তে বিষ্ণুবিষয়ক গীতিকা গান দ্বারা রাজি
জাগরণ করিয়াছি । ব্রহ্মরাক্ষস বলিল,—
তুমি ভক্তি সহকারে কতকাল এইরূপ বিষ্ণু-
গৃহে জাগরণ করিয়াছ ? তাহা বল । চণ্ডাল
কহিল, বিংশতি বৎসর যাবৎ প্রতিমাসের
একাদশীতে এইরূপ জাগরণ করিয়াছি ।
চণ্ডালের কথা শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষস বলিল,—
আমি এখন তোমাকে যে কথা বলিতেছি,
তুমি তাহাতে অন্তমোদন করিয়া বল । ওহে
সাধু ! একটী রাজি জাগরণের কল আমাকে

ত্রিঃ সত্যেন মহাভাগ ইত্যুক্তা বিররাম হ ॥৬৫

ব্রাস উবাচ ।

মাতঙ্গমুবাচাথ ময়াহ্মা তে নিশাচর ।
নিবেদিতঃ কিমুক্তেন খাদস্ব স্বেচ্ছয়াপি মাম্ ॥
তমাহ রাক্ষসো ভূয়ো যামদ্বয়প্রজাগরম্ ।
সগীতঃ মে প্রযচ্ছস্ব কৃপাং কর্তুং তুমহসি ॥ ৬৭
মাতঙ্গো রাক্ষসঃ প্রাহ কিমসদ্বয়মুচ্যতে ।
খাদস্ব স্বেচ্ছয়া মাং স্বং ন প্রদাস্তে প্রজাগরম্ ॥
মাতঙ্গবচনং শ্রুত্বা প্রাহ তং ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৬৮

ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ ।

কো হি হৃষ্টমতির্মন্দো ভবন্তঃ দ্রষ্টুম্ৎসহেৎ ।
ধর্মযিতুং পীড়য়িতুং রক্ষিতং ধর্মকর্মণা ॥ ৬৯
দীনস্ত পাপগ্রস্তস্ত বিষয়ের্মোহিতস্ত চ ।
নরকান্তস্ত মুক্তস্ত সাধবঃ স্যুর্দয়াবিতাঃ ॥ ৭০
তন্মম ভুং মহাভাগ কৃপাং কৃহা প্রজাগরম্ ।
যামশ্রেকস্ত মে দেহি গচ্ছ বা নিলয়ং স্বকম্ ॥

প্রদান কর । তুমি ত্রিসত্য করিয়া “তোমাকে মোক্ষণ করিব” এই কথা বল, আর যদি মোক্ষণ না কর, তাহাও বল । চণ্ডাল কহিল,—ওহে নিশাচর ! তোমার ওসকল কথায় কি প্রয়োজন ? আমি তোমায় দেহ নিবেদন করিয়াছি ; তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে খাও । ব্রহ্মরাক্ষস পুনরায় তাহাকে কহিল—আচ্ছা, না হয় আমাকে দুই প্রহরের সজ্জাতজাগরণের পুণ্য প্রদান কর । আমাকে তুমি একটু কৃপা কর । তখন চণ্ডাল তাহাকে কহিল,—কি অসদ্বন্ধ বলিতেছ ? তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে খাও বা না খাও, আমি জাগরণপুণ্য দিব না । এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষস কহিল,—কোন হৃষ্টমতি ব্যক্তি আপনাকে দেখিতে ও পারে না ! তাহাতে আবার ধর্মণ পীড়নের কথা কি ? আপনি স্বীয় কর্মে রক্ষিত হইতেছেন । মাদৃশ পাপগ্রস্ত বিষয়-বিমোহিত নরকভীত মুক্ত দীন জনের প্রতি সাধুদিগের দয়া করা উচিত । অতএব ওহে মহাভাগ ! কৃপা করিয়া আমাকে একপ্রহরের জাগরণপুণ্য দান কর ;

ব্রাস উবাচ ।

তং পুনঃ গ্রাহ চাণ্ডালো ন যাস্তামি নিজঃ

গৃহম্ ।

ন চাপি তব দাস্তামি কথঞ্চিদ্যামজাগরম্ ।
তং প্রহস্তাথ চাণ্ডালঃ প্রোবাচ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥৭২
ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ ।
রাত্র্যবসানে যা গীতা গীতকা কৌতুকাশ্রয়া ।
তস্তাঃ কলং প্রযচ্ছস্ব গ্রাহি পাপাং সমুদ্রর ॥৭৩
ব্রাস উবাচ ।

এবমুচ্চারিতে তেন মাতঙ্গমুবাচ হ ॥ ৭৪

মাতঙ্গ উবাচ ।

কিং পূর্বং ভবতা কর্ম বিকৃতং কৃতমঙ্গসা ।
যেন স্বং দোষজাতেন সমুতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥
ব্রাস উবাচ ।

তস্ত তদাক্যামাকর্ষ্য মাতঙ্গং ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
প্রোবাচ ভুংখসস্তপ্তঃ সংস্মৃত্য স্বকৃতং কৃতম্ ॥
ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ ।

শ্রয়তাং যোহহমাসং বৈ পূর্বং যচ্চ ময়া কৃতম্
যস্মিন্ কৃতে পাপযোনিং গতবানস্মি রাক্ষসৌম
সৌমশর্ম্ম ইতি খ্যাতঃ পূর্বমাসমহং দ্বিজঃ ।
পুত্রোহধ্যয়নশীলস্ত দেবশর্ম্মস্ত যজ্ঞনঃ ॥ ৭৮

না হয় ত নিজ নিলয়ে যাও । ৫৬—৭১ ।
ব্রাস বলিলেন,—তদ্ব্তরে চণ্ডাল কহিল,—
আমি নিজ নিলয়েও যাইব না, কিহা
তোমাকেও কোন মতে একপ্রহর জাগ-
রণের পুণ্য দিব না । ব্রহ্মরাক্ষস একটু
হাস্ত করিয়া আবার বলিল,—শেষ রাত্রে
তুমি যে, হাশ্বাদোপক গান করিয়াছ, তাহার
ফল দান কর—আমাকে রক্ষা কর—পাপ
হইতে উদ্ধার কর । তদ্ব্তরে চণ্ডাল বলিল,
—তুমি পূর্বে এমন কোন কদর্য কার্য
করিয়াছ, যাহার ফলে তুমি ব্রহ্মরাক্ষস
হইয়াছ ? ব্রহ্মরাক্ষস তখন কহিল,—আমি
যাহা ছিলাম, এবং যে কুকার্য করিয়া এই
কদর্য ব্রহ্মরাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা
বলিতেছি, শুন । আমি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান-
পরায়ণ, অধ্যয়নশীল দেবশর্ম্মার পুত্র—

কস্তচিদ্যজমানস্ত সূত্রমন্ত্রবহিকৃতঃ ।
 নৃপস্ত কৰ্মসক্তেন যুগকৰ্ম্মনিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৯
 আগ্নীধ্বজাকরোদ্যত্রে লোভমোহপ্রপীড়িতঃ
 তন্মিন্ পরিসমাণ্ডে তু মোৰ্থ্যাদস্তমমুষ্ঠিতঃ ॥
 যষ্টমারদ্ধবানশ্মি দ্বাদশাহং মহাক্রতুম্ ।
 প্রবর্তমাণে তন্মিঃ কুক্ষিশূলোহভবনম ॥ ৮১
 সম্পূর্ণে দশরাত্রে তু ন সমাণ্ডে তথা ক্রতো ।
 বিরূপাক্ষস্ত দায়ন্ত্যামাহত্যাং রাক্ষসে ক্ষণে ॥
 যতোহহং তেন দোষেণ সমুতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
 মূৰ্খেণ মজ্জহীনেন সূত্রস্বরবিবৰ্জিতম্ ॥ ৮৩
 অজানতা যজ্ঞবিজ্ঞাং যদিষ্টং যাজিতঞ্চ যৎ ।
 তেন কৰ্ম্মবিপাকেন সমুতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৮৪
 তন্মাং পাপমহাস্তোধো নিমগ্নং ত্বং সমুদ্বহ ।
 প্রজাগরে গীতকৈকাং পশ্চিমাং দাতুমহসি ॥ ৮৫
 ব্যাস উবাচ ।
 তমুবাচাথ চাণালো যদি প্রাণিবধাভবান্ ।

সোমশৰ্ম্মা নামে বিখ্যাত ছিলাম । আমার
 যখন উপনয়ন বা ইষ্টমজ্জোপদেশ হয় নাই,
 সেই অবস্থায় এক যজমান রাজার যজ্ঞে
 আমি লোভ-মোহবশে যুগকৰ্ম্ম ও আগ্নীধ্ব
 কৰ্ম্ম করি । তাহা সমাপ্ত হইলে আবার
 দ্বাদশাহ-সাধ্য মহাযাগ আরম্ভ হয় । এই
 কার্যে প্রবৃত্ত হইলে আমার কুক্ষিশূল জন্মিল ।
 দশ রাত্র অতীত হইলে পর, ক্রতু সমাপ্ত
 হয় নাই কেবল রাক্ষস-ক্ষণে বিরূপাক্ষের
 আক্রমণ দিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন
 সময়ে আমার মৃত্যু হয় । তাহাতেই আমি
 ব্রহ্মরাক্ষস হই । আমি মূৰ্খ, মজ্জোপদেশ
 রহিত, স্বরজ্ঞানহীন, উপনয়নবর্জিত, যজ্ঞ
 বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; এমন অবস্থায় যে
 যজ্ঞ-কৰ্ম্ম করিয়াছি, এবং করাইয়াছি,
 সেই কৰ্ম্মের ফলে আমার এই ব্রহ্মরাক্ষস
 প্রাপ্তি হইয়াছে । এক্ষণে তুমি আমাকে
 উদ্ধার কর । আমি মহাপাপসাগরে মগ্ন !—
 আমাকে তোমার শেষ রাত্রিকৃত একটা মাজ
 জাগরণগীতিকার ফল প্রদান কর । ব্যাস

নিবৃতিং কুরুতে দদ্যাং ততঃ পশ্চিমগীতিকাম্ ॥
 বাটমিত্যবদৎ সোহপি মাতঙ্গোহপিদদৌ তদা
 গীতিকাফলমামম্ভ্য মুহূর্ত্তাৰ্দ্ধপ্রজাগরম্ ॥ ৮৭
 তন্মিন্ গীতিকলে দত্তে মাতঙ্গঃ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
 প্রণম্য প্রযযৌ হৃষ্টতীর্থবৰ্ষ্যং পৃথুদকম্ ॥ ৮৮
 তজ্ঞানশনসঙ্কল্পঃ কুত্বা প্রাণান্ জহৌ বিজ্ঞাঃ ।
 রাক্ষসত্বাধ্বানধ্বুক্তো গীতিকাফলবৃংহিতঃ ॥ ৮৯
 পৃথুদকপ্রভাবাচ্চ ব্রহ্মলোকঞ্চ দুর্লভম্ ।
 দশ বর্ষসহস্রাণি নিরাতঙ্কোহবসন্ততঃ ॥ ৯০
 তস্তান্তে ব্রাহ্মণো জাতো বভূব স্মৃতিমান্ বশী
 তস্তাহং চরিতং ভূয়ঃ কথয়িষ্যামি তো বিজ্ঞাঃ
 মাতঙ্গস্ত কথ্যশেষঃ শৃণুধ্বং গদতো মম ।
 রাক্ষসে তু গতে ধীমান্ গৃহমেত্য যতান্ববান্ ॥
 তদ্বিপ্রচরিতং স্মৃত্বা নিবিল্লঃ শুচিরপ্যসৌ ।
 পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপাদদৌভূম্যাং প্রদক্ষিণাম্

বলিলেন,—তখন চণ্ডাল তাহাকে কহিল,—
 তুমি যদি প্রাণিবধ হইতে নিবৃত্ত হও, তবে
 শেষগানের একটির ফল তোমাকে দিতে
 পারি । ব্রহ্মরাক্ষস “তাহাই হইবে” বলিয়া
 সন্মতি জানাইলে চণ্ডাল তখন “একাদশীর
 শেষরাত্রে মুহূর্ত্তাৰ্দ্ধ জাগরণের ফল
 তোমাকে দিলাম” বলিয়া দান করিল । পরে
 ব্রহ্ম-রাক্ষস হৃষ্টচিত্তে চণ্ডালকে প্রণাম করিয়া
 পৃথুদক তীর্থে প্রস্থান করিল । হে বিজ্ঞ-
 গণ ! সেখানে যাইয়া অনশন ব্রতাবলম্বনে
 প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া গীতিকা-ফল প্রভাবে
 ব্রহ্মরাক্ষস হইতে মুক্ত হইল । তারপর
 সে সেই পৃথুদকমাঠে দুর্লভ ব্রহ্মলোকে
 যাইয়া নিরাতঙ্কে দশ সহস্র বর্ষ বাস করিল ।
 ৭২—৯০ । তারপর সে জ্ঞানবান্ সংঘমী
 ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে । হে বিজ্ঞগণ ! আমি
 তাহার চরিত্রও কীৰ্ত্তন করিব । চণ্ডালের
 শেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর । রাক্ষস
 চলিয়া যাইলে পর সেই সংঘমী বুজিমান
 চণ্ডাল নিজ ভবনে প্রত্যাগমনান্তে সেই
 ব্রহ্মরাক্ষসের বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া নির্বেদ-
 যুক্ত-চিত্তে শুচিভাবে তাহাকে পুত্রগণের

কোকামুখাৎ সমারভ্য যাবতৈ স্বন্দর্শনম্ ।
 দৃষ্ট্বা স্বন্দং যযৌ ধারাচক্রে চাপি প্রদক্ষিণম্ ॥
 ততোহদ্রিবরমাগম্য বিদ্যামুচ্চশিলোচ্চয়ম্ ।
 পাপপ্রমোচনং তীর্থমাসাদ স তু দ্বিজাঃ ॥১৪
 নানং পাপহরং চক্রে স তু চাণ্ডালবংশজঃ ।
 বিমুক্তপাপঃ সন্মার পূর্বজাতীরনেকশঃ ॥ ১৬
 স পূর্বজন্মস্তবভিক্ষুঃ সংযতবাসনাঃ ।
 যতকামশ্চ মতিমান্ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১৭
 একদা গোষু নগরাদ্দ্রিয়মাণানু তঙ্করৈঃ ।
 ভিক্ষাবধূতা ব্জসা মুক্তা তেনাথ ভিক্ষুণা ॥১৮
 স তেনাধর্ম্যদোষেণ চাণ্ডালো যোনিমাগতঃ ।
 পাপপ্রমোচনে প্লাতঃ স যতো নর্ম্মদাতটে ॥১৯
 মূর্খোহভূদ্ ব্রাহ্মণবরো বারানশ্চাক ভো দ্বিজাঃ
 তত্রাস্ত বসতোহদৈস্ত ত্রিংশতিঃ সিদ্ধপুরুষঃ ॥

হস্তে স্তম্ভ করিয়া ডু-প্রদক্ষিণ করিতে বহি-
 র্গত হইল। সে কোকামুখতীর্থে হইতে
 আরম্ভ করিয়া স্বন্দতীর্থে পর্য্যন্ত ভ্রমণান্তে
 ধারাতির্থে যাইয়া প্রদক্ষিণ করিল। হে
 দ্বিজগণ! তারপর অদ্রিবর বিদ্যাগিরিতে
 যাইয়া পাপপ্রমোচনতীর্থে উপস্থিত হইল।
 চণ্ডাল সেখানে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া
 অনেকানেক পূর্বজন্ম স্মরণে সক্ষম হইল।
 সে পূর্বজন্মে কায়মনোবাক্যে সংযমশালী,
 বেদবেদাঙ্গ-পারগ বুদ্ধিমান্ সন্ন্যাসী হইয়া-
 ছিল। একদা তঙ্করেরা নগর হইতে কতক-
 ণ্ঠলি গো অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে
 থাকে; ঐ সন্ন্যাসী তখন ভিক্ষা করিয়া
 আসিতেছিলেন। গো-গণের ধুরোস্থিত ধূলি-
 পটলে তাহার ভিক্ষা সামগ্রী সমাবৃত হইল;
 তাহাতে সে ক্রোধবশে সেই ভিক্ষা ফেলিয়া
 দেয়। এই অধর্ম্মের ফলে সে চণ্ডাল
 যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর সে
 পাপপ্রমোচনতীর্থে স্নান করিয়া নর্ম্মদাতটে
 যুত হয়। হে দ্বিজগণ! তদন্তে সে বারা-
 নসীতে মূর্খ ব্রাহ্মণরূপে জন্মলাভ করে।
 ৯১—১১০। সেখানে তাহার ত্রিশ বৎসর
 অতীত হইলে এক সিদ্ধ পুরুষের সহিত

বিরূপরূপী বভ্রাম যোগমায়াবলাধিতঃ ।

তং দৃষ্ট্বা সোপহাসার্থমভিবাদ্যাত্ম্যবাচ হ ॥১০১

কুশলং সিদ্ধপুরুষং কুতস্তাগম্যাতে স্বয়া ॥ ১০২

ব্যাস উবাচ ।

এবং সম্ভাষিতস্তেন জাতোহহমিতি চিন্ত্য তু ।

প্রত্যাচাখ বন্দ্যস্তং স্বর্গলোকাতুপাগতঃ ॥১০৩

তং সিদ্ধং প্রাহ মূর্খোহসৌ কিং স্বং বেৎসি

ত্রিবিষ্টপে ।

নারায়ণোক প্রভবামূর্কশীমপ্সরোবরাম্ ॥ ১০৪

সিদ্ধস্তমাহ তাং বেদ্বি শক্ৰচামরধারিণীম্ ।

স্বর্গস্তাভরণং মুখ্যমূর্কশীং সাধুসম্ভবাম্ ॥ ১০৫

বিপ্রঃ সিদ্ধমুবাচাখ ঋজুমার্গবিবর্জিতঃ ।

তন্মিত্র মৎকৃতে বার্তামূর্কশ্চা ভবতাদরাৎ ॥

কখনীয়া যচ্চ সা তে ক্রয়াদাখ্যাত্ততে ভবাম্

বাচমিত্যত্রবীৎ সিদ্ধঃ সোহপি বিপ্রো মুদারিতঃ

বভূব সিদ্ধোহপি যযৌ মেরুপৃষ্ঠং সুরালয়ম্ ।

সমেত্য চোর্কশীং প্রাহ যত্কোহসৌদ্বিজেন তু

সাক্ষাৎ হয়। সিদ্ধপুরুষ বিরূপরূপ এবং
 যোগ-জপসমর্থ ছিলেন। মূর্খ ব্রাহ্মণ সেই
 সিদ্ধপুরুষকে উপহাস করণার্থ অভিবাদন
 করিয়া কহিল,—আপনার কুশল ত? কোথা
 হইতে আসিতেছেন? ব্যাস বলিলেন,—
 পূজনীয় সিদ্ধপুরুষ এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া
 “এ ব্যক্তি আমাকে চিনিয়াছে” এইরূপ
 ভাবিয়া বলিলেন,—স্বর্গলোক হইতে আসি-
 য়াছি। মূর্খ ব্রাহ্মণ কহিল,—স্বর্গে নারায়ণের
 উক্লৎপন্ন অপ্সরোবরা উর্কশীকে জানেন
 কি? সিদ্ধ কহিলেন,—হাঁ, শক্ৰের চামর-
 ধারিণী সাধুসম্মতা উর্কশী স্বর্গের আভরণ-
 স্বরূপ। কপটাচার বিপ্র কহিল,—মিত্র!
 তবে আগনি তাহাকে আমার সংবাদটী
 প্রদান করিবেন। সে যাহা বলে, তাহাও
 আমাকে জানাইবেন। সিদ্ধ “আচ্ছা”
 বলিয়া প্রশ্নান করিলেন। মূর্খ ব্রাহ্মণ
 অতীব আনন্দিত হইল। সিদ্ধ, মেরু
 পর্বতে সুরপুরে যাইয়া উর্কশীকে সেই
 ব্রাহ্মণের কথা কহিলে তদন্তরে উর্কশী

স। প্রাহ তং সিদ্ধবরং নাহং কাশিগতং দ্বিজম্
জানামি সত্যমুক্তস্তে ন চেতপি মম স্থিতম্ ॥
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ সোহপি কালেন বহুনা পুনঃ
বারাণসীং যযৌ সিদ্ধো দৃষ্টো মূৰ্খেণ বৈ পুনঃ ॥
দৃষ্টঃ পৃষ্টঃ কিম ত্বয়ঃ কিমাহোকৃত্বা তব ।
সিদ্ধোহবদৌষ জানামি মামুবাচোর্কশী স্বয়ম্ ॥
সিদ্ধবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা স্মিতভির্মোহসম্পূটঃ ।
পুনঃ প্রাহ কথং বেৎসৌত্যেবং বাচ্য। স্বযোর্বশী
বাঢ়মেবং করিম্যামীত্যুক্ত। সিদ্ধো দিবং গতঃ ।
দদর্শ শক্রভবনান্নিষ্কামস্তীমথোর্কশীম্ ॥ ১১৪
প্রোবাচ তাং সিদ্ধবরঃ সা চ তং সিদ্ধমবদৌষ ।
নিয়মং ককিদ্দপি হি কৰোতু দ্বিজসন্তমঃ ॥ ১১৫
যেনাহং কর্ণণা সিদ্ধ তং জানামি ন চান্তথা ।
তদুর্কশীবচোহভ্যেত্য তস্মৈ মূৰ্খদ্বিজায় তু ॥
কথয়ামাস সিদ্ধস্ত সোহপীমং নিয়মং জগৌ ।

সেই সিদ্ধকে কহিলেন,—আমি কাশিপুয়ের
সেই দ্বিজকে জানি না। আমি সত্য বলি-
তেছি, তাহার সহস্রকে আমার কিছুই মনে
পড়ে না। সিদ্ধ এই কথা শুনিয়া প্রশ্নান
করিলেন। পরে পুনরায় দীর্ঘ কালান্তে
বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে
দেখিয়া সেই মূৰ্খ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিল, উর্কশী
আপনাকে কি বলিয়াছেন? সিদ্ধ কহি-
লেন,—উর্কশী বলিয়াছেন যে, আমি তাহাকে
জানি না। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ স্মিতমুখে
বলিল,—সে আমাকে কি প্রকারে চিনিতে
পারে! আপনি উর্কশীকে তাহা জিজ্ঞাসি-
বেন। “আচ্ছা তাহাই করিব” বলিয়া সিদ্ধ
প্রশ্নান করিলেন। তিনি স্বর্গে যাইয়া দেখি-
লেন যে,—উর্কশী শক্রভবন হইতে বহি-
র্গমন করিতেছেন। সিদ্ধবর, তখন তাঁহাকে
ব্রাহ্মণের কথা কহিলে উর্কশী বলিলেন যে,
হে সিদ্ধ! সেই ব্রাহ্মণ এমন কোনও নিয়ম
অবলম্বন করুন;—যাহাতে আমি তাহাকে
নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারিব। সিদ্ধ আসিয়া
উর্কশীর সেই কথা মূৰ্খ ব্রাহ্মণকে কহিলেন। সে
ব্রাহ্মণ তখন এই নিয়মের কথা বলিল—হে

তবাগ্রে সিদ্ধপুরুষ নিয়মোহয়ং কৃতো ময়া ॥
ন ভোক্ত্যেহদ্যপ্রভৃতি বৈ শকটংসত্যমীরিতম্
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ সিদ্ধঃ স্বর্গে দৃষ্টোর্কশীমথ ॥
প্রাহাসৌ শকটং ভোক্ত্যেনাদ্যপ্রভৃতি কহিচিৎ
তং সিদ্ধমূৰ্কশী প্রাহ জাতোহসৌ সাম্প্রাতঃ ময়া
নিয়মগ্রহণাদেব মূৰ্খো মামুপহাসকঃ ॥ ১১৬
ইত্যুক্ত। প্রযযৌ নীলঃ বাসঃ নারায়ণাশ্রজা ॥
সিদ্ধোহপি বিচচারাসৌ কামচারৌ মহীতলম্ ।
উর্কশীপি বরারোহা গত্বা বারাণসীং পুরীম্ ॥
মৎস্তোদরীজলে স্নানং চক্রে দিব্যবপুর্করা ।
অথাসাবপি মূৰ্খস্ত নদীং মৎস্তোদরীং মূনে ॥
জগামাথ দদর্শাসৌ স্নায়মানামথোর্কশীম্ ।
তাং দৃষ্ট্বা ববুধেহথাস্ত মন্থথঃ কোভক্কদৃঢ়ম্ ॥
চক্লর মূৰ্খশ্চেষ্টাশ্চ তং বিবেদোর্কশী স্বয়ম্ ।
তং মূৰ্খং সিদ্ধগদিতং জ্ঞাত্বা সস্মিতমাহ তম্ ॥

সিদ্ধ পুরুষ! আমি তোমার সাক্ষাতে এই
নিয়ম করিতেছি যে, অদ্যাবধি আমি কদাপি
শকট ভ্রমণ করিব না। আমি ইহা সত্য
বলিলাম। সিদ্ধ পুনরায় স্বর্গে যাইয়া উর্ক-
শীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—সেই
ব্রাহ্মণ “অজ্ঞ হইতে আর কদাচ শকট ভ্রমণ
করিব না” এইরূপ নিয়ম গ্রহণ করিয়াছে।
উর্কশী কহিল—আমি তাহার এই নিয়ম-
গ্রহণ শুনিয়াই বুঝিতেছি যে, সে আমাকে
উপহাস করিতেছে। পরে সেই নারায়ণ-
নন্দিনী উর্কশী নিজাবাসে চলিয়া গেলেন।
কামচারী সিদ্ধও মহীতলে যথেষ্ট বিচরণ
করিতে লাগিলেন। পরে একদা দিব্য-
রূপিণী, বরারোহা উর্কশী বারাণসী পুরীতে
যাইয়া মৎস্তোদরীজলে স্নান করিতেছেন,
এমন সময়ে সেই মূৰ্খ ব্রাহ্মণও তথায় স্নান
করিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল।
উর্কশীদর্শনে তাহার কামবুদ্ধি হওয়ার চিত্ত
ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সে তখন কামব্যঞ্জক
বিবিধ চেষ্টা প্রকাশ করিতে লাগিল।
উর্কশী তাহা বুঝিলেন এবং সিদ্ধকথিত
সেই ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিয়া সস্মিতমুখে

উর্কণ্যবাচ ।

কিমিচ্ছসি মহাভাগ মন্তঃ শীঘ্রমিহোচ্যতাম্ ।
করিষ্যামি বচস্ত্ব্যং ত্বং বিব্রকং করিষ্যসি ॥

মূৰ্খব্রাহ্মণ উবাচ ।

আয়প্রদানেন মম প্রাণান্ রক্ষ শুচিন্মিতে ॥

ব্যাস উবাচ ।

তং প্রাহাথোৰ্কণী বিপ্রঃ নিয়মস্থান্মি সাম্প্রতম্
ত্বং তিষ্ঠস্ব কণমথ প্রতীকস্বাগতং মম ॥ ১২৬
হিতোহস্মীত্যব্রতীবিপ্রঃ সাপি স্বৰ্গং জগাম হ
মাসমাজ্ঞেণ সায়াতা দদর্শ তং কুশং দ্বিজম্ ॥
হিতং মাসং নদীতীরে নিরাহারং সুরাজনা ।
তং দৃষ্ট্বা নিশ্চয়যুতং ভূত্বা বৃদ্ধবপুস্ততঃ ॥ ১২৮
স চকার নদীতীরে শকটং শৰ্করাবৃত্তম্ ।
স্বতেন মধুনা চব নদীং মৎস্তোদরীং গতাম্ ॥
স্নাত্বা ভূমৌ বসন্তী শকটঞ্চ যথার্থতঃ ।
তং ব্রাহ্মণং সমাহুয় বাক্যমাহ সুলোচনাম্ ॥ ১৩০ ॥

কহিলেন, ওহে মহাভাগ ! তুমি আমার নিকট
কি চাও ? সম্বর তাহা বল । তুমি যদি
আমাকে বিশ্বাস কর, তবে তুমি যাহা বলিবে,
আমি তাহাই করিব । মূৰ্খ ব্রাহ্মণ বলিল,
—হে শুচিন্মিতে ! তুমি আয়প্রদান করিয়া
আমার প্রাণরক্ষা কর । ১১১—১২৫ । ব্যাস
বলিলেন,—উর্কণী তখন সেই মূৰ্খ ব্রাহ্মণকে
কহিলেন,—একণে আমি নিয়মস্থা আছি,
তুমি কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর । আমি
করিয়া আসিব । ব্রাহ্মণ বলিল,—আচ্ছা,
আমি এই রহিলাম । উর্কণী তখন স্বর্গে
গমন করিলেন । একমাস পরে পুনরায় তথায়
আসিয়া দেখিলেন সেই ব্রাহ্মণ সেই নদীতীরে
নিরাহারে কুশশরীরে রহিয়াছে । সুরা-
জনা উর্কণী তাহাকে সেই নদীতীরে তাদৃশ
নিয়মযুত দর্শনে বৃদ্ধার স্তায় আকৃতি ধারণ
করত শৰ্করা সহ স্তুত ও মধুমিশ্রিত করিয়া
একটি শকট নির্মাণ করিলেন । পরে সেই
সুলোচনাম মৎস্তোদরীতে স্নানান্তে ভূতলে
বসিয়া সেই শকট হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণকে
আহ্বানপূৰ্ব্বক কহিলেন,—ওহে বিপ্র ! আমি

উর্কণ্যবাচ ।

ময়া তীব্রং ব্রতং বিপ্র চীর্ণং সৌভাগ্যকারণাৎ
ব্রতান্তে নিষ্কৃতিং দদ্যাম্ প্রতিগৃহীত্ব ভো দ্বিজ
বাস উবাচ ।

স প্রাহ কিমিদং লোকে দীযতে শৰ্করাবৃত্তম্ ।
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠঃ পৃচ্ছামি সাধু ভদ্রে সমীরয় ॥ ১৩২
স প্রাহ শকটো বিপ্র শৰ্করাপিষ্টসংযুতঃ ।
ইমং হং সমুপাদায় প্রাণং তর্পয় মা চিরম্ ॥ ১৩৩
স তক্ষুহাথ সংস্মৃত্য ক্ষুধয়া পীড়িতোহপি সন্
প্রাহ ভদ্রে ন গৃহ্যমি নিয়মো হি কৃতো ময়া ॥
পুরতঃ সিদ্ধবধ্যাস্ত ন ভোক্ষ্যে শকটং ত্বিতি ।
পরিজ্ঞানার্থমূৰ্কশ্চা দদস্মান্তস্ত কস্তচিৎ ॥ ১৩৫
সাববীন্নিয়মো ভদ্র কৃতঃ কাষ্ঠময়ে হুয়া ।
নাসৌ কাষ্ঠময়ো ভূত্বা ক্ষুধয়া চাতিপীড়িতঃ ॥
তাং ব্রাহ্মণঃ প্রত্নাবাচ ন ময়া তদ্বিশেষণম্ ।
কৃতং ভদ্রেহথ নিয়মঃ সামান্তেনৈব মে কৃতঃ ॥

সৌভাগ্যলাভার্থ তীব্র ব্রত আচরণ করিয়াছি,
একণে তাহার এই দক্ষিণা দান করিতেছি ;
গ্রহণ কর । ব্যাস বলিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ
তখন কহিল,—সাধু ভদ্রে ! আমি ক্ষুধায় শুক-
কণ্ঠ হইয়াছি ; তুমি এই যে শৰ্করাময় দ্রব্য
প্রদান করিতেছ, ইহা কি তাহা বল ? উর্কণী
কহিলেন,—বিপ্র ! ইহা একটি শৰ্করাপিষ্ট-
নির্মিত শকট । তুমি ইহা গ্রহণপূৰ্ব্বক প্রাণের
তৃপ্তি-সাধন কর ; বিনষ্ট করিও না । সেই
ব্রাহ্মণ, পূৰ্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণে তখন ক্ষুধা-
পীড়িত হইলেও তাহাকে কহিল,—ভদ্রে !
উহা গ্রহণ করিব না ; নিয়মপূৰ্ব্বক সিদ্ধজন
সম্মুখানে উর্কণীর পরিজ্ঞানার্থ আমি
উহা ত্যাগ করিয়াছি ; উহা অন্ত কাহা-
কেও দেও । উর্কণী কহিলেন,—ওহে
ভদ্র ! তুমি কাষ্ঠময় শকট সম্বন্ধেই নিয়ম
করিয়াছ ; এটি কাষ্ঠময় নহে ; অতএব
ইহা ভক্ষণ কর ; তুমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত
হইয়াছ । তদন্তরে ব্রাহ্মণ বলিল,—ভদ্রে !
আমি সেই প্রতিজ্ঞাকালীন এরূপ বিশে-
ষণ দিই নাই ; পরন্তু সামান্ত ভাবেই

তং ভূয়ঃ প্রাহ সা তদৌ ন চেভোক্ষ্যসি ব্রাহ্মণ
গৃহং গৃহীয়া গচ্ছস্ব কুটুম্বং তব ভোক্ষ্যতি ॥
স তামুবাচ সুদতি ন ভাবদ্যামি মন্দিরম্ ।
ইহায়াভাবরোরোহাঐলোকোহপ্যধিকা গুণৈঃ
সাময়া মদনার্জেন প্রার্থিতাশাসিতস্তয়া ।
স্বীয়তাং কণমিত্যেবং স্বাস্ত্রামোতি ময়োদিতম্
মাসমাভ্রং গতায়ান্ত তস্তা ভদ্রে স্থিতস্ত চ ।
মম সত্যাহুরজস্ত সঙ্গমায় ধৃতব্রতে ॥ ১৪১
তস্ত সা বচনং শ্রুত্বা কৃত্বা স্বং রূপমুত্তমম্ ।
বিহন্ত ভাবগন্তৌরমূর্ক্ষণী প্রাহ তং দ্বিজম্ ॥ ১৪২
উর্কণ্যবাচ ।

সাধু সত্যং ত্বয়া বিপ্র ব্রতং নিষ্ঠিতচেতসা ।
নিষ্পাদিতং হঠাদেব মম দর্শনমিচ্ছতা ॥ ১৪৩
অহমেবোর্ক্ষণী বিপ্র স্বাং জিজ্ঞাসার্থমাগতা ।
পরীক্ষিতো নিশ্চিতবান্ ভবান সত্যতপা ঋষিঃ
গচ্ছ স্বং শূকরোদেশং রূপতীর্থেতি বিজ্ঞতম্ ।

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি । উর্কণী পুনরায় কহিলেন,
—ওহে ব্রাহ্মণ ! তুমি যদি না যাও, তবে ইহা
লইয়া গৃহে যাও, তোমার পরিবারবর্গ
থাইবে । ব্রাহ্মণ বলিল,—সুদাত ! আমি
গৃহে যাইব না । ঐলোকো সর্বাধিক
গুণমণ্ডিতা বরারোহা উর্কণী আসিয়াছিল ।
আমি কামার্ত্ত হইয়া তাহাকে প্রার্থনা করিলে
সে আমাকে “এখানে কিয়ৎকাল অবস্থান
কর” বলিয়া আশ্বাস দিয়া গিয়াছে ;
আমিও থাকিব বলিয়াছি । অগ্নি ধৃতব্রতে
ভদ্রে ! একমাস হইল উর্কণী গিয়াছে ;
আমিও তাহার সঙ্গ অভিলাষে সত্য পালনে
রত হইয়া এখানে রহিয়াছি । ১২৬—১৪১ ।
উর্কণী সেই কথা শুনিয়া স্বকীয় উত্তমরূপ
ধারণ করত ভাবগন্তৌর হস্ত সহকারে ব্রাহ্ম-
ণকে কহিলেন,—বিপ্র ! তুমি আমার দর্শনা-
কাম্যায় দৃঢ়াচিতে ব্রত পালন করিচ্ছাছ, সাধু
সাধু ! বিপ্র আমিই উর্কণী ; তোমাকে পরীক্ষা
করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি । পরীক্ষা
দ্বারা জানিলাম,—তুমিই সেই সত্যতপা
ঋষি । হে বিপ্রেন্দ্র ! শূকরতীর্থের নিকটে

সিদ্ধিং যাস্তসি বিপ্রেন্দ্র ততস্ত্বং মামবাপ্যসি ॥
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা দিবমুৎপত্য সা জগামোর্ক্ষণী দ্বিজাঃ
স চ সত্যতপা বিপ্রো রূপতীর্থং জগাম হ ॥
তত্র শান্তিপুরো ভূত্বা নিয়মব্রতধৃক্ শুচিঃ ।
দেহোৎসর্গে জগামাসৌ গান্ধর্বকং লোকমুত্তমম্
তত্র মন্বন্তরশতং ভোগান্ ভুক্ত্বা যথার্থতঃ ।
বভূব স্কুলে রাজা প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ১৪৮
স যজ্ঞা বিবর্ধৈর্যজ্ঞৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণঃ ।
পুত্রেষু রাজ্যং নিক্ষিপ্য যযৌ শূকরকং পুনঃ ॥
রূপতীর্থে যুতো ভূয়ঃ শক্রলোকমুপাগতঃ ।
তত্র মন্বন্তরশতং ভোগান্ ভুক্ত্বা ততশ্চ্যুতঃ ॥
প্রতিষ্ঠানে পুররবে বৃধপুত্রঃ পুরুরবাঃ ।
বভূব তত্র চোর্কণীঃ সঙ্গমায় তপোধনাঃ ।
এবং পুরা সত্যতপা দ্বিজাতি-
স্তীর্থে প্রসিদ্ধে স হি রূপসংজ্ঞে ।

রূপতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে ;
তুমি সেখানে যাও ; তাহা হইলে সিদ্ধি
লাভ করিবে,—আমাকে প্রাপ্ত হইবে । ব্যাস
বলিলেন,—হে দ্বিজগণ ! উর্কণী এই কথা
বলিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিলেন ।
সেই বিপ্র সত্যতপাও রূপতীর্থে গমন
করিল । সে তথায় শুচি হইয়া যম-নিয়ম-
ব্রতাবলম্বনে দেহত্যাগান্তে উত্তম গান্ধর্ব
লোক প্রাপ্ত হইল । সেখানে যথাস্থখে শত
মন্বন্তরকাল সুখভোগান্তে কোন সংকুলে
প্রজারঞ্জনতৎপর রাজা হইয়া জন্মিল । সে
প্রভূত দক্ষিণায়ুক্ত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া
পুত্রদিগের হস্তে পত্নীর ভার স্তম্ভ করিয়া
পুনরায় শূকরতীর্থে যাইয়া রূপতীর্থে
প্রাণত্যাগপূর্বক শক্রলোকে গমন করিল ।
সেখানে শতমন্বন্তর যাবৎ বিবিধ সুখ-
ভোগান্তে স্বর্গচ্যুত হইলে প্রতিষ্ঠানপুরে
বৃধনন্দন পুরুরবা হইয়া জন্মিল । হে
তপোধনগণ ! এই জন্মে তাহার উর্কণী
সহ সঙ্গম ঘটয়াছিল । পুরাকালে সত্য-
তপা নামক ব্রাহ্মণ এই প্রকারে প্রসিদ্ধ রূপ-

আরাধ্য জন্মস্তথ চার্চ্য বিষ্ণু-

মবাপ্য ভোগানথ মুক্তিমেতি ॥ ১৫২

ইতি ত্রিভাঙ্গে প্রজাগরগীতিকায়ঃ প্রশংসন-
অষ্টাবিংশত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

একোনত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কৃতং কলং গীতিকায়্য অশ্রুতিঃ স্প্রজাগরে
কৃষ্ণস্ত যেনচাণালো গতৌহসৌ পরমাংগতিম্
যথা বিষ্ণৌ ভবেত্তক্তিস্তয়ো ক্রহি মহামতে ।
তপসা কৰ্ম্মণা যেন শ্রোতুমিচ্ছাম সাস্প্রতম্ ॥ ২

ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দূলাঃ প্রবক্ষ্যাম্যহুপূৰ্ব্বশঃ ।
যথা কৃষ্ণে ভবেত্তক্তিঃ পুরুষস্ত মহাকলা ॥ ৩
সংসারেহশ্রিত্বাহাঘোরে সৰ্ব্বভুতভয়াবহে ।
মহামোহকরে নৃণাং নানাভুঃখশতাকুলে ॥ ৪

তীর্থে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া জন্মান্তরে
নানাবিধ সুখ ভোগান্তে মুক্তি লাভ করিয়া
ছিল । ১৪২—১৫২ ।

অষ্টাবিংশত্যধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৮

উনত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—চণ্ডাল যাহা করিয়া
পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কৃষ্ণবিষয়ক
সেই জাগরণগীতিকার কল আমরা শুনি-
লাম । হে মহামতে ! এক্ষণে তপস্বী বা
অস্ত কৰ্ম্ম দ্বারা বিষ্ণুতে যাহাতে ভক্তি জন্মে,
আমাদিগকে তাহা বলুন ; সম্প্রতি আমরা
তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি । ব্যাস বলি-
লেন,—হে মুনিশার্দূলগণ ! প্রবণ করুন ।
কৃষ্ণে যেভাবে পুরুষগণের মহাকলদায়িকা
ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে, আমি
যথাক্রমে তাহা বলিতেছি । হে বিজগণ !
নরগণের মহামোহকর, নানাভুঃখাকুল, সর্ব-

তীর্থ্যগৃহোনিহসহশ্রেষু জায়মানঃ পুনঃপুনঃ ।

কথঞ্চিলভতে জন্ম দেহী মানুষ্যকঃ দ্বিজাঃ ॥ ৫

মানুষ্যহেহপি বিপ্রত্বং বিপ্রহেহপি বিবেকিতা

বিবেকাকৰ্ম্মবুদ্ধিস্ত বুদ্ধ্যা তু শ্রেয়সাং গ্রহঃ ॥ ৬

যাবৎপাপকরং পুংসাং ন ভবেজ্জন্মসঙ্কিতম্ ।

তাবন্ন জায়তে ভক্তির্বানুদেবে জগন্ময়ে ॥ ৭

তস্মাদব্যামি ভো বিপ্রা ভক্তিঃ কৃষ্ণে যথা

ভবেৎ ।

অন্তদেবেষু যা ভক্তিঃ পুরুষস্তেহ জায়তে ॥

কৰ্ম্মণা মনসা বাচ্য তদগতেনাস্তরাশ্বনা ।

তেন তন্ত ভবেত্তক্তিৰ্বজনে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৯

স কৰোতি ততো বিপ্রা ভক্তিধায়েঃ সমাহিতঃ

তুষ্টি হতাশনে তন্ত ভক্তিৰ্ভবতি ভাস্করে ॥ ১০

পূজাং কৰোতি সততমাদিত্যন্ত ততো দ্বিজাঃ

প্রসন্নো ভাস্করে তন্ত ভক্তিৰ্ভবতি শঙ্করে ॥ ১১

পূজাং কৰোতি বিধিবৎ স তু শস্তোঃ প্রযত্নতঃ

ভুত-ভয়াবহ মহাঘোর সংসারে দেহিগণ সহস্র
সহস্র তীর্থ্যগৃহোনিহসহশ্রেষু জন্মান্ত
করিয়া পরে কোনমতে মানুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয় ।

মানুষ্যহে ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণহে বিবেকিত এবং
বিবেকিতহে ধর্মবুদ্ধি জন্মিলেই সেই ধর্মবুদ্ধি
দ্বারা শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হয় । পুরুষগণের জন্ম-জন্ম-

সঙ্কিত পাপের যাবৎ কয় না হয়, তাবৎ
জগন্ময় বাসুদেবে ভক্তি জন্মে না । অতএব
হে বিপ্রগণ ! যাহাতে কৃষ্ণ ভক্তি জন্মে,

আমি তাহা বলিতেছি । ইহলোকে পুরুষ-
গণের কায়মনোবাক্যে অস্তান্ত দেবতাতে
আন্তরিক যে ভক্তি হয়, তাহারই কণে

তাহার যজনবিষয়িনী বুদ্ধি জন্মে । ১—৯ ।
হে বিপ্রগণ ! পরে সেই ব্যক্তি অগ্নির প্রতি
ভক্তিমান হয় । হতাশন তুষ্টি হইলে

সূর্য্যে তাহার ভক্তি জন্মে । হে দ্বিজগণ !
তখন সে সতত ভাস্করের অর্চনা করিয়া
থাকে । ভাস্কর প্রসন্ন হইলে তাহার

শঙ্করের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে ।
তখন সে অতি প্রযত্নে যথাবিধি শঙ্কর পূজায়

তুষ্টে জিলোচনে তন্ত ভক্তির্ভবতি কেশবে ।
সম্পূজ্য তং জগন্নাথং বাসুদেবাধ্যমব্যয়ম্ ।
ততো ভুক্তিকমুক্তিকং স প্রাপ্নোতি বিজ্ঞোত্তমাঃ
মুনয় উচুঃ ।

অবৈক্যবা ময়া যে তু দৃষ্টস্তে চ মহামুনে ।
কিং তে বিষ্ণুং নার্কয়ান্তি ত্রিহি তৎকারণং বিজ
বাস উবাচ ।

যৌ ভূতসর্গো বিখ্যাতো লোকেহস্মিন্ মুনি-
সত্তমাঃ ।

আনুরূপ তথা দৈবঃ পুরা সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ॥১৫
দৈবীঃ প্রকৃতিমাশ্রিত্য পূজয়ন্তি ততোহচ্যুতম্ ।
আনুরীঃ ঘোনিমাপরা দুষয়ন্তি নরা হরিম্ ॥১৬
মায়ায়া হতবিজ্ঞানা বিকোন্তে তু নরাধমাঃ ।
অপ্রাপ্য তং হরিং বিপ্রান্ততো যাস্ত্যধমাঃ
গতিম্ ॥ ১৭

তন্ত যা গচ্ছরী মায়া হবিজ্ঞেয়া পুরানুরৈঃ ।
মহামোহকরী নৃণাং হস্তয়া চাকুতাস্তিভিঃ ॥ ১৮

নিরত হয়। দেব জিলোচন তুষ্টে হইলে
তাহার কেশবের প্রতি ভক্তি হয়। হে
বিজ্ঞোত্তমগণ! তারপর সেই নর বাসু-
দেবাধ্য অব্যয় দেবকে যথাশক্তি অর্চনা
করিয়া ভুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। মুনিগণ
কহিলেন,—হে মহামুনে! দেখিতে পাওয়া
যায়, অবৈক্যব, লোক সকল বিষ্ণুর অর্চনা
করে না; ইহার কারণ কি বলুন। ১০—
১৪। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ!
ইহলোকে দৈব ও আনুর এই বিবিধ ভূত-
সর্গ প্রসিক আছে। স্বয়ম্ভু ইহাদিগকে সৃষ্টি
করিয়াছেন। দৈবী প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিরা
অচ্যুতের উপাসনা করি; আনুরী প্রকৃতি-
শালী নরগণ জীহ্বার নিন্দা করিয়া
থাকে। বিষ্ণু-মায়াবশে উহাদিগের বিজ্ঞান
বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ নরাধমেরা হরিকে প্রাপ্ত
হয় না; পরন্তু অধমগতি প্রাপ্ত হয়। সেই
বিষ্ণুর মায়া পুরানুরগণেরও হবিজ্ঞেয়া।
তাহা অকুতাস্তা নরগণের মহামোহকারিণী

মুনয় উচুঃ ।

ইচ্ছামস্তাং মহামায়াং জাতুং বিকোঃ স্তুত্বস্তরাম্
বক্তুমর্হসি ধর্মজ্ঞ পরং কৌতুহলং হি নঃ ॥ ১৯
বাস উবাচ ।

সপ্রেমজ্ঞানসম্পাদা মায়া স লোককর্ষণী ।
কঃ শক্নোতি হরেশ্বায়াং জাতুং তাং কেশবাদৃশে
যা বৃত্তা আকর্ণশ্চেষ্টা মায়াার্থে নারদস্ত চ ।
বিভ্রম্যনাস্ত তাং বিপ্রাঃ শৃগুধ্বং গদতো মম ॥২১
প্রাগাসীমুপতিঃ জীমানাগ্রীধ ইতি বিজ্ঞতঃ ।
নগরে কামদমনস্ত স্তাধ তনয়ঃ শুচিঃ ॥ ২২
ধর্ম্যারামঃ কমানীলঃ পিতৃশ্রবণে রতঃ ।
প্রজাহরজকো দক্ষঃ স্মৃতিশাস্ত্রকৃতপ্রমঃ ॥ ২৩
পিতাস্ত দ্বকরোদ্যতঃ বিবাহায় ন চৈচ্ছত ।
তং পিতা প্রাহ কিমিতি নেচ্ছসে দারসংগ্রহম্
সর্বমেতৎ সুখার্থং হি বাহ্যস্ত মনুজাঃ কিল ।
সুখমুলা হি দারাস্ত তস্মাস্তং স্বঃ সমাচর ॥ ২৪

এবং হস্তরা। মুনিগণ বলিলেন,—ওহে
ধর্মজ্ঞ! আমরা সেই স্তুত্বস্তরাম বিষ্ণু-
মায়াকে জ্ঞানিতে বাসনা করি। এ বিষয়ে
আমাদিগের পরম কৌতুহল জন্মি-
য়াছে; আপনি বিষ্ণু-মায়ার বিষয় ব্যক্ত
করিয়া বলুন। ব্যাস বলিলেন,—সেই
বিষ্ণুমায়া লোককর্ষণী; তিনি স্বপ্ন এবং
ইন্দ্রজাল তুল্য; কেশব ব্যতীত অপর
কেহই তাঁহার মায়ার তত্ত্ব জানিতে পারে
না। ১৫—২০। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! এই মায়ার
জন্ত নারদের যে বিভ্রমণা ঘটয়াছিল, আমি
তাহা বলিতেছি; শ্রবণ করুন। পূর্বকালে
আগ্রীধ নামে এক জীমান নৃপতি ছিলেন।
তাঁহার পুত্রের নাম কামদমন। কামদমন
শুচি, কমানান, প্রজাহরজক, পিতামাতার
শ্রবণানিরত, স্মৃতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং ধর্ম-
নিষ্ঠ ছিলেন। পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার
নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি
তাঁহাতে সম্মত হইলেন না। পিতা কহি-
লেন,—বৎস! তুমি কি নিমিত্ত দারপরিগ্রহ
করিতে ইচ্ছা কর না? ইহা সুখহেতু

স পিতৃবচনং শ্রুত্বা তুষ্ণীমাস্তে চ গৌরবাৎ ।
 মুহূৰ্ম্মহন্তঞ্চ পিতা চোদয়ামাস ভো দ্বিজাঃ ॥ ২৬
 অথাসৌ পিতরং প্রাহ তাত নামানুরূপতা ।
 যয়া সমাশ্রিতা ব্যক্তা বৈষ্ণবীপরিপালিনী ॥ ২৭
 তং পিতা প্রাহ সক্ষম্য নৈষ ধর্ম্মোহস্তি পুত্রক
 ন বিধারয়িতব্য। স্ত্রীংপুরুষেণ বিপশ্চিতা ॥ ২৮
 কুরু মমচনং পুত্র প্রভুরস্মি পিতা তব ।
 মা নিমজ্জ কুলং মহং নরকে সম্ভূতিক্ষয়াৎ ॥ ২৯
 স হি তং পিতুরাদেশং শ্রুত্বা প্রাহ সূতো বশী
 শ্রীতঃ সংসৃত্য পৌরাণীং সংসারস্ত বিচিত্রতাম্
 পুত্র উবাচ ।

শুণু তাত বচো মহং তত্ত্ববাক্যং সহৈতুকম্ ।
 নামানুরূপং কর্তব্যং সত্যং ভবতি পার্থিব ॥ ৩১
 যয়া জন্মসহস্রাণি জরায়ুত্যাশতানি চ ।

বলিয়া সকলেই ত কামনা করে। দারগণ
 সূতের মূল, এজন্ত তুমি দার সংগ্রহ
 কর। কামদমন পিতার কথা শুনিয়া
 গৌরব হেতু তুষ্ণীস্তাবেই রহিলেন;
 কোনও প্রত্যুত্তর করিলেন না। হে
 দ্বিজগণ! পিতা তাঁহাকে বারম্বার
 বিবাহার্থ বলিতে লাগিলেন। তখন একদা
 কামদমন কহিলেন,—তাত! আমি আমার
 নামের সার্থকতা সাধন করিতে চাই।
 আমি নিশ্চিতরূপে বৈষ্ণবী পালনী শক্তির
 আশ্রয় লইয়াছি। তদন্তরে পিতা কহি-
 লেন,—পুত্র! ইহা ধর্ম্ম নহে। পরিণাম-
 জ্ঞানবান্ জনের পক্ষে উহা অবলম্বন করা
 অকর্তব্য। তুমি আমার কথা পালন কর;
 আমি তোমার পিতা—প্রভু; সম্ভূতি ক্ষয়
 হেতু আমার কুল নরকে নিমজ্জিত করিও
 না। সেই সংযতোদ্ভূত পুত্র, পিতার তাদৃশ
 আদেশ শ্রবণে পুরাতনী কথা স্মরণ
 করিয়া শ্রীতচিন্তে সংসারের বিচিত্রতার
 বিষয়ে চিন্তা করত পিতাকে কহিলেন,—হে
 তাত! আমার এই সহৈতুক তত্ত্ববাক্য
 শ্রবণ করুন। নামের যথাযথ সার্থকতা
 সম্পাদন করা সকলেরই কর্তব্য। রাজন!

প্রাপ্তানিদারসংযোগবিয়োগানি চ সর্বশঃ ॥ ৩২
 তৃণশূললতাবল্লীসরীসৃপমৃগদ্বিজাঃ ।
 পশুশ্রীপুরুষাণ্যানি প্রাপ্তানি শতশো যয়া ॥ ৩৩
 গণকিন্নরগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরমহোরগাঃ ।
 যক্ষশৃঙ্খকরক্ষাংসি দানবাপ্সরসঃ সুরাঃ ॥ ৩৪
 নদীশ্বরসহস্রঞ্চ প্রাপ্তং তাত পুনঃপুনঃ ।
 সৃষ্টেস্ত বহুশঃ সৃষ্টৌ সংহারে চাপি সংহৃতঃ ॥ ৩৫
 দারসংযোগযুক্তস্ত তাতৈদৃশ্যে বিভ্রমনা ।
 ইতস্তু তীয়ে যদব্রূতং মম জন্মানি তচ্ছুণু ।
 কথয়ামি সমাসেন তীর্থমাহাশ্রাসম্ভবম্ ॥ ৩৬
 অতীত্য জন্মানি বহুনি তাত
 নৃদেবগন্ধর্ব্বমহোরগাণাম্ ।
 বিদ্যাধরাণাং খগাকিন্নরাণাং
 জাতো হি বংশে স্মৃতপা মহবিঃ ॥ ৩৭
 ততো মমাত্মদচলা হি ভক্তি-
 র্জনাদিনে লোকপতো মধুরে ।

আমি সহস্র সহস্র বার জন্মিয়াছি; প্রতি-
 জন্মেই জরা, মৃত্যু, ও দারগণের সহিত
 সংযোগ-বিয়োগাদি অনুভব করিয়াছি। ২১—
 ৩২। আমি তৃণ, শূল, লতা, বল্লী, সরীসৃপ,
 মৃগ, পক্ষী, পশু, শ্রী, পুরুষাদি রূপে শত শত
 বার জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। গণ, কিন্নর,
 গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, উরগ, যক্ষ, শৃঙ্খক, রক্ষ,
 দানব, অপ্সরা, সুর, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি
 ননা যোনি বহুবার লাভ করিয়াছি। আমি
 বহুবার সৃষ্টি কালে সৃষ্ট, এবং সংহার কালে
 সংহৃত হইয়াছি। দার সংযোগ হেতু
 আমার এইরূপ বিভ্রমনা ঘটিয়াছে।
 আমার এই জন্মের পূর্ববর্তী তৃতীয় জন্মে
 যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। সেই
 তীর্থমাহাশ্রয়-ঘটিত বৃত্তান্ত আমি সংক্ষেপে
 কাহতেছি। হে তাত! আমি নর, দেব,
 গন্ধর্ব্ব, উরগ বিদ্যাধর, খগ ও কিন্নরাদি
 বহু জন্ম আতবাহত কারয়া মহাবিশ্বংশে
 স্মৃতপা নামে জন্ম গ্রহণ করি। তখন
 আমার লোকপতি মধুভাতী জনার্দনের

ততোপবাসৈববিবৈশ্চ ভক্ত্যা।
সন্তোষিতশ্চক্রগদাধারী ॥ ৩৪
তুষ্ঠোহভ্যাগাংপক্ষিপতিং মহাত্মা
বিষ্ণুঃ সমাক্রুত্ব বরপ্রদো মে।
প্রাহোচ্চশব্দং ত্রিষতাং দ্বিজাতে
বরো হি যং বাঞ্ছসি তং প্রদাম্যে ॥ ৩৯
ততোহহমুচে হরিমৌলিতারং
তুষ্ঠোহসি চেৎ কেশব তদ্বৃণোমি।
যা সা ত্বদীয়া পরমা হি মায়া
তাং বেত্তুমিচ্ছামি জনার্দনোহহম্ ॥ ৪০
অথাত্রবীন্মে মধুকৈটভারিঃ
কিং তে তয়া ব্রাহ্মণ মায়ায়া বৈ।
ধর্ম্যার্থকামানি দদানি তুভ্যং
পুত্রাণি মুখ্যানি নিরাময়ত্বম্ ॥ ৪১
ততো মুরারিঃ পুনরুক্তবানহং
ভূয়োহর্থধর্ম্যার্থজিগীষিতৈব যৎ।

প্রতি মহতী ভক্তি হয়; সেইজন্য আমি
বিবিধ ব্রতোপবাসাদি দ্বারা সেই চক্র-
গদাধর বিষ্ণুকে সন্তোষিত করিলে তিনি
তাঁহার পক্ষিপতি গরুড়ে আরোহণপূর্বক
বরদানার্থ আগমন করিলেন। তিনি উচ্চ-
রবে কহিলেন,—ওহে দ্বিজ! তুমি যে
বর ইচ্ছা, প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান
করিব। আমি তখন ঈশ্বর হরিকে কহি-
লাম,—হে কেশব! আপনি যদি তুষ্ট
হইয়া থাকেন, তবে আমি এই বর প্রার্থনা
করি যে, আপনার সেই যে পরমা মায়া
আছে, আমি তাহাই জানিতে চাই। হে
জনার্দন! আমাকে এই বর প্রদান করুন।
মধুকৈটভারি হরি তখন কহিলেন,—ওহে
ব্রাহ্মণ! সেই মায়া জানিয়া তোমার ফল
কি? তোমাকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, উত্তম
পুত্র ও নিরাময়ত্বাদি বর প্রদান করিবেছি।
আমি সেই মুরারিকে পুনরায় কহিলাম,—
যাহার নিমিত্ত ধর্ম্যার্থ-কামের উৎপত্তি হয়,
সেই মায়াকেই জানিতে ইচ্ছা করি। হে
পুরুষাক! আমাকে সেই মায়া প্রদর্শন

ততোহভ্যুবাচাথ নৃসিংহমুখ্যঃ
শ্রীশঃ প্রভুর্বিষ্ণুরিদং বচো মে। ৪২
বিষ্ণুরুবাচ।
মায়াং মদীয়াং ন হি বেত্তি কশ্চিৎ।
ন্নচাপি বা বেৎশ্চতি কশ্চিদেব ॥ ৪৩
পূর্বং সুর্য্যিষদ্বিজ নারদাখ্যো
ব্রহ্মাশ্রজোহভূন্নম ভক্তিরুক্তঃ।
তেনাপি পূর্বং ভবতা যথৈব
সন্তোষিতো ভক্তিমতা হি তদ্বৎ ॥ ৪৪
বরঞ্চ দাতুং ভগবানহঞ্চ
স চাপি বত্রে বরমেতদেব।
নিবারিতো মামতিমুচ্যতাবাদ্
ভবান যথৈবং ব্রতবান্ বরঞ্চ ॥ ৪৫
ততো ময়োক্জোহস্তসি নারদ স্বঃ
মায়াং ই মে বেৎশ্চতি সন্নিময়ঃ।
ততো নিমগ্নোহস্তসি নারদোহসৌ
কস্তা বভৌ কাশীপতেঃ সুনীলা ॥ ৪৬
তাং যৌবনাঢ্যামথ চারুধর্ম্মিণে
বিদর্ভরাজস্তনয়ায় বৈ দদৌ।
সুধর্ম্মণে সোহপি তয়া সমেতঃ
সিষেব কামানতুলান্ মহর্ষিঃ ॥ ৪৭

করুন। শ্রীপতি, নৃসিংহ প্রভু বিষ্ণু তখন
আমাকে কহিলেন,—হে দ্বিজ! আমারমাকে
যথার্থতঃ কেহই জানে না; জানিতে পারি-
বেও না। ৩৩—৪৩। পুরাকালে, আমার প্রতি
ভক্তিরুক্ত ব্রহ্মনন্দন নারদ, আমাকে তোমা-
রই মত সন্তোষিত করিয়াছিলেন। তাহাতে
আমি বর দানোদ্যত হইলে তোমারই জ্ঞায়
তিনিও এইরূপ বর যাচনা করেন। আমি
তাঁহাকে নিবারিত করিয়া অন্য বর লইতে
কহিলেও মুচ্যতাবশতঃ তিনি অসম্মত হইয়া
এই বরই প্রার্থনা করেন। আমি তখন
তাঁহাকে কহিলাম,—হে নারদ! তুমি জল-
মধ্যে নিমগ্ন হইয়া আমার মায়া জানিতে
পারিবে। নারদ তখন জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া
কাশীপতির সুনীলা নামী কস্তা হইলেন।
কাশীপতি সেই যৌবনশালিনী কস্তাকে

স্বর্গে গতেহসৌ পিতরি প্রতাপবান
 রাজ্যং ক্রমায়াতমবাণ্য হৃষ্টঃ ।
 বিদর্ভরাজ্যং পরিপালয়ানঃ
 পুত্রৈঃ স পৌত্রৈর্বহুভির্বতোহভূৎ ॥ ৪৮
 অধাতবভূমিপতেঃ সুধর্মণঃ
 কানীষরেনাধ সমঃ সুযুদ্ধম্ ।
 তত্র কয়ং প্রাপ সপুত্রপৌত্রঃ
 বিদর্ভরাট্ কাশিপতিশ্চ যুদ্ধে ॥ ৪৯
 হতঃ সুনীলা পিতরং সপুত্রঃ
 জাতা পতিঞ্চাপি সপুত্রপৌত্রম্ ।
 পুরাষিনিঃসৃত্য রণাবিনিং গত।
 দৃষ্টা সুনীলা কদনঃ মহাস্তম্ ॥ ৫০
 ভর্তৃক্লে তত্র পিতৃক্লে চ
 হঃখাষিতা সা সূচিরং বিলপ্য ।
 জগাম সা মাতরমার্তরূপা
 ভ্রাতৃন সূতাভ্রাতৃন সূতান্ সপৌত্রান্ ॥
 ভর্তারমেষা পিতরঞ্চ গৃহ
 মহাশ্মশানে চ মহাচিতিং সা ।
 কৃত্বা হতাশং প্রদদৌ স্বয়ঞ্চ
 যদা সমিক্কে হতভূগ বভূব ॥ ৫২

বিদর্ভ-রাজের সুধর্ম্ম নামক ধার্মিক
 পুত্রের সন্ততি বিবাহ দিলেন। তখন সুধর্ম্মা
 সেই কস্তার সহিত বিপুল ভোগসুখে
 কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন। পরে
 তদীয় পিতা স্বর্গগত হইলে তিনি হৃষ্টচিত্তে
 বিদর্ভরাজ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।
 ক্রমে তাঁহার অনেক পুত্র পৌত্রাদি জন্মিল।
 কিয়ৎকাল পরে সুধর্ম্মার সহিত কাশিপতির
 মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে কাশিপতি
 ও বিদর্ভরাজ উভয়েই পুত্র-পৌত্র সহ বিনষ্ট
 হইলেন। সুনীলা, পিতা ও পাতকে পুত্র
 পৌত্রাদিসহ নিহত জানিয়া নিজ পুর হইতে
 নিজ্জান্ত হইলেন এবং রণস্থলে গমনপূর্বক
 পিতা ও পাতর মহাসৈন্য-সামন্তের সেই দুঃ-
 স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি তথায় সূচিরকাল
 বিলাপান্তে মাতার নিকটে যাইলেন। পরে
 পিতা, পতি, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, পুত্র ও পৌত্র-

তদা সুনীলা প্রবিবেশ বেগা-
 দ্বাপুত্র হা পুত্র ইতি ক্রবাণা ।
 তদা পুনঃ সা মুনিনারদোহভূৎ
 স চাপি বহ্নিঃ ক্ষটিকামলাভঃ ॥ ৫৩
 পূর্ণং সরোহভূদধ চোত্ততার
 তস্তাগ্রতো দেববরশ্চ কেশবঃ ।
 সুপর্ণমাক্রম্য সমেত্য সঙ্গরং
 প্রহস্তু দেববিমুবাচ নারদম্ ॥ ৫৪
 কস্তে তু পুত্রো বদ মে মহর্ষে
 যতঞ্চ কং শোচসি নষ্টবুদ্ধিঃ ।
 ভ্রীড়ারিতোহভূদধ নারদোহসৌ
 ততোহহমেনং পুনরেব চাহ ॥ ৫৫
 ইতীদৃশা নারদ কষ্টরূপা
 মায়া মদীয়া কমলাসনাত্তৈঃ ।
 শক্যা ন বেত্তুং সমহেন্দ্রকৃত্তৈঃ
 কথং ভবান্ বেৎস্তুতি দুর্কিভাবেষু ॥ ৫৬
 স বাক্যমাকর্ণ্য মহামহর্ষি-
 ক্রবাচ ভক্তিং মম দেহি বিবেশ ।

দির মৃতদেহ সকল সংগ্রহ করিয়া মহাশ্মশানে
 মহাচিতি সাজাইয়া নিজেই অগ্নিসংযোগ করি-
 লেন। সেই অগ্নি জাজ্বল্যমান হইলে
 সুনীলা “হাপুত্র, হাপুত্র” রক্কে ক্রন্দন করিতে
 করিতে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; তখন
 আবার তিনি নারদ হইলেন। সেই চিত্তাঘিও
 তখন, ক্ষটিকসম অমল জলপূর্ণ সরোবর
 হইল। তখন সেই নারদের অগ্রভাগে বিধু
 দেববর কেশব সুপর্ণারোহণে আবির্ভূত হইয়া
 তাঁহাকে কহিলেন,—মহর্ষি! আপনার পুত্র
 কে? হতবুদ্ধি হইয়া কাহার জন্ত অহুশোচনা
 করিতেছেন? এই কথা শুনিয়া নারদ
 অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। আমি তখন
 পুনরায় তাঁহাকে বলিলাম,—নারদ! আমার
 মায়া এইরূপই কষ্টদায়িনী। মহেন্দ্র, ক্রজ ও
 কমলাসনাদি কেহই উহাকে সম্যক জানিতে
 পারেন না। আমার এই কথা শুনিয়া
 মহর্ষি নারদ কহিলেন,—হে বিবেশ! আমাকে
 আপনি ভক্তিদান করুন। অন্তকালে

প্রাপ্তেহথ কালে অরুণঃ তথৈব
সদা চ সন্দর্শনমীশ তেহম্ ॥ ৫৭
যজ্ঞাহমার্জশ্চিতিমদ্য রুচ-
স্ততীর্থমমুচ্যত পাপহন্ত ।
অধিষ্ঠিতঃ কেশব নিত্যমেব
অয়া সহোদঃ কমলোদ্ভবেন ॥ ৫৮
ততো ময়োক্তো বিজ নারদোহসৌ
তীর্থং সিতোদং হি চিত্তিস্তবাক্ত ।
হাস্তাম্যহং চাত্ৰ সদৈব বিষ্ণু-
র্ষহেশ্বরঃ হাস্ততি চোত্তরেণ ॥ ৫৯
যদা বিরিক্ষেৰ্দ্ধনঃ ত্রিনেত্রঃ
স ছেৎসুতে যঃ স্বথ চোগ্রবাচম্ ।
তদা কপালস্ত তু মোচনায়
সমেষ্যতে তীর্থমিদং তদীয়ম্ ॥ ৬০
স্নাতস্ত তীর্থে ত্রিপুরাস্তকস্ত
পতিষ্যতে ভূমিতলে কপালম্ ।
ততস্ত তীর্থেতি কপালমোচনঃ
খ্যাতঃ পৃথিব্যাঞ্চ তবিষ্যতে তৎ ॥ ৬১

তদা প্রভৃত্যমুদবাহনোহসৌ
ন মোক্ষ্যতে তীর্থবরঃ সুপুণ্যম্ ।
ন চৈব তস্মিন্ বিজ সম্প্রচক্ৰতে
তৎকেতুমুগ্রঃ স্বথ ব্রহ্মবধ্যা ॥ ৬২
যদা ন মোক্ষত্যমরারিহন্তা
তৎকেতুমুখ্যঃ মহদাপ্তপুণ্যম্ ।
তদা কিমুক্তেতি সূরৈ রহস্তঃ
তীর্থঃ স্ততঃ পুণ্যদমব্যয়াখ্যম্ ॥ ৬৩
কৃদ্বা তু পাপানি নরো মহাস্তি
তস্মিন্ প্রবিষ্টঃ শুচিরপ্রমাদৌ ।
যদা তু মাং চিন্তয়তে স শুদ্ধঃ
প্রয়াতি মোক্ষং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৪
ভূদ্বা তস্মিন্ ক্রুদ্রপিশাচসংজ্ঞো
যোন্তস্তরে হুঃখমুপানুভেহসৌ ।
বিমুক্তপাপো বহুবর্ষপুণে-
কংপত্তিমায়াস্তুতি বিপ্রগেহে ॥ ৬৫
শুচির্ষতাত্মাস্ত ততোহস্তকালে
কৃত্তো হিতং তারকমস্ত কৌর্ভয়েৎ ।

আপনার স্মৃতি যেন হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে ।
হে ঈশ! আপনাকে যেন সত্যত দর্শন
করিতে পারি। হে অচ্যুত! আমি অদ্য
আর্জ হইয়া যেখানে চিতারোহণ করিয়া-
ছিলাম, উহা পাপহারী তীর্থ হউক। ঐ
স্থানে কমলজয়া ব্রহ্মার সহিত আপনি নিত্য
সঙ্গিহিত থাকুন ৷৪৪—৫৮। হে বিজ! আমি
তখন সেই নারদকে বলিলাম,—তোমার এই
চিতাহান সিতোদ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।
আমি এখানে সত্যত সঙ্গিহিত থাকিব।
ইহার উত্তরদিকে মহেশ্বর অধিষ্ঠান
করিবেন। ত্রিনেত্র মহেশ্বর যখন দুর্ভাক্য-
ভাষী ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিবেন, তখন
তদীয় হস্তলগ্ন সেই ব্রহ্মকপালের মোচন
নিমিত্ত তিনি তোমার এই তীর্থেই আসি-
বেন। এই তীর্থে ত্রিপুরাস্তক আসিয়া
স্নান করিলে, তাঁহার হস্ত হইতে ব্রহ্মার
সেই কপাল পতিত হইবে। তদবধি এই
তীর্থ ‘কপালমোচন’ নামে পৃথিবীতে খ্যাতি

লাভ করিবে। তাহার পর হইতে মেঘ-
বাহন ইন্দ্রও এই পুণ্যপ্রদ তীর্থবর পরি-
ত্যাগ করিবেন না? এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যা
প্রবেশ করিতে পারিবে না, অমরারি-হন্তা
মুক্তিদাতা বিষ্ণু এই মহাপুণ্যপ্রদ ক্ষেত্র
পরিত্যাগ করেন না বলিয়া অরুণ ইহাকে
অতি রহস্ত পুণ্যপ্রদ অব্যয় প্রশস্ত বিমুক্ত-
তীর্থ নামে অভিহিত করিবেন। নরগণ
মহা মহা পাপ অনুষ্ঠান করিয়াও এই ক্ষেত্রে
প্রবেশমাত্রই শুচি ও প্রমাদহীন হইবে।
এখানে থাকিয়া শুদ্ধ ভাবে আমাকে চিন্তা
করিলে মৎপ্রসাদে মোক্ষ লাভ করিতে
পারে। পাপী মানব এখানে প্রাণ পরি-
ত্যাগান্তে ক্রুদ্রপিশাচরূপে জন্মিয়া নানা
হুঃখ উপভোগ করে। পরে বহু বর্ষান্তে
পাপক্ষয় হইলে, বিপ্রগৃহে উদ্ধৃত হয়। সে
তখন শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া থাকে।
ক্রুদ্র অন্ত কালে তাহাকে তারক যম
উপদেশ করেন। হে বিজরাজ! আমি

ইত্যেবমুক্তা বিজবধ্য নারদঃ
 গতৌহস্মি হৃদ্ধার্ণবমাঙ্গগেহম্ ॥ ৬৬
 স চাপি বিপ্রত্ৰিদিবং চচার
 গন্ধৰ্বরাজেন সমর্চ্যমানঃ ।
 এতত্ত্ববোক্তং নহু বোধনায়
 মায়া মদীয়া নহি শক্যতে সা ॥ ৬৭
 জাতুং ভবানিচ্ছতি চেত্ততোহহু
 এবং বিশস্তাপ্প চ বেৎসি যেন ।
 এবং দ্বিজাতির্হরিণা প্রবোধিতো
 ভাব্যর্থযোগারিমমজ্জ তোয়ে ॥ ৬৮
 কোকামুখে তাত ততো হি কন্তা
 চাণ্ডালবেশান্তভবদ্বিজঃ সঃ ।
 রূপাধিতা শীলগুণোপপন্ন
 অবাপ সা যৌবনমাসসাদ ॥ ৬৯
 চাণ্ডালপুত্রেণ সুবাহুনাপি
 বিবাহিতা রূপবিবর্জিতেন ।
 পতির্ন তন্তা হি মতো বভূব
 সা তন্ত চৈবাভিমতা বভূব ॥ ৭০
 পুত্রদ্বয়ং নেত্রহীনং বভূব
 কন্তা চ পশ্চাদধিরা তথাত্মা ।

নারদকে এই সকল কথা বলিয়া নিজ বাস-
 স্থান হৃদ্ধার্ণবে প্রস্থান করিলাম । নারদও
 ত্রিদিব ধামে যাইয়া গন্ধৰ্বরাজ সহ সস-
 মানে বিহার করিতে লাগিলেন ।
 তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি এই বৃত্তান্ত
 কহিলাম, আমার সেই মায়াকে কেহই
 জানিতে পারে না । তথাপি তুমি যদি
 জানিতে চাও, তবে জলমধ্যে প্রবেশ
 কর । সেই ব্রাহ্মণ হরি কর্তৃক এইরূপ
 প্রবোধিত হইয়াও ভাবী কর্মবশে জলমধ্যে
 মজ্জন করিল । হে তাত ! সেই দ্বিজ তখন
 কোকামুখে চণ্ডালগৃহে এক কন্তা হইয়া
 জন্মিল । ক্রমে সেই কন্তা রূপবতী শীলগুণ-
 মণ্ডিতা ও যৌবনযুক্তা হইলে, সুবাহু
 নামক রূপহীন এক চণ্ডালপুত্রের সহিত
 তাহার বিবাহ হইল । তাহার পতি
 অভিমত হইল না, সে কিন্তু পতির অভি-

পতির্দরিদ্রস্তথ সাপি যুগ্মা
 নদীগতা রোদিতি তত্র নিত্যম্ ॥ ৭১
 গতী কদাচিত্ কলশং গৃহীত্বা
 সাস্তর্জনং স্নাতুমথ প্রবিষ্টা ।
 যাবদ্বিজোহসৌ পুনরেব তাব-
 জাতঃ ক্রিয়াযোগরতঃ সুনীলঃ ॥ ৭২
 তন্তাঃ স ভর্তাথ চিরজতেতি
 দ্রষ্টুং জগামাথ নদীং স্পৃশ্যাম্ ।
 দদর্শ কুন্তং ন চ তাং তটস্থঃ
 ততোহতিদুঃখাৎ প্রকরোদ নাদয়ন্ ॥ ৭৩
 ততোহহুগুণং বধিরা চ কন্তা
 দুঃখাধিতাসৌ সমুপাজগাম ।
 তে বৈ কদন্তং পিতরঞ্চ দৃষ্ট্বা
 দুঃখাধিতা বৈ ককৃহুর্ভ শার্ভাঃ ॥ ৭৪
 ততঃ স পপ্রচ্ছ নদীতটস্থান্
 দ্বিজান্ ভবদ্বির্য়াদি যোষদেকা ।
 দৃষ্ট্বা তু তোয়ার্থমুপাজবন্তী
 আখ্যাত তে প্রোচুরিমাঃ প্রবিষ্টা ॥ ৭৫

মতা হইয়াছিল । কালক্রমে তাহার দুইটা
 অঙ্গ পুত্র ও একটি বধিরা কন্তা জন্মে ।
 কিন্তু তাহার পতি অত্যন্ত দরিদ্র; এজন্য
 সে নদীতীরে যাইয়া নিয়তই রোদন
 করিত । ৫৯—৭১ । একদা সে কক্ষে কলস
 লইয়া স্নানার্থ গমন করিল; তটদেশে কলস
 স্থাপন পূর্বক যেমন জল মধ্যে নিমগ্ন হইল,
 অমনি পূর্ববৎ ক্রিয়াযোগরত সুনীল ব্রাহ্মণ-
 মূর্তি প্রাপ্ত হইল । সেই কন্তা দীর্ঘকালে
 প্রত্যাগত না হওয়ায় তাহার পতি চণ্ডালও
 অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই পুণ্যনদীতে
 আগমন করিল । সে তটদেশে কলস
 দেখিতে পাইল; কিন্তু সেই কন্তাকে দেখিতে
 না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল ।
 ক্রমে তাহার অঙ্গ পুত্রদ্বয় এবং বধিরা
 কন্তাও তথায় আসিয়া পিতাকে রোদন
 করিতে দেখিয়া অতীব আর্তভাবে রোদন
 করিতে লাগিল । চণ্ডাল তখন নদীতটস্থ
 ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসিল যে, এখানে

নদীং ন ভূমন্ত সমুত্তার
এতাবদেবেহ সমীহিতং নঃ ।
স তবচো ঘোরতরং নিশম্য
করোদ শোকাঙ্গপরিপ্লুতাকঃ ॥ ৭৬
তং বৈ কদম্বং সস্তুতং সকম্বং
দৃষ্ট্বাহমার্তঃ স্তুতরাং বভূব ।
আর্তিষ্ঠ মেহভূদধং সংস্মৃতিষ্ঠ
চাণ্ডালযোষাহমিতি কিতীশ ॥ ৭৭
ততোহব্রবঃ তং নৃপতে মতঙ্গঃ
কিমর্থমার্তেন হি কদ্যতে ভয়া ।
তস্তা ন লাভো ভবিতাতিমোর্থ্যা-
দাক্রন্দিতেনেহ বৃথা হি কিং তে ॥ ৭৮
স মামুবাচাঙ্গজগুম্ভমঙ্গঃ
কম্বা 'চকা বধিরেঘং তথৈব ।
কথং বিজ্ঞাতে অধুনার্তমেত-
মাশাসয়িষ্যেহপাথ পোষয়িষ্যে ॥ ৭৯
ইত্যেবমুক্তা স স্মৃতৈষ্ঠ সার্কঃ
ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য চ রোদিতি স্ম ।

যথা যথা রোদিতি স ঋপাক-
স্তথা তথা মে হতবৎ কৃতাপি ॥ ৮০
ততোহহমার্তস্ত নিবার্য তং বৈ
স্ববংশবৃত্তান্তমথ্যচচক্ষে ।
ততঃ স হুঃখাৎ সহ পুত্রকৈঃ সং-
বিবেশ কোকামুখমার্তরূপঃ ॥ ৮১
প্রবিষ্টমাত্রে সলিলে মতঙ্গ-
স্তীর্থপ্রভাবাচ্চ বিমুক্তপাপঃ ।
বিমানমাক্রহ্য শশিপ্রকাশঃ
যযৌ দিবং তাত মমোপপশ্চতঃ ॥ ৮২
তস্মিন্ প্রবিষ্টে সলিলে যুতে চ
মমার্তিরাসীদতিমোহকত্রী ।
ততোহতিপুণ্যে নৃপবর্ষ্য কোকা-
জলে প্রবিষ্টদ্বিদিবং গতশ্চ ॥ ৮৩
ভূয়োহতবং বৈশ্বকূলে ব্যথার্তো
জাতিশ্রমস্তীর্থবরপ্রসাদাৎ ।
ততোহতিনিবন্ধমনা গতৌহহং
কোকামুখং সংষতবাক্যচিত্তঃ ॥ ৮৪

ভোয়ার্থিনী হইয়া এক রমণী আসিয়াছিল,
আপনারা যদি দেখিয়া থাকেন, তবে তাহার
সংবাদ আমাকে বলুন। দ্বিজগণ কহি-
লেন,—সেই রমণী এই নদীতে প্রবেশ
করিয়াছেন; কিন্তু উত্থান করেন নাই।
চণ্ডাল সেই ঘোরতর বাক্য শ্রবণে শোকাঙ্গ-
পরিপ্লুত নেত্রে অত্যন্ত রোদন করিতে
লাগিল। ভ্রাক্ষণরূপী আমি তখন তাহাকে
ক্রন্দন করিতে দেখিয়া হুঃখিত হইলাম।
হে কিতীশ! আমি যে সেই চণ্ডালপত্নী
ছিলাম, তখন আমার তাহা স্মরণ হইল।
আমি তখন সেই চণ্ডালকে কহিলাম,—তুমি
কি নিমিত্ত আর্ন্ত হইয়া রোদন করিতেছ?
তাহাকে আর পুনরায় পাইবে না। মূর্ত্তা-
বশতঃ বৃথা ক্রন্দনে ফল কি? চণ্ডাল আমাকে
কহিল,—হে দ্বিজ! এই হইল পুত্র অঙ্গ,
এই কম্বাণীও বধিরা, আমি এখন ইহাদিগকে
কিভাবে আশ্বাসিত করিব? কেমনেই বা
পোষণ করিব? সে এই কথা বলিয়া পুত্র-

কম্বার সহিত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্দিতে
লাগিল। সেই চণ্ডালের তাদৃশ ক্রন্দনে
আমারও হুঃখ বোধ হইতে লাগিল।
আমি তখন সেই হুঃখিত চণ্ডালকে নিজ
জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম। সে চণ্ডালও তখন
অতিহুঃখে কোকামুখে প্রবেশ করিল।
চণ্ডাল সলিলে। প্রবেশ করিবামাত্রই সেই
তীর্থপ্রভাবে পাপহীন হইয়া শশিসম
প্রকাশমান বিানে আরোহণপূর্বক আমার
সাক্ষাতেই সুর্য্যাকে প্রস্থান করিল। ৭২—
৮২। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! চণ্ডাল এইরূপে জলে
প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে আমার
অতি মোহকারিণী আতি উপস্থিত হইল।
আমিও তখন সেই অতিপুণ্য কোকাজলে
প্রবেশপূর্বক স্বর্গে গমন করিলাম। তার
পর আমি আবার বৈশ্বকূলে অতি
হুঃখী হইয়া জন্মলাভ করিলাম। কোকা
তীর্থের প্রসাদে আমি তখন জাতিশ্রম
হইয়াছিলাম। স্তুতরাং অতি নির্বিঘ্ন মনে

ব্রতঃ সমাহায় কলেবরঃ স্বঃ
 সংশোধয়িত্বা দিব্যাকরোহ ।
 তস্মাক্যুতম্ভবনে চ জাতো
 জাতিশ্রুতাত হরিপ্রসাদাৎ ॥ ৮৫
 সোহহং সমারাধ্য যুরারিদেবঃ
 কোকামুখে ত্যক্তভাণ্ডভেচ্ছঃ ।
 ইত্যেবমুক্তা পিতরঃ প্রণম্য
 গতা চ কোকামুখমগ্রতীর্থম্ ।
 বিষ্ণুঃ সমারাধ্য বরাহরূপ-
 মবাপ সিদ্ধিং মমুজর্ষভোহসৌ ॥ ৮৬
 ইথং স কামদমনঃ সহপুত্রপৌত্রঃ
 কোকামুখে তীর্থবরে সুপুণ্যে ।
 ত্যক্তা তমুঃ দোষময়ীঃ ততস্ত
 গতৌ দিবঃ সূর্য্যসমৈবিমানৈঃ ॥ ৮৭
 এবং মমোক্তা পরমেশ্বরস্ত
 মায়া সুরাণামপি তুর্কিচিন্ত্য ।
 স্বপ্নেন্দ্রজালপ্রতিমা যুরারে-
 ষয় জগন্মোহমুপৈতি বিপ্রাঃ ॥ ৮৮

ইতি জীবাঞ্জে মায়াপ্রাহৃত্যবানুরূপণমেকোন-
 ত্রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৯ ॥

বাক্যমনঃসংযমনপূর্ব্বক কোকামুখে গিয়া
 জাতাবনয়নে নিজ কলেবর শোষণ করত
 স্বর্গারোহণ করিলাম । হে তাত ! স্বর্গ
 হইতে চ্যুত হইয়া তোমার ভবনে
 অগ্নিযাছি, এবং হরির প্রসাদে এ জন্মেও
 আমি জাতিশ্রুত হইয়াছি । আমি কোক-
 মুখে যুরারি দেবের আরাধনা করিয়া শুভা-
 শুভ কর্ম্মকল হইতে মুক্তিকামনা করিতোছি ।
 সেই নৃপনন্দন এই কথা বলিয়া পিতাকে
 প্রণামপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ তীর্থ কোকামুখে যাইয়া
 বরাহরূপী বিষ্ণুর আরাধনাপূর্ব্বক সিদ্ধি প্রাপ্ত
 হইয়াছিল । সেই নৃপনন্দন কামদমন
 জন্মান্তরীণ পুত্রপৌত্রাদি সহ পুণ্য তীর্থবর
 কোকামুখে দোষাকর শরীর পরিত্যাগ
 করিয়া সূর্য্যসম বিমানারোহণে স্বর্গলাভ
 করিয়াছিল । হে বিপ্রগণ ! এই আমি পরমে-
 শ্বর যুরারির জগন্মোহকারিণী মায়া

ত্রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অস্মাভিহিত ব্রতঃ ব্যাস যস্যস্মা সমুদাহৃতম্ ।
 প্রাহৃত্যবান্নিতঃ পুণ্যঃ মায়া বিকোচতুর্কিণী ॥
 শ্রোতুমিচ্ছামহে তন্তো যথাবদ্ব্যসংস্কৃতিম্ ।
 মহাপ্রলয়সংজ্ঞাক কল্পান্তে চ মহামুনে ॥ ২

ব্যাস উবাচ ।

ঋয়তাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠা যথাবদব্ধসংস্কৃতিঃ ।
 কল্পান্তে প্রাকৃতে চৈব প্রলয়ে জায়তে যথা ॥ ৩
 অহোরাত্রঃ পিতৃণাম্যাসোহহং ত্রিদিবৌকসাম্
 চতুর্য়ুগসহস্রে তু ব্রহ্মণোহহবিজ্যোত্তমাঃ ॥ ৪
 কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্য়ুগম্ ।
 দৈবৈবর্ষসহস্রৈস্ত তদ্বাদশভিকচ্যতে ॥ ৫

কৌতুহল করিলাম । সেই মায়া স্বপ্ন ও ইন্দ্র-
 জালসদৃশী । সুরাগণও ইহার ভবচিত্তনে
 অক্ষম । ৮৩—৮৮ ।

উনত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে ব্যাস ! তুর্কিণের
 বিষ্ণুমায়া সহস্রে বিষ্ণুর প্রাহৃত্যব বিষয়ক
 যে কথা कहিলেন, আমরা উহা শ্রবণ করি-
 লাম । হে মহামুনে ! মহাপ্রলয় নামক !
 কল্পান্তকালে জগতের যে সংহারব্যাপার
 হয়, আপনার নিকট উহাই শুনিতে ইচ্ছা
 করি । ব্যাস कहিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 কল্পান্তকালে প্রকৃত প্রলয়ে জগতের যে
 প্রকার সংহার হয়, তাহা শ্রবণ করুন ।
 মানুষ্যমানের এক মাসে পিতৃগণের এক
 অহোরাত্র হয়, এক বৎসরে দেবগণের এক
 অহোরাত্র হয় । চারি সহস্র যুগান্তে
 ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হইয়া থাকে । কৃত,
 ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিটি যুগ ।
 দৈবমানের দ্বাদশ সহস্র ২৭২৭ উহা

চতুর্ভুগাণ্যশেষাণি সদৃশানি স্বরূপতঃ ।

আদ্যঃ কৃতযুগঃ প্রোক্তঃ মুনয়োহস্ত্যঃ তথা
কলিম্ ॥ ৬

আদ্যে কৃতযুগে সর্গো ব্রহ্মণা ক্রিয়তে যতঃ ।

ক্রিয়তে চোপসংহারস্তথাশ্লেহপি কলৌ যুগে ॥

মুনয় উচুঃ ।

কলোঃ স্বরূপং ভগবন্ বিস্তরাঙ্কুমহিসি ।

ধর্মশতুপ্পাদগবান্ যশ্মিন্ বৈকল্যমুচ্ছতি ॥ ৮

ব্যাস উবাচ ।

কলিস্বরূপং ভো বিপ্রা যৎপৃচ্ছধ্বং মমানঘাঃ ।

নিবোধধ্বং সমাসেন বর্ততে যন্মহত্তরম্ ॥ ৯

বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রযুক্তির্শ কলৌ নৃণাম্ ।

ন সামখ্যগৃহজুর্কেদবিনিষ্পাদনহেতুকী ॥ ১০

বিবাহা ন কলৌ ধর্ম্যা ন শিষ্যা গুরুসংস্থিতাঃ ।

ন পুত্রা ধার্মিক্যৈশ্চ ন চ বহিক্রিয়াক্রমঃ ॥ ১১

যত্র তত্র কুলে জাতো বনৌ সর্বেশ্বরঃ কলৌ ।

সর্বেভ্য এব বর্ণেভ্যো নরঃ কলোপজীবনঃ ॥

পরিমাণ । প্রতিবারেই যুগচতুষ্টয়ের পরি-
মাণ সমান থাকে । হে মুনীগণ ! আদিম
যুগের নাম 'কৃত' ও অন্ত্য যুগের নাম
'কলি' । ব্রহ্মা আদি কৃত যুগের আদিতে
সৃষ্টি করেন এবং কলিযুগের অবসানে
সংহার করিয়া থাকেন । ১—৭ । মুনীগণ
কহিলেন,—কলিযুগে ভগবান্ ধর্ম বিকলতা
প্রাপ্ত হইলেন । হে ভগবন্ ! বিস্তরক্রমে সেই
কলির স্বরূপ বর্ণন করুন । ব্যাস বলিলেন,—
হে নিষ্পাপ বিপ্রগণ ! আপনারা কলির
স্বরূপ জিজ্ঞাসিলেন, তাহা অতীব বিস্তৃত ।
পরন্তু আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, আপ-
নারা অবধান করুন । কলিকালে নরগণের
খৃ-সাম-যজুর্কেদ-সম্মতা, বর্ণাশ্রমাচারবতী
প্রযুক্তি থাকিবে না । কলিতে ধর্মবিবাহ
থাকিবে না ; শিষ্যেরা গুরুর অবলম্বন
করিবে না ; কাহারও ধার্মিক পুত্র জন্মিবে
না ; বহিরাধ্য যজ্ঞাদি কার্য থাকিবে না ।
যেকোন কুলে যেকোন ব্যক্তি বলবান্ ও
প্রধান হইবে, সে অপর যেকোন কুল

যেন তেনেব যোগেন দ্বিজাতিদীকিতঃ কলৌ

যৈব সৈব চ বিপ্রৈস্তাঃ প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া কলৌ

সর্বমেব কলৌ শাস্ত্রং যন্ত যদ্বচনং দ্বিজাঃ ।

দেবতাশ্চ কলৌ সর্বাঃ সর্বাঃ সর্বশ্চ চাশ্রমঃ ॥

উপবাসস্তথায়াসো বিতোৎসর্গস্তথা কলৌ ।

ধর্মো যথাভিক্রটিতৈরনুষ্ঠানৈরনুষ্ঠিতঃ ॥ ১৫

বিস্তেন ভবিষ্য পুংসাঃ শ্লেনৈব মদঃ কলৌ ।

শ্রীণাং রূপমদৈশ্চৈব কেশৈরেব ভবিষ্যতি ॥ ১৬

সুবর্ণমণিরত্নাদো বস্ত্রে চোপবাসং গতে ।

কলৌ শ্লিয়ো ভবিষ্যন্তি তদা কেশৈরনলকৃতাঃ

পরিত্যক্ত্যস্তি ভর্তারং বিস্তহীনঃ তথা শ্লিযঃ ।

ভর্তা ভবিষ্যতি কলৌ বিস্তবানেব যোষিতাম্

যো যো দদাতি বহলং স স শ্রামৌ তদা নৃণাম্

শ্রামিত্বহেতুসম্বন্ধো ভবিতাভিজনস্তদা ॥ ১৯

গৃহাস্তা দ্রব্যসত্ত্বাতা দ্রব্যাস্তা চ তথা মতিঃ ।

অর্থাচ্চাধোপভোগাস্তা ভবিষ্যন্তি তদা কলৌ ।

হইতে কলি সংগ্রহ করিবে । দ্বিজগণ বিচার
না করিয়া যে-সে দীক্ষা গ্রহণ করিবে ।
বিপ্রৈস্তাং যেকোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান
দিবেন । হে দ্বিজগণ ! কলিতে যাহার যে-
কোন বাক্য—সমস্তই শাস্ত্র বলিয়া মান্ত
হইবে । সকলেই সকল দেবতা এবং
সকল আশ্রম গ্রহণ করিবে । উপবাস, আয়াস,
ধন-দানাদি ধর্মকর্মনিচয় যথেষ্টরূপে অনু-
ষ্ঠিত হইতে থাকিবে । কলিতে . সামান্ত
ধনেই লোকে গর্ভিত হইয়া উঠিবে । নারী-
গণ কেশ দ্বারাই সৌন্দর্য্যমদবতী হইবে ।
বস্ত্রতঃ কলিকালে সুবর্ণ মণি রত্নও বসনাদির
অভাবে কেশ দ্বারাই অলঙ্কৃত হইবে ।
রমণীরা বিস্তহীন পতিকে পরিত্যাগ করিবে ।
বিস্তখালী ব্যক্তিই নারীদিগের ভর্তা হইবে ।
কলিকালে যে যে ব্যক্তি বহু ধন দান করিতে
পারিবে, তাহারাই শ্রামৌ বলিয়া গণ্য হইবে ।
শ্রামিত্বহেতুই সম্বন্ধ এবং কোনিষ্ঠ হইবে । ৮—
১৯ । কলিকালে গৃহ পর্য্যন্তই দ্রব্য সম্পত্তি এবং
দ্রব্যস্থিতি পর্য্যন্তই বুদ্ধি থাকিবে । উপ-
ভোগ—অর্থের একমাত্র কল বলিয়া গণ্য

দ্বিঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি শৈরিণ্যো ললিতস্পৃহাঃ
 অস্তায়াবাণবিস্তেষু পুরুষেষু স্পৃহালবঃ ॥ ২১
 অত্যাধিতোহপি স্পৃহদা স্বার্থহানিঃ বা মানবঃ ।
 পণশ্চাক্ষীর্কমাভ্রোহপি করিষ্যতি তদা দ্বিজাঃ ॥
 সদা সপৌরুষঃ চেতো ভাবি বিপ্র তদা কলৌ
 কীরপ্রদানসম্বন্ধি ভাতি গোষু চ গৌরবম্ ॥
 অনাবৃষ্টিভয়াং প্রায়ঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্রয়কাতরাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি তদা সর্বা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৪
 মূলপর্ণকলাহারাস্তাপসা ইব মানবাঃ ।
 আত্মানং ঘাতয়িষ্যন্তি তদা বৃষ্ট্যাভিহুঃখিতাঃ ॥
 হৃর্তিকমেব সততঃ সদা ক্লেশমনীধরাঃ ।
 প্রাপ্যন্তি ব্যাহতমুখং প্রমাদান্মানবাঃ কলৌ
 অন্নাতভোজিনো নারিদেবতাতিথিপূজনম্ ।
 করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে ন চ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্
 লোলুপা হৃদদেহাশ্চ বহ্নিরাদনতৎপরাঃ ।
 বহুপ্রজাগ্নভাগ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিঃ ॥ ২৮

হইবে। কলিতে স্ত্রীগণ স্বেচ্ছারিণী ও বিলা-
 সিনী হইবে। উহারা অস্তায়লক বিস্তে এবং
 অপর পুরুষে সতত স্পৃহা করিবে। হে
 দ্বিজগণ! মানব প্রার্থিত হইয়াও অর্কপল
 মাত্রও স্বার্থহানি স্বীকার করিবে না। সক-
 লেরই চিত্ত পৌরুষ গর্বে সমন্বিত হইবে।
 হৃদ্য দান পর্যন্তই গাভীগণের আদর করিবে।
 প্রজারা অনেকেই অনাবৃষ্টি ও ক্ষুধা-ভুষ্ণার
 ভয়ে কাতরচিত্তে গমনবিলোকন-পরায়ণ
 হইবে। অনেক মানব মূল পত্র ও কলাদি
 দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। অনেকে
 আত্মহত্যা করিবে। অতিবৃষ্টিবশেও পীড়িত
 হইবে। সতত হৃর্তিক ঘটিবে। রক্ষক
 থাকিবে না। কলতঃ তদানীন্তন মানবগণের
 প্রমাদবশে সকলমুখই ব্যাহত হইয়া পড়িবে।
 কলিকালে মানবেরা স্নান না করিয়াই
 ভোজন করিবে। অগ্নি, দেবতা বা অতিথি-
 পূজা করিবে না এবং পিণ্ডোদকক্রিয়াও
 করিবে না। এইকালে স্ত্রীলোকেরা লোলুপ,
 হৃদদেহ, বহু অন্নভোজী, বহুপ্রজা ও অন্ন

উভাভ্যামথ পাণিত্যাং শিরঃকণ্ঠয়নঃ দ্বিঃ ।
 কুর্ষতো গুরুভর্তৃণামাত্রাং তেৎস্তুত্যানাবৃত্তাঃ
 স্বপোষণপরাঃ ক্রুদ্ধা দেহসংস্কারবর্জিতাঃ ।
 পুরুষানৃতভাষিণ্যো ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিঃ ॥ ৩০
 হুঃশীলা হৃষ্টশীলেষু কুর্ষতাঃ সততঃ স্পৃহাম্ ।
 অসদ্বৃত্তা গবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৩১
 বেদাদানং করিষ্যন্তি বড়বাশ্চ তথারতাঃ ।
 গৃহহাশ্চ ন হোষ্যন্তি ন দাস্তন্ত্যচিঁতান্তপি ॥
 ভবেয়ূর্বনবাসা বৈ গ্রাম্যাহারপরিগ্রহাঃ ।
 ভিক্ষবশ্চাপি পুত্রা হি শ্নেহসম্বন্ধযন্তকাঃ ॥ ৩৩
 অরক্ষিতারো হর্ভারঃ শুকব্যাজেন পার্শ্বিবাঃ ।
 হারিণো জনবিস্তানাং সম্প্রাপ্তে চ কলৌ যুগে
 যো যোহধ্বরথনাগাঢ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি ।
 যশ্চ যশ্চাবলঃ সর্বঃ স স ভূত্যাঃ কলৌ যুগে ॥
 বৈশ্ণাঃ কৃষিবণিজ্যাদি সন্ত্যজ্য নিজকর্ম্ম যৎ ।

ভাগ্যসম্পন্ন হইবে। তাহারা উভয় পাণি
 দ্বারা মস্তক কণ্ঠয়ন করিবে এবং অবগুঠন
 ফেলিয়া গুরু ও পতি প্রভৃতির আজ্ঞা লঙ্ঘন
 করিবে। কলির স্ত্রীলোকেরা আত্মপোষণে
 তৎপর হইবে। ক্রুদ্ধ হইবে এবং দেহ-
 সংস্কারে উদাস্ত করিবে। তাহারা নিষ্ঠুর
 এবং অসত্য কথা কহিবে। হুঃশীল হইয়া
 হৃষ্টচরিত্র লোকদিগের প্রতি সতত স্পৃহাবতী
 হইবে। কুলাঙ্গনারা পুরুষের প্রতি সখ্যব-
 হার করিবে না। অত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা
 বেদ গ্রহণ করিবে না। গৃহস্থেরা হোম, বা দান
 করিবে না এবং অবশ্য দেয় বিষয়েও উদাস্ত
 করিবে। এইকালে ভিক্ষুকগণ গ্রামোচিত
 আহার ও বিহারসামগ্রী লইয়া বনবাসী
 হইবে। পুত্র সকল শ্নেহসম্বন্ধের যত্নস্বরূপ
 হইবে। এই কালের রাজগণ রক্ষক না
 হইয়া ভক্ষক হইবে। শুকচ্ছলে প্রজাপীড়ন
 করিবে। কখন বা প্রকাণ্ডেই প্রজার ধন
 হরণ লইবে। ২০—৩৪। অথ, রথ ও হস্তী
 যাহার যাহার থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তিই
 রাজা হইবে। আর প্রজাগণের মধ্যে যে যে
 ব্যক্তি হুঃশীল, সেই সেই ব্যক্তি ভূত্বরূপে

শুভ্রবৃত্তা ভবিষ্যন্তি কারুকার্যোপজীবিনঃ ॥৩৬
 তৈক্যব্রতান্তথা শূদ্রাঃ প্রব্রজ্যানিদ্দিনোহধমাঃ
 পাষণ্ডসংক্রায়াঃ বৃত্তিমাশ্রয়িষ্যন্ত্যসংস্কৃতাঃ ॥ ৩৭
 তুর্ভিক্ষকরশীড়াভিরতীবোপদ্রতা জনাঃ ।
 গোধুমারঘবান্নাদ্যন্ দেশান্ যান্তস্তি হুঃখিতাঃ
 বেদমার্গে প্রলীনে চ পাষণ্ডাঢ্য ততো জনৈ ।
 অধর্মবৃত্ত্যা লোকানামল্লমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
 অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যামানেষু বৈ তপঃ ।
 নরেষু নৃপদোষেণ বালয়তুর্ভবিষ্যতি ॥ ৪০
 ভবিষ্যী যোষিতাঃ স্মৃতিঃ পঞ্চষট্শতবার্ষিকী ।
 নবাষ্টদশবর্ষাণাং মনুষ্যাণাং তথা কলৌ ॥ ৪১
 পলিতোদগমশ্চ ভবিতা তদা দ্বাদশবার্ষিকঃ ।
 ন জীবিষ্যতি বৈ কশ্চিৎকলৌ বর্ষাণি বিংশতিম্
 অল্পপ্রজা বৃথালিঙ্গা দুষ্টান্তঃকরণাঃ কলৌ ।

পরিণত হইবে একালে বৈশ্বগণ কৃষি-
 বাণিজ্যাদি স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া
 শুভ্রবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কারুকার্য্যাদি দ্বারা
 জীবিকাযাপন করিবে। শূদ্রগণ তৈক্যব্রত
 গ্রহণ করিবে। অধমেরা প্রব্রজ্যাচিহ্ন ধারণ
 করিবে এবং লোক সকল অসংস্কৃত হইয়া
 পাষণ্ডী বৃত্তি আশ্রয় করিবে। জনগণ
 তুর্ভিক্ষ, অতিরিক্ত রাজস্ব ও বিবিধ ব্যাধি
 দ্বারা একান্ত উপদ্রুত হইয়া হুঃখিতচিত্তে
 গোধুমার ও ঘনান্ন-সম্পন্ন দেশ-দেশান্তর
 উদ্দেশে প্রয়াণ করিবে। বেদমার্গ বিলীন
 হইয়া যাইবে। লোক সকল পাষণ্ডধর্ম্মের
 আশ্রয় লইবে। অধর্ম্মের আধিক্যে লোক
 সকল অন্নায়ু হইয়া পড়িবে। নরগণ অশা-
 ন্ত্রীয় ঘোর তপস্তায় নিরত হইবে, এবং
 রাজগণের শাসনদোষ ঘটিবে, তাহাতে লোক
 সকল অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।
 পাঁচ ছয় বা সাত বৎসর বয়সেই রম-
 নীরা সন্তান প্রসব করিবে। আট নয় বা
 দশ বৎসর বয়সেই পুরুষেরা সন্তানোৎ-
 পাদনে সক্ষম হইবে। দ্বাদশবর্ষ বয়সেই
 মানব বুদ্ধদশা প্রাপ্ত হইবে; বিংশ বর্ষের
 অধিককাল কেহই জীবিত থাকিবে না।

যতন্ততো বিনশ্যন্তি কালেনান্নেন মানবাঃ ॥৪৩
 যদা যদা হি পাষণ্ডবৃত্তিরনুপল্যতে ।
 তদা তদা কলৈর্বুদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৪
 যদা যদা সতাঃ হানির্বেদমার্গানুসারিণাম্ ।
 তদা তদা কলৈর্বুদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৫
 প্রারম্ভাশ্চাবসীদন্তি যদা ধর্ম্মকৃতাঃ নৃণাম্ ।
 তদানুমেয়ং প্রাধান্তং কলৈর্বিপ্রা বিচক্ষণৈঃ ॥৪৬
 যদা যদা ন যজ্ঞানামীশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 ইজ্যতে পুরুষৈর্ঘৈজ্যন্তদা জ্যেয়ং কলৈর্বলম্ ॥৪৭
 ন ত্রীতির্বেদবাদেযু পাষণ্ডেষু যদা রতিঃ ।
 কলৈর্বুদ্ধিস্তদা প্রাজ্ঞৈরনুমেয়া দ্বিজোত্তমাঃ ॥৪৮
 কলৌ জগৎপতিং বিষ্ণুং সর্ক্সশৃষ্টারমীশ্বরম্ ।
 নার্ক্যমিষ্যন্তি ভো বিপ্রাঃ পাষণ্ডোপহতানরাঃ
 কিং দেবৈঃ কিং দ্বিজৈর্বেদৈঃ কিং শৌচেনা-
 ব্রুজন্মনা ।

ইত্যেবং প্রলপিষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতানরাঃ ॥৫০

কলিতে মানবগণ অল্পবুদ্ধি, বৃথা চিহ্নধারী ও
 দুষ্টান্তঃকরণ হইবে; সেই জন্তই অল্প-
 কালে বিনাশ লাভ করিবে। যখন যখন
 পাষণ্ড বৃত্তির প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইবে, তখন
 তখনই বিচক্ষণ জনগণ কলির বুদ্ধি অনু-
 মান করিবেন। ধার্ম্মিকদিগের প্রারম্ভ
 কর্ম্ম সকল যখন বিলম্বদ্বারা অবসন্ন হইবে,
 হে বিপ্রগণ! বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সেই সম-
 য়েই কলির বুদ্ধি অনুমান করা কর্তব্য।
 যখন যখন বেদপথানুগামী সজ্জনগণের
 হানি ঘটিবে, তখন তখনই বিজ্ঞজনেরা
 কলির বুদ্ধি অনুমান করিবেন। যখন
 যজ্ঞেশ্বর পুরুষোত্তম যজ্ঞ দ্বারা
 অর্চিত হইবেন না, তখনই বিজ্ঞ ব্যক্তি
 কলির বল বুঝিবেন। হে দ্বিজোত্তমগণ!
 যখন বেদবাক্যে লোকের শ্রদ্ধা থাকিবে না,
 পরন্তু পাষণ্ডধর্ম্মেই অমুরাগ জন্মিবে;
 ধীমান্ জনগণ তখনই কলির বুদ্ধি অনুমান
 করিবেন। কলিকালে পাষণ্ড-মতে দুর্ভিত-
 চিত্ত নরগণ সর্ক্সশৃষ্টা, জগৎপতি, ঈশ্বর বিষ্ণুর
 অর্চনা করিবে না। “দেবতা, বিজ্ঞ ও বেদ

অন্নপূর্ণাশ্রমঃ পঞ্চভূতঃ স্বল্পঃ শস্ত্রকলঃ তথা ।
 কলঃ তথান্নসারকঃ বিপ্রাঃ প্রাপ্তে কলৌ যুগে
 জাহ্নুপ্রায়াণি বজ্রাণি শমীপ্রায়া মহীকহাঃ ।
 শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥৫২
 অগ্নুপ্রায়াণি ধাত্তানি আজপ্রায়ঃ তথা পয়ঃ ।
 ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে ঔষীরকান্নুলেপম্ ॥৫৩
 বজ্রবস্তুরভূষিষ্ঠা গুরুবশ্চ নৃণাং কলৌ ।
 শালাদ্যাহারিভাষ্যাশ্চ স্নুহদো মুনিসত্তমাঃ ॥৫৪
 কস্তমাতা পিতা কস্ত যদা কৰ্ম্মাশ্রয়কঃ পুমান্ ।
 ইতি চোদাহরিষ্যন্তি বস্তুরান্নুলেপম্ নরাঃ ॥ ৫৫
 বাহনঃ কায়জৈর্দোষৈঃ ভিত্তাঃ পুনঃপুনঃ ।
 নরাঃ পাপান্তরুদিনং করিষ্যন্তান্নমেধসঃ ॥ ৫৬
 নিঃসত্যান্নামশৌচানাং নিত্বীকানাং তথা দ্বিজাঃ
 যদ্যদুঃখায় তৎসৰ্বং কলিকালে ভবিষ্যতি ॥৫৭

এ সকলে কি প্রয়োজন? জনদ্বারা শোঁচেই বা কি প্রয়োজন? হে বিপ্রগণ! কলিকালে মেঘবৃন্দ অন্नावর্ষণ করিবে, শস্ত্রও অত্যল্প পরিমাণেই জন্মিবে; কলসকলও অল্প সারযুক্ত হইবে।—৫১। কলিযুগে বজ্র-সকল জাহ্নুপ্রমাণ, মহীকহগণ শমীপ্রায়, ও বর্ণসকল শূদ্রবহুল হইবে। কলিকালে ধাত্ত-সমূহ অগ্নুপ্রায়হইবে, অজাহ্নুই বহুলরূপে পাওয়া যাইবে, আর ঔষীরজাত অন্নুলেপনই সমধিক ব্যবহৃত হইবে। কলিকালে নর-গণের বজ্র বস্তুরাদিই বহুলরূপে গুরুবৎ সম্মান লাভ করিবে। গৃহকাৰ্য্য সাধনার্থ সংগৃহীত রমণী-মাত্রেই ভাৰ্য্যা এবং স্নুহদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। হে মুনিসত্তম-গণ, কলিকালে নরগণ বস্তুরের অন্নগত থাকিয়া “পুরুষ কৰ্ম্মবলেই জন্মিয়া থাকে; স্নুতরাং কে কাহার মাতা, কে বা কার পিতা” এইরূপ উক্তি করিবে। অন্নবুদ্ধি জনগণ কায়-মনোবাক্য-জনিত দোষে পুনঃপুনঃ অভিভূত হইবে, পাপাচরণই করিবে। হে দ্বিজগণ! কলিকালে লোকলকল সত্যহীন অশুচি ও নিলজ্জ হইবে। যাহা যাহা পরিশ্রমে কষ্টজনক, সেই সকল আচরণই করিবে।

নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারে স্বধায়াহাবিবর্জিতে ।
 তদা প্রবিয়নো বিপ্রঃ কশ্চিল্লোকে ভবিষ্যতি ॥
 তজ্জালেনৈব কালেন পুণ্যকৃত্তমমুত্তমম্ ।
 কৰোতি যঃ কৃতযুগে ক্রিয়তে তপসা হি যঃ ॥
 মুনয় উচুঃ ।
 কস্মিনকালেহল্লকে ধর্ম্মো দদাতি স্মৃৎশাকলম্
 বক্তুমহন্তশেষেণ জ্যোতুং বাহ্মা প্রবর্ততে ॥ ৬০
 ব্যাস উবাচ ।

ধন্তে কলৌ ভবেদ্বিপ্রাস্তল্লক্রেতৈশ্বহংকলম্ ।
 তথা ভবেতাং স্ত্রীশূদ্রৌ ধন্তৌ চান্তমিবোধত ॥
 যৎকৃতে দশ ভিবর্ষেস্তেতায়াঃ হায়নেন তৎ
 দ্বাপরে তচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎ কলৌ ॥
 তপসো ব্রহ্মচর্যাশ্চ জপাদেচ কলঃ দ্বিজাঃ ।
 প্রাপ্নোতি পুরুষস্তেন কলৌ সাক্ষিতি ভাষিতুম্
 ধ্যানকৃতে যজন্ যজ্ঞেস্তেতায়াঃ দ্বাপরেহর্চয়ন্
 যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীৰ্ত্ত্য কেশবম্

স্বাধ্যায়, বষট্কার, স্বধা, স্বাহা প্রভৃতি লুপ্ত হইবে, বিপ্লব ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে না। সত্যকালে স্মৃদীর্ঘ তপস্তা দ্বারা যে কল হয়, কলিতে অল্পকালেই তাদৃশ কল লাভ হইবে। ৫২—৫৩। মুনীগণ কহিলেন,—হে ব্যাস! অল্পমাত্র ধর্ম্মও কোন্ সময়ে মহা কলপ্রদ হইবে, বিস্তরপূর্বক তাহা বলুন; আমাদের উহা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ব্যাস বলিলেন,—ধন্ত কলিকালে অল্প ক্রমেই মহা কললাভ হইবে। হে বিপ্রগণ! ঐ সময়ে স্ত্রী-শূদ্রেরাও ধন্ত হইবে। আরও শুনুন;—সত্যযুগে দশ বর্ষে, ত্রেতাযুগে এক বৎসরে ও দ্বাপরে এক মাসে যে কল হয়, কলিকালে অহোরাত্রেই তাদৃশ কল প্রাপ্তি ঘটে। হে দ্বিজগণ! কলিকালে পুরুষেরা তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য ও জপাদি কাৰ্য্যের বিশিষ্ট কল লাভ করিয়া থাকে। সত্য-যুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চনা করিলে যে কল লাভ হয়, কলিতে কেশবের সংকীৰ্ত্তনেই সেই কল পাওয়া

ধর্মোৎকর্ষমতীবাঙ্ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কলৌ ।
 অগ্নায়াসেন ধর্মজ্ঞাস্তেন তুষ্টিহস্যাহঃ কলৌ ॥
 ব্রতচর্যাপরৈর্গ্ৰাহ্য বেদাঃ পূর্বঃ দ্বিজাতিভিঃ
 ততস্ত ধর্মসম্প্রাপ্তৈর্গৃহ্যৈঃ বিধিবদ্ধনৈঃ ॥ ৬৬
 বৃথা কথা বৃথা ভোজ্যঃ বৃথা স্বধ্বং দ্বিজসম্মা ।
 পতনায় তথা ভাব্যং তৈস্ত সংযতিভিঃ সহ ॥ ৬৭
 অসম্যক্করণে দোষান্তেষাং সর্বেষু বস্তু ।
 ভোজ্যপেয়াদিকৈর্ধ্বায়েচ্ছাপ্রাপ্তিকরং দ্বিজাঃ
 পারতন্ত্র্যাৎ সমস্তেষু তেষাং কার্যেষু বৈ ততঃ
 লোকান ক্রেশেন মহতা যজন্তি বিনয়াবিতাঃ ॥
 দ্বিজশুদ্ধিগণেনৈব পাকযজ্ঞাধিকারবান্ ।
 নিজঃ জয়ন্তি বৈ লোকঃ শূদ্রো ধনতরস্ততঃ ॥
 ভক্ষ্যভক্ষ্যেযু নাভ্যন্তি যেষাং পাপেষু বা
 যতঃ ।
 নিয়মো মুনিশার্দ্দূলাস্তেনাসৌ সাধিতীরিতম্ ॥

যায় । হে ধর্মজ্ঞগণ ! কলিকালে লোক
 সকল অগ্নায়াসেই ধর্মোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় ;
 এই নিমিত্তই আমি কলিকালের প্রতি
 সমধিক সন্তুষ্ট । ব্রাহ্মণগণের প্রথমত ব্রহ্ম-
 চর্যাপরায়ণ হইয়া বেদ অভ্যাস করা
 কর্তব্য । পরে ধর্ম লাভার্থ ধন দ্বারা যথা-
 বিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয় । বৃথা বাক্যা-
 লাপ, বৃথা ভোজন, বৃথা ধন-ব্যয়, এই
 সকল পতনেরই কারণ । ইন্দ্রিয়সংযম
 সহকারে ঐ সকল কার্য সম্যক্ অনুষ্ঠান
 করিতে না পারিলে নানা দোষ ঘটে ।
 ভোজ্য পেয়াদি সর্ব বস্তুই ইচ্ছানুরূপ পাওয়া
 যায় না ; পরতন্ত্রতা বশতঃ লোক সকল
 মহাক্রেশেই কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান
 করে । কলিতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও
 এই সকল ক্রেশ অনিবার্য ; কিন্তু শূদ্রেরা
 দ্বিজশুদ্ধিয়ার কলেই পাকযজ্ঞাধিকারী
 হয় বলিয়া লোক সকল জয় করিতে পারে ;
 সুতরাং কলিতে উহারাই ধন্য । উহা-
 দিগের খাদ্যাখাদ্য পাপ-পুণ্যাদি বিষয়ে
 বিশেষ কোন নিয়ম না থাকায় উহাদিগকে
 সাধু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি । ৬৮ মনিশার্দ্দল-

স্বধর্মস্থাবিরোধেন নরৈর্লভ্যঃ ধনং সদা ।
 প্রতিপাদনীয়ং পাত্রেষু যষ্টব্যঞ্চ যথাবিধি ॥ ৭২
 তস্মার্কজনে মহান ক্রেশঃ পালনেন দ্বিজোক্তমাঃ
 তথা সন্ধিনিয়োগায় বিজ্ঞেয়ং গহনং নৃণাম্ ॥ ৭৩
 এভিরন্তৈস্তথা ক্রেশৈঃ পুরুষা দ্বিজসম্মাঃ ।
 নিজান্ জয়ন্তি বৈ লোকান প্রাজাপত্যাদিকান্
 ক্রমাৎ ॥ ৭৪
 যোষিচ্ছুদ্ধিগণান্তর্ভূঃ কর্মণা মনসা গিরা ।
 এতদ্বিষয়মাপ্নোতি তৎসালোক্যং যতো দ্বিজাঃ
 নাতিক্রেশেন মহতা তানৈব পুরুষো যথা ।
 তৃতীয়ং ব্যাহতং তেন ময়া সাধিতি যোষিতঃ
 এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা যন্নিমিত্তমিহাগতাঃ ।
 তৎপৃচ্ছধ্বং যথাকামমহং বক্ষ্যামি বঃ স্মৃটম্ ॥ ৭৭
 অগ্নেনৈব প্রযত্নেন ধর্মঃ সিধ্যতি বৈ কলৌ ।
 নরৈরাশ্বশৃণাভ্যোভিঃ কালিতাখিলকিম্বিধৈঃ ॥
 শূদ্রেণচ দ্বিজশুদ্ধিযাতৎপরৈর্মুনিসম্মাঃ ।

গণ ! নরগণের পক্ষে স্বধর্মের অবিরোধে
 ধনোপার্জনপূর্বক সৎপাত্রে দান ও যথাবিধি
 যাগ করা কর্তব্য । ৬০—৭২ । কিন্তু সেই
 ধনার্কজন বিষয়ে মহাক্রেশ ভোগ করিতে হয় ।
 সেই ক্রেশার্জিত ধনের সৎপাত্রে বিনিয়োগ
 অতীব কঠিন । হে দ্বিজসম্মগণ ! মানবেরা
 এ সমস্ত এবং আরও নানাবিধ ক্রেশ ভোগ
 করিয়া ইহলোক এবং প্রাজাপত্যাদি লোক
 যথাক্রমে জয় করিতে পারে । রমণীগণ
 কায়মনোবাক্যে পতিশুদ্ধিয়ার দ্বারা এই
 সকল কল এবং পতিসালোক্য প্রাপ্ত
 হয় । পুরুষদিগের যেমন মহাক্রেশ
 করিতে হয়, নারীজনের পক্ষে ওাদৃশ
 ক্রেশের প্রয়োজন না থাকায় আমি উহা-
 দিগকেও সাধু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি ।
 হে বিপ্রগণ ! আপনারা যে প্রথা করিয়া-
 ছিলেন, তাহা এই কহিলাম । অপর যদি
 কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকে—বলুন, তাহারও স্পষ্ট
 উত্তর করিতেছি । কলিকালে নরগণ স্বীয়
 গুণরূপ জল দ্বারা অখিল পাপকালন-
 পর্বক অগ্নি প্রযত্নেই ধর্ম সাধনে সক্ষম

তথা স্ত্রীতিরনায়াসাৎ পতিশুশ্রুষ্যৈব হি ॥ ৭৯
ততঃস্তুতয়মপ্যেতন্মম ধন্যতমং মতম্ ।
ধর্মসংরাধনে ক্রেশো দ্বিজাতীনাং কৃতাঙ্গিণী ॥
তথা স্বল্পেন তপসা সিদ্ধিং যাস্তাস্তি মানবাঃ ।
ধন্য ধর্মকরিস্যস্তি যুগান্তে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৮১
ভবন্তির্যদভিপ্রেতং তদেতৎ কথিতং ময়া ।
অপৃষ্টেনাপি ধর্মজাঃ কিমন্তু ক্রিয়তাং দ্বিজাঃ ॥

ইতি শ্রীরাঙ্গে ভবিষ্যকথনং নামত্রিংশ-
দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৯ ॥

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

আসন্নং বিপ্রকৃষ্টং বা যদি কালঃ ন বিদ্যুহে ।
ততো দ্বাপরবিধ্বংসং যুগান্তং স্পৃহয়ামহে ॥ ১
প্রাপ্তা বয়ং হি তৎকালমনয়া ধর্মভক্যা ।

হয় । হে মুনিসত্তমগণ ! শূদ্রেণাও দ্বিজ-
শ্রমফলে এবং রমণীরা পতিশুশ্রুষা
দ্বারা অনায়াসেই অভিলষিত ধর্ম লাভ
করে ; এই জন্তই ইহাদিগকে আমি ধন্য-
তম বলিয়া নির্দেশ করি । সত্যাদি যুগে
দ্বিজাতিগণের ধর্ম সাধনে সমধিক ক্রেশ
হইয়া থাকে ; কিন্তু কলিকালে অল্প তপস্বী
দ্বারাই . উহারা ধর্মফলভাগী হয় । হে
মুনিসত্তমগণ ! এই নিমিত্তই কলিকাল ধন্য ।
হে ধর্মজ্ঞ দ্বিজগণ ! আপনারা জিজ্ঞাসা না
করিলেও আপনাদিগের অভিপ্রেত এই
কলিকথা কীর্তন করিলাম, আপনাদিগের আর
কি জিজ্ঞাস্ত আছে, বলুন ? ॥ ৭৩—৮২ ॥

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন—কালিকাল সন্নিহিত
কি দূরবর্তী তাহা জানিতে না পারিয়া আমরা
দ্বাপর যুগের নাশ এবং কলিযুগের প্রকাশ

আদিত্যায় পরং ধর্ম্যং সুখমল্লেন কর্মণা ॥ ২
সত্বাসোদেগজননং যুগান্তং সমুপস্থিতম্ ।
প্রনষ্টধর্ম্যং ধর্মজ্ঞ নিমিত্তৈর্বক্তুমহসি ॥ ৩
ব্যাস উবাচ ।

অরক্ষিতারো হর্ভারো বলিভাগস্ত পার্থিবাঃ ।
যুগান্তে প্রভবিষ্যস্তি স্বরক্ষণপরায়ণাঃ ॥ ৪
অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিপ্রাঃ শূদ্রোপজীবিনঃ
শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচার্য ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৫
শ্রোত্রিয়াঃ কাণ্ডপৃষ্ঠাশ্চ নিকর্ম্মাণি হবীংষি চ ।
একপঙক্ত্যামশিষ্যন্তি যুগান্তে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৬
অশিষ্টবস্তোহর্থপরা নর । মত্লামিষপ্রিয়াঃ ।
মিত্রভাৰ্যাঃ ভজিষ্যন্তি যুগান্তে পুরুষাধমাঃ ॥
রাজবৃত্তিহিতাশ্চৌরা রাজানশ্চৌরনীলিনঃ ।
ভৃত্য হনির্দিষ্টভূজো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৮
ধনানি শ্লাঘনীয়ানি সতাং বৃদ্ধমপূজিতম্ ।
অকুৎসনা চ পতিতে ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৯

কামনা করিয়াছিলাম । ধর্মভক্যাবশে এই-
ক্ষণ সেই কাল প্রাপ্ত হইয়াছি । এইক্ষণে
অল্প কর্ম্মদ্বারাই পরম ধর্ম লাভ করিতে
পারিব । হে ধর্মজ্ঞ ! কি কি লক্ষণে ত্র্যয়ো-
দেগজনক ধর্মহীন যুগান্ত কলিকালের উপ-
স্থিতি জানিতে পারা যায়, আপনি তাহা
বলুন । ব্যাস কহিলেন,—কলিকালে নৃপতি-
গণ কর গ্রহণ করিবেন বটে, আত্মরক্ষায়ও
তাঁহারা তৎপর থাকিবেন ; কিন্তু প্রজাগণের
রক্ষা করিবেন না । তখন রাজারা অক্ষত্রিয়,
ব্রাহ্মণেরা শূদ্রোপজীবী এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণা-
চারসম্পন্ন হইবে । শ্রোত্রিয়গণ যুদ্ধজীবী
হইবে । হবিঃসমূহ অকার্য্যেই ব্যয়িত হইবে ;
সকলেই এক পংক্তিতে ভোজন করিবে ।
হে মুনিসত্তমগণ ! তখন অশিষ্ট জনেরা
অর্থশালী এবং নরগণ মতাদির প্রিয় হইবে ।
পুরুষাধমেরা মিত্রপত্নীতেও অতুরক্ত হইয়া
পড়িবে । চৌর সকল রাজবৃত্তি অবলম্বন
করিবে ; রাজারা চোরস্বভাব প্রাপ্ত হইবে ।
ভৃত্যেরা অনির্দিষ্ট ধনোপজীবী হইবে ।
ধনই তখন শ্লাঘার বিষয় হইবে ; সচ্চারিত্রতার

প্রনষ্টনাসাঃ পুরুষা মুক্তকেশা বিরূপিণঃ ।
উনষোড়শবর্ষাশ্চ প্রসোষ্যন্তি তথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০
অটশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ ।
প্রমদাঃ কেশশূলাশ্চ ভবিষ্যন্তি যুগন্ধয়ে ॥ ১১
সর্ষে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি দ্বিজা বাজসনেয়িকাঃ ।
শূভ্রাভা বাদিনশ্চৈব ব্রাহ্মণাশ্চান্তাবাসিনঃ ॥ ১২
শুক্লদন্তা জিতাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ ।
শূভ্রা ধর্ম্যঃ বদিষ্যন্তি শাঠ্যবুদ্ধোপজীবিনঃ ॥ ১৩
ঋপদপ্রচুরকৃষ্ণ গবাক্ষৈব পরিষ্কয়ঃ ।
সাধুনাং পরিবৃতিশ্চ বিদ্যাশাস্ত্রগতে যুগে ॥ ১৪
অন্ত্য্য মধ্যে নিবৎস্ত্যস্তি মধ্যাশ্চান্তনিবাসিনঃ ।
নিহীকাস্চ প্রজাঃ সর্ষা নষ্টান্তত্র যুগন্ধয়ে ॥ ১৫
তপোযজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজোত্তমাঃ ।
ঋতবো বিপরীতাশ্চ ভবিষ্যন্তি যুগন্ধয়ে ॥ ১৬
তথা দ্বিহায়না দম্যাঃ কলৌ লাজ্জলধারিণঃ

প্রশংসা থাকিবে না। পতিত ব্যক্তিকেও
কেহ নিন্দা করিবে না। জনগণ কদর্য
নানিকাম্পন্ন মুক্তকেশ এবং বিরূতাকার
হইবে। রমণীরা ষোড়শ বর্ষে অনধিক
কালেই সন্তান প্রসব করিবে। ১—১০।
কলিকালে জনপদের অট্টালিকা সকলই শূল
স্বরূপ, চতুষ্পথে শিবমূর্তিই শূলস্বরূপ এবং
প্রমদাজনগণের কেশকলাপই শূলস্বরূপ
হইবে। সকলেই ব্রহ্ম ভবের আলোচনা
করিবে। দ্বিজগণ বাজসনেয়ী কথারুসারী
হইবে। শূভ্র সদৃশ হীন জনেরাই বক্তা এবং
ব্রাহ্মণগণ নীচজনসেবী হইবে। তখন শূদ্রেরা
শঠতাঘারা জীবিকানির্বাহোদ্যোগে শুক্লদন্ত,
মুণ্ডিতমুণ্ড ও গৈরিকবসনধারী হইয়া আপনা-
দিগের জিতেন্দ্রিয়তা প্রখ্যাপনপূর্বক ধর্মো-
পদেশ করিবেন। কলিযুগে ঋপদের বুদ্ধি,
গোগণের ক্ষয় এবং সাধুদিগের বৃত্তিবিপর্যয়
ঘটিবে। অন্ত্য্যজনেরা মধ্যে এবং মধ্য জনেরা
অন্ত্য্য নিবাস করিবে। প্রজাসকল নির্লজ্জ ও
ছুরাচার হইবে। তপস্যা ও যজ্ঞাদির কল
বিক্রয় করিবে। কলিকালে ঋতুসকল বিপরীত
ভাবে ধারণ করিবে। হু-বৎসরবয়স্ক গো

চিত্রবীৰ্য্য চ পর্জন্তো যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি ॥ ১৭
সর্ষে শূরকুলে জাতাঃ ক্ষমানাথা ভবন্তি হি ।
যথা নিম্নাঃ প্রজাঃ সর্ষা ভবিষ্যন্তি যুগন্ধয়ে ॥ ১৮।
পিতৃদেয়ানি দত্তানি ভবিষ্যন্তি তথা সূতাঃ ।
ন চ ধর্ম্যঃ চরিষ্যন্তি মানবা নির্গতে যুগে ॥ ১৯
উষরাবহলা ভূমিঃ পশ্চানন্তস্করাবৃতাঃ ।
সর্ষে বাণিজ্যিকাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি যুগন্ধয়ে ॥ ২০
পিতৃদায়াদদত্তানি বি ভজন্তি তথা সূতাঃ ।
হরণে যত্নবন্তোহপি লোভাদিভির্বিরোধিনঃ ॥ ২১
সৌকুমার্যে তথা রূপে রত্রে চোগন্ধয়ং গতে ।
ভবিষ্যন্তি যুগান্তান্তে নার্যাঃ কেশৈরলঙ্কৃতাঃ ॥
নিবার্য্যস্ত রতিস্তত্র গৃহস্থস্ত ভবিষ্যতি ।
যুগান্তে সমন্তপ্রাপ্তে নাত্যা ভার্য্যাসমা রতিঃ ॥
কুশীলানার্য্যভূয়িষ্ঠা বৃথারূপসমধিতাঃ ।
পুরুষান্নঃ বহ্নীকঃ তদুগাস্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ২৪
বহ্ন্যাচনকো লোকো ন দাস্ততি পরস্পরম্ ।

সকল লাজ্জলকর্ষণে নিযুক্ত হইবে। মেঘ
সকলও কচিদধিক কচিদল্প এইরূপ বিচিত্র
বর্ষণকারী হইবে। শূরকুলজাত নরগণও
নিম্নশ্রেণীর ভ্রায় নিতান্ত নিস্তেজ হইবে।
পুত্রেরা পিতৃদেয় বা পিতৃদত্ত বিষয় সকল
আত্মসাৎ করিবে। কোন মানবই তখন
ধর্ম্যাচরণ করিবে না। ভূমি অনুর্কর, পথ
সকল তক্ষরাক্রান্ত এবং জনগণ বাণিজ্যব্যব-
সায়ী হইবে। ১১—২০। পুত্রগণ লোভবশে
পৈতৃকধন অপহরণ-লালসে যথাযথ বিভাগ
না করিয়া পরস্পর বিবাদ করিবে। রমণীরা
সৌকুমার্য্য-সৌন্দর্য্য এবং আভরণের অভাবে
কেবলমাত্র কেশদ্বারাই অলঙ্কৃত হইবে।
কলিযুগে নিব্বীৰ্য্য গৃহস্থদিগের তাদৃশ স্ত্রী-
জনেই প্রীতি জন্মিবে। ভার্য্যাসম প্রীতিকর
আর কিছুই থাকিবে না। কলিকালে কুশীল
অনার্য্য ও বৃথারূপ-সমধিত ব্যক্তিই বহ্নরূপে
দৃষ্ট হইবে, পুরুষের সংখ্যা অল্প এবং রমণীর
সংখ্যা সমধিক হইবে, ইহাই যুগান্তের লক্ষণ।
লোক সকল অত্যন্ত যাচনশীল হইবে;
পরস্পর পরস্পরকে দান করিবে না।

রাজচৌরাগ্নিদণ্ডানাং তৈক্ষ্ণ্যং কথমুপৈষ্যতি ॥
 অফলানি চ শস্তানি তরুণা বৃদ্ধশীলিনঃ ।
 অশীলাঃ স্তুধিনো লোকে ভবিষ্যন্তি যুগকয়ে ॥
 বর্ষানু পুরুষা বাতা নৌরাঃ শর্করবর্ষিণঃ ।
 সান্দিগ্ধঃ পরলোকস্ত ভবিষ্যন্তি ন বান্ধবাঃ ॥ ২৮
 বৈজ্ঞা ইব চ রাজস্তা ধনধান্যোপজীবিনঃ ।
 যুগাপক্রমণে পূর্কঃ ভবিষ্যতি ন বান্ধবাঃ ॥ ২৮
 অপ্রকৃতাঃ প্রপশ্যন্তি সময়ঃ শপথাস্তথা ।
 ঋণং সর্বিনয়ভংগঃ যুগে কীণে ভবিষ্যতি ॥ ২৯
 ভবিষ্যত্যফলো হর্ষঃ ক্রোধস্ত সফলো নৃণাম্ ।
 অজ্ঞাশ্চাপি নিরোক্তস্তি পয়সোহর্থে যুগকয়ে
 অশাস্ত্রবিহিত্তো যজ্ঞ এবমেব ভবিষ্যতি ।
 অপ্রমাণং করিষ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৩১
 শাস্ত্রোক্তস্তাপ্রবক্তারো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।
 সর্কঃ সর্কঃ বিজ্ঞানাতি বৃদ্ধানল্পপসেব্য বৈ ॥ ৩২
 ন কশ্চিদকবিন্যাসঃ যুগান্তে সমুপস্থিতে ।
 নক্ষত্রাণি বিয়োগানি ন কৰ্ম্মহা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩৩

রাজা, চৌর অগ্নি ও শাসনের তীব্রতা হেতু
 লোক সকল ক্ষয় পাইবে। শস্ত সকল
 সারহীন হইবে। তরুণজনেরা বৃদ্ধবিশেষী,
 এবং দুশ্চরিত্র লোকেরা স্তুখী হইবে।
 বর্ষাকালে পুরুষ বায়ু প্রবাহিত হইবে। জল
 সকল শর্করমিশ্রিত হইবে এবং পরলোক
 সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান হইবে। রাজারা
 বৈজ্ঞানিকের স্তায় ধনধান্যোপজীবী হইবে;
 কেহ কাহারও হিতার্থী হইবে না। অনাদিষ্ট
 হইয়াও শপথ গ্রহণ এবং মন্তব্য প্রচার
 করিবে; ঋণ করিয়াও নজ হইবে না।
 লোকের হর্ষে কোন ফল হইবে না; কিন্তু
 সকলেরই ক্রোধ সফল হইবে। দুই
 লাতার্ঘ্য অজ্ঞাপোষণ করিবে। পণ্ডিতাভিমানী
 নরগণ প্রমাণহীন অশাস্ত্রীয় যজ্ঞ করিবে।
 শাস্ত্রোক্তি বিষয়ের উল্লেখ করিবে না। বৃদ্ধ
 সেবা না করিয়াই সকলে বিজ্ঞাভিমানী
 হইবে। কলিকালে কেহই অকঠিন থাকিবে
 না। নক্ষত্র সকলের চ্যুতি হইবে। দ্বিজাতি-

চৌরপ্রায়ান্ত রাজানো যুগান্তে সমুপস্থিতে ।
 কুণ্ডীবৃষা নৈকৃতিকাঃ সুরাপা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩৪
 অশ্বমেধেন যক্যস্তে যুগান্তে দ্বিজসন্তমাঃ ।
 যাজ্ঞযস্যস্ত্যাজ্যাস্ত তথাতক্যস্ত ভক্ষিণঃ ॥
 ব্রাহ্মণা ধনভূক্তাঃ যুগান্তে সমুপস্থিতে ।
 ভোঃ শকমভিধান্তি ন চ কশ্চিৎ পঠিষ্যতি ॥
 একশজ্ঞাস্তথা নার্যো গবেধুকপিনদ্ধকাঃ ।
 নক্ষত্রাণি বিবর্ণানি বিপরীতা দিশো দশ ॥ ৩৭
 সন্ধ্যারাগো বিদগ্ধাক্সো ভবিষ্যতি যুগকয়ে ।
 প্রেষয়ন্তি পিতৃনপুত্রা বধুঃ স্বস্ত্রঃ স্বকর্ম্মসু ॥ ৩৮
 যুগেষেবং নিবৎস্তন্তি প্রমদাস্ত নরাস্তথা ।
 অকৃত্যগ্রাণি ভোক্ত্যন্তি দ্বিজাষ্টচবাহতায়য়ঃ ॥
 ভিক্ষাং বলিমদস্তা চ ভোক্ত্যন্তি পুরুষাঃ শয়ম্ ।
 বঞ্চয়িত্বা পতীনসুপ্তান্গমিষ্যন্তি স্ত্রিয়োহন্ততঃ
 ন ব্যাধিতান্নাপ্যরূপান্নোক্ততান্নাপ্যন্থকান ।
 কৃতে ন প্রতিকর্তা চ যুগে কীণে ভবিষ্যতি ॥

গণ স্বকর্ম্মাছুষ্ঠান করিবে না। ২১—৩৩।
 কলিকালে রাজগণ চৌরপ্রায় এবং
 প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইবে। সুরাপায়ী ব্যক্তি
 ব্রহ্মবাদী হইবে; লোক অশ্বমেধ যজ্ঞের
 যাজ্ঞন করিবে এবং অযাজ্য যাজ্ঞনে বা
 অতক্য ভক্ষণে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইবে না।
 ব্রাহ্মণগণ ধনলোলুপ হইবে। সকলেই
 ‘ওহে’ বলিয়া সম্বোধন করিবে। কেহই
 শাস্ত্র পাঠ করিবে না। নারীগণ এক
 হস্তে শস্ত ধারণ করিবে। নক্ষত্রসকল
 বিবর্ণ হইবে। দশদিকু বিপরীত ভাব ধারণ
 করিবে। সন্ধ্যা শোভা বিকৃতাকার হইবে।
 পুত্রেরা পিতৃগণকে এবং বধুরা স্বস্ত্রদিগকে
 নানা কর্ম্মে নিয়োগ করিবে। নরনারীগণ
 অগ্নিতে হোম না করিয়া এবং পিতৃদেব-
 গণকে অগ্রভাগ না দিয়াই ভক্ষণ
 করিবে। ভিক্ষা বা ভূতবলি প্রদান করিবে
 না। নিদ্রিত পতিদিগকে বঞ্চনাপূর্ব্বক
 রমণীরা অন্ত্র গমন করিবে। ক্রম, রূপ-
 হীন, উদামশালী ও অসুখাবান জনগণের

মুনয় উচুঃ ।

এবং বিলম্বিতে ধর্ম্মে মানুষ্য করপীড়িতাঃ ।
কুত্র দেশে নিবন্তস্তি কিমাহারবিহারিণঃ ॥
কিং কৰ্ম্মাণঃ কিমীহন্তঃ কিং প্রমাণাঃ কিমায়ুষঃ ।
কাঞ্চ কাষ্ঠাঃ সমাসাদ্য প্রপন্তস্তি কৃতং যুগম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

অত উক্কং চ্যুতে ধর্ম্মে গুণহীনাঃ প্রজাস্তথা ।
শীলব্যসনমাসাদ্য প্রাপ্যন্তি হ্রাসমায়ুষঃ ॥ ৪৪
আয়ুর্হান্তা বলগানির্বলগান্তা বিবর্ণতা ।
বৈবর্ণ্যাদধ্যাদিসম্পীড়া নিবেদো ব্যাধিপীড়নাং
নিবেদাদাসম্বোধঃ সম্বোধাক্ষয়শীলতা ।
এবং গহা পরাং কাষ্ঠাং প্রপন্তস্তি কৃতং যুগম্
উদ্দেশতো ধর্ম্মশীলাঃ কেচিন্মধ্যস্থতাঃ গতাঃ ।
কিং ধর্ম্মশীলাঃ কেচিদ্ভু কেচিদত্র কুতুহলাঃ ॥ ৪৭
প্রত্যক্ষমহুমানঞ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চিতাঃ ।

কৃতকর্ম্মের প্রত্যাশারও করিবে না। মুনি-
গণ কহিলেন,—হে ব্যাস! ধর্ম্মের এইরূপ
বিভ্রমণা ঘটিলে করভার-পীড়িত নরগণ
কিরূপ আহার বিহার করিবে? কোন্ দেশেই
বা বাস করিবে? উহাদের কিরূপ কার্য?
কি প্রকার চেষ্টা? কত আয়ুঃ প্রমাণ,
এবং প্রমাণই বা কিরূপ? কোনদিকেই
বা সত্যযুগ অবস্থান করিবে? ৩৪—৪৩।
ব্যাস বলিলেন,—ধর্ম্ম বিচ্যুত হইলে,
পর গুণহীন প্রজাগণ দুশ্চরিত্রতাবশতঃ
নানারূপ ব্যসনগ্রস্ত হইয়া কীণায় হইবে।
আয়ুর হানিবশতঃ বলগানি, বলগানি
জন্ত বিবর্ণতা, বিবর্ণতা হইতে ব্যাধিপীড়া,
ব্যাধিপীড়া হইতে নির্বেদ, নির্বেদ হইতে
আত্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান হইতে ধর্ম্মানু-
রক্তি জন্মিবে। এই প্রকারে দুরবস্থার
চরমসীমা উপস্থিত হইলেই সত্যযুগ
আরম্ভ হইবে। কেহ কেহ মনে মনে
ধর্ম্মশীল, কেহ বা ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন, কেহ
অধর্ম্মশীল এবং অপর কোন কোনজন ধর্ম্ম
বিষয়ে কৌতুহলী হইবে। অনেকে প্রত্যক্ষ
অহুমানাদি দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব নিশ্চয়

অপ্রমাণঃ করিষ্যন্তি সৰ্ব্বমিত্যপরে জনাঃ ॥ ৪৮
নাস্তিক্যোপরতাশ্চাপি কেচিৎস্ববিলোপকাঃ ।
ভবিষ্যন্তি নরা যুতা দ্বিজাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৪৯
তদাহমাত্মজ্ঞেয়াঃ শাস্ত্রজ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ ।
নাস্তিক্যান্তে ভবিষ্যন্তি নরা জ্ঞানবিলোপিতাঃ ॥
তথা বিলুপ্তিতে ধর্ম্মে জনাঃ শ্রেষ্ঠপুরুষতাঃ ।
শুভান্ সমার্চয়িষ্যন্তি দানশীলপরায়ণাঃ ॥ ৫১
সর্বভক্ষাঃ স্বয়ংগুপ্তা নিয়ুগা নিরপত্রপাঃ ।
ভবিষ্যন্তি তদা লোকে তৎকষায়ন্ত লক্ষণম্ ॥
কষায়োপপ্লবে কালে জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রণাশনে ।
সিদ্ধিমল্লেন কালেন প্রাপ্যন্তি নিকৃপস্কৃতাঃ ॥ ৫৩
বিপ্রাণাং শাস্ত্রতীঃ বৃত্তিঃ যদা বর্ণাবরে জনাঃ ।
সংক্রিয়িষ্যন্তি ভো বিপ্রান্তৎকষায়ন্ত লক্ষণম্ ॥ ৫৪
মহায়ুদ্ধঃ মহাবর্ষঃ মহাবাতঃ মহাতপঃ ।
ভবিষ্যতি যুগে কীণে তৎকষায়ন্ত লক্ষণম্ ॥ ৫৫
বিপ্ররূপেণ যক্ষাংসি রাজানঃ কর্ণবেদিনঃ ।

করিবে। অপর জনগণ অপ্রমাণ বলিয়া
তদ্বিষয়ে উপেক্ষা দেখাইবে। পণ্ডিতাভি-
মানী যুত দ্বিজগণ নাস্তিক্য বুদ্ধিবশতঃ
ধর্ম্মের বিলোপ করিতে থাকিবে। শাস্ত্র-
জ্ঞান-হীন দাস্তিক অনেক ব্যক্তিই নির্কু-
চিত্রাবশতঃ বর্তমান কালমাত্রে শ্রদ্ধাবান
হইবে। ৪৪—৫০। ধর্ম্মের এইরূপ বিপর্যয়
ঘটিলে কতিপয় প্রধানজনের সহায়তায়
অনেকেই শুলীল ও দানপরায়ণ হইয়া শুভ
আচরণে রত হইবে। লোকসকল যখন
সর্বভক্ষ্য, স্বয়ংরক্ষিত, নির্দয় ও নির্লজ্জ
হইবে, সেইকাল কষায় বলিয়া উল্লিখিত
হইবে। কষায় বিপ্রাবিতকালে জ্ঞান-
নিষ্ঠা বিলুপ্ত হইবে; তখন যথাযোগ্য উপ-
চারের অভাবেও মানবেরা অল্পকালেই
সিদ্ধিলাভ করিবে। হে বিপ্রগণ! বিপ্র-
গণের চিরন্তনবৃত্তি হীনজনেরা আশ্রয়
করিবে, ইহাই কষায় কালের লক্ষণ। যখন
মহায়ুদ্ধ, মহাবর্ষ, মহাবাত ও মহা আতপ দেখা
যাইবে, তখনই কষায় কাল উপস্থিত বলিয়া
জানিবে! তখন বিপ্রজনেরা যক্ষবৎ

পৃথিবীমুপভোজ্যস্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ৫৬
 নিঃস্বাধ্যায়বঘট্কারাঃ কুনেতারোহভিমানিনঃ
 ক্রব্যাদা ব্রহ্মরূপেণ সর্বভক্ষ্য্য যুথাত্তাঃ ॥ ৫৭
 মূর্খাশার্খপরা লুকাঃ ক্ষুদ্রাঃ ক্ষুদ্রপরিচ্ছদাঃ ।
 ব্যবহারোপবৃত্তাশ্চ চ্যুতা ধর্ম্মাচ্চ শাস্ততাৎ ॥
 হর্ষারঃ পররত্নানাং পরদারপ্রধর্ষকাঃ ।
 কামাঙ্কানো হুরাঙ্কানঃ সোপধাঃ প্রিয়সাহসাঃ ॥
 তেষু প্রভবমানেষু জনেষপি চ সর্বণঃ ।
 অভাবিনো ভবিষ্যন্তি মুনয়ো বহুরূপিণঃ ॥ ৬০
 কলৌ যুগে সমুৎপন্নঃ প্রধানপুরুষাশ্চ যে ।
 কথাযোগেন তান্সর্জানপূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥
 শস্ত্রচৌরা ভবিষ্যন্তি তথা চৈলাপহারিণঃ ।
 ভক্ষ্যভোজ্যহরাশ্চৈব করুণা ৩ হারিণঃ ॥
 চৌরাশ্চৌরস্ত হর্ষারো হস্তা হস্তভবিষ্য ত ।
 চৌরৈশ্চৌরকয়ে চাপি কৃতে কেমং ভবিষ্যতি

আচরণ করিবে। রাজারা কর্ণ দ্বারা
 দর্শন করিয়াই পৃথিবী উপভোগ করিবে।
 স্বাধ্যায় বঘট্কারাদি থাকিবে না। নেতৃ-
 গণ কুস্বভাবযুক্ত ও অভিমানী হইবে।
 ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মসবৎ সর্বভক্ষ্য্য ও মিথ্যা-
 ব্রতাচারী হইবে। উহার মূর্খ, স্বার্থসাধন-
 তৎপর, লোভী, নীচাশয়, অল্পপরিজনসম্পন্ন,
 অধার্ম্মিক এবং ব্যবহারোপজীবী হইবে।
 তখন জনগণ পরকীয় ধনরত্নাদির অপহারক,
 পরদারধর্ষক, বিলাসী, হুরাঙ্কা, কপটব্যবহারী
 ও হুঃসাহসী হইবে। এইরূপ জনগণের
 প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত হইলে অভাবগ্রস্ত
 জনগণ বহুরূপী ও মুনিবেশধারী হইবে।
 কলিযুগে যাহারা প্রধান পুরুষ বলিয়া গণ্য
 হইবে, মানবেরা কথাপ্রসঙ্গে তাহাদের
 প্রশংসা করিবে। তখন শস্ত্রচৌর,
 বস্ত্রাপহারী ও ভক্ষ্যপেয়-ভক্ষরের অভাব
 থাকিবে না; এমন কি জলপাত্রও অপ-
 হরণ করিবে। চৌরেরা চৌরগৃহেও চৌর্য্য
 করিবে। ঘাতক ব্যক্তিকেও অপরে হত্যা
 করিবে। এইরূপ চৌর দ্বারা চৌর
 জনেরা অপকৃত হইলে কথঞ্চিৎ শান্তি

নিঃসারে ক্ষুতিতে কালে নিষ্ক্রিয়েসং ব্যবস্থিতে
 নরা বনং শ্রয়িষ্যন্তি করতারপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৬৪
 যজ্ঞকর্ম্মণ্যুপরতে রক্ষাংস স্বাপদানি চ ।
 কীটমুষিকসর্পাশ্চ ধর্ম্ময়িষ্যন্তি মানবান্ ॥ ৬৫
 কেমং স্মৃতিক্ষমারোগ্যং সামগ্র্যৈকৈব বন্ধুযু ।
 উদ্দেশেষু নরাঃ শ্রেষ্ঠা ভবিষ্যন্তি যুগকয়ে ॥ ৬৬
 স্ববম্পালাঃ স্বয়ং চৌরাঃ যুগসস্তারসন্ততাঃ ।
 মণ্ডলৈঃ সন্তবিষ্যন্তি দেশে দেশে পৃথক্ পৃথক্
 স্বদেশেভ্যঃ পরিভ্রষ্টা নিঃসারাঃ সহ বন্ধুভিঃ ।
 নরাঃ সর্বৈ ভবিষ্যন্তি তদা কালপরিক্ষয়াৎ ॥ ৬৮
 ততঃ সর্বৈ সমাদায় কুমারান্ প্রজ্ঞতা ভয়াৎ ।
 কোশিকীঃ সন্তরিষ্যন্তি নরাঃ ক্ষুদ্রয়পীড়িতাঃ ॥
 অজ্ঞানবজ্ঞানকলিঙ্গাশ্চ কাশ্মীরানথ কোশলান্
 ঋষিকান্তগিরিজোণীঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৭০
 কুৎসক্ হিমবৎপার্শ্বং কুৎসক্ লবণান্তসং ।
 বিবিধং জীর্ণপত্রঞ্চ বন্ধলান্জিনানি চ ॥ ৭১

প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইরূপে শাসনবিধি
 বিপর্য্যস্ত হইলে নোক সকল নিতান্ত
 ক্ষুদ্র হইয়া ধন এবং ধনাজ্ঞানের
 উপায় অভাবে করতার-পীড়িত নরগণ
 বনাশ্রয়ে বাস করিতে থাকিবে। ৫১
 —৬৪। যজ্ঞানুষ্ঠান লুপ্ত হইলে ব্রাহ্মস, স্বাপদ,
 কাট, মুষিক ও সর্প প্রভৃতি—মানবগণের
 ধর্ষণ করিবে। মঙ্গল, স্মৃতিক, আরোগ্য,
 বন্ধুতা, মহত্ত্ব প্রভৃতি—কথামাত্রেরেই পর্থা-
 বসিত হইবে। যাহারা পালক, তাহারাই
 চৌর হইবে; জনগণ দেশে দেশে দলবদ্ধ
 হইয়া থাকিবে। কলিকালপ্রভাবে ধনহীন
 নরগণ বন্ধুবান্ধব সহ স্বদেশ হইতে পরি-
 ভ্রষ্ট হইবে। তখন মানবগণ ক্ষুধার ও
 ভয়ে পীড়িত হইয়া বালক-বালিকা লইয়া
 কোশিকী নদী পার হইয়া পলায়ন
 করিবে। তাহার অঙ্গ, বস্ত্র, কলিঙ্গ,
 কাশ্মীর, কোশল, এবং ঋষিগণাধ্যুষিত
 গিরিজোণী আশ্রয় করিবে। তাহার
 হিমালয় পার্শ্ব এবং সমগ্র সাগরকূলেও
 বাস করিতে থাকিবে। বিবিধ জীর্ণপত্র,

স্বয়ং কুত্বা নিবৎশস্তি তন্মিন্ কুতে যুগক্ষয়ে ।
অরণ্যেষু চ বৎশস্তি নরা শ্লেচ্ছগণৈঃ সহ ॥ ৭২
নৈব শূন্তা নবারণ্যা ভবিষ্যতি বনুক্ষরা ।
অগোপ্তারশ্চ গোপ্তারো ভবিষ্যন্তি নরাধিপাঃ
মৃগৈশ্চৈবৈবিশ্বৈশ্চ ঋপদৈঃ সর্পকৌটকৈঃ ।
মধুশাককলৈর্মূলৈর্বর্জ্যিষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৭৪
শীর্ণপর্ণফলাহারা বহলাস্তজিনানি চ ।
স্বয়ং কুত্বা নিবৎশস্তি যথা মুনিজনস্তথা ॥ ৮৫
বীজানামকৃতস্নেহা আহতাঃ কাষ্ঠশঙ্কুভিঃ ।
অজৈড়কং ধরৌষ্ট্রক পালয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥ ৯৬
নদীশ্রোতাংসি রোৎশস্তি তোয়ার্থং কুলমাত্রিতাঃ
পকামব্যবহারেণ বিপণন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৯৭
তনুরুহৈর্থাভাজিতৈঃ সমলান্তরসমুত্তৈঃ ।
বহুপত্যাঃ প্রজাহীনাঃ কুলশীলবিবর্জিতাঃ ॥ ৯৮
এবং ভবিষ্যন্তি তদা নরাশ্চাধর্ম্যজীবিনঃ ।

বহুল ও অজিনাদি স্বয়ং আহরণ করত পরি-
ধান করিবে । অনেকে শ্লেচ্ছগণ সহ অরণ্যেও
বাস করিবে । পৃথিবী তখন একবোরে শূন্ত
হইবে না ; পরন্তু নানা স্থান নব নব অরণ্যে
পূর্ণ হইবে । নরাধিপেরা রক্ষক হইয়াই
ভক্ষক হইবে । মানবগণ তখন মধু,
শাক, ফল, মূল, মৃগ, মৎস্য, পক্ষী, ঋপদ,
সর্প ও কৌটাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ
করিবে । তাহারা গলিত পত্র ও ফলাহারী
হইয়া নিজেরাই বহুল ও অজিন আহরণ
করিয়া পরিধানপূর্বক মুনিজনের স্তায় বাস
করিতে থাকিবে । ৬৫—৭৫ । বিবিধ
বীজ হইতে নিজেরাই তৈলাদি স্নেহ
পদার্থ উৎপাদন করিয়া ব্যবহার করিবে ; বন
বিচরণ হেতু নিয়ত শঙ্কু-কাষ্ঠাদি দ্বারা ক্ষত-
বিক্ষত হইবে ; ছাগ, মেঘ, খর, উষ্ট্র ইত্যাদি
পশু পালন করিবে । জল আহরণ জন্ত
তীরে থাকিয়া নদীসকলের স্রোত অবরোধ
করিতে হইবে ; পরস্পর পকামের বিনিময়
ও ক্রয়বিক্রয় করিবে । তদানীন্তন কুলশীল-
বর্জিত মানবগণ কেহ কেহ রোমরাজির
স্তায় বহু সম্বতিসম্পন্ন, আবার কেহ কেহ

হীনা হীনঃ তথা ধর্ম্যঃ প্রজা সমনুবৎশস্তি ॥ ৭৯
আয়ুস্তত্র চ মর্ত্যানাং পরং ত্রিংশত্তবিষ্যতি ।
দুর্বলা বিষয়গ্লানা জরাশোকৈরভিপ্লুতাঃ ॥ ৮০
ভবিষ্যন্তি তদা তেষাং রোগৈরিন্দিয়সঙ্কয়ঃ ।
আয়ুঃ প্রত্যয়সংরোধাদিষয়াহুপরংশ্রুতে ॥ ৮১
শুশ্রূষবো ভবিষ্যন্তি সাধুনাঃ দর্শনে রতাঃ ।
সত্যঞ্চ প্রতিপৎশস্তি ব্যবহারোপসঙ্করাৎ ॥ ৯২
ভবিষ্যন্তি চ কামানামলাভাধর্ম্মশীলিনঃ ।
করিষ্যন্তি চ সংস্কারঃ স্বয়ঞ্চ কয়পীড়িতাঃ ॥ ৮৩
এবং শুশ্রূষবো দানে সত্যে প্রাণ্যভিরক্ষণে ।
ততঃ পাদপ্রবৃত্তে তু ধর্ম্মে শ্রেয়ো নিপৎশ্রুতে
তেষাং লকানুমানানাং গুণেষু পরিবর্ততাম্ ।
স্বাহু কিম্বিতি বিজ্ঞায় ধর্ম্ম এব চ দৃশুতে ॥ ৮৫
যথা হানিক্রমং প্রাপ্তাস্তথা ঋদ্ধিক্রমং গতাঃ ।
প্রগৃহীতে ততো ধর্ম্মে প্রপশ্যন্তি কৃতং যুগম্ ॥ ৮৬

বা সম্মানহীন হইবে । সকলেই অধর্ম্মজীবী,
ধর্ম্মহীন ও কদাচারসম্পন্ন হইয়া কোনরূপে
জীবন যাপন করিবে । সকলেই দুর্বল,
জরাশোকাদি দ্বারা অভিভূত ও বিভবহীন
হইবে । ত্রিংশৎ বর্ষের অধিক কাহারও
আয়ু থাকিবে না । রোগদ্বারা সকলেরই
ইন্দ্রিয়রক্তি ক্ষীণ হইবে ; মৃত্যুকাল নিকট-
বর্ত্তী বুঝিলেই বিষয়কামনা পরিহার করিবে
এবং সাধুগণের দর্শনে ও সেবাশুশ্রূষায় রত
হইবে ; মিথ্যা ব্যবহারেও জীবিকানির্ব্বাহ
হয় না দেখিয়া সত্যাবলম্বন করিবে । সদা-
চারেও কামনা পূর্ণ হয় না দেখিয়া ধার্ম্মিক
হইবে । নিজেরা পাপদ্বারা নিতান্ত উৎ-
পীড়িত হওয়ায় পুত্রাদির সংস্কার-কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইবে । ক্রমে যখন অনেকেই দান,
দয়া ও সত্যপরায়ণ হইবে, জানিবে—তখনই
ধর্ম্মের একপাদ প্রবৃত্ত হইবে । ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ
প্রবৃত্তি হইলেই তাহাদের মঙ্গল ঘটিবে ।
তখন তাহারা বিবিধ কার্য্যের গুণাগুণ বিচার
দ্বারা অনুমানে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে
পারিবে ; স্মৃত্তরাং ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া
যেদ্রুপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ক্রমে ধর্ম্মা-

সাধুসুখিঃ কৃতযুগে কষায়ে হানিরূচ্যতে ।
 এক এব তু কালোহয়ং হীনবর্ণো যথা শশী ॥৮৭
 ছয়শ্চ তমসা সোমো যথা কলিযুগং তথা ।
 মুক্তশ্চ তমসা সোম এবং কৃতযুগঞ্চ তৎ ॥ ৮৮
 অর্থবাদঃ পরং ব্রহ্ম বেদার্থ ইতি তং বিদুঃ ।
 অববিভক্তমবিজাতং দায়াদ্যমিহ ধার্য্যতে ॥ ৮৯
 ইষ্টবাদস্তপো নাম তপো হি হবিরীকৃতঃ ।
 গুণৈঃ কৰ্ম্মাভিনির্ভূতিগুণাঃ শুধ্যন্তি কৰ্ম্মণা ॥ ৯০
 আশীষ পুরুষং দৃষ্টা দেশকালানুবর্তিনী ।
 যুগে যুগে যথাকালমুখ্যিভিঃ সমুদাহৃত্য ॥ ৯১
 ধৰ্ম্মার্থকামকোপাঃ দেবানাঞ্চ প্রতিক্রিয়া ।
 আশিষশ্চ শিবাঃ পুণ্যাস্তথৈবায়ুযুগে যুগে ॥৯২
 তথা যুগানাং পরিবর্তনানি
 চিরপ্রবৃত্তানি বিধিস্বভাবাৎ ।
 কণং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
 কয়োদয়াভ্যাং পরিবর্তমানঃ ॥ ৯৩
 ইতি ত্রিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩১ ॥

হুঠানে তেমনি উন্নতি লাভ করিবে ।
 ইহাই সত্যযুগ বা কৃতযুগ নামে কথিত ।
 সত্যযুগে সদাচার এবং কষায়কালে কদা-
 চার ঘটিয়া থাকে । এক অখণ্ড কালই
 চক্রেয় ভ্রায় তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া সত্য
 ত্রেতাাদি বিভিন্ন নামে কথিত হয় । তমো-
 গুণে আচ্ছন্ন কালই কলিযুগ এবং তমোগুণ-
 মুক্ত কালই সত্যযুগ বলিয়া জ্ঞাতব্য । বেদ-
 প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের এ সকল অর্থবাদ-
 মাত্র ; বস্তুতঃ কালের তত্ত্ব অবিজাত এবং
 অবিজ্ঞেয় । তপস্তাকে ইষ্টবাদ বলা যায়,
 সত্যাদিগুণ দ্বারা তপস্তা হিরীকৃত হয় ঐ
 সকল গুণদ্বারা কৰ্ম্মের নিবৃত্তি ঘটে কৰ্ম্মদ্বারা
 গুণের শোধন হয় । ঋষিগণ যুগে যুগে দেশ-
 কালানুসারে পুরুষগণের প্রতি আশীর্বাদ
 করিয়া থাকেন, সেই মঙ্গলদায়ক পুণ্য
 আশীর্বাদেই কলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,
 মোক্ষ ও দেবগণের অনুরোধ লাভ হয় ।
 বিধাতার স্বভাববশে এই যুগপরিবর্তন

দ্বািংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাস উবাচ ।

সর্বেষামেব ভূতানাং ত্রিবিধঃ প্রতिसংখ্যঃ ।
 নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকোহস্মিতঃ ॥
 ত্রাঙ্কো নৈমিত্তিকস্তেষাং কল্পান্তে প্রতिसংখ্যঃ ।
 আত্যন্তিকো বৈমোক্ষশ্চ প্রাকৃতো দ্বিপরাঙ্কিকঃ
 মুনয় উচুঃ ।

পরার্কসংখ্যাং ভগবৎস্বমাচক্ষু যথোদিতাম্ ।

দ্বিগুণীকৃতযজ্ঞজ্ঞেয়ঃ প্রাকৃতঃ প্রতিসংখ্যঃ ॥ ৩

ব্রাস উবাচ ।

স্থানাংস্থানং দশগুণমেকৈকং গণ্যত দ্বিজাঃ ।
 ততোহষ্টাদশমে ভাগে পরার্কমভিধীয়তে ॥ ৪
 পরার্কং দ্বিগুণং যত্তু প্রাকৃতঃ স লয়ো দ্বিজাঃ ।
 তদাব্যক্তেহখিলং ব্যক্তং সহেতো লয়মেতি বৈ

চিরকালই প্রবৃত্ত রহিয়াছে জীব-লোক
 কণকালও স্থির থাকে না । কয় এবং
 উদয়নিমিত্ত নিয়তই পরিবর্তিত হইয়া
 থাকে । ৭৬—৯৩ ।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্রাস বলিলেন,—সর্বভূতেরই নৈমি-
 ত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক—এই তিন
 প্রকার লয় হয় । ত্রাঙ্ক কল্পান্তে যে লয়
 হয়, তাহা নৈমিত্তিক, দ্বিপরাঙ্ক বৎসরাস্ত্রে
 যে লয় হয়, তাহা প্রাকৃত ; এবং মোক্ষকে
 আত্যন্তিক লয় বলা যায় । মুনিগণ কহি-
 লেন,—হে ভগবন্ ! আপনি যে দ্বিগুণী-
 কৃত পরার্কপরিমিত কালে প্রাকৃত লয়ের
 কথা কহিলেন, সেই পরার্ক সংখ্যাটি যথার্থ
 ব্যক্ত করিয়া বলুন । ব্রাস বলিলেন,—
 হে দ্বিজগণ ! প্রথম সংখ্যা হইতে পর
 পর সংখ্যাকে দশগুণিত করিয়া গণনা করিলে
 অষ্টাদশপুরুষ সংখ্যা পরার্ক বলিয়া উক্ত
 হয় । পরার্ক সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলেই প্রাকৃত
 লয়-কাল জানিবেন । তখন অখিলকারণ

নিমেষো মানুষো যোহয়ং মাত্ৰামাত্ৰপ্রমাণতঃ ।
 তৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ত্রিংশৎকাষ্ঠাস্তথা কলা
 নাড়িকা তু প্রমাণেন কলাশ্চ দশ পঞ্চ চ ।
 উন্মানেনাস্তসঃ সা তু পলাশ্চক্ৰয়োদশ ॥ ৭
 হেমমাতৈঃ কৃতচ্ছিদ্ৰা চতুর্ভিঃচতুরঙ্গুলৈঃ ।
 মাগধেন প্রমাণেন জলপ্রস্থস্ত স স্মৃতঃ ॥ ৮
 নাড়িকাভ্যামথ ষাভ্যাং মুহূর্তো দ্বিজসত্তমাঃ ।
 অহোরাত্রঃ মুহূর্তাশ্চ ত্রিংশন্নাসো দিনৈস্তথা ॥ ৯
 মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষমহোরাত্রস্ত তদ্বিবি ।
 ত্রিভির্বর্ষশতৈর্বর্ষঃ ষষ্ঠ্যা চৈবানুরদ্ধিষাম্ ॥ ১০
 তৈস্ত দ্বাদশসাহস্রৈশ্চতুর্য়ুগমুদাহৃতম্ ।
 চতুর্য়ুগসহস্রস্ত কথ্যতে ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ১১
 স কল্পস্তত্র মনবশ্চতুর্দশ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 তদন্তে চৈব ভো বিপ্রা ব্রহ্মনৈমিত্তিকো লয়ঃ ॥
 তস্ত স্বরূপমত্যাগ্ৰং দ্বিজেন্দ্রা গদতো মম ।
 শৃণুধ্বং প্রাকৃতং ভূয়স্ততো বক্ষ্যাম্যহং লয়ম্ ॥
 চতুর্য়ুগসহস্রান্তে কীণপ্রায়ে মহীতলে ।

অব্যক্ত ব্রহ্মেই সমগ্র জগতের লয় হইয়া থাকে । মনুষ্যাগণের এক নিমেষকে মাত্রা বলা যায় । পঞ্চদশ মাত্রায় এক কাষ্ঠা ও ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা হয় । পঞ্চদশ কলায় এক নাড়িকা ;—জলপ্রমাণে উহাই সার্ক জয়োদশ পল । চতুরঙ্গুল হেমমাষ দ্বারা চারিটা ছিদ্ৰ করিলে মাগধ প্রমাণে এক নাড়িকা মধ্যে একপ্রস্থ জল পরিপূর্ণ হয় । হে দ্বিজসত্তমগণ ! দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত এবং ত্রিংশৎ মুহূর্তে এক অহোরাত্র । দ্বাদশ মাসে এক বর্ষ । উহাই দেবপরিমাণের এক অহোরাত্র । তিনশত ষষ্টি বৎসরে দেবতাগণের এক বৎসর হয় । দ্বাদশ সহস্র বর্ষে চারি যুগ হইয়া থাকে । চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন কথিত হয় । তাহারই নাম কল্প । উহাতে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হইয়া থাকে । হে বিপ্রগণ ! উহার অন্তে ব্রহ্মার নৈমিত্তিক লয় হয় । তাহার স্বরূপ অতি উগ্র । হে দ্বিজেন্দ্রগণ ! আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন । তৎপরে প্রাকৃত

অনারুষ্টিরতীবোত্রা জায়তে শতবার্ষিকী ॥ ১৪
 ততো যান্ত্রসারাগি তানি সন্তানেনকশঃ ।
 কয়ং যান্তি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পার্থিবান্ততিপীড়নাং ॥
 ততঃ স ভগবান কৃবেণ ক্রদ্রুপী তথাব্যয়ঃ ।
 কয়্য যততে কর্তুমায়াস্তাঃ সকলাঃ প্রজাঃ ॥ ১৬
 ততঃ স ভগবান বিষ্ণুর্ভানোঃ সপ্তসু রশ্মিষু ।
 স্থিতঃ পিবত্যশেষাণি জলানি যুনিসত্তমাঃ ॥ ১৭
 পীত্বাস্তাংসি সমস্তানি প্রাণিভূতগতানি বৈ ।
 শোষং নয়তি ভো বিপ্রাঃ সমস্তং পৃথিবীতলম্
 সমুদ্রান্ সরিতঃ শৈলান্ শৈলপ্রশ্রবণানি চ ।
 পাতালেষু চ যন্তোয়ং তৎসর্বং নয়তি কয়ম্ ॥
 ততস্তাপ্যভাবেন তোয়াহারোপবৃংহিতাঃ ।
 সহস্ররশ্ময়ঃ সপ্ত জায়ন্তে তত্র ভাস্করাঃ ॥ ২০
 অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ তে দীপ্তাস্ততঃ সপ্ত দিবাকরাঃ ।
 দহন্ত্যশেষং ত্রৈলোক্যং সপাতালতলং দ্বিজাঃ
 দহমানস্ত তৈর্দীপ্তৈস্ত্রৈলোক্যং দীপ্তভাস্করৈঃ ।
 সাদ্রিনগাণবাভোগং নিঃশ্লেহমভিজায়তে ॥ ২২
 ততো নির্দগ্ধবৃক্ষাশু ত্রৈলোক্যমমিলং দ্বিজাঃ ।

লয়ের বিবরণ করিব । ১—১৩ । চারি সহস্র যুগান্তে মহীতল কীণপ্রায় হইলে শতবর্ষব্যাপী ; অতি ঘোরতর অনারুষ্টি হইয়া থাকে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! তাহাতে অতি ক্রেশে অল্প সময়ে প্রাণিগণ বিনষ্ট হয় । তখন ক্রদ্রুপী ভগবান অব্যয় কৃষ্ণ সকল জীব আত্মসাৎ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হইবেন । ভগবান বিষ্ণু সূর্য্যের সপ্তরশ্মিতে আবিষ্ট হইয়া জগতের সেই সমগ্র জল পান করিতে থাকেন । তিনি তখন প্রাণী ও অন্যান্য সর্বভূতগত জল, সমগ্র পৃথিবীতল, সমুদ্র, সরিৎ, পর্বত, প্রশ্রবণ এবং পাতালতলস্থ জলরাশি—সমস্ত শোষিত করিয়া লয়েন । তখন জলাহারে পুষ্ট হইয়া বহুসহস্র রশ্মিশালী সপ্ত সূর্য্যের উদয় হয় । হে দ্বিজগণ ! সেই সপ্ত দিবাকর অধঃ উর্দ্ধ সর্বদিকে প্রদীপ্ত হইয়া রসাতল সহ সমগ্র ত্রৈলোক্যের দাহ করেন । তাহাতে পর্বত সমুদ্রাদি সহ ত্রৈলোক্য শুষ্ক হইয়া থাকে । কাজেই

ভবতোষা চ বসুধা কুর্ষ্যপৃষ্ঠোপমাকৃতিঃ ॥ ২৩
 ততঃ কালাগ্নিক্রোধোহসৌ ভূতসর্গহরো হরঃ ।
 শেষাহিংশাসসস্তাপাৎ পাতালানি দহত্যধঃ ॥ ২৪
 পাতালানি সমস্তানি স দগ্ধা জলনো মহান্ ।
 ভূমিমভ্যেত্য স কলং দগ্ধা তু বসুধাতলম্ ॥ ২৫
 ভুবো লোকঃ ততঃ সর্গঃ স্বর্গলোকঞ্চ দাক্ষণঃ ।
 জালামালামহাবর্তস্তত্রৈব পরিবর্ততে ॥ ২৬
 অদ্বরীষমিবাভাতি ত্রৈলোক্যমখিলং তদা ।
 জালাবর্তপরীবারমুপক্ষীণবলাস্ততঃ ॥ ২৭
 ততস্তাপপরীতাঃ লোকদ্বয়নিবাসিনঃ ।
 হতাবকাশা গচ্ছন্তি মহর্লোকং দ্বিজাস্তদা ॥ ২৮
 তস্মাদপি মহাতাপতপ্তা লোকাস্ততঃ পরম্ ।
 গচ্ছন্তি জনলোকং তে দশাবৃত্ত্যা পটৈরিষিণঃ ॥
 ততো দগ্ধা জগৎ সর্গঃ ক্রুদ্ধরূপী জনার্দনঃ ।
 মুখনিখাসজায়েঘান্ করোতি মুনিসন্তমাঃ ॥ ৩০
 ততো গজকুলপ্রপ্যাস্তড়িঘ্নন্তো নিনাদিনঃ ।
 উত্তিষ্ঠন্তি তদা ব্যোমি ঘোরঃ সংবর্তকা ঘনাঃ ॥

বৃক্ষ-জলাদিশূন্য ভূমণ্ডল তখন কুর্ষ্যপৃষ্ঠসদৃশ
 প্রতিভাত হয়। পরে সর্গ-সংহারকারী
 কালাগ্নি ক্রুদ্ধ শেষনাগের নিখাসসস্তাপে
 প্রতপ্ত পাতালতল দাহ করিতে থাকেন।
 ক্রমে পাতাল দগ্ধ করিয়া সেই মহান অগ্নি
 ভূমণ্ডলও দগ্ধ কবিত্তে থাকেন। ভুলোক
 দগ্ধ হইলে ভুবলোক, ও তারপর স্বর্গ-
 লোকও দাহ করিয়া সেই অগ্নি অতি
 ভয়ানকরূপে জলিতে থাকেন। সেই সময়ে
 ত্রৈলোক্যমণ্ডল ভর্জনপাত্রবৎ লক্ষিত হয়।
 ভুলোক ও স্বর্গলোকবাসী তেজস্বী মুনি-
 ঋষিরা সেই ঘোর জালাবর্তপ্রভাবে নষ্টপরি-
 জন ও ক্ষীণবল হইয়া ঐ দুইলোক ছাড়িয়া
 মহর্লোকে প্রস্থান করেন। হে দ্বিজগণ!
 তাঁহারা সেখানেও অতিতাপে তপ্ত হইয়া
 জনলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে মুনি-
 সন্তমগণ! ক্রুদ্ধরূপী জনার্দন এইরূপে সমগ্র
 জগৎ দগ্ধ করিয়া মুখনিখাস হইতে মেঘের
 সৃষ্টি করেন। তখন সেই গজমূখসম মেঘ-

কেচিদগ্ধজনসঙ্কশাঃ কেচিৎ কুমুদসন্নিভাঃ ।
 ধূমবর্ণা ঘনাঃ কেচিৎ কেচিৎ পীতাঃ পয়োধরাঃ
 কেচিদ্ধরিজাবর্ণাভা লাক্ষারসনিভাস্তথা ।
 কেচিদ্বেদুর্ঘ্যাসঙ্কশা ইন্দ্রনীলনিভাস্তথা ॥ ৩১
 শঙ্খকুন্দনিভাশ্চাত্তে জাতীকুন্দনিভাস্তথা ।
 ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিৎ মনঃশিলানিভাস্তথা ॥ ৩২
 পদ্মপত্রনিভাঃ কেচিৎ হস্তিষ্ঠন্তি ঘনাঘনাঃ ।
 কেচিৎ পুরবরাকারাঃ কেচিৎ পর্বতসন্নিভাঃ ।
 কূটাগারনিভাশ্চাত্তে কেচিৎ স্থলনিভা ঘনাঃ ।
 মহাকায়া মহারাবা পুরয়ন্তি নভস্তলম্ ॥ ৩৩
 বর্ষস্তস্তে মহাসারাস্তমগ্নিমতিভৈরবম্ ।
 শময়ন্ত্যখিলং বিপ্রাষ্ট্রৈলোক্যাস্তরবিস্মৃতম্ ॥ ৩৪
 নষ্টে চাগ্রৌ শতং তেহপি বর্ষণামধিকং ঘনাঃ
 প্লাবয়ন্তো জগৎসর্গং বর্ষন্তি মুনিসন্তমাঃ ॥ ৩৫
 ধারাভিরক্ষমাভ্রাভিঃ প্লাবয়িষ্যখিলাং ভুবম্ ।
 ভুবো লোকঃ তথৈবার্দ্ধং প্লাবয়ন্তি দিবং দ্বিজাঃ

সকল বিদ্যুৎপ্রকাশ সহকারে ঘোর নিনাদ
 করত নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলে।
 উহারাই সম্বর্তক মেঘ। ১৪—৩১। উহারাই কেহ
 কেহ অগ্ধজনসন্নিভ, কেহ কেহ কুমুদসম, কেহ ধূম
 বর্ণ, কেহ পীত, কেহ হরিজাবর্ণ, কেহ লাক্ষা-
 রস সদৃশ, কেহ বৈদুর্ঘ্যসঙ্কশ, কেহ ইন্দ্র-
 নীলতুলা, কেহ শঙ্খবর্ণ, কেহ কুন্দসমান,
 কেহ জাতীকুসুমসমবর্ণ, কেহ ইন্দ্রগোপ-
 বর্ণ, কেহ মনঃশিলা-সদৃশ, এবং কেহ কেহ
 পদ্মপত্রনিভ। উহারাই কেহ মহানগরাকার,
 কেহ পর্বতসদৃশ, কেহ কূটাগার সমান,
 কেহ প্রান্তরবৎ মহাকায়। উহারাই গভীর
 গর্জনসহ স্থলধারায় বর্ষণ করত নভস্তল
 পরিপূরিত করিয়া সেই ত্রৈলোক্যবিস্তারী
 স্তূদাক্রণ অনল নিক্ষেপিত করিয়া ফেলে
 হে মুনিসন্তমগণ! অগ্নি নিক্ষেপ হইলেও
 তাহারাই শতাধিক বৎসর অক্ষপ্রমাণ স্থল-
 ধারায় বর্ষণ করিতে থাকে। তাহাতে
 ভুলোক, ভুবলোক ও স্বর্গলোকাদি অখিল
 জগৎ প্লাবিত হইয়া যায়। তখন

অঙ্ককারীকৃতে লোকে নষ্টে স্বাবরজঙ্গমে ।
বর্ষন্তি তে মহামেঘা বর্ষণামধিকং শতম্ ॥৪০
ইতি ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ সংহারলক্ষণকথনঃ স্বাত্ত্বিংশ-
দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

সপ্তর্ষিহানমাক্রমা স্থিতেহস্তসি দ্বিজোত্তমাঃ ।
একাগ্ৰং ভবত্যেতল্লৈলোক্যমখিলং ততঃ ॥ ১
অথ নিশাসজো বিকোবাযুস্তান্জলদাংস্ততঃ ।
নাশং নয়তি ভো বিপ্রা বর্ষণামধিকং শতম্ ॥২
সর্বভূতময়োহচিন্ত্যো ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
অনাদিরাদিবিশ্বস্ত পীড়া বায়ুমশেষতঃ ॥ ৩
একাগ্ৰবে ততস্তস্মিন্ শেষশয্যাস্থিতঃ প্রভুঃ ।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে ভগবানাদিকৃদ্ধরিঃ ॥ ৪

স্বাবর জঙ্গম সমুদয় বিনষ্ট ও সমস্ত গাঢ়
অঙ্ককারে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । এ
অবস্থায়ও সেই মেঘগণের ঝড়ের বিরাম
হয় না; তাহার শতাধিক বর্ষ বৃষ্টি করিয়া
পরে ক্ষান্ত হয় । ৩২—৪০ ।

স্বাত্ত্বিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৩২

ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ ।

বাস বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! জল-
রাশি যখন সপ্তর্ষি স্থান আক্রমণ করিয়া
অবস্থিত হইল, তখন এই নিখিল ত্রৈলোক্য
একাগ্ৰবীকৃত হইয়া গেল । অনন্তর—
বিকুর নিশাসজাত বায়ু সেই জলদাবলীকে
বিনষ্ট করিয়া ফেলিল । হে বিপ্রগণ ! যিনি
সর্বভূতময়, ভূতভাবন, অনাদি, বিশ্বের
আদি ও অচিন্ত্য পুরুষ, সেই ভগবান্ বিষ্ণু
তৎকালে সমগ্র বায়ু পান করিয়া, সেই
একাগ্ৰবসিলে শেষশয্যায় অবস্থিত হই-
লেন ।

জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদৈর্যতিষ্ঠিতঃ ।
ব্রহ্মলোকগতৈশ্চৈব চিন্ত্যমানো মুমুকুভিঃ ॥৫
আত্মমায়াময়ীং দিব্যাং যোগনিদ্রাং সমাশ্রিতঃ
আত্মানং বাসুদেবাখ্যং চিন্তয়ন্ পরমেশ্বরঃ ॥৬
এষ নৈমিত্তিকো নাম বিপ্রেশ্বরাঃ প্রতिसংকরঃ ।
নিমিত্তঃ তত্র যচ্ছতে ব্রহ্মরূপধরো हरिः ॥ ৭
যদা জাগর্তি সর্বাণ্য স তদা চেষ্টতে জগৎ ।
নিমীলত্যেতদখিলং মায়াশয্যায়ৈহচ্যুতে ॥৮
পদ্মঘোনের্দিনং যত্নু চতুর্য়ুগসহস্রবৎ ।
একাগ্ৰবীকৃতে লোকে তাবতী রাত্রিরূচ্যতে ॥৯
ততঃ প্রবুদ্ধো রাত্র্যন্তে পুনঃ সৃষ্টিং করোত্যজঃ
ব্রহ্মরূপধৃগ্বিকুর্য়থা বঃ কথিতং পুরা ॥ ১০
ইত্যেয কল্পসংহারো হস্তরপ্রলয়ো দ্বিজাঃ ।

বান্ হরি, সেই শয্যায় শয়ন করিলেন ।
তখন জনলোকবাসী সিদ্ধগণ, এবং ব্রহ্ম-
লোকবাসী সনকাদি মহর্ষিগণ, তাঁহাকে স্তব
করিতে লাগিলেন । মুমুকুগণ তাঁহার ধ্যান-
ধারণায় নিরত হইলেন । এই সময়ে পর-
মেশ্বর হরি, স্বীয় আত্মাকে বাসুদেবরূপে
চিন্তা করিতে করিতে আত্মমায়াময়ী দিব্য
যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলেন । হে বিপ্রবর-
গণ ! ইহারই নাম নির্মিত্তিক প্রলয় ।
ব্রহ্মরূপধারী হরির যে, শেষশয্যায় শয়ন,
তাহাই ইহার নিমিত্ত । সেই সর্বাঙ্গী
যখন জাগ্রত থাকেন, তখন এই বিশ্ব বিচে-
ষ্টিত হয় ; আর যখন তিনি মায়াশয্যায়
শয়ন করেন, তখন এই নিখিল বিশ্ব
নিমীলিত হয় । ব্রহ্মার দিনপরিমাণ—চতুর্য়ুগ
সহস্র ; তদীয় রাত্রিপরিমাণও তদনুরূপ ।
জগৎ যখন একাগ্ৰবীকৃত হয়, তখন ব্রহ্মার
ঐরূপ পরিমাণের একটি রাত্রির অবসানেই
তিনি পুনরায় প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টি বিস্তার
করিতে থাকেন । হে বিপ্রগণ ! ভগবান্
বিষ্ণুই যে, তখন ব্রহ্মরূপ ধারণ করেন,
এ কথা আপনাদিগকে পূর্বেই বলা হই-
য়াছে ।

নৈমিত্তিকো বঃ কথিতঃ শৃণুধ্বং প্রাকৃতং পরম্
অবৃষ্ট্যায়াদিভিঃ সম্যক্কৃতে শয্যালয়ে দ্বিজাঃ
সমস্তেষেব লোকেষু পাতালেষুখিলেষু চ ১২
মহাদেবিকারস্ত বিশেষান্তত্র সঙ্কয়ে ।
কৃকোচ্ছাকারিতে তস্মিন্ প্রবৃন্তে প্রতিসঙ্করে ॥
আপো গ্রাসন্তি বৈ পূৰ্ব্বং ভূমেৰ্গচ্ছাদিকং গুণম্
আন্তগচ্ছা ততো ভূমিঃ প্রলয়ায় প্রকল্পতে ॥ ১৪
প্রনষ্টে গচ্ছতন্মাত্রে ভবতু্যকৌ জলাশ্রিকা ।
আপস্তদা প্রবৃন্তান্ত বেগবত্যো মহান্বনাঃ ॥ ১৫
সৰ্বমাপূরয়ন্তীদং তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ ।
সলিলেনৈবোশ্মিমতা লোকালোকঃ সমস্ততঃ ॥
অপামপি গুণো যন্ত জ্যোতিষা পীযতে তু সঃ ।
নশ্তন্ত্যাপঃ সূতপ্তাশ্চ রসতন্মাত্রসঙ্কয়াৎ ॥ ১৭
তত্চাপোহমৃতরসা জ্যোতিষঃ প্রাপ্নুবন্তি বৈ
অধ্যবস্থে তু সলিলে তেজসা সন্নিতো বৃতে ॥

নৈমিত্তিক কল্পসংহার কহিলাম । অতঃপর
প্রাকৃত প্রলয়বার্তা শ্রবণ করুন । হে
দ্বিজগণ ! এই প্রলয়ে বৃষ্টি ব্যতীত সমস্ত
সাগর, সমস্ত লোক ও সমস্ত পাতালতল,
প্রবল অনলাদি দ্বারা সম্যক্ সমাবৃত হয় ;
মহাদেব বিকার সকলের সবিশেষ সংক্ষয়
সংঘটিত হইয়া থাকে । এইরূপে কৃকোর
ইচ্ছানুসারে প্রাকৃত প্রলয় প্রবৃত্ত হয় । তখন
প্রথমেই জলরাশি ভূমির গন্ধ গুণ গ্রাস
করে । ভূমি গন্ধহীন হইয়া প্রলয়ানুগ
হয় । গচ্ছতন্মাত্র নষ্ট হইলে পৃথিবী
জলময় হইয়া উঠে । তখন বেগবান্ জল-
রাশি গভীর নির্ঘোষে সৰ্বত্র প্রবাহিত
হয় এবং এই সমস্ত হঠাৎ প্রাবিত করিয়া
কখন স্তম্ভিত হইয়া অবস্থিত এবং কখন বা
বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে ।
তৎকালে লোকালোক-পৰ্বত তরঙ্গায়িত
জলরাশি দ্বারা সম্যক্ সমাহত হইয়া উঠে ।
এই সময়ে তেজ জলের গুণ পান করে ;
তাহাতে রসতন্মাত্রের ক্ষয়নিবন্ধন জলরাশি
সূতপ্ত হইয়া কীণ হইতে থাকে । অনন্তর
অবৃষ্টময় জলরাশি নীচুই তেজোরূপে পরি-

স চাশ্বিঃ সৰ্বতো বাপ্য আদন্তে উজ্জলং তদা
সৰ্বমাপূর্য্যতে চাভিভূদা জগদিদং শনৈঃ ॥ ১৯
অর্চিভিঃ সন্ততে তস্মিন্ স্থিৰ্য্যগূৰ্জমধস্তথা ।
জ্যোতিষোহপি পরং রূপং বায়ুরন্তি প্রভাকরম্
প্রলীনে চ ততস্তস্মিন্ বায়ুভূতেহখিলাস্বকে ।
প্রনষ্টে রূপতন্মাত্রে কৃতরূপো বিভাবনুঃ ॥ ২১
প্রশম্যতি তদা জ্যোতির্বাযুর্দৌষ্যতে মহান্ ।
নিরালোকে তদা লোকে বায়ুসংস্থে চ তেজসি
ততঃ প্রলয়মাসাচ্চ বায়ুসন্তবমান্বনঃ ।
উর্দ্ধঞ্চ বায়ুস্তিৰ্য্যাকু চ দৌধবীতি দিশো দশ ॥
বায়োহপি গুণঃ স্পর্শমাকাশং গ্রাসতে ততঃ ।
প্রশম্যতি তদা বায়ুঃ খন্তু তিষ্ঠত্যনাবৃতম্ ॥ ২৪
অরূপমরসগস্পর্শমন্ধবদমূর্তিমৎ ।
সৰ্বমাপূরয়চ্চৈব স্মমহন্তৎ প্রকাশতে ॥ ২৫
পরিমণ্ডলতন্তুতু আকাশঃ শব্দলক্ষণম্ ।

ণত হয় । জল অনলাবস্থায় উপনীত
হইলে তেজোদ্বারা সমস্ত বিষ সমাবৃত
হয় । অগ্নি সন্নিদিকে বিস্তৃত হইয়া তৎকালে
নিঃশেষরূপে জলরাশি গ্রাস করে । এই
নিখিল জগৎ প্রচণ্ড বহ্নিশিখায় সমাবৃত
হয় । তিৰ্য্যাকু, উর্দ্ধ এবং অধঃ সৰ্বত্রই বহ্নি-
শিখা বিস্তৃত হইয়া পড়ে । তখন তেজের
পরম রূপ প্রভাকরকে বায়ু গ্রাস করিয়া
ফেলে । ক্রমে সমস্ত তেজই তিরোহিত
হইয়া যায় । সমস্তই বায়ুরূপ হইয়া উঠে ;
রূপতন্মাত্র প্রনষ্ট হইলে মূর্তিমান্ বিভাবনু
প্রশমিত হইয়া যায় । তৎকালে একমাত্র
প্রবল প্রভঞ্জনই প্রবাহিত হইতে থাকে ।
তেজ বায়ুপ্রবিষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ তখন
নিরালোক হইয়া উঠে । প্রলয়াবতীর্ণ বায়ু
কর্তৃক তিৰ্য্যাকু, উর্দ্ধ ও অধঃক্রমে দশদিক্
আলোড়িত হইতে থাকে । অনন্তর আকাশ
বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করে । বায়ু প্রশমিত
হইয়া গেলে, একমাত্র অনাবৃত আকাশই
তখন অবস্থান করিতে থাকে । ১১—২৪। রূপ,
রস, স্পর্শ বা গন্ধ কিছুই থাকে না ; অমূর্তিমৎ
স্মমহৎ আকাশই কেবল সমস্ত আশ্রয়িত

শব্দমাত্রাং তথাকাশঃ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥২৬
ততঃ শব্দগুণং তন্তু ভূতাদিগ্রাসতে পুনঃ ।
ভূতেপ্রিয়েষু যুগপদভূতান্দো সংস্থিতেষু বৈ ॥২৭
অভিমানাত্মকো হ্যেব ভূতাদিস্তামসঃ স্মৃতঃ ।
ভূতাদিঃ গ্রাসতে চাপি মহাবুদ্ধিবিচক্ষণা ॥ ২৮
উর্ঝ্বী মহাংশ জগতঃ প্রাপ্তেহন্তর্বাহুতস্তথা ।
এবং সপ্তমহাবুদ্ধিঃ ক্রমাৎ প্রকৃতয়স্তথা ॥ ২৯
প্রত্যাহারৈস্ত তাঃ সর্বাঃ প্রবিশন্তি পরস্পরম্
যেনেদমাবৃতঃ সর্বমণ্ডমপ্য প্রলীয়তে ॥ ৩০
সপ্তদ্বীপসমুদ্রাস্তঃ সপ্তলোকং সপর্কতম্ ।
উদকাবরণং হুত জ্যোতিষা পীয়তে তু তৎ ॥
জ্যোতির্বায়ো লয়ং যাতি যাত্যাকাশে সমীরণঃ
আকাশকৈব ভূতাদিগ্রাসতে তং তথা মহান ॥
মহাস্তমেতিঃ সহিতং প্রকৃতিগ্রাসতে দ্বিজাঃ ।
গুণসাম্যমবুদ্ভিক্তমন্যানঞ্চ দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৩৩
প্রোচ্যতে প্রকৃতির্হেতুঃ প্রধানং কারণং পরম্

করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে । সর্বত্র সর্ব-
দিকে একমাত্র শব্দলক্ষণ আকাশই তখন
পরিমণ্ডলক্রমে অবস্থান করে । অনন্তর
আকাশের গুণ শব্দ ভূতাদি কর্তৃক পুনরায়
গ্রাস্ত হয় । ভূতাদিকে আবার মহাবুদ্ধি গ্রাস
করে । জগতের প্রাপ্তে, মধ্যে ও বাহ্যদিকে
তখন উর্ঝ্বী ও মহান বিরাজমান হইতে থাকে ।
এইরূপে ক্রমশঃ সমস্ত মহাবুদ্ধি ও সমস্ত
প্রকৃতি প্রত্যাহার পরস্পরায় পরস্পর
পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় । যাহাতে
আবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত ব্রহ্মাও সপ্ত দ্বীপ,
সপ্ত সাগর, সপ্ত লোক ও সপ্ত কুলাচল সহ
জলমধ্যে প্রলীন হয়, সেই উদকাবরণ তখন
তেজ কর্তৃক পুনরায় পীত হইয়া থাকে ।
ক্রমে তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ
ভূতাদিতে এবং ভূতাদি মহতে প্রলীন
হইয়া যায় । হে দ্বিজগণ ! অনন্তর এই
সমুদ্রায়ের সহিত প্রকৃতি মহানকে গ্রাস
করে এবং গুণসাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অ-
বুদ্ভিক্ত ও অন্যানভাবে অবস্থান করিতে
থাকে । হে দ্বিজবরগণ ! ঐ প্রকৃতিই প্রধান

ইত্যেবা প্রকৃতিঃ সর্বা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥ ৩৪
ব্যক্তস্বরূপমব্যক্তে তস্তাঃ বিপ্রাঃ প্রলীয়তে ।
একঃশুদ্ধোহঙ্করো নিত্যঃ সর্বব্যাপী তথা পুনঃ
সোহপ্যাংশঃ সর্বভূতস্ত দ্বিজেন্দ্রাঃ পরমাত্মনঃ ।
নশ্চন্তি সর্বা যত্রাপি নামজাত্যাদিকল্পনাঃ ॥ ৩৬
সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্তাত্মনঃ পরে ।
স ব্রহ্ম তৎপরং ধাম পরমাত্মা পরেশ্বরঃ ॥২৭
স বিষ্ণুঃ সর্বমেবেদং যতো নাবর্ততে পুনঃ ।
প্রকৃতির্ধা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥ ৩৮
পুরুষচাপ্যভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ।
পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৯
বিষ্ণুনায়া স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়েতে ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কৰ্ম্ম বৈদিকম্ ॥ ৪০
তাভ্যামুভাত্যাং পুরুষৈর্ষজ্জমূর্তিঃ স ইজ্যতে ।
ঋগ যজুঃসামভির্বার্গৈঃ প্রবৃত্তৈরিজ্যতে হ্রসৌ

বা পরম কারণ নামে অভিহিত হয় । এই-
রূপে ঐ প্রকৃতি সমস্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত-
স্বরূপে বিরাজমানা । হে বিপ্রগণ ! তদীয়
অব্যক্তরূপে সমস্ত ব্যক্তস্বরূপই প্রলীন
হইয়া যায় । তিনিই পরমাত্মার একাধর
নিত্য শুদ্ধ সর্বব্যাপী অক্ষয় অংশস্বরূপ ।
নাম জাতি প্রভৃতি নির্ধন কল্পনা সেই
সত্তামাত্রাত্মক জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয় পদার্থেই
বিলয় পাইয়া থাকে । তিনি ব্রহ্ম পরম ধাম,
পরমাত্মা পরমেশ্বর এবং তিনিই বিষ্ণু ;
এই সকলই তাঁহার রূপ । তাঁহাকে পাইলে
কেহই পুনরায় আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়
না । আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপিণী
প্রকৃতির কথা কহিলাম, তিনি এবং পুরুষ
উভয়েই পরমাত্মায় প্রলীন হইয়া থাকেন ।
২৫—৩৯ । পরমেশ্বর পরমাত্মা সকলেরই
আধার । বেদ ও বেদান্তসমূহে তিনিই বিষ্ণু
নামে গীত হইয়া থাকেন । লোক সকল প্রবৃত্তি
ও নিবৃত্তিবিষয়ক দ্বিবিধ বৈদিক কৰ্ম্ম দ্বারাই
সেই যজ্ঞমূর্তি বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকে ।
প্রবৃত্তিপথবর্তী পুরুষগণ ঋক্ যজুঃ ও সাম-
মন্ত্র দ্বারা সেই যজ্ঞমূর্তি পুরুষোত্তমের

যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞপুমান্ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 জ্ঞানাত্মা জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমূর্তিঃ স ইজ্যতে ॥
 নিবৃত্তৈর্যোগমার্গৈশ্চ বিষ্ণুমুক্তিফলপ্রদঃ ।
 ব্রহ্মদীর্ঘপ্লুতৈযশ্চ কিঞ্চিদন্ত্যভিধীয়তে ॥ ৪৩
 যজ্ঞ বাচামবিষয়স্তৎসৰ্ব্বং বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।
 ব্যক্তঃ স এবমব্যক্তঃ স এব পুরুষোহব্যয়ঃ ॥
 পরমাত্মা চ বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ ।
 ব্যক্তাব্যক্তাঙ্কিকা তস্মিন্ প্রকৃতিঃ সা বিলীয়তে
 পুরুষশ্চাপি ভো বিপ্রা যন্তদব্যাকৃতাঙ্গানি ।
 দ্বিপরাক্ষাঙ্ককঃ কালঃ কথিতো যো ময়া দ্বিজাঃ
 তদহস্তশ্চ বিপ্রেন্দ্রা বিষ্ণোরীশশ্চ কথ্যতে ।
 ব্যক্তে তু প্রকৃতো লীনে প্রকৃত্যাং পুরুষে তথ
 তদ্রাস্তিতে নিশা তশ্চ তৎপ্রমাণা তপোধনাঃ ।
 নৈবাহস্তশ্চ চ নিশা নিত্যশ্চ পরমাত্মনঃ ॥ ৪৮
 উপচারান্তথাপ্যেতত্তশ্চেষ্টশ্চ তু কথ্যতে ।
 ইত্যেব মুনিশার্দ্দূলাঃ কথিতঃ প্রাকৃতো লয়ঃ ॥
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে প্রাকৃতলয়নিরূপণং নাম ত্রয়-
 স্তিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৩॥

আরাধনা করেন । নিবৃত্তিপথবর্ত্তী যোগিগণ
 মুক্তিফলদাতা জ্ঞানমূর্ত্তি বিষ্ণুকে জ্ঞানযোগ
 দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন । ব্রহ্ম, দীর্ঘ
 ও প্লুতক্রমে যে কিছু বস্তু অভিহিত এবং
 যাহা বাক্যের অবিসমীভূত, তৎসমস্তই
 সেই অব্যয় বিষ্ণুরূপ । তিনিই ব্যক্ত ও
 অব্যক্ত পুরুষ এবং তিনিই পরমাত্মা, বিশ্বাত্মা
 ও বিশ্বরূপধারী হরি । তাঁহাতেই ব্যক্ত ও
 অব্যক্ত স্বরূপ প্রকৃতি প্রলীন হইয়া থাকে ।
 হে বিপ্রগণ ! অব্যাকৃত পরমাত্মায় পুরুষও
 প্রলীন হইয়া যায় । আমি যে দ্বিপরাক্ষাঙ্কক
 কালপরিমাণ কীৰ্ত্তন করিয়াছি, হে বিপ্রেন্দ্র-
 গণ ! ভগবান বিষ্ণুর তাহাই একদিন বলিয়া
 কথিত । প্রকৃতিতে ব্যক্ত এবং পুরুষে
 প্রকৃতি প্রলীন হইয়া তদ্ব্যয় পরমাত্মা
 বিষ্ণুতে অবাস্তিত হইলে তদীয় দিনপার-
 মাণে এক রাত্রি উপস্থিত হয় । পরন্তু
 পরমাত্মা নিত্যবস্তু ; প্রাকৃতপক্ষে তাঁহার
 রাত্রি দিন নাই । তাঁহার রাত্রি দিন কেবল

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায় ।

ব্যাস উবাচ ।

আধ্যাত্মিকাদি ভো বিপ্রা জাত্বা তাপত্রয়ং বুধঃ
 উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ম্
 আধ্যাত্মিকোহপি দ্বিবিধঃ শারীরো মানসস্তথা
 শারীরো বহুভেদৈর্ভেদিত্যুতৈশ্চৈবতাপৈঃ সঃ ॥২
 শিরোরোগপ্রতিজ্ঞায়জ্বরশূলভগন্দরৈঃ ।
 গুল্মার্শঃশ্বয়থুঃস্ফীতিহৃদ্যাদিভিরনেকথা ॥ ৩
 তথাঙ্কিরোগাতিসারকুষ্ঠাঙ্গাময়সংজ্ঞকৈঃ ।
 ভিত্তিতে দেহজস্তাপো মানসং শ্রোতুমর্হথ ॥ ৪
 কামক্রোধভয়দ্বেষলোভমোহবিষাদজঃ ।
 শোকান্ধ্র্যাবমানের্ষ্যমাৎসর্য্যভিভবস্তথা ॥ ৫
 মানসোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তাপো ভবতি নৈকথা ।

উপচারিক মাত্র ; হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এই
 আমি প্রাকৃত প্রলয়ের বিষয় কীৰ্ত্তন
 করিলাম । ৪০—৪৯ ।

ত্রয়াস্ত্রিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! বুধ
 ব্যক্তি আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের বিষয়
 বিদিত হইয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইলে
 আত্যন্তিক লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । শারীর
 ও মানস ভেদে আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ ;
 তন্মধ্যে শারীর বহুভেদে বিভক্ত । ইহার
 বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
 শিরোরোগ, প্রতিজ্ঞায় জ্বর, শূল, ভগন্দর,
 গুল্ম, অর্শ, শ্বয়থু, স্ফীতি, হৃদ্য, অঙ্কিরোগ,
 অতিসার ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগভেদে
 শারীর তাপ বহুধা বিভিন্ন হইয়া থাকে ।
 এক্ষণে মানস তাপের বিষয় শ্রবণ করুন ।
 কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ,
 বিষাদ, শোক, অন্ধ্যা, অবমান, ঈর্ষ্যা, মাৎ-
 সর্য্য ও অভিভব প্রভৃতি দ্বারা মানস তাপ

ইত্যেবমাদিভির্ভেদৈস্তাপো আধ্যাত্মিকঃ স্মৃতঃ
মৃগপক্ষিমনুষ্যাণ্যৈঃ পিশাচোরগরাকসৈঃ ।
সরীসৃপাণ্যৈশ্চ নৃণাং জন্তুভে চাধিভৌতিকঃ ॥
নীতোক্ষবাতবর্ষাস্থবৈহ্যতাদিসমুদ্ভবঃ ।
তাপো দ্বিজবরশ্রেষ্ঠাঃ কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ ॥৮
গর্ভজন্মজরাজানমৃত্যুনারকজং তথা ।
হুঃখং সহস্রশো ভেদৈর্ভিদ্ধ্যতে মুনিসত্তমাঃ ॥৯
মুকুমারভগ্নগর্ভে জন্তুর্ভ্রমলাবৃতে ।
উষসংবেষ্টিতো ভগ্নপৃষ্ঠগ্রীবাস্বিসংহতিঃ ॥ ১০
অত্যন্নকটুতীক্ষ্ণোক্ষলবণৈর্নাত্তভোজনৈঃ ।
অতিতাপিভিরত্যর্থঃ বাধ্যমানোহতিবেদনঃ ॥
প্রসারণাকুঞ্চনাদৌ নাক্সানাং প্রভুরাত্মনঃ ।
শকনুজমহাপঙ্কশায়ী সর্বত্র পীড়িতঃ ॥ ১২

অনেকধা বিভক্ত । এইরূপে এক আধ্যাত্মিক তাপই বহু ভিন্নরূপে নিক্রপিত । মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও সরীসৃপাদি হইতে নরগণের যে তাপ জন্মে, তাহার নাম আধিভৌতিক । নীত, উষ্ণ, ষাণ্ড, বর্ষাজল ও বৈহ্যতাগ্নি প্রভৃতি হইতে যে তাপ সমুদ্ভূত হয়, হে দ্বিজগণ ! তাহা আধিদৈবিক নামে কথিত । হে মুনীন্দ্রগণ ! গর্ভবাস, জন্ম, জরা, অজ্ঞান, মৃত্যু ও নরক-ভোগাদি-জনিত বহু হুঃখ আছে, ঐ সকল হুঃখ সহস্র সহস্র ভেদে বিভক্ত । মুকুমার-কৃতি জীব যখন বহু মল-পূর্ণ গর্ভমধ্যে বাস করিয়া উষ দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তখন তাহার পৃষ্ঠ, গ্রীবা এবং অস্থি প্রভৃতি ভগ্নাবস্থায় থাকে । জীব তখন অতি যাতনা ভোগ করে । গর্ভধারিণী যে কিছু অত্যন্ন, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লবণাক্ত বস্তু ভোজন করেন, সেই সকলের তীব্র রস জঠরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভস্থ জীবের অত্যধিক প্রদাহ উৎপাদন করে । জীব তাহাতে একান্ত ক্লিষ্ট হইতে থাকে । সে, ঐ অবস্থায় তাহার আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রসারণ বা আকুঞ্চনাদি কিছুই করিতে পারে না । বিষ্ঠা-মূত্রময় মহাপঙ্কে তাহাকে

নিকঙ্কাসঃ সচৈতন্তঃ স্মরন্ জন্মশতান্তথ ।
আন্তে গর্ভেহতিহুঃখেন নিজকর্মনিবন্ধনঃ ॥১৩
জায়মানঃ পুরীষাস্থদুঃখক্ৰাবিলাননঃ ।
প্রাজাপত্যেন বাতেন পীড়্যমানাস্বিবন্ধনঃ ॥১৪
অধোমুখৈস্তৈঃ ক্রিয়তে প্রবলেঃ স্মৃতিমাক্রুতৈঃ ।
ক্রেণৈর্নিষ্কর্ণাপ্রোত জঠরান্নাতুরাতুরঃ ॥
মূর্চ্ছামবাপ্য মহতীং সংস্পৃষ্টো বাহুবায়ুনা ।
বিজ্ঞানভ্রংশমাপ্নোতি জাতস্ত মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৬
কণ্টকৈরিব তুলাঙ্গঃ ক্রকটৈরিব দারিতঃ ।
পুতিবর্ণান্নিপতিতো ধরণ্যাং ক্রমিকো যথা ॥১৭
কণ্ডুয়নেহপি চাশক্তঃ পরিবর্তেহপ্যনৌষরঃ ।
স্তনপানাদিকাহারমবাপ্নোতি পরেচ্ছয়া ॥ ১৮

শয়ন করিতে হয় । ফলে, সে সর্ব বিষয়েই হুঃখ অনুভব করিতে থাকে ১—১২! তখন তাহার নিশ্বাস ফেলিবার উপায় থাকে না । অথচ সে চৈতন্তসম্পন্ন হইয়া তৎকালে তাহার অত্যন্ত শত শত জন্মের ঘটনাপরম্পরা স্মরণ করিতে থাকে । স্বকীয় কর্মনিবন্ধন জীব অতিহুঃখেই গর্ভবাসে বাস করে । পরে যখন ভূমিষ্ঠ হইবার উপক্রম হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত ও রেতো দ্বারা প্রাবিত হয় । প্রাজাপত্য-বাতেন তদীয় অস্থিবন্ধন সকল পীড়িত হইতে থাকে । প্রবল স্মৃতি-মাক্রুত তাহাকে অধোমুখে চালিত করে । তখন অতিকষ্টে আতুর জীব মাতৃজঠর হইতে নিষ্কান্ত হয় । সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তখন বহির্জগতের বায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, তদীয় জ্ঞান বিলুপ্ত হয় । হে মুনিবরগণ ! জাত জীব পুতিবর্ণ হইতে নিপতিত ক্রমির ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে লুপ্তিত হইতে থাকে । তখন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন কণ্টকবিন্দ অথবা যেন ক্রকট-পাটিত বলিয়াই বোধ হইতে থাকে । ঐ অবস্থায় জীব গাত্রকণ্ডুয়নেও সক্ষম হয় না এবং পার্শ্বপরিবর্তন করিতেও পারে না । তখন স্তম্ভই তাহার আহার, কিন্তু সে আহারও পরের ইচ্ছায় সম্পাদিত

অণুচিস্তরে স্পৃষ্টঃ কীটদংশাদিভিস্তথা ।
 ভক্ষ্যমাণোহপি নৈবৈষাং সমর্থো বিনিবারণে ॥
 জন্মহুঃখান্তনেকানি জন্মনোহনন্তরাণি চ ।
 বাল্যভাবে যদাপ্নোতি আধিভূতাদিকানি চ ॥২০॥
 অজ্ঞানতমসা চ্ছন্নো মূঢ়ান্তঃকরণো নরঃ ।
 ন জানাতি কুতঃ কোহহং কুত গন্তা কিমাম্বকঃ
 কেন বন্ধনবন্ধোহহং কারণং কিমকারণম্ ।
 কিং কার্য্যং কিমকার্য্যং বা কিং বাচ্যং কিং ন
 চোচ্যতে ॥ ২২

কো ধর্ম্মঃ কশ্চ বাধর্ম্মঃ কস্মিনবর্ত্তেত বৈ কথম্ ।
 কিং কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যং কিংবা কিং গুণদোষবৎ ॥
 এবং পশুসমৈর্মূঢ়ৈরজ্ঞানপ্রভবং মহৎ ।
 অবাধ্যতে নরৈর্হুঃখং শিশ্নোদরপরায়ণৈঃ ॥২৪॥
 অজ্ঞানং তামসো ভাবঃ কার্য্যারম্ভপ্রবৃত্তয়ঃ ।
 অজ্ঞানিনাং প্রবর্ত্তন্তে কস্মলোপস্ততো দ্বিজাঃ
 নরকং কস্মলাং লোপাৎ ফলমাহর্ম্মহর্ম্ময়ঃ ।
 তস্মাদজ্ঞানিনাং হুঃখমিহ চামুত্র চোত্তমম্ ॥ ২৬

হয়। জীব অণুচি শয্যায় শয়ন করে, কীট এবং দংশমশকাদি তাহাকে দংশন করিলেও সে তখন তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না। এই সময় নর অজ্ঞানাকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাহার অন্তঃকরণ মূঢ়তায় আক্রান্ত হয়। সে তখন অতীত ও অনাগত জন্মপরম্পরায় বাল্যভাবে যে সকল হুঃখ ভোগ হয়, তাহার কিছুই জানিতে পারে না; কেবল বর্ত্তমান ক্লেশই অনুভব করে। নর তখন জানে না যে, কে আমি? কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, কোন্ বন্ধনে আমি আবদ্ধ হইয়াছি, আমার কারণ, অকারণ, কার্য্য, অকার্য্য, এবং বাচ্য ও অবাচ্যই বা কি? ধর্ম্ম কি? অধর্ম্মই বা কি? কোথায় আমি কি ভাবে থাকিব? আমার কর্ত্তব্যই বা কি এবং তাহার গুণ ও দোষই বা কি? ফলে নর বাল্যভাবে ইহার কিছুই জানিতে পারিতে পারে না। পশুপ্রায় মূঢ় নরগণ এইরূপে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শিশ্নোদরপরায়ণ হয়

জরাজর্জরদেহশ্চ শিথিলাবয়বঃ পুমান্ ।
 বিচলচ্ছীর্ণদশনো বলিন্নায়ুশিরারুতঃ ॥ ২৭
 দূরপ্রনষ্টনয়নো ব্যোমাস্তর্গততারকঃ ।
 নাসাবিবরনির্ধাতরোমপুঞ্জশ্চলদ্বপুঃ ॥ ২৮
 প্রকটীভূতসর্কাস্বিনতপৃষ্ঠাঙ্গিসংহতিঃ ।
 উৎসন্নজঠরাগ্নিহাদল্লাহারোহল্লচেষ্টিতঃ ॥ ২৯
 কৃচ্ছ্রচেচ্চ ক্রমণোস্থানশয়নাসনচেষ্টিতঃ ।
 মন্দীভবচ্ছোভনেত্রগলল্লালাবিলাননঃ ॥ ৩০
 অনায়তৈঃ সমন্তৈশ্চ করণৈর্ম্মরণোন্মুখঃ ।
 তৎক্ষেণেহপ্যনুভূতানামস্মর্ত্তাঞ্চিলবস্ত্রনাম্ ॥ ৩১

এবং অজ্ঞানজনিত মহা হুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! তামস ভাবই অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানসম্পন্ন নরগণের সমস্ত কার্য্য তামসিকভাবেই প্রবৃত্ত হয়। স্মৃত-রাং তাহাদের বৈধ কস্ম লোপ পাইয়া থাকে। মহর্ষিগণ বলেন,—কস্মলোপেই মানবদিগকে নরকফল ভোগ করিতে হয়; স্মৃতরাং দেখা যায়, ইহকাল এবং পরকাল উভয়তাই অজ্ঞানীদিগের হুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। ১৫—২৬। নর যখন বার্কিকো উপনীত হয়, তখন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জরায় জর্জরিত হইয়া যায়; সমস্ত অবয়ব শিথিল হইয়া পড়ে, দশনরাজি শীর্ণ হইয়া নড়িতে থাকে, দেহের নানাস্থান ন্নায়ু ও শিরাজালে পারব্যাপ্ত হইয়া উঠে; নয়ন দূরদর্শনে অন্ধম্ হয়, নাসাবিবর হইতে রোমরাজি বাহির্গত হয়, দেহযষ্টি সদাই কম্পিত হইতে থাকে; দেহের অস্থিপুঞ্জ আভব্যক্ত হয়; পৃষ্ঠাঙ্গ নত হইয়া পড়ে; জঠরাগ্নির অল্লভায় আহারও অল্ল হয়; শারীরিক চেষ্টাও অল্ল হইয়া পড়ে; গমন উত্থান, শয়ন ও উপবেশন প্রভৃতি অতীব কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে; নেত্র ও শ্রোত্রশক্তি মন্দীভূত হয়; গলিত দালাপ্রবাহে মুখ-বিবর সদাই আবিলা হইয়া থাকে। ২৭—৩০। নিজের ইন্দ্রিয়গুলি তখন আর আয়ত্ত থাকে না। তখন তাহাকে মরণের

সকলকারিতে বাক্যে সমুদ্রতমহাশ্রমঃ ।
 শাসকাসামগ্রাসসমুদ্রত প্রজাগরঃ ॥ ৩২
 অন্তেনোথাপ্যতেহন্তেন তথা সংবেশ্তে জরী
 ভৃত্যাপুত্রদারাগামপমানপরাকৃতঃ ॥ ৩৩
 প্রকৌণাখিলশৌচশ্চ বিহারাহারসংস্পৃহঃ ।
 হান্তঃ পরিজনস্তাপি নির্কিণাশেষবাক্তবঃ ॥ ৩৪
 অমুভূতমিবাত্মনিন্ জন্মস্তাবিচেষ্টিতম্ ।
 সংস্মরন্ যৌবনে দীর্ঘং নিশ্চিসিত্যতিতাপিতঃ ॥
 এবমাদীনি হুঃখানি জরায়ামমুভূয় চ ।
 মরণে যানি হুঃখানি প্রাপ্নোতি শৃণু তাস্তপি ॥
 প্লথগ্রীবাজিহ্বস্তোহথ প্রাপ্তো বেপথুন্য নরঃ ।
 মুহূর্ণানিপরংচাসৌ মুহূর্ত্তানবলাঘিতঃ ॥ ৩৭

অন্ত প্রভূত হইতে হয়। সদ্য যে বিষয়
 অনুভব করা যায়, একটু পরেই তাহার
 তখন স্মরণ থাকে না। একবার মাত্র এতটী
 কথা উচ্চারণ করিতেও তখন তাহার মহা-
 শ্রম বোধ হয়। ঐ অবস্থায় শাস ও
 আগ্রাস প্রত্যির অনবরত প্রকোপ-
 বশতঃ প্রায় সমস্ত রাত্রিই তাহাকে
 জাগিয়া থাকিতে হয়। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির
 শয়ন ও উত্থান উভয় ব্যাপারেই সর্বদা
 পরের সাহায্য প্রয়োজন হয়। তখন ভৃত্য,
 পুত্র ও কলত্রাদির নিকট পদে পদে অব-
 মানিত হইতে হয়। তখন তাহার সমস্ত
 শৌচ ব্যাপার লোপ পায় এবং কেবল
 বিহার ও আহারেই তাহার স্পৃহা হইতে
 থাকে। প্রতিপদে পরিজনের নিকট হান্তা-
 স্পদ হইতে হয়। এবং সমস্ত বন্ধু-বান্ধবেরই
 নির্বেদের পাত্র হইয়া থাকিতে হয়। তৎ-
 কালে জরাজীর্ণ নর জন্মান্তরীয় ঘটনার
 স্মায় যৌবনের কার্যগুলি স্মরণ করত অতি-
 তাপে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে।
 এইরূপে নর জরাবস্থায় হুঃখরাশি অনুভব
 করিয়া মরণ-দশায় যে সকল হুঃখ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে, তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।
 জরাজীর্ণ নর সর্বদাই কাম্পিত হইতে থাকে।
 তাহার গ্রীবা, অঙ্গি ও হস্ত প্লথ হইয়া

হিরণ্যধাস্ততনয়তর্ঘ্যাতৃত্যগৃহাদিষু ।
 এতে কথং ভবিষ্যতীত্যতীব্রমমতাকুলঃ ॥ ৩৮
 মর্শ্ববিষ্টির্ঘহারোগৈঃ ক্রকচৈরিব দাক্ষণৈঃ ।
 শরৈরিবাস্তকস্তোত্রৈশ্চিদ্যমানাহিবন্ধনঃ ॥ ৩৯
 পরিবর্ত্তমানভারাক্ৰিস্তপাদং মুহুঃ কিপন্ ।
 সংশ্লষ্যমাণতান্বোষ্ঠকণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥ ৪০
 নিক্রক্ককঠকেশোহপি উদানবাসপীড়িতঃ ।
 তাপেন মহতা ব্যাপ্তস্তৃষা ব্যাপ্তস্তথা কুধা ॥ ৪১
 ক্লেশাহুংক্রান্তিমাপ্নোতি যাম্যাকিঙ্করপীড়িতঃ ।
 ততশ্চ যাতনাদেহং ক্লেশেন প্রতিপদ্যতে ॥ ৪২
 এতাস্তস্তানি চোগ্রাণি হুঃখানি মরণে নৃণাম্ ।
 শৃণুধ্বং নরকে যানি প্রাপ্যন্তে পুরুষৈর্মুতৈঃ ॥

যায়। সে বারম্বার বিবিধ শ্লানি ভোগ
 করে। এই অবস্থায় উত্তরোত্তর তাহার
 বিষয়-জ্ঞান প্রবল হইতে থাকে। তখন
 সে আপনার হিরণ্য, ধান্ত, পুত্র, কলত্র,
 ভৃত্য ও গৃহাদির প্রতি একান্ত মমতাপন্ন
 হইয়া ভাবনা করে যে, এ সকল কিরূপে
 চিরস্থির হইবে? ক্রমে দাক্ষণ ক্রকচের স্তায়
 অথবা অস্তকের মর্শ্ববাতী উগ্র সায়কের স্তায়
 কঠিন রোগের আক্রমণে তাহার অস্থিবন্ধন
 সকল ছিন্ন হইয়া যায়; সে মুহূর্ত্ত হস্ত-পদ
 ক্ষেপণ করিতে থাকে, তাহার চক্ষুর তারকা
 ঘূর্ণিত হয়; তালু, ওষ্ঠ ও কণ্ঠদেশ শুষ্ক হইতে
 থাকে এবং কণ্ঠ হইতে ঘুরঘুর ধ্বনি উথিত
 হয়। ৩১—৪০। সে তখন ক্রক্ককঠ হইয়া উদান-
 বাসে পীড়িত হইতে থাকে; তাহার সর্বশরীরে
 বিষম তাপ সঞ্চারিত হয় এবং সে সেই
 অবস্থাতেই সুধাকুল হইয়া উঠে। অনন্তর
 যমদূতগণের হস্তে নিপীড়িত হইয়া অতি
 ক্লেশে তদীয় প্রাণ সকল উৎক্রান্ত হয়।
 পরে অতি কষ্টে জীব যাতনাদেহ লাভ
 করে। নরগণের মরণে এই সকল এবং
 এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কণ্ঠের হুঃখ সকল অমুভূত
 হয়। দ্বিজগণ! মৃত পুরুষেরা নরকে গিয়া
 যে সকল হুঃখ ভোগ করে, এক্ষণে তাহার
 বিবরণ শ্রবণ করুন। পাপী পুরুষ মরণ

যাম্যকিঙ্করপাশাদিগ্রহণং দণ্ডতানম্ ।
 যমস্ত দর্শনং চোগ্রমুগ্রমার্গবিলোকনম্ ॥ ৪
 করন্তবালুকাবহ্নিযজ্ঞশস্ত্রাদিভীষণে ।
 প্রত্যেকং যাতন্যাশ্চ যাতনাদি দ্বিজোত্তমাঃ
 ক্রকটৈঃ পীড়্যমানানাং মুষায়াঞ্চাপি ধাপ্যতাম্ ।
 কুঠারৈঃ পাট্যমানানাং ভূমৌ চাপি নিখন্ততাম্
 শুলেনারোপ্যমানানাং ব্যাঘ্রবক্ষে প্রবেশতাম্
 গৃধৈঃ সন্তপ্যমানানাং বীপিভিশ্চোপভূজ্যতাম্
 কথ্যতাং তৈলমধ্যে চ ক্লিদ্যতাং ক্ষারকর্দমে ।
 উচ্চারিপাত্যমানানাং ক্ষিপ্যতাং ক্ষেপযজ্ঞকৈঃ
 নরকে যানি হুংখানি পাপহেতুস্তবানি বৈ ।
 প্রাপ্যন্তে নারকৈবিপ্রান্তেষাং সংখ্যা নবিদ্যতে
 ন কেবলং দ্বিজশ্রেষ্ঠা নরকে হুংখপদ্ধতিঃ ।
 স্বর্গেহপি পাতভীতস্ত কয়িকোণীস্তি নির্বৃতিঃ
 পুনশ্চ গর্ভে ভবতি জায়তে চ পুনর্নরঃ ।

কালে যমকিঙ্করগণের পাশ দ্বারা নিগৃহীত
 ও দণ্ডপ্রহারে জর্জরিত হয়, মরণান্তে
 যমের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে;
 যমপুরী যাইবার উগ্রপথ তাহার দৃষ্টি-
 পথে পতিত হয়। উত্তপ্ত বালুকা, বহ্নি,
 যজ্ঞ ও শস্ত্রাদি হইতেও তাহাকে নানা
 যাতনা প্রাপ্ত হইতে হয়। মৃত পাপিগণ
 যমালয়ে গিয়া ক্রকটাস্থাতে পীড়্যমান, কুঠার
 প্রহারে পাট্যমান এবং ভূগর্ভে নিখন্যমান
 হইতে থাকে। কখন কখন তাহার শুলে
 আরোপিত হয়, ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষিপ্ত হয়
 এবং গৃধ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে।
 কখন কখন তপ্ত তৈলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া
 বিষম যাতনা ভোগ করে, কদাচিত্তে ক্ষার
 কর্দমে ক্রিয় হইতে থাকে; কখন বা উর্দ্ধ
 হইতে নিপাতিত হয় এবং কোন কোন
 সময়ে ক্ষেপযজ্ঞে ক্ষিপ্ত হইতে থাকে। হে
 বিপ্রবর্গ! নারকিগণ নরকে নিপীড়িত
 হইয়া যে সকল পাপজ হুংখ প্রাপ্ত হয়, সে
 সমুদায়ের সংখ্যা করা যায় না। হে দ্বিজেশ্ব-
 রগণ! কেবল যে নরকেই হুংখভোগ হয়,
 এরূপ নহে, স্বর্গে গিয়াও পতনশঙ্কায়

গর্ভে বিনীয়তে ভূয়ো জায়মানোহন্তমেতি চ ।
 জাতমাত্রশ্চ ম্রিয়তে বালভাবে চ যৌবনে ।
 যদ্যৎপ্রীতিকরং পুংসাং বস্ত বিপ্রাঃ প্রজায়তে
 তদেব হুংখরূপস্ত বীজরূপগচ্ছতি ।
 কলত্রপুত্রমিত্রাদিগৃহক্ষেত্রধনাদিকৈঃ ॥ ৫৩
 ক্রিয়তে ন তথা ভূরি সুখং পুংসাং যথাসুখম্ ।
 ইতি সংসারহুংখকৃতাপতাপিতচেতসাম্ ॥ ৫৪
 বিমুক্তিপাদপচ্ছায়ামৃতে কুত্র সুখং নৃণাম্ ।
 তদন্ত ত্রিবিধস্তাপি হুংখজাতস্ত পণ্ডিতৈঃ ॥ ৫৫
 গর্ভজন্মজরাদ্যেযু স্থানেষু প্রভবিষ্যতঃ ।
 নিরস্তাতিশয়াহ্লাদং সুখভাবৈকলক্ষণম্ ॥ ৫৬
 ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকা চাত্যস্তিকী মতা ।
 তস্মাত্তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ ॥
 তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কৰ্ম চোক্তং দ্বিজোত্তমাঃ

কয়িকু ব্যাকির নির্বৃত্তিলাভ ঘটে না। নর
 স্বর্গচ্যুত হইয়া পুনরায় গর্ভবাসে অবস্থান
 করে, পুনরায় জন্মিয়া থাকে এবং পুনরপি
 গর্ভে গিয়া জন্ম লয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
 লোক জন্মিবামাত্র বাল্যে কিম্বা যৌবনে মৃত্যু-
 গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ!
 জীবিতাবস্থায় যে যে বস্ত পুরুষের অতি
 প্রীতিকর হয়, তাবী কালে তাহাই তাহার
 হুংখরূপের বীজরূপ হইয়া থাকে। কলত্র,
 পুত্র, মিত্র, গৃহ, ক্ষেত্র ও ধনাদি দ্বারা পুরুষের
 যত অধিক অসুখ উৎপন্ন হয়, আমি মমে
 করি, ঐ সমুদায় দ্বারা সুখ ততদূর হয় না।
 এইরূপে সংসারহুংখরূপ দিবাকরের তাপে
 তাপিতচিত্ত জনগণের পক্ষে মুক্তি পাদ-
 পের ছায়া ব্যতীত কোথায় সুখ বির-
 জিত? অতএব গর্ভ, জন্ম ও জরাদি
 ত্রিবিধ স্থানগত উল্লিখিত হুংখরূপের নিরাস
 করা পণ্ডিতগণের একান্ত কর্তব্য। নিরতি-
 শয়াহ্লাদ-বিলোপী হুংখের উচ্ছেদ নিমিত্ত
 সুখভাবে একমাত্র উপাদান আত্মস্তিকী
 ভগবৎপ্রাপ্তিই চরম ঔষধি; সুতরাং তাহা
 পাইবার জন্ত প্রযত্ন প্রকাশ করা বিজ্ঞ নরের
 নিত্যন্তই বিধেয়। ৪১—৫৭। হে দ্বিজগণ!

আগমোৎখং বিবেকাজ্ঞা জ্ঞানং তথোচ্যতে
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্ ।
অজ্ঞং তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্ছেল্লিযোত্তমম্ ॥
যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদৈ বিপ্রা বিবেকজম্ ।
মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃহ্ন যমুনিসত্তমাঃ ॥ ৬০
তদেতচ্ছূয়তামত্র সম্বন্ধে গদতো মম ।
হে ব্রহ্মণী বেদিতব্যো শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ ॥ ৬১
শব্দব্রহ্মণি নিব্রাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।
হে বিজ্ঞে বৈ বেদিতব্যো ইতি চাধ্বক্ষণী ঋতিঃ
পরয়া হৃক্ষরপ্রাপ্তিঞ্চৈবেদাদিময়াপরা ।
যতদব্যাক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্ ॥ ৬৩
অনির্দেশ্যমরূপঞ্চ পানিপাদাদ্যসংযুতম্ ।
বিত্তং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্ ॥ ৬৪
ব্যাপ্যং ব্যাপ্তং যতঃ সর্ব্বং তদৈ পশ্যন্তি সুরয়ঃ
তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্বৈয়ং মোক্ষকাজ্জিহ্বাতিঃ

সেই ঔষধি প্রাপ্তির হেতু জ্ঞান এবং কর্ম্ম ।
তন্মধ্যে এই জ্ঞান আবার আগমোৎপন্ন ও
বিবেকজ ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া কথিত ।
আগমজ জ্ঞান শব্দব্রহ্ম এবং বিবেকজ
জ্ঞান পরমব্রহ্ম । অজ্ঞান অন্ধতমের স্থায় ;
বিবেকজ্ঞাত জ্ঞান তাহাতে সূর্য্যবৎ প্রকাশ
মান । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! বেদার্থ স্মরণ
করিয়া ভগবান্ মনু এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়া-
ছেন, আমার নিকট আপনারা তাহা শ্রবণ
করুন । ব্রহ্ম দ্বিবিধ বলিয়া বিজ্ঞেয় ; এক-
শব্দব্রহ্ম, অপর পরব্রহ্ম । শব্দব্রহ্মের বিষয়
বিদিত হইতে পারিলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত
হওয়া যায় । দ্বিবিধ বিজ্ঞাই জানিতে হয়,
ইহাই আধ্বক্ষণী ঋতি বটে । পর বিদ্যা
দ্বারা অপর ব্রহ্মকে লাভ করা যায় ; অপর
বিদ্যা ঋগ্বেদাদিময়ী বলিয়া বিদিত ।
যিনি অব্যাক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়,
অনির্দেশ্য, অরূপ, অপানি, অপাদ, সর্ব্বগতি,
নিত্য, ভূতযোনি, কারণ, ব্যাপ্ত, ব্যাপ্য ও
সর্ব্বস্বরূপ, বিবেকী বুধগণ তাঁহাকেই দর্শন
করিতে থাকেন । তিনিই পরমব্রহ্ম পরম-
ধাম ; মোক্ষকাজ্জী জনগণ তাঁহাকেই ধ্যান

ঋতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিকোঃ পরমং পদম্
উৎপত্তিঃ প্রলয়কৈব ভূতানাং গতিঃ গতিম্ ॥
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ।
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্চাধ্বাধীয়াতেজাঃশেষতঃ ॥ ৬৭
ভগবচ্ছবদবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ।
সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি নিবসন্তি পরাশ্রয়নি ॥ ৬৮
ভূতেষু চ স সর্ব্বাশ্রয়া বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ।
উবাচেনং মহর্ষিভ্যঃ পুরা পৃষ্টঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৬৯
নামব্যাখ্যামনন্তস্ত বাসুদেবস্ত তদ্বতঃ ।
ভূতেষু বসতে যোহন্তর্হিসন্ত্যত্র চ তানি যৎ ॥
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ।
স সর্ব্বভূতপ্রকৃতির্গুণাংশ্চ
দোষাংশ্চ সর্ব্বান্ স গুণো হতীতঃ ।
অতীতসর্ব্বাবরণোহখিলাশ্রয়া
তেনাবৃতং যদ্ববনাস্তুরালম্ ॥ ৭১

করিয়া থাকেন । ৫৮-৬৫। তিনিই ঋতি-প্রতিপা-
দিত বিষ্ণুর সেই পরমপদ, ভূতবৃন্দের উৎপত্তি,
প্রলয়, গতি ও আগতির তিনিই একমাত্র
কারণ ; বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাসকল তিনিই
জানেন ; তিনিই ভগবান্ নামে কথিত হইয়া
থাকেন । জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও
তেজঃ প্রভৃতি ভগবন্ত্ব-প্রতিপাদক বাক্য-
সমূহের তিনিই একমাত্র বাচ্য । হেয় গুণ
তাঁহাতে একটীও নাই । সমস্ত ভূতজাতি
সেই পরমাত্মাতেই অবস্থিত এবং সেই
সর্ব্বাশ্রয়া বাসুদেবও ভূতসমূহে বিরাজিত ।
পুরাকালে মহর্ষিগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া প্রজা-
পতি স্বয়ং তাহাদিগকে এই তত্ত্বকথা বলিয়া-
ছিলেন । অনন্ত বাসুদেবের নাম-ব্যাখ্যাও
তাঁহার মুখে প্রকটিত হইয়াছিল । বাসুদেব
ভূতসমূহের অন্তরে বাস করেন, এবং ভূত-
গণও তাঁহাতেই অবস্থান করে । তিনিই
ধাতা, বিধাতা ও জগৎপ্রভু । তিনি সর্ব্ব-
ভূতের প্রকৃতি ও সত্ত্ব হইয়াও সমস্ত গুণ-
দোষের অতীত ; তাঁহার কোনই আবরণ
নাই, তিনি অখিলাশ্রয়া ; এই ভুবনাস্তুরাল

সমস্তকল্যাণগুণাঙ্কো হি
 স্বশক্তিলেশাদৃতভূতসর্গঃ ।
 ইচ্ছাপ্রবৃত্তাভিমতোরুদেহঃ
 সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহসৌ ॥ ৭২
 তেজোবলৈশ্বৰ্য্যমহাবরোধঃ
 স্ববীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।
 পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
 ক্রেশাদয়ঃ সক্তি পরাপরেশে ॥ ৭৩
 স ঈশরো ব্যাট্টিসমষ্টিরূপো-
 অব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ ।
 সৰ্ব্বেশ্বরঃ সৰ্ব্বদৃক্ সৰ্ব্ববেত্তা
 সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাধ্যঃ ॥ ৭৪
 সংজায়তে যেন তদন্তদোষঃ
 শুদ্ধঃ পরঃ নিৰ্ম্মলমেকরূপম্ ।
 সংদৃশ্যতে বাপ্যথ গম্যতে বা
 তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহস্তদৃশ্যম্ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে আত্যন্তিকলয়নিরূপণং চতুস্ত্রিং
 শদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৪ ॥

তাঁহা কর্তৃকই আবৃত। তিনিই নিখিল
 কল্যাণ-গুণময়; তাঁহারই কণামাত্র শক্তি-
 বিকাশে ভূতবর্গ প্রকটিত; তিনি আপন
 ইচ্ছায় বিরাট্ দেহ পরিগ্রহ করেন। তাঁহা
 হইতেই অশেষ জগতের হিত সাধিত হয়।
 তেজ, বল ও ঐশ্বর্য্যরাশি তাঁহাতেই কেন্দ্রী-
 ভূত। বীৰ্য্য ও শক্তি প্রভৃতি গুণরাশির
 তিনিই একমাত্র আধার। তিনি পরাংপর;
 ক্রেশাদির লেশমাত্র তাঁহাতে নাই। তিনিই
 ব্যাট্টি ও সমষ্টিস্বরূপ ঈশ্বর; তিনিই ব্যক্ত ও
 অব্যক্তরূপে বিরাজমান তিনি সৰ্ব্বেশ্বর, সৰ্ব্ব-
 দর্শী, সৰ্ব্ববেত্তা, সৰ্ব্বশক্তি, পরমেশ্বর;
 তাঁহাতে কোনই দোষের লেশ নাই। তিনি
 শুদ্ধ, নিৰ্ম্মল, একরূপ; তিনিই জ্ঞেয়, দৃশ্য ও
 গম্য। তিনিই প্রকৃত জ্ঞান, তদ্ব্যতীত আর
 সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া কথিত। ৬৬—৭৫।

চতুস্ত্রিং শদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

ইদানীং ক্রাহি যোগঞ্চ হৃৎসংযোগভেষজম্ ।
 যং বিদিত্বাব্যয়ং তত্র যুজ্যামঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১
 ঋত্বা স বচনং তেষাং কৃকর্ষৈপায়নস্তদা ।
 অত্রবৌ পরমশ্রীতো যোগী যোগবিদাং বরঃ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

যোগং বক্ষ্যামি ভো বিপ্রাঃশৃণুধ্বং ভবনাশনম্
 যমভ্যস্তাপ্নুয়াদ্যোগী মোক্ষং পরমদুর্লভম্ ॥ ৩
 ঋত্বাদৌ যোগশাস্ত্রাণি গুরুমারাধ্য ভক্তিতঃ ।
 ইতিহাসং পুরাণঞ্চ বেদাংশ্চৈব বিচক্ষণঃ ॥ ৪
 আহারং যোগদোষাংশ্চ দেশকালঞ্চ বুদ্ধ্যমান
 জাত্বা সমভ্যাসেদ্যোগং নির্ধন্বো নিম্পরিগ্রহঃ ॥
 ভুঞ্জন্ শকুং যবাগৃঞ্চ তক্রমূলকলং পয়ঃ ।
 যাবকং কণপিণ্যাকমাহারং যোগসাধনম্ ॥ ৬

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মহর্ষে! যাহার
 প্রভাবে আমরা সেই অব্যয় পুরুষোত্তমকে
 বিদিত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইতে
 পারিব, আপনি অধুনা সেই হৃৎসংযো-
 গের ভেষজস্বরূপ যোগতত্ত্ব প্রকাশ
 করিয়া বলুন। তখন সেই যোগবিদগণের
 অগ্রণী কৃকর্ষৈপায়ন বেদব্যাস তৎপ্রবণে
 পরম শ্রীত হইয়া বলিলেন,—হে বিপ্রগণ!
 যাহার অভ্যাসে যোগী হইয়া পরম দুর্লভ
 মোক্ষ লাভ করা যায়, সেই ভববিনাশন
 যোগ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ
 যোগশাস্ত্র শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ব্বক গুরু
 আরাধনা করিয়া ইতিহাস, পুরাণ ও বেদ-
 বিজ্ঞায় বিচক্ষণ হইতে হয়। তৎপরে
 আহার, যোগ-দোষ ও দেশকালাদি সম্বন্ধে
 অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বুদ্ধ্যমান সাধক নির্ধন
 ও নিম্পরিগ্রহভাবে যোগাত্ম্যাসে নিরত হই-
 বেন এবং শকু, যবাগু, তক্র, মূল, কল,
 ছদ্ম, যাবক ও পিণ্যাক ভোজন করিবেন।
 কেন না, যোগসাধনের পক্ষে এই সকল

ন মনোবিকলে খাতে ন জ্ঞাতে কুধিতে তথা ।
ন হৃদে ন চ মীতে চ ন চোষে নানিলাসকে ॥
সশব্দে ন জলাভ্যাসে জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে ।
সরীসৃপে শ্মশানে চ ন নদ্যন্তেহগ্নিসন্নিধৌ ॥৮
ন চৈত্রে ন চ বগ্নীকে সভয়ে কূপসন্নিধৌ ।
ন শুকপর্ণনিচয়ে যোগং যুজীত কহিচিৎ ॥ ৯
দেশানন্তাননাদৃত্য মূঢ়হৃদযো যুনক্তি বৈ ।
প্রবক্ষ্যে তন্ত য়ে দোষা জায়ন্তে বিস্ময়কারকাঃ
বাধির্ঘ্যঃ জড়তা লোপঃ স্মৃতিভ্রংশমহততা ।
জরচ্চ জায়তে সদ্যন্তহৃদজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ১১
তন্মাৎ সর্বাশ্রমা কার্য্যা রক্ষা যোগবিদা সদা ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ ॥১২
আশ্রমে বিজনে শুভ্রে নিঃশব্দে নির্ভয়ে নগে ।
শুভাগারে শুচৌ রম্যে চৈকান্তে দেবতালয়ে ॥
রজন্তাঃ পশ্চিমে যামে পূর্বে চ স্নানসমাহিতাঃ ।

আহারই প্রয়োজন । যেখানে মন বিকল
হয়, অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা থাকে, শীতোকাদি
বন্দীভায় উদ্বেজিত হইতে হয়, এমন স্থানে
যোগভ্যাস করিতে নাই । এতদ্ভিন্ন জল-
সন্নিহিতে, শব্দসঙ্কুল স্থানে, জীর্ণ গোষ্ঠে,
চতুষ্পথে, সরীসৃপময় প্রদেশে, শ্মশানে,
নদীমধ্যে, অগ্নিসন্নিধানে, চৈত্রে, বগ্নীক-
মুক্তিকাময় স্থানে, কূপ-সমীপে কিম্বা শুক-
পর্ণরাশি-পরিপূর্ণ প্রদেশে কদাচ যোগাস-
ন কৰ্ত্তব্য নহে । ১—৯ । এই সকল নিষিদ্ধ
দেশের বিষয় বিবেচনা না করিয়া যে ব্যক্তি
মোহ বশতঃ তত্তৎ স্থানে যোগাসনে
প্রবৃত্ত হয়, তাহার যোগবিষয়ক যে সকল
দোষ জন্মিয়া থাকে, বলিতেছি । নিষিদ্ধ
স্থানে যোগ করিলে সন্ত-সদ্যই, বাধিতা,
জড়তা, স্মৃতিভ্রংশ, মুকহ, অজ্ঞতা, এবং
অজ্ঞানজাত জর উপস্থিত হয় । অতএব
যোগজ জন সর্বদা সর্বপ্রকারে আশ্রয়-
করিয়া চলিবেন ; কেননা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষের শরীরই একমাত্র সাধন । বিজনে
আশ্রমে, নির্ভয় নিঃশব্দ নগপ্রদেশে, পবিত্র
রম্য শুভাগারে, নিভৃত দেবালয়ে, রজনীর

পূর্বাহ্নে মধ্যমে চাহ্নি যুক্তাহ্নে জিতেন্দ্রিয়ঃ
আসীনঃ প্রাশুখো রম্য আসনে স্নানশীতলে ।
নাতিনীচে ন চোচ্ছিতে নিম্পৃহঃ সত্যবাকুণ্ডলিঃ
যুক্তনিদ্রো জিতক্রোধঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ।
সর্বদ্বন্দ্বগহো ধীরঃ সমকায়াজিহ্বাস্তকঃ ॥ ১৬
নাভৌ নিধায় হস্তৌ যৌ শান্তঃপদ্মাসনেন্বিতঃ
সংস্থাপ্য দৃষ্টিং নাসাগ্রে প্রাণানায়ম্য বাগুযতঃ
সমাহতোজ্রিয়গ্রামঃ মনসা হৃদয়ে মূনিঃ ।
প্রণবঃ দীর্ঘমুদ্যম্য সংবৃতান্তঃ স্নানশীতলঃ ॥ ১৮
রজসা তমসো বৃত্তিঃ সন্বেদন রজসস্তথা ।
সহাদ্য নির্মলে শান্তে স্থিতঃ সংবৃতলোচনঃ ॥
হৃৎপদ্মকোটরে লীনঃ সর্বব্যাপি নিরঞ্জনম্ ।
যুজীত সততং যোগী যুক্তিদং পুরুষোত্তমম্ ॥২০
করণেন্দ্রিয়ভূতানি ক্লেবজ্ঞে প্রথমং তসেৎ ।
ক্লেবজ্ঞচ্চ পরে যোজ্যস্ততো যুক্তি যোগবিৎ
মনো যন্তাস্তমভ্যাসিত পৰমাশ্রয় চঞ্চলম্ ।

পূর্ব ও শেষ যামে, মধ্যাহ্নে বা পূর্বাহ্নে
কালে যুক্তাহ্ন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি
প্রাশুখ হইয়া নাভ্যঙ্কিত নাতিনীচ অচঞ্চল
কোমল আসনে উপবেশন করিবেন ।
তিনি নিম্পৃহ সত্যবাদী, শুচি, যুক্তনিদ্র,
ক্রোধজয়ী, সর্বভূতের হিতে নিরত, সমস্ত
দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও ধীর হইয়া স্বীয় বেহ
অভ্রি, ও মস্তক সমভাবে সংরক্ষণপূর্বক
নাভিদেবে হস্তদ্বয় স্থাপনান্তে শান্তচিত্তে
পদ্মাসনে সমাসীন হইবেন । আপনার
নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন ও প্রাণায়াম করিয়া
মৌনী, জিতেন্দ্রিয় ও নিশ্চল হইয়া যুক্তি-
মুখে হৃদয় মধ্যে দীর্ঘ প্রণব উচ্চারণ
করিতে থাকিবেন । ঐ সময় নয়ন যুক্তিত
করিয়া রজোহারা তমঃ ও রজোবৃত্তিকে সম-
স্তা নিরোধ করত নির্মল শান্তরূপে
অবস্থান করিবেন । যোগী পুরুষ এইভাবে
থাকিয়া হৃৎপদ্ম সর্বব্যাপী নিরঞ্জন পুরুষো-
ত্তমকে সতত ধ্যান করিতে থাকিবেন ।
১০—২০ । প্রথমে কর্মোজ্রিয় সকল ক্লেবজ্ঞে
এবং ক্লেবজ্ঞকে পরম জ্ঞানে যোজিত করিয়া

সন্ত্যজ্য বিষয়াস্তত্ত্ব যোগসিদ্ধিঃ প্রকাশিতা ॥
 যদা নিবিসয়ঃ চিত্তং পরে ব্রহ্মণি লীয়তে ।
 যমাদৌ যোগযুক্তস্ত তদাত্ত্যতি পরং পদম্ ॥
 অসংস্কৃতং যদা চিত্তং যোগিনঃ সৰ্বকৰ্ম্মসু ।
 ভবত্যানন্দমাসক্ত তদা নিক্ৰাণমুচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
 শুদ্ধং ধামজয়াতীতং তুৰ্য্যাখ্যং পুরুষোত্তমম্ ।
 প্রাপ্য যোগবলাদযোগী মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
 নিস্পৃহঃ সৰ্বকামেভ্যঃ সৰ্বত্র প্রিয়দর্শনঃ ।
 সৰ্বজ্ঞানিত্যবুদ্ধিঃ যোগী মুচ্যেত নাত্তথা ॥ ২৫ ॥
 ইন্দ্রিয়ানি ন সেবেত বৈরাগ্যেণ চ যোগবিৎ ।
 সদা চাত্যাসযোগেনমুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥
 ন চ পদ্মাসনাদযোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ ।
 মনসশ্চৈন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগো যোগ উচ্যতে ॥
 এবং যয়া মুনিশ্রেষ্ঠা যোগঃ প্রোক্তো বিমুক্তিদঃ

যোগবিৎ ব্যক্তি যোগযুক্ত হইবেন । এইরূপ
 করিতে করিতে যাহার চকল মন পরমাত্মায়
 প্রলীন হয়, সেই বিষয়নিস্পৃহ যোগীরই
 যোগসিদ্ধি প্রকটিত হয় । যৎকালে নির্বিষয়
 চিত্ত পরম ব্রহ্মে লীন হয়, সমাধিময় যোগ-
 যুক্ত পুরুষ তখনই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন । যোগীর চিত্ত যখন সৰ্বদা সৰ্ব
 কৰ্ম্মে অসংস্কৃত হইবে, তখনই তিনি
 পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া নিক্ৰাণপদ লাভ
 করিবেন । যোগী যোগপ্রভাবে যৎকালে
 সেই শুণাতীত বিশুদ্ধ তুৰ্য্যাখ্য পুরুষোত্তমকে
 প্রাপ্ত হইবেন, তখনই তিনি মুক্ত হইয়া
 থাকেন । যিনি সৰ্বত্র সৰ্বকামনায় নিস্পৃহ,
 সংসারের সৰ্বব্যাপারে যাহার অনিত্য বুদ্ধি
 বিদ্যমান, তাদৃশ যোগী পুরুষই মুক্ত হইয়া
 থাকেন । যে যোগবিৎ ব্যক্তি বৈরাগ্যবশে
 ইন্দ্রিয়সেবা করেন না, সতত যোগাত্যাস-
 কলে তাঁহারই মুক্তি সুনিশ্চিত । পদ্মাসনে
 অবস্থান কিম্বা নাসাগ্র নিরীক্ষণ করিলেই
 যোগাঙ্কুরান হয় না; পরন্তু ইন্দ্রিয় ও মনের
 যে সম্যক নিরোধন, তাহাই যোগনামে
 নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । হে মুনিবরগণ! এই

সংসারমোকহেতুশ্চ কিমন্তুজ্ঞোতুমিচ্ছথ ॥ ২৮ ॥
 লোমহর্ষণ উবাচ ।
 শ্রুত্বা তে বচনং তন্ত সাধু সাধিবতি চাক্রবন্ ।
 ব্যাসং প্রশস্ত সম্পূজ্যপুনঃ প্রষ্টুং সমুদ্যতাঃ ॥
 ইতি ত্রীত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ-
 দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৫ ॥

ষট্ ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

তব বক্তাকিসমুত্তমমুতং বাসুদেব মুনৈ ।
 পিবতাং নো দ্বিজশ্রেষ্ঠ ন তৃপ্তিরিহ দৃশ্যতে ॥ ১ ॥
 তস্মাদযোগং মুনৈ ক্রহি বিস্তরেণ বিমুক্তিদম্ ।
 সাংখ্যঞ্চ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্
 প্রজ্ঞাবান শ্রোত্রিয়ো যজ্ঞা খ্যাতঃ প্রোক্তোহনন্থয়কঃ
 সত্যধর্ম্মমতির্ভগবান্ কথং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৩ ॥

আমি ভববন্ধনের মোচন-কারণ মুক্তিপ্রদ
 যোগতত্ত্ব বলিলাম; এক্ষণে আপনারা আর
 কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? লোমহর্ষণ
 কহিলেন,—মুনিগণ বেদব্যাসকৃত সেই যোগ-
 ব্যাখ্যা শ্রবণে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করি-
 লেন এবং বক্তা ব্যাসদেবের যথেষ্ট প্রশংসা
 করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিতে সমুদ্যত
 হইলেন । ২১—২৯ ।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্ ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ!
 আপনার মুখরূপ সাগর-সমুত্ত বাক্যরূপ
 অমৃত পানে আমাদের গের তৃপ্তির পরিসামা
 হইতেছে না; অতএব হে মুনৈ! বিমুক্তি-
 দায়ক যোগবিবরণ বিস্তররূপে বলুন ।
 আর হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ! আমরা সাংখ্য-
 জ্ঞানও শুনিতে ইচ্ছা করি হে ব্রহ্মন!
 প্রজ্ঞাবান, যোগশীল, ব্যাক্তিসম্পন্ন, অমৃত

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ সৰ্বত্যাগেন মেধয়া ।
সাংখ্যে বা যদি বা যোগ এতৎপৃষ্ঠো বদন্ত নঃ
মনসচেচ্ছিয়াণাঞ্চ যথৈকাগ্র্যমবাপ্যতে ।
যেনোপায়েন পুরুষস্তত্ত্বং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫
ব্যাস উবাচ ।

নাস্তত্র জ্ঞানতপসোৰ্নাস্তত্রেচ্ছিয়নিগ্রহাৎ ।
নাস্তত্র সৰ্বসন্ত্যাগাৎসিদ্ধিং বিন্দতি কশ্চন ॥ ৬
মহাত্মানি সৰ্বাণি পূৰ্বসৃষ্টিঃ স্বয়ম্ভুবাঃ ।
ভূমিষ্ঠাঃ প্রাণভৃদগ্রামে নিবিষ্টানি শরীরিণি ॥ ৭
ভূমের্দেহো জলাৎস্নেহো জ্যোতিষচক্ষুষী স্মৃতে
প্রাণাপানাত্ময়ো বায়ুঃ কোষ্ঠীকাশঃ শরীরিণাম্
ক্রান্তৌ বিসুৰ্বলে শত্রুঃ কোষ্ঠেহগ্নির্ভোক্তু-
মিচ্ছতি ।

কর্ণয়োঃ প্রদিশঃ শ্রোত্রে জিহ্বায়াঃ বাকৃসরস্বতী
কর্ণৌ ত্বকৃচক্ষুযী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী ।
দশ তানৌল্লিয়োকানি দ্বারাণ্যাহারসিদ্ধয়ে ॥ ১০

হীন, সত্যধর্মনিষ্ঠ, শ্রোত্রিয় ব্যক্তি, তপস্বী,
ব্রহ্মচর্য্য, সৰ্বত্যাগ, জ্ঞানালোচন, বা সাংখ্য
যোগ—এ সকলের কোনটির দ্বারা পর-
ব্রহ্ম লাভে সমর্থ হয়? পুরুষগণ যে
উপায়ে ইচ্ছিয়গণ সহ মনের একাগ্রতা
সাধন করিতে পারে, তাহাও আপনি
ব্যাখ্যা করুন। ব্যাস কহিলেন,—জ্ঞান,
তপস্বী, ইচ্ছিয়নিগ্রহ ও সৰ্ব পদার্থ-পরিহার,
এ সকল ব্যতীত অপর কোন উপায়ে
কেহই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।
স্বয়ম্ভু কর্তৃক প্রথম সৃষ্ট পঞ্চমহাত্মত যাব-
তীয় প্রাণিশরীরে ভূমিষ্ঠরূপে বিদ্যমান
আছে। ভূমি হইতে দেহ, জল হইতে
স্নেহ, জ্যোতিঃ হইতে চক্ষুঃ, বায়ু হইতে
প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু, এবং আকাশ
হইতে দেহমধ্যগত অবকাশ উৎপন্ন
হয়। গমনে বিষ্ণু, ও বলে ইন্দ্র বর্তমান।
অগ্নি উদরে থাকিয়া ভোজনেচ্ছা জন্মাইয়া
থাকেন। কর্ণে দিক্ সকল ও জিহ্বায় সর-
স্বতী অবস্থান করেন। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু
জিহ্বা, ও নাসিকা এই পাঁচটি ইচ্ছিয়;

শব্দস্পর্শৌ তথা রূপং রসং গন্ধঞ্চ পঞ্চমম্ ।
ইচ্ছিয়ার্থান্ পৃথগ্বিদ্যাৎসিদ্ধিয়েভ্যাস্ত নিত্যদা ॥
ইচ্ছিয়ানি মনো যুক্তৈক অবস্থানিব বাজিনঃ ।
মনশ্চাপি যদা যুক্তৈক ভূতাত্মা হৃদয়ান্বিতঃ ॥ ১২
ইচ্ছিয়াণাং তথৈবৈবাং সর্বেষামীশ্বরঃ মনঃ ।
নিয়মে চ বিসর্গে চ ভূতাত্মা মনসস্তথা ॥ ১৩
ইচ্ছিয়ানীচ্ছিয়ার্থাশ্চ স্বভাবচেতনা মনঃ ।
প্রাণাপানৌ চ জীবশ্চ নিত্যং দেহেষু দেহিনাম্
আশ্রয়ো নাস্তি সত্ত্বস্তা গুণশব্দো ন চেতনাঃ ।
সত্ত্বং হি চেতঃ সৃষ্টি ন গুণান্ বৈ কথঞ্চন ॥ ১৪
এবং সপ্তদশং দেহং রতং যোড়শতিগুণৈঃ ।
মনীষী মনসা বিপ্রাঃ পশুত্যাগ্মানমায়ানি ॥ ১৫
ন হৃদয়ং চক্ষুযা দৃষ্টো ন চ সর্বৈরপৌল্লিয়ৈঃ ।
মনসা তু প্রদীপ্তেন মহানাত্মা প্রকাশতে ॥ ১৬
অশব্দস্পর্শরূপং তচ্চারসাগন্ধমব্যয়ম্ ।

ইহাদিগের আহার সিদ্ধি নিমিত্ত দশটি
ছিদ্র আছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,
গন্ধ,—এই পাঁচটি ইচ্ছিয়ের আহার্য্য বিষয়।
এই ইচ্ছিয়ার্থদিগকে ইচ্ছিয় হইতে পৃথক্
বলিয়া জানিবে। ১—১১। মন অবনীভূত
অশ্বের আয় ইচ্ছিয়দিগকে নিয়ত পরি-
চালিত করে। হৃদয়স্থিত ভূতাত্মা, সেই
মনকে বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।
মনই এই ইচ্ছিয় সকলের ঈশ্বর। মনের
প্রয়োগ ও সংযম বিষয়ে ভূতাত্মাই কর্তা।
দেহিগণের দেহে, ইচ্ছিয় সকল ইচ্ছিয়ার্থ-
নিচয়, স্বভাব, চেতনা, মন, প্রাণাপান, ও
জীব,—ইহারা নিয়তই বাস করে। সত্ত্বের
কেহই আশ্রয় নাই;—নিজেই নিজের
আশ্রয়। ‘গুণ’ শব্দে চেতনাকে বুঝায় না।
সত্ত্ব হইতে চেতনার উদ্ভব হয়; কিন্তু
গুণোৎপত্তি হয় না। উক্ত সপ্তদশ অবয়ব-
যুক্ত দেহ যোড়শ গুণ দ্বারা সমাবৃত। মনীষী
মানব মন দ্বারা এবদ্বিধ আত্মাকে আত্মাতেই
দর্শন করিয়া থাকেন। সেই আত্মা চক্ষুর
দর্শনীয় নহেন, সর্বৈচ্ছিয় সাহায্যেও তাঁহাকে
দেখিতে পাওয়া যায় না; পরন্তু প্রদীপ্ত মন

অশরীরঃ শরীরে যে নিরীক্শেত নিরিশ্রিয়ম্ ।
 অব্যক্তঃ সর্বদেহেষু মর্ত্যেষু পরমার্চিতম্ ।
 যোহমুপশ্রুতি স প্রেত্য কল্পতে ব্রহ্মভূতঃ ॥১১
 বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
 তুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১২
 স হি সর্বেষু ভূতেষু জন্মেষু এবেষু চ ।
 বসত্যেকো মহানাত্মা যেন সৰ্বমিদং ততম্ ॥১৩
 সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
 যদা পশুতি ভূতাত্মা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥১৪
 যাবানাত্মনি বেদাত্মা তাবানাত্মা পরাত্মনি ।
 য এবং সততং বেদ সোহমৃতহায় কল্পতে ॥ ১৫
 সর্বভূতাত্মভূতস্ত সর্বভূতহিতস্ত চ ।
 বেদাপি মার্গেণুহস্তি অপদস্ত পদৈষিণঃ ॥ ১৬
 শকুন্তানামিবাকাশে মৎস্তানামিব চোদকে ।
 যথা গতির্ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবিদ্যাং গতিঃ ॥ ১৭

স্বাধাই সেই মহান আত্মা দৃষ্ট হইলেন। তিনি
 শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধের অতীত ;
 অশরীরী এবং নিরিশ্রিয় হইলেও স্বীয়
 শরীরে দৃষ্ট হইলেন। তিনি সর্বভূতেই
 অব্যক্তরূপে বর্তমান ; মর্ত্যগণের তিনি
 পরমার্চনীয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন
 করে, সে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিত জন,
 বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর,
 চণ্ডাল,—ইহাদিগের সকলকেই তুল্যরূপে
 দর্শন করেন। যিনি এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি
 করিয়াছেন, সেই এক মহান আত্মা, চরা-
 চর সর্বভূতেই বাস করেন। আত্মাতে
 সর্বভূত এবং সর্বভূতেই আত্মা বিরাজিত
 আছেন, যখন এই জ্ঞান জন্মে, তখন ভূতাত্মা
 ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন। জীবাত্মাতে যত
 জ্ঞানাত্মা, পরমাত্মাতেও তত আত্মাই বর্ত-
 মান। যিনি সতত এই তত্ত্ব চিন্তে ধারণ
 করেন, তিনি অমৃত প্রাপ্ত হইলেন। যিনি
 সর্বভূতের আত্মভূত এবং সর্ব পদার্থের
 হিতবিধায়ক, সেই পদহীন পরমাত্মার পদা-
 য়েণপথে দেবগণও বিমুক্ত হইয়া পড়েন।
 ১২—২৪। আকাশে পক্ষীগণের এবং জল-

কালঃ পচতি ভূতানি সর্বাণ্যেবাত্মনাত্মনি ।
 যন্মিঃ পচ্যতে কালস্তরং বেদেহ কশ্চন ॥ ২৬
 ন তদূর্দ্ধং ন তিষ্ঠাকু চ নাধো ন চ পুনঃপুনঃ ।
 ন মধ্যো প্রতিগৃহীতে নৈব কিঞ্চিন্ন কশ্চন ॥২৭
 সর্কে তৎস্ব ইমে লোকা বাহ্মমেবাঃ ন কিঞ্চন
 যদঃপ্যাগ্রে সমাগচ্ছেদ যথা বাণো গুণচ্যুত্যা ॥২৮
 নৈবাস্তং কারণস্তেয়াদৃশ্যপি স্তান্ননোজবঃ ।
 তন্মাৎস্বতরং নাস্তি নাস্তি স্থলতরং তথা ॥
 সর্বতঃপাণিপাদঃ তৎসর্বতোক্ষিণিরোমুখম্ ।
 সর্বতঃক্ৰতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৩০
 তদেবাণোরণুতরং তন্মহন্তো মহন্তরম্ ।
 তদন্তঃ সর্বভূতানাং এবং তিষ্ঠন্ন দৃশ্যতে ॥ ৩১
 অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব বেদা ভাবোহমাত্মনঃ ।
 ক্ষরঃ সর্বেষু ভূতেষু দিব্যঃ তমৃতমক্ষরম্ ॥৩২
 নবদ্বারং পুরং কৃত্বা হংসো হি নিয়তো বনী ।

মধ্যে মৎস্তগণের গতির স্থায় যোগীদিগের
 গতি বুঝিতে পারা যায় না। কাল আত্মাতে
 অবস্থিত হইয়া সর্বভূতকেই আত্মা স্বারা
 পরিপাক করিয়া থাকেন ; কিন্তু সেই কালের
 সাহায্যে পরিণাম ঘটে, তাহার তত্ত্ব কেহই
 অবগত নহে। তিনি সর্বব্যাপী বলিয়া উর্দ্ধ,
 অধঃ, তিষ্ঠাকু, মধ্য কোন স্থানেই কিছুমাত্র
 গ্রহণ করেন না, এই লোক সকল তাঁহাতেই
 প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; ইহার বহির্ভাগে কিছুই
 নাই। তিনি অগ্রবর্তী থাকিলেও, ধর্মুর্গণ
 হইতে মুক্ত বাণের কিছা মনের স্থায় বেগ-
 গামী হইয়াও কেহই সেই কারণের স্বরূপ
 নিরূপণে সমর্থ হয় না। তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর
 বা স্থলতর আর কিছুই নাই। তাঁহার সর্বত্র
 পাণি, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কণ বিদ্যমান ;
 তিনি সর্বজগৎ আবৃত করিয়া রহিয়াছেন।
 তিনি অণু অপেক্ষা অণুতর, মহৎ অপেক্ষা
 মহন্তর ; এবং সকলেরই লয়স্থান ; তিনি
 স্থিরভাবে বিরাজমান আছেন ; কিন্তু কেহই
 তাঁহাকে দেখিতে পায় না। এই আত্মার
 অক্ষর ও ক্ষর—এই দ্বিবিধ ভাব। ক্ষর
 আত্মা সর্বভূতেই আছেন, অক্ষর আত্মা

ঐদৃশঃ সৰ্বভূতস্ত স্বাবরস্ত চরস্ত চ ॥ ৩৩
হানেনাভিবিকল্পানাং নরাণাং সঞ্চয়েন চ ।
শরীরানামজ্ঞাতাহংসত্বং পারদর্শিনঃ ॥ ৩৪
হংসোক্তকং কর্তৃকৈব কূটস্থং যন্তদকরম্ ।
তৰ্হিহানন্দং রং প্রাপ্য জহাতি প্রাণজন্মনী ॥ ৩৫
ব্যাস উবাচ ।

ভবতাং পৃচ্ছতাং বিপ্রা যথাবদিহ তত্ত্বতঃ ।
সাংখ্যং জ্ঞানেন সংযুক্তং যদেতৎকীৰ্ত্তিতং ময়া
যোগকৃত্যন্ত ভো বিপ্রাঃ কীৰ্ত্তয়িষ্যাম্যতঃ পরম্
একত্বং বুদ্ধিমনসোরিল্লিয়াণাঞ্চ সৰ্বশঃ ॥ ৩৭
আত্মনো ব্যাপিনো জ্ঞানং জ্ঞানমেতদনুত্তমম্ ।
তদেতদুপশান্তেন দাস্তেনাধ্যাত্মলীলিনা ॥ ৩৮
আত্মারামেণ বুদ্ধেন বোদ্ধব্যং শুদ্ধিকৰ্ম্মণা ।
যোগদোষান্ সমুচ্ছিদ্য পঞ্চ যান্কবয়ো বিহুঃ ॥
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ ভয়ং স্বপ্নঞ্চ পঞ্চমম্ ।
ক্রোধঃ শমেন জয়তি কামং সঙ্কল্পবৰ্জনাৎ ॥ ৪০
সত্বসংসেবনাকীরো নিদ্রাধুচ্ছেদুন্নমহতি

পরমাশ্রয় এবং মুক্তিহেতু । হংসসংজ্ঞক
কর আত্মা নবদ্বার পুরমধ্যে নিয়ত বাস
করেন । তিনি স্বাবর ও জঙ্গম সৰ্বভূতেরই
হানি ও সঞ্চয় সাধন করেন বলিয়া পার-
দর্শীরা সেই অজ আত্মাকে হংস শব্দে
অভিহিত করেন । কর-পুরুষ—হংস, অকর
পুরুষ—কূটস্থ । এই কূটস্থকে জানিতে
পারিলে জন্ম-মরণ হইতে অব্যাহতি লাভ
ঘটে । ২৫—৩৫ । ব্যাস বলিলেন,—হে
বিপ্রগণ ! আপনাদিগের প্রমথানুসারে এই
আমি জ্ঞানসংযুক্ত সাংখ্য, যথাবৎ বর্ণন
করিলাম । অতঃপর যোগকৃত্য কীৰ্ত্তন করি-
তেছি । মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, এবং সৰ্বব্যাপী
আত্মার একত্ব জ্ঞানই অনুত্তম জ্ঞান । উপ-
শান্ত, দান্ত, অধ্যাত্মালীলনকারী, আত্মা-
রাম, প্রবুদ্ধ, সংকৰ্ম্মাহুষ্ঠায়ী, ব্যক্তি পঞ্চবিধ
যোগদোষের উচ্ছেদ করিয়া ইহাকে অবগত
হইবে । যোগদোষ পাঁচটি যথা,—কাম,
ক্রোধ, লোভ, ভয়, ও নিদ্রা । শম দ্বারা
ক্রোধ, সঙ্কল্পবৰ্জন দ্বারা কাম ও সত্বসেবা

ধৃত্য। শিল্পোদয়ঃ রক্ষেৎ পাণিপাদঞ্চ চক্ষুবা ॥৪১
চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ মনসা মনো বাচঞ্চ কৰ্ম্মণা ।
অপ্রমাদান্তয়ঃ জহাদন্তঃ প্রাক্জোপসেবনাৎ ॥
এবমেতান্ যোগদোষান্ জয়েন্নিত্যমতশ্রিতঃ ।
অগ্নীংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাথ দেবতাঃ প্রণমেৎ সদা ॥
বৰ্জয়েদ্ধৃকতাং বাচং হিংসায়ুক্তাং মনোরুগাম্ ।
ব্রহ্মতেজোময়ং শুক্রং যন্ত সৰ্বমিদং জগৎ ॥
এতন্ত ভূতভূতন্ত দৃষ্টং স্বাবরজঙ্গমম্ ।
ধ্যানমধ্যয়নং দানং সত্যং হ্রীর্জার্জবং কমা ॥৪৭
শৌচৈকৈবাত্মনঃ শুদ্ধিরিল্লিয়াণাঞ্চ নিগ্রহঃ ।
এতৈর্বিবৰ্জিতে ভেজঃ পাপ্যানং চাপকৰ্ব্বতি ॥৪৬
সমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু লভ্যানভ্যেন বৰ্জয়ন্ ।
ধূতপাপ্য তু তেজস্বী লকাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
কামক্রোধৌ বশে কৃত্বা নিষেবেদ্ ব্রহ্মণঃ পদম্
মনসশ্চৈল্লিয়াণাঞ্চ কুত্বেকাগ্র্যঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৮
পূৰ্ব্বরাত্রে পরার্কৈ চ ধারয়েন্নান আত্মনঃ ।
জন্তোঃ পঞ্চেন্দ্রিয়স্তান্ত যদ্যেকং ক্লিন্নমিল্লিয়ম্

দ্বারা নিদ্রা জয় করিতে হয় । ধৈর্য্যদ্বারা
শিল্প ও উদয়, চক্ষুদ্বারা পাণি ও পাদ,
মনদ্বারা চক্ষু ও কর্ণ এবং কৰ্ম্ম দ্বারা মন ও
বাক্য জয় করিবে । অপ্রমাদ দ্বারা ভয় ও
বিজ্ঞজনসঙ্গ দ্বারা দন্ত জয় করা কর্তব্য ।
নিয়ত এই প্রকারে যোগদোষ সকল জয়
করিয়া অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদিগকে সতত
প্রণতি করিবে । হিংসাত্মক প্রতিকূল উদ্ধত
বাক্য বৰ্জন করিবে । যিনি এই স্বাবর-
জঙ্গম ভূতবৃন্দের হেতুভূত, শুক্র সেই ব্রহ্মের
তেজোময় । ধ্যান, অধ্যয়ন, দান, সত্য,
লজ্জা, সরলতা, কমা, শৌচ, আত্মশুদ্ধি,
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,—এ সকল দ্বারা তেজোরুদ্ধি হয়
এবং পাপ নাশ হইয়া থাকে । লাতালাতেও
সৰ্বভূতেই সম ব্যবহার সহকারে যথাপ্রাপ্ত
আহার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত যোগী
ব্যক্তি নিম্পাপ ও জিতেন্দ্রিয় হইবে এবং
কাম, ক্রোধ বশীভূত করিয়া ব্রহ্ম পদের
সেবা করিবে । সমাহিত ব্যক্তি মন ও
ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা সহকারে পূৰ্ব্বরাত্রে

ততোহস্ত শ্রবতি প্রজ্ঞা গিরেঃ পাদাদিবোধকম্ ।
 মনসঃ পূৰ্ব্বমাদিত্যং কুৰ্ম্মাণামিব মৎস্তহা ॥ ৫০
 ততঃ শ্রোত্রঃ ততশ্চক্ষুর্জিহ্বা ভ্রাণঞ্চ যোগবিৎ ।
 তত এভ্যানি সংযম্য মনসি স্থাপয়েদ্ যদি ॥ ৫১
 তথৈবাপোহ সঙ্কল্পান্মনো হ্যাত্মনি ধারয়েৎ ।
 পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনসি হৃদি সংস্থাপয়েদ্ যদি ॥ ৫২
 যদৈতান্শ্রবতিষ্ঠন্তে মনঃষষ্ঠানি চাত্মনি ।
 প্রসীদন্তি চ সংস্থায়াম্বদা ব্রহ্ম প্রকাশতে ॥ ৫৩
 বিধুম ইব দীপ্তাচিরাদিত্য ইব দীপ্তিমান্ ।
 বৈদ্যতোহগ্নিরিবাকাশে পশুন্ত্যাত্মানমাশ্রয়ানি ॥
 সৰ্ব্বং তত্র তু সৰ্ব্বত্র ব্যাপকত্বাচ্চ দৃশ্যতে ।
 তং পশুন্তি মহাত্মানো ব্রাহ্মণা যো মনৌষিণঃ ॥ ৫৪
 ধৃতিমন্তো মহাপ্রাজ্ঞাঃ সৰ্ব্বভূতহিতে রতাঃ ।
 এবং পরিমিতং কালমাচরন্ সংশিতব্রতঃ ॥ ৫৫
 আসীনো হি রহন্ত্যেকো গচ্ছেদক্ষরসাম্যতাম্

কিহা শেষরাত্রে আত্মাতে মনোধারণা করিবে। প্রাণিগণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি কোন এক ইন্দ্রিয় ক্লিন্ন হয়, তাহা হইলে পূর্বতের পাদভাগ হইতে জলের স্তায় প্রজ্ঞা করিত হইয়া থাকে। অতএব যোগবিদ ব্যক্তি কুর্ম্মের অঙ্গসমূহের স্তায় চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, এ সকলের সংযম করিয়া মনে স্থাপন করিবে; পরে সঙ্কল্প সকল পরিহারপূর্বক মনকে আত্মাতে নিবেশিত করিবে। মনেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিলীন করিয়া তাহাকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। পঞ্চেন্দ্রিয় সহ মন যখন আত্মাতে অবস্থিত হয়, এবং স্বীয় ভাবেই প্রসন্ন থাকে, তখন ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া উঠে ১৩৬—৫৩। যোগী তখন হৃদয়ে ধুমহীন অগ্নি, আকাশস্থ আদিত্য ও বিদ্যৎ-সম দীপ্তিমান আত্মাকে আত্মাতেই দর্শন করিয়া থাকেন। ব্যাপকত্ব হেতু সেই আত্মাতে সৰ্ব্বত্র সৰ্ব পদার্থ দৃষ্ট হয়। ধৃতিমান, মহাপ্রাজ্ঞ, সৰ্ব্বভূতহিতে রত, মহাত্মা, মনৌষী ব্রাহ্মণ-গণ তাঁহাকে দেখিতে পান। সংশিত-ব্রত যোগী নিৰ্জ্জনে একাকী অবস্থান-

প্রমোহো ভ্রম আবর্তো ভ্রাণঃ শ্রবণদর্শনে ॥ ৫৭
 অদ্ভুতানি রসঃ স্পর্শঃ শীতোষ্ণমাক্রতাকৃতিঃ ।
 প্রতিভারূপসর্গাশ্চ প্রতिसংগৃহ যোগতঃ ॥ ৫৮
 তাঃস্তম্ভবিদনাদৃত্য সাম্যেনৈব নিবর্তয়েৎ ।
 কুৰ্ম্মাংপরিচয়ঃ যোগে ত্রৈলোক্যে নিয়তো মুনিঃ
 গিরিশৃঙ্গে তথা চৈত্যে বৃক্ষমূলেষু যোজয়েৎ ।
 সন্নিঘম্যেন্দ্রিয়গ্রামং কোঠে ভাণ্ডমনা ইব ॥ ৬০
 একাগ্রং চিস্তয়েন্নিত্যং যোগান্নোদ্বিজতে মনঃ
 যেনোপায়েন শক্যেত নিয়ন্তুং চঞ্চলং মনঃ ॥ ৬১
 তত্র যুক্তো নিষেবেত ন চৈব বিচলেস্ততঃ ।
 শূন্তাগার্যাণি চৈকাগ্রো নিবাসার্থমুপক্রমেৎ ॥ ৬২
 নাতিব্রজেৎপরং বাচ্য কৰ্ম্মণা মনসাপি বা ।
 উপেক্ষকো যতাহারো লজ্জালকসমো ভবেৎ ॥
 যশ্চৈনমভিনন্দেত যশ্চৈনমভিবাদয়েৎ ।
 সমস্তয়োশ্চাপ্যভয়োনাভিধ্যায়েচ্ছুভাণ্ডভম্ ॥ ৬৩

পূর্বক পরিমিত কাল এইরূপ আচরণ করিলে অক্ষর পুরুষে বিলীন হইয়া থাকেন। যোগপ্রভাবে মোহ, ভ্রম, জড়তা, অদ্ভুত বিষয়ের ভ্রাণ, শ্রবণ ও দর্শন, আশ্চর্য শীতোষ্ণ মাক্রতাদি স্পর্শ, অদ্ভুত প্রতিভা, এবং অন্ত নানা উপসর্গ—এ সকল উপেক্ষা করিয়া সমজ্ঞান দ্বারাই নিবর্তিত করিবেন। ত্রৈলোক্যের যাব-
 তীয় পদার্থে নিম্পৃহ হইয়া মুনি ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রামের নিয়ন্ত্রণপূর্বক গিরিশৃঙ্গ, চৈত্য-
 তরু ও বৃক্ষমূলাদি স্থলে বসিয়া একাগ্রমনে প্রতিদিন চিন্তা করিবেন। তিনি নিজ উদর-
 কেই পাত্র বলিয়া মনে করিবেন। যোগদ্বারা মনের উদ্বিগ্ন শান্তি হয়। চঞ্চল মন যে উপায়ে স্থির হয়, মনোযোগ সহকারে তাহা-
 রই সেবা করিবেন; উহাতে চঞ্চল হইবেন না। একাগ্রচেতা যোগী শূন্তাগার সকল নিবাসার্থ আশ্রয় করিবেন; কৰ্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা অপরের উদ্বিগ্ন জন্মাইবেন না। সকল বিষয়েই উপেক্ষা করিবেন; লাভে অলাভে সমান বোধ করিবেন। কেহ অভিনন্দন বা

ন প্রদ্ব্যেত লাভেষু নালাভেষু চ চিন্তয়েৎ ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু সধর্ম্মা মাতরিশ্বনঃ ॥ ৬৫
এবং স্বহৃদ্বানঃ সাধোঃ সর্বত্র সমদর্শিনঃ ।
যগ্মাস্মিত্যধুক্তস্ত শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৬৬
বেদনার্তান্ পরান্ দৃষ্ট্বা সমলোষ্ট্রাশ্বকাঞ্চনঃ ।
এবস্ত নিরতো মার্গঃ বিরমের বিমোহিতঃ ॥ ৬৭
অপি বর্ণাবরূপে নারী বা ধর্ম্মকাজিকণী ।
তাবপ্যেতেন মার্গেণ গচ্ছেতাং পূরমাং গতিম্
অজং পুরাণমজরং সনাতনং
যমিত্রিয়াতিগমগোচরং দ্বিজাঃ ।
অবেক্ষ্য চেমাং পরমেষ্ঠিসাম্যতাং
প্রযাস্ত্যানাবৃষ্টিগতিং মনোযিগঃ ॥ ৬৯
ইতি ত্রিভাঙ্গে সাধ্যযোগনিকূপণং ঘট-
ত্রিংশদধিকবিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

নিদ্ধা করিলেও তাহাদিগের প্রতি সমতাব
ধাকিবেন, কাহারও শুভাশুভ কামনা করি-
বেন না ॥ ৬৪—৬৪ ॥ লাভে হুই, বা অলাভে
হুঃখিত হইবেন না । বায়ুবৎ সর্বজীবেরই
সমব্যবহারী হইবেন । এইরূপ সুহৃদ্বা,
সর্বত্র সমদর্শী ও নিত্য যোগযুক্ত সাধুব্যক্তির
ছয়মাসেই শব্দব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে । সাধু জন
লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে সম জ্ঞান করিবেন; পরের
ক্লেশ দেখিয়াও হুঃখিত হইবেন না । এই
ভাবে যোগাভ্যাস করিতে থাকিবেন; কদাচ
বিরত হইবেন না । ধর্ম্মকাজিকণী রমণী বা
শুভ ব্যক্তিও এইরূপ যোগপথাবলম্বনে
পরম গতি লাভ করিতে পারে । হে
দ্বিজগণ! মনোবী মানব এই যোগপথাব-
লম্বনে অজ, পুরাণ, অজর, সনাতন,
ইন্দ্রিয়াতীত পরম পুরুষকে দর্শন করিয়া
যাহা হইতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে
হয় না, সেই পরমেষ্ঠিসাম্যতা প্রাপ্ত
হবেন ॥ ৬৫—৬৯ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সপ্তত্রিংশদধিকবিশততমোঃধ্যায় ।

মুনয় উচুঃ ।

যদ্যেবং বেদবচনং কুরু কৰ্ম্ম ত্যজ্যেতি চ ।
কাং দিশং বিদ্যায়া যাস্তি কাঞ্চ গচ্ছন্তি কৰ্ম্মণা ॥
এতদ্বৈ শ্রোতুমিচ্ছামস্তত্ত্ববান্ প্রব্রবীতু নঃ ।
এতদন্তোত্তরৈরুপাং বর্ততে প্রতিকূলতঃ ॥ ২
ব্যাস উবাচ ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দূলা যৎপৃচ্ছধ্বং সমাসতঃ ।
কৰ্ম্মবিদ্যাময়ো চোভো ব্যাখ্যান্তামি কৰ্ম্মাকরৌ
যাং দিশং বিদ্যায়া যাস্তি যাং গচ্ছন্তি চ কৰ্ম্মণা ।
শৃণুধ্বং সাম্প্রতং বিপ্রা গহনং হেতুত্বরম্ ॥ ৪
অস্তি ধর্ম্ম ইতি যুক্তং নাস্তি তত্রৈব যো বদেৎ
যক্শ সাদৃশ্যমিদং যক্শেন্দ্রং ভবেদথ ॥ ৫

সপ্তত্রিংশদধিকবিশততম অধ্যায় ।

মুনীগণ বলিলেন,—“কৰ্ম্ম কর” এবং
“কৰ্ম্ম ত্যাগ কর” এই উভয়বিধই বেদবচন
আছে । এই দুই পরস্পর প্রতিকূল বিধির
তাৎপর্য্য কি? কৰ্ম্মদ্বারাই বা কোন্ গতি
লাভ হয়? আর বিজ্ঞা দ্বারাই বা কি হয়?
আমরা ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি । ব্যাস
বলিলেন,—হে মুনিশার্দূলগণ! আপনারা
যাহা জিজ্ঞাসিতেছেন, শ্রবণ করুন । কৰ্ম্ম ও
অকৰ্ম্ম—ইহারা কৰ্ম্মময় ও বিদ্যাময় । আমি
ইহার ব্যাখ্যা করিতেছি । হে বিপ্রগণ!
বিজ্ঞাদ্বারা ও কৰ্ম্মদ্বারা যে যে গতি হয়,
সম্প্রতি তাহাই শুুনুন । ইহার উত্তর অতীব
দুর্জ্জয় । “ধর্ম্ম আছে” একথা যে বলে,
আর “ধর্ম্ম নাই” একথাও যে ব্যক্তি বলে,
এই উভয়ের উক্তিই সত্য; “ইহা যকের
সদৃশ” আর “ইহা যকের” এই দুই কথাই
যেমন “যক্শসদৃশী” এ অর্থটি প্রতিপাদিত
হয়; তেমনি “ধর্ম্ম আছে ” আর “ধর্ম্ম নাই”
এই দুই বাক্যও ধর্ম্মের সত্তা স্বীকার হইয়া
থাকে ।—ধর্ম্ম নাই বলিলে প্রথমতঃ ধর্ম্মের
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া তার পর উহার
নিষেধ করা হয়; ‘নাই’ বলিলে অব্যক্ত

স্বাবিমাবধ পদানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 প্রবৃন্তিলক্ষণে ধর্মো নিবৃন্তো বা বিভাবিতঃ ॥
 কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যায়া চ বিমুচ্যতে ।
 তস্মাৎ কর্ম ন কুর্কন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ ৭
 কর্মণা জায়তে প্রেত্য মূর্তিমান্ ষোড়শাঙ্গকঃ ।
 বিদ্যায়া জায়তে নিত্যমব্যক্তং হৃৎকরাঙ্গকম্ ॥
 কর্ম ত্বেকে প্রশংসন্তি স্নগবুদ্ধিরতা নরাঃ ।
 তেন তে দেহজালেন রময়ন্ত উপাসতে ॥ ৯
 যে তু বুদ্ধিঃ পরাঃ প্রাপ্তা ধর্মেনৈপুণ্যদর্শিনঃ ।
 ন তে কর্ম প্রশংসন্তি কুপং নদ্যাং পিবন্তি ॥ ১০
 কর্মণাঃ কলমাপ্নোতি সুখদুঃখে ভবাতবো ।
 বিদ্যায়া তদবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ১১
 ন ত্রিযতে যত্র গত্বা যত্র গত্বা ন জায়তে ।
 ন জীর্ঘ্যতে যত্র গত্বা যত্র গত্বা ন বর্জ্যতে ॥ ১২
 যত্র তদ্ব্রহ্ম পরমমব্যক্তমচলং ধ্রুবম্ ।

অবস্থা বুঝায়; পরন্তু “আকাশকুসুম”
 প্রভৃতির জ্ঞায় অসত্তা বুঝায় না।—যাহা
 অব্যক্ত, কোন কালে তাহা অবশ্যই ব্যক্ত
 ছিল বা হইবে; ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।
 প্রবৃন্তিলক্ষণ ও নিবৃন্তিলক্ষণ—ধর্মের এই
 দ্বিবিধ পথ; এই দুই পথেই বেদ সকল
 প্রতিষ্ঠিত আছে। কর্ম দ্বারা জীবগণ বদ্ধ
 হয়, বিদ্যা দ্বারা মুক্তি লাভ করে। এ
 নিমিত্ত পারদর্শী যতিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন
 না। কর্ম করিলে ষোড়শাবয়বযুক্ত হইয়া
 জন্মগ্রহণ করিতে হয়; বিদ্যা দ্বারা নিত্য
 অক্ষরত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি
 নরগণ কর্মের প্রশংসা করে, সেই জন্তু
 ভৌতিক পদার্থচয় দ্বারা সানন্দে উপাসনায়
 প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ধর্মতত্ত্বনিপুণ জ্ঞানবান্
 জনগণ, নদীজলপায়ী ব্যক্তির পক্ষে কূপের
 জ্ঞায় ধর্মের প্রশংসা করেন না। ১—১০।
 কর্মের ফলে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্তি
 হয়। বিদ্যা দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায়
 শোক করিতে হয় না, তাহাই লাভ হইয়া
 থাকে। যেখানে যাইলে মরণ, জন্ম, হ্রাস, বৃদ্ধি
 কিছুই থাকে না; যথায় অব্যক্ত, অচল, স্থান-

অব্যাকৃতমনায়ামমমৃতং চাধিযোগবিৎ ॥ ১৩
 হর্ষৈর্ন যত্র বাধ্যস্তে মানসেন চ কর্মণা ।
 সমাঃ সর্বত্র মৈত্র্যন্ত সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ১৪
 বিদ্যাময়োহন্তঃ পুরুষো বিজ্ঞাঃ কর্ম্মময়োহপরঃ
 বিপ্রাচন্দ্রসমস্পর্শঃ সূক্ষ্ময়া কলয়া স্থিতঃ ॥ ১৫
 তদেতদৃষিণা প্রোক্তং বিস্তরেণাঙ্গুগীয়তে ।
 ন বক্তুং শক্যতে দ্রষ্টুং চক্রেতস্তমিবাধরে ॥ ১৬
 একাদশবিকারাত্মা কলাসম্ভারসংভূতঃ ।
 মূর্তিমানিতি তং বিদ্যাধিপ্ৰাঃ কর্ম্মগুণাঙ্গকম্ ॥
 দেবো যঃ সংশ্রিতস্তস্মিন্নকীন্দুরিব পুরুষে ।
 কেন্দ্রজঃ তং বিজানীয়াশ্রিত্যঃ যোগজিতাঙ্গকম্
 তমো রজন্ত সর্বঞ্চ জ্ঞেয়ং জীবগুণাঙ্গকম্ ।
 জীবমাঙ্গগুণং বিজ্ঞাদাত্ত্বানং পরমাত্মনঃ ॥ ১৯
 সচেতনং জীবগুণং বদন্তি
 স চেষ্টতে জীবগুণঞ্চ সর্বম্ ।

বুদ্ধি-রহিত, বিকারবিহীন অপরিমেয়, সর্বত্র,
 অমৃতপদবাচ্য, পরমব্রহ্ম বিরাজমান; যেখানে
 যাইলে মানস-নীতিকাঙ্গাদি সুখ-দুঃখের অঙ্গ-
 ভূতি নাই; সর্বত্র সমদৃষ্টি, সর্বভূতের
 হিতাকাঙ্ক্ষী, সকলের বন্ধুস্বরূপ জ্ঞানী জনগণ
 তথায় গমন করেন। হে বিজ্ঞগণ, বিজ্ঞাময়
 পুরুষ ও কর্ম্মময় পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন। কর্ম্মময়
 পুরুষ চন্দ্রসম স্পর্শস্পর্শ, সূক্ষ্ম অংশরূপে
 বিরাজমান। ঋষিপ্রোক্ত এই বিষয় বহুধা
 গীত হয় বটে, কিন্তু সেই পুরুষের প্রকৃত
 তত্ত্ব নির্বাচন করা অতীব কঠিন। আকাশ-
 গত রাশিচক্রস্থ সূক্ষ্ম তত্ত্ববৎ উহার স্বরূপ
 বলিতে বা দেখিতে পারা যায় না। হে
 বিপ্রগণ! সেই কর্ম্মময় পুরুষ, একাদশ ইন্দ্রিয়
 ও সূক্ষ্ম জীবাংশসমূহে পরিপুষ্ট ও মূর্তিমান
 বলিয়া জানিবেন। সাগর মধ্যে শশধরের
 জ্ঞায় হৃৎপদ্ম মধ্যে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন,
 সেই দেব কেন্দ্রজ বলিয়া বিদিত। যোগ-
 সামর্থ্যে তাঁহার উপলব্ধি হয়। তমঃ, রজঃ,
 সবঃ,—এই তিনটি জীবের গুণ। জীব—
 আত্মার গুণ; আত্মা-পরমাত্মার গুণ—
 ইহাও জাতব্য। জীবগুণ সচেতন; উহা

ততঃ পরং কেন্দ্ৰবিদো বদন্তি
প্রকল্পয়ন্তো ভুবনানি সপ্ত ॥ ২০

ব্যাস উবাচ ।

প্রকৃত্যন্ত বিকারা যে কেন্দ্ৰজ্ঞাস্তে পরিষ্কৃতাঃ
তে চৈনং ন প্রজানন্তি ন জানাতি স তানপি
তৈশ্চৈব কুরুতে কার্য্যং মনঃষষ্ঠৈরিহৈন্দ্রিয়ৈঃ ।
সুদীপ্তৈরিব সংযজ্ঞা দৃঢ়ঃ পরমবাজিতিঃ ॥ ২২
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্য অর্থেভ্যঃ পরমং মনঃ ।
মনসন্ত পরা বুদ্ধির্বুদ্ধৈরাহ্মা মহান পরঃ ॥ ১৩
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পরতোহমৃতম্ ।
অমৃতান্ন পরং কিঞ্চিৎসা কাষ্ঠা পরমা গতিঃ ॥ ২৪
এবং সর্বেষু ভূতেষু গুণাশ্চ ন প্রকাশতে ।
দৃষ্টতে তুগ্রায়া বুদ্ধ্যা স্তম্ভায়া স্তম্ভদর্শিতিঃ ॥ ২৫
অস্তরাহ্মানি সংলীয় মনঃষষ্ঠানি মেধয়া ।
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ বহুচিন্তমচিন্তয়ন্ ॥ ২৬

দ্বারাই যাবতীয় চেষ্টা নিষ্পাদিত হয়
এবং কেন্দ্ৰজ ব্যক্তিবর্গ উহা দ্বারাই সপ্ত
ভুবনের কল্পনা করিয়া থাকেন । ১১—২০ ।
ব্যাস বলিলেন,—প্রকৃতির বিকারসমূহ
কেন্দ্ৰজ নামে উল্লিখিত হয় । সেই কেন্দ্ৰজেরা
এই আত্মাকে জানে না এবং আত্মাও
কেন্দ্ৰজদিগকে অবগত নহেন । সারথি যেমন
সুশিক্ষিত অথ দ্বারা অতীষ্ট স্থানে গমন
করে, আত্মাও তদ্রূপ মনঃসহিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়
এবং সেই সকল কেন্দ্ৰজ দ্বারা আপন অতীষ্ট
কার্য্য সাধন করেন । ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা
ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ স্পর্শাদি পর, ঐ ইন্দ্রি-
য়ার্থ সকল হইতে মন পর ; মন অপেক্ষা
বুদ্ধি পর ; বুদ্ধি অপেক্ষা মহান আত্মা পর ।
মহানের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর অমৃত ;
অমৃতের পর আর কিছুই নাই ; তিনিই
চরম স্থান, এবং তিনিই পরম গতি । সর্ব-
ভূতে এবম্বিধ দৃঢ় আত্মা প্রকট হইলেন না ;
স্তম্ভদর্শী জনগণ বিমূঢ় স্তম্ভ বুদ্ধি দ্বারা
তাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন । আত্মজ
প্রশান্তচেতা মানব জ্ঞানালোচন প্রভাবে
মনের কালুষ্য দূরীকৃত করিয়া বাহ্য বিষয়

ধ্যানেহপি পরমং কৃৎস্না বিদ্যাসম্পাদিতং মনঃ
অনৌশ্বরঃ প্রশান্তাত্মা ততো গচ্ছেৎ পরং পদম্
ইন্দ্রিয়াণাস্ত সর্কেষাং বজ্রাত্মা চলিতস্মৃতিঃ ।
আত্মানঃ সম্প্রদানেন মর্ন্তোহমৃত্যুমুপাশ্রুতে ॥
বিহত্যা সর্বসঙ্কল্পান সবে চিন্তং নিবেশয়েৎ ।
সবে চিন্তং সমাবেশ্য ততঃ কালঞ্জরো ভবেৎ ॥
চিন্তপ্রসাদেন যতির্জহাতীহ শুভাশুভম্ ।
প্রসন্নাত্মানি হিহা সূখমত্যন্তমশ্রুতে ॥ ৩০
লক্ষণস্ত প্রসাদস্ত যথা স্বপ্নে সূখং ভবেৎ ।
নির্বাতে বা যথা দীপো দীপ্যমানো

ন কম্পতে ॥ ৩১

এবং পূর্বাপরে রাত্রে যুগ্মরাহ্মানমাহ্মনা ।
লঘু হারো বিভুদ্বাত্মা পশুত্যাহ্মানমাহ্মনি ॥ ৩২
রহস্তঃ সর্ববেদানামনৈতিহ্মনাগমম্ ।
আত্মপ্রত্যয়কং শাস্ত্রমিদং পুত্রাশ্বশাসনম্ ॥ ৩৩

হইতে প্রত্যাহার করিবেন ; পরে ধ্যান-
যোগে প্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ
ও মনকে অস্তরাহ্মাতে বিলীন করিবেন ।
এরূপ করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন ।
ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া আত্মাতে বিলীন
করত স্মৃতিহীন বা সমাধিস্থ হইলে মর্ন্ত্য ব্যক্তি
মৃত্যুদায় হইতে পরিজ্ঞান পায় । সর্বসঙ্কল্প
পরিহার করত সবে চিন্ত-নিবেশ করিলে
কালকৃত জন্ম-মৃত্যু ভোগ করিতে হয় না ।
যতি, চিন্তপ্রসাদেই শুভাশুভ হইতে অব্যা-
হতি পায় ; প্রসন্নচিত্তে আত্মনিষ্ঠ হইলে
অত্যন্ত সূখ লাভ করে । ২১—৩০ । সূখ-
হেতু না থাকিলেও চিন্তের যে সূখাত্তব
কিহা নির্বাত প্রদেশস্থ দীপের স্থায় চিন্তের
অচঞ্চল অবস্থা, উহাই প্রসাদের লক্ষণ ।
লঘু আহারকারী বিভুদ্বাত্মা যতি এই প্রকারে
প্রথম রাত্রিতে ও শেষ রাত্রিতে যোগাশ্রুতান
করিলে আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিতে
পারেন । ইহা সর্ববেদের রহস্ত ; আগম
বা ইতিহাসের কথা নহে । এই আত্ম-প্রত্যয়
সাধন শাস্ত্র পুত্রকেই উপদেশ করা উচিত ।

ধৰ্ম্মাধ্যানেষু সৰ্বেষু সত্যাধ্যানেষু যদ্বশু ।
 দশবর্ষসহস্রাণি নির্মথ্যামৃতমুদ্রিতম্ ॥ ৩৪
 নবনীতঃ যথা দধুঃ কাষ্ঠাদগ্নির্ঘথৈব চ ।
 তথৈব বিজ্ঞানঃ জ্ঞানঃ মুক্তিহেতোঃ সমুদ্রিতম্ ॥
 স্নাতকানামিদং শাস্ত্রং বাচ্যং পুত্রানুশাসনম্ ।
 তদিদং নাপ্রশাস্তায় নাদাস্তায় তপস্বিনে ॥ ৩৬
 নাবেদবিহ্ষে বাচ্যং তথা নানুগত্য চ ।
 নাস্বয়কায়ানুজবে ন চানির্দিষ্টকারিণে ॥ ৩৭
 ন তর্কশাস্ত্রদ্বয় তথৈব পিশুনায় চ ।
 স্নাঘিনে স্নাঘনীয়ায় প্রশাস্তায় তপস্বিনে ॥ ৩৮
 ইদং প্রিয়ায় পুত্রায় শিষ্যায়ানুগত্য তু ।
 রহস্তধর্ম্মং বক্তব্যং নাত্মন্যৈ তু কথঞ্চন ॥ ৩৯
 যদপ্যস্ত মহীঃ দত্তাদ্রতপূর্ণামিমাং নরঃ ।
 ইদমেব ততঃ শ্রেয় ইতি মন্তেত তদ্বিৎ ॥ ৪০
 অতো গুহ্যতরার্থং তদধ্যাত্মমতিমানুষম্ ।
 যত্নমহর্মিতির্দৃষ্টং বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥ ৪১
 তদ্যুয্যভ্যঃ প্রযচ্ছামি যন্মাং পৃচ্ছত সন্তমাঃ ।

দশ সহস্র বৎসর সমস্ত ধৰ্ম্মাধ্যান ও সত্যো-
 পাধ্যান মন্বন করিয়া এই অমৃত উদ্ধৃত হই-
 যাচ্ছে। বিদ্বান্গণের মুক্তি সাধন এই
 সাংখ্যজ্ঞান—দধি হইতে নবনীত এবং কাষ্ঠ
 হইতে অগ্নির জ্বালা উদ্ধৃত হইয়াছে। পুত্রে
 উপদেশযোগ্য এই শাস্ত্র স্নাতক ব্রহ্মচারী-
 দিগকে উপদেশ করিবে; যাহারা শাস্ত্র, দাস্ত,
 তপস্বী, বেদবিদ, অনুগত ও সরলস্বভাব
 নহে; এবং যাহারা অস্বাভাব, অনির্দিষ্ট-
 কারী, তর্কশাস্ত্রদ্বয়, পিশুন, স্নাঘী,—এ সকল
 ব্যক্তিকে ইহা দিবে না। এই রহস্ত ধর্ম্ম-
 শাস্ত্র—স্নাঘ্য প্রশাস্ত, তপস্শাস্ত্র, অনুগত,
 প্রিয় পুত্র এবং শিষ্যকে উপদেশ করিবে;
 অপর কাহাকেও বলিবে না। তদ্বিদ্
 মানব রত্নপূর্ণ। ধরণীর তুলনায়ও এই
 শাস্ত্রকেই উত্তম বলিয়া বুঝিবেন। হে মুনি-
 সন্তমগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন,
 ই মহর্ষিগণ-বিদিত, বেদান্ত-গীত, গোপ-
 থাকে। হুম, মহর্ষিগণের হৃদয়, অধ্যাত্মশাস্ত্র,
 দিগকে এই প্রদান করিলাম। সন্দিগ্ধ

যনে মনসি বর্জ্যেত যন্ত বো হৃদি সংশয়ঃ ।
 অতঃ ভবতিষ্ঠৎসর্বং কিমন্তং কথয়ামি বঃ ॥ ৪২
 মুনয় উচুঃ ।
 অধ্যাত্মং বিস্তরেণেহ পুনরেব বদস্ব নঃ ।
 যদধ্যাত্মং যথা বিদ্যো ভগবদ্ব্যবিস্তম ॥ ৪৩
 ব্যাস উবাচ ।
 অধ্যাত্মং যদিদং বিপ্রাঃ পুরুষন্তেহ পঠ্যতে ।
 যুয্যভ্যঃ কথয়িষ্যামি তন্ত ব্যাখ্যাবধার্যতাম্
 ভূমিরাপস্তথা জ্যোতির্কায়ুরাকাশমেব চ ।
 মহাভূতানি যৈশ্চৈব সর্বভূতেষু ভূতকৃৎ ॥ ৪৫
 মুনয় উচুঃ ।
 আকারস্ত ভবেদ্যন্ত যস্মিন্দেহং ন পশুতি ।
 আকাশাদ্যঃ শরীরেষু কথং তদ্বর্ণয়ৎ ॥
 ইন্দ্রিয়গণাঃ গুণাঃ কেচিৎ কথং তানুপলক্ষয়ৎ ॥
 ব্যাস উবাচ ।
 এতদ্বো বর্ণয়িষ্যামি যথাবদ্বদর্শনম্ ।
 শূন্যং তদিহৈকাগ্র্য যথাতত্ত্বং যথা চ তৎ ॥ ৪৭

বিষয় সম্বন্ধে আপনাদিগের যাহা জিজ্ঞাসা
 ছিল, তৎসমস্তই আপনারা শ্রবণ করিলেন।
 আপনাদিগকে আর কোন্ কথা বলিব?
 ৩১—৪২। মুনিগণ কহিলেন,—হে ঋষিসন্তম,
 ভগবন্! আমরা যাহাতে উত্তমরূপে বুঝিতে
 পারি, এমন ভাবে বিস্তৃত করিয়া পুনরায়
 কৌতুহল করুন। ব্যাস কহিলেন,—হে বিপ্রগণ!
 লোকসমাজে যাহা অধ্যাত্মশাস্ত্র - বলিয়া
 পঠিত হয়, আমি তাহার ব্যাখ্যা বলিতেছি,
 আপনারা অবধারণ করুন। ভূমি, জল,
 তেজ, বায়ু, আকাশ,—এই পাঁচটি মহাভূত;
 সৃষ্টিকর্তা এ সকলের অভ্যন্তরেই বাস
 করেন। মুনিগণ কহিলেন,—পঞ্চভূতের
 আকার আছে, কিন্তু শরীর নাই; তবে
 পঞ্চভূত মধ্যে ভূতকর্তার বাস বর্ণন করি-
 লেন কেমনে? পঞ্চভূতের কতকগুলি আবার
 ইন্দ্রিয়গণ; সূতরাং উহাদিগের পৃথক উপ-
 লব্ধির সম্ভাবনা কি? ব্যাস বলিলেন,—
 আমি ইহা যেমন জানি, যথাযথ আপনা-
 দিগকে বলিতেছি, আপনারা একাগ্রমনে

শব্দঃ শ্রোত্রঃ তথা ধ্যানি ত্রয়মাকাশলক্ষণম্ ।
প্রাণশ্চেষ্টা তথা স্পর্শ এতে বায়ুগুণাস্ত্রয়ঃ ॥ ৪৮
রূপং চক্ষুর্বিপাকশ্চ ত্রিধা জ্যোতির্বিধীয়তে ।
রসোহপ্যং রসনং শ্বেদো গুণাশ্চেতে ত্রয়োহস্তসাম্
জ্ঞেয়ঃ স্রাণঃ শরীরঞ্চ ভূমেরেতে গুণাস্ত্রয়ঃ ।
এতাবানিহ্রিয়গ্রামো ব্যাখ্যাতঃ পাকভৌতিকঃ
বায়োঃ স্পর্শো রসোহস্ত্যশ্চ জ্যোতিষো

রূপমুচ্যতে ।

আকাশপ্রভবঃ শব্দো গন্ধো ভূমিগুণঃ স্মৃতঃ
মনো বুদ্ধিঃ স্বভাবশ্চ গুণা এতে স্বযোনিজাঃ ।
তে গুণানতিবর্তন্তে গুণেভ্যঃ পরমা মতাঃ ॥ ৫২
যথা কুর্শ্ব ইবাকানি প্রসার্যা সন্নিযচ্ছতি ।
এবমেবেহ্রিয়গ্রামঃ বুদ্ধিশ্চেষ্টো নিযচ্ছতি ॥ ৫৩
যদুর্জং পাদতলয়োরবাগধশ্চ পশ্চতি ।
এতন্মিরেব কৃত্যো সা বর্ততে বুদ্ধিকৃতয়া ॥ ৫৪
গুণৈশ্চ নীয়তে বুদ্ধিবুদ্ধিরেবেহ্রিয়গ্ৰাম্যপি ।
মনঃষষ্ঠানি সর্বাণি বুদ্ধ্যভাবাৎ কৃত্যো গুণাঃ ॥
ইহ্রিয়গ্ৰামি নরৈঃ পক্ষা ষষ্ঠং তন্মন উচ্যতে ।

উহার স্বরূপ শ্রবণ করুন । শব্দ, বর্ণ, ছিদ্ৰ
—এই তিনটি আকাশের গুণ । প্রাণ, চেষ্টা,
স্পর্শ,—এই তিনটি বায়ুগুণ । রূপ, চক্ষু,
বিপাক,—এই তিনটি তেজের গুণ । রস,
জিহ্বা, শ্বেদ,—এই তিনটি জলের গুণ ।
গন্ধ, নাসিকা, শরীর,—এই তিনটি ভূমির
গুণ । এই পাকভৌতিক ইহ্রিয়গ্রাম
ব্যাখ্যাত হইল । বায়ুর স্পর্শ, জলের রস,
তেজের রূপ, আকাশের শব্দ ও ভূমির গন্ধ
প্রধান গুণ । মন, বুদ্ধি, স্বভাব,—এই তিনটি
স্বযোনিজ গুণবিশিষ্ট । উহার গুণগণের
অতিক্রম করিয়া থাকে ; এজন্য উহার গুণা-
পেক্ষা প্রধান । কুর্শ্ব যেমন নিজ অঙ্গ প্রসা-
রণ ও আকৃষ্টন করে, বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত
আত্মাও তেমনি ইহ্রিয়গ্রামের নিয়মন করিয়া
থাকেন । ৪৩—৫৩ । উক্ত অধঃ সর্বত্রই
সেই বুদ্ধি বিস্তৃত রহিয়াছে । গুণ দ্বারা বুদ্ধি
পরিচালিত হয় ; বুদ্ধি মনের ও ইহ্রিয়গণের
পরিচালন করে । তরাং বুদ্ধির অভাবে

সপ্তমীং বুদ্ধিমৈবাহঃ ক্ষেত্রজং বুদ্ধি চাষ্টমম্ ॥ ৫৬
চক্ষুরালোকনার্যৈব সংশয়ং কুরুতে মনঃ ।
বুদ্ধিরধ্যবসানায় সাক্ষী ক্ষেত্রজ উচ্যতে ॥ ৫৭
রজস্তমশ্চ সত্বঞ্চ ত্রয় এতে স্বযোনিজাঃ ।
সমাঃ সর্বেষু ভূতেষু তান্ গুণানুপলক্ষয়েৎ ॥ ৫৮
তত্র যৎপ্রীতিসংযুক্তং কিকিদান্নি লক্ষয়েৎ ।
প্রশান্তমিব সংযুক্তং সত্বং তদুপধারয়েৎ ॥ ৫৯
যত্তু সন্তাপসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ ।
প্রবৃত্তং রজ ইত্যেবং তত্র চাপ্যুপলক্ষয়েৎ ॥ ৬০
যত্তু সমোহসংযুক্তমব্যাক্তং বিষমং ভবেৎ ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ৬১
প্রহর্ষঃ প্রীতিরানন্দঃ স্বাম্যঃ স্বস্থচিত্ততা ।
অকম্পাদ্যদি বা কাম্পাদ্যদন্তি সাত্ত্বিকান্ গুণান্ ॥
অভিমানো মৃষাবাদো লোভো মোহস্তথা ক্রমা
লিঙ্গানি রজসস্তানি বর্তন্তে হেতুতত্ত্বতঃ ॥ ৬৩
তথা মোহঃ প্রমাদশ্চ তন্ম্রা নিদ্রা প্রবোধিতা ।
কথঞ্চিদভিবর্তন্তে বিজ্ঞেয়াস্তামসা গুণাঃ ॥ ৬৪
মনঃ প্রসৃজতে ভাবং বুদ্ধিরধ্যবসায়িনী ।
হৃদয়ং প্রিয়মেবেহ ত্রিবিধা কশ্মচোদনা ॥ ৬৫

গুণের ক্রিয়াভাব ঘটে । পাঁচটি ইহ্রিয়, ষষ্ঠ
মন, সপ্তম বুদ্ধি, অষ্টম ক্ষেত্রজ ; এই আটটি,
দেহের প্রধান অবয়ব । চক্ষু দ্বারা অব-
লোকন করা হয় । মন সংশয় এবং বুদ্ধি
নিশ্চয় করে । ক্ষেত্রজ সাক্ষীমাত্র । সত্ব,
রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয় স্বয়ংজাত ; সকল
ভূতেই ইহার সমভাবে বর্তমান থাকে ।
আত্মাতে প্রীতি-প্রশান্ত-ভাব দেখিলে উহা
সত্ব জন্ত বোধিত । শরীরে বা মনে যে হৃৎ-
স্বাভাব, উহাই রজঃপ্রবৃত্তি । যাহা
মোহসংযুক্ত, অব্যাক্ত ও বিষম তাহাকেই
তমঃ বলিয়া নির্ণয় করিবে । প্রহর্ষ, প্রীতি,
অনন্দ, স্বাধীনতা, সুস্থচিত্ততা এ সকল
সাত্ত্বিক গুণ ; অভিমান, মিথ্যাকথন,
লোভ, গর্ভ, ক্রোধ,—এ সমস্ত রাজস গুণ ।
মোহ, প্রমাদ, তন্ম্রা, নিদ্রা, অজ্ঞানতা,—এ
সকল তামস গুণ । মন ভাবের উৎপাদক ।
বুদ্ধি নিশ্চয়বিধায়িনী । ইহ্রিয় অপেক্ষা

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃদ্যা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।
 মনসস্ত পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাশ্চ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৬
 বুদ্ধিরাস্মা মনুষ্যস্ত বুদ্ধিরেবাস্মানায়িকা ।
 যদা বিকুরুতে ভাবঃ তদা ভবতি সা মনঃ ॥ ৬৭
 ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবাদ্‌বুদ্ধির্বিকুরুতে হনু ।
 পৃথগ্ভা ভবতি প্রোক্তা স্পৃশতী স্পর্শ উচ্যতে ॥
 পশন্তী চ ভবেদৃশী রসন্তী রসনা ভবেৎ ।
 জিহ্বন্তী ভবতি ভ্রাণঃ বুদ্ধির্বিকুরুতে পৃথক্ ॥ ৬৯
 ইন্দ্রিয়াণি তু তাত্‌তাহস্তেষাং বৃত্ত্যা বিতিষ্ঠতি ।
 তিষ্ঠতে পুরুষে বুদ্ধির্বুদ্ধিভাবব্যবস্থিতা ॥ ৭০
 কদাচিন্নভতে ত্রীতিং কদাচিদপি শোচতি ।
 ন স্মৃথেন চ হৃৎথেন কদাচিদহি মুহুতে ॥ ৭১
 স্বয়ং ভাবায়িকা ভাবাঃস্বীনেতানতিবর্ততে ।
 সরিতাং সাগরো ভর্তা মহাবেলামিবোর্মিমান্ ॥
 যদা প্রার্থয়তে কিকিত্তদা ভবতি সা মনঃ ।
 অধিষ্ঠানে চ বৈ বুদ্ধ্যা পৃথগেতানি সংস্মরেৎ ॥

ইন্দ্রিয়বিষয়, তদপেক্ষা মন, মন
 অপেক্ষা বুদ্ধি, এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা
 শ্রেষ্ঠ । কলতঃ বুদ্ধিই জীবগণের আত্মা;
 বুদ্ধিই আত্মনায়িকা । সেই বুদ্ধি যখন
 বিকার প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে মন বলা
 যায় । বুদ্ধিই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া
 বিভিন্ন সংজ্ঞা লাভ করে । গ্রহণ করে
 বলিয়া প্রোক্ত, স্পর্শ করে বলিয়া স্পর্শ, দর্শন-
 কালীন দৃষ্টি, রসগ্রহণকালে রসনা, আভ্রাণ-
 কালে ভ্রাণ,—ইত্যাদিরূপে এক বুদ্ধিই
 বিভিন্ন নাম ধারণ করে । ৫৪—৬৯ । এই
 সকলকে ইন্দ্রিয় বলা হয়; উহার। বুদ্ধির বৃত্তি
 মাত্র । নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপে অবস্থিত।
 হইলেই উহাকে বুদ্ধি বলা যায় । এই বুদ্ধি-
 বলেই জীব কদাচিৎ ত্রীতি কখনও শোক
 কখন স্মৃথ এবং কচিৎ হৃৎখ লাভ করে ।
 বুদ্ধি স্বয়ং ভাবায়িকা; উর্নিমালী সাগর
 যেমন সরিৎসমূহের আশ্রয় হইয়াও
 কদাপি বেলা অতিক্রম করিতে পারে না,
 সর্বভাববর্তী বুদ্ধিও তেমনি ইন্দ্রিয়, মন,
 ও বুদ্ধি—এই তিনটি ভাব কদাপি পরিত্যাগ

ইন্দ্রিয়াণি চ মেধ্যানি বিচেতব্যানি কুৎস্রাণঃ ।
 সর্বাণ্যেবাহুপূর্বেণ যদ্যদা চ বিধীয়তে ॥ ৭৪
 অবিভাগমনা বুদ্ধির্ভাবো মনসি বর্ততে ।
 প্রবর্তমানস্ত রজঃ সমমপ্যতিবর্ততে ॥ ৭৫
 যে বৈ ভাবেন বর্তন্ত সর্বেষেভেষু তে ত্রিষু ।
 অর্থান্ সম্প্রবর্তন্তে রথেনেমিমা ইব ॥ ৭৬
 প্রদীপার্থঃ মনঃ কুর্যাদিন্দ্রিয়ৈর্বুদ্ধিসত্তমৈঃ ।
 নিশ্চরস্তির্ধাযোগমুদাসীনৈর্ধনুচ্ছয়া ॥ ৭৭
 এবং স্বভাবমেবেদমিতি বুদ্ধা ন মুহুতি ।
 অশোচন্ সম্প্রহস্যশ্চ নিত্যং বিগতমৎসরঃ ॥
 ন হ্যাত্মা শক্যতে দ্রষ্টুমিন্দ্রিয়ৈঃ কামগোচরৈঃ ।
 প্রবর্তমানৈরনেকৈর্জ্ঞৈররকৃতাত্মতিঃ ॥ ৭৯
 তেষাস্ত মনসা রশ্মীন্ যদা সম্যঙনিষচ্ছতি ।
 তদা প্রকাশতেহস্তাত্মা দীপদীপ্তা যথাকৃতিঃ ॥

করে না । যখন কোনও সংকল্প করে, তখন
 সে মন হয় । বস্তুত একই পদার্থের অধিষ্ঠান
 ভেদে মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতি পৃথক্ সংজ্ঞা
 হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল যজ্ঞমাত্র । যখন
 যে কোন ক্রিয়া হউক না, এক বুদ্ধিই পৃথক্
 ভাব অবলম্বনে তাহা সম্পাদন করে ।
 এমন কি, রজোগুণ বা সত্ত্বগুণকেও সেই
 বুদ্ধিই স্বায়ত্ত করিয়া থাকে । অর সকল
 যেমন রথেনেমির অধীন, গুণ সকলও তেমনি
 ভাবানুসারে বুদ্ধিরই অহুগত থাকিয়া ক্রিয়া-
 কারে প্রবৃত্ত হয় । মন একটা প্রদীপের
 স্তায়; ইন্দ্রিয় সকল নিশ্ক্রিয় যজ্ঞ ভূম্য;
 বিভিন্ন যজ্ঞগত হইয়া আলোক যেমন
 পৃথগাকার ধারণ করে; বুদ্ধিও তেমনি চক্ষু
 কণাদি ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানে সেই সেই
 নাম প্রাপ্ত হয় । “উহার স্বভাবই ঐরূপ”
 এই নিশ্চয় করিয়া মাৎসর্যহীন ধীর মানব
 শোকে বা হর্ষে আক্রান্ত হয়েন না । অসং-
 যত ব্যক্তির। যথেষ্টাচারী হ্রস্ব ইন্দ্রিয়গণের
 সাহায্যে আত্মাকে দেখিতে পায় না ।
 পরন্তু মন দ্বারা উহাদিগের রশ্মি স্বা-
 যোগ্যরূপে নিয়োগ করিলে দীপালোকে
 আকৃতির স্তায় আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে ।

সর্বেষামেব তুতানাং তমস্ব্যপগতে যথা ।
প্রকাশঃ ভবতে সর্বঃ তথৈবমুপধাৰ্য্যতাম্ ॥ ৮১
যথা বারিচরঃ পক্ষী ন লিপ্যতি জলে চরন্ ।
বিমুক্তান্না তথা যোগী গুণদোষৈর্ন লিপ্যতে ॥
এবমেব কৃতপ্রজ্ঞো ন দোষৈর্বিষয়াশ্চরন্ ।
অসজ্জমানঃ সর্বেষু ন কথঞ্চিৎ প্রলিপ্যতে ॥
তাক্ষা পূর্বকৃতং কৰ্ম্ম রতিৰ্যশ্চ সদাশ্রমি ।
সর্বভূতান্বভূতশ্চ গুণসঙ্গেন সজ্জতঃ ॥ ৮৪
স্বয়মাত্মা প্রসবতি গুণেষপি কদাচন ।
ন গুণা বিহরাশ্রানঃ গুণান্ বেদ স সর্বদা ॥ ৮৫
পরিদধ্যাদ্গুণানাং স জড়ো চৈব যথাতথম্ ।
সৰ্বক্ষেত্রজয়োরেবমস্তরং লক্ষয়ৈন্নরঃ ॥ ৮৬
সৃজতে তু গুণানেক একো ন সৃজতে গুণান্ ।
পৃথগ্ভূতো প্রকৃতিভূতো সম্প্রযুক্তো চ সর্বদা
যথাশ্রীনা হিরণ্যশ্চ সম্প্রযুক্তো তথৈব তো ।
মশকোহুহরো বাপি সম্প্রযুক্তো যথা সহ ॥ ৮৮

৭০—৮০ । অঙ্ককার মধ্যে আলোক দ্বারা যেমন দ্রব্যের প্রকাশ হয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করিয়া বুদ্ধিকে আত্মাতে নিয়োগ করিলে সেই আত্মাও তেমনি প্রকট হয়েন । জনচর পক্ষী যেমন জলে আর্জ হয় না, বিমুক্তান্না যোগীও তেমনি গুণদোষে লিপ্ত হয়েন না । প্রজ্ঞাবান্ মানব এইরূপ অনাসক্তচিত্তে বিষয়ানুশীলন করিয়াও উহাতে লিপ্ত হয়েন না । যিনি পূর্বকৃত কৰ্ম্মে উপেক্ষা করিয়া আত্মরত হয়েন, সর্বভূতেই আত্মদর্শন করেন, তিনি গুণসঙ্গবশতঃ সংসারে বদ্ধ হয়েন না । আত্মা স্বয়ং গুণগণকে প্রসব করেন ; পরন্তু গুণগণ তাঁহাকে কদাচ জানিতে পারে না । তিনি গুণগণকে সর্বদাই জানেন । গুণ সকল আত্মাকে আবৃত করে, আত্মা কিন্তু দ্রষ্টা মাত্র । সৰ্ব ও ক্ষেত্রজের এইরূপ ভেদ জানিবে যে, একটী গুণ সৃষ্টি করে, অপরে উহা করে না । উহার সত্য সন্নিহিত, অথচ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ । রত্নসন্নিহিত ঞ্জ, মশকযুক্ত উহর, এবং

ইষিকা বা যথা যুগ্মে পৃথক্ চ সহ চৈব হ ।
তথৈব সহিতাবেতো অন্তোন্তশ্চিন্ প্রাতিষ্ঠিতো
ইতি ত্রীত্রাক্ষে যোগোপায়বর্ণনঃ সপ্তত্রিংশদ-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

সৃজতে তু গুণান্ সৰ্বং ক্ষেত্রজব্রহ্মধিষ্ঠিতি ।
গুণান্ বিক্রিয়তঃ সৰ্ব্বানুদাসীনবদীশ্বরঃ ॥ ১
স্বভাবযুক্তঃ তৎসর্বঃ যদিমান্ সৃজতে গুণান্ ।
উর্ণনাতিৰ্যথা সৃজ্যং সৃজতে তদগুণাংস্তথা ॥ ২
প্রবৃত্তা ন নিবর্তন্তে প্রবৃত্তির্নোপলভ্যতে ।
এবমেবে ব্যবস্থান্তি নিবৃত্তিমিতি চাপরে ॥ ৩
উভয়ং সম্প্রধাৰ্য্যেতদধ্যবস্তেদধ্যামতি ।
অনেনৈব বিধানেন ভবেদৈ সংশয়ো মহান্ ।
অনাদিনিধনো হ্যাত্মা তং বুদ্ধা বিহরৈন্নরঃ ।

যুগ্মসহ ইষিকা,—যেমন পরস্পর মিলিত অথচ পৃথক্, ইহারাত্ত তেমনি অন্তোন্তা-
শ্রেয়ে প্রতিষ্ঠিত । ৮১—৮২ ।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৭

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বাস কহিলেন,—সৰ্বই গুণগণের সৃষ্টি করে । ঈশ্বর ক্ষেত্রজ উদাসীনবৎ উহাতে অধিষ্ঠান করেন মাত্র । উর্ণনাতি যেমন সৃজ্য সৃষ্টি করে, স্বভাবযুক্ত আত্মাও তেমনি গুণগণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । প্রবৃত্তিমার্গাচ্চ-
যায়ী জনগণ সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়েন না ; এইরূপ মনে করিয়া কেহ কেহ প্রবৃত্তিপথেই যত্ন করেন ; অপরে নিবৃত্তিরই অনুশীলন করিয়া থাকেন । বস্তুর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পথই অবলম্বনীয় বুঝিয়া বিধানানুসারে সাধন করা কর্তব্য । পরন্তু এবিষয়ে সাধা-
রণের মহান্ সংশয় জন্মিয়া থাকে । নর

অক্লুধ্যন্নপ্রহৃত্যঃ নীত্যং বিগন্তমৎসরঃ ॥ ৫
 ইত্যেবং হৃদয়ে সর্বো বুদ্ধিচিন্তাময়ঃ দৃঢ়ম্ ।
 অনিত্যং সুখমাসীনমশোচ্যঃ ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ৬
 তরয়েৎ প্রচ্যুতাং পৃথ্বীং যথা পূর্ণাং নদীং নরাঃ
 অবগাহ্য চ বিদ্বাংসো বিপ্রা লোলমিমং তথা ॥
 ন তু তপ্যতি বৈ বিদ্বান্ স্থলে চরতি তদ্বিৎ
 এবং বিচিন্ত্য চাত্মানং কেবলং জ্ঞানমাত্মনঃ ॥ ৮
 তন্তু বুদ্ধা নরঃ সর্গং ভূতানাং গতিং গতিম্
 সমচেষ্টেৎ বৈ সম্যগ্ লভতে শমযুক্তমম্ ॥ ৯
 এতদ্বিজ্ঞানসামগ্র্যং ব্রাহ্মণস্ত বিশেষতঃ ।
 আত্মজ্ঞানসমস্নেহপর্যাপ্তং তৎপরায়ণম্ ॥ ১০
 তন্তু বুদ্ধা ভবেদ্বুদ্ধঃ কিমন্তদ্বুদ্ধলক্ষণম্ ।
 বিজ্ঞাতৈতদ্বিমুচ্যন্তে কৃতকৃত্য মনীষিণঃ ॥ ১১
 ন ভবতি বিহ্বাঃ মহদভয়ঃ
 যদবিহ্বাঃ সুমহদভয়ঃ পরত্র ।

অনাদিনিধন আত্মাকে অবগত হইয়া ক্রোধ, হর্ষ, ও মৎসর পরিত্যাগপূর্বক নিয়ত বিহার-পরায়ণ হইবেন। সকলেরই হৃদয়ে এবস্থি বুদ্ধি ও চিন্তাময় আত্মা বিরাজমান। সেই নীত্য সমাসীন, শোকসংশয়-হীন আত্মাকে দৃঢ়ভাবে জানিলে সকল সংশয় ছিন্ন হয়। নদী পার হইয়া যেমন অভীষ্ট স্থানে যাওয়া যায়, এই তত্ত্বশাস্ত্রে অবগাহন করিলেও তেমন শান্তি লাভ করা যায়। তদ্বাষ্যেই মানব, জ্ঞানময় আত্মাকে এই প্রকারে নির্ণয় করিয়া ধ্যানফলে নির্লিপ্তভাবে সংসারে বিহার করিতে পারেন। নর সেই আত্মাকে, এবং ভূতগণের সৃষ্টি ও প্রলয় তত্ত্ব আলোচনাপূর্বক সর্বত্র সম আচার-সম্বিত হইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইবেন। আত্মজ্ঞানরূপ স্নেহবিশিষ্ট, পরম গতিদায়ক এই জ্ঞান, বিজ্ঞানের,—বিশেষত জ্ঞানিগণের পরম সামগ্রী। তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই বুদ্ধ হয়। ইহা ছাড়া বুদ্ধের আর কি লক্ষণ হইতে পারে? মনীষিগণ এই তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া কৃতকৃত্য হইতে পারেন। এই তত্ত্ব না জানিলে পরকালে সুমহৎ ভয়

ন হি গতিরধিকান্তি কন্তচিৎ-
 ভবতি হি যা বিহ্বাঃ সনাতনৌ ॥ ১২
 লোকমাতরমহ্মতে নর-
 স্তত্র দেবমনিরীক্ষ্য শোচতে ।
 তত্র চেত্তু কুশলো ন শোচতে
 যে বিহ্বস্তত্ত্বভয়ং কৃতাকৃতম্ ॥ ১৩
 যৎ করোত্যনভিসন্ধিপূর্বকং
 তচ্চ নিন্দয়তি যৎ পুরা কৃতম্ ।
 যৎ প্রিয়ং তত্ত্বভয়ং ন বাপ্রিয়ং
 তস্ত তজ্জনয়তীহ কুর্ষতঃ ॥ ১৪

মুনয় উচুঃ ।

যস্মাক্ষ্মাৎ পরো ধর্মো বিদ্যতে নেহ কশ্চন ।
 যো বিশিষ্টেৎ ভূতেভ্যস্তত্ত্বান্ প্রববীতু নঃ ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ধর্মঞ্চ সম্প্রবক্ষ্যামি পুরাণমুযিতিঃ স্তম্ ।
 বিশিষ্টং সর্বধর্মোভ্যঃ শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৬
 ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি বুদ্ধ্যা সংযম্য তত্ত্বতঃ ।

হয় এবং ইহা জানিলে পরকালে ভয় থাকে না। জ্ঞানবানগণের যে সনাতনৌ পরমগতি লাভ হয়, অপর কাহারও তদপেক্ষা উত্তম গতি হইতে পারে না। ১—১২। সংসারে জনগণ আত্মদেবকে দেখিতে পায় না বলিয়া শোকবশে, লোকমাতা প্রকৃতির প্রতি ঘেব করিয়া থাকে; যাঁহারা আত্মতত্ত্বে অচতুর, তাঁহারা অল্পশ্রিত কাণ্ড মাত্রই কৃত ও অকৃত বলিয়া বুঝেন; সুতরাং শোক করেন না। তাঁহারা অনাভিসন্ধিপূর্বক যাহা করেন, এবং যাহা পূর্বসঙ্কিত নিন্দিত কর্ম থাকে,—যথেষ্ট অল্পষ্ঠান করিতে থাকিলেও ঐ সকল সেই তত্ত্বজ্ঞ মানবের প্রিয় বা অপ্ৰিয় সাধন করিতে পারে না। মুনিগণ বলিলেন,—যে ধর্ম অপেক্ষা ইহলোকে আর পরম ধর্ম নাই, এবং ভূতগণ মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদিগকে তাহাই বলুন। ব্যাস কহিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! সর্ব ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ঋষিগণপ্রশংসিত, পুরাণ-ধর্ম কীর্তন করিতেছি। পিতা যেমন বালক

সর্বতঃ প্রসৃতানীহ পিতা বালানিবান্ধজান ॥১৭
মনসশ্চৈল্লিয়াণাং চাট্যাকাগ্রাং পরমং তপঃ ।
বিজ্ঞেয়ঃ সর্বধর্মোভ্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে ॥ ১৮
তানি সর্বাণি সঙ্কায় মনঃষষ্ঠানি মেধয়া ।
আত্মভূতঃ স এবাসীদ্বহুচিন্ত্যমচিন্তয়ন্ ॥ ১৯
গোচরেভ্যো নিবৃত্তানি যদা স্থানান্তি বেষ্মনি ।
তদা চৈবান্ধনান্ধানং পরং দ্রুতং শাস্বতম্ ॥২০
সর্বাান্ধনং মহান্ধনং বিধুমমিব পাবকম্ ।
প্রপশ্বন্তি মহান্ধনং ব্রাহ্মণা যে মনৌষিণঃ ॥২১
যথা পুষ্পকলোপেতো বহুশাখো মহাক্রমঃ ।
আত্মনো নাভিজানৌতে ক মে পুষ্পঃ ক মে
কলম্ ॥ ২২
এবমান্ধা ন জানৌতে ক গমিষ্যে কুতোবহম্ ।
অন্তো হস্তান্তরাস্তি যঃ সর্বমবুপশ্বতি ॥২৩
জ্ঞানদীপেন দীপ্তেন পশ্বত্যান্ধানমান্ধনা ।

সন্তানগণকে একত্রিত করেন, তদ্রূপ তদ্ব-
জ্ঞান বলে ইতস্ততঃ প্রসৃত উচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-
গণকে সংযত করিয়া মনের সহিত যুক্ত
করিবেন। মনের ও ইন্দ্রিয়গণের একত্রতা
সাধনই পরম তপশ্চা। সর্ব ধর্ম অপেক্ষা
এই ধর্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয় ; জানিবেন।
বুদ্ধি দ্বারা বহু বহু চিন্তনীয় বিষয় হইতে
বিরত হইয়া মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় সমাধানপূর্বক
আত্মভূত হইবেন। মন যখন যাবতীয়
বিষয় ইহতে নিবৃত্ত হইয়া স্বীয় স্থানে অব-
স্থান করিবে, তখনই আত্মা দ্বারা শাস্বত
পরমান্ধাকে দেখিতে সক্ষম হইবেন। মহাত্মা
মনৌষী ব্রাহ্মণগণ সেই সর্বাাত্মা মহান্ধ
আত্মাকে বিধুম পাবকবৎ দর্শন করেন।
পুষ্পকলোপেত, বহু শাখাসম্বিত মহাবৃক্ষ
যেমন, ‘আমার পুষ্প কোথায়? কলই বা
কোথায়?’ ইহা জানে না, তেমনি আত্মাও
কোথায় যাইব? কোথা হইতেই বা আসি-
রাছি? ইত্যাদি কিছুই অবগত নহেন। এই
আত্মার আবার অন্ত এক অন্তরাত্মা,
আছেন, তিনি সকলই দর্শন করেন। প্রদীপ্ত
জ্ঞানদীপসাহায্যে আত্মা দ্বারা আত্মাকে

দৃষ্টোন্ধানং তথা যুয়ং বিরাগা ভবত বিজ্ঞাঃ ॥২৪
বিমুক্তাঃ সর্বপাপেভ্যো মুক্তভূচ ইরোরগাঃ ।
পরাং বুদ্ধিমবাপোহাপ্যচিন্তা বিগতজরাঃ ॥২৫
সর্বতঃ শ্রোতসং ঘোরাং নদীং লোকপ্রবাহিনীম্
পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহবতীং মনঃসঙ্কল্পরোধসম্ ॥ ২৬
লোভমোহভূগচ্ছরাং কামক্রোধসরীষপাম্ ।
সত্যতীর্থানুতকোভাং ক্রোধপঙ্কাং সরিষরাম্
অব্যক্তপ্রভবাং শীঘ্রাং কামক্রোধসমাকুলাম্ ।
প্রতরধ্বং নদীং বুদ্ধ্যা হস্তরামকৃতাত্তিঃ ॥ ২৮
সংসারসাগরগমাং যোনিপাতালহস্তরাম্ ।
আত্মজন্মোদ্ভবাং তাস্ত জিহ্বাবর্তহস্তরাসদাম্ ॥২৯
যাং তরন্তি কৃতপ্রজা ধৃতিমন্তো মনৌষিণঃ ।
তাং তীর্ণঃ সর্বতো মুক্তো বিধুতাত্মান্ববাহুচিঃ
উত্তমাং বুদ্ধিমান্ধায় ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।
উত্তীর্ণঃ সর্বসংক্লেশান্ প্রসন্নাত্মা বিকল্পমঃ ॥ ৩১

দেখা যায়। ১৩—২৩। হে বিজগণ! আপনা-
রাও সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া বৈরাগ্য-
লাভ করুন। তাহা হইলে সর্ব যেমন নির্মোক
পরিহার করে, তদ্রূপ আপনারাও সর্বপাপ
হইতে মুক্ত এবং পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়া
নিশ্চিন্ত ও বিগতজর হইবেন। হে বিপ্র-
গণ! যাহার সর্বদিকেই শ্রোতঃ প্রবাহিত,
লোক সকল প্রবাহ, পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ, মনঃ-
সঙ্কল্প কুল, কাম ক্রোধ সরীষপ, সত্য অব-
তরণ স্থান (ঘাট), মিথ্যা জলকোভ, ক্রোধ
পঙ্ক, এবং যাহা সর্বতঃ শ্রোতশালিনী,
ও লোভ-মোহভূগে আচ্ছন্ন, সেই অব্যক্ত-
সমুদ্ভবা, অজিতেন্দ্রিয় জনের হস্তরা, ঘোরা
খরশ্রোতোবতী নদী আপনারা বুদ্ধি সাহায্যে
পার হউন। ধৃতিমান্ বিমুক্তবুদ্ধি জনেরা
সেই সংসারসাগরগামিণী, যোনিরূপ পাতাল
পর্যন্ত গভীরা, আত্মজন্মোদ্ভুতা, জিহ্বারূপ
আবর্ত দ্বারা স্পৃহস্তরা সেই নদী পার হইতে
পারেন। পূতাত্মা, শুচি ও আত্মবান্ মানব
উত্তম বুদ্ধি দ্বারা সেই নদী পার হইয়া সর্ব
দুঃখমুক্ত হইবেন,—ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন।
আপনারা সর্ব ক্লেশ হইতে মুক্ত, প্রসন্নচেতা

ভূমিষ্ঠানীব ভূতানি পৰ্বত হো নিরীক্য চ ।
 অজুধ্যয়প্রসৌদংচ ন নৃশঃসমতিস্তথা ॥ ৩২
 ততো জ্ঞাত্ব সৰ্বেষাং ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্
 এতচ্চি সৰ্বধৰ্ম্মেভ্যো বিশিষ্টং মেনিরে বুধাঃ ॥
 ধৰ্ম্মঃ ধৰ্ম্মভূতাঃ শ্রেষ্ঠা যুগ্মঃ সত্যদর্শিনঃ ।
 আত্মানো ব্যাপিনো বিপ্রা ইতি পুত্রানুশাসনম্
 প্রযতায় প্রবক্তব্যং হিতায়ানুগতায় চ ।
 আত্মজ্ঞানমিদং শুভং সৰ্বশুভতমং মহৎ ॥ ৩৫
 অত্রবৎ যদহং বিপ্রা আত্মশাস্তিকরং পরম্ ।
 নৈব স্ত্রী ন পুমান্বেবং ন চৈবেদং নপুংসকম্ ॥ ৩৬
 অহুঃধমসুখং ব্রহ্ম ভূতভব্যাক্ষবাক্যকম্ ।
 নৈতজ্জাত্বা পুমান্ স্ত্রী বা পুনর্ভবমবাপ্নুয়াৎ ॥
 যথাগতানি সৰ্বাণি তথৈতানি যথা তথা ।
 কথিতানি ময়া বিপ্রা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ৩৮
 তৎ প্রীতিযুক্তেন শুণাষিতেন
 পুত্রেণ সৎপুত্রদয়াষিতেন ।
 দৃষ্ট্বা হিতং প্রীতমনা যদর্থং
 ক্রয়াৎ স্তুতশ্চেহ যত্নকমেতৎ ॥ ২৯

নিম্পাপ, কোমলমতি, ক্রোধহীন ও অমু-
 গ্রহরহিত হইয়া পৰ্বতস্থ ব্যক্তি যেমন ভূমিষ্ঠ
 জীবগণকে দর্শন করে, তদ্রূপ সকলকেই
 আপনা অপেক্ষা অতীব নীচস্থ মনে করি-
 বেন; ভূতগণের উপস্থিতি ও লয় দেখিবেন
 মাত্র; কিন্তু তাহাতে হুঃখিত বা সুখী হইবেন
 না। ধার্মিকপ্রধান সত্যদর্শী বুধগণ ইহা-
 কেই সৰ্ব ধৰ্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে
 করেন। আত্মা সকল ব্যাপী। হে বিপ্রগণ!
 প্রযত, হিত, অমুগত পুত্রকেই এই গোপনীয়
 অপেক্ষাও গোপ্যতম মহৎ আত্মজ্ঞানশাস্ত্র
 উপদেশ করিবে। আমি আত্মার পরম
 শাস্তিকর এই শাস্ত্র আপনাদিগকে বলি-
 লাম। এই ব্রহ্ম পুরুষও নহেন, ক্লীবও
 নহেন, ইনি স্বেচ্ছা-রহিত; ভূত-
 ভবিষ্য-বর্তমানাত্মক। কি স্ত্রী, কি পুরুষ,
 ইহা জানিয়া কেহই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না।
 হে বিপ্রগণ! এ তত্ত্ব আমি যেমন জানি,
 তাহাই কহিলাম। মৎকথিত এই হিতসাধন

যুগ্ম উচুঃ ।

মোকঃ পিতামহেনোক্ত উপায়ানুগায়তঃ ।
 তমুপায়ঃ যথাক্রমঃ শ্রোতুমিচ্ছামহে যুনে ॥ ৪০
 ব্যাস উবাচ ।
 অস্মানু তন্নহাপ্রাজ্ঞা যুক্তং নিপুণদর্শনম্ ।
 যত্নপায়েন সৰ্বার্থান্ যুগয়ধ্বং সদানঘাঃ ॥ ৪১
 ঘটোপকরণে বুদ্ধির্ঘটোৎপত্তৌ ন সা মতা ।
 এবং ধৰ্ম্মাহ্যপায়াধে নানাধৰ্ম্মেষু কারণম্ ॥ ৪২
 পূর্বে সমুদ্রে যঃ পদ্মা ন স গচ্ছতি পশ্চিমম্ ।
 একঃ পদ্মা হি মোক্ষস্ত তচ্ছুগুধ্বং মমানঘাঃ ॥ ৪৩
 ক্ষময়া ক্রোধমুচ্ছিন্দ্যাৎ কামং সংকল্পবর্জনাৎ ।
 সবসংসেবনাকীরো নিদ্রামুচ্ছেত্তুমর্হতি ॥ ৪৪
 অপ্রমাদান্তয়ং রকেদ্রকেৎ ক্ষেত্রঞ্চ সংবিদম্ ।
 ইচ্ছাং হেবঞ্চ কামঞ্চ ধৈর্য্যেণ বিনিবর্তয়েৎ ॥ ৪৫
 নিদ্রাঞ্চ প্রতিভাকৈব জ্ঞানাত্যাসেন তত্বেবিৎ ।

তদ্বশাস্ত্র শুণাষিত সৎপুত্রের হিতাভিলাষী ও
 প্রীতমনা হইয়া উপদেশ করা বিধেয়।
 ২৪—৩৯। যুনিগণ বলিলেন,—পিতামহ ব্রহ্মা
 বলিয়াছেন, উপায় দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়;
 উপায় ব্যতীত হয় না; হে যুনে! আমরা
 সেই উপায় যথার্থ প্রবণ করিতে ইচ্ছা
 করি। ব্যাস বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ
 যুনিগণ! আপনারা যে মুক্তির উপায় অব-
 লম্বন করিতেছেন, ইহা যোগ্যই বটে; উহা
 দ্বারা সৰ্বার্থপ্রাপ্তিই ঘটিতে পারে। ঘটের
 উপকরণে যাদৃশী বুদ্ধি থাকে, ঘটোৎপত্তি
 বিষয়ে সেরূপ বুদ্ধি থাকে না; ধৰ্ম্মাদির
 উপায় সম্বন্ধেও এইরূপই বুদ্ধিতে হইবে;
 ফলতঃ বিবিধ ধৰ্ম্মের নানাবিধ কারণই
 জ্ঞাতব্য। পূর্বসমুদ্র গমনে যে পথ
 পশ্চিম সমুদ্রে যাইতে সে পথ অবলম্ব-
 নীয় নহে। পরন্তু মোক্ষ সম্বন্ধে একটী
 মাত্রই পথ। হে অনঘগণ! আমি তাহা
 বলিতেছি, আপনারা প্রবণ ককুন।
 ধীর মানব, কমা দ্বারা ক্রোধের উচ্ছেদ
 করিবে; সংকল্পবর্জন দ্বারা কামকে বিনষ্ট
 করিবে, আর সবসেবা দ্বারা নিদ্রা জয়

উপদ্রবাস্তথা যোগী হিতজীর্ণমিতাশনাৎ ॥ ৪৬
 লোভঃ মোহঞ্চ সন্তোষাধিষয়াস্তদ্বদর্শনাৎ ।
 অহুক্রোশাদধর্মঞ্চ জয়েদধর্মমুপেক্ষয়া ॥ ৪৭
 আয়ত্যা চ জয়েদাশাং সামর্থ্যং সঙ্গবর্জনাৎ ।
 অনিত্যত্বেন চ স্নেহং ক্ষুধাং যোগেন পশুতঃ ।
 কারুণ্যেনাত্মনাত্মানং তৃষ্ণাঞ্চ পরিতোষতঃ ।
 উথানেন জয়েত্তদ্রাং বিতর্কং নিশ্চয়াজ্জয়েৎ ॥ ৪৮
 মোনেন বহুভাষাঞ্চ শৌর্য্যেণ চ ভয়ং জয়েৎ ।
 যচ্ছেদ্বাঘনসৌ বুদ্ধা তাং যচ্ছেজ্ঞ জ্ঞানচক্ষুষা ॥
 জ্ঞানমাত্মা মহানযচ্ছেত্তং যচ্ছেচ্ছাস্তিরাত্মনঃ ।
 তদেতদুপশাস্তেন বোদ্ধব্যং শুচিকর্ম্মণা ॥ ৪৯
 যোগদোষান্ সমুচ্ছিত্য পঞ্চ যান্ কবয়ো বিহুঃ ।
 কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ ভয়ং স্বপ্নঞ্চ পঞ্চমম্ ॥

করিবে। সাবধানতা দ্বারা ভয় বিনাশ
 করিয়া চিন্তে বুদ্ধিকে রক্ষা করিবে। ইচ্ছা,
 ঘেব, ও কামকে ধৈর্য্যদ্বারা নিবারিত
 করিবে। তদ্বিদ্ মানব নিজা ও চাকল্যকে
 জ্ঞানাত্ম্যাস দ্বারা দূরীভূত করিবে। যোগী
 অন্তান্ত উপদ্রবসমূহ হিতমিত পরিপাক-
 যোগ্য ভোজন দ্বারা নিরাস করিবেন।
 লোভ ও মোহকে সন্তোষ দ্বারা, বিষয়া-
 সক্তিকে তদ্বাহুশীলন দ্বারা, অধর্ম্মকে দয়া দ্বারা
 এবং ধর্ম্মকে উপেক্ষা দ্বারা নিরাকৃত করিবেন।
 পণ্ডিত ব্যক্তি ভাবিকালের ভাবনা পরিহার
 দ্বারা আশাকে, সংসারের অনিত্যতা চিন্তা
 দ্বারা স্নেহকে এবং যোগসামর্থ্যে ক্ষুধাকে
 জয় করিবেন। কারুণ্য দ্বারা স্তম্ভাব, পরি-
 তোষ দ্বারা তৃষ্ণা, উত্তম দ্বারা তন্দ্রা, এবং
 নিশ্চয় দ্বারা বিতর্ক দূর করিবেন। মোন
 দ্বারা বহুভাষণ, শৌর্য্যদ্বারা ভয় ও মন জয়
 করিতে হয়। বাক্য ও মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে
 জ্ঞানে, জ্ঞানকে মহৎ আত্মাতে এবং তাহাকে
 পরমাত্মাতে বিলীন করিলে শান্তি লাভ
 হয়। উপশাস্ত ও শুদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি
 কবিগণকথিত পঞ্চবিধ যোগদোষের সমু-
 চ্ছেদ করিয়া এই তর অবধারণ করিবেন।
 সেই যোগদোষ পাঁচটি যথা—কাম, ক্রোধ,

পরিত্যজ্য নিষেবেত যথাবদযোগসাধনাৎ ।
 ধ্যানমধ্যম্ননং দানং সত্যং হৌরার্জবং কমা ॥
 শৌচমাচারতঃ শুদ্ধিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ ।
 এতৈবিবর্জিতে তেজঃ পাপ্যানমুপহস্তি চ ॥ ৫০
 সিধ্যস্তি চান্ত সঙ্করা বিজ্ঞানঞ্চ প্রবর্ততে ।
 ধূতপাপঃ স তেজস্বী লঘু হারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
 কামক্রোধৌ বশে কৃদ্বা নির্বিশেষদ্বন্দ্বণঃ পদম্
 অমূঢ়ত্বমসজ্জিত্বং কামক্রোধবিবর্জনম্ ॥ ৫১
 অদৈন্তমমুদীর্ণত্বমমুদ্বৈগো হবস্থিতিঃ ।
 এষ মার্গো হি মোক্ষস্ত প্রসন্নো বিমলঃ শুচিঃ
 তথা বাক্যায়মনসাং নিয়মাঃ কামতোহব্যয়াঃ ॥ ৫২
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে সাংখ্যযোগনিক্রপণমষ্টত্রিংশ-
 দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

লোভ, ভয়, এবং নিদ্রা। যোগধারণাপ্রভাবে
 এই পাঁচটি পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধি তদ্বা-
 লোচনা করিতে হয়। ধ্যান, অধ্যম্নন, দান,
 সত্য, লজ্জা, সরলতা, কমা, শৌচ, শুদ্ধাচার,
 ও ইন্দ্রিয়সংযম,—এই দশটি দ্বারা পাপনাশ
 ও তেজের বৃদ্ধি, সংকল্পের সিদ্ধি এবং বিজ্ঞা-
 নের প্রবৃদ্ধি হয়। লঘুভোজী জিতে-
 ন্দ্রিয়, নিষ্পাপ, ও তেজস্বী যোগী কাম ও
 ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদে প্রবেশ
 করিতে পারেন। অমূঢ়ত্ব, অসজ্জিত্ব, কাম-
 ক্রোধরাহিত্য, অদীনত্ব উদ্বৈগহীনত্ব এবং
 বাক্যায় ও মনের যথাযোগ্য সংযম—এই
 সকল ভাবে অবস্থিতিই মোক্ষবিষয়ক প্রসাদ-
 জনক, বিমল ও বিশুদ্ধ পথ। ৪০—৫২।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একোনচত্বাংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

মুনয় উচুঃ ।

সাংখ্যযোগস্ত নো বিপ্র বিশেষঃ বক্তুমর্হসি ।
তব ধর্ম্যজ্ঞ সর্বঃ হি বিদিতঃ মুনিসত্তম ॥ ১

ব্যাস উবাচ ।

সাংখ্যঃ সাংখ্যঃ প্রশংসন্তি যোগান্ যোগ-
বিহন্তমাঃ ।

বদন্তি কারণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ স্বপক্ষোক্তাবনার বৈ ॥ ২

অনীশ্বরঃ কথং মুচ্যেদিত্যেবং মুনিসত্তমাঃ ।

বদন্তি কারণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ যোগং সম্যগানুশিখিঃ ॥ ৩

বদন্তি কারণং বেদং সাংখ্যং সমাগু দ্বিজাতয়ঃ

বিজ্ঞায়েহ গতাঃ সর্বা বিরক্তো বিষয়েষু যঃ ॥ ৪

উর্দ্ধং স দেহাৎ সুব্যক্তঃ বিমুচ্যেদিত্তি নান্তথা

এতদাহর্ষহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যঃ বৈ মোক্ষদর্শনম্ ॥

স্বপক্ষে কারণং গ্রাহং সমর্থং বচনং হিতম্ ।

শিষ্টানাং হি মতং গ্রাহং ভবন্তিঃ শিষ্টসম্মতৈঃ

প্রত্যক্ষং হেতবো যোগাঃ সাংখ্যাঃ শাস্ত্র-
বিনিশ্চয়াঃ ।

উভে চৈতে মত তবৈ সমবেতে দ্বিজোত্তমাঃ ।

উভে চৈতে মতে জ্ঞাতে মুনীন্দ্রাঃ শিষ্টসম্মতে

অনুষ্ঠিতে যথাশাস্ত্রং নয়েতাং পরমাং গতিম্ ॥

তুল্যং শৌচং তয়োর্দুঃস্বপ্নং দয়া ভূতেষু চানঘাঃ ।

ব্রতানাং ধারণং তুল্যং দর্শনং ত্বসমং ভয়োঃ ॥ ৯

মুনয় উচুঃ ।

যদি তুল্যং ব্রতং শৌচং দয়া চাত্র মহামুনে ।

তুল্যং তদদর্শনং কস্মাস্তন্নো ক্রুহি দ্বিজোত্তম ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাগং মোহং তথা স্নেহং কামং ক্রোধঞ্চ কেবলম্

যোগাঙ্গিরোদিতান্ দোষান্ পঠৈকতান্

প্রাপ্নুবন্তি তান্ ॥ ১১

যথা বানিমিষাঃ শূলং জালং ছিদ্ৰা পুনর্জলম্ ।

প্রাপ্নুবন্তি তথা যোগাত্তৎপদং বীতকলম্বাঃ ॥ ১২

তথৈব বাণ্ডরাঃ ছিদ্ৰা বলবন্তো যথা মৃগাঃ ।

প্রাপ্নুযুর্বিমলং মার্গং বিমুক্তাঃ সর্ববন্ধনৈঃ ॥ ১৩

উনচত্বাংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনিসত্তম !
সাংখ্য ও যোগ সন্ধক্ষে বিশেষ তত্ত্ব আমা-
দিগকে বলুন । হে ধর্ম্যজ্ঞ ! আপনার
সমস্তই বিদিত আছে । ব্যাস বলিলেন,—
নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ বিশেষ কারণ প্রদর্শন-
পূর্বক সাংখ্য বিদগণ সাংখ্যের এবং
যোগীরা যোগেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন ।
হে মুনিসত্তমগণ ! মনীষী যোগীরা “ঈশ্বর
ব্যতীত কিরূপে মুক্তি হইবে ?” এই
কারণ প্রদর্শনপূর্বক যোগকেই প্রধান বলিয়া
থাকেন । অপর দ্বিজাতিগণ সাংখ্যমতে
বেদকেই কারণ বলিয়া থাকেন । যিনি
জগতের সমস্ত গতি অবগত হইয়া বিষয়ে
বিরক্ত হইলেন, তিনি দেহত্যাগাস্তে অবশুই
হই মুক্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই । মহা-
বিপ্রাজ্ঞজনগণ ইহাকেই মোক্ষদর্শন সাংখ্য
হইয়া নির্দেশ করেন । আত্মপক্ষ সমর্থ-
দর্শনযুক্ত হিতকর বচনসমূহ কারণরূপে

গ্রাহ্য । আপনারাও শিষ্টসম্মত ; এই নিমিত্ত
শিষ্ট জনের মতই গ্রহণ করিবেন । যোগ
সকল প্রত্যক্ষহেতুঃ শাস্ত্রনিশ্চয় দ্বারা সাংখ্য
নিরূপিত হয় । হে দ্বিজোত্তমগণ ! এই
উভয় মতই যথার্থ, উভয় মত অবগত থাকিয়া
মুনীন্দ্রগণ যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করিলে পরম
গতি লাভ করেন । এই দুই মতে শৌচ তুল্য
এবং তপ ও ভূতগণে দয়াব্রত ধারণ তুল্য ;
কেবল উহাদের দর্শনই পৃথক পৃথক । মুনি-
গণ বলিলেন,—হে মহামুনে ! যদি
উহাদিগের ব্রত শৌচ দয়া প্রভৃতি তুল্যই
হয়, তবে উহাদিগের দর্শন তুল্য হইল না
কেন ? ১—১০ । ব্যাস বলিলেন,—রাগ, মোহ,
স্নেহ, কাম, ক্রোধ, এ সকলের প্রত্যেকেই—
যোগপথে, অস্থিরচেতা জনগণ এই পঞ্চ-
বিধ দোষ প্রাপ্ত হয় । মৎস্তগণ যেমন শূল
জাল ছেদনপূর্বক পুনরায় জলমধ্যে প্রবেশ
করে, বলবান মৃগগণ যেমন বাণ্ডরা ছেদন-
পূর্বক পলায়ন করে, নরগণও তেমনি সর্ব

বন্ধন পরিহারপূর্বক বিমল মুক্তি-
মার্গ প্রাপ্ত হয়। যোগবলহীন পাপী
মানবেরা জালবদ্ধ দুর্বল যুগের স্তায় নাশ
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যোগের সামর্থ্য
স্থূল জালে বদ্ধ পক্ষীর স্তায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে
হয় না, সেই যোগ অতীব সুদুর্লভ। স্থূল
জালে আবদ্ধ পক্ষিগণের মধ্যে যেমন
দুর্মলেরাই আবদ্ধ হয়, কিন্তু বলবানেরা মুক্তি
লাভ করে, হে বিপ্রগণ! কৰ্ম্মজ বন্ধনে বদ্ধ
হইয়াও তেমনি যোগবলশালী ব্যক্তিগণ
মুক্ত হয়, কিন্তু যাহাদিগের তাদৃশ যোগবল
নাই, তাহারা মুক্ত হইতে পারে না। অল্প
মাত্র বহিঃ যেমন স্থূল কাষ্ঠচয় দ্বারা আক্রান্ত
হইয়া নির্বাণ হয়, যোগবলও তজ্জপ।
হে বিপ্রগণ! সেই বহিঃ ও যেমন বায়ু-
সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এই সমগ্র মহৌ-
ষ্মণ্ডল দাহ করিতে পারে, তজ্জপ তত্ত্বজ্ঞান-
সম্পন্ন যোগী মহাবল ও দীপ্ততেজা হইয়া
যুগান্তকালের আদিত্যের স্তায় সমগ্র
জগতের শোষণ করিতে সমর্থ হইয়া

চব্বি ৭ ২৬

থাকেন। দুর্বল নর যেমন শ্রোতঃ দ্বারা
নীয়মান হয়, তেমনি দুর্বল যোগীও
বিষয়গণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।
হস্তী যেমন নদীশ্রোতকে প্রতিহত করে,
তদ্রূপ যোগবলশালী মানব বিষয় দ্বারা
বিপর্যস্ত হয় না। ১১—২৩। যোগবলাধিত
অষ্টৈশ্বর্যশালী জনগণ যোগমহিমায় প্রজা-
পতি, মনু ও মহাদুতগণে প্রবেশ লাভ
করিতে পারেন। হে দ্বিজগণ! ক্রুদ্ধ যম,
অস্তক এবং ভৌমবিক্রম মৃত্যুও অমিততেজা
যোগীর দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।
হে দ্বিজসন্তমগণ! যোগী যোগপ্রভাবে নিজ
আত্মাকে বহু সহস্রধা বিভক্ত করিয়া মহী-
তলে বিচরণ করিতে পারেন। সূর্য্যের
তেজোশূণ্যের ন্যায় যোগী কখনও বিষয়
গ্রহণ করেন, কখনও উগ্র তপস্শাচরণ
করেন, কচিৎ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হনেন।
যোগবলসম্পন্ন যোগী স্বীয় শক্তির ক্ষয়
নিবারণার্থ মোক্ষহেতু বিষ্ণুকে দৃঢ়রূপে
অবলম্বন করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ!
আপনাদিগের নিদর্শনার্থ এই আমি যোগ-

আত্মনঃ সমাধানে ধারণাং প্রতি বা দ্বিজাঃ ।
নিদর্শনানি স্তম্ভানি শৃংখলঃ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥
অগ্রমস্তো যথা ধৰী লক্ষ্যঃ হস্তি সমাহিতঃ ।
যুক্তঃ সম্যকৃতথা যোগী মোক্ষং প্রাপ্নোত্য-
সংশয়ম্ ॥ ৩১ ॥

স্নেহপাত্রে যথা পূর্ণে মন আধায় নিশ্চলম্ ।
পুরুষো যুক্ত আরোহেৎ সোপানং যুক্তমানসঃ
যুক্তস্তথায়মানানং যোগং তদ্বৎ শূন্যচলম্ ।
করোত্যমলমাত্মনং ভাস্করোপমদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥
যথা চ নাবৎ বিপ্রেক্ষাঃ কর্ণধারঃ সমাহিতঃ ।
মহার্ণবগতাঃ শীত্ৰং নয়েদ্বিপ্রাংস্ত পশুনম্ ॥ ৩৪ ॥
তদ্বদাত্মসমাধানং যুক্তো যোগেন যোগবিৎ ।
দুর্গমং স্থানমাপ্নোতি হিত্বা দেহমিমং দ্বিজাঃ ॥ ৩৫ ॥
সারথিঃ যুধা যুক্তঃ সদাশান্ অসমাহিতঃ ।
দেশমিষ্টং নয়ত্যাশু ধ্বিনং পুরুষৰ্ষভম্ ॥ ৩৬ ॥
তথৈব চ দ্বিজা যোগী ধারণাসু সমাহিতঃ ।
প্রাপ্নোত্যাশু পরং স্থানং লক্ষ্যযুক্ত ইবাশুগঃ
আবিশ্ণানি চাত্মানং যোহবতিষ্ঠতি সোহচলঃ

লভ্য স্থল সামর্থ্যের বিষয় উল্লেখ করিলাম,
একপে স্তম্ভ সামর্থ্যের কথা বলিতেছি;
উহা দ্বারা আত্মার সমাধান ও ধারণালাভ
হয়। হে মুনিসত্তমগণ! আপনাদিগের
অবগতি নিমিত্ত উহার বিবরণ কহিতেছি,
শ্রবণ করুন। সাবধান ধনুর্দ্ধারী যেমন
নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য ভেদ করে, সম্যক যোগ-
যুক্ত যোগীও তদ্রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়; সংশয়
নাই। তৈলাদি স্নেহপদার্থপূর্ণ পাত্রের প্রতি
অবধান রাখিয়া নয়গণ যেমন সোপান
আরোহণ করে, যোগীও তদ্রূপ অতি সাব-
ধানে ক্রমে ক্রমে যোগমার্গে অগ্রসর হইয়া
ধাকেন এবং ক্রমে ক্রমে নির্মল স্বর্ঘ্যসম
তেজস্বী হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। হে দ্বিজ-
গণ! সারথি যেমন সদাশরণের পরিচালনা
করত ধনুর্দ্ধার পুরুষকে অভীষ্ট দেশে লইয়া
যায়, যোগীও তদ্রূপ ধারণাবলম্বনে লক্ষ্য
উদ্দেশে নিশ্চিন্ত বাণের দ্বারা অত্যন্তকাল
মধ্যেই পরম স্থানে গমন করিতে পারেন।

পাশং হস্তেব মানীনাং পদমাপ্নোতি সোহজরম্ ॥
মাত্যাং শীর্ষে চ কুক্ষৌ চ হৃদি বক্ষসি পার্শ্বয়োঃ
দর্শনে শ্রবণে বাপি ত্রাণে চামিতিবিক্রমাঃ ॥ ৩৯ ॥
স্থানেষেতেষু যো যোগী মহাত্ততসমাহিতঃ ।
আত্মনা স্তম্ভমাত্মানং যুক্তো সম্যগ্

দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪০ ॥

শুশীলমচলপ্রধ্যং কৰ্ম দক্ষা শুভাশুভম্ ।
উত্তমং যোগমাত্মায় যদিচ্ছতি বিমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥
মুনয় উচুঃ ।

আহারান্ কৌদৃশান্ কৃদ্বা কানি জিত্বা চ সত্তম
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্বাবনবজুমহতি ॥ ৪২ ॥
ব্রাস উবাচ ।

কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্ডাকস্ত চ ভো দ্বিজাঃ
স্নেহানাং বর্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥
ভুঞ্জানো যাবকং রুক্ষং দীর্ঘকালং দ্বিজোত্তমাঃ
একাহারী বিভুজাত্বা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪ ॥

মন দ্বারা আত্মাতে আবিষ্ট হইয়া যিনি
নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন, তিনি জ্ঞান
ছেদন করিয়া পলায়িত মীনের দ্বারা অজর
পদ প্রাপ্ত হইবেন। হে দ্বিজোত্তমগণ!
যে যোগী, নাভি, শীর্ষ, কুক্ষি, হৃদয়, বক্ষঃ,
পার্শ্ব, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,—এই সকল স্থানে
মন দ্বারা স্তম্ভ আত্মাকে স্থাপনপূর্বক অচল-
বৎ সমাধিস্থ হইবেন, তিনি অত্যন্ত কাল
মধ্যেই উত্তম যোগপ্রভাবে শুভাশুভ কর্ম
দক্ষ করিয়া ইচ্ছানুসারে মুক্তিলাভ করিতে
পারেন। ২৪—৪১। মুনিগণ কহিলেন,—হে
সত্তম! যোগী কিরূপ আহার এবং কোন্ কোন্
ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় জয় করিয়া যোগবল প্রাপ্ত
হইবেন; তাহা আপনি বলুন। ব্রাস বলি-
লেন,—হে দ্বিজগণ! যোগী ব্যক্তি কণা ও
পিণ্ডাক ভক্ষণ এবং স্নেহ পদার্থের বর্জন
করিলে যোগবল লাভ করিতে পারেন।
হে দ্বিজসত্তমগণ! দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিদিন
একবারমাত্র রুক্ষ যাবকভক্ষণ করিলে সেই
বিভুজাত্বা যোগী যোগবল লাভ করিয়া

পক্ষায়াসানুতুংস্চিত্তান্ সঞ্চরংশ্চ শুভাস্থথা ।
 অগঃ পীত্বা পয়োমিশ্রাং যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৫
 অথগুমপি বা মাসং সততং মুনিসত্তমাঃ ।
 উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥
 কামঃ জিহ্বা তথা ক্রোধঃ শীতোষ্ণং বর্ষমেব চ
 ভয়ঃ শোকঃ তথা স্বাপঃ পৌরুষান্বিষয়াংস্তথা
 অরতিং হর্জয়াঐক্যেব ঘোরাং দৃষ্ট্বা চ ভো দ্বিজাঃ
 স্পর্শং নিদ্রাং তথা তস্ত্রাং হর্জয়াং মুনিসত্তমাঃ ॥
 দীপয়ন্তি মহাত্মানং সূক্ষ্মমাত্মানমাত্মনা ।
 বীতরাগা মহাপ্রাজ্ঞা ধ্যানাধ্যয়নসম্পদা ॥ ৪৮
 হৃগ্গ্বেষ মতঃ পহা ব্রাহ্মণানাং বিপশ্চিতাম্ ।
 যঃ কশ্চিদব্রজতি কিপ্রং ক্লেমেণ মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
 যথা কশ্চিদনং ঘোরং বহুসর্পসরীসৃপম্ ।
 শত্রবস্তোয়হীনঞ্চ হৃগমং বহুকণ্টকম্ ॥ ৫০
 অভক্তমটবীপ্রায়ং দাবদধ্মমহীকৃহম্ ।
 পহানং তস্করাকীর্ণং ক্লেমেণাতিপতেন্তথা ॥৫১
 যোগমার্গং সমাসাদ্য যঃ কশ্চিদব্রজতে দ্বিজঃ ।

ধাকেন । হৃদ্ধমিশ্রিত জলপান করত পক্ষ,
 মাস ও ঋতুতে বিবিধ শুভায় বিচরণ করায়
 যোগী ব্যক্তির যোগবলবৃদ্ধি হয় । হে
 মুনিসত্তমগণ ! সম্পূর্ণ একমাস কাল উপবাস-
 পূর্বক শুদ্ধাত্মা যোগী যোগবল লাভ করেন ।
 কাম, ক্রোধ, ভয়, শোক, গর্ষ, বিষয়ানুরাগ
 এবং শীতোষ্ণবর্ষাদি-জনিত ক্লেশ জয়
 করিবেন । ঘোর হর্জয় অশান্তি, নিদ্রা, তস্ত্রা
 এ সকলও জয় করিবেন । সংসারানুরাগ-
 হীন মহাপ্রাজ্ঞ জনগণ ধ্যানাধ্যয়নসম্পদে
 সূক্ষ্ম আত্মাকে মন দ্বারা প্রদীপিত করেন ।
 হে মুনিপুঙ্গবগণ ! এই পথ অতীব হৃগম ;
 পরিণামদর্শী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কচিৎ কেহ
 এই পথে কালে ঘাইতে পারে । যেমন বহু
 সর্প-সরীসৃপাদি-পরিব্যাপ্ত, গর্ভবহুল, জল-
 হীন, নানা কণ্টকপূর্ণ, খাওয়ারহিত, দাবানল-
 দগ্ধ-তরু-সমাকীর্ণ ঘোর বনমধ্যগত, চোর-
 ব্যাপ্ত হৃগম পথে কচিৎ কোনও ব্যক্তি
 কুশলে ঘাইতে পারে, তেমনি এই বহু বাধা-
 সমাকুল যোগমার্গেও কচিৎ কেহ কুশলে

ক্লেমেণোপরমেম্মার্গাবহুদোষোহপি সম্ভতঃ ॥৫২
 আশ্বেষঃ ক্ষুরধারাসু নিশিতাসু দ্বিজোত্তমাঃ ।
 ধারণা সা তু যোগস্ত হৃগ্গেয়মকৃতান্ততিঃ ॥ ৫৩
 বিষমা ধারণা বিপ্রা যান্তি বৈ ন শুভাং গতিম্
 নেতৃহীনা যথা নাবঃ পুরুষাণাস্ত বৈ দ্বিজাঃ ॥
 যন্ত তিষ্ঠতি যোগান্ বৈ ধারণাসু যথাবিধি ।
 মরণং জন্মহৃৎখিৎস্বং সূখিৎস্বং স বিশিষ্যতে ॥৫৫
 নানাশাস্ত্রেষু নিয়তং নানামুনিনিষেবিতম্ ।
 পরং যোগস্ত পহানং নিশ্চিতং তং দ্বিজাতিষু ॥
 পরং হি তদব্রহ্মময়ং মুনীন্দ্রা
 ব্রহ্মাণমীশং বরদঞ্চ বিষ্ণুম্ ।
 ভবঞ্চ ধর্ম্যঞ্চ মহানুভাবঃ
 যদব্রহ্মপুত্রান্ সূমহানুভাবান্ ॥ ৫৬
 তমশ্চ কষ্টং সূমহদ্রজশ্চ
 সত্ত্বঞ্চ শুদ্ধং প্রকৃতিং পরাঞ্চ ।
 সিদ্ধিঞ্চ দেবীং বরুণস্ত পত্নীং
 তেজশ্চ কৃৎস্নং সূমহচ্চ ধৈর্যম্ ॥ ৫৯
 তারাদ্বিপং থে বিমলং সূতারং
 বিশাংশ্চ দেবানুরগান্ পিতৃশ্চ ।
 শৈলাংশ্চ কৃৎস্নানুদধীশ্চ বাচনা-
 মদীশ্চ সর্বাঃ সনগাংশ্চ নাগান্ ॥ ৬০
 সাধ্যাংস্তথা যক্ষগণান দিশশ্চ
 গন্ধর্ব্বসিক্তান্ পুরুষান্ স্ত্রিয়শ্চ ।

অগ্রসর হইয়া থাকে । নিশিত ক্ষুরধারাবৎ
 এই যোগমার্গে অবস্থান অতীব কঠিন ।
 হে দ্বিজগণ ! যোগবিষয়িনী এই ধারণা
 হীনচিত্ত জনগণের হৃর্জেয় । ৪২—৫৩ ।
 নাবিকহীন তরণির স্থায় এই ধারণা প্রায়
 কোন ব্যক্তিরই শুভপ্রদ হয় না । যিনি
 ধারণাবলম্বনে যথাবিধি যোগানুষ্ঠান করেন,
 তিনি জন্ম, মরণ, সূখিৎস্ব ও দুঃখিৎস্বাদি হইতে
 অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েন । হে মুনীন্দ্রগণ !
 এই নানা শাস্ত্রোক্ত, নানা মুনিনিষেবিত,
 পরম যোগপথ দ্বিজাতিগণের নিমিত্ত নিরু-
 পিত হইয়াছে । এই যোগবিধানাবলম্বনে
 মহাত্মা যোগী ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মময়
 হইয়া নগ, নাগ, নদ, নদী, শৈল, সাগর, স্ত্রী,

পরম্পরং প্রাপ্য মহান্নহাস্মা

বিশেষত যোগী নচিরাহিমুক্তঃ ॥ ৬১

কথা চ যা বিপ্রবরাঃ প্রসক্তা

দৈবে মহাবীর্যমতো শুভেষু ।

যোগান্ স সৰ্বানহুভুয় মৰ্ত্তো

নারায়ণং তং ক্রতমাণুবন্তি ॥ ৬২

ইতি শ্রীভগবৎ যোগবিধিনিরূপণমেকোনচত্বা-

রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

সম্যক্ক্রিয়েয়ং বিপ্রেন্দ্র বর্ণিতা শিষ্টসম্মতা ।

যোগমার্গো যথান্ধায়ঃ শিষ্যায়েহ হিতৈষিণা ॥ ১

সাংখ্যে হি দানীং ধৰ্ম্মশ্চ বিধিঃ প্রকৃতি তত্ত্বতঃ

ত্রিষু লোকেষু যজ্ঞজ্ঞানং সৰ্বং তদ্বিদিতং হি তে

পুরুষ, দিকৃ, যক্ষ, গন্ধৰ্ব, সিদ্ধ, সাধ্য, চন্দ্র, তারা, উরগ, বিশ্বদেব, পিতৃগণ, বরুণপত্নী সিদ্ধি, ভেজ, ধৈর্য, তপঃ, রজঃ, সত্ত্ব, প্রকৃতি, মহান্নভাব সনৎকুমারাদি ব্রহ্মপুত্র, ধৰ্ম্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—এ সকলকে অতিক্রম করত অচিরকালমধ্যেই মুক্তিলভ করেন। হে বিপ্রবরগণ! এই শুভকথা যাহার চিতে দৃঢ় নিবিষ্ট হয়, সেই মানব ইহলোকে অল্পকালেই যাবতীয় যোগ আয়ত্ত করিয়া অন্তকালে নারায়ণে বিলীন হইয়া থাকে। ৬২।

উনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! শিষ্য-গণের হিতার্থ আপনি শিষ্টসম্মত যোগমার্গ সম্যক্ বর্ণন করিলেন। এক্ষণে সাংখ্য-সম্মত ধৰ্ম্মবিধি বলুন। ত্রিলোকে যাহা কিছু জ্ঞান, সমস্তই আপনার বিদিত আছে।

ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সৰ্বমাধ্যানং বিদিতাস্তনাম্ ।

বিহিতং যতিভির্বৃদ্ধৈঃ কপিলাদিভিরীশ্বরৈঃ ॥ ১

যস্মিন্ সুবিভ্রমাঃ কেচিদ্ভ্রান্তে মুনিসত্তমাঃ ।

শুণাশ্চ যস্মিন্বহবো দোষহানিচ কেবলা ॥ ৪

জ্ঞানেন পরিসংখ্যায় সদোষান্বিষয়ান্বিজাঃ ।

মানুষ্যানহর্জ্যানকৃৎস্নানপৈশাচান্বিষয়াস্তথা ॥ ৫

বিষয়ানোরগান্ জ্ঞাত্বা গন্ধৰ্ববিষয়াস্তথা ।

পিতৃণাং বিষয়ান্ জ্ঞাত্বা তিৰ্য্যকৃৎ চরতাং বিজাঃ

সুপর্ণবিষয়ান্ জ্ঞাত্বা মরুতাং বিষয়াস্তথা ।

মহর্ষিবিষয়াশ্চৈব রাজর্ষিবিষয়াস্তথা ॥ ৭

আশুরান্বিষয়ান্ জ্ঞাত্বা বৈশ্বদেবাশ্চৈব চ ।

দেবর্ষিবিষয়ান্ জ্ঞাত্বা যোগানামপি বৈশ্বরান্ ॥ ৮

বিষয়াশ্চ প্রমাণস্ত ব্রহ্মণো বিষয়াস্তথা ।

আয়ুষশ্চ পরং কালং লোকৈর্বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ ॥ ৯

সুখশ্চ চ পরং কালং বিজ্ঞায় মুনিসত্তমাঃ ।

প্রাপ্তকালে চ যদুঃখং পততাং বিষয়ৈষিণাম্ ॥

তিৰ্য্যকৃৎ পততাং বিপ্রান্তৈব নরকেষু যৎ ।

স্বর্গশ্চ চ শুণান্ জ্ঞাত্বা দোষান্ সৰ্বাশ্চ ভো

দ্বিজাঃ ॥ ১১

ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিগণ! কপিলাদি প্রাচীন যতীশ্বরগণ আত্মজ্ঞানপরায়ণ-জনগণের জন্ত যেরূপ বিধান করিয়াছেন, আমি তৎসমস্তই বলিতেছি। আপনারা শ্রবণ করুন। হে মুনিসত্তমগণ! আত্মজ্ঞান-পরায়ণ মানব যাহাতে ভ্রমের হেতু সকল দৃষ্ট হয়, যাহাতে বহু দোষ বিদ্যমান, যাহা নির্দোষ,—জ্ঞান দ্বারা এ সকল বিষয় নির্ণয় করিয়া সদোষ বিষয়সমূহ পরিহার করিবেন। সাংখ্যজ্ঞানাতীলাষী মানব মানুষ, পিশাচ, উরগ, গন্ধৰ্ব, পিতৃলোক, তিৰ্য্যগু-জাতি, পক্ষী, মরুৎ, মহর্ষি, রাজর্ষি অশুর, বিশ্বদেব, দেবর্ষি, যোগেশ্বর ব্রহ্মা এই সকলের যাবতীয় বিষয় অবগত হইবেন। লোকতত্ত্বানুসন্ধানপুষ্পক আয়ুর ও সুখের পরবর্তী কালতত্ত্ব জ্ঞাত হইবেন। বিষয়াসক্তি জনিত দুঃখ, তিৰ্য্যক্ প্রভৃতি হীন যোনিতে

বেদবাদে চ যে দোষা গুণা যে চাপি বৈদিকাঃ
জ্ঞানযোগে চ যে দোষা জ্ঞানযোগে চ যে গুণাঃ
সাংখ্যজ্ঞানে চ যে দোষান্তথৈব চ গুণা দ্বিজাঃ
সত্ত্বং দশগুণং জ্ঞাত্বা রজো নবগুণং তথা ॥ ১৩
তমশ্চাষ্টগুণং জ্ঞাত্বা বুদ্ধিং সপ্তগুণাং তথা ।
ষড়্গুণঞ্চ নভো জ্ঞাত্বা তমশ্চ ত্রিগুণং মহৎ ॥ ১৪
দ্বিগুণং রজো জ্ঞাত্বা সৰ্বকৈকগুণং পুনঃ ।
মার্গং বিজ্ঞায় তত্বেন প্রলয়প্রেক্ষণেন তু ॥ ১৫
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ কারণৈর্ভাবিতান্নভিঃ ।
প্রাপ্নুবন্তি শুভং মোক্ষং সূক্ষ্মা ইব নভঃ পরম্
রূপেণ দৃষ্টিং সংযুক্তাং ত্রাণং গন্ধগুণেন চ ।
শব্দগ্রাহ্যং তথা শ্রোত্রং জিহ্বাং রসগুণেন চ ॥
স্পর্শং তথা শক্যং বায়ুকৈব তদাশ্রিতম্
মোহং তমসি সংযুক্তং লোভং মোহেষু সংশ্রিতম্
বিষ্ণুং ক্রান্তে বলে শক্রং কোষ্ঠে সক্রং

তথানলম্ ।

অপ্সু দেবীং সমাযুক্তামাপন্তেজসি সংশ্রিতাঃ ॥
তেজো বায়ৌ তু সংযুক্তং বায়ুং নভসি চাশ্রিতম্

ও নরকে যে ক্লেশ, তাহাও সম্যক্ নির্ণয়
করিবেন। স্বর্গ, বেদবচন, বৈদিকানুষ্ঠান,
জ্ঞানযোগ, সাংখ্যজ্ঞান,—এ সমস্তের দোষ
গুণ জানিবেন। হে দ্বিজগণ! দশগুণ সত্ত্ব,
নবগুণ রজঃ, অষ্টগুণ তমঃ, সপ্তগুণ বুদ্ধি,
ষড়্গুণ আকাশ, ত্রিগুণ তমঃ, দ্বিগুণ
রজঃ, একগুণ সত্ত্ব, এবং প্রলয়ের রীতি,—
এ সমস্ত বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া বিশোধিত
চিত্তে যোগী জন জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সূক্ষ্ম
পদার্থ যেমন আকাশে বিলীন হয়, তদ্রূপ
পরমব্রহ্মে মিলিত হইয়া থাকেন। ১—১৬।
রূপে দৃষ্টি, গন্ধগুণে নাসিকা, শব্দে কর্ণ, রসে
জিহ্বা, এবং স্পর্শে ত্বক্ ইন্দ্রিয় সহস্র-
যুক্ত। ত্বক্, স্পর্শ ও বায়ু ইহারা পরস্পর
সংস্কৃত। তমোগুণে মোহ আছে, মোহে
লোভ বিদ্যমান। গমনাগমনে বিষ্ণু,
বলে শক্র, এবং জঠরে অগ্নি বিদ্যা-
মান আছেন জানিবে। জলে পৃথিবী,
তেজে জল, বায়ুতে তেজ, আকাশে বায়ু,

নভো মহতি সংযুক্তং তমো মহসি সংশ্রিতম্ ॥
রজঃ সত্ত্বং তথা সক্রং সত্ত্বং সক্রং তথান্ননি ।
সক্রমাত্মানমীশে চ দেবে নারায়ণে তথা ॥ ২১
দেবং মোক্ষে চ সংযুক্তং ততো মোক্ষঞ্চ ন
কচিৎ ।
জ্ঞাত্বা সত্ত্বগুণং দেহং বৃত্তং ষোড়শভির্গুণৈঃ ॥ ২২
স্বভাবং ভাবনাকৈব জ্ঞাত্বা দেহসমাস্রিতাম্ ।
মধ্যস্থমিব চাত্মানং পাপং যশ্মিন্ন বিদ্যতে ॥ ২৩
দ্বিতীয়ং কৰ্ম্ম বৈ জ্ঞাত্বা বিপ্রেন্দ্রা বিষয়ৈষিণাম্ ,
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ সৰ্বানাত্মনি সংশ্রিতান্ ॥ ২৪
তুল্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্ত বিজ্ঞায় শ্রুতিপূর্বকম্ ।
প্রণাপানৌ সমানঞ্চ ব্যানোদানৌ চ তত্ত্বতঃ ॥ ২৫
আত্মকৈবালিনং জ্ঞাত্বা প্রভবঞ্চানিলং পুনঃ ।
সপ্তধা তাংস্তথা শেষান্ সপ্তধা বিধিবৎ পুনঃ ॥
প্রজাপতীনৃষীংশ্চৈব সর্গাংশ্চ সুবহুন্ বরান্ ।
সপ্তধীংশ্চ বহুন্ জ্ঞাত্বা রাজ্যীংশ্চ পরম্পরান্ ॥
সুরযীশ্চ তচ্চাত্মান্ ব্রহ্মণীন্ সূর্যাসন্নিতান্ ।
ঐশ্বর্য্যাচ্যাবিতান্দৃষ্ট্বা কালেন মহতা দ্বিজাঃ

এবং মহৎতত্ত্বে আকাশ প্রতিষ্ঠিত জানিবে।
এইরূপ তমোগুণাত্মক মহত্ত্ব রজোগুণে,
রজঃ সত্ত্বে, সত্ত্ব আত্মায় এবং আত্মা ঈশ্বর
নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত। সেই দেব নারায়ণই
মোক্ষে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মোক্ষ নিরা-
কার। সত্ত্বগুণময় দেহ ষোড়শ গুণে সমা-
বৃত্ত। দেহে স্বভাব ও ভাবনা—এই দুইটি
ধর্ম্ম নিত্য বর্তমান। আত্মা মধ্যস্থ,—
কিছুই করেন না, কিছুতেই লিপ্ত নহেন।
তাইতে পাপসংশ্রব হয় না। বিষয়াসক্ত
জনগণের কর্ম্মময় দ্বিতীয় আত্মা যাবতীয়
ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থের আধার। শ্রুতিবাক্য-
লোচনায় মোক্ষের তুল্লভত্ব অবধারণ করিবে।
দেহগত প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,
সৃষ্টিবায়ু, এবং লয়বায়ু,—এই সপ্তবিধ বায়ু
প্রত্যেকে আবার সপ্তভাগে বিভক্ত।
প্রজাপতি ও ঋষি অনেকানেক। সৃষ্টিও
অনেকবিধ। ব্রহ্মর্ষি, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি,
মরুৎ, ইহারাও অনেক। হে দ্বিজগণ! কাল-

মহতাং ভূতসত্ত্বানাং ক্রিয়া নাশক ভো দ্বিজাঃ
গতিং বাচাং শুভাং জ্ঞাত্বা অর্চ্যাহাঃ

পাপকর্মণাম্ ॥ ২৯

বৈতরণ্যাঞ্চ যদুঃখং পতিতানাং যমকয়ে ।
যোনিষু চ বিচিৎসাসু সঞ্চারানশুভাংস্তথা ॥ ৩০
জঠরে চাশুভে বাসঃ শোণিতোদকভাজনে ॥
শ্লেষমূত্রপুরীষে চ তীব্রগন্ধসমবিশ্তে ॥ ৩১
শুক্রেণোণিতসত্ত্বাতে মজ্জস্নায়ুপরিগ্রহে ।
শিরাস্ততসমাকীর্ণে নবদ্বারে পুরেহথ বৈ ॥ ৩২
বিজ্ঞায় হিতমাত্মনং যোগাংশ্চ বিবিধান্ দ্বিজাঃ
তামসানাঞ্চ জন্তুনাং রমণীয়ানৃত্যানাং ॥ ৩৩
সাত্ত্বিকানাঞ্চ জন্তুনাং কুৎসিতং মূনিসত্তমাঃ ।
গহিতং মহতামর্থে সাধ্যানাং বিদিতাশ্চনাম্ ॥
উপপ্লবাস্তথা ঘোরান্ শশিনস্তেজসস্তথা ।
তারানাং পতনং দৃষ্ট্বা নক্ষত্রানাঞ্চ পর্যায়ম্ ॥ ৩৪
দৃশ্বানাং বিপ্রয়োগঞ্চ বিজ্ঞায় কুপণং দ্বিজাঃ ।
অন্তোন্তভকণং দৃষ্ট্বা ভূতানামপি চাশুভম্ ॥ ৩৫
বাল্যে মোহঞ্চ বিজ্ঞায় পুরুদেহস্ত চাশুভম্ ।
রাগং মোহঞ্চ সম্প্রাপ্তং কচিৎ সত্ত্বং সমাশ্রিতম্

কর্তৃক কত লোক ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হইয়াছে ; মহা
মহা ভূতও বিনষ্ট হইতেছে । বাক্যের গতি
কখনও শুভ এবং কখনও বা অশুভ হয় ।
পানীরা হীনজনেরই সমাদর করে । বৈত-
রণীতে জীবগণের মহাভুখ হয় । যমলোকে—
নরকেও কতই যাতনা ! অশুভসংসারে বিবিধ
বিচিৎসায়োনিতে ভ্রমণেও কত ক্লেশ ! শ্লেষ-
মূত্রে লিপ্ত হইয়া তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত শোণিত-
জলপূর্ণ অশুভ গর্ভে বাস করাই বা কত
ক্লেশ ! হে দ্বিজগণ ! এ সকল দারুণ যন্ত্রণার
বিষয় বিবেচনা করিয়া ধীমান্ মানব যোগাসক্ত
হইবেন । কদর্যাত্মা তামস জীব, ও সাত্ত্বিক
জীবদিগের পরিণাম, বিদিতাত্মা সাংখ্যদিগের
সুগতি, শুক্রেণোণিত-সংযোগজাত, মজ্জাস্নায়ু-
সম্বন্ধ, শত শত শিরা দ্বারা সমাকীর্ণ দেহের
হেমন্ত, সুখ-দুঃখের শোচনীয় পরিবর্তন,
ভূতগণের পরস্পর হিংসন, বাল্যকালে মোহ,
বয়স্ক হইলেও রাগ-লোভাদি জনিত কত

সহস্রেষু নরঃ কশ্চিন্মোকবুদ্ধিঃ সমাশ্রিতঃ ।
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্ত বিজ্ঞানং ক্রতিপূর্বকম্ ॥ ৩৬
বহুমানমলকেষু লকে মধ্যস্থতাং পুনঃ ।
বিষয়াণাঞ্চ দৌরাভ্যাংবিজ্ঞায় চ পুনর্দ্বিজাঃ ॥ ৩৭
গতাস্থনাঞ্চ সত্ত্বানাং দেহান্ ভিত্ত্বা তথা শুভান্
বাসং কূলেষু জন্তুনাং মরণায় ধৃত্যশ্চনাম্ ॥ ৪০
সাত্ত্বিকানাঞ্চ জন্তুনাং দুঃখং বিজ্ঞায় ভো দ্বিজাঃ
ব্রহ্মস্বানাং গতিং জ্ঞাত্বা পতিতানাং সুদারুণাম্
সুরাপানে চ সত্ত্বানাং ব্রাহ্মণানাং দুঃখানাং ।
শুরুদারপ্রসক্তানাং গতিং বিজ্ঞায় চাশুভাম্ ॥
জননীষু চ বর্ভন্তে যে ন সম্যগুদ্বিজোস্তমাঃ ।
সদেবকেষু লোকেষু যেন বর্ভন্তি মানবাঃ ॥ ৪৩
তেন জ্ঞানেন বিজ্ঞায় গতিং চাশুভকর্মণাম্ ।
তির্য্যগু্যোনিগতানাঞ্চ বিজ্ঞায় চ গতীঃ পৃথক্ ॥
বেদবাদাংস্তথা চিত্তান্ধতুনাং পর্যয়াংস্তথা ।
কয়ং সংবৎসরাণাঞ্চ মাসানাঞ্চ কয়ং তথা ॥ ৪৫
পক্ষকয়ং তথা দৃষ্ট্বা দিবসানাঞ্চ সঙ্কয়ম্ ।
কয়ং বুদ্ধিঞ্চ চন্দ্রস্ত দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষতস্তথা ॥ ৪৬
বুদ্ধিঞ্চ দৃষ্ট্বা সমুদ্রাণাং কয়ন্তেষাং তথা পুনঃ ।
কয়ং ধনানাং দৃষ্ট্বা চ পুনর্বুদ্ধিঃ তথৈব চ ॥ ৪৭

ক্লেশ,—ধীমান্ মানব এ সকল চিন্তা করি-
বেন । অহো ! দেহিগণ অতি অল্পকালই সম্ব-
শুণবান্ থাকে ; সহস্র লোকের মধ্যে কেহ
হয়ত মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধির আশ্রয় করে । মোক্ষ
অতি দুর্লভ । লক-বিষয়ে অল্পরাগরাহিত্য,
অলক-বিষয়ে প্রবলরাগ, বিষয় মাত্রেয়ই
পরিণামবিরসতা, মৃত ব্যক্তির জন্মান্তর গ্রহ-
ণের ক্লেশ, মরণভয়হীন সাত্ত্বিক জনগণের
গতি, ব্রহ্মস্বাতী জনের দুর্গতি এবং পতিত,
সুরাপায়ী, শুরূদারাসক্ত, মাতার প্রতি দুর্ব্যব-
হারকারী, দেবার্চনাজীবী ও তির্য্যকু্যোনি-
প্রাপ্ত, লোক সকলের ক্লেশ, বেদ বাক্য,
ঋতুবিপর্যায়, সংবৎসরের কয়, মাস সঙ্ক-
লের অবচয়, পক্ষ সকলের পরিবর্তন,
দিবসের বিকাশ, চন্দ্রের কয়-বুদ্ধি, সমুদ্রের
ভ্রাস-বুদ্ধি, ধনের উপচয় এবং কয়, যুগ

হেতুকে অশাস্ত শত শত হেতুদ্বারা, যথাযথ
অবগত হইবে। সাংখ্য যোগীরা বিষ্ণুমায়া-
বিরচিত জনবুদবুদবৎ কণস্থায়ী, ইন্দ্রজালবৎ
অলীক, নলভূগবৎ নিঃসার, এই সংসারকে,
তমোদ্বারা বিভ্রান্ত, কুষ্টিবুদ্ধবৎ বিনষ্টপ্রায়,
মহাক্লেশগ্রস্ত, সুখবৎ প্রতীয়মান এবং পঙ্ক-
মধ্যে হস্তীর আয় রজস্তমোমধ্যে নিমগ্ন বোধ
করিয়া পুত্র-পরিজনাদিতে স্নেহ পরিহার
করিবেন। তাঁহারা তপস্কারূপ দণ্ড দ্বারা
রাজস, তামস ও সাত্বিক, দেহাশ্রিত বিবিধ
অজ্ঞানমূলক স্পর্শাদি ধর্ম দূরীকৃত করিয়া
দুঃখোদকপূর্ণ-চিন্তা শোকাত্মক মহাব্রত অহতি-
ক্রম করিবেন। ঐ ব্রত ব্যাধি ও মৃত্যু দ্বারা
অতীব ভয়ঙ্কর; উহাতে মহাভয়—মহোরগ,
তমোণ্ডণ—কুর্ম, রজোণ্ডণ—মীন, এবং
স্নেহই—পঙ্ক। সাংখ্যজ্ঞানীরা প্রজ্ঞা দ্বারা
উহা অনায়াসে পার করেন। বাহাতে জরা—
দুর্গ, স্পর্শ—দীপ, কর্ম—গভীরতা, সত্য—
তীর, স্বর্ষ—মহাবেগ, নানা রস—কলোন্মাদ,

নানাশ্রীতিমহারত্নং তুংখজরসমৌরিতম্ ॥ ৬৩
 শোকতৃষ্ণামহাবর্তং তীক্ষ্ণব্যাধিমহারুজম্ ।
 অহিসংঘাতসংঘটং শ্লেষযোগং দ্বিজোক্তমাং ॥
 দানমুক্তাকরং ঘোরং শোণিতোদগারবিজ্রমম্ ।
 হসিতোৎকৃষ্টনির্ধোষং নানাজ্ঞানসুহৃৎকরম্ ॥ ৬৫
 রোদনাক্রমলকারং সঙ্গযোগপরায়ণম্ ।
 প্রলঙ্ঘ্য জন্ম লোকো যং পুত্রবান্ধবপতনম্ ॥ ৬৬
 অহিংসাসত্যমর্যাদাং প্রাণযোগময়োর্মিলম্ ।
 বৃন্দাঙ্গগামিনং কারং সৰ্বভূতপয়োদধিম্ ॥ ৬৭
 মোক্ষদুর্লভবিষয়ং বাত্বানুধসাগরম্ ।
 তরন্তি যতয়ঃ সিদ্ধা জ্ঞানযোগেন চানঘাঃ ॥ ৬৮
 তীৰ্থা চ ত্তরং জন্ম বিশস্তি বিমলং নভঃ ।
 ততস্তান সুকৃতীন্ জাহ্না সূর্যো বহতি
 রশ্মিভিঃ ॥ ৬৯
 পদ্মতন্তবদাবিষ্ট প্রবহন বিষয়ান্ দ্বিজাঃ ।
 তত্র তান্ প্রবহে বায়ুঃ প্রতিগৃহ্ণতি চানঘাঃ ॥ ৭০
 বীতরাগানযতীন্ সিদ্ধান্ বীৰ্য্যযুক্তাংস্তপোধনান্
 সূক্ষ্মঃ শীতঃ সুগন্ধশ্চ সুখস্পর্শশ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥
 সপ্তানাং মকতাং শ্রেষ্ঠো লোকান্ গচ্ছতি যঃ
 শুভান্ ।

বিবিধ শ্রীতি—মহারত্ন, তুংখজর—সমীরণ,
 শোক ও তৃষ্ণা—মহা আবর্ত, তীক্ষ্ণ ব্যাধি—
 কুলভঙ্গ, অহিসংঘাত—ঘট, শ্লেষ—ফেন,
 দান—মুক্তাকর শুভি, রক্তশাব—বিজ্রম,
 হাস্ত—কলবর, বিবিধ জ্ঞান—হৃগমতা, রোদ-
 না—মলকারাদি, পুত্রবান্ধবাদি—পতন,
 অহিংসা সত্য—সীমা, প্রাণস্পন্দন—উর্দ্ধি,
 বহুজনের আত্মগত্য—কার, এবং সৰ্বভূত—
 জলধরূপ, সিদ্ধ অনন্য যতিগণ জ্ঞানযোগ
 দ্বারা তাদৃশ মহাসাগর পার হইয়া থাকেন ।
 ৫০—৬৮ । তাঁহারা সেই ত্তর জন্মসাগর
 উত্তীর্ণ হইয়া বিমল নভোমণ্ডলে মিলিত
 হইলেন । তখন তাঁহাদিগকে সুকৃতী জানিয়া
 সূর্য পদ্মতন্তসম নিজ রশ্মি দ্বারা আবিষ্ট
 হইয়া প্রবহ বায়ু গর্ভাস্ত বহন করিয়া লইলেন ।
 পরে প্রবহ বায়ু তাঁহাদিগকে গ্রহণ করে ।
 হে দ্বিজগণ ! সূক্ষ্ম, শীতল, সুগন্ধ, সুখ-

স তান্ বহতি বিপ্রেন্দ্রা নভসঃ পরমাং গতিম্
 তামাবহতি লোকেশান্ রজসঃ পরমাং গতিম্
 রজো বহতি বিপ্রেন্দ্রাঃ সৰ্বস্ত পবমাং গতিম্ ॥
 সৰ্বং বহতি শুদ্ধাত্মা পরং নারায়ণং প্রভুম্ ।
 প্রভুর্বহতি শুদ্ধাত্মা পুরমাত্মানমাত্মনা ॥ ৭৪
 পরমাত্মানমাসাদ্য তত্ত্বতা যতয়োহমলাঃ ।
 অমৃতত্বায় কল্পস্তে ন নিবর্তন্তি চ দ্বিজাঃ ॥ ৭৫
 পরমা সা গতিবিপ্রা নির্ধন্দ্বানাং মহাত্মনাম্ ।
 সত্যার্জবরতানাং বৈ সৰ্বভূতদয়াবতাম্ ॥ ৭৬
 মুনয় উচুঃ ।

স্থানমুক্তমাসাদ্য ভগবন্তং স্থিরব্রতাঃ ।
 আজন্মমরণং বা তে রমন্তে তত্র বা ন বা ॥ ৭৭
 যদত্র তথ্যং তত্ত্বং নো যথাবদ্বক্তুমর্হসি ।
 তদৃতে মানবং নাস্তং প্রষ্টুমর্হাম সন্তম ॥ ৭৮
 মোক্ষদোষো মহানেষ প্রাপ্য সিদ্ধিং গতানুবীন্
 যদি তত্রৈব বিজ্ঞানে বর্তন্তে যতয়ঃ পরে ॥ ৭৯

স্পর্শ, সপ্ত বায়ুর প্রধান সেই প্রবহ বায়ু
 তাঁহাদিগকে বীতরাগ, তপোবীৰ্য্যসম্পন্ন সিদ্ধ
 যতি জানিয়া তমোমণ্ডল পর্য্যন্ত বহন করে ;
 তখন তমঃ রজোমণ্ডল পর্য্যন্ত, রজঃ সৰ্বমণ্ডল
 পর্য্যন্ত, সৰ্ব পরম প্রভু নারায়ণ পর্য্যন্ত সেই
 যতিগণকে বহন করেন । সেই শুদ্ধাত্মা
 নারায়ণ উক্ত যতিগণকে পরমাত্মা পর্য্যন্ত
 প্রাপিত করেন । হে দ্বিজগণ ! সেই যতিরা
 তখন পরমাত্মাতে একীভূত হইয়া অমৃতত্ব
 লাভ করেন ; তাঁহাদিগকে পুনরায় সংসারে
 প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না । সত্যার্জব-রত
 ব্রহ্মরহিত, সৰ্বভূতে দয়াবান্ মহাত্মাগণের
 উহাই পরম গতি ৷ ৬৯—৭৬ ৷ মুনীগণ কহিলেন,
 —হে সন্তম ব্যাস ! সেই স্থিরব্রত মহাত্মারা
 পরমাত্মায় লীন হইয়া চিরকালই কি
 ঐ ভাবে থাকেন ? ঐ অবস্থায় তাঁহাদিগের
 আনন্দ অল্পভব থাকে কি না ? এ বিষয়ে
 প্রকৃত তত্ত্ব আমাদিগকে যথার্থ বলুন ।
 আপনি ভিন্ন এইরূপ প্রণেয় যোগ্য আর
 কেহই নাই । মহামোক্ষপ্রাপ্ত সিদ্ধগণের
 উক্তাবস্থায় যদি পৃথকভাবে আত্মরূপিত না

প্রকৃতিসংকলনং ধর্ম্যং পশ্চাম পবমং দ্বিজ ।
 যগন্ত হি পরে জ্ঞানে কিম্, হুংখাস্তরং ভবেৎ ॥
 ব্যাস উবাচ ।
 যথাস্তায়ং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রথঃ পৃষ্টেচ সঙ্কটঃ ।
 বুধানামপি সম্বোধঃ প্রথোহস্মিন্মুনিসত্তমাঃ ॥ ৮১
 অত্রাপি তত্ত্বং পরমং শৃণুধ্বং বচনং মম ।
 বুদ্ধিচ পরমা যত্র কপিলানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৮২
 ইন্দ্রিয়ান্যপি বুধ্যন্তে স্বদেহে দেহিনাং দ্বিজাঃ
 করণাত্মানন্তানি স্মৃন্তঃ পশ্যন্তি তৈস্ত সঃ ॥ ৮৩
 আত্মনা বিপ্রহৌণানি কাষ্ঠকুড়্যসমানি তু ।
 বিনশ্যন্তি ন সন্দেহো বেলা ইব মহর্গবে ॥ ৮৪
 ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ স্পৃশ্য দেহিনো দ্বিজসত্তমাঃ ।
 স্মৃন্তচরতি সর্বত্র নভসৌব সমীবণঃ ॥ ৮৫
 স পশ্যতি যথাস্তায়ং স্মৃত্যা স্পৃশতি চানঘাঃ ।
 বুধ্যমানো যথাপূর্বমখিলেনেহ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৮৬
 ইন্দ্রিয়ানি হ সর্বাণি স্তে স্তে স্থানে যথাবিধি ।
 অনৌশদ্রাৎ প্রলীয়ন্তে সর্পা বিষহতা ইব ॥ ৮৭
 ইন্দ্রিয়ানাং সর্বেষাং স্তদ্ব্যনেষেব সর্বশঃ ।

থাকে, তবে উহাতে স্মৃতি কি? অপর হুংখই বা কি হইবে? স্মৃতরাং হে দ্বিজ। উহা অপেক্ষা প্রকৃতিধর্ম্যই যেন ভাল বোধ হয়। ৭৭—৮০। ব্যাস কহিলেন,—হে সত্তম মুনিবরগণ। আপনাবা এ অতি দুর্লভ প্রথ করিয়াছেন। ইহার যথার্থ উত্তর দিতে বুধগণেরও সম্বোধ হয়। এ বিষয়ে কপিল-মতানুসারী মহাত্মাদিগের অনুমোদিত তত্ত্ব কথা আমি কহিতেছি।* হে দ্বিজগণ। দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণও বোধযুক্ত হয়, উহাবা আত্মার করণ মাত্র, উহাদিগের দ্বাবাই আত্মা স্মৃন্মরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে উহাবা কাষ্ঠ-কুড়্যসম বিনষ্ট হয়,—মহর্গবের বেলাভূমির জ্বায় জড়তা লাভ কবে। হে দ্বিজসত্তমগণ। সেই আত্মা, নিদ্রিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া আকাশে সমীরণের জ্বায় স্মৃন্মভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। তিনি তখন যথাবৎ বিষয় সকলের স্মরণ-

আক্রম্য গত্যঃ স্মৃন্তচরত্যাত্মা ন সংশয়ঃ ॥ ৮৮
 সত্ত্বা চ গুণান্ কুৎসান্ রজসশ্চ গুণান্ পুনঃ ।
 গুণাশ্চ তমসঃ সর্বানগুণান্ বুদ্ধেচ সত্তমাঃ ॥
 গুণাশ্চ মনসশ্চাপি নভসশ্চ গুণাশ্চত্বা ।
 গুণান্ বায়োশ্চ সর্বজাঃ স্নেহজাশ্চ গুণান্ পুনঃ
 অপাং গুণাস্তথা বিপ্রাঃ পার্থিবাশ্চ গুণানপি ।
 সর্বানৈব গুণৈব্যাপ্য ক্ষেত্রজেষ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 আত্মা চরতি ক্ষেত্রজঃ কশ্মণা চ শুভাশুভে ।
 শিষ্যা ইব মহাত্মানমিন্দ্রিয়ানি চ তং দ্বিজাঃ * ।
 আশ্চর্য্যন্তি যথাকালং গুবোঃ সন্দেশকারিণঃ ॥
 শক্যং বাগ্মেন কালেন শাস্তি প্রাপ্তুং
 গুণাশ্চত্বা ।

এবমুক্তেন বিপ্রেন্দ্রাঃ সাংখ্যযোগেন মোক্ষীণীম্
 সাংখ্য্য বিপ্রা মশ্যপ্রাজ্ঞা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্

দর্শনাদি করিয়া থাকেন।* ইন্দ্রিয়গণ সে সময়ে বিষহীন সর্পসম অস্ত্রাধীনভাবে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করে। স্মৃন্ম আত্মা উহা-দিগকে আক্রমণপূর্বক বিচরণ করেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি,—এই সকলের সমগ্র গুণ আক্রমণ করিয়া ক্ষেত্রজ আত্মা শুভাশুভ কস্মানুসারে ক্ষেত্রমধ্যে বিচরণ করেন। হে দ্বিজগণ। শিষ্যেরা যেমন গুরুর আত্মগত্য করে, ইন্দ্রিয়গণও তেমনি আত্মার অনুসরণ করিয়া থাকে। ৮১—৯৩। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মোক্ষসাধক এই যে সাংখ্যযোগ কহিলাম, ইহার সাহায্যে অল্পকালমধ্যেই গুণগণের অতিক্রম করিয়া শাস্তি লাভ করা যায়। মহাপ্রাজ্ঞ সাংখ্যেরা পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন।

* অত্র “প্রকৃতিশ্চাপ্যতিক্রম্য শুদ্ধঃ স্মৃন্মঃ পরাংপরম্। নারায়ণঃ মহাত্মানঃ নির্বিকারঃ পরাংপবম্ ॥ বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ প্রবিষ্টকৃৎনাময়ম্। পরমাঙ্গানমগুণং নির্বৃত্তং তত্ত্ব সত্তমাঃ ॥ শ্রেষ্ঠং তত্র মনো বিপ্রা ইন্দ্রিয়ানি চ ভো দ্বিজাঃ।” ইত্যধিকঃ কচিৎ পাঠঃ।

জ্ঞানেনানেন বিপ্রেন্দ্রাণ্যন্ত্যঃ জ্ঞানং ন বিদ্যতে
 অত্র বঃ সংশয়ো মা ভূজজ্ঞানং সাংখ্যং পরমতম
 অক্ষরং ক্রমমেবোক্তং পূৰ্ব্বং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১৬
 অনাদিমধ্যানিধনং নির্ধনং কর্তৃ শাস্ততম্ ।
 কূটস্থকৈব নিত্যঞ্চ যদন্তি শমাত্মকাঃ ॥ ১৭
 যতঃ সৰ্ব্বাঃ প্রবর্তন্তে সৰ্গপ্রলয়বিক্রিয়াঃ ।
 এবং শংসন্তি শাস্ত্রেষু প্রবক্তারো মহর্ষয়ঃ ॥১৮
 সৰ্ব্বৈ বিপ্রাশ্চ বেদাশ্চ তথা সামবিদো জনাঃ ।
 ব্রহ্মণ্যং পরমং দেবমনস্তং পরমাচ্যুতম্ ॥ ১৯
 প্রার্থয়ন্ত্যশ্চ তং বিপ্রা বদন্তি গুণবুদ্ধয়ঃ ।
 শমযুক্তাস্তথা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চামিতদর্শনাঃ ॥
 অমূর্তেষু বিপ্রেন্দ্রাঃ সাংখ্যং মূর্তিরিতি ক্রতিঃ
 অভিজ্ঞানানি স্তম্ভাহ্বয়ন্তি মুনিসত্তমাঃ ॥১০৩
 দ্বিবিধানি হি ভূতানি পৃথিব্যাং দ্বিজসত্তমাঃ ।
 অগম্যগম্যসংজ্ঞানি গম্যং তত্র বিশিষ্যতে ॥

জ্ঞানং মহত্বে মহতশ্চ বিপ্রা
 বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে ।

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান
 আর নাই। এ বিষয়ে আপনাদিগের যেন
 সংশয় হয় না। সাংখ্যজ্ঞানই সর্বোত্তম।
 পূর্বে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলিয়াছি; তিনি
 সনাতন, স্থির, সুখ-দুঃখহীন, আদি-মধ্য-
 অন্ত-রহিত, শাস্ত, কূটস্থ, এবং কর্তা।
 শাস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির এইরূপ বলিয়া থাকেন।
 শাস্ত্রবক্তা মহর্ষিরা বলেন যে,—ভাঁহা
 হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক সৰ্ব্ব কার্য
 প্রবৃত্ত হয়। সেই অনন্ত অচ্যুত পরম ব্রহ্মণ্য
 দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া সমস্ত বেদ
 ও সামবেদান্তিগত বিপ্রগণ, গুণবিচারে
 আসক্তচেতা কামপরায়ণ যোগিগণ এবং
 অমিতদর্শন সাংখ্যগণ, বলেন যে,—মূর্তি-
 হীন সেই পরম পুরুষের সাংখ্য শাস্ত্রই মূর্তি।
 এইরূপ ক্রটিও আছে। সেই ভগবানের
 অভিজ্ঞানসম্বন্ধে ভাঁহার এইরূপ বলেন
 যে,—চরাচর ভূতসকল দ্বিবিধ;—গম্য
 এবং অগম্য। ইহার মধ্যে গম্যই শ্রেষ্ঠ।
 ৯৪—১০৪। হে দ্বিজগণ! বেদ, সাংখ্য,

যচ্চাপি দৃষ্টং বিধিবৎপুরাণে
 সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ১০৫
 যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং
 যথার্থশাস্ত্রেষু বিশিষ্টদৃষ্টম্ ।
 জ্ঞানঞ্চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
 সাংখ্যাগতং তচ্চ মহামুনীন্দ্রাঃ ॥ ১০৬
 সমস্তদৃষ্টং পরমং বলঞ্চ
 জ্ঞানঞ্চ মোক্ষঞ্চ যথাবদুক্তম্ ।
 তপাংসি সূক্ষ্মাণি চ যানি চৈব
 সাংখ্যে যথাবদ্বিহিতানি বিপ্রাঃ ॥ ১০৭
 বিপর্যয়ং তস্মা হিতং সতৈব
 গচ্ছন্তি সাংখ্যাঃ সততং সুখেন ।
 তাংশ্চাপি সঙ্ক্যার্য্য ততঃ কৃতার্থাঃ
 পতন্তি বিপ্রায়তনেষু ভূয়ঃ ॥ ১০৮
 হিত্ব চ দেহং প্রবিশন্তি মোক্ষং
 দিবৌকসশ্চাপি চ যোগসাংখ্যাঃ ।
 অতোহধিকং তেহতিরতা মহার্হে
 সাংখ্যে দ্বিজা ভো ইহ শিষ্টজুষ্ঠে ॥ ১০৯
 তেষাস্তু তিৰ্য্যগ্গমনং হি দৃষ্টং
 নাধোগতিঃ পাপকৃতাং নিবাসঃ ।
 ন বা প্রধানা অপি তে দ্বিজাতয়ো
 যে জ্ঞানমেতন্মুনয়ো ন সজ্জাঃ ॥ ১১০

যোগ, পুরাণ, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, এবং
 লৌকিক যাহা কিছু জ্ঞান আছে, সে সকলের
 সারভূত এই উত্তম জ্ঞান আমি উপদেশ
 করিলাম। ইহা পরম বল, অথচ মোক্ষসাধক।
 হে বিপ্রগণ! মানব সাংখ্যাগত সূক্ষ্ম
 তপস্তায় নানা সুখ, এমন কি দেবদ্বও লাভ
 করিতে পারে; পরে পুনরায় ব্রাহ্মণকূলে
 জন্ম লাভ করিয়া যথাযথ তত্ত্ব নিশ্চয় দ্বারা
 দেহত্যাগান্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। এ নিমিত্ত
 সুধীজনগণ এই শিষ্টসম্বত পরমোত্তম
 সাংখ্য শাস্ত্রেই রত হইয়া থাকেন। ভাঁহা-
 দিগের তিৰ্য্যক্জাতিত্ব বা অধোগতি দেখা
 যায় না। পাপিষ্ঠকূলে কদাপি তাহাদিগের
 জন্ম হয় না। যে দ্বিজাতিগণ এই সাংখ্য-
 জ্ঞান অবলম্বন না করেন, ভাঁহার কোন

সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণং
মহার্ণবং বিমলমুদারকাস্তম্ ।
কুৎসং হি সাংখ্য্য মুনয়ো মহাত্ম-
নারায়ণে ধারয়তাপ্রমেয়ম্ ॥ ১১১
এতন্ময়োক্তং পরমং হি তত্ত্বং
নারায়ণাধিষ্মিৎ পুরাণম্ ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং
সংহারকালে চ হরেত ভূয়ঃ ॥ ১১২

ইতি শ্রীভাষ্যে সাংখ্যবিধিনিরূপণং নাম
চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪০ ॥

একঃত্ৱারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কিং তদাকরমিত্যুক্তং যস্মাদবর্ততে পুনঃ ।
কিংস্তিত্বৎকরমিত্যুক্তং যস্মাদবর্ততে পুনঃ ॥ ১
অকরাকরয়োর্ব্যক্তিং পৃচ্ছামহাঃ মহামুনে ।
উপলক্ঃ মুনিশ্রেষ্ঠ তব্ধেন মুনিপুঙ্গব ॥ ২

মতেই প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না ।
হে দ্বিজগণ ! এই পুরাতন পরম বিশাল
সাংখ্যশাস্ত্র উদারকাস্তি বিমল মহাসাগর-সম ।
আপনারা ইহার অল্পলীলন করত নারায়ণে
চিন্ত ধারণা করুন । আমি আপনাদিগের
নিকট এই পরম তত্ত্ব কীৰ্ত্তন করিলাম ।
নারায়ণ হইতেই এই জগতের উৎপত্তি ;
নারায়ণই সৃষ্টিকালে সৃষ্টি এবং সংহারকালে
ইহার সংহার করিয়া থাকেন । ১০৫—১১২ ।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একঃত্ৱারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! ঋহা
হইতে পুনরায় আর সংসারে আসিতে হয়
না, সেই অকর কাহাকে বলা হয়, আর যাহা
হইতে সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে, সেই কর
নামেই বা কাহাকে নির্দেশ করিলেন ? হে
মহামুনে ! আমরা অকর ও করের বিবরণ

হুং হি জ্ঞানবিদ্যাং শ্রেষ্ঠঃ প্রোচ্যসে বেদপারগৈঃ
ঋষিভিঃ মহাত্মৈর্গৈর্ভিঃ মহাত্মভিঃ ॥ ৩
তদেতচ্ছোভুমিচ্ছামহন্তঃ সৰ্ব্বং মহামতে ।
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামঃ শৃণ্বন্তোহমৃতমুক্তমম্ ॥ ৪
ব্যাস উবাচ ।

অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্ ।
বসিষ্ঠস্ত চ সংবাদং করালজনকস্ত চ ॥ ৫
বসিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠমাসীনমুদৌগাং ভাকরহ্যতিম্ ।
পপ্রচ্ছ জনকো রাজা জ্ঞানং নৈঃশ্রেয়সং পরম্
পরমাত্মনি কুশলমধ্যাত্মগতিনিশ্চয়ম্ ।
মৈত্রাবকুণিমা সীনমভিবাদ্য কৃতাজলিঃ ॥ ৭
স্বচ্ছন্দঃ স্কৃততৈব মধুরং চাপ্যমুদগমম্ ॥
পপ্রচ্ছর্ষিবরং রাজা করালজনকঃ পুরা ॥ ৮
করালজনক উবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
যস্মিন্ ন পুনরাবৃত্তিঃ প্রাপ্নুবন্তি মনৌষিণঃ ॥ ৯
যচ্চ তৎকরমিত্যুক্তং যত্রেদং করতে জগৎ ।

আপনাকে জিজ্ঞাসিতেছি,—ঐ উভয়ের
প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমুৎসুক হই-
য়াছি । বেদপারগ ঋষিগণ এবং মহাত্মা-
শালী মহাত্মা যতিগণ বলিয়া থাকেন,
আপনি জ্ঞানবিদগণের বসিষ্ঠ, অতএব হে
মহামতে ! আমরা ঐ সকল আপনার নিকট
শুনিতে ইচ্ছা করি । আপনার বচন-সুধা
বারম্বার পান করিয়াও আমরা তৃপ্তির সীমা
প্রাপ্ত হইতেছি না,—যতই শুনি, ততই
শুনিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে । ব্যাস
বলিলেন,—আমি এসম্বন্ধে বসিষ্ঠ ও করাল-
জনকবিষয়ক এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন
করিতেছি । একদা পরমাত্মনিষ্ঠ, অধ্যাত্ম-
গতিজ্ঞ, দিবাকর-হ্যতি, ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ
একান্তে সমাসীন ছিলেন । রাজা জনক
তখন কৃতাজলিকরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া
নিঃশ্রেয়স-কর পরম জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা
করিলেন । ১—৮ । করালজনক কহিলেন,—
ভগবন্ ! ঋহাকে পাইলে মনৌষিগণ সংসারে
আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইবেন না, আমি সেই

যচ্চাকরমিতি প্রোক্তং শিবং কেমমনাময়ম্ ॥

বসিষ্ঠ উবাচ ।

ক্রয়তাং পৃথিবীপাল করতৌদং যথা জগৎ ।

যত্র করতি পূর্বেণ যাবৎকালেন চাপ্যথ ॥ ১১

যুগং দ্বাদশসাহস্রং কল্পং বিদ্ধি চতুর্যুগম্ ।

দশকল্পশতাবর্তমহস্তদ্বাক্ষমুচ্যতে ॥ ১২

রাত্রিশ্চৈতাবতী রাজন্যস্তান্তে প্রতিবুধ্যতে ।

সৃজত্যনন্তকর্মাণি মহাস্তং ভূতমগ্রজম্ ॥ ১৩

মূর্তিমন্তমমূর্তীয়া বিধং শত্ৰুঃ স্বয়ম্ভুবঃ ।

যত্রোৎপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি মূলতো নৃপসন্তম ॥ ১৪

অনিমা লঘিমা প্রাপ্তিরীশানং জ্যোতিরব্যয়ম্

সর্বতঃপানিপাদান্তং সর্বতোহকিশিরোমুখম্ ॥

সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।

সনাতন পরম ব্রহ্মের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। যাহা কর নামে অভিহিত, যাহাতেই জগৎ করিত হয় এবং যাহা অকর নামে নিরূপিত শিব, কেম, অনাময় বস্তু, তাহাও এক্ষণে আপনার নিকট আমার শুনিবার বিষয়। বসিষ্ঠ বলিলেন,—ভূপাল! এই জগৎ পূর্ণ বা পরিমিত কালে যাহাতে যে প্রকারে করিত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্য-ত্রেতাদি যুগচতুষ্টয়ের দ্বাদশ সহস্র-পরিমিত কালকে এক কল্প বলিয়া জানিবে। এই কল্পের দশশত বার আবর্তনই ব্রহ্মার এক দিন বলিয়া কথিত। তদীয় রাত্রিও দিনপরিমাণে নির্দিষ্ট। হে রাজন! এই রাত্রির অবসানেই ব্রহ্মা প্রতিবুদ্ধ হইলেন এবং অনন্ত কর্মপরম্পরা ও ভূতাদি মহান্কে সৃজন করেন। অমূর্তীয়া শত্ৰু এই মূর্তিমান্ বিধকে বিস্তারিত করিয়া থাকেন। হে নৃপবর! যেরূপে তাঁহাতে ইহার উৎপত্তি হয়, আমি আমূলত বলিতেছি। যিনি অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশদ্ব ও অব্যয় জ্যোতিঃস্বরূপ, ষাণ্ডার পানি-পাদ সর্বদিকে প্রসারিত, অকি, মুখ ও মস্তক সর্বত্র বিরাজিত এবং যিনি সর্বতঃ শ্রুতিমান্-রূপে বিরাজমান হইয়া এই সর্ববিধ ব্যাপিয়া

হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতিঃ ॥ ১৬

মহানিতি চ যোগেষু বিরিকিরিতি চাপ্যথ ।

সাঙ্খ্যে চ পঠ্যতে শাস্ত্রে নামভির্বহ্বাক্ষকঃ ॥ ১৭

বিচিহ্নরূপো বিশ্বাত্মা একাকর ইতি স্মৃতঃ ।

ধৃতমেকাক্ষকং যেন কুৎসং ত্রৈলোক্যমাশ্রনা ॥

তথৈব বহুরূপত্বাধিবরূপ ইতি শ্রুতঃ ।

এষ বৈ বিক্রিয়াপন্নঃ সৃজত্যাশ্রানমাশ্রনা ॥ ১৮

প্রধানং তস্য সংযোগাচ্ছপন্নং স্তুমহৎ পুরম্ ।

অহঙ্কারঃ মহাতেজাঃ প্রজাপতিনমস্কৃতম্ ॥ ২০

অব্যক্তাভ্যক্তিমাপন্নং বিদ্যাসর্গং বদন্তি তম্ ।

মহাস্তং চাপ্যহঙ্কারমবিদ্যাসর্গং এব চ ॥ ২১

অচরশ্চ চরশ্চৈব সমুৎপন্নো তথৈকতঃ ।

বিদ্যাবিদ্যেতি বিখ্যাতো শ্রুতিশাস্ত্রাভিচিহ্নকৈঃ

ভূতসর্গমহঙ্কারাত্তীয়ং বিদ্ধি পার্থিব ।

অহঙ্কারেষু নৃপতে চতুর্থং বিদ্ধি বৈরুতম্ ॥ ২৩

বায়ুর্জ্যোতিরথাকাশমাপোহথ পৃথিবী তথা ।

রহিয়াছেন; তিনিই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ এবং এই হিরণ্যগর্ভই বুদ্ধি বলিয়া বিদিত যোগ ও সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রে ইনিই মহান্ ও বিরিকি প্রভৃতি বিবিধ নামে বহুরূপে পঠিত বা গীত হইয়া থাকেন। এই বিচিহ্নরূপ বিশ্বাত্মাই একাকর নামে নিরূপিত। এই বিশ্বাত্মা এই সমগ্র ত্রৈলোক্যকে আত্মা দ্বারা ধারণ করেন। বহুরূপতা-নিবন্ধন যিনি বিবরূপ নামে প্রসিদ্ধ, যৎকালে তিনি বিক্রিয়াপন্ন হইলেন, তখনই আত্মা দ্বারা আত্মাকে সৃজন করেন। ১—১৯। ইহার সহিত প্রকৃতির সংযোগ ঘটিলে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কার প্রজাপতিগণের মাননীয়। যিনি অব্যক্ত-হইতে ব্যক্তীভূত, তিনি বিদ্যা-সর্গ নামে অভিহিত। মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতি অবিদ্যাসর্গ নামে নির্দিষ্ট। সমস্ত চরাচর একই কর্মতত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন। বেদতত্ত্বদর্শী বিবুধগণ এইরূপে বিদ্যা ও অবিদ্যাসর্গ নির্দেশ করিয়াছেন। হে পার্থিব! ভূতসর্গ অহঙ্কার হইতে তৃতীয় এবং বৈরুত সৃষ্টিকে চতুর্থী বলিয়াই

শব্দম্পর্শৌ চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ॥ ২৪
এবং যুগপৎসমুৎপন্নঃ দশবর্গমসংশয়ম্ ।
পঞ্চমঃ বিদ্ধি রাজেন্দ্র ভৌতিকং সর্গমর্থকুৎ ॥ ২৫
শ্রোত্রং ত্বক্চক্ষুযৌ জিহ্বা ঘ্রাণমেব চ পঞ্চমম্ ।
বাগ্হস্তৌ চৈব পাদৌ চ পায়ুর্মেটুং তথৈব চ ॥
বুদ্ধৌল্লিখ্যাণি চৈতানি তথা কর্মেল্লিখ্যাণি চ ।
সমুতানীহ যুগপন্ননসা সহ পার্থিব ॥ ২৭
এষা তস্মৈ চতুর্বিংশা সর্গাকৃতিঃ প্রবর্ততে ।
যাং জ্ঞাত্বা নাভিশোচন্তি ব্রাহ্মণাস্তদ্বদর্শিনঃ ॥ ২৮
এবমেতৎ সমুৎপন্নং ত্রৈলোক্যমিদমুত্তমম্ ।
বেদিতব্যং নরশ্রেষ্ঠ সর্গদেবনরকার্ণবে ॥ ২৯
সযক্ভূতগন্ধর্কে সক্রিয়রমহোরগে ।
সচারণপিশাচে বৈ সদেবযিনিশাচরে ॥ ৩০
সদংশকীটমশকে সপুতিকুমি, বকে ।
তুনি স্বপাকে চৈণেয়ে সচাণ্ডালে সপুঙ্কসে ॥ ৩১
হস্তাশ্বখরশার্দূলে সবুকে গবি চৈব হ ।
যা চ মূর্তিচ যৎকিঞ্চিৎ সর্গত্রেতদ্ভির্দর্শনম্ ॥ ৩২
জলে ভুবি তথাকাশে নান্যত্রৈতি বিনিশ্চয়ঃ ।

জানিবেন । বায়ু, জ্যোতিঃ, আকাশ, জল, পৃথ্বী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ, এই দশবর্গ যুগপৎ সমুৎপন্ন হয় । হে রাজেন্দ্র ! ভৌতিক সর্গ পঞ্চম বলিয়া জানিবেন । হে পার্থিব ! শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু, ও মেটু এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় । ইহারা মনের সহিত যুগপৎ সমুৎপন্ন হয় । এইরূপ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । তত্ত্ব-দর্শী ব্রাহ্মণগণ ইহা জানিয়া কদাচ শোক-মোহের বশীভূত হইবেন না । হে নরশ্রেষ্ঠগণ ! এইরূপে উত্তম ত্রৈলোক্য সমুৎপন্ন বলিয়া জানিবে,—সর্গ, নরক, জলধি, যক্ষ, ভূত, গন্ধর্ব্ব, ক্রিয়র, মহোরগ, চারুণ, পিশাচ, দেব, ঋষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, কুমি, মুষিক, ষা, স্বপাক, মৃগ, চণ্ডাল, পুঙ্কস, হস্তী, অশ্ব, খর, শার্দূল, বৃক, গো,—এই সকল এবং অন্যান্য যে কিছু জীব আছে, সর্বত্রই সৃষ্টিনিদর্শন বিদ্যমান । আমরা

স্থানং দেহবতামানৌদিত্যেবমবুৎক্রম ॥ ৩৩
কুৎসমেতাবতস্তাত করতে ব্যক্তসংজ্ঞকঃ ।
অহস্তহনি ভূতান্না যচ্চাকর ইতি শ্রুতম্ ॥ ৩৪
ততস্তৎকরমিত্যুক্তং করতীদং যথা জগৎ ।
জগন্মোহান্বকং চাহরব্যক্তাদব্যক্তসংজ্ঞকম্ ॥ ৩৫
মহাশৈচবাকরো নিত্যমেতৎকরবিবর্জ্জনম্ ।
কথিতস্তে মহারাজ ষন্মাম্ভাবর্ততে পুনঃ ॥ ৩৬
পঞ্চবিংশতিকোহমূর্ত্তঃ স নিত্যস্তব্ধসংজ্ঞকঃ ।
সব্ধসংজ্ঞাস্তব্ধঃ সর্বমাহর্ষ্যনৌষিগঃ ॥ ৩৭
যদমূর্ত্তিঃ সৃজয়াক্তং তন্মূর্ত্তিমধিতিষ্ঠতি ।
চতুর্বিংশতিমো ব্যক্তো হমূর্ত্তিঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥
স এব হৃদি সর্বান্ন মূর্ত্তিষাতিষ্ঠতান্ববান্ ।
চেতয়ংচেতনো নিত্যঃ সর্বমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্ ॥ ৩৯
সর্গপ্রলয়ধর্ম্মেণ স সর্গপ্রলয়ান্বকঃ ।

ভূনিয়াছি, প্রলয়ে জল, ভূতল, নভস্তল, বা অন্ত্র কুত্রাপি দেহাদিগের কিছুমাত্র স্থান ছিল না । যিনি প্রতিনিয়ত ভূতগণের আত্মস্বরূপে বিরাজিত, তিনি অকরাখ্যায় অভিহিত । তাঁহা হইতেই নিখিল সৃষ্টি-পরম্পরা করিত হয় ; এইজন্য তিনি কর আখ্যায়ও উক্ত হইয়াছেন । এই কর অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত জগৎরূপে নিরূপিত হইয়াছেন । যিনি অকর, তিনি ! এই করপরিহীন, নিত্য ও মহান । এই অকরকে পাইলে পুন-রায় আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না । মহারাজ ! তোমার নিকট এই করাকরবিবরণ ব্যক্ত করিলাম । ২০-৩৬ ।
ঐ অকর যিনি, তিনি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বসংজ্ঞক নিত্য অমূর্ত্ত বস্তু । কেবল সর্বসংজ্ঞ্যহেতু ঐ তত্ত্বকে -মনৌষিগণ সর্ব বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন । এই তত্ত্ব মূর্ত্তিহীন হইয়াও সর্বত্রই ব্যক্তমূর্ত্তিতে বিরাজ করেন । চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ব্যক্ত ; পরন্তু পঞ্চবিংশ তত্ত্ব অব্যক্ত বা মূর্ত্তিবির্জিত । তিনিই আত্মবান্ রূপে সর্বমূর্ত্তিতে সর্বদ্বন্দ্বয়ে বিরাজমান । ভূত-গণের চেতনব্যাপার তিনিই মিত্যক্ত নিশাদয়

গোচরে বর্জ্যে নিত্যং নির্ভণো গুণসংজিতঃ ॥
 এবমেব মহাত্মা চ সর্গপ্রলয়কোটিশঃ ।
 বিকুর্বাণঃ প্রকৃতিমাত্রাভিমন্তেত বুদ্ধিমান্ ॥ ৪১
 তমঃসম্বরণজোক্তস্তানু তাস্মিহ যোনিষু ।
 নীয়তে প্রতিবুদ্ধাদিবুদ্ধজনসেবনাং ॥ ৪২
 সহবাসনিবাসস্বাধালোহমিতি মন্ততে ।
 যোহহং ন সোহহমিত্যুক্ষা গুণানোবানুবর্ততে
 তমসা তামসান্ ভাবান্ বিবিধান্ প্রতিপদ্যতে
 রজসা রাজসাংশ্চৈব সাত্বিকান্ সম্বসংজ্ঞয়াৎ ॥ ৪৪
 শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি রূপাণ্যেতানি জীণি তু ।
 সর্বাণ্যেতানি রূপাণি জানীহি প্রাকৃতানি তু ॥
 তামসা নিরয়ং যাস্তি রাজসা মামুযানধ ।
 সাত্বিকা দেবলোকায গচ্ছন্তি সুখভাগিনঃ ॥ ৪৬
 নিষ্কেষলেন পাপেন তিৰ্য্যগ্‌যোনিমবাণ্ ৷ ৪৭
 পুণ্যপাপেষু মামুয্যং পুণ্যমাজ্ঞেণ দেবতাঃ ॥ ৪৭

করেন। তিনি সর্বমূর্তি অথচ অমূর্তি।
 সৃষ্টি ও প্রলয়ধর্ম্মে তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়াত্মক।
 তিনি সর্বসমক্ষেই নিত্য বর্তমান। তাঁহার
 গুণ নাই, অথচ তিনি গুণসংজিত। সেই
 মহাত্মা প্রকৃতিমান্ হইয়া এইরূপে
 কোটি কোটি সৃষ্টি-প্রলয় বিস্তার করেন।
 কিন্তু সেই বুদ্ধিমান্ কখন অভিমান আশ্রয়
 করেন না। তিনি সম্ব, রজ ও তমোগুণাধিত
 নিখিল জীবপরম্পরায় প্রবোধরূপে অবুদ্ধ
 জনের সংসর্গে বাস করেন। সহবাসগুণে
 তিনি মনে করেন,—“আমি বালক। আমি
 ‘সোহহং নহি’ এই বলিয়া গুণানুবর্তন করেন।
 তৎকালে তিনি তমোগুণে বিবিধ তামস ভাব,
 রজোগুণে রাজসভাব এবং সম্বসংজ্ঞয়ে
 সাত্বিক ভাব সকল প্রাপ্ত করেন। তাঁহার
 ঐ গুণত্রয়ের রূপ শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণভেদে
 ত্রিবিধ। তদীয় এই সকল রূপ প্রাকৃত বলি-
 যাই জানিবে। তামসগণ নিরয় প্রাপ্ত হয়,
 রাজসগণ মামুয্যলোকে বিচরণ করে এবং
 সাত্বিকগণ সুখভোগার্থ দেবলোকে প্রয়াণ
 করেন। নিরবচ্ছিন্ন পাপাচরণে তিৰ্য্যক্‌যোনি
 প্রাপ্ত হইতে হয়। পুণ্য ও পাপময় অমুখ্যানে

এবমব্যক্তবিষয়ঃ মোক্ষমাহর্ষনীষিণঃ ।
 পঞ্চবিংশতিমো যোহহং জ্ঞানাদেব প্রবর্ততে ॥
 ইতি ত্রীত্রাঙ্কে করাব্রবিচারনিক্রপণনৈক-
 চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪১ ॥

ষিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

এবমপ্রতিবুদ্ধতাদিবুদ্ধমবর্ততে ।
 দেহাদেহসহস্রাণি তথা চ ন স ভিচ্ছতে ॥ ১
 তিৰ্য্যগ্‌যোনিসহস্রেষু কদাচিদেবতাস্বপি ।
 উৎপদ্যতি তপোযোগাদ্গুণৈঃ সহ গুণকয়াৎ ॥
 মামুয্যাদিবং যাস্তি দেবো মামুয্যমেতি চ ।
 মামুয্যাম্মিরয়স্থানমালয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩
 কোষকারো যথাস্থানং কীটঃ সমভিকঙ্কতি ।
 সূত্রতন্তুগুণৈর্নিত্যং তথায়মগুণো গুণৈঃ ॥ ৪

মামুয্যপ্রাপ্তি ঘটে এবং কেবল পুণ্য-
 সঞ্চয়েই দেবতলাভ হয়। এইরূপে মনীষি-
 গণ অব্যক্ত বিষয়কেই মোক্ষ আখ্যায় অভি-
 হিত করিয়াছেন। উল্লিখিত পঞ্চবিংশ-
 ততম জ্ঞান হইতেই প্রবৃত্ত হয়। ৩৭—৪৮।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৪১ ॥

ষিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ কহিলেন,—জীব প্রতিবুদ্ধ না
 হওয়া পর্যন্ত এইরূপে বিবিধ অজ্ঞানমূলক
 কার্য্য করে বলিয়া এক দেহ হইতে অন্য
 দেহে যাতায়াত ক্রমে সহস্র সহস্র দেহ পরি-
 ভ্রমণ করে; পরন্তু গুণকোভ বশতঃ শত
 শত তিৰ্য্যগ্‌ জন্মেও তাহার উক্ত অজ্ঞানের
 অন্তথা হয় না। মামুয্য হইতে দেবত,
 তাহা হইতে পুনরায় মামুয্য, এবং তাহা
 হইতে নরকগমন, ইত্যাদিরূপে কোষকার
 কীট যেমন নিজ সূত্রে বুদ্ধ হুয়, তদ্রূপ এই

হৃদমেতি চ নির্দ্বন্দ্বস্তান্ন তান্নিহ যোনিষু ।
 * শীর্ষরোগেহৃদরোগে চ দন্তশূলে গলগ্রহে ॥ ৫
 জলোদরেহতিসারে চ গণ্ডমালাবিচর্চিকে ।
 শিত্রকুষ্ঠেহগ্নিদগ্ধে চ সিদ্ধাপস্মারয়োরপি ॥ ৬
 যানি চান্তানি হৃদ্যানি প্রাকৃতানি শরীরিণাম্ ।
 উৎপদ্যন্তে বিচিত্রানি তান্তে বা ভ্রাতৃভিন্নমন্তে ॥ ৭
 অভিমানাতিমানানাং তৈবেব স্মৃতাশ্চপি ।
 একবাসাশ্চতুর্বাসাঃ শায়ী নিত্যমধস্তথা ॥ ৮
 মণ্ডুকশায়ী চ তথা বীরাসনগতস্তথা ।
 বীরাসনমাকাশে তথা শয়নমেব চ ॥ ৯
 ইষ্টকাপ্রস্তরে চৈব চক্রকপ্রস্তরে তথা ।
 ভস্মপ্রস্তরশায়ী চ ভূমিশয্যানুলেপনঃ ॥ ১০
 বীরস্থানানুপাকে চ শয়নং ফলকেষু চ ।
 বিবিধানু চ শয্যানু ফলগৃহ্যাবিতানু চ ॥ ১১
 উদ্যানেন খললগ্নে তু কৌমরুকাজিনাবিতঃ ।
 মণিবালপরীধানো ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিচ্ছদঃ ॥ ১২
 সিংহচর্ম্মপরীধানঃ পটবাসান্তথৈব চ ।

জীবও গুণত্রয়ে জড়িত হইয়া থাকে । প্রকৃত
 পক্ষে সে নিজে নির্দ্বন্দ্ব হইলেও আপনাকে
 সুখী দুঃখী ইত্যাদিরূপ দ্বন্দ্বযুক্ত বোধ করে ।
 তাহার শিরঃপীড়া, নেত্ররোগ, দন্তশূল, গল-
 গ্রহ, জলোদর, অতিসার, গণ্ডমালা, বিচর্চিকা,
 শিত্র, কুষ্ঠ, অগ্নিদাহ, সিধ, অপস্মার এবং
 আরও নানাবিধ বিচিত্র প্রাকৃত পীড়া উৎপন্ন
 হয় । আত্মা অজ্ঞানবশে ঐ সকল বিষয়ে “ইহা
 আমার” এইরূপ অভিমান করেন; এই
 অভিমান হেতু তাঁহার সংসারানুভূতি ঘটে ।
 তিনি তখন অভিমানে মত্ত হইয়া স্মৃত হৃদয়,
 কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া । সিদ্ধি কামনায়
 কখনও একবসনধারী কচিৎ চতুর্বসনব্যবহারী,
 এইরূপে অধঃশায়ী, অধঃস্থায়ী, মণ্ডুকবৎ
 শয়নকারী, বীরাসনস্থ কখনও বা আকাশেই
 বীরাসন করিয়া শয়নাবস্থানাди কঠোরতা
 অবলম্বন করে । ১—৯ । ইষ্টকা, প্রস্তর,
 চক্রপ্রস্তর, ভস্মপ্রস্তর, ভূমিতল, বীরস্থান,
 জল-স্রোতঃস্থ কর্দম, ফল, পত্র, ফলক,
 উদ্যান, ক্ষেত্র, ইত্যাদি বিবিধ শয্যাশয়ন

ফলকঃ পরিধানশ্চ তথা কটকবস্ত্রধৃক্ ॥ ১৩
 কটেকবসনশ্চৈব চীরবাসান্তথৈব চ ।
 বস্ত্রাণি চান্তানি বহুভূতিমত্য চ বুদ্ধিমান্ ॥ ১৪
 ভোজনানি বিচিত্রাণি রত্নানি বিবিধানি চ ।
 একরাত্রান্তরাশিহমেককালিকভোজনম্ ॥ ১৫
 চতুর্থাষ্টমকালঞ্চ ষষ্ঠকালিকমেব চ ।
 ষড়্ভূতভোজনশ্চৈব তথা চাষ্টাভোজনঃ ॥ ১৬
 মাসোপবাসী মূলানী ফলাহারস্তথৈব চ ।
 বায়ুভক্ষশ্চ পিণ্ড্যাকদধিগোময়ভোজনঃ ॥ ১৭
 গোমূত্রভোজনশ্চৈব কাশপুষ্পাশনস্তথা ।
 শৈবালভোজনশ্চৈব তথা চান্তেন বর্ভয়ন্ ॥ ১৮
 বর্ভয়ন্ শীর্ণপর্ণৈশ্চ প্রকৌর্ণকলভোজনঃ ।
 বিবিধানি চ কুঙ্ক্লাণ সেবতে সিদ্ধিকাক্ষয়া ॥ ১৯
 চান্দ্রায়ণানি বিধিবল্লিঙ্গানি বিবিধানি চ ।
 চাতুরাশ্রমায়ুক্তানি ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়ণ্যপি ॥ ২০
 উপাশ্রয়ানপ্যপরান্ পাষণ্ডান্ বিবিধানপি ।
 বিবিক্তাশ্চ শিলাচ্ছায়াস্তথা প্রস্রবণানি চ ॥ ২১
 পুলিনানি বিবিক্তানি বিবিধানি বনানি চ ।
 কাননেষু বিবিক্তাশ্চ শলানাং মহতীর্জশাঃ ॥ ২২
 নিয়মান্ বিবিধাশ্চাপি বিবিধানি তপাংসি চ ।
 যজ্ঞাশ্চ বিবিধাকারান্বিতাশ্চ বিবিধান্তথা ॥ ২৩

করে । পট বস্ত্র, ফলক, কট, চীর, এবং
 আরও বিবিধ বসন পরিধান করে ;
 বিবিধ রত্ন ধারণ করে ; বিচিত্র বিবিধ
 ভোজন করে,—এক রাত্রান্তর, এককালিক,
 চতুর্থাষ্টমকালিক, ষষ্ঠকালিক, অষ্টমকালিক,
 ভোজন করে ; ছয়রাত্র অষ্টাহ বা একমাস
 উপবাসী থাকে ; ফল, মূল, বায়ু, পিণ্ড্যাক, দধি,
 গোময়, গোমূত্র, কাশপুষ্প, শৈবাল, গলিত-
 পত্র, ভূপতিত ফল ইত্যাদি নানাবিধ
 ভোজন ক্রমে অবলম্বন করে । ১০—১৯ ।
 তাঁহার বিবিধ চান্দ্রায়ণ, লিঙ্গোপাসন, আশ্রম-
 চতুষ্টয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধন আরও নানা কার্য ও
 পাষণ্ডাদি বিবিধ পথাবলম্বন করে ; বিবিক্ত,
 শিলা, ছায়া, প্রস্রবণ, পুলিন, বিবিধ বন,
 কানন ও গিরিগুহা আশ্রয় করে; বিবিধ নিয়ম,
 তপ, যজ্ঞ, বিদ্যা ও বাণিজ্য অনুষ্ঠান করে ;

বণিকুপধঃ দ্বিজকৃত্যৈশ্চাশুভ্রাঃস্তথৈব চ ।
 দানঞ্চ বিবিধাকারং দীনাঙ্করূপণাদিষু ॥ ২৪
 অভিমন্তেত সঙ্ঘাতুং তথৈব বিবিধান্ গুণান্ ।
 সঙ্ঘঃ রজস্তুমশ্চৈব ধর্মার্থৌ কাম এব চ ।
 প্রকৃত্যাত্মানমেবাত্মা এবং প্রবিভজ্যত ॥ ২৫
 স্বাহাকারবষট্কারৌ স্বধাকারনমস্ক্রিয়ে ॥ ২৬
 যজনাধ্যয়নে দানং তথৈবাহঃ প্রতিগ্রহম্ ।
 যাজনাধ্যাপনে চৈব তথাস্তুদপি কিঞ্চন ॥ ২৭
 জন্মমৃত্যুবিধানেন তথা বিশসনেন চ ।
 শুভাশুভময়ং সর্বমেতদাহঃ ক্রিয়াপথম্ ॥ ২৮
 প্রকৃতিঃ কুরুতে দেবী ভয়ং প্রলয়মেব চ ।
 দিবসাস্তে গুণানেন্তানতীত্যেকোহবতিষ্ঠতে ॥
 রশ্মিজালমিবাতিতাস্তৎকালং সন্নিযচ্ছতি ।
 এবমেবৈষ তৎসর্বং ক্রীড়ার্থমভিমন্ততে ॥ ৩০
 আত্মরূপগুণানেন্তান বিবিধান্ হৃদয়প্রিয়ান্ ।
 এবমেতাং প্রকৃষ্ণাণঃ সর্গপ্রলয়দর্শিনীম্ ॥ ৩১
 ক্রিয়াং ক্রিয়াপথে রক্তপ্লিগুণস্তুগুণাধিপঃ ।
 ক্রিয়াক্রিয়াপথোপেতস্তথা তদিতি মন্ততে ॥ ৩২
 প্রকৃত্যা সর্বমেবেদং জগদক্ষীকৃতং বিভো ।
 রজসা তমসা চৈব ব্যাপ্তং সর্বমনেকধা ॥ ৩৩

বিপ্রহ, ক্ষত্রহ, বৈশ্যহ ও শূদ্রহাদি ভাবাশ্রয় করে; দীন, দরিদ্র, অন্ধ ও খঞ্জদিগকে বিবিধ দান করে। আত্মা শ্রীয প্রকৃতির বশীভূত হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, সত্ত্ব, রজঃ ও তম, ইত্যাদি গুণের বিচিত্র সংযোগের কলে নিজেই সেই পৃথক পৃথক ভাবে আপ-
 নাকেই বিভাগ করিয়া থাকেন। ২০—২৫।
 তখন স্বাহাকার, স্বধাকার, নমস্কার, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, যাজন, অধ্যাপন, অস্ত্র নানা কার্য্য, জন্ম, মৃত্যু, হত্যা, ইত্যাদি শুভাশুভময় ক্রিয়াপথ উদ্ভূত হয়। সূর্য্য যেমন দিবাবসানে শ্রীয রশ্মি সঙ্কোচ করেন, প্রকৃতি দেবীও তেমনি ক্রীড়াবশে গুণত্রয়ের পরিবর্তন দ্বারা এই সকলের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। সৃষ্টি-সংহারদর্শিনী প্রকৃতির রজস্তমোগুণে এই জগৎ অক্ষীভূত হইয়া আছে। বিংশপাধিপতি জীব ত্রিগুণে

এবং হৃদ্যান্ততীতানি মম বর্তন্তি নিত্যশঃ ।
 মন্ত এতানি জায়ন্তে প্রলয়ে যান্তি মামপি ॥ ৩৪
 নিস্তর্ভব্যান্যাত্মৈতানি সর্বাণীতি নরাধিপ ।
 মন্ততে পক্ষবুদ্ধিতাত্তথৈব স্মৃতাশ্চপি ॥ ৩৫
 ভোক্তব্যানি মমৈতানি দেবলোকগতেন বৈ ।
 ইহৈব চৈনং ভোক্ত্যমি শুভাশুভকলোদয়ম্ ॥
 সুখমেবস্তু কর্তব্যং সক্রৎ কৃহা সুখং মম ।
 যাবদেব তু মে সৌখ্যং জাত্যাং জাত্যাং
 ভবিষ্যতি ॥

ভবিষ্যতি ন মে দুঃখং কৃতেনেহাপ্যনন্তকম্ ।
 সুখদুঃখং হি মানুষ্যাং নিরয়ে চাপি মজ্জনম্ ॥
 নিরয়াচ্চাপি মানুষ্যাং কালেনৈষ্যাম্যহং পুনঃ ।
 মনুষ্যহাচ্চ দেবহং দেবহাং পৌরুষং পুনঃ ॥
 মনুষ্যহাচ্চ নিরয়ং পর্য্যায়েনোপগচ্ছতি ।
 এষ এবং দ্বিজাভীনাযাত্মা বৈ, স গুণৈর্বৃতঃ ॥ ৪০
 তেন দেবমনুষ্যেযু নিরয়ং চোপপদ্যতে ।
 মমত্বেনারুতো নিত্যং তত্রৈব পরিবর্ততে ॥ ৪১
 সর্গকোটিসহস্রাণি মরণান্তানু মূর্তিষু ।

আবদ্ধ হইয়া উক্ত ক্রিয়াপথে আসক্ত হয়;—“আমার এই সুখ দুঃখ উপস্থিত, এ সকল আমা হইতে হয়, আমাতে লয় পায়। এ বিপদে আত্মত্যাগ করিব। ইহা স্মৃত, ইহা দেবলোকে ভোগ করিব, ইহা মর্ত্যলোকেই ভোগ করিব, এই ভাবে সুখ করিতে হয়, একবার করিয়াই আমার সুখ হইল, যে যে যোনিতেই জন্ম লই, আমার কোনও ক্রেশ ঘটিবে না; যদিই ঘটে, মনুষ্য জন্মই সুখদুঃখ ভোগের জন্ত; সেই মনুষ্য জন্মাস্তে যদিই নরকে যাই, পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভ হইবে ত?” এইরূপ নানাবিধ কল্পনা করিয়া সেই সেই যোনিতে আসক্ত হইয়া পড়ে। মনুষ্যহ হইতে দেবহ, দেবহ হইতে পুনরায় মানুষ্যহ তথা হইতে নরকগমন ইত্যাদি ক্রমে দ্বিজাতিগণের আত্মা নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ২৬—৪০। সে এই রূপে শত সহস্র যোনিতে নানা মূর্তিতে

য এবং কুরুতে কৰ্ম শুভাশুভফলাশ্রকম্ ॥ ৪২
স এবং ফলমাপ্নোতি ত্রিষু লোকেষু যুজিমান্ ।
প্রকৃতিঃ কুরুতে কৰ্ম শুভাশুভফলাশ্রকম্ ॥ ৪৩
প্রকৃতিশ্চ তথাপ্নোতি ত্রিষু লোকেষু কামগা ।
তিথ্যগুণোনিমগ্নস্যাত্তে দেবলোকে তথৈব চ ॥
ত্রীণি স্থানানি চৈতানি জানৌয়াৎ প্রাকৃতানি হ
অলিঙ্গপ্রকৃতিহাচ্চ লিঙ্গৈরপ্যনুমীয়তে ॥ ৪৫
তথৈব পৌরুষং লিঙ্গমনুমানাদি মন্বতে ।
স লিঙ্গাস্তরমাসাচ্চ প্রাকৃতং লিঙ্গমব্রণম্ ॥ ৪৬
ব্রণদ্বারাণ্যধিষ্ঠায় কৰ্ম্মাণ্যাত্মনি মন্বতে ।
শ্রোতাদৌনি তু সৰ্ব্বাণি পঞ্চ কৰ্ম্মোপ্তিরাণ্যথ ॥ ৪৭
রাগাদৌনি প্রবর্তন্তে শুণেঃষহ শুণেঃ সহ ।
অহমেতানি বৈ কুৰ্ব্বান্মৈতানৌল্লিখ্যাণি হ ॥ ৪৮
নিরিল্লিয়ো হি মন্বতে ব্রণবানস্মি নির্ভণঃ ।
অলিঙ্গে লিঙ্গমাত্মানমকালং কালমাত্মনঃ ॥ ৪৯
অসম্বৎ সস্বমাত্মানমমৃতং মৃতমাত্মনঃ ।
অমৃত্যুং মৃত্যুমাত্মানমচরং চরমাত্মনঃ ॥ ৫০

মমতায় আবৃত হইয়া নিম্নত পরিবর্তিত হয় ।
এইরূপ শুভাশুভ ফলাশ্রক কৰ্ম্ম যে
করে, সে ত্রিলোকে এইভাবে নিরন্তর ভ্রমণ
করিতে থাকে । প্রকৃতিই শুভাশুভ নানা
কৰ্ম্ম করে, প্রকৃতিই বিবিধ স্থান প্রাপ্ত হয় ।
তিথ্যকৃজাতি, মনুষ্যস্ব, দেবস্ব,—এই তিনটি
স্থান প্রাকৃত । প্রকৃতির এই চিহ্ন ব্যতীত
অঙ্গ এমন কোন চিহ্ন নাই, যাঙ্গ দ্বারা
তাহাকে জানা যায় । পুরুষের কোন চিহ্নই
নাই, কেবল অনুমান দ্বারাই তাঁহাকে জ্ঞাত
হওয়া যায় । জীব আপনি দোষ-
হীন হইয়াও উক্তরূপে নানা দোষসম্বিত
কৰ্ম্মসমূহে লিপ্ত হইয়া পড়ে । তখন তাহার
চক্ষু কণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ গুণসঙ্গহেতু স্ব স্ব
ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয় । নিরিল্লিয় নির্দোষ আত্মা
তখন “আমি ইহা করিতেছি, ইহা আমার”
ইত্যাদি বৃথা অভিমান করিয়া থাকেন ।
তিনি তথায় আপনাকে অলিঙ্গ হইয়া
লিঙ্গবান্, কালধীন, অসম্ব হইয়া সস্ববান্,
অমৃত হইয়া মৃত, অমৃত্যু হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত,

অক্কেত্রং ক্কেত্রমাত্মানমসঙ্গং সঙ্গমাত্মনঃ ।
অতস্বং তদ্বমাত্মানমভবং ভবমাত্মনঃ ॥ ৫১
অক্ষরং ক্ষরমাত্মানমবুদ্ধহাদ্বি মন্বতে ।
এবমপ্রতিবুদ্ধহাদবুদ্ধজনসেবনাং ॥ ৫২
সৰ্গকোটিসহস্রাণি পতনাস্থানি গচ্ছতি ।
জগ্মাস্তরসহস্রাণি মরণাস্থানি গচ্ছতি ॥ ৫৩
তিথ্যগুণোনিমগ্নস্যাত্তে দেবলোকে তথৈব চ ।
চন্দ্রমা ইব লোকানাং পুনস্তত্র সহস্রশঃ ॥ ৫৪
নীয়তেহপ্রতিবুদ্ধহাদেবমেব কুবুদ্ধিমান্ ।
কলা পঞ্চদশী যোনিস্তদ্ধাম ইতি পঠ্যতে ॥ ৫৫
নিত্যমেব বিজানৌহি সোমংবৈ ষোড়শাংশকৈঃ
কলয়া জায়তেহজস্রঃ পুনঃপুনরবুদ্ধিমান্ ॥ ৫৬
ধৌমাংশচাধং ন ভবতি নৃপ এবং হি জায়তে ।
ষোড়শী তু কলা সূক্ষ্মা স সোম উপধাধ্যাতাম্ ॥
ন তুপযুজ্যতে দেবৈর্দেবানপি যুনক্তি সঃ ।
মমস্বং ক্ষপয়িত্বা তু জায়তে নৃপসত্তম ॥ ৫৮
প্রকৃতেস্ত্রিগুণায়াম্ভ স এব বিগুণো ভবেৎ ॥ ৫৯
ইতি শ্রীব্রাহ্মে সাংখ্যামাহাত্ম্যঃ দ্বিচত্বরিংশদ-
ধিকদ্বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪২ ॥

অচল হইয়া চঞ্চল, অক্কেত্র হইয়া
ক্কেত্র, অসঙ্গ হইয়া সঙ্গপ্রাপ্ত, অতস্ব হইয়া
তদ্বাস্ব, জগ্মহীন হইয়া জগ্মবান্, অক্ষর
হইয়া ক্ষয়শীল, এবং বুদ্ধ হইয়াও আপনাকে
অবুদ্ধ বলিয়া অবধারণ করেন । আত্মবোধ
না হইলে, অজ্ঞানে বিষয়সেবনে এইরূপ শত
কোটি প্রকার যোনিতে পুত্বিত হইতে হয় ।
চন্দ্র যেমন লোকসকলে ক্ষীণ পুষ্টি বিবিধ
ভাবে যাতায়াত করেন, অজ্ঞান কুবুদ্ধিবশী-
ভূত জীবও তেমনি নানা যোনিতে গতাগতি
করিতে থাকে । চন্দ্র ষোড়শকলাশ্রক;
তাঁহার পঞ্চদশ কলা পঞ্চদশ যোনি মাত্র ।
এই সকল কলাতে তিনি নিত্য আবির্ভূত
হয়েন । ষোড়শী কলাই প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র ।
উহা অতীব সূক্ষ্ম । সেই অংশ নিত্যই
বিদ্যমান থাকে ; দেবতারা উহা ভোগ
করেন না । অজ্ঞানমোহিত জীব উক্ত
প্রকারে দেবতাদি নানা যোনিতে পরিভ্রমণ

ত্রিচছারিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

জনক উবাচ ।

অজরকরয়োরেষ দ্বয়োঃ সম্বন্ধ ইষ্যতে ।
 স্ত্রীপুংসয়োৰ্বা সম্বন্ধঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥ ১
 ঋতে তু পুরুষঃ নেহ স্ত্রী গৰ্ভান্ ধারয়তু্যত ।
 ঋতে স্ত্রিয়ঃ ন পুরুষো রূপং নির্বর্ততে তথা ॥ ২
 অস্ত্রোত্তমস্তাভিসম্বন্ধাদস্ত্রোত্তমগুণসংশ্রয়াৎ ।
 রূপং নির্বর্তয়েদেতদেবং সৰ্ব্বানু যোনিবু ॥ ৩
 রত্যর্থমতিসংযোগাদস্ত্রোত্তমগুণসংশ্রয়াৎ ।
 ঋতো নির্বর্ততে রূপং তদ্বক্ষ্যামি নিদর্শনম্ ॥ ৪
 যে গুণাঃ পুরুষস্তেহ যে চ মাতৃগুণাস্তথা ।
 অহি স্নায়ু চ মজ্জা চ জানীমঃ পিতৃতো দ্বিজ ॥
 স্ত্রীয়াংসশোণিতকৈতি মাতৃজাতানুত্তমম্ ।
 এবমেতদ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদশাস্ত্রেবু পঠ্যতে ॥ ৬

করিতে থাকে । হে নৃপসন্তম! ত্রিগুণাত্মক
 প্রকৃতির মমতা পরিহার করিতে পারিলে
 বিভণ হইয়া মুক্তি লাভ করা যায় ৷১৪—৬৯।
 ত্রিচছারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিচছারিংশদধিকবিংশতম অধ্যায় ।

জনক কহিলেন,—হে মুনিবর! অর ও
 অজর, ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ? উহা
 স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের মত কি? পুরুষ ব্যতীত
 স্ত্রী কখনও গর্ভ ধারণে সক্ষম হয় না; স্ত্রী
 ব্যতীত পুরুষও স্ত্রী রূপভূষণ নিবারণ
 করিতে পারে না। উহাদিগের পরস্পরের
 মিলনে পরস্পর গুণসম্পর্কহেতু রূপোৎ-
 পাদনে সমর্থ হয়। রত্যর্থ গাঢ় সংযোগে
 পরস্পর গুণ-মিলনে ঋতুকালে রূপোৎপাদন
 হয়। তাহার নিদর্শন বলিতেছি। হে দ্বিজ-
 রাজ! স্ত্রী-পুরুষের গুণ-সংযোগে দেহ উদ্ভূত
 হয়; অহি, স্নায়ু, মজ্জা, এ সকল
 পিতা হইতে আর স্নক, মাংস ও শোণিত
 এ সকল মাতা হইতে জন্মে, বেদ শাস্ত্রে

প্রমাণং যচ্চ বেদোক্তং শাস্ত্রোক্তং যচ্চ পঠ্যতে
 বেদশাস্ত্রপ্রমাণঞ্চ প্রমাণং তৎ সনাতনম্ ॥ ৭
 এবমেবাভিসম্বন্ধো নিত্যঃ প্রকৃতিপুরুষো ।
 যচ্চাপি ভগবন্তস্মান্মোকধর্মো ন বিদ্যতে ॥ ৮
 অথবানন্তরকৃতং কিঞ্চিদেব নিদর্শনম্ ।
 তন্মমাচ্চ তত্বেন প্রত্যক্ষো হুসি সর্বদা ॥ ৯
 মোক্ষকামা বয়ঞ্চাপি কাজ্জকামো যদনাময়ম্ ।
 অজ্জয়মজরং নিত্যমতীন্দ্রিয়মনীষরম্ ॥ ১০

বসিষ্ঠ উবাচ ।

যদেতদুক্তং ভবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনম্ ।
 এবমেতদ্যথা বক্ষ্যে তত্ত্বগ্রাহী যথা ভবান্ ॥ ১১
 ধাৰ্য্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োৰ্বেদশাস্ত্রয়োঃ ।
 ন চ গ্রন্থস্ত তত্ত্বজ্ঞো যথাতত্ত্বং নরেশ্বর ॥ ১২
 যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ ।
 ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্ত তদ্ধারণঃ বৃথা ॥ ১৩
 ভারং স বহতে তস্ত গ্রন্থস্তার্থং ন বেত্তি যঃ ।

সমাজে বেদোক্ত ও শাস্ত্রোক্ত যত কিছু
 প্রমাণ প্রচলিত আছে, সনাতন প্রমাণ বেদ-
 শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াই এই সকল প্রমাণ-
 রূপে গণ্য হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ
 —স্ত্রী-পুরুষের স্তায়ই নিত্য মিলিত
 থাকেন। তবে হে ভগবন্! মোক্ষ-
 ধর্ম আর কোথায় রহিল? অথবা ইহার
 মধ্যে আরও কোন বিশেষত্ব আছে?
 আপনি সর্বদা তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতেছেন,
 সুতরাং আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ
 করুন। আমরা মোক্ষকামনায় সেই অনা-
 ময়, অজয় অজর অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরাতীত
 নিত্য পদার্থের তত্ত্ব জানিতে কামনা করি।
 ১—১০। বসিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! আপনি
 যে বেদ-শাস্ত্রনিদর্শন উল্লেখ করিলেন,
 আপনি যেমন তত্ত্বগ্রাহী, উহা তদন্তরূপই
 বলিয়াছেন। হে নরেশ্বর! আপনি বেদ
 ও শাস্ত্র সকল অভ্যাস করিয়াছেন বটে,
 কিন্তু ঐ সকলের যথাযথ তত্ত্ব অবগত নহেন।
 কি বৈদিক, কি লৌকিক—গ্রন্থ অভ্যাস করিয়া
 যিনি তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না, তিনি

যন্ত গ্রহার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্ত গ্রহাগমো বৃথা ॥ ১৪
গ্রহস্তার্থঃ স পৃষ্টে মাদৃশো বক্তুমর্হতি ।
যথাতত্ত্বাভিগমনাদর্থঃ তস্ত স বিদ্যতি ॥ ১৫
ন যঃ সমুৎসুকঃ কণ্ঠিগ্রহার্থঃ স্থূলবুদ্ধিমান্ ।
স কথং মন্দবিজ্ঞানো গ্রহঃ বক্ষ্যতি নির্ণয়াৎ ॥
অজ্ঞাত্বা গ্রহতত্ত্বানি বাদং যঃ কুরুতে নরঃ ।
লোভাভ্যাপ্যথবা দস্তাৎ স পাপী নরকং ব্রজেৎ
নির্ণয়কাপি চিহ্নাত্মা ন তদ্বক্ষ্যতি তত্ত্বতঃ ।
সোহপীহাস্তার্থতত্ত্বজ্ঞা যস্মাত্ৰৈবাত্মবানপি ॥ ১৬
তস্মাকং শৃণু রাজেন্দ্র যথৈতদমুদৃশতে ।
যথা তত্ত্বেন সাংখ্যে যোগেষু চ মহাত্মনু ॥ ১৭
যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি সাংখ্যঃ তদমুগম্যতে ।
একং সাংখ্যক যোগক যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্
দ্ব্যাসং কধিরং মেদঃ পিত্তং মজ্জাস্থি স্নায়ু চ

কেবল গ্রহের ভার বহনই করিয়া থাকেন ।
তাঁহার সেই গ্রহাভ্যাস বৃথা । পরন্তু যিনি
গ্রহের তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তাঁহার গ্রহা-
ভ্যাস বৃথা নহে ; তিনি আমার মত যথাযথ
উত্তর বলিতে পারেন । তিনিই এই
গ্রহাভ্যাসের মুখ্য ফল ভোগ করেন ।
যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি, গ্রহার্থ আয়ত্ত করিতে
যত্ন না করে, তাহার বিজ্ঞান অত্যন্ত বলিয়া
গ্রহের সিদ্ধান্ত সে কেমনে বলিবে ?
গ্রহতত্ত্ব না জানিয়া লোভ বা দস্তবশে
যে জন বাদে প্রবৃত্ত হয়, সে পাপী নরকে
গমন করে । আর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত জানিয়াও
যে অজ্ঞান মানব তাহা যথাযথ উপদেশ না
করে, সেও প্রকৃত তত্ত্ব জানে না ; তাহার
আজ্ঞান নাই । ১১—১৮ । অতএব হে
রাজেন্দ্র ! সাংখ্য ও যোগ অনুসারে
মহাত্মারা এই তত্ত্ব যেরূপ দর্শন করেন, আমি
যথাযথ তাহা বলিতেছি । যোগীরা যাহা
সিদ্ধান্ত করেন, সাংখ্যমতেও তাহাই তত্ত্ব-
রূপে নিরূপিত হয় ; ফলতঃ সাংখ্য ও যোগ
—যিনি এতদুভয়কেই এক বলিয়া বুঝেন,
তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান । হে তাত ! তুমি
যে আমাকে ভ্রগাদি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

এতদৈন্দ্রিয়কং তাত যন্তবানিথমাথ মাম্ ॥ ২১
দ্রব্যাদ্রব্যস্ত নির্বাস্তুরিন্দ্রিয়াদিন্দ্রিয়ং তথা ।
দেহাদেহমবাপ্নোতি বীজাদ্বীজং তথৈব চ ॥ ২২
নিরিন্দ্রিয়স্ত বীজস্ত নির্দ্রব্যস্তাপি দেহিনঃ ।
কথং গুণা ভবিষ্যন্তি নির্গুণহান্নহান্ননঃ ॥ ২৩
গুণা গুণেষু জায়ন্তে তত্রৈব বিরমন্তি চ ।
এবং গুণাঃ প্রকৃতিজা জায়ন্তে ন চ যান্তি চ ॥ ২৪
দ্ব্যাসং কধিরং মেদঃ পিত্তং মজ্জাস্থি স্নায়ু চ ।
অষ্টৌ তান্তথ শুক্রেণ জানীহি প্রাকৃতেন বৈ
পুমাংশ্চবাপুমাংশ্চব স্ত্রীলিঙ্গং প্রাকৃতং স্মৃতম্
বায়ুরেষ পুমাংশ্চব রস ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৬
অলিঙ্গা প্রকৃতির্লিঙ্গৈরুপলভ্যতি সাত্ত্বজৈঃ ।
যথা পুষ্পকলৈর্নিত্যং মূর্তং চামূর্তয়ন্তথা ॥ ২৭
এবমপ্যনুমানেন স লিঙ্গমুপলভ্যতে ।
পঞ্চবিংশতিকস্তাত লিঙ্গেষু নিয়তাস্থকঃ ॥ ২৮
অনাদিনিধনোহনন্তঃ সর্বদর্শনকেবলঃ ।
কেবলং ভূতিমানিত্বাদ্গুণেষু গুণ উচ্যতে ॥ ২৯

তদ্বিষয়ে বলি,—মাংস কধির, মেদ, পিত্ত,
মজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, এ সকল ইন্দ্রিয় হইতে
উৎপন্ন হইয়া থাকে । দ্রব্য হইতে দ্রব্য, বীজ
হইতে বীজ, দেহ হইতে দেহ এবং ইন্দ্রিয়
হইতে ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হয় । নির্গুণ মহাত্মা
দেহী নিরিন্দ্রিয় ও নিবীজ ; স্মৃতরাং তাঁহার
গুণোৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায় ? গুণগণ
গুণেতেই জন্মে এবং গুণেই লীন হয় ; এই
প্রাকৃতিক গুণ সকল বস্তুত জন্মেও না, মরেও
না । স্বক্, মাংস, কধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা,
অস্থি, স্নায়ু, এই আটটি প্রাকৃত শুক্র হইতেই
জন্মে ; প্রকৃতি হইতে স্ত্রী এবং রস নামক
বায়ু হইতে পুরুষ হয় । লিঙ্গহীনা প্রকৃতি
আত্মজাত লিঙ্গদ্বারা এইরূপ অভিজাত
হয়েন । পুষ্প ফল দর্শনে মূর্ত বৃক্ষাদির স্তায়
অনুমানের সেই প্রকৃতির উপলক্ষি ষটিয়া
থাকে । হে তাত ! চতুর্বিংশতি তত্ত্বাভীত
পঞ্চবিংশক পুরুষ অভিমানবশে গুণসংসর্গে
গুণবান্ বলিয়া ভ্রান্ত হয়েন ; এবং ঐ সকল
লিঙ্গে নিয়তভাবে অধিষ্ঠান করেন । প্রকৃত

গুণা গুণবতঃ সন্তি নির্গুণস্ত কুতো গুণাঃ ।
 তস্মাদেবং বিজানন্তি যে জনা গুণদর্শিনঃ ॥ ৩০
 যদা ত্বেব গুণানেতান্ প্রাকৃতানভিমন্ততে ।
 তদা স গুণবান্বেব গুণভেদান্ প্রপশ্যতি ॥ ৩১
 যতদ্বুদ্ধেঃ পরং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগক সর্বশঃ
 বুধ্যমানঃ মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রবুদ্ধপরিবর্জনাঃ ॥ ৩২
 অপ্রবুদ্ধঃ যথা ব্যক্তঃ স্বপ্নগৈঃ প্রাহুরীশ্বরম্ ।
 নির্গুণকেশ্বরঃ নিত্যমধিষ্ঠাতারমেব চ ॥ ৩৩
 প্রকৃতেশ্চ গুণানাঞ্চ পঞ্চবিংশতিকং বুধাঃ ।
 সাংখ্যযোগে চ কুশলা বুধ্যন্তে পরমৈষিণঃ ॥ ৩৪
 যদা প্রবুদ্ধমব্যাক্তমবস্থানপনৌরবঃ ।
 বুধ্যমানঃ ন বুধ্যন্তেহবগচ্ছান্তি সমং তদা ॥ ৩৫
 এতন্নিদর্শনং সম্যগ্ভূত সম্যগবুদ্বদর্শনম্ ।
 বুধ্যমানঃ প্রবুধ্যন্তে দ্বাত্যাং পৃথগবিন্দম ॥ ৩৬
 পরম্পরেণৈতত্ত্বজ্ঞঃ করাকরনিদর্শনম্ ।
 একত্বমকরং প্রাহুর্নানাহুঃ করমুচ্যতে ॥ ৩৭

পক্ষে তিনি অনাদি, অনন্ত, অজর, এবং সর্বদর্শন মতে সর্দৈকরূপ । গুণবানেরই গুণ থাকে, নির্গুণের গুণ কোথায়? গুণদশা জনগণ তাঁহাকে উক্তরূপে অবগত আছেন । সেই আত্মা যখন এই সকল প্রাকৃত গুণে অভিমান করেন, তখনই তিনি গুণবান্ হইলেন ; গুণগণের বিবিধ ভেদ দর্শন করেন । ১৯-৩১। মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতে বুদ্ধির পরবর্তী, সাংখ্য যোগগম্য, প্রবুদ্ধ ব্যতীত বুধ্যমান অপ্রবুদ্ধ ঈশ্বর স্বকীয় গুণে পরিব্যক্ত ; পরন্তু অধিষ্ঠানরূপী পরমেশ্বর নির্গুণ । পর-মার্থত্বায়েবী সাংখ্যযোগকুশল মনোবিগণ প্রকৃতির এবং গুণগণের অতীত পঞ্চ-বিংশতিতম পুরুষেরই অনুধ্যান করিয়া থাকেন । প্রবুদ্ধ ভাব যতক্ষণ অব্যক্ত থাকে,—যাবৎ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তাবৎ জীব “বুদ্ধিগাও যেন বুকে না” এমন একটা অস্পষ্ট ভাব অনুভূত হয় । উহার পর কিয়ৎ কালান্তে পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয় । কর ও অকরের

পঞ্চবিংশতিনিষ্ঠোহয়ং তদা সম্যক্ প্রচক্ষতে ।
 একত্বদর্শনং চাস্ত নানাহুঃ চাস্ত দর্শনম্ ॥ ৩৮
 তদ্বিস্তৃত্বম্বোরেব পৃথগেতন্নিদর্শনম্ ।
 পঞ্চবিংশতিভিস্ত্বত্বং তদ্বমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৯
 নিস্ত্বত্বং পঞ্চবিংশস্ত পরমাহুর্মনীষিণঃ ।
 বর্গস্ত বর্গমাত্মনং তদ্বং তদ্বাৎ সনাতনম্ ॥ ৪০
 করালজনক উবাচ ।

নানাতৈকত্বমিত্যুক্তং ত্বয়ৈতদ্বিজসত্তম ।
 পশ্যতস্তদ্বি সন্দিগ্ধমেতম্বোর্বৈ নিদর্শনম্ ॥ ৪১
 তথা বুদ্ধপ্রবুদ্ধাত্যাং বুধ্যমানস্ত চানঘ ।
 স্থূলবুদ্ধ্যা ন পশ্যামি তদ্বমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
 অকরকরয়োরুক্তং ত্বয়া যদিপি কারণম্ ।
 তদপ্যাহুরবুদ্ধিহাৎ প্রনষ্টমিব মেহনঘ ॥ ৪৩
 তদেতচ্ছোভামচ্ছামি নানাতৈকত্বদর্শনম্ ।
 দ্বন্দ্বকৈবানিকরঞ্চ বুধ্যমানঞ্চ তদ্বতঃ ॥ ৪৪
 বিদ্যাবিগ্ধে চ ভগবন্নকরং করমেব চ ।

ইহা নিদর্শন মাত্র ; অনুদর্শন নহে । কলতঃ একত্ব অকর আর নানাহু কর । সেই পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ একত্ব জানে অকর, আর নানাহু জানেই কর পুরুষ । তদ্ববিৎ এবং তদ্বের ইহাই নিদর্শন । কোন কোন মনিষী বলেন,—পুরুষকে লইয়া সমুদায়ে তদ্বসংখ্যা পঞ্চবিংশতি ; পঞ্চবিংশের পরবর্তী পুরুষ নিস্ত্বত্ব । চতুর্বিংশতি তদ্বের যিনি কারণস্বরূপ, তাঁহাকে তদ্ব এবং তাঁহারও যিনি কারণ, সেই তদ্ববিংশ পুরুষকে সনাতন শব্দে নির্দেশ করা হয় । ৩২—৪০ । করাল জনক কহিলেন,—হে বিজসত্তম ! আপনি যে নানাহু এবং একত্বজনিত ভেদের বর্ণনা করিলেন, ইহার অসঙ্গিত নিদর্শন আমি দেখি না । হে অনঘ ! আমার স্থূলবুদ্ধি দ্বারা অপ্রবুদ্ধ, বুধ্যমান ও বুদ্ধ,—ইহাদিগের ভেদও অবধারণ করিতে পারিলাম না । অকর এবং করসদৃশে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, বুদ্ধির অট্টোষ্য দোষে তাহাও আমি বিস্মৃত হইয়াছি । বুদ্ধ, বুধ্যমান ও অবুদ্ধের এই নানাহু এবং—একত্ব দর্শনতদ্ব

সাংখ্যযোগঞ্চ কৃৎস্নেন বুদ্ধাবুদ্ধিঃ পৃথক্পৃথক্ ॥
বসিষ্ঠ উবাচ ।

হস্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি যদেতদনুপূচ্ছসি ।
যোগকৃত্যং মহারাজ পৃথগেব শৃণুয মে ॥ ৪৬
যোগকৃত্যন্ত যোগানাং ধ্যানমেব পরং বলম্ ।
তচ্চাপি দ্বিবিধং ধ্যানমাত্মবিদ্যাবিদো জনাঃ ॥
একাগ্রতা চ মনসঃ প্রাণায়ামস্তথৈব চ ।
প্রাণায়ামস্ত সত্ত্বগো নির্ভুগো মানসস্তথা ॥ ৪৮
মুদ্রোৎসর্গে পুরীষে চ ভোজেন চ নরাধিপ ।
দ্বিকালং নোপভুঞ্জীত শেষং ভুঞ্জীত তৎপরঃ ॥
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো নিবর্ত্য মনসা যুনিঃ ।
দ দ্বাদশভির্বাপি চতুर्वিংশাৎপরং যতঃ ॥ ৫০
স চোদনাভির্শ্রুতিমাত্মানানং চোদয়েদথ ।
তিষ্ঠন্তমজরস্তস্ত যন্তহৃৎ মনোযিতিঃ ॥ ৫১
বিশাখা সততং জ্ঞেয় ইত্যেবমনুত্তমম্ ।
ভব্যং হৃদীনমনসো নান্তথৈতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫২

আমি শুনিতে কামনা করি। আপনি
সাংখ্যযোগবিষয়িনী মহাবুদ্ধি, কর, অকর,
বিদ্যা, অবিদ্যা ইত্যাদি বিবরণ সম্যক
প্রকাশ করুন। বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহা-
রাজ! আপনাকে আমি এই জিজ্ঞাসিত
বিষয় বলিব; কিন্তু প্রথমতঃ পৃথকরূপে
যোগকৃত্য সকল শ্রবণ করুন। ৪৬—৪৭।
যোগকৃত্যসমূহের মধ্যে ধ্যানই প্রধান।
যোগবিদ্যা/বিশারদ জনগণ, প্রাণায়াম ও
মনের একাগ্রতা, এই দ্বিবিধ যোগের উল্লেখ
করেন। প্রাণায়াম সত্ত্ব, নির্ভুগ, মানস,—
এই ত্রিবিধ। প্রস্রাব, মলত্যাগ ও ভোজন
কালে ইহার অন্তর্ভব হয়। প্রাণায়ামকারী
মানব হইবার ভোজন করিবেন না; পরন্তু
একবারই খণ্ডাধি ভোজন করিবেন।
মুনিব্রতীধারী মানব দশ, দ্বাদশ বা চতুর্বি-
ংশতিবার প্রাণায়াম করিয়া যাবতীয় ইন্দ্రి-
য়ার্থ হইতে মনের প্রত্যাশার করিবেন।
মতিমান যোগী হির ধাকিয়া বিশাখার চিন্তা
; অপর কোনও বিষয়ে চিন্তনিয়োগ
করিবেন না। অবিলম্বেভাবে এইরূপ করি-

বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো লঘু হারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
পূর্বরাত্রে পরার্দ্ধে চ ধারয়ীত মনো হৃদি ॥ ৫৩
স্থিরীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং মনসা মিথিলেশ্বর ।
মনো বুদ্ধ্যা স্থিরং কৃৎস্না পাষণ ইব নিশ্চলঃ ॥
স্থানুবচাপ্যকম্প্যঃ স্তাদাকুবচাপি নিশ্চলঃ ।
বুদ্ধ্যা বিধিবিধানস্ততো যুক্তং প্রচক্রে ॥ ৫৫
ন শৃণোতি ন চাঘ্রাতি ন চ পশুতি কিঞ্চন ।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি ন চ সঙ্কল্পতে মনঃ ।
ন চাপি মন্ততে কিঞ্চিন্ন চ বুধ্যতে কাঠবৎ ॥
তদা প্রকৃতিমাপন্নং যুক্তমাত্মনৌষিণঃ ॥ ৫৭
ন ভাতি হি যথা দীপো দীপ্তিস্তদ্বচ্চ দৃশ্যতে ।
নিলিঙ্গশাখশ্চৈকিক তির্ধ্যগ গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥
তদা তদুপপন্নশ্চ যস্মিন দৃষ্টে চ কথ্যতে ।
হৃদয়স্থোহন্তরায়োতি জ্ঞেয়ো জ্ঞস্তাত মদ্বিধেঃ ॥
নিধূম ইব সপ্তাচিরাদিত্য ইব রশ্মিবান্ ।
বৈদ্যতোহগ্নিরিবাকাশে পশুত্যাগ্নানমানানি ॥
যং পশুন্তি মহাত্মানো ধৃতিমন্তো মনৌষিণঃ ।
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা হ্যযোনিমমৃতাত্মকম্ ॥ ৬১

সেই সিদ্ধি লাভ হয়, ইহার অন্তর্থা করিলে
সিদ্ধি হয় না; ইহা নিশ্চিত। সর্বসঙ্গ পরি-
হারপূর্বক লঘু আহার করত জিতেন্দ্রিয়
হইয়া প্রথম ও শেষ রাত্রে হৃদয়ে মনের
ধারণা করিবেন। হে মিথিলেশ্বর! যোগী
মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামের এবং বুদ্ধি দ্বারা
মনের সৈধ্য সাধন করিয়া পাষণবৎ নিশ্চল,
স্থানুবৎ নিষ্কম্প, ও কাঠবৎ স্থির হইয়া
বিধিবিধান মতে বুদ্ধি দ্বারা যোগাত্ম্যাস
করিবেন। এই ভাবে যখন শ্রবণ, আত্মাণ,
দর্শন, স্পর্শ, সঙ্কল্প, মনন ও অন্তর্ভবাদি সর্ব-
যুক্তি নিরোধ করিয়া যোগী প্রকৃতিস্থ হয়েন,
মনৌষিগণের মতে সেই অবস্থাই মুক্তাবস্থা।
৪৭—৫৭। ক্রমে তাঁহার হৃদয় মধ্যে অধঃ
উর্দ্ধ ও তির্ধ্যক্ গতিহীন দীপবৎ অন্তর্যাক্ষা
পরিব্যক্ত হয়েন। যোগী নিধূম অগ্নি, দীপ্তি-
মান আদিত্য ও বিদ্যাদগ্নিসম আত্মাকে
আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই
অযোনি অমৃতাত্মক আত্মাকে ধৃতিমান মহাত্মা

তৎসংস্পর্শমুত্তমোত্তমং তন্মহত্তমং মহত্তমম্ ।
 সর্বত্র সর্বভূতেষু এবং তিষ্ঠন্ত দৃশ্যতে ॥ ৬২
 বুদ্ধিদ্রব্যোণ দৃশ্তেন মনোদীপেন লোককুৎ ।
 মহত্তমমসম্ভাত পারে তিষ্ঠন্ত তামসঃ ॥ ৬৩
 তমূসো দূর ইত্যুক্তস্তব্ধজৈবেদপারগৈঃ ।
 বিমলো বিমলতৈশ্চ নিলিঙ্গোহলিঙ্গসংজ্ঞকঃ ॥ ৬৪
 যোগ এষ হি লোকানাং কিমন্তদ্যোগলক্ষণম্
 এবং পশুন্ প্রপশ্যেত আত্মানমজয়ং পরম ॥ ৬৫
 যোগদর্শনমেতাবচ্ছতং তে তদ্বতো ময়া ।
 সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যানিদর্শনম্ ॥
 অব্যক্তমাহঃ প্রখ্যানং পরাং প্রকৃতিমান্বনঃ ।
 তন্মান্বহং সমুৎপন্নং দ্বিতীয়ং রাজসত্ত্বম্ ॥ ৬৭
 অহঙ্কারস্ত মহত্তত্বতীয় ইতি নঃ শ্রুতম্ ।
 পঞ্চভূতান্তহঙ্কারাদাহঃ সাংখ্যাত্মদর্শনঃ ॥ ৬৮
 এতাঃ প্রকৃতয়স্তষ্টৌ বিকারাশ্চাপি ষোড়শ ।

মনীষী, ব্রহ্মপথরত ব্রাহ্মণেরাই সতত দর্শন
 করিয়া থাকেন। তিনি অণু হইতে
 অণুত্তর, মহৎ অপেক্ষা মহত্তর, স্থির,
 তমঃসম্পর্কহীন এবং সর্বত্র সর্বভূতে
 বিরাজিত। সাধারণ চক্ষে তাঁহাকে দেখা
 যায় না; পরন্তু তমোরাশির পারস্ব সেই
 আত্মাকে বুদ্ধিতৈলযুক্ত মনোদীপ দ্বারা
 দর্শন করা যায়। বেদপারগ জনগণের
 মতে তিনি তমোগুণের দূরবর্তী, বিমল,
 মননহীন, অলিঙ্গ ও সংজ্ঞাহীন। লোক-
 সমাজে ইহাই যোগ বলিয়া নিশ্চিত; ইহা
 ছাড়া যোগের অপর কি লক্ষণ হইবে?
 এইরূপেই অজয় পরমাত্মাকে দর্শন করিতে
 হয়। এই তোমাকে যোগদর্শন বলিলাম।
 এক্ষণে সাংখ্যজ্ঞানের পরিসংখ্যা করিয়া
 বলিতেছি। নাম-রূপাদি কল্পনার হেতুভূত
 অব্যক্ত ভাবকেই আত্মার পরাপ্রকৃতি বলা
 যায়। তাঁহা হইতে দ্বিতীয় তত্ত্ব মহত্তর
 উৎপত্তি হয়। ১২৭ হইতে তৃতীয় তত্ত্ব
 অহঙ্কার জন্মে। অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূত
 উৎপন্ন; সাংখ্য আত্মদর্শীরা এইরূপ বলেন।
 এই আটটি প্রকৃতি; ইহা ছাড়া আর

পঞ্চ চৈব বিশেষাশ্চ তথা পঞ্চেন্দ্রিয়ানি চ ॥ ৬৯
 এতাবদেব তদ্বানাং সাংখ্যমাহর্মনৌষিণঃ ।
 সাংখ্যে সাংখ্যবিধানজ্ঞা নিত্যং সাংখ্যপথে
 স্থিতাঃ ॥ ৭০
 যন্মাদ্যদভিজায়েত তত্ত্বত্রৈব প্রলীয়তে ।
 লীয়ন্তে প্রতিলোমানি সৃজ্যন্তে চাস্তরাশ্বনা ॥ ৭১
 আবুলোম্যেন জায়ন্তে লীয়ন্তে প্রতিলোমতঃ ।
 গুণা গুণেষু সততং সাগরস্তোম্ময়ো যথা ॥ ৭২
 সর্গপ্রলয় এতাবান্ প্রকৃতেৰ্নৃপসত্তম ।
 একত্বং প্রলয়ে চাস্ত বহুত্বঞ্চ তথা সৃজি ॥ ৭৩
 এবমেব চ রাজেন্দ্র বিজ্ঞেয়ং জ্ঞানকোবিদৈঃ ।
 অধিষ্ঠাতারমব্যক্তমস্তাপ্যোতম্নিদর্শনম্ ॥ ৭৪
 একত্বঞ্চ বহুত্বঞ্চ প্রকৃতেরনুতরবান্ ।
 একত্বং প্রলয়ে চাস্ত বহুত্বঞ্চ প্রবর্তনাং ॥ ৭৫
 বহুধায়া প্রকৃকৌত প্রকৃতিং প্রসবাস্থিকাম্ ।
 তচ্চ কেন্দ্ৰং মহানাত্মা পঞ্চবিংশোহধিষ্ঠিতি ॥
 অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে যতিসত্তমৈঃ ।

ষোড়শ বিকার আছে। পঞ্চ বিকার এবং
 পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও উহারই মধ্যে গণনীয়।
 সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তত্ত্বের সংখ্যা এই-
 রূপই বলিয়াছেন। যাহা হইতে যাহা জন্মে,
 তাহাতেই তাহার লয় হয়। পরমাত্মা প্রতি-
 লোমক্রমে লয় এবং অনুলোমক্রমে সৃষ্টি
 করিয়া থাকেন। সাগরের তরঙ্গের স্থায়
 গুণেতেই গুণগণ প্রতিলোমক্রমে লীন ও
 অনুলোমক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে
 নৃপসত্তম! প্রকৃতির ইহাই সৃষ্টি ও সংহার।
 সংহারে একত্ব এবং সৃষ্টিকালে বহুত্ব মাত্র।
 জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা অবগত আছেন।
 আত্মা অব্যক্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠানরূপে বর্ত-
 মান। উক্ত প্রকৃতির অনুবর্তন হেতুই
 একত্ব ও বহুত্ব অস্বমেয়। প্রলয়ে একত্ব এবং
 প্রবর্তনে বহুত্ব হইয়া থাকে। পঞ্চবিংশতিতম
 মহান আত্মা প্রকৃতিক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া
 প্রকৃতিকে বহুধা বিভক্ত করেন। উক্ত
 প্রকৃতিক্ষেত্রে অধিষ্ঠানহেতুই তিনি অধি-

অধিষ্ঠানাদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্ ।
ক্ষেত্রঃ জানাতি চাব্যক্তং ক্ষেত্রজ ইতি গোচ্যতে
অব্যক্তিকে পুরে শেতে পুরুষশ্চেতি কথ্যতে
অন্তদেব চ ক্ষেত্রঃ স্তাদন্তঃ ক্ষেত্রজ উচ্যতে ।
ক্ষেত্রমব্যক্ত ইত্যুক্তং জ্ঞাতারং পঞ্চবিংশকম্
অন্তদেব চ জ্ঞানং স্তাদন্তজ্জ্ঞেয়ং তদুচ্যতে ॥
জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ ।
অব্যক্তং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তথা সত্ত্বং তথেশ্বরম্
অনৌশ্বরমতত্ত্বঞ্চ তত্ত্বং তৎপঞ্চবিংশকম্ ॥ ৮১
সাংখ্যদর্শনমেতাবৎ পরিসংখ্যা ন বিদ্যাতে ।
সংখ্যা প্রকৃকৃতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রবক্ষ্যতে ॥ ৮২
চত্রিংশচ্চতুর্বিংশৎ প্রতिसংখ্যায় তত্ত্বতঃ ।
সংখ্যা সহস্রকৃত্যা তু নিস্তব্বঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৮৩
পঞ্চবিংশৎ প্রবুদ্ধায়া বুদ্ধ্যমান ইতি শ্রুতঃ ।
যদা বুদ্ধ্যতি আত্মানং তদা ভবতি কেবলঃ ॥ ৮৪
সমাদর্শনমেতাবদ্ভাষিতং তব তত্ত্বতঃ ।
এবমেতদ্বিজানন্তঃ সাম্যাতাং প্রতিযাস্যত ॥ ৮৫

ঠাতা । ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তাঁহাকে
ক্ষেত্রজ এবং সেই অব্যক্ত পুরে শয়ন করেন
বলিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলা যায় । ৮৮—৯৮ ।
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ পরস্পর পৃথক্ ;—অব্যক্ত
ক্ষেত্র, এবং তাহার জ্ঞাতা পঞ্চবিংশতিতম
পুরুষ—ক্ষেত্রজ । জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ও পৃথক্
পৃথক্ ;—জ্ঞান অব্যক্ত, জ্ঞেয় পঞ্চবিংশ
পুরুষ । অব্যক্ত ক্ষেত্র, সত্ত্ব ঈশ্বর এবং
তত্ত্বাতীত পঞ্চবিংশক পুরুষ-অনৌশ্বর ।
এই সাংখ্য দর্শন বলা হইল । ইহার সম্যক্
পরিসংখ্যা করা যায় না । অনেকে চতুর্বিংশ-
শতি চত্রিংশৎ ইত্যাদিরূপে সংখ্যা করেন
এবং প্রকৃতির নির্ণয়ে উদ্ভুক্ত হয়েন বটে,
কিন্তু প্রকৃতির অনন্তত্ব হেতু নিরূপিত সংখ্যা
হইতে পারে না । পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ
নিস্তব্ব । এই পঞ্চবিংশ পুরুষ পর্য্যন্তের তত্ত্ব
অবধারণ করিতে পারিলে জীব বুদ্ধ্যমান
হয় । যখন সম্যক্ আত্মবোধ জন্মে, তখন
সে কেবল ব্রহ্মময় হইয়া থাকে । এই আমি
আপনার নিকটে সাংখ্যদর্শন সম্যক্ কীৰ্ত্তন

সম্যাদ্ভিনিদর্শনং নাম প্রত্যক্ষং প্রকৃতেস্তথা ।
গুণবহাদ্যধৈতানি নির্গুণেভ্যস্তথা ভবেৎ ॥ ৮৬
ন ত্বেবং বর্তমানানামাবৃতিবর্ততে পুনঃ ।
বিদ্যাতে ক্ষরভাবশ্চ ন পরস্পরমব্যয়ম্ ॥ ৮৭
পশুন্ত্যমতয়ো যেন সম্যক্ তেষু চ দর্শনম্ ।
তে ব্যক্তিঃ প্রতিপদ্যন্তে পুনঃপুনরবিন্দম ॥ ৮৮
সর্বমেতদ্বিজানন্তো ন সর্বস্ত প্রবোধনাৎ ।
ব্যক্তিত্বতা ভবিষ্যন্তি ব্যক্তৈশ্চবানুবর্তনাৎ ॥
সর্বমব্যক্তমিত্যুক্তমসর্বঃ পঞ্চবিংশকঃ ।
য এবমভিজানন্তি ন ভয়ং তেষু বিদ্যাতে ॥ ৮৯
ইতি শ্রীরাঙ্গে ক্ষরাক্ষর-বিবরণঃ ত্রিচত্রি-
শদধিকঃ শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৩ ॥

করিলাম । ইহা জানিলে জীব ব্রহ্মে উপ-
শম প্রাপ্ত হয় । ৯৯—৮৫ । এই শাস্ত্র সম্যক্
নিদর্শনযুক্ত এবং প্রকৃতির প্রত্যক্ষতা-
সম্পাদক । ইহা গুণাসক্ত ও নির্গুণ পঞ্চ-
পাতী—সকলেরই পক্ষে হিতজনক ।
এতদ্ব্যতীতসারে অনুষ্ঠান করিলে তাহার
এ সংসারে পুনরাবৃতি হয় না । যাহাদিগের
ক্ষর ভাব বিদ্যমান, স্মৃত্যঃ পরস্পর
অব্যয়ভাব দর্শন করে না, সেই মুঢ় নর-
গণের এই দর্শন শাস্ত্র কোন ফলদায়ক
হয় না । হে অরিন্দম ! তাহার পুনঃপুনঃ
জন্ম-মরণাত্মক ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । এই শাস্ত্র সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াও
যাহারা সর্বতত্ত্বের প্রবোধ প্রাপ্ত হয় নাই,
তাহারা ব্যক্ত তত্ত্বের অনুবর্তন হেতু ব্যক্ত
ভাবেই থাকে । ‘সর্ব’ শব্দে অব্যক্ত এবং
‘অসর্ব’ শব্দে পঞ্চবিংশতিতম পুরুষকে বুঝি-
বেন । এই তত্ত্ব যাহারা জানেন, তাঁহা-
দিগের পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ জনিত
ভয় থাকে না । ৮৬—৯০ ।

ত্রিচত্রিংশদধিকঃ শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুঃসংসারিংশদধিকদ্বিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

সাংখ্যাদর্শনমেতাবহুত্বং তে নৃপসত্তম ।
বিদ্যাবিদ্যে ত্বিদানীং মে হং নিবোধানুপূর্ষশঃ
অভেদ্যমাহুরব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্মিণঃ ।
সর্গপ্রলয় ইত্যুক্তং বিদ্যাবিদ্যে চ বিংশকঃ ॥২
পরম্পরস্ত বিদ্যা বৈ ত্রিবোধানুপূর্ষশঃ ।
যথোক্তমুচিতিস্তাত সাংখ্যস্তাতিনিদর্শনম্ ॥৩
কর্মেচ্ছিয়াণাং সর্মেষাং বিদ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়ং স্মৃতম্
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাঞ্চ তথা বিষয়া ইতি নঃ কৃতম্ ।
নিষগাণাং মনস্তেষাং বিদ্যামাহূর্মনীষিণঃ ।
মনসঃ পঞ্চভূতানি বিদ্যা ইত্যভিচক্ষতে ॥৫
অহঙ্কারস্ত ভূতানাং পঞ্চানাং নাত্র সংশয়ঃ ।
অহঙ্কারস্তথা বিদ্যা বুদ্ধির্বিদ্যা নরেশ্বর ॥৬
বুদ্ধ্যা প্রকৃতিরব্যক্তং তদ্বানাং পরমেশ্বরঃ ।
বিদ্যা জ্ঞেয়া নরশ্রেষ্ঠ বিধিচ্চ পরমঃ স্মৃতঃ ॥৭
অব্যক্তমপরং প্রাহুর্বিদ্যা বৈ পঞ্চবিংশকঃ ।

চতুঃসংসারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! এ পর্যন্ত সাংখ্যাদর্শন বলিলাম । এক্ষণে আপনি বিজ্ঞা ও অবিদ্যার বিষয় আমার নিকট যথাযথ অবগত হউন । সৃষ্টি-প্রলয়-তত্ত্ব জ্ঞানগণ অব্যক্তকে অভেদ্য বলেন । সৃষ্টি, প্রলয় এবং পঞ্চবিংশক পুরুষ বিদ্যা-বিদ্যাত্মক । হে তাত! সাংখ্যাতত্ত্ব ঋষিরা বলেন যে,—যাবতীয় সৃষ্টিই পরম্পর পরম্পরের বিদ্যা । সমস্ত কর্মোচ্ছ্রিয়ের বিদ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়; বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিদ্যা বিষয়-সমূহ; বিষয়ের বিদ্যা মন; মনের বিদ্যা পঞ্চভূত; পঞ্চভূতের বিদ্যা অহঙ্কার; অহঙ্কারের বিদ্যা বুদ্ধি; বুদ্ধির বিদ্যা অব্যক্ত প্রকৃতি; চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক প্রকৃতির বিদ্যা পরম পুরুষ । অব্যক্তকে অপর বলা যায়; পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ ‘পর’ শব্দ বাচ্য । তিনিই পরম বিদ্যাশ্রয় । এই তত্ত্ব জানিলে জীব জ্ঞানজ্যেষ্ঠ সিবয়ে পারগ হইতে পারে ।

সর্বস্ত সর্বমিত্যুক্তং জ্ঞেয়জ্ঞানস্ত পারগঃ ॥৮
জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ং বৈ পঞ্চবিংশকম্ ॥
তথৈব জ্ঞানমব্যক্তং বিজ্ঞাতা পঞ্চবিংশকঃ ।
বিদ্যাবিদ্যে তু তত্ত্বেন ময়োক্তে বৈ বিশেষতঃ
অকরঞ্চ করঞ্চৈব যত্নতঃ ত্রিবোধ মে ॥১০
উভাবেতো করাবুক্তৌ উভাবেতাবধাকরৌ ।
কারণস্ত প্রবক্ষ্যামি যথাজ্ঞানস্ত জ্ঞানতঃ ॥১১
অনাদিনিধনাবেতো উভাবেবেবরৌ মতো ।
তত্ত্বসংজ্ঞাবুতাবেব প্রোচ্যেতে জ্ঞানচিন্তকৈঃ ॥
সর্গপ্রলয়ধর্মিহাদব্যক্তং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
তদেতদ্গুণসর্গায় বিকুর্মাণঃ পুনঃপুনঃ ॥১৩
গুণানাং মহদাদীনামুৎপদ্যতি পরম্পরম্ ।
অধিষ্ঠানং ক্ষেত্রমাহুরেতদ্বৈ পঞ্চবিংশকম্ ॥১৪
যদন্তর্গুণজালস্ত তদ্ব্যক্তাশ্চনি সজ্জিপেৎ ।
তদহং তদন্তর্গুণৈস্তত্ত্ব পঞ্চবিংশে বিলীয়তে ॥১৫
গুণা গুণেষু লীয়ন্তে তদেকা প্রকৃতির্ভবেৎ ।
ক্ষেত্রজোহপি তদা তাবৎ ক্ষেত্রকঃ সম্প্রণীয়তে

অব্যক্ত—জ্ঞান, পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ—
জ্ঞেয় । জ্ঞান অব্যক্ত, পঞ্চবিংশ পুরুষ
জ্ঞাতা । এই আমি আপনাকে বিদ্যা-
বিদ্যা-তত্ত্ব বিশেষরূপে কহিলাম । এক্ষণে
পূর্বে যে, অকর ও করের বিষয় উল্লেখ
করিয়াছি তাহারই বিশেষ বিবরণ আমার
নিকট অবগত হউন । ১.-১০ । উক্ত
উভয় পুরুষই কর এবং অকর । আমি
যথাজ্ঞানে ইহার কারণ বর্ণন করিতেছি ।
ইহারা উৎপত্তি-নাশ-রহিত জৈব । জ্ঞান-
বুশীলনকারী জনগণ ইহাদের উভয়কেই
তত্ত্ব সংজ্ঞা প্রদান করেন সৃষ্টি-প্রলয় ধর্ম
আছে বলিয়া অব্যক্তকে অব্যয় বলা হয় ।
উক্ত অব্যক্ত গুণসম্ভবশত নিরন্তর বিকার
প্রাপ্ত হয় । তাহাতেই মহত্ত্বাদির উৎপত্তি
ঘটে । উহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র—পঞ্চবিংশক
পুরুষ । তাহার অধিষ্ঠান হেতু অব্যক্ত
গুণগণ ব্যক্ততবে সংসৃষ্ট হয় । অহ-
ঙ্কার সেই গুণগণ সহ পঞ্চবিংশ পুরুষে
লীন হইয়া থাকে । গুণগণের এই

যদাকরন্তু প্রকৃতিগচ্ছতে গুণসংজিতা ।
নির্গুণত্বং বৈ দেহে গুণেষু পরিবর্তনাৎ ॥ ১৭
এবমেব চ ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজ্ঞানপরিচ্ছাদ্যৎ ।
প্রকৃত্যা নির্গুণত্বেষ ইত্যেবমবুৎশ্রম ॥ ১৮
করো ভবত্যেব যদা গুণবতী গুণেষুথ ।
প্রকৃতিং স্বথ জ্ঞানার্তি নির্গুণত্বং তথাত্মনঃ ॥ ১৯
তথা বিশুদ্ধো ভবতি প্রকৃতেঃ পরিবর্তনাতঃ ।
অন্তোহহমন্তেষমিতি যদা বুধ্যতি বুদ্ধিমান্ ॥ ২০
তদৈমোহব্যাথতামেতি ন চ মিশ্রহমাব্রজেৎ ।
প্রকৃত্যা চৈষ রাজেন্দ্র মিশ্রোহন্তোত্তম

দৃষ্টতে ॥ ২১

যদা তু গুণজালং তৎপ্রাকৃতং বিজুগুপ্সতে ।
পশুতে চ পরং পশুংস্তদা পশুর সংসৃজেৎ ॥ ২২
কিং ময়া কৃতমেতাবদ্যোহুহং কালনিমজ্জনঃ ।
যদা মৎস্তো হ্যভিজ্ঞানাদনুবর্তিতবান্জলম্ ॥ ২৩
অহমেব হি সন্মোহাদন্তমন্তঃ জনাজ্জনম্ ।

ভাবে আবির্ভাব ও তিরোভাবই প্রকৃতি ।
এই অবস্থায় ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্র জ্ঞানবান
হয়েন । গুণময়ী প্রকৃতি যখন অক্ষর পুরু-
ষকে আশ্রয় করেন, তখন গুণগণের পরি-
বর্তনভাবে নির্গুণত্ব আবির্ভূত হইয়া থাকে ।
ক্ষেত্রজ পুরুষ এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞানহীন হই-
লেই নির্গুণ হয়েন । আমরা এইরূপ গুণি-
য়াছি । গুণবতী প্রকৃতি যখন গুণে আসক্ত
থাকেন, তখন সেই ক্ষেত্রজ প্রকৃতিকে গুণ-
ময়ী এবং আপনাকে নির্গুণ বলিয়া অবধারণ
করিতে পারেন । তিনি যখন প্রকৃতিকে
বর্জনপূর্বক “আমি অন্ত এবং এ প্রকৃতিও
অন্ত” এরূপ বুঝিতে পারেন, তখনই তাঁহার
আত্মবোধ জন্মে । ১১—২০ । তিনি তখন
প্রকৃতি সহ নির্লিপ্ত ও হঃখরহিত হয়েন ।
যখন প্রাকৃত গুণজালে অবহেলা জন্মে, পর-
মাত্ম-দর্শন ঘটে, তখন তিনি আর সৃষ্টি
ব্যাপারে আসক্ত হয়েন না । তখন তিনি
ভাবেন,—আমি কালসাগরে মগ্ন থাকিয়া
এতকাল কি করিলাম ! মৎস্ত যেমন অজ্ঞান
বশতঃ জলের অনুবর্তন করে, আমিও

মৎস্তো যথোদকজ্ঞানাদনুবর্তিতবানহ ॥ ২৪
মৎস্তোহন্তঃসমখাজ্ঞানাদকালান্ভিমন্ততে ।
আত্মানং তদবজ্ঞানাদন্তকৈব ন বেদ্যাহম্ ॥ ২৫
মমাত্মা ধিকুবুদ্ধস্ত যোহহং মগ্ন ইমং পুনঃ ।
অনুবর্তিতবান্মোহাদন্তমন্তঃ জনাজ্জনম্ ॥ ২৬
অগ্নমত্র ভবেদ্বকুরনেন সহ মে কথম্ ।
সাম্যামেকহতাং যাতো যাদৃশস্তাদৃশত্বহম্ ॥ ২৭
তুল্যতামিহ পশ্যামি সদৃশোহহমনেন বৈ ।
অয়ং হি বিমলো ব্যক্তমহমৌদৃশকস্তদা ॥ ২৮
যোহহমজ্ঞানসন্মোহাদজ্ঞয়া স্পষ্টবুদ্ধবান্ ।
সংসর্গাদতিনংসর্গাৎস্থিতঃ কালমিমং হ্রহম্ ॥ ২৯
সোহহমেবং বশীভূতঃ কালমেতং ন বুদ্ধবান্ ।
উত্তমাদমমধ্যানাং তামহং কথমাবসে ॥ ৩০
সমানমায়য়া চেহ সহবাসমহং কথম্ ।
গচ্ছাম্যবুদ্ধভাবত্বাদিহেদানীং স্থিরো ভব ॥ ৩১
সহবাসং ন যাস্ত্যামি কালমেতং বিবক্ষনাৎ ।

তেমনি এক জন হইতে অন্ত জনের, এক
স্থান হইতে অন্ত স্থানের অনুবর্তন করি-
য়াছি । মৎস্ত যেমন আপনাকে পৃথকরূপে
জানিতে না পারিয়া জল হইতে অন্তর যায়
না, আমিও তেমনি আত্মার স্বতন্ত্রত্ব বুঝিতে
না পারিয়া বুঝা কেশভোগ করিয়াছি ।
মোহবশে আমি যে, এক জন হইতে অন্ত
জন ক্রমে এককাল সংসারের অনুবর্তন
করিয়াছি, আমাকে ধিক্ ! এই পরমাত্মাই
আমার বন্ধু, ইহারই সহিত আমার বসবাস ;
একগুণে ইহার সহিত একীভূত হইয়া আমি
যেমন ছিলাম তেমনি হইয়াছি । আমি
ইহার সদৃশ ; ইহার সহিত আমার তুল্যতা
দৃষ্ট হয় । কিন্তু ইনি বিমল এবং ব্যক্ত ;
আর আমি এই দশাগ্রস্ত হইয়াছি । আমি
অজ্ঞানময়ী প্রকৃতি দ্বারা প্রেরিত হইয়া এত-
কাল নানা সংসর্গে কাটাইলাম । এতকাল
ইহার বশীভূত থাকায় আমি বুঝিতে পারি
নাই । সেই প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম, অধম
এবং সমান হইলেও তৎসহ বাস আমার
করদবা নহে । যেহেতু এত কাল আমি আবদ্ধ

বঞ্চিতো হনয়া যক্তি নির্বিকারো বিকারয়া ॥ ২
 ন তত্তদপরাধঃ স্তাদপরাধো হযং মম ।
 যোহহমভাবঃ সক্তঃ পরাধুখমুপস্থিতঃ ॥ ৩৩
 ততোহশ্বিনবহরূপোহথ স্থিতো মূর্তিরমূর্তিমান্
 অমূর্তিচাপ্যমূর্তীয়া মমত্বেন প্রধ্বিতঃ ॥ ৩
 প্রকৃতম্ চ তয়া তেন তাসু তাস্বিহ যোনিষু ।
 নির্মমস্ত মমত্বেন বিকৃতং তাসু তাসু চ ॥ ৬৫
 যোনিষু বর্তমানেন নষ্টসংজ্ঞেন চেতসা ।
 সমতা ন ময়া কাচিদহঙ্কারে কৃতা ময়া ॥ ৩৬
 আত্মানং বহুধা কৃতা সোহয়ং ভূয়ো যুনক্তি মাম্
 ইদানীমববুদ্ধোহস্মি নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥ ৩৭
 মমত্বং মনসা নিত্যমহঙ্কারকৃতাত্মকম্ ।
 অপলগ্যামিমাং হিহা সংশ্রয়িষ্যে নিরাময়ম্ ॥ ৩৮
 অনেন সাম্যং যাস্তামি নানয়াহমচেতসা ।
 ক্লেমং মম সহানেন নৈবৈকমনয়া সহ ॥ ৩৯

থাকায় সে আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে ;
 নির্বিকার হইলেও সবিকার প্রকৃতি দ্বারা
 আমি প্রবঞ্চিত হইয়াছি । ২১—৩২ ।
 তাহাতে সে প্রকৃতির অপরাধ নাই, অপরাধ
 আমারই ; যেহেতু আমি আত্মচিন্তায় বিমুখ
 হইয়া তাহাতেই আসক্ত ছিলাম । আমি
 মূর্তিহীন হইলেও মমতা দ্বারা প্রধ্বিত হইয়া
 বহুরূপী ও বহু মূর্তিমান হইয়াছি । নির্মম
 হইলেও আমি প্রকৃতি কর্তৃক সেই সেই
 যোনিতে মমতা দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হই-
 য়াছি । পরন্তু অহঙ্কার বশে কুত্ৰাপি
 সমতা অবলম্বন করি নাই । সে প্রকৃতি
 এখনও আপনাকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া
 আমাকে সেই সমুদায়ে নিয়োগ করিতেছে ।
 আমি এখন বুদ্ধ হইয়াছি, আমার মমতা বা
 অহঙ্কার নাই ; আমাতে গংলয় অহঙ্কার-
 জনিত, এই মায়াতে পরিহারপূর্বক আমি
 নিরাময়কে আশ্রয় করিব । এই অচেতনা
 প্রকৃতির সহিত আমি আর সক্ত হইব না ;
 সেই পরমাত্মার সহিতই মিলিত হইব ।
 ইহার সহিত মিলনেই আমার কুশল হইবে ;
 কিন্তু জ্ঞাতা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইব না ।

এবং পরমসম্বোধাৎ পঞ্চবিংশোহমুখবান্ ।
 অক্ষরত্বং নিগচ্ছতি ত্যক্তা ক্ষরমনাময়ম্ ॥ ৪০
 অব্যক্তং ব্যক্তধর্ম্মাণং সত্ত্বণং নির্গুণং তথা ।
 নির্গুণং প্রথমং দৃষ্ট্বা তাদৃগুতবতি মৈথিল ॥ ৪১
 অক্ষরক্ষরয়োরেতদ্ব্যক্তং তব নিদর্শনম্ ।
 মদ্রেহ জ্ঞানসম্পন্নং যথা ক্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ৪২
 নিঃসন্ধিধ্বজং সূক্ষ্মকং বিশুদ্ধং বিমলং তথা ।
 প্রবক্ষ্যামি তু তে ভূয়স্তগ্নিবোধ যথাক্রমম্ ॥ ৪৩
 সাংখ্যযোগো ময়া প্রোক্তঃ শাস্ত্রদ্বয়নিদর্শনাৎ ।
 যদেব সাংখ্যশাস্ত্রোক্তং যোগদর্শনমেব তৎ ॥
 প্রবোধনপরং জ্ঞানং সাংখ্যানামবনীপতে ।
 বিস্পষ্টং প্রোচ্যতে তত্র শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া
 বৃহচ্চৈবমিদং শাস্ত্রমিত্যাহবিহুষো জনাঃ ।
 অগ্নিং চ শাস্ত্রে যোগানাং পুনর্ভবপূরঃসরম্ ॥
 পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্ত্বং পঠ্যতে চ নরাধিপ ।
 সাংখ্যানাস্তু পরং তত্ত্বং যথাবদনুবর্তিতম্ ॥ ৪৭

পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ এইরূপ পরম বোধ
 প্রাপ্ত হইয়া ক্ষরত্ব পরিহারপূর্বক অক্ষরত্ব
 লাভ করে । হে মিথিলারাজ ! অব্যক্ত
 ও ব্যক্ত—এই দুই পুরুষ সত্ত্ব ও নির্গুণ ।
 সেই নির্গুণ পরম পুরুষকে দর্শন করিলে
 জীব তখনই তদাকার প্রাপ্ত হয় । আমি
 ক্রুতিনিদর্শনানুসারে এই পরম জ্ঞানসাধন
 ক্ষরাক্ষরবিজ্ঞান তোমাকে কহিলাম । এই-
 ক্ষণ তুমি যাহাতে নিঃসন্ধিধ্বরূপে বুদ্ধিতে
 পার, তজ্জন্ত এই বিশুদ্ধ, বিমল সূক্ষ্ম
 তত্ত্ব পুনরায় যথাক্রম ব্যক্ত করিয়া কহি-
 তেছি ; তুমি অবধান কর । আমি সাংখ্য
 শাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র অনুসারে তোমাকে
 এই সাংখ্যযোগ কহিলাম । হে ভূপাল !
 সাংখ্যজ্ঞান আত্মপ্রবোধক । শিষ্যগণের
 হিতকামনায় উহা বিশিষ্টরূপেই বর্ণন কর
 কত্তব্য । বিদ্বান্ জনগণ এই শাস্ত্রকে
 “বৃহৎ” বলিয়া থাকেন । হে নরাধিপ
 এই শাস্ত্রে পুনর্জন্ম সহ যোগ এবং পঞ্চ
 বিংশের পরবর্তী তত্ত্ব পঠিত হয় । সাংখ্য
 দিগের পরতত্ত্ব ইতিপূর্বে যথাযথ বর্ণন

বুদ্ধমপ্রতিবুদ্ধঞ্চ বুধ্যমানঞ্চ তত্ত্বত
বুধ্যমানঞ্চ বুদ্ধত্বং প্রাহর্যোগনিদর্শনম্ ॥ ৪৮
ইতি ত্রীত্রাংগে বসিষ্ঠকরালজনকসংবাদে চতু-
শ্চহ্মারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৪॥

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

অপ্রবুদ্ধমথাব্যাক্তমিমং গুণনিধিং সদা ।
গুণানাং ধার্যাতাং তত্ত্বং সৃজত্যাঙ্কিপতে তথা ॥
অজো হি ক্রৌড়য়া ভূপ বিক্রিয়াং প্রাপ্ত ইতু্যত
আত্মানং বহুধা কৃত্বা নানৈব প্রতিচক্ষতে ॥ ২
এতদেবং বিকূর্মাণো বুধ্যমানো ন বুধ্যতে ।
গুণানাচরতে হ্যেব সৃজত্যাঙ্কিপতে তথা ॥ ৩
অব্যাক্তবোধনাট্টেব বুধ্যমানং বদন্ত্যপি ।
ন হ্যেবং বুধ্যতেহব্যাক্তং সগুণং তাত নির্গুণম্
কদাচিৎসেব খণ্ডেতত্তদাহঃ প্রতিবুদ্ধকম্ ।

করিয়াছি । বুদ্ধ, অপ্রতিবুদ্ধ, বুধ্যমান—
ইহারা যোগের নিদর্শনস্বরূপ । তুমি
বুধ্যমান হইয়াছ, [একগে এই তত্ত্বালোচন-
কলে বুদ্ধ হও । —৪৮ ।

চতুশ্চহ্মারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ বলিলেন,—এই অপ্রবুদ্ধ, অব্যাক্ত,
গুণাধারই সত্য সৃষ্টি ও সংহার করেন ।
আপনি এই তত্ত্ব অবধারণ করুন । হে
ভূপ ! সেই অজ পুরুষই নিজ লীলাবশে
বিকারপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বহুধা বিভাগ-
পূর্বক নানাকপে প্রতিভাত করেন । বিকার-
বশে এই আত্মা বুঝিয়াও যেন বুঝেন না ।
আত্মস্থ গুণগণ দ্বারা সৃষ্টি-সংহার-কার্য্যে
ব্যাপ্ত হইলেন । হে তাত ! তখন তাঁহাকে
তদীয় অব্যাক্ত বা নির্গুণ হইয়া বুঝাইয়া
দিলেও তাহা তিনি ধারণ করিতে পারেন

বুধ্যতে যদি চাব্যাক্তমেতদে পঞ্চবিংশকম্ । ৫
বুধ্যমানো ভবত্যেব মমাত্মক ইতি জ্ঞাতঃ ।
অন্তোন্ত প্রতিবুদ্ধেন বদন্ত্যব্যাক্তমচ্যুতম্ ॥ ৬
অব্যাক্তবোধনাট্টেব বুধ্যমানং বদন্ত্যত ।
পঞ্চবিংশং মহাত্মানং ন চানাবপি বুধ্যতে ॥ ৭
ষড়বিংশং বিমলং বুদ্ধমপ্রমেয়ং সনাতনম্ ।
সত্যং পঞ্চবিংশক চতুর্বিংশং বিবুধ্যতে ॥ ৮
দৃষ্টাদৃষ্টে হুগুগততৎস্বভাবে মহাত্মাতে ।
অব্যাক্তকৈব তদ্রূপ বুধ্যতে তাত কেবলম্ ॥ ৯
পঞ্চবিংশং চতুর্বিংশমাত্মানমহুপশ্রুতি ।
বুধ্যমানো যদাত্মানমন্তোহহমিতি মন্ততে ॥ ১০
তদা প্রকৃতিমানেষ ভবত্যব্যাক্তলোচনঃ ।
বুধ্যতে চ পরাং বুদ্ধিং বিশুদ্ধামমলাং যদা ॥ ১১
ষড়বিংশং রাজশার্দূল তদা বুদ্ধঃ কতো ব্রজেৎ
ততন্ত্যজতি সৌহব্যাক্তং সর্গপ্রলয়ধার্ম্মণম্ ॥ ১২
নির্গুণাং প্রকৃতিং বেদ গুণযুক্তামচেতনাম্ ।
ততঃ কেবলধর্ম্মাসৌ ভবত্যব্যাক্তদর্শনাৎ ॥ ১৩

না । কদাচিৎ যখন সেই আত্মা স্বীয়
অব্যাক্ত পঞ্চবিংশক বুদ্ধেন, তখন তাঁহাকে
প্রতিবুদ্ধ বলা যায় । মমতাভিমাণে আবদ্ধ
পঞ্চবিংশক পুরুষ প্রতিবুদ্ধ হইয়া যখন
অব্যাক্তকেও বোধিত করেন ; তখন তাঁহাকে
বুধ্যমান বলা কর্তব্য । ষড়বিংশতর বিমল,
বুদ্ধ, অপ্রমেয় ও সনাতন । চতুর্বিংশ
তর বিস্তারিত হইলেই পঞ্চবিংশ সংজ্ঞায়
অভিহিত হইলেন । অব্যাক্ত ব্রহ্ম তৎস্ব-
ভাবে অগুগত হইয়া দৃষ্ট ও অদৃষ্টাকার
প্রাপ্ত হইলেন । সেই চতুর্বিংশতরই বুধ্যমান
হইলে আপনাকে পঞ্চবিংশ বলিয়া বুঝিতে
পারেন ; আর তিনি যখন অজ্ঞানবশে আপ-
নাকে প্রকৃতিমান মনে করেন, তখন অব্যাক্ত-
ভাব প্রাপ্ত হইলেন । যখন অমল বিশুদ্ধ বুদ্ধির
রআশ্রয় করেন, তখন তিনি ষড়বিংশকে
জানিতে পারিয়া কৃতকৃত্য হইলেন । গুণযুক্ত
অচেতন প্রকৃতিকে তখন নির্গুণ বলিয়া
বুঝেন ; সুতরাং অব্যাক্ত দর্শন হেতু কেবল-
ধর্ম্ম হইয়া থাকেন কেবলমাত্র মিলিত হইয়া

কেবলেন সমাগম্য বিমুক্তাঙ্গানমাশ্রুয়াৎ ।
 এতত্ত্ব তত্ত্বমিত্যাঙ্কনিষ্ঠত্বমজরামরম ॥ ১৫
 তত্ত্বসংগ্রহণাদেব তত্ত্বজ্ঞো জায়তে নৃপ ।
 পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি প্রবদন্তি মনোবিগঃ ॥ ১৫
 ন চৈব তত্ত্ববাংস্তাত সংসারেষু নিমজ্জতি ।
 এষামুপৈতি তত্ত্বং হি কিং প্রং বুধ্যস্ব লক্ষণম্ ॥ ১৬
 ষড়্বিংশোহয়মিতি প্রাক্তো গৃহ্যমাণোহজরামরঃ
 কেবলেন বলেনৈব সমতাং যাত্যসংশয়ম্ ॥ ১৭
 ষড়্বিংশেন প্রবুদ্ধেন বুধ্যমানোহপ্যবুদ্ধমান ।
 এতন্নানাহমিত্যুক্তং সাংখ্যশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ১৮
 চেতনেন সমেতস্ত পঞ্চবিংশতিকস্ত হ ।
 একত্বং বৈ ভবেত্তত্ত্ব যদা বুদ্ধান্নবুধ্যতে ॥ ১৯
 বুধ্যমাণেন বুধ্যেন সমতাং য়াতি মৈথিল ।
 সঙ্গধর্ম্মা ভবত্যেব নিঃসঙ্গাঙ্গা নরাধিপ ॥ ২০
 নিঃসঙ্গাঙ্গানমাসাদ্য ষড়্বিংশং কর্মজং বিহুঃ ।
 বিভূত্যাঙ্গতি চাব্যাক্তং তদা হেতুবিবুধ্যতে ॥ ২১
 চতুর্বিংশমগাধক ষড়্বিংশস্ত প্রবোধনাৎ ।
 এষ হুপ্রতিবুদ্ধস্ত বুধ্যমানস্ত তেহনঘ ॥ ২২

তখন চিন্ময়ী হইলেন। এই পর্য্যন্তই তত্ত্ব
 ইহার পর নিষ্কর; তাহা অজর ও অমর।
 হে নৃপ! তত্ত্ব গ্রহণেই লোক তত্ত্বজ্ঞ হয়।
 হে তাত! তত্ত্বজ্ঞানবান্ মানব কদাপি
 সংসারে নিমগ্ন হয় না; পরন্তু সেই পরম
 তত্ত্বই লাভ করিতে পারে। তুমি এই সকল
 তত্ত্বলক্ষণ অনগত হও। প্রবল প্রযত্নে
 এই অজরামর ষড়্বিংশ তত্ত্বকে চিন্তে ধারণ
 করিলে সেই প্রবুদ্ধ ষড়্বিংশতত্ত্বের মহিমারই
 সমতা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহাতে সংশয় নাই।
 চেতনসমবিত পঞ্চবিংশ পুরুষের নানাহ
 বিবরণ এই সাংখ্যশ্রুতি অনুসারে উক্ত
 হইল। তিনি যখন বুদ্ধিহারা বোধিত হইলেন,
 তখন বুধ্যমান হইয়া বুদ্ধসহ সমতা প্রাপ্ত
 হইলেন। হে মৈথিল! ইনি বস্তুতঃ নিঃসঙ্গ
 হইলেও সঙ্গবান্ হইলেন। ১—২০। নিঃসঙ্গ-
 আত্মাকে লইয়া ষড়্বিংশপুরুষকে কর্মজসংক্রান্ত
 আত্মহিত করা যায়। চতুর্বিংশ তত্ত্ব বিবুদ্ধ

উক্তো বুদ্ধস্ত তত্ত্বেন যথাশ্রুতিনিদর্শনঃ ॥
 মশকোহুহরে যদদন্তত্বং তদদেত্তয়োঃ ॥ ২৩
 মৎস্তোদকে যদা তদদন্তত্বমুপলভ্যতে ।
 এবমেব চ গন্তব্যং নানাট্টকহমেতয়োঃ ॥ ২৪
 এতাবম্মোক ইত্যুক্তো জ্ঞানবিজ্ঞানসংক্রিতঃ ।
 পঞ্চবিংশতিকস্তাত যোহয়ং দেহে প্রবর্ততে ॥
 এষ মোক্ষয়িতব্যোতি প্রাহরব্যাক্তগোচরাৎ ।
 সোহয়মেবং বিমুচ্যেত নাত্তথৈতি বিনিশ্চয়ঃ ॥
 পরস্ত পরধর্ম্মা চ ভবত্যেব সমেত্য বৈ ।
 বিত্তধর্ম্মা শুদ্ধেন নাত্ত্বেন চ বুদ্ধিমান্ ॥ ২৭
 বিমুক্তধর্ম্মা বুদ্ধেন সমেত্য পুরুষধর্ম্মতঃ ।
 বিয়োগধর্ম্মিণা চৈব বিমুক্তাঙ্গা ভবতাত্ম ॥ ২৮
 বিমোক্ষিণা বিমোক্ষস্ত সমেত্যেহ তথা ভবেৎ
 শুচিকর্ম্মা শুচিশ্চৈব ভবত্যমিতবুদ্ধিমান্ ॥ ২৯
 বিমলাঙ্গা চ ভগতি সমেত্য বিমলাঙ্গনা ।
 কেবলাঙ্গা তথা চৈব কেবলেন সমেত্য বৈ ।
 স্বতন্ত্রস্ত স্বতন্ত্রেণ স্বতন্ত্রমবাপ্যতে ॥ ৩০

হইয়া ষড়্বিংশত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে পাপ-
 হীন রাজন্! শ্রুতিনিদর্শন অনুসারে আমি
 এই বুদ্ধ, বুধ্যমান ও অবুদ্ধের তত্ত্ব কীর্তন
 করিলাম। মশক ও উহুহরের, এবং মৎস্ত
 ও উদকের স্থায় ইহাদেরও একত্ব ও নানাত্ব
 অবধারণ করা কর্তব্য। যিনি দেহে প্রবৃত্ত
 হইলেন, সেই পঞ্চবিংশতিতম পুরুষের এই
 প্রকারই জ্ঞানবিজ্ঞান নামক মোক্ষ উক্ত হইল।
 অব্যাক্ত সঙ্গ হইতে ইহাকেই মোচন করিতে
 হয়, ইনি এইরূপেই মুক্তি হইয়া থাকেন;
 আর কোন উপায় নাই। কসতঃ সেই জীব
 পরপুরুষ-মিলনে পরধর্ম্মী হইলেন; বিত্ত
 সংযোগে বিত্তধর্ম্মা, বুদ্ধসহ সংযোগে
 বিমুক্তধর্ম্মা, বিয়োগধর্ম্মীর সংসর্গে বিমুক্তাঙ্গা,
 বিমোক্ষধর্ম্মা সহ বিমোক্ষ, শুচি সংযোগে
 শুচিকর্ম্মা, বিমলাঙ্গার সহিত মিলনে
 বিমলাঙ্গা, কেবল সহ সন্মিলনে কেবলাঙ্গা,
 এবং স্বতন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া
 স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত হইলেন। ২১—৩০।

এতাবদেতৎ কথিতং যথা তে
তথাঃ মহারাজ যথার্থত্বম্ ।
অমৎসরত্বং প্রতিগৃহ্য বুধ্যা
সনাতনং ব্রহ্ম বিশুদ্ধমাদ্যম্ ॥ ৩১
তদ্বাদনিষ্ঠস্ত জনস্ত রাজন্
প্রদেয়মেতৎ পরমং হুয়া ভবেৎ ।
বিধিৎসমানায় নিবোধকারকঃ
প্রবোধহেতোঃ প্রণতস্ত শাসনম্ ॥ ৩২
ন দেয়মেতচ্চ যথানুতান্নে
শঠায় ক্রীবায় ন জিহ্ববুদ্ধয়ে ।
ন পণ্ডিতজ্ঞানপরোপতাপিনে
দেয়ং তথা শিষ্যবিবোধনায় ॥ ৩৩
শ্রদ্ধাধিতায়াথ গুণাধিতায়
পরোপবাদাধির ভায় নিত্যম্ ।
বিশুদ্ধযোগায় বুধ্যৈ চৈব
রূপাবতেহৎ ক্রমিণে হিতায় ॥ ৩৪
বিবিক্তশীলায় বিধিপ্রিয়ায়
বিবাদহীনায় বহুজ্ঞতায় ।
বিনীতবেশায় নহৈতুকায়নে
সদৈব গুহ্যং হ্রিদমেব দেয়ম্ ॥ ৩৫

হে মহারাজ ! এই পর্য্যন্তই যথার্থত্ব তোমার
নিকট প্রকাশ করিয়া कहিলাম, তুমি মাৎসর্য-
হীন হইয়া বুদ্ধিবলে এই বিশুদ্ধ আদ্য সনা-
তন ব্রহ্মত্ব হৃদয়ঙ্গম কর । হে রাজন্ !
যে ব্যক্তি বেদনিষ্ঠ, তাহাকেই তুমি এই
পরম ত্ব প্রদান করিবে। এবং যে ব্যক্তি
বৈধ কার্য্য করিতে সমুৎসুক, তথাবিধ প্রণত
জনের প্রবোধ নিমিত্তও এই তত্ত্বোপদেশ
প্রদান করা যাইতে পারে । যাহারা অসত্য-
বাদী, শঠ, ক্রীব বা কুটিলবুদ্ধি এবং যাহার
পাণ্ডিত্যে পরের উপতাপ জন্মে, ঈদৃশ
জ্ঞোতা ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিবে না;
পরন্তু প্রকৃত শিষ্য জনের বোধবুদ্ধির জন্ত
তাহাকেই ইহা প্রদেয় । যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালু,
গুণবান, নিত্য পরদার-বিমুখ, যোগ-বিশুদ্ধ,
রূপালু, ক্রমাবান, পরহিত-নিরত বা প্রকৃত
পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন এবং যে ব্যক্তি বিবিক্ত-

এতৈর্গুণৈর্হীনতমে ন দেয়-
মেতৎ পরং ব্রহ্ম বিশুদ্ধমাহঃ ।
ন শ্রেয়সে যোক্ত্যতি তাদৃশে কৃতং
ধর্ম্মপ্রবক্তারমপাত্তদানাৎ ॥ ৩৫
পৃথ্বীমিমাং বা যদি রক্তপূর্ণাং
দদ্যাদদেয়ং হ্রিদমব্রতায় ।
জিতেশ্রিয়ায় প্রযতায় দেয়ঃ
দেয়ঃ পরং তদ্বিবে নরেন্দ্র ॥ ৩৭
করাল মা তে ভয়মস্তি কিঞ্চি-
দেতচ্ছ্রুতং ব্রহ্ম পরং হুয়াক্ত ।
যথাবহুজ্ঞং পরমং পবিত্রং
বিশোকমত্যন্তমুনাদিমধ্যম্ ॥ ৩৮
অগাধমেতদজরামরঞ্চ
নিরাময়ং বীতভয়ং শিবঞ্চ ।
সমৌক্ষ্য মোহং পরবাদসংজ্ঞ-
মেতস্ত তদ্বার্থমিমং বিদিত্বাহা ॥ ৩৯
অবাগ্মমেতচ্চি পুরা সনাতনাৎ
হিরণ্যগর্ভাদ্ধি ততো নরাধিপ ।

সেবী, বিধিপ্রিয়, বিবাদবিহীন, বহুজ্ঞত বা
বিনীতবেশ, তাদৃশ জনকেই এই গোপনীয়
তত্ত্বোপদেশ প্রদান করা কর্তব্য । পূর্বে যে
সকল গুণের উল্লেখ করিলাম, এই সমস্ত
ও 'যাহার নাই, পাণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,
তাদৃশ জনকে কখনই এই বিশুদ্ধ পরম ব্রহ্ম-
ত্ব উপদেশ দিবে না । যদি কেহ দেয়,
তবে অপাত্রে উপদেশ . দান-নিবন্ধন তথা-
বিধ ধর্ম্মবক্ত । শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবেন না ।
হে নরেন্দ্র ! বরং এই রক্তপূর্ণা পৃথিবীকে
অব্রতচারী বা অপাত্র জনে দান করা
যাইতে পারে ; কিন্তু এই ব্রহ্মত্বের উপ-
দেশ তাদৃশ জনে কিছুতেই প্রদেয় নহে ।
আমি আবার বলি, জিতেশ্রিয় তত্ত্বজ্ঞ
ব্যক্তিই এই তত্ত্বোপদেশের যোগ্য পাত্র ।
হে করাল ! তুমি আজ এই পরমব্রহ্মত্ব
ব্রণ করিয়াছ, তোমার আর সংসারে
কোনই ভয় নাই ; যাহা পরম পবিত্র, যাহাতে
শ্রোত্রলেশ নাই, যাহা আদি, মধ্য ও অন্ত

প্রসাদ্য যত্নেন তথুগ্রতেজসঃ
সনাতনঃ ব্রহ্ম যথা যুগ্মৈতৎ ॥ ৪০
পৃষ্টেছমা চান্মি যথা নরেন্দ্র
তথা ময়েদং অগ্নি নোক্তমন্তৎ ।
যথাবাণ্ডঃ ব্রহ্মণো মে নরেন্দ্র
মহাজ্ঞানং যোক্তবিদাং পরায়ণম্ ॥ ৪১

ব্রাস উবাচ ।

এতচ্ছ্রুতং পরং ব্রহ্ম যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ।
পঞ্চবিংশং মুনিশ্রেষ্ঠা বসিষ্ঠেন যথা পুরা ॥ ৪২
পুনরাবৃত্তিমাপ্নোতি পরমং জ্ঞানমব্যয়ম্ ।
নাতি বুধ্যতি তত্বেন বুধ্যমানোহজরামরম্ ॥
এতন্নিঃশ্রেয়সকরং জ্ঞানং ভোঃ পরমং ময়া ।
কথিতং তত্বতো বিপ্রাঃ শ্রুত্বা দেবর্ষিতো দ্বিজাঃ

বর্জিত, আমি সেই অগাধ, অজর, অমর,
বীতভয় নিরাময়, পরম শিবস্বরূপের কথা
কীৰ্ত্তন করিলাম । হে নরাধিপ ! আমি এই
সংসার-প্রপঞ্চকে মোহের মহিমা বলিয়া
বুঝিতে পারিয়া সনাতন হিরণ্যগর্ভের নিকট
হইতে পূর্বে এই তত্ত্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ।
আমি সেই উগ্রতেজা দেবদেবকে সযত্নে
প্রসাদিত করিয়া এই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিয়া-
ছিলাম । হে নরেন্দ্র ! তুমিও আমায় সেইরূপই
প্রসাদিত করিয়া প্রণয় করিয়াছিলেন, আমিও
ব্রহ্মার নিকট যেমন উপদেশ পাইয়াছিলাম,
তোমাকেও অবিকল তাহাই বলিলাম ।
জানিবে,—এই এক মহাজ্ঞানই যোক্তবিদ-
গণের এক মাত্র অবলম্বনীয় ৩১—৪১। ব্রাস
বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! পুরাকালে
বশিষ্ঠ মুনিজনক রাজের নিকট ৭৫ পরম
ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই ত আমি
অধুনা তাহা ব্যক্ত করিলাম । এই তত্ত্ব জানিলে
সংসারে আর পতিত হইতে হয় না । যে
ব্যক্তি এই অব্যয় পরম জ্ঞানে জ্ঞানী হয়
না, সংসারে পুনরায় তাহাকে আসিতে হয় ।
বল্য বাক্য, যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে
তাহাকে ভবপ্রবাহে পতিত হইতে হয়
না । হে মুনিগণ ! এই পরম নিঃশ্রেয়স-

হিরণ্যগর্ভাদৃশিণা বসিষ্ঠেন সমাহৃতম্ ।
বসিষ্ঠাদৃশিশার্দ্দুলো নারদোহবাণ্ডবানিদম্ ॥ ৪৫
নারদাদ্বিদিভঃ মহ্যমেতচ্ছ্রুতং সনাতনম্ ।
মা শুচধ্বং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রুত্বৈতৎপরমং পদম্ ॥ ৪৬
যেন ক্ররাকরে ভিন্নে ন ভয়ং তস্ত বিদ্যতে ।
বিদ্যতে তু ভয়ং যস্ত যো নৈনং বেত্তি তত্বতঃ
অবিজ্ঞানাত মুঢ়াত্মা পুনঃপুনরুপজীবান্ ।
প্রত্য জাতিসহস্রাণি মরণাস্তান্মুখ্যপান্মুতে ॥ ৪৮
দেবলোকঃ তথা তিৰ্য্যাকান্মুখ্যমপি চান্মুতে ।
যদি বা মুচ্যতে বাপি তস্মাদজ্ঞানসাগরাৎ ॥ ৪৯
অজ্ঞানসাগরে ঘোরে হব্যক্তাগাধ উচ্যতে ।
অহস্তহনি মজ্জন্তি যত্র ভূতানি ভো দ্বিজাঃ ॥ ৫০
তস্মাদগাধাব্যক্তাঙ্গপক্ষীণাং সনাতনাং ।
তস্মাদ্যায়ং বিরজ্জ্জ্বা বিতমস্কাস্ত ভো দ্বিজাঃ

সকর জ্ঞানসহজে পূর্বে আমি দেব ও
ঋষিগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম,
আপনাদের নিকট সেইরূপই ব্যাখ্যা
করিলাম । হিরণ্যগর্ভ হইতে বশিষ্ঠ ঋষি
এবং বশিষ্ঠ হইতে ঋষিবর নারদ, এই তত্ত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; নারদ এই সনাতন
তত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশ করেন; আমি
তাঁহারই উপদেশে ইহা জানিতে পারিয়াছি ।
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এই পরম পদের বিষয়
শ্রবণ করিয়া আপনারা আর শোক প্রাপ্ত
হইবেন না । যিনি ক্রর ও অক্ররকে অভিন্ন
বলিয়া বিদিত করেন, তাঁহার আর কোনই ভয়
নাই; কিন্তু যিনি এই তত্ত্ব জানেন না, তাঁহার
ভয় সর্বত্রই বিদ্যমান । মুঢ় নর অজ্ঞানবশতঃ
পুনঃপুনঃ নানা উপজীব প্রাপ্ত হইয়া সহস্র
সহস্র জনন-মরণ ভোগ করিতে থাকে ।
তথাবিধ নর কখন পুণ্যবলে দেবলোকে
গমন করে এবং কখন তিৰ্য্যক্জাতি বা
মহুয্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । পরন্তু যিনি
কখন অজ্ঞানসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হয়,
তবেই তাহার মুক্তি লাভ ঘটে । হে দ্বিজ-
গণ ! ভূতগণ দিন দিন অগাধ অনন্ত অজ্ঞান-
সাগরেই নিমগ্ন হইতেছে । আপনাব

এবং যথা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সারাং সারতরং পরম্ ।
কথিতং পরমং মোক্ষং যং জ্ঞাত্বা ন নিবর্ততে ॥
ন নাস্তিকায় দাতব্যং নাভক্তায় কদাচন ।
ন দুষ্টমতয়ে বিপ্রা ন শঙ্কাবিমুখায় চ ॥ ৫৩
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বাসিষ্ঠকরালজনকসংবাদসমাপ্তি-
নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

এবং পুরা মুনৌ ন্যাসঃ পুরাণং শঙ্কয়া গিরা ।
দশাষ্টদোষরহিতৈর্বাচ্যৈঃ সারতরৈর্দ্বিজাঃ ॥ ১
পূর্ণমন্তমলৈঃ শুদ্ধৈর্নানাশাস্ত্রসমুচ্চয়ৈঃ ।
জাতিশুদ্ধসমাবৃক্তং সাধুশুদ্ধোপশোভিতম্ ॥ ২
সাধ্যোপেক্ষোক্তিসিদ্ধান্তপরিনিষ্ঠাসম্বিতম্ ।
শ্রাবয়িত্বা যথাত্মায়ং বিররাম মহামতিঃ ॥ ৩
তেহপি শ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পুরাণং বেদসম্মিতম্ ।
আত্মং ব্রাহ্মভিধানঞ্চ সর্ববাহ্যফলপ্রদম্ ॥ ৪

অজ্ঞানমুক্ত হইয়া সম্প্রতি বিরজস্ব ৬
বিতমস্ব হইয়াছেন । হে মুনিবরগণ ! আমি
এই সারাংসার পরমোত্তম মোক্ষতত্ত্ব প্রকাশ
করিয়া কহিলাম, ইহা জানিয়া মানুষ আর
সংসারে পতিত হয় না ; অতএব আবার
বলি,—নাস্তিক, অভক্ত, দুষ্টচিত্ত বা শঙ্কাহীন
ব্যক্তিকে ইহা কদাচ প্রদেয় নহে । ৪২—৫৩।
পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ ! মহা-
মতি বেদব্যাস পুরাকালে এইরূপে মুনিগণকে
মধুর বাক্যে যথাবিধি পুরাণপ্রবন্ধ শ্রবণ
করাইয়া বিরত হইলেন । ঐ পুরাণপ্রস্তাবে
তিনি যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তৎ-
সমস্তই নির্দোষ, নির্মল, সারস্বত, বিশুদ্ধ,
বিবিধ সাধু শব্দে সুশোভিত, জাতিশুদ্ধ ও

দৃষ্টা বভূবুঃ সুপ্রীতা বিন্মিতাশ্চ পুনঃ পুনঃ ।
প্রশংসাসুস্তদা ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ মুনিম্ ॥

মুনয় উচুঃ ।

উক্তং ত্বয়া মুনিশ্রেষ্ঠ পুরাণং শ্রুতিসম্মিতম্ ।
সর্বাভিপ্রেতফলদং সর্বপাপহরং পরম্ ॥ ৬
যথা শ্রুতং তথাস্মাভির্বিচিত্রপদমক্ষরম্ ।
ন তেহন্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎলব্ধ লোকেষু বৈ
প্রভো ॥ ৭

সর্বভূতঃ মহাভাগ দেবোদ্বিব বৃহস্পতিঃ ।
নমস্তামো মহাপ্রাজ্ঞং ব্রহ্মিষ্ঠং ত্বাং মহামুনিম্ ।
যেন ত্বয়া তু বেদার্থা ভারতে প্রকটীকৃতাঃ ।
কঃ শক্নোতি গুণান্ বক্তুং তব সর্বান মহামুনে
অধীত্য চতুরো বেদান্ সাক্ষান্ ব্যাকরণানি চ
কৃতবান্ ভারতং শাস্ত্রং তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ
নমোহস্ত তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র ।

নানা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ । মুনিশ্রেষ্ঠগণ
সেই সর্ববাহ্য-ফলপ্রদ বেদ-তুল্য ব্রহ্মাখ্য
আগুপুраণ শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হইলেন
এবং বিন্মিত হইয়া তৎকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন
ব্যাসমুনিকে বারম্বার প্রশংসা করিতে
লাগিলেন । মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনিবর !
আপনি সর্বাভীষ্টফলপ্রদ, সর্ব পাপহর,
শ্রুতিপ্রতিম, পরম পুরাণ কীর্তন করিলেন ;
আমরা এই বিচিত্র পদ-সম্পন্ন পুরাণপ্রবন্ধ
আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম । বুঝিলাম,—
হে প্রভো । ত্রৈলোক্যে, আপনার অবিদিত
কিছুই নাই । হে মহাভাগ ! দেবসমাজে
বৃহস্পতির ন্যায় আপনি সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ।
আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ, মহামুনি ; আপ-
নাকে আমরা অভিবাদন করি । আপনি
ভারতে বেদার্থ সকল প্রকটিত করিয়াছেন ।
হে মহামুনে ! কে আপনার সমস্ত গুণ প্রকাশ
করিয়া বলিতে পারে ? আপনি সমস্ত ব্যাক-
রণ ও সাক্ষ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া
ভারত-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । আপনি
জ্ঞানাত্মা, আপনাকে নমস্কার । ১—২০। হে প্রফুল্ল

যেন স্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ

প্রজালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ১১

অজ্ঞানতিমিরাক্তানাং ভ্রামিতানাং কুদৃষ্টিভিঃ ।

জ্ঞানাজননশলাকেন ত্বয়া চোন্মীলিতা দৃশঃ ॥ ১২

এবমুক্তা সমভ্যর্চ্য ব্যাসস্তে চৈব পূজিতাঃ ।

জগদুর্ধ্বাগতঃ সর্বৈ কৃতকৃত্যঃ স্বমাত্মনাম্ ॥ ২০

তথা যয়া মুনিশ্রেষ্ঠা কথিতং হি সনাতনম্ ।

পুরাণং স্মৃগুপুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৪

যথা ভবন্তিঃ পৃষ্ঠোহহং সম্প্রসন্নঃ দ্বিজসত্তমাঃ ।

ব্যাসপ্রসাদান্তং সর্বং যয়া সম্পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৫

ইদং গৃহস্থৈঃ শ্রোতব্যং যতিভির্ভক্তচারিভিঃ ।

ধর্মসৌখ্যপ্রদং নৃণাং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥ ১৬

তথা ব্রহ্মপরৈবিতৈ প্রব্রাজণাদৈঃ স্ম সংযতৈঃ ।

শ্রোতব্যং স্ম প্রযত্নেন সম্যক্ শ্রেয়োভিকাজ্জতিঃ

প্রাপ্নোতি ব্রাহ্মণো বিদ্যাং কত্রিয়ো বিজয়ং রণে

বৈশ্বজ্ঞ ধনমক্ষম্যঃ শূদ্রঃ স্মৃগুপুণ্যম্ ॥ ১৮

যং যং কামমভিধ্যায়ন শৃণোতি পুরুষঃ শুচিঃ ।

তং তং কামমবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ

পুরাণং বৈকবং ত্বেতৎ সর্বকিঞ্চিদনাশনম্ ।

বিশিষ্টং সর্বশাস্ত্রেভ্যঃ পুরুষার্থোপপাদকম্ ॥ ২২

এতর্কো যন্ময়াখ্যাতঃ পুরাণং বেদসম্মিতম্ ।

এতেহস্মিন্ সর্বদোষোখঃ পাপরাশিঃ প্রণশ্যতি

প্রয়াগে পুঙ্করে চৈব কুরুক্ষেত্রে তথার্কুদে ।

উপোষ্য যদবাপ্নোতি তদস্তু শ্রবণায়রঃ ॥ ২২

যদগ্নিহোত্রে স্মৃহতে বর্ষে নাপ্নোতি বৈ ফলম্ ।

মহাপুণ্যময়ং বিপ্রাস্তদস্তু শ্রবণাৎ সফলং ॥ ২৩

যদৈক্যচন্দ্রকাদশাং স্নাত্বা বৈ যমুনাজলে ।

মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পুরুষঃ ফলম্ ॥

তদাপ্নোতি ফলং সম্যক্ সমাধানেন কীর্ত্তনাৎ ॥

পুরাণেহস্তু হিতো বিপ্রাঃ কেশবার্পিতমানসঃ ।

পদ্মপলাশ-নয়ন! বিশালবুদ্ধি বেদব্যাস। আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আপনি ভারত-তৈল-পূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজালিত করিয়াছেন। জ্ঞানরূপ অজ্ঞান-শলাকা দ্বারা আপনি অজ্ঞান-তিমিরাক্ত, কুদর্শনে ভ্রামিত মানবদিগের নয়ন উন্মীলিত করিয়াছেন। সেই মুনিগণ এই বলিয়া ব্যাস-মুনিকে পূজা করিয়া এবং নিজেরাও পূজিত ও কৃতকৃত্য হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্যাসমুনি যেমন মুনিগণের নিকট এই মহাপুণ্যজনক সনাতন মহাপুণ্য বলিয়াছিলেন, আমিও তেমনি আপনাদিগকে এই পাপহর পুরাণ বলিলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমার নিকট আপনারা যেমন প্রশংসা করিয়াছিলেন, ব্যাসপ্রসাদে ভক্তসমস্তই আমি কহিলাম। গৃহস্থ, যতি এবং ব্রহ্মচারী সকলেরই এই পুরাণ শ্রবণ করা কর্তব্য। এই পবিত্র পাপহর পুরাণ, ধর্ম এবং পুণ্যসম্পত্তি জনক। ব্রহ্ম-মিষ্ট, স্মৃগুপুণ্য ব্রাহ্মণদি সমস্ত বর্ণই পরম শ্রদ্ধাভাজন। অতি যত্নের সহিত এই পুরাণ

শ্রবণ করিবেন। এই পুরাণ শ্রবণে ব্রাহ্মণ বিপ্রা, কত্রিয় রণজয়, বৈশ্ব অক্ষয় ধন, এবং শূদ্র স্মৃগুপুণ্য প্রাপ্ত হইতে পারে। পুরুষ পবিত্র হইয়া যে যে কামনায় এই পুরাণ শ্রবণ করে, নিঃসন্দেহ তাহার সেই সেই কামনা করায়ত্ত হইয়া থাকে। এই বৈকব পুরাণ সর্ব-কিঞ্চিদ-হর; সর্ব শাস্ত্রাপেক্ষা বিশিষ্ট এবং পুরুষার্থ ফলের উপপাদক। ১১—২০। আমি আপনাদিগকে এই যে বেদপ্রতিম পুরাণপ্রবন্ধ কহিলাম, ইহা শ্রবণে সর্বদোষ-জাত পাপরাশি প্রনষ্ট হয়। প্রয়াগে, পুঙ্করে, কুরুক্ষেত্রে কিম্বা অর্কুদে উপবাস করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই পুরাণ শ্রবণে নর সেই ফল অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়। একবর্ষ বাবৎ অগ্নিহোত্রে সম্যক্ আহুতি দান করিলে যে ফল পাওয়া না যায়, হে বিপ্রগণ! এই পুরাণ একবার মাত্র শ্রবণেই সেই মহাপুণ্য ফল লাভ হইয়া থাকে। পুরুষ যেরূপ মনোনিবেশ করিয়া বাবলী দিনে যমুনাজলে স্নান করিয়া মথুরাপুরে হরি সন্দর্শন করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, অবিকল হইয়া এই পুরাণ